পুরাতন নিয়মের পুস্তকমালা

পুস্তকের নাম	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
আদিপুস্তক	50	1
যাত্রাপুস্তক	40	53
লেবীয় পুস্তক	27	95
গণনাপুস্তক	36	126
দ্বিতীয় বিবরণ	34	170
যিহোশূয়	24	210
বিচারকর্ত্তৃগণ	21	235
রূতের বিবরণ	4	261
1 শমূয়েল	31	265
2 শমূয়েল	24	298
1 রাজাবলি	22	328
2 রাজাবলি	25	359
1 বংশাবলি	29	390
2 বংশাবলি	36	418
ইস্রা	10	450
নহিমিয়	13	460
ইষ্টের	10	475
ইয়োব	42	483
গীতসংহিতা	150	515
হিতোপদেশ	31	590
উপদেশক	12	616
পরমগীত	8	625
যিশাইয়	66	630
যিরমিয়	52	688
বিলাপ	5	751
যিহিষ্কেল	48	757
দানিয়েল	12	807
হোশেয়	14	823
যোয়েল	3	832
আমোষ	9	835
ওবদিয়	1	842
যোনা	4	844
মীখা	7	847
নহূম	3	853
হবক্কূক	3	856
সফনিয়	3	859
হগয়	2	862
সখরিয়	14	864
মালাখি	4	873

নূতন নিয়মের পুস্তকমালা

পুস্তকের নাম	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
মথি	28	879
মার্ক	16	915
লূক	24	937
যোহন	21	975
প্রেরিতদের কার্য্য	28	1003
রোমীয়	16	1038
1 করিন্থীয়	16	1054
2 করিন্থীয়	13	1068
গালাতীয়	6	1078
ইফিষীয়	6	1084
ফিলিপীয়	4	1090
কলসীয়	4	1094
1 থিষলনীকীয়	5	1098
2 থিষলনীকীয়	3	1102
1 তীমথিয়	6	1104
2 তীমথিয়	4	1108
তীত	3	1112
ফিলীমন	1	1114
ইব্রীয়	13	1115
যাকোব	5	1127
1 পিতর	5	1131
2 পিতর	3	1136
1 যোহন	5	1139
2 যোহন	1	1143
3 যোহন	1	1144
যিহূদা	1	1145
প্রকাশিত বাক্য	22	1147
শব্দ তালিকা		1165

ভূমিকা

বাইবেলের এই সংস্করণ তাঁদের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে যাঁরা সাধারণ মানুষ, যাঁদের বোধবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্য অসাধারণ রকমের নয়, অথচ যাঁদের এই শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন আছে। এই সংস্করণের প্রস্তুতির পিছনে যে মূল ভাবনা বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে তা হল ভালো অনুবাদ ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া। এই পুস্তকের অনুবাদকেরা প্রধানত এই চিন্তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন: কিভাবে বাইবেলের রচয়িতাদের বাণীগুলি তেমনিই স্বাভাবিক এবং কার্যকরীভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, যেমনটি মূল রচনাগুলি তখনকার মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। অভিধান খুঁজে কেবল মূল শব্দগুলির ভাষান্তর করাই বিশ্বস্ত অনুবাদ নয়। বিশ্বস্ত অনুবাদ বাণীগুলিকে প্রকাশ করবে এমন একটি চেহারায় যা শুধুমাত্র মূলের অর্থই বহন করবে না, বরং হাজার হাজার বছর আগেকার সময়ের মতোই একই রকমের প্রাসঙ্গিকতার আবহাওয়া তৈরী করবে, সেই রকমই কৌতুহলের উদ্রেক ঘটাবে এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

কাজেই এই পুস্তকের অনুবাদকদের কাছে কার্যকরী যোগাযোগের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর জন্যে অনুবাদ যথাযথ করবার বিষয়টি যে কম গুরুত্ব পেয়েছে এমন নয়, তবে ‘যথার্থ’ বলতে এঁরা বুঝেছেন ধ্যানধারণাগুলির বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব, ভাষাগত বৈশিষ্টগুলির নিখুঁত চেহারাবদল নয়।

শাস্ত্রের রচয়িতারা, বিশেষ করে যাঁরা ‘নূতন নিয়ম’ এর রচনাগুলি লিখেছিলেন, তাঁদের ভাষা শৈলী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে তাঁরা মূলতঃ উত্তম যোগাযোগের বিষয়েই উৎসাহী ছিলেন। এই বাংলা সংস্করণের প্রস্তুতকারকেরা ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই তাঁদের বিশেষ পাঠকসমাজের কাছে বাইবেলের বাণীগুলি তাঁরা সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। বর্তমান অনুবাদকগণ ভাষাকে ব্যবহার করেছেন শাস্ত্রের সত্যের কুঠুরিগুলির দরজার তালা খোলবার চাবি হিসেবে।

বোধগম্যতা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। শক্ত অথবা দ্ব্যর্থক শব্দ বা বাক্যবন্ধগুলি অনেক সময় অল্পকথায় ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। কখনও বা সমার্থক শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে পদ টীকা ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময়েই শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বাক্য ও বাণীগুলির পাঠান্তর নির্দেশ করা হয়েছে। মাঝেমধ্যে প্রসঙ্গের মধ্যে নিহিত শব্দ বা মন্তব্যগুলি অনুবাদে পরিষ্কার লিখে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই যত্ন ও পরিশ্রম প্রিয় পাঠককে উপযুক্তভাবে সাহায্য করবে।

সূচনা

প্রকৃতপক্ষে ‘বাইবেল’ শব্দটির উৎপত্তি একটি গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ “পুস্তকসকল।” অনুবাদে “নিয়ম” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল “চুক্তি” বোঝাবার জন্য। ঈশ্বর তাঁর লোকদের আশীর্বাদ করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই “চুক্তি” কথাটিতে তারই ইঙ্গিত আছে। মোশির সময়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলের ইহুদীদের সঙ্গে যে চুক্তিগুলি করেছিলেন, পুরাতন নিয়ম হল, সেই লেখাগুলির সমষ্টিগত রূপ। এরপর ঈশ্বর, খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সমস্ত মানুষের সঙ্গে যে চুক্তি করলেন, সেই লেখাগুলি নিয়েই “নূতন নিয়ম” সংকলিত।

ইহুদীদের পরিচালনা করার সময় ঈশ্বর যেসব মহৎ কাজ করেছিলেন তার একটি বিবরণ পুরাতন নিয়মের লেখাগুলিতে পাওয়া যায়; এবং সেই সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদ সারা জগতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই লোকেদের ব্যবহার করার যে পরিকল্পনা ঈশ্বর করেছিলেন তাও এই পুরাতন নিয়মের লেখাগুলি প্রকাশ করে। এই লেখাগুলিতে ভবিষ্যতের বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে বা (“খ্রীষ্ট”) পাঠাবেন। নূতন নিয়মের লেখাগুলি পুরাতন নিয়মের কাহিনীর পূর্ণতা। এগুলিতে সেই ত্রাণকর্তার (অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের) আবির্ভাবের বর্ণনা আছে এবং আছে সমস্ত মানবজাতির কাছে তাঁর আগমণের তাৎপর্য্য। কাজেই নূতন নিয়ম বোঝবার জন্য পুরাতন নিয়মের প্রয়োজন, যেহেতু প্রয়োজনীয় পটভূমিকা পুরাতন নিয়মেই পাওয়া যাচ্ছে। আবার পুরাতন নিয়মে যে পরিত্রাণের কাহিনীর শুরু, নূতন নিয়মে তা সম্পূর্ণ হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম

এই পুরাতন নিয়ম হল নানান রচয়িতার লেখা উনচল্লিশটি পুস্তকের একটি সঙ্কলন। এগুলি প্রধানতঃ প্রাচীন ইস্রায়েলের ভাষা হিব্রুতে রচিত। অবশ্য এর কিছু কিছু অংশ বাবিল সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা ‘আরামাইক’ এ লেখা। পুরাতন নিয়মের কিছু কিছু অংশ সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশী আগে লেখা হয়েছিল এবং এর প্রথম পুস্তক রচনার সময় থেকে শেষ পুস্তক রচনাকালের মধ্যে এক হাজার বছরেরও বেশী ব্যবধান ছিল। এই সঙ্কলনে আইন, ইতিহাস, গদ্য, সঙ্গীত এবং কাব্য সংক্রান্ত পুস্তক আছে। এছাড়াও আছে জ্ঞানী মানুষদের দেওয়া নানারকম শিক্ষা।

পুরাতন নিয়মকে প্রায়শঃই তিনটি প্রধান পর্বে ভাগ করা হয়: বিধি-ব্যবস্থা, ভাববাদীগণ এবং পবিত্র রচনাবলী। ‘বিধি-ব্যবস্থা’ পর্বটির অন্তর্গত পাঁচটি পুস্তক “মোশির পাঁচ পুস্তক” নামে পরিচিত। এর প্রথম পুস্তক আদিপুস্তক। এতে আছে বিশ্ব সৃষ্টির ঘটনাবলী; আদি মানব ও মানবী এবং তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রথম পাপাচরণের ঘটনা। এই গ্রন্থে মহাপ্লাবনের কথা আছে এবং ঈশ্বর এই প্লাবনের সময় যে পরিবারকে উদ্ধার করেছিলেন তার কথা রয়েছে। আর রয়েছে ইহুদী জাতির জাতি হিসাবে উত্থানের কাহিনী, যে ইহুদীদের ঈশ্বর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

অব্রাহামের কাহিনী

ঈশ্বর অব্রাহাম নামে এক মহৎ বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তিতে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ছিল যে তিনি অব্রাহামকে এক মহান জাতির পিতা করে তুলবেন এবং তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের দেবেন কনান নামক দেশ। অব্রাহাম এই চুক্তি গ্রহণ করলেন; আর তা দেখানোর জন্যে তিনি সুন্নত হলেন এবং ঈশ্বর এবং তাঁর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তির প্রমাণস্বরূপ হয়ে উঠল এই সুন্নত প্রক্রিয়া। ঈশ্বর কি করে তাঁর প্রতিশ্রুত কাজগুলি করবেন সে সম্বন্ধে অব্রাহামের কোন ধারণা ছিল না; কিন্তু অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর তাঁর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। এতে ঈশ্বর খুবই খুশী হলেন।

মেসোপটেমিয়ার ইব্রীয়দের মধ্যে অব্রাহামের যে বাসভূমি ছিল, ঈশ্বর অব্রাহামকে তা ত্যাগ করতে বললেন এবং তাঁকে সেই প্রতিশ্রুত কনান দেশে (যার আরেক নাম পলেষ্টীয়) নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ বয়সে অব্রাহামের এক পুত্র

সন্তান জন্মালো যার নাম ইস্‌হাক। ইস্‌হাক বড় হয়ে উঠলেন এবং পরে যাকোব নামে তাঁর এক সন্তান হল। এই যাকোব (যার আরেক নাম ইস্রায়েল) পরে বারোটি পুত্র ও একটি কন্যার জনক হলেন। এই পরিবার হয়ে উঠল ইস্রায়েল জাতি; কিন্তু এঁরা কখনও এঁদের গোষ্ঠীর উৎপত্তির ইতিহাস ভুলে যান নি। এই পরিবার নিজেদের ইস্রায়েলের বারোটি উপজাতি (বা পারিবারিক সম্প্রদায়) হিসেবে পরিচয় দিতে থাকলেন; এঁরা ছিলেন যাকোবের সেই বারোজন পুত্রের বংশধর যাদের নাম ছিল: রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, দান, নপ্তালি, গাদ, আশের, ইষাখর, সবূলূন, যোষেফ এবং বিন্যামীন। এঁদের মধ্যে তিনজন প্রধান পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোব ইস্রায়েলের 'পিতৃপুরুষ' হিসেবে পরিচিত।

প্রাচীন ইস্রায়েলে অনেকবার ঈশ্বর কিছু কিছু মানুষকে তাঁর মুখপাত্র হিসেবে আহ্বান করেছিলেন। এই মুখপাত্রগণ ও ভাববাদীগণ মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন। ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েলের জনগণকে অনেক প্রতিশ্রুতি, সতর্কবাণী, বিধি-ব্যবস্থা, অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রথম ভাববাদী হচ্ছেন "হিব্রু" অব্রাহাম। এই অব্রাহামকেই আরেক ধরণের পিতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত ইস্রায়েল

যাকোবের পরিবার বেড়ে উঠল এবং প্রায় সত্তর জন প্রত্যক্ষ বংশধর তার অন্তর্ভুক্ত হল। তাঁর পুত্রদের একজন যোষেফ, মিশরে একজন বড় সরকারী কর্মচারী হয়েছিলেন। তারপর দুর্দিন এলে যাকোব ও তাঁর পরিবার মিশরে চলে গেলেন। সেখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য ছিল এবং জীবনধারণ ছিল সহজ, সরল। হিব্রুদের এই উপজাতি ক্রমে একটি ছোট জাতিতে পরিণত হল; এরপর মিশরের রাজা (ফারাও) এই লোকগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করলেন। চারশ বছর পরে ঈশ্বর কিভাবে ভাববাদী মোশিকে ব্যবহার করে ইস্রায়েলীয়দের মিশরের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাদের পলেষ্টীয়ায় ফিরিয়ে এনেছিলেন, তার বিবরণ রয়েছে "যাত্রাপুস্তক" নামক পুস্তকে। এই মুক্তির জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল, কিন্তু সেই মূল্য দিয়েছিলেন মিশরীয়গণ। শেষপর্যন্ত ঐ লোকদের (ইস্রায়েলীয়দের) মুক্তি দিতে ফারাও যখন রাজী হলেন ততদিনে ফারাও এবং মিশরের সমস্ত পরিবার তাঁদের প্রথম পুত্রদের হারিয়েছিলেন। প্রথম জাত পুত্রদের মৃত্যুবরণ করতে হল যাতে মানুষগুলিকে মুক্তি দেওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে ইস্রায়েলীয়রা নানাভাবে তাদের উপাসনা ও বলিদানের সময় এই কথা স্মরণ করত।

ইস্রায়েলের লোকেরা মুক্তির পথে যাত্রার জন্য তৈরী হল। তারা মিশর থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। প্রত্যেক পরিবার একটি মেষশাবক বধ করে আগুনে ঝলসে নিল। ঐ মেষশাবকের রক্ত তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ চিহ্ন হিসেবে তাদের দরজার চৌকাঠগুলির উপর ছিটিয়ে দিল। খামিরবিহীন রুটি তাড়াহুড়ো করে তৈরী করে খেয়ে নিল। সেই রাত্রে প্রভুর দূত ঐ দেশের ওপর দিয়ে গেলেন। যে পরিবারের দরজার চৌকাঠে মেষশাবকের রক্ত ছিল না তাদের প্রথমজাতদের মৃত্যু হল। এর ফলে মিশরীয়দের পরিবারের প্রথমজাত সন্তান, এমনকি মিশরের রাজা ফারাও তাঁর সন্তান হারালেন এবং বাধ্য হয়ে শেষে ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি দিলেন, কিন্তু যখন দাসেরা মিশর ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হল, ফারাও তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। তিনি ইস্রায়েলীয় দাসদের ধরে ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠালেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লোকদের বাঁচালেন। ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন, তাঁর লোকদের তার মধ্য দিয়ে অপরপারে নিয়ে গেলেন এবং পিছনে ধাওয়া করা মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করলেন। তারপর, আরব উপদ্বীপের মধ্যে কোন এক স্থানে সিনাই মরুভূমির এক পাহাড়ে ঈশ্বর এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তি করলেন।

মোশির বিধি-ব্যবস্থা

এইভাবে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করে এবং তাদের সঙ্গে সীনয়তে চুক্তি করে ঈশ্বর তাদের অন্য সমস্ত জাতি থেকে আলাদা করে এক পৃথক অস্তিত্ব দিলেন। এই চুক্তিতে ইস্রায়েলীয়দের জন্যে অনেক প্রতিশ্রুতি ও বিধি-ব্যবস্থা ছিল। এই চুক্তির একাংশ, যা দশ বিধান নামে পরিচিত, তা ঈশ্বর দুই পাথরের ফলকের উপর লিখে লোকেদের দিলেন। ইস্রায়েলীয়দের কাছে ঈশ্বর যে ধরণের জীবনযাপন প্রত্যাশা করেছিলেন তার মূল নীতিগুলিই এই দশ বিধানে দেওয়া ছিল। একজন ইস্রায়েলীয়ের তার ঈশ্বর, পরিবার ও প্রতিবেশীর প্রতি কি কর্তব্য, তাও এর আওতার মধ্যে পড়ত। এই দশ বিধান এবং সীনয় পর্বতে দেওয়া অন্যান্য নিয়ম ও শিক্ষাগুলি "মোশির বিধি-ব্যবস্থা" নামে অথবা কেবল "বিধি-ব্যবস্থা" নামেই পরিচিত। অনেকসময়ই এই শব্দগুলি শাস্ত্রের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ এবং প্রায়শঃই সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম (বা পুরাতন চুক্তি) সম্পর্কে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দশ বিধান এবং অন্য কিছু আচরণ বিধি ছাড়াও মোশির বিধি-ব্যবস্থাতে রয়েছে যাজকদের সম্পর্কে, বলিদান ও উপাসনা এবং পবিত্র দিনগুলি সম্পর্কে বিধান এবং নির্দেশ। এই বিধানগুলি লেবীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত যাজক এবং তাদের সহকারীরা লেবীর গোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন। এইসব সহকারীকে বলা হোত লেবীয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাজককে মহাযাজক বলা হত।

"পবিত্র তাঁবু" অথবা সভা তাঁবু যেখানে ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে ইস্রায়েলীরা যেতেন, তা তৈরী করার নির্দেশনামাও এই বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে আছে। উপাসনাকালে ব্যবহারের জন্যে যে সব জিনিস প্রয়োজন হবে সেগুলি তৈরী করার নির্দেশাবলীও এতে আছে। এর ফলে জেরুশালেমের সীয়োন পর্বতের উপর মন্দির নির্মাণের জন্যে ইস্রায়েলীরা প্রস্তুত হলেন। পরবর্তীকালে এই মন্দিরেই ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে লোকেরা যেতেন। বলি এবং উপাসনার বিধানগুলি লোকেদের এটা বুঝতে সাহায্য করল যে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে থাকে। কিন্তু এই বিধানগুলি একই সঙ্গে এই মানুষদের পথও দেখালো, দেখালো কিভাবে তারা ক্ষমা পাবে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে পুর্নমিলিত হবে। মানুষের মুক্তির জন্যে ঈশ্বর যে বলিদান প্রস্তুত করছিলেন, পুরাতন নিয়মের বলিদানগুলি তা আরও ভালভাবে বোঝবার পথ করে দিল।

বিধি-ব্যবস্থাতে অনেকগুলি পবিত্র দিন এবং উৎসব পালন করবার নির্দেশাবলী ছিল। প্রত্যেকটি উৎসবেরই নিজস্ব বিশেষ অর্থ ছিল। কতকগুলি (উৎসব) ছিল বছরের নানান বিশেষ সময় পালনের আনন্দদায়ক উপলক্ষ্য, যেমন, প্রথম ফলের কর্তন উৎসব, স্যাবাথ (পঞ্চাশত্তমী অর্থাৎ সপ্তাহ পালনের উৎসব) এবং সাকোথ (অর্থাৎ কুটিরবাস পর্ব।)

এর মধ্যে কিছু উৎসবের দ্বারা ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যে সব আশ্চর্য কাজ করেছেন তা স্মরণ করা হত। নিস্তারপর্ব ছিল এইরকম একটি উৎসব। এই পর্বে প্রত্যেকটি পরিবার মিশর থেকে বেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আরেকবার যেতেন। লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা গান গাইতেন। একটি মেষশাবক বধ করা হত এবং আহার্য প্রস্তুত করা হত। প্রতিটি পানপাত্র এবং প্রতিটি খাদ্যের টুকরো লোকেদের স্মরণ করিয়ে দিত তাদের বেদনা ও দুঃখের জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্যে ঈশ্বর যা কিছু করেছিলেন সে সব কথা।
অন্য কতকগুলি উৎসব ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেক বছর, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, লোকেদের মনে করতে হত অন্যদের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি তারা কত মন্দ কাজ করেছে। এই দিনটি ছিল বিষাদের দিন এবং লোকেরা এদিন কোন আহার্য গ্রহণ করত না। এই দিনে মহাযাজক মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষমার জন্য বিশেষ বলি উৎসর্গ করতেন।
পুরাতন নিয়মের রচয়িতাদের কাছে ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সেটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাববাদীদের এবং পবিত্র রচনাগুলির প্রায় সব গ্রন্থগুলিই এই সত্যের উপর ভিত্তি করে লেখা যে ইস্রায়েল জাতি এবং ইস্রায়েলের প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এক অতি বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তাঁরা এই চুক্তির নাম দিয়েছিলেন "প্রভুর চুক্তি" বা আরো সহজ কথায় শুধু "চুক্তি।" তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থগুলি সমস্ত ঘটনাকে এই চুক্তির আলোতে ব্যাখ্যা করেছে। যদি ব্যক্তি বিশেষ অথবা জাতি ঈশ্বরের প্রতি এবং ঐ চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন তাহলে ঈশ্বর তাদের পুরস্কৃত করতেন। যদি লোকেরা চুক্তিটিকে অগ্রাহ্য করতেন তাহলে ঈশ্বর তাঁদের দণ্ড দিতেন। ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের পাঠাতেন যাতে তাঁরা লোকেদের ঐ চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ঈস্রায়েলের কবিরা একদিকে যেমন তাঁর বাধ্য লোকেদের জন্যে ঈশ্বরের করা সমস্ত বিস্ময়কর কাজের বন্দনা করেছেন, তেমনি তাঁর অবাধ্য মানুষদের যে যন্ত্রনা ও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে তার বিষয়েও শোক প্রকাশ করেছেন। এইসব রচয়িতা ঠিক ও ভুল বিষয়ে তাঁদের ধারণাগুলি ঐ চুক্তির শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়তেন; আর যখন নির্দোষ লোকেরা কষ্ট পেতেন (তখন) কবিরা প্রানপণ বুঝতে চেষ্টা করতেন কেন এমন হত।

ইস্রায়েল রাজ্য

প্রাচীন ইস্রায়েলের কাহিনীতে রয়েছে কিভাবে লোকেরা ঈশ্বরকে ত্যাগ করলো, ঈশ্বর কিভাবে তাদের উদ্ধার করলেন, এই লোকেরা কিভাবে ঈশ্বরের কাছে ফিরল এবং আবার কিভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করল এই সব ঘটনার চক্র। এই চক্রের শুরু হয় লোকেরা ঈশ্বরের চুক্তি গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই। এর পুনরাবৃত্তি বারংবার ঘটলো। সীনয় পর্বতে ইস্রায়েলীগণ ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সম্মতি দিয়েছিল। তারপর তারা বিদ্রোহ করলো এবং মরুভূমিতে চল্লিশ বৎসর ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হল । শেষ পর্যন্ত মোশির সহকারি যিহোশূয় লোকেদের নিয়ে প্রতিশ্রুত দেশে গেলেন। শুরুতে এক বিজয় অভিযান এবং আংশিক ইস্রায়েল রাজ্যের উপনিবেশ স্থাপন হল। এই উপনিবেশ স্থাপনের পর প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে জনগণ বিচারক নামে পরিচিত স্থানীয় নেতাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

কালক্রমে, লোকেরা চাইল একজন রাজা। প্রথম রাজা হলেন শৌল। শৌল ঈশ্বরকে মান্য করলেন না, ফলে ঈশ্বর দায়ূদ নামে এক মেষপালককে নতুন রাজা হিসেবে নির্বাচন করলেন। ভাববাদী শমূয়েল এসে তাঁর মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে তেল ঢেলে তাঁকে ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। ঈশ্বর দায়ূদকে কথা দিলেন যে যিহুদার উপজাতি থেকে আসা তাঁর বংশধরগণই ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের রাজা হবেন। দায়ূদ জেরুশালেম নগরী জয় করলেন এবং সেই নগরীকে তাঁর রাজধানী এবং ভবিষ্যৎ উপাসনা গৃহের স্থান হিসেবে নির্বাচন করলেন। তিনি উপাসনাগৃহে উপাসনার জন্যে যাজক, ভাববাদী, গীতিকার, সংগীতকার এবং গায়কদের একত্র করলেন। দায়ূদ নিজেও অনেকগুলি গান লিখলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে উপাসনা গৃহ নির্মাণ করতে দিলেন না।

বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু আসন্ন তখন দায়ূদ তাঁর পুত্র শলোমনকে ইস্রায়েলের রাজা করলেন। পুত্রকে তিনি সাবধান করে দিলেন যেন সে সর্বদাই ঈশ্বরের কথামতো চলে এবং চুক্তি মান্য করে। রাজা থাকাকালীন শলোমন উপাসনাগৃহ নির্মাণ করলেন, আর ইস্রায়েলের সীমানা বিস্তৃত করলেন। এই সময়ে ইস্রায়েল তার মহিমার চূড়ায় পৌঁছেছিল। শলোমন বিখ্যাত হলেন এবং ইস্রায়েল হল শক্তিশালী।

যিহুদা এবং ইস্রায়েল বিভক্ত রাজ্য

শলোমনের মৃত্যুর পরই গৃহ যুদ্ধ দেখা দিল এবং দেশ বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তরের দশটি উপজাতি নিজেদের ইস্রায়েল নামে পরিচয় দিল। দক্ষিণের উপজাতিগুলি যিহুদা নাম নিল। (আধুনিক নাম ইহুদী, এই নাম থেকে এসেছে) যিহুদা চুক্তির প্রতি আনুগত্য অটুট রাখল এবং দায়ূদের বংশধরগণ জেরুশালেমে রাজত্ব করলেন; অবশেষে যিহুদা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল এবং বাবিলবাসীদের দ্বারা এই যিহুদার লোকেরা নির্বাসিত হল।

উত্তরের রাজ্য ইস্রায়েলে বেশ কয়েকটি বংশ এলো এবং গেলো, কারণ সেখানকার লোকেরা 'চুক্তি' মানলো না। ইস্রায়েলের রাজাদের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নগরে রাজধানী ছিল এবং এগুলির মধ্যে শেষতম ছিল শমরীয় নগর। জনগণের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্যে ইস্রায়েলের রাজারা ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতি বদল করলেন। তাঁরা নতুন যাজকদের নির্বাচন করলেন এবং দুটি নতুন মন্দির তৈরী করলেন; একটি ইস্রায়েলের উত্তর সীমানায় 'দান' নামক স্থানে এবং অপরটি ইস্রায়েল ও যিহুদা সীমানা বরাবর 'বেথেলে।' এরপর ইস্রায়েল এবং যিহুদার মধ্যে বহু যুদ্ধ সংসঘটিত হল।

গৃহযুদ্ধ এবং নানারকম ঝামেলার এই সময়টাতে ঈশ্বর যিহুদা ও ঈস্রায়েলে অনেক ভাববাদীকে পাঠালেন। কয়েকজন ভাববাদী যাজক হিসেবে এলেন এবং অন্যরা এলেন কৃষক হিসেবে। এঁদের কেউ কেউ রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন, অন্যরা অনেক বেশী সাদাসিধে জীপনযাপন করলেন। ভাববাদীদের কয়েকজন তাঁদের শিক্ষাগুলি অথবা ভাববাণী সকল লিখে রাখলেন। অন্য অনেকেই তা করলেন না। কিন্তু সব ক'জন ভাববাদীই ন্যায়বিচার, ন্যায্য ব্যবহার এবং সাহায্যের জন্যে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করলেন।

বহু ভাববাদীই এই সতর্কবানী উচ্চারণ করলেন যে, জনগণ পরাস্ত এবং ছত্রখান হয়ে যাবে যদি না তারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে। ভাববাদীদের কেউ কেউ ভাবী মহিমার এবং ভাবী শাস্তির বিষয়ে দর্শন পেলেন। তাঁদের অনেকেই আবার ভবিয্যতে সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যখন রাজ্য শাসন করার জন্যে একজন নতুন রাজা আসবেন। কেউ কেউ এই রাজাকে দায়ূদের বংশধর হিসেবে দেখলেন, যিনি ঈশ্বরের লোকেদের এক নূতন স্বর্ণযুগে নিয়ে যাবেন। কেউ কেউ আবার বললেন এই রাজা এক চিরকালীন রাজ্যে চিরদিনের জন্যে রাজত্ব করবেন। অন্যরা আবার তাঁকে দেখলেন একদাস হিসেবে, যিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক কষ্ট ভোগ করবেন। কিন্তু এঁরা সবাই তাঁকে দেখলেন মশীহ হিসেবে, যিনি ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত এবং অভিষিক্ত নতুন যুগের প্রবর্তক।

ঈস্রায়েল এবং যিহুদার ধ্বংসপ্রাপ্তি

ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের সাবধান বাণীগুলিতে কর্ণপাত করেনি, ফলে খ্রীষ্টপূর্ব 722/721 অব্দে আক্রমণকারী অশূরীয়দের কাছ শমরীয় পরাজয় স্বীকার করলো। ইস্রায়েলীদের তাদের নিজ নিজ গৃহ থেকে সরিয়ে নিয়ে অশূরীয় সাম্রাজ্যের দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হোল; এরা যিহুদায় বসবাসকারী ভাই ও বোনেদের কাছ থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল।

তারপর অশূরীয়গণ বিদেশীদের নিয়ে এল ইস্রায়েল ভূখণ্ডে পুনরায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। যিহূদা এবং ইস্রায়েলের ধর্ম বিষয়ে এই লোকেদের শিক্ষা দেওয়া হল এবং এদের অনেকেই 'চুক্তি' পালনের চেষ্টা করল। এই জনগোষ্ঠী ক্রমে শমরীয় নামে পরিচিত হল। অশূরীয়রা যিহূদা অভিযানের চেষ্টা করল। অনেক নগর আক্রমণকারীদের পদানত হল; কিন্তু ঈশ্বর জেরুশালেমকে রক্ষা করলেন। পরাজিত অশূরিয় রাজা তাঁর নিজের দেশে ফিরলেন এবং সেখানে তাঁর পুত্রদের মধ্যে দুজন তাঁকে হত্যা করল। এইভাবে যিহূদা রক্ষা পেল।

অল্প কিছুদিনের জন্য যিহূদার লোকেরা বদলে গেল। তারা অল্প সময়ের জন্য ঈশ্বরের বাধ্য হল; কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হল ও ছড়িয়ে গেল। বাবিলের জাতি ক্ষমতায় উন্নীত হল এবং যিহূদা অভিযান করল। প্রথমে তারা কেবল অল্পসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ লোককে বন্দী করে নিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক বছর পরে 587/586 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তারা আবার ফিরে এসে জেরুশালেম এবং উপাসনাগৃহটি (মন্দিরটি) ধ্বংস করল। জনগণের কেউ কেউ মিশরে পালিয়ে গেল; কিন্তু তাদের অধিকাংশকেই দাস হিসেবে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হল। আবার ঈশ্বর লোকেদের কাছে তাঁর ভাববাদীদের পাঠালেন এবং লোকেরা তাঁদের কথা শুনতে লাগল। মনে হয়, জেরুশালেম মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং বাবিলে তাদের নির্বাসন, এই ঘটনাগুলি লোকেদের মধ্যে একটা সত্যিকার পরিবর্তন আনল। ভাববাদীরা আরও বেশী করে নতুন রাজা এবং তাঁর রাজ্যের কথা বলতে লাগলেন। ভাববাদীদের একজন যিরমিয় এমনকি, নতুন এক চুক্তির কথাও বললেন, যে নতুন চুক্তি প্রস্তর ফলকে লেখা হবে না, লেখা হবে ঈশ্বরের আপন জনগোষ্ঠীর অন্তরে।

ইহুদীরা ফিলীস্তিনে ফিরল

ইতিমধ্যে মধ্য পারস্য সাম্রাজ্যে সাইরাস ক্ষমতায় এলেন এবং বাবিল অধিকার করলেন। সাইরাস সেখানে বাসরত যিহূদার লোকেদের তাদের দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। কাজেই সত্তর বছর নির্বাসন ভোগ করার পর অনেক যিহূদাবাসী দেশে ফিরলেন। তাঁরা তাঁদের রাজ্য পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যিহূদা ক্ষুদ্র ও দুর্বল রয়ে গেল। জনগণ আবার মন্দিরটি নির্মাণ করল, এই মন্দির সলোমনের তৈরী মন্দিরের মতো সুন্দর হল না। কিন্তু অনেকেই সত্যি সত্যি ঈশ্বরাভিমুখী হল, বিধি-ব্যবস্থা পাঠ করতে শুরু করল, ভাববাদীদের লেখাগুলি এবং অন্যান্য পবিত্র রচনাসমূহ পড়তে লাগল। বহু লোকে লেখক (অর্থাৎ বিশেষ পণ্ডিত) হয়ে উঠলো এবং শাস্ত্রগুলির নকল তৈরী করল। ক্রমে এরা শাস্ত্র অধ্যয়নের পাঠশালার বন্দোবস্ত করল। বিশ্রামবারের (শনিবার) দিনগুলিতে লোকেরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে অধ্যয়ন, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করল। তাদের সমাজগৃহে (যেগুলি সভাগৃহ নামে পরিচিত হল) তারা মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগল এবং তাদের অনেকে খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পশ্চিমে মহামতি আলেকসান্দর গ্রীসের নিয়ন্ত্রণ দখল করলেন এবং শীঘ্রই সারা পৃথিবী জয় করলেন। তিনি গ্রীক ভাষা এবং গ্রীসের কৃষ্টি ও আচার বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে গেল এবং শীঘ্রই আরেকটি সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হল, যে সাম্রাজ্য তখনকার পৃথিবীর বিশাল এক অংশের দখল নিল, যার মধ্যে ছিল ফিলীস্তিন , যেখানে যিহূদার লোকেরা বসবাস করছিল।

এই নতুন শাসকগণ যারা রোমান নামে পরিচিত, প্রায়শঃই নিষ্ঠুর এবং রূঢ় ব্যবহার করতেন, অন্যদিকে ইহুদীরা ছিলেন অহঙ্কারী এবং উদ্ধত। এই অস্থির ও কঠিন সময়ে অনেক ইহুদীই তাঁদের জীবদ্দশায় খ্রীষ্টের আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকলেন। ইহুদীরা কেবল ঈশ্বর এবং ঈশ্বর যে খ্রীষ্টকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর দ্বারাই শাসিত হতে চাইছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝি শুধু জগৎ থেকে ইহুদীদের উদ্ধার করা! তাঁদের কেউ কেউ ঈশ্বরের খ্রীষ্ট প্রেরণের অপেক্ষাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু অন্যেরা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা নতুন রাজ্য স্থাপনে ঈশ্বরকে সাহায্য করবে। এই ইহুদীদের বলা হত অত্যুৎসাহী ধর্মোন্মাদের দল। এরা রোমাণদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করল এবং যেসব ইহুদীরা রোমাণদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল তাদের প্রায়ই নিধন করতে লাগল।

ইহুদী ধর্মীয় দল সকল

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী নাগাদ ইহুদীদের কাছে মোশির বিধি-ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। লোকেরা ইতিমধ্যে এই বিধি-ব্যবস্থা খুঁটিয়ে পড়েছে এবং তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেছে। এই লোকেরা বিভিন্নভাবে বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝেছিল (নিজের নিজের মত করে)। কিন্তু বহু ইহুদীই এই বিধি-ব্যবস্থার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে প্রধান তিনটি ধর্মীয় দল ছিল এবং প্রত্যেক দলেই লেখকগণ (আইনজীবি অথবা পণ্ডিতেরা) ছিল।

সদ্দূকী

একটি দলের নাম ছিল সদ্দূকী। এই নাম সম্ভবতঃ রাজা দায়ূদের সময়ে মহাযাজক সদোক এর নাম থেকে উদ্ভূত। অনেক যাজক এবং কর্তৃপক্ষের অনেক মানুষ সদ্দূকী ছিল। এরা ধর্মীয় ব্যাপারে কেবল মোশির বিধি-ব্যবস্থা (পাঁচটি গ্রন্থ) মেনে চলার মনোভাব গ্রহণ করেছিল। বিধি-ব্যবস্থায় যাজক এবং বলিদান বিষয়ে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় ছিল, কিন্তু এতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কোন শিক্ষা ছিল না। তাই সদ্দূকীরা মৃত্যু থেকে মানুষের পুনরুত্থিত হওয়াতে বিশ্বাসী ছিল না।

ফরীশী

আরেকটি দলের নাম ছিল ফরীশী। এই নাম এসেছে একটি হিব্রু শব্দ থেকে যার অর্থ হল ব্যাখ্যা করা বা পৃথক করা। এই দলের লোকেরা সাধারণ মানুষের কাছে মোশির বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা দিতে বা তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করত। এরা বিশ্বাস করত যে মোশির সময় থেকে একটা মৌখিক ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল এবং এও বিশ্বাস করত যে প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষই সেই প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিধি-ব্যবস্থার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। ফরীশীরা শুধু মোশির বিধি-ব্যবস্থাকেই একমাত্র কর্তৃত্ব বলে মেনে নিতে রাজী ছিল না; তারা একই সঙ্গে ভাববাদীদের শিক্ষা, পবিত্র রচনাবলী, এমনকি, তাদের নিজেদের পরস্পরাগত ঐতিহ্যের ওপরও আস্থাশীল ছিল। এরা বিধি-ব্যবস্থা এবং তাদের ঐতিহ্য উভয়ই অনুসরণ করতে যত্নবান ছিল। আর সেই জন্যেই তারা কি খাচ্ছে এবং কি স্পর্শ করছে, হাত ধোয়া এবং স্নান সম্পর্কে সতর্ক থাকত। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে মানুষ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবে, কারণ বহু ভাববাদীই এই সম্বন্ধে বলেছিলেন।

ইসীন

তৃতীয় বড় দল ছিল ইসীন। জেরুশালেমে বহু যাজকই ঈশ্বর অভিপ্রেত পথে জীবনযাপন করছিল না। তাছাড়া রোমানরা অনেক মহাযাজককে নিযুক্ত করেছিল; তাদের কয়েকজনের ক্ষেত্রে মোশির বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশিত যোগ্যতার অভাব ছিল। এইজন্য ইসীনরা মনে করত যে জেরুশালেমে উপাসনা এবং বলিদান ইত্যাদি ঠিকভাবে হচ্ছে না। আর তাই এরা বেরিয়ে এসে জুডিয়ান মরুভূমিতে বাস করতে শুরু করল। এরা নিজস্ব এক সম্প্রদায় তৈরী করল, যেখানে কেবল অন্য ইসীনরাই বসবাস করতে পারত। ইসীনরা উপোস করত, প্রার্থনা করত এবং অপেক্ষা করত কখন ঈশ্বর মন্দির শুচিশুদ্ধ এবং যাজকবৃত্তিকে পবিত্র করার জন্য খ্রীষ্টকে পাঠাবেন।

নূতন নিয়ম

ইতিমধ্যে ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। তিনি একটি বিশেষ জাতিকে মনোনীত করে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন যে চুক্তি তাঁর ন্যায়বিচার ও দয়া বুঝতে এই মানুষদের প্রস্তুত করে তুলবে। জগতকে আশীর্বাদ ধন্য করবার জন্য একটি নূতন ও উন্নততর চুক্তির ওপরে নির্ভরশীল এক ত্রুটিহীন আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলবার যে পরিকল্পনা তাঁর ছিল, ভাববাদী এবং কবিদের মাধ্যমে ঈশ্বর তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা প্রতিশ্রুত খ্রীষ্টের আগমণের পূর্বেই হল। ভাববাদীরা তাঁর আগমণের প্রতিটি খুঁটিনাটি বলে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলে দিয়েছিলেন কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম হবে; তিনি কেমন ধরণের মানুষ হবেন; এবং তাঁকে কি কাজ করতে হবে। ক্রমে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের এবং নতুন চুক্তি শুরু করার সময় এসে গেল।
নূতন নিয়মের লেখাগুলি পড়লে ঈশ্বরের নতুন চুক্তি কিভাবে যীশুর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং কার্যকরী হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই যীশু ছিলেন খ্রীষ্ট (অর্থাৎ "অভিষিক্ত ব্যক্তি খ্রীষ্ট।") এই রচনাগুলি শিক্ষা দেয় যে এই নতুন চুক্তি সমস্ত মানুষের জন্যে। এতে আছে কেমন করে প্রথম শতাব্দীতে মানুষ ঈশ্বরের মহান ভালোবাসার দানে সাড়া দিয়েছিল এবং নতুন চুক্তির ভাগীদার হয়ে উঠেছিল। এই লেখাগুলিতে আছে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি নির্দেশনামা: কেমন করে এই জগতে জীবনযাপন করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের এক পরিপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ ইহলৌকিক জীবন এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে বেঁচে থাকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও এই রচনাগুলিতে লেখা আছে।

নতুন চুক্তির রচনাগুলিতে অন্ততঃ আটজন বিভিন্ন লেখকের লেখা সাতাশটি ভিন্ন ভিন্ন "পুস্তক" আছে। এই লেখকেরা সবাই লিখেছিলেন গ্রীক ভাষায়, প্রথম শতাব্দীতে এই ভাষা পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত ছিল। সমগ্র রচনা সংগ্রহের অর্ধেকেরও বেশী অংশ লিখেছিলেন চারজন "প্রেরিত", যীশুর দ্বারা নির্বাচিত তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি অথবা সহায়কারী। এঁদের মধ্যে— মথি, যোহন এবং পিতর ছিলেন যীশুর জীবদ্দশায় তাঁর নিকটতম বারোজন অনুগামীর মধ্যে তিন জন। পৌল নামক একজন "প্রেরিত" পরবর্তীকালে যীশুর এক অলৌকিক আবির্ভাবের মাধ্যমে মনোনীত হন।

প্রথম চারটি পুস্তক যেগুলিকে "সুসমাচার" বলা হয়, সেগুলি হল যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যুর পৃথক পৃথক বিবরণ। সাধারণভাবে এই পুস্তকগুলি যীশুর শিক্ষা, পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং তাঁর মৃত্যুর অসামান্য গুরুত্ব এই বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছে; এগুলি কেবল তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র নয়। চতুর্থ পুস্তক যোহনের সুসমাচার সম্পর্কে এই কথা সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। প্রথম তিনটি সুসমাচারে বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুবই মিল রয়েছে। বস্তুত এদের একটিতে পাওয়া তথ্য অন্য একটি বা দুটিতেই অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রত্যেক রচনাকারই ভিন্ন ভিন্ন পাঠকগোষ্ঠীর জন্যে লিখেছেন এবং আপাতভাবে প্রত্যেকেরই অন্যদের থেকে একটু আলাদা লক্ষ্য আছে বলে মনে হয়।

চারটি সুসমাচারের পরেই আছে প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ যা হল যীশুর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাগুলির ইতিবৃত্ত। পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা দানের কথা যীশুর অনুগামীগণ কিভাবে ঘোষণা করেছিলেন তার বর্ণনা এতে আছে। এতে আরও আছে সেই বিবরণ কিভাবে এই "সুসমাচার" ঘোষণার ফলে সারা পলেষ্টীয় এবং রোমান রাজ্য জুড়ে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস (ধর্ম) ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। এই প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণী পুস্তক লিখেছিলেন লূক; তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার অধিকাংশ বিষয়েরই প্রত্যক্ষ দ্রষ্ট ছিলেন, তিনি তৃতীয় সুসমাচারেরও লেখক। তাঁর দুটি গ্রন্থের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত ঐক্যসূত্র আছে। যীশুর জীবনী সম্পর্কে তাঁর বিবরণীর একটি স্বাভাবিক পরিশিষ্ট হিসেবে এসেছে "প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ।" প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীর পরে আছে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠির একটি সংগ্রহ। এই পত্রগুলি খ্রীষ্টীয়ান নেতা পৌল এবং পিতরের মত মানুষের কাছ থেকে পাঠানো, যারা দুজন ছিলেন যীশুর প্রেরিত। সেই সময়ে জনগণ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল সেগুলির মোকাবিলা তারা কিভাবে করবে সেই ব্যাপারে তাদের সাহায্য করার জন্য এই পত্রগুলি রচিত। এগুলি শুধু ঐ অল্পসংখ্যক মানুষগুলিকেই নয় বরং সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্মিলিত জীবন এবং এই জগতে জীবন যাপনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তথ্য দেয়, শুধরে দেয়, শিক্ষিত করে এবং অনুপ্রাণিত করে।

নূতন নিয়মের শেষ পুস্তক 'প্রকাশিত বাক্য' অন্য সব পুস্তক থেকে আলাদা। এর মধ্যে পাওয়া যায় এর রচয়িতা প্রেরিত যোহনের দর্শনগুলির বর্ণনা। এই পুস্তকের অনেক চরিত্র এবং চিত্রকল্প পুরাতন নিয়মের থেকে নেওয়া এবং এগুলি উত্তমরূপে তখনই বোঝা সম্ভব যখন এগুলিকে পুরাতন চুক্তির লেখাগুলির সঙ্গে তুলনা করে পড়া হবে। এই চূড়ান্ত পুস্তকে আছে খ্রীষ্টীয়ানদের উদ্দেশ্যে এই নিশ্চয়তার আশ্বাস যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং তাদের নেতা ও সহায় যীশুর ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাইবেল ও আধুনিক পাঠক

আজকের বাইবেল পাঠককে এটা মনে রাখতে হবে যে এই পুস্তকগুলি হাজার হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল, এমন লোকদের জন্যে যারা আমাদের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতির মধ্যে বাস করত। সাধারণভাবে লেখাগুলি যেসব নীতির ওপর আলোকপাত করে সেগুলি বিশ্বজনীন, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ দৃষ্টান্ত এবং উল্লেখ কেবল সেই সময়কার সংস্কৃতির ও ইতিহাসের জ্ঞানের ভিত্তিতেই বোধগম্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যীশু একটা গল্প বলছেন: একটি লোকের জমিতে বীজ বোনার গল্প যে জমিটার নানা ধরণের মৃত্তিকাগুণ বর্তমান। এই মৃত্তিকা চরিত্রের সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলি আজকের পাঠকের কাছে অপরিচিত মনে হতে পারে। কিন্তু এই গল্পটি থেকে যীশু যে শিক্ষা দিলেন তা যে কোন সময়ে যে কোনও দেশের মানুষের কাছে গ্রহণীয়।

আধুনিক পাঠকের কাছে বাইবেলের জগৎটা একটু বিস্ময়কর মনে হতে পারে। তখনকার লোকেদের আচার অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী, কথাবার্তার ধরণ এসবই পুরোপুরি অপরিচিত মনে হতে পারে। এইসব বিষয়ের মূল্যায়ন কিন্তু সেই সময়ের এবং স্থানের মানদণ্ডে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত–আধুনিক মাপকাঠির সাহায্যে নয়। এটা খেয়াল রাখাও দরকার যে বিজ্ঞানের বই হিসেবে বাইবেল লেখা হয় নি। এই পুস্তক লেখা হয়েছিল প্রধানতঃ ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা বিবৃত করার জন্যে এবং মানুষের কাছে সেইসব ঘটনার তাৎপর্য তুলে ধরবার জন্যে। এর শিক্ষা সব বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে জড়িত এবং সেগুলি বিজ্ঞানের রাজ্যের বাইরের জিনিস। বাইবেল আজকের যুগেও প্রাসঙ্গিক কারণ এর আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিষয় হল মানুষের আত্মিক প্রয়োজনসমূহ যেগুলি কখনও পরিবর্তিত হয় না।

যিনি বাইবেল পুস্তকটি খোলা মনে পাঠ করবেন তিনি অনেক উপকার পাওয়ার আশা করতে পারেন। তিনি প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষার বিষয়ে জানবেন

এবং তাঁর অনুগামী হওয়ার অর্থ কি তাও জানবেন। তিনি লাভ করবেন কিছু মৌলিক আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং তিনি একটি গতিশীল এবং আনন্দময় জীবনযাপনের জন্যে যে ব্যবহারিক শিক্ষার দরকার তাও লাভ করবেন। জীবনের কঠিনতম প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি এখানে পাবেন। কাজেই এই পুস্তক পড়বার অনেকগুলি উপযুক্ত কারণ আছে, আর যে ব্যক্তি খোলা এবং কৌতূহলী মন নিয়ে এটি পড়বেন তিনি খুব সম্ভব তাঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি তা আবিষ্কার করবেন।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

আদিপুস্তক

জগৎ সৃষ্টির শুরু
প্রথম দিন—আলো

1 শুরুতে, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
প্রথমে পৃথিবী সম্পূর্ণ শূন্য ছিল; পৃথিবীতে কিছুই
ছিল না। 2অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর ঈশ্বরের
আত্মা সেই জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল।
3তারপর ঈশ্বর বললেন, “আলো ফুটুক!” তখনই আলো
ফুটতে শুরু করল। 4আলো দেখে ঈশ্বর বুঝলেন, আলো
ভাল। তখন ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক
করলেন। 5ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন “দিন,” এবং
অন্ধকারের নাম দিলেন “রাত্রি।”

সন্ধ্যা হল এবং সেখানে সকাল হল। এই হল প্রথম
দিন।

দ্বিতীয় দিন—আকাশ

6তারপর ঈশ্বর বললেন, “জলকে দুভাগ করবার
জন্য আকাশমণ্ডলের ব্যবস্থা হোক!” 7তাই ঈশ্বর
আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি করে জলকে পৃথক করলেন। এক
ভাগ জল আকাশমণ্ডলের উপরে আর অন্য ভাগ জল
আকাশমণ্ডলের নীচে থাকল। 8ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের
নাম দিলেন “আকাশ।” সন্ধ্যা হল আর তারপর সকাল
হল। এটা হল দ্বিতীয় দিন।

তৃতীয় দিন—শুকনো জমি ও গাছপালা

9তারপর ঈশ্বর বললেন, “আকাশের নীচের জল
এক জায়গায় জমা হোক যাতে শুকনো ডাঙা দেখা
যায়।” এবং তা-ই হল। 10ঈশ্বর শুকনো জমির নাম
দিলেন, “পৃথিবী” এবং এক জায়গায় জমা জলের
নাম দিলেন “মহাসাগর।” ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভাল
হয়েছে। 11তখন ঈশ্বর বললেন, “পৃথিবীতে ঘাস হোক,
শস্যদায়ী গাছ ও ফলের গাছপালা হোক। ফলের
গাছগুলিতে ফল আর ফলের ভেতরে বীজ হোক।
প্রত্যেক উদ্ভিদ আপন আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করুক।
এইসব গাছপালা পৃথিবীতে বেড়ে উঠুক।” আর তাই-ই
হল। 12পৃথিবীতে ঘাস আর শস্যদায়ী উদ্ভিদ উৎপন্ন
হল। আবার ফলদায়ী গাছপালাও হল, ফলের ভেতরে
বীজ হল। প্রত্যেক উদ্ভিদ আপন আপন জাতের বীজ
সৃষ্টি করল এবং ঈশ্বর দেখলেন, ব্যবস্থাটা ভাল হয়েছে।
13সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। এভাবে হল তৃতীয় দিন।

চতুর্থ দিন—সূর্য, চাঁদ ও তারা

14তারপর ঈশ্বর বললেন, “আকাশে আলো ফুটুক।
এই আলো দিন থেকে রাত্রিকে পৃথক করবে। এই
আলোগুলি বিশেষ সভা* শুরু করার বিশেষ বিশেষ
সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আর দিন ও বছর
বোঝাবার জন্য এই আলোগুলি ব্যবহৃত হবে। 15এই
আলোগুলি আকাশে থাকবে পৃথিবীকে আলো দেওয়ার
জন্যে।” এবং তা-ই হল।

16তখন ঈশ্বর দুটি মহাজ্যোতি বানালেন। ঈশ্বর দিনের
বেলা রাজত্ব করার জন্যে বড়টি আর রাত্রিবেলা রাজত্ব
করার জন্যে ছোটটি বানালেন। ঈশ্বর তারকারাজিও
সৃষ্টি করলেন। 17পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্যে ঈশ্বর
এই আলোগুলিকে আকাশে স্থাপন করলেন। 18দিন ও
রাত্রিকে কর্তৃত্ব দেবার জন্যে ঈশ্বর এই আলোগুলিকে
আকাশে সাজালেন। এই আলোগুলি আলো আর
অন্ধকারকে পৃথক করে দিল এবং ঈশ্বর দেখলেন
ব্যবস্থাটা ভাল হয়েছে।

19সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। এভাবে চতুর্থ দিন
হল।

পঞ্চম দিন—মাছ ও পাখী

20তারপর ঈশ্বর বললেন, “বহু প্রকার জীবন্ত প্রাণীতে
জল পূর্ণ হোক আর পৃথিবীর ওপরে আকাশে ওড়বার
জন্য বহু পাখী হোক।” 21সুতরাং ঈশ্বর বড় বড় জলজন্তু
এবং জলে বিচরণ করবে এমন সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন।
অনেক প্রকার সামুদ্রিক জীব রয়েছে এবং সে সবই
ঈশ্বরের সৃষ্টি! যত রকম পাখী আকাশে ওড়ে সেইসবও
ঈশ্বর বানালেন। এবং ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভাল
হয়েছে।

22ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীদের আশীর্বাদ করলেন।
ঈশ্বর সামুদ্রিক প্রাণীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে সমুদ্র ভরিয়ে
তুলতে বললেন। ঈশ্বর পৃথিবীতে পাখীদের সংখ্যাবৃদ্ধি
করতে বললেন। 23সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং তারপর সকাল
হল। এভাবে পঞ্চম দিন কেটে গেল।

ষষ্ঠ দিন—ডাঙার জন্তু জানোয়ার ও মানুষ

24তারপর ঈশ্বর বললেন, “নানারকম প্রাণী পৃথিবীতে
উৎপন্ন হোক। নানারকম বড় আকারের জন্তু-জানোয়ার
আর বুকে হেঁটে চলার নানারকম ছোট প্রাণী হোক এবং
প্রচুর সংখ্যায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হোক।” তখন যেমন
তিনি বললেন সবকিছু সম্পন্ন হল।

বিশেষ সভা কবে মাস এবং বছর শুরু হবে তা নির্দ্ধারণ করার জন্য ইস্রায়েলীয়রা সূর্য এবং চন্দ্রের ব্যবহার করত এবং বহু ইহুদীয় ছুটির দিন এবং বিশেষ সভাসমূহ পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় শুরু হত।

25সুতরাং ঈশ্বর সব রকম জন্তু-জানোয়ার
তেমনভাবে তৈরী করলেন। বন্য জন্তু, পোষ্য জন্তু আর
বুকে হাঁটার সবরকমের ছোট ছোট প্রাণী ঈশ্বর বানালেন
এবং ঈশ্বর দেখলেন প্রতিটি জিনিষই বেশ ভালো
হয়েছে।
26তখন ঈশ্বর বললেন, “এখন এস, আমরা মানুষ
সৃষ্টি করি। আমাদের আদলে আমরা মানুষ সৃষ্টি করব।
মানুষ হবে ঠিক আমাদের মত। তারা সমুদ্রের সমস্ত
মাছের ওপরে আর আকাশের সমস্ত পাখীর ওপরে
কর্তৃত্ব করবে। তারা পৃথিবীর সমস্ত বড় জানোয়ার
আর বুকে হাঁটার সমস্ত ছোট প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব
করবে।”
27তাই ঈশ্বর নিজের মতোই মানুষ সৃষ্টি করলেন।
মানুষ হল তাঁর ছাঁচে গড়া জীব। ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও
স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন। 28ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে
বললেন, “তোমাদের বহু সন্তানসন্ততি হোক। মানুষে
মানুষে পৃথিবী পরিপূর্ণ করো এবং তোমরা পৃথিবীর
নিয়ন্ত্রণের ভার নাও। সমুদ্রে মাছেদের এবং বাতাসে
পাখিদের শাসন করো। মাটির ওপর যা কিছু নড়েচড়ে,
যাবতীয় প্রাণীকে তোমরা শাসন করো।”
29ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমাদের শস্যদায়ী সমস্ত
গাছ ও সমস্ত ফলদায়ী গাছপালা দিচ্ছি। ঐসব গাছ
বীজযুক্ত ফল উৎপাদন করে। এই সমস্ত শস্য ও ফল
হবে তোমাদের খাদ্য। 30এবং জানোয়ারদের সমস্ত সবুজ
গাছপালা দিচ্ছি। তাদের খাদ্য হবে সবুজ গাছপালা।
পৃথিবীর সমস্ত জন্তু-জানোয়ার, আকাশের সমস্ত পাখি
এবং মাটির উপরে বুকে হাঁটে যেসব কীট সবাই ঐ
খাদ্য খাবে।” এবং এই সবকিছুই সম্পন্ন হল।
31ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেসব কিছু দেখলেন।
এবং ঈশ্বর দেখলেন সমস্ত সৃষ্টিই খুব ভাল হয়েছে।
সন্ধ্যা হল, তারপর সকাল হল। এভাবে ষষ্ঠ দিন হল।

সপ্তম দিন— বিশ্রাম

2 সুতরাং পৃথিবী, আকাশ এবং তাদের আভ্যন্তরীণ
যাবতীয় জিনিস সম্পূর্ণ হল। 2যে কাজ ঈশ্বর শুরু
করেছিলেন তা শেষ করে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম
নিলেন। 3সপ্তম দিনটিকে আশীর্বাদ করে ঈশ্বর সেটিকে
পবিত্র দিনে পরিণত করলেন। দিনটিকে ঈশ্বর এক
বিশেষ দিন করলেন কারণ ঐ দিনটিতে পৃথিবী সৃষ্টির
সমস্ত কাজ থেকে তিনি বিশ্রাম নিলেন।

মানব জাতির শুরু

4এই হল আকাশ ও পৃথিবীর ইতিহাস। ঈশ্বর যখন
পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন যা কিছু ঘটেছিল
এটা তারই গল্প। 5পৃথিবীতে তখন কোনও গাছপালা
ছিল না। মাঠে তখন কিছুই জন্মাতো না। কারণ প্রভু
তখনও পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠান নি এবং ক্ষেতে চাষবাস
করার জন্য তখন কেউ ছিল না। 6পৃথিবী থেকে জল*
উঠে চারপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ল। 7তখন প্রভু
ঈশ্বর মাটি থেকে ধূলো তুলে নিয়ে একজন মানুষ
তৈরী করলেন এবং সেই মানুষের নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু
প্রবেশ করালেন এবং মানুষটি জীবন্ত হয়ে উঠল। 8তখন
প্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে একটি বাগান বানালেন আর সেই
বাগানটির নাম দিলেন এদন এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি
করা মানুষটিকে সেই বাগানে রাখলেন। 9এবং সেই
বাগানে প্রভু ঈশ্বর সবরকমের সুন্দর বৃক্ষ এবং
খাদ্যোপযোগী ফল দেয় এমন প্রতিটি বৃক্ষ রোপণ
করলেন। বাগানের মাঝখানটিতে প্রভু ঈশ্বর রোপণ
করলেন জীবন বৃক্ষটি যা ভাল এবং মন্দ বিষয়ে জ্ঞান
দেয়।
10এদন হতে এক নদী প্রবাহিত হয়ে সেই বাগান
জলসিক্ত করল। তারপর সেই নদী বিভক্ত হয়ে চারটি
ছোট ছোট ধারায় পরিণত হল। 11প্রথম ধারাটির নাম
পীশোন। এই নদীধারা পুরো হবীলা দেশটিকে ঘিরে
প্রবাহিত। 12(সে দেশে সোনা রয়েছে আর তা উঁচু
মানের। এছাড়া এই দেশে গন্ধদ্রব্য, গুগ্গুল্ আর মূল্যবান
গোমেদকমণি পাওয়া যায়।)
13দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন, এই নদীটি সমস্ত কূশ
দেশটিকে ঘিরে প্রবাহিত। 14তৃতীয় নদীটির নাম
হিদ্দেকল। এই নদী অশূরিয়া দেশের পূর্ব দিকে প্রবাহিত।
চতুর্থ নদীটির নাম ফরাৎ।
15প্রভু ঈশ্বর কৃষিকাজ আর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের
জন্যে মানুষটিকে এদন বাগানে রাখলেন। 16প্রভু ঈশ্বর
মানুষটিকে এই আদেশ দিলেন, “বাগানের যে কোনও
বৃক্ষের ফল তুমি খেতে পারো। 17কিন্তু যে বৃক্ষ ভালো
আর মন্দ বিষয়ে জ্ঞান দেয় সেই বৃক্ষের ফল কখনও
খেয়ো না। যদি তুমি সেই বৃক্ষের ফল খাও, তোমার
মৃত্যু হবে!”

প্রথম নারী

18তারপরে প্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষের নিঃসঙ্গ
থাকা ভাল নয়। আমি ওকে সাহায্য করার জন্যে ওর
মত আর একটি মানুষ তৈরী করব।”
19প্রভু ঈশ্বর পৃথিবীর ওপরে সমস্ত পশু আর
আকাশের সমস্ত পাখি তৈরী করবার জন্য মৃত্তিকার
ধূলি ব্যবহার করেছিলেন। প্রভু ঈশ্বর ঐ সমস্ত
পশুপাখীকে মানুষটির কাছে নিয়ে এলেন আর মানুষটি
তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম দিল। 20মানুষটি
সমস্ত গৃহপালিত পশু, আকাশের সমস্ত পাখির এবং
অরণ্যের সমস্ত বন্যপ্রাণীর নামকরণ করল। মানুষটি
অসংখ্যা পশু-পাখী দেখল কিন্তু সে তার যোগ্য
সাহায্যকারী কাউকে দেখতে পেল না। 21তখন প্রভু
ঈশ্বর সেই মানুষটিকে খুব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করলেন।
মানুষটি যখন ঘুমোচ্ছিল তখন প্রভু ঈশ্বর তার পাঁজরের
একটা হাড় বের করে নিলেন। তারপর প্রভু ঈশ্বর
যেখান থেকে হাড়টি বের করেছিলেন সেখানটা চামড়া
দিয়ে ঢেকে দিলেন। 22প্রভু ঈশ্বর মানুষটির পাঁজরের
সেই হাড় দিয়ে তৈরি করলেন একজন স্ত্রী। তখন সেই

জল অথবা “এক মিহি কুয়াশা।”

স্ত্রীকে প্রভু ঈশ্বর মানুষটির সামনে নিয়ে এলেন। 23এবং
সেই মানুষটি বলল,
“অবশেষে আমার সদৃশ একজন হল। আমার পাঁজরা
থেকে তার হাড়, শরীর থেকে তার দেহ তৈরী হয়েছে।
যেহেতু নর থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু ‘নারী’
বলে এর পরিচয় হবে।”
24এইজন্য পুরুষ পিতামাতাকে ত্যাগ করে স্ত্রীর
সঙ্গে মিলিত হয় এবং এইভাবে দুজনে এক হয়ে যায়।
25তখন নরনারী উলঙ্গ ছিল, কিন্তু সেজন্যে তাদের
কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

পাপের শুরু

3 প্রভু ঈশ্বর যত রকম বন্য প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন সে
সবগুলোর মধ্যে সাপ সবচেয়ে চালাক ছিল। সাপ
সেই নারীর সঙ্গে একটা চালাকি করতে চাইল। একদিন
সাপটা সেই নারীকে জিজ্ঞেস করল, “নারী, ঈশ্বর কি
বাগানের কোনও গাছের ফল না খেতে সত্যিই আদেশ
দিয়েছেন?”
2তখন নারী সাপটাকে বলল, “না! ঈশ্বর তা বলেন
নি! বাগানের সব গাছগুলো থেকে আমরা ফল খেতে
পারি। 3শুধু একটি গাছ আছে যার ফল কিছুতেই খেতে
পারি না। ঈশ্বর আমাদের বলেছিলেন, ‘বাগানের
মাঝখানে যে গাছটা আছে, তার ফল কোনমতেই খাবে
না। এমন কি ঐ গাছটা ছোঁবেও না— ছুঁলেই মরবে।’”
4কিন্তু সাপটা নারীকে বলল, “না, মরবে না। 5ঈশ্বর
জানেন, যদি তোমরা ঐ গাছের ফল খাও তাহলে
তোমাদের ভালো আর মন্দের জ্ঞান হবে। আর তোমরা
তখন ঈশ্বরের মত হয়ে যাবে!”
6সেই নারী দেখল গাছটা সুন্দর এবং এর ফল
সুস্বাদু, আর এই ভেবে সে উত্তেজিত হল যে ঐ গাছ
তাকে জ্ঞান দেবে। তাই নারী গাছটার থেকে ফল নিয়ে
খেল। তার স্বামী সেখানেই ছিল, তাই সে স্বামীকেও
ফলের একটা টুকরো দিল আর তার স্বামীও সেটা
খেল।
7তখন সেই নারী ও পুরুষ দুজনের মধ্যেই একটা
পরিবর্তন ঘটল। যেন তাদের চোখ খুলে গেল আর
তারা সব কিছু অন্যভাবে দেখতে শুরু করল। তারা
দেখল তাদের কোনও জামাকাপড় নেই। তারা উলঙ্গ।
তাই তারা কয়েকটা ডুমুরের পাতা জোগাড় করে
সেগুলোকে জুড়ে জুড়ে সেলাই করল এবং সেগুলোকে
পোশাক হিসেবে পরল।
8প্রভু ঈশ্বর বিকেল বেলা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন।
তাঁর পায়ের শব্দ শুনে সেই পুরুষ ও নারী বাগানে
গাছগুলির মাঝখানে গিয়ে লুকোল। 9কিন্তু প্রভু ঈশ্বর
পুরুষটিকে ডাকলেন, “তুমি কোথায়?”
10পুরুষটি বলল, ‘‘আপনার পায়ের শব্দ শুনে ভয়
পেলাম। আমি যে উলঙ্গ। তাই আমি লুকিয়ে আছি।”
11প্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে বললেন, “কে বলল যে
তুমি উলঙ্গ? তোমার লজ্জা করছে কেন? যে গাছটার
ফল খেতে আমি বারণ করেছিলাম তুমি কি সেই বিশেষ
গাছের ফল খেয়েছ?”
12সেই পুরুষ বলল, “আমার জন্য যে নারী আপনি
তৈরি করেছিলেন সেই নারী গাছটা থেকে আমায় ফল
দিয়েছিল, তাই আমি সেটা খেয়েছি।”
13তখন প্রভু ঈশ্বর সেই নারীকে বললেন, “তুমি এ
কি করেছ?”
সেই নারী বলল, “সাপটা আমার সঙ্গে চালাকি
করেছে। সাপটা আমায় ভুলিয়ে দিল আর আমিও ফলটা
খেয়ে ফেললাম।”
14সুতরাং প্রভু ঈশ্বর সাপটাকে বললেন,

“তুমি ভীষণ খারাপ কাজ করেছ; তার ফলে তোমার
খারাপ হবে। অন্যান্য পশুর চেয়ে তোমার পক্ষে বেশী
খারাপ হবে। সমস্ত জীবন তুমি বুকে হেঁটে চলবে আর
মাটির ধুলো খাবে।
15তোমার এবং নারীর মধ্যে আমি শত্রুতা আনব
এবং তার সন্তানসন্ততি এবং তোমার সন্তান সন্ততির
মধ্যে এই শত্রুতা বয়ে চলবে। তুমি কামড় দেবে তার
সন্তানের পায়ে কিন্তু সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে।”

16তারপর প্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন,
“তুমি যখন গর্ভবতী হবে, আমি সেই দশাটাকে
দুঃসহ করে তুলব, তুমি অসহ্য ব্যথাতে সন্তানের জন্ম
দেবে। তুমি তোমার স্বামীকে আকুলভাবে কামনা করবে
কিন্তু সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে।”

17তারপর প্রভু ঈশ্বর পুরুষকে বললেন,
‘‘আমি তোমায় ঐ গাছের ফল খেতে বারণ
করেছিলাম। তবু তুমি নারীর কথা শুনে নিষিদ্ধ গাছের
ফল খেয়েছ। তাই তোমার কারণে আমি এই ভূমিকে
শাপ দেব। ভূমি তোমাদের যে খাদ্য দেবে তার জন্যে
এখন থেকে সারাজীবন তোমায় অতি কঠিন পরিশ্রম
করতে হবে।
18ভূমি তোমার জন্য কাঁটাঝোপ জন্ম দেবে এবং
তোমাকে বুনো গাছপালা খেতে হবে।*
19তোমার খাদ্যের জন্যে তুমি কঠোর পরিশ্রম করবে
যে পর্যন্ত না মুখ ঘামে ভরে যায়। তুমি মরণ পর্যন্ত
পরিশ্রম করবে তারপর পুনরায় ধূলি হয়ে যাবে। আমি
ধূলি থেকে তোমায় সৃষ্টি করেছি এবং যখন মৃত্যু হবে
পুনরায় তুমি ধূলিতে পরিণত হবে।”

20আদম তার স্ত্রীর নাম রাখল হবা, কারণ সে সমস্ত
জীবিত মানুষের জননী হল।
21প্রভু ঈশ্বর পশুর চামড়া দিয়ে আদম ও হবার
জন্য পোশাক বানিয়ে তাদের পরিয়ে দিলেন।
22প্রভু ঈশ্বর বললেন, “দেখ, ওরা এখন ভালো
আর মন্দ বিষয়ে জেনে আমাদের মত হয়ে গেছে।

ভূমি ... হবে আদি 1:18-29

এখন মানুষটা জীবনবৃক্ষের ফল পেড়েও খেতে পারে।
আর তা যদি খায় তাহলে ওরা চিরজীবি হবে।”

23সুতরাং প্রভু ঈশ্বর মানুষকে এদন বাগান ত্যাগ
করতে বাধ্য করলেন। যে ভূমি থেকে আদমকে তৈরী
করা হয়েছিল, বাধ্য হয়ে সে সেই ভূমিতেই কাজ করতে
থাকল। 24প্রভু ঈশ্বর মানুষকে ঐ বাগান থেকে তাড়িয়ে
দিলেন। প্রভু করূব দূতদের বাগানের প্রবেশ পথে
পাহারায় রাখলেন এবং তিনি আগুনের একটা
তরবারিকেও সেখানে রাখলেন। জীবনবৃক্ষের কাছে
যাবার পথটি পাহারা দেবার জন্য ঐ তরবারিটি চারদিকে
জ্বলজ্বল করছিল।

প্রথম পরিবার

4 আদম ও তার স্ত্রী হবার মধ্যে যৌন সম্পর্ক হল।
হবা একটি শিশুর জন্ম দিল। শিশুটির নাম রাখা
হল কয়িন। হবা বলল, “প্রভুর সহায়তায় আমি একটি
মানুষের রূপ দিয়েছি!”

2পরে সে আর একটি শিশু প্রসব করল। এই শিশুটি
হল কয়িনের ভাই হেবল। হেবল হল মেষপালক আর
কয়িন হল কৃষক।

প্রথম খুন

3-4ফসল কাটার সময় প্রভুর জন্যে কয়িন কিছু উপহার
নিয়ে এল। কয়িন ক্ষেতে যা ফলিয়েছিল তার থেকে
কিছু ফসল নিয়ে এল। আর হেবল প্রভুর জন্যে তার
মেষপাল থেকে বাছাই করা সেরা মেষগুলোর সেরা
অংশ নিয়ে এল।*

প্রভু হেবল ও তার উপহার গ্রহণ করলেন, 5কিন্তু
প্রভু কয়িন ও তার উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে
কয়িনের ভীষণ দুঃখ আর রাগ হল। 6প্রভু কয়িনকে
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি রাগ করছ কেন? তোমার মুখ
বিষণ্ণ কেন? 7তুমি যদি ভাল কাজ কর, তখন আমি
তোমায় গ্রহণ করব। কিন্তু যদি অন্যায় কাজ করো সে
পাপ থাকবে তোমার জীবনে। তোমার পাপ তোমাকে
আয়ত্তে রাখতে চায়, কিন্তু তোমাকেই সেই পাপকে
আয়ত্তে রাখতে হবে।”*

8কয়িন তার ভাই হেবলকে বলল, “চলো, মাঠে
যাওয়া যাক।” তখন কয়িন আর হেবল বাইরে মাঠে
গেল। তখন কয়িন তার ভাই হেবলের উপর ঝাঁপিয়ে
পড়ে তাকে হত্যা করল।

9পরে প্রভু কয়িনকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার
ভাই হেবল কোথায়?”

কয়িন বলল, “আমি জানি না। ভাইয়ের উপর
নজরদারি করা কি আমার কাজ?”

10তখন প্রভু বললেন, “তুমি কি করেছ? তোমার
ভাইকে তুমি হত্যা করেছ? তার রক্ত মাটির নীচে থেকে
আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। 11তুমি তোমার ভাইকে
হত্যা করেছ এবং তোমার হাত থেকে তার রক্ত নেওয়ার
জন্যে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়েছে। তাই এখন, আমি এই
ভূমিকে অভিশাপ দেব। 12অতীতে, তুমি গাছপালা
লাগিয়েছ এবং তোমার গাছপালার ভালই বাড়বৃদ্ধি
হয়েছে। কিন্তু এখন তুমি গাছপালা লাগাবে এবং মাটি
তোমার গাছপালা বাড়তে আর সাহায্য করবে না। এই
পৃথিবীতে তোমার কোনও বাড়ী থাকবে না, তুমি এক
জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।”

13তখন কয়িন বলল, “এই শাস্তি আমার পক্ষে খুব
বেশী! 14দেখ, তুমি আমায় নির্বাসনে যেতে বাধ্য করছ।
আমি তোমার কাছেও আসতে পারব না, তোমার সঙ্গে
আর আমার দেখাও হবে না! আমার কোনও ঘরবাড়ী
থাকবে না! আমি পৃথিবী জুড়ে এক জায়গা থেকে
আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হব এবং আমায়
যে দেখবে সেই হত্যা করবে।”

15তখন প্রভু কয়িনকে বললেন, “না, আমি তা
ঘটতে দেব না ! তোমায় যদি কেউ হত্যা করে তাহলে
তাকে আরও বেশী শাস্তি দেব।” তখন প্রভু কয়িনের
গায়ে একটা চিহ্ন দিলেন যাতে কেউ তাকে হত্যা না
করে।

কয়িনের পরিবার

16কয়িন প্রভুর কাছ থেকে চলে এল এবং এদনের
পূর্বদিকে নোদ নামক এক দেশে বাস করতে লাগল।

17কয়িনের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ফলে তার স্ত্রী
একটি পুত্রের জন্ম দিল। তার নাম রাখা হল হনোক।
কয়িন একটি নগর পত্তন করে তার নামও পুত্রের নামে
রাখল হনোক।

18হনোকের ঈরদ নামে একটি পুত্র হল। ঈরদের
পুত্রের নাম মহূয়ায়েল। আর তার পুত্রের নাম মথূশায়েল।
আর তার পুত্রের নাম লেমক।

19লেমকের দুজন স্ত্রী ছিল। একজনের নাম আদা,
আর একজনের নাম সিল্লা। 20আদার গর্ভে জন্ম হল
যাবলের। যারা তাঁবুতে বাস করে এবং পশুপালন করে
সেই জাতির জনক হল যূবল। 21আদার অন্য পুত্রের
নাম যূবল। তার সন্তানসন্ততি থেকে যে জাতির সৃষ্টি
হল তারা বীণা ও বাঁশি বাজায়। 22লেমকের অন্য স্ত্রী
সিল্লা এক পুত্রের ও এক কন্যার জন্ম দিল। পুত্রের নাম
তূবল-কয়িন আর কন্যার নাম নয়মা। তূবল-কয়িনের
সন্তানসন্ততি পিতল ও লোহার কাজে দক্ষ।

23লেমক তার দুই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল,

“আদা আর সিল্লা, এদিকে কান দাও। লেমকের
স্ত্রীরা, আমার কথা শোনো! একটা লোক আমায়
মেরেছিল, তাই তাকে আমি হত্যা করেছি। একজন
তরুণ আমায় আঘাত করেছিল, তার বদলে আমি তাকে
হত্যা করেছি।

24 কয়িনকে হত্যার শাস্তি ছিল সাত গুণ, লেমককে
হত্যার শাস্তি সাতাত্তর গুণ বেশী!”

হেবল … এল আক্ষরিক অর্থে, ‘‘হেবল তার প্রথমজাত মেষদের মধ্যে থেকে কয়েকটি এনেছিল, বিশেষ করে তাদের চর্বি।”

কিন্তু … হবে অথবা ‘‘তুমি যদি উচিত কাজ না কর তবে পাপ তোমার দোরগোড়ায় ঘাপটি মেরে থাকে। সে তোমাকে চায়, কিন্তু তোমাকেই তাকে শাসন করতে হবে।”

আদম ও হবার নতুন পুত্র লাভ

25আদমের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ফলে হবা আর একটি পুত্রের জন্ম দিলো। তারা তার নাম রাখলো শেথ। হবা বললেন, "ঈশ্বর আমায় আর একটি পুত্র দিয়েছেন। কয়িন হেবলকে মেরে ফেললো, কিন্তু আমার এখন শেথ আছে।" 26শেথেরও একটি পুত্র হলো। সে তার নাম রাখল ইনোশ। সেই সময় লোকেরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলো।*

আদম পরিবারের ইতিহাস

5 এই বই হ'ল আদম পরিবারের বিষয়ে। ঈশ্বর নিজের ছাঁচে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। 2ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন। এবং সেই সৃষ্টির দিনে ঈশ্বর আশীর্বাদ করে তাদের নাম দিলেন ''আদম।"

3আদমের যখন 130 বছর বয়স তখন তার আর একটি পুত্র হল। পুত্রটিকে দেখতে হুবহু আদমের মতো। আদম তার নাম রাখলেন শেথ। 4শেথের জন্মের পর 800 বছর আদম বেঁচেছিলেন। এই সময়ে আদমের আরও পুত্রকন্যা হলো। 5সুতরাং আদম মোট 930 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হলো।

6শেথের যখন 105 বছর বয়স হয় তখন তাঁর একটি পুত্র হয়। তার নাম রাখা হয় ইনোশ। 7ইনোশের জন্মের পরে শেথ 807 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে শেথের আরও পুত্রকন্যা হয়। 8সুতরাং শেথ বেঁচেছিলেন মোট 912 বছর। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

9ইনোশের যখন 90 বছর বয়স তখন তাঁর কৈনন নামে একটি পুত্র হয়। 10কৈননের জন্মের পর ইনোশ 815 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়। 11সুতরাং ইনোশ মোট 905 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

12কৈননের 70 বছর বয়সে তাঁর মহললেল নামে একটি পুত্র হয়। 13মহললেলের জন্মের পর কৈনন 840 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে কৈননের আরও পুত্রকন্যা হয়। 14সুতরাং কৈনন মোট 910 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

15মহললেলের যখন 65 বছর বয়স তখন তাঁর যেরদ নামে একটি পুত্র হয়। 16যেরদের জন্মের পর মহললেল 830 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়। 17সুতরাং মহললেল মোট 895 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

18যেরদের যখন 162 বছর বয়স তখন তাঁর হনোক নামে একটি পুত্র হয়। 19হনোকের জন্মের পর যেরদ 800 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়। 20সুতরাং যেরদ মোট 962 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

21হনোকের যখন 65 বছর বয়স তখন মথূশেলহ নামে তাঁর একটি পুত্র হয়। 22মথূশেলহর জন্মের পর হনোক আরও 300 বছর ঈশ্বরের সঙ্গে পদচারণা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়। 23সুতরাং হনোক মোট 365 বছর বেঁচেছিলেন। 24একদিন হনোক ঈশ্বরের সঙ্গে পদচারণা করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে নিলেন।

25মথূশেলহর যখন 187 বছর বয়স তখন তাঁর লেমক নামে একটি পুত্র হয়। 26লেমকের জন্মের পর মথূশেলহ 782 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়। 27সুতরাং মথূশেলহ মোট 969 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

28লেমকের যখন 182 বছর বয়স তখন তাঁর একটি পুত্র হলো। 29লেমক পুত্রের নাম রাখলেন নোহ। তিনি বললেন, "ঈশ্বর ভূমিকে অভিশাপ দিয়েছেন বলে কৃষকরূপে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু নোহ আমাদের বিশ্রাম দেবে।"

30নোহের জন্মের পরে লেমক 595 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়। 31সুতরাং লেমক মোট 777 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

32নোহর 500 বছর বয়সে শেম, হাম এবং যেফৎ নামে তিনটি পুত্র হলো।

লোকেরা মন্দ হোল

6 পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চললো। অনেকের অনেক কন্যা হলো। 2-4ঈশ্বরের পুত্রেরা দেখলো যে তারা সুন্দরী। সুতরাং ঈশ্বরের পুত্রেরা যার যাকে পছন্দ সে তাকে বিয়ে করলো।

এই নারীরা সন্তানের জন্ম দিলো। সেই সময় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীতে নেফিলিম জাতীয় মানুষরা বাস করত। প্রাচীনকাল থেকেই নেফিলিমরা মহাবীররূপে বিখ্যাত ছিল।

তখন প্রভু বললেন, "মানুষ নেহাতই রক্তমাংসের জীব মাত্র। ওদের দ্বারা আমি আমার আত্মাকে চিরকাল পীড়িত হতে দেব না। আমি ওদের 120 বছর করে আয়ু দেব।"

5প্রভু দেখলেন যে পৃথিবীতে লোকে শুধু মন্দ কাজই করছে। প্রভু দেখলেন যে লোক সারাক্ষণ মন্দ জিনিসের কথাই চিন্তা করছে। 6পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করার জন্যে প্রভুর অনুশোচনা হল এবং তাঁর হৃদয়কে বেদনায় পূর্ণ করল।

7সুতরাং প্রভু বললেন, "পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি করেছি সবাইকে আমি ধ্বংস করব। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জানোয়ার এবং পৃথিবীর উপরে যা কিছু চলে ফিরে বেড়ায় সব কিছুকে আমি ধ্বংস করব। বাতাসে যত পাখী ওড়ে সেগুলোকেও আমি ধ্বংস করব। কেন? কারণ এই সবকিছু সৃষ্টি করেছি বলে আমি দুঃখিত।" 8পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষের প্রতি প্রভু সন্তুষ্ট ছিলেন— সে হল নোহ।

নোহ ও জলপ্লাবন

9এই হল নোহের পরিবারের বৃত্তান্ত। নোহ তার প্রজন্মের একজন ভাল ও সৎ মানুষ ছিলেন এবং

লোকেরা ... করলো আক্ষরিক অর্থে, "লোকেরা যিহোবা নাম নিতে শুরু করেছিল।"

তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতেন। **10**নোহের তিন পুত্র ছিল: শেম, হাম আর যেফৎ।

11-12ঈশ্বর নীচে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দেখলেন যে মানুষ তা ধ্বংস করেছে। সর্বত্র হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ। মানুষ দুষ্ট এবং নিষ্ঠুর হয়ে গেছে এবং নিজেদের জীবন নষ্ট করেছে।

13সুতরাং ঈশ্বর নোহকে বললেন, "সমস্ত লোক ক্রোধ আর হিংসা দিয়ে পৃথিবী পরিপূর্ণ করেছে। তাই আমি সমস্ত জীবন্ত প্রাণীদের ধ্বংস করব। পৃথিবী থেকে সবকিছু মুছে ফেলবো। **14**গোফর কাঠ দিয়ে একটা নৌকো বানাও। নৌকোর ভেতরে অনেকগুলি কক্ষ তৈরী করবে এবং বাইরে কাঠ সংরক্ষণের জন্যে আলকাতরা লাগাবে।

15"নৌকোটা 300 হাত লম্বা, 50 হাত চওড়া আর 30 হাত উঁচু করে তৈরী করবে। **16**ছাদের থেকে প্রায় 18 ইঞ্চি নীচে একটা জানালা তৈরী করবে। নৌকোর পাশের দিকে একটা দরজা তৈরী করবে। উপরের তলা, মাঝের তলা আর নীচের তলা — এইভাবে নৌকোর তিনটে তলা থাকবে।

17"এবার যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। পৃথিবীর উপরে আমি এক মহাপ্লাবন ঘটাবো। আকাশের নীচে যত জীবন্ত প্রাণী আছে, সব ধ্বংস করবো। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মৃত্যু হবে। **18**কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ চুক্তি হবে। তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্রেরা, তোমার পুত্রবধূরা — তোমরা সবাই ঐ নৌকোতে উঠবে। **19**আর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর থেকে তুমি একটি করে পুরুষ আর একটি করে স্ত্রী বেছে নেবে। তুমি অবশ্যই তাদের নৌকোতে তুলে নেবে এবং তোমাদের সঙ্গে তাদেরও বাঁচিয়ে রাখবে। **20**সমস্ত রকম পাখীর একটি করে জোড়া, সমস্ত রকম পশুর একটি করে জোড়া এবং মাটিতে বুকে হেঁটে চলে সেরকম সব প্রাণীর এক-এক জোড়া খুঁজে বের করো। পৃথিবীতে যত রকম জীবজন্তু আছে সে সবগুলোর এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ জোগাড় করে তোমার নৌকোতে তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। **21**তোমাদের জন্য আর অন্যান্য পশুপাখীর জন্য সমস্ত রকম খাবারও অবশ্যই জোগাড় করে রাখবে।"

22এই সমস্ত কিছুই নোহ করলেন। ঈশ্বর যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, নোহ সবকিছু ঠিক সেভাবেই পালন করলেন।

বন্যার শুরু

7 তখন প্রভু নোহকে বললেন, "তুমি যে একজন সৎ মানুষ তা আমি লক্ষ্য করেছি। এমনকি এই যুগের দুষ্ট লোকেদের মধ্যেও তুমি নিজেকে সৎ রেখেছ। সুতরাং তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে তুমি গিয়ে নৌকোতে ওঠো। **2**পৃথিবীর সমস্ত শুচি পশুপাখীর* সাত সাত জোড়া এবং অন্যান্য প্রত্যেক পশুর এক এক জোড়া নাও। এই সমস্ত পশুপাখীদের তুমি ঐ নৌকোতে তোমার সঙ্গে নেবে। **3**সমস্ত রকম পাখীর সাতটি করে জোড়া নেবে। এর ফলে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত পশুপাখী আমি ধ্বংস করে ফেলার পরেও এইসব পশুপাখী সম্পূর্ণভাবে বংশলোপের হাত থেকে রক্ষা পাবে। **4**এখন থেকে ঠিক সাতদিন পরে আমি পৃথিবীতে প্রবল বর্ষণ ঘটাবো। 40 দিন 40 রাত ধরে বৃষ্টি হবে। আমি পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস করে দেব। যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" **5**প্রভু যা যা করতে বললেন, নোহ সে সমস্তই করলেন।

6যখন সেই বর্ষণ শুরু হল তখন নোহের বয়স 600 বছর। **7**নোহ এবং তাঁর পরিবার মহাপ্লাবন থেকে পরিত্রাণের জন্যে নৌকোতে প্রবেশ করলেন। নোহের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, তাঁর পুত্রেরা ও পুত্রবধূরা সবাই নৌকোতে ছিলেন। **8**সমস্ত শুচি ও অশুচি পশুপাখী এবং মাটিতে যারা বুকে হেঁটে চলে সেইসব প্রাণী **9**নোহের সঙ্গে নৌকোতে গিয়ে উঠল। ঈশ্বর যেমনটি আদেশ করেছিলেন ঠিক তেমনভাবে স্ত্রী ও পুরুষে জুটি বেঁধে সমস্ত পশুপাখী নৌকোতে চড়লে, **10**সাত দিন পরে শুরু হল প্লাবন। পৃথিবীতে শুরু হলো বর্ষা।

11-13নোহর 600 তম বছরের দ্বিতীয় মাসের 17 তম দিনে সমস্ত ভূগর্ভস্থ প্রস্রবন ফেটে বেরিয়ে এল এবং মাটি থেকে জল বইতে শুরু করল। ঐদিন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল, বাঁধ ভেঙে গেল এবং সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হলো। সেই একই দিনে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হল, যেন আকাশের সমস্ত জানালা খুলে গেলো। 40 দিন আর 40 রাত ধরে সমানে বৃষ্টি হলো। সেই দিনটিতেই নোহ ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের তিন পুত্র– শেম, হাম, যেফৎ আর তাদের তিন স্ত্রী সকলেই নৌকোয় প্রবেশ করেন। **14**ঐ সব মানুষ আর পৃথিবীর যাবতীয় পশুপাখী নৌকোর মধ্যে আশ্রয় নিলো। সব রকমের গৃহপালিত জন্তু এবং পৃথিবীতে যত রকমের পশুপাখী চলে ফিরে আর উড়ে বেড়ায় সবাই নৌকোর ভেতরে নিরাপদে থাকলো। **15**সমস্ত জন্তু জানোয়ার, পাখী ইত্যাদি নোহর সঙ্গে নৌকোতে উঠলো। প্রাণবায়ু বিশিষ্ট সমস্ত রকম পশুপাখী নৌকাতে জোড়ায় জোড়ায় থাকল। **16**ঈশ্বর যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, নোহ সেই অনুসারে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকোতে উঠালে, প্রভু বাইরে থেকে নৌকোর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

17পৃথিবীতে 40 দিন ধরে বন্যা চললো। জলের মাত্রা ক্রমশঃ উঁচু হতে লাগল আর সেই নৌকো মাটি ছেড়ে জলের উপরে ভাসতে থাকলো। **18**জল বাড়তেই থাকল আর নৌকো মাটি থেকে অনেক উঁচুতে ভাসতে লাগল। **19**জল এত বাড়লো যে সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো পর্যন্ত ডুবে গেলো। **20**পর্বতগুলোর মাথা ছাপিয়ে জল বাড়তে লাগলো। সবচেয়ে উঁচু পর্বতের উপরেও 20 ফুটের বেশী জল দাঁড়াল।

21-22পৃথিবীর সমস্ত জীব মারা গেল। প্রতিটি পুরুষ ও স্ত্রী এবং পৃথিবীর সমস্ত জন্তু জানোয়ার মারা পড়ল।

শুচি পশুপাখীর পাখীরা এবং পশুরা যারা বলির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে বলে ঈশ্বর বলেছিলেন।

সমস্ত বন্য প্রাণী, সরীসৃপ ধ্বংস হয়ে গেল। স্থলচর যত প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাস নেয় তারাও মারা গেল। 23এইভাবে ঈশ্বর পৃথিবীকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেললেন। ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত জিনিস ধ্বংস করে ফেললেন। সমস্ত মানুষ, সমস্ত জন্তু জানোয়ার, বুকে হাঁটা সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত পাখী এই সবকিছুই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নোহ আর নোহের পরিবার-পরিজন এবং নৌকাতে আশ্রয় পাওয়া পশুপাখী — শুধু এটুকুই প্রাণের অবশেষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকলো। 24একটানা 150 দিন পৃথিবী বিপুল জলরাশিতে ডুবে থাকলো।

বন্যার শেষ

8 কিন্তু ঈশ্বর নোহর কথা ভুলে যাননি। নোহ এবং নোহের নৌকোয় আশ্রয় পাওয়া সব জীবজন্তুর কথাই ঈশ্বরের মনে ছিল। পৃথিবীর উপর দিয়ে ঈশ্বর এক বাতাস বয়ে দিলেন। এবং সমস্ত জল সরে যেতে শুরু করল।

2আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণ বন্ধ হল। ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণগুলি থেকে জল নির্গত হওয়া বন্ধ হল। 3-4পৃথিবীর উপর থেকে জলরাশি ক্রমশঃ নেমে যেতে লাগল। 150 দিন পরে জল এতটাই নেমে গেল যে নৌকোটা আবার মাটি স্পর্শ করলো। নৌকা গিয়ে ঠেকল অরারটের একটা পর্বতে। সেটা ছিল সপ্তম মাসের 17 তম দিন। 5জল ক্রমাগতঃ নেমে যেতে লাগলো এবং দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতের মাথাগুলো জলের উপরে জেগে উঠলো।

6আরও 40 দিন পরে নোহ নিজের তৈরী নৌকোর জানালাটা খুললেন। 7তারপর তিনি নৌকো থেকে একটা দাঁড়কাক উড়িয়ে দিলেন। এবং যতদিন না জল নেমে গিয়ে শুকনো ডাঙা দেখা দিল ততদিন সেই দাঁড়কাকটা নৌকো থেকে উড়ে গিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে বেড়াতে লাগল। 8নোহ একটা পায়রাও উড়িয়ে দিলেন। পায়রাটা শুকনো ডাঙা খুঁজে পায় কিনা তা নোহ জানতে চাইছিলেন। তিনি জানতে চাইছিলেন যে পৃথিবী এখনও জলে ডুবে আছে কি না।

9পৃথিবী তখনও জলে ঢাকা, তাই পায়রাটা বসার জায়গা না পেয়ে ফিরে এল নৌকোতে। নোহ হাত বাড়িয়ে পায়রাটাকে ধরে নৌকোর ভিতরে টেনে নিলেন।

10সাত দিন পরে নোহ আবার পায়রাটা উড়িয়ে দিলেন। 11এবং সেদিন বিকেলে পায়রাটা জলপাইয়ের একটা কচি পাতা ঠোঁটে নিয়ে ফিরে এল। পৃথিবীতে যে আবার ডাঙা জেগে উঠতে শুরু করেছে ঐ কচি পাতাটি তারই চিহ্ন। 12সাত দিন পরে নোহ আবার পায়রাটা উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এবার পায়রাটা আর ফিরে এল না। 13তারপর নোহ নৌকোর দরজাটা খুললেন। নোহ তাকিয়ে শুকনো ডাঙা দেখতে পেলেন। সেটা ছিল বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিন। নোহর বয়স তখন 601 বছর। 14দ্বিতীয় মাসের 27 তম দিনের মধ্যে ডাঙা সম্পূর্ণ শুকনো হয়ে গেল।

15ঈশ্বর তখন নোহকে বললেন, 16“নৌকো থেকে নেমে এস। তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্ররা আর তাদের বধূরা নৌকো থেকে এবার বাইরে যাও। 17তোমাদের সঙ্গে নৌকোর সমস্ত পশুপাখী নিয়ে বাইরে যাও। সমস্ত পাখী, সমস্ত জন্তু জানোয়ার এবং বুকে হেঁটে চলে এরকম সমস্ত প্রাণী নিয়ে বাইরে এসো। ঐসব পশুপাখী আরও অনেক পশুপাখীর জন্ম দেবে আর সে সবে আবার পৃথিবী ভরে যাবে।”

18সুতরাং নোহ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে নৌকো থেকে মাটিতে নামলেন। 19সমস্ত জন্তু জানোয়ার, সমস্ত প্রাণী যা বুকে হাঁটে এবং সমস্ত পাখী নৌকো ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। নৌকো ছেড়ে এল জোড়ায় জোড়ায় সমস্ত পশুপাখী।

20তখন নোহ প্রভুর জন্যে একটা বেদী তৈরি করলেন। নোহ কয়েকটি শুচি পশু ও কয়েকটি শুচি পাখী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে সেই বেদীতে হোম করলেন।

21প্রভু হোমের গন্ধ আঘ্রাণ করে প্রীত হলেন। আপন মনে প্রভু বললেন, “মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমি আর কখনও মৃত্তিকাকে অভিশাপ দেবো না। কারণ বাল্যকাল থেকেই মানুষের স্বভাব মন্দ। সুতরাং এইমাত্র আমি যেমনটি করেছিলাম আর কখনও সেভাবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের ধ্বংস করবো না। 22যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন শস্যের চারা রোপণের আর ফসল কাটার নির্দিষ্ট সময় থাকবে। ততদিন ঠাণ্ডা আর গরম, শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল এবং দিন আর রাত হয়ে চলবে।”

নতুন করে শুরু

9 ঈশ্বর নোহ আর তাঁর পুত্রদের আশীর্বাদ করলেন। ঈশ্বর তাদের বললেন, “তোমাদের বহু সন্তান হোক। তোমাদের উত্তরপুরুষরা পৃথিবী পরিপূর্ণ করুক। 2পৃথিবীর সমস্ত জন্তু জানোয়ার, আকাশের সমস্ত পাখী, যতরকমের জীব মাটির উপরে বুকে হেঁটে চলে এবং জলের সমস্ত মাছ প্রত্যেকে তোমাদের ভয় করবে। সমস্ত প্রাণীগণই তোমাদের শাসনে থাকবে। 3অতীতে শুধু সবুজ উদ্ভিদ আমি তোমাদের খাদ্য হিসেবে দিয়েছিলাম। এখন থেকে সমস্ত জানোয়ারই তোমাদের খাদ্য হবে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আমি তোমাদের দিচ্ছি। সব কিছুই তোমাদের। 4যে মাংসের মধ্যে তখনো তার প্রাণ (রক্ত) আছে সেই মাংস কখনও খাবে না। 5আমি তোমাদের জীবনের জন্যে তোমাদের রক্ত দাবি করব। অর্থাৎ যদি কোনও জানোয়ার কোনও মানুষকে হত্যা করে তাহলে আমি তার প্রাণ দাবী করব। এবং যদি কোন মানুষ অন্য কোনও মানুষের প্রাণ নেয় আমি তারও প্রাণ দাবী করব।

6“ঈশ্বর মানুষকে আপন ছাঁচে তৈরী করেছেন। তাই যে মানুষ অপর মানুষকে হত্যা করে তার অবশ্যই মানুষের হাতে মৃত্যু হবে।

7“নোহ, তুমি ও তোমার পুত্রদের অনেক সন্তানসন্ততি হোক। আপন পরিজনদের দিয়ে পৃথিবী পরিপূর্ণ করো।”

8তারপর ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পুত্রদের বললেন, 9“আমি
এখন তোমাকে এবং তোমার লোকেদের যারা তোমার
পরে বেঁচে থাকবে তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। 10নৌকোর
মধ্যে থেকে তোমার সঙ্গে যেসব পাখী, যেসব গৃহপালিত
জন্তু এবং অন্যান্য যেসব জানোয়ার নেমেছে তাদের
সবাইকে আমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর
কাছে আমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। 11তোমাদের কাছে আমার
প্রতিশ্রুতি হল এই: পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ বন্যা দিয়ে
ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু এমন ঘটনা আর কখনও
হবে না। কোনও বন্যা আর কখনও পৃথিবী থেকে সমস্ত
প্রাণ নিশ্চিহ্ন করবে না।”

12ঈশ্বর আরও বললেন, “আর আমি যে এই
প্রতিশ্রুতি দিলাম এর প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাদের
একটা জিনিস দেব। এই প্রমাণ থেকে সকলে জানবে
যে আমি তোমার সঙ্গে এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত
জিনিসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এই চুক্তি চিরকালীন।
13প্রমাণটা এই যে, আকাশে আমি মেঘে মেঘে
সাতরঙের এক রঙধনু বানিয়েছি। ঐ রঙধনুই হল আমার
আর পৃথিবীর মধ্যে চুক্তির চিহ্ন। 14আমি যখন পৃথিবীর
উপরে মেঘমালা ছড়িয়ে দেবো, তখন তোমরা মেঘে
ঐ রঙধনু দেখতে পাবে। 15আর আমি যখন ঐ রঙধনু
দেখতে পাবো, আমার তখন তোমার ও পৃথিবীর যাবতীয়
জীবন্ত জিনিসের সঙ্গে চুক্তির কথা মনে পড়বে। এই
চুক্তির মর্ম হল যে পৃথিবীতে আর কখনও সমস্ত প্রাণ
ধ্বংস করে দেবে এমন বন্যা হবে না। 16আমি যখন
মেঘের মধ্যে ঐ রঙধনু দেখবো তখন চিরকালের জন্যে
সম্পন্ন ঐ চুক্তির কথা আমার মনে পড়ে যাবে। আমার
আর পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে ঐ চুক্তির কথা
আমি মনে রাখব।”

17তারপর প্রভু নোহকে বললেন, “পৃথিবীর সমস্ত
প্রাণীর সঙ্গে আমি যে একটা চুক্তি করেছি ঐ রঙধনুই
তার প্রমাণ।”

পুনরায় সমস্যার শুরু

18নোহর সঙ্গে তার পুত্রেরাও নৌকো থেকে বেরিয়ে
এলো। তাদের নাম শেম, হাম আর যেফৎ। (হামই
কনানের পিতা।) 19ঐ তিনজন হল নোহর পুত্র। ঐ
তিন পুত্রের থেকেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এসেছে।

20মাটিতে নেমে নোহ কৃষিকাজ শুরু করলেন। একটা
জমিতে তিনি দ্রাক্ষা চাষ করলেন। 21সেই দ্রাক্ষা থেকে
নোহ দ্রাক্ষারস বানালেন, তারপর সেই দ্রাক্ষারস পান
করে নেশায় চুর হয়ে তাঁবুর ভিতরে শুয়ে পড়লেন।
নোহর গায়ে আবরণ থাকল না। 22কনানের পিতা হাম
সেই উলঙ্গ অবস্থায় নিজের পিতাকে দেখে ফেললো।
তাঁবুর বাইরে গিয়ে সেকথা ভাইদের বললো। 23তখন
শেম আর যেফৎ এক খণ্ড বস্ত্র নিয়ে নিজেদের পিঠের
উপর ছড়িয়ে নিলো। তারপর পিছন দিকে হেঁটে হেঁটে
তাঁবুর ভিতরে ঢুকে ঐ বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পিতাকে ঢেকে
দিল। এইভাবে, তাদের মুখ বিপরীত দিকে ছিল বলে
তাদের পিতার নগ্নতা তারা দেখেনি।

24দ্রাক্ষারসের প্রভাবে নোহ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
তিনি যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন জানতে পারলেন
তাঁর তরুণ পুত্র হাম তাঁর প্রতি কি করেছে। 25তখন
নোহ বললেন,

“অভিশাপ কনানের উপরে পড়ুক! তাকে তার
ভাইদের চিরকাল দাস হয়ে থাকতে হবে।”

26নোহ আরও বললেন,

“শেমের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর! কনান যেন
শেমের দাস হয়।
27ঈশ্বর যেফৎকে আরও জমি দিন, ঈশ্বর শেমের
তাঁবুতে অবস্থান করুন এবং কনান তাদের দাস হউক।”

28বন্যার পরে নোহ 350 বছর বেঁচেছিলেন। 29নোহ
বেঁচেছিলেন মোট 950 বছর; তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন জাতির বৃদ্ধি ও বিস্তার

10 শেম, হাম ও যেফৎ এই তিনজন ছিল নোহর
পুত্র। বন্যার পরে এই তিনজনের আরও বহু
সন্তান-সন্ততির জন্ম হলো। শেম, হাম ও যেফতের
উত্তরপুরুষেরা:

যেফতের উত্তরপুরুষ

2যেফতের পুত্রগণ হ’ল: গোমর, মাগোগ, মাদয়,
যবন, তূবল, মেশক এবং তীরস।

3গোমরের পুত্রগণ হ’ল: অস্কিনস, রীফৎ এবং
তোগর্ম।

4যবনের পুত্রগণ হ’ল: ইলীশা, তর্শীশ, কিত্তীম এবং
দোদানীম।

5ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে যেসকল মানুষের বাস তারা
সকলেই যেফতের সন্তানসন্ততি। প্রত্যেক পুত্রের নিজস্ব
ভূমি ছিল। সমস্ত পরিবারই বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি
জাতিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা
ছিল।

হামের উত্তরপুরুষ

6হামের পুত্রগণ হ’ল: কূশ, মিশর, পূট এবং কনান।

7কূশের পুত্রগণ হ’ল: সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা
এবং সপ্তকা।

রয়মার পুত্রগণ হ’ল: শিবা এবং দদান।

8নিম্রোদ নামেও কূশের এক পুত্র ছিল। কালক্রমে
নিম্রোদ দারুণ শক্তিমান পুরুষে পরিণত হয়। 9প্রভুর
সম্মুখে নিম্রোদ একজন বড় শিকারী হয়ে উঠল। সেজন্যে
তার সঙ্গে অন্যান্য লোকেদের তুলনা করে সকলে বলতো,
“ঐ মানুষটি নিম্রোদের মত, এমন কি প্রভুর সামনেও
দারুণ শিকারী।”

10নিম্রোদের রাজত্ব বাবিল থেকে শিনিয়র দেশে
এরক অক্কদ এবং কল্নী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। 11নিম্রোদ
অশূরেও গিয়েছিল। নিম্রোদ অশূর দেশে নীনবী,
রহোবোৎ-পুরী, কেলহ এবং 12রেষণ। (নীনবী এবং
কেলহের মধ্যবর্তী ভূভাগে রেষণ মহানগরের পত্তন হয়।)

13মিশর ছিল লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়, 14পথ্রোষীয়, কস্লূহীয় আর কপ্তোরীয় অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের জনক। (পলেষ্টীয়রা কস্লূহীয় দেশ থেকে এসেছিল।)

15কনান ছিল সীদোনের পিতা। সীদোন কনানের প্রথম সন্তান। কনান হিত্তীয়দের পূর্বপুরুষ 'হেতেরও' পিতা ছিলেন। হেৎ থেকে হিত্তীয়দের উদ্ভব। 16কনান ছিলেন যিবূষীয়, ইমোরীয় জনগোষ্ঠী, গির্গাশীয়দের পিতা। 17হিব্বীয় জনগোষ্ঠী, অর্কীয় জনগোষ্ঠী, সীনীয় জনগোষ্ঠী, 18অর্বদীয় জনগোষ্ঠী, সমারীয় জনগোষ্ঠী এবং হমাতীয় জনগোষ্ঠী কনান থেকে উদ্ভূত হয়। পরে কনানীয় গোষ্ঠীগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ল।

19কনানীয়দের দেশ উত্তরে সীদোন থেকে দক্ষিণে গরার পর্যন্ত, পশ্চিমে ঘসা থেকে পূর্বে সদোম ও ঘমোরা পর্যন্ত এবং অদ্‌মা ও সবোয়ীর থেকে লাশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

20এই সমস্ত মানুষই ছিল হামের উত্তরপুরুষ। এইসব পরিবারগুলির নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব দেশ ছিল। তারা ক্রমে ক্রমে পৃথক পৃথক জাতি হয়ে ওঠল।

শেমের উত্তরপুরুষ

21যেফতের বড় ভাই ছিল শেম। শেমের একজন উত্তরপুরুষ হল এবর এবং এবর সমস্ত হিব্রু জনগোষ্ঠীর জনক রূপে পরিচিত।*

22শেমের পুত্রেরা হল: এলম, অশূর, অর্ফক্ষদ, লূদ এবং অরাম।

23অরামের পুত্রেরা হল: ঊষ, হূল, গেথর এবং মশ।

24অর্ফক্ষদের পুত্র শেলহ, শেলহের পুত্র এবর। 25এবরের দুই পুত্র। এক পুত্রের নাম পেলগ। তার আমলে পৃথিবী বিভক্ত হয় বলে তার ঐ নাম হয়। অন্য পুত্রের নাম যক্তন।

26যক্তনের পুত্রেরা হল অল্‌মোদদ, শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ, 27হদোরাম, ঊষল, দিক্ল, 28ওবল, অবীমায়েল, শিবা, 29ওফীর, হবীলা এবং যোবব। এরা সবাই ছিল যক্তনের পুত্র। 30পূর্ব দিকে* মেষা এবং পার্বত্য দেশের মধ্যবর্তী ভূভাগে তারা বাস করতো। মেষা ছিল সফার দেশের দিকে।

31এরা সবাই ছিল শেমের পরিবারের অন্তর্গত। পরিবার, ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারেই তাদের সাজানো হয়েছে।

32এই সবগুলোই নোহের পুত্রদের পরিবার। পরিবারগুলির তালিকা তাদের জাতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্লাবনের পরে এই পরিবারগুলি থেকেই সারা পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজের বিস্তার হয়েছে।

পৃথিবীর বিভাজন

11 প্লাবনের পরে সমস্ত পৃথিবী এক ভাষাতে কথা বলত। সমস্ত মানুষ একই শব্দাবলি ব্যবহার করতো। 2সেই লোকেরা পূর্ব দিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে শিনিয়র দেশে এসে সমতল ভূমি পেল। তারা সেখানে বসবাস শুরু করলো।

3তারা বলল, "আমরা মাটি দিয়ে ইঁট তৈরী করব, তারপর আরও শক্ত করার জন্যে ইঁটগুলো পোড়াব।" তখন মানুষ পাথরের বদলে ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরী করল। আর গাঁথনি শক্ত করার জন্যে সিমেণ্টের বদলে আলকাতারা ব্যবহার করলো।

4তারা বলল, "এস আমরা আমাদের জন্যে এক বড় শহর বানাই। আর এমন একটি উঁচু স্তম্ভ বানাই যা আকাশ স্পর্শ করবে। তাহলে আমরা বিখ্যাত হব এবং এটা আমাদের এক সঙ্গে ধরে রাখবে। সারা পৃথিবীতে আমরা ছড়িয়ে থাকব না।"

5সেই নগর আর সেই উচ্চগৃহ দেখতে প্রভু পৃথিবীতে নেমে এলেন। মানুষ কি কি তৈরী করেছে সেসব প্রভু দেখলেন। 6প্রভু বললেন, "সব মানুষ একই ভাষাতে কথা বলছে। আর দেখতে পাচ্ছি যে এসব কাজ করার জন্যে তারা ঐক্যবদ্ধ। তারা কি করতে পারে এ তো সবে তার শুরু। শীঘ্রই তারা যা চায় তাই করতে পারবে। 7তাহলে এস আমরা নীচে গিয়ে ওদের এক ভাষাকে নানারকম ভাষা করে দিই। তাহলে তারা পরস্পরকে বুঝতে পারবে না।"

8সুতরাং প্রভু সমস্ত লোকেদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন। ফলে লোকে আর সেই শহর তৈরির কাজ শেষ করতে পারল না। 9এই সেই স্থান যেখানে প্রভু সমস্ত পৃথিবীর এক ভাষাকে অনেক ভাষাতে বিভ্রান্ত করলেন। তাই এই স্থানটির নাম হলো বাবিল। এইভাবে প্রভু তাঁদের সেই স্থান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন।

শেমের পরিবারের কাহিনী

10এটা হল শেমের পরিবারের কাহিনী। প্লাবনের দু বছর পরে, যখন শেমের বয়স 100 বছর তখন তার অর্ফক্ষদ নামে পুত্রটির জন্ম হয়। 11তারপরে শেম 500 বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর আরও পুত্রকন্যা ছিল।

12অর্ফক্ষদের 35 বছর বয়সে তাঁর পুত্র শেলহের জন্ম হয়। 13শেলহের জন্মের পরে অর্ফক্ষদ 403 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়।

14যখন শেলহের বয়স 30 বছর তখন এবর নামে তাঁর এক পুত্র হয়। 15এবরের জন্মের পরে শেলহ 403 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়।

16এবরের যখন 34 বছর বয়স তখন পেলগ নামে তাঁর এক পুত্র হয়। 17পেলগের জন্মের পরে এবর 430 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়।

18পেলগের যখন 30 বছর বয়স তখন রিয়ূ নামে তাঁর এক পুত্র হয়। 19রিয়ূর জন্মের পরে পেলগ আরও 209 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়েছিল।

শেমের ... পরিচিত আক্ষরিক অর্থে, "এবরের পুত্রদের পিতা শেমের পুত্র হয়ে জন্মেছিল।"

পূর্ব দিকে অর্থাৎ টাইগ্রিস ও ফরাৎ নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল।

20রিয়ূর যখন 32 বছর বয়স তখন সরূগ নামে তাঁর এক পুত্র হয়। 21সরূগের জন্মের পরে রিয়ূ 207 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়েছিল।

22সরূগের যখন 30 বছর বয়স তখন নাহোর নামে তাঁর এক পুত্র হয়। 23নাহোরের জন্মের পরে সরূগ 200 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়েছিল।

24নাহোরের যখন 29 বছর বয়স তখন তেরহ নামে তাঁর এক পুত্র হয়। 25তেরহের জন্মের পরে নাহোর আরও 119 বছর বেঁচেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও পুত্রকন্যা হয়েছিল। 26তেরহ 70 বছর বয়সে যথাক্রমে অব্রাম, নাহোর ও হারণ নামে পুত্রদের জন্ম দিলেন।

তেরহের পরিবারের কাহিনী

27এটা হল তেরহের পরিবারের কাহিনী। তেরহ হল অব্রাম, নাহোর ও হারণের পিতা। হারণ ছিল লোটের পিতা। 28কিন্তু তেরহের জীবদ্দশাতেই আপন জন্মস্থান কল্দীয় দেশের ঊরে হারণের মৃত্যু হয়। 29অব্রাম ও নাহোর দুজনেই বিবাহ করেন। অব্রামের স্ত্রীর নাম সারী আর নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা। মিল্কা ছিল হারণের কন্যা। হারণ ছিলেন মিল্কা ও যিস্কার পিতা। 30সারী বন্ধ্যা ছিল তাই তাঁর কোনও সন্তান হয়নি।

31তেরহ তাঁর পরিবার নিয়ে কল্দীয় দেশের ঊর পরিত্যাগ করলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল কনান দেশে যাওয়ার। তেরহ তাঁর পুত্র অব্রাম, তাঁর পৌত্র লোট এবং পুত্রবধূ সারীকে সঙ্গে নিলেন। তাঁরা হারণ নামে একটা শহরে পৌঁছে সেখানেই বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। 32তেরহ 205 বছর বেঁচেছিলেন এবং হারণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশ্বর অব্রামকে ডাক দেন

12 প্রভু অব্রামকে বললেন, "তুমি এই দেশ, নিজের জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং পিতার পরিবার ত্যাগ করে, আমি যে দেশের পথ দেখাব সেই দেশে চল।

2তোমা হতে আমি এক মহাজাতি উৎপন্ন করব। তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং তুমি বিখ্যাত হবে। অন্যকে আশীর্বাদ জানাতে লোকে তোমার নাম নেবে।

3যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, সেই লোকেদের আমি আশীর্বাদ করব এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে, সেই লোকেদের আমি অভিশাপ দেব। তোমার মাধ্যমে আমি পৃথিবীর সব লোকেদের আশীর্বাদ করব।"

অব্রামের কনান যাত্রা

4অতঃপর অব্রাম প্রভুর আজ্ঞা পালন করলেন। তিনি হারণ ত্যাগ করলেন এবং লোট তাঁর সঙ্গে গেলেন। অব্রামের বয়স তখন 75 বছর। 5অব্রাম সঙ্গে নিলেন স্ত্রী সারী, ভ্রাতুষ্পুত্র লোট এবং হারণে তাঁদের যা কিছু ছিল সে সবই নিয়ে গেলেন। হারণে অব্রামের যেসব দাসদাসী ছিল তাদেরও তিনি সঙ্গে নিলেন। দলবল সমেত হারণ ত্যাগ করে অব্রাম কনান দেশে যাত্রা করলেন। 6অব্রাম কনান দেশের মধ্য দিয়ে শিখিম শহরে গেলেন এবং তারপরে মোরিতে এক বিশাল গাছের কাছে গেলেন। সেই সময় কনানীয়রা সেখানে বাস করতো।

7প্রভু অব্রামের সকাশে আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রভু বললেন, "তোমার উত্তরপুরুষদের আমি এই দেশ দেব।" প্রভু যেখানে অব্রামকে দর্শন দিয়েছিলেন সেখানে অব্রাম প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ সম্পাদনের জন্যে পাথরের একটা বেদী নির্মাণ করলেন। 8তারপর অব্রাম সেই স্থান ত্যাগ করে গেলেন বৈথেলের পূর্বদিকে অবস্থিত পর্বতে এবং সেখানে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। বৈথেল নগর ছিল পশ্চিম দিকে আর অয় ছিল পূর্ব দিকে। সেখানে অব্রাম আর একটি বেদী নির্মাণ করলেন এবং প্রভুর উপাসনা করলেন। 9অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। তিনি নেগেভের দিকে অগ্রসর হলেন।

মিশরে অব্রাম

10তখন দেশটা ছিল খুব শুষ্ক। অনাবৃষ্টির জন্যে কোনও শস্য উৎপাদন সম্ভব ছিল না। তাই অব্রাম বসবাসের জন্য আরও দক্ষিণে মিশরে গেলেন। 11তিনি খেয়াল করলেন যে তাঁর স্ত্রী সারী কত সুন্দরী। তাই মিশরে প্রবেশের ঠিক আগে সারীকে বললেন, "আমি জানি তুমি সুন্দরী। 12মিশরীয় পুরুষরা তোমায় দেখবে। তারা বলবে, 'এই মহিলা ঐ লোকটার স্ত্রী।' তারা তখন তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমায় মেরে ফেলবে। 13তাই সবাইকে বলবে যে তুমি আমার বোন। তাহলে তারা আর আমায় হত্যা করবে না। তারা আমায় তোমার ভাই ভাববে, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। এইভাবে তুমি আমার প্রাণ বাঁচাবে।"

14তখন অব্রাম মিশরে গেলেন। মিশরীয় পুরুষরা দেখল যে সারী কত সুন্দরী। 15মিশরের নেতারা কেউ কেউ তাঁকে দেখলেন। সারী যে কত সুন্দরী সে কথা তাঁরা স্বয়ং ফরৌণের কানে তুললেন। তাঁরা সারীকে ফরৌণের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। 16অব্রামকে সারীর ভাই মনে করে ফরৌণ অব্রামের প্রতি সদয় ব্যবহার করলেন। অব্রামকে ফরৌণ মেষ, গবাদি পশু এবং বোঝা বইবার জন্যে গাধা দিলেন। সেই সঙ্গে অব্রাম দাসদাসী এবং উটও পেলেন।

17আর ফরৌণ অব্রামের স্ত্রীকে নিলেন। এই কারণে ফরৌণ এবং তাঁর প্রাসাদের সব লোকেদের প্রভু ভয়ঙ্কর অসুখ দিলেন। 18তখন ফরৌণ অব্রামকে ডেকে বললেন, "তুমি আমার প্রতি খুব অন্যায় করেছ! সারী যে তোমার স্ত্রী সে কথা আমায় বলোনি কেন? 19তুমি কেন বলেছিলে যে সারী তোমার বোন? তোমার বোন মনে করে আমি ওকে আমার স্ত্রী করব বলে এনেছিলাম। কিন্তু এখন তোমায় তোমার স্ত্রী ফেরত দিচ্ছি। ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও!" 20তারপর ফরৌণ তাঁর লোকজনদের আদেশ করলেন, "অব্রামকে মিশরের বাইরে নিয়ে যাও।" সুতরাং অব্রাম ও তার স্ত্রী সেই দেশ ত্যাগ করলেন। এবং সঙ্গে তাঁদের সমস্ত জিনিসপত্রও নিয়ে গেলেন।

অব্রামের কনানে প্রত্যাবর্তন

13 অতঃপর অব্রাম মিশর ত্যাগ করলেন। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে অব্রাম নেগেভের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর সঙ্গে তখন লোটও ছিল। 2এই সময় অব্রাম খুবই ধনী। তাঁর প্রচুর পশু এবং প্রচুর সোনা ও রূপা ছিল।

3অব্রাম তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। নেগেভ ত্যাগ করে তিনি বৈথেলে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে বৈথেল নগর আর অয় নগরের মধ্যবর্তী স্থানে গেলেন। এখানেই অব্রাম ও তাঁর পরিবার আগে একবার শিবির স্থাপন করেছিলেন। 4এই স্থানটিতেই একটি বেদী নির্মাণ করেছিলেন। তাই অব্রাম এই স্থানটিতেই প্রভুর উপাসনা করলেন।

অব্রাম আর লোটের মধ্যে ছাড়াছাড়ি

5এই পর্যটনের সময় অব্রামের সঙ্গে লোটও ছিল। লোটের অনেক পশু ও তাঁবু ছিল। 6অব্রাম আর লোটের এত পশু ছিল যে তাদের উভয়কে খাদ্য যোগাবার জন্য সেই দেশ অসমর্থ ছিল। 7এই সময় কনানীয় এবং পরিষীয় জাতিরাও সে দেশে বাস করত। অব্রামের পশুপালকদের সঙ্গে লোটের পশুপালকদের বিবাদ হতে লাগল।

8তখন অব্রাম লোটকে বলল, “তোমার আমার মধ্যে কোনও বিবাদ থাকতে পারে না। তোমার লোকেদের সঙ্গে আমার লোকেদের কোনও বিবাদ হওয়া উচিৎ নয়। আমরা সবাই পরস্পরের আপনজন। 9আমাদের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিৎ। তোমার যে জায়গা পছন্দ সেই জায়গাতেই যাও। তুমি বাঁ দিকে গেলে আমি ডান দিকে যাব। যদি তুমি ডান দিকে যাও, আমি বাঁ দিকে যাব।”

10লোট চোখ তুলে দেখল, সামনে বিস্তৃত যর্দ্দন উপত্যকা। লোট দেখল জায়গাটা পর্যাপ্ত জলে সরস। (এটা প্রভু কর্ত্তৃক সদোম ও ঘমোরা ধ্বংস করার আগের ঘটনা। তখন সোয়র পর্যন্ত যর্দ্দন উপত্যকা ছিল প্রভুর বাগানের মত। এখানকার মাটি ছিল মিশরের মাটির মত ভাল জাতের মাটি।) 11তাই লোট যর্দ্দন উপত্যকাতে বাস করবে বলে ঠিক করল। দুজনে পৃথক হয়ে গেল এবং লোট পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। 12অব্রাম কনানেই থেকে গেলেন এবং লোট উপত্যকার জনপদগুলিতে বাস করতে লাগলেন। লোট উপত্যকার সুদূর দক্ষিণে সদোমে চলে গেলেন এবং সেখানেই তাঁবু পাতলেন। 13প্রভু জানতেন যে সদোমের অধিবাসীরা মহাপাপী।

14লোট চলে গেলে প্রভু অব্রামকে বলল, “তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকে তাকাও। 15যত জমিজায়গা দেখতে পাচ্ছ, সব আমি তোমায় এবং তোমার বংশধরদের দেব। এই দেশ চিরকালের জন্যে তোমার হবে। 16পৃথিবীর ধূলোর মত আমি তোমার উত্তরপুরুষদের সংখ্যাবৃদ্ধি করব। যদি লোকে পৃথিবীর সব ধূলো গুণতে পারে তাহলে তোমার লোকেদের গোনা যাবে। 17অতএব এগিয়ে যাও, তোমার নিজের দেশে তুমি হেঁটে বেড়াও। এই দেশ আমি তোমায় দিলাম।” 18তখন অব্রাম তাঁর তাঁবু উঠিয়ে নিলেন। তিনি মম্রির উচ্চ বৃক্ষগুলির কাছে বাস করতে গেলেন। স্থানটি ছিল হিব্রোণ নগরের কাছে। সেখানে অব্রাম প্রভুর উপাসনা করার জন্যে একটি বেদী নির্মাণ করলেন।

লোট বন্দী হল

14 শিনিয়রের রাজা ছিলেন অম্রাফল। অরিয়োক ছিলেন ইল্লাসরের রাজা। এলমের রাজা ছিলেন কদলায়োমর এবং গোয়ীমের রাজা তিদিয়ল। 2এইসব রাজা, সদোমের রাজা বিরা, ঘমোরার রাজা বির্শা, অদ্মার রাজা শিনাব, সবোয়িমের রাজা শিমেবর এবং বিলার (বিলা সোয়র নামেও পরিচিত ছিল) রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

3এই সমস্ত রাজাদের সৈন্যবাহিনী সিদ্দীম উপত্যকায় মিলিত হল। (সিদ্দীম উপত্যকা বর্তমানে লবণ সমুদ্র।) 4এই রাজারা বারো বছর ধরে কদর্লায়োমরের অনুগত ছিল। কিন্তু 13তম বছরে তারা সবাই কদর্লায়োমরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। 5সুতরাং 14তম বছরে রাজা কদর্লায়োমর ও তাঁর মিত্র রাজাদের সঙ্গে বিদ্রোহী রাজাদের যুদ্ধ হল। কদর্লায়োমর ও তাঁর মিত্র রাজারা অস্তরোৎ কর্ণয়িমের অধিবাসী রফায়ীয় নামক জাতিকে পরাস্ত করলেন। তাঁরা হমের সুষীয়দেরও পরাস্ত করলেন এবং শাবি-কিরিয়াথয়িমের অধিবাসী এমীয়দের পরাস্ত করলেন। 6তারপর তাঁরা হোরীয়দের পরাস্ত করলেন। হোরীয়রা সেয়ীর থেকে এল-পারণ (এল-পারণ মরুভূমির কাছে অবস্থিত) পর্যন্ত পার্বত্য দেশে বাস করত। 7তারপর রাজা কদর্লায়োমের উত্তর দিকে গেলেন এবং ঐনমিস্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে সমস্ত অমালেকীয়দের পরাস্ত করলেন। তিনি হৎসসোন তামরের অধিবাসী ইমোরীয়দেরও পরাস্ত করলেন।

8সেই সময় সদোমের রাজা, ঘমোরার রাজা, অদ্মার রাজা, সবোয়িমের রাজা এবং বিলার রাজা তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সিদ্দীম উপত্যকায় যুদ্ধ করতে গেলেন। 9এই যুদ্ধে অপর পক্ষে ছিলেন এলমের রাজা কদর্লায়োমর, গোয়ীমের রাজা তিদিয়ল, শিনিয়রের রাজা অম্রাফল এবং ইলাসরের রাজা অরিয়োক। অর্থাৎ যুদ্ধটা ছিল পাঁচজন রাজার বিরুদ্ধে চারজন রাজার।

10সিদ্দীম উপত্যকায় আলকাতারায় পূর্ণ অনেক গর্ত ছিল। সদোম এবং ঘমোরার রাজা এবং তাদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। অনেক সৈন্য ঐসব খাতে পড়ল। কিন্তু অধিকাংশই পাহাড়ে পর্বতে পালিয়ে গেল।

11সুতরাং সদোম এবং ঘমোরার সমস্ত সরঞ্জাম, তাদের সমস্ত খাদ্যসম্ভার, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য সব জিনিসপত্র প্রতিপক্ষরা নিয়ে চলে গেল। 12অব্রামের ভ্রাতুষ্পুত্র লোট তখন সদোমে বাস করছিল এবং সদোমের শত্রুরা লোটকে বন্দী করল, লোটের যা কিছু ছিল সব অধিকার করল। 13লোটের একটি লোককে তারা বন্দী করতে পারেনি। সে পালিয়ে গিয়ে যা যা

ঘটেছে সমস্ত অব্রামকে জানাল। অব্রাম তখন ইমোরীয়দের মম্রির গাছগুলির কাছে শিবিরে বাস করছিলেন। মম্রি, ইষ্কোল এবং আনেরের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করার এক চুক্তি ছিল। তারা অব্রামকে সাহায্য করার একটা চুক্তিও করেছিল।

অব্রাম লোটকে উদ্ধার করলেন

14লোট বন্দী হয়েছে জানতে পেরে অব্রাম পরিবারের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে 318 জন শিক্ষিত সৈন্য ছিল। অব্রাম তাঁর লোকেদের পরিচালনা করে শত্রুদের দূরে দান নগর অবধি তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। 15সেই রাত্রে তিনি ও তাঁর সৈন্যরা অতর্কিতে শত্রুদের আক্রমণ করলেন। তাঁরা শত্রুদের পরাভূত করে দম্মেশকের উত্তরে হোবা পর্যন্ত বিতাড়িত করলেন। 16তারপর শত্রুরা যা যা অধিকার করেছিল, সেই সমস্ত পুনরুদ্ধার করলেন। লোট, লোটের সমস্ত নারী ও ভৃত্যদের পর্যন্ত অব্রাম ফিরিয়ে আনলেন।

17তারপর অব্রাম কদলায়োমর ও তাঁর সঙ্গে যোগদানকারী রাজাদের পরাস্ত করে তাঁর আগের জায়গায় ফিরে এলেন। তিনি ফিরে এলে সদোমের রাজা তাঁর সঙ্গে শাবী উপত্যকায় (এখন এই স্থান রাজার উপত্যকা নামে পরিচিত) দেখা করতে গেলেন।

মল্কীষেদক

18শালেমের রাজা মল্কীষেদকও অব্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মল্কীষেদক ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের একজন যাজক। মল্কীষেদক নিয়ে এলেন রুটি ও দ্রাক্ষারস। 19অব্রামকে আশীর্বাদ করে মল্কীষেদক বললেন,

“হে অব্রাম, পরাৎপর ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন ।

20আমরা পরাৎপর ঈশ্বরের প্রশংসা করি। তিনি শত্রুদের পরাস্ত করতে তোমাকে সাহায্য করেছেন।”

অব্রাম যুদ্ধের সময় যা যা পেয়েছিলেন তার থেকে এক-দশমাংশ মল্কীষেদককে দিলেন। 21সদোমের রাজা বললেন, “আপনি নিজের জন্যে সব রেখে দিন। শত্রুরা যে লোকেদের নিয়ে গেছে শুধু আমার সেই লোকদের আমাকে দিন।”

22কিন্তু সদোমের রাজাকে অব্রাম বললেন, “পরাৎপর ঈশ্বর, যিনি স্বর্গ মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন সেই প্রভুর কাছে আমি শপথ করছি। 23যা কিছু আপনার তার কিছুই আমি রাখব না। আমি প্রতিশ্রুতি করছি যে আমি কিছুই রাখব না। এমনকি একটা সুতো অথবা জুতোর ফিতেও না। আমি চাই না যে আপনি বলবেন, ‘অব্রামকে আমি বড় লোক বানিয়েছি।’

24আমি শুধু সেটুকুই নেব যা আমার যোদ্ধারা খেয়েছে। কিন্তু অন্যদের আপনি তাঁদের ভাগ দিন। যুদ্ধে যা জিতেছি তা আপনি নিয়ে যান, কিন্তু কিছু আনের, ইষ্কোল এবং মম্রিকে দিয়ে যান। এরা যুদ্ধে আমায় সাহায্য করেছেন।”

অব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি

15 এইসব ঘটনাবলির পরে অব্রাম দর্শনের মধ্যে প্রভুর কথা শুনতে পেলেন। ঈশ্বর বললেন, “অব্রাম চিন্তা কোরো না। আমি তোমায় রক্ষা করব। আমি তোমায় এক মহাপুরস্কার দেব।”

2কিন্তু অব্রাম বললেন, “প্রভু ঈশ্বর, আমায় খুশী করার মত আপনি কিছুই দিতে পারবেন না। কেন? কারণ আমার কোনও পুত্র নেই। তাই আমার মৃত্যুর পরে আমার দম্মেশকীয় দাস ইলীয়েষর আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।” 3অব্রাম বললেন, “আপনি আমায় পুত্র দেননি। তাই যে দাস আমার ঘরে জন্ম লাভ করেছে সে-ই পাবে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি।”

4তখন প্রভু অব্রামের সঙ্গে কথা বললেন। ঈশ্বর বললেন, “ঐ দাস তোমার সমস্ত ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। তোমার নিজের পুত্র হবে। এবং তোমার ঔরসজাত পুত্রই তোমার সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকার পাবে।”

5তখন ঈশ্বর অব্রামকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ঈশ্বর বললেন, “আকাশের দিকে তাকাও। দেখ, সেখানে কত তারা। এত তারা যে তুমি গুণতেই পারবে না। ভবিষ্যতে তোমার বংশধরেরাও ঐরকম অগুণতি হবে।”

6অব্রাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলেন। এবং ঈশ্বর অব্রামের বিশ্বাসকে তার ধার্মিকতা হিসেবে বিবেচনা করলেন। 7এবং ঈশ্বর অব্রামকে বললেন, “আমিই সেই প্রভু, যিনি তোমায় বাবিলের ঊর থেকে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে এই দেশটা আমি তোমায় দিতে পারি। এই দেশ তুমি পাবে।”

8কিন্তু অব্রাম বললেন, “প্রভু আমার গুরু, এই দেশ যে আমি পাব তার নিশ্চয়তা কি?”

9ঈশ্বর অব্রামকে বললেন, “আমরা একটা চুক্তি করব। আমায় একটা তিন বছরের বাছুর, তিন বছরের ছাগল আর তিন বছরের মেষ এনে দাও। একটা বাচ্চা পায়রা আর একটা ঘুঘুপাখীও এনে দাও।”

10অব্রাম এই সমস্ত ঈশ্বরের কাছে এনে দিলেন। অব্রাম প্রাণীগুলি হত্যা করে এবং প্রতিটির দুটি করে খণ্ড করে ঐ খণ্ডগুলি থাক্-থাক্ করে সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাখীগুলিকে অব্রাম দুখণ্ড করেন নি। 11পরে ঐসব প্রাণীর মাংসখণ্ডের জন্যে বড় বড় পাখী ছোঁ মেরে এলো। কিন্তু অব্রাম সেগুলি তাড়িয়ে দিলেন।

12বেলা বাড়তে থাকল, ঢলে পড়তে লাগল সূর্য। অব্রামের ভীষণ ঘুম পেল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন নেমে এল এক ভীষণ অন্ধকার। 13তখন প্রভু অব্রামকে বললেন, “তোমার কয়েকটা কথা জেনে রাখা উচিৎ। তোমার উত্তরপুরুষরা যে দেশে বাস করবে সেই দেশ তাদের নয়, সেখানে তারা বিদেশী বলে গণ্য হবে। এবং সেই দেশের অধিবাসীরা 400 বছর ধরে তোমার উত্তরপুরুষদের দাস করে রাখবে এবং তাদের

উপর নানা উৎপীড়ন করবে। 14কিন্তু তারপর যে জাতি তোমার উত্তরপুরুষদের দাস করে রেখেছিল তাদের আমি শাস্তি দেব। তোমার উত্তরপুরুষরা সেই জাতি ত্যাগ করবে এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে বহু ভাল জিনিস।

15"তুমি নিজে বহুকাল জীবিত থাকবে। শান্তিতে তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তোমার সমাধি হবে তোমার পরিবারের মধ্যে। 16চার প্রজন্ম পরে তোমার আত্মীয়স্বজনরা আবার এই দেশে আসবে। তখন তারা এখানকার অধিবাসী ইমোরীয়দের পরাস্ত করবে। তোমার আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে আমি ইমোরীয়দের শাস্তি দেব। এটা ভবিষ্যতে ঘটবে। কারণ ইমোরীয়রা এখনও আমার কাছে শাস্তি পাওয়ার মত খারাপ হয়নি।"

17সূর্য অস্ত গেলে গাঢ় অন্ধকার ঘনাল। দুখণ্ড করা মৃত পশুগুলি তখনও মাটির উপরে পড়ে আছে। সেই সময় আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ মৃত পশুগুলির অর্ধেক খণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে চলে গেল।*

18সুতরাং ঐদিন প্রভু অব্রামকে একটা প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সেই অনুসারে অব্রামের সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। প্রভু বললেন, "এই দেশ আমি তোমার উত্তরপুরুষদের দেব। মিশর নদ এবং ফরাৎ নদের মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগ আমি তাদের দেব। 19এটা হল কেনীয়, কনিষীয়, কদ্‌মোনীয়, 20হিত্তীয়, পরিষীয়, রফায়ীয়, 21ইমোরীয়, কনানীয়, গির্গাশীয় এবং যিবূষীয় বংশগুলির দেশ।"

দাসী কন্যা হাগার

16 সারী ছিল অব্রামের স্ত্রী। তার ও অব্রামের কোনও সন্তানাদি ছিল না। সারী মিশর থেকে একজন দাসী এনেছিল। তার নাম হাগার। 2সারী অব্রামকে বললেন, "প্রভু আমায় সন্তান ধারণের ক্ষমতা দেন নি। তাই তুমি আমার দাসী হাগারের কাছে যাও। আমাকে একটি সন্তান দাও এবং আমি সেই সন্তানকে নিজের বলে গ্রহণ করবো।"

অব্রাম সারীর নির্দেশ অনুসরণ করলেন। 3অব্রাম কনানে দশ বছর বাস করার পরে এই ঘটনা ঘটে। সারী হাগারকে তাঁর স্বামী অব্রামের কাছে পাঠালেন। (হাগার ছিল তাঁর মিশরীয় দাসী।)

4অব্রামের দ্বারা হাগার গর্ভবতী হলো। যখন সে একথা জানতে পারল সে খুব গর্বিতা হয়ে উঠল এবং সে ভাবল তার মনিব পত্নী সারীর চেয়ে ভাল। 5কিন্তু সারী অব্রামকে বললেন, "আমার দাসী এখন আমাকেই তিরস্কার করে এবং এর জন্যে তুমি দায়ী। আমিই তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে গর্ভবতী হল। এখন সে নিজেকে আমার চেয়ে ভাল মনে করে। প্রভু বিচার করুন যে কোনটা ঠিক।"

6কিন্তু অব্রাম সারীকে বলল, "তুমিই হাগারের গৃহকর্ত্রী। তোমার যে রকম ইচ্ছে সে রকম ভাবেই তুমি হাগারের ব্যবস্থা করবে।" ফলে সারী তাঁর দাসী হাগারকে দুঃখ দিলেন। এবং হাগার সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

হাগারের পুত্র ইশ্মায়েল

7মরুভূমির মধ্যে এক জলপূর্ণ কূপের পাশে প্রভুর দূত হাগারকে দেখতে পেল। জলাশয়টি ছিল শূর যাওয়ার পথে। 8সেই দূত বলল, "হাগার, তুমি তো সারীর পরিচারিকা। তুমি এখানে কেন? তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

হাগার বলল, "আমি সারীর কাছ থেকে পালাচ্ছি।"

9প্রভুর দূত হাগারকে বলল, "সারী তোমার গৃহকর্ত্রী। তার কাছে ফিরে যাও। তার বাধ্য হও।" 10হাগারকে প্রভুর দূত আরও বলল, "তোমার থেকে বিশাল জনসমষ্টি সৃষ্টি হবে। এত বিপুল জনসংখ্যা হবে যে তাদের গুনে শেষ করা যাবে না।"

11প্রভুর দূত আরও বলল,

"হাগার, এখন তুমি গর্ভবতী, তুমি হবে এক পুত্রের জননী। পুত্রের নাম দেবে ইশ্মায়েল, কারণ প্রভু শুনেছেন তোমার উপর দুর্ব্যবহার হয়েছে, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

12"ইশ্মায়েল বন্য গাধার মত স্বাধীন এবং উদ্দাম হবে। সে সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সবাই হবে তার প্রতিপক্ষ। সে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবে এবং ভাইদের বসতির কাছে তাঁবু গাড়বে।"

13প্রভু হাগারের সঙ্গে কথা বললেন। হাগার ঈশ্বরের এক নতুন নাম দিল। সে তাঁকে বলল, "আপনি হলেন 'ঈশ্বর যিনি আমায় দেখেন।'" সে এই কথা বলল কারণ সে ভাবল, "এরকম জায়গাতেও ঈশ্বর আমায় দেখতে পাচ্ছেন, আমার ভালমন্দের কথা চিন্তা করছেন!" 14সুতরাং ঐ কূপের নাম হল বের-লহয়-রোয়ী। কাদেশ এবং বেরদ অঞ্চলের মধ্যে ঐ কূপের অবস্থান।

15হাগার অব্রামের পুত্রের জন্ম দিল। সে অব্রাম পুত্রের নাম দিল ইশ্মায়েল। 16যখন হাগারের গর্ভে ইশ্মায়েলের জন্ম হয় তখন অব্রামের বয়স 86 বছর।

সুন্নতের চুক্তির প্রমাণ

17 অব্রামের 99 বছর বয়স হলে প্রভু তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। প্রভু বললেন, "আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমার জন্যে এই কাজগুলি করো: আমার কথামত চলো এবং সৎপথে জীবনযাপন করো। 2এটা যদি করো তাহলে আমাদের মধ্যে একটা চুক্তির ব্যবস্থা করব। আমি প্রতিশ্রুতি করছি যে তোমার বংশধরদের আমি এক মহান জাতিতে পরিণত করব।"

3তখন অব্রাম ঈশ্বরের সামনে প্রণামে নত হলেন। ঈশ্বর তাঁকে বললেন, 4"আমাদের চুক্তিতে এটি আমার

মৃত ... গেল এর থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে করা চুক্তিতে "সই করলেন" অথবা "সীল" করলেন। তখনকার দিনে যারা অন্যের সঙ্গে চুক্তি করতেন তাঁরা মৃত প্রাণীদের দেহের অর্ধেক খণ্ডাংশের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে বোঝাতেন যে তাঁরা নিষ্ঠাবান এবং বলতেন, "যদি আমি চুক্তি ভঙ্গ করি তবে আমারও যেন একই পরিণতি হয়।"

অংশ। আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করব। 5আমি তোমার নাম পরিবর্তন করব। তোমার নাম অব্রামের পরিবর্তে অব্রাহাম হবে। আমি তোমায় এই নাম দিচ্ছি কারণ আমি তোমায় বহু জাতির পিতা করছি। 6আমি তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করব। তোমার থেকে নতুন নতুন জাতির এবং রাজার জন্ম হবে। 7এবং তোমার ও আমার মধ্যে এক চুক্তি সম্পন্ন হবে। তোমার সমস্ত উত্তরপুরুষগণের জন্যও এই একই চুক্তি প্রযোজ্য হবে। এই চুক্তি চিরকাল বহাল থাকবে। আমি তোমার ও তোমার উত্তরপুরুষগণের জন্য ঈশ্বর থাকব। 8আমি তোমাকে এবং তোমার সব উত্তরপুরুষদের এই কনান দেশ দেব যার মধ্য দিয়ে তোমরা যাত্রা করছ। আমি তোমাকে এই দেশ চিরকালের জন্য দেব। এবং আমি হব তোমার ঈশ্বর।”

9এবং ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, “এখন তোমার দিক থেকে এই চুক্তি হবে এই রকম। তুমি এবং তোমার উত্তরপুরুষগণ আমার চুক্তি মান্য করবে। 10এটাই চুক্তি যা তুমি মেনে চলবে। তোমার ও আমার মধ্যে এটাই হল চুক্তি। তোমার উত্তরপুরুষগণের জন্যেও এটাই চুক্তি: যত পুত্রসন্তান হবে প্রত্যেককে সুন্নৎ করতে হবে। 11তোমার আর আমার মধ্যে চুক্তি যে তুমি মেনে চলবে, এই সুন্নৎ হবে তার প্রমাণস্বরূপ। 12শিশুপুত্রের বয়স আট দিন হলে তুমি তাঁকে সুন্নৎ করবে। তোমার পরিবারে যত ছেলের এবং তোমার দাসদের মধ্যে যত ছেলের জন্ম হবে, তোমার বংশধর নয় এমন বিদেশীদের কাছ থেকে তোমার অর্থ দিয়ে তুমি যে দাসদের কিনেছিলে তাদের যে ছেলেরা জন্মাবে, সকলের অবশ্যই সুন্নৎ করা হবে।

13সুতরাং তোমার জাতির প্রত্যেক শিশুপুত্রকে সুন্নৎ করা হবে। তোমার পরিবারের অথবা দাসদের সব পুত্রদের এভাবে সুন্নৎ করা হবে। 14অব্রাহাম, তোমার ও আমার মধ্যে এটাই চুক্তি; সুন্নৎ করা হয়নি এমন কোন পুরুষ থাকলে সে হবে তার নিজের লোকেদের স্বজাতির থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ সে ব্যক্তি আমার চুক্তি ভঙ্গকারী।”

প্রতিশ্রুত পুত্র ইস্হাক

15ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, “তোমার স্ত্রী সারীকে আমি এক নতুন নাম দেব। তার নতুন নাম হবে সারা অর্থাৎ রানী। 16আমি তাকে আশীর্বাদ করব। আমি তাকে একটি পুত্র দেব এবং তুমি হবে সেই পুত্রের পিতা। সারা হবে বহু নতুন জাতির মাতা। সারা থেকে আসবে বহু জাতির বহু রাজা।”

17ঈশ্বরকে যে তিনি মান্য করেন এই কথা বোঝাবার জন্যে অব্রাহাম আভূমি মাথা নত করলেন। কিন্তু তিনি নিজের মনে হেসে বললেন, “আমার 100 বছর বয়স। আমার আর সন্তান হতে পারে না। এবং সারার 90 বছর বয়স। সে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না।”

18তখন অব্রাহাম ঈশ্বরকে বলল, “আশাকরি ইশ্মায়েল বেঁচে থেকে আপনার সেবা করবে।”

19ঈশ্বর বললেন, “না! আমি বলেছি যে তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র হবে। তুমি তার নাম দেবে ইস্হাক। তার সঙ্গে আমি আমার চুক্তি সম্পাদন করব। তার সঙ্গে ঐ চুক্তি এমন হবে যা তার উত্তরপুরুষগণের সঙ্গেও চিরকাল বজায় থাকবে।

20“তুমি ইশ্মায়েলের কথা বলেছ এবং আমি সে কথা শুনেছি। আমি তাকে আশীর্বাদ করব। তার বহু সন্তানসন্ততি হবে। সে বারোজন মহান নেতার পিতা হবে। তার পরিবার থেকে সৃষ্টি হবে এক মহান জাতির। 21কিন্তু আমি ইস্হাকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হব। সারার যে পুত্র হবে সে-ই হবে ইস্হাক – পরের বছর ঠিক এই সময় সেই পুত্রের জন্ম হবে।”

22অব্রাহামের সঙ্গে কথা শেষ করে ঈশ্বর উপরে স্বর্গে চলে গেলেন। 23ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর পরিবারের সমস্ত পুরুষ ও বালকের সুন্নতের কথা বলেছিলেন। সুতরাং অব্রাহাম ইশ্মায়েল এবং তাঁর গৃহে জন্ম হয়েছে এমন সমস্ত দাসদের একত্রে সমবেত করলেন। যাদের অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল, সেই ক্রীতদাসদেরও তিনি সমবেত করলেন। অব্রাহামের বাড়ীর প্রত্যেক পুরুষ ও বালককে একত্র করা হল। এবং প্রত্যেককে সুন্নৎ করা হল। তাদের সকলকে একই দিনে সুন্নৎ করা হল।

24অব্রাহামকে যখন সুন্নৎ করা হল তখন তাঁর বয়স 99 বছর। 25এবং তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলের সুন্নতের সময় 13 বছর বয়স ছিল। 26অব্রাহাম ও তাঁর পুত্রকে একই দিনে সুন্নৎ করা হয়। 27সেই একইদিনে অব্রাহামের বাড়ীর সমস্ত পুরুষেরও সুন্নৎ হয়। যেসব দাসদের অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল এবং যেসব দাসের তাঁর গৃহেই জন্ম হয়েছিল সকলেরই সুন্নৎ করা হল।

তিনজন অতিথি

18 পরে প্রভু পুনরায় অব্রাহামের সামনে আবির্ভূত হলেন। মম্রির ওক বৃক্ষগুলির কাছে অব্রাহাম বাস করছিলেন। একদিন অব্রাহাম নিজের তাঁবুর প্রবেশ পথে বসেছিলেন। তখন দিনের সবচেয়ে চড়া গরমের সময়। 2অব্রাহাম চোখ তুলে দেখলেন যে তাঁর সামনে তিনজন আগন্তুক দাঁড়িয়ে। তাঁদের দেখে অব্রাহাম তাঁদের কাছে গিয়ে অভিবাদন জানালেন। 3অব্রাহাম বললেন, “মহাশয়গণ, আমি আপনাদের সেবক, আমার এখানে আপনারা কিছুক্ষণ অবস্থান করুন। 4আপনাদের পা ধোয়ার জন্যে আমি জল এনে দিচ্ছি। আপনারা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করুন। 5আমি আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি এবং আপনারা ইচ্ছামত আহার করে আবার আপনাদের গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করতে পারেন।”

ঐ তিনজন বললেন, “বেশ ভালো কথা। আপনি যেমন বললেন আমরা তেমনই করব।”

6অব্রাহাম তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতরে গেলেন। অব্রাহাম সারাকে বলল, “চট করে তিনজনের মত রুটির ব্যবস্থা করো।”

7তারপর অব্রাহাম তাঁর গোয়ালে দৌড়ে গেলেন। সবচেয়ে ভাল বাছুরটা বেছে নিলেন। অব্রাহাম তখনই

এক ভৃত্যকে ওটাকে মেরে রান্না করার জন্যে বললেন।
8তারপর অব্রাহাম সেই মাংস আর খানিকটা দুধ ও
পনীর এনে অতিথি তিনজনের সামনে রাখলেন।
পরিবেশন করার জন্যে অব্রাহাম সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন
এবং তাঁরা গাছের ছায়ায় বসে ভোজন করলেন।

9তারপর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার স্ত্রী সারা
কোথায়?”

অব্রাহাম বললেন, “ওখানে ঐ তাঁবুর মধ্যে।”

10তখন প্রভু বললেন, “আমি আবার বসন্তকালে
আসব। তখন তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র হবে।”

তাঁবুর ভেতর থেকে সারা সমস্ত কথাবার্তা
শুনছিলেন। 11অব্রাহাম ও সারা তখন রীতিমত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।
সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়স সারা অনেকদিন আগে পার
হয়ে এসেছেন। 12স্বভাবতঃই সারা যা শুনলেন তা বিশ্বাস
করলেন না। নিজের মনে মনে সারা হেসে বললেন,
“আমি বৃদ্ধা হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। সন্তান
প্রসবের পক্ষে আমার অনেক বেশী বয়স হয়েছে।”

13তখন প্রভু অব্রাহামকে বললেন, “সারা হাসছে।
সারা ভাবছে যে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পক্ষে তার
অনেক বেশী বয়স হয়েছে। 14কিন্তু প্রভুর পক্ষে কি
কোনও কাজ খুব কঠিন? না! আমি যেমন বলেছি,
আবার বসন্তকালে, তেমনই আসব। এবং তোমার স্ত্রী
সারার তখন সন্তান হবে।”

15কিন্তু সারা বলল, “আমি হাসি নি!” (একথা
বললেন কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন।)

কিন্তু প্রভু বললেন, “না। আমি জানি, তা সত্যি
নয়। তুমি হেসেছিলে!”

16তারপর সেই তিনজন আগন্তুক যাওয়ার জন্যে
উঠে দাঁড়ালেন। সদোমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন
এবং সদোম অভিমুখে চলতে শুরু করলেন। তাঁদের
এগিয়ে দেওয়ার জন্য অব্রাহামও তাদের সঙ্গে সঙ্গে
হাঁটতে শুরু করলেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে অব্রাহামের দরাদরি

17প্রভু আপন মনে বললেন, “এখন আমি কি করব
তা কি অব্রাহামকে বলব? 18অব্রাহাম থেকে জন্মলাভ
করবে এক মহান ও শক্তিশালী জাতি। এবং অব্রাহামের
জন্যেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।
19আমি অব্রাহামের সাথে এক বিশেষ চুক্তি করেছি।
প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপনের জন্যে যাতে
অব্রাহামের সন্তানসন্ততি ও উত্তরপুরুষগণ অব্রাহামের
আজ্ঞা পালন করে তাই এই ব্যবস্থা করেছি। এটা করেছি
যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ ও সৎ জীবনযাপন করে। তাহলে
আমি প্রভু, প্রতিশ্রুত জিনিসগুলি দিতে পারব।”

20তারপরে প্রভু বললেন, “যে নিদারুণ পাপ সেখানে
সংঘটিত হচ্ছে তার জন্য আমি সদোম এবং ঘমোরার
বিরুদ্ধে তীব্র আর্তনাদ শুনেছি। 21যত খারাপ বলে শুনেছি
তা সত্যিই তত খারাপ কিনা তা আমি নিজে গিয়ে
দেখব। তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে সব জানব।” 22তখন
তাঁরা তিনজন সদোম অভিমুখে হাঁটতে শুরু করলেন।
কিন্তু অব্রাহাম প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। 23অব্রাহাম
প্রভুর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, আপনি
কি ভাল লোকদেরও ধ্বংস করবেন যেমন আপনি মন্দ
লোকদের ধ্বংস করেন? 24সদোম নগরে যদি 50 জনও
ভাল লোক থাকে তাহলে আপনি কি করবেন? তাহলেও
কি আপনি নগরটা ধ্বংস করবেন? নিশ্চয়ই আপনি ঐ
নগরবাসী 50 জন ভাল লোকের জন্যে নগরটা রক্ষা
করবেন?

25তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ঐ নগরটা বা ঐ খারাপ
লোকেদের ধ্বংস করতে গিয়ে ঐ 50 জন ভাল
লোকদেরও ধ্বংস করবেন না? যদি তা করেন তাহলে
ভাল এবং মন্দ লোকেদের একই পরিণতি হবে। তার
অর্থ, ভাল এবং মন্দ জাতীয় উভয় লোকদেরই মৃত্যুদণ্ড
দেওয়া হবে। আপনি সমস্ত পৃথিবীর বিচারক। আমি
জানি আপনি ঠিক বিচারই করবেন।”

26তখন প্রভু বললেন, “আমি যদি সদোম নগরে 50
জন ভাল লোক পাই তাহলে আমি সমগ্র নগরটাকেই
রক্ষা করব।”

27তখন অব্রাহাম বললেন, “প্রভু আপনার তুলনায়
আমি নেহাতই ধূলো আর ছাই। কিন্তু একটা প্রশ্ন করে
আবার আপনাকে বিরক্ত করছি:

28যদি ভাল লোকদের থেকে 5 জনকে খুঁজে না
পাওয়া যায় তখন কি করবেন? নগরে যদি মাত্র 45
জন ভাল লোক থাকে? মাত্র 5 জনকে পাওয়া গেল না
বলে কি আপনি গোটা নগর ধ্বংস করে ফেলবেন?”

তখন প্রভু বললেন, “যদি আমি 45 জন ভাল
লোককেও পাই তাহলে ঐ নগর ধ্বংস করব না।”

29অব্রাহাম আবার বললেন, “সেখানে গিয়ে আপনি
যদি মাত্র 40 জন ভাল লোককে পান তাহলে কি
আপনি পুরো নগর ধ্বংস করবেন?”

প্রভু বললেন, “আমি যদি 40 জন ভাল লোককেও
পাই তাহলে আমি নগরটা ধ্বংস করব না।”

30অব্রাহাম বললেন, “প্রভু দয়া করে আমার ওপর
রাগ করবেন না। একটা প্রশ্ন করি: যদি নগরে মাত্র 30
জন ভাল লোককে পান তাহলেও কি আপনি ঐ নগর
ধ্বংস করবেন?”

তখন প্রভু বললেন, “আমি যদি 30 জন ভাল
লোক পাই তাহলে নগরটা ধ্বংস করব না।”

31তখন অব্রাহাম বললেন, “প্রভু আপনাকে কি আর
একবার বিরক্ত করতে পারি? যদি সেখানে মাত্র 20
জন ভাল লোক পান তাহলে কি করবেন?”

প্রভু বললেন, “আমি যদি 20 জন ভাল লোক পাই
তাহলে আমি নগরটা ধ্বংস করবো না।”

32তখন অব্রাহাম বললেন, “প্রভু দয়া করে রাগ
করবেন না কিন্তু শেষবারের মত আর একটি প্রশ্ন
দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করি। আপনি যদি সেখানে
মাত্র 10 জন ভাল লোক পান তাহলে আপনি কি
করবেন?”

প্রভু বললেন, “ঐ নগরে 10 জন ভাল লোক পেলেও
আমি তা ধ্বংস করব না।”

33প্রভুর অব্রাহামকে যা বলার ছিল, সব বলা হয়ে গেল। এবার প্রভু তাঁর পথে চলে গেলেন এবং অব্রাহাম নিজের বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

লোটের অতিথিগণ

19 সেদিন সন্ধ্যায় সদোম নগরে দুজন দূত এলেন। তখন লোট নগরের প্রবেশ পথে বসেছিলেন। তিনি দূতদের আসতে দেখলেন। লোট ভাবলেন যে তারা সাধারণ পথিক, নগরের মধ্য দিয়ে কোথাও যাচ্ছে। লোট উঠে গিয়ে তাঁদের অভিবাদন করে 2বললেন, "মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করে একবার আমার বাড়ীতে আসুন এবং আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন। সেখানে আপনারা হাত-পা ধুয়ে রাত্রিবাস করতে পারেন। তারপরে কাল সকালে আবার আপনাদের গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করতে পারবেন।"

দূত দুজন বললেন, "না, আমরা চকেই রাত্রিবাস করব।"

3কিন্তু লোট নিজের বাড়ীতে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাই দূতরা শেষ পর্যন্ত লোটের বাড়ীতে যেতে রাজী হলেন। তাঁরা লোটের বাড়ীতে গেলেন। লোট তাঁদের কিছু পানীয় দিলেন। লোট তাঁদের রুটি বানিয়ে দিলেন এবং তাঁরা সেই রুটি খেলেন।

4সেদিন সন্ধ্যায় ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে, নগরের নানা প্রান্ত থেকে নানা বয়সের বহু লোক লোটের বাড়িতে এল। সদোমের সেইসব লোকেরা লোটের বাড়ী ঘিরে ফেলল এবং লোটকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল।
5তারা বলল, "আজ সন্ধ্যায় যারা এসেছে, কোথায় তারা? তাদের বাইরে নিয়ে এস– আমরা তাদের সাথে যৌন সহবাস করতে চাই।"

6লোট বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।
7সেই জনতার উদ্দেশ্যে লোট বলল, "না! বন্ধুরা, আমি মিনতি করছি, এমন খারাপ কাজ কোরো না। 8দেখ, আমার দুটি মেয়ে আছে– কোনও পুরুষ তাদের স্পর্শ করেনি। তোমাদের জন্যে আমি নিজের কন্যাদের দেব। তোমরা তাদের নিয়ে যা খুশী করতে পারো। কিন্তু দয়া করে এই অতিথি দুজনের প্রতি কিছু কোরো না। এই দুজন আমার ঘরে এসেছে এবং আমার অবশ্যই এদের রক্ষা করা উচিৎ।"

9যেসব লোকেরা লোটের বাড়ী ঘিরে রেখেছিল তারা উত্তর দিল, "আমাদের পথ থেকে সরে যাও!" তারপর তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এই লোকটা একদিন অতিথি হিসেবে আমাদের নগরে বাস করতে এসেছিল। এখন জ্ঞান দিচ্ছে, আমরা কি করব না করব!" তখন সেই লোকেরা লোটকে বলল, "এখন তোমার প্রতি ওদের চেয়ে আরও বেশী খারাপ ব্যবহার করব।" অতএব সেই জনতা লোটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। ক্রমে দরজা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম।

10কিন্তু যে দুজন পুরুষ লোটের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তাঁরা হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে লোটকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। 11তারপর তাঁরা বাইরের মারমুখো জনতার জন্যে কিছু একটা করল। ফলে যুবক, বৃদ্ধ, সব বদমাশ লোকেরা অন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে যারা বাড়ির ভেতর জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছিল তারা ভেতরে ঢোকার দরজাই খুঁজে পেল না।

সদোম হতে পলায়ন

12অতিথি দুজন লোটকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পরিবারের আর কেউ কি এই শহরে বাস করে? তোমার জামাই, ছেলে, মেয়ে কিংবা পরিবারের আর কেউ কি এখানে আছে? যদি থাকে তাহলে তাদের এখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বলো। 13আমরা এই নগর ধ্বংস করে দেব। এই নগর যে কত খারাপ তা প্রভু শুনেছেন। তাই এই নগর ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন।"

14তখন লোট বেরিয়ে গিয়ে তাঁর অন্যান্য মেয়েদের যারা বিয়ে করেছে সেই মেয়েদের স্বামীদের অর্থাৎ জামাইদের সঙ্গে কথা বললেন। লোট বলল, "তাড়াতাড়ি করো! এক্ষুনি এই নগর ছেড়ে চলে যাও! প্রভু শীঘ্রই এই নগর ধ্বংস করবেন!" কিন্তু তারা ভাবল, লোট বোধহয় তামাশা করছেন।

15পরদিন ভোরে সেই দূতেরা লোটকে তাড়া দিলেন। তাঁরা বললেন, "এই নগরবাসীদের শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং তুমি, তোমার স্ত্রী এবং যে দুজন মেয়ে তোমার কাছে থাকে তাদের নিয়ে শীঘ্রই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও। তাহলে এই নগরের সঙ্গে তোমরা আর ধ্বংস হবে না।"

16কিন্তু লোটের সব গুলিয়ে গেল এবং তিনি নগর ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাড়া করলেন না। সুতরাং ঐ দুজন লোট এবং তাঁর স্ত্রীর এবং দুই মেয়ের হাত চেপে ধরল। ঐ দুজন লোট এবং তাঁর পরিবারকে নিরাপদে নগরের বাইরে নিয়ে গেলেন। লোট এবং তার পরিবারের প্রতি প্রভু দয়ালু ছিলেন। 17তাই ঐ দুজন লোট এবং তাঁর পরিবারকে নগরের বাইরে নিয়ে এলেন। তাঁরা নগরের বাইরে চলে এলে সেই দুজন দূতের একজন বললেন, "এবার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তোমরা দৌড় দাও! আর পেছনের দিকে তাকাবে না। উপত্যকার কোনও জায়গাতে দাঁড়াবে না। যতক্ষণ না ঐ পর্বতে পৌঁছবে ততক্ষণ শুধুই দৌড়বে। থামলে, নগরের সঙ্গে তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে!"

18কিন্তু লোট এই দুজনকে বললেন, "মহাশয়গণ, দয়া করে আমায় অত দূরে দৌড়ে যেতে বলবেন না!
19আমি আপনাদের সেবকমাত্র, তবু আমার প্রতি আপনাদের অসীম দয়া। দয়া করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন। কিন্তু ঐ পর্বত পর্যন্ত সমস্ত পথ দৌড়োবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি আমি খুব ধীরে যাই তবে বিপদ ঘটবে এবং আমি নিহত হব! 20দেখুন, এখানে কাছেই একটা খুব ছোট শহর আছে। আমি সেই শহর পর্যন্ত দৌড়ে বেঁচে যেতে পারি।"

21দূত আটকে বললেন, “ভালো কথা আমি তোমার
অনুরোধ স্বীকার করেছি। আমি তোমাকে সেটা করতে
দেব। আমি ঐ শহর ধ্বংস করব না। 22কিন্তু সেখানে
শীঘ্রই দৌড়ে যাও। যতক্ষণ না নিরাপদে ঐ শহরে তুমি
পৌঁছোচ্ছ ততক্ষণ সদোম ধ্বংস করতে পারব না।”
(ঐ শহরের নাম সোয়র কারণ শহরটি খুব ছোট।)

সদোম ও ঘমোরা ধ্বংস হল

23সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোট সোয়রে পৌঁছলেন।
24একই সময়ে প্রভু সদোম ও ঘমোরা ধ্বংস করা শুরু
করলেন। প্রভু আকাশ থেকে আগুন আর জ্বলন্ত গন্ধক
বর্ষণ শুরু করলেন। 25অর্থাৎ প্রভু ঐ নগরগুলি ধ্বংস
করলেন। সমস্ত গাছপালা, সমস্ত লোকজন, সমগ্র
উপত্যকাটাই প্রভু ধ্বংস করলেন।

26লোট যখন স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে দৌড়ে
পালাচ্ছিলেন তখন লোটের স্ত্রী নিষেধ ভুলে একবার
পেছনে নগরের দিকে তাকালেন এবং তখনই লবণের
মূর্ত্তি হয়ে গেলেন।

27খুব সকালে অব্রাহাম আগে যেখানটাতে প্রভুর
সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সেই স্থানটিতে তিনি আবার গিয়ে
দাঁড়ালেন। 28অব্রাহাম সদোম এবং ঘমোরার দিকে
তাকিয়ে দেখলেন। সমগ্র উপত্যকার ওপর দৃষ্টিপাত
করে অব্রাহাম দেখলেন যে সমস্ত উপত্যকা থেকে ধোঁয়া
উঠছে। দেখে মনে হল বিশাল অগ্নিকাণ্ডের ফলস্বরূপ
ঐ ধোঁয়া।

29ঈশ্বর উপত্যকার সমস্ত নগর ধ্বংস করলেন। কিন্তু
ঈশ্বর ঐ নগরগুলি ধ্বংস করার সময় অব্রাহামের কথা
মনে রেখেছিলেন এবং তিনি অব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্রকে
ধ্বংস করেন নি। লোট ঐ উপত্যকার নগরগুলির মধ্যে
বাস করছিলেন। কিন্তু নগরগুলি ধ্বংস করার আগে
ঈশ্বর লোটকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

লোট এবং তাঁর দুই মেয়ে

30সোয়রে বাস করতে লোটের ভয় করছিল। তাই
তিনি ও তাঁর দুই মেয়ে পর্বতে বাস করতে চলে গেলেন।
সেখানে তাঁরা একটা গুহার মধ্যে বাস করতে লাগলেন।
31দুজনের মধ্যে যে মেয়ে বড় সে একদিন ছোট বোনকে
বলল, “পৃথিবীতে সর্বত্র স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ে করে এবং
তাদের সন্তানাদি হয়। কিন্তু আমাদের পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন
এবং আমাদের সন্তানাদি দিতে পারে এমন অন্য পুরুষ
এখানে নেই। 32তাই আমরা পিতাকে প্রচুর দ্রাক্ষারস
পান করিয়ে বেহুঁশ করিয়ে দেব। তারপর তাঁর সঙ্গে
আমরা যৌনসঙ্গম করব। আমাদের পরিবার রক্ষা করার
জন্যে আমরা এইভাবে আমাদের পিতার সাহায্য নেব!”

33সেই রাত্রে দু মেয়ে তাদের পিতার কাছে গেল
এবং তাঁকে প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করতে দিল। তারপর
বড় মেয়ে পিতার বিছানায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে যৌন সঙ্গম
করল। লোট এমন নেশাগ্রস্ত ছিলেন যে তাঁর বিছানায়
কে কখন এল এবং কে কখন গেল কিছুই বুঝতে পারলেন
না।

34পরদিন ছোট বোনকে বড় বোন বলল, “গত রাতে
আমি পিতার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি। আজ রাতে
আবার তাঁকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে বেহুঁশ করে দেব।
তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে পারবে।
এভাবে আমরা সন্তানাদি পেতে আমাদের পিতার সাহায্য
নেব। এতে আমাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে।”
35সুতরাং সেই রাত্রে দু মেয়ে আবার পিতাকে নেশাতে
বেহুঁশ করে দিল। তারপর ছোট মেয়ে পিতার বিছানায়
গিয়ে পিতার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করল। এবারেও লোট
এমন নেশাগ্রস্ত ছিলেন যে জানতে পারলেন না কে
তার বিছানায় এল, কে গেল।

36লোটের দু মেয়েই গর্ভবতী হল। তাদের পিতাই
তাদের সন্তানাদির পিতা। 37বড় মেয়ের হল এক পুত্র
সন্তান। তার নাম হল মোয়াব। বর্তমানে যে মোয়াবীয়
জাতি আছে তাদের আদিপুরুষ হলেন মোয়াব। 38ছোট
মেয়েও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। তার নাম বিন্-
অম্মি। বর্তমানে যে অম্মোন জাতি আছে তাদের
আদিপুরুষ হলেন বিন্-অম্মি।

অব্রাহামের গরার যাত্রা

20 অব্রাহাম পূর্বের বাসস্থান ত্যাগ করে নেগেভে
গেলেন। তিনি কাদেশ এবং শূরের মধ্যবর্তী
গরার নগরে বাস করতে শুরু করলেন। 2গরারে বাস
করার সময় অব্রাহাম সকলকে বললেন যে সারা তাঁর
বোন। গরারের রাজা অবীমেলক সে কথা শুনলেন।
অবীমেলক সারাকে কামনা করলেন, তাই সারাকে নিয়ে
আসার জন্য কয়েকজন ভৃত্যকে পাঠালেন। 3কিন্তু রাত্রে
ঈশ্বর স্বপ্নে অবীমেলকের কাছে এলেন। ঈশ্বর বললেন,
“তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। যে নারীকে তুমি এনেছ
সে বিবাহিতা।”

4কিন্তু অবীমেলক তখন পর্যন্ত সারাকে শয্যার সঙ্গিনী
করেন নি। তাই অবীমেলক বললেন, “প্রভু, আমি তো
অপরাধ করিনি। আপনি কি একজন নিরপরাধকে হত্যা
করবেন? 5অব্রাহাম নিজে আমায় বলেছে যে, ‘এই
নারী তার বোন।’ আর ঐ নারীও বলেছে যে, ‘ঐ পুরুষ
তার ভাই।’ আমি তো কোনও অপরাধ করিনি। আমি
তো জানতামই না যে আমি কি করছি।”

6তখন ঈশ্বর স্বপ্নের মধ্যে অবীমেলককে বললেন
যে, “হ্যাঁ, আমি জানি তুমি নির্দোষ। এবং এটাও জানি
যে তুমি কি করছ তা তুমি জানতে না। তোমায় আমি
বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাকে আমার বিরুদ্ধে পাপ
করতে দিইনি। আমিই তোমায় ঐ নারীকে শয্যায় নিয়ে
যেতে দিইনি। 7সুতরাং তুমি অব্রাহাম ও তার স্ত্রীকে
ফিরিয়ে দাও। অব্রাহাম একজন ভাববাদী। সে তোমার
জন্যে প্রার্থনা করবে এবং তুমি তাতে জীবন লাভ
করবে। কিন্তু তুমি যদি অব্রাহাম ও তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে
না দাও তাহলে আমি নিশ্চিত যে তোমার মৃত্যু আসন্ন।
এবং তোমার সমস্ত পরিবারেরও মৃত্যু হবে।”

8সুতরাং পরদিন খুব সকালে অবীমেলক তাঁর
ভৃত্যদের ডেকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। তাঁর স্বপ্নের

কথা শুনে ভৃত্যরা খুব ভীত হয়ে পড়ল। 9তখন
অবীমেলক অব্রাহামকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
“কেন আপনি আমাদের প্রতি একরম ব্যবহার করলেন?
আমি আপনার প্রতি কি অন্যায় করেছি? কেন মিথ্যে
বললেন যে ঐ নারীটি আপনার বোন? আমার রাজত্বে
আপনি অনেক বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। আমার প্রতি
এসব করা আপনার উচিৎ হয়নি। 10আপনি কিসের
ভয় পাচ্ছিলেন? কেন আপনি আমার সঙ্গে এরকম
ব্যবহার করলেন?” 11তখন অব্রাহাম বললেন, “আমি
ভয় পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, এখানে কেউ
বোধহয় ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে না। তাই ভেবেছিলাম,
সারাকে পাওয়ার জন্যে আমাকে কেউ হত্যা করতেও
পারে। 12সারা আমার স্ত্রী, আবার আমার বোনও বটে।
সারা আমার পিতার কন্যা বটে, কিন্তু আমার মাতার
কন্যা নয়। 13ঈশ্বর আমাকে পিতৃগৃহ থেকে দূরে কোথাও
নিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বর আমাকে অনেক দেশে নিয়ে গেছেন।
যখন এরকম হল তখন আমি সারাকে বললাম, ‘আমার
জন্য কিছু করো; যেখানেই আমরা যাব, সবাইকে বলবে
যে তুমি আমার বোন।’”

14তখন অবীমেলক আসল ব্যাপারটা বুঝলেন। তাই
অবীমেলক অব্রাহামের হাতে সারাকে ফিরিয়ে দিলেন।
সেই সঙ্গে অবীমেলক অব্রাহামকে কিছু দাস, মেষ ও
গবাদি পশুও দিলেন। 15এবং অবীমেলক বললেন,
“চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। এসবই আমার জমি।
আপনার যেখানে খুশী, সেখানে থাকতে পারেন।”

16আর অবীমেলক সারাকে বললেন, “তোমার ভাই
অব্রাহামকে আমি 1,000 রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছি। যা কিছু
ঘটেছে সেসবের জন্যে আমি দুঃখিত এটা বোঝাতেই
এই রৌপ্যমুদ্রা। সবাই জানুক যে আমি ন্যায় মেনে
কাজ করেছি।”

17-18অবীমেলকের পরিবারের সমস্ত নারীর
গর্ভধারণের ক্ষমতা প্রভু হরণ করেছিলেন। অবীমেলক
সারাকে অধিকার করেছিলেন বলে ঈশ্বর এই
কাজ করেছিলেন। কিন্তু অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করলেন এবং ঈশ্বর অবীমেলক, অবীমেলকের
স্ত্রী ও দাসীদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ফিরিয়ে
দিলেন।

অবশেষে সারার সন্তান লাভ

21 প্রভু সারার জন্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
তা রক্ষা করলেন। প্রভু সারার জন্যে দেওয়া
প্রতিশ্রুতি পালন করলেন । 2সারা গর্ভবতী হলেন এবং
এই বৃদ্ধ বয়সে অব্রাহামের জন্যে একটি পুত্র সন্তান
প্রসব করলেন। ঈশ্বর যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
সেভাবেই সব সম্পন্ন হল। 3সারা একটি পুত্রের জন্ম
দিলেন এবং অব্রাহাম তার নাম রাখলেন ইস্হাক।
4ইস্হাকের আট দিন বয়স হলে, ঈশ্বর যেমন আজ্ঞা
করেছিলেন ঠিক সেইভাবে অব্রাহাম তাঁকে সুন্নৎ করলেন।

5ইস্হাকের জন্মের সময় অব্রাহামের বয়স ছিল 100
বছর। 6এবং সারা বললেন, “ঈশ্বর আমাকে আনন্দিত
করেছেন। যে শুনবে সেই আমার সুখে সুখী হবে। 7কেউ
ভাবেনি যে আমি অব্রাহামের পুত্রের জন্ম দেব। কিন্তু
এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি অব্রাহামকে পুত্র দিতে পেরেছি।”

ঘরের মধ্যে অশান্তি

8ইস্হাক ক্রমশঃ বড় হতে লাগল। শীঘ্রই সে শক্ত
খাবার খাওয়ার মত বড় হল। তখন অব্রাহাম একটা
মস্ত ভোজ দিলেন। 9অব্রাহামের প্রথম সন্তানের জন্ম
দিয়েছিল হাগার নামে মিশরীয় দাসী। সারা দেখলেন
হাগারের সেই পুত্র ইস্হাককে নিয়ে মজা করছে। তাই
সারা বিচলিত হলেন। 10সারা অব্রাহামকে বললেন, “ঐ
দাসী আর তার পুত্রের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।
ওদের বিদায় করে দাও! যখন আমাদের মৃত্যু হবে
তখন আমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ ইস্হাকই পাবে।
আমি চাই না যে আমার পুত্র ইস্হাকের সঙ্গে আমার
দাসীর পুত্রও সবকিছুর ভাগ পাক!”

11এতে অব্রাহাম খুব বিচলিত হলেন। তিনি তাঁর
পুত্র ইশ্মায়েলের জন্যে উদ্বিগ্ন হলেন। 12কিন্তু অব্রাহামকে
ঈশ্বর বললেন, “ঐ পুত্র আর দাসীর জন্যে চিন্তা কোরো
না। সারা যা চায় তা-ই করো। তোমার একমাত্র
উত্তরাধিকারী হবে ইস্হাক। 13কিন্তু তোমার দাসী
পুত্রকেও আমি আশীর্বাদ করব। সে তোমার পুত্র সুতরাং
তার পরিবার থেকেও আমি এক মহান জাতি সৃষ্টি
করব।”

14পরদিন খুব ভোরে অব্রাহাম কিছু খাদ্য ও পানীয়
জল এনে হাগারকে দিলেন। তাই সম্বল করে হাগার
পুত্রকে নিয়ে চলে গেল। হাগার সেই স্থান ত্যাগ করে
বের্-শেবা মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

15কিছুক্ষণ পরে সব জল ফুরিয়ে গেল। পিপাসা
মেটাবার জন্যে আর কিছু থাকল না। তখন হাগার তার
পুত্রকে একটা ঝোপের নীচে রাখল। 16হাগার খানিকটা
দূরে হেঁটে গেল। তারপর সেখানেই বসে পড়ল। হাগারের
ভয় হল, জলের অভাবে তার পুত্র বোধহয় মারা যাবে।
পুত্রের মৃত্যু সে দেখতে পারবে না। তাই সেখানে বসে
বসে সে কাঁদতে লাগল।

17ঈশ্বর সেই পুত্রের কান্না শুনতে পেলেন এবং স্বর্গ
থেকে ঈশ্বরের দূত হাগারকে বলল, “কি হয়েছে? ভয়
পেও না! প্রভু তোমার পুত্রের কান্না শুনতে পেয়েছেন।
18যাও, পুত্রকে গিয়ে দেখ। ওর হাত ধরে এগিয়ে চলো।
আমি তাকে এক বৃহৎ জাতির পিতা করব।”

19তখন হাগার ঈশ্বরের কৃপায় একটা কূপ দেখতে
পেল। তারপর হাগার সেই কূপের জলে নিজের জলপাত্র
পূর্ণ করল। তারপর সেই জল নিয়ে গিয়ে পুত্রকে পান
করাল।

20সেই পুত্র বড় হতে লাগল আর ঈশ্বর সারাক্ষণ
তার সঙ্গে থাকলেন। ইশ্মায়েল সেই মরুভূমির মধ্যেই
বড় হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সে হল একজন শিকারী।
তীরধনুকে সে হয়ে উঠল খুব দক্ষ। 21তার মা এক
মিশরীয় কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিল। তারা সেই পারণ
নামের মরুভূমিতেই বাস করতে লাগল।

অবীমেলকের সঙ্গে অব্রাহামের দরাদরি

22তারপর অবীমেলক ও ফীখোল অব্রাহামের সঙ্গে
কথা বললেন। ফীখোল ছিলেন অবীমেলকের
সৈন্যবাহিনীর প্রধান। তাঁরা অব্রাহামকে বললেন,
“তোমার সব কাজেতেই ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।
23সুতরাং ঈশ্বরের সাক্ষাতে তুমি আমায় একটা প্রতিশ্রুতি
দাও। প্রতিজ্ঞা করো যে তুমি আমার ও আমার
সন্তানসন্ততির প্রতি ন্যায়পরায়ণ থাকবে। প্রতিশ্রুতি দাও
যে তুমি আমার প্রতি এবং যে দেশে বাস করছ সেই
দেশের প্রতি দয়াপরায়ণ হবে। প্রতিশ্রুতি দাও যে আমি
তোমার প্রতি যেরকম দয়াপরায়ণ, তুমিও আমার প্রতি
সেরকম দয়াপরায়ণ হবে।”

24এবং অব্রাহাম বললেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে
আপনি আমার প্রতি যেরকম আচরণ করেছেন
আমিও আপনার প্রতি সেরকম আচরণ করব।” 25তারপর
অব্রাহাম অবীমেলকের কাছে একটা অভিযোগ করলেন।
অব্রাহাম অবীমেলকের কাছে অভিযোগ করলেন যে
তাঁর দাসেরা একটা পানীয় জলের কূপ অধিকার
করে রেখেছে। সেই কূপটি অব্রাহামের দাসেরা খনন
করেছিল।

26কিন্তু অবীমেলক বললেন, “কে এরকম করেছে
আমি জানিনা। আপনি তো এর আগে এ ব্যাপারে
কখনও কিছু বলেন নি!”

27সুতরাং অব্রাহাম আর অবীমেলক দুজনে চুক্তিবদ্ধ
হলেন। অবীমেলককে চুক্তির প্রমাণ হিসেবে অব্রাহাম
কয়েকটা মেষ আর গবাদি পশু দিলেন। 28অব্রাহাম
অবীমেলকের সামনে সাতটা মেষ পৃথক করে রাখলেন।

29অবীমেলক অব্রাহামকে জিজ্ঞেস করলেন,
“আমার সামনে এই সাতটা মেষ পৃথক করে
রাখলেন কেন?”

30অব্রাহাম উত্তর দিলেন, “আপনি যখন এই সাতটা
মেষ আমার কাছ থেকে নেবেন তখন প্রমাণিত হবে যে
আমি এই কূপ খনন করেছিলাম।”

31তারপর থেকে ঐ কূপের নাম হল বের্-শেবা।
কারণ ঐ স্থানে দুজনে পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন।

32অতএব বের্-শেবাতে অব্রাহাম ও অবীমেলক
দুজনে একটা চুক্তি সম্পাদন করলেন। তারপরে
অবীমেলক তাঁর সৈন্যাধক্ষ্যদের নিয়ে পলেষ্টীয়দের দেশে
ফিরে গেলেন।

33বের্-শেবাতে অব্রাহাম একটা চিরহরিৎ ঝাউগাছ
রোপণ করলেন। সেখানে তিনি প্রভু শাশ্বত ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করলেন। 34অব্রাহাম পলেষ্টীয়দের দেশে
বহুকাল বাস করলেন।

অব্রাহাম, তোমার পুত্রকে বলি দাও!

22 এই সমস্ত কিছুর পরে ঈশ্বর ঠিক করলেন যে
তিনি অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা করবেন। তাই
ঈশ্বর ডাকলেন, “অব্রাহাম!”

এবং অব্রাহাম সাড়া দিলেন, “বলুন!”

2তখন ঈশ্বর বললেন, “তোমার একমাত্র পুত্র যাকে
তুমি ভালবাস সেই ইস্হাককে মোরিয়া দেশে নিয়ে
যাও। সেখানে পর্বতগুলির মধ্যে একটির ওপরে তাকে
আমার উদ্দেশ্যে হোমবলি হিসেবে বলি দাও । আমি
তোমাকে বলব কোন পর্বতের ওপর তুমি তাকে বলি
দেবে।”

3পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অব্রাহাম যাত্রার
জন্যে গাধার পিঠে জিন সাজালেন। সঙ্গে ইস্হাককে
নিলেন, আর নিলেন দুজন ভৃত্যকে। অব্রাহাম হোমের
জন্যে কাঠ কাটলেন। তারপর ঈশ্বর যেখানে যেতে
বলেছিলেন সেই স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।
4তিনদিন চলার পরে অব্রাহাম দূরে দৃষ্টিপাত করলেন
আর গন্তব্যস্থল দেখতে পেলেন। 5তখন ভৃত্য দুজনের
উদ্দেশ্যে অব্রাহাম বললেন, “গাধাটা নিয়ে তোমরা
এখানে অপেক্ষা করো, আমি ছেলেকে নিয়ে নির্দিষ্ট
স্থানটিতে যাব এবং উপাসনা করব। পরে তোমাদের
কাছে ফিরে আসব।”

6অব্রাহাম হোমের জন্যে কেটে আনা কাঠ ছেলের
কাঁধে দিলেন। এবং সঙ্গে নিলেন খাঁড়া ও আগুন।
তারপর অব্রাহাম ও তাঁর ছেলে দুজনেই উপাসনা
সম্পাদন করার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে গেলেন।

7ইস্হাক পিতা অব্রাহামকে বলল, “পিতা!”

অব্রাহাম উত্তর দিলেন, “বলো, পুত্র!”

ইস্হাক বলল, “পিতা! হোমের জন্যে সব আয়োজন
দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু হোমের আগে বলি দেওয়ার জন্যে
মেষশাবক কোথায়?”

8অব্রাহাম বললেন, “আমার পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর বলির
জন্যে মেষশাবকের ব্যবস্থা করবেন।”

ইস্হাক রক্ষা পেলেন

সুতরাং অব্রাহাম আর ইস্হাক দুজনে মিলে নির্দিষ্ট
স্থানটিতে গেলেন। 9তাঁরা সেই স্থানটিতে পৌঁছলেন
যেখানে ঈশ্বর যেতে বলেছিলেন। সেখানে অব্রাহাম একটি
বেদী তৈরি করলেন। বেদীর উপরে অব্রাহাম কাঠগুলো
সাজালেন। তারপর অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইস্হাককে
বাঁধলেন এবং বেদীর উপরে সাজানো কাঠগুলোর উপর
তাকে শোয়ালেন। 10এবার অব্রাহাম খাঁড়া বের করে
ইস্হাককে বলি দেওয়ার জন্যে তৈরী হলেন।

11কিন্তু তখন প্রভুর দূত অব্রাহামকে বাধা দিলেন।
সেই দূত স্বর্গ থেকে “অব্রাহাম, অব্রাহাম” বলে ডাকলেন!

অব্রাহাম থেমে গিয়ে সাড়া দিলেন, “বলুন।”

12দূত বললেন, “তোমার পুত্রকে হত্যা কোরো না,
তাকে কোন রকম আঘাত দিয়ো না। এখন আমি
দেখতে পাচ্ছি, তুমি ঈশ্বরকে ভক্তি করো এবং তাঁর
আজ্ঞা পালন করো। প্রভুর জন্যে তুমি তোমার একমাত্র
পুত্রকে পর্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত।”

13তখন অব্রাহাম একটা মেষ দেখতে পেলেন। একটা
ঝোপে তার শিং আটকে গেছে। সুতরাং অব্রাহাম সেই
মেষটা ধরে এনে বলি দিলেন। ঐ মেষটাই হল ঈশ্বরের
জন্যে অব্রাহামের বলি। আর রক্ষা পেল অব্রাহামের

পুত্র ইস্‌হাক। 14সুতরাং অব্রাহাম ঐ স্থানটির একটা নাম দিলেন, "যিহোবা-যিরি।"* এমনকি আজও লোকেরা বলে, "এই পর্বতে প্রভুকে দেখা যায়।"

15স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত দ্বিতীয়বার অব্রাহামকে 16ডেকে বললেন, "আমার জন্যে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও বলি দিতে প্রস্তুত ছিলে। আমার জন্যে তুমি এত বড় কাজ করেছ বলে আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি: আমি, প্রভু নিজেরই দিব্য করে প্রতিশ্রুতি করছি যে, 17আমি তোমাকে অবশ্যই আশীর্বাদ করব। আকাশে যত তারা, আমি তোমার উত্তরপুরুষদেরও সংখ্যায় তত করব। সমুদ্রতীরে যত বালি, তোমার উত্তরপুরুষরাও তত হবে। এবং তোমার বংশ তাদের সমস্ত শত্রুদের পরাস্ত করবে। 18পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি তোমার উত্তরপুরুষদের মাধ্যমে আশীর্বাদ পাবে। তুমি আমার আজ্ঞা পালন করেছ বলে তোমার উত্তরপুরুষদের জন্যে আমি একাজ করব।"

19তখন অব্রাহাম তাঁর ভৃত্যদের কাছে ফিরে গেলেন। তাঁরা সকলে বের্-শেবাতে ফিরে এলেন এবং অব্রাহাম বের্-শেবাতেই থেকে গেলেন।

20এইসব ঘটনার পরে অব্রাহামের কাছে এই খবর এল, "শোনো, তোমার ভাই নাহোর এবং তার স্ত্রী মিল্কারও এখন সন্তানাদি হয়েছে: 21প্রথম পুত্রের নাম ঊষ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম বূষ, তৃতীয় পুত্র কমূয়েল হল অরামের পিতা। 22তারপরে আছে কেষদ, হসো, পিল্‌দশ, যিদ্‌লফ এবং বথূয়েল।" 23বথূয়েল হল রিবিকার পিতা। এই আট পুত্রের মাতা হল মিল্কা এবং পিতা হল নাহোর। আর নাহোর হচ্ছে অব্রাহামের ভাই। 24তাছাড়া দাসী রূমার থেকেও নাহোরের আরও চারজন পুত্র ছিল। এই চার পুত্রের নাম টেবহ, গহম, তহশ এবং মাখা।

সারার মৃত্যু

23 সারা 127 বছর বেঁচেছিলেন। 2কনান দেশের কিরিয়থ অর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। অব্রাহাম ভীষণ দুঃখ পেলেন, সারার জন্যে অনেক কাঁদলেন। 3তারপর স্ত্রীর মৃতদেহ রেখে হেতের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। 4তিনি বললেন, "দেশ পর্যটন করতে করতে আপনাদের দেশে এসে আমি পরবাসী হিসেবে বাস করছি। ফলে আমার মৃত স্ত্রীকে কবর দেওয়ার মত আমার কোনও জায়গা নেই। আমি যাতে স্ত্রীকে কবর দিতে পারি তার জন্যে দয়া করে আমায় খানিকটা জায়গা দিন।"

5হেতেরা উত্তরে বলল, 6"মহাশয়, আমাদের মধ্যে আপনি ঈশ্বরের মহান নেতাদের একজন। আমাদের শ্রেষ্ঠ জমিতে আপনি আপনার মৃত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করতে পারেন। আপনার স্ত্রীকে আপনি আপনার পছন্দমত জায়গাতে সমাধিস্থ করলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।"

7অব্রাহাম উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের নমস্কার করলেন। 8অব্রাহাম তাদের বললেন, "আপনারা সত্যিই যদি আমার মৃত স্ত্রীকে কবর দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে চান তাহলে আমার হয়ে সোহরের পুত্র ইফ্রোণের সঙ্গে কথা বলুন। 9ইফ্রোণের ক্ষেতের শেষে যে মক্‌পেলার গুহাটা আছে সেটা আমি কিনতে চাই। ইফ্রোণ ঐ গুহার মালিক। যা দাম হয়, সবটাই আমি দেব। আমি চাই যে আমার স্ত্রীর কবরের জন্যে যে ঐ জায়গা কিনছি আপনারা সবাই তার সাক্ষী থাকুন।"

10যাঁদের সঙ্গে অব্রাহাম কথা বলছিলেন তাঁদের মধ্যে ইফ্রোণ উপবিষ্ট ছিলেন। এখন ইফ্রোণ অব্রাহামকে বললেন, 11"না, মহাশয়, এখানেই ঐ ক্ষেত এবং গুহাটিও আমি আমার লোকেদের সামনে আপনাকে দেব। আপনি যাতে আপনার ইচ্ছা মত আপনার স্ত্রীকে সমাধিস্থ করতে পারেন সেজন্যে ঐ জমি, গুহা আমি আপনাকে দেব।"

12তখন অব্রাহাম সমবেত হেতের লোকদের সবিনয় নমস্কার করলেন। 13সকলের উপস্থিতিতে তিনি ইফ্রোণকে বললেন, "কিন্তু আমি ঐ জমির পুরো দাম আপনাকে দিতে চাই। আমার দেওয়া দাম আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন, আমি নির্দ্বিধায় আমার স্ত্রীকে কবর দিই।"

14উত্তরে ইফ্রোণ অব্রাহামকে বললেন, 15"মহাশয়, আমার কথা শুনুন। আপনার ও আমার কাছে 10পাউণ্ড ওজনের রূপোর তো কোন দাম নেই! সুতরাং আপনি জমিটা নিন এবং সেখানে নিশ্চিন্তে আপনার স্ত্রীকে সমাধিস্থ করুন।"

16অব্রাহাম বুঝতে পারলেন যে ইফ্রোণের কথার মধ্যেই জমিটার মূল্য উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং অব্রাহাম ঐ মূল্যই ইফ্রোণকে দিলেন। ইফ্রোণের জন্যে অব্রাহাম 10 পাউণ্ড রূপো ওজন করলেন এবং সেই রূপো বণিককে দিলেন।

17-18সুতরাং ইফ্রোণের জমির স্বত্ত্বাধিকারীর পরিবর্তন হল। মম্রির পূর্বদিকে মক্‌পেলায় ঐ জমি অবস্থিত। এখন ঐ জমির স্বত্ত্বাধিকারী হলেন অব্রাহাম। তিনি ঐ জমির অন্তর্গত গুহা এবং সমস্ত বৃক্ষাদির স্বত্ত্বাধিকারী হলেন। সমস্ত নগরবাসী ইফ্রোণ ও অব্রাহামের মধ্যে ঐ চুক্তি সম্পাদন প্রত্যক্ষ করলেন। 19তারপর অব্রাহাম মম্রির (হিব্রোণে) নিকটস্থ জমিতে অর্থাৎ কনান দেশের এক গুহার মধ্যে তাঁর স্ত্রী সারাকে সমাধিস্থ করলেন। 20অব্রাহাম হেতের জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে ঐ জমি ও জমির মধ্যেকার গুহা কিনলেন। এখন ঐ জমি-গুহা হল অব্রাহামের সম্পত্তি এবং ঐ জায়গা তিনি সমাধিস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন।

ইস্‌হাকের স্ত্রী

24 অব্রাহাম অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অব্রাহাম ও তাঁর কৃত সমস্ত কর্মে প্রভুর আশীর্বাদ ছিল। 2অব্রাহামের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে একজন পুরানো ভৃত্য ছিল। অব্রাহাম সেই ভৃত্যকে একদিন ডেকে বললেন, "আমার ঊরুর নীচে হাত দাও।

যিহোবা-যিরি এর অর্থ, "প্রভু দেখেন" অথবা "প্রভু দেন।"

3এখন আমার কাছে তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করো। স্বর্গ ও
মর্ত্যের ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আমায় কথা দাও যে
কনানের কোন কন্যাকে আমার পুত্র বিয়ে করবে,
এরকমটা তুমি কখনও হতে দেবে না। আমরা
কনানীয়দের মধ্যে বাস করি বটে, কিন্তু আমার পুত্রের
সঙ্গে কোনও কনানীয় কন্যার বিয়ে হতে দেবে না।
4আমার দেশে আমার স্বজাতির কাছে ফিরে যাও।
সেখানে আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্যে পাত্রী খুঁজে বের
করে তাকে এখানে নিয়ে এস।”

5ভৃত্যটি তাঁকে বলল, “এমন তো হতে পারে যে
কোনও পাত্রী আমার সঙ্গে এদেশে আসতে রাজী হল
না। তাহলে কি আমি আপনার পুত্রকে আমার সঙ্গে
নিয়ে আপনার জন্মভূমিতে যাব?”

6অব্রাহাম তাকে বলল, “না! আমার পুত্রকে ঐ
দেশে নিয়ে যেও না। 7স্বর্গের প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর আমার
স্বদেশ থেকে সপরিবারে আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন।
ঐ দেশ আমার পিতার ও পরিবারের স্বদেশ ছিল।
কিন্তু প্রভু কথা দিয়েছেন যে এই নতুন দেশ হবে
আমার পরিবারের স্বদেশ। প্রভু তোমার আগে তাঁর
দূত পাঠাবেন যাতে তুমি আমার পুত্রের জন্যে একটি
পাত্রী পছন্দ করে তাকে এখানে আনতে পার। 8কিন্তু
যদি সেই পাত্রী তোমার সঙ্গে এই দেশে আসতে না
চায় তাহলে তুমি তোমার শপথ থেকে মুক্তি পাবে।
কিন্তু তুমি কখনও আমার পুত্রকে সেই দেশে ফিরিয়ে
নিয়ে যাবে না।”

9সুতরাং ভৃত্যটি তার মনিবের উরুর নীচে হাত
দিয়ে সেই রকমই শপথ করল।

সন্ধানের শুরু

10ভৃত্যটি অব্রাহামের দশটি উট নিয়ে সেই স্থান
ত্যাগ করল। সঙ্গে নিয়ে গেল নানা ধরণের সুন্দর
সুন্দর উপহার। সে গেল নাহোরের নগর
মেসোপটেমিয়াতে।

11নগরের বাইরে সেই ভৃত্য জলের কূপের দিকে
গেল। সন্ধ্যার সময় নগরের মেয়েরা সেই কূপে জল
নিতে বেরিয়ে এল। ভৃত্যটি উটগুলোকে সেখানে হাঁটু
গেড়ে বসাল।

12ভৃত্যটি বলল, “প্রভু, আপনি আমার মনিব
অব্রাহামের ঈশ্বর। আজ আমার মনিবের পুত্রের জন্যে
একটি যোগ্য পাত্রী নির্বাচনে আপনি আমায় সাহায্য
করুন। অনুগ্রহ করে আমার মনিব অব্রাহামকে এই দয়া
করুন।

13এখানে কূপের ধারে আমি দাঁড়িয়ে আছি। নগরের
তরুণী রমণীরা এই কূপের জল নিতে আসছে।
14ইস্‌হাকের জন্যে কোন পাত্রীটি উপযুক্ত তা জানার
একটা বিশেষ ইঙ্গিত দেখতে পাব বলে এখানে আমি
অপেক্ষা করছি। সেই বিশেষ ইঙ্গিতটি হল এই: আমি
মেয়েটিকে বলব, ‘তোমার কলসী থেকে আমায় একটু
জল দাও।’ সেই মেয়েটিই যে উপযুক্ত তা আমি বুঝতে
পারব যদি সে বলে, ‘নিন, এই জলে তেষ্টা মেটান।
আপনার উটগুলোকেও আমি জল দিচ্ছি।’ এরকমটা
যদি ঘটে তাহলে আমি বুঝব আপনার কাছ হতে আসা
সেটাই প্রমাণ যে ঐ মেয়েই ইস্‌হাকের জন্যে সঠিক
পাত্রী। এবং আমি জানব যে আপনি আমার মনিবকে
দয়া করেছেন।”

একটি পত্নী পাওয়া গেল

15ভৃত্য প্রার্থনা শেষ করার আগেই রিবিকা নামে
একটি তরুণী কূপের কাছে এল। রিবিকা বথূয়েলের
কন্যা। বথূয়েল ছিল অব্রাহামের ভাই নাহোর ও তার
স্ত্রী মিল্কার পুত্র। জল নেওয়ার কলসী কাঁধে নিয়ে রিবিকা
কূপের কাছে এল। 16রিবিকা অসাধারণ সুন্দরী। সে
কখনো কোন পুরুষের সঙ্গে ঘুমায় নি; সে ছিল কুমারী।
কূপের ধারে গিয়ে সে কলসী ভরে জল নিল। 17তখন
সেই ভৃত্য তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বলল, “দারুণ
তৃষ্ণা, দয়া করে তোমার কলসী থেকে একটু জল
দাও।”

18রিবিকা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে কলসী নামিয়ে
তার আঁজলায় জল ঢেলে দিয়ে বলল, “এই নিন,
তৃষ্ণা মেটান।” 19তাকে জল পান করতে দেওয়ার পরে
রিবিকা বলল, “আপনার উটগুলোকেও আমি জল
দিচ্ছি।” 20তখন রিবিকা কলসী খালি করে সবটা জল
ঢেলে দিল উটেদের পানপাত্রে। তারপর আবার কূপ
থেকে আরও জল আনতে গেল। এভাবে সে সবগুলো
উটকেই জল পান করতে দিল। 21সেই ভৃত্য নীরবে
রিবিকার সমস্ত কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। সে নিশ্চিত
হতে চাইছিল যে প্রভু তার প্রার্থনা শুনেছেন কিনা এবং
ইস্‌হাকের জন্যে পাত্রী সন্ধান সফল হয়েছে কিনা।
22উটগুলোর জলপান শেষ হলে সে রিবিকাকে একটা
$^{1}/4$ আউন্স ওজনের সোনার আংটি দিল। তাছাড়া সে
এক-একটি 5 আউন্স ওজনের দুখানা সোনার বালাও
রিবিকাকে দিল। 23ভৃত্যটি রিবিকাকে জিজ্ঞেস করল,
“তোমার পিতা কে? তোমার পিতার গৃহে কি আমার
লোকেদের রাত্রে থাকার কোনও ব্যবস্থা হতে পারে?”

24রিবিকা উত্তর দিল, “বথূয়েল আমার পিতা। তিনি
মিল্কা ও নাহোরের পুত্র।” 25তারপর সে বলল,
“উটগুলোকে খেতে দেওয়ার মত খড় আর আপনাদের
ঘুমোতে দেওয়ার মত জায়গা দুটোই আমাদের আছে।”

26ভৃত্যটি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে প্রভুর উপাসনা
করল। 27সে বলল, “ধন্য প্রভু, আমার মনিব অব্রাহামের
ঈশ্বর। আমার মনিবের প্রতি প্রভু দয়া ও বিশ্বস্ততার
ব্যবহার করেছেন। প্রভু আমাকে আমার মনিবের
আত্মীয়দের বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন আমার মনিবের
পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী খুঁজে বের করার জন্য।”

28তখন রিবিকা ছুটে গিয়ে যা যা ঘটেছে সেসব
তার পরিবারের সবাইকে বলল। 29-30রিবিকার এক ভাই
ছিল। তার নাম লাবন। সেই আগন্তুক যা কিছু বলেছে,
সেইসব রিবিকা যখন বলছিল তখন লাবন মন দিয়ে
সব শুনছিল। এবং লাবন যখন তার দিদির আঙুলে
আংটি আর হাতে বালা দেখল তখন ছুটে বেরিয়ে গিয়ে

সেই কূপের ধারে এল। সেই লোকটি তখন কূপের ধারে উটগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। 31লাবন বলল, "মহাশয়, আপনাকে আমাদের আলয়ে স্বাগত জানাই। আপনার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। আপনাদের বিশ্রামের জন্যে আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করছি এবং আপনাদের উটগুলোর জন্যে আমাদের বাড়ীতে জায়গা আছে।"

32তাই অব্রাহামের ভৃত্য তাদের বাড়ীর ভেতরে গেল। উটগুলোর থেকে বোঝা নামাতে লাবন তাদের সাহায্য করল এবং উটগুলোকে খাবারের জন্য খড়ও দিল। লাবন তারপর সেই ভৃত্য ও তার লোকেদের পা ধোওয়ার জন্যে জল দিল। 33তারপর লাবন তাদের খাওয়ার জন্যে খাবার দিল। কিন্তু ভৃত্যটি খেতে রাজী হল না। সে বলল, "আমি কেন এসেছি তা না বলে আমি খাব না।"

তখন লাবন বলল, "তাহলে আমাদের বলুন।"

রিবিকার জন্যে দরাদরি

34তখন সেই ভৃত্য বলল, "আমি অব্রাহামের ভৃত্য। 35প্রভু সমস্ত বিষয়েই আমার মনিবকে আশীর্বাদ করেছেন। আমার মনিব এখন এক মহান ব্যক্তি। অব্রাহামকে প্রভু অনেক মেষের পাল এবং প্রচুর গবাদি পশু দিয়েছেন। অব্রাহামের এখন অনেক সোনা, রূপা, অনেক দাসদাসী। অব্রাহামের অনেক উট ও গাধা আছে। 36আমার মনিবের স্ত্রী ছিলেন সারা। বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি পুত্রের জন্ম দিলেন। এবং আমার মনিব তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর এই পুত্রকে দিয়েছেন। 37আমার মনিব আমায় একটা শপথ নিতে বাধ্য করেছেন। আমার মনিব আমায় বললেন, 'আমার পুত্রকে তুমি কনানের কোনও কন্যাকে বিয়ে করতে দেবে না। আমরা কনানের লোকেদের মধ্যে বাস করি বটে, কিন্তু আমি চাই না যে সে কনানের কোনও কন্যাকে বিয়ে করুক। 38সুতরাং তুমি শপথ করো যে তুমি আমার পিতার দেশে যাবে। আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাও এবং আমার পুত্রের জন্যে একজন পাত্রী নির্বাচন করো।' 39তখন আমি আমার মনিবকে বললাম, 'সেই পাত্রী আমার সঙ্গে এই দেশে আসতে না চাইতেও পারে।' 40কিন্তু আমার মনিব বললেন, 'আমি প্রভুর সেবা করেছি এবং সেই একই প্রভু তাঁর দূত পাঠাবেন তোমার সঙ্গে তোমার সাহায্যের জন্য। আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই তুমি আমার পুত্রের জন্যে পাত্রী খুঁজে পাবে। 41কিন্তু তুমি যদি আমার পিতার দেশে যাও আর তাঁরা যদি আমার পুত্রের জন্যে মেয়ে দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তুমি এই শপথের দায় থেকে মুক্ত হবে।'

42"আজ আমি এই কূপের পাড়ে এসে প্রার্থনা করলাম, 'প্রভু, আপনি আমার মনিব অব্রাহামের ঈশ্বর, দয়া করে আমার এই যাত্রাকে সফল করুন। 43আমি এই কূপের পাশে দাঁড়িয়ে জল নেওয়ার জন্যে আসা একটি মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করব। সে জল নিতে এলে আমি বলব, "দয়া করে তোমার কলসী থেকে আমায় একটু জল পান করতে দাও।" 44এতে উপযুক্ত পাত্রী একটা বিশেষভাবে উত্তর দেবে। সে বলবে, ''এই জল আপনি পান করুন আর আপনার উটগুলোকেও আমি জল পান করতে দেব।" যে মেয়ে এইভাবে উত্তর দেবে, আমি জানব, সে-ই আমার মনিবের পুত্রের জন্যে উপযুক্ত পাত্রী যাকে প্রভু নির্বাচন করেছেন।'

45"আমার প্রার্থনা শেষ করার আগেই রিবিকা জল নেওয়ার জন্যে কুয়োতলায় এল। জলের কলসীটা তার কাঁধে ছিল। আমি তার কাছে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে জল চাইলাম। 46অমনই সে কাঁধ থেকে কলসী নামিয়ে আমার আঁজলায় খানিকটা জল ঢেলে দিল। তারপর সে বলল, 'এই জল আপনি পান করুন আর আপনার উটগুলোর জন্যে আমি আরও জল দিচ্ছি।' তখন আমি সেই জল পান করলাম এবং মেয়েটি উটগুলোকেও জল পান করতে দিল। 47তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার পিতা কে?' সে বলল, 'বথূয়েল আমার পিতা। তিনি মিল্কা ও নাহোরের পুত্র।' তখন আমি তাকে আংটি আর বালা জোড়া দিলাম। 48আর প্রণিপাত করে আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানালাম। আমি প্রভুকে, আমার মনিব অব্রাহামের ঈশ্বরকে প্রশংসা করলাম। আমায় সোজা আমার মনিবের ভাইয়ের নাতনির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। 49এখন আমায় বলুন, আপনি কি আমার মনিবের প্রতি সদয় এবং বিশ্বস্ত হয়ে তাঁকে আপনার কন্যাটিকে দেবেন? না কি গররাজী হবেন? আপনি খুলে বলুন যাতে আমি কি করব, না করব, ঠিক করতে পারি।"

50তখন লাবন এবং বথূয়েল উত্তর দিলেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি, সবই প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে হচ্ছে। সুতরাং তোমাকে আমরা এটি বদলাবার জন্য কিছুই বলতে পারি না। 51তাই রিবিকাকে দিলাম। ওকে নিয়ে যাও। ওর সঙ্গে তোমার মনিবের পুত্রের বিয়ে দাও। প্রভুর এটাই ইচ্ছা।"

52যখন অব্রাহামের ভৃত্য এ কথা শুনল সে প্রভুর সামনে ভূমিতে প্রণিপাত করল। 53তখন সে যেসব উপহার সামগ্রী এনেছিল সেসব রিবিকাকে দিল। সে তাকে খুব সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় এবং সোনা ও রূপার নানা অলঙ্কার দিল। তার ভাই এবং মাকেও সে দিল বহু রকম মূল্যবান সামগ্রী। 54তারপর তারা খাওয়াদাওয়া সেরে সেখানে রাত্রিযাপন করল। পরদিন খুব সকালে উঠে তারা বলল, "এখন আমার মনিবের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

55তখন রিবিকার মা ও ভাই বলল, "রিবিকা আরও কিছুদিন আমাদের কাছে থাকুক। আর দশ দিন আমাদের কাছে থাক। তারপর সে যেতে পারে।"

56কিন্তু ভৃত্য তাদের বলল, "আমায় দেরী করিয়ে দেবেন না। প্রভু আমার যাত্রা সফল করেছেন। এবার আমার প্রভুর কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার।"

57রিবিকার মা ও ভাই বলল, "রিবিকাকে ডেকে আনি- ও কি বলে শোনা যাক।" 58তাঁরা রিবিকাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এঁর সঙ্গে এখনই যেতে চাও?"

রিবিকা বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব।"

[59]সুতরাং তাঁরা অব্রাহামের ভৃত্য ও তার লোকজনের সঙ্গে রিবিকাকে যেতে দিলেন। রিবিকাকে ছোটবেলা থেকে যে দাসী মানুষ করেছে সে-ও তাদের সঙ্গে চলল। [60]যখন রিবিকা যাত্রা শুরু করল তাঁরা তাকে বললেন,

"আমাদের বোন, তুমি হও লক্ষ লক্ষ জনের জননী। তোমার উত্তরপুরুষগণ শত্রুদের পরাজিত করে দখল করুক তাদের নগরগুলি।"

[61]তারপর রিবিকা ও তার দাসী উটের পিঠে চড়ে অব্রাহামের ভৃত্য ও তার লোকজনদের অনুসরণ করল। সুতরাং সেই ভৃত্য রিবিকাকে নিয়ে মনিবের গৃহের পথে যাত্রা করল।

[62]ইস্হাক তখন বের্-লহয়্-রোয়ী ত্যাগ করে নেগেভে বাস করেছিলেন। [63]একদিন সন্ধ্যায় একান্তে ধ্যান করার জন্যে ইস্হাক নির্জন প্রান্তরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ইস্হাক চোখ তুলে দেখলেন যে দূর থেকে উটের সারি আসছে।

[64]রিবিকাও ইস্হাককে দেখতে পেলেন। তখন সে উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। [65]ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, "কে ঐ তরুণ মাঠের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "ঐ আমার মনিবের পুত্র।" শুনে রিবিকা ওড়না দিয়ে তার মুখ ঢাকল।

[66]সেই ভৃত্য যা-যা ঘটেছে সব ইস্হাককে বলল। [67]তখন ইস্হাক মেয়েটিকে তাঁর মায়ের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে রিবিকা হল ইস্হাকের স্ত্রী। ইস্হাক তাকে খুব ভালবাসলেন। তাকে ভালবেসে ইস্হাক মায়ের মৃত্যুর শোকে সান্ত্বনা পেলেন।

অব্রাহামের পরিবার

25 অব্রাহাম আবার বিবাহ করলেন। তাঁর নতুন স্ত্রীর নাম কটূরা। [2]অব্রাহামের ঔরসে কটূরা সিম্রণ, যক্‌ষণ, মদান, মিদিয়ন, যিশ্‌বক এবং শূহরের জন্ম দেন। [3]যক্‌ষণ ছিলেন শিবা ও দদানের পিতা। অশূরীয়, লিয়ূম্মীয় আর লটূশীয় অধিবাসীরা ছিল দদানের উত্তরপুরুষ।

[4]ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ এবং ইল্‌দায়া ছিল মিদিয়নের সন্তানসন্ততি। অব্রাহাম ও কটূরার বিবাহের ফলে এইসব পুত্রদের জন্ম হয়। [5-6]মৃত্যুর আগে অব্রাহাম তাঁর রক্ষিত দাসীদের গর্ভজাত পুত্রদের নানা রকম উপহার দিয়ে তাদের পূর্ব দেশে পাঠান। তিনি তাদের ইস্হাকের কাছ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর যা কিছু ছিল সব ইস্হাককে দেন।

[7]অব্রাহাম 175 বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। [8]তারপর অব্রাহাম ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সুদীর্ঘ ও সুখী জীবন ছিল তাঁর। তিনি মারা গেলেন এবং তাঁকে তাঁর আপনজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। [9]তাঁর দুই পুত্র। ইস্হাক আর ইশ্মায়েল মিলে তাঁর মৃতদেহ মক্‌পেলার গুহাতে কবর দিল। সোহরের পুত্র ইফ্রোণের জমিতে ঐ গুহা। জায়গাটা ছিল মম্রির পূর্ব দিকে। [10]এই সেই গুহা যেটা অব্রাহাম হেতের সন্তানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন। সেখানে স্ত্রী সারার কবরের পাশে অব্রাহামকে কবর দেওয়া হল। [11]অব্রাহামের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর ইস্হাককে আশীর্বাদ করলেন। ইস্হাক বের্-লহয়্-রোয়ীতে বসবাস করতে থাকলেন।

[12]ইশ্মায়েলের বংশ বৃত্তান্ত এই। অব্রাহাম ও হাগারের পুত্র ছিলেন ইশ্মায়েল। (হাগার ছিলেন সারার মিশরীয় দাসী।) [13]ইশ্মায়েলের পুত্রদের নামগুলো হল: প্রথম পুত্র ছিল নবায়োৎ, তারপর জন্মায় কেদর, তারপরে যথাক্রমে অদ্‌বেল, মিব্‌সম, [14]মিশ্‌ম, দূমা, মসা, [15]হদদ, তেমা, যিটূর, নাফীশ এবং কেদমা। [16]এইগুলি হল ইশ্মায়েলের পুত্রদের নাম। প্রত্যেকের এক-একটা ছোট বসতি ছিল এবং প্রত্যেকটি বসতি আস্তে আস্তে শহরে পরিণত হয়। বারোটি পুত্র যেন বারো জন রাজপুত্র এবং প্রত্যেকের নিজস্ব জনবল। [17]ইশ্মায়েল 137 বছর বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। [18]ইশ্মায়েলের উত্তরপুরুষরা সমগ্র মরুভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলটি ছিল মিশরের কাছে হবীলা থেকে শূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং এখান থেকে তা বিস্তৃত ছিল অশূরিয়া পর্যন্ত। ইশ্মায়েলের উত্তরপুরুষরা প্রায়ই তার ভাইয়ের লোকেদের আক্রমণ করত।

ইস্হাকের পরিবার

[19]এবার ইস্হাকের কাহিনী। ইস্হাক নামে অব্রাহামের এক পুত্র ছিল। [20]যখন ইস্হাকের বয়স 40 হল তখন তিনি রিবিকাকে বিয়ে করলেন। রিবিকা ছিলেন পদ্দন্ অরাম অঞ্চলের মেয়ে। তাঁর পিতা বথূয়েল এবং অরামীয় লাবন ছিলেন তাঁর ভাই। [21]ইস্হাকের স্ত্রীর সন্তানাদি হচ্ছিল না। তাই তিনি প্রভুর কাছে তার স্ত্রীর জন্যে প্রার্থনা করলেন এবং প্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনলে রিবিকা গর্ভবতী হলেন।

[22]গর্ভবতী অবস্থায় রিবিকা যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন কারণ তাঁর গর্ভে দুটি শিশু একে অপরকে জোরে ঠেলাঠেলি করছিল। গর্ভস্থ শিশুর জন্যে রিবিকা অনেক কষ্ট পেতে থাকেন। তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন, "আমার কেন এমন হচ্ছে?" [23]প্রভু উত্তরে বললেন, "তোমার গর্ভের মধ্যে দুটি জাতি আছে। তুমি দুই মহান বংশের শাসকদের জন্ম দেবে। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। এক পুত্রের অপেক্ষা অন্য পুত্র শক্তিশালী হবে। ছোট পুত্রের সেবা করবে বড় পুত্র।"

[24]যথাসময়ে রিবিকা দুটি যমজ সন্তানের জন্ম দিলেন। [25]প্রথম সন্তানের গায়ের রং ছিল লাল। গায়ের ত্বক ছিল লোমশ বস্ত্রের মত। তাই তার নাম রাখা হল এষৌ। [26]তারপরে যখন দ্বিতীয় সন্তানটির জন্ম হল তখন তার শক্ত মুঠোর মধ্যে এষৌর পায়ের গোড়ালি ধরা ছিল। তাই তার নাম রাখা হল যাকোব। এষৌ

এবং যাকোবের জন্মের সময় ইস্হাকের বয়স ছিল 60 বছর।

27ছেলে দুটি বড় হতে লাগল। এষৌ হল একজন দক্ষ শিকারী। সে জঙ্গলে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। কিন্তু যাকোব ছিল শান্ত প্রকৃতির। সে তাঁবুতেই থাকত। 28ইস্হাক এষৌকে ভালবাসতেন। এষৌর শিকার করা পশুর মাংস খেতে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু রিবিকা যাকোবকে ভালবাসতেন।

29একবার এষৌ শিকার থেকে ফিরে এল। ক্ষুধায় সে ছিল ক্লান্ত ও দুর্বল। তখন যাকোব এক হাঁড়ি শিম সেদ্ধ করছিল। 30এষৌ যাকোবকে বলল, "ক্ষিধের জ্বালায় আমি ক্লান্ত। আমায় এই লাল বীন কিছু খেতে দাও।" (সেজন্যে সবাই তাকে ইদোম বলে।)

31কিন্তু যাকোব বলল, "তাহলে তুমি আজ বড় পুত্রের অধিকার আমায় বিক্রি করো।"

32এষৌ বলল, "ক্ষিধের চোটে আমি এমনিতেই আধমরা হয়ে গেছি। মরেই যদি যাই তাহলে পিতার সব সম্পত্তি আমার কোন্ কাজে লাগবে? তাই আমার ভাগ আমি তোমায় দেব।"

33কিন্তু যাকোব বলল, "আগে প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার ভাগ আমায় দেবে।" অতএব যাকোবের কাছে এষৌ প্রতিজ্ঞা করল। এষৌ পিতার সম্পত্তি থেকে নিজের ভাগ যাকোবকে বিক্রি করল। 34তখন যাকোব এষৌকে রুটি ও খাবার দিল। এষৌ খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল। সুতরাং এষৌ প্রমাণ করল যে বড় পুত্রের অধিকার নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই।

অবীমেলকের কাছে ইস্হাকের মিথ্যাভাষণ

26 একবার দুর্ভিক্ষ হল। অব্রাহামের সময় যেমন হয়েছিল এই দুর্ভিক্ষটা তেমনই ছিল। তখন ইস্হাক পলেষ্টীয়দের অবীমেলকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গরারে গেলেন। 2প্রভু ইস্হাককে দর্শন দিলেন এবং বললেন, "মিশরে যেও না। আমি তোমায় যে দেশে বাস করার পরামর্শ দিচ্ছি সেই দেশে বাস করো। 3সেই দেশে থাকো এবং আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমি তোমায় আশীর্বাদ করব। এই যত জমিজমা দেখছ, সব আমি তোমায় ও তোমার পরিবারকে দেব। তোমার পিতা অব্রাহামকে আমি যা-যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে সব কথা আমি রাখব। 4আকাশের তারার মত তোমার উত্তরপুরুষরা হবে অসংখ্য এবং তোমার পরিবার এই সমস্ত জমির মালিক হবে। তোমার উত্তরপুরুষদের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আমার আশীর্বাদ পাবে। 5তোমার পিতা অব্রাহাম আমার কথা, আমার আদেশ, আমার বিধি, আমার নিয়ম সব কিছু পালন করেছিল এবং আমি তাকে যা যা করতে বলেছিলাম সব করেছিল বলে আমি এটা করব।"

6সুতরাং ইস্হাক গরারে থেকে গেলেন এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন। 7ইস্হাকের স্ত্রী রিবিকা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। গরারের বাসিন্দারা রিবিকার সম্পর্কে ইস্হাককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। ইস্হাক বললেন, "ও আমার বোন।" রিবিকাকে তার স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে ইস্হাক ভয় পেল। ইস্হাকের ভয় হল যে রিবিকাকে পাওয়ার জন্যে তারা তাকে হত্যা করতে পারে।

8তারপর ইস্হাক সেখানে বহুদিন থেকেছিলেন। একদিন অবীমেলক জানালা দিয়ে ইস্হাক ও তার স্ত্রী রিবিকাকে খেলা করতে দেখলেন। 9তখন অবীমেলক ইস্হাককে ডেকে পাঠালেন। অবীমেলক বললেন, "এই নারী আসলে তোমার স্ত্রী। আমায় কেন মিথ্যে করে বলেছিলে যে এ তোমার বোন?"

ইস্হাক বলল, "আমি ভয় পেয়েছিলাম যে একে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলে ওকে পাওয়ার জন্যে আপনি আমায় হত্যা করবেন।"

10অবীমেলক বললেন, "আমাদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় অবিচার করেছ। আমাদের মধ্যে কেউ যদি তোমার স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গিনী করতো তাহলে সে মহাপাপের ভাগী হত।"

11সুতরাং অবীমেলক তাঁর সমস্ত প্রজাদের সাবধান করে দিলেন। তিনি বললেন, "কেউ এই লোকটির বা এর স্ত্রীর কোনও ক্ষতি করবে না। যদি কেউ এদের কোনও ক্ষতি করে তাহলে তার শাস্তি হবে মৃত্যু।"

ইস্হাক ধনী হলেন

12ইস্হাক তাঁর ক্ষেতে চাষ করলেন। এবং সে বছর খুব ভাল ফসল হল। প্রভু তাঁকে খুব আশীর্বাদ করলেন। 13ইস্হাক ধনী হলেন। তিনি আরও অনেক ধন উপার্জন করলেন। এভাবে তিনি একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি হলেন। 14তিনি প্রচুর মেষপাল ও গো-পালের মালিক হলেন। তাঁর অনেক দাস-দাসী ছিল। সমস্ত পলেষ্টীয় লোকেরা তাঁকে ঈর্ষা করতে লাগল। 15ফলে অনেক কাল আগে অব্রাহাম ও তাঁর লোকজন যেসব কূপ খনন করেছিলেন সেগুলো পলেষ্টীয়রা বুজিয়ে ফেলল। 16এমনকি অবীমেলক পর্যন্ত ইস্হাককে বললেন, "আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। তুমি আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছ।"

17সুতরাং ইস্হাক সেই স্থান ত্যাগ করে ছোট গরার নদীর ধারে এসে শিবির স্থাপন করলেন। ইস্হাক সেখানে অবস্থান করে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। 18এর বহুকাল আগে অব্রাহাম প্রচুর কূপ বা জলাশয় খনন করেছিলেন। অব্রাহাম মারা গেলে পলেষ্টীয়রা সেইসব কূপ মাটি দিয়ে বুজিয়ে ফেলেছিল। 19তখন ইস্হাক ফিরে গিয়ে আবার সেই কূপগুলি খনন করলেন। ইস্হাকের ভৃত্যরাও ছোট নদীটির কাছে একটা কূপ খনন করল এবং তারা সেই কূপের মধ্যে একটি জলের ঝর্ণা দেখতে পেল।

20গরার উপত্যকায় যারা মেষ চরাত তাদের সঙ্গে ইস্হাকের লোকজনদের বিবাদ বাধল। তারা বলল, "এই জল আমাদের।" তাই ইস্হাক ঐ কূপটির নাম দিলেন এষক। তিনি কূপটির ঐ নাম দিলেন, কারণ ঐখানেই তর্কাতর্কিটা হয়েছিল।

21ইস্‌হাকের লোকেরা আর একটি কূপ খনন করল। সেই কূপ নিয়ে ইস্‌হাকের লোকেদের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের আবার বিবাদ বাধল। তাই ইস্‌হাক ঐ কূপটির নাম দিলেন সিট্‌না।

22সেখান থেকে সরে গিয়ে ইস্‌হাক আবার একটি কূপ খনন করলেন। এবার ঐ কূপ নিয়ে কেউ বিবাদ করতে এল না। তাই ইস্‌হাক ঐ কূপটির নাম দিলেন রহোবোৎ। ইস্‌হাক বললেন, “এবার প্রভু আমাদের জন্যে একটা জায়গা পেয়েছেন। এখানেই আমরা বহুগুণ হব ও সফল হব।”

23সেখান থেকে ইস্‌হাক গেলেন বের্-শেবাতে। 24সেই রাত্রে প্রভু ইস্‌হাকের সঙ্গে কথা বললেন। প্রভু বললেন, “আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর। ভয় পেয়ো না। আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমায় আশীর্বাদ করছি। তোমার পরিবারকে আমি এক মহান পরিবারে পরিণত করব। আমার বিশ্বস্ত সেবক অব্রাহামের জন্যে আমি একাজ করব।” 25সুতরাং ইস্‌হাক এক বেদী নির্মাণ করে সেখানে প্রভুর উপাসনা করলেন। ইস্‌হাক সেই জায়গায় তাঁবু স্থাপন করলেন আর তাঁর ভৃত্যরা সেখানে কূপ খনন করলো।

26গরার থেকে অবীমেলক এলেন ইস্‌হাকের সঙ্গে দেখা করতে। অবীমেলকের সঙ্গে তাঁর উপদেষ্টা অহুষৎ এবং তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ ফীকোলও এলেন।

27ইস্‌হাক জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার কাছে এসেছেন কেন? আগে আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন নি। এমনকি আপনার রাজ্য থেকে আপনি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।”

28উত্তরে তাঁরা বললেন, “এখন আমরা জেনেছি যে প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন। আমরা মনে করি যে আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হওয়া উচিৎ। আমরা চাই আপনি আমাদের কাছে শপথ নিন।

29আমরা আপনাকে কখনও আঘাত করিনি। আপনিও দিব্য করুন যে আমাদের কখনও আঘাত করবেন না। আমরা আপনাকে বহিস্কার করেছিলাম বটে, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আপনাকে বহিস্কার করেছিলাম। এখন এটা পরিষ্কার যে প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন।”

30সুতরাং ইস্‌হাক অভ্যাগতদের জন্যে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সবাই পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান ভোজন করলেন। 31পরদিন খুব সকালে তাঁরা একে অপরের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে বিদায় নিলেন। 32সেইদিন ইস্‌হাকের ভৃত্যরা এসে তারা যে কূপ খনন করেছিল তার কথা জানাল। তারা বলল, “ঐ কূপের মধ্যে জল পাওয়া গেছে।” 33তাই ইস্‌হাক ঐ কূপের নাম দিলেন শিবিয়া এবং এখনও ঐ নগরী বের্-শেবা নামে পরিচিত।

এষৌর পত্নীগণ

34এষৌর যখন 40 বছর বয়স হল তখন সে দুজন হিত্তীয় রমণীকে বিবাহ করল। একজন ছিল বেরির কন্যা যিহূদীৎ। অন্যজন ছিল এলনের কন্যা বাসমৎ। 35এই বিবাহ দুটিতে ইস্‌হাক এবং রিবিকা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন।

উত্তরাধিকার সমস্যা

27 ইস্‌হাক ক্রমশঃ বৃদ্ধ হলেন, ক্ষীণ হল তাঁর দৃষ্টিশক্তি- আর কিছু ভাল দেখতে পান না। একদিন তিনি বড় পুত্রকে ডাকলেন, “এষৌ!”

এষৌ উত্তর দিল, “আমি এখানে।”

2ইস্‌হাক বললেন, “আমি বৃদ্ধ হয়েছি। শীঘ্রই মারাও যেতে পারি! 3তাই তোমার তীরধনুক নিয়ে শিকারে যাও। আমার খাওয়ার জন্যে একটা কিছু শিকার করে আনো। 4আমি ভালবাসি এমন কোনও খাবার তৈরী কর। আমায় খাবার এনে দাও, আমি খাই। মৃত্যুর আগে তোমায় আশীর্বাদ করে যাই।” 5তখন এষৌ শিকার করতে বেরিয়ে গেল।

ইস্‌হাকের সঙ্গে যাকোবের চালাকি

এসব কথা ইস্‌হাক যখন এষৌকে বলছিলেন তখন রিবিকা সব শুনছিলেন। 6রিবিকা তাঁর প্রিয় পুত্র যাকোবকে বলল, “শোন, তোমার পিতা তোমার ভাই এষৌকে কি বলছিলেন সব শুনেছি। 7তোমার পিতা বললেন, ‘আমার খাওয়ার জন্যে একটা জানোয়ার শিকার করে আনো। আমায় রেঁধে দাও, আমি খাই। তাহলে আমি মৃত্যুর আগে তোমায় আশীর্বাদ করব।’ 8এখন শোন বাবা, আমি যা বলি তা করো। 9আমাদের ছাগলের খোঁয়াড়ে যাও, দুটো ছাগল ছানা নিয়ে এস। তোমার পিতা যেমন মাংস খেতে ভালবাসে তেমন করে আমি রেঁধে দেব। 10তারপর সেই খাবার পিতার কাছে নিয়ে যাবে। মৃত্যুর আগে তিনি তোমায় আশীর্বাদ করবেন।”

11কিন্তু যাকোব মা রিবিকাকে বলল, “আমার ভায়ের গা-ভর্তি লোম। কিন্তু আমার শরীরের ত্বক মসৃণ। 12পিতা আমায় ছুঁলেই টের পাবেন যে আমি এষৌ নই। তাহলে পিতা আমায় আশীর্বাদ দেবেন না। বরং অভিশাপ দেবেন! কেন? কেননা আমি তাঁর সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েছিলাম।”

13সুতরাং রিবিকা তাকে বলল, “যদি তিনি অভিশাপ দেন তবে তা আমার ওপর আসুক। আমি যেমন বলছি তেমনটি করো। যাও, আমার রান্নার জন্যে ছাগল নিয়ে এস।”

14তখন যাকোব দুটো ছাগল নিয়ে এসে তার মাকে সেগুলি দিল। তার মা ঠিক যেভাবে ইস্‌হাক খেতে ভালবাসেন সেই বিশেষভাবে ছাগল দুটো রান্না করলেন। 15তারপর রিবিকা বড় পুত্র এষৌর প্রিয় জামাকাপড় নিলেন। সেই জামাকাপড় পরিয়ে দিলেন ছোট পুত্র যাকোবকে। 16আর যাকোবের হাতে ও গলায় লাগিয়ে দিলেন ছাগলের চামড়া। 17তারপর রিবিকা সেই রান্না করা মাংস নিয়ে এসে যাকোবকে দিলেন।

18যাকোব পিতার কাছে গিয়ে ডাকল, “পিতা।”
তার পিতা সাড়া দিলেন, “তুমি কে বাবা?”
19যাকোব বলল, “আমি তোমার বড় পুত্র এষৌ।
তুমি যেমন বলেছিলে আমি সব তেমনভাবে করে এনেছি।
এখন উঠে বসো, তোমার জন্যে যা শিকার করেছি,
খাও আগে। আমায় পরে আশীর্বাদ কোরো।”
20কিন্তু ইস্‌হাক তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি
কি করে এত তাড়াতাড়ি জানোয়ার শিকার করলে?”
যাকোব উত্তর দিল, “কারণ প্রভু, তোমার ঈশ্বর
আমাকে জানোয়ারগুলি তাড়াতাড়ি খুঁজে পেতে সাহায্য
করেছেন।”
21তখন ইস্‌হাক যাকোবকে বললেন, “কাছে এস,
বাবা, আমি তোমায় ছুঁয়ে দেখি, তুমি সত্যিই আমার
পুত্র এষৌ কিনা।”
22সুতরাং যাকোব তার পিতা ইস্‌হাকের কাছে গেল।
ইস্‌হাক তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, “তোমার গলার
স্বর যাকোবের মত শোনাচ্ছে। কিন্তু তোমার হাত এষৌর
মতই লোমশ।” 23ইস্‌হাক বুঝতে পারলেন না যে এ
আসলে যাকোব। কারণ তার হাত এষৌর হাতের মতই
লোমশ। সুতরাং ইস্‌হাক যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন।
24ইস্‌হাক নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আবার জিজ্ঞেস
করল, “তুমি সত্যিই আমার পুত্র এষৌ তো?”
যাকোব উত্তর দিল, “হ্যাঁ, পিতা, আমিই এষৌ।”

যাকোবকে আশীর্বাদ

25তখন ইস্‌হাক বললেন, “আমাকে আমার পুত্রের
শিকার করা পশুগুলির থেকে খাবার এনে দাও। আমি
সেটা খেয়ে তোমায় আশীর্বাদ করবো।” তখন যাকোব
খাবারটা দিল এবং ইস্‌হাক তা খেলেন। তারপর যাকোব
কিছু দ্রাক্ষারস দিলে ইস্‌হাক তা পান করলেন।
26তারপর ইস্‌হাক তাকে বললেন, “কাছে এস,
আমায় চুমু দাও।” 27সুতরাং যাকোব তার পিতার কাছে
গিয়ে তাঁকে চুম্বন করল। তখন ইস্‌হাক যাকোবের
জামাকাপড়ে এষৌর জামাকাপড়ের গন্ধ পেল এবং
তাকে আশীর্বাদ করলেন। ইস্‌হাক বললেন,
“যে প্রান্তর প্রভুর আশীর্বাদ-ধন্য, আমার সন্তান
সেই প্রান্তরের গন্ধ বহে।
28তোমাকে প্রভু প্রচুর বৃষ্টি দিন যাতে প্রচুর ফসল
আর দ্রাক্ষারস হয়।
29তুমি সকলের সেবা পাবে। বহু জাতি তোমায়
সেবা করবে এবং তোমার প্রতি নত থাকবে।
ভাইজ্ঞাতিদের ওপরে তোমার প্রভুত্ব বহাল হবে। তোমার
মাতার পুত্রগণ তোমার অধীন হবে এবং তারা তোমার
আদেশে চলবে। তোমাকে যারা শাপ দেবে তারা হবে
অভিশপ্ত, যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে তারা আশীর্বাদ
পাবে।”

এষৌর জন্য “আশীর্বাদ”

30ইস্‌হাক যাকোবকে আশীর্বাদ করা শেষ করলেন।
তারপর যেই যাকোব পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে
চলে গেল অমনি এষৌ শিকার থেকে ফিরে এল।
31পিতা ঠিক যেমন খেতে ভালবাসে ঠিক সেভাবে
এষৌ মাংস রাঁধল। তারপর খাবারটা নিয়ে এল পিতার
কাছে। পিতাকে সে বলল, “পিতা, আমি তোমার পুত্র।
ওঠো, তোমার জন্যে শিকার করে আমি মাংস রেঁধে
নিয়ে এসেছি, খাও, তারপরে আমায় আশীর্বাদ করো।”
32কিন্তু ইস্‌হাক জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কে?”
সে উত্তর দিল, “আমি তোমার পুত্র– তোমার বড়
পুত্র এষৌ।”
33তখন ইস্‌হাক মহা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
“তাহলে তুমি আসার আগে কে মাংস রান্না করে এনে
দিল আমায়? আমি সমস্ত মাংস খেয়ে তাকে আশীর্বাদ
করলাম। এখন সেই আশীর্বাদ ফিরিয়ে নেওয়ার পক্ষেও
ঢের দেরী হয়ে গেছে।”
34এষৌ তার পিতার কথা শুনল। সে খুব ক্রুদ্ধ ও
তিক্ত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। পিতাকে
বলল, “তাহলে আমাকেও আশীর্বাদ করো, পিতা!”
35ইস্‌হাক বললেন, “তোমার ভাই আমার সঙ্গে
চালাকি করেছে! সে এসে তোমার আশীর্বাদ নিয়ে
গেছে!”
36এষৌ বলল, “তার নাম যাকোব। ওর জন্যে ঐ
নামই ঠিক। আমার সঙ্গে ভাই দুবার চালাকি করল।
প্রথমবার কৌশলে সে প্রথম সন্তান হিসেবে আমার যা
অধিকার ছিল তার থেকে বঞ্চিত করেছে। এবং এবার
আমার প্রাপ্য আশীর্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করল।”
তারপর এষৌ জিজ্ঞেস করল, “আমার জন্যে কি তোমার
আর কোন আশীর্বাদ অবশিষ্ট নেই?”
37ইস্‌হাক উত্তর দিলেন, “না, তার জন্যে বড় দেরী
হয়ে গেছে। আমি তোমায় শাসন করার অধিকারও
যাকোবকে দিয়ে ফেলেছি। আমার আশীর্বাদে সে
পাবে তার সমস্ত ভাইদের সেবা। আর আমি
তাকে প্রচুর শস্য আর দ্রাক্ষারসের জন্যে আশীর্বাদ
দিয়েছি। তোমায় আশীর্বাদ করার জন্যে আর কিছু
বাকি নেই।”
38কিন্তু এষৌ আশীর্বাদের জন্যে পিতাকে পীড়াপীড়ি
করে বলল, “পিতা তোমার কাছে কি শুধুমাত্র একটিই
আশীর্বাদ আছে?” এষৌ কাঁদতে শুরু করল।
39তখন ইস্‌হাক বললেন,
“তুমি কখনও উর্বর জমি পাবে না, তুমি কখনও
পর্যাপ্ত বর্ষা পাবে না।
40তোমাকে লড়তে হবে জীবনের জন্যে এবং ভ্রাতার
ভৃত্য হবে তুমি। কিন্তু লড়ে তুমি হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।
মুক্তি পাবে তোমার ভ্রাতার শাসন থেকে।”

41তারপর এই আশীর্বাদের জন্যে এষৌ যাকোবকে
ঘৃণা করতে শুরু করল। মনে মনে এষৌ ভাবল, “আমার
পিতা শীঘ্রই মারা যাবেন। তার জন্য শোক করার
সময় শেষ হবার পরে আমি যাকোবকে হত্যা করব।”
42রিবিকা জানলেন যে এষৌ যাকোবকে হত্যা করার
কথা ভাবছে। তিনি যাকোবকে ডেকে পাঠালেন।

যাকোবকে তিনি বললেন, “শোন, তোমার ভাই এষৌ
তোমায় হত্যা করার কথা ভাবছে। 43তাই আমি যা বলি
তা-ই করো। আমার ভাই লাবন বাস করে হারণে। তার
কাছে গিয়ে তুমি লুকিয়ে থাকো। 44তার কাছে তুমি
কিছুদিন থাকো যতদিন না তোমার ভাইয়ের রাগ পড়ে।
45কিছুদিন পরে তোমার ভাই, তুমি তার প্রতি কি করেছ
না করেছ সব ভুলে যাবে। তখন আমি তোমায় ফিরিয়ে
আনার জন্যে একটি ভৃত্য পাঠাব। আমি একই দিনে
আমার দু পুত্রকে হারাতে চাই না।”

46তারপর রিবিকা ইস্হাককে বললেন, “তোমার পুত্র
এষৌ হিত্তীয়দের কন্যাকে বিয়ে করেছে। এ আমার
মোটে ভাল লাগেনি। কেননা তারা আমাদের আপনজন
নয়। যাকোবও যদি ঐ মেয়েদের কাউকে বিয়ে করে
তাহলে আমি নির্ঘাত মারা যাব।”

যাকোবের পত্নী সন্ধান

28 ইস্হাক যাকোবকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে
আশীর্বাদ করলেন। তারপর ইস্হাক যাকোবকে
একটি আজ্ঞা করলেন। তিনি বললেন, “তুমি কখনও
কনানের মেয়ে বিয়ে করবে না।

2তাই এই জায়গা ছেড়ে পদ্দন্-অরামে চলে যাও।
তোমার দাদামশায় বথূয়েলের কাছে যাও। তোমার মামা
লাবনের কন্যাদের কোন একজনকে বিয়ে করো। 3প্রার্থনা
করি যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করবেন
এবং তোমায় বহু সন্তানসন্ততি দেবেন। তুমি যাতে এক
মহান জাতির জনক হও তার জন্যে আমি প্রার্থনা
করি।

4যেভাবে ঈশ্বর অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন
সেভাবে তিনি যেন তোমায় ও তোমার সন্তানসন্ততিকে
আশীর্বাদ করেন– এই প্রার্থনা করি। এবং আমি প্রার্থনা
করি যে যে দেশে তুমি বাস করবে সেই দেশ তোমার
হবে। ঈশ্বর এই দেশ অব্রাহামকে দিয়েছিলেন।”

5তখন ইস্হাক যাকোবকে পদ্দন্-অরাম নামক স্থানে
পাঠালেন। যাকোব গেলেন রিবিকার ভাই লাবনের কাছে।
বথূয়েল লাবন ও রিবিকার জনক। এবং যাকোব ও
এষৌর মা হলেন রিবিকা।

6এষৌ জানতে পারল যে তার পিতা ইস্হাক
যাকোবকে আশীর্বাদ করেছেন। এষৌ জানল যে ইস্হাক
যাকোবকে পদ্দন্-অরামে পাঠিয়েছেন সেখানে বিয়ে
করার জন্যে। ইস্হাক যে যাকোবকে কনানের মেয়ে
বিয়ে না করার আদেশ দিয়েছেন সে কথাও এষৌ জানল।
7এষৌ জানল যে যাকোব পিতামাতাকে মেনে চলেছে
এবং পদ্দন্-অরামে গেছে।

8এসবের থেকে এষৌ বুঝল যে তাদের পিতা ইস্হাক
চাইতেন না যে পুত্ররা কেউ কনানের মেয়েদের বিয়ে
করে। 9এষৌর তখনই দুজন স্ত্রী ছিল। কিন্তু সে
ইশ্মায়েলের কাছে গিয়ে আরও একটি বিয়ে করল।
এবার সে ইশ্মায়েলের কন্যা মহলৎকে বিয়ে করল।
অব্রাহামের আর এক পুত্র ইশ্মায়েল। মহলৎ নবায়োতের
বোন।

ঈশ্বরের গৃহ বৈথেল

10যাকোব বের্-শেবা ছেড়ে হারণে গেল। 11হারণে
যাওয়ার পথে সূর্যাস্ত হল। তখন যাকোব রাত কাটাবার
জন্যে একটা জায়গায় গেল। সেখানে একটা পাথর
দেখতে পেয়ে সে তার ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে
পড়ল। 12ঘুমের মধ্যে যাকোব একটা স্বপ্ন দেখল। সে
দেখল, মাটি থেকে একটা সিঁড়ি গেছে স্বর্গে। যাকোব
দেখল যে ঈশ্বরের দূতরা ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা
করছে। আর যাকোব দেখল যে প্রভু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
আছেন।

13প্রভু বললেন, ‘‘আমিই প্রভু, তোমার পিতামহ
অব্রাহামের ঈশ্বর। আমি ইস্হাকের ঈশ্বর। যে জমিতে
তুমি এখন শুয়ে আছ তা আমি তোমাকে দেব। এই
জমি আমি তোমাকে এবং তোমার বংশকে দেব।
14তোমার বহু সংখ্যক উত্তরপুরুষ হবে। তারা পৃথিবীর
ধূলোর মতো অসংখ্য হবে। তারা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর
ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর সব জাতিরা
তোমার এবং তোমার উত্তরপুরুষদের মাধ্যমে আশীর্বাদ
পাবে।

15‘‘আমি তোমার সঙ্গে আছি। তুমি যে কোন
জায়গায় যাও না কেন আমি তোমাকে রক্ষা করব এবং
এই দেশে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি তোমার কাছে
যা প্রতিজ্ঞা করেছি তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তোমায়
ত্যাগ করব না।”

16যাকোব ঘুম থেকে উঠে বলল, ‘‘আমি জানি প্রভু
এই জায়গায় রয়েছেন। কিন্তু আমি না ঘুমনো পর্যন্ত
জানতাম না যে তিনি এখানে রয়েছেন।” 17যাকোব ভয়
পেল। সে বলল, ‘‘এ এক মহান জায়গা। এই হল
ঈশ্বরের গৃহ। এই হল স্বর্গের দ্বার।”

18যাকোব খুব ভোরে উঠে পড়ল। যে পাথরে মাথা
রেখে সে শুয়েছিল তা দাঁড় করিয়ে স্থাপন করল। তারপর
সে সেই পাথরের উপর তেল ঢালল। এইভাবে সে সেই
পাথরকে ঈশ্বরের স্মরণার্থে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ করল।
19সেই জায়গার নাম ছিল লূস কিন্তু যাকোব তার নাম
বৈথেল রাখল।

20এরপর যাকোব এক প্রতিজ্ঞা করে বলল, ‘‘যদি
ঈশ্বর আমার সহায় থাকেন, যদি তিনি আমাকে এ
যাত্রায় রক্ষা করেন, যদি তিনি আমার খাদ্য ও পরনের
কাপড় যোগান, 21আর যদি আমি শান্তিতে আমার পিতার
গৃহে ফিরতে পারি, যদি ঈশ্বর এই সমস্ত কিছুই সাধন
করেন তাহলে প্রভুই আমার ঈশ্বর হবেন। 22এই পাথর
আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে স্থাপন করছি। এটাই প্রমাণ করবে
যে এ জায়গা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক পবিত্র জায়গা।
এবং ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দেবেন তার দশ ভাগের
এক ভাগ অংশ আমি ঈশ্বরকে দেব।”

যাকোবের সঙ্গে রাহেলের সাক্ষাৎ

29 তারপর যাকোব আবার তার যাত্রা পথে চলল।
সে পূর্বদিকের দেশে গেল। 2যাকোব তাকিয়ে
দেখল মাঠে একটা কূপ রয়েছে। কূপের ধারে ছিল তিন

পাল মেষ। মেষেরা এই কূপের জলই পান করত।
একটা বড় পাথর দিয়ে কূপের মুখটা ঢাকা ছিল। 3পালের
সব মেষ জড় হলে মেষপালকেরা কূপের মুখ থেকে
পাথরটা গড়িয়ে দিতো। তখন সব মেষেরা জল পান
করত। মেষেদের জল পান শেষ হলে মেষপালকেরা
সেই পাথরটা আবার যথাস্থানে গড়িয়ে দিত।

4সেখানকার মেষপালকদের যাকোব বলল,
"ভাইয়েরা, তোমরা কোথা থেকে এসেছ?"

তারা উত্তরে বলল, "আমরা হারোণ থেকে এসেছি।"
5তখন যাকোব বলল, "তোমরা কি নাহোরের পুত্র
লাবনকে চেন?"

মেষপালকেরা উত্তরে বলল, "আমরা তাঁকে চিনি।"
6তখন যাকোব বলল, "তিনি কেমন আছেন?"

তারা বলল, "তিনি ভাল আছেন। সব কিছু ঠিকঠাক
রয়েছে। দেখুন, তাঁর কন্যা রাহেল এখন মেষপাল নিয়ে
আসছেন।"

7যাকোব বলল, "দেখ, এখনও দিনের আলো রয়েছে
এবং সূর্য ডুবতে এখনও দেরী। মেষ জড়ো করার
সময় তো এখন নয়। তাই তাদের জল পান করিয়ে
মাঠে আবার চরতে দাও।"

8কিন্তু মেষপালকেরা বলল, "সব মেষপাল এক
জায়গায় জড়ো না হওয়া পর্যন্ত আমরা তা করতে
পারি না। তারপর আমরা কূপের মুখ থেকে পাথর
সরিয়ে দেব আর সব মেষ জল পান করতে পারবে।"

9যে সময় যাকোব মেষপালকদের সঙ্গে কথা বলছিল,
রাহেল তার পিতার মেষপাল নিয়ে এল। (রাহেলের
কাজ ছিল মেষেদের যত্ন নেওয়া।)

10রাহেল ছিল লাবনের কন্যা। লাবন ছিলেন
যাকোবের মাতার অর্থাৎ রিবিকার ভাই। যাকোব
রাহেলকে দেখে এগিয়ে গিয়ে পাথর সরিয়ে তার মামার
মেষেদের জল দিল। 11পরে যাকোব রাহেলকে চুমু
খেয়ে উঁচু গলায় কাঁদতে লাগল। 12যাকোব রাহেলকে
বলল যে সে তার পিতার পরিবারের দিক দিয়ে আত্মীয়।
রিবিকার পুত্র। তাই রাহেল দৌড়ে বাড়ী গিয়ে তার
পিতাকে তা জানাল।

13লাবন তার বোনের পুত্র যাকোবের কথা শুনলেন।
এবার তাই লাবন দৌড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।
লাবন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন এবং নিজের
বাড়ীতে নিয়ে এলেন। যা ঘটেছিল তার সব কিছু যাকোব
লাবনকে বলল। 14তখন লাবন বললেন, "তুমি যে
আমার পরিবারের একজন এ বড়ই আনন্দের!" তাই
লাবন যাকোবের সঙ্গে এক মাস কাটালেন।

যাকোবের সঙ্গে লাবনের চালাকি

15একদিন লাবন যাকোবকে বললেন, "পারিশ্রমিক
বিনা আমার জন্যে তোমার এই পরিশ্রম করাটা ঠিক
হচ্ছে না। তুমি আমার আত্মীয়, দাস নও। আমি তোমায়
কি পারিশ্রমিক দেব?"

16লাবনের দুটি কন্যা ছিল। বড়টির নাম লেয়া এবং
ছোটটির নাম রাহেল।

17রাহেল সুন্দরী ছিল। লেয়ার চোখ দুটি শান্ত ছিল।*
18যাকোব রাহেলকে ভালোবাসল। যাকোব লাবনকে
বলল, "আমি সাত বছর কাজ করব যদি আপনি আমাকে
আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলকে বিয়ে করতে দেন।"

19লাবন বললেন, "অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হওয়ার
থেকে তোমার সাথে বিয়ে হওয়াটা ওর পক্ষে মঙ্গল
হবে। তাই আমাদের সঙ্গে থেকে যাও।"

20তাই যাকোব থেকে গেল এবং লাবনের জন্য সাত
বছর কাজ করল। কিন্তু রাহেলকে সে ভালবাসত বলে
এই সাত বছর সময় তার কাছে অল্প বলে মনে হল।

21সাত বছর পর যাকোব লাবনকে বলল, "রাহেলকে
আমায় দিন, আমি তাকে বিয়ে করব। আপনার কাছে
পরিশ্রম করার মেয়াদ শেষ হয়েছে।"

22তাই লাবন সেখানকার সমস্ত লোককে ভোজে
নিমন্ত্রিত করলেন। 23সেই রাত্রে লাবন তাঁর কন্যা লেয়াকে
যাকোবের কাছে নিয়ে এলেন। যাকোব ও লেয়া যৌন
সহবাস করলেন। 24(লাবন তার দাসী সিল্পাকে তার
কন্যার দাসী হবার জন্যও দিলেন।) 25সকাল বেলা
যাকোব দেখলেন তিনি লেয়ার সাথে রাত কাটিয়েছেন।
যাকোব লাবনকে বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চালাকি
করেছেন। রাহেলকে বিয়ে করার জন্য আপনার জন্য
কত কঠোর পরিশ্রম করেছি, তবে কেন আপনি আমার
সঙ্গে এই চালাকি করলেন?"

26লাবন বললেন, "আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী
বড় কন্যার আগে ছোট কন্যার বিয়ে আমরা দিই না।"
27কিন্তু বিবাহ উৎসবের পুরো সপ্তাহটা কাটাও আর
আমি রাহেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। কিন্তু তুমি
আরও সাতবছর আমার সেবা করবে।"

28সুতরাং যাকোব তাই করলেন এবং বিবাহ
অনুষ্ঠানের সপ্তাহটি শেষ করলেন। তখন লাবন তার
কন্যা রাহেলকে যাকোবের স্ত্রী হতে দিলেন। 29(লাবন
তার দাসী বিল্হাকে রাহেলের দাসী হিসেবে দিলেন।)
30সুতরাং যাকোব রাহেলের সঙ্গেও যৌন সহবাস
করলেন। আর যাকোব রাহেলকে লেয়ার থেকেও বেশী
ভালবাসল। যাকোব লাবনের জন্য আরও সাত বছর
পরিশ্রম করল।

যাকোবের পরিবার বৃদ্ধি পেল

31প্রভু দেখলেন যে যাকোব লেয়ার থেকে রাহেলকে
বেশী ভালবাসে। তাই প্রভু লেয়াকে সন্তান প্রসবের
জন্য সক্ষম করলেন। কিন্তু রাহেলের সন্তান হল না।

32লেয়া এক পুত্রের জন্ম দিলেন। তিনি তার নাম
রাখলেন রূবেণ। লেয়া তার এই নাম দিলেন কারণ
তিনি বললেন, "প্রভু আমার কষ্ট সকল দেখেছেন।
আমার স্বামী আমায় ভালবাসেন না। তাই এবার আমার
স্বামী আমায় ভালবাসতেও পারেন।"

33লেয়া আবার গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর আর একটি
পুত্র হল। তিনি তার নাম রাখলেন শিমিয়োন। লেয়া

লেয়ার … ছিল এটি বিনম্রভাবে বলার একটি উপায় যে লেয়া দেখতে খুব সুন্দরী ছিল না।

বললেন, “আমি যে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত তা প্রভু
শুনেছেন তাই তিনি আমাকে এই পুত্র দিয়েছেন।”
34লেয়া আবার গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর আর একটি
পুত্র হল। তিনি এই পুত্রের নাম লেবি রাখলেন। লেয়া
বললেন, “এবার অবশ্যই আমার স্বামী আমায়
ভালবাসবেন। আমি তাকে তিনটি পুত্র দিয়েছি।”
35এরপর লেয়া আর একটি পুত্রের জন্ম দিলেন।
তিনি এই পুত্রের নাম রাখলেন যিহূদা। লেয়া তার এই
নাম রাখলেন কারণ তিনি বললেন, “এখন আমি প্রভুর
প্রশংসা করব।” এবার লেয়ার আর সন্তান হল না।
30 রাহেল দেখল যে সে যাকোবকে কোন সন্তান
দিতে পারে নি। রাহেল তাই তার বোন লেয়ার
প্রতি ঈর্ষান্বিত হল। তাই রাহেল যাকোবকে বলল,
“আমায় সন্তান দিন নতুবা আমি মারা যাব!”
2যাকোব রাহেলের প্রতি ক্রুদ্ধ হল। সে বলল, “আমি
ঈশ্বর নই। ঈশ্বরই তোমার গর্ভ রুদ্ধ করে রেখেছেন।”
3তারপর রাহেল বলল, “আপনি আমার দাসী
বিল্‌হাকে নিন। তার সাথে শয়ন করুন এবং সে আমার
জন্য সন্তান প্রসব করবে। তাহলে আমি তার মাধ্যমে
মাতা হতে পারব।”
4তাই রাহেল বিল্‌হাকে যাকোবের কাছে পাঠাল।
যাকোব বিল্‌হার সঙ্গে যৌন সহবাস করল। 5বিল্‌হা
গর্ভবতী হয়ে যাকোবের জন্য এক পুত্রের জন্ম দিল।
6রাহেল বলল, “ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন।
তিনি তাই আমায় এক পুত্র দিতে মনস্থ করলেন।”
তাই রাহেল এই সন্তানের নাম দান রাখল।
7বিল্‌হা আবার গর্ভবতী হয়ে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম
দিল। 8রাহেল বলল, “আমি আমার বোনের সঙ্গে ভারী
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি এবং আমি জিতেছি।” তাই সে
সেই পুত্রের নাম দিল নপ্তালি।
9লেয়া দেখলেন যে তার আর সন্তান হবার সম্ভাবনা
নেই। তাই তিনি তার দাসী সিল্পাকে যাকোবকে দিলেন।
10এবার সিল্পার এক পুত্র হল। 11লেয়া বললেন, “আমি
খুবই সৌভাগ্যবতী।” তাই তিনি এই পুত্রের নাম গাদ
রাখলেন।
12সিল্পা আর একটি পুত্রের জন্ম দিল। 13লেয়া
বললেন, “আমি অত্যন্ত আনন্দিত! এখন হতে স্ত্রী
লোকেরা আমায় ধন্যা বলবে।” তাই তিনি তার নাম
আশের রাখলেন।
14গম কাটার সময় রূবেণ ক্ষেতে গিয়ে একটি বিশেষ
ধরণের ফুল* দেখতে পেলেন। রূবেণ সেই ফুলগুলি
তার মা লেয়ার কাছে নিয়ে এল। কিন্তু রাহেল লেয়াকে
বলল, “তোমার পুত্রের আনা ঐ ফুলের কিছু আমাকে
দাও।”
15লেয়া উত্তরে বললেন, “তুমি এর মধ্যেই আমার
স্বামীকে নিয়ে নিয়েছ। এখন তুমি আমার পুত্রের
ফুলগুলিও নিতে চাইছ?”
কিন্তু রাহেল বলল, “তুমি তোমার পুত্রের আনা
ফুল আমায় দিলে আজ রাতে আমার স্বামীর সঙ্গে
সহবাস করতে পাবে।”
16ক্ষেত থেকে রাতে যাকোব বাড়ী ফিরল। লেয়া
তাকে দেখে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাইরে এলেন।
তিনি বললেন, “আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে শোবে।
আমি তোমার জন্য মূল্য হিসাবে আমার পুত্রের ফুল
দিয়ে দিয়েছি।” তাই সেই রাতে যাকোব লেয়ার সঙ্গে
শয়ন করল।
17এরপর ঈশ্বরের দয়ায় লেয়া আবার গর্ভবতী হলেন।
তিনি পঞ্চম পুত্রের জন্ম দিলেন। 18লেয়া বললেন,
“আমি আমার দাসীকে আমার স্বামীর কাছে পাঠানোয়
বেতন হিসাবে ঈশ্বর আমাকে এই সন্তান দিলেন।”
তিনি সেই পুত্রের নাম ইষাখর রাখলেন।
19লেয়া আবার গর্ভবতী হয়ে ষষ্ঠ পুত্রের জন্ম দিলেন।
20লেয়া বললেন, “ঈশ্বর আমাকে অপূর্ব উপহার দিলেন।
এখন নিশ্চয়ই যাকোব আমাকে গ্রহণ করবেন কারণ
আমি তাকে ছটি পুত্র দিয়েছি।” তাই লেয়া সেই পুত্রের
নাম সবূলূন রাখলেন।
21পরে লেয়া একটি কন্যার জন্ম দিলেন। তিনি তার
নাম রাখলেন দীণা।
22এবার ঈশ্বর রাহেলের প্রার্থনা শুনলেন। ঈশ্বর
রাহেলের গর্ভ মুক্ত করলেন। 23-24রাহেল গর্ভবতী হয়ে
এক পুত্রের জন্ম দিল। রাহেল বলল, “ঈশ্বর আমার
লজ্জা দূর করেছেন এবং এক পুত্র দিয়েছেন।” তাই
রাহেল ঈশ্বর আমাকে আর একটি পুত্র দিন, একথা
বলে তার নাম রাখল যোষেফ।

লাবনের সঙ্গে যাকোবের চালাকি

25যোষেফের জন্মের পর যাকোব লাবনকে বলল,
“এবার আমাকে আমার বাড়ী ফিরতে দিন। 26আমাকে
আমার স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে যেতে দিন। আমি 14 বছর
পরিশ্রম করে তাদের আপনার কাছ থেকে লাভ করেছি।
আপনি জানেন আমি ভালভাবেই আপনার সেবা
করেছি।”
27লাবন তাকে বললেন, “এখন আমায় কিছু বলতে
দাও! আমি জানি তোমার জন্যই প্রভু আমায় আশীর্বাদ
করেছেন। 28আমায় বল তোমার পারিশ্রমিক হিসাবে কি
দিতে হবে আর আমি তোমায় তা দেব।”
29যাকোব উত্তরে বলল, “আপনি জানেন যে আমি
আপনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমার তত্ত্বাবধানে
আপনার পশুদল ভালই রয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে।
30যখন আমি এসেছিলাম তখন আপনার অল্পই ছিল।
কিন্তু এখন আপনার প্রচুর হয়েছে। প্রতিবার আমি
আপনার জন্য কিছু কাজ করলে প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ
করেছেন। এখন আমার নিজের জন্য কাজ করার সময়
এসেছে। সময় এসেছে আমার নিজের গৃহ নির্মাণের।”
31লাবন জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে আমি তোমায়
কি দেব?”

বিশেষ … ফুল অথবা “বিষাক্ত উদ্ভিদ।” এই হিব্রু শব্দটির অর্থ “প্রেম উদ্ভিদ।” লোকে মনে করত এই উদ্ভিদগুলি স্ত্রীলোকের সন্তান লাভে সাহায্য করে।

যাকোব উত্তরে বলল, ‘‘আমি আপনার কাছ থেকে
কিছু চাই না। কেবল চাই আপনি আমার শ্রমের বেতন
দিন। কেবল এই একটি কাজ করুন: আমি ফিরে গিয়ে
আপনার মেষপালের যত্ন নেব। 32কিন্তু আজকে আমাকে
আপনার সমস্ত পশুপালের মধ্যে দিয়ে যেতে দিন এবং
যে সমস্ত মেষের গায়ে গোল গোল দাগ এবং ডোরা
কাটা দাগ রয়েছে তাদের প্রত্যেককে নিতে দিন। আর
সমস্ত কালো ছাগ শিশুও আমাকে নিতে দিন। এবং
গোল গোল ছাপ ও ডোরা কাটা দাগ রয়েছে এমন
সমস্ত স্ত্রী ছাগ শিশুও আমার হোক। সেই হবে আমার
বেতন। 33তাহলে আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত কিনা তা
সহজেই বুঝতে পারবেন। আপনি এসে আমার পশুপাল
দেখতে পারেন। যদি কোন ছাগ চিত্র বিচিত্র না হয়
এবং মেষ কালো রঙের না হয় তাহলেই আপনি বুঝতে
পারবেন যে আমি চুরি করেছি।”

34লাবন বললেন, ‘‘এতে আমার সম্মতি রয়েছে।
তুমি যা চাইলে আমরা সেই মত করব।” 35কিন্তু সেই
দিন লাবন সমস্ত চিত্র বিচিত্র পুং ছাগল এবং চিত্রল স্ত্রী
ছাগলগুলিকে লুকিয়ে ফেললেন এবং কালো মেষগুলিকে
লুকিয়ে ফেললেন। লাবন তার পুত্রদের সেই সমস্ত
পাহারা দিতে বললেন। 36তাই তার পুত্রেরা চিত্র বিচিত্র
সেই সকল পশু নিয়ে তাদের অন্য এক জায়গায় চরিয়ে
নিয়ে তিন দিন পথের দূরত্ব বজায় রাখলেন। বাকী পশু
যা পড়ে রইল যাকোব তার যত্ন নিল। কিন্তু সেই পালে
চিত্র বিচিত্র অথবা রঙীন কোন পশুই ছিল না।

37তাই যাকোব ঝাউ ও বাদাম গাছের কচি ডালপালা
কাটল এবং ডালের ছাল কিছুটা করে ছাড়াল যাতে
ডোরা কাটা দেখায়। 38যাকোব সেই ডালগুলি পশুদের
জল খাওয়ার জায়গার সামনে রাখল। পশুরা সেইস্থানে
জল পান করতে এলে 39সঙ্গমও করল। এরপর সেই
ডালের সামনে সঙ্গম করা পশুদের চিত্র বিচিত্র,
ডোরাকাটা অথবা কালো শাবক জন্মাল।

40পশুপালের অন্য সমস্ত পশুর মধ্যে থেকে যাকোব
চিত্র বিচিত্র ও কালো পশুদের পৃথক করল। যাকোব
তার পশুদের লাবনের পশুদের থেকে আলাদা করে
রাখল। 41যে কোন সময় বলবান পশুরা সঙ্গম করলে
যাকোব সেই ডালগুলি তাদের সামনে রাখত। বলবান
পশুরা সেই ডালপালার সামনে সঙ্গম করত। 42কিন্তু
দুর্বল পশুরা সঙ্গম করলে যাকোব সেখানে ডালগুলি
রাখত না। তাই দুর্বল পশুদের শাবকগুলি লাবনের হল।
আর বলবান পশুদের শাবকগুলি হল যাকোবের।
43এইভাবে যাকোব বেশ ধনী হয়ে উঠল। তার অনেক
পশু, ভৃত্য, উট এবং গাধা হল।

প্রস্থানের সময়-যাকোবের পলায়ন

31 একদিন যাকোব শুনল যে লাবনের পুত্ররা
কথাবার্তা বলছেন। তারা বলল, “আমাদের
পিতার সবকিছুই যাকোব নিয়ে নিয়েছে। যাকোব খুবই
ধনী হয়েছে। ওর এই ধনের সবটাই সে আমাদের পিতার
কাছ থেকে নিয়েছে।” 2যাকোব লক্ষ্য করল যে লাবন
অতীতের মত আর বন্ধুমনোভাবাপন্ন নয়। 3প্রভু
যাকোবকে বললেন, ‘‘তোমার পূর্বপুরুষেরা যে দেশে
বাস করতেন, তোমার সেই নিজের দেশে ফিরে যাও।
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।”

4তাই যাকোব রাহেল ও লেয়াকে সেই মাঠে দেখা
করতে বলল। যেখানে সে তার মেষপাল ও ছাগপাল
রেখেছিল। 5যাকোব রাহেল ও লেয়াকে বলল, ‘‘আমি
দেখছি যে তোমাদের পিতা আমার ওপর রেগে গেছেন।
অতীতে সব সময় তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের মনোভাব
পোষণ করতেন কিন্তু তিনি আর সেরকম নন। কিন্তু
আমার পিতার ঈশ্বর আমার সঙ্গে রয়েছেন। 6তোমরা
উভয়েই জান আমি তোমাদের পিতার জন্য আমার
সাধ্যমত কঠোর পরিশ্রম করেছি। 7কিন্তু তোমাদের পিতা
আমাকে ঠকিয়েছেন। এই নিয়ে দশবার তিনি আমার
বেতন বদলেছেন। কিন্তু এই সকল সময় ঈশ্বর লাবনের
সমস্ত চালাকি হতে আমাকে রক্ষা করেছেন।

8‘‘একবার লাবন বললেন, ‘বিন্দুচিহ্নিত সমস্ত ছাগল
তুমি রাখতে পার। তাই হবে তোমার বেতন।’ তিনি
এই কথা বলার পর সমস্ত পশুর বিন্দুচিহ্নিত শাবক
জন্মাল। তাই সেসব আমারই হল। কিন্তু তখন লাবন
বললেন, ‘সব বিন্দুচিহ্নিত ছাগল আমার। তুমি ডোরা
কাটা ছাগগুলি রাখতে পার। সেই হবে তোমার বেতন।’
তিনি একথা বলার পর সমস্ত পশু ডোরাকাটা শাবকের
জন্ম দিল। 9সুতরাং ঈশ্বরই পশুগুলিকে তোমার পিতার
কাছ থেকে নিয়ে আমায় দিয়েছেন।

10‘‘একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম, দলের সঙ্গে সঙ্গম
করছে যে পুরুষ ছাগলরা, তাদেরই গায়ে ডোরাকাটা
এবং বিন্দুচিহ্ন। 11ঈশ্বরের দূত সেই স্বপ্নে আমার
সঙ্গে কথা বললেন, ‘যাকোব!’

“আমি উত্তর দিলাম, ‘আজ্ঞে!’

12“দূত আমাকে উত্তর দিলেন, ‘দেখ কেবল
ডোরাকাটা ও বিন্দুচিহ্নিত ছাগলরাই সঙ্গম করছে।
আমিই তা ঘটাচ্ছি। লাবন তোমার প্রতি যে সমস্ত
অন্যায় করেছেন তার সমস্তই আমি দেখেছি। আমি
এমনটা করছি যাতে সমস্ত নতুন ছাগ শাবক তোমারই
হয়। 13আমিই সেই ঈশ্বর যিনি বৈথেলে তোমার কাছে
এসেছিলাম। সেইস্থানে তুমি এক বেদী স্থাপন করেছিলে।
তুমি সেই বেদীতে ওলিভ তেল ঢেলেছিলে। এবং আমার
কাছে এক প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন আমি চাই যে তুমি
যে দেশে জন্মেছিলে সেই দেশে ফিরে যাবার জন্য
প্রস্তুত হও।’”

14-15রাহেল ও লেয়া যাকোবকে উত্তরে বললেন,
‘‘আমাদের পিতা তার মৃত্যুর সময় আমাদের জন্য
কিছু রেখে যাবেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে এমন
ব্যবহার করেন যেন আমরা বিদেশী। তিনি আমাদের
তোমার কাছে বিক্রী করেছেন এবং তারপর যে অর্থ
আমাদের পাবার কথা তা তিনি খরচ করে ফেলেছেন!
16ঈশ্বর এই সমস্ত ধনসম্পদ আমাদের পিতার কাছ
থেকে নিয়েছেন যার মালিক এখন আমরা এবং আমাদের
সন্তানেরা। সেইজন্য ঈশ্বর যেমনটি বলেছেন সেইমতই

আপনার কাজ করা উচিৎ!’’ **17**সেইজন্য যাকোব যাত্রার
জন্য প্রস্তুত হল। সে তার সব পুত্রদের ও স্ত্রীদের
উটের পিঠে ওঠাল। **18**তারপর তারা কনান দেশে ফিরে
গেল। যেখানে যাকোবের পিতা বাস করতেন। যাকোবের
সমস্ত পশুপাল তার সামনে সামনে হেঁটে চলল। পদ্দন্-
অরামে থাকাকালীন সে যে সমস্ত কিছু অর্জন করেছিল
তার সব কিছু নিয়ে চলল। **19**সেই সময় লাবন মেষেদের
লোম ছাটতে গেলেন। তিনি সেই কাজে গেলে পরে
রাহেল তার ঘরে ঢুকে তার পিতার ঠাকুরগুলোকে চুরি
করল।

20যাকোব অরামীয় লাবনের সঙ্গে চালাকি করল
কারণ তার চলে যাবার বিষয়ে সে তাঁকে জানাল না।
21যাকোব তার পরিবার ও সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে দ্রুত
বেরিয়ে পড়ল। তারা ফরাৎ নদী পার হয়ে পর্বতময়
প্রদেশ গিলিয়দের দিকে রওনা দিলেন।

22তিন দিন পরে লাবন জানতে পারলেন যে যাকোব
পালিয়ে গেছে। **23**তাই লাবন তাঁর লোকজন জড়ো
করে যাকোবের পেছনে ধাওয়া করে চললেন। সাত
দিন পর লাবন যাকোবকে পার্বত্য গিলিয়দ দেশের কাছে
দেখতে পেলেন। **24**সেই রাতে ঈশ্বর স্বপ্নে লাবনের
কাছে গেলেন। ঈশ্বর বললেন, ‘‘সাবধান! যাকোবের
সঙ্গে ভেবে চিন্তে কথা বোলো।’’

চুরি যাওয়া ঈশ্বরের খোঁজ

25পরের দিন সকাল বেলা লাবন যাকোবকে দেখতে
পেলেন। যাকোব পর্বতের উপরে তার তাঁবু খাটিয়েছিল।
তাই লাবন ও তার লোকজন পর্বতময় প্রদেশ গিলিয়দে
তাঁদের তাঁবু খাটালেন।

26লাবন যাকোবকে বললেন, “তুমি কেন আমার
সঙ্গে চালাকি করলে? কেন তুমি আমার কন্যাদের যুদ্ধ
বন্দীদের মত ধরে নিয়ে গেলে? **27**তুমি আমাকে না
জানিয়ে কেন পালালে? যদি আমায় বলতে তবে আমি
একটা ভোজের আয়োজন করতাম। বাজনার সাথে
নাচ গানের ব্যবস্থাও করতাম। **28**তুমি এমন কি আমার
নাতি নাতনিদের চুমু খেতে ও কন্যাদের বিদায় জানাবারও
সুযোগ দিলে না। এইভাবে তুমি খুব অজ্ঞের মত কাজ
করেছ। **29**তোমাকে আঘাত করার ক্ষমতা আমার রয়েছে।
কিন্তু গত রাতে তোমার পিতার ঈশ্বর আমার স্বপ্নে
আমার কাছে এলেন। তিনি আমাকে সাবধান করে দিলেন
যাতে তোমার কোন ক্ষতি না করি। **30**আমি জানি তুমি
তোমার বাড়ী ফিরে যেতে চাও আর সেইজন্যই তুমি
চলে এসেছ। কিন্তু কেন তুমি আমার ঘর থেকে
ঠাকুরগুলোকে চুরি করলে?”

31যাকোব উত্তরে বলল, “আমি ভয় পেয়েছিলাম
তাই আপনাকে না বলে চলে এসেছি! আমি ভেবেছিলাম
আপনি হয়তো আমার কাছ থেকে আপনার কন্যাদের
ছিনিয়ে নেবেন। **32**কিন্ত আমি আপনার ঠাকুরগুলো চুরি
করি নি। যদি এখানে আমার সঙ্গের কোন ব্যক্তি ঐ
ঠাকুরগুলোকে নিয়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করতে
হবে। আপনার লোকেরাই এই বিষয়ে আমার সাক্ষী
হবে। আপনার যা কিছু তা আপনি খুঁজে দেখতে পারেন।
যা আপনার তা নিয়ে নিন।” (যাকোব জানতেন না যে
রাহেল লাবনের ঠাকুরগুলো চুরি করেছে।)

33তাই লাবন গিয়ে যাকোবের তাঁবু এবং তারপর
লেয়ার তাঁবু খুঁজে দেখলেন। তারপর সেই দুই দাসীর
তাঁবুও খুঁজে দেখলেন। কিন্তু সেই ঠাকুরগুলোকে তাদের
ঘরে খুঁজে পেলেন না। তারপর লাবন রাহেলের তাঁবুর
দিকে গেলেন। **34**রাহেল ঠাকুরগুলোকে উটের গদির
তলায় লুকিয়ে তার ওপরে বসে ছিলেন। লাবন সমস্ত
তাঁবু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঠাকুরগুলোকে খুঁজে পেলেন
না।

35রাহেল তার পিতাকে বলল, ‘‘পিতা আমার উপর
রাগ করবেন না। আমি আপনার সামনে উঠে দাঁড়াতে
পারছি না কারণ আমার মাসিক চলছে।” তাই লাবন
তাঁবুর ভিতরে দেখলেন কিন্তু তাঁর ঠাকুরগুলো খুঁজে
পেলেন না।

36তখন যাকোব খুব রেগে গিয়ে বলল, ‘‘আমি কি
দোষ করেছি? কোন আইন ভেঙেছি? কি অধিকারে
আপনি আমাকে তাড়া করে থামাতে এসেছেন? **37**আমার
যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুই আপনি খুঁজে দেখেছেন।
কিন্তু আপনার কিছুই খুঁজে পান নি আর যদি পেয়ে
থাকেন তবে তা দেখান। সেটা এখানেই রাখুন যাতে
আমাদের লোকেরা তা দেখতে পায়। আমাদের
লোকেরাই বিচার করুক আমাদের মধ্যে কারা ঠিক।
38আমি 20 বছর আপনার জন্য কাজ করেছি। এই
সময় আপনার কোন মেষশাবক বা ছাগশিশু জন্মাবার
সময় মারা যায় নি। আর আমি আপনার পালের কোন
মেষ মেরে খাই নি। **39**কোন সময় বন্য পশুর দ্বারা কোন
মেষ মারা গেলে আমি সবসময় নিজে সেই পশুটির
মূল্য দিয়েছি। কোন মৃত পশু নিয়ে আপনার কাছে
এসে বলিনি যে আমার দোষে এটা হয় নি। কিন্তু দিন
রাত আমি ক্ষতি স্বীকার করেছি। **40**দিনের বেলা সূর্য
যেন আমার শক্তি নিঙড়ে নিত এবং রাতে শীতে ঘুম
আমার চোখ থেকে উধাও হয়ে যেত। **41**আমি 20 বছর
ধরে আপনার কাছে দাসের মত কাজ করেছি। প্রথম
14 বছর আমি আপনার দুই কন্যা লাভ করার জন্য
খেটেছি। শেষ 6 বছর আমি আপনার পশু লাভ করার
জন্য খেটেছি। এবং এই সময় আপনি দশ বার আমার
বেতন বদলেছেন। **42**কিন্তু আমার পূর্বপুরুষের ঈশ্বর,
অব্রাহামের ঈশ্বর এবং ইস্হাকের ভয়* আমার সঙ্গে
ছিলেন। ঈশ্বর আমার সঙ্গে না থাকলে আপনি আমাকে
খালি হাতে বিদায় দিতেন। কিন্তু ঈশ্বর আমার কষ্ট
সকল ও আমার পরিশ্রম দেখলেন। এই জন্যই গত
রাতে ঈশ্বর প্রমাণ করেছেন যে আমি ঠিক।”

যাকোব ও লাবনের চুক্তি

43লাবন যাকোবকে বললেন, ‘‘এই মহিলারা আমারই
কন্যা। এই সন্তানেরা ও এই পশুরাও আমারই। যা কিছু
দেখছ এ সবই তো আমারই, কিন্তু আমার কন্যাদের ও
নাতি নাতনিদের আমার কাছে রাখার জন্য কিছুই করতে

পারি না। 44সেইজন্যে আমি তোমার সঙ্গে চুক্তি করতে প্রস্তুত। আমাদের এই চুক্তির প্রমাণস্বরূপ আমরা এক পাথরের থাম স্থাপন করব।”

45চুক্তির প্রমাণ হিসাবে যাকোব একটা বড় পাথর খুঁজে এনে সেটা স্থাপন করল। 46সে তার নিজের লোকদেরও পাথর এনে রাশি করে রাখতে বলল। তারপর সেই পাথরের রাশির ধারে বসে খাওয়া দাওয়া করল। 47লাবন সেই স্থানের নাম রাখলেন যিগর্ সাহদূথা। কিন্তু যাকোব সেই স্থানের নাম দিল গল্-এদ।

48তখন লাবন বললেন, ‘‘পাথরের এই রাশি আমাদের চুক্তি স্মরণ করতে সাহায্য করবে।” এই কারণে যাকোব সেই স্থানের নাম গল্-এদ রাখল।

49এরপর লাবন বললেন, ‘‘আমরা পরস্পরের থেকে দূরে চলে গেলে প্রভু যেন আমাদের পাহারা দেন।” সেইজন্যে সেই স্থানের নাম মিস্পা রাখা হল।

50তারপর লাবন বললেন, ‘‘মনে রেখো তুমি যদি আমার কন্যাদের আঘাত কর তবে ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দেবেন। তুমি যদি অন্য আর কোন স্ত্রী লোককে বিয়ে কর তবে মনে রেখো ঈশ্বর লক্ষ্য রাখছেন। 51আমাদের মধ্যে স্থাপিত স্তম্ভ ও এই রাশি করা পাথরগুলো স্মরণ করিয়ে দেবে আমাদের চুক্তির কথা। 52আমি কখনই এই পাথরগুলো পার হয়ে তোমার সাথে লড়াই করতে যাবো না এবং তুমিও অবশ্যই পার হয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে আসবে না। 53আমরা যদি এই চুক্তি লঙ্ঘন করি তবে অব্রাহামের ঈশ্বর, নাহোরের ঈশ্বর এবং তাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বর আমাদের বিচারে দোষী করুন।”

যাকোবের পিতা ইস্হাক ঈশ্বরকে “ভয়” বলে ডাকতেন। তাই যাকোব সেই নাম ব্যবহার করে প্রতিজ্ঞা করল। 54তারপর যাকোব সেই পর্বতে একটা পশু বলিদান রূপে উৎসর্গ করল। আর তার আপনজনদের ভোজে নিমন্ত্রণ করল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তারা সেই রাতটা পাহাড়েই কাটাল। 55পরের দিন ভোরে লাবন তাঁর নাতি নাতনিদের ও কন্যাদের চুমু খেয়ে বিদায় জানালেন। তিনি তাদের আশীর্বাদ করে ঘরে ফিরে গেলেন।

এষৌর সাথে পুনর্মিলন

32 যাকোবও সেই স্থান হতে উঠে চলল। পথে সে ঈশ্বরের দূতগণের দেখা পেল। 2তাদের দেখে যাকোব বলল, ‘‘এ ঈশ্বরের শিবির!” সেই জন্যে সে সেই স্থানের নাম মহনয়িম রাখল।

3যাকোবের ভাই এষৌ থাকত সেয়ীরে। এই জায়গাটা ছিল পাহাড়ী দেশ ইদোমে। যাকোব এষৌর কাছে বার্তাবাহকদের এই বলে পাঠাল, 4“এই সব কথা আমার মনিব এষৌকে গিয়ে বলো। আপনার দাস যাকোব বলে: ‘আমি এতগুলি বছর লাবনের কাছে কাটিয়েছি। 5আমার অনেক গরু, গাধা, মেষপাল, লোকজন ও দাসী রয়েছে। মহাশয় আমি এই বার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের গ্রহণ করুন।’”

6বার্তাবাহকেরা যাকোবের কাছে ফিরে এসে বলল, ‘‘আমরা আপনার ভাই এষৌর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আপনার সাথে দেখা করতে আসছেন। তাঁর সাথে 400 জন লোক রয়েছে।’’

7এই বার্তায় যাকোব ভীত হল। সে তার লোকজনদের দুই দলে ভাগ করল। সে তার মেষপাল, পশুপাল ও উটের পালকে দুই ভাগে ভাগ করল। 8যাকোব ভাবল, ‘‘যদি এষৌ এসে এক দলকে ধ্বংস কর তবে অপর দল নিশ্চয় পালিয়ে রক্ষা পাবে।”

9যাকোব বলল, “হে আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর, আমার পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর! প্রভু তুমিই আমাকে আমার দেশে আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে বলেছিলে। তুমি বলেছিলে আমার মঙ্গল করবে। 10তুমি আমার প্রতি কত করুণা করেছ। আমার কত মঙ্গল করেছ। প্রথমবার যখন আমি যর্দ্দন পার হচ্ছিলাম তখন কেবল পথ চলার লাঠি ছাড়া আমার কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন আমার সব কিছু প্রচুর বলে দুটো দল হয়েছে। 11দয়া করে আমায় আমার ভাই এষৌয়ের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমার ভয় হয় যে সে আমাদের, এমনকি সন্তানদের সঙ্গে মায়েদেরও হত্যা করবে। 12প্রভু তুমি আমায় বলেছিলে, ‘আমি তোমার মঙ্গল করব। আমি তোমার বংশধরদের সংখ্যায় সমুদ্রের বালির মত করব যা গুনে শেষ করা যায় না।’”

13সেই স্থানে যাকোব রাত কাটাল। এষৌকে উপহার হিসাবে দেবার জন্য জিনিস গোছাল। 14যাকোব 200টি ছাগী, 20টি ছাগ, 200টি মেষী ও 20টি মেষ নিল। 15আরও নিল 30টি উট এবং তাদের বাচ্চা, 40টি গরু, 10টি ষাঁড়, 20টি গর্দ্দভী ও 10টি গর্দ্দভ। 16যাকোব প্রতিটি পশুপাল তার দাসদের হাতে দিল। তারপর যাকোব তার দাসদের বলল, ‘‘প্রতিটি পশুর পাল পৃথক কর। আমার আগে আগে যাও আর প্রতিটি পালের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রেখো।”

17যাকোব তার দাসদের আজ্ঞা দিল। প্রথম দলের পশু যে দাসের হাতে তাকে সে বলল, ‘‘যখন আমার ভাই এষৌ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘এ সব পশু কার? তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কার দাস?’ 18তখন তুমি বলবে, ‘এইসব পশু আপনার দাস যাকোবের। যাকোবই এইসব উপহার হিসাবে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আর যাকোব নিজেও পেছন পেছন আসছেন।’”

19যাকোব দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অন্য সব দাসদেরও ঐ একই কাজ করতে বলল। সে বলল, ‘‘এষৌর সঙ্গে দেখা হলে তোমরাও সবাই ঐ একই কাজ করবে। 20তোমরা বলবে, ‘এই উপহার আপনার জন্যে, আর আপনার দাস যাকোব আমাদের পেছনেই আসছেন।’” যাকোব ভাবল, ‘‘যদি আমি এই লোকদের উপহার সমেত আমার আগে পাঠাই তবে হয়তো এষৌ আমায় ক্ষমা করে গ্রহণ করবেন।” 21তাই যাকোব এষৌকে উপহারগুলি পাঠাল। কিন্তু সেই রাতে যাকোব তাঁবুতে রইল।

22পরে সেই রাতে উঠে যাকোব সেখান থেকে চলে গেল। সে তার সাথে তার দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও তার এগারোটি সন্তানকে নিয়ে যব্বোক নদী পার হল। 23যাকোবের পরিবার নদী পার হয়ে গেলে সে তার সমস্ত জিনিষপত্রও পার হবার জন্য পাঠাল।

ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ

24অবশেষে যাকোব নদী পার হবার জন্য রইল। কিন্তু সে একা পার হবার আগে একজন পুরুষ এসে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলেন। সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত সেই পুরুষটি তার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। 25পুরুষটি যখন দেখলেন তিনি যাকোবকে পরাজিত করতে পারছেন না তখন যাকোবের পায়ে আঘাত করলেন; তাতে যাকোবের পায়ের হাড় সরে গেল।

26তারপর সেই পুরুষটি যাকোবকে বললেন, ‘‘আমায় যেতে দাও। সূর্য উঠছে।”

কিন্তু যাকোব বলল, “আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে যেতে দেব না।”

27সেই পুরুষটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তোমার নাম কি?”

যাকোব উত্তর দিল, ‘‘আমার নাম যাকোব।”

28তখন সেই পুরুষটি বললেন, ‘‘তোমার নাম যাকোবের পরিবর্তে ইস্রায়েল হবে। আমি তোমার এই নাম রাখলাম কারণ তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ কিন্তু পরাজিত হও নি।”

29তখন যাকোব তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘দয়া করে বলুন আপনার নাম কি?”

কিন্তু সেই পুরুষটি বললেন, “কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞেস করছ?” সেই সময়ই পুরুষটি যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন।

30তাই যাকোব সেই জায়গার নাম পনূয়েল রাখল। যাকোব বলল, ‘‘এই স্থানেই আমি ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখলাম কিন্তু তাও প্রাণে বাঁচলাম।” 31সে পনূয়েল পার হলে সূর্য উঠল। যাকোব পায়ের জন্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল। 32সেইজন্য আজও ইস্রায়েলীয়রা ঊরুসন্ধির পেশী ভোজন করে না, কারণ যাকোবের সেই পেশীই আহত হয়েছিল।

যাকোব সাহসের পরিচয় দিলেন

33 যাকোব তাকিয়ে দেখলেন এষৌ আসছেন। এষৌ তার সঙ্গে 400 জন লোক নিয়ে আসছিলেন। যাকোব তার পরিবারকে চারটি দলে ভাগ করল। লেয়া এবং তার সন্তানেরা একটি দলে, রাহেল ও যোষেফ আর একটি দলে, এবং দুই দাসী ও তাদের সন্তানের আরও দুটি দলে ছিল। 2যাকোব তার দাসীদের সন্তানদের সামনে রাখল। লেয়া এবং তার সন্তানদের সে তাদের পেছনে রাখল। যাকোব রাহেল ও যোষেফকে সবশেষে রাখল। 3যাকোব নিজে এষৌর দিকে এগিয়ে গেল। এর ফলে এষৌর সাথেই প্রথমে তার সাক্ষাৎ হল। যাকোব তার ভাইয়ের দিকে হেঁটে যাবার সময় সাতবার আভূমি প্রণত হল।

4এষৌ যাকোবকে দেখতে পেয়ে তার সাথে দেখা করার জন্য দৌড়ে গেলেন। এষৌ যাকোবের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। তারপর তারা দুজনেই কাঁদলেন। 5এষৌ তাকিয়ে সেই স্ত্রীলোক ও শিশুদের দেখতে পেয়ে বললেন, ‘‘তোমার সাথে ঐ লোকজনেরা কারা?”

যাকোব উত্তরে বললেন, ‘‘ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাকে এইসব সন্তানসন্ততিদের দিয়েছেন।”

6তারপর সন্তানদের নিয়ে দুই দাসী এষৌর সঙ্গে দেখা করতে গেল। তারা তাঁর সামনে সশ্রদ্ধা প্রণিপাত করল। 7এরপর লেয়া ও তার সন্তানেরা এষৌর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সামনে সশ্রদ্ধভাবে উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। শেষে রাহেল ও যোষেফ এষৌর সঙ্গে দেখা করে উপুড় হয়ে প্রণাম করল।

8এষৌ বললেন, ‘‘আমি এখানে আসার সময় যে জনসমারোহ দেখতে পেলাম তা এবং এইসব পশুই বা কিসের জন্য?”

যাকোব বলল, ‘‘ঐ সব আপনার জন্য আমার উপহার। যেন আপনি আমাকে গ্রহণ করেন।”

9কিন্তু এষৌ বললেন, ‘‘তোমাকে উপহার দিতে হবে না, ভাই আমার যথেষ্ট রয়েছে।”

10যাকোব বলল, ‘‘তা না, আমার বিনতি এই যদি সত্যিসত্যি আপনি আমাকে গ্রহণ করে থাকেন তবে আমি যে উপহার আপনাকে দিই তা গ্রহণ করুন। আমি আবার আপনার মুখ দেখতে পেয়ে আনন্দিত। যেন ঈশ্বরেরই মুখ দর্শন করলাম। আপনি যে আমাকে গ্রহণ করলেন এতেই আমি খুব খুশী। 11সেইজন্য বিনয় করি আমি যে যে উপহার আপনার জন্য এনেছি তা গ্রহণ করুন। ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাই আমার প্রয়োজনের অতিরিক্তই রয়েছে।” এইভাবে যাকোব তার উপহারগুলি স্বীকার করার জন্য এষৌর কাছে বিনতি করল। সেইজন্য এষৌ উপহারগুলি স্বীকার করলেন।

12তারপর এষৌ বললেন, ‘‘এবার তুমি তোমার যাত্রা পথে চলতে পার। আমি তোমার সঙ্গে যাব।”

13কিন্তু যাকোব তাকে বলল, ‘‘আপনি জানেন যে আমার শিশুরা দুর্বল এবং আমাকে আমার পশুপাল সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। যদি আমি তাদের একদিনে এতদূর যেতে বাধ্য করি তবে সব পশুই মারা পড়বে। 14সেইজন্যে আপনি আগে আগে যান। আমি আস্তে আস্তে আপনার পেছনে যাব। গবাদিপশু এবং অনান্য পশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সন্তানেরা যাতে খুব ক্লান্ত না হয়ে পড়ে সেই দিক দেখে আমি খুব ধীর গতিতে যাব। আমি সেয়ীরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।”

15তাই এষৌ বললেন, ‘‘তবে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমার কিছু লোক তোমার কাছে রেখে যাই।”

কিন্তু যাকোব বলল, ‘‘আপনি বড়ই দয়ালু কিন্তু সেটারই বা প্রয়োজন কি?” 16সেদিন এষৌ সেয়ীরের

পথে যাত্রা শুরু করলেন। **17**কিন্তু যাকোব সুক্কোতে
গেল। সেই জায়গায় সে নিজের জন্য একটা গৃহ তৈরী
করল আর তার পশুপালের জন্য ছাউনি তৈরী করল।
এইজন্য সেই জায়গার নাম রাখা হল সুক্কোৎ।

18যাকোব নিরাপদে পদ্দন্-অরাম হতে যাত্রা করে
কনান দেশের শিখিম নগরে এসে উপস্থিত হল। সেই
শহরের কাছে এক মাঠের মধ্যে সে শিবির স্থাপন করল।
19শিখিমের পিতা হমোরের কাছ থেকে যাকোব ঐ মাঠটি
100রৌপ্য খণ্ড দিয়ে কিনেছিল। **20**যাকোব সেই জায়গায়
ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য এক বেদী তৈরী করে
তার নাম রাখল, "এল্ ইলোহে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর।"

দীণার ওপর বলাৎকার

34 দীণা ছিল যাকোব এবং লেয়ার কন্যা। একদিন
দীণা সেই জায়গার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে
গেল। **2**হমোর ছিলেন সেই দেশের রাজা; তাঁর পুত্র
শিখিম দীণাকে দেখতে পেলেন। শিখিম দীণাকে ধরে
নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করলেন। **3**শিখিম দীণার প্রেমে
পড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন।
4শিখিম তাঁর পিতাকে বললেন, "দয়া করে ওকে আমার
জন্যে এনে দাও যেন আমি বিয়ে করতে পারি।"

5যাকোব জানতে পারল যে ছেলেটি তার কন্যার
সাথে ঐ মারাত্মক খারাপ কাজটি করেছে। কিন্তু যেহেতু
তার সব কটি পুত্রই মাঠে পশু চরাতে গিয়েছিল, সেই
জন্য তারা ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি কিছুই
করলেন না। **6**সেই সময় শিখিমের পিতা হমোর
যাকোবের সঙ্গে কথা বলতে এলেন।

7যাকোবের পুত্রেরা মাঠেই জানতে পারল কি ঘটেছে।
ঘটনা শুনে তারা খুবই রেগে গেল কারণ শিখিম
যাকোবের কন্যাকে বলাৎকার করে ইস্রায়েলকে লজ্জায়
ফেলেছিলেন। শিখিমের করা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা শুনতে
পেয়েই ভাইয়েরা ক্ষেত থেকে ফিরে এল।

8কিন্তু হমোর ভাইদের বললেন, "আমার পুত্র শিখিম
দীণাকে খুবই চায়। অনুগ্রহ করে ওকে বিয়ে করতে
দাও। **9**এই বিবাহ বোঝাবে যে তোমাদের সঙ্গে আমাদের
এক বিশেষ চুক্তি হয়েছে। তখন আমাদের পুত্ররা
তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের পুত্ররা আমাদের
কন্যাদের বিয়ে করতে পারবে। **10**তোমরা আমাদের সঙ্গে
এই একই দেশে থাকতে পারবে। তোমরা এখানকার
জমির মালিক হতে ও ব্যবসা করতে পারবে।"

11শিখিম নিজেও যাকোব ও ভাইয়েদের সঙ্গে কথা
বললেন। শিখিম বললেন, "দয়া করে আমায় গ্রহণ
কর। তোমরা আমাকে যা করতে বলবে তাই-ই করব।
12যদি তোমরা আমায় কেবল দীণাকে বিয়ে করতে
দাও, তবে তোমাদের চাওয়া যে কোন উপহার আমি
তোমাদের দেব। তোমরা যা চাইবে তাই-ই দেব, কেবল
দীণাকে বিয়ে করতে দাও।"

13যাকোবের পুত্ররা শিখিম ও তার পিতাকে মিথ্যা
বলব বলে ঠিক করল। ভাইয়েরা তাদের রাগ সামলাতে
পারছিল না কারণ শিখিম তাদের বোন দীণার প্রতি
এই জঘন্য কাজ করেছিলেন। **14**তাই ভাইয়েরা তাঁকে
বলল, "আপনি সুন্নৎ নন বলে আপনার সঙ্গে আমাদের
বোনের বিয়ে দিতে পারি না। যদি আমরা আমাদের
বোনকে আপনাকে বিয়ে করতে দিই- তা হবে আমাদের
পক্ষে এক অপমান। **15**কিন্তু আপনি এই একটি কাজ
করলে আমরা তার সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে পারি।
আপনার শহরের প্রত্যেকটি পুরুষকেও আমাদের মত
সুন্নৎ হতে হবে। **16**তাহলে আপনাদের পুত্রেরা আমাদের
কন্যাদের এবং আমাদের কন্যারা আপনাদের পুত্রদের
বিয়ে করতে পারবে। তাহলে আমরা এক জাতি হব।
17যদি আপনি সুন্নৎ হতে অস্বীকার করেন তবে আমরা
দীণাকে নিয়ে যাব।"

18এই চুক্তি হমোর এবং শিখিমকে খুব আনন্দিত
করল। **19**দীণার ভাইয়েরা যা করতে বলল তাতে শিখিম
খুশী হয়ে রাজী হলেন।

প্রতিশোধ

শিখিম ছিলেন তাঁর পরিবারে সবচেয়ে সম্মানিত
ব্যক্তি। **20**হমোর ও শিখিম তাঁদের শহরের সমাগম
স্থানে গেলেন। তাঁরা শহরের পুরুষদের সঙ্গে কথা
বললেন। **21**তাঁরা বললেন, "ইস্রায়েলের এই লোকেরা
আমাদের বন্ধু হতে চায়। তারা আমাদের দেশে বাস
করুক ও আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করুক। আমাদের
সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা আমাদের রয়েছে। তাদের
সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক বিবাহও হতে পারে।
আমাদের ছেলেরা তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে পারে
এবং তাদের মেয়েরা আমাদের ছেলেদের বিয়ে করতে
পারে। **22**কিন্তু একটি বিষয় আমাদের সবাইকে মেনে
নিতে হবে। আমাদের সব পুরুষকে সুন্নৎ হতে হবে,
যেমনটি ইস্রায়েলের লোকেরা হয়ে রয়েছে। **23**এ কাজ
করলে আমরা তাদের গো-মেষাদির পাল ও পশুর
দ্বারা এবং সম্পত্তির দ্বারা ধনী হব। সুতরাং তাদের
সঙ্গে আমাদের এই চুক্তি করা উচিৎ, তাহলে তারা
এখানে আমাদের সঙ্গে থাকবে।" **24**সমবেত সমস্ত লোক
হমোর ও শিখিমের কথা শুনে সম্মতি জানাল। আর
সব পুরুষেরা সেইসময় সুন্নৎ হল।

25তিন দিন পরেও সুন্নৎ হওয়া লোকেরা তখনও
পীড়িত ছিল। যাকোবের দুই পুত্র শিমিয়োন ও লেবি
জানত যে ঐ লোকেরা এই সময়ে দুর্বল থাকবে। তাই
তারা শহরে ঢুকে সেখানকার সমস্ত লোককে হত্যা
করল। **26**দীণার ভাই শিমিয়োন ও লেবি এই দুজনে
মিলে হমোর ও তার পুত্র শিখিমকেও হত্যা করল।
তারা শিখিমের বাড়ী থেকে দীণাকে বার করে নিয়ে
এল। **27**যাকোবের পুত্ররা শহরের সব কিছু লুঠ করল।
শিখিম তাদের বোনের সঙ্গে ভ্রষ্টাচার করার জন্য তারা
তখনও রেগে ছিল। **28**তাই ভাইয়েরা সমস্ত পশু, গাধা
এবং শহরে ও ক্ষেতে যা কিছু ছিল তার সবই নিয়ে
নিল। **29**সেই লোকেদের সর্বস্ব এমনকি তাদের স্ত্রী ও
শিশুদের অধিকার করল। **30**কিন্তু যাকোব শিমিয়োন ও
লেবিকে বলল, "তোমরা আমায় অনেক বিপদে ফেলেছ।

এই অঞ্চলের সমস্ত লোক এখন আমায় ঘৃণা করবে।
কনানীয় ও পরিষীয় সমস্ত লোকেরা আমার বিরুদ্ধে
উঠে দাঁড়াবে। আমরা এখানে অল্প কয়েকজন রয়েছি।
যদি এই জায়গার লোকেরা একত্রে আমাদের সঙ্গে
যুদ্ধ করতে আসে, তবে আমি তো ধ্বংস হবোই এমনকি
আমার সমস্ত লোকও আমার সঙ্গে ধ্বংস হবে।"

31কিন্তু ভাইয়েরা বলল, "ঐ লোকেরা আমাদের
বোনের সঙ্গে বেশ্যার মত যে ব্যবহার করেছে সেটাও
কি উচিৎ ছিল? না! ঐ লোকেরা আমাদের বোনের
প্রতি অন্যায় করেছে।"

যাকোব বৈথেলে

35 ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, "বৈথেল শহরে যাও।
সেখানে বাস কর আর উপাসনার জন্য একটা
বেদী তৈরী কর। স্মরণ কর এল্‌কে। তুমি যখন তোমার
ভাই এষৌর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলে তখন সেখানে
এই ঈশ্বরই তোমায় দর্শন দিয়েছিলেন।" সেখানে তোমার
ঈশ্বরের উপাসনার জন্য বেদী তৈরী কর।

2তাই যাকোব তার পরিবার ও তার সমস্ত দাসকে
বলল, "তোমাদের কাছে কাঠ ও ধাতুর যে সমস্ত পুতুল
ঠাকুর রয়েছে তার সমস্তই ধ্বংস কর। নিজেদের পবিত্র
কর এবং পরিষ্কার কাপড় পর। 3আমরা এই জায়গা
ছেড়ে বৈথেলে যাব। সেখানেই আমি আমার ঈশ্বরের
উদ্দেশ্যে একটি বেদী তৈরী করব, এই ঈশ্বরই সঙ্কটের
সময় আমায় সাহায্য করেছিলেন। আমি যেখানেই গিয়েছি
সেখানেই এই ঈশ্বর আমার সঙ্গে গেছেন।"

4সেইজন্য লোকেরা বিদেশের সমস্ত ঠাকুরগুলোকে
যাকোবের কাছে এনে দিল। তারা যাকোবকে তাদের
কানের দুলগুলি এনে দিল। যাকোব এসব কিছু শিখিম
শহরের কাছে একটা এলা গাছের তলায় পুঁতে রাখল।

5যাকোব আর তার পুত্ররা সেই জায়গা পরিত্যাগ
করল। সেই স্থানের লোকেরা তাদের তাড়া করে হত্যা
করতে চেয়েছিল কিন্তু তারা ভীষণ ভয় পেয়ে যাকোবকে
আর অনুসরণ করল না। 6এরপর যাকোব আর তার
লোকেরা লূসে গেল। লূসের বর্তমান নাম বৈথেল। এটি
কনান দেশে অবস্থিত। 7যাকোব সেই জায়গায় একটি
বেদী তৈরী করে তার নাম রাখল "এল্ বৈথেল।" যাকোব
এই নাম বেছে নিল কারণ ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে
যাবার সময় এইখানে ঈশ্বর তাঁর সামনে আবির্ভূত
হয়েছিলেন।

8রিবিকার দাই দবোরার সেইখানেই মৃত্যু হল। তারা
তাকে বৈথেলে একটা অলোন গাছের নীচে কবর দিল।
এবং সেই জায়গায় নাম রাখল অলোন্ বাখূৎ ।

যাকোবের নতুন নাম

9পদ্দন্-অরাম থেকে যাকোব যখন ফিরে এল ঈশ্বর
তাঁকে আবার দর্শন দিলেন এবং ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ
করলেন। 10ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, "তোমার নাম
যাকোব কিন্তু আমি তোমার অন্য নাম রাখব। এখন
থেকে তোমাকে যাকোব বলে ডাকা হবে না, তোমার
নাম হবে ইস্রায়েল।" তাই ঈশ্বর তার নাম রাখলেন
ইস্রায়েল।

11ঈশ্বর তাকে বললেন, "আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
এবং আমি তোমায় এই আশীর্বাদ করছি: তোমার অনেক
সন্তান-সন্ততি হোক, এক মহাজাতি হয়ে বেড়ে ওঠো।
তোমার থেকেই অন্য অনেক জাতি এবং রাজারা উৎপন্ন
হবে। 12আমি অব্রাহাম ও ইস্হাককে যে দেশ দিয়েছিলাম
সেই দেশই এখন তোমায় দিচ্ছি। তোমার পরে তোমার
বংশধরদের আমি সেই দেশ দিচ্ছি।" 13এরপর ঈশ্বর
সেই জায়গা থেকে চলে গেলেন। 14-15এই স্থানে যাকোব
একটি স্মরণস্তম্ভ স্থাপন করল। সেই পাথরের উপরে
দ্রাক্ষারস ও তেল ঢেলে যাকোব সেটা পবিত্র করল।
এটা ছিল এক বিশেষ জায়গা কারণ এখানেই ঈশ্বর
যাকোবের সঙ্গে কথা বলেছিল। এবং যাকোব এই
জায়গার নাম রাখল বৈথেল।

রাহেল প্রসবের পর মারা গেলেন

16যাকোব এবং তার দল বৈথেল ত্যাগ করল। তারা
ইফ্রাথে পৌঁছাবার আগেই রাহেলের প্রসবের সময় এল।
17কিন্তু এইবার প্রসবকালে রাহেলের ভীষণ কষ্ট হোল,
প্রসববেদনা তীব্র হয়ে উঠল। রাহেলের ধাত্রী এই দেখে
বললেন, "ভয় পেয়ো না রাহেল। তুমি আরেকটি পুত্রের
জন্ম দিতে চলেছ।"

18রাহেল পুত্রটি প্রসব করার সময়ই মারা গেল।
মারা যাবার আগে রাহেল পুত্রটির নাম রাখল বিনোনী।
কিন্তু যাকোব তার নাম রাখল বিন্যামীন।

19রাহেলকে ইফ্রাথ্ যাবার পথেই কবর দেওয়া হল।
(ইফ্রাথ্ই বৈৎলেহম।) 20রাহেলকে সম্মান জানাতে
যাকোব তার কবরে একটি স্তম্ভ স্থাপন করল। সেই
বিশেষ স্তম্ভটি আজও সেখানে রয়েছে। 21এরপর
ইস্রায়েল আবার তার যাত্রা পথে চললেন। তিনি
মিগ্দল-এদর দক্ষিণে তাঁর তাঁবু খাটালেন।

22ইস্রায়েল এই স্থানে অল্পকাল রইলেন। এই স্থানেই
রূবেণ তার পিতার দাসী বিল্হার কাছে গেল এবং তার
সাথে শয়ন করল। ইস্রায়েল এই খবর জানতে পেরে
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

ইস্রায়েল পরিবার

যাকোবের 12টি পুত্র ছিল।

23যাকোব এবং লেয়ার পুত্রেরা হোল: যাকোবের
প্রথম জাত পুত্র রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর
ও সবূলূন।

24যাকোব এবং রাহেলের পুত্রেরা হল যোষেফ ও
বিন্যামীন।

25বিল্হা ছিলেন রাহেলের দাসী। যাকোব ও বিল্হার
পুত্রেরা হোল দান এবং নপ্তালি।

26সিল্পা ছিলেন লেয়ার দাসী। যাকোব এবং সিল্পার
পুত্রেরা হোল গাদ ও আশের।

পদ্দন্-অরামে যাকোবের এই কটি পুত্রের জন্ম হয়।

27যাকোব কিরিয়থ অর্ব্বয় স্থিত মম্রি নামক স্থানে

তার পিতা ইস্হাকের কাছে গেলেন। এই জায়গায়ই অব্রাহাম ও ইস্হাক বাস করতেন। 28ইস্হাক 180 বৎসর বেঁচে ছিলেন। 29এরপর ইস্হাক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে মারা গেলেন। তার দুই পুত্র এষৌ ও যাকোব তার পিতাকে যে স্থানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেইখানেই তাকে কবর দিলেন।

এষৌর পরিবার

36 এষৌর (ইদোম) বংশ-বৃত্তান্ত এই। 2এষৌ কনান দেশের এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন। এষৌর স্ত্রীরা ছিলেন: হিত্তীয়, এলোনের কন্যা আদা, অনার কন্যা অহলীবামা, অনা ছিলেন হিব্বীয় সিবিয়োনের পৌত্রী । 3এবং ইশ্মায়েলের কন্যা বাসমৎ, বাসমতের বোনের নাম নবায়োত। 4এষৌ এবং আদার পুত্রের নাম ইলীফস। বাসমতের পুত্রের নাম ছিল রূয়েল। 5অহলীবামার তিনটি পুত্রের নাম যিয়ূশ, যালম ও কোরহ। এষৌর এই পুত্রেরা কনান দেশে জন্মেছিলেন।

6-8এষৌ এবং যাকোবের প্রচুর সম্পত্তি এবং বহু লোকজন হয়ে যাবার জন্য তাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। তাদের প্রচুর পশুপাল ছিল বলে সেই জমিটি, যেখানে তারা থাকত, তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারত না। তাই এষৌ তার ভাই যাকোবের কাছ থেকে চলে গেলেন। এষৌ তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সমস্ত দাস দাসী, গরু এবং অন্যান্য পশু এবং কনান দেশে তার আর যা কিছু ছিল সব নিয়ে পর্বতময় প্রদেশ সেয়ীরে চলে গেলেন। (এষৌ ইদোম নামেও পরিচিত এবং ইদোম সেয়ীর দেশের অপর নাম।)

9এষৌ হলেন ইদোমীয়দের পূর্বপুরুষ। পার্বত্য সেয়ীর (ইদোম) প্রদেশে বসবাসকারী এষৌর পরিবারগোষ্ঠীর নামগুলি:

10এষৌ এবং আদার পুত্র ইলীফস। এষৌ এবং বাসমতের পুত্র রূয়েল।

11ইলীফসের পাঁচটি পুত্র ছিল: তৈমন, ওমার, সফো, গয়িতম ও কনস। 12তিম্না নামে এষৌর একজন দাসীও ছিল। তিম্না ও ইলীফসের পুত্রের নাম অমালেক।

13রূয়েলের চার পুত্রের নাম নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা। এরা ছিল এষৌর স্ত্রী বাসমতের নাতি।

14এষৌর তৃতীয় স্ত্রীর নাম ছিল অহলীবামা; ইনি ছিলেন অনার কন্যা। (অনা ছিলেন সিবিয়োনের পুত্র।) এষৌ এবং অহলীবামার সন্তানেরা হোল: যিয়ুশ, যালম ও কোরহ।

15এষৌ হতে উৎপন্ন পরিবারগোষ্ঠীগুলি হল নিম্নরূপ:

এষৌর প্রথম পুত্র ইলীফস থেকে উৎপন্ন: তৈমন, ওমার, সফো, কনস, 16কোরহ, গয়িতম ও অমালেক।

এই সমস্ত পরিবারগোষ্ঠী এষৌর স্ত্রী আদা থেকে উৎপন্ন।

17এষৌর পুত্র রূয়েল ছিলেন নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসার পিতা।

এই সমস্ত পরিবারের মা ছিলেন এষৌর স্ত্রী বাসমৎ।

18এষৌর স্ত্রী অহলীবামা, অনার কন্যা, যিয়ূশ, যালম ও কোরহের জন্ম দিলেন। ঐ তিনজন ছিলেন তাদের পরিবারের পিতা। 19এষৌ হতে উৎপন্ন ঐ পুরুষেরা, প্রত্যেকে ছিলেন তাঁদের নিজ পরিবারগোষ্ঠীর নেতা।

20হোরীয় সেয়ীরের এই পুত্রেরা সেই দেশে বাস করত। এরা হল লোটন, শোবল, শিবিয়োন, অনা, দিশোন, এৎসর ও দীশন। 21এই পুত্রেরা ছিল ইদোম দেশে সেয়ীর হতে আসা হোরীয় পরিবারের গোষ্ঠীর নেতাসকল।

22লোটন ছিলেন হোরি এবং হেমমের পিতা। (তিম্না ছিলেন লোটনের বোন।)

23শোবল ছিলেন অল্বন, মানহৎ, এবল, শফো ও ওনমের পিতা।

24সিবিয়োনের দুই পুত্র ছিল অয়া ও অনা। (অনাই সেই জন যিনি তাঁর পিতার গাধাদের চরাবার সময় মরুভূমিতে উষ্ণপ্রস্রবণ খুঁজে পেয়েছিলেন।)

25অনা ছিলেন দিশোন ও অহলীবামার পিতা।

26দিশোনের চার পুত্র ছিল। তাদের নাম : হিম্দন, ইশ্বন, যিত্রণ ও করাণ।

27এৎসরের তিন পুত্র ছিল। তাদের নাম বিল্হন, সাবন ও আকন।

28দীশনের দুই পুত্র ছিল। তাদের নাম ঊষ ও অরাণ।

29হোরীয় পরিবারগুলির দলপতিদের নামগুলি এইরকম: লোটন, শোবল, সিবিয়োন, 30অনা, দিশোন, এৎসর ও দীশোন। সেয়ীর দেশে যে পরিবারগুলি বাস করত, এই লোকেরা ছিল তাদের দলপতিগণ। 31সেই সময় ইদোমে রাজারা রাজত্ব করতেন। ইস্রায়েলে রাজ শাসন চালু হবার বহুপূর্বেই ইদোমে রাজারা রাজত্ব করতেন।

32বিয়োরের পুত্র বেলা ইদোম দেশে রাজত্ব করেন, তার রাজধানীর নাম দিন্হাবা। 33বেলার মৃত্যুর পর যোবব রাজা হলেন। যোবব ছিলেন বস্রা নিবাসী সেরহের পুত্র। 34যোববের মৃত্যুর পর হূশম রাজত্ব করলেন। হূশম ছিলেন তৈমন দেশীয়। 35হূশমের মৃত্যুর পর বেদদের পুত্র হদদ সেই নগর শাসন করলেন। (হদদই মোয়াব দেশে মিদিয়নদের পরাজিত করেছিলেন।) হদদ এসেছিলেন অবীৎ শহর থেকে। 36হদদের মৃত্যুর পর সম্ল সেই দেশ শাসন করতে থাকেন। সম্ল এসেছিলেন মস্রেকা থেকে।

37সম্লের মৃত্যুর পর শৌল সেই দেশ শাসন করতে থাকেন। শৌল এসেছিলেন ফরাৎ নদীর ধারে স্থিত রহোবোৎ থেকে। 38শৌলের মৃত্যুর পর বাল্হানন সেই দেশে রাজত্ব করেন। বাল্হানন ছিলেন অক্বোরের পুত্র। 39বাল্হাননের মৃত্যুর পর হদর সেই দেশে রাজত্ব করেন। হদর ছিলেন পায়ূ শহরের লোক। হদরের স্ত্রীর নাম মহেটবেল; ইনি ছিলেন মট্রেদের কন্যা। (মট্রেদের পিতার নাম মেষাহবের।) 40-43এষৌ ছিলেন ইদোম পরিবারগুলির পিতা। ইদোম পরিবারগুলি হল তিম্ন, অল্বা, যিথেৎ, অহলীবামা, এলা, পীনোন, কনস, তৈমন, মিব্সর, মগদীয়েল ও ঈরম। এই পরিবারগুলির নাম অনুসারেই তাদের বসতি স্থানের নাম হল।

স্বপ্নদর্শক যোষেফ

37 যাকোব কনান দেশেই বাস করতে লাগল। এই
সেই দেশ যেখানে পূর্বে তার পিতা বাস করতেন।
2যাকোবের পরিবারের বৃত্তান্ত এইরকম।

যোষেফ তখন 17 বছর বয়স্ক যুবক। তার কাজ
ছিল মেষ, ছাগলের তত্ত্বাবধান করা। যোষেফ এই কাজ
করতেন তার ভাইয়েদের সঙ্গে অর্থাৎ বিল্‌হা ও সিল্পার
সন্তানদের সঙ্গে। (বিল্‌হা ও সিল্পা তাঁর সৎ মা ছিলেন।)
ভাইয়েরা মন্দ কাজ করলে যোষেফ তা তাঁর পিতাকে
এসে জানাতেন। 3যোষেফ ছিলেন ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার
সন্তান। এই জন্য ইস্রায়েল তার অন্যান্য পুত্রদের চেয়ে
যোষেফকেই বেশী ভালবাসতেন। যাকোব তাকে একটা
বিশেষ জামা উপহার দিয়েছিল। জামাটি ছিল লম্বা
এবং বেশ সুন্দর। 4যোষেফের ভাইয়েরা দেখল যে
তাদের পিতা তাদের চাইতে যোষেফকেই বেশী
ভালবাসেন। এইজন্য তারা তাকে ঘৃণা করতে লাগল।
তারা যোষেফের সাথে বন্ধুভাবে কথা বলতেও চাইল
না।

5একদিন যোষেফ একটা স্বপ্ন দেখলেন। পরে তিনি
তার ভাইদের সেই স্বপ্নটা বললেন। এরপর তার ভাইয়েরা
তাকে আরও ঘৃণা করতে থাকল।

6যোষেফ বললেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।
7দেখলাম আমরা সকলে ক্ষেতে কাজ করছি। আমরা
সকলে গমের আঁটি বাঁধছিলাম, এমন সময় আমার
আঁটিটা উঠে দাঁড়াল। আর আমার আঁটির চারপাশে
গোল করে ঘিরে থাকা তোমাদের আঁটিগুলো একে
একে আমারটিকে প্রণাম জানাল।"

8তার ভাইয়েরা বলল, "তুমি কি মনে কর এর অর্থ
তুমি আমাদের রাজা হয়ে আমাদের উপর রাজত্ব
করবে?" তার ভাইয়েরা তাদের সম্বন্ধে দেখা এই স্বপ্নের
জন্য তাকে আরও ঘৃণা করতে লাগল।

9এরপর যোষেফ আরেকটি স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন
সম্বন্ধে তার ভাইয়েদের বলল, "আমি আরেকটি স্বপ্ন
দেখেছি। দেখলাম সূর্য, চাঁদ এবং এগারোটি তারা
আমাকে প্রণাম করছে।"

10যোষেফ তাঁর পিতাকেও এই স্বপ্নটি সম্বন্ধে
বললেন। কিন্তু তাঁর পিতা এর সমালোচনা করে বললেন,
"এ কি ধরণের স্বপ্ন? তুমি কি বিশ্বাস কর যে তোমার
মা, তোমার ভাইয়েরা, এমনকি আমিও তোমায় প্রণাম
করব?" 11যোষেফের ভাইয়েরা তাঁকে ঈর্ষা করত। কিন্তু
যোষেফের পিতা সেসব মনে রাখলেন আর ভেবে অবাক
হলেন এর অর্থ কি হতে পারে।

12একদিন যোষেফের ভাইয়েরা তাদের পিতার মেষ
চরাতে শিখিমে গেল। 13যাকোব যোষেফকে বলল,
"শিখিমে যাও। সেখানে তোমার ভাইয়েরা আমার মেষ
চরাচ্ছে।"

যোষেফ উত্তর করলেন, "আমি যাবো।"

14যোষেফের পিতা বললেন, "যাও গিয়ে দেখ
তোমার ভাইয়েরা নিরাপদে আছে কিনা। তারপর ফিরে
এসে আমায় জানিও মেষদের অবস্থা কেমন।" এইভাবে
যোষেফের পিতা তাকে হিব্রোণ উপত্যকা থেকে শিখিমে
পাঠালেন। 15শিখিমে যোষেফ পথ হারালে একজন
লোক তাঁকে মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখল। সেই লোকটি
বলল, "তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ?"

16যোষেফ উত্তর দিল, "আমি আমার ভাইদের খোঁজ
করছি। বলতে পারেন তারা তাদের মেষ নিয়ে কোথায়
গেছে?"

17সেই লোকটি বলল, "তারা তো চলে গেছে। আমি
তাদের দোথনে যাবার কথা বলতে শুনেছিলাম।" তাই
যোষেফ তার ভাইদের খুঁজতে গেলেন এবং দোথনে
তাদের খুঁজে পেলেন।

যোষেফ দাস হিসাবে বিক্রীত হলেন

18যোষেফের ভাইয়েরা তাকে দূর থেকে আসতে
দেখে তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল।
19ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "ঐ দেখ
স্বপ্নদর্শক যোষেফ আসছে। 20তাকে মেরে ফেলার এই
তো সুযোগ। তাকে আমরা যে কোন একটা খালি কূপের
মধ্যে ফেলে দিয়ে পিতাকে গিয়ে বলতে পারি যে এক
বুনো জন্তু তাকে মেরে ফেলেছে। এইভাবে আমরা
ওকে দেখাব যে তার স্বপ্নগুলো অসার।"

21কিন্তু রূবেণ যোষেফের প্রাণ বাঁচাতে চাইল। 22সে
বলল, "আমরা তাকে হত্যা করব না। এস, আমরা
তাকে হত্যা না করে বরং বিনা আঘাতে ঐ শুকনো
কূপের মধ্যে ফেলে দিই।" রূবেণের পরিকল্পনা ছিল
যোষেফকে এইভাবে উদ্ধার করে তার পিতার কাছে
ফেরত পাঠানোর। 23যোষেফ তার ভাইদের কাছে এলে
তারা তাকে আক্রমণ করে তার সুন্দর লম্বা জামাটা
ছিঁড়ে ফেলল। 24এরপর তারা তাকে ধরে ছুঁড়ে দিল
এক শুকনো কূপের মধ্যে।

25যোষেফ যখন কূপের মধ্যে, সেই সময় তার
ভাইয়েরা খেতে বসল। এইসময় তারা একদল বণিককে
দেখতে পেল যারা গিলিয়দ থেকে মিশরে যাত্রা করছিল।
তাদের উটগুলো বহন করছিল বহু রকম মশলা ও ধন
দৌলত। 26তাই যিহূদা তার ভাইয়েদের বলল, "আমাদের
ভাইকে হত্যা করে আর তার মৃত্যুর সংবাদ গোপন
করে আমাদের কি লাভ হবে?

27এর থেকে লাভ হবে যদি আমরা তাকে এই
বণিকদের কাছে বিক্রী করে দিই। এভাবে আমরা
আমাদের নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দোষীও হব
না।" অন্য ভাইয়েরাও সম্মতি জানাল। 28মিদিয়নীয়
বণিকেরা কাছে আসতেই ভাইয়েরা যোষেফকে কূপ
থেকে তুলে আনলো। তারা তাকে 20 টি রৌপ্যমুদ্রার
বিনিময়ে বিক্রী করে দিল। বণিকরা এবার তাকে মিশরে
নিয়ে চলল।

29এই সময় রূবেণ সেখানে তার ভাইয়েদের সঙ্গে
ছিল না। সে জানতোও না যে তারা যোষেফকে বিক্রী
করে দিয়েছে। রূবেণ কূপের ধারে ফিরে এসে দেখল
যোষেফ সেখানে নেই। তখন সে দুঃখ প্রকাশ করার
জন্য নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। 30ভাইয়েদের কাছে

ফিরে গিয়ে রূবেণ বলল, “ছেলেটা সেখানে নেই, এখন আমি কি করব?” 31ভাইয়েরা তখন একটা ছাগল মেরে তার রক্তে যোষেফের সুন্দর শালটা রাঙ্গিয়ে নিল। 32এরপর তারা সেই শালটা তাদের পিতাকে দেখাল। ভাইয়েরা বলল, “আমরা এই শালটা পেয়েছি, দেখুন তো এটা যোষেফেরই কিনা?”।

33তাদের পিতা শালটা দেখে চিনতে পারলেন যে সেটা যোষেফেরই। পিতা বললেন, “হ্যাঁ, এটা তো তারই! হয়তো কোনো বন্য জন্তু তাকে মেরে ফেলেছে। আমার পুত্র যোষেফকে এক হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে!” 34পুত্র শোকে যাকোব তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলল, তারপর চট বস্ত্র পরে দীর্ঘ সময় তার পুত্রের জন্য শোক করল। 35যাকোবের পুত্র কন্যারা তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। কিন্তু যাকোবকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। সে বলল, “আমার মৃত্যু দিন পর্যন্ত আমি আমার পুত্রের জন্য দুঃখ করে যাব।”* তাই যাকোব যোষেফের জন্য দুঃখিত হয়ে রইল। 36মিদিয়নীয় বণিকেরা পরে যোষেফকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফরৌণের রক্ষক সেনাপতি পোটীফরের কাছে বিক্রী করে দিল।

যিহূদা ও তামর

38 সেই সময় যিহূদা তার ভাইয়েদের ছেড়ে হীরা নামে একটি লোকের সঙ্গে বাস করতে গেল। হীরা ছিলেন অদুল্লমীয় শহরের লোক। 2সেখানে যিহূদা এক কনানীয় স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়ে তাকে বিয়ে করল। মেয়েটির পিতার নাম ছিল শূয়। 3কনানীয় মেয়েটি একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে তার নাম রাখল এর। 4পরে সে আরেকটি পুত্রের জন্ম দিয়ে তার নাম রাখল ওনন। 5পরে তার শেলা নামে আরেকটি পুত্র হল। তৃতীয় পুত্রের জন্মের সময় যিহূদা কষীবে বাস করছিল।

6যিহূদা তামর নামে এক কন্যাকে এনে তার সঙ্গে প্রথম পুত্র এরের বিয়ে দিল। 7কিন্তু এর অনেক মন্দ কাজ করায় প্রভু তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। 8তখন যিহূদা এরের ভাই ওননকে বলল, “যাও তোমার মৃত ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন কর। তার স্বামী হও। নিজের ভাই এরের জন্য বংশ উৎপন্ন কর।”

9ওনন বুঝল মিলনের ফলে সন্তানসন্ততি হলে তা তার হবে না। ওনন তাই যৌন সঙ্গম করল। সে তার শরীরের অভ্যন্তরে বীর্য্য ত্যাগ করল না। 10এই কাজে প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন এবং ওননকেও মেরে ফেললেন। 11তখন যিহূদা তার বৌমা তামরকে বলল, “যাও, তোমার পিতার বাড়ী ফিরে যাও। যে পর্যন্ত না আমার ছোট পুত্র শেলা বড় হয় সে পর্যন্ত বিয়ে না করে সেখানেই থাক।” যিহূদা আসলে ভয় পেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন অন্য ভাইয়েদের মতো হয়তো শেলাও মারা যাবে। তামর তার পিতার বাড়ী ফিরে গেল।

12পরে যিহূদার স্ত্রী, শূয়ের কন্যার মৃত্যু হল। শোকের সময় গেলে যিহূদা তার অদুল্লমীয় বন্ধু হীরার সাথে মেষদের লোম ছাঁটতে তিম্নায় গেল। 13তামর জানতে পারল যে তার শ্বশুর তিম্নায় তার মেষদের লোম ছাঁটতে যাচ্ছেন। 14তামর বিধবা বলে যে কাপড় পরত তা খুলে ফেলে অন্য কাপড় পরল ও তার মুখ ওড়না দিয়ে ঢাকল। তারপর সে তিম্নার কাছে অবস্থিত ঐনয়িম শহরের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে তার ধারে বসল। তামর জানত যে যিহূদার ছোট পুত্র শেলা এখন বড় হয়েছে কিন্তু তবু শেলার সাথে তার বিয়ে দেবার কোন পরিকল্পনাই যিহূদা করেনি। 15যিহূদা সেই পথে যেতে যেতে তাকে দেখে ভাবল বোধ হয় বেশ্যা। (বেশ্যার মত তার মুখ ওড়না দিয়ে ঢাকা ছিল।) 16যিহূদা তার কাছে গিয়ে বলল, “এস আমার সাথে শোও।” (যিহূদা জানত না যে এই ছিল তামর, তার পুত্রবধূ।)

সে বলল, “আমায় কত দেবেন?”

17যিহূদা উত্তর করল, “আমার পশুপাল থেকে তোমার জন্য একটা বাচ্চা ছাগল পাঠিয়ে দেব।”

সে বলল, “ঠিক আছে। কিন্তু ছাগলটা পৌঁছাবার আগে আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখুন।”

18যিহূদা জিজ্ঞেস করল, “তোমাকে যে ছাগল পাঠাব তার প্রমাণ হিসাবে তুমি আমার কাছে কি চাও?”

তামর বলল, “চিঠিতে মারবার তোমার ঐ মোহর, ও তার সুতো এবং হাঁটার ছড়িটাও আমায় দাও।” যিহূদা তাকে ঐ জিনিষগুলো দিল। তারপর যিহূদা ও তামর সহবাস করলে তামর গর্ভবতী হল। 19তামর ঘরে ফিরে গিয়ে মুখের ওড়নাটা খুলে ফেলে বিধবার সাজে সাজল।

20পরে যিহূদা তার বন্ধু হীরাকে ঐনয়িমে পাঠাল সেই বেশ্যাকে ছাগলটা দিতে। যিহূদা হীরাকে আরও বলল যেন সে তার কাছ থেকে সেই মোহর ও ছড়িটা নিয়ে আসে। কিন্তু হীরা তাকে খুঁজে পেল না। 21হীরা ঐনয়িম শহরের লোকেদের জিজ্ঞাসা করল, “রাস্তার ধারে বসে থাকা বেশ্যাটা কোথায়?”

লোকে উত্তর দিল, “এখানে কখনই কোন বেশ্যা ছিল না তো।”

22তাই যিহূদার বন্ধু ফিরে এসে বলল, “সেই স্ত্রীলোককে খুঁজে পেলাম না। সেখানকার লোকজন বলল সেখানে কোন বেশ্যা কখনই ছিল না।”

23তাই যিহূদা বলল, “সেইসব জিনিষ তার কাছেই থাকুক। আমি চাই না যে লোকে আমাদের নিয়ে হাসে। আমি ছাগলটা তাকে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না। এটাই যথেষ্ট।”

তামর গর্ভবতী হল

24তিন মাস পরে কেউ একজন যিহূদাকে বলল, “তোমার পুত্রবধূ তামর বেশ্যার কাজ করেছে আর এখন সে গর্ভবতী হয়েছে।”

তখন যিহূদা বলল, “তাকে বাইরে নিয়ে এসে পুড়িয়ে দাও।”

25সেই লোকটি তামরকে হত্যা করতে এলে সে তার শ্বশুরকে এক খবর পাঠাল। তামর বলল, “যে

“আমার ... যাব” আক্ষরিক অর্থে, “আমি দুঃখে পাতালে আমার পুত্রের কাছে যাব।”

লোকটি আমায় গর্ভবতী করেছে এই জিনিষগুলি তার। এই জিনিষগুলির দিকে দেখ। এগুলো কার? এই মোহর ও সুতো কার? এই ছড়িটা কার?”

26যিহূদা সেই জিনিষগুলো চিনতে পেরে বলল, “সেই ঠিক। আমারই ভুল হয়েছে। আমি আমার পুত্র শেলাকে দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেও তাকে দিই নি।” এরপর যিহূদা কিন্তু তার সাথে আর সহবাস করল না।

27তামরের প্রসবের সময় উপস্থিত হলে তারা দেখল তার যমজ সন্তান হতে চলেছে। 28প্রসবের সময় একটা বাচ্চা তার হাত বের করলে ধাইমা তার হাতে একটা লাল সুতো বাঁধল আর বলল, “এই বাচ্চাটা আগে জন্মাবে।” 29কিন্তু বাচ্চাটা তার হাত গুটিয়ে নিলে অন্য বাচ্চাটা প্রথমে জন্মাল। তাই সেই ধাইমা বলল, “তুমি প্রথমে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পেরেছ!” তাই তারা তার নাম পেরস রাখল। 30এরপর অন্য শিশুটির জন্ম হল, যার হাতে লাল সুতো বাধা ছিল। তারা এর নাম রাখল সেরহ।

যোষেফকে মিশরে পোটীফরের কাছে বিক্রী করা হল

39 বণিকেরা যারা যোষেফকে কিনেছিল, তারা তাকে মিশরে নিয়ে গেল এবং ফরৌণের রক্ষকদের সেনাপতি পোটীফরের কাছে বিক্রি করে দিল। 2কিন্তু প্রভু যোষেফকে সাহায্য করলেন। যোষেফ সফলকর্মা হলেন। যোষেফ সেই মিশরীয় পোটীফরের অর্থাৎ তার মনিবের বাড়ীতেই বাস করতেন।

3পোটীফর দেখলেন যে প্রভু যোষেফের সাথে রয়েছেন এবং যোষেফ যা কিছু করেন তাতেই তিনি তাকে সফল হতে দেন। 4সেইজন্য পোটীফর খুশী হয়ে যোষেফকে তার নিজের বাড়ীর অধ্যক্ষ করে তারই হাতে সব কিছুর ভার দিলেন।

5যোষেফকে সেই বাড়ীর অধ্যক্ষ করা হলে প্রভু পোটীফরের বাড়ী এবং তার সব কিছুকে আশীর্বাদ করলেন। যোষেফের জন্যই প্রভু একাজ করলেন। আর তিনি পোটীফরের ক্ষেতে যা জন্মাত তাকেও আশীর্বাদযুক্ত করলেন। 6তাই পোটীফর তার বাড়ীর সব কিছুর ভারই যোষেফের হাতে দিয়ে দিলেন, কেবল নিজের খাবারটা ছাড়া আর কিছুরই জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন না।

যোষেফ পোটীফরের স্ত্রীকে প্রত্যাখান করলেন

যোষেফ ছিলেন অত্যন্ত রূপবান ও সুদর্শন পুরুষ। 7কিছু সময় পরে যোষেফের মনিবের স্ত্রীও তাকে পছন্দ করতে শুরু করল। একদিন সে তাকে বলল, “আমার সঙ্গে শোও।”

8কিন্তু যোষেফ প্রত্যাখান করে বলল, “আমার মনিব জানেন তার বাড়ীর প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আমি বিশ্বস্ত। তিনি এখানকার সব কিছুর দায় দায়িত্বই আমাকে দিয়েছেন। 9আমার মনিব আমাকে এই বাড়ীতে প্রায় তার সমান স্থানেই রেখেছেন। আমি কখনই তার স্ত্রীর সঙ্গে শুতে পারি না। এটা মারাত্মক ভুল কাজ! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ কাজ।”

10স্ত্রী লোকটি রোজই যোষেফকে এ কথা বলত, কিন্তু যোষেফ রাজী হতেন না। 11একদিন যোষেফ নিজের কাজ করতে বাড়ীর ভেতরে গেলেন। সেই সময় সেই বাড়ীতে কেবল একা তিনিই ছিলেন। 12তার মনিবের স্ত্রী সেইসময় তার কাপড় টেনে ধরে বলল, “আমার সঙ্গে বিছানায় এস।” কিন্তু যোষেফ সেই বাড়ী থেকে এত দ্রুত দৌড়ে পালাল যে জামাটা স্ত্রীলোকটির হাতেই রয়ে গেল।

13স্ত্রীলোকটি দেখল যে যোষেফ তার হাতেই জামাটা ফেলে বাড়ীর বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে গেছে। তাই সে চিন্তা করে ঠিক করল যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবে। 14সে তার বাড়ীর ভৃত্যদের ডেকে বলল, “দেখ! এই ইব্রীয় ক্রীতদাসকে কি আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য এখানে আনা হয়েছে? সে ভিতরে এসে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 15আমার চিৎকারে সে ভয় পেয়ে পালাল। কিন্তু সে তার জামাটা ফেলে গেছে।” 16তারপর তার স্বামী অর্থাৎ যোষেফের মনিব আসা পর্যন্ত সে সেই জামাটা তার কাছে রেখে দিল। 17স্বামীকেও সে ঐ একই ঘটনা বলল। সে বলল, “যে ইব্রীয় দাসটিকে তুমি এখানে এনেছ, সে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল! 18কিন্তু সে আমার কাছে আসতেই আমি চিৎকার করে উঠলাম। সে দৌড়ে পালাল বটে কিন্তু তার জামাটা ফেলে গেল।”

যোষেফ কারাগারে

19যোষেফের মনিব তার স্ত্রীর সব কথা শুনে ক্রুদ্ধ হল। 20তাই রাজার শত্রুদের যে কারাগারে রাখা হত, পোটীফর যোষেফকে সেইখানে রাখল। যোষেফ সেখানে রইলেন।

21কিন্তু প্রভু যোষেফের সঙ্গে ছিলেন। প্রভু যোষেফের প্রতি দয়া করে চললেন। কিছুদিন পরে সেই কারাগারের রক্ষকদের প্রধানের কাছে তিনি প্রিয় হলেন। 22সেই কারাগারের সমস্ত বন্দীদের ভার যোষেফের হাতে দিলেন। সেই পদে অধিষ্ঠিত যে কোন পদাধিকারী স্বাভাবিকভাবে যা করেন, যোষেফ তাই করতেন। 23সুতরাং যোষেফের অধীনের কোন কাজই কারাধিকারীকে তত্ত্বাবধান করতে হোত না। এটা হয়েছিল কারণ প্রভু তার সঙ্গে ছিলেন এবং তাকে সব কাজে সফল করেছিলেন।

যোষেফ দুটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

40 পরে ফরৌণের দুই ভৃত্য ফরৌণের প্রতি কিছু অন্যায় কাজ করল। এই ভৃত্যেরা ছিল তার রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশনকারী। 2ফরৌণ প্রধান রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশনকারীর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। 3তাই ফরৌণ তাদের যোষেফের সাথে একই কারাগারে রাখলেন। পোটীফর, ফরৌণের কারারক্ষকদের

প্রধান সেই কারাগারের দায়িত্বে ছিলেন। 4প্রধান কারারক্ষক সেই দুই বন্দীকে যোষেফের পরিচর্যার অধীনে রাখলেন। সেই দুইজন লোকই কিছুসময় সেই কারাগারে রইল।

5একদিন রাত্রে দুই বন্দীই স্বপ্ন দেখল। (এই দুই বন্দী ছিল মিশরের রাজার রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশনকারী।) প্রত্যেক বন্দীই ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন দেখল এবং প্রতিটি স্বপ্নের নিজস্ব অর্থ ছিল। 6পরের দিন সকালে যোষেফ তাদের কাছে গিয়ে দেখলেন যে তারা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। 7যোষেফ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তোমাদের এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?”

8লোক দুটি উত্তর করল, ‘‘গত রাতে আমরা স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু স্বপ্নের অর্থ বুঝছি না। সেই স্বপ্নের অর্থ বলার বা তা বুঝিয়ে দেবার কেউ নেই।”

যোষেফ তাদের বললেন, ‘‘ঈশ্বরই একজন যিনি বোঝেন ও স্বপ্নের অর্থ বলতে পারেন। তাই আমার অনুরোধ, তোমাদের স্বপ্নগুলো বল।”

দ্রাক্ষারস পরিবেশকের স্বপ্ন

9সুতরাং দ্রাক্ষারস পরিবেশক যোষেফকে তার স্বপ্ন বলল, ‘‘আমি স্বপ্নে একটা দ্রাক্ষালতা দেখলাম। 10সেই লতায় তিনটে শাখা ছিল। আমি দেখলাম শাখাগুলিতে ফুল হল এবং দ্রাক্ষা ফলল। 11আমি ফরৌণের পানপাত্র ধরেছিলাম, তাই সেই দ্রাক্ষাগুলোকে সেই কাপে নিঙড়ে নিলাম। তারপর সেই পানপাত্র ফরৌণকে দিলাম।”

12তখন যোষেফ বললেন, ‘‘সেই স্বপ্নের অর্থ আমি তোমায় বলছি। তিনটি শাখার অর্থ তিন দিন। 13তিনদিন শেষ হবার আগেই ফরৌণ তোমায় ক্ষমা করে আবার তোমায় কাজে বহাল করবেন। তুমি ফরৌণের জন্য আগে যে কাজ করতে তাই-ই করবে। 14কিন্তু তুমি ছাড়া পেলে আমায় স্মরণ কোর। আমার প্রতি দয়া কোর। ফরৌণকে আমার সম্বন্ধে বোল যাতে আমি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। 15আমাকে জোর করে আমার নিজের জায়গা, ইব্রীয়দের দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারাগারে থাকার মত কোন অন্যায়ই আমি করিনি।”

রুটিওয়ালার স্বপ্ন

16রুটিওয়ালা দেখল অন্য ভৃত্যের স্বপ্নটা ভাল। তখন সে যোষেফকে বলল, ‘‘আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমার মাথায় রুটির তিনটে ঝুড়ি রয়েছে। 17উপরের ঝুড়িতে সব রকমের সেঁকা খাবার ছিল। সেই খাবার রাজার জন্য ছিল কিন্তু পাখীরা ঐ খাবার খেতে লাগল।”

18যোষেফ বললেন, ‘‘আমি তোমাকে স্বপ্নের অর্থ বলছি। তিনটে ঝুড়ির অর্থ তিন দিন। 19তিন দিনের মধ্যে রাজা তোমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেবেন। তিনি তোমার শিরচ্ছেদ করে একটা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে দেবেন। আর পাখীরা তোমার দেহের মাংস খাবে।”

যোষেফের কথা মনে রইল না

20তৃতীয় দিনটা ছিল ফরৌণের জন্মদিন। ফরৌণ তাঁর সব দাসদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। সেই সময়ে ফরৌণ রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশককে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। 21ফরৌণ পানপাত্র বাহককে মুক্তি দিয়ে পুনরায় তাকে তার কাজে নিয়োগ করলেন। আর সেই পানপাত্র বাহক আবার ফরৌণের হাতে পানপাত্র দিতে লাগল। 22কিন্তু ফরৌণ রুটিওয়ালাকে ফাঁসি দিলেন। যোষেফ যেমনটি বলেছিলেন সেরকম ভাবেই সব ঘটনা ঘটল। 23কিন্তু সেই পানপাত্রবাহকের যোষেফকে সাহায্য করার কথা মনে রইল না। সে যোষেফের বিষয় ফরৌণকে কিছুই বলল না, যোষেফের কথা ভুলে গেল।

ফরৌণের স্বপ্ন

41 দু বছর পর ফরৌণ একটা স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন তিনি নীল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 2স্বপ্নে নদী থেকে সাতটা গরু উঠে এসে ঘাস খেতে লাগল। গরুগুলো ছিল হৃষ্টপুষ্ট, দেখতেও ভালো। 3এরপর নদী থেকে আরও সাতটা গরু উঠে এসে পাড়ের হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলোর গা ঘেঁষে দাড়াল। কিন্তু ওই গরুগুলো রোগা ছিল, দেখতেও অসুস্থ। 4সেই সাতটা অসুস্থ গরু সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলোকে খেয়ে ফেলল। তখনই ফরৌণের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

5ফরৌণ আবার শুতে গেলেন; আবার স্বপ্ন দেখলেন। এইবার দেখলেন একটা গাছে সাতটা শীষ বেড়ে উঠছে। শীষগুলো পুষ্ট এবং শস্যে ভরা। 6তারপর দেখলেন আরও সাতটা শীষ উঠছে। কিন্তু শীষগুলো অপুষ্ট আর পূবের বাতাসে ঝলসে গেছে। 7এরপর ঐ রোগা রোগা সাতটা শীষ পুষ্ট সাতটা শীষকে খেয়ে ফেলল। ফরৌণের ঘুম আবার ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। 8পরের দিন সকালে রাতে দেখা স্বপ্নগুলোর জন্য ফরৌণের মন অস্থির হয়ে উঠল। তাই তিনি মিশরের সমস্ত যাদুকর ও জ্ঞানী লোকদের ডেকে পাঠালেন। ফরৌণ তার স্বপ্ন তাদের বললেন কিন্তু কেউ তার অর্থ বলতে পারল না।

ভৃত্যটি যোষেফের কথা বলল

9তখন পানপাত্রবাহকের যোষেফের কথা মনে পড়ল। ভৃত্যটি ফরৌণকে বলল, ‘‘আমার সাথে যা ঘটেছিল তা মনে পড়ছে। 10আপনি আমার ও রুটিওয়ালার উপর রেগে গিয়েছিলেন এবং আমাদের বন্দী করেছিলেন। 11তারপর এক রাতে সে ও আমি স্বপ্ন দেখলাম। প্রত্যেকটি স্বপ্নের আলাদা অর্থ ছিল। 12আমাদের সাথে কারাগারে এক ইব্রীয় যুবক ছিল। সে ছিল রক্ষীদের অধিকারী ভৃত্য। আমরা তাকে আমাদের স্বপ্ন বললে সে তার মানে বলে দিল। 13আর সে যা বলল বাস্তবে তাই-ই ঘটল। সে বলেছিল যে আমি মুক্তি পেয়ে আবার পুরোনো কাজ ফিরে পাব– ঘটলও তাই। রুটিওয়ালা সম্বন্ধে বলেছিল যে সে মারা যাবে– ঘটলও তাই!”

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে যোষেফের ডাক পড়ল

14তাই ফরৌণ যোষেফকে ডেকে পাঠালে দুজন রক্ষী দ্রুত তাকে কারাগার থেকে বের করে আনল। যোষেফ দাড়ি কামালেন, পরিষ্কার জামা পরলেন। তারপর ফরৌণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 15ফরৌণ যোষেফকে বললেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু কেউ তার ব্যাখ্যা করতে পারছে না। আমি শুনেছি যে তুমি স্বপ্ন শুনলে তার ব্যাখ্যা করতে পার।"

16উত্তরে যোষেফ বললেন, "আমি পারি না! কিন্তু হয়তো ফরৌণের জন্য ঈশ্বর তার অর্থ বলে দেবেন।"

17তখন ফরৌণ যোষেফকে বলতে লাগলেন, "আমার দেখা স্বপ্নে আমি নীল নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। 18তখন নদী থেকে সাতটা গরু উঠে এসে ঘাস খেতে শুরু করল। গরুগুলো ছিল হৃষ্টপুষ্ট, দেখতেও সুন্দর। 19তারপর আমি নদী থেকে আরও সাতটি গরু উঠে আসতে দেখলাম। কিন্তু এই গরুগুলো রোগা রোগা, দেখতেও অসুস্থ। ঐরকম বিশ্রী গরু আমি মিশরে কখনও দেখিনি। 20তারপর রোগা অসুস্থ গরুগুলো প্রথমে আসা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলোকে খেয়ে ফেলল। 21কিন্তু তাও তাদের চেহারা রোগা আর অসুস্থই রইল। দেখে মনেই হবে না যে তারা সেই মোটা সোটা গরুগুলো খেয়েছে। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

22"আমার পরের স্বপ্নে আমি দেখলাম একটা গাছে সাতটা শীষ বেড়ে উঠছে। শীষগুলো পুষ্ট শস্যের দানায় ভরা। 23তারপর সেগুলোর পরে সাতটা আরও শীষ উঠে এলো। কিন্তু এগুলো রোগা আর পূবের বাতাসে ঝলসানো ছিল। 24এরপর সেই অপুষ্ট শীষগুলো পুষ্ট শীষগুলোকে খেয়ে ফেলল।

"আমার যাদুকরদের আমি এই স্বপ্নগুলো বললাম বটে কিন্তু তারা তার অর্থ বলতে পারল না। স্বপ্নগুলোর অর্থ কি?"

যোষেফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

25তখন যোষেফ ফরৌণকে বললেন, "এই দুই স্বপ্নের বিষয়টা এক। ঈশ্বর শীঘ্রই যা করতে চলেছেন তা আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন। 26উভয় স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ এক। সাতটা ভাল গরু এবং সাতটা ভাল শীষ সাতটা ভাল বছরকে বোঝাচ্ছে। 27আর সাতটা রোগা গরু, সাতটা অপুষ্ট শীষ বোঝায় সাতটা দুর্ভিক্ষের বছর। সাতটা ভাল বছরের পর দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে। 28শীঘ্র যা ঘটতে চলেছে ঈশ্বর তাই-ই আপনাকে দেখিয়েছেন। যে ভাবে আমি বললাম ঈশ্বর সেইভাবেই এসব ঘটাবেন। 29সাত বছর মিশরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। 30কিন্তু তারপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাতটা বছর। মিশরের লোকেরা ভুলে যাবে অতীতে কত শস্যই না হত। এই দুর্ভিক্ষে দেশ নষ্ট হবে। 31লোকেরা ভুলে যাবে শস্যের প্রাচুর্য্য বলতে কি বোঝায়।

32"ফরৌণ, আপনি একটি বিষয় নিয়ে দুটি স্বপ্ন দেখেছেন। কারণ ঈশ্বর যে সত্যিই তা ঘটাতে চলেছেন তা আপনাকে দেখাতে চাইলেন। আর তিনি শীঘ্রই তা ঘটাবেন! 33তাই ফরৌণ, আপনার উচিৎ একজন সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান লোক খুঁজে তাকে মিশর দেশের জন্য নিযুক্ত করা। 34তারপর আপনি অন্য লোকদের নিয়োগ করুন যেন তারা খাদ্য সংগ্রহ করে। সাতটি ভাল বছরের প্রত্যেকটি লোক তাদের উৎপন্ন শস্যের এক পঞ্চমাংশ সেই লোকেদের দিক। 35এইভাবে ঐ লোকেরা ঐ সাতটি ভাল বছরে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজন না পড়া পর্যন্ত শহরে শহরে সংগ্রহ করে রাখবে। এইভাবে ফরৌণ, আপনার অধীনে ঐ খাদ্য আসবে। 36তারপর দুর্ভিক্ষের সাত বছরে মিশর দেশের জন্য খাদ্য থাকবে। আর দুর্ভিক্ষে মিশর ধ্বংস হয়ে যাবে না।"

37এই পরিকল্পনা ফরৌণের মনপুতঃ হল আর তাঁর আধিকারিকরাও মেনে নিল। 38তারপর ফরৌণ তাদের বললেন, "ঐ কাজ করার জন্যে মনে হয় না আমরা যোষেফের থেকে আর ভাল কাউকে পাব! ঈশ্বরের আত্মা তার সঙ্গে রয়েছে আর সেই জন্যই সে জ্ঞানবান!"

39তাই ফরৌণ যোষেফকে বললেন, "ঈশ্বর তোমাকে এই সমস্ত যখন জানিয়েছেন তখন তোমার মত জ্ঞানী আর কে হতে পারে? 40আমি তোমাকে আমার নিয়ন্ত্রনের জন্য নিযুক্ত করলাম, সমস্ত লোক তোমার আদেশ পালন করবে। ক্ষমতার দিক থেকে কেবল আমি তোমার চেয়ে বড় থাকব।"

41ফরৌণ যোষেফকে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যপাল করলেন। ফরৌণ যোষেফকে বললেন, "আমি তোমাকে সমগ্র মিশরের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করলাম।"

42তারপর ফরৌণ তাঁর আংটি খুলে যোষেফের হাতে পরিয়ে দিলেন। সেই আংটিতে রাজকীয় ছাপ ছিল। ফরৌণ তাকে মিহি কার্পাসের পোশাক দিলেন এবং তার গলায় সোনার হার পরিয়ে দিলেন। 43ফরৌণ যোষেফকে দ্বিতীয় রথে চড়তে দিলেন। রক্ষকরা যোষেফের রথের আগে আগে যেতে যেতে লোকেদের বলতে থাকল, "যোষেফের সামনে হাঁটু গাড়ো।"

এইভাবে যোষেফ সমগ্র মিশরের রাজ্যপাল হলেন। 44ফরৌণ তাকে বললেন, "আমি রাজা ফরৌণ, সুতরাং আমি যা চাই তাই করব কিন্তু মিশরের আর কেউ তোমার আজ্ঞা ছাড়া হাত অথবা পা তুলতে পারবে না।"

45ফরৌণ যোষেফের আর এক নাম সাফনৎ-পানেহ রাখলেন। ফরৌণ যোষেফকে আসনৎ নামে এক কন্যার সঙ্গে বিয়েও দিলেন। সে ছিল ওন নামক শহরে যাজক পোটীফরের কন্যা। এইভাবে যোষেফ সমস্ত মিশর দেশের রাজ্যপাল হলেন।

46যোষেফের 30 বছর বয়সে তিনি মিশর দেশের রাজার সেবা করতে শুরু করলেন। তিনি সমস্ত মিশর দেশ ঘুরলেন। 47সাত বছর মিশরে খুব ভাল শস্য উৎপন্ন হল। 48আর ঐ সাত বছর ধরে যোষেফ মিশরে খাবার সঞ্চয় করলেন। প্রত্যেক শহরে শহরে যোষেফ সেই শহরের আশেপাশের ক্ষেতে যা জন্মাত তার থেকে সংগ্রহ করতেন। 49যোষেফ সমুদ্রের বালির মত এত

শস্য সংগ্রহ করলেন যে তা মাপা গেল না কারণ তা
মাপা সম্ভব ছিল না।
50যোষেফের স্ত্রী আসনৎ ছিলেন ওন শহরের
যাজকের কন্যা। দুর্ভিক্ষের প্রথম বছর আসার আগেই
যোষেফ এবং আসনতের দুটি পুত্র হল। 51প্রথম পুত্রের
নাম রাখা হল মনঃশি। যোষেফ এই নাম দিলেন কারণ
তিনি বললেন, ‘‘ঈশ্বর আমার সমস্ত কষ্ট ও আমার
বাড়ীর সমস্ত চিন্তা ভুলে যেতে দিলেন।” 52যোষেফ
দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাখলেম ইফ্রয়িম। যোষেফ এই
নাম রাখলেন কারণ তিনি বললেন, “আমার মহাকষ্টের
মধ্যেও ঈশ্বর আমাকে ফলবান করেছেন।”

দুর্ভিক্ষের সময় এল

53সাত বছর লোকেরা খাদ্যের জন্য প্রচুর শস্য পেল।
তারপর সেই বছরগুলো শেষ হল। 54এবার দুর্ভিক্ষের
সাতটা বছর শুরু হল ঠিক যেমনটি যোষেফ বলেছিলেন।
সেই অঞ্চলের কোন দেশে কোথাও কোন খাদ্য শস্য
জন্মালো না। কিন্তু মিশরের লোকেদের জন্য যথেষ্ট
খাদ্য ছিল! কারণ যোষেফ শস্য জমা করে রেখেছিলেন।
55দুর্ভিক্ষের সময় শুরু হলে লোকেরা খাদ্যের জন্য
ফরৌণের কাছে এসে কান্নাকাটি করল। ফরৌণ
মিশরীয়দের বললেন, ‘‘যাও যোষেফকে গিয়ে জিজ্ঞেস
কর কি করতে হবে।”
56সব জায়গায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যোষেফ গুদাম
থেকে লোকেদের শস্য বিক্রী করতে শুরু করলেন।
দুর্ভিক্ষ মিশরেও ভয়াবহ রূপ নিল। 57সর্বত্রই সেই দুর্ভিক্ষ
প্রবল হল, ফলে মিশরের আশেপাশের দেশ থেকেও
লোকেরা শস্য কিনতে এলো।

স্বপ্ন সত্যি হলো

42 কনান দেশেও প্রবলভাবে দুর্ভিক্ষ হল। যাকোব
জানতে পারল যে মিশর দেশে শস্য রয়েছে।
তাই যাকোব তার পুত্রদের বলল, ‘‘আমরা কিছু না
করে কেন এখানে বসে রয়েছি? 2শুনলাম মিশর দেশে
শস্য বিক্রী হচ্ছে। চল সেখানে গিয়ে আমরা শস্য কিনি।
তাহলে আমরা বাঁচব। মরব না!”
3তাই যোষেফের দশ ভাই মিশরে শস্য কিনতে
গেলেন। 4যাকোব কিন্তু বিন্যামীনকে পাঠালেন না।
(কেবল বিন্যামীনই যোষেফের সহোদর ভাই ছিলেন।)
যাকোব ভয় পেলেন পাছে বিন্যামীনের খারাপ কিছু
ঘটে।
5কনানেও দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিল ফলে কনান
দেশের বহু লোক মিশরে শস্য কিনতে গেল। তাদের
মধ্যে ইস্রায়েলের সন্তানরাও ছিলেন।
6সেই সময় যোষেফ মিশর দেশের রাজ্যপাল ছিলেন।
আর যে সব লোক মিশরে শস্য কিনতে আসত তাদের
উপর যোষেফ নজর রাখতেন। তাই যোষেফের
ভাইয়েরাও তার কাছে এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল।
7যোষেফ তাঁর ভাইয়েদের দেখে চিনতে পারলেন, কিন্তু
এমন ভান করলেন যেন তাদের চেনেনেই না। তিনি
তাদের সঙ্গে কর্কশভাবে কথা বললেন। তিনি বললেন,
‘‘তোমরা কোথা থেকে এসেছ?”
ভাইয়েরা উত্তর দিল, ‘‘আমরা কনান দেশ থেকে
এখানে খাদ্য কিনতে এসেছি।”
8যোষেফ জানতেন যে এই লোকেরাই তার ভাই
কিন্তু তারা যোষেফকে চিনল না। 9আর ভাইয়েদের
নিয়ে যোষেফ যে স্বপ্নগুলি দেখেছিলেন তা তাঁর মনে
পড়ে গেল।

যোষেফ তার ভাইয়েদের গুপ্তচর বলে আখ্যা দিলেন

যোষেফ তাঁর ভাইদের বললেন, ‘‘তোমরা এখানে
শস্য কিনতে আসনি! তোমরা গুপ্তচর। তোমরা
আমাদের দুর্বল জায়গাগুলো জানতে এসেছ।”
10কিন্তু তার ভাইয়েরা বলল, ‘‘তা নয় মহাশয়!
আমরা আপনার দাস। আমরা কেবল খাদ্য কিনতে
এসেছি।” 11আমরা ভাইয়েরা এক পিতার সন্তান। আমরা
সৎলোক, আমরা কেবল খাদ্য কিনতে এসেছি।”
12তখন যোষেফ তাদের বললেন, ‘‘তা নয়, কিন্তু
তোমরা আমাদের কোথায় দুর্বলতা তাই দেখতে এসেছ।”
13আর ভাইয়েরা বলল, ‘‘না! আমরা সবাই ভাই
ভাই। আমাদের পরিবারে আমরা বারো ভাই। আমাদের
সকলের পিতা একজনই। ছোট ভাই এখনও আমাদের
পিতার কাছে রয়েছে। অন্য ভাইটি বহু বছর আগে মারা
গেছে। আমরা আপনার দাস, কনান দেশ থেকে এসেছি।”
14কিন্তু যোষেফ তাদের বলল, ‘‘না! আমি দেখছি
আমার কথাই ঠিক। তোমরা গুপ্তচরই বটে।” 15কিন্তু
তোমরা যে সত্য বলছ তা আমি তোমাদের প্রমাণ
করতে দেব। ফরৌণের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি, যে
পর্যন্ত না তোমাদের ছোট ভাই এখানে আসে আমি
তোমাদের যেতে দেব না।
16আমি তোমাদের একজনকে যেতে দেব যে ছোট
ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, সেই সময়ে তোমরা
কারাগারে থাকবে। আমরা দেখব যে তোমাদের কথা
সত্যি কিনা, যদিও আমার বিশ্বাস যে তোমরা গুপ্তচর।”
17তারপর যোষেফ তাদের তিনদিনের জন্য কারাগারে
রাখলেন।

শিমিয়োনকে বন্ধকরূপে রাখা হল

18তিন দিন পরে যোষেফ তাদের বললেন, ‘‘আমি
ঈশ্বরকে ভয় করি! এই কাজ করলে তোমরা বাঁচবে।
19তোমরা যদি সত্যিই সৎলোক হও তবে তোমাদের
এক ভাই এখানে এই কারাগারে থাকুক। অন্যরা শস্য
বহন করে আপনজনের কাছে নিয়ে যেতে পারে। 20কিন্তু
তোমরা অবশ্যই ছোট ভাইকে এখানে আমার কাছে
নিয়ে আসবে। তাহলে আমি জানব যে তোমরা সত্য
বলছ এবং তোমরা প্রাণে বাঁচবে।”
ভাইয়েরা এতে সম্মতি জানাল। 21তারা একে
অপরকে বলল, ‘‘আমরা যোষেফের প্রতি যে অন্যায়
কাজ করেছিলাম তার জন্য এই শাস্তি পাচ্ছি। আমরা
তার কষ্ট দেখেও তার প্রাণের জন্য বিনতি শুনতে

অস্বীকার করেছিলাম, আর এখন তাই আমরা এই
সমস্যায় পড়েছি।”
22তখন রূবেণ তাদের বলল, “আমি তোমাদের
বলেছিলাম ঐ ছেলেটার প্রতি কোন অন্যায় কোর না।
কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনতে চাও নি। তাই এখন
তার মৃত্যুর জন্য আমরা শাস্তি পাচ্ছি।”
23যোষেফ ভাইয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য
অনুবাদক ব্যবহার করছিলেন। তাই ভাইয়েরা বুঝল না
যে যোষেফ তাদের ভাষা বুঝতে পারছেন। কিন্তু যোষেফ
যা শুনছিলেন তার সব কিছুই বুঝলেন। তাদের কথাবার্তা
যোষেফকে দুঃখিত করল। 24তাই যোষেফ তাদের থেকে
দূরে গিয়ে কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পরে যোষেফ আবার
তাদের কাছে ফিরে এলেন। তিনি শিমিয়োনকে ধরে
তাদের সামনেই বাঁধলেন। 25যোষেফ তার ভৃত্যদের
বললেন যেন তাদের বস্তাগুলো শস্যে ভরে দেয়।
ভাইয়েরা শস্যের জন্য যোষেফকে টাকা দিল। কিন্তু
যোষেফ সে টাকা না নিয়ে তাদের বস্তাতেই ফেরত
রাখলেন। তারপর তিনি তাদের পথ যাত্রার জন্য
প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিও দিলেন।
26তাই ভাইয়েরা গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে রওনা
হল। 27সেই রাত্রে ভাইয়েরা রাত কাটানোর জন্য এক
জায়গায় এসে থামল। এক ভাই গাধার খাবার শস্য
বের করার জন্য বস্তা খুলতেই বস্তায় তার টাকা দেখতে
পেল। 28সে অন্য ভাইদের বলল, “দেখ, শস্য কিনতে
যে টাকা দিয়েছিলাম তা ফেরত এসেছে।” কেউ বস্তায়
টাকা ফেরত রেখেছে! এতে ভাইয়েরা খুব ভয় পেয়ে
গেল। তারা একে অন্যকে বলল, “ঈশ্বর আমাদের প্রতি
এ কি করেছেন?”

ভাইয়েরা যাকোবকে ঘটনার বিবরণ দিল

29ভাইয়েরা তাদের কনান দেশে পিতা যাকোবের
কাছে ফিরে গেল। যা ঘটেছে তার সব কিছু তারা
যাকোবকে বলল। 30তারা বলল, “সেই দেশের রাজ্যপাল
আমাদের সঙ্গে কর্কশভাবে কথা বললেন। তিনি ভাবলেন
আমরা গুপ্তচর! 31কিন্তু আমরা তাকে বললাম যে আমরা
গুপ্তচর নই, আমরা সৎ লোক। 32আমরা তাকে আমাদের
পিতার কথা এবং ছোট যে ভাই কনান দেশে পিতার
সঙ্গে বাড়ীতে রয়েছে তার কথা এবং এক ভাই যে
মারা গেছে তার কথাও বললাম।
33“তখন সেই দেশের রাজ্যপাল আমাদের এই কথা
বললেন, ‘তোমরা যে সৎলোক তার প্রমাণ দেবার
একটা পথ রয়েছে: আমার এখানে তোমাদের এক
ভাইকে রেখে যাও। তোমাদের শস্য তোমাদের
পরিবারের কাছে নিয়ে যাও। 34তারপর তোমাদের ছোট
ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাহলে আমি বুঝব
তোমরা সৎলোক, অথবা তোমরা গুপ্তচর হয়ে আমাদের
ধ্বংস করতে এসেছ কিনা। তোমরা যদি সত্যি বলছ
প্রমাণ হয় তবে আমি তোমাদের ভাইকে ফেরত দেব
আর তোমরা আবার স্বচ্ছন্দে এই দেশ থেকে শস্য
কিনতে পারবে।’”
35তারপর ভাইয়েরা তাদের বস্তা থেকে শস্য বের
করতে শুরু করলো। আর প্রত্যেক ভাই নিজের নিজের
বস্তায় নিজের নিজের টাকা খুঁজে পেলেন। ভাইয়েরা
ও তাদের পিতা সেই টাকা দেখে ভীত হল।
36যাকোব তাদের বললেন, “তোমরা কি চাও আমি
আমার সব সন্তানদের হারাই? যোষেফ চলে গেছে।
শিমিয়োনও নেই। আর এখন তোমরা বিন্যামীনকেও
নিয়ে যেতে এসেছ।”
37কিন্তু রূবেণ তার পিতাকে বলল, “পিতা, যদি
আমি বিন্যামীনকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি
তবে তুমি আমার দুই সন্তানকে হত্যা কোর।”
38কিন্তু যাকোব বললেন, “আমি বিন্যামীনকে
তোমাদের সঙ্গে যেতে দেব না। তার ভাই মৃত আর
আমার স্ত্রী রাহেলের পুত্রদের মধ্যে সেই অবশিষ্ট। মিশরে
যাবার পথে তার যদি কিছু হয় তবে তা আমাকে মেরেই
ফেলবে। তাহলে এই দুঃখে তোমরা আমাকে, এই বৃদ্ধ
মানুষকে মেরে ফেলবে।”

বিন্যামীনের মিশরে যাওয়ার জন্য যাকোবের সম্মতি

43 দুর্ভিক্ষের সময়টা সেই দেশের পক্ষে খারাপ
হ’ল। 2মিশর থেকে আনা সব শস্যই লোকেরা
খেয়ে শেষ করে ফেলল। যখন সেইসব শস্য শেষ হল,
যাকোব তার দুটি পুত্রকে বলল, “মিশরে গিয়ে খাবার
জন্য আরও শস্য কিনে আনো।”
3কিন্তু যিহূদা যাকোবকে বলল, “কিন্তু সেই দেশের
রাজ্যপাল আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন,
‘তোমরা তোমাদের ভাইকে নিয়ে না এলে আমি
তোমাদের সঙ্গে কথা বলব না।’ 4আপনি বিন্যামীনকে
আমাদের সঙ্গে পাঠালে আমরা আবার শস্য কিনতে
যেতে পারি। 5কিন্তু বিন্যামীনকে না পাঠালে আমরা
যাব না। সেই রাজ্যপাল আমাদের সাবধান করে দিয়ে
বলেছে তাকে না নিয়ে আসা চলবে না।”
6ইস্রায়েল বললেন, “কেন তোমরা তাকে বললে
যে তোমাদের আরেক ভাই রয়েছে? কেন তোমরা আমার
এই রকম বিপদ এনে দিলে।”
7ভাইয়েরা উত্তরে বলল, “লোকটি অনেক প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করছিলেন। তিনি আমাদের ও আমাদের
পরিবার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে চাইছিলেন। তিনি এও
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের পিতা কি এখনও জীবিত
আছেন? তোমাদের বাড়ীতে কি আর কোন ভাই রয়েছে?’
আমরা কেবল তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমরা
জানতাম না যে তিনি ছোট ভাইকে নিয়ে আসতে
বলবেন।”
8তখন যিহূদা তার পিতা ইস্রায়েলকে বলল,
“বিন্যামীনকে আমার সঙ্গে যেতে দিন। আমি তার যত্ন
নেব। আমাদের মিশরে যেতেই হবে, না গেলে আমরা
সবাই মারা যাব, এমনকি আমাদের সন্তানরাও মরবে।
9আমি নিশ্চিতভাবে তার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখব।
আমিই তার দায়িত্ব নেব। আমি যদি তাকে ফেরত না
আনি তবে চিরকাল তোমার কাছে অপরাধী থাকব।

10আমাদের যদি আগে যেতে দিতে তবে আমরা দ্বিতীয়বার খাবার নিয়ে আসতে পারতাম।"

11তখন তাদের পিতা ইস্রায়েল বললেন, "এই যদি সত্যি হয় তবে বিন্যামীনকে তোমাদের সঙ্গে নাও। কিন্তু রাজ্যপালের জন্য কিছু উপহার নিয়ে যেও। সেই সমস্ত জিনিষ যা আমরা আমাদের দেশে সংগ্রহ করেছি তা নিয়ে যাও। তার জন্য মধু, পেস্তা, বাদাম, ধুনো আঠা, এবং সুগন্ধদ্রব্য এইসব নিয়ে যাও। 12এইবার তোমাদের সঙ্গে দ্বিগুণ টাকা নিও। গতবার দাম মেটাবার পর যে টাকা তোমাদের কাছে ফেরত এসেছিল তা সঙ্গে নাও। হতে পারে রাজ্যপালের ভুল হয়েছিল। 13বিন্যামীনকে নিয়েই তার কাছে যাও। 14আমার প্রার্থনা তোমরা যখন রাজ্যপালের সামনে দাঁড়াবে তখন যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করেন। প্রার্থনা করি সে যেন বিন্যামীন ও শিমিয়োনকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেয়। যদি তা না হয় তবে আমি পুত্র হারানোর শোকে আবার মুষড়ে পড়ব।"

15তাই ভাইয়েরা রাজ্যপালকে দেবার জন্য উপহারগুলো নিল আর সঙ্গে আগে যা নিয়েছিল তার দ্বিগুণ টাকাও নিল। এইবার বিন্যামীনও তার ভাইয়েদের সাথে মিশরে গেল।

ভাইয়েদের যোষেফের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানান হল

16মিশরে যোষেফ বিন্যামীনকে তার ভাইয়েদের সঙ্গে দেখতে পেয়ে ভৃত্যদের বললেন, "ঐ লোকদের আমার বাড়ী নিয়ে এস। পশু মেরে রান্না কর। এই লোকেরা আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে।" 17ভৃত্যটি কথা মত কাজ করল। সে ঐ লোকদের যোষেফের বাড়ীর ভিতর নিয়ে এল।

18যোষেফের বাড়ী যাবার সময় ভাইয়েরা ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, "গতবার যে টাকা আমাদের বস্তায় ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল তার জন্যই বোধহয় আমাদের এখানে আনা হচ্ছে। ঐ বিষয়টিকেই আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে তারা আমাদের গাধা কেড়ে নিয়ে আমাদের দাস করে রাখবে।"

19তাই ভাইয়েরা যোষেফের বাড়ীর প্রধান ভৃত্যের কাছে গেল। 20তারা বলল, "সত্যি বলছি গতবার আমরা শস্য কিনতে এসেছিলাম।

21-22বাড়ী ফেরার পথে আমরা বস্তা খুলে প্রত্যেক বস্তায় আমাদের টাকা খুঁজে পেলাম। আমরা জানি না টাকা সেখানে কি করে এলো। কিন্তু আমরা সেই টাকা ফেরৎ দেবার জন্য নিয়ে এসেছি। আর এবারের শস্য কেনার জন্যও টাকা এনেছি।"

23কিন্তু সেই ভৃত্য বলল, "ভয় পেও না, আমায় বিশ্বাস কর। তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পিতার ঈশ্বর নিশ্চয়ই উপহার হিসাবে সেই টাকা তোমাদের বস্তায় ফেরৎ দিয়েছেন। আমার মনে আছে তোমরা গতবার শস্যের জন্য দাম দিয়েছিলে।"

তারপর সেই ভৃত্যটি শিমিয়োনকে কারাগার থেকে বের করে আনল। 24ভৃত্যটি তাদের যোষেফের বাড়ী নিয়ে গেল। সে তাদের জল দিলে তারা পা ধুয়ে নিল। তারপর সে তাদের গাধাদের খাবার খেতে দিল।

25ভাইয়েরা শুনতে পেল যে তারা যোষেফের সঙ্গে খাবে। তাই তারা দুপুর পর্যন্ত তাদের উপহার সাজাল।

26যোষেফ বাড়ী ফিরলে ভাইয়েরা তাদের সঙ্গে করে আনা উপহার তাকে দিল। তারপর তারা হাঁটু গেড়ে তাকে প্রণাম করল।

27যোষেফ তারা কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের বৃদ্ধ পিতা যার সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলে তিনি কেমন আছেন? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন?"

28ভাইয়েরা উত্তর দিল, "হ্যাঁ মহাশয়, আমাদের পিতা এখনও জীবিত আছেন।" তারপর তারা আবার যোষেফের সামনে হাঁটু গেড়ে তাকে প্রণাম করল।

যোষেফ তার ভাই বিন্যামীনকে দেখলেন

29তখন যোষেফ বিন্যামীনকে দেখতে পেলেন। (বিন্যামীন ও যোষেফ ছিলেন এক মায়ের সন্তান।) যোষেফ বললেন, "এই কি তোমাদের ছোট ভাই যার সম্বন্ধে তোমরা আমায় বলেছিলে?" তারপর যোষেফ বিন্যামীনকে বললেন, "বৎস, ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন!"

30সেই সময়ই যোষেফ ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। যোষেফ তাঁর ভাই বিন্যামীনকে যে ভালবাসেন তা প্রকাশ করতে চাইলেন। তাঁর কান্না পেল, কিন্তু তিনি চাইলেন না যে তাঁর ভাইয়েরা তাকে কাঁদতে দেখুক। তাই যোষেফ দৌড়ে তাঁর ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। 31তারপর যোষেফ তাঁর মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "এখন খাবার সময় হয়েছে।"

32ভৃত্যেরা যোষেফের জন্য একটা টেবিলে ব্যবস্থা করল। অন্য টেবিলে তার ভাইদের বসার ব্যবস্থা হল। এছাড়া মিশরীয়দের জন্য আলাদা আরেকটা টেবিলে ব্যবস্থা করা হল। মিশরীয়রা মনে মনে বিশ্বাস করত যে ইব্রীয়দের সঙ্গে বসে তাদের খাওয়াটা উচিত কাজ নয়। 33যোষেফের ভাইয়েরা তার সামনের টেবিলেই বসল। ভাইয়েরা ছোট থেকে বড়জন পরপর বসেছিল। কি ঘটছিল তাই ভেবে ভাইয়েরা বিস্ময়ে একে অপরের দিকে চাইল। 34ভৃত্যেরা যোষেফের টেবিল থেকে খাবার এনে তাদের দিচ্ছিল। তবে ভৃত্যেরা বিন্যামীনকে অন্যদের চাইতে পাঁচগুণ বেশী খাবার দিল। ভাইয়েরা যোষেফের সঙ্গে খেল, পান করল যে পর্যন্ত না তারা প্রায় মত্ত হয়ে গেল।

যোষেফ ফাঁদ পাতলেন

44 তারপর যোষেফ তাঁর ভৃত্যদের এক আদেশ দিয়ে বললেন, "ওদের প্রত্যেকের বস্তা বইবার ক্ষমতা অনুসারে শস্য ভর্তি করে দাও। আর প্রত্যেকের টাকাও তাদের শস্যের সঙ্গে রেখে দাও। 2আমার ছোট ভাইয়ের বস্তায় তার টাকাটা রেখ এবং তার সঙ্গে

আমার বিশেষ রূপোর পেয়ালাটাও রাখ।" ভৃত্যেরা যোষেফের কথা মত কাজ করল।

3পরের দিন ভোরবেলা ভাইয়েদের গাধায় করে দেশে ফেরার জন্য বিদেয় করা হল। 4তারা শহর ছেড়ে বেরোলে যোষেফ তার ভৃত্যকে বললেন, "যাও, ওদের পিছু নাও। ওদের থামিয়ে বল, 'আমরা তোমাদের প্রতি কি ভাল ব্যবহার করি নি? তবে তোমরা কেন আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে? কেন তোমরা আমার মনিবের রূপোর পেয়ালা চুরি করলে? 5আমার মনিব সেই পেয়ালা থেকে পান করেন এবং গণনার জন্যও ব্যবহার করেন। তোমরা যা করেছ তা অন্যায় কাজ।'"

6ভৃত্যটি সেই মত কাজ করল। সে সেখানে পৌঁছে ভাইয়েদের থামালো। যোষেফ যা বলতে বলেছিলেন, ভৃত্যটি সেই মত কথা বলল।

7কিন্তু ভাইয়েরা ভৃত্যটিকে বলল, "রাজ্যপাল কেন এই রকম কথা বলছেন? আমরা সেইরকম কোন কাজ করতেই পারি না! 8আমরা আমাদের বস্তায় যে টাকা আগের বার পেয়েছিলাম তা ফিরিয়ে এনেছিলাম। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তোমার মনিবের বাড়ী থেকে সোনা কি রূপা কিছুই চুরি করতে পারি না। 9তুমি যদি সেই রূপোর পেয়ালা আমাদের কারও বস্তায় খুঁজে পাও তবে তার মৃত্যু হোক। তুমি তাকে তাহলে হত্যা করতে পারো এবং সেক্ষেত্রে আমরাও তোমার দাস হব।"

10ভৃত্যটি বলল, "আমরা তোমাদের কথা মতই কাজ করব। কিন্তু আমি সেই জনকে হত্যা করব না। আমি রূপোর পেয়ালা খুঁজে পেলে সেই জন আমার দাস হবে, অন্যেরা চলে যেতে পারে।"

বিন্যামীন ফাঁদে ধরা পড়ল

11তখন প্রত্যেক ভাই তাড়াতাড়ি মাটিতে নিজেদের বস্তা খুলে ফেলল। 12ভৃত্যটি বস্তাগুলি দেখতে লাগল। জ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে কনিষ্ঠের বস্তা খুঁজে দেখলে বিন্যামীনের বস্তায় সেই পেয়ালা খুঁজে পাওয়া গেল। 13ভাইয়েরা এতে অত্যন্ত দুঃখিত হল। তারা তাদের শোক প্রকাশ করতে জামা ছিঁড়ে ফেলল। নিজেদের বস্তা আবার গাধায় চাপিয়ে শহরে ফিরে চলল।

14যিহূদা তার ভাইয়েদের নিয়ে যোষেফের বাড়ী গেল। যোষেফ তখনও বাড়ীতে ছিলেন। ভাইয়েরা তার সামনে মাটিতে পড়ে তাকে প্রণাম করল। 15যোষেফ তাদের বললেন, "তোমরা কেন এ কাজ করেছ। তোমরা কি জানতে না যে আমি গণনা করতে পারি। এ কাজে আমার থেকে ভালো কেউ নেই।"

16যিহূদা বলল, "মহাশয়, আমাদের বলবার কিছুই নেই! ব্যাখ্যা করারও পথ নেই। আমরা যে নির্দোষ তা প্রমাণ করারও পথ নেই। অন্য কোন অন্যায় কাজের জন্য ঈশ্বর আমাদের বিচারে দোষী করেছেন। সেইজন্য আমরা সবাই এমনকি, বিন্যামীনও, আপনার দাস হব।"

17কিন্তু যোষেফ বললেন, "আমি তোমাদের সবাইকে দাস করব না! কেবল যে পেয়ালা চুরি করেছে সেই আমার দাস হবে। বাকী তোমরা তোমাদের পিতার কাছে শান্তিতে ফিরে যাও।"

যিহূদা বিন্যামীনের জন্য মিনতি করলেন

18তখন যিহূদা যোষেফের কাছে গিয়ে বললেন, "মহাশয়, দয়া করে আমাকে সব কথা পরিষ্কার করে আপনাকে বলতে দিন। দয়া করে আমার প্রতি রাগ করবেন না। আমি জানি আপনি ফরৌণের সমান। 19আমরা আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমাদের একজন পিতা আর ভাই আছে কি?' 20আমরা আপনাকে উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমাদের এক পিতা আছেন, তিনি বৃদ্ধ। আমাদের এক ছোট ভাই রয়েছে। আমাদের পিতা তাকে ভালবাসেন কারণ সে তার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। আর সেই ছোট ভাইয়ের নিজের এক ভাই মারা গেছে। তাই তার মায়ের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র সেই বেঁচে আছে এবং তার পিতা তাকে খুব ভালবাসেন।' 21তারপর আপনি বললেন, 'তবে সেই ভাইকেই আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে দেখতে চাই।' 22আর আমরা আপনাকে বললাম, 'সেই ছোট ভাই পিতাকে ছেড়ে আসতে পারে না। আর পিতা তাকে হারালে শোকেতে মারাই যাবেন।' 23কিন্তু আপনি আমাদের বললেন, 'তোমাদের অবশ্যই সেই ভাইকে আনতে হবে নতুবা আমি শস্য বিক্রী করব না।' 24তাই আমরা ফিরে গিয়ে আপনি যা বলেছিলেন তা আমাদের পিতাকে জানালাম।

25"পরে আমাদের পিতা বললেন, 'যাও, গিয়ে আরও কিছু শস্য কিনে আনো।' 26আর আমরা পিতাকে বললাম, 'আমরা ছোট ভাইকে না নিয়ে যেতে পারি না। রাজ্যপাল বলেছেন ছোট ভাইকে না দেখলে তিনি আমাদের কাছে শস্য বিক্রী করবেন না।' 27তখন আমাদের পিতা বললেন, 'তোমরা জান আমার স্ত্রী রাহেলের দুটি সন্তান হয়।' 28তাদের একজনকে আমি যেতে দিলে বন্যজন্তু তাকে মেরে ফেলল। সেই থেকে আর কখনও তাকে দেখিনি। 29তোমরা যদি অন্য জনকেও আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও আর তার যদি কিছু ঘটে তাহলে আমি শোকে মারা যাব।'

30এখন ভেবে দেখুন ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ী না ফিরলে কি ঘটবে– এই ছোট ভাই পিতার প্রাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! 31ছোট ভাইকে আমাদের সঙ্গে না দেখলে আমাদের পিতা মারাই যাবেন আর দোষটা হবে আমাদেরই! তাহলে আমরা আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে এই দুঃখের কারণে মেরে ফেলব।

32"এই ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব আমিই নিয়েছিলাম। আমি পিতাকে বলেছিলাম, 'আমি যদি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি তবে সারাজীবন আমি অপরাধী হয়ে থাকব।' 33তাই এখন আমার এই ভিক্ষা, দয়া করে ছোট ভাইকে তার ভাইয়েদের সঙ্গে ফিরতে দিন। আর আমি এখানে আপনার দাস হয়ে থাকি। 34ঐ ছোট ভাই না ফিরলে আমি পিতাকে মুখ দেখাতে পারবো না। ভেবে ভয় পাচ্ছি আমার পিতার কি হবে।"

যোষেফ নিজের পরিচয় দিলেন

45 যোষেফ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন
না। তিনি সেখানে উপস্থিত সমস্ত লোকের
সামনে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, ‘‘সবাইকে চলে
যেতে বলো।” তাই সব লোক চলে গেল। কেবল
যোষেফের ভাইয়েরা যোষেফের সঙ্গে রইল। তখন
যোষেফ নিজের পরিচয় দিলেন। 2যোষেফ খুব উচ্চস্বরে
কাঁদছিলেন, আর ফরৌণের বাড়ীর সমস্ত মিশরীয়রা
তা শুনতে পেল। 3যোষেফ তাঁর ভাইদের বললেন,
‘‘আমি তোমাদের ভাই যোষেফ। আমার পিতা ভাল
আছেন তো?” কিন্তু ভাইয়েরা কোন উত্তর দিল না
কারণ তারা হতবুদ্ধি হলেন এবং ভয় পেলেন।

4তাই যোষেফ আবার তাঁর ভাইদের বললেন,
‘‘এখানে আমার কাছে এস। দয়া করে এখানে এস।”
তাই ভাইয়েরা যোষেফের কাছে গেল। যোষেফ তাদের
বলল, ‘‘আমি তোমাদের ভাই যোষেফ। আমিই সেই,
যাকে তোমরা দাস হিসাবে মিশরের জন্য বিক্রি
করেছিলে।” 5এখন চিন্তা কোর না। তোমরা যা করেছিলে
তার জন্য রাগও কোর না। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই
আমি এখানে এসেছি। আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচাতেই
এখানে এসেছি। 6দুর্ভিক্ষের কেবল দুটো বছরই কেটেছে।
এখনও আরও পাঁচ বছর কোন চাষ হবে না, ফসলও
ফলবে না। 7সুতরাং ঈশ্বর আমাকে তোমাদের আগেই
এখানে পাঠিয়েছেন যাতে আমি তোমাদের লোকজনদের
এই দেশে এনে বাঁচাতে পারি। 8আমাকে যে এখানে
পাঠানো হয়েছে তাতে তোমাদের দোষ নেই। এ ছিল
ঈশ্বরের পরিকল্পনা। ঈশ্বরই আমাকে ফরৌণের পিতার
স্থানে বসিয়েছেন। আমি তার সমস্ত বাড়ীর সমস্ত মিশর
দেশের রাজ্যপাল হয়েছি।”

ইস্রায়েল মিশরে আমন্ত্রিত হলেন

9যোষেফ বলল, ‘‘তোমরা তাড়াতাড়ি আমার পিতার
কাছে যাও। তাঁকে বল তার পুত্র যোষেফ এই বার্তা
পাঠিয়েছে।”

ঈশ্বর আমাকে মিশরের রাজ্যপাল করেছেন। তাই
এখানে আমার কাছে চলে আসুন। দেরী করবেন
না। এখনই চলে আসুন। 10আপনি আমার
কাছাকাছি গোশন প্রদেশে থাকতে পারেন।
আপনি, আপনার সন্তানরা, আপনার
নাতিনাতনিরা এবং আপনার সমস্ত পশুদেরও
নিয়ে আসুন। 11দুর্ভিক্ষের পরের পাঁচ বছর আমি
আপনার যত্ন নেব। ফলে আপনি এবং আপনার
পরিবারের যা আছে তার কিছুই হারিয়ে যাবে
না।

12যোষেফ তার ভাইদের বলল, ‘‘আমি যে সত্যি
সত্যিই যোষেফ তা তোমরা চোখেই দেখছ। এখন আমার
ভাই বিন্যামীনও জানে যে আমি তোমাদের ভাই,
তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। 13আমি মিশর দেশে যে
সম্মান অর্জন করেছি সে সম্বন্ধে পিতাকে বোল। এখানে
তোমরা যা যা দেখছ সে সম্বন্ধে তাঁকে বোল। এবার
ওঠ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার পিতাকে এখানে
নিয়ে এস।” 14এরপর যোষেফ বিন্যামীনকে বুকে জড়িয়ে
ধরে দুজনেই কাঁদতে লাগলেন। 15যোষেফ অন্যান্য
ভাইদেরও চুমু খেয়ে কাঁদলেন। এরপর ভাইয়েরা তার
সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

16ফরৌণও জানতে পারলেন যে যোষেফের ভাইরা
তার কাছে এসেছে। এই খবর ফরৌণের সারা ঘরে
ছড়িয়ে পড়লে ফরৌণ ও তাঁর দাসেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট
হলেন। 17ফরৌণ যোষেফকে বললেন, ‘‘তোমার ভাইদের
বল তাদের যে পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন তা নিয়ে
যেন কনান দেশে যায়। 18আরও বল যেন তারা তাদের
পিতা এবং তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমার
কাছে এইখানে ফিরে আসে। আমি তোমাদের বাস
করার জন্য মিশরে সব চাইতে ভাল জমি দেব। আর
তোমার পরিবার এখানকার সব চেয়ে ভাল খাবার খেতে
পাবে।”

19তারপর ফরৌণ বললেন, ‘‘আমাদের মালবাহী
গাড়ীগুলোর মধ্যে যেগুলো ভালো তার কিছু তোমার
ভাইদের দাও। তাদের বলো যেন, তারা কনান দেশে
গিয়ে তাদের পিতা এবং নিজের নিজের স্ত্রী ও পুত্র
কন্যা নিয়ে গাড়ী করে ফিরে আসে। 20সেখান থেকে
তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আসার ব্যাপারে তারা যেন
চিন্তা না করে, কারণ মিশরের সমস্ত উত্তম জিনিষ
তাদের।”

21ইস্রায়েলের সন্তানরা তাই করলেন। ফরৌণ যেমন
আদেশ করেছিলেন সেই মতো যোষেফ তাদের ভালো
কিছু মালবাহী গাড়ী দিলেন আর যাত্রার জন্য যথেষ্ট
খাবারও দিলেন। 22যোষেফ তাঁর প্রত্যেক ভাইকে সুন্দর
জামা জোড়াও দিলেন। কিন্তু যোষেফ বিন্যামীনকে
দিলেন পাঁচ জোড়া জামা আর 300 রৌপ্য মুদ্রা।
23যোষেফ তাঁর পিতার জন্যও উপহার পাঠালেন। তিনি
দশটা গাধার পিঠে বস্তা ভরে মিশরের বহু উত্তম জিনিষ
পাঠালেন। আর তার পিতার ফেরবার পথে যাত্রার জন্য
আরও দশটি স্ত্রী গাধার পিঠে করে শস্য, রুটি এবং
অন্যান্য খাবার পাঠালেন। 24তারপর যোষেফ তাঁর
ভাইদের বিদায় দিলেন। আর তারা যখন পথে যাচ্ছে
যোষেফ তাদের বললেন, ‘‘সোজা বাড়ী যাও। পথে
ঝগড়া কোর না।”

25তাই তারা মিশর দেশ ছেড়ে তাদের পিতার কাছে
কনান দেশে গিয়ে পৌঁছাল। 26ভাইয়েরা বলল, ‘‘পিতা
যোষেফ এখনো জীবিত! আর তিনিই সমস্ত মিশরের
নিযুক্ত রাজ্যপাল।” তাদের পিতা এই শুনে হতবুদ্ধি
হয়ে রইলেন; প্রথমে তো তাঁর বিশ্বাসই হল না। 27কিন্তু
তারপর তারা যোষেফ যা বলেছিলেন তা বলল। আর
যোষেফ তাঁকে মিশর দেশে নিয়ে যাবার জন্য যে মালবাহী
গাড়ীগুলো পাঠিয়েছিলেন তা যখন যাকোব দেখলেন,
তখন তিনি আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 28ইস্রায়েল
বললেন, ‘‘এবার আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করছি।
আমার পুত্র যোষেফ এখনও বেঁচে আছে! আহা, মৃত্যুর
আগে আমি তাকে দেখতে পাব!”

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে আশ্বাস দিলেন

46 ইস্রায়েল মিশর দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু
করলেন। প্রথমে তিনি বের্-শেবাতে গেলেন।
সেখানে ইস্রায়েল তাঁর পিতা ইস্হাকের ঈশ্বরের
উপাসনা করলেন এবং বলি দিলেন। 2রাত্রে ঈশ্বর স্বপ্নে
যাকোবের সঙ্গে কথা বললেন। ঈশ্বর বললেন, "যাকোব,
যাকোব।"

ইস্রায়েল উত্তর দিলেন, "এই যে আমি।"

3তখন ঈশ্বর বললেন, "আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার
ঈশ্বর। মিশরে যেতে ভয় কোর না। মিশরে আমি
তোমাকে এক মহাজাতিতে পরিণত করব। 4আমি
তোমার সঙ্গে মিশরে যাব আর তোমাকে সেখান থেকে
ফিরিয়ে আনব। তুমি মিশরে মারা যাবে কিন্তু যোষেফ
তোমার সঙ্গে থাকবে। তুমি মারা গেলে যোষেফই তার
নিজের হাত দিয়ে তোমার চোখ বুজিয়ে দেবে।"

ইস্রায়েল মিশরে গেলেন

5তারপর যাকোব বের্-শেবা ছেড়ে মিশরের দিকে
যাত্রা করলেন। ইস্রায়েলের পুত্রেরা নিজেদের পিতা
যাকোবকে এবং প্রত্যেকে নিজের পুত্র কন্যা ও স্ত্রীদের
নিয়ে মিশরে চললেন। ফরৌণ যে মালবাহী গাড়ীগুলো
পাঠিয়েছিলেন সেইগুলো করেই তাঁরা গেলেন। 6তাঁরা
তাঁদের পশুপাল এবং কনান দেশে তাদের যা যা ছিল
সব নিয়ে চললেন। সুতরাং ইস্রায়েল মিশরে তার সমস্ত
সন্তান এবং তাদের পরিবার নিয়েই গেলেন। 7তাঁর সঙ্গে
ছিল তাঁর পুত্রেরা এবং নাতিরা, তাঁর কন্যারা এবং
নাতনিরা। সুতরাং তাঁর সমস্ত পরিবার তাঁর সাথে মিশরে
গেলেন।

যাকোবের পরিবার

8ইস্রায়েলের পুত্রেরা এবং তার বংশধরেরা যারা
তাঁর সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন তাদের নামগুলি এই :

রূবেণ ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। 9রূবেণের পুত্রেরা ছিলেন
হনোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও কর্মি।

10শিমিয়োনের পুত্রেরা ছিলেন যিমূয়েল, যামীন,
ওহদ, যাখীন, সোহর এছাড়া শৌল। (শৌলের মা ছিলেন
একজন কনানীয় স্ত্রীলোক।)

11লেবীর পুত্রেরা ছিলেন গের্শোন, কহাৎ ও মরারি।

12যিহূদার পুত্রেরা ছিলেন এর, ওনন, শেলা, পেরস
ও সেরহ। (এর ও ওনন কনান দেশেই মারা গিয়েছিল।)
পেরসের পুত্রেরা হলেন হিষ্রোণ ও হামূল।

13ইষাখরের পুত্রেরা ছিলেন তোলয়, পূয়, যোব ও
শিম্রোণ। 14সবূলূনের পুত্রেরা ছিলেন সেরদ, এলোন ও
যহলেল।

15রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন
এনারা ছিলেন যাকোব ও লেয়ার সন্তানগণ।
পদ্দন্-অরামে লেয়ার এই সন্তানরা জন্মেছিল। তার
দীণা নামে একটি কন্যাও ছিল। তার পরিবারে মোট
সদস্য সংখ্যা ছিল 33 জন। 16গাদের পুত্রেরা ছিলেন
সিফিয়োন, হগি, শূনী, ইষ্বোন, এরি, অরোদী ও অরেলী।
17আশেরের পুত্রেরা ছিলেন যিম্না, যিশ্বা, যিশ্বি,
বরিয় এবং তাদের বোন সেরহ। বরিয়ের পুত্রেরা অর্থাৎ
হেবর ও মল্কীয়েলও ছিলেন। 18যাকোবের এই পুত্রেরা
ছিলেন তার স্ত্রীর দাসী সিল্পার। (সিল্পাই সেই দাসী যাকে
লাবন তার কন্যা লেয়ার সাথে দিয়েছিলেন।) তার
পরিবারের মোট সদস্য ছিলেন 16 জন।

19বিন্যামীনও যাকোবের সঙ্গে ছিলেন। বিন্যামীন
ছিলেন যাকোব ও রাহেলের পুত্র। (যোষেফও রাহেলের
পুত্র। কিন্তু যোষেফ ইতিমধ্যে মিশরে ছিলেন।)

20মিশরে যোষেফের দুই পুত্র হয়। তাদের নাম মনঃশি
ও ইফ্রয়িম। (যোষেফের স্ত্রীর নাম ছিল আসনৎ। তিনি
ছিলেন ওন শহরের যাজক পোটীফর এর কন্যা।)

21বিন্যামীনের পুত্রেরা হল বেলা, বেখর, অস্বেল,
গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ।

22এঁরা ছিলেন যাকোব ও তার স্ত্রী রাহেলের সন্তান।
পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা 14 জন।

23দানের পুত্র ছিলেন হূশীম।

24নপ্তালির পুত্র ছিলেন যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর ও
শিল্লেম।

25এঁরা ছিলেন যাকোব ও বিল্হার সন্তান। (বিল্হা-ই
সেই দাসী যাকে লাবন তার কন্যা রাহেলের সাথে
পাঠিয়েছিলেন।) এই পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা
ছিল সাত।

26সরাসরি যাকোব হতে উৎপন্ন উত্তরপুরুষদের মোট
66 জন তার সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন। (এই সংখ্যার
মধ্যে যাকোবের পুত্রদের স্ত্রীদের গণনা করা হয়নি।)
27আবার যোষেফেরও দুই সন্তান ছিলেন যাঁরা মিশরে
জন্মেছিলেন। সুতরাং মিশরে যাকোবের পরিবারের মোট
সদস্য সংখ্যা হল 70 জন।

ইস্রায়েল মিশরে পৌঁছালেন

28যোষেফের সঙ্গে কথা বলার জন্য যাকোব যিহূদাকে
তাঁর আগে পাঠালেন। এর পরে যাকোব এবং তাঁর
পুত্রেরা গোশন প্রদেশে পৌঁছোলেন। যিহূদা গোশন
প্রদেশে যোষেফের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। যাকোব
এবং তাঁর পরিবারের লোকজন এরপর সেই প্রদেশে
পৌঁছালেন। 29যোষেফ যখন শুনলেন যে তাঁর পিতা
আসছেন তখন তিনি রথ প্রস্তুত করে গোশন প্রদেশে
তাঁর পিতা ইস্রায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।
যোষেফ তাঁর পিতাকে দেখে গলা জড়িয়ে ধরে বহুক্ষণ
কাঁদলেন।

30তখন ইস্রায়েল যোষেফকে বললেন, "এখন আমি
শান্তিতে মরতে পারব। আমি তোমার মুখ দেখলাম
এবং জানলাম যে তুমি এখনও জীবিত।"

31যোষেফ তাঁর ভাইদের এবং পিতার পরিবারের
বাকীদের বললেন, "আমি ফরৌণকে বলতে যাচ্ছি যে
তোমরা এখানে এসেছ। আমি ফরৌণকে বলব, 'আমার
ভাইয়েরা এবং পিতার পরিবারের বাকী সবাই কনান
দেশ ছেড়ে এখানে আমার কাছে এসেছেন। 32পরিবারের
সবাই মেষপালক। তারা বরাবরই মেষপাল ও গো-পাল

রেখে থাকেন। তারা তাদের পশু ও আর যা কিছু তাদের ছিল সবই তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।’ 33ফরৌণ তোমাদের ডাকলে জিজ্ঞেস করবে, ‘তোমরা কি কাজ কর?’

34তোমরা তাকে বলবে, ‘আমরা মেষপালক। সারাজীবন ধরেই আমরা মেষ পালন করে আসছি। আমাদের আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মেষপালক ছিলেন।’ ফরৌণ তোমাদের গোশন প্রদেশে থাকতে দেবেন। মিশরীয়রা মেষপালকদের পছন্দ করেন না, সেইজন্য তোমাদের গোশন প্রদেশে থাকাটাই ভাল হবে।”

ইস্রায়েল গোশনে বাস করতে লাগলেন

47 যোষেফ ফরৌণের কাছে গিয়ে বললেন, “আমার পিতা, আমার ভাইয়েরা এবং তাদের পরিবারের সবাই এখানে এসেছেন। তারা তাদের পশু ও সর্বস্ব নিয়ে কনান দেশ থেকে চলে এসেছেন। তাঁরা এখন গোশন প্রদেশে রয়েছেন।” 2ফরৌণের সামনে যাবার জন্য ভাইদের মধ্যে পাঁচজনকে মনোনীত করলেন।

3ফরৌণ ভাইদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি কাজ কর?”

ভাইয়েরা ফরৌণকে বলল, “মহাশয়, আমরা মেষপালক। আর আমাদের আগে আমাদের পূর্বপুরুষরাও মেষপালক ছিলেন।”

4তারা ফরৌণকে বলল, “কনান দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। তাই পশুদের খাবার ঘাসের অভাব হয়েছে। তাই আমরা এই দেশে বাস করব বলে এখানে এসেছি। দয়া করে আমাদের গোশন প্রদেশে থাকতে দিন।”

5তখন ফরৌণ যোষেফকে বললেন, “তোমার পিতা ও তোমার ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছেন। 6তাদের থাকবার জন্য তুমি মিশরে যে কোন জায়গা বেছে নিতে পারো। তোমার পিতা এবং তোমার ভাইদের সব চাইতে ভাল জমিটা দিও। তাদের গোশন প্রদেশে বাস করতে দাও। আর তারা যদি দক্ষ মেষপালক হয় তবে তারা আমার পশুপালেরও যত্ন নিতে পারে।”

7তখন যোষেফ তাঁর পিতাকে ফরৌণের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ডেকে আনলেন। যাকোব ফরৌণকে আশীর্বাদ করলেন। 8ফরৌণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার বয়স কত?”

9যাকোব ফরৌণকে বললেন, “আমার আয়ুর এই অল্প সময়ে আমাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি কেবল 130 বছর বয়স্ক। আমার পিতা এবং আমার পূর্বপুরুষরা আমার চাইতেও বেশী বছর বেঁচেছেন।”

10যাকোব ফরৌণকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর সামনে থেকে বিদায় নিলেন।

11ফরৌণের কথামত যোষেফ তাঁর পিতা ও ভাইদের মিশরে জমিজমা দিলেন। রামিষেষ শহরের কাছে স্থিত সেই জমি মিশরের সব জমির চেয়ে সেরা ছিল। 12আর যোষেফ তাঁর পিতা, তাঁর ভাইদের এবং তার সমস্ত পরিজনদের তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করলেন।

যোষেফ ফরৌণের জন্য জমি কিনলেন

13দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। ফলে দেশে কোথাও কোন খাদ্য রইল না। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের জন্যে মিশর এবং কনান দেশ দরিদ্র হয়ে পড়ল। 14দেশের লোকেরা আরও শস্য কিনতে থাকল আর যোষেফ সেই অর্থ জমিয়ে ফরৌণের কাছে নিয়ে এল। 15কিছু পরে মিশরীয় এবং কনানীয়দের সব অর্থ শেষ হয়ে গেল। কারণ তারা সমস্ত অর্থই শস্য কিনতে ব্যয় করেছিল। তাই মিশরীয়রা যোষেফের কাছে গিয়ে বলল, “আমাদের খাদ্য দিন। আমাদের অর্থ শেষ হয়ে গেছে। আমরা খেতে না পেলে আপনার চোখের সামনে মারা যাব।”

16কিন্তু যোষেফ উত্তর দিলেন, “তোমাদের গো-পাল দাও, আমি তোমাদের খাবার দেব।” 17এইভাবে খাদ্য কেনার জন্য লোকেরা তাদের গো-পাল, ঘোড়া এবং অন্যান্য পশুর ব্যবহার করলেন। সেই বছরে যোষেফ পশুর বদলে তাদের খাদ্য দিলেন। 18কিন্তু পরের বছরে লোকেদের খাবার কেনার জন্য পশু এবং অন্য কিছু ছিল না। তাই লোকেরা যোষেফের কাছে গিয়ে বলল, “আপনি জানেন আমাদের কাছে আর কোন অর্থ নেই। আর আমাদের সব পশুও এখন আপনারই। সুতরাং আপনি যা দেখছেন আমাদের সেই দেহ ও আমাদের জমি ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। 19সত্যিই আমরা আপনার চোখের সামনে মারা যাব। কিন্তু আপনি আমাদের খাদ্য দিলে আমরা ফরৌণকে আমাদের জমি দেব এবং আমরা তার দাস হব। আমাদের বপন করার বীজ দিন। তাহলে আমরা মরব না। আর জমিতে আবার আমাদের জন্য শস্য হবে।”

20তাই যোষেফ মিশরের সমস্ত জমি ফরৌণের জন্য কিনে নিলেন। লোকেরা ক্ষুধার জন্য মিশরের সমস্ত জমি ফরৌণের কাছে বিক্রী করে দিল। 21আর মিশরের সর্বত্র লোকেরা ফরৌণের দাস হল। 22যোষেফ কেবল যাজকদের জমি কিনলেন না। যাজকদের জমি বিক্রী করারও প্রয়োজন ছিল না কারণ, ফরৌণ তাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিতেন আর তারা সেই অর্থ দিয়ে খাদ্য কিনত। 23যোষেফ লোকেদের বললেন, “এখন আমি তোমাদের এবং তোমাদের জমি ফরৌণের জন্য কিনে নিয়েছি। তাই আমি এরপর তোমাদের জমিতে বপন করার বীজ দেব। আর তোমরা তা বপন করতে পার। 24শস্য ছেদনের সময় তোমরা অবশ্যই উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফরৌণকে দেবে। বাকী পাঁচ ভাগের চার ভাগ শস্য তোমাদের হবে। তোমরা তোমাদের খাদ্যের জন্য সেই রাখা শস্যের বীজ পরের বছর বপন করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। আর তাতে তোমাদের পরিবার ও সন্তানদের জন্যও খাদ্য থাকবে।”

25লোকেরা বলল, “আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমরা ফরৌণের দাস হয়ে খুশী।”

26তাই যোষেফ সেই সময় জমির ব্যাপারে আইন তৈরী করলেন, আর সেই আইন আজও বলবৎ রয়েছে।

সেই আইন অনুযায়ী জমিতে উৎপন্ন সবকিছুর পাঁচ
ভাগের এক ভাগ ফরৌণের। যাজকদের জমি ছাড়া
সমস্ত জমি ফরৌণের।

“মিশরে কবর নয়”

27ইস্রায়েল মিশরের গোশন প্রদেশেই স্থায়ী হলেন।
তাঁর পরিবার সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল এবং বিশাল হয়ে
উঠল। মিশর দেশে তাঁরা কিছু জমি পেলেন এবং সফল
হলেন।

28যাকোব মিশরে 17 বছর বেঁচে ছিলেন সুতরাং
তাঁর বয়স হল 147 বছর। 29সময় হল যখন ইস্রায়েল
বুঝলেন যে তিনি শীঘ্রই মারা যাবেন। তাই তিনি তাঁর
পুত্র যোষেফকে নিজের কাছে ডাকলেন। তিনি বললেন,
‘‘যদি তুমি আমায় ভালবাস তবে আমার উরুর নীচে
হাত রাখ এবং প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি
তোমার কথায় বিশ্বস্ত হবে। আমি মারা গেলে আমায়
মিশরে কবর দিও না। 30যে জায়গায় আমার
পূর্বপুরুষদের কবর দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমায়
কবর দিও। আমাকে মিশর থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে
আমাদের পারিবারিক কবরে কবর দিও।”

যোষেফ উত্তর দিলেন, ‘‘আমি প্রতিজ্ঞা করছি
আপনার কথা মতোই কাজ করব।”

31তারপর যাকোব বললেন, ‘‘আমার কাছে দিব্য
কর।” তখন ইস্রায়েল বিছানায় তার মাথা নামিয়ে ঈশ্বরের
উপাসনা করলেন।*

মনঃশি ও ইফ্রয়িমের জন্য আশীর্বাদ

48 কিছু সময় পরে যোষেফ জানতে পারলেন যে
তাঁর পিতা খুব অসুস্থ। তাই যোষেফ তাঁর দুই
পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িমকে নিয়ে তাঁর পিতার কাছে
গেলেন। 2যোষেফ সেখানে পৌঁছালে ইস্রায়েলকে
কেউ খবর দিলেন, ‘‘আপনার পুত্র যোষেফ আপনাকে
দেখতে এসেছেন।” ইস্রায়েল খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন,
কিন্তু তিনি খুব চেষ্টা করে কোন মতে বিছানায় উঠে
বসলেন।

3তখন ইস্রায়েল যোষেফকে বললেন, ‘‘কনান দেশের
লূস নামক জায়গায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার সামনে
আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেখানে ঈশ্বর আমায় আশীর্বাদ
করেছিলেন। 4ঈশ্বর আমায় বলেছিলেন, ‘আমি তোমাকে
বহু বংশ করব। তোমার অনেক সন্তানসন্ততি হবে এবং
তারা মহান হবে। এই দেশ তোমার বংশধরেরা
চিরকালের জন্য তাদের অধিকারে রাখবে।’ 5আর এখন
তোমার দুই পুত্র, আমার আসার আগেই মিশর দেশে
এদের জন্ম হয়েছিল। তোমার দুই পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িম
আমার কাছে নিজের পুত্রের মতই হোক। তারা আমার
কাছে রূবেণ ও শিমিয়োনের মত হোক। 6সুতরাং ঐ দুই
জন পুত্র আমারই হোক। তারা আমার সব কিছুর
অংশীদার হবে। কিন্তু তোমার যদি আর কোন পুত্র
থাকে তবে তা তোমারই হোক। আর তারা ইফ্রয়িম ও
মনঃশির কাছে সন্তানের মতই হোক– অর্থাৎ ভবিষ্যতে
তারা ইফ্রয়িম ও মনঃশির অধিকারভুক্ত সব কিছুরই
অংশীদার হবে। 7পদ্দন্-অরাম থেকে আসার সময় রাহেল
মারা গেলেন। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখ পেলাম।
আমরা যখন ইফ্রাথের দিকে যাচ্ছিলাম তখন কনান
দেশে তিনি মারা গেলেন। আমি তাকে সেখানে ইফ্রাথ
যাবার পথের ধারে কবর দিলাম। (ইফ্রাথ বৈৎলেহেমের
অপর নাম।)”

8তখন ইস্রায়েল যোষেফের পুত্রদের দেখে জিজ্ঞাসা
করলেন, ‘‘এই বালকেরা কারা?”

9যোষেফ তাঁর পিতাকে বললেন, ‘‘এরা আমার
পুত্ররা, ঈশ্বরই এদের আমায় দিয়েছেন।”

ইস্রায়েল বললেন, ‘‘তোমার পুত্রদের আমার কাছে
নিয়ে এস। আমি তাদের আশীর্বাদ করব।”

10ইস্রায়েল বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং চোখেও ভালো
দেখতে পেতেন না। তাই যোষেফ দুই পুত্রকে পিতার
খুব কাছে নিয়ে এলেন। ইস্রায়েল তাদের গলা জড়িয়ে
চুমু খেলেন। 11তারপর ইস্রায়েল যোষেফকে বললেন,
“আমি ভাবতেই পারিনি যে কখনও তোমার মুখ দেখতে
পাব। কিন্তু দেখ! ঈশ্বর আমাকে তোমার এমনকি তোমার
পুত্রদেরও দেখতে দিলেন।”

12তারপর যোষেফ ইস্রায়েলের কোল থেকে তার
পুত্রদের নিলেন এবং তারা ইস্রায়েলের সামনে মাথা
নত করল। 13যোষেফ ইফ্রয়িমকে তার ডানদিকে এবং
মনঃশিকে তার বাঁ দিকে রাখলেন। (সুতরাং ইফ্রয়িম
ইস্রায়েলের বাম দিকে ও মনঃশি তার ডান দিকে রইল।)
14কিন্তু ইস্রায়েল তাঁর হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে
তার ডান হাত ছোট পুত্র ইফ্রয়িমের মাথায় রাখলেন।
ইস্রায়েল তার বাম হাত বড় পুত্র মনঃশির মাথায়
রাখলেন। মনঃশি প্রথমজাত হলেও তিনি বাম হাত
তার উপরে রাখলেন। 15ইস্রায়েল যোষেফকে আশীর্বাদ
করে বললেন,

“আমার পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইস্হাক আমাদের
ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। আর সেই ঈশ্বরই সারা
জীবন আমায় বহন করেছেন।

16 তিনিই সেই দেবদূত যিনি আমায় সব সমস্যা
থেকে রক্ষা করেছেন। আমার প্রার্থনা, তিনিই এই পুত্রদের
আশীর্বাদ করবেন। এখন এই পুত্রেরা আমার এবং আমার
পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইস্হাকের নামে আখ্যাত হোক।
আমার প্রার্থনা তারা যেন পৃথিবীতে বৃদ্ধি পেয়ে বহু
বংশ ও বহু জাতি হয়।”

17যোষেফ যখন দেখলেন তাঁর পিতা ডান হাত
ইফ্রয়িমের মাথায় রেখেছেন, তখন তিনি খুশী হলেন
না। যোষেফ পিতার হাত ইফ্রয়িমের মাথা থেকে তুলে
ধরে মনঃশির মাথায় রাখতে চাইলেন। 18যোষেফ তার
পিতাকে বললেন, ‘‘আপনি আপনার ডান হাত ভুল

তখন ... করলেন অথবা “তখন ইস্রায়েল তাঁর লাঠির মাথায় পূজা করলেন।” “লাঠির” হিব্রু প্রতিশব্দটি “শয্যা” ও বোঝায়। এবং “পূজার” হিব্রু প্রতিশব্দটি “নত হওয়া” অথবা “হেলান দেওয়া” এরকমও বোঝায়।”

জনের মাথার উপর রেখেছেন। মনঃশিই প্রথমজাত। তার উপরেই ডান হাত রাখুন!"

19কিন্তু তাঁর পিতা তর্ক করে বললেন, ‘‘আমি জানি বৎস, আমি জানি। মনঃশি প্রথমজাত সে মহান হবে, বহুলোকের পিতা হবে কিন্তু ছোট জন বড়জনের চেয়েও মহান হবে আর তার বংশ আরও অনেক হবে।"

20তাই ইস্রায়েল সেই দিন এই বলে আশীর্বাদ করলেন,

‘‘ইস্রায়েল কাউকে আশীর্বাদ করতে তোমাদেরই নাম ব্যবহার করবে। তারা বলবে, "ঈশ্বর তোমাকে যেন মনঃশি ও ইফ্রয়িমের মতো করেন।"

এইভাবে ইস্রায়েল মনঃশির চাইতে ইফ্রয়িমকে বড় করলেন।

21তারপর ইস্রায়েল যোষেফকে বললেন, ‘‘দেখ আমার মৃত্যুর সময় কাছে এসে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবেন। তিনিই তোমাকে আবার তোমার পূর্বপুরুষদের দেশে নিয়ে যাবেন। 22আমি তোমাকে যা দিলাম তা তোমার ভাইদের দিই নি। ইমোরীয়দের হাত থেকে যে পাহাড় আমি জয় করে নিয়েছিলাম তা তোমায় দিচ্ছি। আমি সেই পাহাড় জয় করতে আমার তরবারি ও ধনুক ব্যবহার করেছিলাম এবং আমি জয়ী হয়েছিলাম।"

যাকোব তাঁর পুত্রদের আশীর্বাদ করলেন

49 এরপর যাকোব তাঁর পুত্রদের তার কাছে ডাকলেন এবং বললেন, ‘‘আমার বাছারা এখানে আমার কাছে এস। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আমি তোমাদের বলছি।

2‘‘যাকোবের পুত্রেরা এস, একসাথে এসে শোন তোমাদের পিতা ইস্রায়েল কি বলছেন।"

রূবেণ

3"রূবেণ আমার প্রথম জাত, তুমিই তো আমার প্রথম সন্তান, পুরুষ হিসাবে আমার শক্তির প্রথম প্রমাণ। তুমি আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং শক্তিমান।

4 কিন্তু বন্যার মত তোমার কামেচ্ছা, তুমি তা দমন করো নি। সেইজন্য তুমি সম্মানিত সন্তান হিসাবে তোমার প্রাধান্য হারাবে। তুমি তোমার পিতার শয্যায় উঠেছিলে আর তার এক স্ত্রীর সাথে শুয়েছিলে। তুমি সেই শয্যায় ঘুমিয়েছ এবং সেই শয্যাকে অপবিত্র করেছ।"

শিমিয়োন ও লেবি

5"শিমিয়োন ও লেবি ভাই ভাই। তারা যোদ্ধা এবং তারা তাদের তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে ভালবাসে।

6তারা গোপনে মন্দ বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা করল। আমার আত্মা তাদের পরিকল্পনায় অংশ নেবে না। তাদের গোপন সভা আমি স্বীকার করব না। তারা রাগে মানুষ হত্যা করল। কেবল ঠাট্টা করতে পশুদের আঘাত করল।

7তাদের ক্রোধ এক অভিশাপ। কারণ তা প্রচণ্ড। উন্মত্ত হয়ে উঠলে তারা নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ হয়। তারা যাকোবের দেশে তাদের অংশ পাবে না। তারা সমস্ত ইস্রায়েলে ছড়িয়ে পড়বে।"

যিহূদা

8‘‘যিহূদা তোমার ভাইয়েরা তোমার প্রশংসা করবে। তুমি তোমার শত্রুদের পরাজিত করবে। তোমার ভাইয়েরা তোমার কাছে জানু পাতবে।

9আমার বাছা, তুমি শিকারের ওপর দাড়িয়ে থাকা সিংহের মত। সে বিশ্রাম করলে তাকে বিরক্ত করার সাহস কার আছে।

10যিহূদার বংশ থেকেই রাজারা উঠবে। তার বংশ যে শাসন করবে এই চিহ্ন প্রকৃত রাজা না আসা পর্যন্ত রইবে। পরে বহু লোক বাধ্য হয়ে তার সেবা করবে।

11সে দ্রাক্ষালতা দিয়ে তার গাধা বাঁধবে। গাধার শাবককে উত্তম দ্রাক্ষালতায় বাঁধবে। উত্তম দ্রাক্ষারসে নিজের বস্ত্র ধৌত করবে।

12তার চোখ দ্রাক্ষারস পান ক'রে লাল, তার দাঁত দুধ পান করে সাদা।"

সবূলূন

13‘‘সবূলূন সমুদ্রের কাছে বাস করবে। তার সমুদ্রোপকূল জাহাজের পক্ষে হবে নিরাপদ। সীদোন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তার দেশ।"

ইষাখর

14"ইষাখর খচ্চরের মত কঠিন পরিশ্রম করেছে। ভারী বোঝা বহন করার পর সে বিশ্রাম করবে।

15সে দেখবে তার বিশ্রাম স্থান উত্তম। তার দেশ হবে মনোহর। তখন সে ভারী বোঝা বইতে সম্মত হবে। দাস হিসাবে কাজ করতে সম্মতি জানাবে।"

দান

16‘‘দান ইস্রায়েলের অন্য বংশের মতোই নিজের প্রজাদের বিচার করবে।

17দান হবে পথের ধারের সাপের মত। সে পথে শুয়ে থাকা বিষধর সাপের মতই হবে। সেই সাপ, যে ঘোড়ার পায়ে দংশন করে চালককে মাটিতে ফেলে দেয়।

18হে প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের অপেক্ষা করছি।"

গাদ

19‘‘এক দল দস্যু গাদকে আক্রমণ করবে। কিন্তু গাদ তাদের পিছনে তাড়া করবে।"

আশের

20‘‘আশেরের দেশে উত্তম খাদ্য উৎপন্ন হবে। রাজার উপযুক্ত খাদ্যই সে যোগাবে!"

নপ্তালি

21“নপ্তালি মুক্ত হরিণীর মতো, আর তার বাক্য
তাদের সুন্দর শিশুর মতো।”

যোষেফ

22“যোষেফ কৃতকার্য্য হয়েছে। সে ফলে ঢাকা লতার
মতো। বসন্তে বেড়ে ওঠা শাখার মতো। বেড়ার গায়ে
বেড়ে ওঠা লতার মতো।
23অনেক লোক তার বিরুদ্ধে গেছে এবং তার সঙ্গে
যুদ্ধ করেছে। ধনুকধারীরা তার শত্রু হয়েছে।
24কিন্তু সে তার পরাক্রমী ধনু ও দক্ষ বাহুর সাহায্যে
যুদ্ধ জয় করেছে। সে ক্ষমতা পায় যাকোবের এক
শক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে, এক মেষপালক
ইস্রায়েলের শৈলের কাছ থেকে।
25তোমার পিতার ঈশ্বরের কাছ থেকে ঈশ্বর তোমায়
আশীর্বাদ করুন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ
করুন, উপরের আকাশ হতে আশীর্বাদ বর্ষান, আর
গভীর জল থেকেও আশীর্বাদ করুন। তিনি তোমাকে
স্তন ও গর্ভ হতেও আশীর্বাদ করুন।
26আমার পূর্বপুরুষেরা অনেক আশীর্বাদ ভোগ
করেছেন। কিন্তু তোমার পিতা আমি আরও বেশী
আশীর্বাদ পেয়েছি। তোমার ভাইয়েরা তোমায় সব থেকে
বঞ্চিত করল; কিন্তু এখন আমি পর্বতের সমান উঁচু
আশীর্বাদ তোমার মাথায় রাশিকৃত করলাম।”

বিন্যামীন

27“বিন্যামীন ক্ষুধার্ত নেকড়ে। সকালে সে শিকার
করে খেতে বসে। সন্ধ্যাবেলা যা পড়ে থাকে তা ভাগ
করে নেয়।”
28এই হল ইস্রায়েলের বারো বংশ। আর এই
কথাগুলো তাদের পিতা তাদের বলেছিলেন। তিনি
প্রত্যেকটি সন্তানকে তাদের উপযুক্ত আশীর্বাদে আশীর্বাদ
করলেন। **29**তারপর ইস্রায়েল তাদের এই নির্দেশ দিয়ে
বললেন, ‘‘মৃত্যুর পর আমি চাই আমার লোকদের সঙ্গে
পুনর্মিলিত হতে, সুতরাং হেতীয় ইফ্রোণের ক্ষেতে যে
গুহা আছে সেখানে আমার পূর্বপুরুষদের সেই গুহায়
আমায় কবর দিও। **30**সেই কবর কনান দেশে মম্রির
কাছে মক্পেলা ক্ষেতে রয়েছে। সেই ক্ষেত অব্রাহাম
ইফ্রোণের কাছ থেকে কিনেছিলেন যেন সে কবর দিতে
পারে। **31**অব্রাহাম ও তার স্ত্রী সারাও সেই কবরে সমাহিত
হয়েছিলেন। ইস্হাক ও তার স্ত্রী রিবিকাকেও সেই কবরে
সমাহিত করা হয়েছিল। আমি আমার স্ত্রী লেয়াকেও
সেখানে সমাহিত করেছি। **32**সেই গুহা হেতীয়দের কাছ
থেকে কেনা সেই ক্ষেতের মধ্যে রয়েছে।” **33**যাকোব
তার পুত্রদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে শুয়ে পড়লেন।
বিছানায় পা উঠিয়ে রাখলেন, তারপর মারা গেলেন।

যাকোবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

50 ইস্রায়েল মারা গেলে যোষেফ অত্যন্ত দুঃখিত
হলেন। তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর পিতাকে
জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। **2**যোষেফ তাঁর ভৃত্যদের পিতার
দেহ প্রস্তুত করতে বললেন। (এই ভৃত্যেরা চিকিৎসক
ছিল।) চিকিৎসকেরা মিশরীয়রা যে বিশেষভাবে দেহ
প্রস্তুত করে সেইভাবে যাকোবের দেহ কবর দেবার
জন্য প্রস্তুত করল। **3**দেহ বিশেষভাবে প্রস্তুত করার
সময় কবর দেবার আগে তারা 40 দিন পর্যন্ত অপেক্ষা
করল। তারপর 70 দিন ধরে মিশরীয়রা যাকোবের জন্য
শোক পালন করল।
4শোকের 70 দিন শেষ হলে যোষেফ ফরৌণের
আধিকারিকদের বললেন, **5**‘ফরৌণকে দয়া করে এই
কথা বলুন: “আমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন
তখন আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তাঁকে
কনান দেশে এক গুহায় সমাহিত করব। এই গুহা তিনি
নিজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাই দয়া করে আমার
পিতাকে কবর দিতে দিন। তারপর আমি আবার আপনার
কাছে ফিরে আসব।”’
6ফরৌণ বললেন, ‘‘তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর।
যাও তোমার পিতাকে কবর দাও।”
7তাই যোষেফ তাঁর পিতাকে সমাহিত করতে
চললেন। ফরৌণের সমস্ত আধিকারিক, ফরৌণের
নেতারা এবং মিশরের প্রবীণেরা যোষেফের সাথে
গেলেন। **8**যোষেফের পরিবারের সবাই, তাঁর ভাইয়েরা
ও তাঁর পিতার পরিবারের সবাই তার সঙ্গে গেলেন।
গোশন প্রদেশে কেবল তাদের সন্তানসন্ততি ও পশুরা
থেকে গেল। **9**সেই এক বিরাট দল হল এমনকি এক
দল সৈনিকও রথে ও ঘোড়ায় চড়ে চলল।
10তারা যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে গোরেন আটদের*
খামারে এলেন। এই স্থানে তারা ইস্রায়েলের জন্য দীর্ঘ
সময় ধরে শোক সভা করলেন। সেই শোক সভা সাত
দিন ধরে চলল। **11**কনান দেশের লোকেরা গোরেন
আটদের সেই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখে বললেন,
‘‘মিশরীয়দের এ দারুণ বিষাদময় শোকের অনুষ্ঠান!”
সেইজন্য যর্দ্দন নদীর পারের সেই জায়গার নাম হল
আবেল্-মিস্রয়ীম। **12**সুতরাং যাকোবের পুত্রেরা তাদের
পিতার কথানুসারে কাজ করলেন। **13**তারা তাঁর দেহ
কনান দেশে বহন করে এনে মক্পেলার গুহাতে কবর
দিল। অব্রাহাম হেতীর ইফ্রোণের কাছ থেকে মম্রির
কাছে যে ক্ষেত কিনেছিলেন এই কবর সেখানেই ছিল।
অব্রাহাম কবর দেবার জন্যই এটা কিনেছিলেন।
14যোষেফ তাঁর পিতাকে কবর দেবার পর তাঁর দলের
সবাই মিশরে ফিরে গেলেন।

ভাইয়েরা তবুও যোষেফকে ভয় করে চলল

15যাকোব মারা গেলে যোষেফের ভাইয়েরা
দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। তারা এই ভেবে ভীত হল যে বহু
বছর আগে তারা যোষেফের প্রতি যা করেছিল, যোষেফ
হয়ত তার প্রতিফল দেবে। তারা বলল, ‘‘হয়তো যোষেফ
এখনও আমরা যা করেছিলাম তার জন্য আমাদের

গোরেন আটদের এর অর্থ “আটদের শস্য ঝাড়াই করার খামার।”

ঘৃণা করে।” 16এইজন্য ভাইয়েরা যোষেফকে এই বলে
পাঠাল:

পিতা মারা যাবার আগে আপনাকে এই বার্তা
দিতে বলেছিলেন। 17তিনি বললেন, ‘যোষেফকে
আমার এই অনুরোধ, সে যেন দয়া করে তার
ভাইদের অন্যায় কাজ ক্ষমা করে দেয়।’ সেই জন্য
আমরা এখন আমাদের তোমার প্রতি করা সেই
অন্যায় কাজের ক্ষমা চাই। আমরা সেই ঈশ্বরের
দাস যিনি তোমার পিতারও ঈশ্বর। এই খবরে
যোষেফ খুব দুঃখ পেলেন এবং কাঁদলেন। 18তাঁর
ভাইয়েরা তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করলেন এবং
বললেন, ‘‘আমরা আপনার দাস হব।” 19তখন
যোষেফ তাদের বললেন, “ভয় কোর না, আমি
ঈশ্বর নই!” শাস্তি দেবার অধিকার আমার নেই।
20এটা সত্যি যে তোমরা আমার অনিষ্ট করার
পরিকল্পনা করেছিলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই
আমার জন্য ভাল কিছু পরিকল্পনা করছিলেন।
ঈশ্বরের আমার মাধ্যমে অনেকের প্রাণ বাঁচানোর
পরিকল্পনা ছিল। 21আর ঘটল ও তা-ই! তাই ভয়
পেও না। আমি তোমাদের এবং তোমাদের
সন্তানদের সহায় হব।” এইভাবে যোষেফ ভাইদের
ভালো ভালো কথা বললে তারা ভালো বোধ
করল। 22যোষেফ তাঁর পিতার পরিবারের সঙ্গে
মিশরে রইলেন। যোষেফ 110 বছর বয়সে মারা
গেলেন। 23যোষেফের জীবনকালেই যোষেফ এও
দেখলেন যে তাঁর পুত্র মনঃশির মাখীর নামে
একটি পুত্র হ’ল। যোষেফের জীবনকালেই
মাখীরের পুত্ররা জন্মাল এবং যোষেফ তাও দেখে
যেতে পারলেন।

যোষেফের মৃত্যু

24অন্তিম শয্যায় যোষেফ তাঁর ভাইদের বললেন,
‘‘আমার মৃত্যুর সময় নিকট, কিন্তু আমি জানি ঈশ্বর
তোমাদের যত্ন নেবেন এবং এই দেশ থেকে বের করে
নিয়ে যাবেন সেই দেশে, যে দেশ তিনি অব্রাহাম ইস্‌হাক
ও যাকোবকে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।”

25তারপর যোষেফ তাঁর লোকদের একটি শপথ
নিতে বললেন যে ঈশ্বর তাদের যখন নতুন দেশে নিয়ে
যাবেন, তখন তারা যেন তাঁর অস্থি বহন করে নিয়ে
যায়।

26যোষেফ 110 বছর বয়সে মিশরে মারা গেলেন।
চিকিৎসকেরা তাঁর দেহে ঔষধ দিয়ে মিশরে এক
শবাধারের মধ্যে রাখলেন।

যাত্রাপুস্তক

মিশরে যাকোবের পরিবার

1 যাকোব তার পুত্রদের নিয়ে মিশরের পথে চললেন। পুত্রদের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ পরিবারও ছিল। ইস্রায়েলের পুত্ররা হল: 2রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা 3ইষাখর, সবূলূন, বিন্যামীন, 4দান, নপ্তালি, গাদ এবং আশের। 5যাকোবের সবশুদ্ধ 70 জন উত্তরপুরুষ ছিল। যোষেফ তাঁর বারোজন পুত্রের একজন, কিন্তু সে আগে থেকে মিশরে ছিল। 6পরে যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং ঐ প্রজন্মের প্রত্যেকেই মারা গেলেও 7ইস্রায়েলের লোকেদের অসংখ্য সন্তান ছিল। তাদের লোকসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, মিশর দেশটি ইস্রায়েলীয়তে ভরে গিয়েছিল।

ইস্রায়েলের লোকেদের সমস্যা

8সেইসময় একজন নতুন রাজা মিশর শাসন করতে লাগলেন। এই রাজা যোষেফকে চিনতেন না। 9রাজা তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ইস্রায়েলের লোকেদের দিকে চেয়ে দেখ, ওরা সংখ্যায় অসংখ্য এবং আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী! 10তাদের শক্তিবৃদ্ধি বন্ধ করবার জন্য আমাদের কিছু একটা চতুরতার সাহায্য নিতেই হবে। কারণ, এখন যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে ওরা আমাদের পরাজিত করবার জন্য ও আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে।"

11মিশরের লোকেরা তাই ইস্রায়েলের লোকেদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ফন্দি আঁটল। সুতরাং ইস্রায়েলীয়দের তত্ত্বাবধান করবার জন্য মিশরীয়রা ক্রীতদাস মনিবদের নিয়োগ করল। এই দাস শাসকেরা ইহুদীদের দিয়ে জোর করে রাজার জন্য পিথোম ও রামিষেষ নামে দুটি নগর নির্মাণ করাল। এই দুই নগরের রাজা শস্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্র মজুত করে রাখলেন।

12মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করল। কিন্তু তাদের যত বেশী কঠিন পরিশ্রম করানো হতে থাকল ততই ইস্রায়েলের লোকেদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিস্তার ঘটতে থাকল। ফলে মিশরীয়রা ইস্রায়েলের লোকেদের আরও বেশী ভয় পেতে শুরু করল। 13আর সেইজন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি আরও বেশী নির্দয় হয়ে উঠল। সুতরাং মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের আরো কঠিন পরিশ্রম করাতে বাধ্য করল।

14মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। তারা ইস্রায়েলীয়দের ইঁট তৈরি করবার জন্য গাদা গাদা ভারী ঢালাই এর মিশ্রণ বহন করতে এবং মাঠে লাঙল চালাতে বাধ্য করেছিল। তারা ইস্রায়েলীয়দের সব রকমের কঠিন কাজ করতে বাধ্য করেছিল।

ঈশ্বরকে অনুসরণকারী ধাইমাগণ

15ইস্রায়েলীয় মহিলাদের সন্তান প্রসবে সাহায্য করবার জন্য দুজন ধাইমা ছিল। তাদের দুজনের নাম ছিল শিফ্রা ও পূয়া। 16স্বয়ং রাজা এসে সেই দুই ধাইমাকে বললেন, "দেখছি তোমরা বরাবর হিব্রু মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় সাহায্য করে চলেছো। দেখ, যদি কেউ কন্যা সন্তান প্রসব করে তাহলে ঠিক আছে, তাকে বাঁচিয়ে রেখ, কিন্তু পুত্র সন্তান হলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করবে।"

17কিন্তু ধাইমারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে রাজার আদেশ অমান্য করে পুত্র সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখল।

18রাজা এবার তাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "তোমরা এটা কি করলে? কেন তোমরা আমার অবাধ্য হয়েছ এবং পুত্র সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখেছ?"

19ধাইমারা রাজাকে বলল, "হে রাজা, ইস্রায়েলীয় মহিলারা মিশরের মহিলাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। আমরা তাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছবার আগেই ইস্রায়েলীয় মহিলারা সন্তান প্রসব করে ফেলে।" (20-21ঈশ্বর ঐ ধাইমাদের এই আচরণে খুশী হলেন। তাই ঈশ্বর ধাইমাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের নিজেদের পরিবার বানাতে দিলেন। ইস্রায়েলীয়রা সংখ্যায় আরও বাড়তে থাকল এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।)

22পরে ফরৌণ নিজস্ব লোকেদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা কন্যা সন্তান বাঁচিয়ে রাখতে পারো। কিন্তু পুত্র সন্তান হলে তাকে নীলনদে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।"

শিশু মোশি

2 লেবি পরিবারের একজন পুরুষ লেবি পরিবারেরই এক কন্যাকে বিয়ে করেছিল। 2সে সন্তানসম্ভবা হল এবং একটা সুন্দর ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। পুত্র সন্তান দেখতে এত সুন্দর হয়েছিল যে তার মাতা তাকে তিন মাস লুকিয়ে রেখেছিল। 3তিন মাস পরে যখন সে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছিল না, তখন সে একটি ঝুড়িতে আলকাতরা মাখালো এবং তাতে শিশুটিকে রেখে নদীর তীরে লম্বা ঘাসবনে রেখে এলো। 4শিশুটির বড় বোন তার ভাইয়ের কি অবস্থা হতে পারে দেখবার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের ঝুড়ির দিকে লক্ষ্য

রাখছিল। 5ঠিক তখনই ফরৌণের মেয়ে নদীতে স্নান
করতে এসেছিল। সে দেখতে পেল ঘাসবনে একটি
ঝুড়ি ভাসছে। তার সহচরীরা তখন নদী তীরে ঘুরে
বেড়াচ্ছিল। তাই সে তার সহচরীদের একজনকে ঝুড়িটা
তুলে আনতে বলল। 6তারপর রাজকন্যা ঝুড়িটা খুলে
দেখল যে তাতে রয়েছে একটি শিশুপুত্র। শিশুটি তখন
কাঁদছিল। আর তা দেখে রাজকন্যার বড় দয়া হল।
ভাল করে শিশুটিকে লক্ষ্য করার পর সে বুঝতে পারল
যে শিশুটি হিব্রু।

7এবার শিশুটির দিদি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে
রাজকন্যাকে বলল, ‘‘আমি কি আপনাকে সাহায্যের
জন্য কোনও হিব্রু ধাত্রীকে ডেকে আনব যে অন্তত
শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে পারবে?”

8রাজকন্যা বলল, ‘‘বেশ যাও।”

সুতরাং মেয়েটি গেল এবং শিশুটির মাকে ডেকে
আনল।

9রাজকন্যা তাকে বলল, “আমার হয়ে তুমি এই
শিশুটিকে দুধ পান করাও। এরজন্য আমি তোমাকে
টাকা দেব।”

তারই মা শিশুটিকে যত্ন করে বড় করে তুলতে
লাগল। 10শিশুটি বড় হয়ে উঠলে মহিলাটি তার সন্তানকে
রাজকন্যাকে দিয়ে দিল। রাজকন্যা শিশুটিকে নিজের
ছেলের মতোই গ্রহণ করে তার নাম দিল মোশি। শিশুটিকে
সে জল থেকে পেয়েছিল বলে তার নামকরণ করা হল
মোশি।

মোশি তার লোকেদের সাহায্য করল

11একদিন, মোশি বড় হয়ে যাবার পর, সে তার
নিজের লোকেদের দেখবার জন্য বাইরে গেল এবং
দেখল তাদের ভীষণ কঠিন কাজ করতে বাধ্য করা
হচ্ছে। সে এও দেখল যে একজন মিশরীয় একজন
হিব্রু ছোকরাকে প্রচণ্ড মারধর করছে। 12মোশি চারিদিকে
তাকিয়ে দেখল কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে না। তখন
মোশি সেই মিশরীয়কে হত্যা করে তাকে বালিতে পুঁতে
দিল।

13পরদিন মোশি দেখল দুজন ইস্রায়েলীয় নিজেদের
মধ্যে মারামারি করছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যায়ভাবে
আরেকজনকে মারছে। মোশি তখন সেই অন্যায়কারী
লোকটির উদ্দেশ্যে বলল, ‘‘কেন তুমি তোমার
প্রতিবেশীকে মারছো?”

14লোকটি উত্তরে জানাল, “তোমাকে কে আমাদের
শাস্তি দিতে পাঠিয়েছে? বলো, তুমি কি আমাকে মারতে
এসেছ যেমনভাবে তুমি গতকাল ঐ মিশরীয়কে হত্যা
করেছিলে?”

তখন মোশি ভয় পেয়ে মনে মনে বলল, ‘‘তাহলে
এখন ব্যাপারটা সবাই জেনে গেছে।”

15একদিন রাজা ফরৌণ মোশির কীর্তি জানতে
পারলেন; তিনি তাকে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু
মোশি মিদিয়ন দেশে পালিয়ে গেল।

মিদিয়নে মোশি

মিদিয়নে এসে একটি কুয়োর সামনে মোশি বসে
পড়ল। 16সেখানে এক যাজক ছিল। তার ছিল সাতটি
মেয়ে। কুয়ো থেকে জল তুলে পিতার পোষা মেষপালকে
জল খাওয়ানোর জন্য সেই সাতটি মেয়ে কুয়োর কাছে
এল। তারা মেষেদের জল পানের পাত্রটি ভর্তি করার
চেষ্টা করছিল। 17কিন্তু কিছু মেষপালক এসেছিল এবং
তরুণীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই মোশি তাদের সাহায্য
করতে এলো এবং তাদের পশুর পালকে জল পান
করালো।

18তখন তরুণীরা তাদের পিতা রূয়েলের কাছে ফিরে
গেল। সে বলল, “তোমরা আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ
দেখছি!”

19তরুণীরা উত্তর দিল, “হ্যাঁ! ওখানে কুয়ো থেকে
জল তোলার সময় কিছু মেষপালক আমাদের তাড়িয়ে
দিল। কিন্তু একজন অচেনা মিশরীয় এলো এবং
আমাদের সাহায্য করল। সে আমাদের জন্য জলও
তুলে দিল এবং আমাদের মেষের পালকে জল পান
করালো।” 20রূয়েল তার মেয়েদের বলল, ‘‘সেই লোকটি
কোথায়? তোমরা তাকে ওখানে ছেড়ে এলে কেন?
যাও তাকে আমাদের সঙ্গে খাবার নেমন্তন্ন করে এসো।”

21মোশি রূয়েলের সঙ্গে থাকবার জন্য খুশীর সঙ্গে
রাজী হল। রূয়েল তার মেয়ে সিপ্পোরার সঙ্গে মোশির
বিয়ে দিল। 22বিয়ের পর সিপ্পোরা একটি পুত্র সন্তানের
জন্ম দিল। মোশি তার নাম দিল গের্শোম কারণ সে
ছিল প্রবাসে থাকা একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন

23দেখতে দেখতে অনেক বছর পেরিয়ে গেল।
মিশরের রাজাও ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে। কিন্তু
ইস্রায়েলীয়দের তখনও জোর করে কাজ করানো
হচ্ছিল। তারা সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি শুরু করল।
এবং সেই কান্না স্বয়ং ঈশ্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। 24ঈশ্বর
তাদের গভীর আর্তনাদ শুনলেন এবং তিনি স্মরণ
করলেন সেই চুক্তির কথা যা তিনি অব্রাহাম, ইস্হাক
এবং যাকোবের সঙ্গে করেছিলেন। 25ঈশ্বর
ইস্রায়েলীয়দের দেখেছিলেন এবং তিনি জানতেন তিনি
কি করতে যাচ্ছেন। এবং তিনি স্থির করলেন যে শীঘ্রই
তিনি তাঁর সাহায্যের হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দেবেন।

জ্বলন্ত ঝোপ

3রূয়েল ছাড়াও মোশির শ্বশুরের আর এক নাম ছিল
যিথ্রো। যিথ্রো মিদিয়নীর একজন যাজক। মোশি
যিথ্রোর মেষের পালের দেখাশোনার দায়িত্ব নিল। মোশি
মেষের পাল চরাতে মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে যেত।
একদিন সে মেষের পাল চরাতে চরাতে ঈশ্বরের পর্বত
হোরেবে (সিনয়) গিয়ে উপস্থিত হল। 2ঐ পর্বতে সে
জ্বলন্ত ঝোপের ভিতরে প্রভুর দূতের দর্শন পেল। মোশি
দেখল ঝোপে আগুন লাগলেও তা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে
না। 3তাই সে অবাক হয়ে জ্বলন্ত ঝোপের আর একটু

কাছে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল কি আশ্চর্য ব্যাপার,
ঝোপে আগুন লেগেছে, অথচ ঝোপটা পুড়ে নষ্ট হচ্ছে
না!
4প্রভু লক্ষ্য করছিলেন মোশি ক্রমশঃ ঝোপের দিকে
দৃষ্টিপাত করতে করতে কাছে এগিয়ে আসছে। তাই
ঈশ্বর ঐ ঝোপের ভিতর থেকে ডাকলেন, "মোশি,
মোশি!"
এবং মোশি উত্তর দিল, "হ্যাঁ প্রভু।"
5তখন প্রভু বললেন, ''আর কাছে এসো না। পায়ের
চটি খুলে নাও। তুমি এখন পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে
আছো। 6আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর। আমি
অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের
ঈশ্বর।"
মোশি ঈশ্বরের দিকে তাকানোর ভয়ে তার মুখ ঢেকে
ফেলল।
7তখন প্রভু বললেন, ''মিশরে আমার লোকেদের
দুর্দশা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এবং যখন তাদের
ওপর অত্যাচার করা হয় তখন আমি তাদের চিৎকার
শুনেছি। আমি তাদের যন্ত্রণার কথা জানি। 8এখন
সমতলে নেমে গিয়ে মিশরীয়দের হাত থেকে আমার
লোকেদের আমি রক্ষা করব। আমি তাদের মিশর থেকে
উদ্ধার করে নিয়ে যাব এবং আমি তাদের এমন এক
সুন্দর দেশে নিয়ে যাব যে দেশে তারা স্বাধীনভাবে
শান্তিতে বাস করতে পারবে। সেই দেশ হবে বহু ভাল
জিনিসে ভরা ভূখণ্ড।* নানা ধরণের মানুষ সে দেশে
বাস করে: কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয়
ও যিবূষীয় গোষ্ঠীর লোকেরা সেখানে বাস করে। 9আমি
ইস্রায়েলীয়দের কান্না শুনেছি। দেখেছি, মিশরীয়রা
কিভাবে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। 10সুতরাং
এখন আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে পাঠাচ্ছি। যাও!
তুমি আমার লোক ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের
করে আনো।"
11কিন্তু মোশি ঈশ্বরকে বলল, ''আমি কোনও মহান
ব্যক্তি নই! সুতরাং আমি কি করে ফরৌণের কাছে যাব
এবং ইহুদীদের মিশর থেকে উদ্ধার করে আনব?"
12ঈশ্বর বললেন, ''তুমি পারবে, কারণ আমি
তোমার সঙ্গে থাকব! আমি যে তোমাকে পাঠাচ্ছি তার
প্রমাণ হবে: তুমি ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে উদ্ধার
করে আনার পর এই পর্বতে এসে আমার উপাসনা
করবে।"
13তখন মোশি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলল, ''কিন্তু আমি
যদি গিয়ে ইস্রায়েলীয়দের বলি যে, 'তোমাদের
পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন,' তখন তারা
আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তার নাম কি?' তখন আমি
তাদের কি বলব?"
14তখন ঈশ্বর মোশিকে বললেন, ''তাদের বলো,
'আমি আমিই।' যখনই তুমি ইস্রায়েলীয়দের কাছে যাবে
তখনই তাদের বলবে, 'আমিই' আমাকে পাঠিয়েছেন।"

বহু … ভূখণ্ড আক্ষরিক অর্থে, "যে দেশে দুধ এবং মধু বয়ে যাচ্ছে।"

15ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন, ''তুমি অবশ্যই
তাদের একথা বলবে: 'যিহোবা হলেন তোমাদের
পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর
এবং যাকোবের ঈশ্বর। আমার নাম সর্বদা হবে যিহোবা।
এই নামেই আমাকে লোকে বংশপরম্পরায় চিনবে।'
লোকেদের বোলো, 'যিহোবা তোমাকে পাঠিয়েছেন!'"
16প্রভু আরও বললেন, ''যাও, ইস্রায়েলের প্রবীণদের
একত্র করে তাদের বলো, 'যিহোবা, তোমাদের
পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়েছেন।
অব্রাহামের, ইস্হাকের এবং যাকোবের ঈশ্বর আমাকে
বলেছেন: তোমাদের সঙ্গে মিশরে যা ঘটছে তা সবই
আমি দেখেছি। 17আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মিশরের
দুর্দশা থেকে তোমাদের উদ্ধার করব। আমি তোমাদের
উদ্ধার করব এবং তোমাদের কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়,
পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। আমি
তোমাদের বহু ভাল জিনিসে ভরা ভূখণ্ডে নিয়ে যাব।'
18''প্রবীণরা তোমার কথা শুনবে এবং তখন তুমি
প্রবীণদের নিয়ে মিশরের রাজার কাছে যাবে। তুমি
অবশ্যই যাবে এবং রাজাকে বলবে যে যিহোবা,
ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর আমাদের সামনে আবির্ভূত
হয়েছিলেন। এখন আমাদের তিনদিন ধরে মরুভূমিতে
ভ্রমণ করতে দাও। সেখানে আমরা যিহোবা, আমাদের
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ দান করব।'
19''কিন্তু আমি জানি যে মিশরের রাজা তোমাদের
সেখানে যেতে দেবে না। কেবলমাত্র একটি মহান শক্তিই
তোমাদের যাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করাতে পারে।
20তাই আমি আমার মহান ক্ষমতা দিয়ে মিশরীয়দের
আঘাত করব। আমি ঐ দেশে আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটাব।
আমার ঐসব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটানোর পরেই দেখবে যে
সে তোমাদের যেতে দিচ্ছে। 21এবং আমি
ইস্রায়েলীয়দের প্রতি মিশরীয়দের দয়ালু করে তুলব।
ফলে তোমরা যখন মিশর ত্যাগ করবে তখন মিশরীয়রা
তোমাদের হাত উপহারে ভরে দেবে।
22প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় মহিলা নিজের নিজের মিশরীয়
প্রতিবেশীর বাড়ী যাবে এবং মিশরীয় মহিলার কাছে
গিয়ে উপহার চাইবে। এবং মিশরীয় মহিলারা তাদের
উপহার দেবে। তোমার লোকেরা উপহার হিসাবে সোনা,
রূপো এবং মিহি ও মসৃণ পোশাক পাবে। তারপর
যখন তোমরা মিশর ত্যাগ করবে তখন সেই উপহারগুলি
নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের গায়ে পরিয়ে দেবে।
এইভাবে তোমরা মিশরীয়দের সম্পদ নিয়ে আসতে
পারবে।"

মোশির জন্য প্রমাণ

4 তখন মোশি ঈশ্বরকে বললেন, ''কিন্তু আপনি
আমাকে পাঠিয়েছেন বললেও ইস্রায়েলের লোকেরা
তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। বরং তারা উল্টে বলবে,
'প্রভু তোমাকে দর্শন দেননি।'"
2কিন্তু প্রভু মোশিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমার
হাতে ওটা কি?"

মোশি উত্তর দিল, “এটা আমার পথ চলার লাঠি।”
3তখন প্রভু বললেন, “ঐ লাঠিকে মাটিতে ছুঁড়ে
ফেল।”

প্রভুর কথামতো মোশি তার হাতের পথ চলার
লাঠিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতেই ঐ লাঠি তৎক্ষণাৎ
সাপে পরিণত হল। মোশি তা দেখে ভয়ে পালাতে
চাইল। 4প্রভু মোশিকে বললেন: “যাও কাছে গিয়ে
সাপটিকে লেজের দিক থেকে ধরো।”

সুতরাং মোশি সাপটির লেজ ধরে ঝোলাতেই দেখল
সাপটি আবার লাঠিতে পরিণত হল। 5তখন প্রভু বললেন,
“লাঠি দিয়ে এই চমৎকারিত্ব দেখালেই লোকেরা বিশ্বাস
করবে যে তুমি প্রভু, তোমার পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের দেখা
পেয়েছ। দেখা পেয়েছ অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের
ঈশ্বরের।”

6তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, “আমি তোমাকে
আরও একটি প্রমাণ দেব। আলখাল্লার নিচে হাত
রাখো।”

তাই মোশি আলখাল্লা খুলে হাত ভেতরে রাখলো।
তারপর সে তার হাত বের করে দেখল হাতটি শ্বেতীতে
ভরে গেছে।

7তখন প্রভু বললেন, “এবার আবার আলখাল্লার
ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দাও।” তাই মোশি আবার তার
হাত আলখাল্লার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল এবং তা বের
করে আনার পর মোশি দেখল তার হাত আবার আগের
মতোই স্বাভাবিক সুন্দর হয়ে গেছে।

8তারপর প্রভু বললেন, “যদি লোকেরা লাঠিকে
সাপ বানানোর কীর্তি দেখার পরও তোমাকে বিশ্বাস না
করে তাহলে হাতের ব্যাপারটি দেখাবে। তখন তোমাকে
তারা বিশ্বাস করবে। 9যদি এই দুটো প্রমাণ দেখানোর
পরও লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস না করে তাহলে নীলনদ
থেকে সামান্য জল নেবে। সেই জল মাটিতে ঢালবে
এবং জল মাটিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তা রক্তে
পরিণত হবে।”

10কিন্তু মোশি প্রভুর উদ্দেশ্যে বললেন, “প্রভু, আমি
সত্যি একজন চতুর বক্তা নই। আমি কোনোকালেই
সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। এবং এখনও
আপনার সঙ্গে কথা বলার পরেও আমি সুবক্তা হতে
পারি নি। আপনি জানেন যে আমি ধীরে ধীরে কথা
বলি এবং কথা বলার সময় ভাল ভাল শব্দ চয়ন
করতে পারি না।”

11তখন প্রভু তাকে বললেন, “মানুষের মুখ কে সৃষ্টি
করেছে? এবং কে একজন মানুষকে বোবা ও কালা
তৈরি করে? কে মানুষকে অন্ধ তৈরি করে? কে মানুষকে
দৃষ্টিশক্তি দেয়? আমি যিহোবা। আমিই একমাত্র এইসব
করতে পারি। 12সুতরাং যাও। যখন তুমি কথা বলবে
তখন আমি তোমায় কথা বলতে সাহায্য করব। আমিই
তোমার মুখে শব্দ জোগাব।”

13কিন্তু মোশি বলল, “হে আমার প্রভু, আমার
একটাই অনুরোধ আপনি এই কাজের জন্য অন্য
একজনকে মনোনীত করুন, আমাকে নয়।”

14তখন মোশির প্রতি প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,
“বেশ! তাহলে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি
তোমার ভাই হারোণকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। হারোণ
লেবীয় পরিবারের সন্তান এবং সে বেশ ভাল বক্তা।
হারোণ ইতিমধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য
আসছে। এবং সে তোমাকে দেখে খুশীই হবে। 15হারোণ
তোমার সঙ্গে ফরৌণের কাছে যাবে। তোমাদের কি
বলতে হবে তা আমি বলে দেব। কি করতে হবে তা
আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব এবং তুমি তা হারোণকে
বলে দেবে। 16তোমার হয়ে হারোণ লোকেদের সঙ্গে
কথা বলবে। তুমি হবে তার কাছে ঈশ্বরের মতো। আর
হারোণ হবে তোমার মুখপাত্র।* 17সুতরাং যাও এবং
সঙ্গে তোমার পথ চলার লাঠি নাও। আমি যে তোমার
সঙ্গে আছি তা প্রমাণ করার জন্য লোকেদের এই
চিহ্ন-কার্য্যগুলি দেখাও।”

মোশির মিশরে প্রত্যাবর্তন

18মোশি তখন তার শ্বশুর যিথ্রোর কাছে ফিরে গেল।
মোশি তার শ্বশুরকে বলল, “অনুগ্রহ করে আমাকে
মিশরে ফিরে যেতে দিন। আমি দেখতে চাই আমার
লোকেরা এখনও সেখানে বেঁচে আছে কিনা।”

যিথ্রো তার জামাতা মোশিকে বলল, “নিশ্চয়ই!
আশা করি তুমি সেখানে ভালোভাবেই পৌঁছাবে।”

19মিদিয়নে থাকাকালীন প্রভু মোশিকে বললেন,
“মিশরে ফিরে যাওয়া এখন তোমার পক্ষে ভাল। কারণ
যারা তোমায় হত্যা করতে চেয়েছিল তারা এখন কেউ
বেঁচে নেই।”

20সুতরাং মোশি তখন তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের
গাধার পিঠে চাপিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করল।
সঙ্গে সে তার পথ চলার লাঠিও নিল। এটা সেই
পথ চলার লাঠি যাতে রয়েছে ঈশ্বরের অলৌকিক
শক্তি।

21মিশরে আসার পথে প্রভু মোশির সঙ্গে কথা
বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমি তোমাকে
অলৌকিক কাজ দেখানোর যে সব শক্তি দিয়েছি
সেগুলো সব ফরৌণের সঙ্গে কথা বলার সময় তার
সামনে করে দেখাবে। কিন্তু আমি ফরৌণকে একগুঁয়ে
এবং জেদী করে তুলব। সে লোকেদের কিছুতেই ছেড়ে
দেবে না।

22তখন তুমি ফরৌণকে বলবে: 23প্রভু বলেছেন,
‘ইস্রায়েল হল আমার প্রথমজাত পুত্র সন্তান। এই
প্রথমজাত সন্তান একটি পরিবারে জন্মেছিল।
অতীতদিনে এই প্রথমজাত সন্তানের গুরুত্ব ছিল অসীম।
এবং আমি তোমাকে বলছি আমার পুত্রকে আমার
উপাসনার জন্য ছেড়ে দাও। তুমি যদি ইস্রায়েলকে
ছেড়ে দিতে অস্বীকার করো তাহলে আমি তোমার
প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করব।’”

তুমি ... মুখপাত্র আক্ষরিক অর্থে, “সে হবে তোমার মুখ আর তুমি হবে তার ঈশ্বর।”

মোশির পুত্রের সুন্নৎকরণ

24মিশরে ফেরার পথে মোশি একটি পান্থশালায় রাত্রিযাপন করছিল। তখন প্রভু তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন।* 25কিন্তু সিপ্পোরা একটা ধারালো পাথরের ছুরি দিয়ে তার পুত্রের সুন্নৎ করল। এবং সুন্নৎ-এর চামড়া (চামড়াটি লিঙ্গের মুখ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছিল।) মোশির পায়ে ছোঁয়াল। তারপর সে মোশিকে বলল, ‘‘আমার কাছে তুমি রক্তের স্বামী।” 26সিপ্পোরা একথা বলেছিল কারণ তার পুত্রের সুন্নৎ তাকে করতেই হোত। তাই সে তাদের কাছ থেকে সরে এল।

ঈশ্বরের সম্মুখে মোশি এবং হারোণ

27প্রভু হারোণকে বললেন, ‘‘মরুপ্রান্তরে গিয়ে মোশির সঙ্গে দেখা করো।” প্রভুর কথামতো হারোণ ঈশ্বরের পর্বতে গিয়ে মোশির সঙ্গে দেখা করে তাকে চুম্বন করল। 28প্রভু যে সব কথা বলবার জন্য মোশিকে পাঠিয়েছিলেন এবং প্রভুই যে তাকে পাঠিয়েছেন তা প্রমাণ করবার জন্য যে সব অলৌকিক কাজ করতে বলেছিলেন তার সম্বন্ধে, সবই মোশি হারোণকে জানাল। প্রভু যা বলেছেন তার সবকিছু মোশি হারোণকে খুলে বলল।

29সুতরাং মোশি এবং হারোণ ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের একত্র করার জন্য গেল। 30তখন হারোণ সেই কথাগুলো বলল যেগুলো প্রভু মোশিকে বলতে বলেছিলেন। আর মোশি লোকেদের সামনে সেই সকল চিহ্ন-কার্য্য করে দেখাল। 31তার ফলে লোকেরা বিশ্বাস করল যে প্রভু মোশিকে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি, ইস্রায়েলের লোকেরা জানল যে, ঈশ্বর তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তাই তারা সকলে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লাগল।

ফরৌণের সম্মুখে মোশি এবং হারোণ

5 লোকেদের সঙ্গে কথা বলার পর মোশি এবং হারোণ ফরৌণের কাছে গিয়ে বলল, ‘‘প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, ‘আমার সম্মানার্থে উৎসব করার জন্য আমার লোকেদের মরুপ্রান্তরে যাওয়ার ছাড়পত্র দাও।’”

2কিন্তু ফরৌণ বলল, ‘‘কে প্রভু? আমি কেন তাকে মানব? কেন ইস্রায়েলকে ছেড়ে দেব? এমনকি এই প্রভু কে আমি তাই জানি না। সুতরাং আমি এভাবে ইস্রায়েলের লোকেদের ছেড়ে দিতে পারি না।”

3তখন হারোণ এবং মোশি বলল, ‘‘ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাই আমরা তিন দিনের জন্য মরুপ্রান্তরে ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করছি, সেখানে আমরা আমাদের প্রভু, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করব। আমরা যদি তা না করি তাহলে তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধ্বংস করে দেবেন। আমাদের মহামারী অথবা যুদ্ধের প্রকোপে মেরে ফেলবেন।”

4কিন্তু তখন মিশরের রাজা তাদের উত্তর দিলেন, ‘‘মোশি ও হারোণ, তোমরা কাজের লোকেদের বিরক্ত করছ। ওদের কাজ করতে দাও। গিয়ে নিজের কাজে মন দাও। 5দেখ, দেশে এখন প্রচুর কর্মী আছে এবং তোমরা তাদের কাজ করা থেকে বিরত করছ।”

ফরৌণ লোকেদের শাস্তি দিলেন

6একই দিনে ক্রীতদাস প্রভুদের এবং ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়কদের ফরৌণ আদেশ দিলেন ইস্রায়েলীয় লোকেদের আরো কিছু কঠিনতর কাজ দিতে। 7ফরৌণ তাদের বললেন, ‘‘ইঁট তৈরির জন্য এতদিন তোমরা খড় সরবরাহ করেছো। কিন্তু ওদের বলো, এখন থেকে ইঁট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় খড় ওরা নিজেরাই যেন খুঁজে আনে। 8কিন্তু খড় খুঁজে আনতে হবে বলে ইঁটের উৎপাদন যেন না কমে। আগে ওরা সারাদিনে যে পরিমাণ ইঁট তৈরি করতো নিজেরা খড় জোগাড় করে আনার পরও ওদের আগের মতো একই পরিমাণ ইঁট তৈরি করতে হবে। আজকাল ওরা ভীষণ অলস হয়ে গেছে। এবং সেজন্যই ওরা আমার কাছে মরুপ্রান্তরে যাওয়ার ছাড়পত্র চাইছে। ওদের হাতে বিশেষ কাজ নেই তাই ওরা ওদের ঈশ্বরকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যেতে চায়। 9তাই এই লোকেদের আরও কঠিন পরিশ্রম করাও যাতে ওরা ব্যস্ত থাকে। তাহলে ওদের আর প্রতারণামূলক কথা শোনবার সময় হবে না।”

10তাই মিশরের ক্রীতদাস প্রভু এবং ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়করা ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে গিয়ে বলল, ‘‘ফরৌণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ইঁট তৈরির জন্য তোমাদের আর খড় সরবরাহ করা হবে না। 11এবার থেকে তোমরা নিজেরা খড় জোগাড় করে আনবে। সুতরাং যাও গিয়ে খড় জোগাড় করো। কিন্তু ইঁট তৈরির পরিমাণ আগের মতোই রাখতে হবে। খড় জোগাড়ের নাম করে কম ইঁট তৈরি করলে চলবে না।”

12সুতরাং লোকেরা মিশরের চারিদিকে খড়ের খোঁজে গেল। 13ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রায়েলীয়দের আরো কঠিন কাজ করালো এবং তাদের একদিনে সমান সংখ্যক ইঁট তৈরি করতে বাধ্য করল যা তারা খড় থাকাকালীন করত। 14মিশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করানোর দায়িত্ব চাপালো ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়কদের ওপর। মিশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়কদের মারল এবং তাদের বলল, ‘‘কেন তোমরা আগের মতো ইঁট তৈরি করাতে পারছো না? তোমরা আগে যা করতে পারতে এখনও তোমাদের তাই পারা উচিৎ।’’

15তখন ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়করা ফরৌণের কাছে নালিশ জানাতে গেল। তারা ফরৌণকে বলল, ‘‘আমরা তো আপনার অনুগত ভৃত্য, তাহলে আমাদের সঙ্গে কেন এরকম ব্যবহার করছেন? 16আপনি আমাদের খড় সরবরাহ বন্ধ করেছেন। আবার বলছেন আগের মতোই

তখন ... করলেন এক্ষেত্রে হত্যার অর্থ সম্ভবতঃ ঈশ্বর মোশিকে সুন্নৎ করতে চাইছিলেন।

ইঁটের উৎপাদন চালু রাখতে হবে। ইঁট তৈরির পরিমাণ
কম হলেই আমাদের মনিবরা আমাদের মারধোর করছে।
আপনার লোকেরা এটা তো অন্যায় করছে।"

17উত্তরে ফরৌণ জানালেন, "তোমরা কাজ করতে
চাও না। তোমরা অলস হয়ে গেছ। সেজন্যই তোমরা
প্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যাবার ব্যাপারে
আমার অনুমতি চেয়েছো। 18যাও, এখন আবার কাজে
ফিরে যাও। আমরা তোমাদের কোনও খড় সরবরাহ
করব না। এবং তোমাদের আগের মতোই সমপরিমাণ
ইঁট তৈরি করতে হবে।"

19তখন ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়করা বুঝতে পারল যে
তারা গভীর সঙ্কটে পড়েছে। তারা জানতো যে কিছুতেই
তারা আগের পরিমাণ মতো ইঁট আর তৈরি করতে
পারবে না।

20ফরৌণের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে মোশি
এবং হারোণের সঙ্গে তাদের দেখা হল। মোশি ও
হারোণ অবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই অপেক্ষা
করছিল। 21সুতরাং ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়করা মোশি ও
হারোণকে বলল, "আমাদের যাওয়ার ছাড়পত্র চাওয়ার
ব্যাপারে ফরৌণের সঙ্গে কথা বলে তোমরা একটা
মারাত্মক ভুল করেছো। প্রভু যেন তোমাদের শাস্তি
দেন। কারণ তোমাদের জন্যই ফরৌণ ও তার শাসকেরা
আমাদের এখন ঘৃণা করে। তোমরাই তাদের হাতে
আমাদের হত্যা করার অজুহাত তুলে দিয়েছ।"

ঈশ্বরকে মোশির নালিশ

22তখন মোশি প্রভুর কাছে ফিরে গেল এবং বলল,
"প্রভু কেন আপনি আপনার লোকেদের প্রতি এমন
অমঙ্গল করলেন? কেন আপনি আমায় এখানে
পাঠিয়েছিলেন? 23আপনি যা বলতে বলেছিলেন আমি
সেকথাগুলো বলতেই ফরৌণের কাছে গিয়েছিলাম। অথচ
সেই সময় থেকেই ফরৌণ আপনার লোকেদের প্রতি
অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করছে। এবং আপনি ঐসব
লোকেদের সাহায্যের জন্য কোনও কিছুই করছেন না।"

6 প্রভু তখন মোশিকে বললেন, "ফরৌণের এখন আমি
কি অবস্থা করব তা তুমি দেখতে পাবে। আমি তার
বিরুদ্ধে আমার মহান ক্ষমতা ব্যবহার করব এবং সে
আমার লোকেদের চলে যেতে বাধ্য করবে। সে যে শুধু
আমার লোকেদের ছেড়ে দেবে তা নয়, সে তার দেশ
থেকে তাদের জোর করে পাঠিয়ে দেবে।"*

2ঈশ্বর তখন মোশিকে আরও বললেন, 3"আমিই
হলাম প্রভু। আমি অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের
সামনে নিজেকে প্রকাশ করতাম। তারা আমায় এল্‌সদাই
(সর্বশক্তিমান ঈশ্বর) বলে ডাকত। আমার নাম যে
যিহোবা তা তারা জানত না। 4আমি তাদের সঙ্গে
একটি চুক্তি করেছিলাম। আমি তাদের কনান দেশ দেবার
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ঐ দেশে তারা বাস করলেও
দেশটি কিন্তু তাদের নিজস্ব দেশ ছিল না। 5এখন আমি
ইস্রায়েলীয়দের বিলাপ শুনেছি যাদের মিশরীয়রা তাদের
ক্রীতদাস করে রেখেছিল এবং আমি আমার চুক্তিকে
মনে রাখব এবং আমি যা প্রতিশ্রুতি করেছিলাম তাই
করব। 6সুতরাং ইস্রায়েলের লোকেদের গিয়ে বলো আমি
তাদের বলেছি, 'আমি হলাম প্রভু। আমি তোমাদের
রক্ষা করব। আমিই তোমাদের মুক্ত করব। তোমরা
আর মিশরীয়দের ক্রীতদাস থাকবে না। আমি আমার
মহান শক্তি ব্যবহার করব এবং মিশরীয়দের ভয়ঙ্কর
শাস্তি দেব। তখন আমি তোমাদের উদ্ধার করব। 7আমি
তোমাদের আমার লোক করে নিলাম এবং আমি হব
তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা জানবে যে আমি হলাম
তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর যে তোমাদের মিশর থেকে মুক্ত
করেছে। 8আমি অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের কাছে
একটি মহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি তাদের একটি
বিশেষ দেশ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই
তোমাদের ঐ দেশে নিয়ে যেতে আমিই নেতৃত্ব দেব।
আমি তোমাদের ঐ দেশটি দিয়ে দেব। সেই দেশটি
একান্তভাবে তোমাদেরই হবে। আমিই হলাম প্রভু।'"

9মোশি এই কথাগুলো ইস্রায়েলীয়দের বলল, কিন্তু
তাদের ধৈর্য্যহীনতা ও কঠোর পরিশ্রমের দরুণ তারা
তার কথা শুনতে অস্বীকার করল।

10তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 11"যাও মিশরের
রাজা ফরৌণকে বলো যে ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ
থেকে তার মুক্তি দেওয়া উচিৎ।"

12কিন্তু মোশি উত্তরে জানাল, "ইস্রায়েলের
লোকেরাই আমার কথা শুনতে অস্বীকার করছে,
সেক্ষেত্রে ফরৌণ আর কি শুনবে! সেও আমার কথা
শুনতে রাজি হবে না। এ ব্যাপারে আমি একরকম
নিশ্চিত। তার উপর আমি ভালো ভাবে "কথা বলতেও
পারি না।"

13কিন্তু প্রভু মোশি এবং হারোণের সঙ্গে কথা বললেন
এবং তাদের ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে ও ফরৌণের সঙ্গে
কথা বলতে আদেশ দিলেন। প্রভু তাদের ইস্রায়েলীয়দের
মিশর থেকে উদ্ধার করে আনতে আদেশ দিলেন।

ইস্রায়েলের কয়েকটি পরিবার

14ইস্রায়েলীয় পরিবারগুলির নেতাদের নাম
ক্রমানুসারে এইরূপ: ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল
রূবেণ। তার পুত্ররা ছিল: হনোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও
কর্ম্মি। 15শিমিয়োনের পুত্ররা ছিল: যিমূয়েল, যামীন,
ওহদ, যাখীন, সোহর এবং শৌল যে ছিল এক কনানীয়া
মহিলার গর্ভজাত সন্তান। 16লেবি 137 বছর জীবিত
ছিলেন। লেবির পুত্রদের নাম হল গের্শোন, কহাৎ ও
মরারি। 17গের্শোনের আবার দুই পুত্র ছিল লিব্‌নি ও
শিমিয়ি। 18কহাৎ 133 বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল। কহাতের
পুত্রেরা হল অম্রম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ এবং উষীয়েল।
19মরারির দুই পুত্র হল মহলি ও মূশি। এই প্রত্যেকটি
পরিবারের প্রথম পূর্বপুরুষ ছিল ইস্রায়েলের সন্তান
লেবি।

আমি … দেবে আক্ষরিক অর্থে, শক্তিশালী হাতের কারণে সে ওদের ছেড়ে দেবে। এবং একটি শক্ত হাতের কারণে সে তাকে ওদের ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে।

20অম্রম 137 বছর বেঁচে ছিল। অম্রম তার আপন
পিসি যোকেবদকে বিয়ে করেছিল। অম্রম ও যোকেবদের
দুই সন্তান হল যথাক্রমে হারোণ এবং মোশি। 21যিষ্‌হরের
পুত্ররা হল কোরহ, নেফগ ও সিখ্রি। 22আর উষীয়েলের
সন্তান হল মীশায়েল, ইল্‌সাফন ও সিথ্রি।
23হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা, নহোশনের বোন
ইলীশেবাকে বিয়ে করেছিল। হারোণ ও ইলীশেবার
সন্তানরা হল নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামর।
24কোরহের পুত্র অসীর, ইল্‌কানা ও অবীয়াসফ হল
কোরহীয় গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ।
25হারোণের পুত্র ইলিয়াসর পূটীয়েলের এক কন্যাকে
বিয়ে করার পরে তাদের যে সন্তান হয় তার নাম দেওয়া
হয় পীনহস। এরা প্রত্যেকেই ইস্রায়েলের পুত্র লেবির
বংশজাত।
26হারোণ এবং মোশি ছিল এই পরিবারগোষ্ঠীর। প্রভু
তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন,
"আমার লোকেদের মিশর থেকে দলে দলে বের করে
নিয়ে এসো।" 27হারোণ এবং মোশি উভয়েই মিশরের
রাজা ফরৌণের সঙ্গে কথা বলেছিল। তারাই ফরৌণকে
বলেছিল ইস্রায়েলের লোকেদের মিশর থেকে ছেড়ে
দেওয়া হোক।

ঈশ্বর পুনরায় মোশিকে আহ্বান জানালেন

28মিশরে যেদিন প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন,
29তিনি তাকে বলেছিলেন, ''আমিই হলাম প্রভু। আমি
তোমাকে যা কিছু বলেছি তা মিশরের রাজা ফরৌণকে
গিয়ে বলো।"
30কিন্তু মোশি উত্তর দিল, ''আমি ভালোভাবে কথা
বলতে পারি না। রাজা আমার কথা শুনবে না।"
7 প্রভু তখন মোশিকে বললেন, ''আমি তোমাকে
ফরৌণের কাছে একজন ঈশ্বর করে তুলেছি। আর
হারোণ তোমার ভাই হবে তোমার ভাববাদী। 2তোমার
ভাই হারোণকে আমার সমস্ত আদেশগুলো বলো।
তাহলে হারোণ রাজাকে আমার কথাগুলো জানাবে।
ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ থেকে চলে যেতে
অনুমতি দেবে।
3-4কিন্তু আমি ফরৌণকে জেদী করে তুলব। তাই
সে তোমাদের কথা মানবে না। তখন আমি নিজেকে
প্রমাণের উদ্দেশ্যে মিশরে নানারকম অলৌকিক ও অদ্ভুত
কাজ করবো। তবুও সে তোমাদের কথা শুনবে না।
সুতরাং তখন আমি মিশরকে কঠিন শাস্তি দেব এবং
আমি মিশর থেকে আমার লোকেদের বের করে আনব।
5যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে যাই তখন মিশরের
লোকেরাও জানতে পারবে যে আমিই হলাম প্রভু।
সেই মূহুর্তে আমি আমার লোকেদের মিশরীয়দের দেশ
থেকে বের করে আনব।"
6প্রভু তাদের যা বলেছিলেন মোশি এবং হারোণ তা
মেনে চলেছিল। 7যখন তারা ফরৌণের সঙ্গে কথা
বলেছিল সেই সময়ে মোশির বয়স ছিল 80 এবং
হারোণের বয়স ছিল 83 বছর।

মোশির পথ চলার লাঠি সাপে পরিণত হল

8মোশি এবং হারোণকে প্রভু বললেন, 9"ফরৌণ
তোমাদের শক্তির পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে কোনও
অলৌকিক কাজ ঘটিয়ে দেখাতে বলবে। তখন হারোণকে
বলবে তোমার পথ চলার লাঠিটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে।
ফরৌণের চোখের সামনে মাটিতে পড়ে থাকা ঐ লাঠি
নিমেষের মধ্যে সাপে পরিণত হবে।"
10তাই মোশি এবং হারোণ প্রভুর কথামতো ফরৌণের
কাছে গেল। হারোণ তার সামনে লাঠিটি মাটিতে ছুঁড়ে
ফেলেছিল। ফরৌণ এবং তার সভাসদদের চোখের
সামনেই লাঠি সাপে পরিণত হল।
11রাজা এই ঘটনা দেখে তার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও
যাদুকরদের ডাকলেন। রাজার নিজস্ব যাদুকররা তাদের
মায়াবলে হারোণের মতো তাদের লাঠিটিও সাপে
পরিণত করে দেখাল। 12সেইসব যাদুকরেরাও নিজের
নিজের হাতের লাঠিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে মূহুর্তে
লাঠিগুলিকে সাপে রূপান্তরিত করে দেখাল। কিন্তু
হারোণের লাঠি তাদের লাঠিগুলোকে গ্রাস করে নিল।
13তবুও ফরৌণ উদ্ধত হয়ে রইল। প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী
অনুযায়ী রাজা মোশি এবং হারোণের কথায় কান দিল
না।

জল রক্তে পরিণত হল

14তখন প্রভু মোশিকে বললেন, "ফরৌণ লোকেদের
ছেড়ে না দেবার জেদ ধরে রইল। 15সকালে ফরৌণ
নদীর দিকে যায়। তুমিও তার সঙ্গে দেখা করার জন্য
নীল নদের তীরে দাঁড়াবে। সাপে পরিণত হয় ঐ লাঠিকে
সঙ্গে নেবে। 16ফরৌণকে বলবে: 'প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের
ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রভু আমায় আপনাকে
বলতে বলেছেন যে তাঁর লোকেদের যেন তাঁর উপাসনার
জন্য মরুপ্রান্তরে যেতে দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত অবশ্য
আপনি প্রভুর কথা শোনেন নি। 17তাই প্রভু আপনার
সম্মুখে নিজের স্বরূপ প্রমাণের উদ্দেশ্যে কিছু কাণ্ড
ঘটাবেন। এবার দেখুন আমি আমার পথ চলার লাঠিকে
নীল নদের জলে আঘাত করব এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর
জল রক্তে পরিণত হবে। 18নদীর সমস্ত মাছ মারা যাবে
এবং নদীর জলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। ফলে মিশরীয়রা আর
এই নদীর জল পান করতে পারবে না।'"
19প্রভু মোশিকে বললেন, ''হারোণকে বলো এই
লাঠি নিয়ে সে যেন মিশরের সমস্ত জলাশয়ে, নদী,
খাল বিল, হ্রদ প্রত্যেকটি জায়গার জলে স্পর্শ করে।
লাঠির স্পর্শে সমস্ত জলাশয়ের জল রক্তে পরিণত
হবে। এমনকি কাঠ ও পাথরের পাত্রে সংগ্রহ করে রাখা
পানীয় জলও রক্তে পরিণত হবে।"
20সুতরাং মোশি এবং হারোণ প্রভুর আদেশ কার্যকর
করল। হারোণ ফরৌণ ও তার সভাসদগণের সামনেই
তার হাতে লাঠি উঁচিয়ে ধরে নীল নদের জলে আঘাত
করল। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল রক্তে পরিণত হল।
21নদীর সমস্ত মাছ মারা গেল এবং নদীর জলে দুর্গন্ধ
ছড়াতে শুরু করল। ফলে মিশরীয়রা আর সেই নদীর

জল পান করতে পারল না। মিশরের সমস্ত জলাধারের
জলই রক্তে পরিণত হল।
22হারোণ ও মোশির মতো রাজার যাদুকরেরাও
তাদের মায়াবলে একই ঘটনা ঘটিয়ে প্রমাণ করল তারাও
কম জানে না। ফলে প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ফরৌণ
আবার মোশি ও হারোণের কথা শুনতে অস্বীকার করল।
23ফরৌণ মোশি ও হারোণের ঐ কথায় মনোযোগ না
দিয়ে নিজের প্রাসাদে ঢুকে গেলেন।
24মিশরীয়রা নদীর জল পান করতে না পেরে তারা
পানীয় জলের সন্ধানে নদীর চারপাশে কুয়ো খুঁড়তে
থাকল।

ব্যাঙেরা

25প্রভুর নীলনদের জলকে রক্তে পরিণত করার
পর সাতদিন পার হল।
8 প্রভু তখন মোশির উদ্দেশ্যে বললেন, “ফরৌণকে
গিয়ে বলো যে প্রভু বলেছেন, ‘আমার লোকেদের
আমাকে উপাসনার জন্য ছেড়ে দিতে! 2যদি তুমি
ওদের ছেড়ে না দাও তাহলে আমি মিশর ব্যাঙে ভর্তি
করে দেব। 3নীল নদ ব্যাঙে ভর্তি হয়ে উঠবে। নদী
থেকে ব্যাঙেরা উঠে এসে তোমার ঘরে শয্যাকক্ষে
প্রবেশ করে বিছানায় উঠে বসবে। তোমার উনুনের
চুল্লি, জলের পাত্র ব্যাঙে ভরে যাবে। তোমার
সভাসদগণের ঘরও ব্যাঙে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।
4তোমাদের চারিদিকে ব্যাঙেরা ঘুরে বেড়াবে। তোমার
সভাসদগণ, তোমার লোকেদের এবং তোমার গায়েও
ব্যাঙ ছেঁকে ধরবে।’”
5প্রভু এরপর মোশিকে বললেন, “তুমি হারোণকে
বলো সে যেন তার হাতের পথ চলার লাঠি নদী, খালবিল
ও হ্রদের ওপর বিস্তার করে মিশর দেশে ব্যাঙ এনে
ভরিয়ে দেয়।”
6হারোণ মিশরের জলের ওপর তার লাঠি সমেত
হাত বিস্তার করতেই নদী, খালবিল ও হ্রদ থেকে রাশি
রাশি ব্যাঙ উঠে মিশরের মাটি ঢেকে ফেলল।
7হারোণের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে রাজার
যাদুকরেরাও তাদের মায়াজাল বিস্তার করে একই কাণ্ড
ঘটিয়ে দেখাল। ফলে মিশরের মাটিতে আরও অসংখ্য
ব্যাঙ উঠে এলো।
8ফরৌণ এবার বাধ্য হয়ে মোশি এবং হারোণকে
ডেকে পাঠিয়ে তাদের বললেন, “প্রভুকে বলো তিনি
যেন আমাকে এবং আমার লোকেদের এই ব্যাঙের
উপদ্রব থেকে রেহাই দেন। আমি প্রভুকে নৈবেদ্য উৎসর্গ
করার জন্য লোকেদের যাবার ছাড়পত্র দেব।”
9মোশি ফরৌণকে বলল, “বলুন, আপনি কখন চান
যে এই ব্যাঙেরা ফিরে যাক। আমি আপনার জন্য,
আপনার সভাসদগণ ও প্রজাদের জন্য তাহলে প্রার্থনা
করব। তারপরই ব্যাঙেরা আপনাকে এবং আপনার ঘর
ছেড়ে নদীতে ফিরে যাবে। ব্যাঙেরা নদীতেই থাকে।
বলুন আপনি কবে এই ব্যাঙেদের উপদ্রব থেকে
অব্যাহতি চান?”
10উত্তরে ফরৌণ জানালেন, “আগামীকাল।”
মোশি বলল, “বেশ আপনার কথা মতো তাই হবে।
তবে এবার নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে
আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মতো আর কোন ঈশ্বর এখানে
নেই। 11ব্যাঙেরা আপনাকে, আপনার ঘর এবং আপনার
সভাসদগণ ও প্রজাদের সবাইকে ছেড়ে ফিরে যাবে।
কেবলমাত্র নদীতেই তারা এবার থেকে বাস করবে।”
12এরপর মোশি এবং হারোণ ফরৌণের কাছ থেকে
ফিরে এলো। ফরৌণের বিরুদ্ধে পাঠানো সমস্ত ব্যাঙেদের
সরিয়ে নেবার জন্য মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল।
13মোশির প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রভু ঘরে, বাইরে, মাঠে
ঘাটের সমস্ত ব্যাঙকে মেরে ফেললেন। 14কিন্তু মৃত
ব্যাঙের স্তূপ পচতে শুরু করল এবং সারা দেশ দুর্গন্ধে
ভরে উঠল। 15ব্যাঙেদের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার
পরই ফরৌণ আবার একগুঁয়ে ও জেদী হয়ে উঠল।
প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মোশি ও হারোণকে দেওয়া
প্রতিশ্রুতি রাজা পালন করল না।

উকুন

16তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “হারোণকে বলো
তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটির ধূলোয় আঘাত করতে,
এবং তারপর সেই ধূলো মিশরের সর্বত্র উকুনে পরিণত
হবে।”
17হারোণ প্রভুর কথা মতো ধূলোতে তার লাঠি
আঘাত করতেই মিশরের সর্বত্র ধূলো উকুনে পরিণত
হল। কিন্তু সেই উকুনগুলো মানুষ ও পশুদের গায়ের
ওপর চড়ে বসল।
18রাজার যাদুকরেরা এবারও একই জিনিষ করে
দেখানোর চেষ্টা করল কিন্তু তারা কিছুতেই ধূলোকে
উকুনে পরিণত করতে পারল না। কিন্তু সেই উকুনগুলো
মানুষ ও পশুদের শরীরে রয়ে গেল। 19যাদুকরেরা এবারে
ব্যর্থ হয়ে গিয়ে রাজা ফরৌণকে বলল যে ঈশ্বরের
শক্তিই এটাকে সম্ভব করেছে। কিন্তু ফরৌণ তাদের
কথাতে কান দিলেন না। প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারেই
অবশ্য এই ঘটনা ঘটল।

মাছি

20প্রভু মোশিকে বললেন, “সকালে উঠে ফরৌণের
কাছে যাবে। ফরৌণ নদীর তীরে যাবে। তখন তাকে
বলবে প্রভু বলেছেন, ‘আমার উপাসনার জন্য আমার
লোকেদের ছেড়ে দাও। 21যদি তুমি তাদের ছেড়ে না
দাও তাহলে তোমার ঘরে মাছির ঝাঁক ঢুকবে। শুধু
তোমার ঘরেই নয় তোমার সভাসদগণ ও তোমার
প্রজাদের ঘরেও মাছির ঝাঁক ঢুকবে। মিশরের প্রত্যেকটি
ঘর মাছির ঝাঁকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। মিশরের মাঠে
ঘাটে সর্বত্র শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ে বেড়াবে! 22কিন্তু
মিশরীয়দের মতো ইস্রায়েলের লোকেদের আমি এই
সমস্যা ভোগ করাবো না। গোশন প্রদেশে, যেখানে
আমার লোকেরা বাস করে, সেখানে একটিও মাছি
থাকবে না। কারণ সেখানে আমার লোকেরা বাস করে।

এর ফলে তুমি বুঝতে পারবে যে এই দেশে আমিই হলাম প্রভু। 23সুতরাং আগামীকাল থেকেই তুমি আমার এই বিভেদ নীতির প্রমাণ পাবে।'"

24সুতরাং প্রভু তাই করলেন যা তিনি বলেছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি মিশরে এসে গেল। ফরৌণের বাড়ী এবং তাঁর সভাসদগণের বাড়ী মাছিতে ভরে গেল। মাছিগুলোর জন্য সমগ্র মিশর ধ্বংস হল। 25ফরৌণ মোশি এবং হারোণকে ডেকে বলল, "তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে এই দেশের মধ্যেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করো।"

26কিন্তু মোশি বলল, ''না, তা এখানে করা ঠিক হবে না। কারণ প্রভু, আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পশু বলিদান মিশরীয়দের চোখে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমরা যদি এখানে তা করি তাহলে মিশরীয়রা আমাদের দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে। 27তাই তিনদিনের জন্য আমাদের প্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য আমাদের মরুপ্রান্তরে যেতে দিন। প্রভুই আমাদের এটা করতে বলেছেন।"

28সব শুনে ফরৌণ বলল, ''বেশ আমি তোমাদের মরুপ্রান্তরে যাবার ছাড়পত্র দিচ্ছি। তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য। কিন্তু মনে রেখো তোমরা কিন্তু বেশী দূর চলে যাবে না। এখন যাও এবং আমার জন্য প্রার্থনা করো।"

29তখন মোশি ফরৌণকে বলল, "দেখুন, আমি যাব এবং প্রভুকে অনুরোধ করব যাতে আগামীকাল তিনি আপনার কাছ থেকে, আপনার লোকেদের কাছ থেকে এবং আপনার সভাসদগণের কাছ থেকে মাছিগুলো সরিয়ে নেন। কিন্তু আপনি যেন আবার আগের মতো প্রভুকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার বিষয়টি নিয়ে পরে আপত্তি করবেন না।"

30এই কথা বলে মোশি ফরৌণের কাছ থেকে ফিরে এল এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল। 31এবং মোশির প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রভু ফরৌণকে, সভাসদগণ ও প্রজাদের মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করলেন। মিশর থেকে মাছিদের বের করে দিলেন। আর একটি মাছিও সেখানে রইল না। 32কিন্তু ফরৌণ আবার জেদী হয়ে গেলেন এবং লোকেদের যেতে দিলেন না।

গবাদি পশুদের অসুখ

9 তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, ফরৌণকে গিয়ে বল, ''প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর বলেছেন, 'আমার লোকেদের আমার উপাসনা করার জন্য ছেড়ে দাও।' 2তুমি যদি তাদের ধরে রাখো এবং যেতে বাধা দাও 3তাহলে প্রভু তোমার গবাদি পশুদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তোমার সমস্ত ঘোড়া, গাধা, উট, গরু ও মেষের পাল প্রভুর কোপে এক ভয়ঙ্কর রোগের শিকার হবে। 4কিন্তু প্রভু মিশরের পশুদের মতো ইস্রায়েলের পশুদের দুর্দশাগ্রস্ত করবেন না। ইস্রায়েলের লোকেদের কোনও পশু মারা যাবে না। 5প্রভু আগামীকাল এই ঘটনা ঘটাবার জন্য সময় নির্বাচন করেছেন।"

6পরদিন, প্রভু যেমন বলেছিলেন তেমন করলেন। মিশরীয়দের সমস্ত গৃহপালিত পশু মারা গেল। কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেদের কোনও পশু মারা গেল না। 7ইস্রায়েলীয়দের কোনও পশু মারা গেছে কিনা তা দেখে আসতে ফরৌণ তার কর্মচারীদের পাঠালো এবং সে জানতে পারলো যে ইস্রায়েলীয়দের একটি পশুও মারা যায়নি। কিন্তু তবুও ফরৌণ জেদী হয়ে রইল এবং লোকেদের যেতে দিল না।

ফোঁড়া

8প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন, ''একটা উনুন থেকে এক মুঠো ছাই নাও। মোশি তুমি সেই ছাই ফরৌণের সামনে বাতাসে ছুঁড়ে দাও। 9এই ছাই ধূলিকণা হয়ে সারা মিশরে ছড়িয়ে পড়বে। এবং যখনই এই ধূলো মিশরের কোনও মানুষ বা পশুর গায়ে পড়বে তখনই তাদের গায়ে ফোঁড়া বের হবে।"

10তাই মোশি ও হারোণ চুল্লি থেকে ছাই নিয়ে ফরৌণের সামনে দাঁড়াল। মোশি সেই ছাই আকাশে ছুঁড়ে দিল আর পশু ও মানুষের গায়ে ফোঁড়া বের হতে লাগল। 11যাদুকররা মোশির সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে পারল না। কারণ তাদেরও সারা গায়ে ফোঁড়া ছিল। মিশরের প্রতিটি জায়গায় এই রোগ দেখা দিল। 12কিন্তু এতে প্রভু ফরৌণকে আরও উদ্ধত করে তুললেন। তাই ফরৌণ তাদের কথা শুনতে অস্বীকার করল। প্রভুর কথামতোই এসব ঘটেছিল।

শিলাবৃষ্টি

13এরপর প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "সকালে উঠে ফরৌণের কাছে গিয়ে বলবে, প্রভু ঈশ্বর বলেছেন, 'আমার লোকেদের আমার উপাসনা করতে যেতে দাও। 14যদি তুমি তা না কর, তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে, তোমার সমস্ত রাজকর্মচারীদের এবং লোকেদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের দুর্ভোগ পাঠাবো। তখন তুমি জানবে যে এই পৃথিবীতে আমার মতো ঈশ্বর আর নেই, 15আমি আমার ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের এমন রোগ দিতে পারি যা তোমাদের পৃথিবী থেকে মুছে দেবে। 16কিন্তু আমি তোমাদের একটা কারণে এখানে রেখেছি। আমি তোমাকে আমার ক্ষমতা দেখানোর জন্য রেখেছি। যাতে সারা পৃথিবীর লোক আমার কথা জানতে পারে। 17তুমি এখনো আমার লোকেদের সঙ্গে বিরোধিতা করছ এবং তাদের যেতে দিচ্ছ না।

18"তাই আগামীকাল এই সময়ে আমি এক ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি ঘটাবো। মিশরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই রকম ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি আর কখনো হয় নি। 19এখন তুমি তোমার পশুদের একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। তোমার ক্ষেতে যা কিছু আছে সব একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কেন? কারণ কোন লোক যদি ক্ষেতে পড়ে থাকে, তবে সে মারা যাবে; যদি কোন পশু মাঠে পড়ে থাকে সে মারা যাবে। তোমার বাড়ীর বাইরে যা

কিছু পড়ে থাকবে সে সব কিছুর ওপরেই শিলাবৃষ্টি
হবে।'"

20 ফরৌণের সেই কর্মচারীরা যারা প্রভুর বার্তাকে
গুরুত্ব দিয়েছিল তারা তাদের পশু ও ক্রীতদাসদের
ক্ষেত থেকে নিয়ে এলো এবং ঘরে রেখে দিল। 21 কিন্তু
যে সব কর্মচারীরা প্রভুর বার্তা অগ্রাহ্য করেছিল তারা
তাদের ক্রীতদাসদের ও পশুদের মাঠে রেখে দিল।

22 প্রভু মোশিকে বললেন, "তোমার হাত আকাশের
দিকে তোল, তাহলে মিশরের ওপর শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে
যাবে। মিশরের সমস্ত ক্ষেতের মানুষ, পশু ও গাছপালার
ওপর এই শিলাবৃষ্টি হবে।"

23 তাই মোশি তার হাতের ছড়ি আকাশের দিকে
তুলল, তারপর প্রভু ভূমির ওপর বজ্রনির্ঘোষ, শিলাবৃষ্টি
ও অশনি ঘটালেন। সারা মিশরে শিলাবৃষ্টি হল।
24 শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল এবং চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।
এই ধরণের ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি মিশরের শুরু থেকে আজ
পর্যন্ত আগে কখনো হয়নি। 25 এই শিলাবৃষ্টি মিশরের
ক্ষেতের সমস্ত কিছু, লোকজন ও পশুসহ গাছপালা
ধ্বংস করে দিল। এই শিলাবৃষ্টিতে মাটির সমস্ত গাছ
ভেঙ্গে পড়েছিল। 26 একমাত্র ইস্রায়েলের লোকদের
বাসস্থান গোশন প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হল না।

27 ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডেকে বলল, "এইবার
আমি পাপ করেছি। প্রভুই ঠিক ছিলেন। আমি ও আমার
লোকেরা ভুল করেছি। 28 প্রভুর দেওয়া শিলাবৃষ্টি ও
বজ্রপাত আর সহ্য হচ্ছে না। ঈশ্বরকে গিয়ে এই ঝড়
থামাতে বল। তাহলে আমি তোমাদের যেতে দেব,
তোমাদের আর এখানে থাকতে হবে না।"

29 মোশি ফরৌণকে বললেন, "আমি যখন শহর ত্যাগ
করে যাবো তখন আমি প্রভুকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে আমার
হাতগুলো ওপরে তুলব। এবং তারপর বজ্রপাত ও
শিলাবৃষ্টি থামবে। তখন তুমি জানবে যে এই পৃথিবী
প্রভুর অধিকারে। 30 কিন্তু আমি জানি যে তুমি এবং
তোমার কর্মচারীরা এখনো প্রভুকে শ্রদ্ধা করো না।"

31 যব ও শন গাছে ফুল এসে গিয়েছিল। তাই এই
সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে গেল। 32 কিন্তু যেহেতু গম ও
জনার বড় হল না তাই সেগুলো নষ্ট হল না।

33 মোশি ফরৌণের কাছ থেকে শহরের বাইরে গেলেন,
প্রভুকে প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে তাঁর হাতগুলো ওপরে
তুললেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্র, শিলাবৃষ্টি এমনকি বৃষ্টিও
থেমে গেল।

34 যখন ফরৌণ দেখল বৃষ্টি, বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি
থেমে গিয়েছে তখন সে আবার ভুল করল। সে ও তার
কর্মচারীরা জেদী হয়ে গেল। 35 ফরৌণ উদ্ধত হল এবং
ইস্রায়েলের লোকেদের যেতে দিতে অস্বীকার করল।
এসবই হয়েছিল ঠিক প্রভু যেমন মোশিকে বলেছিলেন
সেইরকম ভাবেই।

পঙ্গপাল

10 তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, "ফরৌণের কাছে
যাও, আমি তাকে ও তার কর্মচারীদের জেদী
করে তুলেছি যাতে আমি আমার অলৌকিক শক্তি তাদের
দেখাতে পারি। 2 আমি এটা এই কারণেও করেছি যাতে
তোমরা, তোমাদের সন্তান এবং নাতি নাতনিদের আমি
মিশরীয়দের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলাম এবং মিশরে
কেমন করে চিহ্ন-কার্য্যগুলি করেছিলাম তার সম্বন্ধে
বলতে পারো। তাহলে তোমরা সবাই জানতে পারবে
যে আমিই প্রভু।"

3 তাই মোশি ও হারোণ ফরৌণের কাছে গেল এবং
বলল, "প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর বলেছেন, 'তুমি
আর কতদিন প্রভুকে অমান্য করবে? আমার লোকেদের
আমার উপাসনা করতে যেতে দাও। 4 তুমি যদি আমার
আদেশ অমান্য কর তবে আগামীকাল আমি তোমাদের
এই দেশে পঙ্গপাল নিয়ে আসব। 5 পঙ্গপালেরা সারা
দেশ ঢেকে ফেলবে, চারিদিকে এত পঙ্গপাল আসবে
যে তোমরা মাটি দেখতে পাবে না। শিলাবৃষ্টির হাত
থেকে যা কিছু বেঁচে গিয়েছে সেসব পঙ্গপালেরা খেয়ে
ফেলবে, মাঠের প্রত্যেকটি গাছের সমস্ত পাতা এই
পঙ্গপালেরা খেয়ে ফেলবে।

6 তোমার সমস্ত ঘর, তোমার কর্মচারীদের ঘর এবং
মিশরের সব ঘর পঙ্গপালে ভরে যাবে। এত পঙ্গপাল
হবে যা তোমার পিতামাতা অথবা তোমার পিতামহরা
কখনো দেখেনি। মিশরে জনবসতি গড়ে ওঠার সময়
থেকে আজ পর্যন্ত এত পঙ্গপাল আর কখনো কেউ
দেখেনি।'" তারপর মোশি পিছন ফিরে ফরৌণকে ছেড়ে
চলে গেল।

7 এরপর ফরৌণের কর্মচারীরা তাকে জিজ্ঞাসা করল,
"আর কতদিন আমরা এই লোকেদের ফাঁদে পড়ে
থাকব? এদের ঈশ্বর, প্রভুর উপাসনা করতে যেতে
দিন, আপনি যদি তা না করেন তবে আপনার বোঝার
আগেই মিশর ছারখার হয়ে যাবে।"

8 তখন ফরৌণ তার কর্মচারীদের বললেন মোশি ও
হারোণকে ফিরিয়ে আনতে। তারা এলে ফরৌণ তাদের
বললেন, "যাও, তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
উপাসনা কর। কিন্তু আমাকে বলে যাও ঠিক কারা
কারা যাচ্ছে?"

9 মোশি উত্তর দিল, "আমাদের সমস্ত লোক যুবক
ও বৃদ্ধ সকলেই যাবে। আমরা আমাদের পুত্রদের,
কন্যাদের, মেষ, গবাদি পশু এবং প্রত্যেকটি জিনিষ
আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। কারণ প্রভু আমাদের
সকলকেই উৎসবে আমন্ত্রণ করেছেন।"

10 ফরৌণ তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ও
তোমাদের সন্তানদের মিশরে ছেড়ে যেতে দেওয়ার আগে
প্রভুকে সত্যিই তোমাদের সঙ্গে থাকতে হবে! দেখ
তোমাদের নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে। 11 শুধুমাত্র
পুরুষরাই প্রভুর উপাসনা করতে পারবে কারণ প্রথমে
তোমরা একথাই বলেছিলে। কিন্তু তোমাদের সব লোক
যেতে পারবে না।" এরপর ফরৌণ মোশি ও হারোণকে
বিদায় দিলেন।

12 প্রভু এবার মোশিকে বললেন, "তুমি মিশরের
ওপর তোমার হাত মেলে দাও। তাতে পঙ্গপালেরা

আসবে। সারা মিশর পঙ্গপালে ভরে যাবে। শিলাবৃষ্টিতে
যে সব গাছ নষ্ট হয়নি সেগুলি পঙ্গপাল খেয়ে ফেলবে।”
13মোশি তার হাতের ছড়ি মিশরের ওপর তুলে
ধরল। এবং প্রভু পূর্ব দিক থেকে এক প্রবল বাতাস
পাঠালেন। সারা দিন সারা রাত ধরে সেই হাওয়া বয়ে
গেল। এবং সকালবেলা সেই হাওয়ায় পঙ্গপালরা এসে
মিশরে ঢুকে পড়ল। 14পঙ্গপালেরা উড়ে এসে মিশরের
মাটিতে বসল। এত পঙ্গপাল ইতিপূর্বে কখনো মিশরে
দেখা যায় নি আর পরবর্তী কালেও কখনো দেখা যাবে
না। 15পঙ্গপালেরা মাটি ঢেকে ফেলল এবং সারা দেশ
অন্ধকারে ঢেকে গেল। শিলাবৃষ্টি যা ধ্বংস করে নি সে
সমস্ত গাছ এবং গাছের ফল পঙ্গপাল খেয়ে ফেলল,
মিশরের কোথাও কোনও গাছ বা লতা-পাতাও অবশিষ্ট
রইল না।

16ফরৌণ তাড়াতাড়ি মোশি ও হারোণকে ডেকে
পাঠিয়ে বললেন, “আমি তোমাদের ও তোমাদের প্রভু
ঈশ্বরের কাছে পাপ করেছি। 17এবারকার মতো আমার
অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তোমাদের প্রভুকে বল এই
পঙ্গপালগুলোকে সরিয়ে নিতে।”

18মোশি ফরৌণের কাছ থেকে চলে গেল এবং প্রভুর
কাছে তার জন্য প্রার্থনা করল। 19প্রভু হাওয়ার দিক
পরিবর্তন করে পশ্চিম দিক থেকে বাতাস পাঠালেন,
এই প্রবল হাওয়ায় সমস্ত পঙ্গপাল মিশর থেকে বেরিয়ে
গিয়ে সূফ সাগরে পড়ল। মিশরে আর একটিও পঙ্গপাল
রইল না। 20কিন্তু প্রভু আবার ফরৌণকে জেদী করে
তুললেন এবং ফরৌণ ইস্রায়েলের লোকেদের যেতে
দিলেন না।

অন্ধকার

21তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, “তোমার হাত
উপরে আকাশের দিকে তোল যাতে সারা মিশর অন্ধকারে
ঢেকে যায়। অন্ধকার এত গাঢ় হবে যে তোমরা তা
অনুভব করতে পারবে।”

22তাই মোশি আকাশের দিকে হাত তুলল, তখন
কালো মেঘ এসে মিশরকে ঢেকে ফেলল। তিনদিন
ধরে এই অন্ধকার রইল। 23কেউ কাউকে দেখতে পেল
না বা কেউ উঠে কোথাও যেতে পারল না। কিন্তু
ইস্রায়েলীয়রা যেখানে বাস করত সেখানে আলো ছিল।

24আবার ফরৌণ মোশিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন,
“যাও গিয়ে তোমাদের প্রভুর উপাসনা কর! তোমরা
তোমাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু গরু বা
মেষের দল নিতে পারবে না, এখানে রেখে যাবে।”

25মোশি বলল, “না, আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে উৎসর্গ
এবং হোমবলি দেওয়ার জন্য তোমাকে আমাদের
পশুসমূহ দিতে হবে। 26হ্যাঁ আমরা আমাদের পশুসমূহ
প্রভুর উপাসনার জন্য নিয়ে যাব। আমরা একটা ক্ষুরও
ফেলে যাব না। কারণ আমরা জানি না আমাদের প্রভু
ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ঠিক কি কি লাগবে। একথা
আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জানতে পারব।
তাই আমরা এ সবকিছুই সঙ্গে নিয়ে যাব।”

27প্রভু আবার ফরৌণকে জেদী করে তুললেন এবং
ফরৌণ তাদের যেতে বাধা দিলেন। 28ফরৌণ মোশিকে
বললেন, “এখান থেকে দূর হয়ে যাও, আর কখনো
যেন এখানে তোমাকে না দেখি, যদি তুমি এখানে
আমার কাছে দেখা করতে আসো তবে তোমায় মরতে
হবে।”

29তখন মোশি বলল, “তুমি একটা কথা ঠিকই
বলেছো, আমি আর কখনো তোমার কাছে আসব না।”

প্রথম জাতকের মৃত্যু

11 প্রভু তখন মোশিকে বললেন, “মিশর এবং
ফরৌণের বিরুদ্ধে আমি আরেকটি বিপর্যয় বয়ে
আনব। তারপর, সে তোমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেবে।
বস্তুত, সে তোমাদের চলে যেতে বাধ্য করবে।* 2তুমি
ইস্রায়েলের লোকেদের এই বার্তা পাঠাবে: ‘নারী ও
পুরুষ নির্বিশেষে তোমরা নিজের নিজের প্রতিবেশীদের
কাছ থেকে সোনা ও রূপোর অলঙ্কার চাইবে। 3প্রভু
মিশরীয়দের তোমাদের প্রতি দয়ালু করে তুলবেন।
মিশরের লোকেরা, এমনকি ফরৌণের কর্মচারীরা
মোশিকে এক মহান ব্যক্তির মর্যাদা দেবে।’”

4মোশি লোকেদের জানাল, “প্রভু বলেছেন, ‘আজ
মধ্যরাত নাগাদ আমি মিশরের মধ্যে দিয়ে যাব। 5এবং
তার ফলে মিশরীয়দের সমস্ত প্রথমজাত পুত্ররা মারা
যাবে। রাজা ফরৌণের প্রথমজাত পুত্র থেকে শুরু করে
যাঁতাকলে শস্য পেষণকারিণী দাসীর প্রথমজাত পুত্র
পর্যন্ত সবাই মারা যাবে। এমনকি পশুদেরও প্রথম শাবক
মারা যাবে। 6তারপর, সমস্ত মিশরে এমন জোরে কান্নার
রোল উঠবে যা অতীতে কখনও হয়নি এবং যা
ভবিষ্যতেও কখনও হবে না।

7কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেদের কোনরকম ক্ষতি হবে
না। এমনকি কোনো কুকুর পর্যন্ত ইস্রায়েলীয়দের অথবা
তাদের পশুদের দিকে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করবে না।
এর ফলে, তোমরা বুঝতে পারবে আমি মিশরীয়দের
থেকে ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে কতখানি অন্যরকম আচরণ
করি। 8তখন তোমাদের সমস্ত (মিশরীয় কর্মচারীরা)
নতজানু হবে এবং আমার উপাসনা করবে। তারা বলবে,
“তুমি তোমার সমস্ত লোককে তোমার সঙ্গে নিয়ে
চলে যাও।” তখন মোশি ক্রোধে ফরৌণকে ছেড়ে চলে
গেল ।’”

9প্রভু এরপর মোশিকে আরও বললেন যে, “ফরৌণ
তোমার কথা শোনেনি। কেন শোনেনি? শোনেনি বলেই
তো আমি মিশরের ওপর আমার মহাশক্তির প্রভাব
দেখাতে পেরেছিলাম।” 10মোশি ও হারোণ ফরৌণের
কাছে গিয়েছিল এবং এই সমস্ত অলৌকিক কাজগুলো
করেছিল। কিন্তু প্রভু ফরৌণের হৃদয়কে উদ্ধত

তারপর ... করবে অথবা “তারপর সে তোমাদের এই জায়গা থেকে পাঠিয়ে দেবে। যেমন একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তোমাদের যৌতুকসহ পাঠিয়ে দেবে। প্রাচীন ইস্রায়েলে, যদি একজন পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ করত তাকে তার স্ত্রী বিয়েতে যা অর্থ এনেছিল সেটা অবশ্যই ফেরৎ দিতে হতো।”

করেছিলেন যাতে সে ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ থেকে
যেতে না দেয়।

নিস্তারপর্ব

12 মোশি ও হারোণ মিশরে থাকার সময় প্রভু তাদের
বললেন, 2“এই মাস হবে তোমাদের জন্য বছরের
প্রথম মাস, 3-5এই আদেশ সমস্ত ইস্রায়েলবাসীর জন্য:
এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেকে তার বাড়ীর জন্য
একটি করে পশু জোগাড় করবে। পশুটি একটি মেষ
অথবা একটি ছাগলও হতে পারে। যদি তার বাড়ীতে
একটি গোটা পশুর মাংস খাওয়ার মতো যথেষ্ট লোক
না থাকে তবে সে তার কিছু প্রতিবেশীকে মাংস ভাগ
করে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করবে। প্রত্যেকের খাওয়ার
জন্য যথেষ্ট মাংস থাকবে। পশুটিকে হতে হবে একটি
এক বছরের পুংশাবক এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যবান।
6মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত এই পশুটির ওপর তোমাদের
নজর রাখতে হবে। সেইদিন ইস্রায়েলীয় মণ্ডলীর সমস্ত
লোকেরা এই পশুটিকে গোধূলি বেলায় হত্যা করবে।
7তোমরা এই প্রাণীর রক্ত সংগ্রহ করবে, যে বাড়ীতে
লোকেরা ভোজ খাবে সেই বাড়ীর দরজার কাঠামোর
ওপরে ও পাশে এই রক্ত লাগিয়ে দেবে।

8“এই দিন রাতে তোমরা মেষটিকে পুড়িয়ে তার
মাংস খাবে। তোমরা তেঁতো শাক ও খামিরবিহীন রুটিও
খাবে। 9মেষটিকে কাঁচা অথবা জলে সিদ্ধ করা অবস্থায়
তোমাদের খাওয়া উচিৎ হবে না, কিন্তু আগুনের তাপে
সেঁকবে। মেষশাবকটির মাথা, পা এবং ভিতরের অংশ
সবকিছুই অক্ষুন্ন থাকবে। 10তোমরা সব মাংস রাতের
মধ্যেই খেয়ে শেষ করবে। যদি পরদিন সকালে কিছু
অবশিষ্ট থাকে তবে তা পুড়িয়ে ফেলবে।

11“যখন তোমরা আহার করবে তখন তোমরা যাত্রার
জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে থাকার পোশাকে থাকবে।
তোমাদের পায়ে জুতো থাকবে, হাতে ছড়ি থাকবে
এবং তোমরা তাড়াহুড়ো করে খাবে। কারণ এ হল
প্রভুর নিস্তারপর্ব।

12“আমি মিশরীয়দের প্রথমজাত শিশুগুলিকে এবং
তাদের সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবকগুলিকে হত্যা
করব। এইভাবে, আমি মিশরের সমস্ত দেবতাদের ওপর
রায় দেব যাতে তারা জানতে পারে যে আমিই প্রভু।
13কিন্তু তোমাদের দরজায় লাগানো রক্ত একটি বিশেষ
চিহ্নের কাজ করবে। যখন আমি ওই রক্ত দেখব তখন
আমি তোমাদের বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে চলে যাব।
আমি শুধু মিশরের লোকেদের ক্ষতি করব। কিন্তু এই
সব মারাত্মক রোগে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

14“তাই তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে, আজ
তোমাদের একটি বিশেষ ছুটির দিন। তোমাদের
উত্তরপুরুষরা এই ছুটির দিনের মাধ্যমে প্রভুকে সম্মান
জানাবে। 15এই ছুটিতে তোমরা সাতদিন ধরে
খামিরবিহীন রুটি খাবে, ছুটির প্রথম দিনে তোমরা
তোমাদের বাড়ী থেকে সমস্ত খামির সরিয়ে ফেলবে।
এই ছুটিতে পুরো সাত দিন ধরে কেউ কোন খামির
খাবে না। যদি কেউ সেটা খায় তবে সেই ব্যক্তিকে
ইস্রায়েলীয়দের থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। 16এই
ছুটির প্রথম ও শেষ দিনে পবিত্র সমাগম অনুষ্ঠিত হবে।
তোমরা এই দিনগুলোতে কোন কাজ করবে না। তোমরা
এই দিনগুলিতে একমাত্র তোমাদের আহারের জন্য
খাদ্য তৈরী করতে পারবে। 17তোমরা খামিরবিহীন রুটির
উৎসবের কথা মনে রাখবে। কেন? কারণ এই দিন
আমি তোমাদের সব লোককে দলে দলে মিশর থেকে
বের করে এনেছিলাম, তাই তোমাদের সব উত্তরপুরুষ
এই দিনটি স্মরণ করবে, এই নিয়ম চিরকাল থাকবে।
18তাই প্রথম মাসের চতুর্দশ দিন বিকেলে তোমরা
খামিরবিহীন রুটি খাওয়া শুরু করবে। তোমরা ঐ রুটিটি
ঐ মাসের একবিংশ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবে। 19সাতদিন
ধরে তোমাদের ঘরে কোন খামির থাকবে না, যে কোন
ব্যক্তি সে ইস্রায়েলের নাগরিক হোক বা বিদেশী, যে
এই সময়ে খামির খাবে তাকে ইস্রায়েলের বাকি
লোকেদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। 20এই
ছুটিতে তোমরা অবশ্যই খামির খাবে না, তোমরা
যেখানেই থাক না কেন খামিরবিহীন রুটি খাবে।”

21তাই মোশি ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত প্রবীণদের ডেকে
বলল, “তোমাদের পরিবারের জন্য মেষশাবক জোগাড়
কর এবং নিস্তারপর্বের জন্য মেষশাবকটিকে হত্যা কর।
22এক আঁটি করে এসোব নিয়ে পাত্রে রাখা রক্তে ডুবিয়ে
তা দিয়ে দরজার কাঠামোর ওপর ও পাশের দিক রঙ
করো। সকালের আগে কেউ নিজের বাড়ী ত্যাগ করবে
না। 23এই সময়, প্রভু মিশরের ভেতর দিয়ে মিশরীয়দের
হত্যা করতে যাবেন। যখন তিনি দরজার কাঠামোর
পাশে ও ওপরে রক্তের প্রলেপ দেখবেন, তখন তিনি
সেই দরজাগুলোর ওপর দিয়ে যাবেন। প্রভু
ধ্বংসকারীকে তোমাদের বাড়ীতে এসে আঘাত করতে
দেবেন না। 24তোমরা অবশ্যই এই আদেশ মনে রাখবে,
এই বিধি তোমাদের ও তোমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য
চিরকাল থাকবে। 25যখন তোমরা প্রভুর প্রতিশ্রুতি মত
তাঁর দেওয়া ভূখণ্ডে যাবে তখন তোমাদের এই
জিনিষগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। 26যখন তোমাদের
সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করবে, ‘আমরা কেন এই উৎসব
করছি?’ 27তখন তোমরা বলবে, ‘এই নিস্তারপর্ব প্রভুকে
সম্মান জানাবার জন্য। কেন? কারণ যখন আমরা মিশরে
ছিলাম তখন প্রভু আমাদের ইস্রায়েলবাসীদের
বাড়ীগুলিকে নিস্তার দিয়েছিলেন। প্রভু মিশরীয়দের হত্যা
করেছিলেন কিন্তু আমাদের লোকেদের বাড়ীগুলো রক্ষা
করেছিলেন। সুতরাং লোকে নত হয়ে প্রভুর উপাসনা
করল।’”

28প্রভু মোশি ও হারোণকে এই আদেশ দিয়েছিলেন
তাই ইস্রায়েলবাসী প্রভুর আদেশমতো কাজ করল।

29মধ্যরাতে মিশরের সমস্ত প্রথম নবজাতক পুত্রদের
প্রভু হত্যা করেছিলেন। ফরৌণের প্রথমজাত পুত্র থেকে
জেলের বন্দীর প্রথমজাত পুত্র পর্যন্ত। সমস্ত পশুর
প্রথমজাত শাবককেও হত্যা করা হল। 30সেই রাতে
মিশরের প্রত্যেক ঘরে কেউ না কেউ মারা গেল। ফরৌণ,

তার কর্মচারী ও মিশরের সমস্ত লোক উচ্চস্বরে কান্না
শুরু করল।

ইস্রায়েলীয়দের মিশর ত্যাগ

31তাই, সেই রাতে ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডেকে
বললেন, "উঠে পড়, আমাদের লোকেদের ছেড়ে দাও
এবং চলে যাও। তুমি ও তোমার ইস্রায়েলের লোকেরা
যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তোমরা যেমন বলেছিলে,
গিয়ে প্রভুর উপাসনা কর। 32তোমাদের চাহিদা মতো
সমস্ত গরু ও মেষের দল তোমরা নিয়ে যেতে পারো।
যাও! যখন তোমরা যাবে আমায় আশীর্বাদ করার জন্য
প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো।" 33মিশরীয়রা তাদের
তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য মিনতি করল। কেন? কারণ
তারা বলল, "তোমরা না চলে গেলে আমরা সকলে
মারা যাব!"

34ইস্রায়েলীয়রা তাদের রুটিতে খামির দেবার সময়
পেল না। তারা ভিজে ময়দার তালের পাত্র কাপড়ে
জড়িয়ে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলল। 35তারপর ইস্রায়েলের
লোকেরা মোশির কথামতো তাদের মিশরীয়
প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে কাপড় ও সোনা-রূপার তৈরী
জিনিষ চাইল।

36প্রভু মিশরীয়দের ইস্রায়েলীয়দের প্রতি দয়ালু করে
তুললেন যাতে মিশরীয়রা তাদের ধনসম্পদ
ইস্রায়েলবাসীদের হাতে তুলে দেয়! এইভাবে,
ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের লুণ্ঠন করল।

37ইস্রায়েলের লোকেরা রামিষেষ থেকে সুক্কোতে
যাত্রা করল। শিশুরা ছাড়াই সেখানে প্রায় 6,00,000
লোক ছিল। 38সেখানে প্রচুর মেষ, গবাদি পশু এবং
জিনিষপত্র ছিল। তাদের সঙ্গে অনেক অ-ইস্রায়েলীয়
লোক গিয়েছিল। 39যেহেতু তাদের মিশরের বাইরে যেতে
বাধ্য করা হয়েছিল, সেইহেতু তারা মাখা ময়দায়, যেটা
তারা মিশর থেকে এনেছিল, খামির মেশাবার সময়
পায়নি। এবং যাত্রার জন্য কোন বিশেষ খাবার প্রস্তুত
করারও সময় হয়নি। তাই তারা খামিরবিহীন রুটিই
সেঁকে নিয়েছিল।

40ইস্রায়েলবাসীরা 430 বছর ধরে মিশরে বাস
করেছিল। 41প্রভুর সৈন্যরা* 430 বছর পর সেই বিশেষ
দিনে মিশর ত্যাগ করেছিল। 42তাই সেটা ছিল একটি
বিশেষ রাত্রি কারণ প্রভু তাদের মিশর থেকে বের করে
আনার জন্য লক্ষ্য রাখছিলেন। সেইভাবে, সমস্ত
ইস্রায়েলবাসীরা প্রভুকে সন্মান জানানোর জন্য চিরকাল
এই বিশেষ রাতটির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

43প্রভু মোশি ও হারোণকে বললেন, "এই হল
নিস্তারপর্বের বলির নিয়মাবলী: কোন বিদেশী এই
নিস্তারপর্বে আহার করবে না। 44কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি
কোন দাস কেনে এবং তাকে সুন্নৎ করায় তাহলে সেই
দাস নিস্তারপর্ব খেতে পারবে। 45কিন্তু যে লোক তোমার
দেশের একজন সাময়িক বাসিন্দা বা ভাড়াকরা কর্মী

প্রভুর সৈন্য ইস্রায়েলের লোকেরা।

তার নিস্তারপর্ব ভোজ খাওয়া উচিৎ নয়। এই নিস্তারপর্ব
শুধুমাত্র ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য।
46"প্রত্যেক পরিবার একটি বাড়ীতেই আহার করবে।
কোনও খাবার বাড়ীর বাইরে যাবে না, মেষ শাবকের
কোন হাড় ভাঙ্গবে না। 47সমস্ত ইস্রায়েল প্রজাতির
মানুষ এই উৎসব পালন করবে। 48যদি ইস্রায়েলীয়
ছাড়া অন্য কোন উপজাতির লোক তোমাদের সঙ্গে
থাকে এবং তোমাদের খাবারে ভাগ বসাতে চায় তবে
তাকে এবং তার পরিবারের প্রত্যেক পুরুষকে সুন্নৎ
করাতে হবে। তাহলে সে অন্যান্য ইস্রায়েলীয়দের সমকক্ষ
হয়ে যাবে এবং তাদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতে
পারবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির সুন্নৎ না করানো হয়
তবে সে এই খাবার আহার করতে পারবে না। 49এই
নিয়ম সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এই নিয়মটি ইস্রায়েলীয়
অথবা অ-ইস্রায়েলীয় সকলের জন্য সমানভাবে
প্রযোজ্য।"

50তাই প্রভু মোশি ও হারোণকে যা আদেশ
দিয়েছিলেন সমস্ত ইস্রায়েলের লোক তা পালন করল।
51তাই সেই দিন প্রভু এইভাবে দলে দলে
ইস্রায়েলবাসীদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনলেন।

13 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 2"ইস্রায়েলের
প্রতিটি নারীর প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে আমার
উদ্দেশ্যে দান কর। এমনকি প্রত্যেকটি পশুর প্রথম
পুরুষ শাবকটিও আমার হবে।"

3মোশি লোকেদের বলল, "এই দিনটিকে মনে
রেখো। তোমরা মিশরের ক্রীতদাস ছিলে। কিন্তু প্রভু
তাঁর মহান শক্তি দিয়ে এই দিনে তোমাদের দাসত্বের
শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। তোমরা খামিরবিহীন রুটি
খাবে। 4আজ আবীব মাসের (বসন্তকালের) এই দিনে
তোমরা মিশর ত্যাগ করেছ। 5প্রভু তোমাদের
পূর্বপুরুষদের কাছে কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, হিব্বীয়
ও যিবূষীয়দের দেশ তোমাদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন। প্রভু তোমাদের বহু ভাল জিনিসে ভরা
ভূখণ্ডে নিয়ে আসার পর তোমরা অবশ্যই প্রতি বছর
প্রথম মাসের এই বিশেষ দিনে উপাসনা করবে।

6"সাতদিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে।
সাতদিনের দিন ভোজন উৎসব করবে। এই মহাভোজ
উৎসব হবে প্রভুকে সন্মান জানানোর উদ্দেশ্যে। 7তাই,
সাতদিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। তোমাদের
দেশের কোথাও কোন খামিরবিশিষ্ট রুটি অবশ্যই থাকবে
না। 8সেইদিন তোমরা তোমাদের সন্তানদের বলবে,
'প্রভু আমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন
বলে আমরা এই মহাভোজ উৎসব পালন করি।'
9"এই বিশ্রামের দিনটিকে কোনও বিশেষ দিনে হাতে
বাঁধা সুতোর মতো তোমাদের মনে রাখা উচিৎ।* মনে

এই ... উচিৎ আক্ষরিক অর্থে, "তোমার হাতে একটি দাগ এবং তোমার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি স্মারক-চিহ্ন।" একজন ইহুদী তার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধিগুলি মনে রাখার জন্য তার হাতে এবং কপালে যে বিশেষ জিনিসটি বাঁধে এখানে সম্ভবতঃ সে কথারই উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাখবে দুই চোখের মাঝখানে কপালে লাগানো তিলকের
মতো। এই ছুটির দিনটি তোমাদের প্রভুর শিক্ষামালাকে
মনে রাখতে সাহায্য করবে। এটা তোমাদের সাহায্য
করবে প্রভুর মহান শক্তিকে মনে রাখতে যিনি তোমাদের
মিশর থেকে মুক্ত করেছেন। 10সুতরাং প্রতি বছর ছুটির
দিনটিকে তোমরা সঠিক সময়ে স্মরণ করবে।

11"তোমাদের পূর্বপুরুষদের এবং তোমাদের কাছে
প্রতিশ্রুতিমত প্রভু তোমাদের কনানীয়দের দেশে নিয়ে
যাবেন। কিন্তু প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তোমাদের তিনি এই দেশ
দিয়ে দেবেন। ঈশ্বর তোমাদের এই দেশ দেওয়ার পর,
12তোমরা কিন্তু তাঁকে তোমাদের প্রথম পুত্র সন্তান
এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রথম পুরুষ শাবককে প্রভুর উদ্দেশ্যে
দান করবে।

13প্রতিটি গাধার প্রথমজাত পুরুষ শাবককে প্রতিটি
মেষ শাবকের বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কিনে মুক্ত
করে আনতে পারবে। যদি মুক্ত করতে না পারো তাহলে
গাধার শাবকটিকে ঘাড় মটকে হত্যা করবে। এবং সেটাই
হবে প্রভুর প্রতি নৈবেদ্য। কিন্তু মানুষের প্রথমজাত
পুত্র সন্তানদের অবশ্যই প্রভুর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে
আসতে হবে।

14"ভবিষ্যতে তোমাদের সন্তানরা জিজ্ঞাসা করবে,
তোমরা এগুলো কেন করলে, 'এগুলোর মানেই বা
কি?' তখন তোমরা বলবে, 'আমরা মিশরে দাসত্ব
করতাম। কিন্তু প্রভুই তাঁর মহান শক্তি প্রয়োগ করে
আমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।
15মিশরে ফরৌণ ছিল ভীষণ জেদী। সে কিছুতেই
আমাদের মুক্তি দিচ্ছিল না। তাই প্রভু তখন সে দেশের
প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তানদের হত্যা করেছিলেন। প্রভু
মানুষ ও পশু উভয়েরই প্রথমজাত পুরুষসন্তানদের
হত্যা করেছিলেন। সেইজন্যই আমরা সমস্ত প্রথমজাত
পুং পশুদের প্রভুর কাছে উৎসর্গ করি এবং প্রভুর
কাছ থেকে আমাদের প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের
কিনে নিই।' 16এরই চিহ্ন হিসাবে তোমাদের হাতে
সুতো বাঁধা এবং দুই চোখের মাঝখানে তিলক। যাতে
তোমরা মনে রাখতে পার যে প্রভু তাঁর পরাক্রম শক্তি
প্রয়োগ করে আমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে
এনেছেন।"

মিশর দেশ ত্যাগ করার যাত্রাপথ

17ফরৌণ যখন লোকেদের চলে যেতে দিলেন, ঈশ্বর
তাদের পলেষ্টীয় দেশের মধ্যে দিয়ে ভূমধ্যসাগর বরাবর
সহজ সমুদ্র পথ ব্যবহার করতে দেননি, যদিও সেটা
ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন, "ঐ দিক দিয়ে গেলে যুদ্ধ
করতে হবে। তখন লোকেরা মত পরিবর্তন করে আবার
মিশরেই ফিরে যেতে পারে।"

18তাই ঈশ্বর তাদের সূফ সাগরের দিকবর্তী মরুভূমির
মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মিশর ত্যাগ করার সময়
ইস্রায়েলের লোকেরা যুদ্ধের পোশাকে নিজেদের
সজ্জিত করল।

যোষেফ ঘরে গেল

19মোশি যোষেফের অস্থি বয়ে নিয়ে চলল। (যোষেফ
মারা যাবার আগে ইস্রায়েলের পুত্রদের এই কাজ করার
প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিল। যোষেফ বলেছিল, "ঈশ্বর
তোমাদের যখন রক্ষা করবেন তখন তোমরা মিশর
দেশ থেকে আমার অস্থি সকল বয়ে নিয়ে এসো।")

প্রভু তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দিলেন

20ইস্রায়েলীয়রা সুক্কোৎ ছেড়ে এসেছিল এবং এথমে,
যেটা মরুভূমির কাছে ছিল, সেখানে তাঁবু গাড়ল। 21প্রভু
সেই সময় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। সেই
যাত্রার সময়ে প্রভু পথ দেখানোর জন্য দিনের বেলায়
লম্বা মেঘ স্তম্ভ এবং রাতের বেলায় আগুনের শিখা
ব্যবহার করতেন। ঐ আগুনের শিখা রাতের বেলায়
তাদের পথ চলার আলো জোগাতো। 22লম্বা মেঘ স্তম্ভ
সারাদিন তাদের সঙ্গে থাকত এবং রাতে থাকত আগুনের
শিখা।

14 তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, 2"ওদের বলো,
মিগ্‌দোল এবং সূফ সাগরের মাঝখানে
বাল্‌সফোনের সামনে রাত্রিযাপন করতে। 3তাহলে
ফরৌণ ভাববে যে ইস্রায়েলের লোকেরা মরুভূমিতে
হারিয়ে গেছে। ওদের আর কোথাও যাবার জায়গা
নেই। 4তখন আমি ফরৌণকে সাহসী করে তুলব যাতে
সে তোমাদের তাড়া করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি ফরৌণ
ও তার সেনাদের পরাজিত করব। এটা আমার সম্মান
বাড়াবে। এবং মিশরের লোকেরা তখন জানতে পারবে
যে আমিই প্রভু।" ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের
কথামতোই কাজ করল।

ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করলেন

5মিশরের রাজা খবর পেলেন যে ইস্রায়েলীয়রা
পালিয়েছে। এই খবর শুনে ফরৌণ ও তাঁর সভাসদেরা
আগের মত মন পরিবর্তন করলেন। ফরৌণ বললেন,
"আমরা কেন ইস্রায়েলীয়দের যেতে দিলাম? কেন ওদের
পালাতে দিলাম? এখন আমরা আমাদের ক্রীতদাসদের
হারালাম।"

6সুতরাং ফরৌণ তাঁর রথে চড়ে লোকজন সমেত
ফিরে গেলেন। 7ফরৌণ তাঁর সব চেয়ে ভালো 600 জন
সারথীকে নিলেন। প্রত্যেকটি রথে একজন করে বিশিষ্ট
সভাসদ ছিল। 8ইস্রায়েলীয়রা তাদের যুদ্ধ জয়ে উঁচু
করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মিশরের রাজা
ফরৌণ, যাঁর হৃদয় প্রভুর দ্বারা উদ্ধত হয়েছিল
ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করলেন।

9মিশরীয় সৈন্যরা তাদের তাড়া করল। ফরৌণের
সমস্ত অশ্বারোহী, রথারোহী এবং সৈন্য ইস্রায়েলীয়দের
ধরে ফেলল যখন তারা সূফ সাগরের কাছে বাল্‌সফোনের
পূর্বে পী-হহীরোতে শিবির করেছিল।

10ইস্রায়েলের লোকেরা দেখতে পেল ফরৌণ এবং
তাঁর সেনারা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন তারা
ভয় পেয়ে প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে

উঠল। **11**তারা মোশিকে বলল, “কেন তুমি আমাদের
মিশর থেকে বের করে আনলে? কেন মরার জন্য তুমি
আমাদের এই মরুভূমিতে নিয়ে এলে? আমরা অন্তত
মিশরে তো শান্তিতে মরতে পারতাম। সেখানে আর
কিছু থাক না থাক প্রচুর কবর ছিল। **12**এরকম যে
ঘটতে পারে তা কিন্তু আমরা আগেই বলেছিলাম। আমরা
বলেছিলাম, ‘অনুগ্রহ করে আমাদের বিরক্ত কোরো না।
আমাদের এখানেই থাকতে দাও, মিশরীয়দের সেবা
করতে দাও।’ এই মরুভূমিতে এসে মরার থেকে
মিশরীয়দের দাসত্ব অনেক ভাল ছিল।”

13কিন্তু মোশি উত্তরে বলল, “ভয় পেয়ে পালিয়ে
যেও না! দেখো, প্রভু কিভাবে আজ তোমাদের রক্ষা
করবেন। তোমরা আর কোনও দিন মিশরীয়দের দেখতে
পাবে না। **14**তোমাদের কিছুই করতে হবে না। শুধু শান্ত
হয়ে দেখে যাও কি ঘটছে। প্রভুই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ
করবেন।”

15সেই সময় প্রভু মোশিকে বললেন, “তুমি এখনো
কেন আমার সামনে কাঁদছো! ইস্রায়েলীয়দের এগিয়ে
যেতে বলো। **16**যখন তুমি সূফ সাগরের ওপর তোমার
হাতের লাঠি তুলে ধরবে সূফ সাগর দুভাগ হয়ে যাবে।
তখন লোকেরা সমুদ্রের মাঝখানে তৈরি হওয়া সেই
শুকনো পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারবে। **17**আমিই
মিশরীয়দের সাহসী করে তুলেছি। তাই ওরা তোমাদের
তাড়া করছে। কিন্তু আমি তোমাদের দেখাব যে আমি
ফরৌণ, তার সমস্ত সৈন্য, তার অশ্বারোহীসমূহ এবং
সারথীদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। **18**তখন
মিশরও জানবে যে আমিই প্রভু। মিশরীয়রাও আমাকে
সম্মান জানাবে যখন আমি ফরৌণ, তার অশ্বারোহীগণ
এবং সারথীদের পরাজিত করব।”

প্রভু মিশরের সেনাদের পরাজিত করলেন

19এরপর প্রভুর দূত যে সামনে থেকে ইস্রায়েলীয়দের
নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সে ইস্রায়েলীয়দের পিছন দিকে চলে
এলো। তাই এক লম্বা মেঘস্তম্ভ মূহুর্তের মধ্যেই
লোকেদের সামনে থেকে পিছনে চলে এল।

20এইভাবে ঐ মেঘস্তম্ভ মিশরীয়দের মাঝখানে বিরাজ
করতে থাকল। তখন মিশরীয়দের জন্য অন্ধকার
থাকলেও ইস্রায়েলীয়দের জন্য আলো ছিল। তাই ঐ
রাত্রে মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের কাছে আসতে পারল
না।

21মোশি সূফ সাগরের ওপর তার হাত মেলে ধরল।
প্রভু পূর্বদিক থেকে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করলেন। এই
ঝড় সারারাত ধরে চলতে লাগল। দু’ভাগ হয়ে গেল
সমুদ্র। এবং বাতাস মাটিকে শুকনো করে দিয়ে সমুদ্রের
মাঝখান বরাবর পথের সৃষ্টি করল। **22**ইস্রায়েলের
লোকেরা ঐ পথ দিয়ে হেঁটে সূফ সাগর পেরিয়ে গেল।
তাদের দুদিকে ছিল জলের দেওয়াল।

23পিছনে ফরৌণের সমস্ত অশ্বারোহী সেনা ও রথ
ধাওয়া করল। **24**পরদিন সকালে মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিশিখার
ওপর থেকে প্রভু মিশরীয় সেনাদের দিকে দৃষ্টিপাত
করলেন। তখন প্রভু ইস্রায়েলীয়দের পক্ষ নিয়ে মিশরীয়
সৈন্যবাহিনীকে আতঙ্কে ফেলে দিলেন।

25রথের চাকা আটকে গিয়ে রথ চালানো কঠিন
হয়ে দাঁড়াল। মিশরীয়রা চিৎকার করে উঠল, “চলো
এখান থেকে বেরিয়ে যাই। প্রভুই ইহুদীদের হয়ে আমাদের
বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।”

26তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “সমুদ্রের ওপর
তোমার হাত তুলে ধর। দেখবে তীব্র জলোচ্ছ্বাস
মিশরীয়দের রথ ও অশ্বারোহী সেনাদের গ্রাস করছে।”

27মোশি তার হাত সমুদ্রের ওপর মেলে ধরলো।
তাই দিনের আলো ফোটার ঠিক আগে সমুদ্র তার
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল। মিশরীয়রা জলোচ্ছ্বাস
থেকে বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। কিন্তু
প্রভু তাদের সমুদ্রের জলে ঠেলে দিলেন। **28**জলোচ্ছ্বাস
রথ ও অশ্বারোহী সেনাদের গ্রাস করল। ফরৌণের যে
সমস্ত সেনারা ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করে আসছিল
তারা সব ধ্বংস হল। কেউ বেঁচে থাকল না।

29ইস্রায়েলের লোকেরা সমুদ্রের মাঝখানে তৈরি
হওয়া পথ দিয়ে সূফ সাগর পেরিয়ে গেল। তাদের
পথের দুপাশে ছিল জলের দেওয়াল। **30**সুতরাং সেইদিন
এইভাবে প্রভু মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের
রক্ষা করলেন। পরে ইস্রায়েলীয়রা সূফ সাগরের তীরে
মিশরীয়দের মৃতদেহের সারি দেখতে পেল।
31মিশরীয়দের সেই পরিণতি দেখার পর থেকে
ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ
হল। তারা প্রভুকে ভয় ও সম্মান করতে শুরু করল।
তারা প্রভুকে এবং তাঁর দাস মোশিকে বিশ্বাস করতে
শুরু করল।

মোশির সঙ্গীত

15 এরপর মোশি এবং ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর
উদ্দেশ্যে এই গানটি গাইল:

“আমি প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাইব! তিনি মহান
কাজ করেছেন। তিনি ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারদের
সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

2প্রভুই আমার শক্তি। তিনি আমার পরিত্রাতা। এবং
আমি তাঁর প্রশংসার গান গাইব। প্রভু আমার ঈশ্বর,
আমি তাঁর প্রশংসা করব। প্রভু হলেন আমার
পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর। এবং আমি তাঁকে সম্মান করব।

3প্রভু হলেন মহান যোদ্ধা। তাঁর নাম হল প্রভু।

4ফরৌণের রথ এবং সেনাদের তিনি সমুদ্রে ছুঁড়ে
ফেলে দিয়েছেন। ফরৌণের সেরা সৈন্যরা সূফ সাগরে
ডুবে গেছে।

5জলের গভীরে তারা তলিয়ে গেছে। পাথরের মতো
তারা জলে ডুবে গেছে।

6“প্রভু আপনার ডান হাত অসম্ভব শক্তিশালী। প্রভু
আপনার ডান হাত শত্রুবাহিনীকে চুরমার করে দিয়েছে।

7আপনি আপনার মহান রাজকীয় ঢঙে আপনার
বিরুদ্ধাচারীদের ধ্বংস করেছেন। আগুনের শিখা যেমন

করে খড় পুড়িয়ে দেয়, তেমনি আপনার ক্রোধ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

8 আপনার নিঃশ্বাসের একটি সজোর ফুৎকারে জল জমে উঠেছিল। সেই জলোচ্ছ্বাস একটি নিরেট দেওয়ালে পরিণত হয়েছিল এবং সমুদ্রের গভীরতাও ঘন হয়ে উঠেছিল।

9 শত্রুরা বলেছিল, 'আমি তাদের তাড়া করে ধরে ফেলব। আমি তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি লুঠ করব। আমি তরবারি ব্যবহার করে সব লুঠ করে নেব। সবকিছু আমার নিজের জন্য নিয়ে যাব।'

10 কিন্তু আপনি আপনার নিঃশ্বাস দিয়ে সমুদ্রকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের ঢেকে দিয়েছিলেন। তারা সীসার মতো সেই ক্রুদ্ধ সমুদ্রের নীচে চলে গেছে।

11 প্রভুর মতো আর কি কোনও দেবতা আছে? না! আপনার মতো আর কোনও ঈশ্বর নেই। আপনি অত্যন্ত পবিত্র। আপনি আশ্চর্যজনক শক্তিশালী। আপনি মহান অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

12 আপনি আপনার ডান হাত প্রসারিত করেছিলেন, তাই পৃথিবী তাদের গিলে ফেলেছিল।

13 আপনি আপনার মহান করুণা দিয়ে লোকেদের রক্ষা করেছেন। এবং আপনার শক্তি দিয়ে ঐ লোকেদের আপনার পবিত্র ও সুন্দর দেশে আপনি নিয়ে এসেছেন।

14 "অন্যান্য দেশ এই কাহিনী শুনে ভয় পাবে। পলেষ্টীয়রা ভয়ে কেঁপে উঠবে।

15 ইদোমের নেতারা ভয়ে কাঁপবে। মোয়াবের নেতারা ভয়ে কাঁপবে। কনানবাসীরা উদ্যম হারাবে।

16 ঐ শক্তিশালী লোকেরা যখন আপনার ক্ষমতার প্রমাণ পাবে তখন তারা ভয় পেয়ে যাবে। ওরা পাথরের মতো অনড় হয়ে থাকবে যতক্ষণ না আপনার লোকেরা চলে যায়; হ্যাঁ, হে প্রভু, যতক্ষণ
না আপনার লোক যাদের আপনি কিনেছিলেন, চলে যায়।

17 তাদের আপনার পর্বতে নিয়ে যান যেখানে আপনার বাসস্থান এবং সেখানে তাদের স্থাপন করুন। আমার প্রভু, ঐ জায়গাটাই হচ্ছে সেই জায়গা যেটা আপনি তৈরী করেছেন। পবিত্র স্থান যেটাকে আপনার হাত প্রতিষ্ঠা করেছে।

18 প্রভু চিরকালের জন্য যুগে যুগে শাসন করবেন।"

19 যখন ফরৌণের সমস্ত ঘোড়া, রথ ও অশ্বারোহী সমুদ্রের নীচে চলে গেল, তখন প্রভু আবার সমুদ্রের জল তাদের ওপর ফেরৎ আনলেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনো পথে হেঁটে গিয়েছিল।

20 তারপর হারোণের বোন মরিয়ম, মহিলা ভাববাদিনী, হাতে একটি খঞ্জনী তুলে নিল। মরিয়ম ও তার মহিলা সঙ্গীরা নাচতে ও গাইতে শুরু করল। গানের যে কথাগুলো মরিয়ম উচ্চারণ করছিল তা হল:

21 "প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর! তিনি মহান কাজ করেছেন। তিনি ঘোড়া এবং ঘোড়াসওয়ারীদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।"

22 ইস্রায়েলের লোকেদের সূফ সাগর পেরোতে মোশি নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিন দিন ধরে শূর মরুভূমি অতিক্রম করতে করতে তারা জলের সন্ধান পেল না।
23 তিনদিন পর তারা মারাতে এসে পৌঁছালো। মারাতে জলের সন্ধান মিললেও সেই জল এত তেতো ছিল যে তা পানের অযোগ্য। (এরজন্য এই জায়গার নাম রাখা হয়েছিল মারা বা তিক্ততা।)

24 লোকেরা মোশির কাছে এসে নালিশ জানালো। তারা বলল, "এখন আমরা কি পান করব?"

25 মোশি প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল। প্রভু তাকে এক গাছের সন্ধান দিলেন। মোশি সেই গাছ ঐ তেতো জলে ডুবোতেই সেই জল সুস্বাদু হয়ে উঠল।

ঐ স্থানে প্রভু লোকদের বিচার করে তাদের জন্য একটি বিধি প্রণয়নও করেছিলেন। প্রভু তাদের বিশ্বাসেরও পরীক্ষা নিলেন।
26 প্রভু বললেন, "তোমরা অবশ্যই, তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে মেনে চলবে। তিনি যেটা সঠিক মনে করবেন সেটাই তোমরা করবে। তোমরা যদি প্রভুর সমস্ত নির্দেশ ও বিধি মেনে চলো তাহলে তোমরা মিশরীয়দের মতো অসুস্থ থাকবে না। আমি, প্রভু তোমাদের মিশরীয়দের মতো অসুস্থ করে তুলব না। আমিই সেই প্রভু যিনি তোমাদের আরোগ্য দান করেছেন।"

27 তারপর লোকেরা এলীমে এসে উপস্থিত হল। সেখানে বারোটি জলের ঝর্ণা এবং 70টি তাল গাছ ছিল। তারা সেই জায়গায় জলের ধারে তাদের শিবির তৈরি করল।

16 তারপর ইস্রায়েলের সমস্ত জনমণ্ডলী এলীম ছাড়ল এবং সীনয় মরুভূমিতে এল যেটা ছিল এলীম ও সীনয়ের মাঝখানে। মিশর দেশ ছেড়ে আসার দ্বিতীয় মাসের 15 দিনের মাথায় তারা সেখানে পৌঁছালো।
2 তারপর ইস্রায়েলের সমস্ত জনমণ্ডলী মরুভূমিতে মোশি ও হারোণের কাছে নালিশ করল।
3 এইসব লোকেরা বলল, "প্রভু যদি আমাদের মিশর দেশে মেরে ফেলতেন তাহলেও ভাল ছিল। অন্তত সেখানে তো খাবার পেতাম। আমাদের ইচ্ছামতো খাবার সেখানে মজুত ছিল। কিন্তু এখন তোমরা আমাদের এই মরুভূমিতে এনে ফেললে। এখানে তো আমরা খাবারের অভাবেই মারা যাব।"

4 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, "আমি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবার ফেলবার ব্যবস্থা করব। সেই খাবার তোমাদের খাবার যোগ্য হবে। লোকেরা প্রতিদিন বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের প্রয়োজনমতো সারাদিনের খাবার কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। আমি যা বলছি তোমরা তা করছ কিনা শুধু তা দেখার জন্যই আমি এটা করব।
5 প্রত্যেকদিন তারা কেবলমাত্র একদিনের মতো পর্যাপ্ত খাবার সংগ্রহ করবে। কিন্তু শুক্রবার যখন তারা খাবার তৈরি করবে, তখন তারা দেখবে যে দুদিনের মত পর্যাপ্ত খাবার সঞ্চিত আছে।"*

শুক্রবার ... আছে এটি ঘটেছিল যাতে লোকেদের শনিবার (বিশ্রামের) দিনে কাজ করতে না হয়।

6মোশি এবং হারোণ ইস্রায়েলের লোকেদের বলল, ‘‘রাতে তোমরা প্রভুর শক্তির প্রমাণ পাবে। তোমরা জানবে যে তিনিই তোমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন। 7তোমরা প্রভুর কাছে নালিশ জানিয়েছো এবং তিনি তা শুনেছেন। তাই আগামীকাল সকালে তোমরা প্রভুর মহিমা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তোমরা আমাদের কাছে কেবল নালিশই জানিয়ে যাচ্ছ। এখন কি আমরা খানিকটা বিশ্রাম পেতে পারি?”

8এবং মোশি বলল, ‘‘তোমরা নালিশ জানিয়েছো এবং প্রভু তোমাদের অভিযোগ শুনেছেন। তাই আজ রাতে প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন। এবং কাল সকালের মধ্যে তোমরা তোমাদের চাহিদামতো রুটিও পেয়ে যাবে। তোমরা আমার কাছে এবং হারোণের কাছেও নালিশ জানিয়ে এসেছ। কিন্তু আমরা এখন দুজনে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে পারব বলে মনে হয়। মনে রেখো, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কিংবা হারোণের বিরুদ্ধে নালিশ জানাওনি, তোমরা স্বয়ং প্রভুর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছো।”

9তারপর মোশি হারোণকে বলল, ‘‘ইস্রায়েলের সমস্ত লোকদের বলো, ‘প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে।’ কারণ প্রভু তোমাদের নালিশ শুনেছেন।”’

10হারোণ ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের সে কথা বলল। তখন তারা সবাই একসঙ্গে এক জায়গায় এসে জড়ো হল। হারোণ যখন সবার সঙ্গে কথা বলছিল তখন সবাই পিছন ফিরে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল মেঘের ভিতর দিয়ে প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে।

11প্রভু মোশিকে বললেন, 12‘‘আমি ইস্রায়েলের লোকদের নালিশ শুনেছি। সুতরাং ওদের বলো, ‘আজ রাতে তোমরা মাংস খেতে পারো। এবং সকালে তোমরা যতখুশি রুটি খেতে পারো। তখন তোমরা বুঝবে যে তোমরা তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পার।”’

13রাতে, তিতির পাখীরা এসেছিল এবং শিবিরের চারপাশে বসেছিল। লোকেরা সেই পাখীগুলোকে ধরে তার মাংস খেল। সকালে শিবিরের চারপাশে শিশির পড়েছিল। 14শিশির শুকিয়ে গেলে তুষার কণার সরু স্তরের মতো এক বস্তু মাটিতে পড়ে থাকল। 15তা দেখে ইস্রায়েলবাসীরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল, ‘‘এটা আবার কি জিনিস?”* তারা জানত না সেটা কি। তাই তারা একে অপরকে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করছিল। তখন মোশি তাদের বলল, “এটা এক ধরণের খাদ্যবস্তু যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন। 16প্রভু বলেছেন, ‘প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মতো এটা কুড়িয়ে নেবে। এবং প্রত্যেককে তার পরিবারের প্রত্যেকের জন্য অন্তত দু’পোয়া করে নিতে হবে।”’

17একথা শুনে ইস্রায়েলবাসীরা প্রত্যেকে ঐ খাদ্যবস্তু কুড়িয়ে নিল, কেউ কেউ আবার অন্যদের থেকে বেশী কুড়োল। 18পরে ওজনে দেখা গেল যে যারা বেশী সংগ্রহ করেছিল তাদের কাছে অতিরিক্ত পরিমাণ ছিল না এবং যারা কম সংগ্রহ করতে পেরেছিল তাদেরও খাবারে কম পড়েনি। প্রত্যেকের পরিবারই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পেল।

19মোশি তাদের বলল, ‘‘পরের দিনের জন্য ঐ খাবার মজুত করে রেখো না।” 20কিন্তু কয়েকজন মোশির কথা না শুনে পরের দিনের জন্য ঐ খাবার রেখে দিল। কিন্তু মজুত করা খাবারগুলোয় পোকা ধরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেল। তাই মোশি ঐসব লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ হল।

21প্রতিদিন সকালে প্রত্যেকে ঐ খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে জমা করত। কিন্তু দুপুরের মধ্যে ঐ খাদ্যবস্তু গলে উধাও হয়ে যেত।

22শুক্রবারে মানুষেরা দ্বিগুণ খাবার জমা করত। তারা মাথা পিছু দু’পোয়া করে খাবার জমাত। তাই দেখে বিভিন্ন দলের নেতারা এসে মোশিকে তা জানাল।

23মোশি তখন তাদের বলল, ‘‘প্রভুই ওদের বলেছিলেন এটা করতে। কারণ আগামীকাল হল প্রভুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ বিশ্রামের দিন। তোমরা আজ সব খাবার রান্না করে আজকে খাবার পরে অবশিষ্ট খাবার কালকের জন্য মজুত করে রাখতে পারো।”

24মোশির আদেশমত, লোকেরা সেদিনকার অতিরিক্ত খাবার পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখে দিল। কিন্তু ঐ খাবার এতটুকু নষ্ট হোল না। তার মধ্যে একটাও পোকা ছিল না।

25শনিবার মোশি লোকেদের বলল, “আজ হল প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ বিশ্রামের দিন। তাই আজ আর কেউ তোমরা মাঠে যাবে না। গতকালের মজুত করা খাবার আজ খাবে। 26সপ্তাহের বাকি ছয়দিন খাবার সংগ্রহ করলেও প্রতি সাতদিনের দিন হবে বিশ্রামের দিন। তাই বিশ্রামের দিনে মাঠে কোনও খাবার পাওয়া যাবে না।’’

27একথা বলা সত্ত্বেও শনিবার কয়েকজন খাবারের সন্ধানে বাইরে গেল। কিন্তু দেখল কোনও খাবার মাঠে পড়ে নেই। 28তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘আর কতদিন এই লোকেরা আমার নির্দেশ ও শিক্ষাকে অমান্য করবে? 29দেখ, প্রভু এই বিশ্রামের দিনটি তোমাদের অবসরের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তাই প্রভু শুক্রবার তোমাদের দুদিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার দিয়ে দেন। সুতরাং যে যেখানেই থাকো না কেন শনিবার বিশ্রামের দিনে তোমরা সকলে বিশ্রাম নেবে ও আরাম করবে।” 30তাই লোকজন প্রভুর কথামতো বিশ্রামের দিনে আরাম করতে লাগল।

31ইস্রায়েলের লোকেরা ওই খাদ্যবস্তুর নাম দিল “মান্না।” মান্নাকে দেখতে সাদা রঙের ধনে বীজের মতো হলেও এর স্বাদ অনেকটা মধু দিয়ে তৈরি করা পিঠের মতো। 32মোশি বলল, ‘‘প্রভু বলেছেন: ‘পরবর্ত্তী উত্তরপুরুষের জন্য তোমাদের দু’পোয়া করে মান্না সঞ্চয়

এটা … জিনিস হিব্রুতে এটি হচ্ছে সেই শব্দের মত যার অর্থ ‘‘মান্না।’’

করে রাখতে হবে। তাহলে পরে তারা দেখতে পাবে
এই বিশেষ খাবার যা আমি তোমাদের মিশর দেশ
থেকে উদ্ধার করে এনে মরুভূমিতে দিয়েছি।’”
33তাই মোশি হারোণকে বলল, ‘‘একটা পাত্র নাও
এবং তাতে দুপোয়া মান্না রাখো। প্রভুর সামনে আমাদের
উত্তরপুরুষদের জন্য এই মান্না রাখো।” 34মোশির প্রতি
প্রভুর নির্দেশ মতো হারোণ একটি পাত্রে মান্না ভরল
এবং সাক্ষ্যসিন্দুকের ভেতর রাখল। 35ইস্রায়েলীয়রা 40
বছর ধরে মান্না খেয়েছিল। কনান দেশের সীমান্তে এসে
না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা মান্না খেয়েছিল। 36(মান্না মাপা
হত পোয়া হিসেবে। এক পোয়া 8 কাপের সমান।)

17 সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা একসঙ্গে সীন মরুভূমি
থেকে তাদের যাত্রা শুরু করল। প্রভু যেমনভাবে
তাদের নেতৃত্ব দিলেন তারা সেইভাবে এক জায়গা
থেকে আর এক জায়গায় যেতে শুরু করল। ঘুরতে
ঘুরতে তারা রফীদীমে গিয়ে শিবির স্থাপন করল। সেখানে
কোনও পানীয় জল ছিল না। 2তাই ঐসব লোকেরা
আবার মোশির সঙ্গে তর্ক শুরু করল এবং বলল,
‘‘আমাদের পানীয় জল দাও।”

মোশি তাদের বলল, ‘‘তোমরা কেন আমার
বিরোধিতা করছো? কেনই বা তোমরা প্রভুকে পরীক্ষা
করছো?”

3কিন্তু লোকেরা তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ছিল। তাই
তারা পুনরায় মোশির কাছে নালিশ জানাতে শুরু করল।
তারা বলল, ‘‘কেন তুমি আমাদের মিশর থেকে বের
করে আনলে? তুমি কি আমাদের, আমাদের সন্তানদের
এবং গবাদি পশুদের পানীয় জলের অভাবে মারার
জন্য মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছো?”

4তারপর মোশি প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল এবং বলল,
‘‘আমি এদের নিয়ে কি করি? যদি এখুনি কিছু না করা
যায় তাহলে এরা তো সত্যি সত্যি আমাকে পাথর দিয়ে
মেরে ফেলবে।”

5প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘কিছু প্রবীণ নেতাদের
নিয়ে ইস্রায়েলের লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। সঙ্গে
তোমার পথচলার লাঠিকেও নেবে যে লাঠি দিয়ে তুমি
নীলনদে আঘাত করেছিলে। 6আমি তোমার সামনে
হোরেব পর্বতের (সীনয় পর্বত) ওপর দাঁড়াব। পথ চলার
লাঠি দিয়ে ঐ পাথরে আঘাত করো আর তখনই দেখবে
পাথর থেকে জল বেরিয়ে আসছে। ঐ জল লোকেরা
পান করতে পারবে।”

মোশি তাই করল এবং ইস্রায়েলের প্রবীণ নেতারাও
তা স্বচক্ষে দেখতে পেল। 7মোশি ঐ স্থানের নাম দিল
মঃসা ও মরীবা, কারণ ঐ স্থানেই ইস্রায়েলের লোকেরা
তার বিরোধিতা এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা নিয়েছিল।
লোকজন প্রভু তাদের সঙ্গে আছেন কিনা তা পরীক্ষা
করে দেখতে চেয়েছিল।

8সেইসময় অমালেক গোষ্ঠীর লোকেরা এলো এবং
রফীদীমে ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল।
9তখন মোশি যিহোশূয়কে বলল, “কিছু লোককে বেছে
নিয়ে আগামীকাল থেকে অমালেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো।
আমি তোমাকে পথ চলার লাঠি যেটাতে ঈশ্বরের পরাক্রম
বিদ্যমান, সেইটা নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে লক্ষ্য
করব।”

10পরদিন যিহোশূয় মোশির আদেশ মেনে যুদ্ধ করতে
গেল। একই সময়ে মোশি, হারোণ এবং হূর পাহাড়ের
চূড়ায় উঠল। 11যতক্ষণ পর্যন্ত মোশি তার হাত তুলে
রইল, ইস্রায়েলীয়রা যুদ্ধ জিতছিল, যখন সে তার হাত
নামিয়েছিল তখন তারা হেরে যাচ্ছিল।

12কিছু সময় পরে হাত তুলে থাকতে থাকতে মোশি
ক্লান্ত হয়ে উঠল। তখন হারোণ ও হূর একটা বিশাল
পাথরে মোশিকে বসিয়ে তারা উভয়ে মোশির দুদিকে
গিয়ে তার হাত তুলে ধরল। সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তারা
এইভাবেই মোশির হাত দুটোকে তুলে ধরে রইল। 13আর
যিহোশূয় অমালেকদের যুদ্ধে পরাজিত করল।

14তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘এই যুদ্ধ নিয়ে
একটা বই লেখ যাতে লোকেরা মনে রাখে এখানে কি
ঘটেছিল। এবং যিহোশূয়ের কাছে এটা জোরে পড়ে
শোনাও যাতে সে জানতে পারে যে আমি অমালেকদের
এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেব।”

15এরপর মোশি একটি বেদী তৈরী করল। সেই
বেদীর নাম হল “প্রভুই আমার পতাকা।” 16মোশি বলল,
“আমি প্রভুর সিংহাসনের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম
বলেই প্রভু অমালেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যেমন
তিনি সর্বদা করেন।”

মোশির শ্বশুরের পরামর্শ

18 মোশির শ্বশুর যিথ্রো ছিল মিদিয়নীয়র যাজক।
ঈশ্বর যে একাধিকভাবে মোশিকে এবং
ইস্রায়েলের লোকেদের সাহায্য করেছেন তা সে
শুনেছিল। যিথ্রো শুনেছিল যে প্রভু ইস্রায়েলীয়দের মিশর
থেকে বের করে এনেছেন। 2তাই যিথ্রো মোশির স্ত্রী
সিপপোরাকে নিল এবং মোশির সঙ্গে দেখা করতে
গেল। মোশি তখন ঈশ্বরের পর্বতের কাছে শিবির করে
রয়েছে। মোশির স্ত্রী সিপপোরা তখন বাপের বাড়ীতে
থাকত কারণ মোশিই তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে
দিয়েছিল। 3যিথ্রো শুধু সঙ্গে মোশির স্ত্রীকেই নয় মোশির
দুই পুত্রকেও নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম পুত্রের নাম গের্শোম
কারণ সে যখন জন্মায় তখন মোশি বলেছিল, “আমি
পরদেশে প্রবাসী।” 4দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইলীয়েষর।
নামকরণের কারণ হিসেবে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সময়
মোশি বলেছিল, “আমার পিতার ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য
করেছেন এবং ফরৌণের তরবারি থেকে রক্ষা করেছেন।”
5সুতরাং যিথ্রো মোশির স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে মোশির
শিবিরে পৌঁছলো। মোশি তখন ঈশ্বরের পর্বতের কাছে
মরুভূমিতে শিবিরে ছিল।

6যিথ্রো মোশির উদ্দেশ্যে এক বার্তায় বলে পাঠাল,
“আমি তোমার শ্বশুর যিথ্রো। আমি তোমার স্ত্রী ও দুই
পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।”

7তখন মোশি তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে শ্বশুরকে
হাঁটু গেড়ে প্রণাম ও চুম্বন করল। দুজনে দুজনের শরীর

ও স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়ে মোশির তাঁবুতে প্রবেশ করল। 8ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য প্রভু যা যা করেছেন মোশি তা বিস্তারিতভাবে যিথ্রোকে বলল। মোশি জানাল, প্রভু ফরৌণ ও মিশরের লোকেদের কি হাল করেছেন। যাত্রাপথে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত সমস্যার কথাও সে বলল। প্রত্যেকটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রভু কিভাবে ইস্রায়েলের লোকেদের রক্ষা করেছেন তাও সে শ্বশুরকে খুলে বলল।

9মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করবার সময় প্রভু তাদের প্রতি যে সমস্ত ভাল কাজগুলি করেছিলেন সে সম্বন্ধে শুনে যিথ্রো খুশী হল। 10যিথ্রো বলল,

"প্রভুর প্রশংসা করো! তিনিই তোমাদের মিশরীয়দের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। ফরৌণের হাত থেকেও প্রভু তোমাদের রক্ষা করেছেন।

11এখন আমি জানি সকল দেবতার থেকে প্রভুই মহান! তারা ভাবত তারাই একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু দেখ ঈশ্বর কি করে দেখালেন!"

12মোশির শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের প্রতি সম্মানার্থে নৈবেদ্য ও বলি দিল। তখন হারোণ ও ইস্রায়েলের অন্যান্য প্রবীণরা এসে ঈশ্বরের সামনে মোশি ও যিথ্রোর সঙ্গে একসঙ্গে আহার করল।

13পরদিন মোশি লোকদের বিচার করতে বসল। বিচার সভায় এত লোক হয়েছিল যে সকলকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

14মোশিকে লোকেদের বিচার করতে দেখে যিথ্রো তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন একা বিচারকের দায়িত্ব পালন করছো? এবং সবাই সারাদিন ধরে কেনই বা শুধু তোমার কাছেই আসছে?"

15তখন মোশি তার শ্বশুরকে বলল, "লোকেরা আমার কাছে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত জানতে আসে। 16যখন মানুষদের মধ্যে কোন বিবাদ তৈরি হয় তখন তারা আমার কাছে আসে। আমিই ঠিক করে দিই কে সঠিক আর কে বেঠিক। এই উপায়ে আমি মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের বিধি ও শিক্ষামালাকে ছড়িয়ে দিই।"

17কিন্তু মোশির শ্বশুর তাকে বলল, "এটাই ঐ কাজের সঠিক উপায় নয়। 18এটা তোমার একার কাজ নয়। তুমি একা এই কাজ করতে পারবে না। এভাবে তুমিও উদ্যম হারাবে এবং লোকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়বে! 19এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমার কিছু উপদেশ গ্রহণ করো। এবং আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকেন। তুমি সর্বদা লোকেদের সমস্যা শুনে যাবে এবং সেগুলো নিয়ে তুমি সর্বদা ঈশ্বরের কাছে বলবে। 20তুমি ঈশ্বরের বিধি ও শিক্ষামালাকে লোকেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে। তাদের বলবে তারা যেন ঈশ্বর প্রদত্ত বিধিকে না ভাঙ্গে। তাদের বলবে সঠিক পথে চলতে। তাদের কি করা উচিৎ তাও বলে দেবে। 21কিন্তু তোমাকে কিছু মানুষকে বিচারক হিসাবে এবং নেতা হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

"কিছু ভাল মানুষ যাদের তুমি বিশ্বাস করতে পারো তাদের নির্বাচন করো— ঐ মানুষরা ঈশ্বরকে সম্মান করবে। তাদেরই নির্বাচন করবে যারা অর্থের জন্য নিজেদের সিদ্ধান্ত বদল করবে না। এবং এদের মানুষদের শাসক হিসাবে তৈরি করো। 1,000 জন প্রতি, 100 জন প্রতি, 50 জন প্রতি এবং 10 জন প্রতি শাসক মনোনীত করো। 22এবার ঐ লোকেদের শাসনের ভার এই শাসকদের হাতে ছেড়ে দাও। যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ মামলা থাকে তাহলে সেই শাসকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তোমার কাছে আসবে। কিন্তু সাধারণ মামলার সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য তারা নিজেরাই করে নেবে। এইভাবে তোমার বেশ কিছু কাজের ভার তারা বহন করবে এবং তার ফলে লোকেদের নেতৃত্ব দিতে তোমারও সুবিধা হবে। 23যদি তুমি এভাবে এগোতে পারো, আর ঈশ্বর যদি চান তাহলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। এবং একইভাবে লোকেরাও তাদের সমস্যার সমাধান করে ঘরে ফিরে যেতে পারবে।"

24যিথ্রো যা বলল মোশি তাই করল। 25ইস্রায়েলের লোকেদের থেকে কিছু ভাল লোককে সে মনোনীত করল। তারপর সে তাদের নেতা হিসেবে তুলে ধরল। মোশি প্রতি 1,000 জনের জন্য, প্রতি 100 জনের জন্য, প্রতি 50 জনের জন্য, এমনকি প্রতি 10 জনের জন্যও শাসক নিযুক্ত করল। 26এরপর থেকে সেই প্রধানরাই সাধারণ লোকেদের শাসন করতে শুরু করল। লোকেদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তারা সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের নিজের অঞ্চলের নির্দিষ্ট প্রধানের কাছে যেতে লাগল। কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা বা মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত মোশিকে।

27কিছুদিন পর মোশি তার শ্বশুর যিথ্রোকে বিদায় জানাল এবং যিথ্রো তার দেশে ফিরে গেল।

ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি

19 মিশর ছেড়ে আসার ভ্রমণের তৃতীয় মাসে ইস্রায়েলের লোকেরা সীনয় মরুভূমিতে পৌঁছোল। 2তারা রফীদীম থেকে সীনয় পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল এবং পর্বতের কাছে তাঁবু ফেলেছিল। 3তারপর মোশি পর্বতে উঠল ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। সেই পর্বতে ঈশ্বর মোশিকে ডেকে বললেন, "ইস্রায়েলের লোকজন ও মহান যাকোব পরিবারের লোকজনকে একথাগুলি বলো: 4'তোমরা নিজেরাই দেখেছ আমি মিশরীয়দের কি করেছি। তোমরা দেখেছো আমি কিভাবে ঈগল পাখীর মতো মিশর থেকে তোমাদের বের করে আমার কাছে এখানে নিয়ে এসেছি। 5তাই এখন আমি তোমাদের আমার নির্দেশগুলো মেনে চলতে বলছি। আমার চুক্তি পালন করো। তোমরা যদি তা করো তাহলে তোমরা হবে আমার বিশেষ লোক। এই পুরো পৃথিবীটাই আমার; কিন্তু আমি তোমাদের আমার বিশেষ লোক হিসেবে মনোনীত করেছি। 6তোমরা যাজকদের একটি বিশেষ রাজ্য হবে।' মোশি তুমি কিন্তু

আমি যা বলেছি তা ইস্রায়েলের লোকেদের অবশ্যই
বলবে।”
7তাই মোশি আবার পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে
ইস্রায়েলের প্রবীণদের প্রভুর সমস্ত নির্দেশ জানাল।
8তারা সবাই সমস্বরে জানাল, “প্রভুর সব কথা আমরা
মেনে চলব।”
তখন মোশি প্রভুকে বলল যে প্রত্যেকেই তাঁকে
মেনে চলবে। **9**এবং প্রভু মোশিকে বললেন, “ঘন
মেঘের মধ্যে দিয়ে আমি তোমার কাছে আসব এবং
তোমার সঙ্গে কথা বলব। এবং তোমার সঙ্গে আমার
বাক্যালাপ প্রত্যেকটি লোক শুনতে পাবে। লোকেদের
কাছে তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই আমি
এই উপায়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।”
তখন মোশি লোকেদের যাবতীয় বক্তব্য ঈশ্বরকে
জানাল।
10এবং প্রভু মোশিকে বললেন, “আজ এবং
আগামীকাল তুমি একটা বিশেষ সভার জন্য লোকেদের
প্রস্তুত করো। তাদের অবশ্যই তাদের পোশাক ধুয়ে
নিতে হবে। **11**এবং তৃতীয় দিনে আমার জন্য তৈরী
থাকতে হবে। তৃতীয় দিনে প্রভু সীনয় পর্বত থেকে
নীচে নেমে আসবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ আমার দর্শন
পাবে। **12-13**কিন্তু তুমি প্রত্যেককে বলবে পর্বত থেকে
দূরে সরে থাকতে। একটি রেখা টেনে সেই রেখা ওদের
পার হতে বারণ করবে। কোন লোক বা প্রাণী যদি
পর্বতকে স্পর্শ করে তাহলে তার মৃত্যু হবে। তাকে
অবশ্যই পাথর দিয়ে অথবা তীর বিদ্ধ করে মেরে ফেলতে
হবে। তাকে কেউ ছোঁবে না। শিঙা বেজে না ওঠা
পর্যন্ত প্রত্যেকে অপেক্ষা করবে। তারপর তারা পর্বতে
উঠতে পারবে।”
14সুতরাং মোশি পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে
লোকদের বিশেষ সভার জন্য প্রস্তুত করল। লোকেরা
তাদের পোশাক পরিষ্কার করে নিল।
15তখন মোশি লোকেদের বলল, “তৃতীয় দিনে
ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সভার জন্য প্রস্তুত হও। ঐদিন
পর্যন্ত কোন পুরুষ নারীকে স্পর্শ করবে না।”
16তৃতীয় দিন সকালে, পর্বতের চূড়া থেকে ঘন মেঘ
নীচে নেমে এল। মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ রেখায় উচ্চস্বরে
শিঙা বেজে উঠল। শিবিরের প্রত্যেকে ভয় পেয়ে গেল।
17তখন মোশি সবাইকে শিবির থেকে বের করে পর্বতের
কাছে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে এল। **18**সীনয়
পর্বত ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। চুল্লীর মতো ধোঁয়া পাকিয়ে
পাকিয়ে ওপর উঠতে লাগল। সমস্ত পর্বত কাঁপতে
শুরু করল। আগুনের শিখায় প্রভু পর্বত থেকে নীচে
নেমে এলেন বলেই এই ঘটনা ঘটল। **19**শিঙার শব্দ
ক্রমশঃ জোরালো হতে থাকল। মোশি যতবার ঈশ্বরের
সঙ্গে কথা বলল ততবারই বজ্রের মতো কঠিন স্বরে
ঈশ্বর উত্তর দিতে থাকলেন।
20প্রভু সীনয় পর্বতে নেমে এলেন। এরপর প্রভু
মোশিকে পর্বত শৃঙ্গে তাঁর কাছে যেতে বললেন। তখন
মোশি পর্বতে চড়ল।
21প্রভু মোশিকে বললেন, “নীচে গিয়ে লোকেদের
বলো ওরা যেন আমার কাছে না আসে। আমাকে যেন
না দেখে। যদি তা করে তাহলে অনেকে মারা পড়বে।
22আর যে সকল যাজক আমার কাছে আসবে তাদের
বলো তারা যেন এই বিশেষ সভার জন্য নিজেদের
তৈরি করে আসে। যদি তারা তা না করে তাহলে
আমি তাদের শাস্তি দেব।”
23মোশি প্রভুকে বলল, “কিন্তু লোকে পর্বতে চড়তে
পারবে না। কারণ আপনিই তো বলেছিলেন একটি
রেখা টানতে এবং সেই রেখা লঙ্ঘন করে কেউ যেন
পবিত্র ভূমিতে না আসে।”
24প্রভু তাকে বললেন, “নীচে মানুষের কাছে যাও।
গিয়ে হারোণকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এসো। কিন্তু কোন
সাধারণ মানুষ ও যাজককে আমার কাছে আসতে
দিও না। যদি তারা আমার খুব কাছে আসে তাহলে
আমি তাদের শাস্তি দেব।”
25সুতরাং মোশি লোকেদের এই কথাগুলি বলার
জন্য নীচে নামল।

দশটি আজ্ঞা

20 তখন ঈশ্বর এই সব কথা বললেন: **2**“আমিই
প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমিই তোমাদের
মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছি। তাই তোমরা এই
নির্দেশগুলি মানবে:
3“আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনও দেবতাকে
উপাসনা করবে না।
4“তোমরা অবশ্যই অন্য কোন মূর্ত্তি গড়বে না
যেগুলো আকাশের, ভূমির অথবা জলের নীচের
কোন প্রাণীর মত দেখতে। **5**কোন মূর্ত্তির উপাসনা
বা সেবা করবে না। কারণ, আমিই প্রভু, তোমাদের
ঈশ্বর। যারা অন্য দেবতার উপাসনা করবে তাদের
আমি ঘৃণা করি। আমার বিরুদ্ধে যারা পাপ করবে
তারা আমার শত্রুতে পরিণত হবে। এবং আমি
তাদের শাস্তি দেব। আমি তাদের সন্তানসন্ততি এবং
পরবর্তী প্রজন্মকেও শাস্তি দেব। **6**কিন্তু যারা আমায়
ভালবাসবে ও আমার নির্দেশ মান্য করবে তাদের
প্রতি আমি সর্বদা দয়ালু থাকব। আমি তাদের
হাজার প্রজন্ম পর্যন্ত দয়া প্রদর্শন করব।”
7“তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের নাম ভুল
ভাবে ব্যবহার করবে না। যদি কেউ তা করে তাহলে
সে দোষী এবং প্রভু তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন
না।
8“বিশ্রামের দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে মনে
রাখবে। **9**সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করো। **10**কিন্তু
সপ্তমদিনটি হবে বিশ্রামের। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের
প্রতি সম্মান প্রর্দশনের দিন। সুতরাং সেই দিনে
কেউ কাজ করবে না— তুমি নয়, অথবা তোমার
ছেলেরা এবং মেয়েরা, অথবা তোমার স্ত্রী, অথবা
তোমার ক্রীতদাস-দাসীরা কেউ নয়। এমনকি
তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং তোমাদের শহরে

বাস করা বিদেশীরাও বিশ্রামের দিনে কোন কাজ করবে না। 11কারণ প্রভু সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে এই আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু বানিয়েছেন এবং সপ্তমদিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। এইভাবে বিশ্রামের দিনটি প্রভুর আর্শীবাদ ধন্য— ছুটির দিন। প্রভু এই দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

12“তুমি অবশ্যই তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে, তাহলে তোমরা তোমাদের দেশে দীর্ঘ জীবনযাপন করবে। যেটা প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের দিচ্ছেন।

13“কাউকে হত্যা কোরো না।

14“ব্যভিচার কোরো না।

15“চুরি কোরো না।

16“অন্যদের সম্বন্ধে মিথ্যা বোল না।

17“তোমাদের প্রতিবেশীর ঘরবাড়ীর প্রতি লোভ করো না। তার স্ত্রীকে ভোগ করতে চেও না। এবং তার দাস-দাসী, গবাদি পশু অথবা গাধাদের আত্মসাৎ করতে চেও না। অন্যদের কোন কিছুর প্রতি লোভ কোরো না।”

লোকেরা ঈশ্বরকে ভয় পেল

18ঐ সময়ে, লোকজন বজ্র নির্ঘোষ শুনতে পেল এবং বিদ্যুৎ দেখতে পেল। তারা শিঙার শব্দ শুনতে পেল এবং দেখল ধোঁয়া ওপর দিকে উঠছে। এই দেখে লোকেরা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। পর্বত থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তারা এই ঘটনা দেখতে লাগল। 19তখন লোকেরা মোশিকে বলল, “তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও তাহলে তা আমরা শুনব। কিন্তু ঈশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন। তিনি কথা বললে আমরা ভয়ে মারা যাব।”

20তখন মোশি তাদের বলল, “ভয় পেও না! প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করতে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চান তোমরা তাঁকে সম্মান কর, যাতে তোমরা পাপ কাজ না কর।”

21লোকেরা পর্বত থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, আর তখন মোশি অন্ধকার মেঘের ভেতর ঈশ্বরের কাছে গেল। 22তখন প্রভু মোশিকে, ইস্রায়েলের লোকেদের এই কথাগুলি বলার জন্য বললেন: “তোমরা দেখেছো যে আমি স্বর্গ থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। 23সুতরাং তোমরা আমার সঙ্গে তুলনা করে সোনা অথবা রূপো দিয়ে অন্য কোন মূর্ত্তি গড়বে না।

24“আমার জন্য একটি বিশেষ বেদী তৈরী করো। বেদী তৈরীর সময় মাটি ব্যবহার করবে। আমার প্রতি উৎসর্গ হিসেবে ঐ বেদীর ওপর হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য নিবেদন করবে। বলিতে তোমাদের গৃহপালিত মেষ অথবা গবাদি পশু ব্যবহার করবে। যেখানে যেখানে আমি তোমাদের আমাকে মনে রাখতে বলেছি সেই সব স্থানে তোমরা এই বলিগুলি দেবে। তখন আমি এসে তোমাদের আর্শীর্বাদ করব। 25পাথরের বেদী তৈরী করলে কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে কাটা পাথরের ফলক দিয়ে সেই বেদী তৈরী করবে না। যদি তা করো তাহলে সেই বেদী গ্রহণযোগ্য হবে না। 26এবং আমার বেদীতে কোন সিঁড়ি তৈরী করবে না। যদি বেদীতে সিঁড়ি থাকে তাহলে ঐ সিঁড়ি দিয়ে মানুষ যখন উঠবে তখন নীচের লোকেদের কাছে তাদের নগ্নতা প্রকাশ পাবে।”

অন্য বিধি ও আজ্ঞা

21 তারপর ঈশ্বর মোশিকে বললেন, “তুমি অন্য এই সব নিয়মের কথাও লোকেদের বলবে।

2“তুমি যদি ইব্রীয় দাস ক্রয় করো তবে সে ছয় বছর দাসত্ব করার পর বিনামূল্যে মুক্তি পাবে। 3যদি তোমার দাস থাকাকালীন সে বিবাহিত না হয় তাহলে মুক্তির সময়েও সে একাই মুক্তি পাবে। কিন্তু যদি সে বিবাহিত হয় তাহলে সে সস্ত্রীক মুক্তি পাবে। 4যদি দাসটি বিবাহিত না হয় তাহলে তার মনিব তাকে বিয়ে দিতে পারে। সে যদি পুত্র অথবা কন্যা ধারণ করে তাহলে সে এবং তার ছেলেমেয়েরা মনিবের অধিকারভুক্ত হবে। এবং সে নিজে ঐ মনিবের কাছে থাকবে এবং দাসের নিজের কর্মকাল শেষ হবার পর সে একা মুক্তি পাবে।

5“কিন্তু যদি দাসটি বলে, ‘আমি আমার মনিবকে, আমার পত্নীকে এবং ছেলে-মেয়েদের ভালবাসি, তাই আমি মুক্ত হতে চাই না,’ 6যদি এরকম হয় তাহলে তার মনিব দাসটিকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসবে। তারপর তার মনিব তাকে একটি দরজা বা দরজার কাঠের কাঠামোর কাছে নিয়ে যাবে। তারপর ছুঁচালো একটি যন্ত্র দিয়ে মনিব তার দাসের কানে একটি ফুটো করবে। তাহলে সেই দাস সারাজীবন তার মনিবের সেবা করবে।

7“কোন ব্যক্তি যদি তার কন্যাকে দাস হিসেবে বিক্রী করতে চায় তাহলে তার মুক্তি পাওয়ার নিয়ম পুরুষ দাসদের নিয়মের থেকে আলাদা হবে। 8যদি সেই মহিলার মনিব তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহলে সে তার মহিলা দাসটিকে তার পিতার কাছে ফেরৎ পাঠাতে পারে। যদি মনিবটি তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তাহলে অন্য লোকের কাছে সে তাকে বিক্রি করতে পারবে না কারণ সেটা হবে অন্যায়। 9যদি তার মনিব মহিলা দাসটিকে তার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তাকে দাসের মতো না রেখে মেয়ের মতো রাখতে হবে।

10“যদি মনিব অন্য কোনও স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তাহলে সে তার প্রথম স্ত্রীকে কম খাবার বা কম জামাকাপড় দিতে পারবে না। সে তার স্ত্রীর প্রতি বিবাহের অধিকার হিসেবে সব কর্তব্য করবে। 11মনিব যদি এই তিনটি জিনিষ না করে তাহলে তার স্ত্রী বিনামূল্যে তার কাছ থেকে মুক্তি পাবে।

12“যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে আঘাত করে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। 13কিন্তু যদি একটি দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে ধরে নেওয়া হবে। আমি

কতগুলি বিশেষ জায়গা বেছে দেব যেগুলি লোকেরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করবে। 14কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি ক্রোধ বা ঘৃণা থেকে কাউকে হত্যা করে তবে সে শাস্তি পাবে। তাকে আমার বেদী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে।

15“যে ব্যক্তি পিতা বা মাতাকে আঘাত করবে তাকে হত্যা করা হবে।

16“যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে চুরি করে দাস হিসেবে বিক্রি করতে চায় বা নিজের দাস করে রাখতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

17“যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তাকে হত্যা করা হবে।

18“পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যদি একজন অপর ব্যক্তিকে পাথর অথবা তার মুষ্টি দিয়ে আঘাত করে, তাহলে তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। যে আহত সে যদি মারা না যায় তবে যে আঘাত করেছে তাকে হত্যা করা হবে না। 19আহত ব্যক্তি যদি কিছু সময়ের জন্য শয্যাশায়ী থাকে তাহলে যে আঘাত করেছে সে তার সময়ের ক্ষতিপূরণ দেবে, যতদিন না আহত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে।

20“কখনো কখনো মনিব তার পুরুষ বা স্ত্রী দাসদের প্রহার করে থাকে, যদি এই প্রহারে দাসটি মারা যায় তবে তার ঘাতক শাস্তি পাবে। 21কিন্তু যদি দাসটি মারা না গিয়ে কয়েকদিন বাদে সেরে ওঠে তবে তার মনিবকে কিছু বলা হবে না কারণ সে তার দাসের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে এবং সে দাসটি তার সম্পত্তি।

22“দুটি মানুষ ঝগড়া করার সময় যদি কোনও গর্ভবতী মহিলাকে আঘাত করে এবং এর ফলে যদি তার গর্ভপাত হয়ে যায় এবং কোন ক্ষতি না হয় তাহলে যে আঘাত করেছে সে শুধু তাকে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। ঐ মহিলার স্বামী জরিমানার টাকার অংশ ঠিক করে দেবে। বিচারকেরা এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। 23কিন্তু যদি সেই মহিলার আঘাতের ফলে কোন ক্ষতি হয় তাহলে যে তাকে আঘাত করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে অন্যকে হত্যা করবে তাকেও মরতে হবে। একজনের জীবনের বদলে অন্যের জীবন নেওয়া হবে। 24তুমি চোখের বদলে চোখ নেবে, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা নেবে। 25পোড়ার বদলে পোড়াবে, চোটের বদলে চোট দেবে, কাটার বদলে কাটবে।

26“যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের চোখে আঘাত করে তাকে অন্ধ করে দেয় তাহলে সেই দাসকে মুক্তি দিয়ে দিতে হবে। তার চোখ হল তার মুক্তির মূল্য, স্ত্রী বা পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম হবে। 27যদি কোনও মনিব তার দাসকে মুখে আঘাত করে তার দাঁত ফেলে দেয় তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে, তার দাঁত হবে তার মুক্তির মূল্য, এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

28“যদি কোনও ব্যক্তির ষাঁড় কোন স্ত্রী বা পুরুষকে মেরে ফেলে তাহলে ওই ষাঁড়কে পাথর মেরে মারতে হবে। ওই ষাঁড়কে খাওয়াও যাবে না। কিন্তু ষাঁড়ের মালিক দোষী হবে না। 29কিন্তু যদি ষাঁড়টি ইতিপূর্বে কাউকে আঘাত করে থাকে এবং তার মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই মালিককে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। কেননা সে জানা সত্ত্বেও ষাঁড়টিকে যথাস্থানে বেঁধে বা আটকে রাখে নি। আর যদি এরকম ষাঁড়কে ছেড়ে রাখার ফলে কারো প্রাণ যায় তাহলে সেই ষাঁড় ও তার মালিক দুজনকেই পাথর দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হবে। 30কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিবার যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহলে ষাঁড়ের মালিককে মারা হবে না। কিন্তু সে বিচারকদের নির্ধারিত টাকার অঙ্ক জরিমানা দেবে।

31“এই একই নিয়ম থাকবে যদি ষাঁড়টি কোনও লোকের পুত্র বা কন্যাকে হত্যা করে। 32কিন্তু ষাঁড়টি যদি কোনও দাসকে হত্যা করে তবে তার মালিককে 30 টুকরো রূপো দিতে হবে মূল্য হিসেবে এবং ষাঁড়টিকে পাথর দিয়ে মারা হবে। এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে একই হবে।

33“কোনও ব্যক্তি কুঁয়োর ওপরের ঢাকা সরিয়ে দিতে পারে বা গভীর গর্ত খুঁড়ে ঢাকা না দিয়ে রাখতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির পোষা জন্তু এসে এই গর্তে পড়ে যায় তবে গর্তের মালিককে দায়ী করা হবে। 34গর্তের মালিককে জন্তুটির মূল্য দিতে হবে কিন্তু মূল্য দেওয়ার পর সে জন্তুটির দেহ নিজের কাছে রাখার অধিকার পাবে।

35“যদি এক ব্যক্তির ষাঁড় আরেক ব্যক্তির ষাঁড়কে হত্যা করে তখন জীবিত ষাঁড়টিকে বিক্রি করে দিতে হবে। উভয় ব্যক্তি সেই বিক্রয় মূল্যের অর্ধেক ভাগ পাবে এবং মৃত ষাঁড়টির দেহের অর্ধেক ভাগ পাবে। 36যদি কারো ষাঁড় অন্য কারো ব্যক্তির জন্তুদের গুঁতিয়ে মেরে ফেলার জন্য পরিচিত থাকে, তবে সেই ষাঁড়ের মালিককে তার জন্য দায়ী করা হবে। যদি ষাঁড়টি অন্য ষাঁড়কে মেরে ফেলে, তাহলে তার মালিককেই দায়ী করা হবে কারণ সে ষাঁড়টিকে ছেড়ে রেখেছে। তাকে অবশ্যই মৃত ষাঁড়ের মূল্য দিতে হবে কিন্তু মৃত ষাঁড়টি সে নিজের জন্য রাখতে পারে।

22 “যে ব্যক্তি ষাঁড় বা মেষ চুরি করেছে তাকে কিভাবে শাস্তি দেবে? যদি সে প্রাণীটিকে হত্যা করে বা বিক্রি করে দেয় তবে সে সেটা ফেরৎ দিতে পারবে না, তাই তাকে একটা চুরি করা ষাঁড়ের বদলে পাঁচটা ষাঁড় কিনে দিতে হবে বা একটা মেষের বদলে চারটি মেষ দিতে হবে। তাকে চুরির জন্য জরিমানা দিতে হবে। 2-4যদি তার কাছে কিছু না থাকে তাহলে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদি তুমি লোকটির কাছে জন্তুটিকে দেখতে পাও, তবে চোরকে অবশ্যই চুরি করা জন্তুটির মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। প্রাণীটি ষাঁড় বা গাধা বা মেষ যাই হোক না কেন নিয়ম একই থাকবে।

“যদি সিঁদ কেটে চুরি করার সময় কোনও চোর মারা যায় তবে কেউই দোষী হবে না। কিন্তু যদি এটা

দিনের বেলায় হয় তাহলে যে হত্যা করবে সে দায়ী হবে।

5“যখন একটি ব্যক্তি তার গৃহপালিত জন্তুদের তার নিজের ক্ষেতে অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতে চরতে দেয়, কিন্তু তারা যদি বিপথে গিয়ে অন্য কারো ক্ষেতে অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতে চরে বেড়ায় তাহলে তাকে তার ক্ষেতের অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতের সবচেয়ে ভালো ফসল দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

6“কেউ যদি তার প্রতিবেশীর শস্যের গাদা অথবা যে শস্য কাটা হয়নি তা অথবা পুরো ক্ষেতটি পুড়িয়ে ফেলে, তাহলে যা কিছু পুড়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে।

7“কোনও ব্যক্তি তার টাকা বা অন্য কিছু তার প্রতিবেশীর কাছে রাখতে দিতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে সেই জিনিষ চুরি হয়ে যায় তবে কি করবে? চোরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যদি চোরকে পাও তবে চোর চুরি করা জিনিষের মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা দেবে। 8যদি চোরকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে ঈশ্বর বিচার করবেন যেখান থেকে চুরি হয়েছে সেই বাড়ির মালিক দোষী কি না। বাড়ির মালিক ঈশ্বরের কাছে যাবে এবং ঈশ্বর বিচার করবেন যে সে কিছু চুরি করেছে কি না।

9“যদি কোনও দুই ব্যক্তি উভয়েই কোনও ষাঁড় বা গাধা বা মেষ বা বস্ত্র বা কোনও হারানো বস্তুকে নিজের বলে দাবী করে তাহলে তারা দুজনেই ঈশ্বরের কাছে যাবে। ঈশ্বর যাকে দোষী করবেন সে অপর ব্যক্তিকে সেই জিনিষটির মূল্যের দ্বিগুণ দেবে।

10“কোনও ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে তার কোন প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের অল্প সময়ের জন্য ভার দিতে পারে। সেটা গাধা বা ষাঁড় বা মেষ হতে পারে কিন্তু যদি সেই প্রাণী আহত হয় বা মারা যায় বা কারো অলক্ষ্যে চুরি হয়ে যায় তাহলে কি করবে? 11তখন সেই প্রতিবেশীকে প্রভুর নামে শপথ করে বলতে হবে যে সে চুরি করেনি। তখন প্রাণীর মালিক সেই শপথ গ্রাহ্য করবে এবং প্রতিবেশীকে সেই মৃত প্রাণীর জন্য কোন জরিমানা দিতে হবে না। 12কিন্তু যদি সেই প্রতিবেশী চুরি করে থাকে তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। 13যদি কোন বন্য জন্তু প্রাণীটিকে মেরে ফেলে তবে তার দেহ প্রমাণ হিসেবে দেখাতে হবে। তাহলে প্রতিবেশীকে জরিমানা দিতে হবে না।

14“যদি কোনও ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে তবে সে তার জন্য দায়ী থাকবে। যদি কোন প্রাণী আহত হয় বা মারা যায় তবে প্রতিবেশী প্রাণীর মালিককে জরিমানা দেবে। প্রতিবেশীই দায়ী কারণ মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। 15কিন্তু যদি প্রাণীর মালিক সেখানে উপস্থিত থাকে তাহলে প্রতিবেশীকে জরিমানা দিতে হবে না। যদি প্রতিবেশী প্রাণীটিকে ব্যবহারের জন্য টাকা দেয় তাহলে তাকে প্রাণীটি আহত হলে বা মারা গেলে জরিমানা দিতে হবে না। সে ঐ প্রাণীটি ব্যবহারের জন্য যা মূল্য দিয়েছে তাই যথেষ্ট।

16“যদি, কোনও ব্যক্তি একজন অবাগদত্তা কুমারী মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তাহলে সে অবশ্যই তার পিতাকে পুরো যৌতুক দেবে এবং তাকে বিয়ে করবে। 17যদি তার পিতা মেয়েটিকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে নাও চান তাহলেও তাকে মেয়েটির জন্য পুরো অর্থ দিতে হবে।

18“যদি কোন স্ত্রীলোক দুষ্ট কুহক করে তবে তাকে বাঁচতে দিও না।

19“কোন মানুষ যদি কোন পশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে।

20“যদি কোন ব্যক্তি মূর্ত্তিকে নৈবেদ্য দেয় তবে তাকে হত্যা করবে। তোমরা অবশ্যই কেবলমাত্র প্রভুর কাছেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে।

21“মনে রাখবে তোমরা ইতিপূর্বে মিশরে বিদেশী ছিলে তাই তোমরা কোন বিদেশীকে ঠকাবে না বা আঘাত করবে না।

22“কোন বিধবা বা অনাথ শিশুর কখনো কোনও ক্ষতি কোর না। 23যদি তুমি ঐসব বিধবা ও অনাথদের নির্যাতন কর তাহলে আমি তাদের দুর্দশার কথা জেনে যাব। 24এতে আমি রেগে গিয়ে তোমাকে হত্যা করব যার ফলে তোমার স্ত্রী বিধবা এবং তোমার সন্তানেরা অনাথ হবে।

25“যদি আমার লোকেদের মধ্যে কেউ দরিদ্র হয় এবং তাকে তুমি কিছু টাকা ধার দাও, তাহলে ঐ টাকার ওপর কোন সুদ দাবী করো না অথবা তাকে সুদ দিতে বাধ্য করো না। সুদ নিয়ে যে টাকা দেয় তার মতো ব্যবহার কোর না। 26যদি কোনও ব্যক্তি তোমার কাছে ধার শোধ করার প্রমাণ হিসেবে তার গায়ের শীতবস্ত্র বন্ধক রাখে তবে তুমি সূর্যাস্তের আগে তাকে সেটা ফিরিয়ে দেবে। 27যদি তার শীতবস্ত্র না থাকে তবে সে শীতে কষ্ট পাবে এবং তার কান্না আমি শুনতে পাবো কেননা আমি দয়ালু।

28“ঈশ্বর বা জনগণের নেতাদের কখনো অভিশাপ দিও না।

29“ফসল কাটার সময় প্রথম শস্যের দানা ও প্রথম ফলের রস বছরের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই আমাকে দেবে ।

“তোমাদের প্রথম সন্তানকে আমার কাছে উৎসর্গ করবে। 30তোমাদের প্রথমজাত গরু বা মেষও আমাকে দেবে। প্রথম নবজাতককে তার মায়ের কাছে সাত দিন রেখে অষ্টম দিনে আমাকে দিয়ে দেবে।

31“তোমরা আমার বিশেষ লোক, কোন বন্য প্রাণীর মেরে ফেলা পশুর মাংস খাবে না। সেই মাংস কুকুরকে খেতে দেবে।

23 “অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ রটিও না। যদি তুমি আদালতে সাক্ষী দিতে যাও তাহলে একজন খারাপ লোককে সাহায্যের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

2“সবাই যা করছে তুমিও তাই করতে যেও না। যদি একটি গোষ্ঠীর মানুষ অন্যায় করে তাহলে তুমিও

তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে যেও না বরং তুমি তাদের
কাজে ইন্ধন না জুগিয়ে যা সঠিক এবং ন্যায় তাই
করো।
3“কোন মামলা-মকদ্দমায় কোন দরিদ্র লোককে
তোমার বিশেষ অনুগ্রহ করা অবশ্যই উচিৎ নয়।
4“যদি কোনও ব্যক্তির বলদ অথবা গাধা হারিয়ে
যায় আর তা যদি তুমি খুঁজে পাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে
তুমি হারিয়ে যাওয়া বলদ বা গাধাটিকে তার মালিকের
কাছে ফিরিয়ে দেবে। এমনকি সে যদি তোমার শত্রু
হয় তাহলেও তুমি এটাই করবে।
5“যদি কোনও মালবাহী পশু মালের ভারে আর
চলতে না পারার মত অবস্থায় পৌঁছে যায় তাহলে তুমি
সেই পশুটির ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হবে। সেই পশুটি
যদি তোমার শত্রুও হয় তাহলেও তুমি তা করবে।
6“কোনও দরিদ্রের সঙ্গে কোনওরকম অন্যায় হতে
দিও না। সাধারণ মানুষদের মতোই একই বিধানে সেই
দরিদ্রেরও বিচার হওয়া উচিত।
7“কাউকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করার আগে সচেতন
থেকো। কারুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিও না। কোনও
নির্দোষ মানুষকে শাস্তি পেতে দেখলে তার বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবে। যে একজন
নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে সে একজন পাপী এবং
আমি কখনোই তাকে ক্ষমা করব না।
8“যদি কেউ তোমাকে তার অন্যায় কাজকর্মের সঙ্গ
দেওয়ার জন্য ঘুষ দিতে চায় তাহলে তুমি সেই ব্যক্তির
প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। কারণ ঘুষের অর্থ সত্যকে
দেখার দৃষ্টি ঢেকে দেয় এবং এই ধরণের ঘুষের অর্থ
ভাল মানুষদেরও মিথ্যা বলতে প্রলুব্ধ করবে।
9“কোনও বিদেশীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না
কারণ এক সময় তোমরা যখন মিশরে ছিলে তোমরাও
তখন সে দেশে বিদেশী হিসেবেই বাস করতে।

বিশেষ ছুটির দিন

10“ছয় বছর ধরে জমিতে চাষ করো, বীজ বোনো,
ফসল ফলাও। **11**কিন্তু সপ্তম বছরে আর নিজের জমিকে
চাষের জন্য ব্যবহার করবে না। সপ্তম বছরটি হবে
জমির বিশেষ বিশ্রামের সময়। তাই জমিতে সে বছর
আর কোনও চাষ করবে না। তবু যদি সেই জমিতে
কোনও ফসল ফলে তাহলে সেই ফসল গরীব মানুষদের
দিয়ে দিতে হবে এবং বাকী যা পড়ে থাকবে তা খেতে
দেবে বন্য প্রাণীদের। তোমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত ও জলপাই
গাছগুলির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম খাটাবে।
12“সপ্তাহে ছ'দিন কাজ করার পর সপ্তম দিনটি
ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করো। ছুটির দিন শুধু বিশ্রামের
জন্য তুলে রাখবে। তুমি অবশ্যই তোমার ক্রীতদাসদের
এবং বিদেশীদের এবং এমন কি তোমার গৃহপালিত
ষাঁড় এবং গাধাদেরও সাময়িক অবকাশ দেবে।
13“এই সমস্ত নিয়মগুলো তুমি সাবধানে মেনে চলবে।
অন্য দেবতাদের নামও উচ্চারণ করো না; তোমার
মুখে যেন ওগুলো না শুনতে পাওয়া যায়।
14“তোমাদের জন্য বছরে তিনটি বিশেষ ছুটির দিন
থাকবে। তোমাদের আমাকে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট
স্থানে আসতে হবে। **15**প্রথম ছুটির দিনটি হবে
খামিরবিহীন রুটির উৎসব। আমার নির্দেশ মতো তা
পালন করা হবে। এই সময় তোমরা যে রুটি খাবে তা
হবে খামিরবিহীন। সাত দিন এই ভাবে চলবে। তোমরা
এই নির্দেশ পালন করবে আবীব মাসে। কারণ এই
সময়েই তোমরা মিশর থেকে ফিরে এসেছিলে। এই
আবীব মাসে তোমরা প্রত্যেকে আমাকে উৎসর্গ করার
জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসবে।
16“দ্বিতীয় ছুটির দিনটি হবে ফসল কাটার উৎসব।
গ্রীষ্মের প্রথমদিকে এই দ্বিতীয় ছুটির দিন হবে। সে
সময় তোমরা ক্ষেত থেকে ফসল কাটবে।
“তৃতীয় ছুটির দিনটি হবে ফসল তোলার উৎসব।
বছরের শেষে যখন তোমরা জমি থেকে সব শস্য ঘরে
তুলবে তখনই এই উৎসব পালিত হবে।
17“সুতরাং প্রত্যেক বছরে তিনদিন সকলে সেই নির্দিষ্ট
বিশেষ স্থানে জড়ো হয়ে তোমাদের প্রভুর সঙ্গে কাটাবে।
18“যখন তোমরা পশু বলি দিয়ে তার রক্ত প্রভুর
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে তখন আর খামির দেওয়া রুটি
উৎসর্গ করবে না। এবং ঐ বলির মাংস তোমরা একদিনে
খেয়ে নেবে, পরের দিনের জন্য জমিয়ে রাখবে না।
19“ক্ষেত থেকে ফসল তোলার সময় সব ফসল
তুলে প্রথমে নিয়ে আসবে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
গৃহে।
“কোন ছাগ শিশুকে তার মায়ের দুধে ফুটিয়ো না।”

ইস্রায়েলকে তার স্বদেশ ফিরিয়ে দিতে ঈশ্বর সাহায্য করবেন

20ঈশ্বর বললেন, “দেখ তোমাদের জন্য আমি এক
দূত পাঠাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য যে স্থান নির্বাচন
করেছি তোমাদের সেইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার
পাঠানো দূত তোমাদের নেতৃত্ব দেবে। ঐ দূত তোমাদের
রক্ষা করবে। **21**ঐ দূতকে অমান্য না করে তাকে অনুসরণ
করো। তার বিরুদ্ধে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ কোর
না। ঐ দূতের শরীরে আমার শক্তি আছে; সুতরাং সে
কোনরকম অন্যায় বরদাস্ত করবে না। **22**তোমরা তার
সব কথা মেনে চলবে। আমার সব কথাও অক্ষরে
অক্ষরে পালন করবে। যদি তোমরা তা করো তাহলে
আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমাদের শত্রুদের
বিরোধিতা করব এবং যারা তোমার বিরুদ্ধে যাবে আমি
তাদেরও শত্রুতে পরিণত হব।”
23ঈশ্বর বললেন, “আমার প্রেরিত দূত তোমাদের
আগে আগে যাবে। সে তোমাদের নেতৃত্ব দেবে—
ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্বীয় ও
যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি তাদের প্রত্যেককে
পরাজিত করব।
24“তাদের দেবতাদের তোমরা পূজা করবে না।
তোমরা সেইসব দেবতাদের কাছে নতজানু হবে না।
তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়াবে

না। তোমরা তাদের মূর্ত্তিদের ধ্বংস করবে এবং তোমরা
তাদের দেবতাকে মনে রাখার সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলবে।
25তোমরা সর্বদা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সেবা অবশ্যই
করবে। আমি তোমাদের রুটি ও জলকে আশীর্বাদ
করব। আমি তোমাদের কাছ থেকে সমস্ত রোগ সরিয়ে
নেব। 26তোমাদের মহিলারা সন্তান ধারণে সক্ষম হয়ে
উঠবে। তাদের কেউই সন্তান প্রসবকালে মারা যাবে
না। আমি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দেব।

27“তোমরা যখন তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ
করবে তখন আমি তোমাদের শক্তি জোগাবো। আমি
তোমাদের শত্রুদের হারাতে সাহায্য করব। তোমাদের
শত্রুরা হতচকিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু
করবে। 28আমি তোমাদের আগে একটা ভীমরুল*
পাঠাব। সেই তোমাদের শত্রুদের জোর করে তাড়িয়ে
দেবে। হিব্বীয়, কনানীয় ও হিত্তীয়রা তোমাদের দেশ
ত্যাগ করে পালাবে। 29কিন্তু আমি শীঘ্রই ঐ সমস্ত
মানুষগুলোকেজোর করে তোমাদের দেশ থেকে তাড়াব
না। অন্তত এক বছর আমি ওদের তাড়াব না। কারণ
তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের দেশ জনমানব শূন্য
হয়ে পড়বে। ফলে সেসময় বন্য প্রাণীরা ঢুকে পড়ে
বংশবৃদ্ধির দ্বারা দেশটাকে দখল করে নেবে এবং তখন
সেই সমস্ত প্রাণীরাই তোমাদের সমস্যা সৃষ্টি করবে।
30তাই আমি খুব ধীরে ধীরে ঐ মানুষগুলোকে তোমাদের
দেশ থেকে তাড়াব। তোমরাও ক্রমশঃ দেশের অভ্যন্তরে
প্রবেশ করতে থাকবে আর আমিও ওদের একে একে
তাড়াতে থাকব।

31“সূফ সাগর থেকে ফরাৎ নদী পর্যন্ত সমস্ত জমি
তোমাদের দিয়ে দেব। তোমাদের দেশের পশ্চিম সীমান্ত
হবে পলেষ্টীয়দের সমুদ্র পর্যন্ত। আর পূর্ব দিকের সীমান্ত
হবে আরব দেশের মরুভূমি। এই সীমানার মধ্যে
বসবাসকারী প্রত্যেককে আমি তোমাদের দিয়েই
পরাজিত করে তাড়িয়ে ছাড়ব।

32“তোমরা ঐ সমস্ত লোকেদের সঙ্গে অথবা তাদের
দেবতাদের সঙ্গে কোনওরকম চুক্তি করবে না। 33তাদের
তোমাদের দেশে একদম থাকতে দেবে না। যদি থাকতে
দাও তাহলে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে তোমরা আমার
বিরুদ্ধে পাপকে সংঘটিত করবে। এবং তোমরা ঐ
লোকেদের দেবতাদের পূজা করতে বাধ্য হবে।”

ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলের চুক্তি

24 প্রভু মোশিকে বললেন, “তুমি হারোণ, নাদব,
অবীহূ এবং ইস্রায়েলের 70 জন প্রবীণ পর্বতের
ওপর উঠে এসে দূর থেকে আমার উপাসনা করো।
2কিন্তু মোশি একাই প্রভুর কাছে আসবে। অন্যরা যেন
প্রভুর কাছে না যায়। এমনকি বাকী লোকেরা মোশির
সঙ্গে পর্বতে উঠবে না।”

3প্রভুর সমস্ত নির্দেশ ও সমস্ত বিধি মোশি লোকেদের
বলল। তখন সবাই রাজী হল এবং বলল, “আমরা
প্রভুর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলব।”

4সুতরাং মোশি একটি খাতায় প্রভুর সমস্ত নির্দেশ
লিখে রাখল। পরদিন সকালে সে জেগে উঠল এবং
পর্বতের পাদদেশে একটি বেদী এবং ইস্রায়েলের দ্বাদশ
পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্তম্ভ নির্মাণ করল।
5তারপর মোশি ইস্রায়েলের যুবকদের পাঠাল প্রভুর
বেদীতে কিছু উৎসর্গের জন্য। এই যুবকেরা হোমবলি
ও মঙ্গল নৈবেদ্য স্বরূপ প্রভুর কাছে ষাঁড়গুলি উৎসর্গ
করল।

6পশু বলির সময় মোশি পাত্রগুলিতে অর্ধেক রক্ত
রাখল এবং বাকী রক্ত বেদীর ওপর ঢেলে দিল।

7মোশি তখন খাতাটি নিয়ে তাতে লেখা চুক্তিগুলি
চেঁচিয়ে পড়তে থাকল। লোকেরা তা শুনে বলে উঠল,
“আমরা প্রভুর দেওয়া বিধিগুলি শুনেছি এবং তা মানতে
রাজি।”

8তখন মোশি লোকেদের মাঝে উঠে দাঁড়াল এবং
ঐ পাত্রগুলিতে রাখা রক্ত ছিটিয়ে দিল। সে বলল,
“দেখ, এই হচ্ছে সেই রক্ত যা তোমাদের সঙ্গে প্রভুর
চুক্তির সূচনা করে। চুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ঈশ্বর
তোমাদের জন্য বিধি প্রণয়ন করেছেন।”

9এরপর মোশি, হারোণ, নাদব, অবীহূ এবং
ইস্রায়েলের 70 জন প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সেই পর্বতে চড়ল।
10পর্বতের ওপর তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দেখতে
পেল। ঈশ্বর নীল আকাশের মতো স্বচ্ছ নীলকান্ত মণির
রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 11ইস্রায়েলের প্রবীণদের
প্রত্যেকে ঈশ্বরকে দেখতে পেল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের
ধ্বংস করেন নি।* পরিবর্তে তারা সবাই একত্রে ভোজন
ও পান করল।

মোশি ঈশ্বরের বিধির জন্য গেল

12প্রভু মোশিকে বললেন, “পর্বতের ওপর আমার
কাছে এসো এবং ওখানে থাকো। আমি লোকেদের
জন্য আমার শিক্ষামালা ও বিধিগুলি দুটো প্রস্তর ফলকে
লিখে রেখেছি। আমি এই প্রস্তর ফলকগুলি তোমাকে
দিতে চাই।”

13তখন মোশি ও তার পরিচারক যিহোশূয় ঈশ্বরের
কাছে যাওয়ার জন্য পর্বতে চড়লো। 14মোশি প্রবীণদের
বলল, “এখানে তোমরা আমাদের দুজনের জন্য অপেক্ষা
করো। আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব। আমি
যাবার পর তোমাদের কারো কোন সমস্যা হলে হারোণ
ও হূরের কাছে যাবে।”

মোশি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেল

15মোশি যখন পর্বতে উঠল তখন পর্বত মেঘে আচ্ছন্ন
ছিল। 16সীনয় পর্বতে প্রভুর মহিমা স্থায়ী হল। ছয় দিন

ভীমরুল এটি একটি মৌমাছির মত পতঙ্গ। এটি একটি সত্যি ভীমরুল হতে পারে অথবা ঈশ্বরের দূত অথবা তাঁর মহান ক্ষমতা হতে পারে।

ইস্রায়েলের ... করেন নি বাইবেল বলে যে লোকে ঈশ্বরকে দেখতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে এই নেতারা জানুক তিনি কি রকম। সেজন্য তিনি তাদের তাঁকে একটি বিশেষ উপায়ে দেখতে দিয়েছিলেন।

পর্বত মেঘে ঢেকে রইল এবং সপ্তমদিনে ঈশ্বর মেঘের ভেতর থেকে মোশির সঙ্গে কথা বললেন। 17আর তখন ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর মহিমা দেখতে পেল। যেন এক আগুনের গোলা জ্বলছিল পর্বতের চূড়ায়।

18তখন মোশি মেঘের মধ্যে দিয়েই পর্বতের চূড়ায় উঠতে লাগল। মোশি ওই পর্বতে 40 দিন ও 40 রাত কাটিয়েছিল।

পবিত্র বিষয়ে উপহার

25 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের লোকেদের বলো আমার জন্য উপহার নিয়ে আসতে। তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মনে মনে ঠিক করে নেবে তারা আমাকে কি দিতে চায়। আমার হয়ে তুমি সেই উপহারগুলি গ্রহণ করো। 3এই হল তার ফর্দ যা যা তুমি তাদের থেকে গ্রহণ করবে: সোনা, রূপো এবং পিতল, 4নীল, বেগুনী এবং লাল সুতো ও মসৃণ শনের কাপড় এবং ছাগলের লোম, 5মেষের লাল রঙের চামড়া, মসৃণ চামড়া, বাবলা কাঠ, 6প্রদীপের তেল, অভিষেকের তেল, সুগন্ধি মশলা, সুগন্ধি ধূপ তৈরির মশলা। 7এগুলি ছাড়াও অলীক মণি এবং অন্যান্য মণিমাণিক্য যেগুলো যাজক দ্বারা পরিহিত এফোদ এবং বক্ষাবরণের ওপর ব্যবহৃত হবে তা গ্রহণ করো।”

পবিত্র তাঁবু

8ঈশ্বর আরও বললেন, “লোকেরা আমার জন্য একটি পবিত্র স্থান তৈরি করবে। তখন আমি তাদের মধ্যে থাকতে পারব। 9আমি তোমাদের পবিত্র তাঁবু এবং তার আসবাবপত্রাদি কেমন দেখতে হওয়া উচিৎ দেখাব। এবং আমি যেমনটি দেখাব ঠিক তেমনি একটি তাঁবু তৈরী করবে।

সাক্ষ্যসিন্দুক

10“একটি বিশেষ সিন্দুক তৈরী করবে। সিন্দুকটি তোমরা বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরী করবে। পবিত্র সিন্দুকটির দৈর্ঘ্য হবে 2.5 হাত, প্রস্থ 1.5 হাত, এবং উচ্চতায় 1.5 হাত। 11পুরো সিন্দুকটির ভেতরে বাইরে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। তোমরা অবশ্যই তার চারধারে সোনার ঝালর দেবে। 12তোমরা সিন্দুকটিকে বয়ে নেওয়ার জন্য চারটি সোনার আংটা সিন্দুকটির চারদিকে লাগাবে। দুদিকে দুটো করে সোনার কড়া বা আংটা থাকবে। 13এরপর সিন্দুকটিকে বহন করার জন্য দুটো বাবলা কাঠের দণ্ড বানাবে। এই দণ্ডটিও সোনা দিয়ে মোড়া থাকবে। 14এরপর সিন্দুকটির দু প্রান্তের আংটার মধ্যে দণ্ডগুলি ঢোকাবে এবং সিন্দুকটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করবে। 15এই দণ্ডগুলি অবশ্যই সিন্দুকটির হাতার ভেতরদিকে দৃঢ় হয়ে থাকবে এবং সেগুলো কখনো খুলে নেওয়া হবে না।”

16ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমাদের চুক্তিটি দেব। তা ঐ সিন্দুকে রেখে দেবে। 17আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া একটি সোনার আচ্ছাদন তৈরী করবে। 18“পেটানো সোনা দিয়ে দুইটি করূব দূত বানাও এবং সোনার আচ্ছাদনের দুই প্রান্তে তাদের রাখো। 19আচ্ছাদনের দুই কোণায় তাদের রেখে একই আচ্ছাদনের নীচে ওদের স্থাপন করবে। এরপর দূতদের এবং আচ্ছাদনটিকে একটি অখণ্ড বস্তু করবার জন্য তাদের যুক্ত করো। 20দূতদের ডানা দুটিকে অবশ্যই আকাশের দিকে বিস্তৃত করে দিতে হবে। এবার ডানা সমেত দূতের মূর্ত্তিকে সিন্দুকে এমনভাবে রাখবে যেন দুজনেই মুখোমুখি আচ্ছাদনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

21“আমি তোমাদের চুক্তিটি দেব এবং তোমরা তা সিন্দুকে ভরে রাখবে এবং সিন্দুকের ওপর ঐ ঢাকনাটি দিয়ে দেবে। 22আমি যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তখন আমি পরস্পর মুখোমুখি ঐ করূব দূতদের মাঝখানে আচ্ছাদনের ওপর থেকে কথা বলব। ইস্রায়েলবাসীকে দেবার জন্য আমি তোমাদের আমার সমস্ত আদেশসমূহ দেব।

টেবিল

23“বাবলা কাঠের একটি টেবিল তৈরী করবে। টেবিলটি দৈর্ঘ্যে হবে 2 হাত, প্রস্থে 1 হাত এবং উচ্চতায় 1.5 হাত। 24টেবিলটি খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়া থাকবে এবং টেবিলের চারদিকে সোনার নিকেল করা থাকবে। 25তারপর টেবিলের চারিদিকে 1 হাত চওড়া একটি কাঠের কাঠামো তৈরী করবে এবং ঐ কাঠের কাঠামোতে সোনার নিকেল করা থাকবে। 26টেবিলের চার পায়ায় চারটি সোনার কড়া তৈরি করে রাখবে। 27পায়ায় সোনার কড়া চারটি টেবিলের ওপর রাখা কাঠামো বরাবর সোজা তুলে আনবে। এবার চারটি কড়ায় দণ্ড ঢুকিয়ে টেবিলটিকে বহন করা যাবে। 28বাবলা কাঠেরই দণ্ড তৈরি করে সেগুলি সোনারপাতে মুড়ে টেবিলটিকে বহন করবে। 29সোনার থালা, চামচ, মগ ও পাত্র তৈরি করবে। মগ ও পাত্র পেয় নৈবেদ্যের জন্য ব্যবহার করা হবে। 30টেবিলের ওপর আমার জন্য বিশেষ রুটি রাখবে। এবং তা যেন সর্বক্ষণই আমার সামনে রাখা থাকে।

দীপদান

31“এরপর একটি দীপদান বানাবে। খাঁটি সোনাকে পিটিয়ে একটি সুদৃশ্য দীপদান তৈরি করবে। এই দীপদানের কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, প্রভৃতি সব অখণ্ড হবে।

32“এই দীপদানে অবশ্যই ছয়টি শাখা থাকতে হবে। তিনটি শাখা একদিকে প্রসারিত থাকবে এবং অন্যদিকে থাকবে তিনটি শাখা। 33প্রত্যেক শাখায় তিনটি ফুল থাকবে। ঐ দীপদানের ফুলগুলি বাদাম ফুলের মতো হবে এবং তাতে মুকুলও থাকবে। 34দীপদানের জন্য আরও চারটে ফুল তৈরি করবে। এই ফুলগুলি হবে বাদাম ফুলের মতো সঙ্গে মুকুলও থাকবে। 35দীপদানের ছয়টি শাখা থাকবে। হাতলের বা দীপদানের কাণ্ডের দুদিক থেকে যথাক্রমে তিনটি করে শাখা বেরিয়ে আসবে। কাণ্ডের যেখানে শাখাগুলি মিশছে সেখানে

ফুল ও মুকুল তৈরি করে লাগাবে। 36পুরো দীপদানটি এমনকি শাখা ফুলগুলিও খাঁটি সোনার হওয়া চাই। এবং পুরোটাই একছাঁচে অর্থাৎ অখণ্ড হতে হবে। 37এরপর সাতটি প্রদীপ বানাবে দীপদানে রাখার জন্য। এই প্রদীপগুলিই দীপদানের সামনে আলোকিত করে রাখবে। 38প্রদীপের চিমটাটিও সোনার হওয়া চাই। যে থালাটিতে দীপদানটি রাখা হবে সেটিকেও সোনার হতে হবে। 39ঐ দীপদান ও দীপদানের আনুষঙ্গিক অংশ তৈরী করতে অবশ্যই 75 পাউণ্ড সোনা ব্যবহার করতে হবে। 40পর্বতের ওপর আমি তোমাদের যা যা দেখিয়েছি তা তৈরি করার সময় সর্বদা সর্তক থেকো, যেন কোন ভুল না হয়।"

পবিত্র তাঁবু

26 প্রভু মোশিকে বললেন, "পবিত্র তাঁবুটি তৈরী করবে 10টি পর্দা দিয়ে। পর্দাগুলি তৈরী হবে মসৃণ শনের কাপড়ে এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতোয়। একজন দক্ষ কারিগর পর্দাটি বুনবে এবং তাতে সে করূব দূতের চিত্র সেলাই করবে। 2প্রত্যেকটি পর্দা একই রকম আকৃতির তৈরী করবে। প্রত্যেকটি পর্দা দৈর্ঘ্যে 28 হাত ও প্রস্থে 4 হাত হবে। 3এক ভাগ করবার জন্য 5টি পর্দাকে যুক্ত করো। পর্দাগুলি সমান দু ভাগে ভাগ করবে। 4এক ভাগের শেষ পর্দাটির ধার জুড়ে ফাঁস তৈরী করবার জন্য নীল কাপড় ব্যবহার কর। 5দুই ভাগের শেষ পর্দা দুটিতে 50টি নীল কাপড়ের ঝালর থাকবে। 6পর্দাগুলিকে একত্রে যুক্ত করবার জন্য 50টি সোনার আংটা তৈরী কর। এটা পবিত্র তাঁবুটিকে একসঙ্গে যুক্ত করবে একটি অখণ্ড তাঁবু করবার জন্য।

7"একটি তাঁবু তৈরী করবার জন্য ছাগলের লোম দিয়ে তৈরী এগারোটি পর্দা ব্যবহার কর। এই তাঁবুটি হবে আগের পবিত্র তাঁবুর আচ্ছাদন। 8এই সমস্ত পর্দাগুলি অবশ্যই একই আকৃতির হবে। প্রত্যেকটি পর্দা হবে 30 হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া। 9এগারোটা পর্দা দুভাগে ভাগ করে এক ভাগে পাঁচটা ও অন্য ভাগে ছয়টি পর্দা রাখবে। পবিত্র তাঁবুর সামনে ষষ্ঠ পর্দাটি ভাঁজ করে রাখবে। 10প্রতিটি ভাগের শেষে পর্দার নীচে 50টি ফাঁস লাগাও। 11এবার পর্দাগুলি একত্র করার জন্য 50টি পিতল আংটা তৈরি করাবে এবং একসঙ্গে সেগুলি টাঙ্গাবে। 12এই তাঁবুর শেষ পর্দাটির অর্ধেক অবশ্যই পবিত্র তাঁবুর পিছনদিকে ঝুলে থাকবে। 13অন্য দিকেও 1 হাত করে পর্দা পবিত্র তাঁবুর ভূমিদেশ থেকে নীচের দিকে ঝুলে থাকবে। এইভাবে পবিত্র তাঁবুকে পরবর্তী তাঁবুটি চারিদিক থেকে আচ্ছাদনের মতো ঘিরে থাকবে। 14ভেতরের তাঁবু থেকে বাইরের তাঁবুতে যাওয়ার জন্য দুখানি চামড়ার ছাদ তৈরি করবে। একটি হবে পুং মেষের পাকা চামড়ার তৈরী এবং অন্যটি হবে উৎকৃষ্ট চামড়ার।

15"পবিত্র তাঁবুটিকে খাড়া করে রাখার জন্য বাবলা কাঠের একটি কাঠামো তৈরি করবে। 16ওই কাঠামোটি 10 হাত উঁচু ও 1.5 হাত চওড়া। 17প্রত্যেকটি কাঠামোর নীচে দুটো পায়া থাকবে। পবিত্র তাঁবুর প্রত্যেকটি কাঠামো একই আকারের হবে। 18পবিত্র তাঁবুর দক্ষিণ দিকের জন্য 20টি কাঠামো বানাবে। 19কাঠামোগুলির নীচে লাগানোর জন্য রূপো দিয়ে 40টি ভূমিমূল তৈরি করবে। প্রত্যেকটি কাঠামোর গোড়ায় দুটি করে রূপোর পায়া বা ভূমিমূল থাকবে। 20উত্তর দিকের জন্য আরও 20টি কাঠামো তৈরি করবে। 21একইরকমভাবে কুড়িটি কাঠামোর দুটি করে পায়ার জন্য আরও 40টি রূপোর পায়া তৈরি করে লাগাবে। 22পবিত্র তাঁবুর পিছনদিক অর্থাৎ পশ্চিম দিকের জন্য আরও ছয়খানি কাঠামো বানাও। 23পবিত্র তাঁবুর পিছনদিকে দুই কোণের জন্য দুখানি কাঠামো বানাবে। 24দুই কোণার কাঠামো দুখানি পরস্পরের সঙ্গে নীচের দিকে যুক্ত থাকবে। ওপরে একটি কড়া এই দুখানি কাঠামোকে একত্রে ধরে রাখবে। দু দিকের কোণাতেই একইরকম হবে। 25এইরকম মোট আটটি কাঠামো থাকবে এবং 16টি রূপোর পায়া থাকবে।

26"পবিত্র তাঁবুর কাঠামোগুলি জোড়া লাগানোর জন্য বাবলা কাঠ ব্যবহার করবে। পবিত্র তাঁবুর প্রথম দিকে পাঁচটি জোড়া তক্তা থাকবে। 27অন্যদিকেও পাঁচটি তক্তা জোড়া দেওয়া থাকবে। এবং পিছনদিকেও পাঁচটি জোড়া তক্তা থাকবে। 28তক্তাগুলির মাঝখানে একটি কেন্দ্রস্থিত হুড়কো লাগাতে হবে।

29"কাঠামোগুলি তারপর সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। তক্তাগুলি আটকানোর জন্য আংটা ব্যবহার করবে। আংটাগুলিও অবশ্যই সোনার হবে। কীলকগুলিকে সোনা দিয়ে ঢেকে দাও। 30এইভাবে পর্বতের ওপর দেখানো পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্যই তোমাদের পবিত্র তাঁবুটি তৈরী করতে হবে।

পবিত্র তাঁবুর অভ্যন্তর

31"পবিত্র তাঁবুর ভেতর বিভাজনের জন্য মসৃণ শনের কাপড়ের পর্দা বানাবে। ঐ পর্দার ওপর অবশ্যই করূব দূতের চেহারা থাকতে হবে। লাল, নীল, বেগুনী সুতোর কারুকার্যে তা ফুটে উঠবে। 32বাবলা কাঠের চারটি খুঁটি তৈরি করে সোনা দিয়ে তাও মুড়ে দেবে। চারটে খুঁটিতে সোনার আংটা লাগাবে। খুঁটির নীচে রূপোর পায়া লাগাবে। এবার পর্দাটি সোনার আংটায় লাগিয়ে টাঙ্গিয়ে দেবে খুঁটির সঙ্গে। 33পর্দাটি সোনার আংটাগুলির নীচে টাঙিয়ে দাও। তারপর ঠিক পর্দার পিছনে সাক্ষ্যসিন্দুক রাখবে। টাঙানো পর্দা দিয়ে পবিত্র স্থান এবং অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে বিভাজন করবে। 34অতি পবিত্র স্থান হিসাবে সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর একটি আবরণ রাখবে।

35"পবিত্র স্থানে পর্দার উল্টো দিকে নির্মিত বিশেষ টেবিলটি রাখবে। টেবিলটি বসানো হবে পবিত্র তাঁবুর উত্তর দিকে। এবার দীপদানটিকে বসাবে দক্ষিণ দিকে টেবিলের থেকে খানিকটা দূরে।

পবিত্র তাঁবুর দরজা

36"এবারে একটি পর্দা দিয়ে পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ পথ ঢেকে দেবে। পর্দাটি বানাবে লাল, নীল, বেগুনী

সুতো ও মসৃণ শনের কাপড় দিয়ে। এবং তাতে চিত্র ফুটিয়ে তুলবে। 37এই পর্দা টাঙ্গানোর জন্য সোনার আংটা বানাবে। এবং বাবলা কাঠের পাঁচটি খুঁটি বানাবে। সেগুলিও সোনার পাতে মোড়া থাকবে। পাঁচটি খুঁটির পায়া পিতল দিয়ে বানাবে।”

হোমবলির জন্যে বেদী

27 প্রভু মোশিকে বললেন, “বাবলা কাঠের একটি বেদী বানাবে। বেদীখানা হবে চৌকো আকারের। বেদীর উচ্চতা হবে 3 হাত, লম্বায় হবে 5 হাত এবং চওড়ায় হবে 5 হাত। 2বেদীর চার কোণার প্রত্যেকটির জন্য একটি করে শিখর বানাও এবং প্রত্যেকটি শিখর বেদীর কোনায় যুক্ত কর যাতে তারা অখণ্ড হয়। তারপর ওটিকে পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দাও।

3“বেদীর সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং বাসন-কোসন পিতল দিয়ে তৈরী কর। বেদী থেকে ছাই তুলে নেওয়ার জন্য পাত্র, তার বেলচাসমূহ, সিঞ্চনকারী পাত্রসমূহ, আঁকশি এবং উনুন তৈরী কর। ব্যবহারের পর বেদীর হোমবলির ছাই দিয়ে এগুলো পরিষ্কার করবে। 4বেদীর জন্য ছাকনীর আকারের একটি ঝাঁঝরি রাখবে। ঝাঁঝরির চারকোণার জন্য পিতলের আংটা বানাবে। 5বেদীর নীচে এই ঝাঁঝরি রাখবে। কিন্তু এর উচ্চতা হবে বেদীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

6“বেদীর জন্য পিতলে মোড়া বাবলা কাঠের খুঁটি ব্যবহার করবে। 7বেদীর দুপাশে লাগানো আংটার মধ্যে খুঁটি ঢুকিয়ে বেদীকে যেখানে ইচ্ছে বয়ে নিয়ে বেড়াও। 8খালি ধারগুলিতে কাঠের তক্তা ব্যবহার করে বেদীটি একটি শূন্য সিন্দুকের আকারে বানাও। এবং পর্বতে আমি যেভাবে দেখালাম ঠিক সেইভাবে বানাবে।

পবিত্র তাঁবুর প্রাঙ্গণে আদালত চত্বর

9“পবিত্র তাঁবুর জন্যে একটি আদালত চত্বর বানাবে। দক্ষিণ দিকে 100 হাত লম্বা পর্দা দেওয়া দেওয়াল থাকবে। এই পর্দা মসৃণ শনের কাপড়ের তৈরী হওয়া চাই। 10কুড়িটি খুঁটি এবং খুঁটিগুলোর নীচে 20টি পিতলের ভিত্তি তৈরী কর। আংটা এবং পর্দার দণ্ডগুলি রূপো দিয়ে তৈরী কর। 11উত্তরদিকেও একইভাবে 100 হাত লম্বা একটি পর্দার দেওয়াল থাকবে। এরজন্য অবশ্যই 20টি খুঁটি ও 20টি পিতলের ভিত্তি থাকবে। এই খুঁটিগুলির জন্য আংটাসমূহ ও পর্দার দণ্ডগুলি হবে রূপোর তৈরী।

12“আদালত চত্বরের পশ্চিম দিকে 50 হাত লম্বা পর্দা থাকবে। আর এর জন্য চাই দশটি খুঁটি ও পায়া। 13পূর্ব দিকেও 50 হাত লম্বা পর্দা থাকবে। 14এই পূর্বদিকটিই হবে প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের একদিকে থাকবে 15 হাত লম্বা পর্দা। তার জন্যও চাই তিনটি খুঁটি ও পায়া। 15অন্যদিকেও সেই 15 হাত লম্বা পর্দা ও তার জন্য চাই 3টি খুঁটি ও 3টি পায়া।

16“আদালত চত্বরের পথটি ঢাকতে বানাবে 20 হাত লম্বা পর্দা। পর্দা তৈরী হবে মিহি মসীনা বস্ত্রের এবং লাল, নীল, বেগুনী ও লাল সুতোর এবং তাতে সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলবে। পর্দাটি টাঙ্গানোর জন্য চারটি খুঁটি ও চারটি পায়া থাকবে। 17উঠোনের চারিদিকের সমস্ত খুঁটি পর্দার রূপোর দণ্ড দিয়ে যুক্ত হবে। খুঁটির ওপর পর্দা টাঙ্গানোর আংটাগুলি হবে রূপোর এবং খুঁটির নীচে পায়াগুলি হবে পিতলের। 18আদালত চত্বরটি হবে 100 হাত লম্বা ও 50 হাত চওড়া। আদালত চত্বরের চারিদিকে 5 হাত উচ্চতার টানা পর্দার দেওয়াল থাকবে। পর্দাটি হবে মিহি মসীনা কাপড়ের। খুঁটির নীচের পায়াগুলি হবে পিতলের। 19পবিত্র তাঁবু তৈরীর যাবতীয় জিনিসপত্র হবে পিতলের। উঠোনের চারিদিকের, পর্দায় ব্যবহারের জন্য কীলকগুলি পিতলের তৈরী হবে।

প্রদীপ জ্বালানোর তেল

20“ইস্রায়েলের লোকেদের আদেশ করো, তারা যেন প্রত্যেক সন্ধ্যায় যে প্রদীপ জ্বালানো হবে তার জন্য সব থেকে ভাল জলপাইয়ের তেল নিয়ে আসে। 21হারোণ ও তার পুত্রদের কাজ হল প্রতি সন্ধ্যায় প্রভুর সামনে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য প্রদীপকে প্রস্তুত করে রাখা। আর সাক্ষ্যসিন্দুকের ঘরের বাইরে পর্দা দিয়ে বিভাজন করা অন্য একটি ঘরে বা সমাগম তাঁবুর ঘরে তারা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সর্বদা প্রভুর সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। ইস্রায়েলের লোকেরা এবং তাদের পরবর্তী উত্তরপুরুষরা এই চিরস্থায়ী বিধি মেনে চলবে।”

যাজকের পোশাক

28 প্রভু মোশিকে বললেন, “তোমার ভাই হারোণ ও তার পুত্রগণ নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামরকে তোমার কাছে আসতে বলো। তারাই যাজক হিসাবে ইস্রায়েলের লোকেদের হয়ে আমাকে সেবা করবে।

2“তোমার ভাই হারোণের জন্য একটি বিশেষ ধরণের পোশাক বানাবে। ঐ পোশাক হারোণকে বিশেষ সন্মান ও গৌরব এনে দেবে। 3কয়েকজন দক্ষ দর্জি সেই পোশাক তৈরি করবে। আমি সেই দর্জিদের বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা প্রদান করেছি। সেই দর্জিদের বলো হারোণের জন্য বিশেষ পোশাক তৈরী করতে। এই পোশাকই প্রমাণ করবে সেই যাজক আমাকে বিশেষ ভাবে সেবা করছে। তখন সে আমাকে যাজকের মতোই সেবা করবে। 4তাদের যে পোশাকগুলি বানাতে হবে তা হল এই: একটি বক্ষাবরণ, একটি এফোদ, একটি নীলরঙের পরিচ্ছদ এবং একটি সাদা বোনা বস্ত্র, একটি পাগড়ি এবং একটি কোমর বন্ধনী। এই বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদগুলি বানানো হবে হারোণ ও তার পুত্রদের জন্য। এই পোশাক পরার পরেই ওরা আমায় যাজক হিসেবে সেবা করতে পারবে। 5পোশাকগুলিতে ব্যবহার হবে সোনার জরি, মসৃণ মসীনা এবং লাল, নীল, বেগুনী সুতো।

এফোদ এবং কোমর বন্ধনী

6“এফোদ বানাতে সোনার জরি, মসৃণ শনের কাপড় ও লাল, নীল, বেগুনী সুতো ব্যবহার করবে। দক্ষতার

সঙ্গে অতি যত্নে তা তৈরী করতে হবে। 7এফোদের প্রতিটি কাঁধে একটি করে কাঁধ পট্টি থাকবে। এফোদের দুই কোণার সঙ্গে কাঁধ পট্টি সংযুক্ত হবে।

8“এফোদের জন্য কোমর বন্ধনী তৈরির সময় দর্জিদের সতর্ক থাকতে হবে। এফোদের মতো কোমর বন্ধনীতেও সোনার জরি, মসৃণ শনের কাপড় ও লাল, নীল, বেগুনী সুতো ব্যবহার করা হবে।

9“দুটো গোমেদক মণি নাও এবং তার ওপর ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খোদাই কর। 10ছয়জনের নাম এক মণিতে ও অন্য ছয় জনের নাম অপর মণিতে খোদাই করবে। নাম খোদাই করার সময় বয়স অনুযায়ী বড় থেকে ছোট এইভাবে পর পর সাজাবে। 11শীলমোহরের মতো নামগুলো খোদাই করে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নেবে। 12এবারে ঐ দুটি মণি এফোদের দুই কাঁধে লাগাবে। হারোণ যখন প্রভুর সামনে দাঁড়াবে তখন সে ইস্রায়েলের পুত্রদের নামের স্মারক হিসেবে ঐ বিশেষ আচ্ছাদনটি পরবে। 13এফোদের দুই কাঁধে যাতে খোদাই করা মণি দুটি সঠিকভাবে আটকে থাকে তার জন্য খাঁটি সোনা ব্যবহার করবে। 14খাঁটি সোনার দুটি শিকল তৈরী কর, প্রত্যেকটি দড়ির মত পাকানো এবং তাদের ঐ মণি দুটির সঙ্গে আটকে দাও।

বক্ষাবরণ

15“মহাযাজকের জন্য বক্ষাবরণ তৈরি করবে। দক্ষ দর্জিরা এফোদের মতোই যত্ন করে বক্ষাবরণ তৈরি করবে। বক্ষাবরণ তৈরি হবে সোনার জরি, মসৃণ মসীনা কাপড় ও লাল, নীল, বেগুনী সুতো দিয়ে। 16বক্ষাবরণটিকে চারকোণা করবার জন্য অবশ্যই দুবার ভাঁজ করতে হবে। এর দৈর্ঘ্য হবে 1 বিঘত ও প্রস্থ হবে 1 বিঘত। 17বক্ষাবরণে চার সারিতে মণিমানিক্য বসাও। প্রথম সারিতে থাকবে চুণী, পীতমণি ও মরকত। 18দ্বিতীয় সারিতে থাকবে পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও পান্না। 19তৃতীয়, সারিতে থাকবে পোখরাজ, যিস্ম ও কটাহেলা। 20চতুর্থ সারিতে থাকবে বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত মণি। এই মণিগুলি নিজের নিজের সারিতে সোনায় আঁটা থাকবে। 21বারোটি মণির ওপর ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম আলাদা আলাদা করে খোদাই থাকবে। সীলমোহরের মতো ঐ মণিগুলিতে বারোজনের নাম খোদাই করা থাকবে।

22“বক্ষাবরণের ওপরের অংশটির জন্য খাঁটি সোনা দিয়ে প্রত্যেকটিকে দড়ির মত পাকিয়ে শেকল তৈরী কর। 23দুটো সোনার আংটা লাগানো থাকবে বক্ষাবরণের দুই কোণে। 24দুটো সোনার চেন বক্ষাবরণের দুপাশের আংটায় লাগাবে। 25পাকানো শেকল দুটির অন্য প্রান্ত এফোদের কাঁধের পট্টিগুলোর সঙ্গে অবশ্যই সামনে দিয়ে জোড়া থাকবে। 26আরও দুটো সোনার আংটা বানিয়ে বক্ষাবরণের অন্য দুই প্রান্তে লাগাবে। এফোদের পরে বক্ষাবরণের ভিতর ভাগে এই আংটা থাকবে। 27আরও দুটো সোনার আংটা এফোদের সামনের দিকে কাঁধের পট্টির নীচে লাগাবে। এফোদের কোমর বন্ধনীর ওপরে এই আংটা স্থাপন করতে হবে। 28বক্ষাবরণ থেকে এফোদ যাতে খসে পড়ে না যায় তার জন্য বক্ষাবরণের আংটার সঙ্গে এফোদের আংটা নীল রঙের ফিতে দিয়ে বেঁধে নেবে। এইভাবে বক্ষাবরণ কোমর বন্ধনীর কাছাকাছি থেকে এফোদকেও ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

29“হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করলে তাকে বক্ষাবরণ পরতেই হবে। এইভাবে, সে তার বক্ষের ওপর স্মারক হিসেবে ইস্রায়েলের বারোজন সন্তানের নাম পরবে যখন সে প্রভুর সামনে দাঁড়াবে। 30আর সেই বক্ষাবরণের অভ্যন্তরে ঊরীম ও তুম্মীম রাখবে। প্রভুর সামনে গেলে সর্বদা সেগুলি হারোণের হৃদয়ের ওপর থাকবে। এইভাবে হারোণ সর্বদা প্রভুর সামনে ইস্রায়েলের সন্তানদের বিচার প্রতিনিয়ত নিজের হৃদয়ের ওপর বয়ে নিয়ে বেড়াবে।

যাজকদের অন্যান্য পোশাক

31“এফোদের জন্য একটি সম্পূর্ণরূপে নীল রঙের আলখাল্লা তৈরি করবে। 32আলখাল্লার মাঝখান দিয়ে মাথা ঢোকানোর জন্য একটি ছিদ্র করবে এবং এই ছিদ্রটির চারধার জুড়ে একটি বোনা কাপড়ের টুকরো সেলাই করে দাও যাতে এটি ছিঁড়ে না যায়। এই কাপড় ছিদ্রটির চারদিকে গলবন্ধনীর কাজ করবে, ফলে তা ছিঁড়ে যাবে না। 33লাল, নীল, বেগুনী সুতো দিয়ে ডালিমের মতো সুতোর গোলা তৈরী কর এবং আলখাল্লার নীচে ঝুলিয়ে দেবে আর সুতোর বলের মাঝখানে মাঝখানে সোনার ছোট ছোট ঘন্টা লাগাবে। 34পুরো আলখাল্লার নীচের চারিদিকে এই রকম একটা করে সুতোর গোলা ও একটা করে সোনার ঘণ্টা লাগানো হবে। 35যাজক হিসেবে প্রভুকে সেবা করার সময় হারোণ এই আলখাল্লাটি পরবে। প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য হারোণ পবিত্র স্থানের দিকে এগোলে ঐ ঘণ্টাগুলি বাজবে এবং পবিত্র স্থান ছেড়ে বেরনোর সময়ও ঘণ্টাগুলি বাজবে। এইভাবে হারোণ কখনো মারা যাবে না।

36“নির্মল সোনার ফলক বানিয়ে তাতে শীলমোহরের মতো জনগণের উদ্দেশ্যে খোদাই করবে এই কথাগুলি: এটি প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত। 37সোনার ফলকটিকে নীল ফিতেতে আবদ্ধ করবে। পাগড়ির ওপর চারিদিকে নীল ফিতে বাঁধা থাকবে। পাগড়ির সামনের দিকে থাকবে সোনার ফলকটি। 38হারোণ পাগড়ি সমেত ওই সোনার ফলকটি মাথায় পরবে। আর তা সবসময় হারোণের মাথায় থাকবে তার ফলে ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে যে সমস্ত উপঢৌকন দেবে হারোণ তা দোষ মুক্ত করে সবকিছু পবিত্র করে তুলবে যাতে সেই সমস্ত উপঢৌকন প্রভু গ্রহণ করতে পারেন।

39“মসৃণ সাদা মসীনা সুতো দিয়ে আরও একটা আলখাল্লা বুনবে। পাগড়িও বানাবে মসৃণ মসীনা কাপড়ের। চিত্রিত কোমর বন্ধনী বানাবে। 40হারোণের পুত্রদের জন্যও গায়ের পোশাক, কোমর বন্ধনী ও পাগড়ি বানাবে। এই পোশাকেই তাদের গৌরব ও সম্মান এনে দেবে। 41এই পোশাকগুলি তোমার ভাই হারোণ ও তার

পুত্রদের পরাবে। যাজক হিসেবে অভিষেকের জন্য
তাদের গায়ে বিশেষ সুগন্ধি তেল ছেটাবে। এইভাবে
তারা পবিত্র হবে এবং প্রভুর সেবা করার যোগ্য যাজক
হয়ে উঠবে।

42“যাজকদের নগ্নতা ঢাকার জন্য শরীরের ভেতরের
পোশাক মসৃণ মসীনা কাপড়ে তৈরি হবে। এই ভেতরের
পোশাক তাদের জঙ্ঘা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢেকে রাখবে।
43সমাগম তাঁবুতে প্রবেশের সময় হারোণ ও তার পুত্রদের
অবশ্যই এই পোশাকগুলি পরতে হবে। পবিত্রস্থানে প্রভুর
সেবার উদ্দেশ্যে বেদীর কাছে আসতে হলে তাদের এই
পোশাক পরতে হবে। তারা যদি এই পোশাক না পরে
তাহলে তাদের মরতে হবে কারণ তারা অপরাধী। এই
পোশাক পরার বিধি হারোণ ও তার পরবর্তী বংশধরদের
চিরস্থায়ী ভাবে মেনে চলতেই হবে।”

যাজক নিয়োগের উৎসব

29 প্রভু মোশিকে বললেন, “এখন আমি তোমাকে
বলব আমার সেবায় বিশেষ যাজক হিসেবে
নিয়োগ করার জন্য হারোণ ও তার পুত্রদের কি কি
করতে হবে। একটি নির্দোষ ছোট বলদ ও দুটি মেষশাবক
জোগাড় করে আনো। 2তারপর উৎকৃষ্ট মানের গমের
আটা থেকে খামিরবিহীন রুটি তৈরি করবে। এবং একই
আটা বা ময়দা দিয়ে জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে পিঠে
তৈরি করবে। তেলে ভাজা সরুচাকলী পিঠেও বানাবে।
3এই রুটি ও পিঠেগুলি ঝুড়িতে ভরবে। এবার এই
ঝুড়িটি এবং ষাঁড় ও মেষ দুটি সমাগম তাঁবুতে নিয়ে
এসো।

4“এরপর হারোণ ও তার পুত্রদের সমাগম তাঁবুর
দরজায় নিয়ে আসবে। পরিষ্কার জলে তাদের স্নান
করাবে। 5বিশেষভাবে বানানো পোশাকটি হারোণকে
পরাবে। তাকে বোনা সাদা পোষাকটি এবং নীল বস্ত্র
সমেত এফোদ পরাবে। এফোদের সঙ্গে যুক্ত করবে
বক্ষাবরণ। এরপর সুদৃশ্য কোমরবন্ধনী লাগিয়ে দেবে।
6তার মাথায় পাগড়ি পরাও এবং পাগড়িটি ঘিরে বিশেষ
পবিত্র মুকুটটি পরাও। 7এবার অভিষেকের তেল
হারোণের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। এইভাবে হারোণ যাজক
হিসেবে অভিষিক্ত হবে।

8“এরপর হারোণের পুত্রদের ঐ স্থানে নিয়ে এসে
সাদা আলখাল্লা পরাবে। 9তাদের কোমরে বাঁধবে
কোমরবন্ধনী। তাদের মাথায় পরাবে শিরোভূষণ।
এইভাবে তারা যাজক হিসাবে চিহ্নিত হবে। চিরস্থায়ী
অধিকার বিধি অনুযায়ী তারা যাজক পদে উত্তীর্ণ হবে।
এইভাবে তুমি হারোণ ও তার পুত্রদের যাজক হিসাবে
অভিষিক্ত করবে।

10“এবার সেই বলদকে সমাগম তাঁবুর সামনে আনো।
হারোণ ও তার পুত্ররা সেই বলদের ওপর তাদের হাত
রাখবে। 11সমাগম তাঁবুর প্রবেশপথে ঐ বলদটিকে প্রভুর
উপস্থিতিতে বলি দাও। প্রভু তা দেখবেন। 12সেই বলদ
বলির কিছু পরিমাণ রক্ত নাও এবং তোমার আঙ্গুল
দিয়ে বেদীর শৃঙ্গগুলির ওপরে ঐটির প্রলেপ লাগিয়ে
দাও। বাকি রক্ত বেদীর নীচে ছড়িয়ে দেবে। 13এবার
বলি দেওয়া সেই বলদের শরীরের সমস্ত চর্বি, যকৃৎ
এর চর্বি এবং দুটো মূত্রগ্রন্থী ও তার চারপাশের চর্বি
জড়ো করে বেদীর ওপর জ্বালাবে। 14এবার ঐ বলদের
মাংস, চামড়া এবং গোবর তাঁবুর বাইরে নিয়ে যাও
এবং তা আগুনে পুড়িয়ে দাও। যাজকদের পাপমোচনের
হোমবলি হবে এই পদ্ধতি।

15“এবার হারোণ ও তার পুত্রদের বলো একটি
মেষের ওপর হাত রাখতে। 16ঐ মেষটিকে কেটে ফেল।
তার এবং বলির রক্ত সংগ্রহ কর এবং ঐ রক্ত বেদীর
চারপাশে লাগিয়ে দাও। 17এরপর মেষটিকে খণ্ড খণ্ড
করে কাটো। মেষের অভ্যন্তর ভাগ এবং পা-গুলি ধোও।
এই অংশগুলি অন্যান্য অংশের সঙ্গে এবং মাথার সঙ্গে
রাখো। 18এবার সেগুলি বেদীতে এনে পুড়িয়ে দেবে।
বেদীতে পোড়ালে তা হবে হোমবলি। প্রভুর উদ্দেশ্যে
আগুনের উপহার। প্রভু এর গন্ধে খুশী হবেন।

19“এবার অন্য একটি মেষ নিয়ে এসো এবং হারোণ
ও তার পুত্রদের বলো মাথায় হাত রাখতে। 20ছাগলটিকে
বলি দাও ও তার একটু রক্ত নাও এবং সেটি হারোণ
ও তার পুত্রদের ডান কানের লতিতে লাগিয়ে দাও।
একটু রক্ত লাগাও ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং
কিছু রক্ত লাগাবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। এরপর
বাকী রক্ত বেদীর চারদিকে ঢেলে দেবে। 21এবার বেদী
থেকে একটু রক্ত তুলে নাও এবং একটি বিশেষ
অভিষেকের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হারোণ ও তার
পুত্রদের ওপর ও তাদের পোশাকের ওপর ছিটিয়ে দেবে।
এটা বোঝাবে যে হারোণ ও তার পুত্রদের পোষাকগুলি
প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত।

22“এরপর সেই মেষের চর্বি ছাড়িয়ে নেবে। (এই
সেই ছাগল বা মেষ যা কিনা হারোণের মহাযাজক
হিসেবে অভিষেকের সময় ব্যবহৃত হয়েছে।) বলি দেওয়া
ছাগলের লেজের এবং শরীরের ভেতরের চর্বি ছাড়িয়ে
নেবে। যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থীর ওপরের চর্বি এবং ডান পায়ের
চর্বিও সংগ্রহ করবে। 23এবার প্রভুর সামনে রাখার জন্য
খামিরবিহীন রুটি এবং তেলে ভাজা পিঠে ভর্তি
ঝুড়িটিকে আনবে। ঝুড়ি থেকে একটি রুটি, একটি
তেলেভাজা পিঠে ও একটি ছোট সরুচাকলী পিঠে
বের করবে। 24এই জিনিষগুলি হারোণ ও তার পুত্রদের
দাও এবং ওদের বলো এইগুলি হাতে নিতে এবং
প্রভুর সামনে সেগুলি দোলাতে। এটা হবে দোলনীয়
নৈবেদ্য। 25এবার এই জিনিষগুলি তাদের কাছ থেকে
নিয়ে নাও এবং তাদের বেদীর ওপর রাখো এবং এইগুলি
মেষের সঙ্গে পুড়িয়ে দাও। এটি একটি হোমবলি। এর
গন্ধ প্রভুকে খুশী করে।

26“এরপর বলি দেওয়া মেষটির বক্ষ কেটে নেবে।
(হারোণের মহাযাজকের পদে অভিষেক উৎসবে এই
মেষটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।) মেষটির বক্ষ প্রভুর
সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যর মত দোলাও এবং তারপরে
রেখে দাও। এটি তোমার খাবার জন্য থাকবে। 27হারোণের
মহাযাজক হিসাবে অভিষেকের শিষ্টাচারে ব্যবহৃত

ছাগলের পা ও স্তন এই বিশেষ অঙ্গ দুটি পবিত্র হল।
এবার ঐ দুটি অঙ্গ হারোণ ও তার পুত্রদের দিয়ে দেবে।
28এরপর থেকে সর্বদা ইস্রায়েলের জনগণ প্রভুকে
যাজকের মাধ্যমে ঐ বিশেষ অঙ্গ দুটি উৎসর্গ করবে।
তারা যখন যাজককে ঐ অঙ্গ দুটি দেবে তা হবে প্রভুকে
দেওয়ারই সমান।

29“বিশেষভাবে তৈরি করা বিশেষ পোশাকগুলো
হারোণের জন্য তৈরি করা হলেও সেগুলো যত্ন করে
রেখে দেবে। কারণ হারোণের পর যে মহাযাজক হবে
সে ঐ পোশাকগুলোই পরে প্রভুর সেবা করবে।
30হারোণের পর তার পুত্রদের মধ্যে থেকেই একজন
মহাযাজকের দায়ভার সামলাবে। সে যখন সমাগম
তাঁবুতে পবিত্র স্থানের সেবায় নিয়োজিত হবে তখন সে
সাতদিন ওই পোশাকগুলো পরবে।

31“হারোণের মহাযাজক হিসেবে অভিষেক উৎসবে
ব্যবহৃত মেষের মাংস সেদ্ধ কর। পবিত্র স্থানেই ঐ
মাংস রান্না হবে। **32**সমাগম তাঁবুর সামনের দরজায়
বসে হারোণ ও তার পুত্ররা ঐ রান্না করা মাংস খাবে।
ঝুড়ির রুটি দিয়ে তারা মাংস খাবে। **33**এই পদ্ধতিতে
তাদের পাপমোচন হবে এবং তারা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে
যাজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কাউকে
ওগুলো খেতে দেওয়া হবে না, কারণ সেগুলি পবিত্র।
34যদি কোন খাবার রুটি বা মাংস অবশিষ্ট থাকে তাহলে
পরদিন সকালে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কেউ
এ খাবার খাবে না কারণ এই খাবার বিশেষ উপায়ে
বিশেষ সময়ে খেতে হয়।

35“আমার আদেশ মতো তুমি হারোণ ও তার পুত্রদের
এগুলি করাবে। আমি যা যা বলেছি তুমি তাদের জন্য
ঠিক তাই তাই করবে। তাদের যাজক হিসাবে
অভিষেকের শিষ্টাচার সাত দিন ধরে চলবে। **36**সাতদিন
ধরে তুমি প্রত্যেকদিনে একটি করে বলদ বলি দেবে।
হারোণ ও তার পুত্রদের পাপমোচনের জন্য এই উপায়
অবলম্বন করতে হবে। এই প্রায়শ্চিত্ত বেদীকে পুণ্য করার
জন্য করতে হবে। এবং বেদীকে পবিত্র করার জন্য
জলপাইয়ের তেল ঢালবে। **37**তুমি সাত দিন ধরে প্রায়শ্চিত্ত
করে সাতদিন ধরে বেদীকে পুণ্য ও পবিত্র করে তুলবে।
সে সময় বেদীটি অতি পবিত্র স্থান হয়ে উঠবে। বেদীর
সংস্পর্শে যা আসবে তাই-ই পবিত্র হয়ে যাবে।

38“প্রত্যেকদিন তুমি বেদীতে কিছু না কিছু নৈবেদ্য
দেবে। তোমাকে এক বছর বয়সের দুটো মেষ বলি
দিতেই হবে। **39**একটা মেষকে সকালে ও অন্যটিকে
সন্ধ্যায় বলি দেবে। **40**যখন তুমি প্রথম মেষটিকে বলি
দেবে তখন তার সঙ্গে এক পোয়া খাঁটি জলপাই তেল
আর তিন পোয়া দ্রাক্ষারসের সঙ্গে আট বাটি ভাল
গমের আটাও উৎসর্গ করো। **41**এবার দ্বিতীয় মেষটি
গোধূলি বেলায় বলি দেবে। এটির শস্য নৈবেদ্য এবং
এটির পেয় নৈবেদ্য হবে সকালের নৈবেদ্যর মতই। এটা
হবে একটি সুগন্ধ সৌরভ, প্রভুকে নিবেদিত একটি
হোমবলি। এবং প্রভু তা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করবেন এবং
এর গন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।

42“প্রভুর প্রতিদিনের নৈবেদ্যগুলোকেই পুড়িয়ে
ফেলতে হবে। সমাগম তাঁবুর দরজাতেই এটা করবে।
প্রভুকে নৈবেদ্য দেবার সময় সর্বদা এটাই করবে। আমি,
প্রভু তোমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ওখানেই দর্শন
দেব। **43**ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব ঐ
স্থানেই এবং আমার মহিমা ঐ স্থানকে পবিত্র করে
তুলবে।

44“তাই সমাগম তাঁবুকে আমি পবিত্র করে তুলব।
এবং বেদীকে ও পবিত্র করে তুলব। হারোণ ও তার
পুত্ররা যাতে আমাকে যাজকরূপে সেবা করতে পারে
তার জন্য আমি ওদেরও পবিত্র করে তুলব। **45**ইস্রায়েলের
লোকেদের সঙ্গেই আমি থাকব। আমিই হব তাদের
ঈশ্বর। **46**লোকেরা জানবে আমিই তাদের প্রভু এবং
ঈশ্বর। তারা জানতে পারবে যে আমিই ‘সেই জন’ যে
তাদের নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে বের করে এনেছি
তাই আমি তাদের মাঝেই বাস করব। আমিই তাদের
প্রভু, আমিই তাদের ঈশ্বর।”

ধূপ জ্বালাবার বেদী

30 প্রভু মোশিকে বললেন, “বাবলা কাঠের একটা
বেদী তৈরী করবে। ধূপদান হিসাবে এই বেদী
ব্যবহার করবে। **2**বেদীটি হবে চারকোণা। বেদীর দৈর্ঘ্য
ও প্রস্থ হবে 1 হাত এবং উচ্চতা হবে 2 হাত। বেদীর
এই শৃঙ্গগুলি বেদীর সঙ্গে একটি অখণ্ড টুকরো হবে।
3ওটিকে খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দাও – এর উপরিভাগ,
বেদীকে ঘিরে তার চার ধার এবং তার শৃঙ্গগুলি বেদীর
চারধারে সোনার নিকেল দাও। **4**সোনার নিকেলের নীচে
বেদীর বিপরীত দুদিকে দুটো সোনার আংটা লাগাবে।
এই আংটায় দণ্ড ঢুকিয়ে বেদীকে বয়ে নিয়ে যাওয়া
হবে।

5দণ্ডও বাবলাকাঠের হবে এবং দণ্ডকে সোনা দিয়ে
মুড়ে দেবে। **6**ধূপবেদীটি বিশেষ পর্দার সামনে বসাও।
ঐ পর্দাটি সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর যে আচ্ছাদন আছে
তার সামনে থাকবে। এই সেই স্থান যেখানে আমি
তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

7“প্রতি সকালে হারোণ বেদীতে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাবে
যখন সে বাতিগুলি ঠিক করতে আসবে। **8**সন্ধ্যায় যখন
সে প্রদীপ জ্বালাতে আসবে তখনও তাকে বেদীতে ধূপ
জ্বালাতে হবে। এখন থেকে, এই ধূপ নিয়মিতভাবে
প্রভুর সামনে অর্পণ করতে হবে। **9**এই বেদীর ওপর
অন্য কোন ধূপ অথবা হোমবলি উৎসর্গ করবে না।
কোন রকম শস্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্যর জন্য এই
বেদী ব্যবহার করা হবে না।

10“বছরে একবার হারোণ প্রভুর প্রতি একটি বিশেষ
পশু উৎসর্গ করবে। মানুষের পাপমোচনের উদ্দেশ্যে
সে পাপবলির রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। পাপমোচনের
নৈবেদ্যর রক্ত দিয়ে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এটি
প্রভুর কাছে সবচেয়ে পবিত্র। এই দিনটি চিহ্নিত হবে
প্রায়শ্চিত্তের দিন হিসেবে। এই দিনটি হবে প্রভুর কাছে
একটি বিশেষ দিন।”

মন্দিরের কর

11প্রভু মোশিকে বললেন, 12“ইস্রায়েলের জনসংখ্যা
গণনা করো তাহলে বুঝতে পারবে কতজন ইস্রায়েলে
বসবাস করে। তাদের প্রত্যেকে প্রভুকে কিছু না কিছু
অর্থ দান করবে। যদি প্রত্যেকে এটা মেনে চলে তাহলে
তাদের জীবনে কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে না। 13এই
লোকেদের প্রত্যেককে আমলাতান্ত্রিক মান অনুযায়ী 1/2
শেকল দিতে হবে। এই আমলাতান্ত্রিক শেকলের ওজন
হল 20 গেরা। এই 1/2 শেকল প্রভুর প্রতি একটি
নৈবেদ্য। 14কুড়ি বছর হলে তাকে গণনার আওতায়
আনা হবে। এবং গণনার আওতায় চলে আসা প্রত্যেকে
এই নৈবেদ্য দেবে প্রভুর প্রতি। 15বড়লোকেরা 1/2
শেকলের বেশী দেবে না আবার গরীবরা 1/2 শেকলের
কম দেবে না। প্রভুকে তাদের জীবনের প্রায়শ্চিত্তের
জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই সমপরিমাণ নৈবেদ্য দিতে হবে।
16প্রায়শ্চিত্ত নৈবেদ্যর সমস্ত অর্থ জমা কর এবং ঐ অর্থ
সমাগম তাঁবুর যাবতীয় খরচের জন্য ব্যবহার কর। এই
নৈবেদ্য এরকমভাবে প্রভুকে তাঁর লোকেদের কথা মনে
রাখাবার জন্য। তারা তাদের নিজেদের জীবনের জন্য
মূল্য দেবে।”

পরিষ্কার করার পাত্র

17প্রভু মোশিকে বললেন, 18“পিতলের একটি পায়া
তৈরি করে তার ওপর একটি পিতলের পাত্র বসাবে।
এই পাত্রে অন্য সব কিছু পরিষ্কার করে ধোয়া হবে।
সমাগম তাঁবু ও বেদীর মাঝখানে ঐ পাত্র বসিয়ে তাতে
জল ভর্তি করবে। 19হারোণ ও তার পুত্ররা ঐ পাত্রের
জলে তাদের হাত পা ধোবে। 20যখনই তারা সমাগম
তাঁবুতে প্রবেশ করবে অথবা প্রভুর কাছে নৈবেদ্য
পোড়াবার জন্য বেদীর কাছে আসবে তখনই তাদের ঐ
পাত্রের জল দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করতে হবে যাতে
তারা মারা না যায়। এটা মেনে চললে তারা মারা যাবে
না। 21যদি তারা মরতে না চায় তাহলে এই বিধি তাদের
মেনে চলতে হবে। এই বিধি হারোণ এবং তার
উত্তরপুরুষদের চিরকাল মেনে চলতে হবে।”

অভিষেকের তেল

22প্রভু মোশিকে বললেন, 23“সুগন্ধি মসলা খুঁজে
আনো। 12 পাউণ্ড ওজনের তরল মস্তকি, 6 পাউণ্ড
ওজনের সুগন্ধি দারুচিনি, 6 পাউণ্ড ওজনের সুগন্ধি
এবং 24বারো পাউণ্ড ওজনের সূক্ষ্ম ধরণের দারুচিনি
নিয়ে এসো। এগুলিকে প্রচলিত শেকলের মান অনুযায়ী
ওজন কর। 1 গ্যালন জলপাইয়ের তেলও এনো।

25“সুগন্ধি অভিষেকের তেল তৈরি করবার জন্য
এই জিনিষগুলি বিশেষজ্ঞের মত মেশাও। 26সমাগম
তাঁবুর ওপর ও সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর ওই তেল ছিটিয়ে
দাও। এর ফলে ওই জিনিষগুলোর বিশেষত্ব প্রকাশ
পাবে। 27টেবিল এবং টেবিলের ওপর রাখা প্লেটে ওই
তেল ছিটোবে। দীপদান ও তার সকল পাত্র ও ধূপবেদীতে
ও ঐ তেল ছিটোবে। 28হোমবলির বেদীতে এবং
হোমবলির জন্যে ব্যবহৃত সমস্ত পাত্রে এবং হাত পা
ধোয়ার সেই পাত্র ও পাত্রের নীচে রাখা পায়াতেও ঐ
তেল ছিটিয়ে দাও। 29প্রভুর সেবার জন্য এই সমস্ত
জিনিষগুলোকে তোমাকে পবিত্র করে তুলতে হবে।
তাহলেই তারা পবিত্র হয়ে উঠবে। এই জিনিষগুলোকে
অন্য কিছু স্পর্শ করলে সেগুলোও পবিত্র হয়ে উঠবে।

30“যাজক হিসেবে বিশেষ উপায়ে আমাকে সেবার
জন্য হারোণ ও তার পুত্রদের গায়েও ঐ তেল ছিটিয়ে
দেবে। 31ইস্রায়েলের লোকেদের বলো যে এই
অভিষেকের তেল হল পবিত্র। ইস্রায়েলের লোকেদের
বল যে এই তেল অবশ্যই তোমাদের বংশ পরম্পরায়
একমাত্র আমার জন্যই ব্যবহৃত হবে। 32সাধারণ সুগন্ধি
হিসেবে কেউ যেন এই তেল ব্যবহার না করে। এই সূত্র
অনুসারে অন্য কোন তেল তৈরী করবে না। এই তেল
পবিত্র এবং তোমাদের কাছে এর বিশেষ অর্থ আছে।
33যদি কেউ এই পবিত্র তেল সাধারণ সুগন্ধি হিসাবে
তৈরি করে অথবা এটি কারো ওপর আরোপ করে,
তার লোকেদের থেকে তাকে বিতাড়িত করে দেওয়া
হবে।”

ধূপ

34এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, “এই সুগন্ধি
মশলাগুলো জোগাড় করে আনো: ধুনো, নখী, গুগ্গুল,
কুন্দরু। মনে রাখবে প্রত্যেকটি মশলার পরিমাণ হবে
সমান। 35পরিষ্কার লবনের সঙ্গে এই সুগন্ধি মশলাগুলো
মেশাও এবং সুগন্ধি তৈরি করার মতো সুগন্ধি ধূপ
বানাও। এই প্রক্রিয়া ধূপকে খাঁটি এবং পবিত্র করবে।
36খানিকটা পাউডারের মতো ধূপের গুঁড়ো করে নিয়ে
সেই মিহি করা ধূপের গুঁড়ো যে সমাগম তাঁবুতে আমি
তোমাদের দর্শন দেব তার মধ্যে রাখা সাক্ষ্যসিন্দুকের
সামনে রাখবে। বিশেষ প্রয়োজনেই শুধুমাত্র এই ধূপের
গুঁড়ো ব্যবহার করবে। 37প্রভুর জন্য বিশেষ প্রয়োজন
ছাড়া এর ব্যবহার হবে না। 38সুগন্ধি ধূপের গন্ধ অনুভব
করতে কেউ যদি নিজের জন্য এই ধূপের গুঁড়ো নিয়ে
যায় তাহলে সে সমাজচ্যুত হবে।”

বৎসলেল এবং অহলীয়াব

31 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 2“আমার বিশেষ
কাজের জন্য আমি যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর এক
জনকে নির্বাচন করেছি। তার নাম হল বৎসলেল।
বৎসলেল হল হূরের পৌত্র এবং ঊরির পুত্র। 3আমি
বৎসলেলকে ঈশ্বরের আত্মা, পটুতা, দক্ষতা এবং সমস্ত
রকমের কলা ও শিল্পের জ্ঞান দিয়ে ভরে দিয়েছি।
4বৎসলেল একজন ভাল শিল্পকার। এবং সে সোনা,
রূপো ও পিতল থেকে নানা জিনিষপত্র তৈরী করতে
পারে। 5বৎসলেল নানা মণি মাণিক্য কাটতে ও তাতে
খোদাই করে সুন্দর অলঙ্কার তৈরী করতে পারে। সে
কাঠের শিল্পকর্মেও পারদর্শী। বৎসলেল সব ধরণের কাজ
করতে পারে। 6বৎসলেলের সঙ্গে কাজ করার জন্য
আমি অহলীয়াবকে নির্বাচন করেছি। অহলীয়াব হল দান

পরিবারগোষ্ঠীর অহীষামকের পুত্র। আমি বাকী কারীগরদের সব রকম দক্ষতা দিয়েছি যাতে ওরা তোমাকে দেওয়া আমার নির্দেশগুলো পালন করতে পারে:

7সমাগম তাঁবু, সাক্ষ্যসিন্দুক, সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপরের আচ্ছাদন এবং সমাগম তাঁবুর সমস্ত আসবাবপত্র।

8টেবিল ও তার ওপর রাখা যাবতীয় সব কিছু, আনুষঙ্গিক অংশসহ খাঁটি সোনার বাতিস্তম্ভটি এবং ধূপবেদী।

9হোমবলির বেদী এবং বেদীতে ব্যবহৃত জিনিষপত্র। হাত-পা ধোয়ার পাত্র ও পাত্রের নীচের পায়া।

10যাজক হারোণের জন্য বোনা বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদ এবং হারোণের পুত্ররা যখন যাজকের কাজ করবে তখন তাদের জন্য বোনা বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদ।

11সুগন্ধি অভিষেকের তেল, পবিত্র স্থানে ব্যবহারের সুগন্ধি ধূপ।

আমি তোমাকে ঠিক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি ঠিক সেভাবেই তাদের এই জিনিষগুলো তৈরি করতে হবে।"

বিশ্রামের দিন

12প্রভু মোশিকে বললেন, 13"ইস্রায়েলের লোকেদের এই কথাগুলি বলো: 'তোমরা অবশ্যই আমার বিশ্রামের দিন বিধি অনুসারে পালন করবে। তোমরা এটা অবশ্যই করবে কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটা তোমার এবং আমার মধ্যে একটি চিহ্ন হিসাবে বিরাজ করবে। এই চিহ্ন দেখাবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পবিত্র করেছি।

14"'এই বিশ্রামের দিনকে একটি বিশেষ দিনের মর্যাদা দেবে। যদি কেউ এই বিশেষ বিশ্রামের দিনকে অন্য একটি সাধারণ দিনের মতো পালন করে তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যদি কেউ এই বিশ্রামের দিনেও কাজ করে, তাহলে তাকে তার লোকেদের থেকে বিতাড়িত করতে হবে। 15কাজ করার জন্য সপ্তাহের বাকি ছয়দিন নির্দিষ্ট থাকবে কিন্তু সপ্তম দিনটি হবে বিশেষ বিশ্রামের দিন। এই দিনটি তোলা থাকবে প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিন হিসেবে। এই বিশেষ বিশ্রামের দিনে কেউ কাজ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য। 16বিশ্রামের দিনটিকে সর্বদা মনে রেখে ইস্রায়েলের মানুষ বিশেষ দিন হিসেবে পালন করবে। তারা সর্বদা এটা মেনে চলবে। এটা হল আমার ও তাদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। 17বিশ্রামের দিনটি একটি চিরস্থায়ী চিহ্ন হিসেবে বেঁচে থাকবে আমার ও ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে। প্রভু সপ্তাহের ছয়দিন পরিশ্রম করে এই আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। কিন্তু সপ্তমদিনে তিনি বিশ্রাম ও অবসরের মধ্যে কাটিয়েছেন।'"

18সীনয় পর্বতে এরপর প্রভু মোশির সঙ্গে কথোপকথন শেষ করলেন। তারপর তিনি বন্দোবস্তে লেখা দুটো সমান্তরাল পাথর ফলক মোশিকে দিলেন। ঈশ্বর নিজের হাতে ঐ দুই পাথর ফলকে লিখেছেন।

সোনার বাছুর

32 পর্বত থেকে মোশির নামতে দেরী হচ্ছে দেখে লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে হারোণকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, "মোশি আমাদের পথ দেখিয়ে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছে কিন্তু আমরা তো এখান থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না যে মোশির কি হয়েছে। সুতরাং এসো, আমরা আমাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য দেবতাদের তৈরী করি।"

2হারোণ তখন ঐ লোকেদের বলল, "তোমরা আমার কাছে তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের কানের সোনার দুল এনে দাও।"

3সুতরাং সবাই তাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের কানের দুল এনে হারোণকে দিল। 4হারোণ সবার কাছ থেকে সোনার দুলগুলো নিয়ে সেগুলো গলিয়ে একটি বাছুরের মূর্ত্তি গড়ল। হারোণ বাটালি দিয়ে বাছুরের মূর্ত্তি গড়ল এবং সোনা দিয়ে মূর্ত্তিটির আচ্ছাদন তৈরি করল।

তখন লোকেরা বলল, "হে ইস্রায়েল এই তোমার দেবতা যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।" 5সব দেখার পর হারোণ বাছুরের মূর্ত্তির সামনে একটি বেদী তৈরি করল। এরপর হারোণ ঘোষণা করে জানাল, "আগামীকাল প্রভুর সম্মানার্থে একটি বিশেষ চড়ুই ভাতি উৎসব পালন করা হবে।"

6পরদিন খুব ভোরে লোকেরা উঠে কিছু পশুকে মেরে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য দিল। তারপর তারা বসে পাত পেড়ে খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে উঠল।

7ঠিক সেই সময়ে প্রভু মোশিকে বললেন, "তোমার লোকেরা, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছো, তারা মারাত্মক পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। 8আমার নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে সোনা গলিয়ে তারা একটি বাছুরের মূর্ত্তি তৈরী করেছে। তারা গলা সোনা দিয়ে তৈরী একটি বাছুরের মূর্ত্তিকে পূজো করছে এবং তাকে নৈবেদ্য দিচ্ছে। আবার তারা বলছে, 'ইস্রায়েল, এই হচ্ছে তোমার দেবতা যিনি তোমাকে মিশর থেকে বের করে এনেছেন।'"

9প্রভু মোশিকে বললেন, "আমি ওই লোকেদের ভাল করে চিনি। ওরা ভীষণ জেদী ও উদ্ধত। 10সুতরাং আমাকে একা থাকতে দাও। আমি তাদের ওপর ক্রুদ্ধ, আমি তাদের ধ্বংস করব। তারপর আমি তোমাকে দিয়ে একটা বড় জাতির সৃষ্টি করব।"

11কিন্তু মোশি বিনয়ের সঙ্গে প্রভু, তার ঈশ্বরকে অনুরোধ করলো, "আপনি ক্রোধ দিয়ে আপনার লোকেদের ধ্বংস করবেন না। আপনি আপনার শক্তি ও পরাক্রম দিয়ে ওই মানুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। 12কিন্তু আপনি যদি ওদের ধ্বংস করেন তাহলে মিশরীয়রা বলতে পারে যে, 'প্রভু নিজের লোকেদের জন্য খারাপ কিছু করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই তিনি ঐ লোকেদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পর্বতের ওপর নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করতে। তিনি চেয়েছিলেন

তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে।’ তাই আপনি তাদের
ওপর রাগ করবেন না। দয়া করে আপনার মনকে
বদলান। আপনার জনগণকে ধ্বংস করবেন না।
13আপনার দাসগণ অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবকে
স্মরণ করুন। এবং আপনি তাদের কাছে নিজের নামে
শপথ নিয়ে বলেছিলেন: ‘আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে
আকাশের তারাদের মতো তোমাদের বংশবৃদ্ধি হবে।
এই দেশ তোমাদের বংশধরদের দিয়ে দেব। ওরা এখানে
চিরকালের জন্য থাকবে।’”

14তাই প্রভু তাঁর মন পরিবর্তন করলেন এবং তাঁর
লোকেদের ধ্বংস করবার ভীতি প্রদর্শন পালন করলেন
না।

15তখন মোশি ঘুরে দাঁড়াল এবং পর্বতের নীচে নামল।
তার হাতে ছিল বন্দোবস্ত লেখা দুই পাথর ফলক। ওই
দুই পাথর ফলকের দুপাশেই লেখা ছিল প্রভুর
নির্দেশগুলি। 16ঈশ্বর নিজের হাতে ওই দুই পাথর ফলক
তৈরি করে নিজেই ঐ নির্দেশগুলি লিখেছেন।

17যিহোশূয় শিবিরের গভীরে লোকজনের কোলাহল
শুনতে পেল এবং মোশিকে বলল, “মনে হচ্ছে শিবিরের
লোকেরা যুদ্ধ করছে।”

18উত্তরে মোশি বলল, “এই কোলাহল কোন যুদ্ধ
জয়ের উল্লাস নয় আবার পরাজয়ের কান্নাও নয়। আমি
কিন্তু গান বাজনা শুনতে পাচ্ছি।”

19মোশি সেই শিবিরের কাছে গেল। সে দেখল সোনার
বাছুরের মূর্ত্তিটি এবং লোকেরা তা নিয়ে নাচানাচি করছে।
এসব দেখে মোশি রেগে গেল, রাগের চোটে হাত থেকে
পাথর ফলকগুলি নীচে ফেলে দিল এবং পর্বতের
পাদদেশে তাদের ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। 20মোশি
সেই সোনার বাছুরের মূর্ত্তিকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।
তারপর আগুনে সেই মূর্ত্তি গলে গেলে সেই ছাই জলে
মিশিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের সেই জল খেতে বাধ্য
করল।

21মোশি হারোণকে বলল, “এই লোকেরা তোমার
সঙ্গে কি করেছিল যে তুমি ওদের এমন পাপের দিকে
ঠেলে দিলে?”

22হারোণ উত্তর দিল, “মহাশয়, রাগ করো না। তুমি
তো জানো এরা সব সময়ই ভুল পথে পা বাড়ায়।
23ওরা আমায় বলেছিল, ‘মোশি আমাদের মিশর দেশ
থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বের করে আনলেও এখন কিন্তু
তার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের
জন্য এমন দেবতাসমূহ তৈরী করে দাও যারা আমাদের
নেতৃত্ব দেবে।’ 24তখন আমি ওদের বলেছিলাম, ‘যদি
তোমাদের কোন সোনার দুল থাকে তাহলে আমাকে
সব দাও।’ ওরা আমাকে সোনার দুল দিলে আমি সেগুলো
আগুনে ফেলে দিলে আগুন থেকে ঐ বাছুরটি বের
হল।”

25মোশি দেখল হারোণ লোকেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ
হারিয়েছে এবং তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। লোকেরা
বন্য হয়ে উঠেছে। এবং তাদের সমস্ত শত্রুরা এই বোকামী
দেখতে পেয়েছে। 26তাই মোশি সেই শিবিরের প্রবেশ
দ্বারে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, “কেউ যদি প্রভুকে অনুসরণ
করতে চাও তাহলে আমার কাছে এসো।” এবং লেবি
বংশজাত লোকেরা সবাই দৌড়ে মোশির কাছে চলে
এল।

27তখন মোশি তাদের বলল, “প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর
কি বলেন তা আমি তোমাদের বলব: ‘প্রত্যেকে তার
নিজের নিজের তরবারী হাতে তুলে নিয়ে শিবিরের এ
প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গিয়ে সমস্ত লোকেদের হত্যা
করে তাদের শাস্তি দাও। প্রত্যেকে তার বন্ধু-ভাই এবং
প্রতিবেশীকেও হত্যা করবে।’”

28লেবি বংশজাত প্রত্যেক মানুষ মোশির নির্দেশ
পালন করল। সেই দিন অন্তত 3,000 ইস্রায়েলবাসীকে
হত্যা করা হয়েছিল। 29তখন মোশি বলল, “আজ থেকে
প্রভু তোমাদের তাঁর সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং
আজ তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন কারণ তোমরা
প্রত্যেকে তোমাদের পুত্রদের এবং ভায়েদের বিরুদ্ধে
ঝগড়া করেছ।”

30পরদিন সকালে মোশি সবাইকে বলল, “তোমরা
মারাত্মক পাপ কাজ করেছো কিন্তু এখন আমি প্রভুর
কাছে যাব এবং চেষ্টা করব যাতে তিনি তোমাদের এই
পাপকে ক্ষমা করে দেন।” 31সুতরাং মোশি আবার প্রভুর
কাছে ফিরে গিয়ে বলল, প্রভু অনুগ্রহ করে শুনুন। ওরা
সোনার দেবতা তৈরি করে মারাত্মক পাপ করেছে।
32এখন আপনি ওদের এই পাপকে ক্ষমা করে দিন।
যদি আপনি ওদের ক্ষমা না করেন তাহলে আপনার
লেখা পুস্তক* থেকে আমার নাম মুছে দিন।”

33প্রভু মোশিকে বললেন, “যে আমার বিরুদ্ধে পাপ
সংগঠিত করেছে আমি কেবল তার নামই আমার পুস্তক
থেকে কেটে ফেলব। 34তাই এখন তুমি নীচে গিয়ে
লোকেদের যে দেশে নিয়ে যেতে বলেছি সেই দেশে
নিয়ে যাও। আমার দূত তোমাদের আগে পথ দেখাতে
দেখাতে যাবে, পাপীর যখন বিনাশের সময় হবে তখন
সে শাস্তি পাবেই।” 35তাই প্রভু লোকদের ওপর একটি
মহামারী ঘটালেন কারণ তারা হারোণকে বাছুরের মূর্ত্তি
তৈরী করতে বাধ্য করেছিল।

“আমি তোমার সঙ্গে যাব না”

33 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “তুমি এবং
তোমার লোকেদের, যাদের তুমি মিশর থেকে
এনেছিলে তাদের অবশ্যই এখান থেকে চলে যেতে
হবে। অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে আমি যে দেশ
দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই দেশে চলে যাও।
আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি ওদের পরবর্তী
উত্তরপুরুষদের ঐ দেশ দিয়ে যাব। 2তাই আমি তোমার
আগে একজন দূত পাঠাব এবং কনানীয়, ইমোরীয়,
হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের পরাজিত করে
ঐ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। 3তোমরা সেই বহু ভাল
জিনিসে ভরা ভূখণ্ডে যাও, সেখানে সব কিছু সুন্দর।

পুস্তক এটি হল “জীবন পুস্তক,” ঈশ্বরের সব লোকেদের নাম
এতে লেখা আছে।

কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তোমরা ভীষণ
একগুঁয়ে ও জেদী। তোমরা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছ। যদি
আমি তোমাদের সঙ্গে যাই তাহলে হয়তো আমি
তোমাদের ধ্বংস করতে পারি।” 4এই দুঃসংবাদ শোনার
পর লোকেরা ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল এবং তারা
মণিমাণিক্য পরা বন্ধ করে দিল। 5কেন? কারণ মোশিকে
প্রভু বলেছেন, “ইস্রায়েলবাসীকে বলো, ‘তোমরা
একগুঁয়ে জেদী প্রকৃতির মানুষ। খুব কম সময়ের জন্যও
আমি যদি তোমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করি তাহলে তোমাদের
বিনাশ হতে পারে। সুতরাং যখন আমি স্থির করব
ইস্রায়েলকে কি করতে হবে তখন তোমরা নিজেদের
দেহ থেকে অলঙ্কারাদি খুলে ফেল।’” 6সুতরাং
ইস্রায়েলবাসীরা হোরেব পর্বত থেকে তাদের যাত্রাপথে
নিজেদের অলঙ্কারাদি খুলে ফেলল।

অস্থায়ী সমাগম তাঁবু

7মোশি শিবিরের একটু দূরে অন্য একটি তাঁবু স্থাপন
করল। মোশি এই তাঁবুর নাম দিল “সমাগম তাঁবু।”
প্রভুকে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায় তাহলে
সে শিবিরের বাইরে ঐ সমাগম তাঁবুতে যেতে পারে।
8যখন খুশি মোশি ঐ সমাগম তাঁবুতে যেত। সবাই
তাকে লক্ষ্য করত। সকলে নিজস্ব তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে
মোশির সমাগম তাঁবুর অভ্যন্তরে যাওয়া দেখতো।
9মোশি যখনই ঐ সমাগম তাঁবুতে প্রবেশ করতো তখনই
তাঁবুর দরজায় মেঘস্তম্ভ নেমে আসত এবং প্রভু তখন
মোশির সঙ্গে কথা বলতেন। 10লোকেরা সমাগম তাঁবুর
দরজায় মেঘস্তম্ভ দেখতে পেলেই তারা নিজের নিজের
তাঁবুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতো।

11এভাবেই প্রভু মোশির সঙ্গে মুখোমুখি কথা
বলতেন। প্রভু বন্ধুর মতো মোশির সঙ্গে কথা বলতেন।
প্রভুর সঙ্গে কথা শেষ করার পর মোশি শিবিরে ফিরে
যেতো কিন্তু মোশির পরিচারক নূনের পুত্র যিহোশূয়
তাঁবুর বাইরে বেরোত না।

মোশি প্রভুর মহিমা দর্শন করল

12মোশি প্রভুকে বললেন, “আপনি এই লোকেদের
নেতৃত্ব দিতে বলেছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে আপনি
কাকে পাঠাবেন তা কিন্তু বলেন নি। আপনি বলেছেন,
‘আমি তোমাকে ভাল করে চিনি এবং তোমার ওপর
আমি সন্তুষ্ট।’ 13আমি যদি সত্যিই আপনাকে সন্তুষ্ট
করে থাকি তাহলে আমাকে আপনার শিক্ষা ও জ্ঞান
দিন। আমি আপনাকে জানতে চাই। তাহলে আমি
আপনাকে বরাবর সন্তুষ্ট করতে পারব। মনে রাখবেন
যে তাদের সবাই আপনার লোক।”

14প্রভু উত্তরে বললেন, “আমি নিজে তোমার সঙ্গে
যাব, আমি তোমাকে বিশ্রাম দেব।”

15তখন মোশি প্রভুকে বললেন, “আপনি যদি
আমাদের সঙ্গে না যান তাহলে আমাদের এই স্থান
থেকে সরাবেন না। 16এছাড়া, আমরা কি করে বুঝব
আপনি আমার এবং আপনার লোকেদের ওপর সন্তুষ্ট?
আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যান তাহলে বুঝব আপনি
আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি যদি আমাদের
সঙ্গে না আসেন, তাহলে আমার এবং আপনার
লোকেদের মধ্যে এবং পৃথিবীর অন্য জাতির মধ্যে আর
কোন পার্থক্য থাকবে না।”

17তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “বেশ আমি তোমার
ইচ্ছা পূরণ করব। কারণ আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট
এবং আমি তোমাকে ভাল করে জানি।”

18তখন মোশি বলল, “দয়া করে আপনার মহিমা
আমায় দেখান।”

19তখন প্রভু উত্তর দিলেন, “আমি আমার সমস্ত
গুণাবলীকে তোমার সামনে দিয়ে গমন করাবো। আমিই
প্রভু এবং তোমরা যাতে শুনতে পাও সেইজন্য আমি
আমার নাম ঘোষণা করব। কারণ আমার যাকে খুশি
আমি আমার করুণা ও ভালবাসা দেখাতে পারি। 20কিন্তু
তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না। আমাকে দেখার
পর, কেউ বাঁচতে পারবে না।

21“আমার খুব কাছেই একটি পাথর আছে তোমরা
সেই পাথরের ওপর দাঁড়াতে পারো। 22ঐ স্থান দিয়েই
আমার মহিমা প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের ঐ পাথরের
একটি বিশাল ফাটলে রেখে দেব এবং আমি যখন
ওখান দিয়ে যাব তখন আমার হাত তোমাদের ঢেকে
দেবে। 23এরপর আমি তোমাদের ওপর থেকে হাত
সরিয়ে নেব এবং তোমরা আমার পিছন দিক দেখতে
পাবে কিন্তু আমার মুখ দেখতে পাবে না।”

নতুন প্রস্তর ফলক

34 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “পূর্ববর্ত্তী দুটি
প্রস্তর ফলকের মতো, যে দুটি তুমি ভেঙ্গেছিলে,
আরো দুটি প্রস্তর ফলক তৈরী কর। প্রথম ফলক দুটিতে
যেসব কথা লেখা হয়েছিল সেইসব কথা আমি আবার
এই ফলক দুটিতে লিখব। 2কাল সকালে প্রস্তুত হয়ে
নিও এবং আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সীনয় পর্বতের
চূড়ায় এসো। 3আর কেউ তোমার সঙ্গে আসবে না।
অন্য কাউকে যেন পর্বতের কোথাও না দেখা যায়।
এমনকি কোনও পশুর দল বা মেষের পালকেও পর্বতের
নীচে চরতে দেওয়া যাবে না।”

4তাই মোশি প্রথম পাথরের ফলকের মতো আরও
দুটি ফলক তৈরী করল। তারপর পরদিন সকালে উঠে
সীনয় পর্বতের উপর গেল। মোশি প্রভুর আদেশ অনুসারে
সবকিছু করল। সে পাথরের ফলক দুটি সঙ্গে করে
নিয়ে গেল। 5অতঃপর প্রভু মেঘের মধ্যে মোশির কাছে
নেমে এলেন এবং তার সঙ্গে দাঁড়ালেন এবং মোশি
প্রভুর নাম ঘোষণা করলেন।

6প্রভু মোশির সামনে দিয়ে গেলেন এবং বললেন,
“যিহোবা, প্রভু হলেন দয়ালু ও করুণাময়। তিনি ক্রোধের
বিষয়ে ধৈর্য্যশীল। তিনি পরমস্নেহে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত।
7হাজার হাজার পুরুষ ধরে প্রভু তাঁর করুণা দেখান।
তিনি ভুল কাজ, অবাধ্যতা এবং পাপ ক্ষমা করে দেন।
কিন্তু তবু তিনি দোষীদের শাস্তি দিতে ভোলেন না।

তিনি কেবলমাত্র দোষীদেরই শাস্তি দেন না, তাদের
দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষের
উত্তরপুরুষদেরও শাস্তি দেন।"
8তখন মোশি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসল ও আভূমি
মাথা নত করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল এবং বলল,
9"প্রভু, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে
আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি জানি আমরা জেদী কিন্তু
আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আমাদের আপনার
নিজের অধিকার বলে মনে করুন এবং আমাদের গ্রহণ
করুন।"
10তখন প্রভু বললেন, "আমি তোমার লোকেদের
সঙ্গে এই চুক্তি করি যে আমি তোমার লোকেদের
সামনে এমন সব আশ্চর্য্য কার্য্য করব যা ইতিপূর্বে
পৃথিবীর কোনও দেশে হয় নি। তখন তোমাদের
চারপাশের সমস্ত জাতিসমূহ দেখতে পাবে আমি কত
মহান। তারা এইসব আশ্চর্য্য জিনিস দেখবে যা আমি
তোমাদের জন্য করব। 11আমি যা আদেশ দিচ্ছি, আজ
তা পালন কর তাহলে আমি তোমাদের শত্রুদের
তোমাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করব। আমি ইমোরীয়,
কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের
বিতাড়ন করব। 12সাবধান! তোমরা যেখানে যাচ্ছো
সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কোনও চুক্তি কোরো না।
তাহলে তোমরা বিপদে পড়বে। 13তাদের বেদী ধ্বংস
কর। যে পাথরকে তারা পূজো করে তা ভেঙ্গে ফেল।
তাদের পবিত্র দণ্ডগুলি ধ্বংস কর। 14অন্য কোনও
দেবতাকে পূজো করো না কারণ আমার নাম "ঈর্ষা।"
আমি হলাম ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর।
15"ঐ দেশের লোকেদের সঙ্গে কোনও চুক্তি না
করার ব্যাপারে সাবধান থেকো। কারণ তোমরা তাদের
দেবতাদের পূজো করে এবং তাদের নৈবেদ্য উৎসর্গ
করে ব্যভিচার করবে। তারা তাদের নৈবেদ্য ভক্ষণ করতে
তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে। 16তোমরা যদি তাদের
কন্যাদের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করো তাহলে ঐ মহিলারা
তোমাদের পুত্রদের তাদের ঐ দেবতাদের পূজো করাবে
এবং তারা তোমাদের পুত্রদের প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত
করে তুলবে।
17"কোনও মূর্ত্তি তৈরী করবে না।
18"খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করবে। আমি
তোমাদের যেমন আদেশ দিয়েছিলাম সেই মতো সাতদিন
ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে। তোমরা এটা আবীব মাসে
করবে কারণ ঐ মাসে তোমরা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে
এসেছিলে।
19"কোনও নারীর প্রথম গর্ভজাত পুত্র সন্তান হবে
আমার। এমনকি গবাদি পশুর অথবা মেষের প্রথমজাত
পুরুষশাবকও আমার অধিকারভুক্ত। 20তোমরা যদি
গাধার প্রথমজাত পুরুষশাবককে রাখতে চাও, তবে
তোমরা একটি মেষশাবকের বিনিময়ে তা রাখতে পারো।
কিন্তু তুমি যদি ঐ গাধার শাবকটিকে একটি মেষের
বিনিময়ে না কেনো তাহলে তোমাকে ঐ গাধার ঘাড়
মটকাতে হবে। তোমাদের সমস্ত প্রথমজাত পুত্র
সন্তানদের আমার কাছ থেকে ফেরত নিতে হবে। কিন্তু
কোনও লোকই উপহার ছাড়া আমার কাছে আসবে না।
21"তোমরা ছয়দিন যাবৎ পরিশ্রম করবে ও সপ্তম
দিনে বিশ্রাম নেবে। চাষের বীজ রোপন ও ফসল কাটার
সময় তোমরা অবশ্যই বিশ্রাম নেবে।
22"সাত সপ্তাহের উৎসব পালন করবে। গম কাটার
পর প্রথম কাটা ফসলের দানাগুলো এই উৎসবের জন্য
ব্যবহার করবে। এবং বছরের শেষে ফসল কাটার উৎসব
পালন করবে।
23"বছরে তিনবার তোমাদের সমস্ত লোক
সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সামনে তাদের
উপস্থিত করবে।
24"তোমরা যখন তোমাদের দেশে যাবে তখন আমি
তোমাদের শত্রুদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে
বাধ্য করব। আমি তোমাদের দেশের সীমা বিস্তার করে
দেব যাতে তোমরা আরও বেশী জমি পাও। তোমাদের
অবশ্যই প্রতি বছরে তিনবার প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের
সামনে যেতে হবে। এবং তখন কেউ তোমাদের দেশ
অধিকার করার চেষ্টা করবে না।
25"যখন তোমরা আমাকে নৈবেদ্য হিসাবে রক্ত
উৎসর্গ করবে তখন তার সঙ্গে খামির দেবে না।
"নিস্তারপর্বে উৎসর্গীকৃত মাংস পরদিন সকাল পর্যন্ত
রাখা উচিৎ হবে না।
26"তোমাদের ক্ষেতের প্রথম ফসল প্রভুকে দেবে।
ঐ ফসল প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে আসবে।
"কখনও কোনও ছাগশিশুকে তার মায়ের দুধ দিয়ে
রান্না করবে না।"
27তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, "তোমাকে আমি
যা বলেছি সবকিছু লিখে রাখো। এইগুলিই হল তোমার
এবং ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে চুক্তির দলিল।"
28মোশি সেখানে প্রভুর সঙ্গে 40 দিন ও 40 রাত
বাস করেছিল। মোশি 40 দিন ও 40 রাত কোন ভোজন
বা জল পান করল না। মোশি দুটি পাথরের ফলকের
ওপর চুক্তির কথাগুলি লিখেছিল।

মোশির উজ্জ্বল মুখ

29তারপর মোশি সীনয় পর্বত থেকে নেমে এল। সে
সেই চুক্তি লেখা পাথরের ফলক দুটি বয়ে নিয়ে এল।
প্রভুর সঙ্গে কথা বলার পর মোশির মুখ জ্বলজ্বল
করছিল। কিন্তু মোশি নিজে তা জানত না। 30হারোণ
ও ইস্রায়েলের অন্য সব লোকেরা তার উজ্জ্বল মুখ
দেখে তার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিল। 31তখন মোশি
তাদের ডেকে পাঠাল। মোশি হারোণ এবং দলপতির
সঙ্গে কথা বলল। 32তারপর সমস্ত ইস্রায়েলবাসী
মোশির কাছে এল। সীনয় পর্বতে প্রভু যেসব
আদেশ দিয়েছেন মোশি সেই আদেশের কথা তাদের
শোনাল।
33মোশি তার কথা শেষ করে নিজের মুখ আবরণ
দিয়ে ঢেকে ফেলল। 34কিন্তু মোশি যখনই প্রভুর সঙ্গে
কথা বলতে যেত তখন সে যতক্ষণ না বাইরে আসত

ততক্ষণ সেই আবরণ খুলে রাখত। মোশি যখন প্রভুর সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে আসত এবং ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভুর আদেশসমূহ বলত, **35**তখন তারা মোশির মুখমণ্ডলের ওপর একটি দীপ্তি দেখতে পেত। তাই সে আবার তার মুখ ঢেকে ফেলত, পরের বার প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে না যাওয়া পর্যন্ত সে ঐভাবেই মুখ ঢেকে রাখত।

বিশ্রামের দিন সংক্রান্ত নিয়ম

35 মোশি সমস্ত ইস্রায়েলবাসীকে একত্র করল। সে তাদের বলল, "প্রভু তোমাদের যা আদেশ করেছেন তা আমি তোমাদের বলব:

2"তোমরা ছয়দিন ধরে কাজ করবে কিন্তু সপ্তম দিনটি বিশেষভাবে বিশ্রামের জন্য থাকবে। তোমরা ঐদিন বিশ্রাম নেবে এবং এইভাবে প্রভুকে সম্মান জানাবে। যে ব্যক্তি সপ্তম দিন কাজ করবে তাকে হত্যা করা হবে। **3**"ঐ বিশ্রামের দিন তোমাদের বাড়ীর কোথাও, এমনকি আগুনও জ্বালিও না।"

পবিত্র তাঁবুর জন্য জিনিসপত্র

4মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীকে বলল, "এইগুলি হল প্রভুর আদেশসমূহ: **5**প্রভুর জন্য বিশেষ উপহার সংগ্রহ কর। প্রত্যেকে মনে মনে ঠিক করে নেবে তোমরা কি দেবে। তারপর তোমরা প্রভুর কাছে উপহারসমূহ আনবে। সোনা, রূপো, পিতল; **6**নীল, বেগুনী ও লাল সুতো ও সূক্ষ্ম মসীনা বস্ত্র; ছাগলের লোম; **7**লাল রঙ করা মেষ চর্ম ও মসৃণ চর্ম; বাবলা কাঠ; **8**প্রদীপের জন্য তেল, অভিষেকের তেলের জন্য মশলাপাতি এবং সুগন্ধী ধূপকাঠির জন্য মশলা এনে তোমরা প্রভুকে দেবে। **9**এফোদ ও বক্ষাবরণের জন্য গোমেদক ও অন্যান্য মূল্যবান মণিমাণিক্যও সঙ্গে এনো।

10তোমাদের মধ্যে যারা দক্ষ কারিগর তারা এসে প্রভুর আদেশমতো জিনিস তৈরী করো: **11**পবিত্র তাঁবু, তার বাইরের তাঁবু, তার আস্তরণ, আংটাগুলি, তক্তাসমূহ, আগল, খুঁটিগুলি ও ভিত্তিগুলি; **12**পবিত্র সিন্দুক, তার খুঁটিগুলি, আস্তরণ এবং পর্দা যা পবিত্র সিন্দুক যেখানে রাখা আছে সেই জায়গা ঢেকে দেয়। **13**সেই টেবিল ও তার পায়াগুলি, টেবিলের ওপরের সমস্ত জিনিস এবং টেবিলের ওপরের বিশেষ রুটি। **14**বাতির জন্য বাতিদানসমূহ, তার আনুষঙ্গিক অঙ্গ এবং বাতির জন্য তেল। **15**ধূপ বেদী এবং তার খুঁটিসমূহ; অভিষেকের তেল এবং সুগন্ধী ধূপ; যে পর্দা পবিত্র তাঁবুর প্রবেশদ্বার ঢেকে রাখবে। **16**হোমবলির জন্য বেদী এবং তার পিতলের জাল, খুঁটিগুলি এবং তার বাসন-কোসন, পিতলের পাত্র ও তার দান; **17**প্রাঙ্গণের চারদিকের পর্দা, তাদের খুঁটি ও ভিত্তিসমূহ এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পর্দা **18**সমাগম তাঁবুর জন্য এবং প্রাঙ্গণের জন্য কীলকগুলি এবং তাদের দড়িগুলি; **19**পবিত্র স্থানে পরার জন্য যাজকের বিশেষ বস্ত্র — এসবই তোমরা আনবে। এই বিশেষ বস্ত্র যাজক হারোণ ও তার পুত্রেরা পরবে। তারা যখন যাজক হবে তখন তারা এই বস্ত্র পরবে।"

লোকেদের মহান নৈবেদ্য

20তারপর ইস্রায়েলের সমগ্র মণ্ডলী মোশির কাছ থেকে চলে গেল। **21**প্রত্যেকে যাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও মনে ইচ্ছা হল তারা প্রভুর জন্য উপহার নিয়ে এলো। এই উপহার সামগ্রীগুলি সমাগম তাঁবুর জন্য, তাঁবুর ভেতরের প্রয়োজনীয় জিনিস এবং বিশেষ বস্ত্র তৈরীর কাজে লাগানো হল। **22**পুরুষ, স্ত্রী যারা ইচ্ছুক ছিল প্রভুর জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে এলো। তারা পিন, দুল, আংটি ও অন্যান্য গয়না নিয়ে এল এবং সমস্ত প্রভুকে দিয়ে দিল। এটা ছিল প্রভুর জন্য বিশেষ নৈবেদ্য।

23যে সমস্ত লোকের কাছে মিহি শনের কাপড় ছিল এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতো ছিল তারা তা নিয়ে প্রভুর কাছে এলো, যাদের কাছে ছাগলের লোম, বা লাল রঙ করা মেষের চামড়া বা মসৃণ চামড়া ছিল তারা নিল এবং প্রভুকে দিল। **24**যারা প্রভুকে রূপো বা পিতল দিতে চাইল তারা সেটা নিয়ে এল। যাদের কাছে বাবলা কাঠ ছিল যা সমাগম তাঁবু নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তারা সেটা আনল এবং তা প্রভুকে দিল। **25**প্রতিটি দক্ষ মহিলা তাদের হাত দিয়ে সুতো কেটে মিহি শনের কাপড় বুনল এবং লাল, নীল ও বেগুনী সুতো কাটল। **26**ঐ দক্ষ মহিলারা যারা সাহায্য করতে চাইল, তারা ছাগলের লোম থেকে কাপড় তৈরী করল।

27ইস্রায়েলবাসীদের দলপতিরা গোমেদ ও অন্যান্য মণিমাণিক্য নিয়ে এল যেগুলি এফোদ ও যাজকের বক্ষাবরণের উপর লাগানো হবে। **28**তারা মশলা ও জলপাই তেলও নিয়ে এল, এগুলি সুগন্ধি ধূপ, অভিষেকের তেল ও প্রদীপের তেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

29সমস্ত পুরুষ ও নারী, যারা সাহায্য করতে চাইছিল তারা প্রভুর জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে এল। তারা নিজেদের ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই উপহারসামগ্রী প্রদান করল। প্রভু মোশি ও তার লোকেদের যেসব জিনিস বানাতে আদেশ করেছিলেন সেইসব জিনিসই এই উপহার সামগ্রীর সাহায্যে তৈরী করা হল।

বৎসলেল ও অহলীয়াব

30তারপর মোশি ইস্রায়েলবাসীদের বলল, "দেখ, প্রভু যিহূদা বংশের হূরের পৌত্র, ঊরির পুত্র বৎসলেলকে মনোনীত করেছেন। **31**তিনি তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি তাকে জ্ঞানে ও সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছেন। **32**সে সোনা, রূপো ও পিতলের জিনিস তৈরী করে তার ওপর কারুকার্য্য করতে পারে। **33**সে মূল্যবান পাথর ও মণিমাণিক্য কেটে বসাতে পারে। সে কাঠ দিয়েও সর্বপ্রকার জিনিস তৈরি করতে পারে। **34**প্রভু বৎসলেল ও অহলীয়াবকে শিক্ষাদান করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। অহলীয়াব হল দান বংশীয়

অহীষামকের পুত্র। 35প্রভু এই দুজনকেই সর্বপ্রকার কাজ
করার জন্য বিশেষ দক্ষতা দিয়েছেন। তারা ছুতোর
এবং ধাতুর কাজেও দক্ষ। তারা মিহি শনের কাপড়,
নীল, বেগুনী এবং লাল সুতোর সাহায্যে কাপড়ে
কারুকার্য্য করে ও কাপড় বোনে। তারা পশম দিয়েও
কাপড় বুনতে পারে।

36 “অতএব বৎসলেল, অহলীয়াব ও অন্যান্য সব
দক্ষ কারিগরদের অবশ্যই প্রভুর আদেশ
অনুসারে কাজটি করতে হবে। প্রভু এদের জ্ঞান ও বুদ্ধি
দিয়েছেন যাতে এরা পারদর্শিতার সঙ্গে পবিত্র স্থান
তৈরির কাজ করতে পারে।”

2-3তারপর মোশি বৎসলেল, অহলীয়াব এবং যেসব
লোকেদের প্রভু বিশেষ দক্ষতা দিয়েছিলেন তাদের ডেকে
ইস্রায়েলবাসীদের আনা উপহার সামগ্রীগুলি তাদের
হাতে তুলে দিল। এই সব লোকেরা পবিত্র স্থান তৈরীর
কাজে সাহায্য করার জন্যই এসেছিল এবং তারা এই
উপহারগুলি ঈশ্বরের পবিত্র স্থান তৈরীর কাজে লাগাল।
লোকেরা প্রত্যেক দিন সকালেই উপহার নিয়ে আসত।
4শেষকালে ঐসব কারিগররা পবিত্র স্থানের কাজ ছেড়ে
মোশির কাছে এল। তারা বলল, 5“আমাদের তাঁবুর
কাজ শেষ করার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে লোকেরা
অনেক বেশী জিনিস এনেছে।”

6তখন মোশি শিবিরের চারদিকে খবর পাঠাল:
“কোনও নারী বা পুরুষ পবিত্র স্থানের জন্য আর কোনও
উপহার তৈরী করবে না।” তাই লোকেদের উপহার না
দিতে বাধ্য করা হল। 7তারা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক
বেশী জিনিস এনেছিল।

পবিত্র তাঁবু

8তারপর দক্ষ কারিগররা পবিত্র তাঁবু তৈরী করবার
কাজ আরম্ভ করল। তারা মিহি শনের কাপড়, বেগুনী,
নীল ও লাল সুতো দিয়ে দশটি পর্দা তৈরি করল। তারা
তার ওপর সুতো দিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ ডানাযুক্ত করূব
দূতের ছবি বসাল। 9প্রত্যেকটি পর্দাই ছিল সমান মাপের
— 28 হাত লম্বা ও 4 হাত চওড়া। 10তারপর কারিগরেরা
সেই পর্দাগুলি জুড়ে দুভাগে ভাগ করল। পাঁচটি করে
পর্দা নিয়ে একেকটি ভাগ হলো। 11তারা নীল কাপড়
দিয়ে প্রত্যেক ভাগের পর্দার কিনারায় একটি ফাঁস তৈরী
করল। 12প্রতিটি ভাগের পর্দার ধারে 50টি করে ফাঁস
ছিল। ফাঁসগুলি ছিল একে অপরের বিপরীতে। 13তারা
দুটি পর্দাকে জোড়া দেবার জন্য 50টি সোনার আংটা
তৈরি করল। এইভাবে পবিত্র তাঁবুটিকে একসঙ্গে একটি
খণ্ডে যুক্ত করা হল।

14তারপর কারিগররা সেই পবিত্র তাঁবুর আচ্ছাদনের
জন্য আরেকটি তাঁবু তৈরি করল। তারা ছাগলের লোম
দিয়ে এগারোটি পর্দা বানাল। 15সবগুলি পর্দাই ছিল
সমান মাপের — 30 হাত লম্বা ও 4 হাত চওড়া।
16তারপর পাঁচটি পর্দা জুড়ে একটি ও ছয়টি পর্দা জুড়ে
আরেকটি ভাগ করা হল। 17দুই ভাগের পর্দার ধারেই
50টি করে ফাঁস লাগানো হল। 18তারা 50 টি পিতলের
আংটা তৈরী করল দুই ভাগের পর্দাগুলি জুড়ে একটি
তাঁবু বানানোর জন্য। 19তারপর তারা পবিত্র তাঁবুর জন্য
আরো দুটি আচ্ছাদন তৈরী করল। একটি বানানো হলো
লাল রঙ করা ভেড়ার চামড়া দিয়ে আর অন্যটি বানানো
হল মসৃণ চামড়া দিয়ে।

20তারপর কারিগররা পবিত্র তাঁবুকে দাঁড় করানোর
জন্য বাবলা কাঠের কাঠামো বানালেন। 21প্রতিটি
কাঠামো ছিল 10 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া। 22প্রতিটি
কাঠামো পাশাপাশি দুটি তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি
হয়েছিল। প্রতিটি কাঠামো ছিল একইরকম। 23এইভাবে
তারা পবিত্র তাঁবুর কাঠামোগুলো তৈরী করল। তারা
পবিত্র তাঁবুর দক্ষিণ দিকের জন্য 20 টি কাঠামো তৈরী
করল। 24তারপর ঐ কাঠামোর জন্য 40 টি রূপোর
পায়া তৈরী করা হল। প্রত্যেকটি কাঠামোতে দুটি করে
পায়া ছিল। প্রতিটি তক্তার ধারে একটি করে পায়া।
25তাঁবুর উত্তর দিকের জন্যও তারা 20 টি কাঠামো
তৈরী করল। 26তারা 40 টি রূপোর ভিত্তি তৈরী করল,
প্রত্যেক কাঠামোর জন্য দুটি করে ভিত্তি। 27তাঁবুর পিছনে
পশ্চিম দিকের জন্য তারা আরো ছটি কাঠামো তৈরী
করল। 28পবিত্র তাঁবুর পিছনে কোনার দিকের জন্যও
তারা দুটি কাঠামো তৈরী করল। 29এই কাঠামোগুলিকে
একত্র করে নীচের দিকে জোড়া দেওয়া হল। এবং
ওপর দিকে একটা আংটা দিয়ে দুদিকের কোনার
কাঠামোগুলি জোড়া হল। 30পবিত্র তাঁবুর পশ্চিম দিকের
জন্য মোট আটটি কাঠামো ছিল। সেখানে 16টি রূপোর
পায়াও ছিল যা প্রতিটি কাঠামোতে দুটি করে লাগানো
হল।

31তারপর কারিগররা বাবলা কাঠ দিয়ে কাঠামোর
আগল তৈরী করল। তাঁবুর প্রথম পাশে পাঁচটি আগল,
32তারা অন্য দিকে পাঁচটি আগল লাগালো এবং
পেছনদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে পাঁচটি আগল লাগালো।
33মাঝের আগলটিকে রাখা হল কাঠামোর একপ্রান্ত
থেকে আরেকপ্রান্ত জুড়ে। 34কাঠামোগুলিকে সোনায়
মুড়ে দেওয়া হল। তারপর তারা সোনার আংটা তৈরী
করল আগলগুলি ধরে রাখার জন্য এবং আগলগুলিও
সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল।

35তারা মিহি শনের কাপড় দিয়ে পর্দাসমূহ তৈরী
করল এবং তারা বিশেষ পর্দাটি তৈরী করবার জন্য
নীল, বেগুনী ও লাল সুতো তৈরী করল। তারা সেগুলোর
ওপর করূব দূতদের চেহারা সেলাই করল। 36চারটি
বাবলা কাঠের খুঁটি বানিয়ে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া
হল। তারা খুঁটির জন্য সোনার আংটা তৈরী করল এবং
চারটি করে রূপোর পায়া তৈরী করল। 37তারপর তারা
তাঁবুতে ঢোকার জন্য দরজার পর্দা বানাল মিহি শনের
কাপড় এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতা ব্যবহার করে।
এর ওপর তারা সূতার কাজও করল। 38তারপর তারা
এই ঢোকার দরজার পর্দার জন্য পাঁচটি খুঁটি ও আংটা
তৈরি করল। তারপর এই খুঁটির ও পর্দার আংটার
মাথাগুলি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। তারপর খুঁটির
জন্য পাঁচটি করে পিতলের পায়া প্রস্তুত করা হল।

সাক্ষ্যসিন্দুক

37 বৎসলেল বাবলা কাঠ দিয়ে পবিত্র সিন্দুক তৈরী করল। সিন্দুকটি 2.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া আর 1.5 হাত উঁচু। 2তারপর সে খাঁটি সোনা দিয়ে সিন্দুকের ভেতর ও বাইরের দিক মুড়ে দিল। সে সিন্দুকের চারিদিকে সোনার জরি দিয়ে ঘিরেও দিল। 3এরপর সে সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি সোনার আংটা চারকোণায় রাখল। এর একদিকে দুটি আংটা লাগানো ছিল এবং দুটি আংটা লাগানো ছিল এর অন্য দিকে। 4সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবলা কাঠের খুঁটি তৈরী করে সে সেগুলি খাঁটি সোনায় মুড়ে দিল। 5তারপর সে পবিত্র সিন্দুকের প্রতিটি ধারে আংটাগুলির ভিতর দিয়ে খুঁটিগুলি ঢুকিয়ে দিল। 6তারপর সে খাঁটি সোনা দিয়ে আচ্ছাদনটি তৈরী করল। এটা ছিল 2.5 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া। 7তারপর সে পেটানো সোনা দিয়ে দুটি করূব দূত তৈরী করল এবং সেগুলো আচ্ছাদনের দুধারে রেখেছিল। 8তারপর সে করূব দূতের মূর্ত্তিদুটি পাপমোচন স্থানের আচ্ছাদনের সঙ্গে জুড়ে একত্র করল। 9দূতের ডানা আকাশে ছড়িয়ে পবিত্র সিন্দুকটিকে ঢেকে দিল। দূতেরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পাপমোচন স্থানের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশেষ টেবিল

10বৎসলেল বাবলা কাঠ দিয়ে একটি 2 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া ও 1.5 হাত উঁচু টেবিল বানাল। 11টেবিলের চারধার খাঁটি সোনার পাত দিয়ে সে মুড়ে দিল এবং তার চারধারে একটি সোনার ঝালর লাগিয়ে দিল। 12তারপর সে একটি 1 হাত চওড়া কাঠামো করল টেবিলের সব ধার ঘিরে এবং কাঠামোর চারপাশে সোনার ঝালর লাগালো। 13তারপর সে টেবিলের চারকোণায় চারপায়ায় চারটি সোনার আংটা লাগাল। 14সে টেবিলটাকে বইবার জন্য আংটাগুলো কাঠামোর খুব কাছে আটকে দিল। 15তারপর সে টেবিলটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবলা কাঠের খুঁটি তৈরি করল। খাঁটি সোনা দিয়ে খুঁটিগুলিও মুড়ে দিল। 16এরপর সে টেবিলে ব্যবহারের জন্য সোনার প্লেট, চামচ, বাটি ও কলসী বানাল। পেয় নৈবেদ্য ঢালার জন্য বাটি ও কলসী ব্যবহার করা হল।

বাতিদান

17তারপর সে সোনার বাতিদানটি তৈরি করল। সে খাঁটি সোনা হাতুড়ি দিয়ে পেটালো এবং তৈরি করল বাতিদানের বিস্তৃত পাদানী। সে ফুল, পাতা, কুঁড়ি দিয়ে কারুকার্য্য করে সবকিছু একত্রে জুড়ে দিল। 18বাতিদানের ছয়টি শাখা, একদিকে তিনটি অপরদিকে আরও তিনটি। 19প্রতিটি ডালে থাকল তিনটি করে ফুল। সেগুলি কাঠ বাদামের ফুলের মতো তাতে কুঁড়ি ও পাতা রাখা হল। 20বাতিদানের দণ্ডে আরও চারটি ফুল রাখা হল কুঁড়ি ও পাপড়ি সমেত যা দেখতে বাদাম ফুলের মতো। 21তাতে একেক দিকে তিনটি করে মোট ছয়টি ডালও রাখা হল। প্রতি জোড়া ডালগুলির নীচে, যেগুলি বিস্তৃত পাদানির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেখানে কুঁড়ি ও পাপড়িসহ একটি ফুল ছিল। 22পুরো বাতিদানটি খাঁটি সোনায় ফুলপাতাসহ একসাথে জোড়া দিয়ে তৈরি করা হল। 23এই বাতিদানের জন্য সাতটি প্রদীপ তৈরি করা হল। তারপর সে খাঁটি সোনা দিয়ে সলতের চিমটা ও শীষদানী পাত্র তৈরী করল। 24সে মোট 75 পাউণ্ড খাঁটি সোনা ব্যবহার করে এই বাতিদান ও তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তৈরি করল।

ধূপ জ্বালাবার বেদী

25এরপর ধূপ-ধূনা পোড়াবার জন্য সে বাবলা কাঠ দিয়ে একটি ধূপদানী তৈরী করল। এটা ছিল 1 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া এবং 2 হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি চৌকোনা জিনিষ। ধূপদানের চারকোণের প্রতিটিতে একটি করে শিং ছিল। এই শৃঙ্গগুলি ও ধূপবেদী একটি অখণ্ড টুকরো ছিল। 26সে ধূপদানের ওপর চারপাশ এবং শিং খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিল। তারপর ধূপদানের চারপাশ সোনার জরি দিয়ে মুড়ে দিল। 27এই জরির নীচে দুধারে আংটা লাগানো হল। এই আংটা লাগানো হল বয়ে নিয়ে যাওয়ার খুঁটি ধরে রাখার জন্য। 28সে এই খুঁটিগুলি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি করে সোনা দিয়ে মুড়ে দিল।

29তারপর সে একজন সুগন্ধি প্রস্তুতকারক যেমন করে সুগন্ধ তৈরী করে সেইভাবে পবিত্র অভিষেকের তেল এবং খাঁটি ও সুগন্ধি ধূপ-ধূনা তৈরি করল।

হোমবলির বেদী

38 তারপর বৎসলেল বাবলা কাঠ দিয়ে হোমবলির বেদী তৈরী করলেন। এটা ছিল 5 হাত লম্বা, 5 হাত চওড়া ও 3 হাত উচ্চতা বিশিষ্ট চৌকোনা আকারের। 2তারপর সে বেদীর প্রত্যেকটি কোণের জন্য একটি শৃঙ্গ বানালো এবং তাদের কোণায় জুড়ে দিল যাতে তা অখণ্ড হয় এবং বেদীটি পিতল দিয়ে ঢেকে দিল। 3সে বেদীতে ব্যবহারের সব সরঞ্জাম পিতল দিয়ে তৈরী করল। সে পাত্র, বেলচা, বাটি, কাঁটা চামচ, চাটু ইত্যাদি তৈরী করল। 4তারপর সে পিতল দিয়ে জালের মতো একটি ঝাঁঝরি তৈরী করল। বেদীর বেড়ের নীচ থেকে মাঝখান পর্যন্ত এই ঝাঁঝরি বসানো হল। 5তারপর সে বেদীটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার খুঁটি লাগাবার জন্য ঝাঁঝরির চারকোণায় চারটি আংটা লাগাল। 6তারপর সে বাবলা কাঠ দিয়ে খুঁটি তৈরী করে পিতল দিয়ে মুড়ে দিল। 7বেদীটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুঁটিগুলো আংটার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বেদীর ধারগুলো তৈরী করা হল তক্তা দিয়ে। এটা ছিল একটা খালি সিন্দুকের মতো ফাঁপা।

8তারপর সে পিতল দিয়ে পাত্র এবং পাত্রের পায়া তৈরী করল। এটা মহিলাদের দেওয়া পিতলের আয়না থেকে নেওয়া হয়েছিল। এই মহিলারা সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজায় সেবা করার জন্য এসেছিল।

পবিত্র তাঁবুর চারিদিকের প্রাঙ্গণ

9তারপর সে প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর্দার একটি
দেওয়াল তৈরী করল। দক্ষিণ দিকে সে 100 হাত লম্বা
পর্দার একটি দেওয়াল তৈরী করল। এই পর্দাগুলো
ছিল মিহি শনের কাপড় দিয়ে তৈরী। 10কুড়িটি খুঁটির
সাহায্যে এই পর্দাগুলিতে অবলম্বন দেওয়া ছিল।
খুঁটিগুলো ছিল 20টি পিতলের ভিত্তির উপর। খুঁটির
আংটা ও পর্দার বন্ধনী ছিল রূপোর তৈরী। 11উত্তর
দিকের প্রাঙ্গণেও ছিল 100 হাত লম্বা পর্দার একটি
দেওয়াল। সেখানে 20টি পিতলের ভিত্তির ওপর 20টি
খুঁটি ছিল। খুঁটির আংটা ও পর্দার বন্ধনী ছিল রূপোর।
12পশ্চিমদিকের প্রাঙ্গণে থাকল 50 হাত লম্বা পর্দার
দেওয়াল। আর থাকল 10টি খুঁটি ও 10টি ভিত্তি। খুঁটির
আংটা ও পর্দার বন্ধনী তৈরী করা হল রূপো দিয়ে।
13প্রাঙ্গণের পূর্বদিক 50 হাত চওড়া। প্রাঙ্গণে
প্রবেশের দরজা রাখা হল এই দিকেই। 14প্রবেশ দরজার
দিকের পর্দা ছিল 15 হাত লম্বা। এইদিকে তিনটি খুঁটি
ও তিনটি ভিত্তি ছিল। 15অন্যদিকের প্রবেশ দরজাও
ছিল 15 হাত লম্বা। ঐদিকে তিনটি খুঁটি ও তিনটি
পায়া ছিল। 16প্রাঙ্গণের চারিদিকের সব পর্দাই ছিল মিহি
শনের কাপড়ের তৈরী। 17খুঁটির ভিত্তিগুলো ছিল পিতলের
তৈরী। দণ্ডগুলির আংটা ও পর্দার বন্ধনী ছিল রূপো
দিয়ে তৈরী। খুঁটির মাথাগুলো ছিল রূপো দিয়ে মোড়া।
প্রাঙ্গণের সব খুঁটিতেই ছিল রূপোর পর্দাবন্ধনী।
18প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজার পর্দা তৈরী করা হল
মিহি শনের কাপড় দিয়ে। এবং নীল, বেগুনী ও লাল
সুতো দিয়ে। পর্দার ওপর সুতোর কারুকার্য্যও করা
হল। পর্দাটি ছিল 20 হাত লম্বা এবং 5 হাত উঁচু।
এগুলো প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দার সমান উঁচু। 19পর্দা
ঠেকা দেওয়া হল চারটি খুঁটি ও চারটি পিতলের পায়া
দিয়ে। খুঁটির আংটা তৈরি করা হল রূপো দিয়ে। খুঁটির
ওপরের দিক আর পর্দার বন্ধনী রূপোর। 20পবিত্র তাঁবুর
সমস্ত কীলকগুলো এবং প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দাগুলো
ছিল পিতলের তৈরী।

21মোশি লেবীয়দের আদেশ দিল পবিত্র তাঁবু বা
সাক্ষ্যের তাঁবু তৈরির কাজে যা কিছু ব্যবহার করা
হয়েছে তা একটি তালিকায় লিখে রাখতে। এই তালিকার
দায়িত্ব দেওয়া হল যাজক হারোণের পুত্র ঈথামরকে।

22যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ও ঊরির পুত্র বৎসলেল
মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুসারে সবকিছু তৈরি
করল। 23দান বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াব তাকে
এই কাজে সাহায্য করল। সে একজন দক্ষ কারিগর ও
কারুশিল্পী। সে মিহি শনের কাপড়, নীল, বেগুনী ও
লাল সুতো বোনায় পারদর্শী ছিল।

24এই পবিত্র স্থান নির্মাণের জন্য 2 টনেরও বেশী
সোনা দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল সরকারি হিসাব
অনুযায়ী ওজন।

25যতজন লোককে গোণা হয়েছিল তারা সবাই
আমলাতান্ত্রিক পরিমাপ অনুসারে 3.75 টন রূপো
দিয়েছিল। 26কুড়ি বছর বা তার বেশি বয়সের লোকেদের
গোণা হয়েছিল। মোট 6,03,550 জন পুরুষ ছিল এবং
প্রত্যেককে আমলাতান্ত্রিক পরিমাপ অনুসারে 1.5
আউন্স রূপো কর হিসেবে দিতে হয়েছিল। 27তারা
3.75 টন রূপো ব্যবহার করে প্রভুর পবিত্র স্থান এবং
পর্দার জন্য 100টি ভিত্তি তৈরী করেছিল। তারা পবিত্র
স্থানের ভিত্তির জন্য এবং পর্দার পায়ার জন্য 3.75 টন
রূপো ব্যবহার করেছিল। মোট 100টি ভিত্তি করা
হয়েছিল। তারা প্রতিটি ভিত্তির জন্য 75 পাউণ্ড রূপো
ব্যবহার করেছিল। 28বাকি 50 পাউণ্ড রূপো দিয়ে আংটা
পর্দার বন্ধনী তৈরী করেছিল এবং খুঁটির মাথা মুড়ে
দিয়েছিল।

29প্রভুকে 26.5 টনেরও বেশী পিতল নৈবেদ্য দেওয়া
হয়েছিল। 30ঐ পিতল দিয়ে সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজার
পায়া তৈরী করা হয়েছিল। পিতল দিয়ে, বেদী ও ঝাঁঝরি
তৈরী হয়েছিল। বেদীতে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র
পিতল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। 31প্রাঙ্গণের
চারিদিকের পর্দা ও প্রবেশ দরজার পর্দার পায়াও পিতল
দিয়ে বানানো হয়েছিল। পবিত্র তাঁবুর খুঁটি এবং প্রাঙ্গণের
চারদিকের পর্দার জন্য পিতল ব্যবহার করা হয়েছিল।

যাজকের বিশেষ বস্ত্র

39 যাজকরা যখন প্রভুর পবিত্র স্থানে সেবা করবে
তখন তারা যে বিশেষ পোশাক পরবে, সেটা
নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে কারিগররা তৈরি
করল। তারা মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুযায়ী
হারোণের জন্য বিশেষ পোশাক তৈরি করল।

এফোদ

2তারা মিহি শনের কাপড়, সোনার জরি, নীল, বেগুনী
ও লাল সুতো দিয়ে এফোদ তৈরি করল। 3তারা সোনা
পিটিয়ে সরু পাত তৈরি করে তারপর তা থেকে সোনার
জরি বানাল। তারপর তারা সেই সোনার জরি নীল,
বেগুনী, লাল সুতো ও শনের কাপড়ের সাথে একসাথে
বুনল। এটা খুবই দক্ষ কারিগরের কাজ। 4তারা এফোদের
জন্য কাঁধের কাপড় বানাল যেটা এফোদের দুই কোণে
বেঁধে দেওয়া হল। 5তারা কোমরবন্ধনী বুনে এফোদের
সাথে জুড়ে দিল। মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ
অনুযায়ী এটাও এফোদের মতই মিহি শনের কাপড়,
নীল, বেগুনী ও লাল সুতো এবং সোনার জরি দিয়ে
বোনা হল। 6কারিগররা এফোদের জন্য সোনার ওপর
গোমেদক বসালো। তারা ঐ পাথরগুলোর ওপর
ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খোদাই করল। 7তারপর তারা
এই মণিগুলো এফোদের ওপর বসিয়ে দিল। এই
অলংকারগুলি ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য একটি
স্মারক হয়ে থাকবে। এসবই করা হয়েছিল মোশিকে
দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুসারে।

বক্ষাবরণ

8তারপর তারা বক্ষাবরণ তৈরী করল। ঠিক এফোদের
মতোই এটাও ছিল একজন দক্ষ কারিগরের কাজ।

এটা তৈরী করা হল সোনার জরি, মিহি শনের কাপড়
এবং নীল, বেগুনী ও লাল কাপড় দিয়ে। 9বক্ষাবরণটিকে
অর্ধেক করে ভাঁজ করে চারকোণা একটি পকেটের
আকার দেওয়া হল। এটা ছিল 9 ইঞ্চি লম্বা আর 9
ইঞ্চি চওড়া। 10তারপর কারিগররা বক্ষাবরণটির ওপর
চার সারি মণিমাণিক্য বসালো। প্রথম সারিতে ছিল
চুণী, পীতমণি ও মরকত। 11দ্বিতীয় সারিতে ছিল পদ্মরাগ,
নীলকান্ত ও পান্না, 12তৃতীয় সারিতে ছিল পেরোজ,
যিস্ম ও কটাহেলা। 13চতুর্থ সারিতে ছিল বৈদূর্য্য,
গোমেদক ও সূর্যকান্তমণি। এইসব মণি সোনার ওপর
বসানো হল। 14বক্ষাবরণটির ওপর মোট বারোটি মণি
ছিল। ইস্রায়েলের প্রত্যেক পুত্রের জন্য ছিল একটি
করে মণি। প্রত্যেক অলঙ্কারের ওপর শীলমোহরের
মতো ইস্রায়েলের বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর একটি করে
নাম খোদাই করা ছিল।

15কারিগররা বক্ষাবরণের জন্য খাঁটি সোনার
শেকলসমূহ বানালো। এই শেকলগুলি দড়ির মত
পাকানো ছিল। 16কারিগররা দুটি সোনার আংটা বানিয়ে
বক্ষাবরণের দুই কোণে আটকে দিল। তার কাঁধের জন্য
দুটি সোনার স্থালীও তৈরি করল। 17তারা সোনার
চেনদুটিকে বক্ষাবরণের কোণের আংটার সাথে বেঁধে
দিল। 18তারা আরো দুটি সোনার আংটা বানিয়ে
বক্ষাবরণের অপর দুটি কোণে আটকে দিল। এটা ছিল
বক্ষাবরণের ভিতরের দিকে এফোদের ঠিক পরেই।
তারা সোনার শেকলের অপর প্রান্তগুলি সামনের দিক
দিয়ে এফোদের কাঁধের পট্টির সোনার অলঙ্কারের সঙ্গে
যুক্ত করেছিল। 19তারপর তারা আরো দুটি সোনার
আংটা তৈরী করল এবং সেগুলি এফোদের পাশে,
বক্ষাবরণের ভেতরদিকের ধারে আটকে দিল। 20তারা
আরো দুটি সোনার আংটা বসাল কাঁধের পট্টির নীচে
এফোদের সামনে। এই আংটাগুলি ছিল বন্ধনীর কাছে,
কোমরবন্ধনীর ওপর। 21তারপর তারা একটি নীল ফিতের
সাহায্যে বক্ষাবরণীর আংটার সাথে এফোদের আংটা
বেঁধে দিল। এইভাবে প্রভুর আদেশ অনুযায়ী বক্ষাবরণটি
এফোদের সাথে শক্তভাবে বাঁধা থাকল।

যাজকদের অপর পোশাক

22তারপর তারা এফোদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নীল
কাপড় দিয়ে একটি পোশাক বুনল। 23তারা আলখাল্লার
মাঝখানে একটি ফুটো করল এবং এই ফুটোর চারধার
দিয়ে একটুকরো কাপড় সেলাই করে দিল, ফুটোটি
যাতে না ছেঁড়ে তার জন্য।

24তারপর তারা মিহি শনের কাপড় এবং
নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে বেদানা তৈরী
করল। এই বেদানাগুলি তারা আলখাল্লার নীচের ধারে
ঝুলিয়ে দিল। 25তারা খাঁটি সোনার ঘণ্টা তৈরী করল
এবং সেগুলি আলখাল্লার নীচের ধারে বেদানার মাঝে
মাঝে লাগিয়ে দিল। 26আলখাল্লার নীচের ধারে প্রত্যেকটি
বেদানার মাঝখানে একটি করে ঘণ্টা লাগানো হল।
মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশমতই পোশাক তৈরি
করা হল। প্রভুর সেবা করার সময় যাজকের পরার
জন্য।

27দক্ষ কারিগররা হারোণ ও তার পুত্রদের জন্য
মিহি শনের কাপড়ের জামা তৈরী করল। 28তারা মিহি
শনের কাপড় দিয়ে একটি পাগড়ি, মাথায় বাঁধার ফিতে
ও ভেতরে পরার পোশাক তৈরী করল। 29মোশিকে
দেওয়া প্রভুর আদেশমতো তারা মিহি শনের কাপড়
এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে কাপড়ের ওপর
সূঁচের কাজ করে বন্ধনী তৈরি করল।

30তারপর তারা খাঁটি সোনা থেকে সোনার পাত
তৈরী করল পবিত্র মুকুটের জন্য। তারা সোনার ওপর
এই কথাগুলি খোদাই করল: ‘পবিত্র প্রভুর
কাছে।’ 31তারপর তারা এই সোনার পাতটিকে একটি
নীল ফিতের সঙ্গে বেঁধে দিল। তারা মোশিকে দেওয়া
প্রভুর আদেশ অনুসারে নীল ফিতেটিকে পাগড়ির সঙ্গে
জড়িয়ে বেঁধে দিল।

মোশির দ্বারা পবিত্র তাঁবু পর্যবেক্ষণ

32অবশেষে পবিত্র তাঁবু বা সমাগম তাঁবুর কাজ
শেষ হল। মোশিকে প্রভু যা যা আদেশ দিয়েছিলেন
ইস্রায়েলবাসী ঠিক সেইভাবেই সবকিছু করল। 33তারপর
তারা পবিত্র তাঁবু ও তার ভেতরের সব জিনিষ মোশিকে
ডেকে দেখাল। তারা মোশিকে আংটা, কাঠামো, আগল,
খুঁটি এবং পায়া দেখাল। 34তারা তাকে তাঁবুর লাল রঙ
করা মেষের চামড়ার তৈরি আবরণ দেখাল। তারা তাকে
মসৃণ চামড়ার তৈরী আবরণও দেখাল। তাকে সর্বোচ্চ
পবিত্রতম স্থানের প্রবেশ দরজার পর্দাও দেখানো হল।

35মোশিকেসাক্ষ্যসিন্দুকটিও দেখানো হল। সিন্দুকটি
বহন করার জন্য খুঁটি ও সিন্দুকটির আবরণও তারা
দেখাল। 36তারা তাকে টেবিল ও তার উপরে রাখা
জিনিস এবং বিশেষ রুটিও দেখাল। 37তারা তাকে
খাঁটি সোনার তৈরী দীপদান ও তার দীপগুলিও দেখাল।
তারা দীপের জন্য ব্যবহৃত তেল ও দীপের আনুষঙ্গিক
অংশগুলিও দেখাল। 38মোশিকে সোনার বেদী
অভিষেকের তেল, সুগন্ধী ধূপ-ধুনা এবং তাঁবুর প্রবেশ
দরজার পর্দাও দেখানো হল। 39তারা পিতলের বেদী
ও পিতলের খুরা দেখাল। তারা বেদী বহন করার খুঁটি
ও বেদীতে ব্যবহার্য সব জিনিস দেখাল। পাত্র এবং
পাত্রের পায়াও দেখাল।

40তারা মোশিকে প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দা, তার
খুঁটি এবং পায়াও দেখাল। প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজার
পর্দা, দড়ি, তাঁবুর খুঁটি এবং পবিত্র তাঁবু বা সমাগম
তাঁবুর সমস্ত কিছুই মোশিকে দেখান হল।

41তারা পবিত্র স্থানে সেবার জন্য যাজকদের পোশাক,
হারোণ এবং তার পুত্রদের জন্য তৈরি বিশেষ পোশাক
মোশিকে দেখাল। এই পোশাক হারোণের পুত্ররা
যাজকের কাজ করার সময় পরবে।

42ইস্রায়েলবাসীরা মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ
মতোই সমস্ত কাজ করেছিল। 43মোশি সবকিছু ভাল
করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল যে সবকিছুই হুবহু প্রভুর

আদেশ মতোই হয়েছে। তাই মোশি তাদের আশীর্বাদ
করল।

মোশি পবিত্র তাঁবু স্থাপন করল

40 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 2“প্রথম মাসের
প্রথম দিনে পবিত্র তাঁবু অর্থাৎ সমাগম তাঁবু
স্থাপন কর। 3সাক্ষ্যসিন্দুকটি পবিত্র তাঁবুতে রাখো এবং
আবরণ দিয়ে ঢেকে দাও। 4টেবিলটি নিয়ে এসো এবং
ওপরে যে সব জিনিস থাকার কথা সেগুলি রাখো।
তারপর দীপদানটি তাঁবুতে নিয়ে এসে দীপগুলি ঠিক
জায়গামতো রাখো। 5এরপর তাঁবুতে নৈবেদ্য দেওয়ার
জন্য সোনার বেদীটি নিয়ে এসো। সাক্ষ্যসিন্দুকটির
সামনে বেদীটি রাখো। পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ দরজায়
পর্দা টাঙিয়ে দাও।

6“হোমবলি দেওয়ার জন্য বেদীটি পবিত্র তাঁবুর
প্রবেশ দরজার সামনে রাখো। 7হাতমুখ ধোওয়ার জন্য
পাত্রটিতে জল রেখে সেটি সমাগম তাঁবু ও বেদীর
মাঝখানে রাখো। 8প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর্দার দেওয়াল
টাঙিয়ে দাও। তারপর প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজায় পর্দা
লাগিয়ে দাও।

9“অভিষেক তেল ব্যবহার করে পবিত্র তাঁবু ও তার
ভেতরের সবকিছুর অভিষেক করো। তুমি যখন ঐসব
জিনিসের ওপর তেল ছেটাবে তখন সবকিছু পবিত্র
হয়ে যাবে। 10হোমবলির জন্য বেদীটি অভিষেক করো
এবং অভিষেকের তেল দিয়ে বেদীর সমস্ত জিনিষ
অভিষিক্ত করো। এতে বেদীটি খুব পবিত্র হয়ে উঠবে।
11পাত্র ও পাত্র দানকে পবিত্র করবার জন্য তাদের
অভিষেক করো।

12“হারোণ ও তার পুত্রদের সমাগম তাঁবুর প্রবেশ
দরজায় নিয়ে এসো। তাদের জল দিয়ে স্নান করাও।
13তারপর হারোণকে বিশেষ পোশাক পরাও। তাকে
তেল দিয়ে অভিষেক করে পবিত্র করো। তাহলে সে
যাজকরূপে আমার সেবা করতে পারবে। 14তার পুত্রদের
পোশাক পরাও। 15তার পুত্রদের ঠিক সেভাবে অভিষেক
করাও যেভাবে তাদের পিতাকে করেছ। তাহলে তারাও
যাজক হিসেবে আমার সেবা করতে পারবে। যখন
তুমি তাদের অভিষেক করবে তখন তারা যাজক হয়ে
যাবে। এবং এই পরিবার আগামী দিনেও চিরকালের
মত যাজকের কাজ করবে।” 16মোশি প্রভুর আদেশ
মেনে তাঁর নির্দেশ মতো সবকিছু করল।

17তাই ঠিক সময়ে পবিত্র তাঁবু স্থাপন করা হল।
তারা মিশর ছেড়ে যাবার দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের
প্রথম দিন তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। 18মোশি তাঁবুর
ভিত্তিগুলো জায়গামত স্থাপন করল। তারপর সে
ভিত্তিগুলোর ওপর কাঠামোটি বসাল এবং আগল দিয়ে
খুঁটিগুলো বসাল। 19তারপর মোশি পবিত্র তাঁবুর ওপর
বাইরের তাঁবু বসাল। এবং তার ওপর আচ্ছাদন দিল।
সে সবকিছুই প্রভুর আদেশ মতো করল।

20মোশি চুক্তিপত্র নিয়ে পবিত্র সিন্দুকে রাখল।
খুঁটিগুলো সিন্দুকের ওপর রেখে সেটিকে আবরণ দিয়ে
ঢেকে দিল। 21তারপর মোশি পবিত্র সিন্দুকটি পবিত্র
তাঁবুতে রাখল। সে ঠিক জায়গায় পর্দা টাঙ্গালো
সিন্দুকটির সুরক্ষার জন্য এবং এভাবেই সে প্রভুর
আদেশ মতো সাক্ষ্যসিন্দুকটির সুরক্ষার ব্যবস্থা করল।
22তারপর সে পবিত্র তাঁবুর উত্তরদিকে পবিত্র স্থানের
পর্দার সামনে টেবিলটি রাখলো। 23প্রভুর আদেশ
অনুসারে মোশি প্রভুর সামনে টেবিলের ওপর রুটি
রাখল। 24তারপর সে তাঁবুটির দক্ষিণ দিকে টেবিলের
বিপরীত দিকে দীপদানটি রাখল। 25প্রভু যেমনটি আদেশ
করেছিলেন সেইমতো মোশি দীপগুলি স্থাপন করল
এবং তাদের প্রভুর সামনে রাখল।

26এরপর মোশি সমাগম তাঁবুর পর্দার সামনে সোনার
বেদীটি রাখল। 27প্রভুর আদেশমতো মোশি তার ভেতরে
সুগন্ধি ধূপ-ধুনো পোড়াল। 28তারপর মোশি পবিত্র তাঁবুর
প্রবেশ দরজায় পর্দা টাঙালো।

29মোশি হোমবলির বেদীটি সমাগম তাঁবুর প্রবেশ
দরজার সামনে রাখল। তারপর মোশি সেই বেদীতে
একটি হোমবলি দিল। সে প্রভুকে শস্য নৈবেদ্যও দিল।
সে সবকিছুই প্রভুর আদেশ মতো করল।

30মোশি এরপর সমাগম তাঁবু ও বেদীর মাঝখানে
হাত মুখ ধোওয়ার জন্য জল ভর্তি পাত্রটি রাখল।
31হাত ও পা ধোওয়ার জন্য মোশি, হারোণ ও তার
পুত্ররা এই পাত্রের জল ব্যবহার করল। 32তারা
প্রত্যেকবার তাঁবুতে ঢোকার সময় এবং বেদীর কাছে
যাওয়ার সময় তাদের হাত পা ধুয়ে নিল। এসব কিছুই
করা হল প্রভুর আদেশ অনুসারে।

33তারপর মোশি পবিত্র তাঁবুর প্রাঙ্গণের চারিদিকে
পর্দা দিয়ে দিল। সে বেদীটি প্রাঙ্গণে রেখে প্রাঙ্গণের
প্রবেশ দরজায় পর্দা লাগাল। এইভাবেই মোশি তার
সব কাজ শেষ করল।

প্রভুর মহিমা

34এরপরই মেঘ এসে পবিত্র সমাগম তাঁবু ঢেকে
ফেলল। এবং প্রভুর মহিমায় পবিত্র তাঁবু পরিপূর্ণ হল।
35মোশি সমাগম তাঁবুতে ঢুকতে পারল না। কারণ তা
মেঘে ঢেকে ছিল এবং প্রভুর মহিমায় ছিল পরিপূর্ণ।

36এই মেঘই ইস্রায়েলের লোকেদের দেখিয়ে
দিয়েছিল যে কখন যাত্রা শুরু করতে হবে। যখন পবিত্র
তাঁবুর ওপর থেকে মেঘ সরে যাবে তখনই ইস্রায়েলের
লোকেরা যাত্রা শুরু করতে পারবে। 37কিন্তু যখন মেঘ
পবিত্র তাঁবুর ওপর ছিল তখন লোকেরা তাদের যাত্রা
শুরু করার চেষ্টা করেনি। যতক্ষণ না মেঘ ওপরে উঠেছিল
ততক্ষণ তারা সেখানেই ছিল। 38তাই প্রভুর মেঘ দিনের
বেলায় ছিল সমাগম তাঁবুর ওপরে এবং রাতে আগুন
ছিল মেঘের ভেতরে। তাই ইস্রায়েলের সমগ্র পরিবার
তাদের পুরো যাত্রাপথে মেঘটি দেখতে পাচ্ছিল।

লেবীয় পুস্তক

হোমবলি ও নৈবেদ্যসমূহ

1 প্রভু ঈশ্বর মোশিকে ডাকলেন এবং সমাগম তাঁবু
থেকে তার সঙ্গে কথা বললেন, 2“ইস্রায়েলের
লোকদের বল: যখন প্রভুর কাছে তোমরা কোন নৈবেদ্য
নিয়ে আসবে, সেই নৈবেদ্য যেন তোমাদেরই কোন একটি
গৃহপালিত প্রাণী হয়, তা একটি গরু, মেষ বা ছাগলও
হতে পারে।

3“যখন কোন ব্যক্তি তার গো-পাল থেকে হোমবলি
দেয়, তখন সেটা যেন ষাঁড় হয়, যার মধ্যে কোন দোষ
নেই। সমাগম তাঁবুতে ঢোকার মুখে সে প্রাণীটিকে
আনবে। তারপর প্রভু সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন।
4প্রাণীটিকে হত্যা করার সময় সে অবশ্যই প্রাণীটির
মাথায় তার হাত রাখবে। প্রভু সেই ব্যক্তিকে পাপ
থেকে মুক্ত করার জন্যই প্রায়শ্চিত্তরূপে হোমবলি গ্রহণ
করবেন। 5‘প্রভুর সামনেই সে সেই এঁড়ে বাছুরটিকে
হনন করবে। তারপর হারোণের পুত্রেরা অর্থাৎ যাজকরা
সমাগম তাঁবুতে ঢোকার মুখে অবস্থিত বেদীর কাছে
অবশ্যই সেই রক্ত আনবে এবং বেদীর ওপরে এবং
চারপাশে তা ছিটিয়ে দেবে। 6যাজক অবশ্যই প্রাণীটির
দেহ থেকে চামড়া ছাড়াবে এবং তারপর প্রাণীটিকে
কেটে টুকরো টুকরো করবে। 7হারোণের পুত্রেরা অর্থাৎ
যাজকরা অবশ্যই বেদীতে আগুন জ্বালবে এবং তারপর
আগুনের ওপর কাঠ চাপাবে। 8তারপর তারা বেদীর
ওপরের আগুনে জড়ো করা কাঠের ওপর অবশ্যই
টুকরোগুলো (মাথা আর চর্বিযুক্ত মাংস) রাখবে। 9যাজক
জল দিয়ে অবশ্যই জন্তুটির পাগুলি আর দেহের ভিতরের
অংশগুলি ধুয়ে নেবে। তারপর যাজক বেদীর ওপরকার
জন্তুটির সমস্ত অংশ পুড়িয়ে নেবে। এ হল হোমবলি,
আগুনে প্রস্তুত একটি নৈবেদ্য। এই নৈবেদ্যর সুগন্ধ প্রভুকে
খুশী করবে। 10‘যখন কেউ হোমবলি হিসেবে একটা
মেষ বা একটা ছাগল উপহার দেয়, তখন সেই প্রাণীটিকে
অবশ্যই পুরুষ প্রাণী হতে হবে, যার মধ্যে কোন দোষ
বা খুঁত নেই। 11প্রভুর সামনে বেদীর উত্তর দিকে সে
প্রাণীটি হত্যা করবে। তারপর হারোণের পুত্রেরা অর্থাৎ
যাজকরা প্রাণীটির রক্ত বেদীর ওপরে এবং চারপাশে
ছিটিয়ে দেবে। 12যাজক তারপর প্রাণীটিকে টুকরো
টুকরো করে কাটবে। তারপর সে টুকরোগুলো (মাথা
ও চর্বিযুক্ত মাংস) বেদীর আগুনে রাখা কাঠের ওপর
রাখবে। 13যাজক জল দিয়ে প্রাণীটির পাগুলি আর
দেহের ভিতরের অংশগুলি ধুয়ে নেবে। যাজককে অবশ্যই
পশুটির সমস্ত অংশই উৎসর্গ করতে হবে। সে বেদীর
ওপর প্রাণীটিকে পুড়িয়ে নেবে। এ হল হোমবলি, আগুনে
প্রস্তুত নৈবেদ্য। এই সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করে।

14“যখন কোন লোক প্রভুকে হোমবলি হিসেবে
একটি পাখী উপহার দেয়, তখন সেই পাখীটি যেন
একটি ঘুঘু কিংবা একটি কচি পায়রা হয়। 15যাজক
অবশ্যই নৈবেদ্যটিকে বেদীর কাছে আনবে। তারপর সে
পাখীর মাথাটি টেনে ছিঁড়ে নেবে এবং বেদীর ওপর
পাখীটিকে পোড়াবে। পাখীটির রক্ত বেদীর পাশে ফেলে
দেবে। 16যাজক অবশ্যই পাখীটির গলার থলিটা টেনে
নেবে, পালকগুলিও সরাবে এবং সেগুলিকে বেদীর পূর্ব
দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বেদী থেকে ছাই সরিয়ে রাখার
এটাই হল জায়গা। 17যাজক পাখীটির ডানার জায়গাটা
ছিঁড়ে ফেলবে কিন্তু পাখীটিকে দুভাগ করবে না। তারপর
পাখীটিকে বেদীর উপর কাঠের ওপরকার আগুনে
পোড়াবে। এটা হল হোমবলি, আগুনে প্রস্তুত নৈবেদ্য।
এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করে।

শস্য নৈবেদ্যসমূহ

2 “যদি কেউ প্রভু ঈশ্বরকে শস্য নৈবেদ্য দান করে,
তবে তার নৈবেদ্য যেন গুঁড়ো ময়দা থেকে তৈরী
হয়। এই ময়দার ওপর লোকটি অবশ্যই তেল ঢালবে
এবং তার ওপর কুন্দুরু রাখবে। 2তারপর সে সেটা
হারোণের পুত্রদের কাছে অর্থাৎ যাজকদের কাছে আনবে।
সে তেল আর সুগন্ধি মেশানো একমুঠো ময়দার গুঁড়ো
নেবে। যাজক তখন বেদীর ওপরে এই স্মারক নৈবেদ্য
পোড়াবে। এই নৈবেদ্য আগুনে প্রস্তুত। এর সুগন্ধ প্রভুকে
খুশী করে। 3হারোণ এবং তার পুত্রদের জন্য থাকবে
বাকি পড়ে থাকা শস্য নৈবেদ্য। প্রভুকে দেওয়া আগুনে
তৈরি এই নৈবেদ্য অত্যন্ত পবিত্র।

সেঁকা শস্য নৈবেদ্যসমূহ

4“যখন কোন লোক উনুনে সেঁকা শস্য নৈবেদ্য
উপহার দেয় তখন তা যেন অবশ্যই খামিরবিহীন রুটি
হয় যা মিহি ময়দা ও তেল দিয়ে তৈরী, অথবা যেন
তেল মেশানো সরুচাক্লী হয়। 5যদি তুমি সেঁকাপাত্রে
সেঁকা শস্য-নৈবেদ্য আনো, তা হলে তা যেন অবশ্যই
তেল মেশানো খামিরবিহীন গুঁড়ো ময়দার তৈরী হয়।
6তুমি অবশ্যই সেটা টুকরো টুকরো করবে এবং তার
ওপর তেল ঢালবে। এটি হল শস্য নৈবেদ্য। 7যদি তুমি
কড়ায় ভাজা শস্য নৈবেদ্য নিয়ে আসো, তখন যেন তা
তেল মেশানো গুঁড়ো ময়দা দিয়ে তৈরী হয়।

8“তুমি অবশ্যই এই সব জিনিস থেকে তৈরী শস্য
নৈবেদ্যগুলি প্রভুর কাছে আনবে। যাজকের কাছে সেগুলি
নিয়ে যাবে এবং সে সেগুলিকে বেদীর ওপর রাখবে।
9তারপর যাজক শস্য নৈবেদ্যর কিছু অংশ নেবে এবং

এই স্মারক নৈবেদ্য, বেদীর ওপর পোড়াবে। এই নৈবেদ্য আগুনের তৈরী। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করে। 10পড়ে থাকা শস্য নৈবেদ্য হারোণ ও তার পুত্রদের জন্য। প্রভুকে দেওয়া এই আগুনে তৈরী নৈবেদ্য অত্যন্ত পবিত্র।

11"তুমি অবশ্যই খামির মেশানো কোন শস্য নৈবেদ্য প্রভুকে দেবে না। তুমি খামির বা মধু আগুনে ঝলসে প্রভুকে নৈবেদ্য হিসেবে দেবে না। 12প্রথম ফসল থেকে আনা নৈবেদ্য হিসেবে তুমি খামির ও মধু প্রভুর কাছে আনতে পারো, কিন্তু খামির ও মধু সুগন্ধ হয়ে উবে যাওয়ার জন্য বেদীর ওপর যেন পোড়ানো না হয়। 13তোমার আনা প্রতিটি শস্য নৈবেদ্যে তুমি অবশ্যই লবণ দেবে। ঈশ্বরের নিয়মের লবণ যেন তোমার শস্য নৈবেদ্য থেকে বাদ না পড়ে। তোমার সমস্ত নৈবেদ্যর সঙ্গে অবশ্যই লবণ আনবে।

প্রথম ফসল থেকে শস্য নৈবেদ্যসমূহ

14"যখন তুমি প্রথম ফসল থেকে শস্য নৈবেদ্য প্রভুর কাছে আনবে, তখন অবশ্যই আগুনে ঝলসানো শস্যের মাথা আনবে। এইগুলি অবশ্যই টাটকা শস্যের চূর্ণ করা মাথা হবে। এই হবে তোমার প্রথম ফসল থেকে আনা শস্য নৈবেদ্য। 15তুমি অবশ্যই তেল আর সুগন্ধি তার ওপর ঢালবে। এই হল শস্য নৈবেদ্য। 16যাজক অবশ্যই গুঁড়ো শস্যের কিছু অংশ, তেল এবং সমস্ত ধূনা প্রভুর কাছে স্মারক নৈবেদ্য হিসেবে পোড়াবে।

মঙ্গল নৈবেদ্যসমূহ

3 "মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে যখন কেউ ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ দেয় তখন প্রাণীটি একটি পুরুষ বা স্ত্রী গরু হতে পারে। কিন্তু প্রাণীটির অবশ্যই যেন কোন দোষ না থাকে। 2লোকটি প্রাণীটির মাথায় হাত রাখবে এবং সমাগম তাঁবুতে ঢোকার মুখে প্রাণীটিকে হত্যা করবে, তারপর বেদীর ওপরে আর তার চারপাশে হারোণের পুত্রেরা অর্থাৎ যাজকরা রক্ত ছিটাবে। 3মঙ্গল নৈবেদ্য হল প্রভুর প্রতি আগুনে প্রস্তুত এক নৈবেদ্য। প্রাণীটির দেহের ভিতরে ও বাইরে যে চর্বি আছে, যাজক তা অবশ্যই উৎসর্গ করবে। 4লোকটি দুটি বৃক্ক এবং যে চর্বি নিতম্বের নীচে তাদের ঢেকে রেখেছে সেগুলো উৎসর্গ করবে। সে যে চর্বি যকৃৎকে ঢেকে রেখেছে সেটিও উৎসর্গ করবে এবং বৃক্কের সঙ্গে এটিকে সরিয়ে রাখবে। 5তারপর হারোণের পুত্রেরা বেদীর ওপর চর্বি পোড়াবে। আগুনের ওপরকার কাঠে রাখা জ্বলন্ত নৈবেদ্যর ওপর তা তারা রাখবে। এটা হল আগুনে প্রস্তুত নৈবেদ্য। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করে। 6যখন কোন লোক প্রভুর প্রতি মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে একটি মেষ বা একটি ছাগল দান করে, তখন প্রাণীটি পুরুষ অথবা স্ত্রী জাতীয় হতে পারে; কিন্তু তাতে যেন অবশ্যই কোন দোষ না থাকে। 7যদি সে তার নৈবেদ্য হিসেবে একটি মেষশাবক আনে তবে সে তা প্রভুর সামনে আনবে। 8সে অবশ্যই তার হাত প্রাণীটির মাথার ওপর রাখবে আর সমাগম তাঁবুর সামনে প্রাণীটিকে হত্যা করবে। তারপর হারোণের পুত্রেরা বেদীর চারপাশে প্রাণীটির রক্ত ছিটাবে। 9আগুনে প্রস্তুত নৈবেদ্যর মত করে লোকটি মঙ্গল নৈবেদ্যর একটা অংশ প্রভুর প্রতি উৎসর্গ করবে। লোকটি অবশ্যই চর্বি, সমগ্র চর্বিযুক্ত লেজ এবং যে চর্বি প্রাণীটির ভিতর অংশের সমস্ত অঙ্গগুলোকে ঢেকে রাখে তা উৎসর্গ করবে। (পিছনের হাড়ের একেবারে লাগোয়া অংশ থেকে লেজটা সে কেটে দেবে।) 10কটির কাছের দুটি বৃক্ক ও তাদের ঢেকে রাখা চর্বিকে লোকটি যেন দান করে। সে অবশ্যই যকৃতের চর্বি অংশটুকুও দান করবে। সে অবশ্যই বৃক্ক সমেত সেটিকে সরিয়ে নেবে। 11তারপর বেদীর ওপর যাজক সেগুলিকে পোড়াবে। প্রভুর প্রতি আগুনের নৈবেদ্যই হল মঙ্গল নৈবেদ্য কিন্তু এটা সাধারণ মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে একটি ছাগল

12"যদি নৈবেদ্যটি একটি ছাগল হয় তা হলে লোকটি তাকে প্রভুর সামনে আনবে। 13লোকটি ছাগলটির মাথায় তার হাত রাখবে এবং তাকে সমাগম তাঁবুর সামনে হত্যা করবে। তারপর হারোণের পুত্র বেদীর চারপাশে ছাগলের সে রক্ত ছিটাবে। 14প্রভুর প্রতি আগুনের নৈবেদ্য হিসেবে লোকটি মঙ্গল নৈবেদ্যর কিছু অংশ অবশ্যই দান করবে। প্রাণীটির ভিতরের অংশগুলির ওপরের ও চারপাশের চর্বি লোকটি অবশ্যই উৎসর্গ করবে। 15লোকটি নীচের পিছনের দিকের মাংসপেশীর কাছাকাছি দুটি বৃক্ক ও তাদের চর্বির আচ্ছাদন অবশ্যই উৎসর্গ করবে। সে যকৃতের চর্বি অংশও দেবে। সে অবশ্যই এটাকে বৃক্কসহ সরিয়ে দেবে। 16এরপর যাজক অবশ্যই এগুলি বেদীর ওপর পোড়াবে। মঙ্গল নৈবেদ্য হল আগুনে প্রস্তুত এক নৈবেদ্য। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করে। এটিও সাধারণ মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ অংশগুলি অর্থাৎ চর্বি প্রভুর জন্য নির্দিষ্ট। 17বংশপরম্পরায় এই নিয়ম চিরকালের জন্য তোমাদের মধ্যে চলতে থাকবে। যেখানেই তোমরা থাক তোমরা অবশ্যই কখনও চর্বি বা রক্ত খাবে না।"

অজান্তে ঘটে যাওয়া পাপকর্মের জন্য নৈবেদ্যসমূহ

4 প্রভু মোশিকে বললেন, 2"ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: যদি কোন ব্যক্তি অজান্তে পাপ করে ফেলে এবং প্রভু যা করতে বারণ করেছেন তেমন কোন কাজ করে, তখন সেই ব্যক্তি অবশ্যই এই কাজগুলি করবে:

3"যদি অভিষিক্ত যাজক এমন একটা ভুল করে বসে যাতে লোকে তার পাপে দোষী হয়ে যায়, তখন যাজক তার পাপের জন্য অবশ্যই প্রভুর কাছে একটি নৈবেদ্য দান করবে। যাজক অবশ্যই কোন দোষ নেই এমন একটি এঁড়ে বাছুর উৎসর্গ করবে। পাপ নৈবেদ্য হিসেবে সে এঁড়ে বাছুরটি প্রভুকে উৎসর্গ করবে। 4অভিষিক্ত যাজক এঁড়ে বাছুরটিকে সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে আনবে। তারপর তার হাত ষাঁড়ের মাথায় রাখবে এবং প্রভুর সামনে ষাঁড়টাকে হত্যা করবে। 5সেই যাজক বাছুরটি থেকে কিছুটা রক্ত নিয়ে তা সমাগম তাঁবুর

ভেতরে নিয়ে আসবে। 6পরে তার আঙুল রক্তের মধ্যে
ডোবাবে এবং পবিত্রতম জায়গার আচ্ছাদনের সামনে
প্রভুর সামনে সাতবার সেই রক্ত ছেটাবে। 7যাজক কিছুটা
রক্ত সুগন্ধী বেদীর কোণে লাগাবে। (এই বেদীটি সমাগম
তাঁবুতে প্রভুর সামনে রয়েছে।) ষাঁড়ের সব রক্তটাই
তাকে হোম বেদীর নীচে ঢেলে দিতে হবে। (এই বেদীটি
সমাগম তাঁবুতে ঢোকার মুখের বেদী।) 8পাপের জন্য
নৈবেদ্যর বাছুরটির সমস্ত চর্বি সে বের করে নেবে।
ভেতরের অংশগুলির ওপরকার ও চারপাশের চর্বিও
সে নিয়ে নেবে। 9সে অবশ্যই বৃক্ক এবং কটির নীচে যে
চর্বি তাদের ঢেকে রাখে তা নেবে। সে যকৃতের চর্বিও
অবশ্যই নেবে। সে এটা বৃক্কের সাথেই বের করে নেবে।
10মঙ্গল নৈবেদ্যর ষাঁড়টির উৎসর্গীকরণের মতই যাজক
অবশ্যই এই সমস্ত অংশগুলো উৎসর্গ করবে। হোম
নৈবেদ্যর জন্য যে বেদী, তার ওপর যাজক অবশ্যই
প্রাণীটির অংশগুলো পোড়াবে। 11-12কিন্তু যাজক অবশ্যই
ষাঁড়টির চামড়া, ভেতরের অংশগুলো এবং শরীরের
বর্জ্য পদার্থ এবং মাথা ও পায়ের সমস্ত মাংস সরিয়ে
নেবে। যাজক সেই সব অংশ তাঁবুর বাইরে বিশেষ
জায়গায় – যেখানে ছাইগুলো ঢেলে রাখা হয়, সেখানে
বয়ে নিয়ে আসবে। সেখানে অবশ্যই সে কাঠের ওপর
সেই সব অংশ রেখে পোড়াবে। যেখানে ছাইগুলো ঢালা
আছে সেখানেই ষাঁড়টিকে পোড়াতে হবে।

13"এমনও হতে পারে যে সমগ্র ইস্রায়েল জাতি না
জেনে পাপ করছে। তারা হয়তো এমন অনেক কাজ
করে বসেছে যেগুলি তাদের না করতেই প্রভু আজ্ঞা
দিয়েছেন। যদি তাই ঘটে তারা দোষী হবে। 14যদি
তারা সেই পাপ সম্বন্ধে বুঝতে পারে, তবে তারা সমগ্র
জাতির জন্য পাপের নৈবেদ্য হিসেবে একটা এঁড়ে বাছুর
উৎসর্গ করবে। তারা অবশ্যই এঁড়ে বাছুরটিকে সমাগম
তাঁবুতে নিয়ে আসবে। 15লোকেদের মধ্যেকার প্রবীণরা
প্রভুর সামনে ষাঁড়টির মাথায় হাত রাখবে এবং তখন
একজন প্রভুর সামনে এঁড়ে বাছুরটিকে হত্যা করবে।

16অভিষিক্ত যাজক যে তখন কর্ত্তব্যরত ছিল, সে
কিছুটা রক্ত সমাগম তাঁবুতে নিয়ে আসবে। 17যাজকটি
তার আঙুল রক্তের মধ্যে ডোবাবে এবং তা সাতবার
প্রভুর সামনে পর্দার সম্মুখভাগে ছিটিয়ে দেবে। 18তারপর
যাজক কিছুটা রক্ত বেদীর কোণগুলোয় ফেলবে। (এই
বেদী সমাগম তাঁবুর মধ্যে প্রভুর সামনে রয়েছে।) যাজক
সমস্ত রক্ত জ্বলন্ত নৈবেদ্যর বেদীর মেঝেয় ঢালবে।
(এই বেদী সমাগম তাঁবুর মধ্যে ঢোকার মুখে রয়েছে।)
19এরপর যাজক প্রাণীটির সমস্ত চর্বি নেবে এবং তা
বেদীর ওপর পোড়াবে। 20যাজক পাপ নৈবেদ্য যেমনভাবে
ষাঁড়টিকে উৎসর্গ করেছিল সেইভাবেই এই সমস্ত
অংশগুলো উৎসর্গ করবে। এইভাবে যাজক লোকেদের
শুচি করে তুলবে* এবং ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকেদের
ক্ষমা করবেন। 21যাজক অবশ্যই এই ষাঁড়টিকে শিবিরের
বাইরে আনবে এবং তা পোড়াবে, যেমনভাবে সে প্রথম
ষাঁড়কে পুড়িয়েছিল। সমগ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এটাই
হল পাপ মোচনের নৈবেদ্য।

22"একজন শাসক অজান্তে পাপ করতে পারে এবং
তার প্রভু ঈশ্বর যা যা করতে অবশ্যই নিষেধ করেছিলেন,
তার মধ্যে কোন একটা সে করে ফেলতে পারে। এই
পাপ করার জন্য শাসক দোষী হবে। 23যদি শাসক তার
পাপ সম্বন্ধে বুঝতে পারে, তা হলে সে অবশ্যই কোন
দোষ নেই এমন একটি পুরুষ ছাগল আনবে। সেটাই
হবে তার নৈবেদ্য। 24শাসকটি অবশ্যই তার হাত ছাগলটির
মাথায় রাখবে আর প্রভুর সামনে যেখানে হোমবলি
হত্যা করা হয় সেখানেই তাকে হনন করবে। ছাগলটি
হল দোষমোচনের বলি। 25পাপ নৈবেদ্যর কিছুটা রক্ত
যাজক অবশ্যই তার আঙুলে নেবে এবং জ্বলন্ত নৈবেদ্যর
বেদীর কোণগুলোয় তা ফেলবে। বাকি রক্তটুকু যাজক
অবশ্যই বেদীর মেঝেতে ঢেলে ফেলবে। 26আর ছাগলটির
সমস্ত মেদ যাজক অবশ্যই বেদীর ওপর পোড়াবে;
মঙ্গল নৈবেদ্য দানের মেদ যেমনভাবে সে পোড়ায়
সেইভাবে যাজক অবশ্যই তা পোড়াবে। এইভাবে যাজক
সেই শাসককে তার পাপ মোচনের প্রায়শ্চিত্ত করবে
এবং ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন।

27"সাধারণ লোকেদের কেউ যদি অজান্তে পাপ
করে এবং প্রভু যা নিষিদ্ধ করেছেন এমন কিছু যদি
করে তাহলে সে তার অপরাধের জন্য আইনের কাছে
দায়বদ্ধ থাকবে। 28যদি সেই ব্যক্তিটির নিজের পাপ
বিষয়ে ধারণা জন্মে, তবে সে নিশ্চয়ই দোষ নেই এমন
একটি স্ত্রী ছাগল আনবে। এইটিই হবে লোকটির পাপের
জন্য নৈবেদ্য। পাপ করেছে বলে সে অবশ্যই এই ছাগলটি
আনবে। 29সে তার হাত প্রাণীটির মাথায় রাখবে এবং
হোমবলির জায়গায় তাকে হত্যা করবে। 30তারপর
যাজক ছাগলটির কিছুটা রক্ত তার আঙুলে নেবে এবং
হোমবলির বেদীর কোণগুলোতে সেই রক্ত ফেলবে।
এরপর যাজক ছাগের বাকি রক্তটুকু অবশ্যই বেদীর
মেঝেতে ঢেলে দেবে। 31যেমনভাবে মঙ্গল নৈবেদ্য থেকে
মেদ দেওয়া হয়, সেইভাবে যাজক অবশ্যই ছাগলটির
সমস্ত মেদ উৎসর্গ করবে। যাজক অবশ্যই প্রভুর উদ্দেশ্যে
সুগন্ধি হিসেবে বেদীর ওপর তা পোড়াবে। এইভাবে
যাজক সেই ব্যক্তিকে তার পাপ
মোচনের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এবং ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে
ক্ষমা করবেন।

32"পাপের নৈবেদ্য হিসেবে যদি সেই লোকটি একটি
মেষশাবক আনে তাহলে তাকে অবশ্যই কোন দোষ
নেই এমন একটি স্ত্রী শাবক আনতে হবে। 33লোকটি
অবশ্যই তার হাত প্রাণীটির মাথায় রাখবে এবং যেখানে
তারা হোমবলি হত্যা করে সেখানেই দোষ মোচনের
নৈবেদ্যকে হত্যা করবে। 34যাজক তার আঙুলে অবশ্যই
সেই পাপমোচনের নৈবেদ্য থেকে কিছুটা রক্ত নেবে
এবং হোমবলির বেদীর কোণগুলিতে তা লাগাবে।
এরপর যাজক মেষশাবকটার বাকী সব রক্ত বেদীর
মেঝেয় ঢালবে। 35যেমনভাবে মঙ্গল নৈবেদ্যগুলির মধ্যে
মেষশাবকের মেদমাংস উৎসর্গ করা হয়, যাজক

লোকেদের ... তুলবে অথবা "প্রায়শ্চিত্তকরণ।" হিব্রু শব্দটির অর্থ "ঢাকা দেওয়া," "লুকানো" অথবা "পাপ মুছে দেওয়া।"

সেইভাবে মেষশাবকটির সমস্ত মেদ উৎসর্গ করবে।
সেটাকে যাজক যেমনভাবে কোন হোমবলি প্রভুকে
দেওয়া হয়, সেইভাবে বেদীর ওপর তাকে পোড়াবে।
এইভাবে যাজক সেই ব্যক্তিকে তার পাপ মোচনের
প্রায়শ্চিত্ত করবে এবং ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

বিভিন্ন ধরণের আকস্মিক পাপ

5 “কোন মানুষ একটি সতর্কবাণী শুনতে পারে, অথবা
একজন মানুষ এমন কিছু শুনে বা দেখে থাকতে
পারে যা অন্য লোকদের বলা উচিৎ। যদি সেই লোকটি
যা দেখেছে বা শুনেছে তা না বলে, তা হলে সে এই
পাপের জন্যে দোষী হবে। 2অথবা লোকটি হয়ত অশুচি
কোন কিছু স্পর্শ করতে পারে। যেমন গৃহপালিত কোন
প্রাণীর মৃতদেহ অথবা কোন অশুচি প্রাণীর মৃতদেহ।
ওই লোকটি নাও জানতে পারে যে সে ঐসব
জিনিস স্পর্শ করেছে; কিন্তু তবু সে ভুল করার কারণে
দোষী হবে। 3এমন অনেক বিষয় আছে যা মানুষের
কাছ থেকে আসে এবং মানুষকে অশুচি করে। একজন
মানুষ না জেনেই অন্য একজনের কাছ থেকে এসবের
যে কোন একটা স্পর্শ করতে পারে। যখন সেই মানুষ
জানতে পারে যে সে অশুচি জিনিস স্পর্শ করেছে,
তখন সে দোষী হবে। 4একজন মানুষ ভাল অথবা মন্দ
কিছু চিন্তা না করেই হঠকারী প্রতিজ্ঞা করে ফেলতে
পারে এবং এসম্পর্কে ভুলে যেতে পারে কিন্তু যখন
তার প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে পড়ে, তখনই সে হবে দোষী
কারণ সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। 5সুতরাং যদি
কোন মানুষ এগুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ে দোষী
হয় তাহলে, সে যে কাজটা ভুল করে করেছে তা
অবশ্যই স্বীকার করবে। 6সে অবশ্যই তার কৃত দোষের
জন্য প্রভুর কাছে আসবে। সে অবশ্যই একটা স্ত্রী
মেষশাবক বা স্ত্রী ছাগল পাপমোচনের নৈবেদ্য হিসেবে
আনবে। তারপর যাজক সেই মানুষটিকে কৃত পাপকর্ম
থেকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু করার করবে।

7“যদি লোকটি মেষশাবক দিতে সমর্থ না হয় তবে
সে অবশ্যই দুটি ঘুঘু পাখী বা দুটি পায়রা ঈশ্বরের
কাছে আনবে। এগুলো হল তার কৃত পাপের জন্য
নৈবেদ্য । একটি পাখী হবে অবশ্যই তার পাপের নৈবেদ্য
এবং অপরটি হবে হোমের নৈবেদ্য। 8লোকটি অবশ্যই
সেগুলি যাজকের কাছে আনবে। প্রথমে যাজক পাপ
নৈবেদ্য হিসেবে একটি পাখীকে উৎসর্গ করবে। যাজক
পাখীর ঘাড় থেকে মাথাটা আলাদা করে নেবে, কিন্তু
পাখীটিকে দুভাগে ভাগ করবে না। 9যাজক অবশ্যই
বেদীর পাশে পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত এই নৈবেদ্যর
রক্তকে ছিটিয়ে দেবে। তারপর বাকি রক্ত বেদীর তলদেশে
ঢেলে দেবে। এই হল কৃত পাপের জন্য নৈবেদ্য। 10এরপর
যাজক দ্বিতীয় পাখীটিকে অবশ্যই হোমবলির
নিয়মানুযায়ী উৎসর্গ করবে। এইভাবে যাজক সেই
ব্যক্তিকে তার কৃত পাপ মোচনের প্রায়শ্চিত্ত করবে এবং
ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন। 11যদি মানুষটি দুটি
ঘুঘু পাখী বা দুটি পায়রা দিতে সমর্থ না হয় তাহলে
সে অবশ্যই 8 কাপ গুঁড়ো ময়দা আনবে। এটাই হবে
তার পাপের জন্য নৈবেদ্য। লোকটি কোনক্রমেই ময়দায়
কোন তেল দেবে না। তা পাপ মোচনের নৈবেদ্য বলে
সে এতে কুন্দুরু দেবে না।

12লোকটি অবশ্যই ময়দার গুঁড়ো যাজকের কাছে
আনবে। যাজক তা থেকে এক মুঠো ময়দা নেবে। এ
হবে এক স্মরণার্থক নৈবেদ্য। বেদীর ওপর যাজক গুঁড়ো
ময়দা পোড়াবে। এ হল ঈশ্বরের প্রতি আগুনে পোড়ানো
এক নৈবেদ্য। এ পাপের জন্য উৎসর্গ নৈবেদ্য। 13এইভাবে
যাজক মানুষটিকে শোধন করবে এবং ঈশ্বর সেই
মানুষটিকে ক্ষমা করবেন। যেটুকু শস্য নৈবেদ্য পড়ে
থাকবে, তা সাধারণ শস্য নৈবেদ্যর মতই যাজকের
জন্য হবে।”

14প্রভু মোশিকে বললেন, 15“কোন ব্যক্তি
আকস্মিকভাবে প্রভুর পবিত্র জিনিসের সাথে কোন
দোষ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি কোন খুঁত
নেই এমন একটি পুরুষ মেষ অবশ্যই আনবে। এটাই
হবে প্রভুর প্রতি দোষের জন্য দেওয়া নৈবেদ্য। তুমি
অবশ্যই পবিত্র স্থানের মাপ কাঠি ব্যবহার করবে এবং
পুরুষ মেষটির একটি মূল্য ঠিক করবে। 16পবিত্র
জিনিসের সঙ্গে সে যে পাপ করেছে তার জন্য লোকটি
অবশ্যই তার জরিমানা দেবে। সে যা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিল তা দেবে ও তার সঙ্গে মূল্যের এক পঞ্চমাংশ
যোগ করবে এবং সেই মূল্য যাজককে দেবে। এইভাবে
পাপমোচনের নৈবেদ্যর মেষটি উৎসর্গ করে যাজক সেই
ব্যক্তির প্রায়শিত্ত করবে এবং ঈশ্বর ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা
করবেন।

17“যদি কোন ব্যক্তি পাপ করে থাকে এবং প্রভুর
আজ্ঞাগুলির কোন একটি লঙ্ঘন করে থাকে, এমনকি
যদি সে তা না জেনে করে থাকে, সে দোষী এবং তার
পাপের জন্য দায়ী। 18সেই ব্যক্তিকে যাজকের কাছে
কোন খুঁত নেই এমন একটি পুরুষ মেষ আনতে হবে।
সেই পুরুষ মেষ হবে দোষমোচনের নৈবেদ্য। এইভাবে
অজান্তে সেটি যে পাপ করেছিল তা থেকে যাজক
তাকে মুক্ত করবে এবং ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা
করবেন। 19এমন কি সে যে পাপ করছে এটা না জানলেও
লোকটি দোষী সুতরাং সে প্রভুকে অবশ্যই তার দোষার্থক
নৈবেদ্য দান করবে।”

অন্যান্য পাপের জন্য দোষার্থক নৈবেদ্যসমূহ

6 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“একজন ব্যক্তি হয়তো
এইসব পাপের মধ্যে কোন একটা করে প্রভুর
বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। কারোর কোন বিষয়
দেখাশোনা করার সময় সে ব্যাপারে কি ঘটেছে সে
সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলতে পারে। সে কিছু চুরি করতে
পারে অথবা কাউকে ঠকাতে পারে। 3অন্যের হারিয়ে
যাওয়া জিনিস পেয়ে মিথ্যে বলতে পারে, অথবা তার
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ নাও করতে পারে। অথবা
কোন ব্যক্তি অন্য কোন রকমের অন্যায় করে থাকতে
পারে। 4কিন্তু সে এই ধরণের কোন কাজ করলে

পাপের দোষে দোষী হবে, সুতরাং সে যা কিছু চুরি
করেছিল, সে যা কিছু অন্যকে ঠকিয়ে নিয়েছিল তা সে
অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে। অথবা অন্য লোকেরা তাকে যা
কিছু তত্ত্বাবধান করার জন্য দিয়েছিল অথবা যেসব জিনিস
সে পেয়েও মিথ্যে বলেছিল, সবকিছু সে অবশ্যই ফিরিয়ে
দেবে। 5সে যা কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার
পুরো দাম দেবে এবং তারপর সে জিনিষটির অতিরিক্ত
এক পঞ্চমাংশের মত দামও অবশ্যই ফেরত দেবে। সে
প্রকৃত অধিকারীর কাছেই সেই অর্থ দেবে। যেদিন সে
তার দোষার্থক বলি নিয়ে আসবে সেদিন সে এই কাজটি
করবে।

6"ঐ ব্যক্তি অবশ্যই যাজকের কাছে দোষার্থক বলি
নিয়ে আসবে। তা অবশ্যই হবে মেষের দল থেকে
আনা একটা পুরুষ মেষ। সেই পুরুষ মেষের মধ্যে
যেন কোন খুঁত না থাকে। যাজক যা বলবে এর দাম
হবে তাই। এটা হবে প্রভুর কাছে প্রদত্ত এক দোষার্থক
বলি। 7এরপর যাজক প্রভুর কাছে যাবে এবং তাঁর
পাপমোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে এবং যেগুলির জন্য
সে দায়ী ছিল প্রভু তাঁর সমস্ত কাজ ক্ষমা করে দেবেন।"

হোমবলি

8প্রভু মোশিকে বললেন, 9"হারোণ এবং তার পুত্রদের
এই নির্দেশ দাও: এটা হল হোমবলির নিয়ম। বেদীর
অগ্নিকুণ্ডের ওপর হোমবলি সকাল না হওয়া পর্যন্ত
সারা রাত ধরে থাকবে। বেদীর আগুন অবশ্যই একটানা
বেদীটির ওপরে জ্বলতে থাকবে। 10যাজক অবশ্যই
মসীনার অন্তর্বাস পরবে এবং তার উপর পরবে মসীনা
বস্ত্রের পোশাক। বেদীর ওপর আগুনে দগ্ধ যে
নৈবেদ্যসমূহ ছাই হয়ে গিয়েছিল যাজক সেই পরিত্যক্ত
ছাই তুলে নিয়ে সেই সমস্ত ছাই বেদীর পাশে রাখবে।
11এরপর যাজক এই পোশাক ছেড়ে অন্য পোশাক পরবে,
তারপর সে তাঁবুর বাইরে অন্য এক বিশেষ জায়গায়
ছাইগুলিকে নিয়ে যাবে। 12কিন্তু বেদীর আগুন অবশ্যই
বেদীর ওপর জ্বলতে থাকবে। তাকে কোন ক্রমেই
নিভিয়ে দেওয়া চলবে না। যাজক প্রতিদিন সকালে
বেদীর ওপরে কাঠ দিয়ে জ্বালাবে। সে বেদীর ওপরে
কাঠ সাজিয়ে মঙ্গল নৈবেদ্য সমূহের চর্বি অবশ্যই
পোড়াবে। 13বেদীর ওপর আগুন অবিরাম জ্বলতে
থাকবে, তা যেন কোন ক্রমেই না নিভে যায়।

শস্য নৈবেদ্যসমূহ

14"এটা হল শস্য নৈবেদ্য দানের ব্যবস্থা: বেদীর
সামনে প্রভুর কাছে হারোণের পুত্রেরা এই নৈবেদ্য অবশ্যই
আনবে। 15শস্য নৈবেদ্য সমূহের মধ্যে থেকে যাজক
এক মুঠো ভর্তি গুঁড়ো ময়দা নেবে। সেই শস্য নৈবেদ্যর
সাথে যেন তেল এবং সুগন্ধী নিশ্চিতভাবে থাকে। যাজক
বেদীর ওপর শস্য নৈবেদ্যকে পোড়াবে। এটা হবে প্রভুর
প্রতি এক স্মরাণার্থক নৈবেদ্য, এর গন্ধ প্রভুকে খুশী
করবে। 16 শস্য নৈবেদ্যর অবশিষ্ট যা পড়ে থাকবে হারোণ
এবং তার পুত্রেরা অবশ্যই তা খাবে। খামির না দিয়ে
তৈরী এক ধরণের রুটিই হল শস্য নৈবেদ্য। কোনো
পবিত্র স্থানে যাজকরা অবশ্যই এই রুটি খাবে; সমাগম
তাঁবুর প্রাঙ্গণের মধ্যেই এটা খাবে। 17শস্য নৈবেদ্যটি
অবশ্যই যেন খামির দিয়ে তৈরী করা না হয়। আগুন
দিয়ে তৈরী আমাকে দেওয়া নৈবেদ্যসমূহ আমি
যাজকদের অংশ হিসেবে দিয়েছি। এটা অত্যন্ত পবিত্র,
দান করা পাপ নৈবেদ্য এবং দোষ নৈবেদ্যর মত।
18হারোণের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেকটি পুরুষ
সন্তান আগুনে প্রস্তুত প্রভুর প্রতি নিবেদিত নৈবেদ্যসমূহ
খেতে পারে। এটা তোমাদের বংশপরম্পরায়ভাবে
চিরকালের নিয়ম। এই সমস্ত নৈবেদ্য স্পর্শের দ্বারাই
সেই সব মানুষদের পবিত্রতা আসে।"

যাজকদের শস্য নৈবেদ্য

19প্রভু মোশিকে বললেন, 20"হারোণ আর তার
পুত্রদের আমার কাছে এইসব নৈবেদ্য আনতে হবে।
যেদিন তারা হারোণকে প্রধান যাজক বলে অভিষিক্ত
করবে, সেদিনই তারা এটা করবে। শস্য নৈবেদ্যর জন্য
তারা অবশ্যই 8 কাপ গুঁড়ো ময়দা আনবে। (প্রতিদিনের
নৈবেদ্য দানের সময়েই এটা দেওয়া হবে।) তারা এর
অর্ধেক আনবে সকালে, বাকি অর্ধেক আনবে সন্ধ্যার
সময়।

21গুঁড়ো ময়দার সঙ্গে তেল মেশানো হবে এবং
সেঁকার পাত্রে তাকে সেঁকা হবে। তৈরি হয়ে গেলে তুমি
অবশ্যই তা ভেতরে আনবে। তুমি নৈবেদ্যটিকে টুকরো
টুকরো করে ভাঙ্গবে। এর গন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।

22"হারোণের স্থানে বসার জন্য হারোণের
উত্তরপুরুষদের থেকে অভিষিক্ত যাজক এই শস্য নৈবেদ্য
অবশ্যই প্রভুর কাছে আনবে। এ নিয়ম চিরকাল ধরে
চলবে। প্রভুর জন্য শস্য নৈবেদ্য অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে
অগ্নিদগ্ধ করতে হবে। 23যাজকের প্রত্যেকটি শস্য নৈবেদ্য
অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে পোড়াতে হবে। তা কোন মতেই
আহার করা চলবে না।"

পাপবলির নিয়ম

24প্রভু মোশিকে বললেন, 25"হারোণ ও তার পুত্রদের
বলো: এই হল পাপ নৈবেদ্য দানের নিয়ম। যেখানে
প্রভুর সামনে হোমবলির বলি হত্যা করা হয়েছিল,
সেখানেই পাপ নৈবেদ্যর বলিকেও হত্যা করতে হবে।
এটা অত্যন্ত পবিত্র। 26যে যাজক পাপ নৈবেদ্য উৎসর্গ
করছে সে অবশ্যই সেটা খাবে; কিন্তু সে এটা একটা
পবিত্র জায়গায় খাবে – জায়গাটা যেন সমাগম তাঁবুর
চারপাশের উঠানের মধ্যে হয়। 27পাপ নৈবেদ্যর মাংস
স্পর্শেই একজন মানুষ বা কোন বিষয় পবিত্র হয়ে
ওঠে।

"যদি ছিটানো রক্তের একটুও কোন মানুষের
কাপড়ের ওপর পড়ে তখন অবশ্যই কোন পবিত্র স্থানে
যেন সেই কাপড় কাচা হয়। 28মাটির পাত্রে যদি পাপ-
নৈবেদ্যকে সিদ্ধ করানো হয়, তাহলে পাত্রটাকে অবশ্যই
ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যদি পাপ নৈবেদ্যকে পিতলের

তৈরি পাত্রে ফোটানো হয়, তাহলে পাত্রটিকে অবশ্যই মাজতে হবে এবং পরে জলে ধুয়ে নিতে হবে।

29"যাজক পরিবারের যে কোন পুরুষ পাপ মোচনের নৈবেদ্য খেতে পারবে; এটা খুবই পবিত্র। **30**কিন্তু যদি পাপ মোচনের নৈবেদ্যর রক্ত সমাগম তাঁবুর মধ্যে আনা হয় এবং সেই পবিত্র স্থানে মানুষদের শুচি করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই পাপ মোচনের নৈবেদ্য আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে। যাজকরা সেই পাপ নৈবেদ্য অবশ্যই খাবে না।

দোষার্থক বলি

7 "দোষ মোচনের বলি উৎসর্গের এগুলি হল নিয়ম; এ অত্যন্ত পবিত্র। **2**একজন যাজক দোষ মোচনের বলি অবশ্যই সেই জায়গায় হত্যা করবে, যেখানে হোমের বলি হত্যা করা হয়; তারপর দোষ মোচনের বলির রক্ত বেদীর সবদিকে ছিটিয়ে দেবে।

3"যাজক দোষ মোচনের বলির সমস্ত মেদ অবশ্যই উৎসর্গ করবে, মেদসহ লেজ এবং ভিতর অংশের ওপর ছড়িয়ে থাকা মেদ উৎসর্গ করবে। **4**যাজক নৈবেদ্যের দুটি বৃক্ক এবং যে চর্বি কটিদেশের নীচে তাদের ঢেকে রাখে তা উৎসর্গ করবে, যকৃতের মেদ অংশও নৈবেদ্য হিসাবে দেবে। মূত্রগ্রন্থিগুলির সঙ্গে সে তা ছাড়িয়ে আনবে। **5**ঐ সমস্ত জিনিস যাজক বেদীর ওপর পোড়াবে। এ হবে প্রভুর প্রতি আগুনে প্রস্তুত এক নৈবেদ্য। এটা হল এক দোষ মোচনের নৈবেদ্য।

6"যাজকের পরিবারের যে কোন পুরুষ দোষ মোচনের বলি ভক্ষণ করতে পারে। এ নৈবেদ্য খুবই পবিত্র, তাই এটা অবশ্যই কোন পবিত্র স্থানে খেতে হবে। **7**দোষ মোচনের নৈবেদ্য পাপ মোচনের নৈবেদ্যরই মতো। এই দুই নৈবেদ্যর জন্য এক নিয়ম। যে যাজক বলির ব্যবস্থা করে সে খাদ্য হিসেবে মাংস পাবে। **8**যে যাজক বলির ব্যবস্থা করে সে দগ্ধ নৈবেদ্য থেকে চামড়াও পাবে। **9**প্রদত্ত প্রত্যেক শস্য নৈবেদ্য সেই যাজকের অধিকারে আসবে, যিনি তা উৎসর্গ করেছিলেন। যাজক পাবে শস্য নৈবেদ্যসমূহ যা উনুনে সেঁকা বা ভাজবার পাত্রে অথবা সেঁকার থালায় রান্না করা। **10**হারোণের পুত্রদের অধিকারে থাকবে শস্য নৈবেদ্যসমূহ, সেগুলি শুকনো বা তেল মেশানো হতে পারে। হারোণের পুত্রেরা সকলে এই খাদ্যের অংশ নেবে।

মঙ্গল নৈবেদ্যসমূহ

11"প্রভুর কাছে মঙ্গল নৈবেদ্যসমূহ দানের ব্যবস্থা। **12**কোন ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা জানাতে মঙ্গল নৈবেদ্য আনতে পারে। যদি সে কৃতজ্ঞতা জানাতে নৈবেদ্য আনে তবে তার খামিরবিহীন তেল মাখানো রুটি, ওপরে তেল দেওয়া পাতলা কিছু রুটি এবং তেল মেশানো গুঁড়ো ময়দার কিছু গোটা পাঁউরুটি আনা উচিৎ। **13**মঙ্গল নৈবেদ্যসমূহ হল সেই নৈবেদ্য যা কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেই আনে। সেই নৈবেদ্যর সঙ্গে ব্যক্তিটি খামির দিয়ে তৈরী করা গোটা পাঁউরুটিগুলিও অন্য নৈবেদ্য হিসেবে আনবে। **14**এই সমস্ত রুটির একটি সেই যাজকের, যে মঙ্গল নৈবেদ্যর রক্ত ছিটোয়। **15**মঙ্গল নৈবেদ্যর মাংস যেদিন উৎসর্গ করা হবে, সেই দিনেই তা খেতে হবে। একজন ব্যক্তি এই উপহার ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই দেয়; কিন্তু পরের দিন সকালের জন্য মাংসের একটুও যেন পড়ে না থাকে।

16"কোন ব্যক্তি মঙ্গল নৈবেদ্য আনতে পারে কারণ সে হয়ত ঈশ্বরকে উপহার দিতে চায় অথবা সে হয়ত ঈশ্বরের কাছে বিশেষ মানত করেছিল। যদি এটা সত্য হয় তাহলে যেদিন সে নৈবেদ্য দেয়, সেই দিনেই প্রদত্ত নৈবেদ্য খেয়ে নিতে হবে। যদি কিছু পড়ে থাকে তা পরের দিন অবশ্যই খেতে হবে। **17**কিন্তু যদি এই নৈবেদ্যর কোন মাংস তৃতীয় দিনেও পড়ে থাকে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। **18**যদি কোন ব্যক্তি তৃতীয় দিন তার মঙ্গল নৈবেদ্যর কোন মাংস ভক্ষণ করে, তাহলে প্রভু সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। তার নৈবেদ্য প্রভু গ্রহণ করবেন না; সেই নৈবেদ্য হবে অশুচি। আর যদি কোন ব্যক্তি সেই মাংসের কিছু ভক্ষণ করে তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে তার দোষের জন্য দায়ী হবে।

19"অশুচি এমন কোন বস্তুর ছোঁয়া লাগা মাংস অবশ্যই যেন কেউ না খায়; আগুনে এই মাংস পোড়াবে। প্রত্যেকটি শুচি ব্যক্তি মঙ্গল নৈবেদ্য থেকে মাংস খেতে পারে। **20**কিন্তু যদি কোন অশুচি ব্যক্তি প্রভুর জন্য নির্দিষ্ট মঙ্গল নৈবেদ্যর মাংস খায়, তা হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই তার লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

21"যদি কোন ব্যক্তি কোন অশুচি জিনিস, যা মানুষের শরীরের দ্বারা অশুচি হয়েছে বা কোন অশুচি জন্তু বা প্রভু নিষেধ করেছেন এমন কোন জিনিস স্পর্শ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অশুচি হবে। এবং যদি সে মঙ্গল নৈবেদ্যর মাংস খায়, তাহলে তাকে অবশ্যই তার লোকেদের থেকে আলাদা করতে হবে।"

22প্রভু মোশিকে বললেন, **23**"ইস্রায়েলের লোকেদের বলো; তোমরা গরু, মেষ বা ছাগলের কোনো চর্বি অবশ্যই খাবে না। **24**যে জন্তু স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে অথবা অন্য জন্তুদের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তোমরা সে জন্তুর চর্বি ব্যবহার করতে পার; কিন্তু তোমরা কখনোই তা খাবে না। **25**আগুনে পোড়া জন্তু প্রভুর প্রতি প্রদত্ত যদি কোন ব্যক্তি তার চর্বি খায়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে তার সংশ্লিষ্ট লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

26"তোমরা যেখানেই বাস করো না কেন কখনো কোন পাখির বা কোন জন্তুর রক্ত পান করবে না। **27**যদি কোন ব্যক্তি রক্ত খায়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই তার লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।"

দোলনীয় নৈবেদ্যর নিয়মাবলী

28প্রভু মোশিকে বললেন, **29**"ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: যদি কোন ব্যক্তি প্রভুর কাছে মঙ্গল নৈবেদ্য নিয়ে আসে, তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ নৈবেদ্যর অংশ অবশ্যই প্রভুকে দেবে। **30**উপহারের সেই অংশ আগুনে

পোড়ানো হবে। সে নিজের হাতে সেই উপহারের অংশ
বহন করবে। সেই জন্তুটির চর্বি এবং বক্ষদেশ যাজকের
কাছে আনবে। প্রভুর সামনে জন্তুটির বক্ষদেশটি তুলে
ধরবে। এটাই হবে দোলনীয় নৈবেদ্য। 31তারপর যাজক
বেদীর ওপর চর্বি পোড়াবে; কিন্তু জন্তুর বক্ষদেশ হারোণ
এবং তার পুত্রদের অধিকারে থাকবে। 32তোমরা মঙ্গল
নৈবেদ্যর ডান দিকের উরুটিও যাজককে দেবে। 33মঙ্গল
নৈবেদ্যর ডান দিকের উরুটি থাকবে সেই যাজকের
(হারোণের পুত্রদের) দখলে, যে মঙ্গল নৈবেদ্যর রক্ত
আর চর্বি উৎসর্গ করে। 34আমি ইস্রায়েলের লোকেদের
কাছ থেকে দোলনীয় নৈবেদ্যর বক্ষদেশ এবং মঙ্গল
নৈবেদ্যর ডান উরু নিচ্ছি এবং সেই বস্তুগুলি আমি
হারোণ ও তার পুত্রদের দিয়ে দিচ্ছি। ইস্রায়েলের
লোকেরা অবশ্যই এই নিয়ম চিরকালের জন্য মেনে
চলবে।”

35ঐগুলি হল প্রভুকে প্রদত্ত আগুনের তৈরী নৈবেদ্যর
অংশ যা হারোণ ও তার পুত্রদের অধিকার। যখনই
হারোণ এবং তার পুত্রেরা প্রভুর যাজক হয়ে সেবা
করে তারা উৎসর্গগুলির অংশও পায়। 36যাজকদের
মনোনীত করার সময় থেকেই প্রভু ঐ সব অংশ
যাজকদের দেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের লোকেদের নির্দেশ
দেন। লোকেরা অবশ্যই যেন সেই অংশ চিরকালের
জন্য যাজকদের দেয়।

37ঐগুলি হল হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য, পাপমোচনের
নৈবেদ্য, দোষমোচনের বলি, মঙ্গল নৈবেদ্য এবং যাজক
নির্বাচন সম্পর্কে ব্যবস্থা। 38সীনয় পর্বতের ওপর প্রভু
মোশিকে এই আজ্ঞাগুলি দেন। যেদিন প্রভু ইস্রায়েলের
লোকেদের সীনয় মরুভূমির মধ্যে প্রভুর কাছে তাদের
নৈবেদ্যসমূহ আনতে আদেশ দিয়েছিলেন, সেদিনই তিনি
ঐ বিধিগুলি জানিয়ে দেন।

মোশি যাজকদের নিযুক্ত করলেন

8 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“হারোণ ও তার পুত্রদের
সঙ্গে নাও। সেই সঙ্গে নাও পোশাক-পরিচ্ছদ,
অভিষেকের জন্যে তেল, পাপমোচনের নৈবেদ্যর ষাঁড়,
দুটি পুরুষ মেষ এবং খামিরবিহীন রুটির ঝুড়ি। 3তারপর
লোকেদের একসঙ্গে সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে নিয়ে
এসো।”

4প্রভুর আদেশ মতই মোশি সব কাজ করলেন।
লোকেরা সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে একসঙ্গে দেখা
করল। 5তখন মোশি লোকেদের বললেন, “প্রভু যা
আদেশ করেছেন এ হল তাই এবং তা অবশ্য কর্তব্য।”

6তারপর মোশি, হারোণ ও তার পুত্রদের নিয়ে
এলেন। জল দিয়ে তিনি তাদের ধৌত করলেন। 7এরপর
মোশি হারোণকে বোনা অঙ্গরক্ষিণী পরালেন এবং তার
কোমরের চারপাশে কটিবন্ধ জড়ালেন। তারপর মোশি
হারোণের গায়ে পোশাক পরিয়ে গায়ে এফোদ জড়ালেন
এবং বোনা পটুকাতে গা বেষ্টন করে তা বাঁধলেন।
এইভাবে মোশি হারোণের গায়ে এফোদ পরালেন।
8মোশি হারোণের বুকে বক্ষাবরণ পরিয়ে দিলেন। তারপর
তিনি বক্ষাবরণের ভেতরে ঊরীম ও তুম্মীম রাখলেন।
9মোশি হারোণের মাথা লম্বা কাপড় জড়ানো পাগড়ি
দিয়ে ঢেকে দিলেন। এক টুকরো সোনা পাগড়ির
সামনেটায় বসিয়ে দিলেন। এই সোনার টুকরোটা হল
পবিত্র মুকুট। প্রভুর আজ্ঞা মতই মোশি এটা করেছিলেন।

10এরপর মোশি অভিষেকের তেল নিলেন এবং
পবিত্র তাঁবুর ওপর ও তার মধ্যেকার সমস্ত জিনিসের
ওপর তা ছিটিয়ে দিলেন। এইভাবে মোশি তাদের পবিত্র
করলেন। 11মোশি বেদীর ওপর ঐ তেলের কিছুটা
সাতবার ছিটিয়ে দিলেন। মোশি বেদীর ওপর এবং
তৎসংলগ্ন থালা, গামলায় এবং তার তলদেশে তেল
ছিটিয়ে তাদের পবিত্র করলেন। 12তারপর কিছুটা
অভিষেকের তেল নিয়ে তিনি হারোণের মাথায় ঢাললেন,
এইভাবে মোশি হারোণকে পবিত্র করলেন। 13মোশি
এরপর হারোণের পুত্রদের নিয়ে এসে তাদের বোনা
অঙ্গরক্ষিণী পরালেন। পরে তাদের গায়ে কটিবন্ধ জড়িয়ে
দিলেন। তারপর তাদের মাথায় ফেট্টি বাঁধলেন। প্রভুর
আজ্ঞামতই মোশি এসব করলেন।

14এরপর মোশি পাপ মোচন নৈবেদ্যর ষাঁড়টিকে
নিয়ে এলেন। পাপ মোচন নৈবেদ্যর ষাঁড়ের মাথার ওপর
হারোণ ও তার পুত্রেরা হাত রাখলেন। 15তারপর মোশি
ষাঁড়টিকে হত্যা করে তার রক্ত সংগ্রহ করলেন। মোশি
তার আঙুল দিয়ে কিছু রক্ত বেদীর সব কোণে লাগালেন।
এইভাবে মোশি বেদীটিকে বলির উপযোগী করে তৈরী
করলেন। তারপর তিনি বেদীর মেঝেয় রক্ত ঢেলে দিলেন।
লোকেদের পাপ মুক্ত করার জন্য এইভাবে মোশি
বেদীটিকে বলির জন্য তৈরী রাখলেন। 16তিনি যকৃৎ
থেকে সব চর্বি বের করে নিলেন এবং সেই সঙ্গে দুটি
বৃক্ক ও তাদের ওপরকার সব চর্বিটুকু নিয়ে সেই বেদীর
ওপর তাদের পোড়ালেন। 17কিন্তু মোশি ষাঁড়ের চামড়া,
তার মাংস এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থকে তাঁবুর বাইরে
নিয়ে এলেন। তাঁবুর বাইরে আগুনে মোশি সেগুলিকে
পোড়ালেন। প্রভুর আজ্ঞামতই মোশি এসব করলেন।

18এরপর মোশি হোমবলির জন্য পুরুষ মেষকে নিয়ে
এলেন। হারোণ এবং তার পুত্রেরা সেই পুরুষ মেষের
মাথায় তাদের হাত রাখলেন। 19মোশি তারপর পুরুষ
মেষটিকে হত্যা করলেন। তিনি বেদীর চারপাশে ও
ওপরে পুরুষ মেষটির রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। 20-21মোশি
পুরুষ মেষটিকে টুকরো টুকরো করে কাটলেন। তিনি
ভিতরের অংশগুলি ও পা জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন,
তারপর বেদীর ওপর গোটা পুরুষ মেষটিকে পোড়ালেন।
মোশি মাথা ও শরীরের টুকরোগুলো এবং চর্বি
পোড়ালেন। এ হল আগুনের তৈরী হোমবলি। এর গন্ধ
প্রভুকে খুশী করে। প্রভুর আজ্ঞামত মোশি ঐগুলি
করলেন।

22তারপর মোশি অন্য পুরুষ মেষটিকে নিয়ে এলেন।
হারোণ আর তার পুত্রদের যাজক হিসাবে নির্দিষ্ট করার
জন্যই এই পুরুষ মেষটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা
এই পুরুষ মেষটির মাথায় তাদের হাত রেখেছিলেন।
23এরপর মোশি পুরুষ মেষটিকে হত্যা করলেন। এর

কিছুটা রক্ত তিনি হারোণের কানের লতিতে, তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং হারোণের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় ছোঁয়ালেন। 24তারপর তিনি হারোণের পুত্রদের বেদীর কাছাকাছি নিয়ে এলেন। রক্তের কিছুটা তাঁদের ডান কানের লতিতে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বেদীর চারপাশে রক্ত ছিটালেন। 25এরপর মোশি চর্বি, লেজ, ভিতরের সমস্ত অংশগুলোর চর্বি, যকৃৎ ঢাকা চর্বি, বৃক্ক দুটি এবং তাদের চর্বি এবং ডান দিকের ঊরু নিলেন। 26প্রত্যেকদিন প্রভুর সামনে এক ঝুড়ি ভর্ত্তি খামিরবিহীন রুটি রাখা হত। মোশি এই রুটিগুলির একটি, তেল মাখানো রুটির একটি ও একটি খামিরবিহীন পাতলা রুটি নিলেন। সেই সব রুটির টুকরোগুলো মোশি চর্বির ওপর এবং পুরুষ মেষের ডান ঊরুর ওপর রাখলেন। 27তারপর মোশি সেই সমস্ত কিছু হারোণ ও তার পুত্রদের হাতে দিয়ে দিলেন। টুকরোগুলোকে মোশি দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে প্রভুর সামনে দোলালেন। 28তারপর হারোণ ও তার পুত্রদের হাত থেকে সেগুলিকে নিয়ে মোশি বেদীর হোমবলির ওপর পোড়ালেন। হারোণ ও তার পুত্রদের যাজক হিসাবে নিয়োগ করার জন্যই এই নৈবেদ্য। এ নৈবেদ্য আগুনের দ্বারা তৈরী নৈবেদ্য। এর গন্ধ প্রভুকে খুশী করে। 29মোশি বক্ষদেশটা নিয়ে প্রভুর সামনে তা দোলনীয় নৈবেদ্য হিসেবে দোলালেন। যাজকদের নিয়োগ করার ব্যাপারে পুরুষ মেষের এই অংশ হল মোশির অংশ। মোশি প্রভুর আজ্ঞামতই এসব কাজ করলেন।

30মোশি বেদীর ওপর পড়ে থাকা অভিষেকের তেলের কিছুটা ও কিছুটা রক্ত নিয়ে হারোণ এবং তাঁর পোশাকের ওপর ছিটালেন। হারোণের সঙ্গে সেবারত ছেলেদের এবং তাদের পোশাকের ওপরেও কিছুটা ছিটিয়ে দিলেন। এইভাবে মোশি হারোণ, তার পোশাক, তার ছেলেদের এবং ছেলেদের পোশাক শুচি করলেন।

31তারপর মোশি হারোণ ও তার পুত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার আদেশ তোমাদের মনে পড়ে তো? আমি বলেছিলাম, ‘হারোণ এবং তার পুত্রেরা এই সমস্ত জিনিস অবশ্যই আহার করবে।’ সুতরাং যাজক নির্বাচনের অনুষ্ঠান থেকে রুটির ঝুড়ি আর মাংস নিয়ে নাও। সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে মাংসটাকে সিদ্ধ করো। সেইখানেই মাংস আর রুটি খাও। আমি যা বলছি সেইমতো এটা করো।

32যদি মাংস বা রুটির কোন কিছু পড়ে থাকে তবে তা পুড়িয়ে ফেল। 33যাজক নির্বাচনের অনুষ্ঠান চলবে সাতদিন ধরে। সেই অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথ ছাড়বে না। 34আজ যা করা হল, প্রভু সেইসব করতেই আজ্ঞা দিয়েছেন। তোমাদের শুচি করতেই তিনি এই সব আজ্ঞা দিয়েছেন। 35তোমরা অবশ্যই সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে সাতদিন ধরে দিনরাত থাকবে। যদি তোমরা প্রভুর আজ্ঞা না মানো তাহলে তোমরা মারা যাবে। প্রভু আমাকে ঐসব আজ্ঞা দিয়েছেন।”

36তাই হারোণ ও তার পুত্রেরা প্রভু মোশিকে যা যা করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন সেসবই করলেন।

ঈশ্বর যাজকদের গ্রহণ করলেন

9 আট দিনের দিন মোশি হারোণ ও তার পুত্রদের এবং সেই সাথে ইস্রায়েলের প্রবীণদেরও ডাকলেন। 2মোশি হারোণকে বললেন, “একটা ষাঁড় এবং একটা পুরুষ মেষ নিয়ে এসো। সেইসব জন্তুদের মধ্যে অবশ্যই যেন কোন খুঁত না থাকে। ষাঁড়টা হবে পাপমোচনের নৈবেদ্য আর মেষটা হবে হোমবলির নৈবেদ্য। ঐসব জন্তুদের প্রভুর কাছে নিবেদন কর। 3ইস্রায়েলের লোকেদের বলো, ‘পাপমোচনের নৈবেদ্যর জন্য একটি পুরুষ ছাগল নাও এবং হোমবলির জন্য একটি বাছুর ও একটি মেষশাবক নাও। বাছুর ও ছাগ শিশু প্রত্যেকটির বয়স যেন এক বছর হয়। ওই সমস্ত জন্তুদের মধ্যে অবশ্যই যেন কোন খুঁত না থাকে। 4একটা ষাঁড় ও একটা পুরুষ মেষ মঙ্গল নৈবেদ্যর জন্য নাও। ঐসব জন্তু ছাড়াও নাও তেল মেশানো শস্য নৈবেদ্য এবং এসব প্রভুর কাছে নিবেদন কর, কারণ আজ প্রভু তোমাদের কাছে আবির্ভূত হবেন।’”

5সুতরাং সমস্ত লোক সমাগম তাঁবুর কাছে এলো। মোশি যেমন আদেশ দিয়েছিলেন তারা সকলে সেই মত জিনিস আনলো। সমস্ত লোক প্রভুর সামনে দাঁড়াল। 6মোশি বললেন, “প্রভুর আজ্ঞা মতই তোমরা এগুলি করবে আর তখন প্রভুর মহিমা তোমাদের কাছে প্রকাশিত হবে।”

7তারপর মোশি হারোণকে বললেন, “যাও প্রভুর আজ্ঞা মতো কাজগুলি করো। বেদীর কাছে যাও এবং পাপমোচনের নৈবেদ্য ও হোমবলির নৈবেদ্যগুলি নিবেদন করো, যাতে তুমি এবং তোমার লোকেরা শুচি হও। লোকেদের নৈবেদ্যগুলিও নাও এবং সেইসব পর্বাদি পালন কর যেগুলি তাদের শুচি করে।”

8সেইজন্য হারোণ বেদীর সামনে এসে পাপমোচনের নৈবেদ্যর জন্য ষাঁড়টাকে হত্যা করলো। এই পাপমোচনের নৈবেদ্য তার নিজেরই জন্যে। 9তারপর হারোণের পুত্রেরা হারোণের কাছে রক্ত আনলো। হারোণ তার আঙুল রক্তে ডুবিয়ে তার বেদীর কোণগুলোয় ছড়িয়ে দিলেন, তারপর বেদীর মেঝেতে রক্ত ঢেলে দিলেন। 10পাপমোচনের নৈবেদ্য থেকে হারোণ নিল চর্বি, বৃক্কগুলো এবং যকৃতের চর্বি অংশটা, প্রভু যেমন যেমন মোশিকে আজ্ঞা করেছিলেন সেইভাবে সে ঐ জিনিসগুলো বেদীর ওপর পোড়ালো। 11হারোণ এরপর শিবিরের বাইরে আগুনে মাংস আর চামড়া পোড়ালেন। 12পরে হোমবলির জন্য হারোণ জন্তুটিকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে কাটলেন। হারোণের পুত্রেরা হারোণের কাছে রক্ত নিয়ে এলে হারোণ সেই রক্ত বেদীর চারপাশে ছিটিয়ে দিলেন। 13হারোণের পুত্রেরা হারোণকে হোমবলির টুকরোগুলো আর মাথাটা দিলে তিনি সেগুলো বেদীর ওপর পোড়ালেন। 14হোমবলির ভিতরের অংশগুলো আর পা গুলিও ধুয়ে ফেলে সেইসব বেদীর ওপর পোড়ালেন।

15তারপর হারোণ লোকেদের নৈবেদ্যগুলি আনলেন।
তিনি লোকেদের পাপের জন্য নৈবেদ্য হিসেবে ছাগলটিকে
হত্যা করে প্রথমটার মতই এটিকে নিবেদন করলেন।
16প্রভুর নির্দেশমত তিনি দগ্ধ নৈবেদ্যটিকে নিয়ে এসে
নিবেদন করলেন। 17বেদীর কাছে শস্য নৈবেদ্য নিয়ে
এসে তিনি এক মুঠো শস্য নিলেন এবং তা রোজ
সকালে বেদীর ওপর যে বলি দেওয়া হত তার সাথে
নিবেদন করলেন।

18তিনি ষাঁড় এবং পুরুষ মেষটিকেও হত্যা করলেন।
এসব হল লোকেদের মঙ্গল নৈবেদ্য। হারোণের পুত্রেরা
হারোণের কাছে রক্ত আনলে তিনি এই রক্ত বেদীর
চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন। 19তারা ষাঁড় আর মেষের
চর্বি, লেজের চর্বি, ভিতরের অংশে ঢাকা-দেওয়া চর্বি,
বৃক্কগুলি এবং যকৃতের চর্বি অংশ আনলেন। 20এইসব
চর্বিগুলো ষাঁড় আর পুরুষ মেষের বুকের ওপর রাখা
হলে হারোণ চর্বি অংশগুলো বেদীর ওপর পোড়ালেন।
21হারোণ মোশির আজ্ঞামতো বক্ষদেশগুলি এবং ডান
উরু প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্য হিসাবে দোলালেন।

22তারপর লোকেদের উদ্দেশ্যে তার হাত ওপরে
তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। পাপমোচনের
নৈবেদ্য, হোমবলি এবং মঙ্গল নৈবেদ্য শেষ করার পর
হারোণ বেদী থেকে নেমে এলেন।

23মোশি এবং হারোণ সমাগম তাঁবুর ভিতরে এলেন।
পরে বাইরে এসে লোকেদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর
প্রভুর মহিমা সমস্ত লোকের সামনে আবির্ভূত হল।
24প্রভুর কাছ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে বেদীর ওপরকার
হোমবলি ও চর্বি দগ্ধ করল। তখন সমস্ত লোক সেই
নৈবেদ্য দহন দেখে চীৎকার করে উঠলো এবং মাটির
দিকে মুখ নীচু করলো।

ঈশ্বর নাদব ও অবীহূকে ধ্বংস করলেন

10 তারপর হারোণের পুত্রেরা, নাদব ও অবীহূ ধুপ
জ্বালাবার ধুপদানী নিলো। এবং ভিন্ন আগুন
ব্যবহার করে সেই সুগন্ধী প্রজ্বলিত করলো। মোশি
তাদের যে আগুন ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন
সেই আগুন তারা ব্যবহার করেনি। 2তাই প্রভুর কাছ
থেকে আগুন নেমে এসে নাদব ও অবীহূকে ধ্বংস
করল। প্রভুর সামনেই তারা মৃত্যু বরণ করল।

3তখন মোশি হারোণকে বললেন, “প্রভু বলেন, ‘যে
সমস্ত যাজক আমার নিকটে আসে, তারা অবশ্যই
আমাকে শ্রদ্ধা করবে। আমি অবশ্যই তাদের কাছে পবিত্র
হিসেবে মান্য হবো এবং সমস্ত মানুষের কাছে অবশ্যই
মহিমান্বিত হবো।’” তাই তার পুত্রদের মৃত্যু নিয়ে হারোণ
নীরব রইলেন।

4হারোণের কাকা উষীয়েলের দুটি পুত্র ছিল। তারা
হল মীশায়েল ও ইলীষাফণ। মোশি সেই দুই পুত্রদের
বললেন, “পবিত্র স্থানটির সামনে গিয়ে তোমাদের
জ্যাঠতুতো ভাইদের দেহ শিবিরের বাইরে নিয়ে যাও।”
5সুতরাং মীশায়েল ও ইলীষাফণ মোশিকে মান্য
করলো। তারা নাদব ও অবীহূর দেহ শিবিরের বাইরে
বয়ে নিয়ে গেলো। নাদব ও অবীহূ তখনও বিশেষ
ধরণের সুতোর জামা পরেছিল।

6তখন মোশি হারোণের অন্য পুত্র ইলীয়াসর ও
ঈথামরকে বললেন, “কোনো বিষণ্ণতা দেখিও না!
তোমাদের পোশাক ছিঁড়ো না অথবা মাথার চুল
অগোছালো কোর না। বিষণ্ণতা না দেখালে তোমরা
হত হবে না। এবং প্রভু বাকী সকলের ওপর ক্রুদ্ধ
হবেন না। ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষ তোমাদের আত্মীয়।
প্রভু নাদব ও অবীহূকে দগ্ধ করেছেন-এ নিয়ে তারা
শোক করতে পারে। 7কিন্তু তোমরা অবশ্যই সমাগম
তাঁবু এমনকি তার প্রবেশ পথ ত্যাগ করবে না। তোমরা
যদি ত্যাগ কর তোমরা মারা যাবে। কারণ প্রভুর
অভিষেকের তেল তোমাদের ওপর ঢালা হয়েছে।” তখন
হারোণ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর মোশিকে মান্য করল।

8তারপর প্রভু হারোণকে বললেন, 9“যখন তোমরা
সমাগম তাঁবুর মধ্যে আসবে তুমি আর তোমার পুত্রেরা
অবশ্যই দ্রাক্ষারস পান করবে না। যদি তোমরা ঐসব
জিনিস পান কর, তাহলে তোমরা মারা যাবে । এই
বিধি তোমাদের বংশপরম্পরায় চিরকালের জন্য চলতে
থাকবে। 10তোমাদের অবশ্যই পবিত্র ও অপবিত্র এবং
শুচি ও অশুচি বিষয়ের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য
করে নিতে হবে। 11প্রভু মোশির মাধ্যমে লোকেদের
সেইসব বিধি জানিয়ে দিলেন, তুমি লোকেদের ঐসব
বিধি সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবে।”

12হারোণের দুই পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামার তখনও
জীবিত ছিলেন। মোশি, হারোণ ও তার দুই পুত্রকে
বললেন, “আগুনে পোড়ানো উপহারগুলির মধ্যে কিছু
শস্য নৈবেদ্য পড়ে আছে। তোমরা শস্য নৈবেদ্যর সেই
অংশ আহার করবে, কিন্তু অবশ্যই তাতে খামির যোগ
করবে না। বেদীর কাছেই সেটা খাও, কারণ সেই নৈবেদ্য
অত্যন্ত পবিত্র। 13নৈবেদ্যর এই অংশ প্রভুর উদ্দেশ্যে
আগুনে পোড়ানো হয়েছিল, এবং যে আজ্ঞা আমি
তোমাদের দিয়েছি তা শেখায় যে এই অংশ তোমার ও
তোমার পুত্রদের জন্যই; কিন্তু অবশ্যই তোমরা একটা
পবিত্র স্থানে তা আহার করবে।

14“তাছাড়া তুমি তোমার ছেলেমেয়েরা দোলনীয়
নৈবেদ্যসমূহের বক্ষদেশ এবং ঊরুর অংশ আহার করতে
পারবে। এসব তোমাদের পবিত্র জায়গায় খেতে হবে
না। কিন্তু তা অবশ্যই পরিচ্ছন্ন জায়গায় খেতে হবে ।
কারণ সেগুলি আসে মঙ্গল নৈবেদ্যসমূহ থেকে।
ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরকে যে উপহার দেয় তা
থেকে এই অংশ তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য
বলে ধরা হয়েছে। 15লোকেরা অবশ্যই আগুনে পোড়ানো
বলির অংশ হিসেবে জন্তুদের চর্বি, মঙ্গল নৈবেদ্যর
ঊরু এবং দোলনীয় নৈবেদ্যর বক্ষদেশ নিয়ে আসবে।
প্রভুর সামনে দোলানো হলে নৈবেদ্যর সেই অংশ প্রভুর
আজ্ঞা অনুসারে চিরকাল তোমার ও তোমার
সন্তানসন্ততিদের অধিকারে যাবে।”

16মোশি পাপার্থক নৈবেদ্য ছাগলের খোঁজ করলেন,
কিন্তু তা ইতিমধ্যে পোড়ানো হয়ে গিয়েছিল। এতে

মোশি হারোণের পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরের ওপর
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। মোশি বললেন, [17]"তোমাদের সেই
ছাগটিকে পবিত্র স্থানে খাওয়া উচিৎ ছিল। এটা অত্যন্ত
পবিত্র। কেন তোমরা প্রভুর সামনে তা খেলে না? প্রভু
তোমাদের তা দিয়েছিলেন লোকেদের দোষের প্রায়শ্চিত্ত
করার জন্যে, লোকেদের পবিত্র করার জন্য। [18]সেই
ছাগলের রক্ত পবিত্র জায়গায় (তাঁবুর মধ্যেকার পবিত্র
ঘরে) আনা হয়নি। তাই তোমাদের উচিৎ ছিল আমি
যেমন আদেশ দিয়েছিলাম, সেইভাবে পবিত্র জায়গায়
মাংস আহার করা।"

[19]কিন্তু হারোণ মোশিকে বললেন, "দেখুন আজ
তারা পাপমোচনের নৈবেদ্য ও হোমবলির নৈবেদ্য প্রভুর
কাছে এনেছিল। আর আপনি জানেন আজ আমার
ভাগ্যে কি ঘটেছে। আপনি কি মনে করেন আমি আজ
পাপমোচনের নৈবেদ্য খেলে তা প্রভুকে খুশী করতো?
না!" [20]মোশি তা শুনলেন এবং মেনে নিলেন।

মাংস খাওয়ার নিয়মাবলী

11 প্রভু মোশি ও হারোণকে বললেন, [2]"ইস্রায়েলের
লোকেদের বলো: এই সমস্ত জন্তু তোমরা আহার
করতে পারো। [3]যে সব জন্তুর পায়ের খুর দু'ভাগে ভাগ
করা, সেইসব জন্তু যদি জাবর কাটে তা হলে তোমরা
সেই জন্তুর মাংস খেতে পারো।

[4-6]"কিছু জন্তু আবার জাবর কাটে কিন্তু তাদের
পায়ের খুর দু'ভাগ করা নয়, তোমরা সে সব জন্তু
খাবে না। উট, পাহাড়ের শাফন এবং খরগোশ হল সেই
রকম। তাই তারা তোমাদের পক্ষে অশুচি । [7]অন্য কিছু
জন্তুদের পায়ের খুর দু'ভাগ করা, কিন্তু তারা জাবর
কাটে না, ঐসব জন্তু খাবে না। শূকর সেই ধরণের
সুতরাং তারা তোমাদের পক্ষে অশুচি। [8]ঐসব প্রাণীর
মাংস খাবে না! এমনকি তাদের মৃত দেহও স্পর্শ
করবে না, তা তোমাদের পক্ষে অশুচি ।

সামুদ্রিক খাদ্য বিষয়ে নিয়মাবলী

[9]"যদি কোন প্রাণী সমুদ্রে বা নদীতে বাস করে
এবং যদি প্রাণীটির পাখনা ও আঁশ থাকে, তাহলে
তোমরা সেই প্রাণী খেতে পারো। [10-11]কিন্তু সমুদ্রে বা
নদীতে বাস করে এমন কোন প্রাণীর যদি ডানা ও আঁশ
না থাকে তখন সেই প্রাণী তোমরা অবশ্যই খাবে না।
এই ধরনের প্রাণী আহারের পক্ষে অনুপযুক্ত। সেই
প্রাণীর মাংস তোমরা খাবে না, এমন কি তার মৃত
শরীরও স্পর্শ করবে না। [12]জলচর যে কোন প্রাণী যার
পাখনা এবং আঁশ নেই, তাকে প্রভু আহারের জন্য
অনুপযুক্ত বলেছেন বলেই মনে করেন।

অখাদ্য পক্ষীসমূহ

[13]"ঈশ্বর যে সব পাখী খাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত
বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সেইসব পাখীদের অখাদ্য
বলে গণ্য করবে। এই পাখীগুলি তোমরা খাবে না:
ঈগল, শকুনি, শিকারী পাখী, [14]চিল এবং সব ধরণের
বাজ পাখী। [15]সমস্ত জাতের কালো পাখী, [16]উট পাখী,
রাতের বাজ পাখী, শঙ্খচিল, সব জাতের শ্যেন পাখী,
[17]পেঁচা, লিপ্তপদ সামুদ্রিক পাখী, বড় পেঁচা [18]হংসী,
জলচর প্যানিভেলা, শবভুক শকুনি, [19]সারস, সমস্ত
জাতের সারস, ঝুঁটিওয়ালা পাখী এবং বাদুড়।

পতঙ্গাদি ভক্ষণ সম্পর্কে নিয়মাবলী

[20]"বুকে-হাঁটা ক্ষুদ্র কোন প্রাণীর যদি ডানা থাকে,
তাহলে সেগুলিকে তোমরা খাবে না কারণ প্রভু তা
নিষেধ করেছেন। ঐ সমস্ত পোকামাকড় খেয়ো না।
[21]কিন্তু তোমরা সেইসব পোকামাকড় খেতে পার যারা
সন্ধিপদ এবং লাফাতে পারে। [22]সমস্ত রকম পঙ্গপাল,
সমস্ত রকমের ডানাওয়ালা পঙ্গপাল, সমস্ত রকমের
ঝিঁঝি পোকা আর সব জাতের গঙ্গা ফড়িং তোমরা
খেতে পারো।

[23]"কিন্তু অন্য আর সব ক্ষুদ্র প্রাণী যাদের ডানা
আছে কিন্তু বুকে হেঁটে চলে, তোমরা অবশ্যই সেসব
খাবে না, কারণ প্রভু তা নিষিদ্ধ করেছেন। [24]সেইসমস্ত
ক্ষুদ্র প্রাণীরা তোমাদের অশুচি করবে। যে তাদের মৃত
দেহ স্পর্শ করবে, সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সে অশুচি
থাকবে। [25]যদি কোন ব্যক্তি সেই মৃত পোকামাকড়দের
স্পর্শ করে, তাহলে সে অবশ্যই তার কাপড়-চোপড়
ধৌত করবে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সে অশুচি হয়ে
থাকবে।

প্রাণীদের সম্পর্কে আরও নিয়মাবলী

[26-27]"কিছু প্রাণীর পায়ের খুর দুভাগে ভাগ করা
কিন্তু খুরগুলি সত্যিকারের দুটি অংশ নয়। আবার তারা
জাবর কাটে না এসব প্রাণী তোমাদের পক্ষে অশুচি।
যে কোন ব্যক্তি তাদের স্পর্শ করলে অশুচি হবে। সন্ধ্যা
না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তিটি অশুচি থাকবে। [28]যদি
কোন ব্যক্তি তাদের মৃত দেহ সরায়, সে অবশ্যই তার
পোশাক-আশাক ধুয়ে নেবে। সেই মানুষটি সন্ধ্যা না
হওয়া পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ঐ সমস্ত প্রাণী তোমাদের
কাছে অশুচি।

বুকে-হাঁটা প্রাণীদের সম্পর্কে নিয়মাবলী

[29]"এই সমস্ত বুকে হাঁটা প্রাণীরা তোমাদের কাছে
অশুচি: ছুঁচো, ইঁদুর, সমস্ত জাতের বড় টিক্‌টিকি।
[30]গোসাপ, কুমির, টিকটিকি, বালির সরীসৃপ এবং
গিরগিটি। [31]ঐ সমস্ত বুকে-হাঁটা প্রাণীরা তোমাদের কাছে
অশুচি। কোন মানুষ তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করলে সন্ধ্যা
না হওয়া পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে।

অশুচি প্রাণীদের সম্পর্কে নিয়মাবলী

[32]"যদি ঐ সমস্ত অশুচি প্রাণীদের কোন একটা
মরে কোন কিছুর ওপর পড়ে, তাহলে সেই জিনিসটিও
অশুচি হবে। সেই জিনিসটি কাঠের তৈরী কোন পাত্র,
কাপড়, চামড়া, শোকের পোশাক দিয়ে তৈরী কাজের
কোন হাতিয়ার হতে পারে। এটা যাইহোক তা অবশ্যই

জলে ধুতে হবে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তা অশুচি থাকবে। তারপর তা আবার শুচি হবে। 33যদি ওই সমস্ত অশুচি প্রাণীদের কোন একটা মারা যায় এবং মাটির তৈরী পাত্রের ওপর পড়ে, তাহলে পাত্রের ভেতরের যে কোনো জিনিস অশুচি হয়ে যাবে এবং তোমরা অবশ্যই পাত্রটাকে ভেঙ্গে ফেলবে। 34যদি অশুচি মাটির পাত্রের জল কোন খাদ্যের ওপর পড়ে, তাহলে সেই খাবার অশুচি হবে। অশুচি পাত্রের যে কোন পানীয় অশুচি। 35যদি মৃত অশুচি প্রাণীর কোন অঙ্গ কোন কিছুর ওপর পড়ে, তাহলে সেই জিনিসটা অশুচি হবে। এটা মাটির উনুন অথবা রুটি সেঁকার মাটির পাত্র হলে তা অবশ্যই ভেঙ্গে টুকরো করতে হবে। সেই সমস্ত জিনিস আর শুচি করা যাবে না। সেগুলি তোমাদের কাছে সবসময়েই অশুচি।

36“কোন ঝর্ণা বা জল জমে এমন কোন কূপ শুচি থাকলেও যে মানুষ কোন অশুচি প্রাণীর দেহ স্পর্শ করে সে অশুচি হয়ে যাবে। 37যদি মৃত অশুদ্ধ প্রাণীদের কোনো অংশ বপন করার কোন বীজের ওপর পড়ে, তাহলে সেই বীজ তখনও শুচিই থাকবে। 38কিন্তু তোমরা যদি বীজের ওপর জল ঢালো এবং তারপর যদি অশুচি প্রাণীদের কোন অঙ্গ ঐ সব বীজের ওপর পড়ে তা হলে তোমাদের পক্ষে ঐ সমস্ত বীজ অশুচি। 39তাছাড়া তুমি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করো এমন কোন প্রাণী যদি মারা যায়, তাহলে যে তার মৃত শরীর স্পর্শ করবে, সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সে অশুচি রইবে। 40এবং যে এই প্রাণীদেহ থেকে মাংস খায় তাকে অবশ্যই তার কাপড় চোপড় ধুতে হবে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যক্তিটি অশুচি থেকে যাবে। যে ব্যক্তি প্রাণীটির মৃতদেহ তোলে তাকে অবশ্যই তার পোশাক-আশাক ধুতে হবে এবং সেই লোকটি সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

41“যে সব প্রাণী মাটির ওপর বুকে হেঁটে যায়, সেইসব প্রাণীদের তোমরা আহার করবে না। তোমরা সে প্রাণী অবশ্যই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে না।” 42তোমরা পেটের ওপর ভর দিয়ে হাঁটা অথবা চার পা দিয়ে হাঁটা সরীসৃপ বা যে সমস্ত প্রাণীর অনেকগুলো পা তাদের অবশ্যই আহার করবে না। 43ঐ সমস্ত প্রাণী তোমাদের যেন নোংরা না করে। তোমরা অশুচি হয়ো না, 44কারণ আমিই তোমাদের প্রভু ঈশ্বর! আমি পবিত্র, তাই তোমরাও তোমাদের নিজেদের পবিত্র রেখো। ওই সমস্ত বুকে হাঁটা প্রাণীদের সংস্পর্শে নিজেদের অশুচি কোর না। 45আমি তোমাদের মিশর থেকে এনেছি যাতে তোমরা আমার বিশিষ্ট লোকজন হতে পারো এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হতে পারি। আমি পবিত্র তাই তোমরাও অবশ্যই পবিত্র হবে।”

46এই সমস্ত নিয়মাবলী পশু, পাখী, সমুদ্রের সমস্ত প্রাণী এবং মাটির ওপর বুকে হাঁটা সমস্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 47ঐ সমস্ত উপদেশ সাধারণ মানুষকে শুচি প্রাণীদের থেকে অশুচি প্রাণীদের আলাদা করতে সাহায্য করবে যেন তারা জানতে পারে কোন প্রাণীদের আহার করা এবং কোন প্রাণীদের আহার না করা উচিৎ।

নতুন মায়েদের জন্য নিয়মাবলী

12 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: যদি একজন স্ত্রীলোক একটি শিশু পুত্রের জন্ম দেয়, তাহলে সেই স্ত্রীলোকটি সাতদিন ধরে অশুচি থাকবে। তার মাসিকের রক্ত পাতের অশুচি সময়ের মতই হবে এই অশুচিতা। 3অষ্টম দিনে অবশ্যই শিশু পুত্রটিকে সুন্নত করতে হবে। 4তারপর তার রক্তক্ষয় থেকে সে শুচি হবে 33 দিন পর। যা কিছু পবিত্র অবশ্যই তার কোনো কিছুই সে স্পর্শ করতে পারবে না। যতক্ষণ না তার শুচীকরণ শেষ হচ্ছে, সে অবশ্যই কোন পবিত্র স্থানে ঢুকতে পাবে না। 5কিন্তু যদি স্ত্রীলোকটি এক শিশুকন্যার জন্ম দেয়, তাহলে তার মাসিক সময়ের রক্তপাতের মতই দুসপ্তাহ ধরে সে অশুচি থাকবে। তার রক্তক্ষয় থেকে 66 দিন পর্যন্ত কাটিয়ে সে শুচি হবে।

6“শুচীকরণের সময় শেষ হলে একটি শিশু কন্যা বা পুত্রের নতুন প্রসূতি, সমাগম তাঁবুতে অবশ্যই বিশেষ ধরণের উৎসর্গ আনবে। সে সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে যাজককে অবশ্যই ঐসব উৎসর্গ বস্তুগুলি দেবে। দগ্ধ নৈবেদ্যর জন্য আনতে হবে এক বছর বয়সী মেষশাবক এবং একটি ঘুঘু পাখী বা বাচ্চা পায়রা আনবে পাপ মোচনের নৈবেদ্যর জন্যে। 7-8যদি স্ত্রীলোকটি একটি মেষ দিতে অক্ষম হয় তবে সে দুটি ঘুঘু বা দুটি বাচ্চা পায়রা আনতে পারে। এক পাখী হবে হোমবলির জন্য নির্দিষ্ট আর একটি পাপ মোচনের নৈবেদ্যের জন্য। যাজক ওই সমস্ত নৈবেদ্য প্রভুর কাছে নিবেদন করে তাকে পাপমুক্ত করবে। এবং সে তার রক্তক্ষয়ের থেকে শুচি হবে। এগুলি হল একজন নারীর জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী, যে নারী একটি শিশু পুত্র বা এক শিশু কন্যার জন্ম দেয়।”

চর্মরোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী

13 প্রভু মোশি ও হারোণকে বললেন, 2“কোন লোকের চামড়া যদি ফুলে থাকে বা তাতে খোস-পাঁচড়া অথবা চক্চকে দাগের মতো কিছু থাকে, যদি ক্ষত অংশটা কুষ্ঠ রোগের ঘায়ের মতো দেখতে হয়, তাকে অবশ্যই যাজক হারোণ বা তার যাজক পুত্রদের কাছে আনতে হবে। 3চামড়ার ক্ষত স্থানটিকে যাজক অবশ্যই দেখবে। যদি ক্ষতের মধ্যেকার লোম সাদা হয়ে ওঠে এবং যদি চামড়ার ওপর থেকে ক্ষতস্থানটিকে গর্তের মতো মনে হয়, তবে তা কুষ্ঠরোগ। যাজক লোকটিকে দেখা শেষ করে তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে।

4“কিন্তু চামড়ায় সাদা দাগ যদি গভীর না হয় এবং ক্ষতস্থানের লোম যদি সাদা না হয় তাহলে সাত দিনের জন্যে যাজক সেই মানুষটিকে অন্য সব লোকেদের থেকে আলাদা করবে। 5সাত দিনের দিন যাজক অবশ্যই লোকটাকে দেখবে। যাজক যদি দেখে বোঝে যে ক্ষতস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং তা চামড়ার ওপর ছড়িয়ে পড়েনি, তাহলে আরও সাত দিনের জন্য

লোকটাকে আলাদা করে রাখবে। 6সাত দিনের পর যাজক লোকটিকে আবার দেখবে। যদি ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে যায় এবং চামড়ার ওপর না ছড়ায়, তখন যাজক সেই লোকটিকে শুচি বলে ঘোষণা করবে। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানটি শুধু হল খোস-পাঁচড়ার, সুতরাং লোকটি অবশ্যই তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে শুচি হবে।

7“কিন্তু যদি লোকটি যাজকের কাছে নিজেকে শুচি দেখানোর পরে ক্ষতস্থানটি চামড়ায় আরও ছড়িয়ে পড়তে দেখে তা হলে লোকটি অবশ্যই যাজকের কাছে আবার আসবে। 8যাজক আবার দেখবে যে ক্ষতস্থানটি চামড়ার ওপর ছড়িয়ে গেছে কিনা, আর তাহলে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে। সেটা তাহলে কুষ্ঠরোগ।

9“যদি কোনো ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ থাকে তাকে অবশ্যই যাজকের কাছে আনতে হবে। 10যাজক অবশ্যই লোকটিকে দেখবে যে চামড়ার ওপর কোন সাদা ফোলা অংশ আছে কিনা এবং লোমটাও সাদা হয়ে গেছে কিনা, যদি চামড়ার লোম সাদা হয়ে যায় এবং চামড়ার ফোলা জায়গা কাঁচা হয়ে ওঠে, 11তাহলে তা কুষ্ঠরোগ। দীর্ঘ দিন ধরে যা লোকটির চামড়ায় থেকে গেছে, যাজক অবশ্যই তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে। তাকে অন্য লোকেদের থেকে অল্প সময়ের জন্য আলাদা করার প্রয়োজন নেই, কারণ লোকটি অশুচি।

12“কখনো কখনো মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে চর্মরোগ ছড়াতে পারে। সুতরাং যাজক অবশ্যই লোকটির সারা শরীর দেখবে। 13যদি যাজক দেখে যে চর্মরোগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেছে এবং লোকটার চামড়া সাদা হয়ে গিয়েছে, তাহলে যাজক অবশ্যই তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে। 14কিন্তু যদি লোকটির চামড়া কাঁচা হয় তাহলে সে শুচি নয়। 15যখন যাজক কোনো মানুষের চামড়া কাঁচা দেখে, সে অবশ্যই লোকটিকে অশুচি ঘোষণা করবে। কাঁচা চামড়া শুচি নয়। এটা হল কুষ্ঠরোগ।

16“যদি কাঁচা চামড়া বদলায় এবং সাদা হয়ে যায়, তাহলে লোকটিকে যাজকের কাছে আসতে হবে। 17যাজক লোকটিকে অবশ্যই দেখবে। যদি সংক্রামিত জায়গা সাদা হয়, তাহলে যাজক লোকটিকে অবশ্যই শুচি বলে ঘোষণা করবে। ঐ লোকটি শুচি।

18“কোন ব্যক্তির চামড়ার ওপর ফোঁড়া হতে পারে এবং সে ফোঁড়া সেরে যেতে পারে। 19পরে সেই ফোঁড়ার স্থানে সাদা রঙের ফোলা বা দগ্‌দগে লাল ডোরা টানা সাদা দাগ হতে পারে। লোকটি ঐ দাগ তখন যাজককে অবশ্যই দেখাবে। 20যাজক অবশ্যই তা দেখবে। যদি ফোঁড়াটা চামড়া থেকে গর্তের মতো হয় এবং এর ওপরকার লোম সাদা হয়, তাহলে যাজক লোকটিকে অবশ্যই অশুচি ঘোষণা করবে। চিহ্নিত জায়গাটায় কুষ্ঠের ঘা শুরু হয়েছে। চামড়ায় এই ফোঁড়াটার ভেতর থেকে কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে পড়েছে। 21কিন্তু যদি যাজক জায়গাটায় কোন সাদা লোম না দেখে আর জায়গাটা চামড়ার মধ্যে গর্ত না করে থাকে বরং যদি দেখা যায় শুকিয়ে যাচ্ছে, তাহলে যাজক লোকটাকে সাত দিনের জন্যে আলাদা করে রাখবে। 22যদি চামড়ার আরও অংশে দাগ ছড়ায় তা হলে যাজক সেই লোকটিকে অবশ্যই অশুচি ঘোষণা করবে। এটা হল ঘা। 23কিন্তু যদি চক্‌চকে দাগটি এক জায়গাতেই থাকে এবং না ছড়ায় তা হলে বুঝতে হবে তা পুরানো ফোঁড়ারই ক্ষতচিহ্ন। যাজক অবশ্যই তাকে শুচি ঘোষণা করবে।

24-25“কোন ব্যক্তির চামড়া আগুনে পুড়ে যেতে পারে। যদি চামড়ার কাঁচা অংশটি সাদা অথবা লাল ডোরাকাটা সাদা অংশ হয়, যাজক অবশ্যই তা দেখবে। যদি সাদা অংশটা চামড়ায় গর্তের মতো হয় এবং ওই জায়গাটার লোম সাদা হয়ে যায় তাহলে তা কুষ্ঠরোগ। পোড়া অংশে কুষ্ঠ ছড়িয়ে পড়েছে। যাজক অবশ্যই ওই লোকটিকে অশুচি ঘোষণা করবে। এটা হল কুষ্ঠরোগ। 26কিন্তু যদি সেই চক্‌চকে জায়গায় কোনো সাদা লোম না থাকে এবং ক্ষতস্থানটা চামড়ায় গর্ত সৃষ্টি না করে মিলিয়ে যায়, তাহলে যাজক অবশ্যই সাত দিনের জন্য লোকটাকে আলাদা করবে। 27সাতদিনের দিন যাজক লোকটাকে আবার দেখবে। যদি ক্ষতস্থানটা চামড়ার ওপর ছড়িয়ে যায়, তাহলে যাজক ঘোষণা করবে যে লোকটা অশুচি। এটা কুষ্ঠরোগ। 28কিন্তু যদি চক্‌চকে দাগটি চামড়ায় না ছড়ায় এবং মিলিয়ে যায় তাহলে পোড়ার জন্যেই ফুলেছে বুঝতে হবে। এটা কেবলমাত্র পোড়ার ক্ষতচিহ্ন। যাজক অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে শুচি বলে ঘোষণা করবে।

29“কোন ব্যক্তির মাথার চামড়ায় বা দাড়িতে ঘা হলে, 30যাজক চামড়ার এই সংক্রমণ অবশ্যই দেখবে। যদি চামড়া থেকে সংক্রমণের জায়গাটা গর্তের মতো হয় এবং যদি তার চারপাশের লোম হয় পাতলা ও হলদে, তাহলে যাজক সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই অশুচি ঘোষণা করবে। এটা দাদ, খারাপ চর্মরোগ। 31যদি রোগটা চামড়ার থেকে গর্ত হওয়ার মতো মনে না হয়, কিন্তু সেখানে কোনো কালো লোম না থাকে, তখন যাজক অবশ্যই লোকটিকে সাত দিনের জন্যে আলাদা করে দেবে। 32সাতদিনের মাথায় যাজক সংক্রামিত জায়গাটা দেখবে। যদি রোগটা না ছড়ায় এবং সেখানে কোন হলদে লোম না জন্মায় এবং রোগটা চামড়া থেকে গর্তের মতো না হয়, 33তাহলে লোকটা নিশ্চয়ই নিজেকে কামিয়ে নেবে; কিন্তু সে রোগের জায়গাটা কখনও কামাবে না। যাজক অবশ্যই লোকটিকে আরও সাতদিন আলাদা করে রাখবে। 34সাত দিনের মাথায় যাজক অবশ্যই রোগটাকে দেখবে। যদি গোটা চামড়ায় রোগটা না ছড়ায় এবং যদি চামড়া থেকে সেটাকে গর্তের মত মনে না হয়, তাহলে যাজক লোকটিকে শুচি বলে ঘোষণা করবে। লোকটি অবশ্যই তার কাপড়-চোপড় ধৌত করবে এবং শুচি হবে। 35কিন্তু শুচি হবার পর লোকটির রোগ যদি চামড়ায় ছড়ায়, 36তখন যাজক লোকটিকে আবার দেখবে। যদি রোগটা চামড়ায় ছড়িয়ে যায় যাজক হলুদ রঙের লোম দেখার প্রয়োজন বোধ করবে না। লোকটা অশুচি। 37কিন্তু যদি যাজক মনে করে যে রোগটা সেরে গেছে এবং তার মধ্যে কালো

লোম গজাতে শুরু করেছে, তাহলে রোগটা সেরে গেছে। লোকটা শুচি। যাজক অবশ্যই ঘোষণা করবে যে লোকটা শুচি।

38“যদি কোন লোকের চামড়ায় সাদা সাদা দাগ থাকে, 39তাহলে যাজক অবশ্যই ঐ সব দাগের জায়গাগুলো দেখবে। যদি লোকটার চামড়ার ওপরকার দাগগুলো কেবলমাত্র অনুজ্জ্বল সাদাটে হয় তাহলে তা শুধুমাত্র ফুসকুড়ি যা ক্ষতিকারক নয়। ঐ ধরণের লোক শুচি।

40“কোন মানুষের মাথার চুল পড়ে যেতে পারে; সে শুচি, এটা শুধু টাক পড়া। 41কোন মানুষের মাথার দুপাশ থেকে চুল উঠে যেতে পারে; সে শুচি। এটা শুধুমাত্র আর এক ধরণের টাক পড়া। 42কিন্তু যদি তার মাথার টাকপড়া চামড়ায় কোন লাল এবং সাদা ছাপ থাকে, তাহলে তা চামড়ারই কোন রোগ বুঝতে হবে। 43একজন যাজক অবশ্যই তাকে দেখবে। যদি সংক্রামিত ফোঁড়াটা লাল এবং সাদা হয়, আর যদি শরীরের অন্যসব অংশে কুষ্ঠ রোগের মতো দেখায়। 44তাহলে লোকটির মাথার খুলিতে কুষ্ঠ হয়েছে লোকটা অশুচি। যাজক অবশ্যই লোকটিকে অশুচি ঘোষণা করবে।

45“যদি এক ব্যক্তির কুষ্ঠ রোগ থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি অন্য লোকেদের সাবধান করে দেবে। সেই লোকটি চেঁচিয়ে বলবে, “অশুচি, অশুচি।” লোকটির কাপড়ের দুই ধারের জোড়া অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলা হবে। সে তার চুল অবিন্যস্ত করবে এবং মুখ ঢাকবে। 46যতক্ষণ তার সংক্রামক ব্যাধি থাকবে ততক্ষণ লোকটি হবে অশুচি। সে অবশ্যই একা থাকবে। তার বাড়ী অবশ্যই শিবিরের বাইরে থাকবে।

47-48“কিছু পোশাকের ওপর ছাতা পড়তে পারে। কাপড়টা মসীনা সুতোয় অথবা উলে তৈরী, তাঁতে বোনা বা হাতে বোনা হতে পারে। এক টুকরো চামড়ার ওপর বা চামড়া থেকে তৈরী কোন জিনিসের ওপরেও ছাতা পড়তে পারে। 49যদি ঐ ছত্রাকের রঙ সবুজ বা লাল হয় তাহলে এটা অবশ্যই একজন যাজককে দেখাতে হবে। 50যাজক অবশ্যই ছাতা পড়া অংশটা দেখবে এবং সেই জিনিসটাকে আলাদা জায়গায় সাতদিন ধরে ফেলে রাখবে। 51-52সাত দিনের মাথায় যাজক অবশ্যই ছাতা পড়া অংশটি দেখবে। ছাতা পড়া অংশটা চামড়ার বা কাপড়ের ওপর হোক তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। যদি পোশাক তাঁতে বোনা বা হাতে বোনা হয় তাতেও কিছু যায় আসে না, চামড়া কিসে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাও কোন ব্যাপার নয়। যদি ছাতা পড়া অংশটা ছড়ায় তাহলে সেই কাপড় বা চামড়া অশুচি। সংক্রামণটি অশুচি। যাজক অবশ্যই সেই কাপড় ও চামড়া পুড়িয়ে ফেলবে।

53“যদি যাজক দেখে যে ছাতা পড়া অংশটি ছড়িয়ে পড়েনি, তখন কাপড় বা চামড়া অবশ্যই ধুতে হবে। চামড়া বা কাপড় যাই হোক না কেন কোন ব্যাপার নয়। অথবা যদি কাপড় হাতে বোনা বা তাঁতে বোনা হয় তাতেও কিছু আসে যায় না। 54যাজক লোকেদের অবশ্যই আদেশ দেবে সেই চামড়া বা কাপড়ের টুকরো ধুয়ে ফেলতে। তারপর যাজক আরো সাতদিনের জন্য কাপড়-চোপড় আলাদা করে রাখবে। 55এরপর যাজক অবশ্যই আবার দেখবে। যদি সেই অংশটি তখনও ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত হয়ে আছে বলে মনে হয়, তখন ছড়িয়ে না থাকা সত্ত্বেও তা অশুচি হবে এবং তোমাকে তা আগুনে পোড়াতে হবে।

56“কিন্তু যদি ছাতা পড়া অংশটি ম্লান হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যাজক অবশ্যই চামড়া বা কাপড়ের টুকরো থেকে সংক্রামিত অংশটি ছিঁড়ে বাদ দেবে। তাঁতে বা হাতে বোনা কাপড় হলেও কিছু আসে যায় না। 57কিন্তু সেই চামড়ার বা কাপড়ের টুকরোয় ছাতা পড়া অংশ আবার দেখা দিতে পারে। যদি তাই ঘটে তখন ছাতা পড়া অংশটা ছড়িয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে তোমাকে সেই ছাতা পড়া জিনিষ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 58কিন্তু ধোয়ার পরে যদি ছাতা পড়া অংশ না দেখা দেয় তাহলে সেই চামড়ার বা কাপড়ের টুকরো শুচি। সে কাপড় তাঁতে বা হাতে বোনা কিনা সেটা কোন ব্যাপারই নয়। সেই কাপড় শুচি।”

59ঐগুলি হল চামড়ার বা কাপড়ের টুকরোগুলির ওপরে ছাতা পড়ার ব্যাপারে নিয়মাবলী। কাপড় তাঁতে বা হাতে বোনা হতে পারে; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

কুষ্ঠরোগী শুচিকরণ নিয়মাবলী

14 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“এগুলি চর্মরোগ ছিল কিন্তু সুস্থ হয়েছে, এমন ব্যক্তিকে শুচি করার নিয়মাবলী।

“যে মানুষটির কুষ্ঠ ছিল তাকে একজন যাজক অবশ্যই দেখবে। 3যাজক অবশ্যই শিবিরের বাইরে গিয়ে সেই ব্যক্তির চর্মরোগ সেরে গেছে কিনা তা দেখবে। 4লোকটি সুস্থ হয়ে থাকলে যাজক তাকে দুটি জীবন্ত শুচি পাখী, এক খণ্ড এরস বৃক্ষের কাঠ, এক টুকরো লাল কাপড় এবং একটি এসোব গাছ আনতে আদেশ করবে। 5তারপর যাজক অবশ্যই আদেশ দেবে মাটির পাত্রে জলের ঢেউয়ে একটি পাখীকে হত্যা করার জন্য। 6যাজক অবশ্যই অন্য যে পাখীটি বেঁচে আছে সেটার সাথে এরস বৃক্ষের কাঠের খণ্ড, লাল কাপড়ের টুকরো এবং এসোব গাছ নেবে। এরপর জলের ঢেউয়ে যে পাখীটিকে মারা হয়েছে, তার রক্তের মধ্যে সে জীবন্ত পাখীটাকে এবং অন্য জিনিসগুলোকে ডোবাবে। 7যে মানুষটির কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল তার গায়ে সাতবার রক্তটা ছিটিয়ে দেবে। তারপর যাজক লোকটাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে। এবং পরে খোলা মাঠে গিয়ে পাখীটাকে ছেড়ে দেবে।

8“তারপর লোকটি তার পোশাক পরিচ্ছদ ধুয়ে ফেলবে, তার মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলবে এবং স্নান করে শুচি হবে । লোকটি এবার শিবিরের মধ্যে যেতে পারবে; কিন্তু সে অবশ্যই সাতদিন তার তাঁবুর বাইরে কাটাবে। 9সাতদিনের দিন সে তার মাথা, দাড়ি এবং ভুরু অর্থাৎ তার সমস্ত চুল কামাবে। তারপর সে

তার কাপড়-চোপড় ধোবে এবং জলে স্নান করে শুচি হবে ।

10"আট দিনের দিন, যে লোকটার চর্ম রোগ ছিল সে অবশ্যই যার মধ্যে কোন খারাপ কিছু নেই এমন দুটি মেষশাবক এবং একটি এক বছর বয়সী স্ত্রী মেষশাবকও আনবে। সে অবশ্যই শস্য নৈবেদ্যর জন্য 24 কাপ তেল মেশানো গুঁড়ো ময়দা আনবে। এছাড়াও লোকটি যেন এক লোগ অলিভ তেল নিয়ে আসে। **11**শুচিকারী যাজক অবশ্যই যে লোকটি শুচি হচ্ছে তাকে এবং তার নৈবেদ্যগুলি সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে প্রভুর সামনে আনবে। **12**যাজক পুরুষ মেষশাবকগুলির মধ্যে একটিকে দোষার্থক নৈবেদ্যরূপে উপহার দেবে। তারপর সেই মেষটি ও এক লোগ তেল দোলনীয় নৈবেদ্য হিসাবে প্রভুর সামনে দোলাবে। **13**তারপর যে পবিত্র স্থানে তারা পাপ মোচনের নৈবেদ্য ও হোমবলির নৈবেদ্য বলি দেয়, সেই স্থানেই যাজক পুরুষ মেষশাবকটিকে বলি দেবে। দোষ মোচনের নৈবেদ্য হল পাপ মোচনের নৈবেদ্যর মতো। এটা যাজকের কাছে থাকবে। এটা অত্যন্ত পবিত্র।

14"দোষ মোচনের নৈবেদ্যর রক্ত নিয়ে যাজক এই রক্তের কিছুটা যে লোকটিকে শুচি করা হচ্ছে তার ডান কানের লতিতে, কিছুটা রক্ত তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং কিছুটা রক্ত সেই লোকের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে দেবে। **15**যাজক সেই এক লোগ তেলের কিছুটা নিয়ে তা বাঁ হাতের তালুতে ঢালবে। **16**তারপর যাজক ডান হাতের আঙুল বাঁ হাতে রাখা তেলের মধ্যে ডুবিয়ে প্রভুর সামনে সাতবার তেলের কিছুটা ছিটিয়ে দেবে। **17**আর হাতের তালুর কিছুটা তেল যে মানুষটিকে শুচি করা হচ্ছে তার ওপর ঢেলে দেবে। দোষ মোচনের নৈবেদ্যর রক্ত যেখানে যেখানে লাগানো হয়েছিল, সেই একই জায়গাতেই যাজক তেল লাগিয়ে দেবে অর্থাৎ লোকটির ডান কানের লতিতে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং কিছুটা তেল লোকটির ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে দেবে। **18**লোকটিকে শুচি করার জন্য যাজক হাতের তালুতে পড়ে থাকা বাকি তেলটুকু লোকটির মাথায় দেবে। এইভাবে যাজক প্রভুর সামনে লোকটিকে পবিত্র করবে।

19"তারপর যাজক লোকটিকে শুচি করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে পাপ মোচনের নৈবেদ্যটিকে উৎসর্গ করবে। এরপর হোমবলির নৈবেদ্যর জন্য যাজক প্রাণীটিকে হত্যা করবে। **20**তারপর যাজক বেদীর ওপর হোমবলির নৈবেদ্য এবং শস্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। এইভাবে যাজক ঐ লোকটির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে লোকটি শুচি হবে।

21"কিন্তু যদি লোকটি গরীব হয় এবং ঐ সমস্ত নৈবেদ্যদানে অক্ষম হয় তাহলে সে দোষার্থক নৈবেদ্যর জন্য একটি পুরুষ মেষশাবক আনবে। এটা দোলনীয় নৈবেদ্য হবে যাতে করে যাজক সেই লোকটিকে পবিত্র করতে পারে। এছাড়া শস্য নৈবেদ্যর জন্য তেল মেশানো 8 কাপ গুঁড়ো ময়দা ও এক লোগ অলিভ তেল লোকটি আনবে। **22**এবং সঙ্গতি অনুসারে আনবে দুটো ঘুঘু বা দুটি বাচ্চা পায়রা; যার একটি হবে পাপমোচনের নৈবেদ্য এবং অন্যটি হবে হোমবলির নৈবেদ্য।

23"আট দিনের দিন লোকটি শুচি হবার জন্য সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে প্রভুর সামনে যাজকের কাছে ওই জিনিসগুলি আনবে। **24**দোষার্থক নৈবেদ্যর মেষশাবক এবং তেল নিয়ে যাজক তা প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গ করবে। **25**তারপর লোকটিকে শুচি করার জন্য দোষার্থক নৈবেদ্যর মেষশাবকটিকে হত্যা করে যাজক এই রক্তের কিছুটা লোকটির ডান কানের লতিতে দেবে, কিছুটা তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং কিছুটা রক্ত তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে লেপে দেবে। **26**যাজক সেই তেলের কিছুটা তার বাঁ হাতের তালুতে ঢালবে। **27**তার বাঁ হাতে যে তেল রয়েছে, তার ওপর যাজক তার ডান হাতের আঙুল দিয়ে প্রভুর সামনে সাতবার এই তেল ছিটিয়ে দেবে। **28**তারপর যাজক তার হাতের কিছুটা তেল পাপমোচনের বলির রক্ত যেখানে লাগিয়েছিল সেইসব জায়গায় লাগিয়ে দেবে, অর্থাৎ যে মানুষটি শুচি হচ্ছে তার ডান কানের লতিতে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং ডান পায়ের আঙুলে দেবে। বাকী তেলের কিছুটা লোকটির মাথায় দেবে। **29**এইভাবে যাজক প্রভুর সামনে লোকটিকে পবিত্র করবে।

30"তারপর যাজক নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া ঘুঘুগুলোর একটি বা বাচ্চা পায়রাগুলোর একটি উৎসর্গ করবে। (সে অবশ্যই ব্যক্তির সঙ্গতি অনুসারে উৎসর্গ করবে।) **31**অর্থাৎ সঙ্গতি অনুসারে সে শস্য নৈবেদ্যর সাথে পাখীগুলোর মধ্যে একটাকে উৎসর্গ করবে পাপমোচনের বলি হিসেবে, আর একটিকে উৎসর্গ করবে হোমবলির নৈবেদ্য হিসেবে। এইভাবে প্রভুর সামনে যাজক লোকটিকে শুচি করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে।"

32শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সমস্ত মানুষ নিয়মিত নৈবেদ্য সম্প্রদানে অপারগ, চর্মরোগ থেকে সেরে ওঠার পর শুচি হবার জন্য ঐ নিয়মাবলী তাদের জন্যই নির্দিষ্ট।

ছাতা পড়া গৃহ বিষয়ে নিয়মাবলী

33প্রভু মোশি এবং হারোণকে আরও বললেন, **34**"আমি তোমাদের অধিকার করার জন্য যে কনান দেশ দিয়ে দিয়েছি সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করলে আমি কোন লোকের বাড়ীতে ছত্রাক উৎপন্ন করতে পারি। **35**এরকম হলে সেই বাড়ীটির মালিক অবশ্যই আসবে এবং যাজককে বলবে আমার বাড়ীতে আমি ছত্রাকের মত কিছু দেখছি।'

36"যাজক বাড়ীতে ঢুকে ছত্রাক পরীক্ষা করার আগে বাড়ী থেকে সবকিছু বের করার জন্য আদেশ দেবে। যাজক ছত্রাক দেখতে যাওয়ার আগে লোকেরা একাজ করলে ঘরের সমস্ত কিছু অশুচি হবে না। এরপর যাজক ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য বাড়ীর মধ্যে ঢুকবে। **37**যাজক পরীক্ষা করে যদি দেখে যে বাড়ির দেওয়ালগুলির ওপরকার ছত্রাক সবুজ অথবা লাল রঙের এবং তা দেওয়ালের গায়ে গর্ত করেছে, **38**তাহলে

যাজক অবশ্যই বাড়ীর বাইরে আসবে এবং সাতদিনের
জন্য বাড়ীটিতে তালা লাগাবে।
39“সাত দিনের দিন যাজক অবশ্যই ফিরে এসে
বাড়ীটিকে পরীক্ষা করবে। যদি বাড়ীর দেওয়ালগুলিতে
ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে, 40তাহলে যাজক লোকেদের আদেশ
দেবে ছত্রাক জড়ানো পাথরের টুকরোগুলোকে টেনে
বের করার এবং সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার। শহরের
বাইরের কোন বিশেষ ধরণের অশুচি জায়গায় তারা
অবশ্যই ঐ সব পাথরগুলো রাখবে। 41তারপর যাজক
গোটা বাড়ীটির ভেতরটা চেঁচে ফেলার আদেশ দেবে।
লোকেরা চাঁচা ঘষা প্রলেপ শহরের বাইরের কোন অশুচি
জায়গায় জমা করবে। 42তারপর সেই লোকটি
দেওয়ালগুলোর ওপর নতুন পাথর বসাবে এবং নতুন
প্রলেপ দিয়ে দেওয়ালগুলো ঢেকে দেবে।
43“যদি পুরানো প্রলেপ চেঁচে ফেলে নতুন পাথর ও
প্রলেপ লাগানোর পর ওই বাড়ীটিতে আবার ছত্রাক
দেখা দেয়, 44তখন যাজক অবশ্যই আসবে এবং
বাড়ীটিকে পরীক্ষা করবে। যদি সংক্রামণ বাড়ীর মধ্যে
ছড়িয়ে যায়, তাহলে এটা একটা রোগ যা তাড়াতাড়ি
অন্য জায়গায় ছড়িয়ে যায়। সুতরাং বাড়ীটি অশুচি।
45সেই ব্যক্তি অবশ্যই বাড়ীটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। শহরের
বাইরে নির্দিষ্ট অশুচি জায়গায় পাথরগুলি, প্রলেপ ও
কাঠের টুকরোগুলি নিয়ে গিয়ে ফেলবে। 46বাড়ীটি যখন
তালাবন্ধ, সেই সময় যদি কোনো ব্যক্তি ওই বাড়ীর
মধ্যে যায়, তবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 47যদি
কোনো ব্যক্তি সেই বাড়ীর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে
অথবা সেখানে শোয় তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই তার
কাপড়-চোপড় ধোবে।
48“বাড়ীতে নতুন পাথর এবং প্রলেপ লাগানোর পর
যাজক অবশ্যই বাড়ীটিকে পরীক্ষা করবে। যদি ছত্রাক
বাড়ীটায় ছড়িয়ে না পড়ে, তাহলে যাজক ঘোষণা করবে
যে বাড়ীটি শুচি। কারণ ছত্রাক মরে গেছে।
49“তখন বাড়ীটিকে শুচি করার জন্য যাজক অবশ্যই
দুটি পাখি, এক খণ্ড এরস কাঠ; এক টুকরো লাল
কাপড় এবং একটি এসোব গাছ নেবে। 50মাটির বড়
পাত্রে জলের স্রোতের মধ্যে যাজক একটি পাখীকে
হত্যা করবে। 51তারপর যাজক এরস কাঠ, এসোব
গাছ, লাল কাপড়ের খণ্ড ও জীবন্ত পাখীটিকে নেবে
এবং জলের স্রোতে হত্যা করা পাখীর রক্তে যাজক
ঐসব জিনিস ডোবাবে। এরপর যাজক সাতবার সেই
রক্ত বাড়ীটির ওপর ছিটাবে। 52যাজক ঐ সব জিনিস
ব্যবহার করে বাড়ীটিকে এইভাবে শুচি করবে। 53যাজক
শহরের বাইরে একটি ফাঁকা জায়গায় যাবে এবং জীবন্ত
পাখীটিকে ছেড়ে দেবে। এইভাবে যাজক বাড়ীটির জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করবে এবং বাড়ীটি শুচি হবে।”
54ঐগুলি যে কোন সংক্রামক কুষ্ঠ রোগের
55কাপড়-চোপড় অথবা বাড়ীর মধ্যেকার অংশে লাগা
ছত্রাকের নিয়মাবলী। 56ওগুলো চামড়ার ওপরকার
ফোঁড়া, খোস-পাঁচড়া বা দগ্দগে দাগের নিয়মকানুন।
57ঐ সমস্ত নিয়ম ব্যাখ্যা করে কোন জিনিসগুলি শুচি
এবং কোন জিনিসগুলি অশুচি। ঐগুলি ঐসব রোগের
নিয়মাবলী।

শরীর থেকে নির্গত বিষয়গুলির নিয়মাবলী

15 প্রভু মোশি আর হারোণকে আরও বললেন:
2“ইস্রায়েলের লোকেদের এটা বলো, যখন কোন
পুরুষ তার শরীর থেকে তরল পদার্থ নির্গত করে তখন
সেই ব্যক্তি অশুচি। 3তার শরীর থেকে সেটা সাবলীলভাবে
বেরোক বা প্রবাহ বন্ধ হোক তাতে কিছু আসে যায় না।
4“নির্গমন হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি কোন বিছানায়
শোয় তবে তা অশুচি হয়ে পড়বে আর সে যা কিছুর
ওপর বসে তাও অশুচি হয়ে পড়ে। 5যদি কোন ব্যক্তি,
যার নির্গমন হয়েছে তার বিছানা স্পর্শ করে, তাহলে
সে অবশ্যই তার জামাকাপড় ধোবে এবং জলে স্নান
করবে, তবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 6যদি
কোন ব্যক্তি যার নির্গমন হয়েছে তার জায়গায় বসে,
তাহলে সে অবশ্যই তার জামাকাপড় ধোবে এবং জলে
স্নান করবে। সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 7আরও
যদি কোন ব্যক্তি নির্গমন হয়েছে এমন কাউকে ছুঁয়ে
ফেলে, তাহলে সে অবশ্যই তার জামা কাপড় ধোবে
এবং জলে স্নান করবে আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
থাকবে।
8“যার নির্গমন হয়েছে সে যদি কোনো শুচি ব্যক্তির
ওপর থুতু ফেলে তাহলে শুচি ব্যক্তিটি অবশ্যই জামা
কাপড় ধোবে এবং জলে স্নান করবে। এই ব্যক্তিটি
সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 9যার নির্গমন হয়েছে সেই
ব্যক্তি যদি কোন জিনের ওপর বসে তাহলে সেটিও
অশুচি হবে। 10সুতরাং যদি কেউ নির্গমন হয়েছে এমন
কোন ব্যক্তির নীচে থাকা কোন কিছু স্পর্শ করে বা এই
জিনিসগুলি বহন করে, তাহলে সে অবশ্যই তার
জামাকাপড় ধোবে এবং জলে স্নান করবে। সে সন্ধ্যা
পর্যন্ত অশুচি থাকবে।
11“যদি এমন হয় যে কোন ব্যক্তি যার নির্গমন
হয়েছে সে তার হাত ধোয়নি কিন্তু অন্য একজনকে
স্পর্শ করেছে, তাহলে সেই অপর ব্যক্তি অবশ্যই তার
জামাকাপড় ধোবে এবং জলে স্নান করবে। সে সন্ধ্যা
পর্যন্ত অশুচি থাকবে।
12“নির্গমন হয়েছে এমন কোন ব্যক্তি যদি মাটির
গামলা ছোঁয়, তাহলে সেই গামলাটি অবশ্যই ভাঙতে
হবে। আর সে কোন কাঠের গামলা ছুঁয়ে ফেললে সেই
গামলা অবশ্যই জল দিয়ে ধুতে হবে।
13“যখন নির্গমন হয়েছে এমন ব্যক্তি সেরে ওঠে,
তখন তাকে শুদ্ধিকরণ সম্পূর্ণ হবার জন্য সাত দিন
অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সে তার জামা কাপড়
ধোবে এবং স্রোতের জলে শরীরকে স্নান করাবে। তা
হলে সে শুচি হবে। 14আট দিনের দিন সেই ব্যক্তিটি
তার নিজের জন্য দুটি ঘুঘু বা দুটি বাচ্চা পায়রা আনবে।
সমাগম তাঁবুর ঢোকার মুখে প্রভুর সামনে এসে সে
সেই পাখী দুটি যাজককে দেবে। 15যাজক পাখীগুলির
একটিকে পাপ মোচনের নৈবেদ্য হিসেবে এবং আর

একটিকে হোমবলির নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করবে। এইভাবে যাজক প্রভুর সামনে লোকটিকে পবিত্র করবে।

পুরুষদের জন্য নিয়মাবলী

16"যদি কোন পুরুষ মানুষের বীর্যপাত ঘটে, সে তার সারা শরীর স্নানের জলে ধোবে, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে। 17যদি কাপড় বা কোন চামড়ার ওপর বীর্য পড়ে থাকে, তা হলে সে কাপড় বা চামড়া অবশ্যই জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। এটা সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 18যদি কোন পুরুষ কোন মহিলার সঙ্গে ঘুমায় এবং বীর্যপাত ঘটে, তাহলে পুরুষ ও রমণী দুজনেই জলে স্নান করবে। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

স্ত্রীলোকদের জন্য নিয়মাবলী

19"মাসিক রক্তপাতের সময় কোন স্ত্রীলোক সাত দিন অশুচি থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি তাকে স্পর্শ করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ব্যক্তি অশুচি থাকবে। 20মাসিক রক্তপাতের সময় সেই স্ত্রীলোক যা কিছুর ওপর শোবে, প্রত্যেকটি হবে অশুচি এবং সে যা কিছুর ওপর বসবে সেটাও হবে অশুচি। 21যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোকটির বিছানা ছোঁয়, সেই ব্যক্তি অবশ্যই তার জামা কাপড় ধোবে এবং জলে স্নান করবে। সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 22মহিলাটি যা কিছুর ওপর বসেছে, সেগুলি যদি কোন লোক ছোঁয়, সেই লোকটি অবশ্যই জামা কাপড় ধোবে ও জলে স্নান করবে কিন্তু সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 23লোকটি স্ত্রীলোকের বিছানা ছুঁক বা স্ত্রীলোকটি যাতে বসেছে তার কোন কিছু ছুঁক, সেই লোকটি সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

24"যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে মাসিক রক্তপাতের মধ্যেই যৌন সংসর্গ করে, তাহলে স্ত্রীলোকটির অশুচিতা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং লোকটি সাতদিন ধরে অশুচি থাকবে। লোকটি শুয়েছে এমন প্রত্যেকটি বিছানা অশুচি হবে।

25"যদি কোন মহিলার অনেক দিন ধরে রক্তক্ষরণ হয়, এটি যদি তার মাসিক রক্তস্রাবের সময়ে না হয়, অথবা যদি তার মাসিক রক্তপাতের পরে রক্তক্ষরণ হয়, তাহলে সে মাসিক রক্তস্রাবের মতই অশুচি হবে। যতদিন তার রক্তস্রাব থাকবে, ততদিন সে অশুচি থাকবে। 26সমস্ত রক্তস্রাবের সময় যে কোন বিছানায় মহিলাটি শোবে, তা হবে তার মাসিক রক্তস্রাবের সময়কার বিছানার মতই। যা কিছুর ওপর মেয়েটি বসবে তা অশুচি হবে। যেমন তার মাসিক রক্তস্রাবের সময় সে অশুচি থাকে। 27যদি কোন ব্যক্তি সেইসব জিনিস ছোঁয়, সেই ব্যক্তি হবে অশুচি। লোকটি তার পোশাক আশাক ধোবে এবং জলে স্নান করবে, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে। 28স্ত্রীলোকটি রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অবশ্যই সাত দিন অপেক্ষা করবে; তারপর সে শুচি হবে। 29আট দিনের দিন স্ত্রীলোকটি দুটি ঘুঘু অথবা দুটি বাচ্চা পায়রা আনবে। সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে যাজকের কাছে সেগুলি আনবে। 30তখন যাজক একটা পাখীকে পাপ মোচনের নৈবেদ্য হিসেবে এবং অন্যটিকে হোমবলির নৈবেদ্য হিসেবে উপহার দেবে। এইভাবে যাজক প্রভুর সামনে তাকে শুচি করবে।

31"সুতরাং অশুচি হওয়া বিষয়ে অবশ্যই তোমরা ইস্রায়েলের লোকেদের সাবধান করবে। তাহলে তারা তাদের মাঝে আমার পবিত্র তাঁবুকে অশুচি করে তাদের অশুচিতায় মারা পড়বে না।

32ঐগুলি যাদের নির্গমন হয়েছে এমন লোকেদের সম্বন্ধে নিয়মাবলী। ঐ সব নিয়ম হল বীর্য পতনের ফলে অশুচি মানুষদের জন্য। 33এবং ঐগুলি হল যে সমস্ত স্ত্রীলোক তাদের মাসিক রক্তস্রাবের সময় অশুচি হয় তাদের জন্য। আরও ঐ সমস্ত নিয়মাবলী সেই ব্যক্তির জন্য যে অপর এক অশুচি স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে।

প্রায়শ্চিত্তের দিন

16 হারোণের দুই পুত্র প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়ে মারা গেলে পর প্রভু মোশিকে বললেন, 2"তোমার ভাই হারোণের সঙ্গে কথা বলো, তাকে বলো যে সে তার ইচ্ছা মত যে কোন সময়ে পর্দার পিছনে পবিত্রতম জায়গায় যেতে পারে না। চুক্তির পবিত্র সিন্দুকটি ঐ পর্দার পিছনের ঘরে আছে। ঐ পবিত্র সিন্দুকটির মাথায় আছে বিশেষ ধরণের আচ্ছাদন। আমি ঐ বিশেষ আচ্ছাদনের ওপর মেঘের মধ্যে আবির্ভূত হই। যদি হারোণ ঐ ঘরে ঢোকে সে মারা যেতে পারে।

3"পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন হারোণ অবশ্যই পাপমোচনের নৈবেদ্যর জন্য একটি ষাঁড় এবং হোমবলির জন্য একটি পুরুষ মেষ উৎসর্গ করবে। পবিত্রতম জায়গায় প্রবেশ করার আগেই হারোণ এটা করবে। 4হারোণ অবশ্যই তার দেহ জলে ধৌত করবে। তারপর সে এই সমস্ত পোশাক পরবে: হারোণ অবশ্যই পবিত্র লিনেন জামা পরবে। লিনেনের অন্তর্বাসসমূহ তার দেহে থাকবে। সে তার চারপাশে লিনেনের বেল্ট ব্যবহার করবে এবং লিনেনের পাগড়ী পরবে। ঐগুলি হল পবিত্র পোশাক।

5"ইস্রায়েলের লোকেদের কাছ থেকে হারোণ দুটি পুরুষ ছাগল পাপমোচনের নৈবেদ্যর জন্য এবং একটি পুরুষ মেষ হোমবলির জন্য নেবে। 6তারপর হারোণ ষাঁড়টিকে পাপ মোচনের নৈবেদ্য হিসেবে উপহার দেবে। পাপ মোচনের নৈবেদ্যটি তার নিজের জন্য। নিজেকে এবং তার পরিবারকে পবিত্র করার জন্য হারোণ অবশ্যই এটা করবে।

7"তারপর হারোণ ছাগল দুটি নেবে এবং তা সমাগম তাঁবুর ঢোকার দরজার মুখে প্রভুর সামনে আনবে। 8হারোণ ছাগল দুটির জন্য ঘুঁটি চাললে একটা হবে প্রভুর জন্য, অপরটি হবে অজাজেলের জন্য।

9"তারপর ঘুঁটি চেলে যে ছাগলটি প্রভুর জন্য হয় হারোণ অবশ্যই সেটিকে পাপ মোচনের নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গ করবে। 10অজাজেলের জন্য ঘুঁটি চেলে যে

ছাগলটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই জীবন্ত
অবস্থায় প্রভুর কাছে আনবে। তারপর এই ছাগলটিকে
অজাজেলের জন্য মরুভূমিতে পাঠাতে হবে। এটা
লোকেদের পবিত্র করার জন্যই দরকার।

11“তারপর তার নিজের জন্য পাপ মোচনের নৈবেদ্য
হিসেবে হারোণ একটি ষাঁড় দেবে এবং এইভাবে নিজেকে
ও তার পরিবারকে পবিত্র করবে। হারোণ তার নিজের
জন্য পাপ মোচনের নৈবেদ্য রূপে ষাঁড়টিকে হত্যা করবে।
12তারপর সে অবশ্যই প্রভুর কাছে বেদী থেকে তুলে
আনা জ্বলন্ত কয়লা ভর্তি পাত্রটি আনবে। সুগন্ধী ধূপের
মিহি করা গুঁড়ো দুহাত ভর্তি করে নেবে হারোণ। হারোণ
পর্দার পিছনের ঘরে অবশ্যই সেই মিষ্টি গন্ধের গুঁড়ো
আনবে। 13হারোণ অবশ্যই প্রভুর সামনের আগুনে সেই
মিষ্টি গন্ধের ধূপের গুঁড়ো রাখবে। তারপর সুগন্ধ গুঁড়োর
মেঘ চুক্তির সিন্দুকের বিশেষ আচ্ছাদনকে ঢেকে দেবে
ফলে হারোণ মারা যাবে না। 14হারোণ অবশ্যই ষাঁড়টি
থেকে কিছুটা রক্ত নিয়ে তার আঙুল দিয়ে তা পূর্বদিকে
বিশেষ আচ্ছাদন পর্যন্ত ছিটিয়ে দেবে। সে রক্তটা সেই
বিশেষ আচ্ছাদনের সামনে তার আঙুল দিয়ে সাত বার
ছিটাবে।

15“তারপর হারোণ লোকেদের জন্য পাপমোচনের
নৈবেদ্যর ছাগলটিকে হত্যা করে সেই রক্ত পর্দার
আড়ালের ঘরটিতে আনবে। ষাঁড়ের রক্ত নিয়ে যা
করেছিল, ছাগলটির রক্ত নিয়ে হারোণ ঠিক তাই করবে।
হারোণ অবশ্যই ছাগলের রক্ত বিশেষ আচ্ছাদনের ওপর
এবং আচ্ছাদনের সামনে ছিটিয়ে দেবে। 16এইভাবে সে
ঐ পবিত্রতম জায়গাটিকে ইস্রায়েলের লোকেদের
অশুচিতা, বিরুদ্ধাচরণ এবং তাদের কৃত সমস্ত পাপ
থেকে শুচি করবে। হারোণকে সমাগম তাঁবুর জন্য এই
সমস্ত কিছু করতে হবে, কারণ এটা অশুচি লোকেদের
মাঝখানে আছে। 17যখন হারোণ পবিত্রতম জায়গাটিকে
এবং লোকেদের শুদ্ধ করার জন্য যায়, তখন সে সেখান
থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সমাগম তাঁবুতে কোন
লোক থাকবে না। সুতরাং হারোণ নিজেকে এবং তার
পরিবারকে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের শুচি
করবে। 18“তারপর হারোণ বেরিয়ে এসে প্রভুর সামনে
বেদীর কাছে যাবে এবং বেদীটাকে শুচি করবে। হারোণ
কিছুটা ষাঁড়ের রক্ত ও কিছুটা ছাগলের রক্ত নেবে এবং
তা বেদীর সবদিকের কোণগুলিতে ফেলবে। 19অতঃপর
হারোণ সাতবার তার আঙুল দিয়ে কিছুটা রক্ত বেদীর
ওপর ছিটিয়ে দেবে। এইভাবে হারোণ বেদীটিকে
ইস্রায়েলের লোকেদের অশুচিতা থেকে শুচি করে পবিত্র
করবে।

20“পবিত্রতম স্থান, সমাগম তাঁবু এবং বেদীকে পবিত্র
করার পর হারোণ জীবন্ত ছাগলটি প্রভুর কাছে আনবে।”
21হারোণ তার হাত দুটি জীবন্ত ছাগলের মাথায় রাখবে
এবং তার ওপর ইস্রায়েলের লোকেদের পাপ ও
অপরাধগুলি স্বীকার করবে। এইভাবে হারোণ লোকেদের
পাপসমূহকে ছাগলের মাথায় চাপাবে। তারপর সে
ছাগলটাকে মরুভূমিতে পাঠাবে। একজন মানুষ নিযুক্ত
করা হবে এবং সে ছাগলটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য
তৈরী থাকবে। 22সুতরাং ছাগলটা নিজের ওপর সমস্ত
মানুষের পাপ বয়ে খোলা মরুভূমিতে নিয়ে যাবে। যে
মানুষটি ছাগলটিকে নিয়ে যাবে সে তাকে মরুভূমিতে
ছেড়ে দিয়ে আসবে।

23“তারপর হারোণ সমাগম তাঁবুতে ঢুকবে। পবিত্র
স্থানে আসার সময় সে যে লিনেনের কাপড়-চোপড়
পরেছিল সেগুলি সে খুলে ফেলবে। কাপড়গুলি সে
অবশ্যই সেখানে ছেড়ে রাখবে। 24একটি পবিত্র জায়গায়
সে তার সারা শরীর জল দিয়ে ধুয়ে নেবে। তারপর সে
তার অন্যান্য বিশেষ পোশাক পরবে। সে বাইরে আসবে
এবং তার হোমবলি ও লোকেদের হোমবলি উৎসর্গ
করবে। সে নিজেকে এবং লোকেদের শুচি করবে।
25তারপর সে বেদীর ওপর পাপ মোচনের নৈবেদ্যর চর্বি
পোড়াবে।

26“যে লোকটি ছাগলটিকে অজাজেলের জন্য নিয়ে
গিয়েছিল, সে তার জামাকাপড় ধুয়ে নেবে এবং জলে
স্নান করবে। তারপর সে তাঁবুর মধ্যে আসতে পারে ।

27“পাপমোচনের নৈবেদ্যর ষাঁড় ও ছাগলটিকে
শিবিরের বাইরে আনতে হবে। (ঐ সমস্ত প্রাণীর রক্ত
পবিত্র জিনিসগুলিকে পবিত্র জায়গায় শুচি করার জন্য
আনা হয়েছিল।) যাজকরা অবশ্যই ঐ সমস্ত প্রাণীর
চামড়া, শরীর এবং শরীরের বর্জ্য অংশগুলি আগুনে
পোড়াবে। 28তারপর যে ব্যক্তি তাদের পোড়ায় সে অবশ্যই
তার পোশাক-আশাক ধুয়ে ফেলবে এবং তার সমস্ত
শরীর জলে ধোবে। তারপর সে তাঁবুতে প্রবেশ করতে
পারে।

29“তোমাদের ক্ষেত্রে এই বিধি সর্বদাই চলবে: সপ্তম
মাসের দশ দিনের দিন তোমরা অবশ্যই খাদ্য খাবে না
এবং কোন কাজ করবে না। তোমাদের দেশে বাস করা
কোন ভ্রমণকারী বা বিদেশী কোন কাজ করতে পারবে
না। 30কারণ এই দিনে যাজক তোমাদের পবিত্র করার
জন্য তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। তখন তোমরা
প্রভুর কাছে শুচি হবে। 31তোমাদের জন্য এই দিনটি
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামের দিন। তোমরা অবশ্যই
খাওয়া-দাওয়া করবে না।* এই বিধি চিরকাল চলবে।

32“সুতরাং প্রধান যাজক হিসাবে মনোনীত ব্যক্তিটি
জিনিসপত্র পবিত্র করার জন্য এই পর্বাদি পালন করবে।
এই প্রধান যাজক, যাকে তার পিতারই স্থানে নিয়োগ
করা হয়েছে, পবিত্র লিনেনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরবে।
33সে অবশ্যই পবিত্রতম স্থান সমাগম তাঁবু এবং বেদী
শুচি করবে। এবং সে অবশ্যই যাজকদের ও ইস্রায়েলের
লোকেদের শুচি করবে। 34ইস্রায়েলের লোকেদের পবিত্র
করার ঐ বিধি চিরকালের জন্য চলবে। ইস্রায়েলের
লোকেদের তাদের পাপ থেকে শুচি করার জন্য তোমরা
প্রত্যেক বছরে একবার এসব করবে।”

তাই মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ মতো তারা
এইসব করেছিল।

খাওয়া ... না আক্ষরিক অর্থে, “নিজেদের নত করবে।”

প্রাণী হত্যা ও প্রাণী ভোজন বিষয়ক নিয়মাবলী

17 প্রভু মোশিকে বললেন, 2"হারোণ আর তার পুত্রদের এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের বলো, প্রভু এই আদেশ করেছেন। 3যদি একজন ইস্রায়েলীয় একটি ষাঁড় অথবা একটি মেষ বা একটি ছাগল শিবিরের মধ্যে বা তাঁবুর বাইরে হত্যা করে, 4কিন্তু সেই প্রাণীটিকে অবশ্যই সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে না আনে এবং সেই প্রাণীর একটা অংশ উপহার হিসেবে প্রভুকে নিবেদন না করে, তবে সেই ব্যক্তি রক্তপাত ঘটিয়েছে বলে দোষী গন্য হবে। সেই ব্যক্তিকে লোকেদের থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করতে হবে। 5এই নিয়ম এই জন্য যাতে ইস্রায়েলের লোকেরা যে সব প্রাণীদের মাঠে হত্যা করত তাদের সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে প্রভুর কাছে এবং তাদের মঙ্গল নৈবেদ্য হিসাবে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করে। 6তারপর যাজক ওইসব প্রাণীদের রক্ত সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে প্রভুর বেদীর ওপর নিক্ষেপ করবে এবং যাজক বেদীর ওপর ঐসব প্রাণীর মেদ দগ্ধ করবে। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। 7তারা অবশ্যই আর কোন বলি তাদের 'ছাগ দেবতার' কাছে উৎসর্গ করবে না। তারা বেশ্যাদের মত অন্য দেবতার পিছনে ছুটেছে। এই সমস্ত নিয়ম চিরকাল ধরে চলবে।

8"লোকেদের বলো ইস্রায়েলের কুলজাত কোন ব্যক্তি বা তাদের মধ্যে বসবাসকারী কোন বিদেশী যদি হোমবলি উপহার দেয়, 9কিন্তু তা সমাগম তাঁবুর প্রবেশ মুখে না আনে এবং প্রভুকে নিবেদন না করে তবে সেই ব্যক্তিকে তার লোকেদের থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

10"কোন ব্যক্তি রক্ত খেলে আমি তার বিরুদ্ধে। সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলের নাগরিক হোক অথবা তোমাদের মধ্যে বাস করা বিদেশী হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তাকে তার লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবো। 11কারণ দেহটির জীবন রক্তের মধ্যে রয়েছে। আমি সেই রক্ত বেদীর ওপর ঢেলে তোমাদের নিজেদের শুচি করার জন্যে দিয়েছি। রক্তে প্রাণ আছে বলেই তা প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে। 12তাই আমি ইস্রায়েলের লোকেদের বলি: তোমাদের কোন ব্যক্তিই রক্ত খেতে পারো না। তোমাদের মধ্যে বাস করা কোন বিদেশীও রক্ত খেতে পারে না।

13"যদি কোন ব্যক্তি খাওয়া যেতে পারে এমন একটি বন্য প্রাণী বা একটি পাখী শিকার করে ধরে তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই রক্ত মাটিতে ফেলবে এবং তা ধূলো দিয়ে ঢেকে দেবে, কারণ প্রতিটি প্রাণীর রক্তে তার জীবন রয়েছে। যদি সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলীয় অথবা তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী একজন বিদেশী হয় তাতে কিছু আসে যায় না। 14প্রতিটি প্রাণীর রক্তেই তার জীবন রয়েছে। তাই আমি ইস্রায়েলের লোকেদের এই আদেশ দিচ্ছি: তারা যেন কোন প্রাণীর রক্ত না খায়! কোন ব্যক্তি যে রক্ত খায় অবশ্যই সে লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। 15আরও যদি কোন ব্যক্তি এমন প্রাণী ভক্ষণ করে যা নিজে নিজেই মরে গেছে, অথবা যদি অন্য কোন প্রাণীর দ্বারা হত প্রাণী ভক্ষণ করে, অবশ্যই তার কাপড়চোপড় ধোবে এবং জল দিয়ে তার গোটা দেহ ধুয়ে ফেলবে। সেই ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। তারপর শুচি হবে। সেই ব্যক্তিটি ইস্রায়েলের নাগরিক হোক বা ব্যক্তিটি তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী একজন বিদেশী হোক তাতে কিছু যায় আসে না। 16যদি সেই ব্যক্তি তার কাপড়চোপড় ধৌত না করে অথবা শরীরকে স্নান না করায়, তাহলে সে নিজ অপরাধ বহন করবে।"

যৌন সংসর্গ বিষয়ে নিয়মাবলী

18 প্রভু মোশিকে বললেন, 2"ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: আমি তোমাদের প্রভু ও ঈশ্বর। 3"অতীতে তোমরা মিশরে বাস করতে। সেই দেশে যা যা করা হোত, তোমরা অবশ্যই সেগুলি করবে না। আমি তোমাদের কনান দেশে নিয়ে যাচ্ছি। ঐ দেশেও যা করা হয় তোমরা অবশ্যই সেগুলি করবে না! তাদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে না। 4"তোমরা অবশ্যই আমার নিয়মাবলী মান্য করবে এবং আমার বিধি সকল অনুসরণ করবে। সেইসব নিয়মাবলী অনুসরণে নিশ্চিত হও! কারণ আমিই তোমাদের প্রভু ও ঈশ্বর। 5সুতরাং তোমরা অবশ্যই আমার বিধিসকল ও নিয়মাবলী মান্য করবে। যদি কোন ব্যক্তি আমার বিধিসকল ও নিয়মাবলী মান্য করে, সে জীবিত থাকবে! আমিই প্রভু!

6"তোমরা কখনো তোমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করবে না। আমি তোমাদের প্রভু।

7"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পিতার অপমান করবে না। পিতা বা মাতার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করবে না। সেই মহিলা তোমার মা, সুতরাং তার সঙ্গে তোমার অবশ্যই যৌন সংসর্গ থাকবে না। 8তোমাদের পিতার স্ত্রী এমন কি যদি সে তোমাদের মা নাও হয় তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যাবে না। কেন? কারণ তাহলে তোমার পিতাকে অসম্মান করা হবে।

9"তোমরা অবশ্যই তোমাদের বোনের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করবে না। যদি সে তোমাদের পিতার বা মাতার কন্যা হয়, তাতে যায় আসে না এবং যদি তোমাদের বোন তোমাদের বাড়ীতে বা অন্য জায়গায় বড় হয় তাতেও যায় আসে না।

10"তোমরা অবশ্যই তোমাদের নাতনীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করবে না। তারা তোমাদেরই একটা অংশ।

11"যদি তোমাদের পিতা এবং তার স্ত্রীর একটি কন্যা থাকে, তাতে সে হয় তোমার বোন। তোমরা অবশ্যই তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করবে না।

12"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পিতার বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করবে না। সে হল তোমাদের পিতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। 13"তোমরা অবশ্যই তোমাদের মাতার বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করবে না। সে তোমাদের মাতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। 14"তোমরা অবশ্যই তোমাদের বাবার ভাইকে অপমান করবে না। তোমাদের কাকার স্ত্রীর কাছেও যৌন সংসর্গের জন্য যাবে না। সে তোমাদের কাকীমা।

15“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পুত্রবধূর সঙ্গে যৌন
সংসর্গ করবে না। সে তোমাদের ছেলের স্ত্রী। তোমাদের
অবশ্যই তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থাকবে না।
16“ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের যৌন
সম্পর্ক থাকবে না। তা তোমার ভাইকে অপমান করার
মত হবে।
17“একজন মা এবং তার মেয়ের সঙ্গে তোমাদের
যৌনসংসর্গ অবশ্যই থাকবে না। সেই মহিলার নাতনীর
সঙ্গেও যৌন সম্পর্ক রেখো না। যদি এই নাতনী এই
স্ত্রীলোকের পুত্রের বা কন্যার কন্যা হয় তাতে যায় আসে
না। তার নাতনীরা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়জন। তাদের
সঙ্গে যৌনসম্পর্ক থাকা অন্যায়।
18“তোমার স্ত্রীর জীবিত অবস্থায়, তুমি অবশ্যই
তার বোনকে বিয়ে করবে না। এতে বোনেরা শত্রু হয়ে
উঠবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্ত্রীর বোনের সঙ্গে
যৌন সম্পর্ক রাখবে না।
19“মাসিক রক্তক্ষরণের সময় একজন মহিলার কাছে
তোমরা অবশ্যই যৌন সংসর্গের জন্য যাবে না। এই
সময়টায় সে অশুচি।
20“এবং তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমরা
অবশ্যই যৌন সংসর্গ করবে না। এটা তোমাদের অপবিত্র
করবে।
21“তোমরা অবশ্যই তোমাদের শিশুদের কোন
একজনকে আগুনের মধ্য দিয়ে মোলক দেবতার উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করবে না। একাজ করে তোমরা অবশ্যই
তোমাদের ঈশ্বরের নামকে অপবিত্র করবে না! আমি
তোমাদের প্রভু!
22“একজন পুরুষের অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে
স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌন সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে না। তা
হলো ভয়ঙ্কর পাপ।
23“কোন ধরণের প্রাণীর সঙ্গে তোমাদের যৌন
সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে না। এটা তোমাদের কেবল
নোংরা করবে। একজন স্ত্রীলোকেরও এক প্রাণীর সঙ্গে
অবশ্যই যৌন সম্পর্ক থাকবে না। এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ।
24“ঐসব ভুল বিষয়ের কোন একটি দিয়ে তোমাদের
নিজেদের অশুচি কোরো না। যে সব জাতিগণকে আমি
তোমাদের সামনে তাদের দেশ থেকে দূর করে দেব
তারা এই সমস্ত কর্ম দ্বারা নিজেদের অশুচি করেছে।
25তাই দেশ অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই এর পাপের জন্য
আমি শাস্তি দেব এবং সেই দেশ ওখানে বসবাসকারী
সেই সব মানুষদের বমি করার মত বের করে দেবে।
26“সুতরাং তোমরা অবশ্যই আমার বিধি ও
নিয়মাবলী মান্য করবে। তোমরা অবশ্যই ঐসব ভয়ঙ্কর
পাপের কোন একটিও করবে না। সেই সব নিয়মাবলী
ইস্রায়েলের নাগরিকদের জন্যই এবং সেগুলি তোমাদের
মধ্যে বাসকারী লোকেদের জন্যই। 27তোমাদের আগে
ঐ সব দেশে যারা বসবাস করত, তারা ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর
পাপ করে দেশটাকে নোংরা করেছিল। 28যদি তোমরা
এই ভয়ঙ্কর জিনিসগুলি করো, তাহলে তোমরা দেশকে
কলুষিত করবে। এবং তা তোমাদের বের করে দেবে,
যেমন তা তোমাদের সামনে জাতিগুলিকে বের করে
দিয়েছিল। 29যদি কোন ব্যক্তি ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপগুলির
কোনো একটি করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে তার নিজের
লোকেদের কাছ থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করা হবে।
30তোমরা অবশ্যই আমার বিধি মানবে! তোমরা অবশ্যই
ঐসব ভয়ঙ্কর পাপসমূহের কোন একটিও করবে না যা
তোমাদের পূর্বে সেখানে প্রচলিত ছিল। ওইসব ভয়ঙ্কর
পাপ দিয়ে তোমরা নিজেদের অবশ্যই কলুষিত করবে
না। আমি তোমাদের প্রভু ও ঈশ্বর।”

ঈশ্বরের অধিকারে ইস্রায়েল

19 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের সমস্ত
লোকেদের বলো: আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর।
আমি পবিত্র সুতরাং তোমরা অবশ্যই পবিত্র হবে!”
3“তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার পিতা এবং
মাতাকে সম্মান দেবে এবং আমার বিশ্রামের বিশেষ
দিনগুলি* পালন করবে। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
4“মূর্ত্তি পূজো করবে না। তোমাদের নিজেদের জন্য
গলিত ধাতু দিয়ে দেবতার মূর্ত্তি তৈরী করবে না। আমি
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!
5“যখন তোমরা ঈশ্বরকে মঙ্গল নৈবেদ্য উপহার
দাও, তোমরা অবশ্যই তা সঠিকভাবে দেবে যাতে তা
গ্রাহ্য হয়। 6তোমরা যেদিন নৈবেদ্য দেবে সেদিন এবং
পরের দিনও তা আহার করতে পারবে; কিন্তু যদি সেই
নৈবেদ্যর কোন অংশ তৃতীয় দিনেও পড়ে থাকে, তাহলে
তা অবশ্যই আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। 7“তোমরা সেই
নৈবেদ্যর কোনো অংশই তৃতীয় দিনে আহার করবে না;
সেটা হবে অশুচি, সেটা অগ্রাহ্য হবে। 8“একজন ব্যক্তি
যদি তা করে তবে সে সেই পাপের কারণে দোষী হবে।
কারণ সে প্রভুর পবিত্র জিনিসগুলিকে শ্রদ্ধা করেনি।
সেই লোকটি তার লোকেদের থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন
হবে।
9“যখন তোমরা শস্য কাটো, তখন তোমাদের
ক্ষেত্রের কোণ পর্যন্ত শস্য কেটো না। শস্য যদি মাটিতে
পড়ে যায়, তোমরা তা কুড়িয়ে নিও না। 10“তোমাদের
দ্রাক্ষা বাগানের সব দ্রাক্ষা তুলবে না এবং যেগুলি
মাটিতে পড়ে থাকে সেগুলিও তুলে নেবে না। কেন?
কারণ সেগুলি তোমরা গরীব এবং তোমাদের দেশের
মধ্যে দিয়ে ভ্রাম্যমাণ মানুষদের জন্য ফেলে রাখবে।
আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!
11“তোমরা অবশ্যই চুরি করবে না। তোমরা অবশ্যই
লোকদের ঠকাবে না এবং পরস্পরের কাছে মিথ্যে
কথা বলবে না। 12মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে তোমরা অবশ্যই
আমার নাম ব্যবহার করবে না। তা করলে ঈশ্বরের
নামের অসম্মান করা হয়। আমিই তোমাদের প্রভু!
13“তোমাদের প্রতিবেশীর প্রতি তোমরা অবশ্যই মন্দ
ব্যবহার করবে না, তোমরা অবশ্যই তাকে লুঠ করবে

বিশ্রামের ... দিন অথবা “সাবাথ।” এটি হয়ত শনিবার বোঝায় অথবা এটি সমস্ত বিশেষ দিনগুলি বোঝায় যেদিন লোকেদের কাজ করার কথা নয়।

না। তোমরা সকাল না আসা পর্যন্ত সারা রাত ধরে
অবশ্যই একজন ভাড়া করা শ্রমিকের বেতন আটকাবে
না।
14“তোমরা অবশ্যই একজন বধির মানুষকে
অভিশাপ দেবে না। অন্ধ মানুষের সামনে এমন কিছু
রেখো না যাতে সে পড়ে যায়। তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরকে
শ্রদ্ধা করবে। আমিই তোমাদের প্রভু!
15“বিচারের ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই পক্ষপাতহীন
হবে। তোমরা অবশ্যই দরিদ্র মানুষদের প্রতি বিশেষ
পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না। এবং তোমরা অবশ্যই অতি
গুরুত্বপূর্ণ লোকেদেরও বিশেষ সম্মান দেখাবে না।
তোমরা যখন প্রতিবেশীর বিচার কর তখন অবশ্যই
অন্যায় করবে না। 16অন্য লোকেদের বিরুদ্ধে তোমরা
অবশ্যই মিথ্যা গল্প রটিয়ে বেড়াবে না। এমন কিছু
করবে না যাতে তোমাদের প্রতিবেশীর জীবন বিপন্ন
হয়। আমিই তোমাদের প্রভু!
17“তোমরা তোমাদের ভাইকে অবশ্যই মনে মনে
ঘৃণা করবে না। যদি তোমাদের প্রতিবেশী ভুল করে,
তাহলে তার সাথে সে বিষয়ে কথা বল, কিন্তু তাকে
ক্ষমা করো; তাহলে তুমি তার দোষের ভাগীদার হবে
না। 18“তোমার প্রতি লোকেরা খারাপ যা কিছু করেছে,
তা ভুলে যাও; প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোর না।
তোমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মত করে
ভালোবাসো। আমিই তোমাদের প্রভু!
19“তোমরা অবশ্যই আমার বিধিসকল মান্য করবে।
তোমরা অবশ্যই দুধরণের প্রাণীর মধ্যে সঙ্কর প্রজনন
করবে না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ক্ষেতে দুধরণের
বীজ বপন করবে না। দুধরণের সুতো দিয়ে তৈরী পোশাক
তোমরা অবশ্যই পরবে না।
20“এমন ঘটতে পারে যে এক ব্যক্তি, অন্যের কাছে
দাসী এমন একজনের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেছে; কিন্তু
এই দাসী মহিলাটি বিক্রিত হয়নি বা তাকে তার স্বাধীনতা
দেওয়া হয় নি। যদি তা ঘটে, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই
শাস্তি হবে; কিন্তু তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে না, কারণ
স্ত্রীলোকটি স্বাধীন নয়। 21“লোকটি প্রভুর জন্য সমাগম
তাঁবুর প্রবেশমুখে অবশ্যই তার দোষ মোচনের নৈবেদ্য
হিসাবে একটি পুরুষ মেষশাবক আনবে। 22“যাজক
লোকটিকে শুচি করার জন্য পুরুষ মেষশাবকটিকে
দোষার্থক নৈবেদ্য হিসেবে প্রভুর সামনে উৎসর্গ করে
তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। তারপর লোকটিকে তার
কৃত পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা করা হবে।
23“ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে
যখন খাদ্যের জন্য কোন জাতের গাছ লাগাবে, তখন ঐ
গাছের ফল ব্যবহারের আগে অবশ্যই তিন বছর অপেক্ষা
করবে। এই সময় সেই ফল অশুচি বলে গণ্য কোর
এবং তা খেও না। 24“চতুর্থ বছরে গাছের ফল হবে
প্রভুর। প্রভুর প্রতি প্রশংসা হিসেবে এটা হবে পবিত্র
নৈবেদ্য। 25“তারপর পঞ্চম বছরে তোমরা সেই গাছ
থেকে ফল পেতে পারো এবং এইভাবে গাছটি তোমাদের
জন্য আরো ফল দেবে। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!

26“রক্ত লেগে থাকা অবস্থায় কোন মাংস তোমরা
অবশ্যই খাবে না।

“তোমরা অবশ্যই যাদুবিদ্যা এবং গণক বিদ্যার ব্যবহার
করতে চেষ্টা করবে না।
27“তোমরা অবশ্যই তোমাদের মাথার পাশে গজানো
কেশগুলি গোল করে গোটাবে না। তোমরা অবশ্যই
তোমাদের দাড়ির কোন কাটবে না। 28“মৃত ব্যক্তিদের
স্মরণে রাখার জন্য তোমরা অবশ্যই তোমাদের দেহে
কাটাছেঁড়া করবে না। তোমরা অবশ্যই নিজেদের ওপর
কোন উল্কি রাখবে না। আমিই প্রভু!
29“তোমার কন্যাকে বেশ্যা হতে দিও না। তা করলে
তাকে অসম্মান করা হয়। দেশের মানুষজনও তাহলে
বেশ্যার মত অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্তের মত আচরণ
করবে না এবং দেশ মন্দে পূর্ণ হবে না।
30“আমার বিশ্রামের বিশেষ দিনগুলিতে তোমরা
অবশ্যই কাজ করবে না। তোমরা অবশ্যই আমার
পবিত্রস্থানকে সম্মান দেবে। আমিই প্রভু!
31“ভুতুড়িয়াদের বা মায়াবীদের কাছে মন্ত্রণার জন্য
যাবে না। তাদের কাছে যেও না তারা শুধু তোমাকে
অশুচি করবে। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!
32“বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান দেখাবে; যখন তাঁরা ঘরে
ঢোকেন উঠে দাঁড়াবে। তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা
প্রদর্শন করবে। আমিই প্রভু!
33“তোমাদের দেশে বাস করা বিদেশীদের প্রতি
খারাপ ব্যবহার করবে না। 34“তোমাদের নিজেদের
নাগরিকদের মতই বিদেশীদের প্রতি সমান ব্যবহার
করবে। তোমাদের নিজেদের যেমন ভালোবাস,
বিদেশীদের তেমনি ভালোবাসবে। কারণ একসময়
তোমরা মিশরে বিদেশী ছিলে। আমিই প্রভু তোমাদের
ঈশ্বর!
35“তোমরা বিচারে অন্যায় করবে না এবং জিনিসপত্র
মাপার ও ওজন করার ব্যাপারে সৎ হবে। 36“শস্য
ওজন করার জন্য এবং তরল পদার্থ মাপার জন্য
তোমাদের ওজন পাল্লা, বাটখারা, ঝুড়ি ও পাত্রগুলি
সঠিক হওয়া উচিৎ। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!
আমি তোমাদের মিশর দেশ থেকে বাইরে এনেছি।
37“তোমরা অবশ্যই আমার সমস্ত বিধি এবং
নিয়মাবলী মনে রাখবে এবং সেগুলি মান্য করবে। আমিই
প্রভু!”

প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

20 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“তুমি অবশ্যই
ইস্রায়েলের লোকেদের আরও এই বিষয়গুলি
বলো: তোমাদের দেশের কোন ব্যক্তি যদি মোলকের
মূর্ত্তির সামনে তার শিশুদের মধ্যে একটিকে উৎসর্গ
করে, তবে সেই ব্যক্তির অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে। যদি
সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলের নাগরিক হয় বা ইস্রায়েলে বাস
করা একজন বিদেশী হয় তাতে কিছু যায় আসে না।
তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে।
3“আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাব এবং তাকে তার

লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করব, কারণ সে তার শিশুকে
মোলকের উদ্দেশ্যে দিয়েছে। সে আমার পবিত্র নামকে
শ্রদ্ধা করেনি এবং আমার পবিত্র স্থানকে অশুচি করেছে।
4“কিন্তু সাধারণ লোক সেই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে
এবং যে তার শিশুদের মোলককে দিয়েছে তাকে হত্যা
না করে, 5“তাহলে আমি সেই ব্যক্তি এবং তার পরিবারের
বিরুদ্ধে যাব এবং তাকে তার লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন
করব। যারা সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করে মোলকের
পিছনে যায় আমি তাদেরও বিচ্ছিন্ন করব।

6“যদি কোন ব্যক্তি ভুতুড়িয়া এবং মায়াবীদের কাছে
উপদেশের জন্য যায় আমি তার বিরোধী হবো। সেই
ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী, তাই আমি তাকে তার
লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করব।

7“তোমরা পৃথক হও! নিজেদের পবিত্র করো। কারণ
আমি পবিত্র! আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর। 8আমার
বিধিগুলি স্মরণে রাখো এবং মেনে চলো। আমি প্রভু
এবং আমিই সেই যিনি তোমাদের পবিত্র করেন।

9“যদি কোনো মানুষ তার পিতা কিম্বা মাতাকে
অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। পিতামাতাকে
অভিশাপ দিয়েছে বলে সে তার নিজের মৃত্যুর জন্য
দায়ী!

যৌন পাপাদির জন্য শাস্তিসমূহ

10“যদি কোন পুরুষের তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে
যৌন সম্পর্ক থাকে, তাহলে সেই পুরুষ এবং মহিলা
দুজনেই ব্যভিচারের দোষে দোষী হবে। সেই পুরুষ
এবং মহিলা দুজনের অবশ্যই যেন প্রাণদণ্ড হয়। 11“যদি
কোন পুরুষের তার পিতার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ
থাকে, তাহলে পুরুষ এবং রমণী দুজনকে অবশ্যই যেন
মেরে ফেলা হয়। তারা নিজেরা তাদের মৃত্যুর জন্য
দায়ী, কারণ এ কাজ তার পিতার অপমান করে।

12“যদি একজন পুরুষের তার পুত্রবধূর সঙ্গে যৌন
সংসর্গ থাকে, তাদের দুজনকে অবশ্যই যেন মেরে ফেলা
হয়। এ অজাচার, তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য
দায়ী।

13“যদি কোন পুরুষের অন্য এক পুরুষের সঙ্গে
একজন স্ত্রীলোকের মত যৌন সম্পর্ক থাকে তবে এই
দুজন পুরুষ এক ভয়ঙ্কর পাপ করেছে। তাদের অবশ্যই
যেন মেরে ফেলা হয়।তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর
জন্য দায়ী।

14“কোন পুরুষের পক্ষে একইসাথে কোন স্ত্রীলোক
এবং তার মাতাকে বিয়ে করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। লোকেরা
সেই মানুষটিকে অবশ্যই পোড়াবে এবং দুজন স্ত্রীলোককে
আগুনে দেবে যেন এই ধরণের কুকর্ম তোমাদের মধ্যে
আর না হয়।

15“যদি একজন মানুষ এক প্রাণীর সঙ্গে যৌন
সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে সেই মানুষটি অবশ্যই প্রাণদণ্ডে
দণ্ডিত হবে এবং তোমরা অবশ্যই প্রাণীটিকেও হত্যা
করবে। 16যদি একজন স্ত্রীলোকের এক প্রাণীর সঙ্গে
যৌন সম্পর্ক থাকে, তাহলে তোমরা অবশ্যই স্ত্রীলোক
ও প্রাণীটিকে হত্যা করবে। তারা অবশ্যই প্রাণদণ্ডে
দণ্ডিত হবে। তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

17“যদি কেউ তার বোন তার সৎ মাতা বা সৎ
পিতার মেয়েকে বিবাহ করে এবং একে অপরের সঙ্গে
যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে এটা লজ্জাজনক বিষয়।
তারা অবশ্যই প্রকাশ্যে শাস্তি পাবে। তারা অবশ্যই তাদের
লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। যে মানুষ তার বোনের
সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে, সে অবশ্যই তার পাপের জন্য
শাস্তি পাবে!

18“মাসিক রক্তস্রাবের সময় কোন রমণীর সঙ্গে
যদি কোন পুরুষের যৌন সংসর্গ হয়, তাহলে পুরুষ
এবং রমণী দুজনই তার লোকেদের থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন
হবে। তারা পাপ করেছে কারণ সেই পুরুষ রক্তের
উৎসকে প্রকাশ করেছে এবং সেই স্ত্রী তার রক্তের
উৎসকে অনাবৃত করেছে।

19“তোমাদের মাতার বোন বা তোমাদের পিতার
বোনের সঙ্গে অবশ্যই যৌন সম্পর্ক করবে না। সেটা
হল অজাচার। তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমরা
অবশ্যই শাস্তি পাবে।

20“একজন পুরুষ অবশ্যই তার কাকার স্ত্রীর সঙ্গে
যৌন সম্পর্ক করবে না। এ কাজ তার কাকাকে অপমান
করে। সেই পুরুষ এবং তার কাকার স্ত্রী তাদের
পাপসমূহের জন্য শাস্তি পাবে। তারা সন্তানসন্ততিহীন
থেকেই মারা যাবে।

21একজন পুরুষের পক্ষে তার নিজের ভ্রাতৃবধূকে
বিবাহ করা অন্যায়। এ কাজ তার ভাইকে অসম্মান
করে। তাদের সন্তানসন্ততি থাকবে না।

22“তোমরা অবশ্যই আমার সমস্ত বিধিসমূহ এবং
নিয়মকানুনগুলি মনে রাখবে এবং সেগুলি মান্য করবে।
আমি তোমাদের যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশে
বসবাসকালে তোমরা আমার বিধিসমূহ এবং নিয়মাবলী
মান্য করো, তাহলে সেই দেশ তোমাদের বিতাড়িত
করবে না। 23তোমাদের সামনে যে সব জাতিকে আমি
সেই দেশ থেকে দূর করে দিচ্ছি, তাদের মত জীবনযাপন
কোর না। তারা ঐ সমস্ত পাপ কাজ করত আর তাই
আমি তাদের ঘৃণা করলাম।

24“আমি তোমাদের বলেছি যে তোমরা তাদের জমি
পাবে। আমি তা তোমাদের দেব। ইহা বহু ভাল জিনিসে
ভরা ভূখণ্ড। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!

“আমি তোমাদের অন্য জাতির থেকে পৃথক করে
আমার বিশেষ লোকজন করে তুলেছি। 25“সুতরাং
তোমরা অবশ্যই অশুচি প্রাণীদের থেকে শুচি প্রাণীদের
এবং অশুচি পাখীদের থেকে শুচি পাখীদের আলাদা
করে নেবে। ওই সব অশুচি পাখি, প্রাণী এবং যে
জিনিসগুলি মাটিতে বুক দিয়ে হাঁটে, তা আহার করে
নিজেদের অশুচি কোর না। আমি ঐসব জিনিসগুলিকে
অশুচি বলে নির্দিষ্ট করেছি। 26আমি তোমাদের অন্য
জাতির থেকে আলাদা করে আমার নিজস্ব করেছি
তাই তোমরা অবশ্যই পবিত্র হবে! কেন? কারণ আমি
প্রভু এবং আমি পবিত্র!

27 “কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যদি ভুতুড়িয়া বা
মায়াবী হয় তাকে অবশ্যই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।
লোকেরা তাদের পাথর দিয়ে হত্যা করবে। তারা
নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে।”

যাজকদের জন্য নিয়মাবলী

21 প্রভু মোশিকে বললেন, “হারোণের পুত্রদের
অর্থাৎ যাজকদের এই বিষয়গুলি বলো: একজন
যাজক অবশ্যই কোন মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে নিজেকে
অশুচি করবে না। 2 কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তিটি তার ঘনিষ্ঠ
আত্মীয়দের একজন হয় তাহলে সে মৃতদেহ স্পর্শ
করতে পারে। যদি মৃত ব্যক্তি তার মাতা কি পিতা,
তার পুত্র বা কন্যা, তার ভাই বা 3 তার অবিবাহিত বোন
(এই বোন ঘনিষ্ঠ কারণ তার স্বামী নেই, সে মারা গেলে
তাঁর জন্য যাজক নিজেকে অশুচি করতে পারে।) হয়,
তবে যাজক নিজেকে অশুচি করতে পারে। 4 কিন্তু কেবল
বৈবাহিক কারণে সম্পর্কযুক্ত মানুষের জন্য যাজক
নিজেকে অশুচি করতে পারে না এবং নিজেকে অপবিত্র
করতে পারে না।

5 “যাজকরা তাদের মাথা টাকের মত কামাবে না,
তাদের দাড়ি কামাবে না। যাজকরা তাদের শরীরে
অবশ্যই কোন কাটা ছেঁড়া করবে না। 6 যাজকদের তাদের
ঈশ্বরের জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তারা অবশ্যই
ঈশ্বরের নামকে শ্রদ্ধা জানাবে, কারণ তারাই রুটি এবং
আগুনের দ্বারা তৈরী নৈবেদ্যসমূহ প্রভুর কাছে বয়ে
নিয়ে যায়; তাই তারা অবশ্যই পবিত্র হবে।

7 “একজন যাজক অবশ্যই একজন বেশ্যা অথবা
একজন ভ্রষ্টা রমণীকে বিবাহ করবে না। সে একজন
বিবাহ বিচ্ছেদ রমণীকে বিবাহ করবে না। কারণ সে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র। 8 তোমরা অবশ্যই যাজককে
সম্মান করবে কারণ সে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র রুটি
নিয়ে যায়। সে তোমাদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য হবে,
কারণ আমি পবিত্র! আমিই প্রভু এবং আমি তোমাদের
পবিত্র করি!

9 “কোন যাজকের মেয়ে বারবনিতা হয়ে নিজেকে
অশুচি করলে, সে তার পিতার লজ্জার কারণ হয়
সুতরাং তাকে অবশ্যই আগুনে দগ্ধ হতে হবে।

10 “প্রধান যাজক, যাকে তার ভাইদের মধ্যে থেকে
বাছা হয়েছে, অভিষেকের তেল যার মাথায় ঢালা হয়েছে
এবং বিশেষ পোশাক পরার জন্য যাকে বাছা হয়েছে
সে প্রকাশ্যে তার বিষাদ বোঝাতে যেন তার মাথার চুল
এলোমেলো না করে এবং তার কাপড়-চোপড় না ছেঁড়ে।
11 মৃতদেহ স্পর্শ করে সে নিজেকে অশুচি করবে না
এবং কোন মৃত দেহের কাছে যাবে না, যদি তা তার
নিজের পিতা বা মাতারও হয়। 12 প্রধান যাজক ঈশ্বরের
পবিত্র স্থানের বাইরে অবশ্যই যাবে না। তাতে সে অশুচি
হতে পারে এবং তখন সে ঈশ্বরের পবিত্র স্থানকে অশুচি
করতে পারে। কারণ অভিষেকের তেল প্রধান যাজকের
মাথায় ঢেলে তাকে বাকী লোকদের থেকে আলাদা করা
হয়েছিল। আমিই প্রভু!

13 “প্রধান যাজক অবশ্যই একজন রমণীকে বিবাহ
করবে যে কুমারী। 14 প্রধান যাজক এমন কোন রমণীকে
অবশ্যই বিবাহ করবে না যার সঙ্গে অন্য পুরুষের যৌন
সম্পর্ক ছিল। প্রধান যাজক অবশ্যই একজন বারবনিতা,
স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী অথবা একজন বিধবাকে বিবাহ
করবে না। প্রধান যাজক অবশ্যই তার নিজের লোকেদের
মধ্যে থেকে একজন কুমারীকে বিয়ে করবে। 15 এইভাবে
লোকেরা তাদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।*
আমি প্রভু, প্রধান যাজককে তার বিশেষ কাজের জন্য
পৃথক করেছি।”

16 প্রভু মোশিকে বললেন, 17 “হারোণকে বলো:
পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে কারও দৈহিক কোন
দোষ থাকলে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে বিশেষ রুটি
বয়ে নিয়ে যাবে না। 18 কোন ব্যক্তি যার মধ্যে কিছু
শারীরিক ত্রুটি আছে, অবশ্যই যাজক হিসেবে সেবা
করতে পারবে না এবং আমার কাছে নৈবেদ্যসমূহ আনতে
পারবে না।

19 অন্ধ কি খোঁড়া, কি মুখে খারাপ দাগ যুক্ত লোকেরা
বা লম্বা হাত পা ওয়ালা লোকেরা,

20 পিঠে কুঁজওয়ালা লোকেরা কি বামনেরা, যাদের
চোখের দোষ আছে, ক্ষত আছে এমন লোকেরা, খারাপ
চর্মরোগযুক্ত লোকেরা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অণ্ডকোষওয়ালা
লোকেরা যাজক হিসাবে সেবা করতে পারবে না।

21 হারোণের উত্তরপুরুষদের মধ্যে কারোর যদি কিছু
দোষ থাকে, তাহলে সে প্রভুর কাছে আগুনের
নৈবেদ্যসমূহ দিতে পারবে না। এবং সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের
কাছে বিশেষ রুটি নিয়ে যেতে পারবে না। 22 সেই ব্যক্তি
যাজকদের পরিবারের তাই সে পবিত্র রুটি আহার করতে
পারে। সে অতি পবিত্র রুটিও খেতে পারে। 23 কিন্তু সে
পর্দার ভেতর দিয়ে পবিত্রতম স্থানে যেতে পারবে না
এবং বেদীর কাছে যাবে না কারণ তার মধ্যে কিছু দোষ
আছে। সে আমার পবিত্র স্থানগুলিকে অবশ্যই অশুচি
করবে না। আমি ঈশ্বর সেই সমস্ত স্থানসমূহকে পবিত্র
করি।”

24 তারপর মোশি এই সমস্ত বিষয় হারোণ এবং
হারোণের পুত্রদের এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের
বললেন।

22 প্রভু ঈশ্বর মোশিকে বললেন, 2 “হারোণ এবং
তার পুত্রদের বলো: ইস্রায়েলের লোকেরা
আমাকে যে উপহার দেয় তা পবিত্র। যাজকেরা যেন
সেই উপহারগুলিকে অসম্মান না করে, কারণ তা তারা
আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে। তা নয়তো তোমরা
যে আমার পবিত্র নামকে শ্রদ্ধা করো না সেটাই স্পষ্ট
হবে। আমিই প্রভু! 3 এখন থেকে যদি তোমার
উত্তরপুরুষদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি অশুচি অবস্থায়
সেই সমস্ত জিনিস স্পর্শ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি
অবশ্যই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। আমিই প্রভু!

লোকেরা ... জানাবে অথবা “তার সন্তানেরা লোকেদের থেকে অশুচি হয়ে যাবে না।”

4“যদি হারোণের উত্তরপুরুষদের কারো কোন খারাপ
চর্মরোগ থাকে বা যার নির্গমন হয়েছে, সে পবিত্র না
হওয়া পর্যন্ত পবিত্র খাদ্য খেতে পারবে না। ঐ নিয়ম
যে কোন যাজকের পক্ষে যে অশুচি থাকে। 5মৃতদেহ
দ্বারা অশুচি হয়েছে এমন কিছু যদি কেউ স্পর্শ করে
অথবা যদি তার বীর্যপাত হয় অথবা সে যদি বুকে হাঁটা
অশুচি কোন প্রাণীকে স্পর্শ করে বা অশুচি কোন ব্যক্তিকে
স্পর্শ করে যদি সে অশুচি হয় তবে কিকরে সেই ব্যক্তি
অশুচি হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। 6যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত
কিছুর যে কোন একটা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা না হওয়া
পর্যন্ত অশুচি থাকবে। সেই ব্যক্তি পবিত্র খাদ্যের কোন
কিছু অবশ্যই খাবে না। এমন কি সে যদি জলে ধৌত
হয়, সে পবিত্র খাদ্য খেতে পারবে না। 7কেবলমাত্র সূর্য
ডোবার পর সে শুচি হবে। তখন সে পবিত্র খাদ্য আহার
করতে পারবে। কারণ সূর্যাস্তের পর সে শুচি এবং সেই
খাদ্য তারই জন্য।

8“যদি একজন যাজক দেখে যে একটি প্রাণী নিজে
নিজেই মারা গেছে বা বন্য প্রাণীদের দ্বারা নিহত হয়েছে,
সে অবশ্যই সেই মৃত প্রাণীটিকে ভক্ষণ করবে না। যদি
সেই ব্যক্তি সেই প্রাণীটিকে ভক্ষণ করে সে অশুচি
হবে। আমিই প্রভু!

9“যাজকদের আমাকে সেবা করার বিশেষ সময়
থাকবে। তারা অবশ্যই সেইসব সময় বিষয়ে সতর্ক
থাকবে। তারা পবিত্র জিনিসগুলিকে অপবিত্র না করার
বিষয়ে অবশ্যই সাবধান হবে। যদি তারা সাবধান হয়
তাহলে তারা মারা যাবে না। আমি ঈশ্বর এই বিশেষ
কাজের জন্য তাদের পৃথক করেছি। 10কেবলমাত্র
যাজকদের পরিবারের লোকেরাই পবিত্র খাদ্য আহার
করতে পারে। যাজকের সঙ্গে বসবাসকারী একজন
প্রবাসী অথবা একজন ভাড়াটে কর্মী অবশ্যই কোন
পবিত্র খাদ্য খেতে পারে না। 11কিন্তু যদি যাজক তার
নিজের অর্থে একজন লোককে ভৃত্য হিসেবে কেনে,
সেই ব্যক্তি তখন পবিত্র জিনিসগুলির কিছুটা আহার
করতে পারে। ভৃত্যেরা যারা যাজকের বাড়ীতে জন্মায়
তারা যাজকের খাদ্যের কিছুটা খেতেও পারে। 12যাজকের
কন্যা যাজক নয় এমন কাউকে বিয়ে করলে পবিত্র
নৈবেদ্যসমূহের কোন কিছু খেতে পারে না। 13যাজকের
মেয়ে বিধবা হলে অথবা সে স্বামী পরিত্যক্তা হলে,
যদি তাকে সাহায্য করার মত কোন সন্তানসন্ততি না
থাকে এবং সে যেখানে বাল্যকাল কাটিয়েছে সেই
পিত্রালয়ে ফিরে আসে, তাহলে সে তার পিতার খাদ্য
কিছুটা খেতেও পারে। তাছাড়া কেবলমাত্র যাজকের
পরিবারের লোকেরা এই খাদ্য খেতে পারবে।

14“একজন মানুষ ভুল করে পবিত্র খাদ্যের কিছুটা
খেতে পারে। সেই ব্যক্তি অবশ্যই সেই পরিমাণ যাজককে
দেবে এবং সে অবশ্যই খাদ্যের দামের ওপর পঞ্চমাংশ
দেবে।

15“ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে যে সব উপহার
দান করে তা হবে পবিত্র; সুতরাং যাজক অবশ্যই সেই
পবিত্র জিনিসগুলিকে অপবিত্র করবে না। 16যদি
যাজকরা সেই সমস্ত পবিত্র নৈবেদ্যগুলিকে অপবিত্র
হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেগুলি খায়, তাহলে তা
পাপ হিসেবে ধরা হবে। আমি প্রভু তাদের পবিত্র করি।”

17প্রভু ঈশ্বর মোশিকে বললেন, 18“হারোণ এবং
তার পুত্রদের এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের বলো:
ইস্রায়েলের একজন নাগরিক বা একজন বিদেশী নৈবেদ্য
নিয়ে আসতে পারে। হতে পারে লোকটি যে বিশেষ
প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই উপহার তার জন্য, অথবা কোন
বিশেষ নৈবেদ্য লোকটি আনতে চেয়েছিল। 19-20ঐ
উপহারগুলি লোকেরা আনে কারণ তারা সত্যিই ঈশ্বরকে
উপহার দিতে চায়। কিন্তু কোন নৈবেদ্য যাতে কোন
দোষ আছে তা তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে না। আমি
সেই উপহারে খুশি হবো না। যদি সেই উপহার একটি
ষাঁড় অথবা একটি মেষ বা একটি ছাগল হয়, তাহলে
সেই প্রাণী অবশ্যই পুরুষ হবে এবং তার মধ্যে যেন
কোন দোষ না থাকে।

21“মানত পূর্ণ করার জন্য অথবা স্বেচ্ছায় যখন
কোন ব্যক্তি প্রভুর কাছে মঙ্গল নৈবেদ্য আনে সেই
নৈবেদ্য একটি ষাঁড় বা মেষ হতে পারে; কিন্তু সেটা
যেন স্বাস্থ্যবান হয়। সেই প্রাণীটির মধ্যে অবশ্যই যেন
কোন দোষ না থাকে। 22তোমরা অবশ্যই প্রভুকে এমন
কোন প্রাণী দেবে না যেটা কানা, যার হাড়ভাঙ্গা বা
পঙ্গু অথবা গলিত ঘা ওলা বা খারাপ চর্মরোগ সমন্বিত।
প্রভুর বেদীর ওপরকার আগুনের ওপর তোমরা অবশ্যই
অসুস্থ প্রাণী দেবে না।

23“কখনো কখনো একটি ষাঁড় বা একটি
মেষশাবকের একটা পা থাকে যা খুব লম্বা অথবা
একটা পায়ের পাতা যা ঠিক মত গজায় নি। যদি
কোন ব্যক্তি সেই প্রাণীকে প্রভুর কাছে বিশেষ উপহার
হিসেবে দিতে চায়, তাতে এটা গৃহীত হবে, কিন্তু এটা
লোকটির বিশেষ প্রতিশ্রুতির অর্পণ হিসেবে গৃহীত হবে
না।

24“কোন প্রাণীর কালশিরে পড়া, চুর্ণ বা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন
অণ্ডকোষ থাকলে তা তোমরা প্রভুর প্রতি উৎসর্গ করবে
না।

25“তোমরা বিদেশীদের কাছ থেকে প্রভুর প্রতি
নৈবেদ্য হিসাবে অবশ্যই কোন প্রাণী গ্রহণ করবে না,
কারণ প্রাণীগুলি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাদের
মধ্যে কোন দোষ থাকতে পারে; তারা গৃহীত হবে না।”

26প্রভু মোশিকে বললেন, 27“যখন একটি বাছুর বা
একটি মেষ অথবা একটি ছাগল জন্মায়, সে অবশ্যই
তার মায়ের সঙ্গে সাত দিন থাকবে। তারপর আট
দিনের দিন এবং পরে এই প্রাণী প্রভুর কাছে অগ্নি
প্রদত্ত নৈবেদ্য হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হবে। 28কিন্তু তোমরা
অবশ্যই প্রাণীটিকে এবং এর মাকে একই দিনে হত্যা
করবে না! এই নিয়ম গাভী এবং মেষ উভয়ের ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য। 29যদি তোমরা কিছু বিশেষ ধরণের
ধন্যবাদসূচক নৈবেদ্য প্রভুকে দিতে চাও, তাহলে তোমরা
সেই উপহার দানের ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু অবশ্যই
তোমরা এটা এমনভাবে করবে যা ঈশ্বরকে খুশী করে।

30তোমরা সেদিন অবশ্যই গোটা প্রাণীটিকে ভক্ষণ করবে।
পরের দিনের সকালের জন্য অবশ্যই কোন মাংস ফেলে
রাখবে না। আমিই প্রভু!

31"আমার আদেশগুলি মনে রেখো এবং সেগুলি
মান্য করো। আমিই প্রভু ! **32**আমার পবিত্র নামকে
তোমরা শ্রদ্ধা দেখাবে। ইস্রায়েলের লোকেরা অবশ্যই
যেন আমাকে তাদের পবিত্র হিসেবে মান্য করে। আমিই
প্রভু যিনি তোমাদের পবিত্র করেন। **33**আমি তোমাদের
ঈশ্বর হবার জন্য মিশর থেকে এনেছি। আমিই প্রভু!"

বিশেষ ছুটির দিনগুলি

23 প্রভু মোশিকে বললেন, **2**"ইস্রায়েলের লোকেদের
বলো: প্রভুর মনোনীত উৎসবগুলিকে তোমরা
পবিত্র সভা বলে ঘোষণা কর। এইগুলি হল আমার
নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন:

বিশ্রামপর্ব

3"ছদিন ধরে কাজ কর, কিন্তু সপ্তম দিন কর্মবিরতির
জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রামপর্ব হবে বিশ্রামের বিশেষ দিন।
তোমরা অবশ্যই কোন কাজ করবে না। এটা তোমাদের
সকলের বাড়ীতেই প্রভুর জন্য বিশ্রামের দিন হবে।

নিস্তারপর্ব

4"এগুলি হল প্রভুর মনোনীত নিস্তারপর্ব। তোমরা
এগুলির জন্য মনোনীত সময়ে পবিত্র সভার কথা ঘোষণা
করবে। **5**প্রভুর নিস্তারপর্বের দিন হল প্রথম মাসের 14
দিনের দিন সূর্যাস্তের সময়।

খামিরবিহীন রুটির উৎসব

6"খামিরবিহীন রুটির উৎসব ঐ একই মাসের 15
দিনের দিন। তোমরা সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি
খাবে। **7**এই ছুটির প্রথম দিনে তোমাদের এক বিশেষ
সভা হবে। তোমরা অবশ্যই ঐ দিনটিতে কোন কাজ
করবে না। **8**সাতদিন ধরে তোমরা প্রভুর কাছে অগ্নিপ্রদত্ত
উৎসর্গগুলি আনবে। তারপর সপ্তমদিনে আর একটি
পবিত্র সভা হবে। তোমরা অবশ্যই ওই দিনে কোন
কাজ করবে না।"

প্রথম শস্য ছেদনের উৎসব

9প্রভু মোশিকে বললেন, **10**"ইস্রায়েলের লোকেদের
বলো: আমি তোমাদের যে দেশ দেবো তাতে তোমরা
প্রবেশ করবে। তোমরা এর শস্য ছেদন করলে শস্যের
প্রথম আঁটি যাজকের কাছে আনবে। **11**যাজক প্রভুর
সামনে সেই আঁটি দোলাবে যেন তোমাদের জন্য তা
গ্রাহ্য হয়। যাজক রবিবার সকালে সেই শস্যের আঁটি
দোলাবে।

12"যে দিন তোমরা শস্যের আঁটি দোলাবে, সেদিন
তোমরা একটি এক বছর বয়সী পুরুষ মেষ উপহার
দেবে। সেই মেষের মধ্যে যেন কোন দোষ না থাকে।
ওই মেষটি প্রভুর কাছে হোমবলির নৈবেদ্য হবে। **13**এছাড়া
তোমরা অবশ্যই অলিভ তেল মেশানো 16 কাপ মিহি
ময়দা শস্য নৈবেদ্য হিসাবে দেবে। এর সাথে দেবে 1
কোয়ার্ট দ্রাক্ষারস। সেই নৈবেদ্যর গন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।
14ঈশ্বরের কাছে তা নৈবেদ্য হিসাবে না আনা পর্যন্ত
তোমরা অবশ্যই কোন নতুন শস্য অথবা ফল বা নতুন
শস্য থেকে তৈরী রুটি খাবে না। তোমরা যেখানেই
বাস কর না কেন এই বিধি তোমাদের বংশ পরম্পরায়
চলবে।

ফসলকাটার উৎসব

15"সেই রবিবারের সকাল থেকে অর্থাৎ (দোলনীয়
নৈবেদ্যর জন্য আনীত শস্যের আঁটি আনার দিন থেকে)
সাত সপ্তাহ গুনে নাও। **16**সপ্তম সপ্তাহ পরে রবিবারে
(অর্থাৎ 50 দিন পরে) তোমরা প্রভুর কাছে একটি
নতুন শস্য নৈবেদ্য আনবে। **17**ঐ দিনে তোমাদের বাড়ী
থেকে দুখণ্ড রুটি নিয়ে আসবে। ঐ রুটি দোলনীয়
নৈবেদ্যর জন্য নির্দিষ্ট হবে। ওই রুটি তৈরী করার জন্য
খামির এবং 16 কাপ ময়দা ব্যবহার কর। এটাই হবে
তোমাদের প্রথম শস্য থেকে প্রভুর কাছে দেওয়া
উপহার।

18"লোকেরা শস্য নৈবেদ্যর সঙ্গে একটি ষাঁড়, একটি
মেষ এবং সাতটি এক বছর বয়স্ক পুরুষ মেষশাবক
দেবে। ঐসব প্রাণীর মধ্যে অবশ্যই কোন দোষ থাকবে
না। তারা প্রভুর কাছে হোমবলির নৈবেদ্য হবে। শস্য
নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্যর সাথে হবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
অগ্নির দ্বারা প্রস্তুত নৈবেদ্য। এর গন্ধ প্রভুকে খুশী
করবে। **19**এছাড়াও তোমরা পাপার্থক নৈবেদ্যর জন্য
একটি পুরুষ ছাগল এবং মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে দুটি
এক বছর বয়সী পুরুষ মেষশাবক আনবে।

20"যাজক তাদের প্রথম শস্য থেকে তৈরী রুটি সহ
দোলনীয় নৈবেদ্যর দুটি মেষশাবক প্রভুর সামনে
দোলাবে। তারা প্রভুর কাছে পবিত্র। তারা থাকবে
যাজকের অধিকারে। **21**ঐ একই দিনে তোমরা এক
পবিত্র সভা ডাকবে। তোমরা অবশ্যই কোন কাজ করবে
না। তোমাদের সকলের বাড়ীতে এই বিধি চিরকালের
জন্য চলবে।

22"আরও যখন তোমরা তোমাদের জমিতে শস্য
বপন করবে, তখন তোমাদের ক্ষেতের কোণগুলির
শস্য কাটবে না। মাটির ওপর পড়ে থাকা শস্য তোমরা
তুলবে না। সেই জিনিসগুলি গরীবদের জন্য এবং
তোমাদের দেশে ভ্রমণকারী বিদেশীদের জন্য রেখে
দেবে। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!"

ভেরীসমূহের উৎসব

23প্রভু আবার মোশিকে বললেন, **24**"ইস্রায়েলের
লোকেদের বল: সপ্তম মাসের প্রথম দিন তোমরা
বিশ্রামের বিশেষ দিন হিসেবে পালন করবে। সেই পবিত্র
সভা লোকেদের স্মরণ করাবার জন্য ভেরী বাজাবে।
25সেদিন তোমরা অবশ্যই কোন কাজ করবে না এবং
অগ্নি প্রদত্ত একটি নৈবেদ্য তোমরা প্রভুর কাছে আনবে।"

প্রায়শ্চিত্তের দিন

26প্রভু মোশিকে বললেন, 27“সপ্তম মাসের দশম
দিনটি প্রায়শ্চিত্তের দিন, সেদিন এক পবিত্র সভা হবে।
সেদিন তোমরা অবশ্যই কোন খাদ্য গ্রহণ করবে না
এবং অগ্নিতে প্রস্তুত একটি নৈবেদ্য প্রভুর কাছে আনবে।
28তোমরা অবশ্যই ঐ দিন কোন কাজ করবে না, কারণ
এটা হল প্রায়শ্চিত্তের দিন। ঐ দিন যাজকরা প্রভুর
কাছে যাবে এবং যা তোমাদের শুচি করে সেই
আচারানুষ্ঠান করবে।

29“এই দিন যদি কোন মানুষ উপবাস করতে অস্বীকার
করে সে অবশ্যই তার লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।
30এই দিন যদি এক ব্যক্তি কোন কাজ করে, আমি তার
লোকেদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধ্বংস করব। 31সেদিন
তোমরা অবশ্যই আদৌ কোন কাজ করবে না। তোমরা
যেখানেই বসবাস করো না কেন, তোমাদের জন্য এটা
হল চিরকালের বিধি। 32এটা তোমাদের জন্য হবে বিশেষ
বিশ্রামের দিন। তোমরা সেদিন অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করবে
না। বিশ্রামের এই বিশেষ দিন তোমরা আরম্ভ করবে
মাসের নবম দিনের সন্ধ্যায়। এবং তা চলবে সেই সন্ধ্যা
থেকে পরের সন্ধ্যা না আসা পর্যন্ত।”

কুটির উৎসব

33প্রভু আবার মোশিকে বললেন, 34“ইস্রায়েলের
লোকেদের বলো: সপ্তম মাসের 15 দিনের দিন হল
কুটির উৎসব পালনের দিন। প্রভুর উদ্দেশ্যে এই উৎসব
সাত দিন ধরে চলবে। 35প্রথম দিনে একটি পবিত্র সভা
হবে। তোমরা অবশ্যই সেদিন কোন কাজ করবে না।
36সাতদিন ধরে তোমরা প্রভুর কাছে অগ্নিতে প্রস্তুত
একটি করে নৈবেদ্য আনবে। আট দিনের দিন তোমাদের
আর একটা পবিত্র সভা হবে। তোমরা প্রভুর কাছে
অগ্নি দ্বারা প্রস্তুত একটি নৈবেদ্য আনবে। এটা হবে
একটা পবিত্র সভা। তোমরা অবশ্যই সেদিন কোন কাজ
করবে না।

37“ঐগুলি হল প্রভুর পর্ব। ঐ সমস্ত পর্বের
দিনগুলিতে পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা প্রভুর
কাছে হোমবলি, শস্য নৈবেদ্যসমূহ, বলিগুলি এবং পেয়
নৈবেদ্যসমূহ আনবে। তোমরা ঠিক ঠিক দিনে ওই সমস্ত
উপহার আনবে। 38ঐ সমস্ত পর্বের দিনগুলির সঙ্গে
প্রভুর বিশ্রামের দিনগুলি স্মরণ করে তোমরা পালন
করবে। এই সমস্ত নৈবেদ্যগুলি তোমরা প্রভুর কাছে যে
বিশেষ নৈবেদ্য দিতে চাও এবং বিশেষ প্রতিশ্রুতির
জন্য যে উপহার দিতে চাও তার সঙ্গে যোগ হবে।

39“সপ্তম মাসের 15 দিনে, যখন তোমরা জমির
শস্য সংগ্রহ কর তখন তোমরা সাতদিন ধরে প্রভুর
উৎসব পালন করবে। তোমরা প্রথম দিন ও সপ্তম
দিনে বিশ্রাম করবে। 40প্রথম দিনটিতে তোমরা সুন্দর
গাছগুলি থেকে ফল এবং নদীর তীরবর্তী তালগাছগুলির,
ঝাউগাছগুলির এবং বাইসী গাছগুলির ডালগুলি নেবে।
তোমরা সাতদিন ধরে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সামনে
উৎসব করবে। 41প্রতি বছরে সাত দিন ধরে তোমরা
এই পর্ব প্রভুর জন্য পালন করবে। এই বিধি চিরকাল
চলবে। সপ্তম মাসে তোমরা এই পর্ব পালন করবে।
42তোমরা সাতদিন ধরে অস্থায়ী কুটিরে বসবাস করবে।
ইস্রায়েলে জন্ম নেওয়া সমস্ত লোকেরা ঐ সমস্ত আবাসে
বাস করবে। 43যাতে তোমাদের সমস্ত উত্তরপুরুষরা
জানে যে তাদের মিশর থেকে বের করে আনার সময়
আমি ইস্রায়েলের লোকেদের অস্থায়ী আবাসে বসবাসের
ব্যবস্থা করেছিলাম। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!”

44সুতরাং মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভুর
পর্বগুলির কথা বললেন।

বাতিদান এবং পবিত্র রুটি

24 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের
লোকেদের আজ্ঞা কর নিঙড়ানো অলিভ থেকে
খাঁটি তেল তোমার কাছে আনতে। সেই তেল বাতিগুলির
জন্য। যেন সবসময় সেগুলি জ্বলে। 3হারোণ প্রভুর
সামনে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সমাগম তাঁবুর মধ্যে
বাতি জ্বালিয়ে রাখবে। পর্দার বাইরে সাক্ষ্য সিন্দুকের
সামনে সেই বাতিটি থাকবে। এই বিধি চিরকাল ধরে
চলবে। 4প্রভুর সামনে খাঁটি সোনার বাতিস্তম্ভের ওপর
রাখা বাতিগুলিকে হারোণ নিয়মিত জ্বালিয়ে রাখবে।

5“মিহি ময়দা নাও এবং তা দিয়ে বারোটি রুটি
সেঁকে নাও। প্রতি রুটির জন্য 16 কাপ করে ময়দা
ব্যবহার কর। 6প্রভুর সামনে সোনার টেবিলের ওপর
সেগুলি দুটি সারিতে রাখো। প্রতি সারিতে থাকবে ছটি
করে রুটি। 7প্রতি সারিতে কুন্দুরু ঢালবে। এটা প্রভুর
কাছে দেওয়া দগ্ধ নৈবেদ্য দানের স্মৃতি রক্ষায় প্রভুকে
সাহায্য করবে। 8প্রতিটি শনিবারে নিয়মিতভাবে হারোণ
প্রভুর সামনে রুটি সাজিয়ে রাখবে। ইস্রায়েলের
লোকেদের সঙ্গে এই চুক্তি চিরকাল চলবে। 9ঐ রুটি
হারোণ এবং তার ছেলেদের অধিকারে থাকবে। তারা
কোন পবিত্র জায়গায় ঐ রুটি খাবে, কারণ সেই রুটি
প্রভুর প্রতি অগ্নিকৃত নৈবেদ্যসমূহের একটি। সেই রুটি
চিরকালের জন্য হারোণের অংশ।”

ঈশ্বরের প্রতি অভিশাপ দাতা মানুষ

10একজন ইস্রায়েলীয় মহিলার একটি ছেলে ছিল,
যার পিতা ছিল একজন মিশরীয়। সেই ছেলে ইস্রায়েলের
লোকেদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে গেল। এমন সময় তাঁবুর
মধ্যে তার সাথে এক ইস্রায়েলের পুরুষের লড়াই শুরু
হল। 11ইস্রায়েলীয় স্ত্রীলোকের সন্তানটি প্রভুর নামে
নিন্দা করে অভিশাপ দিতে শুরু করলে লোকেরা তাকে
মোশির কাছে নিয়ে এল। (ছেলেটির মায়ের নাম ছিল
শালোমীৎ, দিব্রির মেয়ে, দান এর পরিবারগোষ্ঠী থেকে
আগত।) 12লোকেরা ছেলেটিকে গ্রেফতার করে প্রভুর
স্পষ্ট আদেশের জন্য অপেক্ষা করল।

13তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 14“যে অভিশাপ
দিয়েছিল তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এসো। যারা তাঁকে
অভিশাপ দিতে শুনেছিল, তারা তাদের হাত ছেলেটির
মাথায় রাখবে, এবং তখন সমস্ত মানুষ তার দিকে

পাথর ছুঁড়বে এবং তাকে হত্যা করবে। 15ইস্রায়েলের
লোকেদের বলো: যদি কোন ব্যক্তি তার ঈশ্বরকে
অভিশাপ দেয়, তাহলে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে। 16যে
কোন ব্যক্তি যে প্রভুর নামের বিরুদ্ধে কথা বলে সে
অবশ্যই নিহত হবে। সমস্ত মানুষ তাকে পাথর মারবে।
ইস্রায়েলে জন্মগ্রহণ করা মানুষের মত বিদেশীরাও
যদি ঈশ্বরের নামকে অভিশাপ দেয়, তাহলে সে অবশ্যই
মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

17“যদি কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে
তবে সে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। 18কোন ব্যক্তি
যদি কারো পশু হত্যা করে তবে সে তার জায়গায়
আর একটি পশু দেবে।

19“কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে আঘাত করলে
ঠিক সেই ধরণের আঘাত দিয়ে লোকটিকে শাস্তি দিতে
হবে। 20ভাঙ্গা হাড়ের বদলে ভাঙ্গা হাড়; চোখের বদলে
চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত। লোকে অন্যকে যে
ধরণের আঘাত দেয়, ঠিক সেই ধরণের আঘাত দিয়ে
তাকে শাস্তি দিতে হবে। 21সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি
একটি প্রাণী হত্যা করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই
প্রাণীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি
অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে অবশ্যই
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

22“বিদেশীদের জন্য এবং তোমাদের নিজের দেশের
লোকেদের জন্য একরকম শাসন হবে। কেন? কারণ
আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।”

23তখন মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের বললেন, যে
লোকটা তাঁবুর বাইরের জায়গায় অভিশাপ দিচ্ছিল তাকে
নিয়ে এসো। তারপর তারা লোকটাকে পাথর মেরে
হত্যা করল। সুতরাং প্রভু মোশিকে যে আদেশ
দিয়েছিলেন ইস্রায়েলের লোকেরা সেই অনুসারেই কাজ
করল।

দেশের জন্য বিশ্রামের সময়

25 সীনয় পর্বতে প্রভু মোশিকে বললেন,
2“ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: আমি যে দেশ
তোমাদের দিচ্ছি, সেখানে প্রবেশ করলে তোমরা
জমিটিকে বিশ্রামের সময় দেবে। প্রভুকে সম্মান দেওয়ার
জন্যে এই বিশ্রামের বিশেষ সময়। 3তোমরা ছ'বছর
ধরে তোমাদের জমিতে বীজ বপন করবে, তোমাদের
দ্রাক্ষা ক্ষেতগুলিতে গাছগুলিকে ছ'বছর ছাঁটবে এবং
ফল নিয়ে আসবে। 4কিন্তু সপ্তম বছর প্রভুকে সম্মান
জানানোর জন্য তোমরা জমিকে বিশ্রাম দেবে। এই
সময় তোমরা তোমাদের ক্ষেতে বীজ বপন করবে না
অথবা তোমাদের দ্রাক্ষা ক্ষেতে গাছগুলি ছাঁটবে না।
5ফসল কাটার পর যে সমস্ত শস্য নিজেরাই জন্মেছে,
তোমরা অবশ্যই তাদের কাটবে না। যে সমস্ত দ্রাক্ষালতা
ছাঁটা হয়নি সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই দ্রাক্ষা সংগ্রহ
করবে না। জমি এক বছর বিশ্রামে থাকবে।

6“কিন্তু জমি এক বছরের বিশ্রামে থাকাকালীন যা
উৎপন্ন করে তাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের পুরুষ
এবং মহিলা ভৃত্যদের খাবার জন্য প্রচুর খাদ্য থাকবে।
তোমাদের জনখাটা ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য, তোমাদের
দেশে বসবাস করা বিদেশীদের জন্য। 7এবং তোমাদের
পশুদের ও তোমার দেশের বন্য পশুদের খাবার মত
প্রচুর খাদ্য থাকবে।

জুবিলী মুক্তির বছর

8“তোমরা সাত বছর সাতবার গণনা করবে। ঐ
সময়ের মধ্যে জমির জন্য থাকবে সাত বছরের বিরতি।
এটা হবে 49বছর। 9তখন সপ্তম মাসের দশম দিনটিতে
অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের দিনে তোমরা অবশ্যই মেষের শিং
বাজাবে, সারা দেশময় এই মেষের শিং বাজাবে।
10তোমরা 50 বছরকে একটি বিশেষ বছর করবে।
তোমাদের রাজ্যে বাস করা সমস্ত মানুষের জন্য তোমরা
মুক্তি ঘোষণা করবে। এই সময়টিকে বলা হবে ‘জুবিলী’
তোমাদের প্রত্যেকে যে যার নিজস্ব সম্পত্তি ফিরে পাবে
এবং তোমরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের পরিবারে
ফিরে যাবে। 11তোমাদের পক্ষে 50তম বছরটি হবে
জুবিলীর বছর। তোমরা বীজ বপন করবে না। যে
সমস্ত শস্য নিজে নিজেই হয়, সেগুলি কাটবে না। যে
সব দ্রাক্ষালতা ছাঁটা হয়না, তাদের থেকে দ্রাক্ষা ফল
সংগ্রহ করবে না। 12ঐ বছরটা হল জুবিলী বছর। এটা
তোমাদের পক্ষে পবিত্র সময়। যে সমস্ত শস্য ক্ষেত
থেকে আসে, তোমরা সেগুলি আহার করবে। 13জুবিলী
বছরে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের বিষয় আশয়ের মধ্যে
ফিরে যাবে।”

14“যখন তোমরা প্রতিবেশীর কাছে তোমাদের জমি
বিক্রি করো বা তাদের কাছ থেকে তা কেনো তখন
পরস্পরকে ঠকিও না। 15যদি তোমরা তোমাদের
প্রতিবেশীর জমি কিনতে চাও, তাহলে বিগত শেষ
জুবিলী বছর থেকে বছরগুলো গুনে নাও এবং সঠিক
মূল্য নির্ণয়ে সেই সংখ্যাটা ব্যবহার কর। কারণ সে
তোমার কাছে কেবলমাত্র পরের জুবিলী বছর আসা
পর্যন্ত শস্য ছেদনের অধিকার বিক্রয় করছে। 16যদি
পরের জুবিলী আসতে অনেক দেরী থাকে সেক্ষেত্রে
দাম হবে অনেক বেশী। যদি বছরগুলি কম হয়, তাতে
দাম কম হবে। কেন? কারণ তোমাদের প্রতিবেশী
প্রকৃতপক্ষে, তোমার কাছে জুবিলীর যতগুলি বছর বাকি
আছে ততগুলি ফসল বিক্রি করছে। পরবর্তী জুবিলী
বছরে সেই জমি আবার তার পরিবারের অধিকারে
যাবে। 17তোমরা পরস্পর পরস্পরকে কখনও ঠকিও
না কিন্তু ঈশ্বরকে ভয় কোর। আমিই প্রভু তোমাদের
ঈশ্বর!

18“আমার বিধিসমূহ এবং নিয়মাবলী মনে রেখো,
সেগুলি মান্য কোরো, তাহলে তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের
দেশে বাস করবে। 19তোমাদের জন্য জমি ভাল শস্যের
ফলন দেবে। তখন তোমাদের প্রচুর খাদ্য হবে এবং
তোমরা দেশে নির্ভয়ে বাস করবে।

20“কিন্তু হয়ত তোমরা বলবে, ‘যদি আমরা বীজ
বপন না করি অথবা আমাদের শস্যসমূহ সংগ্রহ না

করি, তাহলে সপ্তম বছরে খাবার মত আমাদের কিছুই
থাকবে না।’ 21শঙ্কিত হয়ো না। ষষ্ঠ বছরে আমি আমার
আশীর্বাদ তোমাদের কাছে পাঠাবো। তিন বছর ধরে
জমি শস্য জন্মাতে থাকবে। 22অষ্টম বছরে রোপন করার
সময়ও তোমাদের পুরানো শস্য খেয়ে শেষ হবে না।
অষ্টম বছরে চাষ করা শস্য আসার আগে নবম বছর
পর্যন্ত তোমরা পুরানো শস্য খেতে পাবে।

সম্পত্তি বিষয়ক বিধিসমূহ

23“জমি আমার, তাই তোমরা স্থায়ীভাবে তা বিক্রি
করতে পারো না। আমার জমিতে আমার সঙ্গে তোমরা
কেবলমাত্র বিদেশী এবং ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস
করছ। 24বিক্রি হলেও জমির পুরানো মালিক যেন তা
আবার কিনে নিতে পারে। এই প্রথা যেন দেশে থাকে।
25তোমাদের দেশের কোন ব্যক্তি যদি খুব গরীব হয়ে
যায়, সে এত বেশী গরীব যে সে তার সম্পত্তি বিক্রি
করে দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়
আসবে এবং তার আত্মীয়কে ফিরিয়ে দেবার জন্য
সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেবে। 26কোন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ এমন
আত্মীয় নাও থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি নিজের
জমি পুনরায় কিনে নেবার জন্য ধনবান হয়, 27তাহলে
সে অবশ্যই জমি বিক্রীর সময় থেকে বছরগুলো গণনা
করবে। জমির জন্য কত দিতে হবে তাতে সিদ্ধান্ত
নিতে সেই সংখ্যা কাজে লাগাবে। তারপর সে সেই
জমি কিনে নিতে পারে। এরপর জমি আবার তার
সম্পত্তি হবে। 28কিন্তু যদি এই ব্যক্তি তার নিজের জন্য
জমি ফেরত পেতে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে
পারে না, তাহলে সে যা বিক্রি করেছে তা জুবিলী
বছর না আসা পর্যন্ত যে কিনেছিল তার হাতেই থাকবে।
তারপর সেই জুবিলী বছরে জমি ফেরত যাবে প্রথম
স্বত্বাধিকারীর কাছে। সুতরাং সম্পত্তি আবার সঠিক
পরিবারের অধিকারে যাবে।
29“যদি কোন ব্যক্তি প্রাচীরে ঘেরা শহরের মধ্যে
কোন বাড়ী বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রির পর একটি
বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেটা ফেরত পাওয়ার অধিকার
তার আছে। এই অধিকার এক বছর পর্যন্ত থাকবে।
30কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে যদি মালিক বাড়ীটি
কিনে ফেরত না নেয়, তাহলে প্রাচীরে ঘেরা শহরের
বাড়ীটি যে কিনেছিল, তা তার এবং তার উত্তরপুরুষদের
অধিকারে থেকে যাবে। বাড়ীটি জুবিলীর সময় প্রথম
মালিকের কাছে ফেরত যাবে না। 31চারপাশে প্রাচীর না
দেওয়া ছোট শহর বা গ্রামগুলিকে খোলা মাঠের মত
ধরা হবে। সুতরাং সেইসব ছোট শহরগুলিতে নির্মিত
বাড়ীগুলি জুবিলীর সময় প্রথম মালিকদের কাছে ফেরত
যাবে।
32“লেবীয়দের শহর সম্পর্কে: লেবীয় বংশধরেরা
যে শহরগুলির অধিকারী, সেখানে তাদের বাড়ীগুলি যে
কোন সময়ে তারা কিনে ফেরত পেতে পারে। 33কোন
ব্যক্তি যদি একজন লেবী বংশধরের কাছ থেকে বাড়ী
কেনে, তবে জুবিলী বছরে লেবীয়দের শহরের সেই
বাড়ী আবার লেবীয় বংশধরদের কাছে ফিরে আসবে।
কারণ ইস্রায়েলের মানুষের মধ্যে লেবীয়দের শহরের
বাড়ীগুলি লেবীগোষ্ঠীর পরিবারের লোকেদের অধিকারেই
থাকে। 34লেবীয়দের শহরসমূহ, ঘিরে রাখা মাঠসমূহ
ও প্রান্তরসমূহ বিক্রয় করা যাবে না। ঐ মাঠগুলি লেবীয়
বংশধরদের চিরকালের অধিকার।

দাস-মালিকদের নিয়মাবলী

35“তোমাদের নিজেদের দেশের কোন এক ব্যক্তি
যদি আর্থিকভাবে নিজের ভারবহন করার ব্যাপারে খুবই
অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে তোমরা অবশ্যই তাকে তোমাদের
সঙ্গে একজন বিদেশী ও প্রবাসীর মত বসবাস করতে
দেবে। 36তাকে তোমরা ধার দিতে পারো এমন কোন
অর্থের ওপর সুদ তার কাছ থেকে নিও না। তোমাদের
ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা কর এবং তোমাদের ভাইকে তোমাদের
সঙ্গে বাস করতে দাও। 37তাঁকে ধার দিয়েছ এমন
অর্থের উপর কোন সুদ তার কাছ থেকে নিও না এবং
তাকে বিক্রি করেছ এমন খাদ্য থেকে লাভ করার চেষ্টা
কোরো না। 38আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর। কনান
দেশ দেওয়ার জন্য এবং তোমাদের ঈশ্বর হওয়ার জন্য
আমি তোমাদের মিশর দেশ থেকে এনেছিলাম।
39“তোমাদের নিজেদের দেশের কোন ব্যক্তি যদি
এত গরীব হয়ে পড়ে যে সে নিজেকে দাস হিসেবে
তোমাদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তখন তোমরা
অবশ্যই তাকে ভৃত্যের মত কাজে লাগাবে না। 40জুবিলী
বছর না আসা পর্যন্ত, সে তোমাদের কাছে জন খাটার
কর্মী এবং একজন বিদেশীর মতো হবে। 41তারপর সে
তোমাদের ছেড়ে তার সন্তানসন্ততিদের নিয়ে নিজের
পরিবারে এবং তার পূর্বপুরুষদের বিষয় আশয়ে ফিরতে
পারে। 42কারণ তারা আমার দাস। আমি মিশরের দাসত্ব
থেকে তাদের নিয়ে এসেছি। তারা অবশ্যই আবার দাস
হবে না। 43তোমরা এই ব্যক্তির একজন নির্দয় প্রভু
অবশ্যই হতে পারো না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের
ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে।
44“তোমাদের চারপাশের অন্যান্য জাতিদের থেকে
পুরুষ এবং নারী ভৃত্যদের তোমরা পেতে পারো।
45তোমরা শিশুদেরও দাস হিসেবে নিতে পার যদি তারা
তোমাদের দেশে বসবাসকারী বিদেশীদের পরিবারসমূহ
থেকে আসে। সেইসব শিশু ভৃত্যরা তোমাদের অধিকারে
থাকবে। 46তোমরা এমনকি তোমাদের মৃত্যুর আগে
এই সমস্ত বিদেশী দাসদের তোমাদের ছেলেমেয়েদের
হেফাজতে দিয়ে যেতে পারো, যাতে তারা তোমাদের
ছেলেমেয়েদের অধিকারে থাকে। তারা চিরকালের জন্য
তোমাদের দাস হবে। তোমরা এইসব বিদেশীদের দাস
বানাতে পারো; কিন্তু তোমরা অবশ্যই তোমাদের
নিজেদের ভাইদের, ইস্রায়েলের লোকেদের নির্দয় মনিব
হবে না।
47“তোমাদের মধ্যেকার কোন বিদেশী বা দর্শনার্থী
ধনী হতে পারে। অন্যদিকে তোমাদের দেশের এক ব্যক্তি
গরীব হয়ে যেতে পারে এবং নিজেকে দাস হিসেবে

তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীর কাছে বা
বিদেশীদের পরিবারের কোন সদস্যের কাছে বিক্রি করতে
পারে। 48সেই লোকটির অধিকার আছে ক্রয়ের মধ্যে
দিয়ে ফিরে আসার এবং স্বাধীন হওয়ার। তার ভাইদের
কোন একজন তাকে কিনে ফেরত পেতে পারে। 49অথবা
তার কাকা বা খুড়তুতো ভাই তাকে কিনে ফেরত পেতে
পারে। অথবা তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের একজন
তাকে কিনে ফেরত পেতে পারে। বা যদি লোকটি
প্রচুর অর্থ পায়, সে নিজে অর্থ শোধ করে আবার
স্বাধীন হতে পারে।

50"তোমরা কেমনভাবে মূল্য যাচাই করবে? বিদেশীর
কাছে তার নিজেকে বিক্রি করার সময়ের বছরগুলি
থেকে পরের জুবিলী বছর পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই গণনা
করবে। মূল্য ঠিক করতে তোমরা সংখ্যাটা ব্যবহার
করবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে লোকটি কয়েক বছরের জন্য
তাকে 'ভাড়া' করেছিল। 51যদি কোন ক্ষেত্রে জুবিলী
বছরের আগে আরও অনেক বছর থেকে যায়, তখন
লোকটি মূল্যের মোটা অংশ অবশ্যই ফেরত দেবে।
এটা নির্ভর করে বছরের সংখ্যাসমূহের ওপর। 52জুবিলী
বছর আসার যদি কেবলমাত্র সামান্য কয়েক বছর থাকে,
তাহলে লোকটি অবশ্যই মূল মূল্যের সামান্য অংশ ফেরত
দেবে। 53কিন্তু সেই লোকটি প্রতি বছর বিদেশীর সঙ্গে
ভাড়া করা, লোকের মত বসবাস করবে। সেই লোকটির
প্রতি বিদেশীকে নির্দয় প্রভু হতে দিও না।

54"সেই লোকটিকে মুক্ত করার জন্য যদি কেউই
দাম দিতে না চায় তাহলেও জুবিলীর বছরে সে স্বাধীন
হবে। জুবিলী বছরে সে এবং তার সন্তানসন্ততিরা স্বাধীন
হবে। 55কারণ ইস্রায়েলের লোকেরা আমার দাস। তারা
আমার দাস যেহেতু আমি তাদের মিশরের দাসত্বের
বাইরে নিয়ে এসেছি। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!

ঈশ্বরকে মান্য করার পুরস্কার

26 "তোমাদের নিজেদের জন্য প্রতিমূর্ত্তি গড়বে
না। তাদের প্রণাম করবার জন্যে তোমাদের
দেশে মূর্ত্তি বা স্মৃতিফলক সমূহ গড়বে না। কেন?
কারণ আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর!

2"আমার বিশ্রামের বিশেষ দিনগুলি মনে রেখো
এবং আমার পবিত্র স্থানকে সম্মান দিও। আমিই প্রভু!

3"আমার বিধিসমূহ ও আজ্ঞাসমূহ মনে রেখো এবং
তাদের মান্য কোরো। 4যদি তোমরা সেগুলি করো তাহলে
যে সময়ে বৃষ্টি আসা উচিৎ, আমি সে সময়ে তোমাদের
বৃষ্টি দেবো। জমিতে শস্য উৎপন্ন হবে এবং মাঠের
বৃক্ষগুলিতে ফল ধরবে। 5দ্রাক্ষা ফলগুলি সংগ্রহ করার
সময় না আসা পর্যন্ত তোমাদের শস্যাদি মাড়াই চলতে
থাকবে এবং রোপনের সময় না আসা পর্যন্ত তোমাদের
দ্রাক্ষা সংগ্রহ চলতে থাকবে। সুতরাং খাবার জন্য
তোমাদের প্রচুর খাবার থাকবে এবং তোমরা নির্ভয়ে
তোমাদের দেশে বাস করবে। 6আমি তোমাদের দেশে
শান্তি বজায় রাখবো। তোমরা শান্তিতে থাকবে। কোন
মানুষ তোমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করবে না। বিপজ্জনক
প্রাণীদের তোমাদের দেশের বাইরে রাখবো। আর
তোমাদের দেশে শত্রু সৈন্যরা আসবে না।

7"তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়া করে পরাজিত
করবে এবং তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করবে।
8তোমাদের পাঁচ জন তাদের 100 জনকে ধাওয়া করবে
এবং 100 জন ধাওয়া করবে 10,000 জনকে। তোমরা
তোমাদের শত্রুদের পরাজিত করবে এবং তোমাদের
অস্ত্র দিয়ে তাদের হত্যা করবে।

9"আর আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হব। আমি
তোমাদের অনেক সন্তানসন্ততি দিয়ে আশীর্বাদ করব
এবং তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করব। আমি তোমাদের
সঙ্গে আমার চুক্তি রক্ষা করবো। 10এক বছরের বেশী
সময় ধরে তোমরা তোমাদের জমা করা শস্য খাবে।
তোমরা নতুন শস্যাদি ছেদন করবে, তারপর নতুন
শস্যগুলি রাখার মত জায়গার জন্য পুরানো শস্যগুলিকে
ফেলে দেবে। 11"এছাড়াও আমি তোমাদের মধ্যে আমার
পবিত্র শিবির বসাবো। আমি তোমাদের থেকে সরে
যাবো না।

12"আমি তোমাদের সঙ্গে ওঠা বসা করব, তোমাদের
ঈশ্বর হবো এবং তোমরা হবে আমার লোকজন।
13আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা মিশরে
দাস ছিলে, কিন্তু আমি তোমাদের মিশরের বাইরে
এনেছি। দাস হয়ে তোমরা ভারী ওজনের জিনিস বহনে
নুয়ে থাকতে। কিন্তু আমি তোমাদের কাঁধের যোয়ালীর
কাঠ ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি তোমাদের আবার সোজা
হয়ে হাঁটতে দিয়েছি।

ঈশ্বরকে না মানার শাস্তি

14"কিন্তু যদি তোমরা আমাকে এবং আমার সমস্ত
আজ্ঞাগুলি মান্য না করো, তাহলে এই সমস্ত খারাপ
জিনিসগুলি ঘটবে। 15যদি তোমরা আমার বিধিসমূহ
এবং আজ্ঞাগুলি মানতে অস্বীকার কর, তার অর্থ তোমরা
আমার চুক্তি ভঙ্গ করেছো। 16যদি তোমরা তা করো,
সেক্ষেত্রে আমি ভয়ঙ্কর সব বিষয় ঘটাবো, আমি
তোমাদের মধ্যে আনবো রোগ এবং জ্বর। সেগুলি
তোমাদের চোখ নষ্ট করবে এবং তোমাদের প্রাণ নেবে।
তোমরা বৃথাই বীজ বপন করবে, কারণ তোমাদের
শত্রুরা তোমাদের শস্যসমূহ খেয়ে নেবে। 17আমি
তোমাদের বিরুদ্ধে যাব, তাই তোমাদের শত্রুরা
তোমাদের পরাজিত করবে। সেইসব শত্রুরা তোমাদের
ঘৃণা করবে এবং শাসন করবে। এমন কি তোমাদের
কেউ তাড়া না করলেও তোমরা পালাতে থাকবে।

18"এই সমস্ত কিছুর পরও যদি তোমরা আমাকে
মান্য না করো, তবে আমি তোমাদের পাপসমূহের
জন্য সাতগুণ বেশী শাস্তি দেবো। 19এবং যা তোমাদের
গর্বিত করে সেই শহরগুলিকেও আমি ধ্বংস করে দেবো।
আকাশ বৃষ্টি দেবে না এবং মাটিও শস্য জন্মাবে না।
20তোমরা কঠিন পরিশ্রম করবে, কিন্তু তা তোমাদের
সাহায্য করবে না। তোমাদের জমি কোন শস্য দেবে না
এবং তোমাদের গাছগুলিতে ফল ফলবে না।

21“যদি তা সত্ত্বেও তোমরা আমার বিরুদ্ধে থাকো
এবং আমাকে মান্য করার ব্যাপারে অস্বীকার করো,
আমি তোমাদের সাতগুণ কঠিন আঘাত করব। তোমরা
যত পাপ করবে, তত শাস্তি পাবে। 22আমি তোমাদের
বিরুদ্ধে বুনো জন্তুদের পাঠাবো। তারা তোমাদের কাছ
থেকে ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নেবে, তোমাদের প্রাণীদের
ধ্বংস করবে এবং তোমাদের অনেককে হত্যা করবে।
লোকেরা হাঁটাচলা করতে ভয় পাবে — রাস্তাঘাট ফাঁকা
হয়ে যাবে।

23“ঐ সমস্ত কিছুর পরও তোমরা যদি উচিৎ শিক্ষা
না পাও এবং তারপরও যদি আমার বিরুদ্ধে যাও,
24তাহলে আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে যাবো। আমি নিজে
তোমাদের পাপসমূহের সাতগুণ শাস্তি দেব। 25চুক্তিভঙ্গ
করার শাস্তি দিতে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের
আনবো। তোমরা তোমাদের নিরাপত্তার জন্য শহরে
যাবে; কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী আনবো
এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের পরাজিত করবে।
26আমি তোমাদের খাদ্য যোগানো বন্ধ করে দিলে একটি
মাত্র উনুনে দশজন মহিলা তাদের সমস্ত রুটি সেঁকতে
পারবে। তারা তোমায় মেপে খেতে দেবে তাই তোমরা
আহার করবে কিন্তু তবু ক্ষুধার্ত থাকবে।

27“তা সত্ত্বেও তোমরা যদি আমার কথা শুনতে
অস্বীকার করো এবং যদি তবু আমার বিরুদ্ধাচারণ
করো, 28তাহলে আমি সত্যিই তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ
হবো এবং তোমাদের পাপসমূহের জন্য সাতগুণ শাস্তি
দেব। 29তোমরা এত বেশী ক্ষুধার্ত হবে যে তোমরা
তোমাদের ছেলেদের এবং মেয়েদের ভক্ষণ করবে।
30আমি তোমাদের উচ্চ স্থানগুলিকে,* মূর্ত্তির
স্থানসমূহকে ধ্বংস করব। আমি সুগন্ধী উৎসর্গ করার
বেদীগুলি নষ্ট করে দেব। আমি তোমাদের
মৃতদেহগুলিকে তোমাদের মূর্ত্তির ওপর ফেলে দেব।
আমার কাছে তোমরা হবে নিদারুণ বিরক্তিকর। 31আমি
তোমাদের শহরগুলি ধ্বংস করব, তোমাদের পবিত্র
স্থানগুলিকে ফাঁকা করে দেবো। আমি তোমাদের
নৈবেদ্যসমূহের সুগন্ধের গন্ধ আর নেবো না। 32আমি
তোমাদের দেশকে ফাঁকা করব এবং তোমাদের শত্রুরা
যারা সেখানে বসবাস করতে আসে তারা তাই দেখে
চমকে উঠবে। 33আমি তোমাদের জাতিগুলির মধ্যে
ছড়িয়ে দেব এবং আমার তরোয়াল বের করে তোমাদের
ধ্বংস করব। তোমাদের দেশ ধ্বংসস্থানে পরিণত হবে
এবং শহরগুলি উৎসন্নে যাবে।

34“তোমরা তোমাদের শত্রুর দেশে আনীত হবে।
তোমাদের দেশ হবে শূন্য, সুতরাং তোমাদের জমি
নিয়ম অনুযায়ী তার বিশ্রাম পাবে। জমি তার বিশ্রাম
সময়কে উপভোগ করবে। 35বিধি বলে প্রতি সাত বছরে
জমি এক বছর বিরাম পাবে। জমি শূন্য থাকার সময়ে
বিরাম পাবে যা সেখানে তোমরা বাস করার সময়
তাকে দাও নি। 36প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা* তাদের
শত্রুর দেশে নিজেদের সাহস হারাবে। তারা প্রত্যেক
বিষয়ে আতঙ্কিত হবে। বাতাসে নড়া পাতার শব্দই
তাদের ছুটে পালানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে। তারা এমনভাবে
দৌড়াতে থাকবে যেন কেউ তাদের তরবারি নিয়ে তাড়া
করছে। এমন কি কেউ তাড়া না করলেও তারা উল্টে
পড়বে। 37কেউ পিছনে না তাড়া করলেও তরবারির
ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে তারা একে অপরের গায়ে উল্টে
পড়বে।

“শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো শক্তি তোমাদের
হবে না। 38অন্য দেশগুলির মধ্যে তোমরা হারিয়ে যাবে।
তোমাদের শত্রুদের দেশে তোমরা মুছে যাবে। 39প্রাণে
বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট লোকেরা শত্রুদের রাজ্যগুলিতে
তাদের নিজেদের পাপে এবং পূর্বপুরুষদের পাপে ক্ষয়ে
যাবে।

আশা ভরসার কথা

40“কিন্তু হতে পারে লোকেরা তাদের পাপসমূহ
স্বীকার করবে এবং হয়তো তারা তাদের পূর্বপুরুষদের
পাপসমূহকে স্বীকার করবে। তারা হয়তো স্বীকার করবে
যে তারা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিল এবং আমার
বিরুদ্ধে গিয়ে পাপ করেছিল। 41এবং তাই আমি ও
তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিলাম এবং শত্রুদের রাজ্যে তাদের
এনেছিলাম। এরপর যদি তারা নম্র হয় এবং তাদের
পাপের জন্য দেওয়া শাস্তিকে গ্রহণ করে, 42তাহলে
যাকোবের সঙ্গে আমার করা সেই চুক্তিকে আমি স্মরণ
করব। আমি ইস্হাকের সঙ্গে করা চুক্তিকে স্মরণ করব
এবং অব্রাহামের সঙ্গে করা চুক্তিকে স্মরণ করব। আমি
দেশকে স্মরণ করব।

43“দেশ শূন্য হয়ে যাবে এবং ধ্বংসস্থান তার বিশ্রামের
সময় উপভোগ করবে। তখন অবশিষ্ট জীবিতরা তাদের
পাপের শাস্তিকে মেনে নেবে। তারা বুঝবে যে তারা
আমার বিধিসমূহকে ঘৃণা করেছিল এবং আমার
নিয়মাবলীকে মানতে অস্বীকার করেছিল বলে শাস্তি
পেয়েছিল। 44কিন্তু এর পরেও শত্রুদের দেশে
থাকাকালীন তারা যদি আমার কাছে সাহায্যের জন্য
ফিরে আসে আমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।
আমি তাদের কথা শুনবো। আমি তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস
করব না। আমি তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি ভঙ্গ করব
না কারণ আমিই প্রভু তাদের ঈশ্বর! 45তাদের ভালোর
জন্যই আমি তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে করা চুক্তি
স্মরণ করব। আমি অন্য জাতিদের সামনেই মিশর দেশ
থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের এনেছিলাম, যাতে আমি
তাদের ঈশ্বর হতে পারি। আমিই প্রভু।”

46ঐগুলি হল বিধি, নিয়ম এবং শিক্ষামালা যা প্রভু
ইস্রায়েলের লোকেদের দিয়েছিলেন। প্রভু সীনয় পর্বতে
ঐ বিধিগুলিকে দিয়েছিলেন এবং মোশি সেগুলি
লোকেদের জানিয়েছিলেন।

উচ্চ স্থানগুলিকে ঈশ্বর অথবা মূর্ত্তির উপাসনার জায়গা। এগুলি সাধারণতঃ পাহাড় বা পর্বতের ওপর হত।

প্রাণে … ব্যক্তিরা লোকেরা যারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। এখানে এর অর্থ ইহুদী লোকেরা তাদের জমি ধ্বংসের সময় রক্ষা পেয়েছিল এবং তাদের শত্রুদের দেশে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রতিশ্রুতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ

27 প্রভু মোশিকে বললেন, [2]“ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: এক ব্যক্তি প্রভুর কাছে বিশেষ মানত হিসাবে কোন ব্যক্তিকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। ঐ লোকটি তখন বিশেষ পদ্ধতিতে প্রভুর সেবা করবে। ঐ লোকটির জন্য যাজক অবশ্যই মূল্য ঠিক করবে। লোকটিকে ফেরত পেতে হলে এই দাম দিতে
হবে। [3]কুড়ি থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যেকার একজন পুরুষের দাম রূপোর 50 শেকেল। (তোমরা অবশ্যই পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে রূপোর মাপ ব্যবহার
করবে।) [4]একজন স্ত্রীলোকের মূল্য অর্থাৎ 20 থেকে
60 বছর বয়সীর দাম 30 শেকেল। [5]পাঁচ থেকে কুড়ি বছর বয়সী একজন পুরুষের দাম 20 শেকেল। 5 থেকে 20 বছর বয়সী একজন স্ত্রীলোকের দাম 10 শেকেল।
[6]একমাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী এক ছোট ছেলের দাম 5 শেকেল। একটি ছোট মেয়ের দাম হল 3 শেকেল।
[7]ষাট বছরের বৃদ্ধ বা তার থেকে বেশী বয়সের মানুষের দাম হল 15 শেকেল। একজন স্ত্রীলোকের মূল্য 10 শেকেল।

[8]“যদি কোন মানুষ এত গরীব হয় যে দাম দিতে অক্ষম, তাহলে সেই লোকটিকে যাজকের কাছে নিয়ে এসো। কত অর্থ লোকটি দিতে সক্ষম হবে, তা যাজক ঠিক করবে।

প্রভুর প্রতি উপহারসমূহ

[9]“যদি কোন ব্যক্তি তার পশুগুলির মধ্যে কোন একটিকে প্রভুর প্রতি উৎসর্গ হিসাবে নিয়ে আসে, তাহলে সেই ধরণের সব পশু হবে পবিত্র। [10]লোকটি প্রভুকে যে প্রাণীটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার জায়গায় অন্য প্রাণী যেন না রাখে, খারাপ পশুর জায়গায় একটা ভাল পশু দিয়ে বা ভাল পশুর জায়গায় একটা খারাপ পশু দিয়ে সে যেন বদলাবার চেষ্টা না করে। যদি এই ব্যক্তি প্রাণীসমূহ বদলের চেষ্টা করে, তাহলে দুটি প্রাণীই পবিত্র হবে। দুটি প্রাণী প্রভুর অধিকারে যাবে।

[11]“অশুচি বলে যে সব প্রাণী ঈশ্বরের প্রতি নৈবেদ্য হিসেবে প্রদত্ত হতে পারে না, যদি কোন ব্যক্তি সেইসব অশুচি প্রাণীদের একটি প্রভুর কাছে আনে, তাহলে সেই প্রাণীটিকে অবশ্যই যাজকের কাছে আনতে হবে।
[12]যাজক সেই প্রাণীটির জন্য একটি দাম নির্দিষ্ট করবে। প্রাণীটি যদি ভাল বা মন্দ হয়, তাতে কোন আসে যায় না। যদি যাজক একটি মূল্য ঠিক করে তাতে সেটা হবে প্রাণীটির মূল্য। [13]যদি লোকটি প্রাণীটিকে কিনে ফেরত নিতে চায়, তাহলে সে অবশ্যই দামের পাঁচভাগের এক ভাগ ঐ দামের সঙ্গে যোগ করবে।

বাড়ীর মূল্য

[14]“যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র বিষয় হিসেবে তার বাড়ীটি প্রভুর প্রতি উৎসর্গ করে, তাহলে যাজক অবশ্যই তার দাম ঠিক করবে। বাড়ীটি ভালো বা খারাপ, তাতে কিছু যায় আসে না। যদি যাজক কোন দাম নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে তা হবে বাড়ীটির দাম। [15]কিন্তু দাতা যদি তা ফেরত পেতে চায়, তাহলে সে অবশ্যই ঐ দামের ওপর দামের পাঁচ ভাগের একভাগ যোগ করবে। তাতে বাড়ীটি লোকটির অধিকারে যাবে।

সম্পত্তির মূল্য

[16]“যদি এক ব্যক্তি প্রভুর কাছে তার জমির অংশ উৎসর্গ করতে চায়, তবে ঐ জমির মূল্য নির্ভর করবে তা চাষ করতে কি পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয় তার ওপর। প্রতি হোমার* এক বড় ঝুড়ি যবের বীজের জন্য এর মূল্য হবে রূপোর 50 শেকেল। [17]যদি ব্যক্তিটি জুবিলী বছরের মধ্যে তার জমি ঈশ্বরকে দেয়, তাহলে তার দাম যাজক যা ঠিক করবে তাই হবে। [18]কিন্তু যদি লোকটি জুবিলীর পরে দেয়, তাহলে যাজক অবশ্যই তার প্রকৃত দাম গণনা করবে। পরবর্তী জুবিলী পর্যন্ত বছরের সংখ্যা গণনা করে দাম নির্ণয় করতে সেই সংখ্যা অবশ্যই ব্যবহার করবে। [19]যদি লোকটি তা কিনে ফেরত পেতে চায়, তাহলে সে ঐ দামের ওপর পাঁচ ভাগের এক ভাগ যোগ করবে। তাহলে জমি আবার সেই ব্যক্তির অধিকারে যাবে। [20]যদি ব্যক্তিটি জমি কিনে ফেরত না নেয় তবে তা যাজকদের দখলে থাকবে। যদি জমি অপর কাউকে বিক্রয় করা হয়, তাহলে প্রথম ব্যক্তি জমি কিনে ফেরত পেতে পারবে না।
[21]যদি ব্যক্তিটি জমি কিনে ফেরত না নিয়ে থাকে, তাহলে জুবিলী বছরে জমিটি প্রভুর কাছে পবিত্র হয়ে থাকবে – এটা যাজকের কাছে চিরকালের জন্য থেকে যাবে। এটা হবে প্রভুর কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত জমির মত।

[22]যদি কোন ব্যক্তি তার কেনা জমি প্রভুকে উৎসর্গ করে এবং যদি তা তার পারিবারিক সম্পত্তির অংশ না হয়, [23]তাহলে যাজক অবশ্যই জুবিলী বছর পর্যন্ত বছর গণনা করে জমির দাম ঠিক করবে। এই মূল্য সেই দিনই লোকটিকে দিতে হবে আর এই অর্থ প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র। [24]জুবিলী বছরে জমি আদি মালিকের কাছে অর্থাৎ যে পরিবার জমির মালিক তার কাছে ফিরে যাবে।

[25]তোমরা অবশ্যই সেই সব দাম মেটাতে পবিত্র স্থানের মাপ ব্যবহার করবে। সেই মাপে এক শেকেলের ওজন হল 20 গেরা।

প্রাণীদের মূল্য

[26]“প্রথমজাত প্রাণী, সে গোরু বা মেষ হোক তাকে প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তা তো প্রভুরই। [27]কিন্তু সেই প্রথমজাত প্রাণী একটি অপবিত্র প্রাণী হলে লোকটি অবশ্যই ঐ প্রাণীকে কিনে ফেরত নেবে। যাজক প্রাণীর দাম নির্দ্ধারণ করবে এবং ব্যক্তিটি অবশ্যই সেই দামের সঙ্গে দামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ যোগ করবে। যদি ব্যক্তিটি সেই প্রাণীটিকে

হোমার এক হোমার প্রায় 18 কেজি। শুকনো জিনিষের ওজন যা প্রায় 6 বুশেলের সমান।

কিনে ফেরত না নেয় তাহলে যাজক প্রাণীটির যে দাম নির্দিষ্ট করেছে সেই দামে অবশ্যই বিক্রয় করে দেবে।

বিশেষ উপহারসমূহ

28"এক বিশেষ ধরণের উপহার* আছে যা লোকেরা প্রভুকে দেয়। সেই উপহার একমাত্র প্রভুর অধিকারেই থাকে। সেই উপহারকে কিনে নেওয়া বা বিক্রয় করা যাবে না। সেই উপহার থাকে প্রভুর অধিকারে। সেই ধরণের উপহারের মধ্যে পড়ে মানুষ, প্রাণী এবং পারিবারিক সম্পত্তি থেকে আগত জমি।

29"প্রভুর প্রতি বিশেষ ধরণের উপহার যদি কোন ব্যক্তি হয় তা হলে তাকে মুক্ত করা যাবে না। সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই হত হতে হবে।

30"সমস্ত শস্যের দশমাংশ প্রভুর অধিকারে থাকে। এর অর্থ হলো, জমি থেকে কেটে আনা শস্য এবং গাছ থেকে আনা ফল ফলাদি, এসবের দশমাংশ প্রভুর অধিকারভুক্ত।
31সুতরাং যদি একজন লোক তার দশমাংশ ফেরত পেতে চায়, তবে সে অবশ্যই এর দামের পাঁচ ভাগের একভাগ যোগ করবে এবং তারপর তা কিনে নেবে।

32"যাজকরা প্রত্যেক ব্যক্তির গোরু বা মেষদের মধ্যে থেকে প্রতি দশটির জন্য একটি করে প্রাণী নেবে এবং তা হবে প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র।
33পছন্দ করা প্রাণীটি ভাল না খারাপ এই সব পরীক্ষা চলবে না এবং একটির পরিবর্তে অন্য প্রাণী দেওয়া যাবে না। যদি সে অন্য প্রাণী দিয়ে তা বদলাতে মনস্থ করে, তাহলে দুটি প্রাণীই প্রভুর অধিকারে থাকবে। ঐ প্রাণীকে কিনে নিতে পারবে না।"

34এইগুলি ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য সীনয় পর্বত থেকে মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশসমূহ।

বিশেষ ... উপহার এটা সাধারণতঃ যুদ্ধে পাওয়া জিনিসপত্রকে বোঝায়। ঐ জিনিসগুলি (উপহারগুলি) শুধুমাত্র প্রভুরই, সুতরাং সেগুলি আর কোন কিছুর জন্যেই ব্যবহার করা যেত না।

গণনাপুস্তক

মোশি ইস্রায়েলের লোকসংখ্যা গণনা করলেন

1 প্রভু সমাগম তাঁবুতে মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সীনয় মরুভূমিতে সেটা অবস্থিত ছিল। ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর ত্যাগ করবার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনটিতে এই সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রভু মোশিকে বললেন:

2“ইস্রায়েলের সমস্ত লোকসংখ্যা গণনা করো। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের সাথে তার পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠী তালিকাভুক্ত করো। 3তুমি এবং হারোণ ইস্রায়েলের পুরুষদের মধ্যে যাদের বয়স 20 বছর অথবা তার বেশী তাদের সকলকেই গণনা করবে। (এরাই সেইসব মানুষ যারা ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীতে কাজ করতে পারে।) তাদের গোষ্ঠী অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করো।

4প্রত্যেকটি পরিবারগোষ্ঠী থেকে একজন ব্যক্তি তোমাকে সাহায্য করবে। এই ব্যক্তিটিই হবে তার পরিবারগোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা। 5এই নামগুলি হচ্ছে সেইসব লোকের যারা তোমার পাশে থাকবে এবং তোমাকে সাহায্য করবে:

রূবেণের পরিবারগোষ্ঠী থেকে শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর;

6শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল।

7যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী থেকে অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন;

8ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠী থেকে সূয়ারের পুত্র নথনেল।

9সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে হেলোনের পুত্র ইলীয়াব;

10যোষেফের উত্তরপুরুষ ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠী থেকে অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা;

মনঃশির পরিবারগোষ্ঠী থেকে পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল;

11বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে গিদিয়োনির পুত্র অবীদান;

12দানের পরিবারগোষ্ঠী থেকে অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর;

13আশেরের পরিবারগোষ্ঠী থেকে অক্রণের পুত্র পগীয়েল;

14গাদের পরিবারগোষ্ঠী থেকে দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ;

15নপ্তালীর পরিবারগোষ্ঠী থেকে ঐনমের পুত্র অহীরঃ।”

16ওপরে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তাদের গোষ্ঠীর নেতা। তাদের পরিবারগোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা হিসেবে লোকেরা তাদেরই মনোনীত করেছিলেন। 17যারা সর্বময় কর্তা হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন, মোশি এবং হারোণ তাদেরই বেছে নিলেন। 18এবং মোশি ও হারোণ ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের একসঙ্গে জড়ো করলেন। তখন লোকেদের তাদের পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হল। 20 বছর অথবা তার ওপরে প্রত্যেক পুরুষের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল। 19প্রভু যা আদেশ করেছিলেন মোশি ঠিক তাই করেছিলেন। লোকেরা যখন সীনয় মরুভূমিতে ছিল মোশি তখনই তাদের গণনা করেছিলেন।

20তারা রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল। (রূবেণ ছিলেন ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র।) 20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের নাম তাদের পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 21রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 46,500 জন।

22তারা শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠী গণনা করেছিল। 20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের নাম তাদের পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 23শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 59,300 জন।

24তারা গাদের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল। 20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের নাম তাদের পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 25গাদের পরিবারগোষ্ঠীর মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 45,650 জন।

26তারা যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল। 20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের নাম তাদের পরিবার ও পরিবাগোষ্ঠী অনুসারেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 27যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীর মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 74,600 জন।

28তারা ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল। 20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের নাম তাদের পরিবার ও পরিবাগোষ্ঠী অনুসারেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 29ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠীর মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 54,400 জন।

30তারা সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল।
20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের
নাম নিজ নিজ পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 31সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠীর
মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 57,400 জন।

32তারা ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল।
(ইফ্রয়িম ছিলেন যোষেফের পুত্র।) 20 বছর বয়স্ক
অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা সেনাবাহিনীতে
কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের নাম নিজ নিজ
পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই তালিকাভুক্ত করা
হয়েছিল। 33ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠীর মোট পুরুষের
সংখ্যা ছিল 40,500 জন।

34তারা মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল।
(মনঃশি ছিলেন যোষেফের অপর এক পুত্র।) 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের
নাম নিজ নিজ পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 35মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর
মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 32,200 জন।

36তারা বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল।
20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের
নাম নিজ নিজ পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 37বিন্যামীনের
পরিবারগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা ছিল 35,400 জন।

38তারা দানের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল। 20
বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের
নাম নিজ নিজ পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 39দানের পরিবারগোষ্ঠীর
মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 62,700 জন।

40তারা আশের পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল। 20
বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের
নাম নিজ নিজ পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 41আশের পরিবারগোষ্ঠীর
মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 41,500 জন।

42তারা নপ্তালির পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করেছিল।
20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে সমস্ত পুরুষ যারা
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের
নাম নিজ নিজ পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 43নপ্তালির পরিবারগোষ্ঠীর
মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 53,400 জন।

44মোশি, হারোণ এবং ইস্রায়েলের বারোজন সর্বময়
কর্তা এই লোকসংখ্যা গণনা করেছিলেন। (প্রত্যেকটি
পরিবারগোষ্ঠীর থেকে একজন করে সর্বময় কর্তা
ছিলেন।) 45তারা 20 বছর বয়স্ক অথবা তার ওপরে
প্রত্যেক পুরুষের গণনা করেছিল, যারা সেনাবাহিনীতে
কাজ করতে সক্ষম। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পরিবার
অনুসারেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। 46গণিত
লোকেদের মোট পুরুষের সংখ্যা ছিল 6,03,550 জন।

47ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে লেবীয়
পরিবারগোষ্ঠীভুক্ত পরিবারদের গণনা করা হয় নি। 48প্রভু
মোশিকে বললেন: 49"লেবির পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের
গণনা করবে না অথবা ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের
সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করবে না। 50লেবীয়দের চুক্তির পবিত্র
তাঁবুর এবং তার সমস্ত জিনিসের দায়িত্ব রাখ। তারা
অবশ্যই পবিত্র তাঁবুর সাথে তার সব জিনিসপত্র বহন
করবে ও তার যত্ন নেবে এবং পবিত্র তাঁবুর চারপাশেই
শিবির স্থাপন করবে। 51যখনই পবিত্র তাঁবু স্থানান্তরিত
হবে, লেবীয়রাই এটাকে স্থানান্তরিত করবে। যখনই
বিরতির সময় পবিত্র তাঁবুর প্রতিষ্ঠা করা হবে তখন
অবশ্যই লেবীয়রা এটিকে প্রতিষ্ঠা করবে। একমাত্র তারাই
পবিত্র তাঁবুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। লেবীয় পরিবারগোষ্ঠী
বহির্ভূত কোনো ব্যক্তি যদি তাঁবুর যত্নের ব্যাপারে সচেষ্ট
হয়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। 52ইস্রায়েলের লোকেরা
তাদের আলাদা গোষ্ঠীতে শিবির স্থাপন করবে। প্রত্যেক
ব্যক্তি তার পারিবারিক পতাকার কাছাকাছি থাকবে।
53লেবীয়রা চুক্তির পবিত্র তাঁবুর চারপাশে তাদের শিবির
স্থাপন করবে। তাহলে ইস্রায়েলের জনগোষ্ঠীর প্রতি
ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। তারা পবিত্র তাঁবুর
দায়িত্বে থাকবে এবং তা পাহারা দেবে।"

54সুতরাং প্রভু মোশিকে যা আদেশ করেছিলেন,
ইস্রায়েলের লোকেরা সেই অনুসারে সব কিছু করেছিল।

শিবিরের ব্যবস্থা

2 প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন: 2"ইস্রায়েলীয়রা
সমাগম তাঁবুর চারপাশে কিছুটা দূরত্ব রেখে তাদের
শিবির তৈরী করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর নিজস্ব
পতাকার কাছে শিবির স্থাপন করবে।"

3"পূর্বদিকে যেদিকে সূর্যোদয় হয়, সেদিকে থাকবে
যিহূদার শিবিরের পতাকা। যিহূদার লোকেরা এই
পতাকার কাছেই শিবির স্থাপন করবে। অম্মীনাদবের
পুত্র নহশোন হলেন যিহূদার লোকেদের নেতা। 4তার
দলে পুরুষের সংখ্যা 74,600 জন।

5"যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর ঠিক পরেই ইষাখরের
পরিবারগোষ্ঠী শিবির স্থাপন করবে। সূয়ারের পুত্র নথনেল
ইষাখরের লোকেদের নেতা। 6তার দলে পুরুষের সংখ্যা
54,400 জন।

7"যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীর ঠিক পরেই সবূলূনের
পরিবারগোষ্ঠীও শিবির স্থাপন করবে। হেলোনের পুত্র
ইলীয়াব সবূলূনের লোকেদের নেতা। 8তার দলে পুরুষের
সংখ্যা 57,400 জন।

9"যিহূদার শিবিরের মোট লোকসংখ্যা 1,86,400
জন। এদের বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা
হয়েছে। স্থানান্তরে ভ্রমণ করার সময় যিহূদার গোষ্ঠী
প্রথমে অগ্রসর হবে।

10"পবিত্র তাঁবুর দক্ষিণ দিকে রূবেণের শিবিরের
পতাকা থাকবে। প্রত্যেক গোষ্ঠী তার পতাকার কাছে

শিবির স্থাপন করবে। শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর হলেন
রূবেণের লোকদের নেতা। 11এই দলে পুরুষের সংখ্যা
46,500 জন।
12“রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর ঠিক পরেই শিমিয়োনের
পরিবারগোষ্ঠী শিবির স্থাপন করবে। সূরীশদ্দেয়ের পুত্র
শলুমীয়েল হলেন শিমিয়োনের লোকেদের নেতা। 13এই
দলে পুরুষের সংখ্যা 59,300 জন।
14“রূবেণের লোকেদের শিবিরের ঠিক পরেই গাদের
পরিবারগোষ্ঠী শিবির স্থাপন করবে। দূয়েলের পুত্র
ইলীয়াসফ হলেন গাদের লোকেদের নেতা। 15এই দলে
পুরুষের সংখ্যা 45,650 জন।
16“রূবেণের শিবিরের এই গোষ্ঠীগুলির মোট পুরুষের
সংখ্যা 1,51,450 জন। স্থানান্তরে ভ্রমণকালে রূবেণের
শিবিরের লোকেরা দ্বিতীয় স্থানে থাকবে।
17“ভ্রমণকালে লেবীয় লোকেরা রূবেণের লোকেদের
ঠিক পরেই থাকবে। অন্যান্য শিবিরের মাঝখানে সমাগম
তাঁবু তাদের সঙ্গেই থাকবে। এমনকি ভ্রমণের সময়েও
লোকেরা তাদের শিবিরগুলি একই ক্রমানুসারে স্থাপন
করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পারিবারিক পতাকার কাছে
থাকবে।
18“ইফ্রয়িম শিবিরের পতাকা পশ্চিম দিকে থাকবে।
ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠী এই পতাকার কাছেই শিবির
স্থাপন করবে। অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা হলেন
ইফ্রয়িমের লোকেদের নেতা। 19এই দলে পুরুষের সংখ্যা
40,500 জন।
20“ইফ্রয়িমের পরিবারের ঠিক পরেই মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠী শিবির স্থাপন করবে। পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল হলেন মনঃশি লোকেদের নেতা। 21এই দলে
পুরুষের সংখ্যা 32,200 জন।
22“ইফ্রয়িমের পরিবারের ঠিক পরেই বিন্যামীনের
পরিবারগোষ্ঠীও শিবির স্থাপন করবে। গিদিয়োনির পুত্র
অবীদান হলেন বিন্যামীনের লোকেদের দলপতি। 23এই
দলে পুরুষের সংখ্যা 35,400 জন।
24“ইফ্রয়িমের শিবিরে সেনাদল হিসাবে যাদের গণনা
করা হয়েছিল তাদের মোট পুরুষের সংখ্যা 1,08,100
জন। স্থানান্তরে ভ্রমণকালে এদের পরিবার তৃতীয় স্থানে
থাকবে।
25“দানের শিবিরের পতাকা তাঁবুর উত্তর দিকে
থাকবে। দানের পরিবারগোষ্ঠী এই শিবিরেই থাকবে।
অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর হলেন দানের লোকেদের
নেতা। 26এই গোষ্ঠীর পুরুষের সংখ্যা 62,700 জন।
27“আশের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা দানের
পরিবারগোষ্ঠীর ঠিক পরেই শিবির স্থাপন করবে।
অক্রণের পুত্র পগীয়েল হলেন আশেরের লোকেদের
নেতা। 28এই দলে পুরুষের সংখ্যা 41,500 জন।
29“নপ্তালির পরিবারগোষ্ঠী দানের পরিবারগোষ্ঠীর
ঠিক পরেই শিবির স্থাপন করবে। ঐননের পুত্র অহীরঃ
হলেন নপ্তালির লোকেদের নেতা। 30এই দলে পুরুষের
সংখ্যা 53,400 জন। 31দানের শিবিরের মোট পুরুষের
সংখ্যা 1,57,600 জন। স্থানান্তরে ভ্রমণকালে এরা
সকলের শেষে থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পারিবারিক
পতাকার সঙ্গে থাকবে।”
32সুতরাং এরাই হলেন ইস্রায়েলের জনগণ। পরিবার
অনুসারে তাদের গণনা করা হতো। শিবিরে গোষ্ঠী
অনুসারে গণনাকৃত ইস্রায়েলের মোট পুরুষের সংখ্যা
6,03,550 জন। 33মোশি প্রভুর কথা মান্য করলেন
এবং ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে লেবীয়
লোকেদের গণনা করলেন না।
34প্রভু মোশিকে যা যা বলেছিলেন, ইস্রায়েলের
লোকেরা তার প্রত্যেকটিই পালন করেছিলেন। প্রত্যেক
গোষ্ঠী তার নিজস্ব পতাকার কাছেই শিবির স্থাপন করত
এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠীর
সঙ্গেই যাত্রা করত।

হারোণের যাজক পরিবার

3 এ হল হারোণ এবং মোশির পারিবারিক ইতিহাস,
যে সময়ে সীনয় পর্বতের ওপর প্রভু মোশির সঙ্গে
কথা বলেছিলেন।
2হারোণের চার পুত্র ছিল। নাদব ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র।
বাকী তিনজন হলেন অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর।
3এই চারজন পুত্রই যাজক হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন।
যাজক হিসেবে প্রভুকে সেবা করার বিশেষ দায়িত্ব
এদের দেওয়া হয়েছিল। 4কিন্তু প্রভুকে সেবা করার
সময় পাপ করার দরুণ নাদব এবং অবীহূর মৃত্যু হয়েছিল।
উৎসর্গের সময় প্রভু যে আগুন ব্যবহার করার অনুমতি
দেন নি তারা সেই আগুন ব্যবহার করেছিল। এই কারণেই
সীনয় মরুভূমিতে নাদব এবং অবীহূরের মৃত্যু হয়েছিল।
তাদের কোনো পুত্র ছিল না, এই কারণে ইলীয়াসর
এবং ঈথামর তাদের স্থান নিয়েছিলেন এবং যাজক
হিসেবে প্রভুর সেবা করেছিলেন। তাদের পিতা
হারোণের জীবদ্দশাতেই এই সকল ঘটনা ঘটেছিল।

লেবীয়গণ যাজকদের সহায়ক

5প্রভু মোশিকে বললেন, 6“লেবির পরিবারগোষ্ঠীকে
নিয়ে এসো। তাদের সবাইকে যাজক হারোণের কাছে
নিয়ে এসো। তারাই হারোণকে সাহায্য করবে। 7সমাগম
তাঁবুতে যখন হারোণ ঈশ্বরের সেবা করবেন সেই সময়
এই লেবীয়রা তাকে সাহায্য করবে। পবিত্র তাঁবুতে
উপাসনা করতে আসা ইস্রায়েলীয়দের এই লেবীয়রা
সাহায্য করবে। 8ইস্রায়েলীয়রা সমাগম তাঁবুর প্রত্যেকটি
জিনিস রক্ষা করবে, এটাই তাদের কর্তব্য। এই সকল
দ্রব্যসামগ্রীর রক্ষার মধ্যে দিয়েই লেবীয়রা
ইস্রায়েলীয়দের সাহায্য করবে। পবিত্র তাঁবুতে এটাই
হবে তাদের উপাসনার পদ্ধতি।
9“হারোণ এবং তার পুত্রদের কাছে লেবীয়দের দাও।
ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্য থেকে একমাত্র লেবীয়দেরই
হারোণ এবং তার পুত্রদের সাহায্য করার জন্য মনোনীত
করা হয়েছে।
10“যাজক হিসেবে হারোণ এবং তার পুত্রদের নিয়োগ
করো। তারা অবশ্যই তাদের কর্তব্য পালন করবে এবং

যাজক হিসেবে কাজ করবে। অন্য যে কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র দ্রব্যসামগ্রীর কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করে তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।”

11প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 12“আমি তোমাকে বলেছিলাম যে ইস্রায়েলের প্রত্যেক পরিবার তাদের জ্যেষ্ঠপুত্রকে অবশ্যই আমার কাছে দেবে কিন্তু এখন আমি লেবীয়দেরই আমার সেবা করার জন্য মনোনীত করছি, তারা আমারই হবে। সুতরাং ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের আর তাদের জ্যেষ্ঠপুত্রদের আমার কাছে দিতে হবে না।

13“মিশরের সমস্ত প্রথম জাতদের হত্যা করার সময় আমি ইস্রায়েলের সকল প্রথম জাতদের নিজের করে নিয়েছিলাম। জ্যেষ্ঠ সন্তানরা এবং প্রথম জাত পশুরা সকলেই আমার। কিন্তু এখন আমি তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তানদের তোমার কাছে ফেরত দিচ্ছি এবং লেবীয়দের আমার জন্য তৈরী করছি। আমিই প্রভু।”

14প্রভু আবার সীনয়ের মরুভূমিতে মোশির সঙ্গে কথা বললেন। প্রভু বললেন, 15“লেবিগোষ্ঠীর প্রত্যেক পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠীর গণনা করো। এক মাস অথবা তার বেশী বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে গণনা করবে।” 16সুতরাং মোশি প্রভুর কথা পালন করলেন। তিনি তাদের সকলকে গণনা করলেন।

17লেবীয়দের তিন পুত্র ছিল, তাদের নাম হল গের্শোন, কহাৎ এবং মরারি। 18প্রত্যেক পুত্র বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠীর নেতা ছিল।

গের্শোনের পরিবারগোষ্ঠীতে ছিল: লিব্‌নি এবং শিমিয়ি।

19কহাতের পরিবারগোষ্ঠীতে ছিল অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ এবং উষীয়েল।

20মরারির পরিবারগোষ্ঠীতে ছিল মহলি এবং মূশি।

সব পরিবার লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

21গের্শোনের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল লিব্‌নি এবং শিমিয়ির পরিবার। তারা গের্শোনের পরিবারগোষ্ঠীতে ছিল।

22এই দুটি পরিবারগোষ্ঠীতে 7,500 জন পুরুষ এবং ছেলে ছিল যাদের বয়স এক মাসের বেশী। 23গের্শোনের পরিবারগোষ্ঠী সমাগম তাঁবুর পিছনে পশ্চিম দিকে শিবির স্থাপন করেছিল। 24গের্শোনীয়দের পরিবারগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ। 25সমাগম তাঁবুতে গের্শোনের লোকেদের কাজ ছিল পবিত্র তাঁবু, বাইরের তাঁবু এবং আচ্ছাদনের দেখাশোনা করা। সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথের পর্দারও তারা যত্ন নিত। 26তারা প্রাঙ্গণের পর্দার যত্ন নিত এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথের পর্দারও যত্ন নিত। পবিত্র তাঁবু এবং উপাসনা বেদীর চারপাশ ঘিরে এই প্রাঙ্গণটি ছিল এবং তারা পর্দার জন্য ব্যবহার করা হ'ত এমন দড়ি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রেরও যত্ন নিত।

27কহাতের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ এবং উষীয়েলের পরিবার। তারা কহাতের পরিবারগোষ্ঠীতে ছিল। 28এক মাস অথবা তার থেকে বেশী বয়স্ক 8,300 জন পুরুষ* এবং ছেলে এই পরিবারগোষ্ঠীতে ছিল। পবিত্র স্থানের দ্রব্যসামগ্রী দেখাশোনার দায়িত্ব কহাতের লোকেদের ওপর ছিল। 29কহাতের পরিবারগোষ্ঠীগুলিকে পবিত্র তাঁবুর দক্ষিণ দিকের স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই স্থানেই তারা শিবির স্থাপন করেছিল। 30উষীয়েলের পুত্র ইলীষাফণ কহাতের পরিবারগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। 31পবিত্র স্থানের পবিত্রসিন্দুক, টেবিল, বাতিস্তম্ভ, বেদীগুলি এবং পাত্র সকলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাদের ছিল। তারা পর্দা এবং পর্দার সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের ওযত্ন নিত।

32লেবীয়দের যারা নেতা ছিলেন, তাদের ওপর নেতৃত্ব দিতেন যাজক হারোণের পুত্র ইলীয়াসর। পবিত্র দ্রব্যসামগ্রীর যত্নের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাদের দেখাশোনার ভার ছিল ইলীয়াসরের ওপর।

33-34মহলীয় এবং মূশীয় পরিবারগোষ্ঠী মরারি পরিবারের অংশ ছিল। মহলী এবং মূশী পরিবারগোষ্ঠীতে এক মাস অথবা তার বেশী বয়সের 6,200 জন পুরুষ এবং ছেলে ছিল। 35অবীহয়িলের পুত্র সূরীয়েল ছিলেন মরারি পরিবারগোষ্ঠীর নেতা। এই পরিবারগোষ্ঠী পবিত্র তাঁবুর উত্তর দিকে শিবির স্থাপন করেছিল। 36পবিত্র তাঁবুর কাঠামোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ মরারি পরিবারের লোকেদের দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র তাঁবুর কাঠামোর বন্ধনী, স্তম্ভ, ভিত্তি এবং কাঠামোর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যত্নও তারা নিত। 37পবিত্র তাঁবুর চারপাশ ঘিরে যে প্রাঙ্গণ তার সমস্ত স্তম্ভ তাঁবুর খুঁটিগুলি এবং দড়ির যত্নও তারা নিত।

38সমাগম তাঁবুর সামনে অর্থাৎ পূর্বদিকে মোশি, হারোণ এবং তার পুত্ররা পবিত্র তাঁবু স্থাপন করেছিল। তারা ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য পবিত্র অঞ্চলটি রক্ষণাবেক্ষণ করত। অন্য যে কোনো ব্যক্তি পবিত্র স্থানের কাছে আসলে তাকে হত্যা করা হত। 39লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীতে সমস্ত পুরুষ এবং এক মাস অথবা তার বেশী বয়সের সব ছেলের সংখ্যা গণনা করার জন্য মোশি এবং হারোণকে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন। তাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল 22,000 জন।

লেবীয়রা জ্যেষ্ঠ সন্তানদের স্থান নিলো

40প্রভু মোশিকে বললেন, “ইস্রায়েলের সকল প্রথমজাত পুরুষ এবং ছেলের সংখ্যা গণনা করে যাদের বয়স কমপক্ষে এক মাস, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করো। 41আমি প্রভু, আমার জন্য ইস্রায়েলের সকল প্রথমজাত ব্যক্তির পরিবর্তে লেবীয়দের গ্রহণ কর এবং ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথমজাত পশুদের পরিবর্তে লেবীয়দের পশুদের গ্রহণ করো।”

42সুতরাং মোশি প্রভুর আদেশানুযায়ী ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ সন্তানদের সংখ্যা গণনা করলেন। 43তিনি এক

8,300 জন পুরুষ প্রাচীন গ্রীক সংস্করণের কিছু কিছু নকলে আছে 8,300 হিব্রু নকলে আছে 8,600 ।

মাস অথবা তার বেশী বয়সের সকল প্রথমজাত পুরুষ এবং ছেলের নাম তালিকাভুক্ত করলেন। সেই তালিকায় 22,273 জনের নাম ছিল।

44প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 45“ইস্রায়েলের অন্যান্য প্রথমজাত ব্যক্তিদের পরিবর্তে লেবীয়দের নাও এবং অন্যান্য লোকেদের পশুদের পরিবর্তে লেবীয়দের পশুদেরই নাও। লেবীয়রা আমার, আমি প্রভু এই কথা বলেছি। 46সেখানে 22,000 জন লেবীয় আছে কিন্তু অন্যান্য পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তানদের সংখ্যা 22,273 জন অর্থাৎ লেবীয়দের থেকে ইস্রায়েলের আর অন্য পরিবারগুলিতে মোট 273 জন জ্যেষ্ঠ সন্তান বেশী আছে। 47সুতরাং তাদের মুক্ত করতে ইস্রায়েলের লোকেদের কাছ থেকে পবিত্র মন্দিরের অনুমোদিত ওজনের পরিমাপ অনুসারে 273 জনের প্রত্যেকের জন্যে পাঁচ শেকল রূপো সংগ্রহ করো। (পবিত্র স্থানের ওজনানুসারে এক শেকল হলো 20 জিরোহ।) 48সেই রূপো হারোণ এবং তার পুত্রদের দিয়ে দাও। ইস্রায়েলের 273 জন লোকের জন্য এই মূল্য দিতে হবে।”

49অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর 273 জন পুরুষের বদলে জায়গা নেওয়ার মতো লেবীয়দের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং মোশি সেই 273 জনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করলেন। 50ইস্রায়েলের প্রথমজাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোশি রূপো সংগ্রহ করলেন। তিনি পবিত্র স্থানের অনুমোদিত ওজন অনুসারে 1,365 শেকল রূপো সংগ্রহ করেছিলেন। 51মোশি প্রভুর আদেশ মতো হারোণ ও তার পুত্রদের সেই রূপো দিয়েছিলেন।

কহাৎ পরিবারের কাজগুলি

4 প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন, 2“কহাৎ গোষ্ঠীর পরিবারগুলির লোকসংখ্যা গণনা করো। (কহাৎ পরিবারগোষ্ঠী লেবি পরিবারগোষ্ঠীরই একটি অংশ।) 3ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক যে সব পুরুষ সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল তাদের সকলের সংখ্যা গণনা করো। এরা সমাগম তাঁবুতে কাজ করবে। 4সমাগম তাঁবুর ভেতরের পবিত্রতম জিনিসপত্রের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণই হবে তাদের কাজ।

5“যখন ইস্রায়েলের লোকেরা কোনো নতুন জায়গায় ভ্রমণে যাবে, তখন হারোণ এবং তার পুত্ররা অবশ্যই সমাগম তাঁবুতে যাবে এবং পর্দা নামিয়ে সেই পর্দা দিয়ে ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলের লোকেদের চুক্তির পবিত্র সিন্দুকটিকে ঢাকা দিয়ে রাখবে। 6এরপরে তারা এই সমস্ত জিনিসগুলিকে একটি মসৃণ চামড়ার তৈরী আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দেবে। এরপরে তারা অবশ্যই এই চামড়ার ওপর দিয়ে একটি শক্ত নীল কাপড় সমানভাবে ছড়িয়ে দেবে এবং পবিত্র সিন্দুকের আংটার মধ্যে খুঁটিগুলো পরাবে।

7“এরপরে তারা অবশ্যই পবিত্র টেবিলের উপর একটি নীল কাপড় বিছাবে। তারপর তারা থালা, চামচ, বাটি এবং পেয় নৈবেদ্যগুলির পাত্র টেবিলের ওপর রাখবে। টেবিলের ওপরে বিশেষ ধরণের রুটিও রাখবে। 8এই সমস্ত জিনিসপত্রের উপরে তুমি অবশ্যই একটি লাল কাপড় বিছিয়ে দেবে। এরপরে এই সমস্ত জিনিসগুলিকে মসৃণ চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখো। এরপরে টেবিলের আংটার মধ্যে খুঁটিগুলো পরাবে। 9এরপরে তারা অবশ্যই বাতিস্তম্ভ এবং তার বাতিগুলিকে একটি নীল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে। বাতিগুলোকে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় রাখার জন্য যা যা জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কিছুকে এবং বাতির জন্যে প্রয়োজনীয় তেলের পাত্রগুলোকেও তারা অবশ্যই ঢেকে রাখবে। 10তারপর সমস্ত জিনিসগুলোকে মসৃণ চামড়ার মধ্যে মুড়বে। এরপরে তারা অবশ্যই এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে খুঁটিতে পরাবে, যে খুঁটিগুলো বহন করার জন্য ব্যবহৃত হত।

11“তারা অবশ্যই সোনালী বেদীর ওপর একটি নীল কাপড় বিছাবে এবং সেটাকে একটি মসৃণ চামড়া দিয়ে আবৃত করবে। তারপর তারা বহনের জন্য বেদীর ওপরে আংটার মধ্যে খুঁটিগুলো পরাবে।

12“এরপরে তারা পবিত্র স্থানে উপাসনার জন্যে যে সব বিশেষ ধরণের জিনিসপত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করবে। একত্রিত জিনিসপত্রগুলিকে তারা অবশ্যই একটি নীল কাপড়ে মুড়বে। তারপর তারা ঐসব জিনিসগুলিকে মসৃণ চামড়া দিয়ে ঢাকবে। তারপর এগুলোকে বহনের জন্যে একটি কাঠামোর ওপর রাখবে।

13“তারা অবশ্যই পিতলের বেদীর ওপর থেকে ছাই পরিষ্কার করবে এবং বেদীর ওপর একটি বেগুনী কাপড় পাতবে। 14এরপরে তারা উপাসনার জন্যে যে সব জিনিসপত্র ব্যবহৃত হত সেইগুলোকে বেদীর উপরে এক জায়গায় একত্রিত করবে। এগুলো হল আগুন রাখার পাত্র, কাঁটা চামচ, বেলচা এবং বাটি। তারা অবশ্যই এই সকল দ্রব্য সামগ্রী পিতলের বেদীর ওপর রাখবে। এরপর বেদীটি একটি মসৃণ চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকবে। বেদীর উপরের আংটার মধ্যে দিয়ে তারা বহনের জন্য খুঁটিগুলোকে পরাবে।

15“হারোণ এবং তার পুত্ররা পবিত্র স্থানের জিনিসপত্র ঢেকে দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করবে। এরপরে কহাৎ পরিবারের লোকেরা ভিতরে যেতে পারবে এবং ঐ সব জিনিসপত্র বহনের কাজ শুরু করবে। এইভাবে তারা পবিত্র স্থান স্পর্শ করবে না এবং তাদের মৃত্যু হবে না। 16যাজক হারোণের পুত্র ইলীয়াসর, পবিত্র তাঁবুর দায়িত্বে থাকবে। সেই পবিত্র স্থান এবং সেখানকার সকল জিনিসপত্রের দায়িত্ব তার। বাতি জ্বালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় তেল, ধূপধূনো, দৈনন্দিন উৎসর্গীকৃত জিনিসপত্র এবং অভিষেকের তেলের দায়িত্বেও সে থাকবে।” 17এরপর প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন, 18“সাবধান! এই কহাতের পরিবারের লোকেদের উচ্ছেদ কোরো না। 19তুমি নিশ্চয়ই এই কাজগুলো করবে যাতে কহাতের পরিবারের লোকেরা পবিত্রতম স্থানের কাছে যেতে পারে এবং যাতে তাদের মৃত্যু না হয়। হারোণ ও তার পুত্ররা ভেতরে প্রবেশ করে কহাৎ পরিবারের প্রত্যেকটি লোককে তাদের কি করতে হবে এবং কি

বইতে হবে তা দেখিয়ে দেবে। 20যদি তুমি এই কাজ না করো, তাহলে কহাতের লোকেরা হয়তো ভেতরে প্রবেশ করে পবিত্র দ্রব্যাদি দেখতে পারে। যদি তারা ক্ষণিকের জন্যেও ঐসব জিনিসপত্র দেখে, তাহলে তাদের অবশ্যই মরতে হবে।”

গের্শোন পরিবারের কাজগুলি

21প্রভু মোশিকে বললেন, 22“গের্শোন পরিবারের সকল লোকের সংখ্যা গণনা করো। পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে তাদের তালিকাভুক্ত করো। 23সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এমন 30 থেকে 50 বছর বয়স্ক সকল পুরুষের সংখ্যা গণনা করো। সমাগম তাঁবুর রক্ষণাবেক্ষণই হবে তাদের কাজ।

24“এগুলো গের্শোন পরিবারের কাজ। তারা এই সকল দ্রব্যাদি বহন করবে: 25তারা সমাগম তাঁবুর পর্দাগুলো, পবিত্র তাঁবু, এর আচ্ছাদন এবং মসৃণ চামড়ার আচ্ছাদনগুলোকে বহন করবে। তারা পবিত্র তাঁবুর প্রবেশপথের পর্দাও বহন করবে। 26পবিত্র তাঁবু এবং বেদীর চতুর্দিকে যে প্রাঙ্গণ তার পর্দাগুলোকেও তারা বহন করবে। তারা প্রাঙ্গণের প্রবেশপথের পর্দা এবং পর্দার সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী সমস্ত দড়ি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও বহন করবে। এই সকল জিনিসপত্রের সঙ্গে অন্যান্য যা যা কাজকর্মের প্রয়োজন হবে তার দায়িত্বেও থাকবে গের্শোন পরিবারের লোকেরা। 27যে সকল কাজ করা হবে হারোণ এবং তার পুত্ররা তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। গের্শোনের লোকেরা যে সব জিনিসপত্র বহন করবে এবং যে সব কাজ করবে, তার প্রত্যেকটির প্রতি হারোণ এবং তার পুত্ররা লক্ষ্য রাখবে। যে সব জিনিসপত্র তারা বহন করবে তার দায়িত্বও তুমি তাদের দেবে।

28“যাজক হারোণের পুত্র ঈথামরের নির্দেশ অনুসারে সমাগম তাঁবুর জন্যে গের্শোন পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা এই কাজগুলোই করবে।”

মরারি পরিবারের কাজগুলি

29“মরারি পরিবারগোষ্ঠীর সকল পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠীর সকল পুরুষদের গণনা করো। 30সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এমন 30 থেকে 50 বছরের বয়স্ক সব পুরুষের সংখ্যা গণনা করো। সমাগম তাঁবুর জন্যে তারা এই বিশেষ ধরণের কাজ করবে। 31যখন তুমি ভ্রমণ করবে তখন তাদের কাজ হল সমাগম তাঁবুর কাঠামো বহন করা। তারা অবশ্যই পবিত্র তাঁবুর বন্ধনী, স্তম্ভ এবং ভিত্তিগুলোকে বহন করবে। 32প্রাঙ্গণের চারপাশের স্তম্ভগুলি, ভিত্তিগুলি, তাঁবুর খুঁটিগুলি, সমস্ত দড়ি এবং প্রাঙ্গণের চারপাশের খুঁটির জন্যে যা কিছু ব্যবহৃত হয় সবকিছু তারা অবশ্যই বহন করবে। নামের তালিকা তৈরী করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিশ্চিত করে বলে দাও তাকে কোন কোন জিনিস বহন করতে হবে। 33সমাগম তাঁবুর কাজে সেবা করার জন্যেই মরারি পরিবারের লোকেদের এই সব কাজ করতে হবে। তারা যাজক হারোণের পুত্র ঈথামরের নির্দেশ অনুসারে এই কাজগুলি করবে।”

লেবীয় পরিবারগুলি

34মোশি হারোণ এবং ইস্রায়েলের দলনেতারা কহাতের লোকেদের তাদের পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠী অনুসারেই গণনা করেছিলেন। 35ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক যেসব পুরুষ সমাগম তাঁবুতে বিশেষ কাজের দায়িত্বে ছিল তাদের সংখ্যা গণনা করেছিলেন।

36কহাৎ পরিবারের 2,750 জন পুরুষ এই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। 37সুতরাং সমাগম তাঁবুর জন্য বিশেষ ধরণের কাজের দায়িত্ব কহাৎ পরিবারগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল। প্রভু মোশিকে যে ভাবে কাজ করতে বলেছিলেন, মোশি এবং হারোণ ঠিক সেভাবেই সেসব কাজ করেছিলেন।

38গের্শোনের গোষ্ঠীকেও গণনা করা হয়েছিল। 39সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এমন 30 থেকে 50 বছর বয়স্ক সব পুরুষকেই তারা গণনা করেছিল। তাদের সমাগম তাঁবুর জন্যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 40গের্শোন পরিবারগোষ্ঠীর 2,630 জন পুরুষ এই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। 41সমাগম তাঁবুর জন্যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব গের্শোন পরিবারগোষ্ঠীর এইসব ব্যক্তির ওপরেই দেওয়া হয়েছিল। প্রভু মোশিকে যেভাবে কাজ করতে বলেছিলেন, মোশি এবং হারোণ ঠিক সেভাবেই সেসব কাজ করেছিলেন।

42মরারি পরিবারগোষ্ঠীর সব পরিবার এবং গোষ্ঠীর পুরুষদের গণনা করা হয়েছিল। 43সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এমন 30 থেকে 50 বছর বয়স্ক সকল পুরুষের সংখ্যাই গণনা করা হয়েছিল। তাদের সমাগম তাঁবুর জন্য বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 44মরারি পরিবারগোষ্ঠীর 3,200 জন পুরুষ এইসব কাজের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। 45সুতরাং মরারি পরিবারগোষ্ঠীর এইসব ব্যক্তির ওপরেই বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রভু মোশিকে যে ভাবে কাজ করতে বলেছিলেন, মোশি এবং হারোণ ঠিক সেভাবেই কাজ করেছিলেন।

46সুতরাং মোশি, হারোণ এবং ইস্রায়েলের অন্যান্য দলনেতারা লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর জনসংখ্যা গণনা করেছিলেন। তারা প্রত্যেক পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা গণনা করেছিলেন। 47সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এমন 30 থেকে 50 বছর বয়স্ক সব পুরুষের সংখ্যাই গণনা করা হয়েছিল। তাদের সমাগম তাঁবুর জন্য বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এরা স্থানান্তরে ভ্রমণের সময় সমাগম তাঁবু বহনের কাজ করেছিল। 48মোট লোকসংখ্যা ছিল 8,580 জন।

49সুতরাং প্রভু মোশিকে যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেইভাবে প্রত্যেক লোককে গণনা করা হয়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের কাজ দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল তাকে অবশ্যই কোনো না কোন জিনিসপত্র বহন করতে হবে। প্রভু যেভাবে কাজ সম্পন্ন

করার আদেশ দিয়েছিলেন সেইভাবেই এইসব কাজ সম্পাদিত হয়েছিল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম কানুন

5 প্রভু মোশিকে বললেন, 2"অসুস্থতা এবং রোগ থেকে
তাদের শিবির মুক্ত রাখার জন্য আমি ইস্রায়েলের
লোকেদের আদেশ করছি। লোকেদের বলো চর্মরোগ
আছে এমন ব্যক্তিকে শিবির থেকে যেন বের করে
দেওয়া হয়। যার শরীর থেকে কিছু বের হচ্ছে তাকে
দূরে পাঠিয়ে দিতে বলো এবং তাদের বলে দাও মৃতদেহ
স্পর্শ করেছে এমন যে কোনো ব্যক্তিকেও শিবির থেকে
বের করে দিতে। 3সে পুরুষই হোক অথবা স্ত্রী হোক
তাতে কিছু আসে যায় না, তাকে শিবির থেকে বের
করে দাও যাতে তাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস
করি সেখানে অসুস্থতা এবং অশুদ্ধতা ছড়িয়ে না পড়ে।"
4সুতরাং ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের আদেশ পালন
করেছিল। তারা সেই সমস্ত লোকেদের শিবিরের বাইরে
পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রভু মোশিকে যা যা আদেশ
দিয়েছিলেন তারা সেইগুলোই করেছিল।

ভুল কাজের খেসারত

5প্রভু মোশিকে বললেন, 6"ইস্রায়েলের লোকেদের
এ কথা বলে দাও: একজন ব্যক্তি হয়তো আরেকজন
ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারে। যখন কেউ অন্যদের কিছু
ক্ষতি করে তখন সে আসলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই পাপ
কাজ করে। সেই ব্যক্তিটি অপরাধী। 7সুতরাং সে তার
নিজের পাপ স্বীকার করবে। সেই ব্যক্তিটি অবশ্যই তার
ভুল কাজের জন্য পুরো খেসারত দিতে বাধ্য থাকবে।
এছাড়াও সে তার খেসারতের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ
মূল্য সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই দেবে, যার সে ক্ষতি করেছে।
8কিন্তু হয়ত এমনও হতে পারে যে, সে যে ব্যক্তির
ক্ষতি করেছে সে মারা গেছে এবং এমনও হতে পারে
যে তার হয়ে খেসারতের মূল্য গ্রহণ করার মতো কোনো
নিকট আত্মীয় নেই। সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটি খারাপ
কাজ করেছিল, সে প্রভুকে সেই মূল্য দেবে। সেই মূল্যের
পুরোটাই তাকে যাজককে দিতে হবে। যাজক সেই
মানুষকে শুচি করার জন্য অবশ্যই একটি পুং মেষ বলি
দেবে। যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করেছে, তার পাপকে
ঢাকা দেওয়ার জন্যই এই মেষ বলি দেওয়া হবে। কিন্তু
যাজক বাকী মূল্য রেখে দিতে পারে। 9যদি ইস্রায়েলের
লোকেদের মধ্যে কোনো একজন ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ
উপহার দেয়, তাহলে যিনি সেই উপহার গ্রহণ করছেন,
সেই যাজক সেটি রেখে দিতে পারেন, এটি তাঁর।
10কোনো ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ধরণের উপহার দেওয়া
বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু যদি সে কোনো উপহার দেয়
তবে সেই উপহার যাজকের প্রাপ্য হবে।"

সন্দেহপ্রবণ স্বামী সম্পর্কে

11এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, 12"ইস্রায়েলের
লোকেদের একথা বলে দাও: একজন পুরুষের স্ত্রী
তার কাছে বিশ্বস্ত নাও হতে পারে। 13অন্য কোনো
পুরুষের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক থাকতে পারে এবং
এই ব্যাপারটি সে তার স্বামীর কাছে লুকোতে পারে। সে
যে পাপ কাজ করেছে সে সম্পর্কে তার স্বামীকে অবহিত
করার জন্যে সেখানে কেউ নাও থাকতে পারে। তার
অন্যায় কাজকর্ম সম্পর্কে তার স্বামী কোনোদিনই কোনো
কিছুই নাও জানতে পারে এবং সেই স্ত্রীলোক তার
পাপকর্ম সম্পর্কে তার স্বামীকে অবহিত নাও করতে
পারে। 14কিন্তু স্ত্রী যে পাপ কার্য্য করেছিল সেই ব্যাপারে
স্বামী সন্দেহ করতে শুরু করতে পারে। সে ঈর্ষান্বিত
হয়ে উঠতে পারে। তার মনে এই বিশ্বাস হতে পারে যে
তার স্ত্রী তার কাছে আর পবিত্র এবং সৎ নেই। 15যদি
তাই হয়, তাহলে সে অবশ্যই তার স্ত্রীকে যাজকের
কাছে নিয়ে যাবে। সেই স্বামী অবশ্যই 4 কাপ যবের
ময়দা নৈবেদ্য হিসাবে প্রদান করবে। সে সেই যবের
ময়দার মধ্যে কোনো তেল বা ধূপধূনা দেবে না। কারণ
এটি এক ঈর্ষান্বিত স্বামীর আনা শস্য নৈবেদ্য। এই
নৈবেদ্য প্রদান ঐ স্ত্রীলোকের দোষ স্মরণ করায়।
16"যাজক সেই স্ত্রীকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাবেন
এবং সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। 17এরপরে যাজক
পবিত্র জল নিয়ে আসবেন এবং একটি মাটির পাত্রে
তা রাখবেন। যাজক পবিত্র তাঁবুর মেঝের কিছু ধূলো
সেই জলে রাখবেন। 18তারপর যাজক ঐ স্ত্রীলোককে
প্রভুর সামনে দাঁড় করাবেন। এরপরে যাজক সেই স্ত্রীর
চুল আলগা করে দেবেন এবং তার হাতে সেই নৈবেদ্য
রাখবেন। এই নৈবেদ্যটি সেই যবের ময়দা যা তার
স্বামী ঈর্ষান্বিত হয়েছিল বলেই দিয়েছিল। এই একই
সময়ে যাজকের হাতে সেই তিক্ত জল থাকবে যা
অভিশাপ নিয়ে আসে।
19"এরপরে যাজক সেই স্ত্রীকে দিব্য করিয়ে বলবেন
যে: 'যদি তুমি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে না শুয়ে
থাকো এবং তুমি যদি তোমার বিবাহিত জীবনের সময়ে
স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো পাপ না করে থাকো তাহলে
অভিশাপ বহনকারী এই তিক্ত জল তোমার কোনো
ক্ষতি করবে না। 20কিন্তু তুমি যদি তোমার স্বামী নয়
এমন কোনোও পুরষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে তোমার
স্বামীর বিরুদ্ধে যৌন পাপ করে থাক, তাহলে তুমি শুচি
নও। 21যদি তা সত্যি হয়, তাহলে এই বিশেষ জল
পান করলে তোমাকে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে
হবে। তুমি কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না।
এবং তুমি যদি এখন সন্তানসম্ভবা হয়ে থাকো, তাহলে
তোমার সন্তান মারা যাবে। তাহলে তোমার লোকেরা
তোমাকে ত্যাগ করবে এবং তোমার সম্পর্কে খারাপ
কথা বলবে।'

"এরপরে যাজক অবশ্যই সেই স্ত্রীকে প্রভুর কাছে
এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি করার জন্য বলবেন। যদি স্ত্রী
মিথ্যে কথা বলে তাহলে তার পক্ষে এই খারাপ
ঘটনাগুলো যে ঘটবে সে ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সম্মত
হতে হবে। 22যাজক অবশ্যই বলবে, 'তুমি অবশ্যই এই
জল পান করবে যা সমস্যার সৃষ্টি করে। যদি তুমি পাপ

করে থাকো, তাহলে তুমি বন্ধ্যা হয়ে যাবে, আর যদি
তুমি সন্তানসম্ভবা হও, তাহলে তোমার গর্ভের শিশু
জন্মের আগেই মারা যাবে।’ এবং সেই স্ত্রী বলবে:
‘তুমি যা বলবে আমি সেই মতো কাজ করতে সম্মত
থাকলাম।’

23“যাজক তখন সেই অভিশাপগুলো একটি
গোটানো পুঁথিতে লিখে রাখবেন। এরপরে তিনি জল
দিয়ে সেই বাণীগুলো ধুয়ে ফেলবেন। 24এরপর সেই
স্ত্রীকে সেই জল পান করতে হবে যা সমস্যার সৃষ্টি
করে। এই জল তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং যদি সে
দোষী হয় তাহলে এটি তার পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক
হবে।

25“এরপরে যাজক সেই স্ত্রীর কাছ থেকে যে নৈবেদ্য
দেওয়া হয়েছিল সেটি নেবেন (ঈর্ষার জন্য নৈবেদ্য)
এবং প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন। এরপর তিনি
সেটিকে বেদীর উপরে নিয়ে যাবেন। 26যাজক এক
মুঠো শস্য নিয়ে সেটিকে বেদীর উপরে দগ্ধ করবেন।
এরপরে তিনি সেই স্ত্রীকে জলপান করতে বলবেন।
27যদি সেই স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে যৌন পাপ করে
থাকে, তাহলে এই জল তাকে বিপদে ফেলবে। জল
তার শরীরে প্রবেশ করে তাকে প্রচুর যন্ত্রণা ভোগ
করাবে। কোনো সন্তান যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলে
জন্মের আগেই তার মৃত্যু হবে এবং সে আর কোনোদিনই
কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। সকলেই তার
বিরুদ্ধাচরণ করবে। 28কিন্তু সেই স্ত্রী যদি তার স্বামীর
বিরুদ্ধে যৌন পাপ না করে থাকে এবং সে যদি শুচিই
থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে এই বিচার বলে দেবে যে সে
দোষী নয়। তখনই সে স্বাভাবিক হবে এবং সন্তানের
জন্ম দিতে পারবে।

29“সুতরাং এটাই হল ঈর্ষা সংক্রান্ত বিধি যা বলে
তোমার কি করা উচিৎ যখন বিশেষ করে কোনো স্ত্রী
তার সাথে বিবাহে আবদ্ধ স্বামীর বিরুদ্ধে পাপকর্মে
লিপ্ত হয়। 30অথবা একজন পুরুষের কি করা উচিৎ
যদি সে তার স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং সন্দেহ করে
যে তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে।
যাজক সেই স্ত্রীকে অবশ্যই প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর
জন্য বলবেন। এরপরে যাজক ঐ সমস্ত কাজগুলি
সম্পন্ন করবেন। এটাই বিধি। 31তাহলে কোনোরকম
অন্যায়ের জন্যে স্বামী দোষী হবে না। কিন্তু যদি স্ত্রী
কোনো যৌন পাপ করে থাকে তাহলে তাকে কষ্টভোগ
করতে হবে।”

নাসরীয়দের ব্যবস্থা

6 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের লোকেদের
বলো কোন পুরুষ বা স্ত্রী নাসরীয় হবার জন্য অর্থাৎ
প্রভুর জন্য নিজেকে পৃথক করে তবে, 3ঐ সময়ে সেই
ব্যক্তি যেন কোনো দ্রাক্ষারস বা অন্য কোনো কড়া
পানীয় পান না করে। সেই ব্যক্তি দ্রাক্ষারস বা অন্য
কোনো কড়া পানীয় থেকে তৈরী সিরকাও পান করবে
না। এবং তাজা দ্রাক্ষা কিংবা কিশ্‌মিশ্‌ খাবে না। 4আলাদা
থাকার এই বিশেষ সময় দ্রাক্ষা থেকে তৈরী কোনো
কিছুই সে খাবে না। এমনকি দ্রাক্ষার বীজ অথবা খোসাও
নয়।

5“নাসরীয় হয়ে থাকার এই বিশেষ সময়ে সেই
ব্যক্তি তার চুলও কাটবে না। এই বিশেষ সময়টি শেষ
না হওয়া পর্যন্ত সে অবশ্যই পবিত্র থাকবে। সে তার
চুলকে বড় হতে দেবে। সেই ব্যক্তির চুল হচ্ছে ঈশ্বরের
কাছে তার শপথের একটি বিশেষ অংশ। ঈশ্বরের কাছে
উপহার হিসেবে সে তার চুল দান করবে। সুতরাং আলাদা
থাকার এই বিশেষ সময়টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই
ব্যক্তি তার চুলকে লম্বা হতে দেবে।

6“পৃথক থাকার এই বিশেষ সময়ে একজন নাসরীয়
কোনো মৃতদেহের কাছে অবশ্যই যাবে না। কারণ, সেই
ব্যক্তি প্রভুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে।
7এমন কি যদি তার নিজের পিতামাতা কিংবা ভাই
অথবা বোন মারা যায়, তাহলেও সে অবশ্যই তাদের
স্পর্শ করবে না। এটা তাকে অশুচি করে দেবে। তাকে
অবশ্যই দেখাতে হবে যে, সে পৃথক এবং সম্পূর্ণভাবে
সে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছে। 8পৃথক
থাকার এই পুরো সময়ে সে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে
নিজেকে প্রভুর কাছে নিবেদন করবে।

9“এও হতে পারে যে, নাসরীয় এমন একজনের
সঙ্গে আছে যে অকস্মাৎ মারা গেছে। যদি নাসরীয় এই
মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে তবে সে অপবিত্র হয়ে যাবে।
যদি তাই হয়, তবে নাসরীয় অবশ্যই মাথার সমস্ত চুল
কেটে ফেলবে। (ঐ চুল তার বিশেষ প্রতিজ্ঞার একটি
অংশ ছিল।) সে অবশ্যই সপ্তম দিনে তার চুল কাটবে,
কারণ ঐ দিনে তাকে শুচি করা হবে। 10এরপর অষ্টম
দিনে সেই নাসরীয় অবশ্যই দুটি ঘুঘু এবং দুটি পায়রার
বাচ্চা যাজকের কাছে নিয়ে আসবে। সমাগম তাঁবুর
প্রবেশপথেই সে যাজকের কাছে এগুলিকে দিয়ে দেবে।
11তখন যাজক এদের একটিকে পাপ থেকে শুচি হবার
জন্য উৎসর্গ করবে। অপরটিকে সে দাহ করার জন্য
উৎসর্গ করবে। এই দাহ করা উৎসর্গই হবে নাসরীয়র
পাপের প্রতিদান। (সে পাপী কারণ সে একটি মৃতদেহের
কাছে ছিল।) ঐ সময়ে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে উপহার
হিসাবে তার মাথার চুল দেবার জন্যে আবার শপথ
করবে।

12“এর অর্থ হল, সেই ব্যক্তি আবার আলাদা থেকে
ঈশ্বরের কাছে নিজেকে অবশ্যই সমর্পণ করবে। অবশ্যই
সে একটি এক বছর বয়স্ক পুরুষ মেষ নিয়ে আসবে।
এবং এই মেষ দোষার্থক বলি হিসাবে উৎসর্গ করবে।
তার পৃথক থাকার প্রথম পর্যায়কে গণনা করা হবে না।
সে নতুন করে পৃথক থাকতে শুরু করবে। এটা অবশ্যই
করতে হবে কারণ সে তার প্রথম পৃথক থাকার সময়ে
একটি মৃতদেহ স্পর্শ করায় অশুচি হয়েছিল। 13তার
পৃথক থাকার নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পরে নাসরীয়
অবশ্যই সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে যাবে। 14এবং প্রভুর
কাছে তার যা কিছু উৎসর্গ করার তা করবে। তার
উৎসর্গ অবশ্যই হবে:

একটি নিখুঁত এক বছর বয়স্ক পুরুষ মেষশাবক যা
হোমবলির জন্যে উৎসর্গ করা হবে। একটি নিখুঁত এক
বছর বয়স্ক স্ত্রী মেষশাবক যা পাপার্থক বলির জন্যে
উৎসর্গ করা হবে। একটি নিখুঁত মেষ যা মঙ্গল নৈবেদ্যর
জন্যে উৎসর্গ করা হবে।

15এক ঝুড়ি রুটি যা খামিরবিহীন তৈরী (তেলের
সঙ্গে খুব ভালো ময়দা মিলিয়ে তৈরী কেক)। এইসব
কেকের ওপরে অবশ্যই তেল ছড়ানো থাকবে। এইসব
উপহারের সঙ্গেই শস্য নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ
করা হবে।

16"যাজক এই সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রভুর সামনে
উপস্থিত করে তখনই পাপস্খালনের জন্যে বলি এবং
হোমবলি উৎসর্গ করবেন। 17যাজক খামিরবিহীন তৈরী
এক ঝুড়ি রুটি প্রভুকে দেবেন। তারপর তিনি প্রভুর
কাছে মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গের জন্যে সেই পুং মেষটিকে
হত্যা করবেন। যাজক এটিকে শস্য নৈবেদ্য ও পেয়
নৈবেদ্যর সাথেই প্রভুকে উৎসর্গ করবেন।

18"এরপর নাসরীয় সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে যাবে।
সেখানে সে তার এই উৎসর্গ করা চুল কেটে ফেলবে
এবং যে আগুন মঙ্গল নৈবেদ্যর জন্য উৎসর্গীকৃত
নৈবেদ্যর নীচে জ্বলছে তাতে সেই চুল ফেলে দেওয়া
হবে।

19"নাসরীয় তার চুল কেটে ফেলার পরে যাজক
তাকে পুং মেষের একটি সেদ্ধ করা স্কন্ধ এবং একটি
পিঠে আর একটি সরুচাকলী ঝুড়ি থেকে দেবেন। এই
দুটিই খামির ছাড়া তৈরী করা হবে। 20এরপর যাজক
এইসব দ্রব্যসামগ্রী প্রভুর সামনে দোলাবেন। এটি হল
দোলনীয় নৈবেদ্য। এইসব দ্রব্যসামগ্রী পবিত্র এবং
এগুলো সবই যাজকের। এছাড়াও মেষের বুক এবং
ঊরুও প্রভুর সামনে দোলান হবে। এইসব দ্রব্যসামগ্রীও
যাজকের। এরপরে নাসরীয় ব্যক্তিটি দ্রাক্ষারস পান
করতে পারে।

21"যে ব্যক্তি নাসরীয় শপথ করবে বলে মনস্থ করেছে
তার জন্যে ঐগুলোই হল নিয়ম। ঐ ব্যক্তি অবশ্যই
প্রভুকে ঐসব উপহার দেবে। এছাড়াও যদি কোনো
ব্যক্তি আরও কিছু বেশী দিতে সক্ষম হয় এবং তা
দেবার জন্য শপথ করে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই
তার শপথ রাখতে হবে। তবে তাকে অবশ্যই কমপক্ষে
ঐসব জিনিসপত্র দিতেই হবে যা নাসরীয় শপথের
নিয়মে তালিকাভুক্ত হয়েছে।"

যাজকের আশীর্বাদ

22প্রভু মোশিকে বললেন, 23"হারোণ এবং তার
পুত্রদের বলে দাও যে, এভাবেই তারা ইস্রায়েলের
লোকেদের আশীর্বাদ করবে। তারা বলবে:

24প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন এবং রক্ষা করুন।

25প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হোন এবং তোমাদের
করুণা প্রদর্শন করুন।

26প্রভু তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দিন এবং তোমাদের
শান্তি দিন।"

27এরপর প্রভু বললেন, "ইস্রায়েলের লোকেদের
আশীর্বাদ করার জন্যে হারোণ এবং তার পুত্ররা আমার
নাম ব্যবহার করবে এবং আমি তাদের আশীর্বাদ করবো।"

পবিত্র তাঁবুর উৎসর্গীকরণ

7 মোশি পবিত্র তাঁবুর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে
এটিকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করলেন। পবিত্র তাঁবু
এবং তার ভেতরের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে মোশি
অভিষেক করলেন। বেদী এবং তার সঙ্গে ব্যবহার্য্য
অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীকেও মোশি অভিষেক ও পবিত্র
করলেন। এতে বোঝানো হল যে, এইসব দ্রব্যসামগ্রী
কেবলমাত্র প্রভুর উপাসনার জন্যেই ব্যবহৃত হবে।

2এরপর ইস্রায়েলের নেতাগণ প্রভুকে তাদের নৈবেদ্য
প্রদান করলেন। এইসকল নেতারা ছিলেন তাদেরই
পরিবারের কর্তা এবং তাদের গোষ্ঠীর নেতা। এইসব
লোকেরা হল তারাই যাদের লোকসংখ্যা গণনা করার
দায়িত্ব ছিল। 3এইসব লোকেরা প্রভুর কাছে উপহার
এনেছিলেন। তারা ছয়টি আচ্ছাদিত শকট এবং সেই
শকটগুলিকে চালানোর জন্যে বারোটি গরু এনেছিলেন।
(প্রত্যেক নেতা একটি করে গরু দিয়েছিলেন। প্রত্যেক
নেতা অপর আরেক নেতার সঙ্গে একসঙ্গে একটি
করে শকট দিয়েছিলেন।) পবিত্র তাঁবুতেই নেতারা
প্রভুকে এইসব দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছিলেন। 4প্রভু মোশিকে
বললেন, 5"নেতাদের কাছ থেকে এইসব উপহারসামগ্রী
গ্রহণ করো। সমাগম তাঁবুর কাজে এইসব উপহারসামগ্রী
ব্যবহার করা যাবে। লেবীয়দের এইসব জিনিসপত্র দিয়ে
দাও। এই জিনিসগুলি তাদের প্রয়োজন হবে।"

6সুতরাং মোশি শকটগুলি এবং গরুগুলোকে গ্রহণ
করে ঐগুলো লেবীয় পরিবারভুক্তদের দিয়ে দিয়েছিলেন।
7মোশি গের্শোন গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের দুটি গাড়ী এবং
চারটি গরু দিয়েছিলেন। 8এরপর মোশি মরারি গোষ্ঠীভুক্ত
লোকেদের চারটি গাড়ী এবং আটটি গরু দিয়েছিলেন।
তাদের কাজের জন্য এই শকট ও গরুর তাদের প্রয়োজন
ছিল। যাজক হারোণের পুত্র ঈথামর এইসব ব্যক্তিদের
কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। 9মোশি কহাতের
পরিবারগোষ্ঠীকে একটিও গরু অথবা গাড়ি দেন নি,
কারণ তাদের কাজ ছিল পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী নিজেদের
কাঁধেই বহন করা।

10মোশি বেদীকে অভিষেক করেছিলেন। ঐ একই
দিনে বেদীটিকে উৎসর্গ করার জন্য নেতারা তাদের
নৈবেদ্য নিয়ে এসেছিলেন। তারা বেদীতে প্রভুকে তাদের
নৈবেদ্য প্রদান করেছিলেন। 11প্রভু মোশিকে বললেন,
"বেদীটিকে উৎসর্গ করার জন্যে প্রত্যেকদিন একজন
করে নেতা তার উপহার নিয়ে আসবে।"

12-83বারোজন নেতার প্রত্যেকে তাদের উপহার নিয়ে
এসেছিলেন। এইগুলি হল উপহার সামগ্রী:* প্রত্যেক
নেতা 3 1/4 পাউণ্ড ওজনের একটি করে রূপোর থালা

পদ 12–83 হিব্রু পুস্তকে প্রত্যেক নেতার উপহার আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা আছে। কিন্তু প্রত্যেক উপহারের বিবরণই এক। সুতরাং সহজতর পাঠের জন্য এগুলিকে এক করে দেওয়া হয়েছে।

এবং 1 3/4 পাউণ্ড ওজনের একটি করে রূপোর বাটি
এনেছিলেন। এই দুরকমের উপহারই পবিত্র স্থানের
মাপকাঠি অনুসারে ওজন করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি
বাটি এবং থালা তেল মিশ্রিত সূক্ষ্ম ময়দায় পূর্ণ ছিল;
এটি শস্য নৈবেদ্যর জন্যে ব্যবহৃত হত। প্রত্যেক নেতা
4 আউন্স ওজনের একটি করে বড় সোনার চামচও
এনেছিলেন। এই চামচগুলি সুগন্ধি ধূনোয় পরিপূর্ণ ছিল।

এছাড়াও তাঁরা প্রত্যেকে একটি করে এঁড়ে বাছুর,
একটি মেষ এবং এক বছর বয়স্ক একটি পুং মেষশাবক
এনেছিলেন। এই পশুগুলি হোমবলির জন্য আনা
হয়েছিল। পাপ কর্মের উৎসর্গের জন্যে তাঁরা প্রত্যেকে
একটি করে পুরুষ ছাগল এনেছিলেন । প্রত্যেকে 2টি
গরু, 5টি পুং মেষ, 5টি পুং ছাগল এবং এক বছর
বয়স্ক 5টি পুং মেষশাবকও এনেছিলেন। এই সকল
দ্রব্যসামগ্রী মঙ্গল নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গীকৃত
হয়েছিল।

প্রথম দিন, যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর নেতা
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন তাঁর উপহার এনেছিলেন।

দ্বিতীয় দিন, ইষাখরের গোষ্ঠীর নেতা সূয়ারের পুত্র
নথনেল তার উপহার এনেছিলেন।

তৃতীয় দিন, সবূলূন পরিবারগোষ্ঠীর নেতা হেলোনের
পুত্র ইলীয়াব তাঁর উপহার এনেছিলেন।

চতুর্থ দিন, রূবেণ গোষ্ঠীর নেতা শদেয়ূরের পুত্র
ইলীষূর তাঁর উপহার এনেছিলেন।

পঞ্চম দিন, শিমিয়োন গোষ্ঠীর নেতা সূরীশদ্দয়ের
পুত্র শলুমীয়েল তাঁর উপহার এনেছিলেন।

ষষ্ঠ দিন, গাদ গোষ্ঠীর নেতা দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ
তাঁর উপহার এনেছিলেন।

সপ্তম দিন, ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর নেতা অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা তাঁর উপহার এনেছিলেন।

অষ্টম দিন, মনঃশি গোষ্ঠীর নেতা পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল তাঁর উপহার এনেছিলেন।

নবম দিন, বিন্যামীন গোষ্ঠীর নেতা গিদিয়োনির পুত্র
অবীদান তাঁর উপহার এনেছিলেন।

দশম দিন, দান গোষ্ঠীর নেতা অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর তাঁর উপহার এনেছিলেন।

একাদশ দিন, আশের গোষ্ঠীর নেতা অক্রণের পুত্র
পগীয়েল তাঁর উপহার এনেছিলেন।

দ্বাদশ দিন, নপ্তালি গোষ্ঠীর নেতা ঐননের পুত্র অহীরঃ
তাঁর উপহার এনেছিলেন।

84সুতরাং ঐসব দ্রব্যসামগ্রী ছিল ইস্রায়েলের
লোকেদের নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারসামগ্রী।
মোশি বেদীটিকে অভিষেক করে উৎসর্গ করার সময়
তারা এই সকল দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। তারা
12 টি রূপোর থালা, 12 টি রূপোর বাটি এবং 12 টি
সোনার চামচ এনেছিলেন। **85**প্রত্যেকটি রূপোর
থালা প্রায় 3 1/4 পাউণ্ড ওজনের ছিল। এবং
প্রত্যেকটি বাটির ওজন ছিল প্রায় 1 3/4 পাউণ্ড।
পবিত্র স্থানের মাপকাঠি অনুসারে সমস্ত রূপোর থালা
এবং রূপোর বাটির মোট ওজন ছিল প্রায় 60 পাউণ্ড।
86পবিত্র স্থানের মাপকাঠি অনুসারে সুগন্ধি ধূনোয় পরিপূর্ণ
12 টি সোনার চামচের প্রত্যেকটির ওজন ছিল প্রায় 4
পাউণ্ড। 12 টি সোনার চামচের মোট ওজন ছিল প্রায়
3 পাউণ্ড।

87হোমবলি উৎসর্গের জন্যে পশুর মোট সংখ্যা ছিল
12 টি ষাঁড়, 12 টি মেষ এবং 12 টি এক বছর বয়স্ক
পুরুষ মেষশাবক। ঐসব দ্রব্যসামগ্রীর উৎসর্গের সঙ্গে
যে শস্য নৈবেদ্যর জন্যে আবশ্যক, তাও ছিল এবং
সেখানে 12 টি পুরুষ ছাগলও ছিল যা প্রভুর কাছে
পাপার্থক বলি হিসাবে উৎসর্গের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।
88এছাড়াও নেতারা মঙ্গল নৈবেদ্যের জন্য বলি হিসাবে
উৎসর্গের জন্য পশুও দিয়েছিলেন। এই সব পশুদের
মোট সংখ্যা ছিল 24 টি ষাঁড়, 60 টি মেষ, 60 টি পুরুষ
ছাগল এবং 60 টি এক বছর বয়স্ক পুরুষ মেষশাবক।
এইভাবে মোশি অভিষেক করার পরে তারা বেদীটিকে
উৎসর্গ করেছিলেন।

89মোশি যখনই প্রভুর সাথে কথা বলার জন্য সমাগম
তাঁবুতে যেতেন, তিনি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতেন, প্রভু
তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। সেই সাক্ষ্যসিন্দুকের বিশেষ
আচ্ছাদনের ওপরের দুজন করূব দূতের মাঝখান থেকে
সেই কণ্ঠস্বর শোনা যেত। এইভাবে ঈশ্বর মোশির সঙ্গে
কথা বলতেন।

বাতিস্তম্ভ

8 প্রভু মোশিকে বললেন, **2**“হারোণকে বলো, সে
বাতিগুলো জ্বালালে বাতিগুলোর আলোয় যেন
বাতিস্তম্ভের সামনের জায়গাটা আলোকিত হয়।”

3হারোণ তাই করেছিলেন। সঠিক জায়গাতেই তিনি
বাতিগুলো রেখেছিলেন এবং এমনভাবে রেখেছিলেন
যে, বাতিস্তম্ভের সামনের জায়গাটা আলোকিত হয়েছিল।
প্রভু মোশিকে যা আদেশ করেছিলেন তা তিনি পালন
করেছিলেন। **4**এইভাবে বাতিস্তম্ভটি তৈরি করা হয়েছিল।
এটি পিটানো সোনা দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল,
বাতিস্তম্ভের গোড়ার সোনার ভিত থেকে উপরের সোনার
ফুল পর্যন্ত পুরোটাই। প্রভু মোশিকে ঠিক যেরকম
দেখিয়েছিলেন এটি সেরকমই দেখতে হয়েছিলো।

লেবীয়দের উৎসর্গীকরণ

5প্রভু মোশিকে বললেন, **6**“ইস্রায়েলের অন্যান্য
লোকেদের থেকে লেবীয়দের পৃথক করো। সেই
লেবীয়দের শুচি করো। **7**তাদের শুচি করার জন্য তোমার
যা যা করা উচিৎ তা এইরকম: পাপার্থক বলির জন্য
যে বিশেষ জল আছে সেটা তাদের ওপর ছিটিয়ে দাও।
এই জল তাদের শুচি করবে। এরপর তারা তাদের
শরীর কামিয়ে পরিষ্কার করবে, বস্ত্রাদি ধোবে এবং
শরীরকে পরিষ্কার করবে।

8“লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা তারপর পালের মধ্যে
থেকে একটি অল্পবয়স্ক ষাঁড় নেবে যার সঙ্গেই শস্য
নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে। নৈবেদ্যর উদ্দেশ্যে এই শস্য
হবে তেল মেশানো ময়দা। এরপর পাপার্থক বলি

উৎসর্গের প্রয়োজনে তুমি আরও একটি অল্পবয়স্ক ষাঁড়
নেবে। 9সমাগম তাঁবুর সামনের এলাকায় লেবীয়
গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের নিয়ে এসো। এরপর ইস্রায়েলের
সকল লোকেদের একসঙ্গে ঐ জায়গায় নিয়ে এসো।
10প্রভুর সামনে লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের নিয়ে এলে
ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের হাত লেবীয়দের ওপরে
রাখবে। 11এরপর হারোণ লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের
ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে প্রভুর কাছে আনা বিশেষ
উপহার হিসাবে দিয়ে দেবে। এইভাবে লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত
লোকেরা প্রভুর উদ্দেশ্যে তাদের বিশেষ কাজ করার
জন্যে প্রস্তুত হবে।

12"এরপর লেবীয়রা ষাঁড়ের মাথায় হাত রাখবে,
তার মধ্যে একটি ষাঁড় পাপার্থক বলি হিসাবে এবং
অন্যটি হোমবলি হিসাবে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করার
জন্য ব্যবহার করা হবে। এইসব উৎসর্গ লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত
লোকেদের পবিত্র করবে।* 13লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত
লোকেদের হারোণ এবং তার পুত্রদের সামনে দাঁড়াতে
বলো। এরপর প্রভুর কাছে লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের
দিয়ে দাও। তারা দোলনীয় নৈবেদ্যর মতো হবে। 14তুমি
লেবীয়দের ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের থেকে পৃথক
করবে। লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা আমার হবে।

15"সুতরাং লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের শুচি করো
এবং তাদেরকে প্রভুর কাছে দিয়ে দাও। তারা দোলনীয়
নৈবেদ্যর মতো হবে। তুমি এটা করার পরে তারা সমাগম
তাঁবুতে তাদের নির্ধারিত কাজ করতে পারবে।
16ইস্রায়েলীয় লোকেরা লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের
আমার কাছে দিয়ে দেবে। তারা আমার হবে। অতীতে
আমি প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় পরিবারকে তাদের প্রথমজাত
পুত্র আমাকে দিয়ে দিতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন আমি
ইস্রায়েলের অন্যান্য পরিবারের প্রথমজাত পুত্রদের
পরিবর্তে লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের নিচ্ছি।
17ইস্রায়েলের প্রত্যেক পুংলিঙ্গধারী প্রথমজাত আমার।
যদি সেটি মানুষ অথবা পশু হয়, তাতে যায় আসে না,
সেটি আমারই। কারণ যেদিন আমি মিশরের সমস্ত
প্রথমজাত পুত্র এবং পশুদের হত্যা করেছিলাম, আমি
আমার জন্য প্রথমজাত পুত্রদের বাছাই করেছিলাম।
18কিন্তু এখন আমি তাদের পরিবর্তে লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত
লোকেদেরই নেব। ইস্রায়েলের অন্যান্য পরিবারের
প্রথমজাত পুত্রদের পরিবর্তে আমি লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত
লোকেদেরই নেব। 19ইস্রায়েলের সকল লোকেদের থেকে
আমি লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের বেছে নিয়েছিলাম।
এবং আমি তাদের হারোণ এবং তার পুত্রদের কাছে
উপহার হিসেবে দেব। আমি চাই সমাগম তাঁবুতে তারা
কাজ করুক। তারা ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের জন্যে
সেবাকার্য করবে। তারা তাদের শুদ্ধিকরণের বলি উৎসর্গ
করতে সাহায্য করবে যা ইস্রায়েলের লোকেদের শুচি
করবে। তাহলে ইস্রায়েলের লোকেরা পবিত্র স্থানের
কাছাকাছি এলেও তারা কোনো বড় রকমের অসুস্থতা
বা সমস্যার সম্মুখীন হবে না।"

20সুতরাং মোশি, হারোণ এবং ইস্রায়েলের সমস্ত
লোক প্রভুর আদেশ পালন করলেন। প্রভু মোশিকে যা
আদেশ করেছিলেন, ইস্রায়েলীয়রা লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত
লোকদের প্রতি তা সম্পন্ন করল। 21লেবীয়রা তাদের
নিজেদের এবং তাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করলে
হারোণ তাদের প্রভুর কাছে দোলনীয় নৈবেদ্যর মতো
অর্পণ করলেন। হারোণ যে নৈবেদ্য নিবেদন করলেন
তা তাদের পাপমুক্ত এবং শুচি করল। 22এরপর লেবীয়রা
তাদের নির্ধারিত কাজ করার জন্যে সমাগম তাঁবুতে
এল। তারা হারোণ এবং তার পুত্রদের অধীনে ছিল।
প্রভু মোশিকে যা বলেছিলেন লেবীয়দের প্রতি তাই
করা হয়েছিল।

23এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, 24"এটি লেবীয়দের
জন্য এক বিশেষ আদেশ: 25 বছর অথবা তার বেশী
বয়স্ক প্রত্যেক লেবীয় পুরুষ সমাগম তাঁবুতে অবশ্যই
আসবে এবং সমাগম তাঁবুর কাজকর্মে অংশ নেবে।
25কিন্তু যখন কারোও বয়স 50 বছর তখন সে অবশ্যই
ভারী কাজকর্ম থেকে অবসর নেবে। 26পঞ্চাশ বছর
অথবা তার বেশী বয়স্ক সেই সকল ব্যক্তিরা সমাগম
তাঁবুতে পাহারা দিয়ে তাদের ভাইদের কাজে সাহায্য
করতে পারে। কিন্তু তারা যেন কোন ভারী কাজ না
করে। যখন তুমি লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের তাদের
কাজের জন্যে মনোনীত করেছো তখন তুমি এই
কাজগুলি অবশ্যই করবে।"

নিস্তারপর্ব

9 ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর ছেড়ে চলে আসার পরে
দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসে প্রভু সীনয় মরুভূমিতে
মোশির সাথে এই কথা বললেন, 2"ইস্রায়েলের
লোকেদের ঠিক সময়ে নিস্তারপর্বের পবিত্র দিন
উদ্‌যাপন করতে বলে দাও। 3তারা অবশ্যই এই মাসের
14 তারিখের গোধূলি বেলায় উদ্ধারের পবিত্র দিনের
খাদ্য গ্রহণ করবে। তারা অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে এই
কাজ করবে এবং নিস্তারপর্বের সকল নিয়ম তারা অবশ্যই
পালন করবে।"

4সুতরাং মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের নিস্তারপর্ব
উদ্‌যাপন করতে বলেছিলেন। 5ইস্রায়েলের লোকেরা
প্রথম মাসের 14 তারিখে গোধূলি বেলায় সীনয়
মরুভূমিতে নিস্তারপর্ব পালন করেছিল। প্রভু মোশিকে
যেভাবে আদেশ করেছিলেন ইস্রায়েলীয়রা ঠিক
সেভাবেই কাজ করেছিল।

6কিন্তু কিছু লোক ঐ দিনটিকে নিস্তারপর্বের পবিত্র
দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করতে পারেনি। তারা অশুচি
ছিল, কারণ তারা একটা মৃতদেহ স্পর্শ করেছিল। সুতরাং
তারা ঐ দিনে মোশি এবং হারোণের কাছে গেল। 7তারা
মোশিকে বলল, "আমরা এক ব্যক্তির মৃতদেহ স্পর্শ
করে অশুচি হয়েছি। নির্ধারিত সময়ে প্রভুকে উপহার
দিতে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমরা

লেবীয় ... করবে আক্ষরিক অর্থে "শুচিকরণ করবে।" এই হিব্রু শব্দটির অর্থ, "ঢাকা দেওয়া," "লুকানো" অথবা "পাপ মুছে দেওয়া।"

ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করতে পারছি না। আমরা কি করব?”

8মোশি তাদের বললেন, ‘‘আমি প্রভুকে জিজ্ঞেস করবো তিনি এ ব্যাপারে কি বলেন।”

9তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 10‘‘তুমি এই কথাগুলো ইস্রায়েলের লোকেদের বলো: এই নিয়ম তোমাদের এবং তোমাদের উত্তপুরুষদের জন্যেই। কোনো একজনের পক্ষে নির্ধারিত সময়ে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে। হয়তো সেই ব্যক্তি মৃতদেহ স্পর্শ করে অশুচি অথবা দূর দেশে যাত্রা করেছিল। 11তবু সেই ব্যক্তি অন্য কোনোও সময়ে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করতে পারবে। দ্বিতীয় মাসের 14 তারিখে গোধূলি বেলায় অবশ্যই সে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করবে। ঐ সময়ে তারা অবশ্যই নিস্তারপর্বের মেষ, খামির ছাড়া তৈরী রুটি এবং কিছু তেতো শাকপাতা দিয়ে খাবে। 12তারা পরের দিন সকাল পর্যন্ত ঐ খাবারের কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না এবং অবশ্যই সেই মেষের কোনো হাড় ভগ্ন করবে না। সে অবশ্যই নিস্তারপর্বের সব নিয়ম অনুসরণ করবে; 13কিন্তু যে লোকটি শুচি এবং বেড়াতে যায়নি সে যদি নির্দিষ্ট সময়ে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন না করে, তাহলে তাকে অবশ্যই তার লোকেদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। সে দোষী এবং শাস্তির যোগ্য কারণ সে নির্দিষ্ট সময়ে প্রভুকে তার উপহার দেয়নি।

14“তোমাদের সঙ্গে আছে এমন কোনো বিদেশী যদি প্রভুর নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপনের জন্য ইচ্ছুক হয় তাহলে সে অবশ্যই তা করবে কিন্তু সে অবশ্যই নিস্তারপর্বের সকল বিধি অনুসরণ করবে। একই নিয়ম সকলের জন্য প্রযোজ্য।”

মেঘ এবং আগুন

15যেদিন সমাগম তাঁবু অর্থাৎ চুক্তির সেই তাঁবু স্থাপিত হল, সেদিন সন্ধ্যায় ঈশ্বরের মেঘ সেটিকে আবৃত করল এবং সকাল পর্যন্ত পবিত্র তাঁবুর উপরের মেঘকে ঠিক আগুনের মতো দেখাচ্ছিল। 16মেঘটি সারাক্ষণ পবিত্র তাঁবু আবৃত করত এবং রাত্রে সেটাকে আগুনের মতো দেখাতো। 17মেঘটি পবিত্র তাঁবুর ওপর থেকে স্থান পরিবর্তন করলে, ইস্রায়েলীয়রা সেটিকে অনুসরণ করল। যখন মেঘটি থামত তখন ইস্রায়েলীয়রা সেখানেই শিবির স্থাপন করত। 18কখন যাত্রা শুরু করতে হবে, কখন থামতে হবে এবং কখন শিবির স্থাপন করতে হবে সে ব্যাপারে ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভু এই রাস্তাই দেখিয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র তাঁবুর উপরে মেঘ থাকত, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা সেই একই জায়গায় শিবির স্থাপন করে বসবাস করত। 19কোনো কোনো সময়ে পবিত্র তাঁবুর ওপরে দীর্ঘ সময় ধরে মেঘ থাকতো। ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর আদেশ পালন করত এবং সেই স্থান ত্যাগ করত না। 20কোনো সময়ে আবার অল্প কয়েকদিনের জন্যে পবিত্র তাঁবুর উপরে মেঘ থাকতো। সুতরাং লোকেরা প্রভুর আদেশ পালন করত– যখন মেঘ চলতে শুরু করত, তখন তারাও সেই মেঘকে অনুসরণ করত। 21কোনো সময়ে আবার মাত্র এক রাত্রির জন্য মেঘ স্থায়ী হত পরদিন সকালেই আবার চলতে শুরু করত। সুতরাং লোকেরা তাদের জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করে মেঘকে অনুসরণ করত। দিনের বেলায় অথবা রাত্রিতে যখনই মেঘ চলতে শুরু করত তখনই লোকেরা তাকে অনুসরণ করত। 22যদি সেই মেঘ দুদিন অথবা এক মাস অথবা এক বছরের জন্য পবিত্র তাঁবুর উপরে স্থায়ী হত তখনও লোকেরা প্রভুর আদেশ পালন করত। তারা সেই জায়গায় থাকত এবং সেই স্থান থেকে মেঘ না সরে যাওয়া পর্যন্ত সেই স্থান তারা ত্যাগ করত না। এরপর মেঘ সেই জায়গা থেকে উঠে চলতে শুরু করলে, লোকেরাও চলতে শুরু করত। 23সুতরাং লোকেরা প্রভুর আদেশ পালন করত। প্রভু বললে তারা শিবির স্থাপন করত এবং প্রভু বললে তারা চলতে শুরু করত। লোকেরা খুব সতর্কভাবে নজর রাখত এবং প্রভু মোশিকে যা আদেশ করতেন তা তারা পালন করত।

রূপোর শিঙা

10 প্রভু মোশিকে বললেন: 2“দুটি রূপোর শিঙা তৈরী কর। শিঙা দুটি তৈরী করার জন্য পেটানো রূপো ব্যবহার কর। লোকেদের একসঙ্গে ডাকার জন্যে এবং শিবির স্থানান্তরের সময় বলার জন্য এই শিঙা দুটি ব্যবহার করা হবে। 3যদি শিঙা দুটি এক সাথে দীর্ঘসুরে জোরে বাজাও, তাহলে সব লোক যেন সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে তোমার সামনে আসে। 4কিন্তু যদি তুমি তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নেতাদের অর্থাৎ ইস্রায়েলের বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানদের জড়ো করতে চাও, তাহলে কেবলমাত্র একটি শিঙাকেই দীর্ঘ সুরে বাজাবে।

5“শিঙা দুটিকে অল্পক্ষণের জন্য বাজানো হলে বোঝাবে যে শিবিরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তখন সমাগম তাঁবুর পূর্বদিকে যে পরিবারগোষ্ঠী শিবির স্থাপন করেছে তারা অবশ্যই চলতে শুরু করবে। 6দ্বিতীয়বার শিঙা দুটিকে অল্পক্ষণের জন্য বাজালে সমাগম তাঁবুর দক্ষিণদিকে যে পরিবারগোষ্ঠী শিবির স্থাপন করেছে তারা চলতে শুরু করবে। 7কিন্তু যদি বিশেষ সভার জন্য লোকেদের একজায়গায় একত্রিত করতে চাও, তাহলে শিঙা দুটিকে দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু অন্যভাবে বাজাবে। 8কেবলমাত্র হারোণের পুত্ররা এবং যাজকরা শিঙা দুটিকে বাজাবে। এই বিধি তোমাদের এবং তোমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যে চিরকালীন বিধি।

9‘‘যদি তুমি তোমার কোনো শত্রুর সঙ্গে তোমার নিজের দেশে যুদ্ধ করতে যাও, তাহলে তুমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে শিঙা দুটিকে অল্প সময়ের জন্য জোরে বাজাও। প্রভু তোমার ঈশ্বর, তোমার শিঙার আওয়াজ শুনতে পাবেন এবং তিনি তোমাকে তোমার শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবেন। 10এছাড়াও তোমার বিশেষ সভার সময়, অমাবস্যার

দিনগুলোতে এবং তোমাদের সকলের সুখের সমাবেশে
এই শিঙা দুটিকে বাজাবে। তুমি যখন তোমার হোমবলি
এবং মঙ্গল নৈবেদ্য প্রদান করবে সেই সময়েও শিঙা
দুটিকে বাজাবে। প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাকে যেন
মনে রাখেন, সে জন্যেই এই বিশেষ পদ্ধতি। এটি
করার জন্যে আমি তোমাকে আদেশ করছি; আমিই
প্রভু তোমার ঈশ্বর।”

ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের তাঁবু স্থানান্তরিত করল

11ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর ত্যাগ করার পরে,
দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের 20 তম দিনে চুক্তির
তাঁবুর ওপর থেকে মেঘ উঠল। 12তাই ইস্রায়েলের
লোকেরা তাদের যাত্রা শুরু করল। তারা সীনয় মরুভূমি
ত্যাগ করে পারণ মরুভূমিতে মেঘ থামা পর্যন্ত ভ্রমণ
করল। 13এই প্রথম লোকেরা তাদের শিবির স্থানান্তর
করল। প্রভু মোশিকে যেমন আদেশ করলেন, সেই
ভাবেই তারা এটিকে স্থানান্তর করল। 14যিহূদার শিবির
থেকে প্রথমে তিনটি গোষ্ঠী গেল। তারা তাদের পতাকা
নিয়েই ভ্রমণ করল। প্রথম গোষ্ঠীটি ছিল যিহূদার
পরিবারগোষ্ঠী। অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন ছিলেন ঐ
গোষ্ঠীর দলনেতা। 15এরপরে এলেন ইষাখরের
পরিবারগোষ্ঠী। সূয়ারের পুত্র নথনেল ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর
দলনেতা। 16তারপরে এলেন সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠী।
হেলোনের পুত্র ইলীয়াব ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর দলনেতা।
17এরপরে পবিত্র তাঁবুটিকে তোলা হল। গের্শোন
এবং মরারি পরিবারের লোকেরা পবিত্র তাঁবুটিকে বহন
করছিল। সুতরাং এই পরিবারের লোকেরা সারিতে ঠিক
তার পরেই ছিল।
18এরপর রূবেণের শিবির থেকে তিনটি গোষ্ঠী তাদের
পতাকাসহ ভ্রমণ করল। প্রথম গোষ্ঠীটি ছিল রূবেণের
পরিবারগোষ্ঠী। শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর ছিলেন এই গোষ্ঠীর
দলনেতা। 19এরপরে শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠী এল।
সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল ছিলেন এই গোষ্ঠীর
দলনেতা। 20এবং তারপরে এসেছিল গাদের
পরিবারগোষ্ঠী। দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ ছিলেন এই
গোষ্ঠীর দলনেতা। 21কহাৎ পরিবার, যারা পবিত্র তাঁবু
বহন করত, এরপর তারা যাত্রা শুরু করল কারণ নতুন
জায়গায় আসা মাত্রই তাদের তাঁবুটি স্থাপন করতে
হবে।
22এরপর ইফ্রয়িমের শিবির থেকে তিনটি গোষ্ঠী
এল। তারা তাদের পতাকাসহ ভ্রমণ করেছিল। প্রথম
গোষ্ঠীটি ছিল ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠী। অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর দলনেতা। 23এরপর এসেছিল
মনঃশির পরিবারগোষ্ঠী। পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল
ছিলেন এই গোষ্ঠীর দলনেতা। 24এরপর এল বিন্যামীনের
পরিবারগোষ্ঠী। গিদিয়োনির পুত্র অবীদান ছিলেন ঐ
গোষ্ঠীর দলনেতা।
25শেষ তিনটি পরিবারগোষ্ঠী ছিল অন্যান্য সকল
পরিবারগোষ্ঠীর পশ্চাদভাগরক্ষী। তারা ছিলেন দানের
শিবিরের গোষ্ঠীভুক্ত। তারা তাদের পতাকা নিয়ে ভ্রমণ
করল। প্রথম গোষ্ঠীটি ছিল দানের পরিবারগোষ্ঠী।
অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর ছিলেন এই গোষ্ঠীর
দলনেতা। 26এরপরে এল আশেরের পরিবারগোষ্ঠী।
অক্রণের পুত্র পগীয়েল ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর দলনেতা।
27এরপরে এল নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠী। ঐননের পুত্র
অহীরঃ ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর দলনেতা। 28স্থানান্তরে
যাবার সময় ইস্রায়েলের লোকেরা এইভাবেই একসাথে
যেতেন।
29মিদিয়োনীয় রূয়েলের পুত্র ছিলেন হোবব। (রূয়েল
ছিলেন মোশির শ্বশুর।) মোশি হোববকে বললেন,
“আমরা সেই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি যেটা ঈশ্বর
আমাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। আমাদের
সঙ্গে এসো আমরা তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো।
প্রভু ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করেছেন।”
30কিন্তু হোবব উত্তর দিলেন, “না, আমি তোমাদের
সঙ্গে যাবো না। আমি আমার জন্মভূমিতে, আমার
নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবো।”
31তখন মোশি বললেন, “দয়া করে আমাদের ছেড়ে
যাবেন না। আপনি মরুভূমি সম্পর্কে আমাদের থেকেও
বেশী জানেন। আপনি আমাদের পথ প্রদর্শক হতে
পারেন। 32আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আসেন তাহলে
প্রভু আমাদের যে সকল উত্তম বিষয়ের অধিকারী
করবেন, সেটা আমরা আপনার সঙ্গে ভাগ করে নেব।”
33এতে হোবব রাজী হলেন এবং তারা প্রভুর
পাহাড়ের চূড়া থেকে যাত্রা শুরু করলেন এবং তিনদিন
পথে চললেন। যাজকগণ প্রভুর সঙ্গে চুক্তিরসিন্দুকটি
নিয়ে লোকেদের আগে আগে হাঁটলেন। শিবিরের জন্য
স্থান অন্বেষণে তারা তিনদিন পবিত্রসিন্দুকটিকে বহন
করলেন। 34প্রত্যেক দিনই প্রভুর মেঘ তাদের ওপরেই
থাকত এবং প্রত্যেক দিন সকালে তারা যখন শিবির
ত্যাগ করতেন, তখন মেঘ তাদের পথ প্রদর্শন করত।
35শিবির স্থানান্তরের জন্য লোকেরা যখনই পবিত্র
সিন্দুকটিকে ওঠাতো, মোশি তখনই প্রত্যেকবারের মত
বলতেন
“প্রভু, তুমি ওঠ! তোমার শত্রুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
যাক। তোমার শত্রুরা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাক।”

36যখনই পবিত্র সিন্দুকটিকে তার নিজের জায়গায়
রাখা হত, মোশি তখনই প্রত্যেকবারের মত বলতেন,
“প্রভু তুমি, কোটি কোটি ইস্রায়েলীয়দের কাছে
ফিরে এসো।”

লোকেরা পুনরায় অভিযোগ করল

11 লোকেরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করা
শুরু করলে প্রভু তাদের অভিযোগ শুনলেন এবং
ক্ষুব্ধ হলেন। প্রভুর কাছ থেকে আগুন এসে লোকদের
মধ্যে জ্বলে উঠল। আগুন শিবিরের বাইরের দিকে কিছু
কিছু এলাকা গ্রাস করল। 2তখন লোকেরা মোশির কাছে
সাহায্যের জন্য ক্রন্দন করল। মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করলেন এবং আগুন নিভে গেল। 3সুতরাং তারা ঐ

জায়গাটির নাম রাখল তবেরা, কারণ প্রভুর আগুন তাদের শিবিরের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল।

70 জন বয়স্ক নেতা

4বিদেশীরা যারা ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে যোগদান করেছিল, তারা অন্যান্য খাবার খেতে চাইল এবং ইস্রায়েলের লোকেরা পুনরায় অভিযোগ করতে শুরু করল। তারা বলল, "কে আমাদের মাংস খেতে দেবে? 5আমরা মিশরে যে মাছ খেতাম তা মনে পড়ছে। আমাদের ঐ মাছের জন্য কোনো দামই দিতে হত না। এছাড়াও আমাদের খুব ভালো শাকসব্জি ছিল যেমন শশা, ফুটি, পেঁয়াজ জাতীয় ফল, পেঁয়াজ এবং রসুন। 6কিন্তু এখন আমরা আমাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এই মান্না ছাড়া আর কোন কিছুই আমরা চোখে দেখতে পাই না।" 7(এই মান্না ছিল ধনিয়া বীজের মত এবং এর রং ছিল গুগ্‌গুলের মতো। 8লোকেরা এই মান্না এক জায়গায় জড়ো করত। এরপর তারা পাথরের সাহায্যে সেগুলোকে গুঁড়ো করে পাত্রে সেটি রান্না করত। অথবা এটিকে পেষণ যন্ত্রে মিহি করে গুঁড়ো করে তা দিয়ে পিঠে তৈরি করত। পিঠেগুলোর স্বাদ ছিল অলিভ তেল দিয়ে তৈরি করা পিঠের মতো। 9প্রত্যেক রাত্রে যখন শিশির পড়ে শিবির ভিজে যেত সেই সময় এই মান্না মাটিতে পড়তো।)

10মোশি লোকেদের অভিযোগ করতে শুনলেন। প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা তাদের তাঁবুর দরজায় বসে এই অভিযোগ করছিলো। প্রভু এতে খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং এটা মোশিকেও মনঃক্ষুণ্ণ করল। 11মোশি প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, তুমি কেন আমাকে এইসব সমস্যায় জড়িয়েছো? আমি তোমার সেবক। আমি এমন কি করেছি যে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ? এই সমস্ত লোকের দায়িত্ব তুমি কেন আমার উপর দিয়েছ? 12আমি কি লোকদের গর্ভে ধারণ করেছি, আমি কি এদের জন্ম দিয়েছি? কিন্তু আমাকে তাদের যত্ন নিতে হয়, ঠিক যেমনভাবে একজন সেবিকা তার দুই বাহুর মধ্যে একটি শিশুকে যত্ন করে। তুমি কেন আমাকে এটি করার জন্যে বাধ্য করছো? পূর্বপুরুষদের কাছে যে জায়গাটা দেবার জন্যে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে তাদের সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে কেন তুমি আমায় বাধ্য করেছো? 13এইসব লোককে খাওয়াবার জন্যে আমি কোথায় মাংস পাব? তারা সমানে আমার কাছে অভিযোগ করে বলছে, 'আমাদের খাবার জন্য মাংস দাও!' 14আমি একা এই সমস্ত লোকের দেখাশুনো করতে পারবো না। এই দায়িত্ব আমার কাছে গুরুভারস্বরূপ। 15তুমি যদি মনস্থ করে থাকো যে আমার প্রতি এইরকম ব্যবহার করবে তাহলে আমাকে এখনই হত্যা করো। তুমি যদি তোমার সেবক হিসেবে আমাকে গ্রহণ করো তাহলে আমাকে এখনই মরতে দাও।"

16প্রভু মোশিকে বললেন, "ইস্রায়েলের প্রাচীনদের মধ্য থেকে 70 জনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যাদের তুমি এই লোকেদের নেতা বলে জান তাদের সমাগম তাঁবুতে নিয়ে এসো। ওখানেই ওদের তোমার সঙ্গে দাঁড়াতে দাও। 17তখন আমি নীচে নেমে আসব এবং ওখানেই তোমার সঙ্গে কথা বলবো। তোমার ওপরে যে আত্মা আছে তার কিছুটা অংশ আমি তাদেরও দেবো। তখন তারা লোকেদের দেখাশুনো করার জন্য তোমাকে সাহায্য করবে। তাহলে তোমাকে একা এইসব লোকেদের দেখাশুনো করার ভার বহন করতে হবে না।

18"লোকেদের বলো: তোমরা আগামীকালের জন্য নিজেদের তৈরী করো। আগামীকাল তোমরা মাংস খাবে। প্রভু তোমাদের কান্না শুনেছেন। প্রভু তোমাদের কথা শুনেছেন, কারণ তোমরা কেঁদে বলেছ, 'খাওয়ার জন্য আমাদের কে মাংস দেবে? আমাদের জন্য মিশরই ভালো ছিল।' সুতরাং এখন প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন এবং তোমরা তা খাবে। 19একদিন অথবা দুইদিন অথবা পাঁচদিন অথবা দশদিন এমনকি কুড়িদিনেরও বেশী সময় ধরে তোমরা সেই মাংস খাবে। 20কিন্তু তোমরা তা এক মাস ধরে খাবে। ঘেন্না না আসা পর্যন্ত তোমরা ঐ মাংস খাবে। এটাই তোমাদের ভবিতব্য কারণ তোমরা প্রভুকে অগ্রাহ্য করেছ যিনি তোমাদের মধ্যেই আছেন এবং তোমরা কেঁদে তাঁর সামনে অভিযোগ করে বলেছ, 'কেন আমরা আদৌ মিশর ত্যাগ করলাম?'"

21মোশি বললেন, "প্রভু এখানে 6,00,000 পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তুমি বলছো, 'আমি তাদের এক মাস ধরে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মাংস দেব! 22যদি আমরা সমস্ত গরু এবং মেষদের হত্যা করি তাহলেও এক মাস ধরে এই সমস্ত লোকদের খাওয়ানোর জন্য তা যথেষ্ট হবে না। এবং আমরা যদি সমুদ্রের সমস্ত মাছ ধরে নিই, তাহলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না!"

23কিন্তু প্রভু মোশিকে বললেন, "প্রভুর ক্ষমতা কি সীমিত? তুমি দেখতে পাবে যে, আমি যা বলি সেটা তোমার কাছে ফলে কি না।"

24সুতরাং মোশি লোকেদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে গেলেন। প্রভু যা যা বলেছিলেন মোশি তাদের তাই বললেন। তখন মোশি প্রবীণদের মধ্য থেকে 70 জনকে এক জায়গায় জড়ো করে তাদের তাঁবুর চারদিকে দাঁড়াতে বললেন। 25তখন প্রভু মেঘের মধ্যে নেমে এসে মোশির সাথে কথা বললেন। মোশির ওপর আত্মা ছিল, প্রভু সেই আত্মার কিছু অংশ নিয়ে 70 জন প্রবীণদের ওপরেও রাখলেন। আত্মা তাদের ওপরে নেমে আসলে পরে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করলেন। কিন্তু এরপর তারা আর ভাববাণী বলেননি।

26প্রবীণদের মধ্যে দুজন, ইল্দদ এবং মেদদ তাদের তাঁবুর বাইরে যাননি। তাদের নাম প্রাচীনদের তালিকায় ছিল, কিন্তু তারা শিবিরেই ছিলেন। কিন্তু তাদের ওপরেও আত্মা এলে তারা শিবিরের মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করলেন। 27একজন যুবক দৌড়ে গিয়ে মোশিকে এই খবর দিলেন। সেই ব্যক্তি বললেন, "ইল্দদ এবং মেদদ শিবিরের মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।"

28নূনের পুত্র যিহোশূয় (যিনি কিশোর বয়স থেকেই মোশির সহকারী ছিলেন) মোশিকে বললেন, “হে আমার গুরু মোশি আপনি তাদের থামান!”

29কিন্তু মোশি উত্তর দিলেন, “তুমি কি ভয় পাচ্ছো যে লোকেরা ভাববে আমি এখন আর নেতা নই? আমার ইচ্ছা প্রভুর সব প্রজাই যেন ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়। আমার ইচ্ছা প্রভু যেন সকলের মধ্যেই তাঁর আত্মাকে রাখেন।” 30এরপর মোশি এবং ইস্রায়েলের নেতারা শিবিরে ফিরে গেলেন।

ভারুই পাখীরা এলো

31এরপর প্রভু ঝড়ের সৃষ্টি করলেন যা সমুদ্র থেকে হঠাৎ এসে হাজির হল। ঝড় সেখানে হঠাৎই ভারুই পাখীদের নিয়ে এল। ভারুই পাখীরা শিবিরের চারধারে উড়ে বেড়াতে লাগল। এতো বেশী ভারুই পাখী ছিল যে সেই জায়গার মাটি ঢেকে গেল। ভারুই পাখীগুলো মাটির ওপরে তিন ফুট স্তর তৈরী করল। একজন মানুষ একদিনে যতদূর পর্যন্ত হাঁটতে পারে, ততদূর পর্যন্ত ভারুই পাখীগুলো ছড়িয়ে ছিল। 32তারা গিয়ে সারাদিন এবং সারারাত ধরে ভারুই পাখীগুলোকে জড়ো করল। পরের দিনও সারাদিন ধরে তারা ভারুই পাখীগুলো জড়ো করল। একজন ব্যক্তি সবচেয়ে ন্যূনতম 60 বুশেল সংগ্রহ করল। এরপর লোকেরা ভারুই পাখীর মাংস শিবিরের চারদিকে ছড়িয়ে রাখল।

33যখন লোকেরা মাংস খাওয়া শুরু করল তখন প্রভু খুব ক্রুদ্ধ হলেন। সেই মাংস তাদের মুখে থাকতে থাকতেই এবং তাদের মাংস খাওয়া শেষ করার আগেই প্রভু তাদের গুরুতরভাবে অসুস্থ করে দিলেন। অনেক লোক মারা গেল এবং ঐ জায়গাতেই তাদের কবর দেওয়া হল। 34এই কারণেই লোকেরা ঐ জায়গার নাম রাখল কিব্রোৎ-হত্তাবা। তারা ঐ জায়গার ঐ নাম দিল কারণ যাদের মাংসের জন্য খুব আকাঙ্খা ছিল তাদেরই ওখানে কবর দেওয়া হয়েছিল।

35কিব্রোৎ-হত্তাবা থেকে লোকেরা হৎসেরোতের দিকে যাত্রা করল এবং সেখানেই থাকল।

মরিয়ম এবং হারোণ মোশির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন

12 মরিয়ম এবং হারোণ মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন। কারণ মোশি একজন কূশীয়া মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন যে মোশির পক্ষে একজন কূশীয়া মহিলাকে বিবাহ করা ঠিক হয়নি। 2তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, “প্রভু লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য কি কেবল মোশিকেই ব্যবহার করেছেন। প্রভু কি আমাদের মাধ্যমেও কথা বলেন নি?”

প্রভু এই কথাগুলো শুনলেন। 3(মোশি খুব নম্র ছিলেন। পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের থেকেও তিনি বেশী নম্র ছিলেন।) 4হঠাৎই প্রভু এলেন এবং মোশি, হারোণ এবং মরিয়মের সঙ্গে কথা বললেন। প্রভু বললেন, “তোমরা তিনজন এখন সমাগম তাঁবুতে এসো।”

সুতরাং মোশি, হারোণ এবং মরিয়ম পবিত্র তাঁবুতে গেলেন। 5প্রভু মেঘ স্তম্ভের মধ্যে নেমে এলেন এবং পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ পথে এসে দাঁড়ালেন। প্রভু ডাকলেন, “হারোণ এবং মরিয়ম!” হারোণ এবং মরিয়ম তখন বেরিয়ে এলেন। 6ঈশ্বর বললেন, “আমার কথা শোনো! তোমাদের মধ্যে ভাববাদী থাকবে। আমি প্রভু দর্শনে তাদের দেখা দেবো। আমি তাদের সঙ্গে স্বপ্নে কথা বলবো। 7কিন্তু আমার দাস মোশি সেরকম নয়। মোশি আমার বিশ্বস্ত সেবক। আমার বাড়ীর প্রত্যেকেই তাকে বিশ্বাস করে। 8আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলি, তখন তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলি। আমি এমন কোনো ধাঁধার সাহায্য নিই না যার ভেতরে কোনো অর্থ লুকিয়ে আছে; আমি তাকে যে জিনিস জানাতে চাই সেটা আমি তাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিই। এবং মোশি প্রভুর সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। সুতরাং আমার সেবক মোশির বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তোমাদের কি করে হল?”

9প্রভু তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, তাই তাদের ত্যাগ করলেন। 10পবিত্র তাঁবু থেকে মেঘ উপরে উঠলে দেখা গেল মরিয়মের চামড়া হিমের মত সাদা। হারোণ ঘুরে মরিয়মের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার শরীরের চামড়ার রং তুষারের মতো সাদা। তার মারাত্মক চামড়ার রোগ হয়েছে।

11তখন হারোণ মোশির কাছে অনুনয় করে বললেন, “মহাশয়, দয়া করুন, আমরা মূর্খের মতো যে কাজ করেছিলাম তার জন্য আমাদের ক্ষমা করুন। 12মৃত অবস্থায় জন্ম হয়েছে এমন একটি শিশুর মতো তাকে তার শরীরের চামড়া হারাতে দেবেন না।” (কখনও কখনও এক একটি শিশুর জন্ম হয় যাদের শরীরের অর্ধেক চামড়া ক্ষয়ে গেছে।)

13এই কারণে মোশি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, “ঈশ্বর, দয়া করে মরিয়মকে এই অসুস্থতা থেকে আরোগ্য করুন!”

14প্রভু মোশিকে উত্তর দিলেন, “যদি তার পিতা তার মুখে থুথু ফেলে, তাহলে সে সাতদিনের জন্যে লজ্জিত থাকত না? সুতরাং তাকে সাতদিনের জন্য শিবিরের বাইরে রাখো। ঐ সময়ের পরে, সে সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন সে শিবিরে ফিরে আসতে পারে।”

15সুতরাং তারা মরিয়মকে সাতদিনের জন্যে শিবিরের বাইরে নিয়ে গেল এবং লোকেরাও সেই জায়গা থেকে আর এগোলো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আবার শিবিরে ফিরিয়ে না নিয়ে আসা হল। 16এরপরে লোকেরা হৎসেরোৎ ত্যাগ করে পারণ মরুভূমির উদ্দেশ্যে গমন করল এবং ঐ মরুভূমিতেই শিবির স্থাপন করল।

কনান দেশে গুপ্তচর গেল

13 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“কনান দেশের জমি অনুসন্ধানের জন্য কিছু লোক পাঠিয়ে দাও।

ইস্রায়েলের লোকেদের আমি এই দেশটিই দেবো। বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেকটির থেকে একজন করে নেতা পাঠিয়ে দাও।”

3সুতরাং পারণ মরুভূমিতে বাস করার সময় মোশি প্রভুর আদেশ অনুসারে ইস্রায়েলের এইসব নেতাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 4ঐসব নেতাদের নামগুলো হল এই:

রূবেণের পরিবারগোষ্ঠী থেকে সক্কূরের পুত্র শম্মুয়া।

5শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে হোরির পুত্র শাফট।

6যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী থেকে যিফুন্নির পুত্র কালেব।

7ইষাখর পরিবারগোষ্ঠী থেকে যোষেফের পুত্র যিগাল।

8ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠী থেকে নূনের পুত্র হোশেয়।*

9বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠী থেকে রাফূর পুত্র পল্‌টি।

10সবূলূন পরিবারগোষ্ঠী থেকে সোদির পুত্র গদ্দীয়েল।

11যোষেফের পরিবারগোষ্ঠী থেকে (মনঃশি) সূষির পুত্র গদ্দি।

12দান পরিবারগোষ্ঠী থেকে গমল্লির পুত্র অম্মীয়েল।

13আশের পরিবারগোষ্ঠী থেকে মীখায়েলের পুত্র সথূর।

14নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠী থেকে বপ্সির পুত্র নহ্‌বি।

15গাদের পরিবারগোষ্ঠী থেকে মাখির পুত্র গূয়েল।

16মোশি উল্লিখিত ব্যক্তিদের সেই দেশ দেখতে এবং জায়গাটি সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে পাঠিয়েছিলেন। (মোশি নূনের পুত্র হোশেয়কে অন্য আরেকটি নামে ডাকতেন। মোশি তাকে যিহোশূয় বলে ডাকতেন।)

17মোশি তাদের কনান দেশ অনুসন্ধান করতে পাঠিয়ে বলেছিলেন, “প্রথমে নেগেভের মধ্য দিয়ে যাও এবং তারপরে পাহাড়ী দেশে ঢুকে পড়ো।
18দেখো, জায়গাটি কেমন দেখতে। ওখানে যারা বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে খোঁজ নাও তারা কতোখানি শক্তিশালী অথবা দুর্বল? তারা সংখ্যায় কম না বেশী?
19তারা যেখানে বসবাস করছে সেই জায়গাটি সম্বন্ধে জানো। সেখানকার জমি কি ভালো না খারাপ? কি ধরণের শহরে তারা বাস করে? তাদের সুরক্ষার জন্যে কি শহরে কোনো প্রাচীর আছে? শহরগুলো কি মজবুত ভাবে সুরক্ষিত?
20এবং দেশটির সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ও জেনে নাও – যেমন সেখানকার জমি উর্বর না অনুর্বর? সেখানে গাছ আছে কি না? এছাড়াও সেই জায়গা থেকে ফিরে আসার সময় সেখান থেকে কিছু ফল নিয়ে আসার চেষ্টা করো।” (এটা ছিল সেই সময় যখন গাছে প্রথম দ্রাক্ষা পাকে।)

21সুতরাং তারা সেই দেশ অনুসন্ধান করতে চলে গেল। তারা সীন মরুভূমি থেকে রহোব এবং লেবো হমাত পর্যন্ত জায়গা অনুসন্ধান করল।
22তারা নেগেভের মধ্য দিয়ে দেশে প্রবেশ করে হিব্রোণে গেল। (মিশরের সোয়ন শহর তৈরীর সাত বছর আগে হিব্রোণ শহর তৈরী হয়েছিল।) অহীমান, শেশয় এবং তল্‌ময় ওখানে বাস করতেন। তারা ছিলেন অনাকের উত্তরপুরুষ।
23এরপর তারা ইষ্কোল উপত্যকায় গিয়ে সেখানে একটি দ্রাক্ষা গাছের শাখা কাটল। শাখাটিতে এক থোকা দ্রাক্ষা ছিল। তারা সেই শাখাটিকে একটি খুঁটির মাঝখানে রেখে দুজন মিলে সেই খুঁটি বহন করল। এছাড়াও তারা ডালিম ফল এবং ডুমুরও নিয়ে এসেছিল।
24ঐ জায়গাটির নাম ছিল ইষ্কোল উপত্যকা, কারণ ঐ জায়গাতেই ইস্রায়েলের লোকেরা দ্রাক্ষার থোকাগুলো কেটেছিল।

25 40 দিন ধরে গুপ্তচরেরা সেই দেশ অনুসন্ধান করল। এরপর তারা শিবিরে ফিরে গেল।
26ইস্রায়েলের গুপ্তচরেরা সেইসময় কাদেশের কাছে পারণ মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করেছিল। গুপ্তচরেরা মোশি হারোণ এবং ইস্রায়েলের সব লোকেদের কাছে গিয়ে তারা যা যা দেখেছে সে সম্পর্কে বলল এবং তাদের সেই দেশের ফলও দেখাল।
27তারা মোশিকে বলল, “আমরা সেই দেশে গেলাম যেখানে আপনি আমাদের পাঠালেন। সেই দেশটি হবে বহু ভালো জিনিসে ভরা ভূখণ্ড। এখানে এমন কিছু ফল আছে যা ওখানে ফলে।
28কিন্তু ওখানে যারা বসবাস করে তারা খুবই শক্তিশালী। শহরগুলো খুবই বড়ো। খুবই মজবুতভাবে সেগুলি সুরক্ষিত। এমনকি আমরা সেখানে অনাকের কয়েকজন লোককে দেখেছি।
29অমালেকের লোকেরা নেগেভে বাস করে। হিত্তীয়, যিবূষীয় এবং ইমোরীয়েরা পার্বত্য শহরে বাস করে। কনানীয়েরা সমুদ্রের কাছে যর্দ্দন নদীর পাশে বাস করে।”
30মোশির কাছে যারা বসেছিল, কালেব তখন তাদের চুপ করতে বলল। তারপর কালেব বলল, “আমরা ওপরে যাবো এবং ঐ জায়গা আমাদের জন্যে অধিকার করব। আমরা সহজেই ঐ জায়গা অধিকার করতে পারবো।”

31কিন্তু তার সঙ্গে অন্য যারা গিয়েছিল তারা বলল, “আমরা ঐ লোকেদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবো না। তারা আমাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী।”
32এবং ঐ লোকেরা ইস্রায়েলের অন্যান্য সমস্ত লোকেদের বলল যে ঐ দেশের লোকেদের পরাস্ত করার পক্ষে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তারা বলল, “আমরা যে দেশ দেখেছিলাম সে দেশটি শক্তিশালী লোকে পরিপূর্ণ। যারা ওখানে গিয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তিকেই ওখানকার অধিবাসীরা খুব সহজেই পরাস্ত করতে পারবে। এমন শক্তি তাদের আছে।
33আমরা সেখানে দৈত্যাকার নেফিলিম লোকেদের দেখেছি। (অনাকের উত্তরপুরুষরা নেফিলিম লোকদের থেকেই এসেছিল।) তাদের কাছে আমাদের ফড়িং-এর মতো দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ, আমরা তাদের কাছে ফড়িং-এর মতো!”

লোকেরা পুনরায় অভিযোগ করল

14 সেই রাত্রে সমস্ত লোকেরা শিবিরের মধ্যে প্রবল চিৎকার শুরু করল এবং কান্নাকাটিও করল।
2ইস্রায়েলের লোকেরা মোশি ও হারোণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন। সমস্ত মানুষ এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মোশি ও হারোণকে বলল, “আমাদের মিশরে অথবা মরুভূমিতে মরে যাওয়া উচিৎ ছিল।

হোশেয় অথবা “যিহোশূয়।”

এই নতুন দেশে এসে হত হওয়ার থেকে সেটাই বরং
ভালো ছিল। 3যুদ্ধে হত হওয়ার জন্যেই কি প্রভু আমাদের
এই নতুন দেশে নিয়ে এলেন? শত্রুরা আমাদের হত্যা
করবে এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে যাবে।
মিশরে ফিরে যাওয়াই কি আমাদের পক্ষে ভালো নয়?”
4তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে
বলল, “এখন আমরা একজন নতুন নেতাকে নির্বাচন
করবো এবং মিশরে ফিরে যাবো।” 5মোশি এবং হারোণ
সেখানে ইস্রায়েলের সমবেত সকলের সামনে মাটিতে
উবুড় হয়ে পড়লেন। 6নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং যিফূন্নির
পুত্র কালেব, যারা সেই দেশ অনুসন্ধান করে দেখতে
গিয়েছিলেন, এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে নিজেদের কাপড়
ছিঁড়লেন। 7সেখানে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের সামনে
ঐ দুইজন বলল, “আমরা যে দেশটি দেখেছি সেটি
খুবই ভালো। 8প্রভু যদি আমাদের উপর খুশী হয়ে
থাকেন, তাহলে তিনিই আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে ঐ
জায়গায় নিয়ে যাবেন। এবং প্রভু আমাদের সেই সমৃদ্ধ
এবং উর্বর দেশটি দিয়ে দেবেন! 9সুতরাং প্রভুর বিরুদ্ধে
যেও না। ঐ দেশের লোকেদের ভয় পেও না। আমরা
তাদের সহজেই পরাস্ত করব। তারা আর সুরক্ষিত নয়,
তা তাদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের
সঙ্গে প্রভু আছেন। সুতরাং ভয় পেও না!”

10সকলেই যখন যিহোশূয় এবং কালেবকে পাথর
দিয়ে হত্যা করার কথা বলছিল, সেই সময় সমাগম
তাঁবুর ওপরে তখনই প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হল এবং
সকলেই সেটা দেখতে পেল। 11প্রভু মোশিকে তখনই
বললেন, “এইসব লোকেরা আর কতদিন আমার
বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাদের মধ্যে আমি যে সব নানা
আলৌকিক কাজ করেছি তা দেখা সত্ত্বেও এরা কতদিন
আমাকে অবিশ্বাস করবে? 12আমি তাদের ভয়ঙ্করভাবে
অসুস্থ করে দিয়ে হত্যা করবো। আমি তাদের ধ্বংস
করবো এবং তোমাকে এদের চেয়ে বৃহৎ এবং বলবান
জাতিতে পরিণত করবো।”

13তখন মোশি প্রভুকে বললেন, “তুমি যদি তা করো
তবে, মিশরীয়রা সে সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা
জানে যে তোমার লোকেদের মিশর থেকে বের করে
আনার সময় তুমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলে।
14এবং মিশরের লোকেরা এ সম্পর্কে কনানের
লোকেদের কাছেও বলবে। তারা এর মধ্যেই জেনে
গেছে যে তুমিই প্রভু। তারা জানে যে তুমি তোমার
লোকেদের সঙ্গে আছো। কারণ তারা তোমায় দেখতে
পায় এবং তোমার মেঘ তাদের উপর অবস্থিত। তারা
এও জানে যে দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে থেকে এবং
রাত্রিবেলা অগ্নিস্তম্ভে থেকে তাদের আগে আগে যাও।
15সুতরাং তুমি যদি এদের সকলকে একসাথে হত্যা
করো, তাহলে সেই সব জাতি, যারা তোমার ক্ষমতা
সম্পর্কে শুনেছে, তারা বলবে, 16‘প্রভু এইসব লোকেদের
এই দেশে আনতে সক্ষম হননি, যার সমন্ধে তিনি তাদের
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই কারণেই প্রভু তাদের
মরুভূমিতে হত্যা করেছেন।’

17“সুতরাং এখন হে প্রভু তুমি তোমার বাক্য অনুসারে
তোমার শক্তি প্রদর্শন করো। 18তুমি বলেছিলে, ‘প্রভু
ধীরে ক্রুদ্ধ হন এবং প্রেমে মহান।’ পাপী এবং বিধি
ভঙ্গকারীদের তিনি ক্ষমা করেন; কিন্তু তিনি অবশ্যই
দোষীদের শাস্তি দেন। প্রভু ঐসব লোকেদের শাস্তি
দেন এবং এছাড়াও তাদের পুত্রদের, তাদের পৌত্র-
পৌত্রীদের এমনকি তাদের প্রপৌত্র প্রপৌত্রীদেরও এই
সকল খারাপ কাজের জন্য শাস্তি দেন!’ 19তাই এখন
তুমি এইসব লোকেদের তোমার মহৎ ভালোবাসা
দেখাও। তাদের পাপকে ক্ষমা করে দাও। মিশর ত্যাগ
করার পর থেকে এখন পর্যন্ত তুমি তাদের যেভাবে
ক্ষমা করে এসেছো সেইভাবেই এখনও তুমি তাদের
ক্ষমা করে দাও।”

20প্রভু উত্তর দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, তুমি যে ভাবে
বলেছো, সেইভাবেই আমি তাদের ক্ষমা করে দেবো।
21কিন্তু আমি তোমাকে সত্য কথাই বলছি। আমি যেমন
নিশ্চিতভাবেই বেঁচে আছি এবং আমার মহিমায় যেমন
সারা পৃথিবী নিশ্চিতভাবেই পরিপূর্ণ, তেমনি নিশ্চয়তার
সঙ্গেই আমি তোমার কাছে শপথ করছি। 22মিশর থেকে
আমি যাদের নিয়ে এসেছিলাম, তাদের কেউই কনান
দেশ দেখতে পাবে না। কারণ ঐসব লোকই আমার
মহিমা এবং মিশরে ও মরুভূমিতে আমি যে সব
অলৌকিক কাজ করেছিলাম সেগুলো দেখেছিল। কিন্তু
তাও তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং আমাকে এই
নিয়ে দশবার পরীক্ষা করেছে। 23আমি তাদের
পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিলাম। আমি শপথ
করেছিলাম যে আমি তাদের ঐ জায়গা দিয়ে দেব।
কিন্তু যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের কেউই
সেই জায়গায় কোনোদিন প্রবেশ করবে না। 24তবে
আমার সেবক কালেব একটু আলাদা রকমের; সে
আমাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছে। সুতরাং সে যে
জায়গা এর মধ্যেই দেখে নিয়েছে, আমি তাকে সেই
জায়গাতেই নিয়ে আসব এবং তার বংশ সেই জায়গা
অধিকার করবে। 25অমালেকীয়েরা এবং কনানীয়েরা
উপত্যকায় বাস করছে। সুতরাং আগামীকাল তুমি
অবশ্যই এই জায়গা ত্যাগ করবে। সূফ সাগরে যাওয়ার
পথ ধরে তুমি মরুভূমিতে ফিরে যাও।”

প্রভু লোকেদের শাস্তি দিলেন

26প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন, 27“এই সব
দুষ্ট লোকেরা আর কতদিন ধরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ
করবে? আমি তাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ শুনেছি।
28সুতরাং তাদের বলে দাও, ‘তোমরা যে সব ব্যাপারে
অভিযোগ করেছিলে, প্রভু নিশ্চিতভাবেই তোমাদের
সেইসব অভিযোগগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন।
তোমাদের যা হবে তা হল এই: 29মরুভূমিতেই তোমরা
মারা যাবে। 20 বছর অথবা তার বেশী বয়স্ক প্রত্যেক
ব্যক্তি, যারা প্রত্যেকে আমার লোকেদের একজন বলে
গণ্য ছিল, তারা মারা যাবে। কারণ তোমরা আমার
বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে।

30সুতরাং যে দেশ আমি তোমাদের দেবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেখানে তোমাদের কেউই কোনোদিন প্রবেশ করতে এবং বাস করতে পারবে না। কেবলমাত্র যিফুন্নির পুত্র কালেব এবং নূনের পত্র যিহোশূয় সে দেশে প্রবেশ করতে পারবে। 31তোমরা ভয় পেয়েছিলে এবং অভিযোগ করেছিলে যে নতুন দেশে তোমাদের শত্রুরা তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে; কিন্তু আমি বলছি, আমি ঐ সন্তানদের সেই দেশে নিয়ে আসবো। তোমরা যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছো, তারা সেই জিনিসগুলোকেই উপভোগ করবে। 32কিন্তু তোমরা এই মরুভূমিতেই মারা যাবে।

33“তোমাদের সন্তানরা 40 বছর ধরে মরুভূমিতে মেষপালক হয়ে থাকবে। তোমাদের অবিশ্বস্ততার জন্য তারা শাস্তি ভোগ করবে। তারা অবশ্যই এই কষ্ট ভোগ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সবাই মরুভূমিতে মারা যাচ্ছো। 34তোমরা 40 বছর ধরে তোমাদের পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। (অর্থাৎ 40 দিন ধরে লোকেরা যে জায়গাটি অনুসন্ধান করেছিলো তার প্রতিদিনের জন্য এক বছর করে।) তখন তোমরা বুঝতে পারবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে গেলে কি হতে পারে।

35“আমি প্রভু এবং আমিই শপথ করছি, এই মন্দ লোকেরা যারা একত্রে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমি এই কাজগুলো করবো। তারা সকলেই এই মরুভূমিতে মারা যাবে।”

36মোশি যাদের নতুন দেশ অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছিলেন তারাই ফিরে এসে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের মধ্যে অভিযোগ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বলেছিল, যে লোকেরা ঐ দেশে প্রবেশ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, 37সেই দেশের অখ্যাতিকারী এই লোকেরাই মহামারীতে মারা পড়ল– প্রভুর ইচ্ছা অনুসারেই তা হল। 38কিন্তু যারা দেশ অনুসন্ধান করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব জীবিত থাকলেন।

লোকেরা কনানে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করল

39মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের এইসব কথা বললে ইস্রায়েলের সাধারণ লোকেরা শোকে ভেঙে পড়ল। 40পরদিন খুব সকালে উঠে লোকেরা পর্বতের চূড়ার দিকে এগোল। তারা বলল, “এই আমরা, প্রভু যে দেশের কথা বলেছেন চলো আমরা সেখানে যাই কারণ আমরা পাপ করেছি।”

41কিন্তু মোশি বললেন, “তোমরা প্রভুর আদেশ পালন করছ না কেন? তোমরা সফল হবে না। 42তোমরা ঐ দেশে যেও না। প্রভু তোমাদের সঙ্গে নেই, এই কারণে শত্রুরা সহজেই তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে। 43সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে অমালেকীয়েরা এবং কনানীয়েরা যুদ্ধ করবে। তোমরা প্রভুর পথ থেকে সরে এসেছো। সুতরাং তোমরা যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে তখন তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন না এবং তোমরা সকলেই যুদ্ধে মারা যাবে।”

44কিন্তু লোকেরা মোশিকে বিশ্বাস করেনি। তারা পর্বতের চূড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক এবং মোশি তাদের সঙ্গে যান নি। 45এরপর উঁচু পর্বতের ওপরে বসবাসকারী অমালেকীয়রা এবং কনানীয়েরা নীচে নেমে এসে তাদের উপর আঘাত হানল এবং খুব সহজেই তাদের পরাস্ত করে হর্মা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা তাড়া করল।

উৎসর্গের নিয়মাবলী

15 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে কথা বলো এবং তাদের বলো: আমি তোমাদের একটি দেশ দিচ্ছি যা তোমাদের বাসভূমি হবে। যখন তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করবে, 3তখন তোমরা অবশ্যই প্রভুকে আগুনে তৈরী এক বিশেষ নৈবেদ্য প্রদান করবে। তার সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। তোমরা হোমবলি নৈবেদ্য, বিশেষ প্রতিশ্রুতি, বিশেষ উপহার, মঙ্গল নৈবেদ্য এবং বিশেষ ছুটির জন্য তোমাদের গোরু, মেষ এবং ছাগল ব্যবহার করবে।

4“উপহার উৎসর্গকারী ব্যক্তি সেই স্থানে প্রভুকে দেবার জন্যে যেন শস্য নৈবেদ্যও নিয়ে আসে। এই শস্যের নৈবেদ্য হবে 1 কোয়ার্ট অলিভ তেলে মিশ্রিত 8 কাপ মিহি ময়দা। 5প্রত্যেক সময়ে হোমবলির জন্য একটি করে মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে, এছাড়াও তুমি পেয় নৈবেদ্যর জন্যে 1 কোয়ার্ট দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করবে।

6“তুমি যদি মেষ দাও তাহলে তুমি অবশ্যই শস্যের নৈবেদ্যও তৈরী করবে। এই শস্যের নৈবেদ্য হবে 1 1/4 কোয়ার্ট অলিভ তেলে মিশ্রিত 16 কাপ মিহি ময়দা। 7এবং তুমি অবশ্যই পেয় নৈবেদ্যর জন্য 1 1/4 কোয়ার্ট দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করবে। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।

8“তুমি হোমবলি নৈবেদ্য, মঙ্গল নৈবেদ্য অথবা প্রভুর কাছে বিশেষ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে একটি অল্প বয়স্ক বৃষেরও ব্যবস্থা করতে পারো। 9ঐ সময়ে তুমি বৃষের সঙ্গে অবশ্যই শস্যের নৈবেদ্য নিয়ে আসবে। সেই শস্যের নৈবেদ্য হবে 2 কোয়ার্ট অলিভ তেলে মিশ্রিত 24 কাপ মিহি ময়দা। 10এছাড়াও পেয় নৈবেদ্যর জন্য 2 কোয়ার্ট দ্রাক্ষারসও নিয়ে আসবে। এই নৈবেদ্য হবে আগুন দিয়ে তৈরী। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। 11প্রত্যেকটি বৃষ, মেষ, মেষশাবক অথবা ছাগল, যা তুমি প্রভুকে দিচ্ছো, তা এভাবেই তৈরী হবে। 12তুমি যে পশুগুলো দিচ্ছো তার প্রত্যেকটির জন্যেই এটি কোরো।

13“প্রভুকে খুশী করার জন্যে ইস্রায়েলের প্রত্যেক নাগরিক এই পদ্ধতিতে আগুনের সাহায্যে তৈরী নৈবেদ্য প্রদান করবে। 14আর এখন থেকে বিদেশীরা যারা তোমাদের সঙ্গেই বাস করে, যদি তারা প্রভুকে খুশী করার জন্যে আগুনের সাহায্যে তৈরী কোনো নৈবেদ্য প্রদান করে, তাহলে তারাও তোমাদের মতোই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সেই নৈবেদ্য প্রদান করবে। 15এই একই বিধি সকলের জন্যে হবে, ইস্রায়েলের লোকেদের জন্যে এবং তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীদের জন্যেও। এই বিধি চিরকাল চলবে। তুমি এবং তোমাদের

মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেকেই প্রভুর কাছে সমান। 16এর অর্থ হল তোমরাও একই বিধি এবং নিয়ম অনুসরণ করবে। ঐ বিধি এবং নিয়ম তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীদের জন্যেও প্রযোজ্য।”

17প্রভু মোশিকে বললেন, 18“ইস্রায়েলের লোকেদের এই কথাগুলো বলো: আমি তোমাদের অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছি। 19তোমরা যখন সেই দেশে পৌঁছে সেই দেশের কোনো খাদ্য গ্রহণ করবে, তখন অবশ্যই প্রভুকে সেই খাদ্যের কিছু অংশ উপহার হিসাবে উৎসর্গ করবে। 20তোমরা শস্য গুঁড়ো করে রুটির জন্য ময়দার তাল তৈরী করবে এবং সেই ময়দার তালের প্রথমটা প্রভুকে উপহার হিসেবে প্রদান করবে। শস্য মাড়ানোর জায়গা থেকে আসা শস্য যেভাবে উৎসর্গ করা হয় এটিও সেইভাবেই কোর। 21এই নিয়ম চিরকাল চলবে। তোমরা অবশ্যই ঐ ময়দার তালের প্রথমটা প্রভুকে উপহার হিসেবে প্রদান করবে।

22“এখন তোমরা যদি কোনো ভুল করো এবং প্রভু মোশিকে যে আদেশ করেছেন তার কোনোটা পালন করতে ভুলে যাও, তাহলে তোমরা কি করবে? 23প্রভু মোশির মাধ্যমে এই আদেশগুলো দিয়েছিলেন। যেদিন প্রভু এই আদেশগুলো দিয়েছিলেন সেদিন থেকেই আদেশগুলির কার্যকারিতা শুরু হয়েছিল এবং আদেশগুলো চিরকাল চলবে। 24সুতরাং যদি তোমরা কোন ভুল কর এবং এই আজ্ঞাগুলো পালন করতে ভুলে যাও তাহলে কি করবে? যদি ইস্রায়েলের সব লোকই ভুল করে, তাহলে সবাই একত্রে প্রভুকে একটি অল্পবয়সী বৃষ হোমবলির নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করবে। তার সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। এছাড়াও বৃষের সঙ্গে নৈবেদ্য হিসেবে দেবার জন্যে শস্য এবং পেয় নৈবেদ্য প্রদানের কথা মনে রাখবে। তোমরা অবশ্যই পাপের জন্যে একটি পুরুষ ছাগলও নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করবে।

25“এইভাবে যাজক ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে শুচি করবেন যেন তারা পাপের ক্ষমা লাভ করে কারণ তারা ভুল করে সেই কাজ করেছে। সুতরাং তারা যখন এ সম্বন্ধে জানতে পারল, তখনই তারা প্রভুর কাছে আগুনে তৈরী নৈবেদ্য এবং কৃত পাপের জন্যে নৈবেদ্য আনল। 26ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এবং তাদের সঙ্গে বসবাসকারী অন্যান্য সকলকেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তাদের ক্ষমা করা হবে কারণ তারা ভুল বশতঃ ঐ কাজ করেছিল।

27“কিন্তু যদি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি ভুল করে পাপ করে, তাহলে সে অবশ্যই একটি এক বছর বয়স্ক স্ত্রী ছাগল নিয়ে আসবে। সেই ছাগলটি হবে পাপের জন্য নৈবেদ্য। 28সেই ব্যক্তিকে শুচি করার জন্যে যাজক অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। সেই ব্যক্তিটি ভুল করেছিল এবং প্রভুর সামনে পাপ করেছিল। যাজক সেই ব্যক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে তাকে ক্ষমা করা হবে। 29এই বিধিটি প্রত্যেকের জন্যই, যে ভুল করবে এবং যে পাপ করবে। ইস্রায়েলের পরিবারে জাত প্রত্যেকের জন্যে এবং তোমাদের সঙ্গে বসবাসকারী বিদেশীদের জন্যেও এই একই বিধি বলবৎ থাকবে।

30“কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি জেনেশুনে ভুল করে তাহলে সে প্রভুর বিরুদ্ধে গেছে। সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই তার লোকেদের কাছ থেকে পৃথক রাখা হবে। ইস্রায়েলের পরিবারে জাত কোনো ব্যক্তি অথবা তাদের সঙ্গে বসবাসকারী বিদেশীদের জন্যেও এই একই নিয়ম। 31সেই ব্যক্তি প্রভুর বাক্য অবজ্ঞা করেছে এবং সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে সুতরাং সে তোমার গোষ্ঠী থেকে আলাদা থাকবে। সেই ব্যক্তি দোষী এবং অবশ্যই শাস্তি পাবে!”

বিশ্রামের দিনে এক ব্যক্তি কাজ করল

32ইস্রায়েলের লোকেরা মরুভূমিতে থাকাকালীন একজনকে বিশ্রামবারে কাঠ জড়ো করতে দেখল। 33যে লোকেরা তাকে কাঠ জড়ো করতে দেখেছিল তারা তাকে মোশি এবং হারোণের কাছে নিয়ে এল এবং সমস্ত লোক চারদিকে একত্রিত হল। 34তারা সেই লোকটিকে পাহারায় রাখল কারণ তারা জানতো না, তারা কিভাবে তাকে শাস্তি দেবে।

35তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “লোকটিকে অবশ্যই মরতে হবে। শিবিরের বাইরে সমস্ত লোক তার ওপর পাথর ছুঁড়বে।” 36এই কারণে লোকেরা তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গেল এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করল। প্রভু মোশিকে যেভাবে আজ্ঞা করেছিলেন, তারা ঠিক সেভাবেই এটি করল।

নিয়ম মনে রাখতে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাহায্য করলেন

37প্রভু মোশিকে বললেন, 38“ইস্রায়েলের লোকেদের বলো তারা যেন সুতো দিয়ে ঝালর তৈরী করে তা কাপড়ের কোণে লাগায় এবং এখন থেকে বংশপরম্পরায় তারা যেন এই নিয়ম পালন করে। এই গোছাগুলোর প্রত্যেকটিতে তারা যেন একটি করে নীল সুতো রাখে। 39এই সুতোর গোছাগুলোর দিকে তাকালে তোমরা প্রভুর দেওয়া আজ্ঞাগুলো মনে করতে পারবে। আর তখনই আজ্ঞাগুলো তোমরা পালন করবে। আজ্ঞাগুলো ভুলে গিয়ে, তোমাদের শরীর ও চোখ যা চায়, তাই করে অবিশ্বস্ত হবে না। 40আমার সব আজ্ঞাগুলো পালন করার কথা তোমরা মনে রাখবে। তাহলে তোমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র হবে। 41আমি প্রভু তোমাদের ঈশ্বর। আমিই সেই যিনি তোমাদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তোমাদের প্রভু হওয়ার জন্যই আমি এটা করেছিলাম। আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।”

কয়েকজন নেতা মোশির বিরোধিতা করলেন

16 কোরহ, দাথন, অবীরাম এবং ওন মোশির বিরুদ্ধে গেল। (কোরহ ছিল যিষ্হরের পুত্র। যিষ্হর ছিল কহাতের পুত্র এবং কহাৎ ছিল লেবির পুত্র। দাথন এবং অবীরাম ছিল দুই ভাই এবং ইলীয়াবের পুত্র। ওন ছিল

পেলতের পুত্র। দাথন, অবীরাম এবং ওন ছিলেন রূবেণের
উত্তরপুরুষ।) 2ঐ চারজন ব্যক্তি ইস্রায়েলের অন্যান্য
250 জন পুরুষকে একত্রিত করে মোশির বিরুদ্ধে গেল।
তারা ছিল লোকেদের নির্বাচিত নেতা। সমস্ত লোক
তাদের চিনত। 3তারা মোশি এবং হারোণের বিরুদ্ধে
কথা বলার জন্যে একসাথে এল। তারা মোশি এবং
হারোণকে বলল, "আপনি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছেন।
ইস্রায়েলের সকল লোক পবিত্র এবং প্রভু এখনও তাদের
মধ্যেই বাস করেন। প্রভুর অন্যান্য লোকেদের থেকে
আপনি নিজেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।"

4মোশি এই কথা শুনে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন।
5আর তিনি কোরহ এবং তার অনুসরণকারীদের বললেন,
"আগামীকাল সকালে প্রভু দেখিয়ে দেবেন কোন ব্যক্তি
প্রকৃতই তাঁর এবং কে প্রকৃতই পবিত্র। আর সেই ব্যক্তিকে
প্রভু তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন। প্রভু যাকে বেছে নেবেন
তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন। 6সুতরাং কোরহ তুমি
এবং তোমার অনুসরণকারীরা এই কাজ করবে:
7আগামীকাল ধুনুচি নিয়ে তাতে সুগন্ধি ধুপধূনো রাখবে।
তারপরে সেই ধুনুচিগুলো প্রভুর সামনে নিয়ে আসবে।
প্রভু সেই ব্যক্তিকে বেছে নেবেন যে সত্যই পবিত্র।
তোমরা লেবীয়রা অনেক দূরে চলে গেছো– তোমরা
ভুল করছো!"

8মোশি কোরহকে এও বললেন, "লেবীয়রা দয়া
করে আমার কথা শোনো। 9এটাই কি যথেষ্ট নয় যে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদের ইস্রায়েলের মণ্ডলী থেকে
আলাদা করে প্রভুর পবিত্র তাঁবুর সেবা করার জন্য
এবং মণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা করার জন্য
তোমাদের তাঁর কাছে নিয়ে এসেছেন? 10যাজকদের
কাজে সাহায্য করার জন্যে ঈশ্বর তোমাদের অর্থাৎ
লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু
তোমরা এখন যাজক হওয়ার চেষ্টা করছো। 11তুমি
এবং তোমার অনুসরণকারীরা একত্রিত হয়ে প্রভুর
বিরোধিতা করেছো। হারোণ কি কোনো ভুল কাজ
করেছে যে তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা অভিযোগ করছো?"

12এরপর মোশি ইলীয়াবের পুত্র দাথন এবং
অবীরামকে ডাকলেন। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তি বললেন,
"আমরা যাবো না। 13এটাই কি যথেষ্ট নয় যে আপনি
উত্তম জিনিসে পরিপূর্ণ শস্য শ্যামলা দেশ থেকে আমাদের
নিয়ে এসেছেন। যাতে মরুভূমিতে হত্যা করতে পারেন?
আর এখন আপনি আমাদের উপর কর্তৃত্বও করবেন?
14আমরা কেন আপনাকে অনুসরণ করবো? উত্তম
জিনিসে পরিপূর্ণ এমন কোনো দেশে তো আপনি
আমাদের নিয়ে আসেন নি। আপনি আমাদের ঈশ্বরের
শপথ করা সেই দেশও দেন নি এবং আমাদের চারণভূমি
অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতও দেন নি। আপনি কি এইসব
লোকেদের ক্রীতদাস করবেন? না, আমরা আসবো
না।"

15এই কারণে মোশি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি প্রভুকে
বললেন, "আমি এইসকল লোকেদের সঙ্গে কোনোদিন
কোন অন্যায় করি নি। আমি কোনো সময়েই তাদের
কাছ থেকে কোনো কিছুই নিইনি, একটি গাধা পর্যন্তও
নয়। প্রভু আপনি এদের উপহার গ্রহণ করবেন না!"

16এরপর মোশি কোরহকে বলল, "আগামীকাল তুমি
এবং তোমার অনুসরণকারীরা প্রভুর সামনে দাঁড়াবে।
সেখানে হারোণ, তুমি ও তোমার লোকেরা থাকবে।
17তোমরা প্রত্যেকে একটি করে ধুনুচি এনে তাতে সুগন্ধি
ধুপধূনো রাখবে এবং তা ঈশ্বরকে প্রদান করবে। সেখানে
নেতাদের জন্য 250 টি ধুনুচি থাকবে এবং একটি পাত্র
তোমার জন্য ও একটি পাত্র হারোণের জন্য থাকবে।"

18সুতরাং প্রত্যেকে একটি ধুনুচি নিয়ে তার ওপর
জ্বলন্ত কয়লা ও সুগন্ধি ধুপধূনো রাখল। এরপর তারা
মোশি ও হারোণের সাথে সমাগম তাঁবুর প্রবেশপথে
গিয়ে দাঁড়ালো। 19কোরহও সমাগম তাঁবুর প্রবেশপথে
তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত লোককে জড়ো করেছিল। এর
ঠিক পর সেই জায়গায় সকলের সামনে প্রভুর মহিমা
প্রকাশিত হল।

20প্রভু মোশি ও হারোণকে বললেন, 21"এই সকল
লোকেদের থেকে দূরে সরে যাও। আমি এখনই তাদের
ধ্বংস করতে চাই!"

22কিন্তু মোশি এবং হারোণ মাটিতে নতজানু হয়ে
অনুনয় করে বলল, "হে ঈশ্বর, তুমি জানো লোকেরা
তাদের মনে কি ভাবছে।* একজন পাপ করলে কি
তুমি সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ হবে?"

23তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 24"কোরহ, দাথন
এবং অবীরামের তাঁবু থেকে লোকেদের সরে যেতে
বলো।"

25মোশি উঠে দাঁড়ালেন এবং দাথন ও অবীরামের
কাছে গেলেন। ইস্রায়েলের সকল প্রবীণেরা (নেতারা)
তাঁকে অনুসরণ করল। 26মোশি লোকেদের সাবধান করে
দিয়ে বললেন, "এই সকল মন্দ লোকেদের তাঁবু থেকে
সরে যাও। তাদের কোনো জিনিস স্পর্শ কোরো না।
যদি তোমরা সেটা করো, তাহলে তাদের পাপের জন্যে
তোমরা ধ্বংস হবে।"

27সেই কারণে কোরহ, দাথন এবং অবীরামের তাঁবু
থেকে লোকেরা সরে গেল। আর দাথন এবং অবীরাম
বের হয়ে তাদের স্ত্রীদের, সন্তানদের এবং ছোটো শিশুদের
নিয়ে তাঁবুর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রইল।

28তখন মোশি বললেন, "আমি তোমাদের প্রমাণ
করে দেখাবো যে প্রভুই আমাকে এই সব কাজ করার
জন্য পাঠিয়েছেন এবং আমি এসব নিজের ইচ্ছানুসারে
করিনি। 29এই লোকেরা এখানে মারা যাবে। কিন্তু তারা
যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, যে ভাবে লোকেরা
সবসময় মারা যায় তাহলে তা প্রমাণ করবে যে, প্রভু
আমাকে প্রকৃতই পাঠান নি। 30কিন্তু যদি প্রভু এই
লোকেদের মৃত্যু একটু ভিন্নভাবে ঘটান অর্থাৎ একটু
নতুন ভাবে, তাহলে তোমরা জানবে যে এই লোকেরা
সত্যই প্রভুকে অবজ্ঞা করেছিল। এটাই হল প্রমাণ: ধরণী
বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং এই সমস্ত লোককে গ্রাস করবে।

হে ঈশ্বর ... ভাবছে আক্ষরিক অর্থে, "ঈশ্বর, সমস্ত লোকেদের আত্মার ঈশ্বর।"

তারা জীবিতাবস্থায় তাদের কবরে নেমে যাবে। এবং
এইসব লোকেদের অধিকৃত যাবতীয় জিনিসপত্র তাদের
সঙ্গেই তলিয়ে যাবে।”

31যখন মোশি এই কথাগুলো বলা শেষ করলেন,
লোকদের পায়ের তলার মাটি ফেটে গেল। 32মনে হল
যেন পৃথিবী তার মুখটি খুলে তাদের গ্রাস করল। কোরহের
সকল লোকেরা, তাদের পরিবার এবং তাদের অধিকৃত
যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী পৃথিবীর নীচে চলে গেল। 33ঐসব
লোকেরা জীবন্ত অবস্থাতেই তাদের কবরে গেল। তাদের
অধিকৃত সকল দ্রব্যসামগ্রীই তাদের সঙ্গে মাটির তলায়
চলে গেল। এরপর পৃথিবী তাদের ওপরে মুখ বন্ধ
করল। তারা বিনষ্ট হল এবং সমাজ থেকে চিরকালের
জন্যেই চলে গেল।

34ইস্রায়েলের লোকেরা এই মরণোন্মুখ মানুষগুলোর
আর্তনাদ শুনতে পেল। সেই কারণে তারা বিভিন্ন দিকে
ছুটে পালাতে পালাতে বলল, “পৃথিবী আমাদেরও গ্রাস
করবে!”

35এরপর প্রভুর কাছ থেকে এক আগুন এসে যারা
সুগন্ধি ধূপধূনোর নৈবেদ্য প্রদান করছিল, সেই 250 জন
পুরুষকে ধ্বংস করল।

36প্রভু মোশিকে বললেন, 37-38“যাজক হারোণের
পুত্র ইলীয়াসরকে বলো, যে আগুন এখনও শিখাহীন
হয়ে জ্বলছে তার থেকে সমস্ত সুগন্ধি ধূপধূনোর
পাত্রগুলো নিয়ে এসো। এই সুগন্ধি ধূপধূনোর পাত্রগুলি
এখন পবিত্র। পাত্রগুলো পবিত্র কারণ তারা এই
পাত্রগুলো ঈশ্বরকে প্রদান করেছিল। তাদের ধুনুচিগুলো
নিয়ে হাতুড়ির সাহায্যে সমতল পাতে পরিণত কর।
এরপর এই ধাতব চাদরটি বেদীর আচ্ছাদনের কাজে
ব্যবহার করো। ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য এটি চিহ্ন,
যাতে তারা সতর্ক হয়।”

39সুতরাং যাজক ইলীয়াসর পিতলের তৈরী সেই
ধুনুচিগুলো নিলেন। যে মারা গিয়েছিল, তারাই ঐ
পাত্রগুলো এনেছিল। আর তারা তা পিটিয়ে বেদীকে
ঢাকবার জন্য পাত প্রস্তুত করলেন। 40মোশির মাধ্যমে
প্রভু যে ভাবে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তিনি ঠিক সেভাবেই
তা করলেন। এটি এমন একটি চিহ্নস্বরূপ হল যা
ইস্রায়েলের লোকেদের মনে রাখতে সাহায্য করবে যে
কেবলমাত্র হারোণের পরিবারের কোনো ব্যক্তিই প্রভুর
সামনে সুগন্ধি ধূপধূনো উৎসর্গ করতে পারে। এছাড়া
অন্য কোনো ব্যক্তি যদি প্রভুকে সুগন্ধি ধূপধূনোর নৈবেদ্য
প্রদান করেন তাহলে সেও কোরহ এবং তার
অনুসরণকারীদের মতোই মারা যাবে।

হারোণ লোকেদের রক্ষা করলেন

41পরদিন ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা মোশি এবং
হারোণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, “আপনারা
প্রভুর লোকেদের হত্যা করেছেন।”

42আর ইস্রায়েলের লোকেরা মোশি ও হারোণের
বিরুদ্ধে একত্র হয়ে যখন সমাগম তাঁবুর দিকে তাকাল,
তখন দেখল মেঘ সেটিকে ঢেকে দিয়েছে এবং সেখানে
ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। 43তারপর মোশি এবং
হারোণ সমাগম তাঁবুর সামনে গেলেন।

44প্রভু মোশিকে বললেন, 45“ঐ লোকেদের থেকে
দূরে সরে যাও, যাতে আমি এখনই তাদের ধ্বংস করতে
পারি।” সুতরাং মোশি এবং হারোণ মাটিতে উপুড় হয়ে
পড়লেন।

46তখন মোশি হারোণকে বললেন, “ধুনুচি নিয়ে তাতে
বেদী থেকে আগুন রাখো। এরপর এতে সুগন্ধি ধূপধূনো
দাও এবং ঐ লোকেদের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের
পবিত্র করো। কারণ প্রভু তাদের প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে
আছেন। ইতিমধ্যেই রোগ ছড়াতে শুরু করেছে।”

47-48সুতরাং হারোণ মোশির কথামতো কাজ
করলেন। হারোণ সুগন্ধি ধূপধূনো ও আগুন এনে
লোকেদের মাঝখানে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু লোকেদের
মধ্যে এর মধ্যেই অসুস্থতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই
কারণে হারোণ মৃত লোক এবং যারা জীবিত আছে
তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেদের শুচি করার
জন্যে যা দরকার হারোণ ঠিক তাই করলেন এবং তাদের
অসুস্থতা আর বাড়ল না। 49কোরহের কারণে যাদের
মৃত্যু হয়েছিল তাদের ছাড়াও আরও 14,700 জন লোক
অসুস্থতার জন্য মারা গেল। 50সুতরাং ঐ ভয়ঙ্কর অসুস্থতা
আর এগোলো না এবং পরে হারোণ পবিত্র তাঁবুর
প্রবেশপথে মোশির কাছে ফিরে গেলেন।

ঈশ্বর প্রমাণ করলেন হারোণই মহাযাজক

17 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের লোকেদের
সঙ্গে কথা বলো। বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর
প্রত্যেক নেতার কাছ থেকে একটি করে মোট বারোটি
হাঁটার লাঠি বা ছড়ি নিয়ে এসো। প্রত্যেক ব্যক্তির নাম
তার লাঠির ওপরে লেখো। 3লেবি গোষ্ঠীর লাঠির ওপরে
হারোণের নাম লেখো। বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেক
নেতার জন্য অবশ্যই একটি করে লাঠি থাকবে। 4এই
লাঠিগুলোকে সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে সমাগম তাঁবুতে
রাখো। এটাই সেই জায়গা যেখানে আমি তোমার সঙ্গে
দেখা করি। 5সত্যিকারের যাজক হওয়ার জন্য আমি
একজনকে মনোনীত করব। আমি যে ব্যক্তিকে মনোনীত
করব তার হাঁটার লাঠিতে নতুন পাতা গজাতে শুরু
করবে। এইভাবে আমি তোমার এবং আমার বিরুদ্ধে
লোকেদের অভিযোগ করা বন্ধ করে দেবো।”

6সুতরাং মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে কথা
বললেন। নেতারা প্রত্যেকেই তাকে লাঠি দিলেন।
সেখানে মোট বারোটি লাঠি হল। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীর
প্রত্যেক নেতার কাছ থেকে পাওয়া একটি করে লাঠি
সেখানে ছিল। লাঠিগুলোর মধ্যে একটি ছিল হারোণের।
7চুক্তির তাঁবুতে প্রভুর সামনে মোশি লাঠিগুলো রেখে
দিলেন।

8পরদিন মোশি তাঁবুতে প্রবেশ করে হারোণের লাঠিটি
দেখলেন। লেবি পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া এই
লাঠিই ছিল একমাত্র লাঠি যাতে নতুন পাতা গজিয়েছিল।
সেই লাঠিটিতে শাখা প্রশাখা গজিয়েছিল এবং বাদামও

ফলেছিল। [9]সেই কারণে মোশি প্রভুর সেই স্থান থেকে সমস্ত লাঠিগুলো নিয়ে এলেন। মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের সেই লাঠিগুলো দেখালেন। তারা সকলেই লাঠিগুলো দেখল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের লাঠিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

[10]তখন প্রভু মোশিকে বললেন, "চুক্তি সিন্দুকের সামনে পবিত্র তাঁবুর ভেতরে পেছনদিকে হারোণের লাঠিটিকে রাখো। এই যে সব লোক, যারা সব সময়েই আমার বিরোধিতা করে তাদের জন্যে এটি একটি সতর্কীকরণ। এতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বন্ধ হয়ে যাবে যার ফলে আমি তাদের ধ্বংস করব না।" [11]সুতরাং মোশি প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই কাজ করলেন।

[12]ইস্রায়েলের লোকেরা মোশিকে বললেন, "দেখ, আমরা মারা পড়তে বসেছি। আমরা শেষ হয়ে যাব। আমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাব। [13]যে কোনোও ব্যক্তি প্রভুর পবিত্র তাঁবুর কাছে আসে সে মারা যায়। তবে কি আমরা সকলেই মারা যাবো?"

যাজকদের এবং লেবীয়দের কাজ

18 প্রভু হারোণকে বললেন, "পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে যে কোনোরকম ভুল কাজের জন্য তুমি, তোমার পুত্রেরা এবং তোমার পিতার পরিবারের সকল ব্যক্তি দায়ী থাকবে। যাজকগণের বিরুদ্ধে যে কোনোরকম ভুল কাজের জন্যে তুমি এবং তোমার পুত্রেরা দায়ী থাকবে। [2]তুমি তোমার পরিবারগোষ্ঠী থেকে অন্যান্য লেবীয় লোকেদেরও নিয়ে এসো যাতে তারা তোমার সাথে যোগ দিতে পারে। তুমি তোমার পুত্রদের সাথে যখন চুক্তির সিন্দুকের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকবে তখন তারা তোমাদের সাহায্য করবে। [3]লেবি পরিবার থেকে আসা ঐসব লোকেরা তোমার অধীনে থাকবে। পবিত্র তাঁবুতে প্রয়োজনীয় সব কাজই তারা করবে। কিন্তু তারা কোনো সময়েই পবিত্র স্থানের দ্রব্যসামগ্রীর কাছে অথবা বেদীর কাছে যাবে না। যদি তারা সেটা করে, তাহলে তারা মারা যাবে এবং তুমিও মারা যাবে। [4]তারা তোমাকে সঙ্গ দেবে এবং তোমার সঙ্গে কাজ করবে। সমাগম তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য তারা দায়ী থাকবে। পবিত্র তাঁবুতে অবশ্য করণীয় কাজগুলো তারা করবে। এ ছাড়া অন্য কেউই ঐ জায়গায় আসতে পারবে না যেখানে তুমি আছো।

[5]"পবিত্র স্থান এবং বেদীর তত্ত্বাবধান করার জন্যে তুমি দায়বদ্ধ কারণ আমি ইস্রায়েলের লোকেদের ওপরে আর ক্রুদ্ধ হতে চাই না। [6]ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্য থেকে আমি নিজে একমাত্র লেবীয় গোষ্ঠীভুক্তদেরই বেছে নিয়েছি। তারা তোমাদের কাছে উপহারস্বরূপ। প্রভুর সেবা করার জন্যে এবং সমাগম তাঁবুতে কাজ করার জন্যে আমি তোমাদের কাছে তাদের দিয়েছি। [7]কিন্তু হারোণ, কেবলমাত্র তুমি এবং তোমার পুত্ররাই যাজক হিসাবে সেবা করতে পারো। কেবলমাত্র তুমিই বেদীর কাছে যেতে পারো। পবিত্রতম স্থানের পর্দার অভ্যন্তরে একমাত্র তুমিই প্রবেশ করতে পারো। আমি দানরূপে যাজকত্ব পদ তোমাদের দিয়েছি। অন্য যে কেউই আমার পবিত্র স্থানের কাছে আসবে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে।"

[8]এরপর প্রভু হারোণকে বললেন, "দেখ ইস্রায়েলের লোকেরা আমাকে যে বিশেষ উপহারগুলো দিয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমি নিজেই তোমাকে দিয়েছি। আমি তোমাকে সব পবিত্র উপহারসামগ্রী দেব যা ইস্রায়েলীয়রা আমাকে দেয়। তুমি এবং তোমার পুত্রেরা এইসব উপহার সামগ্রী ভাগ করে নেবে। সেগুলো চিরকাল তোমাদেরই থাকবে। [9]লোকেরা উৎসর্গের জন্য জিনিসপত্র, শস্য নৈবেদ্য, পাপার্থক বলি এবং দোষার্থক বলির নৈবেদ্য নিয়ে আসবে। ঐসব নৈবেদ্য সবথেকে পবিত্র। সবথেকে পবিত্র নৈবেদ্য যে অংশ পোড়ানো হয়নি, সেখান থেকেই তোমার অংশ আসবে। ঐসব দ্রব্যসামগ্রী তোমার এবং তোমার পুত্রদের জন্য। [10]কেবলমাত্র অতি পবিত্র স্থানেই তোমরা ঐসব দ্রব্যসামগ্রী ভক্ষণ কোরো। তোমার পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ ঐসব দ্রব্যসামগ্রী খেতে পারবে, কিন্তু তুমি অবশ্যই মনে রাখবে যে, ঐ সব নৈবেদ্যগুলো পবিত্র।

[11]"এবং ইস্রায়েলের লোকেরা দোলনীয় নৈবেদ্য স্বরূপ যে সব উপহারসামগ্রী আমাকে দেয়, সেগুলোও তোমাদের। আমি তোমাকে, তোমার পুত্রদের এবং তোমার কন্যাদের এগুলো দিলাম। এটি তোমার অংশ। তোমার পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, যে শুচি, সে এগুলো খেতে পারবে।

[12]"তাদের ক্ষেতে উৎপন্ন প্রথম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অলিভ তেল, নতুন দ্রাক্ষারস, শস্য যা তারা আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তা আমি তোমাদের দিলাম। [13]দেশের সমস্ত প্রথম ফসলের যা তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে তা তোমাদের হবে। তোমার পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, যে শুচি সে এটি খেতে পারবে।

[14]"ইস্রায়েলে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রভুকে দেওয়া হবে সেগুলো তোমারই।

[15]"স্ত্রীলোকের প্রথম সন্তান এবং পশুর প্রথম সন্তান অবশ্যই প্রভুকে দান করতে হবে। সেই সন্তান তোমার হবে। যদি প্রথমজাত পশুটি অশুচি হয় তাহলে সেটিকে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে। যদি নৈবেদ্যটি শিশু হয়, তাহলে সেই শিশুটিকেও অবশ্যই ফেরত নিয়ে আসতে হবে। [16]যখন শিশুটির বয়স এক মাস, তখন তারা অবশ্যই তার দাম দেবে। খরচ হবে 2 আউন্স রূপো। তুমি অবশ্যই সরকারী মাপকাঠি অনুযায়ী রূপো ওজন করবে। সরকারী মাপকাঠি অনুসারে এক শেকল হল 20 জিরাহ।

[17]"কিন্তু তুমি প্রথমজাত গোরু মেষ অথবা ছাগলের মুক্তির জন্যে কোনো মূল্য দেবে না। ঐ পশুরা পবিত্র। বেদীর ওপরে তাদের রক্ত ছিটিয়ে দাও এবং তাদের চর্বি পোড়াও। এই নৈবেদ্য আগুনের সাহায্যে তৈরি। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করে। [18]কিন্তু ঐসব পশুর মাংস তোমার। যেমন দোলনীয় নৈবেদ্যর বক্ষঃস্থল এবং অন্যান্য

নৈবেদ্যর দক্ষিণ উরু তোমার। 19লোকেরা পবিত্র উপহারস্বরূপ যে সব দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করে, আমি প্রভু হিসাবে সে সবই তোমাকে দিলাম। এটি তোমার প্রাপ্য অংশ। আমি এইগুলো তোমাকে, তোমার পুত্রদের এবং তোমার কন্যাদের দিলাম। এই বিধি চিরকাল চলবে। এটি প্রভুর সঙ্গে একটি চুক্তি, যা কোনো সময়েই ভঙ্গ করা যাবে না। আমি তোমার কাছে এবং তোমার উত্তরপুরুষদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি করলাম।”

20প্রভু হারোণকে এও বললেন, “তুমি জমির কোনো অংশই পাবে না। অন্যান্য লোকেরা যা অধিকারভুক্ত করে থাকে এমন কোনো কিছুই তুমি অধিকারভুক্ত করতে পারবে না। আমি, প্রভু তোমারই হবো। ইস্রায়েলের লোকেরা সেই দেশ পাবে যা আমি তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিলাম। কিন্তু আমিই তোমার অংশ ও অধিকার।

21“ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের যা কিছু আছে তার এক দশমাংশ আমাকে দেবে। সুতরাং সেই এক দশমাংশ আমি লেবির সকল উত্তরপুরুষদের দিয়ে দিচ্ছি। সমাগম তাঁবুতে তারা যে সেবাকার্য করেছে তার জন্যে এটি তাদের পারিশ্রমিক। 22কিন্তু এখন থেকে সমাগম তাঁবুর কাছে ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেরা অবশ্যই যাবে না। যদি তারা সেটা করে, তবে তাদের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। 23লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা, যারা সমাগম তাঁবুতে কাজ করে তারা এর বিরুদ্ধে যে কোনোরকম পাপ কাজের জন্যে দায়ী। এটিই বিধি। এইটিই চিরকাল চলবে। আর এই লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে কোনো দেশই পাবে না। 24কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের যা কিছু আছে তার সবকিছুর এক দশমাংশ আমাকে দেবে। এবং আমি সেই এক দশমাংশ লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের দেবো। সেই কারণেই লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের সম্পর্কে এই কথাগুলো আমি বলেছিলাম: ঐসব লোকেরা কোনো দেশ পাবে না যা আমি ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের কাছে প্রতিশ্রুতি করেছি।”

25প্রভু মোশিকে বললেন, 26“লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের বলো, ইস্রায়েলের লোকেরা, তাদের অধিকারে যা আছে, তার সবকিছুর এক দশমাংশ প্রভুকে দেবে। সেই এক দশমাংশ লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের হবে। কিন্তু তোমরা অবশ্যই তার এক দশমাংশ প্রভুকে তাঁর নৈবেদ্যস্বরূপ প্রদান করবে। 27ফসল কাটার পর যেমন শস্য এবং যন্ত্রের সাহায্যে দ্রাক্ষার রস বের করা হয় সেইরকমভাবেই তোমার দান তোমার পক্ষে গণনা করা হবে।

28“এইভাবে ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের মতো, তোমরাও প্রভুকে তোমার নৈবেদ্য প্রদান করবে। ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে যা দেন সেই এক দশমাংশ তুমি পাবে। এবং তারপর তুমি যাজক হারোণকে তার এক দশমাংশ দেবে। 29যখন ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের অধিকারভুক্ত সবকিছুর এক দশমাংশ তোমাকে দেয়, তখন তুমি অবশ্যই তার মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পবিত্রতম অংশটি বেছে নেবে। ঐটিই সেই এক দশমাংশ যা তুমি অবশ্যই প্রভুকে প্রদান করবে।

30“সুতরাং লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের বলো, “ইস্রায়েলের লোকেরা ফসল কাটার পরে শস্যের এবং দ্রাক্ষারসের এক দশমাংশ তোমাদের দেবে। এরপর তোমরা তার থেকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশটি প্রভুকে দেবে। 31বাকী অংশটি তুমি এবং তোমার পরিবারের সদস্যরা খেতে পারবে। সমাগম তাঁবুতে তুমি যে কাজ করো তার জন্য এটি তোমার পারিশ্রমিক। 32এবং যদি তুমি সব সময়েই সবথেকে উৎকৃষ্ট অংশটি প্রভুকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি কোনো সময়েই দোষী হবে না। তুমি ইস্রায়েলের লোকেদের দেওয়া পবিত্র উপহারসামগ্রী কখনও অপবিত্র কোরো না, তাহলে তুমি মারা যাবে না।”

লাল গোরুর ছাই

19 প্রভু, মোশি এবং হারোণকে বললেন, 2“ইস্রায়েলের লোকেদের ঈশ্বর যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার থেকেই আসছে এই বিধিগুলি। ইস্রায়েলের লোকেদের বলো তারা যেন তোমাদের কাছে একটি নিখুঁত লাল গোরু নিয়ে আসে। গোরুটির শরীরে যেন অবশ্যই কোনো রকম আঘাতের চিহ্ন না থাকে এবং সেটি যেন কোনোদিন জোয়াল বয়ে না থাকে। 3সেই গোরুটিকে যাজক ইলীয়াসরের কাছে দিয়ে দাও। ইলীয়াসর সেই গোরুটিকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবে এবং সেখানে এটি হত্যা করবে। 4তখন যাজক ইলীয়াসর কিছুটা রক্ত তার আঙুলে নিয়ে তা পবিত্র তাঁবুর দিকে সাতবার ছিটিয়ে দেবে। 5এরপর গোটা গোরুটিকে তার সামনে পোড়ানো হবে। গরুটির চামড়া, মাংস, রক্ত এবং অন্ত্র সম্পূর্ণরূপে পোড়াতে হবে। 6এরপর যাজক একটি এরস কাঠের কাঠি, একটি এসোব* এবং কিছু লাল সুতো নেবে। যেখানে গোরুটি পুড়ছে সেই আগুনে ঐসব দ্রব্যসামগ্রী ছুঁড়ে দেবে। 7এরপর যাজক স্নান করবে এবং নিজের বস্ত্রাদি জলে ধুয়ে ফেলবে। এরপর সে শিবিরে ফিরে আসতে পারবে। যাজক সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 8যে ব্যক্তি গোরুটি পুড়িয়েছে সেও স্নান করবে এবং নিজের বস্ত্রাদি জলে ধুয়ে ফেলবে। সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে।

9“এরপর একজন শুচি ব্যক্তি সেই গোরুর ছাই সংগ্রহ করবে। সে শিবিরের বাইরে পরিষ্কার জায়গায় সেই ছাই রাখবে। যখন লোকেরা শুচি হওয়ার জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, সে সময় এই ছাই ব্যবহৃত হবে। কোনো ব্যক্তির পাপ দূরীকরণের জন্যেও এই ছাই ব্যবহৃত হবে।

10“যে ব্যক্তি গোরুর ছাই সংগ্রহ করেছিল সে অবশ্যই তার বস্ত্রাদি ধুয়ে ফেলবে। সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

এসোব সরু শাখা প্রশাখা এবং পাতা সমন্বিত একটি উদ্ভিদ, শুচিকরণ অনুষ্ঠানে যা জল অথবা রক্ত ছিটোনোর জন্য ব্যবহৃত হত।

“এই নিয়ম চিরকাল চলবে। ইস্রায়েলের নাগরিকদের
জন্যে এই নিয়ম। এবং তোমাদের সঙ্গে যে বিদেশীরা
বাস করছে তাদের জন্যেও এই একই নিয়ম বলবৎ
থাকবে। 11যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মৃতদেহ স্পর্শ
করে, তাহলে সে সাতদিন পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 12সে
অবশ্যই তৃতীয় দিনে এবং পুনরায় সপ্তম দিনে বিশেষ
জলে নিজেকে পরিষ্কার করবে। যদি সে তা না করে,
তাহলে সে অশুচিই থেকে যাবে। 13যদি একজন ব্যক্তি
কোনো মৃতদেহ স্পর্শ করে তবে সেই ব্যক্তি অশুচি।
যদি সেই ব্যক্তি নিজেকে শুচি না করে পবিত্র তাঁবুতে
যায়, তাহলে সেই তাঁবুটিও অশুচি হয়ে যাবে। সুতরাং
সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের
থেকে পৃথক করে রাখা হবে। যদি কোনো অশুচি ব্যক্তির
ওপরে পবিত্র জল ঢেলে না দেওয়া হয়, তাহলে সেই
ব্যক্তি অশুচিই থেকে যাবে।

14“এই নিয়ম মানতে হবে যখন তারা তাদের তাঁবুতে
মারা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি তার তাঁবুতে মারা যায়
তাহলে তাঁবুর প্রত্যেক ব্যক্তি অশুচি হবে। তারা
সাতদিনের জন্যে অশুচি থাকবে। 15এবং ঢাকা না দেওয়া
প্রত্যেকটি বয়াম অথবা পাত্র অশুচি হয়ে যাবে। 16যদি
কোনো ব্যক্তি মৃতদেহ স্পর্শ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি
সাতদিন অশুচি থাকবে। মৃতদেহটি যদি বাইরে মাঠে
থাকে অথবা সেই ব্যক্তি যদি যুদ্ধে মারা গিয়ে থাকে
তাহলেও এটি প্রযোজ্য। এছাড়াও যদি কোন ব্যক্তি
মৃত ব্যক্তির হাড় স্পর্শ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি
সাতদিনের জন্য অশুচি থাকবে।

17“সুতরাং সেই ব্যক্তিকে আবার শুচি করার জন্যে
তুমি অবশ্যই পোড়ানো গোরুর ছাই ব্যবহার করবে।
একটি বয়ামের মধ্যেকার ছাইয়ের ওপর দিয়ে টাটকা
স্রোতের জল ভরো। 18একজন শুচি ব্যক্তি একটি এসোব
নিয়ে সেটিকে জলে ডোবাবে। এরপর সে এটিকে তাঁবুর
ওপর, তাঁবুর পাত্রগুলিতে এবং তাঁবুতে যে সব লোকেরা
আছে তাদের ওপরে ছিটিয়ে দেবে। যে কেউই মৃত
ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করে তার প্রতি তুমি অবশ্যই এটি
করবে। যে কেউ যুদ্ধে মৃত কোনো ব্যক্তির শরীর স্পর্শ
বা কোনো মৃত ব্যক্তির হাড় স্পর্শ করে তাদের ক্ষেত্রেও
তুমি অবশ্যই এটি কোর।

19“এরপর তৃতীয় দিনে এবং আবার সপ্তম দিনে
একজন শুচি ব্যক্তি অবশ্যই একজন অশুচি ব্যক্তির
ওপরে এই জল ছিটিয়ে দেবে। সপ্তম দিনে সেই ব্যক্তি
শুচি হবে। সে অবশ্যই জলে তার কাপড়চোপড় ধোবে।
সন্ধ্যাবেলায় সে শুচি হবে।

20“যদি কোনো ব্যক্তি অশুচি হয়ে যায় এবং নিজেকে
শুচি না করে, তবে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই ইস্রায়েলের
অন্যান্য লোকেদের থেকে পৃথক রাখা হবে কারণ সে
ঈশ্বরের পবিত্র স্থানকে অশুচি করেছে। সেই ব্যক্তির
ওপরে সেই বিশেষ জল ছিটোনো হয়নি তাই সে শুচি
হয়নি। 21এই নিয়ম তোমাদের জন্যে চিরকাল চলবে।
যে ব্যক্তি সেই বিশেষ জল ছিটোয় সে অবশ্যই তার
বস্ত্রাদিও ধোবে। যে কোনো ব্যক্তি সেই বিশেষ জল
স্পর্শ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। 22যদি
কোনো অশুচি ব্যক্তি অন্য কাউকে স্পর্শ করে, তাহলে
সেই ব্যক্তিও অশুচি হয়ে যাবে। সেই ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত
অশুচি থাকবে।”

মরিয়ম মারা গেলেন

20 ইস্রায়েলের লোকেরা প্রথম মাসে সীন
মরুভূমিতে পৌঁছালো। প্রথমে তারা কাদেশে
পৌঁছাল, সেখানে মরিয়ম মারা গেলেন এবং তাকে
সেখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল।

মোশি ভুল করলেন

2সেই জায়গায় লোকেদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ
জল ছিল না, সুতরাং মোশি এবং হারোণের কাছে
অভিযোগ করার জন্যে লোকেরা এক জায়গায় মিলিত
হয়েছিল। 3লোকেরা মোশির সঙ্গে তর্ক করে বলল,
“এও হলে ভাল হতো যদি আমরা আমাদের ভাইদের
মতো প্রভুর সামনে মারা যেতাম। 4আপনি কেন প্রভুর
লোকেদের এই মরুভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন? আপনার
ইচ্ছে কি এটাই আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে থাকা
পশুদের এখানেই মৃত্যু হোক? 5আপনি কেন আমাদের
মিশর থেকে এই খারাপ জায়গায় নিয়ে এসেছেন?
এখানে কোনো শস্য নেই। এখানে কোনো ডুমুর, দ্রাক্ষা
অথবা ডালিম ফল নেই এবং পানের জন্য কোনো
জলও নেই।”

6সুতরাং মোশি এবং হারোণ লোকেদের কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে গেলেন। তারা
মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লে প্রভুর মহিমা তাদের সামনে
প্রকাশিত হল।

7প্রভু মোশিকে বললেন, 8“হাঁটার বিশেষ লাঠিটি
নিয়ে এসো। হারোণ এবং লোকেদের নিয়ে সেই শিলার
সামনে এসো। সবার সামনে ঐ শিলাকে বলো, তখন
ঐ শিলা থেকে জল প্রবাহিত হবে। তুমি সেই জল
লোকেদের এবং তাদের পশুদের দিতে পারবে।”

9লাঠিটি পবিত্র তাঁবুতে প্রভুর সামনে ছিল। প্রভু
যেভাবে বলেছিলেন, মোশি সেইভাবেই লাঠিটি নিয়ে
এলেন। 10মোশি এবং হারোণ শিলার সামনে সমস্ত
লোকেদের সমবেত হতে বললেন। তখন মোশি বললেন,
“তোমরা সকল সময়েই অভিযোগ করছ। এখন আমার
কথা শোনো। আমরা কি তোমাদের জন্য এই শিলা
থেকে জল বের করবো।” 11এরপর মোশি তার হাত
তুললেন এবং শিলাতে দুবার আঘাত করলেন। শিলা
থেকে জল বেরোতে শুরু করল। লোকেরা এবং তাদের
পশুরা জল পান করল। 12কিন্তু প্রভু মোশি ও হারোণকে
বললেন, “ইস্রায়েলের সব লোকের সাক্ষাতে তুমি আমার
প্রতি সম্মান দেখাওনি। তুমি ইস্রায়েলের লোকেদের
দেখাওনি যে জল বের করার ক্ষমতা আমার থেকেই
এসেছে। তুমি লোকেদের দেখাওনি যে তুমি আমার
প্রতি বিশ্বাস রেখেছো। আমি ঐসব লোকেদের সেই
দেশটি দেব যে দেশটি আমি তাদের দেব বলে শপথ

করেছিলাম, কিন্তু তুমি তাদের সেই দেশে নিয়ে যেতে
নেতৃত্ব দেবে না!”
13এই জায়গাটিকে বলা হতো মরীবার জল। এটিই
সেই জায়গা যেখানে ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর সঙ্গে বিবাদ
করেছিল এবং এটিই সেই জায়গা যেখানে প্রভু তাদের
দেখিয়েছিলেন যে তিনি পবিত্র।

ইদোম ইস্রায়েলকে যেতে বাধা দিল

14কাদেশে থাকাকালীন মোশি ইদোমীয় রাজার কাছে
বার্তাসহ কয়েকজন লোককে পাঠালেন। বার্তায় বলা
ছিল: “আপনার ভাইয়েরা অর্থাৎ ইস্রায়েলের লোকেরা,
আপনাকে বলছে: আমাদের যে সব সমস্যা আছে সে
সম্পর্কে আপনি সবই জানেন। 15বহু বছর আগে
আমাদের পূর্বপুরুষরা মিশরে গিয়েছিলেন এবং আমরা
সেখানে বহু বছর বাস করেছিলাম। মিশরের লোকেরা
আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন। 16কিন্তু
আমরা প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।
প্রভু আমাদের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং আমাদের
সাহায্যের জন্যে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। প্রভু
আমাদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছেন। এখন আমরা
আপনার দেশের প্রান্তে কাদেশে আছি। 17দয়া করে
আপনার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিন। আমরা
কোনো শস্যক্ষেত অথবা কোনো দ্রাক্ষাক্ষেতের মধ্য
দিয়ে যাবো না। আমরা আপনাদের কোনো জলাশয়
থেকে জল পান করবো না। আমরা রাজপথ বরাবর
যাতায়াত করবো। আমরা ঐ রাস্তা থেকে কোনো সময়েই
ডানদিকে অথবা বাঁদিকে যাবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত
আমরা আপনার দেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, ততক্ষণ
পর্যন্ত আমরা এই রাস্তার ওপরেই থাকবো।”
18কিন্তু ইদোমীয় রাজা উত্তর দিলেন, “তোমরা
আমার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা
আমার দেশের মধ্য দিয়ে যাবার চেষ্টা করলে আমরা
তরবারি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।”
19ইস্রায়েলের লোকেরা উত্তর দিল, “আমরা প্রধান
রাস্তা দিয়ে যাবো। যদি আমাদের পশুরা আপনাদের
কোনো জল পান করে, আমরা তার জন্য মূল্য দেবো।
আমরা কেবলমাত্র আপনার দেশের মধ্য দিয়ে পায়ে
হেঁটে যেতে চাই। আর কিছু নয়।”
20কিন্তু ইদোম আবার উত্তর দিল, “আমরা তোমাদের
আমাদের দেশের মধ্য দিয়ে আসার অনুমতি দেবো
না।”
এরপর ইদোমীয় রাজা এক বিশাল এবং শক্তিশালী
সৈন্যবাহিনী জড়ো করল এবং ইস্রায়েলের লোকেদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গেল। 21ইদোমীয় রাজা তার দেশের
মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের যাওয়া নিষেধ করল।
তাই ইস্রায়েলের লোকেরা ঘুরে অন্য পথে গেল।

হারোণ মারা গেলেন

22ইস্রায়েলের লোকেরা কাদেশ থেকে হোর পর্বতের
দিকে যাত্রা করল। 23হোর পর্বত ছিল ইদোম সীমানার
কাছে। এখানেই প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন,
24“হারোণের মৃত্যুর সময় হয়েছে এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের
কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে। যে দেশটা আমি ইস্রায়েলের
লোকেদের দেব বলে প্রতিশ্রুতি করেছিলাম, হারোণ
সেই দেশে প্রবেশ করবে না। মোশি, আমি একথা
তোমাকেও বললাম, কারণ তুমি এবং হারোণ দুজনেই
মরীবার জলের ধারে দেওয়া আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ
করেছিলে।
25“এখন হারোণ এবং তার পুত্র ইলীয়াসরকে হোর
পর্বতের ওপরে নিয়ে এসো। 26হারোণের বিশেষ বস্ত্র
তার কাছ থেকে নিয়ে এসো এবং সেই বস্ত্রাদি তার
পুত্র ইলীয়াসরকে পরিয়ে দাও। সেখানে পর্বতের ওপরে
হারোণের মৃত্যু হবে। সে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে
যাবে।” 27মোশি প্রভুর আজ্ঞা পালন করলেন। মোশি,
হারোণ এবং ইলীয়াসর হোর পর্বতের ওপরে গেলেন
এবং ইস্রায়েলের সকল লোকেরা তাদের সেখানে যেতে
দেখল। 28মোশি হারোণের বিশেষ পোশাক খুলে নিলেন
এবং হারোণের পুত্র ইলীয়াসরকে সেই সব পোশাক
পরিয়ে দিলেন। এরপর পর্বতের চূড়ায় হারোণ মারা
গেলে মোশি এবং ইলীয়াসর পর্বত থেকে নেমে এলেন।
29ইস্রায়েলের সকল লোক হারোণের মৃত্যুর খবর জানল।
এই কারণে ইস্রায়েলের প্রত্যেক ব্যক্তি 30 দিন শোক
পালন করল।

কনানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ

21 কনানীয় রাজার নাম ছিলো অরাদ। তিনি
নেগেভে বাস করতেন। রাজা অরাদ শুনেছিলেন
যে, ইস্রায়েলের লোকেরা অথারীম যাওয়ার পথ ধরে
এগিয়ে আসছে। এই কারণে রাজা বেরিয়ে এসে
ইস্রায়েলের লোকেদের ওপর আক্রমণ করলেন। অরাদ
কয়েকজন লোককে বন্দী করে রাখলেন। 2তখন
ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর কাছে এক বিশেষ শপথ
করে বললেন: “প্রভু দয়া করে এইসব লোকেদের
পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করুন। যদি তুমি
এটা করো তাহলে আমরা তাদের শহরগুলো তোমাকে
দেবো। আমরা তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করবো।”
3প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের কথা শুনলেন এবং
কনানীয় লোকেদের পরাজিত করার জন্য প্রভু
ইস্রায়েলের লোকেদের সাহায্য করলেন। ইস্রায়েলীয়রা
কনানীয়দের এবং তাদের শহরগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস
করেছিল। এই কারণে ঐ জায়গাটির নাম রাখা হল
হর্মা।

পিতলের সাপ

4ইস্রায়েলের লোকেরা হোর পর্বত ত্যাগ করে সূফ
সাগরে যাওয়ার পথ ধরে এগোলো। ইদোমের চারদিকে
ঘোরার জন্য তারা এটা করল। কিন্তু লোকেরা অধৈর্য্য
হল। 5তারা প্রভু এবং মোশির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে
শুরু করল। লোকেরা বলল, “কেন তুমি আমাদের
মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছো? আমরা এখানে

মরুভূমিতে মারা যাবো। এখানে কোনো রুটি নেই! জল নেই! আর আমরা এই সাংঘাতিক খাদ্যকে ঘৃণা করি।”

6এই কারণে প্রভু লোকেদের মধ্যে বিষাক্ত সাপ পাঠালেন। সাপগুলো লোকেদের দংশন করলে ইস্রায়েলের বহু লোক মারা গেল। 7তখন লোকেরা মোশির কাছে এসে বলল, “আমরা জানি যে আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে এবং আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে পাপ করেছি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি সাপগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।” সুতরাং মোশি লোকেদের জন্য প্রার্থনা করলেন। 8প্রভু মোশিকে বললেন, “একটি পিতলের সাপ তৈরী করো এবং এটিকে একটি খুঁটির ওপরে রাখো। কোনো ব্যক্তিকে সাপে কামড়ালে যদি সেই ব্যক্তি খুঁটির ওপরের পিতলের সাপটির দিকে তাকায় তাহলে সে ব্যক্তি মারা যাবে না।” 9সুতরাং মোশি প্রভুর আদেশ পালন করলেন। তিনি একটি পিতলের সাপ তৈরী করে সেটিকে খুঁটির ওপরে রাখলেন। এরপর যখনই কোন মানুষকে সাপে দংশন করত, তখনই সে খুঁটির ওপরের পিতলের সাপটির দিকে তাকাতো আর বেঁচে যেতো।

মোয়াবের পথে ভ্রমণ

10ইস্রায়েলের লোকেরা ঐ জায়গা ছেড়ে ওবোতে শিবির স্থাপন করল। 11এরপর তারা ওবোত ত্যাগ করে মোয়াবের পূর্বদিকের মরুভূমিতে ইয় অবারীমে শিবির স্থাপন করল। 12তারা সেই জায়গাও পরিত্যাগ করে সেরদ উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল। 13এরপর তারা সরে গিয়ে মরুভূমিতে অর্ণোন নদীর অপর পারে শিবির স্থাপন করল। এই নদীটি অম্মোনীয় সীমান্তে শুরু হয়েছিল। উপত্যকাটি হল মোয়াব এবং ইমোরীয়ের মধ্যে সীমারেখা। 14এই কারণে এই কথাগুলো লেখা হয়েছে প্রভুর যুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তকে:

“...এবং শূফাতে বাহেব, আর অর্ণোনের উপত্যকাগুলি 15এবং উপত্যকাগুলির পাশের পর্বতমালা, যা আর শহরের দিকে চলে গেছে। এই জায়গাগুলো মোয়াবের সীমান্তে অবস্থিত।”

16ইস্রায়েলের লোকেরা সেই জায়গা ছেড়ে বেরের দিকে যাত্রা করল। এই জায়গাটিতে কুয়ো ছিল। এটিই সেই জায়গা যেখানে প্রভু মোশিকে বললেন, “সমস্ত লোকেদের একত্রে এখানে নিয়ে এসো, আমি তাদের জল দেবো।” 17তখন ইস্রায়েলের লোকেরা এই গানটি গাইল:

“কুয়ো তুমি ঝর্ণা হয়ে ওঠো। তোমরা এই নিয়ে গান ধরো।

18মহান মানুষেরা কুয়োটি খুঁড়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ নেতারা কুয়োটি খুঁড়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের দণ্ড আর হাঁটার লাঠি দিয়ে কুয়োটি খুঁড়েছিলেন। কুয়োটি মরুভূমিতে একটি উপহার।”

এই কারণে লোকেরা সেই কুয়োর নাম দিল, “মত্তানায়।” 19লোকেরা মত্তানায় থেকে নহলীয়েল পর্যন্ত গেল। এরপর তারা নহলীয়েল থেকে বামোৎ পর্যন্ত গেল। 20বামোৎ থেকে তারা মোয়াবের উপত্যকা পর্যন্ত গেল। এখানে পিস্‌গা পর্বতের চূড়া মরুভূমির ওপরে দেখা যায়।

সীহোন এবং ওগ

21ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের কাছে ইস্রায়েলের লোকেরা কয়েকজন বার্তাবাহককে পাঠাল। সেই লোকেরা রাজাকে বলল, 22“আমাদের আপনার দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। আমরা কোনো শস্য অথবা দ্রাক্ষার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাবো না। আমরা আপনার কোনো কুয়ো থেকে জল পান করবো না। আপনার দেশের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দিয়েই যাবো না।”

23কিন্তু রাজা সীহোন তার দেশের মধ্য দিয়ে লোকেদের যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। রাজা তার সৈন্যবাহিনীকে একজায়গায় একত্রিত করে ইস্রায়েলের লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মরুভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। রাজার সৈন্যরা যহস নামে একটি জায়গায় ইস্রায়েলের লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।

24কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা রাজাকে হত্যা করল। এরপর অর্ণোন নদী থেকে যব্বোক নদী পর্যন্ত জায়গা তারা অধিকার করল। ইস্রায়েলের লোকেরা অম্মোন সীমানা পর্যন্ত অধিকার করল। অম্মোনীয়দের দ্বারা সীমানা খুবই শক্তভাবে সুরক্ষিত থাকার জন্যে তারা সেই সীমানা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। 25ইস্রায়েলের লোকেরা ইমোরীয়দের সমস্ত শহরগুলোকে দখল করল এবং সেগুলিতে বসবাস করতে শুরু করল। উপরন্তু তারা হিষ্‌বোন শহর এবং তার আশেপাশের ছোটো ছোটো শহরগুলোকেও অধিকার করল। 26ইমোরীয়দের রাজা সীহোন হিষ্‌বোন শহরেই বাস করতেন। অতীতে মোয়াবের রাজার সঙ্গে সীহোন যুদ্ধ করে অর্ণোন নদী পর্যন্ত সমস্ত জায়গা অধিকার করেছিল। 27এই কারণেই গায়করা গেয়ে থাকেন:

হিষ্‌বোনে এস এবং হিষ্‌বোন শহরকে আবার তৈরী কর। সীহোনের শহরটিকে শক্ত কর!

28হিষ্‌বোনে এক আগুন শুরু হয়েছিল। সেই আগুন সীহোনের শহরেও উদ্ভূত হয়েছিল। মোয়াবের আর নামে শহরটি সেই আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল। অর্ণোন নদীর ওপরের পর্বতটিকেও সেই আগুন পুড়িয়ে দিয়েছে।

29মোয়াব, ধিক তোমাকে! কমোশ দেবতার লোকেরা, তোমরা হেরে গেছ! তার ছেলেরা পালিয়ে গেল। ইমোরীয়দের রাজা সীহোন তার কন্যাদের জেলে বন্দী করল।

30কিন্তু আমরা সেই ইমোরীয়দের পরাজিত করলাম। হিষ্‌বোন থেকে দীবোন পর্যন্ত, মেদবার কাছে নাশিম

থেকে নোফঃ পর্যন্ত তাদের শহরগুলোকেও আমরা
ধ্বংস করেছি।

31এই কারণে ইস্রায়েলের লোকেরা ইমোরীয়দের
দেশে তাদের শিবির স্থাপন করল।
32মোশি যাসের শহরটিকে অনুসন্ধানের জন্য
কয়েকজন গুপ্তচর পাঠালেন। তারপরে ইস্রায়েলের
লোকেরা এটিকে দখল করল। তারা শহরটির
আশেপাশের ছোটখাটো শহরগুলোকেও অধিকার করল।
ইস্রায়েলের লোকেরা সেখানে বসবাসকারী ইমোরীয়দের
সেই জায়গা ত্যাগ করতে বাধ্য করল।
33এরপর ইস্রায়েলের লোকেরা বাশনের অভিমুখে
সড়কপথে ভ্রমণ করল। বাশনের রাজা ওগ তার সৈন্যদের
সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের সম্মুখীন হওয়ার
জন্য কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হলেন। ইদ্রিয়ী নামে
একটি জায়গায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
34কিন্তু প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘ঐ রাজা সম্পর্কে
ভীত হয়ো না। আমি তার সমস্ত সৈন্য এবং তার
সম্পূর্ণ দেশ তোমার হাতে তুলে দেব। ইমোরীয়দের
রাজা সীহোন, যিনি হিষ্‌বোনে বাস করতেন তার সঙ্গে
তুমি যা করেছিলে এই রাজার সঙ্গেও তুমি সেটাই
করো।”
35সুতরাং ইস্রায়েলের লোকেরা ওগ এবং তার
সৈন্যদের পরাজিত করল। তারা তাকে তার পুত্রদের
এবং তার সৈন্যদের হত্যা করল। এরপর ইস্রায়েলের
লোকেরা তার দেশ অধিকার করল।

বিলিয়ম এবং মোয়াবের রাজা

22 এরপর ইস্রায়েলের লোকেরা মোয়াবের যর্দন
উপত্যকার দিকে এগোতে শুরু করল। যিরীহো
থেকে অপরপারে যর্দন নদীর কাছে তারা শিবির স্থাপন
করল।
2-3ইমোরীয়দের লোকেদের সঙ্গে ইস্রায়েলের
লোকেরা যা যা করেছিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক তার
সমস্তটাই দেখেছিলেন। মোয়াবের রাজা খুবই ভয়
পেয়েছিলেন, কারণ সেখানে ইস্রায়েলের লোকসংখ্যা
ছিল প্রচুর। মোয়াব উদ্বিগ্ন হল।
4মোয়াবের রাজা মিদিয়নের নেতাদের বললেন, “গরু
যেভাবে মাঠের সমস্ত ঘাস খেয়ে ফেলে, ঠিক সেভাবেই
এই বিশাল জনগোষ্ঠী আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছুই
ধ্বংস করে দেবে।”
এই সময় সিপ্পোরের পুত্র বালাক মোয়াবের রাজা
ছিলেন। 5বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকার জন্য তিনি
কয়েকজন লোক পাঠালেন। ফরাৎ নদীর কাছে পথোর
নামে একটি জায়গায় বিলিয়ম ছিলেন। এইখানেই
বিলিয়মের স্বজাতীয়েরা বাস করতো। এই ছিল
বালাকের বার্তা: ‘‘মিশর থেকে এক নতুন জাতির
লোকেরা এসেছে। সেখানে তাদের সংখ্যা এতো বেশী
যে সমস্ত দেশটা ভরে যাবে। তারা আমাদের পরেই
শিবির স্থাপন করেছে। 6আপনি এসে আমাকে সাহায্য
করুন। এই লোকেদের অভিশাপ দিন কারণ এরা আমার
চেয়ে শক্তিশালী। আমি জানি আপনি যদি কোনো
ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করেন তাহলে সে আশীর্বাদ পায়
এবং আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে অভিশাপ দেন তবে
সে শাপগ্রস্ত হয়। সুতরাং আপনি আসুন এবং এই
সমস্ত লোকেদের অভিশাপ দিন। হতে পারে, আমি
হয়তো তাদের আঘাত করে আমার দেশ থেকে দূর
করে দিতে পারবো।”
7মোয়াব এবং মিদিয়নের নেতারা বিলিয়মের সঙ্গে
কথা বলতে গেলেন। তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে
তাদের সঙ্গে টাকা নিয়ে গেলেন এবং তাকে বালাকের
প্রেরিত বার্তাটি বললেন।
8বিলিয়ম তাদের বললেন, ‘‘এখানে এক রাত্রির
জন্য থাকো। আমি প্রভুর সঙ্গে কথা বলবো এবং
তিনি আমাকে যে উত্তর দেবেন তা আমি তোমাদের
বলবো।” সুতরাং সেই রাত্রে মোয়াবের নেতারা
বিলিয়মের সঙ্গেই সেখানে থাকলেন।
9ঈশ্বর বিলিয়মের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,
‘‘তোমার সঙ্গের এই সমস্ত লোকেরা কারা?”
10বিলিয়ম ঈশ্বরকে বললেন, ‘‘মোয়াবের রাজা,
সিপ্পোরের পুত্র বালাক আমাকে একটি সংবাদ দেওয়ার
জন্য এদের পাঠিয়েছেন। 11এই সেই বার্তা: ‘‘মিশর
থেকে এক নূতন জাতি এসেছে। সেখানে তাদের সংখ্যা
এতো বেশী যে তারা সমস্ত দেশটাকে ভরে দেবে।
সুতরাং আপনি আসুন এবং এই সমস্ত লোকেদের
অভিশাপ দিন। তাহলে হয়তো আমি তাদের সঙ্গে
যুদ্ধ করতে সক্ষম হবো এবং তাদের আমার দেশ
ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারবো।”
12কিন্তু ঈশ্বর বিলিয়মকে বললেন, ‘‘তুমি অবশ্যই
এদের সঙ্গে যাবে না। ওসব লোকের বিরুদ্ধে তোমার
কথা বলা উচিৎ হবে না কারণ তারা আমার আশীর্বাদ
প্রাপ্ত লোক।”
13পরদিন সকালে উঠে বিলিয়ম বালাকের প্রেরিত
নেতাদের বললেন, ‘‘তোমরা তোমাদের নিজেদের দেশে
ফিরে যাও। প্রভু আমাকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দেবেন
না।”
14সুতরাং মোয়াবের নেতারা বালাকের কাছে ফিরে
গিয়ে তাকে এইসব কথা জানালেন। তারা বললেন,
‘‘বিলিয়ম, আমাদের সঙ্গে আসতে অস্বীকার করেছেন।”
15সুতরাং বালাক বিলিয়মের কাছে প্রথমবারের
থেকেও বেশী লোক পাঠালেন। প্রথমবার তিনি যাদের
পাঠিয়েছিলেন তাদের থেকেও এবারের নেতারা
ছিলেন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। 16তারা বিলিয়মের কাছে
গিয়ে বললেন: ‘‘সিপ্পোরের পুত্র বালাক আপনাকে এই
কথা বলেছেন: দয়া করে এখানে আসুন এবং কোন
কিছুই যেন আমার কাছে আপনার আসা থামিয়ে না
দেয়। 17আমি আপনাকে প্রচুর পারিশ্রমিক দেবো এবং
আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করব। আমার জন্যে
আপনি আসুন এবং এসে এই লোকেদের বিরুদ্ধে কথা
বলুন।”

18বিলিয়ম বালাকের প্রেরিত দূতকে তার উত্তর
জানিয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘আমি আমার প্রভু ঈশ্বরকে
অবশ্যই মান্য করবো। আমি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে
কোনো কাজ করতে পারি না। আমি বড় বা ছোট
কোনো কাজই করবো না যদি না প্রভু আমাকে সেই
কাজ করার অনুমতি দেন। রাজা বালাক যদি তার
রূপো এবং সোনাখচিত সুন্দর প্রাসাদটি আমাকে দিয়ে
দেন তাহলেও আমি প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে কোনো
কাজ করবো না। 19কিন্তু তোমরা অন্যান্যদের মতোই
আজকের রাত্রিটা এখানে থাকতে পারো। তাহলে এই
রাত্রিকালের মধ্যেই প্রভু আমাকে যা বলতে চান তা
জানতে পারবো।’’

20সেই রাত্রে ঈশ্বর বিলিয়মের কাছে এসে বললেন,
‘‘এই সমস্ত লোকেরা তাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা বলার
জন্য পুনরায় এসেছে। সুতরাং তুমি তাদের সঙ্গে যেতে
পারো। কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে বলবো তুমি
কেবলমাত্র সেই কাজই করবে।’’

বিলিয়ম ও তার গাধা

21পরদিন সকালে বিলিয়ম উঠে তার গাধা সাজিয়ে
মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে গেলেন। 22বিলিয়ম তার গাধায়
চড়েই যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে তার দুজন ভৃত্য ছিল।
কিন্তু বিলিয়মের গমনে ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হলেন। তাই
বিলিয়মের সামনে রাস্তার ওপরে প্রভুর দূত দাঁড়ালেন,
যেন বিলিয়মের যাওয়া বন্ধ করা যায়।

23বিলিয়মের গাধা প্রভুর দূতকে রাস্তায় তরবারি
হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সেইজন্যে গাধাটি রাস্তা
থেকে সরে এসে মাঠের মধ্যে চলে গেল। বিলিয়ম
কিন্তু দূতকে দেখতে পাননি। সেইজন্যে তিনি তার
গাধাটার ওপরেই রেগে গিয়ে তাকে আঘাত করলেন
এবং রাস্তার ওপরে ফিরে যেতে তাকে বাধ্য করলেন।

24পরে প্রভুর দূত এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন
যেখানে রাস্তাটি আরও সরু হয়ে এসেছে। জায়গাটি
ছিল দুটি দ্রাক্ষাক্ষেতের মাঝখানে। সেখানে রাস্তার দুই
ধারেই দেওয়াল ছিল। 25গাধাটি আবার প্রভুর দূতকে
দেখতে পেয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে হাঁটল। তাতে
বিলিয়মের পা দেওয়ালে আঘাত লেগে ছড়ে গেল।
সেই জন্যে বিলিয়ম আবার তার গাধাটিকে আঘাত
করল।

26পরে প্রভুর দূত আরেকটি জায়গায় গিয়ে
দাঁড়ালেন। এইখানে রাস্তাটি সরু হয়ে এসেছিল, ফলে
এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখান দিয়ে গাধাটি
তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। গাধাটি বাঁদিক
অথবা ডানদিক, কোনো দিক দিয়েই পাশ কাটাতে পারল
না। 27গাধাটি প্রভুর দূতকে দেখে বিলিয়মকে তার পিঠের
ওপরে নিয়েই শুয়ে পড়ল। তাতে বিলিয়ম গাধাটির
ওপরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তার হাঁটার লাঠিটি দিয়ে গাধাটিকে
আঘাত করলেন।

28তখন প্রভু গাধাটিকে দিয়ে কথা বলালেন। গাধাটি
বিলিয়মকে বলল, ‘‘আপনি আমার ওপরে রেগে
গিয়েছেন কেন? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি যে
এই নিয়ে আপনি আমাকে তিনবার আঘাত করলেন?’’

29বিলিয়ম গাধাটিকে বলল, ‘‘তুমি আমাকে
হাস্যস্পদ করে তুলেছ। যদি আমার হাতে একটি
তরবারি থাকতো, তাহলে আমি এখনই তোমাকে হত্যা
করতাম।’’

30কিন্তু গাধাটি বিলিয়মকে বলল, ‘‘আপনি সারা
জীবন ধরে যার উপরে চড়ে ভ্রমণ করেছেন আমি কি
আপনার সেই গাধা নই? আমি কি আপনার প্রতি
এমন ব্যবহার করে থাকি?’’

বিলিয়ম বলল, ‘‘সেটা সত্য।’’

31তখন প্রভু বিলিয়মকে তার দূতকে দেখতে দিলেন।
প্রভুর দূত হাতে একটি তরবারি নিয়ে রাস্তার ওপরে
দাঁড়িয়েছিলেন। বিলিয়ম মাটিতে নতজানু হয়ে
অভিবাদন জানালেন।

32তখন প্রভুর দূত বিলিয়মকে প্রশ্ন করল, ‘‘তুমি
তোমার গাধাকে তিনবার আঘাত করেছো কেন?
আমিই এসেছিলাম তোমাকে থামাতে। কিন্তু ঠিক
সময়ে 33তোমার গাধা আমাকে দেখতে পেয়ে
তিনবার আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। যদি
গাধাটি সরে না যেতো, তাহলে আমি হয়তো
এতক্ষণে তোমাকে হত্যা করতাম, কিন্তু তোমার
গাধাকে বাঁচিয়ে রাখতাম।’’

34তখন বিলিয়ম প্রভুর দূতকে বললেন, ‘‘আমি পাপ
করেছি। আমি জানতাম না যে আপনি আমার গতিরোধ
করার জন্য রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার ওখানে
যাওয়াতে আপনি যদি খুশী না হন, তাহলে আমি ঘরে
ফিরে যাবো।’’

35তখন প্রভুর দূত বিলিয়মকে বললেন, ‘‘না! তুমি
এই লোকেদের সঙ্গে যেতে পারো। কিন্তু সাবধান, আমি
তোমাকে যা বলতে বলবো তুমি কেবল তাই বলবে।’’
সুতরাং বালাকের প্রেরিত নেতাদের সঙ্গে বিলিয়ম চলে
গেলেন।

36বালাক শুনেছিলেন যে বিলিয়ম আসছেন। তাই
অর্ণোন নদীর কাছে মোয়াবের শহরে তার সঙ্গে দেখা
করার জন্য বালাক চলে গেলেন। জায়গাটি ছিল তার
দেশের উত্তর সীমানায়। 37বালাক বিলিয়মকে দেখতে
পেয়ে বললেন, ‘‘আমি আগেই আপনাকে আসতে
বলেছিলাম। বলেছিলাম, এটি খুবই জরুরী, কিন্তু আপনি
আমার কাছে কেন আসেন নি? আপনাকে পারিশ্রমিক
দিতে কি আমার সামর্থ্য নেই?’’

38বিলিয়ম উত্তর দিলেন, ‘‘দেখুন আমি এখন এখানে।
আমি এসেছি কিন্তু আপনি যা বলেছেন সেটা করতে
আমি সক্ষম নাও হতে পারি। প্রভু ঈশ্বর আমাকে যা
বলতে বলবেন, আমি কেবলমাত্র সে কথাই বলতে
পারবো।’’

39তখন বিলিয়ম বালাকের সঙ্গে কিরিয়ৎ-হুষোতে
গেলেন। 40বালাক কিছু গবাদি পশু এবং মেষ বলিদান
করে সেই মাংসের কিছুটা বিলিয়মকে এবং তার সঙ্গী
নেতাদের দিলেন।

41পরদিন সকালে বালাক বিলিয়মকে নিয়ে ব্যামোথ
বালে গেলে সেখান থেকে তাঁরা ইস্রায়েলীয়দের শিবিরের
কিছুটা দেখতে পেলেন।

বিলিয়মের প্রথম বার্তা

23 বিলিয়ম বালাককে বলল, “এখানে সাতটি বেদী
তৈরী করো এবং আমার জন্য সাতটি ষাঁড়
এবং সাতটি মেষ তৈরি রাখো।” 2বিলিয়মের কথামতো
বালাক কাজগুলো করলেন। এরপর বালাক এবং
বিলিয়ম প্রত্যেকটি বেদীর ওপরে একটি করে মেষ
এবং একটি করে ষাঁড় উৎসর্গ করলেন।
3তখন বিলিয়ম বালাককে বললেন, “আপনি আপনার
হোমবলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি অন্য জায়গায়
যাবো। হয়তো প্রভু আমার কাছে আসবেন এবং আমার
যা বলা উচিৎ সেটা উনি আমায় বলে দেবেন।” এরপর
বিলিয়ম একটি উঁচু জায়গায় চলে গেলেন।
4ঈশ্বর সেই স্থানে বিলিয়মের কাছে এলে বিলিয়ম
বললেন, “আমি সাতটি বেদী তৈরি করেছি এবং উৎসর্গ
হিসেবে প্রত্যেকটি বেদীর ওপরে একটি ষাঁড় এবং
একটি মেষ হত্যা করেছি।”
5তখন প্রভু বিলিয়মকে তাঁর যা বলা উচিৎ তা
বললেন। আর বললেন, “বালাকের কাছে ফিরে যাও,
এবং আমি তোমাকে যা বলতে বলেছি সেই কথাগুলো
বলো।”
6সুতরাং বিলিয়ম বালাকের কাছে ফিরে গেলেন।
বালাক তখনও সেই হোমবলির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।
মোয়াবের সমস্ত নেতারাও তাঁর সঙ্গে সেখানে
দাঁড়িয়েছিলেন। 7তখন বিলিয়াম এই কথাগুলো বললেন:

মোয়াবের রাজা বালাক অরামের পূর্বদিকের পর্বত
থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। বালাক আমাকে
বললেন, “আসুন, আমার জন্য যাকোবের বিরুদ্ধে বলুন।
আসুন, ইস্রায়েলের লোকেদের বিরুদ্ধে বলুন।”
8কিন্তু ঈশ্বর এইসব লোকেদের বিরুদ্ধে নন, সুতরাং
আমিও তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবো না। ঈশ্বর
তাদের খারাপ হোক এমন কিছু চান না। সুতরাং আমিও
সেটা করতে পারবো না।
9আমি পর্বতের ওপর থেকে ঐ লোকেদের দেখছি।
আমি উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থেকে তাদের দেখছি। ঐ সমস্ত
লোকেরা একাই বাস করে। তারা অন্য কোনো জাতির
অংশ নয়।
10যাকোবের লোকেদের কে গণনা করতে পারবে?
তারা ধূলোর কণার মতোই সংখ্যায় প্রচুর। ইস্রায়েলের
এক চতুর্থাংশ লোককেও কেউ গণনা করতে পারবে
না। একজন ভালো লোকের মতো আমাকে মরতে
দাও। তাদের মতো সুখে আমার জীবন শেষ হতে
দাও।

11বালাক বিলিয়মকে বললেন, “আপনি আমার জন্য
কি করলেন? আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে
আমি আপনাকে এখানে এনেছিলাম। কিন্তু আপনি
তাদের কেবলমাত্র আশীর্বাদ করলেন!”
12কিন্তু বিলিয়ম উত্তর দিলেন, “প্রভু আমাকে যে
কথা বলেছেন, আমি অবশ্যই সেই কথা বলবো।”
13তখন বালাক তাকে বললেন, “তাহলে আমার
সঙ্গে আরেকটি জায়গায় আসুন। সেই জায়গা থেকে
আপনি তাদের দেখতে পাবেন। আপনি তাদের সকলকে
দেখতে পাবেন না, কেবল প্রান্তভাগ দেখতে পাবেন।
সেই জায়গা থেকে আমার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে
আপনার পক্ষে কথা বলা সম্ভব হতে পারে।” 14সুতরাং
বালাক বিলিয়মকে সোফীম ক্ষেত্রের ওপরে নিয়ে
গেলেন। এই জায়গাটি ছিল পিস্‌গা পর্বতের ওপরে।
সেই জায়গায় বালাক সাতটি বেদী তৈরী করে প্রত্যেকটি
বেদীর ওপরে উৎসর্গস্বরূপ একটি করে ষাঁড় এবং একটি
করে মেষ উৎসর্গ করলেন।
15বিলিয়ম বালাককে বললেন, “এই স্থানে আপনার
হোমবলির পাশে থাকুন। আমি ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা
করতে যাবো।”
16সুতরাং ঈশ্বর বিলিয়মের কাছে এলেন এবং কি
বলতে হবে তা বিলিয়মকে বলে দিলেন। এরপর প্রভু
বিলিয়মকে বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে সেই কথাগুলো
বলতে বললেন।
17সুতরাং বিলিয়ম বালাকের কাছে ফিরে গেলেন।
বালাক তখনও পর্যন্ত হোমবলির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।
মোয়াবের নেতারা তার সঙ্গে সেখানেই ছিলেন।
বালাক বিলিয়মকে আসতে দেখে বললেন, “প্রভু কি
বলেছেন?”

বিলিয়মের দ্বিতীয় বার্তা

18বিলিয়ম তখন এই ভাববাণী বললেন:
“দাঁড়াও বালাক এবং আমার কথা শোনো। আমার
কথা শোনো, সিপ্পোরের পুত্র বালাক।
19ঈশ্বর মানুষ নন; তিনি মিথ্যে বলবেন না। ঈশ্বর
মানুষ নন; তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। যদি প্রভু
বলেন যে তিনি কোনো কাজ করবেন, তখন তিনি
অবশ্যই সে কাজ করবেন। যদি প্রভু কোনো প্রতিজ্ঞা
করেন তাহলে তিনি প্রতিজ্ঞা মতো কাজটি করবেন।
20প্রভু আমাকে ঐ সমস্ত লোকেদের আশীর্বাদ করতে
বলেছেন। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করেছেন, সুতরাং আমি
সেটা পরিবর্তন করতে পারব না।
21ঈশ্বর যাকোবের লোকেদের মধ্যে কোনো অন্যায়
দেখেন নি। ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যেও তিনি কোনো
পাপ দেখেন নি। প্রভু তাদের ঈশ্বর এবং তিনি তাদের
সঙ্গে আছেন। মহান রাজা তাদের সঙ্গে আছেন!
22ঈশ্বর ঐসব লোকেদের মিশর থেকে নিয়ে
এসেছেন। তিনি তাদের পক্ষে বুনো ষাঁড়ের মতোই
শক্তিশালী।
23যাকোবের লোকেদের পরাজিত করতে পারে এমন
কোনো ক্ষমতা নেই। ইস্রায়েলের লোকেদের থামাতে
পারে এমন কোনো মন্ত্রও নেই। যাকোব সম্পর্কে এবং

ইস্রায়েলের লোকেদের সম্পর্কে লোকে এই কথা বলবে:
'ঈশ্বর যে সব মহৎ কাজ করেছেন, তা দেখো!'
24এইসব লোকেরা সিংহের মতোই উঠে দাঁড়ায় এবং
যে পর্যন্ত না তার শিকার খায় ও তার রক্ত পান করে
সে পর্যন্ত বিশ্রাম করে না।"

25তখন বালাক বিলিয়মকে বললেন, "আপনি ওদের
শাপও দেবেন না, আশীর্বাদও করবেন না।"
26বিলিয়ম উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে আগেই
বলেছিলাম যে প্রভু আমাকে যা বলতে বলবেন, আমি
কেবল সেই কথাই বলতে পারবো।"
27তখন বালাক বিলিয়মকে বললেন, "তাহলে আমার
সঙ্গে আপনি আরেকটি জায়গায় আসুন। এমন হতে
পারে যে, ঈশ্বর খুশী হবেন এবং সেই স্থান থেকে
অভিশাপ দেওয়ার জন্যে আপনাকে অনুমতি দেবেন।"
28সুতরাং বালাক বিলিয়মকে নিয়ে পিয়োর পর্বতের
ওপরে গেলেন। সেই পর্বতের ওপর থেকে মরুভূমি
দেখা যায়।
29বিলিয়ম বললেন, "এখানে সাতটি বেদী তৈরী
করুন। তারপর সেই বেদীর জন্য সাতটি ষাঁড় এবং
সাতটি মেষকে তৈরী রাখুন।" 30বিলিয়ম যা করতে
বলেছিলেন বালাক ঠিক তাই করলেন। বালাক
বেদীগুলোর ওপরে ষাঁড় ও মেষগুলোকে উৎসর্গ
করলেন।

বিলিয়মের তৃতীয় বার্তা

24 বিলিয়ম দেখলেন যে প্রভু ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ
করতে পেরে সন্তুষ্ট। সেই কারণে বিলিয়ম
আগের মত মন্ত্র পাবার জন্য চেষ্টা করলেন না। কিন্তু
তিনি মরুভূমির দিকে ফিরে তাকালেন। 2বিলিয়ম চোখ
তুলে মরুভূমির একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের দিকে
তাকিয়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে দেখলেন। তারা
পরিবারগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন
করেছিল। তখন বিলিয়মের কাছে ঈশ্বরের আত্মা এলেন
এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। 3তখন বিলিয়ম এই
ভাববাণী বললেন:
"বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের কাছ থেকে এই বার্তা।
আমি যা কিছু স্পষ্ট দেখলাম সে সম্পর্কে বলছি।
4আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বার্তা শুনেছি।
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে যা দেখিয়েছেন তা আমি
দেখেছি। আমি যা দেখেছি সেটা বিনয়ের সঙ্গে বলছি।
5"হে যাকোবের লোকেরা, তোমাদের তাঁবুগুলো
কি সুন্দর! ইস্রায়েলের লোকেরা, তোমাদের ঘরগুলো
কতো সুন্দর!
6তোমাদের তাঁবুগুলো তালগাছের সারির মতো,
নদীর ধারের বাগানের মতো। তোমরা প্রভুর দ্বারা রোপিত
হওয়া সুমিষ্ট গন্ধগুল্মের মতো, জলের পাশে বেড়ে
ওঠা এরস বৃক্ষর মতো।
7তোমাদের জলের অভাব হবে না, এই জল
তোমাদের বীজের বেড়ে ওঠার কাজে ব্যবহার করা
যাবে। রাজা অগাগের থেকে তোমাদের রাজা অনেক
মহান হবেন। তোমাদের রাজ্য অনেক শ্রেষ্ঠতর হবে।
8"ঈশ্বর ঐ সমস্ত লোকেদের মিশর থেকে নিয়ে
এসেছেন। তারা বুনো ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী। তারা
তাদের সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করবে। তারা তাদের
হাড় ভেঙ্গে দেবে এবং তীর বিদ্ধ করবে।
9"ইস্রায়েল একটি সিংহের মতো, গুঁড়ি মেরে শুয়ে
আছে। হ্যাঁ, তারা তেজী সিংহের মতো, এবং কেউই
তাকে জাগাতে চায় না। যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে
আশীর্বাদ করে তবে সে নিজেও আশীর্বাদ পাবে এবং
যদি কোনোও ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে
অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।"

10বালাক বিলিয়মের ওপরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের
হাত ঠুকলেন। বালাক বিলিয়মকে বললেন, "আমি
আপনাকে এসে আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে কথা বলতে
বলেছিলাম। কিন্তু আপনি তাদের এই নিয়ে তিনবার
আশীর্বাদ করেছেন। 11এখন অবিলম্বে আপনি এই স্থান
ত্যাগ করে ঘরে পালান! আমি বলেছিলাম যে আমি
আপনাকে খুব ভালো পারিশ্রমিক দেব। কিন্তু দেখুন,
প্রভু আপনাকে আপনার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত
করলেন।"
12বিলিয়ম বালাককে বললেন, "স্মরণ করে দেখুন
আপনি আমার কাছে লোক পাঠিয়ে যখন আমাকে আসার
জন্য বলেছিলেন, তখনই আমি তাদের বলেছিলাম,
13'বালাক তার রূপো এবং সোনায় ভরা সবথেকে সুন্দর
বাড়ীটি আমায় দিতে পারেন, কিন্তু তবুও আমি কেবল
সেই কথাই বলবো যা প্রভু আমাকে বলার জন্য আদেশ
করবেন। আমি ভালো কিংবা খারাপ কোনো কিছুই
নিজে করতে পারবো না। প্রভু যা আদেশ করবেন,
আমি অবশ্যই সেই কথা বলবো।' 14এখন আমি আমার
নিজের লোকেদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু আমি
আপনাকে সতর্কবার্তা দেবো। ইস্রায়েলের এই সমস্ত
লোকেরা ভবিষ্যতে আপনার এবং আপনার লোকেদের
সঙ্গে কি করবে সেটা আমি বলে দেবো।"

বিলিয়মের শেষ বার্তা

15তখন বিলিয়ম এই ভাববাণী করে বললেন:
"বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের কাছ থেকে এই বার্তা,
আমি যা স্পষ্ট দেখেছি সে সম্পর্কেই বলছি।
16আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বার্তা শুনেছি।
পরাৎপর আমাকে যা শিখিয়েছেন তা আমি শিখেছি।
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে যা দেখিয়েছেন তা আমি
দেখেছি। আমি যা স্পষ্ট দেখেছি সে সম্পর্কে বিনয়ের
সঙ্গে বলছি।
17"আমি দেখলাম প্রভু আসছেন, কিন্তু এখন নয়।
আমি দেখলাম তিনি আসছেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়।
যাকোবের পরিবার থেকে একজন নক্ষত্র আসবে।
ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্য থেকে একজন নতুন
শাসনকর্তা আসবেন। সেই শাসনকর্তা মোয়াবের

লোকেদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। সেই শাসনকর্তা কলহের সকল পুত্রদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন।

18ইস্রায়েল ইদোম দেশ অধিকার করবে এবং সে তার শত্রুর, সেয়ীর দেশটিও অধিকার করবে।

19"যাকোবের পরিবার থেকে একজন নতুন শাসনকর্তা আসবেন। সেই শাসনকর্তা সেই শহরের অবশিষ্ট লোকেদের ধ্বংস করবেন।"

20এরপর বিলিয়ম অমালেকীয়দের দেখতে পেয়ে এই ভাববাণী বললেন:

"সকল জাতির মধ্যে অমালেক হচ্ছে সবথেকে শক্তিশালী। কিন্তু শেষে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে!"

21এরপর বিলিয়ম কেনীয় লোকেদের দেখে এই কথাগুলো বললেন:

"তোমরা বিশ্বাস করো যে পর্বতের ওপরের পাখীর বাসার মতোই তোমাদের দেশটিও নিরাপদ।

22কিন্তু প্রভু যেভাবে কেনীয়কে ধ্বংস করেছিলেন, কেনীয় লোকেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। অশূর তোমাদের বন্দী করবেন।"

23এরপর বিলিয়ম এই ভাববাণী বললেন:

"ঈশ্বর যখন এটি করেন তখন কে বাঁচবে?

24কিত্তীমের থেকে অনেক জাহাজ আসবে। তারা অশূরকে এবং এবরকে পরাজিত করবে। কিন্তু সেই জাহাজগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে।"

25এরপর বিলিয়ম উঠে বাড়ীতে ফিরে গেলেন। এবং বালাক তার নিজের পথে ফিরে গেলেন।

পিয়োরে ইস্রায়েল

25 শিটীমের কাছে ইস্রায়েলের লোকেরা শিবির স্থাপন করেছিল। সেই সময় ইস্রায়েলের লোকেরা মোয়াবের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যৌন পাপে লিপ্ত হয়েছিল। 2-3মোয়াবের স্ত্রীলোকেরা লোকেদের সেখানে আসার জন্যে এবং তাদের মূর্ত্তিদের কাছে উৎসর্গে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। সেই কারণে ইস্রায়েলীয়রা মূর্ত্তিদের পূজায় যোগদান করল। তারা উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসামগ্রী খেয়ে সেই মূর্ত্তিদের পূজাও করল। এইভাবে ইস্রায়েলের লোকেরা বাল্-পিয়োরের মূর্ত্তির পূজা শুরু করল। তাই প্রভু তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন।

4প্রভু মোশিকে বললেন, "এইসব লোকেদের সমস্ত নেতাদের নিয়ে এসো এবং তাদের প্রভুর সামনে হত্যা কর যাতে সমস্ত লোকেরা দেখতে পায়। তাহলে প্রভু ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন না।"

5সেই কারণে মোশি ইস্রায়েলের বিচারকদের বললেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পরিবারগোষ্ঠী থেকে সেই লোকগুলিকে খুঁজে হত্যা করো যারা পিয়োরের বালের মূর্ত্তি পূজা করেছে।"

6আর দেখ ঠিক সেই সময় একজন ইস্রায়েলীয় এক মিদিয়নীয়া স্ত্রীলোককে বাড়ীতে তার পরিবারের কাছে নিয়ে এল। সেখানে মোশি এবং অন্যান্য নেতারা যাতে এ সব দেখতে পান সেইজন্যেই সে এটি করল। সেই সময় মোশি এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয়রা সমাগম তাঁবুর প্রবেশ পথে কাঁদছিলেন। 7ইলিয়াসরের পুত্র এবং যাজক হারোণের পৌত্র ছিলেন পীনহস। পীনহস ইস্রায়েলীয় লোকটিকে স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে শিবিরে আসতে দেখেছিলেন, সেজন্যে তিনি সমাবেশ ত্যাগ করে তার বর্শা নিলেন। 8তারপর ইস্রায়েলীয় লোকটিকে অনুসরণ করে তাঁবুতে গিয়ে তাঁর বর্শার সাহায্যে সেই ইস্রায়েলীয় লোকটিকে এবং সেই মিদিয়নীয়া স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করলেন। তিনি তাদের দুজনের পেটের ভিতরে বর্শাটিকে ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে যে সাংঘাতিক মহামারী শুরু হয়েছিল তা থেমে গেল। 9মোট 24,000 লোক এই মহামারীতে মারা গিয়েছিল।

10প্রভু মোশিকে বললেন, 11"আমি আমার লোকেদের অন্তর্জ্বালায় জ্বলছি; আমি চাই তারা কেবলমাত্র আমার থাকবে। যাজক হারোণের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস ইস্রায়েলের লোকেদের আমার আক্রোশ থেকে বাঁচিয়েছে। সুতরাং আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সে ভাবে তাদের হত্যা করব না। 12পীনহসকে বলো যে, আমি তার সঙ্গে শান্তির চুক্তি করবো। 13এটি হলো চুক্তি: সে এবং তারপরে তার পরিবারের সদস্যরা সকল সময়েই যাজক হবে, কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে তার এক তীব্র টান আছে এবং সে এমন কাজ করেছে যাতে ইস্রায়েলের লোকেরা পবিত্র হয়।"

14মিদিয়নীয়া স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যে ইস্রায়েলীয় লোকটি হত হয়েছিল সে ছিল সালূর পুত্র সিম্রি। সে শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর একটি পরিবারের নেতা ছিল। 15যে মিদিয়নীয়া স্ত্রীলোকটি হত হয়েছিল তার নাম ছিল কস্‌বী। সে ছিল সূরের কন্যা। সূর একটি পরিবারের কর্তা ছিলেন এবং একটি মিদিয়নীয় পরিবারগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন।

16প্রভু মোশিকে বললেন, 17"মিদিয়নীয় লোকেদের প্রতি শত্রু মনোভাব পোষণ কর এবং তাদের হত্যা করো। 18কারণ তারা তোমার সাথে শত্রুতা করেছে। তারা তোমাকে পিয়োরে প্রতারিত করেছিল। এবং তারা কস্‌বী নামক একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা তোমাকে প্রতারিত করেছিল। সে ছিল এক মিদিয়নীয়া নেতার কন্যা। কিন্তু যখন ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয় সেই সময় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। যখন লোকেরা প্রতারিত হয়ে পিয়োরের বালের মূর্ত্তি পূজা করেছিল সেই সময়ে তাদের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল।"

লোকেদের গণনা করা হল

26 সেই সাংঘাতিক অসুস্থতার পরে, প্রভু মোশি এবং যাজক হারোণের পুত্র ইলিয়াসরের সঙ্গে কথা বললেন। 2তিনি বললেন, "ইস্রায়েলের লোকেদের

গণনা কর। 20 বছর অথবা তার বেশী বয়স্ক সকল পুরুষের সংখ্যা গণনা করো এবং তাদের পরিবার অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করো। এই পুরুষেরা ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীতে সেবা করার যোগ্যতাসম্পন্ন।”

3এই সময় লোকেরা মোয়াবের যর্দ্দন উপত্যকায়
শিবির স্থাপন করেছিল। এই স্থানটি ছিল যিরীহোর
অপর পারে যর্দ্দন নদীর কাছে। সুতরাং মোশি এবং
যাজক ইলিয়াসর লোকেদের বললেন, 4“তোমরা অবশ্যই
20 বছর অথবা তার বেশী বয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা
গণনা করবে। মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময়
প্রভু মোশিকে এবং ইস্রায়েলের লোকেদের যেভাবে
আজ্ঞা করেছিলেন, সেভাবেই করো।

5এইসব লোকেরা ছিল রূবেণের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। (রূবেণ ছিলেন ইস্রায়েলের প্রথমজাত পুত্র।) পরিবারগুলো ছিল:

হনোক হতে হনোকীয় পরিবার। পল্লু হতে পল্লুয়ীয় পরিবার।
6 হিষ্রোণ হতে হিষ্রোণীয় পরিবার। কর্ম্মি হতে কর্ম্মীয় পরিবার।

7ঐ পরিবারগুলো ছিল রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে মোট 43,730 জন পুরুষ ছিল।
8পল্লুর পুত্র ছিলেন ইলীয়াব। 9ইলীয়াবের তিন পুত্র
নমূয়েল, দাথন এবং অবীরাম। দাথন এবং অবীরাম
ছিলেন সেই দুজন নেতা, যারা মোশি এবং হারোণের
বিরোধিতা করেছিলেন। কোরহ যখন প্রভুর বিরুদ্ধে
গিয়েছিলেন সে সময় তারা কোরহকে অনুসরণ
করেছিলেন। 10সেই সময় পৃথিবীর মাটি বিদীর্ণ হয়ে
কোরহ ও তার অনুসরণকারীদের গ্রাস করেছিল। এবং
250 জন পুরুষ মারা গিয়েছিল। সেটি ইস্রায়েলের
লোকেদের প্রতি একটি সতর্কবাণী ছিল। 11কিন্তু
কোরহের সন্তানেরা মারা যান নি।

12এই পরিবারগুলি হল শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত:

নমূয়েল হতে নমূয়েলীয় পরিবার। যামীন হতে যামীনীয় পরিবার। যাখীন হতে যাখীনীয় পরিবার।
13 সেরহ হতে সেরহীয় পরিবার। শৌল হতে শৌলীয় পরিবার।

14ঐ পরিবারগুলি ছিল শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে মোট 22,200 জন পুরুষ ছিলেন।

15এই পরিবারগুলো হল গাদের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত:

সিফোন হতে সিফোনীয় পরিবার। হগি হতে হগীয় পরিবার। শূনি হতে শূনীয় পরিবার।
16 ওষ্ণি হতে ওষ্ণীয় পরিবার। এরি হতে এরীয় পরিবার।
17 আরোদ হতে আরোদীয় পরিবার। অরেলি হতে অরেলীয় পরিবার।

18ঐ পরিবারগুলি ছিল গাদের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে মোট 40,500 জন পুরুষ ছিলেন।

19-20এই পরিবারগুলি ছিল যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত:

শেলা হতে শেলায়ীয় পরিবার। পেরস হতে পেরসীয় পরিবার।
সেরহ হতে সেরহীয় পরিবার। যিহূদার পুত্রদের মধ্যে দুজন, এর এবং ওনন কনান দেশে মারা গিয়েছিলেন।

21এই পরিবারগুলো হল পেরসের বংশধর:
হিষ্রোণ হতে হিষ্রোণীয় পরিবার। হামূল হতে হামূলীয় পরিবার।

22ঐ পরিবারগুলি ছিল যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 76,500 জন।

23ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলো ছিল:

তোলয় হতে তোলয়ীয় পরিবার। পূয় হতে পূনীয় পরিবার।
24 যাশূব হতে যাশূবীয় পরিবার। শিম্রোণ হতে শিম্রোণীয় পরিবার।

25ঐ পরিবারগুলি ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 64,300 জন।

26সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি ছিল:

সেরদ হতে সেরদীয় পরিবার।
এলোন হতে এলোনীয় পরিবার।
যহলেল হতে যহলেলীয় পরিবার।

27ঐ পরিবারগুলি ছিল সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 60,500 জন।

28যোষেফের দুই পুত্র ছিল মনঃশি এবং ইফ্রয়িম।
প্রত্যেক পুত্রই তাদের নিজেদের পরিবারদের নিয়ে একটি
গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিলেন। 29মনঃশি পরিবারগুলি ছিল:

মাখীর হতে মাখীরীয় পরিবার। (মাখীর ছিলেন গিলিয়দের পিতা।)
গিলিয়দ হতে গিলিয়দীয় পরিবার।
30 গিলিয়দের পরিবারগুলো ছিল: ঈয়েষর হতে

ঈয়েষরীয় পরিবার। হেলক হতে হেলকীয় পরিবার।
31 অস্রীয়েল হতে অস্রীয়েলীয় পরিবার। শেখম হতে শেখমীয় পরিবার।
32 শিমীদা হতে শিমীদায়ীয় পরিবার। হেফর হতে হেফরীয় পরিবার।
33 সলফাদ ছিলেন হেফরের পুত্র। কিন্তু তার কোনো পুত্র ছিল না। কেবল কন্যারা ছিল।
তার কন্যাদের নাম ছিল– মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্‌কা এবং তির্সা।

34ঐ পরিবারগুলোর সবগুলোই ছিল মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 52,700 জন।
35ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবার-গুলো ছিল:

শূথলহ হতে শূথলহীয় পরিবার। বেখর হতে বেখরীয় পরিবার। তহন হতে তহনীয় পরিবার।
36 শূথলহের পরিবার থেকে এরণ এসেছিল আর এরণ থেকে এসেছিল এরণীয় পরিবার।

37ঐ পরিবারগুলো ছিল ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে মোট 32,500 জন পুরুষ ছিলেন। ঐসব লোকেদের সকলেই ছিলেন যোষেফের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
38বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবার-গুলি ছিল:

বেলা হতে বেলায়ীয় পরিবার।
অস্‌বেল হতে অস্‌বেলীয় পরিবার।
অহীরাম হতে অহীরামীয় পরিবার।
39 শূফম থেকে শূফমীয় পরিবার। হূফম থেকে হূফমীয় পরিবার।
40 বেলার পরিবারগুলি ছিল: অর্দ হতে অর্দীয় পরিবার। নামান হতে নামানীয় পরিবার।

41ঐ পরিবারগুলোর সবাই ছিল বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 45,600 জন।
42দানের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলো ছিল:
শূহম হতে শূহমীয় গোষ্ঠী।

ঐ পরিবারগোষ্ঠীটি ছিল দানের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। 43শূহমীয় পরিবারগোষ্ঠীতে অনেক পরিবার ছিল। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 64,400 জন।
44আশেরের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি ছিল:

যিম্ন হতে যিম্নীয় পরিবার। যিস্‌বি হতে যিস্‌বীয় পরিবার। বরিয় হতে বরিয়ীয় পরিবার।

45বরিয়ের পরিবারগুলি ছিল:
হেবর হতে হেবরীয় পরিবার। মল্কীয়েল হতে মল্কীয়েলীয় পরিবার।

46(আশেরের সারহ নামের এক কন্যাও ছিল।) 47ঐ
পরিবারগুলি ছিল আশেরের পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 53,400 জন।
48নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি ছিল:
যহসীয়েল হতে যহসীয়েলীয় পরিবার। গূনি হতে গূনীয় পরিবার।
49 যেৎসর হতে যেৎসরীয় পরিবার। শিল্লেম হতে শিল্লেমীয় পরিবার।

50ঐ পরিবারগুলো নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 45, 400 জন।
51সুতরাং ইস্রায়েলীয় পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল 6,01,730 জন।
52প্রভু মোশিকে বললেন, 53“দেশ ভাগ করা হবে
এবং এই লোকেদের সেগুলো দেওয়া হবে। প্রত্যেক
পরিবারগোষ্ঠী তাদের সংখ্যা অনুসারে জমি পাবে। 54বড়
পরিবার বেশী জমি পাবে এবং ছোট পরিবার কম জমি
পাবে। যার যত লোক তাকে ততটা অধিকার দাও।
55কিন্তু কোন পরিবার জমির কোন অংশ পাবে সেটি
ঠিক করার জন্যে তুমি অবশ্যই ঘুঁটি চালবে। প্রত্যেক
পরিবারগোষ্ঠী তার অংশের যে জমি পাবে, সেই জমিকে
সেই পরিবারগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হবে। 56জমি বড় বা
ছোট যাই হোক না কেন তুমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
ঘুঁটি চালবে।”
57তারা লেবীয় গোষ্ঠীকেও গণনা করেছিল। লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি হল:

গের্শোন হতে গের্শোনীয় পরিবার। কহাৎ হতে কহাতীয় পরিবার। মরারি হতে মরারীয় পরিবার।

58এই পরিবারগুলোও লেবীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত:
লিব্‌নীয় পরিবার।
হিব্রোণীয় পরিবার।
মহলীয় পরিবার।
মূশীয় পরিবার।
কোরহীয় পরিবার।

অম্রাম ছিলেন কহাৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।
59অম্রামের স্ত্রীর নাম ছিল যোকেবদ। তিনি নিজেও
ছিলেন লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তার জন্ম
হয়েছিল মিশরে। অম্রাম এবং যোকেবদের দুই পুত্র ছিল

হারোণ এবং মোশি। তাদের মরিয়ম নামে একটি কন্যাও
ছিল।
60হারোণ ছিলেন নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর এবং
ঈথামরের পিতা। **61**কিন্তু নাদব এবং অবীহূ মারা
গিয়েছিলেন কারণ তারা প্রভুকে যে ধরণের আগুন
দিয়ে নৈবেদ্য প্রদান করেছিলেন তা করা বারণ ছিল।
62লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর পুরুষদের মোট সংখ্যা ছিল
23,000 জন। কিন্তু ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের
সঙ্গে এদের গণনা করা হয়নি। প্রভু অন্যান্য লোকেদের
যে জমি দিয়েছিলেন তার কোনো অংশ তারা পান নি।
63মোয়াবের যর্দ্দন উপত্যকায় থাকাকালীন মোশি
এবং যাজক ইলিয়াসর ইস্রায়েলের লোকেদের গণনা
করেছিলেন। এই জায়গাটি ছিল যিরীহোর অপর পারে
যর্দ্দন নদীর কাছে। **64**কিন্তু বহু বছর আগে সীনয়
মরুভূমিতে মোশি এবং যাজক হারোণ যখন ইস্রায়েলের
সমস্ত লোকেদের গণনা করেছিলেন তখন যারা গণিত
হয়েছিল তাদের একজনও এর মধ্যে ছিল না। ঐ সব
লোকেদের আর কেউই জীবিত ছিলেন না। **65**কেন?
কারণ প্রভু ইস্রায়েলের ঐ সমস্ত লোকেদের বিষয়ে
বলেছিলেন যে, তারা সকলেই মরুভূমিতে মারা যাবে।
কেবল দুজন ব্যক্তি বেঁচে ছিলেন। তারা হলেন যিফূন্নির
পুত্র কালেব এবং নূনের পুত্র যিহোশূয়।

সলফাদের কন্যারা

27 সলফাদ ছিলেন হেফরের পুত্র। হেফর ছিলেন
গিলিয়দের পুত্র। গিলিয়দ ছিলেন মাখীরের পুত্র।
মাখীর মনঃশির পুত্র। মনঃশি যোষেফের পুত্র ছিলেন।
সলফাদের পাঁচ কন্যা ছিল। তাদের নাম ছিল মহলা,
নোয়া, হগ্লা, মিল্কা এবং তির্সা। **2**এরা সমাগম তাঁবুর
প্রবেশ পথে মোশি, যাজক ইলিয়াসর, অন্যান্য নেতারা
এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের সামনে দাঁড়িয়ে
বলল, **3**“আমরা যখন মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ
করছিলাম সে সময় আমাদের পিতা মারা গিয়েছিলেন।
তিনি কোরহ দলে যোগদানকারী লোকেদের মধ্যে ছিলেন
না। (যে কোরহ প্রভুর বিরোধিতা করেছিলেন) কিন্তু
আমাদের পিতা নিজ পাপে মারা গিয়েছিলেন। আমাদের
পিতার কোনো পুত্র নেই। **4**এর অর্থ হল এই যে, আমাদের
পিতার নাম লোপ পাবে। এটা ঠিক নয় যে আমাদের
পিতার কোনো পুত্র নেই বলে তার নাম শেষ হয়ে
যাবে। সুতরাং আমাদের পিতার ভাইরা যে জমি পাবে
তার কিছুটা অন্ততঃ যাতে আমরা পাই তার জন্য আমরা
আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি।”
5সেই কারণে মোশি প্রভুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন
যে তার কি করা উচিৎ হবে। **6**প্রভু তাকে বললেন,
7“সলফাদের মেয়েরা ঠিক বলেছে। তাদের পিতার
ভাইদের জমির অংশ ভাগ করে নেওয়াই তাদের উচিৎ
হবে। সুতরাং যে জমিটা তুমি তাদের পিতাকে দিতে,
সেই জমিটা তুমি ওদের দিয়ে দাও।
8“সুতরাং ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য এটিকে বিধি
করে নাও। ‘যদি কোন ব্যক্তির কোনো পুত্র সন্তান না
থাকে এবং সে মারা যায়, তাহলে তার যা কিছু আছে
সে সব কিছুই তার মেয়েকে দেওয়া হবে। **9**যদি তার
কোনো মেয়ে না থাকে, তাহলে তার সমস্ত কিছুই তার
ভাইদের দেওয়া হবে। **10**যদি তার কোনো ভাই না
থাকে, তাহলে তার সমস্ত কিছুই তার পিতার ভাইদের
দেওয়া হবে। **11**যদি তার পিতার কোনো ভাই না থাকে
তাহলে তার যা কিছু আছে সে সমস্তই তার পরিবারের
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে দেওয়া হবে। ইস্রায়েলের লোকেদের
জন্য এটিই আইন। প্রভু মোশিকে এই আদেশ দিলেন।’”

যিহোশূয় নতুন নেতা হলেন

12তখন প্রভু মোশিকে বললেন, “যর্দ্দন নদীর
পূর্বদিকের মরুভূমিতে যে কোনো একটি পর্বতের ওপরে
যাও। ইস্রায়েলের লোকেদের আমি যে দেশ দিচ্ছি
সেটা তুমি দেখতে পাবে। **13**সেই দেশ দেখার পরে তুমি
তোমার ভাই হারোণের মতো মারা যাবে। **14**মনে করে
দেখো যখন লোকেরা সীন মরুভূমিতে তৃষ্ণায় বিচলিত
হয়েছিল তখন তুমি এবং হারোণ দুজনেই আমার আজ্ঞা
পালন করতে অস্বীকার করেছিলে। তুমি আমাকে সম্মান
দাওনি এবং লোকেদের দেখাও নি যে আমি পবিত্র।”
(সীন মরুভূমির কাদেশের কাছে মরীবার জলের কাছে
এই ঘটনা ঘটে।)
15মোশি প্রভুকে বললেন, **16**“প্রভু ঈশ্বর তুমি সকল
মানুষের চিন্তা জান। আমি প্রার্থনা করি যেন তুমি এই
সমস্ত লোকেদের জন্য একজন নেতা মনোনীত কর।
17যিনি তাদের এই দেশ থেকে বের করে নতুন দেশে
নিয়ে যাবেন। তাহলে প্রভুর লোকেরা মেষপালকহীন
মেষের মতো হবে না।”
18সুতরাং প্রভু মোশিকে বললেন, “নূনের পুত্র
যিহোশূয় নতুন নেতা হবে। সে খুবই জ্ঞানী।* তাকে
নতুন নেতা করো। **19**তাকে যাজক ইলিয়াসর এবং
সকল লোকের সামনে দাঁড়াতে বলো। এরপর তাকে
নতুন নেতা করো।
20“লোকেদের দেখিয়ে দাও যে তুমি তাকে নেতা
করছ। তাহলে সমস্ত লোক তাকে মান্য করবে।
21যিহোশূয় যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন
অনুভব করে তবে সে যাজক ইলিয়াসরের কাছে যাবে।
ইলিয়াসর প্রভুর উত্তর জানার জন্য ঊরীমের সাহায্য
নেবে। তখন ঈশ্বরের কথামতো যিহোশূয় এবং
ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা কাজ করবে। যদি তিনি
বলেন, ‘যুদ্ধে যাও’ তাহলে তারা যুদ্ধে যাবে। এবং
যদি তিনি বলেন, ‘ঘরে যাও’ তাহলে তারা ঘরে যাবে।”
22মোশি প্রভুর আজ্ঞা পালন করলেন। মোশি
যিহোশূয়কে যাজক ইলিয়াসর এবং ইস্রায়েলের সমস্ত
লোকেদের সামনে দাঁড়াতে বললেন। **23**এরপর যিহোশূয়
যে নতুন নেতা সেটি দেখানোর জন্য মোশি তার ওপরে
দু'হাত রাখলেন। প্রভু তাকে যে ভাবে বলেছিলেন
সেভাবেই তিনি এই কাজটি করলেন।

নূনের ... জ্ঞানী আক্ষরিক অর্থে, “নূনের পুত্র যিহোশূয়কে নাও যার মধ্যে আত্মা আছে।”

দৈনিক নৈবেদ্য

28 এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, **2**“ইস্রায়েলের লোকেদের এই আজ্ঞা কর। তাদের বলো যে ঠিক সময়ে শস্যের নৈবেদ্য এবং উৎসর্গ দেওয়ার ব্যাপারে তারা যেন নিশ্চিত হয়। ঐ নৈবেদ্যগুলি আগুনের সাহায্যে তৈরী করতে হবে। তাদের সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। **3**তারা অবশ্যই আগুনের সাহায্যে তৈরী করে এই নৈবেদ্যগুলি প্রভুকে দেবে। প্রত্যেকদিন এক বছর বয়স্ক 2টি মেষশাবক দেবে। সেই মেষশাবক 2টির যেন কোনো খুঁত না থাকে। **4**ঐ মেষশাবক দুটির মধ্যে একটিকে সকালে এবং অপরটিকে গোধূলি বেলায় উৎসর্গ করো। **5**এছাড়াও 1 কোয়ার্ট অলিভ তেলের সঙ্গে 8 কাপ খুব ভালো ময়দা মিশ্রিত করে দানাশস্যের নৈবেদ্যও দাও।” **6**(সীনয় পর্বতের ওপরে তারা তাদের দৈনিক নৈবেদ্য দেওয়া শুরু করল। সেই নৈবেদ্যগুলি আগুনের সাহায্যে তৈরী হল এবং তাদের সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করল।) **7**লোকেরা এছাড়াও অবশ্যই পেয় নৈবেদ্য প্রদান করবে যেটা আগুনের সাহায্যে তৈরী নৈবেদ্যর সঙ্গেই খাবে। তারা অবশ্যই প্রত্যেকটি মেষশাবকের সঙ্গে 1 কোয়ার্ট করে দ্রাক্ষারস দেবে। পবিত্র স্থানে বেদীর ওপরে সেই পেয় নৈবেদ্য ঢেলে দেবে। এটি প্রভুর কাছে একটি উপহার। **8**দ্বিতীয় মেষশাবকটিকে গোধূলি বেলায় উৎসর্গ করো। এটিকে শস্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্যর সাথে সকালের নৈবেদ্যর মতোই উৎসর্গ করো। এই নৈবেদ্য আগুনের সাহায্যে তৈরি হবে। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।”

বিশ্রামের দিনের নৈবেদ্য

9“বিশ্রামের দিন তুমি অবশ্যই এক বছর বয়স্ক 2 টি মেষশাবক দেবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না থাকে এছাড়াও তুমি অবশ্যই অলিভ তেলে মিশ্রিত 16 কাপ খুব ভালো ময়দার সাহায্যে তৈরী শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে। **10**এটি এই বিশ্রামের দিনের জন্য বিশেষ নৈবেদ্য। নিয়মিত যে নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার সাথে এটি অতিরিক্ত নৈবেদ্য হিসেবে গণ্য হবে।”

মাসিক সভাগুলি

11“প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনটিকে তুমি প্রভুকে একটি বিশেষ হোমবলি উৎসর্গ করবে। এই নৈবেদ্যটি হবে এক বছর বয়স্ক 2 টি ষাঁড়, 1 টি মেষ এবং 7 টি মেষশাবক। তাদের যেন অবশ্যই কোন খুঁত না থাকে। **12**প্রত্যেকটি ষাঁড়ের সঙ্গে তুমি অবশ্যই অলিভ তেলে মিশ্রিত 24 কাপ খুব মিহি ময়দার শস্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে এবং মেষের সঙ্গে তুমি অবশ্যই অলিভ তেলে মিশ্রিত 16 কাপ খুব মিহি ময়দা দিয়ে তৈরী শস্যের নৈবেদ্য দেবে। **13**এছাড়াও প্রত্যেকটি মেষশাবকের সঙ্গে অলিভ তেলে মিশ্রিত 8 কাপ খুব মিহি ময়দা দিয়ে তৈরী দানা শস্যের নৈবেদ্য দেবে। এই নৈবেদ্যটি আগুনের সাহায্যে তৈরী হবে। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। **14**প্রত্যেকটি ষাঁড়ের সঙ্গে 2 কোয়ার্ট করে দ্রাক্ষারস, মেষের সঙ্গে 1 1/4 কোয়ার্ট দ্রাক্ষারস এবং প্রত্যেকটি মেষশাবকের সঙ্গে 1 কোয়ার্ট করে দ্রাক্ষারস পেয় নৈবেদ্য হিসেবে দিতে হবে। বছরের প্রত্যেক মাসে হোমবলি হিসেবে ঐগুলি অবশ্যই উৎসর্গ করতে হবে। **15**নিয়মিত দৈনিক হোমবলি এবং পেয় নৈবেদ্য ছাড়াও তুমি অবশ্যই প্রভুকে একটি পুরুষ ছাগল দেবে। ঐ ছাগলটি হবে পাপার্থক নৈবেদ্য।

নিস্তারপর্ব

16“প্রথম মাসের 14তম দিনটি হবে প্রভুর নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপনের দিন। **17**ঐ মাসের 15তম দিনে খামিরবিহীন রুটির উৎসব হবে। এই সাত দিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। **18**এই ছুটির প্রথম দিনটিতে অবশ্যই তোমাদের একটি বিশেষ সভা হবে। ঐ দিনে তোমরা কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করবে না। **19**তোমরা প্রভুকে হোমের জন্য নৈবেদ্য দেবে। হোমবলির নৈবেদ্যগুলো হবে 2 টি ষাঁড়, 1 টি মেষ এবং 7 টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক। তাদের অবশ্যই যেন কোনো খুঁত না থাকে। **20-21**এছাড়াও তোমরা অবশ্যই প্রত্যেকটি ষাঁড়ের সঙ্গে শস্য নৈবেদ্য হিসাবে অলিভ তেলে মিশ্রিত 24 কাপ খুব মিহি ময়দা, মেষের সঙ্গে শস্য নৈবেদ্য হিসাবে তেলে মিশ্রিত 16 কাপ খুব মিহি ময়দা এবং প্রত্যেকটি মেষশাবকের সঙ্গে শস্য নৈবেদ্য হিসাবে তেলে মিশ্রিত 8 কাপ খুব মিহি ময়দা দেবে। **22**এছাড়াও তোমরা অবশ্যই 1টি পুরুষ ছাগল দেবে। তোমাদের পবিত্র করার জন্য ছাগলটি পাপের নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হবে। **23**প্রতিদিন সকালে তোমরা পোড়ানোর জন্য যে নৈবেদ্য দাও সেটা ছাড়াও তোমরা অবশ্যই ঐ নৈবেদ্যগুলো দেবে।

24“এই একইভাবে সাতদিনের প্রত্যেকদিন তোমরা অবশ্যই আগুনের সাহায্যে তৈরি নৈবেদ্য এবং তার সঙ্গে পেয় নৈবেদ্য প্রভুকে দেবে। এই সমস্ত নৈবেদ্যর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। প্রত্যেকদিনের হোমবলির সাথে এই নৈবেদ্যগুলো তোমরা অবশ্যই দেবে।

25“আর সপ্তম দিনে তোমাদের আরেকটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিনে তোমরা কোনো কাজ করবে না।

সাপ্তাহিক উৎসব (ফসল কাটার উৎসব)

26“সাত সপ্তাহের উৎসব চলাকালীন প্রথম ফসলের দিন যখন তোমরা প্রভুর কাছে নতুন ফসলের শস্য নৈবেদ্য নিয়ে আসো সেই সময় একটি পবিত্র সভা হবে। ঐ দিনে তোমরা অবশ্যই কোনো কাজ করবে না। **27**তোমরা অবশ্যই হোমবলি উৎসর্গ করবে। এই নৈবেদ্যটি আগুনের সাহায্যে তৈরি হবে। এর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। তোমরা অবশ্যই 2 টি ষাঁড়, 1 টি মেষ এবং 7টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক উৎসর্গ করবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না থাকে। **28**তোমরা অবশ্যই প্রত্যেকটি ষাঁড়ের সঙ্গে তেলে মেশানো 24

কাপ খুব মিহি ময়দা, প্রত্যেকটি মেষের সঙ্গে 16 কাপ এবং **29**প্রত্যেকটি মেষশাবকের সঙ্গে 8 কাপ খুব মিহি ময়দা দেবে। **30**নিজেদের পবিত্র করার জন্য তোমরা অবশ্যই 1টি পুরুষ ছাগল উৎসর্গ করবে। **31**দৈনিক হোমবলি এবং শস্য নৈবেদ্য ছাড়াও তোমরা ঐ নৈবেদ্যগুলো অবশ্যই দেবে। এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হবে যে, যে প্রাণীগুলি বলি দেবে সেগুলির মধ্যে যেন কোনো খুঁত না থাকে এবং সেগুলির সাথে যেন পেয় নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

শিঙার উৎসব

29 ‘‘সপ্তম মাসের প্রথম দিনটিতে একটি পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিনে তোমরা কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করবে না। শিঙা বাজানোর* জন্য ঐ দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছে। **2**তোমরা হোমবলি উৎসর্গ করবে। তাদের সুগন্ধ প্রভুকে খুশি করবে। তোমরা 1 টি ষাঁড়, 1 টি মেষ এবং 7 টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক উৎসর্গ করবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না থাকে। **3**তোমরা ষাঁড়ের সঙ্গে 24 কাপ তেল মেশানো খুব মিহি ময়দা, পুং মেষের সঙ্গে 16 কাপ **4**এবং 7টি মেষশাবকের প্রত্যেকটির সঙ্গে 8 কাপ করে শস্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। **5**এছাড়াও নিজেদের পবিত্র করার জন্য পাপের নৈবেদ্যস্বরূপ 1টি পুরুষ ছাগল উৎসর্গ কর। **6**অমাবস্যার দিনের উৎসর্গ এবং তার শস্যের নৈবেদ্য ছাড়াও এই নৈবেদ্যগুলো অতিরিক্ত। এবং দৈনিক উৎসর্গ এবং তার শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য ছাড়াও এগুলো অতিরিক্ত। ঐগুলো অবশ্যই নিয়মানুযায়ী করতে হবে। ঐ নৈবেদ্যগুলো অবশ্যই আগুনের সাহায্যে তৈরি করা হবে। তাদের সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।

প্রায়শ্চিত্তের দিন

7‘‘সপ্তম মাসের দশম দিনটিতে একটি বিশেষ সভা হবে। ঐ দিনটিতে তোমরা অবশ্যই কোনো খাবার খাবে না এবং তোমরা অবশ্যই কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করবে না। **8**তোমরা হোমবলি উৎসর্গ করবে। তাদের সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। তোমরা অবশ্যই 1টি ষাঁড়, 1টি পুং মেষ এবং 7টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন অবশ্যই কোনো খুঁত না থাকে। **9**তোমরা অবশ্যই ষাঁড়ের সঙ্গে অলিভ তেলে মিশ্রিত 24 কাপ খুব মিহি ময়দা, মেষের সঙ্গে 16 কাপ এবং **10**সাতটি মেষশাবকের প্রত্যেকটির সঙ্গে 8 কাপ করে নৈবেদ্য দেবে। **11**এছাড়াও পাপের নৈবেদ্যস্বরূপ 1টি পুরুষ ছাগলও উৎসর্গ করবে। প্রায়শ্চিত্তের দিনের পাপের উৎসর্গের সাথে এটিও যোগ করবে। দৈনিক উৎসর্গ শস্য নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে এই নৈবেদ্যটিও দেওয়া হবে।

কুটিরবাস পর্ব

12‘‘সপ্তম মাসের 15তম দিনে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এটিই কুটিরবাস পর্ব। ঐ দিনে তোমরা কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করবে না। তোমরা অবশ্যই প্রভুর সম্মানার্থে ঐ সাতদিন ধরে উৎসব পালন করবে। **13**তোমরা হোমবলি প্রদান করবে। ঐ নৈবেদ্যগুলো আগুনের সাহায্যে তৈরি হবে। তাদের সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। তোমরা 13টি ষাঁড়, 2টি পুং মেষ এবং 14টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের অবশ্যই যেন কোনো খুঁত না থাকে। **14**তোমরা অবশ্যই 13টি ষাঁড়ের প্রত্যেকটির জন্য তেলে মিশ্রিত 24 কাপ খুব মিহি ময়দা, 2টি মেষের প্রত্যেকটির জন্য 16 কাপ করে **15**এবং 14টি মেষশাবকের প্রত্যেকটির জন্য 8 কাপ করে নৈবেদ্য দেবে। **16**এছাড়াও তোমরা 1টি পুরুষ ছাগলও নৈবেদ্য দেবে। এটি অবশ্যই দৈনিক উৎসর্গ শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যর সাথে অতিরিক্ত হিসাবে যোগ করা হবে। **17**এই উৎসবের দ্বিতীয় দিনে তোমরা অবশ্যই 12টি ষাঁড়, 2টি পুং মেষ এবং 14টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না থাকে। **18**এছাড়াও তোমরা অবশ্যই ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের সঙ্গে ঠিক পরিমাণে শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে। **19**এছাড়াও তোমরা অবশ্যই পাপের উৎসর্গের জন্য 1টি পুরুষ ছাগল নৈবেদ্য হিসেবে দেবে। এটি দৈনিক উৎসর্গ এবং তার জন্য দানাশস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য অতিরিক্ত হবে।

20‘‘এই উৎসবের তৃতীয় দিনে তোমরা অবশ্যই 11টি ষাঁড়, 2টি পুং মেষ এবং 14টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন অবশ্যই কোনো খুঁত না থাকে। **21**এছাড়াও তোমরা অবশ্যই ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের সঙ্গে ঠিক পরিমাণে শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে। **22**এছাড়াও পাপের উৎসর্গের জন্য 1টি পুরুষ ছাগল দেবে। দৈনিক উৎসর্গ শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যর সাথে এটিও যোগ করবে।

23‘‘এই উৎসবের চতুর্থ দিনে তোমরা অবশ্যই 10 টি ষাঁড়, 2টি পুং মেষ এবং 14টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না থাকে। **24**এছাড়াও তোমরা অবশ্যই ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের সঙ্গে ঠিক পরিমাণে শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে। **25**এছাড়াও তোমরা পাপের উৎসর্গের জন্য 1টি পুরুষ ছাগলও নৈবেদ্য হিসেবে দেবে। দৈনিক উৎসর্গ শস্যের নৈবেদ্য এবং পানীয় নৈবেদ্যর সাথে অবশ্যই এটিও যোগ করবে।

26‘‘এই উৎসবের পঞ্চম দিনে তোমরা অবশ্যই 9টি ষাঁড়, 2টি পুং মেষ এবং 14টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না থাকে। **27**এছাড়াও তোমরা ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের সঙ্গে ঠিক পরিমাণে শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে। **28**তোমরা পাপের উৎসর্গের জন্য 1টি পুরুষ ছাগলও নৈবেদ্য দেবে। এটি দৈনিক উৎসর্গ, শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যর সাথে এটিও যোগ করবে।

শিঙা বাজান অথবা ‘‘চিৎকার করা’’ এটা সম্ভবতঃ বোঝায় যে এটি একটা হৈ-হল্লা করার এবং সুখী হবার দিন।

29“এই উৎসবের ষষ্ঠ দিনে তোমরা 8টি ষাঁড়, 2টি
পুং মেষ এবং 14টি এক বছর বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য
দেবে। তাদের যেন অবশ্যই কোনো খুঁত না থাকে।
30এছাড়াও তোমরা ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের সঙ্গে
ঠিক পরিমাণে শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে।
31পাপের উৎসর্গের জন্য তোমরা 1টি পুরুষ ছাগলও
নৈবেদ্য হিসেবে দেবে। এটি দৈনিক উৎসর্গ এবং তার
সঙ্গে দানাশস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য অতিরিক্ত
হবে।

32“এই উৎসবের সপ্তম দিনে তোমরা অবশ্যই 7
টি ষাঁড়, 2 টি পুং মেষ এবং 14 টি এক বছর বয়স্ক
মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন কোনো খুঁত না
থাকে। 33এছাড়াও তোমরা ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের
সঙ্গে ঠিক পরিমাণে নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য দেবে।
34পাপের উৎসর্গের জন্য তোমরা অবশ্যই 1টি পুরুষ
ছাগলও নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করবে। দৈনিক উৎসর্গ
এবং তার জন্য শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যের
সাথে এটিও যোগ করবে।

35“এই উৎসবের শেষ দিনে অর্থাৎ অষ্টম দিন
তোমাদের জন্য এক বিশেষ সভা আয়োজিত হবে। ঐ
দিনে তোমরা কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করবে না। 36তোমরা
অবশ্যই সেদিন হোমবলি প্রদান করবে। আগুনের সাহায্যে
তৈরী নৈবেদ্যর সুগন্ধ প্রভুকে খুশী করবে। তোমরা
অবশ্যই 1টি ষাঁড়, 1টি পুং মেষ এবং 7টি এক বছর
বয়স্ক মেষশাবক নৈবেদ্য দেবে। তাদের যেন অবশ্যই
কোনো খুঁত না থাকে। 37এছাড়াও তোমরা ষাঁড়, মেষ
এবং মেষশাবকের সঙ্গে ঠিক পরিমাণে দানাশস্যের
নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্য প্রদান করবে। 38পাপের
উৎসর্গের জন্য 1টি পুরুষ ছাগলও দেবে। দৈনিক
হোমবলি এবং তার সাথে শস্যের নৈবেদ্য এবং পেয়
যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় সেগুলির সাথে এটিও যোগ
করবে।

39“এই উৎসবের দিনগুলিতে তোমরা অবশ্যই
হোমবলি, শস্যের নৈবেদ্য, পেয় নৈবেদ্য এবং মঙ্গল
নৈবেদ্য নিয়ে আসবে এবং ঐ নৈবেদ্যগুলি প্রভুকে প্রদান
করবে। যে কোনো প্রকার বিশেষ উপহার, যা তোমরা
প্রভুকে প্রদান করতে চাও এবং যে কোনো প্রকার
নৈবেদ্য যা তোমাদের বিশেষ প্রতিজ্ঞার একটি অঙ্গ,
তার অতিরিক্ত হবে ঐ নৈবেদ্যগুলো।”

40প্রভু মোশিকে যা যা আজ্ঞা করেছিলেন, মোশি
ইস্রায়েলের লোকেদের সমস্তই বললেন।

বিশেষ প্রতিশ্রুতি

30 ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠীর সকল নেতাদের সঙ্গে
মোশি এই কথা বললেন, “এগুলো প্রভুর আজ্ঞা:
2“যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে বিশেষ কিছু দেওয়ার
জন্য প্রতিজ্ঞা করে অথবা কোন কিছু থেকে নিজেকে
বিরত রাখার প্রতিজ্ঞা করে তাহলে সে যেন তার প্রতিজ্ঞা
না ভাঙে। সেই ব্যক্তি যেন অবশ্যই যা প্রতিজ্ঞা করেছিল
তা সঠিকভাবে পালন করে।

3“কোন যুবতী স্ত্রীলোক তার পিতার বাড়ীতে থাকার
সময় প্রভুকে বিশেষ কিছু দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ
প্রতিজ্ঞা করতে পারে। 4যদি তার পিতা এই প্রতিজ্ঞা
সম্পর্কে জেনে থাকে এবং একমত হয়, তাহলে সেই
যুবতী স্ত্রীলোকটি তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে অবশ্যই
প্রত্যেকটি কাজ করবে। 5কিন্তু যদি তার পিতা এই
প্রতিজ্ঞার কথা জেনে থাকে এবং সে এই ব্যাপারে
একমত না হয়, তাহলে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার
থেকে সে মুক্ত, সেই সমস্ত কাজকর্ম তাকে আর করতে
হবে না। তার পিতা তাকে সেই কাজ করতে নিষেধ
করেছিল সুতরাং প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন।

6“কোন স্ত্রীলোক প্রভুকে কিছু দেওয়ার জন্য কোনো
বিশেষ প্রতিজ্ঞা করার পর যদি তার বিবাহ হয়, 7যদি
তার স্বামী তার প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পারে এবং
কোনো প্রতিবাদ না করে, তাহলে সেই স্ত্রীলোক যা
প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই কাজগুলো অবশ্যই করবে। 8কিন্তু
যদি তার স্বামী তার প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পারে এবং
তাকে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে দিতে অসম্মত হয়,
তাহলে সেই স্ত্রী যা প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই সমস্ত কাজ
তাকে আর করতে হবে না। তার স্বামী তার প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ করেছিল– সেই স্ত্রীকে তার প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ
করতে দেয় নি সুতরাং প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন।

9“একজন বিধবা অথবা একজন স্বামী পরিত্যক্তা
স্ত্রীলোক কোনো বিশেষ প্রতিজ্ঞা করে থাকতে পারে।
যদি সে তা করে, তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞানুসারে সমস্ত
কিছুই সঠিকভাবে করবে। 10একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক
প্রভুকে কিছু দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ প্রতিজ্ঞা
করে থাকতে পারে। 11যদি তার স্বামী তার প্রতিজ্ঞার
কথা জানতে পারে এবং তাকে তার প্রতিজ্ঞা পালন
করতে দিতে সম্মত হয়, তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞানুসারে
সমস্ত কাজ অবশ্যই যথাযথভাবে পালন করবে। সে যা
প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই অনুসারে সমস্ত কিছু সে অবশ্যই
দেবে। 12কিন্তু যদি তার স্বামী তার প্রতিজ্ঞার কথা
জানতে পারে, এবং তাকে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে
দিতে অসম্মত হয়, তাহলে সে যা প্রতিজ্ঞা করেছিল
সেই সমস্ত কাজ তাকে আর করতে হবে না। সে কি
প্রতিজ্ঞা করেছিল তাতে কিছু যায় আসে না, তার স্বামী,
তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে। যদি তার স্বামী প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ করে, তাহলে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। 13একজন
বিবাহিতা স্ত্রীলোক প্রভুকে কোনো কিছু দেওয়ার জন্য
প্রতিজ্ঞা করে থাকতে পারে অথবা কোনো বিষয়ে
নিজেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে থাকতে পারে
অথবা সে ঈশ্বরের কাছে অন্য কোনো বিশেষ প্রতিজ্ঞা
করে থাকতে পারে। তার স্বামী তার প্রতিজ্ঞাগুলোর
মধ্যে যে কোনো একটির ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে
অথবা ঐ প্রতিজ্ঞাগুলোর মধ্যে যে কোনো একটিকে
পালন করতে দিতে পারে। 14স্বামী যদি প্রতিজ্ঞাগুলোর
সম্পর্কে জানতে পেরে সেগুলোর পালনে বাধা না
দেয়, তাহলে সেই স্ত্রী অবশ্যই প্রতিজ্ঞানুসারে প্রত্যেকটি
জিনিস সঠিকভাবে পালন করবে। 15কিন্তু যদি স্বামী

প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পারে এবং সেগুলোর পালনে বাধা দেয়, তাহলে সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য দায়ী থাকবে।”

16প্রভু মোশিকে ঐ আজ্ঞাগুলো দিলেন। ঐ আজ্ঞাগুলো হল একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সম্পর্কে, একজন পিতা এবং তার কন্যার সম্পর্কে, যে কন্যা যুবতী অবস্থায় পিতার বাড়ীতে রয়েছে।

ইস্রায়েলীয়রা মিদিয়নীয়দের পাল্টা আক্রমণ করল

31 প্রভু মোশিকে বললেন, 2“আমি ইস্রায়েলের লোকেদের মিদিয়নীয়দের পরাজিত করে প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করবো। তারপরে মোশি তুমি মারা যাবে।”

3সুতরাং মোশি লোকেদের বললেন, “তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে সৈন্য হবার জন্য কয়েকজনকে বেছে নাও। মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রভু ঐ সমস্ত লোকেদের ব্যবহার করবেন। 4ইস্রায়েলের প্রত্যেকটি পরিবারগোষ্ঠী থেকে 1,000 লোক বেছে নাও। 5সেখানে ইস্রায়েলের পরিবারগোষ্ঠী থেকে মোট 12,000 সৈন্য থাকবে।”

6মোশি সেই 12,000 সৈন্যকে যুদ্ধে পাঠালেন। তিনি তাদের সঙ্গে যাজক ইলিয়াসরের পুত্র পীনহসকে পাঠালেন। পীনহস তার সঙ্গে পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী, শিঙা ও ভেরী নিলেন। 7প্রভুর আদেশমতোই ইস্রায়েলের লোকেরা মিদিয়নীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত মিদিয়নীয় লোকেদের হত্যা করল। 8তারা যে সমস্ত লোকেদের হত্যা করেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন ইবি, রেকম, সূর, হূর এবং রেবা মিদিয়নের পাঁচজন রাজা। তারা তরবারির সাহায্যে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকেও হত্যা করল।

9ইস্রায়েলের লোকেরা মিদিয়নীয় স্ত্রীদের এবং বাচ্চাদের বন্দী করে নিয়ে এল। এছাড়াও তারা তাদের মেষ, গোরু এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও নিয়ে এল। 10এরপর তারা তাদের সমস্ত শহর এবং গ্রাম পুড়িয়ে দিল। 11তারা সমস্ত লোকেদের, পশুদের এবং যুদ্ধে যা পেয়েছিল তা নিয়ে 12শিবিরে মোশি, যাজক ইলিয়াসর এবং ইস্রায়েলের অন্যান্য সমস্ত লোকেদের কাছে এল। ইস্রায়েলের লোকেরা এইসময় মোয়াবের যর্দ্দনের উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেছিল। এটি ছিল যিরীহোর অপর পারে যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে। 13আর মোশি, যাজক ইলিয়াসর এবং ইস্রায়েলের নেতারা সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন।

14মোশি 1,000 সৈন্যের সেনাপতি এবং 100 সৈন্যের সেনাপতি, যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিল তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। 15মোশি তাদের বলল, “তোমরা কেন স্ত্রীলোকদের বেঁচে থাকতে দিয়েছো? 16পিয়োরে বিলিয়মের ঘটনার সময় এইসব স্ত্রীলোকেরাই প্রভুর কাছ থেকে ইস্রায়েলীয় পুরুষদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং সেইজন্যই প্রভুর লোকেদের মধ্যে মহামারী হয়েছিল। 17এখন সমস্ত মিদিয়নীয় ছেলেদের হত্যা করো। সমস্ত মিদিয়নীয় স্ত্রীলোকদের হত্যা করো যাদের কোনো না কোনো পুরুষের সঙ্গেই যৌন সম্পর্ক ছিল। 18তুমি সমস্ত যুবতী মেয়েদের বাঁচতে দিতে পারো। কিন্তু কেবল তখনই যদি তাদের সঙ্গে কোনো পুরুষের যৌন সম্পর্ক না থেকে থাকে। 19এরপর তোমরা যারা অন্যান্য লোকেদের হত্যা করেছ তাদের প্রত্যেকে অবশ্যই শিবিরের বাইরে সাতদিন থাকবে। তোমরা যদি কেবলমাত্র মৃতদেহ স্পর্শ করে থাকে । তাহলেও তোমাদের শিবিরের বাইরে থাকতে হবে। তৃতীয় দিনে তোমরা এবং তোমাদের বন্দীরা অবশ্যই নিজেদের পবিত্র করবে। সপ্তম দিনে তোমরা পুনরায় অবশ্যই এই একই কাজ করবে। 20তোমরা অবশ্যই তোমাদের সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র ধোবে। চামড়া, পশম, অথবা কাঠের তৈরী যে কোনো জিনিসই তোমরা অবশ্যই ধোবে এবং শুচি হবে।”

21এরপর যাজক ইলিয়াসর সৈন্যদের বলল, “ঐ নিয়মগুলো প্রভু মোশিকে দিয়েছেন। ঐ নিয়মগুলো সেইসব সৈন্যদের জন্যে, যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছে। 22-23কিন্তু আগুনে দেওয়া যাবে এমন দ্রব্যসামগ্রীর সম্পর্কে নিয়ম আলাদা। তোমরা অবশ্যই সোনা, রূপো, পিতল, লোহা, টিন অথবা সীসা আগুনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে এবং তারপর ঐ জিনিসগুলোকে জল দিয়ে পরিষ্কার করবে তাহলে সেগুলো পবিত্র হবে। যদি কোনো দ্রব্যসামগ্রীকে আগুনে রাখা না যায়, তাহলে তোমরা অবশ্যই সেগুলোকে জল দিয়ে পরিষ্কার করবে। 24সপ্তম দিনে তোমরা তোমাদের সমস্ত জামাকাপড় পরিষ্কার করবে এবং তখন তোমরা শুচি হবে। এরপরে তোমরা শিবিরের মধ্যে আসতে পারবে।”

25এরপরে প্রভু মোশিকে বললেন, 26“তুমি যাজক ইলিয়াসর এবং সমস্ত নেতারা সমস্ত বন্দীদের, পশুদের এবং সৈন্যরা যুদ্ধে যেসব দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এসেছিল সেগুলো গণনা করবে। 27এরপর ঐসব দ্রব্যসামগ্রী সৈন্যদের মধ্যে, যারা যুদ্ধে গিয়েছিল এবং ইস্রায়েলের বাকী অন্যান্য লোকেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেবে। 28যুদ্ধে গিয়েছিল এমন সৈন্যদের কাছ থেকে ঐসব দ্রব্যসামগ্রীর কিছু অংশ কর হিসাবে নিয়ে নাও; সেই অংশটি হবে প্রভুর। প্রত্যেক 500 টি দ্রব্যসামগ্রীর জন্যে একটি করে দ্রব্যসামগ্রী প্রভুর হবে। এইসব দ্রব্যসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হল মানুষ, গরু, গাধা এবং মেষ। 29সৈন্যরা যুদ্ধ থেকে লুঠ করে যেসব দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এসেছিল তার অর্দ্ধেক ভাগ দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে নাও। এরপর ঐসব দ্রব্যসামগ্রী যাজক ইলিয়াসরকে দিয়ে দাও। ঐ অংশটি হবে প্রভুর। 30এবং তারপর ইস্রায়েলের লোকেদের অংশের অর্দ্ধেক থেকে, প্রত্যেক 50 টি দ্রব্যসামগ্রীর জন্য একটি করে জিনিস নাও। এইসব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মানুষ, গরু, গাধা, মেষ অথবা অন্য যে কোনো পশু অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঐ অংশটি লেবীয়দের দিয়ে দাও কারণ লেবীয়রা প্রভুর পবিত্র তাঁবুর যত্ন করে।”

31প্রভু মোশিকে যা আজ্ঞা করেছিলেন মোশি এবং ইলিয়াসর ঠিক সেই মতোই কাজ করলেন। 32সৈন্যরা 6,75,000 মেষ, 3372,000 গরু, 3461,000 গাধা, 35এবং

32,000 স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। (ওরা সেইসব
স্ত্রীলোক যাদের কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক
ছিল না।) 36যে সব সৈন্যরা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের
প্রাপ্যের অর্ধেক অংশ হল 3,37,500 টি মেষ। 37তারা
প্রভুকে 675 টি মেষ দিয়েছিল। 38সৈন্যরা 36,000 টি
গরু পেয়েছিল। তারা 72 টি গরু প্রভুকে দিয়েছিল।
39সৈন্যরা 30,500 টি গাধা পেয়েছিল। তারা প্রভুকে
61 টি গাধা দিয়েছিল। 40সৈন্যরা 16,000 স্ত্রীলোক
পেয়েছিল। তারা প্রভুকে কর হিসেবে 32 জন স্ত্রীলোক
দিয়েছিল। 41প্রভু মোশিকে যেমন আদেশ করেছিলেন
সেই আদেশমতোই তিনি যাজক ইলিয়াসর প্রভুর জন্য
ঐ সকল উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন।

42সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের অর্ধেক, যা মোশি
ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য আলাদা করেছিলেন তা
গণনা করে দেখা গেল। 43লোকেরা 3,37,500 টি মেষ,
4436,000 গরু, 4530,500 গাধা, 46এবং 16,000 স্ত্রীলোক
পেয়েছিল। 47মোশি প্রভুর জন্য প্রত্যেক 50 টি দ্রব্যসামগ্রী
পিছু একটি করে জিনিস নিয়েছিলেন। এর মধ্যে পশু
এবং মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর তিনি ঐ সকল দ্রব্য
সামগ্রী লেবীয়দের দিয়েছিলেন, কারণ তারা প্রভুর পবিত্র
তাঁবুর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। প্রভু যেমন আদেশ
করেছিলেন মোশি ঠিক সেভাবেই এই কাজটি করলেন।

48এরপর সৈন্যদের নেতারা (1,000 জন পুরুষের
উর্দ্ধতন নেতারা এবং 100 জন পুরুষের উর্দ্ধতন
নেতারা) মোশির কাছে এলেন। 49তারা মোশিকে
বললেন, ‘‘আমরা আপনার সেবকরা, আমাদের
সৈন্যদের গণনা করেছি। আমরা তাদের কাউকেই বাদ
দিই নি। 50সুতরাং আমরা প্রত্যেক সৈন্যর কাছ থেকে
প্রভুর উপহার নিয়ে এসেছি। আমরা সোনার তৈরী
বাহু-বন্ধনী, কব্জির অলংকার, আংটি, মাকড়ি এবং
কণ্ঠহার নিয়ে এসেছি। আমাদের শুচি করার জন্য প্রভুকে
এই সকল উপহার দেওয়া হচ্ছে।”

51সুতরাং মোশি সোনা দিয়ে তৈরী ঐ সমস্ত
দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সেগুলো যাজক ইলিয়াসরকে দিলেন।
521,000 জন পুরুষের উর্দ্ধতন নেতারা এবং 100 জন
পুরুষের উর্দ্ধতন নেতারা যে সোনা দিয়েছিলেন তার
মোট ওজন ছিল প্রায় 420 পাউণ্ড। 53সৈন্যরা যুদ্ধ
থেকে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এসেছিল তার বাকী
অংশ তারা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। 54প্রতি
1,000 জন পুরুষের উর্দ্ধতন নেতাদের কাছ থেকে
এবং প্রতি 100 জন পুরুষের উর্দ্ধতন নেতাদের কাছ
থেকে সোনা নিয়ে মোশি এবং যাজক ইলিয়াসর সেই
সোনা সমাগম তাঁবুতে রাখলেন। প্রভুর সামনে এই
উপহার ইস্রায়েলের লোকেদের জন্যে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে
ছিল।

যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের পরিবারগোষ্ঠী

32 রূবেণ এবং গাদের পরিবারগোষ্ঠীতে অনেক
গবাদি পশু ছিল। ঐ লোকেরা যাসের ও
গিলিয়দের কাছে জমি দেখেছিল। তারা দেখল যে, এই
জমিটি তাদের পশুদের পক্ষে খুবই উপযোগী। 2সেই
কারণে রূবেণ এবং গাদের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা
মোশি, যাজক ইলিয়াসর এবং লোকেদের নেতাদের
সঙ্গে কথা বলল। 3-4তারা বলল, ‘‘আমাদের অর্থাৎ
আপনাদের সেবকদের অনেক গবাদি পশু আছে এবং
যে জমি প্রভু ইস্রায়েলীয়দের জন্য জয় করেছিলেন
সেটি পশুদের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই দেশের
অন্তর্ভুক্ত জায়গাগুলো ছিল অষ্টারোৎ, দীবোন, যাসের,
নিম্রা, হিষ্বোন, ইলিয়ালী, সেবাম, নবো ও বিয়োন।
5তারা বলল, “যদি আপনার খুশী হয় তাহলে এই
জায়গাটি আমাদের দিয়ে দিতে পারেন। আমাদের যর্দ্দন
নদীর অপর পাশে নিয়ে যাবেন না।”

6মোশি রূবেণ এবং গাদের পরিবারগোষ্ঠীর
লোকেদের বললেন, ‘‘তোমরা যখন এখানে স্থায়ীভাবে
বসবাস করবে তখন কি তোমরা তোমাদের ভাইদের
যুদ্ধে যেতে দেবে? 7তোমরা ইস্রায়েলের লোকেদের
নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করছ কেন? তোমরা তাদের
নিরুৎসাহ করছ যাতে তারা নদী পার না হয় এবং
ঈশ্বর তাদের যে দেশ দিয়েছেন সেই দেশ অধিগ্রহণ না
করে! 8তোমাদের পিতারাও আমার সঙ্গে ঠিক একই
ব্যবহার করেছিল। কাদেশ-বর্ণেয় দেশটি দেখার জন্য
আমি কিছু গুপ্তচর সেখানে পাঠিয়েছিলাম। 9ঐ সমস্ত
লোকেরা ইষ্কোলের উপত্যকা পর্যন্ত গিয়েছিল। তারা
দেশটি দেখেছিল এবং ঐ সমস্ত লোকেরা ইস্রায়েলের
লোকেদের এতটাই নিরুৎসাহ করেছিল যে প্রভু তাদের
যে জায়গা দিয়েছিলেন, সেখানে যেতেও তারা অস্বীকার
করেছিল। 10প্রভু ঐ লোকেদের প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন:

11‘মিশর থেকে এসেছে এমন 20 বছর অথবা তার
বেশী বয়স্ক কোনো লোকই সেই দেশ দেখার অনুমতি
পাবে না যে দেশ আমি অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের
কাছে দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু তারা
সঠিকভাবে আমাকে অনুসরণ করেনি। সুতরাং কালেব
এবং যিহোশূয় ছাড়া আর কেউ এই দেশ পাবে না।
12কারণ কনিসীয় গোষ্ঠীভুক্ত যিফুন্নির পুত্র কালেব এবং
নূনের পুত্র যিহোশূয় প্রভুকে সঠিকভাবে অনুসরণ
করেছিল!’

13‘‘ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি প্রভু প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ
হয়েছিলেন। সেই কারণে প্রভু ঐ লোকেদের 40 বছর
মরুভূমিতে বাস করতে বাধ্য করেছিলেন। যারা প্রভুর
বিরুদ্ধে পাপকার্য্য করেছিল তাদের সকলকেই প্রভু
তাদের মৃত্যু পর্যন্ত মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য
করেছিলেন। 14তোমাদের পিতারা যে কাজ করেছিলেন
এখন তোমরা সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছো।
তোমরা পাপী লোকেরা, তোমরা কি চাও যে, প্রভু
তার লোকেদের বিরুদ্ধে আগের থেকেও আরও বেশী
ক্রুদ্ধ হন? 15তোমরা যদি প্রভুকে অনুসরণ করা ছেড়ে
দাও, তাহলে প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের আরও
দীর্ঘদিনের জন্য মরুভূমিতে থাকতে বাধ্য করবেন।
এইভাবে তোমরা এই সমস্ত লোকেদের ধ্বংস করবে।”

16কিন্তু রূবেণের এবং গাদের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা মোশির কাছে গিয়ে বলল, "আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে এখানে শহর তৈরী করবো এবং আমাদের পশুদের জন্য খোঁয়াড় গড়ে তুলবো। 17তাহলে আমাদের সন্তানরা এই দেশে বসবাসকারী অন্যান্য লোকেদের থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। কিন্তু আমরা খুব খুশী মনেই এগিয়ে এসে ইস্রায়েলের অন্যান্য লোকেদের সাহায্য করব যে পর্যন্ত না তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে আসব। 18ইস্রায়েলের প্রত্যেকে তার জমির অংশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বাড়ী ফিরবো না। 19যর্দ্দন নদীর পশ্চিম দিকের কোনো জমি আমরা নেবো না। যর্দ্দন নদীর কেবলমাত্র পূর্বদিকের জমিই আমাদের।"

20সুতরাং মোশি তাদের বলল, "তোমরা যদি এগুলোর সবটাই করো, তাহলে এই জমি তোমাদের হবে; কিন্তু তোমার সৈন্যদের অবশ্যই প্রভুর সামনে যুদ্ধে যেতে হবে। 21তোমাদের সৈন্যরা অবশ্যই যর্দ্দন নদী পার করবে এবং শত্রুদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য করবে। 22প্রভু আমাদের সবাইকে জমি অধিগ্রহণ করতে সাহায্য করার পরে, তোমরা বাড়ী ফিরে যেতে পারো। তখন প্রভু এবং ইস্রায়েলের লোকেরা তোমাদের দোষী মনে করবে না। তখন প্রভু তোমাদের এই জমি নিতে দেবেন। 23কিন্তু তোমরা যদি এইগুলো না করো, তাহলে তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করবে এবং এটা নিশ্চিত জেনে রাখো যে, তোমরা তোমাদের পাপের জন্য শাস্তি পাবে। 24তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য শহর এবং তোমাদের পশুদের জন্য খোঁয়াড় তৈরী করো; কিন্তু তোমরা যা শপথ করেছিলে সেগুলোও অবশ্যই কোরো।"

25তখন গাদের এবং রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা মোশিকে বলল, "আমরা আপনার সেবক, আপনি আমাদের গুরু, সুতরাং আপনি যা বলবেন আমরা সেটাই করব। 26আমাদের স্ত্রীরা, সন্তানরা এবং আমাদের সমস্ত পশু গিলিয়দের শহরগুলোতে থাকবে। 27কিন্তু আমরা আপনার সেবকরা যর্দ্দন নদী পার হব। আমাদের প্রভুর কথামতো আমরা প্রভুর সামনে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাবো।"

28সুতরাং মোশি, যাজক ইলিয়াসর, নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলের পরিবারগোষ্ঠীগুলোর সমস্ত নেতাদের তাদের বিষয় এই নির্দেশ দিলেন। 29মোশি তাদের বলল, "গাদ এবং রূবেণের মানুষেরা যর্দ্দন নদী পার হবে এবং প্রভুর সামনে থেকে যুদ্ধে যাবে। তারা তোমাদের সেই দেশ নিতে সাহায্য করবে এবং তাদের দেশের অংশ হিসেবে তুমি গিলিয়দের দেশ দিয়ে দেবে। 30তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে কনান দেশ অধিকার করতে তারা তোমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু যদি তারা তোমাদের সৈন্যদের সঙ্গে পার না হয় তাহলে তারা কেবলমাত্র কনানে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট জমির অংশ পাবে।"

31গাদ এবং রূবেণের লোকেরা উত্তর দিল, "প্রভু যা আদেশ করেছেন ঠিক সেটা করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতি করেছি। 32আমরা প্রভুর সামনে যর্দ্দন নদী পার হয়ে কনান দেশে যাব, কিন্তু যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের দেশই হল আমাদের অংশ।"

33সুতরাং গাদের লোকেদের, রূবেণের লোকেদের এবং মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেক লোককে মোশি সেই দেশ দিয়েছিলেন। (মনঃশি ছিলেন যোষেফের পুত্র।) ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের রাজ্য এবং বাশনের রাজা ওগের রাজ্য সেই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ জায়গার আশেপাশের সমস্ত শহর ঐ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

34গাদের লোকেরা দীবোন, অটারোৎ ও অরোয়ের এবং 35অটারোৎ-শোফন, যাসের ও যগ্‌বিহ এবং 36বৈৎ-নিম্রা ও বৈৎ-হারণ শহরগুলি খুব শক্ত প্রাচীর দিয়ে গড়ে তুলেছিল এবং পশুদের জন্য খোঁয়াড় তৈরি করেছিল।

37রূবেণের লোকেরা হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী, কিরিয়াথয়িম, 38নবো, বাল্-মিয়োন এবং সিব্‌মা শহর গড়ে তুলেছিল। তারা তাদের পুনর্গঠিত শহরগুলোর আগের নামগুলোই রেখেছিল কিন্তু নবো এবং বাল্-মিয়োনের নাম পরিবর্তন করেছিল।

39মনঃশির পুত্র মাখীরের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা গিলিয়দে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী ইমোরীয়দের পরাজিত করেছিল। 40সেই কারণে মোশি মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর মাখীরকে গিলিয়দ দিলেন এবং তাদের পরিবার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। 41মনঃশি গোষ্ঠীর যায়ীর সেখানের ছোটো ছোটো গ্রামগুলোকে অধিকার করল। এরপর সে ঐ গ্রামগুলোর নাম দিয়েছিল যায়ীরের শহর সকল। 42কনাৎ এবং এর কাছের ছোটো ছোটো শহরগুলোকে নোবহ পরাজিত করেছিল। এরপর সে নিজের নামানুসারে সেই জায়গার নামকরণ করেছিল।

মিশর থেকে ইস্রায়েলের যাত্রা

33 মোশি এবং হারোণ মিশর থেকে ইস্রায়েলের লোকেদের নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। 2তারা যে জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করেছিল, প্রভুর আজ্ঞা অনুযায়ী মোশি সে জায়গাগুলো সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাদের যাত্রার পর্যায়গুলি এখানে দেওয়া হল:

3প্রথম মাসের 15তম দিনে তারা রামিষেষ ত্যাগ করেছিল। সেইদিন সকালে নিস্তারপর্বের পরে ইস্রায়েলের লোকেরা জয়ের ভঙ্গীতে তাদের হাত উঁচু করে মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মিশরের সমস্ত লোক তাদের দেখেছিল। 4প্রভু যাদের হত্যা করেছিলেন সেই প্রথমজাতদের মিশরীয়রা সেই সময় কবর দিচ্ছিল। মিশরের দেবগণের বিরুদ্ধেও প্রভু তাঁর বিচার দেখিয়েছিলেন।

5ইস্রায়েলের লোকেরা রামিষেষ ত্যাগ করে সুক্কোতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। 6সুক্কোৎ থেকে তারা এথমের দিকে যাত্রা করেছিল। লোকেরা সেখানে

মরুভূমির প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছিল। 7তারা এথম ত্যাগ করে পী-হহীরোতের দিকে যাত্রা করেছিল। এই জায়গাটি বাল-সফোনের কাছে ছিল। লোকেরা মিগ্দোলের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল। 8লোকেরা পী-হহীরোত ত্যাগ করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে হেঁটেছিল। তারা মরুভূমির দিকে গিয়েছিল, এরপর তিনদিন ধরে এথম মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটেছিল। লোকেরা মারা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল।

9লোকেরা মারা ত্যাগ করে এলীমে গিয়েছিল এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করেছিল। সেখানে 12 টি ঝর্ণা এবং 70 টি খেজুর গাছ ছিল।

10লোকেরা এলীম ত্যাগ করে সূফ সাগরের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল।

11সূফ সাগর ত্যাগ করার পরে লোকেরা সীন মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করেছিল।

12এরপর সীন মরুভূমি ত্যাগ করে দপ্‌কাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

13দপ্‌কা ত্যাগ করে আলূশে শিবির স্থাপন করেছিল।

14আলূশ ত্যাগ করে রফীদীমে শিবির স্থাপন করেছিল। সেই স্থানে লোকেদের পান করার উপযোগী কোনো জল ছিল না।

15লোকেরা রফীদীম ত্যাগ করে সীনয় মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করেছিল।

16সীনয় মরুভূমি ত্যাগ করে কিব্রোৎ-হত্তাবাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

17লোকেরা কিব্রোৎ-হত্তাবা ত্যাগ করে হৎসেরোতে শিবির স্থাপন করেছিল।

18হৎসেরোত ত্যাগ করার পরে রিৎমাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

19রিৎমা ত্যাগ করে রিম্মোণ-পেরসে শিবির স্থাপন করেছিল।

20রিম্মোণ-পেরস ত্যাগ করে লিব্‌নাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

21লিব্‌না ত্যাগ করে রিস্‌সাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

22রিস্‌সা ত্যাগ করে কহেলাথায় শিবির স্থাপন করেছিল।

23কহেলাথা ত্যাগ করে শেফর পর্বতে শিবির স্থাপন করেছিল।

24শেফর পর্বত ত্যাগ করে হরাদাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

25হরাদা ত্যাগ করে মখেলোতে শিবির স্থাপন করেছিল।

26মখেলোৎ ত্যাগ করে তহতে শিবির স্থাপন করেছিল।

27তহৎ ত্যাগ করে তেরহতে শিবির স্থাপন করেছিল।

28তেরহ ত্যাগ করে মিৎকাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

29মিৎকা ত্যাগ করে হশ্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

30হশ্‌মোনা ত্যাগ করে মোষেরোতে শিবির স্থাপন করেছিল।

31মোষেরোৎ ত্যাগ করে বনেয়াকনে শিবির স্থাপন করেছিল।

32বনেয়াকন ত্যাগ করে হোর্-হগিদ্‌গদে শিবির স্থাপন করেছিল।

33হোর্-হগিদ্‌গদে ত্যাগ করে যট্‌বাথাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

34যট্‌বাথা ত্যাগ করে অব্রোণাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

35অব্রোণা ত্যাগ করে ইৎসিয়োন-গেবরে শিবির স্থাপন করেছিল।

36ইৎসিয়োন-গেবর ত্যাগ করে সীন মরুভূমির কাদেশে শিবির স্থাপন করেছিল।

37কাদেশ ত্যাগ করে হোরে শিবির স্থাপন করেছিল। ইদোম দেশের সীমান্তে এই পর্বতটি ছিল। 38যাজক হারোণ প্রভুর কথা মান্য করে হোর পর্বতের ওপরে গিয়েছিলেন। সেই জায়গায় পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে হারোণ মারা গিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর ত্যাগ করার পরে সেইটি ছিল 40 তম বছর। 39হোর পর্বতের ওপরে মারা যাওয়ার সময় হারোণের বয়স ছিল 123 বছর।

40কনান দেশের নেগেভে অরাদ নামে একটি শহর ছিল। সেই শহরে কনানের রাজা শুনেছিলেন যে ইস্রায়েলের লোকেরা আসছে। 41লোকেরা হোর পর্বত ত্যাগ করেছিল এবং সল্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করেছিল।

42লোকেরা সল্‌মোনা ত্যাগ করে পূনোনে শিবির স্থাপন করেছিল।

43পূনোন ত্যাগ করে ওবোতে শিবির স্থাপন করেছিল।

44ওবোৎ ত্যাগ করে ইয়ী-অবারীমে শিবির স্থাপন করেছিল। এই জায়গাটি মোয়াব দেশের সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

45লোকেরা ইয়ীম (ইয়ী-অবারীমে) ত্যাগ করে দীবোন-গাদে শিবির স্থাপন করেছিল।

46দীবোন-গাদ ত্যাগ করে অল্‌মোন-দিব্লাথয়িমে শিবির স্থাপন করেছিল।

47অল্‌মোন-দিব্লাথয়িম ত্যাগ করে নবোর কাছে অবারীম পর্বতের ওপরে শিবির স্থাপন করেছিল।

48অবারীম পর্বত ত্যাগ করে মোয়াবের যর্দন উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেছিল। যিরীহোর অপর পারে যর্দন নদীর কাছে এই জায়গাটি ছিল। 49তারা মোয়াবের যর্দন উপত্যকায় যর্দন নদী বরাবর শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের শিবির বৈৎ-যিশীমোৎ থেকে আবেল-শিটীম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

50সেই স্থানে প্রভু মোশিকে বললেন, 51"ইস্রায়েলের লোকেদের এই কথাগুলি বলো: তোমরা যর্দন নদী পার হয়ে কনানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। 52সেখানকার অধিবাসীদের তোমরা দূর করে দেবে। তোমরা তাদের সমস্ত খোদাই করা মূর্ত্তি ও প্রতিমাদের ধ্বংস করবে

এবং তাদের পূজার সমস্ত উচ্চস্থানগুলো ধ্বংস করবে। 53তোমরা সেই জায়গা অধিকার করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, কারণ আমিই সেই জায়গাটি তোমাদের দিচ্ছি। এই জায়গাটি কেবলমাত্র তোমাদের গোষ্ঠীগুলির হবে। 54তোমাদের গোষ্ঠীর প্রত্যেকে এই দেশের অংশ পাবে। তোমরা ঘুঁটি চেলে সিদ্ধান্ত নেবে কোন পরিবার দেশের কোন অংশ পাবে। বড় পরিবার দেশের বড় অংশ পাবে। ছোটো পরিবার দেশের ছোট অংশ পাবে। চালা ঘুঁটি দেখিয়ে দেবে কোন পরিবার দেশের কোন অংশ পাবে। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী দেশে তার অংশ পাবে।

55"তোমরা যদি ঐ দেশের অধিবাসীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য না কর তবে যাদের তোমরা থাকতে দেবে, তারা তোমাদের সামনে প্রচুর সমস্যা নিয়ে আসবে। তারা হবে তোমাদের চোখে বালির মতো এবং তোমাদের পাশে কাঁটার মতো হবে। তোমরা যেখানে বাস করবে সেখানে তারা প্রচুর সমস্যা নিয়ে আসবে। 56তোমরা যদি ঐ সমস্ত লোকেদের তোমাদের দেশে থাকতে দাও, তাহলে আমি তাদের প্রতি যা করতে চেয়েছিলাম তা তোমাদের প্রতি করবো।"

কনানের সীমান্ত

34 প্রভু মোশিকে বললেন, 2"ইস্রায়েলের লোকেদের এই আদেশ দাও। তোমরা কনান দেশে আসছো। তোমরা এই দেশকে পরাজিত করবে। তোমরা সমগ্র কনান দেশটিকে অধিগ্রহণ করবে। 3দক্ষিণ দিকে তোমরা ইদোমের কাছে সীন মরুভূমির কিছু অংশ পাবে। লবণ সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে তোমাদের দক্ষিণ সীমান্ত শুরু হবে। 4এটি অক্রব্বীমের দক্ষিণ দিক অতিক্রম করবে। এটি সীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবে কাদেশ-বর্ণেয়ের এবং তারপরে হৎসর-অদ এবং তারপরে এটি অস্মোনের মধ্য দিয়ে যাবে। 5অস্মোন থেকে এই সীমান্ত মিশরের নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং এটি শেষ হবে ভূমধ্যসাগরে। 6তোমাদের পশ্চিম সীমান্ত হবে ভূমধ্যসাগর। 7তোমাদের উত্তর সীমান্ত শুরু হবে ভূমধ্যসাগর থেকে এবং এটি বিস্তৃত হবে, হোর পর্বত লিবানোন পর্যন্ত। 8হোর পর্বত থেকে এটি লেবো হমাত পর্যন্ত যাবে এবং তারপরে সদাদ পর্যন্ত। 9এরপর সেই সীমান্ত সিফ্রোণ পর্যন্ত যাবে এবং এটি শেষ হবে হৎসর-ঐননে। সুতরাং সেটিই তোমাদের উত্তর সীমান্ত। 10তোমাদের পূর্ব সীমান্ত শুরু হবে হৎসর-ঐননে এবং এটি শফাম পর্যন্ত যাবে। 11শফাম থেকে সীমান্তটি ঐনের পূর্ব থেকে রিব্লা পর্যন্ত যাবে। সীমান্তটি কিন্নেরৎ হ্রদের পাশে পাহাড়ের সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত হবে। 12এরপর সীমান্তটি যর্দ্দন নদীর সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত থাকবে। এটি লবণ সাগরে গিয়ে শেষ হবে। ঐগুলোই হল তোমার দেশের চারধারের সীমানা।"

13সেই কারণে মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "এই সেই দেশ যেটি তোমরা পাবে এবং নয়টি গোষ্ঠী ও মনঃশির গোষ্ঠীর অর্ধেকের মধ্যে ভূমিটিকে ভাগ করে দেওয়ার জন্য তোমরা ঘুঁটি চালবে। 14রূবেণ ও গাদের পরিবারগোষ্ঠী এবং মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেক তাদের দেশ বেছে নিয়েছে। 15ঐ দুটি এবং অর্ধেক পরিবারগোষ্ঠী যিরীহোর কাছের দেশ নিয়েছিল। তারা যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের জমি নিয়েছিল।"

16এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, 17"দেশ ভাগ করে দেওয়ার কাজে, এই সমস্ত লোকেরা তোমাকে সাহায্য করবে: যাজক ইলিয়াসর, নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং 18সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীর নেতারা। সেখানে প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী থেকে একজন করে নেতা থাকবেন। ঐ সমস্ত লোকেরা দেশ ভাগ করবে। 19এইগুলো হলো নেতাদের নাম:

যিহূদা পরিবারগোষ্ঠী থেকে যিফূন্নির পুত্র কালেব।

20শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে অম্মীহূদের পুত্র শমূয়েল।

21বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠী থেকে কিশ্লোনের পুত্র ইলীদদ।

22দানের পরিবারগোষ্ঠী থেকে যগ্লির পুত্র বুক্কি।

23যোষেফের উত্তরপুরুষদের মধ্য থেকে মনঃশির পরিবারগোষ্ঠী থেকে এফোদের পুত্র হন্নীয়েল।

24ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠী থেকে শিপ্তনের পুত্র কমূয়েল।

25সবূলূন পরিবারগোষ্ঠী থেকে পর্ণকের পুত্র ইলীষাফণ।

26ইষাখর পরিবারগোষ্ঠী থেকে অস্সনের পুত্র পল্টিয়েল।

27আশের পরিবারগোষ্ঠী থেকে শলোমির পুত্র অহীহূদ।

28নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠী থেকে অম্মীহূদের পুত্র পদহেল।"

29ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে কনানের জমি ভাগ করে দেওয়ার জন্য প্রভু ঐ সমস্ত লোকেদের মনোনীত করেছিলেন।

লেবীয়দের শহর

35 প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন। এটি হয়েছিল যিরীহোর অপর পারে যর্দ্দন নদীর কাছে মোয়াবের যর্দ্দন উপত্যকায়। প্রভু বললেন, 2"ইস্রায়েলের লোকেদের বলো, তাদের জমির অংশ থেকে কিছু শহর লেবীয়দের দিতে। ইস্রায়েলের লোকেদের উচিৎ ঐ সমস্ত শহর এবং তার আশেপাশের পশুচারণের উপযোগী জমিগুলি লেবীয়দের দিয়ে দেওয়া। 3লেবীয়রা ঐ সমস্ত শহরে বাস করতে সক্ষম হবে। আর লেবীয়দের সমস্ত গোরু এবং অন্যান্য পশু ঐ শহরের আশেপাশের চারণোপযোগী ভূমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। 4যে পরিমাণ জমি তোমরা লেবীয়দের দেবে, তা হল শহরের প্রাচীরের থেকে 1,500 ফুট বাইরের সমস্ত জমি। 5এছাড়াও শহরের পূর্বদিকের 3,000 ফুট দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত জমি, শহরের দক্ষিণ দিকের 3,000 ফুট দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত জমি, শহরের

পশ্চিম দিকের 3,000 ফুট দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত জমি,
এবং শহরের উত্তর দিকের 3,000 ফুট দূরত্ব পর্যন্ত
সমস্ত জমি লেবীয়দের হবে। (ঐ সমস্ত জমির মাঝখানে
শহরটি থাকবে।) 6ঐ শহরগুলোর মধ্যে ছয়টি শহর
হবে নিরাপত্তার জন্য। যদি কোনো ব্যক্তি ঘটনাচক্রে
কাউকে হত্যা করে, তাহলে সেই ব্যক্তি তার নিরাপত্তার
জন্য ঐ সমস্ত শহরে পালিয়ে যেতে পারে। ঐ ছয়টি
শহর ছাড়াও, তোমরা লেবীয়দের আরও 42 টি শহর
দেবে। 7সুতরাং তোমরা মোট 48 টি শহর লেবীয়দের
দেবে। ঐ শহরগুলোর চারধারের জমিও তোমরা তাদের
দেবে। 8ইস্রায়েলের বড় পরিবারগুলি জমির বড় অংশ
পাবে। ছোটো পরিবারগোষ্ঠীগুলো জমির ছোটো অংশ
পাবে। সুতরাং বড় পরিবারগোষ্ঠীগুলি বেশী শহর এবং
ছোট পরিবারগোষ্ঠীগুলি কম শহর লেবীয়দের দেবে।"

9এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, 10"লোকেদের বল:
তোমরা যর্দ্দন নদী পার হয়ে যখন কনান দেশে প্রবেশ
করবে, 11তখন সুরক্ষার শহর হিসাবে তোমরা অবশ্যই
কিছু শহর বেছে নেবে। যদি কোনো ব্যক্তি ঘটনাচক্রে
অন্য কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে তার সুরক্ষার জন্য
ঐ শহরগুলোর যে কোনো একটিতে পালিয়ে যেতে
পারে। 12মৃত ব্যক্তির পরিবারের যারা প্রতিশোধ নিতে
চায় এমন যে কারো কাছ থেকে সে নিরাপদে থাকতে
পারবে। আদালতে তার বিচার হওয়া পর্যন্ত সে নিরাপদে
থাকবে। 13সেখানে ছয়টি সুরক্ষার শহর থাকবে। 14ঐ
শহরগুলোর মধ্যে তিনটি শহর যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে
থাকবে এবং তিনটি থাকবে যর্দ্দন নদীর পশ্চিমে কনান
দেশে। 15ইস্রায়েলের নাগরিকদের জন্যে এবং বিদেশী
ও পর্যটকদের জন্য ঐ শহরগুলো হবে নিরাপদ জায়গা।
ঐ সমস্ত লোকেদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি ঘটনাচক্রে
কাউকে হত্যা করে, তবে সে ঐ শহরগুলোর যে কোনো
একটিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

16"যদি কোনো ব্যক্তি লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে
কাউকে এমন আঘাত করে যে সেই ব্যক্তি মারা যায়,
তবে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই মরতে হবে। 17যদি কোনো
ব্যক্তি এমন কোনো প্রস্তরখণ্ড নেয় এবং তা দিয়ে যদি
সে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই
মরতে হবে। (কিন্তু প্রস্তরখণ্ডটি যেন অবশ্যই সেই
পরিমাপের হয় যেটিকে লোকেদের হত্যা করার কাজে
সাধারণভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।) 18যদি কোনো
ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার জন্যে কোনো কাঠের টুকরো
ব্যবহার করে, যা দিয়ে হত্যা করা যায়, তাহলে সেই
ব্যক্তিকে অবশ্যই মরতে হবে। (কাঠের টুকরোটি যেন
অবশ্যই একটি অস্ত্র হয় যেটিকে লোকেরা সাধারণতঃ
লোকেদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করে।) 19মৃত
ব্যক্তির পরিবারের একজন সদস্য সেই হত্যাকারীর
পেছনে তাড়া করে তাকে হত্যা করতে পারে।

20-21"কোন ব্যক্তি যদি তার হাত দিয়ে কাউকে
এমন আঘাত করে যে তার মৃত্যু হয় অথবা যদি সে
কাউকে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করে বা যদি কোনো কিছু
ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে এবং হত্যাকারী সেটি ঘৃণাবশতঃ
করে তাহলে সে একজন খুনী। তাকে অবশ্যই হত্যা
করা উচিৎ। মৃত ব্যক্তির পরিবারের যে কোনো একজন
সদস্য সেই হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা
করতে পারে।

22"কিন্তু একজন ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য কোনো
ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। সেই ব্যক্তি নিহত ব্যক্তিকে
ঘৃণা করত না, এটি কেবলমাত্র একটি দুর্ঘটনা ছিল।
অথবা, একজন ব্যক্তি কোনো কিছু ছুঁড়তে পারে এবং
দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে–
সে কাউকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করে নি।
23অথবা যার দ্বারা মারা যায় এমন কোন পাথর না
দেখে কারোর উপরে ফেলে এবং সেই পাথরখণ্ডটির
আঘাতে যদি ব্যক্তিটি খুন হয় অথচ সেই ব্যক্তি কাউকে
হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেনি। 24যদি সেটি হয়,
তাহলে মণ্ডলীকে অবশ্যই স্থির করতে হবে কি করা
উচিৎ। মণ্ডলীর আদালত অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবে যে
মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য সেই ব্যক্তিকে
হত্যা করতে পারে কি না। 25মণ্ডলী যদি মৃত ব্যক্তির
পরিবারের কাছ থেকে খুনীকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত
নেয়, তাহলে মণ্ডলী অবশ্যই তাকে তার সুরক্ষার শহরে
ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং পবিত্র তেলের দ্বারা অভিষিক্ত
মহাযাজক মারা যাওয়া পর্যন্ত হত্যাকারী অবশ্যই সেখানে
থাকবে।

26-27"সেই ব্যক্তি তাঁর শহরের সুরক্ষার সীমানার
বাইরে অবশ্যই যাবে না। যদি সে সেই সীমানাগুলোর
বাইরে যায়, এবং যদি মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো
সদস্য তাকে ধরতে পারে এবং তাকে হত্যা করে, তাহলে
সেই সদস্য এই হত্যার জন্য দোষী হবে না। 28যে ব্যক্তি
দুর্ঘটনাক্রমে কোনো একজনকে হত্যা করেছিল, সে
মহাযাজক মারা যাওয়া পর্যন্ত অবশ্যই তার সুরক্ষার
শহরে থাকবে। মহাযাজক মারা যাওয়ার পরে সে তার
নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। 29তোমার
লোকেদের সমস্ত শহরে চিরকালের জন্য ঐ গুলোই
বিচার বিধি হবে।

30"যদি সেখানে কয়েকজন সাক্ষী থাকে তাহলেই
একজন হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ। একজন
সাক্ষী থাকলে কোনো ব্যক্তিকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে
না।

31"যদি কোনো ব্যক্তি খুনী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ। অর্থ গ্রহণ কোরে তার শাস্তির
কোনো প্রকার পরিবর্তন কোরো না। সেই খুনীকে অবশ্যই
হত্যা করা উচিৎ।

32"যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে সুরক্ষার
শহরের কোনো একটিতে পালিয়ে যায়, তাহলে তাকে
বাড়ীতে ফিরে যেতে দেওয়ার জন্য কোনো অর্থ গ্রহণ
করো না। মহাযাজক মারা যাওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তি
অবশ্যই সেই শহরে থাকবে।

33"নিরপরাধের রক্তে তোমার দেশের সর্বনাশ হতে
দিও না। যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তাহলে
সেই অপরাধের একমাত্র শাস্তি হল সেই খুনীর মৃত্যুদণ্ড।

অন্য কোনো প্রকার শাস্তিই দেশকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারবে না। 34আমি প্রভু! আমি ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে বাস করি। আমিও সেই দেশে থাকবো, সুতরাং নিরপরাধ লোকেদের রক্তে এটিকে অপবিত্র করো না।”

সলফাদের মেয়েদের জমি

36 মনঃশি ছিলেন যোষেফের পুত্র। মনঃশির পুত্র ছিলেন মাখীর। মাখীরের পুত্র ছিলেন গিলিয়দ। মোশি এবং ইস্রায়েলের পরিবারগোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য গিলিয়দ পরিবারের নেতারা গিয়েছিলেন। 2তারা বললেন, ‘‘ঘুঁটি চেলে জমি নিতে প্রভু আমাদের আদেশ করেছিলেন। মহাশয়, প্রভু আমাদের আদেশ করেছিলেন যে সলফাদের জমি তার কন্যারাই পাবে। সলফাদ আমাদেরই ভাই ছিলেন। 3হতে পারে, অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর যে কোনো একটির থেকে একজন ব্যক্তি সলফাদের কন্যাদের মধ্যে কোনো একজনকে বিয়ে করবে। সেই জমি কি তাহলে আমাদের পরিবারের বাইরে চলে যাবে? সেই অন্য পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা কি সেই জমি পাবে? ঘুঁটি চেলে আমরা যে জমি পেয়েছিলাম, সেটি কি আমরা হারাবো? 4লোকেরা তাদের জমি বিক্রী করতে পারে। কিন্তু জুবিলী বছরে সমস্ত জমি সেই পরিবারগোষ্ঠীর কাছে ফিরে আসে যারা প্রকৃতই সেটির মালিক। সেই সময়, সলফাদের কন্যাদের জমি কে পাবে? আমাদের পরিবার কি সেই জমি চিরকালের জন্য হারাবে?”

5মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের এই আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশটি ছিল প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া। “যোষেফের পরিবারের লোকেরা যা বলছে তা ঠিক। 6সলফাদের কন্যাদের প্রতি প্রভুর আদেশ হল এই: যদি তোমরা কাউকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজেদের গোষ্ঠীর কাউকে বিয়ে করবে। 7এই প্রকারেই ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে এক পরিবারগোষ্ঠী থেকে অন্য পরিবারগোষ্ঠীতে জমি হস্তান্তরিত হবে না। প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় তার পূর্বপুরুষের অধিকারভুক্ত জমি রাখবে। 8এবং যদি কোনো স্ত্রীলোক তার পিতার জমি পায়, তাহলে সে অবশ্যই তার নিজের গোষ্ঠীর কাউকে বিবাহ করবে। এইপ্রকারে প্রত্যেক ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষের অধিকারভুক্ত জমি রাখবে।

9“সুতরাং, ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য পরিবারগোষ্ঠীতে জমি অবশ্যই হস্তান্তরিত হবে না। প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় তার নিজের পূর্বপুরুষের অধিকারভুক্ত জমি রাখবে।”

10সলফাদের কন্যারা মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ মান্য করেছিল। 11সেই কারণে সলফাদের কন্যারা মহলা, তির্সা, হগ্লা, মিল্কা, এবং নোয়া– পরিবারে তাদের পিতার দিকের, জ্ঞাতি ভাইদের বিবাহ করেছিল। 12তাদের স্বামীরা ছিল মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সেই কারণে তাদের জমি তাদের পিতার পরিবার এবং পরিবারগোষ্ঠীর অধিকারেই ছিল।

13সুতরাং ঐগুলোই হল আইন এবং আদেশ যা যিরীহোর অপর পারে, যর্দন নদীর পাশে মোয়াবের যর্দন উপত্যকায় প্রভু মোশিকে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ

মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে কথা বললেন

1 মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের এই বার্তা দিয়েছিলেন।
এই সময় তারা যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের মরুভূমিতে,
যর্দ্দন উপত্যকায় ছিল। এটি ছিল সূফের অপর পারে,
যার একদিকে পারণ মরুভূমি আর অন্যদিকে তোফল,
লাবন, হৎসেরোৎ এবং দীষাহব শহরগুলো।
2সেয়ীর পর্বতমালার মধ্য দিয়ে হোরেব (সীনয়)
পর্বত থেকে কাদেশ বর্ণেয় পর্যন্ত যেতে মাত্র এগারো
দিন লাগে। 3কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেদের মিশর ত্যাগ
করার পর থেকে তাঁদের এই স্থানে আসা পর্যন্ত 40
বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। 40 তম বৎসরের একাদশ
মাসের প্রথম দিনে মোশি লোকেদের সঙ্গে কথা বললেন।
প্রভু যা আজ্ঞা করেছিলেন, মোশি তার সমস্তটাই তাদের
বললেন। 4এ হল প্রভুর সীহোন এবং ওগকে পরাজিত
করার পরের ঘটনা। (সীহোন ছিলেন ইমোরীয়দের
রাজা, তিনি হিষ্‌বোনে বাস করতেন। ওগ ছিলেন
বাশনের রাজা, তিনি অষ্টারোৎ এবং ইদ্রিয়ীতে বাস
করতেন।) 5ইস্রায়েলের লোকেরা যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে
মোয়াবে থাকাকালীন মোশি ঈশ্বরের আদেশগুলির
বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন:
6“হোরেব পর্বতে প্রভু আমাদের ঈশ্বর আদেশ করে
বলেছিলেন, ‘তোমরা যথেষ্ট সময় এই পর্বতে বাস
করেছো। 7ইমোরীয় লোকেরা যেখানে বাস করে সেই
পাহাড়ী দেশে যাও। সেখানে আশেপাশের সমস্ত
জায়গাতেই যাও। যর্দ্দন উপত্যকা, পাহাড়ী দেশ,
পশ্চিমের ঢালু অঞ্চল, নেগেভ এবং সমুদ্রতীরে যাও।
কনান এবং লিবানোনের মধ্য দিয়ে বৃহৎ নদী ফরাৎ
পর্যন্ত যাও। 8দেখো, আমি তোমাদের সেই দেশ দিচ্ছি।
যাও এবং সেই দেশটি অধিকার কর। আমি শপথ
করেছিলাম যে সেই জমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের
অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবকে দেব। আমি শপথ
করেছিলাম যে সেই জমি আমি তাঁদের এবং তাঁদের
উত্তরপুরুষদের দেবো।’”

মোশি নেতাদের বেছে নিলেন

9মোশি বললেন, “সেই সময় আমি বলেছিলাম যে
আমার একার পক্ষে তোমাদের ভার নেওয়া সম্ভব নয়।
10প্রভু তোমাদের ঈশ্বর লোকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি
করেছেন, আর তাই আজ তোমাদের সংখ্যা আকাশের
অগণিত তারার মতো। 11প্রভু, তোমাদের পূর্বপুরুষদের
ঈশ্বর তোমাদের সংখ্যা এখন যা রয়েছে তার থেকে
1,000 গুণ বৃদ্ধি করুন। তিনি ঠিক যেমন শপথ
করেছিলেন, সেভাবেই তোমাদের আশীর্বাদ করুন।
12কিন্তু আমি একা তোমাদের দায়িত্ব নিতে পারবো
না এবং তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে
পারবো না। 13সেই কারণে তোমরা প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী
থেকে কয়েকজন লোককে বেছে নাও, আমি তাদের
তোমাদের নেতা হিসাবে মনোনীত করব। বিজ্ঞ
লোকেদের বেছে নাও যাদের বোধশক্তি এবং অভিজ্ঞতা
আছে।’
14“তোমরা বলেছিলে, ‘আপনি যা বলেছেন সেটা
করাই ভালো হবে।’
15“সুতরাং তোমাদের পরিবারগোষ্ঠী থেকে
তোমাদের নির্বাচিত জ্ঞানী এবং সম্মানিত লোকেদের
নিয়ে আমি তাঁদের তোমাদের নেতা হবার জন্য নিযুক্ত
করেছিলাম। এই প্রকারে, আমি তোমাদের 1000 জন
লোকের জন্য নেতা, 100 জন লোকের জন্য নেতা, 50
জন লোকের জন্য নেতা, 10 জন লোকের জন্য নেতার
ব্যবস্থা করেছিলাম। এছাড়াও আমি তোমাদের প্রত্যেক
পরিবারগোষ্ঠীর জন্য উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি নিয়োগ
করেছিলাম।
16“সেই সময়, আমি ওই সকল বিচারকদের
বলেছিলাম, ‘নিজের লোকেদের মধ্যে যে সব যুক্তিতর্কের
আদান প্রদান হবে সেগুলো ভালো করে শুনো। প্রত্যেকটি
ঘটনা বিচার করার সময় নিরপেক্ষ হবে। সমস্যাটি দুজন
ইস্রায়েলীয় লোকের মধ্যেই হোক অথবা একজন
ইস্রায়েলীয় এবং একজন বিদেশীর মধ্যেই হোক, তাতে
অবস্থার কোনো প্রভেদ হবে না। তোমরা অবশ্যই
প্রত্যেকটি ঘটনা নিরপেক্ষভাবে বিচার করবে। 17বিচার
করার সময় কখনই একজন ব্যক্তিকে অন্যের থেকে
বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির সমান
বিচার করবে। কোনো ব্যক্তির সম্পর্কেই ভীত হবে না,
কারণ তোমাদের সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা
সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি কোনো ঘটনা বিচার করা তোমাদের
পক্ষে খুবই কঠিন হয়, তাহলে সেটি আমার কাছে নিয়ে
এসো; এবং আমি সেটির বিচার করবো।’ 18সেই একই
সময়, আমি তোমাদের অবশ্য করণীয় অন্যান্য কর্তব্য
সম্পর্কেও বলেছিলাম।

চরেরা কনানে গেল

19“তখন আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে মান্য
করেছিলাম। আমরা হোরেব পর্বত ত্যাগ করেছিলাম
এবং ইমোরীয় লোকেদের পার্বত্যদেশ অভিমুখে যাত্রা
করেছিলাম। তোমরা যে বড় এবং সাংঘাতিক একটি
মরুভূমি দেখেছিলে, তার মধ্য দিয়েই আমরা কাদেশ-
বর্ণেয়ে এসেছিলাম। 20তখন আমি তোমাদের বলেছিলাম,

‘তোমরা এখন ইমোরীয়দের পার্বত্য দেশে এসেছো।
প্রভু আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই দেশ প্রদান করবেন।
21দেখো, ওটি ওখানেই আছে! ওপরে যাও এবং
নিজেদের জন্য তোমরা ওই দেশটিকে অধিকার করো!
প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তোমাদের এটি
করতে বলেছিলেন; সুতরাং ভয় পেও না, কোনো কিছুর
সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন হয়ো না!’

22“কিন্তু তোমরা সকলে আমার কাছে এসে
বলেছিলে, ‘প্রথমে দেশটিকে অনুসন্ধান করে দেখার
জন্য কিছু লোককে আমরা পাঠাই। এরপর তারা ফিরে
এসে আমাদের কোন পথে রওনা দিতে হবে এবং
কোন কোন শহরে যেতে হবে তার সন্ধান দেবে।’

23“আমার এই প্রস্তাব ভাল লেগেছিল। সেই কারণে
আমি তোমাদের প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী থেকে একজন
করে মোট বারোজন লোককে বেছে নিয়েছিলাম।
24এরপর তারা সেই জায়গা ত্যাগ করে পার্বত্য দেশের
ওপরে উঠেছিল এবং তাঁরা ইষ্কোল উপত্যকায় এসে
এটির অনুসন্ধান করেছিল। **25**তারা সেই দেশ থেকে
কিছু ফল সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে
ফিরে এসে এই সংবাদ দিয়ে বলল, ‘প্রভু আমাদের
ঈশ্বর যে দেশ দিচ্ছেন, সে উত্তম দেশ!’

26“কিন্তু তোমরা সেই দেশের অভ্যন্তরে যেতে
অস্বীকার করেছিলে। তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলে। **27**তোমরা তোমাদের
তাঁবুতে অভিযোগ করে বলেছিলে, ‘প্রভু আমাদের ঘৃণা
করেন! তিনি আমাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে
এসেছিলেন যাতে ইমোরীয়রা আমাদের ধ্বংস করতে
পারে! **28**আমরা এখন কোথায় যেতে পারি। আমাদের
ভাইয়েরা (বারোজন চর) তাদের তথ্যের দ্বারা আমাদের
ভীত করেছে। তারা বলেছিল: সেখানকার অধিবাসীরা
আমাদের তুলনায় অনেক বড় এবং লম্বা। শহরগুলো
বড় এবং তাদের প্রাচীরগুলো আকাশের সমান উঁচু
এবং আমরা সেখানে দৈত্যাকার লোকও দেখেছিলাম!’

29“তখন আমি তোমাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা
মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না! ঐ সকল লোকেদের সম্পর্কে ভীত
হয়ো না! **30**প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের আগে
আগে যাবেন এবং তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন। মিশরে
তোমাদের চোখের সামনে তিনি যা করেছিলেন, এখানেও
তিনি সেই একই কাজ করবেন। **31**তোমরা সেখানে
এবং মরুভূমিতে তাঁকে তোমাদের সম্মুখে যেতে
দেখেছিলে। তোমরা দেখেছিলে যেভাবে একজন পিতা
তার পুত্রকে বহন করে নিয়ে যায়, ঠিক সেভাবে প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের বহন করেছিলেন। এই স্থানে
পৌঁছোনো পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাই প্রভু তোমাদের নিরাপদে
নিয়ে এসেছিলেন।’

32“কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
ওপরে আস্থা রাখতে পারোনি! **33**অথচ তোমাদের
ভ্রমণের সময় তোমাদের শিবির স্থাপনের উপযুক্ত
জায়গা খুঁজে বের করার জন্য তিনিই তোমাদের আগে
গিয়েছিলেন। যে রাস্তা দিয়ে তোমাদের যাওয়া উচিৎ
সেটি প্রদর্শনের জন্য তিনিই রাত্রে আগুনের মধ্য দিয়ে
এবং দিনের বেলায় মেঘের মধ্য দিয়ে তোমাদের সামনে
গিয়েছিলেন।

লোকেরা কনানে প্রবেশের অনুমতি পেল না

34“তোমাদের অভিযোগ প্রভু শুনেছিলেন এবং তিনি
এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি এক কঠিন প্রতিজ্ঞা
করে বলেছিলেন, **35**‘তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আমি
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই উত্তম দেশে তোমরা মন্দ
লোকেরা যারা এখন বেঁচে আছো, তারা কেউই প্রবেশ
করবে না। **36**কেবলমাত্র যিফুন্নির পুত্র কালেব সেই
দেশ দেখতে পাবে। কালেব যে জায়গা দিয়ে হেঁটে
গিয়েছিল সেই জায়গা আমি তাকে এবং তার
উত্তরপুরুষদের দেবো। কারণ, আমার নির্দেশমতো
কালেব সব কাজ করেছিলো।’

37“তোমাদের জন্য প্রভু আমার ওপরেও ক্রুদ্ধ
হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘মোশি তুমিও
এই দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। **38**কিন্তু তোমার
সহায়ক, নূনের পুত্র যিহোশূয় ওই দেশে প্রবেশ করতে
পারবে। যিহোশূয়কে উৎসাহিত করো, কারণ দেশটিকে
অধিকার করার জন্য সেই ইস্রায়েলের লোকদের নেতৃত্ব
দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’

39“এবং প্রভু আমাদের বলেছিলেন, ‘তোমরা
বলেছিলে, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা
অপহৃত হবে; কিন্তু ওই সন্তানরা ওই দেশে প্রবেশ
করবে। তোমাদের ভুলের জন্য আমি তোমাদের
সন্তানদের দোষারোপ করি না, কারণ কোনটা ঠিক
এবং কোনটা ভুল সেটা বোঝার পক্ষে তারা এখনও
অনেক শিশু। সেই কারণে আমি তাদের ওই দেশ দেব
এবং তারা তা অধিকার করবে। **40**কিন্তু তোমরা সূফ
সাগরে যাওয়ার রাস্তা ধরে মরুভূমিতে ফিরে যাও।’

41“তখন তোমরা বলেছিলে, ‘মোশি, আমরা প্রভুর
বিরুদ্ধাচরণ করে পাপ করেছি; কিন্তু এখন আমরা যাব
এবং যুদ্ধ করবো, ঠিক যেমনটি আমাদের প্রভু ঈশ্বর,
আমাদের আগে আজ্ঞা করেছিলেন।’ তখন তোমরা
প্রত্যেকে তোমাদের অস্ত্র তুলে নিয়েছিলে। ভেবেছিলে
যে, সেই পার্বত্য দেশে গিয়ে সেটিকে অধিগ্রহণ করা
খুবই সহজ কাজ হবে।

42“কিন্তু প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘লোকেদের
ওপরে যেতে এবং সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে বারণ
করো, কারণ আমি তাদের সঙ্গে থাকবো না এবং
তারা তাদের শত্রুদের কাছে পরাজিত হবে!’

43“আমি তোমাদের সেই কথা বললাম, কিন্তু তোমরা
শোনোনি। তোমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে অস্বীকার
করেছিলে। তোমরা যোগ্য না হয়ে সেই কাজে হাত
দিয়েছিলে এবং ওপরের পার্বত্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ
করেছিলে। **44**কিন্তু সেখানে বসবাসকারী ইমোরীয়
লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে
এসেছিল। তারা তোমাদের পেছনে তাড়া করা এক
ঝাঁক মৌমাছির মতো ছিল। সেয়ীর থেকে হর্মা পর্যন্ত

সমস্ত রাস্তা তারা তোমাদের তাড়া করেছিল। 45তখন
তোমরা ফিরে এসেছিলে এবং প্রভুর কাছে সাহায্যের
জন্য কেঁদেছিলে। কিন্তু প্রভু তোমাদের কান্নায় মন দিলেন
না, তোমাদের কোনো কথা শুনলেন না। 46আর তোমরা
কাদেশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলে।

ইস্রায়েলের লোকেরা মরুভূমিতে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরেছিল

2 ‘‘তারপর প্রভু আমাকে যা করতে বলেছিলেন, সেই
অনুসারে আমরা সূফ সাগরে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে
মরুভূমিতে ফিরে গিয়েছিলাম। সেয়ীর পর্বতমালাকে
চক্রাকারে বেষ্টন করে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ভ্রমণ
করেছিলাম। 2তখন প্রভু আমাকে বলেছিলেন, 3‘এই
পর্বতমালাকে ঘিরে তোমরা বহুদিন ধরে ভ্রমণ করেছ।
উত্তর দিকে ঘুরে যাও। 4লোকেদের এই কথাগুলো
বল: তোমরা সেয়ীর দেশের মধ্য দিয়ে যাবে। এই
দেশটি তোমাদের আত্মীয় এষৌ-এর উত্তরপুরুষের।
তারা তোমাদের ভয় পাবে। তাই তোমরা সাবধান হবে।
5তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না। তাদের দেশের কোনো
অংশই আমি তোমাদের দেবো না– এমন কি এর এক
ফুট পরিমাণও নয়। কারণ আমি এষৌকে সেয়ীরের
পার্বত্য প্রদেশটি তার নিজের দেশ হিসাবে দিয়েছি।
6তোমরা তাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে খাবার কিনে
খাবে এবং জল কিনে পান করবে। 7মনে রাখবে যে
তোমরা যা করেছো তার প্রত্যেকটি কাজে প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন। এই
বৃহৎ মরুভূমির মধ্য দিয়ে তোমাদের হাঁটার খবর তিনি
জানেন। এই 40 বছর ধরে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর
তোমাদের সঙ্গে আছেন। তাই তোমাদের কোন কিছুরই
অভাব হয়নি।’ 8সেই কারণে আমরা সেয়ীরে বসবাসকারী
এষৌ-এর লোকেদের অর্থাৎ আমাদের আত্মীয়দের
সামনে দিয়ে চলে গেলাম। যর্দ্দন উপত্যকা থেকে এলৎ
এবং ইৎসিয়োন গেবরের শহরে যাওয়ার রাস্তা ত্যাগ
করে আমরা মোয়াবের মরুভূমিতে যাওয়ার রাস্তার
দিকে ঘুরেছিলাম।

আর্-এ ইস্রায়েল

9‘‘প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘মোয়াবে লোকেদের
কষ্ট দিও না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করো না,
তাদের দেশের কোনো অংশই আমি তোমাদের দেবো
না। তারা লোটের উত্তরপুরুষ এবং আমিই তাদের আর্
শহর দান করেছিলাম।’’’

(10অতীতে, আর্-এ এমীয় লোকেরা বাস করতো।
তারা খুব শক্তিশালী ছিল এবং সেখানে তাদের সংখ্যাও
ছিল প্রচুর। অনাকীয় লোকেদের মতো তারা উচ্চতায়
ছিল বেশ লম্বা। 11অনাকীয় ছিল রফায়ীয় লোকেদেরই
অংশ বিশেষ। লোকেরা ভেবেছিল যে এমীয়রাও
রফায়ীয়; কিন্তু মোয়াবে লোকেরা তাদের এমীয় বলত।
12আগে সেয়ীরে হোরীয় লোকেরাও থাকত, কিন্তু
এষৌ-এর লোকেরা হোরীয়দের তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং
তাদের ধ্বংস করে দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু
করেছিল। ইস্রায়েলের লোকেরাও ঠিক এইরকমটাই
করেছিল, প্রভু তাদের যে দেশ দিয়েছিলেন সেই দেশের
লোকেদের প্রতি এই একই কাজ করেছিল।)

13‘‘প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘এখন তোমরা সেরদ
উপত্যকার অপর পাশে যাও।’ সেই কারণে আমরা
সেরদ উপত্যকা পার করেছিলাম। 14কাদেশ বর্ণেয়
ত্যাগের পর থেকে সেরদ উপত্যকা অতিক্রম করা
পর্যন্ত মাঝখানে 38 বছরের ব্যবধান ছিল। এই সময়ের
মধ্যে আমাদের শিবিরের সব পুরুষ যোদ্ধারাই মারা
গিয়েছিল। প্রভু তেমনই শপথ করেছিলেন। 15শিবিরের
মধ্যে তাদের সকলের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত প্রভু তাদের
বিরুদ্ধে ছিলেন।

16‘‘আমাদের সমস্ত যোদ্ধারা মারা যাওয়ার পর,
17প্রভু আমাকে এই কথা বলেছিলেন, 18‘আজ তোমরা
অবশ্যই আর্-এ সীমান্ত পার করবে এবং মোয়াবে প্রবেশ
করবে। 19তোমরা অম্মোনীয়দের কাছে উপস্থিত হলে
তাদের বিরক্ত করবে না। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না,
কারণ আমি তাদের দেশ তোমাদের দান করবো না।
কারণ তারা লোটের উত্তরপুরুষ এবং আমিই তাদের
ওই দেশ দিয়েছি।’’’

20(সেই দেশ রফায়ীয়ের দেশ বলেও পরিচিত।
অতীতে রফায়ীয় লোকেরা সেখানে বাস করতো।
অম্মোনের লোকেরা তাদের সম্‌সুম্মীয় বলে ডাকত।
21সেখানে বহু সম্‌সুম্মীয় ছিল এবং তারা ছিল যথেষ্ট
শক্তিশালী। অনাকীয় লোকেদের মতো তারা উচ্চতায়
লম্বা ছিল। কিন্তু সম্‌সুম্মীয়দের ধ্বংস করতে প্রভু
অম্মোন লোকেদের সাহায্য করেছিলেন। অম্মোন
লোকেরা সেই দেশ অধিগ্রহণ করে সেখানেই বাস করছে।
22এষৌ এর লোকেদের জন্য ঈশ্বর এই একই কাজ
করেছিলেন। অতীতে হোরীয় লোকেরা সেয়ীরে (ইদোম)
বাস করত; কিন্তু এষৌ এর লোকেরা হোরীয়দের ধ্বংস
করে আজ পর্যন্ত এষৌর উত্তরপুরুষ সেখানেই বাস
করছে। 23কপ্তোরীয় এর কিছু সংখ্যক লোকের জন্যও
ঈশ্বর এই একই কাজ করেছিলেন। ঘসার চতুর্দিকের
শহরে অব্বীয় লোকেরা বাস করত। কিন্তু কিছু সংখ্যক
লোক কপ্তোরীয় থেকে এসে অব্বীয়দের ধ্বংস করেছিল।
ক্রিট্ থেকে আগত ওই সকল লোকেরা সেই দেশ
অধিগ্রহণ করে সেখানেই বাস করল।)

ইমোরীয় লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ

24‘‘প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘অর্ণোন উপত্যকা
অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য তৈরি হও। হিষ্‌বোনে
ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে পরাজিত করতে আমি
তোমাদের সাহায্য করবো। তার দেশ অধিগ্রহণ করতে
আমি তোমাদের সাহায্য করবো। সুতরাং তার বিরুদ্ধে
যুদ্ধে লিপ্ত হও এবং তার দেশ অধিগ্রহণ করো। 25আজ
আমি সমস্ত জায়গার সকল লোকের মধ্যে তোমাদের
সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করবো। তারা তোমাদের খবর
জেনে ভয়ে আতঙ্কিত এবং কম্পিত হবে।’

26“কদেমোৎ-এর মরুভূমিতে থাকাকালীন আমি
হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের কাছে কয়েকজন দূত
পাঠিয়েছিলাম। দূতেরা সীহোনকে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে
বলেছিল, 27‘আপনার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে
দিন। আমরা রাস্তায়ই থাকবো। আমরা রাস্তার ডানদিক
অথবা বামদিক কোনোদিকেই ঘুরব না। 28আমরা
আপনাদের কাছ থেকে খাবার ও জল রূপো দিয়ে
কিনে খাব। আমরা শুধুমাত্র আপনার দেশের মধ্য দিয়ে
পদব্রজে ভ্রমণ করতে চাই। 29প্রভু আমাদের ঈশ্বর যে
দেশ দিচ্ছেন, যর্দ্দন নদী অতিক্রম করে সেই দেশে
পৌঁছোনো পর্যন্ত আমাদের আপনার দেশের মধ্য দিয়ে
যেতে দিন। সেয়ীরে বসবাসকারী এষৌয় লোকেরা এবং
আর্-এ বসবাসকারী মোয়াবীয় লোকেরা তাদের দেশের
মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিয়েছেন।’

30“কিন্তু সীহোন, হিষ্‌বোনের রাজা, আমাদের তার
দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দেন নি। কারণ প্রভু তোমাদের
ঈশ্বর তার মন কঠিন ও একগুঁয়ে করলেন যেন তিনি
তাকে তোমাদের হাতে সমর্পন করেন, যেমন আজ
পর্যন্ত রয়েছে!

31“প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি রাজা সীহোন
এবং তার দেশ তোমাদের দিচ্ছি। এখন যাও তার দেশ
অধিগ্রহণ করো!’

32“এরপর যহস নামক স্থানে রাজা সীহোন এবং
তার সমস্ত লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য
বেরিয়ে এসেছিল। 33কিন্তু প্রভু আমাদের ঈশ্বর সীহোনকে
আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমরা রাজা সীহোন,
তার পুত্রদের এবং তার সমস্ত লোকেদের পরাজিত
করেছিলাম। 34সেই সময় রাজা সীহোনের সব
শহরগুলোই আমরা অধিকার করেছিলাম। প্রত্যেক
শহরের সমস্ত লোকেদের সকল পুরুষদের, স্ত্রীলোকদের
এবং ছোটো ছোটো শিশুদের আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
করেছিলাম। আমরা কাউকেই জীবিত ছেড়ে দিই নি!
35ওই সমস্ত শহরগুলো থেকে আমরা কেবলমাত্র
গবাদিপশু এবং মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়েছিলাম।
36অর্ণোন উপত্যকার ধারের অরোয়ের নামে একটি
শহরকে এবং ওই উপত্যকার মাঝখানের আরেকটি
শহরকে আমরা পরাজিত করেছিলাম। অর্ণোন উপত্যকা
এবং গিলিয়দের মাঝখানের সমস্ত শহরগুলোকে
পরাজিত করতে প্রভু আমাদের সাহায্য করেছিলেন।
আমাদের কাছে কোনো শহরই খুব শক্তিশালী ছিল না।
37কিন্তু অম্মোনের লোকেদের অধিকারভুক্ত দেশের কাছে
তোমরা যাও নি। যব্বোক নদীর উপকূলে অথবা পার্বত্য
অঞ্চলের শহরগুলোর কাছেও তোমরা যাও নি। তোমরা
সেই সমস্ত স্থানে যাও নি যেখানে যেতে প্রভু আমাদের
ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন।

বাশনের লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ

3 “আমরা ফিরেছিলাম এবং বাশনের রাস্তা ধরে
গিয়েছিলাম। ইদ্রিয়ীতে বাশনের রাজা ওগ এবং
তার সমস্ত লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য
বেরিয়ে এসেছিল। 2প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘ওগ
সম্পর্কে ভীত হয়ো না। আমি স্থির করেছি যে তাকে
আমি তোমাদের কাছে সমর্পণ করব। তার সমস্ত
লোকেদের এবং তার দেশ আমি তোমাদের দেব।
হিষ্‌বোনে যিনি শাসনকার্য চালাতেন সেই ইমোরীয় রাজা
সীহোনকে তোমরা যেভাবে পরাজিত করেছিলে, ঠিক
সেভাবেই তোমরা একেও পরাজিত করবে।’

3“সেই কারণে প্রভু আমাদের ঈশ্বর বাশনের রাজা
ওগকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিলেন। আমরা
তাকে এবং তার সমস্ত লোকেদের পরাজিত করেছিলাম।
তাদের আর কেউই বাকী ছিল না। 4সেই সময় ওগের
অধিকারে যে সমস্ত শহর ছিল তার সবগুলোই আমরা
অধিকার করেছিলাম। ওগের লোকদের কাছ থেকে
আমরা সব শহরগুলোই অধিকার করেছিলাম— এর
মধ্যে ছিল বাশনের রাজা ওগের রাজ্য, অর্গোব নামক
অঞ্চলের 60 টি শহর। 5এই সমস্ত শহরগুলো খুবই
শক্তিশালী ছিল। তাদের দেওয়ালগুলি ছিল উঁচু, দরজা
এবং দরজার ওপরে খিল ছিল খুব শক্ত। সেখানে
আরও বহু এমন শহর ছিল যেগুলোর কোনো প্রাচীর
ছিল না। 6হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের শহরগুলিকে
আমরা যেভাবে ধ্বংস করেছিলাম, সেভাবেই এদেরও
ধ্বংস করেছিলাম। প্রত্যেকটি শহরকে এবং সেখানে
বসবাসকারী সমস্ত লোকেদের এমনকি সমস্ত
স্ত্রীলোকদের এবং শিশুদেরও আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
করেছিলাম। 7কিন্তু ওই সমস্ত শহরের সমস্ত গোরু
এবং সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আমরা নিজেদের জন্য
রেখে দিয়েছিলাম।

8“সেই প্রকারে, আমরা দুজন ইমোরীয় রাজার কাছ
থেকে তাদের দেশ অধিগ্রহণ করেছিলাম। যর্দ্দন নদীর
পূর্বদিকে অর্ণোন উপত্যকা থেকে মাউণ্ট হর্মোণ পর্বত
পর্যন্ত দেশ আমরা অধিগ্রহণ করেছিলাম। 9(সীদোনের
লোকেরা হর্মোণ পর্বতকে বলে সিরিয়োণ, কিন্তু
ইমোরীয়রা এটিকে বলতো সনীর।) 10উঁচু সমতলভূমির
সমস্ত শহরগুলোকে এবং গিলিয়দ অধিগ্রহণ করেছিলাম।
বাশনের সমস্ত অঞ্চল, সল্‌খা এবং ইদ্রিয়ী পর্যন্ত সমস্ত
আমরা অধিকার করেছিলাম। সল্‌খা এবং ইদ্রিয়ী
বাশনের রাজা ওগ-এর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।”

(11অবশিষ্ট রফায়ীয়দের মধ্যে কেবলমাত্র বাশনের
রাজা ওগ ছিলেন। ওগ-এর খাট ছিল লোহা দিয়ে
তৈরি। এটি 13 ফুটেরও বেশী লম্বা এবং 6 ফুট চওড়া
ছিল। খাটটি এখনও রব্বা শহরে আছে, যেখানে অম্মোন
লোকেরা বাস করে।)

যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের দেশ

12“সেই কারণে আমরা সেই দেশ আমাদের জন্য
অধিকার করেছিলাম। রূবেণ এবং গাদের
পরিবারগোষ্ঠীদের আমি এই দেশের অংশ বিশেষ দান
করেছিলাম। অর্ণোন উপত্যকার আরোয়ার নামক জায়গা
থেকে গিলিয়দের পার্বত্য দেশ পর্যন্ত সমস্ত দেশ এবং
এর অন্তর্গত সমস্ত শহর আমি তাদের প্রদান করেছিলাম।

গিলিয়দের পার্বত্য দেশের অর্ধেক তারা পেয়েছিল।
13মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেকাংশকে আমি
গিলিয়দের অপর অর্ধেক এবং বাশনের সম্পূর্ণ অঞ্চল
প্রদান করেছিলাম।"

(বাশন ছিল ওগের রাজ্য। বাশনের কিছু অংশকে
বলা হতো অর্গোব। এটিকে রফায়ীয় দেশও বলা হতো।
14মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর যায়ীর, অর্গোবের সমস্ত
অঞ্চল অধিগ্রহণ করেছিলেন। গশূরীয় লোকেদের এবং
মাখাথীয় লোকেদের সীমানা পর্যন্ত সেই অঞ্চল বিস্তৃত
ছিল। সেই অঞ্চলটি যায়ীর নামে অভিহিত হয়েছিল।
সেই কারণে আজও লোকেরা বাশনকে যায়ীরের শহর
বলে।)

15"আমি মাখীরকে গিলিয়দ প্রদান করেছিলাম।
16এবং রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীকে এবং গাদ-এর
পরিবারগোষ্ঠীকে আমি সেই দেশ প্রদান করেছিলাম,
যেটি গিলিয়দে শুরু হয়েছে। এই দেশটি অর্ণোন উপত্যকা
থেকে যব্বোক নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। উপত্যকাটির মধ্যাঞ্চল
হল একটি সীমানা। যব্বোক নদীটি হল অম্মোনীয়
লোকেদের সীমানা। 17মরুভূমির কাছের যর্দন নদী ছিল
তাদের পশ্চিম সীমানা। এই অঞ্চলের উত্তরে গালিল
হ্রদ এবং দক্ষিণে রয়েছে মৃতের সমুদ্র (লবণ সমুদ্র)।
এটি পূর্বদিকের পিস্‌গার পাহাড়গুলির নীচে অবস্থিত।

18"সেই সময়, আমি তোমাদের এই আদেশ
দিয়েছিলাম: 'প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যর্দন
নদীর পূর্বদিকের দেশ বাস করার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু
এখন তোমাদের যোদ্ধারা অবশ্যই তাদের অস্ত্র তুলে
নেবে এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠীকে নদী
অতিক্রম করার কাজে নেতৃত্ব দেবে। 19তোমাদের স্ত্রীরা,
তোমাদের সন্তানরা এবং তোমাদের সমস্ত গবাদিপশু
(আমি জানি তোমাদের অনেক গবাদিপশু আছে)
অবশ্যই এই শহরগুলিতে থাকবে, যেটা আমি তোমাদের
দিয়েছি। 20কিন্তু তোমরা অবশ্যই তোমাদের ইস্রায়েলীয়
আত্মীয়বর্গকে সাহায্য করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা
যর্দন নদীর অপর পারে তাদের প্রভুর দেওয়া দেশ
অধিগ্রহণ করে। প্রভু তাদের সেখানে শান্তি দেওয়া
পর্যন্ত তাদের সাহায্য করো, ঠিক যেমন তিনি এখানে
তোমাদের জন্য করেছিলেন। এরপর আমি তোমাদের
যে দেশ দিয়েছি সেখানে ফিরে আসতে পার।'

21"তখন আমি যিহোশূয়কে বলেছিলাম, 'প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর এই দুজন রাজার কি দশা করেছেন
সেটা তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। তুমি যে রাজ্যেই প্রবেশ
করবে, সেখানেই ঈশ্বর এই একই কাজ করবেন। 22এই
সকল দেশের রাজাদের ভয় পেও না, কারণ প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন।'

মোশি কনানে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না

23"এরপর আমার বিশেষ কিছু করার জন্য আমি
প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম,
24'প্রভু আমার মনিব, আমি তোমার সেবক। আমি
জানি যে তুমি তোমার চমৎকারিত্বের এবং শক্তির সামান্য
অংশই আমাকে দেখিয়েছ। তুমি যে মহৎ এবং
শক্তিসম্পন্ন কাজ করেছ, তেমন কাজ করতে পারে
এমন কোনো ঈশ্বর স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে নেই। 25কৃপা
করে আমাকে যর্দন নদী পার হতে এবং সেই উত্তম
দেশ প্রত্যক্ষ করতে দাও। আমাকে সুন্দর পার্বত্য দেশ
এবং লিবানোন দর্শন করতে দাও।'

26"কিন্তু তোমাদের জন্য প্রভু আমার ওপরে ক্ষুব্ধ
হয়েছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে অস্বীকার
করেছিলেন। প্রভু আমাকে বলেছিলেন, 'এটাই যথেষ্ট!
এই প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বোলো না। 27পিস্‌গা
পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে যাও। এর পশ্চিম দিক, উত্তর
দিক, দক্ষিণ দিক এবং পূর্বদিক প্রত্যক্ষ কর। তুমি এই
সব চোখে দেখতে পাবে, কিন্তু কখনই যর্দন নদী অতিক্রম
করতে পারবে না। 28তুমি অবশ্যই যিহোশূয়কে নির্দেশ
দেবে। তুমি অবশ্যই তাকে উৎসাহিত করবে এবং তাকে
সবল করবে। কারণ যর্দন নদী অতিক্রম করার কাজে
যিহোশূয় লোকেদের নেতৃত্ব দেবে। তুমি কেবল দেশটি
দেখতে পাবে, কিন্তু যিহোশূয় তাদের ওই দেশে নিয়ে
যাবে। সে তাদের ওই দেশটির অধিগ্রহণে এবং সেখানে
বাস করতে সাহায্য করবে।'

29"সেই কারণে, বৈৎ-পিয়োরের অপর দিকের
উপত্যকাতেই আমরা থেকেছিলাম।"

মোশি লোকেদের ঈশ্বরের বিধি মান্য করতে বললেন

4 "এখন হে ইস্রায়েলীয়রা, আমি তোমাদের যে বিধি
এবং আদেশ শেখাব সেগুলো খুব মন দিয়ে শোন।
সেগুলো মান্য করলে তোমরা ধ্বংসের হাত থেকে
রক্ষা পাবে। তাহলেই প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের
ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমরা
প্রবেশ করতে পারবে এবং সেই দেশ অধিকার করতে
পারবে। 2আমি তোমাদের যে আদেশ দিয়েছি তার
সঙ্গে তোমরা কোন কিছু যোগ কোর না এবং তার
থেকে কোনো কিছু বাদ দিও না। তোমরা অবশ্যই
তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের আদেশ মান্য করবে, যা আমি
তোমাদের দিয়েছি।

3"তোমরা দেখেছ, প্রভু বাল পিয়োরে কি
করেছিলেন। সেই স্থানে তোমাদের যে সব লোকেরা
বালের মূর্ত্তির অনুগামী হয়েছিল, তাদের সকলকে প্রভু,
তোমাদের ঈশ্বর ধ্বংস করেছিলেন। 4কিন্তু তোমরা
সকলে যারা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের অনুগামী হয়েই
থেকেছিলে, তারা আজও বেঁচে আছ।

5"প্রভু আমার ঈশ্বর আমাকে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন,
সেই বিধি এবং শাসন সম্পর্কে আমি তোমাদের
শিখিয়েছিলাম। এই বিধিগুলো আমি এই কারণে
শিখিয়েছিলাম যাতে তোমরা যে দেশে প্রবেশ করতে
যাচ্ছ এবং নিজেদের জন্য অধিগ্রহণ করছ, সেখানে
এইগুলো মেনে চলতে পার। 6খুব সতর্কভাবে এই
বিধিগুলোকে মেনে চলবে। এর থেকে অন্য গোষ্ঠীর
লোকেরা বুঝতে পারবে তোমরা কতটা জ্ঞানী এবং
বুদ্ধিমান। এই সকল বিধি সম্পর্কে জানতে পেরে তারা

বলবে, 'সত্যি এই জাতির (ইস্রায়েল) লোকেরা জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান।'

7"কারণ এমন কোন মহান জাতি রয়েছে যাদের ঈশ্বর নিকটেই থাকেন এবং আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মত ডাকলেই কাছে আসেন? 8আজ আমি তোমাদের যে শিক্ষামালা দিচ্ছি, সেরকম ভাল ও ন্যায্য বিধি ও নিয়মাবলী কোন জাতির আছে? 9কিন্তু সাবধান, নিজের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখো পাছে তোমরা যা দেখেছ তার কোনো কিছুই ভুলে যাও এবং পাছে তা তোমাদের জীবনকালে মন থেকে মুছে যায়। তোমরা অবশ্যই তোমাদের সন্তানদের এবং নাতি-নাতনীদের ওইগুলো শিক্ষা দেবে। 10মনে করো সেদিনের কথা, যেদিন হোরেব পর্বতে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলে। প্রভু আমাকে বলেছিলেন, 'আমি যা বলি, সেগুলো শোনার জন্য সমস্ত লোকেদের এক জায়গায় জড়ো করো। তখন, তারা যতদিন এই পৃথিবীতে বাঁচবে ততদিন আমাকে সম্মান করতে শিখবে এবং তারা তাদের সন্তানদের এগুলো শেখাবে।' 11তোমরা কাছে এসেছিলে এবং পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়েছিলে। পাহাড়টি আগুনে জ্বলছিল আর সেই আগুন আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সেখানে ঘন কালো মেঘ এবং ঘন অন্ধকার ছিল। 12তখন প্রভু আগুনের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তোমরা কথা বলার রব শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা কোনো প্রকার আকৃতি দেখতে পাওনি। কেবল গলার রব শোনা যাচ্ছিল। 13প্রভু তাঁর চুক্তির কথা তোমাদের বলেছিলেন এবং দশটি আজ্ঞা দিয়ে তোমাদের সেগুলো মেনে চলতে বলেছিলেন। সেই বিধিগুলো প্রভু দুটি পাথরের ফলকের ওপরে লিখেছিলেন। 14সেই সময় তোমরা যে দেশে প্রবেশ করতে এবং অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছ, সেখানে মেনে চলার জন্য বিধি এবং নিয়ম সম্পর্কেও তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রভু আমাকে আদেশ করেছিলেন।

15"হোরেব পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে যেদিন প্রভু তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেদিন তোমরা তাঁকে দেখতে পাওনি– সেখানে ঈশ্বরের কোনো আকৃতি ছিল না। 16সুতরাং খুব সাবধান! জীবিত কোনো কিছুর আকৃতিতে মূর্ত্তি অথবা খোদাই করা প্রতিমা তৈরী করে তোমরা পাপ করো না এবং নিজেদের ধ্বংস করো না। একজন পুরুষ অথবা একজন স্ত্রীলোকের মতো দেখতে কোনো প্রতিমূর্ত্তি তৈরি কোরো না। 17পৃথিবীর কোনো পশুর মতো অথবা আকাশে ওড়ে এমন কোনো পাখির মতো দেখতে কোনো প্রতিমূর্ত্তি তৈরি কোরো না। 18মাটির ওপর বুকে ভর দিয়ে চলে এমন কোনো কিছুর মতো অথবা সমুদ্রের কোনো মাছের মতো প্রতিমূর্ত্তি তৈরি কোরো না। 19তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য, চন্দ্র, তারা এবং আকাশের সমস্ত বাহিনী দেখতে পেলে সতর্ক থাকবে। খুব সাবধান, ওই সকল দ্রব্যসামগ্রীর পূজা ও সেবা করার জন্য তোমরা যেন প্রলুব্ধ না হও। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, পৃথিবীর অন্যান্য লোকেদের এই জিনিষগুলি পূজা করতে দিয়েছেন। 20কিন্তু প্রভু তোমাদের লোহা গলানোর গরম চুল্লী সেই মিশর থেকে বের করে এনে তাঁর নিজের বিশেষ লোক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যেমন আজ তোমরা রয়েছ! 21প্রভু তোমাদের কারণে আমার ওপরে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমাকে যর্দ্দন নদী অতিক্রম করে যেতে দেবেন না। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করতে পারবো না যেটা প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের দিতে যাচ্ছেন। 22সুতরাং আমি এখানে এই দেশে অবশ্যই মারা যাব। আমি যর্দ্দন নদী অতিক্রম করব না, কিন্তু তোমরা শীঘ্রই যর্দ্দন নদীর অপর পারে যাবে এবং সেই উত্তম দেশ অধিগ্রহণ করে সেখানে বাস করবে। 23সেই নতুন দেশে, তোমরা খুবই সতর্ক থাকবে যে তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন সেটি তোমরা ভুলবে না। তোমরা অবশ্যই প্রভুর আজ্ঞা মান্য করবে। প্রভুর নিষেধ মত কোনো আকারের কোনো মূর্ত্তি তৈরি করবে না। 24কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী আগুনের মতো, তিনি নিজের গৌরব রক্ষা করতে উদ্যোগী!

25"তোমরা দীর্ঘ সময় দেশে বাস করবে। সেখানে যখন তোমাদের সন্তান এবং নাতি নাতনী হবে এবং তোমরা সেখানে বৃদ্ধ হবে, তখন যাবতীয় প্রকারের মূর্ত্তি তৈরি করে তোমরা শুধু তোমাদের জীবনই নষ্ট করবে! 26সুতরাং আমি তোমাদের এখনই সাবধান করছি। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমার সাক্ষী। যদি তোমরা ওই সকল খারাপ কাজ করো, তাহলে তোমরা খুব শীঘ্রই ধ্বংস হবে। সেই দেশ অধিগ্রহণ করার জন্যে তোমরা এখন যর্দ্দন নদী অতিক্রম করছো। কিন্তু তোমরা যদি কোনো প্রকার প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করো, তাহলে তোমরা সেখানে বেশী দিন বাঁচতে পারবে না। না, তোমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। 27প্রভু তোমাদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন এবং প্রভু তোমাদের যেখানে পাঠাবেন সেই দেশগুলোতে যাওয়ার জন্য তোমাদের খুব অল্পসংখ্যকই জীবিত থাকবে। 28সেখানে তোমরা পুরুষদের তৈরি দেবতাদের সেবা করবে– কাঠের অথবা পাথরের তৈরি দ্রব্যসামগ্রী যা দেখতে, শুনতে, খেতে অথবা ঘ্রাণ নিতে পারে না! 29কিন্তু সেখানে ওই অন্যান্য দেশগুলোতে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের অনুসন্ধান করবে এবং তোমরা যদি সর্বান্তঃকরণে এবং সম্পূর্ণ আত্মা দিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করো, তাহলে তাঁকে খুঁজে পাবে। 30যখন তোমরা সমস্যার মুখোমুখি হবে, যখন তোমরা বিপদে পড়বে, যখন ওই সকল ঘটনা তোমাদের প্রতি ঘটবে— তখন তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে এবং তাঁর আদেশ পালন করবে। 31তোমাদের প্রভু ঈশ্বর হলেন ক্ষমাপরায়ণ ঈশ্বর। তিনি তোমাদের সেখানে পরিত্যাগ করবেন না। তিনি তোমাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন না। তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তিনি যে নিয়ম করেছিলেন সেটি তিনি ভুলবেন না।

ঈশ্বরের মহান কাজগুলির কথা স্মরণ করো

32“এরকম মহৎ কোনও কিছুর কথা কি কেউ কখনো
শুনেছে? না! অতীতের দিকে ফিরে তাকাও। তোমাদের
জন্মের আগে যা যা হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে ভাবো।
ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি করেছিলেন সেই
সময়ে ফিরে যাও। এই পৃথিবীতে যেখানে যা যা হয়েছে
সেগুলোর দিকে ফিরে তাকাও। এর মতো মহৎ কোনো
কিছু সম্পর্কে কেউ কি কখনও শুনেছে? না! 33তোমরা
ঈশ্বরকে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা
বলতে শুনেছিলে এবং তোমরা এখনও বেঁচে আছ।
অন্য কোন দেশের সঙ্গে কি সেরকম কোনো কিছু
কখনও হয়েছিলো? না! 34এবং অন্য কোনোও দেবতা
কি কখনও আরেকটি জাতির ভেতর থেকে নিজের
জন্য একটি জাতিকে নেবার চেষ্টা করেছে? না! কিন্তু
তোমরা নিজেরা দেখেছ যে তোমাদের প্রভু ঈশ্বর এই
সকল চমৎকার কাজ করেছিলেন! তিনি তোমাদের
ক্ষমতা এবং শক্তি দেখিয়েছিলেন। তোমরা অলৌকিক
ও আশ্চর্য জিনিসগুলি দেখেছ। তোমরা যুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর
ব্যাপারগুলি যা প্রভু মিশরের ওপর ঘটিয়েছেন তা
দেখেছ।

35“প্রভু তোমাদের ঐ সব দেখিয়েছিলেন যাতে
তোমরা জানতে পার যে তিনি হলেন ঈশ্বর । তাঁর
মতো কোনও দেবতা নেই! 36তিনি তোমাদের স্বর্গ
থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনালেন যাতে তোমাদের শিক্ষা
দিতে পারেন। পৃথিবীতে তিনি তোমাদের তাঁর আগুন
দেখিয়েছেন এবং তার মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে
কথা বলেছিলেন।

37“প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের ভালোবাসতেন,
তাই তোমাদের অর্থাৎ তাদের উত্তরপুরুষদের মনোনীত
করেছিলেন। এবং সেই কারণেই প্রভু তোমাদের সঙ্গে
থেকে এবং তাঁর মহাপরাক্রমের সাহায্যে তিনি
তোমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন। 38যখন
তোমরা আরও এগোচ্ছিলে সেই সময় প্রভু তোমাদের
থেকে বৃহৎ এবং আরও বেশী শক্তিশালী জাতিগুলিকে
তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রভু তোমাদের তাদের দেশের
অভ্যন্তরে প্রবেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেখানে বাস
করার জন্য তিনি তাদের দেশ তোমাদের দিয়েছিলেন
এবং আজও তিনি সেই কাজই করে চলেছেন।

39“সুতরাং আজ তোমরা অবশ্যই মনে করবে এবং
মেনে নেবে যে প্রভুই হলেন ঈশ্বর । তিনি ওপরে
স্বর্গের এবং নীচে পৃথিবীর ঈশ্বর। সেখানে অন্য কোনো
ঈশ্বর নেই!

40“এবং আজ আমি তোমাদের তাঁর যে বিধি এবং
আজ্ঞাসমূহ দিলাম সেগুলো তোমরা অবশ্যই মেনে
চলবে। তাহলে সমস্ত কিছুই তোমাদের সঙ্গে এবং
তোমাদের পরে তোমাদের যে সন্তানরা থাকবে তাদের
সঙ্গে ভালোভাবে চলবে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বর
তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেখানে তোমরা দীর্ঘদিন
বাস করতে পারবে— এটি চিরদিনের জন্য তোমাদেরই
হবে!”

মোশি সুরক্ষার শহর বেছে নিলেন

41এরপর মোশি যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের তিনটি শহর
বেছে নিলেন। 42যদি কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনাক্রমে অপর
কোনো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে ওই
তিনটি শহরের যে কোনো একটিতে পালিয়ে যেতে
পারে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। কিন্তু সে
নিরাপদ হবে যদি সে অপর ব্যক্তিটিকে ঘৃণা না করে
থাকে এবং যদি তার তাকে হত্যা করার অভিপ্রায় না
থেকে থাকে। 43মোশি যে তিনটি শহর বেছেছিলেন
সেগুলো ছিল: রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর জন্য
উচ্চসমভূমিতে অবস্থিত বেৎসর, গাদের পরিবার গোষ্ঠীর
জন্য গিলিয়দে অবস্থিত রামোৎ, মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর
জন্য বাশনে অবস্থিত গোলন।

মোশির বিধিব্যবস্থার ভূমিকা

44মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের ঈশ্বরের ব্যবস্থাগুলি
দিয়েছিলেন। 45লোকেরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার
পরে মোশি প্রভুর এই শিক্ষামালা, নিয়মাবলী এবং
আজ্ঞাগুলি তাদের দিয়েছিলেন। 46যখন তারা
বৈৎপিয়োরের অন্য পারে যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের
উপত্যকায় ছিলেন, সেই সময় মোশি তাদের এই
বিধিগুলো দিয়েছিলেন। হিষ্‌বোনে বসবাসকারী
ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের দেশে তারা ছিলেন। মিশর
থেকে বেরিয়ে আসার সময় (মোশি এবং ইস্রায়েলের
লোকেরা সীহোনকে পরাজিত করেছিলেন। 47তারা
সীহোন অধিকার করেছিলেন। এছাড়াও তারা বাশনের
রাজা ওগের দেশ নিয়েছিলেন। এই দুজন ইমোরীয়
রাজা যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে বাস করতেন। 48এই জমি
অর্ণোন উপত্যকার সীমানায় অরোয়ার থেকে সীওন
(হর্মোণ) পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 49যর্দ্দন নদীর
পূর্বদিকের সমগ্র যর্দ্দন উপত্যকা এই দেশের অন্তর্ভুক্ত
ছিল। দক্ষিণ দিকে এই দেশ মৃত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত
ছিল। পূর্বদিকে এই দেশ পিস্‌গা পর্বতের পাদদেশ
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।)

দশটি আজ্ঞা

5 মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে আহ্বান করে
তাদের বলেছিলেন, “ইস্রায়েলের লোকেরা, তোমরা
অবশ্যই এই বিধিগুলি শিখবে এবং সেগুলি অনুসরণ
করবে। এই বিধিসমূহ শোনো এবং সেগুলো মেনে
চলার ব্যাপারে নিশ্চিত থেকো। 2প্রভু, আমাদের ঈশ্বর
হোরেব পর্বতে আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন।
3প্রভু এই চুক্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে করেন
নি, কিন্তু করেছিলেন আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, আজ আমরা
যারা জীবিত আছি, এই আমাদের সকলের সঙ্গেই
করেছিলেন। 4সেই পর্বতে প্রভু তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি
কথা বলেছিলেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে আগুনের মধ্য
থেকে কথা বলেছিলেন। 5কিন্তু তোমরা আগুন থেকে
ভীত ছিলে এবং পর্বতের ওপরে যাওনি বলে প্রভু যা
বলেছিলেন সেটি তোমাদের বলার জন্য আমি প্রভু ও

তোমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রভু বলেছিলেন:
6আমি প্রভু তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা যেখানে ক্রীতদাস
হয়েছিলে সেই মিশর থেকে আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে
বের করে নিয়ে এসেছিলাম। সুতরাং তোমরা অবশ্যই
এই আজ্ঞাগুলো মানবে:

7‘‘তোমরা অবশ্যই আমাকে ছাড়া অন্য
কোনোও দেবতার পূজা করবে না।

8‘‘তোমরা অবশ্যই কোনো প্রতিমা তৈরি
করবে না। আকাশের ওপরের কোনো কিছুর
অথবা পৃথিবীর ওপরের কোনো কিছুর অথবা
জলের নীচের কোনো কিছুর মূর্ত্তি অথবা ছবি
তোমরা তৈরী করবে না। 9তোমরা অন্য কোনোও
প্রকার মূর্ত্তির পূজা অথবা সেবা করবে না।
কেন? কারণ আমি প্রভু তোমাদের ঈশ্বর। আমার
লোকেদের অন্য কোনো দেবতার পূজা করাকে
আমি ঘৃণা করি।* আমার বিরুদ্ধে যেসব
লোকেরা পাপ কাজ করে তারা আমার শত্রুতে
পরিণত হয় এবং আমি ওই সমস্ত লোকেদের
শাস্তি দেব। আমি তাদের সন্তানদের, তাদের
পৌত্র ও পৌত্রীদের এবং এমনকি তাদের প্রপৌত্র,
প্রপৌত্রীদেরও শাস্তি দেবো। 10কিন্তু যে সব
লোকেরা আমাকে ভালোবাসে এবং আমার
আজ্ঞাগুলো মেনে চলে, হাজার হাজার পুরুষ
ধরে আমি তাদের পরিবারের প্রতি আমার বিশ্বস্ত
ভালবাসা প্রদর্শন করব!

11‘‘তোমরা অবশ্যই ভুলভাবে তোমাদের প্রভু
ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করবে না। যদি কোনো
ব্যক্তি ভুলভাবে প্রভুর নাম ব্যবহার করে, তাহলে
সেই ব্যক্তি দোষী এবং প্রভু তাকে নিরপরাধী
বলে মনে করবেন না।

12‘‘প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যেরকম আজ্ঞা
করেছিলেন, সেই অনুসারে তোমরা অবশ্যই
বিশ্রামের দিনটিকে একটি বিশেষ দিন হিসেবে
পালন করবে। 13কর্মস্থানে তোমরা সপ্তাহে ছয়দিন
কাজ করবে। 14কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে
সম্মান প্রদর্শনের জন্য সপ্তম দিনটি হল বিশ্রামের
দিন, সুতরাং সেই দিনে কোনো ব্যক্তির কাজ
করা উচিৎ নয়। তোমরা, তোমাদের পুত্ররা এবং
কন্যারা, তোমাদের শহরে বসবাসকারী বিদেশীরা
অথবা তোমাদের পুরুষ অথবা স্ত্রী, ক্রীতদাসরা
কেউই কাজ করবে না। এমনকি তোমাদের
গরুদের, গাধাদের এবং অন্যান্য পশুদেরও
কোনো কাজ করা উচিৎ হবে না। ঠিক তোমাদের
মতোই তোমাদের ক্রীতদাসরা বিশ্রাম করবে।
15ভুলো না যে মিশরে তোমরা ক্রীতদাস ছিলে।
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তাঁর মহাশক্তির দ্বারা
তোমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন।
তিনি তোমাদের মুক্ত করেছিলেন। সেই কারণে
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, বিশ্রামের দিনটিকে এক
বিশেষ দিন হিসেবে পালন করার জন্য আদেশ
করেছেন।

16‘‘ঈশ্বরের আজ্ঞা মত তোমরা অবশ্যই
তোমাদের পিতামাতাকে সম্মান জানাবে।
তোমরা এই আদেশ অনুসরণ করলে দীর্ঘজীবি
হবে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে
দেশ দিয়েছেন সেই দেশে তোমাদের মঙ্গল হবে।

17‘‘তোমরা নর হত্যা কোর না।

18‘‘তোমরা ব্যাভিচার কোর না।

19‘‘তোমরা চুরি কোর না।

20‘‘তোমরা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য
দিও না।

21‘‘তোমরা অবশ্যই অন্য কোনো ব্যক্তির
স্ত্রীতে লোভ করবে না। তোমরা অবশ্যই তার
বাড়ী, তার শস্যক্ষেত্র, তার পুরুষ দাস অথবা
স্ত্রী দাসীকে, তার গরুদের বা গাধাদের, অর্থাৎ
প্রতিবেশীর অধিকৃত কোনো দ্রব্যসামগ্রীতেই
লোভ করবে না।”

লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে ভীত ছিল

22মোশি বলেছিলেন, ‘‘যখন তোমরা সকলে পর্বতে
একসঙ্গে এসেছিলে, সেই সময়ে প্রভু তোমাদের
সকলকে এই আদেশগুলো দিয়েছিলেন। প্রভু মহারবে
আগুনের মধ্য থেকে, মেঘের মধ্য থেকে এবং ঘোর
অন্ধকারের মধ্য থেকে কথা বলেছিলেন। আমাদের এই
আদেশগুলো দেওয়ার পরে তিনি আর কিছুই বলেন
নি। তিনি তাঁর কথাগুলো দুটি পাথরের ফলকের ওপরে
লিখেছিলেন এবং সেইগুলো আমাকে দিয়েছিলেন।

23‘‘যখন পর্বতমালা আগুনে প্রজ্বলিত হচ্ছিল, সেই
সময় তোমরা অন্ধকারের মধ্য থেকে গলার রব শুনতে
পেয়েছিলে। সেই সময় প্রবীণরা এবং তোমাদের
পরিবারগোষ্ঠীর অন্যান্য নেতারা আমার কাছে এসেছিল।
24তারা বলেছিল, ‘প্রভু আমাদের ঈশ্বর আমাদের তাঁর
মহিমা এবং তাঁর মহত্ব দেখিয়েছেন! আমরা তাঁকে
আগুনের মধ্য থেকে কথা বলতে শুনেছিলাম! ঈশ্বর
মানুষের সাথে কথা বলার পরেও সে যে বেঁচে থাকতে
পারে তা আজ আমরা দেখলাম। 25কিন্তু আমরা যদি
আবার প্রভু, আমাদের ঈশ্বরকে আমাদের সঙ্গে কথা
বলতে শুনি, নিশ্চিত আমরা মারা যাবো! সেই ভয়ংকর
আগুন আমাদের ধ্বংস করবে। আমরা মরতে চাই না।
26কোনোও ব্যক্তি আগুনের মধ্য থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের
কণ্ঠস্বর শোনেনি, যেমন আমরা শুনেছি এবং শুনে এখনও
বেঁচে আছি!

27মোশি তুমি কাছে যাও এবং প্রভু আমাদের ঈশ্বর
যা বলেন তার সমস্তটা শোনো। এরপর প্রভু আমাদের
ঈশ্বর তোমাকে যা কিছু বলেন আমাদের বলো। আমরা
তোমার কথা শুনব এবং তোমার কথামতো সমস্ত কাজ
করব।’

আমার … করি অথবা ‘‘আমি এল্ কানাহ্– ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর।”

প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন

28“তোমরা যা বলেছিলে প্রভু সেগুলো শুনে আমায় বলেছিলেন, ‘লোকেরা যা বলছে, সেগুলো আমি শুনেছি এবং তারা ভালই বলেছে। 29আমার ইচ্ছা তারা যেন হৃদয়ের মধ্য থেকে সর্বদাই আমাকে সম্মান করে এবং আমার সমস্ত আদেশগুলো মেনে চলে। তাহলে তাদের এবং তাদের উত্তরপুরুষদের পক্ষে সমস্ত কিছুই চিরকালের জন্য ভালো হবে।

30“যাও, লোকেদের বলো তাদের তাঁবুতে ফিরে যেতে। 31কিন্তু তুমি, মোশি এখানে আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা, বিধি এবং নিয়মসমূহ বলবো, সেগুলো তুমি অবশ্যই তাদের শিখিয়ে দেবে। আমি তাদের বাস করার জন্য যে দেশ দিচ্ছি সেই দেশে তারা অবশ্যই এই কাজগুলো করবে।’

32“সুতরাং প্রভু তোমাদের যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেইগুলো যত্ন সহকারে পালন করবে, তার ডান দিকে কি বাম দিকে ফিরবে না! 33প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে ভাবে আজ্ঞা করেছিলেন, তোমরা অবশ্যই ঠিক সেভাবেই জীবনযাপন করবে। তাহলেই তোমরা দীর্ঘজীবি হবে এবং তোমাদের পক্ষে সব কিছুই ভালো হবে। যে দেশ তোমাদের হবে সেই দেশে তোমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে।

সর্বদা ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং আদেশ মেনে চলো!

6 “প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর আমাকে তোমাদের এই আজ্ঞাসমূহ, বিধি এবং নিয়মসমূহ শেখাতে বলেছিলেন যেন যে দেশে তোমরা বসবাস করতে যাচ্ছ সেখানে এই বিধিগুলো মেনে চলতে পার। 2যেন তোমরা এবং তোমাদের উত্তরপুরুষরা যতদিন বাঁচবে ততদিন তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে সম্মান জানাতে পার। তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর সমস্ত বিধি এবং আজ্ঞাসমূহ মেনে চলবে, যেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। যদি তোমরা এটা করো, তাহলে সেই নতুন দেশে তোমাদের দীর্ঘ জীবন হবে। 3ইস্রায়েলের লোকেরা, শোনো এবং এই বিধিগুলো যত্ন সহকারে মেনে চলো; তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে এবং তোমরা সেই দেশটিকে প্রচুর ভালো জিনিসে পরিপূর্ণ অবস্থায় পাবে* ঠিক যেভাবে প্রভু, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

4“ইস্রায়েলের লোকেরা শোনো! প্রভু, আমাদের ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু! 5তোমরা নিশ্চয়ই প্রভু! তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ এবং তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসবে। 6আজ আমি তোমাদের যে আদেশগুলি দিলাম সেগুলো তোমরা সবসময় মনে রাখবে। 7তোমাদের সন্তানদেরও ওইগুলো শেখানোর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে। যখন তোমরা বাড়ীতে বসে থাকো এবং যখন তোমরা রাস্তায় হাঁট সেই সময় তোমরা এই সকল বিধিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। যখন তোমরা শুয়ে থাক এবং যখন তোমরা ঘুম থেকে ওঠো সেইসময় ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। 8এই আজ্ঞাগুলি মনে রাখার সুবিধার জন্য সেগুলিকে তোমাদের হাতে এবং কপালে বেঁধে রাখো। 9তোমাদের বাড়িগুলির দরজার খুঁটির ওপরে এবং তোমাদের ফটকগুলির ওপরে সেগুলোকে লিখে রাখো।

10“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তোমাদের এই দেশ দেওয়ার জন্য প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। প্রভু সেই দেশ তোমাদের দেবেন এবং তোমরা যেগুলো তৈরী করোনি সেই বৃহৎ এবং সম্পদশালী শহরগুলোও তিনি তোমাদের দেবেন। 11প্রভু তোমাদের উত্তম এমন দ্রব্যে পরিপূর্ণ বাড়ী দেবেন, যে দ্রব্য তোমরা সেখানে রাখোনি। প্রভু তোমাদের এমন অনেক কূপ দেবেন যা তোমরা খনন করোনি। খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হলে পর প্রভু তোমাদের প্রচুর দ্রাক্ষার ক্ষেত এবং জলপাইয়ের গাছ দেবেন যেগুলো তোমরা রোপণ করনি।

12“কিন্তু খুব সাবধান! প্রভুকে ভুলো না। মনে রেখো তোমরা মিশরে ক্রীতদাস ছিলে, কিন্তু প্রভু তোমাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। 13প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে সম্মান করো এবং কেবলমাত্র তাঁরই সেবা করো। শপথ করার সময় তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই নাম ব্যবহার করবে, অন্য দেবতার নাম ব্যবহার করবে না। 14অন্য দেবতার অনুসরণ করবে না। তোমাদের চতুর্দিকে বসবাসকারী জাতিগণের দেবতাদের তোমরা অনুসরণ করবে না। 15প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, যিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন তিনি নিজের গৌরব রক্ষা করতে উদ্যোগ নেন, সুতরাং যদি তোমরা ওইসকল অন্যান্য দেবতার পূজা করো, তাহলে প্রভু তোমাদের উপরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হবেন। তিনি তোমাদের এই পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দেবেন।

16“মঃসাতে তোমরা যেভাবে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছিলে, সেভাবে তোমরা তাঁকে পরীক্ষা করবে না। 17প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলার ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকবে। তিনি তোমাদের যে শিক্ষা এবং বিধিসমূহ দিয়েছেন সেগুলো তোমরা অবশ্যই অনুসরণ করবে। 18যেগুলো ঠিক এবং ভালো, সেরকম কাজ তোমরা অবশ্যই করবে, যেগুলো প্রভুকে খুশী করে। তাহলে সবকিছুতেই তোমরা সফল হবে এবং তোমরা সেই সুন্দর দেশে প্রবেশ করে তা অধিগ্রহণ করবে যা প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। 19প্রভু যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই তোমরা তোমাদের সমস্ত শত্রুদের বিতাড়িত করবে।

ঈশ্বর যা করেছিলেন সেগুলো তোমাদের সন্তানদের শেখাও

20“ভবিষ্যতে, তোমার সন্তান জিজ্ঞেস করতে পারে,

প্রচুর ... পাবে আক্ষরিক অর্থে “যে দেশে দুধ এবং মধু বয়ে যাচ্ছে।”

‘প্রভু আমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে শিক্ষা, বিধি এবং
নিয়মসমূহ দিয়েছিলেন সেগুলোর অর্থ কি?’ 21তখন
তুমি তোমার সন্তানকে বলবে, ‘আমরা মিশরে ফরৌণের
ক্রীতদাস ছিলাম, কিন্তু প্রভু তাঁর মহান শক্তির সাহায্যে
আমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন।
22আমাদের চোখের সামনে প্রভু চিহ্ন এবং আশ্চর্যজনক
কাজ করেছেন। আমরা তাঁকে মিশরের লোকেদের প্রতি,
ফরৌণের প্রতি এবং ফরৌণের বাড়ীর লোকেদের
বিরুদ্ধে এই কাজগুলো করতে দেখেছিলাম। 23এবং
তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা
করেছিলেন সেই অনুসারে সেই দেশ দিতে আমাদের
মিশর থেকে নিয়ে এসেছিলেন। 24এই শিক্ষাগুলো মেনে
চলার জন্য প্রভু আমাদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। আমরা
নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবো। তাহলেই
আজ আমরা যেমন আছি ঠিক সেভাবেই প্রভু আমাদের
বাঁচিয়ে রাখবেন এবং আমাদের ভালো করবেন। 25প্রভু
আমাদের ঈশ্বর, ঠিক যেভাবে আমাদের আদেশ
দিয়েছিলেন আমরা যদি সতর্কভাবে সমস্ত বিধি মেনে
চলি, তাহলে তা আমাদের ধার্মিকতা হবে।’

ইস্রায়েলে ঈশ্বরের বিশেষ লোকেরা

7 ‘‘প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যখন তোমাদের নেতৃত্ব দিয়ে
সেই দেশে নিয়ে যাবেন, যে দেশে তোমরা
অধিগ্রহণের জন্য প্রবেশ করছো, তখন প্রভু তোমাদের
সামনে অনেক জাতিকে দূর করে দেবেন– যেমন হিত্তীয়,
গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং
যিবূষীয় তোমাদের থেকে অনেক বড় এবং অনেক
শক্তিশালী সাতটি জাতি। 2প্রভু তোমাদের ঈশ্বর এই
জাতিগুলোকে তোমাদের কাছে সমর্পন করলে পরে
তোমরা তাদের পরাজিত করবে এবং তাদের
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে। তাদের সঙ্গে কোনোরকম
নিয়ম কোরো না। তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করো না।
3তাদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করো না এবং তোমাদের
ছেলে মেয়েরাও যেন ঐসব অন্য জাতির কাউকে বিয়ে
না করে। 4কারণ, ওই সমস্ত লোকেরা তোমাদের
সন্তানদের আমাকে অনুসরণ করা থেকে অনেক দূরে
নিয়ে যাবে। তখন তোমাদের সন্তানরা অন্য দেবতাদের
পূজা করবে এবং প্রভু তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ
হবেন। তিনি তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে
দেবেন।

মূর্ত্তিদের ধ্বংস করো

5‘‘ওই জাতিগুলির প্রতি তোমরা অবশ্যই এগুলো
করবে। তোমরা অবশ্যই তাদের পূজার বেদীগুলোকে
ভেঙে দেবে এবং তাদের স্মরণস্তম্ভগুলোকে ভেঙে
টুকরো টুকরো করে দেবে। তোমরা তাদের আশেরার
খুঁটিগুলি কেটে ফেলবে এবং তাদের মূর্ত্তিগুলোকেও
আগুনে পুড়িয়ে দেবে! 6কারণ তোমরা প্রভুর নিজের
লোক। পৃথিবীর ওপরের সমস্ত জাতির মধ্য থেকে
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের তাঁর বিশেষ লোক
হবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সে লোকেরা কেবলমাত্র
তাঁরই হবে। 7তোমরা অন্য জাতির থেকে সংখ্যায় অধিক
ছিলে বোলে প্রভু তোমাদের ভালোবেসে বেছে নেন নি,
কিন্তু তোমরা সমস্ত জাতির মধ্যে সংখ্যায় খুবই কম
ছিলে। 8মহৎ শক্তির সাহায্যে প্রভু তোমাদের মিশর
থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। ক্রীতদাস অবস্থা
থেকে এবং মিশরের রাজা ফরৌণের অধীনতা থেকে
তিনি তোমাদের মুক্ত করেছিলেন কারণ প্রভু তোমাদের
ভালোবাসেন এবং তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে চান।

9‘‘সুতরাং মনে রেখো, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর হলেন
একমাত্র ঈশ্বর এবং তোমরা তাঁর ওপরে আস্থা রাখতে
পারো। তিনি তাঁর নিয়ম রক্ষা করেন। যারা তাঁকে
ভালোবাসে এবং তাঁর আজ্ঞা মেনে চলে সেই সমস্ত
লোকেদের প্রতি তিনি তাঁর ভালোবাসা এবং দয়া প্রদর্শন
করেন। পরবর্তী এক হাজার বংশের মধ্য দিয়ে তিনি
তাঁর ভালোবাসা এবং দয়া প্রদর্শন করেন। 10কিন্তু তাঁকে
যারা ঘৃণা করে, প্রভু সেই সমস্ত লোকেদের শাস্তি
দেন। তিনি তাদের ধ্বংস করে দেবেন। তাঁকে যারা
ঘৃণা করে, সেই সমস্ত লোকেদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে
তিনি দেরী করবেন না। 11সুতরাং আমি আজ তোমাদের
যেগুলো দিলাম, সেই সমস্ত আদেশ, বিধি এবং নিয়ম
মেনে চলার ব্যাপারে তোমরা খুবই সতর্ক থাকবে।

12‘‘তোমরা যদি এই সমস্ত বিধিগুলো মেনে চলো
এবং সেগুলো পালন করার ব্যাপারে তোমরা যদি যত্ন
নাও, তাহলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে
প্রেমের নিয়মে চলবেন, যা তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। 13তিনি তোমাদের
ভালোবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন এবং তোমাদের
সংখ্যায় বৃদ্ধি করবেন। তিনি তোমাদের সন্তানদের
আশীর্বাদ করবেন এবং তোমাদের জমিগুলোকে উৎকৃষ্ট
ফসলের দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। তিনি তোমাদের শস্য,
নতুন দ্রাক্ষারস এবং তেল দেবেন। তিনি তাঁর আশীর্বাদের
সাহায্যে, তোমাদের গরুগুলোকে বাছুরে সমৃদ্ধ এবং
তোমাদের মেষগুলোকে মেষশাবকে সমৃদ্ধ করবেন।
তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেওয়ার
জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই দেশে তোমরা এই সমস্ত
আশীর্বাদ ভোগ করবে।

14‘‘সমস্ত জাতির থেকে তোমরা বেশী আশীর্বাদ
পাবে। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হবে। তোমাদের
গরুগুলোরও বাছুর হবে 15এবং প্রভু তোমাদের থেকে
সমস্ত অসুখ দূর করে দেবেন। প্রভু তোমাদের আর
সেই সাংঘাতিক অসুখগুলো দ্বারা আক্রান্ত হতে দেবেন
না, যেগুলো তোমাদের মিশরে হত। কিন্তু প্রভু তোমাদের
শত্রুদের মধ্যে সেই অসুখের সংক্রামণ করাবেন। 16প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর যাদের পরাজিত করার জন্য তোমাদের
সাহায্য করেন, তোমরা সেই সমস্ত লোকেদের অবশ্যই
ধ্বংস করবে। তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং তাদের
দেবতার পূজা করো না, কারণ তা তোমাদের পক্ষে
ফাঁদে পড়ার মতো হবে।

প্রভু তাঁর লোকেদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি করলেন

17“তোমরা মনে মনে বোলো না, ‘এই সমস্ত দেশের
লোকেরা আমাদের থেকে শক্তিশালী। আমরা তাদের
কি প্রকারে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করবো?’ **18**তোমরা
তাদের ভয় কোর না। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, ফরৌণ
এবং মিশরের সমস্ত লোকেদের প্রতি কি করেছিলেন
সেগুলো তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে। **19**তাদের তিনি
যে সাংঘাতিক সমস্যায় ফেলেছিলেন এবং যে সব আশ্চর্য
কাজ করেছিলেন, সেগুলো তোমরা দেখেছিলে। তোমরা
দেখেছিলে যে তোমাদের মিশর থেকে বের করে আনার
জন্য প্রভু কিভাবে তাঁর মহান ক্ষমতা এবং শক্তি ব্যবহার
করেছিলেন। তোমরা যাদের ভয় পাও সেই সমস্ত জাতির
বিরুদ্ধেও প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, সেই একই কাজ
করবেন।

20“যে সমস্ত লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে পালাবে
এবং নিজেদের লুকিয়ে রাখবে, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর
তাদের খুঁজে বের করার জন্য ভীমরুল পাঠাবেন যেন
অবশিষ্টরাও ধ্বংস হয়। **21**ওই সমস্ত লোকেদের সম্পর্কে
ভীত হয়ো না। কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের
সঙ্গে আছেন। তিনিই একমাত্র মহান এবং ভয়ঙ্কর ঈশ্বর।
22প্রভু তোমাদের ঈশ্বর ওই সমস্ত দেশের লোকেদের
ধীরে ধীরে তোমাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন।
তোমরা তাদের সকলকে একসময়ে ধ্বংস করতে পারবে
না। যদি তোমরা তাই কর, তাহলে বন্য জন্তুর সংখ্যা
এত বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যা তোমাদের পক্ষে
ক্ষতিকর হবে। **23**কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, ওই সমস্ত
জাতিগুলিকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করবেন এবং
তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত
তিনি যুদ্ধ চলাকালীন তাদের বিভ্রান্ত করবেন। **24**তাদের
রাজাদের পরাজিত করতে প্রভু তোমাদের সাহায্য
করবেন। তোমরা তাদের হত্যা করবে এবং তারা যে
কখনও জীবিত ছিল সে কথা পৃথিবীর লোক ভুলে
যাবে। তাদের বিনষ্ট করা পর্যন্ত কেউ তোমাদের থামাতে
সক্ষম হবে না।

25“তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতিমাগুলি আগুনে
পুড়িয়ে ফেলবে। ওই প্রতিমার গায়ের রূপো অথবা
সোনায় তোমরা লোভ করবে না এবং সেগুলি নিজেদের
জন্য নেবে না। অন্যথায় এ তোমাদের কাছে ফাঁদের
মতো হবে— তা তোমাদের জীবন ধ্বংস করে দেবে।
কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, প্রতিমা ঘৃণা করেন।
26তোমরা তোমাদের বাড়ীতে অবশ্যই ঐরকম কোন
সাংঘাতিক মূর্ত্তি নিয়ে আসবে না। অন্যথায় তোমরাও
ধ্বংসের জন্য ঐরকম অভিশপ্ত হবে। ওই সমস্ত
সাংঘাতিক জিনিসগুলোকে তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে
এবং ওই সমস্ত মূর্ত্তিগুলোকে অবশ্যই ধ্বংস করবে।

প্রভুকে মনে রেখো

8 “তোমরা অবশ্যই সমস্ত আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে
যেগুলো আজ আমি তোমাদের দিলাম। কারণ
তাহলে তোমরা বেঁচে থাকবে, বৃদ্ধি পাবে এবং প্রভু
তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেবেন বলে
শপথ করেছিলেন সেই দেশে প্রবেশ করবে। **2**প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর, 40 বছর ধরে মরুভূমিতে যে ভ্রমণের
নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটার কথা তোমরা অবশ্যই মনে
রাখবে। প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করছিলেন। তিনি
তোমাদের বিনয়ী করতে চেয়েছিলেন। তিনি তোমাদের
মনের ভেতরের জিনিস জানতে চেয়েছিলেন। তিনি
জানতে চেয়েছিলেন যে তোমরা তাঁর আদেশ মানবে
কিনা। **3**প্রভু তোমাদের নম্র করেছিলেন এবং তোমাদের
ক্ষুধার্ত করেছিলেন। তিনি তোমাদের মান্না
খাইয়েছিলেন— যা তোমরা আগে কখনো জানতে না,
যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা আগে কখনো দেখেনি। এই
কাজগুলো প্রভু করেছিলেন যাতে তোমরা জানো যে
কেবলমাত্র রুটিই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না। মানুষের
জীবন প্রভুর কথিত সমস্ত বাক্যের ওপরে নির্ভর করে।
4এই গত 40 বছরে তোমাদের জামাকাপড় পুরানো
হয়নি এবং তোমাদের পাও ফোলেনি, কারণ প্রভু
তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। **5**তোমরা অবশ্যই মনে
রাখবে যে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের শিক্ষা
দিচ্ছিলেন ও সংশোধন করছিলেন যেমন একজন পিতা
তার পুত্রকে শিক্ষা দেয় এবং সংশোধন করে।

6“তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের
আজ্ঞাগুলো মেনে চলে তাঁকে অনুসরণ এবং শ্রদ্ধা করবে।
7প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের এক উত্তম দেশে
নিয়ে যেতে চলেছেন- যে দেশে অনেক নদী এবং
জলপ্রবাহ আছে। সেখানে উপত্যকা এবং
পাহাড়গুলোতে ভূমির ভেতর থেকে জল বেরিয়ে এসে
প্রবাহিত হয়। **8**সেই দেশে গম এবং বার্লি, দ্রাক্ষালতা,
ডুমুর গাছ এবং ডালিম আছে। সেই দেশে জলপাই
তেল এবং মধু আছে। **9**সেখানে তোমাদের খাদ্যের অভাব
হবে না এবং তোমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই তোমরা
পাবে। সেই দেশের পাথরগুলো লোহা। সেখানকার
পাহাড় খুঁড়লে তোমরা তামা পাবে। **10**তোমরা যা খেতে
চাও তা পেয়ে তৃপ্ত হবে এবং সেই সুন্দর দেশটি
তোমাদের দেবার জন্য তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
প্রশংসা করবে।

প্রভু যা করেছিলেন এগুলো ভুলো না

11“সতর্ক হও। তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভুলো না!
আমি আজ তোমাদের যে আজ্ঞা, বিধি এবং নিয়মসমূহ
দিলাম সেগুলো মেনে চলার ব্যাপারে সতর্ক হও।
12তাহলে তোমাদের খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার
থাকবে এবং তোমরা সুন্দর বাড়ী বানাবে এবং তাতে
বাস করবে। **13**তোমাদের গরু, মেষ এবং ছাগলগুলো
সংখ্যায় বাড়বে। তোমরা প্রচুর সোনা এবং রূপো পাবে।
সমস্ত কিছুই তোমরা প্রচুর পরিমাণে পাবে। **14**যখন
সেগুলো হয়, সেসময় যাতে তোমরা অহঙ্কারী না হও
সে ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে। তোমরা
অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে ভুলবে না। তোমরা

মিশরে ক্রীতদাস ছিলে; কিন্তু প্রভু তোমাদের মুক্ত করে সেই দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। 15সেই বিশাল এবং সাংঘাতিক মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রভু তোমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই মরুভূমিতে বহু বিষাক্ত সাপ এবং কাঁকড়াবিছে ছিল। জমি ছিল শুকনো এবং সেখানে কোথাও জল ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর পাথরের ভেতর থেকে তোমাদের জল দিয়েছিলেন। 16মরুভূমিতে প্রভু তোমাদের মান্না খাইয়েছিলেন- যেটা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কোনোদিন দেখেনি। প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেছিলেন, বিনয়ী করেছিলেন যাতে শেষে সমস্ত কিছু তোমাদের ভালো হয়। 17তোমরা মনে মনেও বোলো না, ‘আমি আমার নিজের শক্তি এবং সামর্থ্যের দ্বারা এই সমস্ত সম্পদ পেয়েছিলাম।’ 18প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে স্মরণ করো কারণ তিনিই তোমাদের ওই সম্পদ লাভ করার জন্য শক্তি দিয়েছিলেন, যেন তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন সেটিকে রক্ষা করতে পারেন, ঠিক যেমন তিনি আজও করছেন।

19“প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে কখনও ভুলো না। কখনও অন্য দেবতাদের অনুসরণ কোরো না! তাদের পূজা এবং সেবা কোরো না। যদি তোমরা সেটা করো, তাহলে আমি আজ তোমাদের সাবধান করলাম: তোমরা নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। 20প্রভু তোমাদের জন্য অন্যান্য জাতিগুলোকে ধ্বংস করছেন; কিন্তু তাঁর কথা না শুনলে তোমরাও ঠিক তাদের মতোই ধ্বংস হবে!

প্রভু ইস্রায়েলের সঙ্গে থাকবেন

9 “ইস্রায়েলের লোকেরা শোনো! তোমরা আজ যর্দন নদী অতিক্রম করে যাবে। তোমাদের থেকে বৃহত্তর এবং শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের জোর করে বের করে দেওয়ার জন্য তোমরা সেই দেশে যাবে। তাদের শহরগুলো বড় এবং আকাশের মতো উঁচু দেওয়ালে ঘেরা! 2সেখানকার লোকেরা লম্বা এবং শক্তিশালী, তারা হল অনাকীয়। তোমরা ওই লোকেদের সম্পর্কে জানো। তোমরা আমাদের গুপ্তচরদের বলতেও শুনেছিলে, ‘অনাকীয়দের বিরুদ্ধে কেউ জিততে পারে না।’ 3কিন্তু তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো যে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের আগে নদী অতিক্রম করে যাবেন এবং প্রভু হলেন আগুনের মতো যা ধ্বংস করে! ঈশ্বর ওই সমস্ত জাতির লোকেদের ধ্বংস করবেন। তিনি তাদের জয় করবেন। তোমরা ওই সমস্ত জাতির লোকেদের বেরিয়ে যেতে বাধ্য করবে। প্রভু তোমাদের কাছে শপথ করেছেন সেই অনুসারেই তোমরা তাদের তাড়াতাড়ি ধ্বংস করবে।

4“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্যই ওই সমস্ত জাতির লোকেদের বেরিয়ে যেতে বাধ্য করবেন। তখন তোমরা মনে মনেও কখনও বোলো না, ‘প্রভু আমাদের এই দেশে বাস করার জন্য নিয়ে এসেছেন কারণ আমরা ন্যায়পরায়ণ লোক!’ সেটা কিন্তু কারণ নয়। প্রভু ওই সমস্ত জাতির লোকেদের বের করে দিয়েছিলেন, তাদের দুর্নীতির জন্য, তোমাদের ধার্মিকতার জন্য নয়। 5তোমরা তাদের দেশ অধিগ্রহণ করার জন্য সেখানে যাচ্ছ, তার কারণ তোমরা ভালো এবং সঠিকভাবে জীবনযাপন কর বলে নয়; কিন্তু তাদের দুষ্টতার কারণেই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, ওই সমস্ত লোকেদের বের করে দিয়েছিলেন, যাতে তোমরা ঐ দেশে প্রবেশ করতে পার। এছাড়া প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চান। 6প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের বাস করার জন্য সেই উত্তম দেশ তোমাদের দিচ্ছেন, তোমরা ভাল বলে নয়, তোমরা খুবই একগুঁয়ে লোক বলে!

প্রভুর ক্রোধের কথা মনে রেখো

7“ভুলো না যে মরুভূমিতে তোমরা, প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করেছিলে! তোমরা যেদিন মিশর ত্যাগ করেছিলে সেই দিন থেকে এই স্থানে আসা পর্যন্ত তোমরা প্রভুকে মেনে চলতে অস্বীকার করেছ। 8হোরেব পর্বতে তোমরা প্রভুকে ক্রুদ্ধ করেছিলে। তোমাদের ধ্বংস করার জন্য প্রভু যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন! 9পাথরের ফলকগুলি পাওয়ার জন্য আমি পর্বতের ওপরে গিয়েছিলাম। প্রভু তোমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন সেগুলো ওই পাথরের ওপরে লেখা ছিল। 40 দিন এবং 40 রাত্রি আমি ওই পর্বতের ওপরে ছিলাম। আমি কোনো খাবার খাই নি অথবা জলও পান করি নি। 10প্রভু আমাকে দুটি পাথরের ফলক দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর নিজের আঙুলের সাহায্যে ওই পাথরগুলোর ওপরে তাঁর আদেশগুলি লিখেছিলেন। তোমরা সকলে যখন পর্বতে একত্রিত হয়েছিলে সেই সময় তিনি আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের যা বলেছিলেন সেই সমস্তই তিনি তাতে লিখেছিলেন।

11“40 দিন এবং 40 রাত্রির শেষে, প্রভু আমাকে পাথরের ফলক দুটি দিয়েছিলেন। 12তখন প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘ওঠো, তাড়াতাড়ি এখান থেকে নীচে যাও। তুমি যে লোকেদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছিলে, তারা নিজেদের ধ্বংস করেছে। তারা খুব তাড়াতাড়ি আমার আদেশ পালন করা বন্ধ করে দিয়ে সোনা গলিয়ে নিজেদের জন্য এক মূর্ত্তি তৈরি করেছে।’

13“প্রভু আমাকে আরও বলেছিলেন, ‘আমি এই সমস্ত লোকেদের লক্ষ্য করেছি। তারা খুবই একগুঁয়ে! 14ওই সমস্ত লোকেদের আমি ধ্বংস করব, যাতে কেউই তাদের নাম পর্যন্ত না মনে রাখে। এরপর আমি তোমার থেকে আরেকটি জাতি তৈরি করব, যারা এই সমস্ত লোকেদের থেকে শক্তিশালী এবং বৃহৎ হবে।’

সোনার বাছুর

15“এরপর আমি রওনা হয়ে পর্বতের ওপর থেকে নেমে এসেছিলাম। পর্বতটি আগুনে পুড়েছিলো; এবং চুক্তির সেই ফলক দুটি আমার হাতে ছিল। 16আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম যে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছ। আমি সেই বাছুর

দেখেছিলাম যেটা গলানো সোনা দিয়ে তৈরি করেছিলে।
তোমরা খুব তাড়াতাড়ি প্রভুর আজ্ঞা মেনে চলতে
অস্বীকার করেছিলে। 17সেই কারণে আমি পাথরের ফলক
দুটিকে নিয়ে সেগুলোকে নীচে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম।
সেখানে তোমাদের চোখের সামনে আমি ফলক দুটিকে
টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। 18এরপর
আমি আগে যেমন করেছিলাম ঠিক সেভাবে 40 দিন
এবং 40 রাত্রি মাটির দিকে মুখ করে প্রভুর সামনে নত
হয়েছিলাম। আমি কোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিনি
অথবা কোনো জলও পান করিনি, কারণ তোমরা পাপ
করেছিলে, তোমরা এমন কাজ করেছিলে যা প্রভুর
কাছে মন্দ, এ কাজ করে তোমরা তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছিলে।
19আমি প্রভুর ভয়ানক ক্রোধ সম্পর্কে ভীত ছিলাম।
তিনি তোমাদের ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ক্রোধান্বিত
হয়েছিলেন; কিন্তু প্রভু এবারও আমার কথা শুনেছিলেন।
20হারোণের ওপরে ঈশ্বর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যা
তাকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই কারণে
আমি সেই সময় হারোণের জন্যেও প্রার্থনা করেছিলাম।
21আমি সেই সাংঘাতিক জিনিসটিকে অর্থাৎ তোমাদের
তৈরী বাছুরটিকে নিয়ে আগুনে পুড়িয়েছিলাম। আমি
এটিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গেছিলাম এবং ধূলোয়
পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সেই টুকরোগুলোকে
পিষেছিলাম। এরপর পর্বত থেকে যে নদী নেমে এসেছে
তার মধ্যে সেই ধূলো ছুঁড়ে ফেলেছিলাম।

ইস্রায়েলকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য মোশি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন

22“এছাড়াও তবিয়েরাতে, মঃসাতে এবং কিব্রোৎ-
হত্তাবাতে তোমরা প্রভুকে ক্রুদ্ধ করেছিলে। 23প্রভু যখন
তোমাদের কাদেশ-বর্ণেয় ত্যাগ করতে বলেছিলেন সে
সময় তোমরা তাঁর কথা মানো নি। তিনি বলেছিলেন,
‘ওপরে যাও, আমি তোমাদের যে দেশ দিচ্ছি সেই
দেশ অধিগ্রহণ কর।’ কিন্তু তোমরা প্রভু তোমাদের
ঈশ্বরকে মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলে। তোমরা
তাঁর ওপরে আস্থা রাখো নি। তোমরা তাঁর আদেশ
শোন নি। 24যখন থেকে আমি তোমাদের জানি তোমরা
সবসময় প্রভুকে মেনে চলতে অস্বীকার করেছ।

25“সেই কারণে 40 দিন এবং 40 রাত্রি আমি প্রভুর
সামনে নতজানু হয়েছিলাম কারণ ঈশ্বর বলেছিলেন
তিনি তোমাদের ধ্বংস করবেন। 26আমি প্রভুর কাছে
প্রার্থনা করে বলেছিলাম: প্রভু আমার গুরু, তোমার
লোকেদের ধ্বংস কোরো না। তারা তোমারই। তুমি
তাদের মুক্ত করেছিলে এবং তোমার মহৎ ক্ষমতা এবং
শক্তির সাহায্যে তাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে
এসেছিলে। 27তোমার সেবক অব্রাহাম, ইস্হাক এবং
যাকোবের কাছে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে কর। এই
লোকেদের একগুঁয়েমি, তাদের মন্দ পথ এবং পাপের
দিকে দেখো না। 28যদি তুমি তোমার লোকেদের শাস্তি
দাও, মিশরীয়রা বলতে পারে, ‘প্রভু তাদের কাছে যে
দেশ দান করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই দেশে তাদের
নিয়ে যেতে তিনি পারেন নি এবং তিনি তাদের ঘৃণা
করতেন, সেই কারণে তিনি তাদের হত্যা করার জন্য
তাদের মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।’ 29কিন্তু তারা
তোমারই লোক, প্রভু। তারা তোমারই। তোমার মহান
ক্ষমতা এবং শক্তির সাহায্যে তুমি তাদের মিশর থেকে
বের করে নিয়ে এসেছিলে।

নতুন পাথরের ফলকগুলো

10 “সেই সময় প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘প্রথমের
দুটি পাথরের ফলকের মতো তুমি আবার পাথর
কেটে বের করবে। এরপর তুমি পর্বতের ওপরে আমার
কাছে আসবে। এছাড়াও একটি কাঠের বাক্স তৈরি কর।
2আমি পাথরের ফলকগুলির ওপরে সেই একই কথা
লিখব যেগুলো প্রথমটির ওপরে লেখা ছিল— যেগুলো
তুমি ভেঙ্গেছিলে। এরপর তুমি অবশ্যই এই
ফলকগুলিকে বাক্সের মধ্যে রাখবে।’

3“সেই কারণে আমি শিটীম কাঠ দিয়ে সিন্দুক তৈরি
করেছিলাম। প্রথম দুটোর মতো আমি দুটো পাথরের
ফলক কেটেছিলাম। এরপর ঐ দুটি ফলক হাতে নিয়ে
আমি পর্বতের ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। 4প্রভু
পাথরগুলোর ওপরে ঐ একই কথা লিখেছিলেন যেগুলো
তিনি আগে লিখেছিলেন– সেই দশ আজ্ঞা, যা তোমাদের
সকলের সামনে পর্বতের ওপরে আগুনের মধ্য থেকে
তিনি আদেশ করেছিলেন। এরপর প্রভু সেই ফলক দুটি
আমাকে দিয়েছিলেন। 5আমি পর্বতের ওপর থেকে নীচে
ফিরে এসে আমার তৈরী সিন্দুকের মধ্যে সেই
পাথরগুলোকে রেখেছিলাম। প্রভু আমাকে আজ্ঞা
করেছিলেন ওগুলোকে সেখানে রাখতে, ফলকগুলো
এখনও সেই সিন্দুকেই আছে।”

(6ইস্রায়েলের লোকেরা বেরোৎ-বেনেয়া-কন এর
লোকেদের কূপগুলি থেকে যাত্রা করে মোষেরো পর্যন্ত
এসেছিল। সেখানে হারোণ মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁকে
কবর দেওয়া হয়েছিল। হারোণের জায়গায় হারোণের
পুত্র ইলিয়াসর যাজক হয়েছিলেন। 7এরপর ইস্রায়েলের
লোকেরা মোষেরো থেকে গুধগোদায়ে গিয়েছিল এবং
গুধগোদায় থেকে নদীবহুল দেশ যট্‌বাথায় গিয়েছিল।
8সেই সময় প্রভু তাঁর বিশেষ কাজের জন্য অন্যান্য
পরিবারগোষ্ঠী থেকে লেবি পরিবারগোষ্ঠীকে আলাদা
করেছিলেন। প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করাই ছিল তাদের
কাজ। তারা প্রভুর সামনে যাজক হিসেবে সেবা করত
এবং প্রভুর নাম করে লোকেদের আশীর্বাদ করা ছিল
তাদের কাজ। তারা আজও এই বিশেষ কাজটি করে।
9এই কারণে লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা দেশের কোনো
অংশ পায়নি, যেরকম অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীরা
পেয়েছিল। লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা তাদের অংশ বা
অধিকার হিসাবে প্রভুকে পেয়েছে। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর,
তাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।)

10“প্রথমবারের মতোই আমি পর্বতের ওপরে 40
দিন এবং 40 রাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম। সেই সময়
প্রভু আবার আমার কথা শুনেছিলেন। প্রভু তোমাদের

ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 11প্রভু আমাকে
বলেছিলেন, ‘যাও এবং লোকেদের তাদের যাত্রাপথে
নেতৃত্ব দাও। যে দেশ আমি তাদের দেব বলে তাদের
পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তারা সেই
দেশের অভ্যন্তরে যাবে এবং সেখানে বাস করবে।’

প্রভু প্রকৃতই কি চান

12“এখন হে ইস্রায়েলের লোকেরা, শোনো! প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর প্রকৃতই তোমাদের কাছ থেকে কি
আশা করেন? ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করবে
এবং তিনি যা বলেন সেটা করবে। ঈশ্বর চান যে তোমরা
তাঁকে ভালোবাসবে এবং তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং
সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁর সেবা করবে। 13সেই কারণে
আমি আজ তোমাদের যেগুলো দিচ্ছি সেই বিধিসমূহ
এবং আজ্ঞাসমূহ তোমরা মেনে চলো। তোমাদের ভালোর
জন্যই এই নিয়মাবলী এবং আজ্ঞাসমূহ।

14“দেখ, সমস্ত কিছুই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের।
স্বর্গ এবং উচ্চতম স্বর্গ, পৃথিবী এবং তার ওপরের
সমস্ত কিছুই প্রভু তোমার ঈশ্বরের। 15প্রভু তোমাদের
পূর্বপুরুষদের খুবই ভালোবাসতেন। তিনি তাদের এতই
ভালোবাসতেন যে তিনি তোমাদের অর্থাৎ তাদের
উত্তরপুরুষদের বেছেছিলেন। অন্যান্য জাতির মধ্যে থেকে
তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন আর তোমরা আজও
তাঁর বিশেষ জন।

16“জেদী হয়ো না। তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে
প্রভুকে দান কর। 17কারণ প্রভুই হলেন তোমাদের ঈশ্বর।
তিনি হলেন সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর এবং সকল প্রভুর
প্রভু। তিনি হলেন মহান, বীর্য্যবান এবং ভয়ঙ্কর ঈশ্বর।
প্রভুর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। প্রভু তাঁর মন
পরিবর্তনের জন্য উৎকোচ নেন না। 18অনাথ এবং
বিধবারা যাতে ন্যায় বিচার পায় সে দিকে তিনি দৃষ্টি
রাখেন আর তিনি বিদেশীদেরও ভালোবাসেন। তিনি
তাদের খাদ্য এবং কাপড় দেন। 19সুতরাং তোমরা অবশ্যই
ওই সমস্ত বিদেশীদের ভালোবাসবে, কারণ মিশরে
তোমরা নিজেরাই বিদেশী ছিলে। 20তোমরা অবশ্যই
প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে এবং কেবলমাত্র
তাঁরই উপাসনা করবে। তাঁকে কখনও ত্যাগ কোরো
না। তোমরা যখন প্রতিজ্ঞা করবে, তখন অবশ্যই
কেবলমাত্র তাঁরই নাম ব্যবহার করবে। 21তোমরা কেবল
তাঁরই প্রশংসা করবে। তিনি হলেন তোমাদের ঈশ্বর।
তিনি তোমাদের জন্য মহৎ এবং আশ্চর্যজনক কাজ
করেছেন। তোমরা নিজেদের চোখে সেগুলো দেখেছ।
22তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন মিশরে নেমে গিয়েছিল,
তখন সেখানে কেবলমাত্র 70 জন লোক ছিল। এখন
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের লোকসংখ্যা আকাশের
অসংখ্য তারার মতো প্রচুর করেছেন।

প্রভুকে মনে রেখো

11 “সুতরাং তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের
ঈশ্বরকে ভালবাসবে। তিনি তোমাদের যেগুলো
করতে বলেন সেগুলো তোমরা অবশ্যই করবে। তোমরা
নিশ্চয়ই তাঁর বিধি, নিয়ম এবং আজ্ঞাসকল সবসময়ে
মেনে চলবে। 2আজ মনে কর তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার
জন্য প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে সমস্ত মহৎ কাজগুলো
করেছেন। তোমাদের সন্তানরা নয়, তোমরাই ওই সমস্ত
জিনিসগুলো ঘটতে দেখেছিলে এবং তাঁর শাস্তি
দেখেছিলে। তোমরা দেখেছিলে প্রভু কত মহৎ, কত
শক্তিমান। 3মিশরে তিনি মিশরের রাজা ফরৌণ এবং
তার সমস্ত দেশের প্রতি যে সব অলৌকিক কাজ
করেছিলেন, সেগুলো তোমরা দেখেছিলে। 4মিশরের
সৈন্যদের প্রতি— তাদের ঘোড়াগুলোর এবং রথগুলোর
তিনি কি করেছিলেন সেগুলো তোমরা দেখেছিলে।
তারা তোমাদের তাড়া করেছিল, কিন্তু প্রভু সূফ সাগরের
জল তাদের উপরে বহালেন। তোমরা প্রভুকে তাদের
সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে দেখেছিলে। 5এই স্থানে না
আসা পর্যন্ত মরুভূমিতে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের
জন্য কি করেছিলেন সেই সমস্ত জিনিস তোমরা
দেখেছিলে। 6রূবেণের পরিবারগোষ্ঠীর ইলীয়াবের পুত্র
দাথন এবং অবীরামের প্রতি প্রভু কি করেছিলেন সেটা
তোমরা দেখেছিলে, যখন ভূমি মুখের মতো খুলে গিয়ে
ওই সমস্ত লোকেদের গ্রাস করেছিল, সেই ঘটনা
ইস্রায়েলের সমস্ত লোক দেখেছিল। এটি তাদের
পরিবারবর্গদের, তাদের তাঁবুগুলোকে এবং তাদের সমস্ত
পরিচারকদের এবং পশুদের গ্রাস করেছিল। 7প্রভু যে
সমস্ত মহৎ কাজগুলো করেছিলেন সেগুলো তোমরাই
দেখেছিলে, তোমাদের সন্তানরা নয়।

8“সুতরাং আমি আজ তোমাদের যে সমস্ত
আজ্ঞাগুলো বললাম, সেগুলো তোমরা অবশ্যই মানবে।
তাহলেই তোমরা শক্তিশালী হবে এবং তোমরা যর্দ্দন
নদী অতিক্রম করতে ও যে দেশে প্রবেশ করতে চলেছ
সেই দেশ অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। 9তাহলেই
তোমরা সেই দেশে অনেকদিন বেঁচে থাকবে। প্রভু সেই
দেশ তোমাদের পূর্বপুরুষদের এবং তাদের সমস্ত
উত্তরপুরুষদের দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই দেশটি
অনেক ভালো জিনিসে পরিপূর্ণ। 10তোমরা যে দেশ
অধিকার করতে চলেছ সেটি সেই মিশর দেশের
মত নয় যে দেশ থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে।
মিশরে তোমরা তোমাদের দানা শস্য রোপণ করতে
এবং তারপরে জল দেওয়ার জন্য তোমরা পায়ের
সাহায্যে কৃত্রিম খাল থেকে সেচ করে জল আনতে,
যেভাবে তরকারির বাগানে জল দিতে সেইভাবে। 11কিন্তু
তোমরা যে দেশ খুব শীঘ্রই অধিকার করবে তাতে
অনেক পর্বত এবং উপত্যকা আছে এবং দেশটি তার
প্রয়োজনীয় জল পায় আকাশের বৃষ্টি থেকে। 12প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর সেই দেশ সম্পর্কে যত্নবান। প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর বছরের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সেই
দেশের উপরে লক্ষ্য রাখেন।

13“প্রভু বলেন, ‘আমি আজ তোমাদের যে
আজ্ঞাগুলো দিলাম সেগুলো তোমরা নিশ্চয়ই খুব
সতর্কভাবে শুনবে। তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের

ঈশ্বরকে ভালোবাসবে এবং তোমাদের সমস্ত মন এবং
সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করবে। 14যদি তোমরা
এটি করো তাহলে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের দেশের
জন্য বৃষ্টি পাঠাবো। আমি শরৎকালের বৃষ্টি এবং
বসন্তকালের বৃষ্টি পাঠাবো। তাহলেই তোমরা তোমাদের
দানা শস্য, নতুন দ্রাক্ষারস এবং তেল সংগ্রহ করতে
পারবে। 15এবং আমি তোমাদের পশুদের জন্য তোমাদের
মাঠগুলোতে ঘাস জন্মাব, তাতে তোমাদের যথেষ্ট
পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান হবে।'

16"কিন্তু সাবধান! যেন তোমাদের হৃদয় ভ্রান্ত না
হয় এবং তোমরা ঘুরে অন্যান্য দেবতাদের সেবা এবং
পূজা না কর। 17তা করলে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ভীষণ
ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি আকাশ রুদ্ধ করে দেবেন এবং
কোনো বৃষ্টি হবে না। জমিতে কোনো ফসল উৎপন্ন
হবে না। এবং প্রভু তোমাদের যে উত্তম দেশ দিচ্ছেন
সেই দেশে তোমরা খুব শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

18"আমি তোমাদের যে আজ্ঞাগুলো দিলাম সেগুলো
তোমরা মনে রাখবে। সেগুলো তোমরা তোমাদের হৃদয়ে
রেখে দাও। আজ্ঞাগুলোকে লেখ, সেগুলোকে হাতে
বেঁধে রাখ এবং আমার বিধিগুলো মনে রাখার উপায়
হিসেবে তা তোমাদের কপালে বেঁধে রাখ। 19এই
বিধিগুলো তোমাদের সন্তানদেরও শেখাও। যখন
তোমরা তোমাদের বাড়ীতে বসে থাকবে, যখন তোমরা
রাস্তায় হাঁটবে, যখন তোমরা শুয়ে থাকবে এবং যখন
তোমরা উঠবে তখন এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো।
20তোমাদের বাড়িগুলির দরজার খুঁটির ওপরে এবং
ফটকগুলির ওপরে এই আজ্ঞাগুলোকে লিখে রাখ।
21তাহলে প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশের
জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে তোমরা এবং
তোমাদের সন্তানরা উভয়েই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে।
পৃথিবীর ওপরে আকাশ যতদিন থাকবে তোমরাও সেই
দেশে ততদিন থাকবে।

22"আমি তোমাদের যে আজ্ঞাগুলো অনুসরণ করতে
বলেছিলাম সেগুলো মেনে চলার ব্যাপারে তোমরা খুব
সতর্ক হবে: প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাস, তাঁর
নির্দেশিত সব পথগুলো অনুসরণ কর এবং তাঁর প্রতি
বিশ্বস্ত থাক। 23তাহলে তোমরা যখন সেই দেশের ভিতরে
যাবে, প্রভু তখন অন্যান্য জাতির লোকেদের সেই দেশ
থেকে তাড়িয়ে দেবেন। যে জাতিগুলি তোমাদের থেকে
বৃহত্তর এবং শক্তিশালী তাদের কাছ থেকে তোমরা
দেশটি নিয়ে নেবে।

24"যেখান দিয়ে তোমরা হাঁটবে সেই সমস্ত স্থান
তোমাদের হবে। তোমাদের দেশ দক্ষিণের মরুভূমি
থেকে উত্তরে লিবানোন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এটি আবার
পূর্বদিকে ফরাৎ নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত
হবে। 25কোনো ব্যক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম
হবে না। তোমরা সেই দেশে যেখানেই যাবে, প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর সেখানকার লোকেদের তোমাদের
সম্পর্কে ভীত করে দেবেন। এগুলোই প্রভু তোমাদের
কাছে পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

ইস্রায়েলের পছন্দ: আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ

26"আজ আমি তোমাদের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ
এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি পছন্দ করতে দিচ্ছি।
27আজ আমি তোমাদের যেগুলো বলেছি, প্রভু
তোমাদের ঈশ্বরের সেই আজ্ঞাগুলো যদি তোমরা শোন
এবং মান্য করো তাহলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে। 28কিন্তু
তোমরা যদি প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা না শোন
এবং না মানো এবং আমি আজ তোমাদের যে ভাবে
আদেশ করলাম সেভাবে জীবনধারণ না করে অন্যান্য
দেবতাদের অনুসরণ করো, তবে তোমরা অভিশাপগ্রস্ত
হবে।

29"তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ সেই
দেশে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের নেতৃত্ব দিয়ে
নিয়ে গেলে তোমরা গরিষীম পর্বতের শিখরে যাবে
এবং সেখান থেকে লোকেদের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ বাণী
পড়বে এবং তারপর তোমরা এবল পর্বতের শিখরে
যাবে এবং সেখান থেকে লোকেদের প্রতি অভিশাপসূচক
বার্তা পড়বে। 30যর্দ্দন উপত্যকায় বসবাসকারী কনানীয়
লোকেদের দেশে যর্দ্দন নদীর অপর পারে এই পর্বতমালা
অবস্থিত। এই পর্বতমালা পশ্চিমদিকে অবস্থিত, গিল্‌গল
শহরের কাছে মোরির এলোন বনের থেকে খুব দূরে
নয়। 31তোমরা যর্দ্দন নদী অতিক্রম করে যাবে। প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন তোমরা
সেই দেশ অধিগ্রহণ করবে। এই দেশ তোমাদের হবে।
যখন তোমরা এই দেশে বসবাস করতে শুরু করবে
তখন, 32আমি আজ তোমাদের যেসমস্ত বিধিসমূহ এবং
নিয়মসমূহ দিলাম সেই সমস্ত তোমরা অবশ্যই খুব
সতর্কভাবে মেনে চলবে।

ঈশ্বরের উপাসনার স্থান

12 "প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের
যে দেশ অধিকার করতে দিচ্ছেন সেই নতুন
দেশে তোমরা এই সমস্ত বিধিসমূহ এবং নিয়মসমূহ
অবশ্যই মেনে চলবে। তোমরা যতদিন এই দেশে বাস
করবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই এই বিধিসমূহ
যত্নসহকারে মেনে চলবে। 2এখন সেখানে যে জাতিরা
বাস করছে তাদের কাছ থেকে যখন তোমরা দেশটি
অধিগ্রহণ করবে, তখন ঐ সমস্ত জাতির লোকেরা
যেখানে তাদের দেবতাদের পূজা করে সেই জায়গাগুলো
তোমরা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে। এই
স্থানগুলো হ'ল উঁচু পাহাড়ের ওপরে এবং সবুজ
গাছপালার নীচে। 3তোমরা অবশ্যই তাদের আশেরার
স্তম্ভগুলি পুড়িয়ে দেবে এবং তাদের দেবতাদের
মূর্তিগুলো ভেঙ্গে দেবে। এইভাবে তোমরা অবশ্যই সেই
স্থান থেকে তাদের নাম লোপ করে দেবে।

4"ওই সমস্ত লোকেরা যেভাবে তাদের দেবতাদের
পূজা করে, সেইভাবে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
উপাসনা অবশ্যই করবে না। 5প্রভু তোমাদের ঈশ্বর,
তোমাদের পরিবারগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক বিশেষ স্থান
পছন্দ করবেন। প্রভু তাঁর নাম সেখানে রাখবেন। সেটিই

হবে তাঁর নিবাস স্থান। তোমরা অবশ্যই তাঁর উপাসনার
জন্য সেই স্থানে যাবে। **6**সেখানে তোমরা অবশ্যই
তোমাদের হোমবলির নৈবেদ্য, তোমাদের উৎসর্গের
জিনিসপত্র, তোমাদের শস্যের এবং পশুর এক দশমাংশ,
তোমাদের বিশেষ উপহারসমূহ, যে কোনোও উপহার
সামগ্রী যেটা তোমরা প্রভুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে,
যে কোনোও বিশেষ উপহার যা তোমরা দিতে চাও,
এবং তোমাদের পশুপালের মধ্যে প্রথমজাত পশুদের
নিয়ে আসবে। **7**সেইস্থানে তোমরা তোমাদের প্রভু
ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে আহার করবে এবং যে সব
উত্তম বিষয় পরিশ্রম করে লাভ করেছ তা তুমি এবং
তোমার পরিবারগুলির সাথে ভাগ করে নেবে, কারণ
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন
এবং তোমাদের ওই সমস্ত ভালো জিনিসগুলো
দিয়েছেন।

8“আমরা যে ভাবে উপাসনা করে আসছিলাম
সেইভাবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের উপাসনা চালিয়ে
যাবে না। এখন পর্যন্ত আমরা যা ভাল মনে করেছি
সেইভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করে আসছিলাম। **9**কারণ
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেই
বিশ্রামস্থানে তোমরা এখনও প্রবেশ করনি। **10**কিন্তু
তোমরা শীঘ্রই যর্দ্দন নদী অতিক্রম করে যাবে এবং
সেই দেশে বাস করবে। সেই দেশে প্রভু তোমাদের
সমস্ত শত্রুদের কাছ থেকে তোমাদের বিশ্রাম দেবেন
আর তোমরা বিপদমুক্ত হবে। **11**এরপর প্রভু তাঁর বিশেষ
স্থান পছন্দ করবেন, সেই স্থানে প্রভু তাঁর নাম স্থাপন
করবেন এবং আমি তোমাদের যে আজ্ঞা করেছিলাম
সেই সমস্ত জিনিসপত্র তোমরা অবশ্যই সেই স্থানে
নিয়ে আসবে। তোমাদের হোমবলির নৈবেদ্য, উৎসর্গের
জিনিসপত্র, বিশেষ উপহার সামগ্রী, যে কোনও উপহার
যা তোমরা তোমাদের শস্যের এবং পশুর এক দশমাংশ
প্রভুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে এবং তোমাদের
পশুশালার প্রথমজাত পশুদের নিয়ে এসো। **12**তোমাদের
সমস্ত লোকদের নিয়ে সেই স্থানে এস। তোমাদের
সন্তানদের তোমাদের পরিচারকদের এবং তোমাদের
শহরে বসবাসকারী লেবীয়দের নিয়ে এসো। (কারণ
তোমাদের মধ্যে এই সমস্ত লেবীয়দের নিজেদের জমির
কোনো অংশ বা অধিকার নেই।) তোমরা সেখানে প্রভু
তোমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে সবার সাথে
আনন্দ উপভোগ করো। **13**সাবধান, যে কোনো স্থান
দেখলেই সেখানে তোমাদের হোমবলির নৈবেদ্য উৎসর্গ
করো না। **14**তোমাদের পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভু তাঁর
যে বিশেষ স্থান পছন্দ করবেন, কেবলমাত্র সেই স্থানেই
তোমরা হোমবলির নৈবেদ্যসমূহ এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী
উৎসর্গ করো এবং আমি যা আদেশ করছি সেগুলোই
পালন কোর।

15“তোমরা যেখানেই থাকো, তোমরা যে কোনও
পশুদের, যেমন কৃষ্ণসার এবং হরিণ হত্যা করতে পার
এবং সেগুলো খেতে পার। তোমরা যতটা চাও সেই
পরিমাণ মাংস তোমরা আহার করতে পার, যে পরিমাণ
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের দেন। যে কোনোও
ব্যক্তি এই মাংস খেতে পারে– লোকেদের মধ্যে যারা
শুচি এবং অশুচি। **16**কিন্তু তোমরা অবশ্যই রক্ত খাবে
না। তোমরা অবশ্যই ঠিক জলের মতোই রক্তটাকে
মাটিতে ঢেলে ফেলবে।

17“তোমরা যেখানে বাস করছ সেই স্থানে এই
জিনিসগুলি অবশ্যই ভক্ষণ করবে না: যেমন তোমাদের
শস্যের এক-দশমাংশ, তোমাদের নতুন দ্রাক্ষারস এবং
তেল, তোমাদের পশুপালের অথবা গবাদিপশুর
প্রথমজাত পশুদের, যে কোনোও উপহার যেটা তোমরা
ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, যে কোনও বিশেষ
উপহারসামগ্রী যা তোমরা ঈশ্বরের কাছে মানত করেছ
অথবা ঈশ্বরের জন্য সরিয়ে রাখা অন্যান্য যে কোনোও
উপহারসামগ্রী। **18**তোমরা অবশ্যই ওই সমস্ত নৈবেদ্য
কেবলমাত্র সেই স্থানেই আহার করবে যেখানে প্রভু
তোমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকবে এবং সেই বিশেষ
স্থানে, যেটি প্রভু তোমাদের ঈশ্বর পছন্দ করবেন।
তোমরা অবশ্যই সেই স্থানে যাবে এবং তোমাদের
পুত্রদের, তোমাদের কন্যাদের, তোমাদের সমস্ত
পরিচারকদের, এবং তোমাদের শহরে বসবাসকারী
লেবীয়দের সঙ্গে একত্রে আহার করবে। সেখানে তোমরা
নিজেরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে
আনন্দ উপভোগ করো। তোমরা যে জন্যে কাজ
করেছিলে, সেই জিনিসগুলোকে সেখানে উপভোগ
করো। **19**কিন্তু সাবধান, তোমরা সবসময়েই এই সমস্ত
খাদ্যদ্রব্য লেবীয়দের সঙ্গে ভাগ করে নেবে। তোমরা
যতদিন তোমাদের দেশে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা
এ কাজ করবে।

20-21“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি
অনুসারে দেশের সীমা বিস্তার করবেন; সেই সময় তিনি
তাঁর নাম স্থাপনার্থে যে স্থানটি নির্বাচিত করেছেন তা
থেকে তোমরা হয়তো অনেক দূরে বসবাস করতে
পার। যদি এটি অনেক দূরে হয় এবং তোমরা মাংসের
জন্য ক্ষুধার্ত হও তবে প্রভু তোমাদের যা দিয়েছেন
সেই পশুপাল থেকে তোমরা যে কোনো পশুকে হত্যা
করতে পার। আমি তোমাদের যে আদেশ করেছি সেই
ভাবেই এটি করো। তোমরা তোমাদের শহরে এই মাংস
যত ইচ্ছা তত খেতে পার। **22**তোমরা যেভাবে কৃষ্ণসার
অথবা হরিণের মাংস খাও সেভাবেই তোমরা এই মাংস
খেতে পারো। শুচি বা অশুচি যে কোন ব্যক্তিই তা
খেতে পারে। **23**কিন্তু সাবধান, রক্ত খেও না, কারণ
রক্তের মধ্যেই জীবনের অস্তিত্ব। তোমরা সেই মাংস
কখনই খাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব
আছে। **24**রক্ত খেও না। জলের মতোই মাটির ওপরে
রক্ত ঢেলে ফেলে দেবে। **25**কাজেই রক্ত খেও না।
প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য সেই কাজগুলো করলে তোমাদের
এবং তোমাদের উত্তরপুরুষদের মঙ্গল হবে।

26“তোমাদের পবিত্র উপহার এবং যদি তোমরা
ঈশ্বরকে বিশেষ কিছু দেবে বলে মানত করে থাক,
তাহলে তা নিয়ে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের মনোনীত

স্থানে যাবে। 27সেই জায়গায় তোমরা অবশ্যই তোমাদের হোমবলি উৎসর্গ করবে। তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের বেদীর ওপরে তোমাদের হোমবলির মাংস এবং রক্ত উভয়ই উৎসর্গ করবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের বেদীর ওপরে রক্ত ঢালবে। এরপর তোমরা মাংস খেতে পার। 28আমি তোমাদের যে আদেশগুলো দিলাম সেগুলো মেনে চলার ব্যাপারে খুব সতর্ক হবে। প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের চোখে যা ভাল এবং ন্যায্য সেই কাজগুলি করলে তোমাদের এবং তোমাদের উত্তরপুরুষদের চিরদিন মঙ্গল হবে।

29"তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ সেই দেশের অধিবাসীদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর ধ্বংস করবেন, সুতরাং তোমরা ওই সমস্ত অধিবাসীদের সেই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে সেখানে বাস করবে। 30তখন সাবধান, তোমাদের চোখের সামনে তাদের ধ্বংসের পর তাদের অনুকরণ করে ফাঁদে পড়ো না। সাবধান, সাহায্যের জন্যে ওই সমস্ত মূর্ত্তির অন্বেষণ করো না, কখনও খোঁজ নিও না, 'ওই সমস্ত লোকেরা ঐ দেবতাদের কিভাবে পূজা করত, পাছে বল, আমিও একইভাবে পূজা করব!' 31সেইভাবে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের উপাসনা কোর না। কারণ প্রভু যেগুলো ঘৃণা করেন সেই সবরকম খারাপ কাজই ওই সমস্ত লোকেরা করে। কারণ তারা দেবতাদের কাছে বলি হিসেবে তাদের সন্তানদের পোড়ায়!

32"আমি তোমাদের যে আদেশগুলো করলাম সেগুলো পালন করার ব্যাপারে তোমরা খুব সতর্ক হবে। আমি তোমাদের যা বললাম সেগুলোর সঙ্গে কোনো কিছু যোগ কোর না এবং কোনো কিছু বাদও দিও না।

মিথ্যে ভাববাদীর দল

13 "কোন ভাববাদী বা স্বপ্নদর্শক, তোমাদের কাছে এসে কোনো চিহ্ন বা অলৌকিক কিছু দেখাতে পারে। 2আর সে তোমাদের যে চিহ্ন বা অলৌকিক কিছুর কথা বলেছিল তা সফল হলে সে হয়তো তোমাদের বলতে পারে, 'এস আমরা অন্যান্য দেবতাদের (যে সব দেবতাদের তোমরা জান না।) অনুসরণ করি এবং সেবা করি।' 3সেই স্বপ্নদর্শকের কথা শুনো না। কেন? কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের পরীক্ষা করছেন। প্রভু জানতে চাইছেন যে, তোমরা তাঁকে তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাস কিনা। 4তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে অনুসরণ করবে! তাঁকে শ্রদ্ধা করবে। প্রভুর আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে এবং তিনি তোমাদের যা বলেন সেগুলো করবে। প্রভুর সেবা করো এবং তাঁকে কখনও পরিত্যাগ করো না! 5এছাড়াও তোমরা অবশ্যই সেই ভাববাদী অথবা স্বপ্নদর্শককে হত্যা করবে। কারণ সে তোমাদের সেই প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলেছিল যে প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যেভাবে জীবনযাপন করার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন সেই লোকটি তোমাদের সেই জীবন থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সুতরাং তোমাদের লোকেদের মধ্য থেকে সেই মন্দকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে।

6"তোমাদের ঘনিষ্ঠ কেউ অন্য দেবতাদের পূজা করার জন্যে তোমাদের গোপনে প্রবৃত্তি দিতে পারে। সে তোমাদের ভাই হতে পারে, তোমাদের পুত্র হতে পারে, তোমাদের কন্যা হতে পারে, যাকে ভালোবাসো সেই স্ত্রী হতে পারে অথবা তোমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও হতে পারে। সেই লোকটি বলতে পারে, 'এবার আমরা যাই এবং অন্যান্য দেবতাদের সেবা করি।' (এরাই হল সেই দেবতা যাদের তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা কোনদিন জানত না। 7এরাই হল তোমাদের চারপাশের অন্যান্য দেশের বসবাসকারী লোকেদের কারোর কাছের বা কারোর দূরের দেবতা।) 8তোমরা সেই ব্যক্তির সঙ্গে অবশ্যই একমত হবে না। তার কথা শুনবে না। তার জন্যে দুঃখিত হবে না। তাকে ছেড়ে দিও না এবং তাকে রক্ষা কোরো না। 9-10না! তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে। তোমরা অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। তুমিই হবে প্রথম ব্যক্তি যে পাথর তুলবে এবং তার দিকে ছুঁড়ে মারবে। এরপর সমস্ত লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য অবশ্যই পাথর ছুঁড়বে। কারণ সেই ব্যক্তি তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল; অথচ সেই মিশর দেশ থেকে প্রভুই তোমাদের দাসত্ব থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। 11তখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা শুনতে পাবে এবং ভয় পাবে এবং তারা আর কখনও ওই সমস্ত খারাপ কাজ করবে না।

যে শহরগুলোকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে

12"প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের বাস করার জন্যে যে শহরগুলো দিয়েছেন, সেই শহরগুলোর মধ্যে কোনো একটির সম্পর্কে যদি এমন খবর পাও 13যে তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু পাষণ্ড লোক শহরের অন্যান্য লোকেদের এই বলে ঈশ্বরবিমুখ করার জন্য প্ররোচিত করছে যে, 'এবার এস আমরা এমন দেবতাদের সেবা করি যাদের তোমরা আগে কখনও জানতে না' 14তখন এই ধরনের কোনো খবর সত্য কিনা তা জানার জন্যে তোমরা অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যদি তোমরা জানতে পারো যে এটি সত্য যদি তোমরা প্রমাণ করতে পার যে সেরকম সাংঘাতিক ঘটনা সত্যেই ঘটেছিল 15তাহলে তোমরা অবশ্যই সেই শহরের লোকদের সকলকে তরবারি দ্বারা হত্যা করবে এবং তোমরা তাদের সমস্ত পশুদেরও হত্যা করবে। তোমরা অবশ্যই সেই শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে। 16এরপর তোমরা অবশ্যই সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করবে এবং সেগুলোকে শহরের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যাবে। তারপর শহরটিকে ঐ সমস্ত জিনিসপত্র সমেত পুড়িয়ে ফেলবে। এটি হবে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে হোমবলির নৈবেদ্য। শহরটি যেন অবশ্যই চিরকালের মতো পাথরের

স্তূপে পরিণত হয়। সেই শহরটিকে যেন অবশ্যই আবার তৈরি করা না হয়। 17সেই শহরের প্রতিটি জিনিস ধ্বংস করার জন্যে ঈশ্বরকে দান করতে হবে, সুতরাং তোমরা ওই জিনিসগুলোর কোনটিই নিজেদের জন্য রাখবে না। তোমরা যদি এই আদেশ মেনে চলো, তাহলে প্রভু তোমাদের প্রতি আর এতো ক্ষুব্ধ হবেন না। প্রভু তোমাদের প্রতি কৃপা ও করুণা করবেন। তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুযায়ী তিনি তোমাদের জাতিকে বৃহত্তর করবেন। 18এইরকমটাই হবে যদি তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কথা শোনো, তাঁর সমস্ত আজ্ঞাগুলো, যেগুলো আজ আমি তোমাদের দিলাম, সেগুলো সব যদি মেনে চলো এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যথার্থ আচরণ করো।

ইস্রায়েলে ঈশ্বরের বিশেষ লোকেরা

14 ‘‘তোমরা হলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সন্তান। যখন কেউ মারা যায় তখন তোমরা কোনোভাবেই তোমাদের নিজেদের কাটাছেঁড়া করবে না অথবা মাথা কামিয়ে তোমাদের দুঃখপ্রকাশ করবে না। 2কেন? কারণ তোমরা অন্যান্য লোকেদের থেকে আলাদা। তোমরা হলে প্রভুর বিশেষ লোকজন। পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্য থেকে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তাঁর বিশেষ লোক হিসেবে তোমাদেরই নির্বাচিত করেছিলেন।

যে খাবার খাওয়ার জন্য ইস্রায়েলীয়রা অনুমতি পেয়েছিল

3‘‘প্রভু যেগুলো ঘৃণা করেন সেগুলো তোমরা খেও না। 4তোমরা এই সমস্ত পশুদের খেতে পার— গরু, মেষ, ছাগল, 5হরিণ, বারশিঙ্গা হরিণ, ছোট হরিণী, বুনো মেষ, বুনো ছাগল, কৃষ্ণসার হরিণ এবং পার্বত্য মেষ। 6যে কোনোও পশু যাদের পায়ে দুভাগে বিভক্ত খুর আছে এবং যারা জাবর কাটে তাদের তোমরা খেতে পারো। 7কিন্তু তোমরা উট, খরগোশ অথবা পাহাড়ী শ্বাফন পশুদের খেয়ো না। এই সমস্ত পশুরা জাবর কাটে কিন্তু তাদের পায়ে বিভক্ত খুর নেই, সুতরাং ওই সমস্ত পশুরা শুচি খাদ্য হিসেবে তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 8তোমরা অবশ্যই শুয়োর খাবে না। তাদের পায়ের খুরগুলো বিভক্ত, কিন্তু তারা জাবর কাটে না। সুতরাং খাদ্য হিসেবে শুয়োরও তোমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। শুয়োরের কোনো মাংস খাবে না। এমনকি শুয়োরের মৃত শরীরও স্পর্শ কোর না।

9“পাখনা এবং আঁশ আছে এরকম যে কোনোরকম মাছ তোমরা খেতে পারো। 10কিন্তু জলে বসবাসকারী জীবন্ত কোনো কিছু, যাদের পাখনা অথবা আঁশ নেই সেগুলো তোমরা খেয়ো না। এগুলো তোমাদের পক্ষে শুচি খাদ্য নয়।

11‘‘তোমরা যে কোনোও প্রকারের শুচি পাখি খেতে পারো। 12কিন্তু এই পাখিগুলো খেয়ো না: ঈগল, শকুন, বাজ, 13লাল চিল, বাজ পাখি এবং যে কোনো প্রকার চিল, 14যে কোন প্রকার কাক, 15শিং ওয়ালা পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা, শঙ্খ চিল, যে কোনোও রকম বাজপাখি, 16ছোট পেঁচা, বড় পেঁচা, সাদা পেঁচা, 17মরুভূমি অঞ্চলের পেঁচা, সামুদ্রিক ঈগল, লিপ্তপাদ সামুদ্রিক পাখি, 18সারস, সারস জাতীয় অন্যান্য যে কোনোও পাখি, ঝুঁটিওয়ালা পাখি অথবা বাদুড়।

19‘‘ডানাওয়ালা সমস্ত পোকারাই অশুচি, সুতরাং তাদের খেয়ো না। 20কিন্তু তোমরা যে কোনওপ্রকার শুচি পাখি খেতে পার।

21“নিজের থেকে মারা গেছে এমন কোনোও পশু তোমরা খেয়ো না। তোমরা মৃত পশু খাবার জন্য তোমাদের শহরের কোনো বিদেশীকে দিতে পারো। অথবা তোমরা তা তার কাছে বিক্রি করতে পারো। কিন্তু তোমরা নিজেরা অবশ্যই কোনো মৃত পশু খাবে না, কারণ তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের। তোমরা তাঁর বিশেষ লোক।

‘‘একটি ছাগশিশুকে তারই মায়ের দুধে রান্না কোরো না।

দশভাগের এক ভাগ দেওয়া

22‘‘তোমাদের জমিতে যে ফসল হয়, প্রতি বছর তার দশ ভাগের এক ভাগ আলাদা করে রাখবে। 23এরপর প্রভু যে জায়গাটিকে তাঁর বিশেষ বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেখানে তোমরা যাবে। সেই স্থানে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তোমাদের দানা শস্যের, তোমাদের নতুন দ্রাক্ষারসের, তোমাদের তেলের এবং তোমাদের পশুর দলের মধ্যে প্রথমজাত পশুদের এক দশমাংশ ভোজন করবে। এই প্রকারে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সম্মান দেখানোর কথা সবসময়ে মনে রাখবে। 24কিন্তু জায়গাটা যদি দূরে হয় তবে তোমাদের শস্যের দশভাগের একভাগ তোমাদের পক্ষে বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং প্রভু যখন তোমাকে আশীর্বাদ করেন তখন ঈশ্বর নিজের নাম স্থাপনের জন্য যে স্থান মনোনীত করেছেন তা দূরে হলে 25তোমাদের শস্যের সেই অংশটুকু বিক্রি করে যে টাকা পাবে তা সঙ্গে নাও এবং ঈশ্বর যে জায়গা মনোনীত করেছেন সেই বিশেষ জায়গায় যাও। 26সেই টাকা দিয়ে তোমরা যা চাও তা কেনো— গরু, মেষ, দ্রাক্ষারস অথবা সুরা অথবা যে কোনোরকম খাদ্য। এরপর সেই জায়গায় প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে তোমরা এবং তোমাদের পরিবারের লোকেরা অবশ্যই খাবে এবং আনন্দ উপভোগ করবে। 27কিন্তু তোমাদের শহরে বসবাসকারী লেবীয়দের ভুলো না। তোমরা তাদের সঙ্গে তোমাদের খাদ্য ভাগ করে নেবে কারণ, তোমাদের মতো তাদের জমির কোনো অংশ নেই।

28‘‘প্রতি তিন বছরের শেষে তোমরা অবশ্যই সেই বছরের সংগৃহীত ফসলের এক দশমাংশ সংগ্রহ করবে। তোমাদের শহরগুলোতে এই খাদ্য জমা করে রেখো। 29এই খাদ্য লেবীয় লোকদের জন্য কারণ তাদের নিজেদের কোনো জমি নেই। এই খাদ্য তোমাদের শহরে

যাদের খাদ্যের প্রয়োজন তাদেরও জন্য। সেই খাদ্য
বিদেশীদের, বিধবাদের এবং অনাথদের জন্য। যদি
তোমরা এটি করো তাহলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর
তোমাদের সমস্ত কাজে আশীর্বাদ করবেন।

দেনা বাতিল করার বিশেষ বৎসর

15 ‘‘প্রতি সাত বছরের শেষে তোমরা অবশ্যই ঋণ
ক্ষমা করবে। 2তোমরা এই প্রকারে তা করবে:
কোন লোক যে অপর ইস্রায়েলীয়কে টাকা ধার দিয়েছে,
সে অবশ্যই সেই ঋণ ক্ষমা করবে। সে তার প্রতিবেশীকে
ঋণ শোধ করতে বাধ্য করবে না, কারণ ঈশ্বরের সম্মানার্থে
সেই বছরে দেনা বাতিল করার বছর হিসাবে ঘোষণা
করা হয়েছে। 3তোমরা কোন বিদেশীর কাছ থেকে ঋণ
আদায় করতে পার। কিন্তু আরেকজন ইস্রায়েলীয়র
তোমার কাছে যে দেনা আছে সেটা তোমরা অবশ্যই
বাতিল করবে। 4তোমাদের দেশে কোনো গরীব লোক
থাকা উচিৎ নয়, কারণ প্রভু তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন
সেই দেশে তোমাদের মহৎভাবে আশীর্বাদ করবেন।
5কিন্তু এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি তোমরা প্রভু
তোমাদের ঈশ্বরকে মেনে চলো। আমি আজ তোমাদের
যেগুলো বললাম সেই আজ্ঞাগুলো মেনে চলার ব্যাপারে
তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে। 6তাহলে তিনি যেরকম
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেইমতো তোমাদের আশীর্বাদ
করবেন। তখন তোমরা অন্যান্য জাতিকে ঋণ দেবে।
কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন
তোমাদের হবে না। তোমরা বহু জাতিকে শাসন করতে
পারবে, কিন্তু ওই সমস্ত জাতির কেউই তোমাদের
শাসন করবে না।

7‘‘প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন,
সেখানকার কোন শহরে তোমার কেউ যদি দরিদ্র হয়
তবে তুমি অবশ্যই স্বার্থপর হবে না, সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে
সাহায্য করো, তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে অস্বীকার
কোর না। 8তার সাথে উদারভাবে ভাগ করে নিতে
তোমরা অবশ্যই রাজি হবে এবং সেই লোকটির যা
কিছু প্রয়োজন সবকিছু তোমরা তাকে ধার দেবে।

9‘‘সপ্তম বছর, দেনা বাতিল করার বছর এগিয়ে
এসেছে বলে, শুধুমাত্র এই কারণেই কাউকে সাহায্য
করতে অস্বীকার কোরো না। এই ধরণের কোন খারাপ
চিন্তা তোমাদের মনে প্রবেশ করতে দিও না। যে ব্যক্তির
সাহায্যের প্রয়োজন, তার সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই কোনো
খারাপ মনোভাব পোষণ করবে না। তোমরা অবশ্যই
তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করবে না। তোমরা যদি
সেই গরীব লোকটিকে সাহায্য না করো, তাহলে সে
প্রভুর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে এবং
প্রভু তোমাদের এই পাপের জন্য অভিযুক্ত করবেন।

10‘‘তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য সেই গরীব
লোকটিকে দাও। তাকে দেওয়ার সময় মনে কোনো
কুচিন্তা রেখো না। কেন? কারণ এই ভালো কাজ করার
জন্য প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।
তোমাদের সমস্ত কাজে এবং তোমরা যা করো তার
প্রত্যেকটিতে তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।
11তোমাদের দেশে সবসময়েই গরীব লোক থাকবে;
সেই কারণে আমি তোমাদের আদেশ করছি তোমরা
অবশ্যই তোমাদের ভাইদের এবং তোমাদের দেশে যে
দরিদ্র লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের মুক্ত হস্তে
সাহায্য করবে।

ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেওয়া

12‘‘ক্রীতদাস হিসেবে তোমাদের সেবা করার জন্যে
যদি কোনো হিব্রু পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক তোমাদের
কাছে নিজেকে বিক্রী করে তবে তোমরা তাকে ছ’বছর
পর্যন্ত ক্রীতদাস হিসেবে রাখতে পার; কিন্তু সপ্তম বছরে
তোমরা অবশ্যই তাকে ছেড়ে দেবে। 13কিন্তু যখন তোমরা
তোমাদের ক্রীতদাসকে স্বাধীন করছ, তখন তাকে খালি
হাতে পাঠিয়ো না। 14তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে
মুক্ত হস্তে তোমাদের পশু, দানাশস্য এবং দ্রাক্ষারস
দেবে। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যেভাবে
আশীর্বাদ করেছেন সেইভাবেই তোমরা তোমাদের
ক্রীতদাসকে দেবে। 15মনে রাখবে, তোমরা মিশরে
ক্রীতদাস ছিলে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের
মুক্ত করেছিলেন। সেই কারণেই আমি আজ তোমাদের
এই আদেশ দিচ্ছি।

16‘‘কিন্তু সেই ক্রীতদাস যদি বলে, ‘আমি তোমাদের
ছেড়ে যাবো না।’ সে তোমাকে এবং তোমাদের
পরিবারকে ভালোবাসে এবং তোমাদের সঙ্গে সে
ভালোভাবে আছে বলে এটা বলতে পারে। 17এরকম
হলে তোমরা সেই ক্রীতদাসকে তোমাদের দরজায় কান
রাখতে বলো এবং একটি ধারালো যন্ত্রের সাহায্যে তার
কানে ফুটো করো। এর থেকেই বোঝা যাবে যে সে
চিরকালের জন্য তোমাদেরই ক্রীতদাস। যে ক্রীতদাসী
তোমাদের সঙ্গে থাকতে চায় তার জন্যেও এই ব্যবস্থা।

18‘‘ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে মন
কঠিন কোরো না। মনে রাখবে, কোনো ভাড়া করা
লোককে তোমাদের যে টাকা দিতে হত তার অর্ধেক
টাকায় সে ছ’বছর তোমাদের সেবা করেছে। আর তাহলে
তোমাদের প্রত্যেক কাজে প্রভু ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ
করবেন।

প্রথমজাত পশুদের সম্বন্ধে নিয়ম

19‘‘তোমাদের পশুপালের সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ
পশুদের তোমরা অবশ্যই প্রভুর উদ্দেশ্যে পৃথক করবে।
তোমাদের কাজে ওই পশুদের কাউকে ব্যবহার করবে
না এবং ওই সমস্ত মেষের থেকে কোনো পশম ছাঁটবে
না। 20প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, যে স্থান পছন্দ করবেন
প্রত্যেক বছর সেই জায়গায় তোমরা ওই সমস্ত পশুদের
নিয়ে আসবে। সেখানে প্রভুর উপস্থিতির সামনে তোমরা
এবং তোমাদের পরিবারের লোকেরা ওই সমস্ত পশুদের
খাবে।

21‘‘কিন্তু যদি কোনো পশুর কোনো খুঁত থাকে—
যদি খোঁড়া হয় অথবা অন্ধ অথবা অন্য যে কোনরকম

খুঁত যদি থাকে, তাহলে তোমরা অবশ্যই সেই পশুটিকে, তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করবে না। **22**কিন্তু তোমরা বাড়ীতে সেই পশুর মাংস খেতে পারো। যে কোনোও লোকই এটি খেতে পারে— সে শুচিই হোক বা অশুচিই হোক। এই মাংস খাওয়ার নিয়ম কৃষ্ণসার এবং হরিণের মাংস খাওয়ার মতো। **23**কিন্তু তোমরা পশুর রক্ত অবশ্যই খাবে না। তোমরা জলের মতোই সেই রক্ত মাটিতে ঢেলে দেবে।

নিস্তারপর্ব

16 “তোমরা আবীব মাসকে মনে রাখবে। সেই সময় তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে সম্মান দেখানোর জন্যে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করবে, কারণ সেই মাসে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর মিশর থেকে তোমাদের রাত্রে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। **2**প্রভু তার নাম বাস করার জন্যে যে জায়গা পছন্দ করবেন তোমরা অবশ্যই সেই জায়গায় যাবে। সেখানে তোমাদের পশুপাল থেকে পশু নিয়ে তা তোমরা নিস্তারপর্বের বলি হিসাবে প্রভুকে উৎসর্গ করবে। **3**এই বলির সঙ্গে খামিরযুক্ত কোন রুটি খাবে না। তোমরা সাতদিন খামিরবিহীন রুটি খাবে। এই রুটিকে বলা হয় ‘দুঃখাবস্থার রুটি।’ মিশরে তোমাদের যেসব সমস্যা ছিল সেগুলো মনে করতে এটি সাহায্য করবে। মনে করে দেখ কতো তাড়াতাড়ি তোমাদের সেই দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। মিশর থেকে যেদিন তোমরা বেরিয়ে এসেছিলে সেদিনের কথা তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মনে রাখবে। **4**দেশের কোথাও কোনও বাড়িতে সাত দিন ধরে অবশ্যই খামির থাকবে না। এছাড়া প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায় তোমরা যত মাংস উৎসর্গ করবে সেগুলো অবশ্যই সকালের আগে খেয়ে নিতে হবে।

5“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে শহরগুলো দিয়েছেন, সেখানে কোথাও তোমরা অবশ্যই নিস্তারপর্বের পশু উৎসর্গ করবে না। **6**তোমরা কেবলমাত্র সেই স্থানেই নিস্তারপর্বের পশু উৎসর্গ করবে যেটিকে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তাঁর নাম বাস করার জন্য মনোনীত করবেন। যে সময় সূর্য অস্ত যায়, সেই সন্ধ্যাবেলায় তোমরা অবশ্যই নিস্তারপর্বের পশু উৎসর্গ করবে। ঈশ্বর যে ঋতুতে তোমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন সেই ঋতুতেই এটা করবে। **7**প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে জায়গা পছন্দ করবেন সেই জায়গায় তোমরা অবশ্যই নিস্তারপর্বের মাংস রান্না করবে এবং সেটি খাবে। এরপর সকালে তোমরা বাড়ীতে ফিরে যেতে পার। **8**এইদিন তোমরা নিশ্চয়ই খামিরবিহীন রুটি খাবে। সপ্তম দিনে তোমরা অবশ্যই কোনো কাজ করবে না। এই দিন প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে সম্মান দেখানোর জন্য লোকেরা এক বিশেষ সভায় এসে একত্রিত হবে।

সপ্তাহের উৎসব (ফসল কাটার)

9“যেদিন থেকে তোমরা শস্য কাটা শুরু করেছিলে সেই দিন থেকে তোমরা সাত সপ্তাহ গোনো। **10**তারপর প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের জন্য সপ্তাহের উৎসব উদ্‌যাপন করো। তোমরা যা নিয়ে আসতে চাও সেইরকম কোনো বিশেষ উপহার নিয়ে এসে এটি করো। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের কতখানি আশীর্বাদ করেছেন সেটা চিন্তা করে স্থির করবে তোমরা কতটা দেবে। **11**প্রভু তাঁর বিশেষ বাড়ীর জন্যে যে জায়গা পছন্দ করবেন সেখানে যাও। সেখানে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে তোমরা এবং তোমাদের লোকেরা একত্রে আনন্দ উপভোগ করবে। তোমাদের সমস্ত লোককে তোমাদের সঙ্গে নাও— তোমাদের পুত্রদের, তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের সমস্ত সেবকদের। এছাড়া তোমাদের শহরগুলোতে বসবাসকারী লেবীয়দের, বিদেশীদের, অনাথদের এবং বিধবাদেরও নিয়ে এসো। **12**মনে রাখবে তোমরা মিশরে ক্রীতদাস ছিলে। সুতরাং এই বিধিগুলো মেনে চলার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

কুটীর উৎসব

13“শস্য মাড়ানোর জায়গা থেকে শস্য সংগ্রহ করার পর এবং দ্রাক্ষা মাড়ার জায়গা থেকে দ্রাক্ষারস সংগ্রহ করার সাতদিন পরে তোমরা অবশ্যই কুটীর উৎসব উদ্‌যাপন করবে। **14**এই উৎসবে তোমরা সকলে আনন্দ উপভোগ করো—তোমরা তোমাদের ছেলেরা, তোমাদের মেয়েরা, তোমাদের সমস্ত সেবকরা এবং তোমাদের শহরে বসবাসকারী লেবীয়রা, বিদেশীরা, অনাথেরা এবং বিধবারা। **15**প্রভু যে স্থান পছন্দ করবেন সেই বিশেষ স্থানে তোমরা সাতদিন ধরে এই উৎসব উদ্‌যাপন করবে। তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোমরা এটি কর। শস্য সংগ্রহ এবং সমস্ত কাজে যেহেতু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করবেন তাই তোমরা খুব আনন্দ করবে।

16“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে স্থান পছন্দ করবেন সেই বিশেষ স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে বছরে তিনবার তোমাদের পুরুষরা অবশ্যই আসবে। খামিরবিহীন রুটি তৈরির উৎসব, সপ্তাহের উৎসব এবং কুটীর উৎসবের জন্যও তারা আসবে। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসা প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই উপহার নিয়ে আসবে, খালি হাতে আসবে না। **17**প্রত্যেক ব্যক্তি যতটা পারবে ততটা অবশ্যই দেবে। প্রভু তাকে কতটা দিয়েছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সে স্থির করবে সে ঈশ্বরকে কতটা দেবে।

লোকেদের জন্য বিচারক এবং পদস্থ কর্মচারীগণ

18“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, যে শহরগুলো তোমাদের দিতে চলেছেন তার প্রত্যেকটিতে তোমরা অবশ্যই বিচারকদের এবং উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়োগ করবে। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী অবশ্যই এটি করবে এবং লোকেদের বিচারের সময় এরা অবশ্যই পক্ষপাতহীন হবে। **19**তোমরা অবশ্যই অন্যায় বিচার করবে না এবং সবসময় পক্ষপাতহীন হবে। রায় দেওয়ার সময় মন পরিবর্তনের জন্য কারও কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবে

না। অর্থ অনেক জ্ঞানী লোককেও অন্ধ করে দেয় এবং
একজন ভালো লোকে যা বলবে তাও পরিবর্তন করে
দেয়। 20সততা এবং পক্ষপাতহীনতা! সব সময় সৎ
এবং পক্ষপাতহীন থাকার জন্য তোমাদের অবশ্যই খুব
কঠোর চেষ্টা করতে হবে! তাহলেই প্রভু তোমাদের
ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেই দেশে তোমরা
থাকতে পারবে এবং রাখতে পারবে।

ঈশ্বর মূর্ত্তি ঘৃণা করেন

21“তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের জন্য নির্মিত
বেদীর পাশে দেবী আশেরাকে সম্মান করার জন্য
কোনোও কাঠের স্তম্ভ স্থাপন করবে না। 22এবং মূর্ত্তি
পূজার জন্য তোমরা কোনোও বিশেষ পাথর স্থাপন
করবে না। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, ওই জিনিসগুলোকে
ঘৃণা করেন।

কেবলমাত্র উত্তম পশুগুলোকেই উৎসর্গের জন্যে ব্যবহার কর

17 “তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে খুঁত
আছে এমন কোনও গরু বা মেষ বলি দেবে না।
কেন? কারণ তোমাদের প্রভু ঈশ্বর এটিকে ঘৃণা করেন!

মূর্ত্তি পূজার শাস্তি

2“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন
সেখানে তোমরা তোমাদের গোষ্ঠীর এমন কোন পুরুষ
অথবা স্ত্রীলোককে পেতে পার যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ
করেছে বা প্রভুর নিয়ম ভঙ্গ করেছে 3এবং অন্যান্য
দেবতার পূজা করেছে, এও হতে পারে যে তারা সূর্য,
চন্দ্র অথবা নক্ষত্রের পূজা করেছে। এগুলো প্রভুর আজ্ঞার
বিরুদ্ধে যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। 4যদি তোমরা
এই ধরণের কোনো খবর শোনো, তাহলে তোমরা
অবশ্যই যত্ন সহকারে খোঁজ খবর নেবে। এইরকম
সাংঘাতিক ঘটনা ইস্রায়েলে যদি সত্যিই ঘটে এবং
যদি তার সত্যতা সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত হও 5তাহলে
যে ব্যক্তি সেই খারাপ কাজ করেছিল তাকে তোমরা
অবশ্যই শাস্তি দেবে। শহরের দরজার কাছে কোনো
প্রকাশ্য রাস্তায় সেই পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে তোমরা
অবশ্যই নিয়ে গিয়ে পাথর দিয়ে হত্যা করবে। 6কিন্তু
যদি কেবলমাত্র একজন সাক্ষী বলে যে সেই ব্যক্তি
খারাপ কাজ করেছে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে কখনই
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু যদি দুজন অথবা
তিনজন সাক্ষী বলে যে এটি সত্যি, তাহলে সেই ব্যক্তিকে
অবশ্যই হত্যা করা উচিৎ। 7সেই ব্যক্তিকে হত্যা করার
জন্য সাক্ষীরা অবশ্যই প্রথমে পাথর ছুঁড়বে। এরপর
হত্যার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিরা পাথর
ছুঁড়বে। এইভাবে তোমরা সেই মন্দকে তোমাদের মধ্যে
থেকে সরিয়ে দেবে।

আদালতের জটিল সিদ্ধান্ত

8“এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা তোমাদের
আদালতের পক্ষে বিচার করা খুবই শক্ত। এটি কোন
হত্যার ঘটনাও হতে পারে, অথবা দুজন ব্যক্তির মধ্যে
কোন বিতর্কও হতে পারে। অথবা এটি কোন সংঘর্ষও
হতে পারে, যাতে কোন একজন আহত হয়েছে।
তোমাদের শহরে যখন এইসব ঘটনাগুলো নিয়ে বিতর্ক
হয়, তখন সেখানে কোনটা ঠিক সেটি তোমাদের
বিচারকরা ঠিক করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। এক্ষেত্রে
তোমাদের প্রভু ঈশ্বর যে স্থান পছন্দ করবেন সেই
স্থানে তোমরা যাবে।
9যাজকরা সবাই লেবি পরিবারগোষ্ঠীর। তোমরা
অবশ্যই সেই যাজকদের কাছে যাবে যারা লেবীয়
পরিবারগোষ্ঠীর এবং বিচারকদের কাছে যাবে যারা সেই
সময় কর্তব্যরত। সেই সমস্যা নিয়ে কি করা যায় সেটা
তাঁরাই ঠিক করবেন। 10সেখানে প্রভুর বিশেষ স্থানে
তাঁরা তাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের জানাবেন। তাঁরা যা
কিছু বলবেন, তোমরা অবশ্যই সেটা করবে। তাঁরা
তোমাদের যা যা করতে বলবেন, সেগুলো সমস্ত করার
ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকবে। 11তোমরা তাদের
সিদ্ধান্ত স্বীকার করবে এবং ঠিক ঠিক ভাবে তাঁদের
আদেশ অনুসরণ করবে। তাঁরা তোমাদের যা করতে
বলবেন তোমরা সেগুলো ঠিক মতো করবে— তার
কোনকিছুর পরিবর্তন করবে না!
12“কোন লোক যদি সেই সময় তোমাদের প্রভু
ঈশ্বরের সেবায় রত কোন বিচারক অথবা যাজকের
কথা মেনে চলতে অস্বীকার করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে
তোমরা অবশ্যই শাস্তি দেবে। সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই
মরতে হবে। ইস্রায়েল থেকে তোমরা সেই দুষ্ট লোককে
অবশ্যই সরাবে। 13সমস্ত লোক এই শাস্তির কথা শুনবে
এবং ভীত হবে এবং এরপর তারা আর জেদী হবে
না।

কিভাবে রাজার নির্বাচন হবে

14“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন
তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করবে। তোমরা সেই দেশ
অধিগ্রহণ করে সেখানে বাস করার পর তোমরা বলতে
পার, ‘আমাদের চারিদিকের অন্যান্য জাতির মতো
আমাদের শাসন করার জন্যও একজন রাজা থাকা
উচিৎ।’ 15যখন সেটা ঘটে তখন প্রভু যাকে পছন্দ
করবেন নিশ্চিতভাবে তাঁকেই রাজা হিসেবে নির্বাচন
কোর। তোমাদের ওপরে যে রাজা হবে সে অবশ্যই
তোমাদের লোকেদেরই একজন হবে। তোমরা অবশ্যই
কোনো বিদেশীকে তোমাদের রাজা করবে না। 16রাজা
তার নিজের জন্য কখনোই প্রচুর ঘোড়া রাখবে না
এবং আরও ঘোড়া পাওয়ার জন্য সে কখনোই লোকেদের
মিশরে পাঠাবে না। কেন? কারণ প্রভু তোমাদের
বলেছেন, ‘তোমরা সেই পথে কখনওই ফিরে যাবে
না।’ 17এছাড়া রাজা কখনও যেন অনেক স্ত্রী গ্রহণ না
করে। কেন? কারণ তাহলে তা তাকে প্রভুর কাছ থেকে
সরিয়ে দেবে; এবং রাজা কখনোই যেন নিজেকে রূপো
আর সোনায় ধনী করে না তোলে।

18“এবং রাজা যখন শাসন করতে শুরু করবে তখন একটা বইয়ে সে অবশ্যই বিধিগুলি লিখে রাখবে। যাজকরা এবং লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা যে বই রাখে, সেই বই থেকে সে এই প্রতিলিপি লিখবে। 19রাজা তার কাছে এই বইটি রাখবে এবং সারাজীবন অবশ্যই সেই বইটি পড়বে। কারণ প্রভু তার ঈশ্বরকে কিভাবে সম্মান জানাতে হয় তা রাজার শেখা উচিৎ এবং বিধিগুলি পুরোপুরি মেনে চলাও রাজার অবশ্য কর্তব্য। 20যেন রাজা এমন না ভাবে যে সে তার নিজের লোকেদের থেকে ভালো। এবং যেন সে বিধির পথ থেকে সরে না পড়ে, বরং সে এটিকে ঠিকভাবে অনুসরণ করবে। তাহলেই সেই রাজা এবং তার উত্তরপুরুষরা বহুদিন পর্যন্ত ইস্রায়েল রাজ্য শাসন করবে।

যাজকদের এবং লেবীয়দের সমর্থন করা

18 “লেবি পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা ইস্রায়েলে জমির কোনো অংশ পাবে না। ওই লোকেরা যাজক হিসেবে কাজ করবে। যে সকল উৎসর্গীকৃত উপহার আগুনে রান্না করা হয় এবং প্রভুকে নিবেদন করা হয়, সেগুলো খেয়ে তারা জীবনধারণ করবে। লেবি পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের এটিই হলো অংশ। 2অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর মতো লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা জমির কোনো অংশ পাবে না। প্রভু তাদের যেমন বলেছিলেন সেই অনুসারে লেবীয়দের অংশ হিসেবে প্রভু নিজেই আছেন।

3“যখন তোমরা বলি হিসাবে গোরু অথবা মেষ হত্যা করো, তখন তোমরা যাজকদের এই অংশগুলো অবশ্যই দেবে: কাঁধ, দুই গাল এবং পাকস্থলী। 4তোমাদের সংগৃহীত ফসলের প্রথম অংশ তোমরা যাজকদের অবশ্যই দেবে। তোমাদের শস্যের, তোমাদের নতুন দ্রাক্ষারসের এবং তোমাদের তেলের প্রথম অংশ তোমরা তাদের অবশ্যই দেবে। তোমাদের মেষের থেকে সংগৃহীত পশমের প্রথম অংশ তোমরা লেবীয়দের অবশ্যই দেবে। 5কেন? কারণ তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করেছিলেন এবং চিরকাল যাজক হিসাবে তাঁর সেবা করার জন্য তিনি লেবি এবং তার উত্তরপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন।

6“তোমাদের শহরে বাসকারী কোন লেবীয় যদি তার বাসস্থান ত্যাগ করে, প্রভু যে স্থান মনোনীত করেছেন এমন কোন স্থানে বাস করতে আসে, তখন সেখানে 7প্রভুর সামনে কর্তব্যরত অন্যান্য লেবীয় ভাইদের মতোই এই লেবীয়ও তার প্রভু ঈশ্বরের নামে সেবা করতে পারবে। 8পৈতৃক অধিকার বিক্রী করে সে যে মূল্য পেয়েছে সেটা ছাড়াও সে অন্যান্য লেবীয়দের সঙ্গে খাবারের সমান অংশ পাবে।

ইস্রায়েল অবশ্যই অন্যান্য জাতির মতো জীবনযাপন করবে না

9“প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেই দেশে তোমরা যখন আসবে, তখন সেখানে অন্যান্য জাতির লোকেরা যে সকল সাংঘাতিক কাজ করে সেগুলো তোমরা শিখো না। 10তোমাদের বেদীর ওপরের আগুনে তোমরা তোমাদের পুত্রদের অথবা কন্যাদের উৎসর্গ কোর না। কোন ভাববাদীর সঙ্গে কথা বলে অথবা কোন যাদুকর, কোন ডাইনি অথবা কোন মায়াবীর কাছে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা কোর না। 11কাউকে অন্যান্য লোকেদের ওপরে যাদুমন্ত্রের প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে দিও না। তোমাদের কোনো লোককে ভুতুড়িয়া অথবা যাদুকর হতে দিও না; এবং মৃত লোকের আত্মার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো না। 12ওই সমস্ত কাজ যারা করে, সেইসব লোকেদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর ঘৃণা করেন। এই কারণেই প্রভু ওই সমস্ত জাতির লোকেদের তোমাদের সামনে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছেন। 13তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকবে।

প্রভুর বিশেষ ভাববাদী

14“তোমরা যে ওই সমস্ত জাতির লোকদের তোমাদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করছ তারা তাদের কথা শোনে যারা যাদুবিদ্যা চর্চা করে এবং ভবিষ্যৎ বলে। কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের এই জিনিসগুলো করতে দেবেন না। 15প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য একজন ভাববাদী পাঠাবেন। তোমাদের নিজের লোকেদের মধ্য থেকেই এই ভাববাদী আসবে। সে আমারই মতো হবে। তোমরা অবশ্যই এই ভাববাদীর কথা শুনবে। 16তোমরা ঈশ্বরের কাছে যা চেয়েছিলে সেই অনুযায়ী তিনি এই ভাববাদীকে তোমাদের কাছে পাঠাবেন। যখন তোমরা হোরেব পর্বতে সকলে একত্রিত হয়েছিলে, তখন তোমরা ঈশ্বরের রব শুনে এবং পর্বতমালার ওপরে সেই মহৎ আগুন দেখে ভীত হয়েছিলে। সেজন্য তোমরা বলেছিলে, ‘আমাদের প্রভু ঈশ্বরের রব আমাদের পুনরায় আর শোনাবেন না! আমাদের আর সেই মহৎ আগুন দেখতে দেবেন না, দেখলে আমরা মারা যাব!’

17“প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘তারা যা বলেছে তা যথার্থ। 18আমি তাদের কাছে তোমার মতোই একজন ভাববাদী পাঠাব। এই ভাববাদী তাদের লোকেদের মধ্যেই একজন হবে। সে যে কথা অবশ্যই বলবে সেটা আমি তাকে বলে দেব। আমি যা আদেশ করি তার সমস্ত কিছু সে লোকেদের বলবে। 19এই ভাববাদী আমার জন্যেই বলবে এবং যখন সে কথা বলে, যদি কোন ব্যক্তি আমার আদেশ না শোনে তাহলে আমি সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেব।’

কিভাবে মিথ্যে ভাববাদীকে চিনবে

20“কিন্তু একজন ভাববাদী এমন কিছু বলতে পারে যা আমি তাকে বলার জন্য বলি নি। এবং সে লোকেদের এও বলতে পারে যে সে আমার হয়েই তা বলছে। যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে সেই ভাববাদীকে অবশ্যই হত্যা করা উচিৎ। এছাড়াও একজন ভাববাদী আসতে

পারে যে অন্যান্য দেবতার হয়ে কথা বলে। সেই ভাববাদীকেও অবশ্যই হত্যা করা উচিৎ। 21তোমরা হয়তো ভাবতে পার, 'আমরা কি করে জানতে পারবো যে ভাববাদী যা বলছে সেগুলো প্রভুর কথা নয়?' 22যদি কোনো ভাববাদী বলে যে সে প্রভুর জন্যে বলছে, কিন্তু যা বলছে তা না ঘটে, তাহলেই তোমরা জানবে যে প্রভু সেটি বলেন নি। তোমরা বুঝতে পারবে যে, এই ভাববাদী তার নিজের ধারণার কথাই বলছে। তোমরা তাকে ভয় পেয়ো না।

নিরাপত্তার শহরগুলি

19 ''যে দেশে অন্য জাতির বাস, সেই দেশই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের দিচ্ছেন। প্রভু ওই সমস্ত জাতির লোকদের ধ্বংস করবেন। ওই সব লোকেরা যেখানে বাস করত সেখানে তোমরা বাস করবে। তোমরা তাদের শহরগুলো এবং তাদের বাড়ীগুলো অধিগ্রহণ করবে। 2-3সেই ভূমিকে অবশ্যই তিনভাগে ভাগ করবে। এরপর প্রত্যেকটি অংশে একটি করে শহর পছন্দ কর এবং সেই শহরগুলোতে যাবার রাস্তা তৈরি কর। তাহলে কোন লোক যে অপর কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, সে সেই শহরে নিরাপত্তার জন্য ছুটে যেতে পারবে।

4''যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে ওই তিনটি শহরের যে কোন একটিতে নিরাপত্তার জন্য ছুটে যায়, তার জন্য এটি হল নিয়ম: সে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হবে যে অপর ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাবশতঃ হত্যা করেছে এবং হত ব্যক্তিকে ঘৃণা করত না। 5একটি উদাহরণ দেওয়া হল: একজন ব্যক্তি কাঠ কাটার জন্য আরেকজন ব্যক্তির সঙ্গে জঙ্গলে যায়। লোকটি একটি গাছ কাটার জন্য তার কুঠারটিকে দোলায়, কিন্তু কুঠারের মাথাটি হাতলের থেকে আলাদা হয়ে অপর ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে। যে ব্যক্তি কুঠারটিকে দুলিয়েছিলো সে তখন ওই তিনটি শহরের যে কোন একটিতে ছুটে যেতে পারে এবং নিজেকে নিরাপদ করতে পারে। 6কিন্তু যদি শহরটি খুব দূরে হয় তাহলে নিহত ব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় তাকে তাড়া করে শহরে পৌঁছোনোর আগেই ধরে ফেলতে পারে। সেই নিকট আত্মীয় খুব ক্রুদ্ধ হতে পারে এবং সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। অথচ সেই ব্যক্তি হত্যার যোগ্য ছিল না। কারণ যে ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে তাকে সে ঘৃণা করত না। 7শহরগুলো অবশ্যই সকলের খুব কাছাকাছি হতে হবে। সেই কারণেই আমি তোমাদের তিনটি বিশেষ শহর পছন্দ করার জন্য আদেশ করছি।

8''প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তোমাদের দেশকে বৃহত্তর করবেন। তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশই তিনি তোমাদের দেবেন। 9আমি আজ তোমাদের যে আজ্ঞাগুলি দিচ্ছি, তাঁর সেই সমস্ত আদেশগুলো যদি তোমরা সম্পূর্ণভাবে মেনে চল তাহলে তিনি এটি করবেন— যদি তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে, ভালোবাসো এবং তিনি যা পছন্দ করেন সেইভাবেই যদি তোমরা বাস করো। এরপর যখন প্রভু তোমাদের দেশকে বৃহত্তর করবেন সেই সময় তোমরা নিরাপত্তার শহর হিসেবে আরও তিনটি শহরকে বেছে নেবে। তাদের প্রথম তিনটি শহরের সঙ্গে যোগ করতে হবে। 10তাহলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেখানে কোন নির্দোষ লোক নিহত হবে না এবং তোমরা কোনো নির্দোষের মৃত্যুর জন্য দোষী হবে না।

11''কিন্তু কেউ যদি অপর একজনকে ঘৃণা করে বলে লুকিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করে এবং সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে হত্যা করার পর ওই নিরাপত্তার শহরগুলোর যে কোনও একটিতে দৌড়ে পালিয়ে যায়, 12তাহলে সেই লোকটি যে শহরে বাস করত সেখানকার প্রবীণেরা তাকে ধরার জন্য লোক পাঠাবে এবং তাকে নিরাপত্তার শহর থেকে নিয়ে আসবে। এরপর তারা হত্যাকারীকে নিহতের নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেবে। হত্যাকারীকে অবশ্যই মরতে হবে। 13তোমরা তার জন্য অবশ্যই দুঃখিত হবে না। সে একজন নিষ্পাপ ব্যক্তির হত্যার জন্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তোমরা অবশ্যই নিরপরাধের রক্তপাতের এই দোষকে ইস্রায়েল থেকে দূর করবে। তাহলে সমস্ত কিছুই তোমাদের জন্য ভালো চলবে।

সম্পত্তির সীমার চিহ্ন

14''যে পাথরগুলোর সাহায্যে তোমাদের প্রতিবেশীর জমির সীমা চিহ্নিত হয় সেগুলো তোমরা কখনোই সরাবে না। অতীতে জমির সীমা চিহ্নিত করার জন্যই ওই পাথরগুলো রাখা হয়েছিল। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর অধিকার করার জন্য তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন এই নিয়ম সেখানকার জন্য।

সাক্ষীগণ

15''বিধি বিরুদ্ধ কোনো কিছু করার জন্য যদি কোনো লোক অভিযুক্ত হয়, তাহলে সেই লোকটি দোষী একথা প্রমাণ করার জন্য একজন সাক্ষী যথেষ্ট নয়। সেই ব্যক্তি যে সত্যই ভুল কাজ করেছিল সেটি প্রমাণ করার জন্য সেখানে অবশ্যই দুজন অথবা তিনজন সাক্ষী থাকতে হবে।

16''মিথ্যে কথা বলে একজন মিথ্যা সাক্ষী অপর একজন লোককে আঘাত করার চেষ্টা করতে পারে। 17যদি সেরকম ঘটে তাহলে ওই দুজন ব্যক্তি অবশ্যই প্রভুর বিশেষ বাড়ীতে যাবে এবং সেই সময় সেখানে কর্তব্যরত যাজকেরা এবং বিচারকেরা তাদের বিচার করবে। 18বিচারকেরা অবশ্যই সযত্নে অনুসন্ধান করবে। আর যদি প্রমাণ হয় যে সাক্ষী সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলেছিল, 19তাহলে তোমরা তাকে অবশ্যই শাস্তি দেবে। সে অপর ব্যক্তির প্রতি যা যা করতে চেয়েছিল, তোমরা তার প্রতি তাই করবে। এই প্রকারে তোমরা তোমাদের জাতি থেকে দুষ্টাচার দূর করে দেবে।

20অন্যান্য লোকেরা এই ঘটনা শুনে ভয় পাবে এবং তারা এইরকম খারাপ কাজ আর করবে না।

21“অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করেছে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুঃখিত হয়ো না। যদি কোন ব্যক্তি কারও জীবন নেয়, তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের জীবন দিয়ে শোধ করতে হবে। নিয়ম হল: একটি চোখের জন্য একটি চোখ, একটি দাঁতের জন্য একটি দাঁত, একটি হাতের জন্য একটি হাত, একটি পায়ের জন্য একটি পা।

যুদ্ধের নিয়মসমূহ

20 “তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি দেখ যে তোমাদের থেকেও তাদের অনেক বেশী ঘোড়া, রথ এবং লোক রয়েছে, তবে ভয় পেয়ো না। কেন? কারণ প্রভু যিনি তোমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন, তিনি তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন।

2“যখন তোমরা যুদ্ধে যাও তখন যাজক অবশ্যই সৈন্যদের কাছে যাবে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলবে। **3**যাজক বলবে, ‘ইস্রায়েলের লোকেরা আমার কথা শোন! আজ তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছ। তোমরা সাহস হারিয়ো না! তোমরা চিন্তিত এবং ভীত হোয়ো না! শত্রুদের সম্পর্কে ভীত হয়ো না! **4**কেন? কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের বিজয়ী করবেন!’

5“ওই লেবীয় গোষ্ঠীভুক্ত পদাধিকারীরা সৈন্যদের বলবে, ‘তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনও ব্যক্তি আছে যে নতুন বাড়ী তৈরি করেছে, কিন্তু সেটিকে এখনও নিবেদন করেনি? সেই ব্যক্তির অবশ্যই বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিৎ। নয় তো সে যুদ্ধে নিহত হলে অন্য একজন ব্যক্তি তার বাড়ী নিবেদন করবে। **6**এখানে কি এমন কোনও ব্যক্তি আছে যে ক্ষেতে দ্রাক্ষার চারা রোপণ করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন দ্রাক্ষা একত্রিত করেনি? সেই ব্যক্তির অবশ্যই বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিৎ। কারণ যদি সেই ব্যক্তি যুদ্ধে মারা যায়, তাহলে অপর একজন ব্যক্তি তার ক্ষেতের ফল ভোগ করবে। **7**এখানে কি এমন কোনও ব্যক্তি আছে যে বিবাহের জন্য বাগ্‌দত্ত? সেই ব্যক্তির অবশ্যই বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিৎ। কারণ যদি সে যুদ্ধে মারা যায়, তাহলে সে যার বাগ্‌দত্ত ছিল সেই স্ত্রীলোককে অপর একজন ব্যক্তি বিবাহ করবে।’

8“সেই লেবীয় পদাধিকারীরা সৈন্যদের একথাও জিজ্ঞাসা করবে, ‘তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যে উৎসাহ হারিয়েছে এবং ভীত হয়েছে? সে অবশ্যই বাড়ী ফিরে যাবে। তাহলে সে অন্যান্য সৈন্যদেরও নিরুৎসাহ করতে পারবে না।’ **9**পরে সৈন্যদের সঙ্গে পদাধিকারীরা যখন কথাবার্তা শেষ করবে তখন তারা অবশ্যই সেনাধ্যক্ষদের নির্বাচিত করবে। যারা সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবে।

10“যখন তোমরা কোন শহর আক্রমণ করতে যাবে, তখন প্রথমে সেখানকার লোকদের শান্তির আবেদন জানাবে। **11**যদি তারা তোমাদের প্রস্তাব স্বীকার করে এবং দরজা খুলে দেয়, তাহলে সেই শহরের সমস্ত লোকেরা তোমাদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য হবে। **12**কিন্তু যদি শহরের লোকেরা তোমাদের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই শহরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। **13**এবং যখন শহরটিকে অধিগ্রহণ করতে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই সেখানকার সমস্ত পুরুষদের হত্যা করবে। **14**কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য স্ত্রীলোকদের, শিশুদের, গোরু এবং শহরের যাবতীয় জিনিস নিতে পার। তোমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পার। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের এই জিনিসগুলো দিয়েছেন। **15**তোমাদের থেকে অনেক দূরের সমস্ত শহরগুলোর প্রতি তোমরা এই কাজ করবে— তোমরা যে দেশে বাস কর সেখানকার শহরগুলো বাদ দেবে।

16“কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন তোমরা যখন সেই দেশের শহরগুলো অধিগ্রহণ করবে, তখন তোমরা সেখানে শ্বাস নেয় এমন কাউকে জীবিত রাখবে না। **17**তোমরা অবশ্যই প্রভুর আদেশ অনুসারে– হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবূষীয়দের পুরোপুরি ধ্বংস করবে। **18**কারণ তা না হলে তারা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে শেখাবে; তারা তাদের দেবতাদের পূজা করার সময় যে সাংঘাতিক কাজগুলি করে সেগুলো তোমাদের শেখাবে।

19“যখন তোমরা একটি শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তোমরা দীর্ঘকাল ধরে সেই শহরটিকে ঘিরে রাখতে পার। সেই শহরের চারদিকের ফলগাছগুলো তোমরা কখনোই কাটবে না। তোমরা এই গাছগুলোর ফল খেতে পার কিন্তু তোমরা কখনোই তাদের কাটবে না। এই গাছগুলো শত্রু নয়, সুতরাং তাদের নষ্ট করো না! **20**কিন্তু তোমরা যে গাছগুলোকে ফলের গাছ নয় বলে জানো, সেগুলোকে কাটতে পারো। সেই শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র তৈরীতে এই গাছগুলো ব্যবহার করতে পারো। শহরটির পতন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ঐ জিনিষগুলি ব্যবহার করতে পারো।

যদি কোনো ব্যক্তিকে নিহত পাওয়া যায়

21 “প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানকার ক্ষেতে যদি তোমরা কোনো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখ, কিন্তু কে হত্যা করেছে তা যদি জানা না যায়, **2**তখন তোমাদের দলনেতারা এবং বিচারকেরা সেখানে যাবে এবং নিহত ব্যক্তির চারদিকের শহরগুলোর দূরত্ব পরিমাপ করবে। **3**যখন তোমরা জানতে পারবে কোন্ শহরটি নিহত ব্যক্তির সবথেকে কাছে, তখন সেই শহরের দলনেতারা তাদের পশুশালা থেকে এমন একটি গোবৎস নিয়ে আসবে যাকে কখনোই

কোন কাজে ব্যবহার করা হয় নি এবং যে যোয়ালি
বহন করে নি। 4সেই শহরের দলনেতারা তখন
গোবৎসটিকে এমন একটি উপত্যকায় নামিয়ে আনবে
যেখানে সবসময় জলের স্রোত বয়। এটিকে অবশ্যই
এমন একটি উপত্যকা হতে হবে যা কখনো চাষ করা
হয়নি বা যেখানে কিছু রোপণ করা হয়নি। এরপর
নেতারা সেই উপত্যকায় গোবৎসটির ঘাড় ভাঙ্গবে।
5যাজকরা, লেবীর উত্তরপুরুষরা অবশ্যই সেখানে যাবে।
(প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তাঁর সেবার জন্য এবং তাঁর
নামে লোকেদের আশীর্বাদ করার জন্য এই যাজকদের
নির্বাচিত করেছেন। এবং সমস্ত বিবাদ ও আঘাতের
বিচার তারাই করবেন।) 6নিহত ব্যক্তির সবথেকে কাছের
শহরের সমস্ত নেতারা উপত্যকায় যে গোবৎসের ঘাড়
ভাঙ্গা হয়েছিল তার ওপরে অবশ্যই তাদের হাত ধোবে।
7এই নেতারা বলবে, ‘আমরা এই ব্যক্তিকে হত্যা করিনি
এবং আমরা এটি ঘটতেও দেখিনি। 8হে প্রভু, তুমি যে
ইস্রায়েলকে রক্ষা করেছিলে তাদেরই শুদ্ধ করো।
একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করার দোষ আমাদের
ওপর চাপিও না।’ এইভাবে একজন নিরপরাধ লোককে
হত্যা করার জন্যে ওই সমস্ত লোকেদের দোষ ক্ষমা
করা হবে। 9এইভাবে তোমরা প্রভুর চোখে যা যথার্থ
তাই করবে এবং তোমাদের জাতি থেকে নিরপরাধের
রক্তপাতের দোষ দূর করবে।

যুদ্ধে বন্দী স্ত্রীলোকেরা

10‘‘তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
গেলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তাদের পরাজিত করতে
তোমাদের সাহায্য করতে পারেন এবং তোমরা
তোমাদের শত্রুদের বন্দী করে আনতে পারো।
11বন্দীদের মধ্যে কোনো সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে মুগ্ধ
হয়ে তোমাদের স্ত্রী হিসেবে তোমরা চাইতে পারো।
12তখন তাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে আসবে। সে অবশ্যই
তার মাথা কামাবে এবং নখ কাটবে। 13সে যে
জামাকাপড়গুলি পরে আছে যার থেকে বোঝা যায় যে
সে যুদ্ধে বন্দীনী ছিল, সেগুলি সে অবশ্যই খুলে ফেলবে।
সে অবশ্যই পুরো এক মাস তোমার বাড়ীতে থাকবে
এবং বাবা মাকে হারানোর জন্য বিলাপ করবে। এরপর
তুমি তার কাছে যেতে পার এবং তার স্বামী হতে পার।
সে তোমার স্ত্রী হবে। 14যদি তুমি তার সঙ্গে সুখী না
হও, তাহলে তুমি তাকে ত্যাগ করবে এবং তাকে
স্বাধীনভাবে চলে যেতে দেবে। তুমি তাকে বিক্রি করতে
পারবে না। তুমি কখনোই তার সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো
আচরণ করবে না কারণ তার সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক
ছিল।

জ্যেষ্ঠাধিকার

15‘‘কোন ব্যক্তির দু’জন স্ত্রী থাকতে পারে এবং সে
একজন স্ত্রীকে আরেকজনের থেকে বেশী ভালোবাসতে
পারে। কিন্তু যদি দু’জন স্ত্রীই তার জন্য সন্তান প্রসব
করে এবং প্রথম সন্তানটি সে যে স্ত্রীকে ভালোবাসেনা
তার হয়, 16তবে সেই ব্যক্তি তার সন্তানদের মধ্যে
সম্পত্তির ভাগ করে দেবার সময় তার প্রথমজাত
সন্তানের অংশ কখনোই সে যে স্ত্রীকে ভালোবাসে তার
পুত্রকে দিতে পারবে না। 17সেই ব্যক্তি যে স্ত্রীকে
ভালবাসেনা তার থেকে জাত তার প্রথম পুত্রের সমস্ত
অধিকারগুলি তাকে মেনে নিতে হবে এবং সে তার
প্রথম পুত্রকে অবশ্যই তার সম্পত্তির দুই অংশ দেবে,
কারণ সেই সন্তান তার প্রথম সন্তান। প্রথমজাত সন্তান
হিসাবে সমস্ত অধিকার তার আছে।

অবাধ্য সন্তান

18‘‘কোন ব্যক্তির এমন এক পুত্র থাকতে পারে যে
জেদী ও বিরোধী এবং তার পিতামাতাকে মানে না।
তারা সেই পুত্রকে শাস্তি দেয় কিন্তু সে তবুও তাদের
কথা শুনতে অস্বীকার করে। 19তার পিতা এবং মাতা
তখন তাকে শহরের সভাস্থলে শহরের নেতাদের কাছে
নিয়ে আসবে। 20তারা শহরের নেতাদের বলবে:
‘আমাদের পুত্র অবাধ্য এবং কোন কিছু মেনে চলতে
অস্বীকার করে। আমরা তাকে যা করতে বলি তার
কোনও কিছুই সে করে না। সে মদ্যপায়ী এবং পেটুক।’
21তখন শহরের লোকেরা পাথরের আঘাতে সেই পুত্রকে
হত্যা করবে। এইভাবে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে
এই দুষ্টকে সরিয়ে দেবে। ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা
এই ঘটনা সম্বন্ধে জানবে এবং ভীত হবে।

অপরাধীদের হত্যা করা এবং গাছে ঝোলানো সম্পর্কে

22‘‘মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত পাপ করেছে যে ব্যক্তি তাকে
হত্যা করে তার শরীরটিকে কোন গাছের ওপরে ঝুলিয়ে
দেওয়া হবে। 23তোমরা সারা রাত ধরে সেই মৃতদেহকে
গাছে ঝুলিয়ে রেখো না কিন্তু নিশ্চিতভাবে সেই একই
দিনে সেই ব্যক্তিকে কবর দিও। কেন? কারণ গাছে
ঝোলানো সেই লোকটি ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত। প্রভু
তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেই দেশকে
তোমরা কখনোই অশুচি করবে না।

অন্যান্য বিধিগুলি

22 ‘‘যদি দেখ যে তোমাদের প্রতিবেশীর বলদ বা
মেষগুলি পথ হারিয়েছে, তবে তোমরা
বিষয়টিকে উপেক্ষা করবে না। সেটিকে অবশ্যই তার
মালিকের কাছে ফিরিয়ে আনবে। 2যদি মালিক কাছাকাছি
বাস না করে অথবা যদি তোমরা না জানো যে এটি
কার, তাহলে তোমরা সেই পশুকে তোমাদের বাড়ী
নিয়ে যেতে পারো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মালিক
এটির খোঁজে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এটিকে
রাখতে পার। পরে তাকে এটি ফিরিয়ে দেবে। 3তোমাদের
প্রতিবেশী যদি তার গাধা, জামাকাপড় অথবা অন্য
কোনো কিছু হারায় তাহলেও তোমরা ঐ একই কাজ
করবে। তোমরা এই বিষয়টি এড়িয়ে যেও না।
4‘‘যদি তোমাদের প্রতিবেশীর গাধা অথবা গরু
রাস্তায় পড়ে যায়, তোমরা সেটিকে অবহেলা করবে

না। তোমরা অবশ্যই সেটিকে পুনরায় দাঁড় করাতে সাহায্য করবে।

5‘‘স্ত্রীলোক কখনোই পুরুষদের পোশাক পরবে না এবং পুরুষ কখনোই স্ত্রীলোকদের পোশাক পরবে না। যে কেউ এই কাজ করে সে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার পাত্র।

6‘‘তোমরা যদি গাছের ওপরে অথবা মাঠে কোনো পাখীর বাসা দেখ যেখানে মা পাখী তার শাবকদের সঙ্গে অথবা ডিমের ওপরে বসে আছে, তাহলে তোমরা কখনোই বাচ্চাদের সঙ্গে মা পাখীকে নেবে না। 7তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য বাচ্চাদের নিতে পারো। কিন্তু তোমরা মাকে অবশ্যই যেতে দেবে। যদি তোমরা এই বিধিগুলি মেনে চল, তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে এবং তোমরা বহুদিন বেঁচে থাকবে।

8‘‘যখন তোমরা নতুন বাড়ী তৈরি কর, তোমরা ছাদের চারধারে অবশ্যই দেওয়াল তুলবে। তাহলে বাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য তোমরা অবশ্যই দোষী হবে না।

যে জিনিসগুলো কখনোই একসঙ্গে রাখা যাবে না

9“তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে দুই ধরণের শস্যের বীজ বপন করবে না। কেন? কারণ তাহলে তোমার রোপন করা সমস্ত শস্য এবং এমনকি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষা থেকেও তুমি বঞ্চিত হবে।

10‘‘তোমরা একই সঙ্গে একটি গরু এবং একটি গাধার সাহায্যে চাষ করবে না।

11“পশম এবং মসীনার সাহায্যে বোনা কাপড় তোমরা কখনোই পরবে না।

12“তোমরা যে আলগা পোশাক পরো তার চারকোণের সুতোর গোছা বেঁধে থোপ দিও।

বিবাহ বিষয়ক বিধি

13“একজন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার পরে মনস্থ করতে পারে সে তাকে আর চায় না। 14সেইজন্য সে মিথ্যাভাবে বলতে পারে, ‘আমি এই স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করেছিলাম বটে কিন্তু যৌন সহবাসের সময় দেখলাম যে সে কুমারী নয়।’ এই বলে সে সেই স্ত্রীলোকটির উপর দুর্নাম আনতে পারে। 15এইরকম ঘটলে মেয়েটির পিতা-মাতা সেই মেয়েটির কুমারীত্বের প্রমাণ নিয়ে নগরের প্রবীণদের সাথে নগরের সভাস্থলে উপস্থিত হবে। 16মেয়েটির পিতা প্রবীণদের বলবেন, ‘আমি আমার মেয়েকে এই লোকটির হাতে তার স্ত্রী হিসাবে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন সে তাকে পছন্দ করে না। 17এই লোকটি আমার মেয়ের নামে মিথ্যা বলেছে। সে বলেছে, ‘‘তোমার মেয়ে কুমারী ছিল না।’ কিন্তু এই দেখুন আমার মেয়ে যে কুমারী তার প্রমাণ।’’’ এই বলে তারা কাপড়টি নগরের প্রবীণদের দেখাবে। 18তখন সেই নগরের প্রবীণেরা অবশ্যই সেই লোকটিকে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেবে। 19তারা অবশ্যই লোকটির জন্য 40 আউন্স রৌপ্য জরিমানা করবে। সেই টাকা যেন মেয়েটির পিতাকে দেওয়া হয়, কারণ মেয়েটির স্বামী একজন ইস্রায়েলীয় কুমারীর উপর দুর্নাম এনেছে। আর সেই মেয়েটি সেই লোকটির স্ত্রী হয়েই থাকবে। সেই লোকটি তার জীবনকালে তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিতে পারবে না।

20‘‘কিন্তু এও হতে পারে যে মেয়েটির স্বামী তার সম্বন্ধে যা বলেছে তা সত্য। স্ত্রীলোকটির মাতা-পিতার কাছে তার কুমারীত্বের প্রমাণ নাও থাকতে পারে। 21যদি তাই ঘটে তবে নগরের প্রবীণেরা সেই মেয়েটিকে নিয়ে তার পিতার বাড়ীর দরজায় আসবে। তারপর সেই নগরের লোকেরা মেয়েটিকে পাথর মেরে হত্যা করবে। কারণ ইস্রায়েলের মধ্যে সে লজ্জাজনক কাজ করেছে। সে পিতার বাড়ীতে বেশ্যার মত ব্যবহার করেছে। তুমি তোমার লোকেদের মধ্যে থেকে এইভাবে দুষ্টাচার দূর করবে।

যৌন পাপসকল

22‘‘যদি কোন পুরুষ অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকাকালীন ধরা পড়ে তবে দুজনকেই অবশ্যই মরতে হবে- সেই স্ত্রীলোকটিকে এবং তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত পুরুষটিকে তোমরা অবশ্যই ইস্রায়েলের মধ্যে থেকে এই দুষ্টাচার দূর করবে।

23‘‘কোন লোক অপরের বাগ্‌দত্তা কোন কুমারীকে নগরের মধ্যে দেখতে পেয়ে তার সাথে যৌন সহবাসে লিপ্ত হতে পারে। 24এইরকম ঘটলে তুমি অবশ্যই তাদের দুজনকে নগরের দ্বারে সকলের সামনে নিয়ে এসে পাথর মেরে হত্যা করবে। লোকটিকে হত্যা করার কারণ সে অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন পাপ করেছে; এবং মেয়েটিকে হত্যা করার কারণ সে নগরের মধ্যে থাকলেও সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি। তোমরা অবশ্যই এইভাবে লোকেদের মধ্য হতে এই দুষ্টাচার দূর করবে।

25‘‘কিন্তু কোন লোক যদি বাগ্‌দত্তা স্ত্রীলোককে ক্ষেতের মধ্যে পেয়ে জোরপূর্বক তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে কেবল লোকটিকেই মরতে হবে। 26তোমরা অবশ্যই সেই মেয়েটির প্রতি কিছু করবে না। সে মৃত্যুর যোগ্য এমন কোন অপরাধ করেনি। এই ঘটনা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠে তাকে হত্যা করার মতো। 27লোকটি ক্ষেতে সেই বাগ্‌দত্তা মেয়েটিকে দেখে তাকে আক্রমণ করল। হয়তো মেয়েটি সাহায্যের জন্যেও চিৎকার করেছিল কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না। সুতরাং তাকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়।

28‘‘একজন লোক হয়তো বাগ্‌দত্তা নয় এমন কোন কুমারীকে পেয়ে তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে। যদি অন্য লোকেরা তা ঘটতে দেখে, 29তাহলে সে মেয়েটির পিতাকে 20 আউন্স রূপো দেবে এবং সেই মেয়েটি লোকটির স্ত্রী হবে। যেহেতু সে যৌন পাপ করেছিল, তাই তার জীবনকালে সে তাকে ত্যাগ করতে পারবে না। 30কোন লোক যেন তার পিতার স্ত্রী অর্থাৎ সৎ মায়ের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে তার পিতাকে লজ্জায় না ফেলে।”

যে লোকেরা উপাসনায় যোগ দিতে পারে

23 ‘‘যে লোকের অণ্ডকোষ চূর্ণ অথবা জননাঙ্গ ছিন্ন হয়ে গেছে, সে ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে প্রভুর উপাসনায় যোগ দিতে পারবে না। 2যদি কোন লোকের মাতাপিতা বৈধ ভাবে বিয়ে না করে থাকে তবে সেই লোকটি ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে প্রভুর উপাসনায় যোগ দিতে পারবে না এবং তার উত্তরপুরুষের দশ পুরুষ পর্যন্ত কেউ উপাসনাকারীদের দলে যোগ দিতে পারবে না।

3“অম্মোনীয় ও মোয়াবীয় কেউই ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে যোগ দিয়ে প্রভুর উপাসনা করতে পারবে না। তাদের উত্তরপুরুষেরা দশ পুরুষ পর্যন্ত কেউই সেই দলে যোগ দিতে পারবে না। 4কারণ মিশর থেকে তোমাদের বের হয়ে আসার সময় যাত্রা পথে তারা রুটি ও জল নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা করেনি। তারা তোমাদের অভিশাপ দেবার জন্য বিলিয়মকে ভাড়া করার চেষ্টা করেছিল। (বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম ছিল অরাম, নহরয়িমাস্থ পথোর নগরের লোক।) 5কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর বিলিয়মের কথা গ্রাহ্য করেন নি। প্রভু তোমাদের জন্যে সেই অভিশাপ আশীর্বাদে বদলে দিলেন। কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমায় ভালবাসেন। 6তোমরা কখনই অম্মোনীয় ও মোয়াবীয় লোকেদের সাথে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবে না। তোমরা যত দিন বেঁচে থাকবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কোর না।

ইস্রায়েলীয়রা যাদের গ্রহণ করবে

7‘‘তোমরা অবশ্যই কোন ইদোমীয়কে ঘৃণা করবে না, কারণ সে তোমার আত্মীয়। তোমরা অবশ্যই কোন মিশরীয়কে ঘৃণা করবে না, কারণ তোমরা তাদের দেশে বিদেশী ও প্রবাসী ছিলে। 8ইদোমীয়দের তৃতীয় পুরুষের বংশধরেরা এবং মিশরীয়রা ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে প্রভুর উপাসনায় যোগ দিতে পারে।

সেনা শিবির শুচি রাখার বিধি

9‘‘যখন তোমাদের সৈন্যরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে যায়, তখন সেইসব বিষয় থেকে দূরে থেকো যা তোমাদের অশুচি করে। 10যদি রাতের স্বপ্নে রেতপাতের ফলে কেউ অশুচি হয়, তবে সে শিবিরের বাইরে যাবে। সে শিবির থেকে দূরে থাকবে। 11পরে বিকেল হলে সেই ব্যক্তি জলে স্নান করবে এবং সূর্য অস্ত গেলে সে আবার শিবিরে ফিরে আসতে পারে।

12‘‘পায়খানা করার জন্য শিবিরের বাইরে একটা জায়গা ঠিক করে রাখবে। 13তোমাদের অস্ত্রের সাথে একটা লাঠিও রেখ; যার সাহায্যে গর্ত করে পায়খানা করার পর চাপা দেবে। 14কেন? কারণ প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাদের পরিত্রাণ করতে এবং তোমাদের শত্রুদের পরাজিত করার জন্যে তোমাদের শিবিরের মধ্যে গমনাগমন করেন। সুতরাং শিবিরকে অবশ্যই পবিত্র রাখবে। তাহলে প্রভু বিরক্তিকর কিছু দেখে তোমাদের ছেড়ে যাবেন না।

অন্যান্য বিধিসকল

15“যদি কোন ক্রীতদাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে তোমার কাছে আসে, তবে তুমি সেই ক্রীতদাসকে তার মনিবের কাছে ফেরত পাঠাবে না। 16এই ক্রীতদাস তোমার সাথে তার পছন্দমত যে কোন শহরে বাস করতে পারে। তুমি তাকে কষ্ট দিও না।

17“কোন ইস্রায়েলীয় পুরুষ বা নারী কখনও যেন মন্দিরের বেশ্যা না হয়। 18কোন পুরুষ বা নারী বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত অর্থ যেন তোমার প্রভু ঈশ্বরের বিশেষ গৃহে না আনে। সেই অর্থ দিয়ে কেউ যেন ঈশ্বরের কাছে করা মানত পূর্ণ না করে। কারণ যারা নিজের দেহকে যৌন পাপের জন্য বিক্রি করে দেয় প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন।’’

19‘‘তুমি যখন কোন ইস্রায়েলীয়কে কিছু ধার দাও, তখন সুদ ধার্য্য কোরো না। টাকা, খাবার বা অন্য যা কিছুই সুদ আদায়ে সক্ষম তার উপরে তোমরা সুদ ধার্য্য করবে না। 20তোমরা কোন বিদেশীর কাছে সুদ নিতে পার, কিন্তু তোমরা কোন ইস্রায়েলীয়র কাছ থেকে সুদ নিও না। তোমরা এই বিধিগুলো মেনে চললে তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমরা যে দেশে বাস করতে যাচ্ছ সেখানে তোমরা যা কিছু করবে তাতেই আশীর্বাদ করবেন।

21“তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের কাছে কিছু মানত করলে তা দিতে দেরী কোর না কারণ তোমার প্রভু ঈশ্বর তা তোমার কাছ থেকে দাবী করবেন। তুমি যা দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা না দিলে তোমার পাপ হবে। 22কিন্তু যদি মানত না কর তাহলে তোমার পাপ হবে না। 23তুমি যে প্রতিজ্ঞাগুলি করেছিলে সেগুলি অবশ্যই রাখবে। তুমি যদি ঈশ্বরের কাছে কোন বিশেষ প্রতিজ্ঞা করে থাক তাহলে তোমার অবশ্যই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিৎ। কারণ তুমিই সেই প্রতিজ্ঞাগুলি করেছিলে। প্রভু তোমাকে এটা করতে বাধ্য করেন নি।

24‘‘তুমি কারও দ্রাক্ষা ক্ষেতে গেলে তোমার যত ইচ্ছা দ্রাক্ষা খেতে পার, কিন্তু তোমার ঝুড়িতে একটাও সংগ্রহ কোর না। 25যখন তুমি কোন লোকের ক্ষেতে যাও, তখন হাতে ছিঁড়ে যত শীষ খেতে পার খেও, কিন্তু কাস্তে ব্যবহার করে সেই শীষ কেটে নিয়ে যেতে পার না।

24 “বিয়ে করার পর যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু লজ্জাকর জিনিষ দেখে যার জন্য সে তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে ত্যাগ পত্র লিখে তাকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেবে। 2সেই ঘর ত্যাগ করার পর সেই স্ত্রী গিয়ে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী হতে পারে। 3-4কিন্তু এমন হতে পারে যে সেই নতুন স্বামীও তাকে পছন্দ করল না এবং বাড়ী থেকে বিদায় করল। তারপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহবিচ্ছেদ দেয়, অথবা যদি সে মারা যায় তবে প্রথম স্বামী আর তাকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। সে তার কাছে অশুচি, তাই সে যদি আবার বিয়ে করে তবে সে প্রভু যা ঘৃণা করেন তাই করবে। প্রভু তোমার

ঈশ্বর অধিকারের জন্যে যে দেশ দিচ্ছেন সেখানে তুমি অবশ্যই এভাবে পাপ করবে না।

5"সবে বিয়ে হয়েছে এমন লোকের সৈন্যবাহিনীতে অথবা অন্য এরকম কোন বিশেষ কাজে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। এক বছরের জন্য সে স্বাধীনভাবে বাড়ীতে থেকে তার স্ত্রীকে খুশী করতে পারে।

6"যখন তোমরা কাউকে ধার দাও, তখন বন্ধক হিসাবে যাঁতার কোনো অংশ নিও না। কারণ তা করলে তা তার খাবার কেড়ে নেওয়ার সমান হয়।

7"ইস্রায়েলীয় কোন লোক যদি অপর কোন একজন ইস্রায়েলীয়কে চুরি করে তাকে দাস হিসাবে বিক্রী করে, তবে সেই চোরকে যেন হত্যা করা হয়। এইভাবে তোমরা তোমাদের মধ্যে থেকে দুষ্টাচার দূর করবে।

8"তোমার খারাপ ধরণের কোন চর্মরোগ হলে লেবীয় যাজকরা যা করতে বলে যত্ন সহকারে তার সব কথা পালন কোর। আমি সেই যাজকদের যা আজ্ঞা করেছি তা যত্নের সাথে পালন কোর। 9মনে রেখো মিশর থেকে বের হয়ে আসার সময় প্রভু তোমার ঈশ্বর মরিয়মের প্রতি কি করেছিলেন।

10"কোন লোককে কিছু ধার দেওয়ার সময় বন্ধক নেওয়ার জন্য তার বাড়ীতে ঢুকবে না। 11সে বন্ধক নিয়ে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময় তুমি তার বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। 12যদি সেই লোকটি গরীব হয় তবে সে হয়তো বন্ধক হিসাবে তার গরম কাপড় দিতে পারে। এই ধরণের বন্ধক সূর্যাস্তের পর তোমার কাছে রাখবে না। 13তার এই বন্ধক রোজ বিকেলে তার কাছে ফিরিয়ে দিও। তাহলে সে শোবার জন্য কাপড় পাবে। সে তোমাকে আর্শীবাদ করবে, আর প্রভু তোমার ঈশ্বর এই কাজকে ধার্মিকতার কাজ হিসাবে গণ্য করবেন।

14"দরিদ্র এবং অভাবী শ্রমিককে তোমরা মজুরীর ব্যাপারে ঠকাবে না। সে তোমাদের কোন নগরে বাসকারী ইস্রায়েলীয় হোক বা বিদেশী হোক তাতে কিছু এসে যায় না। 15প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে তাকে তার বেতন মিটিয়ে দাও, কারণ সে গরীব এবং ঐ অর্থের উপরেই সে নির্ভর করে। যদি তুমি তার বেতন মিটিয়ে না দাও, সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে অনুযোগ করবে এবং তুমি সেই পাপে দোষী হবে।

16"সন্তান দোষ করলে পিতামাতার বা পিতামাতা দোষ করলে তার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না। কোন ব্যক্তিকে কেবল তার নিজের করা অন্যায়ের জন্যেই প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে।

17"পরদেশী এবং অনাথদের বিচারে অন্যায় কোর না। আর বন্ধক হিসাবে কখনও কোন বিধবার কাপড় নিও না। 18মনে রেখো তোমরা মিশরে গরীব ও দাস ছিলে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনলেন। সেই জন্যই গরীবদের প্রতি আমি তোমাদের এই কাজ করতে বলি।

19"ক্ষেতে শস্য কাটার সময় তুমি যদি ভুলে গিয়ে কিছু শস্য মাঠে ফেলে এসে থাকো, তাহলে সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য আবার ফিরে যেও না, সেটা বিদেশী, অনাথ বা বিধবাদের জন্য থাকবে। তুমি তাদের জন্য কিছু শস্য রাখলে তোমরা যা কিছু কর প্রভু ঈশ্বর তাতেই তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। 20তুমি যখন জলপাই গাছের ফল পাড়ার জন্য ঝাড় তখন আবার প্রতিটা শাখা খুঁজে খুঁজে দেখো না। যে জলপাই ফেলে রাখলে তা বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবাদের জন্য রইল। 21তুমি যখন দ্রাক্ষা ক্ষেতের দ্রাক্ষা সংগ্রহ কর তখন পড়ে থাকা দ্রাক্ষা আবার কুড়াবার জন্য যেও না। সেই দ্রাক্ষাগুলো বিদেশী, পিতৃহীন এবং বিধবাদের জন্য রাখ। 22মনে রেখো তুমি মিশরে গরীব দাস ছিলে। সেইজন্য গরীবদের জন্য আমি তোমাকে এই কাজগুলো করতে বলি।

25 "দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হলে তারা যেন আদালতে যায়। বিচারকর্তাদের কাজ হল ঠিক করা কে দোষী আর কে নির্দোষ। 2যদি বিচারকর্তা ঠিক করেন যে কোন ব্যক্তিকে বেত মারা হবে, তবে তিনি যেন তাকে মাটির দিকে মুখ করে শোয়ান। বিচারকর্তার সামনে যেন দোষী ব্যক্তিকে বেত মারা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যেন আঘাত করার সংখ্যা ঠিক করা হয়। 3যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে 40 বারের বেশী প্রহার করে থাক তার অর্থ দোষী ব্যক্তিটির জীবন তোমার কাছে মূল্যবান নয়। 4শস্য মাড়ার জন্য পশু ব্যবহার করলে পশুটিকে শস্য না খেতে দেওয়ার জন্য তার মুখ বেঁধে দেওয়া উচিৎ নয়।

5"দুই ভাই একসাথে বাসকালীন যদি তাদের একজন কোন পুত্রের জন্ম না দিয়ে মারা যায় তবে সেই মৃত ভাইয়ের স্ত্রী যেন পরিবারের বাইরে কোন বিদেশীকে বিয়ে না করে। সেক্ষেত্রে তার স্বামীর ভাই-ই তাকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে। সেই দেবর তার প্রতি দেবরের কর্তব্য করবে। 6আর প্রথম পুত্রের জন্ম হলে সেই পুত্র সেই মৃত ভাইয়ের জায়গা নেবে। তাহলে সেই মৃত ভাইয়ের নাম ইস্রায়েল থেকে লোপ পাবে না। 7যদি সেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে সেই স্ত্রী যেন অবশ্যই নগরের সভাস্থলে প্রাচীনদের কাছে যায় এবং তাদের এই কথা বলে, 'আমার স্বামীর ভাই ইস্রায়েলে তার দাদার নাম জীবিত রাখতে অস্বীকার করছে। সে আমার প্রতি দেবরের কর্তব্য পালন করবে না।' 8তখন সেই নগরের প্রাচীনেরা সেই ব্যক্তিকে ডেকে তার সাথে কথা বলবে। যদি সেই ব্যক্তি একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে বলে, 'আমি তাকে গ্রহণ করতে চাই না।' 9তবে সেই স্ত্রী প্রাচীনদের উপস্থিতিতে তার সামনে আসবে। সেই স্ত্রী সেই ভাইয়ের পায়ের জুতো চটি খুলে নিয়ে তার মুখে থুতু দেবে এবং বলবে, 'যে কেউ তার ভাইয়ের বংশ রক্ষা না করে, তার প্রতি এইরকম করা হবে।' 10তখন ইস্রায়েলে সেই ভাইয়ের পরিবার 'মুক্ত পাদুকের কুল' বলে পরিচিত হবে।'

11"দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হলে কোন এক ব্যক্তির স্ত্রী তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে, কিন্তু

সে যেন কখনই অন্য ব্যক্তির যৌনাঙ্গ না ধরে। **12**সেই
কাজ করলে তার হাত কেটে ফেলবে, তার জন্য দুঃখ
পেয়ো না।

13“লোককে ঠকাবার জন্য দুই ধরণের বাটখারা অর্থাৎ
খুব ভারী ও খুব হালকা বাটখারা ব্যবহার কোর না।
14তোমার বাড়ীতে খুব বড় বা খুব ছোট পরিমাণ পাত্র
রেখো না। **15**তুমি অবশ্যই সঠিক মাপের ওজন বাটখারা
ও পরিমাণ পাত্র ব্যবহার করবে। তাহলে তোমার প্রভু
ঈশ্বর তোমায় যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে তুমি দীর্ঘজীবি
হবে। **16**কারণ যারা এই ধরণের কাজ করে তারা অন্যায়
করে এবং তোমার প্রভু ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়।

অমালেকীয়দের ধ্বংস করা অবশ্য কর্তব্য

17“মনে করে দেখো তোমরা মিশর দেশ থেকে
বের হয়ে আসার পর পথে অমালেকীয়রা তোমাদের
প্রতি কি করেছিল। **18**তুমি যখন ক্লান্ত ও দুর্বল সেই
সময় তারা তোমাকে আক্রমণ করল। তোমাদের মধ্যে
যারা পিছিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল তাদের সকলকে
তারা হত্যা করেছিল। অমালেকীয়রা ঈশ্বরকে সম্মান
করে নি। **19**সেইজন্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমায়
যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশের চারদিকের সমস্ত শত্রু
হতে তিনি তোমাদের বিশ্রাম দিলে পর তোমরা পৃথিবী
থেকে অমালেকীয়দের স্মৃতি লোপ করবে। একাজ
করতে ভুলো না।

প্রথম ফসল

26 “প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে দেশ দিচ্ছেন সেই
দেশে তোমরা শীঘ্রই প্রবেশ করবে। সেই দেশ
অধিগ্রহণ করার পর তোমরা সেখানে বাস করবে। **2**প্রভুর
দেওয়া সেই দেশে শস্য সংগ্রহ করার সময় তোমরা
অবশ্যই প্রথম ফসল সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখবে। তারপর
ফসলের সেই প্রথম অংশ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর নিজের
জন্য যে গৃহ মনোনীত করেন সেইখানে আনবে। **3**সেই
সময় যে যাজক সেখানে পরিচর্যায় রয়েছেন তার কাছে
গিয়ে বলবে, ‘প্রভু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে একটি
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে তিনি আমাদের এই দেশ দিতে
চলেছেন। আজ আমি প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কাছে
এই বলার জন্য এসেছি যে আমি সেই দেশে এসেছি!’

4“তখন যাজক তোমার হাত থেকে সেই ঝুড়ি নিয়ে
তা প্রভু তোমার ঈশ্বরের বেদীর সামনে রাখবেন। **5**তখন
সেখানে তোমার প্রভু ও ঈশ্বরের সামনে তুমি বলবে:
‘আমার পিতৃপুরুষ একজন অরামীয় পর্যটক ছিলেন।
তিনি মিশরে নেমে গিয়ে সেখানে থাকলেন। সেখানে
যাবার সময় তার পরিবারে অল্প লোক ছিল। কিন্তু
মিশরে তিনি এক মহান জাতি হয়ে উঠলেন— বহু
লোকের এক শক্তিশালী জাতি। **6**মিশরীয়রা আমাদের
সাথে খারাপ ব্যবহার করল। তারা আমাদের দাস বানাল।
তারা আমাদের আঘাত করে কঠিন পরিশ্রম করতে
বাধ্য করল। **7**তখন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু
ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম এবং তাদের বিষয়ে
অভিযোগ করলাম। প্রভু আমাদের কথা শুনলেন,
আমাদের সমস্যা, কঠিন পরিশ্রম ও কষ্টের প্রতি তার
নজর পড়ল। **8**তখন প্রভু তাঁর মহান ক্ষমতা ও শক্তি
এবং নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষন দ্বারা আমাদের মিশর
থেকে বের করে নিয়ে এলেন। তিনি বিস্ময়কর কাজ
দেখালেন। **9**এইভাবে তিনি আমাদের এই স্থানে বের
করে আনলেন এবং উত্তম বিষয়ে পরিপূর্ণ এমন এই
দেশ দিলেন। **10**এখন হে প্রভু তুমি যে দেশ দিয়েছ তার
প্রথম ফসল আমি তোমার কাছে এনেছি।’

“তারপর তুমি অবশ্যই প্রভু তোমার ঈশ্বরের সামনে
সেই ফসল নামিয়ে রেখে নত হয়ে তাঁর উপাসনা করবে।
11তারপর তুমি একসঙ্গে সেইসব উত্তম জিনিষ নিয়ে
খাওয়াদাওয়া ও আনন্দ করবে যা প্রভু তোমার ঈশ্বর
তোমায় ও তোমার পরিবারকে দিয়েছেন। তুমি অবশ্যই
সেইসব জিনিষ লেবীয়দের সঙ্গে এবং তোমাদের মধ্যে
বাসকারী বিদেশীদের সঙ্গে ভাগ করে নেবে।

12“প্রত্যেক তৃতীয় বছরে তুমি তোমার উৎপন্ন দ্রব্যের
এক দশমাংশ ওজন করবে, তারপর সেই দশমাংশ
লেবীয়দের, তোমার দেশে বাসকারী বিদেশীদের এবং
বিধবা ও পিতৃহীনদের দেবে। তাহলে প্রত্যেক শহরে
ঐ সব লোকেদের যথেষ্ট খাবার থাকবে। সেই তৃতীয়
বছরকে বলা হবে দশমাংশ দানের বছর। **13**তুমি অবশ্যই
প্রভু তোমার ঈশ্বরকে বলবে, ‘আমি আমার বাড়ী থেকে
উৎপন্ন দ্রব্যের পবিত্র অংশ নিয়ে এসে তা লেবীয়দের,
বিদেশীদের, পিতৃহীন ও বিধবাদের দিয়েছি। আমি
তোমার আজ্ঞার কোনটি পালন করতে অস্বীকার করি
নি। আমি সে সব ভুলেও যাই নি। **14**শোকের সময়
আমি সেই খাদ্য ভোজন করি নি। সেই খাদ্য সংগ্রহ
করার সময় আমি অশুচি ছিলাম না। আমি এই খাবার
মৃত লোকেদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিনি। হে প্রভু আমার
ঈশ্বর, আমি তোমার বাক্য পালন করেছি এবং তোমার
সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি। **15**তোমার পবিত্র আবাস
স্বর্গ থেকে দেখ, তোমার প্রজা ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ
কর এবং তোমার দেওয়া এই দেশকে আশীর্বাদ কর—
ঠিক যেমন দেশ আমাদের দেবে বলে তুমি আমাদের
পুর্বপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে অর্থাৎ অনেক
উত্তম বিষয়ে পরিপূর্ণ এক দেশ।’

প্রভুর আজ্ঞা পালন কর

16“আজ এইসমস্ত বিধি ও নিয়ম পালন করার
জন্য প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের আদেশ করছেন।
তোমাদের সমস্ত মন ও প্রাণ দিয়ে সে সকল পালন
করার ব্যাপারে যত্ন নিও। **17**আজ তোমরা প্রভুকে
তোমাদের ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছ এবং তাঁর
ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করার প্রতিজ্ঞা করেছ। তোমরা
তাঁর শাসন মেনে চলার ও তাঁর বিধি, আজ্ঞা পালন
করার প্রতিজ্ঞা করেছ। তিনি তোমাদের যা বলেন সেই
অনুসারে কাজ করার কথাও বলেছ। **18**আর আজ প্রভু
ও এই অঙ্গীকার করছেন। তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন
সেই মত তোমরা হবে তাঁর নিজস্ব প্রজা। তিনি আরও

বলেছেন যে তাঁর সকল আজ্ঞাগুলির প্রতি তোমরা অবশ্যই বাধ্য থাকবে। 19এবং প্রভু তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জাতির মধ্যে প্রশংসা, যশ ও সম্মানের দিক থেকে তোমাকে শ্রেষ্ঠ করবেন। আর প্রভু যেরকম বলেছেন সেইভাবেই তুমি তাঁর পবিত্র প্রজা হবে।'

লোকেদের জন্য পাথরের স্মৃতিফলক

27 মোশি এবং ইস্রায়েলের প্রবীণেরা লোকেদের এই আজ্ঞা করে বললেন, ''আজ আমি তোমাদের যে আজ্ঞা দিই তার সব পালন করবে। 2প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, যে দিন যর্দ্দন নদী পার হয়ে তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করবে সেদিন অবশ্যই তোমরা বড় পাথরের চাঁই স্থাপন করে তাতে প্রলেপ দেবে। 3তারপর এই পাথরগুলির উপর এই সমস্ত আজ্ঞা অবশ্যই লিখবে। যর্দ্দন নদী পার হলে তোমরা অবশ্যই এই কাজ করবে। তারপর প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেই দেশে প্রবেশ করবে। সেই দেশ অনেক উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ। প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বর এই দেশ দেবেন বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

4"এবল পর্বতে দাঁড়িয়ে আজ আমি পাথর স্থাপনের বিষয়ে তোমাদের যে আদেশ দিচ্ছি, যর্দ্দন নদী পার হলে তোমরা অবশ্যই তা পালন কোর। সেই সব পাথরে তোমরা অবশ্যই চুন লেপবে। 5আর সেখানে তোমরা পাথর দিয়ে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের জন্য এক বেদী নির্মাণ করবে। সেই পাথরগুলি কাটতে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার কোর না। 6প্রভু তোমার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বেদী নির্মাণ করার সময় কেটে সাইজ করা পাথর ব্যবহার কোর না। সেই বেদীর উপরে প্রভু তোমার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোমবলি উৎসর্গ করবে। 7এবং সেইখানে তোমরা অবশ্যই বলি হিসেবে মঙ্গল নৈবেদ্য দান করবে এবং সেইখানেই তা খাবে। সেখানে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সামনে তুমি আনন্দ কোর।

8''তোমরা যে পাথর স্থাপন করেছ তাতে অবশ্যই এই সমস্ত শিক্ষা লিখবে। সেগুলো স্পষ্টভাবে লিখো যাতে সহজে পড়া যায়।"

বিধি ব্যবস্থার অভিশাপে লোকেদের সম্মতি

9মোশি এবং যাজকরা ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে কথা বললেন, ''হে ইস্রায়েল, শান্ত হয়ে শোন। আজ তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের প্রজা হলে। 10সুতরাং প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যা যা বলেন তার সমস্তই পালন কোর। আমি আজ তাঁর যে সব আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করছি তা অবশ্যই পালন কোর।"

11সেই একই দিনে মোশি লোকেদের বললেন, 12''তোমরা যর্দ্দন নদী পার হলে পরে শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর, যোষেফ ও বিন্যামীন এই পরিবারগোষ্ঠীগুলির লোকেদের বিধিপুস্তক থেকে আশীর্বাদ পড়ার জন্য গরিষীম পাহাড়ে দাঁড়াবে। 13আর রূবেণ, গাদ, আশের, সবূলূন, দান ও নপ্তালি এই পরিবারগোষ্ঠীগুলি বিধিপুস্তক থেকে শাপ পড়ার জন্য এবল পর্বতে দাঁড়াবে।

14"আর লেবীয়রা সমস্ত ইস্রায়েলীয়কে জোরে চিৎকার করে বলবে: 15'যে কেউ মূর্ত্তি তৈরী করে এবং সেগুলি গোপন জায়গায় রাখে, সেই অভিশপ্ত হয়। ঐ মূর্ত্তিগুলি শিল্পীর দ্বারা খোদিত বা ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রভু এগুলিকে ঘৃণা করেন।'

''তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

16"লেবীয়রা বলবে, 'পিতামাতাকে যে কেউ অসম্মান করে সে শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

17"লেবীয়রা বলবে, 'যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জমির চিহ্ন স্থানান্তর করে সে শাপগ্রস্ত!'

''তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

18''লেবীয়রা বলবে, 'যে ব্যক্তি কোন অন্ধকে ভুল পথে চালায় সে শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

19"লেবীয়রা বলবে, 'যে ব্যক্তি বিদেশীর, অনাথ অথবা বিধবার সুবিচার করে না সে শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

20''লেবীয়রা বলবে, 'পিতার স্ত্রীর অর্থাৎ সৎ মায়ের সাথে যৌন সম্পর্ক করে এমন যে কোন ব্যক্তি শাপগ্রস্ত।' কারণ এইভাবে সে তার পিতাকে অসম্মান করেছে!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

21"লেবীয়রা বলবে, 'যে কোন ধরণের পশুর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত ব্যক্তি শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

22''লেবীয়রা বলবে, 'যে ব্যক্তি তার বোনের সাথে অর্থাৎ তার পিতা অথবা মাতার কন্যার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় সে শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

23"লেবীয়রা বলবে, 'শাশুড়ীর সাথে যৌন সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোন ব্যক্তি শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

24''লেবীয়রা বলবে, 'গোপনে প্রতিবেশীকে হত্যা করে এমন ব্যক্তি শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

25''লেবীয়রা বলবে, 'নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য টাকা নেয়, এমন যে কোন ব্যক্তি শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

26''লেবীয়রা বলবে, 'কোন ব্যক্তি যে এই ব্যবস্থার কথা সমর্থন না করে এবং তা পালন করতে সম্মত না হয়, সে শাপগ্রস্ত!'

"তখন সমস্ত লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!''

বিধি পালনের আশীর্বাদ

28 ''আমি আজ তোমাদের যে সকল আদেশ করছি, তোমরা যদি প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সেইসব আজ্ঞা যত্নের সাথে পালন কর তবে প্রভু তোমার ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে তোমাদের উন্নত করবেন।

2যদি তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের বাধ্য হও তবে
এইসব আশীর্বাদ তোমাদের উপরে আসবে:
3“প্রভু তোমাদের নগরে এবং তোমাদের ক্ষেতে
আশীর্বাদ করবেন।
4প্রভু তোমাদের গর্ভের ফল আশীর্বাদযুক্ত করবেন।
তিনি তোমাদের জমিকে আশীর্বাদ করবেন যাতে ভালো
ফসল হয়। তিনি তোমাদের পশুদের আশীর্বাদ করবেন
যাতে তাদের বহু শাবক জন্মায়। তিনি তোমাদের গরু
ও মেষেদের আশীর্বাদ করবেন।
5প্রভু তোমাদের ঝুড়িগুলি ও পাত্রগুলিকে আশীর্বাদ
করবেন এবং তা খাবারে ভরে দেবেন।
6তোমরা যা কিছু কর তাতেই সর্বসময়ে প্রভু
তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।

7“তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে এমন
শত্রুকে পরাস্ত করতে প্রভু তোমাদের সাহায্য করবেন।
তোমাদের শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক পথ দিয়ে
আসবে কিন্তু পালাবার সময় সাত পথ দিয়ে পালাবে!
8“প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করবেন ও তোমাদের
গোলাঘর পূর্ণ করবেন। তুমি যা কিছু কর তাতে তিনি
আশীর্বাদ করবেন। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যে
দেশ দিচ্ছেন, সেখানে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।
9তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই অনুসারেই তিনি
তোমাদের তাঁর নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তি করে তুলবেন।
তুমি যদি প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন
কর তাহলেই তিনি তা করবেন। 10তাহলে পৃথিবীর
সমস্ত জাতি জানবে যে তোমরা প্রভুর নামে অভিহিত
এবং তারা তোমাদের ভয় করবে।
11“আর প্রভু তোমাদের অনেক উত্তম বিষয় দেবেন।
তিনি তোমাদের বহুসন্তানের পিতা করবেন এবং
তোমাদের পশুরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে অনেক হবে। যে
দেশ তোমাদের দেবেন বলে তোমাদের পূর্বপুরুষের
কাছে প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে তোমাদের
ভাল ফসল দেবেন। 12প্রভু তাঁর মহান আশীর্বাদের
ভাণ্ডার খুলে দেবেন। তিনি তোমাদের জমির জন্য
উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি দেবেন। প্রভু তোমাদের সমস্ত
কাজে আশীর্বাদ করবেন। অনেক জাতিকে তোমরা
ধার দেবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে তোমাদের ধার
করার প্রয়োজন হবে না। 13প্রভু তোমাদের মস্তক স্বরূপ
করবেন, পুচ্ছ স্বরূপ করবেন না। তোমরা অবনত না
হয়ে উন্নত হবে। এই সমস্তই ঘটবে যদি প্রভু তোমাদের
ঈশ্বরের যে সব আদেশ আমি আজ বলছি তা তোমরা
শোন এবং যত্ন সহকারে এইসব আদেশ পালন করো।
14আজ আমি তোমাদের যে সব আজ্ঞা দিচ্ছি তার
থেকে দূরে সরে যেও না। তোমরা তার ডান দিকে বা
বাম দিকে ফিরে যেও না। সেবা করার জন্য অন্য
দেবতার অনুগামী হোয়ো না।

বিধির অবাধ্যতা ও অভিশাপ

15“কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কথা যদি না শোন—
তিনি যা আদেশ করছেন, আমার আজকের বলা সেইসব
আদেশ যত্ন সহকারে পালন না কর তবে এই সমস্ত
অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তাবে:

16“প্রভু তোমাদের নগরে এবং ক্ষেতে শাপ দেবেন।
17প্রভু তোমাদের ঝুড়ি ও পাত্র শাপগ্রস্ত করবেন।
এবং তাদের মধ্যে কোন খাদ্য থাকবে না।
18প্রভু তোমাদের সন্তানসন্ততিদের, তোমাদের
জমিকে, তোমাদের পশুদের এবং তোমাদের গাভীন
গাই ও মেষদের শাপ দেবেন।
19তোমরা যা কিছু কর না কেন সব সময় প্রভু
তাতে শাপ দেবেন।

20“তোমরা যা কিছু করবে তাতেই অভিশাপ, হতাশা
এবং কষ্ট আসবে। তোমরা দ্রুত সম্পূর্ণরূপে বিনাশ না
হওয়া পর্যন্ত তিনি এসব করেই চলবেন। তিনি এসব
করবেন কারণ তোমরা যা মন্দ তাই কর এবং তাঁকে
পরিত্যাগ করেছ। 21যে দেশ অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছ
সেখানে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রভু তোমাদের ভয়ানক
সব রোগে রোগগ্রস্ত করবেন। 22প্রভু রোগ, জ্বর এবং
ফোলা দ্বারা তোমাদের শাস্তি দেবেন। প্রভু প্রচণ্ড উত্তাপ
পাঠাবেন এবং কোন বৃষ্টি পড়বে না। উত্তাপে এবং
রোগে তোমাদের ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা ধ্বংস
না হওয়া পর্যন্ত এই খারাপ বিষয়গুলি ঘটতেই থাকবে!
23আকাশে কোন মেঘ দেখা যাবে না— আকাশ ঘসা
পিতলের মত এবং পায়ের নীচের জমি লোহার মত
শক্ত হবে। 24প্রভু বৃষ্টির পরিবর্তে আকাশ থেকে কেবল
ধূলো বালি বর্ষণ করবেন। যে পর্যন্ত তোমাদের বিনাশ
না হয় তিনি তা বর্ষণ করবেন। 25“প্রভু তোমাদের
শত্রুদের দিয়ে তোমাদের হারাবেন। তোমরা এক পথ
দিয়ে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে
কিন্তু সাত পথ দিয়ে তাদের সামনে থেকে পালাবে।
তোমাদের প্রতি যে সব খারাপ বিষয় ঘটবে তা দেখে
পৃথিবীর লোকে ভয় পাবে। 26তোমাদের মৃতদেহ বন্য
পশুপাখীর খাদ্য হবে। মৃত দেহের উপর থেকে তাদের
তাড়িয়ে দেবারও কেউ থাকবে না।
27“প্রভু মিশরীয়দের কাছে যেমন ফোড়া
পাঠিয়েছিলেন সেইরকমটি দিয়েই তোমাদের শাস্তি
দেবেন। তিনি আব, গলিত ঘা এবং সারে না এমন
চুলকানি দিয়ে তোমায় শাস্তি দেবেন। 28প্রভু উন্মাদনা
দ্বারা তোমাকে শাস্তি দেবেন। তিনি তোমাকে অন্ধ এবং
হতবুদ্ধি করবেন। 29দিনের আলোয় হাতড়ে হাতড়ে
অন্ধ লোকের মত তোমায় পথ চলতে হবে। তোমরা যা
কিছু কর তাতে অসফল হবে। বার বার লোকে তোমাদের
আঘাত করবে এবং তোমাদের জিনিস চুরি করে নেবে।
আর তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না।
30“তোমাদের সাথে কোন স্ত্রীলোক বাগ্‌দত্তা হবে
কিন্তু অপর কেউ তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হবে।
তোমরা বাড়ী বানাবে কিন্তু তাতে বাস করতে পারবে
না। তোমরা ক্ষেতে দ্রাক্ষা লাগাবে কিন্তু তার থেকে

কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। 31লোকে তোমাদের সামনেই তোমাদের গরুগুলো মেরে ফেলবে কিন্তু সেই মাংসের কোন অংশই তুমি খেতে পাবে না। লোকে তোমাদের গাধাদের নিয়ে যাবে কিন্তু ফেরত দেবে না। তোমাদের মেষ তোমাদের শত্রুদের দেওয়া হবে। তোমাকে রক্ষা করার জন্য কেউ থাকবে না।

32"অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ছেলে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে। দিনের পর দিন তাদের অপেক্ষায় চেয়ে চেয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে কিন্তু কিছুই করতে পারবে না এবং ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করবেন না।

33"যে জাতিকে তোমরা চেনো না তারা তোমাদের সব শস্য এবং তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল খেয়ে ফেলবে। তোমরা কেবল সমস্ত জীবন ধরে পীড়ন ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। 34তোমাদের চোখ যা দেখবে তা তোমাদের উন্মত্ত করবে! 35প্রভু তোমাদের এমন কষ্টকর ফোঁড়া দ্বারা শাস্তি দেবেন যা সারে না। তোমাদের হাঁটু এবং পায়ে এই সব ফোঁড়া হবে। পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত দেহের সব জায়গাতেই এই ফোঁড়া বের হবে।

36"প্রভু তোমাদের এবং তোমাদের রাজাকে এমন জাতির কাছে পাঠাবেন যাদের তুমি জান না। তুমি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও কখনও তাদের দেখেনি। সেখানে তোমরা কাঠ ও পাথরের তৈরী মূর্ত্তির সেবা করবে। 37প্রভু তোমাদের যে দেশগুলিতে পাঠাবেন, সেখানকার লোকে তোমাদের দুর্দশা দেখে অবাক হবে। তারা তোমাদের দেখে হাসবে এবং তোমাদের সম্বন্ধে মন্দ কথা বলবে।

ব্যর্থতার অভিশাপ

38"তোমাদের ক্ষেতে তুমি বহু বীজ বুনবে কিন্তু অল্পই ফসল সংগ্রহ করবে, কারণ পঙ্গপাল ফসল খেয়ে ফেলবে। 39তোমরা দ্রাক্ষা ক্ষেতে কষ্ট করে দ্রাক্ষা চাষ করবে কিন্তু দ্রাক্ষা সংগ্রহ বা দ্রাক্ষারস পান করতে পাবে না, কারণ পোকায় তা খেয়ে ফেলবে। 40তোমাদের দেশের সর্বত্র জলপাইয়ের গাছ থাকবে কিন্তু তার থেকে উৎপন্ন কোন তেল তুমি ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ জলপাই ফল মাটিতে ঝরে পড়ে পচে যাবে। 41তোমাদের ছেলেমেয়ে থাকলেও তাদের লালন পালন করতে পারবে না, কারণ তাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। 42পঙ্গপালে তোমাদের সমস্ত গাছ ও ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করে দেবে। 43তোমাদের মধ্যে বাসকারী বিদেশীরা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর তোমাদের যা শক্তি ছিল তা তোমরা হারাবে। 44বিদেশীরা তোমাদের ধার দেবে, কিন্তু তাদের ধার দেবার মত টাকা তোমাদের কাছে থাকবে না। মাথা যেমন দেহকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, সেইরকমভাবেই তারা মাথা হয়ে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে আর তুমি হবে লেজ বিশেষ।

45"এই সমস্ত শাপ তোমাদের উপর আসবে। তারা তোমাদের ধাওয়া করে ধরবে যে পর্যন্ত না তুমি ধ্বংস হও, কারণ তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কথা শোন নি। তিনি তোমাদের যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি দিয়েছিলেন তা পালন করো নি। 46এই শাপগুলি হবে লোকেদের কাছে একটি চিহ্ন এবং তারা বুঝবে যে ঈশ্বর তোমাদের এবং তোমাদের উত্তরপুরুষদের বিচার করেছেন। তোমাদের প্রতি যে ভয়ঙ্কর বিষয়গুলি ঘটবে তা দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

47"প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু তোমরা আনন্দের সাথে প্রফুল্ল মনে তাঁর সেবা করো নি। 48তাই প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে শত্রুদের পাঠাবেন তোমরা তাদেরই সেবা করবে। তোমরা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, উলঙ্গ এবং দরিদ্র হবে। প্রভু তোমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন যা সরিয়ে ফেলা যাবে না। তোমাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তুমি সেই বোঝা বইবে।

শত্রু জাতির অভিশাপ

49"তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রভু বহু দূর থেকে এক জাতির আগমন ঘটাবেন। তোমরা তাদের ভাষা বুঝবে না। ঈগল পাখী যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে তেমনি দ্রুত তারা আসবে। 50সেইসব লোক নিষ্ঠুর হবে। তারা বৃদ্ধদের বিষয়ে কোন চিন্তা করবে না এবং শিশুদের প্রতিও দয়া করবে না। 51তারা তোমাদের পশু ও উৎপন্ন খাদ্য নিয়ে নেবে। তোমাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা তোমাদের সর্বস্ব নিয়ে যাবে। তারা তোমাদের শস্য, দ্রাক্ষারস, তেল, গরু, মেষ ও ছাগলের কিছুই ছেড়ে যাবে না। তোমাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা তোমাদের সর্বস্ব নিয়ে যাবে।

52"সেই জাতি তোমাদের নগরের চারিদিক ঘিরে তোমাদের আক্রমণ করবে। তোমরা কি মনে করছ নগরের চারিধারের শক্ত উঁচু প্রাচীর তোমাদের রক্ষা করবে? কিন্তু তারা ভেঙ্গে পড়বে। প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের দেওয়া সেই দেশের সর্বত্র সমস্ত নগরগুলি শত্রুরা আক্রমণ করবে। 53শত্রুরা নগর অবরোধ করে তোমাদের কষ্ট দিলে তুমি এতই ক্ষুধার্ত হবে যে নিজের ছেলে মেয়েদের খেতে শুরু করবে— প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে সন্তানদের দিয়েছিলেন তুমি তাদের দেহ ভোজন করবে।

54"এমনকি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু এবং শান্ত লোকটিও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। সে অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর হবে এমনকি যে স্ত্রীকে সে অত্যন্ত ভালবাসে তার প্রতিও নিষ্ঠুর হবে এবং জীবিত শিশুদের প্রতিও সে নিষ্ঠুর হবে। 55খাবার কিছু পড়ে না থাকার দরুণ সে নিজের শিশুদের খাবে এবং সেই মাংস সে পরিবারের অন্য কারও সাথে ভাগ না করে নিজেই খাবে। তোমাদের শত্রু এসে তোমাদের নগর অবরোধ করলে এই সমস্ত মন্দ বিষয়গুলি তোমাদের প্রতি ঘটবে এবং তোমাদের কষ্ট দেবে।

56"এমনকি তোমাদের মধ্যে বাসকারী কোমল ও ভদ্র মহিলা মাটিতে যার পা পড়ে না, সেও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। তার প্রাণের প্রিয় স্বামীর প্রতি এবং নিজের

ছেলেমেয়ের প্রতিও সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। 57সে লুকিয়ে শিশুর জন্ম দিয়ে সেই শিশুটিকে এবং তার সাথে জন্ম দেবার সময় তার দেহ থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসে তাও খাবে। শত্রু এসে তোমাদের শহর অবরোধ করে তোমাদের সংকটে ফেললে এই সমস্ত মন্দ বিষয় তোমাদের প্রতি ঘটবে।

58“এই বইতে লেখা সমস্ত আজ্ঞা ও শিক্ষা তুমি অবশ্যই পালন কোর এবং তুমি অবশ্যই প্রভু তোমার ঈশ্বরের গৌরবাণ্বিত এবং ভয়াবহ নামকে সম্মান করো। 59যদি তোমরা তা পালন না কর তবে প্রভু তোমাদের এবং তোমাদের উত্তরপুরুষদের অনেক অসুবিধায় ফেলবেন। তোমাদের সংকট ও রোগগুলি হবে ভয়ানক! 60মিশরে তোমরা অনেক বিপত্তি ও রোগ দেখে ভীত হয়েছিলে। প্রভু ঐ সব মন্দ বিষয়গুলি তোমাদের বিরুদ্ধে ফিরিয়ে আনবেন! 61এই পুস্তকে লেখা নেই এমন সব সংকট ও রোগও তিনি আনবেন। তোমরা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা করেই চলবেন। 62আকাশের তারার মত তোমাদের বংশধরেরা বহুসংখ্যক হতে পারে, কিন্তু কেবল অল্পসংখ্যকই অবশিষ্ট থাকবে, কারণ তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কথা শোন নি।

63“প্রভু তোমাদের মঙ্গল করে ও তোমাদের জাতির বৃদ্ধি সাধন করে যেমন আনন্দ পেতেন, সেই একইভাবে তিনি তোমাদের সর্বনাশ ও ধ্বংস দেখে আনন্দ পাবেন। তুমি যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, লোকে তোমাদের সেই দেশ থেকে বের করে দেবে। 64আর প্রভু পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দেবেন। সেখানে তোমরা কাঠ, পাথরের তৈরী এমন মূর্ত্তির পূজা করবে, যাদের পূজা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনও করেনি।

65“এই সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা কোন শান্তি পাবে না এবং বিশ্রামের জায়গাও পাবে না। প্রভু তোমাদের মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন। তখন তোমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং তোমরা বিচলিত হয়ে পড়বে। 66তোমরা বিপদের মধ্যে বাস করবে এবং দিনে কি রাতে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকবে। জীবন সম্বন্ধে তোমাদের কোন নিশ্চয়তা বোধ থাকবে না। 67সকালে তুমি বলবে, ‘হায়! কখন সন্ধ্যা হবে!’ আর সন্ধ্যা হলে বলবে, ‘হায়! কখন সকাল হবে!’ হৃদয়ের শঙ্কা এবং ভয়ঙ্কর বিষয় যা তোমরা দেখবে, তার জন্যই এইরকম হবে।

68“প্রভু জাহাজে করে তোমাদের মিশরে ফেরত পাঠাবেন। আমি বলেছিলাম যে তোমাদের আর সেখানে ফিরে যেতে হবে না; কিন্তু প্রভু তোমাদের সেখানে ফেরত পাঠাবেন। মিশরে তোমরা তোমাদের শত্রুদের কাছে নিজেদের দাস রূপে বিক্রি করতে চাইবে কিন্তু কেউ তোমাদের কিনবে না।”

মোয়াবে চুক্তি

29 প্রভু হোরেব পর্বতে ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তি ছাড়াও প্রভু মোশিকে আরেকটি চুক্তি করার জন্য আজ্ঞা করলেন। এই চুক্তি মোয়াব পর্বতে করা হল:

2মোশি সমস্ত ইস্রায়েলের লোকেদের এক জায়গায় একত্র করে বললেন, “মিশর দেশে প্রভু যা করেছিলেন তার সবই তোমরা দেখেছিলে। ফরৌণের প্রতি তার কর্মচারী ও তার সমস্ত দেশের প্রতি প্রভু যা করেছিলেন, তা তোমরা দেখেছ। 3তিনি তাদের উপর যে মহাকষ্ট এনেছিলেন তা তোমরা দেখেছ। তোমরা সমস্ত অলৌকিক ও মহা আশ্চর্য কাজও দেখেছ যেগুলি তিনি করেছেন।4তোমরা যা শুনেছ বা দেখেছ তা দেখার চোখ ও প্রকৃতভাবে বুঝে উঠার মন আজও প্রভু তোমাদের দেন নি। 5প্রভু এই 40 বছর তোমাদের মরুভূমির মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন। এই সময়ের মধ্যে তোমাদের কাপড় জামা ও জুতো ছিঁড়ে যায় নি। 6তোমাদের কোন খাবার ছিল না। সুরা বা অন্য কোন পানীয় ছিল না। কিন্তু প্রভু তোমাদের যত্ন নিলেন যাতে তোমরা বুঝতে পার যে প্রভুই তোমাদের ঈশ্বর।

7“তোমরা এই স্থানে আসার পরে হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন ও বাশনের রাজা ওগ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এলো। কিন্তু আমরা তাদের হারিয়ে দিলাম। 8তারপর আমরা তাদের দেশ অধিকার করে তা রূবেণ, গাদ ও মনঃশির অর্দ্ধেক পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের দিয়ে দিয়েছিলাম। 9এই চুক্তির সমস্ত আদেশগুলি যদি তোমরা পালন কর, তবে তোমরা যা কিছু কর, তাতেই কৃতকার্য হবে।

10“আজ তোমরা সবাই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ। তোমাদের নেতারা, কর্মকর্তারা, প্রবীণেরা এবং তোমাদের অন্যান্যরাও এখানেই রয়েছে। 11তোমাদের স্ত্রী ও শিশুরা, তোমাদের মধ্যে বাসকারী বিদেশীরা যারা তোমাদের জন্য কাঠ কেটে দেয় ও জল তুলে দেয় তারাও এখানে রয়েছে। 12তোমরা সকলে এখানে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার জন্য রয়েছ। প্রভু আজ তোমাদের সাথে এই আশীর্বাদ ও অভিশাপের চুক্তি করছেন। 13এই চুক্তির সাথে সাথেই প্রভু তোমাদের তাঁর নিজস্ব বিশেষ লোক করবেন এবং তিনি তোমাদের ঈশ্বর হবেন। তিনি তোমাদের যা বললেন তার প্রতিজ্ঞা তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে করেছিলেন। 14প্রভু এই চুক্তি ও তাঁর প্রতিজ্ঞাসকল কেবল তোমাদের সাথেই করছেন না। 15এই চুক্তি তিনি আমরা যারা সকলে তাঁর সামনে আজ দাঁড়িয়ে আছি তাদের সঙ্গে এবং আমাদের উত্তরপুরুষেরা যারা আজ এখানে নেই তাঁদের সাথেও করছেন। 16স্মরণ কর মিশর দেশে আমরা কেমনভাবে বাস করেছি এবং পথে যে সব দেশ পড়েছে তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে যাত্রা করেছি। 17তোমরা ঘৃণিত মূর্ত্তিগুলি দেখেছ– যে মূর্ত্তিগুলি কাঠ, পাথর, সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরি। 18এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ো যে তোমাদের মধ্যে পুরুষ, নারী, পরিবার ও পরিবারগোষ্ঠী যারাই আজ এখানে রয়েছে, তাদের কেউ যেন প্রভু আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে না যায়। কেউ যেন অন্য জাতির

দেবতাদের পূজা না করে। যারা তা করে তারা সেই
গাছের মত যা বিষাক্ত তেতো ফল উৎপন্ন করে।

19“কোন ব্যক্তি এই সমস্ত শাপের কথা শুনেও
নিজের মনকে সন্তুষ্ট করতে বলতে পারে, ‘আমি যা
চাই তাই করব। খারাপ কিছুই আমার প্রতি ঘটবে না।’
এই ধরণের লোক যে কেবল তার নিজের প্রতি অমঙ্গল
ডেকে আনবে তা নয়, এমনকি ভাল লোকেদের প্রতিও
তা ডেকে আনবে। 20-21প্রভু সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন
না। প্রভু সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হবেন এবং
তাকে শাস্তি দেবেন। প্রভু সেই ব্যক্তিকে ইস্রায়েলের
সমস্ত পরিবারগোষ্ঠী থেকে পৃথক করবেন। প্রভু তাকে
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন। এই পুস্তকে লেখা সমস্ত
অমঙ্গল তার উপর আসবে। ব্যবস্থার পুস্তকে অভিশাপ
সম্পর্কে লিখিত চুক্তি অনুসারেই আসবে।

22“ভবিষ্যতে তোমাদের উত্তরপুরুষেরা ও দূরদেশের
বিদেশীরা দেখবে কিভাবে এই দেশ ধ্বংস হয়েছে। প্রভু
কিভাবে বিভিন্ন রোগ এনেছেন তাও তারা দেখবে।
23সমস্ত দেশ জ্বলন্ত গন্ধক ও লবণে ঢেকে যাওয়ায়
আর ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। দেশে কিছুই বোনা হবে
না, কিছুই বেড়ে উঠবে না এমন কি জংলী গাছও না।
প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে যেভাবে সদোম, ঘমোরা, অদ্মা ও
সবোয়িম শহরগুলি ধ্বংস করেছিলেন সেইভাবেই এই
দেশ ধ্বংস হবে।

24“অন্যান্য সব জাতির লোকেরা জিজ্ঞেস করবে,
‘প্রভু এই দেশের প্রতি কেন এমনটি করলেন? কেন
তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন?’ 25উত্তর এই হবে, ‘প্রভু ক্রুদ্ধ
কারণ ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের প্রভুর অর্থাৎ
পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের নিয়ম ত্যাগ করেছে। প্রভু তাদের
মিশর দেশ থেকে বের করে আনার সময় যে চুক্তি
করেছিলেন তা তারা আর পালন করে না। 26প্রভু যে
সমস্ত দেবতার পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন, যাদের
পূজা তারা আগে কখনও করেনি, ইস্রায়েলের লোকেরা
সেই অন্যান্য দেবতার সেবা করেছে। 27সেই কারণেই
প্রভু এই দেশের লোকেদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।
আর তাই তিনি এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ
তাদের উপর আনলেন। 28প্রভু তাদের প্রতি অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হলেন, তাই তিনি তাদের দেশ থেকে
বের করে দিয়ে অন্য এক দেশে রাখলেন, সেখানেই
আজ তারা রয়েছে।’

29“কিছু বিষয় রয়েছে যা প্রভু আমাদের ঈশ্বর গোপন
রেখেছেন, কেবল তিনিই সে সব বিষয় জানেন। কিন্তু
প্রভু কিছু বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং
সেই শিক্ষাসকল আমাদের ও আমাদের উত্তরপুরুষদের
জন্য চিরকাল থাকবে। সেই বিধির সব আজ্ঞাগুলির
প্রতি আমরা অবশ্যই বাধ্য থাকব।

ইস্রায়েলীয়রা তাদের দেশে ফিরবে

30 “আমি তোমাদের আশীর্বাদ ও অভিশাপ সম্বন্ধে
যা যা বললাম সেইসব যখন তোমাদের প্রতি
ঘটবে এবং প্রভু তোমাদের যে সব বিভিন্ন জাতির
মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, সেখানে যদি এই সব বিষয়ে
চিন্তা করে 2তুমি ও তোমার সন্তানেরা প্রভু তোমাদের
ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসো অর্থাৎ যদি তোমরা তাঁকে
তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা দিয়ে অনুসরণ
কর এবং তাঁর সব আজ্ঞাগুলি– যা কিছু আমি আজ
দিয়েছি, তোমরা সেগুলির প্রতি সম্পূর্ণভাবে বাধ্য থাক,
3তবে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের প্রতি করুণা
করবেন। প্রভু আবার তোমাদের মুক্ত করবেন। তিনি
তোমাদের যে সব জাতির মধ্যে পাঠিয়েছিলেন সেখান
থেকে আবার ফিরিয়ে আনবেন। 4এমনকি তোমরা যদি
পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও গিয়ে থাকো, প্রভু তোমাদের
ঈশ্বর সেখান থেকে তোমাদের সংগ্রহ করবেন।
5তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ ছিল, প্রভু সেই দেশে
তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন এবং সেই দেশ তোমাদের
অধিকারে আসবে। প্রভু তোমাদের মঙ্গল করবেন এবং
পূর্বপুরুষদের চাইতেও তোমাদের অধিক হবে।
তোমাদের জাতির লোকসংখ্যাও এমন বৃদ্ধি পাবে যা
আগে কখনও হয়নি। 6প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমার
এবং তোমাদের উত্তরপুরুষদের হৃদয় বাধ্য করে
তুলবেন। এইভাবে তোমাদের প্রভুকে সমস্ত হৃদয়ের
সাথে প্রেম করে জীবন লাভ করবে।

7“আর তখন প্রভু তোমাদের ঈশ্বর শত্রুদের প্রতি
সেই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাবেন, কারণ এই সমস্ত লোকেরা
তোমাদের ঘৃণা করে ও কষ্ট দেয়। 8আর তোমরা আবার
প্রভুর বাধ্য হবে। আমি আজ তাঁর যে সমস্ত আদেশ
দিচ্ছি তা পালন করবে। 9তোমরা যে কাজে হাত দেবে
তাতেই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের কৃতকার্য হতে
দেবেন। তাঁর আশীর্বাদে তোমরা বহু সন্তানসন্ততি লাভ
করবে। তাঁর আশীর্বাদে তোমাদের পশুদেরও অনেক
শাবক হবে। তিনি তোমাদের ক্ষেতকে আশীর্বাদ
করবেন, ফলে অনেক ফসল উৎপন্ন হবে। প্রভু
তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমাদের পূর্বপুরুষদের
মঙ্গল সাধন করে তিনি যেরকম আনন্দ পেতেন,
সেইরকম তোমাদের প্রতি মঙ্গল সাধন করে তিনি
আনন্দ পাবেন। 10কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর আজ যা
বলছেন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। তোমরা অবশ্যই
তাঁর আজ্ঞা সকল এবং ব্যবস্থাপুস্তকে লেখা বিধিগুলো
পালন করবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের হৃদয় ও
প্রাণের সাথে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের বাধ্য হবে। তাহলে
তোমাদের প্রতি এইসব মঙ্গল ঘটবে।

জীবন অথবা মৃত্যু

11“এই আজ্ঞা যা আজ আমি তোমাদের দিচ্ছি তা
তোমাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে না আর তা সাধ্যের
বাইরেও নয়। 12এই আজ্ঞাগুলি স্বর্গে রেখে দেওয়া
হয়নি যে তুমি বলবে, ‘কে স্বর্গে গিয়ে তা আমাদের
জন্য নিয়ে আসবে যাতে আমরা তা শুনতে পারি এবং
মেনে চলি।’ 13এই আজ্ঞা সমুদ্রের অপর পারেও নেই
যে তুমি বলবে, ‘কে সমুদ্র পার হয়ে আমাদের জন্য তা
নিয়ে আসবে যাতে আমরা তা শুনতে পাই ও সেই

মত কাজ করতে পারি।' 14না, সে বাক্য তোমাদের খুব কাছে, তোমাদের মুখে ও হৃদয়ে রয়েছে যাতে তা পালন করতে পার।

15"আজ জীবন ও মৃত্যু অথবা ভাল ও মন্দের মধ্যে তোমাদের একটি মনোনীত করতে দিয়েছি। 16প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে ভালবাসতে, তাঁকে অনুসরণ এবং তাঁর সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মসকল পালন করতে আজ আমি তোমাদের আজ্ঞা করছি। তাহলে তোমরা বাঁচবে এবং তোমাদের জাতি আরও বৃদ্ধি পাবে, এবং যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর সেই দেশে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। 17কিন্তু যদি তোমরা প্রভুর থেকে তোমাদের হৃদয় ফিরিয়ে নাও এবং তাঁর কথা শুনতে সম্মত না হও, যদি অন্য দেবতার পূজা ও সেবা করার জন্য মনস্থির করে থাক, 18তাহলে তোমরা ধ্বংস হবে। আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তোমরা প্রভুর থেকে হৃদয় ফিরিয়ে নাও তবে যর্দ্দন নদীর অপর পারের যে দেশে তোমরা প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত, সেখানে তোমরা দীর্ঘজীবি হবে না।

19"আজ এই দুই পথের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ তোমাদের দেওয়া হয়েছে আর আকাশ ও পৃথিবীকে আমি এই বিষয়ে সাক্ষী রাখছি। তোমরা জীবন বা মৃত্যু বেছে নিতে পারো। প্রথমটি মনোনীত করলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে। যদি তোমরা অপরটি মনোনীত কর তাহলে আসবে অভিশাপ। সুতরাং জীবন মনোনীত কর, তাহলে তোমরা এবং তোমাদের সন্তানেরা বাঁচবে। 20তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে ও তাঁর বাধ্য হবে। তাঁকে পরিত্যাগ কোর না, কারণ প্রভুই তোমাদের জীবন; এবং প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে তিনি তোমাদের দীর্ঘজীবি করবেন।"

নতুন নেতা যিহোশূয়

31 ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের এই সব কথা বলা শেষ হলে, 2মোশি বললেন, "আমার বয়স এখন 120 বছর। আমি আর তোমাদের পরিচালনা করতে পারব না। প্রভু আমায় বলেছেন: 'তুমি যর্দ্দন নদী পার হয়ে যাবে না।' 3কিন্তু প্রভু তোমাদের লোকেদের সেই দেশে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। প্রভু তোমাদের জন্য এই সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করবেন এবং তোমরা তাদের দেশ ছিনিয়ে নেবে। প্রভুর প্রতিজ্ঞা অনুসারে যিহোশূয় তোমাদের পথ দেখাবেন।

4"প্রভু সীহোন এবং ওগ এই ইমোরীয় রাজাদের ধ্বংস করে তাদের প্রতি এবং তাদের দেশের প্রতি যা করেছিলেন এদের প্রতিও তাই করবেন। 5এই সমস্ত জাতিকে হারাতে প্রভু তোমাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু আমি তোমাদের যা যা করতে বলি তার সবই তোমরা তাদের প্রতি কোর। 6দৃঢ় এবং সাহসী হও, ঐ সমস্ত লোকেদের ভয় পেয়ো না! কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের ছেড়ে যাবেন না বা হতাশ করবেন না।"

7তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েলের সামনে যিহোশূয়কে ডেকে বললেন, "শক্ত হও, সাহস কর। যে দেশ প্রভু এদের পূর্বপুরুষদের দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তুমি তাদের সেখানে নিয়ে যাবে এবং সেই দেশ তাদের অধিকার করাবে। 8প্রভু তোমায় পথ দেখাবেন, তিনি নিজেই তোমার সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাকে ছাড়বেন না বা ত্যাগ করবেন না। দুশ্চিন্তা কোর না, ভয় পেয়ো না।"

মোশি শিক্ষাগুলি লিপিবদ্ধ করলেন

9তারপর মোশি সেই শিক্ষাগুলি লিখে যাজকদের হাতে দিলেন। যাজকরা ছিল লেবি গোষ্ঠীর লোক, যাদের কাজ ছিল প্রভুর চুক্তির সেই সিন্দুক বহন করা। মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণদের কাছেও শিক্ষাগুলি দিলেন। 10তারপর মোশি তাদের এই আজ্ঞা দিয়ে বললেন, "প্রত্যেক সাত বছরের শেষে, মুক্তির বছরে অর্থাৎ কুটিরবাস উৎসবের সময়, 11যে সময় ইস্রায়েলের সমস্ত লোক প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের মনোনীত স্থানে প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, সেই সময় তুমি অবশ্যই এই শিক্ষাগুলি লোকেদের কাছে পাঠ করবে যাতে তারা তা শুনতে পায়। 12সকল পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশুদের এবং তোমাদের মধ্যে বাসকারী বিদেশীদের অবশ্যই একসাথে জড়ো করবে। তারা এইসব শিক্ষা শুনবে ও তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে সম্মান করতে শিখবে। তখন তারা ব্যবস্থার যে যে বিষয় আছে তার সবই পালন করতে পারবে। 13উত্তরপুরুষরা যদি শিক্ষাগুলি না জেনে থাকে তবে তারাও শুনবে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে সম্মান করতে শিখবে। তারা যতদিন তোমার দেশে বাস করবে ততদিন প্রভুকে সম্মান করবে। শীঘ্রই তোমরা যর্দ্দন নদী পার হয়ে সেই দেশ অধিকার করবে।"

প্রভু মোশি ও যিহোশূয়কে ডাকলেন

14প্রভু মোশিকে বললেন, "এখন তোমার মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে। যিহোশূয়কে নিয়ে সমাগম তাঁবুর কাছে এস। আমি বলব যিহোশূয়কে কি করতে হবে।" তাই মোশি ও যিহোশূয় সমাগম তাঁবুতে গেলেন।

15প্রভু সেই তাঁবুর কাছে মেঘস্তম্ভের দর্শন দিলেন। সেই মেঘস্তম্ভ তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। 16প্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি শীঘ্রই মারা যাবে এবং তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে গেলে পর এই লোকেরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে না। আমি তাদের সাথে যে চুক্তি করেছি তা তারা ভেঙ্গে ফেলবে। তারা আমায় পরিত্যাগ করে যে দেশে যাচ্ছে সেই দেশের মূর্ত্তিদের পূজা করবে। 17সেই সময় আমি তাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হব এবং তাদের পরিত্যাগ করব। আমি তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করব আর তারা ধ্বংস হবে। তাদের প্রতি বহুবিধ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে, তারা অনেক

কষ্টেও পড়বে। তখন তারা বলবে, ‘আমাদের প্রতি
এইসব অমঙ্গল ঘটছে কারণ আমাদের ঈশ্বর আমাদের
সঙ্গে নেই।’ 18সেই সময় আমি তাদের সাহায্য করব
না কারণ তারা মন্দ কাজ করবে এবং অন্য দেবতাদের
পূজা করবে।
19“তাই এই গানটা লিখে নাও এবং ইস্রায়েলের
লোকেদের তা শেখাও। তাদের এই গান গাইতে শেখাও,
তাহলে এই গান ইস্রায়েলের লোকের বিরুদ্ধে আমার
সাক্ষী হবে। 20আমি তাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দেব
বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি তাদের সেই দেশে
নিয়ে যাব। সেই দেশ উত্তম বিষয়ে পরিপূর্ণ আর তারা
যা চায় তাই-ই খেতে পেলে তারা হৃষ্টপুষ্ট হবে কিন্তু
তখন তারা ঘুরে বসবে এবং অন্য দেবতার সেবা করবে।
তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে এবং আমার
নিয়ম ভেঙ্গে ফেলবে। 21তখন তাদের প্রতি বহু ভয়ঙ্কর
ঘটনা ঘটবে। তারা অনেক কষ্টে পড়বে। সেই সময়ে
তাদের লোকেদের এই গান মনে পড়বে এবং তারা
তাদের ভুল বুঝবে। আমি তাদের যে দেশ দেব বলে
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই দেশে এখনও নিয়ে যাইনি,
কিন্তু আমি জানি সেখানে তারা কি করার পরিকল্পনা
করছে।”
22তাই সেই দিনেই মোশি সেই গান লিখলেন এবং
ইস্রায়েলের লোকেদের তা শেখালেন।
23তখন প্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয়কে বললেন, “শক্ত
হও, সাহস কর। আমি ইস্রায়েলীয়দের যে দেশ দেব
বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই দেশে তুমি তাদের নিয়ে
যাবে আর আমি তোমার সাথে থাকব।”

মোশি ইস্রায়েলীয়দের সতর্ক করে দিলেন

24এই সমস্ত শিক্ষা মোশি যত্ন সহকারে একটি বইয়ে
লিখলেন। 25আর তা লেখা শেষ হলে, তিনি লেবীয়দের
একটি আদেশ দিলেন। (এই লেবীয়েরা প্রভুর চুক্তির
সিন্দুক বয়ে নিয়ে যেত।) মোশি বললেন,
26“ব্যবস্থাপুস্তক বই নিয়ে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের
চুক্তির সিন্দুকের পাশে রাখ। তাহলে তা তোমাদের
বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। 27আমি জানি তোমরা খুব
একগুঁয়ে, তোমরা তোমাদের মত করে জীবন
কাটাতে চাও। দেখ আমি তোমাদের সাথে
থাকাকালীনই তোমরা প্রভুর বাধ্য হতে অস্বীকার
করেছিলে। তাই আমি জানি যে আমার মৃত্যুর পরও
তোমরা তাঁর বাধ্য হতে অস্বীকার করবে। 28তোমার
পরিবারগোষ্ঠীর সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও নেতাদের
এক জায়গায় জড়ো করো। আমি তাদের এই সব
বিষয় বলব এবং তাদের বিরুদ্ধে আকাশ ও পৃথিবীকে
সাক্ষী করবো। 29আমি জানি আমার মৃত্যুর পর তোমরা
মন্দ হয়ে পড়বে। আমি যেভাবে আজ্ঞা করেছি তার
থেকে তোমরা দূরে সরে যাবে। ভবিষ্যতে তোমাদের
অমঙ্গল হবে। কারণ প্রভু যে কাজ মন্দ বলেন তোমরা
সেই সবই করতে চাও এবং তোমাদের মন্দ কাজের
দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট কর।

মোশির গান

30ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এক জায়গায় জড়ো
হলে মোশি তাদের জন্য এই গানের সবটাই গাইলেন:

32 “আকাশ, আমি যা বলি শোন। পৃথিবী, আমার
মুখের কথা শোন।
2আমার উপদেশ বৃষ্টির মত ঝরবে, যেমন শিশির
পড়ে মাটির উপরে, বৃষ্টির ধারা ঘাসের উপর পড়ে,
যেমন সবুজ গাছপালার উপর বৃষ্টি নামে।
3কারণ আমি প্রভুর নাম প্রচার করব। তোমরা ঈশ্বরের
প্রশংসা কর!
4শৈল (প্রভু) এবং তাঁর কাজও ত্রুটিহীন! কারণ
তাঁর পথসকল ন্যায্য! ঈশ্বর সত্য এবং বিশ্বাস্য। তিনি
মঙ্গলময় ও সৎ ।
5সত্যি তোমরা তাঁর সন্তান নও। তোমাদের
পাপসকল তাঁকে কলুষিত করে। তোমরা বিপথগামী
মিথ্যেবাদী।
6এইভাবে কি তোমরা প্রভু তোমাদের প্রতি যা যা
করেছেন তা পরিশোধ কর? তোমরা স্থূলবুদ্ধি, বোকা
লোক। প্রভুই তোমাদের পিতা। তিনি তোমাকে তৈরী
করলেন। তিনিই তোমার সৃষ্টিকর্তা। তিনিই তোমার
ভার বহন করেন।
7স্মরণ কর বহু পূর্বে কি ঘটেছিল। বহু বছর আগে
যে সব ঘটনা ঘটেছিল তা মনে করে দেখ। তোমার
পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে বলবেন। তোমার
প্রবীণদের জিজ্ঞেস কর, তাঁরাও তোমাকে বলবেন।
8পরাৎপর পৃথিবীতে লোকেদের পৃথক করেছেন।
তিনি প্রত্যেক জাতিকে তাঁর নিজের দেশ দিয়েছেন।
সেই সব জাতির জন্য ঈশ্বরই সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছেন,
ঈশ্বরের সন্তানদের সংখ্যা অনুসারেই করেছেন।
9প্রভুর লোকেরাই তাঁর অধিকার! যাকোব প্রভুরই।
10প্রভু যাকোবকে মরুভূমিতে এক বাতাস তাড়িত
দেশে পেলেন। প্রভু যাকোবের তত্ত্বাবধানের জন্য তাকে
বেষ্টন করলেন। তাঁর নিজের চোখের তারার মত তাকে
রক্ষা করলেন।
11ঈগল পাখী তার শাবকদের বাসা থেকে ঠেলে
দেয় যেন তারা উড়তে শেখে। শাবকদের রক্ষা করতে
সে তাদের সাথে আকাশে ওড়ে। তাদের ধরতে সে
তার পাখা বিস্তার করে, তারা পড়ে গেলে সে তাদের
ডানার উপর বহন করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। প্রভু
ঠিক সেইরকম হলেন।
12প্রভু একাই যাকোবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন।
কোন বিজাতীয় দেবতা তাকে সাহায্য করেনি।
13পার্বত্য দেশ অধিকার করতে তিনি যাকোবকে
পরিচালনা করলেন। যাকোব ক্ষেতের শস্য সংগ্রহ
করলেন। প্রভু তাকে পাথরের থেকে মধু এবং শক্ত
পাথরের থেকে জলপাইয়ের তেল দিলেন।
14প্রভু ইস্রায়েলকে দিলেন গো-পাল হতে উৎপন্ন
মাখন এবং মেষপালের দুধ। তিনি ইস্রায়েলকে দিলেন
মোটা-সোটা মেষ ও ছাগল; বাশনের সেরা মেষ এবং

মিহি উৎকৃষ্ট গমের আটা। তোমরা ইস্রায়েলের লোকেরা
দ্রাক্ষারস, লাল রঙের দ্রাক্ষারস পান করলে।
15কিন্তু যিশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হলে ষাঁড়ের মত পদাঘাত
করল। (হ্যাঁ, তোমাদের পেট ভরে খাওয়ানো হয়েছিল!
তোমরা পুষ্ট ও মেদযুক্ত হলে।) তখন সে তার নির্মাতা,
তার ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করল। যে শৈল তাকে পরিত্রাণ
করেছিল তার থেকে পালাল।
16প্রভুর লোকেরাই তাঁকে ঈর্ষান্বিত করল। তারা
অন্য দেবতার পূজা করল! সেই সব ভয়ঙ্কর দেবতার
পূজা করে তারা ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করল।
17তারা ভূতদের উদ্দেশ্যে বলিদান উৎসর্গ করল,
যারা ঈশ্বর ছিল না। ঐ দেবতারা ছিল নতুন, যাদের
তারা জানত না। ঐ সব নতুন দেবতাদের তাদের
পূর্বপুরুষরাও জানত না।
18যে ঈশ্বর তোমার নির্মাতা তাঁকে তুমি পরিত্যাগ
করলে, যে ঈশ্বর তোমায় জীবন দান করলেন তাঁকে
ভুলে গেলে।
19প্রভু এসব দেখলেন এবং তাদের প্রতি প্রচণ্ড
ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর পুত্র কন্যারাই তাঁকে ক্রুদ্ধ করল!
20তাই প্রভু বললেন, ‘আমি তাদের থেকে মুখ
ফিরিয়ে নেব, তারপর দেখা যাবে কি ঘটে! তারা
বিরুদ্ধাচারী। তারা বিশ্বাসঘাতক সন্তান।
21তারা অনীশ্বর দ্বারা আমাকে ঈর্ষান্বিত করল। তারা
ঐসব অর্থহীন মূর্ত্তি তৈরী করে আমাকে ক্রুদ্ধ করল।
তাই আমি তাদের মধ্যে ঈর্ষা জন্মাব এমন লোকেদের
দ্বারা যারা প্রকৃতপক্ষে জাতি নয়। আমি তাদের একটি
দুষ্ট জাতির দ্বারা ক্রুদ্ধ করব।
22আমার ক্রোধ আগুনের মত জ্বলবে, তা কবরের*
গভীরতম স্থানও জ্বালিয়ে দেবে, তা পৃথিবী ও পৃথিবীতে
উৎপন্ন সবকিছু জ্বালাবে, তা পর্বতগুলির মূলে পৌঁছে
সেটাও জ্বালাবে।

23“আমি ইস্রায়েলীয়দের উপর সঙ্কট আনব। আমার
সমস্ত বাণ তাদের দিকে ছুঁড়ব।
24তারা ক্ষুধায় রোগা হয়ে যাবে। ভয়ঙ্কর সব রোগ
তাদের ধ্বংস করে ফেলবে। আমি তাদের বিরুদ্ধে বন্য
জন্তু পাঠাব। বিষাক্ত সাপ দ্বারা তারা দংশিত হবে।
25পথে সৈন্যরা তাদের হত্যা করবে। বাড়ীর মধ্যেও
মহাভয় বিনাশ করবে। সৈন্যরা যুবক যুবতীদের হত্যা
করবে। তারা শিশু ও বৃদ্ধদেরও হত্যা করবে।
26আমি ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করার কথা
ভেবেছিলাম, যাতে লোকে তাদের কথা একদম ভুলে
যায়!
27কিন্তু আমি জানি তাদের শত্রুরা কি বলবে। তাদের
শত্রুরা বুঝবে না। তারা বড়াই করে বলবে, ‘‘প্রভু
ইস্রায়েলকে ধ্বংস করেন নি, আমরাই আমাদের শক্তিতে
জয়ী হয়েছি।”’

কবর অথবা ‘‘শিওল’’ মৃত্যুর স্থান।

28‘‘ইস্রায়েলের লোকেরা বোকা, তারা বোঝে না।
29যদি শুধু তারা জ্ঞানবান হত তবে বুঝত। তারা
বুঝত তাদের প্রতি কি ঘটতে পারে!
30একজন লোক কি কখনও 1,000 লোককে তাড়িয়ে
দিতে পারে? দুজন কি কখনও 10,000 লোককে পালাতে
বাধ্য করতে পারে? এইসব তখনই ঘটে যখন প্রভু
তাদের শত্রুর হাতে সমর্পণ করেন! এইসব তখনই
ঘটে যদি শৈল* তাদের দাসের মত বিক্রয় করে দেন!
31আমাদের শত্রুদের যে ‘শৈল’ তা আমাদের শৈলের
মত বলবান নয়! এমনকি আমাদের শত্রুরাও সেটা
জানে!
32তাদের দ্রাক্ষালতা সদোমের দ্রাক্ষালতা হতে এবং
ঘমোরার ক্ষেত হতে উৎপন্ন। তাদের দ্রাক্ষা ফল
প্রাণনাশক বিষের মত।
33তাদের দ্রাক্ষারস সাপের বিষের মত।

34‘‘প্রভু বলেন, ‘আমি সেই শাস্তি সঞ্চয় করে রাখছি।
আমি তা আমার ভাণ্ডারে বন্ধ করে রেখেছি!
35তারা যে সব মন্দ কাজ করেছে তার জন্য আমি
তাদের শাস্তি দেব। কিন্তু আমি সেই দিনের জন্য শাস্তি
সঞ্চয় করে রেখেছি যখন তাদের পা পিছলে যাবে।
তাদের কষ্টের সময় সন্নিকট। শীঘ্রই তাদের শাস্তি নেমে
আসবে।’
36প্রভু তাঁর লোকেদের বিচার করবেন। তারা তাঁর
দাস এবং প্রভু যখন দেখবেন যে ক্রীতদাস এবং স্বাধীন
লোকেরা শক্তিহীন এবং সহায়হীন হয়েছে তখন তিনি
তাদের উপর করুণা প্রদর্শন করবেন।
37তখন প্রভু বলবেন, ‘তাদের সেই দেবতারা
কোথায়? কোথায় সেই ‘শৈল’ যার কাছে আশ্রয়ের জন্য
তারা ছুটে গিয়েছিল?
38সেই দেবতারা তোমাদের বলির চর্বি ভোজন করত
এবং পেয় নৈবেদ্যের দ্রাক্ষারস পান করত। ঐ সব
দেবতারাই উঠে এসে তোমাদের সাহায্য করুক! তারাই
তোমাদের রক্ষা করুক!
39‘‘এখন দেখ আমি কেবল আমিই ঈশ্বর! আর
কোন ঈশ্বর নেই! আমিই বধ করি, আমিই জীবন দান
করি, আমি আঘাত করি, আমিই সুস্থ করি। আমার
হাত থেকে কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারে না!
40আমি আকাশের দিকে আমার হাত তুলে এই
প্রতিজ্ঞা করি, আমার অনন্তজীবন যেমন নিশ্চিত সেই
নিশ্চিতভাবেই এগুলি ঘটবে!
41আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার প্রদীপ্ত তরবারি
ধারালো করব। তাদের উচিৎ শাস্তি দেব। আমি তা
দিয়ে শত্রুদের শাস্তি দেব এবং যারা আমায় ঘৃণা করে
তাদের প্রতিফল দেব।
42আমার শত্রুরা হত হবে এবং তাদের বন্দী হিসাবে
নিয়ে যাওয়া হবে। আমার তীর তাদের রক্তে রাঙাব।
আমার তরবারি তাদের সেনাদের মাথাগুলি কেটে নেবে।’

শৈল ঈশ্বরের আরেক নাম। এর অর্থ তিনি এক দুর্গ বা শক্তসমর্থ
নিরাপদস্থান।

43জাতিগণ, তোমরা ঈশ্বরের লোকেদের জন্য আনন্দ কর! কারণ তিনি তাদের সাহায্য করেন। তাঁর দাসদের হত্যাকারীকে তিনি শাস্তি দেন। তিনি তাঁর শত্রুদের উচিৎ শাস্তি দেন। আর এইভাবে তিনি তাঁর দেশ ও প্রজাদের পবিত্র করেন।"

মোশি লোকেদের তার গান শেখালেন

44তারপর মোশি এসে ইস্রায়েলের লোকেদের শুনিয়ে শুনিয়ে এই গানের সমস্ত কথাগুলি বললেন। নূনের পুত্র যিহোশূয় মোশির সাথে ছিলেন। 45মোশি লোকেদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া শেষ করে বললেন, 46"আমি আজ যে সব আদেশ দিলাম তার প্রতি তোমরা অবশ্যই মনোযোগ কোর এবং সন্তানদেরও শিক্ষা দিও যেন তারা ব্যবস্থার সমস্ত আজ্ঞা পালন করে। 47ভেবো না এই সব শিক্ষা গুরুত্বহীন। তারা তোমার জীবন! এইসব শিক্ষা অনুসরণ করলে তোমরা যর্দ্দন নদীর ওপারের দেশে দীর্ঘজীবি হবে— যে দেশ তোমরা অধিকার করবে।"

নবো পর্বতে মোশি

48সেই একই দিনে প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, 49"তুমি অবারীম পর্বতে যাও। যিরীহোর সামনে অবস্থিত মোয়াব দেশের নবো পর্বতে ওঠো। তাহলে ইস্রায়েলের লোকেদের বসবাসের জন্য যে কনান দেশ আমি তাদের দিচ্ছি, তা তুমি দেখতে পাবে। 50তুমি সেই পর্বতে মারা যাবে। তোমার ভাই হারোণ, যে হোর পর্বতে মারা গিয়েছিল এবং তারপর তার নিজের লোকেদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চলে গিয়েছিল। তুমিও সেইভাবেই পূর্বপুরুষদের সাথে সংগৃহীত হবে। 51কারণ তোমরা দুজনেই আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিলে। তোমরা কাদেশের কাছে মরীবার জলের ধারে ছিলে, যেটা সিন মরুভূমিতে রয়েছে, সেখানে ইস্রায়েলের লোকেদের সামনে তোমরা আমাকে সম্মান কর নি এবং আমাকে পবিত্র বলে মান্য কর নি। 52তাই এখন তোমরা সেই দেশ দেখতে পার, যা আমি ইস্রায়েলের লোকেদের দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করতে পারবে না।"

মোশি লোকেদের আশীর্বাদ করলেন

33 মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরের লোক মোশি, ইস্রায়েলের লোকেদের এই সব বলে আশীর্বাদ করলেন :

2"প্রভু সীনয় পর্বত হতে এলেন, সেয়ীরের গোধূলি বেলায় যেন আলো উদিত হল। পারণ পর্বত হতে যেন আলো জ্বলে উঠলো। প্রভু তাঁর 10,000 পবিত্র জনকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের পরাক্রমী সৈন্যরা তাঁর পাশে ছিল।

3হ্যাঁ, প্রভু তাঁর লোকেদের ভালবাসেন। সমস্ত পবিত্র লোকেরা তাঁর হাতে রয়েছে। তারা তাঁর চরণতলে বসে তাঁর শিক্ষাসকল শেখে!

4মোশি আমাদের বিধি দিলেন। সেই সব শিক্ষা যাকোবের লোকেদের জন্য।

5সেই সময় ইস্রায়েলের লোকেরা ও তাদের নেতারা এক সাথে জড়ো হল, আর প্রভু যিশুরূণের (ইস্রায়েলের) রাজা হলেন!

রূবেণের আশীর্বাদ

6"রূবেণ বেঁচে থাকুক, মারা না যাক। কিন্তু তার পরিবারগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা অল্প হোক!"

যিহূদার আশীর্বাদ

7যিহূদার বিষয়ে মোশি এই কথা বললেন:

"যিহূদার নেতা সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানালে প্রভু তার প্রার্থনা শুনুন। তাঁর লোকেদের কাছে তাকে নিয়ে আসুন। তাকে শক্তিশালী করে তার শত্রুদের হারাতে সাহায্য করুন।"

লেবীর আশীর্বাদ

8লেবীর সম্বন্ধে মোশি এই কথাগুলি বললেন:

"লেবি তোমার প্রকৃত অনুসরণকারী, ঊরীম ও তুম্মীম তার সাথে রয়েছে। মঃসাতে তুমি লেবীর পরীক্ষা করেছিলে। মরীবার জলের ধারে তুমি তাদের পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলে যে তারা তোমার।

9তারা তোমার বিষয়েই বেশী যত্নশীল হে প্রভু, এমনকি নিজেদের পরিবারের থেকেও। তারা তাদের মাতাপিতাকে উপেক্ষা করেছে, নিজের ভাইদেরও স্বীকার করে নি। তারা এমনকি তাদের শিশুদের বিষয়েও মনোযোগ করে নি। কিন্তু তারা তোমার আদেশসকল পালন করেছে। তারা তোমার বন্দোবস্ত অনুসরণ করেছে।

10তারা যাকোবকে তোমার শাসন শিক্ষা দেবে। তোমার ব্যবস্থা ও আজ্ঞা ইস্রায়েলকে বিধি দেবে। তারা তোমার সামনে ধুপ জ্বালাবে। তোমার বেদীতে তারা হোমবলি উৎসর্গ করবে।

11প্রভু, লেবীর শক্তিকে আশীর্বাদ কর। তার হাতের কাজ গ্রহণ কর। যারা তাদের আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস কর। তার শত্রুদের পরাজিত কর, যেন শত্রুরা আর কখনও ফিরে আক্রমণ করতে না পারে।"

বিন্যামীনের আশীর্বাদ

12বিন্যামীনের সম্বন্ধে মোশি বললেন:

"প্রভু বিন্যামীনকে ভালবাসেন। বিন্যামীন নিরাপদেই তাঁর কাছে থাকবে। প্রভু সবসময় তাকে রক্ষা করেন এবং প্রভু তার দেশে বাস করবেন।" *

প্রভু ... করবেন আক্ষরিক অর্থে, "এবং এখন তিনি তাঁর দুই কাঁধের মধ্যে বাস করবেন।" এটি সম্ভবতঃ বোঝায় যে বিন্যামীন এবং যিহূদার ভূখণ্ডের মধ্যের সীমান্তে জেরুশালেমে প্রভুর মন্দির হবে।

যোষেফের আশীর্বাদ

13যোষেফের সম্বন্ধে মোশি বললেন:
"প্রভু যোষেফের দেশকে আশীর্বাদ করুন। প্রভু
তাদের মাথার উপরের আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষান আর
পায়ের তলার মাটি থেকে জল দিন।
14সূর্য তাদের যেন ভাল ফল দেয়। প্রত্যেক মাসেই
যেন উত্তম ফল হয়।
15পুরাতন পর্বত সকল ও গিরিমালাগুলি যেন উত্তম
উত্তম ফল দেয়।
16পৃথিবী যেন তার উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি যোষেফকে
দেয়। যোষেফকে তার ভাইয়েদের থেকে আলাদা করা
হয়েছিল। তাই জ্বলন্ত ঝোপের প্রভু তাঁর উৎকৃষ্ট বিষয়
সকল যোষেফকে দিন।
17যোষেফ শক্তিশালী ষাঁড়ের মত। তার দুই পুত্র
ষাঁড়ের দুই শিঙের মত। তারা অন্য জাতির লোকেদের
তাই দিয়ে আক্রমণ করবে এবং তাদের পৃথিবীর শেষ
প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই শিং দুইটি
ইফ্রয়িমের দশ হাজার লোক এবং মনঃশির হাজার
লোক।"

সবূলূনের ও ইষাখরের আশীর্বাদ

18 সবূলূন সম্বন্ধে মোশি বললেন:
"সবূলূন, আনন্দিত হও, যখন তুমি বাইরে যাও।
ইষাখর, আনন্দিত হও, তোমার বাসের তাঁবুতে।
19তারা লোকেদের পর্বতে ডেকে নিয়ে যাবে। সেখানে
তারা যথাযথ বলি উৎসর্গ করবে। তারা সমুদ্র থেকে
সম্পদ এবং সমুদ্রতট থেকে গুপ্তধন আহরণ করবে।"

গাদের জন্য আশীর্বাদ

20গাদ সম্বন্ধে মোশি বললেন:
"ঈশ্বরের প্রশংসা হোক যিনি গাদকে এক বিশাল
ভূখণ্ড দিলেন! গাদ সিংহের মত, সে শুয়ে পড়ে অপেক্ষা
করে। তারপর আক্রমণ করে পশুদের ছিন্ন ভিন্ন করে।
21সে নিজের জন্য উত্তম অংশ মনোনীত করে রাজার
মত নিজের অংশ নেয়। লোকেদের নেতারা তার কাছে
আসে। প্রভু যা ভাল বলেন সে তাই করে। সে ইস্রায়েলের
লোকেদের জন্য যা ন্যায্য তাই করে।"

দানের আশীর্বাদ

22দান সম্বন্ধে মোশি বললেন:
"দান সিংহ শাবক, সে বাশন থেকে লাফ দেয়।"

নপ্তালির আশীর্বাদ

23নপ্তালি সম্বন্ধে মোশি বললেন:
"নপ্তালি তুমি অনেক উত্তম বিষয় পাবে। প্রভু সত্য
সত্যই তোমায় আশীর্বাদ করবেন। গালীল হ্রদের দেশ
তুমিই পাবে।"

আশেরের আশীর্বাদ

24আশের সম্বন্ধে মোশি বললেন:
"পুত্রদের মধ্যে আশেরই সবচেয়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত।
সে তার ভাইদের মধ্যে প্রিয় হোক, সে তার পা তেলে
ধুয়ে নিক।
25তোমার দরজায় লোহার ও তামার তৈরী তালা
ঝুলবে। তোমার সমস্ত জীবনে তুমি হবে শক্তিমান।"

মোশি ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

26"হে যিশুরূণ, ঈশ্বরের মত আর কেউ নেই! ঈশ্বর
তোমাকে সাহায্য করতে তাঁর গৌরবে মেঘে আরোহণ
করে আকাশের মধ্য দিয়ে আসেন!
27ঈশ্বর চিরজীবি। তিনিই তোমার নিরাপদ স্থান।
ঈশ্বরের পরাক্রম চিরকাল স্থায়ী! তিনিই তোমাকে রক্ষা
করেন। ঈশ্বর তোমার শত্রুকে তোমার দেশ ত্যাগ করতে
বাধ্য করবেন। তিনি বললেন, 'শত্রুকে ধ্বংস করো!'
28সুতরাং ইস্রায়েল নিরাপদে বাস করবে, যাকোবের
কূপ তাদেরই অধিকারে। তারা শস্যের ও দ্রাক্ষারসের
দেশ পাবে। আর সেই দেশ পাবে প্রচুর বৃষ্টি।
29ইস্রায়েল, তুমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত, আর কোন জাতি
তোমার মত নয়। প্রভু তোমার পরিত্রাণ সাধন করলেন।
প্রভু ঢালের মত তোমাকে রক্ষা করেন। প্রভু শক্তিশালী
তরবারির মত। তোমার শত্রুরা তোমায় ভয় পাবে এবং
তুমি তাদের পবিত্র স্থানগুলি দখল করবে!"

মোশি মারা গেলেন

34 মোশি নবো পর্বতে উঠলেন। তিনি মোয়াবের
যর্দন উপত্যকা থেকে পিস্গার চূড়ায় উঠলেন।
এটা ছিল যর্দনের ধারে যিরীহোর অপর পারে। প্রভু
মোশিকে গিলিয়দ থেকে দান পর্যন্ত সমস্ত দেশ
দেখালেন।
2প্রভু তাকে নপ্তালি, ইফ্রয়িম ও মনঃশির সমস্ত
দেশ দেখালেন। তিনি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যিহূদার সমস্ত
দেশ দেখালেন। 3প্রভু মোশিকে নেগেভ স্থানটি এবং
সোর থেকে যে উপত্যকা খেজুর গাছের শহর যিরীহো
চলে গেছে তাও দেখালেন। 4প্রভু মোশিকে বললেন,
"এই সেই দেশ, যার বিষয়ে আমি অব্রাহাম, ইস্হাক ও
যাকোবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম,
'এই দেশ আমি তোমার উত্তরপুরুষদের দেব। আমি
তোমায় সেই দেশ দেখতে দিয়েছি, কিন্তু তুমি সেখানে
যেতে পারবে না।"
5তারপর প্রভুর দাস মোশি মোয়াব দেশে মারা
গেলেন। এই রকমই যে ঘটবে তা প্রভু মোশিকে
জানিয়েছিলেন। 6প্রভু মোশিকে মোয়াব দেশে কবর
দিলেন। এটি ছিল বৈৎপিয়োরের সামনের উপত্যকা।
কিন্তু আজও লোকে জানে না মোশির কবরটা ঠিক
কোথায় রয়েছে। 7মারা যাবার সময় মোশির বয়স হয়েছিল
120 বছর। তিনি আগেকার মতই শক্ত সমর্থ ছিলেন
এবং তার চোখও ক্ষীণ হয়ে যায়নি। 8ইস্রায়েলের
লোকেরা 30 দিন ধরে মোশির জন্য শোক করেছিলেন।
সেই শোকের সময় কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তারা মোয়াব
দেশের যর্দন উপত্যকায় কাটালেন।

যিহোশূয় নতুন নেতা হলেন

9মোশি যিহোশূয়োর উপরে তার হাত রেখে তাকে নতুন নেতা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। আর তখন নূনের পুত্র যিহোশূয় প্রজ্ঞার আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন। তাই ইস্রায়েলের লোকেরা যিহোশূয়োর কথার বাধ্য হতে লাগল। প্রভু মোশিকে যা আজ্ঞা করেছিলেন তারা সেই মত কাজ করতে থাকল।

10মোশির মত ইস্রায়েলে আর কোন ভাববাদী ছিল না। প্রভু মোশির সামনাসামনি আলাপ করতেন। 11প্রভু মোশিকে মিশর দেশে মহা পরাক্রমের অলৌকিক কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। ফরৌণ, তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও মিশরের সমস্ত লোক সেই সব অলৌকিক কাজ দেখেছিল।

12আর কোন ভাববাদী মোশির মত এত পরাক্রমের ও আশ্চর্য কাজ করেন নি। ইস্রায়েলের সমস্ত লোক তার মহান কাজগুলি দেখেছিল।

যিহোশূয়ের পুস্তক

ইস্রায়েল জাতিকে নেতৃত্ব দিতে ঈশ্বর যিহোশূয়কে মনোনয়ন করলেন

1 মোশি ছিলেন প্রভুর দাস। তাঁর সহকারী ছিলেন
নূনের পুত্র যিহোশূয়। মোশির মৃত্যুর পর প্রভু
যিহোশূয়কে বললেন, 2“আমার দাস মোশি মারা গেছে।
এখন তুমি এইসব লোকেদের নিয়ে যর্দ্দন নদী পেরিয়ে
যাও। তোমাদের সেই দেশে যেতে হবে যেটা আমি
তোমাদের ইস্রায়েলবাসীদের দিচ্ছি। 3আমি মোশিকে
যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেইরকমভাবেই সেখানে
তোমরা পদার্পণ করবে। সেইসব জায়গা আমি
তোমাদের দেব। 4হিত্তীয়দের সমস্ত জমি, মরুভূমি এবং
লিবানোন থেকে শুরু করে মহানদী (ফরাৎ নদী) পর্যন্ত
তোমাদের হবে। এখান থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর,
(যেখানে সূর্য অস্তাচলে নামে) – সমস্ত ভূখণ্ডই জেনো
তোমার হবে। 5মোশির সঙ্গে আমি যেমন ছিলাম
তোমার সঙ্গেও আমি ঠিক তেমনি থাকব। কেউ তোমাকে
কোনদিন রুখতে পারবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে
কখনোই যাব না। আমি তোমাকে কখনোই ত্যাগ করব
না।

6“যিহোশূয়, শক্তিমান হও, সাহসী হও। তুমি এই
লোকেদের এমনভাবে নেতৃত্ব দেবে, যাতে তারা
নিজেদের দেশ অধিকার করতে পারে। আমি যে তাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এ দেশ
তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাব! 7কিন্তু আর একটি বিষয়েও
তোমাকে শক্ত ও সাহসী হতে হবে। আমার দাস মোশি
যে নির্দেশগুলি দিয়ে গেছে, সেগুলি অবশ্যই তোমাকে
মেনে চলতে হবে। তুমি যদি তার নীতি হুবহু মেনে
চলো, তবে সব কাজেই তোমার সাফল্য নিশ্চিত। 8বিধি
পুস্তকে যা-যা লেখা আছে সর্বদাই সেসব মনে রেখো।
ঐ পুস্তক দিনরাত পাঠ করো। তাহলে লিখিত নির্দেশগুলি
তুমি নিশ্চয়ই পালন করতে পারবে। যদি এই কাজ
সম্পূর্ণভাবে করতে পার তাহলে তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলবে
ও তুমি যা কিছু করবে তাতেই কৃতকার্য্য হবে। 9মনে
রেখো, আমি তোমাকে শক্তিমান ও সাহসী হতে বলেছি।
তাই বলছি ভয় পেও না। তুমি যেখানেই যাও, প্রভু,
তোমার ঈশ্বর তোমার সঙ্গে রয়েছেন।”

যিহোশূয় কর্ত্তৃত্ব নিলেন

10তখন যিহোশূয় দলপতিদের আদেশ দিলেন। তিনি
তাদের বললেন, 11‘‘পুরো শিবিরটা ঘুরে এসো এবং
লোকেদের প্রস্তুত হতে বলো। তাদের বলো, ‘খাদ্য
যেন মজুত থাকে। বলো আর তিনদিন পর আমরা
যর্দ্দন নদী অতিক্রম করব। নদী পেরিয়ে আমরা সে
দেশেই যাব যে দেশ স্বয়ং প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাদের
দান করেছেন।’”

12তারপর যিহোশূয় রূবেণ ও গাদ পরিবারগোষ্ঠীর
সঙ্গে এবং মনঃশিদের অর্দ্ধেক পরিবারগোষ্ঠীর সঙ্গে
কথা বললেন। তিনি বললেন, 13‘‘মনে রেখো প্রভুর
দাস মোশি তোমাদের কি বলেছেন। তিনি বলেছিলেন,
প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের থাকার জন্য জায়গা
দেবেন। প্রভুই তোমাদের সেই দেশ দান করবেন।”
14বস্তুত, যর্দ্দন নদীর পূর্ব তীরের দেশটি ইতিমধ্যেই
মোশি তোমাদের সম্প্রদান করেছেন। তোমাদের স্ত্রী-
পুত্ররা, তোমাদের পশুরা সেখানে থাকবে। কিন্তু
তোমাদের সৈন্যরা যেন অবশ্যই তোমাদের ভাইয়েদের
নিয়ে যর্দ্দন নদী পেরিয়ে যায়। যুদ্ধের জন্য সকলেই
তৈরী থেকো। সে দেশের দখল নিতে তাদের সর্বপ্রকার
সাহায্য কোরো। 15প্রভু তোমাদের বিশ্রামের জন্য স্থান
করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের ভাইয়েদের জন্যেও
সেই একই ব্যবস্থা করবেন। যতদিন না তারা তাদের
ঈশ্বর প্রদত্ত সেই দেশ পাচ্ছে তোমরা তাদের সাহায্য
কোরো। তারপর তোমরা নিজেদের বাসভূমিতে অর্থাৎ
যর্দ্দন নদীর পূর্ব তীরের সেই দেশে ফিরে এসো। প্রভুর
দাস মোশি তোমাদের এই দেশ দিয়েছিলেন।”

16যিহোশূয়র কথার উত্তরে লোকেরা বলল, “আপনি
যা আদেশ করবেন, আমরা সবই পালন করব। যেখানে
যেতে বলবেন যাব! 17যা বলবেন মেনে চলব, যেমনভাবে
মোশির আদেশ আমরা মেনে চলতাম। আমরা শুধু
প্রভুর কাছে একটা জিনিসই চাইব। আমরা চাই প্রভু
আপনার ঈশ্বর যেন আপনার সঙ্গে সর্বদাই বিরাজ করেন,
যেমন মোশির সঙ্গে তিনি নিয়তই থাকতেন। 18যদি
কেউ আপনার আদেশ অমান্য করে কিংবা আপনার
বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে আমরা হত্যা করবই। আপনি
কেবল বলবান ও সাহসী হোন।”

যিরীহোয় গুপ্তচরবাহিনী

2 নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং অন্য সকলে শিটীম শহরে
শিবির স্থাপন করলেন। তারপর যিহোশূয় সকলের
অজ্ঞাতে দুজন গুপ্তচরকে পাঠালেন। তিনি তাদের
বললেন, “দেশটা ভাল করে ঘুরে দেখে এসো, বিশেষ
করে যিরীহো শহরটার দিকে নজর রেখো।’’

তারা যিরীহোর দিকে রওনা দিল। সেখানে তারা
এক গণিকাগৃহে উঠল। তার নাম রাহব।

2কোন একজন গিয়ে যিরীহোর রাজার কাছে বলল,
‘‘কাল রাত্রে ইস্রায়েল থেকে কিছু লোক আমাদের দেশের
কোথায় কি দুর্বলতা আছে দেখবার জন্যই এসেছে।’’

3তখন যিরীহোর রাজা রাহবের কাছে বার্তা
পাঠালেন, ''যারা তোমার বাড়ীতে রয়েছে তাদের লুকিয়ে
রেখো না। তাদের বের করে দাও। তারা তোমাদের
দেশে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছে।''

4রাহব দুজনকে লুকিয়েই রেখেছিল। সে বলল, "এরা
এসেছিল ঠিকই, কিন্তু কোথা থেকে এসেছিল তা জানি
না। 5সন্ধ্যাবেলা নগরের ফটক বন্ধ হবার সময় তারা
দুজন চলে গেল। কোথায় গেল তাও জানি না। তাড়াতাড়ি
তাদের পেছনে পেছনে যাও, হয়তো তুমি তাদের ধরে
ফেলতেও পারো।'' 6(আসলে রাহব ওদের কাছে যাই
বলুক, ঐ দুজনকে সে ছাদের উপর মসিনার ডাঁটার
মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।)

7রাজার লোকেরা নগরের বাইরে বেরিয়ে গেল।
নগরের সমস্ত ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। তারা
ইস্রায়েল থেকে আসা ঐ দুজনের খোঁজে বেরিয়ে যর্দ্দন
নদীর ধারে এসে পৌঁছাল আর নদীর যেখানে যেখানে
লোক পারাপার করে সেসব জায়গায় খোঁজ করতে
লাগল।

8এদিকে ওরা দুজন যখন ঘুমাবার আয়োজন করছে
রাহব ছাদে উঠে এলো। 9সে তাদের বলল, ''আমি
জানি প্রভু তোমাদের লোকেদের এই দেশ দিয়েছেন।
তোমরা আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছ। এদেশের সমস্ত
মানুষ তোমাদের ভয় করে।' 10আমরা ভয় পেয়েছি
কারণ আমরা শুনেছি যে কিভাবে প্রভু তোমাদের সহায়
হয়েছিলেন। আমরা শুনেছি মিশর থেকে আসার সময়
তিনি লোহিত সাগরের জল শুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা
এও শুনেছি সীহোন আর ওগ নামের দুজন ইমোরীয়
রাজাকে তোমরা কি করেছিলে। আমরা জানি যর্দ্দনের
পূর্বতীরে ঐ রাজাদের তোমরা কিভাবে ধ্বংস করেছিলে।
11এইসব বৃত্তান্ত শুনে আমরা আতঙ্কিত হয়ে আছি।
আমাদের মধ্যে এমন বীর কেউ নেই যে তোমাদের
সঙ্গে যুদ্ধ করে। এর কারণ তোমাদের প্রভু ঈশ্বর ওপরে
স্বর্গ আর নীচে এই বিশ্বলোকের শাসনকর্তা। 12আমি
তো তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সাহায্য করেছি, তাই
তোমাদের কাছে আমি একটা কথা দিতে অনুরোধ
করছি। প্রভুর সামনে শপথ করে বলো তোমরা আমার
পরিবারের প্রতি দয়া করবে। বলো করবে তো? 13কথা
দাওআমার পরিবারের সকলকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার
মাতা, পিতা, ভাই-বোন আর তাদের সংসারের সকলকে
বাঁচিয়ে রেখো। প্রতিশ্রুতি দাও মৃত্যুর হাত থেকে তোমরা
আমাদের রক্ষা করবে।"

14ওরা দুজন সম্মত হল। তারা বলল, ''জীবন দিয়ে
আমরা তোমাদের রক্ষা করব। কিন্তু কাউকে বলবে না
আমরা কি করছি। প্রভু যখন আমাদের নিজস্ব দেশ
আমাদের দেবেন তখন তোমাদের তো কৃপা করবই।
তোমরা আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।"

15স্ত্রীলোকটির বাড়ী নগর প্রাচীরের গায়ে তৈরী করা
হয়েছিল। এটা প্রাচীরেরই এক অংশ ছিল। সে জানালা
দিয়ে একটা মোটা দড়ি ঝুলিয়ে দিল যাতে সেটা বেয়ে
বেয়ে ওরা বেরিয়ে যেতে পারে। 16স্ত্রীলোকটি বলল,
"পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে তোমরা চলে যাও। তাহলে
হঠাৎ করে রাজার সৈন্যরা তোমাদের খুঁজে পাবে না।
ওখানে তিনদিন তোমরা আত্মগোপন করে থাকো।
সৈন্যরা ফিরে এলে তোমরা তোমাদের পথে ফিরে
যেও।''

17তারা বলল, "আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।
কিন্তু তোমাকে যে একটা কাজ করতে হবে, নইলে
কথা রাখতে না পারলে আমরা দায়ী হব না। 18আমাদের
পালানোর জন্য তুমি এই লাল দড়িটা কাজে লাগিয়েছ।
আমরা তো অবশ্যই এখানে ফিরে আসছি। তখন কিন্তু
এই দড়িটা আবার জানালায় ঝুলিয়ে রাখবে। তোমরা
অবশ্যই তোমার বাড়ীতে তোমার মাতা, পিতা, ভাই-
বোনদের এবং তোমার সমস্ত পরিবারবর্গকে নিয়ে
আসবে। 19এই বাড়ীতে যারাই থাকবে তাদের প্রত্যেককে
আমরা রক্ষা করব। কেউ যদি আহত হয় তার জন্য
আমরা দায়ী থাকব। কিন্তু কেউ যদি বাড়ীর বাইরে
থাকে তাহলে সে হত হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা
দায়ী হব না। সেক্ষেত্রে দোষ তার নিজের। 20তোমার
সঙ্গে এই আমাদের চুক্তি হয়ে রইল। কিন্তু তুমি যদি
কাউকে এসব ফাঁস করে দাও তাহলে এই চুক্তি আর
চুক্তি থাকবে না।"

21স্ত্রীলোকটি বলল, ''তুমি যা যা বলেছ সব আমি
করব।" সে তাদের বিদায় জানাল। তারা তার বাড়ী
থেকে বেরিয়ে গেল। লাল দড়িটা সে জানালায় বেঁধে
দিল। 22তারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে যাত্রা
করল। তারা সেখানে তিনদিন রইল। রাজপ্রহরীরা সমস্ত
রাস্তায় নজরদারি করতে লাগল। তিনদিন এভাবে কেটে
যাবার পর তারা আশা ছেড়ে দিয়ে নগরে ফিরে এলো।
23তারপর লোক দুটি পাহাড় পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে
নূনের পুত্র যিহোশূয়র কাছে ফিরে এলো। তারা যা-যা
দেখেছে সব তাকে জানাল। 24যিহোশূয়কে তারা বলল,
''প্রভু যথার্থই সমস্ত দেশটা আমাদের দিয়ে গেছেন।
ওদেশের সমস্ত লোক আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে আছে।"

যর্দ্দন নদীতে অলৌকিক ঘটনা

3 পরদিন খুব সকালে যিহোশূয় আর ইস্রায়েলের সমস্ত
লোক উঠে শিটীম ছেড়ে চলে গেল। তারা যর্দ্দনের
পারে গিয়ে পৌঁছল। নদী পেরোবার আগে সেখানেই
তাঁবু খাটাল। 2তিনদিন পর, দলপতিরা শিবিরের সর্বত্র
ঘুরে দেখলেন। 3তারপর তাঁরা সকলকে বললেন,
''তোমরা যখন যাজকদের এবং লেবীয়দের প্রভু,
তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করতে দেখবে
তখন তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে। 4কিন্তু
দেখো যেন খুব কাছে থেকে অনুসরণ কোরো না। প্রায়
1,000 গজ তফাতে থাকবে। তোমরা এখানে আগে
আসোনি, তাই যদি তাদের অনুসরণ করো, জানতে
পারবে কোথায় তোমাদের গন্তব্য।''

5তারপর যিহোশূয় তাদের বললেন, ''নিজেদের
পবিত্র করো। আগামীকাল প্রভু তোমাদের উপস্থিতিতে
কিছু আশ্চর্য্য কাজ করবেন।"

6যিহোশূয় যাজকদের বললেন, ‘‘সাক্ষ্যসিন্দুক নিয়ে সকলের সামনে দিয়েই নদী পেরিয়ে যাও।’’ তারা তাই করল।

7প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, “আজ আমি তোমাকে মহাপুরুষ করে গড়ে তোলবার কাজে প্রবৃত্ত হব। ইস্রায়েলের সমস্ত লোক তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা জানবে যে আমি তোমার সঙ্গে আছি, যেমন মোশির সঙ্গে ছিলাম। 8যাজকরা সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করবে। একথা তাদের বোলো, ‘আপনারা যর্দ্দন নদীর তীর পর্যন্ত হেঁটে যাবেন এবং নদীতে পা রাখার ঠিক আগেই থেমে যাবেন।’”

9তারপর ইস্রায়েলের লোকেদের উদ্দেশ্যে যিহোশূয় বললেন, ‘‘তোমরা সকলে এখানে এসো এবং তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের বার্তা শ্রবণ করো। 10প্রমাণ আছে জীবন্ত ঈশ্বর যথার্থই তোমাদের সঙ্গে আছেন। প্রমাণ আছে, তিনি সত্যই তোমাদের শত্রুকে পরাজিত করবেন। তিনি কনানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, পরিষীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয় এবং যিবূষীয়দের পরাজিত করবেন। ঐ ভূখণ্ড থেকে তিনি তাদের চলে যেতে বাধ্য করবেন। 11এই হল প্রমাণ। তোমরা যখন যর্দ্দন নদী পেরোবে, তখন প্রভু, যিনি সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিকারী, তাঁর সাক্ষ্যসিন্দুক তোমাদের আগে আগে যাবে। 12এখন তোমাদের মধ্যে থেকে বারোজনকে তোমরা বেছে দাও। ইস্রায়েলের বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি থেকে একজন করে বেছে নাও। 13যাজকরা প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করবেন। প্রভুই সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজাধিরাজ। যাজকেরা তোমাদের সামনে দিয়ে সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করে যর্দ্দন নদীতে নামবেন। তারা নদীতে পদার্পণ করা মাত্রই নদীর জলস্রোত স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেই স্তব্ধীভূত জল নদীর পিছনে পূর্ণ হয়ে বাঁধের আকারে পড়ে থাকবে।”

14যাজকেরা সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করলেন। লোকেরা যেখানে তাঁবু গেড়েছিল সেখান থেকে বেরিয়ে যর্দ্দন নদী পেরোনোর জন্যে রওনা হল। 15(ফসল তোলার সময় যর্দ্দনের দুই কুলই প্লাবিত হয়ে যায়। তাই নদী তখন কানায়-কানায় পূর্ণ ছিল।) যাজকরা সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করে নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন এবং নদীতে পা রাখলেন। 16সঙ্গে সঙ্গে জলস্রোত থেমে গেল। সব জল নদীর পেছনে বাঁধের মতো জমা হয়ে রইল। সেই জলরাশি নদীর ধার দিয়ে সোজা আদম পর্যন্ত (সর্ত্তনের নিকটবর্ত্তী একটি শহর) জমে রইল। যিরীহোর কাছাকাছি গিয়ে লোকেরা নদী পেরোল। 17সে জায়গার মাটি শুকিয়ে গিয়েছিল। যাজকেরা প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক মাঝ নদী পর্যন্ত বহন করার পর থামলেন। তাঁরা অপেক্ষা করলেন। যর্দ্দনের শুষ্ক ভূমির ওপর দিয়ে ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষ হাঁটতে লাগল।

লোকেদের স্মরণের জন্য শিলাখণ্ডসমূহ

4 সকলে যর্দ্দন নদী পেরিয়ে এলে প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, 2‘‘বারোজনকে এবার বেছে নাও। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী থেকে একজন করে নেবে। 3নদীর যেখানে যাজকেরা দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে তাদের তাকাতে বলো। সেখানে বারোটি শিলা তাদের খুঁজে নিতে নির্দেশ দাও। ঐ বারোটি শিলা বহন করো। আজ রাত্রে যেখানে থাকবে সেখানে ঐগুলো রেখে দেবে।”

4সেইমত যিহোশূয় প্রতি পরিবারগোষ্ঠী থেকে একজন করে লোক বেছে নিলেন। তিনি সেই বারোজনকে একসঙ্গে ডাকলেন। 5যিহোশূয় তাদের বললেন, ‘‘নদীর যেখানে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক রয়েছে সেখানে যাও। তোমরা প্রত্যেকে একটি করে পাথর খুঁজে নেবে। ইস্রায়েলের বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেক জনের জন্যে একটি করে পাথর। ঐ পাথর কাঁধে তুলে নাও। 6এইসব পাথর তোমাদের কাছে এক একটা প্রতীকের মতো। ভবিষ্যতে তোমাদের সন্তানসন্ততিরা জিজ্ঞাসা করবে, ‘এইসব পাথরের অর্থ কি?’ 7তোমরা তাদের বলবে প্রভু যর্দ্দন নদীর স্রোত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যখন সাক্ষ্যসিন্দুকটিকে যর্দ্দন নদী পার করানো হচ্ছিল তখন জল তার প্রবাহ বন্ধ রেখেছিলেন। পাথরগুলো ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে এইসব ঘটনার চিরকালের স্মারক হয়ে থাকবে।”

8ইস্রায়েলবাসীরা সেইমত যিহোশূয়র আদেশ পালন করল। তারা যর্দ্দন নদীর মাঝখান থেকে বারোখানা পাথর তুলে নিল। বারোটি পরিবারবর্গের প্রত্যেকের জন্য একটি করে পাথর ছিল। যেমনভাবে প্রভু যিহোশূয়কে বলেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই লোকেরা পাথর বয়ে নিয়ে চলল। তারপর যেখানে তারা তাঁবু গেড়েছিল সেখানে ঐগুলো রাখল। 9(যিহোশূয় যর্দ্দন নদীর মাঝখানেও বারোটি পাথর রেখেছিলেন। ঠিক সেই জায়গাতেই যেখানে যাজকেরা প্রভুর পবিত্র সিন্দুক কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজও ঐ জায়গায় পাথরগুলো দেখা যায়।)

10প্রভু যিহোশূয়কে লোকেদের কি করতে হবে তা জানাতে আদেশ দিলেন। সেগুলো মোশি যিহোশূয়কে পালন করার জন্য বলেছিলেন। তাই পবিত্র সিন্দুক বহনকারী যাজকেরা মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে রইলেন যতক্ষণ না যিহোশূয় লোকেদের নির্দেশ দেওয়া শেষ করলেন। লোকেরা দ্রুত নদী পেরোতে লাগল। 11তারা নদী পেরোনোর পালা শেষ করল। তারপর যাজকেরা তাদের সামনে দিয়ে প্রভুর সিন্দুক বহন করে চললেন।

12রূবেণের লোকেরা, গাদ পরিবারগোষ্ঠী এবং মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেক লোকেরা মোশির নির্দেশ পালন করল। এরা অন্যান্য লোকেদের চোখের সামনে নদী পেরোল। এরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ইস্রায়েলের বাকী লোকেদের তারা সাহায্য করতে যাচ্ছিল যাতে তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের দখল নিতে পারে। 13প্রায় 40,000 সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রভুর সামনে দিয়ে চলে গেল। যিরীহোর সমতলভূমির দিকে তারা অভিযান করেছিল।

14সেদিন থেকে প্রভু সমস্ত ইস্রায়েলবাসীদের জন্য যিহোশূয়কে একজন মহাপুরুষে পরিণত করলেন। সেদিন থেকে লোকেরা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে

শুরু করল। যেমনভাবে তারা মোশিকে শ্রদ্ধা করত, সেভাবেই তারা যিহোশূয়কে শ্রদ্ধা করতে লাগল।

15সিন্দুকবাহী যাজকেরা নদীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, 16"যাজকদের নদী থেকে চলে আসতে বলো।"

17যিহোশূয় সেইমতো যাজকদের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, "যর্দ্দন নদী থেকে আপনারা বেরিয়ে আসুন।"

18যাজকরা যিহোশূয়র আদেশ পালন করলেন। সিন্দুক বহন করে তারা নদী থেকে উঠে এলেন। নদীর এপারে যখন তারা পা রাখলেন তখন আবার নদী বইতে শুরু করল। আবার নদী আগের মতোই কুলপ্লাবী হয়ে উঠল।

19প্রথম মাসের দশম দিনে তাঁরা যর্দ্দন নদী অতিক্রম করলেন। তাঁরা যিরীহোর পূর্ব দিকে গিল্‌গল নামক একটি জায়গায় তাঁবু খাটালেন। 20তাঁরা যর্দ্দন নদী থেকে পাওয়া বারোটি পাথর বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গিল্‌গলে যিহোশূয় সেইসব পাথর স্থাপন করলেন। 21যিহোশূয় তাদের বললেন, "ভবিষ্যতে তোমার সন্তানেরা তাদের মাতা-পিতার কাছে জিজ্ঞাসা করবে, 'এসব পাথরের অর্থ কি?' 22তোমরা তাদের বলবে, 'এসব পাথর আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কিভাবে শুকনো জমির ওপর দিয়ে ইস্রায়েলের লোকেরা যর্দ্দন নদী পেরিয়ে গিয়েছিল। 23প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, যর্দ্দন নদীর প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে তোমরা ঐ শুকনো জমির ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারো; ঠিক যেমনটি হয়েছিল, যখন প্রভু লোহিত সাগরের জলপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে আমরা ঐ অংশটি শুকনো জমির ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারি।' 24প্রভু এই কাজ করেছিলেন যাতে এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ জানতে পারে তিনি কতটা শক্তিমান। তাহলে এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের মহাশক্তিকে চিরকাল ভয় করে চলবে।"

5 তাই প্রভু যর্দ্দন নদী শুকিয়ে দিলেন যতক্ষণ না সমস্ত লোক তা পেরিয়ে যায়। যর্দ্দনের পশ্চিমে বসবাসকারী ইমোরীয় এবং ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী কনানীয়দের রাজারা এসব শুনে বেশ ভয় পেয়ে গেল। ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে লড়াই করার মতো সাহস তাদের রইল না।

ইস্রায়েলীয়দের সুন্নৎকরণ

2তখন যিহোশূয়কে প্রভু বললেন, "চক্‌মকি পাথর থেকে ক্ষুর বানিয়ে নাও আর সেই ক্ষুর দিয়ে ইস্রায়েলের পুরুষদের সুন্নৎ করো।"

3সেইমতো যিহোশূয় চক্‌মকি পাথর থেকে ক্ষুর বানিয়ে নিয়ে জিবিথ হারালোথে ইস্রায়েলীয়দের সুন্নৎ করলেন।

4-7ইস্রায়েলীয়দের সুন্নৎ করার পেছনে যিহোশূয়র একটা কারণ ছিল। ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর ছেড়ে চলে গেলে যারা সৈন্যবাহিনীতে ছিল তাদের সবাইকে সুন্নৎ করা হয়েছিল। মরুভূমিতে থাকার সময় অনেক যোদ্ধাই প্রভুর কথা শোনে নি। তখন প্রভু তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তারা ঐ দেশটি সুজলা-সুফলা রূপে দেখতে পাবে না। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে সেই দেশই দিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন, কিন্তু যারা তাঁর বাণী অগ্রাহ্য করেছিল তাদের ঈশ্বর 40 বছর মরুভূমিতে ঘুরিয়েছিলেন যে পর্যন্ত না ঐ সমস্ত যোদ্ধারা শেষ হয়। তারা মারা গেলে তাদের সন্তানরা তাদের স্থান নিল। মিশর থেকে চলে আসার পর তাদের সন্তানদের মরুভূমিতে জন্ম হয়েছিল। এদের কাউকে সুন্নৎ করা হয়নি। তাই যিহোশূয় তাদের সুন্নৎ করেছিলেন।

8যিহোশূয় সকলের সুন্নৎকরণ শেষ করলেন। তারা সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে থেকে গেল। যতদিন পর্যন্ত সবাই সেরে না উঠল ততদিন তারা তাঁবুতে বিশ্রাম নিল।

কনানে প্রথম নিস্তারপর্ব উৎসব

9সেইসময় প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, "মিশরে তোমরা সবাই ছিলে ক্রীতদাস। এই দাসত্ব তোমাদের লজ্জিত করে রেখেছিল। আজ তোমাদের সব লজ্জা-সংকোচ আমি হরণ করলাম।" যিহোশূয় সেই জায়গাটির নাম দিলেন গিল্‌গল। আজও সে জায়গার নাম গিল্‌গল থেকে গেছে।

10ইস্রায়েলের লোকেরা নিস্তারপর্ব উৎসব পালন করল। যিরীহোর সমতলভূমিতে গিল্‌গল যেখানে তাঁবু খাটিয়েছিল সেখানেই তারা উৎসব করল। সেই মাসের 14তম দিনে সন্ধ্যাবেলা সেই উৎসব হল। 11নিস্তারপর্ব উৎসবের পরের দিন তারা সে দেশের উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যই খেয়েছিল। তারা খেয়েছিল খামিরবিহীন রুটি আর ভাজা দানাশস্য। 12পরদিন সকালে আকাশ থেকে আর বিশেষ ধরণের খাদ্য বর্ষণ হল না। যেদিন থেকে ইস্রায়েলের লোকেরা কনানে উৎপন্ন খাদ্য খেতে শুরু করল, সেদিন থেকে স্বর্গ থেকে খাদ্য আসা বন্ধ হল।

13যখন যিহোশূয় যিরীহোর কাছাকাছি গেলেন, তিনি তাকিয়ে দেখলেন একজন মানুষ তরবারি হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যিহোশূয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "কে আপনি? আমাদের শত্রু না মিত্র?"

14মানুষটি বললেন, "না আমি শত্রু নই। আমি প্রভুর সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। আমি এইমাত্র তোমার কাছে এসেছি।"

তখন যিহোশূয় তাঁকে সম্মান জানাতে মাথা নীচু করে বললেন, "আমি আপনার ভৃত্য। প্রভু কি আমার জন্য কোন আদেশ দিয়েছেন?"

15প্রভুর সেনাধ্যক্ষ বললেন, "জুতো খোলো। যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে তা এখন পবিত্র স্থান।" তাই যিহোশূয় তাঁর আদেশ পালন করলেন।

যিরীহো অধিকৃত

6 যিরীহো শহরের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাছেই ইস্রায়েলের লোকেরা, সেইজন্য

শহরের লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শহর থেকে
কেউ বেরোত না, শহরে কেউ আসতও না।

2তখন প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, “শোনো, আমি
তোমাদের যিরীহো দখল করতে দিচ্ছি। তোমরা রাজা
আর শহরের সমস্ত যোদ্ধাকে পরাজিত করবে। 3দিনে
একবার করে সমস্ত শহরের চারিদিকে সৈন্যদের টহল
দেওয়াবে। এরকম ছয় দিন করবে। 4পবিত্র সিন্দুকটি
যাজকদের বহন করতে বলবে। সাতজন যাজককে
মেষের তৈরী শিঙা নিতে বলবে। সেই সিন্দুকটির সামনে
দিয়ে যাজকদের যেতে বলবে। সপ্তম দিনে শহরটিকে
সাতবার প্রদক্ষিণ করবে। ঐ দিন যাজকদের যাবার
সময় শিঙা বাজাতে বলবে। 5তারা একবার খুব জোরে
শিঙা বাজাবে। সেই শিঙার শব্দ শুনতে পেলেই
লোকেদের চিৎকার করতে বলবে। তোমরা এই কাজ
করলে শহরের প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়বে, আর তোমার
লোকেরাও সোজা শহরে ঢুকে পড়তে পারবে।”

6নূনের পুত্র যিহোশূয় সেইমত যাজকদের সকলকে
একত্র ডেকে বললেন, “প্রভুর পবিত্র সিন্দুক আপনারা
বহন করুন। আপনাদের মধ্যে সাতজনকে শিঙা নিয়ে
সিন্দুকের সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতে বলুন।”

7তারপর যিহোশূয় লোকেদের আদেশ দিলেন,
“এবার যাও। শহরকে প্রদক্ষিণ করো। সশস্ত্র সৈন্যরা
প্রভুর পবিত্র সিন্দুকের সামনে থেকে অভিযান করবে।”

8যিহোশূয়র কথা শেষ হলে সাতজন যাজক প্রভুর
সমক্ষে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা সাতটি শিঙা বহন
করলেন এবং চলতে চলতে বাজাতে লাগলেন।
যাজকেরা তাদের পিছনে পিছনে প্রভুর পবিত্র সিন্দুক
বয়ে নিয়ে চললেন। 9যে সমস্ত যাজকরা শিঙা
বাজাচ্ছিলেন সশস্ত্র সৈন্যরা তাঁদের সামনে চলে গেল।
বাকী লোকেরা পবিত্র সিন্দুকের পেছনে হাঁটছিল। তাঁরা
শিঙা বাজাতে বাজাতে শহর পরিক্রমা করল।
10যিহোশূয় তাদের যুদ্ধধ্বনি দিতে বারণ করলেন। তিনি
বললেন, “এখন চিৎকার কোরো না। আমি তোমাদের
না বলা পর্যন্ত একটা কথাও বলবে না। যেদিন বলব
সেদিন চেঁচিয়ো।”

11যিহোশূয়র কথামত যাজকরা প্রভুর পবিত্র সিন্দুক
নিয়ে একবার শহর প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তাঁরা
তাঁবুতে ফিরে গিয়ে রাত্রি কাটালেন।

12পরদিন খুব ভোরে যিহোশূয় ঘুম থেকে উঠলেন।
যাজকরা আবার প্রভুর পবিত্র সিন্দুক কাঁধে তুলে নিলেন।
13সাতজন যাজক সাতটি শিঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।
তাঁরা প্রভুর পবিত্র সিন্দুকের সামনে শিঙা বাজাতে
বাজাতে এগিয়ে চললেন। তাঁদের আগে আগে চলেছে
সশস্ত্র সৈন্যরা। বাকী লোকেরা প্রভুর পবিত্র সিন্দুকের
পেছনে পেছনে চলছিল এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর
তাদের শিঙা বাজাচ্ছিল। 14দ্বিতীয় দিন তারা সকলে
একবার শহর পরিক্রমা করল। তারপর শিবিরে ফিরে
এলো। দুদিন ধরে তারা প্রতিদিন এইভাবেই কাটাল।

15সপ্তম দিনে উষাকালে তারা উঠে পড়ল। তারা
সাতবার শহর প্রদক্ষিণ করল। এর আগে এভাবেই
তারা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল, কিন্তু সেদিন তারা সাতবার
শহর প্রদক্ষিণ করল। 16সপ্তমবার তারা শহর পরিক্রমা
করলে যাজক শিঙা বাজালেন। তখন যিহোশূয় আদেশ
দিলেন, “এবার চিৎকার করো। প্রভু তোমাদের এই
শহর দান করেছেন। 17এই শহর এবং শহরের সবকিছু
প্রভুর। শুধু গণিকা রাহব এবং তার বাড়ীর লোকেরা
বেঁচে থাকবে। এদের তোমরা হত্যা কোরো না, কারণ
সে আমাদের দুজন গুপ্তচরকে সাহায্য করেছিল। 18আর
একথাও মনে রেখো, আর যা সব আছে আমরা ধ্বংস
তো করবই, কিন্তু তোমরা কোন কিছুই নিয়ে যেতে
পারবে না। যদি তোমরা ঐসব জিনিস সঙ্গে নিয়ে
আমাদের শিবিরে আসো, তবে তোমরাও ধ্বংস হয়ে
যাবে। সেইসঙ্গে তোমরা ইস্রায়েলের লোকেদেরও
বিপদ ডেকে আনবে । 19যত সোনা, রূপা আর পিতল
ও লোহার তৈরী জিনিসপত্র আছে সবই প্রভুর সম্পদ।
সেইসব সম্পদ প্রভুর কোষাগারেই থাকবে।”

20যাজকরা শিঙা বাজালেন। লোকেরা শিঙার শব্দ
শুনে চিৎকার করে উঠল। প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়ল।
তারা সকলে দৌড়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এইভাবে
ইস্রায়েলের লোকেরা শহর দখল করে নিল। 21শহরে
যা কিছু ছিল সব তারা ধ্বংস করে ফেলল। জীবিত
সব কিছুকেই তারা মেরে ফেলল। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা
কাউকেই বাদ দিল না। গরু, মেষ, গাধা সকলকে তারা
মেরে ফেলল।

22যিহোশূয় গুপ্তচর দুজনের সঙ্গে কথা বললেন।
তিনি বললেন, “সেই গণিকার গৃহে তোমরা যাও। তাকে
এবং তার সঙ্গে যারা আছে তাদের বের করে নিয়ে
এসো। তোমরা তাকে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সেই
প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করো।”

23সেইমত দুজন বাড়ীতে ঢুকে রাহবকে বের করে
আনল। তারা তার মাতা, পিতা, ভাই, পরিবারের
সকলকেই বের করে আনল। তাছাড়া আর যারা রাহবের
সঙ্গে ছিল তাদেরও উদ্ধার করল। এদের সবাইকে তারা
ইস্রায়েলের শিবিরের বাইরে একটা নিরাপদ জায়গায়
রেখে দিল।

24তারপর ইস্রায়েলবাসীরা সমস্ত শহর জ্বালিয়ে
দিল। সোনা, রূপো, পিতল আর লোহার তৈরী জিনিস
ছাড়া আর সব কিছুই তারা জ্বালিয়ে দিল। তারা ঐ
জিনিষগুলি প্রভুর কোষাগারে রাখল। 25গণিকা রাহব
তার পরিবারের সকলকে এবং তার সঙ্গে আর যারা
ছিল যিহোশূয় তাদের সবাইকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি
তাদের বাঁচিয়েছিলেন, কারণ রাহব যিহোশূয়র পাঠানো
গুপ্তচরদের যারা যিরীহোতে এসেছিল তাদের সাহায্য
করেছিলেন। আজও ইস্রায়েলবাসীদের মধ্যে রাহব বাস
করছে।

26সেই সময় যিহোশূয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

“যে গড়িবে পুনরায় যিরীহো নগর, প্রভুর রোষানল
পড়িবে তাহার উপর। নগরের ভিত্তি যে করিবে স্থাপন,

জ্যেষ্ঠতম সন্তান সে খোয়াবে আপন। যে জন নির্মাণ
করে নগরের দ্বার, কনিষ্ঠ সন্তান তার হইবে সংহার।”

27প্রভু যিহোশূয়র সঙ্গে রইলেন। আর যিহোশূয়
সারা দেশে বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

আখনের পাপ

7 কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের আদেশ পালন
করে নি। যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর একজনের নাম
ছিল আখন। তার পিতার নাম কর্ম্মি, পিতামহের নাম
জিমরি। আখন কিছু জিনিস রেখেছিল, যেগুলো নষ্ট
করে দেওয়া উচিৎ ছিল। সেইজন্য প্রভু ইস্রায়েলের
লোকেদের উপর ক্রুদ্ধ হলেন।
2তারা যিরীহো দখল করার পর যিহোশূয় কয়েকজন
লোককে অয়তে পাঠালেন। অয় বৈথেলের পূর্বদিকে
বৈৎ-আবনের কাছে অবস্থিত। যিহোশূয় তাদের বললেন,
“তোমরা অয়তে যাও। সেই জায়গায় কি কি দুর্বল
দিক আছে দেখে এসো।” সেকথা শুনে লোকেরা সেই
দেশে গুপ্তচরবৃত্তি করতে গেল।
3কিছুদিন পর তারা যিহোশূয়র কাছে ফিরে এলো।
তারা বলল, “অয় বেশ দুর্বল জায়গা। দখল করার
জন্য আমাদের সকলের যাবার দরকার নেই। 2,000
অথবা 3,000 লোক পাঠালেই চলবে। গোটা সৈন্যবাহিনী
কাজে লাগাবার দরকার নেই। খুব কম লোকই সেখানে
আছে যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।”
4-5প্রায় 3,000 লোক অয়তে গেল। অয়ের লোকেরা
প্রায় 36 জন ইস্রায়েলের লোককে হত্যা করেছিল এবং
ইস্রায়েলীয়রা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অয়ের
লোকেরা শহরের ফটক থেকেই তাদের তাড়া করছিল।
তারা পালিয়ে গিয়েছিল যেখানে নিরেট শিলাখণ্ড থেকে
পাথর কাটা হয়। অয়ের লোকেরা তাদের হারিয়ে
দিয়েছিল।
এইসব দেখে ইস্রায়েলের লোকেরা খুব ভয় পেয়ে
গেল, তারা সাহস হারিয়ে ফেলল। **6**যিহোশূয় যখন এই
সংবাদ পেলেন তখন মনের দুঃখে তিনি তাঁর পোশাক
ছিঁড়ে ফেললেন। পবিত্র সিন্দুকের সামনে তিনি মাটিতে
মাথা নুইয়ে দিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই তিনি
কাটালেন। ইস্রায়েলের নেতারাও এভাবে মাথা হেঁট
করে বসে রইল। দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতে তারাও
নিজেদের মাথায় ধূলো ছুঁড়লো।
7যিহোশূয় বললেন, “হে প্রভু, আমার স্বামী! তুমি
আমাদের সকলকে যর্দন নদী পার করিয়ে এখানে এনেছ।
কেন তুমি এতদূর টেনে নিয়ে এসে তারপর ইমোরীয়
লোকেদের দিয়ে আমাদের এই সর্বনাশ করলে? আমরা
যর্দনের ওপারেই তো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে
পারতাম। **8**হে প্রভু! আমি প্রাণের শপথ করে বলছি,
এখন আর আমার বলার মতো কিছুই নেই। ইস্রায়েল
তার শত্রুর কাছে হেরে গেছে। **9**কনানীয়রা ও অন্যান্য
অধিবাসীরা সকলেই জানতে পারবে কি ঘটেছে। এরপর
তারা আমাদের আক্রমণ করবে, আমাদের মেরে
ফেলবে, তখন তোমার মহানাম রক্ষা করতে তুমি কি
করবে?”
10প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, “কেন তোমরা মাটিতে
মাথা নুইয়ে বসে আছ? উঠে দাঁড়াও। **11**ইস্রায়েলের
লোকেরা আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে। যে চুক্তি পালন
করতে তাদের আদেশ দিয়েছিলাম তারা তা ভঙ্গ করেছে।
যেসব জিনিস তাদের ধ্বংস করতে আদেশ করেছিলাম,
তার মধ্যে থেকে কিছু জিনিস তারা নিয়েছে। আর
আমার সম্পত্তি চুরি করেছে। তারা মিথ্যাবাদী। তারা
সেসব নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিয়ে গিয়েছে।
12সেইজন্য ইস্রায়েলীয় সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।
কারণ তারা অন্যায় করেছিল। তাদের শেষ করে দেওয়াই
উচিৎ। আমি তোমাদের আর সাহায্য করব না। যদি
তোমরা আমার নির্দেশমত প্রত্যেকটি জিনিস নষ্ট না
কর, তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব না।
13“যাও! তাদের পবিত্র করো। তাদের বলো,
‘তোমরা নিজেদের শুচি করো। আগামীকালের জন্য
তৈরী হও। ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন যে
কিছু লোক তাঁর নির্দেশ মতো জিনিসগুলো নষ্ট না করে
সেগুলো রেখে দিয়েছে। সেগুলো ফেলে না দিলে
কিছুতেই তোমরা শত্রুদের হারাতে পারবে না।
14“‘কাল সকালে তোমরা সবাই প্রভুর সামনে
অবশ্যই দাঁড়াবে। সমস্ত পরিবারগোষ্ঠী প্রভুর সামনে
দাঁড়াবে। এরপর তিনি একটি পরিবারগোষ্ঠী বেছে
নেবেন। তারপর সেই পরিবারগোষ্ঠীটি প্রভুর সামনে
দাঁড়াবে। এরপর প্রভু সেই পরিবারগোষ্ঠীর প্রতিটি বংশ
খুঁটিয়ে দেখবেন এবং একটি বংশ বেছে নেবেন। তারপর
তিনি সেই বংশের প্রতিটি সদস্যকে বেছে নেবেন।
15যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত জিনিস রেখে দিয়েছে, যা
আমাদের নষ্ট করে দেওয়া উচিৎ ছিল, সে ধরা পড়বে।
তারপর তাকে পুড়িয়ে মারা হবে এবং তার সঙ্গে তার
যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে। ব্যক্তিটি
প্রভুর সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ করেছে।
ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি সে খুব অন্যায়
করেছে।’”
16পরদিন খুব ভোরে যিহোশূয় ইস্রায়েলের লোকেদের
প্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন। সমস্ত পরিবারগোষ্ঠী প্রভুর
সামনে দাঁড়াল এবং প্রভু যিহূদার পুরো পরিবারগোষ্ঠীকে
মনোনীত করলেন। **17**সুতরাং যিহূদার সমস্ত
পরিবারগোষ্ঠী প্রভুর সামনে দাঁড়াল। তিনি সেরহীয়
বংশকে মনোনীত করলেন এবং সেই বংশের প্রতিটি
পরিবার প্রভুর সামনে দাঁড়াল। সেই পরিবারগুলোর
মধ্য থেকে জিমরি পরিবারকে বেছে নেওয়া হল।
18তারপর যিহোশূয় ঐ পরিবারভুক্ত সমস্ত লোককে
প্রভুর সামনে দাঁড়াতে বলল। প্রভু কর্ম্মির পুত্র আখনকে
বেছে নিলেন। (কর্ম্মি হচ্ছে জিমরির পুত্র আর জিমরি
হচ্ছে জেরার পুত্র।)
19তারপর যিহোশূয় আখনকে বললেন, “বাছা,
ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরকে সম্মান করো। তাঁর কাছে
তুমি তোমার পাপ স্বীকার করো। যা করেছ আমার

কাছে বলো। আমার কাছে কোন কিছু লুকোতে যেও
না।”
20আখন উত্তর দিল, “এটা সত্যি! ইস্রায়েলের প্রভু
ঈশ্বরের কাছে আমি পাপ করেছি। আমি যা করেছি তা
এই: 21আমরা যিরীহো শহর এবং সেই শহরের সব
কিছুই দখল করেছিলাম। আমি বাবিলের একটা সুন্দর
শাল, প্রায় 5 পাউণ্ড রূপো আর প্রায় এক পাউণ্ড
সোনাও দেখেছিলাম। আমি সেগুলো আমার নিজের
জন্যে রেখে দিতে চেয়েছিলাম। তাই আমি তুলে
নিয়েছিলাম। সেগুলো আমার তাঁবুর নীচে মাটির তলায়
লুকিয়ে রেখেছি। ওখানেই সেগুলো আপনি পাবেন।
আর রূপো আছে শালের নীচে।”
22সুতরাং যিহোশূয় কিছু লোককে তাঁবুতে পাঠালেন।
তারা ছুটে তাঁবুতে গিয়ে ঐসব লুকোনো জিনিস খুঁজে
পেল। রূপো ছিল শালের তলায়। 23তারা তাঁবুর ভেতর
থেকে সমস্ত জিনিস বের করে আনল। তারা সেগুলো
যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের কাছে নিয়ে
গেল। প্রভুর সামনে তারা সেগুলো মাটিতে ফেলে
দিল।
24তারপর যিহোশূয় এবং সমস্ত লোক সেরহের পুত্র
আখনকে আখোর উপত্যকার দিকে নিয়ে গেল। তারা
সোনা, রূপো, শাল, আখনের সব ছেলেমেয়ে, তার
গরু, মেষ, গাধা, তাঁবু আর তার যথাসর্বস্ব হস্তগত
করল। তারা এই সমস্ত জিনিস এবং আখনকে আখোর
উপত্যকায় নিয়ে গেল। 25পরে দলপতি যিহোশূয়
বললেন, “তুমি আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছ। এখন
প্রভু তোমাকে কষ্ট দেবেন!” তারপর সকলে আখন
এবং তার পরিবারের সকলকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে
ফেলল। তাদের তারা পুড়িয়ে ফেলল। তার সঙ্গে যা
কিছু ছিল সেগুলোও পুড়িয়ে ফেলল। 26আখনকে পুড়িয়ে
মারার পর তারা তার মৃতদেহের ওপর অনেক পাথর
চাপিয়ে দিল। সেইসব পাথর আজও সেখানে দেখা
যাবে। এভাবেই ঈশ্বর আখনের বিনাশ ঘটালেন। এই
কারণে ঐ জায়গাটিকে বলা হয় আখোর উপত্যকা।
এরপর ইস্রায়েলের ওপর প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

অয়ের বিনাশ প্রাপ্তি

8 প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, “ভয় পেও না। আশা
ছেড়ো না। তোমার সমস্ত যোদ্ধাকে নিয়ে অয়ে
চলে যাও। অয়ের রাজাকে পরাজিত করার জন্য আমি
তোমাদের সাহায্য করব। আমি তোমাদের কাছে রাজা,
রাজার লোকেদের, তার শহর এবং তার দেশ সবকিছু
দিচ্ছি। 2তোমরা যিরীহো আর সে দেশের রাজার প্রতি
যা করেছিলে ঠিক সেইরকমই তোমরা অয় এবং সেই
শহরের রাজার প্রতি করবে। শুধু এইবার তোমরা সব
ধনসম্পদ এবং পশুসমূহ নিয়ে যাবে এবং ওগুলো
তোমাদের জন্যই রাখবে। এখন তোমাদের কয়েকজন
সৈন্যকে শহরের পিছনে লুকিয়ে থাকতে বলো।”
3তাই যিহোশূয় সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে অয়ের দিকে
নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সেরা 30,000 যোদ্ধাকে বেছে
নিলেন। রাত্রে তিনি তাদের পাঠালেন। 4যিহোশূয় তাদের
এই আদেশ দিলেন: “তোমাদের যা বলছি তা মন
দিয়ে শোন। শহরের পেছন দিকে তোমরা লুকিয়ে
থাকবে। আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবে। শহর থেকে
বেশী দূরে যাবে না। সবসময় লক্ষ্য রাখবে আর তৈরী
থাকবে। 5আমি সকলকে নিয়ে শহরের দিকে যাত্রা
করব। শহরের লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
বেরিয়ে আসবে। ঠিক আগের মতোই আমরা ছুটে
পালিয়ে আসব। 6তারা আমাদের শহর থেকে তাড়িয়ে
দেবে। তারা ভাববে যে আমরা ঠিক আগের মতোই
ওদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। সেইভাবে আমরা
পালিয়ে যাব। 7তারপর তোমরা গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে
আসবে আর শহর অধিকার করবে। প্রভু, তোমাদের
ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের জয় করার শক্তি দান করবেন।
8“প্রভু যা যা বলেন সেই অনুসারে কাজ করবে।
আমার দিকে লক্ষ্য রেখো। আমি তোমাদের শহর দখলের
আদেশ দেব। শহরের দখল নিয়ে একে তোমরা জ্বালিয়ে
দেবে।”
9তারপর যিহোশূয় তাদের লুকোনোর জায়গায়
পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারা বৈথেল
এবং অয়ের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় গেল। জায়গাটি
অয়ের পশ্চিম দিকে। যিহোশূয় তাঁর লোকেদের সঙ্গে
রাত কাটালেন।
10পরদিন খুব সকালে যিহোশূয় সব লোকেদের
একসঙ্গে জড়ো করলেন। তারপর যিহোশূয় এবং
ইস্রায়েলের দলপতিরা তাদের অয়ের দিকে নিয়ে
গেলেন। 11যিহোশূয়ের সঙ্গে যে সব সৈন্য ছিল, তারা
অয় অভিযান করল। শহরের সামনে এসে তারা দাঁড়াল।
সৈন্যরা শহরের উত্তরে তাঁবু খাটাল। অয় এবং
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছিল একটি উপত্যকা।
12তারপর যিহোশূয় প্রায় 5,000 সৈন্য বেছে নিলেন।
তিনি তাদের শহরের পশ্চিমে বৈথেল এবং অয়ের
মাঝখানে লুকিয়ে থাকার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।
13এইভাবে যিহোশূয় যুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুত করলেন।
শহরের উত্তরে তাদের প্রধান ঘাঁটি। অন্যান্যরা লুকোল
পশ্চিম দিকে। সেইরাত্রে যিহোশূয় উপত্যকায় গেলেন।
14পরে অয়ের রাজা ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনীকে
দেখতে পেলেন। ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে রাজা এবং তার লোকেরা বেরিয়ে পড়ল। অয়ের
রাজা যর্দন উপত্যকার কাছে শহরের পূর্বদিকে গেলেন।
তাই তিনি শহরের পেছনদিকে লুকিয়ে থাকা ইস্রায়েলীয়
সৈন্যদের দেখতে পেলেন না।
15অয়ের সৈন্যবাহিনী যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলের
সমস্ত মানুষকে তাড়িয়ে দিল। তারা যেখানে মরুভূমি
সেই পূর্বদিকে ছুট লাগাল। 16শহরের সকলে হৈ-হৈ
করে যিহোশূয় ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তাড়া করতে
লাগল। সব লোক শহর ছেড়ে চলে গেল। 17অয় এবং
বৈথেলের সব লোক ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে
দিল। শহর ফাঁকা পড়ে রইল। শহর রক্ষা করার জন্য
কেউ রইল না।

18তারপর প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, "অয় শহরের
দিকে বর্শা উঁচিয়ে ধরো। এই শহর আমি তোমাদের
হাতে তুলে দেব।" তাঁর কথামতো যিহোশূয় অয় শহরের
দিকে বর্শা উঁচিয়ে ধরলেন। 19ইস্রায়েলের যে সব
লোকেরা লুকিয়েছিল তারা তা দেখল। তারা তাদের
লুকোবার জায়গা থেকে দ্রুত বেরিয়ে শহরের দিকে
ছুটে গেল, শহরে ঢুকে পড়ল আর শহরটা দখল করে
নিল। তারপর সৈন্যরা শহর পুড়িয়ে দেবার জন্য আগুন
লাগিয়ে দিল।

20অয়ের লোকেরা পেছনে তাকিয়ে দেখল তাদের
শহর জ্বলছে। তারা দেখল শহর থেকে আকাশের দিকে
ধোঁয়া উঠছে। এই দেখে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল, সাহস
হারিয়ে ফেলল। তারা ইস্রায়েলীয়দের তাড়াবার প্রচেষ্টা
ছেড়ে দিল। ইস্রায়েলীয়রাও আর ছোটাছুটি না করে
ফিরে দাঁড়াল আর অয়ের লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
লাগল। অয়ের লোকেদের পালাবার মতো কোন নিরাপদ
জায়গা ছিল না। 21যিহোশূয় এবং তাঁর লোকেরা দেখল
যে ঐ সৈন্যরা শহর দখল করে নিয়েছে। তারা দেখল
শহর থেকে ধোঁয়া ওপরে উঠছে। এই সময় তারা পালিয়ে
না গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, অয়ের লোকেদের দিকে ছুটে
গিয়ে যুদ্ধ করল। 22তারপর যারা লুকিয়েছিল তারাও
ফিরে এসে যুদ্ধে সাহায্য করল। অয়ের লোকেদের
সামনে পিছনে সব দিকেই ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনী।
তারা ফাঁদে আটকা পড়ল। ইস্রায়েলীয়রা তাদের
পরাজিত করল। অয়ের সমস্ত লোক নিশ্চিহ্ন না হওয়া
পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করতে লাগল। শত্রু পক্ষের একটা
লোকও পালাতে পারল না। 23কিন্তু অয়ের রাজাকে
বাঁচিয়ে রাখা হল। যিহোশূয়ের লোকেরা তাকে
যিহোশূয়ের কাছে নিয়ে এল।

যুদ্ধের সমীক্ষা

24যুদ্ধের সময় ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনী অয়ের
লোকেদের মাঠেঘাটে মরুভূমির মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে
গিয়েছিল। তারপর তারা সেইসব জায়গায় তাদের হত্যা
করেছিল। তারপর তারা অয়ে ফিরে গিয়ে সেখানে
যেসব লোক তখনও বেঁচেছিল তাদের হত্যা করল।
25সেদিন অয়ের সমস্ত লোক মারা গেল। 12,000 পুরুষ
ও স্ত্রীলোক মারা গিয়েছিল। 26যিহোশূয় তাঁর লোকেদের
শহর ধ্বংস করার সংকেত দিতেই অয় শহরের দিকে
বল্লম উঁচু করে ধরেছিলেন। শহরের সমস্ত লোক বিনষ্ট
না হওয়া পর্যন্ত যিহোশূয় এভাবেই দাঁড়িয়েছিলেন।
27ইস্রায়েলের লোকেরা শহরের সমস্ত জীবজন্তু এবং
অন্যান্য জিনিসপত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখে
দিয়েছিল। প্রভু যিহোশূয়কে নির্দেশ দেবার সময় তাদের
এইসব রেখে দিতেই বলেছিলেন।

28যিহোশূয় অয় শহরকে জ্বালিয়ে দিলেন। শহরটা
কতগুলি পাথরের স্তূপে পরিণত হল। আর কিছুই
সেখানে ছিল না। আজও শহরটা সেইরকমই পড়ে
আছে। 29যিহোশূয় অয়ের রাজাকে একটা গাছে ফাঁসি
দিলেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত তাকে ঝুলিয়ে রাখলেন। সূর্য অস্ত
গেলে যিহোশূয় তাদের গাছ থেকে দেহটাকে নামাতে
বললেন। শহরের ফটকের কাছে তারা দেহটাকে ছুঁড়ে
দিল। তারপর প্রচুর পাথর দিয়ে তারা দেহটাকে চাপা
দিল। সেই পাথরের স্তূপ আজও দেখা যাবে।

আশীর্বাদ আর অভিশাপ পঠন

30তারপর যিহোশূয় ইস্রায়েলের প্রভু, ঈশ্বরের
স্মরণে একটি বেদী নির্মাণ করলেন। এবল পর্বতের
চূড়ায় তিনি এই বেদী তৈরী করেছিলেন। 31প্রভুর দাস
মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের জানিয়েছিলেন কিভাবে
বেদী তৈরী করতে হবে। মোশির বিধিপুস্তকে পরিষ্কার
করে লেখা ছিল বেদীর প্রস্তুত প্রণালী। সেইভাবেই
যিহোশূয় বেদী তৈরী করলেন। কাটা হয়নি এমন পাথর
দিয়েই বেদী তৈরী হয়েছিল। ঐ পাথরগুলির ওপর
কোন লৌহযন্ত্র কখনও ব্যবহার করা হয়নি। সেই বেদীতে
তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি উৎসর্গ করল। তারা
মঙ্গল নৈবেদ্যও উৎসর্গ করল।

32ঐখানে যিহোশূয় পাথরগুলোর ওপরে মোশির
বিধিগুলো লিখে দিলেন। ইস্রায়েলের সমস্ত লোক যাতে
সেগুলো পড়ে সেইজন্যই তিনি লিখে দিয়েছিলেন।
33প্রবীণরা, উচ্চপদস্থ কর্মীরা, বিচারকরা এবং সমস্ত
মানুষ পবিত্র সিন্দুকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। প্রভুর পবিত্র
সাক্ষ্যসিন্দুক বহনকারী লেবীয় যাজকদের সামনে তারা
দাঁড়িয়েছিল। ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এবং অন্যান্যরাও
সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অর্ধেক লোক দাঁড়িয়েছিল এবল
পর্বতের চূড়ার সামনে আর বাকী অর্ধেক দাঁড়িয়েছিল
গরিষীম পর্বতের চূড়ার সামনে। প্রভুর দাস মোশি তাদের
এভাবেই দাঁড়াতে বলেছিলেন। তারা যাতে প্রভুর
আশীর্বাদ পায় সেইজন্য তিনি তাদের এই নির্দেশ
দিয়েছিলেন।

34তারপর যিহোশূয় বিধির প্রতিটি কথা পড়ে
শোনালেন। তিনি সমস্ত আশীর্বাদ আর সমস্ত অভিশাপ
"বিধিপুস্তকে" যেভাবে লেখা আছে সেইভাবেই পড়ে
শোনালেন। 35ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সেখানে জড়ো
হয়েছিল। সমস্ত স্ত্রীলোক, শিশু আর তাদের সঙ্গে বাস
করত যেসব বিদেশী মানুষ তারাও সেখানে ছিল। মোশির
প্রতিটি নির্দেশ যিহোশূয় পড়ে শোনালেন।

গিবিয়োনের লোকেরা যিহোশূয়র সঙ্গে চালাকি করল

9 যর্দ্দন নদীর পশ্চিম তীরের যত রাজ্য ছিল তাদের
রাজারা সমস্ত ঘটনা শুনেছিল। এইসব রাজাই
হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং
যিবূষীয় দেশের লোকেদের রাজা। তারা পাহাড়ী
জায়গায় এবং সমতল ভূমিতে থাকত। তারা
ভূমধ্যসাগরের ধার ঘেঁষে লিবানোন পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা
অঞ্চলেও বাস করত। 2সমস্ত রাজা এক হল। তাঁরা
যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার
পরিকল্পনা করলেন।

3যিহোশূয় কিভাবে যিরীহো এবং অয় জয়
করেছিলেন, সেসব গিবিয়োন শহরের লোকেরা

শুনেছিল। 4তাই তারা ইস্রায়েলীয়দের কিভাবে বোকা বানানো যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করল। তাদের ছকটা ছিল এরকম: ফাটা, ভাঙ্গা যত চামড়ার বোতল ছিল সব তারা জড়ো করবে। এইসব দ্রাক্ষারসের চামড়ার খোল পশুদের পিঠে চাপিয়ে দেবে। তারা পুরানো থলেগুলোও পশুদের পিঠে চাপাবে যাতে মনে হয় যে তারা অনেক দূর থেকে ভ্রমণ করে এসেছে। 5লোকেরা পায়ে পুরানো জুতো পরল। তাদের পুরানো কাপড়চোপড় পরল। তারা কয়েকটি শুকনো এবং ছাতাপড়া রুটি জোগাড় করল। তাই লোকগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা অনেক দূর থেকে এসেছে। 6তারপর এই লোকেরা ইস্রায়েলবাসীদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। এই শিবিরটি ছিল গিল্‌গলের কাছে।

লোকগুলি যিহোশূয়ের কাছে গেল এবং তাঁকে বলল, ‘‘আমরা অনেক দূরের একটি দেশ থেকে এসেছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপন করতে চাই।”

7ইস্রায়েলের লোকেরা এই হিব্বীয়দের বলল, ‘‘হতেও তো পারে যে, আপনারা আমাদের বোকা বানাতে চাইছেন। আপনারা হয়তো আমাদের দেশের কাছেই থাকেন। কিন্তু আমরা আপনাদের সঙ্গে কোন শান্তির চুক্তি করতে পারি না, যতক্ষণ না জানতে পারছি, আপনারা কোথা থেকে আসছেন।”

8হিব্বীয়রা যিহোশূয়কে বলল, ‘‘আমরা আপনার ভৃত্য।”

কিন্তু যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কে? তোমরা কোথা থেকে আসছ?”

9তারা বলল, “আমরা আপনার ভৃত্য। আমরা অনেক দূরের একটি দেশ থেকে আসছি। আমরা এখানে এসেছি কারণ আমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের মহাশক্তি সম্বন্ধে শুনেছি। আমরা তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ জানতে পেরেছি। মিশরে তিনি কি কি করেছিলেন আমরা শুনেছি। 10আমরা আরো শুনেছি তিনি যর্দ্দন নদীর পূর্বতীরে ইমোরীয় জাতির দুজন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। একজন হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন, অন্যজন বাশনের রাজা ওগ। হিষ্‌বোন এবং বাশন অষ্টারোৎ দেশে অবস্থিত। 11তাই আমাদের প্রবীণরা ও অন্য সকলে বলেছিলেন, ‘ভ্রমণের জন্যে যথেষ্ট খাদ্য নিয়ে যেও। ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে দেখা করো। তাদের বোলো, “আমরা তোমাদের ভৃত্য। আমাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করো।”’

12“এই দেখ, আমাদের রুটি কি রকম শুকনো হয়ে গেছে। যখন আমরা বেরিয়েছিলাম সেসব ছিল গরম আর টাটকা। কিন্তু এখন সব শুকিয়ে বাসি হয়ে গেছে। 13এই দেখ, আমাদের চামড়ার দ্রাক্ষারসের পাত্রগুলো। যখন বেরিয়েছিলাম তখন এগুলো ছিল নতুন দ্রাক্ষারসে ভর্তি। কিন্তু আজ দেখ, সব ফেটে গেছে, বাসি হয়ে গেছে। আমাদের পোশাক-আশাক; চটিজুতো সব কেমন হয়ে গেছে দেখছ তো। দেখ, এই লম্বা সফরে আমাদের পরনের কাপড়-চোপড়ের দশা, প্রায় জরাজীর্ণ।”

14লোকগুলো সত্যি কথা বলছে কিনা ইস্রায়েলের লোকেরা যাচাই করতে চাইল। তাই তারা রুটিটি চেখে দেখল, কিন্তু তাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করল না যে ওরকম ক্ষেত্রে তাদের কি করা উচিৎ। 15যিহোশূয় তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে রাজী হলেন। তিনি তাদের থাকতে দিতে রাজী হলেন। ইস্রায়েলের দলপতিরা যিহোশূয়ের প্রতিশ্রুতি রাখবার শপথ নিল।

16তিনদিন পর ইস্রায়েলের লোকেরা জানতে পারল যে ওরা তাদের শিবিরের খুব কাছাকাছিই বাস করত। 17তাই ইস্রায়েলীয়রা ওদের বসবাসের জায়গা দেখতে গেল। তৃতীয় দিনে তারা গিবিয়োন, কফীরা, বেরোৎ আর কিরিয়ৎ-যিয়ারীম এইসব শহরে এল। 18কিন্তু ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনী ঐসব শহরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাইল না। তারা ওদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছিল। ইস্রায়েলের দলপতিরা প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সামনে গিবিয়োনদের কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিল।

লোকেরা অবশ্য দলপতিদের চুক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। 19কিন্তু দলপতিরা বলল, ‘‘আমরা গিবিয়োনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ইস্রায়েলের প্রভু ও ঈশ্বরের সামনে আমরা কথা দিয়েছি। আমরা এখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। 20আমাদের এভাবেই চলতে হবে। তাদের জীবিত থাকতে দিতেই হবে। আমরা তাদের আঘাত দিতে পারি না; দিলে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গার জন্য আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন। 21তারা বেঁচে থাকুক। কিন্তু তারা আমাদের ভৃত্য হয়ে বেঁচে থাকবে। তারা আমাদের কাঠ কেটে দেবে, আমাদের সকলের জন্য জল বয়ে দেবে।” তাই দলপতিরা ওদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি ভাঙ্গল না। 22যিহোশূয় গিবিয়োনদের ডাকলেন। তিনি বললেন, ‘‘কেন তোমরা আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বললে? আমাদের শিবিরের কাছেই তো তোমাদের দেশ। কিন্তু তোমরা বলেছিলে যে তোমরা দূর দেশ থেকে এসেছ। 23এখন তোমাদের অনেক দুর্গতি আছে। তোমরা সবাই আমাদের ক্রীতদাস হবে। তোমাদের লোকেরা আমাদের কাঠ কেটে দেবে। ঈশ্বরের গৃহের* জন্য জল বয়ে আনবে।”

24গিবিয়োনের লোকেরা বলল, ‘‘আমরা মিথ্যা কথা বলেছিলাম কারণ আমাদের ভয় ছিল। আপনারা আমাদের মেরে ফেলবেন। আমরা শুনেছি ঈশ্বর তাঁর দাস মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন এই দেশ আপনাদের হাতে তুলে দিতে। ঈশ্বর আপনাকে এদেশের সমস্ত লোককে হত্যা করতে বলেছিলেন। তাই আমরা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। 25এখন আমরা আপনার দাস। যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।”

26তাই গিবিয়োনের লোকেরা ক্রীতদাস হয়ে গেল। যিহোশূয় তাদের বাঁচতে দিলেন। ইস্রায়েলীয়দের তিনি মেরে ফেলতে দিলেন না। 27যিহোশূয় গিবিয়োনদের ইস্রায়েলীয়দের ক্রীতদাস করে দিয়েছিলেন। তারা কাঠ কেটে আনত, ইস্রায়েলীয়দের জন্য জল বয়ে আনত।

ঈশ্বরের গৃহ এর অর্থ সম্ভবতঃ ‘‘ঈশ্বরের পরিবার’’ (ইস্রায়েল) অথবা হয়তো পবিত্র তাঁবু অথবা মন্দির।

তারাও প্রভুর বেদীর জন্য কাঠ কেটে আনত এবং জল
বয়ে আনত। প্রভু যেখানেই বেদী স্থাপনের জায়গা
পছন্দ করতেন সেখানেই তাদের জল বয়ে আনতে
হত। ঐসব লোক আজও ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে।

যেদিন সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়াল

10 সেইসময় জেরুশালেমের রাজা ছিল অদোনী-
ষেদক। রাজা জানতে পেরেছিল যে, যিহোশূয়
অয় শহরকে পরাস্ত করেছিলেন এবং ধ্বংস করে
দিয়েছেন। সে জানতে পারল যিরীহো আর সে দেশের
রাজারও একই হাল করেছিলেন যিহোশূয়। সে এটাও
জেনেছিল, গিবিয়োনের লোকেরা ইস্রায়েলের সঙ্গে
শান্তি চুক্তি করেছে। তারা জেরুশালেমের খুব কাছাকাছিই
রয়েছে। 2এসব জেনে অদোনী-ষেদক এবং তার প্রজারা
বেশ ভয় পেয়ে গেল। অয়ের মতো গিবিয়োন তো
ছোটখাট শহর নয়। গিবিয়োন খুব বড় শহর, একে
মহানগরী বলা যায়। সেই নগরের সকলেই ছিল বেশ
ভালো যোদ্ধা। সেই নগরেরও এরকম অবস্থা শুনে
রাজা তো বেশ ঘাবড়ে গেল। 3জেরুশালেমের রাজা
অদোনী-ষেদক হিব্রোণের রাজা হোহমের সঙ্গে কথা
বলল। তাছাড়া যর্মূতের রাজা পিরাম, লাখীশের রাজা
যাফিয় এবং ইগ্লোনের রাজা দবীর – এদের সঙ্গেও সে
কথা বলল। জেরুশালেমের রাজা এদের কাছে অনুনয়
করে বলল, 4"তোমরা আমার সঙ্গে চলো। গিবিয়োনদের
আক্রমণ করতে তোমরা আমাকে সাহায্য করো।
গিবিয়োনের লোকেরা যিহোশূয় ও ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে
শান্তি চুক্তি করেছে।"

5সেইজন্য পাঁচজন ইমোরীয় রাজার সৈন্যবাহিনী এক
হলো। (এই পাঁচজন হলো জেরুশালেম, হিব্রোণ, যর্মূত,
লাখীশ এবং ইগ্লোনের রাজা।) সৈন্যদল গিবিয়োনের
দিকে যাত্রা করল। তারা শহর ঘিরে ফেলল এবং যুদ্ধ
শুরু করল। 6গিবিয়োনবাসীরা যিহোশূয়র কাছে খবর
পাঠাল। সেই সময় যিহোশূয় গিল্‌গলে তাঁর শিবিরে
ছিলেন। খবরটা এই: "আমরা আপনার ভৃত্য। আপনি
আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। আমাদের বাঁচান।
তাড়াতাড়ি আসুন। পাহাড়ী দেশ থেকে সমস্ত ইমোরীয়
জাতির রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে আসছে।"

7খবর পেয়ে যিহোশূয় সসৈন্যে গিল্‌গল থেকে
বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সেরা সৈনিকের দল।
8প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, "ওদের সৈন্যসামন্ত দেখে
ভয় পেও না। আমি তোমাদের জিতিয়ে দেব। ওরা
কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না।"

9সৈন্যদল নিয়ে যিহোশূয় সারারাত গিবিয়োনে
অভিযান চালালেন। শত্রুরা জানতে পারল না, যিহোশূয়
আসছেন। তাই যিহোশূয় এবং তাঁর সৈন্যরা হঠাৎ তাদের
আক্রমণ করল।

10যখন ইস্রায়েল আক্রমণ করল তখন প্রভু সেই
সৈন্যদের হতবাক করে দিলেন। তারা পরাজিত হল।
ইস্রায়েলীয়দের কাছে এটা একটা মস্ত বড় জয়। তারা
শত্রুদের গিবিয়োন থেকে বৈৎ-হোরোণের দিকে তাড়িয়ে
নিয়ে গেল। ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা অসেকা এবং মক্কেদা
পর্যন্ত যাবার পথে যত লোকজন ছিল সবাইকে হত্যা
করল। 11তারপর তারা বৈৎ-হোরোণ থেকে অসেকা
পর্যন্ত লম্বা রাস্তাটি বরাবর শত্রুদের পেছনে-পেছনে
ধাওয়া করতে করতে গেল। তাদের এভাবে তাড়া করার
সময় প্রভু আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি ঝরালেন। বড় বড়
শিলার ঘায়ে অনেক শত্রুই মারা গেল। ইস্রায়েলীয়
সৈন্যদের তরবারির ঘায়ে যত না মারা পড়ল, তার
চেয়ে ঢের বেশী মারা পড়ল শিলাবৃষ্টিতেই।

12সেইদিন প্রভু ইস্রায়েলের কাছে ইমোরীয়দের
পরাজয় ঘটালেন। সেইদিন যিহোশূয় প্রভুর কাছে
প্রার্থনা করলেন এবং তারপর সমস্ত ইস্রায়েলবাসীদের
সামনে আদেশ করলেন:

"হে সূর্য, তুমি গিবিয়োনের উপরে থামো। আর হে
চন্দ্র, তুমি অয়ালোন উপত্যকায় চুপ করে থাকো।"

13তাই সূর্য সরল না। চন্দ্রও নড়ল না যতক্ষণ না
লোকেরা শত্রুদের হারায়। এই কাহিনী যাশের গ্রন্থে
লেখা আছে। সূর্য মধ্যগগনে স্থির হয়ে গিয়েছিল, গোটা
দিনটা সে আর ঘুরল না। 14এরকম আগে কখনো
হয়নি। পরেও কখনো হয়নি। সেদিন প্রভু একটি লোকের
বাধ্য হয়েছিলেন। সত্যিই, প্রভু সেদিন ইস্রায়েলের পক্ষে
যুদ্ধ করেছিলেন।

15এরপর যিহোশূয় সৈন্যদের নিয়ে গিল্‌গলের শিবিরে
ফিরে এলেন। 16কিন্তু যুদ্ধের সময় ঐ পাঁচজন রাজা
পালিয়ে গিয়েছিল। মক্কেদার কাছে একটা গুহার মধ্যে
তারা লুকিয়েছিল। 17তবে একজন তাদের গুহায়
লুকোতে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। যিহোশূয় সব জানতে
পারলেন। 18যিহোশূয় বললেন, "বড় বড় পাথর দিয়ে
গুহামুখ বন্ধ করে দাও। কিছু লোককে গুহা পাহারায়
রেখে দাও। 19কিন্তু তোমরা সেখানেই যেন থেমে থেকো
না। শত্রুদের তাড়া করতেই থাকো। পেছন থেকে তাদের
আক্রমণ করতেই থাকো। তোমরা শত্রুদের কিছুতেই
তাদের শহরে ফিরে যেতে দেবে না। প্রভু, তোমাদের
ঈশ্বর তাদের উপর তোমাদের জয়ী হতে দিয়েছেন।"

20তারপর যিহোশূয় আর ইস্রায়েলবাসীরা শত্রুদের
হত্যা করলেন। কিন্তু কয়েকজন শত্রু উঁচু প্রাচীর ঘেরা
কয়েকটি শহরে গেল এবং সেইখানেই নিজেদের লুকিয়ে
রাখল। তাদের আর হত্যা করা গেল না। 21যুদ্ধের পর
যিহোশূয়ের লোকেরা তাঁর কাছে মক্কেদায় ফিরে এল।
সেই দেশের কোন লোকই ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে একটা
কথাও বলতে সাহস করে নি।

22যিহোশূয় বললেন, "গুহামুখ থেকে পাথরগুলো
সরিয়ে দাও। ঐ পাঁচজন রাজাকে আমার কাছে আনো।"
23তাই যিহোশূয়ের লোকেরা পাঁচজন রাজাকে গুহার
ভেতর থেকে বের করে আনল। তারা ছিল জেরুশালেম,
হিব্রোণ, যর্মূত, লাখীশ এবং ইগ্লোনের রাজা। 24তারা
পাঁচজন রাজাকে যিহোশূয়ের সামনে হাজির করল।
যিহোশূয় তাঁর লোকেদের সেখানে আসতে বললেন।

সৈন্যদলের প্রধানদের তিনি বললেন, “তোমরা এদিকে
এসো। এই রাজাদের গলায় তোমাদের পা দাও।” তাই
সৈন্যদলের প্রধানেরা কাছে সরে এলো এবং তাদের
পা এইসব রাজাদের গলায় রাখল।

25তারপর যিহোশূয় তাঁর লোকেদের বললেন,
“তোমরা শক্ত হও, সাহসী হও। ভয় পেও না। ভবিষ্যতে
শত্রুদের সঙ্গে যখন তোমরা যুদ্ধ করবে তখন তাদের
প্রতি প্রভু কি করবেন তা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি।”

26তারপর যিহোশূয় পাঁচ জন রাজাকে হত্যা করলেন।
পাঁচটা গাছে পাঁচ জনকে ঝুলিয়ে দিলেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত
এইভাবেই তিনি তাদের রেখে দিলেন। 27সূর্যাস্তের সময়
যিহোশূয় তাঁর লোকেদের গাছ থেকে দেহগুলোকে
নামাতে বললেন। তাই তারা সেইগুলো ঐ গুহার
ভেতরেই ছুঁড়ে দিল। যে গুহাতে রাজারা লুকিয়েছিল
তার মুখটা বড় বড় পাথরে ঢেকে দিল। সেই দেহগুলো
আজ পর্যন্ত গুহার ভেতরে আছে।

28সেদিন যিহোশূয় মক্কেদা শহর জয় করলেন।
শহরের রাজা ও লোকেদের যিহোশূয় বধ করলেন।
একজনও বেঁচে রইল না। যিহোশূয় যিরীহোর রাজার
যে দশা করেছিলেন, মক্কেদার রাজারও সেরকম দশা
করলেন।

দক্ষিণের শহরগুলি দখল হল

29তারপর লোকেদের নিয়ে যিহোশূয় মক্কেদা থেকে
বেরিয়ে পড়লেন। তারা লিব্নাতে গিয়ে সেই শহর
আক্রমণ করল। 30প্রভু ইস্রায়েলীয়দের সেই শহর ও
শহরের রাজাকে পরাজিত করতে দিলেন। সেই শহরের
প্রত্যেকটা লোককে ইস্রায়েলীয়রা হত্যা করেছিল। কোন
লোকই বেঁচে রইল না। আর লোকেরা যিরীহোর রাজার
যে দশা করেছিল, সেই শহরের রাজারও সেই দশা
করল।

31তারপর ইস্রায়েলের লোকদের নিয়ে যিহোশূয়
লিব্না ছেড়ে লাখীশের দিকে গেলেন। লিব্নার কাছে
তাঁবু খাটিয়ে তারা শহর আক্রমণ করল। 32প্রভু তাদের
লাখীশ জয় করতে দিলেন। দ্বিতীয় দিনে তারা শহর
অধিকার করল। ইস্রায়েলের লোকেরা শহরের প্রত্যেকটা
লোককে হত্যা করল। লিব্নার মতো এখানেও তারা
একই কাজ করেছিল। 33গেষরের রাজা হোরম লাখীশকে
রক্ষার জন্য এসেছিল। কিন্তু যিহোশূয় তাকেও
সৈন্যসামন্ত সমেত হারিয়ে দিলেন। তাদের একজনও
বেঁচে রইল না।

34তারপর যিহোশূয় ইস্রায়েলবাসীদের নিয়ে লাখীশ
থেকে ইগ্লোনের দিকে যাত্রা করলেন। ইগ্লোনের কাছে
তাঁবু গেড়ে তারা ইগ্লোন আক্রমণ করল। 35সেদিন তারা
শহর দখল করে সেখানকার সব লোককে মেরে ফেলল।
ঠিক লাখীশের মতো এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটল।

36তারপর যিহোশূয় ইস্রায়েলবাসীদের নিয়ে ইগ্লোন
থেকে হিব্রোণের দিকে চললেন। সকলে হিব্রোণ আক্রমণ
করল। 37এই শহরটা ছাড়াও হিব্রোণের লাগোয়া কয়েকটা
ছোটখাট শহরও তারা অধিকার করল। শহরের প্রত্যেকটা
লোককে তারা হত্যা করল। কেউ সেখানে বেঁচে রইল
না। ইগ্লোনের মতো এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটল।
তারা শহর ধ্বংস করে সেখানকার সব লোককে হত্যা
করেছিল।

38তারপর যিহোশূয় ও ইস্রায়েলবাসীরা দবীরে ফিরে
এসে সেই শহরটি আক্রমণ করল। 39তারা সেই শহর,
শহরের রাজা আর দবীরের লাগোয়া সমস্ত ছোটখাট
শহর সব কিছু দখল করে নিল। শহরের সব লোককে
তারা হত্যা করল। কেউ বেঁচে রইল না। হিব্রোণ আর
তার রাজাকে নিয়ে তারা যা করেছিল দবীর ও তার
রাজাকে নিয়েও তারা সেই একই কাণ্ড করল। লিব্না
ও সে শহরের রাজার ব্যাপারেও তারা একই কাজ
করেছিল। 40এইভাবে যিহোশূয় পাহাড়ি দেশ নেগেভের
এবং পশ্চিম ও পূর্ব পাহাড়তলীর সমস্ত শহরের সব
রাজাদের পরাজিত করল। ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর
যিহোশূয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন সমস্ত লোককে হত্যা
করার জন্য। তাই যিহোশূয় ঐ সব অঞ্চলের কোনো
লোককেই বাঁচতে দেন নি।

41যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় থেকে ঘসা পর্যন্ত সমস্ত
শহর অধিকার করেছিলেন। মিশরের গোশন থেকে
গিবিয়োন পর্যন্ত সমস্ত শহর তিনি অধিকার করেছিলেন।
42একবারের অভিযানেই যিহোশূয় ঐসব শহর ও তাদের
রাজাদের অধিকার করতে পেরেছিলেন। যিহোশূয়
এমনটি করতে পেরেছিলেন কারণ ইস্রায়েলের প্রভু
ঈশ্বর স্বয়ং ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। 43এরপর
যিহোশূয় ইস্রায়েলবাসীদের নিয়ে গিল্গলে তাদের
শিবিরে ফিরে এলেন।

উত্তরের শহরগুলির পরাজয়

11 হাৎসোরের রাজা যাবীন এইসব ঘটনা শুনল।
সে কয়েকজন রাজার সৈন্যসামন্তদের একসঙ্গে
জড়ো করার কথা চিন্তা করল। মাদোনের রাজা যোবব,
অক্ষফের রাজা ও শিম্রোণের রাজার কাছে এবং
2উত্তরাঞ্চলের সমস্ত রাজা, পাহাড় ও মরু অঞ্চলের
সমস্ত রাজাকে যাবীন খবর পাঠাল। যাবীন কিন্নেরত,
নেগেভ, পশ্চিম পাহাড়, পশ্চিমের নাপথ দোরের
রাজাদের কাছে খবর পাঠাল। 3যাবীন পূর্ব আর পশ্চিমের
কনান সম্প্রদায়ের রাজাদের কাছে খবর পাঠাল। সে
ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয় এবং পাহাড়ী দেশের
যিবূষীয়দের কাছেও খবর পাঠাল। সে মিস্পার কাছে
হর্মোণ পর্বতের নীচে যে হিব্বীয়রা থাকে তাদের কাছেও
খবর পাঠাল। 4এইসব রাজার সৈন্যরা জড়ো হল। অসংখ্য
যোদ্ধা, অসংখ্য ঘোড়া আর অসংখ্য রথ মিলে তৈরী
হল এক বিশাল বাহিনী। এত লোক সেখানে জড়ো
হয়েছিল যে মনে হল তারা যেন সমুদ্রের ধারের বালির
দানার মতো অগণিত।

5মেরোমের ছোট নদীর ধারে এই সমস্ত রাজা জড়ো
হল। তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে একই শিবিরের মধ্যে
সমবেত করল। আর কিভাবে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করা যায় তার পরিকল্পনা করল।

6তখন প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, "এত সৈন্য দেখে ভয় পেও না। আমি তোমাদের জিতিয়ে দেব। আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে তোমরা তাদের সকলকে মেরে ফেলবে। সমস্ত ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে ফেলবে, তাদের সমস্ত রথ পুড়িয়ে দেবে।"

7যিহোশূয় এবং তাঁর সমস্ত সৈন্য হঠাৎ শত্রুদের আক্রমণ করল। মেরোম নদীর কাছে তারা শত্রুদের আক্রমণ করল। 8প্রভু ইস্রায়েলীয়দের জিতিয়ে দিলেন। ইস্রায়েল সৈন্যবাহিনী তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে নিয়ে গেল বৃহত্তর সীদোন, মিস্রফোৎ-ময়িম আর পূর্বের মিস্পীর উপত্যকার দিকে। সবকটি শত্রুকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা থামল না। 9প্রভু যা বলেছিলেন যিহোশূয় তাই করলেন। ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কেটে ফেললেন এবং রথগুলো পুড়িয়ে দিলেন।

10তারপর যিহোশূয় ফিরে গিয়ে হাৎসোর শহর দখল করলেন। এবং হাৎসোরের রাজাকে হত্যা করলেন। (ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যেসব রাজ্যগুলি ছিল তাদের মধ্যে হাৎসোরই ছিল সর্বপ্রধান।) 11ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনী সেই শহরের প্রত্যেককে হত্যা করল। তারা সমস্ত লোককে একেবারে শেষ করে দিল। একজন লোকও বেঁচে রইল না। তারপর তারা শহরটা জ্বালিয়ে দিল।

12যিহোশূয় এইসব শহরের সবকটি দখল করেছিলেন। তিনি শহরের সমস্ত রাজাকে হত্যা করেছিলেন। শহরের সমস্ত কিছুকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। প্রভুর দাস মোশি যেমন আজ্ঞা করেছিলেন সেইমতো তিনি এই কাজ করেছিলেন। 13কিন্তু ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনী পাহাড়ের ওপরে স্থাপিত কোন শহর জ্বালিয়ে দেয় নি। হাৎসোরই ছিল একমাত্র শহর যেটি পাহাড়ের ওপর নির্মিত ছিল এবং যিহোশূয়ের আদেশে যেটি তারা পুড়িয়ে দিয়েছিল। 14শহরগুলো থেকে পাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র ইস্রায়েলবাসীরা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছিল। শহরের সমস্ত জীবজন্তুকে তারা রেখে দিয়েছিল, যদিও সেখানকার সমস্ত লোককেই তারা মেরে ফেলেছিল। কোন লোককেই তারা বাঁচতে দেয় নি। 15বহুকাল আগে প্রভু তাঁর দাস মোশিকে এই কাজ করবার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন। তারপর মোশি এই কাজ করার জন্য যিহোশূয়কে আজ্ঞা করেছিলেন, যিহোশূয় ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছিলেন। প্রভু মোশিকে যা আজ্ঞা করেছিলেন যিহোশূয় তার সমস্তই পালন করেছিলেন।

16এইভাবে যিহোশূয় সমগ্র দেশের সমস্ত লোককে পরাজিত করেছিলেন। পাহাড়ি দেশ নেগেভ, সমগ্র গোশন অঞ্চল, পশ্চিমদিকের পাহাড়তলি, যর্দন উপত্যকা, ইস্রায়েলের সমস্ত পাহাড়-পর্বত এবং সেগুলোর কাছাকাছি সমস্ত পাহাড় এই সবই তাঁর অধীনে এলো। 17হালক পর্বতশৃঙ্গ থেকে সেয়ীরের কাছে লিবানোন উপত্যকার বাল্‌গাদ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল যিহোশূয়র দখলে এল। লিবানোন উপত্যকাটি হার্মোণ পর্বতশৃঙ্গের নীচে অবস্থিত। সে দেশের সমস্ত রাজাকে তিনি পরাজিত ও নিহত করলেন। 18বহু বছর ধরে এইসব রাজার বিরুদ্ধে যিহোশূয় যুদ্ধ করেছিলেন। 19একমাত্র একটি শহরই ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছিল। সেটা হচ্ছে গিবিয়োন শহর, যেখানে হিব্বীয় জাতির লোকেরা বাস করে। অন্য সমস্ত শহর পরাজিত হয়েছিল। 20প্রভু চেয়েছিলেন যেন এসব দেশের লোকেরা নিজেদের শক্তিশালী ভাবে। তাহলে তারা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এইভাবেই যেন তিনি তাদের প্রতি দয়া না করে বিনাশ করেন। যেভাবে প্রভু মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন, সেইভাবেই যেন তিনি তাদের বিনাশ করেন।

21অনাক বংশীয় লোকেরা হিব্রোণ, দবীর, অনাব এবং যিহূদা অঞ্চলের পাহাড়ি জায়গায় বাস করত। যিহোশূয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের এবং তাদের শহরগুলোকে শেষ করে দিলেন। 22ইস্রায়েল ভূখণ্ডে কোন অনাক বংশীয় লোক বেঁচে রইল না। তারা শুধু বেঁচে রইল ঘসা, গাত এবং অস্দোদ অঞ্চলে। 23যিহোশূয় সমগ্র ইস্রায়েল ভূখণ্ড নিজের আয়ত্বাধীনে আনলেন, ঠিক যেভাবে প্রভু বহুকাল আগে মোশিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রভু সেই দেশ তাঁর প্রতিশ্রুতি মত ইস্রায়েলীয়দের দান করেছিলেন। এই দেশ যিহোশূয় ইস্রায়েলের বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে যুদ্ধ শেষ হল এবং দেশে শান্তি ফিরে এলো।

ইস্রায়েলের কাছে পরাজিত রাজগণ

12 ইস্রায়েলবাসীরা যর্দন নদীর পূর্বদিকের সব দেশগুলি জয় করেছিল। অর্ণোন উপত্যকা থেকে হর্মোণ শৃঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড এবং যর্দন উপত্যকার পূর্ব দিকের সমস্ত ভূখণ্ড তারা জয় করেছিল। ইস্রায়েলবাসীরা যে সব রাজাদের পরাজিত করেছিল তার তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে:

2তারা ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে পরাজিত করেছিল যে হিষ্‌বোন শহরে থাকত। সীহোনের রাজ্য ছিল অর্ণোন উপত্যকার অরোয়ের থেকে যব্বোক নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ উপত্যকার মাঝখান থেকে তার রাজ্যের শুরু। সেটা ছিল অম্মোনীয় লোকেদের এলাকার সীমান্ত। গিলিয়দ দেশের অর্ধেকেরও বেশী অংশে সীহোন রাজত্ব করেছিল। 3যর্দন উপত্যকার পূর্বতীরে গালীলী হ্রদ থেকে মৃতসাগর (লবণসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য সে শাসন করত। এই রাজ্যটি বাদে সে বৈৎ-যিশীমোত থেকে দক্ষিণে পিস্‌গা পাহাড় পর্যন্ত দেশগুলিও শাসন করত।

4তারা বাশনের রাজা ওগকে পরাজিত করেছিল। ওগ ছিল রফায় বংশের রাজা। সে রাজত্ব করত অষ্টারোৎ এবং ইদ্রিয়ী দেশে। 5হর্মোণ পর্বতশৃঙ্গ, সল্‌খা এবং বাশনের সমস্ত অঞ্চল ওগ শাসন করত। যেখানে গশূর এবং মাখাথ জাতির লোকেরা বসবাস করত। সেটাই ছিল তার রাজ্যের সীমা। ওগ গিলিয়দ দেশের অর্ধেক অংশেও রাজত্ব করত। এই জায়গাটা শেষ হয়েছে হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের দেশে।

6প্রভুর ভৃত্য মোশি এবং ইস্রায়েলবাসীরা এইসব
রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। মোশি রূবেণ
পরিবারগোষ্ঠী, গাদ পরিবারগোষ্ঠী এবং মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেককে এই ভূখণ্ড দান করেছিলেন।
মোশি এই দেশ তাদের স্বদেশ হিসাবেই দান করেছিলেন।
7ইস্রায়েলের লোকেরা যর্দ্দন নদীর পশ্চিম কূলের
দেশের রাজাদেরও জয় করেছিল। যিহোশূয় এই দেশের
লোকেদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এটি জয়
করেছিলেন এবং পরে এই ভূখণ্ডটি বারোটি
পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর
তাদের এই দেশ দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন। এই দেশ ছিল লিবানোনের বাল্‌গাদ
উপত্যকা এবং সেয়ীরের কাছে হালক পর্বতশৃঙ্গের
মাঝখানে। 8পাহাড়ি অঞ্চল, পশ্চিমের পাহাড়তলি
অঞ্চল, যর্দ্দন উপত্যকা, পূর্বদিকের পাহাড়গুলি, মরুভূমি
এবং নেগেভ অঞ্চলগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে হিত্তীয়,
ইমোরীয়, কনানীয়, পরীষীয়, হিব্বীয় এবং যিবূষ বংশীয়
লোকেরা বাস করত। ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা পরাজিত
রাজাদের তালিকাটি এইরকম:

9	যিরীহোর রাজা	1
	বৈথেলের কাছে অয়ের রাজা	1
10	জেরুশালেমের রাজা	1
	হিব্রোণের রাজা	1
11	যমূর্তের রাজা	1
	লাখীশের রাজা	1
12	ইগ্লোনের রাজা	1
	গেষরের রাজা	1
13	দবীরের রাজা	1
	গেদরের রাজা	1
14	হর্মার রাজা	1
	অরাদের রাজা	1
15	লিব্‌নার রাজা	1
	অদুল্লমের রাজা	1
16	মক্কেদার রাজা	1
	বৈথেলের রাজা	1
17	তপূহের রাজা	1
	হেফরের রাজা	1
18	অফেকের রাজা	1
	লশারোণের রাজা	1
19	মাদোনের রাজা	1
	হাৎসোরের রাজা	1
20	শিম্রোণ-মরোণের রাজা	1
	অক্‌ষফের রাজা	1
21	তানকের রাজা	1
	মগিদ্দোর রাজা	1
22	কেদশের রাজা	1
	কর্ম্মিলস্থ যক্লিয়ামের রাজা	1
23	দোর পর্বতশৃঙ্গের দোরের রাজা	1
	গিল্‌গলের গোয়ীমের রাজা	1
24	তির্সার রাজা	1
	মোট রাজার সংখ্যা	31

অনধিকৃত দেশ

13 যিহোশূয় যখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তখন প্রভু
তাকে বললেন, “যিহোশূয় যদিও তোমার বেশ
বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও অধিকার করার জন্য অনেক
দেশ রয়েছে। 2তুমি এখনও গশূর রাজ্য অথবা
পলেষ্টীয়দের রাজ্য জয় করো নি। 3মিশরের সীহোর
নদী থেকে উত্তরে ইক্রোণ সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চল তুমি
এখনও অধিকার করো নি। জায়গাটা এখন কনানীয়দেরই
থেকে গেছে। তোমাকে এখনও ঘসা, অস্‌দোদ,
অস্কিলোন, গাত এবং ইক্রোণের পাঁচজন পলেষ্টীয়
নেতাকে পরাজিত করতে হবে। 4এখনও তোমাকে
কনানদের দেশের দক্ষিণে অব্বীয়র লোকেদের পরাজিত
করতে হবে। তোমাকে মিয়ারা পরাজিত করতে হবে,
যেটা অফেক পর্যন্ত সীদোনীয়দের অধিকৃত, যেটি
ইমোরীয়দের সীমানা। 5তুমি গিব্‌লী সম্প্রদায়ের দেশটাও
এখনও দখল করতে পারোনি। তাছাড়াও আছে
বাল্‌গাদের পূর্বদিকে লিবানোন। জায়গাটা হর্মোণ
পর্বতশৃঙ্গের পাদদেশ থেকে লেবো হমাথ পর্যন্ত বিস্তৃত।
6“সীদোনের লোকেরা লিবানোন থেকে
মিস্রফোৎ-ময়িম পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ি দেশে বাস করে।
কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেদের স্বার্থে ঐসব দেশের সমস্ত
লোককে আমি বের করে দেব। এই দেশের কথা অবশ্যই
মনে রাখবে ইস্রায়েলীয়দের কাছে দেশ ভাগ করে দেবার
সময় যা বললাম সেরকম করবে। 7নটি পরিবারগোষ্ঠী
এবং মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেকের মধ্যে দেশটা
ভাগ করবে।”

দেশভাগ

8ইতিমধ্যেই রূবেণ, গাদ, বাকী অর্ধেক মনঃশির
পরিবারগোষ্ঠীর লোক তাদের জমি-জায়গা দখল
করেছে। প্রভুর দাস মোশি যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকের দেশ
তাদের দিয়ে গেছেন। 9অর্ণোন উপত্যকার ধারে অরোয়ের
থেকে শুরু হয়েছে তাদের দেশ আর তা উপত্যকার
মাঝখানের শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া এই দেশের
মধ্যে আছে মেদবা থেকে দীবোন পর্যন্ত সমস্ত সমতল
ভূমিও। 10ইমোরীয় রাজা সীহোন যেসব শহরের
শাসনকর্তা সেসব শহর ঐ দেশেরই মধ্যে রয়েছে। সীহোন
শাসন করত হিষ্‌বোন শহর। সেই ভূখণ্ডটি যেখানে
ইমোরীয়রা বাস করত সেই এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
11গিলিয়দ শহরটাও সেদেশের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া
গশূর এবং মাখাথ অঞ্চলের লোকেরা যেখানে থাকত
সেটাও এই দেশের অন্তর্গত। এবং পুরো হর্মোণ পর্বতশৃঙ্গ
ও সল্‌খা পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো বাশন ঐ দেশের অন্তর্গত
ছিল। 12রাজা ওগের সমস্ত রাজ্যই সে দেশের অন্তর্গত।
ওগ শাসন করত বাশন। একসময় সে শাসন করত
অষ্টারোৎ এবং ইদ্রিয়ী। সে ছিল রফায় সম্প্রদায়ের
লোক। অতীতে মোশি ঐ সম্প্রদায়ের লোকেদের হারিয়ে

তাদের দেশ দখল করেছিলেন। 13ইস্রায়েলীয়রা গশূর
এবং মাখাথ অঞ্চলের লোকেদের তাড়িয়ে দেয় নি।
তারা আজও ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে বসবাস করছে।

14একমাত্র লেবি পরিবারগোষ্ঠীই কোনো জমি-
জায়গা পায় নি। তার বদলে তারা প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের
ঈশ্বরের কাছে যে সমস্ত পশু আগুনে দেওয়া হয়েছিল
সেগুলি পেত। প্রভু তাদের কাছে এইরকম প্রতিশ্রুতিই
করেছিলেন।

15মোশি রূবেণ বংশের প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীকে
কিছু জমি জায়গা দিয়েছিলেন। তারা এইসব জায়গা
পেয়েছিল: 16অর্ণোন উপত্যকার কাছে অরোয়ের থেকে
মেদবা শহর পর্যন্ত। এর মধ্যে আছে সমস্ত সমতলভূমি
ও উপত্যকার মাঝখানের শহর। 17হিষ্‌বোন পর্যন্ত বিস্তৃত
এই দেশে রয়েছে সমতলের সমস্ত শহর। শহরগুলি
হচ্ছে দীবোন, বামোৎ-বাল, বৈৎ-বাল্-মিয়োন, 18যহস,
কদেমোৎ, মেফাৎ, 19কিরিয়াথয়িম, সিব্‌মা, সেরৎ শহর
পাহাড়ের উপরিস্থিত উপত্যকায়। 20বৈৎ-পিয়োর,
পিস্‌গা পাহাড় এবং বৈৎ-যিশীমোৎ, 21ইমোরীয়দের
রাজা সীহোন এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে এবং সমতল
ভূমির শহরগুলিতে রাজত্ব করত। সীহোন হিষ্‌বোন
শহর শাসন করত। কিন্তু মোশি তাকে এবং মিদিয়নীয়দের
নেতাদের পরাজিত করেছিলেন। নেতাদের নামগুলো
হচ্ছে ইবি, রেকম, সুর, হূর এবং রেবা। (এরা সকলেই
সীহোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছিল।) ঐ সব
অঞ্চলেই এরা থাকত। 22ইস্রায়েলীয়রা বিয়োরের পুত্র
বিলিয়মকেও পরাজিত করেছিল। (বিলিয়ম যাদুবিদ্যায়
ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত।) ইস্রায়েলীয়রা যুদ্ধের সময়
বহুলোককে হত্যা করেছিল। 23রূবেণকে যে জায়গা
দেওয়া হয়েছিল তার শেষ হয়েছে যর্দ্দন নদীর তীরে।
রূবেণ পরিবারগোষ্ঠীর সকলকে যে জায়গা দেওয়া
হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে তালিকাভুক্ত এইসব শহর আর
মাঠঘাট।

24এই সেই জায়গা যেটি মোশি দিয়েছিলেন গাদ
পরিবারগোষ্ঠীকে। তিনি প্রতি পরিবারগোষ্ঠীকে এই জমি-
জায়গা দিয়েছিলেন:

25যাসের এবং গিলিয়দের সমস্ত শহর। মোশি তাদের
অম্মোনীয় মানুষদের অর্ধেক জমিও দিয়ে দিয়েছিলেন,
যে অঞ্চলটি এইসব রব্বার কাছে অরোয়ের পর্যন্ত বিস্তৃত।
26এই অঞ্চলের মধ্যে আছে হিষ্‌বোন থেকে রামৎ-মিস্‌পী
এবং বটোনীম, মহনয়িম থেকে দবীর এবং 27বৈৎ-হারম,
বৈৎ-নিম্রা, সুক্কোৎ ও সাফোন। হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন
অন্য যেসব অঞ্চল শাসন করতেন সেগুলি এদেশের
মধ্যে। এই রাজ্যের সীমানা গালীল হ্রদের শেষ পর্যন্ত
ছিল। 28এইসব জমিজায়গা মোশি দিয়ে গিয়েছিলেন
গাদ পরিবারগোষ্ঠীকে। তালিকাভুক্ত সমস্ত শহর এই
দেশের মধ্যে আছে। মোশি প্রত্যেকটি পরিবারগোষ্ঠীকে
এই দেশ দান করেছিলেন।

29মনঃশির অর্ধেক পরিবারগোষ্ঠীকে মোশি এই দেশ
দিয়ে গিয়েছেন। মনঃশির অর্ধেক পরিবার এই দেশ
পেয়েছিল। সে দেশের পরিচয় এইরকম:

30দেশ শুরু হয়েছে মহনয়িম থেকে। এর মধ্যে আছে
সমস্ত বাশন যার শাসনকর্তা রাজা ওগ। বাশনের অন্তর্গত
যায়ীরের সমস্ত শহর। (মোট 60 টি শহর) 31এ দেশের
মধ্যে আছে গিলিয়দের অর্ধেকটা, অষ্টারোৎ এবং ইদ্রিয়ী।
(গিলিয়দ, অষ্টারোৎ আর ইদ্রিয়ী শহরে রাজা ওগ বাস
করত।) এইসব জায়গা দেওয়া হয়েছিল মনঃশির পুত্র
মাখীরের পরিবারকে। সেই পরিবারের অর্ধেক লোক
এই জায়গা পেয়েছিল।

32এইসমস্ত পরিবারগোষ্ঠীকে মোশি এই জমি
দিয়েছিলেন। যখন মোয়াব সমতলে লোকেরা তাঁবু
গেড়েছিল তখন মোশি এই জমিটি দান করেছিলেন।
জায়গাটা হচ্ছে যিরীহোর পূর্বে যর্দ্দন নদীর পারে। 33লেবি
পরিবারগোষ্ঠীকে মোশি কোন জমি-জায়গা দেননি।
ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর কথা দিয়েছিলেন লেবি
পরিবারগোষ্ঠীর জন্য তিনি নিজেই হবেন তাদের
অধিকার।

14 যাজক ইলীয়াসর, নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং
ইস্রায়েলের পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানেরা লোকেদের
মধ্যে জমিটি ভাগ করে দিল। 2বহুকাল আগে প্রভু
মোশিকে কিভাবে তাঁর ইচ্ছেমতো লোকেরা নিজেদের
জমি-জায়গা বেছে নেবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
সাড়ে-নটি পরিবারগোষ্ঠীর লোক ঘুঁটি চেলে* জমি
পেয়েছিল। 3মোশি ইতিমধ্যেই আড়াইটি পরিবারগোষ্ঠীকে
যর্দ্দন নদীর পূর্বতীরের জমি দান করেছিলেন। কিন্তু
অন্যান্যদের মতো লেবি পরিবারগোষ্ঠী কোনো
জমিজায়গা পায়নি। 4বারোটি পরিবারগোষ্ঠীকে
জমিজায়গা দেওয়া হয়েছিল। যোষেফের পুত্রেরা মনঃশি
ও ইফ্রয়িম এই দুটি পরিবারগোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে
গিয়েছিল। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীই কিছু জমি-জায়গা
পেয়েছিল। কিন্তু লেবি পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা কোন
জমিজায়গা পায় নি। তারা বসবাসের জন্য মাত্র কয়েকটি
শহর পেয়েছিল। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীর জমি-জায়গার
মধ্যেই এইসব শহরগুলি ছিল। পশুদের জন্য তারা
মাঠও পেয়েছিল। 5ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে কি
করে জমি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে প্রভু মোশিকে
তা বলে দিয়েছিলেন। প্রভু যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন
সেইভাবেই ইস্রায়েলবাসীরা জমি ভাগ করে নিয়েছিল।

কালেব তার জমি পেল

6একদিন যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীর কয়েকজন লোক
গিল্‌গলে গিয়েছিল যিহোশূয়ের সঙ্গে দেখা করতে।
এদের মধ্যে একজনের নাম কালেব। সে হচ্ছে কনিসীয়
যিফুন্নির পুত্র। কালেব যিহোশূয়কে বলল, "আপনার
মনে আছে প্রভু কাদেশ-বর্ণেয়তে কি কি বলেছিলেন।
প্রভু তাঁর দাস মোশিকে আমার এবং আপনার সম্বন্ধে
বলেছিলেন। 7প্রভুর দাস মোশি আমরা যে দেশে
যাচ্ছিলাম সেটা দেখবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন।
তখন আমার বয়স ছিল 40। ফিরে এসে জায়গাটা

ঘুঁটি চালা আক্ষরিক অর্থে, লাঠি, পাথর, হাড়ের টুকরো ইত্যাদি
পাশার মতো ছুঁড়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা।

সম্বন্ধে আমার মনোভাব আমি মোশিকে বলেছিলাম। [8]আমার সঙ্গীরা লোকেদের এমন সব কথা বলল যে তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে প্রভু আমাদের সেই দেশ নেবার অনুমতি দেবেন। [9]তাই মোশি আমার কাছে সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মোশি বললেন, 'যে দেশে তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়েছিলে সে দেশ তোমাদেরই হবে। তোমার উত্তরপুরুষেরা চিরকাল সে দেশ ভোগ করবে। আমি তোমাদের সে দেশ দেব, কারণ তুমি সত্যিই আমার প্রভু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলে।'

[10]"এখন প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাকে 45 বছর বাঁচিয়ে রেখেছেন। এতদিন আমরা সকলে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখন আমার বয়স 85 বছর। [11]আজও আমি সেদিনের মতোই শক্ত সমর্থ যেদিন মোশি আমাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সেই দিনের মতো আজও আমি যুদ্ধের জন্য তৈরী আছি। [12]তাই বলছি বহুকাল আগে প্রভু যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অনুসারে পাহাড়ী দেশটা আমাকে দিন। আপনি জানতেন তখন সেখানে শক্তিশালী অনাক বংশীয় লোকেরা বসবাস করত। শহরগুলো ছিল বেশ বড় আর সুরক্ষিত। কিন্তু এখন প্রভু আমার সহায় এবং প্রভুর কথামতো সেই দেশের ভার আমি নেব।"

[13]যিফুন্নির পুত্র কালেবকে যিহোশূয় আশীর্বাদ করলেন। তিনি তাকে দিলেন হিব্রোণ শহর। [14]সেই শহরে আজও কনিস বংশীয় যিফুন্নির পুত্র কালেবের পরিবারের লোকেরা বাস করছে। সেই শহর আজও তার বংশধরদের জন্যে থেকে গেছে, কারণ সে ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত। [15]আগে সেই শহরটার নাম ছিল কিরিয়ৎ-অর্ব। অনাক বংশীয় লোকেদের মধ্যে দানবীয় চেহারার বৃহত্তম মানুষ অর্বর নামেই সেই শহরের নাম রাখা হয়েছিল।

এরপর সেদেশে শান্তি বিরাজ করল।

যিহূদার জন্য জমিজমা

15 যিহূদাকে যে দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তার পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। দেশটি বিস্তৃত ছিল একদিকে ইদোমের সীমানা পর্যন্ত এবং অন্যদিকে দক্ষিণে তিম্নার ধার দিয়ে সিন মরুভূমি পর্যন্ত। [2]যিহূদা দেশের দক্ষিণের সীমা লবণ সাগরের দক্ষিণ দিক থেকে শুরু। [3]সেই সীমা দক্ষিণে অক্রব্বীম গিরিপথ হয়ে সিন পর্যন্ত গেছে। তারপর আবার দক্ষিণে কাদেশ-বর্ণেয় পর্যন্ত। এই সীমা হিষ্রোণ থেকে অদ্দর পর্যন্ত দেশ ছাড়িয়ে ঘুরে গিয়ে কর্ক্কা পর্যন্ত গেছে। [4]মিশরের নদী অস্মোন এবং ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এই সীমা প্রসারিত। ঐ সমস্ত ভূমি তাদের দক্ষিণ সীমানার ওপর ছিল।

[5]তাদের পূর্বদিকের সীমানা ছিল লবণ নদীর তীর থেকে সেখান পর্যন্ত যেখানে যর্দ্দন নদী সাগরে মিশেছে।

উত্তরের সীমানা শুরু হয়েছে যেখানে যর্দ্দন নদী মৃতসাগরে মিশেছে। [6]তারপর উত্তরের সীমা বৈৎ-হগ্লা হয়ে বৈৎ-অরাবা পর্যন্ত গেছে। সীমা আরও গেছে বোহনের পাথরের দিকে। (বোহন হচ্ছে রূবেণের পুত্র।) [7]উত্তরের সীমা আখোর উপত্যকা হয়ে দবীর পর্যন্ত গেছে। তারপর উত্তরে বাঁক নিয়ে গিল্‌গল পর্যন্ত গেছে। গিল্‌গল হচ্ছে সেই রাস্তার ওপারে যে রাস্তাটি অদুম্মীম পর্বতের মাঝখান দিয়ে গেছে। সেটা নদীর দক্ষিণে। ঐন্‌-শেমশ নদী পর্যন্ত সীমানা প্রসারিত। সীমার শেষ হচ্ছে ঐন্‌-রোগেলে। [8]তারপর সেই সীমানা আরো এগিয়ে গেছে যিবূষদের শহরের দক্ষিণ ঘেঁষে বেন হিন্নোম উপত্যকা পর্যন্ত। (ঐ শহরটি জেরুশালেম নামে পরিচিত ছিল) সেখানে সীমানা গেছে হিন্নোম উপত্যকার পশ্চিমে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত। সেটা রফায়ীম উপত্যকার উত্তর দিকে। [9]সেখান থেকে সীমানা আবার গেছে নিপ্তোহের ঝর্ণা পর্যন্ত। তারপর ইফ্রোণ পর্বত চূড়ার কাছাকাছি শহরগুলো পর্যন্ত। সেখান থেকে ওটা বাঁক নিয়েছে এবং বালায় গেছে। (বালার অপর নাম কিরিয়ৎ যিয়ারীম) [10]বালা থেকে সীমা পশ্চিমে বাঁক নিয়ে পাহাড়ী দেশ সেয়ীর পর্যন্ত গেছে। তারপর যিয়ারীম পাহাড় চূড়ার উত্তর দিক ঘেঁষে নীচে বৈৎ-শেমশে পর্যন্ত। সেখান থেকে সেটি তিম্নার পাশ দিয়ে গেছে। [11]তারপর ইক্রোণের উত্তর দিকের পাহাড়। পাহাড় থেকে শিক্করোণ আর বালা পর্বতের পাশ দিয়ে যব্‌নিয়েল হয়ে ভূমধ্যসাগরে শেষ হয়েছে। [12]ভূমধ্যসাগর যিহূদার দেশের পশ্চিম দিকে এই চৌহদ্দির মধ্যেই যিহূদার দেশ। যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসবাস করত।

[13]প্রভু যিহোশূয়কে বলেছিলেন, যিফুন্নির পুত্র কালেবকে যিহূদার দেশের একটা অংশ যেন তিনি দিয়ে দেন। তাই যিহোশূয় ঈশ্বরের আদেশমত তাকে সেই জায়গা দিয়ে দিলেন। যিহোশূয় তাকে কিরিয়ৎ-অর্ব (হিব্রোণ) শহর দান করলেন। (অর্ব হচ্ছে অনাকের পিতা।) [14]হিব্রোণে বসবাসকারী তিনটি অনাক পরিবারকে কালেব তাড়িয়ে দিলেন। ঐ তিনটি পরিবার হচ্ছে শেশয়, অহীমান আর তল্‌ময়। এরা সবাই অনাকীয় লোক। [15]তারপর কালেব দবীরে বসবাসকারী লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। (আগে দবীরকে কিরিয়ৎ-সেফরও বলা হত।) [16]কালেব বলল, "আমি কিরিয়ৎ-সেফর আক্রমণ করতে চাই। আমি আমার কন্যা অক্‌ষার বিয়ে তারই সঙ্গে দেব যে যুদ্ধে জয়লাভ করে আসবে।"

[17]কালেবের ভাই কনষের পুত্র অৎনীয়েল শহর জয় করল। কালেব অৎনীয়েলের সঙ্গে কন্যা অক্‌ষার বিয়ে দিলেন। [18]অক্‌ষা অৎনীয়েলের সঙ্গে ঘর করতে লাগল। অৎনীয়েল অক্‌ষাকে বলল তার পিতা কালেবের কাছ থেকে আরও কিছু জায়গা চাইতে। অক্‌ষা পিতার কাছে গেল। গাধার পিঠ থেকে নেমে সে পিতার কাছে গেলে কালেব জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি চাই?"

[19]অক্‌ষা বলল, "আমাকে আশীর্বাদ করো। তুমি আমাকে নেগেভের শুকনো মরুভূমি দিয়েছ। দয়া করে এমন কিছু জায়গা দাও যেখানে জল পাওয়া যায়।" সেই মতো কালেব সেরকম জায়গাই অর্থাৎ সেই দেশের উপর ও নীচের দিকের জলাভূমিগুলি মেয়েকে দিল।

20প্রভু যেমন কথা দিয়েছিলেন সেইমতো যিহূদার
পরিবারগোষ্ঠী জমি-জায়গা পেয়েছিল। 21এই শহরগুলি
হচ্ছে যিহূদার সেই অংশে যেখানে যিহূদার দক্ষিণের
সীমা বরাবর এদোমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেগুলো
হচ্ছে: কব্সেল, এদর, যাগুর, 22কীনা, দীমোনা, অদাদা
23কেদশ, হাৎসোর, যিৎনন, 24সীফ, টেলম, বালোৎ,
25হাৎসোর হদত্তা, কিরিয়োৎ হিষ্রোণ (হাৎসোর),
26অমাম, শমা, মোলদা, 27হৎসর-গদ্দা, হিষ্মোন, বৈৎ-
পেলট, 28হৎসয়-শূয়াল, বের্-শেবা, বিষিয়োথিয়া,
29বালা, ইয়ীম, এৎসম, 30ইল্তোলদ, কসীল, হর্মা,
31সিক্লগ, মদ্মন্না, সন্সন্না, 32লবায়োৎ, শিল্হীম, ঐন
এবং রিম্মোণ। মোট 29 টি শহর এবং সেখানকার সব
মাঠঘাট।

33যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীরা পশ্চিমের পাহাড়ী
অঞ্চলের শহরগুলি পেয়েছিল। ইষ্টায়োল, সরা, অশ্না,
34সানোহ, ঐন্-গন্নীম, তপূহ, ঐনম, 35যর্মূৎ, অদুল্লম,
সোখো, অসেকা, 36শারয়িম, অদীথয়িম, এবং গদেরা
(গদেরোথয়িম)। মোট 14 টি শহর এবং সেখানকার
সব মাঠঘাট।

37যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী আবার এইসব শহরও
পেয়েছিল: সনান, হদাশা, মিগ্দল্-গাদ, 38দিলিয়ন,
মিস্পী, যক্তেল, 39লাখীশ, বস্কৎ, ইগ্লোন 40কব্বোন,
লহমম, কিৎলীশ, 41গদেরোৎ, বৈৎ-দাগোন, নয়মা এবং
মক্কেদা। মোট 16 টি শহর আর তার চারপাশের মাঠঘাট।

42যিহূদার লোকেরা এইসব শহরও পেয়েছিল:
লিব্না, এথর, আশন, 43যিপ্তহ, অশ্না, নৎসীব,
44কিয়িলা, অক্ষীব এবং মারেশা। মোট 9 টি শহর
এবং তাদের চারপাশের মাঠঘাট।

45যিহূদার লোকেরা ইক্রোণ এবং অন্যান্য ছোটখাট
শহর এবং তাদের চারপাশের মাঠঘাটও পেয়েছিল।
46তারা ইক্রোণের পশ্চিমদিকের জায়গা এবং
অস্দোদের কাছাকাছি শহর আর মাঠঘাটও পেয়েছিল।
47অস্দোদের চারদিকের সমস্ত জায়গা এবং ছোটখাট
শহরগুলো যিহূদার অন্তর্গত ছিল। যিহূদার অধিবাসীরা
ঘসার চারপাশের জায়গা, মাঠ ও কাছাকাছি সমস্ত
শহরও পেয়েছিল। তাদের দেশ মিশরের নদী এবং
ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত ছড়ানো।

48পাহাড়ি দেশের শহরগুলোও যিহূদার অধিবাসীরা
পেয়েছিল, শহরগুলো হচ্ছে: শামীর, যত্তীর সোখো,
49দন্না, কিরিয়ৎ-সন্না (দবীর), 50অনাব, ইষ্টিমোয়, আনীম,
51গোশন, হোলোন এবং গীলো। মোট 11টি শহর ও
তাদের চারিদিকের মাঠঘাট।

52যিহূদার বাসিন্দারা এইসব শহরও পেয়েছিল:
অরাব, দূমা, ইশিয়ন, 53যানীম, বৈৎ-তপূহ, অফেকা
54হুমটা, কিরিয়ৎ-অর্ব (হিব্রোণ) এবং সীয়োর। 9টি শহর
এবং চারপাশের মাঠসমূহ।

55যিহূদার লোকেরা এইসব শহরও পেয়েছিল:
মায়োন, কর্মিল, সীফ, যুটা, 56যিষ্রিয়েল, যক্দিয়াম,
সানোহ, 57কয়িন, গিবিয়া এবং তিম্না। মোট 10টি শহর
এবং তাদের চারিদিকের মাঠগুলি।

58যিহূদার অধিবাসীরা এই শহরগুলোও পেয়েছিল:
হল্হূল, বৈৎ-সূর, গদোর, 59মারৎ, বৈৎ-অনোৎ এবং
ইল্তকোন, মোট 6টি শহর এবং তাদের চারিদিকের
মাঠগুলো।

60যিহূদার লোকেদের রব্বা এবং কিরিয়ৎ-বাল
(কিরিয়ৎ-যিয়ারীম) এই শহর দুটি দেওয়া হয়েছিল।

61মরুভূমির শহরগুলোও যিহূদার বাসিন্দারা
পেয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে: বৈৎ-অরাবা, মিদ্দীন, সকাখা,
62নিব্শন, লবণ শহর এবং ঐন্-গদী। মোট 6টি শহর
এবং তাদের চারপাশের মাঠগুলো। 63যিহূদার সৈন্যবাহিনী
জেরুশালেমে বসবাসকারী যিবূষ লোকেদের তাড়িয়ে
দিতে সক্ষম হয়নি। তাই আজ জেরুশালেমে
যিহূদাবাসীদের সঙ্গে যিবূষরাও বাস করছে।

ইফ্রয়িম এবং মনঃশির জন্য জমিজায়গা

16 যোষেফ পরিবার যে দেশ পেয়েছিল তা শুরু
হয়েছে যিরীহোর কাছে যর্দ্দন নদী থেকে আর
যিরীহোর পূর্বদিকের নদী পর্যন্ত চলে গেছে। যিরীহো
থেকে বৈথেলের পাহাড়ী দেশ পর্যন্ত এদেশের সীমানা
প্রসারিত। 2তারপর সীমানা গেছে বৈথেল (লুস) থেকে
অটারোতে অর্কীয়দের সীমা পর্যন্ত। 3তারপর সীমানা
গেছে পশ্চিমে যফ্লেটি বংশীয় লোকেদের সীমা পর্যন্ত।
তারপর নিম্ন বৈৎ-হোরোণ, গেষর হয়ে ভূমধ্যসাগর
পর্যন্ত।

4মনঃশি এবং ইফ্রয়িমের লোকেরা জমিজায়গা
পেয়েছিল। (মনঃশি আর ইফ্রয়িম হল যোষেফের পুত্র।)

5সেই দেশের পূর্ব সীমা যেটা ইফ্রয়িমের
উত্তরপুরুষদের দেওয়া হয়েছিল সেটির শুরু অটারোৎ-
অদ্দর থেকে যেটি ছিল উচ্চ বৈৎ-হোরোণের কাছে
পশ্চিম সীমানার শুরু মিক্মথাথ থেকে। 6এই সীমানা
পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে তানোৎ-শীলোর দিকে এবং আরো
পূর্বদিকে এগিয়ে গেছে যানোহ পর্যন্ত। 7তারপর নেমে
গিয়ে যানোহ থেকে অটারোৎ এবং নারঃ পর্যন্ত।
এইভাবেই যিরীহো পর্যন্ত সীমানা প্রসারিত হয়ে যর্দ্দন
নদীতে এসে থেমেছে। 8সীমানাটি তপূহ থেকে
পশ্চিমদিকে কানা নদীর দিকে গেছে এবং শেষ হয়েছে
ভূমধ্যসাগরে। এই সমস্ত জায়গা ইফ্রয়িমের বংশধরদের
দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেক পরিবার
একটা করে অংশ পেয়েছিল। 9ইফ্রয়িমের অধিকাংশ
সীমান্ত শহরই আসলে মনঃশির সীমানায়, কিন্তু
ইফ্রয়িমের বংশধরেরা এইসব শহর এবং মাঠঘাট
পেয়েছিল। 10ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা গেষর
শহর থেকে কনান বংশীয় লোকেদের তাড়িয়ে দিতে
পারে নি। তাই ইফ্রয়িম বংশীয় লোকেদের সঙ্গেই তারা
আজও বসবাস করছে। কিন্তু কনান বংশীয়রা
ইফ্রয়িমদের ক্রীতদাস হয়েই থেকে গিয়েছিল।

17 তারপর মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীকে জমিজায়গা
দেওয়া হল। মনঃশি ছিলেন যোষেফের জ্যেষ্ঠ
পুত্র। মনঃশির জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখীর গিলিয়দের পিতা।
মাখীর ছিলেন মস্ত বড় যোদ্ধা, তাই গিলিয়দ এবং

বাশনের সমস্ত জায়গা মাখীর পরিবারকে দেওয়া হল।
2মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অন্যান্য পরিবারকেও জমি দান
করা হয়েছিল। এইসব পরিবারের কর্তা হচ্ছে অবীয়েষর,
হেলক, অস্রীয়েল, শেখম, হেফর এবং শমীদা। এরা
সব মনঃশির অন্যান্য পুত্র আর মনঃশি হলেন যোষেফের
পুত্র। এদের পরিবারগুলি জমির ভাগ পেয়েছিল।

3সল্‌ফাদ হচ্ছে হেফরের পুত্র। হেফরের পিতা
গিলিয়দ। গিলিয়দের পিতা মাখীর আর মাখীরের পিতা
হচ্ছে মনঃশি। সল্‌ফাদের কোন পুত্র ছিল না বটে, কিন্তু
পাঁচটি কন্যা ছিল। তাদের নাম মহলা, নোয়া, হগ্‌লা,
মিল্কা আর তির্সা। 4মেয়েরা সব গেল যাজক ইলিয়াসর,
নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং অন্যান্য দলপতির কাছে।
তারা বলল, ‘‘প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, ভাইদের যে
জমি দেওয়া হবে, মেয়েদেরও যেন সেরকম জমি
দেওয়া হয়।” সুতরাং ইলিয়াসর প্রভুর নির্দেশ পালন
করলেন। তিনি মেয়েদেরও কিছু জমি-জায়গা দিলেন।
তুলনায় মেয়েরাও তাদের কাকাদের মতোই জমি-
জায়গা পেল।”

5অতত্রব মনঃশির পরিবারগোষ্ঠী যর্দন নদীর পশ্চিমে
দশটা জমি এবং যর্দন নদীর পূর্ব পারের আরো দুটো
জায়গা গিলিয়দ এবং বাশন পেল। 6সেইজন্য মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠীর মেয়েরা ছেলেদের সমান জায়গা পেল।
মনঃশি পরিবারের বাদবাকীদের দেওয়া হল গিলিয়দ।
7মনঃশির জমি জায়গা আশের এবং মিক্‌মথৎ
মাঝখানে। সেটা শিখিমের কাছেই। সীমানা সোজা চলে
গেছে দক্ষিণে ঐন্-তপূহ অঞ্চলের দিক বরাবর।
8তপূহকে ঘিরে সব জমি ছিল মনঃশির। কিন্তু খোদ
তপূহ শহরটা কিন্তু তার নিজের ছিল না। তপূহ শহরটা
মনঃশি এলাকার ধার ঘেঁষে। শহরটা ছিল ইফ্রয়িমদের।
9মনঃশির সীমানা দক্ষিণে কান্না নদী পর্যন্ত গেছে। এই
জায়গাটা মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর হলেও শহরগুলো কিন্তু
ইফ্রয়িমদের দখলে নদীর উত্তরদিকে ছিল মনঃশির
সীমানা যা পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রসারিত। 10দক্ষিণ
দিকের জমি জায়গা ছিল ইফ্রয়িমদের। উত্তরদিকটা
ছিল মনঃশির দখলে, পশ্চিম সীমা ভূমধ্যসাগর। এই
সীমানা উত্তর দিকে আশেরদের দেশ পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে
ইষাখরের দেশ। 11ইষাখর এবং আশের অঞ্চলেরও
কয়েকটি শহর ছিল মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর আয়ত্ত্বাধীন।
তারা বৈৎ-শান, যিব্‌লিয়ম এবং আশে-পাশের কয়েকটি
ছোট শহরেও বাস করত। তারা দোর, ঐন্-দোর, তানক,
মগিদ্দো এবং আশেপাশের ছোটখাট শহরগুলোয় থাকত।
নাফোতের তিনটা শহরেও ছিল ওদের বসবাস।
12মনঃশির লোকেরা ঐসব শহর দখল করতে পারে নি।
সেইজন্য কনানীয় লোকেরা এসব অঞ্চলে বসবাস করত।
13কিন্তু ইস্রায়েলবাসীরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল।
তারা জোর করে কনানদের তাদের সব কাজকর্ম করে
দিতে বললো। তবে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে
জোর করেনি।

14যোষেফের পরিবারগোষ্ঠী যিহোশূয়কে বলল,
‘‘আপনি আমাদের শুধু একটা জায়গাই দিয়েছেন। কিন্তু
আমরা এত জন। প্রভুর দেওয়া এতখানি জায়গা থেকে
আপনি কেন আমাদের মাত্র এক ভাগ দিলেন?”

15যিহোশূয় বললেন, ‘‘বেশ তোমরা যদি প্রচুর
লোকজন হও তাহলে ওপরের অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ী
দেশে চলে যাও, সেখানকার বন কেটে পরিষ্কার করে
ব্যবহারযোগ্য কর। সে জায়গায় এখন পরিষীয় আর
রফায়ীয়রা থাকে। কিন্তু যদি পাহাড়ী দেশ ইফ্রয়িম
তোমাদের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে তোমরা আরো
উচ্চ পাহাড়ী দেশে যাও এবং সেখানকার সব জায়গা
দখল করো।”

16যোষেফের লোকেরা বলল, ‘‘এটা সত্যিই যে
পাহাড়ী দেশ ইফ্রয়িম বেশ ছোট জায়গা। কিন্তু সেখানে
বসবাসকারী কনানীয়দের কাছে আছে বেশ শক্তিশালী
অস্ত্রশস্ত্র। তাদের আবার লোহার রথও আছে। কনানরা
যিষ্রিয়েল উপত্যকা বৈৎ-শান আর সেখানকার সব
ছোটখাট শহর দখল করে রয়েছে।”

17তখন যিহোশূয় যোষেফ, ইফ্রয়িম এবং মনঃশির
লোকেদের বললেন, ‘‘কিন্তু তোমরাও সংখ্যায় প্রচুর।
আর তোমরাও যথেষ্ট শক্তিশালী। তোমাদের জমির
এক অংশের বেশী ভাগ পাওয়া দরকার। 18তোমরা
পাহাড়ী দেশটা নিয়ে নাও। এটা বনজঙ্গল হলেও
গাছগুলো কেটে বসবাসের উপযুক্ত করে নিও। সমস্ত
জায়গা তোমরাই নিও। সেখান থেকে কনানীয়দের
তাড়িয়ে দিও। তারা যদি শক্তিশালী হয় এবং তাদের
কাছে যদি বেশী অস্ত্রশস্ত্রও থাকে তবু তোমরা তাদের
নিশ্চয়ই পরাজিত করবে।”

বাকী জমিজায়গার বিভাজন

18 সমস্ত ইস্রায়েলবাসী শীলোতে জড়ো হল।
সেখানে তারা একটা সমাগম তাঁবু প্রতিষ্ঠা করল।
ইস্রায়েলীয়রাই সেই দেশটা চালাত। সে দেশে সমস্ত
শত্রুকে তারা হারিয়েছিল। 2কিন্তু সেই সময় সাতটা
ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠী তখনও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি
মতো জমিজায়গা পায়নি।

3তাই যিহোশূয় তাদের বললেন, ‘‘জমির জন্য
তোমরা এতদিন অপেক্ষা করে বসে আছ কেন?
তোমাদের প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষের ঈশ্বর তোমাদের
তা দিয়েই দিয়েছেন।” 4তাই বলছি প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠী
থেকে তিনজন করে লোক বেছে নাও। আমি তাদের
জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্য পাঠাব। তারা
সেখানকার বর্ণনা লিখে নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।
5তারা জায়গাটা সাতভাগে ভাগ করবে। যিহুদার
লোকেরা পাবে দক্ষিণাংশ, যোষেফের লোকেরা পাবে
উত্তর অংশ। 6তোমরা অবশ্যই জায়গাটার বর্ণনা করে
সেটাকে সাত ভাগে ভাগ করবে। মানচিত্রটা আমার
কাছে আনবে। তারপর আমরা প্রভু, আমাদের ঈশ্বরকেই
তা ঠিক করতে বলব কে কোন জমি পাবে।* 7লেবীয়
যাজকেরা জমির কোন অংশ পাবে না। যাজক হিসাবে

আমরা ... জমি পাবে আক্ষরিক অর্থে, “আমি এখানে প্রভু আমাদের ঈশ্বরের সামনে ঘুঁটি চালব।”

তাদের কাজ হচ্ছে প্রভুর সেবা করা। এই তাদের
অংশ। গাদ, রূবেণ এবং মনঃশির অর্ধেক পরিবারগোষ্ঠী
ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুত জমিজায়গা পেয়ে গিয়েছে। তারা
বাস করে যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে। প্রভুর দাস মোশি
ইতিমধ্যেই তাদের জমিজায়গা দিয়ে দিয়েছেন।”
8জায়গা দেখার জন্য মনোনীত লোকেরা বের হয়ে
গেল যাতে তারা জমির বর্ণনা দিতে পারে। যিহোশূয়
তাদের বললেন, “তোমরা সেই জায়গায় যাও, ভালো
করে দেখ আর সেখানকার একটা বর্ণনা লিখে নিয়ে
এসো। তারপর শীলোতে আমার সঙ্গে দেখা করো।
আমি তখন ঘুঁটি চালার ব্যবস্থা করব। যেন প্রভুই
তোমাদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেন।”
9তাই লোকেরা সেই দেশে গেল, জায়গাটা ঘুরে
ফিরে তারা দেখল এবং যিহোশূয়র জন্য একটা বর্ণনা
তারা লিখল। তারা ঐ সমস্ত শহরগুলির একটি তালিকা
প্রস্তুত করল এবং তারপর ভূখণ্ডটিকে সাতভাগে ভাগ
করল। মানচিত্র এঁকে নিয়ে তারা শীলোতে যিহোশূয়র
কাছে ফিরে গেল। 10যিহোশূয় সেখানে শীলোতে প্রভুর
সামনে তাদের জন্য ঘুঁটি চাললেন। এইভাবেই তিনি
জমি ভাগাভাগি করে প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীকে তাদের
অংশ দিলেন।

বিন্যামীনের জন্য জমিজায়গা

11বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল যিহূদা
এবং যোষেফের জায়গার মাঝখানের জমি। বিন্যামীনের
প্রত্যেকটি পরিবারগোষ্ঠীই নিজের নিজের জায়গা পেয়ে
গিয়েছিল। বিন্যামীনের জন্য মনোনীত জায়গাগুলো হল:
12যর্দ্দন নদী থেকে শুরু উত্তরের সীমানা, যা যিরীহোর
উত্তর দিক ঘেঁষে গিয়ে পশ্চিমে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে
চলে গেছে। সীমানাটি বৈৎ-আবনের ঠিক পূর্বদিক পর্যন্ত
এগিয়ে গেছে।
13দক্ষিণে লূস (বৈথেল) পর্যন্ত সীমানা গেছে।
তারপর সীমা গেছে অটারোৎ-অদ্দরের দিকে। অটারোৎ-
অদ্দর হচ্ছে নিম্ন বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে পাহাড়ী
জায়গায়। 14বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে পাহাড়ে এসে
সীমানা দক্ষিণে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের পশ্চিমদিকে চলে
গেছে। সীমানা গিয়েছে কিরিয়ৎ-বালে (কিরিয়ৎ
যিয়ারীম)। এই শহরটা যিহূদার লোকেদের। এটা পশ্চিম
সীমা।
15কিরিয়ৎ যিয়ারীম থেকে শুরু হয়েছে দক্ষিণ সীমা,
গেছে নিপ্তোহ নদীর দিকে। 16তারপর রফায়ীম
উপত্যকার উত্তরে বেন হিন্নোম উপত্যকার কাছে
পাহাড়ের নীচে চলে গেছে এই সীমা। সীমানাটি
যিবূষীয়দের শহরের ঠিক দক্ষিণদিকে হিন্নোম উপত্যকা
পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছে। তারপর সেটি গেছে ঐন্-রোগেল
পর্যন্ত। 17সেখান থেকে সীমা ঘুরে উত্তরদিকে গেছে
ঐন্-শেমশে, গলীলোত (অদুম্মীম গিরিজর্থের কাছে)
পর্যন্ত। সেখান থেকে মহাশিলার দিকে; রূবেণের পুত্র
বোহনের জন্যই এর নাম রাখা হয়েছে। 18এই সীমা
বৈৎ-অরাবার উত্তরদিকে খাড়ি পর্যন্ত এসে যর্দ্দন
উপত্যকায় নেমে গেছে। 19তারপর বৈৎ-হগ্লার উত্তরে
আর শেষ হয়েছে মৃত সাগরের উত্তর উপকূলে। এখানেই
যর্দ্দন নদী সাগরে পড়েছে। আর এটাই হচ্ছে দক্ষিণ
সীমা।
20যর্দ্দন নদী হচ্ছে পূর্ব সীমা। সুতরাং এটাই হচ্ছে
বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীর জন্য বিলি করা জমিজায়গা।
এইসব হচ্ছে এদের জমিজায়গার সবদিকের সীমানা।
21প্রত্যেক পরিবারই জমিজায়গা পেয়েছিল। এইসব
হচ্ছে তাদের শহর: যিরীহো, বৈৎ-হগ্লা, এমক-কশিশ,
22বৈৎ-অরাবা, সমারয়িম, বৈথেল, 23অব্বীম, পারা,
অফ্রা, 24কফর-আম্মোনী, অফ্নি এবং গেবা। সেখানে
12 টি শহর এবং তাদের ঘিরে সব মাঠঘাট ছিল।
25বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠী আরো পেয়েছিল
গিবিয়োন, রামা, বেরোৎ, 26মিস্পী, কফীরা, মোৎসা,
27রেকম, যির্পেল, তরলা, 28সেলা, এলফ, যিবূষদের
শহর (জেরুশালেম), গিবিয়াৎ এবং কিরিয়াৎ। মাঠঘাট
নিয়ে 14 টি শহর। বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠী এই সমস্ত
জায়গা পেল।

শিমিয়োনের জন্য জমি জায়গা

19 তারপর যিহোশূয় শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর
প্রত্যেক পরিবারকে জমিজায়গা দিলেন । সেসব
জমি ছিল যিহূদার এলাকার ভেতরে। 2তারা
পেয়েছিল বের্-শেবা (শেবাও বলা যেতে পারে),
মোলাদা, 3হৎসর-শূয়াল, বালা, এৎসম, 4ইল্তোলদ,
বথূল, হর্মা, 5সিক্লগ, বৈৎ-মর্কাবোৎ, হৎসর-সুষা, 6বৈৎ-
লবায়োৎ এবং শারূহণ। চারপাশের মাঠঘাট নিয়ে 13
টি শহর।
7তারা আরও যেসব শহর পেয়েছিল সেগুলো হচ্ছে:
ঐন, রিম্মোণ, এথর এবং আশন। চারপাশের মাঠঘাট
নিয়ে চারটে শহর। এছাড়া তারা বালৎ-বের (নেগেভের
রামো) পর্যন্ত সমস্ত শহরের চারপাশের মাঠ-ঘাট পেল।
8তাছাড়াও বালৎ-বের পর্যন্ত সমস্ত শহরের চতুর্দিকের
মাঠ। তাহলে এই হচ্ছে শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর
এলাকা। প্রত্যেক পরিবারই জমিজায়গা পেয়েছিল।
9শিমিয়োনের জমির অংশ যিহূদার এলাকার মধ্যেই
ছিল। যিহূদার লোকেরা দরকারের চেয়ে অনেক বেশী
জমি পেয়েছিল। তাই তাদের জমির কিছু অংশ
শিমিয়োনের লোকেরা পেয়েছিল।

সবূলূনের জন্য জমিজায়গা

10এরপর জমিজায়গা পেয়েছিল সবূলূন
পরিবারগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রত্যেক পরিবারই পূর্ব
প্রতিশ্রুতি মতো জমিজায়গা পেয়েছিল। সবূলূনের
সীমানা ছিল সুদূর সারীদ অবধি। 11তারপর সীমানাটি
পশ্চিম মুখে মারালার দিকে গেছে এবং দব্বেশৎ
ছুঁয়েছে। তারপর সীমা চলে গেছে যক্নিয়ামের
উপত্যকা বরাবর। 12তারপর সীমানা গেছে পূর্বদিকে
বেঁকে সারীদ থেকে কিশ্লোৎ-তাবোর পর্যন্ত,
সেখান থেকে দাবরৎ আর যাফিয়ে। 13আরও পূর্বদিকে

গাৎ-হেফর এবং এৎ-কাৎসীনে, শেষ হয়েছে রিম্মোণে।
তারপর সীমানা ঘুরে গেছে নেয়ের দিকে। 14নেয়ে থেকে
আবার বেঁকে গিয়ে উত্তরে হন্নাথোন হয়ে যিপ্তহেল
উপত্যকার দিকে চলে গেছে। 15এই চৌহদ্দির মধ্যে
যেসব শহর রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কটৎ, নহলাল,
শিম্রোণ, যিদালা এবং বৈৎলেহম। মাঠঘাট নিয়ে মোট
12 টি শহর।

16এই হল সবূলূনদের শহরসমূহ আর মাঠঘাট। এই
পরিবারের প্রত্যেকেই এইসব জায়গার ভাগ পেয়েছিল।

ইষাখরের জন্য জমিজায়গা

17দেশের চতুর্থ অংশ দেওয়া হয়েছিল ইষাখর
পরিবারগোষ্ঠীকে। প্রত্যেক পরিবারই জমির ভাগ
পেয়েছিল। 18এদের দেওয়া হয়েছিল যিষ্রিয়েল,
কসুল্লোৎ, শূনেম, 19হফারয়িম, শীয়োন, অনহরৎ,
20রব্বীৎ, কিশিয়োন, এবস, 21রেমৎ, ঐন্-গন্নীম, ঐন্-
হদ্দা এবং বৈৎ-পৎসেস।

22জমির সীমানা হচ্ছে তাবর, শহৎসূমা এবং বৈৎ-
শেমশ। শেষ হয়েছে যর্দ্দন নদীতে। মোট 16 টি শহর
আর তাদের চারপাশের মাঠঘাট। 23এইসব শহর
ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক
পরিবারই জমির ভাগ পেয়েছিল।

আশেরদের জন্য জমিজায়গা

24দেশের পঞ্চম ভাগ আশের পরিবারগোষ্ঠীকে
দেওয়া হয়েছিল। সকলেই জমির অংশ পেয়েছিল।
25তাদের দেওয়া হয়েছিল হিল্কৎ, হলী, বেটন, অক্ষফ,
26অলম্মেলক, অমাদ আর মিশাল।

পশ্চিম সীমা গেছে কর্ম্মিল পর্বত এবং শীহোর-লিব্নৎ
পর্যন্ত। 27তারপর সীমানা মোড় নিয়েছে পূর্ব মুখে। এটি
গেছে বৈৎ-দাগোন পর্যন্ত। এটি সবূলূন এবং যিপ্তহেল
উপত্যকা ছুঁয়েছে। তারপর এটি বৈৎ-এমক এবং
নীয়েলের উত্তরদিকে চলে গেছে। সীমানাটি কাবুলের
উত্তরদিকে ছাড়িয়ে গেছে। 28সীমানা গেছে এব্রোণ,
রহোব, হম্মোন, এবং কান্না। এইভাবে বৃহত্তর সীদোন
অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। 29এরপর সীমানা রামার
দক্ষিণদিকে ফিরে গেছে। সীমানাটি এগিয়ে গেছে
শক্তিশালী সোর শহর পর্যন্ত। তারপর ঘুরে গেছে পশ্চিম
দিকে হোষায়, শেষ হয়েছে অক্ষীবের কাছে সমুদ্রে।
30তাছাড়া উম্মা, অফেক এবং রহোব এইসব অঞ্চল।

মোট 22 টি শহর আর তাদের চারপাশের মাঠঘাট।
31এইসব শহর আর মাঠঘাট ছিল আশের পরিবারগোষ্ঠীর
জন্যে। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীই জমির অংশ পেয়েছিল।

নপ্তালির জন্য জমিজায়গা

32দেশের ষষ্ঠ অংশ পেল নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠী।
প্রত্যেক পরিবারই জমির অংশ পেয়েছিল। 33তাদের
জায়গার সীমানা শুরু হয়েছে সানন্নীমের কাছে একটা
বিরাট গাছ থেকে। গাছটা হেলফের কাছে অদামী-নেকব
এবং যব্নিয়েলের ভেতর দিয়ে সীমানা লক্কূম হয়ে
যর্দ্দন নদীতে শেষ হয়েছে। 34সীমাটি অস্নোৎ-তাবোরে
এসে আবার পশ্চিমদিকে ফেরৎ গেছে। এটি হুক্কোকের
কাছে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবূলূন ছিল
সীমাটির উত্তরদিকে, আশন ছিল পশ্চিমে। যিহূদাতে
যর্দ্দন নদী ছিল সীমাটির পূর্বসীমা। 35এইসব সীমানার
মধ্যে কয়েকটা শক্তিশালী শহর রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:
সিদ্দীম, সের, হম্মৎ, রক্কৎ, কিন্নেরৎ, 36অদামা, রামা,
হাৎসোর, 37কেদশ, ইদ্রিয়ী, ঐন্-হাৎসোর, 38যিরোণ,
মিগ্দল-এল, হোরেম, বৈৎ-অনাৎ এবং বৈৎ-শেমশ মোট
19টি শহর এবং চারপাশের মাঠঘাট। 39এইসব শহর
আর মাঠঘাট নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল।
প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীই জমির ভাগ পেয়েছিল।

দানের জন্য জমিজায়গা

40এরপর জমিজায়গা দেওয়া হল দান পরিবার-
গোষ্ঠীকে। প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীই জমি পেয়েছিল।
41তাদের দেওয়া হয়েছিল এইসব জায়গা: সরা, ইষ্টায়োল,
ঈর্-শেমশ, 42শালবীন, অয়ালোন, যিৎলা, 43এলোন,
তিম্না, ইক্রোণ, 44ইল্তকী, গিব্বথোন, বালৎ, 45যিহূদ,
বনে-বরক, গাৎ-রিম্মোণ, 46মেয়র্কোন, রক্কোন এবং
যাফোর নিকটবর্তী জায়গাগুলো।

47কিন্তু দানের লোকেদের জায়গা পেতে ঝামেলায়
পড়তে হয়েছিল। শত্রুরা ছিল শক্তিশালী। তাদের তারা
সহজে হারাতে পারেনি। সেইজন্য দানের লোকেরা
লেশমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। লেশম জয় করে তারা
সেখানকার লোকেদের হত্যা করে। এইভাবে তারা লেশম
শহরে বাস করেছিল। জায়গাটার নাম পাল্টে রাখলো
দান। কারণ তাদের পরিবারগোষ্ঠীর পিতৃপুরুষের নাম
ছিল দান। 48এইসব শহর ও মাঠঘাট দান পরিবারগোষ্ঠীকে
দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক পরিবারই জমিজায়গার ভাগ
পেয়েছিল।

যিহোশূয়র জন্য জমিজায়গা

49এইভাবে দলপতিরা জমিজায়গা ভাগ বাঁটোয়ারা
করে বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠীকে দিয়েছিল। ভাগাভাগির
কাজ শেষ হলে সমস্ত ইস্রায়েলবাসী নূনের পুত্র
যিহোশূয়কে কিছু জমি দেবে বলে ঠিক করলো। 50প্রভু
আদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন এই জমিজায়গা পান।
তাই ইস্রায়েলবাসীরা যিহোশূয়কে দিল পাহাড়ী দেশ
ইফ্রয়িমের তিম্নৎ-সেরহ নামক শহর। এই শহরটা ছিল
যিহোশূয়ের পছন্দ। তাই শহরটাকে বেশ ভালো করে
মজবুত করে তৈরী করে, তিনি সেখানে বাস করতে
থাকলেন।

51এইভাবে ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীকে
এইসব জায়গা ভাগাভাগি করে দেওয়া হল। যাজক
ইলিয়াসর নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং প্রত্যেক
পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানরা জমিজায়গা ভাগাভাগি করার
জন্য শীলোতে একত্র হয়েছিলেন। সমাগম তাঁবুর দরজায়
প্রভুর সামনে তাঁরা সকলে সমবেত হয়েছিল। এইভাবে
তাঁরা জমিজায়গা ভাগাভাগির কাজ শেষ করেছিলেন।

নিরাপত্তার শহরসমূহ

20 তারপর প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, 2“আমি তোমাকে আদেশ দেবার জন্য মোশিকে ব্যবহার করেছিলাম। মোশি তোমাকে কয়েকটি শহর বাছতে বলেছিলেন যেগুলো আশ্রয় দেবার জন্য বিশেষ শহর হিসেবে অভিহিত হবে। 3যদি কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে অকস্মাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে সে ঐ নিরাপদ শহরগুলির একটিতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবে, যেন প্রতিশোধ দাতা খুঁজে না পায়।

4“লোকটিকে যা করতে হবে তা এই: যখন সে ঐ ধরণের কোন শহরে ছুটে পালিয়ে যাবে তখন সেই শহরের প্রবেশদ্বারে তাকে থামতে হবে। থেমে সেখানকার দলপতিদের কাছে জানাতে হবে ঘটনাটা কি হয়েছিল। সেইসব শুনে তারা তাকে শহরে ঢুকতে দিতে পারে। সেখানে থাকার জন্য তারা তাকে জায়গা দেবে। 5কিন্তু যে ঐ ব্যক্তিটির পেছনে ধাওয়া করবে সে হয়তো শহরে এসে তার পিছু নিতে পারে। এরকম ঘটলে নেতারা যেন তাকে তাড়া করা ব্যক্তিটির হাতে ধরিয়ে না দেয়। তারা আশ্রয়প্রার্থীকে নিশ্চয়ই রক্ষা করবে। তারা এই কারণেই তাকে রক্ষা করবে যে, সে ইচ্ছা করে কাউকে হত্যা করে নি। সেটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। সে রেগে গিয়ে কাউকে হত্যা করবে বলে হত্যা করে নি। এটা হঠাৎই ঘটে গেছে। 6যতদিন না শহরের বিচার সভায় তার বিচার হয় ততদিন সেই ব্যক্তি সেখানে থাকবে। মহাযাজক যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন সে সেখানে থাকতে পারবে। তারপর সে তার নিজের শহরে অর্থাৎ যেখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখানে নিজের বাড়ীতে ফিরে যাবে।”

7তাই ইস্রায়েলবাসীরা কয়েকটা শহর ঠিক করে নিয়েছিল। তারা এগুলোর নাম দিল “নিরাপত্তার শহর।” শহরগুলো হচ্ছে:

নপ্তালি পার্বত্য অঞ্চলের গালীলের অন্তর্গত কেদশ; ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলের শিখিম; যিহূদা পার্বত্য অঞ্চলের কিরিয়ৎ-অর্ব (হিব্রোণ);

8রূবেণের মরু অঞ্চলের অন্তর্গত যিরীহোর কাছে যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে বেৎসর; গাদদেশে গিলিয়দের অন্তর্গত রামোৎ; মনঃশির দেশে বাশনের অন্তর্গত গোলন।

9যে কোন ইস্রায়েলবাসী বা তাদের সঙ্গে বসবাসকারী যেকোন বিদেশী হঠাৎ যদি কাউকে হত্যা করে, ঐসব শহরে নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে যেতে পারবে। সেখানে সে নিরাপদে থাকতে পারবে। যে তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে সে তাকে হত্যা করতে পারবে না। আশ্রয়প্রার্থীর বিচার হবে সেই শহরের বিচারসভায়।

যাজক ও লেবীয়দের জন্য নগরসমূহ

21 লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানেরা যাজক ইলিয়াসর নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলের অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানদের কাছে কথা বলতে গেলো। 2কনান দেশের শীলো শহরে এই আলোচনা বৈঠক হল। লেবীয় শাসকরা তাদের বলল, “প্রভু মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন আমাদের থাকার জন্যে কিছু শহরের ব্যবস্থা করেন। প্রভু তাকে আরও বলেছিলেন আমাদের পশুরা যাতে চরে খেতে পারে সে রকম কিছু মাঠও যেন তিনি আমাদের দেন।” 3সুতরাং ইস্রায়েলবাসীরা প্রভুর এই নির্দেশ পালন করলো। তারা লেবীয়দের এইসব শহর ও পশুদের জন্য মাঠঘাট দিল।

4লেবি পরিবারগোষ্ঠীর যাজক হারোণের উত্তর-পুরুষরা হল এই কহাৎ পরিবার। কহাৎ পরিবারের একটা অংশকে দেওয়া হল 13টি শহর। সেই 13টি শহর ছিল যিহূদা, শিমিয়োন আর বিন্যামীনদের।

5বাকী কহাত পরিবারদের দশটি শহর দেওয়া হল, সেই অঞ্চলে যেখানে ইফ্রয়িম, দান এবং মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেকের অধীনে ছিল।

6গের্শোন পরিবারের লোকদের দেওয়া হল 13টি শহর। এই শহরগুলি ছিল সেই অঞ্চল, যেগুলি বাশনে বসবাসকারী ইষাখর, আশের, নপ্তালি এবং অর্ধেক মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অধীনে ছিল।

7মরারি পরিবারের লোকেরা পেল 12টি শহর। রূবেণ, গাদ এবং সবূলূনদের অঞ্চলে ছিল এইসব শহর।

8ইস্রায়েলের অধিবাসীরা তাদের চারপাশের এইসব শহর ও মাঠঘাট লেবীয়দের দিয়েছিল। প্রভু যেভাবে মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন, তা পালন করতেই তারা তাদের এইসব মাঠঘাট ও শহর দিয়েছিল।

9যিহূদা এবং শিমিয়োনের অঞ্চলে যে সব শহর ছিল এই হল সেগুলোর নাম। 10কহাত পরিবারভুক্ত লেবীয়দের প্রথম শ্রেণীর শহরগুলি দেওয়া হল। 11তারা ওদের দিয়েছিল কিরিয়ৎ-অর্ব (এটা হচ্ছে হিব্রোণ। অনাকের পিতা অর্বের নামেই এর নামকরণ হয়েছিল।) পশুদের জন্যে তারা শহরের কাছাকাছি কিছু মাঠও দিয়েছিল। 12কিন্তু কিরিয়ৎ-অর্বর চারপাশের ছোটছোট শহর আর মাঠগুলো ছিল যিফুন্নির পুত্র কালেবের। 13সেইজন্যে তারা হারোণের উত্তরপুরুষদের হিব্রোণ শহরটা দিয়ে দিয়েছিল। (হিব্রোণ ছিল নিরাপদে বাস করার শহর।) এছাড়াও তারা হারোণের উত্তরপুরুষদের দিয়েছিল লিব্‌না‌র অন্তর্গত শহরগুলো, 14যত্তীর, ইষ্টমোয়, 15হোলোন, দবীর, 16ঐন, যুটা এবং বৈৎ-শেমশ। তারা তাদের পশুদের জন্যে এইসব শহরগুলোর আশেপাশের কিছু মাঠও দিয়েছিল। এই দুটি সম্প্রদায়ের জন্যে 9 টি শহর দিয়েছিল।

17বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর শহরগুলোও তারা হারোণের উত্তরপুরুষদের দিয়েছিল। শহরগুলি হচ্ছে: গিবিয়োন, গেবা, 18অনাথোৎ এবং অল্‌মোন। তারা তাদের এই চারটি শহর এবং তাদের পশুদের জন্য শহরের আশপাশের মাঠঘাট দিল। 19মোট 13 টি শহর তারা যাজকদের দান করেছিল। (যাজকরা সকলেই হারোণের উত্তরপুরুষ।) তারা পশুদের জন্যে প্রত্যেক শহরের লাগোয়া মাঠও দিয়েছিল।

20কহাৎ গোষ্ঠীর অন্যান্যদের দেওয়া হয়েছিল ইফ্রয়িম
পরিবারগোষ্ঠীর এলাকার শহরগুলো। তারা পেয়েছিল
এইসব শহর: 21পাহাড়ী দেশ ইফ্রয়িমের শিখিম শহর
(একটি আশ্রয় দেবার শহর)। তারা গেষরও পেল।
22কিবসয়িম এবং বৈৎ-হোরোণও পেল। ইফ্রয়িমরা
তাদের দিয়েছিল চারটে শহর এবং পশুদের জন্যে
চারপাশের কিছু মাঠ।
23দান পরিবারগোষ্ঠী দিয়েছিল ইল্তকী, গিব্বথোন,
24অয়ালোন এবং গাৎ-রিম্মোণ। মোট চারটে শহর
এবং শহরের লাগোয়া মাঠ দানগোষ্ঠী তাদের
দিয়েছিল।
25অর্ধেক মনঃশি পরিবারগোষ্ঠী তাদের দিয়েছিল
তানক এবং গাৎ-রিম্মোণ। এই অর্ধেক মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠী তাদের মোট দুটি শহর এবং পশুদের
জন্য শহরের চারপাশের মাঠঘাট দিয়েছিল।
26তারপর, কহাৎ পরিবারের বাকী লোকেরা
পেয়েছিল মোট দশটি শহর এবং পশুদের জন্যে শহরের
লাগোয়া মাঠগুলো।
27গের্শোন পরিবারও লেবি পরিবারগোষ্ঠী থেকে
এসেছে। তারা পেয়েছিল এইসব শহর:
অর্ধেক মনঃশি পরিবারগোষ্ঠী থেকে বাশনের অন্তর্গত
গোলন। (গোলন ছিল নিরাপত্তার শহর) তারা তাদের
বীষ্টরা শহরও দিয়েছিল। সব মিলিয়ে মনঃশির এই
অর্ধেক পরিবারগোষ্ঠী তাদের মোট দুটি শহর এবং পশুদের
জন্যে কিছু মাঠ দিয়েছিল।
28ইষাখর পরিবারগোষ্ঠী দিয়েছিল কিশিয়োন, দাবরৎ,
29যর্মূৎ এবং ঐন্-গন্নীম। মোট চারটি শহর এবং পশুদের
জন্যে মাঠ।
30আশের পরিবারগোষ্ঠী থেকে পেয়েছিল মিশাল,
আব্দোন, হিল্কৎ এবং 31রহোব। মোট চারটি শহর
এবং পশুদের জন্যে শহরের লাগোয়া মাঠ।
32নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠী থেকে পেয়েছিল গালীলের
অন্তর্গত কেদশ। (কেদশ ছিল নিরাপত্তার শহর।) তাছাড়া
হম্মোৎ-দোর, কর্ত্তন, মোট তিনটি শহর এবং পশুদের
জন্যে মাঠ।
33গের্শোন পরিবার পেয়েছিল মোট 13টি শহর এবং
পশুদের জন্যে শহরগুলোর লাগোয়া মাঠগুলো।
34লেবীয় গোষ্ঠীর অন্য শাখা হচ্ছে মরারি পরিবার।
তারা পেয়েছিল এইসব শহর:
সবূলূন পরিবারগোষ্ঠী থেকে পেয়েছিল যক্নিয়াম,
কার্ত্তা, 35দিম্না এবং নহলোল। সবূলূন মোট চারটি শহর
এবং পশুদের জন্যে মাঠ দিয়েছিল।
36রূবেণ পরিবারগোষ্ঠী থেকে পেয়েছিল বেৎসর,
যহস, 37কদেমোৎ, মেফাৎ। রূবেণ মোট চারটি শহর
এবং পশুদের জন্যে মাঠ দিয়েছিল।
38গাদ পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া গেল
গিলিয়দের অন্তর্গত রামোৎ। (রামোৎ ছিল নিরাপত্তার
শহর।) তাছাড়া মহনয়িম, 39হিষ্বোণ এবং যাসের।
গাদ মোট চারটি শহর আর পশুদের জন্য শহরের লাগোয়া
মাঠ দিয়েছিল।
40লেবীয়দের শেষ পরিবার, মরারি পরিবার মোট
12টি শহর পেয়েছিল।
41সুতরাং লেবীয় গোষ্ঠী পেয়েছিল মোট 48 টি শহর
এবং প্রতিটি শহরের লাগোয়া পশুদের জন্য মাঠ। এইসব
ছিল অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর। 42প্রত্যেক শহরেই পশুদের
জন্য কিছু মাঠ ছিল।
43ইস্রায়েলবাসীদের কাছে প্রভু যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন তা তিনি পালন করলেন। তিনি তাঁর
প্রতিশ্রুতি মতোই সব জমিজায়গা দিয়েছিলেন এবং
লোকেরা সেসব জায়গায় বসবাস করতে লাগল। 44প্রভু
তাদের আশেপাশের সমস্ত দেশগুলিতে তাদের
পূর্বপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে শান্তি
বজায় রাখলেন। কোন শত্রুই তাদের পরাজিত করতে
পারেনি। প্রত্যেক শত্রুকে হারাবার মতো ক্ষমতা প্রভু
তাদের দিয়েছিলেন। 45ইস্রায়েলবাসীদের কাছে প্রভু যে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবই তিনি রেখেছিলেন।
কোনো প্রতিশ্রুতিই ব্যর্থ হয় নি। প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিই
বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

তিনটি পরিবারগোষ্ঠী ঘরে ফিরে গেল

22 তারপর যিহোশূয় রূবেণ, গাদ এবং মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেক লোকদের একটা সভা
ডাকলেন। 2যিহোশূয় তাদের বললেন, “মোশি ছিলেন
প্রভুর দাস। মোশি তোমাদের যা বলেছেন তোমরা
তার সবই পালন করেছ। তাছাড়া তোমরা আমার
নির্দেশও সব পালন করেছ। 3তোমরা সবসময়
ইস্রায়েলের অন্য লোকেদের সাহায্য করেছ। তোমাদের
প্রভু ঈশ্বর যা যা আদেশ দিয়েছিলেন তোমরা তার
সবই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছ। 4তোমাদের
প্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলবাসীদের শান্তি দেবেন বলে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর প্রভু প্রতিশ্রুতি রেখেছেন।
সুতরাং এখন তোমরা বাড়ী যেতে পার। প্রভুর দাস
মোশি তোমাদের যর্দ্দন নদীর পূর্বতীরের জমিজায়গা
দিয়েছেন। তোমরা এখন সে দেশে অর্থাৎ তোমাদের
বাড়ী যাও। 5কিন্তু মোশি তোমাদের যেসব বিধি পালন
করতে বলেছেন সেসব পালন করে চলতে ভুলো না।
তোমরা প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। তাঁর আদেশ পালন
করবে। তোমরা সবসময় তাঁকে মেনে চলবে। তোমাদের
যতদূর সাধ্য সেইভাবে তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে ও
তাঁর সেবা করবে।”
6তারপর যিহোশূয় তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।
তারা বাড়ী চলে গেল। 7মোশি মনঃশির অর্ধেক
পরিবারগোষ্ঠীকে বাশনের জমিজায়গা দিয়েছিলেন।
বাকী মনঃশির অর্ধেক পরিবারগোষ্ঠীকে তিনি দিয়েছিলেন
যর্দ্দন নদীর পশ্চিম তীর। যিহোশূয় তাদের আশীর্বাদ
করে নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। 8তিনি বললেন,
“তোমরা এখন বেশ ধনী হয়েছ। তোমাদের অনেক
পশু আছে। তোমাদের আছে অনেক সোনা, রূপো এবং
দামী দামী গয়নাগাটি। তোমাদের আছে সুন্দর সুন্দর
পোশাক। শত্রুদের কাছ থেকে অনেক কিছুই তোমরা

পেয়েছ। এইসব জিনিস তোমাদের ভাইদের সঙ্গে, যারা
যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে রয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে ভাগ
করে নিও।”

9সুতরাং রূবেণ, গাদ ও মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর
অর্দ্ধেক ইস্রায়েলের অন্য লোকেদের রেখে চলে গেল ।
তারা কনানের শীলোতে ছিল। সে জায়গা ছেড়ে দিয়ে
তারা গিলিয়দে ফিরে গেল। তারা ফিরে গেল মোশির
দেওয়া জায়গায়। প্রভু মোশিকে তাদের এই জায়গা
দেবার জন্যই আদেশ দিয়েছিলেন।

10রূবেণ, গাদ ও মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর অর্দ্ধেক
লোকেরা গিলিয়দ নামে একটি জায়গায় গেল। জায়গাটা
কনানের অন্তর্গত যর্দ্দন নদীর কাছেই। সেখানে লোকেরা
একটা চমৎকার বেদী বানালো। 11ইস্রায়েলের অন্যান্য
লোকেরা যারা তখনও শীলোতে ছিল, শুনতে পেল যে
এই তিন পরিবারগোষ্ঠী এরকম একটা বেদী তৈরী
করেছে। তারা এও শুনল যে বেদীটা হয়েছে কনানের
সীমান্তে গিলিয়দ নামক একটি জায়গায়। সেটা
ইস্রায়েলের দিকের যর্দ্দন নদীর কাছেই। 12এসব শুনে
ইস্রায়েলের সব লোক এই তিনটি পরিবারগোষ্ঠীর ওপর
বেশ রেগে গেল। তারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে ঠিক করল।

13সেইজন্য ইস্রায়েলের লোকেরা কয়েকজনকে
পাঠালো রূবেণ, গাদ এবং মনঃশির লোকেদের সঙ্গে
কথা বলতে। এই সব ইস্রায়েলীয়দের নেতা ছিল পীনহস।
পীনহস হচ্ছে যাজক ইলিয়াসরের পুত্র।
14ইস্রায়েলবাসীরা এছাড়াও তাদের পরিবারগোষ্ঠীর
দশজন নেতাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। প্রতিটি গোষ্ঠী
থেকে একজন করে নেতা পাঠানো হয়েছিল। এরা
থাকত শীলোতে।

15সেইজন্য এই এগারজন লোক গিলিয়দে গেল।
তারা রূবেণ, গাদ ও মনঃশির লোকেদের বলল,
16“ইস্রায়েলের সব লোক তোমাদের কাছে জানতে চায়:
কেন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমরা এই কাজ
করলে? কেন তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছ? কেন
তোমরা নিজেদের জন্য বেদী তৈরী করলে? তোমরা
তো জান এটা ঈশ্বরের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ। 17পিয়োরে
কি হয়েছিল মনে পড়ে? সেই পাপের ফল আজও
আমরা ভোগ করেছি। সেই মহাপাপের জন্য ঈশ্বর বহু
ইস্রায়েলবাসীকে প্রবল অসুখে আক্রান্ত করেছিলেন।
সেই অসুস্থতার ফল আজও আমরা ভোগ করছি।
18আর এখন তোমরা সেই একই কাজ করছো। তোমরা
প্রভুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছ। তোমরা কি প্রভুর
অনুসরণ অগ্রাহ্য করবে? যদি এখনও না ক্ষান্ত হও,
তাহলে ইস্রায়েলের প্রতিটি মানুষের উপরই তিনি ক্রুদ্ধ
হবেন।

19“যদি তোমাদের দেশকে অবমাননা করা হয়
তাহলে আমাদের দেশে চলে এসো। প্রভুর পবিত্র তাঁবু
আমাদের দেশে রয়েছে। তোমরা আমাদের এখানে কিছু
জমিজায়গা পেতে পার। সেখানে তোমরা বসবাস
করতে পার কিন্তু কখনও প্রভুর বিরুদ্ধে যেও না। আর
কোন বেদী তৈরী কোর না। আমরা তো ইতিমধ্যেই
সমাগম তাঁবুতে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বরের একটা বেদী
পেয়েছি।

20“সেরহের পুত্র আখনের কথা একবার মনে করে
দেখ। সে বর্জিত বস্তু সম্বন্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানেনি।
সেই লোকটি ঈশ্বরের বিধি ভেঙ্গে ছিল, কিন্তু তার জন্য
ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল।
আখন তার পাপের জন্য মারা গিয়েছিল, কিন্তু একই
কারণে আরো অনেক লোক মারা গিয়েছিল।”

21তখন রূবেণ, গাদ ও মনঃশির লোকেরা ঐ এগারো
জনকে বলল, 22“প্রভু হলেন আমাদের ঈশ্বর! আবার
বলছি প্রভুই হচ্ছেন আমাদের ঈশ্বর! কেন আমরা বেদী
করেছি তা তিনি জানেন। এবার তোমরাও তা জেনে
রাখো। আমরা কি করেছি তা তোমরা বিচার করে
দেখ। যদি তোমাদের মনে হয় আমরা কিছু অন্যায়
করেছি তাহলে আমাদের তোমরা মেরে ফেল। 23যদি
আমরা ঈশ্বরের বিধি ভঙ্গ করে থাকি তাহলে তাঁকে
বল তিনি যেন নিজে আমাদের শাস্তি দেন। 24তোমরা
কি মনে কর যে আমরা এই বেদী বানিয়েছি হোমবলি,
শস্য নৈবেদ্য ও মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য? না
মোটেই তা নয়। কেন বেদী বানিয়েছি জানো? আমাদের
ভয় ছিল ভবিষ্যতে তোমাদের লোকেরা আমাদের মেনে
নেবে না যে আমরাও তোমাদেরই লোক। আমরা
তোমাদেরই জাতি। সেদিন তোমাদের লোকেরাই বলবে
ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরকে উপাসনা করার অধিকার
আমাদের নেই। 25ঈশ্বর আমাদের যর্দ্দন নদীর অন্য
পারে থাকতে দিয়েছেন । এর অর্থ যর্দ্দন নদীই আমাদের
আলাদা করে দিয়েছে, আমাদের ভয় ছিল তোমাদের
সন্তানেরা বড় হয়ে যখন দেশ শাসন করবে তখন তারা
মনেও করবে না যে আমরা তোমাদেরই লোক। তখন
তারা বলবে, ‘তোমরা রূবেণ আর গাদের লোক, তোমরা
কেউ ইস্রায়েলের নও!’ তখন তোমাদের সন্তানেরা
আমাদের সন্তানসন্ততিদের প্রভুর উপাসনা করতে দেবে
না।

26“তাই আমরা এই বেদী তৈরী করার সংকল্প
করেছিলাম। আমরা হোমবলি আর অন্যান্য কিছু উৎসর্গ
করার জন্য বেদী বানাই নি। 27আসল কথা হচ্ছে বেদী
তৈরীর উদ্দেশ্য তোমাদের জানানো যে আমরা সেই
একই ঈশ্বরের উপাসনা করছি যে ঈশ্বর তোমাদের।
এই বেদীই তোমাদের কাছে আমাদের কাছে আর
আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে প্রমাণ করবে যে
আমরাও প্রভুর উপাসনা করি। আমরা আমাদের নৈবেদ্য,
শস্য নৈবেদ্য এবং মঙ্গল নৈবেদ্য প্রভুকে উৎসর্গ করি।
আমরা চাই যে তোমাদের সন্তানেরা বড় হয়ে জানুক
যে, আমরাও তোমাদের মতোই ইস্রায়েলবাসী।
28ভবিষ্যতে যদি তোমাদের বংশধরেরা বলে আমরা
কেউ ইস্রায়েলীয় নই তখন আমাদের বংশধরেরা বলবে,
‘ঐ দেখো আমাদের পিতা এই বেদী তৈরী করে দিয়েছেন।
এই বেদী পবিত্র তাঁবুতে প্রভুর যে বেদী আছে হুবহু
তারই মতো। এই বেদী আমরা কোন কিছু উৎসর্গ

করার জন্য করি নি, আমরা যে ইস্রায়েলবাসী তারই প্রমাণ হিসাবে আমরা এটি নির্মাণ করেছি।’

29“সত্যি বলছি আমরা প্রভুর বিরূদ্ধাচরণ করতে চাই নি। আমরা তাঁকে মানতে চাই। আমরা জানি পবিত্র তাঁবুর সামনে যে বেদী রয়েছে সেটাই একমাত্র সত্যিকারের বেদী। সেই বেদীই আমাদের প্রভু ঈশ্বরের বেদী।”

30যাজক পীনহস আর তাঁর সঙ্গীসাথী নেতারা রূবেণ, গাদ এবং মনঃশির লোকেদের কাছ থেকে এইসব শুনলেন। তারা এদের কথা শুনে খুশী হলেন, বুঝতে পারলেন যে এরা সত্যি কথাই বলেছে। 31তাই পীনহস বললেন, ‘‘আজ আমরা জানি যে প্রভু আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং আমরা এও জানি যে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে নই। এবং আমরা জানি যে ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভু শাস্তি দেবেন না।”

32তারপর নেতাদের সঙ্গে নিয়ে পীনহস সেখান থেকে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন। রূবেণ এবং গাদের দেশ গিলিয়দ থেকে তারা কনানে ফিরে গিয়ে ইস্রায়েলবাসীদের সব কিছু জানালেন। 33শুনে তারাও খুশী হল। তারা খুশী হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। রূবেণ, গাদ ও মনঃশির দেশ তারা ধ্বংস করবে না বলে স্থির করল।

34রূবেণ এবং গাদের লোকেরা বেদীটার একটা নাম দিল। যার অর্থ হল: ‘‘এই বেদী হচ্ছে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের বিশ্বাসের প্রতীক।’’

জনগণকে যিহোশূয়ের উৎসাহ দান

23 প্রভু ইস্রায়েলকে তাদের চারপাশের শত্রুদের থেকে বিশ্রাম দিলেন। সে দেশকে নিরাপদ করলেন। তারপর বহু বছর কেটে গেল। যিহোশূয় বেশ বৃদ্ধ হলেন। 2তারপর একদিন তিনি সমস্ত প্রবীণ নেতাদের, পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানদের, ইস্রায়েলের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের এবং বিচারকদের একটি সভা ডাকলেন। তিনি বললেন, “আমার বয়স হয়েছে। 3তোমরা দেখেছ প্রভু আমাদের শত্রুদের কি অবস্থা করেছেন। আমাদের উপকার করার জন্যেই তিনি এমন কাজ করেছেন। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের হয়েই কাজ করেছেন। 4মনে আছে আমি তোমাদের বলেছিলাম, যর্দ্দন নদী আর ভূমধ্যসাগরের মধ্যে হবে তোমাদের দেশ? সেই দেশ আমি তোমাদের দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা এখনও তা অধিকার করোনি। 5কিন্তু প্রভু তোমাদের ঈশ্বর সেখানকার লোকদের সেই জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য করবেন। তোমরা সেই জায়গা অধিকার করবে। প্রভু তাদের সেখান থেকে বলপূর্বক বিদায় করবেন। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

6“প্রভু তোমাদের যা যা আদেশ দিয়েছেন সেসব তোমরা অবশ্যই পালন করবে। মোশির বিধি পুস্তকে যে সব লেখা আছে সেইসব পালন করবে। ঐ বিধি থেকে বিচ্যুত হয়ো না। 7আমাদের মধ্যে এখনও কিছু লোক আছে যারা ইস্রায়েলের কেউ নয়। তারা তাদের নিজেদের দেবতার পূজা করে। তোমরা তাদের দেবতাদের সেবা অথবা পূজা করবে না। প্রতিশ্রুতি নেবার সময় তাদের দেবতাদের নাম তোমাদের নেওয়া উচিৎ হবে না। 8তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণ করে চলবে। আগেও তোমরা তাই করেছিলে, সর্বদাই তোমরা তাই করবে।

9“অনেক বড় বড় শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে প্রভু তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। প্রভু তাদের জোরপূর্বক তাড়িয়ে দিয়েছেন। কোন জাতিই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। 10প্রভুর দয়ায় ইস্রায়েলের একজন লোকই শত্রুপক্ষের 1,000 সৈন্যকে পরাজিত করতে পারবে। এর কারণ কি? কারণ প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন। 11তাই বলছি সবসময় প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে প্রেম করে চলবে।

12“প্রভুর অনুসরণ করা বন্ধ করো না। যারা ইস্রায়েলের কেউ নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। তাদের কারোর সঙ্গে বিবাহ কোর না। 13যদি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো তাহলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের শত্রু দমনের কাজে সাহায্য করবেন না। এইসব লোকই হচ্ছে তোমাদের মরণ ফাঁদ। চোখে ধূলো বা ধোঁয়া ঢোকার মতো এরা তোমাদের যন্ত্রণা দেবে। এই উত্তম দেশ থেকে সরে যেতে তখন তোমরা বাধ্য হবে। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের এই দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদেশ না মানলে এই দেশ তোমরা হারাবে।

14“আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা জান এবং সত্যই বিশ্বাস করো যে প্রভু তোমাদের মধ্যে কতো মহান কাজ করেছেন। তোমরা জানো তাঁর দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতিই বিফল হয়নি। আমাদের কাছে তিনি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবই তিনি রেখেছেন। 15তোমাদের প্রভু ঈশ্বর যে কটি ভালো প্রতিশ্রুতি করেছিলেন আমাদের কাছে তার প্রত্যেকটি আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। একইভাবে তিনি তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতিও সফল করে তুলবেন। তিনি বলেছিলেন যদি তোমরা অন্যায় করো তাহলে তোমাদের অমঙ্গল হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি করে বলেছিলেন, অন্যায় করলে তিনি তোমাদের জোর করে এই সুন্দর দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। 16তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে যে চুক্তি করেছ তা ভঙ্গ করলে এই দশাই হবে। যদি তোমরা অন্যান্য দেবতার সেবা কর তাহলে এই দেশ তোমাদের হারাতে হবে। অন্য দেবতাদের তোমরা কিছুতেই আরাধনা করবে না। যদি কর প্রভু তোমাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন আর এর ফলে তাঁর দেওয়া দেশ থেকে অচিরেই তোমাদের চলে যেতে বাধ্য করা হবে।”

যিহোশূয় বিদায় জানালেন

24 ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীকে যিহোশূয় একসঙ্গে শিখিমে জড়ো করলেন। প্রবীণ

নেতাদের, পরিবারের কর্তাদের, বিচারকদের এবং পদস্থ
কর্মচারীদের তিনি ডাকলেন। তারা সকলেই ঈশ্বরের
সামনে দাঁড়ালো।
2তারপর যিহোশূয় সকলকে বললেন, "প্রভু
ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদের যা-যা বলছেন আমি সেসব
বলছি:

বহুকাল আগে তোমাদের পূর্বপুরুষরা
থাকতেন ফরাৎ নদীর ওপারে। আমি অব্রাহামের
পিতা, নাহোরের পিতা এবং তেরহ এদের মতো
লোকেদের কথাই বলছি। তখন তারা অন্যান্য
দেবতাদের আরাধনা করত। 3কিন্তু আমি প্রভু
স্বয়ং তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামকে ফরাৎ নদীর
ওপারের দেশ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং
তাকে কনানের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম
এবং তার বংশবৃদ্ধি করেছিলাম। তারপর তাকে
দিলাম অসংখ্য সন্তান। অব্রাহামকে আমি একটি
সন্তান দিলাম। তার নাম ইস্হাক। 4ইস্হাককে
আমি একটির নাম যাকোব এবং এষৌ নামে দুটী
সন্তান দিলাম। এষৌকে দিলাম সেয়ীর পর্বতের
চারিদিকের জমি। সেখানে যাকোব আর তার
পুত্রেরা থাকত না। তারা চলে গিয়েছিল মিশরে।
5তারপর আমি মোশি আর হারোণকে মিশরে
পাঠালাম। পাঠানোর উদ্দেশ্য মিশর থেকে আমার
লোকেদের বের করে আনা। আমি মিশরের
লোকেদের ভয়ঙ্কর কষ্টের মুখে ফেলেছিলাম। আর
এইভাবেই আমি তোমাদের লোকেদের মিশর
থেকে বের করে আনলাম। 6এভাবেই তোমাদের
পূর্বপুরুষদের আমি মিশর থেকে নিয়ে
এসেছিলাম। লোহিত সাগরের দিকে তারা চলে
এসেছিল আর তাদের পিছু নিয়েছিল মিশরীয়রা।
তাদের ছিল কত রথ, কত ঘোড়া আর কত
লোক। 7তাই লোকেরা আমার কাছে অর্থাৎ প্রভুর
কাছে সাহায্য ভিক্ষা করল। আমি মিশরের
লোকেদের ঘোর কষ্টের মধ্যে ফেললাম। আমি
প্রভু সমুদ্র দিয়ে তাদের আড়াল করলাম। তোমরা
তো নিজেরাই দেখেছিলে মিশরের সৈন্যবাহিনীর
কি অবস্থা আমি করেছিলাম।

তারপর তোমরা বহুদিন মরুভূমিতে
কাটিয়েছিলে। 8এরপর আমি তোমাদের নিয়ে
এসেছিলাম ইমোরীয়দের দেশে। দেশটা ছিল
যর্দ্দনের পূর্বতীরে। ওরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করেছিল বটে, কিন্তু আমি তাদের হারাবার জন্য
তোমাদের শক্তি দিয়েছিলাম। তাদের বিনাশ করার
মতো ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম।
তারপর তোমরা সেই দেশের দখল নিলে।
9তারপর মোয়াবের রাজা বালাক সিপ্পোরের
পুত্র ইস্রায়েলবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে
তোড়জোড় করতে লাগল। সে ডেকে পাঠাল
বালামকে। বালাম হচ্ছে বিয়োরের পুত্র। সে
বালামকে তোমাদের অভিশাপ দিতে বলল।
10কিন্তু আমি প্রভু, বালামের অভিশাপ শুনতে
সম্মত হলাম না। অভিশাপের বদলে সে
তোমাদের করল আশীর্বাদ। একবার নয়, বারবার।
এভাবেই আমি তোমাদের বাঁচিয়েছিলাম। আমি
তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম।
11তারপর তোমরা যর্দ্দন নদী পেরিয়ে
যিরীহোয় এলে। যিরীহোর লোকেরা তোমাদের
সঙ্গে যুদ্ধ করল। তাছাড়া ইমোরীয়, পরিষীয়,
কনানীয়, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয় আর যিবূষীয়
লোকেরাও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।
কিন্তু সমস্ত যুদ্ধেই আমি তোমাদের জিতিয়ে
দিলাম। 12তোমাদের সৈন্যরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিল
তখন আমি তাদের আগে আগে ভীমরুল
পাঠালাম। ভীমরুলের ভয়েই লোকেরা পালিয়ে
গেল। তাই তরবারি, তীরধনুক ছাড়া তোমরা
সেই দেশ জয় করে নিলে।
13আমি প্রভু তোমাদের সেই জমিজায়গা
দিয়েছিলাম। তোমরা ঐসব শহর তৈরী কর নি,
আমিই সেসব তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।
আজ তোমরা সেইসব জায়গায় আর শহরে
বসবাস করছ। দ্রাক্ষার বাগান, জলপাইগাছ সবই
তোমাদের আছে। কিন্তু একটা গাছের চারাও
তোমাদের পুঁতে দিতে হয় নি।"

14তখন যিহোশূয় লোকদের বললেন, "এখন শুনলে
তো প্রভুর বাণী। তাই বলছি তোমরা অবশ্যই প্রভুকে
শ্রদ্ধাভক্তি করবে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর সেবা করবে।
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব মূর্ত্তির পূজা করেছিল,
তাদের তোমরা ছুঁড়ে ফেলে দাও। বহুকাল আগে এইসব
ঘটনা ঘটেছিল ফরাৎ নদীর ওপারে আর মিশরে। এখন
থেকে তোমরা শুধু প্রভুরই সেবা করবে।
15"কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তোমরা চাও
না এই প্রভুর সেবা করতে। তাহলে আজই তোমরা
নিজেরাই ঠিক করো কাকে তোমরা সেবা করবে। ফরাৎ
নদীর অন্যপারে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব
দেবতাদের পূজা করত তোমরা কি তাদের সেবা করবে,
নাকি এদেশের ইমোরীয়রা যেসব দেবতাদের উপাসনা
করত তাদের সেবা করবে? নিজেরাই সেটা ঠিক করো।
কিন্তু আমি আর আমার পরিবার সম্পর্কে বলতে পারি,
আমরা প্রভুরই সেবা করব।"
16তখন লোকেরা উত্তর দিল, "আমরা প্রভুর সেবা
থেকে কখনই বিরত হবো না। আমরা কখনই অন্য
দেবতাদের পূজা করবো না। 17আমরা জানি প্রভু
আমাদের ঈশ্বরই মিশর থেকে আমাদের বের করে
এনেছিলেন। সে দেশে আমরা ছিলাম ক্রীতদাস। কিন্তু
প্রভু সেখানে আমাদের জন্য মহাকার্য সাধন করেছিলেন।
সে দেশ থেকে তিনিই আমাদের উদ্ধার
করেছিলেন। অন্যান্য দেশে যাবার সময় তিনিই আমাদের
রক্ষা করেছিলেন। 18সেইসব দেশে বসবাসকারী
লোকেদের পরাজিত করতে প্রভুই আমাদের সাহায্য

করেছিলেন। আমরা আজ যেখানে রয়েছি সেখানে
ইমোরীয়দের পরাজিত করতে তিনিই আমাদের সাহায্য
করেছিলেন। তাই আমরা তাঁর সেবা করতে থাকব।
কেন? কারণ তিনিই আমাদের ঈশ্বর।”
19যিহোশূয় বললেন, “মিথ্যা কথা। তোমরা প্রভুর
সেবা চিরকাল করতে পারবে না। প্রভু ঈশ্বর পরম
পবিত্র। প্রভুর লোকেরা যদি অন্য দেবতার পূজা করে
ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। এইভাবে তোমরা যদি ঈশ্বরের
ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাও তাহলে তিনি তোমাদের ক্ষমা
করবেন না। **20**কিন্তু তোমরা তো প্রভুকে ছেড়ে অন্যান্য
দেবতাদেরই আরাধনা করবে। তাহলে প্রভু তোমাদের
সাংঘাতিক দুর্ভোগ দেবেন এবং তিনি তোমাদের বিনাশ
করবেন। প্রভু তোমাদের মঙ্গল সাধন করেছেন, কিন্তু
তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি তোমাদের ধ্বংস করবেন।”
21লোকেরা যিহোশূয়কে বলল, “না! আমরা তাঁর
বিরুদ্ধে যাব না। আমরা প্রভুরই সেবা করব।”
22যিহোশূয় বললেন, “তোমরা নিজেদের দিকে
তাকাও। এখানে যারা এসেছে তাদের দিকে তাকাও।
তোমরা কি সব জেনে শুনে সম্মত আছ যে তোমরা
প্রভুর সেবা করবে? তোমরা সকলে এই ঘোষণার সাক্ষী
আছ তো?”
তারা বলল, “হ্যাঁ আমরা সাক্ষী হলাম। আমরা
প্রভুর সেবা করব বলে যে কথা দিলাম, তা যাতে
পালন করতে পারি সে বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রাখব।”
23তখন যিহোশূয় বললেন, “সুতরাং তোমাদের মধ্যে
যে মূর্ত্তিগুলো আছে তা তোমরা ছুঁড়ে ফেলে দাও।
ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরকে তোমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ
দিয়ে ভালোবাস।”
24তারা যিহোশূয়কে বলল, “আমরা আমাদের প্রভু
ঈশ্বরের সেবা করব। আমরা তাঁর আদেশ পালন
করব।”
25তাই সেদিন যিহোশূয় শিখিম শহরে তাদের সঙ্গে
এক চুক্তি করলেন। শিখিম শহরে এই চুক্তি হ’ল
তাদের কাছে নিয়মের মতো, যে নিয়ম তারা পালন
করবে। **26**যিহোশূয় সেসব ঈশ্বরের বিধির পুস্তকে লিখে
রাখলেন। তারপর যিহোশূয় একটা বিরাট পাথর দেখতে
পেলেন। সেই পাথরটাই হচ্ছে চুক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ। প্রভুর
পবিত্র তাঁবুর কাছে ওক গাছের নীচে সেই পাথরটিকে
তিনি স্থাপন করলেন।
27তখন যিহোশূয় সমস্ত লোকেদের বললেন, “আজ
আমরা তোমাদের যা বললাম এই পাথর সে সব
তোমাদের মনে করিয়ে দেবে। এই পাথরটি হবে সেই
বস্তু যা তোমাদের মনে করিয়ে দেবে আজ কি হল
এবং এটি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের
বিরুদ্ধাচরণ করতে বিরত করবার জন্য একটি সাক্ষী
হয়ে থাকবে।”
28তারপর যিহোশূয় সকলকে বাড়ী চলে যেতে
বললেন। সকলে যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

যিহোশূয়র মৃত্যু

29এরপর নূনের পুত্র যিহোশূয় মারা গেলেন।
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 110 বছর। **30**তাঁর নিজের
জায়গা তিম্নৎ-সেরহে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল।
গাশ পর্বতের উত্তরে পাহাড়ী শহর ইফ্রয়িমে এই তিম্নৎ-
সেরহ অবস্থিত।
31যিহোশূয় যতদিন বেঁচে ছিলেন ইস্রায়েলবাসীরা
প্রভুর সেবা করেছিল। এমনকি যিহোশূয়র মৃত্যুর পরও
তারা প্রভুর সেবা চালিয়ে গেল। যতদিন তাদের নেতারা
বেঁচেছিলেন লোকেরা প্রভুর সেবা করেছিল। এই নেতারা
ইস্রায়েলের জন্য প্রভুর সমস্ত কর্মকাণ্ড সচক্ষে
দেখেছিলেন।

যোষেফের গৃহে প্রত্যাবর্তন

32মিশর ছেড়ে চলে আসার সময় ইস্রায়েলবাসীরা
সঙ্গে করে এনেছিল যোষেফের অস্থি। তারা শিখিমে
তাঁর অস্থিগুলি সমাহিত করল। তারা সেই জায়গায়
কবর দিল যে জায়গাটি যাকোব 100টি খাঁটি রূপোর
মুদ্রা দিয়ে শিখিমের পিতা হমোরের কাছ থেকে
কিনেছিলেন। এই জায়গাটিতে যোষেফের সন্তান
সন্ততিরা বাস করছে।
33হারোণের পুত্র ইলিয়াসর মারা গেলে গিবিয়ায়
তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। গিবিয়া ইফ্রয়িমের পাহাড়ী
অঞ্চলে অবস্থিত। ইলিয়াসরের পুত্র পীনহসকে গিবিয়া
দান করা হয়েছিল।

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ

যিহূদা কনানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করল

1 যিহোশূয় মারা গেলেন। ইস্রায়েলবাসীরা ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করল, “আমাদের
পরিবারগোষ্ঠীদের মধ্যে সবচেয়ে আগে কে কনানীয়দের
সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে?”

2প্রভু তাদের বললেন, “সবচেয়ে আগে যাবে যিহূদা
গোষ্ঠী। আমি তাদেরই এই দেশ জয় করতে দেবো।”

3যিহূদার পুরুষরা তাদের শিমিয়োন পরিবারগোষ্ঠীর
ভাইদের কাছ থেকে সাহায্য চাইল। যিহূদার লোকেরা
বলল, “ভাইয়েরা, প্রভু আমাদের প্রত্যেককে কিছু
জমিজায়গা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি
তোমরা যুদ্ধের জন্য আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে
আসো তাহলে আমরাও কনানীয়দের বিরুদ্ধে তোমাদের
জমির লড়াইয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসব।”
শিমিয়োনের লোকেরা যিহূদার ভাইদের যুদ্ধে সাহায্য
করতে রাজী হল।

4প্রভুর সাহায্যে যিহূদার লোকেরা কনানীয় ও
পরিষীয়দের পরাজিত করল। তারা বেষক শহরের
10,000 লোককে হত্যা করেছিল। 5বেষক শহরে যিহূদার
লোকেরা সেখানকার রাজাকে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ
করেছিল। যিহূদার লোকেরা কনানীয় এবং পরিষীয়দের
পরাজিত করেছিল।

6বেষকের শাসক পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু
যিহূদার লোকেরা তার পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেলেছিল।
তারা রাজার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে
ফেলেছিল। 7তখন বেষকের শাসক বলল, “আমি নিজে
70 জন রাজার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে
দিয়েছিলাম। আমার টেবিল থেকে যেসব খাবারের
টুকরো পড়ে যেত তাই তাদের খেতে হোত। আজ
ঈশ্বর আমার সেই অধর্মের প্রতিফল দিলেন।” যিহূদার
লোকেরা বেষকের শাসককে জেরুশালেমে নিয়ে গেল।
সেখানেই তার মৃত্যু হল।

8যিহূদার লোকেরা জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে
তা অধিকার করল। জেরুশালেমের লোকদের তারা
তরবারি দিয়ে হত্যা করেছিল এবং হত্যার পর
জেরুশালেম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। 9তারপর তারা আরও
কিছু কনানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমে গিয়েছিল।
এরা নেগেভের পাহাড়ি অঞ্চলে আর পশ্চিম পাহাড়
তলিতে বাস করত।

10হিব্রোণে যে সব কনানীয়রা বাস করত তাদের
সঙ্গেও যিহূদা যুদ্ধ করেছিল। (হিব্রোণকে বলা হত
কিরিয়ৎ অর্ব।) তারা শেশয়, অহীমান ও তল্ময় নামে
তিনজনকে পরাজিত করেছিল।

কালেব এবং তাঁর কন্যা

11যিহূদার লোকেরা সেখান থেকে চলে গেল। তারা
দবীর শহরের লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যে
শহরকে আগে বলা হত কিরিয়ৎ-সেফর। 12যুদ্ধের আগে
কালেব যিহূদার লোকেদের কাছে প্রতিশ্রুতি করে
বলেছিল, “আমি কিরিয়ৎ-সেফর আক্রমণ করতে চাই।
যে এই শহরটি জিততে পারবে তার সঙ্গে আমি আমার
কন্যা অক্ষারের বিবাহ দেব।”

13কালেবের ছোট ভাইয়ের নাম ছিল কনস। কনসের
পুত্র অৎনিয়েল কিরিয়ৎ-সেফর দখল করল। সুতরাং
কালেব অৎনিয়েলের সঙ্গে অক্ষার বিবাহ দিল।

14অক্ষা অৎনিয়েলের ঘর করতে চলে গেল।
অৎনিয়েল অক্ষাকে তার পিতার কাছ থেকে কিছু
জমিজায়গা চাইবার জন্য বলেছিল। অক্ষা পিতার কাছে
গেল। গাধার পিঠ থেকে যেই সে নেমেছে, অমনি কালেব
জিজ্ঞাসা করল, ‘‘কি হয়েছে?’’

15অক্ষা বলল, “আমায় একটি উপহার দাও। তুমি
আমাকে নেগেভের শুকনো মরুভূমিটা দিয়েছিলে। এবার
আমাকে এমন কিছু জায়গা দাও যেখানে জল পাওয়া
যায়।” কন্যার কথামত কালেব তাকে সেই দেশ দিল
যার ওপরে নীচে জলের ঝর্ণা আছে।

16কেনীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা খেজুর গাছের শহর
যেরিকো ছেড়ে যিহূদার লোকেদের সঙ্গে যিহূদা মরু
অঞ্চলের দিকে চলে গেল। তারা অরাদ শহরের কাছে
নেগেভের স্থায়ী বাসিন্দা হল। (কনানীয়রা মোশির
শ্বশুরকুল থেকে এসেছিল।)

17কিছু কনানীয়রা সফাৎ শহরে বাস করত। তাই
সেখানেও যিহূদা আর শিমিয়োন পরিবারগোষ্ঠীর
লোকেরা কনানীয়দের আক্রমণ করল। তারা শহরটি
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলল এবং তার নাম রাখল
হর্মা।

18যিহূদার লোকেরা ঘসা এবং ঘসার চারদিকের
ছোটখাটো শহরগুলোও দখল করল। তারা অস্কিলোন,
ইক্রোণ আর কাছাকাছি সব শহর দখল করল।

19প্রভু যিহূদার যোদ্ধাদের সহায় ছিলেন। পাহাড়ি
দেশের জমিগুলো তারা নিয়ে নিল। কিন্তু উপত্যকা
অঞ্চলের জমি তারা নিতে পারল না, কারণ সেখানকার
অধিবাসীদের লোহার রথ ছিল।

20মোশি কালেবকে হিব্রোণের কাছাকাছি জমি দেবেন
বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেইমত তার পরিবারকে
সেই জমি দেওয়া হয়েছিল। কালেবের লোকেরা
অনাকের তিন পুত্রকে সেখান থেকে তাড়িয়ে
দিয়েছিল।

বিন্যামীনের লোকেদের জেরুশালেমে বসবাস

21বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠী যিবূষীয়দের জেরুশালেম ছেড়ে যেতে জোর করেনি। তাই আজও জেরুশালেমে যিবূষীয়রা বিন্যামীনের লোকেদের সঙ্গে বসবাস করছে।

যোষেফের লোকেরা বৈথেল দখল করল

22-23যোষেফের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা বৈথেল শহর আক্রমণ করতে গেল। (আগে বৈথেলের নাম ছিল লূস।) প্রভু যোষেফের পরিবারগোষ্ঠীর লোকদের সহায় ছিলেন। তারা যোষেফের পরিবারের কয়েকজন গুপ্তচরকে বৈথেল শহরটা কিভাবে দখল করা যেতে পারে তা দেখবার জন্য পাঠালো। 24গুপ্তচররা যখন বৈথেল শহরটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল তখন তারা সেখান থেকে একটি লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল। তারা লোকটিকে বলল, "শহরে ঢোকার গুপ্ত পথটা আমাদের দেখাও। আমরা শহর আক্রমণ করব, কিন্তু তুমি আমাদের সাহায্য করলে তোমাকে আমরা কিছু করব না।"

25লোকটি শহরে প্রবেশের গুপ্তপথ দেখিয়ে দিল। যোষেফের লোকেরা তরবারি দিয়ে বৈথেলবাসীদের হত্যা করল। কিন্তু সাহায্যকারী ঐ লোকটিকে তারা কিছু করল না। লোকটির পরিবারকেও কিছু করল না। তাদের ছেড়ে দিল যাতে তারা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। 26লোকটি তখন হিত্তীয়দের দেশে চলে গেল এবং সেখানে একটি শহর তৈরি করল। শহরের নাম দিল লূস। আজও সেই শহরটি আছে।

অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর সঙ্গে কনানীয়দের যুদ্ধ

27কনানীয়রা বৈৎশান, তানক, দোর, যিব্লিয়ম, মগিদ্দো এবং এদের চারপাশের ছোটছোট শহরগুলোতে বাস করত। মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা কনানীয়দের এসব জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি বলেই তারা সেখানে থাকতে পেরেছিল। তারা সেখান থেকে চলে যেতে চায় নি। 28পরবর্তীকালে ইস্রায়েলীয়রা শক্তিশালী হয়ে উঠলে তারা কনানীয়দের ক্রীতদাস করে রাখে। তারা সমস্ত কনানীয়দের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে পারল না।

29ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীকে নিয়েও একই ব্যাপার ঘটেছিল। গেষরে থাকত কনানীয়রা। ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর লোকেরা কনানীয়দের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় নি। তাই তারা গেষরে ইফ্রয়িমদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকল।

30সবূলূন সম্পর্কেও সেই একই কথা। কিট্রোণ আর নহলোল শহরে কিছু কনানীয় বাস করত। সবূলূন তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় নি। তারা সবূলূনের সঙ্গেই থাকত। তবে তারা এদের ক্রীতদাস হয়েই থাকত।

31আশের পরিবারগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। তারা অন্যান্য জাতির লোকদের অক্কো, সীদোন, অহলব, অক্ষীব, হেল্‌বা, অফীক এবং রহোব শহর থেকে তাড়িয়ে দেয় নি। 32আশেরের লোকেরা সেই জায়গার কনানীয়দের তাড়িয়ে দেয় নি। সুতরাং তারা কনানীয়দের মধ্যে বাস করত।

33নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীও বৈৎ-শেমশ এবং বৈৎ-অনাতের থেকে লোকদের সরিয়ে দেয় নি। তাই নপ্তালির লোকেরা এসব শহরে লোকদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। কনানীয়রা নপ্তালির লোকেদের ক্রীতদাস হিসেবে থেকে গেল।

34ইমোরীয় লোকেরা দান পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের পাহাড়ী দেশে বাস করতে বাধ্য করল। দান পরিবারগোষ্ঠীর এইসব লোকেরা পাহাড়ী জায়গায় বসবাস করতে বাধ্য হল, কারণ ইমোরীয়রা তাদের উপত্যকায় নেমে এসে বাস করতে দিল না। 35ইমোরীয়রা ঠিক করল যে তারা হেরস পর্বতশৃঙ্গে, অয়ালোনে এবং শাল্‌বীমে থাকবে। পরবর্তীকালে যোষেফের পরিবারগোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে উঠল। তখন তারা ইমোরীয়দের ক্রীতদাস করে রাখল। 36ইমোরীয়দের দেশ অক্রব্বীম গিরিপথ থেকে সেলা পর্যন্ত এবং ওপরে সেলাকে ছাড়িয়ে পাহাড়ি দেশ আছে।

বোখীমে প্রভুর দূত

2 প্রভুর দূত গিল্‌গল শহর থেকে বোখীম শহরে গিয়েছিলেন। ইস্রায়েলবাসীদের কাছে দূত প্রভুর একটি বার্তা শুনিয়েছিলেন। বার্তাটি ছিল এরকম: "আমি তোমাদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে জমিজায়গার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেইখানে আমি তোমাদের নিয়ে এসেছি। আমি বলেছিলাম, আমি কখনই তোমাদের কাছে চুক্তিভঙ্গ করব না। 2কিন্তু তাই বলে তোমরা অবশ্যই সে দেশের লোকেদের সঙ্গে কখনও কোন চুক্তি করবে না। তাদের তৈরি সমস্ত বেদী তোমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। একথা আমি তোমাদের আগেই বলেছি। কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন নি। তোমরা করেছ কি?

3"এখন আমি তোমাদের বলছি, 'আমি এই জায়গা থেকে অন্যান্য লোকেদের আর তাড়িয়ে দেব না। এরা তোমাদের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করবে। এরা তোমাদের কাছে একটা ফাঁদের মত হবে। তাদের ঐসব ভ্রান্ত দেবতারাই তোমাদের কাছে ফাঁদ হয়ে দাঁড়াবে।'"

4ইস্রায়েলবাসীদের কাছে প্রভুর দূত এই বার্তা ঘোষণা করার পর তারা সকলে উচ্চস্বরে কাঁদল। 5যে জায়গায় তারা কাঁদছিল সেই জায়গার নাম দিল বোখীম। বোখীমে তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলি উৎসর্গ করল।

আদেশ অমান্য ও পরাজয়

6যিহোশূয় তাদের যে যার নিজের জায়গায় চলে যেতে বলেছিলেন। সেইমত প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের জমির সীমার মধ্যে বসবাস করতে গেল। 7যিহোশূয় যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন ইস্রায়েলবাসীরা প্রভুর সেবা করেছিল। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর যে প্রবীণেরা বেঁচেছিলেন তাঁদের জীবনকালে তারা সমানে প্রভুর সেবা করেছিল। ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য

প্রভু যা কিছু মহৎ কাজ করেছিলেন, এইসব প্রবীণেরা তা দেখেছিলেন। 8নূনের পুত্র প্রভুর সেবক যিহোশূয় 110 বছর বয়সে মারা গেলেন। 9ইস্রায়েলবাসীরা যিহোশূয়কে তাঁর নিজের জমি গাশ পর্বতের উত্তরে ইফ্রয়িমের পাহাড়ী অঞ্চলে তিম্নৎ-হেরসে কবর দিল।

10ঐ সম্পূর্ণ প্রজন্মটি মারা যাবার পর পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠল। তারা প্রভুকে জানত না। প্রভু ইস্রায়েলবাসীদের জন্যে কি করেছেন তারা সেসব জানত না। 11তাই তারা মন্দ কাজ করতে শুরু করল এবং বালের মূর্ত্তির পূজা করতে লাগল। তারা সেইসব কাজ করেছিল যেগুলো প্রভুর দ্বারা মন্দ হিসেবে বিবেচিত ছিল। 12প্রভু ইস্রায়েলবাসীদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। এদের পূর্বপুরুষেরা প্রভুর সেবা করত। কিন্তু এখন তারা প্রভুকে ত্যাগ করল। তাদের চারিধারে বসবাসকারী লোকেরা মূর্ত্তির পূজা করতে শুরু করল। এই কারণে প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। 13ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে ত্যাগ করে বাল ও অষ্টারোতকে পূজা করতে লাগল।

14প্রভু ইস্রায়েলীয়দের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন তাই তিনি ইস্রায়েলবাসীদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দিলেন। শত্রুরা ইস্রায়েলবাসীদের আক্রমণ করলো এবং তাদের অধিকারের সবকিছু নিয়ে নিল। প্রভু তাদের ইস্রায়েলবাসীদের পরাস্ত করতে দিলেন যারা নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ ছিল। 15যখনই ইস্রায়েলীয়রা যুদ্ধ করত তারা হেরে যেত। কারণ প্রভু তাদের দিকে ছিলেন না। তিনি তো তাদের নিষেধ করে বলেছিলেন যে তাদের ঘিরে যে সব মানুষ রয়েছে তাদের দেবতাদের পূজা করলে তারা হেরে যাবে। এর ফলে ইস্রায়েলীয়দের চরম দুর্দশা হল।

16তখন প্রভু কয়েকজন নেতা ঠিক করলেন। এদের বলা হত বিচারক। শত্রুরা যারা ইস্রায়েলবাসীদের আক্রমণ এবং লুট করতো তাদের হাত থেকে এরা তাদের রক্ষা করতো। 17কিন্তু তারা এই বিচারকদের কথা কানে নিত না। তারা প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না এবং অন্যান্য দেবতাদের পূজা করতো। যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রভুর আজ্ঞা এবং নির্দেশ পালন করত, কিন্তু এখন তারা অচিরেই বিমুখ হয়ে গেল। তারা প্রভুকে মানতে চাইল না।

18বারবার ইস্রায়েলের শত্রুরা তাদের ক্ষতি সাধন করত। আর তাই ইস্রায়েলীয়রা সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করত। প্রত্যেকবারই প্রভু তাদের দুর্দশায় কষ্ট পেয়ে তাদের বাঁচানোর জন্যে একজন করে বিচারক পাঠিয়েছিলেন। তিনি সবসময়েই এইসব বিচারকের সহায় ছিলেন। প্রত্যেকবার এদের সাহায্যেই ইস্রায়েলীয়রা রক্ষা পেত। 19কিন্তু বিচারক মারা গেলেই তারা আবার তাদের পুরানো পথে ফিরে গিয়ে পাপ করত এবং মূর্ত্তি পূজায় মেতে উঠত। তারা ভীষণ একরোখা ছিল এবং তারা পাপের পথ ত্যাগ করতে অস্বীকার করল। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকেও খারাপ আচরণ করত।

20তাই প্রভু ইস্রায়েলীয়দের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, "এই দেশের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমি যে চুক্তি করেছিলাম এরা তা ভেঙ্গেছে। তারা আমার কথা শোনে নি। 21তাই আমি আর অন্যান্য জাতিকে হারিয়ে ইস্রায়েলীয়দের পথ পরিষ্কার করব না। এইসব বিদেশী জাতি যিহোশূয়র মৃত্যুর সময়েও এই দেশে বসবাস করত। আমি তাদের এদেশেই থাকতে দেব। 22ইস্রায়েলীয়দের পরীক্ষা করার জন্য আমি ঐ জাতিদের কাজে লাগাব। আমি দেখব ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো প্রভুর আজ্ঞা মানে কি না।" 23সেই কথামত প্রভু ইস্রায়েলে অন্যান্য জাতির লোকদের থাকতে দিলেন। তিনি তাদের এদেশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে বাধ্য করলেন না। তিনি যিহোশূয়র সৈন্যবাহিনীকে শত্রু দমন করতে সাহায্য করলেন না।

3 1-2প্রভু ইস্রায়েল থেকে অন্যান্য জাতির সমস্ত লোকেদের সরিয়ে দিলেন না। তিনি ইস্রায়েলীয়দের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এই সময়, কোন ইস্রায়েলবাসী কনান দেশ দখল করতে কোন যুদ্ধ করেনি। প্রভু এদেশে অন্যান্য বিদেশীদের থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন। (যারা কনান দখলের যুদ্ধগুলিতে ভাগ নেয় নি সেই ইস্রায়েলবাসীদের তিনি কেমন করে যুদ্ধ করতে হয় শিক্ষা দেবার জন্যই এরকম ব্যবস্থা করেছিলেন।) এদেশে তিনি যেসব জাতিকে থাকতে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল: 3পলেষ্টীয় সম্প্রদায়ের পাঁচজন শাসক, সমস্ত কনানজাতি, সীদোনীয় লোকেরা এবং হিব্বীয় লোকেরা থাকত বাল্-হর্ম্মোণ পর্বত থেকে লেবো-হমাত পর্যন্ত ছড়ানো লিবানোনের পর্বতগুলিতে। 4ইস্রায়েলবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য প্রভু তাদের থাকতে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর আদেশ পালন করে কি না তিনি তা দেখতে চেয়েছিলেন। মোশির মাধ্যমে প্রভু সেইসব আজ্ঞা তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন।

5ইস্রায়েলের লোকেরা কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয়, যিবূষীয় এবং ইমোরীয়দের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করত। 6তারা এইসব সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ে করত। তাদের মেয়েরা তাদের ছেলেদের বিয়ে করতে শুরু করল। ইস্রায়েলীয়রা ঐ সমস্ত লোকেদের দেবতাদের পূজা করতে শুরু করল।

প্রথম বিচারক – অৎনীয়েল

7প্রভুর দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের লোকেরা মন্দ কাজ করেছিল। তারা প্রভু, তাদের ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে বাল এবং আশেরার মূর্ত্তির পূজা করেছিল। 8প্রভু তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি অরাম নহরয়িমের রাজা কূশন-রিশিয়াথয়িমকে ইস্রায়েলীয়দের হারিয়ে তাদের শাসন করবার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। ইস্রায়েলীয়রা আট বছর সেই রাজার অধীনে ছিল। 9কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য কাঁদল। তখন প্রভু কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনীয়েলকে তাদের রক্ষার জন্য পাঠালেন। অৎনীয়েল ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করলেন। 10প্রভুর আত্মা অৎনীয়েলের ওপর এল। তিনি

ইস্রায়েলীয়দের বিচারক হলেন। যুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দিলেন। প্রভুর সাহায্যে অৎনীয়েল অরামের রাজা কূশন-রিশিয়াথয়িমকে পরাজিত করলেন। [11]এরপর 40 বছর ধরে দেশে শান্তি বজায় ছিল। এই অবস্থা ছিল কনসের পুত্র অৎনীয়েলের মৃত্যু পর্যন্ত।

বিচারক এহূদ

[12]আবার ইস্রায়েলের লোকেরা সেসব কাজ করল যা প্রভুর বিবেচনায় মন্দ। সেইজন্যে তিনি মোয়াবের রাজা ইগ্লোনকে ইস্রায়েলীয়দের পরাজিত করবার জন্য শক্তি দিলেন। [13]ইগ্লোন অম্মোন এবং অমালেক সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছ থেকে সাহায্য পেল। তাদের নিয়ে ইগ্লোন ইস্রায়েলীয়দের আক্রমণ করল। ইগ্লোন তাদের হারিয়ে 'খেজুর গাছের শহর' বা জেরিকো থেকে তাড়িয়ে দিল। [14]মোয়াবের রাজা ইগ্লোন 18 বছর ধরে ইস্রায়েলীয়দের শাসন করেছিল।

[15]ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল। তিনি তখন তাদের বাঁচানোর জন্য এহূদ নামে একজন লোককে পাঠালেন। এহূদ ছিল বাঁহাতি। তার পিতার নাম ছিল গেরা, বিন্যামীন বংশীয় লোক। ইস্রায়েলবাসীরা মোয়াবের রাজা ইগ্লোনকে উপহার দেবার জন্য এহূদকে পাঠালেন। [16]এহূদ নিজের জন্য একটি তরবারি তৈরী করল। তরবারিটির দুদিকেই ধার ছিল আর সেটা ছিল প্রায় 18 ইঞ্চি লম্বা। এহূদ তরবারিটি ডানদিকের ঊরুতে বেঁধে তার পোশাকের নীচে লুকিয়ে রাখল।

[17]তারপর সে মোয়াবের রাজা ইগ্লোনের কাছে এসে উপহার দিল । ইগ্লোন ছিল মোটাসোটা লোক। [18]উপহার দেবার পর এহূদ সঙ্গের লোকেদের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। এরা উপহার বয়ে নিয়ে তার সঙ্গে এসেছিল। [19]তারা রাজার প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল। এহূদ গিল্গল শহরে শিলা মূর্ত্তিগুলোর কাছ থেকে ফিরে এসে ইগ্লোনকে বলল, "রাজা তোমার জন্য একটা গোপন খবর আছে।"

রাজা বলল চুপ। তারপর সে ঘর থেকে ভৃত্যদের সরিয়ে দিল। [20]এহূদ রাজা ইগ্লোনের কাছে এসেছিল। ইগ্লোন তখন গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের উঁচুতলার একটা ঘরে একেবারে একা।

তারপর এহূদ রাজাকে বলল, "তোমার জন্য ঈশ্বরের একটা বার্তা আছে।" শুনেই রাজা সিংহাসন থেকে উঠে এহূদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। [21]আর ঠিক এই সময় এহূদ বাঁ হাত দিয়ে ডান ঊরু থেকে তরবারি বের করে রাজার পেটে বিঁধিয়ে দিল। [22]রাজার পেটের ভেতর তরবারির বাঁট শুদ্ধ ঢুকে গেল। রাজার চর্বিতে সেটা পুরোপুরি ঢুকে গেল। এহূদ রাজার পেটেই তরবারিটা রেখে দিল। তরবারি বিদ্ধ হয়ে রাজা ইগ্লোন মলত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল এবং মল নির্গত হলো।

[23]এহূদ ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। [24]এহূদ চলে যাবার পর ভৃত্যরা ফিরে এলো। তারা দেখল ঘরের দরজা বন্ধ। তাই তারা নিজেরা বলাবলি করল, "রাজা নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করছেন।" [25]তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু রাজা উপরের ঘরের দরজা খুললেন না। এবং শেষ পর্যন্ত তারা ভয় পেয়ে গেল। চাবি নিয়ে তারা দরজা খুলে দেখল রাজা মেঝের উপর মরে পড়ে রয়েছেন।

[26]ভৃত্যেরা যখন রাজার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন এহূদ পালিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। সে মূর্ত্তিগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিয়ীরার দিকে পালিয়ে গেল। [27]সে সিয়ীরায় পৌঁছে ইফ্রয়িমের পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে শিঙা বাজাল। ইস্রায়েলবাসীরা শিঙার শব্দ শুনে পাহাড় থেকে নেমে এল। এহূদ তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। [28]এহূদ বলল, "আমাকে অনুসরণ কর! প্রভু আমাদের শত্রু মোয়াবের লোকেদের পরাজিত করতে শক্তি দিয়েছেন।"

তাই ইস্রায়েলবাসীরা এহূদকে অনুসরণ করল। তারা সেইসব জায়গা দখল করল যেখান থেকে সহজেই যর্দন নদী পেরনো যায়। সেইসব জায়গা মোয়াবের দিকে গিয়েছে। তারা কাউকে যর্দন নদী পেরোতে দিল না। [29]তারা মোয়াবের 10,000 সাহসী ও শক্তিশালী লোককে হত্যা করল। তাদের কেউ পালাতে পারে নি। [30]সেদিন থেকে ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের লোকদের শাসন করতে লাগল। সে দেশে 80 বছর শান্তি ছিল।

বিচারক শম্গর

[31]এহূদের পর আরও একজন লোক ইস্রায়েলবাসীদের বাঁচিয়েছিল। তার নাম অনাতের পুত্র শম্গর। শম্গর একটা গরু তাড়ানোর লাঠি দিয়ে 600 জন পলেষ্টীয়কে হত্যা করেছিল।

মহিলা বিচারক দবোরা

4 এহূদের মৃত্যুর পর, লোকেরা আবার যে সব কাজ প্রভুর বিবেচনায় মন্দ তাই করলো। [2]তাই প্রভু কনানের রাজা যাবীনের কাছে ইস্রায়েলীয়দের পরাজিত হতে দিলেন। যাবীন হৎসোর শহরে রাজত্ব করত। তার সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিল সীষরা। সীষরা হরোশৎ হাগোয়িম শহরে বাস করত। [3]সীষরার 900 লোহার রথ ছিল। সীষরা 20 বছর ইস্রায়েলবাসীদের ওপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল এবং সে তাদের উৎপীড়ন করেছিল। এর ফলে তারা সাহায্যের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল।

[4]দবোরা নামের একজন ভাববাদিনী ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল লপ্পীদোত। সেই সময় দবোরা ইস্রায়েলের বিচার করতেন। [5]একদিন দবোরা খেজুর গাছের নীচে বসে ছিলেন। এই খেজুর গাছের নাম দবোরার খেজুর গাছ। ইস্রায়েলের লোকেরা তাঁর কাছে এল। সীষরাকে নিয়ে কি করা যায় সে বিষয়ে তারা তাঁর পরামর্শ চাইল। দবোরার খেজুর গাছটি ছিল ইফ্রয়িমের পাহাড়ি অঞ্চলে রামা আর বৈথেল শহরের মাঝখানে। [6]দবোরা বারক নামের একজন লোককে খবর পাঠালেন। তিনি তাকে দেখা করতে বললেন। বারক, অবীনোয়মের পুত্র থাকে নপ্তালির কেদশ শহরে। বারক দেখা করতে এলে দবোরা তাকে বললেন,

“ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছেন: ‘নপ্তালি
এবং সবূলূন পরিবারগোষ্ঠীর 10,000 লোক জোগাড়
কর এবং তাদের তাবোর পর্বতে নিয়ে যাও। 7রাজা
যাবীনের সেনাপতি সীষরা যাতে তোমার কাছে আসে
আমি তার ব্যবস্থা করব। আমি তাকে তার রথ আর
সৈন্যদল নিয়ে কীশোন নদীর ধারে পাঠিয়ে দেব। তারপর
তোমাদের কাছে সে হেরে যাবে। এ ব্যাপারে আমি হব
তোমাদের সহায়।’”

8বারক দবোরাকে বলল, “আপনি আমার সঙ্গে গেলে
যাব, যা বলবেন করব। কিন্তু আপনি না গেলে আমিও
যাবো না।”

9দবোরা বললেন, “আমি নিশ্চয়ই যাব।” কিন্তু
তোমার মনোভাবের জন্য সীষরাকে পরাজিত করবার
সম্মান তোমার হবে না। প্রভু একজন মহিলাকেই
সীষরাকে পরাজিত করবার জন্য পাঠাবেন।

দবোরা বারকের সঙ্গে কেদশ শহরে গেলেন।
10কেদশে বারক সবূলূন এবং নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীকে
ডেকে 10,000 লোককে জড়ো করে তার পেছন পেছন
যেতে বললেন। দবোরাও বারকের সঙ্গে গেলেন।

11এখন, হেবর নামে কেনীয় সম্প্রদায়ের একটি লোক
ছিল। সে অন্য কেনীয়দের ত্যাগ করেছিল। (কেনীয়রা
ছিল মোশির শ্বশুর হোববের উত্তরপুরুষ।) হেবর ওক
গাছের পাশে সানন্নীম নামে একটি জায়গায় বাস করত।
সানন্নীম কেদশ শহরের খুব কাছেই অবস্থিত।

12সীষরাকে একজন খবর দিল, অবীনোয়মের পুত্র
বারক তাবোর পর্বতে রয়েছে। 13খবর শুনে সীষরা 900
লোহার রথ আর সমস্ত লোকেদের নিয়ে হরোশৎ
হাগোয়িম শহর থেকে কীশোন নদীর দিকে রওনা হল।

14দবোরা তখন বারককে বললেন, “আজ সীষরাকে
পরাজিত করবার জন্য প্রভু তোমার সহায় হবেন। প্রভু
যে ইতিমধ্যেই তোমার জন্য রাস্তা ফাঁকা করে দিয়েছেন
তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।” তাই বারক 10,000 লোক
নিয়ে তাবোর পর্বত থেকে নেমে এল। 15লোকজন নিয়ে
বারক এবার সীষরাকে আক্রমণ করল। যুদ্ধের সময়
প্রভু সীষরা আর তার রথ, লোকজন সবকিছুর মধ্যে
একটা তালগোল পাকিয়ে দিলেন। লোকজন সব কি
যে করবে বুঝতে পারছিল না। এই সুযোগে বারক ও
তার সৈন্যবাহিনী সীষরার বাহিনীকে হারিয়ে দিল। কিন্তু
সীষরা রথ ফেলে দিয়ে পায়ে হেঁটে পালিয়ে গেল।
16বারক যুদ্ধ চালিয়ে গেল। সে আর তার সৈন্যরা রথ
আর বাহিনীকে হরোশৎ হাগোয়িম পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে
গেল। তারা সব লোককে তরবারি দিয়ে কেটে ফেলল।
একজনও বেঁচে রইল না।

17কিন্তু সীষরা পালিয়ে গেল। সে একটা তাঁবুতে
এলো। সেই তাঁবুতে যায়েল নামে একজন স্ত্রীলোক
বাস করত। তার স্বামীর নাম ছিল হেবর। হেবর ছিল
কেনীয় সম্প্রদায়ের লোক। তার পরিবার হাৎসোরের
রাজা যাবীনের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করত। সীষরা
যায়েলের তাঁবুর দিকে ছুটে যাচ্ছিল। 18সীষরাকে ছুটে
আসতে দেখে যায়েল তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে তার
সঙ্গে দেখা করলো। যায়েল সীষরাকে বলল, “আমার
তাঁবুতে আসুন। কোন ভয় নেই।” সীষরা যায়েলের
তাঁবুতে ঢুকলো। যায়েল একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো।
19সীষরা বলল, “আমি তৃষ্ণার্ত। দয়া করে আমায়
এক গ্লাস জল দিন।” একটা চামড়ার বোতলে যায়েল
দুধ রাখত। সীষরাকে দুধ খাইয়ে যায়েল আবার তাকে
কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল।

20সীষরা যায়েলকে বলল, “তাঁবুর দরজার পাশে
আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে,
‘ভেতরে কেউ আছে কি না, বলবেন না কেউ নেই।’”

21কিন্তু যায়েল তাঁবু খাটানোর একটা গোঁজ আর
একটা হাতুড়ি পেয়ে গেল। তারপর চুপিচুপি সীষরার
কাছে গেল। সীষরা খুবই ক্লান্ত ছিল, তাই সে ঘুমাচ্ছিল।
যায়েল গোঁজটা সীষরার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দিল।
গোঁজটা তার মাথার মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে এসে মাটিতে
ঢুকে গেল। সীষরা মারা গেল।

22আর ঠিক তখনই বারক সীষরার খোঁজে যায়েলের
তাঁবুর কাছে এলো। যায়েল তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে বারককে
বলল, “ভেতরে আসুন। যাকে খুঁজছেন তাকে দেখাচ্ছি।”
বারক যায়েলের সঙ্গে ভেতরে এল। দেখল সীষরা
মরে মাটিতে পড়ে আছে। তার মাথার ভেতর গোঁজ
ঢুকে আছে। 23সেদিন ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকদের হয়ে
কনানদের রাজা যাবীনকে পরাজিত করলেন।
24ইস্রায়েলবাসীরা ক্রমে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো
যে পর্যন্ত না তা কনানদের রাজা যাবীনকে পরাজিত
করল। শেষে তারা যাবীনকে বিনষ্ট করল।

দবোরার গান

5 যেদিন ইস্রায়েলবাসীরা সীষরাকে পরাজিত করলো,
সে দিন দবোরা আর অবীনোয়মের পুত্র বারক এই
গানটি গেয়েছিল:

2ইস্রায়েলের লোকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি করল। তারা
স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাইল! প্রভুর নাম ধন্য হোক।
3রাজারা সকলে শোন, শাসকেরা মন দিয়ে শোন।
আমি, আমিই প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাইব, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর ও প্রভুর উদ্দেশ্যে গানটি গাইব।
4হে প্রভু, তুমি সেয়ীর থেকে এসেছিলে। তোমার
অভিযান ইদোম দেশ থেকে শুরু হয়েছিল। তোমার
পদপাতে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী। আকাশ থেকে অঝোরে
বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘেরা ঝরিয়েছিল জল।
5প্রভু, সীনয় পর্বতের ঈশ্বরের সামনে, প্রভু,
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সামনে পর্বতমালা কেঁপে উঠেছিল!
6অনাতের পুত্র শম্গর এবং যায়েলের সময়ে সমস্ত
রাজপথ জনমানবহীন বণিকেরা এবং পথিকেরা অন্য
পথ দিয়ে যাতায়াত করত।
7সেখানে কোন সৈন্য ছিল না। দবোরা যতদিন তুমি
ইস্রায়েলের মা হয়ে আসো নি ততদিন ইস্রায়েলে কোন
সৈন্য ছিল না।
8ঈশ্বর নতুন নেতাদের নির্বাচন করেছিলেন। তারা
নগরের প্রবেশদ্বারে যুদ্ধে রত ছিল। ইস্রায়েলে 40,000

সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে কেউ একটাও ঢাল অথবা
বর্শা খুঁজে পায় নি।
9আমার হৃদয় ইস্রায়েলের সেই সেনাপতিদের সঙ্গে
রয়েছে। যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গিয়েছিল। প্রভুর নাম ধন্য
হোক!
10তোমরা যারা সাদা গর্দভের পিঠে চড়ে কম্বলের
জিনে বসে আছো এবং যারা রাস্তায় হাঁটো, তারা এ
সম্বন্ধে গান কর।
11পশুরা যেখানে জল পান করে সেই চৌবাচ্চায়
শুনি রণদামামার মহাসঙ্গীত ধ্বনি। লোকেরা গায় প্রভুর
বিজয়গীতি, ইস্রায়েলে তাঁর সৈন্যের জয়গৌরব গীতি
যখন তাঁরই বাহিনী নগরদ্বারে করেছে যুদ্ধ আর তাদেরই
কেবল শোন জয়-জয়কার।
12জাগো হে মা দবোরা, জেগে ওঠো, গাও গান!
বারক তুমিও জাগো! হে অবীনোয়মের পুত্র তোমার
শত্রুদিগকে বন্দী করো!
13তারপর তিনি ইস্রায়েলে যারা বেঁচে আছে তাদের
শক্তিমান লোকেদের ওপরে বিজয় দেন। প্রভু আমায়
যোদ্ধাদের ওপর শাসন করতে দিলেন।
14অমালেকদের পাহাড়ী দেশ হতে ইফ্রয়িমের
লোকেরা এসেছিল। হে বিন্যামীন, তারা তোমায় ও
তোমার লোকেদের এবং মাখীর পরিবার থেকে আসা
অধ্যক্ষগণকে অনুসরণ করেছিল। হে সবূলূন তোমার
নেতারা সেনাপতির দণ্ড নিয়ে এসেছিল।
15ইষাখরের নেতারা দবোরার সঙ্গে ছিল। ইষাখরের
লোকেরা বারকের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। দেখ, ঐ লোকেরা
কুচকাওয়াজ করে উপত্যকায় নামছে। রূবেণ, তোমার
সেনাদলে প্রচুর সাহসী সৈন্য আছে।
16তবে কেন তোমাদের মেষপালের আশেপাশে বসে
রয়েছ? রূবেণ তোমার সাহসী সেনারা যুদ্ধ সম্পর্কে
এত চিন্তা করেছিল। তবু কেন তারা বাড়ীতে বসে
মেষপালকের বাঁশীর বাজনা শোনে?
17যর্দন নদীর ওপারে গিলিয়দবাসী তাঁবুতেই বসে
ছিল। এবং তোমার দান এর লোকেরা, কেন জাহাজের
আশেপাশে বসেছিল। আশের গোষ্ঠী সাগরের তীরে
নিরাপদ বন্দরে মনের মতন করে তাঁবু গেড়েছিল।
18কিন্তু সমস্ত সবূলূনবাসী, নপ্তালি অধিবাসী
পাহাড়ের গায়ে জীবনের বাজী রেখে প্রত্যেকে
মহাসংগ্রামে মেতেছিল।
19কনানের রাজারা যুদ্ধে এলেন, তানক শহরে
মগিদ্দোর জলের ধারে যুদ্ধ চলল, তবু কোন সম্পদ না
নিয়ে তারা ঘরে ফিরলেন।
20আকাশের যত তারা, নিজ নিজ পথ হতে
মেতেছিল যুদ্ধে সেদিন সীষরার বিরুদ্ধে।
21প্রাচীন কালের কীশন নদী সীষরার সৈন্যবাহিনীকে
ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হে আমার আত্মা, শক্তির
সঙ্গে বেরিয়ে এস।
22অশ্ব ক্ষুরের আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে। সীষরার
পরাক্রমী অশ্বরা সব ছুটে যাও, ছুটে যাও।
23প্রভুর দূত বলল, “মেরোস শহরকে অভিশাপ
দাও। তার শহরবাসীদের অভিশাপ দাও! কারণ তারা
সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রভুকে সাহায্য করতে আসেনি।”
24কেনীয় হেবরের পত্নী – যায়েল তার নাম। সর্বোত্তমা
মহীয়সী নারী, প্রণাম তারে প্রণাম।
25সীষরা চাইল জল; জল নয়, যায়েল তাকে দুধের
পাত্র এগিয়ে দিল। রাজারই পক্ষে মানায় তেমন পাত্র।
তাতে ক্ষীর ননী সাজিয়ে দিল যায়েল।
26যায়েল তার হাত বাড়ালো, তাঁবু খাটানোর গোঁজ
হাতে পেলো। ডান হাত বাড়ালে কর্মকারের হাতুড়ি
উঠে এলো। তারপর সে সীষরার মস্তকে আঘাত হানল।
সে হাতুড়ির আঘাতে তার কপালের দুই পাশের মধ্য
দিয়ে একটা ছিদ্র করল।
27যায়েলের পায়ে মাথা গুঁজে দিয়ে পড়ে গেল।
সীষরা ভূতলশায়িত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল
এক চরম বিপর্যয়!
28সীষরার মা জানালা থেকে উঁকি দেয়। সীষরার
মা পর্দা সরিয়ে তাকায় আর কাঁদে, “সীষরার রথ ফিরতে
দেরী করে কেন? কেন আমি এখন অবধি তার মালগাড়ীর
শব্দ শুনছি না?”
29তার প্রজ্ঞাবতী দাসী উত্তর দিল, ব্যাকুলা মায়ের
দেখ এই দুর্গতি।
30দাসীটি বলল, “আমি নিশ্চিত তারা যুদ্ধে জিতেছে,
এবং এখন তারা তাদের লুটের প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী
নিজেদের মধ্যে ভাগ করছে। প্রত্যেক সৈন্য নেবে দু
একটি করে রমণী এবং বিজয়ী সীষরা হয়তো পরবার
জন্য দু-একটি রঙীন সুতোর কাজ করা পোশাক পাবে।”
31ওগো প্রভু, যেন এভাবেই মরে তোমার শত্রুরা!
যারা তোমায় ভালবাসে তারা যেন প্রভাত সূর্যসম শক্তি
অর্জন করে!
এইভাবেই 40 বছর সে দেশে শান্তি বিরাজ করছিল।

মিদিয়নীয়দের সঙ্গে ইস্রায়েলীয়দের যুদ্ধ

6 আবার ইস্রায়েলবাসীরা পাপ কর্মে মেতে উঠল।
তাই সাত বছর ধরে প্রভু মিদিয়নদের সহায় হয়ে
রইলেন যাতে তারা ইস্রায়েলীয়দের দমিয়ে রাখতে
পারে।
2মিদিয়ন সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল ভীষণ
শক্তিশালী। ইস্রায়েলবাসীদের ওপর তারা বেশ অত্যাচার
করত। তাই ইস্রায়েলীয়রা পর্বতের নানা গোপন জায়গায়
লুকিয়ে থাকত। সেখানেই খাবার দাবার লুকিয়ে রাখত।
সেসব জায়গা খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত ছিল। 3তারা যে
এরকম সাবধান হয়ে গিয়েছিল তার কারণ মিদিয়নীয়
এবং অমালেকীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্বদেশ থেকে
সবসময় আক্রমণ করতো এবং তাদের ফসল নষ্ট
করতো। 4আক্রমণকারীরা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
শিবির গেড়েছিল। তারা অনেক দূরে ঘসা শহর পর্যন্ত
ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত শস্য নষ্ট করে দিয়েছিল। তারা
ইস্রায়েলীয়দের খাবার মতো কিছুই অবশিষ্ট রাখল না।
তারা তাদের মেষ, গরু, গাধা এসবও কেড়ে নিয়ে
গিয়েছিল। 5মিদিয়নীরা ওদের দেশে তাঁবু গেড়েছিল

এবং সঙ্গে এনেছিল পরিবারের লোকজন, জীবজন্তু।
পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো অগুণতি মানুষ তারা এবং
তাদের আনা উটের সংখ্যা গোণা অসম্ভব ছিল। দেশটাকে
ওরা একেবারে ছারখার করে দিল। 6মিদিয়নীদের
অত্যাচারে ইস্রায়েলীয়রা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল।
তাই তারা প্রভুর দয়া পাবার জন্যে কেঁদে আকুল হয়ে
উঠল।

7মিদিয়নের লোকেরা অত্যাচারে মেতে উঠেছিল।
সেই জন্যে ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর কৃপার জন্যে কেঁদে
আকুল হয়ে উঠল। 8তাই প্রভু তাদের কাছে একজন
ভাববাদীকে পাঠালেন। ভাববাদী ইস্রায়েলবাসীদের
বললেন, “প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর কি বলেন তা শোন।
তিনি বলেছেন, ‘মিশরে তোমরা ক্রীতদাস ছিলে। আমি
তোমাদের মুক্ত করে সেই দেশ থেকে নিয়ে এসেছি।
9আমি তোমাদের মিশরের এবং যারা তোমাদের
নির্যাতন করেছে, তাদের সকলের হাত থেকে রক্ষা
করেছি। আমি আবার সেই লোকেদের তাড়িয়ে বের
করে দিয়েছি এবং তাদের দেশ তোমাদের দিয়েছি।’
10তারপর আমি তোমাদের বলেছিলাম, ‘আমি
তোমাদের প্রভু ঈশ্বর। তোমরা ইমোরীয়দের দেশে
বসবাস করবে বটে, কিন্তু কখনই তোমরা তাদের
মূর্ত্তির পূজা করবে না।’ কিন্তু তোমরা আমার কথা
শোনোনি।”

প্রভুর দূত গিদিয়োন দর্শন করলেন

11সেই সময়, প্রভুর দূত একজন লোকের কাছে
এলেন। তার নাম ছিল গিদিয়োন। প্রভুর দূত অফ্রা
নামক একটি জায়গায় একটি ওক গাছের নীচে বসলেন।
ওক গাছটা ছিল যোয়াশ নামে একজন লোকের। যোয়াশ,
গিদিয়োনের পিতা, অবীয়েষ্রীয় বংশের লোক ছিলেন।
গিদিয়োন একটি দ্রাক্ষা মাড়বার জায়গায় কিছু গম
মাড়াই করছিলেন। প্রভুর দূত গিদিয়োনের কাছে
বসলেন। গিদিয়োন লুকিয়েছিলেন যাতে মিদিয়নরা
তাঁকে দেখতে না পায়। 12প্রভুর দূত গিদিয়োনের সামনে
দেখা দিয়ে তাকে বললেন, “হে মহাসৈনিক প্রভু তোমার
সহায়!”

13গিদিয়োন বললেন, “মহাশয় আপনাকে একটা কথা
বলব। প্রভু যদি সত্যিই আমাদের সহায়, তাহলে এত
দুঃখ কষ্ট কেন? আমি শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষদের
জন্যে তিনি অনেক আশ্চর্য্য কাজ করেছিলেন। তাঁরা
বলেছিলেন যে প্রভু তাঁদের মিশর থেকে সরিয়ে
এনেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।
কেবলমাত্র প্রভুর জন্যেই মিদিয়নরা আমাদের পরাজিত
করতে পেরেছে।”

14প্রভু গিদিয়োনের দিকে ফিরে বললেন, “তোমার
নিজের শক্তিকে কাজে লাগাও। যাও, মিদিয়নদের হাত
থেকে ইস্রায়েলবাসীদের রক্ষা করো। এ কাজে আমি
তোমাকেই পাঠাচ্ছি!”

15গিদিয়োন বলল, “ক্ষমা করবেন। কি করে আমি
ইস্রায়েলকে রক্ষা করব? মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে
আমার পরিবারই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল। তাছাড়া এই
পরিবারে আমিই সবচেয়ে ছোট।”

16প্রভু বললেন, “আমি তোমার সঙ্গে আছি! সুতরাং
মিদিয়নদের তুমি সহজেই পরাজিত করতে পারবে!
এতই সহজ যে, মনে হবে তুমি যেন শুধু একজনের
সঙ্গেই যুদ্ধ করছ।”

17তখন গিদিয়োন প্রভুকে বলল, “যদি আপনি সত্যিই
আমার ওপর প্রসন্ন হন তাহলে আপনি যে স্বয়ং প্রভু
তার একটা প্রমাণ দিন। 18দয়া করে একটু অপেক্ষা
করুন। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন চলে যাবেন
না। আমি আপনার জন্য নৈবেদ্য আনতে যাচ্ছি। সেই
নৈবেদ্য আপনার কাছে নিবেদন করব। আপনি দয়া
করে অনুমতি দিন।”

প্রভু বললেন, “আমি তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত
অপেক্ষা করবো।”

19গিদিয়োন ভেতরে গিয়ে একটি কচি পাঁঠা গরম
জলে ফোটালো। তাছাড়া সে প্রায় 20 পাউণ্ড ময়দা
দিয়ে খামিরবিহীন রুটি তৈরি করলো। তারপর মাংসটা
সে একটা ঝুড়িতে আর ঝোলটা একটা পাত্রে রাখলো।
সে মাংস, ঝোল আর রুটি নিয়ে ওক গাছের নীচে
প্রভুকে পরিবেশন করল।

20প্রভুর দূত গিদিয়োনকে বললেন, “মাংস, রুটি
ঐখানে পাথরের ওপর রাখো। ঝোলটা ঢেলে দাও।”
গিদিয়োন তাই করলো।

21প্রভুর দূতের হাতে একটি ছড়ি ছিল। মাংস আর
রুটির ওপর ছড়িটার ডগা ছোঁয়াতেই পাথর থেকে আগুন
ছিটকে বেরল। মাংস, রুটি একেবারে পুড়ে গেল। তারপর
প্রভুর দূত কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

22তখন গিদিয়োন বুঝতে পারলেন যে তিনি এতক্ষণ
প্রভুর দূতের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। গিদিয়োন চেঁচিয়ে
উঠল, “সর্বশক্তিমান প্রভু! আমি প্রভুর দূতকে মুখোমুখি
দেখেছি!”

23প্রভু বললেন, “শান্ত হও! এর জন্যে ভয় পেয়ো
না, তুমি মরবে না!”

24অতঃপর গিদিয়োন সেই জায়গায় প্রভুর উপাসনার
জন্যে একটি বেদী তৈরী করলেন। সে বেদীর নাম
দিলেন, ‘‘প্রভুই শান্তি।’’ অফ্রা শহরে সেই বেদী আজও
রয়েছে। এখানেই অবীয়েষ্রীয়দের বংশের লোকেরা
বসবাস করে।

গিদিয়োন বালের বেদী ভেঙ্গে ফেললেন

25সেই রাত্রেই প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, “তোমার
পিতার একটা সাত বছরের বেশ শক্তসমর্থ ষাঁড় আছে,
তাকে সঙ্গে নাও। বালের মূর্ত্তি পূজার জন্যে একটি
বেদী আছে, যেটা তোমার পিতা তৈরি করেছিলেন।
বেদীর পাশে একটা কাঠের খুঁটি রয়েছে। খুঁটিটা আশেরার
মূর্ত্তিকে পূজা করার জন্যে। এবার ঐ ষাঁড়টিকে কাজে
লাগাও, যাতে সে ঐ বালের বেদী, আশেরার খুঁটি ভেঙ্গে
ফেলতে পারে। 26ভাঙ্গার পর তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের
জন্যে উপযুক্ত বেদী তৈরি করো। এই উঁচু জায়গাতেই

সেটা তৈরি করো। তারপর এই বেদীতেই ঐ ষাঁড়টিকে
বলি দিয়ে পুড়িয়ে দাও। জ্বালানোর জন্য আশেরার
খুঁটিটাকে ব্যবহার করো।”

27গিদিয়োন প্রভুর কথামতো দশ জন ভৃত্য নিয়ে
কাজটি করলেন। কিন্তু তাঁর মনে ভয় হল যে, বাড়ির
লোকেরা আর শহরের সবাই তাঁর কাণ্ড দেখে ফেলবে।
অথচ প্রভুর নির্দেশ তাঁকে পালন করতেই হবে। কাজটা
তিনি দিনের বেলায় নয়, রাত্রিতেই করলেন।

28পরদিন সকালে শহরের লোকেরা ঘুম থেকে উঠে
দেখল, বালের বেদীটা শেষ হয়ে গেছে। তারা এটাও
দেখল যে, আশেরার খুঁটিও কেটে ফেলা হয়েছে। বালের
বেদীর পাশেই ছিল সেই খুঁটি। সেইসঙ্গে তারা দেখলো
গিদিয়োনের তৈরি সেই বেদীটা। বেদীর উপর বলি
দেওয়া ষাঁড়টিও তাদের চোখে পড়লো।

29লোকেরা এ-ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,
“কে আমাদের বেদীটা ভেঙ্গেছে? কে আশেরার খুঁটি
কেটেছে? কে এই নূতন বেদীটায় ষাঁড় বলি দিয়েছে?”
এইরকম নানা প্রশ্ন তারা নিজেদের মধ্যে করতে থাকল।

একজন বলল, “যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন এসব
করেছে।”

30তারা যোয়াশের কাছে এল। তারা তাঁকে বলল,
“তোমার পুত্রকে নিয়ে এসো। সে বালের বেদী ভেঙ্গেছে।
সেই বেদীর পাশে আশেরার খুঁটি সে কেটে ফেলেছে।
তার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাকে মরতে
হবেই।”

31ঘিরে থাকা লোকেদের সামনে যোয়াশ বলল,
“তোমরা কি বালের পক্ষ নিতে যাচ্ছ? তোমরা কি
বালকে রক্ষা করতে যাচ্ছ? যদি কেউ তার পক্ষ নাও
তাহলে কাল সকালের মধ্যেই তাকে মরতে হবে। বাল
যদি সত্যিই দেবতা হয় তাহলে যে তার বেদী ভেঙ্গেছে
তার বিরুদ্ধে সে নিজেকে রক্ষা করুক।” 32যোয়াশ
বলল, “যদি গিদিয়োন বালের বেদী ভেঙ্গে থাকে তবে
বাল তার সঙ্গে বিবাদ করুক।” সেদিন থেকে যোয়াশ
গিদিয়োনের একটা নতুন নাম দিলেন। যিরুব্বাল হচ্ছে
সেই নতুন নাম।

গিদিয়োনের হাতে মিদিয়নীয়দের পরাজয়

33মিদিয়নীয়, অমালেকীয় এবং পূর্বদেশের অন্যান্য
লোকেরা একসঙ্গে মিলে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে গেল। যর্দ্দন নদী পেরিয়ে তারা যিষ্রিয়েল
উপত্যকায় শিবির গাড়ল। 34প্রভুর আত্মা গিদিয়োনের
ওপর ভর করলেন। তিনি তাকে প্রচণ্ড শক্তি দিলেন।
গিদিয়োন অবীয়েষ্রীয় পরিবারকে আহ্বান করার জন্য
শিঙা বাজাল। 35মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর সকলের কাছে
সে বার্তাবাহক পাঠাল। বার্তাবাহকেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র
নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বলল। তাছাড়া গিদিয়োন
আশের, সবূলূন আর নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীর কাছেও
বার্তাবাহক পাঠালেন। এই কথা বার্তাবাহকেরা তাদের
বললে তারাও গিদিয়োন ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা
করলো।

36তখন গিদিয়োন ঈশ্বরকে বলল, “আপনি আমাকে
সাহায্য করবেন বলেছিলেন যাতে ইস্রায়েলবাসীরা রক্ষা
পায়। এ কথা যে সত্যি তা প্রমাণ করুন। 37যে জায়গায়
শস্য ঝাড়াই হয় সেখানে আমি একটা মেষের ছাল
রেখে দেব। যদি দেখি সব জায়গাই শুকনো অথচ সেই
মেষের ছালে শিশির পড়েছে তাহলে বুঝব আপনি
আমাকে দিয়ে ইস্রায়েল রক্ষা করবেন। এরকম কথাই
তো আপনি বলেছিলেন।”

38ঠিক সে রকমই ঘটল। পরদিন খুব ভোরে গিদিয়োন
ঘুম থেকে উঠে মেষের ছাল নিংড়ে নিলে ছাল থেকে
এক বাটি ভর্তি জল বের হল।

39গিদিয়োন ঈশ্বরকে বলল, “হে প্রভু আমার প্রতি
ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি আপনার কাছে শুধু আর একটি
জিনিস চাইব। মেষের ছাল নিয়ে আর একবার আপনাকে
পরীক্ষা করতে দিন। এবারে ছালটা যেন শুকিয়ে যায়
আর চারিদিকের মাটি যেন শিশিরে ভিজে থাকে।”

40সেদিন রাত্রে ঈশ্বর সে রকমই করলেন। মেষের
ছালটাই শুধু শুকিয়ে গেলো আর চারপাশের সমস্ত
মাটি শিশিরে শিশিরে ভেজা ভেজা হয়ে রইল।

7 ভোরবেলা যিরুব্বাল (গিদিয়োন) তার লোকজন
নিয়ে হারোদ ঝর্ণার কাছে শিবির স্থাপন করলেন।
মিদিয়োনের লোকেরা মোরি পর্বতের নীচে উপত্যকায়
তাঁবু খাটাল। জায়গাটা ছিল গিদিয়োনদের শিবিরের
উত্তর দিকে।

2তখন প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, “মিদিয়নের
লোকদের হারাবার জন্য আমি তোমার লোকেদের
সাহায্য করতে যাচ্ছি। কিন্তু এই কাজের পক্ষে তোমার
লোকজন অনেক বেশি। ইস্রায়েলীয়রাও আমাকে ভুলে
থাকুক, আর বড়াই করে বলুক যে, তারা নিজেরাই
নিজেদের বাঁচিয়েছে — তা আমি চাই না। 3সেই জন্যে
এখন তাদের কাছে জানিয়ে দাও, ‘যে ভীতু সে গিলিয়দ
পর্বত থেকে চলে যেতে পারে। সে বাড়ি ফিরে যেতে
পারে।’”

তখন 22,000 লোক গিদিয়োনকে ফেলে রেখে ঘরে
ফিরে গিয়েছিল। 10,000 লোক অবশ্য তখনও থেকে
গেল।

4তারপর প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, “তবুও তোমার
সঙ্গে অনেক বেশি লোক রয়েছে। তাদের জলের দিকে
নিয়ে যাও, তোমার হয়ে আমি সেখানে তাদের পরীক্ষা
করব। আমি যখন বলব, ‘এই লোকটা তোমার সঙ্গে
যাবে,’ তখন সে যাবে। আবার যখন বলব, ‘ঐ লোকটা
যাবে না,’ তখন সে যাবে না।”

5সেইমতো গিদিয়োন লোকগুলোকে জলের দিকে
নিয়ে গেলেন। সেই জলের কাছে প্রভু গিদিয়োনকে
বললেন, “এইভাবে লোকগুলোকে আলাদা আলাদা
করো: যারা কুকুরের মতো জিভ দিয়ে চুক্‌চুক্ করে
জল পান করবে তারা হবে এক গোষ্ঠী, আর যারা
মাথা নীচু করে জল পান করবে তারা হবে অন্য একটি
গোষ্ঠী।”

6তিনশো জন লোক হাত দিয়ে মুখের কাছে জল
নিয়ে কুকুরের মত চুক্চুক্ করে জল পান করল। অন্যান্যরা
পান করল মাথা হেঁট করে। 7প্রভু গিদিয়োনকে বললেন,
“মিদিয়নীয়দের পরাজিত করতে আমি ঐ 300 জন
লোককে কাজে লাগাবো যারা কুকুরের মত চুক্চুক্
করে জল পান করেছিল। আমি তাদের দ্বারাই ইস্রায়েলকে
রক্ষা করব। বাকি লোকেরা বাড়ি চলে যাক।”

8সেইমতো গিদিয়োন 300 জন লোককে নিজের
কাছে রেখে বাদ বাকি ইস্রায়েলীয়দের বাড়ি পাঠিয়ে
দিলেন। সেই 300 জন লোক যারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল
সেই সব লোকেদের সরবরাহকৃত জিনিসপত্র এবং
শিঙাগুলো রেখে দিল।

মিদিয়নের লোকেরা গিদিয়োনের তাঁবুর নীচে
উপত্যকায় তাঁবু গেড়েছিল। 9রাত্রে প্রভু গিদিয়োনের
সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, “ওঠো! আমি
তোমাকে মিদিয়ন সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করতে
দেবো। তাদের তাঁবুর দিকে নেমে যাও। 10যদি একা
যেতে ভয় পাও তাহলে তোমার ভৃত্য ফুরাকে সঙ্গে
নাও। 11মিদিয়নদের শিবিরের লোকেরা কি সব বলছে
তোমরা তা শুনবে। এসব শোনার পর তোমরা আক্রমণ
করতে আর ভয় পাবে না।”

তাই গিদিয়োন আর তার ভৃত্য ফুরা শত্রুপক্ষের
শিবিরের একেবারে সীমানার দিকে চলে গেলেন।
12মিদিয়ন, অমালেক আর পূর্ব দেশের লোকেরা সেই
উপত্যকায় তাঁবু ফেলল। এত লোকজন যে দেখে মনে
হোত পঙ্গপালের ঝাঁক। আর তাদের এত উট যে মনে
হোত তারা যেন সমুদ্রের ধারের অসংখ্য বালির কণা।

13গিদিয়োন শত্রু শিবিরে এলেন। তিনি শুনতে
পেলেন একজন ব্যক্তি তার বন্ধুকে একটা স্বপ্নের কথা
বলছে। লোকটা বলছে, “আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা
গোল রুটি মিদিয়নদের তাঁবুর ওপর নেমে এসে এত
জোরে ধাক্কা দিল যে তাঁবু উল্টে গিয়ে ধূলোয় লুটিয়ে
গেল।”

14বন্ধুটি স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারল। সে বলল,
“তোমার স্বপ্নের একটিই অর্থ হয়। স্বপ্নটি হচ্ছে
ইস্রায়েলের সেই পুরুষটিকে নিয়ে। তার নাম যোয়াশের
পুত্র গিদিয়োন। অর্থাৎ মিদিয়নের সৈন্যবাহিনীকে
পরাজিত করার জন্য ঈশ্বর গিদিয়োনকে পাঠিয়েছেন।”

15গিদিয়োন তাদের স্বপ্ন নিয়ে কথাবার্তা শুনলে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানালেন। তারপর
ইস্রায়েলীয়দের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তাদের বললেন,
“ওঠ! মিদিয়নদের পরাজিত করতে প্রভু আমাদের
সাহায্য করবেন।” 16গিদিয়োন 300 জন লোককে তিনটি
দলে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেককে একটি করে শিঙা
আর খালি ঘট দিলেন। ঘটের মধ্যে ছিল একটা করে
জ্বলন্ত মশাল। 17তারপর গিদিয়োন বললেন, “তোমরা
আমাকে লক্ষ্য করবে। আমি যা করি তোমরা তাই
করবে। তোমরা আমার পেছনে পেছনে শত্রু-শিবিরের
সীমানার কাছে চলে আসবে। ওখানে গিয়ে আমি যা
করব তোমরাও ঠিক তাই করবে। 18শত্রু শিবিরগুলো
তোমরা ঘিরে ফেলবে। আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের
নিয়ে আমরা শিঙা বাজাব। তখন তোমরাও শিঙা
বাজাবে। তারপর চিৎকার করে বলে উঠবে: ‘জয় প্রভুর
জন্য ও গিদিয়োনের জন্য!’”

19গিদিয়োন 100 জন লোক নিয়ে শত্রু শিবিরের
সীমানায় পৌঁছলেন। ওখানে প্রহরীদের পালা শেষ হবার
সঙ্গে সঙ্গেই তারা এসে পড়ল। রাত্রির মাঝামাঝি
পাহারাদারির সময় তারা হানা দিল। গিদিয়োন ও তার
লোকেরা শিঙা বাজাবার পর ঘটগুলো ভেঙ্গে ফেলল।
20তারপর গিদিয়োনের তিনটি বাহিনীর সকলেই শিঙা
বাজিয়ে দিয়ে ঘটগুলি ভেঙ্গে দিলো। লোকেরা বাঁহাতে
মশালগুলো আর ডানহাতে শিঙা ধরেছিল। শিঙা
বাজাতে বাজাতে তারা ধ্বনি দিল: “প্রভুর তরবারি,
গিদিয়োনের তরবারি!”

21গিদিয়োনের লোকেরা যেখানে ছিল সেখানেই
রইল। কিন্তু তাঁবুর ভেতরে মিদিয়নের লোকেরা চিৎকার
করতে করতে পালাতে লাগল। 22যখন 300 জন লোক
শিঙা বাজাল, প্রভু মিদিয়নের লোকেদের পরস্পরকে
তরবারি দিয়ে হত্যা করালেন। শত্রু সৈন্যরা বৈৎ-শিট্টা
নগরের দিকে পালাতে লাগল। বৈৎ-শিট্টা সরোরা নগরের
কাছাকাছি ছিল। লোকগুলো দৌড়াতে দৌড়াতে
একেবারে টব্বতের শহরের কাছে আবেল-মহোলা
শহরের সীমানা পর্যন্ত চলে এল।

23তারপর নপ্তালি, আশের এবং মনঃশির
পরিবারগোষ্ঠীর সবাইকে বলা হল মিদিয়নদের হঠিয়ে
দেবার জন্যে। 24ইফ্রয়িমের পাহাড়ে দেশগুলোয়
গিদিয়োন দূত পাঠিয়ে দিলেন। দূতেরা বলল, “তোমরা
নেমে এসো। মিদিয়নদের আক্রমণ করো। বৈৎ-বারা
আর যর্দ্দন নদী পর্যন্ত যে নদী চলে গেছে তোমরা তার
দখল নাও। মিদিয়নরা সেখানে যাবার আগেই এই কাজটা
তোমরা করে নাও।”

এইভাবে ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীর সবাইকে দূতেরা
আহ্বান করল। যে নদী বৈৎ-বারা পর্যন্ত বয়ে গেছে
সেই নদী তারা অধিকার করল। 25ইফ্রয়িমের লোকেরা
দুজন মিদিয়ন নেতাকে ধরল। এদের নাম ওরেব আর
সেব। তারা ওরেবকে “ওরেবের শিলা” নামে এক
জায়গাতে হত্যা করল। সেবকে হত্যা করল সেবের
দ্রাক্ষা মাড়াই ক্ষেত্রে। ইফ্রয়িমের লোকেরা মিদিয়নদের
তাড়িয়ে দেবার কাজ চালিয়ে গেল। প্রথমে তারা ওরেব
আর সেবের মস্তক কেটে নিয়ে গিদিয়োনের কাছে গেল।
যেখান থেকে লোকেরা যর্দ্দন নদী পার হয় গিদিয়োন
সেখানেই ছিলেন।

8 ইফ্রয়িমের লোকেরা গিদিয়োনের উপর রেগে গেল।
গিদিয়োনকে দেখতে পেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল,
“আমাদের সঙ্গে কেন তুমি এমন ব্যবহার করলে?
মিদিয়নদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় কেন তুমি
আমাদের ডাকোনি?”

2গিদিয়োন বললেন, “দেখো তোমরা যা করেছ আমি
তা করতে পারিনি। আমার অবীয়েষরের গোষ্ঠী যত
ফসল তুলেছে, তোমরা ইফ্রয়িমরা তার চেয়ে অনেক

বেশি ফসল তুলেছ। ফসল তোলার সময় ক্ষেতে তোমরা
যত দ্রাক্ষা ফেলে রেখে যাও, আমার লোকেরা তার
চেয়ে কম কুড়ায়। ঠিক কি না? 3একইভাবে তোমাদের
ফসল এখন দারুণ ভালো হয়েছে। ঈশ্বরই তোমাদের
হাতে মিদিয়ন নেতা ওরেব আর সেবকে পরাজিত
করতে দিয়েছেন। তোমাদের কর্ম সাফল্যের সঙ্গে আমার
সাফল্যের কি কোনো তুলনা চলে?” গিদিয়োনের উত্তর
শুনে ইফ্রয়িমের লোকদের রাগ পড়ে গেল।

গিদিয়োন মিদিয়নের দুই রাজাকে ধরলেন

4গিদিয়োন 300 জন লোক নিয়ে যর্দ্দন নদীর ওপারে
গেলেন। ওরা খুবই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত ছিল। 5গিদিয়োন
সুক্কোৎ শহরের অধিবাসীদের বললেন, “আমার সৈন্যদের
তোমরা কিছু খেতে দাও। ওরা খুব পরিশ্রান্ত। আমরা
এখনও মিদিয়নদের রাজা সেবহ আর সল্মুন্নকে ধরতে
পারিনি।”

6সুক্কোতের নেতারা বলল, “কেন আমরা তোমার
সৈন্যদের খাওয়াব? তোমরা তো এখনও সেবহ আর
সল্মুন্নকে ধরতে পারোনি।”

7তখন গিদিয়োন বললেন, “তোমরা আমাদের খাবার
দিও না। সেবহ আর সল্মুন্নকে ধরবার জন্য প্রভু স্বয়ং
আমাদের সাহায্য করবেন। তারপর আমরা ফিরে এসে
মরুভূমির কাঁটাঝোপ দিয়ে তোমাদের ছাল ছাড়াব।”

8সুক্কোৎ শহর থেকে বেরিয়ে গিদিয়োন চলে গেল
পনূয়েল শহরে। সুক্কোতবাসীদের কাছে সে যেমন খাদ্য
চেয়েছিল তেমনি পনূয়েলবাসীদের কাছেও খাদ্য চাইল।
তারাও সুক্কোতের লোকেদের মতো একই কথা বলল।
9পনূয়েলের লোকদের গিদিয়োন বললেন, “যুদ্ধে জিতে
আমাকে ফিরে আসতে দাও। তারপর তোমাদের এই
মিনার আমি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব।”

10সেবহ আর সল্মুন্না আর তাদের সৈন্যদের শিবির
ছিল কর্কোর শহরে। তাদের সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল 15,000
জন। পূর্বদেশের সৈন্যদের মধ্যে এরাই শুধু বেঁচে ছিল।
1,20,000 সৈন্য ইতিমধ্যেই হত হয়েছিল। 11গিদিয়োন
সদলবলে তাঁবুবাসীদের রাস্তা ধরলেন। রাস্তাটা নোবহ
আর যগ্‌বিহ শহরের পূর্বদিকে। কর্কোর শহরে এসে
গিদিয়োন শত্রুদের আক্রমণ করলেন। শত্রুরা এই
ধরণের আক্রমণের কথা ভাবতেই পারেনি।
12মিদিয়নদের দুই রাজা সেবহ আর সল্মুন্ন পালিয়ে
গেল। কিন্তু গিদিয়োন ঠিক তাদের ধরে ফেললেন।
তাঁর সৈন্যরা শত্রু সৈন্যদের পরাজিত করল।

13তারপর যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন ফিরে এলেন।
তিনি এবং তাঁর লোকেরা হেরসের গিরিপথ দিয়ে ফিরে
এসেছিল। 14সুক্কোৎ শহর থেকে একটি যুবককে
গিদিয়োন ধরে এনেছিলেন। যুবকটিকে সে কিছু
জিজ্ঞাসাবাদ করতে যুবকটি সুক্কোৎ শহরের দলপতি
আর প্রবীণ লোকেদের মিলিয়ে মোট 77 জনের নাম
লিখে দিল।

15অতঃপর গিদিয়োন সুক্কোৎ শহরে ফিরে এলেন।
সেখানকার অধিবাসীদের কাছে এসে বললেন, “এই
দেখো সেবহ আর সল্মুন্ন। তোমরা আমায় নিয়ে ঠাট্টা-
তামাশা করে বলেছিলে, ‘কেন আমরা তোমার সৈন্যদের
খেতে দেব? তোমরা তো সেবহ আর সল্মুন্নকে ধরতে
পারনি।”’ 16এই বলে, গিদিয়োন সুক্কোৎ শহরের
প্রবীণদের নিলেন। তারপর মরুভূমির কাঁটাঝোপ দিয়ে
তিনি তাদের উচিৎ শিক্ষা দিলেন। 17গিদিয়োন পনূয়েল
শহরের মিনার ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর তিনি সেই
শহরের নাগরিকদের হত্যা করলেন।

18সেবহ ও সল্মুন্নকে গিদিয়োন বললেন, “তাবোর
পর্বতে কয়েকজনকে তোমরা হত্যা করেছিলে। তাদের
কেমন দেখতে?”

তারা বলল, “তোমার মতই দেখতে। প্রত্যেকের
চেহারাই ছিল রাজপুরুষের মতো।”

19গিদিয়োন বললেন, “ওরা আমার ভাই ছিল, আমার
সহোদর ভাই! তাদের তোমরা মেরে না ফেললে আমি
আজ তোমাদের হত্যা করতে চাইতাম না।”

20গিদিয়োন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথরের দিকে ফিরে
বললেন, “এই রাজাদের হত্যা করো।” কিন্তু যেথর
একটি ছোট ছেলে ছিল বলে ভয় পেয়ে গেল। সে
তরবারি তুলল না।

21তারপর সেবহ ও সল্মুন্ন গিদিয়োনকে বলল, “তুমি
নিজেই আমাদের হত্যা করো। এই কাজের পক্ষে তোমার
যথেষ্ট শক্তি আছে।” গিদিয়োন তাদের মেরে ফেললেন।
তিনি ওদের উটের ঘাড় থেকে চাঁদের আকারের
সাজসজ্জাগুলি নিয়ে নিলেন।

গিদিয়োন এফোদ তৈরি করলেন

22ইস্রায়েলবাসীরা গিদিয়োনকে বলল, “মিদিয়নদের
হাত থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করেছ। এখন আমাদের
শাসন করো। আমরা তোমাকে চাই, তোমার ছেলে,
তোমার নাতি— সবাইকে চাই। তোমরা সবাই আমাদের
রাজা হও।”

23কিন্তু গিদিয়োন বললেন, “স্বয়ং প্রভুই তোমাদের
রাজা। আমি বা আমার পুত্র তোমাদের শাসন করব
না।”

24ইস্রায়েলীয়রা যাদের পরাজিত করেছিল, তাদের
মধ্যে কিছু লোক ছিল ইশ্মায়েল বংশীয়। এরা সোনার
দুল পরত। গিদিয়োন ইস্রায়েলীয়দের বললেন, “আমার
জন্য তোমরা একটা কাজ করো। যুদ্ধের সময় তোমরা
তো অনেক জিনিসই পেয়েছিলে। তার থেকে তোমরা
প্রত্যেকেই আমাকে একটি করে কানের দুল দিয়ে দাও।”

25ইস্রায়েলবাসীরা বলল, “তুমি যা চাইছ আমরা তা
খুশি হয়েই দেব।” এই বলে তারা মাটির ওপর একটা
কাপড় পেতে দিল। প্রত্যেকে সেই কাপড়ের ওপর
একটি করে দুল ফেলে দিল। 26সেইসব দুল জড়ো করা
হলে তাদের ওজন হল প্রায় 43 পাউণ্ড। এছাড়াও
গিদিয়োনকে ইস্রায়েলীয়রা অন্যান্য উপহার দিয়েছিল।
চাঁদের মতো, অশ্রুবিন্দুর মতো দেখতে জড়োয়া গয়নাও
তারা তাকে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল বেগুনী রঙের
পোশাক। মিদিয়নরা এইসব জিনিস ব্যবহার করত।

মিদিয়ন রাজাদের উটের শেকলও তারা তাকে দিয়েছিল।

27গিদিয়োন সেই সোনা দিয়ে একটা এফোদ তৈরী করলেন। তাঁর নিজের শহর অফ্রাতে সেই এফোদকে তিনি স্থাপন করলেন। সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা এফোদটিকে পূজা করেছিল। এইভাবে তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না, কারণ তারা এফোদের পূজা করেছিল। এটা গিদিয়োন এবং তার পরিবারের কাছে একটা ফাঁদের মত হল এবং তাদের দিয়ে পাপ কাজ করালো।

গিদিয়োনের মৃত্যু

28মিদিয়নদের বাধ্য হয়েই ইস্রায়েলীয়দের প্রভুত্ব মেনে নিতে হল। ওরা আর কোন অশান্তি করল না। 40 বছর ধরে দেশে শান্তি ছিল। যতদিন গিদিয়োন বেঁচেছিল ততদিন পর্যন্ত শান্তি ছিল।

29যোয়াশের পুত্র যিরুব্বাল অর্থাৎ গিদিয়োন দেশে গেলেন। **30**তাঁর ছিল 70 টি সন্তান, অনেকগুলি বিয়ে করেছিলেন বলেই তাঁর এতগুলো সন্তান। **31**শিখিমে গিদিয়োনের একজন উপপত্নী থাকত। তার গর্ভে গিদিয়োনের একটি পুত্র হল। গিদিয়োন তার নাম রাখলেন অবীমেলক।

32যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলেন। যোয়াশের সমাধিস্থলেই তাঁকে কবর দেওয়া হল। সেই সমাধিটি অফ্রা শহরে অবস্থিত যেখানে অবীয়েষর পরিবার বাস করে। **33**গিদিয়োনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েলীয়রা আবার ঈশ্বরকে ভুলে গেল। তারা বালের ভক্ত হয়ে গেল। তারা বাল্ বরীৎকে তাদের দেবতা মেনে নিল। **34**তারা তাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভুলে গেল। অথচ তিনিই তাদের চারিদিকের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। **35**যিরুব্বাল (গিদিয়োন) পরিবারের অনুগত হয়ে তারা আর রইল না। সে তাদের যথেষ্ট উপকার করলেও তারা তাকে মনে রাখল না।

অবীমেলক রাজা হলেন

9 অবীমেলক হলেন যিরুব্বালের পুত্র। শিখিম শহরে তাঁর কাকা জ্যাঠারা বাস করতেন। সেখানে অবীমেলক চলে গেলেন। তাঁদের এবং মামার বাড়ির সকলের কাছে তিনি বললেন, **2**“এ কথাটা তোমরা শিখিম শহরে নেতাদের জিজ্ঞাসা কর: ‘যিরুব্বালের 70 জন পুত্রের শাসন ভাল, না একজন লোকের শাসন ভাল? মনে রেখো আমি তোমাদের আত্মীয়।’”

3অবীমেলকের কাকা শিখিমের নেতাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। নেতারা অবীমেলককে অনুসরণ করা স্থির করল। নেতারা বলল, “যতই হোক, অবীমেলক আমাদের ভাই।” **4**তারা তাকে 70 খানা রূপোর খণ্ড দান করল। তারা বাল্-বরীতের মন্দির থেকে এইসব রূপো এনেছিল। সেই রূপো দিয়ে অবীমেলক কিছু লোক ভাড়া করলেন। এই লোকগুলো ছিল অপদার্থ, বেপরোয়া ধরণের। অবীমেলক যেখানেই যেতেন তারাও তার সঙ্গে সঙ্গে যেত।

5অবীমেলক অফ্রায় তার পিতার বাড়ীতে গিয়ে ভাইদের হত্যা করলেন। গিদিয়োনের 70 জন পুত্রকে তিনি একসঙ্গে হত্যা করলেন। কিন্তু যিরুব্বালের ছোট ছেলেটি লুকিয়ে ছিল। সে পালিয়ে গেল। তার নাম যোথম।

6তারপর শিখিমের নেতারা আর মিল্লোর লোকেরা সব একত্র হয়ে শিখিমে একটি বিরাট গাছের নীচে অবীমেলককে রাজা হিসাবে মেনে নিল।

যোথমের কাহিনী

7যোথম শুনতে পেল যে, শিখিমের নেতারা অবীমেলককে রাজা করেছে। তারপর সে গরিষীম পর্বতের মাথায় উঠে গিয়ে চিৎকার করে এই গল্পটি বলতে লাগল:

শোনো, শিখিমের যত নেতারা শোনো।
শোনার পরেই তোমাদের কথা ঈশ্বর শুনবেন।

8একদা বনের সমস্ত গাছপালা ভাবল জলপাই গাছ হোক না তাদের রাজা। সেই মতো তারা জলপাই গাছকে বলল, “তুমি আমাদের ওপর রাজত্ব কর।”

9জলপাই গাছ বলল, “দেখো, মানুষ, দেবতা সবাই আমার তেলের জন্য আমাকে প্রশংসা করে। তোমরা কি চাও আমি তেলের প্রস্তুতি বন্ধ করে দিই এবং অন্য গাছেদের শাসন করি?”

10গাছেরা তখন ডুমুর গাছকে বলল, “হও না তুমি আমাদের রাজা।”

11ডুমুর গাছটি বলল, “আমি কি ডুমুর ও মিষ্ট ফল ফলান বন্ধ করে শুধুই অন্য গাছেদের ওপর শাসন করব?”

12তারপর তারা দ্রাক্ষালতার কাছে গিয়ে বলল, “দ্রাক্ষালতা, আমাদের রাজা হও।”

13দ্রাক্ষালতা বলল, “সকলেই আমার রসের গুণে খুশি। সে মানুষই হোক অথবা ঈশ্বর। তোমরা কি চাও আমি রসের জোগান বন্ধ করে অন্য গাছেদের শাসন করি?”

14অবশেষে তারা কাঁটা ঝোপঝাড়ে গিয়ে বলল, “আমরা তোমাকে রাজা করব।”

15তখন কাঁটাগাছ তাদের বলল, “সত্যিই যদি তোমরা আমাকে তোমাদের রাজা কর, তবে চলে এসো আমার ছায়ায়, আশ্রয় নাও এখানে। তোমরা যদি তা না করো কাঁটাঝোপ থেকে দাউদাউ করে আগুন বেরোবে। এটা লিবানোনের এরস গাছগুলিকেও পুড়িয়ে দেবে।”

16“এখন সত্যিই যদি তোমরা মনে প্রাণে অবীমেলককে রাজা করো, তাহলে তাকে নিয়ে সুখে থাকো। আর যদি তোমরা যিরুব্বাল ও তার পরিবারের প্রতি সুবিচার করেছ বলে মনে করো সে তো ভালই। **17**কিন্তু একবার ভেবে দেখো, আমার পিতা তোমাদের

জন্য কি করেছিলেন। তিনি তোমাদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। মিদিয়নদের হাত থেকে তোমাদের বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। 18কিন্তু আজ তোমরা আমার পিতার পরিবারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ। তোমরা তাঁর 70 জন পুত্রকে একসঙ্গে হত্যা করেছ। তোমরা অবীমেলককে তোমাদের রাজা করেছ। তোমরা তাকে রাজা করেছ কারণ সে তোমাদের আত্মীয়। কিন্তু সে আমার পিতার ক্রীতদাসীর পুত্র, এছাড়া আর কিছু নয়। 19তাই বলছি যিরুব্বাল ও তাঁর পরিবারের প্রতি সত্যিই যদি তোমরা যথার্থ ব্যবহার করে থাকো, তাহলে অবীমেলককে রাজা হিসেবে পেয়ে তোমরা সুখী হও। সেও তোমাদের নিয়ে সুখী হোক। 20কিন্তু যদি তোমরা তার সঙ্গে যথার্থ ব্যবহার না করে থাকো তাহলে হে শিখিমের নেতারা, মিল্লোর লোকেরা তোমাদের ধ্বংস করবে। সেই সঙ্গে অবীমেলক নিজেও ধ্বংস হবে।”

21এই বলে যোথম বের নগরে পালিয়ে গেল। সেখানে সে থাকতে লাগল, কারণ সে তার ভাই অবীমেলককে ভয় করত।

শিখিমের সঙ্গে অবীমেলকের যুদ্ধ

22অবীমেলক তিন বছর ইস্রায়েলীয়দের শাসন করেছিলেন। 23-24অবীমেলক যিরুব্বালের 70 জন পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। তারা সকলেই ছিল অবীমেলকের নিজের ভাই। শিখিমের নেতারা তার এই অন্যায় কাজ সমর্থন করেছিল। সেইজন্য ঈশ্বর অবীমেলক ও শিখিমের নেতাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিলেন। শিখিমের নেতারা কিভাবে অবীমেলককে জখম করা যায় তার মতলব করছিল। 25তারা আর অবীমেলককে চাইছিল না। পাহাড়ের মাথায় তারা লোকেদের দাঁড় করিয়ে দিল। যারা ঐ পথ দিয়ে যেত তাদের ওপর চড়াও হয়ে ঐসব লোক সবকিছু কেড়ে নিত। অবীমেলক ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন।

26এবদের পুত্র গাল তার ভাইদের সঙ্গে নিয়ে শিখিম শহরে উঠে গেলো। সেখানকার নেতারা ঠিক করলো, তারা গালকেই বিশ্বাস করবে এবং মেনে নেবে।

27একদিন শিখিমের লোকেরা ক্ষেত থেকে দ্রাক্ষা তুলতে গেল। দ্রাক্ষা নিংড়ে তারা দ্রাক্ষারস তৈরি করল। তারপর তারা তাদের দেবতার মন্দিরে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। সেখানে তারা দ্রাক্ষারস পান করে অবীমেলককে খুব গালমন্দ করতে লাগল।

28এবদের পুত্র গাল বলল, “আমরা সবাই শিখিমের লোক। আমরা কেন অবীমেলককে মানব? নিজেকে সে কি মনে করে? অবীমেলক যিরুব্বালের পুত্রদের মধ্যে একজন? আর সে সবূলকে করেছে তার মন্ত্রী, ঠিক কিনা? আমরা অবীমেলককে মানছি না, মানব না। আমরা আমাদের নিজেদের লোককেই মানবো। আমরা শিখিমের পিতা হমোরের লোকেদের মানব। কারণ তারা আমাদের নিজের লোক। 29তোমরা যদি আমাকে সেনাপতি বলে স্বীকার করো তাহলে আমি অবীমেলককে পরাজিত করব। আমি ওকে বলব, ‘সৈন্য সাজাও এসো, যুদ্ধ করো।’”

30শিখিমের শাসনকর্তা হল সবূল। এবদের পুত্র গালের কথা সবূল সব শুনল। শুনে সে খুব রেগে গেলো। 31সে অরুমা শহরে অবীমেলকের কাছে বার্তাবাহক পাঠাল। বার্তাটি ছিল এরকম:

> এবদের পুত্র গাল তার ভাইদের নিয়ে শিখিম শহরে চলে এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাতে চায়। গাল সারা শহরকে আপনার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে। 32তাই আজ রাত্রেই আপনি অবশ্যই আপনার লোকেদের নিয়ে শহরের বাইরে মাঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন। 33তারপর সকালে রোদ উঠলেই শহর আক্রমণ করবেন। গাল তার দলবল নিয়ে আপনার সঙ্গে লড়াই করতে এলে যা করবার করবেন।

34একথা শোনার পর অবীমেলক তাঁর সৈন্যদলসহ রাত্রে উঠে শহরের দিকে রওনা হলেন। সৈন্যরা চারটে দলে ভাগ হয়ে গেল। তারা শিখিম শহরের কাছাকছি একটি জায়গায় লুকিয়ে থাকল। 35এবদের পুত্র গাল বেরিয়ে গিয়ে শিখিম শহরের ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। গাল যখন সেখানে দাঁড়িয়ে তখন অবীমেলক ও তাঁর সৈন্যদল লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল।

36গাল ওদের দেখল। সে সবূলকে বলল, “তাকিয়ে দেখ, লোকেরা পর্বত থেকে নেমে আসছে।”

কিন্তু সবূল বলল, “তুমি শুধু পর্বতের ছায়াই দেখছ। ছায়াগুলোকে ঠিক মানুষের মত দেখতে।”

37কিন্তু গাল আবার বলল, “তাকিয়ে দেখ, কিছু লোক ওখান থেকে নাভেল দেশে নেমে আসছে। আমি যাদুকর বৃক্ষের ওপরে কার যেন মাথা দেখলাম।” 38সবূল গালকে বলল, “তুমি কেন আগের মত হাম্বড়াই করছ না? তুমি বলেছিলে, ‘অবীমেলক কে? কেন আমরা তাকে মানব?’ তুমি এই মানুষগুলিকে উপহাস করেছিলে। এখন যাও, ওদের সঙ্গে লড়াই করো।”

39গাল শিখিমের নেতাদের নিয়ে অবীমেলকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। 40অবীমেলক তাঁর লোকজন নিয়ে গাল ও তার সেনাবাহিনীকে তাড়া করলেন। গালের লোকেরা শিখিম শহরের ফটকের দিকে পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাবার সময় তাদের মধ্যে অনেকে নিহত হল।

41তারপর অবীমেলক অরুমা শহরে ফিরে এলেন। গাল ও তার ভাইদের সবূল শিখিম শহর থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

42পরদিন শিখিমের লোকেরা মাঠে কাজ করতে গেল। অবীমেলক তা দেখলেন। 43তিনি তাঁর লোকেদের তিনটি দলে ভাগ করলেন। শিখিমের অধিবাসীদের তিনি হঠাৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁর লোকজনকে মাঠে লুকিয়ে রাখলেন। যখন তিনি দেখলেন লোকেরা শহর থেকে বেরিয়ে পড়ছে, তিনি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 44অবীমেলক সদলবলে

দৌড়ে গিয়ে শিখিমের ফটকের কাছে একটা জায়গায়
দাঁড়ালেন। অন্য দু-দলের লোকেরা মাঠের দিকে ছুটে
গিয়ে লোকদের মেরে ফেলল। 45সারাদিন ধরে অবীমেলক
শিখিমের সঙ্গে লড়াই করলেন। অবীমেলক শিখিম দখল
করলেন আর সেখানকার লোকদের হত্যা করলেন।
তারপর তিনি শহরটিকে তছনছ করে তার ওপর লবণ
ছিটিয়ে দিলেন।

46শিখিমের দুর্গে কিছু লোক বাস করত। যখন
তারা শিখিমের ঘটনা শুনল তখন তারা এল্-বরীৎ
দেবতার মন্দিরের মধ্যে একটি মিনারে মিলিত হল।

47অবীমেলক শিখিম দুর্গের নেতাদের জড়ো হবার
খবর জানতে পারলেন। 48তাই তিনি তাঁর লোকেদের
নিয়ে সল্মোন পর্বতে উঠে এলেন। একটা কুড়ুল দিয়ে
অবীমেলক গাছ থেকে কয়েকটি ডাল কেটে নিলেন।
ডালগুলো কাঁধে নিয়ে সঙ্গের লোকেদের অবীমেলক
বললেন, "আমি যা করলাম তোমরা তা চট্‌পট্ করে
ফেল।" 49এই কথা শুনে তাঁর দেখাদেখি তারাও
ডালগুলো কেটে ফেলল। তারপর এল্-বরীৎ মন্দিরের
সবচেয়ে নিরাপদ ঘরের গায়ে সেগুলো তারা জড়ো
করল। আগুন লাগিয়ে দিল ডালগুলোয়। সেখানে যারা
ছিল তাদের পুড়িয়ে মারল। এইভাবে শিখিম দুর্গের
কাছে বসবাসকারী প্রায় 1,000 নরনারী মারা গেল।

অবীমেলক মারা গেলেন

50তারপর সদলবলে অবীমেলক তেবস শহরে
গেলেন। তারা শহরটি দখল করল। 51শহরের মধ্যে
একটা বেশ মজবুত মিনার ছিল। শহরের লোকেরা
আর নেতারা পালিয়ে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিল।
মিনারের দরজায় তালাচাবি দিয়ে তারা ছাদে উঠে গেল।
52অবীমেলক দুর্গ আক্রমণ করলেন এবং দুর্গটা আগুন
দিয়ে জ্বালিয়ে দেবার জন্য দুর্গের দরজার কাছে গেলেন।
53কিন্তু তিনি যখন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে, সেই সময়
দুর্গের ছাদ থেকে একজন নারী তাঁর মাথা লক্ষ্য করে
একটা পেষাই করবার পাথরের চাঁই ফেলে দিল।
অবীমেলকের মাথার খুলি সেই পাথরের ঘায়ে গুঁড়িয়ে
গেল।

54সেই মুহূর্তে অবীমেলক তাঁর ভৃত্যকে বললেন,
"তরবারিটা বের করে আমাকে মেরে ফেল। তোমাকেই
এ কাজটা করতে হবে। লোকে যেন না বলে, 'একটা
স্ত্রীলোক আমাকে মেরে ফেলেছে।'" তাই হল। ভৃত্যটি
তাঁকে তরবারির কোপে মেরে ফেলল। অবীমেলক মারা
গেলেন। 55অবীমেলক মারা গেছে দেখে ইস্রায়েলের
লোকেরা সকলে দেশে ফিরে গেল।

56অবীমেলককে তাঁর অসৎ কর্মের জন্য ঈশ্বর
এভাবেই শাস্তি দিলেন। তার 70 জন ভাইকে হত্যা
করে অবীমেলক তাঁর পিতার বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন।
57ঈশ্বর শিখিম শহরের লোকেদেরও অন্যায় কর্মের জন্য
শাস্তি দিয়েছিলেন। এভাবেই যোথমের কথা ফলে
গিয়েছিল। (যোথম যিরুব্বালের কনিষ্ঠ পুত্র। আর
যিরুব্বালই ছিল গিদিয়োন।)

বিচারক তোলয়

10 অবীমেলকের মৃত্যুর পর ইস্রায়েলীয়দের
বাঁচানোর জন্য ঈশ্বর আর একজন বিচারককে
পাঠালেন। তার নাম তোলয়। তার পিতার নাম পূয়া।
পূয়ার পিতার নাম দোদয়। তোলয় ইষাখর পরিবারগোষ্ঠী
থেকে এসেছিল। থাকত শামীর শহরে। শহরটা
ইফ্রয়িমের পাহাড়ের দেশে অবস্থিত। 2তোলয় 23 বছর
ধরে ইস্রায়েলবাসীদের বিচারক ছিল। মৃত্যুর পর তাকে
শামীর শহরে কবর দেওয়া হয়েছিল।

বিচারক যায়ীর

3তোলয়ের মৃত্যুর পর ঈশ্বর যায়ীরকে বিচারক করে
পাঠালেন। যায়ীর গিলিয়দে থাকতো। 22 বছর যায়ীর
ইস্রায়েলীয়দের বিচারক ছিল। 4তাঁর 30 জন পুত্র ছিল।
তারা 30টি গাধায় চড়ে বেড়াত। তারা গিলিয়দের 30টি
শহরের দেখাশোনা করত। এমনকি আজও সবাই এই
শহরগুলোকে যায়ীরের শহর বলেই জানে। 5যায়ীর মারা
গেলে তাকে কামোন শহরে কবর দেওয়া হল।

অম্মোনীয়রা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল

6প্রভুর দৃষ্টিতে যা মন্দ সেই পাপকর্মে আবার
ইস্রায়েলবাসীরা রত হল। তারা বাল আর অষ্টারোতের
মূর্ত্তির পূজা করতে লাগল। সেইসঙ্গে তারা অরাম,
সীদোন, মোয়াব, অম্মোন এবং পলেষ্টীয় দেবতাদের
পূজা করত। ইস্রায়েল তাদের প্রকৃত প্রভুকে ত্যাগ
করল আর তাঁর সেবা বন্ধ করল।

7তাই প্রভু ইস্রায়েলীয়দের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি
পলেষ্টীয় ও অম্মোনদের ইস্রায়েলবাসীদের পরাজিত
করবার জন্য অনুমতি দিলেন। 8ঐ বছরেই যর্দ্দন নদীর
পূর্বদিকে গিলিয়দ অঞ্চলে যেসব ইস্রায়েলীয় থাকত
তাদের ওরা হারিয়ে দিল। এই অঞ্চলেই ছিল
ইমোরীয়দের বাস। এইসব ইস্রায়েলবাসীরা 18 বছর
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিল। 9অম্মোনরা তারপর যর্দ্দন
পেরিয়ে যিহূদা, বিন্যামীন আর ইফ্রয়িমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে গেল। অম্মোনদের উৎপীড়নের কারণে
ইস্রায়েলীয়দের প্রভুত দুঃখ - কষ্ট ভোগ করতে
হয়েছিল।

10এখন ইস্রায়েলীয়রা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডাকতে
লাগল। তারা বলল, "হে ঈশ্বর, আমরা আপনার বিরুদ্ধে
পাপ করেছি। আমরা আমাদের প্রভুকে ত্যাগ করে
বালের মূর্ত্তি পূজা করেছি।"

11প্রভু তাদের বললেন, "যখন মিশরীয়, ইমোরীয়,
অম্মোনীয় এবং পলেষ্টীয় লোকেরা তোমাদের মেরে
ফেলছিল, তোমরা আমার কাছে এসে কেঁদেছিলে। আর
আমি তোমাদের তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম।
12তারপর সীদোনীয়, অমালেকীয় আর মায়োনীয়রা যখন
তোমাদের আক্রমণ করল, তখনও তোমাদের আমি
বাঁচিয়েছি। 13কিন্তু তারপর তোমরা আমাকে ছেড়ে অন্য
দেবতাদের পূজায় মেতেছিলে। তাই এবার আর
তোমাদের কথা শুনব না। 14যাও তাদের কাছেই গিয়ে

সাহায্য চাও। তোমাদের বিপদে ঐসব দেবতাই এবার
তোমাদের রক্ষা করুক।”
15কিন্তু ইস্রায়েলবাসীরা প্রভুকে বলল, “আমরা পাপ
করেছি। আপনি আমাদের প্রতি যা ইচ্ছা হয় করুন।
কিন্তু প্রভু দয়া করুন, শুধুমাত্র আজকের জন্য আমাদের
রক্ষা করুন।” 16এই বলে তারা সমস্ত মূর্ত্তি ছুঁড়ে ফেলে
দিল। আবার তারা প্রভু ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু
করল। অগত্যা প্রভু তাদের কষ্ট দেখলেন ও বেদনাবোধ
করলেন।

যিপ্তহ নেতা মনোনীত হল

17অম্মোনরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। তাদের শিবির
ছিল গিলিয়দে। ইস্রায়েলবাসীরাও সব একজায়গায়
জড়ো হল। তাদের শিবির হল মিস্পা শহরে।
18গিলিয়দের নেতারা বলল, “অম্মোনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে
যে আমাদের নেতৃত্ব দেবে সেই হবে গিলিয়দবাসীদের
প্রধান নেতা।”

11 গিলিয়দ পরিবারগোষ্ঠীর একজন হচ্ছে যিপ্তহ।
সে খুব শক্তিশালী যোদ্ধা। কিন্তু সে গণিকার
পুত্র। তার পিতার নাম ছিল গিলিয়দ। 2গিলিয়দের নিজের
স্ত্রীর অনেকগুলো পুত্র। পুত্ররা বড় হয়ে যিপ্তহকে দেখতে
পারত না। তারা তাকে শহর ছাড়া করল। তারা যিপ্তহকে
বলল, “তুমি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির এক কানাকড়িও
পাবে না, কারণ তুমি আমাদের মায়ের পেটের ভাই
নও। তুমি অন্য নারীর সন্তান।” 3ভাইদের কথায় যিপ্তহ
শহর ছেড়ে চলে গেল। সে টোব দেশে বাস করত।
টোবে কিছু শক্তিশালী লোক যিপ্তহকে অনুসরণ করতে
লাগল।
4কিছুদিন পর অম্মোনরা ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ
চালাতে লাগল। 5গিলিয়দের নেতারা যিপ্তহের কাছে
গেল তাকে ফিরে আসার জন্য অনুনয় করতে। তারা
যিপ্তহকে টোব ছেড়ে গিলিয়দে ফিরে আসতে বলল।
6নেতারা যিপ্তহকে বলল, “তুমি আমাদের কাছে
এসে আমাদের নেতা হও। তোমার নেতৃত্বে আমরা
অম্মোনদের সঙ্গে লড়াই করবো।”
7যিপ্তহ তাদের বলল, “তোমরাই তো আমাকে
ভিটেছাড়া করেছিলে। তোমরা তো আমায় ঘৃণা কর।
তাহলে এখন কেন আবার বিপদে পড়েছো বলে আমার
কাছে এসেছ?”
8তারা বলল, “এই কারণেই আমরা তোমার কাছে
এসেছি। দয়া করো। আমাদের মধ্যে তুমি এসো,
অম্মোনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাও। তুমিই গিলিয়দের
অধিবাসীদের সেনাপতি হবে।”
9যিপ্তহ বলল, “বেশ, যদি তোমরা চাও যে আমি
গিলিয়দে ফিরে আসি এবং অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ
করি ভালো কথা। প্রভুর সহায়তায় যদি আমি জিতি
তাহলে আমিই হবো তোমাদের নতুন নেতা।”
10গিলিয়দের নেতারা বলল, “আমরা যে সব কথা
বলেছি প্রভু সবই শুনছেন। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,
তুমি যা করতে বলবে আমরা তাই করব।”
11অগত্যা যিপ্তহ তাদের সঙ্গে চলে গেলো। তারা
যিপ্তহকে তাদের নেতা ও সেনাপতি করে দিলে মিস্পা
শহরে প্রভুর সামনে যিপ্তহ আর একবার তার কথাগুলো
শুনিয়ে দিলো।

অম্মোনের রাজার কাছে যিপ্তহর বার্তা

12অম্মোনদের রাজার কাছে যিপ্তহ কয়েকজন
বার্তাবাহক পাঠাল। বার্তাবাহকেরা রাজার কাছে এই
বার্তা শোনাল, “অম্মোনবাসী আর ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে
সমস্যাটা কি? কেন তোমরা আমাদের দেশে যুদ্ধ করতে
এসেছো?”
13রাজা তাদের বলল, “ইস্রায়েলের সঙ্গে আমাদের
লড়াই জারি রয়েছে কারণ ওরা মিশর থেকে চলে
আসার সময় আমাদের সমস্ত জমিজায়গা কেড়ে
নিয়েছে। অর্ণোন নদী থেকে যব্বোক নদী এবং যর্দ্দন
নদী পর্যন্ত আমাদের যত জমি আছে, সব ওরা নিয়ে
নিয়েছে। এখন যাও ইস্রায়েলীয়দের গিয়ে বলো,
আমাদের জায়গাগুলো যেন কোনো ঝামেলা না করে
ফিরিয়ে দেয়।”
14দূতেরা যিপ্তহর কাছে এই কথা শোনাল। তারপর
যিপ্তহ আবার তাদের অম্মোনদের রাজার কাছে পাঠাল।
15তারা যে বার্তা নিয়ে গেল তা এরকম:

যিপ্তহ এই কথা বলেন: ইস্রায়েল মোয়াব বা
অম্মোনদের কোন জায়গা নেয় নি।
16ইস্রায়েলীয়রা যখন মিশর থেকে চলে আসে
তখন তারা মরুভূমিতে ছিল। সেখান থেকে গেল
লোহিত সাগরে। তারপর কাদেশে।
17ইস্রায়েলীয়রা ইদোমের রাজার কাছে দূত
পাঠাল। দূতেরা সাহায্য চাইল। তারা বলল,
“ইস্রায়েলীয়দের তোমাদের দেশের ওপর দিয়ে
যেতে দাও।” কিন্তু ইদোমের রাজা আমাদের
যেতে দিল না। মোয়াবের রাজার কাছেও আমরা
একইরকম বার্তা পাঠালাম। সেও তার দেশের
ওপর দিয়ে আমাদের যেতে দিল না। অগত্যা
ইস্রায়েলীয়রা কাদেশেই থেকে গেল।
18তারপর ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমি দিয়ে আর
ইদোম ও মোয়াব দেশের পাশ দিয়ে যেতে লাগল।
তারা মোয়াবের পূর্বদিকে গিয়ে অর্ণোন নদীর
ওপারে তাঁবু গাড়ল। মোয়াবের সীমানা তারা
পেরোল না। মোয়াবের ধারেই অর্ণোন নদী।
19তারপর ইমোরীয় রাজা সীহোনের কাছে
ইস্রায়েলীয়রা দূত পাঠাল। সীহোন ছিল
হিষ্বোনের রাজা। দূতেরা সীহোনকে বলল,
“তোমাদের দেশের মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের
যেতে দাও। আমরা আমাদের দেশে যেতে চাই।”
20কিন্তু ইমোরীয়দের রাজা সীহোন
ইস্রায়েলীয়দের ঢুকতে দিল না। সীহোন
লোকেদের নিয়ে যহসে তাঁবু খাটাল। তারপর
তারা ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করল। 21কিন্তু

প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সহায় ছিলেন, তাই সীহোন ও তার সৈন্যরা পরাজিত হল। তাই ইমোরীয়দের দেশ হল ইস্রায়েলীয়দের সম্পত্তি। 22তারা ইমোরীয়দের সব জমিজায়গা পেয়ে গেল। দেশটি অর্ণোন নদী থেকে বিস্তৃত হল। তাছাড়া মরুভূমি থেকে যর্দ্দন নদী পর্যন্ত দেশটা বড় হয়ে গেছে।

23প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর নিজে ইমোরীয়দের তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই দেশ তিনি ইস্রায়েলীয়দের হাতে তুলে দিলেন। তোমরা কি মনে করো ইস্রায়েলীয়দের তোমরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে? 24অবশ্যই তোমাদের দেবতা কমোশ তোমাদের জন্যে যে দেশ দিয়েছেন সেখানে তোমরা থাকতে পারো। এবং আমরাও আমাদের প্রভু ঈশ্বরের দেওয়া ভূখণ্ডে থাকব। 25তুমি কি সিপ্পোরের পুত্র বালাকের চেয়ে উৎকৃষ্ট? বালাক ছিল মোয়াবের রাজা। সে কি ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে তর্ক করেছিল? সে কি বস্তুত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল? 26ইস্রায়েলীয়রা 300 বছর ধরে হিষ্বনে আর সেই শহরের লাগোয়া কয়েকটি জায়গায় বাস করেছে। অরোয়েরে এবং তার পাশের শহরেও 300 বছর ধরে বাস করেছে। 300 বছর ধরে তারা বাস করেছে অর্ণোন নদীর ধারে সমস্ত শহরে। এতদিন তোমরা কেন এইসব শহর দখল করোনি? 27ইস্রায়েলীয়রা তোমাদের কাছে কোনো অপরাধ করে নি। অথচ তোমরা তাদের ওপর ঘোর অন্যায় করেছ। প্রভুই পরম বিচারক। স্বয়ং তিনিই বিচার করুন, ইস্রায়েল আর অম্মোনদের মধ্যে কারা ঠিক কাজ করেছে।”

28অম্মোনের রাজা যিপ্তহ এইসব কথা শুনতে চাইল না।

যিপ্তহের প্রতিশ্রুতি

29তখন যিপ্তহর ওপর প্রভুর আত্মা ভর করলেন। গিলিয়দ এবং মনঃশি প্রদেশের ভেতর দিয়ে যিপ্তহ হেঁটে গেল। সে গিলিয়দের মিস্পা শহরে পৌঁছাল। সেখান থেকে সে অম্মোনদের দেশে গেল।

30প্রভুর কাছে যিপ্তহ একটি প্রতিশ্রুতি করেছিল। সে বলেছিল, “যদি অম্মোনদের হারিয়ে দেবার কাজে তুমি আমাদের সহায় হও, 31তবে যখন আমি বিজয়ী হয়ে বাড়ী ফিরব তখন আমাকে অভিনন্দন জানাতে যে আমার বাড়ি থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসবে, প্রভুকে আমি তা হোমবলি রূপে উৎসর্গ করব।”

32যিপ্তহ অম্মোনদের দেশে গেল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল; প্রভুর কৃপায় সে জয়লাভ করল। 33অরোয়ের শহর থেকে মিন্নীত শহর পর্যন্ত যত অম্মোন ছিল যিপ্তহ সকলকে পরাজিত করল। সে 20টি শহর জয় করল। তারপর সে আবেল ও করামীম শহরের অম্মোনদের পরাজিত করল। এভাবে ইস্রায়েলীয়রা অম্মোনদের পরাজিত করল। অম্মোনদের মস্ত বড় পরাজয় হল।

34যিপ্তহ মিস্পায় ফিরে এলো। বাড়ি পৌঁছতেই তাকে দেখবার জন্য তার মেয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটি তবলা বাজিয়ে নাচছিল। সে ছিল তার একমাত্র মেয়ে। যিপ্তহ তাকে খুব ভালবাসত। যিপ্তহের আর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। 35যিপ্তহ যখন দেখল তার মেয়েই বাড়ি থেকে সবচেয়ে আগে বেরিয়ে এসেছে তখন সে শোকে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। সে বলল, “হায়, ওরে আমার মেয়ে! তুই আমার একি সর্বনাশ করলি! তুই আমায় কি দুঃখ দিলি জানিস না! আমি যে প্রভুর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সে তো ফেলতে পারব না।”

36মেয়েটি যিপ্তহকে বলল, “পিতা, প্রভুর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা তোমায় রাখতেই হবে। যা বলেছ তাই করো। সবচেয়ে বড় কথা প্রভুর কৃপায় তুমি শত্রু অম্মোনদের পরাজিত করেছ।”

37তারপর যিপ্তহের মেয়ে তার পিতাকে বলল, “কিন্তু তার আগে আমার জন্য একটা কাজ করো। দু-মাস আমায় একলা থাকতে দাও। আমি পাহাড়ে পর্বতে যাব। আমি বিয়ে করব না, ছেলেমেয়েও হবে না। অনুমতি দাও আমি সঙ্গীদের নিয়ে যাই। সকলে মিলে আমরা কাঁদব।”

38যিপ্তহ বলল, “বেশ তাই হোক।” যিপ্তহ মেয়েকে দু-মাসের জন্য পাঠিয়ে দিল। সঙ্গীদের নিয়ে মেয়ে পাহাড় পর্বতে কাটাল। সে বিয়ে করবে না আর ছেলেমেয়ে হবে না এই দুঃখে সঙ্গীরা কেঁদে ভাসাল।

39দু মাস কেটে গেলে মেয়ে পিতার কাছে ফিরে এল। যিপ্তহ প্রভুর কাছে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল। তার মেয়ে কারও সঙ্গে কখনই কোন দৈহিক সম্পর্ক রাখে নি। আর এই ঘটনা থেকেই ইস্রায়েলীয়দের একটা রীতি চালু হল। 40প্রতি বছর ইস্রায়েলীয়দের মেয়েরা যিপ্তহর মেয়েটিকে স্মরণ করে চারদিন ধরে কাঁদত।

যিপ্তহ ও ইফ্রয়িম

12 ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা সৈন্যদের ডাক দিল। তারপর নদী পেরিয়ে তারা সকলে সাফোন শহরে গেল। তারা যিপ্তহকে বলল, “কেন তুমি অম্মোনদের সঙ্গে লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য চাওনি? আমরা তোমায় পুড়িয়ে মারব। তোমার বাড়িও জ্বালিয়ে দেব।”

2যিপ্তহ জবাব দিল, “অম্মোনরা আমাদের নানা সমস্যায় ফেলেছিল। তাই আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আমি তো তোমাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউই আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। 3যখন দেখলাম তোমরা কেউ কোন সাহায্য করবে না, তখন আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পেরিয়ে অম্মোনদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়লাম। ওদের হারাতে প্রভু আমায় সাহায্য করলেন। তাহলে আজ কেন তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ?”

4তারপর যিপ্তহ গিলিয়দের সব লোকেদের ডাকল। তারা ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। কারণ ইফ্রয়িমরা গিলিয়দের লোকেদের অপমান

করেছিল। তারা বলেছিল, “তোমরা গিলিয়দের লোকেরা
শুধুমাত্র ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর থেকে বেঁচে যাওয়া লোক,
এছাড়া তোমাদের কোনো পরিচয় নেই। তোমাদের
থাকার মতো কোন জমিজায়গা নেই। তোমরা কিছুটা
ইফ্রয়িমের, কিছুটা মনঃশির।” গিলিয়দের লোকেরা
ইফ্রয়িমের লোকেদের হারিয়ে দিল।
5যে-যে জায়গা দিয়ে লোকেরা যর্দ্দন নদী অতিক্রম
করত গিলিয়দের লোকেরা সেইসব জায়গা দখল করে
নিল। এসব জায়গা দিয়ে ইফ্রয়িমদের দেশে যাওয়া
যেত। যখনই ইফ্রয়িমের কোন বেঁচে থাকা লোক বলত,
“আমায় নদী পার হতে দাও।” গিলিয়দের লোক
জিজ্ঞাসা করত, “তুমি কি একজন ইফ্রয়িম?” যদি সে
বলত, “না,” 6তাহলে তারা বলত, “আচ্ছা, তবে বলো
তো ‘শিব্বোলেৎ।’” ইফ্রয়িমের লোকেরা শব্দটা
ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারত না। তারা উচ্চারণ
করত “সিব্বোলেৎ।” তাই তাদের মধ্যে কোন লোক
যদি বলত, “সিব্বোলেৎ” তাহলে গিলিয়দের লোকেরা
বুঝতে পারতো সে একজন ইফ্রয়িম। সঙ্গে সঙ্গে তারা
তাকে ঘাট পারাপারের জায়গায় মেরে ফেলতো।
এইভাবে তারা 42,000 ইফ্রয়িমের লোককে হত্যা
করেছিল।
7ছ’বছর যিপ্তহ ইস্রায়েলীয়দের বিচারক ছিল। তারপর
সে মারা গেল। গিলিয়দে তার শহরে তাকে ওরা কবর
দিল।

বিচারক ইব্‌সন

8যিপ্তহর মৃত্যুর পর ইস্রায়েলবাসীদের বিচারক হল
ইব্‌সন। তার বাড়ি বৈৎলেহেম শহরে। 9তার 30 জন
পুত্র আর 30 জন কন্যা ছিল। 30 জন কন্যাকে ইব্‌সন
বলল যারা আত্মীয় নয় এমন পুরুষদেরই বিয়ে করতে।
তার 30 জন পুত্রও বিয়ে করল অনাত্মীয় 30 জন
কন্যাকে। ইব্‌সন সাত বছর ধরে ইস্রায়েলের বিচারক
ছিল। 10ইব্‌সন মারা গেলে তাকে বৈৎলেহমে কবর
দেওয়া হল।

বিচারক এলোন

11ইব্‌সনের পর বিচারক হল এলোন। সবূলূন
পরিবারগোষ্ঠীর লোক। সে দশ বছর ইস্রায়েলীয়দের
বিচারক ছিল। 12তারপর তার মৃত্যু হল। তাকে সবূলূন
দেশের অয়ালোন শহরে কবর দেওয়া হয়েছিল।

বিচারক অব্দোন

13এলোনের পর, হিল্লেলের পুত্র অব্দোন
ইস্রায়েলীয়দের বিচারক হল। অব্দোন পিরিয়াথোন শহর
থেকে এসেছিল। 14অব্দোনের 40 জন পুত্র আর 30
জন পৌত্র ছিল। তারা 70টা গাধার ওপর চড়ে বেড়াত।
অব্দোন আট বছর বিচারক ছিল। 15তারপর সে মারা
গেল। তাকে পিরিয়াথোন শহরে কবর দেওয়া হল।
শহরটি ইফ্রয়িমদের দেশে অবস্থিত। অমালেকীয়রা এই
পাহাড়ী দেশে বাস করত।

শিম্‌শোনের জন্ম

13 আবার ইস্রায়েলীয়রা পাপ কাজে মেতে উঠল।
প্রভু তাদের লক্ষ্য করলেন। তাই প্রভু
পলেষ্টীয়দের উপর 40 বছর ধরে ইস্রায়েলীয়দের শাসন
করার ভার দিলেন।
2সরা শহরে মানোহ নামে একজন লোক ছিল। সে
ছিল দান পরিবারগোষ্ঠীর লোক। মানোহর স্ত্রী ছিল
নিঃসন্তান। 3একদিন প্রভুর এক দূত তার স্ত্রীর কাছে
দেখা দিয়ে বলল, “তুমি বন্ধ্যা হয়ে রয়েছ। কিন্তু তুমি
গর্ভবতী হবে, তোমার সন্তান হবে। 4দ্রাক্ষারস বা কোন
কড়া পানীয় পান কোরো না। অশুচি কোন খাদ্য খাবে
না। 5কারণ তুমি গর্ভবতী হবে এবং একটি পুত্রের জন্ম
দেবে। সেই পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে একটা বিশেষ উপায়ে
উৎসর্গ করা হবে। উপায়টা হচ্ছে, সে হবে নাসরতীয়।
তাই কখনও তার চুল কাটবে না। সে জন্মাবার আগে
থেকেই ঈশ্বরের একজন বিশেষ ব্যক্তি হবে। সে-ই
পলেষ্টীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করবে।”
6তখন সেই স্ত্রী তার স্বামীর কাছে গিয়ে সবকিছু
বলল। সে বলল, “ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন আমার
কাছে এসেছিল। তাকে দেখতে ঈশ্বরের এক দূতের
মতো। আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। এমনকি আমি
তাকে জিজ্ঞাসাও করিনি সে কোথা থেকে এসেছে। সে
তার নাম কিছুই বলল না। 7সে শুধু এটুকুই বলল, ‘তুমি
গর্ভবতী হবে। তোমার পুত্র হবে। দ্রাক্ষারস বা কোন
ঝাঁজাল কড়া পানীয় পান করবে না। কোন অশুদ্ধ
খাবার খাবে না। কারণ তোমার সেই সন্তানকে ঈশ্বরের
কাছে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে উৎসর্গ করা হবে। সে
জন্মাবার আগে থেকেই ঈশ্বরের একজন বিশেষ ব্যক্তি
হবে এবং আমৃত্যু সে তাই থাকবে।’”
8তাই শুনে মানোহ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল। সে
বলল, “হে প্রভু, দয়া করে আপনি ঈশ্বরের সেই ব্যক্তিকে
আবার আমাদের কাছে পাঠান। যে শিশু অচিরেই জন্মাবে,
তাকে আমরা কিভাবে গড়ে তুলব বলে দিন।”
9ঈশ্বর মানোহর প্রার্থনা শুনলেন। ঈশ্বরের দূত আবার
তার স্ত্রীকে দেখা দিলেন। সে তখন মাঠের মধ্যে একা
বসেছিল। মানোহ তার সঙ্গে ছিল না। 10সে ছুটে স্বামীর
কাছে গিয়ে বলল, “সেই ব্যক্তিটি যে আগে একবার
আমার কাছে এসেছিল, আবার এসেছে!”
11মানোহ স্ত্রীর সঙ্গে তার কাছে এল। সে জিজ্ঞাসা
করল, “আপনিই কি সেই, যিনি এর আগে আমার স্ত্রীর
সঙ্গে কথা বলেছিলেন?”
প্রভুর সে দূত বললেন, “হ্যাঁ আমিই।”
12মানোহ বলল, “আশা করি যা বলেছেন তাই হবে।
এবার বলুন ছেলেটি কিরকমভাবে জীবন কাটাবে? সে
কি করবে?”
13প্রভুর দূত মানোহকে বলল, “আমি যা-যা করতে
বলেছি তোমার স্ত্রীকে সে সব অবশ্যই করতে হবে।
14যে সব জিনিস দ্রাক্ষালতায় জন্মায়, সে সব যেন সে
না খায়। কোন দ্রাক্ষারস বা চড়া ধরণের কোন পানীয়
যেন সে কিছুতেই না পান করে। কোন অশুচি খাবার

সে কোন মতেই খাবে না। ঠিক যা-যা আদেশ দিয়েছি সেই রকমই কাজ যেন সে করে।”

15তখন মানোহ প্রভুর দূতকে বলল, “দয়া করে আপনি একটু বসুন। আমরা আপনাকে কচি পাঁঠার মাংস রান্না করে খাওয়াব।”

16প্রভুর দূত বলল, “তোমরা আমাকে যেতে না দিলেও আমি তোমাদের সঙ্গে খাবো না। তবে একান্তই যদি কিছু করতে চাও তাহলে প্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি উৎসর্গ করো।” (মানোহ বুঝতে পারেনি যে লোকটি সত্যিই প্রভুর দূত।)

17মানোহ প্রভুর দূতকে জিজ্ঞাসা করল, “আমি কি আপনার নাম জানতে পারি? কারণ আপনার কথামত সবকিছু হলে আমরা আপনাকে সম্মান জানাব।”

18প্রভুর দূত বললেন, “কেন তুমি আমার নাম জানতে চাইছ? এটা তো আশ্চর্য্য ব্যাপার!”

19তারপর মানোহ একটা পাথরে একটা কচি পাঁঠাকে বলি দিল। সেই সঙ্গে একটি শস্য নৈবেদ্যও প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল এবং সে একটি আশ্চর্য্য কাজ করল। 20মানোহ আর তার স্ত্রী যা ঘটেছিল তার সব দেখল। বেদী থেকে আগুনের শিখা যখন আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছিল তখন প্রভুর দূত আগুনের মধ্য দিয়ে স্বর্গে চলে গেল।

এই দৃশ্য দেখার পর তারা দুজন ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। 21প্রভুর সেই দূত আর কখনও মানোহ এবং তার স্ত্রীর কাছে আবির্ভূত হয়নি। অবশেষে মানোহ বুঝতে পারল যে লোকটি সত্যিই প্রভুর দূত। 22মানোহ তার স্ত্রীকে বলল, “আমরা ঈশ্বর দর্শন করেছি! এখন আমরা নিশ্চিৎ মারা যাব!”

23কিন্তু তার স্ত্রী বলল, “প্রভু আমাদের মারতে চান না। তা যদি হত তাহলে তিনি আমাদের হোমবলি ও শস্যের নৈবেদ্য গ্রহণ করতেন না। তিনি আমাদের এইসব দৃশ্য দেখাতেন না। তা যদি হত তাহলে তিনি আমাদের এইসব কথা বলতেন না।”

24তারপর তার একটি সন্তান হল। সে তার নাম দিল শিম্‌শোন। শিম্‌শোন বড় হয়ে উঠল। প্রভু তাকে আশীর্বাদ করলেন। 25শিম্‌শোন যখন মহনেদান শহরে ছিল তখন তার উপর প্রভুর আত্মা ভর করল। শহরটি সরা আর ইষ্টায়োল শহরের মাঝখানে অবস্থিত।

শিম্‌শোনের বিবাহ

14 শিম্‌শোন তিম্না শহরের দিকে নেমে এল। সেখানে সে একজন পলেষ্টীয় নারীকে দেখতে পেল। 2বাড়ি ফিরে শিম্‌শোন তার পিতামাতাকে বলল, “আমি তিম্নায় একজন পলেষ্টীয় নারী দেখেছি। তোমরা তাকে আমার কাছে এনে দাও। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।”

3তার পিতামাতা বলল, “তুমি তো ইস্রায়েলের একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারো। পলেষ্টীয়দের মেয়েকে বিয়ে করতে তোমার এত ইচ্ছে কেন? এসব লোকদের এমনকি সুন্নৎ পর্যন্ত হয় নি।” শিম্‌শোন এসব কথা শুনল না।

সে বলল, “ঐ মেয়েটিকেই আমার জন্য এনে দাও! তাকেই শুধু আমি চাই!” 4(শিম্‌শোনের পিতামাতা তো জানত না, এটাই ছিল প্রভুর অভিপ্রায়। তিনি কিভাবে পলেষ্টীয়দের শায়েস্তা করা যায় সেই রাস্তাই খুঁজছিলেন। সে সময় ইস্রায়েলে ওদেরই রাজত্ব ছিল।)

5পিতামাতাকে নিয়ে শিম্‌শোন তিম্না শহরে নেমে এল। শহরের কাছাকাছি দ্রাক্ষার ক্ষেত পর্যন্ত তারা চলে এল। সেখানে হঠাৎ একটা যুব সিংহ গর্জে উঠে শিম্‌শোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 6প্রভুর আত্মা মহাশক্তিতে শিম্‌শোনের উপর নেমে এল। খালি হাতেই শিম্‌শোন সিংহটাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করে ফেলল। অনায়াসেই সে এটা করে ফেলল। একটা কচি পাঁঠাকে চিরে ফেলার মতই কাজটা যেন সহজ হয়ে গেল শিম্‌শোনের কাছে। কিন্তু শিম্‌শোন ঘটনাটি পিতামাতার কাছে বলল না।

7শিম্‌শোন শহরে গিয়ে পলেষ্টীয় মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলল। মেয়েটি তাকে খুশি করেছিল। 8কয়েকদিন পর শিম্‌শোন ফিরে এসে ঐ পলেষ্টীয় মেয়েকে বিয়ে করতে এলে পথে মৃত সিংহটিকে সে দেখল। মৃত সিংহটির গায়ে মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে বসে। কিছু মধুও হয়েছে। 9শিম্‌শোন হাতে কিছুটা মধু তুলে নিল। মধু খেতে খেতে সে হাঁটতে লাগল। পিতামাতার কাছে এসে সে তাদেরও একটু মধু দিল। তারা সেই মধু খেল। কিন্তু শিম্‌শোন বলল না, সেই মধু মরা সিংহের গা থেকে পাওয়া।

10শিম্‌শোনের পিতা পলেষ্টীয় মেয়েটিকে দেখতে গেল। এটাই ছিল প্রথা যে বর সে একটা ভোজসভা করবে। সেই অনুযায়ী শিম্‌শোন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গেল। 11পলেষ্টীয়রা যখন দেখল শিম্‌শোন এরকম একটা ভোজের ব্যবস্থা করছে তখন তারা ওর কাছে 30 জন পলেষ্টীয়কে পাঠাল।

12ঐ 30 জনকে শিম্‌শোন বলল, “আমি তোমাদের একটা ধাঁধা বলতে চাই। এই আনন্দ অনুষ্ঠান সাতদিন ধরে চলবে। এর মধ্যে তোমাদের এই ধাঁধার উত্তর দিতে হবে। উত্তর দিতে পারলে আমি তোমাদের 30টি জামা আর 30টি কাপড় দেবো। 13কিন্তু উত্তর না দিতে পারলে তোমরা আমাকে 30টি জামা আর 30টি কাপড় দেবে।” ওরা বলল, “বল কি তোমার ধাঁধা, আমরা শুনব।”

14শিম্‌শোন তখন এই ধাঁধাটা বললো:

খাদকের মধ্য থেকে খাদ্য কিছু জোটে, বলবান হতে মিষ্টি কিছু ওঠে।

30 জন লোক তিনদিন ধরে মাথা ঘামাল, কিন্তু উত্তর আর দিতে পারলো না।

15চতুর্থ দিনে তারা শিম্‌শোনের স্ত্রীর কাছে এসে বলল, “তোমরা কি আমাদের নিঃস্ব করার জন্যে নেমন্তন্ন করেছ? তোমার স্বামীর কাছ থেকে কায়দা করে ধাঁধার

উত্তরটা জেনে নাও। যদি উত্তর না বের করতে পার তাহলে আমরা তোমাকে আর তোমার বাপের বাড়ির সবাইকে পুড়িয়ে মেরে ফেলবো।”

16আর কোন উপায় না পেয়ে সে শিম্‌শোনের কাছে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সে বলল, “তুমি তো আমায় শুধু ঘৃণাই করো! তুমি আমায় একটুও ভালবাস না! তুমি আমার দেশের লোকেদের কাছে ধাঁধা বলেছ, কিন্তু কই আমাকে তো তুমি সেই ধাঁধার উত্তরটা বলো নি।” শিম্‌শোন উত্তর দিল, “আমার মাতাপিতাকেও যখন উত্তরটা বলিনি, তোমাকে বলতে যাব কেন?”

17অনুষ্ঠানের বাকি দিনগুলোয় শিম্‌শোনের স্ত্রী কেঁদেই চলল। শেষ পর্যন্ত সপ্তম দিনে শিম্‌শোন ধাঁধার উত্তরটি স্ত্রীকে বলেই ফেলল কারণ তার স্ত্রী এই নিয়ে তাকে বিরক্ত করছিল। তারপর তার স্ত্রী দেশের লোকেদের কাছে সেই উত্তরটি বলে দিল।

18সুতরাং সাত দিনের দিন সূর্যাস্তের আগে পলেষ্টীয়রা উত্তরটা পেয়ে গেল। শিম্‌শোনকে গিয়ে তারা বলল:

“মধুর চেয়ে মিষ্ট কি আছে? সিংহের চেয়ে বেশী শক্তিশালী কে?”

তখন শিম্‌শোন বলল:

“যদি তোমরা আমার গরু সঙ্গে নিয়ে না চাষ করতে তোমরা আমার ধাঁধার সমাধান করতেই পারতে না।”

19শিম্‌শোন খুব রেগে গিয়েছিল। প্রভুর আত্মা প্রবল শক্তির সাথে তার ওপর নেমে এল। সে অস্কিলোন শহরে চলে গেল। সেখানে সে 30 জন পলেষ্টীয়কে হত্যা করল। তাদের মৃতদেহ থেকে সে সমস্ত পোশাক তুলে নিল, ধন দৌলত সরিয়ে নিল। তারপর যারা তার ধাঁধার উত্তর দিয়েছিল, তাদের সে সব বিলিয়ে দিল। এরপর সে পিতার বাড়িতে চলে গেল। 20স্ত্রীকে সে নিল না। বিয়ের জন্য একজন সেরা পাত্র তাকে ঘরে তুলেছিল।

শিম্‌শোন পলেষ্টীয়দের অসুবিধায় ফেলল

15 যখন গম তোলার সময় হল শিম্‌শোন তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। স্ত্রীকে দেবার জন্যে একটা কচি পাঁঠা নিয়ে গেল। শ্বশুরকে গিয়ে বলল, “আমি স্ত্রীর ঘরে ঢুকছি।”

কিন্তু মেয়ের পিতা শিম্‌শোনকে ঢুকতে দিলো না। 2তার পিতা শিম্‌শোনকে বলল, “আমি ভেবেছিলাম তুমি তাকে ঘৃণা কর। তাই তার বিয়ে দিয়েছি একটি সেরা পাত্রের সঙ্গে। আমার ছোট মেয়ে আরও সুন্দরী। তুমি তাকেই নাও।”

3শিম্‌শোন বলল, “এখন তোমাদের মানে পলেষ্টীয়দের ওপর আঘাত হানলে কেউ আর আমাকে দোষ দিতে পারবে না।”

4এই বলে শিম্‌শোন বেরিয়ে গেল। সে 300 টি শেয়াল ধরল। সে দুটো করে শেয়াল ধরে তাদের লেজ দুটো বেঁধে জোড়া তৈরি করল। প্রত্যেক জোড়া শেয়ালের লেজে সে একটি করে মশাল বেঁধে দিল। 5তারপর মশালগুলো জ্বেলে দিল। পলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে সে ঐ শেয়ালগুলোকে ছুটিয়ে দিল। এইভাবে নতুন গজান সমস্ত গাছ আর শস্যের গাদা সে জ্বালিয়ে দিল। দ্রাক্ষার ক্ষেত আর সমস্ত জলপাই গাছ জ্বালিয়ে দিল।

6পলেষ্টীয়রা জিজ্ঞাসা করল, “কে এসব কাজ করেছে?”

কেউ একজন বলল, “শিম্‌শোন করেছে। তিম্নার কোন একজনের জামাতা হচ্ছে এই শিম্‌শোন। তার এই কাজের কারণ তার শ্বশুর শিম্‌শোনের স্ত্রীকে অন্য এক সেরা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।” তাই পলেষ্টীয়রা শিম্‌শোনের স্ত্রী আর শ্বশুরকে পুড়িয়ে মেরে ফেলল।

7শিম্‌শোন পলেষ্টীয়দের বলল, “তোমরা আমার ক্ষতি করেছ; এবার আমিও তোমাদের ক্ষতি করব। তারপর আমার তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া বন্ধ হবে।”

8তারপর শিম্‌শোন পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করল। অনেক লোককে সে হত্যা করল। তারপর সে একটা গুহায় আশ্রয় নিল। গুহাটি ছিল ঐটম শিলা নামে একটি জায়গায়।

9পলেষ্টীয়রা যিহূদায় চলে গেল। লিহী নামের একটি জায়গায় তারা বিশ্রাম নিল। তাদের সৈন্যরা সেখানে তাঁবু গাড়ল। তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। 10যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা পলেষ্টীয়রা কেন এখানে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ?”

তারা বলল, “আমরা শিম্‌শোনকে ধরতে এসেছি। আমরা তাকে বন্দী করতে চাই। সে আমাদের প্রতি যা অন্যায় করেছে তার জন্যে তাকে শাস্তি দিতে চাই।”

11যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর 3,000 লোক তখন শিম্‌শোনের কাছে গেল। ঐটম শিলার গুহায় গিয়ে তারা তাকে বলল, “তুমি আমাদের এ কি করলে? তুমি কি জানো না যে পলেষ্টীয়রা আমাদের শাসন করছে?”

শিম্‌শোন বলল, “তারা আমার ওপর যে অন্যায় কাজ করেছে শুধুমাত্র তার জন্যেই আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি।”

12ওরা তখন বলল, “আমরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। তোমাকে পলেষ্টীয়দের হাতে তুলে দেব।”

শিম্‌শোন বলল, “প্রতিশ্রুতি দাও তোমরা আমাকে মারবে না।”

13ওরা বলল, “ঠিক আছে। আমরা শুধু তোমাকে বেঁধে পলেষ্টীয়দের কাছে ধরিয়ে দেব। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা তোমায় হত্যা করব না।” এই বলে ওরা দুটো নতুন দড়ি দিয়ে শিম্‌শোনকে বেঁধে ফেলল। গুহা থেকে তাকে বের করে নিয়ে চলল।

14শিম্‌শোন যখন লিহীতে এল, পলেষ্টীয়রা তাকে দেখতে এল। তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তখন

প্রভুর আত্মা সবলে শিম্শোনের ওপর এল। দড়িগুলো পোড়া সুতোর মতো পলকা মনে হল এবং তার হাত থেকে খসে পড়ল। যেন সব গলে পড়েছে। 15শিম্শোন একটা মরা গাধার চোয়ালের হাড় দেখতে পেল। হাড়টা নিয়ে তাই দিয়ে সে 1,000 জন পলেষ্টীয়কে হত্যা করল।

16তখন শিম্শোন বলল:

গাধার একটি চোয়ালের হাড় দিয়েই আমি 1,000 লোক হত্যা করেছি। একটি গাধার চোয়ালের হাড় দিয়ে আমি তাদের মৃতদেহগুলি জড়ো করেছি।

17এই কথা বলে চোয়ালের হাড়টা শিম্শোন ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই জায়গার নাম রামৎ লিহী।

18শিম্শোনের খুব পিপাসা পেয়েছিল। প্রভুর কাছে সে প্রার্থনা করল। সে বলল, "হে প্রভু আমি তোমার দাস। এই যে আমার বিরাট জয় হল, সে তো তোমারই দয়ায়। পিপাসায় যেন আমি মারা না যাই! তাই এখন দয়া করো তুমি। দয়া করো যেন ওরা আমায় ধরে না ফেলে, যাদের এখনও সুন্নৎ পর্যন্ত হয়নি!"

19লিহীর মাঠে একটা গর্ত আছে। ঈশ্বর সেই গর্ত ফাটিয়ে ঝর্ণা তৈরী করলেন। সেই জল পান করে শিম্শোন তাজা হয়ে উঠল। সে আবার শক্তি অনুভব করল। সে সেই ঝর্ণার নাম দিল এন-হক্কোরী। লিহী শহরে এই ঝর্ণা আজও আছে।

20শিম্শোন 20 বছর ইস্রায়েলীয়দের বিচারক ছিল। সেটা ছিল পলেষ্টীয়দের রাজত্ব কাল।

শিম্শোনের ঘসা যাত্রা

16 একদিন শিম্শোন ঘসা শহরে গেল। সেখানে সে একজন গণিকাকে দেখতে পেল। তার কাছে একরাত্রি সে থাকতে গেল। 2কেউ একজন ঘসার বাসিন্দাদের বলল, "শিম্শোন এখানে এসেছে।" তারা শিম্শোনকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাই তারা শহরটা ঘিরে ফেলল। ওরা শিম্শোনের জন্য লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল। সারারাত তারা শহরের ফটকের পাশে চুপচাপ জেগে রইল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "সকাল হলেই আমরা শিম্শোনকে বধ করব।"

3কিন্তু শিম্শোন গণিকার সঙ্গে মাঝরাত পর্যন্ত থাকল। মাঝরাতে সে উঠে পড়ল। শহরের ফটকের দরজা চেপে ধরে সে দেওয়াল থেকে টেনে দরজা আলগা করে দিল। তারপর সে খুলে নিল দরজা, দুটো খুঁটি, দরজা বন্ধ করার খিল। এগুলো সে কাঁধে নিয়ে হিব্রোণ শহরের কাছে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল।

শিম্শোন এবং দলীলা

4পরে শিম্শোন দলীলা নামে এক নারীর প্রেমে পড়ল। দলীলা থাকত সোরেক উপত্যকায়।

5পলেষ্টীয় শাসকেরা দলীলার কাছে গিয়ে বলল, "শিম্শোন কিসে এত শক্তিশালী হয় আমরা জানতে চাই। তুমি কায়দা করে তার এই গোপন রহস্যটা জেনে নিতে চেষ্টা কর। তাহলে তাকে কি করে ধরে বেঁধে ফেলা যায় তা আমরা জানব। তাহলেই তাকে আমরা ইচ্ছামত চালাতে পারব। যদি এটা করতে পার তাহলে আমরা প্রত্যেকে তোমাকে 28 পাউণ্ড করে রূপো পুরস্কার দেব।"

6সেইমতো দলীলা শিম্শোনকে বলল, "আচ্ছা বলো তো, তুমি কি করে এত শক্তি পেলে? কিভাবে তোমাকে বেঁধে ফেলে বেকায়দায় ফেলা যায়?"

7শিম্শোন বলল, "নতুন সাতটা ধনুক বাঁধা দড়ি, যে দড়িগুলো শুকনো নয়, তাই দিয়ে আমায় বেঁধে ফেলতে হবে। যদি কেউ তা পারে তাহলেই আমি আর পাঁচজনের মতো দুর্বল হতে পারব।"

8পলেষ্টীয়রা একথা শুনে সাতটা নতুন ধনুক বাঁধা দড়ি দলীলাকে এনে দিল। সেই ধনুক বাঁধা দড়ি তখনও শুকিয়ে যায় নি। দলীলা সেই দড়ি দিয়ে শিম্শোনকে বেঁধে ফেলল। 9কিছু লোক পাশের ঘরে লুকিয়ে ছিল। দলীলা শিম্শোনকে বলল, "শিম্শোন, পলেষ্টীয়রা তোমাকে ধরে ফেলতে যাচ্ছে।" কিন্তু শিম্শোন সহজেই দড়িগুলো খুলে ফেলল। আগুনের শিখার খুব কাছে এলে একটা সুতো যেমন হয় তেমনি করে দড়িগুলো খসে পড়ল। সুতরাং পলেষ্টীয়রা শিম্শোনের শক্তির রহস্য ভেদ করতে পারল না।

10দলীলা শিম্শোনকে বলল, "তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ! তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ। এখন বলো তো, কি করে লোকে তোমাকে বেঁধে ফেলতে পারে?"

11শিম্শোন বলল, "আমাকে নতুন দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে। সেই দড়ি যেন আগে কেউ ব্যবহার না করে। এরকম দড়ি দিয়ে কেউ আমাকে বাঁধলে আমি আর পাঁচজনের মতো দুর্বল হয়ে যাবো।"

12দলীলা কয়েকটা নতুন দড়ি দিয়ে শিম্শোনকে বেঁধে ফেলল। পাশের ঘরে কিছু লোক লুকিয়ে ছিল। দলীলা শিম্শোনকে বলল, "শিম্শোন পলেষ্টীয়রা তোমাকে ধরতে আসছে!" শিম্শোন সহজেই দড়ি খুলে ফেলল। সেগুলো সে সুতোর মতো ছিঁড়ে ফেলল।

13দলীলা শিম্শোনকে বলল, "তুমি আবার মিথ্যে কথা বলেছ! তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ। এবার বলো তো কি করে তোমাকে বেঁধে ফেলা যায়?"

শিম্শোন বলল, "যদি তুমি তাঁত দিয়ে আমার মাথায় চুলের সাতটি বিনুনী বেঁধে একটি পিন দিয়ে আটকে দাও তাহলে আমি আরও পাঁচটা সাধারণ লোকের মতো দুর্বল হয়ে যাব।"

পরে শিম্শোন ঘুমোতে গেল। দলীলা তার মাথার চুলের সাতটি গোছা নিয়ে তাঁতে বুনলো। 14তারপর তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে সেই বোনা চুলগুলিকে বেঁধে মাটিতে গেঁথে ফেলল। আবার সে শিম্শোনকে ডাকল, "পলেষ্টীয়রা তোমাকে ধরতে আসছে!" শিম্শোন তাঁত আর মাকু সব খুলে ফেলল।

15দলীলা শিম্শোনকে বলল, "তুমি তো আমায় বিশ্বাসই করো না? তুমি কি করে বলো যে, 'আমি

তোমায় ভালবাসি।' গোপন ব্যাপারটা তুমি আমাকে বললে না। এই নিয়ে তিনবার তুমি আমাকে বোকা বানালে। তোমার শক্তির গোপন কথা তুমি আমাকে বললে না।"
16দিনের পর দিন দলীলা শিম্শোনকে রাগিয়ে তুলতে লাগল। তার ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে সে যেন মরমর অবস্থায় পৌঁছল।
17সে এটা আর সহ্য করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে দলীলাকে সবকিছুই বলে দিল। সে বলল, "আমি কখনও চুল কাটি না। আমার জন্মের আগে থেকেই আমাকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ আমার চুল কেটে নেয়, তাহলে আমি অন্য পাঁচজন সাধারণ লোকের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব।"

18দলীলা বুঝতে পারল শিম্শোন তার গোপন কথাটা এবার সত্যই বলেছে। পলেষ্টীয় শাসকদের কাছে সে একটা খবর পাঠাল। সে বলে পাঠাল, "আর একবার ফিরে এসো, শিম্শোন আমায় সব বলে দিয়েছে।" এই খবর পেয়ে তারা আবার দলীলার কাছে চলে এল। প্রতিশ্রুতিমত দলীলাকে দেবার মত টাকা নিয়ে এল।

19দলীলার কোলে মাথা দিয়ে শিম্শোন যখন শুয়ে ছিল, সেই সময় দলীলা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সে একজন লোককে শিম্শোনের চুলের গোছা কেটে নেবার জন্য ডাকল। এইভাবে দলীলা শিম্শোনকে শক্তিহীন করে দিল। শিম্শোনের শক্তি চলে গেল।
20দলীলা শিম্শোনকে ডেকে বলল, "শিম্শোন, পলেষ্টীয়রা তোমাকে ধরবার জন্য আসছে!" শিম্শোন জেগে উঠে ভাবলো, "আমি আগের মতোই নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারব।" কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে প্রভু তাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

21পলেষ্টীয়রা শিম্শোনকে ধরে ফেলল। তারা তার চোখ খুবলে নিয়ে তাকে ঘসা শহরে নিয়ে গেল এবং যাতে সে পালিয়ে না যায় সেজন্য চেন দিয়ে বাঁধল। তারপর কারাগারে তাকে ঢুকিয়ে যাঁতায় শস্য পিষতে বাধ্য করল।
22কিন্তু আবার শিম্শোনের চুল গজাতে লাগলো।

23পলেষ্টীয়দের শাসকেরা সবাই উৎসব করতে জড়ো হল। তারা তাদের দেবতা দাগোনের কাছে একটা মস্ত বড় নৈবেদ্য দেবার ব্যবস্থা করছিল। তারা বলল, "আমাদের দেবতাই আমাদের শিম্শোনকে হারিয়ে দিতে সাহায্য করেছে।"
24পলেষ্টীয়রা শিম্শোনের দিকে তাকাল এবং তাদের দেবতার প্রশংসা করতে শুরু করল। তারা বলল:

এই লোকটা আমাদের লোককে হত্যা করেছে এবং আমাদের দেশ ধ্বংস করেছে। আমাদের দেবতা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী করেছে!

25লোকেরা উৎসবে বেশ মেতে উঠলো। তারা বলল, "শিম্শোনকে বের করে আনো। আমরা তাকে নিয়ে মজা করব।" কারাগার থেকে শিম্শোনকে নিয়ে এসে তারা ওকে নিয়ে মজা করতে লাগল। দাগোনের মন্দিরের থামের মাঝখানে তারা শিম্শোনকে দাঁড় করাল।
26একজন ভৃত্য শিম্শোনের হাত ধরে ছিল। শিম্শোন তাকে বলল, "যে দুই থামের উপর মন্দিরের উপরের অংশের ভার রয়েছে তা আমাকে ছুঁতে দাও। আমি সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে চাই।"

27মন্দিরে ঠাসা ভিড়। পলেষ্টীয়দের শাসকরা সেখানে সব এসেছে। মন্দিরের ছাদে প্রায় 3,000 নরনারী। তারা শিম্শোনকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, মজা করছে।
28শিম্শোন প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করলেন, "হে সর্বশক্তিমান প্রভু তুমি দয়া করে আমায় স্মরণ করো। ঈশ্বর, আর একবার তুমি আমায় শক্তি দাও। এই একটা কাজ আমায় করতে দাও, আমি যেন এই পলেষ্টীয়দের আমার দুই চোখ উপড়ে নেওয়ার জন্য শাস্তি দিতে পারি!"
29তারপর শিম্শোন মন্দিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটো থামকে ধরল। থাম দুটো সমস্ত মন্দিরটাকে ধরে রেখেছিল। দুটো থামের ভেতর সে নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করল। একটি থাম তার ডানদিকে, আরেকটা বাঁদিকে।
30শিম্শোন বলল, "এই পলেষ্টীয়দের সঙ্গে আমার প্রাণ যাক!" তারপর যত জোরে পারল থামদুটোকে ধাক্কা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শাসকদের ও লোকজনের ওপর মন্দিরটা ভেঙ্গে পড়ে গেল। এইভাবে শিমশোন বেঁচে থাকা অবস্থায় যত পলেষ্টীয় হত্যা করেছিল, মরে গিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি পলেষ্টীয় হত্যা করল।

31শিম্শোনের ভাই আর পরিবারের লোকেরা সবাই তার শবদেহ নিতে এলো। তাকে নিয়ে তারা তার পিতার সমাধিতে কবর দিল। সমাধিটা রয়েছে সরা আর ইষ্টায়োল শহরের মাঝখানে। 20 বছর ধরে শিম্শোন ইস্রায়েলীয়দের বিচারক ছিলেন।

মীখার মূর্ত্তিসমূহ

17 পাহাড়ের দেশ ইফ্রয়িমে মীখা নামে একজন লোক ছিল।
2মীখা তার মাকে বলল, "মা তোমার কি মনে পড়ে কেউ একজন তোমার 28 পাউণ্ড রূপো চুরি করেছিল? আমি শুনলাম তুমি এই নিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলে। দেখ, আমার কাছেই সেই রূপো আছে। আমিই তা চুরি করেছিলাম।"

তার মা বলল, "বৎস, প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।"

3মায়ের কাছে মীখা 28 পাউণ্ড রূপো ফেরত দিয়ে দিল। মা বলল, "প্রভুর কাছে আমার এই রূপো হবে বিশেষ একটা উপহার। আমার পুত্রকে এটা দেব। সে একটা মূর্ত্তি গড়ে সেটা রূপো দিয়ে মুড়ে দেবে। তাই বলছি বাছা, এখন এই রূপো তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

4কিন্তু মীখা সেটা মায়ের কাছে দিয়ে দিল। মা তখন তা থেকে প্রায় 5 পাউণ্ড রূপো নিয়ে একজন স্বর্ণকারকে দিল। স্বর্ণকার সেই রূপো দিয়ে একটা মূর্ত্তি গড়ল। মূর্ত্তিটা রাখা হল মীখার বাড়িতে।
5মীখার একটা মন্দির ছিল। সেখানে বিভিন্ন মূর্ত্তির পূজা হোত। মীখা

একটা এফোদ তৈরী করেছিল। সে আরও কয়েকটা
পারিবারিক মূর্ত্তি তৈরী করেছিল। তারপর মীখা তার
একজন পুত্রকে তার যাজক হিসেবে নির্বাচন করল।
(6সেইসময় ইস্রায়েলীয়দের কোন রাজা ছিল না। তাই
প্রত্যেকেই খেয়াল খুশি মতো যা ভাল মনে করত তাই
করত।)

7যিহূদার বৈৎলেহম শহরে একজন লেবীয় ছিল।
সে যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীতে থাকত। 8সে বৈৎলেহম
ছেড়ে অন্য একটি জায়গায় থাকবে বলে চলে গেল।
যেতে যেতে সে এসে পড়ল মীখার বাড়িতে। ওর বাড়ি
পাহাড়ি দেশ ইফ্রয়িমে। 9মীখা তাকে জিজ্ঞাসা করল,
“তুমি কোথা থেকে আসছ?”

যুবকটি বলল, “আমি একজন লেবীয়, বৈৎলেহম
যিহূদা থেকে আসছি। বসবাসের জন্য জায়গা
খুঁজছি।”

10মীখা বলল, “তুমি আমার কাছেই থাকো। তুমি
আমার পিতা হয়ে, যাজক হয়ে এখানে থাকো। প্রতি
বছর আমি তোমাকে 4 পাউণ্ড রূপো দেবো। তাছাড়া
খাওয়া-পরা তো দেবই।”

লেবীয় যুবকটি মীখার কথামত কাজ করল। 11সে
মীখার সঙ্গে থাকতে রাজি হল। মীখার নিজের পুত্রদের
মতই সে থেকে গেল। 12সে হল মীখার যাজক। সে
মীখার বাড়ীতেই থেকে গেল। 13মীখা বলল, “আজ
বুঝলাম প্রভু আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন; কারণ আমরা
যাজক হিসেবে এমন একজনকে পেয়েছি যে লেবি
পরিবারগোষ্ঠী থেকে এসেছে।”

দানরা লয়িশ শহর দখল করল

18 সেইসময় ইস্রায়েলের কোন রাজা ছিল না।
তখনও দান পরিবারগোষ্ঠী বসবাসের জায়গা
খুঁজে পায় নি। তখনও তাদের নিজস্ব কোন জমি-জমা
ছিল না। ইস্রায়েলের অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই
জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। দানরা পায় নি।

2তাই দান পরিবারগোষ্ঠী দেশে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য
পাঁচজন সৈন্যকে পাঠিয়ে দিল। ঐ পাঁচজন সরা আর
ইষ্টায়োল শহরের লোক। এদের বেছে নেবার কারণ
এরা দানদের সব পরিবার থেকেই এসেছে। তাদের
দেশের উপর গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বলা হল।

পাঁচ জন পাহাড়ী দেশ ইফ্রয়িমে পৌঁছল। তারা
মীখার বাড়িতে এল এবং সেই রাতটা সেখানে কাটাল।
3তারা যখন মীখার বাড়ির বেশ কাছাকাছি এসেছে,
তখন সেই লেবীয় যুবকের স্বর শুনতে পেল। তার স্বর
শুনে তারা চিনতে পেরেছিল। এবার দাঁড়িয়ে গেল মীখার
বাড়ির দোরগোড়ায়। যুবকটিকে ওরা জিজ্ঞাসা করল,
“তোমাকে এখানে কে ডেকে এনেছে? এখানে তুমি কি
করছ? এখানে তোমার কাজ কি?”

4যুবকটি মীখা তার জন্য কি কি করেছে বলল।
যুবকটি বলল, “মীখা আমাকে কাজে রেখেছে। আমি
তার যাজক।”

5তখন তারা বলল, “তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমাদের
জন্য কিছু চাও। আমরা জানতে চাই আমাদের জমি
পাব কি না।”

6যাজক ঐ পাঁচ জনকে বলল, “হ্যাঁ, জমি তোমরা
পাবে। তোমরা নিশ্চিন্তে যেতে পারো। প্রভু তোমাদের
পথ চেনাবেন।”

7তাই ঐ পাঁচ জন চলে গেল। এবার এল লয়িশ
শহরে। তারা দেখল শহরের লোকেরা বেশ নিরাপদে
রয়েছে। সীদোনের লোকেরা তাদের শাসন করছে। দেশে
শান্তি রয়েছে, তাদের কোন কিছুর অভাব নেই। কাছাকাছি
কোথাও শত্রু নেই যে তাদের আক্রমণ করবে। তাছাড়া
সীদোন শহর থেকে তারা অনেক দূরে রয়েছে, আর
অরামের লোকেদের সঙ্গে ও তাদের কোন চুক্তি নেই।

8ঐ পাঁচ জন সরা ও ইষ্টায়োল শহরে ফিরে এল।
আত্মীয়স্বজনরা তাদের জিজ্ঞাসা করল, “বলো কি দেখে
এলে?”

9ঐ পাঁচ জন বলল, “আমরা একটা জায়গা দেখেছি।
বেশ ভাল। এবার আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। বসে
থাকলে চলবে না। চলো জমি দখল করি।” 10তোমরা
সেখানে গেলেই দেখবে জমির ছড়াছড়ি। জিনিসপত্র
অঢেল। তাছাড়া, তুমি আর একটা ব্যাপারও দেখবে
যে, সেখানে লোকেরা কোনরকম আক্রমণের জন্যে
তৈরি নয়। নিশ্চিত ঈশ্বর আমাদের ঐ জমিটি দিয়েছেন।”

11তাই সরা আর ইষ্টায়োল শহর থেকে দান
পরিবারগোষ্ঠীর 600 জন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রওনা
হল। 12লয়িশ শহরে যাবার পথে তারা কিরিয়ৎ-যিয়ারীম
শহরের কাছাকাছি থামল। জায়গাটা যিহূদার। সেখানে
তারা তাঁবু গাড়ল। সেইজন্য আজও কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের
পশ্চিম অঞ্চলটার নাম মহনে-দান। অর্থাৎ দানদের
শিবির। 13সেখান থেকে 600 জন লোক পাহাড়ি দেশ
ইফ্রয়িমের দিকে যাত্রা শুরু করল। তারা এল মীখার
বাড়িতে।

14লয়িশ জায়গাটি যে পাঁচ জন আবিষ্কার করেছিল,
তারা নিজেদের লোকেদের বলল, “এখানকার একটি
বাড়িতে একটা এফোদ আছে। তা ছাড়া বাড়িতে পূজা
করার মতো অনেক দেবতা, খোদাই করা মূর্ত্তি আর
একটা রূপোর প্রতিমা আছে। বুঝতেই পারছি কি করতে
হবে। এসব নিয়ে নিতে হবে। যাও, ওসব নিয়ে এসো।”
15তারপর তারা মীখার বাড়িতে এসে পৌঁছল। লেবীয়
যুবকটি সেখানে থাকত। তারা তাকে কেমন আছে
জিজ্ঞাসা করল। 16দান পরিবারগোষ্ঠীর 600 জন লোক
ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের
জন্য তৈরি। 17-18পাঁচ জন গুপ্তচর বাড়ির ভেতর গেল।
সদর দরজার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রইল যাজক। তার
পাশে যুদ্ধের জন্য 600 জন লোক। লোকগুলি ঘরে
ঢুকে খোদাই মূর্ত্তি, এফোদ, অন্যান্য মূর্ত্তি, রূপোর মূর্ত্তি
সব নিয়ে নিলো। লেবীয় যাজকটি তাদের জিজ্ঞাসা
করল, “এ তোমরা কি করছ?”

19পাঁচ জন লোক বলল, “চুপ করো! একটি কথাও
বলবে না। আমাদের সঙ্গে এস। তুমি আমাদের পিতা
ও যাজক হও। এখন স্থির কর তুমি কি করবে। ভেবে

দেখ, একজনের যাজক হওয়া ভাল, না সমগ্র ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠীর যাজক হওয়া ভাল।"

20কথা শুনে লেবীয় যুবকটি খুশি হল। খোদাই মূর্ত্তি, অন্যান্য মূর্ত্তি, এফোদ এইসব নিয়ে সে দানদের সঙ্গে চলে গেল।

21তারপর দান পরিবারগোষ্ঠীর 600 জন লোক লেবীয় যাজককে নিয়ে মীখার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তাদের সামনে ছোট ছেলেমেয়ে, জীবজন্তু আর অন্যান্য জিনিসপত্র রইল।

22সেখান থেকে তারা অনেক দূরে এগিয়ে গেল। কিন্তু মীখার বাড়ির কাছাকাছি লোকেরা সব একজায়গায় জড়ো হল। তারপর তারা দানদের পিছু নিয়ে ওদের ধরে ফেলল। 23মীখার সঙ্গের লোকেরা দানদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দানেরা ঘুরে দাঁড়িয়ে মীখাকে বলল, "ব্যাপারটা কি? তোমরা চেঁচাচ্ছ কেন?"

24মীখা তাদের বলল, "তোমরা দানরা আমার মূর্ত্তিগুলো নিয়ে গেছ। আমি নিজের জন্য ঐগুলো তৈরি করেছি। তোমরা আমার যাজককেও নিয়ে গেছ। আমার আর কি-ই বা আছে? তোমরা কোন মুখে আমাকে বলছ, 'কি হয়েছে?'"

25দান পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা বলল, "তর্ক কোর না, চুপ করো। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ রগচটা। চেঁচালেই এরা তোমায় আক্রমণ করতে পারে। তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে হত্যা করতেও পারে।"

26এই কথা বলে তারা মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করল। মীখা জানত তাদের শক্তি অনেক বেশি। তাই সে বাড়ি চলে এল।

27মীখার তৈরি মূর্ত্তিগুলো দানরা নিয়ে নিলো। মীখার কাছ থেকে যাজককেও তারা নিয়ে গেল। তারপর তারা লয়িশে এল। তারা সেখানকার লোকেদের আক্রমণ করল। সেই লোকেরা ছিল শান্তিপ্রিয়। তারা কোন আক্রমণ আশা করতে পারেনি। দানরা তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করল এবং শহরটিতে আগুন লাগিয়ে দিল। 28লয়িশের লোকেরা এমন কাউকে পেল না যে তাদের রক্ষা করতে পারবে। তারা সীদোন শহর থেকে অনেক দূরে ছিল, সুতরাং সিদোনীয়রা তাদের রক্ষা করতে ছুটে আসতে পারেনি। অরাম শহরের লোকেদের সঙ্গেও তাদের কোন ভালো সম্পর্ক ছিল না, তাই সেখান থেকেও তারা কোন সাহায্য পেল না। লয়িশ শহরটা ছিল বৈৎ-রহোব শহরের কাছে একটা উপত্যকায়। দানের লোকেরা সেখানে একটা নতুন বসতি স্থাপন করে সেই জায়গাটাকেই তারা নিজেদের দেশ বলে গড়ে তুলল। 29তারা সেই শহরটার একটা নতুন নাম দিল। লয়িশের নাম হল দান। তাদের পূর্বপুরুষ, ইস্রায়েলের পুত্রদের একজন, দানের নামানুসারেই তারা এই নাম রাখল।

30দান পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা দান শহরে মূর্ত্তিগুলো প্রতিষ্ঠা করল। গের্শোমের পুত্র যোনাথনকে তারা যাজক করল। গের্শোম হচ্ছে মোশির পুত্র। যোনাথন ও তার পুত্রেরাই ছিল দানদের যাজক। যতদিন না ইস্রায়েলীয়দের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত তারা যাজক ছিল। 31মীখার তৈরী মূর্ত্তিগুলো দানরা পূজো করতো। যতদিন শীলোতে ঈশ্বরের গৃহ ছিল ততদিন সর্বক্ষণই তারা ঐসব মূর্ত্তি পূজো করত।

একজন লেবীয় পুরুষ ও তার দাসী

19 সেই সময়, ইস্রায়েলীয়দের কোন রাজা ছিল না।

পাহাড়ী দেশ ইফ্রয়িমের সীমান্তে একজন লেবীয় থাকত। সেই লোকটার একজন দাসী ছিল, তাকে একরকম তার স্ত্রীও বলা যায়। সে ছিল যিহূদার বৈৎলেহম শহরের। 2কিন্তু সে (দাসীটি) তার প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল। সে বৈৎলেহমে যিহূদায় তার পিতার বাড়ি চলে গেল। সে সেখানে চারমাস কাটালো। 3তারপর তার স্বামী তার কাছে গেলো। সে তার সঙ্গে বেশ ভালভাবেই কথাবার্তা বলবে ঠিক করেছিল, এই আশায় যদি স্ত্রী তার কাছে ফিরে আসে। একজন ভৃত্য ও দুটো গাধা নিয়ে সে মেয়েটির পিতার বাড়ি গেল। তাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটির পিতা বেরিয়ে এসে তাকে আদর করে ডাকল। পিতা তো বেশ খুশী হল। 4মেয়ের পিতা লেবীয়টিকে তার বাড়িতে নিয়ে এল। তাকে সেখানে থাকবার জন্য বলল। লেবীয় সেখানে তিনদিন থেকে গেল। শ্বশুরবাড়িতে সে খাওয়া-দাওয়া, পান ভোজন আর ঘুমিয়ে দিন কাটাল।

5চতুর্থ দিনে তারা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল। লেবীয় লোকটি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু শ্বশুরমশাই জামাতাকে বলল, "আগে কিছু খেয়েদেয়ে নাও, তারপর যেও।" 6তাই লেবীয় লোকটি ও শ্বশুরমশাই একসঙ্গে খেতে বসল। খাওয়া হয়ে যাবার পর শ্বশুর বলল, "আজকের রাতটা থেকে যাও। আরাম করো, আনন্দ কর। তারপর বিকেল হলে চলে যেও।" সুতরাং তারা দুজন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করল। 7লেবীয় তারপর যাবার উদ্যোগ করলে শ্বশুর তাকে আর একরাত্রি থাকতে অনুরোধ করল।

8পঞ্চম দিনে ভোরবেলা লেবীয় ঘুম থেকে উঠে রওনা হবার উদ্যোগ করল। কিন্তু শ্বশুর আবার জামাতাকে বলল, "আগে তো কিছু খাও। আজ বিকাল পর্যন্ত বিশ্রাম কর।" অতএব তারা দুজন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল।

9তারপর লেবীয় লোকটি তার দাসী আর ভৃত্যের যাবার উদ্যোগ করলে শ্বশুর বলল, "এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দিন তো একরকম শেষ হয়ে গেছে। তাই বলছি কি, আজকের রাতটা থেকেই যাও। ভালভাবে রাতটা কাটাও। কাল সকাল সকাল উঠে চলে যেও।"

10এবারে লেবীয় লোকটি আর রাত কাটাতে চাইল না। গাধা দুটো আর দাসীটিকে সঙ্গে নিয়ে সে দূরে যিবূষ শহরের দিকে চলে গেল। (যিবূষ জেরুশালেমের আর একটি নাম।) 11দিন প্রায় শেষ হয়ে গেল। তারা যিবূষ শহরের কাছাকাছি পৌঁছাল। তখন ভৃত্যটি তার

মনিব লেবীয় লোকটিকে বলল, "এই যিবূষ শহরে আজ
রাত কাটানো যাক।"
12কিন্তু তার মনিব লেবীয় লোকটি বলল, "না, আমরা
অপরিচিত শহরের ভেতরে যাব না। ওরা তো
ইস্রায়েলের লোক নয়। আমরা গিবিয়া শহরে চলে
যাব।' 13সে আরও বলল, "চলো গিবিয়া কি রামা—
এই দুটো শহরের যে কোন একটায় আমরা গিয়ে সেখানে
রাত কাটিয়ে দিতে পারি।"
14তাই লেবীয় লোকটি তার সঙ্গীকে নিয়ে এগিয়ে
চলল। গিবিয়ায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য অস্ত গেল।
গিবিয়া হল বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর দখলে। 15তারা
গিবিয়ায় থামল। সেই শহরেই তারা রাত কাটাবে ঠিক
করল। শহরের একটা খোলা জায়গায় তারা বসে পড়ল।
কিন্তু কেউই তাদের বাড়িতে ডেকে এনে রাত কাটাবার
জন্য বলল না।
16সেদিন সন্ধ্যায় ক্ষেত থেকে একজন বৃদ্ধ লোক
শহরে এল। তার বাড়ী ইফ্রয়িমের পাহাড়ী অঞ্চলে
হলেও গিবিয়াতেই সে বসবাস করে। (গিবিয়ার লোকেরা
সকলেই বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর।) 17বৃদ্ধ লোকটি
শহরের কেন্দ্রস্থলে ঐ পথিক লেবীয়কে দেখতে পেল।
সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা
কোথা থেকে আসছ?"
18লেবীয় লোকটি বলল, "আমরা যিহূদার বৈৎলেহম
শহর থেকে আসছি। আমরা ইফ্রয়িমের পাহাড়ী দেশের
সীমানায় বাড়ি যাচ্ছি। আমি যিহূদার বৈৎলেহমে এবং
প্রভুর গৃহে গিয়েছিলাম। এখন আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।
কিন্তু আজ রাত্রে কেউই আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ
করেনি। 19গাধাগুলোর জন্য খড় আর খাদ্য আমাদের
সঙ্গে আছে। ভৃত্য, যুবতী স্ত্রী আর আমার জন্য রুটি
আর দ্রাক্ষারসও রয়েছে। আমাদের কোন কিছুর অভাব
নেই।"
20বৃদ্ধ লোকটি বলল, "তোমরা আমার বাড়িতে
স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো। তোমাদের যা দরকার সব
দেবো। শুধু একটাই কথা, রাত্রে ঐ খোলা মাঠে যেন
তোমরা থেকো না।" 21এরপর বৃদ্ধলোকটা লেবীয় ও
তার সঙ্গীসাথীদের তার বাড়ি নিয়ে গেল। সে তাদের
গাধাগুলোকে খাওয়াল। তারা পা ধুয়ে পানাহার সেরে
নিল।
22এদিকে, সঙ্গীদের নিয়ে লেবীয় লোকটি যখন
আমোদ-ফূর্তি করছিল, তখন শহরের কিছু বদলোক
বাড়িটা ঘিরে ফেলল। তারা দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল।
তারা বাড়ির মালিক ঐ বৃদ্ধ লোকটার নাম ধরে চীৎকার
করতে লাগলো। তারা বলল, "তোমার বাড়ি থেকে ঐ
লোকটাকে বের করে দাও। আমরা ওর সঙ্গে যৌন
কার্য করবো।"
23বৃদ্ধলোকটি বেরিয়ে এসে বদলোকগুলোকে বলল,
"শোন বন্ধুরা, অমন মন্দ কাজ কোরো না। লোকটি
আমার অতিথি। এরকম জঘন্য পাপ কাজ কোর না।
24এদিকে দেখ, এ হচ্ছে আমার মেয়ে। একটি কুমারী।
একে আমি তোমাদের জন্য বের করে আনব। তোমরা
যেভাবে খুশি একে ব্যবহার করো, আমি তার
উপপত্নীকেও তোমাদের জন্য বের করে আনব। তার
সঙ্গে এবং আমার মেয়ের সঙ্গে যা খুশী করো আপত্তি
করব না। কিন্তু আমার অতিথির বিরুদ্ধে তোমরা এমন
জঘন্য পাপ কাজ কোর না।"
25কিন্তু বদ লোকগুলো সেসব কথায় কান দিল না।
শেষ পর্যন্ত লেবীয় লোকটি তার দাসী বা উপপত্নীকে
বাড়ি থেকে বের করে তাদের কাছে এনে দিল। তারা
তাকে আঘাত করল এবং সারারাত ধরে ধর্ষণ করল।
ভোর বেলায় তাকে ছেড়ে দিল। 26রাত পোয়ালে মেয়েটি
বাড়িতে ফিরে এল। যেখানে তার স্বামী ছিল। তার
দোরগোড়ায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। দিনের বেলা
পর্যন্ত সে সেখানে এইভাবে পড়ে রইল।
27পরদিন খুব সকালে লেবীয় লোকটি ঘুম থেকে
উঠল। বাড়ি যেতে হবে এবার। বেরবে বলে দরজা
খুলল, আর সেখানে চৌকাঠের উপর একটা হাত এসে
পড়ল। পড়ে রয়েছে তার দাসী। দরজার গোড়ায় সে
পড়ে আছে। 28লেবীয় লোকটি তাকে বলল, "ওঠো
আমাদের যেতে হবে।" কিন্তু কোনো সাড়া মিলল না।
সে মারা গিয়েছিল।
গাধার পিঠে তাকে শুইয়ে লেবীয় লোকটি বাড়ি
চলে গেল। 29বাড়ি ফিরে সে একটি ছুরি দিয়ে দাসীটির
দেহকে কেটে 12টি টুকরো করল। তারপর ইস্রায়েলীয়রা
যে সব জায়গায় বাস করত সে সব জায়গায় ঐ 12টি
টুকরো পাঠিয়ে দিল। 30যারা দেখল তারা প্রত্যেকেই
বলল, "এরকম কাণ্ড ইস্রায়েলে আগে কখনও ঘটেনি।
যেদিন আমরা মিশর থেকে চলে আসি সেদিন থেকে
আজ পর্যন্ত এরকম কাজ কখনও হয়নি এবং দেখাও
যায়নি। এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। ঠিক করতে
হবে আমাদের কি করা উচিৎ।"

ইস্রায়েলের সঙ্গে বিন্যামীনের যুদ্ধ

20সুতরাং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা একত্র হল।
তাদের উদ্দেশ্য হল মিস্পা শহরে প্রভুর সামনে
দাঁড়ানো। তারা দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের
সব জায়গা থেকেই এসেছিল। এমনকি ইস্রায়েলীয়রা
গিলিয়দ শহর থেকেও এসেছিল। 2ইস্রায়েল
পরিবারগোষ্ঠীর সমস্ত প্রধানেরা উপস্থিত ছিল। ঈশ্বরের
ভক্তদের প্রকাশ্য জনসভায় তারা উপস্থিত ছিল। সেখানে
4,00,000 সৈন্য তরবারি হাতে সামিল হয়েছিল।
3বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা জানতে পারল
ইস্রায়েলীয়রা মিস্পায় সব জড়ো হয়েছে। ইস্রায়েলীয়রা
বলল, "কি করে এমন জঘন্য ঘটনা ঘটল আমাদের
সব বল।"
4নিহত মেয়েটির স্বামী কি হয়েছিল সব বলল। সে
বলল, "আমার দাসীকে নিয়ে আমি বিন্যামীনদের গিবিয়া
শহরে এসেছিলাম। সেখানে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম।
5রাতের বেলা গিবিয়া শহরের প্রধানেরা আমি যে বাড়িতে
ছিলাম সেখানে এল। তারা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে
আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা আমার দাসীকে

ধর্ষণ করেছিল। তাতে সে মারা গেল। 6তারপর আমি আমার দাসীর দেহটাকে টুকরো টুকরো করলাম এবং ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেককে একটা করে টুকরো পাঠিয়ে দিলাম। যে সমস্ত প্রদেশ আমরা পেয়েছিলাম সেইসব জায়গাতেই আমার দাসীর 12টি দেহখণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাঠিয়েছিলাম এই জন্যই, যে দেখাতে চেয়েছিলাম বিন্যামীনদের লোকেরা ইস্রায়েলে এরকম কদর্য কাজ করেছে। 7"এখন তোমরা ইস্রায়েলীয়রা বলো আমাদের কি করা উচিৎ। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কি বলো।"

8তখন সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমরা কেউ বাড়ি যাব না। না, আমাদের মধ্যে একজনও বাড়ি ফিরে যাবে না। 9এখন আমরা গিবিয়া শহরের প্রতি কি করব তা বলছি। আমরা ঘুঁটি চেলে জেনে নেব ঈশ্বর ঐ লোকদের জন্য আমাদের দিয়ে কি করাতে চান। 10আমরা ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠী থেকে প্রতি 100 জনের মধ্যে 10 জন করে লোক বেছে নেব। এইভাবে প্রতি 1,000 জনে 100 জন আর 10,000 জনে 1,000 জন লোক বেছে নেব। এই বাছাই করা লোকেরা সৈন্যদের যা-যা দরকার সব পাবে। তারপরে তারা বিন্যামীন এলাকার গিবিয়া শহরে পৌঁছাবে। সেখানে তারা যারা ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে জঘন্য কাজ করেছিল ওরা তাদের শাস্তি দেবে।"

11ইস্রায়েলের সমস্ত লোক গিবিয়া শহরে জড়ো হল। কি কি করবে সে বিষয়ে তারা সকলেই আগে একমত হয়ে ঠিক করে নিয়েছিল। 12ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর সমস্ত লোকেরা বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর কাছে দূতের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিল। খবরটা হচ্ছে: "তোমাদের মধ্যে কিছু লোকেরা যে কদর্য কাজ করেছে সে বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? 13তোমরা ঐ গিবিয়ার মন্দ লোকেদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমরা তাদের ধ্বংস করব। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে যত মন্দ আছে সব আমরা দূর করব।"

কিন্তু বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা দূতদের কথায় কান দিল না। বার্তাবাহকেরা ছিল সম্পর্কে তাদেরই আত্মীয়। তারাও ছিল ইস্রায়েলীয়। 14বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের শহরগুলি ছেড়ে গিবিয়ায় চলে গেল। তারা ইস্রায়েলের অন্য পরিবারগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে গিবিয়ায় গেল। 15বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা মোট 26,000 জন সৈন্য পেল। যুদ্ধের জন্য বেশ দক্ষ সৈন্য তারা। তাছাড়া গিবিয়া থেকে পেল আরো 700 জন দক্ষ সৈন্য। 16এছাড়াও তারা আরো 700 জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য পেয়েছিল। তারা ছিল সব বাঁহাতি সৈন্য। তারা এমনকি একটা চুল লক্ষ্য করে ঠিকভাবে পাথর ছুঁড়তে পারত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না।

17ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠী বিন্যামীনদের বাদ দিয়ে সংগ্রহ করল মোট 4,00,000 যোদ্ধা। তাদের সকলের হাতে তরবারি। সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত। 18ইস্রায়েলীয়রা বৈথেল শহরে গিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল, "কোন পরিবারগোষ্ঠী সবচেয়ে আগে বিন্যামীনদের আক্রমণ করবে?

প্রভু বললেন, "যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী প্রথমে যাবে।"

19পরদিন সকালে ইস্রায়েলবাসীরা ঘুম থেকে উঠল। গিবিয়ার কাছে তারা তাঁবু গাড়ল। 20তারপর ইস্রায়েলের সৈন্যবাহিনী বিন্যামীন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়লো। গিবিয়াতে ইস্রায়েল সেনাবাহিনী বিন্যামীন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। 21গিবিয়া থেকে বিন্যামীনবাহিনী বের হয়ে এলো। সেদিন তারা ইস্রায়েলবাহিনীর 22,000 সৈন্যকে হত্যা করল।

22-23ইস্রায়েলবাসীরা প্রভুর কাছে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা ক্রন্দন করল। প্রভুকে তারা জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কি আবার বিন্যামীনদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? ওরা তো আমাদের আত্মীয়স্বজন।"

প্রভু উত্তর দিলেন, "যাও, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" ইস্রায়েলের লোকেরা এ-ওকে উৎসাহ দিতে লাগল। তারপর প্রথম দিনের মতো এবারও তারা যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল।

24এবার ইস্রায়েল বাহিনী বিন্যামীন বাহিনীর কাছাকাছি এসে পড়ল। এটা ছিল যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন। 25বিন্যামীন বাহিনী গিবিয়া থেকে বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় দিনে ইস্রায়েল বাহিনীকে আক্রমণ করল। এবারে বিন্যামীন সৈন্যরা আরও 18,000 ইস্রায়েল সৈন্যকে হত্যা করল। এইসব ইস্রায়েলীয় সৈন্য ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

26তখন সমস্ত ইস্রায়েলবাসীরা বৈথেল শহরে গেল। সেখানে তারা সবাই বসে পড়ে প্রভুর সামনে কাঁদতে লাগল। সারাদিন তারা কিছু খেল না। এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে গেল। তারা প্রভুকে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। 27ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে একটা প্রশ্ন করল। সেকালে ঈশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুক ছিল বৈথেলে। 28পীনহস নামে একজন যাজক সেখানে ঈশ্বরের সেবা করত। পীনহস ইলিয়াসরের পুত্র। ইলিয়াসর হারোণের পুত্র। ইস্রায়েলবাসীরা জিজ্ঞাসা করল, "বিন্যামীনের লোকেরা আমাদের আত্মীয়। আমরা কি আবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? নাকি যুদ্ধ থামিয়ে দেব?"

প্রভু বললেন, "যাও। আগামীকাল তাদের পরাজিত করতে আমি তোমাদের সাহায্য করব।"

29তারপর ইস্রায়েলবাহিনী গিবিয়ার সবদিকে কিছু লোককে লুকিয়ে রাখলো। 30ইস্রায়েল সৈন্যদল তৃতীয় দিন গিবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেল। আগের মতো এবারেও তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। 31বিন্যামীন সৈন্যবাহিনী গিবিয়া থেকে বেরিয়ে এল ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ইস্রায়েলবাহিনী তাদের বাধা না দিয়ে সুযোগ দিতে থাকল যেন তারা ওদের পিছু পিছু তাড়া করে। এইভাবে তারা কৌশল করে বিন্যামীনদের শহর থেকে অনেকখানি দূরে বের করে আনল।

বিন্যামীন সৈন্যরা আগের মত এবারও কিছু ইস্রায়েল সৈন্য হত্যা করতে শুরু করল। তারা প্রায় 30 জন

ইস্রায়েলীয়কে হত্যা করল। কয়েকজনকে হত্যা করল
মাঠে আর কয়েকজনকে হত্যা করল রাস্তায়। একটা
রাস্তা গেছে বৈথেলের দিকে। আর একটা গিবিয়ার
দিকে। 32বিন্যামীন সৈন্যরা বলে উঠল, “আগের মত
এবারও আমরা জিতছি!”

ইস্রায়েলের লোকেরা পালাচ্ছিল, কিন্তু এটা তাদের
একটা চালাকি। তারা আসলে ওদের শহর থেকে বের
করে রাস্তায় আনতে চাইছিল। 33সেইমত সকলেই
দৌড়াচ্ছিল। তারা বাল্‌তামর নামে একটা জায়গায়
থামল। ইস্রায়েলের কয়েকজন লোক গিবিয়ার পশ্চিম
দিকে লুকিয়ে ছিল। এবার তারা বেরিয়ে এসে গিবিয়া
আক্রমণ করল। 34সুশিক্ষিত 10,000 ইস্রায়েলীয় সৈন্য
গিবিয়া আক্রমণ করল। জোর লড়াই হল কিন্তু বিন্যামীন
সৈন্যরা বুঝতে পারল না তাদের কি হতে চলেছে।

35প্রভু ইস্রায়েল সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করে
বিন্যামীন সৈন্যদের পরাজিত করলেন। সেদিন
ইস্রায়েলের সৈন্যরা 25,100 জন বিন্যামীন সৈন্য হত্যা
করেছিল। এই সৈন্যরা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত ছিল।
36এইবার বিন্যামীনরা বুঝতে পারল যে তারা হেরে
গেছে।

ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা এবার পিছু হটলো। পিছু হটার
কারণ হচ্ছে তারা এবার হঠাৎ আক্রমণ করার কৌশল
নিয়েছে। গিবিয়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় তারা
লুকিয়ে রইল। 37তারপর, যারা লুকিয়ে ছিল তারা গিবিয়া
শহরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেখানে তারা সবদিকে ছড়িয়ে
গেল আর শহরে প্রত্যেককে তাদের তরবারি দিয়ে
হত্যা করল। 38আত্মগোপনকারীদের সঙ্গে ইস্রায়েলীয়রা
একটা মতলব এঁটেছিল। লুকিয়ে থাকা লোকেরা একটা
বিশেষ ধরণের সংকেত পাঠাবে। তারা তৈরি করবে
ধোঁয়ার মেঘ।

39-41বিন্যামীন সৈন্যরা কমবেশী 30 জন ইস্রায়েল
সৈন্য হত্যা করেছিল। এতেই তারা বলতে লাগল,
“আমরা আগের বারের মতো এবারও জিতছি।” কিন্তু
তখনই শহর থেকে ধোঁয়ার মেঘ উঠতে লাগলো।
বিন্যামীনের লোকেরা সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো
সমস্ত শহরে আগুন লেগেছে। এবার ইস্রায়েলীয়রা আর
পেছন ফিরল না, তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।
বিন্যামীনের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। এবার তারা
বুঝতে পারলো, কি তাদের অবস্থা।

42বিন্যামীনের সৈন্যবাহিনী এবার পালাতে লাগলো।
মরুভূমির দিকে তারা ছুটলো, কিন্তু তারা যুদ্ধ এড়াতে
পারল না। ইস্রায়েলীয়রা শহর থেকে বেরিয়ে এসে
তাদের হত্যা করল। 43ইস্রায়েলীয়রা বিন্যামীনের
লোকেদের ঘেরাও করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল।
তারা তাদের বিশ্রাম নিতে দিল না। গিবিয়ার পূর্ব দিকে
ইস্রায়েলীয়রা তাদের হারিয়ে দিল। 44সুতরাং 18,000
সাহসী ও শক্তিশালী বিন্যামীন সৈন্য নিহত হল।

45অবশিষ্ট সৈন্যরা মরুভূমির দিকে ছুটতে লাগলো
এবং তারা পৌঁছোল রিম্মোণ শিলা নামক জায়গায়।
কিন্তু তাদের মধ্যে 5,000 জন বিন্যামীন সৈন্য
ইস্রায়েলীয়দের হাতে রাস্তাতেই মারা গেল। তারা ওদের
গিদোম পর্যন্ত তাড়া করেছিল। সেখানে ইস্রায়েল
সৈন্যবাহিনী আরও 2,000 বিন্যামীনের লোকদের হত্যা
করল।

46সেদিন 25,000 বিন্যামীন সৈন্য নিহত হল। তারা
সকলেই তরবারি নিয়ে বীরের মতো লড়াই করেছিল।
47অপরদিকে, 600 জন বিন্যামীনের লোক মরভূমির
দিকে গেল। রিম্মোণ শিলাতে গিয়ে তারা সেখানে চার
মাস থেকে গেল। 48ইস্রায়েলীয়রা বিন্যামীনদের দেশে
ফিরে এল। প্রত্যেক শহরে গিয়ে তারা লোকেদের হত্যা
করল। জন্তু জানোয়ারদেরও তারা রেহাই দিল না।
সামনে যা খুঁজে পেল সব তারা ভেঙ্গেচুরে দিল। যত
শহর পেল তার সমস্তই তারা জ্বালিয়ে দিল।

বিন্যামীনদের পত্নী সংগ্রহের প্রস্তুতি

21 মিস্পায় ইস্রায়েলীয়রা প্রতিজ্ঞা করল: “বিন্যামীন
পরিবারগোষ্ঠীর ঘরে আমরা কেউ আমাদের
মেয়েদের বিবাহ দেব না।”

2ইস্রায়েলীয়রা বৈথেল শহরে গেল। সেখানে সন্ধ্যা
পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের কাছে বসে রইল। আকুল হয়ে
কেঁদে কেঁদে তাঁরা বলল, “হে প্রভু ইস্রায়েলবাসীদের
তুমিই ঈশ্বর। 3তাহলে এমন বিপদ হল কেন? কেন
ইস্রায়েলীয়দের একটা পরিবারগোষ্ঠীকে পাওয়া যাচ্ছে
না?”

4পরদিন ভোরে ইস্রায়েলীয়রা একটা বেদী তৈরি
করল। সেই বেদীতে তারা ঈশ্বরের কাছে হোমবলি ও
মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। 5তারপর ইস্রায়েলীয়
লোকেরা বলল, “ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে এমন কোন
পরিবার কি আছে যারা প্রভুর সামনে আমাদের এই
প্রার্থনায় আসেনি?” এরকম জিজ্ঞাসার কারণ হচ্ছে তারা
বেশ সাংঘাতিক ধরণের একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাদের
প্রতিজ্ঞা ছিল অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি কেউ
মিস্পা শহরে যোগ না দেয় তবে তাকে হত্যা করা
হবে।

6ইস্রায়েলীয়রা তাদের আত্মীয় বিন্যামীনদের জন্য
দুঃখ বোধ করল। তারা বলল, “আজ ইস্রায়েল থেকে
একটি পরিবারগোষ্ঠী পৃথক করা হয়েছে। 7আমরা প্রভুর
কাছে একটি শপথ করেছি, কোন বিন্যামীন পুরুষের
সঙ্গে আমরা আমাদের মেয়েদের বিবাহ দেব না। কি
করে আমরা নিশ্চিত জানব যে বিন্যামীনদের বিয়ে
হচ্ছে?”

8ইস্রায়েলীয়রা জানতে চাইল, “ইস্রায়েলীয়দের
কোন পরিবারগোষ্ঠী এখানে এই মিস্পায় আসেনি?
আমরা এখানে প্রভুর সামনে সমবেত হয়েছি। নিশ্চয়ই
একটা পরিবার এখানে আসেনি।” তারা দেখল, যাবেশ-
গিলিয়দ থেকে কেউই সেখানে আসেনি। 9ইস্রায়েলীয়রা
গুনে দেখলো কে-কে এসেছে আর কে-কে আসেনি।
দেখল যাবেশ-গিলিয়দ থেকে কেউই সেখানে আসেনি।
10তারা যাবেশ-গিলিয়দে 12,000 সৈন্য পাঠাল। সৈন্যদের
তারা বলে দিল, “যাবেশ-গিলিয়দে গিয়ে সেখানকার

প্রতিটি লোককে তরবারি দিয়ে হত্যা করবে। মেয়েদের
আর বাচ্চাদের তোমরা ছেড়ে দেবে না। 11এ কাজ
তোমাদের করতেই হবে। যাবেশ-গিলিয়দের প্রত্যেককে
তোমরা হত্যা করবে, তাছাড়া যে সব মেয়েদের কারো-
না-কারো সাথে যৌনসম্পর্ক আছে তাদেরও হত্যা করবে।
তবে যে সব মেয়ের কোন পুরুষের সঙ্গে এমন সম্পর্ক
হয়নি তাদের হত্যা করবে না।" সৈন্যরা তাই করল।
12ঐ 12,000 সৈন্য যাবেশ-গিলিয়দে 400 জন এমন
মেয়ের দেখা পেল যারা কোন পুরুষের সঙ্গে এরকম
সম্পর্ক স্থাপন করেনি। সৈন্যরা তাদের শীলোর শিবিরে
নিয়ে এলো। শীলো কনানদের দেশে অবস্থিত।

13তারপর ইস্রায়েলীয়রা বিন্যামীন লোকেদের কাছে
খবর পাঠাল। তারা বিন্যামীনের লোকেদের সঙ্গে শান্তি
চুক্তি করতে চাইল। বিন্যামীনের লোকেরা ছিল রিম্মোণ
শিলায়। 14বিন্যামীনরা তাই শুনে ইস্রায়েলে ফিরে এল।
ইস্রায়েলীয়রা তাদের কাছে যাবেশ-গিলিয়দের সেইসব
মেয়ে দিয়ে দিল যাদের তারা মারেনি। কিন্তু বিন্যামীনদের
সংখ্যার তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশ কম ছিল।

15ইস্রায়েলীয়রা বিন্যামীনদের জন্য দুঃখ করল।
তাদের দুঃখের কারণ ঈশ্বর বিন্যামীনদের অন্যান্য
ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে দিয়েছেন।
16ইস্রায়েলীয়দের প্রবীণরা বলল, "বিন্যামীন
পরিবারগোষ্ঠীর মেয়েদের সব হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং
যে সব বিন্যামীন সন্তান বেঁচে আছে তাদের জন্য কিভাবে
পত্নীর ব্যবস্থা করা যায়? 17যেসব বিন্যামীন সন্তান এখনও
বেঁচে রয়েছে তাদের বংশ রক্ষা করার জন্য সন্তানসন্ততির
অবশ্য প্রয়োজন। এটা করতেই হবে, নইলে
ইস্রায়েলীয়দের একটা পরিবারগোষ্ঠী তো একেবারে
লোপ পেয়ে যাবে। 18কিন্তু আমাদের মেয়েদের সঙ্গে
তো বিন্যামীন সন্তানদের বিয়ে হতে পারে না। আমরা
এই নিয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি। আমরা প্রতিশ্রুতি নিয়েছি
যে, 'বিন্যামীনদের ঘরে যে মেয়ে দেবে সে শাপগ্রস্ত
হবে।' 19তাই আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি। শীলো
শহরে প্রভুর জন্য এই সময় একটা উৎসব হয়।
প্রতিবছরই সেখানে উৎসব পালিত হয়।" (শীলো হচ্ছে
বৈথেলের উত্তরে, আর বৈথেল থেকে শিখিমের দিকে
যে রাস্তা চলে গেছে তার পূর্বদিকে। তাছাড়া লবোনা
শহরের দক্ষিণেও শীলো শহরটা পড়বে।)

20প্রবীণরা তাদের পরিকল্পনাটি বিন্যামীন সন্তানদের
বলল। তারা বলল, "যাও দ্রাক্ষাক্ষেতে গিয়ে লুকিয়ে
পড়। 21উৎসবের সময় শীলোর যুবতীরা কখন নাচতে
আসবে সেদিকে খেয়াল করবে। তারপর যখনই তারা
আসবে তখন দ্রাক্ষা ক্ষেতের লুকোনো জায়গা থেকে
তোমরা বেরিয়ে আসবে। প্রত্যেকেই একটি করে যুবতী
ধরে নেবে। তারপর ওদের নিয়ে বিন্যামীনদের দেশে
গিয়ে বিয়ে করবে। 22এবং যদি মেয়েদের পিতা কিংবা
ভাইয়েরা আমাদের কাছে নালিশ জানায়, তখন আমরা
বলব, 'বিন্যামীনদের ওপর তোমরা সদয় হও। তারা ঐ
মেয়েদের বিয়ে করুক। তারা তোমাদের মেয়েদের
নিয়েছে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি। তারা মেয়েদের
গ্রহণ করেছে। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে তোমরা যে
প্রতিশ্রুতি করেছিলে তা ভঙ্গ করো নি। তোমরা
প্রতিশ্রুতি করেছিলে যে ঐ মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের
বিয়ে দেবে না। বিন্যামীনদের তোমরা মেয়ে দাওনি।
বরং তারাই তোমাদের কাছ থেকে মেয়েদের নিয়ে গেছে।
সুতরাং তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর নি।'"

23এইভাবেই বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীরা কাজ করল।
যুবতীরা যখন নাচছিল, প্রত্যেক পুরুষ তাদের একজন
করে নিয়ে নিল। তাদের তুলে নিয়ে তারা বিয়ে করল।
নিজেদের দেশে তারা ফিরে গেল। বিন্যামীনরা আবার
সেই দেশে শহরগুলি গড়ল এবং সেই শহরগুলিতে
বসবাস করতে লাগল। 24তারপর ইস্রায়েলীয়রা ঘরে
ফিরে গেল। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের দেশে ও
পরিবারগোষ্ঠীর কাছে ফিরে গেল।

25সেইসময় ইস্রায়েলীয়দের কোন রাজা ছিল না।
তাই যে যা ঠিক মনে করত তাই করত।

রূতের বিবরণ

যিহুদায় দুর্ভিক্ষ

1 বহুকাল আগে বিচারকদের* রাজত্বকালে একবার বেশ খারাপ সময় এসেছিল। সেই সময় দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। ইলীমেলক নামে একজন লোক যিহুদার বৈৎলেহম থেকে চলে গিয়েছিল। সে স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে পাহাড়ি দেশ মোয়াবে চলে গিয়েছিল। 2তার স্ত্রীর নাম ছিল নয়মী আর দুই পুত্রের নাম মহলোন ও কিলিয়োন। এরা সব বৈৎলেহমের ইফ্রাথীয় পরিবারের। এরা পাহাড়ি দেশ মোয়াবে বসবাস করতে লাগল।

3তারপর একদিন নয়মীর স্বামী ইলীমেলক মারা গেল। নয়মী আর তার দুই পুত্র থেকে গেল। 4উভয় পুত্রেরই মোয়াব দেশের কন্যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। একজনের স্ত্রীর নাম অর্পা, আরেকজনের নাম রূৎ। তারা দশ বছর মোয়াবে বাস করেছিল। 5মহলোন এবং কিলিয়োন মারা গেল। স্বামী আর পুত্রদের হারিয়ে নয়মী একাই পড়ে রইল।

নয়মী দেশে ফিরে গেল

6পাহাড়ি দেশ মোয়াবে থাকার সময় নয়মী শুনল প্রভু তাঁর লোকেদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি যিহুদার লোকেদের খাদ্য দিয়েছিলেন শুনে নয়মী ঠিক করলো, মোয়াব ছেড়ে সে দেশে ফিরে যাবে। তার পুত্রবধূরাও তার সঙ্গে যেতে চাইল। 7তারা সে দেশ ছেড়ে পায়ে হেঁটে যিহুদায় ফিরে আসার জন্য রওনা হল।

8নয়মী তার পুত্রবধূদের বলল, "তোমরা দুজনেই দেশে মায়ের কাছে চলে যাও। আমার সঙ্গে আর আমার পুত্রদের সঙ্গে তোমরা খুবই ভাল ব্যবহার করে এসেছো। তাই আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তিনিও যেন তোমাদের প্রতি সদয় হন। 9আমি আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের স্বামী আর সুন্দর একটি সুখের ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।" এই বলে নয়মী তাদের চুম্বন করলো। তারা কাঁদতে লাগল।

10পুত্রবধূরা বলল, "কিন্তু আমরা আপনার সঙ্গে আপনার পরিবারেই যেতে চাই।"

11নয়মী বলল, "না, মেয়েরা, তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই ফিরে যাও। আমার সঙ্গে গিয়ে কি হবে?" আমি তো তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। আমার কোনো পুত্র নেই যে তোমাদের বিয়ে করবে। 12যাও, ঘরে ফিরে যাও। আমি আর এই বৃদ্ধ বয়সে বর জোটাতে পারবো না। এমনকি নতুন করে বিয়ে করার কথা ভাবলেও আমি তোমাদের উপকার করতে পারব না। ধরো, রাত্রেই আমি গর্ভবতী হলাম, ধরো আমার দু-দুটো পুত্রও হয়ে গেল, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হবে না। 13যতদিন না তারা বিয়ের যোগ্য হচ্ছে ততদিন তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে বলতে পারি না। সত্যিই এসব ভাবলে মনে কষ্ট হয়। এমনিতেই আমি যথেষ্ট দুঃখিত। কারণ প্রভু আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছেন।"

14এই কথা শুনে তারা আবার কান্নাকাটি শুরু করল। তারপর একসময় অর্পা নয়মীকে চুম্বন করে বিদায় নিল। কিন্তু রূৎ তাকে জড়িয়ে ধরেই থেকে গেল।

15নয়মী বলল, "তোমার বড়জা নিজের লোকের কাছে এবং তার নিজের দেবতাদের কাছে চলে গেল।" তোমারও তাই করা উচিৎ।"

16রূৎ বলল, "আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না মা! আমাকে দেশে ফিরে যেতে তুমি জোর কর না। আমি তোমার কাছেই থাকবো। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। তুমি যেখানে শোবে, আমি সেখানেই শোব। যারা তোমার নিজের লোক, তারা আমারও নিজের লোক। তোমার ঈশ্বর হবেন আমারও ঈশ্বর। 17তোমার মৃত্যু যেখানে, আমারও মৃত্যু সেখানে। সেখানেই হবে আমার কবর। এই আমার প্রতিশ্রুতি। যদি আমি আমার প্রতিশ্রুতি না রাখি, প্রভু আমায় শাস্তি দেবেন। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না।"

ঘরে ফেরা

18নয়মী বুঝলো রূৎ ভীষণভাবে তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক। সে আর রূতকে কিছু বলল না। 19নয়মী আর রূৎ বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে তারা এসে পড়ল বৈৎলেহমে। বৈৎলেহমে পা দিতেই সেখানকার লোকেরা তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারা বলল, "এই কি নয়মী?"

20নয়মী তাদের বলল, "তোমরা আমাকে নয়মী বলে ডেকো না। আমাকে তোমরা মারা বলেই ডাকো। এই নামেই তোমরা আমাকে ডাকবে, কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার জীবন দুঃখে ভরে দিয়েছেন। 21যখন চলে গিয়েছিলাম তখন যা চেয়েছি সবই পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ প্রভু আমার জন্যে নিজের দেশ ছাড়া আর কিছুই দেন নি। প্রভু আমায় শুধু দুঃখই দিয়েছেন। তাই কেন

বিচারকদের ইস্রায়েলের লোকেদের সাহায্য এবং রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত বিশেষ নেতারা। এটি ইস্রায়েলে রাজা হওয়ার পূর্বে হয়েছিল।

তোমরা আমাকে 'সুখী' বলে ডাকবে? সর্বশক্তিমান
ঈশ্বর আমায় অশেষ কষ্ট দিয়েছেন।"
22এইভাবে নয়মী ও তার মোয়াবীয়া পুত্রবধূ রূৎ
পাহাড়ি দেশ মোয়াব থেকে ফিরে এল। এই দুজন নারী
যখন বৈৎলেহমে এল তখন সেখানে বার্লি শস্য তোলার
পালা শুরু হয়েছে।

রূৎ ও বোয়সের পরিচয়

2 বৈৎলেহমে একজন ধনী বাস করত। তার নাম
বোয়স। ইলীমেলক পরিবারের অন্তর্গত নয়মীর ঘনিষ্ঠ
আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বোয়স ছিল একজন।
2একদিন রূৎ নয়মীকে বলল, "আমি ভাবছি, মাঠে
মাঠে একটু ঘুরে বেড়াই। এমনি করেই হয়তো
একদিন এমন কাউকে পাব যে আমায় দয়া করবে, যে
আমায় মাঠের পড়ে থাকা শস্যের দানা তুলে নিতে
বলবে।"
3নয়মী বলল, "আচ্ছা বাছা, যাও।"
রূৎ মাঠের দিকে চলে গেল। যারা সেখানে শস্য
কাটছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। ক্ষেতের পড়ে থাকা
শস্যগুলো সে সংগ্রহ করল।* ঘটনাক্রমে এরকম একটা
মাঠের মালিক ছিল বোয়স। বোয়স ছিল ইলীমেলক
পরিবারের একজন।
4একদিন বৈৎলেহম থেকে বোয়স তার জমিতে
চলে এলো। চাষীদের সে আদর ভালবাসা জানিয়ে
বলল, "প্রভু তোমাদের সহায় হোন!"
চাষীরাও বলল, "প্রভু আপনার মঙ্গল করুন!"
5বোয়সের একজন ভৃত্য চাষীদের কাজের তদারকি
করছিল। রূতকে দেখতে পেয়ে বোয়স ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা
করল, "এ কাদের মেয়ে?"
6ভৃত্যটি বলল, "মেয়েটি একজন মোয়াবী। সে
নয়মীর সঙ্গে মোয়াব থেকে এসেছে।" 7আজ খুব
ভোরবেলা সে আমার কাছে আসে অনুমতি চাইতে
যাতে চাষীদের পিছু পিছু ঘুরে মাঠ থেকে সে শস্য
কুড়িয়ে নিতে পারে। সেই সকাল থেকে সে এই মাঠে
রয়েছে। ঐ তো ওখানে তার বাড়ী।"
8বোয়স তখন রূতকে বলল, "শোনো মেয়ে, তুমি
এই ক্ষেতেই থেকে যাও এবং তোমার জন্য শস্য কুড়িয়ে
নিও। অন্য কোথাও আর তোমাকে যেতে হবে না।
আমার ক্ষেতের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঘুরবে। 9কোন্
কোন্ জমিতে তারা যাচ্ছে দেখবে, তাদের সঙ্গে থাকবে।
যুবকদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তারা যেন তোমায়
বিরক্ত না করে। পিপাসা পেলে আমার লোকেরা যে
মগ ব্যবহার করে তুমিও তা ব্যবহার করতে পারো।
বুঝলে?"
10রূৎ মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানাল। সে বোয়সকে
বলল, "আমার মতো একজন সামান্য মেয়েকেও আপনি
লক্ষ্য করেছেন, এতে আমি খুবই অবাক হয়ে গেছি!
যদিও আমি একজন অপরিচিত কিন্তু তবুও আপনি
আমার প্রতি কত সদয়।"
11বোয়স উত্তর দিল, "তোমার শাশুড়ি নয়মীকে তুমি
কি রকম সেবা করেছ আমি সবই জানি। আমি জানি
তোমার স্বামী মারা গেলেও তুমি তাকে কত সাহায্য
করেছ। আর আমি এও জানি মাতাপিতা, নিজের দেশ
সবকিছু ছেড়ে তুমি এখানে চলে এসেছ। এদেশের
কাউকেই তুমি চেন না, তা সত্ত্বেও নয়মীর সঙ্গে তুমি
এদেশে এসেছ। 12তোমার সৎ কাজের জন্য প্রভু তোমায়
পুরস্কার দেবেন। তুমি যা কিছু করেছ তার জন্য প্রভু,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পুরস্কৃত
করবেন। তুমি সুরক্ষার জন্য তাঁর কাছে এসেছো, সুতরাং
তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।"
13রূৎ বলল, "আপনি আমাকে খুবই দয়া করেছেন।
আমি তো একজন দাসী মাত্র, তাও আপনার দাসীদের
মধ্যে কারও সমান নই। তবুও আপনি কত দরদের
কথা বলেছেন, আমায় সান্ত্বনা দিয়েছেন।"
14দুপুরের খাওয়ার সময় বোয়স রূতকে বলল,
"এদিকে এসো! আমাদের রুটি থেকে তুমিও কয়েকটা
খাও। সিরকায় তোমার রুটি ডুবিয়ে নাও।"
রূৎ চাষীদের পাশে বসে গেল। বোয়স তাকে সেঁকা
শস্য দিল। রূৎ পেট ভরে খেল। কিছু খাবার পড়ে
রইলো।
15খাবার পর রূৎ আবার কাজে মেতে উঠলো।
বোয়স ভৃত্যদের বলল, "শস্যের গাদার পাশ থেকেও
রূতকে দানা কুড়িয়ে নিতে দিও। ওকে বাধা দিও না।
16কিছু দানা ভরা শীষ তার জন্যে ফেলে দিয়ে তার
কাজটা বরং আরও সহজ করে দিও। হ্যাঁ তাকে শস্য
কুড়োতে দিও, বাধা দিও না।"

নয়মী বোয়সের সম্বন্ধে শুনল

17সন্ধ্যে পর্যন্ত রূৎ মাঠে কাজকর্ম করত। কাজের
পর ভুষি থেকে শস্যদানা বেছে আলাদা করে রাখত।
সে প্রায় 1/2 বুশেল বার্লি পেত। 18সে ঐ শস্যগুলি
নিয়ে শহরে তার শাশুড়ীর কাছে যেত। তাছাড়া তাকে
পাতের বাড়তি খাবারটাবারও খেতে দিত।
19শাশুড়ী তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এইসব শস্য
কোত্থেকে পেলে? তুমি কোথায় কাজ করো? তোমার
প্রতি যে সদয় হয়েছিল তার কল্যাণ হোক।"
তখন রূৎ কার কাছে কাজ করছে বলল। সে বলল,
"যার কাছে কাজ করছি তার নাম বোয়স।"
নয়মী পুত্রবধূকে বলল, "প্রভু তার মঙ্গল করুন।
কি জীবিত, কি মৃত সকলের প্রতিই তাঁর দয়ার শেষ
নেই।" 20তারপর সে রূতকে বলল, "বোয়স আমাদের
আত্মীয়দের একজন। বোয়স আমাদের রক্ষাকর্তা।"*

ক্ষেতের ... করল একটি নিয়ম ছিল যে কৃষক শস্য সংগ্রহের সময় অবশ্যই কিছু শস্য তার মাঠে ফেলে রাখবে। এই শস্য ফেলে রাখা হত যাতে গরীব লোকেরা কিছু খেতে পায়।

রক্ষাকর্তা অথবা "হিতকারী।" যে ব্যক্তি মৃত আত্মীয়ের পরিবারের যত্ন নেয় এবং তাদের রক্ষা করে। প্রায়শঃই এই ব্যক্তি দরিদ্র আত্মীয়স্বজনকে ক্রীতদাসত্ব থেকে কিনে ফেরত নেয় এবং তাদের আবার স্বাধীন করে দেয়।

21রূৎ বলল, “বোয়স আমাকে ফিরে আসতে বলেছে। বলেছে কাজ করে যেতে। বোয়স বলেছে ফসল কাটার কাজ শেষ হওয়া অবধি আমি যেন তার ভৃত্যদের সঙ্গে ভালভাবে কাজকর্ম করি।”

22নয়মী উত্তর দিল, “বোয়সের ভৃত্য দাসীদের সঙ্গে কাজ করাটা তোমার পক্ষে ভাল। অন্য কোনো ক্ষেতে কাজ করলে হয়তো কোনো ছেলে তোমার গায়ে হাত দিত।” **23**অতএব রূৎ বোয়সের দাসীদের বার্লি এবং গম কাটার সময় পর্যন্ত থেকে গেল। শাশুড়ীর সঙ্গে রূৎ থেকে গেল।

শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্র

3 একদিন নয়মী রূতকে বলল, “ওগো মেয়ে, হয়তো তোমার জন্য আমার একটি বর এবং একটি সুন্দর বাড়ী খোঁজা উচিৎ। তোমার ভালই হবে।” **2**হয়তো বোয়সই উপযুক্ত পাত্র। সে আমাদের খুব কাছের লোক। তুমি তার দাসীদের সঙ্গে কাজ করো। আজ রাত্রে বোয়স শস্য মাড়াই করার জায়গায় যব মাড়াই করবে। **3**যাও গা ধুয়ে সাজগোজ করো। বেশ ভাল জামাকাপড় পরো। তারপর তুমি যেখানে শস্য ঝাড়াই হয় সেখানে অবশ্যই যাবে। কিন্তু বোয়সের রাতের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তোমায় দেখতে না পায়। **4**খাওয়ার পর সে বিশ্রাম করবে। দেখবে কোথায় সে শোয়। তারপর সেখানে গিয়ে তার পা থেকে ঢাকাটা তুলে সেখানে শুয়ে পড়বে। সে তোমাকে বলে দেবে বিয়ের ব্যাপারে তুমি কি করবে।”

5রূৎ বলল, “তাই করব।”

6শস্য মাড়াইয়ের জায়গায় রূৎ চলে গেল। শাশুড়ী যা বলেছে সেইমতো সবই করল। **7**খাওয়া-দাওয়ার পর বোয়স বেশ খুশি হয়ে শস্যের গাদার পাশে শুতে গেল। তারপর রূৎ চুপিচুপি তার কাছে গিয়ে পায়ের চাদরটা তুলে সেখানে শুয়ে পড়লো।

8পরে, মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে বোয়স পাশ ফিরতে গেল আর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এবং তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা একজন নারীকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। **9**বোয়স জিজ্ঞাসা করল, “কে তুমি?”

নারী বলল, “আমি রূৎ, আপনার দাসী। আপনার চাদর আমার গায়ে বিছিয়ে দিন। আপনি আমার রক্ষাকর্তা।” **10**বোয়স বলল, “প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। আমার ওপর তুমি যথেষ্ট দয়া করেছ। আগে নয়মীকে তুমি যা দয়া করতে আমাকে তার চেয়ে বেশি দয়া করছ। তুমি একজন গরীব কিংবা ধনী যুবককে বিয়ে করতে পারতে। কিন্তু তুমি তা কর নি। **11**শোনো যুবতী, ভয় পেও না। তুমি যা চাইছ সেরকমই আমি করব। আমার শহরের সকলেই জানে তুমি খুব ভাল মেয়ে। **12**এটাও সত্যি যে, আমি তোমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কিন্তু আমার চেয়েও ঘনিষ্ঠ লোক তোমার আছে। **13**আজ রাতটা এখানে থাকো। সকাল হলে দেখব সেই লোকটি তোমাকে সাহায্য করতে পারে কি না। যদি করে, খুবই ভাল। আর যদি না করে তাহলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমিই তোমাকে বিয়ে করবো। ইলীমেলকের জমি-জায়গা ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেব। সকাল অবধি তুমি এখানে থেকে যাও।”

14সুতরাং সকাল হওয়া পর্যন্ত বোয়সের পায়ের কাছে রূৎ শুয়ে থাকল। অন্ধকার থাকতে থাকতেই সে যাবার জন্য উঠে পড়লো যাতে লোকে তাকে চিনতে না পারে।

বোয়স তাকে বলল, “কাল রাত্রে যে তুমি আমার কাছে এসেছিলে সে কথা আমরা গোপন রাখবো।” **15**তারপর বোয়স বলল, “তোমার শালটা আমায় দাও তো। ওটাকে খুলে ধরো।”

রূৎ তাই করলো। বোয়স নয়মীকে দেবে বলে আন্দাজে এক বুশেল বার্লি ওজন করল। তারপর রূতের শালে বার্লি মুড়ে তার পিঠে চাপিয়ে দিলো। বোয়স শহরে বেরিয়ে গেল।

16রূৎ তার শাশুড়ী নয়মীর বাড়ী চলে গেল। নয়মী দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কে ওখানে?”

রূৎ ভেতরে গিয়ে বোয়স কি কি করেছে সব নয়মীকে বলল। **17**সে বলল, “বোয়স তোমার জন্যে এই বার্লি উপহার দিয়েছে। সে বলেছে উপহার না নিয়ে যেন তোমার কাছে না আসি।”

18নয়মী বলল, “বাছা, ধৈর্য্য ধরো। বোয়স যা করবে বলে মনে করে তা না করা পর্যন্ত ওর মনে শান্তি নেই। দিন ফুরোবার আগে কি ঘটে আমরা জানতে পারব।”

বোয়স ও অন্য আত্মীয়টি

4 শহরের ফটকের কাছে যেখানে লোকেরা সব জড়ো হয়েছে সেখানে বোয়স গেল। সেখানে সে বসে রইল যতক্ষণ না সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়টি আসে। এর কথাই সে রূতকে বলেছিল। তারপর একসময় সেই লোকটি তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বোয়স তাকে ডাকল, “বন্ধু এই যে শোনো, এখানে বসো!”

2তারপর বোয়স কয়েকজন সাথী জোগাড় করল। শহরের দশজন প্রবীণ লোককে সে ডাকল। তাদের বলল, “বসো!” তারা বসল।

3তারপর বোয়স সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়টিকে বলল, “পাহাড়ি দেশ মোয়াব থেকে নয়মী ফিরে এসেছে। আমাদের আত্মীয় ইলীমেলকের জমি সে বিক্রি করছে। **4**এই শহরের লোকদের ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সামনে আমি তোমাকে এই কথা বলছি। যদি তুমি সেই জমি কিনে নিতে চাও, কেনো। আর যদি জমিটা ছাড়িয়ে নিতে না চাও, তাও বলো। তুমি না পারলে আমিই ছাড়িয়ে নেব।”

5তখন বোয়স আরও বলল, “নয়মীর জমি কিনে নিলে তুমি মোয়াবীয়া বিধবা রূতকেও পেয়ে যাবে। যদি মোয়াবীয়া রূতের সন্তান হয় সেই হবে জমির মালিক। এইভাবে জমিটা ওদের পরিবারেরই থেকে যাবে।”

6আত্মীয়টি বলল, “আমি ঐ জমি কিনবো না। ওটা তো আমারই হওয়ার কথা। কিনলে আমার নিজের

জমিই খোয়াব। ও তুমিই কেনো।” 7(বহুকাল আগে ইস্রায়েলে কেউ কোনো সম্পত্তি কিনলে বা ছাড়িয়ে নিলে একজন লোক তার জুতো খুলে খদ্দেরকে দিয়ে দিত। এটাই ছিল বেচা-কেনার প্রমাণ।) 8সেইমতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়টি বলল, “জমি তুমি কিনে নাও।” তারপর সে তার জুতো খুলে বোয়সকে দিল।

9তখন বোয়স সমবেত লোকেদের এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের বলল, “তোমরা সকলে সাক্ষী রইলে যে আমি ইলীমেলক, কিলিয়োন এবং মহলোনের এই সমস্ত জমিজমা নয়মীর কাছ থেকে কিনে নিলাম। 10সেইসঙ্গে রূতকেও আমার স্ত্রী হিসেবে কিনে নিলাম। এর ফলে মৃত স্বামীর সব সম্পত্তির অধিকার হবে তারই পরিবারের লোকেরা। এভাবেই তার নাম তার জমির ও পরিবার থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে না। তোমরা আজ সকলেই সাক্ষী থাকলে।”

11সকলেই সাক্ষী থেকে গেল। তারা বলল,

ইস্রায়েলের গৃহ যারা তৈরী* করেছিল সেই রাহেল এবং লেয়ার মত করে প্রভু যেন গড়ে তোলেন এই নারীকে যে তোমার বাড়ীতে আসছে। তুমি ইফ্রাথাতে শক্তিশালী হও। তুমি বৈৎলেহমেও বিখ্যাত হও।

12তামর যিহুদার পুত্র পেরসকে জন্ম দিয়েছিল এবং তার পরিবার মহান হয়েছিল। প্রভু যেন তেমনি করেই তোমাকেও রূতের গর্ভজাত বহু সন্তান দেন। এবং তোমার পরিবারও পেরসের মতোই মহান হয়ে ওঠে।

13বোয়স রূতকে বিয়ে করলো। প্রভুর আশীর্বাদে রূৎ গর্ভবতী হল। সে একটি পুত্রের জন্ম দিল। 14শহরের রমনীরা নয়মীকে বলল,

প্রশংসা করো প্রভুকে যিনি তোমাকে উপহার হিসেবে এই মহান পুত্র দিলেন। সে ইস্রায়েলে বিখ্যাত হবে।

15এই তোমাকে পুনর্জীবিত করবে এবং তোমার বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করবে। তোমার পুত্রবধূর সুবাদেই তাকে পেলে। তোমারই জন্য সে এই ছেলেকে জন্ম দিয়েছিল। সে তোমায় ভালবাসে এবং সে তোমায় সাতটি ছেলের চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসে।”

16নয়মী ছেলেকে কোলে তুলে নিলো এবং তাকে আদর-যত্ন করল। 17পাড়া প্রতিবেশীরা তার একটা নাম দিল। এই স্ত্রীলোকেরা বলল, “এখন নয়মীর একটি পুত্র আছে!” তারা পুত্রটির নাম রাখল ওবেদ। ওবেদের পুত্রের নাম যিশয়। যিশয়ের পুত্রের নাম দায়ূদ।

রূৎ ও বোয়সের পরিবার

18এই হচ্ছে পেরসের পরিবারের বংশপরিচয়:

পেরসের পুত্র হিষ্রোণ।
19 হিষ্রোণের পুত্র রাম। রামের পুত্র অম্মীনাদব।
20 অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন। নহশোনের পুত্র সল্‌মোন।
21 সল্‌মোনের পুত্র বোয়স। বোয়সের পুত্র ওবেদ।
22 ওবেদের পুত্র যিশয়। যিশয়ের পুত্র দায়ূদ।

ইস্রায়েলের ... তৈরী হিব্রীয় শব্দ “তৈরী” হচ্ছে একটি শব্দের মত যার অর্থ, “পুত্রের জন্ম দিয়েছে।”

শমূয়েলের প্রথম পুস্তক

ইল্‌কানা পরিবারের শীলোতে উপাসনা

1 পাহাড়ী দেশ ইফ্রয়িমের রামা অঞ্চলে ইল্‌কানা
নামে একজন লোক ছিল। ইল্‌কানা সুফ পরিবার
থেকে এসেছিল; তার পিতার নাম ছিল যিরোহম,
যিরোহমের পিতা হচ্ছে ইলীহূ, ইলীহূর পিতা তোহূ,
তোহূর পিতা সুফ। সে ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠী থেকে
এসেছিল।

2ইল্‌কানার দুই স্ত্রী ছিল। একজনের নাম হান্না, অন্য
জনের নাম পনিন্না। পনিন্নার সন্তানাদি ছিল, কিন্তু হান্না
ছিল নিঃসন্তান।

3প্রতি বছরই ইল্‌কানা রামা শহর থেকে শীলোতে
চলে যেত। শীলোয় গিয়ে সে সর্বশক্তিমান প্রভুর উপাসনা
করত ও তাঁকে বলি নিবেদন করত। সেখানে হফ্‌নি
এবং পীনহস যাজক হিসেবে প্রভুর সেবা করত। এরা
দুইজন ছিল এলির পুত্র। 4প্রত্যেকবার ইল্‌কানা বলি
দিয়ে এসে তার একটা ভাগ তার স্ত্রী পনিন্নাকে দিত
এবং সে পনিন্নার সন্তানদেরও কিছুটা ভাগ দিত।
5ইল্‌কানা আর একটা সমান অংশ হান্নাকেও দিত।
প্রভু হান্নার কোলে সন্তান না দিলেও ইল্‌কানা তাকে
বলির ভাগ দিত, কারণ সে হান্নাকে সত্যিই ভালবাসত।

পনিন্না হান্নাকে বিরক্ত করল

6পনিন্না সবসময় হান্নাকে বিরক্ত করত। এতে হান্নার
খুব মন খারাপ হত। হান্নার সন্তান হয়নি বলে পনিন্না
তাকে এইরকম করত। 7বছরের পর বছর এই ঘটনা
ঘটত। যখনই ইল্‌কানা তার পরিবারের সঙ্গে শীলোয়
প্রভুর গৃহে উপাসনা করতে যেত, পনিন্না হান্নাকে বিরক্ত
করত। একদিন ইল্‌কানা সবাইকে যখন বলির ভাগ
দিচ্ছিল, হান্না মনের দুঃখে কেঁদে ফেলল। সে কিছুই
খেল না। 8ইল্‌কানা তাকে বলল, ‘‘হান্না, তুমি কাঁদছ
কেন? কেন তুমি কিছু খাচ্ছ না? কিসের জন্য তোমায়
এমন শুকনো দেখাচ্ছে? তোমার জন্য তো আমি আছি।
আমি তোমার স্বামী। দশটি পুত্রের চেয়ে আমাকে তোমার
বেশী ভাল বলে বিবেচনা করা উচিৎ।”

হান্নার প্রার্থনা

9খাওয়া দাওয়া এবং পান সেরে হান্না চুপচাপ উঠে
পড়ল। সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে গেল। প্রভুর
পবিত্র মন্দিরের দরজার পাশে একটা চেয়ারে যাজক
এলি বসেছিল। 10দুঃখিনী হান্না প্রভুর কাছে প্রার্থনার
সময় খুবই কাঁদল। 11ঈশ্বরের কাছে সে এক বিশেষ
ধরণের মানত করল। সে বলল, ‘‘হে সর্বশক্তিমান প্রভু,
দেখো আমি বড় দুঃখী। আমাকে ভুলে যেও না। আমাকে
মনে রেখ। তুমি যদি আমাকে একটি পুত্র দাও, আমি
সেই পুত্রকে তোমাকেই উৎসর্গ করব। সে হবে নাসরতীয়।
সে দ্রাক্ষারস বা কোন রকম কড়া পানীয় পান করবে
না। কেউ কখনও তার চুল কাটবে না।”*

12অনেকক্ষণ ধরে হান্না প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল।
হান্না যখন প্রার্থনা করছিল তখন এলি তার মুখগহ্বরের
দিকে দেখছিল। 13হান্না মনে মনে প্রার্থনা করছিল। সে
শব্দ করে কিছু বলছিল না, শুধু তার ঠোঁট দুটো নড়ছিল।
এলি মনে করল যে হান্না মাতাল হয়ে গেছে। 14তাই
এলি হান্নাকে বলল, ‘‘তুমি খুব বেশী পান করেছ!
এখন দ্রাক্ষারস সরিয়ে রাখার সময় হয়েছে।”

15হান্না বলল, ‘‘না মহাশয়, আমি দ্রাক্ষারস বা সুরা
কিছুই পান করিনি। আমার হৃদয় তীব্র বেদনায় কাতর।
আমি প্রভুর কাছে আমার সব কষ্টের কথা জানাচ্ছিলাম।
16ভাববেন না যে আমি খারাপ মেয়ে। আমি সারাক্ষণ
শুধু প্রার্থনাই করছিলাম। কারণ আমার অনেক দুঃখ
এবং আমি খুবই বিচলিত।”

17এলি বলল, ‘‘নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও। ইস্রায়েলের
ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।”

18হান্না বলল, ‘‘আশাকরি আমার ওপর আপনি
সন্তুষ্ট হয়েছেন।” এই বলে হান্না চলে গেল এবং পরে
কিছু মুখে দিল। তারপর থেকে সে আর দুঃখী
ছিল না।

19পরদিন খুব সকালে ইল্‌কানার বাড়ির সকলে ঘুম
থেকে উঠল। তারা সকলে প্রভুর উপাসনা করল। তারপর
তারা রামায় ফিরে গেল।

শমূয়েলের জন্ম

ইল্‌কানা হান্নার সঙ্গে মিলিত হল। প্রভু হান্নাকে
মনে রেখেছিলেন। 20পরের বছর হান্না একটি পুত্র
সন্তানের জন্ম দিল। হান্না পুত্রের নাম রাখল, শমূয়েল।
সে বলল, ‘‘আমি প্রভুর কাছে এর জন্যে প্রার্থনা
করেছিলাম, তাই এর নাম দিয়েছি শমূয়েল।”

21সেই বছর ইল্‌কানা শীলোতে গেল। ঈশ্বরের কাছে
প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে এবং বলি দিতেই সে সেখানে
সপরিবারে গিয়েছিল। 22কিন্তু হান্না যেতে চাইল না। সে
ইল্‌কানাকে বলল, ‘‘যখন পুত্র বড় হবে, শক্ত খাবার-
দাবার খেতে শিখবে তখন আমি শীলোতে যাব। শীলোয়
গিয়ে প্রভুর কাছে পুত্রকে দান করব। পুত্র হবে নাসরতীয়।
সে শীলোতেই থাকবে।”

কেউ … না নাসরতীয় ছিল সেই লোকেরা যারা ঈশ্বরকে এক বিশেষ উপায়ে সেবা করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল। তারা তাদের চুল কাটত না। তারা দ্রাক্ষা খেত না এবং দ্রাক্ষারস পান করত না।

23ইল্‌কানা তার স্ত্রী হান্নাকে বলল, “যা ভাল বোঝ তাই কর। পুত্র বড় না হওয়া পর্যন্ত, তার শক্ত খাবার খাওয়ার শক্তি না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতে পারো। প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন।”* সুতরাং পুত্র শক্ত খাবার খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হান্না পুত্রের সেবা শুশ্রূষার জন্য বাড়িতে থেকে গেল।

শমূয়েলকে নিয়ে হান্না শীলোয় এলির কাছে গেল

24বালকটি যখন বেশ বড়সড় হল, খাবার চিবোতে শিখল, তখন হান্না তাকে নিয়ে শীলোয় প্রভুর গৃহে গেল। সে তিন বছরের একটা ষাঁড়ও সঙ্গে নিল। এ ছাড়াও সে নিল 20 পাউণ্ড ছাঁকা ময়দা এবং এক বোতল দ্রাক্ষারস।

25তারা প্রভুর সামনে গেল। ইল্‌কানা ষাঁড়টিকে বলি দিল যেমন সে সাধারণতঃ করত। তারপর হান্না এলিকে তার পুত্র দিল। 26হান্না এলিকে বলল, “মার্জনা করবেন মহাশয়। আমিই সেই মহিলা যে একদিন আপনার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথাই বলছি। 27আমি এই ছেলের জন্যেই প্রার্থনা করেছিলাম এবং প্রভু আমার সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন। প্রভু এই ছেলেকে আমায় দিয়েছেন। 28আমি এখন সেই ছেলেকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করছি। সে সারা জীবন তাঁর সেবা করবে।”

এই কথা বলে, হান্না ছেলেটিকে সেখানে রাখল এবং প্রভুর উপাসনা করল।

হান্নার ধন্যবাদ জ্ঞাপন

2 হান্না বলল:

“প্রভুতেই আমার হৃদয় খুশী! আমি আমার ঈশ্বরে শক্তিশালী! তাই আমি আমার শত্রু দেখে হাসি। আমি তোমার প্রদত্ত পরিত্রাণে খুবই আনন্দিত!

2প্রভুর মত পবিত্র আর কোন ঈশ্বর নেই। তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। আমাদের ঈশ্বরের মত আর কোন শিলা নেই।

3আর দম্ভ কোর না। গর্বের শব্দ যেন উচ্চারিত না হয় কারণ প্রভু ঈশ্বর সবই জানেন। ঈশ্বরই লোকেদের চালনা ও বিচার করেন।

4বলবান সৈন্যের ধনু ভেঙ্গে যায় এবং দুর্বল লোক শক্তিশালী হয়।

5অতীতে যাদের প্রচুর খাদ্য ছিল এখন তাদের একমুঠো খাদ্যের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু অতীতে যারা ক্ষুধার্ত ছিল তাদের এখন প্রচুর খাদ্য আছে। যে নারী ছিল বন্ধ্যা তার এখন সাতটি সন্তান। কিন্তু যে নারীর বহু সন্তান ছিল এখন সে দুঃখী। কারণ তার সন্তানেরা চলে গেছে।

6প্রভুই মারেন ও বাঁচান, প্রভুই কবরে শায়িত করেন ও উর্দ্ধে তুলেন।

7প্রভুই কাউকে গরীব করেন, আবার কাউকে ধনে ভরেন। কাউকে নম্র করেন, আবার কাউকে সম্মান দেন।

8প্রভু ধূলি থেকে দরিদ্রদের তোলেন এবং তিনি দুঃখ হরণ করে নেন। তিনি তাদের গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন এবং তাদের রাজকুমারদের সঙ্গে বসান ও তাদের সম্মানীয় আসন দেন। প্রভু হচ্ছেন সেই জন যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ব যাঁর অধিকারভুক্ত।

9প্রভু তাঁর পবিত্র লোকেদের হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করেন। দুষ্ট লোকেরা অন্ধকারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের ক্ষমতা তাদের বিজয়ী করতে পারে না।

10প্রভু তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে স্বর্গে বজ্রনির্ঘোষ ঘটাবেন। প্রভু দূরের দেশগুলিরও বিচার করবেন। তিনি তাঁর রাজাকে ক্ষমতা দেবেন এবং তাঁর অভিষিক্ত রাজাকে শক্তিশালী করবেন।”

11ইল্‌কানা সপরিবারে তার নিজের দেশ রামায় ফিরে এলো। কিন্তু ছেলেটি শীলোয় থেকে গেল। সেখানে সে যাজক এলির তত্ত্বাবধানে প্রভুর সেবা করেছিল।

এলির দুষ্ট সন্তানগণ

12এলির পুত্রেরা ছিল খুব মন্দ, তারা প্রভুকে মানতো না। 13এমনকি লোকেদের সাথে যাজকদের কিরূপ আচার ব্যবহার করা উচিৎ সেই নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতো না। যাজকদের এইসব কাজ করণীয় ছিল: লোকে যখন কোন উৎসর্গ আনবে তখন যাজকদের সেই উৎসর্গের মাংস একটা গরম জলের পাত্রে রাখতে হবে। তারপর যাজকের ভৃত্য একটা বিশেষ ধরণের তিন মুখো কাঁটা চামচ আনবে। 14যাজকের ভৃত্যকে সেই পাত্র থেকে কিছুটা মাংস তুলে নেবার জন্য কাঁটাটা ব্যবহার করতে হবে। সেই কাঁটায় যতটুকু মাংস উঠত যাজক শুধু সেই মাংসটুকুই পেত। যেসব ইস্রায়েলীয়রা শীলোতে বলি আনত তাদের সকলের প্রতি যাজকদের এই কাজটা করতে হত।

15কিন্তু এলির পুত্ররা তা করত না। বেদীর ওপর চর্বি পোড়ানোর আগেই তাদের ভৃত্য ভক্তদের বলত, “যাজককে কিছু মাংস দাও, সেটা ঝলসানো হবে। সে সেদ্ধ মাংস নেবে না।”

16যদি ভক্ত বলত, “আগে চর্বিটা পোড়াই, তারপর যা চাও দিচ্ছি।” তার উত্তরে ভৃত্য বলত, “না, এক্ষুনি মাংস দাও। না দিলে আমি তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবো!”

17এভাবে হফ্‌নি ও পীনহস প্রভুর জন্য দেওয়া বলিকে অসম্মান করত। সন্দেহ নেই প্রভুর বিরুদ্ধে এটা ছিল খুবই মারাত্মক পাপ।

18কিন্তু শমূয়েল প্রভুর সেবা করত। সেই তরুণ সহকারী, যাজকের বিশেষ ধরণের জামা এফোদ পরত। 19প্রতি বছর শমূয়েলের মা একটা ছোট পোশাক তৈরী করত এবং সেটা তার জন্য শীলোয়

প্রভু … করুন সম্ভবতঃ এখানে ইল্‌কানা এলির হান্নাকে আশীর্বাদের কথা বলতে চাইছেন।

নিয়ে যেত। সে স্বামীর সাথে সেখানে প্রতি বছর বলি দিতে যেত।

20ইল্কানা আর তার স্ত্রীকে এলি আশীর্বাদ করে বলত, ‘‘প্রভু তোমাকে হান্নার মাধ্যমে আরও সন্তান দিক। এরাই হান্নার মানত করা ছেলের জায়গা নেবে।”

ইল্কানা তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। 21প্রভু হান্নার উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হান্নার তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে হল। এদিকে শমূয়েল তো প্রভুর সেবা করতে করতেই পবিত্র স্থানে বড় হয়ে উঠছিল।

দুষ্ট সন্তানদের সামলাতে এলি ব্যর্থ হল

22এলি বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শীলোতে সমস্ত ইস্রায়েলের প্রতি পুত্ররা কি করত সে সম্বন্ধে সে প্রায়ই শুনতে পেত। এলি এও শুনেছিল যে সমাগম তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে সব স্ত্রী লোকেরা সেবা করত তাদের সঙ্গে তার পুত্রেরা শুয়ে রাত কাটিয়েছিল।

23এলি তার পুত্রদের বলল, ‘‘লোকেরা তোমাদের সম্বন্ধে নানা কথা আমায় বলছে। কেন তোমরা এত বাজে কাজ করছ? 24শোন বাছারা, এরকম অন্যায় কাজ কোরো না। প্রভুর লোকেরা তোমাদের নিন্দে করছেন। 25মানুষ যদি মানুষের কাছে পাপ করে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করলে কে তাকে রক্ষা করবে?”

কিন্তু পুত্রেরা কেউ তাকে গ্রাহ্য করল না। তাই প্রভু তাদের শেষ করবেন বলে স্থির করলেন।

26অন্যদিকে শমূয়েল বড় হতে লাগল। সে ঈশ্বর এবং লোকেদের কাছে আনন্দদায়ক ছিল।

এলির পরিবার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী

27ঈশ্বর একজন লোককে এলির কাছে পাঠালেন। লোকটি এলিকে বলল, ‘‘প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন, ‘তোমার পূর্বপুরুষেরা ছিল ফরৌণ কূলের ক্রীতদাস, কিন্তু তাদের কাছে আমি দেখা দিয়েছিলাম। 28ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীর ভেতর থেকে আমার যাজকসমূহ হবার জন্য আমি তোমার পরিবারকে নির্বাচিত করেছিলাম। আমার বেদীতে বলি উৎসর্গ দেবার জন্য তোমাদের মনোনীত করেছিলাম। তারাই ধূপ জ্বালাবে, তারাই পরবে এফোদ। আমি এইজন্যই তাদের নির্বাচন করেছিলাম। আমিই তোমাদের পরিবারগোষ্ঠীকে অধিকার দিয়েছি যেন তারাই ইস্রায়েলীয়দের দেওয়া বলির মাংস পায়। 29তাহলে কেন তোমরা এইসব বলি এবং নৈবেদ্যকে সম্মান করবে না? তুমি আমার চেয়েও তোমার পুত্রদের বেশী সম্মান দিয়ে থাক। আমার লোক, ইস্রায়েলীয়রা আমাকে উৎসর্গীকৃত করবার জন্য যে মাংস নিয়ে আসে তার থেকে সব চেয়ে ভালো অংশগুলি খেয়ে তোমরা মোটা হয়ে যাচ্ছো।’

30“ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তোমার পিতার পরিবারের লোকেরা তাঁকে চিরকাল সেবা করবে। কিন্তু আজ প্রভু এই কথা বলছেন, ‘না, তা আর কখনও হবে না। আমি তাদেরই সম্মান করব যারা আমাকে সম্মান করবে। আর যারা আমায় সম্মান করতে অস্বীকার করবে, তাদের অমঙ্গল হবে। 31সেই সময় আসছে যেদিন আমি তোমাদের সমস্ত উত্তরপুরুষদের বিনাশ করব। তোমার ঘরে কেউই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচবে না। 32ইস্রায়েলে ভাল জিনিস ঘটবে, কিন্তু খারাপ জিনিসগুলি তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ঘটতে দেখবে। তোমার ঘরে কেউ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচবে না। 33একজন মানুষকে আমি বাঁচাব। সেই আমার বেদীতে যাজকের কাজ করবে। সে দীর্ঘজীবী হবে। যতদিন পর্যন্ত তার দৃষ্টিশক্তি থাকবে, শরীরে শক্তি থাকবে ততদিন সে বেঁচে থাকবে। তোমার উত্তরপুরুষরা তরবারির কোপে মরবে। 34আমি তোমাকে এমন একটি চিহ্ন দেখাব যাতে বুঝতে পারবে যে এইসব কথা সত্য। একই দিনে তোমার দুই পুত্র হফ্‌নি আর পীনহস মারা যাবে। 35নিজের জন্য আমি একজন বিশ্বস্ত যাজক মনোনীত করব। সে আমার কথা শুনবে এবং আমি যা চাই তাই করবে। আমি তার পরিবারকে শক্তিশালী করব। আমার মনোনীত রাজার সামনে এই যাজক সর্বদা আমার সেবা করবে। 36তারপর তোমার পরিবারের যারা বেঁচে থাকবে তারা এই যাজকের কাছে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে। তারা কয়েক টুকরো রূপো অথবা একটুকরো রুটির জন্য ভিক্ষে চাইবে। তারা বলবে, “আমাকে দয়া করে একটা যাজকের কাজ দাও যাতে দু মুঠো খেতে পারি।”’”

ঈশ্বর শমূয়েলকে ডাকলেন

3 এলির অধীনে থেকে বালক শমূয়েল প্রভুর সেবা করতে লাগল। সেই সময় প্রভু প্রায়ই লোকেদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেন না। দর্শন ছিল বিরল।

2এলির দৃষ্টিশক্তি এত কমে গিয়েছিল যে একরকম অন্ধই বলা চলে। এক রাত্রিতে সে শুয়ে ছিল, 3শমূয়েল প্রভুর পবিত্র মন্দিরে শুয়ে ছিল। সেখানেই ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক ছিল। প্রভুর প্রদীপ তখনও জ্বলছিল। 4প্রভু শমূয়েলকে ডাকলেন; শমূয়েল সাড়া দিল, ‘‘এই যে, আমি এখানে।” 5শমূয়েল মনে করেছিল, এলি তাকে ডাকছে। তাই সে ছুটে এলির কাছে গেল। এলিকে বলল, ‘‘এই যে আমি। আপনি আমাকে ডাকছিলেন?”

এলি বলল, ‘‘কই, আমি তো তোমাকে ডাকিনি, তুমি ঘুমোও।”

শমূয়েল চলে গেল। 6আবার প্রভু ডাকলেন, “শমূয়েল!” শমূয়েল ছুটে গেল এলির কাছে। এলিকে বলল, “এই যে আমি। আপনি আমাকে ডাকছিলেন?”

এলি বলল, “আমি তোমাকে ডাকিনি। তুমি ঘুমোও।”

7শমূয়েল তখনও পর্যন্ত প্রভুকে জানত না, চিনত না। কারণ প্রভু তখনও তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন নি।

8প্রভু তৃতীয়বার শমূয়েলকে ডাকলেন। আবার শমূয়েল উঠল, এলির কাছে আবার গেল। সে বলল, ‘‘এই যে আমি, আপনি আমাকে ডাকছিলেন?”

তখন এলি বুঝতে পারল ছেলেটিকে আসলে স্বয়ং
প্রভুই ডেকেছেন। 9এলি শমূয়েলকে বলল, “এখন তুমি
শোও। এবার যদি কেউ তোমাকে ডাকে, তুমি তার
কাছে গিয়ে বলবে, ‘বলুন প্রভু, আপনার দাস শুনছে।’”
শমূয়েল শুতে গেল। 10প্রভু সেখানে এসে দাঁড়ালেন।
আবার তিনি আগের মতো ডাকলেন: “শমূয়েল,
শমূয়েল!”
এবার শমূয়েল সাড়া দিল: “বলুন প্রভু, আপনার
দাস শুনছে।”
11প্রভু শমূয়েলকে বললেন, “শোনো, আমি শীঘ্রই
ইস্রায়েলে একটা কিছু ঘটাব। যারা এই সম্বন্ধে শুনবে
তারা অতিশয় বেদনাহত হবে। 12এলি আর তার
পরিবারের বিরুদ্ধে আমি যা যা করবার করব। আমি
একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সব
কিছুই করব। 13আমি এলিকে বলেছিলাম, ওর পরিবারকে
চিরকালের জন্যে আমি শাস্তি দেবই। আমি শাস্তি দেব,
কারণ এলি জানত তার পুত্ররা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ
কাজ করছে। কিন্তু এলি তাদের সামলায় নি। 14তাই
আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতই বলি আর শস্য নৈবেদ্য
উৎসর্গ করা হোক না কেন, তাতে এলির পুত্রদের পাপ
ঘুচবে না।”
15ভোর পর্যন্ত শমূয়েল বিছানায় শুয়ে রইল। ভোর
হলে সে প্রভুর মন্দিরের দরজা খুলল। দর্শনে কি দেখেছে
এবং কি শুনেছে তা এলিকে জানাতে শমূয়েল সাহস
করল না ।
16কিন্তু এলি শমূয়েলকে বলল, “শমূয়েল, আমার
পুত্র!”
শমূয়েল বলল, “আমি এইখানে।”
17এলি জিজ্ঞাসা করল, “প্রভু তোমায় কি বলেছেন?
আমার কাছে কিছু লুকিও না। লুকোলে ঈশ্বর তোমাকে
শাস্তি দেবেন।”
18অগত্যা শমূয়েল এলিকে সব খুলে বলল, কিছুই
গোপন করল না।
এলি বলল, “তিনি প্রভু, তিনি যা ভাল বুঝবেন
তাই করুন।”
19প্রভু শমূয়েলের সঙ্গে ছিলেন আর শমূয়েল বড়
হয়ে উঠতে লাগল। শমূয়েলের একটি কথাকেও প্রভু
মিথ্যা প্রমাণিত হতে দিলেন না। 20দান থেকে বের্-শেবা
পর্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলের লোকেরা জেনে গেল যে
শমূয়েল প্রভুর একজন প্রকৃত ভাববাদী। 21শীলোতে
শমূয়েলের সামনে প্রভু প্রায়ই দেখা দিতে লাগলেন।
প্রভু নিজেকে শমূয়েলের কাছে প্রভুর বাক্য হিসাবে
প্রকাশ করলেন।

4 শমূয়েলের খবর সমস্ত ইস্রায়েলে জানাজানি হয়ে
গেল। এলি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেল। তার পুত্রেরা প্রভুর
চোখের সামনে অন্যায় চালিয়ে যেতে থাকল।

পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলীয়দের হারাল

সেই সময় পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের
জন্য বেরিয়ে পড়ল। ইস্রায়েলীয়দের তাঁবু পড়ল এবন্
এষরে। পলেষ্টীয়রা তাঁবু গাড়ল অফেকে। 2পলেষ্টীয়রা
ইস্রায়েলকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। যুদ্ধ শুরু
হল।
পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলীয়দের হারিয়ে দিয়ে 4,000
ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের হত্যা করল। 3ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা
তাদের তাঁবুতে ফিরে এল। তাদের প্রবীণরা জানতে
চাইল, “কেন প্রভু পলেষ্টীয়দের কাছে আমাদের হারিয়ে
দিলেন? চলো আমরা শীলো থেকে প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক
আনি। তিনি যুদ্ধে আমাদের সহায় হবেন। তিনিই
শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবেন।”
4শীলোয় লোক পাঠানো হল। তারা প্রভু
সর্বশক্তিমানের সাক্ষ্যসিন্দুক নিয়ে ফিরে এল। সিন্দুকের
ওপর দুটি করূব, যেন প্রভুর সিংহাসন। এলির দুই পুত্র
হফ্‌নি আর পীনহস সেই পবিত্র সিন্দুক নিয়ে এসেছিল।
5শিবিরে প্রভুর সেই সাক্ষ্যসিন্দুক আসার সঙ্গে সঙ্গে
ইস্রায়েলীয়রা জোরে চেঁচিয়ে উঠল। তাদের চিৎকারে
মাটি কেঁপে উঠল। 6পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলীয়দের সেই
চিৎকার শুনতে পেল। তারা বলাবলি করতে লাগল,
“ইব্রীয়দের শিবিরের লোকেরা এত উত্তেজিত কেন?”
তারপর পলেষ্টীয়রা জানতে পারল ইস্রায়েলীয়
শিবিরে প্রভুর পবিত্র সিন্দুক আনা হয়েছে। 7পলেষ্টীয়রা
ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, “ঈশ্বর ওদের শিবিরে
এসেছেন! আমাদের এখন বেশ বিপদ। এরকম তো
আগে কখনো হয়নি। 8আমরা বিপদে পড়েছি! কে
আমাদের এই পরাক্রমী দেবতাদের হাত থেকে বাঁচাবে?
এই সব দেবতারা মিশরীয়দের নানা ব্যাধি, ভয়ঙ্কর সব
অসুখ দিয়েছিলেন। 9হে পলেষ্টীয়রা, সাহস রাখো। বীরের
মতো লড়াই করো। অতীতে ইব্রীয়রা ছিল আমাদের
ক্রীতদাস। তাই বলছি, বীরের মতো লড়াই চালাও,
নইলে তোমরাই তাদের ক্রীতদাস হবে!”
10তাই পলেষ্টীয়রা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে
ইস্রায়েলীয়দের পরাজিত করল। ইস্রায়েলীয়দের
প্রত্যেকটি সৈন্য তাঁবুতে পালিয়ে গেল। ইস্রায়েলীয়দের
পক্ষে এটা একটা মারাত্মক পরাজয় ছিল। 30,000
ইস্রায়েলীয় সৈন্য নিহত হল। 11পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে এলির পুত্র হফ্‌নি আর পীনহসকে
হত্যা করল।
12সেদিন বিন্যামীন গোষ্ঠীর একজন লোক যুদ্ধক্ষেত্র
থেকে পালিয়ে এল। সে যে কত দুঃখী তা বোঝানোর
জন্যে কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলল, মাথায় ধূলো মাখল।
13নগরের ফটকের কাছে এলি একটা চেয়ারে বসেছিল।
এমন সময় ঐ লোকটা শীলোতে এল। ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক নিয়ে এলির খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। সেইজন্য সে
বসে বসে প্রতীক্ষা করছিলো। তারপর ঐ বিন্যামীন
গোষ্ঠীর লোকটি শীলোয় এসে দুঃসংবাদটা জানালে
শহরের সবাই চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করল। 14-15আটানব্বই
বছরের বৃদ্ধ এলি চোখে কিছু দেখতে পেতো না। কিন্তু
লোকেদের চিৎকার করে কান্না তার কানে আসছিল।
সে জিজ্ঞেস করল, “লোকেরা কিসের জন্য এত চেঁচমেচি
করছে?”

বিন্যামীন গোষ্ঠীর লোকটি দৌড়ে গিয়ে এলিকে সব
জানাল। 16সেই লোকটা এলিকে বলল, ‘‘যুদ্ধক্ষেত্র থেকে
আমি এই মাত্র এসেছি। আমি আজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে
পালিয়ে এসেছি।”

এলি জিজ্ঞেস করল, ‘‘কি হয়েছিল বাছা?”

17বিন্যামীন গোষ্ঠীর লোকটি বলল, ‘‘ইস্রায়েলীয়রা
পলেষ্টীয়দের দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। ইস্রায়েলের
অনেক সৈন্য মারা গেছে। তোমার দুই পুত্রও মারা
গেছে। আর পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক নিয়ে
গেছে।”

18লোকটির মুখ থেকে ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুকের
কথা শোনা মাত্র এলি চেয়ার থেকে দরজার কাছেই
পড়ে গেল। তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল। সে বৃদ্ধ এবং
মোটা ছিল, তাই সে বাঁচল না। সে 20 বছর ইস্রায়েলকে
নেতৃত্ব দিয়েছিল।

গৌরব অপসারিত হয়েছে

19এলির পুত্রবধূ অর্থাৎ পীনহসের স্ত্রী গর্ভবতী ছিল।
তার সন্তান প্রসবের সময় হয়ে এসেছিল। সে জানতে
পারল ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক বেহাত হয়ে গেছে। আরও
শুনলো তার শ্বশুর এলি আর স্বামী পীনহসও বেঁচে
নেই। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রসব যন্ত্রনা শুরু
হল, সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। 20সে যখন প্রায় মরণাপন্ন তখন
যে সমস্ত স্ত্রীলোক তার দেখাশুনা করছিল তারা বলল,
‘‘দুঃখ করো না! তোমার পুত্র হয়েছে।”

কিন্তু এলির পুত্রবধূ সে কথায় কান দিল না। 21সে
বলল, ‘‘ইস্রায়েলের মহিমা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।”
সে শিশুটির নাম দিল ঈখাবোদ যার অর্থ হল মহিমা
নেই। সে এ কাজটি করল কারণ ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক
শত্রুর হাতে গিয়েছিল এবং শ্বশুর ও স্বামী দুজনেই
মারা গিয়েছিল। 22সে বলল, “ইস্রায়েলের মহিমা নিয়ে
নেওয়া হয়েছিল” কারণ পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক নিয়ে গিয়েছিল।

পবিত্র সিন্দুক দ্বারা পলেষ্টীয়দের যন্ত্রণা

5 পলেষ্টীয়রা এবন্-এষর থেকে অস্‌দোদে ঈশ্বরের
পবিত্র সিন্দুক নিয়ে গেল। 2পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুকটি দাগোনের মন্দিরে এনে সেটা দাগোনের মূর্ত্তির
পাশে রাখল। 3পরদিন সকালে অস্‌দোদের লোকেরা
দেখল দাগোনের মূর্ত্তিটা প্রভুর সিন্দুকের সামনেই মুখ
থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে।

অস্‌দোদের লোকেরা মূর্ত্তিটাকে তুলে তার জায়গায়
ঠিক করে রাখল। 4কিন্তু তার পরের দিন ঘুম থেকে
উঠে তারা আবার দেখল, দাগোন আবার মাটিতে পড়ে
আছে। প্রভুর পবিত্র সিন্দুকের সামনে দাগোন উপুড়
হয়ে পড়ে রয়েছে। এবার দাগোনের মাথা এবং দুটো
হাত ভাঙ্গা ছিল এবং চৌকাঠের ওপর পড়ে ছিল। শুধু
দেহটাই আস্ত রয়েছে। 5এই কারণে এমনকি আজও
দাগোনের মন্দিরের চৌকাঠে কি যাজক কি অন্যান্য
লোকেরা কেউই পা মাড়াতে চায় না।

6প্রভু এবার অস্‌দোদের লোকেদের এবং তাদের
প্রতিবেশীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুললেন। প্রভু তাদের
যথেষ্ট বিপদে ফেললেন। তাদের গায়ে জায়গায় জায়গায়
টিউমার বা অর্বুদ দেখা দিল। সবই তাঁর আঘাত। তারপর
তিনি ওদের দিকে অসংখ্য ইঁদুর ছেড়ে দিলেন। তারা
জাহাজে এবং মাটিতে ছোটাছুটি করতে লাগল। শহরের
লোকেরা বেশ ভয় পেয়ে গেল। 7এইসব দেখে
অস্‌দোদের লোকেরা বলাবলি করল, ‘‘ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের পবিত্রসিন্দুক এখানে যেন না থাকে, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর আমাদের আর দেবতা দাগোনকে শাস্তি দিচ্ছেন।”

8অস্‌দোদের লোকেরা পাঁচজন পলেষ্টীয় শাসককে
ডাকল। তাদের ওরা জিজ্ঞেস করল, ‘‘ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের এই পবিত্র সিন্দুক নিয়ে আমাদের কি করা
উচিৎ?”

শাসকেরা বলল, ‘‘ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক
গাতে নিয়ে যাও।” সেই মতো পলেষ্টীয়রা পবিত্র সিন্দুক
সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

9কিন্তু তারা ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক গাতে নিয়ে
যাবার পর প্রভু সেখানকার শহরের লোকেদের শাস্তি
দিলেন। তারা বেশ ভয় পেয়ে গেল। তারা বিপদে
পড়ল। বালক বৃদ্ধ সকলের গায়েই টিউমার বা অর্বুদ
দেখা গেল। 10তাই পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক
ইক্রোণে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু সেটা ইক্রোণে এলে সেখানকার লোকেরা
ক্রন্দন করল, ‘‘কেন তোমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক আমাদের ইক্রোণে আনলে? তোমরা কি
আমাদের ও আমাদের লোকদের মেরে ফেলতে চাও?”
11ইক্রোণের লোকেরা পলেষ্টীয় শাসকদের ডেকে বলল,
‘‘ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক যেখানে ছিল সেখানেই
পাঠিয়ে দাও। এই সিন্দুক আমাদের এবং আমাদের
লোকেদের মেরে ফেলার আগেই কাজটা করে ফেল!”

সারা শহরের যেখানেই ঈশ্বরের হাতের আঘাত
পড়েছিল সেখানে ভয়ঙ্কর শাস্তি হয়েছিল। 12বহুলোক
মারা গেল। আর যারা বেঁচে রইল তাদের গায়ে আব
দেখা দিল। স্বর্গের দিকে তাকিয়ে তারা খুব কাঁদতে
শুরু করল।

ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হল

6 সাত মাস পলেষ্টীয়রা তাদের দেশে পবিত্র
সিন্দুকটিকে রেখে দিয়েছিল। 2তারা যাজক আর
যাদুকরদের ডাকল। তাদের জিজ্ঞাসা করল, ‘‘প্রভুর
এই সিন্দুক নিয়ে আমাদের কি করা উচিৎ? কি করে
আমরা সেটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে পারি?”

3যাজক আর যাদুকরেরা বলল, ‘‘যদি তোমরা
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক ফিরিয়ে দাও
তাহলে কখনো তা খালি পাঠাবে না। অবশ্যই তোমরা
নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবে। তাহলেই ইস্রায়েলের ঈশ্বর
তোমাদের পাপমুক্ত করবেন। তোমরা সুস্থ হবে। যা
বললাম তাই করো, তাহলে ঈশ্বর তোমাদের আর শাস্তি
দেবেন না।”

4পলেষ্টীয়রা জিজ্ঞেস করল, “ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
মার্জনা পেতে হলে কি ধরণের উপহার দিতে হবে?”
যাজক আর যাদুকরেরা বলল, ‘‘পাঁচজন পলেষ্টীয়
শাসক রয়েছে। এরা প্রত্যেকে এক একটি শহরের নেতা।
তোমাদের সমস্ত লোকের ও নেতাদের সমস্যা একই
রকম। তাই এক কাজ করো, পাঁচটা সোনার ইঁদুর আর
পাঁচটা টিউমার তৈরি করো। 5টিউমারগুলির এবং
ইঁদুরদের সোনার মূর্ত্তি তৈরী কর যা তোমাদের দেশকে
ধ্বংস করছে এবং তাদের ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে
নিবেদন করো। তাহলে হয়তো তিনি তোমাদের আর
তোমাদের দেবতাদের আর সেইসঙ্গে তোমাদের দেশের
ওপর সমস্ত শাস্তি রদ করতে পারেন। 6ফরৌণ আর
মিশরীয়দের মতো কখনও হৃদয় অনমনীয় কোর না।
ঈশ্বর মিশরীয়দের শাস্তি দিয়েছিলেন, আর সেই জন্যেই
মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের মিশর ছেড়ে চলে যেতে
দিয়েছিল।

7“তোমরা অবশ্যই একটা নতুন টানাগাড়ি তৈরী করো
আর সদ্য-বিয়োনো দুটো গাভী জোগাড় করো। গাভী
দুটো যেন মাঠে কখনও কাজ না করে থাকে। ওদের
গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দাও। তারপর বাছুরগুলোকে গোয়ালে
পুরে দাও। কিছুতেই যেন তারা মায়েদের পিছু না নেয়।
8গাড়ীর মধ্যে এবার প্রভুর পবিত্র সিন্দুকটি রাখো।
আর সিন্দুকের পাশে থলিতে সোনার ছাঁচগুলো রাখবে।
সোনার ছাঁচগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের
উপহার, যাতে তিনি তোমাদের ক্ষমা করেন। তারপর
গাড়ীটা ছেড়ে দাও। 9গাড়ীটার দিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি
সেটা ইস্রায়েলের বৈৎ-শেমশের দিকে যায় তাহলেই
বুঝবে প্রভু আমাদের এই ভয়ানক রোগ দিয়েছেন।
আর যদি সোজাসুজি বৈৎ-শেমশের দিকে না যায়
তবে জানবে যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর আমাদের শাস্তি
দেন নি। তাহলে আমরা জানব আমাদের এমন রোগ
এমনিই হয়েছে।”

10পলেষ্টীয়রা যাজক ও যাদুকরদের কথামত কাজ
করল। সদ্যবিয়োনো গাভী তারা পেয়ে গেল। গাভী
দুটো গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দিল আর বাছুরদের গোয়ালে
ঢুকিয়ে দিল। 11তারপর পলেষ্টীয়রা ভেতরে রেখে দিল
প্রভুর পবিত্র সিন্দুক। সোনার টিউমার আর ইঁদুরের
ছাঁচগুলোর থলিটাও রেখে দিল। 12গাভীদুটো সোজা
বৈৎ-শেমশের দিকে গেল, সমস্ত রাস্তা তারা হাম্বা
হাম্বা শব্দ করে চলল। ডাইনে কি বাঁয়ে একবারও
ঘুরল না। পলেষ্টীয় শাসকেরা বৈৎ-শেমশের সীমানা
পর্যন্ত গাভী দুটোর পেছনে পেছনে গেল।

13বৈৎ-শেমশের লোকেরা উপত্যকার ক্ষেত্র থেকে
গম তুলছিল। তারা পবিত্র সিন্দুকটা দেখে খুব খুশি
হয়ে সিন্দুকটা পাবার জন্য ছুটে গেল। 14-15মাঠটা ছিল
বৈৎ-শেমশের বাসিন্দা যিহোশূয়ের। সেই মাঠের ওপর
একটা বড় পাথরের কাছে এসে গাড়ীটা থামল। বৈৎ-
শেমশের লোকেরা গরুর গাড়ী থেকে গাড়ীটা আলাদা
করে গাভী দুটোকে মেরে ফেলল এবং সেগুলো তারা
প্রভুর কাছে নিবেদন করল।

লেবীয়রা প্রভুর পবিত্র সিন্দুক আর সোনার ছাঁচের
থলেটা নামিয়ে আনল। তারা প্রভুর সিন্দুক আর থলেটা
পাথরের ওপর রাখল। সেদিন বৈৎ-শেমশের লোকেরা
প্রভুকে হোমবলি নিবেদন করল।

16পাঁচজন পলেষ্টীয় শাসক বৈৎ-শেমশে এই সমস্ত
ক্রিয়াকাণ্ড দেখে সেদিনই ইক্রোণে ফিরে গেল।

17এভাবেই পলেষ্টীয়রা প্রভুর কাছে যে পাপ করেছিল
তা স্খালনের জন্য টিউমারের সোনার ছাঁচগুলো উপহার
হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারা প্রত্যেক পলেষ্টীয় শহরে
একটি করে টিউমারের সোনার ছাঁচ পাঠিয়ে দিয়েছিল।
পলেষ্টীয়দের এই শহরগুলি হচ্ছে: অস্‌দোদ, ঘসা,
অস্কিলোন, গাৎ এবং ইক্রোণ। 18পলেষ্টীয়রা সোনার
ইঁদুরের ছাঁচ পাঠিয়েছিল। পলেষ্টীয় শাসকদের যতগুলো
শহর ছিল, সোনার তৈরি ইঁদুরও ছিল ততগুলো।
শহরগুলো ছিল পাঁচিলে ঘেরা। আবার প্রত্যেক শহর
ছিল গ্রাম দিয়ে ঘেরা।

বৈৎ-শেমশের লোকেরা প্রভুর পবিত্র সিন্দুক পাথর
খণ্ডের ওপর রেখে দিল। বৈৎ-শেমশের যিহোশূয়ের
মাঠে আজও সেই পাথর দেখা যাবে। 19কিন্তু বৈৎ-
শেমশের লোকেরা যখন প্রভুর পবিত্র সিন্দুক দেখতে
পেল তখন সেখানে কোন যাজক ছিল না। তাই ঈশ্বর
বৈৎ-শেমশের 70 জন লোককে হত্যা করলেন। প্রভুর
এই কঠোর শাস্তির জন্য বৈৎ-শেমশের লোকেরা খুব
কাঁদল। 20লোকেরা বলল, “এই পবিত্র সিন্দুকটির
দেখাশুনো করবার যাজক কোথায়? এখান থেকে সরিয়ে
নিয়ে আমরা এটাকে কোথায় পাঠাব?”

21কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে একজন যাজক ছিল। বৈৎ-
শেমশের লোকেরা সেখানে দূত পাঠাল। দূতেরা বলল,
“পলেষ্টীয়রা প্রভুর পবিত্র সিন্দুক ফিরিয়ে দিয়েছে। এবার
তোমরা নেমে এসো। সিন্দুকটি তোমাদের শহরে নিয়ে
যাও।”

7 কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা এসে সেই প্রভুর
পবিত্র সিন্দুকটি গ্রহণ করল। তারা সেটা পর্বতের
ওপর অবীনাদবের বাড়িতে নিয়ে গেল। অবীনাদবের
পুত্র ইলিয়াসরকে তৈরী করবার জন্য তারা একটি বিশেষ
অনুষ্ঠান করল যাতে সে পবিত্র সিন্দুক পাহারা দিতে
পারে। 2কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে সিন্দুকটি দীর্ঘ 20 বছর ধরে
ছিল।

প্রভু ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করলেন

ইস্রায়েলীয়রা আবার প্রভুকে অনুসরণ করতে
শুরু করল। 3শমূয়েল ইস্রায়েলীয়দের বলল, ‘‘যদি
তোমরা সত্যিই মনে প্রাণে প্রভুর কাছে ফিরে
আসো তাহলে ভিন্‌দেশী অন্যান্য মূর্ত্তিকে অবশ্যই
তোমাদের ফেলে দিতে হবে। অষ্টারোতের সমস্ত
মূর্ত্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। প্রভুর সেবায় অবশ্যই
তোমাদের সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।
তোমাদের শুধুমাত্র প্রভুরই সেবা করতে হবে।
তাহলেই তিনি তোমাদের পলেষ্টীয়দের হাত থেকে
রক্ষা করবেন।”

4একথা শুনে ইস্রায়েলীয়রা বাল এবং অষ্টারোতের মূর্ত্তি ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র প্রভুরই সেবা করতে লাগল। 5শমূয়েল বলল, ‘‘সমস্ত ইস্রায়েলীয়কে মিস্পায় জমায়েত হতে হবে। আমি তোমাদের জন্যে প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।”

6ইস্রায়েলীয়রা মিস্পায় সমবেত হল। তারা জল তুলল এবং সেটা প্রভুর সামনে ঢেলে দিল। এইভাবে তারা উপবাস কাল শুরু করল। সেই দিন তারা কোন খাদ্য গ্রহণ না করে সমস্ত পাপ স্বীকার করল। তারা বলল, ‘‘আমরা প্রভুর কাছে পাপ করেছি।” এইভাবে মিস্পায় ইস্রায়েলীয়দের বিচারক হিসেবে শমূয়েল কাজ করতে লাগল।

7পলেষ্টীয়রা জানতে পারল ইস্রায়েলীয়দের মিস্পায় সমবেত হবার খবর। ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে পলেষ্টীয় শাসকরা যুদ্ধ করতে গেল। পলেষ্টীয়দের আসার সংবাদে ইস্রায়েলীয়রা ভয় পেয়ে গেল। 8ইস্রায়েলীয়রা শমূয়েলকে বলল, “আমাদের জন্য, আমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, থেমো না! তাঁকে বলো, হে প্রভু পলেষ্টীয়দের হাত থেকে আমাদের বাঁচান!”

9শমূয়েল একটা মেষশাবক নিয়ে এল। প্রভুকে সে এই মেষটি একটি সম্পূর্ণ হোমবলি হিসাবে নিবেদন করল। ইস্রায়েলের জন্য শমূয়েল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। প্রভু সেই প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। 10শমূয়েল যখন মেষটি পোড়াচ্ছিল, সেইসময় পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল। আর তখন প্রভু পলেষ্টীয়দের দিকে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত করলেন। এতে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে গেল। ওদের নেতারা ওদের সামলাতে পারল না। তাই যুদ্ধে ইস্রায়েলীয়রা পলেষ্টীয়দের হারিয়ে দিল। 11মিস্পা থেকে বেরিয়ে ইস্রায়েলীয়রা পলেষ্টীয়দের তাড়া করল। বৈৎ-কর পর্যন্ত সারাটা রাস্তা তাড়িয়ে নিয়ে গেল। আর সমস্ত পলেষ্টীয় সৈন্যদের ওরা পথে মেরে ফেলল।

ইস্রায়েলে শান্তি এল

12এরপর শমূয়েল একটা বিশেষ ধরণের প্রস্তর স্থাপন করল। উদ্দেশ্য, লোকেরা যাতে প্রভুর কর্মকাণ্ড ভুলে না যায়। পাথরটা রইল মিস্পা এবং সেন এর মাঝখানে। শমূয়েল পাথরটির নাম দিল ‘‘সাহায্যের পাথর।” সে বলল, “প্রভু সমস্ত রাস্তা ঘুরে আমাদের এখানে আসতে সাহায্য করেছেন!”

13পলেষ্টীয়রা হেরে গেল। তারা আর ইস্রায়েলে ঢুকল না। শমূয়েলের বাকি জীবনে প্রভু পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ছিলেন। 14পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের কিছু শহর দখল করেছিল। তারা ইক্রোণ থেকে গাৎ পর্যন্ত সমস্ত শহর নিয়ে নিয়েছিল। সে সব ইস্রায়েলীয়রা আবার ফিরে পেল। এই শহরগুলোর চারপাশের ভূখণ্ডগুলিও তারা জিতে নিল।

ইস্রায়েল এবং ইমোরীয়দের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল।

15শমূয়েল সারাজীবন ধরে ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। 16নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে ইস্রায়েলীয়দের বিচার করত। প্রত্যেক বছর সে সারা দেশ ঘুরত। বৈথেল, গিল্গাল, আর মিস্পা এই সব জায়গায় গিয়ে ইস্রায়েলের লোকের শাসন ও বিচার করত। 17শমূয়েলের বাড়ী ছিল রামাতে। তাই প্রত্যেকবার তাকে রামায় ফিরে যেতে হত। ঐ শহর থেকেই সে ইস্রায়েল শাসন করত, বিচারের কাজকর্ম চালাত। রামায় শমূয়েল প্রভুর উদ্দেশ্যে একটা বেদী তৈরী করেছিল।

ইস্রায়েলীয়রা একজন রাজা চাইল

8 শমূয়েল বৃদ্ধ হলে সে তার পুত্রদের ইস্রায়েলের বিচারক করল। 2শমূয়েলের প্রথম পুত্রের নাম যোয়েল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয়। যোয়েল ও অবিয় ছিল বের্-শেবার বিচারক। 3পুত্রেরা শমূয়েলের মতো জীবনযাপন করত না। যোয়েল ও অবিয় ঘুষ নিত, গোপনে টাকা নিয়ে বিচার সভায় রায় বদলে দিত। এমনকি বিচারালয়ে লোক ঠকাত। 4এই কারণে ইস্রায়েলের প্রবীণরা সবাই মিলে শমূয়েলের সঙ্গে দেখা করতে রামায় গেল। 5তারা শমূয়েলকে বলল, “আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আর আপনার পুত্রেরা ঠিকভাবে জীবন কাটাচ্ছে না। তারা আপনার মতো নয়। তাই বলছি, আপনি আমাদের একটা রাজার ব্যবস্থা করুন, অন্যান্য সব দেশে যেমন থাকে।”

6এইভাবে প্রবীণরা তাদের নেতৃত্ব দিতে একজন রাজা চাইল। কিন্তু শমূয়েলের মনে হল এটা একটা খারাপ চিন্তা। তাই তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। 7প্রভু বললেন, ‘‘লোকেরা যা বলছে তাই করো। তারা তোমাকে প্রত্যাখান করেনি। তারা আমাকে প্রত্যাখান করেছে, কারণ তারা রাজা হিসেবে আমাকে চায় না। 8অতীতের মত বার বার সেই একই কাজ তারা করছে। আমি ওদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু সেই ওরা আমাকেই ছেড়ে দিয়ে অন্য সব দেবতার পূজো করেছিল। তোমার ক্ষেত্রেও এরা সেই এক কাজ করছে। 9ঠিক আছে, ওদের কথা মতোই চলো; কিন্তু তাদের একবার সাবধান করো, ওদের বলে দিও একজন রাজা তাদের প্রতি কি করবে এবং কিভাবে একজন রাজা তাদের শাসন করবে।”

10লোকেরা একজন রাজা চাইছিল। তখন শমূয়েল তাদের কাছে প্রভুর কথিত সমস্ত কথাই শোনাল। 11শমূয়েল বলল, ‘‘যদি তোমরা রাজা চাও তাহলে সে কি কি করবে শোন। সে তোমাদের পুত্রদের তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং জোর করে তাদের দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেবে। তাদের জোর করে সৈন্য করবে, রথ আর অশ্ববাহিনীতে ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে লড়াই করাবে। রাজার রথকে সামলানোর জন্য সেই রথের সামনে ছুটে ছুটে তারা পাহারা দেবে। 12রাজা তোমাদের পুত্রদের জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ঢোকাবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 1,000 জনের ওপর অধিকর্তা হবে। আবার কেউ কেউ 50 জনের ওপর অধিকর্তা

হবে। তাছাড়া সে তোমাদের পুত্রদের দিয়ে জোর করে
চাষ করাবে, ফসল তোলাবে। সে জোর করে যুদ্ধের
জন্য অস্ত্র ও রথের জন্য জিনিসপত্র তৈরি করাবে।

13“একজন রাজা তোমাদের কন্যাদের ধরবে এবং
তাদের নিয়ে যাবে। তাদের দিয়ে রাজা নিজের জন্য
সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করাবে। এছাড়া তাদের দ্বারা রান্নাবান্না,
রুটি বানানো এইসব কাজও করিয়ে নেবে।

14“রাজা তোমাদের ভাল ভাল জমি, দ্রাক্ষা আর
জলপাইয়ের বাগান কেড়ে নিয়ে তা তার কর্মচারীদের
বিলিয়ে দেবে। 15তোমাদের শস্য আর দ্রাক্ষার দশভাগের
একভাগ নিয়ে তার কর্মচারী আর ভৃত্যদের দিয়ে দেবে।
16একজন রাজা তোমাদের দাস ও দাসীদের নিয়ে
নেবে। সে তোমাদের সব চেয়ে সেরা গবাদি পশু ও
গাধাদের নেবে। সে তার নিজের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার
করবে। 17তোমাদের পালের পশুদের দশভাগের একভাগ
রাজা নিয়ে নেবে।

“আর তোমরা সবাই হবে রাজার ক্রীতদাস। 18এমন
একটা সময় আসবে যখন তোমরা তোমাদের মনোনীত
করা রাজার জন্য কাঁদবে। কিন্তু সেই সময় প্রভু তোমাদের
সাড়া দেবেন না।”

19কিন্তু শমূয়েলের কথা লোকেরা শুনল না। তারা
বলল, ‘‘না, আমরা আমাদের শাসক হিসেবে একজন
রাজাই চাইছি। 20রাজা থাকলে আমরা সবাই অন্যান্য
দেশের লোকেদের মতো থাকতে পারব। আমাদের
রাজাই আমাদের চালাবে। যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের
আগে যাবেন এবং আমাদের যুদ্ধে লড়াই করবেন।”

21এই শুনে শমূয়েল প্রভুর কাছে লোকের কথাগুলো
সব শোনালেন। 22প্রভু বললেন, ‘‘ওদের কথা শোন!
ওদের জন্য একজন রাজার ব্যবস্থা করে দাও।”

তখন শমূয়েল ইস্রায়েলবাসীদের বলল, ‘‘বেশ তাই
হবে। তোমরা একজন নতুন রাজা পাবে। এখন তোমরা
সবাই বাড়ি যাও।”

পিতার গাধাগুলোর খোঁজে শৌল

9 কীশ ছিলেন বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর একজন
গণ্যমান্য ব্যক্তি। কীশের পিতার নাম অবীয়েল।
অবীয়েলের পিতা সরোর। সরোরের পিতা বখোরত,
বখোরতের পিতা অফীহ, তিনি বিন্যামীনের লোক।
2কীশের একজন পুত্র ছিল, তার নাম শৌল। সুদর্শন
যুবক শৌলের মতো এত সুন্দর আর কেউ ছিল না।
ইস্রায়েলের সকলের চেয়ে সে ছিল মাথায় লম্বা।

3একদিন কীশের গাধা হারিয়ে গেলে তিনি তাঁর
পুত্র শৌলকে বললেন, ‘‘একজন ভৃত্যকে নিয়ে
গাধাগুলো খুঁজে আনো।”

4শৌল গাধাগুলো খুঁজতে বেরিয়ে গেল। সে
ইফ্রয়িম পাহাড়ের মধ্যে এবং শালিশার আশেপাশের
জায়গার মধ্যে দিয়ে গেল। কিন্তু শৌল আর তার ভৃত্য
গাধাগুলো খুঁজে পেল না। এবার তারা শালীমের দিকে
হাঁটা শুরু করল, সেদিকেও গাধাগুলোর খোঁজ পেল
না। অগত্যা শৌল বিন্যামীনদের দেশের দিকে রওনা
হল। এমনকি সেখানেও তারা গাধাগুলো খুঁজে পেল
না।

5অবশেষে শৌল ও তার ভৃত্য সূফ শহরে এল।
শৌল ভৃত্যটিকে বলল, ‘‘চল, আমরা বাড়ী ফিরি। আমার
পিতা গাধাগুলোর জন্য চিন্তা থামিয়ে তার পরিবর্তে
আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু করবেন।”

6ভৃত্যটি বলল, ‘‘এই শহরেই ঈশ্বরের একজন
ভাববাদী রয়েছেন যাকে লোকেরা খুবই ভক্তি করে।
তিনি যা বলেন তাই সত্য হয়। চলুন আমরা শহরের
ভেতরে যাই। তিনি হয়তো আমাদের বলে দিতে পারেন,
এরপর আমাদের কোথায় যেতে হবে।”

7শৌল তাকে বলল, ‘‘বেশ, আমরা নয় শহরের
ভেতরে ঢুকলাম; কিন্তু তাকে আমরা কি দিতে পারি?
তাকে দেবার মত কোন উপহার তো আমাদের হাতে
নেই। এমন কি আমাদের ঝুলিতে খাদ্যদ্রব্যও শেষ। কি
দেব তাকে?”

8ভৃত্যটি শৌলকে বলল, ‘‘শোন, আমার কাছে
যৎসামান্য কিছু অর্থ আছে, সেটা আমি ঈশ্বরের লোককে
দেব। তিনিই আমাদের রাস্তা বলে দেবেন।”

9-11শৌল বলল, ‘‘ভাল কথা, তাহলে চলো!” তাই
তারা সেই শহরে গেল, যেখানে ঈশ্বরের ভাববাদী থাকত।

শৌল ও তার ভৃত্যটি পর্বতের পথ দিয়ে শহরের
দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় যুবতীরা জল নেওয়ার জন্য
বের হয়ে আসছে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘‘দর্শনকারী
কি এই জায়গায় রয়েছেন?” (অতীতে ইস্রায়েলের
লোকেরা ভাববাদীকে ‘‘দর্শনকারী” বলেও ডাকত। তাই
ঈশ্বরের কাছে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে তারা
বলত, “চলো দর্শনকারীর কাছে যাই।”)

12যুবতীরা উত্তর দিলো, ‘‘হ্যাঁ দর্শনকারী এখানেই
আছেন। তিনি ওখানে আছেন, তোমাদের আগে। তিনি
আজ এই শহরে এসেছেন। কিছু লোক মঙ্গল নৈবেদ্য
উৎসর্গ করার জন্য আজ উপাসনা স্থানে সমবেত হচ্ছে।
13তাই শহরে গেলে তোমরা তাঁর দেখা পাবে। যদি
তোমরা দ্রুত পথ চল তবে তিনি উপাসনার স্থানে
খেতে বসার আগেই তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
পারবে। দর্শনকারী নৈবেদ্য বলি আশীর্বাদ করেন। তাই
তিনি সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত লোকে খেতে বসবে
না। তাড়াতাড়ি পথ চললে তোমরা দর্শনকারীর দেখা
পাবে।”

14শৌল ও তার ভৃত্য শহরে যাবার জন্যে পাহাড়ে
উঠলে, শহরে ঢোকার সময়ই তারা দেখল শমূয়েল
তাদের দিকেই আসছে। শমূয়েল তখন সবে উপাসনার
স্থানে যাবার জন্যে বের হয়েছে।

15এর আগের দিন প্রভু শমূয়েলকে বলেছিলেন,
16‘‘আগামীকাল ঠিক এই সময়েই আমি তোমার কাছে
একজনকে পাঠাবো। সে বিন্যামীন পরিবারের লোক।
তুমি তার অভিষেক করে তাকে ইস্রায়েলের নতুন নেতা
করবে। এই লোকটিই পলেষ্টীয়দের হাত থেকে আমার
লোকেদের রক্ষা করবে। আমি তাদের দুঃখ দুর্দশা
দেখেছি, আমি তাদের কান্না শুনেছি।”

17শমূয়েল শৌলকে দেখতে পেল এবং প্রভু
শমূয়েলকে বললেন, ‘‘আমি এই লোকটার কথাই
তোমাকে বলেছিলাম। সে আমার লোকেদের ওপর শাসন
করবে।”

18ফটকের কাছে শৌল একজন লোকের কাছে পথ
নির্দেশ জিজ্ঞেস করতে গেল। ঘটনাচক্রে এই লোকটি
ছিল শমূয়েল। শৌল তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘কোথায়
সেই দর্শনকারীর বাড়ি আমায় দয়া করে বলে দিন।”

19শমূয়েল বলল, ‘‘আমিই সেই দর্শক। আমার আগে
আগে উপাসনার স্থানের দিকে এগিয়ে যাও। তুমি তোমার
ভৃত্যকে নিয়ে আজ আমার সঙ্গে খাবে। কাল সকালে
তোমার বাড়ি যেও। আমি তোমার সব প্রশ্নেরই উত্তর
দেব। 20তিনদিন আগে যে গাধাগুলো তুমি হারিয়েছ,
তাদের নিয়ে আর মন খারাপ কোর না; তাদের পাওয়া
গেছে। এখন ইস্রায়েলের প্রত্যেকে একজনকে খুঁজছে।
তুমিই সেই ব্যক্তি! তারা তোমাকে এবং তোমার পিতার
পরিবারের সকলকে চায়।”

21শৌল বলল, ‘‘কিন্তু আমি তো বিন্যামীন পরিবারের
একজন। ইস্রায়েলে এটাই সবচেয়ে ছোট পরিবারগোষ্ঠী
এবং এই পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে
আমার পরিবার। তবে আপনি কেন বলছেন ইস্রায়েলের
আমাকে প্রয়োজন?”

22তারপর শমূয়েল, শৌল ও তার ভৃত্যকে নিয়ে
খাবার জায়গায় গেল। বলির নৈবেদ্য ভাগ করে খাবার
জন্যে প্রায় 30 জন লোককে পংক্তি ভোজনে নিমন্ত্রণ
করা হয়েছিল। শৌল ও তার ভৃত্যটিকে শমূয়েল টেবিলের
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসালো। 23শমূয়েল
পাচককে বলল, ‘‘সরিয়ে রাখার জন্যে যে মাংস আমি
তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা এবার আমায় দাও।”

24পাচক উরু দেশের মাংসটা শৌলের টেবিলের
সামনে রেখে দিলে শমূয়েল শৌলকে বলল, ‘‘তোমার
সামনে রাখা মাংসটা খাও। আমি এটা তোমার জন্য
রেখেছি। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য আমি এটা
রেখেছিলাম।” তাই সেদিন শৌল শমূয়েলের সঙ্গে খাওয়া
দাওয়া করল। 25খাওয়ার পর তারা উপাসনার স্থান
থেকে নেমে এসে শহরে ফিরে গেল। শমূয়েল শৌলের
জন্য ছাদে বিছানা পেতেছিল। শৌল ঘুমোতে গেল।

26পরদিন ভোরে শমূয়েল চেঁচিয়ে শৌলকে ডাকলেন।
সে বলল, ‘‘উঠে পড়ো। আমি তোমায় রাস্তায় পৌঁছে
দেব।” শৌল উঠে শমূয়েলের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে
পড়ল।

27শমূয়েল, শৌল ও তার ভৃত্য সবাই মিলে শহরের
সীমানা পর্যন্ত গেল । তখন শমূয়েল শৌলকে বলল,
‘‘তোমার ভৃত্যকে এগিয়ে যেতে বলো। তোমাকে একটা
বাণী দেব। ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বাণী এসেছে।”
তাই ভৃত্যটি এগিয়ে গেল।

শমূয়েল শৌলকে অভিষিক্ত করল

10 শমূয়েল তার তেলের বোতল শৌলের মাথায়
ঢেলে দিল। তারপর সে শৌলকে চুমু খেয়ে বলল,
‘‘প্রভু তোমাকেই তাঁর লোকেদের নেতা হিসাবে
মনোনীত করেছেন। তুমিই প্রভুর লোকেদের নিয়ন্ত্রণ
করবে। চতুর্দিকে যে সব শত্রু আছে তাদের হাত থেকে
তুমি তাদের বাঁচাবে। এই চিহ্ন থেকেই বুঝবে কথাটা
সত্য। 2আমার কাছ থেকে চলে যাবার পর তুমি রাচেলের
সমাধির কাছে বিন্যামীন সীমানার সেল্‌সহতে দুটি
লোকের সাক্ষাৎ পাবে। ঐ লোক দুটো তোমাকে বলবে,
‘যে গাধাগুলো তোমরা খুঁজছ তা কোন একজন দেখতে
পেয়েছে। তোমার পিতা আর গাধাগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা
করছেন না, বরং তোমাকে নিয়েই তার যত ভাবনা।
শুধু বলছেন, আমার পুত্রের ব্যাপারে আমি কি করব।’”

3শমূয়েল বলল, ‘‘তারপর যেতে যেতে তাবোরের
কাছে একটা বড় ওক গাছ দেখতে পাবে। সেখানে
তিনজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে। ঐ তিনজন
বৈথেলে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য যাচ্ছে। তুমি তাদের
মধ্যে একজনের সঙ্গে তিনটে বাচ্চা ছাগল দেখতে
পাবে। দ্বিতীয় জনের কাছে থাকবে তিন টুকরো রুটি।
তৃতীয় জনের কাছে থাকবে এক বোতল দ্রাক্ষারস।
4এই তিনজন লোক তোমায় অভিবাদন করবে। তারা
তোমায় দু টুকরো রুটি দেবে। তুমি তাদের কাছ থেকে
সেটা নেবে। 5তারপর তুমি যাবে গিবিয়াথ এলোহিম।
সেখানে একটা পলেষ্টীয় দুর্গ আছে। এই শহরে তুমি
যখন আসবে তখন একদল ভাববাদী বের হয়ে আসবে।
তারা আসবে উপাসনার স্থান থেকে। তারা ভাববাণী*
করতে থাকবে। তারা বীণা, তম্বুরা, বাঁশি ও অন্যান্য
তন্ত্রবাদ্য বাজাবে। 6তারপর প্রভুর আত্মা তোমার ওপর
সবলে ভর করবেন। তুমি বদলে যাবে। তুমি একজন
আলাদা ব্যক্তির মত হবে। তুমি অন্য ভাববাদীদের সঙ্গে
ভাববাণী করতে শুরু করবে। 7যখন এইসব চিহ্নগুলি
পরিপূর্ণ হবে, তখন তুমি যা চাইবে তাই করতে পারবে।
কারণ তখন ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই বিরাজ করবেন।

8“এবার আমার আগে গিল্‌গলে যাও। আমি
তোমাকে যেতে দেখব। তারপর আমি সেখানে তোমার
সঙ্গে দেখা করব। তারপর হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য
উৎসর্গ করব; কিন্তু সাতদিন তোমায় অপেক্ষা করতে
হবে। তারপর আমি এসে তোমায় কি করতে হবে বলে
দেব।”

শৌল ভাববাদীদের মত হয়ে গেলেন

9শমূয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে মূহুর্তে শৌল
ঘাড় ফেরালেন, ঈশ্বর শৌলের হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন
ঘটালেন। সেই দিন ঐ সব চিহ্নগুলি পরিপূর্ণ হয়েছিল।
10শৌল আর তার ভৃত্য গিবিয়াথ এলোহিমে চলে গেল।
সেখানে একদল ভাববাদীর সঙ্গে শৌলের দেখা হল।
সেই সময় শৌলের ওপর সবলে ঈশ্বরের আত্মা নেমে
এল। অন্য ভাববাদীদের সঙ্গে তিনিও ভাববাণী করলেন।
11যারা শৌলকে আগেই জানত, তারা এখন শৌলকে
অন্য ভাববাদীদের সঙ্গে ভাববাণী করতে দেখল। তারা

ভাববাণী সম্ভবতঃ, এর অর্থ “ঈশ্বরের কথা বলা।” কিন্তু এখানে এর অর্থ প্রভুর আত্মা একজন ব্যক্তিকে নাচাবে।

বলাবলি করল, “কীশের পুত্রের এ কি হল? শৌলও কি
একজন ভাববাদী হয়ে গেল?”
12একটি লোক যে গিবিয়াথ এলোহিমে থাকত, সে
বলল, “ওদের পিতা কে?” সেই থেকে এই কথাটা
একটা প্রসিদ্ধ প্রবাদে পরিণত হয়েছে: “শৌলও কি
ভাববাদীদের মধ্যে একজন?”

শৌল বাড়ী এলেন

13ভাববাণী করবার পর, সে তার বাড়ির কাছে
উপাসনার জায়গায় পৌঁছল ।
14শৌলের কাকা শৌলকে ও তার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা
করল, “তোমরা কোথায় ছিলে?”
শৌল বলল, “আমরা গাধা খুঁজতে গিয়েছিলাম,
কিন্তু গাধা খুঁজে না পেয়ে আমরা শমূয়েলের সঙ্গে
দেখা করতে গিয়েছিলাম।”
15শৌলের কাকা বলল, “শমূয়েল তোমায় কি বলল
দয়া করে বল?”
16শৌল বলল, “শমূয়েল বলছে গাধাগুলো পাওয়া
গেছে।” শৌল তার কাকাকে সবটা বলল না। রাজত্ব
সম্বন্ধে শমূয়েল তাকে যা বলেছিল সে বিষয়ে শৌল
কিছুই বলল না।

শমূয়েল শৌলকে রাজা বলে ঘোষণা করল

17শমূয়েল ইস্রায়েলবাসীদের মিস্পায় প্রভুর সঙ্গে
মিলিত হবার জন্যে বলল। **18**সে বলল, “ইস্রায়েলীয়দের
ঈশ্বর, আমাদের প্রভু বলেন, ‘আমি ইস্রায়েলীয়দের
মিশর থেকে বের করে এনেছি। আমি তোমাদের মিশরের
ক্ষমতা থেকে এবং যে সমস্ত রাজ্যগুলি তোমাদের
নিস্পেষিত করে দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল, তাদের থেকে
বাঁচিয়েছি।’ **19**কিন্তু আজ তোমরা সেই ঈশ্বরকে পরিত্যাগ
করেছ। ঈশ্বরই তোমাদের সব বিপদ ও বিপত্তি থেকে
উদ্ধার করেছেন, কিন্তু তোমরা বলছ, ‘আমাদের শাসন
করবার জন্য আমরা একজন রাজা চাই।’ বেশ তবে
তাই হোক। এখন তোমাদের পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে
প্রভুর সামনে দাঁড়াও।”
20শমূয়েল ইস্রায়েলবাসীদের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীকে
তার কাছে ডাকল। তারপর সে নতুন রাজা মনোনয়ন
করতে শুরু করল। প্রথমে বাছা হল বিন্যামীন
পরিবারগোষ্ঠীকে। **21**সেই পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেক
পরিবারকে শমূয়েল তার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে
বলল। শমূয়েল এবার পছন্দ করল মট্রীয়দের পরিবার।
তারপর মট্রীয়দের পরিবারের প্রত্যেককে শমূয়েল হেঁটে
যেতে বলল। কীশের পুত্র শৌলকে সে এবার মনোনীত
করল।
কিন্তু লোকেরা যখন শৌলকে খুঁজল, তারা তাকে
পেল না। **22**তখন তারা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করল, “শৌল
কি এখানে এসেছে?”
প্রভু বললেন, “শৌল জিনিসপত্রের পেছনেই লুকিয়ে
রয়েছে।”
23লোকেরা ছুটে গিয়ে সেখান থেকে শৌলকে বের
করে আনলে শৌল সকলের মাঝখানে দাঁড়াল। সকলের
মধ্যে শৌলই ছিল লম্বায় এক মাথা উঁচু।
24শমূয়েল সকলকে বলল, “এর দিকে তাকিয়ে দেখ।
প্রভু একেই মনোনীত করেছেন। শৌলের মতো এখানে
তোমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।”
লোকেরা বলে উঠল, “রাজা দীর্ঘায়ু হোন।”
25শমূয়েল তাদের সমস্ত রাজকীয় নিয়ম ও বিধিগুলি
বুঝিয়ে দিল। সে সেগুলো একটা বইয়ে লিখে রাখল।
পরে প্রভুর সামনে সেই বইখানি রেখে শমূয়েল সবাইকে
বাড়ি চলে যেতে বলল।
26শৌলও গিবিয়ায় তার বাড়ি চলে গেল। ঈশ্বর
সাহসীদের হৃদয় স্পর্শ করল। এই সাহসীরা শৌলকে
অনুসরণ করল। **27**কিন্তু কিছু অশান্তি সৃষ্টিকারী লোক
বলল, “এই লোকটা কি করে আমাদের রক্ষা করবে?”
শৌলকে নিয়ে তারা নিন্দামন্দ করতে লাগল। তারা
শৌলকে কোন উপহার দিল না। কিন্তু শৌল এ নিয়ে
কিছু বলল না।

অম্মোনদের রাজা নাহশ

অম্মোনদের রাজা নাহশ গাদ আর রূবেণ
পরিবারগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন চালাত। এদের
প্রত্যেকেরই ডানচোখ সে উপড়ে নিয়েছিল, কেউ তাদের
সাহায্য করুক নাহশ তা চাইত না। যর্দ্দন নদীর পূর্বদিকে
যেসব ইস্রায়েলীয় বসবাস করত, তাদের ডান চোখ সে
উপড়ে নিয়েছিল। কিন্তু 7,000 ইস্রায়েলীয় অম্মোনদের
হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে যাবেশ গিলিয়দে চলে
গিয়েছিল।
11 প্রায় একমাস পর অম্মোনদের রাজা নাহশ তার
সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাবেশ গিলিয়দ ঘিরে ফেলল।
যাবেশের লোকেরা নাহশকে বলল, “যদি আমাদের
সঙ্গে তুমি একটি শান্তিচুক্তি কর তাহলে আমরা তোমার
সেবা করব।”
2নাহশ বলল, “তোমাদের প্রত্যেকের ডানচোখ যদি
উপড়ে নিয়ে নিতে পারি তাহলেই তোমাদের সঙ্গে
চুক্তি করতে পারি। তবেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা লজ্জা
পাবে!”
3যাবেশের নেতারা বলল, “সাতদিন সময় দাও।
সমস্ত ইস্রায়েলে আমরা দূত পাঠাব। যদি কেউ সাহায্য
করতে না আসে তাহলে আমরা তোমার কাছে এসে
আত্মসমর্পণ করব।”

শৌল যাবেশ গিলিয়দকে বাঁচালেন

4বার্তাবাহকেরা গিবিয়ায় এল; সেখানেই শৌল
থাকতেন। তারা লোকেদের খবরটি জানালে লোকেরা
কেঁদে উঠল। **5**শৌল তখন মাঠে গরু চরাতে গিয়েছিল।
মাঠ থেকে ফিরে সে তাদের কান্না শুনতে পেল। সে
জিজ্ঞেস করল, “তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কাঁদছ
কেন?”
তারা শৌলকে যাবেশের বার্তাবাহকেরা কি বলেছিল
তা বলল। **6**শৌল সব শুনল। তারপর ঈশ্বরের আত্মা

সবলে তার ওপর এল। সে খুব রেগে গেল। 7এক
জোড়া বলদ নিয়ে সে তাদের কেটে টুকরো টুকরো
করল। তারপর সে বার্তাবাহকদের হাতে সেই বলদের
টুকরোগুলো দিয়ে তাদের সেই টুকরোগুলি নিয়ে সমস্ত
ইস্রায়েলে ঘুরতে বলল। ইস্রায়েলবাসীদের কাছে
বার্তাবাহকেরা কি বলবে তাও সে বলে দিল। এই ছিল
তার বাণী: "তোমরা সকলে শৌল এবং শমূয়েলকে
অনুসরণ কর। যদি কেউ তাদের সাহায্য না করে তবে
তাদের বলদদের অবস্থা হবে এই টুকরোর মতো!"

লোকেদের মনে প্রভুর প্রতি মহাভয় এলো এবং
তারা সবাই মিলে একটি মানুষের একতা নিয়ে বের
হয়ে এল। 8শৌল বেষকে সকলকে একত্র করল।
ইস্রায়েল থেকে এসেছিল 3,00,000 লোক, যিহূদা থেকে
30,000 জন।

9শৌল এবং তাঁর সৈন্যরা যাবেশের বার্তাবাহকদের
বললেন, "গিলিয়দে যাবেশের যত লোক আছে তাদের
গিয়ে বল, কাল দুপুরের মধ্যেই তোমাদের রক্ষা করা
হবে।"

শৌলের বাণী বার্তাবাহকেরা যাবেশের লোকেদের
শোনাল। শুনে তারা খুব খুশী হল। 10তারপর তারা
অম্মোনের রাজা নাহশকে বলল, "আমরা কাল তোমার
কাছে আসব। তখন তুমি আমাদের নিয়ে যা চাও তাই
করবে।" 11পরদিন সকালে শৌল তাঁর সৈন্যদের তিনটে
দলে ভাগ করলেন। সূর্য উঠলে শৌল সসৈন্যে
অম্মোনদের শিবির আক্রমণ করলেন। সেই সময় ওদের
প্রহরীরা পালাবদল করছিল। দুপুরের আগেই শৌল
অম্মোনদের পরাজিত করলেন। অম্মোন সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ
হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। সবাই একা হয়ে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

12তারপর লোকেরা শমূয়েলকে বলল, "কোথায় গেল
সেইসব লোক যারা বলেছিল শৌলকে রাজা হিসেবে
আমরা চাই না? তাদের ডেকে নিয়ে এসো, আমরা
তাদের হত্যা করব!"

13কিন্তু শৌল বলল, "না আজ কাউকে হত্যা কোরো
না। প্রভু আজ ইস্রায়েলকে রক্ষা করেছেন!"

14তারপর শমূয়েল লোকেদের বলল, "চলো, আমরা
গিল্গলে যাই। গিল্গলে গিয়ে আমরা আবার শৌলকে
রাজা করব।"

15সকলে গিল্গলে গেল। সেখানে প্রভুর সামনে
তারা শৌলকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করল। তারা
প্রভুকে মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। শৌল ও ইস্রায়েলের
সমস্ত লোক মহা আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠান করল।

শমূয়েল রাজার সম্বন্ধে কথা বলল

12 শমূয়েল ইস্রায়েলীয়দের বলল, "তোমরা যা
চেয়েছিলে আমি তার সবই করেছি। আমি
তোমাদের জন্য একজন রাজা এনে দিয়েছি। 2তোমাদের
নেতৃত্ব দেবার জন্য এখন তোমরা একজন রাজা পেয়ে
গেছ। আমি বৃদ্ধ হয়েছি; কিন্তু আমার পুত্ররা তোমাদের
সঙ্গে থাকবে। আমি সেই ছোটবেলা থেকে তোমাদের
নেতা হয়ে আছি। 3আমাকে তো তোমরা জানো। যদি
আমি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা
সে কথা প্রভুর সামনে এবং তাঁর মনোনীত রাজার
সামনে বলবে। আমি কি কারো গাধা বা গরু চুরি
করেছি? আমি কি কাউকে আঘাত করেছি বা ঠকিয়েছি?
আমি কি কারো দোষ ত্রুটি অবজ্ঞা করবার জন্য ঘুষ
নিয়েছি? যদি তা করে থাকি তবে আমি নিশ্চয়ই সেই
অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

4ইস্রায়েলবাসীরা বলল, "না আপনি কখনোই কোন
অন্যায় করেন নি। আপনি কখনই আমাদের ঠকান নি
বা কোন কিছু নিয়ে যান নি!"

5শমূয়েল বলল, "আজ প্রভু আর তাঁর মনোনীত
রাজা সাক্ষী। তোমরা যা বললে তাঁরা সবই শুনেছেন।
তাঁরা জানলেন তোমরা আমার কোন দোষ পাওনি।"
সকলে বলল, "হ্যাঁ, প্রভুই সাক্ষী!"

6শমূয়েল বলল, "যা যা হয়েছে প্রভু সবই দেখেছেন।
তিনিই মোশি এবং হারোণকে মনোনীত করেছিলেন।
তিনিই তোমাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে
এনেছিলেন। 7এবার এখানে দাঁড়াও এবং ঈশ্বর তোমাদের
জন্যে ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য কি কি ভালো
জিনিষ করেছিলেন সে সম্বন্ধে শোন। 8যাকোব মিশরে
গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মিশরীয়রা তার উত্তরপুরুষদের
জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। তাই তারা প্রভুর কাছে
সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছিল। তখন প্রভু মোশি
আর হারোণকে পাঠিয়েছিলেন। তারা তোমাদের
পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছিল এবং এই
জায়গায় বাস করবার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিল।

9"কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের প্রভু ঈশ্বরের
কথা ভুলে গেল। ফলে ঈশ্বর তাদের সীষরার ক্রীতদাস
করে দিলেন। সীষরা ছিল হাৎসোরের সৈন্যদের
অধিনায়ক। তারপর প্রভু তাদের পলেষ্টীয় আর মোয়াবের
রাজার ক্রীতদাস করে দিলেন। তারা সবাই তোমাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। 10তখন পূর্বপুরুষেরা
প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছিল। তারা বলেছিল, 'আমরা
পাপ করেছি। আমরা প্রভুকে ত্যাগ করে বাল এবং
অষ্টারোতের মূর্ত্তির পূজা করেছি; কিন্তু আজ শত্রুদের
হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। আমরা তোমারই সেবা
করব।'

11"তখন প্রভু যিরুব্বাল (গিদিয়ন), বরাক, যিপ্তহ
এবং শমূয়েলকে পাঠালেন। প্রভু, তোমাদের চারপাশের
শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তোমরা নিরাপদে
বাস করছিলে। 12কিন্তু তারপর তোমরা দেখলে
অম্মোনদের রাজা নাহশ তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
আসছে। অমনি বলে উঠলে, 'না, আমরা একজন রাজা
চাই যে আমাদের শাসন করবে!' প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর
ইতিমধ্যেই তোমাদের রাজা থাকা সত্ত্বেও তোমরা সেটা
বলেছিলে। 13এখন তোমরা তোমাদের ইচ্ছে ও পছন্দ
অনুযায়ী একজন রাজা পেয়েছ। প্রভু তাকেই তোমাদের
শাসন করার ভার দিয়েছেন। 14তোমাদের প্রভুকে ভয়
ও সম্মান করে চলা উচিৎ। তোমরা অবশ্যই তাঁর সেবা

করবে ও তাঁর আজ্ঞা মেনে চলবে। তোমরা তাঁর
বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তোমরা সবাই আর তোমাদের
রাজা অবশ্যই তোমাদের প্রভু ও ঈশ্বরের অনুগত
থাকবে। তাহলেই তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন। **15**কিন্তু
তাঁর আদেশ অমান্য করলে অথবা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ
করলে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে যাবেন, যেমন তিনি
তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন।

16“এখন স্থির হয়ে দাঁড়াও এবং প্রভু তোমাদের
চোখের সামনে যে সব মহান জিনিষগুলি করবেন তা
দেখো। **17**এখন গম তোলবার সময়। প্রভুর কাছে আমি
প্রার্থনা করব বজ্র আর বৃষ্টির জন্য। তখনই বুঝতে
পারবে রাজা চাইতে গিয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে তোমরা কি
অন্যায় করেছ।”

18শমূয়েল তাই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল। ঠিক
সেদিনই প্রভু বজ্র আর বৃষ্টি দিলেন। লোকেরা প্রভু
আর শমূয়েলকে ভয় পেল। **19**তারা সবাই শমূয়েলকে
বলল, “তোমার প্রভু ঈশ্বরের কাছে তুমি আমাদের
জন্য প্রার্থনা করো। আমরা তোমার ভৃত্য। আমরা যেন
মারা না পড়ি। আমরা অনেকবার পাপ করেছি। এবার
আবার আমরা রাজা চেয়ে পাপের বোঝা বাড়ালাম।”

20শমূয়েল উত্তরে বলল, “ভয় পেও না। এটা সত্যি,
তোমরা এসব অন্যায় করেছিলে ; কিন্তু প্রভুর অনুসরণ
করে চলো, থেমো না। মন-প্রাণ দিয়ে তোমরা তাঁর
সেবা করবে। **21**মূর্ত্তি কখনো তোমাদের সাহায্য করতে
পারে না। মূর্ত্তি মূর্ত্তিই, তাই ওগুলোর পূজো কোর না।
ওগুলো কোন কাজেরই নয়। মূর্ত্তিরা তোমাদের সাহায্য
বা রক্ষা করতে পারে না।

22“কিন্তু প্রভু কখনো তাঁর লোকেদের ছেড়ে যান
না। তোমাদের তাঁর আপনজন করে নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট
আছেন। তাই তাঁর মহানামের গুণে কখনই তিনি
তোমাদের ছেড়ে যাবেন না। **23**আমার দিক থেকে বলতে
পারি, আমি সবসময় তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করব।
প্রার্থনা বন্ধ করলে আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব।
আমি তোমাদের সত্য পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে যাব
যেন তোমরা সৎভাবে জীবনযাপন করতে পার। **24**তবে
তোমরা অবশ্যই প্রভুকে সম্মান করবে। মনে প্রাণে
তোমরা প্রভুর সেবা করবে। তোমাদের জন্যে তিনি যে
সব মহৎ কর্ম করেছেন সেগুলো মনে রাখবে। **25**কিন্তু
তোমরা যদি মন্দ কাজ করতে থাকো তাহলে ঈশ্বর
তোমাদের আর তোমাদের রাজাকে ধ্বংস করবেন।”

শৌলের প্রথম ভুল

13 সেইসময় শৌল সবে এক বছর রাজা হয়েছেন।
ইস্রায়েলের ওপর দু-বছর রাজত্ব করবার পর,*
2তিনি ইস্রায়েল থেকে 3,000 পুরুষকে মনোনীত
করলেন। বৈথেলের পাহাড়ে মিক্মস দেশে শৌলের
সঙ্গে রইল 2,000 জন। 1,000 জন রইল যোনাথনের
কাছে। তারা ছিল বিন্যামীনের গিবিয়া শহরে। সৈন্যদলের
বাকি লোকেদের তিনি বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

3যোনাথন গেবা শিবিরে পলেষ্টীয়দের প্রধান
সেনাপতিকে হত্যা করল। এখবর শুনে পলেষ্টীয়রা বলল,
“ইব্রীয়েরা বিদ্রোহ করেছে।”

শৌল বলল, “কি হয়েছে ইব্রীয়েরা শুনুক।” শৌল
তার লোকেদের বলল সমস্ত ইস্রায়েলে তারা শিঙা
বাজিয়ে দিক। **4**ইস্রায়েলীয়রা খবরটা শুনল। তারা বলল,
“শৌল পলেষ্টীয় নেতাকে হত্যা করেছে। এবার
পলেষ্টীয়রা সত্যিই ইস্রায়েলীয়দের ঘৃণা করবে!”

ইস্রায়েলীয়দের বলা হল, তারা যেন গিল্গলে
শৌলের সঙ্গে যোগ দেয়। **5**পলেষ্টীয়রা জড়ো হয়ে
ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। পলেষ্টীয়দের
ছিল 3,000 রথ আর 6,000 অশ্বারোহী সৈন্য। সমুদ্রের
বালির মত পলেষ্টীয়দের অসংখ্য সৈন্য ছিল। এদের
শিবির পড়ল মিক্মসে। মিক্মস হচ্ছে বৈৎ-আবনের
পূর্বদিকে।

6ইস্রায়েলীয়রা দেখল তারা বিপদের মুখে। ফাঁদে
পড়েছে বলে মনে হল তাদের। তারা পালিয়ে গিয়ে
গুহায়, পাহাড়ের ফাঁকে ফোকরে লুকিয়ে রইল। লুকিয়ে
রইল কুয়োয়, মাটির ভেতরে যে কোন গর্তের মধ্যে।
7কিছু ইব্রীয় যর্দ্দন নদী পেরিয়ে গাদ আর গিলিয়দের
দিকেও চলে গেল। শৌল তখনও গিল্গলে। তার সৈন্যরা
সবাই ভয়ে কাঁপছে।

8শমূয়েল বলল যে সে গিল্গলে শৌলের সঙ্গে
দেখা করবে। শৌল তার জন্যে সাতদিন অপেক্ষা করে
রইল। কিন্তু শমূয়েল তবুও গিল্গলে এল না। সৈন্যরা
শৌলকে ছেড়ে চলে যেতে লাগল। **9**তখন শৌল বলল,
“আমার কাছে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্যগুলি এনে
দাও।” তারপর শৌল সেই হোমবলি উৎসর্গ করল।
10শৌলের হোমবলি উৎসর্গ করা শেষ করতেই শমূয়েল
এল। শৌল তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

11শমূয়েল বলল “এ কি করেছ?”

শৌল বললেন, “দেখলাম সৈন্যরা আমায় ছেড়ে
চলে যাচ্ছে। তুমিও সময় মতো আসো নি। ওদিকে
পলেষ্টীয়রা মিক্মসে জড়ো হয়েছে। **12**তখন আমি মনে
মনে বললাম, ‘পলেষ্টীয়রা এখানে আসবে। ওরা
গিল্গলে আমাকে আক্রমণ করবে। এখনও আমি প্রভুর
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিনি। তাই অবশেষে আমি
নিজেই জোর করে হোমবলি উৎসর্গ করেছি।’”*

13শমূয়েল বলল, “খুব বোকামি করেছ! তুমি তোমার
প্রভু ঈশ্বরের কথা শোননি। তাঁর আদেশ শুনলে তিনি
তোমাদের পরিবারকে চিরকাল ইস্রায়েলকে শাসন
করতে দিতেন। **14**কিন্তু এখন আর তোমার রাজত্ব স্থির
থাকবে না। প্রভু এমনই একজনকে খুঁজছিলেন যে তাঁর
কথা শুনবে। তিনি সেই লোক পেয়ে গেছেন। তিনি
তাঁর প্রজাদের উপরে নতুন নেতা হিসেবে তাকেই

পদ 1 অথবা “শৌল যখন রাজা হ’ন, তখন তাঁর বয়স ছিল এক বছর। তিনি দু বছর রাজত্ব করেছিলেন।” এই পদটি হিব্রুতে বোঝা খুব কঠিন। হয়তো সংখ্যাগুলির কিছু অংশ হারিয়ে গেছে এবং প্রাচীন গ্রীক অনুবাদে এই পদটি নেই।

আমি … করেছি যাজক শমূয়েলের পরিবর্তে শৌলের নৈবেদ্য উৎসর্গ করার কোন অধিকার ছিল না।

মনোনীত করেছেন। তুমি প্রভুর কথার বাধ্য হওনি বলেই তিনি নতুন নেতা নির্বাচন করেছেন।” 15এই বলে শমূয়েল উঠে দাঁড়াল এবং গিল্‌গল থেকে চলে গেল।

মিকমশে যুদ্ধ

বাকি সৈন্যদের নিয়ে শৌল গিল্‌গল ছেড়ে বিন্যামীনের গিবিয়ায় চলে গেলেন। শৌল মাথা গুনে দেখলেন তাঁর সঙ্গে রয়েছে প্রায় 600 জন। 16শৌল, তাঁর পুত্র যোনাথন এবং সৈন্যরা বিন্যামীনের গিবিয়াতে গেল।

পলেষ্টীয়রা মিক্‌মসে তাঁবু গেড়েছিল। 17সেখানে যত ইস্রায়েলীয় ছিল তাদের পলেষ্টীয়রা শায়েস্তা করতে চাইল। তাদের সেরা সৈন্যরা আক্রমণের জন্য তৈরি হল। তারা তিনটি দলে ভাগ হয়ে গেল। একটা দল গেল উত্তরে, শূয়ালের কাছে অফ্রার রাস্তায়। 18দ্বিতীয় দল গেল দক্ষিণপূর্ব দিকে, বৈৎ-হোরোণের রাস্তায়। তৃতীয় দল পূর্বদিকে, সীমান্তের পথে। সেই পথে মরুভূমির দিকে সিবোয়িম উপত্যকা চোখে পড়ে।

19ইস্রায়েলের কেউই লোহার জিনিসপত্র তৈরি করতে পারত না। ইস্রায়েলে কোন কামার ছিল না। পলেষ্টীয়রা ওদের এসব বানাতে শেখায় নি। কারণ তাদের ভয় ছিল, ইস্রায়েলীয়রা তাহলে লোহার তরবারি আর বর্শা তৈরি করে ফেলবে। 20পলেষ্টীয়রাই শুধু লোহার জিনিসপত্র ধার দিতে পারত। সেই জন্য যদি ইস্রায়েলীয়দের লাঙল, নিড়ানি, কুড়ুল, কাস্তে শান দিতে হত, তাহলে তাদের পলেষ্টীয়দের কাছেই যেতে হত। 21একটা লাঙল আর নিড়ানির জন্যে পলেষ্টীয়রা মজুরি নিত 1/3 আউন্স রূপো। গাঁইতি, কুড়ুল, আর ষাঁড় খোঁচানো শাবল ধার করার জন্য নিত 1/6 আউন্স রূপো। 22তাই যুদ্ধের দিন শৌলের কোন ইস্রায়েলীয় সৈন্যই লোহার তরবারি বা বর্শা নিয়ে যায় নি। শুধুমাত্র শৌল ও তাঁর পুত্র যোনাথনের কাছেই লোহার অস্ত্র ছিল।

23একদল পলেষ্টীয় সৈন্য মিক্‌মসের গিরিপথ পাহারা দিচ্ছিল।

যোনাথন পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করল

14 সেদিন শৌলের পুত্র যোনাথন তার অস্ত্রবাহকের সঙ্গে কথা বলছিল। যোনাথন বলল, “উপত্যকার অন্যদিকে পলেষ্টীয়দের তাঁবু গেড়েছে। চলো সেদিকে যাওয়া যাক।” পিতাকে সে এ বিষয়ে কোন কথা বলল না।

2শৌল তখন পাহাড়ের ধারে মিগ্রোণ নামে একটা জায়গায় একটা ডালিমগাছের নীচে বসেছিলেন। এটা ছিল যেখানে ফসল ঝাড়াই হয় তারই কাছে। শৌলের সঙ্গে ছিল প্রায় 600 জন লোক। 3একজনের নাম ছিল অহিয়। এলি শীলোয় প্রভুর যাজক ছিল। তার জায়গায় এখন অহিয় নামে এক ব্যক্তি যাজক হল। সে পরল যাজকের এফোদ নামক বিশেষ পোশাক। অহিয় ছিল ঈখাবোদের ভাই অহীটুবের পুত্র। ঈখাবোদের পিতার নাম পীনহস। পীনহসের পিতা ছিল এলি।

লোকেরা জানত না যে যোনাথন চলে গিয়েছিল। 4গিরিপথের উভয়পাশে একটা বড় শিলা ছিল। যোনাথন ঠিক করল ঐ গিরিপথ দিয়ে সে পলেষ্টীয় শিবিরে পৌঁছবে, একটা শিলার নাম ছিল বোৎসেস; অন্য শিলাটির নামছিল সেনি। 5একটি শিলা উত্তরে মিক্‌মস অভিমুখে ছিল এবং অন্যটি ছিল দক্ষিণে গেবার দিকে মুখ করা।

6যোনাথন তার অস্ত্রবাহক যুবক সহকারীকে বলল, “চলো আমরা ঐ বিদেশীদের তাঁবুর দিকে যাই। হয়তো ওদের হারিয়ে দিতে প্রভু আমাদের সাহায্য করতে পারেন। প্রভুকে কেউই থামাতে পারে না। আমাদের সৈন্য কম বা বেশী এতে কিছু যায় আসে না।”

7অস্ত্রবাহক যুবকটি তাকে বলল, “যা ভাল বোঝ, করো। আমি তোমার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে থাকব।”

8যোনাথন বলল, “চলো এগোনো যাক! আমরা উপত্যকা পেরিয়ে পলেষ্টীয় প্রহরীদের দিকে যাব। এমন করব যেন তারা আমাদের দেখতে পায়। 9যদি তারা বলে, ‘আমরা না আসা পর্যন্ত ওখানে দাঁড়াও,’ তাহলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আমরা ওদের দিকে এগোব না। 10কিন্তু যদি পলেষ্টীয় লোকেরা বলে, ‘এদিকে চলে এসো,’ তাহলে আমরা তাদের দিকে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাব। কেন? কারণ সেটাই হবে ঈশ্বরের দেওয়া চিহ্ন বিশেষ। এর অর্থ হচ্ছে, প্রভু আমাদের সহায় হলেন যাতে ওদের হারিয়ে দিতে পারি।”

11সেইমতো যোনাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী পলেষ্টীয়দের একটা সুযোগ করে দিল ওরা যাতে তাদের দেখতে পায়। পলেষ্টীয় প্রহরীরা বলল, “দেখ, গর্ত থেকে ইব্রীয়রা বেরিয়ে আসছে যেখানে তারা লুকিয়ে ছিল!” 12দুর্গের ভেতর থেকে পলেষ্টীয়রা যোনাথন ও তার অস্ত্রবহনকারীকে চিৎকার করে বলল, “এগিয়ে এসো। আমরা তোমাদের উচিৎ শিক্ষা দেব!”

যোনাথন তার অস্ত্রবহনকারীকে বলল, “আমি পাহাড়ে উঠছি। আমার পিছন পিছন এসো। প্রভু ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে পলেষ্টীয়দের পরাজিত করতে দিচ্ছেন!”

13-14তাই যোনাথন হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠল। তার অস্ত্রবহনকারী ঠিক তার পিছনে। যোনাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী সেখানে ছিল না। ওরা দুজনে পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করল। প্রথম চোটেই তারা আধ একর জুড়ে 20 জন পলেষ্টীয়কে হত্যা করল। সামনে থেকে যারা আক্রমণ করতে আসছিল যোনাথন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। আর তার অস্ত্রবহনকারী পিছন পিছন এসে যারা শুধু আহত হয়েছিল তাদের মেরে ফেলল।

15পলেষ্টীয় সৈন্যরা সকলেই বেশ ভয় পেয়ে গেল। মাঠে, শিবিরে, দুর্গে যে সব সৈন্য ছিল সকলেই ভয় পেয়ে গেল, এমনকি সবচেয়ে সাহসী যারা, তারাও। মাটি কাঁপতে লাগল এবং তাতে পলেষ্টীয় বাহিনী সত্যিই বেশ ভয় পেয়ে গেল।

16শৌলের প্রহরীরা ছিল বিন্যামীনের গিবিয়ায়। তারা
দেখল পলেষ্টীয়রা যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। 17শৌল
সৈন্যদের বললেন, ‘‘লোকগুলোকে গোন। ক’জন শিবির
ছেড়ে গেছে দেখতে চাই।”
ওরা লোক গুনতে শুরু করল। যোনাথন ও তার
অস্ত্রবহনকারী সেখানে ছিল না।
18শৌল অহিয়কে বললেন, ‘‘এবার ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক আনো।” (সেই সময় ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক
ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে ছিল।) 19শৌল যাজক অহিয়র
সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঈশ্বরের উপদেশের জন্যে তিনি
অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু পলেষ্টীয়দের শিবিরে
গোলমাল আর চেঁচামেচি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। শৌল
অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি যাজক অহিয়কে
বললেন, “আর নয়, এবার হাত নামাও। প্রার্থনা শেষ
করো।”
20সৈন্যসামন্ত জড়ো করে নিয়ে শৌল যুদ্ধ করতে
গেলেন। পলেষ্টীয় সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এমনকি
তারা তাদের তরবারি ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে
লড়াই করছিল। 21কিছু ইব্রীয় আগে পলেষ্টীয়দের সেবা
করত এবং তাদের শিবিরেই থাকত। কিন্তু এখন তারা
শৌল আর যোনাথনের সঙ্গে মিশে গেল। তারা এখন
ইস্রায়েলীয়দের দলে ভিড়ে গেল। 22ইফ্রয়িমের পার্বত্য
দেশে যেসব ইস্রায়েলীয় লুকিয়েছিল তারা পলেষ্টীয়দের
পালিয়ে যাবার খবর শুনল। এখন এই ইস্রায়েলীয়রাও
যুদ্ধে নেমে পলেষ্টীয়দের তাড়িয়ে দিতে শুরু করল।
23এইভাবে প্রভু সেদিন ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা
করলেন। যুদ্ধ চললো বৈৎ-আবন ছাড়িয়ে। সমস্ত সৈন্য
এখন শৌলের সঙ্গে। তারা সংখ্যায় প্রায় 10,000 জন
পুরুষ। পাহাড়ী অঞ্চল ইফ্রয়িমের সমস্ত শহরগুলিতে
যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

শৌলের আরেকটি ভুল

24কিন্তু সেদিন শৌল একটা মস্ত ভুল করেছিলেন।
ইস্রায়েলীয়রা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। এর কারণ
শৌল। তিনি তাদের দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি করিয়েছিলেন
যে সন্ধ্যার আগে এবং আমি শত্রুদের হারিয়ে দেবার
আগে যদি কেউ খায় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া
হবে। তাই কোন ইস্রায়েলীয় সৈন্য কিছু খায় নি।
25-26যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা বেশ কিছু জঙ্গলের
মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তারপর তারা এক জায়গায় মাটির
ওপরে একটি মৌচাক দেখল, কিন্তু মৌচাকের কাছে
গিয়েও খেল না। প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে তাদের ভয় করছিল।
27কিন্তু যোনাথন এই প্রতিশ্রুতির কথা জানত না। সে
জানত না যে তার পিতা সৈন্যদের জোর করে এই
প্রতিশ্রুতি করিয়েছেন। যোনাথনের হাতে ছিল একটি
লাঠি। সে লাঠিটার একটা দিক মৌচাকের মধ্যে ঢুকিয়ে
দিয়ে কিছু মধু বের করে আনলো। মধু খেয়ে সে কিছুটা
ভাল বোধ করল।
28সৈন্যদের একজন যোনাথনকে বলল, ‘‘তোমার
পিতা সৈন্যদের এই বিশেষ প্রতিশ্রুতি করতে বাধ্য
করেছিলেন। তোমার পিতা বলেছিলেন কেউ আজ খেলে
শাস্তি পাবে। তাই কেউ কিছু খায় নি। সেই জন্য সকলে
দুর্বল হয়ে পড়েছে।”
29যোনাথন বলল, “আমার পিতা এই দেশে অনেক
অশান্তি নিয়ে এসেছে। এই দেখ সামান্য একটু মধু
খেয়েই আমি কেমন সুস্থ বোধ করছি। 30শত্রুদের কাছ
থেকে খাবার আদায় করে যদি লোকেরা খেয়ে নিত
তাহলে অনেক ভাল হতো। তাহলে আমরা আরো
অনেক পলেষ্টীয়দের হত্যা করতে পারতাম!”
31সেদিন ইস্রায়েলীয়রা পলেষ্টীয়দের হারিয়ে দিল।
মিক্মস থেকে অয়ালোন পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় ওরা
পলেষ্টীয়দের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিল। ফলে তারা ক্লান্ত
ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। 32পলেষ্টীয়দের মেষ, গরু,
বাছুর সব তারা নিয়ে নিয়েছিল। এখন ইস্রায়েলের
লোকেরা প্রবল ক্ষুধায় সেগুলো মাটিতে ফেলে হত্যা
করে রক্ত শুদ্ধ খেতে লাগল।
33শৌলকে একজন বলল, ‘‘এই দেখা লোকগুলো
আবার প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করছে। রক্ত লেগে থাকা
মাংস ওরা খাচ্ছে!”
তখন শৌল বললেন, ‘‘তোমরা পাপ করেছ। এখানে
একটা বড় পাথর গড়িয়ে দাও।” 34তারপর শৌল বললেন,
‘‘যাও ওদের কাছে গিয়ে বলো, প্রত্যেকেই তার ষাঁড়
আর মেষ যেন আমার কাছে নিয়ে আসে। তারপর
ওরা এখানে এসে সে সব জন্তুকে যেন মারে। তোমরা
প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কোরো না। কখনো রক্ত মাখানো
মাংস খেও না।”
সেই রাত্রে প্রত্যেকেই নিজেদের পশু সেখানে নিয়ে
এসে বলি দিল। 35তারপর শৌল প্রভুর জন্য একটা
বেদী তৈরি করলেন। শৌল নিজেই এই কাজটা করতে
লাগলেন।
36শৌল বললেন, ‘‘আজ রাত্রে চলো আমরা
পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করি। তাদের সবকিছু আমরা
কেড়ে নিয়ে একেবারে শেষ করে দিই।”
সৈন্যরা বলল, ‘‘যা ভাল বোঝ করো।”
কিন্তু যাজক বলল, ‘‘ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করে দেখা
যাক।”
37তখন শৌল ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘আমি কি
পলেষ্টীয়দের পিছু নিয়ে ওদের হটিয়ে দেব? আপনি কি
ওদের পরাজয়ে আমাদের সাহায্য করবেন?” কিন্তু ঈশ্বর
সেদিন কোন উত্তর দিলেন না।
38তখন শৌল বললেন, ‘‘সমস্ত নেতাকে আমার
কাছে ডেকে আনো। খুঁজে বের করা যাক আজ কে
পাপ করেছে। 39ইস্রায়েলকে যিনি রক্ষা করেন, সেই
প্রভুর নামে আমি শপথ করে বলছি, পাপ যদি আমার
পুত্র যোনাথনও করে থাকে তবে তাকেও মরতে হবে।”
কেউ কোন কথা বলল না।
40শৌল সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের বললেন, ‘‘তোমরা
এদিকটায় দাঁড়াও, আমি আর যোনাথন ওদিকে
দাঁড়াচ্ছি।”
সৈন্যরা বলল, “যা বলবেন তাই হবে।”

41তারপর শৌল প্রার্থনা শুরু করলেন। তিনি বললেন,
“হে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, কেন আজ তোমার ভৃত্যকে
কোনো উত্তর দিলে না? যদি আমি বা আমার পুত্র
কোন দোষ করে থাকি, তবে, প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
আমাদের ‘ঊরীম’ দাও। যদি তোমার ইস্রায়েলীয়রা
কোন পাপ করে থাকে, তুমি তবে ‘তুম্মীম দাও।” ‘ঊরীম’
আর ‘তুম্মীম’ ছুঁড়ে দেওয়া হল।
শৌল ও যোনাথন ধরা পড়ল এবং লোকেরা বাদ
পড়ল। 42শৌল বললেন, “আবার ওগুলো ছুঁড়ে দেখো
কে দোষী, আমি না আমার পুত্র যোনাথন?” এবার
যোনাথন ধরা পড়ল।
43শৌল যোনাথনকে বললেন, “কি করেছ বলো?”
যোনাথন বলল, “লাঠির মাথায় শুধু একটু মধু নিয়ে
খেয়েছি। এর জন্য কি আমাকে মরতে হবে?”
44শৌল বললেন, “আমি যে প্রতিশ্রুতি করেছি।
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবেন।
সুতরাং যোনাথন মরবেই।”
45তখন সৈন্যরা শৌলকে বলল, “যোনাথন আজ
ইস্রায়েলের জয়ের নায়ক। তাকে কি মরতেই হবে?
কখনোই না। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে
বলছি, কেউ যোনাথনের গায়ে হাত দেব না। তার
একটি চুলও মাটিতে পড়বে না। স্বয়ং ঈশ্বর যোনাথনকে
পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন।”
এইভাবে তারা যোনাথনকে বাঁচাল। তাকে আর মরতে
হল না।
46শৌল পলেষ্টীয়দের পিছু নিলেন না। পলেষ্টীয়রা
নিজেদের জায়গায় ফিরে এলো।

ইস্রায়েলের শত্রুদের সঙ্গে শৌলের যুদ্ধ

47ইস্রায়েলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব শৌল নিজের হাতে
নিলেন। ইস্রায়েলের চারিদিকে যত শত্রু ছিল, তাদের
সঙ্গে তিনি যুদ্ধ চালালেন। তিনি মোয়াব, অম্মোনীয়,
সোবার রাজা ইদোম এবং পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ
করলেন। শৌল যেখানে গেলেন সেখানেই ইস্রায়েলের
শত্রুদের হারিয়ে দিলেন। 48শৌল খুব সাহসী ছিলেন।
সমস্ত শত্রু, যারা ইস্রায়েলীয়দের লুঠ করতে চাইছিল,
তাদের হাত থেকে শৌল ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা
করেছিলেন। এমনকি অমালেক গোষ্ঠীকেও তিনি হারিয়ে
দিয়েছিলেন। 49শৌলের পুত্রদের নাম যোনাথন, যিশ্‌বি
এবং মল্কীশূয়। তাঁর বড় মেয়ের নাম মেরব, ছোট মেয়ে
মীখল। 50শৌলের স্ত্রীর নাম অহীনোয়ম। অহীনোয়মের
পিতা হচ্ছে অহীমাস।
শৌলের সেনাপতি অব্নের, সে ছিল নেরের পুত্র।
নের শৌলের কাকা। 51শৌলের পিতা কীশ এবং
অব্নেরের পিতা নের এঁরা দুজনে অবীয়েলের পুত্র।
52শৌল আজীবন সাহসী ছিলেন। তিনি পলেষ্টীয়দের
বিরুদ্ধে প্রবলভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। যখনই তিনি একটি
শক্ত সমর্থ বা সাহসী লোক দেখতে পেতেন, তাকে
তাঁর সৈন্যদলে যুক্ত করে নিতেন। এরা তাঁর দেহরক্ষী
হিসেবে কাছাকাছি থাকত।

শৌল অমালেকীয়দের ধ্বংস করে দিলেন

15 একদিন শমূয়েল শৌলকে বলল, “প্রভু তোমায়
ইস্রায়েলে তাঁর লোকেদের রাজা হিসাবে
অভিষেক করতে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাই এখন
প্রভুর বার্তা শোনো। 2সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন: ‘যখন
ইস্রায়েলীয়রা মিশর থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন
অমালেকীয়রা তাদের কনানে যেতে বাধা দিয়েছিল।
অমালেকীয়রা কি করেছে আমি সব দেখেছি। 3এখন
যাও, অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। ওদের তোমরা
একেবারে শেষ করে দাও, ওদের সব কিছু ভেঙ্গেচুরে
তছনছ করে দাও। কাউকে বাঁচতে দিও না। ছেলে
মেয়ে কাউকে বাদ দেবে না। তাদের সমস্ত গরু, মেষ,
উটও তোমরা শেষ করে দেবে।’”
4শৌল টলায়ীমে সমস্ত সৈন্য জড়ো করলেন।
পদাতিক সৈন্য 2,00,000 জন আর অন্যান্যরা 10,000
জন। এদের মধ্যে যিহূদার লোকেরাও ছিল। 5তারপর
শৌল চলে গেলেন অমালেকীয়দের শহরে। উপত্যকায়
গিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। 6কেনীয়দের
শৌল বলল, ‘তোমরা সবাই অমালেকীয়দের ছেড়ে
দিয়ে চলে যাও। তাহলে আমি ওদের সঙ্গে তোমাদের
বিনষ্ট করব না। যখন ইস্রায়েলীয়রা মিশর ছেড়ে চলে
আসছিল, তোমরা ইস্রায়েলীয়দের দয়াদাক্ষিণ্য
দেখিয়েছিলে।” একথা শুনে কেনীয়রা অমালেকীয়দের
ছেড়ে চলে গেল।
7শৌল অমালেকীয়দের হারিয়ে দিলেন। তাদের
তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন সেই হবীলা থেকে শূর অবধি
যেখানে মিশরের সীমানা। 8অমালেকীয়দের রাজা ছিল
অগাগ। শৌল জীবিত অবস্থায় অগাগকে বন্দী
করেছিলেন এবং বাকী অমালেকীয়দের হত্যা
করেছিলেন। 9সব কিছু ধ্বংস করতে শৌলের এবং
ইস্রায়েলীয়দের মন চাইল না। সেইজন্য তারা অগাগকে
মেরে ফেলেনি। তাছাড়া পুষ্ট গাভী, সেরা মেষগুলোকেও
তারা জীবিত রেখেছিল। সেই সঙ্গে আর যে সব জিনিস
রেখে দেবার মতো, সেগুলোও রেখে দিয়েছিল। ঐগুলো
তারা নষ্ট করতে চায়নি। যেগুলো রাখার যোগ্য নয়,
সেগুলোকে তারা নষ্ট করে দিয়েছিল।

শমূয়েল শৌলকে তার পাপের কথা বলল

10শমূয়েল প্রভুর কাছ থেকে একটি বার্তা পেল।
11প্রভু বললেন, “শৌল আমাকে মানছে না। ওকে রাজা
করেছিলাম বলে আমার অনুশোচনা হচ্ছে। সে আমার
কথামত কাজ করছে না।” শমূয়েল একথা শুনে ক্রুদ্ধ
হল। সারারাত ধরে কেঁদে কেঁদে সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করল।
12পরদিন খুব ভোরে শমূয়েল শৌলের সঙ্গে দেখা
করতে গেল। কিন্তু লোকেরা শমূয়েলকে বলল, “শৌল
যিহূদার কর্মিল শহরে চলে গেছেন। সেখানে তিনি নিজের
সম্মান বাড়াতে একটা পাথরের মূর্তি তৈরী করেছেন।
তিনি এখন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সবশেষে
তিনি গিল্‌গলে যাবেন।”

তাদের কথা শুনে শমূয়েল শৌল যেখানে ছিলেন সেখানে গেল। তখন শৌল সবে অমালেকীয়দের কাছ থেকে নেওয়া জিনিসগুলোর প্রথম অংশ প্রভুকে নিবেদন করেছিল। এগুলো সবই শৌল হোমবলি রূপে প্রভুকে উৎসর্গ করেছিল। **13**শমূয়েল শৌলের কাছে গেল। শৌল তাকে বললেন, "প্রভু তোমার মঙ্গল করুন । আমি প্রভুর নির্দেশ পালন করেছি।"

14তখন শমূয়েল বলল, ''তাহলে আমি কিসের শব্দ শুনলাম? আমি কেন মেষ আর গরুর ডাক শুনতে পেলাম?"

15শৌল বললেন, ''ওগুলো সৈন্যরা অমালেকীয়দের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। তারা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করবার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মেষ আর গবাদি পশু প্রদান করেছিল। কিন্তু বাকি সবকিছুই আমরা শেষ করে দিয়েছি।"

16শমূয়েল বলল, ''চুপ করো! গত রাত্রে প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন শোনো।"

শৌল বললেন, ''বেশ, বলো তিনি কি বলেছিলেন?"

17শমূয়েল বলল, ''অতীতে তুমি ভাবতে তুমি গুরুত্বহীন ছিলে। কিন্তু পরে তুমি হয়ে গেলে ইস্রায়েলের পরিবারগোষ্ঠীর নেতা। প্রভু ইস্রায়েলের রাজা হিসাবে তোমাকে মনোনীত করেছিলেন। **18**প্রভু তোমাকে একটা বিশেষ কাজে পাঠিয়েছিলেন। প্রভু বললেন, 'যাও, সমস্ত অমালেকীয়দের হত্যা কর। কারণ তারা সবাই পাপী। সবাইকে শেষ করে দাও। তারা নিঃশেষে বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' **19**কিন্তু তুমি প্রভুর সে কথা শোননি। কারণ তুমি জিনিসপত্র নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলে, তাই প্রভুর কথা অনুযায়ী কাজ করোনি। তাঁর মতে যা খারাপ, সেই কাজ তুমি করেছ!"

20শৌল বললেন, ''কিন্তু আমি তো প্রভুর কথা পালন করেছি । তিনি আমায় যেখানে যেতে বলেছিলেন সেখানে গিয়েছিলাম। আমি অমালেকীয়দের সবাইকে হত্যা করেছি। কেবলমাত্র একজনকেই আমি এনে রেখেছি। তিনি হচ্ছেন তাদের রাজা, অগাগ। **21**আর সৈন্যরা নিয়েছে সেরা মেষ এবং গরু । তাদের বলি দিতে হবে গিল্‌গলে তোমার প্রভু ঈশ্বরের কাছে।"

22শমূয়েল বলল, ''কিন্তু প্রভু কিসে সবচেয়ে বেশী খুশী হন? হোম বলিতে না তাঁর আদেশ পালনে? বলির চেয়ে তাঁর আদেশ পালন করাই শ্রেয়। ভেড়ার চর্বি উৎসর্গ করার চেয়ে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া অনেক ভালো। **23**ঈশ্বরের অবাধ্যতা করা মায়াবিদ্যার পাপের মতোই খারাপ। একগুঁয়েমি করা এবং তুমি যা চাও তা করা মূর্ত্তিপূজো করার পাপের মতোই ততটা খারাপ। প্রভুর আদেশ তুমি অমান্য করেছ। তাই তিনি তোমাকে রাজা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছেন।"

24এর উত্তরে শৌল শমূয়েলকে বললেন, ''আমি পাপ করেছি। প্রভুর আদেশ আমি শুনিনি, তোমার কথাও আমি শুনিনি। লোকেদের আমি ভয় পাই, তারা যা চায় আমি তাই করেছি। **25**আমার এই পাপের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার সঙ্গে ফিরে চলো, যেন আমি প্রভুকে উপাসনা করতে পারি।"

26শমূয়েল বলল, ''না তোমার সঙ্গে যাব না। তুমি প্রভুর আদেশ মানোনি। তাই প্রভুও ইস্রায়েলের রাজা হিসাবে তোমাকে অস্বীকার করেছেন।"

27শমূয়েল যখন যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন সময় শৌল তাঁর পোশাকটি খপ করে ধরে ফেললেন এবং সেটি ছিঁড়ে গেল। **28**শমূয়েল শৌলকে বলল, "তুমি যেভাবে আমার আলখাল্লা ছিঁড়ে নিয়েছ সেইভাবেই প্রভু আজ ইস্রায়েল রাজ্য তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন। তিনি এই রাজ্য দিয়েছেন তোমারই বন্ধুদের মধ্যে একজনকে। সে তোমার চেয়ে ভাল লোক। **29**প্রভু হচ্ছেন ইস্রায়েলের ঈশ্বর। তিনি অমর। তিনি মিথ্যা বলেন না, মত বদলান না। তিনি মানুষের মতো নন। মানুষই ঘন ঘন মত বদলায়।"

30শৌল বললেন, ''স্বীকার করছি, আমি পাপ করেছি! কিন্তু দয়া করে আমার সঙ্গে ফিরে আসুন। প্রবীণদের এবং ইস্রায়েলের লোকেদের সামনে আমার সম্মান রাখুন যেন আমি আপনার প্রভু ও ঈশ্বরকে প্রণাম করতে পারি।" **31**শমূয়েল শৌলের সঙ্গে ফিরে এলে শৌল প্রভুকে উপাসনা করলেন।

32শমূয়েল বলল, ''অমালেকীয়দের রাজা অগাগকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

অগাগ শমূয়েলের কাছে এল। তাকে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। অগাগ মনে করল, ''সে নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে না।"

33কিন্তু শমূয়েল অগাগকে বলল, ''তোমার তরবারি কত মায়ের কোল খালি করেছে। এবার তোমার মায়েরও সেই দশা হবে।" এই বলে শমূয়েল গিল্‌গলে প্রভুর সামনে অগাগকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল।

34তারপর শমূয়েল রামাতে চলে গেল। শৌল গিবিয়ায় তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। **35**এরপর শমূয়েল তার জীবনে আর কখনও শৌলকে দেখতে পায় নি। সে শৌলের জন্যে খুব দুঃখ বোধ করল। এমনকি প্রভুও শৌলকে ইস্রায়েলের রাজা করেছিলেন বলে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

শমূয়েল বৈৎলেহমে গেল

16 প্রভু শমূয়েলকে বললেন, ''শৌলের জন্য আর কতদিন তুমি দুঃখ বোধ করবে? শৌলকে আমি ইস্রায়েলের রাজা হিসাবে অস্বীকার করেছি একথা তোমাকে বলবার পরও তুমি ওর জন্যে দুঃখ করছ। শিঙায় তেল ভর্তি করে বৈৎলেহেমে যাও। তোমাকে আমি একজনের কাছে পাঠাচ্ছি। তার নাম যিশয় ও বৈৎলেহমেই থাকে। তারই একজন পুত্রকে আমি নতুন রাজা হিসাবে মনোনীত করেছি।"

2তখন শমূয়েল বলল, ''আমি যদি যাই তবে শৌল জানতে পারবে। তখন সে আমায় হত্যা করতে চাইবে।"

প্রভু বললেন, ''তুমি বৈৎলেহমে যাও। সঙ্গে একটা বাছুরকে নিও। তুমি বলবে, 'আমি প্রভুর কাছে একে

বলি দিতে এসেছি।’ 3যিশয়কে এই বলি দেখতে আমন্ত্রণ জানাবে। তারপর কি করবে আমি বলে দেব। যাকে আমি দেখিয়ে দেব তার মাথায় জলপাই তেল ঢেলে দিও।”

4প্রভুর কথামতো শমূয়েল যা যা করার করল। সে বৈৎলেহমে চলে গেল। সেখানকার প্রবীণরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এল। শমূয়েলের সঙ্গে দেখা করে তারা বলল, ‘‘আপনি কি শান্তির ভাব নিয়ে এসেছেন?”

5শমূয়েল জবাব দিল, ‘‘হ্যাঁ, আমি শান্তির ভাব নিয়েই এসেছি। আমি প্রভুর কাছে একটা বলি দিতে এসেছি। তোমরা তৈরী হও। আমার সঙ্গে বলিদানে এসো।” শমূয়েল যিশয় আর তার পুত্রদের প্রস্তুত করে বলিদানের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য ডেকে আনল।

6যিশয় তার পুত্রদের নিয়ে পৌঁছলে শমূয়েল ইলীয়াবকে দেখতে পেল। শমূয়েল ভাবল, “এই সেই যাকে প্রভু বিশেষভাবে পছন্দ করেছেন।”

7কিন্তু প্রভু শমূয়েলকে বললেন, ‘‘ইলীয়াব লম্বা আর সুন্দর দেখতে হলেও এভাবে ব্যাপারটা দেখো না। লোকে যেভাবে কোন জিনিস দেখে বিচার করে ঈশ্বর সেভাবে করেন না। লোকেরা মানুষের বাইরের রূপটাই দেখে, কিন্তু ঈশ্বর দেখেন তার অন্তরের রূপ। সেদিক থেকে ইলীয়াব উপযুক্ত লোক নয়।”

8তখন যিশয় তার দ্বিতীয় পুত্র অবীনাদবকে ডাকলো। অবীনাদব শমূয়েলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। শমূয়েল বলল, ‘‘না একেও প্রভু মনোনীত করেন নি।”

9একথা শুনে যিশয় শম্মকে শমূয়েলের পাশে আসতে বলল। শমূয়েল বলল, ‘‘না এও চলবে না।”

10যিশয় শমূয়েলকে তার সাত পুত্রকে দেখাল। শমূয়েল বলল, ‘‘প্রভু এদের একজনকেও মনোনীত করেন নি।”

11শমূয়েল বলল, ‘‘তোমার পুত্র বলতে এরাই কি সব?”

যিশয় বলল, ‘‘না আমার আরেকটা পুত্র আছে। সে সবচেয়ে ছোট, কিন্তু সে এখন মেষ চরাচ্ছে।”

শমূয়েল বলল, “তাকে ডেকে নিয়ে এসো। সে না আসা পর্যন্ত আমরা কেউ খেতে বসব না।”

12যিশয় একজনকে পাঠালো তার ছোট ছেলেটিকে ডেকে আনতে। তার ছোট ছেলেটি দেখতে ভাল, রক্তবর্ণের যুবক।

প্রভু শমূয়েলকে বলল, ‘‘এই তো সেই ছেলে। ওঠো, একে অভিষেক করো।”

13শমূয়েল তেল ভর্তি শিঙাটা নিয়ে যিশয়ের সব চেয়ে ছোট ছেলেটার মাথায় ঢেলে দিল। তার ভাইয়েরা এই ঘটনা দেখল। সেদিন থেকেই প্রভুর আত্মা মহাশক্তিতে দায়ূদের ওপর এল। এরপর শমূয়েল রামায় ফিরে এল।

একটি দুষ্ট আত্মা শৌলকে বিরক্ত করল

14প্রভুর আত্মা শৌলকে ছেড়ে চলে গেলেন। তখন শৌলের কাছে প্রভু এক দুষ্ট আত্মা পাঠালেন। এর ফলে তিনি বেশ মুশকিলে পড়লেন। 15শৌলের ভৃত্যেরা তাঁকে বলল, ‘‘ঈশ্বরের কাছ থেকে এক দুষ্ট আত্মা এসে আপনাকে উদ্বিগ্ন করছে।” 16যদি আপনি আদেশ করেন তাহলে একজন বীণা বাজিয়েকে খুঁজে আনি। প্রভুর কাছ থেকে দুষ্ট আত্মা এলে সে বীণা বাজাবে। তখন আপনি বেশ ভালো বোধ করবেন।”

17শৌল বললেন, ‘‘তাহলে একজন ভালো বাজিয়েকে আমার কাছে নিয়ে এসো।”

18একজন ভৃত্য বলল, “যিশয় নামে এক ব্যক্তি আছেন যিনি বৈৎলেহমে বাস করেন। আমি যিশয়ের পুত্রকে দেখেছি সে বীণা বাজাতে জানে। সে সাহসী এবং যুদ্ধ করতেও জানে। সে চতুর, দেখতেও সুন্দর। স্বয়ং প্রভু তার সহায়।” 19তাই শৌল যিশয়ের কাছে কয়েকজন দূত পাঠাল। তারা যিশয়কে বলল, “তোমার দায়ূদ নামে একজন পুত্র আছে, সে তোমার মেষদের দেখাশোনা করে। ওকে আমাদের কাছে ডেকে আনো।”

20যিশয় শৌলের জন্য কিছু উপহার জোগাড় করলো। যিশয় একটা গাধা, কিছু রুটি, এক বোতল দ্রাক্ষারস আর একটা কচি ছাগল দায়ূদের হাতে করে শৌলের কাছে পাঠালো। 21দায়ূদ শৌলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শৌল দায়ূদকে খুব ভালবেসে ফেললেন। দায়ূদ শৌলের সহকারী হয়ে শৌলের অস্ত্র বইতে লাগল। 22শৌল যিশয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, ‘‘দায়ূদ এখানেই থাকুক, আমার কাজকর্ম করুক। আমার ওকে খুব ভাল লেগেছে।

23যখনই ঈশ্বর হতে শৌলের ওপর দুষ্ট আত্মা আসত, তখন দায়ূদ বীণা তুলে নিয়ে বাজাতেন। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট আত্মা শৌলকে ছেড়ে যেত, আর তিনি আরাম বোধ করতেন।”

গলিয়াৎ ইস্রায়েলকে যুদ্ধে আহ্বান করল

17 পলেষ্টীয়রা যুদ্ধের জন্যে সৈন্য জড়ো করতে লাগল। যিহূদার সোখোতে তারা জড়ো হল। সোখোর আর অসেকার মাঝখানে তাদের তাঁবু পড়লো। জায়গাটা ছিল এফস্‌দম্মীম নামে একটা শহরে।

2শৌল এবং ইস্রায়েলের সৈন্যরা একত্র হল। এলা উপত্যকায় তাদের তাঁবু পড়ল। শৌলের সৈন্যরা পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হল। 3পলেষ্টীয়রা একটা পাহাড়ে, ইস্রায়েলীয়রা আর একটাতে। উপত্যকাটা এই দুটো পাহাড়ের মাঝখানে।

4পলেষ্টীয়দের মধ্যে একজন বিজয়ী যোদ্ধা ছিল। তার নাম গলিয়াৎ। সে গাৎ থেকে এসেছিল। তার দেহ বিশাল লম্বা ছিল, 9 ফুটেরও বেশী। পলেষ্টীয় শিবির থেকে সে বেরিয়ে এলো। 5তার মাথায় পিতলের শিরস্ত্রাণ। গায়ে মাছের আঁশের মতো দেখতে একটা বর্ম। সেটা ছিল পিতলের তৈরী, ওজন প্রায় 125 পাউণ্ড। 6গলিয়াতের পায়েও ছিল পিতলের বর্ম। তার পিঠে ছিল পিতলের বর্শা। 7তার বর্শার কাঠের দণ্ডটা ছিল তাঁতির লাঠির মতো লম্বা। বর্শার ফলকের ওজন 15

পাউণ্ড। গলিয়াতের ঢাল নিয়ে তার সহকারী আগে-আগে হাঁটত।

8প্রত্যেকদিন গলিয়াৎ বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের দিকে যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়ে বলত, ‘‘কেন তোমরা যুদ্ধের জন্যে সারবন্দি দাঁড়িয়ে? তোমরা শৌলের ভৃত্য। আমি একজন পলেষ্টীয়। একজনকে তোমরা বেছে নাও, তাকে আমার সঙ্গে লড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। 9যদি সে আমাকে হত্যা করে তাহলে আমরা পলেষ্টীয়রা সকলেই তোমাদের ক্রীতদাস হব। কিন্তু আমি যদি তাকে হত্যা করি, তাহলে তোমাদের সবাইকে আমাদের ক্রীতদাস হতে হবে এবং আমাদের সেবা করতে হবে।”

10পলেষ্টীয়রা আরো বলল, ‘‘এই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছি। সাহস থাকে তো একজনকে পাঠিয়ে দাও। আমার সঙ্গে হয়ে যাক এক হাত লড়াই।”

11শৌল এবং ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা গলিয়াতের এইসব আস্ফালন শুনে বেশ ভয় পেয়ে গেল।

দায়ূদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন

12দায়ূদ ছিলেন যিশয়ের পুত্র। যিশয় যিহুদার বৈৎলেহমে ইফ্রাথা বংশের লোক। তার আট জন পুত্র ছিল। শৌলের আমলে যিশয় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। 13যিশয়ের প্রথম তিনটি পুত্র শৌলের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিল। প্রথম পুত্রের নাম ইলীয়াব। দ্বিতীয় জনের নাম অবীনাদব, তৃতীয়ের নাম শম্ম। 14সবচেয়ে যে ছোট তার নাম দায়ূদ। ওঁর তিন দাদা শৌলের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। 15কিন্তু দায়ূদ মাঝেমাঝেই শৌলকে ছেড়ে বৈৎলেহমে তাঁর পিতার কাছে চলে যেতেন। সেখানে তিনি মেষগুলোর দেখাশুনা করতেন। 16সেই পলেষ্টীয় (গলিয়াৎ) প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মস্করা করত। এইভাবে 40 দিন কেটে গেল।

17একদিন যিশয় তাঁর পুত্র দায়ূদকে বললেন, ‘‘একঝুড়ি ভাজা শস্য আর দশটা গোটা পাঁউরুটি নিয়ে শিবিরে তোমার দাদাদের কাছে যাও। 18তাছাড়া দশ টুকরো পনিরও নিয়ে যেও। তোমাদের দাদারা যার অধীনে যুদ্ধ করছে সেই সেনাপতিকে এটা দেবে। সে 1,000 জন সৈন্যের সেনাপতি। তোমার ভায়েদের কুশল সংবাদ নাও। ওরা যে ভাল আছে সেরকম কিছু চিহ্ন নিয়ে এসো। 19তোমার ভায়েরা এলা উপত্যকায় শৌল আর ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের সঙ্গে রয়েছে। তারা সেখানে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রয়েছে।”

20যিশয়ের কথামতো ভোরবেলায় দায়ূদ একজন রাখালের ওপর মেষগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে খাবার দাবার নিয়ে চলে গেলেন। দায়ূদ শিবিরে ঠেলাগাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা সিংহনাদ দিতে থাকল। 21ইস্রায়েলীয়রা ও পলেষ্টীয়রা সারিবদ্ধ হয়েছিল এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েছিল। 22যে খাবার-দাবার যোগান দেয় তার কাছে সব কিছু রেখে দিয়ে দায়ূদ বেরিয়ে পড়লেন। যেদিকে ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে তিনি দ্রুত চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দাদাদের খোঁজ খবর নিলেন। 23তারপর ওদের সঙ্গে দেখা করে দায়ূদ একথা বলতে লাগলেন। তারপর গাতের সেরা যোদ্ধা গলিয়াৎ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো এবং যথারীতি ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে গর্জাতে লাগল। তার কথাগুলো দায়ূদ সবই শুনল। 24গলিয়াতকে দেখে ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। 25একজন ইস্রায়েলীয় বলল, ‘‘লোকটাকে দেখেছ? একবার ওর দিকে দেখ। গলিয়াৎ বারবার বেরিয়ে আসছিল এবং ইস্রায়েলকে নিয়ে মজা করছিল। যে ওকে মেরে ফেলবে তাকে রাজা শৌল প্রচুর টাকাপয়সা দেবে। গলিয়াতকে যে হত্যা করবে, তার সঙ্গে শৌল তার কন্যার বিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়, শৌল তার পরিবারকে ইস্রায়েলে স্বাধীন* থাকতে দেবে।’’

26কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘ও কি বলছে? পলেষ্টীয়কে হত্যা করলে, এবং ইস্রায়েলীয়দের লজ্জা মুছে দিতে পারলে কি পুরস্কার দেওয়া হবে? গলিয়াৎ লোকটা কে? সে তো একজন বিদেশী ছাড়া কেউ নয়। সে একজন পলেষ্টীয় এই যা। সে কি করে ভাবতে পারল যে জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যদের বিরুদ্ধে গালমন্দ করতে পারে?”

27একথা শুনে ইস্রায়েলীয়রা গলিয়াতকে মারলে কি পুরস্কার পাওয়া যাবে সেসব দায়ূদকে জানাল। 28দায়ূদের বড়দা ইলীয়াব যখন শুনলো দায়ূদ সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, তখন সে রেগে গেল। সে দায়ূদকে বলল, ‘‘তুমি এখানে কেন? কার হাতে তুমি মরুভূমি অঞ্চলে মেষগুলোর দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে এলে? কেন এখানে এসেছ সেকি আমি জানি না ভেবেছ? তোমাকে যা বলা হয়েছিল সেগুলো তুমি করতে চাও না। তুমি শুধু যুদ্ধ দেখবার জন্যেই এখানে আসতে চেয়েছ।”

29দায়ূদ বললেন, ‘‘আমি কি করেছি? আমি তো কোন অন্যায় করি নি, শুধু কথা বলছিলাম মাত্র।” 30এই কথা বলে দায়ূদ অন্যান্য লোকের দিকে ফিরে সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারা তাঁকে আগের মত ঐ একই উত্তর দিল। 31কয়েকজন লোক দায়ূদকে কথা বলতে দেখল। তারা দায়ূদকে শৌলের কাছে নিয়ে গেলো। শৌলকে তারা বলল, দায়ূদ কি বলেছিল। 32দায়ূদ শৌলকে বললেন, ‘‘লোকেরা যেন গলিয়াতকে নিরুৎসাহিত করে না দেয়। আমি তোমার ভৃত্য। আমি এই পলেষ্টীয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই।”

33শৌল বললেন, ‘‘তুমি তা করতে পারো না। তুমি তো একজন সৈনিকও নও।* আর গলিয়াৎ তো ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ করছে।”

ইস্রায়েলে স্বাধীন সম্ভবতঃ এর অর্থ রাজার চাপিয়ে দেওয়া কর এবং কঠিন পরিশ্রমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া।

তুমি তো … নও অথবা “তুমি একজন বালক মাত্র।” হিব্রুতে ‘‘বালক’’ শব্দের অর্থ ‘‘ভৃত্য’’ অথবা “একটি ব্যক্তি যে একজন সৈন্যর অস্ত্র-শস্ত্র বহন করে।”

34তখন দায়ূদ শৌলকে বললেন, "আমি তোমার ভৃত্য, পিতার মেষগুলোর দেখাশুনা করছিলাম। একটা সিংহ আর একটা ভাল্লুক পাল থেকে একটা মেষ নিয়ে গেল। 35আমি ঐ জন্তুটার পেছনে ধাওয়া করে ওটার মুখ থেকে মেষটাকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম। জন্তুটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন আমি ওর দাড়ি ধরে টেনে জোরে এমন আঘাত করলাম যে সেটা মরে গেল। 36একটা সিংহ আর একটা ভাল্লুককে আমি শেষ করে দিয়েছি। এরপর আমি এই বিদেশী গলিয়াতকে ওদের মতোই হত্যা করব। গলিয়াৎ মরবেই কারণ সে জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছে। 37প্রভু আমাকে সিংহ আর ভাল্লুকের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এই পলেষ্টীয়দের হাত থেকে তিনিই আমায় রক্ষা করবেন।"

শৌল দায়ূদকে বললেন, "তবে যাও। প্রভু তোমার সহায় হোন।" 38এই বলে শৌল তাঁর পোশাক দায়ূদকে পরিয়ে দিলেন। ওর মাথায় চড়িয়ে দিলেন পিতলের শিরস্ত্রাণ আর দেহে দিলেন পিতলের বর্ম। 39দায়ূদ কোমরে তরবারি নিলেন। একটু ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে কি না। তিনি শৌলের পোশাকটা পরার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি এমন ভারী জিনিষ পরতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

তাই তিনি শৌলকে বললেন, "আমি এইসব জিনিস নিয়ে লড়াই করতে পারব না। আমি ওগুলোতে অভ্যস্ত নই।" তারপর তিনি ওগুলো সব খুলে ফেললেন। 40তারপর তিনি তাঁর বেড়ানোর ছড়িটা হাতে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পাঁচটা নিটোল নুড়ি পাথর তুলে নিলেন। সেগুলো তিনি মেষপালকের থলেতে রাখলেন। হাতে গুলতি নিয়ে গেলেন গলিয়াতের মুখোমুখি হতে।

দায়ূদ গলিয়াতকে হত্যা করলেন

41পলেষ্টীয় ধীরে ধীরে দায়ূদের দিকে এগিয়ে এলো। গলিয়াতের অস্ত্রবাহক ঢাল নিয়ে ওর আগে-আগে চললো। 42দায়ূদকে দেখে গলিয়াৎ হাসলো। সে দেখল দায়ূদ ঠিক সৈন্য নয়, কিন্তু লাল মুখো একজন সুদর্শন বালক। 43গলিয়াৎ দায়ূদকে জিজ্ঞাসা করল, "এই লাঠিটা কিসের জন্য? তুমি কি এটা দিয়ে কুকুরের মতো আমায় তাড়াবে?" এই বলে সে তার দেবতাদের নাম নিয়ে দায়ূদকে গালমন্দ করতে লাগল। 44গলিয়াৎ বলল, "আয় তোর দেহটাকে নিয়ে পাখি আর জানোয়ারদের খাওয়াই।"

45দায়ূদ পলেষ্টীয়কে বললেন, "তুমি তো তরবারী, বর্শা, ভল্ল নিয়ে আমার কাছে এসেছ। কিন্তু আমি এসেছি সর্বশক্তিমান প্রভুর নাম নিয়ে। এই প্রভুই ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের ঈশ্বর। তুমি তাঁকে নিয়ে অনেক অকথা কুকথা বলেছ। 46আজ প্রভুর দয়ায় আমি তোমাকে পরাজিত করব। তোমাকে আজ আমি হত্যা করব। তোমার মুণ্ড কেটে নিয়ে জন্তু জানোয়ারদের আর পাখীদের খাওয়াব। শুধু তুমি নয়, সব পলেষ্টীয়দের ঐ একই অবস্থা করব। তখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানবে, ইস্রায়েলে একজন ঈশ্বর আছেন। 47এখানে যারা এসেছে তারা সবাই জানবে যে মানুষকে বাঁচাতে প্রভুর কোন তরবারি বা বল্লমের দরকার হয় না। এতো প্রভুরই যুদ্ধ। পলেষ্টীয়দের হারাতে প্রভুই আমাদের সহায়ক।"

48গলিয়াৎ দায়ূদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। সে একটু একটু করে দায়ূদের কাছে ঘেঁষে এল। তখন দায়ূদ ওর দিকে ছুটে গেলেন।

49দায়ূদ থলে থেকে একটা পাথর বের করলেন। সেটাকে তাঁর গুলতির মধ্যে রেখে তিনি ছুঁড়লেন। গুলতি থেকে পাথরটি ছিটকে গিয়ে একেবারে গলিয়াতের দু চোখের মাঝখানে পড়ে ওর মাথার ভেতর অনেকখানি ঢুকে গেল। গলিয়াৎ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

50এইভাবে শুধু একটা গুলতি আর একটি পাথর দিয়েই দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে হারিয়ে দিলেন এবং আঘাত করে মেরে ফেললেন। দায়ূদের হাতে কোন তরবারি ছিল না। 51তাই দায়ূদ গলিয়াতের শরীরের কাছে দৌড়ে গেলেন। সে গলিয়াতের তরবারির খাপ থেকে তরবারি বের করে গলিয়াতের মুণ্ড কেটে ফেললেন। এইভাবেই তিনি গলিয়াতকে হত্যা করলেন।

তাদের নায়ককে মৃত দেখে অন্যান্য পলেষ্টীয়রা দৌড় লাগাল। 52ইস্রায়েলীয়রা আর যিহূদার সৈন্যরা হৈ-হৈ করতে করতে পলেষ্টীয়দের তাড়া করল। এইভাবে তারা ধাওয়া করল গাৎ শহরের সীমানা আর ইক্রোণের ফটক পর্যন্ত। তারা অনেক পলেষ্টীয়কে হত্যা করল। শারাইমের রাস্তা ধরে গাৎ আর ইক্রোণ পর্যন্ত তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়েছিল।

53পলেষ্টীয়দের তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পর ইস্রায়েলীয়রা পলেষ্টীয়দের শিবিরে ফিরে এসে অনেক জিনিসপত্র লুঠ করল।

54গলিয়াতের মুণ্ড নিয়ে দায়ূদ জেরুশালেমে চলে এলেন। তিনি গলিয়াতের অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিজের তাঁবুতে রেখে দিলেন।

শৌল দায়ূদকে ভয় পেতে লাগলেন

55শৌল দায়ূদকে গলিয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে দেখলেন। সেনাপতি অব্নেরকে শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "অব্নের, এ বালকটির পিতা কে বলো তো?"

অব্নের বলল, "দিব্য করে বলছি, আমি জানি না।"

56রাজা শৌল বললেন, "ওর পিতাকে খুঁজে বের করো।"

57গলিয়াতকে হত্যা করে দায়ূদ যখন ফিরে এলেন তখন অবনের তাকে শৌলের কাছে নিয়ে এলো। দায়ূদের হাতে তখন গলিয়াতের কাটা মুণ্ড।

58শৌল দায়ূদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যুবক তোমার পিতা কে?"

দায়ূদ উত্তর দিলেন, "আমি আপনার ভৃত্য বৈৎলেহেমের যিশয়ের পুত্র।"

দায়ূদ ও যোনাথনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব

18 শৌলের সঙ্গে দায়ূদের কথাবার্তার পর শৌল দায়ূদের বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেকে যতটা ভালবাসতেন, দায়ূদকেও ততটা ভালবেসেছিলেন।

2সে দিন থেকে, শৌল দায়ূদকে তাঁর কাছে রেখে দিলেন। তিনি দায়ূদকে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যেতে দিলেন না।

3যোনাথন দায়ূদকে খুব ভালবাসত। সে দায়ূদের সঙ্গে একটা চুক্তি করল। 4যোনাথন নিজের গা থেকে কোট খুলে দায়ূদকে দিল। তার পোশাকও সে দায়ূদকে দিয়ে দিল। সে এমন কি তার ধনুক, তরবারি, কোমরবন্ধও ওঁকে দিয়ে দিল।

শৌল দায়ূদের সাফল্য লক্ষ্য করলেন

5শৌল দায়ূদকে নানা জায়গায় যুদ্ধ করতে পাঠালেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দায়ূদ ভালভাবেই সফল হলেন। তারপর শৌল তাঁকে সৈন্যদের অধিনায়ক করে দিলেন। এতে সকলেই খুশী হল, এমনকি শৌলের সৈন্যবাহিনীর পদস্থ কর্মীরাও। 6দায়ূদ পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ইস্রায়েলের প্রতিটি শহর থেকে মেয়েরা তাঁকে দেখবার জন্য বেরিয়ে এল। তারা তবলা ও বীণা বাজিয়ে আনন্দ উল্লাস করল এবং নাচল। তারা এসব শৌলের সামনেই করল। 7স্ত্রীলোকেরা গাইল,

"শৌল বধিলেন শত্রু হাজারে হাজারে, আর দায়ূদ বধিলেন অযুতে অযুতে।"

8তাহাদের এই গানে শৌলের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি খুব রেগে গেলেন। তিনি ভাবলেন, "স্ত্রীলোকেরা ভাবছে যে দায়ূদ লাখে লাখে শত্রু বধ করেছে আর আমি মেরেছি কেবল হাজারে হাজারে। রাজত্ব ছাড়া আর কি সে পেতে পারে?" 9এরপর সেইদিন থেকে শৌল দায়ূদকে খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

শৌল দায়ূদকে ভয় পেলেন

10ঈশ্বরের কাছ থেকে এক দুষ্ট আত্মা এসে পরদিন শৌলের ওপর ভর করল। শৌল বাড়িতে প্রলাপ বকতে লাগল। দায়ূদ রোজকার মত বীণা বাজালেন। 11কিন্তু শৌলের হাতে বর্শা ছিল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমি দায়ূদকে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেব।" তিনি দু-দুবার দায়ূদের দিকে বর্শা ছুঁড়েও ছিলেন। কিন্তু দুবারই দায়ূদ নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন।

12প্রভু দায়ূদের সহায় ছিলেন। তিনি শৌলকে ত্যাগ করেছিলেন। শৌল তাই দায়ূদকে ভয় করতেন। 13তিনি দায়ূদকে তাঁর কাছ থেকে দূর করে দিলেন। শৌল তাঁকে 1,000 সৈন্যের অধিনায়ক করেছিলেন। দায়ূদ যুদ্ধে তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন। 14প্রভু ছিলেন দায়ূদের সহায়। তাই দায়ূদ সব কাজেই সফল হতেন। 15শৌল দায়ূদের সাফল্য দেখতে দেখতে দায়ূদকে আরও বেশী ভয় করতে লাগলেন।

16কিন্তু ইস্রায়েল ও যিহূদার সমস্ত লোক দায়ূদকে ভালোবাসত। কারণ দায়ূদ তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন এবং তাদের হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শৌল তাঁর কন্যার সঙ্গে দায়ূদের বিয়ে দিতে চাইলেন

17এদিকে শৌল দায়ূদকে মারতে চান। তিনি একটা মতলব আঁটলেন। তিনি দায়ূদকে বললেন, "আমার বড় মেয়ের নাম মেরব। তুমি তাকে বিয়ে কর। তাহলে তুমি আরও শক্তিশালী সৈন্য হতে পারবে। তুমি আমার পুত্রের মতো হবে। প্রভুর জন্য সব যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি যুদ্ধ করবে!" এসব ছিল শৌলের ছল চাতুরি। আসলে তিনি ভেবেছিলেন, "আমাকে আর দায়ূদকে মারতে হবে না। পলেষ্টীয়দেরই এগিয়ে দেব আমার হয়ে ওকে মারবার জন্য।"

18দায়ূদ বললেন, "আমি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবার থেকে আসিনি। আমি কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি নই। আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করার যোগ্য নই।"

19তাই দায়ূদের সঙ্গে শৌলের কন্যা মেরবের বিয়ের সময় হলে শৌল মহোলা দেশের অদ্রীয়েলের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

20শৌলের আরেকটি কন্যা মীখল দায়ূদকে ভালবাসত। লোকেরা শৌলকে জানাল, মীখল দায়ূদকে ভালবাসে। শৌল শুনে খুশী হলেন। 21শৌল চিন্তা করলেন, "আমি এবার মীখলকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করব। আমি দায়ূদের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। তারপর পলেষ্টীয়রা ওকে মেরে ফেলবে।" এই ভেবে তিনি দায়ূদকে দ্বিতীয় বার বললেন, "আমার কন্যাকে তুমি আজই বিয়ে করো।"

22শৌল তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, "দায়ূদের সঙ্গে আলাদা করে গোপনভাবে কথা বলবে। তাকে বলবে, 'রাজার তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও তোমাকে পছন্দ করে। রাজার কন্যাকে তুমি বিয়ে করো।'"

23আধিকারিকরা দায়ূদকে সেইমত সব কিছু বলল। দায়ূদ বললেন, "তুমি কি মনে কর রাজার জামাতা হওয়া সোজা কথা? রাজকন্যার উপযুক্ত টাকাপয়সা খরচ করার সাধ্য আমার নেই। আমি নেহাত একজন সামান্য গরীব ছেলে।"

24তারা শৌলকে দায়ূদের উত্তর জানাল। 25শৌল তাদের বললেন, "তোমরা দায়ূদকে বলবে, 'দায়ূদ, রাজা কন্যার বিয়েতে তোমার কাছ থেকে কোন টাকাপয়সা নেবেন না। শৌল তার শত্রুদের শায়েস্তা করতে চান। তাই কনের দাম হবে 100 পলেষ্টীয়ের লিঙ্গত্বক,'" এটাই ছিল শৌলের গোপন মতলব। সে ভেবেছিল এর ফলে পলেষ্টীয়রা তাকে হত্যা করবে।

26শৌলের আধিকারিকরা দায়ূদকে এসম্বন্ধে জানাল। দায়ূদ রাজার জামাতা হবার সুযোগ পেয়ে খুশী হলেন। সেই জন্যেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে কিছু করতে চাইলেন। 27দায়ূদ তাঁর লোকেদের নিয়ে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ

করতে গেলেন। তিনি 200 জন পলেষ্টীয়কে হত্যা
করলেন। আর তাদের লিঙ্গত্বক শৌলকে উপহার দিলেন।
তাঁকে রাজার জামাতা হবার জন্য, এই মূল্য দিতে
হল।

শৌলের কন্যা মীখলের সঙ্গে দায়ূদের বিয়ে হয়ে
গেল। **28**শৌল বুঝতে পারলেন, প্রভু দায়ূদের সহায়।
তিনি বুঝতে পারলেন মীখল দায়ূদকে ভালবাসে। **29**তাই
শৌল দায়ূদকে আরও বেশি ভয় পেয়ে গেলেন এবং
সারাজীবন তাঁর শত্রু হিসেবে রয়ে গেলেন।

30পলেষ্টীয় সেনাপতিরা ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ
করতেই থাকল। কিন্তু প্রতিবারই দায়ূদ তাদের যুদ্ধে
হারিয়ে দিলেন। এইভাবে তিনি শৌলের সবচেয়ে সেরা
অধিকর্তা হয়ে উঠলেন। দায়ূদ বেশ বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

যোনাথন দায়ূদকে সাহায্য করল

19 শৌল তাঁর পুত্র যোনাথনকে এবং আধিকারিক-
দের দায়ূদকে হত্যা করবার আদেশ দিলেন।
কিন্তু যোনাথন দায়ূদকে ভালবাসত। **2-3**যোনাথন দায়ূদকে
সাবধান করে বলল, ‘‘সাবধান! শৌল তোমাকে মারবার
সুযোগ খুঁজছে। সকাল বেলা মাঠে গিয়ে লুকিয়ে থেকো।
আমি পিতাকে নিয়ে সেই মাঠে আসব এবং তুমি যেখানে
লুকিয়ে থাকবে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। আমি তোমার
ব্যাপারে পিতার সঙ্গে কথা বলব। তারপর আমি কি
জানলাম তা তোমাকে জানাব।”

4পিতার সঙ্গে যোনাথন কথা বলতে লাগল। সে
দায়ূদের গুণগান করল। সে পিতাকে বলল, ‘‘তুমি হচ্ছ
রাজা। দায়ূদ তোমার দাস। সে তোমার কোন ক্ষতি
করেনি, সুতরাং তার প্রতি তুমি অন্যায় ব্যবহার করো
না। সে তো সর্বদা তোমার ভালই করেছে। **5**পলেষ্টীয়কে
হত্যা করতে গিয়ে সে তার জীবন বিপন্ন করেছিল।
আর প্রভু ইস্রায়েলীয়দের জন্য মহাবিজয় এনেছিলেন।
তুমি স্বচক্ষে এসব দেখেছিলে, তুমি খুশিও হয়েছিলে।
তাহলে কেন তুমি দায়ূদকে মারতে চাও? সে নির্দোষ।
তাকে মেরে ফেলার কোন কারণই দেখছি না।”

6শৌল যোনাথনের কথা শুনলেন। শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা
করে বললেন, ‘‘যেমন প্রভুর অস্তিত্ব নিশ্চিত তেমনই
নিশ্চিত হও যে দায়ূদকে হত্যা করা হবে না।”

7যোনাথন দায়ূদকে ডেকে সব বলল। সে দায়ূদকে
শৌলের কাছে ডেকে আনল। তাই দায়ূদ আগের মতই
শৌলের কাছে থেকে গেলেন।

শৌল আবার দায়ূদকে হত্যা করতে চাইলেন

8আবার যুদ্ধ শুরু হল। দায়ূদ পলেষ্টীয়দের সঙ্গে
লড়তে গেলেন। তিনি তাদের হারিয়ে দিলেন। তারা
পালিয়ে গেল। **9**কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে এক দুষ্ট আত্মা
শৌলের উপর এল। তিনি ঘরে বসেছিলেন। তাঁর হাতে
ছিল বল্লম। দায়ূদ বীণা বাজাচ্ছিলেন। **10**শৌল বল্লম
ছুঁড়ে দায়ূদকে দেওয়ালে গেঁথে দিতে গেলেন, কিন্তু
দায়ূদ লাফ দিয়ে সরে গেলেন। বল্লম ফসকে গিয়ে
দেওয়ালে বিঁধে গেল। সেই রাত্রে দায়ূদ পালিয়ে গেলেন।

11দায়ূদের বাড়িতে শৌল লোক পাঠালেন। তারা
সারারাত দায়ূদের বাড়ির কাছাকাছি পাহারা দিল। তারা
সকালে দায়ূদকে হত্যা করবে বলে অপেক্ষা করছিল।
কিন্তু দায়ূদের স্ত্রী মীখল দায়ূদকে সাবধান করে দিয়েছিল।
সে বলল, “আজ রাত্রেই তুমি পালিয়ে গিয়ে নিজেকে
বাঁচাও, না হলে ওরা কালই তোমাকে মেরে ফেলবে।”
12মীখল দায়ূদকে জানালা দিয়ে নীচে নামতে সাহায্য
করল। দায়ূদ পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলেন। **13**মীখল
গৃহদেবতাকে নিয়ে তাকে কাপড় পরাল। তারপর
বিছানার ওপর মূর্ত্তিটাকে রাখল। মূর্ত্তির মাথায় কিছু
ছাগলের চুলও ছড়িয়ে দিল।

14শৌল দায়ূদকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন।
কিন্তু মীখল বলল, “দায়ূদের অসুখ করেছে।”

15লোকেরা শৌলকে একথা বলতে শৌল আবার
তাদের দায়ূদকে আনার জন্য পাঠালেন। শৌল তাদের
বলে দিলেন, ‘‘দায়ূদকে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই নিয়ে
আসবে। আমি তাকে হত্যা করব।”

16আবার তারা দায়ূদের বাড়ি গেল। বাড়ির ভেতর
ঢুকে ঘরে গিয়ে দেখল বিছানার ওপর দেবতার মূর্ত্তি,
মূর্ত্তির মাথায় ছাগলের চুল।

17শৌল মীখলকে বললেন, ‘‘তুমি কেন আমার সঙ্গে
এইভাবে চালাকি করলে? কেন তুমি আমার শত্রুকে
পালাতে দিলে? দায়ূদ তো পালিয়ে গেছে!”

মীখল বলল, ‘‘দায়ূদ বলেছিলেন, আমি যদি ওকে
পালাতে সাহায্য না করি তাহলে তিনি আমাকে হত্যা
করবেন।”

দায়ূদ রামায় শিবিরে গেলেন

18দায়ূদ পালিয়ে গিয়ে রামায় শমূয়েলের কাছে
এলেন। শৌল তাঁর প্রতি কি করেছেন সে সব দায়ূদ
শমূয়েলকে বললেন। তারপর তারা দুজন তাঁবুগুলোর
দিকে গেলেন। সেখানে ভাববাদীরা থাকত। সেখানেই
দায়ূদ থেকে গেলেন।

19শৌল জেনেছিলেন দায়ূদ রামার কাছাকাছি
তাঁবুগুলোর মধ্যেই আছেন। **20**শৌল দায়ূদকে বন্দী করে
আনার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু তারা যখন সেখানে
এলো, তখন একদল ভাববাদী ভাববাণী করছিল। তাদের
নেতা শমূয়েল সেখানে দাঁড়িয়ে। শৌলের লোকেদের
ওপরও ঈশ্বরের আত্মা এলেন, তাই তারাও ভাববাণী
করতে শুরু করল।

21শৌলের কানে এখবর পৌঁছল। তিনি তখন অন্য
একদল লোক পাঠালেন। তারাও সেখানে গিয়ে ভাববাণী
করতে শুরু করল। তারপর শৌল তৃতীয় একদল
প্রতিনিধি পাঠালেন। তারাও ভাববাণী করতে শুরু করল।
22অবশেষে শৌল নিজেই রামায় গেলেন। যেখানে ফসল
ঝাড়াই হয় তার পাশে একটি বড় কুয়োর দিকে শৌল
চলে এলেন। কুয়োটা ছিল সেখূ নামের একটা জায়গায়।
শৌল সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘শমূয়েল আর
দায়ূদ কোথায়?”

লোকেরা বলল, ‘‘তারা রামার কাছে তাঁবুগুলোতে রয়েছে।”

23শৌল তখন রামার কাছে তাঁবুগুলোর দিকে গেলেন। এবার শৌলের উপরও ঈশ্বরের আত্মা নেমে এলো। শৌল ভাববাণী করতে শুরু করলেন। রামার তাঁবুগুলোর দিকে রাস্তাটায় যতই এগোলেন ততই তিনি আরো বেশি করে ভাববাণী করতে লাগলেন। 24তারপর শৌল তাঁর পোশাক খুলে ফেললেন এবং শমূয়েলের সামনেই ভাববাণী করতে লাগলেন। সমস্ত দিন সমস্ত রাত তিনি নগ্ন হয়ে পড়ে রইলেন।

সেই জন্য লোকে বলে, ‘‘শৌল কি তবে ভাববাদীদের মধ্যে একজন?”

দায়ূদ ও যোনাথন একটি চুক্তি করলেন

20 রামার তাঁবুগুলো থেকে দায়ূদ পালিয়ে গেলেন। যোনাথনের কাছে গিয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আমি কি অন্যায় করেছি? কি আমার অপরাধ? কেন তোমার পিতা আমায় হত্যা করতে চাইছে?”

2যোনাথন বলল, ‘‘এ হতেই পারে না। আমার পিতা তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে না। আমাকে কিছু না বলে সে কোন কাজই করে না। সে কাজ যতই সামান্য হোক, কি জরুরীই হোক, আমাকে সে সবই বলে। তাহলে তোমাকে মারার কথাই বা আমাকে সে বলবে না কেন? না, তোমার কথা ঠিক নয়।”

3কিন্তু দায়ূদ বললেন, ‘‘তোমার পিতা ভালভাবেই জানে যে আমি তোমার বন্ধু। তোমার পিতা মনে মনে ভেবেছে, যোনাথন যেন আমার মতলব জানতে না পারে। যদি সে এর সম্পর্কে জানতে পারে, তার হৃদয় দুঃখে ভরে যাবে এবং সে দায়ূদকে জানিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি এবং প্রভু যেমন নিশ্চিতভাবে জীবিত সেইরকম নিশ্চিতভাবেই আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।”

4যোনাথন বলল, ‘‘তুমি যা বলবে আমি তাই করব।”

5দায়ূদ বললেন, ‘‘শোন, কাল অমাবস্যার উৎসব। আমার রাজার সঙ্গে খাবার কথা আছে। কিন্তু সন্ধ্যে অবধি আমায় মাঠে লুকিয়ে থাকতে হবে। 6যদি তোমার পিতার চোখে পড়ে যে আমি নেই তবে তাঁকে বোলো, ‘দায়ূদ বৈৎলেহমের বাড়িতে যেতে চাইছিল, কারণ এই উপলক্ষ্যে ওর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া আছে। সে আমার কাছে বৈৎলেহমে তার পরিবারের কাছে যাবার অনুমতি চেয়েছিল।’ 7যদি তোমার পিতা বলেন, ‘ভালই তো’ তবেই বুঝব আমার বিপদ কেটে গেছে। আর যদি রেগে যান তাহলে জেনে রেখো তিনি আমায় মারবেনই। 8যোনাথন আমায় দয়া করো। আমি তোমার ভৃত্য। প্রভুর সামনে তুমি আমার সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলে। যদি আমি দোষী হই, তুমি তোমার নিজের হাতে আমাকে হত্যা কোরো, কিন্তু তোমার পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যেও না।”

9যোনাথন বলল, ‘‘না না, এ হতেই পারে না। যদি পিতার তোমাকে মারার মতলব আমি জানতে পারি তাহলে তোমায় সাবধান করে দেব।”

10দায়ূদ বললেন, ‘‘তোমার পিতা যদি তোমাকে কর্কশভাবে উত্তর দেন তাহলে কে আমায় সাবধান করবে?”

11যোনাথন বলল, ‘‘চলো, মাঠে যাওয়া যাক।” যোনাথন আর দায়ূদ মাঠে গেল।

12যোনাথন দায়ূদকে বললো, ‘‘ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভুর সামনে আমি দিব্য দিয়ে বলছি, পিতা তোমাকে নিয়ে কি ভাবেন সব আমি জেনে নেব; তোমার ভাল চাইলেও জানতে পারব, মন্দ চাইলেও জানতে পারব। তারপর তিনদিনের মধ্যে তোমার কাছে মাঠে খবর পাঠাব। 13পিতা তোমাকে মারতে চাইলে তোমায় জানাব। তুমি তখন বিনা বাধায় পালাতে পারবে। আমার কথা রাখতে না পারলে প্রভু আমায় শাস্তি দেবেন। প্রভু তোমার সহায় হোন, যেমন তিনি আমার পিতার সহায়। 14যতদিন বেঁচে থাকবে আমার প্রতি দয়াশীল থেকো। 15আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারকে তোমার দয়া দেখাতে ভুলো না। প্রভু তোমার সমস্ত শত্রুকে পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন করবেন। 16তখন যোনাথন দায়ূদের পরিবারের সঙ্গে এই মর্মে এক চুক্তি করল: দায়ূদের শত্রুদের প্রভু যেন শাস্তি দেন।”

17এই বলে যোনাথন দায়ূদের কাছ থেকে আবার শুনতে চাইল ভালবাসার সেই অঙ্গীকার। যোনাথন দায়ূদকে ভালবাসে, যেমন সে নিজেকে ভালবাসে।

18যোনাথন দায়ূদকে বলল, ‘‘কাল অমাবস্যার উৎসব। তোমার আসন ফাঁকা থাকবে। তাহলেই আমার পিতা বুঝবে যে তুমি চলে গেছ। 19তৃতীয় দিনে ঐ একই জায়গায় তুমি লুকিয়ে থাকবে। সেদিন ঝামেলা হতে পারে। পাহাড়ের ধারে অপেক্ষা করবে। 20ঐ দিন আমি পাহাড়ে উঠবো। দেখাব যে আমি তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করছি। আমি কয়েকটি তীর ছুঁড়বো। 21তারপর একটা ছেলেকে বলব তীরগুলো নিয়ে আসতে। সব ঠিকঠাক চললে আমি ওকে বলব, ‘তুই বহু দূরে চলে গেছিস, তীরগুলো তো আমার অনেক কাছেই রয়েছে। যা আবার ফিরে এসে ওগুলো নিয়ে আয়।’ যদি তা বলি তবে তুমি আর লুকিয়ে থেকো না। প্রভুর দিব্য সেক্ষেত্রে তোমার কোন বিপদ হবে না। 22কিন্তু বিপদ যদি থাকে তাহলে ছেলেটিকে বলবো, ‘তীরগুলো আরো দূরে পড়ে আছে। যা ওগুলো নিয়ে আয়।’ তখন তুমি অবশ্যই চলে যাবে। কারণ প্রভুই তোমাকে দূরে পাঠাচ্ছেন। 23তোমার ও আমার মধ্যে এই যে চুক্তি হল, তা মনে রেখো। প্রভু চিরজীবন আমাদের মধ্যে সাক্ষী রইলেন।”

24দায়ূদ মাঠে লুকিয়ে পড়লেন।

উৎসবে শৌলের মনোভাব

অমাবস্যার উৎসবের দিন এলে রাজা খেতে বসলেন। 25দেওয়ালের পাশেই সচরাচর যে আসনেতে বসতেন রাজা সেই আসনেই বসলেন। যোনাথন শৌলের মুখোমুখি বসেছিল। শৌলের পাশে বসেছিল অবনের। কিন্তু দায়ূদের জায়গাটা খালি ছিল। 26সেদিন শৌল

কিছুই বললেন না। ভাবলেন, “নিশ্চয়ই দায়ূদের কিছু হয়েছে। তাই সে শুচি হতে পারে নি।”

27পরদিন মাসের দোসরা। সেদিনও আবার দায়ূদের জায়গা খালি রইল। শৌল তাঁর পুত্র যোনাথনকে বললেন, ‘‘যিশয়ের পুত্রকে কাল দেখি নি, আজও দেখছি না কেন? অমাবস্যার উৎসবে সে আসছে না কেন?”

28যোনাথন বলল, ‘‘দায়ূদ আমাকে বলেছিল ও বৈৎলেহেমে যাবে। 29সে বলেছিল, ‘আমি যাব, তুমি অনুমতি দাও। বৈৎলেহেমে আমার বাড়ির সকলে যজ্ঞে বলি দেবে। আমার ভাই যেতে বলেছে। আমি যদি তোমার বন্ধু হই তাহলে আমাকে তুমি যেতে দাও, ভাইদের সঙ্গে দেখা হবে।’ তাই ও রাজার টেবিলে খেতে আসেনি।”

30শৌল যোনাথনের উপর খুব রেগে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, “নির্বোধ, হতভাগা ক্রীতদাসীর পুত্র। আমি জানি তুমি দায়ূদের পক্ষে। তুমি, তোমার নিজের কলঙ্ক, তোমার মায়েরও কলঙ্ক। 31যতদিন যিশয়ের পুত্র বেঁচে থাকবে, ততদিন তুমি না হবে রাজা, না পাবে রাজ্য। যাও, এক্ষুনি দায়ূদকে ধরে নিয়ে এসো কারণ সে মৃত্যুর সন্তান।’’

32যোনাথন বলল, ‘‘কেন দায়ূদকে মারতে হবে? সে কি করেছে?”

33এই শুনে শৌল যোনাথনের দিকে বল্লমটা ছুঁড়ে মারলেন। উদ্দেশ্য তাকেই মেরে ফেলা। এই থেকে যোনাথন বুঝতে পারল, তার পিতা দায়ূদকে সত্যি মেরে ফেলতে চান। 34যোনাথন রেগে গেল। সে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। পিতার ব্যাপারে সে এত মুষড়ে পড়ল আর এত রেগে গেল যে দ্বিতীয় দিনের ভোজ সভায় সে কিছুই খেল না। তার রাগের কারণ, পিতা তাকে অপমান করেছিল এবং দায়ূদকে হত্যা করতে চায়।

দায়ূদ ও যোনাথন পরস্পরকে বিদায় জানাল

35পরদিন সকালে দায়ূদের সঙ্গে যেমন ব্যবস্থা হয়েছিল সেভাবে যোনাথন মাঠে গেল। যোনাথন, একটা বালককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। 36সে বালকটিকে বলল, ‘‘যা, যে তীরগুলো আমি ছুঁড়ছি সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আয়।” বালকটি ছুটতে লাগল, আর যোনাথন তার মাথার উপর দিয়ে তীর ছুঁড়ল। 37তীরগুলো যেখানে পড়েছে সে দিকে বালকটি ছুটে গেল। কিন্তু যোনাথন বলল, ‘‘তীর তো আরও দূরে।” 38যোনাথন চেঁচিয়ে বলল, ‘‘তাড়াতাড়ি কর। তীরগুলো নিয়ে আয়। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না।” বালকটি তীরগুলো কুড়িয়ে মনিবের কাছে এনে দিল। 39কি হচ্ছে তার সে কিছুই বুঝল না। জানত শুধু যোনাথন আর দায়ূদ। 40যোনাথন তীরধনুক বালকটির হাতে দিল। তারপর ওকে বলল, ‘‘যা! শহরে ফিরে যা।”

41বালকটি চলে গেলে দায়ূদ পাহাড়ের ওপাশে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো। যোনাথনের কাছে এসে দায়ূদ মাটিতে মাথা নোয়ালেন। এরকম তিনবার তিনি মাথা নোয়ালেন। তারপর দুজন দুজনকে চুম্বন করল। দুজনেই খুব কান্নাকাটি করল। তবে দায়ূদই কাঁদলেন বেশী।

42যোনাথন দায়ূদকে বলল, ‘‘যাও শান্তিতে যাও। প্রভুর নাম নিয়ে আমরা বন্ধু হয়েছিলাম। বলেছিলাম, তিনিই হবেন আমাদের দুজন ও পরবর্তী উত্তরপুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্বের চিরকালের সাক্ষী।”

যাজক অহীমেলকের সঙ্গে দায়ূদ দেখা করতে গেলেন

21 দায়ূদ চলে গেলেন। যোনাথন শহরে ফিরে এলো। 2দায়ূদ নোব শহরে যাজক অহীমেলকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

অহীমেলক দায়ূদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এলেন। তিনি তো ভয়ে কাঁপছিলেন। তিনি দায়ূদকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কি ব্যাপার, তুমি একা কেন? তোমার সঙ্গে কাউকে দেখছি না কেন?”

3দায়ূদ বললেন, “রাজা আমাকে একটি বিশেষ আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, ‘এই আসার উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি কাউকে কিছু জানাবে না। আমি তোমাকে কি বলছি কেউ যেন জানতে না পারে।’ আমার লোকেদের বলছি কোথায় ওরা আমার সঙ্গে দেখা করবে। 4এখন বলো, তোমার সঙ্গে কি খাবার আছে? তোমার কাছে থাকলে পাঁচটি গোটা রুটি আমাকে দাও, না হলে অন্য কিছু খেতে দাও।”

5যাজক বললেন, ‘‘আমার কাছে তো সাধারণ কোন রুটি নেই, কিন্তু পবিত্র রুটি আছে। তোমার লোকেরা তা খেতে পারে, অবশ্য যদি কোন নারীর সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্ক না থেকে থাকে।”

6দায়ূদ যাজককে বললেন, ‘‘না, এরকম কোন ব্যাপার নেই।” যুদ্ধে যাবার সময় এবং সাধারণ কাজের সময়ও তারা তাদের দেহগুলিকে শুদ্ধ রাখে। তাছাড়া এখন আমরা একটি বিশেষ কাজে এসেছি, সুতরাং অশুদ্ধ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।”

7পবিত্র রুটি ছাড়া সেখানে অন্য কোন রুটি ছিল না। যাজক দায়ূদকে তা-ই দিলেন। এই রুটিই তারা প্রভুর সামনে পবিত্র টেবিলে রেখে দিত। প্রতিদিন তারা এগুলো বদলে টাটকা রুটি রেখে দিত।

8সেদিন সেখানে শৌলের একজন অনুচর উপস্থিত ছিল। সে ছিল ইদোম বংশীয়, তার নাম দোয়েগ। সে ছিল শৌলের প্রধান মেষপালক। দোয়েগকে সেখানে প্রভুর সামনে রাখা হয়েছিল।

9দায়ূদ অহীমেলককে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তোমার কাছে কি বল্লম বা তরবারি কিছু একটা আছে? রাজার কাজটা জরুরি তাই তাড়াতাড়িতে আমি সঙ্গে কোনো তরবারি বা অস্ত্রশস্ত্র আনি নি।”

10যাজক বললেন, ‘‘এখানে তো মাত্র একটাই তরবারি আছে, সেটা পলেষ্টীয় গলিয়াতের তরবারি। তুমি এলা উপত্যকায় তাকে হত্যা করার সময় ওর হাত থেকেই এটা কেড়ে নিয়েছিলে। ওটা কাপড়ে মুড়ে এফোদের পেছনে রাখা আছে। ইচ্ছা হলে এটা তুমি নিয়ে যেতে পারো।”

দায়ূদ বললেন, “ওটাই তুমি আমাকে দাও। গলিয়াতের তরবারির মতো তরবারি আর কোথাও পাওয়া যাবে না।”

দায়ূদ এক শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে গাতে গেলেন

11সেদিন শৌলের কাছ থেকে দায়ূদ পালিয়ে গেলেন। তিনি গাতের রাজা আখীশের কাছে গেলেন। 12আখীশের অনুচররা এটা ভাল মনে করলো না। তারা বলল, ‘‘ইনি হচ্ছেন দায়ূদ, ইস্রায়েলের রাজা। এঁকে নিয়েই ওদের লোকেরা গান গায়। ওরা নেচে নেচে এই গানটা করে:

“দায়ূদ মেরেছে শত্রু অযুতে অযুতে শৌল তো কেবল হাজারে হাজারে।”

13তাদের কথাগুলো দায়ূদ বেশ মন দিয়ে শুনলেন। গাতের রাজা আখীশকে তিনি ভয় করতে লাগলেন।
14শেষে আখীশ ও তার অনুচরদের সামনে দায়ূদ পাগলের ভান করলেন। ওদের কাছে তিনি ইচ্ছে করে পাগলামি করতে লাগলেন। তিনি দরজায় থুতু ছিটাতে লাগলেন। তাঁর দাড়ি দিয়ে থুতু গড়াতে দিলেন।
15আখীশ তার অনুচরদের বলল, ‘‘আরে লোকটাকে দেখো, সত্যি মাথা খারাপ। একে আমার কাছে এনেছ
কেন? 16আমার আশপাশে যথেষ্ট পাগল রয়েছে। আমার কাছে ঐ জাতীয় লোক আর বেশী আনার দরকার নেই। এটাকে আবার আমার বাড়িতে ঢুকিও না।’’

দায়ূদ বিভিন্ন জায়গায় গেলেন

22 দায়ূদ গাৎ থেকে চলে গেলেন। তিনি পালিয়ে অদুল্লমের গুহায় গেলেন। দায়ূদের ভাই আর আত্মীয়স্বজনেরা এই সংবাদ জানতে পারল। তারা সেখানে দায়ূদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।
2অনেক লোক দায়ূদের সঙ্গে যুক্ত হল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন বিপদে পড়েছিল, কেউ অনেক টাকা ধার করেছিল, আবার কেউ জীবনে সুখ শান্তি পাচ্ছিল না। এরা সকলেই দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিল। দায়ূদ হলেন তাদের নেতা। তাঁর সঙ্গে ছিল এরকম 400 জন পুরুষ।
3অদুল্লম থেকে দায়ূদ গেলেন মিস্পাতে। মিস্পা মোয়াবের একটা জায়গা। মোয়াবের রাজাকে দায়ূদ বললেন, ‘‘যতদিন না আমি জানতে পারছি ঈশ্বর আমার জন্য কি করবেন, ততদিন দয়া করে আপনি আমার পিতা-মাতাকে আপনার কাছে থাকতে দিন।”
4তারপর দায়ূদ মোয়াবের রাজার কাছে তাঁর পিতামাতাকে রেখে চলে গেলেন। যতদিন দায়ূদ দুর্গে থেকেছিলেন ততদিন তাঁর পিতামাতা মোয়াবের রাজার কাছে রইলেন।
5কিন্তু ভাববাদী গাদ দায়ূদকে বললেন, ‘‘দুর্গে থেকো না। যিহূদা দেশে চলে যাও।” দায়ূদ সেইমত দুর্গ ছেড়ে হেরৎ অরণ্যে চলে গেলেন।

শৌল অহীমেলকের পরিবার ধ্বংস করলেন

6শৌল শুনতে পেলেন যে দায়ূদ আর তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে লোকেরা খবর পেয়েছে। গিবিয়ার পাহাড়ে একটা গাছের নীচে শৌল বল্লম হাতে নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে অনুচরেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল।
7শৌল তাদের বললেন, ‘‘বিন্যামীনের লোকেরা শোন, তোমরা কি মনে করো যিশয়ের পুত্র (দায়ূদ) তোমাদের ক্ষেত এবং দ্রাক্ষাক্ষেতগুলি দেবে? তোমরা কি মনে করো দায়ূদ তোমাদের চাকরির উন্নতি করে দেবে এবং 1,000 লোকেদের উপর বা 100 লোকের উপরে তোমাদের নিযুক্ত করবে?”
8তোমরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছো। তোমরা চুপিচুপি আমার বিরুদ্ধে গোপনে মতলব আঁটছ। তোমাদের মধ্যে একজনও আমাকে বলনি যে আমার পুত্র যোনাথন দায়ূদকে উৎসাহিত করেছে। তোমরা কেউ আমাকে গ্রাহ্য করো না। তোমরা কেউ বলনি আমার পুত্র যোনাথন দায়ূদকে উৎসাহ দিয়েছে। যোনাথন আমার ভৃত্য দায়ূদকে গা ঢাকা দিতে বলেছিল, যাতে সে আমাকে আক্রমণ করতে পারে। আর দায়ূদ এখন ঠিক এটাই করে যাচ্ছে।”
9ইদোম পরিবারের দোয়েগ সেখানে শৌলের আধিকারিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। দোয়েগ বললেন, ‘‘আমি যিশয়ের পুত্রকে নোবে দেখেছিলাম। সে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।
10অহীমেলক দায়ূদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিল। সে দায়ূদকে খাবারও দিয়েছিল। তাছাড়া পলেষ্টীয় গলিয়াতের তরবারিও দিয়েছিল।”
11অতঃপর রাজা শৌল যাজককে ডেকে আনতে কয়েকজনকে পাঠালেন। তিনি অহীটূবের পুত্র অহীমেলক এবং তার সকল আত্মীয়দের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সকলেই নোবের যাজক ছিলেন। তাঁরা সকলেই রাজা শৌলের কাছে এলেন।
12শৌল অহীমেলককে বললেন, ‘‘শোনো অহীটূবের পুত্র।”

অহীমেলক বললেন, ‘‘বলুন।”

13শৌল বললেন, ‘‘কেন তুমি আর যিশয়ের পুত্র আমার বিরুদ্ধে গোপনে চক্রান্ত করছ? তুমি দায়ূদকে রুটি দিয়েছিলে; শুধু তাই নয়, একটা তরবারিও দিয়েছিলে। তুমি তার হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলে। আর এখন দায়ূদ আমাকে আক্রমণ করার জন্যে সময় গুনছে!”

14অহীমেলক বললেন, ‘‘দায়ূদ আপনার খুবই অনুগত। আপনার কোনো অনুচরই দায়ূদের মতো প্রভু ভক্ত নয়, সে আপনার জামাতা। আপনার রক্ষীদের দলপতি। আপনাদের বাড়ীর সকলেই দায়ূদকে সম্মান করে।
15দায়ূদের জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রথমবারই যে প্রার্থনা করেছি তা নয়। এর জন্যে, আমায় অথবা আমার কোন আত্মীয়কে আপনি দোষী করবেন না। আমরা আপনার ভৃত্য। কি হচ্ছে আমি তার কিছুই জানি না।”

16তবু রাজা বললেন, ‘‘অহীমেলক, তুমি আর তোমার আত্মীয়স্বজন সকলকেই মরতে হবে।”
17রাজা প্রহরীদের কাছে ডেকে বললেন, ‘‘যাও প্রভুর সমস্ত যাজকদের হত্যা করে এসো। তাদের হত্যা করো, কারণ

তারা দায়ূদের দলে। তারা জানত দায়ূদ পালিয়ে যাচ্ছে,
তবুও তারা আমাকে কিছু বলেনি।”
কিন্তু কেউই প্রভুর যাজকদের আঘাত করতে রাজি
হল না।
18তখন রাজা দোয়েগকে আদেশ দিলেন। শৌল
বললেন, “দোয়েগ, তুমি যাজকদের হত্যা করো।”
দোয়েগ গিয়ে যাজকদের হত্যা করলো। সেই দিন সে
85 জন যাজককে হত্যা করল। 19নোব ছিল যাজকদের
শহর। শহরের সকলকেই দোয়েগ হত্যা করল। পুরুষ,
নারী, শিশু সকলকেই সে তরবারির কোপে শেষ করে
দিল। সেই সঙ্গে মেরে ফেলল তাদের গরু, গাধা আর
মেষগুলোও।
20শুধু বেঁচে গেলেন অবিয়াথর। তার পিতা
অহীমেলক। অহীমেলকের পিতা অহীটূব। অবিয়াথর
পালিয়ে গিয়ে দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিলেন। 21তিনি
দায়ূদকে বললেন শৌল সমস্ত যাজকদের হত্যা করেছে।
22দায়ূদ বললেন, “আমি সেদিন নোবে ইদোমীয়
দোয়েগকে দেখেছিলাম। আমি জানতাম শৌলকে সে
সব বলবে। তোমার পিতার পরিবারের সকলের মৃত্যুর
জন্য আমিই দায়ী।” 23যে লোকটা তোমাকে হত্যা করতে
চায়, সে আমাকেও হত্যা করতে চায়। আমার সঙ্গে
থাকো, ভয় পেও না। তুমি নিরাপদেই থাকবে।”

কিয়ীলায় দায়ূদ

23 লোকেরা দায়ূদকে বলল, “দেখুন, পলেষ্টীয়রা
কিয়ীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তারা ফসল
ঝাড়াইয়ের জায়গা থেকে সব ফসল লুঠপাট করে
নিচ্ছে।”
2দায়ূদ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি
পলেষ্টীয়দের সঙ্গে লড়াই করব?”
প্রভু উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ কিয়ীলাকে বাঁচাও।
পলেষ্টীয়দের আক্রমণ কর।”
3এদিকে দায়ূদের লোকেরা দায়ূদকে বলল, “শুনুন,
আমরা যিহূদায় থাকতেই বেশ ভয় পাচ্ছি। তাহলে
চিন্তা করুন পলেষ্টীয় সৈন্যদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইতে
আমরা আরও কতখানি ভয় পেতে পারি।”
4দায়ূদ আবার প্রভুকে জিজ্ঞেস করলো। প্রভু
বললেন, “কিয়ীলায় চলে যাও। আমি তোমাকে
পলেষ্টীয়দের হারাতে সাহায্য করব।” 5তাই সঙ্গীদের
নিয়ে দায়ূদ কিয়ীলায় গেলেন। তাঁর সঙ্গীরা পলেষ্টীয়দের
সঙ্গে যুদ্ধ করল। যুদ্ধে তারা পলেষ্টীয়দের হারিয়ে তাদের
গরু, মোষ সব দখল করে নিল। এভাবেই দায়ূদ কিয়ীলার
লোকেদের বাঁচালেন। 6(যখন অবিয়াথর দায়ূদের কাছে
গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে একটা এফোদ
নিয়েছিলেন।)
7লোকেরা শৌলকে বলল, “দায়ূদ এখন কিয়ীলায়
আছে।” শৌল বললেন, “ঈশ্বর দায়ূদকে আমার হাতেই
দিয়েছেন। দায়ূদ নিজের জালেই নিজেকে জড়িয়েছে।
সে এমন একটা শহরে গেল যেখানে অনেক ফটক
এবং ফটক বন্ধ করার অনেক খিল আছে।” 8শৌল তাঁর
সব সৈন্যদের যুদ্ধ করার জন্য ডাকলেন। তারা দায়ূদ
ও তাঁর লোকেদের আক্রমণ করার জন্য কিয়ীলায়
যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।
9শৌলের এই মতলব দায়ূদ জানতে পারলেন। তিনি
যাজক অবিয়াথরকে বললেন, “এইখানে সেই এফোদ
আনো।”
10দায়ূদ প্রার্থনা করলো, “হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
আমি শুনেছি শৌল আমার জন্যে কিয়ীলায় এসে শহর
ধ্বংস করার মতলব করেছে। 11শৌল কি কিয়ীলায়
আসবে? কিয়ীলায় লোকেরা কি ওর হাতে আমায় তুলে
দেবে? হে প্রভু ঈস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি আপনার সেবক।
দয়া করে আমায় বলুন!”
প্রভু বললেন, “শৌল আসবে।”
12আবার দায়ূদ জিজ্ঞেস করলো, “কিয়ীলার লোকেরা
কি আমায় এবং আমার লোকেদের শৌলের হাতে ধরিয়ে
দেবে?”
প্রভু বললেন, “হ্যাঁ ধরিয়ে দেবে।” 13তখন দায়ূদ
সঙ্গীদের নিয়ে কিয়ীলা ছেড়ে চলে গেলেন। দায়ূদের
সঙ্গে ছিল 600 জন পুরুষ। তারা বিভিন্ন জায়গায়
চলে গেল। শৌল জানতে পারলেন দায়ূদ কিয়ীলা থেকে
চলে গেছেন। তাই তিনি আর ওখানে গেলেন না।

শৌল দ্বারা দায়ূদের পশ্চাদ্ধাবন

14দায়ূদ মরুভূমিতে গিয়ে সেখানকার উঁচু পাঁচিল
ঘেরা দুর্গ নগরে কিছুকাল থেকে গেলেন। তিনি সীফ
মরুভূমির পাহাড়ী দেশেও থাকলেন। প্রতিদিন শৌল
দায়ূদদের খোঁজ করতেন; কিন্তু প্রভু শৌলের হাতে
দায়ূদকে সঁপে দিলেন না।
15সীফ মরুভূমির হোরেশে দায়ূদ গেলেন। শৌল
তাকে হত্যা করতে আসছেন বলে তিনি বেশ ভয় পেয়ে
গিয়েছিলেন। 16কিন্তু শৌলের পুত্র যোনাথন হোরেশে
দায়ূদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। যোনাথন দায়ূদকে
ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে সাহায্য
করেছিলো। 17যোনাথন দায়ূদকে বলল, “ভয় পেও না।
আমার পিতা শৌল তোমাকে মারবে না। তুমি হবে
ইস্রায়েলের রাজা। আমি হব তোমার দ্বিতীয় জন।
এমনকি আমার পিতাও সেটা জানে।”
18যোনাথন এবং দায়ূদ দুজনে প্রভুর সামনে এক
চুক্তি করলো। তারপর যোনাথন ঘরে ফিরে গেলো।
দায়ূদ হোরেশে থেকে গেলেন।

সীফের বাসিন্দারা শৌলকে দায়ূদের কথা বলে দিল

19সীফের বাসিন্দারা শৌলের সঙ্গে দেখা করতে
গিবিয়ায় এল। তারা শৌলকে বলল, “দায়ূদ আমাদের
দেশেই লুকিয়ে আছে। দায়ূদ যেশিমোনের দক্ষিণে হখীলা
পাহাড়ের ওপর হোরেশের দুর্গে রয়েছেন। 20সুতরাং হে
রাজন, যে কোন দিন আপনি আমাদের এখানে চলে
আসুন। দায়ূদকে আপনার হাতে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের
কর্তব্য।”

21শৌল বললেন, “তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ।
প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন। 22যাও, দায়ূদ সম্বন্ধে
আরও খোঁজখবর করো। দেখ, কোথায় সে রয়েছে, কে
কে দায়ূদকে সেখানে দেখেছে।’ শৌল ভাবলেন, ‘দায়ূদ
চালাক ও চতুর তাই হয়তো আমার সঙ্গে চালাকি
করতে চাইছে।’ 23শৌল বললেন, “দায়ূদের লুকোনোর
সমস্ত জায়গা খুঁজে বের করো। তারপর ফিরে এসে
আমাকে সমস্ত জানাও। জানার পর আমি তোমাদের
সঙ্গে যাব। দায়ূদ এখানে থাকলে আমি তাকে খুঁজে
বের করবই। যিহূদায় বাড়ী বাড়ী খোঁজ করলেও ওকে
আমি পেয়ে যাব।”

24সীফের বাসিন্দারা সীফে ফিরে গেল। পরে শৌল
সেখানে গেলেন।

দায়ূদ আর তাঁর লোকেরা থাকতেন মায়োন
মরুভূমিতে। জায়গাটা ছিল যেশিমোনের দক্ষিণে।
25শৌল তাঁর লোকেদের নিয়ে দায়ূদের খোঁজ করতে
লাগলেন। কিন্তু এখানে লোকেরা দায়ূদকে সাবধান করে
দিল যে শৌল তাঁকে খুঁজছে। দায়ূদ যখন এটা শুনলেন
তিনি মায়োন মরুভূমির ‘রক’ অঞ্চলে চলে গেলেন। এ
খবর শৌলের কাছে পৌঁছে গেল। শৌল সেখানে দায়ূদকে
ধরতে ছুটলেন।

26একই পাহাড়ের একদিকে শৌল আর উল্টোদিকে
দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা। দায়ূদ শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে
যাবার জন্য তীব্রবেগে ছুটছিলেন। শৌলও দায়ূদকে ধরবার
জন্য সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ের চারিদিক ঘিরে ফেললেন।

27সেই সময় শৌলের কাছে একজন দূত এসে বলল,
“শিগ্‌গির এসো, পলেষ্টীয়রা আমাদের আক্রমণ করতে
আসছে।”

28তখন শৌল দায়ূদের পিছু নেওয়া বন্ধ করলেন।
তিনি পলেষ্টীয়দের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন। সেই
কারণে লোকেরা ঐ জায়গার নাম দিয়েছিল ‘পিছল
শিলা।’ 29দায়ূদ মায়োন মরুভূমি থেকে চলে গেলেন
সুরক্ষিত দুর্গ নগরগুলোয়। সেগুলি ঐন্‌-গদীর কাছাকাছি
অবস্থিত।

দায়ূদ শৌলকে লজ্জায় ফেললেন

24 শৌল পলেষ্টীয়দের হারিয়ে দিলেন। এরপর
লোকেরা তাঁকে জানাল, “দায়ূদ ঐন্‌-গদীর
কাছাকাছি একটা মরুভূমি অঞ্চলে রয়েছে।”

2তখন শৌল ইস্রায়েল থেকে 3,000 জন পুরুষ
বেছে নিলেন। শৌল তাদের সঙ্গে ‘বুনো ছাগলের শিলার’
কাছে দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের খোঁজ করতে লাগলেন।
3শৌল রাস্তার ধারে একটা মেষের গোয়ালে এসে
পড়লেন। কাছাকাছি একটা গুহা ছিল। শৌল হাল্কা
হতে গুহাটির ভিতর গেলেন। দায়ূদ এবং তাঁর লোকেরা
গুহার ভিতরে অনেক দূরে লুকিয়ে ছিল। 4সঙ্গীরা
দায়ূদকে বলল, “প্রভু আজকের দিনটার কথাই
বলেছিলেন। তিনি আপনাকে বলেছিলেন, ‘আমি
আপনার কাছে আপনার শত্রুকে এনে দেব। তারপর
আপনি একে নিয়ে যা খুশি তাই করুন।”

দায়ূদ হামাগুড়ি দিয়ে এসে ক্রমে শৌলের বেশ
কাছে এসে পড়লেন। তারপর তিনি শৌলের জামার
একটা কোণ কেটে ফেললেন। শৌল দায়ূদকে দেখতে
পান নি। 5পরে এর জন্যে দায়ূদের মন খারাপ হয়ে
গেল। 6দায়ূদ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, “আমি আশা
করি আমার মনিবের বিরুদ্ধে এই ধরণের কাজ প্রভু
আর আমায় করতে দেবেন না। শৌল হচ্ছেন প্রভুর
মনোনীত রাজা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করব না।”
7এই কথা বলে দায়ূদ তাঁর সঙ্গীদের থামিয়ে দিলেন।
তাদের শৌলকে আঘাত করতে নিষেধ করে দিলেন।

শৌল গুহা ছেড়ে নিজ রাস্তায় চললেন। 8দায়ূদ
গুহা থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে শৌলকে ডাকলেন,
“হে রাজা, হে মনিব।”

শৌল পেছন ফিরে তাকালেন। দায়ূদ আভূমি মাথা
নোয়ালেন। 9তিনি শৌলকে বললেন, “লোকেরা যখন
বলে, ‘দায়ূদ আপনাকে হত্যা করতে চায়, তখন সে
কথায় আপনি কান দেন কেন?’ 10আমি আপনাকে
মারতে চাই না। আপনি নিজের চোখেই দেখে নিন।
এই গুহাতে আজ প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে
দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই
না। আমি আপনার ওপর সদয় ছিলাম। আমি বললাম,
‘আমি আমার মনিবকে হত্যা করতে চাই না। শৌল
হচ্ছেন প্রভুর অভিষিক্ত রাজা।’ 11আমার হাতের এই
টুকরো কাপড়টার দিকে চেয়ে দেখুন। আপনার পোশাক
থেকে আমি এটা কেটে নিয়েছিলাম। আমি আপনাকে
হত্যা করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। একটা ব্যাপার
আমি আপনাকে বোঝাতে চাই। আপনার বিরুদ্ধে আমি
কোন ষড়যন্ত্র করি নি। আপনার প্রতি আমি কোন
অন্যায় করি নি বরং আপনিই আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন,
আমায় হত্যা করার জন্য। 12স্বয়ং প্রভুই এর বিচার
করবেন। তিনিই আমার ওপর অবিচার করার জন্যে
আপনাকে শাস্তি দেবেন। আমি নিজে আপনার সঙ্গে
যুদ্ধ করব না। 13একটা পুরানো প্রবাদ আছে:

‘মন্দ লোকেদের কাছ থেকেই মন্দ জিনিষগুলো
আসে।’

আমি আপনার ওপর কোনো মন্দ কাজ করি নি।
আমি আপনার ক্ষতি করবো না। 14কার পেছনে আপনি
ধাওয়া করছেন? কার সঙ্গে ইস্রায়েলের রাজা যুদ্ধ
করতে চলেছেন? আপনাকে আঘাত করবে এমন কারোর
পেছনে আপনি ছুটছেন না। মনে হচ্ছে আপনি যেন
একটা মৃত কুকুর অথবা একটা নীল মাছির পেছনে
তাড়া করছেন।

15প্রভু এর সুবিচার করুন। তিনিই ঠিক করুন আপনার
এবং আমার মধ্যে কে ভাল, কে খারাপ। প্রভু আমাকে
সমর্থন করবেন এবং প্রমাণ করবেন যে আমি ঠিক
কাজটি করেছি। প্রভু আপনার হাত থেকে আমাকে
রক্ষা করবেন।”

16দায়ূদ থামলেন। শৌল জিজ্ঞেস করলেন, “দায়ূদ,
পুত্র আমার, এ-কি তোমার স্বর? এ কার স্বর শুনছি?”
এই বলে শৌল কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি খুব কাঁদতে

লাগলেন। 17শৌল বললেন, “তুমিই ঠিক, আমি ভুল করেছি। তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেও আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। 18যা যা ভালো তুমি করেছ সবই আমাকে বলেছ। প্রভু আমাকে তোমার কাছে এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি আমাকে হত্যা করো নি। 19এতেই প্রমাণ হয় যে আমি তোমার শত্রু নই। একবার শত্রুকে ধরলে কেউ আবার তাকে ছেড়ে দেয়? শত্রুর জন্য সে কখনও ভালো কাজ করে না। আজ তুমি আমায় যে অনুগ্রহ করলে তার জন্য প্রভু তোমায় পুরস্কৃত করবেন। 20আমি জানি তুমি ইস্রায়েলের রাজা হবে। আমি জানি যে তুমি ইস্রায়েল রাজ্যের ওপর শাসন করবে। 21আমাকে তুমি কথা দাও, প্রভুর নামে এই শপথ করো, কথা দাও আমার উত্তরপুরুষদের কাউকে তুমি হত্যা করবে না। কথা দাও, আমার নাম আমাদের বংশ থেকে তুমি মুছে দেবে না।”

22দায়ূদ শৌলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি শৌলের পরিবারের কাউকে হত্যা করবেন না। তারপর শৌল ফিরে গেলেন। দায়ূদ এবং তাঁর সঙ্গীরা দুর্গে চলে গেলো।

দায়ূদ ও নিষ্ঠুর নাবল

25 শমূয়েল মারা গেল। সমস্ত ইস্রায়েলবাসীরা একত্রিত হল এবং শমূয়েলের মৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশ করল। তারা শমূয়েলকে রামায় তার বাড়িতে কবর দিল। তারপর দায়ূদ পারণ মরুভূমির দিকে চলে গেলেন।

2মায়োন শহরে এক মস্ত বড় ধনী বাস করত। তার 3,000 মেষ আর 1,000 ছাগল ছিল। সে তার মেষেদের থেকে পশম ছাঁটবার জন্য কর্ম্মিলে গিয়েছিল। 3সেই ব্যক্তির নাম নাবল, সে কালেব পরিবারের লোক। নাবলের স্ত্রীর নাম অবীগল। সে যেমন জ্ঞানী তেমনি সুন্দরী। কিন্তু নাবল ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির আর নিষ্ঠুর ধরণের ব্যক্তি।

4দায়ূদ মরুভূমিতে থাকতে থাকতেই শুনেছিলেন নাবল মেষের গা থেকে পশম ছাঁটছে। 5দায়ূদ দশজন যুবককে নাবলের সঙ্গে আলোচনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, “কর্ম্মিলে গিয়ে নাবলকে খুঁজে বের করো। তারপর তাকে আমার হয়ে অভিবাদন জানিও।” 6দায়ূদ নাবলের জন্যে এই বার্তা দিলেন, “আশা করছি তুমি ও তোমার পরিবারের সকলে ভাল আছো। তোমাদের যা যা আছে সবই ভাল আছে। 7শুনলাম, তুমি নাকি মেষের গা থেকে পশম ছেঁটে নিচ্ছ। তোমার মেষপালকরা আমাদের কাছে কিছুদিন ছিল। আমরা তাদের কোন ক্ষতি করি নি। তারা যখন কর্ম্মিলে ছিল তখন তাদের কাছ থেকে আমরা কিছুই নিইনি।

8তোমার ভৃত্যদের জিজ্ঞেস করে দেখবে কথাটা কতখানি সত্য। অনুগ্রহ করে আমার পাঠানো যুবকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। এই শুভ দিনে আমরা তোমার কাছে এসেছি। এদের যথাসাধ্য দান করো। আশা করি আমার জন্য এটুকু করবে । ইতি তোমার বন্ধু* দায়ূদ।”

9দায়ূদের লোকেরা নাবলের কাছে গিয়ে বার্তাটা দিল। 10কিন্তু নাবল তাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করল। সে বলল, “কে দায়ূদ? যিশয়ের পুত্র কে? কত ক্রীতদাস যে মনিবের কাছ থেকে আজকাল পালিয়ে যাচ্ছে! 11আমার কাছে রুটি আছে, জল আছে, মাংসও আছে। আমার ভৃত্যদের জন্যে পশু বলি দিয়ে সেই মাংসের ব্যবস্থা করেছি। তারা আমার মেষগুলোর গা থেকে পশম কেটে নেয়। কিন্তু যাদের আমি চিনি না, তাদের কিছুতেই তা দেব না।”

12দায়ূদের লোকেরা ফিরে এলো। যা যা হয়েছে সব তারা দায়ূদকে বলল। 13সব শুনে দায়ূদ বললেন, “এবার তরবারি নাও।” দায়ূদ ও তাঁর লোকেরা কোমরে তরবারি এঁটে নিল। প্রায় 400 জন দায়ূদের সঙ্গে গেল। দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার জন্যে 200 জন রইল।

অবীগল বিপদ আটকাল

14নাবলের একজন ভৃত্য নাবলের স্ত্রী অবীগলকে বলল, “দায়ূদ মরুভূমি থেকে দূত পাঠিয়েছিলেন আমাদের মনিবের (নাবলের) কাছে। কিন্তু নাবল তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। 15অথচ তারা আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছিল। আমরা যখন মাঠে মেষ চরাতে যেতাম তখন দায়ূদের লোকেরা সবসময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। ওরা কখনো কোন অন্যায় করেনি। আমাদের কিছু চুরিও যায়নি। 16দায়ূদের লোকেরা আমাদের দিন রাত পাহারা দিত। আমাদের চারপাশে ওরা ছিল প্রাচীরের মতো। আমরা যখন মেষদের দেখাশুনা করতাম তখন ওরা আমাদের রক্ষা করত। 17এখন ভেবে দেখুন, আপনি কি করতে পারেন। নাবল এতো পাষণ্ড যে তার সঙ্গে কথা বলে তার মন পরিবর্তন করানো অসম্ভব। আমাদের মনিব আর তার সংসারে ঘোর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে।”

18অবীগল এই শুনে আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে 200 রুটি, দুটো থলে ভর্তি দ্রাক্ষারস, পাঁচটা মেষের রান্নাকরা মাংস, প্রায় এক বুশেল রান্না ডাল, 2 কোয়ার্ট কিস্‌মিস, 200 টি ডুমুরের পিঠে এই সব জোগাড় করে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল। 19তারপর অবীগল ভৃত্যদের বলল, “তোমরা এগিয়ে যাও। আমি তোমাদের পেছন পেছন আসছি।” এ কথা সে তার স্বামীকে বলল না।

20অবীগল তার গাধার পিঠে চড়ল এবং পর্বতের অন্য দিকে নেমে চলে গেল। অন্যদিক থেকে দায়ূদ তাঁর লোকেদের সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন।

21অবীগলের সঙ্গে দেখা হবার আগে দায়ূদ বললেন, “মরুভূমিতে আমি নাবলের সম্পত্তি রক্ষা করেছিলাম। তার একটাও মেষ যাতে হারিয়ে না যায় সেইদিকে কড়া নজর রেখেছিলাম। কিন্তু এত উপকার কোন কাজেই লাগল না। আমি তার ভাল করলেও সে আমার

বন্ধু আক্ষরিক অর্থে, “পুত্র।”

সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল। 22এবার নাবলের বাড়ির
একজনকেও যদি কাল সকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখি তাহলে
ঈশ্বর যেন আমাকে শাস্তি দেন।”
23ঠিক তখনই অবীগল তার কাছে এসে গেল।
দায়ূদকে দেখে মাথা নীচু করে দায়ূদের পায়ে পড়ল।
24দায়ূদের পায়ে পড়ে অবীগল বলল, “মহাশয়, দয়া
করে আমাকে কিছু বলতে অনুমতি দিন। আমার কথা
শুনুন। যা হয়েছে তার জন্যে আপনি আমাকে দোষী
করুন। 25আমি আপনার দূতদের দেখিনি। এ অপদার্থ
লোকটাকে আপনি মোটেই গ্রাহ্য করবেন না। তার যেমন
নাম, সে তেমনি লোক। তার নামের অর্থ ‘দুষ্ট’ আর সে
সত্যিই মন্দ কাজ করে। 26প্রভু আপনাকে নিরীহ
লোকেদের হত্যা করতে দেন নি। জীবন্ত প্রভুর দিব্য
এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, যারা আপনার
শত্রু, যারা আপনার ক্ষতি করতে চায় তারা সকলেই
নাবলের মতো হোক। 27এখন আমি আপনার জন্যে
এই উপহার এনেছি। আপনি আপনার যুবকদের এসব
দান করুন। 28আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্য আপনি
অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুন। প্রভু আপনার
পরিবারের সকলকে শক্তিশালী করবেন। আপনার
পরিবার থেকেই আবির্ভাব হবে অনেক রাজার। প্রভু
এটাই করবেন, কারণ আপনি তাঁর হয়ে যুদ্ধ করেন।
যতদিন আপনি বেঁচে আছেন লোকে আপনার কোন
দোষ খুঁজে পাবে না। 29যদি কেউ আপনাকে হত্যা
করতে আসে, প্রভু আপনার ঈশ্বরই, আপনাকে রক্ষা
করবেন। আপনার শত্রুদের তিনি গুলতির ঢিলের মতো
ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। 30প্রভু আপনার জন্যে অনেক
ভাল জিনিস করবার প্রতিশ্রুতি করেছেন এবং তিনি
অবশ্যই তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি রাখবেন। তিনি আপনাকে
ইস্রায়েলের নেতা করবেন। 31নিরীহ মানুষকে হত্যা
করে পাপের ভাগী আপনি হবেন না। সেই ফাঁদে আপনি
পা দেবেন না। প্রভু আপনাকে যখন জয়যুক্ত করবেন
তখন আপনি দয়া করে আমায় স্মরণ করবেন।”
32দায়ূদ অবীগলকে বললেন, “প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের প্রশংসা কর। তিনি তোমাকে আমার কাছে
পাঠিয়েছেন বলে তাঁর প্রশংসা কর। 33তোমার সুবিচারের
জন্যে ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন। আজ তুমি নিরীহ
মানুষদের হত্যা করার পাপ থেকে আমাকে বাঁচালে।
34প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করছি,
তুমি যদি আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করতে না
আসতে তাহলে নাবলের বাড়ির লোকেরা কেউ কাল
সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকত না।”
35দায়ূদ অবীগলের উপহার গ্রহণ করলেন। তিনি
তাকে বললেন, “তুমি শান্তিতে বাড়ী যাও। আমি তোমার
অনুরোধ শুনেছি। তুমি যা কিছু চেয়েছ আমি তা করব।”

নাবলের মৃত্যু

36অবীগল নাবলের কাছে ফিরে এলো। নাবল তখন
বাড়িতে রাজার মতো তার খাবার খাচ্ছিল। সে মাতাল
ছিল এবং খুশী ছিল। তাই সকাল না হওয়া পর্যন্ত
অবীগল তাকে কিছু বলল না। 37পরদিন সকালে নাবলের
হুঁশ ফিরে এল। তখন অবীগল তাকে সব কথা খুলে
বলল। তখন নাবল হৃদরোগে আক্রান্ত হল। দশ দিন
ধরে সে পাথরের মতো অনড় হয়ে রইল। 38প্রায় দশ
দিন পর প্রভু নাবলের মৃত্যু ঘটালেন।
39নাবলের মৃত্যু সংবাদ শুনে দায়ূদ বললেন, “প্রভুর
প্রশংসা করো। নাবল আমার সম্পর্কে খারাপ কথা
বলেছিল, কিন্তু প্রভু আমাকে সমর্থন করলেন। তিনি
আমায় কোন অন্যায় করতে দেন নি। নাবল অন্যায়
করেছিল বলেই তিনি তার মৃত্যু ঘটালেন।”
তারপর দায়ূদ অবীগলকে একটা চিঠি পাঠালেন।
তাকে তাঁর স্ত্রী হিসাবে পাবার জন্যে প্রস্তাব করলেন।’
40দায়ূদের অনুচররা কর্ম্মিলে গিয়ে অবীগলকে বলল,
“আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য দায়ূদ আমাদের
পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে বিবাহ করতে চান।”
41অবীগল মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করে বলল,
“আমি তোমাদের দাসী। তোমাদের সেবা করতে আমি
প্রস্তুত। আমার মনিবের (দায়ূদের) সেবকদের পা ধুয়ে
দিতে আমি প্রস্তুত।”
42অবীগল আর দেরী না করে দায়ূদের অনুচরদের
সঙ্গে একটা গাধার পিঠে চড়ে রওনা হল। তার সঙ্গে
ছিল পাঁচ দাসী। অবীগল, দায়ূদের স্ত্রী হলেন।
43দায়ূদ যিষ্রিয়েলীয় অহীনোয়মকেও বিবাহ
করেছিলেন। অবীগল আর অহীনোয়ম দুজনেই দায়ূদের
স্ত্রী হল। 44দায়ূদ শৌলের কন্যা মীখলকেও বিবাহ
করেছিলেন। কিন্তু শৌল দায়ূদের কাছ থেকে তার
কন্যাকে সরিয়ে এনে তার সঙ্গে পল্‌টির বিয়ে দিলেন।
পল্‌টির পিতার নাম লায়িশ। পল্‌টির বাড়ি ছিল গল্লীম
শহরে।

শৌলের শিবিরে দায়ূদ ও অবীশয়ের প্রবেশ

26 সীফের লোকেরা শৌলের সঙ্গে দেখা করতে
গিবিয়ায় গেল। তারা শৌলকে বলল, “দায়ূদ
হখীলার পাহাড়ে লুকিয়ে রয়েছে। যেশিমোনের ঠিক
অপরদিকেই সেই পাহাড়।
2সীফের মরুভূমিতে শৌল নেমে এলেন। সমস্ত
ইস্রায়েল থেকে শৌল 3000 সৈন্য বেছে নিয়েছিলেন।
এদের নিয়ে শৌল সীফের মরু অঞ্চলে দায়ূদকে খুঁজতে
লাগলেন। 3হখীলা পাহাড়ে শৌল তাঁবু বসালেন।
যেশিমোনের রাস্তার ধারেই ছিল সেই তাঁবু।
দায়ূদ মরুভূমির মধ্যে বাস করতেন। তিনি জানতে
পারলেন যে শৌল সেখানেও তার পিছু নিয়েছেন। 4তখন
তিনি গুপ্তচর পাঠালেন। শৌল যে হখীলায় এসেছেন
সে খবর তিনি জানতেন। 5দায়ূদ শৌলের শিবিরে
উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন কোথায় শৌল আর
অব্নের ঘুমাচ্ছিলেন। (অব্নের, শৌলের সেনাপতি,
নেরের পুত্র।) শৌল শিবিরের মাঝখানে ঘুমোচ্ছিলেন।
সৈন্যরা তাঁর চারপাশে ছিল।
6দায়ূদ হিত্তীয় অহীমেলক আর সরূয়ার পুত্র
অবীশয়ের সঙ্গে কথা বললেন। (অবীশয় যোয়াবের

ভাই।) তিনি তাদের বললেন, “কে আমার সঙ্গে শৌলের
শিবিরে যাবে?”
অবীশয় উত্তরে বলল, “আমি তোমার সঙ্গে যাব।”
7রাত হলে দায়ূদ ও অবীশয় শৌলের শিবিরে গেলেন।
শৌল শিবিরের মাঝখানে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁর মাথার
কাছে মাটিতে তাঁর বর্শা গাঁথা ছিল। অব্নের ও অন্যান্য
সৈন্যরা শৌলের চারপাশে ঘুমাচ্ছিল। 8অবীশয় দায়ূদকে
বলল, “আজ ঈশ্বরের দয়ায় আপনি শত্রু জয় করবে।
শৌলের বর্শা দিয়েই শৌলকে মাটিতে গেঁথে দিতে চাই।
শুধু একবার আপনি এই কাজটা আমায় করতে দিন।”
9দায়ূদ অবীশয়কে বললেন, “শৌলকে হত্যা কোরো
না। প্রভু যাকে রাজা বলে মনোনীত করেছেন তাকে
কেউ যেন আঘাত না করে। আঘাত করলে সে অবশ্যই
শাস্তি পাবে। 10প্রভু যখন আছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই
নিজেই শৌলকে শাস্তি দেবেন। তাছাড়া শৌলের
স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে। কিংবা এও হতে পারে
যুদ্ধেই শৌল মারা যাবেন। 11সে যাই হোক, আমি চাই
না যে প্রভু তাঁর নির্বাচিত রাজাকে আমার হাত দিয়ে
হত হতে দেন। এখন শৌলের মাথার কাছে বর্শা আর
জলের জায়গাটা তুলে নাও। তারপর আমরা চলে
যাব।”
12সেই মত দায়ূদ বর্শা আর কুঁজো নেবার পর
অবীশয়কে সঙ্গে নিয়ে তাঁবু থেকে বের হলেন। কেউ
কিছু জানতে পারল না। কেউ ঘুম থেকে জেগেও
উঠল না। শৌল আর সৈন্যরা সকলেই গাঢ় ঘুমে ঢলে
পড়েছিল কারণ প্রভু তাদের গাঢ় ঘুমে আক্রান্ত
করেছিলেন।

দায়ূদ আবার শৌলকে অপ্রস্তুতে ফেললেন

13দায়ূদ উপত্যকা পেরিয়ে পাহাড়ের শিখরে গিয়ে
দাঁড়ালেন। সেই জায়গা থেকে শৌলের শিবির অনেক
দূরে ছিল। 14দায়ূদ সৈন্যসামন্ত আর নেরের পুত্র
অব্নেরের দিকে চিৎকার করে বললেন, “অব্নের জবাব
দাও।”
অব্নের উত্তর দিলো, “কে তুমি ? কেন তুমি রাজাকে
ডাকছ?”
15দায়ূদ বললেন, “তুমি তো একজন মানুষ, তাই
না? ইস্রায়েলের আর পাঁচটা মানুষের চেয়ে তুমি সেরা,
ঠিক কি না? তাহলে কেন তুমি তোমার মনিবকে পাহারা
দিলে না? একজন সাধারণ মানুষ তাঁবুতে ঢুকে তোমাদের
মনিবকে খুন করতে এসেছিল। 16তুমি মস্ত বড় ভুল
করেছ। আমি প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, তোমাকে
আর তোমার লোকেদের অবশ্যই মরতে হবে। তুমি কি
জানো কেন? কারণ তুমি প্রভুর নির্বাচিত রাজা অর্থাৎ
তোমার মনিবকে রক্ষা করনি। শৌলের মাথার কাছে
কোথায় রাজার বর্শা আর জলের কুঁজো আছে? খুঁজে
দেখো, কোথায়?”
17শৌল দায়ূদের স্বর চিনতেন। সে বলল, “বৎস
দায়ূদ, তুমিই কি কথা বলছ?”
দায়ূদ উত্তর দিলেন, “হে প্রভু, হে রাজন, আপনি
আমারই কণ্ঠস্বর শুনছেন।” 18দায়ূদ আবার বললেন,
“আপনি কেন আমার পিছু নিয়েছেন? আমি কি অন্যায়
করেছি? কি আমার দোষ? 19হে আমার মনিব, হে
রাজা, আমার কথা শুনুন। আপনি যদি আমার ওপর
রাগ করে থাকেন এবং প্রভু যদি এর কারণ হয়ে থাকেন
তাহলে তাঁকে তাঁর নৈবেদ্য গ্রহণ করতে দিন। কিন্তু
যদি লোকেদের কারণে আপনি আমার ওপর রাগ করে
থাকেন, তাহলে প্রভু যেন তাদের জন্য খারাপ
জিনিষগুলো করেন। প্রভু আমায় যে দেশ দান করেছেন
সেই দেশ আমি লোকেদেরই চাপে ত্যাগ করতে বাধ্য
হয়েছি। তারা আমায় বলেছে, ‘যাও, ভিন্‌দেশীদের সঙ্গে
বাস করো। সেখানে গিয়ে অন্য মূর্ত্তির পূজা করো।’
20শুনুন, প্রভুর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আমায়
মরতে দেবেন না। ইস্রায়েলের রাজা একটা নীল মাছি
খুঁজতে বেরিয়ে এসেছেন। যেমন কেউ পর্বতে উঠে
সামান্য একটা তিতির পাখীকে তাড়া করে শিকার করে।
21তখন শৌল বললেন, “আমি পাপ করেছি। বৎস
দায়ূদ, তুমি ফিরে এসো। আজ তুমি দেখালে, তোমার
কাছে আমার জীবন কত প্রয়োজনীয়। আমি তোমাকে
হত্যা করব না। আমি বোকার মত কাজ করেছি। কি
ভুলই আমি করেছি!”
22দায়ূদ বললেন, “এই দেখুন রাজার বর্শা। আপনার
একজন যুবককে এখানে পাঠিয়ে দিন। সে এটা নিয়ে
যাক। 23প্রভু প্রতিটি মানুষকে তার কর্মের জন্য প্রতিদান
দিয়ে থাকেন। যদি সে উচিৎ কাজ করে তাহলে তিনি
তাকে পুরস্কার দেন আর যদি সে অন্যায় করে তাহলে
তিনি তাকে শাস্তি দেন। আজ তিনি আপনাকে হারানোর
জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি তার মনোনীত
রাজাকে কিছুতেই আঘাত করতে পারি না। 24আজ
আপনাকে আমি দেখালাম যে, আপনার জীবন আমার
কাছে কত মূল্যবান। একইভাবে প্রভুও দেখাবেন, তাঁর
কাছে আমার জীবনও কত মূল্যবান। প্রভু আমাকে সব
রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।”
25শৌল দায়ূদকে বললেন, “বৎস দায়ূদ, ঈশ্বর
তোমার মঙ্গল করুন। তুমি অনেক মহৎকর্ম করবে
এবং তুমি সফল হবে।” দায়ূদ নিজের পথে চলে গেলেন,
আর শৌল তাঁর জায়গায় ফিরে গেলেন।

দায়ূদ পলেষ্টীয়দের সঙ্গে বসবাস করলেন

27 দায়ূদ মনে মনে বললেন, “একদিন না একদিন
শৌল আমাকে নিশ্চয়ই ধরবেন। সবচেয়ে ভাল
হয় যদি আমি পলেষ্টীয়দের দেশে চলে যাই। তাহলে
শৌল আমাকে ইস্রায়েলে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে
পড়বেন। এভাবে আমি শৌলের হাত থেকে বেরিয়ে
আসতে পারবো।”
2সুতরাং 600 জন পুরুষ নিয়ে দায়ূদ ইস্রায়েল
ছেড়ে চলে গেলেন। তারা মায়োকের পুত্র আখীশের
কাছে গেলেন। আখীশ তখন গাতের রাজা। 3দায়ূদ
সপরিবারে তাঁর যুবকদের সঙ্গে গাতের আখীশের সঙ্গে
থেকে গেলেন। দায়ূদের সঙ্গে ছিল তাঁর দুই স্ত্রী।

যিষ্রিয়েলের অহীনোয়ম আর কর্ম্মিলীয় অবীগল। অবীগল নাবলের বিধবা পত্নী। 4সবাই শৌলকে বলল, দায়ূদ গাৎ দেশে পালিয়ে গেছে। তাই শৌল আর দায়ূদকে খুঁজলেন না।

5দায়ূদ আখীশকে বললেন, ''আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হন, তবে আপনার যে কোন একটা শহরে আমাকে থাকতে দিন। আমি আপনার একজন ভৃত্যমাত্র। সেখানেই আমার উপযুক্ত জায়গা। এই রাজধানীতে আপনার কাছে থাকা আমার মানায় না।''

6সেদিন আখীশ দায়ূদকে সিক্লগ শহরে পাঠালেন। সেহেতু সিক্লগ আজ পর্যন্ত যিহূদা রাজাদের শহর আছে। 7একবছর চার মাস দায়ূদ পলেষ্টীয়দের সঙ্গে ছিলেন।

দায়ূদ আখীশকে বোকা বানালেন

8দায়ূদ এবং তাঁর সঙ্গীরা অমালেকীয়, গশূরীয়, গির্ষীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করতে গেলেন, যারা সেই মিশর পর্যন্ত শূরের কাছে টেলেম অঞ্চলে বাস করত। দায়ূদের কাছে তারা পরাজিত হল। তাদের সব ধনসম্পদ দায়ূদের হাতে গেলো। 9ঐ অঞ্চলের সকলকে হারিয়ে দায়ূদ তাদের মেষ, গরু, গাধা, উট, বস্ত্র সবকিছু নিয়ে আখীশের কাছে তুলে দিলেন। কিন্তু দায়ূদ এই লোকদের মধ্যে একজনকেও জীবিত রাখলেন না।

10এরকম লড়াই দায়ূদ অনেকবার করেছিলেন। প্রত্যেকবারই আখীশ দায়ূদকে জিজ্ঞাসা করতেন কোথায় সে যুদ্ধ করে এত সব জিনিস এনেছে। দায়ূদ বলতেন, ''আমি যুদ্ধ করেছি এবং যিহূদার দক্ষিণ অঞ্চল জিতেছি।'' অথবা ''আমি যুদ্ধ করে যিরহমীলের দক্ষিণ দিক জিতেছি,'' অথবা বলতেন, "আমি কেনীয়দের দক্ষিণে লড়াই করে জিতেছি।" 11দায়ূদ গাতে কাউকেই জীবিত আনতেন না। তিনি ভাবলেন, ''যদি আমরা কাউকে জীবিত রাখি তাহলে সে আখীশকে বলে দেবে আমি কি করেছি।''

পলেষ্টীয়দের দেশে থাকার সময় দায়ূদ সব সময় এই ধরণের কাজ করতেন। 12আখীশ দায়ূদকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। আখীশ মনে মনে বলতেন, ''নিজের লোকেরাই এখন দায়ূদকে ঘৃণা করছে। ইস্রায়েলীয়রা তাকে একেবারেই দেখতে পারে না। এখন থেকে চিরদিন দায়ূদ আমার সেবা করবে।''

পলেষ্টীয়রা যুদ্ধের জন্য তৈরী হল

28 পরে পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগল। আখীশ দায়ূদকে বললেন, ''লোকেদের নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যাবে, বুঝতে পেরেছ?''

2দায়ূদ বললেন, ''নিশ্চয়ই, দেখবেন আমি কি করি।''

আখীশ বললেন, ''বেশ! তুমি হবে আমার দেহরক্ষী। সবসময় তুমি আমাকে রক্ষা করবে।''

ঐন্-দোরে শৌল এবং একজন স্ত্রীলোক

3শমূয়েল মারা গেল। তার মৃত্যুতে ইস্রায়েলীয়রা সকলেই শোকপ্রকাশ করল। তারা তাকে তার নিজের দেশ রামায় কবর দিল।

যারা প্রেতাত্মা নামায় আর ভবিষ্যৎ বলতে পারে তাদের সকলকে শৌল বলপূর্বক ইস্রায়েল থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

4পলেষ্টীয়রা যুদ্ধের জন্যে তৈরী হল। তারা শূনেমে তাঁবু খাটাল। ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে শৌল গিল্বোয় তাঁবু খাটালেন। 5পলেষ্টীয় সৈন্যদের দেখে শৌল ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে তাঁর বুক কাঁপতে লাগলো। 6শৌল, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু প্রভু সে প্রার্থনার কোন উত্তর দিলেন না। স্বপ্নের মধ্যেও ঈশ্বর শৌলকে কিছু বললেন না। ঊরীমের দ্বারাও ঈশ্বর উত্তর দিলেন না। কোনো ভাববাদীর মাধ্যমে ও ঈশ্বর শৌলের উদ্দেশ্যে কোন বাণী শোনালেন না। 7অবশেষে, শৌল তাঁর আধিকারিকদের বললেন, ''একজন স্ত্রীলোকের খোঁজ কর যে একজন প্রেতাত্মার মাধ্যম। তাকে জিজ্ঞেস করব যুদ্ধে কি হতে পারে।''

তারা বলল, ''ঐন্-দোরে এরকম একজন আছে।''

8শৌল নানারকম পোশাকে সাজলেন যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে। সেই রাত্রে শৌল দুজন লোক নিয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে গেলেন। তারপর তার দেখা পেয়ে শৌল বললেন, ''আমি চাই তুমি এক আত্মাকে উঠিয়ে আন। সে আমায় ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা বলবে। আমি যার নাম বলব তুমি তাকে ডেকে আনবে।''

9সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "শৌল যা করেছেন তার সবই আপনি জানেন। তিনি তো ইস্রায়েলের থেকে সব জ্যোতিষী আর ভূত নামানো মাধ্যমদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি আমায় আসলে ফাঁদে ফেলে মেরে ফেলতে চাইছেন।''

10শৌল প্রভুর নামে শপথ করে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, ''প্রভুর দিব্য দিয়ে বলছি যে তুমি এর জন্যে শাস্তি ভোগ করবে না।''

11স্ত্রীলোকটি বলল, "আপনার জন্য কাকে এনে দিতে হবে?''

শৌল বললেন, ''শমূয়েলকে উঠিয়ে আন।''

12তাই হল। স্ত্রীলোকটি শমূয়েলকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সে শৌলকে বলল, ''তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ, তুমিই তো শৌল।''

13রাজা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, ''ভয় পেও না। তুমি কি দেখছ?''

স্ত্রীলোকটি বলল, ''আমি দেখছি একটা আত্মা ভূমি থেকে উঠে আসছে।''*

14শৌল বলল, ''তাকে কার মতো দেখতে?''

স্ত্রীলোকটি বলল, ''তাকে দেখতে বিশেষ পোশাক পরা একজন বৃদ্ধলোকের মতো।''

শৌল বুঝতে পারলেন উনি হচ্ছেন শমূয়েল। শৌল মাথা নোয়ালেন। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

ভূমি ... আসছে অথবা ''শিওল, মৃত্যুর স্থান।''

15শমূয়েল শৌলকে বলল, “তুমি কেন আমাকে বিরক্ত করছ? কেন আমাকে তুলে আনলে?”

শৌল বললেন, “আমি বিপদে পড়েছি। পলেষ্টীয়রা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, কিন্তু ঈশ্বর আমায় ত্যাগ করেছেন। তিনি আমার ডাকে আর সাড়া দিচ্ছেন না। কোনো ভাববাদী বা কোনো স্বপ্নের মধ্যে দিয়েও তিনি উত্তর দিচ্ছেন না। তাই আমি আপনাকে ডেকেছি। আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে?”

16শমূয়েল বললেন, “প্রভু তোমায় ত্যাগ করেছেন। তিনি এখন তোমার প্রতিবেশী (দায়ূদের) কাছে। তবে কেন আমায় জ্বালাতন করছ?” 17আমার মাধ্যমে প্রভু তোমাকে জানিয়েছেন তিনি কি করবেন। এখন তিনি তার কথা অনুযায়ী কাজ করেছেন। তিনি তোমার হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিচ্ছেন। তিনি তোমার একজন প্রতিবেশীকে সেই রাজ্য সমর্পণ করছেন। সেই প্রতিবেশীর নাম দায়ূদ। 18তুমি প্রভুর কথা মান্য করোনি। তুমি অমালেকীয়দের ধ্বংস করো নি এবং তাদের দেখাওনি যে প্রভু তাদের ওপর কত ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন! 19তাঁর ইচ্ছাতেই পলেষ্টীয়রা তোমাকে আর ইস্রায়েলীয় যোদ্ধাদের পরাজিত করবে। আগামীকাল তুমি আর তোমার পুত্রেরা এখানে আমার কাছে আসবে।”

20শৌল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি শুয়ে রইলেন। শমূয়েলের কথায় তিনি বেশ ভয় পেয়েছিলেন। তাছাড়া সারাদিন সারারাত কিছু না খেয়ে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

21স্ত্রীলোকটি শৌলের কাছে এসে দেখল শৌল সত্যিই বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। সে তাকে বলল, “শুনুন আমি আপনার দাসী। আপনার আদেশ আমি পালন করেছি। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনার কথা আমি শুনেছি। 22এখন দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমি আপনাকে কিছু খেতে দিচ্ছি। আপনি খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করুন যাতে পথে চলতে ফিরতে পারেন।”

23কিন্তু শৌল কথা শুনলেন না। তিনি বললেন, “আমি খাব না।”

এমনকি শৌলের আধিকারিকরাও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শৌলকে খাবার জন্যে মিনতি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শৌল তাদের কথা শুনলেন। তিনি মাটি থেকে উঠে বিছানার ওপর বসলেন। 24স্ত্রীলোকটির বাড়িতে একটি মোটাসোটা বাছুর ছিল। সে চটপট বাছুরটিকে জবাই করল। কিছু ময়দা খামির না দিয়ে মেখে হাতে লেচি তৈরী করে সেঁকে ফেলল। 25শৌল ও কর্মচারীদের সে খেতে দিল। তারা খাওয়া দাওয়া করে সেই রাত্রে উঠে বেরিয়ে পড়ল।

“দায়ূদকে সঙ্গে নিতে আপত্তি”

29 পলেষ্টীয়রা অফেকে সৈন্য জড়ো করল। ইস্রায়েলীয়রা তাঁবু গাড়ল যিষ্রিয়েলে ঝর্ণার পাশে। 2পলেষ্টীয় শাসকেরা 100 জন সৈন্য এবং 1,000 জন সৈন্যের এক এক দল নিয়ে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হলেন। পেছনে পেছনে আখীশের সঙ্গে রইল দায়ূদ ও তার লোকেরা। 3পলেষ্টীয় সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করল, “এই ইব্রীয়রা, এখানে কি করছে?”

আখীশ বললেন, “এ হচ্ছে দায়ূদ, শৌলের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। আমার সঙ্গে ও অনেকদিন রয়েছে। শৌলকে ছেড়ে দেবার পর থেকে যতদিন দায়ূদ আমার কাছে রয়েছে ততদিন ওর মধ্যে খারাপ কিছু দেখি নি।”

4তবুও পলেষ্টীয় সেনাপতিরা আখীশের ওপর রেগে গেল। তারা বলল, “দায়ূদকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। ওকে যে শহরে তুমি থাকতে দিয়েছ, সেখানে ওকে ফিরে যেতেই হবে। আমাদের সঙ্গে সে যুদ্ধে যাবে না। ওকে রাখা মানে একজন শত্রুকেই রাখা। সে আমাদের সৈন্যদের মেরে তার রাজা শৌলকেই খুশী করবে। 5দায়ূদকে নিয়ে ইস্রায়েলীয়রা এই গান গেয়ে নাচানাচি করে:

শৌল মেরেছে শত্রু হাজারে হাজারে। দায়ূদ মেরেছে অযুতে অযুতে!

6তাই দায়ূদকে ডেকে আখীশ বললেন, “প্রভুর অস্তিত্বের মতোই নিশ্চিত যে তুমি আমার অনুগত। তোমাকে আমার সৈন্যদের মধ্যে রাখলে আমি খুশি হতাম। যেদিন থেকে তুমি আমার কাছে, আমি তোমার কোন অন্যায় দেখি নি। কিন্তু পলেষ্টীয় শাসকরা তোমাকে সমর্থন করে নি। 7তুমি ফিরে যাও। পলেষ্টীয় রাজাদের বিরুদ্ধে তুমি কিছু কোর না।”

8দায়ূদ বললেন, “আমি কি এমন অন্যায় করেছি? আজ পর্যন্ত যতদিন আপনার সামনে আছি, আপনি কি এই দাসের কোন দোষ পেয়েছেন? তবে কেন আমার মনিব মহারাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেবেন না?”

9আখীশ উত্তর দিলেন, “আমি তোমায় একজন ভালো মানুষ হিসাবে গণ্য করি। তুমি একজন ঈশ্বরের দূতের মতো। কিন্তু কি করব, পলেষ্টীয় সেনাপতিরা বলছে, ‘দায়ূদ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে না।’ 10খুব সকালে তুমি লোকেদের নিয়ে যে শহর আমি তোমাকে দিয়েছি সেই শহরে ফিরে যাও। সেনাপতিরা তোমার নামে যেসব নিন্দা করেছে সেসবে কান দিও না। তুমি ভাল লোক। তাই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে।”

11অবশেষে দায়ূদ এবং তাঁর সঙ্গীরা খুব সকালে পলেষ্টীয়দের দেশে ফিরে গেল এবং পলেষ্টীয়রা যিষ্রিয়েল পর্যন্ত গেল।

অমালেকীয়রা সিক্লগ আক্রমণ করল

30 তৃতীয় দিনে দায়ূদ সিক্লগে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে তারা দেখল অমালেকীয়রা সিক্লগ শহর আক্রমণ করেছে। তারা নেগেভ অঞ্চলে হানা দিয়েছিল। সিক্লগ শহর তারা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। 2সিক্লগের স্ত্রীলোকদের তারা বন্দী হিসাবে ধরে নিয়ে

গিয়েছিল। যুবক বৃদ্ধ সকলকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল,
কিন্তু তাদের কাউকে হত্যা করেনি।
3দায়ূদ লোকেদের সঙ্গে নিয়ে সিক্লগে এসে দেখলেন
শহরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাদের স্ত্রীদের,
ছেলেমেয়ে সকলকেই অমালেকীয়রা ধরে নিয়ে গেছে।
4দায়ূদ এবং তাঁর লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে
একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। শেষে দুর্বলতায় আর
চিৎকার করতে পারল না। 5অমালেকীয়রা দায়ূদের দুই
স্ত্রীকেই যিষ্রিয়েলীয় অহীনোয়ম আর নাবলের বিধবা
অবীগলকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।
6সব সৈন্যরা দুঃখে আর রাগে অধীর হয়ে পড়েছিল,
কারণ তাদের ছেলে মেয়েদের যুদ্ধ বন্দী হিসাবে নিয়ে
যাওয়া হয়েছিল। তাই তারা দায়ূদকে আক্রমণ করবার
ও পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিল। দায়ূদ
এসব শুনে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু প্রভু ঈশ্বরেই দায়ূদ
তাঁর শক্তি খুঁজে পেলেন। 7দায়ূদ যাজক অবিয়াথরকে
বললেন, "এফোদটি এনে দাও এবং অবিয়াথর দায়ূদকে
সেটা এনে দিলেন।"
8তারপর দায়ূদ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, ''যারা
আমাদের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে, আমি কি
তাদের পিছু নেব? আমি কি তাদের ধরতে পারব?"
প্রভু বললেন, ''যাও ওদের পিছু নাও। তুমি ওদের
ধরতে পারবে। তুমি তোমার সকল পরিবারগুলিকে রক্ষা
করতে পারবে।"

দায়ূদ একজন মিশরীয় ক্রীতদাসকে দেখতে পেলেন

9-10দায়ূদ 600 জন লোক নিয়ে বিষোর স্রোতের
কাছে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর লোকেদের প্রায় 200
জন থাকল। তারা খুব দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।
তারা আর চলতে পারছিল না। তাই 400 জন পুরুষ
নিয়ে দায়ূদ অমালেকীয়দের তাড়া করলেন।
11দায়ূদের লোকেরা মাঠের মধ্যে একজন মিশরীয়কে
দেখতে পেল। তারা তাকে দায়ূদের কাছে নিয়ে এসে
জল আর কিছু খাবার দিল। 12ডুমুরের পিঠে আর দুমুঠো
কিস্‌মিস ওকে খেতে দিল। খাওয়া দাওয়ার পর সে
একটু ভাল বোধ করল। তিনদিন তিনরাত সে কোন
কিছু খেতে পায়নি বা পান করতে পায়নি।
13মিশরীয় লোকটাকে দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, ''কে
তোমার মনিব? কোথা থেকে তুমি আসছ?"
লোকটি বলল, ''আমি একজন মিশরীয়।
অমালেকের ক্রীতদাস। তিনদিন আগে আমি অসুস্থ
হওয়ায় আমার মনিব আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।
14আমরা নেগেভ আক্রমণ করেছিলাম। ওখানে
করেথীয়রা থাকে। আমরা যিহূদা আর নেগেভ অঞ্চল
আক্রমণ করেছিলাম। নেগেভে কালেবের লোকেরা
থাকে। আমরা সিক্লগও পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।"
15দায়ূদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''যারা আমাদের
পরিবারগুলিকে নিয়ে নিয়েছে তুমি কি তাদের কাছে
আমাদের নিয়ে যাবে?"
মিশরীয় লোকটি বলল, ''যদি ঈশ্বরের কাছে
প্রতিশ্রুতি করো যে তুমি আমায় হত্যা করবে না বা
আমাকে আমার মনিবের কাছে ফিরিয়ে দেবে না, তাহলে
আমি তোমাকে সাহায্য করবো।"

দায়ূদ অমালেকীয়দের হারিয়ে দিলেন

16মিশরীয় লোকটি দায়ূদকে অমালেকীয়দের কাছে
পৌঁছে দিল। সেইসময় তারা মাটিতে চারিদিকে ছড়িয়ে
গড়াগড়ি দিচ্ছিল, খাওয়াদাওয়া ও পান করছিল।
পলেষ্টীয়দের দেশ আর যিহূদা থেকে যা লুঠপাট করে
এনেছিল সে সব নিয়ে ওরা ফুর্তি করছিল। 17দায়ূদ
তাদের আক্রমণ করে হত্যা করলেন। সূর্যোদয় থেকে
পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করলো। 400 জন
অমালেক যুবক ঝাঁপ দিয়ে, উটে চড়ে পালিয়ে গেল।
বাকীরা সকলে নিহত হল।
18অমালেকীয়রা যা যা নিয়েছিল দায়ূদ তার সব
ফিরে পেলেন। তিনি তাঁর দুই স্ত্রীও ফিরে পেলেন।
19কিছুই খোয়া যায়নি। শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই ফিরে পাওয়া
গেল। তারা তাদের সব ছেলে মেয়েদের এবং তাদের
দামী জিনিসপত্র সব ফিরে পেল। দায়ূদ সব ফিরিয়ে
নিয়ে এলেন। 20দায়ূদ সমস্ত মেষপাল ও গো-পাল
নিলেন। দায়ূদের লোকেরা এইসব পশুকে আগে আগে
চালাল। দায়ূদের লোকেরা বলল, ''এইসব হচ্ছে দায়ূদের
পুরস্কার।"

সকলে সমানভাগে সব কিছু পাবে

21বিষোর স্রোতের ধারে যে 200 জন থেকে গিয়েছিল
তাদের কাছে দায়ূদ এলেন। এরা খুব ক্লান্ত আর দুর্বল
বলে দায়ূদের সঙ্গে যেতে পারেনি। তারা দায়ূদ ও তাঁর
সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা কাছে আসতেই
বিষোর স্রোতের ধারের লোকেরা অভিবাদন জানাল।
22কিন্তু দায়ূদের লোকেদের মধ্যে কিছু দুষ্ট লোকও ছিল।
তারা ঝামেলা বাধাত। তারা বলল, ''এই 200 জন
লোক আমাদের সঙ্গে আসেনি। তাই এদের আমরা যা
এনেছি তার ভাগ দেব না। এরা শুধু নিজেদের স্ত্রী ও
ছেলেমেয়েদের ফেরত পাবে।"
23দায়ূদ বললেন, ''ভাইসব, এইরকম কাজ করা
ঠিক নয়। প্রভু আমাদের কি দিয়েছেন একবার ভেবে
দেখো। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আসা শত্রুদের হারিয়ে
দিয়েছেন। 24তোমাদের কথা কেউ শুনবে না। যারা
দ্রব্যসামগ্রী আগলেছিল আর যারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল
সকলেই সমান দাবিদার। প্রত্যেকেই সমান ভাগ পাবে।"
25দায়ূদ ইস্রায়েলের জন্য এই বিধি ও শাসন স্থির
করলেন। এই বিধান আজও চালু আছে ।
26দায়ূদ সিক্লগে এসে পৌঁছলেন। অমালেকীয়দের
কাছ থেকে পাওয়া কিছু জিনিসপত্র তাঁর বন্ধুদের কাছে
পাঠিয়ে দিলেন। এরা সব যিহূদার দলপতি। দায়ূদ
বললেন, "তোমাদের জন্য কিছু উপহার এনেছি। প্রভুর
শত্রুদের কাছ থেকে এইসব আমরা পেয়েছি।"
27দায়ূদ অমালেকীয়দের কাছ থেকে নেওয়া
জিনিসপত্র থেকে কিছু বৈথেল, নেগেভের রামোৎ এবং

যত্তীরের নেতাদের কাছে পাঠালেন। 28অরোয়ের,
শিফমোৎ, ইষ্টিমোয়, 29রাখল, যিরহমেলীয়দের
নগরগুলিতে, কেনীয়দের নগরগুলিতে 30হর্ম্মা, কোর-
আশন, অথাক, 31এবং হিব্রোণ শহরের নেতাদের কাছে
দায়ূদ উপহার পাঠালেন। তাছাড়া আর যে যে দেশে
দায়ূদ ও তার লোকেরা ছিল, সেইসব দেশের নেতাদের
কাছেও তিনি উপহার পাঠালেন।

শৌলের মৃত্যু

31 ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পলেষ্টীয়রা জিতে
গেল। ইস্রায়েলীয়রা পলেষ্টীয়দের কাছ থেকে
পালিয়ে গেল। গিল্‌বোয় পর্বতের চূড়ায় অনেক
ইস্রায়েলীয় মারা গেল। 2শৌল আর তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে
পলেষ্টীয়রা একটা দুর্দান্ত যুদ্ধ চালিয়েছিল। শৌলের তিন
পুত্র যোনাথন, অবীনাদব আর মল্কী-শূয়কে পলেষ্টীয়রা
হত্যা করল।

3যুদ্ধের অবস্থা শৌলের পক্ষে খারাপ থেকে আরও
খারাপ হতে লাগল। তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়ে শৌলকে
গুরুতরভাবে আহত করল। 4শৌল তাঁর বর্মবহনকারী
ভৃত্যকে বললেন, "আমায় তোমার তরবারি দিয়ে মেরে
ফেল। তাহলে বিদেশীরা আর আমায় মেরে মজা করতে
পারবে না।"

কিন্তু ভৃত্য সে কথা শুনলো না। সে বেশ ভয়
পেয়ে গিয়েছিল।

তাই শৌল নিজের তরবারি দিয়ে নিজেকে হত্যা
করলেন। 5ভৃত্যটি যখন দেখল শৌল মারা গেছে, তখন
সেও নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করল। শৌলের
সঙ্গে সেও সেখানে পড়ে রইল। 6এইভাবে একই দিনে
শৌল ও তাঁর তিন পুত্র আর বর্মধারী ভৃত্য একইসঙ্গে
মারা গেল।

পলেষ্টীয়রা শৌলের মৃত্যুতে আনন্দ করল

7উপত্যকার অন্যদিকে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়রা
দেখলো ইস্রায়েলীয় সৈন্যরা দৌড়ে পালাচ্ছে। তারা
দেখল শৌল আর তার তিন পুত্র মারা গেছে। এবার
তারাও শহর ছেড়ে পালাল। তারপর পলেষ্টীয়রা এলো
এবং ঐ শহরগুলিতে বসবাস করল।

8পরদিন পলেষ্টীয়রা মৃতদের দেহ থেকে জিনিস
লুঠ করতে চলে গেল। গিল্‌বোর পর্বত চূড়ায় এসে
তারা শৌল আর তাঁর তিন পুত্রের মৃতদেহ দেখতে
পেল। 9তারা শৌলের মাথাটা কেটে নিল। শৌলের বর্ম
নিয়ে নিল। তারা পলেষ্টীয়দের কাছে খবর দিয়ে দিল।
তাদের মূর্ত্তিসমূহের মন্দিরেও তারা এই খবর নিয়ে
গেল। 10অষ্টারোৎ মূর্ত্তির মন্দিরে তারা শৌলের বর্ম
রেখে দিল। শৌলের দেহ তারা ঝুলিয়ে রাখল বেথ
শানের দেওয়ালে।

11পলেষ্টীয়দের শৌলের প্রতি কৃতকর্মের কথা যাবেশ
গিলিয়দের লোকেরা জানতে পারলো। 12সেখানকার
সৈন্যরা বৈৎ-শানে গেল। তারা সারা রাত ধরে দৃঢ়
পদক্ষেপে অগ্রসর হল। সেখানকার দেওয়াল থেকে
তারা শৌলের দেহ তুলে নিল। শৌলের পুত্রদের দেহও
তারা নামিয়ে আনল। তারপর তারা দেহগুলো নিয়ে
যাবেশে গেল। যাবেশের লোকেরা এইসব দেহ দাহ
করলো। 13এদের অস্থিগুলো যাবেশে একটা বিশাল
গাছের তলায় তারা কবর দিল। যাবেশের মানুষ সাতদিন
উপবাস করে শোক পালন করল।

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক

দায়ূদ শৌলের মৃত্যু সম্পর্কে জানলেন

1 দায়ূদ অমালেকীয়দের পরাজিত করে সিক্লগে ফিরে গেলেন। শৌলের মৃত্যুর ঠিক পরে দায়ূদ সিক্লগে দু'দিন থাকলেন। 2তৃতীয়দিন একজন তরুণ সৈনিক সিক্লগে এলো। লোকটির জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথায় ধূলোবালি ভর্তি।* সে দায়ূদের কাছে এসে মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করলো।

3দায়ূদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে আসছো?"

লোকটি দায়ূদকে উত্তর দিলো, "আমি এইমাত্র ইস্রায়েলীয় শিবির থেকে আসছি।"

4দায়ূদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যুদ্ধে কারা জিতেছে বল?"

লোকটি উত্তর দিলো, "আমাদের লোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে। অনেক লোক যুদ্ধে মারা গেছে। এমনকি শৌল এবং তার পুত্র যোনাথনও যুদ্ধে মারা গেছে।"

5দায়ূদ সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেমন করে জানলে যে শৌল এবং তার পুত্র যোনাথন মারা গেছে?"

6সৈনিক উত্তর দিলো, "আমি তখন গিল্‌বোয় পর্বতে ছিলাম। আমি শৌলকে তার বর্শার উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। তখন পলেষ্টীয় রথ ও অশ্বারোহী সৈনিকরা ক্রমশঃ শৌলের কাছাকাছি এগিয়ে আসছিলো। 7শৌল পিছন ফিরে আমাকে দেখতে পেলেন, আমাকে ডাকলেন এবং আমি সাড়া দিলাম। 8শৌল জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কে। আমি বলেছিলাম যে আমি একজন অমালেকীয়। 9তখন শৌল বলেছিলেন, 'আমাকে মেরে ফেল। আমি প্রচণ্ডভাবে আহত এবং আমি প্রায় মরতে চলেছি।' 10তিনি এমন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন যে আমি বুঝলাম তিনি আর বাঁচবেন না। সুতরাং আমি তাঁকে হত্যা করলাম। তারপর আমি তার মাথা থেকে রাজমুকুট, বাহু থেকে বালা খুলে নিয়েছিলাম। হে আমার মনিব, সেগুলি নিয়ে এখন আমি আপনার কাছে এসেছি।"

11তখন দায়ূদ নিজের বস্ত্র ছিঁড়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং দায়ূদের সঙ্গে যারা ছিল, তারাও সেইভাবে দুঃখ প্রকাশ করল। 12তারা দুঃখে কাঁদতে লাগল ও সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে রইল। তারা শৌল এবং তার পুত্র যোনাথনের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করতে লাগল। দায়ূদ এবং তাঁর সঙ্গীরা, প্রভুর যে সমস্ত লোকেরা নিহত হয়েছে তাদের জন্যে, এবং ইস্রায়েলের জন্য কাঁদলেন। কারণ শৌল এবং তাঁর পুত্র যোনাথন এবং বহু ইস্রায়েলীয় যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।

দায়ূদ সেই অমালেকীয়কে হত্যার আদেশ দিলেন

13তখন দায়ূদ, যে সৈনিক তাকে শৌলের মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিল, তার সঙ্গে কথা বললেন। দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে আসছো?"

সৈনিক উত্তর দিল, "আমি এক বিদেশীর ছেলে। আমি একজন অমালেকীয়।"

14দায়ূদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভুর অভিষিক্ত রাজাকে হত্যা করতে তুমি ভয় পেলে না কেন?"

15-16তখন দায়ূদ সেই অমালেকীয়কে বললেন, "তুমিই তোমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তুমিই বলেছিলে যে তুমি প্রভুর অভিষিক্ত রাজাকে হত্যা করেছ। সুতরাং তোমার নিজের কথাই তোমার অপরাধের প্রমাণ দিচ্ছে।" এরপর দায়ূদ তাঁর এক তরুণ ভৃত্যকে ডেকে, এই অমালেকীয়কে হত্যা করতে আদেশ দিলেন। তখন সেই ইস্রায়েলীয় যুবক সেই অমালেকীয়কে হত্যা করল।

শৌল এবং যোনাথনের সম্বন্ধে দায়ূদের শোক গীত

17শৌল ও যোনাথন সম্পর্কে দায়ূদ একটি শোক গীতি গাইলেন। 18সেই গান যিহূদার অধিবাসীদের শিখিয়ে দেবার জন্যে দায়ূদ তাঁর অনুগামীদের আদেশ দিলেন এ গান 'ধনু' নামে পরিচিত যা *যাশের গ্রন্থে* লিপিবদ্ধ আছে।

19"হে ইস্রায়েল, তোমার পাহাড়ে তোমার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়েছিল। হায়! সেই বীরদের কেমন করে পতন হ'ল!

20এ খবর গাতে জানিও না। অস্কিলোনের পথে পথে এ খবর প্রচার কোর না। এতে পলেষ্টীয়রা উল্লাস করবে। ঐ সব বিদেশীরা* আনন্দিত হবে।

21গিল্‌বোয় পর্বতে উৎসর্গক্ষেত্রগুলির* ওপরে যেন কোন বৃষ্টি বা শিশির কণা না পড়ে। সেখানে বীরপুরুষদের ঢালগুলিতে মরচে পড়েছে। শৌলের ঢাল তেল দিয়ে ঘষা হয় নি।

22যোনাথনের ধনুক তার শত্রুদের হত্যা করেছে। শৌলের তরবারিও শত্রুদের হত্যা করেছে। যোনাথন

লোকটির ... ভর্তি এতে বোঝায় লোকটি খুবই দুঃখী ছিল।

বিদেশী আক্ষরিক অর্থে, "যাদের সুন্নৎ করা হয়নি।" এতে বোঝায় যে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে পলেষ্টীয়রা অংশ নেয় নি।

উৎসর্গক্ষেত্রগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব সৈন্য মারা গেছে।

ও শৌল পরাক্রান্ত শত্রু সৈন্যদের রক্তপাত ঘটিয়েছে। তাঁরা শক্তিমান লোকেদের মেদ মাংস ছিন্নভিন্ন করেছেন।

23শৌল এবং যোনাথন একে অপরকে ভালোবাসতেন এবং জীবনভোর একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। মৃত্যুও তাঁদের আলাদা করতে পারে নি। তাঁদের গতি ঈগলের থেকেও তীব্র ছিলো। তাঁরা সিংহের থেকেও বলবান ছিলেন।

24হে ইস্রায়েলের কন্যাগণ, শৌলের জন্য বিলাপ কর। শৌল তোমাদের সুন্দর লাল পোষাক দিয়েছেন এবং তা সোনার অলঙ্কারে ঢেকে দিয়েছেন।

25বীরগণ যুদ্ধে ভূপতিত হলেন। যোনাথন গিল্‌বোয় পর্বতে মৃত্যুবরণ করলেন।

26যোনাথন, ভাই আমার, আমি তোমার জন্য শোকাভিভূত। তুমি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছ। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা একজন নারীর ভালোবাসার থেকেও অনুপম ছিল।

27বীরগণ যুদ্ধে ভূপতিত হলেন। যুদ্ধের সকল অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে গিয়েছিল।”

দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা হিব্রোণে গেলেন

2 পরে দায়ূদ প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ চাইলেন। দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কি যিহূদার শহরগুলির কোন একটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?”

প্রভু দায়ূদকে বললেন, “হ্যাঁ।”

দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কোথায় যাব?”

প্রভু বললেন, “হিব্রোণে।”

2তখন দায়ূদ এবং তার দুই স্ত্রী হিব্রোণে রওনা হলেন। (তাঁর স্ত্রীরা ছিলেন যিষ্রিয়েলের অহীনোয়ম এবং কর্ম্মিলের নাবলের বিধবা পত্নী অবীগল।) 3দায়ূদ তাঁর সঙ্গীগণ এবং তাদের পরিবারকেও সঙ্গে নিলেন। তারা প্রত্যেকে হিব্রোণ এবং নিকটবর্তী শহরগুলিতে বসবাস করতে লাগল।

দায়ূদ যাবেশের লোকেদের ধন্যবাদ দিলেন

4যিহূদার লোকেরা হিব্রোণে এসে দায়ূদকে যিহূদার রাজারূপে অভিষিক্ত করল। তারপর তারা দায়ূদকে বলল, “যাবেশ গিলিয়দের লোকেরা শৌলকে কবর দিয়েছে।”

5দায়ূদ যাবেশ গিলিয়দের লোকেদের কাছে বার্তাবাহক পাঠালেন। বার্তাবাহকেরা যাবেশের লোকদের বললো, “প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন কেননা তোমরা তোমাদের গুরু শৌলের ছাই* কবর দিয়ে তার প্রতি দয়া দেখিয়েছ। 6প্রভু তোমাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন এবং সদয় হবেন। আমিও তোমাদের প্রতি সদয় হব। 7এখন তোমরা শক্তিশালী ও সাহসী হও। তোমাদের মনিব শৌল নিহত হয়েছেন। কিন্তু যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী আমাকে তাদের রাজারূপে অভিষিক্ত করেছে।”

ঈশ্‌বোশৎ রাজা হলেন

8নেরের পুত্র অব্‌নের শৌলের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। অব্‌নের শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎকে মহনয়িমে নিয়ে গেলেন এবং 9তাকে গিলিয়দ, অশূরীয়, যিষিয়েল, ইফ্রয়িম, বিন্যামীন এবং সারা ইস্রায়েলের রাজা করে দিলেন।

10ঈশ্‌বোশৎ শৌলের পুত্র ছিলেন। যখন তিনি ইস্রায়েলের শাসনভার নেন, তখন তাঁর বয়স 40 বছর। তিনি ইস্রায়েলে দুবছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী দায়ূদকে অনুসরণ করল। 11দায়ূদ ছিলেন হিব্রোণের রাজা। দায়ূদ যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীর ওপর সাতবছর ছ'মাস শাসনকার্য চালিয়েছিলেন।

একটি মারাত্মক লড়াই

12নেরের পুত্র অব্‌নের এবং শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের কিছু আধিকারিকগণ মহনয়িম থেকে গিবিয়োনে গেল। 13সরূয়ার পুত্র যোয়াব এবং দায়ূদের আধিকারিকরাও গিবিয়োনে গেল। গিবিয়োনের এক পুকুরের কাছে তাদের দেখা হল। পুকুরের একদিকে অব্‌নেরের দল এবং অন্যদিকে যোয়াবের দল বসল।

14অব্‌নের যোয়াবকে বলল, “আমাদের তরুণ যোদ্ধারা উঠে দাঁড়াক এবং তাদের মধ্যে একটা লড়াই হয়ে যাক।”

যোয়াব বলল, “নিশ্চয়ই, লড়াই হোক।”

15তখন তরুণ যোদ্ধারা উঠে দাঁড়াল। দুই দেশই, লড়াইয়ের জন্য তাদের কত লোকজন আছে তা গুনে নিল। তারা বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের পক্ষে লড়াইয়ের জন্যে বারো জনকে বেছে নিলো। অন্যদিকে যোয়াবের দল দায়ূদের আধিকারিকদের মধ্যে থেকে বারো জনকে বেছে নিল। 16তাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিপক্ষের মাথা আঁকড়ে ধরে তাদের তরবারি দিয়ে পাশে ঢুকিয়ে দিল, তাই তারা একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। এই জন্য এই জায়গাকে বলা হয় “ছুরিকা ভূমি।” এটা গিবিয়োনের একটা জায়গা।

অব্‌নের আসাহেলকে হত্যা করল

17সেই লড়াই একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল এবং দায়ূদের লোকজন সেদিন অব্‌নের এবং ইস্রায়েলীয়দের হারিয়ে দিয়েছিল। 18সরূয়ার তিন পুত্র ছিল: যোয়াব, অবীশয় এবং অসাহেল। অসাহেল খুব দ্রুত দৌড়াতে পারত। সে বন্য হরিণের মতই দ্রুতগামী ছিল। 19অসাহেল সোজা অব্‌নেরের দিকে দৌড়ে গেল এবং তাকে তাড়া করল। 20অব্‌নের পিছনে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমিই কি অসাহেল?”

অসাহেল বললেন, “হ্যাঁ, আমিই অসাহেল।”

শৌলের ছাই শৌল এবং যোনাথন উভয়ের শরীর পুড়ে গিয়েছিল।

21অব্নের অসাহেলকে আঘাত করতে চায় নি। তাই,
অব্নের অসাহেলকে বলল, ‘‘আমাকে তাড়া কর না।
বরং একজন তরুণ সৈনিককে তাড়া কর। খুব সহজেই
তুমি তার বর্মটি তোমার জন্য পেয়ে যেতে পারো।”
কিন্তু অসাহেল অব্নেরকে তাড়া করা থেকে ক্ষান্ত হল
না।
22অব্নের আবার অসাহেলকে বলল, ‘‘দাঁড়াও; না
হলে আমি তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হব। তাহলে
কেমন করে আমি আবার তোমার ভাই যোয়াবের মুখের
দিকে তাকাবো?”
23কিন্তু অসাহেল অব্নেরকে তাড়া করা থেকে ক্ষান্ত
হল না। তখন অব্নের তার বর্শার গোড়ার দিকটা
অসাহেলের পেটে ঢুকিয়ে দিল। বর্শা তার পেটে ঢুকে
এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল এবং সেখানেই অসাহেলের
মৃত্যু হল।

যোয়াব এবং অবীশয় অব্নেরকে তাড়া করলো

অসাহেলের দেহ মাটিতে পড়ে রইলো। সেই রাস্তা
দিয়ে যারা ছুটে যাচ্ছিল তারা সবাই অসাহেলকে দেখার
জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো। 24কিন্তু যোয়াব এবং অবীশয়*
অব্নেরকে তাড়া করতে লাগল। যখন তারা অম্মা
পাহাড়ের কাছে এলো তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে।
(গিবিয়োন মরুভূমির দিকে যেতে গীহের সামনেই ছিল
অম্মা পাহাড়।) 25পর্বতের চূড়ায়, বিন্যামীনের
পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা অব্নেরের চারদিকে একত্রিত
হল।
26অব্নের চিৎকার করে যোয়াবকে বলল, “আমরা
কি চিরদিন লড়াই করে একে অপরকে হত্যা করে
যাবো? তুমি খুব ভালো করেই জানো যে এর পরিণাম
হবে শুধুই দুঃখ। এইসব লোকেদের বল তারা যেন
তাদের নিজের ভাইকে তাড়া না করে।”
27তখন যোয়াব বলল, ‘‘এ কথা বলে তুমি খুব
ভালো করলে। যদি তুমি কিছু না বলতে, এইসব লোকেরা
সকাল পর্যন্ত তাদের ভাইকে তাড়া করতে থাকত।
এটা ঈশ্বর যেমন আছেন এ কথা যেমন সত্য তেমনি
সত্য।” 28তখন যোয়াব একটি শিঙা বাজাল এবং তার
লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের পেছনে তাড়া করা বন্ধ করল।
তারা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে আর লড়াই করার চেষ্টাও
করল না।
29অব্নের এবং তার অনুগামীরা সারারাত ধরে যর্দ্দন
উপত্যকায় হেঁটে যর্দ্দন নদী পার হল এবং পরদিন
সারা দিন হেঁটে মহনয়িমে উপস্থিত হল।
30যোয়াব অব্নেরকে তাড়া করা থেকে বিরত হল
ও ফিরে গেল। যোয়াব তার লোকেদের জড়ো করল
এবং জানতে পারল যে অসাহেল সহ দায়ূদের 19 জন
আধিকারিকরা নিখোঁজ। 31কিন্তু দায়ূদের
আধিকারিকরা, অব্নেরের দল থেকে বিন্যামীনের
পরিবারের 360 জনকে হত্যা করেছিল। 32দায়ূদের
আধিকারিকরা অসাহেলকে নিয়ে গিয়ে বৈৎলেহেমে
তার পিতার কবরে কবর দিলো।
যোয়াব এবং তার সঙ্গীরা সারারাত ধরে হেঁটে চলল।
যখন তারা হিব্রোণে পৌঁছালো তখন সকালের সূর্য সবে
উঠছে।

ইস্রায়েল ও যিহূদার মধ্যে যুদ্ধ হল

3 শৌলের পরিবার ও দায়ূদের পরিবারের মধ্যে বেশ
কিছুদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। দায়ূদ ক্রমশঃই আরো
শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন এবং শৌলের পরিবার
ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হিব্রোণে দায়ূদের ছয় সন্তানের জন্ম হল

2দায়ূদের এইসব সন্তান হিব্রোণে জন্মগ্রহণ করেছিল।
প্রথম সন্তান ছিল অম্নোন। অম্নোনের মা ছিলেন
যিষ্রিয়েলের অহীনোয়ম। 3দ্বিতীয় সন্তান ছিল কিলাব।
কিলাবের মা অবীগল ছিলেন কর্ম্মিলীয় নাবলের বিধবা
পত্নী। তৃতীয় সন্তানের নাম অবশালোম। অবশালোমের
মা ছিলেন গশূর রাজ্যের রাজা তল্ময়ের কন্যা মাখা।
4চতুর্থ সন্তান আদোনিয়। আদোনিয়ের মা ছিলেন হগীত।
পঞ্চম সন্তান শফটিয়। শফটিয়ের মায়ের নাম অবীটল।
5ষষ্ঠ সন্তানের নাম যিত্রিয়ম। যিত্রিয়মের মা ছিলেন
দায়ূদের স্ত্রী ইগ্লা। দায়ূদের এই কটি সন্তান হিব্রোণে
জন্মেছিলো।

অব্নের দায়ূদের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিল

6শৌল এবং দায়ূদের পরিবারের মধ্যে যখন যুদ্ধ
চলছিল তখন শৌলের সৈন্যবাহিনীতে অব্নের ক্রমশঃই
শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। 7রিস্পা নামে শৌলের এক
দাসী ছিল। রিস্পা ছিল অয়ার কন্যা। ঈশ্‌বোশৎ
অব্নেরকে বলল, ‘‘আমার পিতার দাসীর সঙ্গে তুমি
কেন যৌনসম্পর্ক করলে?”
8ঈশ্‌বোশতের কথায় অব্নের ভীষণভাবে রেগে
গেলেন। অব্নের বলল, ‘‘আমি শৌল এবং তার
পরিবারের প্রতি বরাবরই অনুগত। আমি তোমাকে
দায়ূদের হাতে তুলে দিই নি। দায়ূদকে তোমার উপর
জয়ী হতে দিই নি। যিহূদার অধিকারভুক্ত আমি
বিশ্বাসঘাতক নই। কিন্তু এখন তুমি বলছো যে আমি
এই অপকর্ম করেছি। 9-10আমি প্রতিজ্ঞা করছি ঈশ্বর যা
বলেছেন তা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। প্রভু বলেছেন শৌলের
পরিবার থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে তিনি দায়ূদকে দেবেন।
প্রভু দায়ূদকেই যিহূদা এবং ইস্রায়েলের রাজা করবেন।
তিনি দান থেকে বের-শেবা পর্যন্ত* শাসন করবেন।
আমার মনে হয় তা ঘটাতে আমি যদি তৎপর না হই
ঈশ্বর আমায় শাস্তি দেবেন।”
11ঈশ্‌বোশৎ অব্নেরকে আর কিছু বলতে পারলেন
না। ঈশ্‌বোশৎ তাকে খুব ভয় পেত।
12অব্নের দায়ূদকে বার্তাবাহক পাঠাল। অব্নের
বলল, ‘‘এই দেশ কার শাসন করা উচিৎ বলে আপনি

দান … পর্যন্ত এর অর্থ সমগ্র ইস্রায়েল জাতি উত্তর ও দক্ষিণ। দান ছিল ইস্রায়েলের উত্তরাংশের একটি শহর ও বের-শেবা ছিল যিহূদার দক্ষিণ অংশে।

মনে করেন? আপনি আমার সঙ্গে চুক্তি করুন। আমি আপনাকে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের শাসক হতে সাহায্য করবো।”

13দায়ূদ উত্তরে জানালেন, “বেশ! আমি আপনার সঙ্গে চুক্তি করব। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই: যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি শৌলের কন্যা মীখলকে আমার কাছে আনতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব না।”

দায়ূদ তার স্ত্রী মীখলকে ফিরে পেলেন

14দায়ূদ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের কাছে বার্তাবাহক পাঠালেন। দায়ূদ বললেন, “আমার স্ত্রী মীখলকে ফেরত দিন। সে আমার কাছে স্ত্রী হিসেবে প্রতিশ্রুত। তাকে পাবার জন্যে আমি 100 পলেষ্টীয় শিশ্নের দাম দিয়েছি।”

15তখন ঈশ্‌বোশৎ সেই লোকটিকে লয়িশের পুত্র পল্‌টিয়েল নামক এক লোকের কাছ থেকে মীখলকে নিয়ে যেতে বলল। 16মীখলের স্বামী পল্‌টিয়েল মীখলের সঙ্গে গেল। বহুরীমে যাবার সময় পল্‌টিয়েল মীখলের পিছু পিছু যাচ্ছিল এবং কাঁদছিল। কিন্তু অব্‌নের পল্‌টিয়েলকে বলল, “বাড়ী ফিরে যাও।” তখন পল্‌টিয়েল বাড়ী ফিরে গেল।

অব্‌নের দায়ূদকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল

17অব্‌নের ইস্রায়েলের নেতাদের কাছে এই বার্তা দিল। সে বলল, “দীর্ঘদিন ধরে তোমরা দায়ূদকে তোমাদের রাজা হিসেবে চেয়ে আসছ। 18এখন তা সম্পাদন কর। প্রভু দায়ূদ সম্পর্কে বলার সময় বললেন, ‘আমি আমার ইস্রায়েলীয় লোকেদের পলেষ্টীয় এবং অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করব। আমি দায়ূদের মাধ্যমে এটা করাবো।’”

19এসব কথা অব্‌নের দায়ূদকে হিব্রোণে বলেছিল। এসব কথা সে বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের কাছেও বলেছিল। অব্‌নের যা বলেছিল সেগুলো বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠী এবং ইস্রায়েলের সব লোকেদের কাছে ভাল লেগেছিল।

20তখন অব্‌নের হিব্রোণে দায়ূদের কাছে চলে এল। অব্‌নের তার সঙ্গে 20 জন লোক এনেছিল। অব্‌নের এবং অব্‌নেরের সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের জন্য দায়ূদ একটি ভোজ দিয়েছিলেন।

21অব্‌নের দায়ূদকে বলল, “হে আমার মনিব এবং রাজা, আমাকে যেতে দিন এবং সব ইস্রায়েলীয়কে আপনার কাছে আনতে দিন। তারা আপনার সঙ্গে চুক্তি করবে। যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন যে আপনি সারা ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করবেন।”

তখন দায়ূদ অব্‌নেরকে যেতে দিলেন। অব্‌নের শান্তিতে চলে গেলেন।

অব্‌নেরের মৃত্যু

22যোয়াব এবং দায়ূদের আধিকারিকরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এল। তারা শত্রুদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে এনেছিল। দায়ূদ সবেমাত্র অব্‌নেরকে শান্তিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই অব্‌নের দায়ূদের সঙ্গে হিব্রোণে ছিলেন না। 23যোয়াব তার সৈন্যসামন্ত সহ হিব্রোণে এসে পৌঁছল। সৈন্যরা যোয়াবকে বলল, “নেরের পুত্র অব্‌নের রাজা দায়ূদের কাছে এসেছিল। রাজা দায়ূদ অবনেরকে শান্তিতে যেতে দিয়েছেন।”

24যোয়াব রাজাকে বলল, “এ আপনি কি করেছেন? অব্‌নের আপনার কাছে এলো আর আপনি তাকে আঘাত না করেই ছেড়ে দিলেন। কেন? 25আপনি কি জানেন অব্‌নের নেরের পুত্র? সে আপনার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিল এবং আপনি কি কি করছেন সেই সমস্ত বিষয়ে সে শিখতে এসেছিল।”

26যোয়াব দায়ূদের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং সিরা কুয়োর কাছে অব্‌নেরের কাছে বার্তাবাহকদের পাঠালো। বার্তাবাহক অব্‌নেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দায়ূদ এসবের কিছুই জানতে পারলেন না। 27অব্‌নের যখন হিব্রোণে এল, তখন যোয়াব তার সঙ্গে কথা বলতে চায় এইভাবে তাকে প্রবেশ পথের মাঝখানে একধারে নিয়ে গেল। সেখানে অব্‌নেরের পেটে ছুরিকাঘাত করল এবং অব্‌নের মারা গেল। অব্‌নের যোয়াবের ভাই অসাহেলকে হত্যা করেছিল তাই যোয়াব অবনেরকে হত্যা করল।

দায়ূদ অব্‌নেরের জন্য কাঁদলেন

28পরে দায়ূদ এই খবর শুনলেন। দায়ূদ বললেন, “নেরের পুত্র অব্‌নেরের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি এবং আমার রাজ্য একেবারে নির্দোষ। প্রভু তা নিশ্চয়ই জানেন। 29যোয়াব এবং তার পরিবার এর জন্য দায়ী এবং এই পরিবারগুলিকেই দোষ দেওয়া হবে। তাদের পরিবারের ওপর বহু সঙ্কট নেমে আসুক। এই পরিবারের লোকেরা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে, পঙ্গু হবে, যুদ্ধে মারা যাবে এবং ওদের খাদ্যাভাব হবে।”

30যোয়াব এবং তার ভাই অবীশয় অব্‌নেরকে হত্যা করলো কারণ অব্‌নের তাদের ভাই অসাহেলকে গিবিয়োনের যুদ্ধে হত্যা করেছিল।

31 32দায়ূদ, যোয়াব এবং তার লোকেদের বললেন, “তোমাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেল এবং শোক প্রকাশ পায় এমন জামাকাপড় পর। অব্‌নেরের জন্য কাঁদ।” তারা অব্‌নেরকে হিব্রোণে কবর দিল। দায়ূদও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে গেলেন। রাজা দায়ূদ এবং অন্যান্য সব লোক অব্‌নেরের অন্ত্যেষ্টিতে কাঁদলেন।

33রাজা দায়ূদ অব্‌নেরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে এই শোকগীতি গাইলেন :

“অব্‌নের কি কয়েকজন দুষ্ট অপরাধীদের মত মারা গেল?

34অব্‌নের, তোমার হাত বাঁধা ছিল না। তোমার পায়ে কোন শিকল ছিল না। না, অব্‌নের, মন্দ লোকেরা তোমাকে হত্যা করেছে।”

প্রত্যেকে আবার অব্‌নেরের জন্য কাঁদল। [35]সারাদিন
ধরে লোকেরা এসে দায়ূদকে কিছু খাবার জন্য উৎসাহ
দিল। কিন্তু দায়ূদ একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
তিনি বললেন, “হে আমার ঈশ্বর, যদি আমি সূর্য ডোবার
আগে রুটি বা অন্য কিছু খাই তবে তুমি আমাকে শাস্তি
দিও এবং বহু সমস্যার মধ্যে ফেলো।” [36]এরপর কি
ঘটলো তা সব লোকেরা দেখল এবং রাজা দায়ূদ যা
করেছিলেন তাতে সবাই খুব খুশী হল। [37]যিহূদা এবং
ইস্রায়েলের সমস্ত লোক বুঝতে পারলো যে রাজা দায়ূদ
নেরের পুত্র অব্‌নেরকে হত্যার আদেশ দেন নি।

[38]রাজা দায়ূদ তাঁর আধিকারিকদের বললেন,
“তোমরা কি জানো যে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
নেতা আজ ইস্রায়েলে মারা গেছে। [39]যে দিন আমি
রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছি এ ঘটনা ঠিক সেই
দিনই ঘটেছে। সরূয়ার এই সব সন্তান আমাকে বহু
অসুবিধায় ফেলেছে। আমি আশা করি যে শাস্তি তাদের
প্রাপ্য, প্রভু ওদের তা দেবেন।”

শৌলের পরিবারে সমস্যা ঘনিয়ে এলো

4 শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎ শুনলেন যে হিব্রোণে অব্‌নের
মারা গেছেন। ঈশ্‌বোশৎ এবং তাঁর লোকেরা ভীষণ
ভয় পেয়ে গেল। [2]দুজন লোক শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের
সঙ্গে দেখা করতে গেল। ওই দুজন লোক সৈন্যবাহিনীর
প্রধান ছিল। তারা ছিল বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব
এবং বানা। (এরা ছিল বিন্যামীনীয় যেহেতু বেরোত
শহর বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর ছিল। [3]কিন্তু বেরোতের
সব লোক গিত্তয়িমে পালিয়ে গিয়েছিল এবং এখনও
পর্যন্ত তারা সেখানেই বসবাস করছে।)

[4]শৌলের পুত্র যোনাথনের মফীবোশৎ নামে একটি
পুত্র ছিল। শৌল এবং যোনাথন নিহত হয়েছেন এই
খবর যখন যিষ্রিয়েল থেকে এল তখন মফীবোশতের
বয়স পাঁচ বছর। মফীবোশৎকে যে মহিলা দেখাশোনা
করতো এই সংবাদে সে অত্যন্ত ভীত হল এবং শত্রুরা
আসছে এই ভেবে সে মফীবোশৎকে নিয়ে পালিয়ে
গেল। কিন্তু দৌড়ে পালাবার সময়, সে ছেলেটিকে ফেলে
দিল, তাই তার দুটো পা-ই পঙ্গু।

[5]রিম্মোণের পুত্ররা রেখব ও বানা বিরোত থেকে
দুপুর বেলায় ঈশ্‌বোশতের বাড়ী গিয়েছিল। প্রচণ্ড
গরম ছিল বলে ঈশ্‌বোশৎ বিশ্রাম করছিলেন। [6-7]রেখব
ও বানা এমনভাবে বাড়ীতে এল যেন তারা কিছু গম
নিতে এসেছে। ঈশ্‌বোশৎ শোয়ার ঘরে তাঁর বিছানায়
শুয়েছিলেন। রেখব ও বানা ছুরি বিদ্ধ করে তাঁকে
হত্যা করল। তারা তাঁর মাথা কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল।
এরপর সারারাত তারা যর্দন উপত্যকার মধ্য দিয়ে
হাঁটল। [8]তারা হিব্রোণে এলো এবং মাথাটি দায়ূদকে
দিল।

রেখব এবং বানা রাজা দায়ূদকে বলল, “এই যে
আপনার শত্রু শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের মাথা। সে
আপনাকে হত্যার চেষ্টা করছিল। আপনার জন্য, শৌল
এবং তার পরিবারকে প্রভু আজ শাস্তি দিলেন।”

[9]কিন্তু দায়ূদ রেখব এবং তার ভাই বানাকে বললেন,
“এ কথা জীবিত প্রভুর মতই সত্য যে তিনি সব
সমস্যা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। [10]এর আগে
একবার এক ব্যক্তি ভেবেছিল সে আমার কাছে সুসংবাদ
আনবে। সে বলেছিল, ‘দেখুন শৌল মারা গেছে।’ সে
ভেবেছিল যে আমার কাছে এই খবর আনার জন্য
আমি তাকে পুরস্কার দেব। কিন্তু আমি এই লোকটিকে
ধরে ফেলেছিলাম এবং তাকে সিক্লগে হত্যা করি।
[11]সেইমত আমি তোমাদের হত্যা করে এই দেশ থেকে
সরিয়ে দেব। কেন? কারণ একজন সৎ লোককে তার
বাড়ীতে, তার বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায়, তোমরা মন্দ
লোকেরা হত্যা করেছ।”

[12]তখন দায়ূদ রেখব ও বানাকে হত্যা করার জন্য
তরুণ সেনাদের আদেশ দিলেন। সেনারা রেখব ও বানার
হাত পা কেটে নিল এবং হিব্রোণের একটি পুকুরের
পাড়ে তাদের দেহ ঝুলিয়ে দিল। তারপর তারা
ঈশ্‌বোশতের মাথাটি নিয়ে হিব্রোণে ঠিক সেখানেই কবর
দিল যেখানে অব্‌নেরকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

ইস্রায়েলীয়রা দায়ূদকে রাজা মনোনীত করল

5 তারপর ইস্রায়েলের সব কটি পরিবারগোষ্ঠী হিব্রোণে
দায়ূদের কাছে এল এবং তারা তাঁকে বলল, “দেখুন,
আমরা একই পরিবারভুক্ত।* [2]এমন কি শৌল যখন
আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও যুদ্ধে আপনি আমাদের
নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আপনিই ইস্রায়েলকে যুদ্ধ থেকে
ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এমনকি প্রভু স্বয়ং আপনাকে
বলেছেন ‘তুমিই আমার প্রজা সকলের মেষপালক হবে।
তুমিই ইস্রায়েলের শাসনকর্তা হবে।’”

[3]তাই ইস্রায়েলের নেতারা রাজা দায়ূদের সঙ্গে দেখা
করতে হিব্রোণে এলেন। রাজা দায়ূদ প্রভুর সামনে,
সেই নেতাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। তারপর ঐ
নেতারা দায়ূদকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত
করলেন।

[4]দায়ূদের যখন 30 বছর বয়স তখন তিনি শাসনকার্য
শুরু করেন এবং 40 বছর ধরে তিনি রাজা হিসেবে
বহাল ছিলেন। [5]হিব্রোণে তিনি 7 বছর 6 মাস ধরে
যিহূদা শাসন করেন এবং জেরুশালেমে থাকার সময়
ইস্রায়েল ও যিহূদাকে 33 বছর শাসন করেন।

দায়ূদ জেরুশালেম শহর জয় করলেন

[6]রাজা দায়ূদ এবং তার অনুচররা, জেরুশালেমে
বসবাসকারী যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলেন।
যিবূষীয়রা দায়ূদকে বলল, “তুমি এই শহরে ঢুকতেই
পারবে না।* আমাদের অন্ধ ও পঙ্গু লোকরাই তোমাকে
আটকে দেবে।” (তারা এই কথা বলেছিল কারণ তারা

একই ... পরিবারভুক্ত আক্ষরিক অর্থে, “তোমার মাংস এবং রক্ত।”

তুমি ... পারবে না জেরুশালেম শহরটি একটি পাহাড়ের উপরে নির্মিত ছিল। এবং এই শহরের চারদিকে উঁচু পাঁচিল ছিল। সুতরাং এটি অধিকার করা খুব শক্ত ছিল।

ভেবেছিল দায়ূদ তাদের শহরে ঢুকতে পারবেন না।
7কিন্তু দায়ূদ সিয়োন দুর্গ দখল করলেন। এই দুর্গটি
দায়ূদের শহর হ'ল।)
8সেইদিন দায়ূদ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, ''যদি
তোমরা যিবূষীয়দের হারাতে চাও তবে জলের সুড়ঙ্গ*
পথ দিয়ে সেই সব 'পঙ্গু ও অন্ধ' শত্রুদের কাছে পৌঁছে
যাও।"

এই জন্যে লোকে বলে, ''অন্ধ ও পঙ্গুরা মন্দিরে
ঢুকতে পারে না।"

9দায়ূদ সেই দুর্গে বাস করতে লাগলেন এবং সেই
শহরকে ''দায়ূদের শহর" বললেন। দায়ূদ মিল্লো নামে
একটি অঞ্চল নির্মাণ করলেন। তিনি শহরের মধ্যে আরও
অনেক বাড়ী তৈরী করলেন। 10দায়ূদ ক্রমশঃই শক্তিশালী
হয়ে উঠলেন কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু তার সঙ্গে ছিলেন।

11সোরের রাজা হীরম দায়ূদের কাছে বার্তাবাহক
পাঠালেন। হীরম এরস গাছসমূহ, ছুতোর মিস্ত্রীগণ এবং
পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরীর মিস্ত্রীও পাঠালেন। তারা
দায়ূদের জন্য একটা বাড়ী তৈরী করল। 12তখন দায়ূদ
বুঝতে পারলেন, যে প্রভু সত্যিসত্যিই তাঁকে ইস্রায়েলের
রাজা করেছেন এবং তাঁর রাজ্যকে (দায়ূদের রাজ্যকে),
তাঁর লোকেদের, ইস্রায়েলীয়দের জন্য উন্নীত করেছেন।

13দায়ূদ হিব্রোণ থেকে জেরুশালেমে এলেন।
জেরুশালেমে এসে দায়ূদ আরও স্ত্রী এবং দাসী পেলেন।
জেরুশালেমে দায়ূদের আরও সন্তানাদি হল।
14জেরুশালেমে দায়ূদের যে সব পুত্র জন্মেছিল তাদের
নাম: সম্মূয়, শোবব, নাথন, শলোমন, 15যিভর ইলীশূয়,
নেফগ, যাফিয়, 16ইলিয়াদা, ইলীশামা এবং ইলীফেলট।

দায়ূদ পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন

17পলেষ্টীয়রা শুনল যে ইস্রায়েলীয়রা দায়ূদকে তাদের
রাজারূপে অভিষিক্ত করেছে। সেইজন্য পলেষ্টীয়রা
দায়ূদকে হত্যা করবার জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগল।
দায়ূদ তা জানতে পেরে জেরুশালেমের দুর্গের মধ্যে
চলে গেলেন। 18পলেষ্টীয়রা এসে রফায়ীম উপত্যকায়
তাঁবু গাড়লো।

19দায়ূদ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আমি কি
পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাব? পলেষ্টীয়দের
হারাতে আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন?"

প্রভু দায়ূদকে উত্তর দিলেন, ''হ্যাঁ, পলেষ্টীয়দের
হারাতে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব।"

20তখন দায়ূদ বাল্-পরাসীমে গিয়ে সেই জায়গায়
পলেষ্টীয়দের পরাজিত করলেন। দায়ূদ বললেন, ''প্রভু
আমার শত্রুদের ঠিক তেমনভাবেই ভেদ করলেন
যেমনভাবে বন্যার জল একটি বাঁধের মধ্যে দিয়ে সবলে
পথ করে বেরিয়ে যায়।" এই কারণে দায়ূদ এই জায়গার
নাম "বাল্-পরাসীম" রাখলেন। 21পলেষ্টীয়রা বাল্-
পরাসীমে তাদের দেবতাদের মূর্ত্তি ফেলে গিয়েছিল।
দায়ূদ এবং তাঁর লোকেরা সেইসব মূর্ত্তি নিয়ে গেলেন।

22পলেষ্টীয়রা আবার এসে রফায়ীম উপত্যকায় তাঁবু
গেড়ে বসল।

23দায়ূদ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। এবারে প্রভু
দায়ূদকে বললেন, ''ওখানে যেও না। তুমি ওদের
সৈন্যবাহিনীর পিছন দিকে যাও। তুমি বালসাম গাছের
উল্টো দিক থেকে ওদের আক্রমণ কর। 24বালসাম
গাছগুলোর ওপর থেকে তোমরা পলেষ্টীয়দের যুদ্ধ ক্ষেত্রে
যাবার কুচকাওয়াজের শব্দ শুনতে পাবে। সেইসময়
তোমরা তাড়াতাড়ি করবে, কারণ সেইসময় তোমাদের
জন্যে পলেষ্টীয়দের পরাজিত করতে প্রভু তোমাদের
সামনে সামনে যাবেন।"

25প্রভু যা যা করার আদেশ দিলেন, দায়ূদ সেইমত
করলেন এবং তিনি পলেষ্টীয়দের হারিয়ে দিলেন। তিনি
গেবা থেকে গেষর পর্যন্ত পলেষ্টীয়দের তাড়া করতে
করতে এবং হত্যা করতে করতে গেলেন।

ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক জেরুশালেমে নিয়ে যাওয়া হল

6 দায়ূদ তাঁর মনোনীত সৈন্যদের আবার ইস্রায়েলে
জড় করলেন। তাদের সংখ্যা ছিল 30,000। 2তারপর
দায়ূদ এবং তাঁর সৈন্যরা যিহূদার বালাতে গেলেন। এরপর
তারা ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুককে যিহূদার বালা থেকে
জেরুশালেমে নিয়ে এলেন। লোকেরা প্রভুর উপাসনার
জন্য পবিত্র সিন্দুকের কাছে যেত। পবিত্র সিন্দুকটি
প্রভুর সিংহাসনস্বরূপ। এর মাথায় করূবদূতদের
মূর্ত্তিগুলি আছে। প্রভু এই দূতদের মাঝখানে রাজার
মত বসেন। 3দায়ূদের লোকেরা পবিত্র সিন্দুকটিকে
পাহাড়ের উপরিস্থিত অবীনাদবের বাড়ী থেকে বের করে
নিয়ে এল। ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুকটিকে তারা একটা
নতুন শকটে রাখল। অবীনাদবের দুই পুত্র উষ এবং
অহিয়ো সেই শকট চালিয়েছিল।

4এইভাবে তারা পবিত্র সিন্দুক পাহাড়ের ওপরে
অবীনাদবের বাড়ী থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল।
উষ পবিত্র সিন্দুকের সঙ্গে সেই শকটে ছিল এবং অহিয়ো
পবিত্র সিন্দুকের সামনে সামনে হাঁটছিল। 5দায়ূদ এবং
সব ইস্রায়েলীয়, প্রভুর সামনে নাচছিল এবং নানা বাদ্যযন্ত্র
বাজাচ্ছিল। এদের মধ্যে বীণা, ঢাকঢোল, খঞ্জনী, ঝাঁঝ
করতাল এবং দেবদারু কাঠের বাদ্যযন্ত্রাদি ছিল। 6দায়ূদের
লোকেরা যখন নাখোনের শস্য মাড়াইয়ের উঠানের কাছে
এল, তখন গরুগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং ঈশ্বরের
পবিত্র সিন্দুক শকট থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হল।
উষ পবিত্র সিন্দুকটি ধরে ফেলল। 7কিন্তু প্রভু উষের
প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন।* উষ
যখন পবিত্র সিন্দুক ছুঁয়েছিলো তখন সে পবিত্র সিন্দুকের
প্রতি যথোচিত সম্মান দেখায় নি। ঈশ্বরের পবিত্র

জলের সুড়ঙ্গ একটি জলভরা নালা ছিল যেটা প্রাচীন জেরুশালেম শহরের দেওয়ালের নীচ দিয়ে যেত এবং তারপর একটি সরু নালা সোজা শহর পর্যন্ত যেত। শহরের লোকেরা এটিকে কুয়োর মত ব্যবহার করত। দায়ূদের একজন লোক সম্ভবতঃ এই নালা বেয়ে শহরের ভেতরে যাবার জন্য উঠেছিল।

প্রভু ... করলেন কেবলমাত্র লেবীয়রা ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক অথবা পবিত্র তাঁবুর অন্যান্য আসবাবপত্র বহন করতে পারত। উষ লেবীয় ছিল না।

সিন্দুকের পাশে উষ মারা গেল। 8প্রভু উষকে মেরে
ফেলেছিলেন বলে দায়ূদ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। দায়ূদ সেই
জায়গার নাম রাখলেন “পেরস-উষ।” সেই জায়গাকে
আজও পেরস-উষ বলা হয়।

9দায়ূদ সেইদিন প্রভুকে ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন।
দায়ূদ বললেন, ‘‘এখন আমি কি করে ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক এখানে নিয়ে আসব?” 10দায়ূদ পবিত্র সিন্দুকটিকে
জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন না। দায়ূদ পবিত্র সিন্দুকটিকে
গাত থেকে ওবেদ ইদোমের বাড়ীতে রাখলেন। দায়ূদ
পবিত্র সিন্দুককে গাতীয় ওবেদ-ইদোমের বাড়ীতে নিয়ে
এলেন। 11ওবেদ-ইদোমের বাড়ীতে প্রভুর পবিত্র সিন্দুক
তিন মাস ছিল। প্রভু ওবেদ ইদোম এবং তার পরিবারের
সকলকে আশীর্বাদ করলেন। 12পরে লোকেরা দায়ূদকে
বলল, ‘‘প্রভু ওবেদ-ইদোমের পরিবার এবং তার সব
কিছুকেই আশীর্বাদধন্য করেছেন। কারণ পবিত্র সিন্দুকটি
তার বাড়ীতে ছিল।” তখন দায়ূদ সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের
পবিত্র সিন্দুক নিয়ে এলেন। সেই দিন দায়ূদ প্রচণ্ড
আনন্দিত ও উত্তেজিত ছিলেন। 13যারা প্রভুর পবিত্র
সিন্দুক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা ছ-পা এগিয়ে গিয়ে
থেমে গেল, তখন দায়ূদ একটি ষাঁড় ও স্বাস্থ্যবান
বাছুরকে বলি দিলেন। 14দায়ূদ প্রভুর সামনে তাঁর সর্বশক্তি
দিয়ে নাচছিলেন। তিনি একটি রেশমের এফোদ
পরেছিলেন।

15দায়ূদ এবং সব ইস্রায়েলীয় সেদিন আনন্দে
উত্তেজিত ছিলেন। তারা চীৎকার করতে করতে এবং
শিঙা বাজাতে বাজাতে প্রভুর পবিত্র সিন্দুক শহরে
এনেছিল। 16শৌলের কন্যা মীখল জানালা দিয়ে তা
দেখছিলেন। যখন প্রভুর পবিত্র সিন্দুক শহরে আনা
হচ্ছিল তখন দায়ূদ প্রভুর সামনে লাফাচ্ছিলেন ও
নাচছিলেন। তা দেখে মীখল দায়ূদের প্রতি বিরক্ত হলেন।
তিনি ভাবলেন দায়ূদ বোকার মত আচরণ করছেন।

17পবিত্র সিন্দুকের জন্য দায়ূদ একটা তাঁবু ফেললেন।
ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর পবিত্র সিন্দুককে তাঁবুর মধ্যে রাখল।
তারপর দায়ূদ প্রভুর সামনে হোমবলি এবং মঙ্গল নৈবেদ্য
নিবেদন করলেন।

18হোমবলি এবং মঙ্গল নৈবেদ্য নিবেদন শেষ করে
দায়ূদ সকলকে সর্বশক্তিমান প্রভুর নামে আশীর্বাদ
করলেন। 19তারপর তিনি ইস্রায়েলের প্রত্যেক মহিলা
এবং পুরুষকে একটা গোটা রুটি, কিস্‌মিসের পিঠে
এবং খেজুর পিঠে বিতরণ করলেন। তারপর সকলে
বাড়ী ফিরে গেল।

মীখল দায়ূদকে তিরস্কার করলেন

20এরপর দায়ূদ বাড়ীর সকলকে আশীর্বাদ করতে
গেলেন। শৌলের কন্যা মীখল তাঁর সামনে বেরিয়ে
এলেন। মীখল বললেন, ‘‘ইস্রায়েলের রাজা আজ
নিজের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান নি। আপনি
আপনার দাসীদের সামনেই নিজের পোষাক খুলে
ফেলেছেন। আপনি সেই বোকাদের মত আচরণ করলেন
যারা নির্লজ্জভাবে নিজের পোষাক খুলে ফেলে।”

21তখন দায়ূদ মীখলকে বললেন, “প্রভু স্বয়ং আমাকে
মনোনীত করেছেন, তোমার পিতাকে বা তাঁর পরিবারের
কোন ব্যক্তিকে নয়। প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের জন্যে
আমাকে নেতারূপে মনোনীত করেছেন। তাই আমি
তাঁর সামনে নাচ করব এবং উৎসব পালন করব। 22আমি
এমন কাজও করব যা আরও বিড়ম্বনাদায়ক! হতে
পারে তুমি আমায় সম্মান করবে না। কিন্তু যে মেয়েদের
কথা তুমি বলছ, তারা আমার সম্পর্কে গর্বিত।”

23শৌলের কন্যা মীখলের কোন সন্তান ছিল না।
তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন।

দায়ূদ একটি মন্দির নির্মাণ করতে চান

7 রাজা দায়ূদ নতুন প্রাসাদে স্থানান্তরিত হবার পর,
প্রভু তাঁকে তাঁর সব শত্রুর থেকে মুক্তি দিলেন।
2রাজা দায়ূদ ভাববাদী নাথনকে বললেন, ‘‘দেখুন, আমি
কাঠের একটা সুদৃশ্য ঘরে বাস করি, আর ঈশ্বরের
পবিত্র সিন্দুক একটা তাঁবুর মধ্যে পড়ে রয়েছে। আমরা
পবিত্র সিন্দুকটির জন্য একটা সুন্দর মন্দির নির্মাণ
করব।”

3নাথন, রাজা দায়ূদকে বললেন, ‘‘আপনার যেমন
মনে হয় তেমন করুন। প্রভু সর্বদা আপনার সঙ্গে
থাকবেন।”

4কিন্তু সেই রাতে, নাথন প্রভুর কাছ থেকে বার্তা
পেলেন। 5প্রভু বললেন, ‘‘যাও। আমার দাস দায়ূদকে
বল, ‘প্রভু বলেছেন: তুমি আমার থাকার জন্য মন্দির
তৈরী করবার লোক নও। 6ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে
আনার সময় আমি মন্দিরে ছিলাম না। না, আমি তাঁবুতে
ঘুরেছি। তাঁবুকেই আমি গৃহ হিসাবে ব্যবহার করেছি।
7আমি আমার থাকার জন্যে, ইস্রায়েলের কোন
পরিবারগোষ্ঠীকেই এরস কাঠের সুদৃশ্য ঘর তৈরী করতে
বলি নি।’

8‘‘তুমি অবশ্যই আমার দাস দায়ূদকে বলবে:
‘সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন: যখন তুমি চারণভূমিতে
মেষদের দেখাশুনা করছিলে তখন আমি তোমায়
মনোনীত করেছি। সেখান থেকে তুলে এনে, আমি
তোমাকে আমার সন্তান ইস্রায়েলীয়দের রাজা করেছি।
9যেখানে যেখানে তুমি গিয়েছিলে, আমি সবসময় তোমার
সঙ্গে ছিলাম। তোমার জন্য আমি তোমার শত্রুদের
পরাজিত করেছি। আমি তোমাকে পৃথিবীর বিখ্যাত
লোকদের একজন তৈরী করব। 10-11আমি আমার লোক
ইস্রায়েলীয়দের জন্য একটা জায়গা বেছে নিয়েছি। আমি
ইস্রায়েলীয়দের প্রতিষ্ঠিত করেছি– আমি তাদের থাকার
জন্য একটি জায়গা দিয়েছি। আমি সেরকম করেছি
যাতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাদের
ঘুরতে না হয়। অতীতে ইস্রায়েলীয়দের পথ দেখানোর
জন্য আমি বিচারকদের পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মন্দ
লোকেরা তাদের বেশ অসুবিধায় ফেলেছিল। এখন আর
তা হবে না। আমি তোমার সব শত্রু থেকে তোমাকে
শান্তি দিলাম। আমি শপথ করছি, তোমার পরিবারকে
আমি রাজার পরিবারে পরিণত করব।

12“তোমার আয়ু শেষ হলে যখন তুমি মারা যাবে,
তখন তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে তোমাকে কবর দেওয়া
হবে। তোমার একটি পুত্রকে আমি রাজারূপে নিযুক্ত
করব এবং তার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে দেব। 13সে আমার
নামে একটা মন্দির তৈরী করবে এবং আমি তার রাজ্যকে
চিরদিনের জন্য শক্তিশালী করব। 14সে আমার ‘পুত্র’,
এবং আমি তার ‘পিতা’ হব।* যখন সে পাপ করবে
আমি অন্য লোকের মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেব। তারা
আমার চাবুক হবে। 15কিন্তু সে আমার ভালবাসা থেকে
বঞ্চিত হবে না। আমি তার প্রতি সর্বদা দয়াময় থাকব।
শৌলের থেকে আমি আমার প্রেম ও দয়া তুলে নিয়েছি।
যখন আমি তোমার দিকে ফিরলাম, তখন আমি শৌলকে
দূরে সরিয়ে দিয়েছি। তোমার পরিবারের প্রতি আমি
তা করবো না। 16তোমার রাজপরিবার চিরকাল থাকবে।
তোমার জন্য তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হবে। তোমার
সিংহাসন চিরদিন অটুট থাকবে।”

17নাথন দায়ূদকে এই দর্শনের কথা বললেন। ঈশ্বর
যা যা বলেছেন দায়ূদকে তিনি সবই বললেন।

দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন

18তখন দায়ূদ প্রভুর সামনে গিয়ে বসলেন এবং
বললেন, “প্রভু আমার মনিব, কেন আমি আপনার
কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? কেনই বা আমার পরিবার এত
গুরুত্বপূর্ণ? কেন আপনি আমাকে এত গুরুত্বপূর্ণ
করলেন? 19আমি আপনার দাস ছাড়া কিছুই নই। আপনি
আমার প্রতি সদয় ছিলেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ
পরিবারের সম্পর্কেও আপনি এই দয়ার কথাগুলি
বলেছেন। প্রভু আমার প্রভু, এটাতো মানুষের বিধি নয়,
তাই নয় কি? 20আমি কিভাবে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা
চালিয়ে যাব? প্রভু আমার প্রভু, আপনি জানেন আমি
একজন দাস। 21এই সব বিস্ময়কর জিনিস আপনি
করবেন কারণ আপনি বলেছেন আপনি তা করবেন,
কারণ, আপনি তা করতে চান। এবং আপনি স্থির
করেছেন এই সব বিষয় আপনি আমাকে জানাবেন।
22প্রভু, আমার প্রভু, এইসব কারণে আপনি এত মহান!
আপনার মত আর কেউ নেই। আপনি ছাড়া আর কোন
ঈশ্বর নেই। আমরা তা জানি কারণ যে সব কাজ
আপনি করেছেন, তা আমরা নিজেরাই শুনেছি।

23“পৃথিবীতে তোমার লোক, ইস্রায়েলীয়দের মত
অন্য কোন জাতি নেই। তারা বিশেষ লোক। তারা
ক্রীতদাস ছিল। আপনি তাদের মিশর থেকে নিয়ে এসে
মুক্ত করেছেন। আপনি তাদের আপনার সন্তান করে
নিয়েছেন। আপনি ইস্রায়েলীয়দের জন্য অনেক
বিস্ময়কর এবং মহৎ কাজ করেছেন। আপনার ভূখণ্ডের
জন্য আপনি অনেক বিস্ময়কর কাজ করেছেন।
24ইস্রায়েলের লোকেদের আপনি চিরদিনের জন্য
আপনার খুব কাছের সন্তান করে নিয়েছেন। হে প্রভু
আপনি তাদের ঈশ্বর হয়েছেন।

25“প্রভু ঈশ্বর, এখন আপনি আপনার দাস, আমার
জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য কিছু করার প্রতিজ্ঞা
করেছেন। আপনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন এখন তা পালন
করুন। আমার পরিবারকে চিরদিনের জন্য রাজপরিবার
বানিয়ে দিন। 26তারপর আপনার নাম চিরদিনের জন্য
সম্মানিত হবে। লোকেরা বলবে, ‘সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর
ইস্রায়েল শাসন করেছেন! আপনার দাস দায়ূদের পরিবার
আপনার সেবায় অব্যাহতভাবে শক্তিশালী থাকুক।’

27“হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আপনি
আমার কাছে অনেক কিছু প্রকাশ করেছেন। আপনি
বলেছেন, ‘আমি তোমার পরিবারকে মহান করব।’
সেইজন্য আমি, আপনার দাস, আপনার কাছে এই
প্রার্থনা জানাতে মনস্থির করেছি। 28প্রভু আমার সদাপ্রভু
আপনিই ঈশ্বর। আপনি যা বলেন তা আমি বিশ্বাস
করি। আপনি এও বলেছেন যে এইসব ভালো
জিনিষগুলি আপনার এই দাসের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে।
29এখন আমার পরিবারকে আশীর্বাদ করুন, তাদের
আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে দিন। এবং চিরদিন
আপনার সেবা করার সুযোগ করে দিন। প্রভু আমার,
আপনি নিজের মুখেই এসব কথা বলেছেন। আপনি
আমার পরিবারকে অনন্তকালীন শুভেচ্ছা দিয়ে আশীর্বাদ
করেছেন।”

দায়ূদ বহু যুদ্ধে জয়ী হলেন

8 পরে, দায়ূদ যুদ্ধে পলেষ্টীয়দের পরাজিত করলেন।
পলেষ্টীয়দের রাজধানী শহরের অধীনে বহু জমি
জায়গা ছিল। দায়ূদ সেইসব জমিজায়গা নিজের অধীনে
আনলেন। 2দায়ূদ মোয়াবীয় লোকেদেরও পরাজিত
করলেন। সেই সময় তিনি তাদের মাটিতে শুয়ে পড়তে
বাধ্য করেন। তারপর তিনি দড়ির সাহায্যে তাদের
সারিবদ্ধভাবে আলাদা করেন। দুটি সারির লোকেদের
হত্যা করা হয়। কিন্তু তৃতীয় সারির লোকেদের বাঁচতে
দেওয়া হয়। এইভাবে মোয়াবীয়রা দায়ূদের দাসে পরিণত
হল। তারা তাঁকে নৈবেদ্য দিল।

3সোবার রাজা রহোবের পুত্রের নাম ছিল হদদেষর।
যখন দায়ূদ ফরাৎ নদীর নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করতে
গেলেন তখন তিনি হদদেষরকে পরাজিত করলেন।
4দায়ূদ হদদেষরের কাছ থেকে 1,700 অশ্বারোহী সৈন্য
এবং 20,000 পদাতিক সৈন্য ছিনিয়ে নিলেন। দায়ূদ
100টি রথ ছাড়া, বাকী সমস্ত রথগুলি নষ্ট করে দিলেন।

5সোবার রাজা হদদেষরকে সাহায্য করার জন্য
দম্মেশকের অরামীয়রা এল। কিন্তু দায়ূদ 22,000
অরামীয়কে পরাজিত করলেন। 6তারপর দায়ূদ
দম্মেশকের অরামে কিছু সৈন্যকে রেখে দিলেন।
অরামীয়রা দায়ূদের দাসে পরিণত হল এবং তাঁর জন্য
উপঢৌকন নিয়ে এল। দায়ূদ যে দিকে গেলেন, প্রভু সে
দিকেই তাঁকে জয়ী করলেন।

7হদদেষরের দাসদের কাছে যে সব সোনার ঢাল
ছিল, দায়ূদ সেগুলি নিয়ে নিলেন। সেই ঢালগুলি নিয়ে
দায়ূদ জেরুশালেমে এলেন। 8এছাড়াও দায়ূদ, বেটহ ও

আমি ... হব ঈশ্বর দায়ূদের পরিবার থেকে রাজাকে “দত্তক” নিয়েছিলেন এবং তারা তার “পুত্র।”

বেরোথা শহর থেকে বহু তামার জিনিষপত্র এনেছিলেন। (বেটহ এবং বেরোথা ছিল হদদেষরের অধীনস্থ দুটি নগরী।)

[9]হমাতের রাজা তয়ি খবর পেলেন যে দায়ূদ হদদেষরের সৈন্যদলকে পরাজিত করেছেন। [10]তখন তয়ি নিজের পুত্র যোরামকে দায়ূদের কাছে পাঠালেন। হদদেষরের বিরুদ্ধে দায়ূদ যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের পরাজিত করেছেন বলে যোরাম দায়ূদকে অভিনন্দন জানালেন এবং আশীর্বাদ করলেন। (এর আগে হদদেষর তোয়ির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।) যোরাম রূপো, সোনা এবং তামার তৈরী জিনিসপত্র সঙ্গে করে এনেছিলেন। [11]দায়ূদ সেই সব জিনিষপত্র গ্রহণ করলেন এবং সেগুলি প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। প্রভুকে উৎসর্গ করা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তিনি সেই জিনিষগুলি রেখে দিলেন। তিনি যে সব জাতিকে পরাজিত করেছিলেন, সেই সব জাতির কাছ থেকে তিনি ঐ সব জিনিষপত্র এনেছিলেন। [12]অরাম, মোয়াব, অম্মোন, পলেষ্টীয় এবং অমালেক এইসব জাতিকে দায়ূদ পরাজিত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সোবার রাজা, রহোবের পুত্র হদদেষরকে পরাজিত করেছিলেন। [13]দায়ূদ 18,000 অরামীয়কে লবণ উপত্যকায় পরাজিত করেন। যখন তিনি বাড়ী ফিরে এলেন তখন তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। [14]দায়ূদ কয়েকদল সৈন্যকে ইদোমে রাখলেন। ইদোমের সব লোকেরা দায়ূদের দাস হয়ে গেল। দায়ূদ যেখানে যেখানে গেলেন, সেখানেই প্রভু তাকে জয়ী হতে সাহায্য করলেন।

দায়ূদের শাসনকাল

[15]দায়ূদ সমগ্র ইস্রায়েলের ওপর শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর লোকেদের জন্য ভাল এবং ন্যায্য সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।[16]সরূয়ার পুত্র যোয়াব সেনাপ্রধান হয়েছিল। অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ছিলেন ঐতিহাসিক। [17]অহীটূবের পুত্র সাদোক এবং অবীয়াথরের পুত্র অহীমেলক ছিলেন যাজকগণ। সরায় ছিলেন সচিব। [18]যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় এবং পলেথীয়দের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। আর দায়ূদের দুই পুত্র ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ নেতা।*

দায়ূদ শৌলের পরিবারের প্রতি সদয় হলেন

9 দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, "শৌলের পরিবারের কোন লোক কি এখনও রয়ে গেছে? আমি তার প্রতি দয়া দেখাতে চাই। এটা আমি যোনাথনের জন্যই করব।"

[2]সীবঃ নামে শৌলের পরিবারের এক দাস ছিল। দায়ূদের দাস সীবঃকে দায়ূদের কাছে নিয়ে এল। রাজা দায়ূদ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি সীবঃ?"

সীবঃ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি আপনার দাস সীবঃ।"

[3]রাজা বললেন, "শৌলের পরিবারের কোন লোক কি বেঁচে আছে? আমি তার প্রতি ঈশ্বরের দয়া দেখাতে চাই।"

সীবঃ রাজা দায়ূদকে বললেন, "যোনাথনের একজন পুত্র এখনও বেঁচে আছে। তার দু পা-ই পঙ্গু।"

[4]রাজা সীবঃকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই ছেলেটি কোথায় আছে?"

সীবঃ উত্তর দিল, "সে লো-দবারে, অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাড়ীতে আছে।"

[5]তখন রাজা দায়ূদ তাঁর কয়েকজন আধিকারিককে লো-দবারে অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাড়ীতে পাঠালেন, যোনাথনের পুত্রকে নিয়ে আসার জন্য। [6]যোনাথনের পুত্র মফীবোশৎ দায়ূদের কাছে এলো এবং মাটিতে মাথা নত করে প্রণাম করল।

দায়ূদ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি মফীবোশৎ?"

মফীবোশৎ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি আপনার দাস মফীবোশৎ।"

[7]দায়ূদ মফীবোশতকে বলল, "ভয় পেয়ো না। আমি তোমার প্রতি সদয় হব। আমি তোমার পিতা যোনাথনের জন্যই এটা করব। আমি তোমার পিতামহ শৌলের সব জমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব। তুমি সবসময়েই আমার সঙ্গে একাসনে বসে আহার করতে পারবে।"

[8]মফীবোশৎ পুনরায় দায়ূদকে প্রণাম করল। মফীবোশৎ বলল, "একটা মরা কুকুরের থেকে আমি কোন অংশে ভাল নই, কিন্তু আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়েছেন।"

[9]তখন রাজা দায়ূদ শৌলের দাস সীবঃকে ডাকলেন। দায়ূদ সীবঃকে বললেন, "আমি তোমার মনিবের নাতি মফীবোশতকে শৌলের পরিবারের যা কিছু আমার কাছে ছিল সব ফিরিয়ে দিয়েছি। [10]মফীবোশতের জন্য তুমি সেই জমি চাষ করবে। মফীবোশতের জন্য তুমি এবং তোমার পুত্রেরা এটা করবে। তোমরা ফসল ফলাবে। তাহলে তোমার মনিবের নাতি মফীবোশতের অন্নের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য হবে। কিন্তু তোমার মনিবের নাতি মফীবোশৎ সবসময়েই আমার সঙ্গে একাসনে বসে আহার করতে পারবে।"

সীবঃ এর 15 জন ছেলে এবং 20 জন দাস ছিল। [11]সীবঃ উত্তর দিল, "আমি আপনার দাস। আমার মনিব যা যা আদেশ করেন আমি তাই তাই করব।"

মফীবোশৎ দায়ূদের সঙ্গে একাসনে বসে, রাজার একজন ছেলের মতই আহার করল। [12]মীখা নামে মফীবোশতের একটা কিশোর ছেলে ছিল। সীবঃর পরিবারের প্রত্যেকে মফীবোশতের দাস হয়ে গেল। [13]মফীবোশতের দু পা-ই পঙ্গু ছিল। মফীবোশৎ জেরুশালেমে থাকত। প্রত্যেকদিন মফীবোশৎ রাজার সঙ্গে একাসনে আহার করত।

হানূন দায়ূদের লোকেদের অপমান করল

10 পরে অম্মোনীয়দের রাজা নাহশ মারা গেলেন। তাঁর পুত্র হানূন, তারপরে নতুন রাজা হলেন। [2]দায়ূদ বললেন, "নাহশ আমার প্রতি সদয় ছিলেন। আমিও তার পুত্র হানূনের প্রতি সদয় হব।" অতএব

গুরুত্বপূর্ণ নেতা আক্ষরিক অর্থে, "যাজক।"

দায়ূদ, হানূনের পিতার মৃত্যু সম্পর্কে সান্ত্বনা জানিয়ে তাঁর আধিকারিকদের পাঠালেন।

তাই, দায়ূদের আধিকারিকরা অম্মোনীয়দের রাজ্যে চলে গেল। 3কিন্তু অম্মোনীয়দের নেতারা তাদের মনিব হানূনকে বললো, "আপনি কি মনে করেন কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দায়ূদ আপনার পিতার প্রতি সম্মান দেখাতে ও আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চান? না! দায়ূদ এই লোকগুলোকে পাঠিয়েছেন আপনার শহর সম্পর্কে গোপনে জেনে যেতে ও খোঁজ খবর নিতে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফন্দি আঁটছে।"

4তখন হানূন দায়ূদের লোকেদের ধরে তাদের অর্ধেক দাড়ি কামিয়ে দিল এবং তাদের জামাকাপড় পাছা পর্যন্ত কেটে দিল। তারপর তাদের পাঠিয়ে দিল।

5লোকেরা, যারা দায়ূদকে এই খবর দিল, তিনি সেই আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বার্তাবাহক পাঠালেন। তিনি এটা করেছিলেন কারণ সেই লোকগুলি খুবই লজ্জিত হয়েছিল। রাজা দায়ূদ বললেন, "যতদিন না তোমাদের দাড়ি গজায়, ততদিন যিরীহোতে অপেক্ষা কর, তারপর জেরুশালেমে ফিরে এসো।"

অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

6অম্মোনীয়রা দেখলো তারা দায়ূদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তখন অম্মোনীয়রা বৈৎ-রহোব এবং সোবা থেকে অরামীয়দের ভাড়া করে নিয়ে এল। তাদের মধ্যে মোট 20,000 পদাতিক সৈন্য ছিল। এছাড়া অম্মোনীয়রা 1000 লোক সহ মাখার রাজা এবং টোব থেকে 12,000 লোককে ভাড়া করেছিল।

7দায়ূদ এই সবই শুনলেন। তাই তিনি যোয়াব এবং শক্তিশালী লোকজন সহ গোটা সৈন্যবাহিনীকে পাঠালেন। 8অম্মোনীয়রা বেরিয়ে এল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তারা শহরের প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সোব ও রহোবের অরামীয় সৈন্যরা এবং টোব ও মাখার সৈন্যরা শহরের বাইরের মাঠে সমবেত হল।

9যোয়াব দেখলেন তাঁর সামনে পিছনে শত্রু। তখন যোয়াব শ্রেষ্ঠ ইস্রায়েলীয়দের বেছে নিয়ে, তাদের অরামীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। 10অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর আর এক ভাই অবীশয়ের উপর দায়িত্ব দিলেন। 11যোয়াব অবীশয়কে বললেন, "যদি অরামীয়রা আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী বলে মনে হয়, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। যদি অরামীয়রা তোমার কাছে বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে– আমি এসে তোমাকে সাহায্য করব। 12এসো, আমরা শক্তিশালী হই এবং সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের লোকেদের জন্য এবং আমাদের ঈশ্বরের শহরগুলির জন্য লড়াই করি। প্রভু যা সঠিক বিবেচনা করেন, তাই করবেন।"

13তারপর যোয়াব এবং তাঁর লোকেরা অরামীয়দের আক্রমণ করলেন। অরামীয়রা যোয়াব এবং তাঁর লোকেদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল। 14অম্মোনীয়রা দেখল অরামীয়রা দৌড়ে পালাচ্ছে, তখন তারাও অবীশয়ের থেকে দৌড়ে পালালো এবং তাদের শহরে ফিরে গেল।

তাই যোয়াব, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অম্মোনীয়দের সঙ্গে ফিরে এলেন এবং জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

অরামীয়রা আবার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল

15অরামীয়রা দেখলো ইস্রায়েলীয়রা তাদের পরাজিত করেছে। তখন তারা একসঙ্গে জমায়েত হয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলল। 16ফরাৎ নদীর অপর পারে যে সব অরামীয় বাস করত, তাদের আনবার জন্য হদদেষর তার বার্তাবাহকদের পাঠাল। সেই অরামীয়রা হেলমে এলো। তাদের নেতা ছিল শোবক, হদদেষরের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি। 17দায়ূদ সব শুনলেন। তিনি সব ইস্রায়েলীয়দের জড় করলেন। তারা যর্দন নদী পেরিয়ে হেলমে গিয়ে হাজির হল।

তখন অরামীয়রা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং আক্রমণ করল। 18কিন্তু যুদ্ধে অরামীয়রা পরাজিত হল এবং অরামীয়রা ইস্রায়েলীয়দের থেকে দূরে পালিয়ে গেল। দায়ূদ 700 রথচালক, 40,000 অশ্বারোহী সৈন্যকে হত্যা করলেন। দায়ূদ অরামীয় সেনাপতি শোবককেও হত্যা করলেন। 19হদদেষরের অধীনস্থ রাজারা যখন দেখল, ইস্রায়েলীয়রা তাদের পরাজিত করেছে তখন তারা ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করল এবং তাদের দাসে পরিণত হল। অরামীয়রা অম্মোনীয়দের আবার সাহায্য করতে ভয় পেল।

দায়ূদ বৎশেবার সঙ্গে মিলিত হলেন

11 বসন্তের সময়, যখন রাজারা যুদ্ধে যান, তখন দায়ূদ যোয়াব, তাঁর আধিকারিকদের এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয় সৈন্যদের অম্মোনীয়দের ধ্বংস করতে পাঠালেন। যোয়াবের সৈন্যরা অম্মোনদের রাজধানী শহর রব্বাও আক্রমণ করল।

কিন্তু দায়ূদ জেরুশালেমেই রইলেন। 2সন্ধ্যায়, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং রাজবাড়ীর ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। দায়ূদ যখন ছাদে পায়চারি করছিলেন, তখন তিনি এক মহিলাকে স্নান করতে দেখলেন। সেই মহিলা ছিল পরমা সুন্দরী। 3দায়ূদ তাঁর আধিকারিককে ঐ মহিলাটির সম্বন্ধে খোঁজ নিতে পাঠালেন। এক আধিকারিক উত্তর দিল, "মেয়েটি ইলিয়ামের কন্যা বৎশেবা। সে হিত্তীয় ঊরিয়ের স্ত্রী।"

4দায়ূদ লোক পাঠিয়ে বৎশেবাকে তাঁর কাছে আনলেন। যখন বৎশেবা দায়ূদের কাছে এল, দায়ূদ তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলেন। বৎশেবা স্নান করে বাড়ী ফিরে গেল। 5বৎশেবা গর্ভবতী হল। সে দায়ূদকে জানালো "আমি গর্ভবতী।"

দায়ূদ তাঁর পাপ লুকোতে চাইলেন

6দায়ূদ যোয়াবের কাছে খবর পাঠালেন, "হিত্তীয় ঊরিয়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

যোয়াব ঊরিয়কে দায়ূদের কাছে পাঠিয়ে দিল। 7ঊরিয় দায়ূদের কাছে এল। দায়ূদ ঊরিয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, যোয়াব কেমন আছে। সৈনিকরা কেমন আছে এবং যুদ্ধ কেমন হল ইত্যাদি। 8তারপর দায়ূদ ঊরিয়কে বললেন, ‘‘বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর”।

ঊরিয় রাজার বাড়ী থেকে চলে গেল। রাজা (দায়ূদ) ঊরিয়ের জন্য উপহার পাঠালেন। 9কিন্তু ঊরিয় বাড়ী গেল না। ঊরিয় রাজবাড়ীর দরজার সামনে ঘুমিয়ে পড়লো। রাজার ভৃত্যের মতই সে সেখানে ঘুমলো।
10এক দাস দায়ূদকে খবর দিল, ‘‘ঊরিয় বাড়ী যায় নি।”

দায়ূদ ঊরিয়কে বললেন, ‘‘তুমি দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে এসেছ। কেন তুমি বাড়ীতে গেলে না?”

11ঊরিয় দায়ূদকে বলল, ‘‘পবিত্র সিন্দুকটি এবং ইস্রায়েল ও যিহূদার সৈন্যরা তাঁবুগুলিতে রয়েছে। আমার মনিব যোয়াব এবং আমার মনিবের (রাজা দায়ূদ) আধিকারিকরা শিবির গেড়ে মাঠে তাঁবু ফেলেছেন। সুতরাং আমার পক্ষে বাড়ী গিয়ে পান আহার করে স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করা ঠিক নয়।”

12দায়ূদ ঊরিয়কে বললেন, ‘‘আজকের দিনটা এখানে থেকে যাও। কাল আমি তোমাকে যুদ্ধে ফেরৎ পাঠাব।”

সেই দিন ঊরিয় জেরুশালেমে থেকে গেল। পরদিন সকাল পর্যন্ত সে জেরুশালেমে থাকল। 13দায়ূদ ঊরিয়কে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠালেন। ঊরিয় দায়ূদের সঙ্গে পানাহার করল। দায়ূদ ঊরিয়কে দ্রাক্ষারস পান করালেন। তবুও ঊরিয় বাড়ী গেল না। সেই সন্ধ্যায়, ঊরিয় রাজার ফটকের বাইরে রাজার অন্য ভৃত্যদের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল।

দায়ূদ ঊরিয়ের মৃত্যুর পরিকল্পনা করলেন

14পরদিন সকালে দায়ূদ যোয়াবকে একখানা চিঠি লিখলেন। দায়ূদ চিঠিটাকে ঊরিয়কে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। 15চিঠিতে দায়ূদ লিখেছিলেন, “ঊরিয়কে প্রথম সারির ঠিক সেইখানে দাঁড় করাবে যেখানে লড়াইটা কঠিনতম। তারপর ওকে একা ফেলে পালিয়ে আসবে এবং ওকে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মরতে দেবে।”

16পরদিন যোয়াব সারা শহর ঘুরে দেখলেন কোথায় সব থেকে সাহসী ও শক্তিশালী অম্মোনীয়রা রয়েছে। সেইখানে যাবার জন্য তিনি ঊরিয়কে নির্বাচন করলেন।
17রব্বা শহরের লোকেরা যোয়াবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এল। দায়ূদের কিছু লোক মারা গেল। হিত্তীয় ঊরিয় তাদেরই মধ্যে একজন।

18তারপর যোয়াব, যুদ্ধে কি হয়েছে সেই বিষয়ে দায়ূদকে সংবাদ দিলেন। 19যুদ্ধে যা যা ঘটেছে তা দায়ূদকে বলার জন্য যোয়াব এক বার্তাবাহককে আদেশ করলেন। 20‘‘হয়তো বা রাজা ক্রুদ্ধ হবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, ‘লড়াইয়ের জন্য যোয়াবের সেনারা শহরের অত কাছে কেন গেল? তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে শহরের প্রাচীরের ওপরে ধনুর্ধররা আছে যারা তার লোকেদের শরাঘাতে শুইয়ে দিতে পারে? 21তাঁর নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে এক মহিলা যিরুব্বেশতের পুত্র অবীমেলককে হত্যা করেছিলো। ঘটনাটি তেবেষে ঘটেছিল। মহিলাটি নগরীর প্রাচীরের ওপর থেকে অবীমেলকের ওপর একটা চাকীর ওপরের পাথর ফেলে দিয়েছিল। তাই কেন তারা প্রাচীরের অত কাছে গেল?’ যদি রাজা দায়ূদ ওই ধরণের কিছু বলেন তুমি অবশ্যই তাঁকে এই খবর দেবে: ‘আপনার লোক হিত্তীয় ঊরিয়ও মারা গেছে।”’

22বার্তাবাহক দায়ূদের কাছে গেল এবং যোয়াব বার্তাবাহককে যা যা বলতে বলেছিলেন, সে সব কিছুই দায়ূদকে বলল। 23বার্তাবাহক দায়ূদকে বলল, “অম্মোনের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা লড়াই করে, তাদের শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত তাড়া করি। 24তখন নগর প্রাচীরের ওপর থেকে বিপক্ষের লোকেরা আপনার লোকেদের ওপর তীর চালায়। এতে আপনার কিছু লোক মারা যায়। আপনার আধিকারিক হিত্তীয় ঊরিয় তাদের মধ্যে একজন।”

25দায়ূদ বার্তাবাহককে বললেন, ‘‘যোয়াবকে গিয়ে বল, ‘এ নিয়ে অতিরিক্ত বিমর্ষ হয়ো না। একটা তলোয়ার একজনের পর আরও একজনকে হত্যা করতে পারে। রাজাদের বিরুদ্ধে আরও জোরদার আক্রমণ চালাও– তোমাদের জয় হবেই।’ এই কথাগুলি বলে যোয়াবকে উৎসাহিত কর।”

দায়ূদ বৎশেবাকে বিয়ে করলেন

26বৎশেবা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর পেলেন এবং তার জন্য কাঁদলেন। 27তাঁর দুঃখের দিন অতিক্রান্ত হলে, দায়ূদ তাঁকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য ভৃত্য পাঠালেন। তিনি দায়ূদের পত্নী হলেন এবং দায়ূদের জন্য একটা সন্তানের জন্ম দিলেন। কিন্তু দায়ূদের এই পাপ প্রভু পছন্দ করলেন না।

নাথন দায়ূদের সঙ্গে কথা বললেন

12 প্রভু নাথনকে দায়ূদের কাছে পাঠালেন। নাথন দায়ূদের কাছে গেলেন। নাথন বললেন, ‘‘এক শহরে দু’জন লোক ছিল। একজন ছিল ধনী, অন্যজন দরিদ্র। 2ধনী লোকটির অনেক মেষ ও গবাদি পশু ছিল। 3দরিদ্র লোকটির একটা স্ত্রী মেষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দরিদ্র লোকটি মেষটাকে খাওয়াতো। মেষটা ঐ দরিদ্র লোক ও তার সন্তানসন্ততিদের সঙ্গেই বড় হল। মেষটা গরীব লোকটার থেকেই খাবার খেত এবং তার পেয়ালা থেকেই পান করত। মেষটা ঐ লোকটির বুকের ওপর ঘুমাতো। মেষটা লোকটির মেয়ের মতই ছিল।

4‘‘একদিন এক পথিক ধনী লোকটির সঙ্গে দেখা করতে এলো। ধনী লোকটি পথিককে কিছু খাবার দিতে চাইলো। কিন্তু, পথিককে দেবার জন্য ধনী লোকটি তার মেষ বা গবাদি পশুর থেকে কিছুই নিতে চাইল না। ধনী লোকটি, দরিদ্র লোকটির মেষটা নিয়ে এলো এবং তাকে কেটে পথিকের জন্য রান্না করলো।”

5দায়ূদ ধনী লোকটির ওপর ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি নাথনকে বললেন, ‘‘এ কথা জীবন্ত প্রভুর মতই

সত্য যে, যে লোক এ কাজ করেছে সে অবশ্যই মারা যাবে। 6তাকে ঐ মেষের মূল্যের চারগুণ বেশী দিতে হবে কারণ সে এমন ভয়াবহ কাজ করেছে এবং তার কোন করুণা ছিল না।”

নাথন দায়ূদকে তাঁর পাপকর্মের কথা বললেন

7নাথন দায়ূদকে বললেন, ‘‘তুমিই সেই ধনী ব্যক্তি! প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথাই বলেন, ‘আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে শৌলের হাত থেকে রক্ষা করেছি। 8আমিই তোমাকে তার পরিবার এবং স্ত্রীগণকে দিয়েছি। এবং আমি তোমাকে ইস্রায়েল এবং যিহূদার রাজা করেছিলাম। তাও যেন যথেষ্ট ছিল না, আমি তোমাকে আরো আরো অনেক কিছু দিয়েছি। 9কিন্তু কেন তুমি প্রভুর আদেশ অমান্য করলে? কেন তুমি সেই কাজ করলে যা তিনি (ঈশ্বর) গর্হিত বলে ঘোষণা করেছেন? তুমি হিত্তীয় ঊরিয়কে অম্মোনদের দ্বারা হত্যা করালে এবং তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিলে। এইভাবে তুমি তরবারির দ্বারা ঊরিয়কে হত্যা করালে। 10এই কারণে তোমার পরিবারও তরবারি থেকে রক্ষা পাবে না। তুমি ঊরিয় হিত্তীয়ের স্ত্রীকে তোমার স্ত্রী করার জন্য নিয়ে এসেছ। এইভাবে তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ যে তুমি আমায় ঘৃণা করেছ।’

11‘‘প্রভু এ কথাই বলেন: ‘আমি তোমাকে সমস্যায় ফেলব। এই সমস্যা তোমার নিজের পরিবার থেকেই আসবে। আমি তোমার স্ত্রীদের তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো এবং তোমারই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজনকে দিয়ে দেব। সে তাদের সঙ্গে শয়ন করবে এবং প্রত্যেকে তা দিনের আলোর মত জানতে পারবে। 12তুমি বৎশেবার সঙ্গে গোপনে শয়ন করেছিলে। কিন্তু আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যাতে সব ইস্রায়েলীয় তা জানতে পারে।”*

13তখন দায়ূদ নাথনকে বললেন, ‘‘আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি।”

নাথন দায়ূদকে বললেন, ‘‘এই পাপের জন্যও প্রভু তোমায় ক্ষমা করে দেবেন। তুমি মরবে না। 14কিন্তু তুমি এমন কাজ করেছ যাতে প্রভুর বিরোধীরা তাঁর ওপর থেকে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। তাই তোমার শিশু সন্তান মারা যাবে।”

দায়ূদ ও বৎশেবার সন্তান মারা গেল

15তারপর নাথন বাড়ী চলে গেলেন। দায়ূদ এবং বৎশেবার যে শিশুপুত্র জন্মেছিল, প্রভু তাকে অসুস্থ করলেন। 16শিশু সন্তানটির জন্য দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। দায়ূদ খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করলেন। তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে সারারাত সেখানে থাকলেন। সারারাত তিনি মেঝেতে শুয়ে কাটালেন।

17দায়ূদের পরিবারের লোকেরা এসে তাকে মেঝে থেকে ওঠানোর চেষ্টা করল। তিনি সেই সব নেতাদের সঙ্গে খাবার খেতে অস্বীকার করলেন। 18সপ্তম দিনে, শিশুটি মারা গেল। শিশুটি যে মারা গেছে এ কথা দায়ূদের ভৃত্যরা দায়ূদকে বলতে ভয় পেল। তারা বলল, ‘‘দেখ, শিশুটি যখন বেঁচেছিল তখন আমরা দায়ূদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি কিন্তু আমাদের কথা শুনতে চান নি। যদি আমরা বলি যে শিশুটি মারা গেছে, হয়তো তিনি নিজের ক্ষতি করবেন।”

19দায়ূদ তাঁর ভৃত্যদের ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে দেখলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন শিশুটি মারা গেছে। দায়ূদ তাঁর ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করল, “শিশুটি কি মারা গেছে?”

ভৃত্যরা উত্তর দিল, ‘‘হ্যাঁ, সে মারা গেছে।”

20তখন দায়ূদ মেঝে থেকে উঠে পড়লেন। তিনি স্নান করলেন। জামাকাপড় বদল করে, অন্য কাপড় পরলেন। প্রভুর উপাসনার জন্য তিনি প্রভুর ঘরে গেলেন। তারপর তিনি বাড়ী গেলেন এবং কিছু খাবার চাইলেন। তাঁর ভৃত্যরা তাঁকে কিছু খাবার এনে দিল এবং তিনি খেলেন।

21দায়ূদের দাসরা তাঁকে বলল, ‘‘কেন আপনি এই সব কাজ করছেন? শিশুটি যখন বেঁচেছিল তখন আপনি কিছু খেলেন না, আপনি কাঁদলেন। কিন্তু শিশুটি মারা যেতে আপনি উঠলেন এবং খাবার খেলেন।”

22দায়ূদ বলল, ‘‘শিশুটি যখন বেঁচেছিল তখন আমি আহার ত্যাগ করেছিলাম এবং কেঁদেছিলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম, ‘কে বলতে পারে? হয়তো প্রভু আমার প্রতি করুণা করবেন এবং শিশুটিকে বাঁচতে দেবেন।’ 23কিন্তু এখন তো শিশুটি মৃত। তাই আমি কি আহার ত্যাগ করব? আমি কি শিশুটিকে আর ফিরে পাবো? না! একদিন আমি তার সঙ্গে মিলিত হব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে না।”

শলোমনের জন্ম হল

24দায়ূদ তাঁর স্ত্রী বৎশেবাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে শুলেন এবং মিলিত হলেন। বৎশেবা পুর্নবার গর্ভবতী হলেন। তাঁর আর একটি সন্তান হল। দায়ূদ তার নাম রাখলেন শলোমন। 25প্রভু ভাববাদী নাথনের মারফৎ তাঁর বার্তা পাঠালেন। নাথন শলোমনের নাম রাখলেন যিদীদীয়। প্রভুর জন্যেই নাথন এই কাজ করলেন।

দায়ূদ রব্বা অধিকার করলেন

26রব্বা অম্মোনদের রাজধানী শহর ছিল। যোয়াব রব্বার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তা দখল করেন। 27যোয়াব দায়ূদের কাছে বার্তাবাহক পাঠালেন এবং বললেন, ‘‘আমি রব্বার জলের শহরটি যুদ্ধ করে জয় করেছি। 28এখন অন্যান্য লোকেদের পাঠিয়ে এই শহর আক্রমণ করুন। আমি অধিকার করবার আগেই আপনাকে এই শহর দখল করতে হবে। যদি আমি এই শহর দখল করি তবে এই শহর আমার নামে পরিচিত হবে।”

আমি ... পারে আক্ষরিক অর্থে, “ইস্রায়েলের সকলের সামনে এবং সূর্যের সামনে।”

29তখন দায়ূদ সব লোকেদের একসঙ্গে জড় করলেন
এবং রব্বার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি রব্বার বিরুদ্ধে
লড়াই করলেন এবং রব্বা শহর দখল করলেন। 30দায়ূদ
তাদের রাজার মাথা* থেকে মুকুট কেড়ে নিলেন।
মুকুটটিতে প্রায় 75 পাউণ্ড সোনা ছিল। মুকুটটিতে
অনেক মূল্যবান মণিমুক্তো ছিল। তারা সেই মুকুট
দায়ূদের মাথায় পরিয়ে দিল। সেই শহর থেকে দায়ূদ
অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন।

31দায়ূদ রব্বার লোকেদেরও বের করে আনেন এবং
তাদের করাত, গাঁইতি ও কুড়ুল দিয়ে কাজ
করিয়েছিলেন। তিনি তাদের ইঁট দিয়ে গাঁথুনির কাজ
করাতে বাধ্য করেছিলেন। অম্মোনদের শহরগুলোর
সকলের প্রতি দায়ূদ এই একই জিনিষ করেছিলেন।
তারপর দায়ূদ এবং তাঁর সব সৈন্যসামন্ত জেরুশালেমে
ফিরে গিয়েছিল।

অম্নোন এবং তামর

13 অবশালোম নামে দায়ূদের এক পুত্র ছিল।
অবশালোমের বোন ছিল তামর। তামর ছিল
অত্যন্ত সুন্দরী। দায়ূদের আর এক পুত্র অম্নোন 2তামরকে
ভালোবেসেছিল। তামর ছিল কুমারী। অম্নোন কখনও
ভাবেনি যে সে তামরের প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার
করবে। কিন্তু অম্নোন তাকে প্রচণ্ডভাবে চাইত। অম্নোন
তামর সম্পর্কে প্রচণ্ড চিন্তা করত এবং একসময় সে
ভান করে নিজেকে অসুস্থ করে তুলল।

3শিমিয়ের পুত্র যোনাদব অম্নোনের বন্ধু ছিল। (শিমিয়
ছিল দায়ূদের ভাই।) যোনাদব প্রচণ্ড চালাক ছিল।
4যোনাদব তাকে বলল, ‘‘প্রতিদিনই তুমি রোগা হয়ে
যাচ্ছ! তুমি তো রাজার পুত্র। তোমার তো খাওয়ার
অভাব নেই, তাহলে কেন তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে?
আমাকে বল!”

অম্নোন যোনাদবকে বলল, ‘‘আমি তামরকে
ভালোবাসি। কিন্তু সে আমার ভাই অবশালোমের বোন।”

5যোনাদব অম্নোনকে বলল, ‘‘যাও, বিছানায় শুয়ে
অসুস্থতার ভান কর। যখন তোমার পিতা তোমাকে
দেখতে আসবেন তখন তাকে বলবে, ‘তামরকে আমার
কাছে আসতে দিন। সে আমার জন্য খাবার আনুক। সে
আমার সামনে আহার প্রস্তুত করুক। আমি তার রান্না
করা দেখব এবং তার হাতে খাব।’”

6এরপর অম্নোন বিছানায় শুয়ে পড়ে অসুস্থতার ভান
করল। রাজা দায়ূদ তাকে দেখতে এলেন। অম্নোন রাজা
দায়ূদকে বলল, ‘‘আমার বোন তামরকে আমার কাছে
আসতে দিন। আমার সামনে তাকে দুটো পিঠে বানাতে
দিন। তারপর আমি ওর হাতেই পিঠে খাব।”

7দায়ূদ তামরের বাড়ীতে বার্তাবাহক পাঠালেন।
বার্তাবাহক গিয়ে তামরকে বলল, ‘‘তোমার ভাই
অম্নোনের বাড়ী যাও এবং তার জন্য খাবার তৈরী কর।”

তামর অম্নোনের জন্য খাবার তৈরী করল

8তখন তামর তার ভাই অম্নোনের বাড়ী গেল। অম্নোন
বিছানায় শুয়ে ছিল। তামর এক তাল ময়দা নিয়ে দু
হাতে মেখে পিঠে তৈরী করল। সে যখন এই সব
করছিল তখন অম্নোন দেখছিল। 9তারপর তামর চাটু
থেকে পিঠেগুলিকে অম্নোনের জন্য বের করে
আনলো। কিন্তু অম্নোন তা খেল না। অম্নোন তার
ভৃত্যদের বলল, ‘‘এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমাকে
একা থাকতে দাও।” তখন তার সব ভৃত্য ঘর থেকে
বেরিয়ে গেল।

অম্নোন তামরকে ধর্ষণ করল

10তখন অম্নোন তামরকে বলল, ‘‘খাবারগুলি আমার
শোবার ঘরে নিয়ে এসো এবং আমাকে নিজে হাতে
খাইয়ে দাও।”

তখন তামর তার তৈরী করা পিঠেগুলি নিয়ে তার
ভাইয়ের শোবার ঘরে গেল। 11সে যখন অম্নোনকে
খাওয়াতে শুরু করেছে তখন অম্নোন তার হাত চেপে
ধরল। সে তাকে বলল, ‘‘বোন, এসো আমার সঙ্গে
শোও।”

12তামর অম্নোনকে বলল, ‘‘না ভাই! আমাকে এই
সব করতে বাধ্য কোর না। এই ধরণের লজ্জাজনক
কাজ কোর না। এই ধরণের ভয়াবহ কাজ ইস্রায়েলে
হওয়া উচিৎ নয়। 13আমি আমার লজ্জা থেকে কোনদিন
মুক্তি পাব না। লোকেরা ভাববে যে তুমি অপরাধীদের
একজন। রাজাকে জিজ্ঞাসা কর, “তিনি তোমাকে আমায়
বিয়ে করতে অনুমতি দেবেন।”

14কিন্তু অম্নোন তামরের কথা শুনল না। সে তামরের
থেকে শক্তিশালী ছিল। সে তাকে নিজের সঙ্গে শারীরিক
সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। 15তারপর অম্নোন
তামরকে ঘৃণা করতে শুরু করল। অম্নোন আগে তামরকে
যতখানি ভালোবেসেছিল এখন তার থেকে বেশী ঘৃণা
করতে লাগল। অম্নোন তামরকে বলল, “ওঠো এবং
এখান থেকে বেরিয়ে যাও।”

16তামর অম্নোনকে বলল, ‘‘না! আমাকে এইভাবে
তাড়িয়ে দিও না। এমনকি আমার সঙ্গে একটু আগে
যা করলে তার থেকেও সেটা খারাপ কাজ হবে।”

অম্নোন তার কথা শুনল না। 17অম্নোন তার ভৃত্যদের
ডেকে বলল, ‘‘এই মেয়েটাকে এখুনি আমার ঘর থেকে
বের করে দাও এবং দরজা বন্ধ করে দাও।”

18তখন অম্মোনের ভৃত্যরা তামরকে ঘর থেকে বের
করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

তামর বহু রঙে রঙিন একটা বড় কাপড় পরেছিল।
রাজার কুমারী মেয়েরা এই ধরণের কাপড় পরতো।
19তামর সেই কাপড় ছিঁড়ে ফেলল এবং মাথায় কিছুটা
ছাই দিল। তারপর সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে
লাগল।

20তখন তামরের ভাই অবশালোম তাকে জিজ্ঞাসা
করল, ‘‘তুমি কি তোমার ভাই অম্নোনের কাছে ছিলে?
সে কি তোমায় আঘাত দিয়েছে? বোন আমার, এখন

তাদের রাজার মাথা অথবা ‘‘মিল্‌কমের মাথা।” অম্মোনীয়রা মিল্‌কমের মূর্ত্তির পূজা করত।

শান্ত হও।* অম্নোন তোমার ভাই, তাই এই ব্যাপারটা আমরা ভেবে দেখব। তুমি কিছু চিন্তা কর না।" তাই তামর কিছু না বলে চুপচাপ তার ভাই অবশালোমের বাড়ী গেল এবং সেইখানেই থাকল।

21এই সংবাদ শুনে রাজা দায়ূদ প্রচণ্ড রেগে গেলেন।
22অবশালোম অম্নোনকে ঘৃণা করতে শুরু করল। অবশালোম অম্নোনকে ভালো বা মন্দ কোন কথাই বলল না। অবশালোম অম্নোনকে ঘৃণা করতে লাগল কারণ অম্নোন তার বোন তামরকে ধর্ষণ করেছিল।

অবশালোমের প্রতিশোধ

23দু বছর পরে, অবশালোমের লোকেরা তাদের মেষের গা থেকে পশম কাটতে বাল্-হাৎসোরে এলো। অবশালোম তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাজার সব সন্তানদের ডাকল।
24অবশালোম রাজার কাছে গিয়ে বলল, ''আমার কিছু লোকেরা আমার মেষগুলির গা থেকে লোম কাটতে আসছে। দয়া করে আপনার ভৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে এসে দেখুন।"

25রাজা দায়ূদ অবশালোমকে বলল, ''না, পুত্র। আমরা যাব না। তাতে তোমার সমস্যাই বাড়বে।"

অবশালোম, দায়ূদকে যাওয়ার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করলো। কিন্তু দায়ূদ গেলেন না, তিনি তাকে তাঁর আশীর্বাদ দিলেন।

26অবশালোম বলল, ''যদি আপনি যেতে না চান তাহলে আমার ভাই অম্নোনকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।"

রাজা দায়ূদ অবশালোমকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেন সে তোমার সঙ্গে যাবে?"

27অবশালোম দায়ূদের কাছে অনুনয় করেই চলল। সবশেষে দায়ূদ, অম্নোন এবং রাজার অন্যান্য সন্তানদের অবশালোমের সঙ্গে যেতে দিতে রাজী হলেন।

অম্নোন নিহত হল

28তারপর অবশালোম তার ভৃত্যদের এই নির্দেশ দিল, "অম্নোনকে নজরে রাখ। যখন দেখবে সে দ্রাক্ষারস পান করে মেজাজে আছে তখন আমি তোমাদের নির্দেশ দেব। তোমরা অবশ্যই অম্নোনকে আক্রমণ করবে এবং হত্যা করবে। তোমরা কেউ শাস্তি পাবার ভয় করো না। সর্বোপরি তোমরা তো কেবল আমার আদেশ পালন করবে। বীরের মত সাহসী হও।"

29অতএব অবশালোমের সৈন্যরা তাই করল যা সে তাদের করতে বলেছিল। তারা অম্নোনকে হত্যা করল। কিন্তু দায়ূদের অন্যান্য পুত্রেরা পালিয়ে গেল। প্রতিটি পুত্র তাদের খচ্চরে চড়ে পালাল।

দায়ূদ অম্নোমের মৃত্যুর খবর শুনলেন

30রাজার ছেলেরা তখনো নগরীর পথেই রয়েছে। কিন্তু কি ঘটেছে তা রাজা দায়ূদ সংবাদ পেয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি এ রকম ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন: "অবশালোম রাজার সব ছেলেদেরই হত্যা করেছে এবং একটা ছেলেও বেঁচে নেই।"

31রাজা দায়ূদ শোকে দুঃখে নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললেন এবং মাটিতে শুয়ে পড়লেন। দায়ূদের যে সব আধিকারিক তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল তারাও নিজেদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলল।

32কিন্তু, তখন যোনাদব, শিমিয়র পুত্র যে দায়ূদের একজন ভাই ছিল সে বলল, ''একথা ভাববেন না যে রাজার সব ছেলেই মারা গেছে। একমাত্র অম্নোনই মারা গেছে। যে দিন অম্নোন তামরকে ধর্ষণ করে সেদিন থেকেই অবশালোম এই ঘটনা ঘটানোর জন্য ফন্দি আঁটছিলো।
33হে আমার মনিব এবং রাজা, আপনি ভাববেন না যে আপনার সব ছেলে মারা গেছে, শুধুমাত্র অম্নোনই মারা গেছে।"

34অবশালোম দৌড়ে পালিয়ে গেল।

নগরীর প্রাচীরে একজন প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল পাহাড়ের ওদিক থেকে বহু লোকজন আসছে।
35তখন যোনাদব রাজা দায়ূদকে বলল, "দেখুন, আমি কি বলেছি! রাজার পুত্রেরা আসছে।"

36যোনাদব এই কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজার পুত্রেরা এসে পড়ল। তারা উচ্চস্বরে কাঁদছিল। দায়ূদ এবং তাঁর সব আধিকারিকরাও কাঁদতে শুরু করে দিল। তারা সকলে উথালি পাথালি হয়ে কাঁদল।
37দায়ূদ প্রতিদিনই তাঁর পুত্র অম্নোনের জন্য কাঁদতেন।

অবশালোম গশূরে পালালেন

অবশালোম গশূরের রাজা, অম্মীহূরের পুত্র তল্ময়ের কাছে পালিয়ে গেল।
38গশূরে পালিয়ে যাবার পর অবশালোম সেখানে তিন বছর ছিল।
39অম্মোনের মৃত্যুতে রাজা দায়ূদকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি অবশালোমের অভাব প্রচণ্ডভাবে অনুভব করেছিলেন।

যোয়াব দায়ূদের কাছে এক জন জ্ঞানী মহিলাকে পাঠালেন

14 সরূয়ার পুত্র যোয়াব জানতেন যে রাজা দায়ূদ প্রচণ্ডভাবে অবশালোমের অভাব বোধ করছেন।
2যোয়াব তকোয়েতে সেখান থেকে একজন জ্ঞানী মহিলাকে আনতে আদেশ দিয়ে বার্তাবাহকদের পাঠালেন। যোয়াব সেই জ্ঞানী মহিলাকে বললেন, ''প্রচণ্ড দুঃখের ভান কর এবং বিমর্ষ লাগে এমন জামাকাপড় পর। একদম সাজ-গোজ করো না। এমন নিপুণ অভিনয় করবে যেন দেখে মনে হয়, তুমি দীর্ঘদিন ধরে কাঁদছ।
3রাজার কাছে যাও এবং তাকে ঠিক এ কথাগুলোই বলবে যা আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।'' তারপর যোয়াব, সেই জ্ঞানী মহিলাটিকে কি কি বলতে হবে তা বলে দিলেন।

বোন ... হও অবশালোম তাকে এই কথা সকলের সামনে প্রকাশ করতে না বলল। সম্ভবতঃ তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করলেন যাতে লোকেদের গুজব এবং লজ্জা এড়ানো যায়।

4তখন তকোয়ের সেই মহিলা রাজার সঙ্গে কথা
বলল। মাটির দিকে মাথা নত করে সে বললো, “রাজা,
দয়া করে আমায় বাঁচান!”
5রাজা দায়ূদ তাকে বললেন, “তোমার সমস্যা কি?”
মহিলা বলল, “আমি একজন বিধবা। আমার স্বামী
মারা গেছে। 6আমার দুটি পুত্র ছিল। তারা মাঠে লড়াই
করছিল। তাদের বাধা দেবার মত কেউ ছিল না। আমার
এক পুত্র আর এক পুত্রকে হত্যা করেছে। 7এখন গোটা
পরিবার আমার বিরুদ্ধে। তারা আমাকে বলল, ‘সেই
পুত্রকে নিয়ে এসো যে তার ভাইকে মেরেছে– আমরাও
তাকে মেরে ফেলবো। কেন? কারণ সে তার ভাইকে
হত্যা করেছে।’ আমার আগুনের শেষ স্ফুলিঙ্গের মত
যদি ওরা আমার পুত্রকে মেরে ফেলে তাহলে সেই
আগুন জ্বলে শেষ হয়ে যাবে। সেই একমাত্র জীবিত
সন্তান যে তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।
অন্যথায়, আমার স্বামীর সম্পত্তি ভুল হাতে পড়বে
এবং তার নাম সেই জমি থেকে মুছে যাবে।”
8তখন রাজা সেই মহিলাকে বললেন, “বাড়ী চলে
যাও, আমি তোমার বিষয়গুলি দেখব।”
9তকোয়ের মহিলা রাজাকে বলল, “আমার মনিব
এবং রাজা, সব দোষ আমার ওপর এবং আমার
পরিবারের ওপর আসুক। আপনি এবং আপনার রাজত্ব
নির্দোষ হোক।”
10রাজা দায়ূদ বললেন, “কেউ যদি তোমাকে খারাপ
কিছু বলে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে দ্বিতীয়বার
তোমাকে জ্বালাতন করবে না।”
11মহিলা বলল, “আপনার প্রভু ঈশ্বরের নামে শপথ
করে বলুন যে আপনি সেই সব লোকেদের বাধা দেবেন।
তারা আমার পুত্রকে তার ভাইকে হত্যা করার জন্য
শাস্তি দিতে চাইছে। আপনি শপথ করুন যে ঐ লোকেদের
আপনি আমার পুত্রকে হত্যা করতে দেবেন না।”
দায়ূদ বললেন, “অস্তিত্বময় প্রভুর নামে শপথ নিয়ে
বলছি, কেউ তোমার পুত্রের ক্ষতি করতে পারবে না।
এমনকি তার মাথার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না।”
12মহিলা বলল, “হে আমার মনিব এবং রাজা,
আপনাকে আর কয়েকটা কথা বলতে দিন।”
রাজা বললেন, “বল।”
13তারপর সেই মহিলা বলল, “কেন আপনি ঈশ্বরের
লোকেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? হ্যাঁ, যখন
আপনি এই ধরণের কথাবার্তা বলেন তখন আপনি বুঝিয়ে
দেন যে আপনি অপরাধী। কেন? কারণ যে সন্তানকে
আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, তাকে
আপনি ঘরে ফিরিয়ে আনেন নি। 14আমরা প্রত্যেকেই
একদিন না একদিন মরব। আমরা প্রত্যেকেই মাটিতে
ফেলে দেওয়া জলের মত হব। সেই জলকে কেউই
পুনরায় মাটি থেকে তুলে আনতে পারে না। আপনি
জানেন ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা করেন। যারা নিরাপত্তার
জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, ঈশ্বর তাদের জন্য
পরিকল্পনা করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে
যাবার জন্য কাউকে বাধ্য করেন না। 15হে আমার
মনিব এবং রাজা এই কথাই আমি আপনাকে বলতে
এসেছি। কেন? কারণ লোকেরা আমাকে ভয় পাইয়ে
দিয়েছে। আমি নিজেকেই বললাম, ‘আমি রাজার সঙ্গে
কথা বলব। হয়তো রাজা আমাকে সাহায্য করতে
পারবেন। 16রাজা আমার কথা শুনবেন এবং যারা
আমাকে ও আমার পুত্রকে মেরে ফেলতে চাইছে তাদের
হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। ঈশ্বর আমাদের যা
দিয়েছিলেন, সেই লোকটি তা পাওয়া থেকে আমাদের
বঞ্চিত করতে চায়।’ 17আমি জানি আমার মনিব রাজার
কথা আমাকে স্বস্তি দেবে, কারণ আপনি ঈশ্বরের দূতের
মত। আপনি ভাল এবং মন্দ দুটো বিষয়েই অবগত
আছেন এবং প্রভু, আপনার ঈশ্বর আপনার সঙ্গেই
উপস্থিত আছেন।”
18রাজা দায়ূদ প্রত্যুত্তরে সেই মহিলাকে বললেন,
“আমি যে প্রশ্ন করব তুমি অবশ্যই তার উত্তর দেবে।”
মহিলাটি বলল, “হে গুরু, আমার রাজা, আপনার
প্রশ্ন করুন।”
19রাজা দায়ূদ জিজ্ঞাসা করলেন, “যোয়াব কি
তোমাকে এই সব কথা বলতে বলেছে?”
মহিলা উত্তর দিল, “আপনার দিব্যি হে আমার
মনিব রাজা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার
আধিকারিক যোয়াবই আমাকে এই সব কথা আপনাকে
বলতে বলেছে। 20যোয়াব এই কাজগুলি করেছে যাতে
আপনি এই ঘটনাগুলিকে অন্যভাবে দেখতে পান। হে
আমার মনিব, আপনি ঈশ্বরের দূতের মতই জ্ঞানী। এই
পৃথিবীতে যা যা ঘটে আপনি তার সবই জানেন।”

অবশালোম জেরুশালেমে ফিরে এল

21রাজা যোয়াবকে বললেন, “দেখ, আমি যা প্রতিজ্ঞা
করেছি, আমি তাই করব। তরুণ অবশালোমকে ফিরিয়ে
নিয়ে এস।”
22যোয়াব নত হলেন এবং রাজা দায়ূদকে আশীর্বাদ
করলো। তিনি রাজাকে বললেন, “আজ আমি জানতে
পারলাম আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন, কারণ আমি যা
চেয়েছিলাম আপনি তাই করেছেন।”
23তারপর যোয়াব উঠে পড়লেন এবং গশূরে গিয়ে
অবশালোমকে জেরুশালেমে নিয়ে এলেন। 24কিন্তু রাজা
দায়ূদ বললেন, “অবশালোম তার নিজের বাড়ীতে ফিরে
যেতে পারে। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে
না।” তখন অবশালোম নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল।
অবশালোম রাজার কাছে দেখা করতে যেতে পারল
না। 25লোকে অবশালোমের সৌন্দর্যের প্রশংসা করত।
অবশালোমের মত সুদর্শন গোটা ইস্রায়েলে কেউ ছিল
না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবশালোমের কোথাও কোন
খুঁত ছিল না। 26বছরের শেষে অবশালোম তার মাথা
থেকে চুল কেটে ফেলত এবং সেই চুল ওজন করত।
সেই চুল ওজনে প্রায় আড়াই সেরের মত হত।
27অবশালোমের তিনটি পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল।
তার কন্যার নাম ছিল তামর। তামর অতীব সুন্দরী
ছিল।

অবশালোম যোয়াবকে তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য করল

28অবশালোম পুরো দু বছর জেরুশালেমে ছিল।
এই সময়ে রাজা দায়ূদের সঙ্গে তার দেখা করার অনুমতি
ছিল না। 29অবশালোম যোয়াবের কাছে বার্তাবাহক
পাঠালো। বার্তাবাহক যোয়াবকে বললো অবশালোমকে
রাজার কাছে পাঠাতে। কিন্তু যোয়াব অবশালোমের
কাছে এলেন না। দ্বিতীয়বার অবশালোম খবর পাঠাল।
এবারও যোয়াব এলেন না।

30তখন অবশালোম তার ভৃত্যদের বলল, ‘‘দেখ,
আমার জমির পাশেই যোয়াবের জমি। সে তার ক্ষেতে
যব ফলিয়েছে। তোমরা গিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও।”

তখন অবশালোমের ভৃত্যরা গিয়ে যোয়াবের জমিতে
আগুন ধরিয়ে দিল। 31যোয়াব অবশালোমের বাড়ী
এলেন। যোয়াব অবশালোমকে বললেন, “কেন তোমার
ভৃত্যরা আমার জমিতে আগুন দিয়েছে?”

32অবশালোম যোয়াবকে বললো, ‘‘আমি তোমাকে
একটা খবর পাঠিয়েছিলাম, এখানে আসতে বলেছিলাম।
আমি তোমাকে রাজার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলাম। আমি
চেয়েছিলাম তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর কেন তিনি আমাকে
গশূর থেকে ঘরে ফিরে আসতে বলেছিলেন। যেহেতু
আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নেই, কাজেই
আমার পক্ষে সেখানে থেকে যাওয়াই ভাল হোত। এখন
আমাকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে দাও। যদি আমি
কোন অন্যায় করে থাকি, তবে তিনি আমায় হত্যা
করতে পারেন!”

রাজা দায়ূদের সঙ্গে অবশালোম দেখা করলেন

33যোয়াব রাজার কাছে এসে অবশালোমের সব কথা
বললেন। রাজা অবশালোমকে ডেকে পাঠালেন।
অবশালোম রাজার কাছে এলো। রাজার সামনে এসে
অবশালোম মাটিতে নত হয়ে রাজাকে প্রণাম করল
এবং রাজা অবশালোমকে চুম্বন করলেন।

অবশালোম অনেককে বন্ধু করে নিল

15 এরপর অবশালোম নিজের জন্য একটা রথ
এবং অনেকগুলো ঘোড়া নিল। যখন সে রথ
চালিয়ে যেত তখন তার রথের সামনে দৌড়াবার জন্য
50 জন লোকও ছিল। 2অবশালোম প্রতিদিন সকালে
খুব ভোরে উঠে ফটকের কাছে* এসে দাঁড়াত।
অবশালোম এমন একজনকে খুঁজত যে তার সমস্যা
নিয়ে বিচারের জন্য রাজা দায়ূদের কাছে যাচ্ছে।
অবশালোম তার সঙ্গে কথা বলত। অবশালোম বলত,
‘‘কোন শহর থেকে তুমি আসছ?” লোকটা হয়তো
বলত, ‘‘আমি ইস্রায়েলের অমুক পরিবারগোষ্ঠীর অমুক
পরিবারের লোক।” 3তখন অবশালোম তাকে বলত,
‘‘দেখ, তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু রাজা তো তোমার কথা
শুনবেন না।”

4অবশালোম বলত, ‘‘আহা, আমার ইচ্ছা হয় কেউ
বেশ আমাকে এই দেশের বিচারক করে দিত! তাহলে
যারা সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসত তাদের
প্রত্যেককে আমি সাহায্য করতে পারতাম। তার সমস্যার
সুষ্ঠ সমাধান পেতে আমি তাকে সাহায্য করতে পারতাম।”

5যদি কোন ব্যক্তি অবশালোমের কাছে এসে মাথা
নীচু করে, তাহলে সে তার সঙ্গে তার সবচেয়ে ভাল
বন্ধুর মতই ব্যবহার করত। অবশালোম গিয়ে তাকে
হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরত এবং চুম্বন করত। 6সমস্ত
ইস্রায়েলীয়রা, যারা রাজা দায়ূদের কাছে ন্যায়ের জন্য
আসত তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই অবশালোম এক রকম
আচরণ করত। এইভাবে অবশালোম ইস্রায়েলের
লোকেদের মন জয় করেছিল।

অবশালোম দায়ূদের রাজ্য অধিকার করার পরিকল্পনা করল

7চার বছর* পর অবশালোম রাজা দায়ূদকে বললো,
‘‘হিব্রোণে থাকার সময় প্রভুর কাছে যে বিশেষ প্রতিজ্ঞা
করেছিলাম তা পূরণ করার জন্যে আমাকে যেতে দিন।
8অরামের গশূরে থাকার সময়েও আমি সেই একই
প্রতিশ্রুতি করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ‘প্রভু যদি
আমাকে জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনেন, আমি প্রভুর
সেবা করব।’”

9রাজা দায়ূদ বলেন, ‘‘শান্তিতে যাও।”

অবশালোম হিব্রোণে চলে গেলেন। 10কিন্তু
অবশালোম ইস্রায়েলের প্রত্যেকটা পরিবারগোষ্ঠীর কাছে
গুপ্তচর পাঠাল। চররা লোকেদের বলতে লাগল, ‘‘যখন
তোমরা শিঙার রব শুনবে তখন বলবে ‘অবশালোম
হিব্রোণের রাজা হয়েছে!’”

11অবশালোম তার সঙ্গে যাবার জন্য 200 জন
লোককে ডাকল। তারা তার সঙ্গে জেরুশালেম থেকে
চলে গেল কিন্তু তারা জানে না, সে কি পরিকল্পনা
করেছে। 12অহীথোফল দায়ূদের অন্যতম একজন
পরামর্শদাতা ছিল। অহীথোফল ছিল গীলো শহরের
লোক। অবশালোম যখন উৎসর্গ নিবেদন করেছিল
তখন সে অহীথোফলকে তার শহর গীলো থেকে
ডেকে পাঠাল। অবশালোমের ফন্দি খুব ভালভাবেই
কার্যকরী হয়েছিল এবং বহু লোক তাকে সমর্থন
করেছিল।

দায়ূদ অবশালোমের পরিকল্পনা জানতে পারলেন

13দায়ূদকে সংবাদ দিতে একজন লোক এলো। সে
বললো, ‘‘ইস্রায়েলের লোকেরা অবশালোমকে অনুসরণ
করতে শুরু করেছে।”

14তারপর দায়ূদ জেরুশালেমে বসবাসকারী তাঁর
সব আধিকারিকদের বললেন, ‘‘আমরা পালিয়ে যাব।
আমরা যদি পালিয়ে না যাই, অবশালোম আমাদের
যেতে দেবে না। তাড়াতাড়ি কর, যেন অবশালোম

ফটকের কাছে এটি সেই জায়গা যেখানে লোকেরা ব্যবসার জন্য আসত এবং কিছু মামলা সমাপ্ত করত।

চার বছর কিছু প্রাচীন লেখায় আছে ‘‘40 বছর।”

আমাদের ধরতে না পারে। সে আমাদের এবং
জেরুশালেমের সব লোককে মেরে ফেলবে।”
15রাজার আধিকারিকরা তাঁকে বলল, “আপনি
আমাদের যা বলবেন, আমরা তাই করব।”

দায়ূদ এবং তাঁর লোকেরা পালিয়ে গেল

16রাজা দায়ূদ লোকজন সহ পালিয়ে গেলেন। রাজা
তাঁর বাড়ী দেখাশোনা করার জন্য তাঁর দশজন
উপপত্নীকে রেখে গেলেন। 17রাজা চলে যেতে সব
লোকেরাও তাঁকে অনুসরণ করল। শেষ বাড়ীতে গিয়ে
তারা থামল। 18তাঁর সমস্ত আধিকারিক তাঁর সামনে
দিয়ে হেঁটে সবলে গেল। করেথীয়, পলেথীয় এবং
(গাতের 600 পুরুষ) রাজার সামনে দাঁড়াল।
19রাজা গাতের ইত্তয়কে বললেন, “কেন তুমিও
আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ? ফিরে যাও। নতুন রাজা
অবশালোমের সঙ্গে যোগ দাও। তুমি একজন ভিন্‌দেশী।
এটা তোমার দেশ নয়। 20কেবলমাত্র গতকাল তুমি
আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ। তুমি নিশ্চয়ই আমার
সঙ্গে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে
বেড়াবে না? তুমি তোমার ভাইদের নাও এবং যাও।
তোমার প্রতি দয়া ও আনুগত্য প্রদর্শিত হোক।”
21কিন্তু ইত্তয় রাজাকে উত্তর দিল, “আমি প্রভুর
নামে শপথ নিয়ে বলছি, আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন
ততদিন আমি আপনার সঙ্গেই থাকব!”
22দায়ূদ ইত্তয়কে বললেন, “এসো, আমরা কিদ্রোণ
স্রোত পার হয়ে যাই।”
তখন গাতের ইত্তয় এবং তার সব লোক তাদের
ছেলে-মেয়েসহ কিদ্রোণ স্রোত পার হয়ে গেল। 23সব
লোকেরা উচ্চৈস্বরে কাঁদছিল। রাজা দায়ূদ কিদ্রোণ স্রোত
পার হয়ে গেলেন। তারপর সব লোক মরুভূমির পথে
পা বাড়াল।
24সাদোক এবং তার সঙ্গে অন্যান্য লেবীয়রা ঈশ্বরের
পবিত্র সিন্দুক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক নামিয়ে রাখল। যতক্ষণ পর্যন্ত না সব লোক
জেরুশালেম ত্যাগ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিয়াথর
পবিত্র সিন্দুকের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং প্রার্থনা
করলেন।
25রাজা দায়ূদ সাদোককে বললেন, “ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক জেরুশালেমে নিয়ে যাও। প্রভু যদি আমার
প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি আবার আমায় জেরুশালেমে
ফিরিয়ে আনবেন এবং আমাকে জেরুশালেম ও তাঁর
আবাস স্থান দেখতে দেবেন। 26আর যদি প্রভু আমার
প্রতি প্রসন্ন না হন, তিনি আমার প্রতি তাঁর যা ইচ্ছা
তাই করতে পারেন।”
27রাজা যাজক সাদোককে বললেন, “তুমিও একজন
ভাববাদী। তুমি শান্তিতে নগরীতে ফিরে যাও। তোমার
পুত্র অহীমাস এবং অবীয়াথরের পুত্র যোনাথনকে সঙ্গে
নিয়ে এস। 28মরুভূমিতে যাবার জন্য যে জায়গায় সবাই
নদী পার হয়, সেখানে আমি তোমার কাছ থেকে কোন
খবর না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।”
29সেইমত, সাদোক এবং অবীয়াথর ঈশ্বরের পবিত্র
সিন্দুক জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল।

দায়ূদ অহীথোফলের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করলেন

30দায়ূদ জৈতুন পর্বতে উঠলেন। তিনি কাঁদছিলেন।
তিনি মাথা ঢেকে খালি পায়ে গেলেন। অন্যান্য সকলে
মাথা ঢেকে দায়ূদের সঙ্গে গেল। তারাও কাঁদতে কাঁদতে
দায়ূদের সঙ্গে গেল। 31একজন লোক দায়ূদকে বলল,
“যারা অবশালোমের সঙ্গে ফন্দি আঁটছে অহীথোফল
তাদের মধ্যে একজন।” তখন দায়ূদ প্রার্থনা করলেন,
“প্রভু আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি
অহীথোফলের চক্রান্ত ব্যর্থ কর।” 32দায়ূদ পর্বতের শিখরে
এলেন। এখান থেকে তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বরের উপাসনা
করতেন। সেই সময় অর্কীয় হূশয় তাঁর কাছে এল। তার
মাথায় ধূলোবালি এবং পরণে ছিন্নবস্ত্র।
33দায়ূদ হূশয়কে বললেন, “যদি তুমি আমার সঙ্গে
যাও তাহলে আমাকে দেখাশোনা করবার জন্য তুমি
হবে আর একজন ব্যক্তি। 34কিন্তু যদি তুমি জেরুশালেমে
ফিরে যাও তবে তুমি অহীথোফলের চক্রান্তকে ব্যর্থ
করতে পারবে। অবশালোমকে গিয়ে বল, ‘হে রাজা
আমি আপনার দাস। আমি আপনার পিতার সেবা
করেছি। এখন আমি আপনার সেবা করব।’ 35সাদোক
এবং অবিয়াথর যাজকগণ তোমার সঙ্গে থাকবেন।
রাজার বাড়ীতে তুমি যা যা শুনেছ, তুমি অবশ্যই তাদের
সবই বলে দেবে। 36সাদোকের পুত্র অহীমাস এবং
অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন তাদের সঙ্গে থাকবে। তুমি
রাজার প্রাসাদে যা কিছু শুনবে, তা ওদের মাধ্যমে
আমাকে জানাতে থাকবে।”
37তারপর দায়ূদের বন্ধু হূশয় সেই শহরে চলে গেল।
অবশালোমও জেরুশালেমে এল।

সীবঃ দায়ূদের সঙ্গে দেখা করল

16 দায়ূদ জৈতুন পর্বতের চূড়ার দিকে যখন কিছুটা
উঠেছেন, তখন মফীবোশতের ভৃত্য সীবঃ এর
সঙ্গে দায়ূদের দেখা হল। সীবঃ এর গাধা দুটি তাদের
পিঠে বস্তাভরা জিনিষ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাতে 200
টা রুটি, 100 থোকা কিস্‌মিস্, 100 টা গ্রীষ্মের মরশুমী
ফলসহ এক কুপা দ্রাক্ষারস ছিল। 2রাজা দায়ূদ সীবঃকে
জিজ্ঞাসা করলেন, “এই জিনিসগুলো কি কাজে
লাগবে?”
সীবঃ উত্তর দিল, “গাধাগুলি রাজপরিবারের
লোকেদের চড়ার জন্য। রুটি এবং গ্রীষ্মের ফলগুলো
রাজার আধিকারিকদের খাওয়ার জন্য। মরুভূমির পথে
কেউ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে সে এই দ্রাক্ষারস পান
করতে পারে।”
3তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “মফীবোশৎ
কোথায়?”
সীবঃ উত্তর দিল, “মফীবোশৎ এখন জেরুশালেমে
রয়েছে। সে ভাবছে, ‘ইস্রায়েলীয়রা আজ আমার দাদুর
রাজত্ব আমায় ফিরিয়ে দেবে।’”

4তখন রাজা সীবঃকে বললেন, ‘‘সেই কারণে মফীবোশতের যা কিছু আছে তা আমি তোমাকে দিলাম।”
সীবঃ বলল, ‘‘আমি আপনাকে প্রণাম করি। আমার বিশ্বাস, আমি সর্বদাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারব।”

শিমিয়ি দায়ূদকে অভিশাপ দিল

5দায়ূদ বহুরীমে এলেন। শৌলের পরিবারের একজন লোক বহুরীম থেকে এল। লোকটার নাম শিমিয়ি– সে গেরার পুত্র। শিমিয়ি দায়ূদের উদ্দেশ্যে অহিতকর কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল। এবং বার বার সে খারাপ কথাই বলতে থাকল।
6শিমিয়ি দায়ূদ এবং তাঁর আধিকারিকদের দিকে পাথর ছুঁড়ছিল। কিন্তু সব লোক এবং সৈন্যরা দায়ূদকে ঘিরে দাঁড়াল এবং তাঁর চারদিকে জড়ো হল। 7শিমিয়ি দায়ূদকে এই বলে অভিশাপ দিল: ‘‘বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, তুমি একজন জঘণ্য খুনী! 8প্রভু তোমায় শাস্তি দিচ্ছেন। কেন? কারণ তুমি শৌলের পরিবারের লোকেদের মেরে ফেলেছ। তুমি চুরি করে শৌলের জায়গায় রাজা হয়ে বসেছ। এখন সেরকমই খারাপ কিছু তোমার নিজের ক্ষেত্রে ঘটছে। প্রভু তোমার রাজত্ব তোমার পুত্র অবশালোমকে দিয়েছেন। কেন? কারণ তুমি একজন খুনী।”
9সরূয়ার পুত্র অবীশয় রাজাকে বলল, ‘‘এই মরা কুকুরটা কেন আপনাকে অভিশাপ করবে? হে রাজা, প্রভু আমার, আমাকে যেতে দিন, আমি গিয়ে শিমিয়ির মুণ্ডু কেটে উড়িয়ে দিই।”
10কিন্তু রাজা উত্তর দিলেন, ‘‘ওহে সরূয়ার পুত্র, এটা তোমার কোন ব্যাপার নয়। সে প্রকৃতই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু প্রভু তাকে বলেছেন আমাকে অভিশাপ দিতে। প্রভু যা করেন সে বিষয়ে কে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে?”
11দায়ূদ অবীশয় এবং তাঁর ভৃত্যদের আরও বললেন, ‘‘দেখ, আমার নিজের পুত্র অবশালোম আমাকে হত্যা করতে চাইছে। বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর এই ব্যক্তির (শিমিয়ি) আমাকে হত্যা করার অনেক বেশি অধিকার আছে। ওকে একা ছেড়ে দাও। ওকে আমায় অভিশাপ দিয়ে যেতে দাও। প্রভু ওকে এই কাজ করতে বলেছেন।
12হয়তো আমার প্রতি যা কিছু ভুল করা হয়েছে প্রভু তা দেখবেন। তাহলে শিমিয়ি আজ আমার বিরুদ্ধে যা যা খারাপ কথা বলেছে, প্রভু হয়তো তার জন্য আমাকে ভাল কিছু দেবেন।”
13অতএব দায়ূদ এবং তার লোকেরা রাস্তা দিয়ে পুনরায় চলতে লাগল। কিন্তু শিমিয়ি দায়ূদকে অনুসরণ করতে থাকলো। রাস্তার অন্যদিক দিয়ে সে পাহাড়ের ধারে ধারে চলতে থাকলো। পথে যেতে যেতে শিমিয়ি দায়ূদের উদ্দেশ্যে খারাপ খারাপ কথা বলতে থাকলো। শিমিয়ি দায়ূদের উদ্দেশ্যে পাথর এবং কাদা ছুঁড়তে লাগল।
14রাজা দায়ূদ এবং তাঁর সব লোকেরা যর্দ্দন নদীর কাছে এসে পৌঁছালেন। রাজা এবং তাঁর লোকেরা খুব ক্লান্ত ছিলেন। তাঁরা সেখানে বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের খানিকটা চাঙ্গা করে নিলেন।
15অবশালোম, অহীথোফল এবং ইস্রায়েলের সব লোক জেরুশালেমে এল। 16দায়ূদের বন্ধু অর্কীয় হূশয় অবশালোমের কাছে এল। হূশয় অবশালোমকে বলল, “রাজা দীর্ঘজীবী হোক! রাজা দীর্ঘজীবী হোক!”
17অবশালোম উত্তর দিল, ‘‘তুমি তোমার বন্ধু দায়ূদের প্রতি একনিষ্ঠ নও কেন? তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে জেরুশালেম থেকে চলে গেলে না কেন?”
18হূশয় বলল, ‘‘প্রভু যাকে বেছে নেন আমি তো তারই। লোকেরা এবং ইস্রায়েলের সব লোকেরা আপনাকে বেছে নিয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে অবশ্যই থাকব। 19অতীতে আমি আপনার পিতার সেবা করেছি। অতএব এখন আমি দায়ূদের পুত্রের সেবা করব। আমি আপনারই সেবা করব।”

অবশালোম অহীথোফলের কাছ থেকে উপদেশ চাইল

20অবশালোম অহীথোফলকে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘বল, এখন কি করা উচিৎ।”
21অহীথোফল অবশালোমকে বলল, ‘‘তোমার পিতা এখানে ঘর-বাড়ী দেখাশোনা করার জন্য তাঁর কয়েকজন উপপত্নীদের রেখে গেছেন। যাও এবং তাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন কর। তখন সব ইস্রায়েলী জানবে তোমার পিতা তোমাকে ঘৃণা করে। তোমার সব লোকেরা তোমাকে সমর্থন করতে উৎসাহিত হবে এবং তোমাকে তাদের পূর্ণ সমর্থন দেবে।”
22তখন তারা বাড়ীর ছাদে অবশালোমের জন্য একটা তাঁবু ফেলল। অবশালোম তার পিতার উপপত্নীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করল। সব ইস্রায়েলীয়ই তা দেখল। 23সেই সময় থেকে অহীথোফলের উপদেশ অবশালোম এবং দায়ূদ উভয়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা ছিল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

দায়ূদ সম্পর্কে অহীথোফলের উপদেশ

17 অহীথোফল অবশালোমকে বলল, ‘‘আমাকে 12,000 লোক বেছে নিতে দাও। আজ রাতেই আমি দায়ূদকে তাড়া করব। 2যখন সে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে যাবে তখন আমি তাকে ধরব। আমি তাকে ভীত ও আতঙ্কিত করে তুলব। তার সব লোকেরা দৌড়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু আমি শুধু রাজা দায়ূদকেই হত্যা করব। 3তারপর আমি সব লোককে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। যদি দায়ূদ মারা যায়, তাহলে সব লোকেরা শান্তিতে ফিরে আসবে।” 4অবশালোম এবং ইস্রায়েলের সব নেতার কাছেই এই প্রস্তাব ভাল বলে মনে হল।
5কিন্তু অবশালোম বলল, ‘‘এখন আমি অর্কীয় হূশয়কে ডাকি। সে কি বলে তাও আমি শুনতে চাই।”

হূশয় অহীথোফলের প্রস্তাব পণ্ড করে দিল

6হূশয় অবশালোমের কাছে এল। অবশালোম হূশয়কে বলল, “অহীথোফল এই পরামর্শ দিয়েছে। আমরা কি

এটাই অনুসরণ করব? তা যদি না হয় তাহলে বল কি করা উচিৎ?”

7হূশয় অবশালোমকে বলল, “অহীথোফলের উপদেশ এই সময়ে উপযোগী নয়।” **8**হূশয় আরও বলল, ‘‘তুমি জানো যে তোমার পিতা এবং তার লোকেরা খুবই শক্তিশালী। বাচ্চা কেড়ে নিলে বুনো ভাল্লুক যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে ওরাও তেমনিই ভয়ঙ্কর। তোমার পিতা একজন দক্ষ যোদ্ধা। তিনি কখনও সারারাত ওই লোকেদের সঙ্গে থাকবেন না। **9**সম্ভবতঃ তিনি কোন গুহা বা অন্য কোথাও ইতিমধ্যে লুকিয়ে পড়েছেন। যদি তোমার পিতা তোমার লোকেদের আগে আক্রমণ করে, লোকে এই সংবাদ জানতে পারবে। এবং তারা ভাববে, ‘অবশালোমের লোকেরা হেরে যাচ্ছে !’ **10**তখন সিংহের মত সাহসী যোদ্ধারাও ভীত ও আতঙ্কিত হবে। কেন? কারণ গোটা ইস্রায়েল এই কথা জানে যে তোমার পিতা শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তাঁর লোকেরা অত্যন্ত সাহসী।

11‘‘আমার প্রস্তাব হল এই: তুমি অবশ্যই দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত সব ইস্রায়েলীয়দের একসঙ্গে জড়ো করবে। সমুদ্রে যেমন অগুনতি বালি থাকে সেরকমই সেখানে অনেক লোক হবে। তারপর, তুমি নিজে অবশ্যই যুদ্ধে যাবে। **12**দায়ূদ যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানেই আমরা তাকে ধরব। অগণিত সৈন্যসহ আমরা দায়ূদকে আক্রমণ করব। ভূমিকে ঢেকে দেওয়া অসংখ্য শিশির কণার মত আমরা ওদের ঢেকে দেব। আমরা দায়ূদ এবং তাঁর লোকেদের হত্যা করব। কাউকে জীবিত ছাড়া হবে না। **13**যদি দায়ূদ নগরের ভিতরে পালিয়ে যান সকল ইস্রায়েলীয় মিলে দড়ি দিয়ে আমরা নগরের প্রাচীর ভেঙ্গে দেব। তাদের সবাইকে আমরা উপত্যকায় টেনে নামাব। নগরের একটা ছোট্ট পাথর পর্যন্ত আমরা রাখতে দেব না।”

14অবশালোম এবং সকল ইস্রায়েলীয় বলল, ‘‘অর্কীয় হূশয়ের উপদেশ অহীথোফলের উপদেশের চেয়ে ভাল।” তারা একথা বলল কারণ তা ছিল প্রভুর পরিকল্পনা। অবশালোমকে শাস্তি দেবার জন্য প্রভু অহীথোফলের সৎ উপদেশকে বিফল করার ফন্দি এঁটেছিলেন।

হূশয় দায়ূদকে একটি সাবধানবাণী পাঠাল

15ঐসব কথা হূশয় সাদোক এবং অবীয়াথর এই দুই যাজকদের বলল। অহীথোফল অবশালোম এবং ইস্রায়েলের নেতাদের যে পরামর্শ দিয়েছে হূশয় তাও বলল। হূশয় নিজে যা যা পরামর্শ দিয়েছিল তাও তাদের বলল। হূশয় বলেছিল, **16**‘‘খুব শীঘ্র দায়ূদকে এই খবর দাও। তাঁকে বল, যেখান দিয়ে নদী পার হয়ে লোকে মরুভূমিতে ঢোকে তিনি যেন সেখানে আজ রাতে না থাকেন। তাকে এখুনি যর্দ্দন নদী পার হয়ে যেতে বল। যদি তিনি নদী পার হয়ে চলে যান তবে রাজা এবং তাঁর লোকেরা ধরা পড়বে না।”

17যাজকের দুই পুত্র যোনাথন এবং অহীমাস ঐন্-রোগেলে অপেক্ষা করছিল। তারা চাইত না কেউ যেন তাদের শহরে প্রবেশ করতে দেখুক। শুধুমাত্র এক দাসী এসে তাদের সব খবরাখবর দিয়ে যেত। তারপর যোনাথন এবং অহীমাস রাজা দায়ূদের কাছে গিয়ে সব কথা বলত। **18**কিন্তু এক বালক যোনাথন এবং অহীমাসকে দেখে ফেলল। এই ঘটনা অবশালোমকে বলার জন্য বালকটি ছুটে চলে গেল। যোনাথন এবং অহীমাসও তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালাল এবং বহুরীমে এক লোকের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। লোকটার বাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণে একটা কুয়ো ছিল। যোনাথন এবং অহীমাস সেই কুয়োতে নেমে গেল। **19**সেই লোকটির স্ত্রী কুয়োর ওপর একটা আচ্ছাদন রেখে দিল। তারপর সে সেই কুয়োর ওপর গমের বীজ বিছিয়ে দিল, তাই সেটি শস্যের স্তূপের মতই দেখতে লাগছিল। তাই লোকেরা জানতে পারল না যে যোনাথন এবং অহীমাস তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। **20**অবশালোমের ভৃত্যরা সেই বাড়ীতে এসে সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, “অহীমাস এবং যোনাথন কোথায়?”

মহিলা অবশালোমের ভৃত্যদের বললো, ‘‘ইতিমধ্যেই তারা নদী পার হয়ে গেছে।”

তখন অবশালোমের ভৃত্যরা যোনাথন ও অহীমাসের সন্ধানে চলে গেল। কিন্তু তারা তাকে খুঁজে পেল না। অতঃপর অবশালোমের ভৃত্যরা জেরুশালেমে ফিরে এল। **21**অবশালোমের ভৃত্যরা চলে যাওয়ার পর, যোনাথন ও অহীমাস কুয়ো থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারা রাজা দায়ূদের কাছে গেল এবং দায়ূদকে বললো, ‘‘খুব তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে চলে যান। অহীথোফল আপনার বিরুদ্ধে এই সব ষড়যন্ত্র করেছে।”

22তখন দায়ূদ এবং তাঁর লোকেরা যর্দ্দন নদী পার হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের আগেই দায়ূদের সব লোকেরা যর্দ্দন নদী পার হয়ে গেল।

অহীথোফল আত্মহত্যা করল

23অহীথোফল দেখল যে তার উপদেশ ইস্রায়েলীয়রা গ্রহণ করেনি। সে তার গাধার পিঠে জিন চড়িয়ে তার নিজের নগরে ফিরে এল। তার পরিবারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করে সে গলায় দড়ি দিল। অহীথোফল মারা গেলে লোকেরা তাকে তার পিতার কবরেই কবর দিল।

অবশালোম যর্দ্দন নদী পার হল

24দায়ূদ মহনয়িমে এলেন।

অবশালোম এবং তার সঙ্গে যে সব ইস্রায়েলীয়রা ছিল তারা যর্দ্দন নদী পার হয়ে গেল। **25**অবশালোম অমাসাকে তার সৈন্যদলের অধিনায়করূপে নিযুক্ত করল। অমাসা যোয়াবের জায়গা নিল। অমাসা ছিল যিথ্র, একজন ইস্মায়েলীয়* ছেলে। অমাসার মায়ের নাম অবীগল। সে সরূয়ার বোন নাহশের মেয়ে। সরূয়া ছিল যোয়াবের মা।

ইস্মায়েলীয় হিব্রুতে আছে ‘‘ইস্রায়েলীয়।’’ কিন্তু 1ম বংশাবলি 2:17 এবং প্রাচীন গ্রীক অনুবাদে আছে “ইস্মায়েলীয়।”

26অবশালোম এবং ইস্রায়েলীয়রা গিলিয়দে তাঁবু ফেলে অবস্থান করল।

শোবি, মাখীর এবং বর্সিল্লয়

27দায়ূদ মহনয়িমে এলেন। শোবি, মাখীর এবং বর্সিল্লয় সেইখানেই ছিল। শোবি অম্মোনদের রব্বা শহরের নাহশের পুত্র। মাখীর হল লোদবার নিবাসী অম্মীয়েলের পুত্র। আর বর্সিল্লয় গিলিয়দের, রোগলীমের থেকে এসেছিল। 28-29সেই তিনজন লোক বলল, "মরুভূমিতে যে লোকেরা রয়েছে তারা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত।" তাই তারা দায়ূদের জন্য এবং তাঁর সঙ্গে যে লোকেরা ছিল তাদের জন্য অনেক কিছু জিনিস এনেছিল। তারা বিছানা, এবং অন্যান্য পাত্রাদি এনেছিল। এছাড়াও তারা গম, যব, ময়দা, ভাজা শস্য, বীন, শাক, শুকনো বীজ, মধু, মাখন, মেষ এবং পনীর এনেছিল।

দায়ূদ যুদ্ধের প্রস্তুতি করলেন

18 দায়ূদ তাঁর লোকেদের একবার গুনে নিলেন। তিনি 1000 জন এবং 100 জন করে লোক ভাগ করে প্রতিটি দলের জন্য একজন অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। 2দায়ূদ তাঁর লোকেদের তিনটে দলে ভাগ করে দিলেন এবং তারপর তাদের পাঠিয়ে দিলেন। যোয়াব এক তৃতীয়াংশ লোকের নেতৃত্বে ছিল। যোয়াবের ভাই সরূয়ার পুত্র অবীশয় অপর একভাগ লোককে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এবং গাতের ইত্তয় বাকী অংশের নেতৃত্বে ছিল।

রাজা দায়ূদ তাঁদের বললেন, "আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।"

3কিন্তু লোকেরা বলে উঠল, "না! আপনি আমাদের সঙ্গে একদম আসবেন না। কেন? কারণ আমরা যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাই, তাহলে অবশালোমের লোকেরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। এমনকি, আমাদের অর্ধেক লোক যদি মারাও যায় তাতেও অবশালোমের লোকেদের কিছু এসে যাবে না, কিন্তু আপনি আমাদের 10,000 লোকের সমান। তাই আপনার পক্ষে শহরে থাকাই ভাল। তখন আমরা সাহায্য চাইলে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।"

4রাজা তাদের বললেন, "তোমরা যা ভাল বোঝ আমি তাই করব।"

তখন রাজা ফটকের একদিকে দাঁড়ালেন। সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে গেল। শ'য়ে শ'য়ে এবং হাজারে হাজারে সেনাবাহিনী বেরিয়ে এল।

"তরুণ অবশালোমের সঙ্গে ভদ্র ও কোমল আচরণ কর!"

5যোয়াব, অবীশয় এবং ইত্তয়কে রাজা আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, "আমার মুখ চেয়ে তোমরা এই কাজ কর। তরুণ অবশালোমের সঙ্গে সংযত ও ভাল আচরণ কর।"

সব লোক দাঁড়িয়ে শুনল যে অধিনায়কের প্রতি অবশালোম সম্পর্কে রাজা আদেশ দিলেন।

দায়ূদের সৈন্য অবশালোমের সৈন্যদের হারিয়ে দিল

6অবশালোমের পক্ষের ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দায়ূদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হল। তারা ইফ্রয়িমের অরণ্যে যুদ্ধ করল। 7দায়ূদের লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের পরাজিত করল। সেদিন 20,000 সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছিল। 8সারা দেশে সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে দিন যুদ্ধ ক্ষেত্রের চেয়ে অরণ্যেই বেশী লোক মারা গিয়েছিল।

9এমন হল যে অবশালোম দায়ূদের আধিকারিকদের মুখোমুখি হল। অবশালোম তার খচ্চরের ওপর লাফিয়ে পড়ে পালাতে চেষ্টা করল। খচ্চরটা একটা বড় ওক গাছের ডালের তলা দিয়ে যেতে চেষ্টা করল। অবশালোমের মাথাটা গাছের ডালে আটকে গেল। খচ্চরটা তলা দিয়ে পালিয়ে গেল। অবশালোম গাছের ডালে ঝুলে রইল।*

10একজন ব্যক্তি এই ঘটনা ঘটতে দেখল। সে যোয়াবকে বলল, "আমি অবশালোমকে একটা ওক গাছে ঝুলতে দেখেছি।"

11যোয়াব তাকে জিজ্ঞাসা করল: "কেন তুমি তাকে হত্যা করলে না এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিল না? তাহলে আমি তোমাকে একটা কোমরবন্ধ ও দশটা রৌপ্য মুদ্রা দিতাম।"

12ব্যক্তিটি যোয়াবকে বলল, "তুমি আমাকে 1,000 রজত মুদ্রা দিলেও আমি রাজার পুত্রকে আঘাত করার চেষ্টা করতাম না। কেন? কারণ তোমার প্রতি অবীশয় এবং ইত্তয়ের প্রতি রাজার আদেশ শুনেছি। রাজা বলেছেন দেখো, 'তরুণ অবশালোমকে আঘাত কোর না।' 13যদি আমি অবশালোমকে হত্যা করতাম রাজা নিজেই আমাকে খুঁজে বের করতেন এবং তুমি আমাকে শাস্তি দিতে।"

14যোয়াব বলল, "তোমার সঙ্গে এখানে আমি সময় নষ্ট করব না।"

অবশালোম তখনও দেবদারু গাছে ঝুলে ছিল এবং তখনও বেঁচেছিল। যোয়াব তিনটে বর্শা নিয়ে অবশালোমের দিকে ছুঁড়ে দিল। বর্শাগুলি অবশালোমের বুক বিদীর্ণ করে দিল। 15দশজন তরুণ সৈন্য যোয়াবকে যুদ্ধে সাহায্য করত। তারা দশজনে মিলে অবশালোমকে ঘিরে দাঁড়াল ও তাকে হত্যা করল।

16যোয়াব তূর্য বাজাল এবং তার লোকেদের ইস্রায়েলীয়দের তাড়া না করতে আদেশ দিল। 17তারপর যোয়াবের লোকেরা অবশালোমের দেহটি জঙ্গলের খাদে ফেলে দিল। সেই খাদটি তারা বড় বড় পাথর দিয়ে বুজিয়ে দিল।

সব ইস্রায়েলীয় যারা অবশালোমকে অনুসরণ করছিল তারা পালিয়ে গিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল।

অবশালোম ... রইল আক্ষরিক অর্থে, "স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে।"

18অবশালোমের জীবনকালে রাজার উপত্যকায় সে
একটা স্তম্ভ তৈরী করেছিল এবং সেটা নিজের নামে
নাম দিয়েছিল কারণ সে ভেবেছিল: “আমার নাম রক্ষা
করার জন্য আমার কোন সন্তানাদি নেই।” আজও
স্তম্ভটিকে “অবশালোমের স্তম্ভ” বলা হয়।

যোয়াব দায়ূদকে এই সংবাদ পাঠিয়ে দিল

19সাদোকের পুত্র অহীমাস যোয়াবকে বলল,
“আমাকে দৌড়ে গিয়ে রাজা দায়ূদকে এই খবর জানাতে
দাও। আমি তাঁকে বলব আপনার জন্য প্রভু আপনার
শত্রুকে হত্যা করেছেন।”

20যোয়াব অহীমাসকে উত্তর দিল, “না, আজ এই
খবর তুমি রাজা দায়ূদকে দেবে না। অন্যদিনে তুমি এই
খবর দিতে পার কিন্তু আজ নয়। কেন? কারণ রাজার
ছেলে মারা গেছে।”

21তখন যোয়াব কূশীয়কে বলল, “যাও এবং তুমি
যা যা দেখেছ তা রাজাকে বল।”

তখন সেই কূশীয় যোয়াবকে প্রণাম করে রাজা
দায়ূদের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

22কিন্তু সাদোকের পুত্র অহীমাস আবার যোয়াবের
কাছে অনুরোধ করল, “যা ঘটে গেছে তা নিয়ে চিন্তিত
হয়ো না, আমাকেও ঐ কূশীয়র পিছনে ছুটে যেতে
দাও!” যোয়াব জিজ্ঞাসা করল, “পুত্র, কেন তুমি এই
সংবাদ নিয়ে যেতে চাইছ? এই সংবাদের জন্য তুমি
কোন পুরস্কার পাবে না।”

23অহীমাস উত্তর দিল, “যাই ঘটুক না কেন তা
নিয়ে চিন্তা করি না। আমি দায়ূদের কাছে দৌড়ে যাব।”

যোয়াব অহীমাসকে বলল, “ভাল, দায়ূদের কাছে
দৌড়ে যাও।”

তখন অহীমাস যর্দ্দন উপত্যকার মধ্যে দিয়ে দৌড়লো
এবং কূশীয় বার্তাবাহককে অতিক্রম করে গেল।

দায়ূদ এই সংবাদ শুনলেন

24শহরের দুই সিংহদ্বারের মাঝামাঝি দায়ূদ
বসেছিলেন। একজন প্রহরী সিংহদ্বার সংলগ্ন প্রাচীরের
ওপর উঠে দেখল একজন লোক একা দৌড়োচ্ছে।
25প্রহরী চিৎকার করে দায়ূদকে সেকথা বলল।

রাজা দায়ূদ বললেন, “যদি লোকটা একা হয় তা
হলে সে সংবাদ নিয়ে আসছে।”

লোকটা ক্রমে নগরের কাছাকাছি এসে গেল।

26তখন প্রহরী দেখল আরও একজন দৌড়ে আসছে।
প্রহরী দ্বাররক্ষীকে ডেকে বলল, “দেখ আরও একজন
লোক একা ছুটে আসছে।”

রাজা বললেন, “ওই লোকটিও সংবাদ নিয়ে
আসছে।”

27প্রহরী বলল, “আমার মনে হয় প্রথম লোকটি
সাদোকের পুত্র অহীমাসের মত দৌড়োয়।”

রাজা বলল, “সে একজন ভাল লোক। সে নিশ্চয়ই
শুভ সংবাদ নিয়ে আসছে।”

28অহীমাস রাজাকে বলল, “সবই কুশল!” অহীমাস
রাজাকে প্রণাম করল এবং তাঁকে বলল, “আপনার
প্রভু, ঈশ্বরের প্রশংসা করুন! হে আমার মনিব, যারা
আপনার বিরোধী ছিল প্রভু তাদের পরাজিত করেছেন।”

29রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “অবশালোম কেমন
আছে?”

অহীমাস উত্তর দিল, “যোয়াব যখন আমাকে
পাঠিয়েছিল, আমি একদল লোককে দেখেছিলাম এবং
তারা বিভ্রান্ত ছিল। কিন্তু কি ব্যাপারে সে উত্তেজনা তা
আমি জানি না।”

30তখন রাজা বললেন, “তুমি একটু সরে দাঁড়াও
এবং অপেক্ষা কর।” অহীমাস সরে গেল এবং দাঁড়িয়ে
অপেক্ষা করল।

31সেই কূশীয় এল। সে বলল, “হে আমার প্রভু
এবং রাজা, আপনার জন্য সংবাদ আছে। যারা আপনার
বিরুদ্ধে ছিল প্রভু তাদের আজ শাস্তি দিয়েছেন।”

32রাজা সেই কূশীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন,
“অবশালোম ভালো আছে তো?”

কূশীয়টি উত্তর দিল, “আপনার শত্রুরা এবং সেইসব
লোকেরা যারা আপনাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছে
তাদের যেন শাস্তি হয় এবং তাদের ভাগ্য যেন
অবশালোমের মত হয় আমি এই কামনা করি।”

33তখন রাজা জানতে পারলেন অবশালোম মারা
গেছে। রাজা ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। শহরে
সিংহদ্বারের ওপর ঘরে গিয়ে কাঁদলেন। সেই সবচেয়ে
ওপর তলায় যেতে যেতে তিনি বিলাপ করে কাঁদতে
লাগলেন, “হায় অবশালোম! হায় আমার পুত্র
অবশালোম! তোমার বদলে যদি আমি মরতাম! হায়
রে অবশালোম! হায় আমার পুত্র!”

যোয়াব দায়ূদকে ভর্ৎসনা করল

19 লোকেরা যোয়াবকে এসে সংবাদ দিয়ে বলল,
“রাজা দায়ূদ অবশালোমের জন্য দুঃখে ভেঙ্গে
পড়েছেন এবং কাঁদছেন।”

2সেদিন দায়ূদের সৈন্যরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু
সেই জয় তাদের সকলের কাছে একটা বিষাদের দিন
হয়ে উঠেছিল। তা বিষণ্ণতার দিন ছিল কারণ লোকেরা
জানতে পারল, “রাজা তার পুত্রের জন্য শোকমগ্ন।”

3লোকেরা বিমর্ষ হয়ে সেই শহরে এল। তারা যুদ্ধে
যারা পরাজিত হয়েছে এবং লজ্জায় যারা ছুটে পালিয়ে
গেছে সেই লোকেদের মত ব্যবহার করল। 4রাজা তাঁর
মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে কাঁদছিলেন,
“অবশালোম, অবশালোম, হায় পুত্র, পুত্র আমার!”

5যোয়াব রাজার প্রাসাদে গেল। সে রাজাকে বলল,
“আপনি আপনার প্রত্যেকটি আধিকারিকদের অবমাননা
করছেন। দেখুন ঐ আধিকারিকরা আজ আপনার প্রাণ
বাঁচিয়েছে। তারা আপনার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী এবং
দাসীদেরও প্রাণ বাঁচিয়েছে। 6যারা আপনাকে ঘৃণা করে
তাদের আপনি ভালোবাসেন এবং যারা আপনাকে
ভালোবাসে তাদের আপনি ঘৃণা করেন। আপনি আজ
পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে আপনার আধিকারিক

এবং অন্যান্য লোকেরা আপনার কাছে একান্তই অর্থহীন।
আমি বুঝতে পারছি আমরা সকলে মারা গিয়ে
অবশালোম বেঁচে থাকলে আপনি প্রকৃতই সুখী হতেন।
7এখন উঠুন, আপনার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলুন।
ওদের উৎসাহিত করুন। আমি প্রভুর নামে শপথ করে
বলছি, যদি আপনি এখনই বাইরে গিয়ে এই কাজ না
করেন, আজ রাতে আপনার সঙ্গে একজন লোককেও
পাবেন না। এবং তা যদি হয় তাহলে শৈশবকাল থেকে
আপনি যে সব সমস্যায় পড়েছেন, এটা হবে তাদের
তুলনায় কঠিনতম সমস্যা।"

8তখন রাজা গিয়ে নগরীর প্রবেশ পথে বসলেন।
রাজা যে নগরদ্বারের বাইরে এসেছেন এই খবর ছড়িয়ে
পড়ল। তাই লোকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল।

দায়ূদ পুনরায় রাজা হলেন

ইস্রায়েলীয়রা যারা অবশালোমকে অনুসরণ করছিল
তারা সকলে দৌড়ে পালিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল।
9প্রত্যেক পরিবারগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি লোক নিজেদের
মধ্যে কলহ শুরু করে দিল। তারা বলল, "রাজা দায়ূদ
আমাদের পলেষ্টীয় এবং অন্যান্য শত্রুদের থেকে
বাঁচিয়েছেন। দায়ূদ অবশালোমের হাত থেকে পালিয়ে
গেছেন। 10তাই আমরা অবশালোমকে আমাদের শাসক
রূপে বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন অবশালোম মারা
গেছে। সে যুদ্ধে হত হয়েছে। তাই দায়ূদকেই আমরা
আবার রাজা হিসেবে গ্রহণ করব।"

11রাজা দায়ূদ সাদোক এবং অবিয়াথর এই দুই
যাজককে বার্তা পাঠালেন। দায়ূদ বললেন, "যিহূদার
নেতাদের সঙ্গে কথা বল। তাদের বল, 'রাজা দায়ূদকে
তাঁর প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তোমরা সব
চেয়ে শেষ পরিবারগোষ্ঠী কেন? দেখ, সারা ইস্রায়েলের
লোক রাজা দায়ূদকে তাঁর স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার
ব্যাপারে বলাবলি করছে। 12তোমরা আমার ভাই,
তোমরাই আমার পরিবার। তবে রাজাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে
আনার ব্যাপারে কেন তোমরা পিছিয়ে থাকা পরিবার
হবে?'

13অমাসাকে গিয়ে বল, 'তুমি আমার পরিবারের
একজন। যদি আমি তোমাকে যোয়াবের জায়গায় আমার
সৈনিকদের সেনাপতি না করি, তবে ঈশ্বর যেন আমায়
শাস্তি দেন।'"

14দায়ূদ যিহূদার সব লোকের হৃদয় স্পর্শ করলেন
এবং তারা সকলে একাত্ম হয়ে সম্মতি জানাল। যিহূদার
লোকেরা রাজার কাছে বার্তা পাঠাল। তারা বলল,
"আপনি এবং আপনার সব আধিকারিকরা ফিরে
আসুন।"

15রাজা দায়ূদ যর্দ্দন নদীর কাছে এলেন। যিহূদার
লোকেরা রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং তাঁকে
যর্দ্দন নদী পার করে নিয়ে যাবার জন্য গিল্‌গলে এসে
উপস্থিত হল।

শিমিয়ি দায়ূদের কাছে ক্ষমা চাইল

16গেরার পুত্র শিমিয়ি বিন্যামীনের পরিবারের
একজন। সে বহুরীমে বাস করত। দায়ূদের সঙ্গে দেখা
করার জন্য সে তাড়াতাড়ি এল। সে যিহূদার লোকেদের
সঙ্গে এল। 17শিমিয়ির সঙ্গে বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠী
থেকে আরও 1,000 জন লোক এসেছিল, শৌলের
পরিবারের দাস সীবঃও এসেছিলো। সীবঃ তার 15
জন পুত্র এবং 20 জন ভৃত্যকে সঙ্গে এনেছিল। এই
সব লোক রাজা দায়ূদের সঙ্গে দেখা করার জন্য
তাড়াতাড়ি যর্দ্দন নদীর তীরে এসে উপস্থিত হল।

18রাজার পরিবারকে যিহূদায় ফিরিয়ে আনার জন্য
লোকেরা সাহায্য করতে নদীর ওপারে চলে গেল। রাজা
যা যা বললেন লোকেরা তাই করল। যখন রাজা নদী
পার হচ্ছেন তখন গেরার পুত্র শিমিয়ি তার সঙ্গে দেখা
করতে এল। শিমিয়ি এসে রাজাকে প্রণাম করল।
19শিমিয়ি রাজাকে বলল, "হে আমার প্রভু, আমি যা
ভুল করেছি তা নিয়ে ভাববেন না। হে রাজা, যখন
আপনি জেরুশালেম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তখন
আপনার সঙ্গে যে যে খারাপ আচরণ করেছি তা আর
মনে রাখবেন না। 20আপনি জানেন আমি পাপ করেছি।
সেই জন্যই যোষেফের পরিবার থেকে আমিই প্রথম
আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

21কিন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় বলল, "আমরা
শিমিয়িকে অবশ্যই হত্যা করব কারণ প্রভুর দ্বারা
অভিষিক্ত রাজাকে সে অভিশাপ দিয়েছিল।"

22দায়ূদ বললেন, "সরূয়ার পুত্র, তোমার কি ব্যাপার
বলত, যে তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করছ? ইস্রায়েলে
কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। আজ আমি জানি
যে আমি সমগ্র ইস্রায়েলের রাজা।"

23তখন রাজা শিমিয়িকে বললেন, "তোমাকে হত্যা
করা হবে না।" রাজা শিমিয়ির কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন
যে তিনি নিজে শিমিয়িকে হত্যা করবেন না।*

মফীবোশৎ দায়ূদের সঙ্গে দেখা করতে গেল

24শৌলের বড় নাতি মফীবোশৎ রাজা দায়ূদের সঙ্গে
দেখা করতে এল। রাজা জেরুশালেম ত্যাগ করা থেকে
নিশ্চিন্তে ফিরে আসা পর্যন্ত মফীবোশৎ তার পায়ের
যত্ন নেয় নি, দাড়ি কামায়নি এমনকি কাপড়ও ধোয়
নি। 25মফীবোশৎ যখন জেরুশালেমে রাজার সঙ্গে দেখা
করল তখন রাজা বললেন, "যখন আমি জেরুশালেম
থেকে চলে গেলাম তখন তুমি আমার সঙ্গে গেলে না
কেন?"

26মফীবোশৎ উত্তর দিল, "হে আমার মনিব, আমার
দাস আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি পঙ্গু তাই
আমি আমার দাস সীবঃকে বলেছিলাম, 'আমার গাধার
পিঠে একটা জিন পরিয়ে দাও। আমি তাতে চড়ে
রাজার সঙ্গে যাব।' 27কিন্তু আমার দাস আমার সঙ্গে
প্রতারণা করেছে। সে একাই আপনার কাছে এসেছে
এবং আমার সম্পর্কে আপনার কাছে নিন্দাবাদ করেছে।
হে আমার প্রভু, আপনি ঈশ্বরের দূতের মত। যা ভালো

রাজা … না দায়ূদ শিমিয়িকে হত্যা করে নি। কিন্তু কয়েক বছর পরে দায়ূদের পুত্র শলোমন শিমিয়িকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল।

মনে হয় আপনি তাই করুন। [28]আপনি আমার দাদুর পরিবারের সব লোককেই মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু আপনি তা করেন নি। বরং আপনি আমাকে তাদের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন যারা আপনার সঙ্গে একাসনে বসে আহার করে। অতএব কোন বিষয়েই রাজার কাছে কোন অভিযোগ করার অধিকার আমার নেই।"

[29]রাজা মফীবোশতকে বললেন, "তোমার সমস্যা সম্পর্কে আর বেশী কিছু বল না। আমি স্থির করেছি: তুমি এবং সীবঃ জমি ভাগ করে নেবে।"

[30]মফীবোশৎ রাজাকে বললেন, "হে আমার রাজা, হে প্রভু, আপনি যে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে এসেছেন এই আমার কাছে যথেষ্ট। জমি সীবঃকেই নিতে দিন।"

দায়ূদ বর্সিল্লয়কে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন

[31]বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় রোগলীম থেকে ফিরে এল। সে দায়ূদের সঙ্গে যর্দ্দন নদীর ধার পর্যন্ত এল। সে নদীর অপর পার পর্যন্ত রাজাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। [32]বর্সিল্লয় অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল। তার বয়স 80 বছর। দায়ূদ যখন মহনয়িমে ছিলেন তখন সে তাকে খাবার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়েছিল। বর্সিল্লয় এই সব করতে পেরেছিল কারণ সে বেশ ধনী ব্যক্তি ছিল। [33]দায়ূদ বর্সিল্লয়কে বললেন, "আমার সঙ্গে নদীর অন্য পাড়ে এস। যদি তুমি আমার সঙ্গে জেরুশালেমে থাক আমি তোমার বিষয়ে যত্ন নেব।"

[34]কিন্তু বর্সিল্লয় রাজাকে বলল, "আপনি কি জানেন আমার বয়স কত? [35]আমার বয়স 80 বছর। আমি যথেষ্ট বৃদ্ধ, তাই ভাল-মন্দ কোনটাই বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি আমার পান-আহারের স্বাদ কি তা বলাও আমার পক্ষে অসম্ভব। নারী বা পুরুষের গানের সুরও আমি আর শুনতে পাই না। কেন আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সমস্যায় পড়তে চাইছেন? [36]আপনি আমাকে যা যা দিতে চান তার কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই। আমি আপনার সঙ্গে যর্দ্দন নদী পার হয়ে যাব। [37]দয়া করে আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে দিন। তাহলে আমি আমার নিজের শহরে মরতে পারব এবং আমার মাতা-পিতার কবরেই সমাধিপ্রাপ্ত হতে পারব। হে আমার মনিব এবং রাজা, কিম্হম আপনার ভৃত্য হতে পারে। তাকে আপনার সঙ্গে যেতে দিন তার সঙ্গে আপনি যেমন খুশি ব্যবহার করবেন।"

[38]রাজা উত্তর দিলেন, "কিম্হম আমার সঙ্গে ফিরে যাবে। তোমার জন্য আমি ওর প্রতি সদয় হব। তুমি যা বলবে তোমার জন্য আমি তাই করব।"

দায়ূদ ঘরে ফিরে গেলেন

[39]রাজা বর্সিল্লয়কে চুমু খেলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। বর্সিল্লয় ঘরে ফিরে গেল। রাজা এবং তাঁর সব লোক নদী পার হয়ে গেল।

[40]রাজা নদী পার হয়ে গিল্গলে গেলেন। কিম্হম তাঁর সঙ্গে গেল। যিহূদার সব লোক এবং ইস্রায়েলের অর্দ্ধেক লোক দায়ূদকে নদী পার করে নিয়ে গেল।

ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যিহূদার লোকেরা তর্ক করল

[41]সব ইস্রায়েলীয় রাজার কাছে এল। তারা রাজাকে বলল, "আমাদের যিহূদাবাসী ভাইরা কেন আপনাকে চুরি করে আনল এবং আপনার লোকজন সহ আপনার পরিবারের সকলকে যর্দ্দন নদী পার করিয়ে নিয়ে এল। কেন?"

[42]যিহূদার সব লোক ইস্রায়েলীয়দের উত্তর দিল, "কারণ রাজা আমাদের নিকট আত্মীয়। রাজার ব্যাপারে কেন তোমরা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছ? আমরা রাজার পয়সায় কিছু খাই নি। রাজা আমাদের কোন উপহারও দেন নি।"

[43]ইস্রায়েলীয়রা উত্তর দিলো, "রাজার ওপর আমাদের এক দশমাংশের অধিকার আছে। তাই রাজার প্রতি তোমাদের থেকে আমাদের দাবী বেশী। কিন্তু তোমরা আমাদের দাবী উপেক্ষা করছ। কেন? আমরাই তারা যারা প্রথম আমাদের রাজাকে ফিরিয়ে আনবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।"

কিন্তু যিহূদার লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের খুব কর্কশভাবে উত্তর দিল। তারা, ইস্রায়েলীয়রা যা বলেছিল তার চেয়েও বেশী কর্কশ ছিল।

শেবঃ ইস্রায়েলকে দায়ূদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল

20 সেইখানে বিখ্রিয়ের পুত্র শেবঃ নামে এক লোক ছিল। শেবঃ বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীর এক অকাল কুষ্মাণ্ড। শুধু অন্যের সমস্যা সৃষ্টি করত। শেবঃ সকলকে একসঙ্গে জড়ো করার জন্য শিঙা বাজাল এবং বলল,

"দায়ূদের ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই।
যিশয়ের পুত্রের ওপরেও আমাদের কোন অধিকার নেই।
হে ইস্রায়েলবাসী চল আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাই।"

[2]তখন ইস্রায়েলীয়রা* দায়ূদকে ছেড়ে শেবঃকে অনুসরণ করল। কিন্তু যিহূদার লোকেরা সকলেই যর্দ্দন নদী থেকে জেরুশালেমের সারাটা পথ দায়ূদের সঙ্গে ছিল। [3]দায়ূদ তাঁর জেরুশালেমের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। দায়ূদ তাঁর বাড়ী দেখাশোনা করার জন্য দশজন উপপত্নী রেখেছিলেন। দায়ূদ সেই মহিলাদের এক বিশেষ বাড়ীতে রেখে এসেছিলেন। সেই বাড়ীর চারদিকে তিনি প্রহরী মোতায়েন করেছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই মহিলারা সেই বাড়ীতেই ছিল। দায়ূদ সেই মহিলাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তিনি তাদের খাবার পাঠাতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন যৌন সম্পর্ক করেন নি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তারা সেখানে বিধবার মতই থাকত।

[4]রাজা অমাসাকে বললেন, "যিহূদার লোকেদের বল তারা যেন তিনদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং তুমিও তাদের সঙ্গে থাকবে।"

ইস্রায়েলীয়রা এখানে ইহার অর্থ যিহূদার সঙ্গে যুক্ত নয় পরিবারগোষ্ঠী।

[5]তখন অমাসা যিহূদার লোকেদের একসঙ্গে জমায়েত করতে চলে গেল। কিন্তু রাজা যে সময় তাকে দিয়েছিলেন সে তার থেকেও বেশী সময় নিল।

দায়ূদ অবীশয়কে শেবঃকে হত্যা করতে বললেন

[6]দায়ূদ অবীশয়কে বললেন, "বিখ্রিয়ের পুত্র শেবঃ আমাদের পক্ষে অবশালোমের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তাই আমার আধিকারিকদের সঙ্গে নাও এবং শেবঃকে তাড়া কর। কোন প্রাচীর ঘেরা শহরে সে প্রবেশ করার আগেই এই কাজ কর। যদি সে কোন সুরক্ষিত শহরে ঢুকে পড়ে আমরা তাকে আর ধরতে পারব না।"

[7]সুতরাং বিখ্রিয়ের পুত্র শেবঃকে তাড়া করার জন্য যোয়াব জেরুশালেম ত্যাগ করল। যোয়াব তার নিজের লোক ছাড়াও করেথীয়, পলেথীয় ও অন্যান্য সৈন্যদের তার সঙ্গে নিল।

যোয়াব অমাসাকে হত্যা করল

[8]যোয়াব এবং তার সৈন্যরা যখন গিবিয়োনে মহাপ্রস্তরের কাছে পৌঁছল, অমাসা তাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। যোয়াব তখন সৈনিকের পোশাক পরেছিলো। যোয়াব একটা কটিবন্ধ পরল এবং একটা খাপে তার তরবারি কটিবন্ধে আটকানো ছিলো। যোয়াব যখন অমাসার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছিল, তখন যোয়াবের তরবারি খাপ থেকে পড়ে গেল। যোয়াব তরবারিটি তুলে নিয়ে তার হাতে ধরে রইলো।
[9]যোয়াব অমাসাকে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছো ভাই?"

তারপর যোয়াব ডান হাত দিয়ে চুম্বন করার ভঙ্গীতে
অমাসার গলা জড়িয়ে ধরল। [10]যোয়াবের বাঁ হাতে যে
তরবারি রয়েছে সে দিকে অমাসা কোন নজরই দেয় নি। কিন্তু যোয়াব অমাসার পেটে তরবারি বসিয়ে দিল। অমাসার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যোয়াবকে দ্বিতীয়বার আর তরবারি চালাতে হল না– ইতিমধ্যেই সে মারা গেছে।

দায়ূদের লোকজন শেবঃকে খুঁজতে থাকল

তারপর যোয়াব এবং তার ভাই অবীশয় আবার
বিখ্রিয়ের পুত্র শেবঃকে তাড়া করতে থাকল। [11]যোয়াবের
এক তরুণ সৈন্য অমাসার দেহের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, "তোমরা সকলে যারা দায়ূদ এবং যোয়াবকে সমর্থন কর তারা সবাই এস, আমরা যোয়াবকে অনুসরণ করি।"

[12]অমাসা রক্তাক্ত হয়ে রাস্তার মাঝখানে পড়েছিল।
তরুণ সৈন্যটি লক্ষ্য করছিল যে সমস্ত লোকই দেখার জন্য থেমে যাচ্ছে। তখন সে দেহটিকে রাস্তার ধারে মাঠের দিকে গড়িয়ে দিল এবং একটা কাপড় দিয়ে
দেহটি ঢেকে দিল। [13]অমাসার দেহ রাস্তা থেকে
সরিয়ে নেওয়ার পর, লোকেরা যোয়াবকে অনুসরণ করে, বিখ্রিয়ের পুত্র শেবেঃর পিছনে তাড়া করতে চলে গেল।

শেবঃ আবেল ও বৈৎমাখায় পালিয়ে গেল

[14]বিখ্রিয়ের পুত্র শেবঃ আবেল ও বৈৎমাখায় যাবার সময় ইস্রায়েলের সব পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে দিয়েই গেল। সব বেরীয় এক সঙ্গে জড় হয়ে শেবঃকে অনুসরণ করল।

[15]যোয়াব এবং তার লোকেরা আবেল বৈৎমাখায় উপস্থিত হল। যোয়াবের সৈন্য শহরকে ঘিরে ফেলল। শহরের প্রাচীরের পাশে তারা উঁচু করে ময়লা জড়ো করল যাতে তারা শহরের প্রাচীরে উঠতে পারে। যোয়াবের লোকেরা প্রাচীরটাকে ফেলে দেবার জন্য প্রাচীরের ইঁট পাথর ভাঙ্গা শুরু করল।

[16]কিন্তু সেই শহরে একজন প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিল। সে শহর থেকে চিৎকার করে বলল, "আমার কথা শোন! যোয়াবকে এখানে আসতে বল। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

[17]যোয়াব সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেল। স্ত্রীলোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমিই কি যোয়াব?"

যোয়াব বলল, "হ্যাঁ আমিই যোয়াব।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার কথা শোন।"

যোয়াব বলল, "আমি শুনছি।"

[18]তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "অতীতে লোকেরা
বলত 'সাহায্যের জন্য আবেলে যাও, তোমার যা দরকার
তা পাবে।' [19]আমি এই শহরের বহু শান্তিপ্রিয় ও নিষ্ঠাবান
লোকেদের একজন। তুমি ইস্রায়েলের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ধ্বংস করতে চেষ্টা করছ। কেন তুমি প্রভুর সম্পত্তি নষ্ট করতে চাইছ?"

[20]যোয়াব উত্তর দিল, "না, আমি কোন কিছু ধ্বংস
করতে চাই নি। [21]কিন্তু ইফ্রয়িমের একজন লোক এই
শহরে আছে, সে বিখ্রিয়ের পুত্র, নাম শেবঃ। সে রাজা দায়ূদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাকে আমার কাছে এনে দাও। আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাব।"

সেই স্ত্রীলোকটি যোয়াবকে বলল, "ঠিক আছে। তার মাথা দেওয়ালের ওপারে তোমাদের ছুঁড়ে দেওয়া হবে।"

[22]তখন সেই স্ত্রীলোকটি খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে শহরের সব লোকের সঙ্গে কথা বলল। লোকেরা বিখ্রিয়ের পুত্র শেবঃর মাথা কেটে ফেলল। তারপর লোকজন সেই কাটা মাথা শহরের দেওয়ালের ওপাশে যোয়াবের দিকে ছুঁড়ে দিল।

তখন যোয়াব শিঙা বাজালো এবং সৈন্যরা শহর ছেড়ে চলে গেল। সৈন্যরা বাড়ী ফিরে গেল এবং যোয়াব জেরুশালেমে রাজার কাছে ফিরে এল।

দায়ূদের সহকারীগণ

[23]যোয়াব ইস্রায়েলের সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিল। যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

[24]যাদের কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হয়েছিল,
অদোরাম তাদের নেতৃত্বে ছিল। অহীলূদের পুত্র
যিহোশাফট ছিল ঐতিহাসিক। [25]শবা ছিল সচিব। সাদোক

এবং অবিয়াথর ছিল যাজক। **26**যায়ীরীয় ঈরা দায়ূদের
প্রধান ভৃত্য* ছিল।

শৌলের পরিবার শাস্তি পেল

21 দায়ূদ যখন রাজা ছিলেন তখন একটা দুর্ভিক্ষ
হয়েছিল। সেই দুর্ভিক্ষ কবলিত অনাহারের দিন
টানা তিন বছর চলেছিল। দায়ূদ প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করলেন এবং প্রভু তার উত্তর দিলেন। প্রভু বললেন,
“শৌল এবং তার খুনী পরিবারই এই দুর্ভিক্ষের কারণ।
শৌল গিবিয়োনীয়দের মেরে ফেলেছে বলে এই দুর্ভিক্ষ
এসেছে।” **2**গিবিয়োনীয়রা ইস্রায়েলী ছিল না। তারা
ইমোরীয়দের একটি গোষ্ঠী। ইস্রায়েলীয়রা শপথ করেছিল
যে তারা গিবিয়োনীয়দের আঘাত করবে না। কিন্তু
শৌল গিবিয়োনীয়দের হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। শৌল
এ কাজ করেছিল কারণ ইস্রায়েল এবং যিহূদার
লোকেদের সম্পর্কে তার ভাবানুভূতি অত্যন্ত তীব্র ছিল।
রাজা দায়ূদ গিবিয়োনীয়দের একসঙ্গে ডেকে তাদের
সঙ্গে কথা বললেন। **3**দায়ূদ গিবিয়োনীয়দের বললেন,
“তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? ইস্রায়েলের
পাপ খণ্ডনের জন্য আমি কি করলে তোমরা প্রভুর
সন্তানদের আর্শীবাদ করবে?”
4গিবিয়োনীয়রা দায়ূদকে বলল, “শৌলের পরিবারের
লোকেরা যা করেছে তার মূল্য দেওয়ার জন্য তাদের
পরিবারের যথেষ্ট সোনা ও রূপো নেই। কিন্তু আমাদের
কোন অধিকার নেই যে ইস্রায়েলের কোন লোককে
হত্যা করি।”
দায়ূদ বলল, “বেশ, তা হলে আমি তোমাদের জন্য
কি করব?”
5গিবিয়োনীয়রা উত্তর দিল, “শৌল আমাদের বিরুদ্ধে
ষড়যন্ত্র করেছে। আমাদের যত লোক ইস্রায়েলে বাস
করে তাদের সকলকে সে হত্যা করতে চেয়েছিল।
6শৌলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে থেকে সাতটি পুত্র
আমাদের দাও। শৌল প্রভুর মনোনীত রাজা ছিল।
তাই আমরা শৌলের গিবিয়া পর্বতে, প্রভুর সামনে
তার ছেলেদের ফাঁসি দেব।”
রাজা দায়ূদ বললেন, “উত্তম, তাদের আমি
তোমাদের হাতে সঁপে দেব।” **7**কিন্তু যোনাথনের পুত্র
মফীবোশতকে রাজা নিরাপত্তা দিলেন। যোনাথনও
শৌলের পুত্র, কিন্তু রাজা যোনাথনের কাছে প্রভুর নামে
একটি শপথ গ্রহণ করেছিলেন।* **8**দায়ূদ অর্মোণি এবং
মফীবোশতকে* তাদের হাতে তুলে দিলেন। এরা ছিল
শৌল এবং তার স্ত্রী রিস্পার পুত্র। মেরাব নামে শৌলের
এক কন্যাও ছিল। মহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র
অদ্রীয়েলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। দায়ূদ মেরাব
এবং অদ্রীয়েলের পাঁচ ছেলেকে নিলেন। **9**দায়ূদ এই
সাতজন পুরুষকে গিবিয়োনীয়দের দিয়ে দিলেন যারা
তাদের গিবিয়া পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল এবং প্রভুর সামনে
ফাঁসি দিয়েছিল। এই সাতজন পুরুষ একই সঙ্গে মারা
গেল। ফসল তোলার প্রথম দিকেই তাদের হত্যা করা
হল। সময়টা ছিল বসন্তকাল এবং এটা ছিল যবের
ফসল তোলার গোড়ার দিকে।

দায়ূদ এবং রিস্পা

10অয়ার কন্যা রিস্পা দুঃখের পোশাক গ্রহণ করল
এবং শিলার উপরে তা রাখল। চাষবাসের শুরুর সময়
থেকে বৃষ্টি আসা পর্যন্ত সেই দুঃখের পোশাক সেই
পাথরেই পড়ে রইল। রিস্পা দিনরাত সেই দেহগুলি
পাহারা দিত। দিনের বেলায় কোন হিংস্র পাখী বা
রাতের বেলায় কোন হিংস্র প্রাণীকে সে দেহগুলির
কাছে আসতে দিত না।
11শৌলের দাসী রিস্পা যা করছে, সে সম্পর্কে
লোকেরা রাজা দায়ূদকে বলল। **12**তখন রাজা দায়ূদ
শৌল ও যোনাথনের হাড়গুলো যাবেশ গিলিয়দের
কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। শৌল ও যোনাথনের
গিল্‌বোয়াতে মৃত্যুর পর যাবেশ-গিলিয়দরা সেই হাড়গুলি
এনেছিল। পলেষ্টীয়রা শৌল ও যোনাথনের দেহ দুটি
বৈৎশাণের (নিকটস্থ) দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু
বৈৎশাণের লোকেরা সেখানে গিয়ে দেহগুলি চুরি করে
আনে।
13যাবেশ গিলিয়দের কাছ থেকে দায়ূদ শৌল এবং
তার পুত্র যোনাথনের হাড়গুলি নিয়ে আসেন। সেই
সাত জন যাদের ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল,
তাদের দেহও তারা নিয়ে গিয়েছিল। **14**শৌল এবং
যোনাথনের হাড় তারা বিন্যামীন দেশে কবরস্থ করল।
শৌলের পিতা কীশের কবরের মধ্যে তারা তাদের কবর
দিল। রাজা যা যা বলেছিলেন, লোকেরা ঠিক তাই
তাই করল। তাই ঈশ্বর সেই দেশের লোকের প্রার্থনা
শুনলেন।

পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ

15পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধে
লিপ্ত হল। দায়ূদ এবং তার লোকেরা পলেষ্টীয়দের সঙ্গে
লড়াই করতে গেলেন। কিন্তু দায়ূদ প্রচণ্ড ক্লান্ত ও দুর্বল
হয়ে পড়লেন। **16**যিশ্‌বী-বনোব একজন দৈত্য ছিল।
তার বর্শার ওজন ছিল প্রায় 7.5 পাউণ্ড পিতল। তার
একটা নতুন তরবারি ছিল। সে দায়ূদকে হত্যা করার
চেষ্টা করল। **17**কিন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় সেই পলেষ্টীয়কে
হত্যা করে দায়ূদকে বাঁচিয়ে দিল।
তখন দায়ূদের লোকেরা দায়ূদের কাছে একটা শপথ
করল। তারা তাঁকে বলল, “আপনি আর কোনভাবেই
আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারবেন না যদি যান তাহলে
ইস্রায়েল হয়তো তার মহান নেতাকে হারাবে।”

প্রধান ভৃত্য অথবা “উপদেষ্টা।” আক্ষরিক অর্থে, “যাজক।”

কিন্তু … করেছিলেন দায়ূদ এবং যোনাথন পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিল যে তারা একে অন্যের পরিবারের ক্ষতি করবে না।

মফীবোশৎ এ আর এক জন লোক যার নাম মফীবোশৎ। যোনাথনের পুত্র নয়।

18পরে গোব নামক স্থানে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধ হল। হুশাতীয় সিব্বখয় দৈত্যদের মধ্যে সফ নামে আর একজনকে হত্যা করল।

19পরে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে গোব নামক স্থানে আর একটা যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ বৈৎলেহমবাসী যারে-ওরগীমের পুত্র ইল্হানন, গাতীয় গলিয়াতকে হত্যা করল। তার বর্শা তাঁতির তাঁতের দণ্ডের মতই বড় ছিল।

20গাতে আরও একটা যুদ্ধ হয়। একজন খুব লম্বা চেহারার লোক ছিল যার প্রত্যেকটি হাতে এবং পায়ের পাতায় ছটা করে, মোট 24টা আঙ্গুল ছিল। এই লোকটাও একজন রাফার সন্তান। 21ঐ লোকটা ইস্রায়েলকে বিদ্রূপ করল কিন্তু যোনাথন, শিমিয়ির পুত্র যে ছিল দায়ূদের ভাই, তাকে হত্যা করল।

22এই চারজন প্রত্যেকেই দৈত্যদের সন্তান এবং এরা গাত থেকে এসেছিল। তারা দায়ূদ এবং তার লোকেদের দ্বারা নিহত হয়েছিল।

প্রভুর উদ্দেশ্যে দায়ূদের প্রশংসা গীত

22 প্রভু যখন দায়ূদকে শৌল এবং অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন, তখন দায়ূদ এই গীত গাইলেন:

2প্রভু আমার শিলা, আমার দুর্গ, আমার নিরাপদ আশ্রয়।

3আমার ঈশ্বর হচ্ছেন আমার শিলা যার কাছে আমি নিরাপত্তার জন্য ছুটে যাই। ঈশ্বর আমার ঢাল, তাঁর ক্ষমতা আমায় রক্ষা করে। প্রভু আমার লুকিয়ে থাকার জায়গা। উঁচু পাহাড়ে, তিনি আমার নিরাপদ স্থান। নৃশংস শত্রুর থেকে তিনি আমায় রক্ষা করেন।

4প্রভু প্রশংসার যোগ্য! আমি প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছি এবং তিনি আমাকে আমার শত্রুর কাছ থেকে রক্ষা করেছেন।

5আমার শত্রুরা আমায় হত্যা করতে চাইছিল। আমার চারপাশে মৃত্যুর তরঙ্গমালার উচ্ছসিত কোলাহল অপ্রতিদম্য স্রোতে আমি মৃত্যুর দিকে ভেসে যাচ্ছিলাম।

6আমার সামনে মৃত্যুর ফাঁদ, আমার চারপাশে কবরের দড়ি।

7বদ্ধ আমি, আমার প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করলাম, হ্যাঁ, আমার ঈশ্বরকে ডাকলাম। ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে ছিলেন। তিনি আমার ডাক শুনলেন। আমার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা তাঁর কানে গেল।

8তখন মাটি কেঁপে উঠলো। অন্তরীক্ষের ভিত নড়ে উঠল। কেন? কারণ, প্রভু ক্রোধান্বিত হলেন।

9ঈশ্বরের নাক থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তাঁর মুখ থেকে অগ্নিশিখা এবং স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

10প্রভু গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করে নীচে নেমে এলেন। একটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ওপর তিনি দাঁড়ালেন।

11তিনি করূব দূতগণের পিঠে চড়ে এবং বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন।

12তাঁর চারপাশে, একটা তাঁবুর মত গাঢ় কাল মেঘ দিয়ে প্রভু নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই বজ্র বিদ্যুৎময় মেঘে, তিনি জলরাশি জমা করেছিলেন।

13তাঁর চারপাশ থেকে, জ্বলন্ত কয়লার মত আলোকমালা বিকীর্ণ হতে লাগল।

14প্রভু আকাশ থেকে বজ্রপাত করলেন। পরাৎপর তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর করলেন।

15প্রভু শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করবার জন্য তাঁর শর নিক্ষেপ করলেন। প্রভু বিদ্যুৎ প্রেরণ করলেন এবং লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

16হে প্রভু, আপনি দৃঢ়কণ্ঠে কথা বলেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে তীব্রগতি বাতাস বয়ে গিয়েছিল এবং জলকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেদিন আমরা সমুদ্রের তলদেশ দেখেছিলাম। আমরা সেদিন পৃথিবীর ভিত্তিভূমিও দেখেছিলাম।

17সেইভাবে প্রভু আমাকেও সাহায্য করেছিলেন। প্রভু ওপর থেকে আমার কাছে নেমে এসেছিলেন। প্রভু তাঁর দুটি হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বিপদ থেকে টেনে উদ্ধার করেছিলেন।

18আমার শত্রুরা আমার চেয়ে শক্তিশালী ছিল। সেই লোকেরা আমায় ঘৃণা করত। আমার শত্রুরা আমার পক্ষে একটু বেশী শক্তিশালীই ছিল, তাই ঈশ্বর আমায় রক্ষা করলেন।

19যখন আমি সমস্যায় জর্জরিত তখন শত্রুরা আমায় আক্রমণ করে। কিন্তু, একমাত্র প্রভুই আমার পাশে ছিলেন।

20প্রভু আমায় ভালোবাসেন, তিনি আমায় উদ্ধার করেছেন। তিনি আমায় নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেছেন।

21প্রভু আমাকে আমার পুরস্কার দেবেন। কারণ যা সত্য আমি তাই করেছি। তাই তিনি আমার ভাল করবেন।

22কেন? কারণ আমি প্রভুকে মান্য করে চলেছি। আমার প্রভুর বিরুদ্ধে আমি কোন পাপ করিনি।

23আমি সর্বদাই প্রভুর সিদ্ধান্তসকল স্মরণে রাখি ও তাঁর বিধিগুলি অনুসরণ করি।

24তাঁর সামনে আমি নিজেকে সর্বদাই শুচি এবং নির্দোষ রাখি।

25এই জন্য প্রভু আমাকে আমার পুরস্কার দেবেন। কেন? কারণ যা সত্য আমি তাই করেছি। আমি কোন অন্যায় করিনি, তাই তিনি আমার মঙ্গল করবেন।

26যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রকৃতই ভালোবাসে, তাহলে তার প্রতি আপনি প্রকৃত ভালোবাসা দেখাবেন। যদি কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান হন তাহলে তার প্রতি আপনিও নিষ্ঠাবান হন।

27হে প্রভু, যারা শুচি এবং ভাল আপনিও তাদের প্রতি শুচি ও ভাল। কিন্তু আপনি চতুর ও কুচক্রী ব্যক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

28হে প্রভু, সরল সৎ লোকদের আপনি সাহায্য করেন। কিন্তু অহঙ্কারীদের আপনি লজ্জিত করেন।

29হে প্রভু, আপনি আমার জ্বলন্ত দীপ, প্রভু আমার চারপাশের অন্ধকারকে আলোকিত করেন।

30হে প্রভু, আপনার সহায়তায় আমি সৈন্যদের সঙ্গে

দৌড়তে পারি। ঈশ্বরের সহায়তায় আমি শত্রু পক্ষের দেওয়াল অতিক্রম করতে পারি।

31ঈশ্বরের পথই পরিপূর্ণ। প্রভুর বাক্য পরীক্ষিত সত্য। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের রক্ষা করেন।

32প্রভু ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই। আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন শিলা নেই।

33ঈশ্বরই আমার দুর্গ। তিনি সৎ মানুষকে জীবনের সঠিক পথ দেখান।

34প্রভু আমাকে হরিণের মত দ্রুত দৌড়তে সাহায্য করেন। উচ্চস্থানে তিনি আমায় অবিচল রাখেন।

35প্রভু আমাকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। সেই কারণে আমার বাহু একটি শক্তিশালী শর নিক্ষেপ করতে পারে।

36হে প্রভু! আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আপনি আমাকে জয়ী হতে সাহায্য করেছেন। আপনি আমার শত্রুকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছেন।

37আমার হাঁটু এবং পা দুটিকে সবল করে দিন যেন না খুঁড়িয়ে দ্রুত দৌড়তে পারি।

38আমার শত্রুদের নিধন না করা পর্যন্ত আমি তাদের তাড়া করতে চাই। তারা ধ্বংস প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে আসতে চাই না।

39আমি আমার শত্রুদের ধ্বংস করেছি আমি তাদের পরাজিত করেছি। তারা আর উঠে দাঁড়াবে না। হ্যাঁ, আমার শত্রুরা আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।

40হে ঈশ্বর, আপনিই আমায় যুদ্ধে শক্তিশালী করেছেন, আপনিই আমার শত্রুদের আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে দিয়েছেন।

41আমার শত্রুর গলা কেটে তাদের লুটিয়ে ফেলার সুযোগ আপনিই আমাকে দিয়েছেন।

42আমার শত্রুরা সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। এমনকি তারা প্রভুর কাছেও সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু প্রভু তার কোন উত্তর দেন নি।

43আমি শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের ধূলোয় পরিণত করেছি। তাদের আমি চূর্ণবিচূর্ণ করেছি। রাস্তার কাদার মত আমি তাদের মাড়িয়ে গিয়েছি।

44আমার বিরুদ্ধে আমার নিজের লোক যারা লড়াই করেছে, হে প্রভু, আপনি তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করেছেন। আপনি আমাকে জাতির শাসক করেছেন। যে লোকেদের আমি জানতাম না, তারা এখন আমার সেবা করে।

45অন্য দেশের লোকেরাও আমায় মান্য করেছে। যখন তারা আমার নির্দেশ শুনেছে। তৎক্ষণাৎ তারা তা পালন করেছে। সেইসব বিদেশীরা আমাকে ভয় করেছে।

46সেইসব বিদেশীরা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। ভয়ে ভীত হয়ে তারা গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

47প্রভু জীবিত। আমি আমার শিলাকে প্রশংসা করি! ঈশ্বর মহান! তিনিই সেই শিলা যিনি আমাকে রক্ষা করেন!

48তিনি সেই ঈশ্বর যিনি আমার জন্য আমার শত্রুদের শাস্তি দিয়েছেন। লোকেদের তিনি আমার শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

49হে ঈশ্বর, আপনি আমায় শত্রুদের থেকে রক্ষা করেছেন। যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল তাদের পরাজিত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন। শত্রুদের হাত থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন।

50তাই হে প্রভু, আমি জাতিগুলির মধ্যে আপনার প্রশংসা করি! এই কারণে আমি আপনার নামে গান গাই!

51প্রভু তার মনোনীত রাজাকে যে কোন যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেন। তার মনোনীত রাজার জন্য প্রভু তাঁর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি দায়ূদের প্রতি এবং তাঁর উত্তরসূরীদের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবেন।

দায়ূদের শেষ বাক্য

23 এইগুলি হল যিশয়ের পুত্র দায়ূদের শেষ বাক্য:

এই বার্তা এসেছে সেই লোকটি থেকে যাকে ঈশ্বর মহান করেছেন, যিনি যাকোবের ঈশ্বরের মনোনীত রাজা, ইস্রায়েলের সুমধুর গায়ক। এইগুলি তাঁর বাণী।

2প্রভুর আত্মা আমার মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন। আমার মুখ দিয়ে তাঁর বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

3ইস্রায়েলের ঈশ্বর কথা বলেছেন। ইস্রায়েলের ঈশ্বর আমায় বলেছেন, "সেই ব্যক্তি যিনি সৎভাবে শাসন করেন।

4সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা রেখে শাসন করে। সেই ব্যক্তি ঊষাকালের প্রভাত কিরণের মত, পরিষ্কার আকাশের মত, বৃষ্টির পর সূর্যকিরণের মত, সেই বৃষ্টির মত যার ছোঁয়ায় মাটির ওপর নতুন ঘাস জন্ম নেয়।"

5ঈশ্বর আমার পরিবারকে শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত করেছেন। আমার সঙ্গে তিনি চিরদিনের জন্য একটি চুক্তি করেছেন। এই চুক্তিকে ঈশ্বর সবদিক থেকে সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করেছেন। তাই, নিশ্চিতভাবে তিনি আমায় সকল জয় ও সাফল্য দেবেন। আমি যা চাই তার সবই তিনি আমায় দেবেন।

6কিন্তু মন্দ লোকেরা কাঁটার মত। লোকে কাঁটা রাখে না; তারা কাঁটাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

7লোকে যখন সেই কাঁটাগুলি স্পর্শ করে, তারা কাঠের বর্শার মত অথবা লোহার ডাণ্ডার মত নিজেদের আহত করে। হ্যাঁ, সেইসব লোক কাঁটার মত। তাদের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, তারা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হবে!

তিনজন বীর যোদ্ধা

8এইগুলি হল দায়ূদের বীর সৈনিকের নাম: তখমোনীয় যোশেব-বশেবৎ। যোশেব-বশেবৎ তিনজন শৌর্য্যপূর্ণ সেনার অধিনায়ক ছিল। তাকে ইস্নীয় আদীনো বলে ডাকা হত। যোশেব-বশেবৎ একসঙ্গে 800 লোককে হত্যা করেছিল।

9পরবর্তী বীর হল, অহোহীয়ের অধিবাসী, দোদয়ের
পুত্র ইলিয়াসর। ইলিয়াসর সেই তিনজন যোদ্ধাদের
একজন যারা পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় দায়ূদের
সঙ্গে ছিল। তারা যুদ্ধের জন্য জমায়েত হয়েছিল কিন্তু
ইস্রায়েলীয় সেনারা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।
10ইলিয়াসর প্রচণ্ড অবসন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত
পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সে দৃঢ়ভাবে তরবারি
ধরে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। সেই দিন প্রভু ইস্রায়েলকে
একটা বড় জয় এনে দিলেন। ইলিয়াসর যুদ্ধে জয়ী
হলে লোকেরা সকলে ফিরে এল। কিন্তু তারা শুধুমাত্র
মৃত শত্রুদের থেকে জিনিসপত্র নিতে এসেছিল।

11পরবর্তী বীর শম্ম। সে হরারীয় আগির সন্তান।
পলেষ্টীয়রা একসঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। একটি মুসুর
ক্ষেতে তাদের লড়াই হল। পলেষ্টীয়দের কাছ থেকে
লোকেরা ছুটে পালিয়ে গেল। 12কিন্তু শম্ম যুদ্ধক্ষেত্রের
মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করল। সে পলেষ্টীয়দের
পরাজিত করল। সেই দিন, প্রভু ইস্রায়েলকে এক মহান
বিজয় এনে দিলেন।

13একদিন, দায়ূদ অদুল্লম গুহাতে অবস্থান করছিলেন
এবং পলেষ্টীয়রা রফায়ীম উপত্যকায় ছিল। দায়ূদের
খুব ঘনিষ্ঠ ত্রিশ জন বীর যোদ্ধার* মধ্যে থেকে এই
তিনজন মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সরীসৃপের মত
বুকে ভর দিয়ে দায়ূদের গুহায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং
দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

14অন্য আর এক সময়, দায়ূদ এক দুর্গের মধ্যে
ছিলেন এবং সেই সময় একদল পলেষ্টীয় সেনা
বৈৎলেহমে ছিল। 15একটু জলের জন্য দায়ূদ তৃষ্ণার্ত
ছিলেন। তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছা, বৈৎলেহমের
নগরদ্বারের কুয়ো থেকে কেউ আমায় খানিকটা জল
এনে দিক!" আসলে দায়ূদ প্রকৃতই জল চান নি, তিনি
এমনি সে কথা বলেছিলেন।

16কিন্তু সেই তিনজন শৌর্য্যপূর্ণ যোদ্ধা পলেষ্টীয়
সেনাদের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ করল এবং গিয়ে বৈৎলেহম
শহরের ফটকের কাছে কুয়ো থেকে জল এনেছিল।
তারা সেই জল দায়ূদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু
দায়ূদ সেই জল পান করতে অস্বীকার করলেন। তিনি
সেই জল মাটিতে ঢেলে দিয়ে তা প্রভুর কাছে উৎসর্গ
করলেন। 17দায়ূদ বললেন, "হে প্রভু, এই জল আমি
পান করতে পারি না। যদি আমি এই জল পান করি,
তাহলে তা তাদের রক্ত পান করার মতই অন্যায় কাজ
হবে, যারা আমার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই জল
এনেছে।" এই কারণে দায়ূদ সেই জল পান করতে
অস্বীকার করেন। এই তিন জন বীর এই রকম আরও
অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

অন্যান্য বীর সৈন্যদের কথা

18যোয়াবের ভাই এবং সরূয়ার পুত্রের নাম অবীশয়।
অবীশয় এই তিনজন যোদ্ধার নেতা ছিল। অবীশয়
300 শত্রুর বিরুদ্ধে তার বর্শাকে ব্যবহার করেছে এবং
তাদের হত্যা করেছে। সেও এই তিনজন বীর যোদ্ধার
মতই বিখ্যাত হয়েছিল। 19অবীশয় ঐ তিনজন বীরের
মতই বিখ্যাত হয়েছিল। যদিও সে ঐ তিন জন বীরের
একজন ও নয় তবু সে ঐ তিন বীরের নেতা হয়ে
গিয়েছিল।

20এছাড়া যিহোয়াদার পুত্র বনায় ছিল আর এক
বীর। সে এক পরাক্রমশালী পিতার সন্তান। সে কব্‌সেল
থেকে এসেছিল। বনায় অনেকগুলি দুঃসাহসের কাজ
করেছিল। মোয়াবীয় অরীয়েলের দুই পুত্রকে সে হত্যা
করেছিল। একদিন যখন তুষারপাত হচ্ছে, বনায় মাটির
একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে এক সিংহকে বধ করে। 21বনায়
এক মিশরীয় সৈন্যকেও হত্যা করে। মিশরীয় সৈন্যটির
হাতে একটা বর্শা ছিল। কিন্তু বনায়ের হাতে একটি
মাত্র মুগুর ছিল। বনায় মিশরীয় সৈন্যটির বর্শাটা মুঠো
করে চেপে ধরে এবং তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়।
তারপর তার নিজের বর্শা দিয়ে সেই মিশরীয় সৈন্যকে
হত্যা করে। 22যিহোয়াদার পুত্র বনায় এই রকম নানা
দুঃসাহসিক কাজ করেছিল। সে সেই তিন বীরপুরুষের
মতই বিখ্যাত ছিল। 23বনায় সেই ত্রিশ জন বীরের
থেকেও বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সে সেই তিন জন বীরপুরুষের
একজন ছিল না। দায়ূদ বনায়কে তার দেহরক্ষীদের
নেতা রূপে মনোনীত করেন।

তিরিশ জন বীরের কথা

24যোয়াবের ভাই অসাহেল ত্রিশ জন বীরের একজন,
ঐ ত্রিশ জন যোদ্ধার অন্যান্য বীররা হল: বৈৎলেহমের
দোদয়ের পুত্র ইল্‌হানন। 25হরোদীয় শম্ম; সহরোদীয়
ইলীকা; 26পল্টীয় হেলস; তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা;
27অনাথোতীয় অবীয়েষর; হূশাতীয় মবুন্নয়; 28অহোহীয়
সল্‌মোন; নটোফাতীয় মহরয়; 29নটোফৎ থেকে বানা
এর পুত্র হেলব, গিবিয়ার বিন্যামীনের রীবয়ের পুত্র
ইত্তয়;

30পিরিয়াথোনীয় বনায়; গাশ উপত্যকা নিবাসী
হিদ্দয়, 31অর্বতীয় অবি-য়লবোন; বরহূমীয় অস্‌মাবৎ;
32শাল্‌বোনীয় ইলিয়হবা; যাশেনের পুত্ররা; 33হরার থেকে
শম্মের পুত্র যোনাথন, হরার থেকে সাররের পুত্র অহীয়াম;
34মাখাথীয় অহস্‌বয়ের পুত্র ইলীফেলট; গীলোনীয়
অহীথোফলের পুত্র ইলীয়াম; 35কর্মিলীয় হিষ্রয়; অর্ব্বীয়
পারয়, 36সোবা নিবাসী নাথনের পুত্র যিগাল, গাদীয়
বানী, 37অম্মোনীয় সেলক, বেরোতীয় নহরয় যে সরূয়ার
পুত্র যোয়াবের বর্ম বহন করেছিল; 38যিত্রীয় ঈরা, যিত্রীয়
গারেব; 39এবং হিত্তীয় ঊরিয়। সেই দলে মোট 37 জন
ছিল।

দায়ূদ তাঁর সৈন্য গণনার সিদ্ধান্ত নিলেন

24 প্রভু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আবার ক্রুদ্ধ হলেন।
প্রভু দায়ূদকে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে প্ররোচিত
করলেন। দায়ূদ বললেন, "যাও, গিয়ে ইস্রায়েল এবং
যিহুদার লোকসংখ্যা গণনা কর।"

ত্রিশ ... যোদ্ধা এই লোকেরা দায়ূদ গোষ্ঠীর বিখ্যাত বীর যোদ্ধা।

2রাজা দায়ূদ তাঁর সেনাপতি যোয়াবকে বললেন,
“যাও, দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত লোকসংখ্যা গণনা
করে এসো। তাহলে আমি জানতে পারব সেখানে কত
লোকজন আছে।”
3যোয়াব রাজাকে বললেন, “ঠিক কতসংখ্যক লোক
আছে তাতে কিছু এসে যায় না। প্রভু, আপনার ঈশ্বর
যেন তার 100 গুণ বেশী লোকজন আপনাকে দেন।
এই ঘটনাগুলি যেন আপনি নিজের চোখে ঘটতে
দেখেন। কিন্তু কেন আপনি এই গণনার কাজ করতে
চাইছেন?”
4রাজা দায়ূদ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর সেনাপতিদের
এবং যোয়াবকে লোকগণনার হুকুম দিলেন। তখন যোয়াব
এবং সেনাপতি রাজার কাছ থেকে চলে গেল এবং
লোকগণনার কাজ করতে লাগল। 5তারা যর্দন নদী
পার হয়ে গেল। অরোয়ের নামক স্থানে তারা ঘাঁটি
গাড়লো। তাদের ঘাঁটি শহরের ডানদিকে অবস্থিত ছিল।
(এই শহরটি যাসেরের পথে যেতে গাদ উপত্যকার
মধ্যে অবস্থিত ছিল।)
6তারপর তারা পূর্বদিকে গিয়ে তহতীম-হদ্শি দেশের
দিকে গিলিয়দে এল। তারপর তারা উত্তরদিকে দান-যান
হয়ে সীদোন পর্যন্ত গেল। 7তারা সোরদুর্গেও গিয়েছিল।
তারা হিব্বীয় ও কনানীয়দের প্রত্যেকটি শহরে গিয়েছিল
দক্ষিণ দিকে তারা যিহূদার দক্ষিণস্থ বের্-শেবা পর্যন্ত
গিয়েছিল। 8গোটা দেশে যেতে তাদের 9 মাস 20 দিন
সময় লেগেছিলো। তারা 9 মাস 20 দিন পরে
জেরুশালেমে ফিরে এসেছিল।
9যোয়াব রাজার হাতে লোকসংখ্যার তালিকা তুলে
দিল। তরবারি ব্যবহার করতে পারে এমন লোকের
সংখ্যা ইস্রায়েলে ছিল 8,00,000 এবং যিহূদার
লোকসংখ্যা ছিলো 5,00,000 জন।

প্রভু দায়ূদকে শাস্তি দিলেন

10লোকসংখ্যা গণনার পর দায়ূদ লজ্জিত হলেন।
দায়ূদ প্রভুকে বললেন, “আমি যা করেছি তাতে আমার
মস্ত বড় পাপ হয়েছে। হে প্রভু, মিনতি করি, আপনি
আমার পাপ ক্ষমা করে দিন। আমি সত্যি বোকার মত
কাজ করেছি।”
11দায়ূদ যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলেন, তখন
দায়ূদের ভাববাদী গাদের কাছে প্রভুর বাক্য নেমে এল।
12প্রভু গাদকে বললেন, “যাও গিয়ে দায়ূদকে বল, ‘প্রভু
এই কথাই বললেন: আমি তোমাকে তিনটি বিষয় দিচ্ছি।
তুমি পছন্দ কর কোন্টা আমি তোমার প্রতি বরাদ্দ
করব।’”
13গাদ দায়ূদের কাছে এসে বলল, “তিনটি বিষয়ের
মধ্যে থেকে একটা বেছে নাও:

1. তোমার রাজ্যে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ।
2. তোমার শত্রুরা তিনমাস ধরে তোমায় তাড়া করবে।
3. তোমার দেশে তিন দিনের মহামারী আসবে।

এ বিষয়ে চিন্তা করে, তিনটের মধ্যে একটা বিষয়
বেছে নাও। তোমার কোনটা পছন্দ হল সে সম্পর্কে
আমি প্রভুকে বলব। প্রভু আমাকে তোমার কাছে
পাঠিয়েছেন।”
14দায়ূদ গাদকে বললেন, “আমি সত্যিই খুব সমস্যায়
পড়েছি। কিন্তু প্রভু সত্যি বড় ক্ষমাশীল। সুতরাং প্রভুই
আমাদের শাস্তি দিন। আমার শাস্তি যেন লোকেদের
কাছ থেকে না আসে।”
15অতএব প্রভু ইস্রায়েলে একটি মহামারী পাঠালেন।
এই মহামারী সকালে শুরু হল এবং মনোনীত সময়
পর্যন্ত চলল। দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত সারা
ইস্রায়েলের 70,000 লোক মারা গেল। 16দেবদূত
জেরুশালেমকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর বাহু ওপরে
ওঠালেন। ঈশ্বর শাস্তির ব্যাপারে তাঁর মন পরিবর্তন
করলেন। যে দূত ধ্বংস করছিলেন, প্রভু তাঁকে বললেন,
“অনেক হয়েছে। তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও।” সেই
সময় তাঁরা যিবূষীয় অরৌণার খামারের কাছে ছিলেন।

দায়ূদ অরৌণার শস্য মাড়ানোর জমি কিনলেন

17যে দূত লোকেদের হত্যা করছিল দায়ূদ তাকে
দেখলেন। দায়ূদ প্রভুর সঙ্গে কথা বললেন। দায়ূদ
বললেন, “আমি পাপ করেছি। আমি গর্হিত কাজ করেছি।
আমি ওদের যা করতে বলেছি এই সব লোক তাই
করেছে। তারা বাধ্য মেষের মত আমায় অনুসরণ করেছে।
তারা কোন ভুল করেনি। দয়া করে আপনার শাস্তি
আমাকে এবং আমার পিতার পরিবারকে দিন।”
18সেই দিন গাদ দায়ূদের কাছে এল। গাদ দায়ূদকে
বলল, “যাও, যিবূষীয় অরৌণার শস্য মাড়ানোর জমিতে
প্রভুর জন্য একটি বেদী তৈরী কর।” 19যেমন গাদ
তাকে বলল সেইমত দায়ূদ করল। প্রভু যা চান দায়ূদ
ঠিক তাই করল। দায়ূদ অরৌণার সঙ্গে দেখা করতে
গেলেন। 20অরৌণা দেখলো যে রাজা দায়ূদ এবং তাঁর
আধিকারিকরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। অরৌণা
বাইরে বেরিয়ে গিয়ে মাথা নত করে প্রণাম করল।
21অরৌণা বলল, “আমার গুরু এবং রাজা কেন আমার
কাছে এসেছেন?”
দায়ূদ উত্তর দিলেন, “আমি তোমার কাছ থেকে
খামার বাড়ীটি কিনতে এসেছি। তারপর আমি প্রভুর
জন্য একটা বেদী বানাব। তাহলে এই মহামারী বন্ধ
হয়ে যাবে।”
22অরৌণা দায়ূদকে বলল, “হে আমার গুরু এবং
রাজা, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হিসেবে আপনি যা
খুশী তাই নিতে পারেন। এখানে হোমবলির জন্য কিছু
গরু এবং কাঠের জন্য এই ধান ঝাড়াইয়ের পাটাতন
এবং বাঁকগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। 23হে রাজা, এই সব
আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি!” অরৌণা রাজাকে আরও
বলল, “প্রভু, আপনার ঈশ্বর যেন আপনার প্রতি প্রসন্ন
হন।”
24কিন্তু রাজা অরৌণাকে বললেন, “না! আমি
তোমাকে এই জমির দাম দিয়ে দেব। আমি আমার

প্রভু ঈশ্বরকে হোমবলি উৎসর্গ করব না যার জন্য আমি কোন অর্থ দিইনি।”

তখন দায়ূদ 50 শেকল রূপোর বিনিময়ে সেই ঢেঁকিটা এবং গরুগুলো কিনে নিলেন।
25তারপর দায়ূদ প্রভুর উদ্দেশ্যে সেখানে এক বেদী নির্মাণ করলেন। তিনি তার ওপরে হোমবলি এবং মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করলেন।

সারা দেশের জন্য দায়ূদের প্রার্থনায় প্রভু সাড়া দিলেন। প্রভু সেই মহামারীকে ইস্রায়েলে থামিয়ে দিলেন।

রাজাবলির প্রথম খণ্ড

আদোনিয় রাজা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন

1 রাজা দায়ূদ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এতো বয়স হয়েছিল যে কোনোমতেই আর তাঁর শরীর উষ্ণ হয় না। এমন কি ভৃত্যরা তাঁর শরীর লেপ কম্বল দিয়ে ঢাকা সত্ত্বেও তাঁর শীত আর কাটে না। 2তখন ভৃত্যরা রাজাকে বলল, ‘‘আমরা তবে আপনার যত্ন করার জন্য একটি যুবতী মেয়েকে খুঁজে বের করি। সে আপনার পাশে শয়ন করবে এবং আপনাকে উষ্ণ রাখবে।’’ 3তখন রাজকর্মচারীরা রাজাকে উষ্ণ রাখার জন্য ইস্রায়েলের সর্বত্র সুন্দরী যুবতী মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। এমনি করে খুঁজতে খুঁজতে শূনেম শহরে সুন্দরী অবীশগের খোঁজ মিললো। তারা তখন ঐ মেয়েটিকে রাজার কাছে নিয়ে এলো। 4অবীশগ সত্যি সত্যিই অপরূপ সুন্দরী ছিল। সে রাজার সবরকম যত্ন বা পরিচর্যা করলেও তার সঙ্গে রাজা দায়ূদের কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। 5-6রাজা দায়ূদ ও রাণী হগীতের পুত্রের নাম আদোনিয়। এই আদোনিয় খুবই সুপুরুষ ছিলেন। রাজা দায়ূদ কখনো তাঁকে শোধরাবার চেষ্টা করেন নি। তিনি তাঁকে কখনও জিজ্ঞেস করেন নি, ‘‘কেন তুমি এসব করছ?’’ যদিও অবশালোম নামে তাঁর এক ভাই ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী ও ক্ষমতাভিলাষী। আদোনিয় মনে মনে ঠিক করলেন যে এরপর তিনিই রাজা হবেন; আর একথা স্থির করে তিনি নিজের সুবিধের জন্য তাড়াতাড়ি একটা রথ, কিছু ঘোড়া ও তাঁর রথের সামনে দৌড়োনোর জন্য প্রায় 50 জন লোক জোগাড় করে ফেললেন।

7রাজা হবার বিষয়টা নিয়ে তিনি সরূয়ার পুত্র যোয়াব ও যাজক অবিয়াথরের সঙ্গে পরামর্শও সেরে ফেললেন। তারা তাঁকে নতুন রাজা হতে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। 8কিন্তু রাজা দায়ূদের প্রতি অনুগত কিছু ব্যক্তির আদোনিয়ের এই উচ্চাভিলাষ পছন্দ হয়নি। এরা হল যাজক সাদোক, যিহোয়াদার পুত্র বনায়, ভাববাদী নাথন, শিমিয়ি, রেয়ি ও রাজা দায়ূদের বিশেষ রক্ষীদল। এরা কেউই আদোনিয়র সঙ্গে যোগ দেয়নি।

9একদিন আদোনিয় ঐন্-রোগেলের কাছে সোহেলৎ পাথরে বেশ কিছু মেষ, ষাঁড় ও বাছুর মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে বলি দিয়ে তাঁর ভাইদের (রাজা দায়ূদের অন্যান্য পুত্রদের) ও যিহূদার সমস্ত আধিকারিকদের নিমন্ত্রণ করলেন। 10কিন্তু আদোনিয় তাঁর পিতার বিশেষ রক্ষীদের, তাঁর ভাই শলোমন, বনায় ও যাজক নাথনকে এদিন নিমন্ত্রণ করেন নি।’’

শলোমনের হয়ে নাথন ও বৎশেবার কথা বলল

11নাথন একথা জানতে পেরে শলোমনের মা বৎশেবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘হগীতের পুত্র আদোনিয় কি করছে আপনি কি কিছু জানেন? তিনি রাজা হবার প্রস্তুতি করছেন। এদিকে রাজা দায়ূদ এসবের বিন্দু বিসর্গ জানেন না। 12এক্ষেত্রে আপনার ও আপনার পুত্র শলোমনের প্রাণের আশঙ্কা থাকতে পারে বলেই আমার ধারণা। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি আপনাকে আত্মরক্ষার একটা উপায় বলে দিচ্ছি। 13রাজা দায়ূদের কাছে যান এবং তাঁকে বলুন, ‘হে রাজাধিরাজ, আপনি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আপনার পরে আমার পুত্র শলোমনই পরবর্তী রাজা হবে। তাহলে আদোনিয় কেন পরবর্তী রাজা হচ্ছে?’ 14আপনি যখন রাজার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকবেন, আমি তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব এবং তখন আমি রাজাকে সমস্ত কিছু জানাব, তাতে আপনার কথার সত্যতাও প্রমাণ হবে।’’

15বৎশেবা তখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর শয়ন কক্ষে যেখানে শূনেমীয়া অবীশগ বৃদ্ধ রাজার পরিচর্যা করছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। 16বৎশেবা রাজার সামনে আনত হবার পর রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আমি তোমার জন্য কি করতে পারি বল?’’

17বৎশেবা বললেন, ‘‘মহাশয়, আপনি আপনার প্রভু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন যে, ‘আপনার পর আমার পুত্র শলোমনই রাজা হবে। সে আপনার সিংহাসনে বসবে।’ 18কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না আদোনিয় ইতিমধ্যেই রাজা হবার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। 19সে মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে বহু গরু ও মেষ বলি দিয়ে বড়সড় একটা ভোজসভার আয়োজন করে সেখানে আপনার অন্যান্য সমস্ত পুত্রদের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে যাজক অবিয়াথর, যোয়াব, আপনার সেনাবাহিনীর প্রধানকে এই ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেও আপনার অনুগত পুত্র শলোমনকে নিমন্ত্রণ করেনি। 20রাজা, এখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আপনার পর কে রাজা হবে, সে বিষয়ে তারা আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চায়। 21আপনার মৃত্যুর আগেই এবিষয়ে আপনাকে অতি অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে। তা না হলে, আপনার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আপনাকে সমাধিস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লোকেরা শলোমন ও আমাকে অপরাধী বলবে।’’

22বৎশেবা যখন রাজার সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, তখন ভাববাদী নাথন রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলো। 23রাজার ভৃত্যরা তাঁকে বলল, ‘‘ভাববাদী নাথন আপনার কাছে এসেছেন।’’ নাথন রাজার সামনে আনত

হয়ে রাজাকে সম্মান দেখিয়ে বলল, 24“মহারাজ আপনি কি আদোনিয়কে আপনার পরবর্তী রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছেন? আপনি কি ঠিক করেছেন এখন থেকে সেই রাজ্য শাসন করবে? 25আমি একথা বলছি কারণ আদোনিয় আজ উপত্যকায় গিয়ে মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে বহু গরু ও মেষ বলি দিয়েছে। তারপর যাজক অবিয়াথর, আপনার অন্যান্য পুত্রদের ও সেনাপতিদের সবাইকে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেছে। ওরা সবাই মিলে এখন আদোনিয়র সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছে আর আদোনিয়র জয়ধ্বনি দিয়ে বলছে, ‘মহারাজ আদোনিয় দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।’ 26কিন্তু আদোনিয় ভোজসভায় আপনার পুত্র শলোমন, যাজক সাদোক, যিহোয়াদার পুত্র বনায় বা আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি। 27মহারাজ আপনি কি আমাদের কিছু না জানিয়েই সব ঠিক করে ফেললেন? দয়া করে বলুন, আপনার পর কে রাজা হবে।”

28তখন রাজা দায়ূদ বললেন, “বৎশেবাকে ভেতরে আসতে বলো।” বৎশেবা এসে রাজার সামনে দাঁড়ালেন।

29এরপর রাজা দায়ূদ ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বললেন, “প্রভু আমাকে জীবনের সমস্ত বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে যে কথা আগে শপথ করেছিলাম সেকথাই আবার বলছি। 30আমি প্রতিশ্রুতি করেছিলাম আমার পর তোমার পুত্র শলোমন রাজা হবে। আমি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। তাই আজও বলছি, আমার পরে শলোমনই আমার সিংহাসনে বসবে।”

31তখন বৎশেবা রাজার সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে বললেন, “রাজা দায়ূদ দীর্ঘজীবী হোন।”

শলোমন নূতন রাজা হিসেবে মনোনীত হলেন

32এরপর রাজা দায়ূদ যাজক সাদোক, ভাববাদী নাথন ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে ডেকে পাঠালেন। তারা তিনজন রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলো। 33রাজা তাদের বললেন, “শলোমনকে আমার নিজের খচ্চরে চড়িয়ে, আমার সমস্ত আধিকারিকবর্গকে নিয়ে গীহোন ঝর্ণার কাছে যাও। 34সেখানে পবিত্র তেল ছিটিয়ে যাজক সাদোক ও ভাববাদী নাথন তাকে নতুন রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবে। আর তারপর তোমরা শিঙা বাজিয়ে শলোমনের রাজপদে অভিষিক্ত হবার কথা ঘোষণা করে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। 35এরপর শলোমনই আমার সিংহাসনে বসবে এবং আমার জায়গায় রাজা হবে। আমি শলোমনকে ইস্রায়েল ও যিহূদার শাসক হিসেবে নির্বাচন করলাম।”

36যিহোয়াদার পুত্র বনায় রাজার কথার উত্তরে বলল, “আমেন! ধন্য মহারাজ! প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং যেন আপনার মুখ দিয়ে একথা বললেন। 37হে মহারাজ, মহান প্রভু ঈশ্বর বরাবর আপনার সহায় ছিলেন। আমরা আশা করব তিনি একইভাবে শলোমনের পাশে থাকবেন এবং শলোমনের রাজ্য আপনার রাজ্য থেকে অনেক বড় ও শক্তিশালী হবে।”

38সাদোক, নাথন, বনায় ও রাজার আধিকারিকবর্গ রাজা দায়ূদের কথা পালন করল এবং শলোমনকে রাজা দায়ূদের খচ্চরে চড়িয়ে গীহোন ঝর্ণায় নিয়ে গেল। 39যাজক সাদোক পবিত্র তাঁবুর থেকে তৈলাধারটি নিজে বহন করে নিয়ে গিয়ে শলোমনের মাথায় প্রথামতো খানিক তেল ছিটিয়ে তাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলো। তখন চতুর্দিকে শিঙা বেজে উঠল এবং চারপাশ থেকে সমস্ত লোকেরা চিৎকার করে উঠল, “মহারাজ শলোমন দীর্ঘজীবি হোন!” 40আনন্দিত ও উত্তেজিত জনতা শলোমনের পেছন পেছন শহরে এল। খুশী হয়ে, বাঁশী বাজাতে বাজাতে তারা সকলে এতো শব্দ করছিল যে মাটিও কাঁপছিল।

41এদিকে আদোনিয় ও তাঁর অতিথিরা তখন সবে মাত্র ভোজনপর্ব শেষ করেছে। হঠাৎ তারা সবাই শিঙার শব্দ শুনতে পেল। যোয়াব বলল, “কিসের আওয়াজ হচ্ছে? শহরে এতো হৈ-চৈ কিসের?”

42যোয়াব যখন কথা বলছে তখন যাজক অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন এসে উপস্থিত হল। আদোনিয় তাকে বলল, “এসো, এসো, এখানে এসো! তুমি একজন ভাল ও বিশ্বাসী মানুষ। তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্য কোনো সুখবর এনেছো?”

43যোনাথন বলল, “আপনার পক্ষে সুখবর কিনা জানি না, তবে রাজা দায়ূদ, শলোমনকে নতুন রাজা বলে ঘোষণা করেছেন। 44-45রাজা নিজের খচ্চরে শলোমনকে চড়িয়ে যাজক সাদোক, ভাববাদী নাথন ও রাজ আধিকারিকবর্গকে দিয়ে তাঁকে গীহোন ঝর্ণায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে যাজক সাদোক ও ভাববাদী নাথন তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে। তারপর তারা সকলে একসঙ্গে শহরে ফিরে যায়। লোকেরাও সব তাদের পেছন পেছন যায়। এখানে সকলে দারুণ খুশি ও সবাই আনন্দ করছে। আপনারা সেই আওয়াজই শুনতে পাচ্ছেন।

46-47এমন কি শলোমন রাজ সিংহাসনেও বসেছেন! রাজার সমস্ত আধিকারিকবর্গ রাজা দায়ূদকে এ কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলছে, ‘মহারাজ দায়ূদ, আপনি একজন মহান রাজা এবং আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর শলোমনকে একজন মহান রাজা করবেন। আমাদের বিশ্বাস প্রভু শলোমনকে আপনার চেয়েও খ্যাতিমান করবেন এবং তাঁর রাজ্য আপনার রাজ্যের থেকেও বড় হবে।’

“রাজা দায়ূদও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিছানা থেকেই শলোমনের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে বলেছেন,

48‘ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর ধন্য হলেন! মহিমাময় প্রভু আমারই এক সন্তানকে আমার সিংহাসনে স্থাপন করলেন । এই শুভক্ষণ দেখার জন্য তিনি আমায় যথেষ্ট দিন বাঁচতে দিয়েছেন।’”

49তখন আদোনিয়র সমস্ত অতিথিরা ভয়ে পাংশু হয়ে তাড়াতাড়ি ভোজসভা ছেড়ে চলে গেল। 50এমন কি আদোনিয় শলোমনের ভয়ে ভীত হয়ে বেদীর কাছে

গিয়ে বেদীর কোণগুলিকে ধরলেন।* 51শলোমনকে গিয়ে একজন খবর দিল, ‘‘মহারাজ, আপনার ভয়ে ভীত হয়ে আদোনিয় এখন পবিত্র তাঁবুতে যজ্ঞবেদীর কোণগুলোকে ধরে আছে। আর সেখান থেকে কিছুতেই বেরোতে চাইছে না। সে বলছে, ‘আগে রাজা শলোমনকে প্রতিশ্রুতি করতে বলো যে তিনি আমাকে হত্যা করবেন না।’’’

52তখন শলোমন বললেন, ‘‘যদি আদোনিয়র আচার আচরণে প্রমাণ হয় যে সে একজন সৎ ব্যক্তি, আমি প্রতিশ্রুতি করছি আমি ওর মাথার একগাছি চুল পর্যন্ত ছোঁব না। কিন্তু ও যদি গোলমাল সৃষ্টি করে তাহলে ওকে মরতে হবে।” 53তারপর রাজা শলোমন আদোনিয়কে নিয়ে আসার জন্য একজনকে পাঠালেন। সে আদোনিয়কে রাজা শলোমনের কাছে নিয়ে এলে, আদোনিয় রাজার সামনে অবনত হলেন। শলোমন তাঁকে বললেন, ‘‘যাও, বাড়ি যাও।”

রাজা দায়ূদ মারা গেলেন

2 ইতিমধ্যে দায়ূদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তিনি তখন শলোমনকে ডেকে বললেন, 2‘‘আমার আর বেশি দিন নেই, সব লোকের মতোই আমিও মারা যাব। কিন্তু তুমি এখন বলবান ও পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠেছ। 3এখন নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রভু ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চল। মোশির বিধিপুস্তকে যেমন লেখা আছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিধি এবং আদেশ এবং সিদ্ধান্ত ও চুক্তি সতর্কভাবে মেনে চলবে। যদি তুমি মেনে চলো তাহলে তুমি তোমার সব কাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হবে। 4শলোমন, তুমি যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করো, তিনিও তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবেন। প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘যদি তোমার সন্তানসন্ততিরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে এবং নিষ্ঠাসহকারে আমার নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে তাহলে সদাসর্বদা তোমারই বংশের কেউ না কেউ ইস্রায়েলের রাজ সিংহাসনে আসীন হবে।’’’

5দায়ূদ আরো বললেন, ‘‘তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সরূয়ার পুত্র যোয়াব আমার সঙ্গে কি করেছিল? সে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর দুই সেনাপতিকে হত্যা করেছিল। সে নেরের পুত্র অব্নেরকে আর যেথরের পুত্র অমাসাকে হত্যা করেছিল। মনে রেখো, শান্তির সময়ে সে এই দুজনকে হত্যা করেছিল এবং তাদের রক্তে তার পায়ের জুতো রঞ্জিত করেছিল। তাকে শাস্তি দেওয়া আমার কর্তব্য। 6কিন্তু এখন তুমি রাজা। তোমার যা বিবেচনায় সঙ্গত বলে মনে হয়, সেভাবেই ওকে শাস্তি দিও ও সে যে হত হয়েছে তা নিশ্চিত কর। বার্দ্ধক্যের সুস্থ স্বাভাবিক মৃত্যু যেন ও ভোগ করতে না পারে। 7 গিলিয়দের বর্সিল্লয়ের সন্তানদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো ও তাদের নিমন্ত্রণ করে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করো। কারণ আমি যখন তোমার ভাই অবশালোমের থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, আমার সেই বিপদের দিনে ওরা আমায় সাহায্য করেছিল।

8‘‘আর মনে রেখো বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর বহুরীম নিবাসী গেরার পুত্র শিমিয়ি এখনো কাছে পিঠেই কোথাও আছে। আমি যখন মহনয়িমে পালিয়ে যাই সে আমাকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়ে অভিশপ্ত করেছিল। পরে যখন যর্দ্দন নদীর তীরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে আমি প্রভুর শপথ করে বলেছিলাম, আমি শিমিয়িকে হত্যা করব না। 9কিন্তু, দেখো ওকে যেন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিও না। তুমি যথেষ্টই বিচক্ষণ হয়েছ, কি করা দরকার তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, কিন্তু দেখো ওকে বার্দ্ধক্যের শান্ত মৃত্যু ভোগ করতে দিও না।” 10এরপর রাজা দায়ূদের মৃত্যু হলে, দায়ূদ শহরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। 11দায়ূদ 40 বছর ইস্রায়েলে শাসন করেছিলেন। তিনি হিব্রোণে 7 বছর ও জেরুশালেমে 33 বছর শাসন করেছিলেন।

শলোমন তাঁর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণভার নিলেন

12অতঃপর শলোমন রাজা হয়ে তার পিতার সিংহাসনে বসে রাজা দায়ূদের রাজ্য পুরোপুরি নিজের দখলে আনলেন।

13হগীতের পুত্র আদোনিয় এসময়ে একদিন শলোমনের মা বৎশেবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বৎশেবা তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতে চাও?”

আদোনিয় তাঁকে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বললেন, ‘‘এ ব্যাপারে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। 14তবে আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে।”

বৎশেবা বলল, ‘‘বলো কি ব্যাপার?”

15আদোনিয় বলল, ‘‘আপনার মনে রাখা দরকার যে, এক সময়ে এ রাজ্য আমারই ছিল। ইস্রায়েলের লোকেরা ভেবেছিল আমিই তাদের রাজা। কিন্তু ঈশ্বর এই অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন এবং শলোমনকে রাজা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় আমার ভাই এখন তাদের রাজা। 16আমার আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে, দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না।”

বৎশেবা জানতে চাইলেন, ‘‘বলো কি তোমার ইচ্ছা?”

17আদোনিয় বলল, ‘‘আমি জানি, রাজা শলোমন কখনো আপনার আদেশ অমান্য করবেন না। আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে আমায় শূনেমের অবীশগকে বিয়ে করায় সম্মতি দিতে বলবেন।”

18বৎশেবা বলল, “এ বিষয়ে আগে তাঁকে রাজার সঙ্গে কথা বলতে হবে।”

19কথামতো বৎশেবা বিষয়টি নিয়ে রাজা শলোমনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। শলোমন তাঁকে আসতে

বেদীর ... ধরলেন এটা প্রমাণ করে যে তিনি করুণা ভিক্ষা করছিলেন। বিধি বলে যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র স্থানে গিয়ে বেদীর কোণগুলো ধরে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া চলবে না।

দেখে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে
মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানালেন। তারপর সিংহাসনে বসে
ভৃত্যদের তাঁর মায়ের জন্য আরেকটি সিংহাসন আনতে
হুকুম দিলেন। বৎশেবা গিয়ে তাঁর পুত্রের ডান পাশে
বসলেন।

20তারপর বললেন, ‘‘তোমার কাছে একটা ছোট
জিনিস চাইতে এসেছি, আমাকে নিরাশ কোর না।”

রাজা বললেন, ‘‘মা, তুমি আমার কাছে যা খুশি
তাই চাইতে পারো, আমি আপত্তি করবো না।”

21বৎশেবা তখন বললেন, ‘‘তাহলে তোমার ভাই
আদোনিয়কে শূনেমের অবীশগ বলে সেই মেয়েটিকে
বিয়ে করতে অনুমতি দাও।”

22একথা শুনে শলোমন তাঁর মাকে বললেন, ‘‘তুমি
শুধু অবীশগকেই আদোনিয়র হাতে তুলে দিতে বলছ
কেন? তার চেয়ে বলো না কেন, ওকেই এবার রাজা
করে দিই! হাজার হোক ও আমার বড় ভাই, যাজক
অবিয়াথর ও যোয়াবও ওকে সমর্থন করবে।”

23এরপর ক্রুদ্ধ শলোমন প্রভুর নামে প্রতিশ্রুতি করে
বললেন, ‘‘আমি প্রতিশ্রুতি করছি, এর মূল্য আদোনিয়কে
দিতে হবে। এজন্য ওকে প্রাণ দিতে হবে। 24প্রভু তাঁর
প্রতিশ্রুতি মতো আমাকে ইস্রায়েলের রাজা করেছেন,
আমার পিতা দায়ূদের রাজ সিংহাসনে আমাকে
বসিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ রাজ্য আমার
ও আমার পরিবারের। এখন প্রভুর জীবিত থাকাটা
যেমন স্থির নিশ্চিত, তেমনি আমি শপথ নিয়ে বলছি
যে আদোনিয় আজই মারা যাবে।”

25এরপর শলোমন, যেমনভাবে যিহোয়াদার পুত্র
বনায়কে নির্দেশ দিলেন, তেমনি বনায় গেলেন এবং
আদোনিয়কে হত্যা করলেন।

26তারপর রাজা শলোমন যাজক অবিয়াথরকে ডেকে
বললেন, “তোমাকে আমার হত্যা করা উচিৎ, কিন্তু
আমি এখন তোমাকে হত্যা করব না, সুতরাং তুমি
তোমার বাড়ি অনাথোতে যেতে পারো, কারণ তুমি
আমার পিতা দায়ূদের সঙ্গে পদযাত্রার সময় প্রভুর
পবিত্র সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। আর আমি
একথাও জানি, আমার পিতার দুঃসময়ে, তুমিও তাঁর
পাশে দাঁড়িয়ে কষ্ট ভোগ করেছিলে।”

27শলোমন অবিয়াথরকে একথাও বললেন যে সে
আর যাজক হিসেবে প্রভুর সেবাকাজ করতে পারবে
না। প্রভু যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী এই ঘটনাটি
ঘটেছিল। যাজক এলি ও তার পরিবার সম্পর্কে ঈশ্বর
একথা শীলোতে বলেছিলেন। এবং অবিয়াথর এলিরই
উত্তরপুরুষ ছিলেন।

28এখবর পেয়ে যোয়াব খুব ভয় পেলেন। যোয়াব
অবশালোমকে সমর্থন না করলেও আদোনিয়র পক্ষে
ছিলেন। তাই যোয়াব তাড়াতাড়ি প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে
প্রাণ বাঁচানোর জন্য বেদীর শরণ নিলেন। 29পরে রাজা
শলোমনের কাছে সংবাদ এল যে যোয়াব প্রভুর তাঁবুর
বেদীর কাছে আছেন, সুতরাংশলোমন বনায়কে যোয়াবকে
হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। 30বনায় তখন প্রভুর তাঁবুর
সামনে গিয়ে বললেন, ‘‘রাজার নির্দেশ মেনে তুমি
ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে এসো।”

কিন্তু যোয়াব বললেন, ‘‘না আমি এখানেই মরতে
চাই।”

বনায় তখন ফিরে গিয়ে রাজাকে যোয়াব যা বলেছেন
তা জানাল। 31অতঃপর রাজা নির্দেশ দিলো, ‘‘তাহলে
ও যা বলেছে তাই হোক। ওকে ওখানেই হত্যা করো
আর তারপর ওকে কবর দাও। একমাত্র তারপরই আমি
ও আমার পরিবারের সকলে যোয়াবের দোষ থেকে
মুক্তি পাব, যেটা, সে নিরপরাধ লোকেদের হত্যা করার
ফলে হয়েছিল। 32যোয়াব, যারা ওর থেকে অনেক ভালো
লোক ছিল দুই ব্যক্তি, ইস্রায়েলের সেনানায়ক নেরের
পুত্র অব্নের ও যেথরের পুত্র যিহূদার সেনাবাহিনীর
প্রধান অমাসাকে হত্যা করেছিল। আমার পিতা দায়ূদ
সেসময় যোয়াবের এই অপকর্মের কথা জানতেন না
বলে ও রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রভু ঐ লোকেদের
হত্যার জন্য যোয়াবকে শাস্তি দেবেন। 33সে এবং তার
পরিবারের সকলকেই এই কর্মফল ভোগ করতে হবে।
কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই দায়ূদ ও তাঁর রাজ পরিবারের
উত্তরপুরুষদের ও তাঁদের রাজত্বে শান্তি আনবেন।”

34তখন যিহোয়াদার পুত্র বনায় গিয়ে যোয়াবকে হত্যা
করল। যোয়াবকে মরুভূমিতে তাঁর বাড়ির কাছে কবর
দেওয়া হল। 35এরপর শলোমন বনায়কে যোয়াবের
জায়গায় সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন। এছাড়াও
তিনি অবিয়াথরের জায়গায় সাদোককে নতুন প্রধান
যাজক হিসেবে নিয়োগ করলেন। 36তারপর রাজা
শিমিয়িকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জেরুশালেমে নিজের
জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে সেখানেই থাকতে নির্দেশ
দিলেন। তিনি বললেন শিমিয়ি যেন কোনোমতেই শহর
ছেড়ে অন্য কোথাও না যায়। 37রাজা শলোমন তাকে
সাবধানও করে দিয়েছিলেন। ‘‘যদি তুমি জেরুশালেম
ত্যাগ কর এবং কিদ্রোণের খালের ওপাশে পা বাড়াও
তবে তোমাকে মরতে হবে এবং তার জন্য তুমি দায়ী।”

38শিমিয়ি একথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, ‘‘ঠিক
আছে মহারাজ, আমি আপনার নির্দেশ মেনেই চলবো।”
তাঁর কথামতো এরপর দীর্ঘদিন শিমিয়ি জেরুশালেমেই
বাস করেছিল। 39কিন্তু তিন বছর পরে শিমিয়ির দুই
ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়ে মাখার পুত্র গাতীয় রাজা
আখীশের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। 40একথা জানতে
পেরে শিমিয়ি তার গাধায় চড়ে গাতীয় রাজা আখীশের
কাছ থেকে তাদের ফিরিয়ে এনেছিল।

41কিন্তু কেউ একজন গিয়ে একথা শলোমনের কানে
তুললে, 42শলোমন শিমিয়িকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন,
‘‘আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে তোমায় বলেছিলাম
যে তুমি জেরুশালেম শহরের বাইরে পা দিলে তোমার
মৃত্যুদণ্ড হবে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম
যে তোমার নিজের ভুলের জন্য তোমার মৃত্যু হবে।
এবং তুমি আমার কথা মেনে চলতে রাজী হয়েছিলে।
43তুমি আমার নির্দেশ মেনে চলবে বলেও কেন তা
অমান্য করলে? কেন নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে

বলো? 44তুমি ভাল করেই জানো বিভিন্ন সময়ে তুমি আমার পিতা দায়ূদেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছ। এখন সেইসব পাপাচরণের জন্য প্রভু তোমায় শাস্তি দেবেন।
45কিন্তু প্রভু আমায় আশীর্বাদ করবেন এবং রাজা দায়ূদের রাজ্য বাধামুক্ত হবে।"

46একথা বলে রাজা শিমিয়িকে হত্যার আদেশ দিলেন বনায়কে। বনায় শিমিয়িকে হত্যা করল। অবশেষে শলোমন তাঁর রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন।

প্রজ্ঞার জন্য শলোমনের প্রার্থনা

3 শলোমন মিশরের ফরৌণের কন্যাকে বিয়ে করলেন এবং তাঁর কন্যাকে দায়ূদ শহরে নিয়ে এসে, মিশরের রাজা ফরৌণের সঙ্গে একটি চুক্তি স্থাপন করলেন। তখনও পর্যন্ত শলোমনের নিজের রাজপ্রাসাদ ও প্রভুর মন্দির বানানোর কাজ শেষ হয় নি। শলোমন সে সময়ে জেরুশালেমের চারপাশে একটি দেওয়াল নির্মাণ করাচ্ছিলেন।
2যেহেতু মন্দিরের কাজ তখনও শেষ হয়নি, লোকেরা উচ্চস্থানের বেদীতে পশু বলি দিত।
3শলোমন তাঁর পিতা দায়ূদের সমস্ত বিধিনির্দেশ পালন করে প্রমাণ করেছিলেন যে সত্যি সত্যিই প্রভুর প্রতি তাঁর অটুট ভক্তি ও ভালোবাসা আছে। কিন্তু এছাড়া শলোমন একটি কাজ করতেন যা তাঁকে তাঁর পিতা রাজা দায়ূদ করতে বলেন নি। সেটি হল উচ্চস্থানে বলিদান ও ধূপধূনো দেওয়া।

4রাজা শলোমন গিবিয়োনে বলি দিতে চাইছিলেন। সেসময়ে গিবিয়োন ছিল বলিদানের উচ্চস্থানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । শলোমন গিবিয়োনের বেদীতে 1,000 হোমবলি উৎসর্গ করলেন।
5যখন শলোমন গিবিয়োনে ছিলেন তখন রাতের বেলা প্রভু তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং তাকে একটি বর চাইতে বললেন।

6তখন শলোমন তাঁকে বললেন, "হে প্রভু আমি আপনার সেবক, আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপনি অসীম করুণা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সৎ ও সত্য পথে আপনার নির্দেশ মেনে চলেছিলেন, তাই আপনি তাঁর নিজের পুত্রকে তাঁরই সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করতে দিয়ে, তাঁর প্রতি আপনার করুণা ও দয়া প্রদর্শন করেছেন।
7হে প্রভু, আমার পিতার জায়গায় আপনি আমাকে রাজা করেছেন, কিন্তু আমি এখনও প্রায় শিশুর মতোই অজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমার মধ্যে প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে।
8আমি আপনার দাস, আপনার নির্বাচিত লোকের অন্যতম সেবক। আর এই অসংখ্য ভক্ত ও সেবকের শাসনভার আজ আমারই ওপর ন্যস্ত ।

9তাই আপনার কাছে আমার অনুনয় ও প্রার্থনা– আমাকে আপনি প্রজ্ঞা দিন যাতে আমি রাজার কর্তব্য পালন করতে পারি ও লোকেদের বিচার করতে পারি। যদি আমার এই মহৎ জ্ঞান থাকে তাহলে আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব। এই প্রজ্ঞা ব্যতীত আপনার এই অগণিত লোকেদের শাসন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"
10শলোমনের এই প্রার্থনা শুনে প্রভু তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলেন।
11তাই তিনি শলোমনকে বললেন, "তুমি নিজের জন্য দীর্ঘজীবন বা ধনসম্পদ চাওনি। এমনকি তোমার শত্রুদের মৃত্যু কামনাও করোনি। তুমি শুধু সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রার্থনা করেছ।
12তাই আমি অতি অবশ্যই তুমি যা প্রার্থনা করেছ তা তোমায় দেব। আমি তোমাকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান করে তুলব। আমি তোমাকে এত বিচক্ষণতা দেব যা আজ পর্যন্ত কেউ কখনও পায়নি এবং ভবিষ্যতেও পাবে না।
13এছাড়াও তোমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমি তোমাকে সেসব জিনিসও দেব যা তুমি প্রার্থনা করোনি। সারাজীবন তুমি অসীম সম্পদ ও সম্মানের ভাগীদার হবে। তোমার মতো বড় রাজা পৃথিবীতে আর কেউ হবে না।
14শুধু তুমি আমার প্রতি আস্থা রেখো আর তোমার পিতা দায়ূদের মতো আমার আদেশ ও বিধিগুলি মেনে চলো। আর তা যদি করো আমি তোমাকে দীর্ঘজীবনও দেব।"

15শলোমনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তখন শলোমন জেরুশালেমে ফিরে গেলেন, ঈশ্বরের আদেশ সম্বলিত পবিত্র সিন্দুকটির সামনে দাঁড়ালেন এবং হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য নিবেদন করলেন। এরপর যে সমস্ত নেতা ও রাজকর্মচারীরা রাজ্যশাসনের কাজে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে একটি ভোজসভার আয়োজন করলেন।

16একদিন দুটি গণিকা শলোমনের কাছে এসে উপস্থিত হল।
17তাদের মধ্যে একজন শলোমনকে বলল, "মহারাজ আমরা দুজনে একই ঘরে বাস করি। আমরা দুজনেই সন্তানসম্ভবা ছিলাম এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় উপস্থিত হয়। ঐ মেয়েটির উপস্থিতিতেই আমি আমার সন্তানের জন্ম দিই।
18এর ঠিক তিনদিন পরে এই মেয়েটি তার শিশুর জন্ম দেয়। কিন্তু আমরা দুজন ছাড়া আমাদের বাড়ীতে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।
19একদিন রাতে ওর শিশুটি মারা যায় কারণ ও শিশুর ওপর শুয়েছিল। সেসময়ে ওর শিশুটি মারা যায়।
20রাতের অন্ধকারে তখন ও আমার ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার শিশুটিকে ওর খাটে নিয়ে যায় আর তারপর মৃত শিশুটিকে আমার পাশে শুইয়ে দেয়।
21পরদিন সকালে আমি শিশুকে খাওয়াতে উঠে দেখি আমার পাশে একটি মৃত শিশু শোয়ানো আছে। তখন আমি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখি যে সেটি মোটেই আমার শিশু নয়।"

22অন্য মেয়েটি তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ করে বলে, "মোটেই না! জীবন্ত শিশুটিই আমার। মৃতটা তোর!"

প্রথম মেয়েটি এর উত্তরে বলে, "মিথ্যে কথা। মৃত শিশুটি তোর, এটা আমার!" এইভাবে দুজনে রাজার সামনে ঝগড়া করতে থাকে।

23তখন রাজা শলোমন বলল, "তোমরা দুজনেই বলছো জীবিত শিশুটি তোমার আর মৃত শিশুটি অন্য জনের।"

24এখন আমি প্রহরীকে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে একটা
তরবারি নিয়ে আসতে। 25রাজা শলোমন বললেন,
“এবার ঐ শিশুটিকে কেটে দু-আধখানা করো এবং
ওদের দুজনকে একটা করে আধখানা টুকরো দিয়ে
দাও।”
26একথা শুনে যে মহিলাটির শিশু মারা গিয়েছিল
সে বলল, “ঠিক আছে তাই হোক, তাহলে আমরা
কেউই আর ওকে পাব না।” কিন্তু অন্য মহিলাটি, যে
শিশুটির আসল মা, যার শিশুটির প্রতি পূর্ণ ভালবাসা
ও সহানুভূতি ছিল, সে রাজাকে বলল, “মহারাজ দয়া
করে শিশুটিকে মারবেন না। ওকেই শিশুটি দিয়ে দিন।”
27তখন রাজা শলোমন বললেন, “থামো, শিশুটিকে
কেটো না। প্রথম জনের হাতেই শিশুটিকে তুলে দাও,
কারণ, ঐ হচ্ছে ওর আসল মা।”
28ইস্রায়েলের সকলে শলোমনের এই বিচারের কথা
শুনলো। তারা সকলেই শলোমনের অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার
জন্য তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তারা বুঝতে
পেরেছিল সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে রাজা
শলোমনের অন্তর্দৃষ্টি প্রায় ঈশ্বরের মতোই কাজ করে।

শলোমনের রাজত্ব

4 সমগ্র ইস্রায়েলের লোকের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা
শলোমন। 2শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে যে সমস্ত
রাজকর্মচারী তাঁকে সাহায্য করতেন তারা হল:
সাদোকের পুত্র যাজক অসরিয়।
3শীশার দুই পুত্র ইলীহোরফ ও অহিয়। এঁরা
দুজনে রাজদরবারের সমস্ত ঘটনার বিবরণ
নথিভুক্ত করতেন।
অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট লোকেদের
ইতিহাস বিষয়ক টীকা রচনা করতেন।
4যিহোয়াদার পুত্র বনায় ছিল সেনাবাহিনীর
প্রধান।
সাদোক ও অবিয়াথর যাজকের কাজ
করতেন।
5নাথনের পুত্র অসরিয় জেলা শাসকদের
তত্ত্বাবধান করতেন।
নাথনের আরেক পুত্র যাজক সাবূদ রাজা
শলোমনের পরামর্শদাতা ছিলেন।
6অহীশারের ওপর রাজপ্রাসাদের সব কিছুর
তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব ছিল।
অব্দের পুত্র অদোনীরামের কাজ ছিল
শ্রমিকদের খবরদারি করা।

7সমগ্র ইস্রায়েলকে 12টি জেলায় ভাগ করা
হয়েছিল। এই জেলাগুলির প্রত্যেকটির শাসন কাজ
পরিচালনার জন্য শলোমন নিজে প্রাদেশিক শাসনকর্তা
বা জেলাশাসকদের বেছে নিয়েছিলেন। এই সমস্ত
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর তাদের নিজেদের প্রদেশ
থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে রাজা ও তাঁর পরিবারকে সেই
খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ ছিল। বছরের 12 মাসের
এক একটিতে এই 12 জন প্রদেশকর্তার এক এক
জনের দায়িত্ব ছিল রাজাকে খাবার পাঠানো। 8এই 12
জন প্রাদেশিক শাসনকর্তার নাম নীচে দেওয়া হল:
ইফ্রয়িমের পার্বত্য প্রদেশের শাসক ছিলেন
বিন্-হূর।
9মাকস, শালবীম, বৈৎ-শেমশ ও এলোন-
বৈৎ-হাননের শাসক ছিলেন বিন্-দেকর।
10বিন্-হেষদ ছিলেন অরুব্বোত, সোখো ও
হেফর প্রদেশের শাসনকর্তা।
11দোর উপগিরি অঞ্চলের শাসনভার ছিল
বিন্-অবীনাদবের ওপর। তিনি রাজা শলোমনের
কন্যা টাফৎকে বিয়ে করেছিলেন।
12যিস্রিয়েলের নিম্নবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত
অঞ্চল অর্থাৎ বৈৎ-শান থেকে আবেল-মহোলা
হয়ে যকমিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত তানক, মগিদ্দোর
শাসক ছিলেন অহীলূদের পুত্র বানা।
13বিন্-গেবর ছিলেন রামোৎ-গিলিয়দের
শাসক। গিলিয়দের মনঃশির পুত্র যায়ীর সমস্ত
শহর ও গ্রামগুলির শাসন কার্য্য পরিচালনা
করতেন। তিনি অর্গোব জেলার বাশন অঞ্চলেরও
শাসনকর্তা ছিলেন। এই অঞ্চলে বড় দেওয়ালে
ঘেরা 60 টি শহর ছিল। শহরের দরজা ব
করার জন্য পিতলের কব্জা ব্যবহার হোত।
14ইদ্দোরের পুত্র অহীনাদব ছিলেন
মহনয়িমের শাসক।
15নপ্তালির প্রাদেশিক কর্তা অহীমাস বিয়ে
করেছিলেন শলোমনের আরেক কন্যা বাসমৎকে।
16হূশয়ের পুত্র বানা ছিলেন আশের ও
বালোতের শাসক।
17ইষাখরের প্রদেশকর্তা ছিলেন পারূহের পুত্র
যিহোশাফট।
18এলার পুত্র শিমিয়ির ওপর বিন্যামীন
প্রদেশের দায়িত্ব ছিল।
19ঊরির পুত্র গেবর গিলিয়দের রাজ্যপাল
ছিল। গিলিয়দে যেখানে ইমোরীয়দের রাজা
সীহোন ও বাশনের রাজা ওগ বাস করতেন।
কিন্তু একমাত্র গেবর ছিল ঐ দেশের রাজ্যপাল।

20সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে থাকা রাশি রাশি বালির মতোই
যিহূদা ও ইস্রায়েলে অসংখ্য মানুষ বাস করত। খেয়ে
পরে, মহাফূর্তিতে ও আনন্দে তারা সকলে দিন
কাটাতো।
21রাজা শলোমন ফরাৎ নদী থেকে পলেষ্টীয়দের
দেশ ও মিশরের সীমা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে তাঁর রাজ্য
বিস্তার করেছিলেন। শলোমন যতদিন বেঁচেছিলেন
ততদিন এই অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলি বশ্যতা স্বীকার
করেছিল এবং তারা শলোমনের জন্য উপহার পাঠাত।
22-23প্রতিদিন শলোমনের নিজের জন্য ও তাঁর সঙ্গে
যারা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করতো তাদের
সকলের জন্য সব মিলিয়ে প্রায়:

150 কেজি ময়দা,
300 কেজি আটা,
10টি হৃষ্টপুষ্ট গরু,
20 টি সাধারণ গরু,
100 টি মেষ, হরিণ, খরগোশ, নানান
পাখপাখালির মাংস প্রয়োজন হত।

24ঘসা থেকে তিপ্সহ পর্যন্ত ফরাৎ নদীর
পশ্চিমভাগের সমস্ত অঞ্চল শলোমনের অধীনস্থ ছিল।
পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেও রাজা শলোমনের
মৈত্রী ও শান্তির সম্পর্ক বজায় ছিল। 25শলোমনের
রাজত্বকালে দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত, যিহূদা ও
ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন
করতো। তারা নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের দ্রাক্ষাক্ষেত বা
ডুমুর বাগানে বসে সময় কাটাতে পারত।
26শলোমনের আস্তাবলে রথ টানার জন্য 4,000
ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা তো ছিলই, এছাড়াও তাঁর অধীনে
ছিল 12,000 অশ্বারোহী সৈনিক। 27বছরের প্রত্যেকটি
মাসে 12 জন প্রাদেশিক শাসনকর্তার এক জন শলোমন
এবং রাজার টেবিলে ভোজনকারী প্রত্যেকের জন্য নিত্য
প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রী পাঠাতেন। তাদের সকলের
জন্য তা প্রচুর পরিমাণ হত।
28এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তারা রাজা
শলোমনের ঘোড়াগুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে খড় ও
বার্লি পাঠাতেন। লোকেরা এই সমস্ত খড় বা বার্লি
আনত।

শলোমনের প্রজ্ঞা

29ঈশ্বর শলোমনকে প্রভূত জ্ঞানী করে তুলেছিলেন।
শলোমনের বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা প্রায়
অসম্ভব ছিল। তিনি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন ও
অনেক কিছু গভীরভাবে বুঝতে পারতেন। 30প্রাচ্যের
সমস্ত মানুষদের জ্ঞানের চেয়েও শলোমনের জ্ঞান বেশী
ছিল। এমনকি তা মিশরের সমস্ত বাসিন্দাদের
চেয়েও বেশী ছিল। 31পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তির
চেয়েও তিনি বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইস্রাহীর
এথন বা মাহোলের পুত্র হেমন, কল্কোল ও দর্দার
চেয়েও তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা বেশী ছিল। ইস্রায়েল
ও যিহূদার চারিদিকের সমস্ত দেশগুলিতে রাজা
শলোমনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। 32তাঁর জীবদ্দশায়
তিনি 1,005টি গান ও 3,000 প্রবাদ বাক্য লিপিবদ্ধ
করেছিলেন।
33প্রকৃতি সম্পর্কেও মহারাজ শলোমনের গভীর জ্ঞান
ছিল। শলোমন বিভিন্ন গাছপালা থেকে শুরু করে
লিবানোনের সুবিশাল মহীরূহ, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, পশু, পাখী,
সাপখোপ, সব বিষয়েই শিক্ষাদান করেন। 34সমস্ত দেশের
লোকেরা রাজা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনতে আসত।
সমস্ত দেশের রাজারা তাঁদের রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিদের
শলোমনের কাছে তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শোনবার জন্য
পাঠাতেন।

শলোমনের মন্দির নির্মাণ

5 সোরের রাজা হীরম ছিলেন রাজা শলোমনের পিতা
দায়ূদের বন্ধু। হীরম যখন খবর পেলেন দায়ূদের
পরে শলোমন নতুন রাজা হয়েছেন, তিনি তাঁর দাসদের
শলোমনের কাছে পাঠালেন। 2শলোমন রাজা হীরমকে
জানালেন: 3“আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার পিতা
রাজা দায়ূদকে তাঁর চারপাশে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল
যতদিন পর্যন্ত না প্রভু তাঁকে তাদের উপর বিজয়ী হতে
দেন, যে কারণে প্রভু, তাঁর ঈশ্বরের সম্মানে, কোনো
মন্দির বানানোর সময় পাননি। 4কিন্তু এখন প্রভু, আমার
ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ
করছে। আমার কোন শত্রু নেই। আমার প্রজাদেরও
কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
5“প্রভু আমার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
‘তোমার পরে আমি তোমার পুত্রকেই রাজা করবো
আর সে আমার জন্য একটা মন্দির বানাবে।’ তাই
আমার আন্তরিক ইচ্ছা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি
এবার সেই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করব। 6আর
একাজে আমি আপনার সাহায্য চাই। এরজন্য আপনি
দয়া করে লিবানোনে আপনার লোকজন পাঠান। তারা
সেখানে এসে আমার এই কাজের জন্য এরস গাছ
কাটবে। আমার নিজের ভৃত্যরাও আপনার লোকেদের
সঙ্গে হাত লাগাবে। একাজের জন্য আপনার ভৃত্যদের
যে পারিশ্রমিক দেওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করবেন
আমি তাই দেব, কিন্তু আপনার সাহায্য অবশ্যই চাই।
আমাদের এখানকার ছুতোররা সীদোনের ছুতোরদের
মতো দক্ষ নয়।”
7হীরম শলোমনের এই অনুরোধ শুনে খুবই খুশি
হলেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, “প্রভুকে আমি
আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই, কারণ এই মহান সাম্রাজ্য
শাসনের জন্য তিনি রাজা দায়ূদকে একজন বুদ্ধিমান
পুত্র উপহার দিয়েছেন।” 8এরপর হীরম শলোমনকে
খবর পাঠালেন, “তোমার অনুরোধের কথা জানলাম।
তোমার যতগুলি এরস গাছ ও দেবদারু গাছের প্রয়োজন
আমি তোমায় দেব। 9আমার ভৃত্যরা সেগুলো লিবানোন
থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত আনার পর একসঙ্গে বেঁধে
তুমি যেখানে চাও সেখানেই ভেলা করে সমুদ্রের কিনারা
বেয়ে ভাসিয়ে দেব। তারপর আমি ভেলাগুলো সরিয়ে
নেবার পর তুমি গাছগুলো নিয়ে নিতে পার। এবং
আমার পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করাই হবে
আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ।”
10-11একাজের জন্য শলোমন প্রতি বছর হীরম ও
তাঁর পরিবারবর্গের জন্য প্রায় 1,20,000 বুশেল গম,
1,20,000 গ্যালন খাঁটি তেল পাঠাতেন।
12প্রতিশ্রুতি মতো প্রভু শলোমনকে অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান
দিয়েছিলেন এবং রাজা হীরম ও শলোমনের মধ্যে শান্তি
বজায় ছিল। তাঁরা দুজনে নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি
করেন।
13রাজা শলোমন ইস্রায়েলের 30,000 ব্যক্তিকে তাঁর
কাজে সহায়তার জন্য নিয়োগ করলেন। 14তিনি এই

সমস্ত লোকেদের খবরদারি করার জন্য অদোনীরাম
নামে এক ব্যক্তিকে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন।
শলোমন এই 30,000 লোককে 10,000 লোকের তিনটি
দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন। লিবানোনে এক মাস কাজ
করবার পর প্রত্যেকটি দলের লোকেরা বাড়ী যেত এবং
দু মাস বিশ্রাম নিত। **15**এছাড়াও শলোমন পার্বত্য অঞ্চলের
80,000 লোককে এই কাজে যোগ দিতে বাধ্য করেন।
এদের কাজ ছিল পাথর কাটা। আর আরো 70,000
লোক সেই পাথর বয়ে নিয়ে যেত। **16**এদের সকলের
তদারকির জন্য নিযুক্ত হয়েছিল আরো 3,300 জন।
17রাজা শলোমন শ্রমিকদের মন্দিরের ভিত বানানোর
জন্য বড় দামী পাথর কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই
সমস্ত পাথরগুলি খুব সাবধানে কাটা হত। **18**তারপর
শলোমন ও হীরমের মিস্ত্রিরা আর বিব্লসের লোকেরা
এই সব পাথর খোদাই করত। তারা মন্দিরের জন্য
প্রয়োজনীয় তক্তা ও পাথর বানাত।

শলোমন মন্দির নির্মাণ করলেন

6 ইস্রায়েলের লোকেরা মিশর থেকে চলে আসার
480 বছর* পরে এবং তাঁর রাজত্বের চার বছরের
মাথায়, রাজা শলোমন ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজ
শুরু করেন। এটি ছিল ঐ বছরের দ্বিতীয় মাস বা সিব
মাস। **2**মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ছিল 60 হাত, প্রস্থে 20 হাত
এবং উচ্চতায় 30 হাত। **3**মন্দিরের সামনেই 20 হাত
দীর্ঘ ও 10 হাত চওড়া একটি বারান্দা ছিল। **4**মন্দিরের
গায়ে কয়েকটা জানালা ছিল, যেগুলোর ভেতরের অংশ
বাইরের অংশের তুলনায় চওড়া। **5**অতঃপর শলোমন
মূল মন্দিরের চারপাশ ঘিরে একটার ওপর আর একটা
একসারি ঘর তৈরী করলেন। এগুলো প্রায় তিনতলা
পর্যন্ত উঁচু ছিল। **6**ঘরগুলো মন্দিরের দেওয়াল সংলগ্ন
হলেও, ঘরের কড়ি-বরগাগুলো মন্দিরের দেওয়ালের
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। মন্দিরের দেওয়ালটি ওপরের দিকে
ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠেছিল, অতএব এই ঘরগুলোর
একদিকের দেওয়াল ঠিক নীচের ঘরের দেওয়ালের
থেকে সরু হয়ে গিয়েছিল। একদম নীচের তলার ঘরের
প্রস্থ ছিল 5 হাত, মাঝের ঘরের প্রস্থ ছিল প্রায় 6 হাত
এবং একেবারে ওপরের ঘরের প্রস্থ ছিল প্রায় 7 হাত।
7দেওয়ালগুলো বানানোর জন্য মিস্ত্রিরা বড় পাথর
ব্যবহার করেছিল। এইসব পাথর যেখান থেকে আনা,
সেখানেই কেটে আনা হয়েছিল বলে মন্দির প্রাঙ্গণে
হাতুড়ি, কুড়ুল বা কোনরকমের আওয়াজ পাওয়া যেতো
না।

8নীচের ঘরগুলোয় প্রবেশদ্বার ছিল মন্দিরের দক্ষিণ
দিক থেকে। তারপর ভেতরে ঢোকার পর সিঁড়ি
ওপরদিকে উঠে গিয়েছিল একতলা ও দোতলা পর্যন্ত
এবং সেখান থেকে তিনতলা পর্যন্ত।

9শলোমনের মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হল।
মন্দিরের প্রতিটি অংশ এরস গাছের তক্তা দিয়ে ঢাকা
ছিল। **10**মন্দিরের চারপাশের ঘর বানানোর কাজও শেষ
হল। এই ঘরগুলো প্রায় 5 হাত উঁচু ছিল। এইসব
ঘরের এরস কাঠের কড়ি মন্দিরকে ছুঁয়ে থাকত।

11প্রভু শলোমনকে বলেছিলেন, **12**"যদি তুমি আমার
বিধি এবং নির্দেশগুলি মেনে চলো তাহলে আমি তোমার
যা যা করব বলে তোমার পিতা দায়ূদকে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলাম তা পালন করব। **13**এছাড়াও তুমি যে মন্দির
তৈরী করছ সেখানে ইস্রায়েলের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে
বাস করব। ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের কখনো ছেড়ে যাব
না।"

মন্দিরের বিবরণ

14শলোমন মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করলেন।

15মন্দিরের ভেতরের পাথরের দেওয়াল ও ছাদ এরস
কাঠে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরের মেঝে ঢাকা
হয়েছিল দেবদারু গাছের তক্তা দিয়ে। **16**মন্দিরের পেছন
দিকে 20 হাত দীর্ঘ একটি ঘর বানানো হয়েছিল। এই
ঘরটি ছিল মন্দিরের পবিত্রতম স্থান। এই ঘরের দেওয়াল
মেঝের থেকে ছাদ পর্যন্ত এরস কাঠে মুড়ে দেওয়া
হয়েছিল। **17**পবিত্রতম স্থানের সামনে ছিল মন্দিরের
মূল অংশ বা ঘরটি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় পৌনে 40 হাত।
18এখানকার দেওয়াল এবং ছাদও একইভাবে এরসকাঠে
ঢাকা ছিল। দেওয়ালের কোন পাথরই দেখা যেত না।
দেওয়ালে এরস কাঠের নানা ধরণের ফুল ও লতাপাতার
ছবি খোদাই করা ছিল।

19প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুকটি রাখার জন্য শলোমন
মন্দিরের একেবারে পেছনদিকে বিশেষভাবে ঘরটি
নির্মাণ করেছিলেন। **20**এই ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা
ছিল 20 হাত। **21**শলোমন ঘরটি আগাগোড়া বিশুদ্ধ
সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘরের সামনে
ধূপধূনো দেবার জন্য একটি বেদী তৈরী করেছিলেন।
তিনি বেদীটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন এবং তার
চারপাশে সোনার হার জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়াও
ঘরটিতে সোনায় মোড়া দুই করূব দূতের মূর্ত্তি ছিল।
22বস্তুত গোটা মন্দিরটাই সোনায় মোড়া ছিল। পবিত্রতম
স্থানের সামনের বেদীটিও ছিল সোনায় ঢাকা।

23মন্দির নির্মাতারা 10 হাত দীর্ঘ করূব দূতের
ডানাওয়ালা মূর্ত্তি দুটো প্রথমে বিশেষ এক ধরণের
গাছের কাঠে বানিয়ে তারপর সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল।
24-27মূর্ত্তি দুটোর প্রত্যেকটি ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় 5 হাত
করে, অর্থাৎ ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত
মূর্ত্তিদুটো ছিল প্রায় 10 হাত চওড়া। গর্ভগৃহের পাশাপাশি,
সম দৈর্ঘ্যের এই মূর্ত্তিদুটো দাঁড় করানো থাকত। **28**দুটো
করূব দূত সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল।

29মন্দিরের মূল ঘরটির দেওয়ালের ওপর এবং
মন্দিরের অন্তবর্ত্তী ঘরটির দেওয়ালের তালগাছ, বিভিন্ন
ফুল, লতাপাতা ও করূব দূতের ছবি খোদাই করা
ছিল। **30**দুটো ঘরের মেঝেই সোনায় ঢাকা ছিল।

31কর্মীরা জিতগাছের কাঠ দিয়ে দুটো দরজা
বানিয়েছিল এবং সে দুটি পবিত্রতম স্থানের প্রবেশ পথে

---

480 বছর এটা ছিল সম্ভবতঃ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের 960 বছর আগে।

বসিয়ে দিয়েছিল। দরজার পথে চারপাশের কাঠামো 1/5 হাত চওড়া ছিল। **32**তারা জৈতুন গাছের কাঠ থেকে দুটো দরজা তৈরী করল। মিস্ত্রীর সোনার পাতে মোড়া দরজা দুটোয় খোদাই করা ছিল তালগাছ, বিভিন্ন লতাপাতা ও করূব দূতের ছবি।

33মূল ঘরটিতে প্রবেশ করবার জন্যও তারা দরজা বানিয়েছিল। একটি চারকোণা দরজার কাঠামো বানানোর জন্য তারা জিতগাছের কাঠ ব্যবহার করেছিল। যা চওড়ায় ছিল চারভাগের একভাগ। **34-35**সেই কাঠামোয় দেবদারু কাঠের দুটি দরজা বসানো হয়। এই প্রত্যেকটি দরজা আবার দুভাগে মুড়ে ভাঁজ হতো। এগুলোর ওপরেও একইরকম করূব দূতের ছবি খোদাই করে সোনায় মোড়া ছিল।

36এরপর তিনসারি কাটা পাথরের দেওয়াল ও একসারি এরস কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে মন্দিরের ভেতরের অংশ তৈরী করা হল।

37সিব মাসে শলোমনের চতুর্থ বছরের রাজত্বের দ্বিতীয় মাসে শুরু করে বুল মাসে, **38**অর্থাৎ তাঁর একাদশ বছরের অষ্টম মাসের রাজত্বের সময় মন্দিরটির নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়। যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সাত বছর সময় নিয়ে ঠিক সেভাবে মন্দিরটি বানানো হয়েছিল।

শলোমনের রাজপ্রাসাদ

7 রাজা শলোমন তাঁর নিজের জন্য একটি রাজপ্রাসাদও বানিয়েছিলেন। প্রাসাদটি বানাতে 13 বছর সময় লেগেছিল। **2**এছাড়াও তিনি “লিবানোনের বাগান” নামে একটি বাড়ি বানিয়েছিলেন। এই বাড়ীটির দৈর্ঘ্য ছিল 100 হাত, প্রস্থ 50 হাত ও উচ্চতা 30 হাত। বাড়ীটায় এরস কাঠের চারসারি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলির মাথায় কাঠের আচ্ছাদন ছিল। **3**স্তম্ভের শীর্ষভাগে ছিল সারি সারি কড়ি বর্গা। আর তার ওপর ছাদের জন্য এরস তক্তা বসানো হয়েছিল। একেকটি স্তম্ভের ওপর 15টি কড়ি মিলিয়ে মোট 45 টি কড়ি বসানো ছিল। **4**প্রত্যেকটি ধারের দেওয়ালে তিন সারি করে মুখোমুখি জানালা বসানো ছিল। **5**প্রত্যেক সারির শেষে দরজা ছিল। দরজাগুলোর মুখ এবং কাঠামো ছিল চারকোণা।

6এছাড়া শলোমন 50 হাত লম্বা ও 30 হাত চওড়া একটি “ঝুলন্ত বারান্দা” বানিয়েছিলেন। বারান্দার সামনে একটা ছাদ ছিল যেটা অনেক থাম বা ঘিলানকে অবলম্বন করেছিল।

7লোকের বিচার করার জন্য শলোমন একটি “বিচার কক্ষও” বানিয়েছিলেন। এই ঘরের আগাগোড়া এরস কাঠে মোড়া ছিল।

8শলোমনের নিজের বাসগৃহটি এই বিচারকক্ষের ভেতরে ছিল। এই গৃহটি বিচারকক্ষের মতোই ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী, মিশরের রাজার মেয়ের জন্যও একইরকম একটা গৃহ বানিয়ে দিয়েছিলেন।

9প্রত্যেকটি বাড়ী মূল্যবান পাথরে তৈরী হয়েছিল। বিশেষ একধরণের করাতের সাহায্যে প্রথমে পাথরগুলোকে সঠিক মাপে সামনে ও পেছনে কেটে নেওয়া হত। একেবারে বাড়ির ভিত থেকে দেওয়ালের মাথা পর্যন্ত এইসব দামী পাথর বসানো হত। এমনকি উঠোনের চারপাশের দেওয়ালগুলোও এইসমস্ত দামী পাথরে বানানো হয়েছিল। **10**বাড়ির ভিতগুলো যেসমস্ত বড় বড় দামী পাথরে বানানো হত সেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল 10 হাত এবং কয়েকটি ছিল 8 হাত। **11**ঐসব পাথরের ওপর ছিল অন্যান্য মূল্যবান পাথর এবং এরস গাছের তৈরি থাম। **12**রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনা থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গণ, মন্দিরের বারান্দা, ঘরের চারপাশে তিন সারি পাথর ও এক সারি এরস কাঠের দেওয়াল ছিল।

13রাজা শলোমন খবর পাঠিয়ে সোর থেকে হীরম নামে এক ব্যক্তিকে জেরুশালেমে নিয়ে আসেন। **14**হীরমের মা ছিলেন নপ্তালির এক ইস্রায়েলীয় পরিবারগোষ্ঠীর মহিলা। তাঁর মৃত পিতা ছিলেন সোরের বাসিন্দা। হীরম ছিল পিতলের জিনিষপত্রের দক্ষ কারিগর। এ কারণেই শলোমন হীরমকে ডেকে পাঠিয়ে পিতলের কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যা কিছু পিতলের কাজ সে সবই হীরম করেছিল।

15হীরম প্রায় 18 হাত দীর্ঘ, 12 হাত পরিধিযুক্ত এবং 3 ইঞ্চি পুরু পিতলের দুটো ফাঁপা স্তম্ভ বানিয়েছিল। **16**এছাড়া হীরম মন্দিরের জন্য 5 হাত উচ্চ খাঁটি পিতলের দুটি রাজস্তম্ভ বানিয়েছিল এবং তাদের স্তম্ভগুলির মাথায় বসিয়েছিল। **17**এরপর হীরম এই স্তম্ভগুলি ঢাকার জন্য দুটো শিকলের জাল বানায়। **18**তারপর সে ডালিমের মত দেখতে পিতলের দুসারি ফুল বানায়। এগুলি প্রতিটি স্তম্ভের জালের ওপর এমনভাবে রাখা হয় যে স্তম্ভগুলির চূড়া ঢাকা পড়ে যায়। **19**ফলতঃ স্তম্ভগুলির সওয়া হাত থেকে 5 হাত পর্যন্ত লম্বা শিখরগুলি ফুলের মত দেখতে লাগল। **20**স্তম্ভ চূড়াগুলো স্তম্ভের ওপর বাটির মত দেখতে জালে বসানো হয়েছিল। ওখানে স্তম্ভ চূড়াগুলোর চারপাশে 20টা ডালিম সারিবদ্ধভাবে বসানো ছিল। **21**হীরম পিতল নির্মিত মন্দিরের বারান্দাতে দুটি স্তম্ভ স্থাপন করল। দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটিকে বলা হত যাখীন। উত্তর দিকের স্তম্ভটিকে বলা হোত বোয়স। **22**পুষ্পাকৃতি স্তম্ভ চূড়া দুটোকে স্তম্ভের মাথায় বসিয়ে স্তম্ভের কাজ শেষ করা হয়।

23অতঃপর হীরম পিতল দিয়ে গোলাকার একটা জলাধার বানালো, যার নাম দেওয়া হলো “সমুদ্র।” এটির পরিধি ছিল 30 হাত, ব্যাস ছিল 10 হাত ও গভীরতা ছিল 5 হাত।

24জলাধারটি ঘিরে পিতলের একটি ফালি বসানো ছিল। এই ফালিটির তলায় জলাধারের গায়ে দুসারি পিতলের লতাপাতার নকশা কাটা ছিল। **25**আর গোটা জলাধারটি বসানো ছিল 12 টি পিতলের তৈরী ষাঁড়ের পিঠে। 12 টি ষাঁড়ের তিনটির মুখ ছিল উত্তরমুখী, তিনটির দক্ষিণমুখী, তিনটির পূর্বমুখী ও বাকী তিনটির পশ্চিমমুখী। **26**জলাধারটির চারিধার 3 ইঞ্চি পুরু। জলাধারের কাণা পানপাত্রের কাণার সদৃশ অথবা ফুলের

পাপড়ির মতো ছিল। জলাধারটিতে প্রায় 11,000 গ্যালন জল ধরত।

27এরপর হীরম 10টি পিতলের ঠেলা বানাল। প্রত্যেকটি ঠেলা ছিল 4 হাত লম্বা, 4 হাত চওড়া আর উচ্চতায় 3 হাত। 28ঠেলাগুলি কাঠামোয় বসানো চৌকোণা তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছিল, 29যার ওপর পিতলের সিংহ, ষাঁড় ও করূব দূতের প্রতিকৃতি খোদাই করা ছিল। এইসব প্রতিকৃতির ওপরে ও নীচে নানান ফুলের নকশা কাটা হয়েছিল। 30প্রতিটি ঠেলায় 4টি করে পিতলের চাকা ছিল। কোণায় ছিল একটি বড় পাত্র রাখার মতো পিতলের কয়েকটি পায়া, যেগুলোর গায়ে নানাধরণের ফুল লাগানো হয়েছিল। 31বাটিগুলির প্রায় 1 হাত ওপরে একটি নকশা খোদাই করা কাঠামো ছিল। বাটিগুলির মুখ ছিল গোল, ব্যাস 1.5 হাত। কাঠামোটি ছিল চৌকোণা, গোল নয়। 32কাঠামোর নীচের দিকে চারটি চাকা ছিল। চাকাগুলির ব্যাস 1.5 হাত। চাকার মধ্যের দণ্ডগুলি ঠেলা গাড়ীর সঙ্গে একসঙ্গেই যুক্ত ছিল। 33এই চাকাগুলো ছিল রথের চাকার মতো এবং চাকার সবকিছুই ছিল পিতলে বানানো।

34পাত্র ধরে রাখার পায়া চারটি প্রত্যেকটা ঠেলার চারকোণায় বসানো ছিল। এগুলোও ঠেলার সঙ্গে একই ছাঁচে বসানো হয়। 35প্রত্যেকটা ঠেলার ওপরের দিকে পিতলের একটা করে ফালি বসানো ছিল। এই ফালিটাও ছিল একই ছাঁচে বানানো। 36ঠেলার চারপাশে এবং কাঠামোর গায়ে সিংহ, তালগাছ, করূব দূত ইত্যাদির ছবি খোদাই করা ছিল। গোটা ঠেলার যেখানেই জায়গা ছিল সেখানেই এইসব খোদাই করে দেওয়া হয়। আর ঠেলার চতুর্দিকে ফুলের নকশা খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল। 37হীরম একইরকম দেখতে মোট 10টি ঠেলা বানিয়েছিল। এই প্রত্যেকটা ঠেলাই পিতল দিয়ে তৈরী একই ছাঁচে ফেলে বানানো হয়েছিল, যে কারণে এই সবকটাই একরকম দেখতে ছিল।

38এছাড়াও হীরম প্রত্যেকটা ঠেলার জন্য একটা করে মোট 10টি বড় বাটি বানিয়েছিল। যেগুলো প্রায় 4 হাত করে চওড়া ছিল এবং এই পাত্রগুলোয় 230 গ্যালন পর্যন্ত পানীয় ধরত। 39হীরম ঠেলাগুলোর পাঁচটি রেখেছিল মন্দিরের উত্তর দিকে এবং পাঁচটি মন্দিরের দক্ষিণ দিকে। আর বড় পাত্রটিকে মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণায় বসিয়েছিল। 40-45এছাড়াও শলোমনের নির্দেশ মতো অজস্র পাত্র, ছোট হাতা, ছোট বাটি যা কিছু তাকে বানাতে বলা হয়েছিল সে বানিয়েছিল। প্রভুর মন্দিরে হীরম যা কিছু বানিয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হল:

2টি স্তম্ভ, স্তম্ভের ওপরে বসানোর জন্য বাটির
মতো দেখতে
2টি স্তম্ভ চূড়া, গম্বুজগুলো ঘেরার জন্য
2টি জাল, জালে লাগানোর জন্য
400 টা ডালিম। প্রতিটি জালের জন্য 2 সারি
ডালিম ছিল যাতে স্তম্ভগুলির মাথার
ওপরের গম্বুজ ঢাকা পড়ে, একটা বাটি সহ
10টি ঠেলা, একটি বড় চৌবাচ্চা যার নীচে ছিল
12টি ষাঁড়, ছোট হাতা, ছোটখাটো পাত্র ও
প্রভুর মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য
বাসনকোসন।

শলোমন যা যা চেয়েছিলেন, হীরম তার সবই বানিয়ে দিয়েছিল চকচকে পিতল দিয়ে। 46-47পিতল দিয়ে এতো বেশী জিনিসপত্র বানানো হয়েছিল যে শলোমন কখনো এসব ওজন করার চেষ্টা করেন নি। শলোমন এসবই যর্দন নদীর সুক্কোৎ ও সর্ত্তনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইসব জিনিসই পিতল গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বানানো হয়।

48-50শলোমন তাঁর মন্দিরের জন্য অনেক জিনিসই সোনা দিয়ে বানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্দিরের যেসব জিনিস শলোমন সোনা দিয়ে বানিয়েছিলেন সেগুলো হল:

সোনার বেদী,
একটি সোনার টেবিল (যার ওপরে সাজিয়ে
ঈশ্বরকে রুটির নৈবেদ্য দেওয়া হত),
পবিত্রতম স্থানের উত্তর ও দক্ষিণে পাঁচটি-
পাঁচটি করে মোট 10টি বাতিদান,
পবিত্রতম স্থানের উত্তর ও দক্ষিণের জন্য
5টি করে চিমটে, সোনার বাটি,
কব্জাসমূহ, ছোট বাটি, পবিত্রতম স্থান ও
মূল ঘরটির দরজার জন্য সোনার কপাট।

51এমনি করে শেষ পর্যন্ত শলোমন প্রভুর মন্দিরের জন্য যা যা করতে চেয়েছিলেন সেই কাজ শেষ হল। এরপর তাঁর পিতা রাজা দায়ূদ মন্দিরের জন্য যেসব জিনিস তাঁর কোষাগারে রেখে দিয়েছিলেন, শলোমন সেই সমস্ত জিনিস মন্দিরে নিয়ে এলেন। সোনা ও রূপো তিনি প্রভুর মন্দিরের কোষাগারে তুলে রাখলেন।

মন্দিরে সাক্ষ্যসিন্দুক

8 এরপর রাজা শলোমন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণ
ব্যক্তি, পরিবারগোষ্ঠীর প্রধান ও নেতাদের তাঁর কাছে জেরুশালেমে ডেকে পাঠালেন। শলোমন দায়ূদ নগরী থেকে সাক্ষ্যসিন্দুকটি মন্দিরে আনার সময় তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এইসব ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।
2অতঃপর এথানীম মাসে অর্থাৎ সপ্তম মাসে ফসল সঞ্চয়ের উৎসবের সময় ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা এসে রাজা শলোমনের সঙ্গে যোগদান করল।

3সমস্ত প্রবীণরা এসে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর যাজকরা
4সেই প্রভুর পবিত্র সিন্দুক, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত পবিত্র তাঁবুটি ও তাঁবুর জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে চলল। লেবীয়রা এই কাজে যাজকদের সাহায্য করেছিল।
5রাজা শলোমন ও ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দারা সেই পবিত্র সিন্দুকের সামনে একত্রিত হবার পর অগণিত পশু বলি দেওয়া হল।
6তারপর যাজকরা

প্রভুর এই পবিত্র সিন্দুকটিকে মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে
যেখানে সিন্দুক রাখার জায়গা সেখানে স্থাপন করলো।
7সিন্দুকটিকে করূব দূতদের মূর্ত্তির ডানার তলায়
এমনভাবে রাখা হল, যাতে দেবদূতদের ছড়ানো ডানা
সেই সিন্দুকটা ও সিন্দুকটার বহনদণ্ডের ওপর মেলা
থাকে। **8**বহনদণ্ডগুলো খুবই লম্বা ছিল। পবিত্রতম স্থানের
পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে যদিও বহনদণ্ডগুলি দেখা যেত,
বাইরে থেকে এই দণ্ডগুলি দেখা যেতো না। এমনকি
দণ্ডগুলি এখনো সেই একই জায়গায় রাখা আছে।

9সিন্দুকের মধ্যে কেবল দুটি পবিত্র প্রস্তর-ফলক
রাখা ছিল। প্রস্তর ফলক দুটোই মোশি, হোরেব বলে
একটা জায়গায় এই সিন্দুকের মধ্যে ভরে রেখেছিলেন।
মিশর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইস্রায়েলের বাসিন্দারা
ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চুক্তির ফলস্বরূপ হোরেব নামে
জায়গাটিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

10যাজকরা পবিত্র সিন্দুকটিকে পবিত্রতম স্থানের
পবিত্র জায়গায় রেখে বেরিয়ে আসার পর, প্রভুর মন্দিরটি
অলৌকিক মেঘে* ভরে গেল। **11**মন্দিরটি প্রভুর
মহিমায়* ভরে যাওয়ায় যাজকরা তাঁদের কাজ শেষ
করতে পারলেন না। **12**তখন শলোমন বললেন:

“প্রভু আকাশের ঐ জাজ্বল্যমান সূর্য নিজেই
গড়েছেন, কিন্তু তিনি থাকবার জন্য ঘন মেঘকে বেছে
নিয়েছেন।*
13হে প্রভু চিরদিন তোমার থাকার জন্য আমি এই
সুন্দর মন্দিরটি বানিয়েছি।”

14ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা তখন সেখানে
দাঁড়িয়েছিল, তাই রাজা শলোমন তাদের দিকে ফিরে,
ঈশ্বরকে তাদের আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করলেন।
15তারপর শলোমন এক সুদীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণে প্রভুর
প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন,

“ধন্য প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর মহামহিম। আমার পিতা
দায়ূদকে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সবই
তিনি পালন করেছেন। প্রভু আমার পিতাকে বলেছিলেন,
16‘আমি আমার সমস্ত লোকেদের, ইস্রায়েলীয়দের
মিশর থেকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি
আমার মন্দির বানানোর জন্য ইস্রায়েলের কোন নগর
বেছে নিই নি। আর আমার লোকেদের ইস্রায়েলীয়দের
পরিচালনার জন্য কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করি নি।
এবার আমি আমার উপাসনার জন্য জেরুশালেম
শহরকে বেছে নিলাম, আর দায়ূদকে বেছে নিলাম আমার
লোকেদের, ইস্রায়েলীয়দের শাসন করার জন্য।’

17“আমার পিতা দায়ূদ প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
জন্য একটি মন্দির বানাতে খুবই উৎসুক ছিলেন। **18**কিন্তু
প্রভু, আমার পিতা দায়ূদকে বললেন, ‘আমি জানি,
আমার প্রতি তোমার আনুগত্য প্রকাশের জন্য তুমি
একটা মন্দির বানাতে চাও। খুবই ভালো কথা, **19**কিন্তু
তোমাকে নয়, আমি এই মন্দির বানানোর জন্য তোমার
পুত্রকে বেছে নিয়েছি। সে-ই এই মন্দির বানাবে।’

20“প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজ তিনি সেই
কথা রাখলেন। আমার পিতা দায়ূদের জায়গায় এখন
আমি রাজা হয়েছি। প্রভুর প্রতিশ্রুতি মতো আমি এখন
ইস্রায়েল শাসন করি এবং প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
জন্য আমিই এই মন্দির বানিয়েছি। **21**পবিত্র এই সিন্দুকটি
রাখার জন্য আমি মন্দিরের ভেতর একটা জায়গা
রেখেছি। ঐ পবিত্র সিন্দুকের ভেতরে প্রভুর সঙ্গে
আমাদের পূর্বপুরুষদের যে চুক্তি হয়, তা রাখা আছে।
আমাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে নিয়ে আসার সময়,
প্রভু তাদের সঙ্গে এই চুক্তি করেছিলেন।”

22তারপর শলোমন প্রভুর বেদীর সামনে গিয়ে
দাঁড়ালেন আর সবাই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শলোমন
তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, আকাশের দিকে তাকালেন
23এবং বললেন:

“হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পৃথিবীর এই আকাশে
এবং এই পৃথিবীতে আপনার মতো আর কোন ঈশ্বরই
নেই। আপনি আপনার লোকেদের সঙ্গে করুণাবশতঃ
চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি
রেখেছেন। যে সমস্ত লোক আপনাকে অনুসরণ করে
আপনি তাদের সহায় হয়ে থাকেন। **24**আপনি আপনার
সেবক আমার পিতা দায়ূদকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
তা রেখেছেন। নিজের মুখে আপনি যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন আপনার অসীম ক্ষমতার বলে আজ তাকে
সত্য করেছেন। **25**এখন প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এবার
আপনি আমার পিতা দায়ূদকে দেওয়া অন্য
প্রতিশ্রুতিগুলোও পূরণ করুন। আপনি বলেছিলেন,
‘দায়ূদ, তোমারই মতো যেন তোমার ছেলেরাও
সদাসতর্কভাবে আমাকে অনুসরণ করে, আর তা যদি
করে তাহলে সবসময়েই তোমারই বংশের কেউ না
কেউ ইস্রায়েলে রাজত্ব করবে।’ **26**আবার প্রভু,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি আপনাকে আমার পিতাকে
দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ করে পালন করতে বলছি।

27“কিন্তু হে প্রভু, আপনি কি সত্যিই আমাদের সঙ্গে
এই পৃথিবীতে বাস করবেন? ঐ বিশাল আকাশ আর
স্বর্গের উচ্চতম স্থান, এমন কি স্বর্গের শিখর স্থান
আপনাকে ধরে রাখতে পারে না। স্বভাবতঃই আমার
বানানো এই মন্দিরও আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। **28**কিন্তু
দয়া করে আপনি আমার প্রার্থনা ও মিনতি মনে রাখবেন।
আমি আপনার দাস, আর আপনি আমার প্রভু ঈশ্বর।
আজ আমি আপনার কাছে যে প্রার্থনা করলাম তা
আপনি স্মরণে রাখবেন। **29**অতীতে আপনিই বলেছিলেন,
‘আমি ওখানে সম্মানিত হবো।’ আপনি দিবারাত্র এই
মন্দিরের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি রাখবেন। এই মন্দিরে

মেঘ ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ।

প্রভুর মহিমা এটি একটি উজ্জ্বল আলো। এটা দেখা যায় যখন ঈশ্বর লোকেদের মধ্যে আবির্ভূত হয়।

প্রভু ... নিয়েছেন এটি একটি প্রাচীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। হিব্রুতে শুধু আছে, “প্রভু বলেছেন অ কারে বাস করতে।”

দাঁড়িয়ে আমি আপনার উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা করবো তা
যেন আপনার কানে পৌঁছায়। 30প্রভু আমি ও আপনার
ইস্রায়েলের অনুচররা এখানে এসে আপনার কাছে যা
প্রার্থনা করবো তার প্রতি আপনি সজাগ থাকবেন।
আমরা জানি স্বর্গেই আপনার বাস। আমাদের বিনতি
সেখান থেকে আপনি আমাদের প্রার্থনা শুনে আমাদের
ক্ষমা করবেন।

31"কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়
আচরণ করে তাহলে তাকে এই বেদীতে নিয়ে আসা
হবে। যদি সে সত্যিই অপরাধী না হয় তাহলে তাকে
শপথ করে বলতে হবে যে সে নির্দোষ। 32আপনি স্বর্গ
থেকে সেকথা শুনে তার যথাযথ বিচার করবেন। যদি
সে ব্যক্তি অপরাধী হয় তবে আমাদের তার প্রমাণ
দেবেন। যদি সে ব্যক্তি নির্দোষ হয় তাহলে তার প্রমাণও
দেবেন।

33"হয়তো কখনো কখনো আপনার ইস্রায়েলের
ভক্তরা আপনার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করবে, শত্রুরা
তাদের পরাজিত করবে। তখন তারা আপনার কাছেই
ফিরে এসে এই মন্দিরে আপনার প্রশংসা করবে এবং
আপনার সাহায্য চেয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করবে।
34আপনি অনুগ্রহ করে স্বর্গ থেকে সেই প্রার্থনা শুনে
আপনার ইস্রায়েলের ভক্তদের অপরাধ মার্জনা করে,
তাদের হৃত বাসভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আনবেন। এই
ভূমি আপনিই তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন।

35"যদি তারা আপনার বিরুদ্ধে পাপাচার করে,
আপনি তাদের জমিতে খরা আনবেন। তাহলে তারা
এখানে এসে আপনার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আপনার
প্রশংসা করবে। আপনি তাদের কষ্ট দেবেন আর তারা
তাদের পাপ থেকে সরে আসবে। 36তখন আপনি স্বর্গ
থেকে তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন আর আমাদের
পাপ ক্ষমা করবেন। মানুষকে সৎ পথে চলার শিক্ষা
দিয়ে, হে প্রভু, আবার আপনি তাদের রুক্ষ জমি বৃষ্টিতে
ভিজিয়ে দেবেন।

37"হয়তো এই জমি এতোই শুকিয়ে যাবে যে এখানে
আর কোন ফসল জন্মাবে না। অথবা হয়তো লোকেরা
কোন মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হবে, অথবা হয়তো
সমস্ত শস্য কীট-পতঙ্গের দ্বারা ধ্বংস হবে, কিংবা
আপনার ভক্তরা তাদের বাসস্থানে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত
হবে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়বে। 38কখনো যদি এরকম
কিছু ঘটে আর তখন যদি অন্তত একজনও তার পাপের
কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত চিত্তে এই মন্দিরের দিকে
দুহাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, 39তাহলে আপনি আপনার
স্বর্গের বাসভূমি থেকে তার সেই ডাকে সাড়া দেবেন।
সমস্ত লোককে ক্ষমা করে তাদের সাহায্য করবেন।
একমাত্র আপনিই অন্তর্যামী তাই প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে
নিরপেক্ষভাবে আপনি বিচার করেন, 40যাতে যতদিন
তারা এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের, আপনার দেওয়া
এই ভূখণ্ডে বাস করে ততদিন আপনাকে ভয় ও ভক্তি
করে চলে। 41-42দূরদূরান্তরের লোক আপনার মহিমা ও
ক্ষমতার কথা জানতে পেরে এখানে এই মন্দিরে এসে
প্রার্থনা করবে। 43আপনি আপনার স্বর্গের বাসভূমি থেকে
তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
করবেন। তাহলে এইসব ব্যক্তিরা আপনার ইস্রায়েলের
লোকেদের মতোই আপনাকে ভয় ও ভক্তি করবে।
আর সকলে সব জায়গায় জানবে আপনার প্রতি সম্মান
প্রকাশ করে আমি এই মন্দির বানিয়েছিলাম।

44"কখনো কখনো আপনাকে আপনার অনুচরদের
শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে হবে। তখন
আপনার লোকেরা আপনার মনোনীত করা এই স্থানে
আমার বানানো শহরে আসবে এবং আপনার কাছে
প্রার্থনা করবে। 45স্বর্গ থেকে আপনি তাদেরও প্রার্থনায়
সাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন। 46আপনার লোকেরা
আপনার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করবে। একথা আমি জানি
কারণ মানুষ মাত্রেই পাপ করে। আর আপনি তাদের
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শত্রুদের হাতে পরাজিত হতে
দেবেন। শত্রুরা তাদের বন্দী করে কোনো দূর দেশে
নিয়ে যাবে। 47সেই দূরের দেশে বসে আপনার লোকেরা
কি হয়েছে ভেবে তাদের পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত
হয়ে আবার আপনারই কাছে প্রার্থনা করে বলবে, 'আমরা
পাপ করেছি। আমরা ভুল করেছি।' 48সেই দূর দেশে
থেকেও তারা এই দেশের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে যে দেশটি
আপনি তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন এবং এই শহর
যেটি আপনার মনোনীত এবং এই মন্দির যেটি আপনার
সম্মানে আমি নির্মাণ করেছি, সেটির দিকে ঘুরে দাঁড়াবে
এবং তারা আপনার কাছে প্রার্থনা করবে। 49তাহলে
স্বর্গ থেকে আপনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। 50আপনার
লোকেদের তাদের পাপ থেকে মুক্তি দেবেন এবং
আপনার প্রতি তাদের পাপাচরণকে ক্ষমা করবেন।
তাদের শত্রুদের তখন তাদের প্রতি নরম মনোভাব
করে তুলবেন। 51মনে রাখবেন, ওরা আপনারই ভক্ত।
আপনিই ওদের মিশর থেকে, গরমচুল্লী থেকে বের
করার মতো করে বাঁচিয়েছিলেন।

52"প্রভু ঈশ্বর, দয়া করে যখনই আমি এবং আপনার
ইস্রায়েলের লোকেরা আপনার কাছে প্রার্থনা করবো,
তখনই সেই প্রার্থনায় সাড়া দেবেন। 53পৃথিবীর সমস্ত
লোকেদের মধ্যে থেকে তাদের আপনি নিজে আপনার
একান্ত ভক্ত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। প্রভু, মোশির
মাধ্যমে আমাদের মিশর থেকে বের করে আনার সময়
আপনি পূর্বপুরুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে
আমাদের জন্যও আপনি ওরকম করবেন।"

54শলোমন বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত
আকাশে তুলে ঈশ্বরের কাছে এই সুদীর্ঘ প্রার্থনা করলেন।
প্রার্থনা শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 55তারপর
উচ্চ স্বরে ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষকে আশীর্বাদ
করতে বললেন। শলোমন বললেন:

56"প্রভুর প্রশংসা করো! তিনি তাঁর লোকেদের,
ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের বিশ্রাম দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন, কথা মতো তিনি আমাদের বিশ্রাম
দিয়েছেন। প্রভু তাঁর অনুগত দাস মোশির মাধ্যমে
ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

তার সবকটিই তিনি পূর্ণ করেছেন। 57আমি প্রার্থনা
করি, প্রভু, আমাদের ঈশ্বর যেভাবে আমাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন, ঠিক সেভাবেই যেন তিনি
আমাদেরও পাশে থাকেন, কখনো আমাদের পরিত্যাগ
না করেন। 58আমি প্রার্থনা করছি যে আমরা সকলে
তাঁকেই অনুসরণ করবো। তাঁর বিধি নির্দেশ ও
আদেশগুলি মেনে চলবো যেগুলো তিনি আমাদের
পূর্বপুরুষদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। 59আমি আশা
করছি আমাদের প্রভু ঈশ্বর সর্বদা এই প্রার্থনার কথা
এবং আমার অনুরোধ মনে রাখবেন। আমি প্রার্থনা
করছি, প্রভু যেন প্রতিদিন রাজা, তাঁর ভৃত্য ও তাঁর
সমস্ত ইস্রায়েলবাসীদের জন্য এগুলো করেন।60প্রভু
যদি তা করেন তাহলে সমস্ত পৃথিবীবাসী জানতে পারবে
যে প্রভুই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। 61তোমরা সকলে
আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি অনুগত এবং সত্যবদ্ধ
থাকবে এবং তাঁর বিধি ও আদেশগুলি এখনকার মতোই
ভবিষ্যতেও মেনে চলবে।”

62তারপর রাজা শলোমন ও ইস্রায়েলের লোকেরা
একসঙ্গে প্রভুর উদ্দেশ্যে বলিদান করলেন। 63সেদিন
শলোমন মঙ্গল নৈবেদ্য হিসেবে 22,000 গবাদি পশু ও
1,20,000 মেষ বলি দিয়েছিলেন। এভাবে রাজা ও
ইস্রায়েলের লোকেরা মিলে প্রভুর মন্দির উৎসর্গ
করেছিল।

64এছাড়া রাজা শলোমন হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য
এবং বলিপ্রদও পশুর চর্বি নৈবেদ্য দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণটি
উৎসর্গ করলেন। তিনি এরকম করলেন কারণ প্রভুর
পিতলের বেদীটি খুব বেশী বড় ছিল না যে এত সব
নৈবেদ্য ধারণ করতে পারে।

65সেদিন মন্দিরে থেকে রাজা শলোমন ও
ইস্রায়েলের লোকেরা এইভাবে ছুটি* উদযাপন
করেছিল। উত্তরে হমাতের প্রবেশ দ্বার থেকে দক্ষিণে
মিশর পর্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দাই সেদিন সেখানে
উপস্থিত ছিল। তারা সাতদিন ধরে পানাহার, উৎসব ও
স্ফুর্তির মধ্যে দিয়ে প্রভুর সঙ্গে সময় কাটাল। তারপর
আরো সাতদিন সেখানে থাকল। অর্থাৎ একটানা 14
দিন ধরে তারা উৎসব করল। 66পরের দিন শলোমন
সকলকে বাড়ীতে ফিরে যেতে বললেন। তারা সকলে
রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে
বাড়ি ফিরে গেল। তারা সকলেই প্রভু তাঁর দাস ও
ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য যেসব ভাল কাজ
করেছিলেন সেইসব ভেবে খুবই উৎফুল্ল ছিল।

শলোমনের কাছে ঈশ্বরের পুনরাগমন

9 শলোমন প্রভুর মন্দির ও তাঁর রাজপ্রাসাদ বানানোর
কাজ শেষ করলেন। তিনি যা যা বানাতে চেয়েছিলেন
সবই বানিয়েছিলেন। 2এরপর প্রভু আবার শলোমনকে
দেখা দিলেন, যেভাবে তিনি গিবিয়োনে তাঁকে স্বপ্নদর্শন
দিয়েছিলেন সেভাবে। 3প্রভু তাঁকে বললেন, “তোমার
প্রার্থনা এবং তুমি যা যা আমার কাছে চেয়েছ সে সবই
আমি শুনেছি। তুমি এই মন্দির বানিয়েছ এবং আমি
এটিকে একটা পবিত্র স্থানে পরিণত করেছি যাতে আমি
এখানে সর্বদাই পূজিত হই। আমি সবসময়েই এখানে
দৃষ্টি রাখব এবং এখানকার কথা মনে রাখবো। 4তোমার
পিতা দায়ূদ যেভাবে আমার সেবা করেছিলেন,
তোমাকেও সেভাবেই আমার সেবা করতে হবে। দায়ূদ
ছিলেন সৎ ও পরিশ্রমী। তুমি অবশ্যই আমার বিধিগুলি
এবং আর যা যা আমি তোমায় আদেশ দেব মেনে
চলবে।

5“আর তা যদি তুমি করো আমি অবশ্যই খেয়াল
রাখবো যাতে ইস্রায়েলের রাজ সিংহাসনে সদাসর্বদা
তোমারই পরিবারের কেউ আসীন হয়। তোমার পিতা
রাজা দায়ূদকেও আমি এই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।
আমি বলেছিলাম ইস্রায়েল সর্বদা তারই কোনো না
কোনো উত্তরপুরুষ দ্বারা শাসিত হবে।

6-7“কিন্তু যদি কখনো তুমি ও তোমার সন্তান-
সন্ততিরা আমাকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দাও, আমার
দেওয়া বিধি-আদেশগুলি পালন না করো এবং অন্য
কোনো মূর্ত্তির পূজা করো, তাহলে আমি আমার দেওয়া
এই ভূমি ত্যাগ করতে তাদের বাধ্য করবো। এবং আমি
এই পবিত্র মন্দির যেখানে আমার উপাসনা হয়, তা
ধ্বংস করব। তখন ইস্রায়েলের ঘটনা সবার কাছে খারাপ
দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, সকলে ইস্রায়েলকে নিয়ে পরিহাস
করবে। 8এই মন্দির ধ্বংস হবে। যে দেখবে সেই
অত্যাশ্চর্য্য হবে এবং শিস্ দিয়ে হৈচৈ করবে।তখন যে
এই মন্দির দেখবে প্রশ্ন করবে, ‘প্রভু কেন এই মন্দির
ও এই ভূখণ্ডের লোকেদের প্রতি এমন সাংঘাতিক
কাণ্ড করলেন।’ 9অন্যরা তাদের উত্তর দিয়ে বলবে,
‘এরা তাদের প্রভুকে ত্যাগ করেছিল বলেই এই ঘটনা
ঘটেছে। প্রভু তাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে বের
করে নিয়ে আসা সত্ত্বেও তারা তাঁকে উপাসনা করেনি
এবং অন্য মূর্ত্তির সেবা করেছিল, তাই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে
তাদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলেছেন।’”

10প্রভুর মন্দির ও নিজের রাজপ্রাসাদ নির্মাণের
কাজ শেষ করতে রাজা শলোমনের 20 বছর লেগেছিল।
11তারপর তিনি সোরের রাজা হীরমকে গালীল প্রদেশের
20টি শহর উপহার দিয়েছিলেন। কারণ রাজা হীরম,
শলোমনকে এরস গাছ ও দেবদারু গাছের কাঠ প্রয়োজন
মতো সোনা দিয়ে প্রভুর মন্দির বানানোর কাজে সাহায্য
করেছিলেন।

12হীরম তখন সোর থেকে শলোমনের দেওয়া
শহরগুলো দেখতে এলেন। কিন্তু এই শহরগুলো দেখে
তিনি মোটেই খুশি হলেন না। 13তিনি শলোমনকে
বললেন, “ভাই আমার, এ শহরসমূহ কি এমন যে তুমি
আমাকে উপহার দিলে?” হীরম এইসব ভূখণ্ডের নাম
কাবূল দিয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত ঐ অঞ্চল কাবূল
নামেই পরিচিত। 14হীরম রাজা শলোমনকে মন্দির
তৈরীর কাজে ব্যবহারের জন্য প্রায় 9,000 পাউণ্ড সোনা
পাঠিয়েছিলেন।

ছুটি এটি সম্ভবতঃ নিস্তারপর্ব।

15মন্দির এবং প্রাসাদ নির্মাণের সময় রাজা শলোমন
ক্রীতদাসদের কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। রাজা
শলোমন মিল্লো, জেরুশালেম শহরের দেওয়াল নির্মাণ
করেছিলেন এবং তারপর হাৎসোর, মগিদ্দো ও গেষর
নামে শহরগুলি বানিয়েছিলেন।

16অতীতে মিশরের রাজা গেষরে কনানীয়দের সঙ্গে
যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করে শহরটি জ্বালিয়ে
দিয়েছিলেন। মিশরের ফরৌণের মেয়েকে বিয়ে করার
সময়, ফরৌণ শলোমনকে গেষর শহরটি যৌতুক দেন।
17শলোমন সেই শহরটাকে আবার নতুন করে গড়ে
তুললেন। এছাড়াও শলোমন নিম্ন বৈৎ-হোরোণ, 18বালৎ
ও তামর মরু শহর দুটি বানিয়েছিলেন। 19শস্য ও অন্যান্য
সামগ্রী সুরক্ষিত রাখার জন্যও শলোমন কয়েকটি নগর
নির্মাণ করেন। নিজের রথ ও ঘোড়া রাখার জায়গাও
তিনি বানিয়েছিলেন। জেরুশালেম, লিবানোন ও অন্যান্য
যেসব জায়গা শলোমন শাসন করেছিলেন সেইসব
জায়গায় তিনি যা যা বানাতে চেয়েছিলেন তা
বানিয়েছিলেন।

20দেশে ইস্রায়েলীয় ছাড়াও ইমোরীয়, হিত্তীয়,
পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় প্রভৃতি অনেক বাসিন্দা
বাস করতো। 21ইস্রায়েলীয়রা তাদের বিনষ্ট করতে
পারেনি। কিন্তু শলোমন তাদের ক্রীতদাস হিসেবে কাজ
করতে বাধ্য করান। তারা এখনো ক্রীতদাস হিসেবেই
আছে। 22তবে রাজা শলোমন কখনো কোন
ইস্রায়েলীয়কে তাঁর দাসত্ব করতে দেননি। ইস্রায়েলীয়রা
সৈনিক, সেনাপতি, সেনাধিনায়ক, আধিকারিক, সারথী
বা রথ পরিচালক হিসেবে কাজ করতো।

23শলোমনের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য সব মিলিয়ে
550 পরিদর্শক ছিল, তারা, অন্যান্য যারা কাজ করত
তাদের তত্ত্বাবধান করত। 24ফরৌণের কন্যা দায়ূদ শহর
থেকে শলোমন তাঁর জন্য যে বড় বাড়িটি বানিয়েছিলেন
সেখানে চলে আসার পর শলোমন মিল্লো বানান।

25প্রতি বছর তিন বার করে শলোমন তাঁর বানানো
প্রভুর মন্দিরের বেদীতে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য
উৎসর্গ করতেন। এছাড়াও তিনি মন্দিরে ধূপধূনো দেবার
ব্যবস্থা করেন ও মন্দিরের যা কিছু নিয়মিত প্রয়োজন
তা যোগাতেন।

26রাজা শলোমন ইদোম দেশে সূফ সাগরের তীরে
এলাতের কাছে ইৎসিয়োন-গেবরে কিছু জাহাজ
বানিয়েছিলেন। 27রাজা হীরমের রাজ্যে কিছু নাবিক
ছিলেন, যারা সমুদ্রের সব খবরাখবর রাখত। তিনি
এইসব নাবিকদের শলোমনের নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে,
তাঁর লোকেদের সঙ্গে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।
28শলোমন তাঁর জাহাজ ওফীরে পাঠানোর পর তারা
সেখান থেকে শলোমনের জন্য 31,500 পাউণ্ড সোনা
এনেছিল।

শিবার রাণী শলোমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন

10 শিবার রাণী লোকমুখে শলোমনের খ্যাতি ও
প্রজ্ঞার কথা শুনতে পেয়ে তাঁকে কঠিন প্রশ্ন
দিয়ে পরীক্ষা করতে এলেন। 2তিনি বহু দাস-দাসীদের
নিয়ে জেরুশালেমে উপস্থিত হলেন। তিনি অজস্র উটে
করে নানাধরণের মশলাপাতি, অলঙ্কার ও সোনা নিয়ে
এলেন এবং শলোমনের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর
শলোমনকে সম্ভাব্য বহুবিধ কঠিন প্রশ্ন করলেন।
3শলোমনের কাছে সেইসব প্রশ্ন খুব একটা কঠিন ছিল
না। তিনি তার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। 4তখন শিবার
রাণী উপলব্ধি করলেন যে সত্যিই শলোমন খুবই জ্ঞানী।
5তিনি তাঁর সুন্দর রাজপ্রাসাদটিও দেখলেন, তাঁর
ভোজসভার বিলাসবহুল আয়োজন, সেনাপতিদের
বৈঠক, প্রাসাদের ভৃত্য ও তাদের বহুমূল্য পোশাক,
মন্দিরের অনুষ্ঠান ও বলিদানের রকমসকম দেখে বিস্ময়ে
বাকরহিত হয়ে গেলেন।

6তিনি তখন রাজা শলোমনকে বললেন, “আমি
আমার নিজের দেশে বসে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও
কীর্তিকলাপের বহু খ্যাতি শুনেছিলাম। এখন দেখছি
তার এক কণাও মিথ্যা নয়। 7আমি নিজের চোখে না
দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করিনি কিন্তু এখন
দেখতে পাচ্ছি, লোকমুখে যা শুনেছিলাম আপনার
বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদ তার চেয়েও অনেক বেশি। 8সত্যিই
আপনার লোকেরা ও ভৃত্যরা খুবই ভাগ্যবান কারণ
তাঁরা প্রতিদিন আপনার সেবা করতে পায় ও আপনার
সান্নিধ্যে থেকে আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে পায়।
9প্রভু, আপনার ঈশ্বরকে প্রশংসা করুন! তিনি নিশ্চয়ই
আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই আপনাকে ইস্রায়েলের
রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলকে
ভালোবাসেন বলেই আপনাকে এদেশের রাজা করেছেন।
আপনি বিধি মেনে নিরপেক্ষভাবে প্রজাদের শাসন
করেন।”

10এরপর শিবার রাণী রাজা শলোমনকে প্রায় 9,000
পাউণ্ড সোনা, বহু মশলাপাতি ও অলঙ্কার উপহার
দিলেন। তিনি রাজাকে যে পরিমাণ মশলাপাতি
দিয়েছিলেন তার পরিমাণ এতদিন পর্যন্ত ইস্রায়েলে যে
মশলাপাতি প্রবেশ করেছিল তার চেয়েও বেশি।

11এদিকে হীরমের নৌবহর ওফীর থেকে সোনা
ছাড়াও বহু পরিমাণ কাঠ ও অলঙ্কার নিয়ে এসেছিল।
12শলোমন সেইসব কাঠ দিয়ে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের
ঠেকা দেওয়া ছাড়াও মন্দিরের গায়কদের জন্য বীণা
ও বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত
ইস্রায়েলের কোনো লোকই সেই ধরণের কাঠ চোখে
দেখেনি এবং সেই সময়ের পরও আর কেউ সে ধরণের
কাঠ দেখেনি।

13প্রথামতো রাজা শলোমন এক শাসক হিসেবে
আরেক শাসক শিবার রাণীকে বহু উপহার দিলেন।
এছাড়াও তিনি শিবার রাণীকে, তিনি যা যা চেয়েছিলেন
সবই দিয়েছিলেন। এরপর শিবার রাণী ও তাঁর দাসদাসীরা
নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

14প্রতি বছর রাজা শলোমন প্রায় 79,920 পাউণ্ড
সোনা পেতেন। 15এছাড়াও তিনি তাঁর নৌ-বহরের
ব্যবসায়ী ও বণিকদের কাছ থেকে আরবের শাসক ও

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছ থেকে বহু পরিমাণে সোনা
পেতেন।
16রাজা শলোমন পেটানো সোনা দিয়ে 200টি বড়
ঢাল বানিয়েছিলেন। প্রতি ঢালে প্রায় 15 পাউণ্ড করে
সোনা ছিল। **17**তিনি পেটানো সোনা দিয়ে আরো 300
টি ঢাল বানিয়েছিলেন; তার প্রত্যেক ঢালে 4 পাউণ্ড
করে সোনা ছিল। এই ঢালগুলোকে তিনি “লিবানোনের-
জঙ্গল” নামের বাড়ীতে রেখেছিলেন।
18রাজা শলোমন খাঁটি সোনায় মোড়া হাতির দাঁতের
একটা বিশাল সিংহাসন বানিয়েছিলেন। **19**সেই
সিংহাসনটায় দুটো ধাপ বেয়ে উঠতে হতো। সিংহাসনের
পেছনের দিকটা ওপরে গোলাকার ছিল। বসার জায়গার
দুধারেই ছিল হাতল লাগানো। আর দুদিকের হাতলের
তলায় আঁকা ছিল সিংহের ছবি। **20**ওঠার সিঁড়ির ছটি
ধাপের প্রত্যেকটার শেষেও একটা করে সিংহের মূর্ত্তি
ছিল। আর কোনো দেশেই এধরণের রাজসিংহাসন ছিল
না। **21**রাজা শলোমনের ব্যবহার্য সমস্ত পেয়ালা ও
গ্লাস ছিল সোনায় বানানো। “লিবানোনের জঙ্গল” বাড়ির
সমস্ত পাত্রও ছিল খাঁটি সোনার। রাজপ্রাসাদের কোন
কিছুই রূপোর ছিল না। শলোমনের সময়ে চতুর্দিকে
এতো বেশি সোনা ছিল যে লোকেরা রূপোকে কোনো
মূল্যবান ধাতু বলে মনেই করত না।
22অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য রাজা
শলোমনের বাণিজ্য তরী ছিল। এগুলো আসলে ছিল
হীরমেরই জাহাজ। তিন বছর অন্তর এই সমস্ত জাহাজ
সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও পশু পাখিতে ভর্তি হয়ে
ফিরে আসত।
23শলোমন ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজা।
তিনি ছিলেন সব চেয়ে বেশী ধনী ও পণ্ডিত। **24**সব
জায়গার লোকেরাই শলোমনের দর্শন পেতে চাইতো,
তারা শলোমনের ঈশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেতে
চাইতো এবং তাঁর কথা শুনতে চাইতো। **25**প্রতি বছর
দূরদূরান্তের দেশ থেকে বহু লোক সোনা এবং রূপোর
জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, মশলাপাতি,
ঘোড়া এবং খচ্চর উপহার নিয়ে রাজা শলোমনের
সঙ্গে দেখা করতে আসতো।
26সে জন্য শলোমনের অনেক রথ ও ঘোড়া ছিল।
তাঁর কাছে 1,400 রথ ও 12,000 ঘোড়া ছিল। আলাদা
শহর বানিয়ে সেইসব শহরে এই রথগুলো রাখা থাকত
আর জেরুশালেমে তাঁর নিজের কাছে শলোমন অল্প
কিছু রথ রেখে দিয়েছিলেন। **27**ইস্রায়েলকে তিনি সম্পদে
ও ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছিলেন। জেরুশালেম শহরে রূপো
ছিল পাথরের মতোই সাধারণ। এরস গাছও ছিল পাহাড়ি
গাছগাছালির মতো সহজলভ্য। **28**শলোমন মিশর ও কূ
থেকে ঘোড়া এনেছিলেন। তাঁর বণিকেরা কূ থেকে
কিনে এই সমস্ত ঘোড়া ইস্রায়েলে নিয়ে আসতো।
29মিশর থেকে আনা একটা রথের দাম পড়ত প্রায় 15
পাউণ্ড রূপোর সমান। আর ঘোড়ার দাম পড়ত 3 3/4
পাউণ্ড রূপোর সমান। শলোমন হিত্তীয় ও অরামীয়
রাজাদের কাছে ঘোড়া ও রথ বিক্রি করতেন।

শলোমন ও তাঁর বহু পত্নী

11 রাজা শলোমন নারীদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন।
তিনি এমন অনেক মহিলাকে ভালোবেসেছিলেন
যারা ইস্রায়েলের বাসিন্দা নয়। মিশরের ফরৌণের কন্যা
ছাড়াও শলোমন হিত্তীয়া, মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া,
ইদোমীয়া, সীদোনীয়া প্রভৃতি অনেক বিজাতীয় রমণীকে
ভালোবাসতেন। **2**অতীতে প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের
এব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, “তোমরা অন্য
দেশের লোকেদের বিয়ে করবে না, কারণ তাহলে ওরা
তাদের মূর্ত্তিকে পূজা করতে তোমাদের প্রভাবিত
করবে।” কিন্তু তা সত্ত্বেও শলোমন বিজাতীয় রমণীদের
প্রেমে পড়েন। **3**শলোমনের 700 জন স্ত্রী ছিল। (যারা
সকলেই অন্যান্য দেশের নেতাদের কন্যা।) এছাড়াও
তাঁর 300 জন ক্রীতদাসী উপপত্নী ছিল। শলোমনের
পত্নীরা তাঁকে ঈশ্বর বিমুখ করে তুলেছিল। **4**শলোমনের
তখন বয়স হয়েছিল, স্ত্রীদের পাল্লায় পড়ে তিনি অন্যান্য
মূর্ত্তির পূজা করতে শুরু করেন। তাঁর পিতা রাজা
দায়ূদের মতো একনিষ্ঠভাবে শলোমন শেষ পর্যন্ত প্রভুকে
অনুসরণ করেন নি। **5**শলোমন সীদোনীয় দেবী অষ্টোরত
এবং অম্মোনীয়দের ঘৃণ্য পাষাণ মূর্ত্তি মিল্‌কমের অনুগত
হন। **6**অতএব শলোমন প্রভুর সামনে ভুল কাজ করলেন।
তিনি পুরোপুরি প্রভুর শরণাগত হননি যেভাবে তাঁর
পিতা দায়ূদ হয়েছিলেন।
7এমনকি তিনি মোয়াবীয়দের ঘৃণ্য মূর্ত্তি কমোশের
আরাধনার জন্য জেরুশালেমের পাশেই পাহাড়ে একটা
জায়গা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ একই পাহাড়ে তিনি ঐ
ভয়ংকর মূর্ত্তির আরাধনার জন্যও একটি জায়গা
বানিয়েছিলেন। **8**এইভাবে রাজা শলোমন তাঁর প্রত্যেকটি
ভিনদেশী স্ত্রীর আরাধ্য মূর্ত্তির জন্য একটি করে পূজোর
জায়গা করে দেন, আর তাঁর স্ত্রীরা ধুপধুনো দিয়ে
সেইসব জায়গায় তাদের মূর্ত্তিসমূহের কাছে বলিদান
করত।
9এইভাবে রাজা শলোমন প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের,
কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। সুতরাং প্রভু
শলোমনের প্রতি খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দুবার
শলোমনকে দেখা দিয়ে, **10**তাঁকে অন্য মূর্ত্তির পূজা করতে
নিষেধ করা সত্ত্বেও শলোমন সেই নিষেধ মানেন নি।
11তখন প্রভু শলোমনকে বললেন, “শলোমন, তুমি চুক্তি
ভঙ্গ করেছ। তুমি আমার আদেশ মেনে চলোনি। আমিও
কথা দিলাম তোমার রাজত্ব তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে
নেব এবং আমি তা তোমার কোন একটি ভৃত্যের
হাতে তুলে দেব। **12**কিন্তু যেহেতু আমি তোমার পিতা
দায়ূদকে ভালোবাসতাম আমি তোমার জীবদ্দশায়
তোমার রাজ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব না।
তোমার সন্তান রাজা না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা
করব। আর তারপর আমি তার কাছ থেকে এই রাজত্ব
কেড়ে নেব। **13**তবে আমি তার কাছ থেকে গোটা রাজত্ব
কেড়ে নেব না, তার শাসন করার জন্য একটি
পরিবারগোষ্ঠী রেখে দেব। দায়ূদের কথা ও
জেরুশালেমের কথা ভেবেই আমি এই অনুগ্রহ করব

কারণ দায়ূদ আমার পরম অনুগত সেবক ছিল। আর তাছাড়া এই জেরুশালেম শহরকে আমি নিজেই বেছে নিয়েছিলাম।"

শলোমনের শত্রুপক্ষ

14সেসময় প্রভু ইদোমীয় হদদকে শলোমনের শত্রু করে তুললেন। হদদ ছিলো ইদোমের রাজপরিবারের সন্তান।
15একসময়ে দায়ূদ ইদোমকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান যোয়াব তখন ইদোমে নিহতদের কবর দিতে যান। সে সময়ে ইদোমে অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিল যোয়াব তাদেরও হত্যা করেছিলেন।
16যোয়াব ও ইস্রায়েলের লোকেরা সে সময়ে 6 মাস ইদোমে ছিলেন। এইসময়ে তারা সমস্ত ইদোমীয়দের হত্যা করেন।
17সেসময়ে হদদ ছিল নেহাতই শিশু। সে মিশরে পালিয়ে যায়। তার পিতার কিছু ভৃত্যও তখন তার সঙ্গে গিয়েছিল।
18মিদিয়ন পার হয়ে তারা পারণে গিয়ে পৌঁছলে আরো কিছু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর এই গোটা দলটি মিশরে গিয়ে ফারৌণের সাহায্য প্রার্থনা করল। ফারৌণ হদদকে একটা বাড়ি ও কিছু জমি ছাড়াও তার খাবার-দাবার দেখাশোনার ব্যবস্থা করেন।

19ফারৌণ হদদকে খুবই পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর শালীর সঙ্গে হদদের বিয়ে দিয়েছিলেন। (রানী তহ্পনেষ ফরৌণের স্ত্রী ছিলেন।)
20ফারৌণের স্ত্রী তহ্পনেষের বোনকে হদদ বিয়ে করার পর গনুবৎ নামে তার একটি পুত্র হয়। রাণী তহ্পনেষ গনুবৎকে ফরৌণের প্রাসাদে তাঁর নিজের সন্তানদের সঙ্গে মানুষ হতে দিয়েছিলেন।

21এদিকে মিশরে থাকাকালীন হদদ দায়ূদের মৃত্যু সংবাদ পেল। সেনাপতি যোয়াবের মৃত্যুর খবরও তার কানে পৌঁছাল। তখন হদদ ফারৌণকে বলল, "আমাকে আমার নিজের দেশের বাড়িতে ফিরে যেতে দিন।"

22কিন্তু ফারৌণ তার উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে এখানে তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা দিয়েছি। তবু কেন তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইছ?"

হদদ মিনতি করে বলল, "দয়া করে আমায় বাড়িতে ফিরতে দিন।"

23ইলিয়াদার পুত্র রষোণকেও ঈশ্বর শলোমনের শত্রু করে তুলেছিলেন। রষোণ তার মনিব সোবার রাজা হদদেষরের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল।
24দায়ূদ সোবার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে হারানোর পর রষোণ কিছু লোকেদের জোগাড় করে একটা ছোট সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে বসেন। এরপর রষোণ দম্মেশকে গিয়ে সেখানকার রাজা হন।
25রষোণ অরামে রাজত্ব করতেন ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ ছিল। যে কারণে শলোমনের জীবদ্দশায় রষোণ ইস্রায়েলের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন। রষোণ ও হদদ দুজনেই ইস্রায়েলে নানান ঝামেলা পাকিয়েছিলেন।

26নবাটের পুত্র যারবিয়াম ছিল শলোমনের জনৈক ভৃত্য। সরেদানিবাসী যারবিয়াম ছিল ইফ্রয়িমীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোক। তার বিধবা মায়ের নাম ছিল সরূয়া। এই যারবিয়ামও রাজার বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল।

27এই হল সেই গল্প, কেন যারবিয়াম রাজার বিরুদ্ধে গেল। শলোমন তখন মিল্লো নির্মাণ করছিলেন এবং দায়ূদ তাঁর পিতার নামে শহরের দেওয়াল গাঁথছিলেন।
28যারবিয়াম যথেষ্ট শক্তসমর্থ ছিল এবং শলোমন দেখলেন, 'এই তরুণটি একজন সুদক্ষ কর্মী।' তখন তিনি যারবিয়ামকে যোষেফ পরিবারগোষ্ঠীর কর্মীদের অধ্যক্ষ করে দিলেন।
29একদিন যখন যারবিয়াম জেরুশালেম থেকে বাইরে যাচ্ছিল তখন শীলোনীয় ভাববাদী অহিয়ের সঙ্গে তার পথে দেখা হল। অহিয় একটি নতুন জামা পরেছিলেন।
30সেই জনশূন্য প্রান্তরে অহিয় তাঁর নতুন জামাটিকে ছিঁড়ে বারোটি টুকরো করেন।

31তারপর যারবিয়ামকে বললেন, "জামার 10টি টুকরো তোমার নিজের জন্য নাও। প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, 'আমি শলোমনের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে তোমায় 10 টি পরিবারগোষ্ঠী দিয়ে দেব।
32আমি দায়ূদের উত্তরপুরুষদের শুধুমাত্র একটি পরিবারগোষ্ঠীর ওপর শাসন করতে দেব। আমার পরমভক্ত দায়ূদ ও জেরুশালেমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এটুকু করব। ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীর থেকে আমিই স্বয়ং জেরুশালেমকে বেছে নিয়েছিলাম।
33আমি শলোমনের কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নেব কারণ শলোমন আমার উপাসনা বন্ধ করেছে। শলোমন সীদোনীয়দের মূর্ত্তি অষ্টোরত, মোয়াবীয়দের মূর্ত্তি কমোশ ও আম্মোনীয়দের মিল্কমের আরাধনা করছে। শলোমন ভালো ও সঠিক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। সে আর এখন আমার বিধি ও আদেশ মেনে চলে না। ওর পিতা দায়ূদ যেভাবে জীবনযাপন করেছিল শলোমন আর সেভাবে জীবনযাপন করে না।
34একারণেই আমি শলোমনের পরিবারের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেব। কিন্তু আমার একনিষ্ঠ ভক্ত শলোমনের পিতা দায়ূদের কথা মনে রেখে শলোমনকে তার বাকী জীবনটুকু শাসক থাকতে দেব।
35তবে তার পুত্রের হাত থেকে আমি অবশ্যই রাজত্ব নিয়ে নেব। আর তারপর তার থেকে দশটি পরিবারগোষ্ঠী যারবিয়াম তোমাকে শাসন করতে দেব।
36শলোমনের সন্তান একটি পরিবারগোষ্ঠীর ওপর শাসন করবে। কারণ জেরুশালেমে যে শহরটি আমার নিজের বলে আমি বেছে নিয়েছিলাম সবসময়েই দায়ূদের কোনো উত্তরপুরুষ তা শাসন করবে।
37কিন্তু, তা বাদে, আমি তোমায় তোমার চাহিদামত আর সমস্ত কিছুরই ওপর শাসন করতে দেব। তুমি ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যগুলি শাসন করবে।
38যদি তুমি সৎ পথে থেকে আমার নির্দেশ মেনে চলো, তাহলেই আমি তোমার জন্য এই সব করব। তুমি যদি দায়ূদের মতো আমার বিধি ও আদেশ মেনে চলো তাহলে আমি তোমার পাশে থাকব এবং তোমার বংশকে রাজবংশে পরিণত করব, যেমন আমি দায়ূদের জন্য করেছিলাম। ইস্রায়েল আমি তোমার হাতে তুলে দেব।
39শলোমনের কৃতকার্যের

জন্যই আমি দায়ূদের বংশধরদের শাস্তি দেব, তবে
অবশ্যই তা বরাবরের জন্য নয়।'"

শলোমনের মৃত্যু

40শলোমন যারবিয়ামকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন।
কিন্তু যারবিয়াম তখন মিশরে পালিয়ে গেল এবং
শলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত যারবিয়াম মিশররাজ শীশকের
আশ্রয়ে ছিল।
41শলোমন তার শাসনকালে বহু বড় বড় কাজ
করেছিলেন। সেসব কথা 'শলোমনের ইতিহাস গ্রন্থে'
লিপিবদ্ধ আছে। 42শলোমন জেরুশালেমের অন্তর্গত
ইস্রায়েলে 40 বছর রাজত্ব করেছিলেন। 43তারপর তিনি
যখন মারা গেলেন তাঁকে দায়ূদ শহরে সমাধিস্থ করা
হল। এরপর রাজা হলেন শলোমনের পুত্র রহবিয়াম।

গৃহযুদ্ধ

12 1-2নবাটের পুত্র যারবিয়াম তখনও মিশরে লুকিয়ে
ছিল। যখন সে শলোমনের মৃত্যু সংবাদ পেল,
তার জন্মভূমি ইফ্রয়িমে পার্বত্য অঞ্চলের সেরেদতে
ফিরে এল।
এদিকে রাজা শলোমনের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হলে নতুন রাজা
হলেন তার পুত্র রহবিয়াম। 3ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা
রহবিয়ামকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে শিখিমে
গিয়েছিল। কারণ রহবিয়াম তখন সেখানেই ছিল। সকলে
রহবিয়ামকে বলল, 4"আপনার পিতা আমাদের খাটিয়ে
খাটিয়ে জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। আপনি দয়া
করে আমাদের কাজের বোঝা একটু হালকা করে দিলেই
আমরা আপনার হয়ে কাজ করব।"
5রহবিয়াম তাদের উত্তর দিলেন, "তোমরা তিনদিন
পরে আমার কাছে এস। তখন আমি আমার সিদ্ধান্ত
তোমাদের জানাব।" একথা শুনে সবাই ফিরে গেল।
6শলোমনের যে সমস্ত প্রবীণ পরামর্শদাতা তখনও
জীবিত ছিলেন, রাজা রহবিয়াম তাদের তাঁর কর্তব্য
কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, "আমার এক্ষেত্রে কি করা
উচিৎ? আমি এদের কি বলব?"
7প্রবীণরা তাঁকে বললেন, "তুমি যদি আজ ওদের
কাছে দাসের মতো হও, ওরা সত্যি তোমার সেবা করবে।
তুমি যদি ওদের সঙ্গে দয়াপরবশ হয়ে কথা বলো,
তাহলে ওরা চিরদিনই তোমার হয়ে কাজ করবে।"
8কিন্তু রহবিয়াম এই পরামর্শে কর্ণপাত করলো না।
তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। 9সে
তাদের বলল, "লোকেরা বলছে, 'আপনার পিতা যা
কাজ দিতেন তার চেয়েও আমাদের হালকা কাজ দিন।'
কি করা যায় বলো তো? আমি এখন ওদের কি বলি?"
10রাজার বন্ধুরা রহবিয়ামকে বলল, "শোন কথা!
ওরা নাকি বলছে তোমার পিতা ওদের বেশি খাটাতেন।
তুমি কেবলমাত্র ওদের ডেকে বলে দাও, 'দেখ হে,
আমার কড়ে আঙ্গুল আমার পিতার পুরো দেহের চেয়েও
শক্তিশালী। 11আমার পিতার জন্য তোমরা যে কাজ
করেছ তার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ আমি তোমাদের
দিয়ে করাব। কাজ আদায় করার জন্য আমার পিতা
তোমাদের শুধু চাবকাতেন, আমি ধারালো লোহা বসানো
চাবুক দিয়ে চাবকাবো।'"
12রহবিয়াম লোকেদের তিনদিন পরে আসতে
বলেছিলেন তাই ঠিক তিন দিন পরে ইস্রায়েলের
লোকেরা আবার রহবিয়ামের কাছে ফিরে এল।
13রহবিয়াম তখন প্রবীণদের কথা না শুনে 14তার বন্ধু-
বান্ধবদের পরামর্শ অনুযায়ী বললেন, "আমার পিতা
তোমাদের জোর করে বেশি খাটিয়েছিল বলছো, এখন
আমি আরো বেশি খাটাবো। আমার পিতা তোমাদের
শুধু চাবকেছেন, আমি লোহা বসানো চাবুক দিয়ে
চাবকাবো।" 15অর্থাৎ রাজা লোকেদের আবেদনে সাড়া
দিলেন না । প্রভুর অভিপ্রায়েই এই ঘটনা ঘটল। প্রভু
নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কাছে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি
রাখার জন্যই এই ঘটনা ঘটালেন। শীলোনীয় ভাববাদী
অহিয়ের মাধ্যমে প্রভু যারবিয়ামের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
হয়েছিলেন।
16ইস্রায়েলের সমস্ত লোক দেখল নতুন রাজা তাদের
আবেদনে কর্ণপাত পর্যন্ত করল না। তখন তারা রাজাকে
এসে বলল, "আমরা কি দায়ূদের পরিবারভুক্ত? মোটেই
না। আমরা কি যিশয়ের জমির কোনো ভাগ পাই? না!
তাহলে দেশবাসীরা চলো আমরা আমাদের নিজের
বাড়িতে ফিরে যাই। দায়ূদের পুত্র তার নিজের লোকেদের
ওপর রাজত্ব করুক।" একথা বলে ইস্রায়েলের লোকেরা
যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। 17ইস্রায়েলের যে সমস্ত
লোক যিহূদার শহরগুলিতে থাকত রহবিয়াম শুধুমাত্র
তাদের ওপর রাজত্ব করেছিলেন।
18অদোরাম নামে একজন লোক কর্মচারীদের
তত্ত্বাবধান করত। রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়ে লোকেদের
সঙ্গে কথা বলতে বললেন। কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা
পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলল। রহবিয়াম তখন
কোনমতে তাঁর রথে চড়ে জেরুশালেমে পালিয়ে গেলেন।
19অতএব ইস্রায়েলের লোকেরা দায়ূদের পরিবারের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং এখনও পর্যন্ত তারা দায়ূদ
পরিবারবিরোধী।
20ইস্রায়েলের সমস্ত লোক যখন যারবিয়ামের ফিরে
আসার কথা জানতে পারল, তারা একটি সমাবেশের
আয়োজন করে তার সঙ্গে দেখা করে তাকেই সমগ্র
ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে ঘোষণা করল। একমাত্র
যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী দায়ূদের পরিবারের অনুসরণ
করতে লাগল।
21রহবিয়াম জেরুশালেমে ফিরে গেল এবং যিহূদা
ও বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীকে একত্রে জড়ো করলেন।
এই দুই গোষ্ঠী মিলিয়ে মোট 1,80,000 জনের একটি
সেনাবাহিনী গঠিত হল। রহবিয়াম ইস্রায়েলের
লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার রাজত্ব
উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।
22কিন্তু প্রভু শময়িয় নামে এক ঈশ্বরের লোকের
সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, 23"যাও যিহূদার

রাজা শলোমনের পুত্র রহবিয়াম আর যিহূদার লোকেরা ও বিন্যামীনকে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করতে বারণ করো। 24ওদের সকলকে ঘরে ফিরে যেতে বলো কারণ আমিই এইসব ঘটিয়েছি।” রহবিয়ামের সেনাবাহিনী প্রভুর আদেশ মেনে বাড়ি চলে গেল।

25শিখিম হল ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলের একটি শহর। যারবিয়াম শিখিমকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে সেখানেই বসবাস করতে লাগল। পরে সে পনূয়েল নামে একটি শহরে গিয়ে সেটিকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করেছিলো।

26-27যারবিয়াম মনে মনে ভাবলেন, “যদি লোকেরা জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে তারা শেষ পর্যন্ত দায়ূদের উত্তরপুরুষদের দ্বারাই শাসিত হতে চাইবে। তারা আবার যিহূদার রাজা রহবিয়ামকে অনুসরণ করবে আর আমাকে হত্যা করবে।” 28তাই রাজা তার পরামর্শদাতাদের কাছে তার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাইলেন। তারা রাজাকে তাদের পরামর্শ দিলেন। তখন যারবিয়াম দুটো সোনার বাছুর বানিয়ে লোকেদের বললেন, “তোমরা কেউ আরাধনা করতে জেরুশালেমে যাবে না। ইস্রায়েলের অধিবাসীরা শোনো, এই দেবতারাই তোমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন।”* 29একথা বলে যারবিয়াম একটা সোনার বাছুর বৈথেলে রাখলেন। অন্য বাছুরটাকে রাখলো দান শহরে। 30ইস্রায়েলের লোকেরা তখন বৈথেলে ও দানে বাছুর দুটোকে আরাধনা করতে গেল। কিন্তু এটি অত্যন্ত গর্হিত ও পাপের কাজ হল।

31এছাড়াও যারবিয়াম উচ্চ স্থানে মন্দির বানিয়েছিল। শুধুমাত্র লেবীয়দের পরিবারগোষ্ঠী থেকে যাজক বেছে নেওয়ার পরিবর্তে সে ইস্রায়েলের বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠী থেকে যাজকদের বেছে নিয়েছিল। 32এরপর রাজা যারবিয়াম ইস্রায়েলে উৎসবের মতো একটি নতুন ছুটির দিনের প্রবর্তন করল। অষ্টম মাসের 15 দিনে এই ছুটি পালিত হত। এসময়ে রাজা বৈথেল শহরের বেদীতে বলিদান করত। সে তার বানানো বাছুর দুটোর সামনে বলি দিত। রাজা যারবিয়াম বৈথেলে ও উঁচু জায়গায় তার বানানো পূজোর জায়গাগুলোর জন্য যাজকদের বেছে নিয়েছিল। 33অর্থাৎ রাজা যারবিয়াম তার সুবিধা মতো ইস্রায়েলীয়দের জন্য উৎসবের সময় বেছে নিয়েছিল। অষ্টম মাসের 15 দিনের মাথায় ঐ ছুটির দিনটিতে বৈথেল শহরে তার বানানো বেদীতে বলিদান ছাড়াও ধূপধূনো দেওয়া হতো।

বৈথেলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কথন

13 1-2প্রভু যিহূদার ঈশ্বরের প্রেরিত একজনকে বৈথেলে যাবার জন্য এবং বেদীর ওপরে পূজো করবার বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য ডেকে পাঠালেন। যখন সেই ভাববাদী বৈথেলে পৌঁছলেন তখন রাজা যারবিয়াম বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ধূপধূনো দিচ্ছিলেন।

তিনি গিয়ে ঐ যজ্ঞবেদীকে সম্বোধন করে বললেন, “দায়ূদের পরিবারে যোশিয় নামে এক বালক জন্মাবে। যাজকরা এখন যজ্ঞবেদীতে পূজো দিচ্ছ, কিন্তু যোশিয় একদিন এই সমস্ত যাজকদের যজ্ঞবেদীর ওপরেই হত্যা করবে। এখন যাজকরা যে বেদীতে ধূপধূনো জ্বালাচ্ছে, সেই বেদীতেই মানুষের হাড় পুড়িয়ে যোশিয় তা ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলবে।”

3এসমস্ত ঘটনা যে সত্যি সত্যি ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে ঈশ্বরের লোক উপস্থিত সবাইকে প্রমাণ দিলেন। তিনি বললেন, “আমি যা বললাম তা যে সত্যি সত্যি ঘটবে সেকথা প্রমাণের জন্য প্রভু আমাকে বলেছেন, ‘এই বেদী ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে সমস্ত ছাই মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে।’”

4রাজা যারবিয়াম ঈশ্বরের লোকের কাছ থেকে বৈথেলের বেদীর কথা শুনে বেদী থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সেই লোককে দেখিয়ে বলল, “ওকে গ্রেপ্তার করো।” কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল, সে আর হাত নাড়াতে পারল না। 5একই সঙ্গে বেদীটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে সমস্ত ছাই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। এর থেকেই ঈশ্বরের লোকের কথার সত্যতা প্রমাণ হল। 6তখন রাজা যারবিয়াম ঈশ্বরের লোককে বললো, “দয়া করে আপনার প্রভুর ঈশ্বরের কাছে আমার এই হাতটি আবার ঠিক করে দেবার জন্য প্রার্থনা করুন।”

লোকটি তখন প্রভুর কাছে সেই প্রার্থনা করায় রাজার হাত ঠিক হয়ে গেল। 7তখন রাজা ঈশ্বর প্রেরিত সেই লোকটিকে বলল, “অনুগ্রহ করে আপনি আমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবেন চলুন। আমি আপনাকে একটি উপহার দিতে চাই।”

8কিন্তু সেই লোকটি রাজাকে বলল, “তোমার অর্ধেক রাজত্ব আমাকে দিলেও আমি তোমার সঙ্গে যাবো না বা এখানে কোন পানাহার করব না। 9প্রভু আমাকে এখানে কিছু খেতে বা পান করতে বারণ করেছেন। প্রভু আমাকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে রাস্তা দিয়ে আমি এখানে এসেছি, সেই রাস্তা দিয়ে যেন না ফিরি।” 10একথা বলে তিনি বৈথেলে আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলেন, সেটাতে না গিয়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলেন।

11বৈথেল শহরে সেসময় একজন বৃদ্ধ ভাববাদী বাস করতেন। তাঁর ছেলেরা এসে তাঁকে বৈথেলের এই ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তির কার্যকলাপের কথা জানালো। 12সেই বৃদ্ধ ভাববাদী সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন, “তিনি কোন রাস্তা দিয়ে ফিরে গেল?” ছেলেরা তখন যিহূদা থেকে আসা সেই ভাববাদী যে পথে ফিরে গিয়েছেন পিতাকে দেখালো। 13বৃদ্ধ ভাববাদী তাঁর পুত্রদের তাঁর গাধায় লাগাম লাগিয়ে দিতে বললেন এবং সেই গাধায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

14বৃদ্ধ ভাববাদী ঈশ্বর প্রেরিত লোকটিকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে দেখলেন একটা মস্ত বড় গাছের

ইস্রায়েল ... করেছিলেন হারোণ যখন মরুভূমিতে সোনার বাছুর বানিয়েছিল তখন ঠিক একই কথা বলেছিল।

তলায় একজন বসে আছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, “আপনি
কি ঈশ্বরের লোক যিনি যিহূদা থেকে এসেছেন?”
ভাববাদী উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ।”
15তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বললেন, “দয়া করে আমার
সঙ্গে বাড়িতে চলুন, কিছু মুখে দেবেন।”
16কিন্তু ঈশ্বরের লোকটি এতে রাজি হলেন না।
তিনি বললেন, “আমি আপনার সঙ্গে বাড়িতে যেতে
বা এখানে কোনো পানাহার করতে পারব না। 17কারণ
প্রভু আমায় নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, ‘তুমি যে
রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে ফিরবে না।’”
18তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বললেন, “আমিও আপনারই
মতো একজন ভাববাদী।” উপরন্তু তিনি বানিয়ে বললেন,
“প্রভুর কাছ থেকে দূত এসে আমায় আপনাকে বাড়িতে
নিয়ে গিয়ে আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করতে
বলেছেন।”
19তখন ঈশ্বর প্রেরিত সেই লোকটি বৃদ্ধ ভাববাদীর
বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পানাহার করলেন। 20যখন
তাঁরা টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছেন তখন প্রভু
বৃদ্ধ ভাববাদীর সামনে আবির্ভূত হলেন। 21বৃদ্ধ ভাববাদী
যিহূদা থেকে আসা ঈশ্বরের লোকটিকে বললেন, “প্রভু
বললেন আপনি প্রভুর নির্দেশ অমান্য করেছেন।”
22আপনাকে প্রভু এখানে কিছু খেতে বা পান করতে
বারণ করেছিলেন, কিন্তু আপনি সেই নির্দেশ লঙ্ঘন
করে এখানে পানাহার করলেন। শাস্তিস্বরূপ আপনার
মৃত্যুর পর আপনার দেহ আপনার বংশের সমাধিস্থলে
সমাধিস্থ হতে পারবে না।”
23ইতিমধ্যে ঈশ্বরের লোকটির পানাহার শেষ হলে
বৃদ্ধ ভাববাদী তাঁর জন্য গাধায় লাগাম ও জিন চড়িয়ে
দিলেন এবং সেই ব্যক্তি রওনা হল। 24পথে এক সিংহের
আক্রমণে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তির মৃত্যু হল। 25কিছু পথচারী
যাবার সময়ে পথে পড়ে থাকা সেই মৃতদেহটি আর
তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাধা ও সিংহটাকে দেখতে
পেল। তারা ফিরে এসে শহরে বৃদ্ধ ভাববাদীকে এই
খবর দিল।
26যদিও বৃদ্ধ ভাববাদীর পাল্লায় পড়েই ঈশ্বরের
পাঠানো এই ব্যক্তি ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া
করেছিলেন, বৃদ্ধ ভাববাদী তারা যা বলল সব শুনলেন
এবং বললেন, “প্রভুর আদেশ অমান্য করায় প্রভু সিংহ
পাঠিয়ে তাঁর পাঠানো ব্যক্তির জীবন নিলেন। প্রভু
বলেছিলেন যে তিনি এরকম করবেন।” 27এই বলে
তিনি তাঁর পুত্রদের গাধায় জিন চাপাতে বলে, 28গাধা
নিয়ে বেরিয়ে সেই মৃতদেহের কাছে পৌঁছে দেখতে
পেলেন যে গাধা আর সিংহ দুটোই সেখানে দাঁড়িয়ে
আছে। সিংহটা সেই দেহে মুখ দেয়নি, এমনকি
গাধাটাকেও কিছু করেনি।
29বৃদ্ধ ভাববাদী শোকপ্রকাশ করবার জন্য ও কবর
দেবার জন্য গাধায় চাপিয়ে মৃতদেহটাকে শহরে নিয়ে
চললেন। 30-31তিনি সেই ব্যক্তিকে তাঁর নিজের পরিবারের
সমাধিস্থলে কবর দিলেন। তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে
বললেন, “ভাই আমার, তোমার জন্য আমি দুঃখিত।”
তিনি কবর দেওয়ার পর তাঁর পুত্রদের নির্দেশ দিলেন,
“আমি মরলে আমাকেও এই কবরে ওঁর পাশে কবর
দিস। আমার হাড় ক’খানাকে ওঁর পাশেই রাখিস। 32প্রভু
ওঁর মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন, তা একদিন সত্যি
সত্যিই ঘটবে। বৈথেলের বেদী ও শমরিয়ায় অন্যান্য
উচ্চস্থানে পূজা করার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য প্রভু
ওঁকে ব্যবহার করেছেন।”
33রাজা যারবিয়ামের কোনোই পরিবর্তন হল না।
সে আগের মতোই পাপাচরণ করে যেতে লাগল। বিভিন্ন
পরিবারগোষ্ঠী থেকে যাজক বেছে নিয়ে তাদের দিয়ে
উচ্চস্থানে সেবা করাতে লাগল। যে কেউ ইচ্ছা হলেই
যাজক হয়ে যেতে পারত। 34এই পাপের ফলেই তার
সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

যারবিয়ামের পুত্রের মৃত্যু

14 1-3যেসময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয় খুব অসুস্থ
হয়ে পড়েছিল, সেই সময় যারবিয়াম তার স্ত্রীকে
বলল, “তুমি শীলোতে গিয়ে ভাববাদী অহিয়র সঙ্গে
দেখা কর। অহিয়ই সে-ই ভাববাদী যিনি বলেছিলেন,
আমি ইস্রায়েলের রাজা হব। তুমি দশটা রুটি, কিছু
কেক, এক ভাঁড় মধু নিয়ে তার কাছে গিয়ে আমাদের
পুত্রের কি হবে জিজ্ঞেস করো। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে
বলে দেবেন। তবে দেখো এমনভাবে ছদ্মবেশে যেও
যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে তুমি আমার স্ত্রী।”
4কথা মতো যারবিয়ামের স্ত্রী শীলোতে ভাববাদী
অহিয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যদিও অহিয়র
তখন অনেক বয়েস হয়েছে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।
5প্রভু তাঁকে বললেন, “যারবিয়ামের স্ত্রী তোমার সঙ্গে
দেখা করে ওদের অসুস্থ ছেলে সম্পর্কে জানতে
আসছে।” অহিয় কি বলবে সেকথাও প্রভু বলে দিলেন।
যারবিয়ামের স্ত্রী এসে অহিয়র বাড়িতে উপস্থিত
হল। সে আত্মগোপন করে এসেছিল। 6কিন্তু অহিয়
দরজায় তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলল,
“এসো গো যারবিয়ামের স্ত্রী। তুমি কেন লোকের কাছে
নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করছো? তোমাকে আমি
একটা দুঃসংবাদ দেব। 7যাও ফিরে গিয়ে যারবিয়ামকে
বলো প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, ‘যারবিয়াম আমি
তোমাকে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের মধ্যে থেকে
বেছে নিয়ে আমার ভক্তদের অধীশ্বর বানিয়েছি। 8দায়ূদের
বংশধর ইস্রায়েল শাসন করত। কিন্তু আমি সেই রাজ্য
তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম।
কিন্তু তুমি আমার সেবক দায়ূদের মতো নও। দায়ূদ
একনিষ্ঠভাবে আমাকে অনুসরণ করত, আমি যা চাইতাম
ও তাই করত। 9কিন্তু তুমি অনেক বড় বড় পাপ করেছ।
তোমার আগে কোন শাসক এতো জঘন্য পাপ করেনি।
তুমি আমাকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিয়েছ। তুমি
মূর্তি পূজা ও অন্যান্য দেবতাদের পূজা শুরু করেছ।
এর ফলে আমি খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছি। 10তাই আমি তোমার
পরিবারে বিপদ ঘনিয়ে আনব। তোমার পরিবারের সমস্ত
পুরুষকে আমি হত্যা করব। আগুন যেভাবে ঘুঁটে পোড়ায়

ঠিক সেভাবে আমি তোমার পরিবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
করে দেব। 11তোমার পরিবার থেকে যে কেউ শহরে
মারা যাবে তাকে কুকুরে খাবে এবং তোমার পরিবারের
যে লোক মাঠে মারা যাবে তাকে শকুনে খাবে। প্রভু
বলেছেন।”’

12ভাববাদী অহিয় যারবিয়ামের স্ত্রীকে আরো
বললেন, “এবার তুমি বাড়ি যাও। তুমি তোমার শহরে
পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পুত্র মারা যাবে।
13ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কাঁদতে কাঁদতে ওকে সমাধিস্থ
করবে। যারবিয়ামের পরিবারে একমাত্র তোমার পুত্রকেই
কবরে সমাধিস্থ করা হবে। কারণ যারবিয়ামের পরিবারে
একমাত্র প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর তুষ্ট ছিলেন। 14প্রভু
ইস্রায়েল শাসন করার জন্য এরপর যে নতুন রাজা
বেছে নেবেন সে যারবিয়ামের বংশ ধ্বংস করবে। এসব
ঘটতে আর বেশি দেরি নেই। তারপর প্রভু ইস্রায়েলের
ওপর আঘাত হানবেন। দেশের সমস্ত লোক ভয়ে থরথর
করে কাঁপতে থাকবে।

15“তারপর প্রভু ইস্রায়েলের ওপর আঘাত হানবেন।
ইস্রায়েলের লোকেরা ভীত হবে– তারা জলের মধ্যে
ঘাসের মতন কাঁপবে। এই ভালো দেশ থেকে প্রভু
ইস্রায়েলকে উপড়ে ফেলবেন। এটি সেই দেশ যেটি
তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন। তিনি তাদের
ফরাৎ নদীর অপর পারে ছড়িয়ে দেবেন। এসবই ঘটবে
কারণ প্রভু লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি
ক্রুদ্ধ হয়েছেন কারণ তারা বাঁশ দিয়ে আশেরার
মূর্ত্তি বানিয়ে পূজা করেছিল। 16যারবিয়াম নিজে পাপ
করেছে, আর ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ
হয়েছে। তাই প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের পরাস্ত হতে
দেবেন।”

17যারবিয়ামের স্ত্রী তির্সাতে ফিরে গেল। বাড়িতে
ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তার পুত্রের মৃত্যু হল। 18সমগ্র
ইস্রায়েল প্রভুর কথা মতো চোখের জলে ভাসতে
ভাসতে তাকে কবর দিল। প্রভু তাঁর সেবক ভাববাদী
অহিয়র মাধ্যমে এসবই জানিয়েছিলেন।

19রাজা যারবিয়াম আরো অনেক কিছু করেছিল।
সে অনেক যুদ্ধ করেছিল এবং লোকেদের ওপরে রাজত্ব
চালিয়ে যাচ্ছিল। সে যা করেছিল সে সমস্ত বিবরণই
‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
20যারবিয়াম 22 বছর রাজত্ব করার পর তার মৃত্যু হলে
তাকে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কবর দেওয়া হল।
যারবিয়ামের মৃত্যুর পরে তার পুত্র নাদব নতুন রাজা
হলেন। 21শলোমনের পুত্র রহবিয়াম যখন যিহূদার
রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন তাঁর বয়স 41 বছর
ছিল। তিনি 17 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
ইস্রায়েলের অন্যান্য শহরের মধ্যে থেকে প্রভু এই
শহরটিকেই সম্মানিত করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।
রহবিয়ামের মা নয়মা ছিলেন জাতিতে অম্মোনীয়া।

22যিহূদার লোকেরা পাপ করেছিল এবং এমনসব
কাজ করেছিল যা প্রভু অনুচিত বলে বিবেচনা
করেছিলেন। উপরন্তু তারা এমন অনেক কাজ করেছিল
যার ফলে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সমস্ত লোকেরা
ছিল তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও খারাপ। 23এরা উঁচু
বেদী ছাড়াও পাথরের স্মৃতি-সৌধ, বাঁশের পবিত্র মূর্ত্তি
প্রভৃতি বানিয়েছিল। প্রত্যেকটি উচ্চস্থান, সবুজ গাছের
তলায় তারা এইসব কদাকার জিনিস বানিয়েছিল।
24তাদের মধ্যে এমন মানুষ ছিল যারা অন্য দেবতার
পূজার জন্য রতিক্রিয়ার্থে দেহ বিক্রয় করেছিল। যিহূদার
অনেক লোক অনেক মন্দ কাজ করেছিল। এই পবিত্র
ভূভাগে আগে যারা বাস করত ঈশ্বর তাদের হাত থেকে
জমি কেড়ে নিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের হাতে তুলে
দিয়েছিলেন।

25রহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বছরে মিশরের রাজা
শীশক জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 26শীশক
প্রভুর মন্দির ও রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত সম্পদ, এমনকি
দায়ূদের বানানো সোনার ঢালগুলো পর্যন্ত নিয়ে যান।
27তখন রহবিয়াম এই জায়গায় রাখার জন্য পিতল
দিয়ে নতুন ঢাল বানালেন। তিনি এই নতুন ঢালগুলো
রাজপ্রাসাদের দরজায় প্রহরীদের রাখতে দিয়েছিলেন।
28এরপর যখনই রাজা মন্দিরে যেতেন প্রহরীরা তাঁর
সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঢালগুলো নিয়ে যেত। তারপর যখন
প্রহরীরা ফিরে আসত, তারা ঐ ঢালগুলি প্রহরী কক্ষের
দেওয়ালের ওপর আবার রেখে দিত।

29রাজা রহবিয়াম যেসমস্ত কাজ করেছিলেন তা
‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
30রহবিয়াম ও যারবিয়াম দুজনেই সবসময়ে একে অন্যের
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

31রহবিয়াম মারা যাবার পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে দায়ূদ নগরে সমাধিস্থ করা হল। তাঁর মা ছিলেন
নয়মা। তিনি ছিলেন অম্মোনীয়া জাতীয়। রহবিয়ামের
পর তার পুত্র অবিয়াম নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা অবিয়াম

15 নবাটের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের
রাজত্বের 18 বছরের মাথায় অবিয়াম যিহূদার
নতুন রাজা হলেন। 2অবিয়াম জেরুশালেমে তিন বছর
রাজত্ব করেন। তাঁর মা মাখা ছিলেন অবীশালোমের
কন্যা।

3অবিয়ামও তাঁর পিতার মতো যাবতীয় পাপ
করেছিলেন। তিনি মোটেই তাঁর পিতামহ দায়ূদের মতো
প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না। 4প্রভু দায়ূদকে
ভালবাসতেন বলে অবিয়ামকে জেরুশালেমে রাজত্ব
করতে দিয়েছিলেন। প্রভু দায়ূদকে পুত্রলাভ করতে
দিয়েছিলেন এবং তিনি দায়ূদের জন্য জেরুশালেমকে
নিরাপদে রেখেছিলেন। 5একমাত্র হিত্তীয় ঊরিয়র ঘটনা
ছাড়া দায়ূদ জীবনের সবক্ষেত্রেই কায়মনোবাক্যে প্রভুকে
অনুসরণ করেছিলেন।

6রহবিয়াম ও যারবিয়াম দুজনেই সবসময়ে
পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গিয়েছেন। 7অবিয়াম আর
যা কিছু করেছিলেন সে সবই ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

অবিয়ামের রাজত্বের গোটা সময়টুকুই কেটেছিল
যারবিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করে। 8অবিয়ামের মৃত্যুর
পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে সমাধিস্থ করা হল এবং তাঁর
পুত্র আসা নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা আসা

9ইস্রায়েলে যারবিয়ামের রাজত্বের 20 বছরের মাথায়
আসা যিহূদার রাজা হলেন। 10আসা জেরুশালেমে 41
বছর রাজত্ব করেছিলেন। অবীশালোমের কন্যা মাখা
ছিলেন আসার ঠাকুরমা।

11আসা তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতো প্রভু নির্দেশিত
সৎ পথে জীবনযাপন করেন। 12তাঁর রাজত্বের সময়
যে সমস্ত ব্যক্তি অন্য মূর্ত্তির সেবার জন্য রতিক্রিয়ার্থে
নিজেদের দেহ বিক্রয় করেছিল তাদের তিনি দেশ ছাড়তে
বাধ্য করেন। তিনি সেই দেশ থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের
তৈরী সমস্ত মূর্ত্তিও সরিয়ে ফেলেছিলেন। 13আসা তার
ঠাকুরমা মাখাকেও রাণীর পদ থেকে অপসারণ করেন।
কারণ মাখা বিধর্মী দেবী আশেরার ঐ বীভৎস মূর্ত্তিসমূহ
নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মূর্ত্তিটিকে ভেঙে আসা
কিদ্রোণ নদীর ধারে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। 14উচ্চ
বেদীগুলিকে ধ্বংস না করলেও আসা আজীবন প্রভুর
প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 15সমস্ত সোনা, রূপো এবং প্রভুর
জন্য দেওয়া অন্যান্য উপহারসামগ্রী যেগুলি তাঁর পিতা
দায়ূদের দ্বারা সংরক্ষিত ছিল এবং যেগুলি লোকে দান
করেছিল, আসা সেগুলি প্রভুর মন্দিরে রেখে
দিয়েছিলেন।

16যিহূদায় রাজত্বকালে গোটা সময়টাই আসার
কেটেছিল ইস্রায়েলের রাজা বাশার সঙ্গে যুদ্ধ করে।
17বাশা যিহূদার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ কোনো
লোককে আসার রাজত্ব থেকে বেরোতে দিতে বা সেখানে
যেতে দেওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। একারণে তিনি
রামা শহরটিকে খুব সুরক্ষিতভাবে বানিয়েছিলেন।
18আসা তাই প্রভুর মন্দিরের কোষাগার থেকে এবং
রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত সোনা ও রূপো বের করে
ভৃত্যদের হাত দিয়ে সেসব হিষিয়োণের পৌত্র
টব্রিম্মোণের পুত্র অরামের রাজা বিন্হদদকে পাঠিয়ে
দিয়েছিলেন। দম্মেশক ছিল বিন্হদদের রাজ্যের
রাজধানী। 19আসা বিন্হদদকে বলে পাঠান, "আমার
পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি
স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এখন আমি আপনার সঙ্গে শান্তি
চুক্তি করতে চাই। তাই আমি আপনাকে এই সমস্ত
সোনারূপো উপহারস্বরূপ পাঠালাম। অনুগ্রহ করে
আপনি ইস্রায়েলের রাজা বাশার সঙ্গে আপনার সন্ধি
ভঙ্গ করুন, যাতে সে আপনাদের নিজেদের মতো
থাকতে দিয়ে তার নিজের দেশে ফিরে যায়।"

20বিন্হদদ আসার সঙ্গে চুক্তি করে তার
সেনাবাহিনীকে ইয়োন, দান, আবেল-বৈৎ-মাখা, নপ্তালি
ও গালীলী হ্রদের আশেপাশের ইস্রায়েলীয় শহরগুলোতে
যুদ্ধ করতে পাঠালেন। 21এ খবর পেয়ে বাশা রামা
শহর সুদৃঢ় করার কাজ বন্ধ করে তির্সাতে ফিরে এলেন।
22তখন রাজা আসা যিহূদার সমস্ত লোকেদের সাহায্য
প্রার্থনা করে নির্দেশ দিলে সকলে মিলে রামাতে গেল।
তারপর সেখান থেকে রামা শহরটাকে শক্ত করে
বানানোর জন্য বাশা যে সব পাথর ও কাঠ এনেছিল
সেইসব বিন্যামীনের দেশ গেবা ও মিস্পাতে বয়ে আনা
হলো। এরপর আসা এই দুটো শহরকে সুদৃঢ় করে
তুললেন।

23আসা সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় তথ্য উনি যে
সমস্ত কাজ করেছিলেন বা যে সব শহর বানিয়েছিলেন
সে সবই 'যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
আছে। যেহেতু আসা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পায়ে
একটা রোগ হয়। 24আসার মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দায়ূদ নগরীতে কবর দেওয়া হল।
এরপর আসার পুত্র যিহোশাফট নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলের রাজা নাদব

25যিহূদায় আসার রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের সময়
যারবিয়ামের পুত্র নাদব ইস্রায়েলের রাজা হন। তিনি দু
বছর রাজত্ব করেছিলেন। 26নাদব তাঁর পিতা যারবিয়ামের
মতোই যাবতীয় পাপ কর্মে লিপ্ত হলেন। যারবিয়াম
রাজা থাকাকালীন তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের
পাপাচরণের কারণ হয়েছিলেন।

27ইষাখর পরিবারগোষ্ঠীর অহিয়ের পুত্র বাশা, রাজা
নাদবকে হত্যার একটি চক্রান্ত করেছিলেন। এসময়ে
নাদব ও ইস্রায়েলের সবাই গিব্বথোন শহরের বিরুদ্ধে
লড়াই করছিল। গিব্বথোন শহরটি পলেষ্টীয় অধিকৃত
ছিল। 28এই শহরেই বাশা নাদবকে হত্যা করেছিলেন।
আসার যিহূদায় রাজত্বের তৃতীয় বছরে এ ঘটনা ঘটে।
এরপর বাশা ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলের রাজা বাশা

29ইস্রায়েলের রাজা হবার পর বাশা যারবিয়ামের
পরিবারের সবাইকে একে একে হত্যা করলেন। প্রভু
যেভাবে সেই শীলোনীয় অহিয়ের মাধ্যমে ভাববাণী
করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটলো।
30যারবিয়ামের পাপের ফলেই তার বংশের সবাইকে
মরতে হলো। ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ
হয়ে যারবিয়াম প্রভুকে খুবই ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল।

31নাদব আর যা কিছু করেছিলেন সেসব 'ইস্রায়েলের
রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 32বাশার
ইস্রায়েলে রাজত্বের গোটা সময়টাই যিহূদার রাজা
আসার সঙ্গে যুদ্ধ করে কেটেছিল।

33আসার যিহূদায় রাজত্বের তৃতীয় বছরের মাথায়
অহিয়র পুত্র বাশা ইস্রায়েলের রাজা হলেন। বাশা
তির্সাতে 24 বছর রাজত্ব করেছিলেন। 34কিন্তু বাশা
তাঁর পিতা যারবিয়ামের মতোই পাপাচরণ করেছিলেন
এবং ইস্রায়েলের লোকেদের এমনসব পাপাচরণের কারণ
হয়েছিলেন যা প্রভুর মনঃপুত ছিল না।

16 প্রভু তখন হনানির পুত্র যেহূর সঙ্গে কথা বললেন
এবং রাজা বাশার বিরুদ্ধে কথা বললেন। 2তিনি

বললেন, “আমি তোমাকে ধূলো থেকে উঠিয়ে এনে ইস্রায়েলে আমার লোকেদের নেতা করেছিলাম। কিন্তু তুমি যারবিয়ামের আচরণ অনুসরণ করেছ। আমার ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ হয়েছ এবং তারা তাদের পাপ দিয়ে আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। 3তাই বাশা, আমি তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে ধ্বংস করব। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের পরিবারের যে দশা হয়েছিল তোমাদেরও তাই হবে। 4তোমার পরিবারের সবাই শহরের পথেঘাটে মারা পড়বে, কুকুরে তাদের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাবে। অন্যরা মাঠেঘাটে মরে পড়ে থাকবে। চিল শকুনী তাদের মৃতদেহ ঠোকরাবে।”

5বাশা ও তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তির সবকিছুই ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 6বাশার মৃত্যুর পর তাঁকে তির্সাতে সমাধিস্থ করা হল। এরপর তাঁর পুত্র এলা নতুন রাজা হলেন।

7যারবিয়ামের পরিবারের মতোই বাশাও প্রভুর বিরুদ্ধে বহু পাপাচরণ করে, যার ফলে প্রভু তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং ভাববাদী যেহূকে বাশার পরিণতির কথা জানিয়ে দেন। বাশা যারবিয়ামের পরিবারের সবাইকে হত্যা করার জন্যও প্রভু তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

ইস্রায়েলের রাজা এলা

8আসার যিহূদায় রাজত্বের 26 বছরের মাথায় বাশার পুত্র এলা ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন। এলা তির্সাতে দুবছর রাজত্ব করেছিলেন।

9সিম্রি ছিলেন এলার অধীনস্থ একজন রাজকর্মচারী। সিম্রি এলার অর্ধেক রথ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। সিম্রি এলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন।

রাজা এলা তখন অর্সার বাড়িতে বসে দ্রাক্ষারস পান করছিলেন। অর্সা তির্সার প্রাসাদরক্ষক ছিল। 10সিম্রি সেসময় ঐ বাড়িতে ঢুকে এলাকে হত্যা করেন। যিহূদাতে আসার রাজত্বের 27 বছরের মাথায় এই ঘটনা ঘটে। সিম্রি এলার পরে ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলো।

ইস্রায়েলের রাজা সিম্রি

11সিম্রি ইস্রায়েলের নতুন রাজা হবার পর তিনি একে একে বাশার পরিবারের সকলকে হত্যা করলেন, কাউকে রেহাই দিলেন না। সিম্রি বাশার বন্ধু-বান্ধবদেরও সবাইকে হত্যা করলেন। 12প্রভু যেভাবে ভাববাদী যেহূর কাছে বাশার মৃত্যু সম্পর্কে ভাববাণী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই বাশা ও তাঁর পরিবারের সকলের মৃত্যু হল। 13বাশা ও তাঁর পুত্র এলার পাপাচরণের জন্যই এই ঘটনা ঘটলো। তাঁরা শুধু নিজেরাই পাপ করেন নি, ইস্রায়েলের লোকেদেরও পাপাচরণে বাধ্য করেছিলেন। যে কারণে প্রভু তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়াও তারা মূর্ত্তিপূজা করতেন বলে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

14এলা আর যা কিছু করেছিলেন তা ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

15যিহূদাতে আসার রাজত্বের 27 তম বছরে সিম্রি ইস্রায়েলের রাজা হলেন। সিম্রি মাত্র 7 দিনের জন্য তির্সাতে রাজত্ব করেছিলেন। পলেষ্টীয় অধিকৃত গিব্বথোনের কাছে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী তখন শিবির গেড়েছিল। তারা সে সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। 16তাদের কানে এলো সিম্রি ইস্রায়েলের রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করেছেন। তখন ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা সেই শিবিরেই সেনাপতি অম্রিকে ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে ঠিক করলো। 17তখন অম্রি ও ইস্রায়েলের সবাই গিব্বথোন থেকে এসে তির্সা আক্রমণ করলো।

18সিম্রি যখন বুঝতে পারলেন তির্সা শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেছে, তখন তিনি রাজপ্রাসাদে নিজেকে বন্ধ করে প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন। 19সিম্রিও যারবিয়ামের মতোই প্রভুর অনভিপ্রেত পাপাচরণ করেছিলেন ও ইস্রায়েলের লোকেদের পাপকার্য্যের কারণ হয়েছিলেন। আর এই পাপের জন্যই সিম্রির মৃত্যু হল।

20সিম্রির গল্প, তাঁর চক্রান্ত ও অন্যান্য যা কিছু তিনি করেছিলেন তা ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সিম্রি রাজা এলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর কি হয়েছিল সেই কথাও এই গ্রন্থে লেখা আছে।

ইস্রায়েলের রাজা অম্রি

21সে সময়ে ইস্রায়েলের বাসিন্দারা দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অর্ধেক লোক চাইছিল গীনতের পুত্র তিব্‌নিকে রাজা করতে, বাকী অর্ধেক ছিল অম্রির অনুগামী। 22অম্রির সমর্থকরা বেশী শক্তিশালী হওয়ায় তিব্‌নি নিহত হলেন এবং অম্রি নতুন রাজা হলেন।

23আসা যিহূদায় রাজত্ব করার 31 বছরের মাথায় অম্রি ইস্রায়েলের রাজা হন। তিনি 12 বছর ইস্রায়েল শাসন করেন। তারমধ্যে 6 বছর তিনি তির্সা শহর থেকে রাজত্ব করেছিলেন। 24অম্রি 150 পাউণ্ড রূপো দিয়ে শেমরের কাছ থেকে শমরিয়া পাহাড়টি কিনে সেখানে একটি শহর বানান। পাহাড়ের আগের মালিক শেমরের নামেই তিনি ঐ শহরটির নাম শমরিয়া দিয়েছিলেন।

25-26প্রভু যা যা অনুচিৎ বলে ঘোষণা করেছিলেন, রাজা অম্রি ঠিক সেইগুলোই করেছিলেন। তাঁর আগে যে সব রাজারা রাজত্ব করেছিলেন তিনি তাদের চেয়েও খারাপ ছিলেন। নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সব পাপ করেছিলেন তিনিও ঠিক সেই পাপগুলোই করেছিলেন এবং তিনি ইস্রায়েলের লোকেদেরও পাপের কারণ হয়েছিলেন। অতএব তাঁরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিলেন কারণ তাঁরা অর্থহীন, মূল্যহীন মূর্ত্তিসমূহের পূজা করেছিলেন।

27অম্রি সম্পর্কে আর সব কিছু তিনি যা যা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 28অম্রির মৃত্যুর পর তাঁকে শমরিয়া শহরেই সমাধিস্থ করে হল। তাঁরপর তাঁর পুত্র আহাব নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলের রাজা আহাব

29আসার যিহূদায় রাজত্বকালের 38 বছরের সময়ে অম্রির পুত্র আহাব ইস্রায়েলের রাজা হন। আহাব শমরিয়া শহর থেকে 22 বছর ইস্রায়েল শাসন করেছি-লেন। 30আহাব তাঁর আগের রাজাদের তুলনায় আরো খারাপ ছিলেন। প্রভু যা কিছু অন্যায় বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি সেগুলোই করেছিলেন। 31নবাটের পুত্র যারবিয়ামের মতো পাপাচরণ করেও আহাব ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু তিনি সীদোনীয় রাজা ইৎবালের কন্যা ঈষেবলকে বিয়ে করেছিলেন। এরপর আহাব বাল মূর্ত্তির পূজা করতে শুরু করেন এবং 32শমরিয়া শহরে বাল পূজার জন্য একটা মন্দির করে সেখানে বেদী বানিয়ে দিয়েছিলেন। 33আশেরার আরাধনার জন্যও তিনি একটি খুঁটি পুঁতে দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলে তাঁর আগে অন্য যে সব রাজা শাসন করেছিলেন তাঁদের তুলনায় প্রভু ঈস্রায়েলের ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করার মতো আহাব অনেক বেশী পাপকার্য্য করেছিলেন।

34আহাবের শাসনকালে বৈথেলের হীয়েল যিরীহো শহরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এই কাজের ফলস্বরূপ হীয়েল যেসময়ে শহরটি বানানোর কাজ শুরু করেন, সে সময়ে তাঁর বড় ছেলে অবীরাম মারা যায়। আর শহরের তোরণ বসানোর কাজ শেষ হলে হীয়েলের ছোট ছেলে সগুবেরও মৃত্যু হল। নূনের পুত্র যিহোশূয়ের মাধ্যমে প্রভু যেভাবে ভাববাণী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই এইসব ঘটেছিল।

এলিয় এবং অনাবৃষ্টির কাল

17 গিলিয়দের তিশ্বী শহরে এলিয় নামে এক ভাববাদী বাস করতেন। তিনি রাজা আহাবকে বললেন, "আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভুর সেবক। আমি সেই প্রভুর নামে অভিশাপ দিলাম আগামী কয়েকবছর বৃষ্টিপাত তো দূরের কথা এদেশে একফোঁটা শিশির পর্যন্ত আর পড়বে না। একমাত্র আমি নির্দেশ দিলেই আবার বৃষ্টিপাত হবে।"

2-3প্রভু তখন এলিয়কে সে জায়গা ছেড়ে যর্দ্দন নদীর পূর্ব দিকে করীৎ খাঁড়ির কাছে লুকিয়ে থাকতে বললেন। 4তিনি এলিয়কে জানান যে তিনি কাক ও শকুনিদের রোজ তাঁর জন্য সেখানে খাবার এনে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তৃষ্ণা পেলে এলিয় করীতের জলধারা থেকে জলপানও করতে পারবেন। 5প্রভুর নির্দেশ মতো এলিয় তখন যর্দ্দনের পূর্বদিকে করীৎ খাঁড়ির কাছে বাস করতে গেলেন। 6প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে কাক ও শকুনিরা এলিয়কে খাবার এনে দিত আর তৃষ্ণা পেলে তিনি করীতের স্রোত থেকে জল পান করতেন।

7কিন্তু অনাবৃষ্টির দরুণ করীতের জলধারা শুকিয়ে গেল। 8তখন প্রভু এলিয়কে বললেন, 9"সীদোনের সারিফতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "সেখানে এক বিধবা রমণী বাস করে। আমি তাঁকে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছি।"

10এলিয় তখন সারিফত নগরের দরজার কাছে গিয়ে এক বিধবা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। সে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ জড়ো করছিল। এলিয় তাঁকে বললেন, "আমায় একটু খাবার জল এনে দিতে পারো?" 11সেই মহিলা জল আনতে যাবার সময় এলিয় আবার তাকে অনুরোধ করলেন, "দয়া করে আমার খাবার জন্য এক টুকরো রুটি এনো।"

12কিন্তু সেই মহিলা উত্তর দিলেন, "আমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের সামনে দিব্যি খেয়ে বলছি, আমার ঘরে রুটি নেই। শুধু বয়ামে অল্প একটু ময়দা আর শিশিতে অল্প খানিক তেল রাখা আছে। আমি এখানে কাঠ কুড়োতে এসেছিলাম। আমি এই কাঠ বাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাবো এবং আগুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকব এবং আমার পুত্র ও আমি আমাদের শেষ আহার করব এবং তারপর খিদের জ্বালায় মরে যাবো।"

13এলিয় সেই মহিলাকে বললেন, "কোনো চিন্তা কোরো না। কথা মতো বাড়ি গিয়ে রান্না চড়াও। কিন্তু তার আগে ঐ ময়দা থেকে ছোট্ট একটা রুটি বানিয়ে আমার জন্য নিয়ে এসো। তারপর তুমি তোমার আর তোমার পুত্রের জন্য রান্না করো। 14ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর বললেন, 'ঐ ময়দার কৌটো কখনো শূন্য হবে না। যতদিন না প্রভু এ দেশে বৃষ্টি পাঠাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত ঐ শিশির তেলও আর কমবে না।'"

15তখন ঐ মহিলা বাড়ি ফিরে গিয়ে এলিয়র কথা মতো কাজ করল। এলিয়, ঐ মহিলাটি এবং তার পুত্র বহুদিনের জন্য যথেষ্ট খাদ্য পেয়েছিল। 16প্রভু এলিয়কে যা ভাববাণী করেছিলেন, সেই কথা মতোই ঐ ময়দার বয়াম ও তেলের শিশি কখনো শূন্য হয়নি।

17কিছুদিন পরে মহিলার পুত্র খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষে একসময়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে, 18মহিলা এলিয়কে এসে বলল, "আপনি ঈশ্বরের লোক, আপনি কি আমায় সাহায্য করতে পারবেন? নাকি আপনি এখানে এসে কেবল আমাকে আমার পাপের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার পুত্রকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন?"

19এলিয় তাকে বললেন, "তোমার পুত্রকে আমার কাছে এনে দাও।" তারপর এলিয় পুত্রটিকে ওপরে নিয়ে গিয়ে যে ঘরে তিনি থাকতেন তার নিজের খাটে শুইয়ে দিলেন। 20তারপর এলিয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই বিধবা রমণী আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। আপনি কি তার প্রতি এই অনাচার করবেন? আপনি কি তার পুত্রকে মারা যেতে দেবেন?" 21তারপর এলিয় পর পর তিনবার সেই ছেলেটার ওপর শুয়ে প্রার্থনা করে বললেন, "প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই ছেলেটাকে আবার পুনর্জীবিত করুন।"

22প্রভু এলিয়র ডাকে সাড়া দিলেন। ছেলেটি বেঁচে উঠল এবং আবার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করল। 23এলিয় তখন ছেলেটিকে নীচের তলায় নিয়ে গিয়ে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "দেখো তোমার পুত্র বেঁচেই আছে!"

24সেই মহিলা তখন বলল, “এবার আমার সত্যি
সত্যি বিশ্বাস হল যে আপনি ঈশ্বরের লোক! প্রভু সত্যিই
আপনার মুখ দিয়ে কথা বলেন!”

এলিয় ও বালের ভাববাদী

18 একটানা তিনবছর অনাবৃষ্টির পর প্রভু এলিয়কে
বললেন, “আমি আবার শীগ্‌গিরই বৃষ্টি পাঠাবো।
যাও গিয়ে রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা করো।” 2এলিয়
তখন আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।
সে সময়ে শমরিয় শহরে দুর্ভিক্ষ চলছিল। 3রাজা
আহাব তাই ওবদিয়, যে প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ করত
তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওবদিয় প্রকৃত অর্থেই প্রভুর
অনুগামী ছিলেন। 4একসময়ে ঈষেবল প্রভুর সমস্ত
ভাববাদীদের হত্যা করতে শুরু করেছিলেন। ওবদিয়
100 জন ভাববাদীকে দুটি গুহার মধ্যে 50 ভাগের দুটি
দলে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং নিয়মিত তাদের খাবার
ও জল এনে দিতেন। 5রাজা আহাব ওবদিয়কে বললেন,
“চলো আমরা বেরিয়ে সমস্ত ঝর্ণা আর নদীগুলোতে
গিয়ে দেখি আমাদের ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে বাঁচিয়ে
রাখার মতো ঘাস পাওয়া যায় কি না।” 6দুজনে দুটি
অঞ্চল ভাগ করে নিয়ে সারা দেশে জলের খোঁজে
বেরোল। আহাব গেলেন একদিকে আর ওবদিয় গেল
আরেকদিকে। 7ওবদিয়র সঙ্গে পথে এলিয়র দেখা হল।
এলিয়কে দেখেই ওবদিয় চিনতে পারল এবং তাঁর সামনে
নতজানু হয়ে জিজ্ঞেস করল, “এলিয়! সত্যিই কি আপনি
আমার সেই মনিব?”
8এলিয় বললেন, “হ্যাঁ আমি এসেছি। যাও তোমার
রাজাকে এ খবর জানাও।”
9তখন ওবদিয় বলল, “আমি যদি আহাবকে বলি
যে আপনি কোথায় আছেন আমি জানি তাহলে আহাব
আমাকে মেরে ফেলবেন। প্রভু আমি তো আপনার
কাছে কোনো অপরাধ করিনি, তাহলে আপনি কেন
আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন?” 10রাজা পাগলের
মতো উন্মত্ত হয়ে প্রভু, আপনার ঈশ্বরকে খুঁজে
বেড়াচ্ছেন, চতুর্দিকে আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছেন।
প্রত্যেকটা দেশে তিনি আপনাকে খুঁজতে লোক
পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানে আপনাকে পাওয়া না গেলে
আহাব সেখানকার শাসকদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি
আদায় করেছেন, যে সত্যিসত্যিই আপনি সেইসব দেশে
নেই । 11আর এখন আপনি আমাকে বলছেন, রাজার
কাছে গিয়ে আপনার এখানে থাকার খবর দিতে। 12আমি
গিয়ে রাজা আহাবকে একথা বলার পর, রাজা যখন
আপনাকে খুঁজতে আসবেন তখন হয়তো প্রভু আপনাকে
অন্য কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবেন, আর
আপনাকে খুঁজে না পেয়ে রাজা আমাকেই তখন হত্যা
করবেন। আমি সেই ছোটবেলা থেকে প্রভুকে অনুসরণ
করে চলেছি। 13আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি কি
করেছিলাম। ঈষেবল যখন প্রভুর ভাববাদীদের হত্যা
করছিলেন, আমি তখন তাদের 50 জন করে দু ভাগে
মোট 100 জন ভাববাদীকে দুটো গুহায় লুকিয়ে রেখে
নিয়মিত খাবার ও জল দিয়েছিলাম। 14আর এখন আপনি
আমাকে রাজার কাছে গিয়ে বলতে বলছেন, যে আপনি
এখানে আছেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে হত্যা
করবেন।”
15এলিয় তখন বললেন, “সর্বশক্তিমান প্রভুর
উপস্থিতি যেরকম সত্য, আমিও সেইরকমই প্রতিশ্রুতি
করছি যে আমি রাজার সামনে আজ দাঁড়াব।”
16ওবদিয় তখন রাজা আহাবকে গিয়ে এলিয় কোথায়
আছে তা জানাল। রাজা আহাব এলিয়র সঙ্গে দেখা
করতে গেলেন।
17আহাব এলিয়কে দেখে প্রশ্ন করল, “তুমিই কি
সেই লোক যার জন্য ইস্রায়েলের এই দুরাবস্থা?”
18এলিয় উত্তর দিলেন, “আমার জন্য ইস্রায়েলের
কোনো দুর্দশাই হয়নি। তুমি ও তোমার পিতৃপুরুষরাই
এজন্য দায়ী। তোমরা প্রভুর আদেশ অমান্য করে মূর্ত্তির
পূজা শুরু করেছ। 19এখন ইস্রায়েলের সবাইকে কর্ম্মিল
পর্বতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। বালদেবের
450 জন ভাববাদী ও রানী ইষেবল সমর্থক আশেরার
মূর্ত্তির 400 জন ভাববাদীকেও যেন ওখানে আনা হয়।”
20আহাব তখন সমস্ত ইস্রায়েলীয় ও ঐসব
ভাববাদীদের কর্ম্মিল পর্বতে ডাকলেন। 21এলিয় তখন
সবাইকে বললেন, “তোমরা কবে স্থির করবে কোন
দেবতাকে তোমরা অনুসরণ করবে? শোনো, প্রভুই যদি
সত্য ঈশ্বর হন তাহলে তাঁকে অনুসরণ করো। আর
বাল মূর্ত্তিকে যদি তোমাদের প্রকৃত দেবতা বলে মনে
হয় তাহলে তাঁকে অনুসরণ করো।”
লোকেরা কিছুই বলল না। 22তখন এলিয় তাদের
বললেন, “আমি এখানে প্রভুর একমাত্র ভাববাদী হিসেবে
উপস্থিত আছি। আর বালদেবের অনুগামী 450 জন
ভাববাদী আছেন।
23-24এবার দুটো ষাঁড় নিয়ে আসা হোক্। বাল মূর্ত্তির
ভাববাদীরা তার একটি কেটে টুকরো টুকরো করে কাঠের
ওপর রাখুন। আমি অন্যটাকে কেটে টুকরো করে কেটে
কাঠের ওপর রাখছি। আমরা কেউই নিজে থেকে কাঠে
আগুন ধরাবো না। আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করছি। বাল মূর্ত্তির অনুগামী ভাববাদীরাও তাঁদের
দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন। যার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে
কাঠে আগুন জ্বলে উঠবে, তার দেবতাই আসল
প্রমাণিত হবেন। সমস্ত লোক এই পরিকল্পনায় সায়
দিল।
25এলিয় তখন বাল মূর্ত্তির ভাববাদীদের ডেকে
বললেন, “আপনারা সংখ্যায় অনেক। আপনারাই প্রথম
যান। যে ভাবে বললাম ষাঁড়টাকে কেটে ঠিক করুন।
তবে আগুন জ্বালাবেন না।”
26তখন বাল মূর্ত্তির অনুগামী ভাববাদীরা তাঁদের যে
ষাঁড়টি দেওয়া হয়েছিল সেটাকে কথামতো কেটে
সাজালেন। তারপর তাঁরা বেলা দুপুর পর্যন্ত বাল মূর্ত্তির
কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁদের বানানো যজ্ঞবেদী ঘিরে
নাচানাচি করলেন কিন্তু কেউ তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া
দিল না, আগুন জ্বললো না।

27দুপুর গড়িয়ে গেলে এলিয় এইসব ভাববাদীদের
নিয়ে রসিকতা শুরু করলেন। এলিয় বললেন, “বাল
যদি সত্যি সত্যিই দেবতা হন, তাহলে একটু জোরে
প্রার্থনা করা উচিৎ! হয়তো উনি এখন ভাবনায় ডুবে
আছেন! কিম্বা হয়তো ঘুম লাগিয়েছেন। না না!
আপনাদের আরেকটু জোরে হাঁকডাক করে ওঁকে ঘুম
থেকে তোলা দরকার।” 28একথা শুনে এইসব ভাববাদীরা
তারস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে
নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত বের করে ফেললেন।
(বালদেবের আরাধনার এটিও একটি বিশেষ প্রক্রিয়া
ছিল।) 29কিন্তু দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে গেল তখনো
আগুন ধরার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ক্রমে
বিকেলের বলিদানের সময় ঘনিয়ে এলো, ভাববাদীরা
উন্মত্তের মতো ডাকাডাকি করতে লাগলেন কিন্তু
বালদেবের দিক থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেল
না।

30এলিয় তখন সমস্ত লোকেদের বললেন, “এবার
আমার কাছে এসো।” সকলে এলিয়কে ঘিরে দাঁড়ালে,
এলিয় প্রথমে প্রভুর ভেঙ্গে যাওয়া বেদীটিকে ঠিক
করলেন। 31তারপর ইস্রায়েলের 12টি পরিবারগোষ্ঠীর
প্রত্যেকের নামে একটা করে মোট 12টি পাথর খুঁজে
বের করলেন। যাকোবের 12 জন সন্তানের নামে এই
12 টি পরিবারগোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছিল। যাকোবকেই
প্রভু ইস্রায়েল বলে ডেকেছিলেন। 32এলিয় প্রভুকে সম্মান
জানাতে এই পাথরগুলো দিয়ে যজ্ঞবেদীটি ঠিক
করেছিলেন। তারপর তিনি বেদীর পাশে 7 গ্যালন জল
ধরার মতো একটি ছোট ডোবা কাটলেন, 33এবং সমস্ত
জ্বালানি কাঠ বেদীতে রাখলেন। ষাঁড়টাকে টুকরো করে
কাটার পর এলিয় সেইসব টুকরো কাঠের ওপর রাখলেন।
34তারপর তিনিবললেন, “চারটে পাত্রে জল ভরে নিয়ে
এসে সেই জল এই মাংসের টুকরো ও কাঠের ওপর
ছড়িয়ে দাও।” 35এলিয় পর পর তিনবার একাজ করলে,
বেদী থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ডোবাটা ভরিয়ে দিল।

36তখন বৈকালিক বলিদানের সময়। ভাববাদী এলিয়
বেদীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, “প্রভু অব্রাহাম,
ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমি আপনাকে আহ্বান
করছি। আপনি এসে প্রমাণ করুন যে আপনিই
ইস্রায়েলের প্রকৃত ঈশ্বর। এইসব লোককে দেখান যে
আপনিই আমাকে এসব করবার জন্য আদেশ
দিয়েছিলেন। 37হে প্রভু, আপনি এসে আমার ডাকে
সাড়া দিলে তবেই এইসব লোকেরা বুঝতে পারবে
আপনিই তাদের আপনার কাছে ফিরিয়ে নিলেন।”

38তখন প্রভু আগুন পাঠালেন। সেই আগুনে সমস্ত
বলি, কাঠ, পাথর বেদীর পাশের মাটি পর্যন্ত পুড়ে
গেল। আগুন ডোবায় জমা জলকে ভক্ষণ করে নিল।
39সমস্ত লোক এ ঘটনা দেখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে
বলতে শুরু করলো, “প্রভুই ঈশ্বর। প্রভুই ঈশ্বর।”

40এলিয় তখন বললেন, “বাল মূর্ত্তির সমস্ত
ভাববাদীদের ধরে নিয়ে এসো। একটাও যেন পালাতে
না পারে।” তখন সবাই মিলে ঐ সমস্ত ভাববাদীদের
ধরে নিয়ে এল। এলিয় তাদের কীশোনের খাঁড়িতে নিয়ে
গিয়ে হত্যা করলেন।

আবার বৃষ্টি নামলো

41এলিয় তখন রাজা আহাবকে বললেন, “যাও এবার
গিয়ে পানাহার করো। প্রবল বৃষ্টি আসছে।” 42রাজা
আহাব তখন খেতে গেলেন আর এলিয় কর্ম্মিল পর্বতের
চূড়ায় গিয়ে নতজানু হয়ে হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে 43তাঁর
ভৃত্যকে বললেন, “সমুদ্রের দিকে তাকাও।”

সেই ভৃত্য তখন যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়
সেখানে গেল। সে ফিরে এসে বলল, “কই কিছু তো
দেখতে পেলাম না।” এলিয় তাকে আবার দেখতে
পাঠালেন।

44পর পর সাতবার একই ঘটনা ঘটার পর সাতবারের
বার সেই ভৃত্য এসে বলল, “মানুষের হাতের মুঠোর
মতো ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখলাম সমুদ্রের দিক
থেকে আসছে।”

এলিয় তাঁর ভৃত্যকে বললেন, “যাও রাজা আহাবকে
তাঁর রথ প্রস্তুত করে বাড়িতে যেতে বলো কারণ এক্ষুনি
রওনা না হলে ও বৃষ্টিতে আটকে যাবে।”

45অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা আকাশ কালো মেঘে
ঢেকে গিয়ে বাতাস বইতে শুরু করলো এবং প্রবল বৃষ্টি
শুরু হল। আহাব তাঁর রথে চড়ে যিষ্রিয়েলের দিকে
রওনা হলেন। 46প্রভুর শক্তি তখন এলিয়কে ভর করলো।
এলিয় আঁট করে পোশাক বেঁধে আহাবের আগেই দৌড়ে
যিষ্রিয়েলে পৌঁছে গেলেন।

সীনয় পর্বতে এলিয়

19 রাজা আহাব রাণী ঈষেবলকে এলিয় যা যা
করেছেন, যেভাবে সমস্ত ভাববাদীদের তরবারি
দিয়ে হত্যা করেছেন সবই বললেন। 2ঈষেবল তখন
এলিয়র কাছে দূত মারফৎ খবর পাঠালেন, “আমি
প্রতিজ্ঞা করছি আগামীকাল এসময়ের আগে তুমি
যেভাবে ঐ ভাববাদীদের হত্যা করেছ ঠিক সেভাবেই
তোমাকে হত্যা করব। আর যদি তা না পারি তাহলে
যেন দেবতারা আমায় হত্যা করেন।”

3এলিয় যখন একথা শুনলেন তখন ভয়ে তিনি তাঁর
প্রাণ বাঁচাতে ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে যিহূদার বেরশেবাতে
পালিয়ে গেলেন। তাঁর ভৃত্যকে বেরশেবাতে রেখে 4এলিয়
সারাদিন হেঁটে হেঁটে অবশেষে মরুভূমিতে গিয়ে
পৌঁছলেন। সেখানে একটা কাঁটা ঝোপের তলায় বসে
তিনি মৃত্যু প্রার্থনা করে বললেন, “প্রভু যথেষ্ট হয়েছে।
এবার আমাকে মরতে দাও। আমি আমার পূর্বপুরুষদের
অপেক্ষা কোনো অংশেই ভালো নই।”

5এরপর এলিয় সেই ঝোপের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে
পড়লেন। এসময়ে এক দেবদূত এসে এলিয়কে স্পর্শ
করে বলল, “ওঠো এলিয় খেয়ে নাও!” 6এলিয় দেখতে
পেলেন তাঁর পাশেই কয়লার ওপরে একখানা কেক
বানানো আছে আর এক ঘড়া জল রাখা আছে। এলিয়
তা খেয়ে জল পান করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

7পরে আবার প্রভুর দূত ফিরে এসে তাঁকে বলল,
“ওঠো এলিয়! কিছু খাও! সামনে লম্বা সফর, যদি
তুমি খেয়ে গায়ে জোর না বাড়াও পাড়ি দিতে পারবে
না।” 8এলিয় তখন উঠে পানাহার করলেন। সেই খাবার
এলিয়কে একটানা 40 দিন 40 রাত্রি হাঁটার মতো শক্তি
জোগালো। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ঈশ্বরের পর্বত নামে
পরিচিত হোরেব পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। 9সেখানে একটি
গুহার ভেতরে এলিয় রাত্রি বাস করলেন।
সে সময়ে প্রভু এলিয়র সঙ্গে কথা বললেন, “এলিয়
তুমি এখানে কেন?”
10এলিয় উত্তর দিলেন, “প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
আমি সবসময়ে সাধ্যমতো তোমার সেবা করেছি। কিন্তু
ইস্রায়েলের লোকেরা তোমার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে
তোমার বেদী ধ্বংস করে ভাববাদীদের হত্যা করেছে।
এখন আমিই একমাত্র জীবিত ভাববাদী আর তাই ওরা
আমাকেও হত্যার চেষ্টা করছে।”
11প্রভু তখন এলিয়কে বললেন, “যাও পর্বতে গিয়ে
আমার সামনে দাঁড়াও। আমি ঐ জায়গা দিয়ে যাব।”
তখন ঝোড়ো হাওয়া এসে পর্বতটাকে ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত
করল, বড় বড় পাথরের চাঁই খসে পড়ল, কিন্তু সেই
ঝড়ের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ঝড়ের পর হল ভূমিকম্প।
কিন্তু সেই ভূমিকম্পও প্রভু স্বয়ং নন। 12ভূমিকম্পের
আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু আগুনের মধ্যেও প্রভু ছিলেন
না। আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল। একটি শান্ত, কোমল
স্বর শোনা গেল। 13এলিয় যখন স্বরটা শুনতে পেলেন
তখন তিনি তার শাল দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিলেন।
তারপর তিনি গিয়ে গুহার প্রবেশ মুখে দাঁড়ালেন। একটি
স্বর তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “এলিয়, তুমি এখানে কেন?”
14এলিয় বললেন, “প্রভু, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আমি
সবসময়েই আমার সাধ্যমতো তোমার সেবা করে এসেছি
কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা তোমার সঙ্গে তাদের
চুক্তিভঙ্গ করেছে। তারা তোমার পূজোর বেদী ধ্বংস
করে সমস্ত ভাববাদীদের হত্যা করেছে। এখন আমিই
একমাত্র জীবিত আছি। আর ওরা আমাকে হত্যার
চেষ্টা করছে।”
15প্রভু বললেন, “যাও দম্মেশকের পাশের মরুভূমির
দিকে যে রাস্তা যাচ্ছে সেটা ধরে দম্মেশকে গিয়ে
হসায়েলকে অরামের রাজপদে অভিষিক্ত করো।
16তারপর নিম্শির পুত্র যেহূকে ইস্রায়েলের রাজপদে
অভিষেক করো। আর আবেলমহোলার শাফটের পুত্র
ইলীশায়কেও অভিষেক করো। সে ভাববাদী হিসেবে
তোমার জায়গা নেবে। 17হসায়েল বহু খারাপ লোককে
হত্যা করবে। হসায়েলের হাত থেকে যারা বেঁচে যাবে
তাদের হত্যা করবে যেহূ। আর যেহূর তরবারি থেকেও
যদি কেউ নিস্তার পেয়ে যায় তাকে ইলীশায় হত্যা
করবে।
18এলিয় ইস্রায়েলে তুমিই একমাত্র একনিষ্ঠভাবে
আমার সেবা করো নি। সেখানে আরো 7,000 লোক
আছে যারা কখনো বাল মূর্ত্তির কাছে মাথা নত করে নি
এবং এরা কখনো বাল মূর্ত্তি চুম্বন করেনি।

ইলীশায় একজন ভাববাদী হলেন

19এলিয় তখন শাফটের পুত্র ইলীশায়কে খুঁজতে
বেরোলেন। ইলীশায় তখন 12 বিঘা জমিতে হাল
দিচ্ছিলেন। এলিয় যখন এলেন তখন ইলীশায় শেষ
এক বিঘা জমিতে হাল দিচ্ছিলেন। এলিয় গিয়ে
ইলীশায়ের গায়ে নিজের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিয়ে
দিলেন।
20ইলীশায় ষাঁড়কে ছেড়ে রেখে এলিয়র পেছনে ছুটে
এসে বললেন, “আমাকে অনুমতি দিন, আমি একবার
গিয়ে আমার মাকে আদর করে আসি এবং পিতার
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। তারপর আমি আপনার
সঙ্গে যাবো।”
এলিয় উত্তর দিল, “বেশ, যাও! আমি তোমাকে
বাধা দেব না।”
21ইলীশায় তখন বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে
দারুণ খাওয়া দাওয়া করলেন। তাঁর গরুগুলোকে মেরে
যোয়ালের কাঠ জ্বালিয়ে মাংস সেদ্ধ করে লোকেদের
খাওয়ালেন এবং নিজেও খেলেন। তারপর ইলীশায়
এলিয়কে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর পরিচর্য্যা করতে
লাগলেন।

বিন্হদদ ও আহাব যুদ্ধে গেলেন

20 বিন্হদদ ছিলেন অরামের রাজা। তিনি তাঁর
সেনাবাহিনী এক জায়গায় জড়ো করলেন।
সেখানে তাঁর সঙ্গে আরো 32 জন রাজা যোগদান
করলেন। তাঁদের সঙ্গে ঘোড়া ও রথ ছিল। তারপর
তাঁরা সকলে মিলে শমরিয় আক্রমণ করে শমরিয় শহরের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 2রাজা বিন্হদদ ইস্রায়েলের
রাজা আহাবের কাছে শহরে বার্তাবাহক পাঠালেন। 3তিনি
বললেন, “তুমি আমাকে তোমার সোনা, রূপো, স্ত্রী,
পুত্রকন্যা সবকিছু সমর্পণ করো।”
4ইস্রায়েলের রাজা উত্তর দিলেন, “মহারাজ আমি
আপনার আনুগত্য স্বীকার করলাম। আমার যা কিছু
আছে এখন সবই আপনার হল।”
5বার্তাবাহকেরা ফিরে এসে আহাবকে জানালো
বিন্হদদ বলেছেন, “আমি তোমাকে আগেই তোমার
সোনা, রূপো, স্ত্রী, পুত্রকন্যা সবাইকে আমায় দিয়ে
দিতে বলেছিলাম। 6আগামীকাল আমার লোকেরা গিয়ে
তোমার ও তোমার রাজকর্মচারীদের বাড়ি তল্লাসী করবে।
তারা আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য যাবতীয় মূল্যবান
সম্পদ নিয়ে নেবে।’”
7আহাব তখন দেশের সমস্ত প্রবীণদের এক বৈঠক
ডাকলেন। আহাব বললেন, “দেখুন, বিন্হদদ একটা
গোলমাল করবার চেষ্টায় আছে। প্রথমে ও আমার কাছে
আমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সোনা, রূপো সবকিছু চেয়েছিল।
আমি সেসবই ওকে দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু এখন
ও সবকিছুই নিয়ে যেতে চাইছে।”
8সমস্ত প্রবীণরা বললেন, “ওর কথা শোনার দরকার
নেই। ও যা বলছে তা আপনি কোনোমতেই করবেন
না।”

9আহাব তখন বিন্‌হদদকে খবর পাঠালেন, "প্রথমে আপনি যা বলেছিলেন আমি তাতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনার দ্বিতীয় নির্দেশ মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

বিন্‌হদদের দূতেরা এখবর রাজার কাছে নিয়ে গেল।
10তারপর তারা বিন্‌হদদের কাছ থেকে এসে জানালো, "আমি শমরিয় শহরকে ধ্বংস করে ধূলোয় মিশিয়ে দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এই শহর থেকে আমার লোকেদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতো এক টুকরো স্মারক আমি অবশিষ্ট রাখবো না। যদি এ কাজ করতে না পারি আমার ঈশ্বর যেন আমাকেই ধ্বংস করেন।"

11রাজা আহাব জবাব দিলেন, "যাও বিন্‌হদদকে গিয়ে বলো, যুদ্ধে যাওয়ার আগে বর্ম যে পরে তার, যুদ্ধ করে এসে যে বর্ম খোলে তার মতো গলাবাজি সাজে না।"

12বিন্‌হদদ তখন তাঁবুতে বসে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে দ্রাক্ষারস পান করছিলেন। সে সময়ে বার্তাবাহকরা রাজা আহাবের কাছ থেকে ফিরে এসে তাঁকে এই খবর দিতে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে শহর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। তখন তাঁর লোকেরা যুদ্ধ করবার জন্য যে যার নিজের জায়গায় সরে গেল।

13সে সময়ে এক ভাববাদী রাজা আহাবকে গিয়ে বলল, "প্রভু বলেছেন, 'তুমি কি ঐ সুবিশাল সেনাবাহিনী দেখতে পাচ্ছো? আমি স্বয়ং আজ তোমায় ঐ বাহিনীকে যুদ্ধে হারাতে সাহায্য করবো। তাহলেই তুমি বুঝবে আমিই প্রভু।"

14আহাব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওদের যুদ্ধে হারানোর জন্য আপনি কাকে ব্যবহার করবেন?"

সেই ভাববাদী উত্তর দিল, "প্রভু বলেছেন, 'সরকারী রাজকর্মচারীদের তরুণ সহকারীদের আমি ব্যবহার করবো।'"

তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "মূল সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্ব কে করবে?"

ভাববাদী উত্তর দিল, "আপনি।"

15আহাব তখন সরকারী কর্মচারীদের তরুণ সহকারীদের জড়ো করলেন। সব মিলিয়ে এরা সংখ্যায় ছিল 232 জন। তারপর রাজা ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠালেন। সব মিলিয়ে সেখানে 7,000 জন ছিল।

16দুপুর বেলায় যখন বিন্‌হদদ ও অন্যান্য 32 জন রাজা দ্রাক্ষারস পান করে তাঁবুতে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন
সেসময়ে রাজা আহাব আক্রমণ শুরু করলেন। 17তরুণ
সহকারীরাই প্রথম আক্রমণ করলো। রাজা বিন্‌হদদের লোকেরা তাঁকে জানাল, শমরিয়া থেকে সেনারা যুদ্ধ
করতে বেরিয়েছে। 18বিন্‌হদদ বললেন, "হতে পারে ওরা যুদ্ধ করতে আসছে অথবা ওরা হয়তো শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আসছে। ওদের জীবন্ত ধরে ফেলো।"

19রাজা আহাবের তরুণ যোদ্ধারা আক্রমণের সামনের দিকে ছিল আর ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী ওদের
অনুসরণ করছিল। 20ইস্রায়েলের সমস্ত ব্যক্তি তাদের সামনে যাকে পেলো হত্যা করল। তখন অরামের লোকেরা পালাতে শুরু করল। ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী তাদের ধাওয়া করলো। রাজা বিন্‌হদদ কোনো মতে রথের একটা ঘোড়ায় চেপে পালালেন। 21রাজা আহাব
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অরামের সেনাবাহিনীর সমস্ত ঘোড়া ও রথ কেড়ে নিলেন। রাজা আহাব এভাবেই অরামীয় সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন।

22তারপর সেই ভাববাদী রাজা আহাবের কাছে গিয়ে বললেন, "আগামী বসন্তে অরামের রাজা বিন্‌হদদ আবার আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে আসবে। এখন ফিরে গিয়ে আপনি আপনার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করুন আর তার বিরুদ্ধে রাজ্য রক্ষা করার জন্য সতর্কভাবে পরিকল্পনা করুন।"

বিন্‌হদদ আবার আক্রমণ করলেন

23রাজা বিন্‌হদদের রাজকর্মচারীরা তাঁকে বললেন, "ইস্রায়েলের দেবতারা আসলে পর্বতের দেবতা। আর আমরা পর্বতে গিয়ে যুদ্ধ করেছি তাই ইস্রায়েলের লোকেরা জিতে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে এবার সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করা যাক, তাহলে আমরা জিতে যাবো।
24আপনি ঐ 32 জন রাজাকে সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব করতে না দিয়ে সেনাপতিদের সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে দিন।

25"প্রথমে আপনি ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর মতো আরেকটা বাহিনী গড়ার জন্য সেনা জড়ো করুন। আগের সেনাবাহিনীর মতো ঘোড়া ও রথ জোগাড় করুন। তারপরে চলুন ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে সমতল ভূমিতে গিয়ে যুদ্ধ করি। তাহলেই আমরা জিতবো।" বিন্‌হদদ তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন।

26বসন্তকাল এলে বিন্‌হদদ অরামের লোকেদের জড়ো করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অফেকে গেলেন।

27ইস্রায়েলীয়রাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারাও অরামের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল এবং তাদের তাঁবুর ঠিক উল্টোদিকে নিজেদের তাঁবু গাড়ল। শত্রুপক্ষের তুলনায় ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীকে দুটো ছোট ছোট ছাগলের পালের মতো দেখাচ্ছিল। এদিকে অরামীয় সেনারা গোটা মাঠ ছেয়ে ফেললো।

28ঈশ্বরের একজন লোক তখন এসে রাজা আহাবকে বলল, "প্রভু বলেছেন, 'অরামীয়দের ধারণা আমি কেবলমাত্র পর্বতেরই প্রভু ও ঈশ্বর, সমতল ভূমির নয়। তাই আমি এবার তোমায় এই বিরাট সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে সাহায্য করব। তাহলে তুমি বুঝবে আমি সর্বশক্তিমান প্রভু।'"

29দুই পক্ষের সেনাবাহিনী মুখোমুখি তাঁবু গেড়ে আরো সাতদিন বসে থাকল। সাতদিনের দিন যুদ্ধ শুরু হল। একদিনেই ইস্রায়েলীয়রা অরামীয়দের 1,00,000 সৈন্যকে হত্যা করল। 30যারা বেঁচে থাকল তারা পালিয়ে
অফেক শহরে আশ্রয় নিল। কিন্তু শহরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ায় সেই সেনাবাহিনীর আরো 27,000 সৈন্যের

মৃত্যু হল। বিন্‌হদদও অফেকে পালিয়ে গিয়ে একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। 31তাঁর ভৃত্যরা তাঁকে বলল, “আমরা শুনেছি ইস্রায়েলের রাজারা দয়ালু হন। চলুন আমরা চটের পোশাক পরে মাথায় দড়ি দিয়ে ইস্রায়েলের রাজার সামনে যাই। তাহলে হয়তো তিনি আমাদের প্রাণে মারবেন না।”

32তারা তখন সকলে চটের পোশাক পরে মাথায় দড়ি দিয়ে ইস্রায়েলের রাজার সামনে এসে বলল, “আপনার ভৃত্য বিন্‌হদদ প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছে।”

আহাব বললেন, “বিন্‌হদদ এখনো বেঁচে আছে, সে তো আমার ভাইয়ের মত।”

33বিন্‌হদদের লোকেরা চেয়েছিল রাজা আহাব এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিন যাতে বোঝা যায় তিনি রাজা বিন্‌হদদকে হত্যা করবেন না। আহাবের মুখে ‘ভাই’ সম্বোধন শুনে বিন্‌হদদের পরামর্শদাতারা সঙ্গে সঙ্গে বলল, “হ্যাঁ মহারাজ বিন্‌হদদ আপনার ভাই হলেন।”

আহাব বললেন, “তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।” বিন্‌হদদ রাজা আহাবের কাছে এলে আহাব তাঁকে, তাঁর সঙ্গে রথে চড়তে বললেন।

34বিন্‌হদদ তাঁকে বললেন, “আহাব, আমার পিতা তোমার পিতার কাছ থেকে যে সমস্ত শহর নিয়েছিলেন আমি সেই সমস্তই তোমাকে ফেরৎ দেব। আর তাছাড়া তুমি দম্মেশকে দোকান বসাতে পার যেমন আমার পিতা শমরিয়ায় বসিয়েছিলেন।”

আহাব উত্তর দিলেন, “তুমি যদি এই প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।” তারপর এই দুই রাজার মধ্যে শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হলে রাজা আহাব রাজা বিন্‌হদদকে মুক্তি দিলেন।

আহাবের বিরুদ্ধে জনৈক ভাববাদীর অভিযোগ

35এক ভাববাদী আরেক ভাববাদীকে আঘাত করতে বললেন। তিনি এরকম বলেছিলেন কারণ প্রভু তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য ভাববাদী তাকে আঘাত করতে রাজী হলেন না। 36তখন সেই প্রথম ভাববাদী বললেন, “তুমি প্রভুর আদেশ অমান্য করেছ, তাই এখান থেকে যাওয়ার পথে এক সিংহের হাতে তোমার মৃত্যু হবে।” দ্বিতীয় ভাববাদী সে জায়গা থেকে যাওয়ার সময় একটা সিংহ এসে তাকে হত্যা করল।

37প্রথম ভাববাদী তখন আরেক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে আঘাত করতে বলল।

এই ব্যক্তি আঘাত করে ভাববাদীকে আহত করলে, 38ভাববাদী একটি কাপড়ে মুখ ঢাকলেন। এর ফলে কেউ সেই ভাববাদীকে চিনতে পারছিল না। সেই ভাববাদী পথের ধারে রাজার যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলেন। 39রাজা এলে সেই ভাববাদী তাঁকে বললেন, “আমি যখন যুদ্ধে গিয়েছিলাম তখন আমাদের দলের একজন এক শত্রু সৈন্যকে নিয়ে এসে আমাকে তাকে পাহারা দিতে বলে। সে বলেছিল, ‘একে পাহারা দাও। যদি ও পালিয়ে যায় তাহলে তোমাকে ওর বদলে প্রাণ দিতে হবে, আর না হলে 75 পাউণ্ড রূপো জরিমানা দিতে হবে।’ 40কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় শত্রু সেনাটি পালিয়ে যায়।”

ইস্রায়েলের রাজা উত্তর দিলেন, “তুমি বলছো তুমি বিপক্ষ দলীয় এক সেনাকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার দোষে দোষী। এবার কি হবে তা তো তুমি জানোই। ঐ সেনাটির কথা মতোই তোমায় কাজ করতে হবে।”

41তখন সেই ভাববাদী তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরালে ইস্রায়েলের রাজা দেখে বুঝতে পারলেন যে তিনি একজন ভাববাদী। 42সেই ভাববাদী রাজাকে বললেন, “প্রভু বলেছেন, ‘আমি যাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ। তাই তোমায় তার জায়গা নিতে হবে। তোমার মৃত্যু হবে। আর তোমার প্রজারা তোমার শত্রুর জায়গা নেবে এবং তারাও মারা যাবে।’”

43রাজা তখন চিন্তিত ও দুঃখিত মনে শমরিয়ায় তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন।

নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত

21 শমরিয়ায় রাজা আহাবের রাজপ্রাসাদের কাছেই একটা দ্রাক্ষাক্ষেত ছিল। যিষ্রিয়েলের নাবোতে নামে এক ব্যক্তি ছিল এই ক্ষেতের মালিক। 2একদিন রাজা আহাব নাবোতকে বললেন, “আমাকে তোমার ক্ষেতটা দিয়ে দাও, আমি সব্জির বাগান করবো। তোমার ক্ষেতটা আমার রাজপ্রাসাদের কাছে। আমি তোমাকে এর বদলে আরো ভাল দ্রাক্ষাক্ষেত দেব। কিংবা তুমি যদি চাও আমি ক্ষেতটা কিনেও নিতে পারি।”

3নাবোত বলল, “এ আমার বংশের জমি। আমি আপনাকে কোনোমতেই দিতে পারব না।”

4নাবোতের কথায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ আহাব তখন বাড়ি ফিরে গেলেন। যিষ্রিয়েলের এই ব্যক্তির কথা তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নাবোত বলল যে সে তার পরিবারের জমি দেবে না। আহাব বিছানায় শুয়ে পড়লেন, মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন এবং খেতে অস্বীকার করলেন।

5আহাবের স্ত্রী ঈষেবল গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি হয়েছে? খেলে না কেন?”

6আহাব বললেন, “আমি যিষ্রিয়েলের নাবোতকে ওর জমিটা আমায় দিয়ে দিতে বলেছিলাম। তার বদলে ওকে পুরো দাম দিতে বা আরেকটা জমি দিতে আমি রাজি আছি। কিন্তু নাবোত আমাকে ওর জমি দেবে না বলে দিয়েছে।”

7ঈষেবল বলল, “তুমি ইস্রায়েলের রাজা। বিছানা ছেড়ে উঠে কিছু খাও, দেখবে তাহলেই অনেক ভাল লাগবে। নাবোতের জমি আমি তোমায় দেব।”

8এরপর ঈষেবল আহাবের সীলমোহর দিয়ে তাঁর বকলমে কয়েকটা চিঠি লিখে নাবোত যে শহরে বাস করত সেখানকার প্রবীণদের পাঠিয়ে দিলেন। 9ঈষেবল লিখলেন:

একটি উপবাসের দিন ঘোষণা করুন যেদিন কেউ কোনো খাওয়া দাওয়া করবে না। তারপর শহরের

সমস্ত লোককে একটা বৈঠকে ডাকুন। সেখানে আমরা নাবোতের সম্পর্কে আলোচনা করব। 10কিছু লোককে জোগাড় করুন যারা নাবোতের নামে মিথ্যা কথা বলবে। তারা বলবে তারা নাবোতকে রাজা ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছে। এরপর নাবোতকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলুন।

11যিষ্রিয়েলের প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই নির্দেশ পালন করলেন। 12তারা একটি উপবাসের দিনের কথা ঘোষণা করলেন যেদিন কেউ কিছু খেতে পারবে না। সেদিন তাঁরা সমস্ত লোকেদের নিয়ে এক বৈঠক ডাকলেন। তারা সমস্ত লোকের সামনে নাবোতকে একটি বিশেষ জায়গায় স্থাপিত করলেন। নাবোতকে সেখানে লোকেদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পর 13দু’জন লোক বলল, তারা নাবোতকে রাজা ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছে। তখন লোকেরা নাবোতকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলল। 14তারপর নেতারা ঈষেবলকে খবর পাঠালেন, “নাবোতকে হত্যা করা হয়েছে।”

15ঈষেবল যখন এখবর পেলেন তিনি আহাবকে বললেন, “নাবোত মারা গিয়েছে। তুমি যে ক্ষেতটা চেয়েছিলে, তা এবার নিয়ে নিতে পার।” 16আহাব তখন গিয়ে সেই দ্রাক্ষার ক্ষেত নিজের জন্য দখল করলেন।

17এসময়ে প্রভু তিশ্‌বের ভাববাদী এলিয়কে শমরিয়ায় নাবোতের দ্রাক্ষার ক্ষেতে গিয়ে আহাবের সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন। 18-19তিনি বললেন, “আহাব ঐ ক্ষেত নিজের জন্য দখল করতে গিয়েছেন। ওকে গিয়ে বল, ‘আহাব তুমি নাবোতকে হত্যা করে এখন ওর জমি দখল করছ। তাই আমি তোমায় শাপ দিলাম যে জায়গায় নাবোতের মৃত্যু হয়েছে সেই একই জায়গায় তোমারও মৃত্যু হবে। যেসব কুকুর নাবোতের রক্ত চেটে চেটে খেয়েছে তারা ঐ একই জায়গায় তোমারও রক্ত চেটে খাবে।’”

20এলিয় তখন আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আহাব এলিয়কে দেখতে পেয়ে বললেন, “তুমি আবার আমার পিছু নিয়েছ। তুমি তো সবসময়েই আমার বিরোধিতা করো।”

এলিয় উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ আমি আবার তোমাকে খুঁজে বের করেছি। তুমি আজীবন প্রভুর বিরুদ্ধে পাপাচরণ করে কাটালে। 21তাই প্রভু তোমাকে জানিয়েছেন, ‘আমি তোমায় ধ্বংস করব। আমি তোমাকে ও তোমার পরিবারের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করব। 22তোমার পরিবারের দশাও নবাটের পুত্র যারবিয়ামের পরিবারের মতো হবে। কিংবা রাজা বাশার পরিবারের মতো। এই দুই পরিবারই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি একাজ করব কারণ আমি তোমার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়েছি। তুমি ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের কারণ।’ 23প্রভু আরো বলেছেন, ‘কুকুরেরা তোমার স্ত্রী ঈষেবলের দেহ যিষ্রিয়েল শহরের পথে ছিঁড়ে খাবে। 24তোমার পরিবারের যে সমস্ত লোকের শহরে মৃত্যু হবে তাদের মৃতদেহ কুকুর খাবে আর মাঠেঘাটে যারা মারা যাবে তাদের মৃতদেহ চিল শকুনিতে ঠোকরাবে।’”

25আহাবের মতো এতো বেশি অপরাধ বা পাপ আগে কেউ করেন নি। তাঁর স্ত্রী ঈষেবলই তাঁকে এসব করিয়েছিলেন। 26আহাব ইমোরীয়দের মতোই কাঠের মূর্ত্তি পূজা করার মতো জঘন্য পাপাচরণ করেছিলেন। এই অপরাধের জন্যই প্রভু ইমোরীয়দের ভূখণ্ড নিয়ে তা ইস্রায়েলীয়দের দিয়েছিলেন।

27এলিয়র কথা শেষ হলে আহাবের খুবই দুঃখ হল। তিনি তাঁর শোকপ্রকাশের জন্য পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর শোকপ্রকাশের পোশাক গায়ে দিলেন। খাওয়া দাওয়া ব   করে দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত আহাব ঐ পোশাকেই ঘুমোতে গেলেন।

28প্রভু তখন ভাববাদী এলিয়কে বললেন, 29“আমি দেখতে পাচ্ছি আহাব আমার সামনে বিনীত হয়েছে। তাই আমি ওর জীবদ্দশায় কোনো সংকটের সৃষ্টি না করে ওর ছেলে রাজা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর আমি আহাবের বংশের ওপর বিপদ ঘনিয়ে তুলব।”

মীখায় আহাবকে সতর্ক করে দিলেন

22 পরবর্তী দুবছর ইস্রায়েল ও অরামের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল। 2তারপর তৃতীয় বছরের মাথায় যিহুদার রাজা যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

3এসময়ে আহাব তাঁর রাজকর্মচারীদের বললেন, “মনে আছে অরামের রাজা গিলিয়দের রামোৎ আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন? রামোৎ ফিরিয়ে নেবার জন্য আমরা কিছু করিনি কেন? রামোৎ আমাদেরই থাকা উচিৎ।” 4আহাব তখন রাজা যিহোশাফটকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি অরামের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সঙ্গে রামোতে যোগ দেবেন?”

যিহোশাফট বললেন, “অবশ্যই। আমার সেনাবাহিনী ও ঘোড়া আপনার সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত। 5কিন্তু প্রথমে এ বিষয়ে আমরা প্রভুর পরামর্শ নেব।”

6তখন আহাব ভাববাদীদের এক বৈঠক ডাকলেন। সেই বৈঠকে প্রায় 400 ভাববাদী যোগ দিলেন। আহাব তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি রামোতে অরামের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাব, নাকি আমি উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করব?”

ভাববাদীরা বললেন, “আপনি এখনই গিয়ে যুদ্ধ করুন। প্রভু আপনার সহায় হয়ে আপনাকে জিততে সাহায্য করবেন।”

7কিন্তু যিহোশাফট তাদের বললেন, “এখানে কি প্রভুর অন্য কোন ভাববাদী উপস্থিত আছেন? তাহলে আমাদের তাঁকেও ঈশ্বরের মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা উচিৎ।”

8রাজা আহাব বললেন, “যিম্লের পুত্র মীখায় নামে ভাববাদী এখানে আছেন। আমি তাকে পছন্দ করি না।

কারণ যখনই সে প্রভুর কথা বলে কখনো আমার সম্পর্কে
ভালো কোনো কথা বলে না।”
যিহোশাফট বললেন, “মহারাজ আহাব আপনার
মুখে একথা শোভা পায় না।”
9তখন রাজা আহাব রাজকর্মচারীদের একজনকে
গিয়ে মীখায়কে খুঁজে বের করতে বললেন।
10সেসময়ে দুজন রাজাই তাঁদের রাজকীয় পরিচ্ছদ
পরেছিলেন। তাঁরা শমরিয়ায় ঢোকার দরজার কাছে
বিচারকক্ষে রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন। সমস্ত
ভাববাদীরা তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাববাণী করছিলেন।
11সেখানে কনানীর পুত্র সিদিকিয় নামে এক ভাববাদী
ছিলেন। সিদিকিয় কিছু লোহার শিং বানিয়ে আহাবকে
বললেন, “প্রভু বলেছেন, ‘অরামের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করার সময় তুমি এই শিংগুলো ব্যবহার করলে
ওদের যুদ্ধে হারাতে ও ধ্বংস করতে পারবে।’” **12**অন্য
সমস্ত ভাববাদীরাও সিদিকিয়র কথার সঙ্গে একমত
হলেন। ভাববাদীরা বললেন, “আপনার সেনাবাহিনীর
এবার যাত্রা শুরু করা উচিৎ। রামোতে প্রভুর সহায়তায়
আপনার সেনাবাহিনী অরামের সৈন্য দলের বিরুদ্ধে
অবশ্যই জয়লাভ করবে।”
13এসব যখন হচ্ছিল, যে রাজকর্মচারী মীখায়ের
খোঁজে গিয়েছিল সে মীখায়কে খুঁজে বের করে বলল,
“দেখ সমস্ত ভাববাদীরাই বলেছেন মহারাজ যুদ্ধে
জয়লাভ করবেন। আমি তোমাকে আগেই বলে
দিচ্ছি, সে কথায় সায় দেওয়াই কিন্তু সবচেয়ে
নিরাপদ।”
14কিন্তু মীখায় বলল, “না! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি
যে ঐশ্বরিক শক্তির বলে প্রভু আমায় দিয়ে যা বলাবেন
আমি তাই বলব।”
15মীখায় তখন গিয়ে রাজা আহাবের সামনে দাঁড়ালে
রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “মীখায় আমি ও রাজা
যিহোশাফট কি সম্মিলিত সেনাবাহিনী নিয়ে এখন
রামোতে অরামের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে
পারি?”
মীখায় বলল, “নিশ্চয়ই! আপনারা দুজনে গিয়ে
এখন যুদ্ধ করলে, প্রভু আপনাদের জিততে সাহায্য
করবেন।”
16আহাব বললেন, “মীখায় আপনি মোটেই দৈববাণী
করছেন না। আপনি নিজের কথা বলছেন। আমাকে
সত্যি কথা বলুন। আপনাকে কতবার বলবো? আপনি
আমাকে প্রভুর অভিমত জানান।”
17অগত্যা মীখায় বলল, “আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
কি ঘটতে চলেছে। ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী পরিচালনার
যোগ্য লোকের অভাবে একপাল মেষের মতো ছড়িয়ে
পড়বে। প্রভু বলছেন, ‘এদের কোনো যোগ্য সেনাপতি
নেই। যুদ্ধ না করে এদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিৎ।’”
18আহাব তখন যিহোশাফটকে বললেন, “দেখলেন!
আপনাকে আগেই বলেছিলাম। এই ভাববাদী আমার
সম্পর্কে কখনো ভাল কথা বলে না। এমন কথা বলে
যা আমি শুনতে চাই না।”
19কিন্তু মীখায় তখন প্রভুর অভিমত ব্যক্ত করে
বলে চলেছে, “শোনো! আমি স্বচক্ষে প্রভুকে তাঁর
সিংহাসনে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। দূতেরা তাঁর
পাশে দাঁড়িয়ে। **20**প্রভু বলেছেন, ‘তোমাদের দূতদের
মধ্যে কেউ কি রাজা আহাবকে প্রলোভিত করতে
পারবে? আমি চাই আহাব রামোতে অরামের
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। তাহলে ও নিহত
হবে।’ দূতেরা কি করবে সে বিষয়ে সহমত হতে পারলো
না। **21**শেষ পর্যন্ত এক দূত বলল, ‘আমি পারব রাজা
আহাবকে প্রভাবিত করতে।’ **22**প্রভু প্রশ্ন করলেন,
‘কিভাবে তুমি এই কাজ করবে?’ দূত উত্তর দিলেন,
‘আমি যাব ও সমস্ত ভাববাদীদের মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা
হব।’ তখন প্রভু বললেন, “উত্তম প্রস্তাব! যাও, গিয়ে
রাজা আহাবের ওপর তোমার চাতুরী দেখাও। তুমি
সফল হবে।’”
23মীখায় তার গল্প শেষ করে বলল, “তার মানে
এখানেও ঠিক একই কাণ্ডখানাই ঘটেছে। প্রভু আপনার
ভাববাদীদের দিয়ে আপনার কাছে মিথ্যে কথা
বলিয়েছেন। প্রভু নিজেই আপনার ওপর দুর্যোগ ঘনিয়ে
তোলার ব্যবস্থা করেছেন।”
24তখন ভাববাদী সিদিকিয় গিয়ে মীখায়ের মুখে
আঘাত করে বলল, “তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে
ঈশ্বরের ক্ষমতা আমাকে ছেড়ে গেছে এবং প্রভু এখন
তোমার মুখ দিয়ে কথা বলছেন?”
25মীখায় উত্তর দিল, “শীগ্গিরি বিপদ ঘনিয়ে
আসছে। তুমি তখন গিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে লুকিয়ে
বুঝতে পারবে, আমিই সত্যি কথা বলেছি।”
26তখনরাজা আহাব তাঁর এক কর্মচারীকে, মীখায়কে
গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, “ওকে গ্রেপ্তার
করে আমোনের শাসনকর্তা রাজপুত্র যোয়াশের কাছে
নিয়ে যাও। **27**ওদের মীখায়কে কারাগারে বন্ধ করতে
বললেন। জল আর রুটি ছাড়া যেন ওকে আর কিছু না
খেতে দেওয়া হয়। আমি যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফিরে না
আসা পর্যন্ত ওকে এভাবে আটকে রেখো।”
28মীখায় তখন চিৎকার করে বলল, “আমি কি
বলেছি তোমরা সকলেই শুনেছ। রাজা আহাব তুমি
যদি যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে আস তাহলে সবাই জানবে
যে ঈশ্বর কখনোই আমার মধ্যে দিয়ে কথা বলেন নি।”
29তারপরে রাজা আহাব ও রাজা যিহোশাফট
রামোতে অরামের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন।
30তারপর রাজা আহাব, রাজা যিহোশাফটকে বললেন,
“আমরা যুদ্ধের জন্যে তৈরী হব। আমি এমন পোশাক
পরবো যাতে বোঝা না যায় যে আমি রাজা। কিন্তু
আপনি আপনার রাজকীয় পোশাক পরুন, যাতে বোঝা
যায় আপনি রাজা।” তারপর ইস্রায়েলের রাজা সাধারণ
পোশাকে তিনি রাজা নন এভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন।
31অরামের রাজার রথবাহিনীর 32 জন সেনাপতি
ছিল। রাজা এই 32 জন সেনাপতিদের ইস্রায়েলের
রাজাকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।
তিনি তাদের রাজাকে হত্যা করতে বললেন। **32**যুদ্ধের

সময় এইসব সেনাপতিরা রাজা যিহোশাফটকে দেখে
ভাবলেন তিনিই বুঝি ইস্রায়েলের রাজা। তারা তখন
যিহোশাফটকে হত্যা করতে গেলে তিনি চেঁচাতে শুরু
করলেন। 33সেনাপতিরা দেখল তিনি রাজা আহাব নন,
তাই তাঁরা তাঁকে হত্যা করল না। 34কিন্তু একজন
সেনা কোনো কিছু লক্ষ্য না করেই বাতাসে একটা তীর
ছুঁড়লো, সেই তীর গিয়ে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের
গায়ে লাগল। তীরটা একটা ছোট্ট জায়গায় বর্মের না-ঢাকা
অংশে গিয়ে লেগেছিল। রাজা আহাব তখন তাঁর রথের
সারথীকে বললেন, "আমার গায়ে তীর লেগেছে।
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রথ বের করে নিয়ে চল।"

35এদিকে দুই সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে যেতে লাগল।
রাজা আহাব তাঁর রথে কাত হয়ে পড়ে অরামের
সেনাবাহিনীর দিকে দেখছিলেন। তাঁর রক্ত গড়িয়ে পড়ে
রথের তলা ভিজে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে তিনি
মারা গেলেন। 36সূর্যাস্তের সময়ে ইস্রায়েলের
সেনাবাহিনীর সবাইকে তাদের নিজেদের শহরে ফিরে
যেতে বলা হল।

37এইভাবে রাজা আহাবের মৃত্যু হল। কিছু লোক
তাঁর দেহ শমরিয়ায় নিয়ে গেলেন, তাঁকে সেখানে কবর
দেওয়া হল। 38লোকেরা শমরিয়ায় একটা ডোবায় রথ
থেকে আহাবের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করল। গণিকারা
সেই জলে স্নান করল। কুকুররাও রথ থেকে আহাবের
রক্ত চেটে চেটে খেল। প্রভু যে রকম বলেছিলেন সমস্ত
ঘটনা ঠিক সেভাবেই ঘটল।

39আহাব তাঁর শাসনকালে যা কিছু করেছিলেন সে
সবই 'ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
আছে। এই গ্রন্থে আহাব কিভাবে হাতির দাঁত দিয়ে
তাঁর রাজপ্রাসাদ সাজিয়ে ছিলেন সে কথা ছাড়াও
আহাবের বানানো শহরগুলির সম্পর্কেও লেখা আছে।
40আহাবের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
সমাধিস্থ করা হল। তাঁর পুত্র অহসিয় তাঁর পরে রাজা
হলেন।

যিহূদার রাজা যিহোশাফট

41আহাবের ইস্রায়েলে রাজত্বের চতুর্থ বছরে
যিহোশাফট যিহূদার রাজা হয়েছিলেন। যিহোশাফট
ছিলেন আসার পুত্র। 42পঁয়ত্রিশ বছর পরে যিহূদার রাজা
হবার পর তিনি জেরুশালেমে 25 বছর রাজত্ব
করেছিলেন। যিহোশাফটের মা ছিলেন শিল্‌হির কন্যা
অসূবা। 43যিহোশাফট তাঁর পিতার মতো সৎ পথে
থেকে প্রভুর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলেছিলেন। তবে
তিনি বিধর্মী মূর্ত্তিগুলির উচ্চস্থানগুলো ভাঙ্গেন নি।
লোকেরা সেসব জায়গায় পশু বলি ছাড়াও ধুপধূনো
দিত।

44যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে শান্তি চুক্তি
করেছিলেন। 45যিহোশাফট খুবই সাহসী ছিলেন এবং
অনেক যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি যা যা করেছিলেন,
'যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 46যে
সমস্ত নর-নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করত যিহোশাফট
তাদের ধর্মস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিলেন। এই
সমস্ত নর-নারী তাঁর পিতা আসার রাজত্বকালে ঐসব
ধর্মস্থানে ছিল।

47এসময়ে ইদোমে কোনো রাজা ছিল না। যিহূদার
রাজা সেখানকার শাসন কাজ চালানোর জন্য একজন
প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

যিহোশাফটের নৌ-বহর

48রাজা যিহোশাফট কিছু মালবাহী জাহাজ
বানিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই সমস্ত জাহাজ
ওফীরে গিয়ে সেখান থেকে সোনা নিয়ে আসবে। কিন্তু
ওফীরে যাবার আগেই দেশেরই বন্দরে ইৎসিয়োন-
গেবরে এইসব জাহাজ ধ্বংস করে দেওয়া হয়।
49ইস্রায়েলের রাজা অহসিয় তখন নিজের কিছু
নাবিককে যিহোশাফটের জাহাজে তাঁর নাবিকদের
সঙ্গে কাজ করার জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু
যিহোশাফট অহসিয়ের এই সাহায্য প্রত্যাখান
করেছিলেন।

50যিহোশাফটের মৃত্যুর পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে
তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে চিরনিদ্রায় সমাধিস্থ করা হল।
এরপর রাজা হলেন তাঁর পুত্র যিহোরাম।

ইস্রায়েলের রাজা অহসিয়

51যিহূদার রাজা যিহোশাফটের রাজত্বের 17 বছরে
আহাবের পুত্র অহসিয় ইস্রায়েলের রাজা হয়েছিলেন।
অহসিয় 2 বছর শমরিয়ায় রাজত্ব করেছিলেন। 52অহসিয়
তাঁর পিতা আহাব, মাতা ঈষেবল ও নবাটের পুত্র
যারবিয়ামের মতোই প্রভুর বিরুদ্ধে যাবতীয় পাপাচরণ
করেন। এই সমস্ত শাসকেরাই ইস্রায়েলকে আরো পাপের
দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। 53অহসিয় তাঁর পিতার
মতোই বাল মূর্ত্তির পূজা করতেন। ফলে প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বর খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এর আগে তিনি তাঁর
পিতার ওপর যেরকম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, অহসিয়ের
প্রতিও তিনি ঠিক সেরকমই ক্রুদ্ধ হন।

রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড

অহসিয়র জন্য একটি বার্তা

1 রাজা আহাবের মৃত্যুর পর, মোয়াব দেশটি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।

2একদিন, অহসিয় যখন শমরিয়ায় তাঁর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পড়ে গিয়ে নিজেকে জখম করেন। তিনি তখন তাঁর বার্তাবাহকদের ইক্রোণের বাল্-সবূবের যাজকদের কাছে জানতে পাঠালেন, জখম অবস্থা থেকে তিনি সুস্থ হতে পারবেন কি না।

3প্রভুর দূতরা তিশ্‌বীয় ভাববাদী এলিয়কে বললেন, "রাজা অহসিয় শমরিয়া থেকে কয়েকজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। ওঠ এবং যাও, তাদের সঙ্গে দেখা করে বলো, 'ইস্রায়েলের কি কোন ঈশ্বর নেই যে তোমরা ইক্রোণের বাল্-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বার্তাবাহক পাঠিয়েছ? 4রাজা অহসিয়কে বলো, যেহেতু তুমি এরকম করেছ প্রভু বলেন, তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য!'" তারপর এলিয় গেলেন এবং অহসিয়র ভৃত্যদের একথা জানালেন।

5বার্তাবাহকরা অহসিয়র কাছে ফিরে এল। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এ কি, তোমরা এতো তাড়াতাড়ি কি করে ফিরলে?"

6তারা বলল, "এক ব্যক্তি এসে আমাদের বললেন, রাজার কাছে ফিরে গিয়ে, প্রভু কি বলেছেন সে কথা জানাও। প্রভু বললেন, 'ইস্রায়েলের কি কোন ঈশ্বর নেই যে তুমি ইক্রোণের বাল্-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছ? যেহেতু তুমি একাজ করেছ, তুমি আর কখনো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য!'"

7অহসিয় তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "যার সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল, যে এসব কথা বলেছে তাকে কিরকম দেখতে বলো তো?"

8বার্তাবাহকরা অহসিয়কে উত্তর দিল, "এই লোকটা একটা রোমশ কোট পরেছিল আর ওর কোমরে একটা চামড়ার কটিবন্ধ ছিল।"

তখন অহসিয় বললেন, "এ হল তিশ্‌বীয় এলিয়া!"

অহসিয়র পাঠানো সেনাবাহিনীকে আগুন ধ্বংস করল

9অহসিয় তখন 50 জন লোক সহ এক সেনাপতিকে এলিয়র কাছে পাঠালেন। এলিয় তখন এক পাহাড়ের চূড়ায় বসেছিলেন। সেই সেনাপতিটি এসে এলিয়কে বললো, "হে ঈশ্বরের লোক, 'রাজা তোমাকে নীচে নেমে আসতে হুকুম দিয়েছেন।'"

10এলিয় তাঁকে উত্তর দিলেন, "আমি যদি সত্যিই ঈশ্বরের লোক হই, তবে স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসুক এবং আপনাকে ও আপনার 50 জন লোককে ধ্বংস করুক!"

অতএব স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এলো এবং সেনাপতি ও তার 50 জন লোককে ভস্মীভূত করে দিল।

11অহসিয় তখন 50 জন লোক দিয়ে আরো একজন সেনাপতিকে এলিয়র কাছে পাঠালেন। সে এসে এলিয়কে বললো, "এই যে ঈশ্বরের লোক, 'রাজা তোমায় তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতে হুকুম দিয়েছেন!'"

12এলিয় তার কথার উত্তরে বললেন, "বেশ তো, তোমার কথামতো আমি যদি ঈশ্বরের লোক হই, তাহলে স্বর্গ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয়ে তুমি আর তোমার লোকসকল ধ্বংস হোক!"

কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ থেকে ঈশ্বরের পাঠানো অগ্নিশিখা নেমে এসে সেই সেনাপতি আর তার 50 জন সেনাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

13অহসিয় তখন আবার তৃতীয় বার 50 জন সৈন্য দিয়ে আরেক সেনাপতিকে পাঠালেন। সে এলিয়র কাছে এসে হাঁটু গেড়ে অনুনয় করে বললো, "হে ঈশ্বরের লোক, আমার আর আমার এই 50 জন সেনার প্রাণের কোনো মূল্যই কি আপনার কাছে নেই? 14স্বর্গ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয়ে আমার আগের দুই সেনাপতি আর তাদের সঙ্গের 50 জন মারা পড়েছে। দয়া করে আপনি আমাদের প্রাণে মারবেন না, আমাদের প্রাণ আপনার কাছে মূল্যবান হোক।"

15তখন প্রভুর দূত এলিয়কে বললেন, "ভয় পেও না, তুমি এর সঙ্গে যাও।"

এলিয় তখন এই সেনাপতির সঙ্গে রাজা অহসিয়র কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন,

16প্রভু যা বলেন তা হল এই: "ইস্রায়েলে কি কোন ঈশ্বর নেই যে তুমি জিজ্ঞাসা করবার জন্য ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবের কাছে বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছ? যেহেতু তুমি এরকম করেছ, তুমি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য!"

যিহোরাম অহসিয়ের স্থান নিলেন

17প্রভু যেভাবে এলিয়র মাধ্যমে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই অহসিয়ের মৃত্যু হল। যেহেতু অহসিয়র কোন পুত্র ছিল না, তার পরে যোরাম ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন। যিহূদার রাজা যিহোশাফটের পুত্র যিহোরামের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে যোরাম ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন।

18অহসিয় আর যা কিছু করেছিলেন সে সবই
‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

এলিয়কে নেওয়ার জন্য প্রভুর পরিকল্পনা

2 ঘূর্ণিঝড় পাঠিয়ে প্রভুর যখন এলিয়কে স্বর্গে নিয়ে
যাবার সময় হয়ে এসেছে, এলিয় এবং ইলীশায়
তখন গিল্‌গল থেকে ফিরে আসার পথে।
2এলিয় ইলীশায়কে বললেন, “তুমি এখানেই থাকো,
কারণ প্রভু আমাকে বৈথেল পর্যন্ত যেতে বলেছেন।”
কিন্তু ইলীশায় বললেন, “আমি জীবন্ত প্রভুর নামে
ও আপনার নামে শপথ করে বলছি যে আমি আপনাকে
একলা ছেড়ে যাবো না।” সুতরাং তাঁরা দুজনেই তখন
বৈথেলে গেলেন।
3বৈথেলে ভাববাদীদের একদল শিষ্য এসে
ইলীশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি জানেন যে
আজ প্রভু আপনার মনিবকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে
নিয়ে যাবেন?”
ইলীশায় বললেন, “হ্যাঁ জানি। ওকথা থাক।”
4এলিয় ইলীশায়কে আদেশ করলেন, “তুমি এখানেই
থাকো কারণ প্রভু আমাকে যিরীহোতে যেতে
বলেছেন।”
কিন্তু ইলীশায় আবার বললেন, “আমি জীবন্ত প্রভু
এবং আপনার নামে শপথ করে বলছি যে আমি আপনাকে
ছেড়ে যাব না!” তখন তাঁরা দুজনে একসঙ্গেই যিরীহোতে
গেলেন।
5যিরীহোতে আবার ভাববাদীদের একদল শিষ্য এসে
ইলীশায়কে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি জানেন যে
প্রভু আজই আপনার মনিবকে আপনার কাছ থেকে
দূরে নিয়ে যাবেন?”
ইলীশায় উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, জানি। আমাকে সেটা
মনে করিয়ে দেবেন না।”
6এলিয় তখন ইলীশায়কে বললেন, “এখন তুমি
এখানেই থাকো। প্রভু আমাকে যর্দ্দন নদীতে যেতে
নির্দেশ দিয়েছেন।”
কিন্তু ইলীশায় উত্তর দিলেন, “আমি জীবন্ত প্রভু
এবং আপনার নামে শপথ করে বলছি যে আমি আপনাকে
ছেড়ে যাব না!” তখন তাঁরা দুজনে একসঙ্গেই যেতে
লাগলেন।
7ভাববাদীদের প্রায় 50 জন শিষ্যের একটি দল
তাঁদের পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। এলিয় এবং ইলীশায়
যখন যর্দ্দন নদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন ঐ
দলটিও তাঁদের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে
পড়লো। 8এলিয় তাঁর পরণের শাল খুলে সেটাকে ভাঁজ
করলেন এবং সেটা দিয়ে জলে আঘাত করলেন।
জলধারা ডাঁয়ে ও বামে ভাগ হয়ে গেল। এলিয় আর
ইলীশায় তখন শুকনো মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে নদী
পার হলেন।
9নদী পার হবার পর এলিয় ইলীশায়কে বললেন,
“ঈশ্বর আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আগে
বলো, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?”
ইলীশায় বলল, “আমি চাই আপনার আত্মার দ্বিগুণ
অংশ আমার ওপর ভর করুক।”
10এলিয় বললেন, “তুমি বড় কঠিন বস্তু চেয়েছ।
আমাকে যখন তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে,
তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে পাও তাহলে তোমার
মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে; কিন্তু যদি দেখতে না পাও
তাহলে তোমার মনের ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাবে।”

ঈশ্বর এলিয়কে স্বর্গে তুলে নিলেন

11এসব কথাবার্তা বলতে বলতে এলিয় আর ইলীশায়
একসঙ্গে হাঁটছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে আগুনের মতো
দ্রুতগতিতে ঘোড়ায় টানা একটা রথ এসে দুজনকে
আলাদা করে দিল। তারপর একটা ঘূর্ণিঝড় এসে
এলিয়কে স্বর্গে তুলে নিয়ে গেল।
12ইলীশায় স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখে চীৎকার করে
উঠলেন, “আমার মনিব! হে আমার পিতা!
তোমরা সবাই দেখ! ইস্রায়েলের রথ আর তাঁর
অশ্ববাহিনী!”*
ইলীশায় এরপর আর কখনও এলিয়কে দেখতে
পান নি। এ ঘটনার পর ইলীশায় মনের দুঃখে তাঁর
পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেললেন। 13এলিয়র শালটা তখনও
মাটিতে পড়ে ছিল, তাই ইলীশায় সেটা তুলে নিলেন।
তারপর তিনি নদীর জলে আঘাত করলেন এবং বললেন,
“কই, কোথায় প্রভু? এলিয়র ঈশ্বর কই?”
14যে মূহুর্তে শালটা গিয়ে জলে পড়ল, জলরাশি
দুভাগ হয়ে গেল, আর ইলীশায় হেঁটে নদী পার হলেন!

ভাববাদীরা এলিয়কে চাইল

15ভাববাদীদের সেই দলটি যখন যিরীহোতে
ইলীশায়কে দেখতে পেলেন, তাঁরা বললেন, “এলিয়র
আত্মা এখন ইলীশায়ের ওপরে ভর করেছেন!” তারপর
তাঁরা ইলীশায়ের কাছে এলেন এবং তাঁর সামনে মাথা
নত করলেন। 16তাঁরা তাঁকে বললেন, “দেখুন, আমাদের
নিয়ে এখানে 50 জন লোক আছে, তারা সবাই যোদ্ধার
জাত। আপনি যদি অনুমতি করেন, ওরা আপনার
মনিবের খোঁজে যাবে। হয়তো প্রভুর আত্মা আপনার
মনিবকে তুলে নিয়েছে এবং কোন পর্বতের ওপর বা
কোন উপত্যকায় ফেলে গেছেন!”
কিন্তু ইলীশায় বললেন, “না না, ওঁর খোঁজে কাউকে
পাঠানোর প্রয়োজন নেই!”
17কিন্তু ভাববাদীদের সেই শিষ্যদের দল ইলীশায়কে
এমনভাবে মিনতি করতে লাগলো যে তিনি হতবুদ্ধি
হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, “ঠিক আছে।
এলিয়কে খুঁজে বের করতে কাউকে পাঠাও।”
ভাববাদীদের দলটি এলিয়কে খুঁজে বের করবার
জন্য 50 জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনদিন
খোঁজাখুজির পরেও তাঁরা এলিয়কে খুঁজে পেলেন না।
18অতএব তাঁরা যিরীহোতে থাকাকালীন সময়ে

ইস্রায়েলের … অশ্ববাহিনী এটি সম্ভবতঃ “ঈশ্বর এবং তাঁর স্বর্গীয় বাহিনী (দূতরা)।”

ইলীশায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাঁকে এখবর দিলেন। ইলীশায় তাদের বললেন, "আমি তো আগেই তোমাদের যেতে বারণ করেছিলাম।"

ইলীশায় জল শুদ্ধ করলেন

19শহরের লোকেরা এসে ইলীশায়কে বলল, "মহাশয় আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এটি শহরের জন্য একটি উত্তম জায়গা। কিন্তু এখানকার জল খুবই খারাপ এবং জমি সুফলা নয়।"

20ইলীশায় বললেন, "একটা নতুন বাটিতে করে আমাকে কিছুটা লবণ এনে দাও।"

লোকেরা কথামতো ইলীশায়কে বাটি এনে দিতে,
21ইলীশায় সেটাকে জলের উৎসের কাছে নিয়ে গেলেন, লবণটা তাতে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "প্রভু যা বলেন তা হল এই: 'আমি এই জল পবিত্র করলাম! এরপর থেকে এই জল খেলে আর কারো মৃত্যু হবে না। এই জমিতেও এবার থেকে ফসল হবে।'"

22ইলীশায়ের কথামতো তখন সেই জল বিশুদ্ধ হয়ে গেল এবং আজ পর্যন্ত তা সেরকমই আছে!

ইলীশায়কে নিয়ে কিছু ছেলের মস্করা

23সেখান থেকে ইলীশায় বৈথেল শহরে গেলেন। তিনি যখন শহরে যাবার জন্য পর্বত পার হচ্ছিলেন তখন শহর থেকে একদল বালক বেরিয়ে এসে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করলো। তারা ইলীশায়কে বিদ্রূপ করল এবং বললো, "এই যে টাকমাথা, তাড়াতাড়ি কর! তাড়াতাড়ি পর্বতে ওঠ! টেকো!"

24ইলীশায় মাথা ঘুরিয়ে তাদের দিকে দেখলেন, তারপর প্রভুর নামে তাদের অভিশাপ দিলেন। তখন জঙ্গল থেকে হঠাৎ দুটো বিশাল ভাল্লুক বেরিয়ে এসে সেই 42 জন বালককে তীব্রভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিল।

25ইলীশায় বৈথেল থেকে কর্ম্মিল পর্বত হয়ে শমরিয়াতে ফিরে গেলেন।

যিহোরাম ইস্রায়েলের রাজা হলেন

3 যিহূদায় যিহোশাফটের রাজত্বের 18তম বছরে আহাবের পুত্র যিহোরাম, শমরিয়ায় ইস্রায়েলের রাজা হয়ে বসলেন। তিনি 12 বছর রাজত্ব করেছিলেন।
2যিহোরাম প্রভুর চোখের সামনে মন্দ কাজ করেছিলেন! তবে তিনি তাঁর পিতা বা মাতার মতো ছিলেন না, কারণ তাঁর পিতা বাল মূর্ত্তির আরাধনার জন্য যে স্মরণস্তম্ভ তৈরী করেছিলেন, তিনি সেটা সরিয়ে দিয়েছিলেন।
3কিন্তু তিনি পাপ কাজ চালিয়ে গেলেন যা নবাটের পুত্র যারবিয়াম করেছিলেন। যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। যিহোরাম এই পাপাচরণ বন্ধ করেন নি।

মোয়াব ইস্রায়েল থেকে আলাদা হল

4মোয়াবের রাজা মেশা ছিলেন একজন মেষ বংশ বৃদ্ধিকারক। মেশা ইস্রায়েলের রাজাকে 1,00,000 মেষ ও 1,00,000 পুরুষ মেষের উল দিতেন।
5কিন্তু আহাবের মৃত্যুর পর মোয়াবের রাজা ইস্রায়েলের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

6তখন রাজা যিহোরাম শমরিয়া থেকে গিয়ে ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দাদের জড়ো করলেন এবং
7যিহোরাম যিহূদার রাজা যিহোশাফটের কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে বললেন, "মোয়াবের রাজা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবেন?"

যিহোশাফট বললেন, "হ্যাঁ! আমাদের দুজনের সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে। আমার লোক, ঘোড়া এসবও আপনার।"

তিনজন রাজা ইলীশায়ের পরামর্শ চাইলেন

8যিহোশাফট যিহোরামকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা কোন পথে যাবো?"

যিহোরাম বললেন, "আমরা ইদোমের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাবো।"

9ইস্রায়েলের রাজা তখন যিহূদা ও ইদোমের রাজার সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁরা প্রায় সাতদিন চললেন। পথে সেনাবাহিনী ও তাঁদের জন্তু জানোয়ারদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জল তাঁরা পাননি।
10ইস্রায়েলের রাজা যিহোরাম বললেন, "আমার মনে হয়, মোয়াবীয়দের কাছে পরাজিত হবার জন্য প্রভু আমাদের তিনজন রাজাকে একত্রিত করেছেন!"

11যিহোশাফট বললেন, "প্রভুর কোন ভাববাদী কি এখানে চারপাশে নেই? আমরা কি করব তাঁকে জিজ্ঞেস করা যাক।"

তখন ইস্রায়েলের রাজার ভৃত্যদের একজন বললো, "শাফটের পুত্র ইলীশায়, যিনি এলিয়র শিষ্য ছিলেন, তিনি এখানে আছেন।"

12যিহোশাফট বললেন, "আমি শুনেছি প্রভু নিজে ইলীশায়ের মুখ দিয়ে কথা বলেন!"

তখন ইস্রায়েলের রাজা যিহোরাম, যিহোশাফট ও ইদোমের রাজা ইলীশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

13ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজা যিহোরামকে প্রশ্ন করলেন, "আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? আপনি কেন আপনার পিতামাতার ভাববাদীর কাছেই যাচ্ছেন না?"

তখন ইস্রায়েলের রাজা ইলীশায়কে বললেন, "না, আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, কারণ মোয়াবীয়দের কাছে হেরে যাবার জন্যই প্রভু আমাদের তিনজন রাজাকে এনে একত্রিত করেছেন।"

14ইলীশায় বললেন, "আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর সেবক। তবে আমি যিহূদার রাজা যিহোশাফটকে শ্রদ্ধা করি বলেই এখানে এসেছি। যিহোশাফট এখানে না থাকলে, আমি আপনার দিকে হয়ত মনোযোগ দিতাম না।
15যাইহোক এখন আমার কাছে এমন একজনকে নিয়ে আসুন যে বীণা বাজাতে পারে।"

বীণাবাদক এসে বীণা বাজাতে শুরু করলে প্রভুর
শক্তি ইলীশায়ের ওপর এসে ভর করল। 16তখন ইলীশায়
বলে উঠলেন, "প্রভু বলেন, নদীর তলদেশ খাতময়
করে দাও। 17তোমরা কোন বাতাস বা বাদলা দেখতে
না পেলেও, জলে ভরে উঠবে সমভূমি। তখন তোমরা
আর তোমাদের গরু, বাছুর এবং অন্যান্য জন্তুজানোয়ার
খাবার জল পাবে। 18প্রভুর পক্ষে এটি খুব সহজ, তিনি
তোমাদের জন্য মোয়াবীয়দের পরাজিত করবেন।
19প্রত্যেকটা সুদৃঢ়, শক্ত-পোক্ত আর ভালো শহর তোমরা
আক্রমণ করবে। কেটে ফেলবে প্রত্যেকটা সতেজ-সবল
গাছ। প্রত্যেকটা ঝর্ণার উৎস বন্ধ করে দেবে আর পাথর
ছুঁড়ে ছুঁড়ে নষ্ট করবে প্রত্যেকটা ভালো ক্ষেত।"

20সকাল হলে, প্রভাতী বলিদানের সময়ে ইদোমের
দিক থেকে জল এসে সমভূমি ভরিয়ে দিল।

21মোয়াবের লোকেরা শুনতে পেল, রাজারা তাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন। তখন তারা মোয়াবে বর্ম
পরার মতো বয়স যাদের হয়েছে তাদের সবাইকে এক
জায়গায় জড়ো করে যুদ্ধ বাধার জন্য সীমান্তে অপেক্ষা
করে থাকলো। 22মোয়াবের লোকেরা সকাল সকাল ঘুম
থেকে উঠে সমতল ভূমির উপর জল দেখতে পেল।
সূর্যকে পূব আকাশের রাঙা আলোয় রক্তের মত লাল
দেখাচ্ছিল। 23তারা সমস্বরে বলে উঠল, "দেখ, দেখ
রক্ত! রাজারা নিশ্চয়ই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে মারা পড়েছে। চল এবার আমরা গিয়ে ওদের গা
থেকে দামী জিনিসগুলো নিয়ে নিই!"

24মোয়াবীয়রা ইস্রায়েলীয়দের কাছে আসতেই
ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ
করলো। মোয়াবীয়রা তাদের থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল,
কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা তাদের ধাওয়া করে যুদ্ধ করল।
25একের পর এক শহর ধ্বংস করে তারা সমস্ত ঝর্ণার
মুখ বন্ধ করে দিল। তারা উর্বর ক্ষেত পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে
ভর্তি করে দিল, সমস্ত সতেজ গাছ কেটে ফেলল।
সারা পথ যুদ্ধ করতে করতে তারা কীর্‌হরাসত পর্যন্ত
গেল। তারা শহরটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে
অধিকার করল। 26মোয়াবের রাজা দেখলেন, তাঁর পক্ষে
আর যুদ্ধ করা সম্ভব না। তারপর তিনি সবলে সৈন্যব্যূহ
ভেদ করে ইদোমের রাজাকে হত্যা করবার জন্য তাঁর
সঙ্গে 700 সৈনিক নিলেন। কিন্তু তারা ইদোমের রাজার
ধারেকাছেও পৌঁছতে পারলো না। 27তখন মোয়াবের
রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজকে শহরের বাইরে
চারপাশের দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে হোমবলি
হিসেবে উৎসর্গ করলেন। এতে ইস্রায়েলীয়রা অত্যন্ত
বিপর্য্যস্ত হল, তাই মোয়াবের রাজাকে ছেড়ে দিয়ে
তারা তাদের দেশে ফিরে গেল।

একজন ভাববাদীর বিধবা স্ত্রী ইলীশায়ের সাহায্য চাইলেন

4 একজন বিবাহিত ভাববাদীর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী
এসে ইলীশায়ের কাছে কেঁদে পড়লো, "আমার
স্বামী অনুগত ভৃত্যের মতো আপনার সেবা করেছেন।
কিন্তু এখন তিনি মৃত! আপনি জানেন আমার স্বামী
প্রভুকে সম্মান করেন কিন্তু তিনি একজন পুরুষের
কাছে টাকা ধার করেছিলেন। এখন সেই মহাজন
ক্রীতদাস বানানোর জন্য আমার দুই পুত্রকে নিতে
আসছে।"

2ইলীশায় জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু আমি কি করে
তোমায় সাহায্য করবো? তোমার বাড়িতে কি আছে
বলো?"

সেই স্ত্রীলোকটি বললো, "আমার বাড়িতে এক জালা
তেল ছাড়া আর কিছুই নেই।"

3তখন ইলীশায় বললেন, "যাও তোমার পাড়া
প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যতো পারো খালি বাটি
জোগাড় করে নিয়ে এসো। 4তারপর বাড়ি গিয়ে সমস্ত
দরজা বন্ধ করে দাও, ঘরে যেন তুমি আর তোমার
পুত্রেরা ছাড়া কেউ না থাকে। এরপর ঐ জালা থেকে
তেল ঢেলে প্রত্যেকটা বাটি ভর্তি করে আলাদা আলাদা
জায়গায় সরিয়ে রাখো।"

5তখন সেই স্ত্রীলোকটি বাড়ী ফিরে গিয়ে সমস্ত
দরজা বন্ধ করে দিল। সে আর তার পুত্ররাই শুধুমাত্র
ঘরে ছিল। পুত্ররা একটার পর একটা বাটি আনছিল।
6স্ত্রীলোকটি সেগুলোতে তেল ঢালছিল। এমনি করে
করে বহু পাত্র ভরা হল। অবশেষে সে তার পুত্রদের
বললো, "আমাকে আর একটি বাটি এনে দাও।"

তার এক পুত্র তাকে বললো, "আর তো বাটি নেই।"
তৎক্ষণাৎ জালার তেল ফুরিয়ে গেল।

7স্ত্রীলোকটি গিয়ে ঈশ্বরের লোক, ইলীশায়কে একথা
জানালো। ইলীশায় তাকে বললেন, "যাও, তেল বিক্রি
করে দেনা মিটিয়ে ফেলো। যা বাকী টাকা থাকবে
তাতে তোমার আর তোমার পুত্রদের জন্য যথেষ্ট হবে।"

শূনেমের এক মহিলা ইলীশায়কে থাকতে ঘর দিল

8ইলীশায় যখন একদিন শূনেমে যান, সেখানকার
এক ধনবতী মহিলা তাঁকে নিজের বাড়িতে খাবার জন্য
নেমন্তন্ন করল। এরপর থেকে ইলীশায় ওখান দিয়ে
গেলেই ঐ মহিলার বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া
করতেন।

9সেই মহিলা তাঁর স্বামীকে বলল, "আমি জানি
ইনি ঈশ্বরের একজন পবিত্র মানুষ। সবসময়েই তিনি
আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন। 10চলো
না, ওঁর জন্য ছাদে একটা ছোটো ঘর তুলে দিই।
সেখানে একটা বিছানা, টেবিল, চেয়ার আর বাতিদান
রেখে দেব। তাহলে এরপর যখন তিনি আমাদের বাড়ি
আসবেন ঐ ঘরখানা নিজের জন্য ব্যবহার করতে
পারবেন।"

11একদিন ইলীশায় এই মহিলার বাড়ীতে এলেন,
তিনি কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম নিলেন। 12ইলীশায় তাঁর ভৃত্য
গেহসিকে বললেন, "ঐ শূনেমীয় মহিলাটিকে ডাক।"

ভৃত্যটি মহিলাকে ডেকে আনার পর, সে সামনে
দাঁড়ালে ইলীশায় 13তাঁর ভৃত্যকে বললেন, "ওকে বলো,

‘দেখো তুমি আমাদের দুজনের যত্ন নেবার জন্য তোমার
যথাসাধ্য করেছো। এখন আমরা তোমার জন্য কি করতে
পারি? আমরা কি তোমার হয়ে রাজা বা সেনাপতির
কাছে কিছু বলবো?”’
তখন মহিলা উত্তর দিল, “আমি এখানে আমার
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দিব্যি আছি।”
14ইলীশায় তখন গেহসিকে জিজ্ঞেস করলেন,
“আমরা তাহলে ওর জন্য কি করতে পারি?”
গেহসি উত্তর দিলো, “দাঁড়ান, আমি যতদূর জানি
এই মহিলার কোনো পুত্র নেই আর ওঁর স্বামীরও যথেষ্ট
বয়স হয়েছে।”
15ইলীশায় বললেন, “ওকে ডেকে নিয়ে এসো।”
গেহসি তখন সেই মহিলাকে ডাকতে গেলো। মহিলা
এসে দরজার কাছে দাঁড়ালে **16**গেহসি তাকে বলল,
“প্রায় একই সময়ে, আগামী বছর তুমি তোমার নিজের
পুত্রকে আদর করবে।”
একথা শুনে মহিলাটি বলল, “হে প্রভু, আমার
সঙ্গে মিথ্যে ছলনা করবেন না!”

শূনেমের মহিলার একটি সন্তান লাভ

17ইলীশায়ের কথামতোই, সেই মহিলা পরের বছর
সে তার পুত্রসন্তানের জন্ম দিল।
18ছেলেটি বড় হবার পর একদিন মাঠে তার পিতার
ও অন্যদের সঙ্গে শস্য কাটা দেখতে গেল। **19**সেখানে
গিয়ে ছেলেটা হঠাৎ বলে উঠল, “ওফ্ আমার বড্ড
মাথা ব্যথা করছে!”
তার পিতা ভৃত্যদের বলল, “ওকে তাড়াতাড়ি ওর
মায়ের কাছে নিয়ে যাও!”
20ভৃত্যরা ছেলেটিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবার
পর ও দুপুর পর্যন্ত মায়ের কোলে বসে থেকে তারপর
মারা গেল।

মহিলাটি ইলীশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন

21মহিলাটি তখন মৃত ছেলেটিকে ইলীশায়ের ঘরে
তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে
বেরিয়ে এল। **22**স্বামীকে ডেকে বলল, “ওগো, আমায়
একটা গাধা আর একজন ভৃত্য দাও। আমি একবার
তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের লোকের কাছ থেকে ঘুরে আসি।”
23মহিলার স্বামী বলল, “আজ কেন ওঁর কাছে যেতে
চাইছো? আজ তো অমাবস্যাও নয়, বিশ্রামের দিনও
নয়।”
সে স্বামীকে বলল, “কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে
যাবে।”
24তারপর গাধার পিঠে জিন চাপিয়ে মহিলা তার
কাজের লোককে বলল, “চলো এবার তাড়াতাড়ি যাওয়া
যাক! কেবলমাত্র যখন আমি বলব তখন ধীরে যেও!”
25ইলীশায়ের সঙ্গে দেখা করতে মহিলা কর্মিল পর্বতে
গেল।
ইলীশায় দূর থেকে শূনেমীয় মহিলাকে আসতে দেখে
তাঁর ভৃত্য গেহসিকে বললেন, “দেখো, সেই শূনেমীয়
মহিলা আসছেন! **26**তুমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে খোঁজ
নাও তো, ‘কি হল – সব ঠিক আছে কি না, ওর স্বামী
কেমন আছে? বাচ্চাটার শরীর ভালো আছে কি না?”’
গেহসি মহিলাকে এসব জিজ্ঞেস করতে সে বলল,
“সবই ঠিকঠাক আছে।”
27তারপর পাহাড়ের ওপরে ইলীশায়ের সামনে নত
হয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। গেহসি মহিলাকে ছাড়িয়ে
নিতে গেলে ইলীশায় বললেন, “ওকে কিছুক্ষণ আমার
সঙ্গে একা থাকতে দাও! ও খুবই ভেঙ্গে পড়েছে।
আর প্রভুও আমাকে এখবর দেন নি, আমার কাছে
গোপন করেছিলেন।”
28তখন সেই শূনেমীয় মহিলা বলল, “আমি তো
আপনার কাছে কখনও কোন পুত্র চাইনি। আমি তো
আপনাকে বলেছিলাম, ‘আমার সঙ্গে ছলনা করবেন
না!”’
29একথা শুনে, ইলীশায় গেহসিকে বললেন, “কোমর
বেঁধে তৈরি হও, আমার লাঠিটা নাও এবং এক্ষুনি
যাও। পথে কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য থেমো না।
যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়, “কি কেমন” পর্যন্ত বলার
দরকার নেই। তোমাকেও কেউ বললে, কোন উত্তর
দেবে না। মহিলার বাড়িতে পৌঁছে আমার লাঠিটা
বাচ্চাটার মুখে ছুঁইয়ে দিও।”
30কিন্তু ছেলেটির মা বলল, “আমি জীবন্ত প্রভু
এবং আপনার নামে শপথ করে বলছি: আমি আপনাকে
ছেড়ে যাব না!”
তাই ইলীশায় উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে অনুসরণ
করলেন। **31**এদিকে গেহসি মহিলা ও ইলীশায়ের আগে
আগে বাড়িতে এসে সেই লাঠিটা নিয়ে বাচ্চাটার মুখে
ছোঁয়ালো, কিন্তু তাতে কোন জীবনের লক্ষণ দেখা গেল
না। গেহসি তখন ফিরে এসে ইলীশায়কে বলল, “ছেলেটা
তো উঠল না প্রভু!”

শূনেমীয় মহিলাটির পুত্র আবার বেঁচে উঠল

32ইলীশায় বাড়ির ভেতর তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলেন,
মৃত শিশুটিকে তাঁরই বিছানায় শোওয়ানো আছে। **33**ঘরে
ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন ইলীশায়। এখন সেখানে
শুধু তিনি আর সেই মৃত ছেলেটি, এরপর তিনি প্রভুর
কাছে প্রার্থনা করলেন। **34**তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে
পড়লেন সেই মৃত ছেলেটির দেহের ওপর। তিনি
ছেলেটির মুখের ওপর নিজের মুখ রাখলেন, তার চোখের
ওপর নিজের চোখ এবং তার হাতের ওপর নিজের
হাত রাখলেন। এভাবে ঐ মৃত শরীরটা গরম হয়ে না
ওঠা পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন ইলীশায়।
35তারপর উঠে পড়ে ঘরটার চারপাশে কিছুক্ষণ হেঁটে
আবার গিয়ে ঐ দেহের ওপর শুলেন তিনি। ওভাবেই
তিনি শুয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না সাতবার হাঁচার পর
চোখ মেলে উঠে বসল ছেলেটা।
36ইলীশায় গেহসিকে বললেন, “যাও গিয়ে ওর মাকে
ডেকে নিয়ে এসো!” গেহসি তাকে নিয়ে এলে, ইলীশায়
বললেন, “ছেলেকে কোলে নাও।”

37তখন সেই মহিলা ঘরে ঢুকে ভক্তি ভরে ইলীশায়ের
পায়ে প্রণাম করে ছেলেকে কোলে তুলে বেরিয়ে গেল।

ইলীশায় ও বিষ মেশানো ঝোল

38গিল্‌গলে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। ইলীশায় আবার
সেখানে গেলেন। ভাববাদীদের দলটি তাঁর সামনে বসে
ছিল। ইলীশায় তাঁর ভৃত্যকে বললেন, "বড় পাত্রটা
আগুনে বসিয়ে এদের জন্য একটু রান্না কর।"
39একজন মাঠে শাকসব্জি তুলতে গেল। মাঠে গিয়ে
একটা ফলভরা জঙ্গলী লতা দেখতে পেয়ে লোকটা
ফল ছিড়ে কোঁচড়ে বেঁধে নিয়ে এলো। তারপর সেই
ফল কেটে পাত্রে দিয়ে দিল, যদিও ভাববাদীদের দল
আদৌ জানতো না ওটা কি ধরণের ফল।
40ঝোল রান্না হলে পাত্রে কিছুটা ঢেলে সবাইকে
খেতে দেওয়া হল। কিন্তু সকলে সেই ঝোল মুখে দিয়েই
চীৎকার করে ইলীশায়কে বললো, "ঈশ্বরের লোক পাত্রে
বিষ মেশানো আছে!" ঝোলের স্বাদ বিষাক্ত হওয়ায়
ওরা কেউই তা খেতে পারলো না।"
41ইলীশায় তখন কিছুটা ময়দা আনতে বললেন।
ময়দা আনা হলে, তিনি সেই ময়দা পাত্রে ছুঁড়ে দিয়ে
বললেন, "এবার ঐ ঝোল সবাইকে খেতে দাও।"
আর আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঝোলটা বেশ খাবার যোগ্য
হয়ে গেল।

ইলীশায় ভাববাদীদের দলকে খাওয়ালেন

42বাল্‌-শালিশা থেকে একজন ইলীশায়ের জন্য
নবান্নের ফসল হিসেবে 20 খানা যবের রুটি আর ঝোলা
ভরে শস্য উপহার নিয়ে এসেছিল। ইলীশায় বললেন,
"এইসব খাবার এখানে যারা আছে তাদের খেতে দাও।"
43ইলীশায়ের ভৃত্য বললো, "এখানে প্রায় 100 জন
লোক আছে। এতজন লোককে আমি এইটুকু খাবার
কি করে দেব?"
কিন্তু ইলীশায় বললেন, "আমি বলছি তুমি খেতে
দাও। প্রভু বলছেন, 'সবাই খাওয়ার পরেও খাবার পড়ে
থাকবে।'"
44তখন ইলীশায়ের ভৃত্য সেইসব খাবার নিয়ে
ভাববাদীদের সামনে ধরলো। তাদের পেট ভরে
খাওয়ানোর পরেও, প্রভু যেমন বলেছিলেন দেখা গেল
তখনও খাবার পড়ে আছে।

নামানের সমস্যা

5 অরামের রাজার সেনাপতি ছিল নামান। রাজার
কাছে নামান ছিল একজন মহান এবং খুব শ্রদ্ধেয়
ব্যক্তি, কারণ প্রভু সবসময়ে তাঁর মাধ্যমে অরামকে
বিজয়ের পথে নিয়ে যেতেন। নামান খুবই শক্তিশালী
ও মহান হলেও তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন।
2অরামীয়রা বহুবার ইস্রায়েলে যুদ্ধ করতে সেনা-
বাহিনী পাঠিয়েছিল। এইসব সেনারা এখানকার
লোকেদের ক্রীতদাস করেও নিয়ে গিয়েছে। একবার
তারা ইস্রায়েল থেকে একটা বাচ্চা মেয়েকে তুলে নিয়ে
যায়। কালক্রমে এই ছোট মেয়েটি নামানের স্ত্রীর এক
দাসীতে পরিণত হয়। 3মেয়েটি নামানের স্ত্রীকে বলল,
"মনিব শমরিয়ায় বাসকারী ভাববাদীর সঙ্গে দেখা করলে
তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কুষ্ঠরোগ সারিয়ে দিতেন।"
4নামান তাঁর মনিবকে (অরামের রাজাকে) গিয়ে
ইস্রায়েলীয় মেয়েটা কি বলেছে তা বললেন।
5তখন অরামের রাজা বললেন, "ঠিক আছে, তুমি
এখনই যাও। আমি ইস্রায়েলের রাজাকে একটা চিঠি
দিচ্ছি।"
নামান তখন 750 পাউণ্ড রূপো, 6,000 টুকরো
সোনা আর দশ প্রস্থ পোশাক উপহার স্বরূপ নিলেন
এবং ইস্রায়েলে গেলেন। 6নামানের সঙ্গে ইস্রায়েলের
রাজাকে লেখা অরামের রাজার চিঠিও ছিল যাতে লেখা
ছিল, "আমি আমার সেবক নামানকে কুষ্ঠরোগ সারানোর
জন্য আপনার কাছে পাঠালাম।"
7চিঠিটা পড়ে ইস্রায়েলের রাজা মনোকষ্টে তাঁর
পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "আমি তো আর ঈশ্বর
নই! জীবন-মৃত্যুর ওপর আমার যখন কোন হাত নেই,
তখন কেন অরামের রাজা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত একজনকে
আমার কাছে সারিয়ে তোলার জন্য পাঠালেন? এটা
খুবই স্পষ্ট যে তিনি একটি যুদ্ধ বাধাবার পরিকল্পনা
করছেন!"
8ঈশ্বরের লোক ইলীশায় খবর পেলেন শোকার্ত
ইস্রায়েলের রাজা তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন। তখন
তিনি রাজাকে খবর পাঠালেন: "তুমি কেন পোশাক
ছিঁড়ে কষ্ট পাচ্ছ? নামানকে আমার কাছে আসতে দাও,
তাহলে ও বুঝবে ইস্রায়েলে সত্যি সত্যিই একজন
ভাববাদী বাস করে!"
9নামান তখন তাঁর রথ ও ঘোড়া নিয়ে ইলীশায়ের
বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। 10ইলীশায় একজনকে
দিয়ে খবর পাঠালেন, "যাও যর্দ্দন নদীতে গিয়ে সাত
বার স্নান করো, তাহলেই তোমার চামড়া ঠিক হয়ে
যাবে আর তুমিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে।"
11নামান খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। তিনি বললেন,
"আমি ভেবেছিলাম একবার অন্তত ইলীশায় বাইরে এসে
তাঁর প্রভু ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমার গায়ের ওপর হাত
নেড়ে আমার কুষ্ঠরোগ সারিয়ে তুলবেন! 12দম্মেশকের
অবানা আর পর্পর নদীর জল ইস্রায়েলের যে কোন
জলের থেকেই ভালো! ওইসব নদীতে গা ধুলে কেন
হবে না?" নামান প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ফিরে যাবেন বলে
ঠিক করলেন। 13কিন্তু নামানের ভৃত্যরা তাঁকে গিয়ে
বললো, "মনিব, ভাববাদী যদি আপনাকে খুব শক্ত কিছু
বলতেন, আপনি নিশ্চয়ই তা শুনতেন, তাই না? উনি
যখন আপনাকে খুব সহজ একটা কাজ বলেছেন, সেটা
অবশ্যই করা উচিৎ। উনি তো বলেই ছিলেন, 'ধুলেই
তুমি শুচি হয়ে যাবে।'"
14নামান তখন ইলীশায়ের কথামতো, যর্দ্দন নদীর
জলে সাতবার ডুব দিলেন এবং নামানের দেহ পরিষ্কার-
পরিচ্ছন্ন ও নিরাময় হয়ে উঠল। একেবারে শিশুদের
ত্বকের মতোই নরম হয়ে গেল!

15নামান আর তাঁর দলের সবাই তখন ইলীশায়ের কাছে ফিরে এলেন। ইলীশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নামান বললেন, "এতদিনে আমি বুঝলাম ইস্রায়েল ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও কোন ঈশ্বর নেই! এখন আপনি অনুগ্রহ করে আমার থেকে একটা উপহার গ্রহণ করুন!"
16কিন্তু ইলীশায় বললেন, "আমি প্রভুর সেবা করি এবং আমার প্রতিজ্ঞা, যতদিন প্রভু আছেন আমি কোন উপহার নিতে পারব না।"

নামান উপহার নেবার জন্য ইলীশায়কে অনেক অনুনয় বিনয় করেও টলাতে পারলেন না। 17তখন নামান বললেন, "আপনি যখন নিতান্তই কোন উপহার নেবেন না, অন্তত আমাকে ইস্রায়েল থেকে দু-টুকরি এখানকার ধূলো আমার দুটো খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে অনুমতি দিন। কারণ এরপর থেকে আমি আর কোন মূর্ত্তিকেই হোমবলি বা কোন নৈবেদ্য দেব না। আমি শুধুমাত্র প্রভুকেই বলিদান করব। 18আর আমি আগে থাকতেই ক্ষমা চেয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে নিচ্ছি: ভবিষ্যতে আমার মনিব অরামরাজ যখন রিম্মোণের মন্দিরের মূর্ত্তিকে পূজো দিতে যাবেন, তাঁর ওপর ভর নামবে বলে আমায় সেখানে মাথা নীচু করতেই হবে। কিন্তু প্রভু যেন সেজন্য আমাকে ক্ষমা করেন।"
19ইলীশায় তখন নামানকে আশীর্বাদ করে বললেন, "যাও সুখে শান্তিতে থাকো।"

নামান যখন ইলীশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছু দূর গিয়েছেন, 20ইলীশায়ের ভৃত্য গেহসি বলল, "দেখেছো, আমার প্রভু কোন উপহার না নিয়েই অরামীয় নামানকে ছেড়ে দিলেন। আমি বরঞ্চ এইবেলা গিয়ে ওর কাছ থেকে কিছু হাতানোর ব্যবস্থা করি!" 21এই বলে গেহসি নামানের পেছন পেছন দৌড়তে লাগল।

নামান যখন দেখতে পেলেন একজন কেউ ছুটতে ছুটতে আসছে তিনি তখন রথ থেকে নেমে গেহসিকে প্রশ্ন করলেন, "কি, সব ঠিক আছে তো?"
22গেহসি বললো, "হ্যাঁ সব ঠিকই আছে। আমার মনিব আমাকে বলে পাঠালেন, 'ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলের ভাববাদীদের দলের দুজন এসেছে। অনুগ্রহ করে তাদের যদি 75 পাউণ্ড রূপো আর দু-প্রস্থ পোশাক-আশাক দাও তো বড়-ভালো হয়।'"
23একথা শুনে নামান বললেন, "75 পাউণ্ড কেন? 150 পাউণ্ড নাও!" তারপর নামান দুটো বস্তায় 150 পাউণ্ড রূপো ভরে, তার সঙ্গে দু-প্রস্থ জামাকাপড় দিয়ে জোর করে তাঁর দুজন ভৃত্যকে গেহসির সঙ্গে পাঠালেন। 24ভৃত্যরা এইসব জিনিস বয়ে পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে আসার পর, গেহসি জিনিসগুলি নিয়ে ওদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। তারপর ও এইসমস্ত জিনিস বাড়িতে লুকিয়ে রাখলো।
25গেহসি এসে মনিবের সামনে দাঁড়ানোর পর ইলীশায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

গেহসি উত্তর দিল, "কোথাও না তো।"
26ইলীশায় তখন বললেন, "শোন, নামান যখন রথ থেকে নেমে তোমার সঙ্গে দেখা করে, তখন আমার হৃদয় তোমার সঙ্গে ছিল, এটা টাকাপয়সা, জামাকাপড়, জলপাই কুঞ্জ, দ্রাক্ষাক্ষেত, গরু, মেষ, দাস-দাসী নেবার সময় নয়। 27এখন নামানের রোগ তোমার আর তোমাদের উত্তরপুরুষদের হবে। তোমাদের কুষ্ঠ হবে।"

গেহসি যখন ইলীশায়ের কাছ থেকে চলে গেলেন, তখন ওর গায়ের চামড়া সাদা হয়ে গেল, বরফের মত সাদা।

ইলীশায় আর কুড়ুলের বৃত্তান্ত

6 তরুণ ভাববাদীরা ইলীশায়কে বললো, "আমরা ওখানে যে জায়গায় থাকি সেটা আমাদের পক্ষে বড্ড ছোট। 2চলুন যর্দ্দন নদীর তীর থেকে কিছু কাঠ কেটে আনা যাক। আমরা প্রত্যেকে একটা করে গুঁড়ি নিয়ে এসে ওখানেই একটা থাকার জায়গা বানানো যাক।"

ইলীশায় বললেন, "বেশ তো, যাও না।"
3ওদের একজন বললো, "আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

ইলীশায় বললেন, "ঠিক আছে, চলো আমিও যাচ্ছি।"
4ইলীশায় তখন ওদের সঙ্গে যর্দ্দন নদীর তীরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তরুণ ভাববাদীরা সবাই গাছ কাটতে শুরু করলো। 5গাছ কাটার সময় একজনের কুড়ুলের লোহার ডগাটা হাতল থেকে পিছলে গিয়ে একেবারে জলে গিয়ে পড়লো। লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো, "যাঃ! এখন কি হবে? প্রভু আমি যে অন্য লোকের কুড়ুল ধার করে এনেছিলাম!"
6ইলীশায় জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক কোথায় পড়েছে ওটা?"

লোকটা ইলীশায়কে জায়গাটা দেখানোর পর, তিনি একটা ছড়ি কেটে সেটা জলে ছুঁড়ে ফেললেন। এতে কুড়ুলের মাথাটা সেই ছড়ির সঙ্গে ভেসে উঠলো! 7ইলীশায় বললেন, "যাও ওটা তুলে নাও এবার।" কৃতজ্ঞ চিত্তে লোকটি কুড়ুলের মাথাটা তুলে নিল।

অরামের ইস্রায়েলকে ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত

8অরামের রাজা ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে একটি পরিষদীয় বৈঠক করলেন। তিনি বললেন, "আমি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় শিবির স্থাপন করব।"
9কিন্তু ঈশ্বরের লোকটি ইস্রায়েলের রাজাকে একটি খবর দিয়ে সতর্ক করে দিলেন, "ওখান দিয়ে যাতায়াত করো না! খুব সাবধান! কারণ ওখানে অরামীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা লুকিয়ে আছে!"
10খবর পেয়ে ইস্রায়েলের রাজা সঙ্গে সঙ্গে যে জায়গা সম্পর্কে ইলীশায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাঁর লোকেদের জানিয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁর বাহিনীর অনেকের জীবন রক্ষা করতে পারলেন।
11এঘটনায় অরামের রাজা খুবই বিচলিত হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধানদের এক বৈঠকে ডেকে বললেন,

“এখানে ইস্রায়েলের হয়ে কে গুপ্তচরের কাজ করছে
বল?”
12তখন অরামীয় সেনাপ্রধানদের একজন বললেন,
“আমার মনিব এবং রাজা, আমাদের মধ্যে কেউই গুপ্তচর
নয়! ইস্রায়েলের ভাববাদী ইলীশায়, ইস্রায়েলের রাজাকে
অনেক গোপন খবরই দৈববলে জানিয়ে দিতে পারেন।
এমন কি আপনি শোবার ঘরে যে সব কথাবার্তা বলেন
তাও উনি জানতে পারেন!”
13অরামের রাজা বললেন, “আমি লোক পাঠাচ্ছি।
এই ইলীশায়কে খুঁজে বের করতেই হবে!”
ভৃত্যরা রাজাকে খবর দিল, “ইলীশায় এখন দোথনে
আছেন!”
14অরামের রাজা তখন রথবাহিনী, ঘোড়া ইত্যাদি
সহ সেনাবাহিনীর একটা বড় দল দোথনে পাঠালেন।
তারা রাতারাতি সেখানে এসে শহরটাকে চারপাশ দিয়ে
ঘিরে ফেললো। 15সেই দিন, ঈশ্বরের লোকটির ভৃত্য
খুব ভোরে উঠে পড়ল, বাইরে গিয়ে দেখে ঘোড়া রথসহ
বিরাট এক সেনাবাহিনী শহরের চারপাশ ঘিরে আছে!
সে ছুটে গিয়ে ঈশ্বরের লোককে জিজ্ঞেস করল, “প্রভু
আমরা এখন কি করব?”
16ইলীশায় বললেন, “ভয় পেও না! আমাদের জন্য
যে সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে তা অরামের সেনাবাহিনীর
থেকে অনেক বড়!”
17ইলীশায় তারপর প্রার্থনা করে বললেন, “হে প্রভু,
আমার ভৃত্যের চক্ষু উন্মিলীত কর যাতে ও দেখতে
পায়।”
যেহেতু প্রভু সেই তরুণ ভৃত্যকে অলৌকিক দৃষ্টি
দিলেন, ও দেখতে পেল, গোটা শহরটা শত সহস্র
ঘোড়া আর আগুনের রথে ভরে রয়েছে! ইলীশায়কে
ঘিরে আছে এই বাহিনী।
18এই সুবিশাল বাহিনী ইলীশায়ের আদেশের
অপেক্ষায় নেমে এলে, তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে
বললেন, “তুমি ঐসব সেনার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নাও।”
ইলীশায়ের প্রার্থনা মতো প্রভু তখন অরামীয়
সেনাবাহিনীর দৃষ্টিশক্তি হরণ করলেন। 19ইলীশায়
অরামীয় সেনাবাহিনীকে ডেকে বললেন, “এটা সঠিক
পথ বা শক্ত শহর নয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো।
তোমরা যাকে খুঁজছো, আমি তোমাদের তার কাছে
পৌঁছে দেব চল।” একথা বলে ইলীশায় তাদের শমরিয়ায়
নিয়ে গেলেন।
20শমরিয়ায় পৌঁছনোর পর ইলীশায় বললেন, “প্রভু
এবার ওদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও যাতে ওরা আবার
দেখতে পায়।” প্রভু তখন তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে
দিলে অরামীয় সেনাবাহিনী দেখলো তারা সকলে
শমরিয়া শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। 21ইস্রায়েলের
রাজা অরামীয় সেনাবাহিনীকে দেখার পর ইলীশায়কে
জিজ্ঞেস করলেন, “হে আমার পিতা, আমি কি এদের
হত্যা করব?”
22ইলীশায় বললেন, “না, ওদের তুমি হত্যা কর না।
যুদ্ধে তরবারি আর তীর-ধনুকের বলে যাদের তুমি বন্দী
করবে, তাদের হত্যা করবে না। অরামীয় সেনাদের
এখন রুটি আর জল পান করতে দাও। খাওয়াদাওয়া
হলে ওদের রাজার কাছে ওদের বাড়ীতে ফেরৎ পাঠিয়ে
দিও।”
23তখন ইস্রায়েলের রাজা অরামীয় সেনাবাহিনীর
জন্য অনেক খাবার বানালেন। অরামের সেনারা সেসব
খাবার পর মহারাজ তাদের নিজেদের বাড়িতে ফেরৎ
পাঠিয়ে দিলেন। অরামীয় সেনাবাহিনী তাদের মনিবের
কাছে দেশে ফিরে গেল। এরপর আর কখনও অরামীয়রা
লুঠপাট চালানোর জন্য ইস্রায়েলে কোন সেনাবাহিনী
পাঠায় নি।

শমরিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

24এই ঘটনার পর, অরামের রাজা বিন্‌হদদ তাঁর
সমস্ত সেনাবাহিনী জড়ো করে শমরিয়া শহরকে ঘেরাও
করে আক্রমণ করতে যান। 25অরামীয় সেনারা
লোকেদের বাইরে থেকে শহরে খাবার আনতে দিচ্ছিল
না। ফলে শমরিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হল। খাবারের
দাম এতো বেশী ছিল যে গাধার মাথা কিনতে দিতে
হচ্ছিল 80 টুকরো রৌপ্য মুদ্রা, এমনকি ঘুঘু পাখীর
বিষ্ঠাও বিক্রি হচ্ছিল পাঁচ টুকরো রৌপ্য মুদ্রায়।
26ইস্রায়েলের রাজা শহরের চারপাশের প্রাচীরের
ওপর পায়চারি করছিলেন, হঠাৎ এক মহিলা চেঁচিয়ে
উঠলো, “হে রাজন, দয়া করে আমার প্রাণ বাঁচান!”
27তখন ইস্রায়েলের রাজা বললেন, “প্রভু যদি নিজে
তোমাকে রক্ষা না করেন, আমি কি করতে পারি বল?
তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই। এমনকি
শস্য মাড়াইয়ের জমিতেও কোন শস্য নেই বা দ্রাক্ষা
পেষার যন্ত্র থেকেও দ্রাক্ষারস নেই।” 28তা যাকগে,
“তোমার সমস্যাটা কি বলো?”
মহিলা উত্তর দিলেন, “দেখুন ঐ মহিলাটি আমায়
বলেছিল, ‘আজকে তোমার ছেলেটাকে দাও, মেরে
খাওয়া যাক। কাল আমারটাকে খাওয়া যাবে।’ 29তখন
আমরা আমার ছেলেটাকে সেদ্ধ করে খেলাম। আর
পরের দিন আমি খাবার জন্য ওর ছেলেটাকে আনতে
গিয়ে দেখি, ও ওর ছেলেটাকে লুকিয়ে ফেলেছে!”
30একথা শুনে রাজা অত্যন্ত মনোকষ্টে, শোক
প্রকাশের জন্য নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন।
দেওয়ালের ওপর দিয়ে যাবার সময়, লোকেরা দেখতে
পেল মহারাজ তাঁর পোশাকের তলায় শোক প্রকাশের
চটের জামা পরে আছেন।
31রাজা তখন মনে মনে বললেন, “এসবের পরেও
যদি আজ বিকেল পর্যন্ত শাফটের পুত্র ইলীশায়ের ধড়ে
মুণ্ডুটা আস্ত থাকে, তবে যেন ঈশ্বর আমাকে শাস্তি
দেন!”
32রাজা ইলীশায়ের কাছে একজন বার্তাবাহক
পাঠালেন। ইলীশায় আর প্রবীণরা তখন ইলীশায়ের
বাড়ীতে একসঙ্গে বসেছিলেন। ইলীশায় প্রবীণদের
বললেন, “দেখো খুনীর বেটা রাজা, আমার মুণ্ডু কাটার
জন্য লোক পাঠিয়েছে! দূত এলে দরজাটা বন্ধ করে
দিও, ওকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না। ওর

পেছন পেছন ওর মনিবের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি
আমি!”
33ইলীশায় যখন এসব কথাবার্তা বলছেন, বার্তাবাহক
খবরটা নিয়ে পৌঁছল। খবরটা হল: “প্রভু যখন স্বয়ং
এই বিপদ ডেকে এনেছেন তখন আমি কেন আর প্রভুর
ওপর বিশ্বাস রাখব?”
7 ইলীশায় বললেন, “প্রভুর বার্তা শোন! প্রভু বলেন:
‘আগামীকাল এ সময়ের মধ্যেই শমরিয়া শহরের
ফটকগুলোর পাশের বাজারে এক টুক্‌রি মিহি ময়দা
অথবা দু টুক্‌রি যব কেবলমাত্র এক শেকল দিয়ে কিনতে
পাওয়া যাবে।’”
2রাজার ঠিক পাশেই যে সেনাপতি ছিল সে বলে
উঠল, “প্রভু যদি স্বর্গে ছেঁদা করার ব্যবস্থাও করেন,
তাহলেও আপনি যা বলছেন তা ঘটা অসম্ভব!”
ইলীশায় বললেন, “সম্ভব কি অসম্ভব তা তুমি নিজের
চোখেই দেখতে পাবে। তবে তুমি ঐ খাবার ছুঁতেও
পারবে না।”

কুষ্ঠরোগীরা দেখল অরামীয় শিবির শূন্য

3শহরের প্রবেশদ্বারের কাছে চারজন কুষ্ঠরোগে
আক্রান্ত হয়েছিল। তারা একে অপরকে বলল, “এখানে
আমরা না খেয়ে শুকিয়ে মরছি কেন? 4শমরিয়ায় তো
একদানা খাবারও নেই। শহরে গেলেও আমরা মরব,
এখানে থাকলেও মারা পড়ব। তার চেয়ে চল অরামীয়দের
তাঁবুর দিকে যাওয়া যাক। ওরা চাইলে আমরা বেঁচেও
যেতে পারি, আর নয়তো মরতে হবে।”
5কথামতো সেদিন বিকেলবেলা কুষ্ঠরোগীরা
অরামীয়দের তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হল। তাঁবুর
কাছাকাছি এসে ওরা দেখল, ধারেকাছে কেউই নেই!
6প্রভুর মহিমায়, অরামীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা
বাইরে রথবাহিনী, ঘোড়া-টোড়া নিয়ে বিশাল এক
সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনে
ভেবেছিল, “নিশ্চয়ই ইস্রায়েলের রাজা হিত্তীয় আর
মিশরীয় রাজাকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ভাড়া
করে এনেছে!”
7তাই অরামীয়রা সেদিন বিকেল-বিকেলই তাঁবু,
ঘোড়া, গাধা সব কিছু পেছনে ফেলেই প্রাণের দায়ে
পালিয়ে গেল।

শত্রুশিবিরে কুষ্ঠরোগী

8তারপর শত্রুশিবিরে এসে কুষ্ঠরোগীরা একটা
তাঁবুতে ঢুকে প্রাণভরে খাওয়াদাওয়া করল। তারপর
চারজন মিলে তাঁবু থেকে সোনা, রূপো, পোশাক-আশাক
বের করে নিয়ে সেসব লুকিয়ে রাখল। তারপর চারজন
আরেকটা তাঁবু থেকেও এইভাবে জিনিসপত্র সরানোর
পর বলাবলি করল, 9“আমরা খুব অন্যায় করছি। এতো
বড় একটা সুখবর পাওয়ার পরেও আমরা চুপচাপ আছি।
আমরা যদি এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খবরটা চেপে থাকি,
আমাদের শাস্তি পেতে হবে। এখন চলো গিয়ে রাজবাড়ীর
লোকেদের খবরটা দেওয়া যাক।”

কুষ্ঠরোগীরা সুখবর দিল

10এই কুষ্ঠরোগীরা তখন এসে শহরের প্রহরীদের
ডাকাডাকি শুরু করল। তারা প্রহরীদের বলল, “আমরা
অরামীয়দের শিবিরে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে কাউকে
দেখতে পেলাম না। এমন কি কারো কোন সাড়া-শব্দ
অবধি পেলাম না। কোন লোকজন সেখানে নেই। কিন্তু
তাঁবুর ভেতরে ঘোড়া, গাধা যেমনকার তেমন বাঁধা
আছে। অথচ লোকজন কেউ নেই, সব ফাঁকা।”
11প্রহরীরা তখন চেঁচিয়ে রাজবাড়ীর লোকেদের
এখবর দিল। 12কিন্তু তখন রাত্রি। রাজামশাই বিছানা
ছেড়ে উঠে সেনাপতিদের বললেন, “আমি অরামীয়
সেনাদের মতলবটা বুঝতে পেরেছি। ওরা জানে আমরা
খুবই ক্ষুধার্ত। তাই তাঁবু ফাঁকা করে ঘাপটি মেরে মাঠে
লুকিয়ে ভাবছে, ‘ইস্রায়েলীয়রা শহর থেকে এসে হানা
দিলেই ওদের জ্যান্ত পাকড়াবো। তখন আবার আমাদের
পিছু হটতে হবে।’”
13রাজার একজন সেনাপতি বলল, “পাঁচটা ঘোড়া
নিয়ে গিয়ে কয়েকজন ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখেই
আসুক না! ঐ পাঁচটা ঘোড়া তো আমাদের মতোই
শেষ অবধি না খেয়ে মরবে। কিন্তু আসল কথাটা জানা
দরকার।”
14তারা ঘোড়াসহ দুটি রথ বেছে নিল এবং রাজা
তাদের অরামীয় সৈন্যবাহিনীর পরে পাঠালেন। তিনি
বললেন, “যাও, দেখে এসো কি হয়েছে।”
15এরা যর্দন নদীর তীর পর্যন্ত অরামীয় সেনাদের
সন্ধানে গিয়ে দেখল, সারাটা পথে জামাকাপড় আর
অস্ত্র শস্ত্র ছড়িয়ে আছে। তাড়াহুড়ো করে পালানোর
সময় অরামীয় সেনারা এই সমস্ত জিনিস ফেলে গেছে।
16সকলের জন্যই অপর্যাপ্ত জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে।
ঠিক যেন প্রভু যেমনটি বলেছিলেন, ‘এক পয়সায় এক
টুক্‌রি মিহি ময়দা আর দু-টুক্‌রি যবের গুঁড়ো পাওয়া
যাবে!’
17রাজা তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন সেনাপতিকে, সেই যিনি
আগে স্বর্গ ছেঁদা করার কথা বলেছিলেন, শহরের দরজা
আগলানোর দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে লোকেরা
শত্রুশিবির থেকে খাবার আনার জন্য দৌড়েছে। উন্মত্ত
জনতা সেই সেনাপতিকে ঠেলে, মাড়িয়ে, পিষে চলে
গেল। রাজার বাড়ীতে দেখা করতে আসার পর
ইলীশায় যা দৈববাণী করেছিলেন সেসবই অক্ষরে অক্ষরে
ফলে গেল। 18ইলীশায় বলেছিলেন, “যে কোন ব্যক্তি
শমরিয়ার প্রবেশদ্বারে বাজার থেকে এক শেকলে এক
ঝুড়ি মিহি ময়দা অথবা দুই ঝুড়ি যব কিনতে পারে।”
19কিন্তু ঐ আধিকারিক ঈশ্বরের লোককে উত্তর দিল,
“এমনকি প্রভু যদি স্বর্গে জানালা তৈরী করেন, তবু এ
ঘটনা ঘটবে না!” এবং ইলীশায় আধিকারিককে
বললেন, “তুমি তোমার নিজের চোখে দেখবে, কিন্তু ঐ
খাবার তুমি খাবে না।” 20আধিকারিকের সঙ্গে একই
ঘটনা ঘটল, লোকেরা তাকে ধাক্কা মেরে ফটকের উপর
ফেলে তার উপর দিয়ে হেঁটে গেল এবং সে মারা
গেল।

রাজা ও শূনেমীয় মহিলাটি

8 একদিন ইলীশায় সেই মহিলাটিকে ডাকলেন যার
পুত্রকে তিনি বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। তাকে বললেন,
“তুমি ও তোমার বাড়ীর সবাই এই দেশ ছেড়ে চলে
যাও, কারণ প্রভুর ইচ্ছানুসারে এখানে এখন সাত বছর
ধরে দুর্ভিক্ষ চলবে।”
2ভাববাদী ইলীশায়ের নির্দেশ মতো সেই মহিলা ও
তার পরিবারের লোকেরা দেশ ছেড়ে সাত বছর
পলেষ্টীয়দের দেশে গিয়ে থাকল, 3তারপর সাতবছর
সময় কেটে গেলে আবার সেখান থেকে ফিরে এল।
ফিরে আসার পর মহিলা মহারাজের কাছে তার
জমি ও বাড়ি ফিরে পাবার ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনার
জন্য কথাবার্তা বলতে যায়।
4মহারাজ তখন ইলীশায়ের ভৃত্য গেহসির সঙ্গে
কথা বলছিলেন। তিনি গেহসিকে জিজ্ঞেস করছিলেন,
“ইলীশায় যেসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটিয়েছেন, তুমি
আমাকে সেসবের কথা বল।”
5ইলীশায় কিভাবে এক মৃত ব্যক্তিকে জীবনদান
করেছিলেন গেহসি মহারাজকে সে কথা বলছিলেন।
সে সময়ে এই মহিলা, যার ছেলেকে ইলীশায় বাঁচিয়ে
তুলেছিলেন, জমি ও বাড়ীর ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা
করতে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তাকে দেখেই
গেহসি বলে উঠল, “আমার মনিব এবং রাজা এ কি
কাণ্ড! এই সেই মহিলা, আর ঐ সেই ছেলে যাকে
ইলীশায় বাঁচিয়ে তুলেছিলেন!”
6রাজা মহিলাকে, সে কি চায় তা জিজ্ঞেস করলে,
মহিলা তাঁকে সব কিছু জানাল।
রাজা এক রাজকর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন,
“শোনো, ওর যা ন্যায্য প্রাপ্য তা ওকে ফিরিয়ে তো
দেবেই, আর তাছাড়া ও যেদিন থেকে দেশ ছেড়ে গিয়েছে,
তার পরদিন থেকে ওর জমিতে উৎপন্ন শস্যও যেন
ওকে দেওয়া হয়।”

বিন্হদদ হসায়েলকে ইলীশায়ের কাছে পাঠালেন

7একবার অরামের রাজা বিন্হদদের অসুস্থতার সময়
ইলীশায় দম্মেশকে আসেন। বিন্হদদকে একজন একথা
জানালে তিনি হসায়েলকে বললেন,
8“একটা কোন উপহার নিয়ে গিয়ে এই ভাববাদীর
সঙ্গে দেখা করে প্রভুকে জিজ্ঞেস করতে বলো, আমি
সুস্থ হয়ে উঠব কি না।”
9হসায়েল তখন দম্মেশকে যা যা ভাল জিনিসপত্র
পাওয়া যায় উপহার হিসেবে সে সব নিয়ে ইলীশায়ের
সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি যা উপহার নিয়েছিলেন
সে সব বয়ে নিয়ে যেতে 40 টা উট লেগেছিল! হসায়েল
ইলীশায়কে গিয়ে বললেন, “আপনার অনুগামী অরামের
রাজা বিন্হদদ আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য,
তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন কি না।”
10তখন ইলীশায় হসায়েলকে বললেন, “তুমি গিয়ে
বিন্হদদকে বল, ‘উনি বেঁচে থাকবেন,’ কিন্তু যদিও
প্রভু আমাকে বলেছেন, ‘ওর মৃত্যু হবে।’”

হসায়েল সম্পর্কে ইলীশায়ের ভবিষ্যৎবাণী

11ইলীশায় তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হসায়েলের
দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এতে হসায়েল লজ্জিত বোধ
করছিলেন। এরপর ঈশ্বরের লোক কাঁদতে শুরু করলেন।
12হসায়েল আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন,
“মহাশয় আপনি কাঁদছেন কেন?”
ইলীশায় বললেন, “আমি কাঁদছি, কারণ আমি স্পষ্ট
দেখতে পাচ্ছি তুমি ইস্রায়েলীয়দের কি কি ক্ষতি করবে!
তুমি তাদের সুদৃঢ় শহরগুলো পুড়িয়ে দেবে, ধারালো
তরবারি দিয়ে একের পর এক ইস্রায়েলীয় যুবক ও
শিশুকে হত্যা করবে, ওদের গর্ভবতী মহিলাদের কেটে
দু টুকরো করবে।”
13হসায়েল বললেন, “আমার সে অধিকার বা ক্ষমতা
কোনটাই নেই! আমার দ্বারা এসব ভয়ঙ্কর কাজ কখনও
হবে না!”
ইলীশায় উত্তর দিলেন, “প্রভু আমাকে দেখালেন
তুমি একদিন অরামের রাজা হবে।”
14তারপর হসায়েল ইলীশায়ের কাছ থেকে তার
রাজার কাছে ফিরে এলে, বিন্হদদ প্রশ্ন করলেন,
“ইলীশায় তোমাকে কি বললেন?” হসায়েল জবাব
দিলেন, “আপনি বেঁচে থাকবেন।”

হসায়েল বিন্হদদকে হত্যা করলেন

15ঠিক তার পরের দিনই, হসায়েল একটা মোটা
কাপড় জলে ডুবিয়ে, সেটাকে বিন্হদদের মুখের ওপর
বিছিয়ে দিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করলেন। বিন্হদদের মৃত্যু
হলে হসায়েল নতুন রাজা হলেন।

যিহোরাম তাঁর শাসন কার্য শুরু করলেন

16যিহোশাফটের পুত্র যিহোরাম ছিলেন যিহূদার
রাজা। আহাবের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যোরামের
রাজত্বের পঞ্চম বছরে যিহোরাম, যিহূদার সিংহাসনে
বসেন। 17তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স
ছিল 32 বছর। যিহোরাম আট বছর জেরুশালেমে রাজত্ব
করেছিলেন। 18কিন্তু যিহোরাম ইস্রায়েলের অন্যান্য
রাজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রভুর বিরুদ্ধে বহু
পাপাচরণ করেন। যিহোরাম আহাবের পরিবারের
লোকেদের মতোই জীবনযাপন করতেন কারণ তাঁর স্ত্রী
ছিলেন আহাবেরই কন্যা। 19কিন্তু প্রভু তাঁর দাস দায়ূদকে
দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যিহূদাকে ধ্বংস করেন নি।
প্রভু দায়ূদকে কথা দিয়েছিলেন সেখানে সবসময়েই
তাঁর বংশের কেউ না কেউ রাজা হিসেবে শাসন করবে।
20যিহোরামের রাজত্বকালে ইদোম যিহূদার অধীনতা
অস্বীকার করে, যিহূদার রাজত্ব থেকে ভেঙে বেরিয়ে
যায় এবং সেখানকার লোকেরা নিজেদের আলাদা রাজা
ঠিক করে নেয়।
21তখন যিহোরাম তাঁর সমস্ত রথ নিয়ে সায়ীরে
গেলে, ইদোমীয় সৈন্যরা তাঁদের ঘিরে ফেলে। তখন
যিহোরাম ও তাঁর সেনাপতিরা ইদোমীয়দের আক্রমণ
করলেন এবং পালিয়ে গেলেন। যিহোরামের সেনারা

সব পালিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। 22অর্থাৎ ইদোমীয়রা যিহূদার শাসন থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো এবং আজ পর্যন্ত তারা স্বাধীন আছে।

একই সময়ে লিব্‌নাও যিহূদার শাসন থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

23যিহোরাম যা যা করেছিলেন সে সবই 'যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

24যিহোরামের মৃত্যুর পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কবর দেওয়া হল এবং নতুন রাজা হলেন যিহোরামের পুত্র অহসিয়।

অহসিয় তাঁর শাসনকার্য শুরু করলেন

25আহাবের পুত্র যোরামের ইস্রায়েলে রাজত্বের 12 বছরে যিহোরামের পুত্র অহসিয় যিহূদার রাজা হন।
26অহসিয় যখন রাজা হন তাঁর বয়স ছিল 22 বছর। তিনি এক বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা অথলিয়া ছিলেন ইস্রায়েলের রাজা অম্রির নাতনি।
27প্রভু যা যা নিষেধ করেছিলেন, আহাবের পরিবারবর্গের মতো সে সমস্ত খারাপ কাজই অহসিয় করেছিলেন। এর কারণ অহসিয়র স্ত্রী ছিলেন আহাবের পরিবারেরই মেয়ে।

হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হলেন যোরাম

28যোরাম ছিলেন আহাবের পরিবারের সদস্য। অহসিয় যোরামকে নিয়ে রামোৎ-গিলিয়দে অরামের রাজা হসায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হন। অরামের রাজা হসায়েলের বিরুদ্ধে যখন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, অরামীয়রা রামোতে তাঁকে আহত করেছিলেন। সেই আঘাত থেকে সেরে ওঠার জন্য
29রাজা যোরাম ইস্রায়েলের যিষ্রিয়েলে চলে যান। যিহোরামের পুত্র যিহূদার রাজা অহসিয় তখন যিষ্রিয়েলে যোরামকে দেখতে গিয়েছিলেন।

ইলীশায় একজন ভাববাদীকে যেহূকে অভিষিক্ত করতে বললেন

9 কয়েকজন তরুণ ভাববাদীকে ডেকে ইলীশায় বললেন, "তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও এবং এই ছোট তেলের শিশিটা নিয়ে রামোৎ-গিলিয়দে যাও।
2সেখানে গিয়ে নিম্শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূকে ওর ভাইদের মধ্যে থেকে তুলে তাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যাবে।

3তারপর এই ছোট তেলের শিশিটা ওর মাথায় উপুড় করে দিয়ে বলবে, 'প্রভু বলেছেন, আমি ইস্রায়েলের নতুন রাজা হিসেবে তোমায় অভিষেক করলাম।' একথা বলেই দরজা খুলে দৌড়ে চলে আসবে। আর অপেক্ষা করবে না!"

4তখন এই তরুণ ভাববাদী রামোৎ-গিলিয়দে গেল।
5সেখানে সেনাবাহিনীর সমস্ত সেনাপতিরা বসে আছেন। তরুণ ভাববাদীটি বলল, "সেনাপতিমশাই আপনার জন্য খবর আছে।"

যেহূ বললেন, "আরে আমরা তো এখানে সবাই সেনাপতি! তুমি কার জন্য খবর এনেছো?"

ভাববাদী বলল, "আপনারই জন্য!"

6তখন যেহূ উঠে বাড়ির ভেতরে গেলেন। তরুণ ভাববাদীটি সঙ্গে সঙ্গে যেহূর মাথায় তেল ঢেলে দিয়ে বলল, "প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, 'আমি তোমাকে আমার ইস্রায়েলের সেবকদের নতুন রাজা হিসেবে অভিষেক করলাম।
7তুমি তোমার রাজা আহাবের পরিবারকে ধ্বংস করবে। আমার ভৃত্যদের, ভাববাদীদের এবং প্রভুর সমস্ত সেবকদের হত্যা করবার জন্য আমি এইভাবে ঈষেবলকে শাস্তি দেব।
8আহাবের বংশের সকলকে মরতে হবে। ওর বংশের কোন পুরুষ শিশুকেও আমি জীবিত থাকতে দেব না।
9ওর পরিবারের দশা আমি নবাটের পুত্র যারবিয়াম এবং অহিয়ের পুত্র বাশার পরিবারের মতো করব।
10ঈষেবলকে কবরে সমাধিস্থ করা হবে না। যিষ্রিয়েলের রাস্তার কুকুর ওর দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।"

একথা বলবার পর, তরুণ ভাববাদীটি দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

ভৃত্যরা যেহূকে রাজা ঘোষণা করল

11যেহূ আবার রাজকর্মচারীদের মধ্যে ফিরে গেলে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে সব কিছু ঠিক আছে তো? ক্ষ্যাপাটা তোমার কাছে কেন এসেছিল?"

যেহূ ওঁর অধীনস্থদের বললেন, "লোকটা যে কি সব পাগলের প্রলাপ বকে গেল!"

12সেনাপতিরা সকলে বললেন, "ও সব বললে হবে না। ও কি বলে গেল আমাদের সত্যি সত্যি বলতে হবে।" যেহূ তখন তাঁদের তরুণ ভাববাদী কি বলেছে জানালেন, "ও বলল প্রভু বলেছেন, 'আমি তোমায় ইস্রায়েলের নতুন রাজা হিসেবে অভিষেক করলাম।'"

13তখন সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি সেনাপতি তাঁদের পোশাক খুলে যেহূর পায়ের নীচে রাখলেন। তারপর তারা শিঙা বাজিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "যেহূ হলেন রাজা!"

যেহূ যিষ্রিয়েলে গেলেন

14অতঃপর নিম্শির পৌত্র ও যিহোশাফটের পুত্র যেহূ যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন।

সে সময়ে যোরাম ও ইস্রায়েলীয়রা অরামের রাজা হসায়েলের হাত থেকে রামোৎ-গিলিয়দ রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন।
15রাজা যোরাম অরামের রাজা হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় অরামীয় সেনাবাহিনীর হাতে আহত হয়েছিলেন। তিনি (এসময়ে) তাঁর ক্ষতস্থানের শুশ্রূষার জন্য যিষ্রিয়েলে ছিলেন।

যেহূ উপস্থিত রাজকর্মচারীদের সবাইকে বললেন, "তোমরা যদি সত্যি সত্যিই নতুন রাজা হিসেবে আমাকে মেনে নিয়ে থাকো, তাহলে খেয়াল রেখো কেউ যেন শহর থেকে পালিয়ে যিষ্রিয়েলে গিয়ে এ খবর দিতে না পারে।"

16যোরাম তখন যিষ্রিয়েলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহূ তাঁর রথে চড়ে যিষ্রিয়েলে গেলেন। যিহূদার রাজা অহসিয়ও সে সময়ে যোরামকে দেখতে যিষ্রিয়েলে এসেছিলেন।

17জনৈক প্রহরী তখন যিষ্রিয়েলের প্রহরা দেবার উচ্চ কক্ষে দাঁড়িয়েছিল। সদলবলে যেহূকে আসতে দেখে ও চেঁচিয়ে বলল, "আমি একদঙ্গল লোক দেখতে পাচ্ছি!"

যোরাম বললেন, "একজন ঘোড়সওয়ারকে ওদের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাও। ওরা কিসের জন্য আসছে খোঁজ নিক।"

18তখন ঘোড়সওয়ার একজন বার্তাবাহক সেখানে গিয়ে যেহূকে বলল, "রাজা এই কথা বললেন, 'আপনি কি শান্তিতে এসেছেন?'"

যেহূ বললেন, "শান্তি নিয়ে তোমার অতো মাথাব্যথা কিসের হে? আমাকে অনুসরণ করো।"

প্রহরী যোরামকে বললো, "ঘোড়া নিয়ে একজন খোঁজ নিতে গিয়েছে, কিন্তু এখনও ফেরে নি।"

19যোরাম তখন একজনকে অশ্বারোহণে পাঠালেন। সে এসে বলল, "রাজা যোরাম 'শান্তি বজায় রাখতে চান।'"

যেহূ উত্তর দিলেন, "শান্তি নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কিসের হে? আমাকে অনুসরণ করো।"

20প্রহরী যোরামকে খবর দিল, "পরের ঘোড়সওয়ারও এখনো ফিরে আসে নি। এদিকে নিম্শির পুত্র যেহূর মত কে যেন একটা পাগলের মত রথ চালিয়ে আসছে।"

21যোরাম বললেন, "আমার রথ নিয়ে এস।"

তখন সেই ভৃত্য গিয়ে যোরামের রথ নিয়ে এলে, ইস্রায়েলের রাজা যোরাম ও যিহূদার রাজা অহসিয়, যে যার রথে চড়ে যেহূর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁরা যিষ্রিয়েলের নাবোতের সম্পত্তির কাছে যেহূর দেখা পেলেন।

22যোরাম যেহূকে দেখতে পেয়ে বললেন, "তুমি বন্ধুর মতো এসেছো যেহূ?"

যেহূ উত্তর দিলেন, "যতদিন তোমার মা ঈষেবল বেশ্যাবৃত্তি ও ডাইনিগিরি চালিয়ে যাবে ততদিন বন্ধুত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

23পালানোর জন্য ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে যোরাম অহসিয়কে বললেন, "এ সমস্ত চক্রান্ত!"

24কিন্তু ততক্ষণে যেহূর সজোরে নিক্ষিপ্ত জ্যামুক্ত তীর গিয়ে যোরামের পিঠে বিদ্ধ হয়েছে। এই তীর যোরামের পিঠ ফুঁড়ে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকলো, রথের মধ্যেই যোরামের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল। 25যেহূ তাঁর রথের সারথি বিদ্করকে বললেন, "যোরামের দেহ তুলে নাও এবং যিষ্রিয়েলের নাবোতের জমিতে ছুঁড়ে ফেলে দাও। মনে আছে, যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে যোরামের পিতা আহাবের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসছিলাম, প্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 26'গতকাল আমি নাবোত আর ওর ছেলেদের রক্ত দেখেছি, তাই এই মাঠেই আমি আহাবকে শাস্তি দেবা' প্রভুই একথা বলেছিলেন, অতএব যাও গিয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যোরামের দেহ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

27এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে যিহূদার পিতা অহসিয় বাগানবাড়ির মধ্যে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে যেহূ তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে বললেন, "এটাকেও শেষ করে দিই!"

রথে করে যিব্লিয়মের কাছাকাছি গূরে আসতে আসতে অহসিয়ও আহত হলেন এবং মগিদ্দোতে পালিয়ে এলেও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল। 28অহসিয়র ভৃত্যরা রথে করে তাঁর মৃতদেহ জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে সেখানে দায়ূদ নগরীতে তাঁর পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থলে তাঁকে কবর দিল।

29যোরামের ইস্রায়েলে রাজত্বকালের একাদশ বছরে অহসিয় যিহূদার রাজা হয়েছিলেন।

ঈষেবলের ভয়াবহ মৃত্যু

30যেহূ যিষ্রিয়েলে পৌঁছতে ঈষেবল সে খবর পেল। সে সেজেগুজে চুল বেঁধে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, 31যেহূ শহরে ঢুকছে। ঈষেবল চেঁচিয়ে বলল, "কি হে সিম্রি! তুমিও একইভাবে মনিব খুন করলে!"

32যেহূ ওপরে জানালার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, "কে আমার পক্ষে আছো? কে?"

দু-তিনজন নপুংসক প্রহরী জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই 33যেহূ তাদের হুকুম দিলেন, "ওকে নীচে ফেলে দাও!"

তখন নপুংসক প্রহরীরা ঈষেবলকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঈষেবলের রক্তের ছিটে দেওয়ালে আর ঘোড়াদের গায়ে লাগল। ঘোড়ারা ঈষেবলের দেহ মাড়িয়ে চলে গেল। 34যেহূ বাড়ির ভেতরে গিয়ে পানাহার করে বললেন, "এই শাপগ্রস্তাকে এবার কবর দেবার ব্যবস্থা কর—হাজার হলেও রাজকন্যা তো বটে।"

35ভৃত্যরা ঈষেবলকে কবর দিতে গিয়ে দেহের কোন হদিস পেল না। তারা কেবল ঈষেবলের মাথার খুলি, পায়ের পাতা আর হাতের তালু খুঁজে পেল। 36তারা ফিরে এসে যেহূকে এখবর দিতে যেহূ বললেন, "প্রভু আগেই তাঁর দাস তিশ্‌বীর এলিয়কে জানিয়েছিলেন, 'যিষ্রিয়েলের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে কুকুরেরা ঈষেবলের দেহ খেয়ে নেবে। 37একতাল গোবরের মত ঈষেবলের দেহ যিষ্রিয়েলের পথে পড়ে থাকবে, লোকেরা দেখে চিনতেও পারবে না।'"

যেহূ শমরিয়ার নেতাদের চিঠি দিলেন

10 আহাবের 70 জন ছেলে শমরিয়ায় বাস করত। যেহূ এই সমস্ত ছেলেদের যারা মানুষ করেছে তাদের, শমরিয়ার শাসকদের ও যিষ্রিয়েলের নেতাদের চিঠি লিখে পাঠালেন। 2-3এই সমস্ত চিঠিতে লেখা হল: "এ চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা আপনাদের ভাইদের মধ্যে যাকে যোগ্যতম বলে মনে করেন, তাকে তার পিতার সিংহাসনে বসিয়ে পিতৃকুলপতিদের

আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হন। রথ আর ঘোড়া তো আপনাদের যথেষ্টই আছে, উপরন্তু আপনারা সকলেই সুরক্ষিত শহরের মধ্যে বাস করেন!”

4কিন্তু যেহূর পাঠানো এই চিঠি পেয়ে যিষ্রিয়েলের নেতা ও শাসকবর্গ খুবই ভয় পেয়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল, “যোরাম আর অহসিয় দুই রাজাই যখন যেহূকে থামাতে পারল না, তখন আমরাই কি পারব?”

5আহাবের বাড়ির চৌকিদার, নগরপাল, শহরের নেতা ও আহাবের সন্তানদের পালকপিতারা যেহূকে খবর পাঠাল: “আমরা আপনার আজ্ঞাধীন দাসানুদাস। আপনি যা বলবেন আমরা তাই করতে রাজী আছি। আমরা নিজেদের কোন রাজা নির্বাচন করছি না, এবার আপনি যা ভাল মনে করবেন তাই করুন।”

শমরিয়ার নেতারা আহাবের সন্তানদের হত্যা করলেন

6যেহূ তখন এই সমস্ত নেতাদের দ্বিতীয় এক চিঠিতে নির্দেশ দিলেন, “আপনারা সত্যি সত্যিই যদি আমাকে সমর্থন করেন এবং আমার বশ্যতা স্বীকার করেন তাহলে আহাবের ছেলেদের মুণ্ডুগুলো কেটে আগামীকাল এই সময় আমার কাছে, যিষ্রিয়েলে নিয়ে আসবেন।”

আহাবের 70 জন ছেলে ঐ শহরেই নেতাদের সঙ্গে বাস করত যারা তাদের প্রতিপালন করেছিল। 7শহরের নেতারা এই চিঠি পেয়ে 70 জন রাজপুত্রকে হত্যা করে তাদের মুণ্ডুগুলো টুক্‌রিতে রাখলেন। তারপর সেই টুক্‌রিগুলো যিষ্রিয়েলে যেহূর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।
8বার্তাবাহক এসে যেহূকে খবর দিল, “তারা রাজপুত্রদের মুণ্ডুগুলো নিয়ে এসেছে!”

তখন যেহূ বললেন, “ঐ কাটা মুণ্ডুগুলো কাল সকাল পর্যন্ত শহরের ফটকে দুটো গাদা করে সাজিয়ে রাখ।”

9সকালবেলা যেহূ গিয়ে লোকেদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমরা সকলেই নির্দোষ। আমি আমার অন্নদাতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করেছি। কিন্তু আহাবের এই সমস্ত ছেলেদের কে হত্যা করল? তোমরা! 10শোন, মনে রেখো প্রভু যা বলেন তা অবশ্যই হবে। আহাবের পরিবারের পরিণতি সম্পর্কে প্রভু আগেই এলিয়র মাধ্যমে এইসব কথা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। এখন তিনি তা শুধু কাজে পরিণত করলেন।”

11শেষ পর্যন্ত যেহূ যিষ্রিয়েলে বসবাসকারী আহাবের পরিবারের সমস্ত সদস্য, আহাবের ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, বন্ধুবান্ধব, যাজকবর্গ সকলকেই হত্যা করলেন। আহাবের কোন নিকটজনই রক্ষা পেল না।

যেহূ অহসিয়র আত্মীয়দের হত্যা করলেন

12এরপর যেহূ যিষ্রিয়েল থেকে শমরিয়ায় গেলেন। পথে ‘মেষপালকদের আড্ডা’ বলে একটা জায়গায় যেখানে মেষপালকরা মেষদের গা থেকে লোম ছাড়াত, থামলেন। 13যেহূ যিহূদার রাজা অহসিয়র আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, “তোমরা কারা?”

তারা উত্তর দিল, “আমরা সকলেই যিহূদার রাজা অহসিয়র আত্মীয়। আমরা সকলে মহারাজ আর রাণীমার ছেলেপুলেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে এসেছি।”

14যেহূ তখন তাঁর দলবলকে নির্দেশ দিলেন, “এগুলোকে জ্যান্ত ধর।”

যেহূর লোকেরা তখন অহসিয়ের 42 জন আত্মীয়স্বজনকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে মেষলোমচ্ছেদক গৃহের কুয়োর কাছে হত্যা করল, কেউই রক্ষা পেল না।

যিহোনাদবের সঙ্গে যেহূর সাক্ষাৎ

15সেখান থেকে যাবার পথে রেখবের পুত্র যিহোনাদবের সঙ্গে যেহূর দেখা হল। যিহোনাদব তখন যেহূর সঙ্গেই দেখা করতে আসছিলেন। যেহূ তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি যেরকম আপনাকে বিশ্বাসী বন্ধু বলে মনে করি, আপনিও কি আমাকে তাই করেন?”

যিহোনাদব উত্তর দিলেন, “অবশ্যই! আমিও আপনার বিশ্বাসী বন্ধু।”

যেহূ বললেন, “তাই যদি হয় তবে আপনি আমার হাতে হাত রাখুন।”

এই বলে নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে যিহোনাদবকে নিজের রথে টেনে তুললেন।

16যেহূ বললেন, “আমার সঙ্গে চলুন। দেখতেই পাচ্ছেন প্রভুর প্রতি আমার অবিচল ভক্তি আছে।”

যিহোনাদব তখন যেহূর রথে চড়েই রওনা হলেন।
17শমরিয়ায় এসে যেহূ আহাবের পরিবারের অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করলেন। প্রভু এলিয়র কাছে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই যেহূ আহাবের পরিবারের সবাইকে হত্যা করলেন, কাউকে রেহাই দিলেন না।

যেহূ বালের মূর্ত্তি পূজারীদের ডেকে পাঠালেন

18তারপর যেহূ সমস্ত লোকেদের জড়ো করে বললেন, “আহাব আর বাল মূর্ত্তির জন্য কি এমন কাজ করেছিলেন, যেহূ তার থেকে অনেক বেশি করবে! 19বাল মূর্ত্তির সমস্ত ভক্ত, ভাববাদী আর যাজকদের ডেকে নিয়ে এস, যাও। দেখো কেউ আবার যেন বাদ না পড়ে! বাল মূর্ত্তির চরণে আমি এক মহার্ঘ্য বলিদান করতে চাই। এই অনুষ্ঠানে যে আসবে না আমি তাকে হত্যা করব!”

আসলে এটা যেহূর একটা চাল ছিল, তিনি বালপূজকদের ধ্বংস করতে চাইছিলেন। 20যেহূ বললেন, ‘‘বাল মূর্ত্তির জন্য এক পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করো।” যাজকরা সেই যজ্ঞের দিন ঘোষণা করল।
21যখন যেহূ সমগ্র ইস্রায়েলে এ খবর জানিয়ে দিলেন, বাল মূর্ত্তির সমস্ত পূজারীরা সেখানে এসে হাজির হল, কেউই বাড়ীতে পড়ে থাকল না। তারা সকলে এসে বাল মূর্ত্তির মন্দিরে উপস্থিত হলে বালের মন্দির কানায় কানায় ভরে গেল।

22যেহূ বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে বাল মূর্ত্তির সমস্ত
পূজকদের জন্য পূজার বিশেষ পোশাক বের করার
নির্দেশ দিতে, সেই লোকটি সেসব বের করে নিয়ে
এল।
23তখন যেহূ আর রেখবের পুত্র যিহোনাদব দুজনে
মিলে বাল মূর্ত্তির মন্দিরে গেলেন। যেহূ ভক্তদের বললেন,
"দেখো মন্দিরে যেন শুধুমাত্র বাল মূর্ত্তির ভক্তরাই থাকে।"
24বাল মূর্ত্তির ভক্তরা যজ্ঞে আহুতি দিতে ও বলিদান
করতে সবাই মিলে মন্দিরের ভেতরে গেল।
এদিকে মন্দিরের বাইরে যেহূ 80 জন প্রহরীকে
দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাদের বললেন, "দেখো
কেউ যেন পালাতে না পারে। কারোর দোষে যদি
একজনও পালিয়ে যায় তো আমি তাকে হত্যা করব।''
25যেহূ হোমবলিতে জলসিঞ্চন করে উৎসর্গের কাজ
শেষ করলেন এবং তাঁর সেনাপতিদের আর প্রহরীদের
আদেশ দিয়ে বললেন, "এখন যাও আর বাল মূর্ত্তির
পূজকদের মেরে ফেল। কেউ যেন মন্দির থেকে প্রাণ
নিয়ে বেরোতে না পারে!"
তখন সেনাপতিরা তাদের তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে বাল
মূর্ত্তির সমস্ত পূজকদের হত্যা করল। তারা ও রক্ষীরা
মিলে পূজকদের মৃতদেহগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলল।
তারপর প্রহরী ও সেনাপতিরা মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে
26পাথরের ফলক ও স্মরণ স্তম্ভ বের করে এনে
সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে মন্দিরটাকে
পুড়িয়ে দিল। 27তারপর তারা বালের স্মরণস্তম্ভ এবং
বালের মন্দির ভেঙ্গে ফেলল, তারা মন্দিরটাকে ধ্বংস
করে তার জায়গায় একটা বিশ্রামাগার বানালো। লোকেরা
এখনও সেটাকে শৌচালয় হিসেবে ব্যবহার করে।
28এইভাবে যেহূ ইস্রায়েলে বাল মূর্ত্তির পূজো বন্ধ
করলেন। 29কিন্তু তা সত্ত্বেও, নবাটের পুত্র যারবিয়াম
যে সমস্ত পাপ কাজ করতে ইস্রায়েলের লোকেদের
বাধ্য করেছিলেন সে সমস্ত পাপ কাজ যেহূ অব্যাহত
রাখলেন। তিনি বৈথেল ও দানের সেই সোনার বাছুর
দুটোকে ধ্বংস করেন নি।

ইস্রায়েলে যেহূর শাসন

30প্রভু যেহূকে বললেন, "তুমি খুব ভাল কাজ
করেছো। আমি যা ভাল বলেছিলাম তুমি তাই করলে।
যেভাবে আমি আহাবের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে
চেয়েছিলাম তুমি ঠিক সেভাবেই তাদের ধ্বংস করেছো।
এইজন্য তোমার উত্তরপুরুষরা চার পুরুষ ধরে ইস্রায়েলে
শাসন করবে।"
31কিন্তু যেহূ সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর বিধি-নির্দেশ
পালন করেন নি। যারবিয়াম ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের
যেসব পাপাচরণে বাধ্য করেছিলেন তা তিনি বন্ধ করতে
পারেন নি।

হসায়েল ইস্রায়েলকে পরাজিত করলেন

32প্রভু এসময়ে ইস্রায়েল থেকে টুকরো টুকরো ভূখণ্ড
বিচ্ছিন্ন করছিলেন। ইস্রায়েলের প্রত্যেক সীমান্তেই
অরামের রাজা হসায়েলের হাতে ইস্রায়েলীয় বাহিনী
পরাজিত হল। 33যর্দ্দন নদীর পূর্ব তীরে গিলিয়দের
সমগ্র অঞ্চল ছাড়াও গাদীয়, রূবেণীয় ও মনঃশীয়দের
পরিবারগোষ্ঠীর দেশ, অর্ণোন উপত্যকার কাছে অরোয়
থেকে গিলিয়দ ও বাশন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল হসায়েল
দখল করে নিলেন।

যেহূর মৃত্যু

34যেহূ আর যা কিছু স্মরণীয় কাজ করেছিলেন সে
সমস্ত কিছুই 'ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে
লিপিবদ্ধ করা আছে। 35যেহূ মারা গেলেন এবং তাঁকে
তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শমরিয়ায় সমাধিস্থ করা
হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যিহোয়াহস
ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন। 36যেহূ শমরিয়াতে
ইস্রায়েলের উপর 28 বছর রাজত্ব করেছিলেন।

যিহূদায় রাজপুত্রদের হত্যা করলেন অথলিয়া

11অহসিয়ের মা অথলিয়া যখন দেখলেন তাঁর পুত্র
মারা গিয়েছে, তিনি তখন উঠে রাজ পরিবারের
সবাইকে হত্যা করলেন।
2যিহোশেবা ছিলেন রাজা যোরামের কন্যা, অহসিয়ের
বোন। তিনি যখন দেখলেন সমস্ত রাজপুত্রদের হত্যা
করা হচ্ছে, তখন অহসিয়ের এক পুত্র যোয়াশকে নিয়ে
একটা শয়ন ঘরে একজন পরিষেবিকার সঙ্গে লুকিয়ে
রাখলেন। অতএব তাঁরা যোয়াশকে অথলিয়ার কাছ
থেকে লুকিয়ে রাখলেন এবং এইভাবে সে নিহত হল
না।
3এরপর অথলিয়া যিহূদায় ছ'বছর রাজত্ব করেন।
সে সময়ে যোয়াশকে নিয়ে যিহোশেবা প্রভুর মন্দিরে
লুকিয়ে থাকেন।
4সপ্তম বছরে প্রভুর মন্দিরের মহাযাজক যিহোয়াদা
রাজার বিশেষ দেহরক্ষীদের প্রধান ও প্রধান সেনাপতিকে
একসঙ্গে মন্দিরে ডেকে পাঠালেন। তারপর প্রভুর সামনে
গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি করিয়ে যিহোয়াদা তাঁদের
রাজপুত্র যোয়াশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন।
5অতঃপর যিহোয়াদা তাঁদের নির্দেশ দিয়ে বললেন,
"একটা কাজ তোমাদের করতেই হবে। তোমাদের দলের
এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যেকটা বিশ্রামের দিনের শুরুতে এসে
রাজাকে তাঁর বাড়িতে পাহারা দেবে। 6আর এক-
তৃতীয়াংশ সূর দরজার কাছে থাকবে। আর বাকি এক-
তৃতীয়াংশ দরজার কাছে প্রহরীদের পেছনে দাঁড়িয়ে
থাকবে। 7প্রত্যেকটা বিশ্রামের দিন শেষ হলে তোমাদের
দুই-তৃতীয়াংশ প্রভুর মন্দির ও রাজা যোয়াশকে পাহারা
দেবে। 8তিনি কোথাও গেলে তোমরা সবসময়ে তাঁর
সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। পুরো দলটাই যেন সশস্ত্র থাকে
এবং রাজাকে সবসময়ে ঘিরে থাকে। সন্দেহজনক
কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবে।"
9সেনাপতিরা যাজক যিহোয়াদার সমস্ত নির্দেশ
অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। প্রত্যেক সেনাপতি তাঁর
লোকসকল নিয়ে শনিবারে একটা দল রাজাকে পাহারা
দেবে বলে কথা হল, আর বাদবাকি সপ্তাহ আরেকটা

দল পাহারা দেবার কথা ঠিক হল। এই সমস্ত সৈনিক
যাজক যিহোয়াদার কাছে গেলে **10**তিনি তাঁদের প্রভুর
মন্দিরে দায়ূদের রাখা বর্শা ও ঢাল দিলেন। **11**প্রহরীরা
সকলে সশস্ত্র অবস্থায় মন্দিরের ডান কোণ থেকে বাঁ
কোণ পর্যন্ত, বেদীর চারপাশে এবং রাজা যখনই কোথাও
বেরোতেন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত। **12**এরা সকলে
যোয়াশকে বের করে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে, তাঁর
হাতে রাজা ও ঈশ্বরের চুক্তিপত্রটি তুলে দিল। তারপর
মাথায় মন্ত্রপূতঃ তেল ঢেলে তাঁকে রাজপদে অভিষেক
করে হাততালি দিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "মহারাজের
জয় হোক!"

13মহারাণী অথলিয়া সৈনিক ও লোকেদের কোলাহল
শুনে প্রভুর মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, **14**সেখানে স্তম্ভের
কাছে যেখানে রাজাদের দাঁড়ানোর কথা, রাজা দাঁড়িয়ে
আছেন এবং নেতারা সকলে তাঁকে ঘিরে শিঙা
বাজাচ্ছেন। সকলকে খুব খুশী দেখতে পেয়ে মর্মাহত
রাণী শোক প্রকাশের জন্য নিজের পরিধেয় পোশাক
ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন, "বিদ্রোহ, বিদ্রোহ!"

15যিহোয়াদা তখন সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে
বললেন, "অথলিয়াকে মন্দির চত্বরের বাইরে নিয়ে যাও।
তাঁর সমর্থকদের যাকে খুশী তুমি মারতে পারো, কিন্তু
প্রভুর মন্দিরের বাইরে। কারণ যাজক বলেছিলেন,
"তাঁকে যেন মন্দিরে হত্যা না করা হয়।"

16একথা শুনে সৈনিকরা অথলিয়াকে চেপে ধরল।
তারপর তিনি রাজপ্রাসাদের ঘোড়া ঢোকার দিকের
দরজা পার হতে না হতেই তাঁকে হত্যা করলো।

17যিহোয়াদা তখন প্রভু রাজা ও প্রজাদের মধ্যে
মধ্যস্থতা করে একটি চুক্তি করলেন। এই চুক্তিতে বলা
হল, রাজা ও প্রজা উভয়েই প্রভুর আশ্রিত। এছাড়াও
এই চুক্তিপত্রে রাজা ও প্রজার পরস্পরের প্রতি কর্তব্য
নির্ধারিত হল।

18এরপর সমস্ত লোক একসঙ্গে বালদেবতার মন্দিরে
গিয়ে বালদেবতার মূর্ত্তি ও বেদীগুলো ধ্বংস করল।
বেদীগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গবার পর, তারা
বালদেবতার যাজক মত্তনকেও হত্যা করল।

এরপর যিহোয়াদা মন্দিরের দেখাশোনা করবার জন্য
আধিকারিকদের রাখলেন। **19**সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে মন্দির
থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। রাজার বিশেষ
দেহরক্ষী ও সেনাপতিরা রাজার সঙ্গে গেলেন। সবাই
মিলে রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে পৌঁছালে রাজা যোয়াশ
সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। **20**সমস্ত লোকেরা তখন খুবই
খুশী হল। শহরে শান্তি ফিরে এল। কারণ রাণী
অথলিয়াকে তরবারি দিয়ে রাজপ্রাসাদের কাছেই হত্যা
করা হয়েছিল।

21যোয়াশ যখন রাজা হন, তখন তাঁর বয়স ছিল
মাত্র সাত বছর।

যোয়াশের শাসন কার্য শুরু

12 ইস্রায়েলে যেহূর রাজত্বের সপ্তম বছরে
সিংহাসনে আরোহণ করার পর, যোয়াশ 40 বছর
জেরুশালেমে রাজত্ব করেন। যোয়াশের মা ছিলেন বের্-
শেবা নিবাসিনী সিবিয়া। **2**যোয়াশ প্রভুর নির্দেশিত পথে
জীবনযাপন করেন। রাজা যোয়াশ ঈশ্বরের সামনে ঠিক
কাজগুলি করেছিলেন যতদিন তাঁকে যিহোয়াদা নির্দেশ
দিয়েছিলেন। **3**তবে তিনিও ভিন্ন মূর্ত্তির পূজোর জন্য
উঁচু জায়গায় বানানো বেদীগুলো ধ্বংস করেন নি।
লোকেরা সেইসব বেদীগুলিতে বলিদান করা ও ধুপধূনো
দেওয়া চালিয়ে গেল।

যোয়াশ মন্দির সংস্কারের নির্দেশ দিলেন

4যোয়াশ যাজকদের বললেন, "প্রভুর মন্দিরে কোন
অর্থাভাব নেই। মন্দিরে জিনিসপত্র দান করা ছাড়াও,
সময়ে সময়ে লোকেরা মন্দির করও দিয়ে এসেছে।
খুশি মত উপহার তারা দিয়েছে। **5**আপনারা, যাজকরা
মন্দির মেরামতের জন্য ঐ অর্থ ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক
যাজক লোকেদের জন্য কাজ করে, তাদের কাছ থেকে
যে দক্ষিণা পান সেই টাকা দিয়েই তাদের প্রভুর মন্দির
সংস্কার করা উচিৎ।"

6কিন্তু যাজকরা মন্দির সংস্কার করলেন না।
যোয়াশের রাজত্বের 23 বছরের মাথায়ও যখন
যাজকরা মন্দির সারালেন না, **7**তখন রাজা যোয়াশ
যাজক যিহোয়াদা ও অন্যান্য যাজকদের ডেকে পাঠিয়ে
জানতে চাইলেন, "আপনারা কেন এখনও মন্দিরটা
সারান নি? অবিলম্বে আপনারা লোকেদের কাজ করে
দক্ষিণা নেওয়া বন্ধ করুন। দক্ষিণার টাকাও আর বাজে
খরচ করবেন না। ঐ টাকা অবশ্যই মন্দির সংস্কারের
কাজে যাওয়া উচিৎ।"

8যাজকরা লোকেদের কাছ থেকে দক্ষিণা নেওয়া
বন্ধ করবেন বলে রাজী হলেও, তাঁরা ঠিক করলেন যে
মন্দির তাঁরা সারাবেন না। **9**তখন যাজক যিহোয়াদা
একটা বাক্স বানিয়ে বাক্সটার ওপরে একটা ফুটো করে
সেটাকে বেদীর দক্ষিণ দিকে, যে দরজা দিয়ে দর্শনার্থীরা
মন্দিরে ঢোকে, রেখে দিলেন। কিছু যাজক মন্দিরের
দরজা আগলে বসে থাকতেন। তারা প্রভুকে প্রণামী
হিসেবে দেওয়া টাকা পয়সাগুলো ঐ বাক্সটায় পুরে
দিলেন।

10এরপর থেকে লোকেরাও মন্দিরে এলে ঐ বাক্সটার
মধ্যে টাকা পয়সা ফেলতে শুরু করল। যখনই মহারাজের
সচিব এবং যাজক দেখতেন বাক্সটার মধ্যে অনেক টাকা
পয়সা জমে গিয়েছে, তাঁরা তখন সমস্ত টাকা পয়সা
বাক্স থেকে বের করে গুণে গেঁথে ব্যাগে ভরে রাখতেন।
11তাঁরা ঐ অর্থ দিয়ে প্রভুর মন্দিরের কাঠের মিস্ত্রি,
রাজমিস্ত্রি, **12**পাথর-কাটিয়ে, খোদাইকর ও অন্যান্য যেসব
মিস্ত্রিরা প্রভুর মন্দিরে কাজ করত তাদের মাইনে দিতেন।
এছাড়াও ঐ টাকা দিয়ে মন্দির সারানোর জন্য কাঠের
গুঁড়ি, পাথর থেকে শুরু করে যা যা প্রয়োজন কিনতেন।

13প্রভুর মন্দিরের জন্য লোকেরা যে টাকা দিতেন
তা দিয়ে কিন্তু যাজকরা সোনা ও রূপোর পাত্র, বাতিদান,
বাদ্যযন্ত্র এসব কিনতে পারতেন না। **14**কারণ কারিগররা
যারা মন্দির সারাচ্ছিল তাদের মাইনে ঐ অর্থ থেকে

দেওয়া হত। 15কেউই পাই পয়সার হিসেব নিতেন না বা 'টাকা কিভাবে খরচ হল'– এ প্রশ্ন মিস্ত্রিদের করতেন না। কারণ সমস্ত মিস্ত্রিরা খুব বিশ্বাসী ছিল।

16দোষ মোচন ও পাপমোচনের নৈবেদ্যর থেকে পাওয়া টাকা কারিগরদের মাইনে দেবার জন্য ব্যবহৃত হত না কারণ ওটাতে ছিল যাজকদের অধিকার।

যোয়াশ হসায়েলের হাত থেকে জেরুশালেমকে রক্ষা করলেন

17অরামের রাজা হসায়েল গাৎ শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। গাতদের হারানোর পর হসায়েল জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

18যিহোশাফট, যিহোরাম, অহসিয় প্রমুখ যিহূদার রাজারা ছিলেন যোরামের পূর্বপুরুষ। এরা সকলেই প্রভুকে অনেক কিছু দান করেছিলেন। সে সব জিনিসই মন্দিরে রাখা ছিল। যোয়াশ নিজেও প্রভুকে বহু জিনিসপত্র দিয়েছিলেন। জেরুশালেমকে অরামের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যোয়াশ এইসমস্ত জিনিসপত্র এবং তাঁর বাড়িতে ও মন্দিরে যত সোনা ছিল, সব কিছুই অরামের রাজা হসায়েলকে পাঠিয়ে দেন।

যোয়াশের মৃত্যু

19যোয়াশ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সে সমস্ত 'যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 20যোয়াশের কর্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে সিল্লা যাবার পথে মিল্লো বলে একটা বাড়িতে হত্যা করে। 21শিমিয়তের পুত্র যোষাখর ও শোমরের পুত্র যিহোষাবদ আধিকারিক ছিল। এই দুজন মিলে যোয়াশকে হত্যা করেছিল। যোয়াশকে দায়ূদ নগরীতে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করার পর তাঁর পুত্র অমৎসিয় নতুন রাজা হলেন।

যিহোয়াহসের শাসন কার্য শুরু

13 অহসিয়ের পুত্র, যোয়াশের যিহূদায় রাজত্বের 23তম বছরে যেহূর পুত্র যিহোয়াহস শমরিয়ায় ইস্রায়েলের নতুন রাজা হয়েছিলেন এবং তিনি 17 বছর রাজত্ব করেছিলেন।

2প্রভু যা কিছু করতে বারণ করেছিলেন, যিহোয়াহস সে সবই করেছিলেন। নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সমস্ত পাপাচরণ করতে ইস্রায়েলের লোকেদের বাধ্য করেছিলেন, যিহোয়াহস সেই সমস্ত পাপাচরণ করেছিলেন। তিনি সেইসব কাজ বন্ধ করলেন না। 3প্রভু তখন ইস্রায়েলের প্রতি বিরূপ হয়ে, ইস্রায়েলকে অরামের রাজা হসায়েল ও তাঁর পুত্র বিন্‌হদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি প্রভুর করুণা

4যিহোয়াহস তখন প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, প্রভু সেই ডাকে সাড়া দিলেন। প্রভু ইস্রায়েলের বিপদ সচক্ষে দেখা ছাড়াও অরামের রাজা কিভাবে ইস্রায়েলীয়দের অত্যাচার করছে দেখেছিলেন।

5তখন প্রভু ইস্রায়েলকে বাঁচানোর জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। অরামীয়দের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ইস্রায়েলীয়রা আগের মত নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল।

6কিন্তু তা সত্ত্বেও যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলীয়দের পাপাচরণে বাধ্য করেছিলেন, তাঁরা সে সকল পাপাচরণ বন্ধ করল না, কিন্তু আশেরার মূর্ত্তিকে শমরিয়াতে থাকতে দিল।

7অরামের রাজা যিহোয়াহসের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ব্যক্তিকেই হত্যা করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র 50 জন অশ্বারোহী সৈনিক, 10 খানা রথ ও 10,000 পদাতিক সৈন্য অবশিষ্ট রেখেছিলেন। যিহোয়াহসের বাদবাকি সেনাবাহিনী যেন ঝড়ের মুখে খড় কুটোর মত উড়ে গিয়েছিল!

8যিহোয়াহস যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন তা 'ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 9যিহোয়াহসের মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে শমরিয়ায় তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করেছিল। যিহোয়াহসের পর তাঁর পুত্র যোয়াশ নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলে যিহোয়াশের শাসন

10যিহূদায় যোয়াশের রাজত্বের 37তম বছরে শমরিয়ায় যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন। তিনি মোট 16 বছর ইস্রায়েল শাসন করেন। 11প্রভু যা কিছু বারণ করেছিলেন ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াস সে সমস্তই করেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের মতোই তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের পাপের পথে চালিত করেন। 12যোয়াশ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন এবং অমৎসিয়ের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের বিবরণ 'ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 13যিহোয়াসের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শমরিয়ায় সমাধিস্থ করা হয়। যিহোয়াসের মৃত্যুর পর যারবিয়াম নতুন রাজা হয়ে যোয়াশের সিংহাসনে বসেন।

যিহোয়াশ ইলীশায়কে দেখতে গেলেন

14ইলীশায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরে এই অসুস্থতায় ইলীশায় মারা গেলেন। ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াশ তাঁকে দেখতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যিহোয়াশ বললেন, "হে আমার পিতা, আমার পিতা! স্বর্গ থেকে কখন ঈশ্বরের পাঠানো ঘোড়ায়-টানা রথ এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে?"*

15ইলীশায় যিহোয়াশকে বললেন, "তীর ধনুক হাতে নাও।"

তার কথা মতো যিহোয়াশ একটা ধনুক ও কিছু তীর নিলেন। 16তখন ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে

স্বর্গ থেকে … যাবে অর্থ "ইহাই ঈশ্বরের এসে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার সময়?"

বললেন, "এবার তোমার হাতে ধনুক রাখো।" যিহোয়াশ ধনুকে হাত রাখার পর ইলীশায় তার হাত রাজার হাতের ওপর রাখলেন। **17**ইলীশায় বললেন, "পূর্বদিকের জানালাটা খুলে দাও।" কথামতো যিহোয়াশ জানালা খুলে দিলেন। ইলীশায় নির্দেশ দিলেন, "তীর নিক্ষেপ কর।"

যিহোয়াশ তীর ছুঁড়লেন। তখন ইলীশায় বলে উঠলেন, "ঐ তীর হল প্রভুর বিজয় বাণ! অরামের বিরুদ্ধে বিজয় বাণ! তুমি অবশ্যই অফেকে অরামীয়দের যুদ্ধে হারাতে ও ধ্বংস করতে পারবে।"

18এরপর ইলীশায় আবার বললেন, "তীর নাও।" যিহোয়াশ তীর নিলে ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে নির্দেশ দিলেন, "তীরগুলি দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর।"

যিহোয়াশ পরপর তিনবার ভূমিতে তীর দিয়ে আঘাত করলেন, তারপর তিনি থামলেন। **19**ইলীশায় রেগে গিয়ে বললেন, "তোমার অন্তত পাঁচ-ছ'বার ভূমিতে তীর দিয়ে আঘাত করা উচিৎ ছিল। তাহলে তুমি অরামীয় সেনাদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতে! কিন্তু এখন তুমি ওদের শুধুমাত্র তিনবার যুদ্ধে হারাতে পারবে!"

ইলীশায়ের সমাধিতে এক অদ্ভুত ঘটনা

20ইলীশায়ের মৃত্যু হলে লোকেরা তাকে সমাধিস্থ করল। একবার বসন্তকালে, একদল মোয়াবীয় সৈন্য ইস্রায়েল আক্রমণ করল। **21**ইস্রায়েলীয় কিছু ব্যক্তি সে সময়ে একটি শবদেহ সমাধিস্থ করতে যাচ্ছিল। তারা মোয়াবীয় সেনাদের দেখে ঐ শবদেহটি ইলীশায়ের কবরে ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেল। কিন্তু যেই মূহুর্তে এই মৃতদেহটি ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ করল, সেই মূহুর্তে সেই লোকটি বেঁচে উঠে দাঁড়াল।

যিহোয়াশ ইস্রায়েলের শহরসমূহ পুনরায় জয় করলেন

22যিহোয়াশের রাজত্বের সময়ে অরামের রাজা হসায়েল নানাভাবে ইস্রায়েলকে বিপাকে ফেলেছেন। **23**কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের প্রতি প্রভুর কৃপা দৃষ্টি ছিল। তিনি করুণাবশতঃ ইস্রায়েলীয়দের পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন বলে প্রভু ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন নি।

24অরামের রাজা হসায়েলের মৃত্যু হলে বিন্‌হদদ সে জায়গায় নতুন রাজা হলেন। **25**মৃত্যুর আগে হসায়েল, যিহোয়াশ ও যিহোয়াহসের পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেশ কয়েকটা শহর জিতে নিয়েছিলেন। যিহোয়াশ, হসায়েলের পুত্র বিন্‌হদদের কাছ থেকে সেগুলো পুনরুদ্ধার করলেন। যিহোয়াশ বিন্‌হদদকে তিনবার যুদ্ধে পরাজিত করে, ইস্রায়েলের হৃত শহরগুলি পুনর্দখল করেন।

যিহূদায় অমৎসিয়র শাসনকার্য শুরু

14 যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশের ইস্রায়েলে শাসনের দ্বিতীয় বছরে যিহূদায় রাজা যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় নতুন রাজা হলেন। **2**পঁচিশ বছর বয়সে যিহূদার রাজা হবার পর অমৎসিয় মোট 29 বছর জেরুশালেমে শাসন করেন। অমৎসিয়ের মা ছিলেন জেরুশালেমের যিহোয়দ্দিন। **3**অমৎসিয় প্রভুর নির্দেশিত পথে চললেও তিনি দায়ূদের মত একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের সেবা করেন নি। তাঁর পিতা যিহোয়াশ যা যা করতেন, অমৎসিয়ও তাই করতেন। **4**তিনি মূর্ত্তির উচ্চস্থানগুলি ধ্বংস করেন নি। এমনকি তাঁর রাজত্বকালেও সেখানে লোকেরা বলিদান করত ও ধুপধূনো দিত।

5তাঁর সমস্ত বিরোধীদের সরিয়ে দিয়ে অমৎসিয় রাজ্যের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখলেন। যে সমস্ত আধিকারিকরা তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিল, অমৎসিয় তাদের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। **6**কিন্তু এই সমস্ত ঘাতকদের হত্যা করলেও তিনি তাদের সন্তানদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন কারণ মোশির বিধিপুস্তকে লিখিত আছে: "সন্তানের অপরাধের জন্য পিতামাতাকে যেমন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না, তেমনই পিতামাতার অপরাধের জন্য কোন সন্তানের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াও ঠিক নয়। কোন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার কৃত কোন অপরাধের জন্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে।"

7অমৎসিয় লবণ উপত্যকায় 10,000 ইদোমীয় সেনাকে হত্যা করেন। তিনি যুদ্ধ করে সেলা দখল করে, সেলার নাম পাল্টে "যক্তেল" রাখেন। ঐ অঞ্চল এখনো পর্যন্ত এই নামেই পরিচিত।

অমৎসিয় যিহোরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন

8অমৎসিয় ইস্রায়েল-রাজ যেহূর পৌত্র, যিহোয়াহসের পুত্র যিহোরামের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন।

9ইস্রায়েলের রাজা যিহোরাম তখন যিহূদার রাজা অমৎসিয়কে খবর পাঠালেন, "লিবানোনের কাঁটাঝোপ লিবানোনের বটগাছকে বলেছিল, 'আমার ছেলের বিয়ের জন্য তোমার মেয়েকে দাও।' কিন্তু সে সময়ে একটা বুনো জন্তু যাবার পথে লিবানোনের কাঁটাঝোপকে মাড়িয়ে চলে যায়! **10**ইদোমকে যুদ্ধে হারাবার পর তোমার বড় গর্ব হয়েছে দেখছি! বেশি বাড় না বেড়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকো। নিজের বিপদ ডেকে এনো না কারণ, তাহলে তুমি একা নও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যিহূদারও সর্বনাশ হবে।"

11কিন্তু অমৎসিয় যিহোয়াশের সতর্কবাণীর কোন গুরুত্ব দিলেন না। অবশেষে ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াশ যিহূদার রাজা অমৎসিয়র সঙ্গে যুদ্ধ করতে বৈৎশেমশে গেলেন। **12**যুদ্ধে ইস্রায়েল যিহূদাকে হারিয়ে দিলে, যিহূদার সমস্ত লোক বাড়িতে পালিয়ে গেল। **13**বৈৎ-শেমশে ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াশ যিহূদার রাজা যোয়াশের পুত্র অমৎসিয়কে বন্দী করলেন। তিনি অমৎসিয়কে জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে জেরুশালেমের প্রাচীরের ইফ্রয়িমের দ্বার থেকে কোণের দরজা পর্যন্ত জেরুশালেমের 600 ফুট দেওয়াল ভেঙে **14**প্রভুর মন্দিরের যাবতীয় সোনা, রূপো, বাসন, দুর্মূল্য

জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যান। এরপর আরো অনেককে বন্দী করে যিহোয়াশ শমরিয়ায় ফিরে গেলেন।

15যিহোয়াশ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন এবং অমৎসিয়ের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের বিবরণ সব কিছুই ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 16যিহোয়াশের মৃত্যুর পর তাকে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শমরিয়ায় সমাধিস্থ করা হয়। এরপর তাঁর পুত্র যারবিয়াম নতুন রাজা হলেন।

অমৎসিয়ের মৃত্যু

17যিহূদারাজ যোয়াশের পুত্র অমৎসিয়, ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশের মৃত্যুর পর আরো 15 বছর বেঁচে ছিলেন। 18অমৎসিয় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সে সমস্তই ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 19জেরুশালেমের লোকেরা অমৎসিয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে তিনি লাখীশে পালিয়ে যান। লোকেরা তাঁকে লাখীশেই হত্যা করে। 20লোকেরা ঘোড়ার পিঠে অমৎসিয়ের মৃতদেহ নিয়ে এসে দায়ূদ নগরীতে তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করে।

অসরিয়ের যিহূদার ওপর শাসনকাল শুরু

21যিহূদার সবাই মিলে তখন অসরিয়কে নতুন রাজা বানালেন। সে সময়ে অসরিয়ের বয়স ছিল মাত্র 16 বছর। 22অর্থাৎ রাজা অমৎসিয়ের মৃত্যু হলে নতুন রাজা হলেন অসরিয়। তিনি এলৎ শহর পুনর্দখল করে তা নতুন করে বানান।

ইস্রায়েলে দ্বিতীয় যারবিয়ামের শাসনকাল শুরু

23যোয়াশের পুত্র অমৎসিয়ের যিহূদায় রাজত্বকালের 15তম বছরে ইস্রায়েলরাজ যিহোয়াশের পুত্র যারবিয়াম শমরিয়ায় নতুন রাজা হলেন। যারবিয়াম 41 বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং 24প্রভু যা কিছু বারণ করেছিলেন তিনি সেইসব করেন। তিনিও নবাটের পুত্র যারবিয়াম ইস্রায়েলের লোকেদের যে সমস্ত পাপাচরণে বাধ্য করেছিলেন তা বন্ধ করেন নি। 25ইস্রায়েলের প্রভু, গাৎ-হেফরীয়, অমিত্তয়ের পুত্র, তাঁর দাস, ভাববাদী যোনাকে যেমন বলেছিলেন সেভাবেই তিনি লেবো-হমাৎ থেকে মৃত সাগর পর্যন্ত ইস্রায়েলের ভূখণ্ড ফেরৎ নিয়েছিলেন। 26প্রভু দেখলেন ইস্রায়েলীয়রা খুবই সমস্যায় পড়েছে। স্বাধীন বা পরাধীন এমন কেউই ছিল না যে ইস্রায়েলকে এই দুর্দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। 27কিন্তু প্রভু (তাও) একথা বলেন নি, যে তিনি পৃথিবী থেকে ইস্রায়েলের নাম মুছে দেবেন। তিনি যিহোয়াশের পুত্র যারবিয়ামকে ইস্রায়েলের লোকেদের উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

28যারবিয়াম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সেসব ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এখানে যারবিয়াম কিভাবে যিহূদার কাছ থেকে দম্মেশক ও হমাৎ শহর দুটি ইস্রায়েলের জন্য পুনর্দখল করেন সে কথাও লেখা আছে। 29যারবিয়ামের মৃত্যু হলে তাঁকে ইস্রায়েলের রাজাদের সঙ্গে, তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হল। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সখরিয় নতুন রাজা হলেন।

যিহূদায় অসরিয়ের শাসনকাল শুরু

15 যারবিয়ামের রাজত্বের 27 তম বছরে অমৎসিয়ের পুত্র অসরিয় যিহূদার নতুন রাজা হয়েছিলেন। 2অসরিয় যখন রাজা হন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র 16 বছর। তিনি 52 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। অসরিয়ের মা ছিলেন যিথলিয়া থেকে। 3অসরিয় তাঁর পিতা অমৎসিয়ের মত, প্রভুর চোখে যেগুলো ঠিক সেই কাজগুলো করেছিলেন। 4কিন্তু তিনি উঁচু বেদীগুলো ধ্বংস করেন নি। তখনও পর্যন্ত এইসব বেদীতে লোকেরা বলিদান করত ও ধূপধুনো দিত।

5প্রভু রাজা অসরিয়কে কুষ্ঠরোগীতে পরিণত করেছিলেন এবং অসরিয় কুষ্ঠরোগী হিসেবেই শেষপর্যন্ত মারা যান। তিনি একটা আলাদা ঘরে বাস করতেন এবং রাজপুত্র যোথম রাজপ্রাসাদের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও লোকেদের বিচার করতেন।

6অসরিয় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সে সমস্তই ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 7অসরিয়র মৃত্যুর পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নতুন রাজা হলেন তাঁর পুত্র যোথম।

ইস্রায়েলে সখরিয়র সংক্ষিপ্ত শাসনকাল

8যারবিয়ামের পুত্র সখরিয়, ইস্রায়েলের শমরিয়ায় ছ'মাস রাজত্ব করেছিলেন। তিনি অসরিয়ের যিহূদায় রাজত্বকালের 38তম বছরে শমরিয়ার শাসক হয়েছিলেন। 9প্রভু যা কিছু বারণ করেছিলেন সখরিয় সেসবই করেন। নবাটের পুত্র যারবিয়াম ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের যে সমস্ত পাপাচরণে বাধ্য করেছিলেন, তিনি তা বন্ধ করেন নি।

10যাবেশের পুত্র শল্লুম চক্রান্ত করে সখরিয়কে ইবলিয়মে হত্যা করে নিজে নতুন রাজা হয়ে বসলেন। 11সখরিয় আর যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সেসব ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 12প্রভু ‘যেহূর উত্তরপুরুষরা চারপুরুষ ধরে ইস্রায়েলে শাসন করবে’ বলে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা এইভাবে সত্যে পরিণত হল।

ইস্রায়েলে শল্লুমের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল

13যিহূদায় উষিয়ের রাজত্বের 39তম বছরে যাবেশের পুত্র শল্লুম ইস্রায়েলের রাজা হন। তিনি একমাস শমরিয়ায় রাজত্ব করেছিলেন।

14গাদির পুত্র মনহেম তির্সা থেকে শমরিয়ায় এসে যাবেশের পুত্র শল্লুমকে হত্যা করে তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হয়ে বসলেন।

15শল্লুম যা কিছু করেছিলেন, এমন কি সখরিয়ের

বিরুদ্ধে তাঁর চক্রান্তের কথা এ সবই ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

ইস্রায়েলে মনহেমের শাসনকাল

16শল্লুমের মৃত্যুর পর মনহেম তিপ্‌সহ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হন। সেখানকার নাগরিকরা শহরের দরজা খুলে দিতে অস্বীকার করায় মনহেম তাদের পরাজিত করে জোর করে শহরে ঢুকে সেখানকার সমস্ত গর্ভবতী মহিলাদের কেটে ফেলেন।

17যিহূদায় অসরিয়ের রাজত্বের 39 বছরের মাথায় ইস্রায়েলের রাজা হবার পর গাদির পুত্র মনহেম 10 বছরের জন্য শমরিয়ায় রাজত্ব করেছিলেন। 18 প্রভু যা কিছু করতে বারণ করেছিলেন মনহেম সে সমস্ত কাজই করেছিলেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের মতোই তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

19অশূর-রাজ পূল ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে মনহেম তাঁকে 75,000 পাউণ্ড রূপো দিয়ে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। 20ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর আদায় করে মনহেম এই টাকা তুলেছিলেন। তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রায় 20 আউন্স করে রূপো কর হিসেবে আদায় করে, তারপর সেই অর্থ অশূর রাজের হাতে তুলে দিলে, অশূর রাজ ইস্রায়েল ছেড়ে চলে যান।

21মনহেম যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সে সবই ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 22মনহেমের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। এরপর মনহেমের পুত্র পকহিয় তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হন।

ইস্রায়েলে পকহিয়র শাসনকাল

23যিহূদায় অসরিয়ের রাজত্বের 50তম বছরে মনহেমের পুত্র পকহিয় শমরিয়ায় ইস্রায়েলের রাজা হয়েছিলেন এবং তিনি দু বছর রাজত্ব করেছিলেন। 24পকহিয় সে সমস্ত কাজই করেছিলেন, যেগুলো ছিল প্রভুর দ্বারা নিষিদ্ধ। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের মতই তিনিও ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন।

25পকহিয়র সেনাপতি ছিলেন রমলিয়ের পুত্র পেকহ। পেকহ অর্গব এবং অরিয়ি সমেত গিলিয়দের 50 জন ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং রাজপ্রাসাদের মধ্যে পকহিয়কে হত্যা করেছিলেন।

26পকহিয় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সেসব ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

ইস্রায়েলে পেকহর শাসনকাল

27রাজা অসরিয়ের যিহূদায় রাজত্বের 52তম বছরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ শমরিয়ায় ইস্রায়েলের রাজা হন। পেকহ 20 বছর রাজত্ব করেছিলেন। 28এবং প্রভু যা কিছু বারণ করেছিলেন পেকহ সে সবই করেছিলেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের মত পেকহও ইস্রায়েলের লোকেদের পাপাচরণে বাধ্য করেন।

29অশূররাজ তিগ্লৎপিলেষর এসে ইয়োন, আবেল-বৈৎ-মাখা, যানোহ, কেদশ, হাৎসোর, গিলিয়দ, গালীল ও নপ্তালির সমগ্র অঞ্চল দখল করে এখানকার লোকেদের অশূরে বন্দী করে নিয়ে যান। এটা হয়েছিল যখন পেকহ ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন।

30উষিয়ের পুত্র যোথমের যিহূদায় রাজত্বকালের 20 বছরের মাথায় এলার পুত্র হোশেয়, রমলিয়র পুত্র রাজা পেকহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজে নতুন রাজা হয়ে বসেন।

31পেকহ যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সে সবই ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

যিহূদায় যোথমের শাসনকাল

32রমলিয়র পুত্র পেকহর ইস্রায়েলে রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে উষিয়ের পুত্র যোথম যিহূদার নতুন রাজা হলেন। 33যোথম যখন রাজা হন তাঁর বয়স ছিল 25 বছর। তিনি 16 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন সাদোকের কন্যা যিরূশা। 34যোথম তাঁর পিতা উষিয়ের মতোই প্রভু নির্দেশিত কাজকর্ম করেছিলেন। 35কিন্তু তিনিও মূর্ত্তি পূজোর জন্য নির্মিত উঁচু বেদীগুলো ধ্বংস করেন নি। তখনও পর্যন্ত এইসব বেদীতে লোকেরা বলিদান করত ও ধূপধূনো দিত। যোথম প্রভুর মন্দিরের ওপরের দরজাটি তৈরী করেছিলেন। 36যোথম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সে সবই ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

37তাঁর রাজত্বকালে, অরামের রাজা রৎসীনকে এবং রমলিয়র পুত্র পেকহকে প্রভু যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন।

38যোথমের মৃত্যু হলে তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দায়ূদ নগরীতে সমাধিস্থ করার পর তাঁর পুত্র আহস নতুন রাজা হলেন।

আহস যিহূদার রাজা হলেন

16 রমলিয়র পুত্র পেকহর ইস্রায়েলে রাজত্বের 17তম বছরে যোথমের পুত্র আহস যিহূদার রাজা হলেন। 2আহস যখন রাজা হন সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল 20 বছর। তিনি 16 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। আহস তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মত ছিলেন না, তিনি তাঁর রাজত্বকালে প্রভুর অভিপ্রেত কাজকর্ম করেন নি। 3আহস ইস্রায়েলের রাজাদের মতো জীবনযাপন করতেন। এমন কি তিনি তাঁর নিজের পুত্রকেও আগুনে বলিদান দিয়েছিলেন।* ইস্রায়েলীয়দের আবির্ভাবের আগে, প্রভু বীভৎস

তিনি … দিয়েছিলেন অর্থ, “তার পুত্রকে আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।”

পাপাচরণের জন্য যে সমস্ত দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য
হয়েছিলেন, আহস সেই সমস্ত পাপ কার্য অনুসরণ
করেছিলেন। 4বলিদান করা ছাড়াও, আহস উচ্চস্থানে,
পাহাড়ে ও প্রতিটি সবুজ গাছের নীচে ধুপধূনো দিতেন।

5অরামের রাজা রৎসীন ও রমলিয়ের পুত্র
ইস্রায়েলের রাজা পেকহ জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে এসে আহসকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেও
শেষপর্যন্ত পরাজিত করতে পারেন নি। 6কিন্তু, সেই
সময়ে, অরামরাজ রৎসীন যিহূদার লোকেদের যারা
সেখানে বাস করত তাদের তাড়িয়ে এলৎ দখল করেন।
এরপর অরামীয়রা এলতে বসবাস শুরু করে এবং তারা
এখনো সেখানেই আছে।

7আহস অশূররাজ তিগ্লৎ-পিলেষরের কাছে দূত
পাঠিয়ে জানালেন, “আমি আপনার দাসানুদাস। আমাকে
আপনার সন্তান জ্ঞান করে অরামের রাজা এবং
ইস্রায়েলের রাজার হাত থেকে রক্ষা করুন! এরা আমার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে!” 8প্রভুর মন্দিরের এবং
রাজকোষের সমস্ত সোনা রূপো নিয়ে আহস
উপহারস্বরূপ সেসব অশূররাজকে পাঠিয়ে দেন।
9আহসের মিনতিতে সাড়া দিয়ে অশূররাজ দম্মেশকের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দম্মেশক দখল করেন এবং রৎসীনকে
হত্যা করে সেখানকার লোকেদের বন্দী করে কীরে
নিয়ে যান।

10দম্মেশকে অশূররাজ তিগ্লৎ-পিলষরের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আহস সেখানকার বেদীটি দেখে
তার একটা নকশা যাজক ঊরিয়র কাছে পাঠান। 11যাজক
ঊরিয় তখন আহস ফিরে আসার আগেই দম্মেশকের
বেদীটির মতো অবিকল দেখতে আরেকটা বেদী বানিয়ে
রাখলেন।

12দম্মেশক থেকে ফিরে এসে আহস সেই বেদীতে
শস্য নৈবেদ্য ও হোমবলি দিলেন। 13এছাড়াও তিনি ওই
বেদীতে হোমবলি ও শস্য নৈবেদ্য পোড়ালেন। তিনি
বেদীর ওপর পেয় নৈবেদ্য ঢাললেন এবং মঙ্গল নৈবেদ্যের
রক্ত ছিটিয়ে দিলেন।

14মন্দিরের সামনে প্রভুর সম্মুখভাগ থেকে আগের
পিতলের বেদীটি আহস তুলে ফেলেন কারণ এটি তাঁর
বানানো বেদী ও প্রভুর মন্দিরের মাঝখানে ছিল। আগের
বেদীটাকে আহস তাঁর নিজের বানানো বেদীর উত্তর
দিকে বসিয়ে দেন। 15আহস যাজক ঊরিয়কে নির্দেশ
দিয়ে বলেন, “সকালের হোমবলি, বিকেলের শস্য নৈবেদ্য
ও দেশের লোকেদের পেয় নৈবেদ্য যেন বড় বেদীর
ওপর দেওয়া হয়। বলিদানের পর ও হোমবলির নৈবেদ্য
থেকেও সমস্ত রক্ত যেন বড় বেদীটায় ঢালা হয়। পিতলের
বেদীটা আমি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার সময় ব্যবহার করব।”
16যাজক ঊরিয় রাজা আহসের নির্দেশমতোই সমস্ত
কাজ করেছিলেন।

17মন্দিরে যাজকদের হাত ধোবার জন্য পাটাতনের
ওপর পিতলে খোপ ও গামলা বসানো ছিল। আহস
সেই সমস্ত খোপ ও গামলা সরিয়ে পাটাতনটি কেটে
ফেলেন। তিনি ওটার তলায় রাখা পিতলের ষাঁড়ের
সঙ্গে লাগানো বড় জল রাখার পাত্রটাও খুলে সান
বাঁধানো মেঝেতে নামিয়ে দিয়েছিলেন। 18কর্মীরা
বিশ্রামের দিনের জমায়েতের জন্য মন্দিরের ভেতরে
একটা ঢাকা জায়গা তৈরী করছিল। কিন্তু আহস সেই
জায়গাটা সরিয়ে দেন। এছাড়াও আহস প্রভুর মন্দিরের
বাইরের রাজাদের প্রবেশদ্বারটি খুলে নিয়েছিলেন। এসবই
তিনি অশূররাজের জন্য করেছিলেন।

19আহস যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সেসব
‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
20আহসের মৃত্যুর পর, তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
দায়ূদ নগরীতে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর তাঁর পুত্র
হিষ্কিয় নতুন রাজা হলেন।

ইস্রায়েলে হোশেয়ের শাসনকাল শুরু

17 রাজা আহসের যিহূদায় রাজত্বকালের 12তম
বছরে এলার পুত্র হোশেয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের
রাজা হলেন এবং 9 বছর রাজত্ব করেন। 2যদিও হোশেয়
সেসব কাজ করেছিলেন, প্রভুর দ্বারা যে সব কাজ ভুল
বলে গণ্য হত, তবু তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ইস্রায়েলের
রাজাদের মত খারাপ ছিলেন না।

3অশূররাজ শল্মনেষর হোশেয়র বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করেছিলেন, যিনি একদা তাঁর ভৃত্য ছিলেন এবং যিনি
তাঁকে বশ্যতার কর দিতেন।

4কিন্তু পরে তিনি মিশররাজ সোর কাছে সাহায্য
চেয়ে পাঠিয়ে অশূররাজকে কর পাঠানো বন্ধ করে
দিলেন। অশূররাজ, হোশেয়র এই চক্রান্তের কথা
জানতে পেরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করেন।

5ইস্রায়েলের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করতে করতে
অশূররাজ শেষ পর্যন্ত শমরিয়ায় এসে পৌঁছান এবং
শমরিয়ার বিরুদ্ধে তিনি টানা তিন বছর যুদ্ধ করেন।
6হোশেয়র ইস্রায়েল শাসনের নবম বছরে শমরিয়া দখল
করেন। অশূররাজ বহু ইস্রায়েলীয়কে বন্দী করে তাদের
অশূর দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত বন্দীদের
তিনি হলহ, হাবোর ও গোষণ নদীর তীরে ও মাদীয়দের
বিভিন্ন শহরে বসবাসে বাধ্য করেছিলেন।

7ইস্রায়েলীয়রা তাদের প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
পাপাচরণ করেছিল বলেই এ ঘটনা ঘটেছিল। অথচ
প্রভুই তাদের মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন, মিশরের
ফরৌণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন! কিন্তু
তারপরেও, ইস্রায়েলীয়রা বিভিন্ন মূর্ত্তির পূজা শুরু
করেছিল। 8ঈশ্বরকে মেনে চলার পরিবর্তে, লোকেরা
সেইসব লোকেদের বিধি, যাদের প্রভু দেশ থেকে উৎখাত
করেছিলেন এবং ইস্রায়েলীয় রাজাদের প্রবর্তিত
বিধিসমূহ মানতে শুরু করল। 9ইস্রায়েলীয়রা প্রভু, তাদের
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে পাপাচরণ করতে
শুরু করল যাকে কোনমতেই সঠিক কাজ বলা যায়
না।

ইস্রায়েলীয়রা ছোট ছোট শহর থেকে শুরু করে বড়
বড় শহরে প্রত্যেক জায়গায় উচ্চস্থান তৈরী করল।
10পাহাড়ে ও গাছের তলায় স্মরণস্তম্ভ ও দেবী আশেরার

জন্য খুঁটি বসিয়েছিল। 11এইসব জায়গায় তারা প্রভু ক%$ক বিতাড়িত অন্যান্য জাতির মত ধুপধুনো দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। 12তারা মূর্ত্তি পূজাও শুরু করেছিল। প্রভু বহুবার ইস্রায়েলীয়দের সতর্ক করে বলেছিলেন, “তোমরা এইসব পাপাচরণ কোর না।”

13প্রভু প্রত্যেকটি ভাববাদী ও দ্রষ্টার মাধ্যমে ইস্রায়েল ও যিহূদাকে পাপাচরণ থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, “আমি আমার দাসদের হাত দিয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে নিয়ম ও আদেশ দিয়েছি তোমরা তা অনুসরণ করে চলো।”

14কিন্তু তবুও লোকেরা কর্ণপাত করেনি। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতই গোঁয়ার্তুমি করে প্রভু, তাদের ঈশ্বরের অবজ্ঞা করেছে, তাঁর প্রতি আস্থা রাখেনি। 15লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে প্রভুর যে চুক্তি হয়েছিল সেটা বা তাঁর নির্দেশিত আদেশগুলি অনুসরণ করে নি। প্রভুর সাবধানবাণী না মেনে এবং অযোগ্য মূর্ত্তি পূজা করে এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের মত জীবনযাপন করে তারা নিজেদের অপদার্থ প্রতিপন্ন করেছিল। অথচ প্রভু তাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

16প্রভু, তাদের ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করে লোকেরা সোনার বাছুর তৈরী করেছে। আশেরার খুঁটি পুঁতেছে; আকাশের চাঁদ, তারা, বাল মূর্ত্তিকে পূজা দিয়েছে; 17এমন কি তাদের ছেলেমেয়েদের হোমবলি দিয়েছে। ভবিষ্যৎ জানার জন্য তারা মন্ত্র-তন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে। এমন কি পাপাচরণের জন্য দেহ বিক্রয় পর্যন্ত করেছে। এসব কাজের জন্য প্রভু তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে 18তাদের নিজের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী ছাড়া আর কোন ইস্রায়েলীয় পরিবারই প্রভুর কোপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়নি।

যিহূদার লোকেরাও দোষী ছিল

19যিহূদার লোকেরাও নির্দোষ ছিল না, তারাও প্রভু, তাদের ঈশ্বরের আদেশগুলো মানেনি এবং ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের মতই পাপাচরণে লিপ্ত হয়েছিল।

20প্রভু ইস্রায়েলের সমগ্র লোকেদের বাতিল করে দিলেন ও তাদের কাছে নানা সঙ্কট ও বিপদ এনে দিয়েছিলেন। অন্যান্য জাতিদের হাতে তাদের ধ্বংস করে শেষাবধি নিজের চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। 21-22প্রভু ইস্রায়েলীয়দের দায়ূদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ইস্রায়েলীয়রা নবাটের পুত্র যারবিয়ামকে তাদের রাজা করেন। আর যারবিয়াম ইস্রায়েলীয়দের প্রভু নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে এনে ভয়ঙ্কর সমস্ত পাপের পথে নিয়ে যান ও তাদের পাপাচরণে বাধ্য করেন। 23প্রভু তাদের চোখের সামনে থেকে দূর না করে দেওয়া পর্যন্ত তারা এইসব পাপাচরণ করা বন্ধ করেনি। তাই প্রভু এই সমস্ত বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে আগেই তাঁর ভাববাদীদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ইস্রায়েলীয়রা গৃহচ্যুত হয়ে অশূর রাজ্যে যেতে বাধ্য হল এবং এখনও পর্যন্ত তারা সেখানেই বাস করে।

শমরিয়ার লোকেদের আদিকথা

24ইস্রায়েলীয়দের হাত থেকে শমরিয়া অধিকার করে নিয়ে অশূরের রাজা বাবিল, কূথা, অব্বা, হমাৎ ও সফর্বয়িম থেকে নতুন বাসিন্দা নিয়ে এসে তাদের শমরিয়া ও তার আশেপাশের শহরগুলোয় বসিয়ে দিলেন। 25এই সমস্ত লোকেরা শমরিয়ায় এসে প্রভুকে অবজ্ঞা করলে প্রভু তাদের আক্রমণ করার জন্য সিংহ পাঠিয়ে দিলেন। ফলস্বরূপ সিংহের আক্রমণে এদের কিছু লোক মারা পড়ল। 26কিছু লোক তখন অশূররাজকে বলল, “আপনি যে সমস্ত লোকেদের শমরিয়ার শহরগুলোতে বসিয়ে দিয়েছিলেন তারা ওখানকার দেবতার নীতি-নির্দেশগুলো জানত না। সে কারণেই সেখানকার দেবতা এই সমস্ত অজ্ঞ লোকেদের হত্যা করার জন্য সিংহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।”

27তখন অশূররাজ নির্দেশ দিলেন, “শমরিয়া থেকে যে সমস্ত যাজকদের ধরে আনা হয়েছিল, তাদের একজনকে আবার শমরিয়াতে পাঠিয়ে দাও যাতে সে ওখানকার লোকেদের ঐ দেশের মূর্ত্তির নীতি-নির্দেশগুলো শিখিয়ে পড়িয়ে তুলতে পারে।”

28তখন যে সমস্ত যাজকদের অশূররা শমরিয়া থেকে ধরে এনেছিল তাদের একজনকে বৈথেলে থাকতে পাঠানো হল, যাতে তিনি শমরিয়ার নতুন লোকেদের প্রভুকে সম্মান জানানোর পথগুলি শেখাতে পারেন।

29কিন্তু তা সত্ত্বেও, শমরিয়ার লোকেরা বিভিন্ন শহরে অনেক উচ্চস্থান তৈরী করেছিল। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের জাতি বাস করত এবং প্রত্যেক জাতির নিজস্ব দেবতা ছিল। এইসব লোকেরা তাদের নিজস্ব দেবতাকে যেখানে তারা বাস করত সেইসব উচ্চস্থানে রেখেছিল। 30বাবিলের লোকেরা এইভাবে তাদের মূর্ত্তি সুক্কোৎ-বনোৎকে স্থাপন করল; কূথের লোকেরা নের্গলের মূর্ত্তি বানালো; হমাতের লোকেরা অশীমার মূর্ত্তি বানালো; 31অব্বীয়েরা স্থাপন করলো নিভস ও তর্ত্তকের মূর্ত্তি আর সফর্বীয়েরা তাদের দেবতা অদ্রম্মেলক ও অনম্মেলকের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনে বলি দিতে লাগল।

32এসবের পাশাপাশি এই সমস্ত লোকেরা প্রভুরও উপাসনা করতো! সাধারণ লোকেদের মধ্যে থেকে তারা বেদীতে পূজা করার জন্য যাজকদের বেছে নিয়েছিল, যারা লোকেদের হয়ে মন্দিরে ও বেদীতে উপাসনা করতো ও বলি দিত। 33তারা নিজেদের দেশের রীতিনীতি অনুযায়ী নিজেদের দেবদেবীর সঙ্গে প্রভুরও উপাসনা করতো।

34এমনকি এখনও অতীতের মতোই এই সমস্ত লোকেরা প্রভুর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান না দেখিয়ে বাস করে। তারা মোটেই ইস্রায়েলীয়দের নিয়ম এবং আদেশগুলি পালন করে নি। যাকোবের সন্তানদের

প্রভু যে বিধি ও আজ্ঞা দিয়েছিলেন তা তারা পালন
করে নি। 35প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে একটি
চুক্তি করেছিলেন, "তোমরা অন্য মূর্ত্তিসমূহ পূজা করবে
না, তাদের সম্মান দেখাবে না বা তাদের জন্য বলিদান
করবে না। 36তোমরা শুধুমাত্র প্রভুকে, যে প্রভু ঈশ্বর
তোমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁকেই
অনুসরণ করবে। প্রভু তোমাদের উদ্ধার করার জন্য
তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন, তোমরা একমাত্র তাঁরই
উপাসনা করবে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বলিদান করবে।
37তোমরা অবশ্যই তাঁর নিয়ম, বিধি, শিক্ষা অনুসারে
চলবে এবং সবসময়ে তিনি যেভাবে বলেছেন সেইভাবে
জীবনযাপন করবে। অন্য দেবতাদের সম্মান কোর না।
38তোমরা কখনো আমার সঙ্গে তোমাদের চুক্তির কথা
ভুলে যেও না। অন্য কোন দেবদেবীর আনুগত্য স্বীকার
কোর না। 39তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি সম্মান
দেখাও, তাহলে তিনি তোমাদের সমস্ত শত্রুর হাত
থেকে, সমস্ত বিপদে-আপদে রক্ষা করবেন।"

40কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা সেকথা শুনল না। তারা আগের
মতোই পাপাচরণ করে যেতে লাগলো। 41তাই এখন,
অন্যান্য জাতির লোকেরা প্রভুর প্রশংসা করে, কিন্তু
তারা তাদের নিজেদের মূর্ত্তিও পূজা করে। আর
পিতামহ-প্রপিতামহদের অনুসরণ করে তাদের
ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, পূর্বপুরুষরা এখনও পর্যন্ত
সেভাবেই পূজা করে আসছে।

যিহূদায় হিষ্কিয়র শাসনকাল শুরু

18 এলার পুত্র হোশেয়ের ইস্রায়েলে রাজত্বের তৃতীয়
বছরে আহসের পুত্র হিষ্কিয় যিহূদার রাজা হন।
2পঁচিশ বছর বয়সে রাজা হয়ে হিষ্কিয় মোট 29 বছর
জেরুশালেম শাসন করেছিলেন। তাঁর মা অবী ছিলেন
সখরিয়ের কন্যা।

3তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতোই হিষ্কিয় প্রভুর
নির্দেশিত পথে জীবন কাটিয়েছিলেন।

4হিষ্কিয় উচ্চস্থানগুলি এবং স্মরণ স্তম্ভগুলো ভেঙে
ফেললেন এবং আশেরার খুঁটিগুলিও কেটে
ফেলেছিলেন। সেসময়ে ইস্রায়েলের লোকেরা "নহুষ্টন"
নামে মোশির বানানো পিতলের একটা সাপের মূর্ত্তির
সামনে ধূপধূনো দিত। হিষ্কিয় লোকেদের এই পুতুল
পূজা বন্ধ করার জন্য পিতলের সাপটাকে টুকরো টুকরো
করে ভেঙে দিয়েছিলেন।

5প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ওপর হিষ্কিয়র সম্পূর্ণ
আস্থা ছিল। হিষ্কিয়র আগে বা পরে যিহূদার কোন
রাজাই তাঁর মত ছিলেন না। 6হিষ্কিয় প্রভুর সম্পূর্ণরূপে
অনুগত ছিলেন এবং তিনি সবসময়েই প্রভুকে অনুসরণ
করে চলেছিলেন। তিনি মোশিকে দেওয়া প্রভুর
আদেশগুলো মেনে চলেছিলেন। 7তাই প্রভুও সর্বক্ষেত্রে
হিষ্কিয়র সহায় হয়েছিলেন। হিষ্কিয় যা কিছু করছিলেন,
তাতেই সফল হন।

হিষ্কিয় অশূররাজের আধিপত্য অস্বীকার করে তাঁর
প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বন্ধ করেন। 8তিনি ঘসা ও
তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছোট বড় সমস্ত পলেষ্টীয়
শহরগুলোকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

অশূররা শমরিয়া দখল করল

9অশূররাজ শলমনেষর, হিষ্কিয়র যিহূদায় রাজত্বের
চতুর্থ বছরে এবং এলার পুত্র হোশিয়র ইস্রায়েলে
রাজত্বের সপ্তম বছরে, শমরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
গিয়েছিলেন। অশূররাজের সেনাবাহিনী চতুর্দিক থেকে
শমরিয়া ঘিরে ফেলে 10এবং তৃতীয় বছরে অশূররাজ
শলমনেষর শমরিয়া দখল করেন। হিষ্কিয়র যিহূদায়
শাসনের ষষ্ঠ বছরে এবং হোশিয়র ইস্রায়েলে শাসনের
নবম বছরে শমরিয়া অশূররাজের পদানত হয়।
11অশূররাজ ইস্রায়েলীয়দের বন্দী করে তাঁর সঙ্গে অশূর
রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের হলহ, হাবোর,
গোষণ নদীর তীরে মাদীয়দের বিভিন্ন শহরে বসবাস
করতে বাধ্য করেন। 12ইস্রায়েলীয়রা তাদের প্রভু ঈশ্বরের
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় এবং প্রভুর সঙ্গে তাদের
চুক্তি ভঙ্গ করার জন্যই এ ঘটনা ঘটেছিল। প্রভুর দাস
মোশি যে আদেশগুলি দিয়েছিলেন বা ইস্রায়েলীয়দের
যে নীতি-শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা তারা পালন না করার
জন্যই এই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে।

অশূর-রাজ যিহূদা দখল করার জন্য প্রস্তুত হলেন

13হিষ্কিয়র রাজত্বের 14তম বছরে, অশূর-রাজ
সন্‌হেরীব যিহূদার দুর্গ বেষ্টিত সমস্ত শহরগুলোর বিরুদ্ধে
যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। 14তখন
যিহূদার রাজা হিষ্কিয় লাখীশে অশূররাজের কাছে একটা
খবর পাঠালেন। হিষ্কিয় বললেন, "আমি অন্যায় করেছি।
আপনি আমার রাজত্ব ছেড়ে চলে গেলে, আপনি যা
চাইবেন আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি।"

তখন অশূররাজ হিষ্কিয়ের কাছে 11 টন রূপো ও 1
টন সোনা চেয়ে পাঠালেন! 15হিষ্কিয় প্রভুর মন্দিরে ও
রাজকোষে যত রূপো ছিল সবই অশূররাজকে দিয়ে
দেন। 16হিষ্কিয় প্রভুর মন্দিরের দরজা ও দরজার থামে
যেসব সোনা বসিয়েছিলেন, সেসবও কেটে অশূররাজকে
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অশূররাজ জেরুশালেমে লোক পাঠালেন

17অশূররাজ লাখীশ থেকে জেরুশালেমে হিষ্কিয়র
কাছে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনজন সেনাপতি,
রব্‌শাকি, তর্ত্তয় ও রব্‌সারিসের অধীনে একটি বড়
সেনাবাহিনী পাঠান। তারা ধোপাদের ঘাটের কাছের
রাস্তার ওপরের খাঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। 18তিনি
হিল্কিয়ের পুত্র রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক ইলিয়াকীম,
সচিব শিব্‌ন ও একজন তথ্যসংগ্রাহক আসফের পুত্র
যোয়াহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে এল।

19তিনজন সেনাপতিদের একজন, রব্‌শাকি বললেন,
"হিষ্কিয়কে গিয়ে জানাও যে অশূররাজ বলেছেন:
তোমার আত্মবিশ্বাসের পেছনে কি কারণ আছে?
20তুমি বলো, ''যুদ্ধ করবার মতো যথেষ্ট শক্তি

তোমার আছে।'' কিন্তু সে তো কথার কথা মাত্র! কার ভরসায় তুমি আমার অধীনতা অস্বীকার করেছ? 21তুমি কি মিশরের ওপর, একটি বেনু বাঁশের তৈরী চলবার ছড়ির ওপর নির্ভর করছ? মনে রেখো এই ছড়ির ওপর বেশী ভর দিলে, ছড়ি তো ভাঙবেই এমন কি তার চোঁচও তোমার হাতে ফুটে তোমায় জখম করতে পারে! মিশরের রাজার উপরে তুমি নির্ভর করতে পার না। 22একথা শুনে তুমি হয়তো বলবে, ''আমাদের প্রভু, ঈশ্বরের ওপরে আস্থা আছে।'' কিন্তু আমি এও জানি, তোমার লোকেরা প্রভুকে যে উঁচু বেদীগুলোয় উপাসনা করত, তুমি সেই সমস্ত ভেঙে দিয়ে যিহূদার লোকেদের বলেছ, ''তোমরা শুধুমাত্র জেরুশালেমের বেদীর সামনে উপাসনা করবে।''

23এখন অশূররাজের সঙ্গে এই চুক্তিটি করে ফেলো এবং আমি তোমাকে 2,000 ভাল ঘোড়া দেব যদি তুমি ততগুলো অশ্বারোহী জোগাতে পার। 24কারণ তোমরা মিশরের রথ আর অশ্বারোহীদের ওপর ভরসা করে আমাদের সেনাবাহিনীর একজন জমাদারকেও হারাতে পারবে না! 25আমরা প্রভুর বিনা সম্মতিতে জেরুশালেম ধ্বংস করতে আসি নি। প্রভুই স্বয়ং বলেছেন, "যাও, এই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই দেশকে ধ্বংস করো!"

26একথা শুনে, হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকিম, শিব্ন ও যোয়াহ সেই সেনাপতিকে বলল, "অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আরামিক ভাষায় কথা বলুন। কারণ যদি আপনি ইহুদীদের ভাষায় কথা বলেন, তাহলে দেওয়ালের ওপরের লোকেরা আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে!"

27কিন্তু এই সেনাপতি রব্শাকি তখন বললেন, "আমাদের রাজা আমায় কেবলমাত্র তোমার বা তোমার রাজার সঙ্গে কথা বলতে পাঠান নি। আমি দেওয়ালের ওপরে বসে থাকা লোকেদের সঙ্গেও কথা বলছি। কারণ তাদেরও তোমাদের মতো নিজেদের বিষ্ঠা খেতে হবে, আর নিজেদের মূত্র পান করতে হবে!"

28তারপর এই সেনাপতি উঁচু গলায় ইহুদীদের ভাষায় বললেন, "মহামান্য অশূররাজের বলে পাঠানো এই কথাগুলো মন দিয়ে শোন! 29অশূররাজ বলেছেন, 'হিষ্কিয়র চালাকিতে আকৃষ্ট হয়ো না! ও কোনভাবেই আমার হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবে না!' 30হিষ্কিয়র কথা মেনো না এবং প্রভুর ওপরেও ভরসা করো না। হিষ্কিয় বলে, 'প্রভু আমাদের রক্ষা করবেন! অশূররাজ এই শহর দখল করতে পারবে না!' 31কিন্তু হিষ্কিয়র কথা শুনো না!

"অশূররাজ বলে পাঠিয়েছেন: 'আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করো। আমার আনুগত্য স্বীকার করলে তোমরা তোমাদের নিজেদের ক্ষেতের ফসল, বাড়ির কুঁয়োর জল খেতে পারবে। 32তোমরা যদি আমি আসার পর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসো তাহলে তোমাদের এমন এক দেশে নিয়ে যাব, যেখানে সবুজ ক্ষেত শস্যে ভরে থাকে, অপর্যাপ্ত দ্রাক্ষারস আর গাছ-গাছালি ফলে ভরে থাকে। তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে, খাবার ও বস্ত্রসহ থাকতে পারবে। কিন্তু হিষ্কিয়র কথায় তোমরা কান দিও না। ও তোমাদের দলে টানতে চেষ্টা করছে, বলছে, 'প্রভু আমাদের রক্ষা করবেন।' 33কিন্তু ভেবে দেখো কোন দেশের দেবতাই কি তাঁর উপাসকদের অশূররাজের কবল থেকে বাঁচাতে পেরেছেন? না! 34কোথায় গেল হমাত আর অর্পদের দেবতারা? কিংবা সফর্বয়িম, হেনা আর ইব্বার দলবল? তাঁরা কি আমার হাত থেকে শমরিয়াকে বাঁচাতে পারলেন? না! 35অন্য কোন দেবতা কি আমার হাত থেকে তাঁদের দেশ রক্ষা করতে পেরেছেন? না! প্রভু কেমন করে আমার হাত থেকে জেরুশালেম রক্ষা করবেন?"

36কিন্তু একথা শুনেও লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে থাকল। তাঁরা একটা কথাও উচ্চারণ করল না কারণ মহারাজ হিষ্কিয় তাদের বলে দিয়েছিলেন, "ওর সঙ্গে তোমরা কোন কথা বলো না।"

37রাজপ্রাসাদের চৌকিদার, হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম, শেব্ন ও আসফের পুত্র, তথ্যসংগ্রাহক যোয়াহ হিষ্কিয়র কাছে এল। শোকপ্রকাশের জন্যে তারা ছেঁড়া জামাকাপড় পরেছিল। অশূররাজের সেনাপতি তাদের কি বলেছেন, তারা সেইসব রাজা হিষ্কিয়কে জানাল।

হিষ্কিয় ভাববাদী যিশাইয়র সঙ্গে কথা বললেন

19 সমস্ত কথা শুনে রাজা হিষ্কিয়ও শোকার্ত হয়ে ভাল পোশাক ছিঁড়ে চটের পোশাক পরে প্রভুর মন্দিরে গেলেন।

2হিষ্কিয় রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক ইলীয়াকীম, সচিব শিব্ন ও প্রধান যাজকদের আমোসের পুত্র ভাববাদী যিশাইয়র কাছে পাঠালেন। তারাও সকলে শোক প্রকাশের জন্য চটের পোশাক পরেছিল। 3এরা সকলে গিয়ে যিশাইয়কে বলল, "হিষ্কিয় বলেছেন, 'এই সঙ্কটের দিনে আমাদের করা ভুল-ভ্রান্তি ও পাপাচরণের কথা স্মরণ করা উচিৎ। কিন্তু অবস্থা এখন এরকম যে নবজাতকের জন্ম দিতে হবে অথচ প্রসূতির কোন শক্তি নেই। 4অশূররাজের সেনাপতি এসে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছে, অনেক খারাপ কথা শুনিয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ আপনার প্রভু ঈশ্বর সে সবই শুনতে পেয়েছেন, হয়তো এর জন্য প্রভু তাঁর শত্রুদের যথোচিত শাস্তিও দেবেন। অনুগ্রহ করে আপনি, যে সমস্ত লোক এখনও জীবিত আছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।'"

5মহারাজ হিষ্কিয়র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা যিশাইয়র কাছে গেলে 6তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের গুরুকে গিয়ে খবর দাও: 'প্রভু বলেছেন: অশূররাজের কর্মচারীরা আমাকে অপমান করার জন্য যেসব কথা বলে গিয়েছে, তা শুনে ভয় পাবার কোন কারণ নেই! 7আমি ওর ওপর ভর করার জন্য এক অপদেবতাকে

পাঠাচ্ছি। তারপর দেখো, গুজবে ভয় পেয়ে ও নিজেই
নিজের দেশে ছুটে পালাবে। সেখানে আমি তরবারির
আঘাতে ওর মৃত্যুর জন্য সমস্ত আয়োজন করে রাখছি।’”

হিষ্কিয়কে অশূর-রাজ আবার সতর্ক করলেন

8অশূর-রাজের সেনাপতি খবর পেলেন, তাদের
মহারাজ লাখীশ ছেড়ে গিয়ে লিব্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করছেন।

9ইতিমধ্যে অশূর-রাজ গুজব শুনলেন, “কূশদেশের
রাজা তির্হকঃ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন!”
তখন অশূর-রাজ হিষ্কিয়র কাছে আবার দূত মারফৎ
খবর পাঠালেন। এই বার্তায় বলা হল:

10যিহূদা-রাজা হিষ্কিয় সমীপেষু, আপনাদের
ঈশ্বরের দ্বারা প্রতারিত হয়ে যদি আস্থা রাখেন,
‘‘অশূর-রাজ জেরুশালেমকে পদানত করতে
পারবেন না!’’ তাহলে ভুল করবেন। 11আপনি
নিশ্চয়ই অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে অশূর-রাজের
যুদ্ধযাত্রা ও তাদের পরিণতির কথা অবগত
আছেন। এই সমস্ত দেশকে আমরা সম্পূর্ণরূপে
ধ্বংস করেছি। আপনারা কি ভাবছেন যে,
আপনারা উদ্ধার পাবেন? 12এই সমস্ত জাতির
দেবতা তাঁদের নিজেদের লোকদের বাঁচাতে
পারেন নি। আমার পূর্বপুরুষরা, গোষণ, হারণ,
রেৎসফ, তলঃশর এদোনের লোকেরা এদের
সবাইকেই ধ্বংস করেছিলেন। 13কোথায় গেলেন
হমাৎ, অর্পদ, সফর্বয়িম, হেনা, ইব্বার রাজারা?
এঁরা সকলেই মরে ভূত হয়ে গিয়েছেন!”

হিষ্কিয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন

14দূতদের কাছ থেকে এই চিঠি নিয়ে পড়ার পর
হিষ্কিয় প্রভুর মন্দিরে গিয়ে প্রভুর সামনে চিঠিখানা
মেলে ধরলেন। 15তারপর তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করে বললেন, “প্রভু করূব দূতদের মধ্যে আসীন
ইস্রায়েলের ঈশ্বর আপনি এই পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগ,
সমস্ত দেশেরই নিয়ামক। স্বর্গ ও পৃথিবী আপনারই
হাতে গড়া। 16প্রভু, অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন,
চোখ খুলে এই চিঠিখানা দেখুন। কিভাবে সন্‌হেরীব
জীবন্ত ঈশ্বরকে অপমান করেছেন তা শুনুন। 17প্রভু
ইহা সত্য অশূর-রাজ এসমস্ত দেশ ধ্বংস করেছেন।
18তারা তাদের মূর্ত্তিসমূহকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলেছেন
এসবই সত্যি কথা। কিন্তু সেইসব মূর্ত্তি তো আসলে
মানুষের বানানো কাঠ এবং পাথরের পুতুল মাত্র ছিল।
যে কারণে অশূর-রাজ ওদের ধ্বংস করতে পেরেছিলেন।
19কিন্তু এখন প্রভু, আমাদের ঈশ্বর অশূর-রাজের কবল
থেকে উদ্ধার করুন। তাহলে পৃথিবীর সর্বত্র সবাই জানবে
প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর।”

20আমোসের পুত্র যিশাইয়, হিষ্কিয়কে খবর পাঠালেন,
“প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর জানিয়েছেন: ‘তুমি সন্‌হেরীবের
বিরুদ্ধে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছো, আমি তা
শুনতে পেয়েছি।’

21“সন্‌হেরীব সম্পর্কে প্রভু বলেন:
সিয়োনের কুমারী কন্যা মনে করে তুমি খুব একটা
গুরুত্বপূর্ণ নও। তাই সে তোমায় টিটকিরি করে, তোমার
পেছনে তোমায় অপমান করছে।

22তুমি কাকে অপমান করেছ এবং ঈশ্বরের নামে
কাকে অভিশাপ দিয়েছ বলে মনে কর? তুমি কার বিরুদ্ধে
গলা তুলেছ এবং গর্বিতভাবে তাকিয়েছ? সেটা
ইস্রায়েলের সেই পবিত্র একজনের বিরুদ্ধে।

23তাই তুমি তোমার বার্তাবাহকদের এই কথা বলবার
জন্য পাঠিয়ে প্রভুকে অপমান করেছ। তুমি বলেছ,
‘‘আমার অজস্র রথবাহিনী নিয়ে আমি উচ্চতম পর্বত
থেকে লিবানোনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত গিয়েছি।
সেখানকার উচ্চতম দেবদারু গাছ থেকে শুরু করে
সবচেয়ে ভাল আর দুর্মূল্য গাছও কেটে টুকরো করেছি।
লিবানোনের সবচেয়ে উঁচু প্রান্তর থেকে গভীর জঙ্গল
পর্যন্ত চষে। 24আমি কুয়ো খুঁড়ে নিত্যনতুন জায়গার
জল পান করেছি। মিশরের নদীর জল শুকিয়ে, খট্‌খটে
শুকনো জমিতে পায়ে হেঁটেছি।’’

25তুমি তো তাই বললে। কিন্তু প্রভু যা বলেন তা
তুমি তোমার দূরদেশে শোনোনি। ‘‘এসবই আমার
(ঈশ্বর) পূর্ব পরিকল্পিত। সেই অনাদি-অনন্তকাল থেকে
আমিই সব ঠিক করে ঘটিয়ে চলেছি! যে কারণে তুমি
একের পর এক শক্তিশালী দেশ ধ্বংস করে, তাদের
পাথরের ভগ্নস্তূপে পরিণত করতে পেরেছ।

26এই সমস্ত দেশের লোকেরা শক্তিহীন। এই
লোকেরা ভীত এবং বিভ্রান্ত তারা জমিতে ঘাস ও
গাছপালা এবং বাড়ীর ছাদের উপর ঘাস ও গাছপালা
বড় না হতেই মারা যায়।

27আমি এটা জানি তুমি কখন বসে থাকো, কখন
আসো, কখন যাও এবং কখন তুমি আমার বিরুদ্ধে।

28তুমি কখন আমাকে অপমান করো, কখন তোমার
স্ফীত নাসা শূন্যে তুলে গর্ব কর, সেসবই আমি খেয়াল
রাখি। এবার তাই আমি তোমার এই স্ফীত নাসায় দড়ি
বেঁধে তোমায় কলুর বলদের মতো ঘোরাবো আর জাবর
কাটাবো, ঠিক যেভাবে তোমায় টেনে তুলেছিলাম
সেভাবেই এক ফুঁয়ে তোমায় নীচে ফেলবো।”

হিষ্কিয়র প্রতি প্রভুর বার্তা

29“এটি হবে তোমার পক্ষে একটি চিহ্নস্বরূপ। এবছর
তুমি মাঠে যে শস্য আপনিই জন্মায় তাই খাবে। পরের
বছর তুমি বীজ থেকে যে শস্য হয় তাই খাবে। আর
তার পরের বছর, তৃতীয় বছরে তুমি তোমার নিজের
বোনা বীজের শস্য থেকে খেতে পারবে। এর থেকেই,
আমি যে তোমার সহায় তা প্রমাণিত হবে। তুমি দ্রাক্ষা
ক্ষেতে গাছ পুঁতে সেই দ্রাক্ষা নিজে খাবে। 30যিহূদার
যে সমস্ত লোক পালিয়ে গিয়েছে এবং বেঁচে আছে
আবার সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। 31যে সমস্ত অল্প সংখ্যক
লোক বাকী আছে তারা জেরুশালেম থেকে বেরিয়ে
আসবে এবং কিছু সংখ্যক সিয়োন পর্বত ছেড়ে চলে
যাবে।’

32“তাই প্রভু অশূর-রাজ সম্পর্কে জানিয়েছেন :

অশূর-রাজ এ শহরে নিজের দল নিয়ে আসবে না বা এখানে একটা তীরও ছুঁড়তে পারবে না। এ শহর আক্রমণ করে, দেয়াল ভেঙে ধূলোর পাহাড়ও বানাতে পারবে না।

33যে পথ দিয়ে অশূর-রাজ এসেছিল, সে পথেই আবার ফিরে যাবে। এ শহরে তার ঢোকা আর হবে না!

34আমি এই শহরকে রক্ষা করব আর বাঁচাব। আমার নিজের জন্য আর আমার সেবক দায়ূদের জন্যই আমি এই কাজ করব।”

অশূর-রাজের সেনাবাহিনী ধ্বংস হল

35সেই রাতেই প্রভুর পাঠানো দূত গিয়ে অশূর-রাজের 1,85,000 সেনা ধ্বংস করলেন। সকালে উঠে সবাই শুধু মৃতদেহ দেখতে পেল।

36সন্হেরীব তখন নীনবীতে ফিরে গিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। 37একদিন তিনি যখন তাঁর ইষ্টদেবতা নিষ্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, সে সময় তাঁর দুই পুত্র অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর তাঁকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে অরারট দেশে পালিয়ে গেলে, তাঁর আরেক পুত্র এসর-হদ্দোন তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হলেন।

অসুস্থ হিষ্কিয় মৃত্যু মুখে পতিত হলেন

20 এইসময় একবার অসুস্থ হয়ে হিষ্কিয়র প্রায় মর মর অবস্থা হলে আমোসের পুত্র ভাববাদী যিশাইয় তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, “প্রভু তোমায় সব হাতের কাজ আর ঘর গেরস্থালী গোছগাছ করে নিতে বলেছেন। কারণ তুমি আর বাঁচবে না, তোমার মৃত্যু হবে!”

2হিষ্কিয় তখন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, 3“প্রভু মনে রেখ আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে মনে প্রাণে তোমার সেবা করেছি। যা কিছু ভাল কাজ তুমি করতে বলেছ সবই আমি করেছি।” তারপর হিষ্কিয় খুব কান্নাকাটি করলেন।

4যিশাইয় যাবার পথে যখন তিনি উঠোনের মাঝখান পর্যন্ত গিয়েছেন, সে সময়ে প্রভুর বাণী তাঁর কানে প্রবেশ করল। প্রভু বললেন, 5“যাও, আমার লোকেদের নেতা হিষ্কিয়কে গিয়ে বল, ‘তোমার পিতা দায়ূদের প্রভু তোমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং তোমার চোখের জল দেখেছেন। তাই আমি তোমায় সারিয়ে তুলব। আজ থেকে তিন দিনের মাথায় তুমি আবার প্রভুর মন্দিরে যেতে পারবে। 6আর আমি তোমার পরমায়ু আরো 15 বছর বাড়িয়ে দেব। তোমাকে আর এই শহরকে অশূর-রাজের কবল থেকে বাঁচিয়ে, আমি এই শহর রক্ষা করব। আমি আমার নিজের জন্য এবং আমার সেবক দায়ূদকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই এই কাজ করব।”’ 7যিশাইয় তখন বললেন, “ডুমুর ফল বেটে রাজার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও।”

কথামতো হিষ্কিয়র ক্ষতস্থানে ডুমুরের প্রলেপ লাগাতে হিষ্কিয় সুস্থ হয়ে উঠলেন।

হিষ্কিয়ের প্রতি একটি সঙ্কেত

8হিষ্কিয় বললেন, “আমি কি করে বুঝব যে প্রভু আবার আমায় সারিয়ে তুলবেন, আর তিন দিনের মাথায় আমি তাঁর মন্দিরে যেতে পারব?”

9যিশাইয় বললেন, “তুমি কি চাও? ছায়াটা কি দশ পা এগিয়ে যাবে, না দশ পা পিছিয়ে যাবে?* প্রভু যে কথা বলেছেন তাহা যে সফল করবেন তাহার এই চিহ্ন তোমার জন্য।”

10হিষ্কিয় উত্তর দিলেন, “না না, ছায়ার পক্ষে এগিয়ে চলাটাই সহজ! আপনি বরঞ্চ আহসের সিঁড়িতে ছায়াটাকে দশ পা পিছু হটিয়ে দিন।”

11যিশাইয় তখন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং প্রভু সেই ছায়াটাকে আহসের সিঁড়িপথে দশ পা পিছিয়ে দিলেন যেখানে সেটা একটু আগেই ছিল।”

হিষ্কিয় ও বাবিলের লোকেরা

12সেসময়ে বাবিলের রাজা ছিলেন বলদনের পুত্র বরোদক্‌বলদন্‌। হিষ্কিয়র অসুস্থতার কথা শুনে তিনি লোক মারফৎ তাঁর জন্য চিঠি ও একটি উপহার পাঠিয়েছিলেন। 13হিষ্কিয় বাবিলের এই ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়ে তাঁদের রাজপ্রাসাদের ও তাঁর রাজত্বের সোনা, রূপো, মশলাপাতি, দুর্মূল্য আতর, অস্ত্রশস্ত্র ও রাজকোষের যা কিছু সম্ভার, তা দেখিয়েছিলেন। সারারাজ্যে এমন কিছু ছিল না যা হিষ্কিয় তাদের দেখান নি। 14তখন ভাববাদী যিশাইয় হিষ্কিয়র কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, “এরা কোত্থেকে এসেছে? কি বলছে?”

হিষ্কিয় বললেন, “এরা বাবিল নামে বহুদূরের এক দেশ থেকে এসেছে।”

15যিশাইয় জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার প্রাসাদে ওরা কি দেখল?”

হিষ্কিয় বললেন, “সবই দেখেছে। রাজকোষে এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি ওদের দেখাই নি।”

16তখন যিশাইয় হিষ্কিয়কে বললেন, “প্রভু যা বলছেন মন দিয়ে শোনো। তিনি বলছেন, 17‘শীঘ্রই এমন দিন আসছে যখন তোমার রাজপ্রাসাদের সবকিছু, যা কিছু তোমার পূর্বপুরুষরা আজ পর্যন্ত সঞ্চয় করে গিয়েছেন, বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে! কিছুই আর পড়ে থাকবে না। 18বাবিলের লোকেরা তোমার পুত্রদেরও সেখানে নিয়ে যাবে এবং তাদের নপুংসক করে বাবিলের রাজপ্রাসাদে রাখা হবে।”

19হিষ্কিয় তখন যিশাইয়কে বললেন, “খবরটা বেশ ভালই! কারণ তিনি ভাবলেন, আমার জীবিতকালে শান্তি বজায় থাকলেই আমি খুশী।”

তুমি ... যাবে সম্ভবতঃ এর অর্থ বাইরের দিকের একটি বিশেষ বাড়ির সিঁড়ির ধাপ যেগুলি হিষ্কিয় ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করত। সূর্যকিরণ সিঁড়ির ওপর পড়লে বোঝা যেত এটা দিনের কোন সময়।

20হিষ্কিয় যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, যেমন
করে তিনি জলের ডোবা ও সুড়ঙ্গ গড়েছিলেন এবং
শহরের ভেতরে জল এনেছিলেন, সেসবই ‘যিহূদার
রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 21হিষ্কিয়র
মৃত্যু হলে তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ
করা হলে তাঁর পুত্র মনঃশি নতুন রাজা হলেন।

যিহূদায় মনঃশির কু-শাসন শুরু

21 মাত্র 12 বছর বয়সে রাজা হয়ে মনঃশি মোট
55 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেন। তাঁর
মায়ের নাম ছিল হিফ্‌সীবা।
2প্রভু যেসব পাপাচরণ করতে বারণ করেন মনঃশি
সেসবই করেছিলেন। ইতিপূর্বে যেসব ভয়ঙ্কর পাপাচারের
জন্য প্রভু বিভিন্ন জাতিকে দেশচ্যুত করেছিলেন, মনঃশি
সেই সমস্ত পাপাচরণ করেন। 3তাঁর পিতা হিষ্কিয় যে
সমস্ত উচ্চস্থান ভেঙে দিয়েছিলেন, মনঃশি আবার নতুন
করে সেইসব বেদী নির্মাণ করেছিলেন। বাল মূর্ত্তির পূজার
জন্য বেদী বানানো ছাড়াও, ইস্রায়েলের রাজা আহাবের
মতই মনঃশি আশেরার খুঁটি পুঁতেছিলেন। তিনি
আকাশের তারাদেরও পূজা করতেন। 4মূর্ত্তিসমূহের প্রতি
আনুগত্য দেখিয়ে তিনি প্রভুর প্রিয় ও পবিত্র মন্দিরের
মধ্যেও বেদী বানিয়েছিলেন। (এই সেই জায়গা যেখানে
প্রভু বলেছিলেন, “আমি জেরুশালেমে আমার নাম
স্থাপন করব।”) 5মন্দিরের দুটো উঠোনে তিনি আকাশের
নক্ষত্ররাজির জন্য বেদী বানান। 6তাঁর নিজের পুত্রকে
তিনি যজ্ঞবেদীর আগুনে আহুতি দেন। ভবিষ্যৎ জানার
জন্য তিনি প্রেতাত্মা ও পিশাচদের কাছে যাতায়াত
করতেন।

প্রভুকে অসন্তুষ্ট করার মত আরো অনেক কাজই
মনঃশি করেছিলেন। ফলতঃ প্রভু খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।
7মনঃশি পাথর কুঁদে আশেরার একটা মূর্ত্তি বানিয়ে
সেটাকে মন্দিরে বসিয়েছিলেন। প্রভু দায়ূদ ও তাঁর পুত্র
শলোমনকে বলেছিলেন, “সমস্ত শহরের মধ্যে থেকে
আমি জেরুশালেমকে বেছে নিয়েছি। এখানকার এই
মন্দিরে আমার নাম চিরদিনের জন্য থাকবে।
8ইস্রায়েলীয়দের পূর্বপুরুষদের আমি যে ভূখণ্ড
দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলীয়রা যদি আমায় মান্য করে চলে,
আমার দাস মোশির দেওয়া বিধি ও আদেশগুলো
অনুসরণ করে, তাহলে সেই ভূখণ্ড থেকে আমি কখনও
তাদের উৎখাত করব না।” 9কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরের
কথা গ্রাহ্য করল না। মনঃশি লোকেদের বিপথে চালনা
করলেন, যাতে তারা আরো বেশী পাপ কাজ করল
সেই সব জাতিসমূহের চেয়েও, যাদের প্রভু ধ্বংস
করেছিলেন এবং ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে দিয়েছিলেন।
10প্রভু তাঁর দাস ভাববাদীদের মাধ্যমে বলে
পাঠিয়েছিলেন: 11“যিহূদার রাজা মনঃশি, ইমোরীয়দের
থেকেও বহুগুণে ঘৃণ্য অপরাধ করেছে এবং মূর্ত্তিপূজা
করে যিহূদাকেও পাপের পথে ঠেলে দিয়েছে। তাই
12ইস্রায়েলের প্রভু বলেছেন, ‘জেরুশালেম ও যিহূদায়
আমি এমন সঙ্কট ঘনিয়ে তুলব যে, যে শুনবে সেই
শিউরে উঠবে, আতঙ্কিত হবে। 13আমি জেরুশালেমের
ওপর শমরিয়াতে যে সূত্র এবং আহাবকুলে যে ওলন
ব্যবহার করেছিলাম, তা বিস্তৃত করব। মানুষ যেভাবে
থালা মুছে, উপুড় করে রাখে ঠিক সেভাবেই আমি
জেরুশালেমের সব কিছু ওলটপালট করে খল নলচে
পাল্টে দেব। 14তবে আমার কিছু ভক্ত থাকবে, যাদের
আমি রেহাই দিলেও, শত্রুর হাত থেকে তারা বাঁচতে
পারবে না। শত্রুরা তাদের বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাবে।
তারা যে রকম মূল্যবান জিনিসের মতো যাকে সৈন্যরা
যুদ্ধে পেয়ে থাকে। 15কারণ যেসব কাজ করাকে আমি
অন্যায় বলেছিলাম ওরা তাই করেছে। মিশর থেকে
ওদের পূর্বপুরুষরা আসার পর থেকে এইভাবে ক্রমে
ক্রমে ওরা আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছে। 16আর মনঃশি
বহু নির্দোষ ব্যক্তিকেও হত্যা করেছে। মনঃশি
জেরুশালেম রক্তে পরিপূর্ণ করেছে। তার এই সমস্ত
পাপ, পক্ষান্তরে যিহূদারই পাপের ভার বৃদ্ধি করেছে।
প্রভু যা করতে বারণ করেছেন, মনঃশি তা করতে
যিহূদাকে বাধ্য করেছে।’”
17মনঃশি যেসমস্ত কাজ করেছিলেন, এমন কি তাঁর
সমস্ত পাপাচরণের কথাও ‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 18মনঃশির মৃত্যুর পর তাঁকে
তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁর বাড়ীর “বাগান উষে”
সমাধিস্থ করা হল এবং তাঁর পুত্র আমোন নতুন রাজা
হলেন।

আমোনের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল

19আমোন 22 বছর বয়সে রাজা হয়ে মাত্র দু বছরের
জন্য জেরুশালেম শাসন করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন
যট্‌বাস্থ হারুষের কন্যা মশুল্লেমৎ।
20পিতা মনঃশির মতোই আমোনও প্রভুর মনঃপূত
নয় এমন সমস্ত কাজকর্ম করেছিলেন। 21তাঁর পিতা
যেসমস্ত মূর্ত্তিগুলোকে পূজা করতেন, আমোনও তাদের
পূজা করতেন। আমোন তাঁর পিতার মতোই জীবনযাপন
করেছেন। 22তিনি তাঁর প্রভু পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের
অভিপ্রায় অনুযায়ী জীবনযাপন না করে তাঁকে পরিত্যাগ
করেন।
23আমোনের ভৃত্যরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে
তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতেই হত্যা করে। 24ক্রুদ্ধ সাধারণ
মানুষ আমোনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের হত্যা করে
তাঁর পুত্র যোশিয়কে তাঁর জায়গায় নতুন রাজা করল।
25আমোন আর যা কিছু করেছিলেন সে সমস্তই
‘যিহূদার রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
26আমোনকেও তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে উষের বাগানে
সমাধিস্থ করা হয়। এরপর তাঁর পুত্র যোশিয় রাজ্য
পরিচালনা শুরু করেন।

যিহূদায় যোশিয়র শাসনকাল শুরু

22 যোশিয় যখন যিহূদার সিংহাসনে বসেন তাঁর
বয়স ছিল মাত্র আট বছর! তিনি মোট 31 বছর
জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন

বস্কতীর আদায়ার কন্যা যিদীদা। 2যোশিয় প্রভুর অভিপ্রায় অনুযায়ী, তিনি যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই রাজ্য শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতোই ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছিলেন।

যোশিয় মন্দির সংস্কারের নির্দেশ দিলেন

3তাঁর রাজত্বের 18তম বছরে, যোশিয় মশুল্লমের পৌত্র ও অৎসলিয়ের পুত্র সচিব শাফনকে প্রভুর মন্দিরে পাঠিয়ে ছিলেন। 4"প্রধান যাজক হিল্কিয়কে লোকেরা প্রভুর মন্দিরে যা প্রণামী দেয় তা সংগ্রহ করতে বলেন। তিনি বলেন, "দারোয়ানরা দর্শনার্থীদের কাছ থেকে এই প্রণামী নিয়ে থাকে। 5যাজকদের এই টাকা দিয়ে মিস্ত্রি ডেকে প্রভুর মন্দির সারানো উচিৎ। যাজক যেন অবশ্যই যে সমস্ত লোক প্রভুর মন্দির সারানোর কাজের তদারকি করবে, তাদের হাতে এই সব টাকাপয়সা তুলে দেন। 6এই টাকা দিয়ে ছুতোর মিস্ত্রি, পাথর খোদাইকার, পাথর কাটিয়েদের মাইনে দেওয়া ছাড়াও যেন প্রয়োজন মতো মন্দির সারানোর কাঠ, পাথর ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেনা হয়। 7মিস্ত্রিদের গুণে টাকা পয়সা দেবার কোন দরকার নেই, কারণ ওরা সকলেই খুব বিশ্বাসী।"

মন্দিরে বিধিপুস্তক পাওয়া গেল

8প্রধান যাজক হিল্কিয়, সচিব শাফনকে বললেন, "দেখো, আমি প্রভুর মন্দিরের ভেতরে বিধিপুস্তক খুঁজে পেয়েছি!" তিনি শাফনকে পুস্তকটি দিলে শাফন তা পড়ে দেখলেন।

9অতঃপর সচিব শাফন গিয়ে রাজা যোশিয়কে মন্দির সম্পর্কিত সব কথাবার্তা বললেন। তিনি বললেন, "আপনার কর্মচারীরা মন্দিরের সমস্ত প্রণামী সংগ্রহ করে, প্রভুর মন্দির সংস্কারের জন্য তা যারা তদারকি করবে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে।" 10তখন সচিব শাফন রাজাকে বলল, "যাজক হিল্কিয়, আমাকে এই পুস্তকটি দিয়েছেন।" একথা বলে শাফন রাজাকে পুস্তকটি পড়ে শোনালেন।

11বিধিপুস্তকে বর্ণিত কথা শুনে মহারাজ দুঃখ ও শোক প্রকাশের জন্য নিজের পরিধেয় পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। 12তারপর তিনি যাজক হিল্কিয়, শাফনের পুত্র অহীকাম, মীখায়ের পুত্র অক্‌বোর, সচিব শাফন ও তাঁর নিজস্ব ভৃত্য অসায়কে ডেকে নির্দেশ দিলেন, 13"আমার হয়ে, আমার প্রজাদের হয়ে, সমগ্র যিহূদার হয়ে প্রভুকে জিজ্ঞেস কর আমরা কি করব? খুঁজে পাওয়া এই বিধিপুস্তকের বাণী সম্পর্কেও তাঁকে প্রশ্ন করো। প্রভু আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বিধিপুস্তকের কথা আমাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা মেনে চলেন নি।"

যোশিয় এবং ভাববাদিনী হুল্‌দা

14যাজক হিল্কিয়, অহীকাম, অক্‌বোর, শাফন আর অসায় তখন মহিলা ভাববাদিনী হুল্‌দার কাছে গেলেন। হুল্‌দা ছিলেন বস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধায়ক হর্হসের পৌত্র, তিক্‌বেরের পুত্র ও শল্লুমের স্ত্রী, দ্বিতীয় বিভাগে থাকতেন। তাঁরা সকলে জেরুশালেমের কাছেই হুল্‌দার কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বললেন।

15হুল্‌দা তাঁদের জানালেন, "প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলছেন: 'তোমাকে আমার কাছে যে পাঠিয়েছে তাকে বল: 16প্রভু বলছেন: আমি এই স্থান এবং এখানকার বাসিন্দাদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলছি। এই দুর্যোগের কথা, যিহূদার রাজা ইতিমধ্যেই যে বই পড়েছেন তাতে বর্ণিত আছে। 17যিহূদার লোকেরা আমায় ত্যাগ করে অন্য মূর্ত্তির সামনে ধূপধূনো দিয়েছে। তারা মূর্ত্তি পূজা করেছে। এসব করে আমায় ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। আমি তাই এই জায়গার ওপর আমার ক্রোধ প্রকাশ করব। আগুনের শিখার মতো আমার ক্রোধাগ্নি কেউ নির্বাপিত করতে পারবে না!'

18"যিহূদার রাজা যোশিয় তোমাদের প্রভুর কাছে পরামর্শ নিতে পাঠিয়েছেন, তাঁকে গিয়ে তোমরা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলা যেসব কথা শুনলে তা জানাও। তোমরা সকলেই এখানে আর এখানকার লোকেদের জীবনে কি ঘটতে চলেছে শুনলে। 19তোমাদের হৃদয় কোমল, আমি জানি এসব ভয়ঙ্কর কথা শুনে তোমাদের খুব খারাপ লেগেছে। তোমরা তোমাদের পোশাক ছিঁড়ে, কাঁদতে কাঁদতে শোকপ্রকাশ করেছ বলেই আমি তোমাদের কথা শুনেছি, প্রভু একথা বলেন। 20'যাও, তোমরা সকলেই অন্তত শান্তিতে মরতে পারবে। প্রভু বলেছেন, 'তিনি জেরুশালেমে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলবেন তা তোমাদের দেখে যেতে হবে না।'"

তখন যাজক হিল্কিয়, অহীকাম, অক্‌বোর, শাফন আর অসায় রাজাকে গিয়ে এসব কথা জানালেন।

লোকেরা বিধির কথা শুনল

23 রাজা যোশিয় যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত নেতাদের এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন। 2তারপর তিনি প্রভুর মন্দিরে গেলেন। যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত লোক ও যাজকগণ, ভাববাদীগণ, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মহান ব্যক্তিও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে গেল। তারপর তিনি প্রভুর মন্দিরে খুঁজে পাওয়া বিধিপুস্তকটি সবাইকে উচ্চস্বরে পড়ে শোনালেন।

3স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে রাজা যোশিয় প্রভুর কাছে তাঁর সমস্ত বিধি ও নীতিগুলি মেনে চলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে এই সমস্ত ও বিধিপুস্তকে যা কিছু বর্ণিত আছে তা পালনে প্রতিশ্রুত হলেন। সমস্ত লোক, রাজার প্রার্থনায় যে তাদেরও মত আছে তা দেখাতে উঠে দাঁড়ালো।

4তারপর রাজা যোশিয়, প্রধান যাজক হিল্কিয়, অন্যান্য যাজকদের, মন্দিরের দাররক্ষী প্রভুর মন্দির থেকে বাল মূর্ত্তি, আশেরা ও নক্ষত্রদের পূজা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত থালা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বের করে আনতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি এই সবকিছু জেরুশালেমের বাইরে কিদ্রোণের

উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে সেই ছাই বৈথেলে নিয়ে এলেন।

5যিহূদার রাজারা হারোণের পরিবারের বাইরের কিছু কিছু সাধারণ লোককে যাজক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এইসব ভ্রান্ত যাজকরা জেরুশালেম ও যিহূদার সর্বত্র মূর্ত্তিদের জন্য বানানো উচ্চস্থানে বাল মূর্ত্তিকে, সূর্যকে, চাঁদকে, এবং নক্ষত্ররাজির উদ্দেশ্যে ধূপধূনো দিতো। যোশিয় এইসব আচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

6তারপর প্রভুর মন্দির চত্বর থেকে আশেরার মূর্ত্তির জন্য পোঁতা সমস্ত খুঁটি উপড়ে তুলে শহরের বাইরে কিদ্রোণ উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে, সেই ছাই সাধারণ মানুষদের কবরে ছড়িয়ে দিলেন।

7এরপর যোশিয় প্রভুর মন্দির চত্বরের ভেতরে বসবাসকারী পুরুষদেহ ব্যবসায়ীদের ঘরগুলো ভেঙে ফেললেন। গণিকারাও এইসব ঘরগুলো ব্যবহার করত এবং আশেরার মূর্ত্তির প্রতি তাদের আনুগত্য জানাতে ছোট ছোট ছাউনি টাঙাতো।

8-9সেসময়ে যাজকরা যিহূদার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে বসবাস করত এবং জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরের বেদীতে বলিদান না করে মূর্ত্তিসমূহের জন্য সর্বত্র বানানো উঁচু বেদীগুলোয় বলিদান করতো ও ধূপধূনো দিত। গেবা থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত সবজায়গাতেই এই বেদীগুলো ছিল। যাজকরা জেরুশালেমের মন্দিরে তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার পরিবর্তে সাধারণ লোকদের সঙ্গে যেখানে খুশী বসে খামিরবিহীন রুটি খেত। যোশিয় সমস্ত যাজকদের জেরুশালেমে আসতে বাধ্য করে, সমস্ত উঁচু বেদী, নগর দ্বারের বাঁ পাশের যাবতীয় বেদী সবই ভেঙে দিয়েছিলেন।

10হিন্নোম সোন উপত্যকার তোফতে মোলকের মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে লোকেরা বেদীতে নিজেদের ছেলেমেয়েকে আগুনে আহুতি দিত। যোশিয় এই পাপাচরণ বন্ধ করার জন্য এই বেদী এমনভাবে ভেঙে দিয়েছিলেন যাতে তা আর ব্যবহার করা না যায়। **11**যিহূদার আগের রাজারা প্রভুর মন্দিরের প্রবেশপথে নথন মোলক নামে এক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর ঘরের পাশে সূর্য দেবতাকে সম্মান জানানোর জন্য একটা ঘোড়ায় টানা রথ তৈরী করে দিয়েছিলেন। যোশিয় সেই রথের ঘোড়াগুলো সরিয়ে রথটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

12আগেকার রাজারা আহসের বাড়ির ছাদে এবং মনঃশি প্রভুর মন্দিরের দুটো উঠোনেই মূর্ত্তিসমূহের পূজোর জন্য যে বেদীগুলো বানিয়েছিলেন, যোশিয় সেইসব বেদী টুকরো টুকরো করে ভেঙে, ভাঙা টুকরোগুলো কিদ্রোণ উপত্যকায় ফেলে দেয়।

13রাজা শলোমনও অতীতে জেরুশালেমের কাছে বিনাশ পাহাড়ের দক্ষিণে এই ধরণের কিছু উঁচু বেদী বানিয়েছিলেন, যেখানে সীদোনীয়দের ঘৃণ্য মূর্ত্তি অষ্টোরতের পূজার জন্য এইসব বেদী ব্যবহার করা হত। এছাড়াও মহারাজ শলোমন মোয়াবীয়দের কমোশ ও আমোনীয়দের মিল্কম প্রমুখ ঘৃণ্য মূর্ত্তির জন্য যে সমস্ত উঁচু বেদী বানিয়েছিলেন, যোশিয় সে সমস্তই ভেঙে দিয়েছিলেন। **14**তিনি যাবতীয় স্মৃতিফলক, আশেরার খুঁটি ভেঙে দিয়ে সেসব জায়গায় নরকঙ্কাল ছড়িয়ে দেন।

15নবাটের পুত্র যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপাচরণের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি বৈথেলে যে উচ্চস্থান বানান যোশিয় তা ভেঙে ধূলোয় মিশিয়ে, আশেরার খুঁটিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। **16**যোশিয় পর্বতের আশেপাশে তাকিয়ে অনেক কবরখানা দেখতে পেলেন। লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে মৃত মানুষের হাড় তুলিয়ে এনে, যোশিয় সেই সমস্ত হাড় যজ্ঞবেদীতে পুড়িয়ে, যজ্ঞবেদী অশুচি করে দেন। ভাববাদীদের মুখ দিয়ে প্রভু, যারবিয়াম যখন সেই বেদীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনই এইসব ভবিষ্যৎবাণী করিয়েছিলেন।

যোশিয় চারপাশে তাকিয়ে সেই ভাববাদীদের সমাধিস্থল দেখতে পেলেন।

17যোশিয় প্রশ্ন করলেন, "ওটা কিসের ফলক?" শহরের লোকেরা তাঁকে উত্তর দিলো, "এটা সেই যিহূদা থেকে আসা ভাববাদীর কবর। আপনি বৈথেলের বেদীতে যা করলেন তা তিনি বহুদিন আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।"

18যোশিয় তখন বললেন, "দেখো ওঁর কবরে যেন কোনরকম হাত না পড়ে। ওঁকে শান্তিতে থাকতে দাও।" তখন লোকেরা শমরিয়ার সেই ভাববাদীর সমাধিস্থল যেভাবে ছিল, সেভাবেই অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিল।

19শমরিয়ায় শহরগুলোয় মূর্ত্তিসমূহের বেদীর আশেপাশে যে সমস্ত মন্দির গজিয়ে উঠেছিল যোশিয় সেগুলোও ভেঙে দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের আগেকার রাজা-রাজারা এই সমস্ত মন্দির বানিয়ে প্রভুকে খুবই অসন্তুষ্ট করে তুলেছিলেন। যোশিয় এইসব মন্দিরের দশা বৈথেলের বেদীর মতোই করেছিলেন।

20যোশিয় শমরিয়ার উচ্চস্থানের সমস্ত যাজকদেরই হত্যা করলেন। তিনি বেদীর ওপরে মানুষের অস্থি পোড়ালেন। এইভাবে তিনি পূজার জায়গা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

যিহূদার লোকেদের নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন

21এরপর যোশিয় সমস্ত লোকেদের নির্দেশ দিলেন, "বিধিপুস্তকে যেভাবে লেখা আছে, সেভাবে তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের জন্য নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন কর।"

22ইস্রায়েলে বিচারকদের শাসনকালের পর আর কেউ এভাবে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করেনি। ইস্রায়েল বা যিহূদার আর কোন রাজাই আগে কখনও এত সমারোহের সঙ্গে নিস্তারপর্ব পালন করেন নি। **23**যোশিয়র রাজত্বের 18তম বছরে লোকেরা এই নিস্তারপর্ব পালন করেছিল।

24যিহূদা ও জেরুশালেমে লোকেরা প্রেতসাধনা, ডাকিনী-পিশাচ-তন্ত্রসাধনা, মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি যেসব ঘৃণ্য পাপাচরণ করত, যাজক হিল্কিয়র খুঁজে পাওয়া বিধি অনুসারে যোশিয় এসবই সমূলে উৎপাটন করেন।

25এর আগের আর কোন রাজাই যোশিয়র মত
ছিলেন না। যোশিয় কায়মনোবাক্যে, সমস্ত হৃদয় ও
শক্তি দিয়ে প্রভু ও মোশির বিধি অনুসরণ করে
জীবনযাপন করেছিলেন। এখনো পর্যন্ত কোন রাজাই
তাঁর মত শাসন করেন নি।
26কিন্তু তবুও যিহূদার লোকেদের ওপর থেকে প্রভুর
রাগ পড়েনি। মনঃশির করা কার্যকলাপের জন্যই প্রভু
তখনও তাদের ওপর রেগে ছিলেন। 27প্রভু বলেছিলেন,
"আমি ইস্রায়েলের লোকেদের তাদের বাসভূমি ছাড়তে
বাধ্য করেছিলাম। যিহূদার সঙ্গেও আমি তাই করব।
যিহূদাকে আমার দুচোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেব।
এমনকি জেরুশালেমকেও আমি আর দেখতে চাই না।
হ্যাঁ, যদিও আমি নিজেই ঐ শহর বেছে নিয়ে বলেছিলাম,
'যে ওখানে আমার নাম থাকবে।' কিন্তু আমি ঐ
মন্দিরটিকেও ধ্বংস করে ফেলব।"
28যোশিয় আর যা কিছু করেছিলেন, সেসবই 'যিহূদার
রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

যোশিয়র মৃত্যু

29যোশিয়র রাজত্বকালে মিশরের ফরৌণ-নখো
ফরাৎ নদীর তীরে অশূর-রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
যান। যোশিয় মগিদ্দোতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে,
দেখা হওয়া মাত্র ফরৌণ-নখো তাঁকে হত্যা করেন।
30যোশিয়র পদস্থ আধিকারিকরা রথে করে তাঁর মৃতদেহ
মগিদ্দো থেকে জেরুশালেমে নিয়ে এসে তাঁকে তাঁর
পরিবারের সমাধিস্থলে সমাধি দিলেন।
এরপর লোকেরা যোশিয়র পুত্র যিহোয়াহসকে নতুন
রাজা হিসেবে অভিষেক করলেন।

যিহোয়াহস যিহূদার রাজা হলেন

31যিহোয়াহস 23 বছর বয়সে রাজা হয়ে মাত্র তিন
মাসের জন্য জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর
মা ছিলেন লিব্‌নার যিরমিয়ের কন্যা হমূটল। 32প্রভু
যেসব কাজ করতে বারণ করেছিলেন, যিহোয়াহস সেই
সমস্ত কাজ করেছিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ
পূর্বপুরুষদের মতই পাপের পথ অনুসরণ করেন।
33ফরৌণ-নখো, যিহোয়াহসকে হমাৎ দেশের
রিব্‌লাতে জেলে আটক করেন, ফলত যিহোয়াহসের
পক্ষে আর জেরুশালেমে রাজত্ব করা সম্ভব হয় নি।
তাঁকে, ফরৌণ-নখো 7,500 পাউণ্ড রূপো এবং 75
পাউণ্ড সোনা দিতে বাধ্য করেছিলেন।
34ফরৌণ, যোশিয়র আরেক পুত্র। ইলিয়াকীমকে নতুন
রাজা বানিয়ে তাঁর নাম পাল্টে যিহোয়াকীম রাখেন।
আর যিহোয়াহসকে তিনি মিশরে নিয়ে যান। সেখানেই
তাঁর মৃত্যু হয়। 35যিহোয়াকীম ফরৌণকে সোনা ও রূপো
দিলেন। কিন্তু তিনি সাধারণ লোককে ফরৌণ-নখোকে
দেওয়ার জন্য দেশে কর ধার্য্য করলেন তাই প্রত্যেক
ব্যক্তি তাদের সোনা ও রূপোর অংশ ফরৌণ-নখোকে
দেওয়ার জন্য রাজা যিহোয়াকীমকে দিত। 36যিহোয়াকীম
25 বছর বয়সে রাজা হয়ে এগারো বছর জেরুশালেমে
রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন রূমার পদায়ের
কন্যা সবীদা। 37যিহোয়াকীমও প্রভু যে সমস্ত কাজ
করতে বারণ করেন, তাঁর অধিকাংশ পূর্বপুরুষদের মত
সেই সমস্ত কাজ করেছিলেন।

রাজা নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদায় এলেন

24 যিহোয়াকীমের রাজত্বকালে বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদায় আসেন। তিন বছর তাঁর
বশ্যতা স্বীকার করার পর যিহোয়াকীম তাঁর বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করেন। 2প্রভু বাবিলীয়, অরামীয়, মোয়াবীয়,
অম্মোনীয়দের দলকে যিহোয়াকীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়ে তাঁকে ধ্বংস করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রভু তাঁর
সেবক ভাববাদীদের মুখ দিয়ে করা ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী
এইসমস্ত শত্রুদের যিহূদা ধ্বংস করার জন্য পাঠান।
3এইভাবেই প্রভু যিহূদাকে তাঁর চোখের সামনে থেকে
সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। মনঃশির পাপাচরণের
জন্যই প্রভু এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 4মনঃশি বহু নিরীহ
লোককে হত্যা করে জেরুশালেম রক্তে পরিপূর্ণ
করেছিলেন যা প্রভু কখনও ক্ষমা করেন নি।
5যিহোয়াকীম অন্যান্য যে সমস্ত কাজ করেছিলেন
সেসবই 'যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
আছে। 6যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর পরে, তাঁর
পুত্র যিহোয়াখীন নতুন রাজা হলেন।
7এদিকে বাবিল-রাজ মিশরের খাঁড়ি থেকে শুরু
করে ফরাৎ নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করায়
মিশর-রাজ তাঁর দেশ ছেড়ে আর বেরোনোর চেষ্টাই
করেন নি। এই সমস্ত অঞ্চলই আগে তাঁর শাসনাধীন
ছিল।

নবূখদ্‌নিৎসর জেরুশালেম দখল করলেন

8যিহোয়াখীন 18 বছর বয়সে রাজা হবার পর মাত্র
তিন মাস জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা
ছিলেন জেরুশালেমের ইল্‌নাথনের কন্যা নহুষ্টা।
9যিহোয়াখীন তাঁর পিতার মতই প্রভু যে সমস্ত কাজ
করতে বারণ করেছিলেন, সেইসব কাজ করেছিলেন।
10সেই সময়ে, নবূখদ্‌নিৎসরের সেনাপতিরা এসে
চারপাশ থেকে জেরুশালেম ঘিরে ফেলেছিলেন।
11তারপর নবূখদ্‌নিৎসর স্বয়ং শহরে আসেন। 12যিহূদার
রাজা যিহোয়াখীন তাঁর মা, সেনাপতিদের, নেতাদের
ও আধিকারিকদের সকলকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা
করতে গেলে বাবিলরাজ তাঁকে বন্দী করেন।
নবূখদ্‌নিৎসরের শাসনকালের অষ্টম বছরে এই ঘটনা
ঘটেছিল।
13নবূখদ্‌নিৎসর জেরুশালেমের প্রভুর মন্দির ও
রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত সম্পদ অপহরণ করে নিয়ে
যান। রাজা শলোমন প্রভুর মন্দিরে যে সমস্ত সোনার
থালা বসিয়েছিলেন, প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ীই
নবূখদ্‌নিৎসর মন্দির থেকে সে সমস্ত থালা খুলে নিয়ে
গিয়েছিলেন।

14নবূখদ্‌নিৎসর নেতা ও ধনীলোক সহ জেরুশালেম থেকে 10,000 ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে যান। হতদরিদ্র লোক ছাড়া, কারিগর থেকে শ্রমিক সমস্ত লোককেই তিনি বন্দী করেন। 15রাজা যিহোয়াখীন ও তাঁর মা, স্ত্রীদের, আধিকারিক ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে গিয়েছিলেন। 16মোট 7,000 দক্ষ সৈনিক ও 1,000 কুশলী কারিগরকে বাবিলরাজ নবূখদ্‌নিৎসর বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যান।

রাজা সিদিকিয়

17বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর, যিহোয়াখীনের কাকা মত্তনিয়ের নাম পাল্টে সিদিকিয় রেখে তাঁকে রাজা করেছিলেন। 18সিদিকিয় 21 বছর বয়সে রাজা হয়ে 11 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেন। তাঁর মা ছিলেন লিব্‌নার যিরমিয়ের কন্যা হমূটল। 19যিহোয়াখীনের মতই সিদিকিয়, প্রভু যা কিছু করতে বারণ করেছিলেন সেসমস্ত কাজই করেছিলেন। 20জেরুশালেম ও যিহূদার ওপর প্রভু এত এ্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে প্রভু এই দুই দেশকে তাঁর চোখের সামনে থেকে মুছে ফেলেন।

নবূখদ্‌নিৎসর সিদিকিয়ের শাসন বন্ধ করলেন

সিদিকিয় বাবিল-রাজের ক%$ত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

25 তাই বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর, তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন। সিদিকিয়র রাজত্বকালের নবম বছরের 10 মাসের 10 দিনে এই ঘটনা ঘটেছিল। জেরুশালেম শহরে যাতায়াত বন্ধ করতে নবূখদ্‌নিৎসর শহরের চারপাশে তাঁর সেনাবাহিনী মোতায়েন করে একটা দেওয়াল বানিয়ে শহরটা অবরোধ করেছিলেন। 2এইভাবে তাঁর সেনাবাহিনী সিদিকিয়র রাজত্বের একাদশ বছর পর্যন্ত জেরুশালেম ঘিরে রেখেছিল। 3এদিকে শহরের ভেতরে খাদ্যাভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। চতুর্থ মাসের 9তম দিনের পর থেকে শহরে সাধারণ মানুষের খাবার মত এককণা খাবারও আর অবশিষ্ট ছিল না।

4শেষ পর্যন্ত নবূখদ্‌নিৎসরের সেনাবাহিনী শহরের প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লে, সে রাতেই বাগানের গুপ্তপথের ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে রাজা সিদিকিয় ও তাঁর সেনাবাহিনীর লোকেরা পালিয়ে যায়। যদিও শএ্রুপক্ষের সেনাবাহিনী সারা শহর ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু তবুও সিদিকিয় ও তাঁর পার্শ্বচররা মরুভূমির পথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। 5কিন্তু বাবিলের সেনাবাহিনী তাঁদের ধাওয়া করে যিরীহোর কাছে রাজা সিদিকিয়কে বন্দী করে। সিদিকিয়র সমস্ত সেনা তাঁকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

6বাবিলীয়রা তাঁকে বন্দী করে বাবিলে রাজার কাছে নিয়ে যায় যা এখন ছিল রিব্‌লাতে, যিনি তাকে শাস্তি দেন। 7তারা সিদিকিয়র সামনেই তাঁর চার পুত্রকে হত্যা করে, তাঁর চোখ গেলে দিয়ে শিকল পরিয়ে তাঁকে বাবিলে নিয়ে গিয়েছিল।

জেরুশালেম ধ্বংস হল

8নবূখদ্‌নিৎসরের বাবিল শাসনের উনিশ বছরের পঞ্চম মাসের 7তম দিনে নবূষরদন জেরুশালেমে আসেন। নবূষরদন ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা রণকুশলী সৈন্যদের সেনাপতি। 9তিনি প্রভুর মন্দির এবং রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেললেন। তিনি ছোট বড় সমস্ত ঘর বাড়ীও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

10এরপর, নবূখদ্‌নিৎসরের সৈন্যবাহিনীর সেনারা জেরুশালেমের চারপাশের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে 11অবশিষ্ট যে কজন লোক তখন পড়ে ছিল তাদের বন্দী করে নিয়ে যায়। এমনকি যেসমস্ত লোক আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল তাদেরও রেহাই দেওয়া হয় নি। 12নবূষরদন একমাত্র দীনদরিদ্র লোকেদের দ্রাক্ষা ক্ষেত ও শস্যক্ষেতের দেখাশোনা করার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলেন।

13বাবিলীয় সেনাবাহিনী প্রভুর মন্দিরের পিতলের সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে টুকরো টুকরো করে। পিতলের জলাশয়, সেই ঠেলাগাড়িটা কিছুই তারা ভাঙতে বাকি রাখেনি। তারপর সেই পিতলের ভাঙা টুকরোগুলো তারা বাবিলে নিয়ে যায়। 14গাছের টব, কোদাল, বাতিদানের শিখা উস্কানোর যন্ত্র থেকে শুরু করে পিতলের থালা, চামচ, কড়াই, পাত্র, 15সোনা ও রূপোর সমস্ত জিনিসপত্রই নবূষরদন সঙ্গে করে নিয়ে যান। 16-17তিনি যা নিয়েছিলেন তার তালিকা নীচে দেওয়া হল:

27 ফুট দৈর্ঘ্যের 2টি পিতলের স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথার ওপরের কারুকার্যখচিত 4 1/2 ফুট উঁচু গম্বুজ, পিতলের বড় জলাধার, প্রভুর মন্দিরের জন্য শলোমনের তৈরী করা ঠেলাগাড়িটা; সব মিলিয়ে এগুলোর ওজন সঠিক কত ছিল তা বলাও কঠিন!

যিহূদার লোকেদের বন্দী করা হল

18মন্দির থেকে নবূষরদন, প্রধান যাজক সরায়, সহকারী যাজক সফনিয়, প্রবেশদ্বারের তিনজন দারোয়ানকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

19আর শহর থেকে তিনি 1 জন সেনাসচিব, রাজার 5 জন পরামর্শদাতা, সেনাপ্রধানের ব্যক্তিসচিব যিনি লোকেদের মধ্যে থেকে বাছাই করে সেনা নিয়োগ করতেন, এরা ছাড়াও 60জন সাধারণ মানুষকে বন্দী করেন।

20-21তারপর নবূষরদন এদের সবাইকে হমাতের রিব্‌লায় বাবিল-রাজের কাছে নিয়ে গেলে, বাবিল-রাজ সেখানেই তাদের হত্যা করেন। আর যিহূদার লোকেদের বন্দী করে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান।

যিহূদার রাজ্যপাল গদলিয়

22বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর কিছু লোককে যিহূদায় রেখে গিয়েছিলেন। তিনি শাফনের পৌত্র অহীকামের

পুত্র গদলিয়কে এইসমস্ত লোকদের শাসন করার জন্য
শাসক হিসেবে যিহূদায় বসিয়ে যান।
23এদিকে এখবর পেয়ে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল,
কারেয়ের পুত্র যোহানন, নটোফাতীয় তনহূমতের পুত্র
সরায় আর মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয় প্রমুখ সেনাবাহিনীর
প্রধানরা তাদের দলবল নিয়ে মিস্পাতে গদলিয়র সঙ্গে
দেখা করতে গেলেন। 24গদলিয় তাদের আশ্বস্ত করে
বললেন, "বাবিলীয় রাজকর্মচারীদের ভয় পাবার কোন
কারণ নেই। তোমরা যদি এখানে থেকে বাবিল-রাজের
অধীনে কাজ কর তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"
25কিন্তু নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল ছিলেন রাজপরি-
বারের সদসস্য এভাবে সাতমাস কাটার পর তিনি ও
তাঁর দলের দশ জন মিলে গদলিয় ও সমস্ত ইহুদীদের
হত্যা করলেন। মিস্পাতে গদলিয়র সঙ্গে যে সমস্ত
বাবিলীয়রা বাস করছিল তারাও রক্ষা পেল না। 26তারপর
সেনাবাহিনীর লোক থেকে শুরু করে ছোট বড় সবাই
বাবিলীয়দের ভয়ে মিশরে পালিয়ে গেল।
27পরবর্তীকালে ইবিল-মরোদক বাবিলের রাজা
হলেন। তিনি যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমকে তাঁর
বন্দীত্বের 37 বছরের মাথায় জেল থেকে মুক্ত করলেন।
মরোদকের রাজত্বের বারো মাসের 27 দিনের মাথায়
এই ঘটনা ঘটেছিল। 28তিনি যিহোয়াকীমের সঙ্গে ভাল
ব্যবহার করেছিলেন এবং রাজসভায় অন্যান্য রাজাদের
তুলনায় তাঁকে আরও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসার অধিকার
দিয়েছিলেন।
29মরোদক, যিহোয়াকীমের আসামীর পোশাক খুলে
দিয়েছিলেন। এবং জীবনের বাকী কটা দিন যিহোয়াকীম
মরোদকের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া
করেন। 30রাজা ইবিল-মরোদক যিহোয়াকীমকে এরপর
থেকে পোষণ ক ছিলেন।

বংশাবলির প্রথম খণ্ড

আদম থেকে নোহ পর্যন্ত পরিবারবর্গের ইতিহাস

1 1-3আদম, শেখ, ইনোশ, কৈনন, মহললেল, যেরদ,
হনোক, মথূশেলহ, লেমক, নোহ।*
4নোহর তিন পুত্র। তাদের নাম ছিল শেম, হাম
এবং যেফৎ।

যেফতের উত্তরপুরুষ

5যেফতের সাত পুত্রের নাম হল: গোমর, মাগোগ,
মাদয়, যবন, তুবল, মেশক আর তীরস।
6গোমরের পুত্রদের নাম: অস্কিনস, দীফৎ আর
তোগর্ম।
7যবনের পুত্রেরা হল: ইলীশা, তর্শীশ, কিত্তীম ও
রোদানীম।

হামের উত্তরপুরুষ

8হামের পুত্রদের নাম: কূশ, মিশর, পূট ও কনান।
9কূশের পুত্রদের নাম: সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও
সপ্তকা। রয়মার পুত্রদের নাম: শিবা ও দদান।
10কূশের এক উত্তরপুরুষের নাম ছিল নিম্রোদ। তিনি
বড় হয়ে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা
হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
11লূদ, অনাম, লহাব, নপ্তুহ, 12পথ্রোষ, কস্‌লূহ,
কপ্তোর– এদের সকলের পিতা ছিলেন মিশর। কস্‌লূহ
ছিলেন পলেষ্টীয়দের পূর্বপুরুষ।
13কনানের প্রথম পুত্র ছিল সীদোন। 14কনান–
যিবূষীয়, ইমোরীয়, গির্গাশীয়, 15হিব্বীয়, অর্কীয়, সীনীয়,
অর্বদীয়, 16সমারীয় আর হমাতীয়দেরও পূর্বপুরুষ।

শেমের উত্তরপুরুষ

17শেমের পুত্রদের নাম: এলম, অশূর, অর্ফক্ষদ,
লূদ এবং অরাম। অরামের পুত্রেরা হল: ঊষ, হূল,
গেথর ও মেশেক।
18অর্ফক্ষদ ছিলেন শেলহর পিতা এবং এবরের
পিতামহ।
19এবরের দুই পুত্রের একজনের নাম ছিল পেলগ,
কারণ তাঁর জন্মের পর থেকেই পৃথিবীর লোকেরা বিভিন্ন
ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পেলগের ভাইয়ের
নাম ছিল যক্তন। (20যক্তন পুত্রদের নাম: অল্‌মোদদ,
শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ, 21হদোরাম, ঊসল, দিক্ল,
22এবল, অবীমায়েল, শিবা, 23ওফীর, হবীলা ও যোববের
পিতা ছিল। ইহারা সকলে যক্তনের পুত্র।)

অব্রাহামের পরিবার

24শেমের উত্তরপুরুষ হল অর্ফক্ষদ, শেলহ, 25এবর,
পেলগ, রিয়ূ, 26সরূগ, নাহোর, তেরহ আর 27অব্রাম
(অব্রাম যাকে অব্রাহামও বলা হয়।)
28অব্রাহামের দুই পুত্রের নাম ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল।
29এদের উত্তরপুরুষ নিম্নরূপ:

হাগারের উত্তরপুরুষ

ইশ্মায়েলের প্রথম ও বড় ছেলের নাম নবায়োৎ।
তাঁর অন্যান্য পুত্রদের নাম হল: কেদর, অদ্‌বেল, মিব্‌সম,
30মিশ্‌ম, দূমা, মসা, হদদ, তেমা, 31যিটূর, নাফীশ ও
কেদমা।

কটূরার পুত্র

32অব্রাহামের উপপত্নী কটূরা– সিম্রণ, যক্ষণ, মদান,
মিদিয়ন, যিশ্‌বক ও শূহ প্রমুখ পুত্রদের জন্ম দিয়েছিলেন।
যক্ষণের পুত্রদের নাম: শিবা ও দদান।
33মিদিয়নের পুত্রদের নাম: ঐফা, এফর, হনোক,
অবীদ আর ইল্‌দায়া।
এঁরা সকলেই ছিলেন কটূরার উত্তরপুরুষ।

সারার পুত্র

34অব্রাহামের এক পুত্রের নাম ইস্‌হাক। ইস্‌হাকের
দুই পুত্র– এষৌ আর ইস্রায়েল।
35এষৌর পুত্রদের নাম: ইলীফস, রূয়েল, যিয়ূশ,
যালম আর কোরহ।
36ইলীফসের পুত্রদের নাম: তৈমন, ওমার, সফী,
গয়িতম আর কনস। ইলীফস আর তিম্নর অমালেক
নামেও এক পুত্র ছিল।
37রূয়েলের পুত্রদের নাম: নহৎ, সেরহ, শম্ম আর
মিসা।

সেয়ীর থেকে ইদোমীয়রা

38সেয়ীরের পুত্রদের নাম: লোটন, শোবল, সিবিয়োন,
অনা, দিশোন, এৎসর আর দীশন।
39লোটনের পুত্রদের নাম: হোরি আর হোমম।
লোটনের তিম্না নামে এক বোনও ছিল।
40শোবলের পুত্রদের নাম: অলিয়ন, মানহৎ, এবল,
শফী আর ওনম।
সিবিয়োনের পুত্রদের নাম: অয়া আর অনা।
41অনার পুত্র হল দিশোন।
দিশোনের পুত্রদের নাম: হম্রণ, ইশ্‌বন, যিত্রণ আর
করাণ।

আদম ... নোহ এই নামের তালিকাটিতে আছে এক ব্যক্তির নাম। তারপরে তার উত্তরপুরুষদের নাম।

42এৎসরের পুত্রদের নাম: বিল্হন, সাবন আর যাকন।
দিশনের পুত্রদের নাম: ঊষ আর অরাণ।

ইদোমের রাজা

43ইস্রায়েলে রাজতন্ত্র চালু হবার বহু আগে থেকেই
ইদোমে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নীচে ইদোমের রাজাদের
পরিচয় দেওয়া হল:

ইদোমের প্রথম রাজা ছিলেন বিয়োরের পুত্র বেলা।
বেলার রাজধানীর নাম ছিল দিন্‌হাবা।

44বেলার মৃত্যুর পর বস্রার সেরহের পুত্র যোবব
নতুন রাজা হলেন।

45যোববের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তৈমন দেশের
হূশম।

46হূশম মারা গেলে তাঁর জায়গায় বদদের পুত্র হদদ
নতুন রাজা হলেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল অবীৎ।
তিনি মোয়াবীয়দের দেশে মিদিয়নকে যুদ্ধে পরাজিত
করেছিলেন।

47হদদের মৃত্যুর পর মস্রেকার বাসিন্দা সম্ল তাঁর
জায়গায় নতুন রাজা হলেন।

48সম্ল মারা গেলে ফরাৎ নদীর তীরবর্তী রহোবোতের
শৌল নতুন রাজা হলেন।

49শৌল মারা গেলে রাজা হলেন অক্‌বোরের পুত্র
বাল্-হানন।

50বাল্-হাননের মৃত্যুর পর রাজা হলেন হদদ। তাঁর
রাজধানীর নাম ছিল পায় আর তাঁর স্ত্রীর নাম মহেটবেল।
মহেটবেল ছিলেন মট্রেদের কন্যা, মেষাহবের দৌহিত্রী।
51তারপর হদদের মৃত্যু হল।

তিম্ন, অলিয়া, যিথেৎ, 52অহলীবামা, এলা, পীনোন,
53কনস, তৈমন, মিব্‌সর, 54মগ্‌দীয়েল, ঈরম প্রমুখ
ব্যক্তিরা ছিলেন ইদোমের নেতা।

ইস্রায়েলের পুত্র

2 ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম: রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি,
যিহূদা, ইষাখর, সবূলূন, 2দান, যোষেফ, বিন্যামীন,
নপ্তালি, গাদ ও আশের।

যিহূদার পুত্র

3যিহূদার পুত্রদের নাম: এর, ওনন এবং শেলা।
এঁরা তিনজন কনানীয়া বৎ-শূয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রভু যখন দেখলেন যে, যিহূদার প্রথম পুত্র, এর অসৎ,
তখন তিনি তাঁকে হত্যা করলেন। 4যিহূদার পুত্রবধূ তামর
ও যিহূদার মিলনের ফলে পেরস ও সেরহর জন্ম হয়।
অর্থাৎ সব মিলিয়ে যিহূদার সন্তান সংখ্যা ছিল পাঁচ।

5পেরসের পুত্রদের নাম: হিষ্রোণ আর হামূল।

6সেরহের পাঁচ পুত্রের নাম: শিম্রি, এথন, হেমন,
কল্‌কোল আর দারা।

7শিম্রির পুত্রের নাম কর্মি। কর্মির পুত্রের নাম ছিল
আখর। যুদ্ধে লাভ করা জিনিসপত্র ঈশ্বরকে না দিয়ে
নিজের কাছে রেখে আখর ইস্রায়েলকে বহুতর সমস্যার
মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন।

8এথনের পুত্রের নাম অসরিয়।

9হিষ্রোণের পুত্রদের নাম: যিরহমেল, রাম আর
কালুবায়।

রামের উত্তরপুরুষ

10রাম ছিলেন যিহূদার লোকেদের নেতা নহশোনের
পিতামহ এবং অম্মীনাদবের পিতা। 11নহশোনের পুত্রের
নাম সল্‌মোন, সল্‌মোনের পুত্রের নাম বোয়স, 12বোয়সের
পুত্রের নাম ওবেদ, ওবেদের পুত্রের নাম যিশয়, যিশয়ের
ছিল সাত পুত্র। 13যিশয়ের বড় ছেলের নাম ইলীয়াব,
দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবীদানব, তৃতীয় পুত্রের নাম শম্ম,
14চতুর্থ পুত্রের নাম নথনেল, পঞ্চম পুত্রের নাম রদ্দয়,
15ষষ্ঠ পুত্রের নাম ওৎসম আর সপ্তম পুত্রের নাম ছিল
দায়ূদ। 16এদের দুই বোনের নাম সরূয়া ও অবীগল।
সরূয়ার তিন পুত্র– অবীশয়, যোয়াব ও অসাহেল।
17অবীগলের পুত্রের নাম অমাসা আর তাঁর পিতা যেথর
ছিলেন ইশ্মায়েলের বাসিন্দা।

কালেবের উত্তরপুরুষ

18হিষ্রোণের পুত্রের নাম ছিল কালেব। কালেব আর
তাঁর স্ত্রী, যিরিয়োতের কন্যা অসূবার মিলনের ফলে
যেশর, শোবব ও অর্দোন এই তিন পুত্রের জন্ম হয়।
19অসূবার মৃত্যু হলে কালেব ইফ্রাথাকে বিয়ে করলেন।
কালেব আর ইফ্রাথার পুত্রের নাম হূর। 20হূরের পুত্রের
নাম ঊরি আর পৌত্রের নাম বৎসলেল ছিল।

21হিষ্রোণ 60 বছর বয়সে গিলিয়দের পিতা মাখীরের
কন্যাকে বিয়ে করেন। তাঁর ও মাখীরের কন্যার মিলনে
সগূবের জন্ম হয়। 22সগূবের পুত্রের নাম ছিল যায়ীর।
গিলিয়দ দেশে যায়ীরের 23টি শহর ছিল। 23কিন্তু কনাৎ
ও আশপাশের 60টি শহরতলী সহ যায়ীরের সমস্ত
গ্রাম গেশূর এবং অরাম কেড়ে নিয়েছিল। ঐ 60 খানা
ছোট শহরতলীর মালিক ছিলেন গিলিয়দের পিতা
মাখীরের ছেলেপুলেরা।

24ইফ্রাথার কালেব শহরে, হিষ্রোণের মৃত্যুর পর
তাঁর স্ত্রী অবিয়া অসহূর নামে এক পুত্রের জন্ম
দিয়েছিলেন। অসহূরের পুত্রের নাম ছিল তকোয়া।

যিরহমেলের উত্তরপুরুষ

25হিষ্রোণের বড় ছেলে যিরহমেলের পুত্রদের নাম
ছিল: রাম, বূনা, ওরণ, ওৎসম আর অহিয়। রাম
যিরহমেলের বড় ছেলে। 26অটারা নামে যিরহমেলের
আরেকজন স্ত্রী ছিল। তাঁর পুত্রের নাম ওনম।

27যিরহমেলের বড় ছেলে রামের পুত্রদের নাম ছিল:
মাষ, যামীন আর একর।

28ওনমের শম্ময় ও যাদা নামে দুই পুত্র ছিল। শম্ময়ের
দুই পুত্রের নাম ছিল নাদব ও অবীশূর।

29অবীশূর আর তাঁর স্ত্রী অবীহয়িলের অহবান আর
মোলীদ নামে দুই পুত্র ছিল।

30নাদবের পুত্রদের নাম: সেলদ ও অপ্পয়িম। সেলদ
অপুত্রক অবস্থায় মারা যান।

[31]অপ্পয়িমের পুত্রের নাম যিশী। যিশী ছিলেন শেশনের পিতা আর অহলয়ের পিতামহ।

[32]শম্ময়ের ভাই, যাদার পুত্রদের নাম যেথর ও যোনাথন। যেথর অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন।

[33]যোনাথনের দুই পুত্রের নাম পেলৎ ও সাসা। এই হল যিরহমেলের সন্তান-সন্ততিদের তালিকা।

[34]শেশনের কোন পুত্র ছিল না। তবে তাঁর এক কন্যা ছিল, যাঁকে তিনি মিশর থেকে আনা যার্হা নামে [35]এক ভৃত্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। এই যার্হা আর তাঁর কন্যার অত্তয় নামে এক পুত্র ছিল।

[36]অত্তয়ের পুত্রের নাম নাথন, নাথনের পুত্রের নাম সাবদ, [37]সাবদ ছিল ইফ্‌ললের পিতা। ইফ্‌লল ছিল ওবেদের পিতা। [38]ওবেদের পুত্রের নাম যেহূ, যেহূর পুত্রের নাম অসরিয়, [39]অসরিয়র পুত্রের নাম হেলস, হেলসের পুত্রের নাম ইলীয়াসা, [40]ইলীয়াসার পুত্রের নাম সিস্‌ময়, সিস্‌ময়ের পুত্রের নাম শল্লুম, [41]শল্লুমের পুত্রের নাম যিকমিয়, আর যিকমিয়র পুত্রের নাম ছিল ইলীশামা।

কালেবের পরিবার

[42]যিরহমেলের ভাই কালেবের পুত্রদের নাম ছিল মেশা ও মারেশা। মেশার পুত্রের নাম সীফ আর মারেশার পুত্রের নাম হিব্রোণ।

[43]হিব্রোণের পুত্রদের নাম ছিল: কোরহ, তপূহ, রেকম ও শেমা। [44]শেমার পুত্রের নাম রহম। রহমের পুত্রের নাম ছিল যর্কিয়ম। রেকমের পুত্রের নাম ছিল শম্ময়। [45]শম্ময়ের পুত্রের নাম মায়োন আর মায়োনের পুত্র ছিল বৈৎ-সুর।

[46]কালেবের দাসী ও উপপত্নী ঐফার পুত্রদের নাম ছিল: হারণ, মোৎসা ও গাসেস। হারণের পুত্রের নামও গাসেস।

[47]যেহদয়ের পুত্রদের নাম– রেগম, যোথম, গেসন, পেলট, ঐফা ও শাফ।

[48]কালেবের আরেক দাসী ও উপপত্নী মাখার পুত্রদের নাম ছিল শেবর আর তির্হন: [49]এছাড়াও মাখার শাফ ও শিবা নামে দুই পুত্র ছিল। শাফের পুত্রের নাম মদ্‌মন্না আর শিবার পুত্রদের নাম ছিল মক্‌বেনার ও গিবিয়া। কালেবের কন্যার নাম ছিল অক্‌ষা।

[50-51]“কালেবের উত্তরপুরুষ নিম্নরূপ: হূর ছিলেন কালেবের বড় ছেলে। তাঁর মা ছিলেন ইফ্রাথা। হূরের পুত্রদের নাম শোবল, শল্‌মা ও হারেফ। এঁরা তিনজন যথাক্রমে কিরিয়ৎ-যিয়ারীম, বৈৎলেহম আর বৈৎ-গাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

[52]কিরিয়ৎ যিয়ারীমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শোবল। শোবলের উত্তরপুরুষরা ছিল হারোয়া, মনূহোতের অর্ধেক লোকেরা। [53]কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পরিবারগোষ্ঠী হল যিত্রীয়, পূথীয়, শূমাথীয় ও মিশ্রায়ীয়রা। আবার সরাথীয় ও ইষ্টায়োলীয়রা মিশ্রায়ীয়দের থেকে উদ্ভূত হয়।

[54]বৈৎলেহম, নটোফা, অট্রোৎ-বেৎ-যোয়াব, মনহতের অর্ধেক লোকেরা, সরায়ীয়রা [55]এবং যাবেশে যে সব লেখকদের পরিবারগুলি বাস করত তারা হল: তিরিয়াথ, শিমিয়থ আর সূখাথ। তারা সকলেই কীনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং বেৎ-রেখবের প্রতিষ্ঠাতা হম্মতের বংশধর ছিলেন।

দায়ূদের পুত্র

3 দায়ূদের কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল হিব্রোণ শহরে। তাঁর পুত্রদের তালিকা নিম্নরূপ:

দায়ূদের প্রথম পুত্রের নাম অম্নোন। তাঁর মা ছিলেন যিষ্রিয়েলের অহীনোয়ম।

দায়ূদের দ্বিতীয় পুত্র দানিয়েলের মা ছিলেন যিহূদার কর্মিলের অবীগল।

[2]দায়ূদের তৃতীয় পুত্র অবশালোমের মা গশূররাজ তল্‌ময়ের কন্যা মাখা।

চতুর্থ পুত্র আদোনিয়র মায়ের নাম ছিল হগীত।

[3]পঞ্চম পুত্র, শফটিয়র মায়ের নাম ছিল অবীটল।

ষষ্ঠ পুত্র যিত্রিয়মের মায়ের নাম ছিল ইগ্লা, দায়ূদের স্ত্রী।

[4]হিব্রোনে তাঁর এই ছয় পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ দায়ূদ হিব্রোণে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেছিলেন। আর তিনি জেরুশালেমে মোট 33 বছর রাজত্ব করেন।

[5]জেরুশালেমে তাঁর যে সমস্ত পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করে তারা হল:

অম্মীয়েলের কন্যা বৎসেবার গর্ভে শিমিয়, শোবব, নাথন এবং শলোমন প্রমুখ চার পুত্র। [6-8]এছাড়া যিভর, ইলীশূয়া, ইলীফেলট, নোগহ, নেফগ, যাফিয়, ইলীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীফেলট নামে দায়ূদের আরো নয় পুত্র ছিল। [9]উপপত্নীদের সঙ্গে মিলনের ফলেও দায়ূদের বেশ কয়েকটি সন্তান হয়। আর তামর নামে তাঁর একটা কন্যাও ছিল।

দায়ূদের সময়ের পরে যিহূদার রাজা

[10]শলোমনের পুত্রের নাম রহবিয়াম, রহবিয়ামের পুত্রের নাম অবিয়, অবিয়র পুত্রের নাম আসা, আসার পুত্রের নাম যিহোশাফট, [11]যিহোশাফটের পুত্রের নাম ছিল যোরাম, যোরামের পুত্রের নাম অহসিয়, অহসিয়র পুত্রের নাম যোয়াশ, [12]যোয়াশের পুত্রের নাম অমৎসিয়, অমৎসিয়র পুত্রের নাম অসরিয়, অসরিয়র পুত্রের নাম যোথম, [13]যোথমের পুত্রের নাম আহস, আহসের পুত্রের নাম হিষ্কিয়, হিষ্কিয়র পুত্রের নাম মনঃশি, [14]মনঃশির পুত্রের নাম আমোন আর আমোনের পুত্রের নাম যোশিয়।

[15]যোশিয়র বংশধরদের তালিকা নিম্নরূপ: তাঁর প্রথম পুত্রের নাম যোহানন, দ্বিতীয় পুত্রের নাম যিহোয়াকীম, তৃতীয় পুত্রের নাম সিদিকিয়, চতুর্থ পুত্রের নাম শল্লুম।

[16]যিহোয়াকীমের পুত্রদের নাম ছিল যিকনিয় আর সিদিকিয়।*

যিহোয়াকীমের ... সিদিকিয় একে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: (1)“এই সিদিকিয় ছিল যিহোয়াকীমের পুত্র এবং যিকনিয়ের ভাই।” (2)“এই সিদিকিয় ছিল যিকনিয়ের পুত্র এবং যিহোয়াকীমের নাতি।”

বাবিলীয় বন্দীত্বের পর দায়ূদের পরিবার

17যিকনিয় বাবিলে বন্দী হবার পর তাঁর পুত্রদের
তালিকা নিম্নরূপ: শল্টীয়েল, 18মল্‌কীরাম, পদায়,
শিনৎসর, যিকমিয়, হোশামা ও নদবিয়।
19পদায়ের পুত্রদের নাম সরুব্বাবিল আর শিমিয়ি।
মশুল্লম আর হনানিয় হল সরুব্বাবিলের দুই পুত্র; তাঁদের
শলোমীৎ নামে এক বোনও ছিল। 20হশুবা, ওহেল,
বেরিখিয়, হসদিয়, যুশব-হেষদ নামে সরুব্বাবিলের
আরো পাঁচজন পুত্র ছিল।
21হনানিয়র পুত্রের নাম পলটিয়। পলটিয়র পুত্রের
নাম যিশায়াহ। যিশায়াহর পুত্রের নাম রফায়, রফায়ের
পুত্রের নাম অর্ণন, অর্ণনের পুত্রের নাম ওবদিয় আর
ওবদিয়র পুত্রের নাম শখনিয়।
22শখনিয়র পুত্র শময়িয়; এবং শময়িয়ের পুত্র হটূশ,
যিগাল, বারীহ, নিয়রিয় আর শাফট মোট ছয় জন।
23ইলীয়ৈনয়, হিষ্কিয় আর অস্রীকাম নামে নিয়রিয়র
তিনটি পুত্র ছিল।
24আর ইলীয়ৈনয়ের হোদবিয়, ইলীয়াশীব, পলায়ঃ
অক্কুব, যোহানন, দলায় আর অনানি নামে সাত পুত্র
ছিল।

যিহূদার অন্যান্য পরিবারগুলির পরিচয়

4 যিহূদার পাঁচ পুত্রের নাম পেরস, হিষ্রোণ, কর্মী, হূর
আর শোবল।
2শোবলের পুত্রের নাম রায়া, রায়ার পুত্রের নাম
যহৎ আর যহতের দুই পুত্রের নাম ছিল অহূময় ও
লহদ। সরাথীয়রা অহূময় ও লহদের উত্তরপুরুষ
ছিল।
3ঐটমের পুত্রদের নাম: যিষ্রিয়েল, যিশ্মা ও যিদ্‌বশ।
এদের বোনের নাম ছিল হৎসলিল-পোনী।
4পনূয়েলের পুত্রের নাম ছিল গাদোর। এসর ছিল
হূশের পিতা।
এরা ছিল হূরের পুত্র। হূর ছিল ইফ্রাথার প্রথম
পুত্র। ইফ্রাথা ছিলেন বৈৎলেহমের প্রতিষ্ঠাতা।
5তকোয়ের পিতা অস্হূরের হিলা ও নারা নামে দুই
স্ত্রী ছিল। 6নারা ও অস্হূরের পুত্রদের নাম: অহুষম,
হেফর, তৈমিনি ও অহষ্টরি। 7হিলা আর অস্হূরের
পুত্রদের নাম: সেরৎ, যিৎসোহর, ইৎনন আর কোস।
8কোসের দুই পুত্রের নাম ছিল আনূব আর সোবেবা।
কোস হারুমের পুত্র অহর্হলের পরিবারের পূর্বপুরুষ
ছিলেন।
9যাবেশের জন্ম তার অন্যান্য ভাইদের জন্মের থেকে
বেশী বেদনাদায়ক ছিল। যাবেশের মা বলেছিলেন, “ও
হবার সময় আমায় খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল বলে আমি
ওর এই নাম রেখেছি!” 10যাবেশ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করে বলেন, “আমি আপনার প্রকৃত
আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আমি চাই আপনি আমাকে আরো
জমি-জমা দিন। সব সময়ে আমার কাছাকাছি থেকে
যারা আমাকে আঘাত করতে চায় তাদের থেকে আমায়
রক্ষা করুন, তাহলে আর আমায় কোন কষ্ট ভোগ
করতে হবে না।” ঈশ্বর তাঁর এসমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ
করেছিলেন।
11শূহের ভাই কলূবের পুত্রের নাম ছিল মহীর।
মহীরের পুত্রের নাম ইষ্টোন, 12ইষ্টোনের পুত্রদের নাম
বৈৎরাফা, পাসেহ ও তহিন্ন। তহিন্নর পুত্রের নাম
ঈরনাহস। এঁরা সকলেই রেকার বাসিন্দা ছিলেন।
13কনসের দুই পুত্রের নাম: অৎনীয়েল আর সরায়।
অৎনীয়েলের দুই পুত্রের নাম: হথৎ আর মিয়োনোথয়।
14মিয়োনোথয়ের পুত্রের নাম ছিল অফ্রা।
সরায়ের পুত্রের নাম ছিল যোয়াব। এই যোয়াব ছিলেন
কুশলী শিল্পী গে হারাসিমদের পূর্বপুরুষ।
15যিফুন্নির পুত্র ছিল কালেব। কালেবের পুত্রদের
নাম: ঈরূ, এলা ও নয়ম। এলার পুত্রের নাম ছিল
কনস।
16যিহলিলেলের পুত্রদের নাম: সীফ, সীফা, তীরিয়
আর অসারেল।
17-18ইস্রার পুত্রদের নাম: যেথর, মেরদ, এফর আর
যালোন। মেরদের এক পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে জন্মায় মরিয়ম,
শম্ময় ও যিশ্‌বহ। যিশ্‌বহ ছিল ইষ্টিমোয়র পিতা। মেরদের
মিশরীয় স্ত্রী ফরৌণের কন্যা বিথিয়ার গর্ভে যেরদ
গদোরের পিতা, হেবর সোখোর পিতা, আর যিকূথীয়েল
সানোহর পিতা জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনের পুত্রদের
নাম ছিল যথাক্রমে গদোর, সোখোর ও সানোহ।
19মেরদের স্ত্রী ছিলেন যিহূদার বাসিন্দা এবং নহমের
বোন। তাঁর পৌত্রদের নাম কিয়ীলা আর ইষ্টিমোয়। কিয়ীলা
আর ইষ্টিমোয় যথাক্রমে গর্ম্মীয় ও মাখাথীয়দের
পূর্বপুরুষ। 20শীমোনের পুত্রদের নাম ছিল অম্নোন, রিণ্ন,
বিন্‌-হানন আর তীলোন।
যিশীর দুই পুত্রের নাম সোহেৎ আর বিন্‌-সোহেৎ।
21-22শেলা ছিলেন যিহূদার সন্তান। তাঁর পুত্রদের
নাম এর, লাদা আর যোকীম। কোষেবার লোকেরাও
তাঁরই বংশধর। এছাড়াও যোয়াশ আর সারফ নামে
তাঁর দুই পুত্র মোয়াবীয় মেয়েদের বিয়ে করে বৈৎলেহমে
চলে গিয়েছিলেন। এরের পুত্রের নাম ছিল লেকার।
লাদা ছিলেন মারেশার পিতা এবং বৈৎ অসবেয়ের
তাঁতিদের পরিবারগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এই পরিবার
সম্পর্কে যা কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা খুবই প্রাচীন।
23শেলার বংশধররা মাটির জিনিষপত্র বানাতেন। এঁরা
নতায়ীম ও গদেরায় বাস করতেন ও সেখানকার
রাজাদের জন্য কাজ করতেন।

শিমিয়োনের সন্তানসন্ততি

24শিমিয়োনের পুত্রদের নাম নমূয়েল, যামীন, যারীব,
সেরহ আর শৌল। 25শৌলের পুত্রের নাম শল্লুম, শল্লুমের
পুত্রের নাম মিব্‌সম আর মিব্‌সমের পুত্রের নাম ছিল
মিশ্‌ম।
26মিশ্‌মের পুত্রের নাম হম্মুয়েল, হম্মুয়েলের পুত্রের
নাম শক্কূর আর শক্কূরের পুত্রের নাম ছিল শিমিয়ি।
27শিমিয়ির ষোল জন পুত্র আর ছয় কন্যা ছিল। কিন্তু
শিমিয়ির ভাইদের খুব বেশি পুত্রকন্যা ছিল না। যিহূদার

অন্যদের তুলনায় তাদের পরিবারগোষ্ঠী যথেষ্ট ছোট ছিল।

28শিমযির উত্তরপুরুষরা বের্-শেবা, হৎসর-শূয়াল, মোলাদা শহরতলীসমূহে বাস করত। 29বিল্‌হা, এৎসম, তোলদ, 30বথূয়েল, হর্ম্মা, সিক্লগ, 31বৈৎ-মর্কাবোৎ, হৎসর-সূষীম, বৈৎ-বিরী, শারয়িম প্রমুখ শহরগুলোয় দায়ূদের রাজত্বকালের আগে পর্যন্ত বাস করতেন। 32এইসব শহরগুলোর কাছে যে পাঁচটি গ্রাম ছিল, সেগুলি হল: ঐটম, ঐন, রিম্মোণ, তোখেন ও আশন। 33বালৎ পর্যন্ত আরো অনেক গ্রাম ছিল যেখানে শিমযির বংশধররা থাকতেন। তাঁরা তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসও লিখে গিয়েছেন।

34-38মশোবব, যম্লেক, অমৎসিয়ের পুত্র যোশঃ, যোয়েল, যোশিবিয়র পুত্র যেহূ, সরায়ের পুত্র যোশিবিয়, অসীয়েলের পুত্র সরায়, ইলিয়ৈনয়, যাকোবা, যিশোহায়, অসায়, অদীয়েল, যিশীমীয়েল, বনায়, অলোনের পৌত্র ও শিফির পুত্র সীষঃ প্রমুখ ছিলেন এইসব পরিবারগোষ্ঠীর প্রধান ও নেতা। আলোন ছিলেন যিদয়িয়র পুত্র এবং শিম্রির নাতি। আবার শিম্রি ছিলেন শময়িয়ের পুত্র।

এই লোকেদের পরিবার অতিশয় বৃদ্ধি পেল। 39তারা তাদের মেষ ও গবাদি পশুর জন্য চারণভূমির খোঁজে উপত্যকার পূর্বদিকে গদোরের বহিরাঞ্চলে চলে গেল। 40এভাবে খুঁজতে খুঁজতে তারা উর্বর সবুজ ও শান্তিপূর্ণ জমি খুঁজে পেলো। হামের উত্তরপুরুষরা অতীতে সেখানে বসবাস করতেন। 41রাজা হিষ্কিয়র যিহূদায় রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটেছিল। এই সমস্ত লোকেরা গদোরে এসেছিল, হামীয়দের তাঁবুগুলি ধ্বংস করেছিল, তারা মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করেছিল। আজ অবধি তাদের একজনও বেঁচে নেই। অতঃপর তারা সেখানে থাকতে শুরু করল কারণ ওখানকার জমিতে তাদের মেষের খাবার মত প্রচুর পরিমাণে ঘাস ছিল।

42শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর পাঁচশো লোক সেয়ীর পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়েছিলেন। পলটিয়, নিয়রিয়, রফায়িয় ও উষীয়েল প্রমুখ যিশীর পুত্রেরা এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শিমিয়োনের বংশধররাও এখানকার বাসিন্দা অমালেকীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং 43যারা বেঁচেছিল সেই সমস্ত অমালেকীয়দের তারা মেরে ফেলেছিল। তারপর থেকে আজ অবধি সেই শিমিয়োনীয়রা সেয়ীরেই বাস করছেন।

রূবেণের উত্তরপুরুষ

5 1-3রূবেণ ছিলেন ইস্রায়েলের প্রথম সন্তান। তাই, প্রথামত তাঁরই বড় ছেলের বিশেষ সম্মান ও সুবিধে পাবার কথা। কিন্তু যেহেতু রূবেণ তাঁর পিতার স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন সেই কারণে বড় ছেলের অধিকার যোষেফের পুত্রেরা পেয়েছিলেন। পারিবারিক ইতিহাসেও, রূবেণের নাম বড় ছেলের হিসেবে নথিভুক্ত করা নেই। যিহূদা যেহেতু তাঁর ভাইদের থেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, সেহেতু তাঁর পরিবার থেকেই নেতা স্থির করা হত। তা সত্ত্বেও, বড় ছেলের বিশেষ অধিকার ও অন্যান্য ক্ষমতা যোষেফের বংশের লোকেরাই ভোগ করতেন। রূবেণের পুত্রেরা ছিল হনোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও কর্মী।

4যোয়েলের উত্তরপুরুষদের তালিকা নিম্নরূপ: যোয়েলের পুত্রের নাম শিময়িয়, শিময়িয়র পুত্রের নাম গোগ, গোগের পুত্রের নাম শিমিয়ি, 5শিমিয়ির পুত্রের নাম মীখা, মীখার পুত্রের নাম রায়া, রায়ার পুত্রের নাম বাল, 6বালের পুত্রের নাম ছিল বেরা। অশূররাজ তিগ্লৎ-পিলেষর রূবেণ পরিবারগোষ্ঠীর এই নেতাকে তার জায়গা ছাড়তে বাধ্য করেন এবং তাঁকে নির্বাসন দেন।

7যোয়েলের ভাইদের ও তাঁর পরিবারের পরিচয় তাঁর পরিবারগোষ্ঠীর ইতিহাস অনুযায়ী ছিল নিম্নরূপ: এই বংশের বড় ছেলে ছিলেন যিয়ীয়েল, তারপর সখরিয় আর 8আসসের পুত্র বেলা। আসস ছিলেন শেমার পুত্র। শেমা ছিলেন যোয়েলের পুত্র। এঁরা অরোয়ের থেকে নবো এবং বাল্-মিয়োন পর্যন্ত অঞ্চলে বাস করতেন। 9পূর্বদিকে ফরাৎ নদীর কাছে মরুভূমি পর্যন্ত অঞ্চলে এঁদের বসবাস ছিল। বসবাসের জন্য তাঁরা এই অঞ্চল বেছে নিয়েছিলেন কারণ তাঁদের গিলিয়দে অনেক গবাদি পশু ছিল। 10শৌলের রাজত্বকালে, বেলার লোকেরা হাগরীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাঁদের হারিয়ে তাঁদের তাঁবুতে বসবাস করতে শুরু করেন এবং গিলিয়দের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

গাদের উত্তরপুরুষ

11গাদের পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা রূবেণ পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের কাছেই বাশন অঞ্চলের শহর সলখা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতেন। 12বাশনের প্রথম নেতা ছিলেন যোয়েল। তারপরে যথাক্রমে শাফম ও যানয় নেতা হন। 13মীখায়েল, মশুল্লম, শেবা, যোরায়, যাকন, সীয় আর এবর হলেন এই পরিবারের সাত ভাই। 14এঁরা সকলেই হূরির পুত্র অবীহয়িলের উত্তরপুরুষ। আবার হূরি ছিলেন যারোহর পুত্র, যারোহ গিলিয়দের পুত্র, গিলিয়দ মীখায়েলের পুত্র, মীখায়েল যিশীশয়ের পুত্র, যিশীশয় যহদোর পুত্র আর যহদো ছিলেন বূষের পুত্র। 15অন্য এক পরিবারের নেতা অহির পিতার নাম অব্দিয়েল। তিনি ছিলেন গূনির পুত্র।

16গাদ পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা গিলিয়দ অঞ্চলে বসবাস করত। এঁরা বাশন ও বাশনের পার্শ্ববর্তী ছোট খাটো শহর থেকে সীমান্তে শারোণ পর্যন্ত সমস্ত সমভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। 17এই সমস্ত নামগুলি গাদের পারিবারিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এগুলি যিহূদার রাজা যোথম ও ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের সময়ে নথিভুক্ত করা হয়।

যুদ্ধে কিছু রন-কুশলী সৈনিক

18রূবেণ, গাদ ও অর্ধেক মনঃশি পরিবারগোষ্ঠী থেকে 44,760 জন সাহসী লোক ছিল। ঢাল-তরোয়াল ছাড়াও

তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করাতেও তারা ছিল পারদর্শী।
19এরা হাগরীয়, যিটুর, নাফীশ ও নোদবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
ঘোষণা করে। 20মনঃশি, রূবেণ ও গাদ পরিবারগোষ্ঠীর
লোকেরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে যুদ্ধে তাদের সাহায্য
করার জন্য প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন
কারণ তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল এবং তারা
হাগরীয়দের ও অন্যান্য সকলকে যুদ্ধে পরাস্ত করে।
21তাদের 50,000 উট, 2,50,000 মেষ এবং 2,000 গাধা
নিয়ে নেওয়া ছাড়াও তারা 1,00,000 ব্যক্তিকে বন্দী
করেছিলেন। 22ঈশ্বর স্বয়ং রূবেণের বংশের লোকেদের
সহায় হওয়ায় বহু হাগরীয় যুদ্ধে নিহত হন এবং অতঃপর
মনঃশি, রূবেণ ও গাদ পরিবারের লোকেরা হাগরীয়দের
বাসভূমিতে থাকতে শুরু করেন। ইস্রায়েলের লোকেরা
বন্দী হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁরা ওখানেই বাস করেছেন।
23মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেক লোক বাল্-
হর্ম্মোণ, সনীর ও হর্ম্মোণ পর্বত পর্যন্ত বাশন অঞ্চলে
বসবাস করতেন। ক্রমশঃ তাঁরা একটি বড় গোষ্ঠীতে
পরিণত হয়েছিলেন।
24এফর, যিশী, ইলীয়েল, অস্রীয়েল, যিরমিয়,
হোদবিয়, যহদীয়েল প্রমুখ বিখ্যাত সাহসী বীররা ছিলেন
এঁদের নেতা। 25কিন্তু এঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের আরাধ্য
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করে এই অঞ্চলের প্রাক-
বাসিন্দাদের ভ্রান্ত দেবদেবীর আরাধনা শুরু করলেন।
এ কারণেই ঈশ্বর কিন্তু প্রাক-বাসিন্দাদের ধ্বংস
করেছিলেন।
26ফলতঃ, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অশূররাজ পূল যিনি
তিগ্লৎ-পিলেষর নামেও পরিচিত ছিলেন, যুদ্ধ করবার
উস্কানি দিলেন এবং তিনি রূবেণ, গাদ ও অর্ধেক
মনঃশির পরিবারগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বন্দী
করে নির্বাসনে নিয়ে গেলেন। এই সমস্ত বন্দীদের পূল
হেলহ, হাবোর ও হারা এবং গোষণ নদীর কাছে নিয়ে
এলেন। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা সেখানেই
বসবাস করে আসছেন।

লেবির উত্তরপুরুষ

6 লেবির পুত্রদের নাম ছিল: গের্শোন, কহাৎ আর
মরারি।
2কহাতের পুত্রদের নাম ছিল: অম্রাম, যিষ্হর, হিব্রোণ
আর উষীয়েল।
3অম্রামের সন্তানদের নাম ছিল: হারোণ, মোশি আর
মরিয়ম।
হারোণের পুত্ররা ছিল নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর এবং
ঈথামর। 4ইলিয়াসরের পুত্রের নাম পীনহস, পীনহসের
পুত্রের নাম অবিশূয়, 5অবিশূয়র পুত্রের নাম বুক্কি, বুক্কির
পুত্রের নাম উষি, 6উষির পুত্রের নাম সরহিয়, সরহিয়র
পুত্রের নাম মরায়োৎ, 7মরায়োতের পুত্র অমরিয়,
অমরিয়র পুত্রের নাম অহীটূব, 8অহীটূবের পুত্রের নাম
সাদোক, সাদোকের পুত্রের নাম অহীমাস, 9অহীমাসের
পুত্রের নাম অসরিয়, অসরিয়র পুত্রের নাম যোহানন,
10যোহাননের পুত্রের নাম অসরিয়। এই অসরিয়
শলোমনের জেরুশালেমে বানানো মন্দিরের যাজক
ছিলেন। 11অসরিয়র পুত্রের নাম অমরিয়, অমরিয়র
পুত্রের নাম অহীটূব, 12অহীটূবের পুত্রের নাম সাদোক,
সাদোকের পুত্রের নাম শল্লুম, 13শল্লুমের পুত্রের নাম
হিল্কিয়, হিল্কিয়র পুত্রের নাম অসরিয়, 14অসরিয়র পুত্রের
নাম সরায় আর সরায়ের পুত্রের নাম ছিল যিহোষাদক।
15প্রভু যখন যিহূদা আর জেরুশালেমের প্রতি ক্রুদ্ধ
হয়েছিলেন, যিহোষাদকও তখন বাসভূমি ত্যাগ করতে
বাধ্য হয়েছিলেন। প্রভু নবূখদ্নিৎসরকে দিয়ে এই সময়ে
যিহূদা আর জেরুশালেমের সমস্ত লোকেদের বন্দী
করিয়ে ভিন্‌দেশে পাঠিয়েছিলেন।

লেবির অন্যান্য উত্তরপুরুষ

16লেবির পুত্ররা ছিল: গের্শোন, কহাৎ আর মরারি।
17গের্শোনের পুত্রদের নাম ছিল লিব্নি আর শিমিয়ি।
18কহাতের পুত্রদের নাম ছিল অম্রাম, যিষ্হর, হিব্রোণ
আর উষীয়েল।
19মরারির দুই পুত্রের নাম মহলি আর মূশি।
পিতৃপুরুষদের নামানুসারে লেবীয় পরিবারের
তালিকা নিম্নরূপ:
20গের্শোনের উত্তরপুরুষ: গের্শোমের পুত্র ছিল লিব্নি,
লিব্নির পুত্র যহৎ, যহতের পুত্র সিম্ম, 21সিম্মর পুত্র
যোয়াহ, যোয়াহের পুত্র ইদ্দো, ইদ্দোর পুত্র সেরহ আর
সেরহর পুত্র ছিল যিয়ত্রয়।
22কহাতের উত্তরপুরুষ: কহাতের পুত্র ছিল
অম্মীনাদব, অম্মীনাদবের পুত্র কোরহ, কোরহের পুত্র
অসীর, 23অসীরের পুত্র ইল্কানা, ইল্কানার পুত্র
ইবীয়াসফ, ইবীয়াসফের পুত্র অসীর, 24অসীরের পুত্র
তহৎ, তহতের পুত্র ঊরীয়েল, ঊরীয়েলের পুত্র ঊষিয়
আর ঊষিয়র পুত্র শৌল।
25ইল্কানার পুত্রের নাম ছিল অমাসয় আর অহীমোৎ।
26ইল্কানার আরেক পুত্রের নাম ছিল সোফী, তার পুত্রের
নাম নহৎ, 27নহতের পুত্রের নাম ইলীয়াব, ইলীয়াবের
পুত্রের নাম যিরোহম, যিরোহমের পুত্রের নাম ইল্কানা
আর ইল্কানার পুত্রের নাম ছিল শমূয়েল।
28শমূয়েলের দুই পুত্রের নাম যোয়েল আর অবিয়।
যোয়েল ছিল শমূয়েলের বড় ছেলে।
29মরারির বংশধর: মরারির পুত্রের নাম মহলি,
মহলির পুত্রের নাম লিব্নি, লিব্নির পুত্রের নাম শিমিয়ি,
শিমিয়ির পুত্রের নাম উষঃ, 30উষেঃর পুত্রের নাম শিমিয়,
শিমিয়র পুত্রের নাম হগিয় আর হগিয়র পুত্রের নাম
ছিল অসায়।

মন্দিরের গায়করা

31সাক্ষ্যসিন্দুক রাখার সিন্দুকটি প্রভুর গৃহতে রাখার
পর মহারাজ দায়ূদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সেখানকার
ভজন ও কীর্তনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। 32শলোমন
প্রভুর জন্য জেরুশালেমে মন্দির বানানোর আগে
পর্যন্ত এই সমস্ত গায়করা এই পবিত্র তাঁবু বা সমাগম
তাঁবুতে তাঁদের কর্মসূচী অনুযায়ী গান-বাজনা আরাধনা
করতেন।

33এঁরা হলেন কহাতের পরিবারের:
যোয়েলের পুত্র গায়ক হেমন, যোয়েলের পিতা
শমূয়েল, **34**শমূয়েলের পিতা ইল্‌কানা, ইল্‌কানার পিতা
যিরোহম, যিরোহমের পিতা ইলীয়েল, ইলীয়েলের পিতা
তোহ, **35**তোহর পিতা সূফ, সূফের পিতা ইল্‌কানা,
ইল্‌কানার পিতা মাহত, মাহতের পিতা অমাসয়,
36অমাসয়ের পিতা ইল্‌কানা, ইল্‌কানার পিতা যোয়েল,
যোয়েলের পিতা অসরিয়, অসরিয়র পিতা সফনিয়,
37সফনিয়র পিতা তহত, তহতের পিতা অসীর, অসীরের
পিতা ইবীয়াসফ, ইবীয়াসফের পিতা কোরহ, **38**কোরহর
পিতা যিষ্‌হর, যিষ্‌হরের পিতা কহাৎ, কহাতের পিতা
লেবি আর লেবির পিতা ছিলেন ইস্রায়েল।

39আসফ ছিলেন হেমনের আত্মীয় এবং তিনি
হেমনের ডানদিকে দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। আসফের
পিতা ছিলেন বেরিখিয়, বেরিখিয়র পিতা শিমিয়,
40শিমিয়র পিতা মীখায়েল, মীখায়েলের পিতা বাসেয়,
বাসেয়র পিতা মল্কিয়, **41**মল্কিয়র পিতা ইৎনির, ইৎনিরের
পিতা সেরহ, সেরহের পিতা অদায়া, **42**অদায়ার পিতা
এথন, এথনের পিতা সিম্ম, সিম্মর পিতা শিমিয়ি,
43শিমিয়ির পিতা যহত, যহতের পিতা গের্শোন আর
গের্শোন ছিলেন লেবির পুত্র।

44মরারির উত্তরপুরুষরা হেমন আর আসফের
আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁরা হেমনের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে
গান করতেন। এথন ছিলেন কীশির পুত্র, কীশি অব্দির
পুত্র, অব্দি মল্লূকের পুত্র, **45**মল্লূক হশবিয়র পুত্র, হশবিয়
অমৎসিয়ের পুত্র, অমৎসিয় হিল্কিয়র পুত্র, **46**হিল্কিয়
অম্‌সির পুত্র, অম্‌সি বানির পুত্র, বানি শেমরের পুত্র,
47শেমর মহলির পুত্র, মহলি মূশির পুত্র, মূশি মরারির
পুত্র আর মরারি লেবির পুত্র।

48হেমন আর আসফের ভাইরাও লেবীয়
পরিবারগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। লেবির পরিবারগোষ্ঠীকে
লেবীয়ও বলা হত। ঈশ্বরের গৃহ, পবিত্র তাঁবুতে
কাজ করার জন্যই লেবীয়দের বেছে নেওয়া হয়েছিল।
49তবে বেদীতে ধূপধূনো দেবার এবং হোমবলি ও
বলিদানের অধিকার ছিল শুধুমাত্র হারোণের
উত্তরপুরুষদের। প্রভুর গৃহের পবিত্রতম স্থানের সমস্ত
কাজ করতেন হারোণের পরিবারের সদস্যরা।
ইস্রায়েলের লোকেদের প্রায়শ্চিত্ত করাবার জন্য যে সমস্ত
আচার অনুষ্ঠান করা হত সেটিও তাঁরাই করতেন। তাঁরা
প্রভুর দাস মোশি প্রদত্ত সমস্ত বিধি ও আইনগুলি
মেনে চলতেন।

হারোণের উত্তরপুরুষ

50হারোণের পুত্রের নাম ছিল ইলিয়াসর, ইলিয়াসরের
পুত্রের নাম ছিল পীনহস, পীনহসের পুত্রের নাম অবীশূয়,
51অবীশূয়র পুত্রের নাম বুক্কি, বুক্কির পুত্রের নাম উষি,
উষির পুত্রের নাম সরাহিয়, **52**সরাহিয়র পুত্রের নাম
মরায়োৎ, মরায়োতের পুত্রের নাম অমরিয়, অমরিয়র
পুত্রের নাম অহীটূব, **53**অহীটূবের পুত্রের নাম সাদোক
আর সাদোকের পুত্রের নাম ছিল অহীমাস।

লেবীয় পরিবারের বাসস্থান

54হারোণের উত্তরপুরুষরা তাদের যে জমি দেওয়া
হয়েছিল সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করত। লেবীয়দের
যে জমি দেওয়া হয়েছিল তার প্রথম অংশটি পেয়েছিল
কহাৎ পরিবারগুলি। **55**তাঁদের যিহূদার হিব্রোণ ও তার
আশেপাশের জমিতে বাস করতে দেওয়া হয়েছিল।
56হিব্রোণের দূরবর্তী মাঠ-ঘাট ও গ্রামাঞ্চলগুলি যিফুন্নির
পুত্র কালেবকে দেওয়া হয়। **57**হারোণের উত্তরপুরুষদের
হিব্রোণ, নিরাপত্তার শহর* দেওয়া হয়। লিব্‌না, যত্তীর,
ইষ্টিমোয়, **58**হিলেন, দবীর, **59**আশন, বৈৎশেমশ প্রমুখ
শহর ও তার পার্শ্ববর্তী মাঠগুলি তাঁদের দেওয়া হয়েছিল।
60বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীর সদস্যরা গিবিয়োন, গেবা,
অনাথোৎ, আলেমৎ প্রমুখ শহর ও তার আশেপাশের
মাঠগুলি পেয়েছিলেন।

কহাতের পরিবারদের তেরোটি শহর দেওয়া হয়।

61কহাতের উত্তরপুরুষের বাদবাকি সদস্যরা মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেকের মধ্যে থেকে দশটি শহর
পেয়েছিলেন।

62গের্শোমের উত্তরপুরুষরা 13টি শহর পেয়েছিল।
তারা শহরগুলি ইষাখর পরিবার, আশের পরিবার,
নপ্তালি পরিবার, বাশনে বসবাসকারী মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠীর একাংশের কাছ থেকে পেয়েছিল।

63মরারির উত্তরপুরুষেরা, রূবেণ, গাদ আর সবূলূন
পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে অক্ষ নিক্ষেপ করে 12খানা
শহর পেয়েছিলেন।

64এইভাবে ইস্রায়েলীয়রা লেবীয়দের শহর ও
জমিজমা ভাগবাঁটোয়ারা করে দিলেন। **65**এই সমস্ত
শহরই যিহূদা, শিমিয়োন ও বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীর
ছিল। তাঁরাই অক্ষ নিক্ষেপ করে কোন লেবীয় পরিবার
কোন শহর পাবেন তা ঠিক করেছিলেন।

66ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠী কহাৎ পরিবারের কিছু
লোককে কয়েকটি শহরতলী দিলেন। ঘুঁটি চেলে এই
শহরতলীসমূহ নির্বাচিত হয়েছিল। **67**নিরাপত্তার শহর
শিখিম তাদের দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও তাদের দেওয়া
হয়েছিল গেষর নগর। **68**যক্‌মিয়াম, বৈৎ-হোরণ,
69আইজালন এবং গাৎ-রিম্মোণ শহরগুলি। এই
শহরগুলির সঙ্গে তারা ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলের
মাঠগুলিও পেয়েছিল। **70**এবং কহাতের বাকি
পরিবারগুলিকে ইস্রায়েলীয়রা মনঃশি পরিবারের
অর্ধেকের কাছ থেকে দিল আনের, বিল্‌য়ম এবং তাদের
মাঠগুলি।

অন্যান্য লেবীয়রাও বাসস্থান পেলেন

71মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেকের কাছ থেকে
গের্শোন পরিবারের সদস্যরা বাশনের গোলন শহর ও
অষ্টারোৎ এবং তার আশেপাশের মাঠগুলো বসবাসের
জন্য পেলেন।

নিরাপত্তার শহর একটি বিশেষ শহর যেখানে একজন ইস্রায়েলীয় কাউকে দুর্ঘটনাবশতঃ হত্যা করলে তার আত্মীয়দের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই শহরে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারত।

72-73এছাড়াও তাঁরা ইষাখর পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে কেদশ, দাবরৎ, রামোৎ ও গন্নিম প্রমুখ শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুলো পেলেন।

74-75আশের পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাঁরা পেলেন মশাল, আব্দোন, হূকোক, রহোব প্রমুখ শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুলো।

76নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাঁরা পেলেন গালীলের কেদশ, হম্মোন, কিরিয়াথয়িম প্রমুখ শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুলো।
77লেবীয়দের বাদবাকিরা ছিলেন মরারি পরিবারের সদস্য। তারা সবূলূন পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে যখনিয়ম, করতহ, রিম্মোণো এবং তাবোর প্রমুখ শহর ও তার নিকটবর্তী মাঠগুলো পেলেন।

78-79মরারি পরিবারের সদস্যরা এছাড়াও মরু অঞ্চলের বেৎসর নগর, যাহসা, কদমোৎ, মেফাৎ প্রমুখ শহর ও তার আশেপাশের মাঠগুলো রূবেণ পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে পেলেন। রূবেণের উত্তরপুরুষরা যর্দ্দন নদী ও যিরিহো শহরের পূর্বপ্রান্তে বসবাস করতেন।

80-81মরারি পরিবারের সদস্যরা গাদ পরিবারগোষ্ঠীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন গিলিয়দের রামোৎ, মহনয়িম, হিষ্‌বোণ, যাসের প্রমুখ শহরের নিকটবর্তী মাঠগুলো।

ইষাখরের উত্তরপুরুষ

7 ইষাখরের চার পুত্রের নাম ছিল তোলয়, পূয়, যাশূব আর শিম্রোণ।

2তোলয়ের পুত্ররা সকলেই তাদের পরিবারের নেতা ছিলেন। এদের নাম: উষি, রফায়, যিরীয়েল, যহময়, যিব্‌সম আর শমূয়েল। এঁরা এবং এঁদের উত্তরপুরুষদের সকলেই ছিলেন বীর সৈনিক। দায়ূদের রাজত্বের সময় এদের পরিবারে 22,600 সৈনিক ছিল।

3উষির পুত্রের নাম ছিল যিস্রাহিয়। যিস্রাহিয়ের পুত্ররা ছিল: মীখায়েল, ওবদিয়, যোয়েল ও যিশিয়। এঁরা পাঁচজনই ছিলেন তাঁদের পরিবারের নেতা।
4তাঁদের বংশতালিকা থেকে জানতে পারা যায়, এই পরিবারে 36,000 সৈনিক ছিলেন। বহুবিবাহের কারণে এদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা যথেষ্ট বেশি ছিল।

5পারিবারিক ইতিহাস অনুযায়ী ইষাখরের পরিবারগোষ্ঠীতে সব মিলিয়ে 87,000 বীর সৈনিক জন্মেছিলেন।

বিন্যামীনের উত্তরপুরুষ

6বেলা, বেখর ও যিদীয়েল নামে বিন্যামীনের তিন পুত্র ছিল।

7ইষ্‌বোণ, উষি, উষীয়েল, যিরেমোৎ আর ঈরী নামে বেলার পাঁচ পুত্র ছিল। এদের পারিবারিক ইতিহাস অনুযায়ী এই পরিবারের মোট 22,034 জন সৈনিক ছিলেন।

8বেখরের পুত্রেরা ছিল সমীরাঃ যোয়াশ, ইলীয়েষর, ইলিয়ো-ঐনয়, অম্রি, যিরেমোৎ, অবিয়, অনাথোৎ আর আলেমৎ। তারা সকলেই বেখরের সন্তান।
9 20,200 জন বীর সৈনিক যাঁরা তাঁদের পরিবারের নেতা ছিলেন, তাঁদের নাম পারিবারিক ইতিহাসে তাঁদের পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে নথিবদ্ধ আছে।

10যিদীয়েলের পুত্রের নাম বিল্‌হন। বিল্‌হনের পুত্রদের নাম ছিল: যিয়ূশ, বিন্যামীন, এহূদ, কনানা, সেথন, তর্শীশ আর অহীশহর।
11যিদীয়েলের পুত্ররা সকলেই তাদের পরিবারের নেতা ছিলেন এবং এই বংশে মোট সৈনিকের সংখ্যা ছিল 17,200 জন।

12শুপ্পীম আর হুপ্পীম দুজনেই ছিলেন ঈরের উত্তরপুরুষ। অহেরের পুত্রের নাম ছিল হূশীম।

নপ্তালির উত্তরপুরুষ

13নপ্তালির পুত্রদের নাম ছিল যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর আর শল্লুম।

আর এরা সকলেই বিল্‌হারের উত্তরপুরুষ ছিলেন।

মনঃশির উত্তরপুরুষ

14মনঃশির পরিবারের বিবরণ নিম্নরূপ:

মনঃশির অরামীয়া উপপত্নীর অস্রীয়েল নামে এক পুত্র ছিল। তাঁর গর্ভে গিলিয়দের পিতা মাখীরেরও জন্ম হয়।
15মাখীর হুপ্পীম আর শুপ্পীমের পরিবারের একজনকে বিয়ে করেছিলেন। মাখীরের বোনের নাম দেওয়া হয়েছিল মাখা। দ্বিতীয় পুত্রের নাম সলফাদ। তার শুধু কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল।
16মাখীরের স্ত্রী মাখা একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন এবং তার নাম রেখেছিলেন পেরশ। পেরশের ভাইয়ের নাম ছিল শেরশ। শেরশের পুত্রদের নাম ছিল ঊলম ও রেকম।

17ঊলমের পুত্রের নাম বদান। গিলিয়দের উত্তরপুরুষ নিম্নরূপ: গিলিয়দ ছিলেন মাখীরের পুত্র, মাখীর মনঃশির পুত্র।
18মাখীরের বোন হম্মোলেকতের পুত্র ছিল ঈশ্‌হোদ, অবীয়েষর আর মহলা।

19শমীদার পুত্রদের নাম ছিল অহিয়ন, শেখম, লিক্‌হি ও অনীয়াম।

ইফ্রয়িমের উত্তরপুরুষ

20ইফ্রয়িমের উত্তরপুরুষ নিম্নরূপ: ইফ্রয়িমের পুত্রের নাম ছিল শূথেলহ, শূথেলহের পুত্র বেরদ, বেরদের পুত্র তহৎ,
21তহতের পুত্র ইলিয়াদা, ইলিয়াদার পুত্র তহৎ, তহতের পুত্র সাবদ আর সাবদের পুত্রের নাম ছিল শূথেলহ। গাত শহরের কিছু বাসিন্দা এৎসর ও ইলিয়দকে হত্যা করে কারণ তাঁরা দুজন এই শহর থেকে গবাদি পশু আর মেষ চুরি করার চেষ্টা করেছিলেন।
22এদের দুজনের পিতা ইফ্রয়িম পুত্রদের মৃত্যুশোকে অনেকদিন কান্নাকাটি করেছিলেন। তারপর তাঁর পরিবারের লোকেরা এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলে
23তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আবার মিলিত হলেন এবং তাঁর স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মালে ইফ্রয়িম সেই পুত্রের নাম দিলেন বরীয়, কারণ এই পরিবারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।
24ইফ্রয়িমের কন্যার নাম ছিল শীরা। তিনি উর্দ্ধ ও নিম্ন বৈৎ-হোরোণ এবং উষেণ শীরা পত্তন করেছিলেন।

25ইফ্রয়িমের আরেক পুত্রের নাম ছিল রেফহ।
রেফহের পুত্রের নাম রেশফ, রেশফের পুত্রের নাম
তেলহ, তেলহের পুত্রের নাম তহন, 26তহনের পুত্রের
নাম লাদন, লাদনের পুত্রের নাম অম্মীহূদ, অম্মীহূদের
পুত্রের নাম ইলীশামা, 27ইলীশামার পুত্রের নাম নূন
আর নূনের পুত্রের নাম ছিল যিহোশূয়।

28ইফ্রয়িমের উত্তরপুরুষরা বৈথেল ও তার
আশেপাশের গ্রামগুলোয়, পূর্বদিকে নারণ, পশ্চিমে গেষর
ও তার চারপাশের শহরে, শিখিম এবং এর আশেপাশের
গ্রামগুলিতে আয়া এবং এর গ্রামগুলির অঞ্চলে পর্যন্ত
বাস করত। 29মনঃশিদের জমির সীমান্ত বরাবর ছিল
বৈৎশান, তানক, মগিদ্দো, দোর এবং তাদের গ্রামগুলি।
ইস্রায়েলের পুত্র যোষেফের উত্তরপুরুষরা এইসমস্ত
শহরে থাকতেন।

আশেরের উত্তরপুরুষ

30আশেরের পুত্রদের নাম ছিল যিম্ন, যিশ্বাঃ, যিশ্বী
আর বরীয়। এদের বোনের নাম সেরহ।

31বরীয়র পুত্রদের নাম হেবর আর মল্কীয়েল।
মল্কীয়েলের পুত্রের নাম বির্ষোত।

32হেবরের পুত্রদের নাম যফ্লেট, শোমের আর
হোথম। এঁদের বোনের নাম শূয়া।

33যফ্লেটের পুত্রদের নাম ছিল: পাসক, বিম্হল
আর অশ্বৎ।

34শেমরের পুত্রদের নাম ছিল: অহি, রোগহ, যিহুব্ব
আর অরাম।

35শেমরের ভাই হেলমের পুত্রদের নাম ছিল: শোফহ,
যিম্ন, শেলশ আর আমল।

36সোফহর পুত্রদের নাম: সূহ, হর্ণেফের, শূয়াল, বেরী,
যিম্র, 37বেৎসর, হোদ, শম্ম, শিল্শ, যিত্রণ আর বেরা।

38যেথরের পুত্রদের নাম: যিফুন্নি, পিস্প আর অরা।

39উল্লের পুত্রদের নাম: আরহ, হন্নীয়েল আর
রিৎসিয়।

40আশেরের এই সমস্ত উত্তরপুরুষরা ছিলেন বীর
যোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের নেতা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।
এঁদের পরিবারের মোট যোদ্ধার সংখ্যা ছিল 26,000
জন।

রাজা শৌলের পারিবারিক ইতিহাস

8 1-2বিন্যামীনের প্রথম পুত্র বেলা, দ্বিতীয় পুত্র অস্বেল,
তৃতীয় পুত্র অহর্হ, চতুর্থ পুত্র নোহা আর পঞ্চম পুত্র
রাফা।

3-5বেলার পুত্রদের নাম: অদ্দর, গেরা, অবীহূদ,
অবীশূয়, নামান, আহোহ, গেরা, শফূফন আর হূরম।

6-7নামান, অহিয় আর গেরা ছিলেন এহূদের
উত্তরপুরুষ। এঁরা সকলেই গেবায় নিজেদের পরিবারের
নেতা ছিলেন। উষঃ ও অহীহূদের পিতা গেরা এঁদের
বাড়ি ছেড়ে মানহতে উঠে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

8শহরয়িম মোয়াব অঞ্চলে তাঁর স্ত্রী হূশীম ও বারাক
উভয়কেই বিদায় দিয়ে আর একটি বিবাহ করেন এবং
সেই বিবাহের ফলস্বরূপ কয়েকটি সন্তান হয়। 9-10স্ত্রী
হোদশের মাধ্যমে যোবব, সিবিয়, মেশা, মল্কম, যিয়ূশ,
শখিয় আর মির্ম নামে তাঁর সাত পুত্র হয়। এঁরাও
সকলে নিজেদের পরিবারের নেতা ছিলেন। 11শহরয়িম
আর তাঁর স্ত্রী হূশীমেরও অহীটূব আর ইল্পাল নামে দুই
পুত্র ছিল।

12-13ইল্পালের পুত্রদের নাম ছিল এবর, মিশিয়ম,
শেমদ, বরীয় আর শেমা। শেমদ, ওনো এবং লোদের
শহরগুলি ও তার পার্শ্ববর্তী নগরগুলি গড়ে তুলেছিলেন।
বরীয় আর শেমা অয়ালোনে বসবাসকারী পরিবারগুলোর
নেতা ছিলেন এবং গাতে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের
তাঁরা উঠে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

14বরীয়র পুত্রদের নাম ছিল শাশক, যিরেমোৎ,
15সবদিয়, অরাদ, এদর, 16মীখায়েল, যিশ্পা আর যোহ।
17ইল্পালের পুত্রদের নাম সবদিয়, মশুল্লম, হিষ্কি, হেবর,
18যিশ্মরয়, যিষ্লিয় আর যোবব।

19শিমিয়ির পুত্রদের নাম ছিল যাকীম, সিখ্রি, সব্দি,
20ইলীয়ৈনয়, সিল্লথয়, ইলীয়েল, 21অদায়া, বরায়া আর
শিম্রৎ।

22শাশকের পুত্রদের নাম ছিল: যিশ্পন, এবর,
ইলীয়েল, 23অব্দোন, সিখ্রি, হানন, 24হনানিয়, এলম,
অন্তোথিয়, 25যিফদিয় আর পনূয়েল।

26যিরোহমের পুত্রদের নাম শিম্শরয়, শহরিয়,
অথলিয়, 27যারিশিয়, এলিয় আর সিখ্রি।

28এঁরা সকলেই জেরুশালেমে বাস করতেন এবং
নিজেদের পরিবারের নেতা ছিলেন। একথা এঁদের
পারিবারিক ইতিহাসে লেখা আছে।

29যিয়ীয়েল ছিলেন গিবিয়োনের পিতা। তিনি
গিবিয়োনে থাকতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মাখা।
30যিয়ীয়েলের পুত্রদের নাম হল জ্যেষ্ঠ অব্দোন এবং
তারপর যথাক্রমে সূর, কীশ, বাল, নের, নাদব, 31গদোর,
অহিয়ো, সখর আর মিক্লোত। 32মিক্লোতের পুত্রের নাম
শিমিয়। এঁরা সকলে জেরুশালেমে তাঁদের
আত্মীয়স্বজনদের কাছাকাছি বাস করতেন।

33নেরের* পুত্রের নাম ছিল কীশ। কীশের পুত্র ছিল
শৌল আর শৌলের পুত্রদের নাম ছিল: যোনাথন,
মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্বাল।

34যোনাথনের পুত্রের নাম: মরীব্-বাল আর মরীব্-
বালের পুত্রের নাম ছিল মীখা।

35মীখার পুত্রদের নাম ছিল: পিথোন, মেলক, তরেয়
আর আহস।

36আহসের পুত্রের নাম যিহোয়াদা, যিহোয়াদার
পুত্রদের নাম আলেমৎ, অস্মাবৎ আর সিম্রি। সিম্রির
পুত্রের নাম মোৎসা, 37মোৎসার পুত্রের নাম ছিল বিনিয়া,
বিনিয়ার পুত্রের নাম রফায়, রফায়ের পুত্র ছিল ইলীয়াসা
আর ইলীয়াসার পুত্র ছিল আৎসেল।

38আৎসেলের ছয় পুত্রের নাম: অস্ত্রীকাম, বোখরু,
ইশ্মায়েল, শিয়রিয়, ওবদিয় আর হানান।

নের এখানে উল্লিখিত নের হয়ত 1ম শমূ: 9:1 এ উল্লিখিত অবীয়েল হতে পারে।

39আৎসেলের ভাই এশকের পুত্রদের নাম ছিল: জ্যেষ্ঠ উলম, দ্বিতীয় যিয়ূশ আর তৃতীয় পুত্র এলীফেলট। 40উলমের পুত্ররা সকলেই ছিল বীর সৈনিক, তীর ধনুক চালাতে পারদর্শী। এদের সকলেরই অনেক অনেক পুত্র ও পৌত্র ছিল। সব মিলিয়ে মোট 150 জন পুত্র ও পৌত্র ছিল।

এঁরা সকলেই বিন্যামীনের উত্তরপুরুষ।

9 ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দাদের নাম তাদের পারিবারিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ছিল। সেই সমস্ত পারিবারিক ইতিহাস সঙ্কলিত করে ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থটি লেখা হয়।

জেরুশালেমের লোকেরা

যিহূদার লোকেদের জোর করে বাবিলে নির্বাসিত করা হয়েছিল কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিল। 2পরবর্তীকালে নিজেদের বাসস্থানে প্রথম যাঁরা ফিরে এসে আবার বাস করতে শুরু করেন তাঁদের মধ্যে যাজকবর্গ, লেবীয়, মন্দিরের দাস ছাড়াও কিছু ইস্রায়েলীয় ব্যক্তি ছিলেন।

3জেরুশালেমে বসবাসকারী যিহূদা, বিন্যামীন, ইফ্রয়িম আর মনঃশি পরিবার গোষ্ঠীর লোকেদের তালিকা নিম্নরূপ:

4উথয়ের পিতা অম্মীহূদ, অম্মীহূদের পিতা অম্রি, অম্রির পিতা ইম্রি, ইম্রির পিতা বানি, যিনি ছিলেন যিহূদার সন্তান খোদ পেরসের উত্তরপুরুষ।

5শীলোনীয়দের মধ্যে জেরুশালেমে থাকতেন অসায় আর তাঁর পুত্ররা।

6সেরহদের মধ্যে যুয়েল ও তাঁর আত্মীয়স্বজন সহ মোট 690 জন থাকতেন।

7বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর যাঁরা জেরুশালেমে থাকতেন তাঁরা হলেন: সল্লূর পিতা মশুল্লম, মশুল্লমের পিতা হোদবিয়, হোদবিয়র পিতা হস্নূয়, 8যিরোহমের পুত্র ছিল যিব্নিয়, এলা ছিল উষির পুত্র, উষি ছিল মিখ্রির পুত্র, মশুল্লম ছিল শফটিয়র পুত্র, শফটিয় ছিল রূয়েলের পুত্র এবং রূয়েল ছিল যিব্নিয়র পুত্র। 9বিন্যামীনদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই পরিবারের মোট 956 জন জেরুশালেমে বাস করতেন এবং এঁরা সকলেই নিজেদের পারিবারিক নেতা ছিলেন।

10যাজকদের মধ্যে জেরুশালেমে বাস করতেন যিদয়িয়, যিহোয়ারীব, যাখীন এবং হিল্কিয়র পুত্র অশূরীয়। 11হিল্কিয় ছিলেন মশুল্লমের পুত্র, তাঁর পিতা ছিলেন সাদোক। সাদোকের পিতা মরায়োত, তাঁর পিতা অহীটূব। অহীটূব ঈশ্বরের মন্দিরের একজন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। 12এঁরা ছাড়াও বাস করতেন: অদায়ার পিতা যিরোহম, তাঁর পিতা পশ্হূর, তাঁর পিতা মল্কিয়, আর অদীয়েলের পুত্র মাসয়, অদীয়েলের পিতা যহসেরা, তাঁর পিতা মশুল্লম, তাঁর পিতা মশিল্লমীত ও মশিল্লমীতের পিতা ইম্মের প্রমুখ। 13সব মিলিয়ে যাজকদের সংখ্যা ছিল 1,760 জন। এঁরা সকলে ঈশ্বরের মন্দিরে সেবার জন্য নিযুক্ত ও নিজেদের পরিবারের নেতা ছিলেন।

14লেবীয় পরিবারের মধ্যে যাঁরা জেরুশালেমে বাস করতেন তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ: শময়িয়র পিতা হশূব, তাঁর পিতা অস্ত্রীকাম, তাঁর পিতা মরারির উত্তরপুরুষ হশবিয়। 15এছাড়াও জেরুশালেমে থাকতেন বকবকর, হেরশ, গালল আর মত্তনিয়। মত্তনিয় ছিলেন মীখার পুত্র, মীখা সিখ্রির পুত্র, সিখ্রি আসফের পুত্র। 16ওবদিয় ছিলেন শময়িয়র পুত্র, শময়িয় গাললের পুত্র, গালল যিদূথূনের পুত্র, যিদূথূন বেরিখিয়র পুত্র, বেরিখিয় আসার পুত্র আর আসা ছিল ইল্কানার পুত্র। বেরিখিয় নটোফার লোকেদের কাছাকাছি ছোট শহরগুলোয় বসবাস করতেন।

17দ্বাররক্ষীদের মধ্যে জেরুশালেমে বাস করতেন শল্লুম, অক্কুব, টল্‌মোন, অহীমান এবং তাঁদের আত্মীয়রা। শল্লুম ছিলেন এঁদের নেতা। 18এঁরা ছিলেন লেবি পরিবারগোষ্ঠীর সদস্য এবং পূর্বদিকে রাজদ্বারের পাশে দাঁড়াতেন। 19শল্লুম ছিলেন কোরির পুত্র, কোরি ইবীয়াসফের পুত্র, ইবীয়াসফ কোরহের পুত্র ছিলেন। শল্লুম এবং তাঁর ভাইরা ছিলেন কোরহ পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতোই তাঁরাও পবিত্র তাঁবুর দরজায় পাহারা দিতেন। 20অতীতে ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস মন্দিরের দ্বাররক্ষীদের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রভু তাঁর সহায় ছিলেন। 21মশেলেমিয়র পুত্র সখরিয়ও পবিত্র তাঁবুর দ্বাররক্ষীর কাজ করতেন।

22সব মিলিয়ে 212 জন ব্যক্তি পবিত্র তাঁবুর প্রবেশপথগুলো পাহারা দিতেন। এদের সকলের নামই তাদের পারিবারিক ইতিহাসে লেখা আছে। এঁরা সকলে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই ভাববাদী দায়ূদ ও শমূয়েল তাঁদের ও 23তাঁদের উত্তরপুরুষদের প্রভুর গৃহ ও পবিত্র তাঁবুর প্রবেশপথ পাহারার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। 24উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব মিলিয়ে মোট চারটি প্রবেশপথ ছিল। 25প্রায়ই দ্বাররক্ষীদের আত্মীয়রা তাদের ছোট ছোট শহরতলী থেকে এসে এঁদের 7 দিনের জন্য সাহায্য করতেন। 26লেবীয় পরিবারের চারজন এই সমস্ত দ্বাররক্ষীদের নেতা ছিলেন। এঁদের সকলেরই কাজ ছিল ঈশ্বরের মন্দিরের ঘরদোরের যত্ন নেওয়া ও মন্দিরের ধনসম্পদ রক্ষা করা। 27সারা রাত ধরে তাঁরা মন্দির পাহারা দিতেন এবং তারপর সকালে ঈশ্বরের মন্দিরের দরজা খুলে দিতেন।

28কিছু দ্বাররক্ষীদের কাজ ছিল মন্দিরের নিত্য ব্যবহৃত থালার হিসেব রাখা। এঁরা এই সমস্ত থালা বাইরে আনা ও নিয়ে যাওয়ার সময়ে গুনে রাখতেন। 29কিছু দ্বাররক্ষী আসবাবপত্র, বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত থালা ছাড়াও ময়দা, দ্রাক্ষারস, তেল, ধুপধূনো ও বিশেষ তেলের* দেখাশোনা করত। 30কিন্তু যাজকরাই ব্যবহৃত সুগন্ধী তেলের দেখাশোনা করতেন।

31কোরহ পরিবারের শল্লুমের বড় ছেলে মত্তিথিয় নামে জনৈক লেবীয় হোমের জন্য ব্যবহৃত রুটি সেঁকার

বিশেষ তেল অথবা “সুগন্ধী দ্রব্য,” এই জাতীয় তেল যাজক, ভাববাদী এবং রাজাদের অভিষিক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দায়িত্বে ছিলেন। 32কোরহ পরিবারের কিছু দ্বাররক্ষীর কাজ ছিল বিশ্রামের দিনে যে সমস্ত রুটি টেবিলে পরিবেশন করা হত সেগুলি প্রস্তুত করা।

33যে সমস্ত লেবীয়রা গান গাইতেন এবং তাঁদের পরিবারের নেতা ছিলেন তাঁরা মন্দিরের ভেতরে ঘরে বাস করতেন। সেহেতু তাঁদের সারাদিন সারারাত মন্দিরের কাজ করতে হত যেহেতু তাঁদেরকে অন্য কোন কাজ করতে হত না।

34পারিবারিক ইতিহাসে জেরুশালেমে বসবাসকারী এই সমস্ত লেবীয়দের তাঁদের পরিবারের নেতা হিসেবে উল্লেখ করা আছে।

রাজা শৌলের পারিবারিক ইতিহাস

35গিবিয়োনের পিতা যিয়ীয়েল গিবিয়োনে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মাখা। 36তাঁদের পুত্রদের নাম যথাক্রমে অব্দোন, সূর, কীশ, বাল, নের, নাদব, 37গাদোর, অহিয়ো, সখরিয় ও মিক্লোৎ। 38মিক্লোতের পুত্র ছিল শিমিয়াম। যিয়ীয়েলের পরিবারের সকলেই তাঁদের আত্মীয়দের কাছাকাছি জেরুশালেমে বাস করতেন।

39নেরের পুত্রের নাম ছিল কীশ, কীশের পুত্রের নাম শৌল, আর শৌলের পুত্রদের নাম ছিল যোনাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্‌বাল।

40যোনাথনের পুত্রের নাম ছিল মরিব্‌-বাল আর পৌত্রের নাম মীখা।

41মীখার পুত্রদের নাম ছিল পিথোন, মেলক, তহরেয় আর আহস। 42আহসের পুত্র ছিল যারঃ যারের পুত্ররা ছিল আলেমৎ, অস্‌মাবৎ এবং সিম্রি। সিম্রি ছিল মোৎসার পিতা।

43মোৎসার পুত্রের নাম বিনিয়া, বিনিয়ার পুত্রের নাম রফায়, রফায়ের পুত্রের নাম ছিল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পুত্রের নাম আৎসেল।

44আৎসেলের ছয় পুত্রের নাম ছিল অস্রীকাম, বোখরূ, ইশ্মায়েল, শিয়রিয়, ওবদিয় আর হানান।

রাজা শৌলের মৃত্যু

10 পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলীয় লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে ইস্রায়েলীয়রা পালিয়ে গিয়েছিল। গিল্‌বোয় পাহাড়ে মারাও গিয়েছিল অনেকে। 2পলেষ্টীয়রা রাজা শৌল ও তাঁর পুত্রদের পেছনে ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের ধরে ফেলে হত্যাও করেছিল। শৌলের তিন পুত্র যোনাথন, অবীনাদব ও মল্কি-শূয় পলেষ্টীয়দের হাতে মারা পড়েছিলেন। 3এবং শৌলের চারপাশে যুদ্ধ তীব্র হয়ে ওঠে এবং শৌলকে পলেষ্টীয় তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়ে আহত করে।

4রাজা শৌল তখন তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, “তুমি তরবারি বের করে নিজের হাতে আমায় হত্যা কর। তাহলে আর এই ভিন্‌দেশীরা এসে আমায় নিয়ে মস্করা করতে বা আমায় আঘাত করতে পারবে না।”

কিন্তু রাজার অস্ত্রবাহক মহারাজকে হত্যা করতে ভয় পেল। তাই শৌল তখন নিজের তরবারি দিয়েই আত্মহত্যা করলেন। 5অস্ত্রবাহক যখন দেখতে পেল রাজা শৌলের মৃত্যু হয়েছে তখন সেও নিজের তরবারি দিয়ে নিজেকে হত্যা করল। 6অর্থাৎ রাজা শৌল ও তাঁর তিন পুত্র একসঙ্গে মারা গেলেন।

7সমতলভূমিতে বসবাসকারী ইস্রায়েলের বাসিন্দারা দেখল তাদের সেনাবাহিনী রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে আর রাজা শৌল ও তাঁর তিন পুত্র মারা গিয়েছে। তখন তারাও তাদের শহর ছেড়ে পালাল। পলেষ্টীয়রা সেই সমস্ত শহর দখল করে সেখানে বাস করতে শুরু করল।

8পরের দিন পলেষ্টীয়রা মৃতদেহ থেকে দামী জিনিসপত্র খুলে নিতে এসে গিল্‌বোয় পর্বতে রাজা শৌল ও তাঁর তিন পুত্রের মৃতদেহ খুঁজে পেল। 9শৌলের দেহ থেকে দুর্মূল্য জিনিসপত্র নিয়ে নেওয়ার পর পলেষ্টীয়রা শৌলের মুণ্ড এবং বর্ম নিয়ে নিল এবং তাদের লোকেদের এবং তাদের দেবতাদের খবরটা জানানোর জন্য রাজ্যের সর্বত্র বার্তাবাহক পাঠাল। 10তারপর তাদের ভ্রান্ত দেবতার মন্দিরে শৌলের কাটা মুণ্ডুটা ঝুলিয়ে দিল।

11যাবেশ-গিলিয়দের সমস্ত লোকেরা যখন জানতে পারল পলেষ্টীয়রা শৌলের কি দশা করেছে 12তখন তারা শহরের সাহসী লোকেদের রাজা ও রাজপুত্রদের মৃতদেহ ফেরত আনতে পাঠাল। যাবেশ-গিলিয়দে রাজা ও রাজপুত্রদের মৃতদেহ নিয়ে আসার পর তারা চারজনকেই যাবেশে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করে সাতদিন ধরে শোকপ্রকাশ এবং উপোস করল।

13প্রভুর প্রতি অনুগত না হওয়ার কারণেই এবং প্রভুর বাণী উপেক্ষা করার জন্যই শৌলের মৃত্যু হয়েছিল। প্রভুর উপদেশ নেবার পরিবর্তে শৌল এক মাধ্যমের কাছে পরামর্শের জন্য যেতেন। 14এসব কারণেই প্রভু রাজা শৌলের মৃত্যু ঘটিয়ে যিশয়ের পুত্র দায়ূদের হাতে রাজ্য তুলে দিয়েছিলেন।

দায়ূদ ইস্রায়েলের রাজা হলেন

11 হিব্রোণে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক দায়ূদের কাছে এসে বলল, “আপনার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক। 2আগে, রাজা শৌল জীবিত থাকাকালীন আপনি আমাদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রভু স্বয়ং আপনাকে বলেছিলেন, ‘দায়ূদ, তুমি আমার লোকেদের, ইস্রায়েলের লোকেদের মেষপালক হবে। একদিন তুমিই তাদের নেতা হবে।’”

3ইস্রায়েলের সমস্ত নেতারাও হিব্রোণে দায়ূদের সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সকলের সঙ্গে সেখানে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং নেতারা সকলে তাঁর গায়ে সুগন্ধী তেল ছিটিয়ে তাঁকে ইস্রায়েলের নতুন রাজা হিসেবে অভিষেক করলেন। শমূয়েলের মাধ্যমে প্রভু আগেই একথা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

দায়ূদ জেরুশালেম দখল করলেন

4দায়ূদ এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা তখন জেরুশালেমে গেলেন। সে সময়ে জেরুশালেম শহরের নাম ছিল যিবূষ। আর সেখানে যাঁরা বাস করত তাদের যিবূষীয় বলা হত। এই সমস্ত যিবূষীয়রা 5দায়ূদকে তাদের শহরে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করলে, দায়ূদ তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে সিয়োনের দুর্গ দখল করলেন। এই অঞ্চলটিই পরবর্তীকালে দায়ূদ নগরী বা দায়ূদের শহর নামে পরিচিত হয়।

6দায়ূদ বললেন, "যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে আমার সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবে তাকেই আমি আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি করব।" তখন সরূয়ার পুত্র যোয়াব সেই আক্রমণের নেতৃত্ব দিলেন এবং তাঁকে ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি করা হল।

7-8দায়ূদ ঐ দুর্গে তাঁর বসতি বিস্তার করে দুর্গের চারপাশে শহর বানিয়েছিলেন বলেই এই জায়গার নাম দায়ূদ নগরী হয়েছিল। দায়ূদ মিল্লো থেকে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত অঞ্চলে শহর স্থাপন করেছিলেন। যোয়াব শহরের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কারসাধন করেছিলেন। 9এদিকে সর্বশক্তিমান প্রভুর সহায়তায় উত্তরোত্তর দায়ূদের শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকল।

তিন জন বীর সৈনিক

10ইস্রায়েলে দায়ূদের শাসনকালে তিনজন নেতা ক্ষমতা ও খ্যাতির শিখর স্পর্শ করেছিলেন। এঁরা দায়ূদের বিশিষ্ট সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব করতেন এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের সঙ্গে একত্রিতভাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায়ূদের রাজ্যকে সহায়তা করতেন।

11এই তিন জন ব্যক্তির মধ্যে প্রথমজন হলেন হক্‌মোনীয়ের পুত্র যাশবিয়াম। তিনি ছিলেন রথ-পরিচালক অধিকর্তাদের নেতা। একবার যাশবিয়াম তাঁর বর্শা দিয়ে একসঙ্গে 300 জনকে হত্যা করেছিলেন।

12দ্বিতীয় জন হলেন অহোহের দোদোর পুত্র ইলিয়াসর। 13-14তিনি পস্‌-দম্মীমে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দায়ূদকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের লোকেরা যখন পলেষ্টীয়দের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পালাতে শুরু করেছিল সেসময় এই তিনজন বিরোধী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এক ক্ষেত ভর্তি যব রক্ষা করে এবং বিপক্ষীয় শত্রুদের প্রভুর সহায়তায় পরাজিত করে।

15একদিন যখন দায়ূদ অদুল্লমের গুহাতে আটকা পড়েছেন এবং রফায়ীম উপত্যকা পর্যন্ত পলেষ্টীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে, সেসময় এই তিন বীর হামাগুড়ি দিয়ে সমস্ত পথটুকু গিয়ে দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

16আরেকবার একদল পলেষ্টীয় সেনা তখন বৈৎলেহমে আর দায়ূদ ছিলেন দুর্গের ভেতরে। 17নিজের বাসভূমির এক গণ্ডুষ জল পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত দায়ূদ কথাপ্রসঙ্গে সবে বলেছেন, "ইস, কেউ যদি এখন আমায় বৈৎলেহমের সিংহদরজার পাশের কুঁয়োটা থেকে একটু জল পান করাতে পারত।" দায়ূদ সত্যিকার চাইছিল না, কেবলমাত্র বলছিল।

18সঙ্গে সঙ্গে এই তিন বীর যোদ্ধা পলেষ্টীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে গিয়ে বৈৎলেহমের যে কুঁয়োর জল দায়ূদ পান করতে চেয়েছিলেন, সেই জল নিয়ে আসলেন। দায়ূদ তখন সেই জল নিজে পান না করে নৈবেদ্য স্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, 19"হে প্রভু, নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে যারা এই জল আমার জন্য এনেছে তা পান করা আর তাদের রুধির পান করা সমতুল্য। তাই দায়ূদ জল পান করতে অস্বীকার করলেন।" দায়ূদের ঐ তিনজন নায়ক এই ধরণের আরো অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজকর্ম করেছিলেন।

অন্যান্য বীর সৈনিকরা

20যোয়াবের ভাই অবীশয় ছিলেন এই তিন বীরের নেতা। তিনি একবার বর্শা দিয়ে 300 জনকে হত্যা করেছিলেন। 21অবীশয়ের খ্যাতি এদের কারো থেকে কম তো ছিলই না বরঞ্চ সেরা তিরিশ জন সেনার তুলনায়ও দ্বিগুণ ছিল। যদিও তিনি তিন বীরের একজন ছিলেন না, তবুও তিনি তাদের নেতা হয়েছিলেন।

22যিহোয়াদার পুত্র বনায় একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন। তিনি কব্‌সেলের লোক ছিলেন এবং বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। তিনি মোয়াবের দুই সাহসী যোদ্ধাকে হত্যা করা ছাড়াও একবার এক তুষারাচ্ছন্ন দিনে একটা গুহায় প্রবেশ করে একটা সিংহ মেরেছিলেন। 23এছাড়াও বনায়, তাঁতীর দণ্ডের মত সুবিশাল বল্লমধারী 7 1/2 ফুট দীর্ঘ এক মিশরীয় সেনাকে মেরে ফেলেছিলেন। বনায়ের ছিল শুধু একটা লাঠি কিন্তু মিশরীয়র হাত থেকে তার বল্লমটা কেড়ে নিয়ে তিনি তাই দিয়েই ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেন। 24যিহোয়াদার এই বীরপুত্রের খ্যাতি ঐ তিনজন নায়কের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। 25এমনকি ঐ তিনজনের একজন না হয়েও তাঁর খ্যাতি সেরা তিরিশজন সৈনিকের থেকে বেশি ছিল। দায়ূদ তাঁকে তাঁর দেহরক্ষীদের নেতা নিযুক্ত করেছিলেন।

30 জন বীর সৈনিক

26-47যোয়াবের ভাই অসাহেল, বৈৎলেহমের দোদোর পুত্র ইল্‌হানন, হরোরের শম্মোৎ, পলোনের হেলস, তকোয়ের ইক্কেশের পুত্র ঈরা, অনাথোতের অবীয়েষর, হূশাতীয় সিব্বখয়, অহোহর ঈলয়, নটোফার মহরয়, নটোফার বানার পুত্র হেলদ, বিন্যামীন পরিবারের গিবিয়ার রীবয়ের পুত্র ইথয়, পিরিয়াথোনের বনায়, গাশ-উপত্যকা নিবাসী হূরয়, অর্ব্বতীয় অবীয়েল, বাহরূমের অস্‌মাবৎ, শাল্‌বোনের ইলিয়হবঃ, গিষোণের হাষেমের পুত্র হরারী, শাগির পুত্র যোনাথন, হরারী সাখরের পুত্র অহীয়াম, ঊরের পুত্র ইলীফাল, মখেরাতের হেফর, পলোনার অহিয়, কর্মিলের হিষ্রো, ইষ্বয়ের পুত্র নারয়, নাথনের ভাই যোয়েল, হগ্রির পুত্র মিভর, অম্মোনের

সেলক, সরূয়ার পুত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতের নহরয়, যিত্রয়ের ঈরা আর গারেব, হিত্তীয়ের ঊরিয়, অহলয়ের পুত্র সাবদ, রূবেণ পরিবারগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান শীষার পুত্র অদীনা ও তাঁর ত্রিশ জন সঙ্গী, মাখার পুত্র হানান, মিত্নর যোশাফট, অষ্টরোতের উষিয়, অরোয়েরবের হোথমের দুই পুত্র শাম ও যিয়ীয়েল, শিম্রির পুত্র যিদীয়েল আর তাঁর ভাই তীষীয় যোহা, মহবীর ইলীয়েল, ইল্নামের দুই পুত্র যিরীবয় আর যোশবিয়, মোয়াবের যিৎমা, ইলীয়েল, ওবেদ আর মসোবায়ের যাসীয়েল প্রমুখ সকলেই ছিলেন দায়ূদের ‘সেরা তিরিশ’ সৈন্যদলের সেনা।

যে সমস্ত সাহসী লোকেরা দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল

12 দায়ূদ যখন কীশের পুত্র শৌলের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন তখন যে সমস্ত যোদ্ধারা সিক্লগে তাঁর কাছে এসেছিল এটি হল তাদের তালিকা। তারা দায়ূদকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল। 2এঁরা যে কোন হাতেই তীর ছুঁড়তে পারতো, দু’হাতে গুলতিও চালাতে পারতো। এঁরা সকলেই বিন্যামীনের পরিবারগোষ্ঠীর সদস্য এবং শৌলের আত্মীয় ছিল।

3অহীয়েষর ছিলেন এঁদের দলের নেতা, এছাড়াও এই দলে ছিলেন তাঁর ভাই যোয়াশ (এঁরা গিবিয়াতের শমায়ের পুত্র), অস্মাবতের পুত্র যিষীয়েল আর পেলট, অনাথোত শহরের বরাখা আর যেহূ, 4গিবিয়োনের যিশ্ময়িয় (ইনি সেই ত্রিশ জন বীরের অন্যতম এবং তাদের অধ্যক্ষ ছিলেন।), যিরমিয়, যহসীয়েল, যোহানন, গদেরাথের যোষাবদ, 5ইলিয়ূষয়, যিরীমোৎ, বালিয়, শমরিয়, হরূফের শফটিয়, 6ইল্কানা, যিশিয়, অসরেল, যোয়েষর, যাশবিয়াম প্রমুখ কোরহ পরিবারগোষ্ঠীর যোদ্ধারা 7আর গদোর শহরের যিরোহমের পুত্র যোয়েলা আর সবদিয়।

গাদীয় লোক

8গাদ পরিবারগোষ্ঠীর একাংশও মরুভূমিতে দায়ূদের দুর্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এরাও সকলেই সিংহের মত পরাক্রমশালী এবং কুশলী যোদ্ধা ছিলেন। বর্শা আর ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করা ছাড়াও এঁরা সকলেই পাহাড়ী পথে হরিণের মত দৌড়তে পারতেন।

9গাদ পরিবারগোষ্ঠীর এই দলের নেতা ছিলেন এষর; দ্বিতীয় ওবদিয় এবং তৃতীয় ইলীয়াব। 10চতুর্থ মিশ্মন্না, পঞ্চম যিরমিয়, 11ষষ্ঠ অত্তয়, সপ্তম ইলীয়েল, 12অষ্টম যোহানন, নবম ইল্সাবাদ, 13দশম যিরমিয় আর একদশ মগব্বনয়। 14এঁরা সকলেই গাদীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন এবং এই দলের দুর্বলতম ব্যক্তিও একাই 100 জনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখতেন। দলের সর্বাপেক্ষা যিনি শক্তিমান ছিলেন তিনি একা 1,000 জনের মোকাবিলা করতে পারতেন। 15গাদ পরিবারগোষ্ঠীর এই সমস্ত সৈনিকরা বছরের প্রথম মাসে, যখন যর্দ্দন নদীতে প্রবল বন্যা হচ্ছে সে সময়ে নদী পার হয়ে উপত্যকার লোকেদের পূর্ব ও পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অন্যান্য সৈনিকরাও দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিলেন

16বিন্যামীন ও যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যক্তিরাও দুর্গে এসে দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। 17দায়ূদ তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, “আপনারা যদি শান্তিতে আমাকে সাহায্য করতে এসে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমি কিছু অন্যায় না করা সত্ত্বেও আপনারা যদি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে এসে থাকেন তাহলে আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর যেন তা দেখেন এবং আপনাদের শাস্তি দেন।”

18অমাসয় ছিলেন সেই তিরিশ জন বীরের নেতা। তখন আত্মার ভর হলে তিনি বলে উঠলেন:

“দায়ূদ আমরা তোমার পক্ষে। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। হে যিশয়ের পুত্র– শান্তি! তোমার শান্তি হোক। এবং যারা তোমায় সাহায্য করে তাদের শান্তি হোক। কারণ তোমার ঈশ্বর তোমায় সাহায্য করেন।”

দায়ূদ তখন এই সমস্ত ব্যক্তিকেই তাঁর দলে স্বাগত জানিয়ে, তাঁদের ওপর নিজের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দিলেন।

19মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর অনেকেই দায়ূদ যখন পলেষ্টীয়দের সঙ্গে শৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে পলেষ্টীয় নেতাদের আপত্তি থাকায় শেষ পর্যন্ত দায়ূদ শৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পলেষ্টীয়দের সাহায্য করেন নি। এই সমস্ত পলেষ্টীয় নেতারা বলেছিল, “দায়ূদ যদি তাঁর মনিব, শৌলের কাছে ফিরে যান তবে আমাদের মুণ্ড কাটা পড়বে।” 20মনঃশি পরিবারগোষ্ঠীর যেসমস্ত ব্যক্তি সিক্লগ শহরে এসে দায়ূদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন– অদ্‌ন, যোষাবদ, যিদীয়েল, মীখায়েল, যোষাবদ, ইলীহূ আর সিল্লথয়। এঁরা সকলেই মনঃশি পরিবারে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। 21অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁরা দায়ূদকে সাহায্য করেছিলেন। এই সমস্ত অসৎ ব্যক্তিরা সারা দেশে সুযোগ সুবিধে মত চুরি-চামারি চালিয়ে যাচ্ছিল। মনঃশি পরিবারের বীরযোদ্ধারা দায়ূদের সেনাবাহিনীর নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।

22প্রতিদিন দলে দলে লোক এসে দায়ূদের পাশে দাঁড়ানোয় ক্রমশঃ তিনি এক সুবিশাল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

হিব্রোণে দায়ূদের সঙ্গে যোগদানকারী অন্যান্য লোকেরা

23এইসব ব্যক্তিবর্গ যাঁরা হিব্রোণ শহরে দায়ূদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রভু যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী শৌলের রাজধানী দায়ূদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় হলেন নিম্নরূপ:

24যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর 6,800 জন কুশলী ও তৎপর যোদ্ধা। এঁরা সকলেই বর্শা ও বল্লমধারী ছিলেন।

25শিমিয়োনের পরিবারগোষ্ঠীর 7,100 জন বীর যোদ্ধা ছিলেন।

26লেবি পরিবারগোষ্ঠীর 4,600 জন। 27হারোণ বংশের নেতা যিহোয়াদাও 3,700 জন নিয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। 28এছাড়া পরিবারের আরো 22 জন নেতাসহ যোগ দিয়েছিলেন সাহসী ও তরুণ সেনা সাদোক।

29শৌলের আত্মীয় এবং তখনও পর্যন্ত তার প্রতি অনুগত বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর 3,000 জনও যোগ দিয়েছিলেন এই দলে।

30ইফ্রয়িমের পরিবারগোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন 20,800 জন বীরযোদ্ধা। তারা তাদের পরিবারে বিখ্যাত ছিল।

31মনঃশি পরিবারগোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন 18,000 জন দায়ূদকে রাজা বানাতে।

32ইষাখরের পরিবার থেকে আত্মীয়সহ এসেছিলেন 200 জন প্রাজ্ঞ নেতা। তাঁরা হলেন সেই সব লোক যাঁরা ইস্রায়েলের মঙ্গলের জন্য কখন কি করা প্রয়োজন তা ভালভাবেই বুঝতেন।

33সবূলূনের পরিবারগোষ্ঠী থেকে যোগ দিয়েছিলেন সর্বাস্ত্রে পারদর্শী 50,000 জন কুশলী যোদ্ধা। এঁরা সকলেই দায়ূদের একান্ত অনুগত ছিলেন।

34নপ্তালির পরিবারগোষ্ঠী থেকে 1,000 অধ্যক্ষ ছিল। তাদের সঙ্গে 37,000 ব্যক্তি ছিল। তারা বর্শা ও ঢাল নিয়ে এসেছিলেন।

35দান পরিবারগোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন 28,600 জন রণ-কুশলী যোদ্ধা।

36আশের পরিবারগোষ্ঠী থেকেও রণ-কুশলী 40,000 জন এসেছিলেন।

37এবং যর্দন নদীর পূর্বদিক থেকে রূবেণ, গাদ ও অর্ধেক মনঃশি পরিবার মিলিয়ে মোট 1,20,000 ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন।

38এই সমস্ত বীর যোদ্ধারা দায়ূদকে ইস্রায়েলের রাজা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে হিব্রোণে এসেছিলেন। ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোকেদেরও এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ছিল। 39এঁরা সকলে হিব্রোণে দায়ূদের সঙ্গে তিনদিন পানাহার করে ও তাঁদের আত্মীয়পরিজনের বানানো খাবার-দাবার খেয়ে কাটালেন। 40ইষাখর, সবূলূন ও নপ্তালি পরিবারগোষ্ঠীরা উট, ঘোড়া, গাধা ও ষাঁড়ের পিঠে চড়িয়ে ময়দা, ডুমুরের পিঠে, কিসি্মিস্, দ্রাক্ষারস, তেল, ছাগল এবং মেষ প্রভৃতি এনেছিলেন। ইস্রায়েলের সকলেই খুব খুশী হয়েছিলেন।

সাক্ষ্যসিন্দুক ফেরৎ আনা

13 দায়ূদ তাঁর সেনাবাহিনীর সমস্ত অধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বলার পর 2ইস্রায়েলের লোকেদের এক জায়গায় জড়ো করে বললেন, "প্রভুর যদি ইচ্ছে হয় এবং তোমরা সকলেও যদি তাই মনে কর, তাহলে ইস্রায়েলের সর্বত্র আমাদের সহ-নাগরিক ও জ্ঞাতিদের, যাজক ও লেবীয়দের সবাইকে, যাঁরা বিভিন্ন শহরে ও তার আশেপাশে আমাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে বাস করেন, তাঁদের খবর পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হোক। 3তারপর আমরা সাক্ষ্যসিন্দুকটা জেরুশালেমে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনি। শৌল রাজা থাকাকালীন আমরা ঐ সাক্ষ্যসিন্দুকটার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি।" 4দায়ূদের সঙ্গে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা একমত হল এবং তারা সকলে ভাবল এটিই আমাদের করা উচিৎ।

5কিরিয়ৎ-যিয়ারীম থেকে সাক্ষ্যসিন্দুক ফিরিয়ে আনার জন্য মিশরে সীহোর নদী থেকে লেবো হমাত শহর পর্যন্ত ইস্রায়েলের সকলকে জড়ো করলেন। 6তারপর দায়ূদ ও এই সমস্ত লোকেরা মিলে যিহূদার বালা (অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে) সাক্ষ্যসিন্দুক ফিরিয়ে আনতে গেলেন। ঐ সাক্ষ্যসিন্দুককে করূব দূতদের ঊর্দ্ধে যিনি বসেন সেই প্রভু ঈশ্বরের সিন্দুকও বলা হত।

7সবাই মিলে সাক্ষ্যসিন্দুকখানা অবীনাদবের বাড়ি থেকে বের করে নতুন একটা ঠেলা গাড়িতে বসালেন। উষঃ আর অহিয়ো ঐ গাড়িকে পথ দেখাচ্ছিলেন।

8দায়ূদ ও ইস্রায়েলের লোকেরা বাঁশি, বীণা, ঢাক, খোল, কর্তাল, শিঙা বাজিয়ে ঈশ্বরের বন্দনা গান গেয়ে ঈশ্বরের সামনে উৎসব পালন করছিলেন।

9কীদোনের শস্য মাড়াইয়ের উঠান পর্যন্ত আসার পর যে ষাঁড়গুলো গাড়ি টানছিল তারা হোঁচট খাওয়ায় সাক্ষ্যসিন্দুকটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, উষঃ কোনমতে হাত বাড়িয়ে সিন্দুকটাকে আটকালেন। 10কিন্তু ঐ সিন্দুক স্পর্শ করার অপরাধে ক্রুদ্ধ প্রভু ঘটনাস্থলেই উষের প্রাণ নিলেন। 11এই ঘটনায় দায়ূদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তারপর থেকে ঐ জায়গা "পেরস-উষঃ" নামে পরিচিত।

12ঈশ্বরের রোষে ভয় পেয়ে দায়ূদ বললেন, "আমি আর এই সাক্ষ্যসিন্দুক আমার কাছে নিতে পারব না!" 13তাই দায়ূদ সাক্ষ্যসিন্দুকটি দায়ূদ নগরে নিজের কাছে না এনে গাতের ওবেদ-ইদোমের বাড়িতে রেখে এলেন। 14সাক্ষ্যসিন্দুকটা তিনমাসের জন্য ওবেদ-ইদোমের বাড়িতে রাখা হয়েছিল। এজন্য ওবেদ-ইদোমের পরিবারের প্রতি এবং তার নিজের সব জিনিষের ওপর প্রভুর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

দায়ূদের রাজ্য বিস্তার

14 সোরের রাজা হীরম, দায়ূদের জন্য একটি সুন্দর বাড়ি বানাতে চেয়ে তাঁর কাছে কাঠের গুঁড়ি এবং পাথর-কাটুরে ও ছুতোর মিস্ত্রি পাঠালেন। 2দায়ূদ তখন উপলব্ধি করলেন যে প্রভু আসলে তাঁকে ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে মনোনীত করেছেন। প্রভু দায়ূদের সাম্রাজ্য সুবিশাল ও তার ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন কারণ ঈশ্বর দায়ূদ ও ইস্রায়েলের লোকেদের ভালবাসতেন।

[3]দায়ূদ জেরুশালেম শহরে অনেককে বিয়ে করেন এবং তাঁর বহু পুত্রকন্যা হয়। [4]জেরুশালেমে দায়ূদের যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের নাম: শম্মূয়, শোবব, নাথন, শলোমন, [5]যিভর, ইলীশূয়, ইল্পেলট, [6]নোগহ, নেফগ, যাফিয়, [7]ইলীশামা, বীলিয়াদা এবং ইলীফেলট।

দায়ূদ পলেষ্টীয়দের পরাজিত করলেন

[8]পলেষ্টীয়রা যখন দায়ূদ সম্পর্কে জানতে পারল যে দায়ূদ ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে মনোনীত হয়েছে, তারা তখন দায়ূদকে খুঁজতে বের হল। দায়ূদ পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। [9]পলেষ্টীয়রা রফায়ীমের লোকেদের আক্রমণ করে তাদের জিনিসপত্র অপহরণ করল। [10]দায়ূদ ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করব? আপনি কি আমার সহায় হয়ে পলেষ্টীয়দের যুদ্ধে হারাতে সাহায্য করবেন?"

প্রভু দায়ূদকে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ যাও। আমি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভে তোমার সহায় হব।"

[11]তখন দায়ূদ ও তাঁর লোকেরা গিয়ে বাল্-পরাসীমে জড়ো হলেন এবং সেখানে তাঁরা পলেষ্টীয়দের যুদ্ধে পরাজিত করলেন। দায়ূদ বললেন, "বাঁধ ভাঙা জল যেমন তোড়ে বেরিয়ে আসে ঈশ্বর সেইভাবে আমার শত্রুদের ভেদ করেছেন। ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হল।" সেই কারণে ঐ জায়গার নাম 'বাল্-পরাসীম' রাখা হয়েছিল। [12]পলেষ্টীয়রা ওখানে ওদের আরাধ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ফেলে গিয়েছিল। দায়ূদ তাঁর লোকেদের সেই সমস্ত পুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে আরেকটি জয়যাত্রা

[13]পলেষ্টীয়রা রফায়িম উপত্যকার লোকেদের আবার আক্রমণ করলে, [14]দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, "দায়ূদ, আক্রমণের সময়ে পলেষ্টীয়দের পিছু ধাওয়া করে পাহাড়ে না গিয়ে চতুর্দিক থেকে ঘিরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকো। [15]তারপর গাছের ওপর কাউকে তুলে দিয়ে নজর রাখবে। যেই পলেষ্টীয়দের পায়ের শব্দ শুনতে পাবে, তাদের আক্রমণ করবে। আমি, ঈশ্বর তোমাদের আগে বেরিয়ে যাব এবং পলেষ্টীয় সেনাদলকে পরাজিত করব।" [16]দায়ূদ হুবহু ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী পথ অনুসরণ করে পলেষ্টীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং গিবিয়োন শহর থেকে গেষর পর্যন্ত পলেষ্টীয় সেনাদের হত্যা করলেন। [17]এ ঘটনার পর দায়ূদের খ্যাতি সমস্ত দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রভু সমস্ত জাতিদের দায়ূদের পরাক্রমের ভয়ে ভীত করে তুললেন।

জেরুশালেমে সাক্ষ্যসিন্দুক

15 দায়ূদ নগরে নিজের জন্য প্রাসাদ বানানোর পর দায়ূদ সাক্ষ্যসিন্দুকটি রাখার জন্য একটি বিশেষ তাঁবু নির্মাণ করে বললেন, [2]"শুধুমাত্র লেবীয়রাই এই সাক্ষ্যসিন্দুকটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে কারণ কেবলমাত্র প্রভু তাদেরই এই কাজের জন্য এবং চিরদিন তাঁর সেবার জন্য বেছে নিয়েছেন।"

[3]সাক্ষ্যসিন্দুকটি রাখার জন্য যে জায়গাটি তৈরী হয়েছিল সেখানে সাক্ষ্যসিন্দুকটি আনবার জন্য দায়ূদ ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের জেরুশালেমে জড়ো হতে ডাক দিলেন। [4]এরপর দায়ূদ হারোণ ও লেবীয় বংশের সমস্ত উত্তরপুরুষদের ডেকে পাঠালেন। [5]এঁদের মধ্যে 120 জন ছিলেন কহাতের পরিবারগোষ্ঠীর সদস্য, ঊরীয়েল তাঁদের নেতা। [6]মরারি পরিবারগোষ্ঠী থেকে অসায়ের নেতৃত্বে এসেছিলেন 220 জন, [7]গের্শোন পরিবারগোষ্ঠী থেকে যোয়েলের নেতৃত্বে 130 জন, [8]শময়িয়র নেতৃত্বে ইলীষাফণ পরিবারগোষ্ঠী থেকে 200 জন, [9]হিব্রোণ পরিবারগোষ্ঠী থেকে ইলীয়েলের নেতৃত্বে 80 জন আর [10]অম্মীনাদবের নেতৃত্বে উষীয়েল পরিবারগোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন 112 জন ব্যক্তি।

যাজক ও লেবীয়দের সঙ্গে কথা বললেন দায়ূদ

[11]এরপর দায়ূদ যাজক সাদোক আর অবিয়াথর ছাড়াও, লেবীয়দের মধ্যে ঊরীয়েল, অসায়, যোয়েল, শময়িয়, ইলীয়েল ও অম্মীনাদবকে ডেকে পাঠিয়ে [12]তাঁদের বললেন, "তোমরা সকলেই লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর নেতা। তোমরা প্রথমে নিজেদের পবিত্র করে তারপর সাক্ষ্যসিন্দুকটা রাখার জন্য আমি যে জায়গা তৈরী করেছি সেখানে নিয়ে এস। [13]গতবার আমরা প্রভুর কাছে সাক্ষ্যসিন্দুকটা কিভাবে নেওয়া হবে তা জিজ্ঞেসও করিনি এবং তোমরা লেবীয়রাও সাক্ষ্যসিন্দুকটা বহন কর নি। তাই প্রভু আমাদের শাস্তি দিয়েছিলেন।"

[14]তখন যাজকগণ ও লেবীয়রা প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুকটা বহন করার জন্য নিজেদের পবিত্র করলেন। [15]এবং মোশি যেভাবে ঈশ্বরের কথা অনুযায়ী সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই লেবীয়রা বিশেষ ধরণের খুঁটি ব্যবহার করে কাঁধে করে সাক্ষ্যসিন্দুকটা বয়ে নিয়ে এলেন।

গায়ক দল

[16]দায়ূদ লেবীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁদের সতীর্থ গায়কদেরও ডেকে পাঠিয়ে বীণা, বাঁশি, খোল, কর্তাল, ভেঁপু বাজিয়ে আনন্দের গান গাইতে বললেন।

[17]লেবীয়রা তখন যোয়েলের পুত্র হেমন ও তার ভাই আসফ ও এথনকে নির্বাচিত করল। আসফ ছিল বেরিখিয়র পুত্র। এথন ছিল কূশায়ার পুত্র। এইসব পুরুষেরা ছিল মরারি পরিবারগোষ্ঠীর লোক। [18]তাদের সঙ্গে ছিল তাদের সাহায্যকারীরা, তাদের আত্মীয়স্বজন, সখরিয়, যাসীয়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, উন্নি, ইলীয়াব, বনায়, মাসেয়, মত্তিথিয়, ইলীফলেহূ, মিক্‌নেয়, ওবেদ-ইদোম ও যিয়ীয়েল। এরা ছিল লেবীয় দ্বাররক্ষীগণ।

[19]হেমন, আসফ আর এথন বাজালেন কর্তাল। [20]সখরিয়, অসীয়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, উন্নি, ইলীয়াব, মাসেয় আর বনায় বাজালেন বীণা, [21]মত্তিথিয়,

ইলীফলেহূ, মিক্নেয়, ওবেদ-ইদোম, যিয়ীয়েল আর
অসসিয় নীচু সুরে বীণা বাজালেন। 22লেবীয় নেতা কনানিয়
ছিলেন গানের দায়িত্বে কারণ তিনি ছিলেন গানে পারদর্শী।
23সাক্ষ্যসিন্দুকের জন্য দুই রক্ষী ছিলেন বেরিথিয়
আর ইল্কানা। 24শবনিয়, যিহোশাফট, নথলেন, অমাসয়,
সখরিয়, বনায় আর ইলীয়েষর যাজকেরা শিঙা বাজিয়ে
সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে হাঁটতে লাগলেন। ওবেদ-ইদোম
ও যিহিয়ও সাক্ষ্যসিন্দুক পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত
ছিলেন।
25দায়ূদ, ইস্রায়েলের নেতৃবর্গ ও সেনাধ্যক্ষরা সকলে
সাক্ষ্যসিন্দুকটা ওবেদ-ইদোমের বাড়ি থেকে আনতে
গেলেন, সকলেই তখন উল্লসিত। 26যে সমস্ত লেবীয়রা
সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করছিলেন ঈশ্বর অন্তরাল থেকে
তাদের সহায় হলেন। সাতটা ষাঁড় ও মেষকে এই
উপলক্ষ্যে উৎসর্গ করা হল। 27যে সমস্ত লেবীয়রা
সাক্ষ্যসিন্দুক বহন করেছিলেন তাঁরা সকলেই মিহি
মসীনার তৈরী বিশেষ পরিচ্ছদ পরেছিলেন। কনানিয়
যিনি গানের এবং সমস্ত গায়কদের দায়িত্বে ছিলেন
তিনি এবং দায়ূদও মিহি মসীনার তৈরী পোশাক
পরেছিলেন। দায়ূদ মিহি মসীনার তৈরী এফোদও
পরেছিলেন।
28আনন্দে চীৎকার করতে করতে ভেড়ার শিঙা, তূরী-
ভেরী বাজাতে বাজাতে, বীণা, বাদ্যযন্ত্র এবং খঞ্জনীর
বাজনার সঙ্গে ইস্রায়েলের লোকেরা সাক্ষ্য-সিন্দুকটা
নিয়ে এলেন।
29সাক্ষ্যসিন্দুকটা দায়ূদ নগরীতে এসে পৌঁছনোর
পর দায়ূদ যখন নাচছিলেন এবং উদ্যাপন করছিলেন
তখন শৌলের কন্যা মীখল একটা জানলা দিয়ে দেখছিল।
দায়ূদের প্রতি তার যাবতীয় শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হল কারণ
সে ভাবল দায়ূদ বোকার মতো আচরণ করছে।

16 সাক্ষ্যসিন্দুকটা নিয়ে এসে লেবীয়রা সেটাকে
দায়ূদের বানানো তাঁবুর মধ্যে রাখলেন। তারপর
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গ
করা হল। 2দায়ূদের নৈবেদ্য অর্পণ করা শেষ হলে তিনি
প্রভুর নামে সমস্ত লোকেদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ
জানালেন। 3এরপর তিনি ইস্রায়েলের প্রত্যেক পুরুষ
ও নারীকে একখানা করে গোটা পাঁউরুটি, কিছু খেজুর,
কিস্মিস্ ও পিঠে বিতরণ করলেন।
4সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে কাজকর্ম করবার জন্য দায়ূদ
কিছু লেবীয়কে নিয়োগ করলেন। এই সমস্ত লেবীয়দের
মূল কাজ ছিল প্রভুর স্তবগান ও প্রশংসা করা। 5-7যে
দলটি খঞ্জনী বাজাত, আসফ ছিল সেই দলটির নেতা।
সখরিয় ছিলেন দ্বিতীয় দলটির নেতা। অন্যান্য লেবীয়রা
ছিলেন যিয়ীয়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, মত্তিথিয়,
ইলীয়াব, বনায়, ওবেদ-ইদোম এবং যিয়ীয়েল। এদের
কাজ ছিল বীণা এবং অন্য এক ধরণের তন্ত্রবাদ্য বাজানো।
যাজক বনায় ও যহসীয়েল সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে শিঙা
ও কাড়া-নাকাড়া বাজানোর দায়িত্ব পালন করতেন।
সেই দিন দায়ূদ, আসফ ও তাঁর সতীর্থদের প্রভুর প্রশংসা
ও কীর্তনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

দায়ূদের ধন্যবাদ গীত

8প্রভুর প্রশংসা কর আর তার নাম নাও। তিনি যে
সমস্ত মহান কাজ করেছেন সবাইকে সে কথা বলো।
9প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও। তাঁর প্রশংসা কর। তাঁর
মহৎ কীর্তির কথা সবাইকে জানাও।
10প্রভুর পবিত্র নাম করে গর্বিত হও। তোমরা যারা
তাঁকে চাও তারা আনন্দিত হও!
11প্রভুর দিকে এবং তাঁর শক্তির দিকে তাকাও।
সর্বদা তাঁর সন্ধান কর।
12তিনি যে সব অলৌকিক কাজ করেছেন সেইসব
মনে রেখো। মনে রেখো তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত আর তাঁর
দ্বারা কৃত চমৎকার!
13ইস্রায়েলের লোকেরা, যাকোবের উত্তরপুরুষরা
সকলেই প্রভুর দাস এবং প্রভুর মনোনীত লোক।
14প্রভু আমাদের ঈশ্বর এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বত্র
বিরাজমান।
15সর্বদা তাঁর চুক্তি মনে রেখো। হাজার হাজার
পুরুষ ধরে তাঁর আজ্ঞা মনে রেখো।
16অব্রাহামের সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি হয়েছিল সেটি
এবং ইস্হাককে করা তাঁর প্রতিশ্রুতি মনে রেখো।
17যাকোবের জন্য প্রভু এটিকে একটি আইনস্বরূপ
করে দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের সঙ্গে তিনি একটি চুক্তি
করেছিলেন যা চিরস্থায়ী হবে।
18প্রভু ইস্রায়েলকে বলেছিলেন: “কনানীয়দের
বাসভূমি আমি তোমাদেরই দেবো।” প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডটি
তোমাদের হবে।”
19তখন জনসংখ্যা ছিল কম, মুষ্টিমেয় কিছু লোক।
20যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতো দেশ থেকে
দেশান্তরে।
21কিন্তু প্রভু কাউকে তাদের আঘাত করতে দেননি
এবং রাজাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের
কোন ক্ষতি না করে।
22এইসব রাজাদের প্রভু বলেছেন: “আমার মনোনীত
লোকেদের এবং ভাববাদীদের কেউ যেন আঘাত না
করে।”
23সমস্ত ভুবন, প্রভুর বন্দনা করো। প্রভু কেমন
করে আমাদের রক্ষা করেন সেই সুখবর প্রতিদিন বলো।
24সমস্ত জাতিকে প্রভুর মহিমার কথা বলো। তাঁর
অলৌকিক কীর্তির কথাও সবাইকে বলো।
25প্রভু মহান এবং প্রশংসার যোগ্য। অন্য সমস্ত
দেবতাদের থেকে তিনি শ্রদ্ধেয় ও ভীতিকর।
26কেন? কারণ অন্য সমস্ত জাতির দেবদেবী শুধু
মূল্যহীন পুতুলমাত্র। প্রভু স্বয়ং আকাশ বানিয়েছেন।
27প্রভু মহিমাময় এবং দীপ্তিমান। তিনি যেখানে
থাকেন সেখানে শক্তি এবং আনন্দ বিরাজ করে।
28সমস্ত লোকেরা ও পরিবারগুলি প্রভুর মহিমা ও
শক্তির প্রশংসা করো!
29প্রভুর মহিমার গান গাও। তাঁর নামের মাহাত্ম্য
কীর্তন করো। প্রভুর চরণে তোমাদের নৈবেদ্য উৎসর্গ
করো। তাঁকে সুন্দর ও পবিত্র পোশাকে উপাসনা করো।

30প্রভুর সামনে সমস্ত পৃথিবীর ভয়ে কম্পমান হওয়া
উচিৎ, কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীকে সুদৃঢ় করেছেন সুতরাং তা
নড়বে না।
31আকাশে এবং মাটিতে আনন্দ ধ্বনিত হোক; বিশ্ব-
চরাচরে সবাই বলে উঠুক, "প্রভুই এই পৃথিবীর নিয়ামক।"
32সমুদ্র এবং তার ভেতরের সব কিছুই আনন্দে
চীৎকার করুক। মাঠগুলি এবং সেখানে যা কিছু আছে
তারা আনন্দ প্রকাশ করুক।
33আনন্দে মশগুল অরণ্যের বৃক্ষরাশি প্রভুর সামনে
গান করবে! কেন? কারণ প্রভু আসছেন পৃথিবীর বিচার
করতে।
34প্রভুকে ধন্যবাদ দাও কারণ তিনি ভাল। তাঁর
আশীর্বাদ ও করুণা চিরন্তন।
35প্রভুকে বলো, "হে ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাতা
আমাদের ঐক্যবদ্ধ কর। সমস্ত জাতির হাত থেকে
আমাদের রক্ষা করো। তাহলে আমরা তোমার পবিত্র
নামের প্রশংসা করতে পারবো। তোমার মহিমার প্রশংসা
করতে পারবো।"
36ইস্রায়েলের ঈশ্বর সর্বদা যেভাবে প্রশংসিত
হয়েছেন, চিরদিন সেভাবেই তাঁর প্রশংসা হোক।"

সমস্ত লোকেরা প্রভুর প্রশংসা করে সমবেতভাবে
বলে উঠলো, "আমেন!"
37তারপর আসফ আর তাঁর ভাইদের দায়ূদ
প্রতিদিন সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে সেবা করার জন্য
রেখে গেলেন। 38যিদূথূনের পুত্র ওবেদ-ইদোম ও
আরো 68জন লেবীয়কেও দায়ূদ আসফের কাছে রেখে
গেলেন। ওবেদ-ইদোম আর হোষা দুজনেই প্রহরী
ছিলেন।
39গিবিয়োনে প্রভুর তাঁবুতে বেদীর সামনে সেবা
করার জন্য দায়ূদ সাদোক ও তাঁর সতীর্থ যাজকদের
রেখে এসেছিলেন। 40প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে
সাদোক ও অন্যান্য যাজকেরা মিলে প্রভুর ইস্রায়েলকে
দেওয়া বিধি-পুস্তক অনুসারে বেদীতে হোমবলি উৎসর্গ
করতেন। 41প্রভুর প্রশংসা গীত গাইবার জন্য হেমন,
যিদূথূন এবং অন্যান্য লেবীয়দের প্রত্যেকের নাম ধরে
নির্বাচন করা হয়েছিল, কারণ তাঁর প্রেম চির প্রবহমান।
42হেমন আর যিদূথূনকে সকলের সঙ্গে খঞ্জনি এবং
তূরী-ভেরী বাজাতে হত। ঈশ্বরের নাম বন্দনার সময়ে
তাঁরা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও বাজাতেন। যিদূথূনের পুত্রেরা
তাঁবুর দরজায় পাহারা দিতো।
43এই সমস্ত উৎসবের পর প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে
ফিরে গেল। রাজা দায়ূদও তাঁর পরিবারকে আশীর্বাদ
করতে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

দায়ূদকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

17 প্রাসাদে ফিরে আসার পর দায়ূদ ভাববাদী
নাথনকে বললেন, "আমি এরস কাঠের তৈরি
রাজপ্রাসাদে বাস করি, কিন্তু সাক্ষ্যসিন্দুকটা পড়ে আছে
তাঁবুতে। আমি ওটির জন্য একটা মন্দির বানাতে চাই।"
2নাথন উত্তর দিলেন, "তুমি যা করতে চাও করো,
ঈশ্বর স্বয়ং তোমার সহায়।"
3-4সেদিন রাতে, ঈশ্বরের বার্তা নাথনের কাছে এলো।
ঈশ্বর বললেন, "যাও আমার নাম করে আমার সেবক
দায়ূদকে গিয়ে বলো: 'দায়ূদ আমার মন্দির তুমি বানাবে
না। 5-6ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে উদ্ধার করার পর
থেকে এখন পর্যন্ত আমি কোন মন্দিরে বাস করি নি।
আমি তাঁবু থেকে তাঁবুতে ঘুরে বেড়িয়ে অধিষ্ঠান করেছি,
ইস্রায়েলীয়দের জন্য নেতা নির্বাচন করেছি। ঐ সমস্ত
নেতারা আমার ভক্ত ও সেবকদের দিশারী হবে। এক
তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে বাস করার সময়ে আমি
কখনো এইসব নেতাদের বলিনি, 'তোমরা কেন আমার
জন্য দামী কাঠের মন্দির বানাও নি?'
7"এখন আমার সেবক দায়ূদকে গিয়ে বলো:
সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, 'আমি তোমাকে মাঠ থেকে
তুলে এনে মেষপালকের পরিবর্তে ইস্রায়েলে আমার
ভক্তদের রাজা বানিয়েছি। 8তুমি যখন যেখানে গিয়েছ
আমি তোমার সহায় হয়ে, তোমার আগে আগে সেখানে
গিয়ে তোমার শত্রুদের নিধন করেছি। এবার আমি
তোমাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ব্যক্তিদের
একজনে পরিণত করব। 9আমি এই জায়গা
ইস্রায়েলীয়দের দিলাম। আমি ওদের এখানে বসালাম
এবং ওরা এখানে বসবাস করবে। কেউ তাদের উত্যক্ত
করবে না। দুষ্ট জাতিরাও আগের মতো তাদের আক্রমণ
করবে না। 10যেদিন থেকে আমি আমার লোকেদের
নেতৃত্ব দেবার জন্য বিচারকদের নিযুক্ত করেছি, সেই
দিন থেকে আমি তোমাদের শত্রুদের জয় করে চলেছি।
'"এবার, আমি তোমায় বলছি যে প্রভু তোমার
জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।* 11মৃত্যুর পর তুমি
যখন তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগ দেবে আমি
তোমার নিজের পুত্রকে নতুন রাজা করব এবং তার
রাজত্ব সুদৃঢ় করব। 12তোমার পুত্র আমার জন্য একটি
মন্দির বানাবে আর আমি তোমার পুত্রের পরিবারকে
আজীবন রাজত্ব করতে দেব। 13তোমার আগে যিনি
রাজা হিসাবে শাসন করতেন সেই শৌলের ওপর থেকে
যদিও আমি আমার সমর্থন সরিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু
তোমার পুত্রকে আমি সব সময়েই ভালবাসব। আমি
হব তার পিতা এবং সে হবে আমার পুত্র। 14তাকে
চিরজীবনের জন্য আমার মন্দির ও রাজত্বের ভার
অর্পণ করব। আর তার শাসন চিরস্থায়ী হবে।'"
15নাথন দায়ূদকে এই দর্শন এবং ঈশ্বর যা বলেছেন
তা জানালেন।

দায়ূদের প্রার্থনা

16রাজা দায়ূদ তখন পবিত্র তাঁবুতে গিয়ে প্রভুর
সামনে বসে বললেন, "হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি কোন অজ্ঞাত
কারণে আমার ও আমার পরিবারের প্রতি বরাবর অসীম
করুণা করে এসেছো।" 17ঈশ্বর এটা কি তোমার কাছে

এবার ... করবেন এর অর্থ কোন সত্যিকারের গৃহ নয়। এর অর্থ দায়ূদ পরিবারের লোকেদের বহু বছরের জন্য রাজা করবেন প্রভু।

এতক্ষুদ্র, যে তুমি আমায় দূর ভবিষ্যতে আমার পরিবারের ভাগ্য বলবে? হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাকে সামান্য লোকের চেয়ে বেশী কিছু দেখো? 18তুমি আমার জন্য এতো করেছ আমি আর কি-ই বা বলতে পারি! তুমি তো জানোই আমি তোমার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস মাত্র। 19হে প্রভু, শুধু তোমার ইচ্ছাতেই আমার জীবনে এইসব মহৎ ঘটনা ঘটেছে। তুমি এ সমস্ত মহৎ ঘটনাকে জ্ঞাত করতে চেয়েছিলে। 20এ জগতে তোমার মতো আর কেই বা আছে? তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। তুমি ছাড়া আর কোন দেবতা কখনো এতো বিস্ময়কর ও মহান কাজ করেন নি! 21ইস্রায়েলই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যার জন্য তুমি এত মহৎ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ের কাজকর্ম করেছ। তুমিই আমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করেছ। নিজ গুণেই তুমি খ্যাতি অর্জন করেছ। তোমার ভক্তদের নেতৃত্ব দিয়ে তুমি বিজাতীয়দের আমাদের জন্য তাদের নিজস্ব বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছ। অন্য কোন লোকের ঈশ্বর এই রকম করেনি। 22ইস্রায়েলীয়দের তুমি চিরকালের জন্য তোমার লোক হিসেবে বেছে নিয়েছো। এবং তুমিই তাঁদের ঈশ্বর হয়েছো।

23“হে প্রভু, তুমি আমার ও আমার পরিবারের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করলে তা যেন চিরদিন তোমার স্মরণে থাকে। তুমি যা বললে তাই যেন ঘটে। 24তোমার নাম চিরকালের জন্য বিশ্বাস ভাজন ও মহান হোক। লোকেরা যেন বলে, ‘সর্বশক্তিমান প্রভু হলেন ইস্রায়েলের ঈশ্বর!’ যেন তোমার সেবক হিসাবে দায়ূদের গৃহ চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

25“হে প্রভু, তুমি আমাকে, তোমার দাসকে বলেছ যে, আমার বংশকে তুমি রাজবংশে পরিণত করবে। তাই আমি এতো সাহস করে তোমার কাছে এই সমস্ত প্রার্থনা করতে পারছি। 26হে প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, তুমি তোমার নিজের কথা দিয়েই আমার জন্য এইসব জিনিষ করতে সম্মত হয়েছিলে। 27প্রভু, তুমি দয়া করে আমার পরিবারকে আশীর্বাদ করেছ এবং আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ যে আমার পরিবার তোমায় সেবা করে চলবে। প্রভু যেহেতু তুমি স্বয়ং আমার পরিবারকে আশীর্বাদ করেছ তারা চিরকালই তোমার আশীর্বাদধন্য থাকবে।”

দায়ূদের বিভিন্ন দেশ জয়

18 দায়ূদ পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং পলেষ্টীয়দের কাছ থেকে গাৎ ও তার পার্শ্ববর্তী ছোটখাটো শহরগুলি দখল করে নিয়ে নেন।

2এরপর তিনি মোয়াবীয়দের হারিয়ে তাদের নিজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করান। মোয়াবীয়রা দায়ূদের জন্য নিয়মিত উপঢৌকন পাঠাতো।

3সোবার রাজা হদরেষরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ও দায়ূদ যুদ্ধ করেন। হদরেষর ফরাৎ নদী পর্যন্ত তার রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দায়ূদ তার সেনাবাহিনীকে হমাত পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য করেছিলেন। 4তিনি হদরেষরের কাছ থেকে 7,000 রথের সারথী সহ 1,000 রথ, 20,000 সৈনিক আদায় করা ছাড়াও হদরেষরের অধিকাংশ রথ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র 100 রথ তিনি অবশিষ্ট রেখেছিলেন। 5অরামীয়রা দম্মেশক থেকে সোবার রাজা হদরেষরকে সাহায্য করতে এলে দায়ূদ তাদেরও পরাজিত করেন এবং 22,000 অরামীয় সেনাকে হত্যা করেন। 6এরপর দায়ূদ অরামের দম্মেশকে দুর্গ বানান। অরামীয়রা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর জন্য উপঢৌকন আনতে শুরু করে। প্রভু দায়ূদকে সর্বত্র বিজয়ী করেছিলেন।

7হদরেষরের সেনাবাহিনীর থেকে সোনার ঢালগুলি দায়ূদ জেরুশালেমে এনেছিলেন। 8টিভৎ ও কূন শহর থেকে তিনি প্রচুর পরিমাণে পিতলও এনেছিলেন। এই শহরগুলি ছিল হদরেষরের অধিকারে। পরবর্তীকালে, শলোমন এই সমস্ত পিতল মন্দিরের জন্য পিতলের জলাধার, পিতলের থামসমূহ এবং পিতলের অন্যান্য জিনিষ বানাবার কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

9হমাতের রাজা তয়ূ যখন খবর পেলেন, দায়ূদ সোবার রাজা হদরেষরের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছেন, 10তখন তিনি তাঁর পুত্র হদোরামকে দিয়ে সন্ধিপ্রস্তাব করে দায়ূদের কাছে আশীর্বাদ নিতে পাঠালেন যেহেতু দায়ূদ হদরেষরকে পরাজিত করেছিলেন। হদরেষর তয়ূর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। দায়ূদ, হদরেষরকে পরাজিত করায় তয়ূ হদোরামের হাত দিয়ে সোনা, রূপো ও পিতলের বহু মূল্যবান সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। 11ইদোম, মোয়াব, অম্মোন, অমালেক এবং পলেষ্টীয় থেকে দায়ূদ যে সোনা, রূপো এবং পিতলের জিনিষপত্র পেয়েছিলেন তা দিয়ে তিনিও একই কাজ করলেন। তিনি এগুলি প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন।

12লবণ উপত্যকায় সরূয়ার পুত্র অবীশয় 18,000 ইদোমীয়কে হত্যা করে 13অবীশয় ইদোমে এক সৈন্যবাহিনীর দলও বসাল এবং ইদোমীয়রা দায়ূদের বশ্যতা স্বীকার করে। প্রভু দায়ূদকে সর্বত্রই বিজয়ী করেছিলেন।

দায়ূদের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকবর্গ

14সমস্ত ইস্রায়েলের শাসক দায়ূদ তাঁর সমস্ত প্রজাদের প্রতি ন্যায় ও সম বিচার নিয়ে ইস্রায়েল শাসন করেন। 15তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন সরূয়ার পুত্র যোয়াব। অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট দায়ূদের সমস্ত কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 16অহীটুবের পুত্র সাদোক আর অবিয়াথরের পুত্র অবীমেলক যাজক ছিলেন। শব্শ ছিলেন লেখক। 17যিহোয়াদার পুত্র বনায়ের দায়িত্ব ছিল করেথীয় ও পলেথীয়দের পরিচালনা করা। দায়ূদের পুত্ররাও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পিতার পাশে থেকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন।

অম্মোনীয়দের হাতে দায়ূদের লোকেদের লা না

19 অম্মোনীয়দের রাজা নাহশের মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় তাঁর পুত্র হানূন রাজা হলেন। 2দায়ূদ

তখন বললেন, “নাহশের সঙ্গে আমার বন্ধুর সম্পর্ক ছিল, এই শোকের সময় তাঁর পুত্র হানূনকে আমার সহানুভূতি দেখানো কর্তব্য।” এই বলে তিনি অম্মোনে হানূনকে সমবেদনা জানাতে বার্তাবাহক পাঠালেন।

3কিন্তু অম্মোনীয় নেতারা নতুন রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বললেন, “মোটেই ভাববেন না যে দায়ূদ সহানুভূতি জানানোর জন্য এইসব লোকেদের পাঠিয়েছে। এরা আসলে দায়ূদের গুপ্তচর। দায়ূদ আপনার রাজ্য ধ্বংস করতে চায় তাই আপনার ও আপনার রাজত্বের গোপন খবর সংগ্রহ করতে এদের পাঠিয়েছে।” 4হানূন তখন দায়ূদের কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে তাদের দাড়ি কেটে পরণের পোশাক ছিঁড়ে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

5দায়ূদের কর্মচারীরা এভাবে ঘরে ফিরতে খুবই লজ্জা পাচ্ছিলেন। কয়েকজন গিয়ে দায়ূদকে তাঁর কর্মচারীদের দুর্গতির কথা জানালে তিনি খবর পাঠালেন, “দাড়ি আবার বড় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যিরীহোতে থাকো। দাড়ি বড় হবার পর ঘরে ফিরে এসো।”

6অম্মোনীয়রা বুঝলেন যে তাঁরা নিজ দোষে নিজেদের দায়ূদের ঘৃণিত শত্রুতে পরিণত করেছেন। হানূন ও অম্মোনীয়রা তখন 75,000 পাউণ্ড রূপো মূল্যস্বরূপ দিলেন এবং মেসোপটেমিয়া, মাখার শহরগুলি ও অরামের সোবা থেকেরথ আর তার জন্য সারথী ভাড়া করে আনলেন। 7অম্মোনীয়রা 32,000 রথ আনলেন, এছাড়াও তাঁরা অর্থের বিনিময়ে মাখার রাজার সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইলেন। মাখার রাজা আর তাঁর সৈন্যসামন্ত এসে মেদবা শহরের কাছে শিবির গেড়ে বসল। আম্মোনীয়রাও শহর থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

8দায়ূদ খবর পেলেন অম্মোনীয়রা যুদ্ধের তোড়জোড় করছে। তিনি তখন অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাপতি যোয়াবের নেতৃত্বে ইস্রায়েলের সমগ্র সেনাবাহিনী পাঠালেন। 9তখন অম্মোনীয়রা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে শহরের সিংহ দরজা পর্যন্ত এলেন। কিন্তু রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাননি এবং নিজেরা মাঠে রয়ে গিয়েছিলেন।

10যোয়াব দেখলেন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সামনে ও পেছনে সশস্ত্র দুদল সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে। যোয়াব তখন ইস্রায়েলের কিছু সেরা সৈনিককে বেছে নিয়ে তাদের অরামের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। 11আর বাদবাকি সৈনিকদের তাঁর ভাই অবীশয়ের নেতৃত্বে অম্মোনীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। 12যোয়াব অবীশয়কে বললেন, “অরামের সেনারা যদি আমার পক্ষে বেশি শক্তিশালী হয় তো তুমি আমায় সাহায্য করতে এসো। আর যদি ওরা তোমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় তো আমি তোমায় সাহায্য করব! 13চলো এবার বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে আমাদের ঈশ্বরের শহরগুলোর জন্য ও আমাদের দেশের লোকেদের জন্য ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তারপরে তো সবই প্রভুর ইচ্ছে!”

14এই না বলে, যোয়াব অরামীয় সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অরামীয় সেনারা তখন পালাতে শুরু করল। 15আর অম্মোনীয় সেনারা যখন তাদের পালাতে দেখল, তখন তারা নিজেরাও অবীশয় আর তাঁর সেনাবাহিনীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতে শুরু করল। অম্মোনীয়রা নিজেদের শহরে আর যোয়াব জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 16অরামীয় নেতারা, তাঁরা ইস্রায়েলীয়দের কাছে হেরে গিয়েছেন দেখে ফরাৎ নদীর পূর্বদিকের অরামীয়দের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালেন। শোফক ছিলেন অরামের রাজা হদরেষরের সেনাবাহিনীর সেনাপতি। শোফক অন্য অরামীয় বাহিনীরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

17দায়ূদ যখন অরামের সেনাবাহিনীদের যুদ্ধের জন্য একত্র হবার খবর পেলেন, তিনিও ইস্রায়েলের লোকেদের একত্র করে তাদের যর্দন নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন এবং অরামীয় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। 18তারা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে শুরু করল। দায়ূদ ও তাঁর সেনাবাহিনী 7,000 অরামীয় সারথী, 40,000 অরামীয় সেনা ও অরামীয়দের সেনাপতি শোফককে হত্যা করলেন।

19হদরেষরের পদস্থ রাজকর্মচারীরা যখন দেখলেন তাঁরা ইস্রায়েলের হাতে পরাজিত হয়েছেন তাঁরা তখন দায়ূদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং অম্মোনীয়দের আর কখনও সাহায্য না করতে স্বীকৃত হলেন।

যোয়াব অম্মোনীয়দের ধ্বংস করলেন

20 বসন্তের সময়ে যোয়াবের নেতৃত্বে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী আবার যুদ্ধ করতে বেরোল। সচরাচর এসময়েই রাজা-মহারাজারা যুদ্ধযাত্রা করলেও দায়ূদ কিন্তু জেরুশালেমেই থাকলেন। ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনী অম্মোনে গিয়ে অম্মোন ধ্বংস করে রব্বা শহর চারপাশ থেকে অবরোধ করে সেখানে শিবির গাড়লো। এইভাবে রব্বা অবরোধ করে শেষ পর্যন্ত যোয়াবের নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয় বাহিনী যুদ্ধ করে রব্বাও ধ্বংস করল।

2দায়ূদ এসে তাদের রাজার মাথা থেকে মুকুট খুলে নিলেন। মুকুটের ওজন ছিল প্রায় 75 পাউণ্ড এবং এটি ছিল বহুমূল্য পাথর খচিত ও সোনার তৈরী। এবং সেই মুকুটটি দায়ূদের মাথায় পরানো হল, তবে তিনিও রব্বা থেকে আরো অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। 3দায়ূদ রব্বার লোকেদের ও অম্মোন শহরের বাসিন্দাদের নিয়ে এলেন এবং তাদের করাত, গাঁইতি আর কুঠার দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করে, আবার জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

পলেষ্টীয় দানব সন্তান মারা গেল

4পরবর্তীকালে, পলেষ্টীয়দের সঙ্গে গেষর শহরে ইস্রায়েলীয়দের যুদ্ধ হয়। সে সময়ে, হূশার সিব্বখয় সিপ্পয় নামে এক দানব সন্তানকে হত্যা করল। তাই পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের কাছে নিজেদের সমর্পণ করল।

5আর একবার পলেষ্টীয়দের সঙ্গে ইস্রায়েলীয়দের যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, যায়ীরের পুত্র ইল্‌হানন লহমিকে হত্যা করেন, যদিও লহমির হাতে একটি বিশাল ও তীক্ষ্ণ বর্শা ছিল। লহমি ছিল গলিয়াতের ভাই। গলিয়াত ছিল গাতের লোক।

6এরপরে গাতে ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে পলেষ্টীয়দের আবার যুদ্ধ হয়। সেসময়ে গাতে এক ব্যক্তি বাস করত; তার প্রতি হাতে-পায়ে ছ'টি করে মোট 24টা আঙুল ছিল। দানবের পুত্র ছিল বলে সে এক বিশাল আকার পুরুষ ছিল। 7ইস্রায়েলকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার অপরাধে দায়ূদের ভাই শিমিয়র পুত্র যোনাথন তাকে হত্যা করে।

8এইপলেষ্টীয়রা ছিল গাতের দানবদের সন্তান। দায়ূদ ও তাঁর লোকেরা এই সমস্ত দানবদের হত্যা করেছিলেন।

ইস্রায়েলকে গণনা করে দায়ূদের পাপ

21 শয়তান ইস্রায়েলের লোকেদের বিপক্ষে ছিল। তার প্ররোচনায় পা দিয়ে দায়ূদ ইস্রায়েলে আদমশুমারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 2তিনি যোয়াব ও ইস্রায়েলের নেতাদের ডেকে বললেন, "যাও বের্-শেবা থেকে দান পর্যন্ত সমগ্র ইস্রায়েলের জনসংখ্যা গণনা করে আমাকে জানাও। আমি যাতে বুঝতে পারি এদেশে মোট কত জন বাস করে।"

3কিন্তু যোয়াব উত্তর দিলেন, "প্রভু তাঁর লোকেদের শতগুণ বাড়িয়ে চলুন! মহারাজ, ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দাই তো আপনার অনুগত ভৃত্য। কেন আপনি এই কাজ করতে চাইছেন? আপনি সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের পাপের ভাগী করবেন।"

4কিন্তু রাজা দায়ূদ তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় যোয়াব তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য হলেন। তিনি সমগ্র ইস্রায়েলে ঘুরে ঘুরে জনসংখ্যা গুনে আবার জেরুশালেমে ফিরে খবর দিলেন যে 5ইস্রায়েলে মোট 11,00,000 লোক আছে যারা তরবারির ব্যবহার জানে। আর যিহূদায় এই ধরণের লোকের সংখ্যা 4,70,000। 6রাজা দায়ূদের নির্দেশ মনঃপুত না হওয়ায় যোয়াব লেবি ও বিন্যামীন পরিবারের বংশধরদের জনসংখ্যা গণনা করেন নি। 7ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দায়ূদ একটি খারাপ কাজ করেছিলেন। তাই প্রভু ইস্রায়েলকে শাস্তি দিলেন।

ঈশ্বরের ইস্রায়েলেকে শাস্তি

8দায়ূদ তারপর ঈশ্বরকে বললেন, "আমি মূর্খের মতো জনসংখ্যা গণনা করে গুরুতর পাপ করেছি। এখন আমি তোমায় অনুনয় করছি, তুমি আমায়, তোমার দাসকে এই পাপ থেকে মুক্ত কর।"

9-10প্রভু তখন দায়ূদের ভাববাদী গাদকে বললেন, "যাও দায়ূদকে গিয়ে বল: 'প্রভু এই কথা বলেছেন: তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য আমি তিনটে উপায়ের কথা ভেবেছি। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই আমি তোমায় শাস্তি দেব।'"

11-12তখন, গাদ নির্দেশ মত দায়ূদকে গিয়ে বললেন, "প্রভু বলেছেন, 'তোমায় শাস্তি দেবার জন্য তিনটি পথের কথা আমি ভেবেছি। প্রথমটি হল– তিন বছর দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। দ্বিতীয়টি হল– যারা তরবারি নিয়ে তাড়া করবে সেই সব শত্রুদের কাছ থেকে তোমায় তিনমাস ধরে পালিয়ে বেড়াতে হবে। আর তৃতীয়টি হল– তিনদিন তোমাকে প্রভুর হাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহামারীতে দেশ ছেয়ে যাবে। প্রভুর দূতরা ইস্রায়েলের ঘরে ঘরে লোকেদের প্রাণ নেবে।' এবার তুমি বল আমি প্রভুকে কি জানাব।"

13দায়ূদ গাদকে বললেন, "হায়! কি বিপদে পড়েছি! আমি কিভাবে শাস্তি পাবো তা ঠিক করার ভার আমি অন্যদের হাতে দিতে চাই না। প্রভু করুণাময়, তিনিই আমায় যথাযোগ্য শাস্তি দেবেন।"

14অতঃপর প্রভু ইস্রায়েলে মহামারী পাঠালেন, তাতে 70,000 লোকের মৃত্যু হল। 15প্রভু জেরুশালেমকে ধ্বংস করতে একজন দেবদূতও পাঠালেন। কিন্তু সে যখন জেরুশালেম ধ্বংস করতে শুরু করল তখন প্রভুর করুণা হল। যিবূষীয় অর্ণানের শস্য মাড়াইয়ের উঠানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেই দূতকে প্রভু বললেন, "আর নয় থাক! যথেষ্ট হয়েছে।"

16দায়ূদ ও নেতারা ওপরে তাকিয়ে, জেরুশালেমের ওপর প্রভুর তরবারি হাতে প্রভুর সেই দূতকে দেখতে পেলেন। তখন তারা শোকের পোশাক পরে আভূমি নত হলেন। 17দায়ূদ ঈশ্বরকে বললেন, "আমি জনসংখ্যা গণনা করতে বলে পাপ করেছি। আমিই পাপাত্মা। ইস্রায়েলের লোকেরা তো নিরপরাধ। প্রভু আমার ঈশ্বর, মহামারীতে ওদের প্রাণ না নিয়ে তুমি আমায় আর আমার পরিবারকে শাস্তি দাও।"

18তখন প্রভুর দূত গাদকে বললেন, "দায়ূদকে যিবূষীয় অর্ণানের খামারের কাছে প্রভুর উপাসনার জন্য একটা বেদী নির্মাণ করতে বলো।" 19গাদ দায়ূদকে একথা জানালে তিনি অর্ণানের খামারে গেলেন।

20অর্ণান তখন গম ঝাড়াই করছিল। সে পেছন ফিরে দূতকে দেখতে পেল। অর্ণানের চার পুত্র ভয়ে লুকিয়ে পড়লো। 21দায়ূদ স্বয়ং হেঁটে হেঁটে টিলার ওপরে অর্ণানের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে খামার ছেড়ে এসে অর্ণান তাঁর সামনে আভূমি নত হলেন।

22দায়ূদ বললেন, "তোমার খামার বাড়িটা আমায় বেচে দাও। যা দাম লাগে আমি দেব। তারপর আমি এখানে প্রভুর উপাসনার জন্য একটি বেদী বানাব। তাহলে এই মহামারী বন্ধ হবে।"

23অর্ণান দায়ূদকে বলল, "আপনিই আমার রাজা ও প্রভু। আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি অবশ্যই আমার শস্য মাড়াই এর ক্ষেত্রটা নিতে পারেন। এছাড়াও আমি হোমবলির জন্য আপনাকে ষাঁড় আর গম দিচ্ছি এবং ময়দা শস্য নৈবেদ্যর জন্য আপনার যা কিছু দরকার সবই আপনাকে দেব।"

24কিন্তু রাজা দায়ূদ উত্তর দিলেন, "না, তা সম্ভব নয়। আমি তোমার থেকে বিনামূল্যে কিছু নিয়ে তা

প্রভুকে দিতে পারব না। আমি ঈশ্বরকে এমন কিছুই
দেব না যার জন্য আমায় দাম দিতে হবে না। তোমাকে
আমি এ সবকিছুর পুরো দাম দেব।”

25তখুনি তিনি অর্ণানকে জায়গাটির জন্য প্রায় 15
পাউণ্ড সোনা দিলেন। 26তারপর দায়ূদ সেই শস্য
মাড়াইয়ের জায়গায় প্রভুর উপাসনার জন্য বেদী
বানালেন। সেই বেদীতে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য
দিয়ে দায়ূদ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রভু আকাশ
থেকে বেদীতে অগ্নিশিখা পাঠিয়ে সেই ডাকে সাড়া
দিলেন। 27তারপর প্রভু তাঁর দেবদূতকে উন্মুক্ত তরবারী
কোষবদ্ধ করতে আদেশ দিলেন।

28দায়ূদ দেখলেন, অর্ণানের খামার বাড়িতে প্রভু
তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি সেখানেই প্রভুর
উদ্দেশ্যে বলিদান উৎসর্গ করলেন। 29পবিত্র তাঁবু এবং
হোমবলি অর্পণের বেদীটি ছিল গিবিয়োন শহরে একটি
উঁচু জায়গায়। ইস্রায়েলের বাসিন্দারা যখন মরুভূমিতে
ঘুরছিলেন তখন মোশি এই পবিত্র তাঁবু বানিয়েছিলেন।
30কিন্তু দায়ূদ ঈশ্বরের দূতের তরবারীর ভয়ে পবিত্র
তাঁবুতে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে যাননি।

22 দায়ূদ বললেন, “প্রভু ঈশ্বরের মন্দির ও
ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য বেদী এখানেই
বানানো হবে।”

দায়ূদ মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন

2দায়ূদ ইস্রায়েলে বসবাসকারী সমস্ত বিদেশীদের
এক জায়গায় জড়ো হতে নির্দেশ দিলেন। তারপর
তিনি তাদের মধ্যে থেকে পাথর-কাটুরেদের বেছে
নিলেন। এদের কাজ ছিল, ঈশ্বরের যে মন্দির হবে তার
জন্য তখন থেকেই পাথর কেটে রাখা। 3পেরেক ও
দরজার কব্জা বানানোর জন্য দায়ূদ লোহা আনালেন
এবং এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে পিতল সংগ্রহ করলেন।
4অজস্র এরস কাঠের গুঁড়িও আনা হল। সীদোন ও
সোরীয়ের বাসিন্দারা অনেক অনেক দামী কাঠের গুঁড়ি
এনে দিয়েছিল।

5দায়ূদ বললেন, “আমরা প্রভুর জন্য সুবিশাল একটা
মন্দির বানাতে চলেছি। কিন্তু আমার পুত্র শলোমনের
বয়স এখনও কম। এসম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান তার হয়নি।
প্রভুর এই সুবিশাল মন্দিরের খ্যাতি তার সৌন্দর্য্যের
কারণে পৃথিবীর দেশে দেশে যাতে ছড়িয়ে পড়ে সেকারণে
আমি সেই মন্দিরের নকশা ও পরিকল্পনা করে যাচ্ছি।”
কথামতো তাঁর মৃত্যুর আগেই দায়ূদ মন্দিরের জন্য
অনেক পরিকল্পনা ও নকশা করে গিয়েছিলেন।

6দায়ূদ তাঁর পুত্র শলোমনকে ডেকে প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের মন্দির বানানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন,
7“শলোমন, আমি প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটা
মন্দির বানাতে চেয়েছিলাম। 8কিন্তু প্রভু আমাকে
জানালেন, ‘দায়ূদ তুমি অনেক যুদ্ধ করেছ। বহু ব্যক্তির
রক্তে ঐ হাত রঞ্জিত করেছ। তাই আমার নামে তুমি
কোন মন্দির বানাতে পারবে না। 9কিন্তু তোমার এক
পুত্র হবে শান্তির ধারক ও বাহক। তাকে আমি একটি
শান্তিপূর্ণ জীবন দেব এবং তার আশেপাশের শত্রুরা
যাতে তাকে উত্যক্ত না করে দেখব। 10তার নাম শলোমন
এবং তার শাসনকালে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি দেব।
আমি তাকে সন্তানজ্ঞানে পালন করব এবং তার রাজ্যকে
সুদৃঢ় করব। তার পরিবারের কেউ না কেউ আজীবন
ইস্রায়েলে শাসন করবে।’”

11দায়ূদ শলোমনকে আরো বললেন, “প্রভু তোমার
সহায় হোন, যাতে তুমি তাঁর কথা মতোই তোমার প্রভু
ঈশ্বরের জন্য এই মন্দির বানাতে সফল হতে পারো।”
12প্রভু তোমায় ইস্রায়েলের রাজা করবেন। রাজ্য
পরিচালনা এবং প্রভু তোমার ঈশ্বরের বিধি ও অনুশাসন
অনুসরণ করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনাও
যেন তোমাকে দেন। 13প্রভু প্রদত্ত মোশির বিধি অনুসরণ
করে সতর্কভাবে জীবন কাটালে তুমি অবশ্যই সফল
হবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। সাহসে ভর করে
বীরপুরুষের মতো জীবনযাপন করো।”

14“শোনো শলোমন, প্রভুর মন্দির বানানোর
পরিকল্পনার জন্য আমি বহু পরিশ্রম করেছি। আমি
3,750 টন সোনা আর 37,500 টন রূপো ছাড়াও যে
পরিমাণ লোহা আর পিতল জমিয়েছি তা ওজন করা
প্রায় অসম্ভব! আর আছে অজস্র কাঠ এবং পাথর।
শলোমন, এই সবকিছুই তুমি বাড়াতে পার। 15সুদক্ষ
ছুতোর আর পাথর-কাটুরে ছাড়াও সবরকম কাজে দক্ষ
কারিগর আর মিস্ত্রিও তোমার আছে। 16সোনা, রূপো,
লোহা, পিতলের কাজ জানা অসংখ্য কারিগর তুমি
পাবে। এবার তোমার কাজ শুরু কর। প্রভু তোমার
সহায় হোন।”

17তারপর দায়ূদ ইস্রায়েলের সমস্ত নেতাদের তাঁর
পুত্র শলোমনকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে বললেন,
18“এখন স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের সহায়। তিনি আপনাদের
শান্তির সময় দিয়েছেন, চারপাশের বহিঃশত্রুদের
পরাজিত করতে আমায় সাহায্য করেছেন। প্রভু ও
তাঁর লোকেরা এখন এই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। 19এখন
প্রভুকে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দাও এবং তিনি যা বলেন
তাই কর। তাঁর উপযুক্ত করে মন্দির বানানোর কাজে
আত্মনিয়োগ কর। তাঁর নামে মন্দির বানিয়ে সাক্ষ্যসিন্দুক
ও আর যা কিছু পবিত্র জিনিস আছে মন্দিরে নিয়ে
এসো।”

মন্দিরে সেবা করবার নিমিত্ত লেবীয়দের জন্য পরিকল্পনা

23 রাজা দায়ূদের বয়স হওয়ায় তিনি তাঁর পুত্র
শলোমনকে ইস্রায়েলের রাজপদে অধিষ্ঠিত করে
2ইস্রায়েলের সমস্ত নেতা, যাজক ও লেবীয়দের ডেকে
পাঠালেন। 3তিনি গুনে দেখলেন 30 বছরের বেশি বয়স্ক
লেবীয়দের সর্বমোট সংখ্যা 38,000 জন। 4দায়ূদ আদেশ
দিলেন, “24,000 জন লেবীয় প্রভুর মন্দির বানানোর
কাজের তত্ত্বাবধান করবে। 6,000 লেবীয় আধিকারিক
ও বিচারকের কাজ করবে। 54,000 লেবীয় দ্বাররক্ষী
হবে। এবং আরো 4,000 জন গায়ক হিসেবে কাজ

করবে। আমি এদের জন্য যে বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বানিয়েছি তাই দিয়ে তারা প্রভুর প্রশংসা গীত গাইবে।”

6দায়ূদ গের্শোন, কহাৎ ও মরারি লেবির পুত্রদের পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে তিনভাগে ভাগ করলেন।

গের্শোনের পরিবারগোষ্ঠী

7গের্শোন পরিবারগোষ্ঠী থেকে ছিলেন লাদন আর শিমিয়ি। 8লাদনের তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে যিহীয়েল, সেথম ও যোয়েল। 9আর লাদন পরিবারের নেতা শিমিয়ির তিন পুত্রের নাম শলোমোৎ, হসীয়েল ও হারণ।

10শিমিয়ির চার পুত্রের নাম যথাক্রমে যহৎ, সীন, যিয়ূশ ও বরীয়। 11যহৎ ছিল প্রধান এবং সীষ ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু যিয়ূশ আর বরীয়র বেশী পুত্রকন্যা ছিল না বলে তাদের এক পরিবারভুক্ত হিসেবে গণনা করা হয়।

কহাতের পরিবারগোষ্ঠী

12কহাতের চার পুত্রের নাম অম্রাম, যিষ্হর, হিব্রোণ ও উষীয়েল। 13অম্রামের পুত্রদের নাম ছিল হারোণ আর মোশি। হারোণ এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের বরাবরের জন্য বিশিষ্ট জন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা প্রভুর যাবতীয় পূজো-অর্চনা ও ভজনার কাজ সম্পাদন করতেন, প্রভুর সামনে ধূপধূনো দিতেন ও যাজকের কাজও করতেন। প্রভুর নামে লোকেদের আশীর্বাদ করবার মর্যাদাও তাঁদের দেওয়া হয়েছিল।

14মোশি ছিলেন ঈশ্বরের লোক। 15তাঁর পুত্র গের্শোম আর ইলীয়েষরকে লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্গত হিসেবে ধরা হয়। 16ইলীয়েষরের বড় ছেলের নাম রহবিয় আর 17গের্শোমের বড় ছেলের নাম ছিল শবূয়েল। ইলীয়েষরের আর কোনো পুত্র না থাকলেও রহবিয়ের আরো অনেক পুত্র ছিল।

18যিষ্হরের বড় ছেলের নাম শলোমীৎ।

19হিব্রোণের পুত্রদের মধ্যে প্রধান যিরিয়, দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয় যহসীয়েল আর চতুর্থ যিকমিয়াম।

20উষীয়েলের পুত্রদের নাম যথাক্রমে মীখা ও যিশিয়।

মরারির পরিবারগোষ্ঠী

21মরারির পুত্রদের নাম মহলি আর মূশি। মহলির পুত্রদের নাম ইলিয়াসর আর কীশ। 22ইলিয়াসর অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর শুধু কয়েকটি কন্যা ছিল, যারা নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যেই কীশের পুত্রদের বিয়ে করেছিল। 23মূশির পুত্রদের নাম মহলি, এদর ও যিরেমোৎ।

লেবীয়দের কাজ

24কুড়ি বছরের বেশি বয়স্ক লেবির উত্তরপুরুষদের মধ্যে যারা প্রভুর মন্দিরে কাজ করেছিল, পরিবার অনুযায়ী তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এরা সকলেই নিজেদের পরিবারের প্রধান ছিল।

25দায়ূদ বলেছিলেন, “ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকেদের শান্তি দিয়েছেন। চিরদিনের জন্য তিনি জেরুশালেমে থাকতে এসেছেন। 26তাই লেবীয়দের আর পবিত্র তাঁবু বা প্রভুর সেবার উপকরণ বহিতে হবে না।”

27ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি দায়ূদের শেষ আদেশ ছিল লেবি পরিবারগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষের লোকসংখ্যা গণনা করা। 20 বছর বা তার বেশি বয়স্ক সমস্ত লেবীয়দের গোনা হয়েছিল।

28লেবীয়রা হারোণের উত্তরপুরুষদের মন্দিরে প্রভুর কাজকর্মের সহায়তা করতেন, এছাড়াও তাঁরা মন্দিরের উঠোন এবং আশেপাশের ঘরগুলোর তদারকি করতেন। পবিত্র সামগ্রীর এবং ঈশ্বরের মন্দিরের সমস্ত আসবাবপত্রের শুচিতা রক্ষা করার দায়িত্বও ছিল তাঁদের ওপর। 29টেবিলের ওপর রুটি রাখবার এবং গম, শস্য নৈবেদ্য ও খামিরবিহীন রুটি রাখবারও দায়িত্ব ছিল তাঁদের ওপর। মন্দিরের বাসন-কোসন এবং নৈবেদ্য সামলানো ছাড়াও জিনিসপত্র মাপা ও ওজন করার কাজও তাঁদেরই করতে হত। 30প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁরা প্রভুর প্রশংসা করতেন ও তাঁকে ধন্যবাদ দিতেন। 31লেবীয়রা প্রভুর কাছে বিশ্রামের দিন, অমাবস্যার দিন ও অন্যান্য উৎসবের দিনগুলিতে হোমবলি উৎসর্গ করতেন। প্রতিদিন তাঁরা প্রভুর সেবা করতেন। প্রতিবার কতজন লেবীয় সেবা করবে সে ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম ছিল এবং তাঁরা এই নিয়মগুলি অনুসরণ করতেন। 32লেবীয়রা তাঁদের আত্মীয়দের, যে যাজকরা ছিলেন হারোণের উত্তরপুরুষ প্রভুর মন্দিরে সেবার কাজে সাহায্য করতেন। তাঁরা পবিত্র তাঁবু এবং পবিত্র স্থানেরও যত্ন নিতেন।

যাজক গোষ্ঠী

24 হারোণের পুত্রদের নাম নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর আর ঈথামর। 2হারোণের আগেই নাদব আর অবীহূর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। তাই ইলিয়াসর এবং ঈথামর যাজকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 3ইলিয়াসর এবং ঈথামরের পরিবারগোষ্ঠীকে দায়ূদ দুটি পৃথক গোষ্ঠীতে ভাগ করেছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। দুই পরিবারকে পৃথক করার সময় দায়ূদ ইলিয়াসরের উত্তরপুরুষ সাদোক এবং ঈথামরের উত্তরপুরুষ অহীমেলকের সাহায্য নিয়েছিলেন। 4ঈথামরের পরিবারের তুলনায় ইলিয়াসরের পরিবার থেকে হওয়া নেতার সংখ্যা বেশি ছিল। ইলিয়াসরের পরিবারের মোট নেতার সংখ্যা ছিল 16 আর ঈথামরের পরিবারের নেতার সংখ্যা ছিল 8। 5ঘুঁটি চেলে প্রত্যেক পরিবার থেকে নেতা নির্বাচিত করা হত। কিছু লোককে পবিত্র স্থানের দায়িত্বে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং ইলিয়াসর ও ঈথামরের পরিবারগোষ্ঠী থেকে অন্যদের যাজক হিসাবে বাছা হয়েছিল। 6লেবি পরিবারগোষ্ঠীর নথনেলের পুত্র শময়িয় ছিলেন সচিব। রাজা দায়ূদের সামনে তিনি যাজক সাদোক, অবিয়াথরের

পুত্র অহীমেলক ও যাজকগণ এবং লেবি পরিবারগোষ্ঠীর নেতাদের নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। একেকবার অক্ষ নিক্ষেপ করে একেকজনের নাম উঠতো আর শময়িয় তা লিখে নিতেন। এইভাবে ইলিয়াসর এবং ঈথামর পরিবারের মধ্যে কাজকর্ম ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

7এইভাবে প্রথমবার উঠেছিল যিহোয়ারীব গোষ্ঠীর নাম। দ্বিতীয়বার যিদয়িয় গোষ্ঠীর নাম।

8 তৃতীয়বার হারীম গোষ্ঠীর নাম। চতুর্থবার সিয়োরীম গোষ্ঠীর নাম।
9 পঞ্চমবার মল্কিয় গোষ্ঠীর নাম। ষষ্ঠবার মিয়ামীন গোষ্ঠীর নাম।
10 সপ্তমবার হক্কোষ গোষ্ঠীর নাম। অষ্টমবার অবিয় গোষ্ঠীর নাম।
11 নবমবার যেশূয় গোষ্ঠীর নাম। দশমবার শখনিয় গোষ্ঠীর নাম।
12 একাদশবার ইলীয়াশীব গোষ্ঠীর নাম। দ্বাদশবার যাকীম গোষ্ঠীর নাম।
13 ত্রয়োদশবার হুপ্পের গোষ্ঠীর নাম। চতুর্দশবার যেশবাব গোষ্ঠীর নাম।
14 পঞ্চদশবার বিল্‌গা গোষ্ঠীর নাম। যষ্ঠদশবার ইম্মের গোষ্ঠীর নাম।
15 সপ্তদশবার হেষীরে গোষ্ঠীর নাম। অষ্টাদশবার হপ্পিসেস গোষ্ঠীর নাম।
16 উনবিংশতিবার পথাহিয় গোষ্ঠীর নাম। বিংশতিবার যিহিস্কেল গোষ্ঠীর নাম।
17 একবিংশতিবার যাখীন গোষ্ঠীর নাম। দ্বাবিংশতিবার গামূল গোষ্ঠীর নাম।
18 ত্রয়োবিংশতিবার দলায় গোষ্ঠীর নাম। আর চতুর্বিংশতিবার উঠল মাসিয় গোষ্ঠীর নাম।

19এইভাবে যাদের নাম উঠল তাদের প্রভুর মন্দিরের কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। হারোণকে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী এঁদের মন্দিরের কাজ করতে হত।

অন্যান্য লেবীয়রা

20অন্যান্য লেবিদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের তালিকা দেওয়া হল:

অম্রামের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ছিলেন শবূয়েল আর শবূয়েলের উত্তরপুরুষদের মধ্যে থেকে যেহদিয়।
21 রহবিয়র বংশধরদের মধ্যে ছিলেন বড় ছেলে যিশিয়।
22 যিষ্হরীয় পরিবারগোষ্ঠী থেকে ছিলেন শলোমোৎ। আর শলোমোতের পরিবার থেকে যহৎ।
23 হিব্রোণের পুত্রদের মধ্যে যথাক্রমে যিরিয়, অমরিয়, যহসীয়েল এবং যিকমিয়াম।
24 উষীয়েলের পুত্রদের মধ্যে মীখা আর তার পুত্র শামীর।
25 মীখার ভাই যিশিয়র পুত্রদের মধ্যে সখরিয়।
26 মরারির উত্তরপুরুষদের মধ্যে মহলি, মূশি আর যাসিয়।
27 এবং যাসিয়ের পুত্রেরা ছিল শোহম, সক্কুর ও ইব্রি।
28 মহলির পুত্র ইলিয়াসরের কোনো পুত্র ছিল না।
29 কীশের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন যিরহমেল।
30 আর মূশির পুত্রদের মধ্যে মহলি, এদর আর যিরেমোৎ।

পরিবার অনুযায়ী এই সমস্ত লেবির নেতাদের নামই
নথিভুক্ত আছে। 31তারা বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত
হয়েছিল। তারা তাদের আত্মীয় হারোনের উত্তরপুরুষদের যাজকদের মতো ঘুঁটি চালতো। তারা লেবীয়র রাজা দায়ূদ, সাদোক অহীমেলক এবং যাজক ও লেবীয় পরিবারের নেতাদের সামনে ঘুঁটি চেলে ঠিক করতেন যে কে কি কাজ করবে। কাজের ভার দেবার সময় বড় পরিবার ও ছোট পরিবারগুলির সঙ্গে একইরকম ব্যবহার করা হত।

গায়ক গোষ্ঠী

25 দায়ূদ এবং সৈন্যাধ্যক্ষরা আসফের পুত্র হেমন আর যিদূথূনের ঈশ্বরের দৈববাণী বীণা, তানপুরা, খোল ও কর্তালের সঙ্গে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করার জন্য পৃথক করেছিলেন। এই কাজে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ:

2আসফের পরিবার থেকে এই কাজের জন্য দায়ূদ আসফকে বেছে নিয়েছিলেন। আসফ তাঁর পুত্র সক্কুর, যোষেফ, নথনিয় ও অসারেলকে এই কাজে নেতৃত্ব দিতেন।

3যিদূথূনের পরিবার থেকে যিদূথূন তাঁর ছয় পুত্র গদলিয়, সরী, শিমিয়ি, যিশায়াহ, হশবিয় ও মত্তিথিয়কে নিয়ে বীণা বাজিয়ে প্রভুর প্রশংসা করতেন ও প্রভুকে ধন্যবাদ দিতেন।

4দায়ূদের নিজস্ব ভাববাদী হেমনের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন বুক্কিয়, মত্তনিয়, উষীয়েল, শবূয়েল, যিরীমোৎ, হনানিয়, হনানি, ইলীয়াথা, গিদ্দল্‌তি, রোমাম্‌তী, এষর, যশ্‌বকাশা, মল্লোথি, হোথীর, মহসীয়োৎ প্রমুখ।
5ঈশ্বর
হেমনকে বলশালী ও বীর্যবান করেছিলেন। তাঁর চোদ্দজন পুত্র আর তিনটি কন্যা ছিল।
6প্রভুর মন্দিরে বীণা,
তানপুরা, খোল ও কর্তাল সহ সঙ্গীতে হেমন তাঁর পুত্রদের নেতৃত্ব দিতেন। আর রাজা ছিলেন আসফ, যিদূথূন এবং হেমনের আদেশকর্ত্তা। দায়ূদ নিজে এদের সবাইকে মনোনীত করেছিলেন।
7এদের এবং লেবি
পরিবারগোষ্ঠী এদের আত্মীয়দের মোট 288জনকে প্রভুর প্রশংসা করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।
8কে কি
করবে তার জন্য অক্ষ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এখানে নবীন এবং প্রবীণ, শিক্ষক এবং ছাত্র সকলের সাথে সমান ব্যবহার করা হত।

9প্রথমবার আসফ (যোষেফ) এর পরিবার থেকে 12জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার গদলিয়র পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

10তৃতীয়বার সক্কুরের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

11চতুর্থবার যিস্রি পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

12পঞ্চমবার নথনিয়র পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

13ষষ্ঠবার বুক্কিয়র পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

14সপ্তমবার যিশারেলার পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

15অষ্টমবার যিশায়াহের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

16নবমবার মত্তনিয়র পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

17দশমবার শিমিয়ির পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল ।

18একাদশবারে অসরেলের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

19দ্বাদশবারে হশবিয়ের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

20ত্রয়োদশবারে শবূয়েলের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

21চতুর্দশবারে মত্তিথিয়র পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

22পঞ্চদশবারে যিরেমোতের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

23ষষ্টদশবারে হনানিয়র পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

24সপ্তদশবারে যশ্‌বকাশার পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

25অষ্টাদশবারে হনানির পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

26উনবিংশতিবারে মল্লোথির পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

27বিংশতিবারে ইলীয়াথার পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

28একবিংশতিবারে হোথীর পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

29দ্বাবিংশতিবারে গিদ্দল্‌তির পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

30ত্রয়োবিংশতিবারে মহসীয়োতের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

31আর চতুর্বিংশতিবারে রোমাম্‌তি এষরের পরিবার থেকে 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়কে বাছা হয়েছিল।

দ্বাররক্ষীদের গোষ্ঠী

26 দ্বাররক্ষীদের গোষ্ঠীর মধ্যে:
আসফের পরিবারগোষ্ঠীর কোরহ পরিবার থেকে ছিলেন কোরহের পুত্র মশেলিমিয় আর তাঁর পুত্ররা।
2মশেলিমিয়র পুত্রদের নাম যথাক্রমে সখরিয়, যিদীয়েল, সবদিয়, যৎনীয়েল, 3এলম, যিহোহানন আর ইলিহৈনয়।

4ওবেদ-ইদোমের পরিবার থেকে ছিলেন তাঁর পুত্ররা, যথাক্রমে– শময়িয়, যিহোষাবদ, যোয়াহ, সাখর, নথনেল,
5অম্মীয়েল, ইষাখর আর পিয়ুল্লতয়। ওবেদ-ইদোম ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন। 6তাঁর পুত্র শময়িয়র পুত্ররাও ছিলেন বীরযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের নেতা।
7শময়িয়র পুত্রদের নাম অৎনি, রফায়েল, ওবেদ, ইল্‌সাবদ, ইলীহূ ও সমখিয়। ইল্‌সাবদের আত্মীয়রা ছিলেন দক্ষ ও কুশলী কর্মী। 8ওবেদ-ইদোমের 62 জন উত্তরপুরুষের সকলেই ছিলেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং সুদক্ষ দ্বাররক্ষক।

9মশেলিমিয়র পরিবার থেকেও ছিলেন শক্তিশালী ও সুদক্ষ 18 জন।

10মরারি পরিবার থেকে ছিলেন হোষার পুত্র শিম্রি। শিম্রি আসলে বড় ছেলে না হলেও তাঁর পিতা তাঁকেই প্রথম জাত সন্তান বলে মনোনীত করেছিলেন। 11এছাড়া ছিলেন যথাক্রমে হিল্কিয়, টবলিয়, সখরিয়– সব মিলিয়ে মোট 13 জন।

12এরা হলেন দ্বাররক্ষীদের দলের নেতারা এবং তাঁদের আত্মীয়দের মতোই তাঁরাও প্রভুর মন্দিরে সেবা করতেন। 13দ্বাররক্ষীদের প্রত্যেক গোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট দরজা পাহারা দিতে হত। অক্ষ নিক্ষেপ করে এই দরজা বেছে নেওয়া হত এবং একাজে বড় ও ছোট পরিবারদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হত।

14মশেলিমিয়কে বাছা হয়েছিল পূর্ব দিকের দরজা পাহারা দেবার জন্য। এরপর অক্ষ নিক্ষেপ করে উত্তর দিকের দরজার ভার দেওয়া হয় তাঁর পুত্র বিচক্ষণ সখরিয়কে। 15ওবেদ-ইদোম পান দক্ষিণ দিকের দরজার দায়িত্ব। ওবেদ-ইদোমের পুত্রদের মন্দিরের ধনাগার রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। 16শুপ্পীম আর হোষা পশ্চিম দিকের দরজা এবং উত্তরাপথের শল্লেখৎ ফটক রক্ষার দায়িত্ব পান।

এই সমস্ত রক্ষীরা সকলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতেন। 17প্রত্যেকদিন সকালে 6 জন লেবীয় দাঁড়াতেন পূর্বদিকের ফটকে, চারজন দক্ষিণ দিকের ফটকে, চারজন উত্তরের ফটকে, দুজন ধনাগারের সামনে, 18চার জন পশ্চিমদিকের উঠোনে আর দুজন উঠোনের রাস্তার মুখে।

19মরারি ও কোরহ গোষ্ঠীর দ্বাররক্ষীরা এইভাবে মন্দিরে পাহারা দিতেন।

কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য আধিকারিকবর্গ

20লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর অহিয়র দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের মন্দিরের দুর্মূল্য জিনিসপত্র ও কোষাগার আগলে রাখা।

21গের্শোন বংশের লাদন পরিবারগোষ্ঠীর নেতাদের একজন ছিলেন যিহীয়েলি। 22যিহীয়েলির পুত্র সেথম আর তাঁর ভাই যোয়েলেরও কাজ ছিল প্রভুর মন্দিরের মূল্যবান জিনিসপত্রের ওপর নজর রাখা।

23এছাড়া অম্রাম, যিষ্হর, হিব্রোণ আর উষীয়েলের
পরিবারগোষ্ঠী থেকে অন্যান্য দলপতিদের বেছে নেওয়া
হয়েছিল। 24প্রভুর মন্দিরের দুর্মূল্য জিনিসপত্র যাঁরা
দেখাশোনা করত, গের্শোনের পুত্র মোশির পৌত্র শবূয়েল
তাঁদের নেতা ছিল। 25এঁরা ছিলেন শূবয়েলের আত্মীয়রা:
ইলিয়ষেরের থেকে তাঁর আত্মীয়রা ছিলেন: ইলীয়ষেরের
পুত্র রহবিয়, রহবিয়র পুত্র যিশায়াহ, যিশায়াহর পুত্র
যোরাম, যোরামের পুত্র সিখ্রি আর সিখ্রির পুত্র
শলোমোৎ। 26শলোমোৎ আর তাঁর আত্মীয়দের কাজ
ছিল দায়ূদ মন্দিরের জন্য যেসব জিনিসপত্র সংগ্রহ
করেছেন তার দেখাশোনা করা।

সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষরাও মন্দিরের জন্য অনেক কিছু
দান করেছিলেন। 27তাঁরা যুদ্ধের সময় যেসব জিনিস
আহরণ করেছিলেন তাঁর অনেক কিছুই প্রভুর মন্দির
বানানোর কাজে দান করেন। 28শলোমোৎ আর তাঁর
আত্মীয়রা ভাববাদী শমূয়েল, কীশের পুত্র শৌল, নেরের
পুত্র অব্নের, সরূয়ার পুত্র যোয়াবের দেওয়া পবিত্র ও
দুর্মূল্য সম্পদ এবং লোকেরা প্রভুর মন্দিরে যেসব
জিনিসপত্র দান করতেন এবং তার দেখাশোনা করতেন।

29যিষ্হর বংশের কনানিয় ও তাঁর পুত্রদের মন্দিরের
বাইরে ইস্রায়েলে বিভিন্ন জায়গায় আধিকারিক ও
বিচারকের কাজ দেওয়া হয়েছিল। 30হিব্রোণ বংশের
হশবিয় আর তাঁর আত্মীয়রা 1,700 জন সৈন্যসহ
ইস্রায়েলে যর্দন নদীর ওপারে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রভুর
যাবতীয় কাজ এবং রাজার কাজের দায়িত্বে ছিলেন।
31হিব্রোণ বংশের পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়
যে যিরিয় ছিলেন এই বংশের নেতা। দায়ূদের রাজত্বের
40 তম বছরে, তিনি লোকেদের পারিবারিক ইতিহাস
ঘেঁটে শক্তিশালী ও দক্ষ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার
নির্দেশ দিয়েছিলেন। গিলিয়দের যাসেরে বসবাসকারী
হিব্রোণ পরিবারের অনেককে এইভাবে খুঁজে বার করা
হয়েছিল। 32যিরিয়র মোট 2,700 জন শক্তিশালী ও
কর্মপটু আত্মীয় ছিলেন, যাঁরা তাঁদের পরিবারের নেতা।
রাজা দায়ূদ এই 2,700 জনকে রূবেণ, গাদ ও মনঃশি
পরিবারগোষ্ঠীর অর্ধেককে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দিলেন,
যারা প্রভু ও রাজার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সৈন্যদল

27 রাজার সৈন্যবাহিনীতে যে সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা
কাজ করতেন এবারে তার একটা তালিকা
দেওয়া যাক। 24,000 সেনার এক একটি দল প্রতি
মাসে একটা দল হিসেবে সারা বছর জুড়ে কাজে নিযুক্ত
থাকত। এই দলে পরিবারের নেতা থেকে শুরু করে
সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ, সাধারণ সান্ত্রী সবাই থাকত।

2-3বছরের প্রথম মাসে 24,000 সৈন্যর যে দলটি
কাজ করত তাদের দায়িত্বে থাকতেন পেরসের
উত্তরপুরুষ সব্দীয়েলের পুত্র যাশবিয়াম। প্রথম মাসে
যাশবিয়াম সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতেন।

4দ্বিতীয় মাসের দলটির দায়িত্বে থাকতেন অহোহর
দোদয়। তাঁর দলে 24,000 লোক ছিল।

5তৃতীয় মাসের সেনাপতি ছিলেন নেতৃস্থানীয় যাজক
যিহোয়াদার পুত্র বনায়। তাঁর দলে 24,000 পুরুষ ছিল।
6তাঁকে পরিচালনার কাজে তাঁর পুত্র অম্মীষাবাদ সাহায্য
করতেন। বনায় ছিলেন সেই তিরিশজন বীর যোদ্ধার
অন্যতম।

7চতুর্থ মাসের সেনাপতি ছিলেন যোয়াবের ভাই
অসাহেল। তাঁর পরে তাঁর পুত্র সবদিয় এই দায়িত্ব
নিয়েছিলেন। তাঁর দলে 24,000 পুরুষ ছিল।

8পঞ্চম মাসের সেনাপতি হিসেবে কাজ করেছিলেন
সেরহ পরিবারের শমহূৎ। তাঁর দলে 24,000 পুরুষ
ছিল।

9ষষ্ঠ মাসে সৈন্যদল পরিচালনা করতেন তকোয়ার
ইক্কেশের পুত্র ঈরা। তাঁর দলে 24,000 পুরুষ ছিল।

10সপ্তম মাসের দায়িত্বে ছিলেন ইফ্রয়িমের
উত্তরপুরুষের পলোনার অধিবাসী হেলস। তাঁর দলে
24,000 পুরুষ ছিল।

11অষ্টম মাসের দায়িত্বে ছিলেন হূশাতের অধিবাসী
সেরহ পরিবারের সিব্বখয়। তাঁর দলে 24,000 পুরুষ
ছিল।

12নবম মাসের দায়িত্বে ছিলেন অনাথোতের বিন্যামীন
পরিবারগোষ্ঠীর অবীয়েষর। তাঁর দলে 24,000 পুরুষ
ছিল।

13নটোফাতের সেরহ পরিবারের মহরয়ের দায়িত্ব
ছিল দশম মাসের সৈন্যদল পরিচালনা করা। তাঁর দলে
24,000 পুরুষ ছিল।

14পিরিয়াথোনের ইফ্রয়িম পরিবারগোষ্ঠীর বনায়
একাদশ মাসে সৈন্যদল পরিচালনা করতেন। তাঁর দলে
24,000 পুরুষ ছিল।

15এবং দ্বাদশ মাসে সৈন্যদল পরিচালনা করতেন
নটোফাতের অৎনিয়েল পরিবারের হিল্দয়। তাঁর দলে
24,000 পুরুষ ছিল।

পরিবারগোষ্ঠীর নেতারা

16ইস্রায়েলের বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠীর নেতারা
ছিলেন:

রূবেণের বংশে: সিখ্রির পুত্র ইলীয়েষর, শিমিয়োন
বংশে: মাখার পুত্র শফটিয়।

17লেবির বংশে: কমূয়েলের পুত্র হশবিয়, হারোণ
বংশে: সাদোক।

18যিহূদার বংশে: ইলীহূ নামে দায়ূদের জনৈক ভাই।
ইষাখরের বংশে: মীখায়েলের পুত্র অম্রি।

19সবূলূনের বংশে: ওবদিয়র পুত্র যিশ্মায়য়, নপ্তালির
বংশে: অস্রীয়েলের পুত্র যিরেমোৎ।

20ইফ্রয়িম বংশে: অসয়িয়ের পুত্র হোশেয়, পশ্চিম
মনঃশিতে: পদায়ের পুত্র যোয়েল।

21এবং পূর্ব মনঃশিতে: সখরিয়র পুত্র যিদ্দো,
বিন্যামীন বংশে: অব্নেরের পুত্র যাসীয়েল এবং

22দান বংশের নেতা ছিলেন যিরোহমের পুত্র
অসরেল।

ইহারাই ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর নেতা ছিল।

দায়ূদের ইস্রায়েলীয়দের গণনা

23রাজা দায়ূদ ইস্রায়েলের জনসংখ্যা গণনা করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু ইস্রায়েলের জনসংখ্যা প্রায় গণনার অতীত ছিল কারণ ঈশ্বর বলেছিলেন, মহাকাশের অগণিত নক্ষত্রের মতোই তিনি ইস্রায়েলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করবেন। দায়ূদ কেবলমাত্র 20 বছর বা তার বেশি বয়সের যারা ইস্রায়েলে বাস করত তাদের গণনা করেছিলেন। 24সরূয়ার পুত্র যোয়াবকে দিয়ে তাদের জনসংখ্যা গণনার কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাও শেষ হয়নি। এর ফলে ঈশ্বর লোকেদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; যে কারণে 'রাজা দায়ূদের ইতিহাস' গ্রন্থে ইস্রায়েলের কোন জনসংখ্যার উল্লেখ করা হয় নি।

রাজার প্রশাসকবর্গ

25রাজসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁদের ওপর দেওয়া হয়েছিল তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ:

অদীয়েলের পুত্র অস্মাবৎ ছিলেন রাজার কোষাধ্যক্ষ। গ্রাম, দুর্গ ও ছোট শহরগুলোর কোষাগারের দায়িত্বে ছিলেন উষিয়ের পুত্র যোনাথন।

26কলূবের পুত্র ইষ্রি কৃষকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন।

27রামার শিমিয়ির কাজ ছিল রাজার দ্রাক্ষাক্ষেতগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই সমস্ত ক্ষেত থেকে যে দ্রাক্ষারস প্রস্তুত হত শিফমের সব্দি তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করতেন।

28গদেরের বাল-হানন পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের জলপাই গাছগুলি এবং সুকমোর* গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তেলের ভাঁড়ার সামলাতেন যোয়াশ।

29শারোণের আশেপাশের গবাদি পশুর দায়িত্ব ছিল সিট্রয়ের ওপর। অদ্লয়ের পুত্র শাফট ছিলেন সমভূমিতে যে সমস্ত গবাদি পশু চরে বেড়ায় তার দায়িত্বে।

30উট তদারকির দায়িত্ব ছিল ইশ্মায়েলের ওবীলের ওপর। গাধার তদারকিতে ছিলেন মেরোণোথের যেহদিয়।

31মেষ চরাতেন হাগরের যাসীষ।

এই সমস্ত লোকেরা ছিলেন নেতা যারা রাজা দায়ূদের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন।

32দায়ূদের কাকা যোনাথন ছিলেন বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও লেখক। হক্মোনির পুত্র যিহীয়েল রাজপুত্রদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 33অহীথোফল ছিলেন রাজার মন্ত্রণাদাতা এবং অর্কীয় হূশয় ছিলেন রাজার বন্ধু। 34পরবর্তীকালে মন্ত্রণাদাতা হিসেবে অহীথোফলের জায়গা নিয়েছিলেন বনায়ের পুত্র যিহোয়াদা আর অবিয়াথর। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন যোয়াব।

দায়ূদের মন্দির পরিকল্পনা

28 রাজা দায়ূদ ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারগোষ্ঠীর নেতাদের, সৈন্যদলের সেনাপতিদের, সৈন্যাধ্যক্ষদের, সেনানায়কদের ও সৈনিকদের, বীর যোদ্ধাদের, রাজকর্মচারী, যারা রাজার সম্পত্তি এবং রাজা ও রাজপুত্রের পশুগুলি দেখাশুনা করতেন এবং রাজার গন্যমান্য আধিকারিকদের জেরুশালেমে আসতে নির্দেশ দিলেন।

2এঁরা সকলে এক জায়গায় জড়ো হবার পর রাজা দায়ূদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার লোকেরা ও আমার ভাইরা, আমার মনে বহু দিন ধরে ইচ্ছে ছিল প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুকটা রাখার মতো একটা জায়গা বানানো। আমি চেয়েছিলাম সেই জায়গাটি হবে ঈশ্বরের পাদুকাদানি।* একারণে আমি ঈশ্বরের একটা মন্দির বানানোর পরিকল্পনাও করেছিলাম। 3কিন্তু ঈশ্বর আমায় বললেন, 'দায়ূদ, তুমি একজন সৈনিক। বহু লোককে তুমি হত্যা করেছ। তুমি কখনোই আমার নামে একটি বাড়ি বানাবে না কারণ তুমি রক্তপাত ঘটিয়েছ।'

4"প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিহূদার পরিবারগোষ্ঠীকে ইস্রায়েলের 12টি মূল পরিবারগোষ্ঠীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর ঐ পরিবারগোষ্ঠী থেকে আমার পিতার পরিবার ও আমাকে বরাবরের মতো ইস্রায়েলে রাজত্ব করার জন্য প্রভু মনোনীত করেছিলেন। 5প্রভু আমাকে বহুপুত্রক করেছেন এবং তার মধ্যে থেকে আমার পুত্র শলোমনকে তিনি ইস্রায়েলের নতুন রাজা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইস্রায়েল হল প্রভুর রাজত্ব। 6প্রভু আমাকে বললেন, 'দায়ূদ, তোমার পুত্র শলোমন আমার মন্দির ও তার সংলগ্ন সব কিছু বানাবে। কেন? কারণ আমি শলোমনকে আমার সন্তান হিসেবে বেছে নিয়েছি এবং আমি হব তার পিতা। 7শলোমন আমার বিধি এবং আদেশগুলো বর্তমানে মেনে চলে। ও যদি বরাবর তাই করে আমিও তাহলে চিরদিনের মতো শলোমনের রাজত্বের ভিত শক্তিশালী ও দৃঢ় করে তুলব।"

8দায়ূদ বলল, "এখন, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, যত্নসহকারে এবং ভক্তিভরে প্রভুর সমস্ত নীতি-নির্দেশ মেনে চলো। একমাত্র তাহলেই তোমরা এই ভালো ভূখণ্ডের অধিকারী হতে পারবে এবং এই দেশ চিরদিনের মতো তোমাদের উত্তরপুরুষদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারবে।

9"আর তুমি আমার পুত্র শলোমন, তুমিও ঈশ্বরকে পিতা রূপে জানবে। পবিত্র মনে, আনন্দ ও ভক্তিভরে আজীবন ঈশ্বরের সেবা করো। কারণ ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তিনি তোমার মনের সমস্ত কথাই জানতে পারেন। তুমি যদি কখনও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, তিনি নিশ্চয়ই তোমার ডাকে সাড়া দেবেন। আর যদি কখনও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনিও চিরদিনের মত তোমায় ত্যাগ করে যাবেন। 10মনে রেখো, প্রভু স্বয়ং তাঁর মন্দির বানানোর কাজ তোমার হাতে

সুকমোর এক ধরণের ডুমুর গাছ।

পাদুকাদানি এখানে এর অর্থ পবিত্র সিন্দুক। ঈশ্বর যেন রাজা, তাঁর সিংহাসনে মন্দিরের পবিত্র সিন্দুকের ওপর পা উঠিয়ে বসে আছেন যাহা দায়ূদ তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

অর্পণ করেছেন। সুতরাং সবল হও এবং সফলতার
সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ কর।”
11এরপর দায়ূদ, তাঁর পুত্র শলোমনের হাতে মন্দির
ও তার শৌধ, ভাঁড়ার ঘর, ওপর তলার ঘর, এর
ভেতরের ঘর, করুণা আসনের ঘর– এ সবের নকশা
তুলে দিলেন। 12দায়ূদ মন্দিরের, এমনকি মন্দিরের
উঠানের, এর চারদিকের ঘরের, মন্দিরে ব্যবহৃত পবিত্র
জিনিষপত্র রাখার মত ভাঁড়ার ঘর সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ
পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর তিনি এইসব পরিকল্পনা
শলোমনকে দেন। 13তিনি যাজক ও লেবীয়দের কার্যাবলী
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। তিনি প্রভুর মন্দির
তৈরীর সমস্ত কাজ সম্পর্কে এবং ঈশ্বরের সেবায় যত
জিনিষ ব্যবহৃত হয় সবকিছু সম্পর্কেও নির্দেশ দিলেন।
14-15এছাড়াও তিনি শলোমনকে মন্দির সেবার জন্য
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বানাতে কি পরিমাণ সোনা এবং
রূপো লাগবে তা বোঝালেন। সোনার বাতি ও সোনার
বাতিদান, রূপোর বাতি ও রূপোর বাতিদান এবং বিভিন্ন
বাতিদানগুলি তাদের ব্যবহার অনুযায়ী কোথায় থাকবে
তাও পরিকল্পনা করা ছিল। 16দায়ূদ বললেন, “পবিত্র
রুটি রাখার জন্য কত সোনার প্রয়োজন হবে। রূপোর
টেবিলের জন্য কতটা রূপো লাগবে। 17কাঁটাচামচ ও
বাসনপত্রের ও কলসের জন্য কি পরিমাণ খাঁটি সোনা
দরকার। 18এবং কলম তৈরীর জন্য কতটা খাঁটি সোনা
ব্যবহৃত হবে, প্রতিটি সোনার পাত্রের জন্য কতটা সোনা
এবং প্রতিটি রূপোর পাত্রের জন্য কতটা রূপো ব্যবহৃত
হবে, যেখানে ধূপ রাখা হবে সেই বেদীটি বানাতে কতটা
সোনা দরকার, এসবই দায়ূদ শলোমনকে ভাল করে
বুঝিয়ে দিলেন এবং প্রভুর রথ, করুণা আসন* এবং
সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর ডানা ছড়িয়ে রাখা সোনার করুব
দূতদের জন্য তিনি যত নকশা ও পরিকল্পনা করেছিলেন
সে সমস্তই শলোমনকে দিলেন।
19দায়ূদ বললেন, “এসব প্রভুর আদেশে আমিই
লিপিবদ্ধ করেছি। প্রভু আমাকে এই সমস্ত নকশার সব
কিছু ভাল করে বুঝতে ও করতে সাহায্য করেছিলেন।”
20এছাড়াও দায়ূদ তাঁর পুত্র শলোমনকে বললেন,
“ভয় পেও না। বুকে সাহস নিয়ে বীরের মতো এই
কাজ শেষ করো। আমার প্রভু ঈশ্বর একাজে তোমার
সহায় হবেন। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বয়ং
তোমার পাশে পাশে থাকবেন, তোমাকে ছেড়ে যাবেন
না। তুমি অবশ্যই প্রভুর মন্দির বানাতে পারবে। 21যাজক
ও লেবীয়রা ছাড়াও সমস্ত দক্ষ কারিগররা ঈশ্বরের
মন্দির বানাতে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়ে
আছে। রাজকর্মচারী ও লোকেরাও তোমার সমস্ত নির্দেশ
মেনে চলবে।”

মন্দির বানানোর জন্য উপহার

29 ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক একসঙ্গে জড়ো
হয়েছিল রাজা দায়ূদ তাদের বললেন, “ঈশ্বর
যদিও আমার পুত্র শলোমনকে বেছে নিয়েছেন, ও এখনও
তরুণ। এই কাজের মতো যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা বা
বিচারবুদ্ধি ওর হয়নি। তবে এই কাজটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ
কারণ এটা কোনো মানুষের বসতি বাড়ি তৈরির ব্যাপার
নয়। এটা স্বয়ং প্রভু ঈশ্বরের জন্য। 2আমি আমার
প্রভুর মন্দির বানানোর উপাদান প্রস্তুত করার জন্য
আমার যথাসাধ্য করেছি। সোনার জিনিসের জন্য সোনা,
রূপোর জিনিষের জন্য রূপো দিয়েছি। আমি পিতলের
জিনিষপত্রের জন্য পিতল দিয়েছি। লোহা আর কাঠের
জিনিসের জন্য আমি লোহা আর কাঠ দিয়েছি। তাছাড়াও
গোমেদক মনিত, তেজস্বী পাথর, শ্বেত পাথর, নানা
রঙের দুর্মূল্য পাথর ও অনেক কিছুই প্রভুর মন্দির
বানানোর জন্য দিয়েছি। 3ঈশ্বরের মন্দির যাতে সত্যি
সত্যিই ভালভাবে বানানো হয় সেজন্য আমি আরো
বেশ কিছু পরিমাণ সোনা ও রূপো উপহার হিসেবে
দিচ্ছি।
4ওফীর থেকে 110 টন খাঁটি সোনা ছাড়াও আমি
মন্দিরের দেওয়াল মুড়ে দেবার জন্য 260 টন খাঁটি
রূপো এই কাজের জন্য দান করছি। 5এইসব সোনা ও
রূপো দিয়ে যাতে দক্ষ কারিগররা এবং যারা
স্বেচ্ছাসেবক হবে প্রভুর কাছে মন্দিরের জন্য বিভিন্ন
জিনিসপত্র বানাতে পারে সেজন্যই আমি এই সমস্ত
কিছু দিলাম।”
6ইস্রায়েলের কিছু পরিবারগোষ্ঠীর নেতারা,
সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি, সেনানায়ক থেকে শুরু করে
গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা সকলেই স্বেচ্ছায়
আধিকারিকদের সঙ্গে রাজার এই পরিকল্পনায় কাজ
করতে এগিয়ে এলেন। 7তাঁরা ঈশ্বরের গৃহে সব মিলিয়ে
190 টন সোনা, 375 টন রূপো, 675 টন পিতল, 3,750
টন লোহা তো দান করলেনই, 8উপরন্তু যাদের কাছে
দামী ও দুর্মূল্য পাথর ছিল তাঁরা সেগুলিও দান করলেন।
গের্শোন পরিবারের যিহীয়েল এই সমস্ত দামী পাথরের
দায়িত্ব নিলেন। 9লোকেরা সকলেই খুব উৎফুল্ল ছিল
যেহেতু তাদের নেতারা খুশি মনে এই সমস্ত দান
করছিলেন। রাজা দায়ূদও খুবই আনন্দিত হলেন।

দায়ূদের অনুপম প্রার্থনা

10রাজা দায়ূদ তারপর সমবেত লোকেদের সামনে
প্রভুর প্রশংসা করে বললেন:
“প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, হে আমাদের পিতা, যুগে
যুগে, আবহমানকাল যেন তোমারই বন্দনা হয়!
11যা কিছু সত্য, শক্তি, মহিমা, বিজয় ও সম্মান,
এসবই তো তোমার, কারণ এই পৃথিবী ও আকাশ–
এই মহাবিশ্বের সবকিছুই তোমার। হে প্রভু, এই রাজত্বও
তোমার। তুমিই শীর্ষস্থানীয়। সবকিছুর শাসক, সবেরই
নিয়ামক।
12সম্পদ ও সম্মান, তোমার কাছ থেকেই আসে।
তুমি সবকিছু শাসন কর। ক্ষমতা ও শক্তি তোমার
হাতে রয়েছে। একমাত্র তুমিই আর কাউকে মহান ও
শক্তিশালী করতে পার।

করুণা আসন হিব্রুতে এর অর্থ ‘‘ঢাকনা’’ বা ‘‘জায়গা যেখানে পাপ ক্ষমা করা হয়।’’

13হে আমাদের ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ, আমরা সকলে তোমারই মহান নাম বন্দনা করি।

14আমরা যা কিছু দান করেছি প্রকৃতপক্ষে সেসব আমার বা আমার লোকেদের কাছ থেকে আসেনি। সে সব তোমার কাছ থেকেই এসেছে। আমরা তোমায় তাই দিচ্ছি যা আমরা তোমার হাত থেকেই পেয়েছি।

15আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষের মতোই এই পৃথিবীতে শুধুই পথিক, আমাদের জীবন এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের ছায়া মাত্র ও আশাবিহীন।

16হে আমাদের প্রভু, তোমার নামকে সম্মানিত করবার জন্য, তোমার মন্দির তৈরী করবার জন্য আমরা যা কিছু সংগ্রহ করেছি তার সবই তোমার কাছ থেকেই এসেছে। এ সমস্ত তোমারই।

17আমার ঈশ্বর, আমি জানি তুমি মানুষের পরীক্ষা নাও আর যখন কেউ ভাল কিছু করে তুমি আনন্দিত হও। আমার অন্তঃকরণ থেকে এই সমস্ত কিছু আমি তোমায় দান করলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার ভক্তরা সবাই আজ এখানে জড়ো হয়েছে আর তোমাকে এইসব কিছু দেওয়া হচ্ছে বলে, তারা সকলেই খুবই আনন্দিত।

18প্রভু, তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর। তোমার ভক্তদের সঠিক পরিকল্পনায় সাহায্য করো। তোমার প্রতি তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতেও সাহায্য করো!

19আর আমার পুত্র শলোমনেরও যাতে তোমার প্রতি অটুট ভক্তি থাকে, তোমার বিধি ও নির্দেশ যাতে মেনে চলতে পারে তা তুমি দেখো। আমি যে রাজধানীর পরিকল্পনা করেছি তা বানাতে তুমি শলোমনকে সাহায্য করো।”

20তারপর দায়ূদ সমবেত সমস্ত ধরণের লোকেদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “এবার তোমরা সকলে মিলে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করো।” তখন সমবেত লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন। মাটিতে মাথা নত করে তারা সকলে প্রভু ও রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো।

শলোমন রাজা হলেন

21পরের দিন লোকেরা প্রভুর উদ্দেশ্যে পেয় নৈবেদ্যসহ 1,000 ষাঁড়, 1,000 মেষ ও 1,000 মেষশাবক বলিদান করল এবং হোমবলি উৎসর্গ করল। এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের উৎসবে খাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে মঙ্গল নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। 22প্রভুর সামনে বসে পানাহার করতে করতে সেদিন সকলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

এরপর সকলে মিলে সেখানেই পবিত্র তেল ছিটিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য শলোমনকে রাজপদে ও সাদোককে যাজকের পদে অভিষিক্ত করল।

23তারপর শলোমন রাজা হয়ে তাঁর পিতার জায়গায় প্রভুর সিংহাসনে বসলেন। শলোমন জীবনে খুবই সফল হয়েছিলেন। ইস্রায়েলের সকলেই শলোমনকে মান্য করতেন। 24সমস্ত নেতা, সৈনিক, দায়ূদের অন্যান্য পুত্ররাও তাঁকে রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর আজ্ঞাধীন ছিলেন। 25প্রভু শলোমনকে অত্যন্ত মহৎ ও শক্তিশালীও করেছিলেন আর ইস্রায়েলের সমস্ত লোক একথা জানতেন। প্রভু শলোমনকে একজন রাজার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন যা তাঁর আগে ইস্রায়েলের অন্য কোন রাজাই পাননি।

দায়ূদের মৃত্যু

26-27যিশয়ের পুত্র দায়ূদ 40 বছর ইস্রায়েলে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি হিব্রোণে সাত বছর এবং জেরুশালেমে 33 বছর রাজত্ব করেন। 28ভাল ও দীর্ঘ জীবনযাপন করার পর বার্ধক্যের কারণে দায়ূদের মৃত্যু হয়। তিনি জীবনে বহু সম্পত্তি ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র শলোমন নতুন রাজা হলেন।

29রাজা দায়ূদ আজীবন যে সমস্ত কাজ করেছিলেন তা ভাববাদী শমূয়েল, ভাববাদী নাথন ও ভাববাদী গাদের লেখা পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। 30এই সমস্ত পুস্তকে ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে তিনি যা কিছু কাজ করেছিলেন সে সবেরই উল্লেখ আছে। এই সমস্ত লেখকরা ইস্রায়েল ও তার প্রতিবেশী রাজ্যের বিবরণ এবং দায়ূদের ক্ষমতা শক্তি ও তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা লিখে গিয়েছেন।

বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড

জ্ঞানের জন্য শলোমনের প্রার্থনা

1 প্রভু তাঁর ঈশ্বর সহায় থাকায় শলোমন রাজা হিসেবে
খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, প্রভু তাঁকে অতুল
সম্পদ ও ক্ষমতার অধীশ্বর করেছিলেন।
2 শলোমন ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর সেনাপতি
থেকে শুরু করে বিচারক এবং পরিবারসমূহের কর্ত্তাগণ,
সকলের সঙ্গে কথা বললেন। 3 শলোমন সহ তাঁরা
সবাই গিবিয়োনের উচ্চ স্থানে জড়ো হলেন যেখানে
ঈশ্বরের সমাগম তাঁবু ছিল। প্রভুর অনুগত দাস মোশি
ও ইস্রায়েলের লোকেরা যখন মরুভূমিতে ঘুরে
বেড়াচ্ছিলেন, সেসময়ে তাঁরা এই তাঁবুর প্রতিষ্ঠা
করেছিলেন। 4 এখন দায়ূদ কিরিয়ৎ-য়িয়ারীম থেকে
ঈশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুকটি জেরুশালেমে নিয়ে
গিয়েছিলেন এবং এটা রাখার জন্য সেখানে একটা
বিশেষ তাঁবু বানিয়েছিলেন। 5 ঊরির পুত্র বৎসলেল
একটি পিতলের বেদী বানিয়েছিলেন। সেটা গিবিয়োনের
এই পবিত্র তাঁবুর সামনে রাখা হয়েছিল। এ কারণে
শলোমন ও লোকেরা সেখানে প্রভুর পরামর্শ ও উপদেশ
নিতে গিয়েছিলেন। 6 শলোমন সমাগম তাঁবুর সামনে
পিতলের বেদীর ওপর গেলেন, যেটি প্রভুর সামনে
ছিল এবং সেই বেদীর ওপরে 1,000 হোমবলি উৎসর্গ
করলেন।
7 সেই রাতে ঈশ্বর শলোমনকে দর্শন দিয়ে বললেন,
“শলোমন তুমি আমার কাছে যা চাও প্রার্থনা করো।”
8 শলোমন ঈশ্বরকে বললেন, “হে প্রভু, আমার পিতা
দায়ূদের প্রতি আপনি আপনার অসীম করুণা বর্ষন
করেছিলেন। তাঁর জায়গায় আপনি স্বয়ং আমাকে নতুন
রাজা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। 9 প্রভু ঈশ্বর, আপনি
তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাকে সুবিশাল
সাম্রাজ্যের রাজা করবেন। এখন, আপনি সেই প্রতিশ্রুতি
রাখুন! আকাশের সহস্র তারার মত পৃথিবীর অগনিত
লোক এখন আমার আজ্ঞাধীন। 10 আপনি অনুগ্রহ করে
আমাকে এই সমস্ত লোকেদের সঠিক পথে পরিচালনা
করবার মতো বুদ্ধি ও জ্ঞান দিন। আপনার কৃপা ছাড়া
কারোর পক্ষেই এই সমস্ত লোকেদের শাসন করা সম্ভব
নয়।”
11 ঈশ্বর শলোমনকে বললেন, “তুমি সঠিক উত্তরটি
দিয়েছ; যাদের আমি মনোনীত করেছি, আমার সেই
লোকেদের নেতৃত্ব দেবার ও শাসন করবার জন্য তুমি
জ্ঞান ও বুদ্ধি চেয়েছ, বিষয় সম্পত্তি, ধন ও সম্মান,
তোমার শত্রুদের মৃত্যু এমনকি দীর্ঘ জীবনও চাওনি।
12 তাই আমি তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি তো দেবই উপরন্তু
তোমায় ধনসম্পদ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, নামযশ এসবই
দেবো। তুমি যা পাবে এখনো পর্যন্ত কোনো রাজাই
তা পায়নি এবং ভবিষ্যতেও পাবে না।”
13 শলোমন তারপর গিবিয়োনের উপাসনাস্থানে
গেলেন এবং সমাগম তাঁবু থেকে আবার ইস্রায়েল
শাসন করার জন্য জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

শলোমনের সম্পদ ও সৈন্য বৃদ্ধি

14 এরপর শলোমন তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য ঘোড়া
ও রথ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। শলোমন 1,400
রথ এবং 12,000 অশ্বারোহী সারথী সংগ্রহের পর এইসব
রথ রাখার জন্য যে বিশেষ শহরগুলি বানিয়েছিলেন
সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু রথ ও অশ্বারোহী সেনা
জেরুশালেমে তাঁর প্রাসাদেও রেখে দিলেন। 15 শলোমন
জেরুশালেমে সোনা এবং রূপাকে পাথরের মতো
সাধারণ করে তুলেছিলেন। তিনি সাধারণ সুকমোর
গাছপালার মতোই তাঁর রাজত্বের পশ্চিমের
পাহাড়গুলিতে বিরল এরস গাছ লাগিয়েছিলেন।
16 শলোমনের ঘোড়াগুলি মিশর এবং কুয়ে থেকে আনা
হয়েছিল। তাঁর বণিকেরা সেগুলি কুয়ে থেকে কিনেছিল।
17 এই সমস্ত বণিকেরা 600 শেকল রূপোর বিনিময়ে
একটি রথ ও 150 শেকল রূপোর বিনিময়ে একটা
ঘোড়া কিনত। সমস্ত হিত্তীয় ও অরামীয় রাজারা এইসব
বণিকদের মারফত তাঁদের ঘোড়া ও রথগুলি
কিনেছিলেন।

শলোমনের মন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা

2 প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য শলোমন একটি
মন্দির ও নিজের জন্য একটি রাজপ্রাসাদ বানানোর
পরিকল্পনা করেন। 2 এই কাজের জন্য তিনি 70,000
শ্রমিক, 80,000 পাথর কাটা মিস্ত্রী ও এদের কাজের
তদারকির জন্য 3,600 জন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ
করেছিলেন।
3 এরপর শলোমন সোরের রাজা হূরমের কাছে
অনুরোধ করে পাঠালেন, “আমার পিতা দায়ূদকে
যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, আপনাকে আমায়
সেভাবেই সাহায্য করতে হবে। আপনি এরস কাঠ
পাঠিয়েছিলেন, যাতে আমার পিতা তাঁর নিজের জন্য
একটি বাসযোগ্য বাড়ী তৈরী করতে পারেন। 4 এখন
আমি আমার প্রভু, ঈশ্বরের নামে একটা মন্দির
বানিয়ে তাঁকে উৎসর্গ করতে চলেছি যাতে সেই
মন্দিরে প্রভুর সামনে আমরা সুমিষ্টগন্ধী ধূপধূনো
জ্বালাতে পারি এবং নিয়মিতভাবে সেই বিশেষ টেবিলে

পবিত্র রুটি* নৈবেদ্য দিতে পারি। প্রতি সকাল-সন্ধ্যা,
বিশ্রামের দিন ও অমাবস্যায় এবং প্রভু আমাদের ঈশ্বরের
নির্দেশিত উৎসবের দিন হোমবলি উৎসর্গ করা
হবে। ঠিক হয়েছে, ইস্রায়েলের লোকেরা চিরকাল এই
ক্রিয়া-কর্ম চালিয়ে যাবে।

5"যেহেতু আমাদের ঈশ্বর অন্যান্য দেবতা থেকে
মহান তাই আমি তাঁর উদ্দেশ্যে একটা বিশাল মন্দির
বানাতে চাই। 6কারো পক্ষেই কোনো ঘর বাড়ী বানিয়ে
সেখানে আমাদের ঈশ্বরকে রাখা সম্ভব নয়। এমনকি
স্বর্গ এবং স্বর্গের স্বর্গও ঈশ্বরকে ধরে রাখতে পারে না।
সুতরাং, আমি ক্ষুদ্র মানুষ, ঈশ্বরের মন্দির আর কি
করে বানাবো? আমি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর
জন্য ধূপধূনো দেবার মতো একটা জায়গা বানাতে
পারি।

7"আমি চাই আপনি আমাকে সোনা, রূপো, পিতল
ও লোহার কাজ জানা একজন দক্ষ কারিগর পাঠান
যে বেগুনী, লাল এবং নীল রঙের সূক্ষ্ম কাপড় দিয়েও
কাজ করতে জানে। সে এখানে যিহূদা এবং
জেরুশালেমে আমার পিতার বেছে রাখা কারিগরদের
সঙ্গে কাজ করবে। 8এছাড়াও, আপনাকে আমায়
লিবানোন থেকে শক্ত ও দামী দামী কিছু গাছের গুঁড়ি
পাঠাতে হবে। আমি জানি আপনার কর্মচারীরা লিবানোন
থেকে গাছ কাটার ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমার কর্মচারীরাও
তাদের সঙ্গে গিয়ে হাত লাগাবে। 9আমি মন্দিরটা খুব
বড় আর সুন্দর করে বানাতে চাই এবং সে কারণে
আমার বহু পরিমাণ কাঠ লাগবে। 10তাদের কাজের
মজুরি হিসেবে আমি আপনার কর্মচারীদের 1,25,000
বুশেল গমের আটা, 1,25,000 বুশেল যব, 1,15,000
গ্যালন দ্রাক্ষারস এবং 1,15,000 গ্যালন তেল দেবো।"

11হূরম শলোমনকে বলে পাঠালেন, "শলোমন প্রভু
তাঁর লোকেদের ভালোবাসেন বলেই তিনি তোমাকে
তাদের রাজা করেছেন। 12প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
মহিমা কীর্ত্তিত হোক যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী বানিয়েছেন
এবং রাজা দায়ূদকে একটি সুসন্তান দিয়েছেন। শলোমন
তোমার প্রজ্ঞা ও বোধ আছে এবং তুমি প্রভুর জন্য
একটি মন্দির আর তোমার নিজের জন্য একটি প্রাসাদ
তৈরী করছ। 13আমি তোমার কাছে হূরম আবি নামে
একজন দক্ষ কারিগর পাঠাবো। 14হূরমের মাতা ছিলেন
দান গোষ্ঠীর থেকে আর পিতা ছিলেন সোর থেকে।
হূরম আবি সোনা, রূপো, পিতল, লোহা এবং কাঠের
একজন দক্ষ কারিগর। এছাড়াও দামী বেগুনী, লাল ও
নীল রঙের কাপড়েরও সে একজন দক্ষ কারিগর।
তোমার নির্দেশ মতো সবকিছুই ও বানাতে পারবে।
তোমার পিতা রাজা দায়ূদের বাছাই করা কারিগরদের
সঙ্গে গিয়ে কাজ করবে।

15"এখন, হে রাজন, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি মত
আমার কর্মচারীদের গম, যব, তেল ও দ্রাক্ষারস দিও।
16লিবানোন থেকে তোমার যতটা পরিমাণ কাঠ লাগবে
সেগুলি আমরা কাটব এবং সেগুলি ভেলায় করে সমুদ্র
পথে যাফোতে পাঠিয়ে দেবো। সেখান থেকেই তুমি
সেগুলো জেরুশালেমে নিয়ে যেতে পারো।"

17এরপর, শলোমন তাঁর পিতা দায়ূদ যেভাবে
লোকগণনা করেছিলেন সেভাবে ইস্রায়েলে কতজন
বিদেশী বাস করে তা জানবার জন্য গণনা করলেন।
বিদেশী জনসংখ্যা ছিল 1,53,600 জন। 18এর মধ্যে
শলোমন ভার বইবার জন্য 70,000 লোক আর পর্বতের
ওপর পাথর কাটার জন্য 80,000 লোককে বেছে
নিয়েছিলেন। আর এইসব কাজকর্ম তদারকি করার জন্য
3,600 জনকে বাছলেন।

শলোমনের মন্দির নির্মাণ

3 জেরুশালেমের মোরিয়া পর্বতের ওপর শলোমন
প্রভুর মন্দির বানানোর কাজ শুরু করলেন। এইটি
সেই জায়গা যেখানে প্রভু, শলোমনের পিতা, রাজা
দায়ূদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেটি ছিল
যিবূষীয় অর্ণানের শস্য মাড়াইয়ের খামার। 2শলোমন
তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরের দ্বিতীয় মাসে মন্দির বানানোর
কাজ শুরু করেন।

3ঈশ্বরের মন্দিরের ভিতের দৈর্ঘ্য ছিল 60 হাত
আর প্রস্থ 20 হাত। 4মন্দিরের সামনের গাড়ি বারান্দাটি
উচ্চতায় ও দৈর্ঘ্যে ছিল 20 হাত। ভেতরের দিকের
চত্বরটি শলোমন আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন।
5তিনি মন্দিরের বড় ঘরের দেওয়ালে দেবদারু কাঠের
আস্তরণ দিয়ে তার ওপরে সোনার আস্তরণ দিয়েছিলেন।
সেইসব দেওয়ালে তালগাছ আর শিকলের ছবি খোদাই
করা ছিল। 6মন্দিরটিকে আরো সুন্দর দেখাবার জন্য
শলোমন বহু মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজিয়েছিলেন এবং
তিনি পর্বয়িমের সোনা ব্যবহার করেছিলেন। 7মন্দিরের
কড়িকাঠগুলি, দরজার কাঠামোগুলি, দরজাগুলি এবং
মন্দিরের দেওয়ালগুলি তিনি সোনা দিয়ে মুড়ে
দিয়েছিলেন এবং দেওয়ালের ওপর তিনি করূব দূতদের
প্রতিকৃতি খোদাই করেছিলেন।

8শলোমন মন্দিরের পবিত্রতম স্থানটিও নির্মাণ
করেছিলেন। পবিত্রতম স্থানটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিল 20
হাত। অর্থাৎ পবিত্রতম স্থানের মাপ আর মন্দিরের
প্রস্থের মাপ ছিল এক। পবিত্রতম স্থানের দেওয়ালও
23 টন সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। 9এক একটা
সোনার পেরেকের ওজন ছিল 1 1/4 পাউণ্ড। মন্দিরের
ওপর ঘরগুলোও শলোমন সোনা দিয়ে ঢেকে
দিয়েছিলেন। 10পবিত্রতম স্থানে রাখবার জন্য তিনি দুটি
করূব দূতের মূর্ত্তি খোদাই করেছিলেন এবং সেগুলো
সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। 11এই করূব দূতদের
এক একটা ডানার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় 5 হাত অর্থাৎ
ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ্য
ছিল প্রায় 20 হাত। 12করূব দূতের মূর্ত্তি দুটো এমনভাবে
বসানো হয়েছিল যাতে মাঝামাঝি জায়গায় এদের
একজনের ডানার সঙ্গে অন্যজনের ডানা ছুঁয়ে থাকে।

পবিত্র রুটি এটি একটি বিশেষ রুটি যা পবিত্র তাঁবুতে রাখা হ'ত। এটিকে, "শূরুটি" অথবা "উপস্থিতির রুটিও" বলা হয়। লেবী 24:5-9

13তাদের ডানাগুলি ছড়িয়ে দিয়ে তারা 20 হাত জায়গা
ঢেকে দিয়েছিল এবং তাদের পায়ের ওপর এমনভাবে
দাঁড়িয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন তারা ঘরের ভেতরের
দিকে চেয়ে আছে।

14নীল, বেগুনী এবং লাল রঙের কাপড় দিয়ে শলোমন
পর্দাসমূহ বানিয়েছিলেন এবং সেগুলোর ওপর সূচীশিল্প
দিয়ে করূব দূতও বানিয়েছিলেন।

15মন্দিরের সামনে প্রায় 35 হাত দীর্ঘ দুটি স্তম্ভ
বানানো হয়েছিল। এই দুটি স্তম্ভের ওপরের অংশ দুটো
ছিল 5 হাত দীর্ঘ। 16-17তিনি শেকলের মত মালা তৈরী
করেছিলেন এবং সেগুলোস্তম্ভ দুটির মাথায় রেখেছিলেন।
এর পরে তিনি এক শত ডালিম তৈরী করেছিলেন
এবং সেগুলো মালায় স্থাপন করেছিলেন। তারপর তিনি
100 টি ডালিম তৈরী করে সেই মালায় বসিয়ে
দিয়েছিলেন। মন্দিরের সামনে ডানদিকে যে স্তম্ভটা
বসানো হয়েছিল শলোমন তার নাম দিয়েছিলেন
''যাখীন'' এবং বাঁদিকের স্তম্ভটার নাম দেওয়া হয়
''বোয়স।''

মন্দিরের আসবাবপত্র

4 শলোমন পিতল দিয়ে মন্দিরের বর্গাকৃতি বেদীটি
বানিয়েছিলেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এটি ছিল 20 হাত
এবং উচ্চতায় 10 হাত। 2গলানো পিতল দিয়ে মন্দিরের
সুবিশাল গোলাকার জলের চৌবাচ্চাটি ঢালাই করা
হয়েছিল। এই জলাধারের ব্যাস ছিল 10 হাত, পরিধি
30 হাত এবং উচ্চতা প্রায় 5 হাত। 3পিতলের তৈরী
জলাধারটির নীচে সমস্ত বৃত্তটিকে ঘিরে দুটো সারিতে
10 হাত ষাঁড়ের প্রতিকৃতি রাখা ছিল। ষাঁড়গুলি এবং
চৌবাচ্চাটি ছিল একটি খণ্ডে ঢালাই করা। 4চৌবাচ্চাটি
বারোটি ষাঁড়ের মূর্ত্তির ওপরে বসানো ছিল, যার মধ্যে
তিনটে ষাঁড় ছিল উত্তরমুখী, তিনটে পশ্চিমমুখী, তিনটে
দক্ষিণমুখী এবং তিনটে পূর্বমুখী। চৌবাচ্চাটি সেগুলোর
মাথায় বসানো ছিল যাদের শরীরের পিছনদিকগুলো
ছিল কেন্দ্রের দিক। 5এই জলাধারের পরিধি দেওয়াল
ছিল 3 ইঞ্চি পুরু এবং জলাধারের কানাটা ফুলকাটা
পেয়ালার মতো করা ছিল। এটি প্রায় 17,500 গ্যালন
জল ধারণ করতে পারত।

6পিতলের জলাধারের বাঁ পাশে ও ডান পাশে পাঁচটি
করে মোট দশটি গামলা তৈরী করেছিলেন। সেখানে
হোমবলি নিবেদনের জিনিসপত্র ধোয়া হতো। আর বড়
জলাধারের জল যাজকরা উৎসর্গের আগে ধোয়াধুয়ির
কাজে ব্যবহার করতেন।

7দায়ূদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শলোমন 10 টা
বাতিদান বানালেন এবং তার মধ্যে পাঁচটিকে মন্দিরের
উত্তরদিকে এবং পাঁচটিকে দক্ষিণ দিকে সাজিয়ে
রেখেছিলেন। 8একইভাবে তিনি 10 টি টেবিলও বানিয়ে
মন্দিরের মধ্যে রাখেন। মন্দিরের জন্য 100 টি বেসিন
বা হাত ধোওয়ার জায়গা সোনা দিয়ে বানানো
হয়েছিল। 9এছাড়াও, শলোমন যাজকদের জন্য উঠোন,
একটি বিরাট প্রাঙ্গণ এবং উঠোনের দরজাসমূহও
বানিয়েছিলেন। এই দরজাগুলো পিতল মুড়ে দেওয়া
হয়েছিল। 10এসব শেষ হলে শলোমন বড় জলাধারটিকে
মন্দিরের ডানদিকে দক্ষিণ পূর্বদিকে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

11-16হূরম পাত্র, বেলচা এবং গামলাসমূহ
বানিয়েছিলেন। এইভাবে শলোমনের জন্য যে সমস্ত
কাজ হাতে নিয়েছিলেন সে সমস্ত কাজ তিনি শেষ
করেন। বাটির আকারের গম্বুজসহ স্তম্ভ দুটি, স্তম্ভের
ওপর বাটি আকারের গম্বুজগুলিকে সাজাবার জন্য দুটি
জাফরি; 400টি ছোট ছোট ডালিম; প্রত্যেকটি
জাফরিতে এই ছোট ছোট ডালিমগুলি দুটি সারিতে
সাজানো ছিল; ষাঁড়গুলির পিঠে পিতলের বড়
চৌবাচ্চাটি; সমস্ত পাত্রগুলি, বেলচাসমূহ, কাঁটাগুলি এবং
এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি। রাজা
শলোমনের জন্য হূরম আবি এই সবই তৈরী
করেছিলেন। প্রভুর মন্দিরে ব্যবহার যোগ্য পালিশ করা
পিতল দিয়ে তৈরী করেছিলেন। 17রাজা প্রথমে এই
জিনিষগুলিকে মাটির ছাঁচে ফেলেছিলেন। মাটির ছাঁচ
তৈরী হত যর্দন উপত্যকায় সুক্কোৎ ও সরেদার মধ্যবর্তী
অঞ্চলে। 18-22শলোমনের তৈরী পিতলের জিনিষগুলো
এত বেশি ছিল যে কতখানি পিতল ব্যবহার করা হয়েছিল
কেউ তার পরিমাপ করবার চেষ্টা করেনি। তিনি
নিম্নলিখিত জিনিষগুলিও তৈরী করেছিলেন: ঈশ্বরের
মন্দিরের জন্য একটা সোনার বেদী, ঈশ্বরের অস্তিত্বের
পবিত্র রুটি রাখার জন্য টেবিল, 10টি খাঁটি সোনার
বাতিদান এবং সেগুলোর বাতি যেগুলো ঈশ্বরের আদেশ
অনুসারে অভ্যন্তরস্থ পবিত্র স্থানে পোড়াবার কথা ছিল,
ফুলগুলি, খাঁটি সোনার বাতি ও চিম্‌টেগুলি; কর্ত্তরিসমূহ,
গামলাগুলি, ধুপপাত্রগুলি, এবং খাঁটি সোনার উনুন,
অভ্যন্তর গৃহের দরজা, পবিত্রতম স্থানের দরজাগুলি
এবং মন্দিরের খাঁটি সোনার দরজাগুলি।

5 প্রভুর মন্দিরের সমস্ত কাজ শেষ হবার পর
শলোমন, তাঁর পিতা দায়ূদ মন্দিরের জন্য যেসব
সোনা রূপোর জিনিষ ও আসবাবপত্র দান করেছিলেন
সেগুলি নিয়ে এসে কোষাগারে রাখলেন।

পবিত্র সিন্দুক মন্দিরে আনা হল

2শলোমন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তি ও পরিবার
গোষ্ঠীসমূহের নেতাদের জেরুশালেমে জড়ো হবার
আদেশ দিলেন। তাদের উপস্থিতিতে প্রভুর
সাক্ষ্যসিন্দুকটি দায়ূদের শহর যাকে সিয়োন বলা হয়,
সেখান থেকে মন্দিরে আনবার আদেশ দিলেন। 3নির্দেশ
মতো ইস্রায়েলের সমস্ত ব্যক্তি সপ্তম মাসে (অধুনা
সেপ্টেম্বরে) কুটিরবাস পর্বের সময় রাজা শলোমনের
সামনে উপস্থিত হলেন।

4যখন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিরা সেখানে
এসে পৌঁছলেন, লেবীয়রা সাক্ষ্যসিন্দুকটি তুলে নিলেন
এবং 5সমাগম তাঁবুটিকে এবং তার ভেতরের সমস্ত
পবিত্র জিনিস জেরুশালেম পর্যন্ত ওপরে বয়ে আনলেন।
6রাজা শলোমন ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা প্রভুর
সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে উপস্থিত হয়ে অসংখ্য মেষ ও

ষাঁড় বলিদান করলেন। 7এবং তারপর যাজকরা প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুকটি সেইখানে নিয়ে এলেন যে জায়গাটি ওটার জন্য তৈরী হয়েছিল। ঐ জায়গাটি ছিল মন্দিরের পবিত্রতম স্থান। সিন্দুকটিকে করূব দূতদের ডানার নীচে রাখা হল। 8সাক্ষ্যসিন্দুকটিকে এমনভাবে রাখা হল যাতে ঐ ঘরে বসানো করূব দূতদের মূর্ত্তির ডানা সাক্ষ্যসিন্দুক ও সিন্দুক বহন করার ডাণ্ডার ওপর ছড়িয়ে থাকে। 9বহন করার ডাণ্ডাগুলো এত লম্বা ছিল যে পবিত্রতম স্থানের সামনে থেকেই সেগুলো দেখা যেত। তবে মন্দিরের বাইরে থেকে এগুলো দেখা যেতো না। ঐ ডাণ্ডাগুলো এখনো পর্যন্ত ঠিক সেভাবেই রাখা আছে। 10সাক্ষ্যসিন্দুকের মধ্যে দুটো পাথরের ফলক* ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মোশি হোরেব পাহাড়ে এই ফলকদুটো সাক্ষ্যসিন্দুকে রেখেছিলেন। হোরেব পাহাড়েই প্রভুর সঙ্গে ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের চুক্তি হয়েছিল। ইস্রায়েলীয়রা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার পর এই ঘটনা ঘটে।

11উপস্থিত সমস্ত যাজকরা ঈশ্বর নির্দেশিত বিধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমে নিজেদের পবিত্র করলেন। তারপর, যাজকরা সকলে বিশেষ কোনো দলে না এসে সমবেতভাবে সেই পবিত্র স্থানে এসে দাঁড়ালেন। 12সমস্ত লেবীয় গায়করা আসফ, হেমন ও যিদূথূন তাদের পুত্রসমূহ ও আত্মীয়স্বজনসহ বেদীর পূর্বদিকে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা সাদা লিনেনের পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁরা কর্তাল, বীণাসমূহ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের কাছে বীণা, তানপুরা ও খঞ্জনী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ছিল। সেখানে 120 জন যাজকও ছিলেন যাঁরা তূরী বাজিয়েছিলেন। 13সমবেতভাবে একসুরে বাদকরা শিঙা ও কাড়ানাকাড়া বাজিয়েছিলেন, গায়করা গান করেছিলেন। প্রভুকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জ্ঞাপনের সময় মনে হচ্ছিল এঁরা যেন পৃথক পৃথক কোনো ব্যক্তি নয়, একই ব্যক্তি। কাড়ানাকাড়া, খোল, কর্তাল, বীণা, যা কিছু বাদ্যযন্ত্র ছিল, সবাই সোৎসাহে সজোরে সেসব বাজিয়ে গাইছিলেন, 'প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করো, তিনি ভাল। তাঁর প্রেম চির প্রবাহমান।'

এরপর প্রভুর মন্দির মেঘে পরিপূর্ণ হল। 14যাজকরা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন নি কারণ সেই মেঘ ছিল মন্দিরকে পূর্ণ করে দেওয়া ঈশ্বরের মহিমা।

6 তখন শলোমন বললেন, "প্রভু অন্ধকার মেঘের মধ্যে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। 2হে প্রভু, আমি আপনার চিরকালের বসবাসের জন্যই এই বিশাল মন্দির বানিয়েছি।"

শলোমনের ভাষণ

3রাজা শলোমন ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের, যারা তাঁর সামনে জড়ো হয়েছিল তাদের আশীর্বাদ করলেন। 4এবং শলোমন বললেন, "ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হোক। তিনি আমার পিতা দায়ূদকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রেখেছেন। প্রভু ঈশ্বর বলেছিলেন, 5'যেদিন আমি ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম, সেই সময় থেকে আজ অবধি আমি আমার নামে বাড়ী তৈরী করবার জন্য কোন একটি বিশেষ জায়গা পছন্দ করিনি, এমন কি আমি কোন লোককেও আমার লোকেদের ওপর শাসন করবার জন্য মনোনীত করি নি। 6কিন্তু এখন আমি জেরুশালেমকে বেছে নিয়েছি, আমার নামের জায়গা হিসেবে এবং আমি দায়ূদকে আমার লোক, ইস্রায়েলের ওপর শাসন করার জন্য মনোনীত করেছি।'

7"আমার পিতা দায়ূদ প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে একটি মন্দির বানাতে চেয়েছিলেন। 8কিন্তু প্রভু আমার পিতাকে বলেছিলেন, 'দায়ূদ আমার মন্দির বানানোর কথা ভেবে তুমি ভাল করেছো। 9কিন্তু তুমি নিজে এই মন্দির বানাতে পারবে না। তোমার পুত্র শলোমন আমার নামের জন্য এই মন্দির বানাবে।' 10এখন প্রভুর ইচ্ছেয় তাই ঘটতে চলেছে। আমার পিতা দায়ূদের জায়গায় আমি ইস্রায়েলের নতুন রাজা হয়েছি এবং প্রভুর কথা মতো আমি প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে এই মন্দির বানিয়েছি। 11এবং আমি ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে প্রভুর চুক্তি সমন্বিত সাক্ষ্যসিন্দুকটা ঐ মন্দিরে রেখেছি।"

শলোমনের প্রার্থনা

12ইস্রায়েলের সমবেত লোকের উপস্থিতিতে দুই হাত প্রসারিত করে শলোমন প্রভুর বেদীর সামনে দাঁড়ালেন। 13উঠোনের মাঝখানে বসানো পিতলের তৈরী প্রায় 5 হাত লম্বা, 5 হাত চওড়া ও 3 হাত উঁচু একটা মঞ্চে উঠলেন এবং ইস্রায়েলের লোকেদের সামনে আভূমি নত হয়ে আকাশের দিকে দুহাত ছড়িয়ে বললেন:

14"হে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ কোনো ঈশ্বর নেই। তুমি তোমার ভালবাসা ও দয়ার চুক্তিতে বিশ্বস্ত। যারা তোমার সামনে বিশ্বস্তভাবে তাদের সর্বান্তঃকরণ দিয়ে জীবনযাপন করে তাদের সঙ্গে তোমার চুক্তি বজায় রাখ। 15আমার পিতা দায়ূদকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আজ তাকে তুমি সত্যে পরিণত করে বাস্তবায়িত করেছো। 16এখন প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তাঁকে দেওয়া তোমার সে প্রতিশ্রুতি পালন করো। তুমি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে সবসময়েই ইস্রায়েলের সিংহাসনে তাঁর বংশের কেউ না কেউ অধিষ্ঠিত থাকবে। একথা তুমি ভুলো না। হে প্রভু, তুমি পিতাকে বলেছিলে যদি তাঁর সন্তানরা তাঁর মতোই তোমার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তোমার নির্দেশিত পথে জীবন অতিবাহিত করে, তাহলে সদাসর্বদা তাঁর বংশধররাই তোমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে। 17প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এবার তুমি তোমার দাস দায়ূদকে দেওয়া তোমার সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করো।

18"আমরা জানি যে পৃথিবীর লোকের সঙ্গে প্রভু বাস করেন না। সর্বোচ্চতম স্বর্গও যখন তোমায় ধরে

পাথরের ফলক এগুলি ছিল দুটি ফলক যার ওপরে ঈশ্বর দশটি আদেশ লিখেছিলেন।

রাখতে পারে না তখন আমার বানানো এই সামান্য
মন্দির কি করে তোমায় ধরে রাখবে? 19তাহলেও প্রভু,
আমার ঈশ্বর, আমার প্রার্থনার প্রতি তোমাকে মনোযোগী
হতে মিনতি করি এবং তোমার অনুগ্রহ চাই। আমি,
তোমার দাস তোমাকে যে কান্না এবং প্রার্থনা নিবেদন
করি তা শোন। 20যাতে এই মন্দিরে, যেখানে তুমি
তোমার নাম রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি করেছিলে সেখানে
কি হয় তা তুমি সর্বদাই দেখতে পাও এবং যখন আমি
এই মন্দিরের দিকে তাকাই তখন আমার প্রার্থনা শুনতে
পাও। 21আমার প্রার্থনা শোনো এবং তোমার লোক
ইস্রায়েলের প্রার্থনা শোনো। যখন আমরা এই মন্দিরের
দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করব আমাদের প্রার্থনা শুনো।
তুমি অনুগ্রহ করে স্বর্গ থেকে আমাদের প্রার্থনা শোনো
এবং আমরা যা পাপ করি তা ক্ষমা করে দাও।

22"কারোর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করার পর কেউ
যখন এই মন্দিরের বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার
নামে শপথ নিয়ে কথা বলবে, 23তখন স্বর্গ থেকে সত্যি
মিথ্যা বিচার করে সেই অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের
যথাযোগ্য শাস্তি দিও। আর যদি কেউ নিরপরাধী হয়
তবে তাকে রক্ষা করো।

24"তোমার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করার অপরাধে হয়তো
কখনও শত্রুরা তোমার সেবক ইস্রায়েলীয়দের যুদ্ধে
পরাজিত করবে। তারপর যদি ইস্রায়েলীয়রা আবার
তোমার কাছে এসে এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে তোমার নামের
প্রশংসা করে এবং প্রার্থনা করে ও ক্ষমা ভিক্ষা করে,
25তাহলে স্বর্গ থেকে তাদের সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে
তুমি তোমার সেবক ইস্রায়েলীয়দের ক্ষমা করে তাদের
পূর্বপুরুষকে তুমি যে বাসস্থান দিয়েছিলে তা ফিরিয়ে
দিও।

26"তোমার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করার জন্য হয়তো
আকাশ শুকিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড খরা হবে। তখন যদি তারা
এই মন্দিরের দিকে প্রার্থনা করে, তাদের পাপ স্বীকার
করে এবং তুমি তাদের শাস্তি দিয়েছ বলে পাপকাজ
করা বন্ধ করে, 27তাহলে স্বর্গ থেকে তাদের সেই প্রার্থনায়
সাড়া দিয়ে তুমি তাদের ক্ষমা করে দিও। আর তাদের
সঠিক পথে পরিচালিত করে, তোমার দেওয়া এই ভূখণ্ডে
আবার বৃষ্টি পাঠিও।

28"যখন দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী লাগবে, তাদের
শস্যে রোগসমূহ দেখা দেবে, ফড়িং অথবা পঙ্গপাল
শস্য নষ্ট করবে, অথবা শত্রুরা যখন ইস্রায়েলবাসীকে
তাদের শহরগুলিতে আক্রমণ করবে অথবা ইস্রায়েলে
প্লেগ বা ব্যধি যাই আসুক, 29তখন যদি কোন ব্যক্তি
অথবা ইস্রায়েলের সব লোকেরা, যাদের প্রত্যেকে তার
নিজের রোগ এবং ব্যথার কথা জানে যদি দুহাত প্রসারিত
করে এই মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তোমায় কোন প্রার্থনা
বা আবেদন জানায়, 30তখন তুমি যেখানে বাস কর
সেই স্বর্গ থেকে তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার অপরাধ
ক্ষমা করো। তুমি তো ঈশ্বর, সবার হৃদয় ও মনের
কথা তুমি জানো তাই যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিও।
31তাহলে যে দেশ তুমি তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলে,
যতদিন তারা সেখানে বসবাস করবে ততদিন তোমায়
সমীহ ও মান্য করবে।

32"হয়তো তোমার মহিমা ও সাহায্যের কথা শুনে
ভিনদেশীদের কেউ এসে এই মন্দিরের দিকে তাকিয়ে
তোমার কাছে প্রার্থনা করবে। 33তখন স্বর্গ থেকে তুমি
সেই ভিনদেশীর প্রার্থনার ডাকে সাড়া দিও, তাহলে
এই পৃথিবীর সবাই তোমার মহিমার কথা জানতে পারবে
এবং ইস্রায়েলীয়দের মতোই তোমায় শ্রদ্ধা করবে।
পৃথিবীর সকলে তোমার নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য
বানানো আমার এই মন্দিরের কথা জানতে পারবে।

34"তুমি তোমার লোকেদের অন্য কোথাও তাদের
শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাবে এবং তারা তোমার
পছন্দ করা শহর ও মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তোমার
কাছে প্রার্থনা করবে। 35তখন তুমি স্বর্গ থেকে তাদের
প্রার্থনা এবং আবেদন শোনো এবং তাদের সাহায্য
কোরো।

36"এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে পাপ করে না।
লোকেরা যখন তোমার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করে তোমায়
ক্রুদ্ধ করে তুলবে তুমি তাদের শত্রুদের হাতে যুদ্ধে
পরাজিত করে সুদূরের কোনো দেশে বন্দীত্ব বরণে
বাধ্য করবে। 37কিন্তু তার পরে যখন তাদের মনোভাবের
পরিবর্তন হবে আর সেই দূর দেশে বন্দীদশার মধ্যে
তারা বলে উঠবে, 'হে প্রভু, আমরা পাপ করেছি এবং
দুষ্ট ও খুব নিষ্ঠুর আচরণ করেছি।' 38যদি তারা তাদের
বন্দীদশার দেশে সর্বান্তঃকরণে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে
নেয়, তাদের পূর্বপুরুষকে তোমার দেওয়া ভূখণ্ডের
দিকে মুখ করে, তোমার এই পবিত্র শহরের উদ্দেশ্যে
আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার দ্বারা তোমার জন্য
বানানো মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে, 39তখন স্বর্গে,
তোমার বাসস্থান থেকে তাদের প্রার্থনা এবং আবেদনে
তুমি সাড়া দিও, এবং যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ
করেছে তোমার সেই লোকেদের তুমি সাহায্য কোর
এবং ক্ষমা করে দিও। 40হে আমার ঈশ্বর, এখন আমি
এখানে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে যে প্রার্থনা করছি স্বকর্ণে
তুমি সেই প্রার্থনা শোনো, তোমার করুণাময় চোখ মেলে
আমাদের এই প্রার্থনাস্থলে দৃষ্টিপাত করো।

41"এখন, হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি ওঠ এবং বিশ্রামের
জন্য তোমার মনোনীত স্থানে সাক্ষ্যসিন্দুক নিয়ে এসো
যা তোমার ক্ষমতার প্রতীক। হে প্রভু, আমার ঈশ্বর,
তোমার যাজকদের পরিধানে সদাসর্বদা থাকবে
পরিত্রাণের পোশাক, আর তোমার একনিষ্ঠ ভক্তরা
মঙ্গলে আনন্দ করুক। তোমার সেবক যাজকরা যেন
সবসময় ত্যাগের পোশাক পরে থাকে।

42হে প্রভু ঈশ্বর, তোমার অভিষিক্ত লোকেদের
বাতিল কোর না; তোমার অনুগত দাস দায়ূদের বিশ্বস্ত
কাজগুলি মনে রেখো।"

প্রভুকে মন্দির উৎসর্গ করা হল

7 শলোমনের প্রার্থনা শেষ হলে, আকাশ থেকে একটি
অগ্নিশিখা নেমে এসে হোমবলি নিবেদিত

উৎসর্গগুলিকে পুড়িয়ে ফেলল এবং প্রভুর মহিমার উপস্থিতিতে সমস্ত মন্দির ভরে গেল। **2**প্রভুর মহিমার উপস্থিতির কারণে যাজকরা প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেন না। **3**সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা যারা এই অগ্নিশিখা ও প্রভুর মহিমার উপস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল তারা তাদের মাথা আভূমি নত করল, তারা প্রভুর উপাসনা করল এবং গাইল, "আমাদের প্রভু মহান; তাঁর করুণা সদা প্রবহমান।"

4অতঃপর রাজা শলোমন এবং ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর সামনে **5**শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার জন্য 22,000 ষাঁড় এবং 1,20,000 মেষ বলি দিয়ে মন্দিরটিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করলেন। **6**যাজকরা, যাঁরা কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরা লেবীয়দের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিলেন। যাজকরা শিঙা বাজিয়ে উঠলেন এবং লেবীয়রা বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা, যা রাজা দায়ূদ বানিয়েছিলেন প্রভুর প্রশংশা গান গাইবার জন্য কারণ তিনি চিরবিশ্বস্ত। যখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

7এবং শলোমন প্রভুর মন্দিরের সামনের অঙ্গণের মধ্যভাগ নিবেদন করলেন এবং তিনি হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্যের চর্বি অংশটি উৎসর্গ করলেন। শলোমন এই উৎসর্গগুলি অঙ্গণের মাঝখানে নিবেদন করলেন কারণ তিনি পিতলের যে বেদীটি বানিয়েছিলেন সেটি হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য চর্বি ধারণের পক্ষে খুবই ছোট ছিল।

8শলোমন ও ইস্রায়েলের লোকেরা টানা সাত দিন ধরে খাওয়াদাওয়া ও উৎসব করলেন। শলোমনের সঙ্গে অনেকে ছিলেন। এঁরা সকলে হমাতের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে মিশরের ঝর্ণা পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাস করতেন। **9**সাতদিন উৎসব পালনের পরে অষ্টম দিনের দিন একটা বড় পবিত্র সভার আয়োজন করা হল। এরপর শুধুমাত্র প্রভুর উপাসনার জন্য বেদীটিকে পবিত্র করে তাঁরা আরো সাতদিন ধরে খাওয়াদাওয়া ও আনন্দ করলেন। **10**সপ্তম মাসের 23 দিনের দিন শলোমন সবাইকে তাদের বাড়িতে ফেরৎ পাঠালেন। দায়ূদ ও তাঁর পুত্র শলোমন এবং ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি প্রভুর কৃপাদৃষ্টির কথা ভেবে সবাই খুবই খুশী ছিল এবং তাদের হৃদয় ভরে ছিল এক অনির্বচনীয় আনন্দে।

প্রভু শলোমনের সামনে আবির্ভূত হলেন

11শলোমন সফলভাবে প্রভুর মন্দির ও তাঁর নিজের রাজপ্রাসাদ নির্মাণের কাজ শেষ করলেন। **12**তারপর রাতে স্বয়ং প্রভু শলোমনকে দর্শন দিয়ে বললেন, "শলোমন, তোমার প্রার্থনা আমার কানে পৌঁছেছে। এই স্থানটিকে আমি আমার কাছে বলিদানের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছি। **13**যদি আমি খরা পাঠাই অথবা পঙ্গপালের ঝাঁককে জমি গ্রাস করার আদেশ দিই অথবা যদি আমি লোকেদের জীবনে ব্যাধি পাঠাই, **14**তখন যদি আমার লোকেরা অসৎ পথ ও আচরণ ত্যাগ করে ব্যাকুল ও অনুতপ্ত চিত্তে আমায় ডাকে, তবে আমি অবশ্যই তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের পাপকে ক্ষমা করব এবং দেশটিকে সারিয়ে তুলব। **15**এখন যে প্রার্থনা এইস্থানে নিবেদিত হবে আমি তার প্রতি সজাগ থাকবো। **16**আমি এই মন্দিরকে আমার নাম প্রচারের জন্যে বেছে নিয়েছি এবং আমার উপস্থিতি দিয়ে একে পবিত্র করেছি। আমার দৃষ্টি ও হৃদয় সদাসর্বদা এখানেই থাকবে।

17"শোনো শলোমন, তুমি যদি তোমার পিতা দায়ূদের মতো আমার বিধি ও নিয়ম মেনে জীবনযাপন করো, **18**তাহলে তোমার পিতা দায়ূদের সঙ্গে আমি যে চুক্তি করেছিলাম, যাতে আমি বলেছিলাম, 'তোমার উত্তরপুরুষদের একজন সর্বদা ইস্রায়েল শাসন করবে," সেই চুক্তি অনুযায়ী আমি তোমাকে শক্তিশালী রাজা করে তুলবো।'

19"কিন্তু তুমি যদি আমার বিধি নির্দেশ যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, অমান্য কর এবং অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহের পূজো কর ও তাদের সেবা করতে শুরু করো, **20**তাহলে আমি আমার যে ভূখণ্ড তাদের দিয়েছিলাম সেখান থেকে ইস্রায়েলের লোকেদের বিতাড়িত করব; এবং আমার নামে বানানো এই পবিত্র মন্দির ত্যাগ করব এবং এর এমন দশা করবো যে সমস্ত জাতিসমূহের মধ্যে সেটা একটা উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়াবে। **21**এখন এই গৃহটি মহিমান্বিত। কিন্তু যখন এসব ঘটবে, যারাই এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, আশ্চর্য্য হয়ে বলবে, 'প্রভু কেন এই দেশ ও মন্দিরের প্রতি এই আচরণ করলেন?' **22**তখন লোকেরা উত্তর দেবে, 'কারণ ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে, তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরকে, যিনি তাদের মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। তারা অন্য মূর্ত্তিসমূহের পূজো করে ও তাদের সেবা করে তাদের গ্রহণ করেছে। এই কারণে প্রভু তাদের ওপরে এই ভয়ঙ্কর এবং আতঙ্কজনক শাস্তি এনে দিয়েছেন।"

শলোমনের তৈরী করা শহর

8 প্রভুর মন্দির ও নিজের রাজপ্রাসাদ বানাতে শলোমনের 20 বছর সময় লেগেছিল। **2**এরপর হূরম তাঁকে যে শহরগুলো দিয়েছিলেন শলোমন সেগুলির সংস্কার করেন। ইস্রায়েলের বেশ কিছু লোককে তিনি ঐ সমস্ত শহরে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। **3**অতঃপর তিনি সোবাতের হমাৎ দখল করেন। **4**তিনি মরু অঞ্চলে তদ্‌মোর শহরটি এবং হমাতে গুদাম শহরগুলিও বানিয়েছিলেন। **5**এছাড়াও তিনি শক্তিশালী দূর্গ হিসেবে উর্দ্ধ বৈৎ-হোরোণ ও নিম্ন বৈৎ-হোরোণের শহরগুলো দেওয়াল ও ফটক সহ হুড়কো লাগিয়ে তৈরী করেছিলেন। **6**জিনিসপত্র মজুত রাখার জন্য বালৎ সহ আরো কয়েকটি শহর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। রথ রাখার জন্য ও অশ্বারোহী সারথীদের বসবাসের জন্যও তাঁকে বেশ কিছু শহর বানাতে হয়েছিল। জেরুশালেমে লিবানোন সহ তাঁর সমগ্র রাজ্যে শলোমন যা কিছু বানাতে চেয়েছিলেন সবই বানিয়েছিলেন।

7-8হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবূষীয়দের সমস্ত উত্তরপুরুষেরা এরা ইস্রায়েলীয় ছিল না। যাদের ইস্রায়েলীয়রা যিহোশূয়ার জয়যাত্রার সময়

ধ্বংস করেনি তারা শলোমন দ্বারা ক্রীতদাস হিসেবে
কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা আজও তাই করে।
এরা সকলেই ছিল ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করা অন্যান্য
শত্রু রাজ্যের বাসিন্দাদের উত্তরপুরুষ। 9কিন্তু শলোমন
কোন ইস্রায়েলীয়কে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে
বাধ্য করেননি। ইস্রায়েলীয়রা সকলেই ছিল তাঁর যোদ্ধা
এবং তাঁর আধিকারিক যারা তাঁর রথবাহিনী ও অশ্বারোহী
সৈনিকদের চালনা করতেন। 10কেউ কেউ ছিলেন
শলোমনের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিক অথবা নেতা।
250 জন নেতা এই সমস্ত লোকেদের তত্ত্বাবধান করতেন।

11শলোমন দায়ূদ নগর থেকে ফরৌণের কন্যাকে
নিয়ে এসেছিলেন এবং তাকে তার জন্য বানানো এক
সুন্দর বাড়িতে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, “আমার
স্ত্রী, ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের প্রাসাদে থাকবে না
কারণ, সমস্ত জায়গাগুলো যেখানে যেখানে
সাক্ষ্যসিন্দুকটি রাখা ছিল সেগুলো অতি পবিত্র জায়গা।”

12এরপর শলোমন মন্দিরের সামনের দালানে প্রভুর
জন্য তাঁর বানানো বেদীতে প্রভুকে হোমবলি নিবেদন
করলেন। 13মোশির আদেশ মতোই শলোমন প্রত্যেক
দিন বলিদান করা ছাড়াও বিশ্রামের দিন, অমাবস্যায় ও
তিনটে বাৎসরিক ছুটির দিনে নিয়মিত বলি উৎসর্গ
করতেন। এই তিনটে বাৎসরিক ছুটির দিন হল
খামিরবিহীন রুটির উৎসবের দিন, সাত সপ্তাহের
উৎসবের দিন ও কুটিরবাস পর্বের দিন। 14তাঁর পিতা
রাজা দায়ূদের নির্দেশ মতোই তিনি মন্দিরের কাজকর্মের
জন্য যাজক ও লেবীয়দের দলভাগ করে দিয়েছিলেন।
লেবীয়রা মন্দিরের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্মে যাজকদের
সহায়তা করতেন। এছাড়াও মন্দিরের প্রত্যেকটি ফটকের
জন্য শলোমন দ্বাররক্ষীদের দলও নির্দিষ্ট করে
দিয়েছিলেন। 15ইস্রায়েলীয়রা কখনো যাজক ও লেবীয়
সংক্রান্ত শলোমনের দেওয়া কোনো নির্দেশ অমান্য বা
তার কোনো পরিবর্তন করেননি। এমনকি দুর্মূল্য
জিনিসপত্র রাখার ব্যাপারেও তাঁরা শলোমনের বিধান
মেনে নিয়েছিলেন।

16প্রভুর মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের দিন থেকে সেটি
শেষ হওয়া পর্যন্ত, শলোমনের সব কাজ তাঁর পরিকল্পনা
অনুযায়ী করা হয়।

17এরপর শলোমন লোহিত সাগরের তীরস্থ ইদোমের
ইৎসিয়োন গেবরে ও এলতে যান। 18হূরম সেখানে
তাঁর নিজস্ব দক্ষ নাবিকদের দ্বারা পরিচালিত জাহাজ
পাঠান। শলোমনের দাসেরা এদের সঙ্গে ওফীরে গিয়ে
তাঁর জন্য 17 টন সোনা নিয়ে এসেছিল।

শিবার রাণী শলোমনের সঙ্গে দেখা করলেন

9 শিবার রাণী শলোমনের খ্যাতির কথা শুনে তাঁকে
পরীক্ষা করতে স্বয়ং জেরুশালেমে এলেন। শিবার
রাণীর সঙ্গে একটা বড় সড় দল উটের পিঠে মশলাপাতি,
প্রচুর পরিমাণে সোনা ও মূল্যবান পাথর বয়ে নিয়ে
এসেছিল। তিনি শলোমনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে
অনেক শক্ত শক্ত প্রশ্ন করলেন। 2শলোমন তাঁর সমস্ত
প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন কারণ তাঁর ব্যাখ্যার অতীত বা
বোধগম্য নয় এমন কিছুই ছিল না। 3শিবার রাণী তাঁর
প্রজ্ঞার পরিচয় পেলেন এবং তাঁর বানানো প্রাসাদের
চারদিকে তাকিয়ে, 4শলোমনের টেবিলে পরিবেশন করা
খাবার দাবার, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী, ভৃত্যদের
কাজের ধারা ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, শলোমনের
দ্রাক্ষারস পরিবেশক, তাদের পরিধেয় বস্ত্র, ইত্যাদি
ছাড়াও প্রভুর মন্দিরে শলোমনের দেওয়া হোমবলির
পরিমাণ দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।
5তারপর তিনি রাজা শলোমনকে বললেন, “আমি আমার
দেশে বসে আপনার অতুল কীর্তি ও জ্ঞানের সম্পর্কে
যা শুনেছিলাম দেখছি তার সবই সত্যি। 6এখানে এসে
স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আমি সেসব কথা বিশ্বাস করি
নি, কিন্তু এখন দেখছি আমি যেসব গল্প শুনেছিলাম,
আপনার প্রকৃত জ্ঞান তার চেয়েও ঢের বেশী। 7আপনার
স্ত্রীদের ও আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের কি সৌভাগ্য
যে তাঁরা সর্বক্ষণ আপনার সেবা করতে করতে আপনার
বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা শুনতে পান। 8তোমার প্রভু ঈশ্বরের
যথার্থই প্রশংসা করো। তিনি আপনার মতো একজন
সেবককে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে নিশ্চয়ই খুবই সন্তুষ্ট।
তিনি প্রকৃতই ইস্রায়েলকে সহানুভূতি ও প্রেমসহ দেখেন
এবং তাকে চিরকালের মতো দাঁড় করিয়ে দিতে চান
এবং সেজন্যই তিনি আপনাকে যথাযথ এবং ঠিক কাজ
করবার জন্য ইস্রায়েলের রাজা করেছেন।”

9এরপর শিবার রাণী শলোমনকে 4 1/2 টন সোনা
সহ বহু মশলাপাতি ও দামী দামী পাথর উপহার দিলেন।
তাঁর মতো এতো উৎকৃষ্ট মশলাপাতি রাজা শলোমনকে
কেউ কখনো উপহার দেননি।

10রাজা হূরম ও শলোমনের ভৃত্যরা ওফীর থেকে
সোনা ছাড়াও, চন্দন কাঠ ও বহু দামী দামী পাথর
এনেছিলেন। 11রাজা শলোমন সেই কাঠ দিয়ে প্রভুর
মন্দিরের ও রাজপ্রাসাদের সিঁড়িগুলি এবং বীণা ও
বাদ্যযন্ত্রাদি বানিয়েছিলেন। যিহূদার কেউ এর আগে
চন্দন কাঠ দিয়ে বানানো এতো সুন্দর জিনিস দেখে
নি।

12রাজা শলোমনও, শিবার রাণীকে তিনি যা যা
চেয়েছিলেন সবই দিয়েছিলেন। তিনি শলোমনকে যা
উপহার দিয়েছিলেন শলোমন তার থেকেও অনেক বেশী
পরিমাণ উপহার শিবার রাণীকে দিয়েছিলেন। তারপর
শিবার রাণী ও তাঁর ভৃত্যরা নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

শলোমনের বিপুল ঐশ্বর্য

13প্রতি বছর শলোমনের প্রায় 25 টন সোনা সংগ্রহ
হতো। 14বণিক ও ব্যবসায়ীরা ছাড়াও আরবের সমস্ত
রাজারা এবং দেশের শাসনকর্তারা শলোমনের জন্য
বহু পরিমাণে সোনা ও রূপো নিয়ে আসতেন। সোনা
ও রূপো ছাড়াও তাঁরা ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে
কাপড়চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র, মশলাপাতি নিয়ে আসতেন।
15রাজা শলোমন পেটানো সোনা দিয়ে 200 খানা বড়
বড় ঢাল বানিয়েছিলেন। এক একটা ঢাল বানাতে প্রায়

7 $^{1}/2$ টন করে সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল। 16এছাড়াও তিনি পেটানো সোনায় ছোট ছোট 300টি ঢাল বানিয়েছিলেন, যার এক একটা বানাতে প্রায় 3 $^{3}/4$ টন করে সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সমস্ত ঢালগুলো শলোমন তাঁর প্রাসাদে টাঙিয়ে রেখেছিলেন।

17শলোমন হাতির দাঁত দিয়ে একটা বিশাল রাজসিংহাসনও বানিয়েছিলেন এবং সেটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। 18এই সিংহাসনে ছটা ধাপ দিয়ে উঠতে হতো আর এর পা-দানীটি ছিল খাঁটি সোনায় বানানো। সিংহাসনের দুধারের হাতলের পাশে ছিল একটা করে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি। 19সিংহাসনে ওঠার ধাপগুলোর প্রত্যেকটার দুধারে একটা করে ছটা ছটা মোট 12টা সিংহের প্রতিকৃতি ছিল। অন্য কোন রাজ্যে কখনো এধরনের কোন সিংহাসন বসানো হয়নি। 20শলোমনের প্রত্যেকটা পানপাত্র ছিল সোনায় বানানো। প্রাসাদের সমস্ত জিনিস ছিল সোনায় তৈরী। শলোমনের রাজত্বের সময় সোনা ও রূপো এতো সুলভ হয়ে পড়েছিল যে সোনা ও রূপোকে কেউ মূল্যবান জিনিস বলে গণ্যই করতো না, 21কারণ রাজার জাহাজ প্রতি তিন বছর অন্তর তর্শীশে পাড়ি দিত এবং হূরমের নাবিকেরা জাহাজ ভরে সোনা ও রূপো, হাতির দাঁত, নানান প্রজাতির বাঁদর ও ময়ূর নিয়ে আসত।

22সম্পদে ও বুদ্ধিতে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রাজাদের তুলনায় শলোমন অনেক বড় ছিলেন। 23পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজারা শলোমনের কাছে তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির পরিচয় পেতে আসতেন। 24প্রত্যেক বছর এই সমস্ত রাজারা শলোমনের জন্য সোনা ও রূপোয় বানানো জিনিসপত্র, জামাকাপড়, মশলাপাতি, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি নিয়ে আসতেন।

25ঘোড়া ও রথ রাখার জন্য শলোমন 4,000 আস্তাবল বানিয়েছিলেন। তাঁর সারথির মোট সংখ্যা 12,000 ছিল। এদের থাকার জন্য বানানো বিশেষ কয়েকটি শহর ও তাঁর কাছে জেরুশালেমে তাদের রাখা হতো। 26শলোমন, ফরাৎ নদী থেকে শুরু করে পলেষ্টীয়দের দেশ বরাবর মিশরের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত রাজাদের শাসক হলেন। 27রাজা শলোমন তাঁর সময়ে এত প্রচুর পরিমাণ রূপো সংগ্রহ করেছিলেন যে তিনি জেরুশালেমে রূপোকে পাথরের মত সস্তা করে তুলেছিলেন। ইস্রায়েলের উপকূলবর্তী অরণ্যে অন্য যে কোন গাছের মতো দামী ধরণের এরস গাছপালা ছিল খুব মামুলি। 28লোকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শলোমনের কাছে ঘোড়া নিয়ে আসতেন।

শলোমনের মৃত্যু

29শলোমন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ করেছিলেন ভাববাদী নাথনের ইতিহাস থেকে, শীলোনীয় অহীয়র ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং ভাববাদী ইদ্দোর নবাটের পুত্র যারবিয়াম সম্পর্কিত দর্শন থেকে সে সমস্তই জানা যায়। 30শলোমন 40 বছর ধরে জেরুশালেম থেকে সমগ্র ইস্রায়েল শাসন করেছিলেন। 31তারপর তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দায়ূদ নগরে চিরনিদ্রায় সমাহিত করা হল। এরপর শলোমনের পুত্র রহবিয়াম শলোমনের জায়গায় নতুন রাজা হলেন।

রহবিয়ামের নির্বুদ্ধিতা

10 ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রহবিয়ামকে নতুন রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবার জন্য শিখিমে জমায়েত হয়েছিল, তাই রহবিয়াম সেখানে গিয়েছিলেন। 2নবাটের পুত্র যারবিয়াম যখন একথা শুনলেন, তিনি মিশর থেকে যেখানে তিনি রাজা শলোমনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে ফিরে এলেন। 3ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলের উপজাতিরা তাঁকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বললেন। এবং তিনি ও ইস্রায়েলের সবাই রহবিয়ামের কাছে গিয়ে বললেন, 4"মহারাজ, আপনার পিতার জন্য আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। এখন আপনি দয়া করে সেই বোঝা কিছুটা হাল্কা করলে আমরা আপনার জন্য কাজ-কর্ম করতে পারি।"

5রহবিয়াম তাদের বললেন, "তোমরা তিনদিন পরে আমার কাছে ফিরে এসো।" সুতরাং তারা তখনকার মতো চলে গেল।

6তখন রাজা রহবিয়াম, তাঁর পিতার আমলে কাজ করেছেন এরকম সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। রহবিয়াম তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা পরামর্শ দিন এখন আমি কি করব?"

7প্রবীণরা তাঁকে বললেন, "আপনি যদি এই সমস্ত প্রজাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন এবং তাদের কষ্ট লাঘব করার ব্যবস্থা করেন তাহলে তারা চিরজীবন আপনার অনুগত হয়ে কাজ করবে।"

8কিন্তু রহবিয়াম প্রবীণদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তার বদলে তিনি যাদের সঙ্গে বড় হয়েছিলেন সেই যুবকদের একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 9"এই লোকেদের আমি কি উত্তর দেব? ওরা আমাকে ওদের কাজের ভার কমাতে বলছে।"

10তখন রহবিয়ামের বন্ধু ও সঙ্গীরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, "যেসব লোক তাদের কাজের ভার নিয়ে নালিশ করেছে, আপনি তাদের এই কথা বলুন। লোকেরা আপনাকে বলছে, 'আপনার পিতা আমাদের জীবন কঠিন করে তুলছে, ইহা অত্যন্ত ভারী বোঝার মতো। কিন্তু আমরা চাই আপনি তা লঘু করুন।' কিন্তু রহবিয়াম তাদের বলল, ঐসব লোকেদের ডাকুন আর বলুন, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হয়।" 11তোমরা বলছো যে আমার পিতা নাকি তোমাদের খাটিয়ে মারছিলেন, তোমাদের ওপর বড্ড বোঝা পড়ছিল? বোঝা কাকে বলে এবার বুঝবে। আমি তোমাদের কি রকম কাজ করাই দেখো। আমার পিতা তোমাদের শুধু চাবকাতেন। আমি তোমাদের কাঁকড়া বিছে দিয়ে চাবকাবো।"

12তিনদিন পরে আমার কাছে রহবিয়ামের আদেশ মতো, যারবিয়াম সহ সবাই তাঁর কাছে তাঁর সিদ্ধান্তের

কথা জানতে এলো। 13প্রবীণদের কথায় কান না দিয়ে
সঙ্গীদের পরামর্শ মতো রহবিয়াম তাঁদের সঙ্গে খুব
কর্কশভাবে কথা বললেন এবং 14সঙ্গীদের উপদেশ
অনুযায়ী বললেন, "আমার পিতা তোমাদের জোয়ালকে
ভারী করেছিলেন, আমি তাকে আরো ভারী করব।
আমার পিতা শুধু তোমাদের চাবকাতেন, কিন্তু আমি
কাঁকড়া বিছে দিয়ে চাবকাবো।" 15অর্থাৎ রহবিয়াম প্রজা
সাধারণের আবেদনে কোনো কর্ণপাত করলেন না। অবশ্য
যাতে যারবিয়াম সম্পর্কে বলা শীলোনীয় অহিয়ের
ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয় তাই এসব ঘটনা প্রভুর অভিপ্রায়
অনুযায়ী ঘটেছিল।

16যখন ইস্রায়েলের লোকেরা দেখল যে রাজা
রহবিয়াম তাঁদের আবেদনে কোনই মনোযোগ দিলেন
না, তখন তাঁরা উত্তর দিলেন, "আমরা কি দায়ূদের
বংশের অধিকারভুক্ত অথবা যিশয়ের উত্তরাধিকারে
আমাদের কোন দাবী আছে? না! সুতরাং ইস্রায়েল, চল
আমরা আমাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাই এবং
দায়ূদের বংশ নিজেই দেখাশোনা করুক।" সুতরাং
ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলের উপজাতি সমস্ত লোক যে
যার নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। 17সুতরাং, যারা যিহূদা
অঞ্চলে বাস করত শুধুমাত্র সেই লোকেদের ওপর
রহবিয়াম রাজত্ব করেছিলেন।

18হদোরাম ক্রীতদাসদের ওপর নজরদারির কাজ
করতো। যখন রহবিয়াম তাকে উত্তরাঞ্চলের উপজাতি
লোকেদের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তারা
সকলে পাথর ছুঁড়ে হদোরামকে হত্যা করেছিল। তখন
রহবিয়াম তাড়াতাড়ি নিজের রথে চড়ে জেরুশালেমে
পালিয়ে গেলেন। 19এই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত
উত্তরাঞ্চলের জনগোষ্ঠী দায়ূদের বংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করে এসেছে।

11 রহবিয়াম জেরুশালেমে এসে যিহূদা ও
বিন্যামীনের উপজাতিগুলির থেকে বেছে
1,80,000 সেনা জোগাড় করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের জন্য রাজ্য দখল
করা। 2কিন্তু প্রভু ভাববাদী শময়িয়র সঙ্গে কথা বললেন
এবং বললেন, 3"শময়িয় যাও, গিয়ে রহবিয়াম আর
যিহূদা ও বিন্যামীনে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়দের গিয়ে
বলো 4আমি বলেছি, প্রভু বলেন, 'তোমরা তোমাদের
ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বাড়িতে ফিরে যাও
কারণ আমার অভিপ্রায়েই এই ঘটনা ঘটেছে।'" প্রভুর
বার্তা শুনে যারবিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে রহবিয়াম
ও তাঁর সেনাবাহিনীর সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

রহবিয়াম যিহূদাকে সুদৃঢ় করলেন

5রহবিয়াম নিজে জেরুশালেমে বাস করতেন। তিনি
শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যিহূদায়
অনেক সুদৃঢ় শহর বানিয়েছিলেন। 6-10তিনি যিহূদা ও
বিন্যামীনের বৈৎলেহম, ঐটম, তকোয়, বৈৎ-সুর, সেখো,
অদুল্লম, গাৎ, মারেশা, সীফ, অদোরয়িম, লাখীশ,
অসেকা, সরা, অয়ালোন ও হিব্রোণ প্রমুখ শহরগুলো
শক্তিশালী করেন। 11এই শহরগুলো শক্তিশালী করবার
পর তিনি এই শহরগুলির জন্য সেনাপতিসমূহ নিয়োগ
করলেন এবং তাদের খাবার, তেল, দ্রাক্ষারস ইত্যাদি
সরবরাহ করেছিলেন এবং 12এই সমস্ত শহরগুলোতে
রহবিয়াম ঢাল এবং বর্শাসমূহ রেখেছিলেন যাতে তারা
শহরগুলি প্রতিরক্ষা করতে পারে। সুতরাং শহরগুলি
রহবিয়ামের অধিকারভুক্ত ছিল।

13যাজকগণ এবং ইস্রায়েলের উত্তর এবং
দক্ষিণাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর লোকেরা ও লেবীয়রা এলেন
এবং রহবিয়ামকে সমর্থন করবার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগ
দিলেন। 14লেবীয়রা তাঁদের নিজস্ব চাষ আবাদের জমি
ও ঘাস জমি ছেড়ে যিহূদা এবং জেরুশালেমে চলে
এসেছিলেন, কারণ যারবিয়াম ও তাঁর পুত্রেরা তাঁদের
প্রভুর যাজক হিসেবে কাজ করতে দেননি। 15বেদীতে
তাঁর তৈরী বাছুর ও ছাগলের মূর্ত্তিগুলোর সামনে পূজো
করার জন্য তিনি নিজের পছন্দমতো যাজকদের নিয়োগ
করেছিলেন। 16লেবীয়রা যখন ইস্রায়েল ত্যাগ করে চলে
গেলেন তখন ইস্রায়েলের ধর্মভীরু পরিবারগোষ্ঠীর
সদস্যরাও জেরুশালেমে তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রভুর কাছে
বলিদান করার জন্য চলে এলেন। 17জেরুশালেমে এসে
এই লোকেরা যিহূদাকে শক্তিশালী করল এবং
রহবিয়ামকে তিন বছরের জন্য সহায়তা দিল, কারণ
তারা দায়ূদ ও শলোমনের মতো ঈশ্বরকে মান্য করে
জীবনযাপন করেছিল।

রহবিয়ামের পরিবারবর্গ

18রহবিয়াম দায়ূদের পুত্র যিরীমোতের কন্যা
মহলৎকে বিয়ে করেছিলেন। মহলতের মাতা অবীহয়িল
ছিলেন যিশয়ের পৌত্রী, ইলীয়াবের কন্যা। 19রহবিয়াম
আর মহলতের পুত্রদের নাম ছিল: যিয়ূশ, শমরিয় এবং
সহম। 20এরপর, রহবিয়াম অবশালোমের কন্যা মাখাকে
বিয়ে করেন। তাঁদের দুজনের পুত্রের নাম হল: অবিয়,
অত্তয়, সীষ এবং শলোমীৎ। 21রহবিয়ামের 18 জন স্ত্রী
ও 60 জন উপপত্নী থাকলেও তিনি তাঁর স্ত্রী মাখাকেই
সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। সব মিলিয়ে রহবিয়ামের
28 জন পুত্র ও 60 জন কন্যা হয়েছিল।

22তাঁর পুত্রদের মধ্যে রহবিয়াম অবিয়কে যুবরাজ,
তার ভাইদের মধ্যে নেতা বলে ঘোষণা করেন কারণ
তিনি তাকেই পরবর্তী রাজা করতে চেয়েছিলেন।
23বিচক্ষণতার সঙ্গে রহবিয়াম তাঁর পুত্রদের যিহূদা ও
বিন্যামীনের সমস্ত জায়গায়, দুর্গসম্বলিত সমস্ত শহরে
পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বিয়ের
ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

মিশর রাজ শীশকের জেরুশালেম আক্রমণ

12 ক্রমশঃ রহবিয়াম তাঁর রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করে
একজন ক্ষমতাশালী রাজায় পরিণত হলেন।
কিন্তু এরপর রহবিয়াম ও যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী প্রভুর
বিধি ও নির্দেশ অমান্য করতে শুরু করলেন। 2এর

ফলস্বরূপ প্রভুর ইচ্ছেয় মিশরের রাজা শীশক
রহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বছরে জেরুশালেম
আক্রমণ করলেন। 3শীশকের সঙ্গে ছিল 12,000 রথসমূহ
এবং 60,000 ঘোড়-সওয়ার সহ একটি বিশাল
সেনাবাহিনী। শীশকের সেনাবাহিনীতে এত লূবীয়,
সুক্কীয়, কূশীয় লোক ছিল যে তাদের গোনা যেত না।
4জেরুশালেমে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শীশক
যিহূদার সমস্ত দূর্গ নগরীগুলি দখল করতে লাগলেন।

5সেই সময়ে, ভাববাদী শময়িয়, রহবিয়াম ও যিহূদার
নেতৃবৃন্দ যাঁরা শীশকের আক্রমণের কারণে
জেরুশালেমে এসে জড়ো হয়েছিলেন তাদের কাছে
গেলেন এবং বললেন, "প্রভু বলেছেন: 'রহবিয়াম, তুমি
ও যিহূদার লোকেরা আমায় ত্যাগ করেছো, অতএব
একইভাবে আমিও তোমাদের শীশকের বিরুদ্ধে আমার
সাহায্য ছাড়াই যুদ্ধ করতে ছেড়ে দিয়েছি।'"

6তখন রহবিয়াম ও যিহূদার নেতারা বিনম্র হলেন,
অনুতাপ করলেন এবং বললেন, "প্রভু তো ঠিক কথাই
বলেছেন, আমরা পাপাত্মা।"

7প্রভু যখন দেখলেন যে রাজা ও তাঁর নেতারা
বিনীত হয়েছেন এবং অনুশোচনা করেছেন তখন তিনি
শময়িয়কে বললেন, "যেহেতু রাজা ও নেতারা বিনীত
হয়েছেন ও অনুতপ্ত হয়েছেন, আমি ওদের ধ্বংস করবো
না, কিন্তু জেরুশালেমকে শীশকের সেনাবাহিনীর হাত
থেকে মুক্তি দিয়ে আমার ক্রোধের থেকে তাদের
কয়েকজনকে অব্যাহতি দেব। 8কিন্তু তবুও, তারা তার
দাস হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমাকে সেবা
করা আর একজন পার্থিব রাজাকে সেবা করার মধ্যে
তফাৎ আছে।"

9মিশররাজ শীশক জেরুশালেম আক্রমণ করে প্রভুর
মন্দিরের সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ তো করলেনই,
রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পদও তিনি অপহরণ করে
সঙ্গে নিয়ে গেলেন। রাজা শলোমনের বানানো সোনার
ঢালগুলোও শীশক নিয়ে যান। 10তার জায়গায় রহবিয়াম
পিতলের ঢালগুলি রাখলেন এবং সেগুলো রাজপ্রাসাদের
দ্বাররক্ষীদের দায়িত্বে রেখে দিলেন। 11যখন তিনি প্রভুর
মন্দিরে যেতেন তারা এগুলো বের করতো, পরে আবার
দ্বাররক্ষীদের ঘরেই তুলে রাখতো।

12যেহেতু রহবিয়াম বিনীত হয়েছিলেন এবং যা
করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, প্রভু তাঁর
ক্রোধ সরিয়ে নিলেন এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
করলেন না কারণ যিহূদায় কিছু ধার্মিকতা তখনও বাকী
ছিল। 13রাজা রহবিয়াম ক্রমশঃ জেরুশালেমে নিজেকে
ক্ষমতাশালী রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি
41 বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন এবং ইস্রায়েলের
সমস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে থেকে প্রভু যে স্থানটিতে
নিজের নাম রাখার জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেই
জেরুশালেমে 17 বছর রাজত্ব করেছিলেন। রহবিয়ামের
মা নয়মা ছিলেন একজন অম্মোনীয়া। 14রহবিয়াম বিভিন্ন
অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন কারণ তিনি অন্তঃকরণ
থেকে প্রভুকে অনুসরণ করেন নি। 15তাঁর রাজত্বের
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রহবিয়াম যা কিছু করেছিলেন
সেসবই ভাববাদী শময়িয় আর ভাববাদী ইদ্দোর লেখা
পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায়। রহবিয়াম
ও যারবিয়ামের রাজত্বকালে, দুজনের মধ্যে সবসময়েই
যুদ্ধ লেগে থাকতো। 16মৃত্যুর পর দায়ূদ নগরীতে
রহবিয়ামকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাহিত করা
হয়। তারপর তাঁর পুত্র অবিয় নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা অবিয়

13 যারবিয়ামের ইস্রায়েলে রাজত্বের 18 বছরের
মাথায় অবিয় ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন।
2তিনি মোট তিন বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
অবিয়র মা মীখায়া ছিলেন গিবিয়ার ঊরীয়েলের কন্যা।
অবিয় আর যারবিয়ামের মধ্যেও যুদ্ধ হয়েছিল। 3অবিয়র
সেনাবাহিনীতে 4,00,000 বীর সৈনিক ছিল। অবিয়
তাদের নিয়ে যুদ্ধে যান। ইতিমধ্যে যারবিয়াম 8,00,000
বীর সেনা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

4অবিয় ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলে সমারয়িম
পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, "যারবিয়াম আর
ইস্রায়েলের অন্য সবাই, তোমরা আমার কথা শোনো।
5তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
দায়ূদ ও তাঁর উত্তরপুরুষদের সঙ্গে একটি দৃঢ় চুক্তি*
করেছিলেন এবং চিরদিনের জন্য তাদের ইস্রায়েলের
ওপর রাজা হিসেবে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছিলেন।
6কিন্তু নবাটের পুত্র যারবিয়াম তাঁর প্রকৃত রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করেছেন। যারবিয়াম আসলে দায়ূদের পুত্র
শলোমনের অধীনস্থ একজন ভৃত্য ছিল। 7তারপর
স্বার্থান্বেষী অপদার্থ কিছু লোক আর যারবিয়াম মিলে
রহবিয়ামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন। যেহেতু
রহবিয়ামের তখন অল্প বয়স এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা
ছিল না তাই তিনি যারবিয়ামকে বাধা দিতে পারেননি।

8"আর এখন তোমরা সকলে মিলে ভাবছো দায়ূদের
সন্তানদের দ্বারা শাসিত প্রভুর রাজ্যকে যুদ্ধে হারাবে!
তোমাদের সঙ্গে অনেক লোক আর দেবতা হিসেবে
যারবিয়ামের তৈরী ঐ 'সোনার বাছুরগুলো' আছে।
9তোমরা প্রভুর যাজক-লেবীয় আর হারোণের
বংশধরদের তাড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো
নিজেরা নিজেদের যাজক বেছে নিয়েছো। এখন যে
খুশি সেই একটা ষাঁড় আর সাতটা মেষ এনে এইসব
মূর্ত্তিগুলোর যাজক হয়ে বসতে পারে।

10"কিন্তু আমাদের প্রভুই আমাদের ঈশ্বর। আমরা
যিহূদাবাসীরা কখনও প্রভুকে অবজ্ঞা করিনি বা তাঁকে
পরিত্যাগ করিনি। আমাদের এখানে কেবলমাত্র হারোণের
বংশধররা লেবীয়দের প্রভুর সেবা করেন। 11তাঁরাই সকাল
সন্ধ্যায় হোমবলি উৎসর্গ করেন, ধূপধূনো দিয়ে থাকেন
এবং মন্দিরের সোনার টেবিলে তাঁরাই রুটি নিবেদন

দৃঢ় চুক্তি লোকেরা যখন একত্রে লবণ খেত তখন বোঝা যেত যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের চুক্তি কখনো ভাঙবে না। এখানে অবিয় বলছে যে ঈশ্বর দায়ূদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছেন যা কখনও ভাঙবে না।

করেন আর সোনার বাতিদানগুলোর যত্ন নিয়ে থাকেন
যাতে তাদের আলো কখনও নিভে না যায়। আমরা
পরম শ্রদ্ধা ভরে আমাদের প্রভুর সেবা করি, কিন্তু
তোমরা তাঁকেই পরিত্যাগ করেছ। 12প্রভু তাই আমাদের
সহায়। তিনিই আমাদের প্রকৃত শাসক। তাঁর যাজকরাও
আমাদের অনুগত। তাঁরা যখন কাড়া-নাকাড়া, শিঙা
বাজান প্রভুর ভক্তরা তাঁর কাছে আসার জন্য ব্যাকুল
হয়ে ওঠেন। শোনো ইস্রায়েলবাসীরা, তোমরা তোমাদের
পূর্বপুরুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। তোমরা কখনোই
সফল হতে পারবে না।”

13কিন্তু যারবিয়াম অবিয়র সেনাবাহিনীর পেছনে
লুকিয়ে থাকার জন্য এবং তাদের পেছন থেকে আক্রমণ
করবার জন্য কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং
যারবিয়ামের মুখ্য সৈন্যদল, অবিয়র সেনাবাহিনীর
মুখোমুখি হল এবং তিনি তাঁর পেছনেও অতর্কিত
আক্রমণের জন্য সৈন্য মোতায়েন রাখলেন। 14তখন
অবিয়র সেনাবাহিনী বুঝতে পারল যে সামনে পেছনে
দুদিক থেকেই যারবিয়ামের সেনারা তাদের ঘিরে
ফেলেছে আর যিহুদার লোকেরা এবং প্রভুর যাজকরা
সকলে মিলে শিঙা বাজাচ্ছে, প্রভুর উদ্দেশ্যে সাহায্যের
জন্য আর্তনাদ করছে। 15তখন অবিয়র সেনারা যুদ্ধের
হুংকার দিতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত প্রভু যারবিয়ামের
ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীকেই পরাজিত করলেন।
16ইস্রায়েলীয়রা, যিহুদাদের থেকে পালাতে লাগলো।
17ইস্রায়েলের 5,00,000 বাছাই করা সৈন্য অবিয় এবং
তার সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হল। 18অর্থাৎ
ইস্রায়েলীয়রা পরাজিত হল এবং যিহুদাদের জয় হল।
যিহুদারা যুদ্ধে জিতলো কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষের
আদরনীয় ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেছিল।

19অবিয়র সেনাবাহিনী যারবিয়ামের সেনাবাহিনীকে
তাড়া করে বের করে দিল এবং যারবিয়ামের কাছ
থেকে বৈথেল, যিশানা, ইফ্রোণ শহরগুলি এবং
চারপাশের গ্রামগুলি দখল করে নিল।

20অবিয়র জীবদ্দশায় যারবিয়াম আর তার ক্ষমতা
ফিরে পান নি। প্রভু যারবিয়ামকে আঘাত করেছিলেন
এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন। 21কিন্তু অবিয় ক্রমশঃ
শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি 14 জন মহিলাকে বিয়ে
করেন আর তাঁর 22 জন পুত্র ও 16 জন কন্যা হয়েছিল।
22অবিয় যা কিছু করেছিলেন এবং যেরকম ব্যবহার
করেছিলেন তা ভাববাদী ইদ্দোরের লেখা কাহিনী থেকে
জানতে পারা যায়।

14 অবিয়র মৃত্যুর পর তাঁকে দায়ূদ নগরীতে
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাহিত করার পর অবিয়র
পুত্র রাজা আসা তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হলেন।
আসার রাজত্বকালে দেশে দশ বছরের জন্য শান্তি বিরাজ
করেছিল।

যিহুদার রাজা আসা

2আসা নিষ্ঠাভরে তাঁর প্রভুর সেবা করেছিলেন। 3তিনি
বিদেশীদের বেদী এবং উচ্চস্থলগুলি সরিয়ে দিলেন এবং
তিনি পাথরের মূর্ত্তিগুলি এবং আশেরার খুঁটিগুলি ভেঙ্গে
দিলেন। 4তিনি লোকেদের তাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের
বিধি এবং আদেশসমূহ পালন করতে বলেছিলেন। 5আসা
যিহুদার সবকটি শহরের উঁচু বেদীগুলি এবং সূর্য মূর্ত্তিগুলি
ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। যে কারণে প্রভুর আশীর্বাদে তাঁর
রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করতো।
6শান্তির সময় আসা শহরগুলোকে শক্তিশালী করেছিলেন
যখন দেশ যুদ্ধ থেকে মুক্ত ছিল, কারণ প্রভু তাকে
শান্তি দিয়েছিলেন।

7আসা যিহুদার লোকেদের ডেকে বললেন, “এসো
আমরা এইসব শহরগুলো পোক্ত করে বানিয়ে এগুলোর
চারপাশ দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিই। তারপর প্রহরা স্তম্ভ
আর গরাদ বসানো দরজা বানাই। আমাদের প্রভুকে
অনুসরণ করার জন্যই আজ এই শহর আমাদের হয়েছে।
প্রভু আমাদের শান্তি দিয়েছেন।” আসা ও তাঁর প্রজারা
তাঁদের এই কাজে সফল হয়েছিলেন।

8আসার সেনাবাহিনীতে যিহুদা জনগোষ্ঠীর মোট
3,00,000 বল্লমধারী সেনা ও বিন্যামীন জনগোষ্ঠীর
2,80,000 ধনুর্ধর সেনা ছিল। যিহুদার সৈনিকরা বল্লম
ও ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করতেন। বিন্যামীনের সৈনিকরা ছোট
ছোট ঢাল এবং তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতেন।
এঁরা সকলেই ছিলেন সাহসী ও বীর যোদ্ধা।

9কূশ দেশের সেরহ 10,00,000 সেনা ও 300 রথ
নিয়ে আসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে মারেশা নগর
পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। 10আসাও তাঁর সেনাবাহিনী
নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে মারেশার সফাথা
উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন।

11আসা তাঁর প্রভু ঈশ্বরকে ডেকে বললেন, “হে
প্রভু, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্বলদের একমাত্র
তুমিই সাহায্য করতে পারো। আমাদের প্রভু, ঈশ্বর তুমি
আমাদের সহায় হও। আমরা তোমার ওপর নির্ভর
করছি। প্রভু তোমার নাম নিয়ে আমরা এই বিশাল
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তুমি আমাদের
ঈশ্বর। দেখো, তোমার সেনাবাহিনীকে কেউ যেন হারাতে
না পারে।”

12প্রভু তখন আসার সেনাবাহিনীর হাতে কূশ দেশের
সেনাবাহিনীর পরাজয় সাধন করলেন। সেই কূশ সেনারা
পালিয়ে গেল। 13আসার সেনারা তাদের ধাওয়া করে
গরার পর্যন্ত তাড়া করল। যুদ্ধে প্রভুর বাহিনীর এতো
বেশী সংখ্যক কূশ সেনা মারা গিয়েছিল যে তাদের
পক্ষে আর একত্রিত হয়ে বাহিনী তৈরী করে যুদ্ধ করা
সম্ভব ছিল না। আসা আর তাঁর সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষের
ফেলে যাওয়া বহু মূল্যবান জিনিষপত্র উদ্ধার করে
দখল করলেন। 14তারা গরারের পার্শ্ববর্তী সমগ্র শহরকে
যুদ্ধে পরাজিত করলেন। এই সব শহরের বাসিন্দারা
প্রভুর কোপানলের ভয়ে ভীত ছিল। আসার সেনাবাহিনী
এইসব শহর থেকে বহু দুর্মূল্য জিনিসপত্র দখল করে
নিয়েছিল। 15এরপর তারা মেষপালকদের ছাউনি
আক্রমণ করে সেখান থেকে বহু সংখ্যক মেষ ও উট
কেড়ে নিয়ে আবার জেরুশালেমে ফিরে গেল।

আসার পরিবর্তন

15 এখন ঈশ্বরের আত্মা ওবেদের পুত্র অসরিয়র ওপর এল। **2**তিনি আসার সঙ্গে দেখা করে বললেন, “আসা আর যিহূদা ও বিন্যামীনের সমস্ত লোকেরা তোমরা শোনো! তোমরা যদি প্রভুকে অনুসরণ করো তিনি তোমাদের সহায় থাকবেন। তোমরা যদি সত্যিই তাঁকে পেতে চাও, তোমরা তাঁকে পাবে। কিন্তু, তোমরা যদি তাঁকে পরিত্যাগ করো, তিনিও তোমাদের পরিত্যাগ করবেন। **3**দীর্ঘকাল ইস্রায়েলে কোনো প্রকৃত ঈশ্বর, কোনো শিক্ষক, যাজক বা বিধি ছিল না। **4**কিন্তু যখন ইস্রায়েলীয়রা সঙ্কটের সম্মুখীন হল, তারা আবার প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তারা তাঁকে খুঁজলো এবং তিনি তাদের তাকে খুঁজতে দিলেন। **5**সেই সময়ে, সমস্ত জাতিগুলোর মধ্যে একটি বিরাট অশান্তি চলছিল। যে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। **6**জাতিগুলি অপর জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং শহরগুলি অন্য শহরগুলির সঙ্গে লড়াই করছিল, যার ফলে সকলেই এক নিদারুণ তাণ্ডবের মধ্যে ছিল, কারণ ঈশ্বর সমস্ত রকম অশান্তি দিয়ে তাদের ওপর আঘাত হেনেছিলেন। **7**কিন্তু শোনো আসা, তুমি আর যিহূদা ও বিন্যামীনের লোকেরা সবরকম পরিস্থিতিতেই দৃঢ় থেকো। কখনও কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করো না। তোমাদের এই দৃঢ় থাকার উপযুক্ত প্রতিদান তোমরা নিশ্চয়ই পাবে।”

8আসা ওবেদের এইসব কথা শুনে খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করলেন। তিনি যিহূদার ও বিন্যামীনের সমগ্র অঞ্চল থেকে ও তাঁর দখল করা ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলের সমস্ত শহরগুলি থেকে যাবতীয় ঘৃণ্য মূর্ত্তিগুলি সরিয়ে দিলেন। প্রভুর মন্দিরের দালানের সামনের প্রভুর বেদীটিও তিনি মেরামৎ করলেন।

9এরপর, আসা যিহূদা ও বিন্যামীনের সমস্ত লোককে ও ইফ্রয়িম, মনঃশি ও শিমিয়োন পরিবারগোষ্ঠী যারা ইস্রায়েল ত্যাগ করে যিহূদায় বাস করতে গিয়েছিলেন তাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রভুকে আসার পক্ষ নিতে দেখেই ইস্রায়েল ত্যাগ করে গিয়েছিল।

10আসা আর এই সমস্ত লোকেরা তাঁর রাজত্বের 15তম বছরের তৃতীয় মাসে জেরুশালেমে একত্রিত হল। **11**সেই সময় তারা তাদের শত্রুদের কাছ থেকে আনীত লুট দ্রব্য থেকে প্রভুর উদ্দেশ্যে 700 ষাঁড় এবং 7,000 মেষ ও ছাগল উৎসর্গ করলেন। **12**সেই সময়ে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে প্রভু তাঁদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের সেবা করবেন বলে তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করলেন। **13**ঠিক হল যে ব্যক্তি প্রভু ঈশ্বরের সেবা করতে প্রতিবাদ করবে তা সে যতো গণ্যমান্য হোক বা সাধারণ কেউ হোক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এমনকি মহিলা হলেও তাকে মার্জনা করা হবে না। **14**তারপর আসা ও সবাই মিলে সমস্বরে প্রভুর সামনে শপথ করলো এবং শিঙা ও কাড়া-নাকাড়া বাজালো। **15**অতএব যিহূদার সমস্ত লোক আনন্দ করল কারণ তারা সর্বান্তঃকরণে একটি শপথ নিল, সম্পূর্ণ বাসনা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করেছিল এবং তাঁকে খুঁজে পেয়েছিল। তাই প্রভু তাদের সারা দেশে শান্তি দিয়েছিলেন।

16রাজা আসা তাঁর মা মাখাকে রাণীর পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন যেহেতু তিনি আশেরা মূর্ত্তির জন্য পূজার বস্তু হিসাবে ভয়ঙ্কর খুঁটিগুলোর একটা নিজে পুঁতেছিলেন। তিনি সেই খুঁটিটা উপড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে কিদ্রোণ নদীতে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন। **17**যিহূদা থেকে উঁচু বেদীগুলো সরানো না হলেও আসা আজীবন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রভুকে অনুসরণ করেছিলেন।

18এছাড়াও আসা ঈশ্বরের মন্দিরে তাঁর ও তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান সোনা ও রূপোর সামগ্রী দান করেছিলেন। **19**আসার রাজত্বের 35 বছর পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ হয় নি।

আসার শেষ কয়েকবছর

16 আসার রাজত্বের 36 বছরের মাথায় ইস্রায়েলের রাজা বাশা যিহূদা আক্রমণ করেছিলেন। তিনি রামা শহরটি নির্মাণ করে শহরটিকে দুর্গে পরিণত করেছিলেন, যাতে উত্তরের রাজ্যগুলির লোকেরা যিহূদার রাজা আসার কাছে না যায়।

2তখন আসা প্রভুর মন্দির ও রাজপ্রাসাদ থেকে সোনা ও রূপো নিলেন এবং দম্মেশকে অরাম দেশের রাজা বিন্হদদের কাছে দূত মারফৎ তা পাঠালেন, ও বললেন, **3**“আমার পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে যেরকম চুক্তি হয়েছিল, চলুন আমরাও নিজেদের মধ্যে সেরকম একটা চুক্তি করি। আমি আপনার কাছে সোনা ও রূপো পাঠাচ্ছি। পরিবর্তে আপনি ইস্রায়েলরাজ বাশার সঙ্গে আপনার চুক্তি ভঙ্গ করুন যাতে তিনি আমাকে আর বিরক্ত না করেন এবং আমাকে নিজের মতো থাকতে দেন।”

4বিন্হদদ রাজা আসার প্রস্তাবে রাজী হয়ে ইস্রায়েলের শহরগুলো আক্রমণ করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন। এইসব সেনাপতিরা ইয়োন, দান, আবেল-ময়িম ও নপ্তালি শহরগুলি, যেখানে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা হতো আক্রমণ করলেন। **5**যখন বাশা এই আক্রমণের খবর পেলেন তিনি রামার দুর্গ বানানোর কাজ বন্ধ করে চলে যেতে বাধ্য হলেন। **6**তখন আসা যিহূদার সমস্ত পুরুষদের নিয়ে বাশা রামা নগর বানানোর জন্য যে সব পাথর আর কাঠ ব্যবহার করেছিলেন, সেইগুলো নিয়ে এলেন এবং গেবা ও মিস্পা দুটো দুর্গসহ শহর তৈরী করলেন।

7এসময়ে ভাববাদী হনানি যিহূদার রাজা আসার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, “আসা তুমি সাহায্যের জন্য তোমার প্রভু ঈশ্বরের ওপর নয় অরাম রাজের ওপর নির্ভর করেছিলে। এই কারণে, সিরিয়ার রাজার সৈন্যদলের ওপর তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণ হারাবে। **8**কূশীয় ও লূবীয়দের বহু রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ বিশাল

সেনাবাহিনী ছিল, কিন্তু তুমি প্রভুর ওপর নির্ভর করেছিলে বলে তিনি তোমাকে ওদের পরাজিত করতে দিয়েছিলেন। 9সমস্ত পৃথিবীতে খুঁজে বেড়ায় প্রভুর দৃষ্টি, যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত, তিনি তাদের মধ্য দিয়েই তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। আসা তুমি মূর্খের মতো কাজ করেছো অতএব এরপর থেকে তোমায় শুধুই যুদ্ধ করে যেতে হবে।”

10একথা শুনে, আসা হনানির ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে কারাগারে পুরে দিলেন এবং কয়েকজনের সঙ্গে আসা নিষ্ঠুর ব্যবহারও করেছিলেন।

11আসা তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকে শেষাবধি যা কিছু করেছিলেন সেসবই যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 12তাঁর রাজত্বের 39 বছরের মাথায় আসার পায়ে মারাত্মক ধরণের রোগ হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা না করে শুধুমাত্র ডাক্তারদের দিয়েই চিকিৎসা করিয়েছিলেন। 13ফলস্বরূপ 41 বছর রাজত্ব করার পর অবশেষে তাঁর মৃত্যু হল। 14মৃত্যুর পর আসাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের পাশে দায়ূদ নগরীতে তাঁর জন্য বানিয়ে রাখা সমাধিস্তূপে সমাহিত করা হল। লোকেরা সমাধিটিকে বিভিন্ন ধরণের মশলাপাতি ও সুগন্ধী আতরে ভরিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর সম্মানার্থে এক বিশাল আগুন জ্বালিয়েছিল।

যিহূদার রাজা যিহোশাফট

17 আসার জায়গায় যিহূদার নতুন রাজা হলেন তাঁর পুত্র যিহোশাফট। ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যিহোশাফট যিহূদাকে সুদৃঢ় করেছিলেন। 2যিহূদার যে সমস্ত শহরকে দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল সেই সবকটি শহরে তিনি সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। এছাড়া তিনি যিহূদায় এবং তাঁর পিতা আসার দখল করা ইফ্রয়িমের শহরগুলিতেও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন।

3প্রভু যিহোশাফটের সহায় হয়েছিলেন কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতোই বাধ্যভাবে জীবনযাপন করতেন এবং বাল মূর্ত্তিসমূহের পূজো করেন নি। 4পরিবর্তে তিনি তাঁর পিতা, আসার ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছিলেন এবং ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলের লোকেদের মতো জীবনযাপন করেন নি। যিহোশাফট প্রভুর বিধি ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন। 5প্রভু তাই যিহূদা রাজ্যে যিহোশাফটের ক্ষমতাকে দৃঢ় করেছিলেন। সমস্ত লোক তাঁর জন্য উপহার ও উপঢৌকন আনত, সে কারণে তিনি বহু খ্যাতি ও সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। 6প্রভুর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে জীবনযাপন করতে যিহোশাফট কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি ভণ্ড মূর্তি আশেরার খুঁটি ও যাবতীয় উঁচু পূজোর বেদী নির্মূল করেছিলেন।

7যিহোশাফট তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে যিহূদার শহরগুলিতে শিক্ষাদানের জন্য তাঁর বিন্-হয়িল, ওবদিয়, সখরিয়, নথনেল, মীখায় প্রমুখ আধিকারিকদের পাঠান। 8এঁদের সঙ্গে তিনি কিছু লেবীয় পাঠিয়েছিলেন। তারা হল: শময়িয়, নথনিয়, সবদিয়, অসাহেল, শমীরামোৎ, যিহোনাথন, অদোনিয়, টোবিয় এবং টোব্-অদনীয় এবং যাজক ইলীশামা ও যিহোরাম। 9এঁরা সকলে মিলে যিহূদার সমস্ত শহর পর্যটন করতে করতে প্রভুর বিধিপুস্তক অনুযায়ী লোকেদের শিক্ষাদান করেছিলেন।

10যিহূদার চারপাশের অঞ্চলের বসবাসকারী লোকেরা প্রভুর ভয়ে ভীত থাকায় যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। 11কিছু পলেষ্টীয় ব্যক্তি যিহোশাফটের জন্য রূপো ও অন্যান্য উপহার এনেছিলেন কারণ তারা তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। আরবীয়রা যিহোশাফটকে 7,700টি মেষ ও 7,700টি ছাগল উপহার দিয়েছিল।

12যিহোশাফট ক্রমে ক্রমে আরো শক্তি সঞ্চয় করেন এবং যিহূদার প্রত্যেকটা শহরে দুর্গ ও গোলাঘর বানান। 13এই সমস্ত শহরে তিনি নিয়মিত দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র পাঠাতেন। এছাড়া তিনি জেরুশালেমে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী সৈনিক রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। 14এই সমস্ত সৈনিকদের নাম তাদের পরিবারগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায়।

সৈনিকদের মধ্যে যিহূদার পরিবারগোষ্ঠী থেকে অদন ছিলেন 3,00,000 সেনার অধ্যক্ষ। 15যিহোহাননের অধীনে ছিল 2,80,000 সেনা। 16সিখির পুত্র অমসিয়, প্রভুর সেবায় একজন স্বেচ্ছাসেবক, 2,00,000 ধনুর্ধর সেনার সেনাপতি ছিলেন।

17বিন্যামীনের জাতি থেকে সেনাপতি ইলিয়াদার অধীনে ছিল 2,00,000 ধনুর্ধর সৈন্য। এরা সকলে তীরধনুক ও ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করতো। ইলিয়াদা নিজেও ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। 18যিহোশাফটের অধীনে ছিল 1,80,000 পারদর্শী যোদ্ধা। 19এরা ছাড়াও রাজা যিহোশাফটের অধীনে যিহূদার প্রত্যেকটা দুর্গে আরো বহু লক্ষ সৈনিক কাজ করতেন।

মীখায় রাজা আহাবকে সতর্ক করলেন

18 যিহোশাফট প্রভূত পরিমাণে সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ঐ দুটি রাজ্যের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপনের জন্য রাজা আহাবের সঙ্গে ও একটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। 2কয়েকবছর পরে যখন তিনি শমরিয়া শহরে রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আহাব তাঁর ও তাঁর সঙ্গের লোকেদের সম্মানার্থে বহু মেষ ও গরু বলিদান করেন। আহাব যিহোশাফটকে রামোৎ-গিলিয়দ আক্রমণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। 3আহাব যিহোশাফটকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি আমার সঙ্গে রামোৎ-গিলিয়দ আক্রমণ করতে যাবেন?” যিহোশাফট, আহাবকে উত্তর দিয়েছিলেন, “আপনার আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, আমার প্রজারা তো আপনারও প্রজা। আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেব।” 4যিহোশাফট আরো বললেন, “প্রথমে প্রভুর সম্মতি চাওয়া যাক।”

5রাজা আহাব তাই 400 জন ভাববাদীকে জড়ো করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা কি রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে পারি?”

তখন ভাববাদীরা বললেন, “যান ঈশ্বর আপনাদের রামোৎ-গিলিয়দকে হারাতে সাহায্য করবেন।”

6কিন্তু যিহোশাফট একথায় সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, “আমার প্রভুর কোনো ভাববাদী কি এখানে উপস্থিত আছেন? তাহলে তাঁর মাধ্যমে আমাদের প্রভুর সম্মতি নেওয়া উচিৎ ।”

7তখন রাজা আহাব যিহোশাফটকে জানালেন, “একজন আছেন যাঁর মাধ্যমে আমরা প্রভুকে প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু এই লোকটাকে আমার মোটেই পছন্দ নয় কারণ ও কখনও প্রভুর কাছ থেকে জেনে আমায় কোনো ভাল কথা বলেনি। ও সবসময় আমার সম্পর্কে খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ হল যিম্লের পুত্র মীখায়।” যিহোশাফট বললেন, “আহাব আপনার মুখে একথা শোভা পায় না।”

8রাজা আহাব তখন তাঁর এক কর্মচারীকে ডেকে বললেন, “তাড়াতাড়ি গিয়ে যিম্লের পুত্র মীখায়কে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।”

9ইস্রায়েলরাজ আহাব এবং যিহূদারাজ যিহোশাফট দুজনেই তখন তাঁদের রাজকীয় পোশাক পরে শমরিয়া শহরের সামনের দরজার কাছে এক শস্য মাড়াইয়ের জায়গায় নিজেদের সিংহাসনে বসেছিলেন। ঐ 400 জন ভাববাদী তাদের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন। 10কনানার পুত্র সিদিকিয় লোহা দিয়ে কয়েকটা শিং বানিয়ে বলল, “প্রভু বলেছেন: ‘ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আপনারা অরামীয়দের এই শিংগুলি দিয়ে বিদ্ধ করে যাবেন।’”

11সমস্ত ভাববাদীরা একই সুরে কথা বলতে লাগলেন। তারা বললেন, “আপনারা রামোৎ-গিলিয়দে যান। প্রভুর সহায়তায় আপনারা নিশ্চয়ই অরামীয়দের পরাজিত করতে পারবেন।”

12এদিকে বার্তাবাহকেরা মীখায়কে গিয়ে বললেন, “শুনুন মীখায়, সমস্ত ভাববাদীরা রাজাদের যুদ্ধ জয়ের কথা শুনিয়েছেন। আপনিও এবার গিয়ে ভাল ভাল কথা বলুন।”

13প্রত্যুত্তরে মীখায় বললেন, “জীবন্ত প্রভুর দিব্য, আমার ঈশ্বর যা বলেন আমি তাই বলব।”

14তারপর মীখায় রাজা আহাবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “মীখায় আমরা কি রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করতে যেতে পারি?” মীখায় উত্তর দিলেন, “যান আক্রমণ করুন। ঈশ্বর আপনাদের শত্রুকে পরাজিত করতে সাহায্য করবেন।”

15রাজা আহাব তখন মীখায়কে বললেন, “বহুবার আমি তোমাকে বলেছি, প্রভুর নামে আমাকে সবসময়ে সত্যি কথা বলবে!”

16একথা শুনে মীখায় বললেন, “আমি দেখলাম ইস্রায়েলের লোকেরা মেষপালক ছাড়া মেষের পালের মত পাহাড়গুলোর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভু বলেছেন: ‘এদের নেতৃত্ব দেবার মতো কেউ নেই, প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাক।’”

17ইস্রায়েলের রাজা আহাব যিহোশাফটকে বললেন, “দেখেছেন, আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম মীখায় কখনও আমার সম্পর্কে ভাল কিছু বলেন না। শুধুই আমার অপবাদ দেন।”

18মীখায় বললেন, “প্রভুর বার্তা শুনুন। আমি প্রভুকে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেছি আর স্বর্গের সেনাবাহিনী তাঁকে দুদিকে ঘিরে রেখেছিল। 19প্রভু জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমাদের মধ্যে কে রামোৎ-গিলিয়দে যাবে এবং আহাবকে প্রতারণা করে হত্যা করবে?’ তখন প্রভুর চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের একেকজন একেকরকম কথা বলতে লাগলেন। 20শেষ অবধি এক আত্মা এসে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, ‘আমি যাবো আহাবের সঙ্গে ছলনা করতে।’ প্রভু সেই আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি ভাবে?’ 21তখন সেই আত্মা বললো, ‘আমি যাবো এবং আহাবের ভাববাদীদের ভর করব এবং তাদের দিয়ে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করাব।’ তখন প্রভু বললেন, ‘যাও আহাবকে ছলনা করার কাজে তুমি অবশ্যই সফলকাম হবে।’

22“দেখুন আহাব, প্রভু আপনার ভাববাদীদের মুখ দিয়ে মিথ্যা ভাষণ করিয়েছেন। আসলে প্রভু আপনার অমঙ্গল সাধন করতে চান।”

23তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় গিয়ে মীখায়ের মুখে আঘাত করে বলল, “মীখায়, আমাকে বল প্রভুর আত্মা কেমন করে আমাকে ছেড়ে গেল এবং তার বদলে তোমার সঙ্গে কথা বলল?” 24মীখায় উত্তর দিলেন, “সিদিকিয় এ কথার উত্তর তুমি তখন পাবে যখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে তোমায় একটা চোরা কুঠুরিতে গিয়ে লুকোতে হবে।”

25রাজা আহাব হুকুম দিলেন, “মীখায়কে আটক কর এবং তাকে শহরের শাসনকর্তা আমোনার কাছে এবং রাজপুত্র যোয়াশের কাছে পাঠিয়ে দাও। 26আর ওদের জানিয়ে দাও আমি মীখায়কে কারাগারে পুরতে বলেছি। আমি যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন ওকে জল আর শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু খেতে না দেওয়া হয়।”

27প্রত্যুত্তরে মীখায় বললেন, “আহাব আপনি যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন তাহলে বুঝবো প্রভু কোনোদিনই আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বলেননি। তোমরাও সকলে মন দিয়ে আমার একথা শুনে রাখো।”

রামোৎ-গিলিয়দে আহাবের মৃত্যু

28অতঃপর ইস্রায়েলের রাজা আহাব আর যিহূদার রাজা যিহোশাফট দুজনে মিলে রামোৎ-গিলিয়দ আক্রমণ করতে গেলেন।

29রাজা আহাব যিহোশাফটকে বললেন, “যুদ্ধে যাবার আগে আমি ছদ্মবেশ পরে যেতে চাই। আপনি আপনার পোশাকেই চলুন।” তখন ইস্রায়েলের রাজা আহাব ছদ্মবেশ ধারণ করলেন এবং তারপর দুজনে যুদ্ধে গেলেন।

30অরামের রাজা তাঁর রথবাহিনীর সেনাপতিদের
আদেশ দিলেন, “কোন সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধ কোর না।
তোমরা শুধু ইস্রায়েলের রাজা আহাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করো।” 31রথ বাহিনীর সেনাপতিরা প্রথমে
যিহোশাফটকে দেখে ভাবলেন, “ঐ বুঝি ইস্রায়েলের
রাজা আহাব!” তারা সকলে মিলে যেই যিহোশাফটকে
আক্রমণ করতে গেল যিহোশাফট সাহায্যের জন্য প্রভুকে
চিৎকার করে ডাকলেন। ঈশ্বর রথের সেনাপতিদের
অভিমুখ যিহোশাফটের দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলেন।
32যখন রথের সেনাপতিরা যিহোশাফটকে দেখল তারা
হৃদয়ঙ্গম করল যে তিনি আসলে ইস্রায়েলের রাজা
আহাব নন, তাই তারা আর তাঁকে তাড়া করলো না।

33ইতিমধ্যে, একজন সেনা তার ধনুক থেকে একটা
তীর লক্ষ্যহীনভাবে ছুঁড়েছিল এবং সেই তীরটা
ইস্রায়েলের রাজা আহাবের গায়ে গিয়ে বিঁধলো। তীরটা
তাঁর শরীরের এমন জায়গায় বিঁধল যেখানটা বক্ষত্রাণ
দিয়ে ঢাকা ছিল না। আহাব তাঁর রথের সারথীকে বললেন,
“রথের মুখ ঘোরাও এবং আমাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে
নিয়ে যাও। আমি আহত।” 34সেদিন যুদ্ধ ক্রমশঃ প্রচণ্ড
হয়ে উঠল। সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজা আহাব তাঁর রথে অধিষ্ঠিত
থেকে যুদ্ধের সামনা করলেন। তারপর সূর্যাস্তের সময়
তিনি মারা গেলেন।

19 যিহূদার রাজা যিহোশাফট অক্ষত অবস্থায়
জেরুশালেমে তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন।
2ভাববাদী হনানির পুত্র যেহূ যিহোশাফটের সঙ্গে দেখা
করতে গেলেন। তিনি যিহোশাফটকে বললেন, “আপনি
কেন যেসব ব্যক্তিরা প্রভুকে ঘৃণা করেন সেই সমস্ত
অসৎ ব্যক্তিদের সাহায্য করেছেন? এ কারণেই প্রভু
আপনার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। 3তা সত্ত্বেও আপনার
মধ্যে এখনও ভাল কিছু আছে যেহেতু আপনি
সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে খুঁজতে দৃঢ়সংকল্প করেছেন এবং
এদেশ থেকে আশেরার খুঁটিগুলোও সরিয়ে দিয়েছেন।”

যিহোশাফটের বিচারক নির্বাচন

4জেরুশালেমে থাকাকালীন যিহোশাফট আবার বের্-
শেবা থেকে পার্বত্য দেশ ইফ্রয়িম পর্যন্ত লোকেদের
সঙ্গে মিশলেন এবং তাদের প্রভুর কাছে, তাদের
পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনলেন।
5যিহোশাফট যিহূদার প্রত্যেকটা দুর্গের জন্য আলাদা
আলাদা বিচারক নির্বাচন করে তাঁদেরকে বলেছিলেন,
6“আপনারা অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজেদের কাজ করবেন।
কারণ আপনারা যে বিচার করবেন তা কোনো ব্যক্তির
জন্য নয়, স্বয়ং প্রভুর হয়ে আপনারা আপনাদের
সিদ্ধান্তগুলি লোকেদের দেবেন। আর আমি নিশ্চিত,
যখন আপনারা কোন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রভু স্বয়ং
আপনাদের সহায় হবেন। 7প্রভু কিন্তু নিরপেক্ষ তাঁর
চোখে সকলেই সমান। ঘুষ দিয়ে তাঁর বিচার বদলানো
যায় না। আপনারা সকলে এ কথা মাথায় রেখে, প্রভুর
শক্তি ও ক্রোধের কথা স্মরণ করে নিজেদের কাজ
করবেন।”

8জেরুশালেমে বিচারক হিসেবে কাজ করার জন্য
যিহোশাফট কয়েকজন লেবীয়, কিছু যাজক ও
ইস্রায়েলের পরিবারগোষ্ঠী নেতাদের বেছে নিয়েছিলেন।
এদের ওপর দায়িত্ব ছিল প্রভুর বিধি নির্দেশ মেনে
জেরুশালেমের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার
প্রতিবিধান করা। 9যিহোশাফট এদের বলেছিলেন, “প্রভুর
ভয়ে তোমাদের কর্ত্তব্যে তোমাদের একনিষ্ঠ হতে হবে,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা করতে হবে। 10তোমাদের বিভিন্ন
ধরণের মামলা যেমন খুন-জখম, জুয়াচুরি, আইন, বিধি-
নির্দেশ অমান্য করার সম্মুখীন হতে হবে। আর এসব
মামলা আসবে এইসব শহরে বসবাসকারী তোমাদেরই
সহ নাগরিকদের মধ্যে থেকে। তোমরা সবসময়েই
লোকেদের প্রভুর বিরুদ্ধে পাপাচরণ করার বিষয়ে সতর্ক
করে দেবে। তোমরা যদি নিজেদের কর্তব্যের ব্যাপারে
নিষ্ঠাবান না হও তাহলে প্রভুর ক্রোধ তোমাদের এবং
তোমাদের সহ নাগরিকদের ওপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু
যা বললাম তা যদি তোমরা করো তাহলে ভয়ের কোনো
কারণ নেই। 11সর্বোচ্চ পদস্থ যাজক অমরিয় ধর্ম ও
প্রভু সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা নিষ্পত্তির সময়ে তোমাদের
সাহায্য করবেন। রাজার বিষয়ে মামলার কাজকর্মে
তোমরা ইশ্মায়েলের পুত্র, যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর অন্যতম
নেতা, সবদিয়র কাছ থেকে সাহায্য পাবে। লেবীয়রা
লেখকের কাজ করবে। সাহসে ভর করে, নিজেদের
ওপর আস্থা রেখে তোমরা তোমাদের কাজ করো।
প্রার্থনা করি, প্রভু যেন ন্যায়ের পক্ষে থাকেন।”

যিহোশাফট যুদ্ধের সম্মুখীন হলেন

20 কিছু কাল পরে, মোয়াবীয়, অম্মোনীয় ও
মায়োনীয় ব্যক্তিরা যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে এসেছিলেন। 2কিছু লোক এলো এবং
যিহোশাফটকে বলল, “মৃত সাগরের ওপারে, ইদোম
থেকে একটা বড় সড় সৈন্যদল যাত্রা শুরু করেছে।
দলটা কিন্তু ইতিমধ্যেই হৎসসোন তামর পর্যন্ত এসে
গেছে।” (হৎসসোন তামরকে ঐন্-গদীও বলা হয়ে
থাকে।) 3যিহোশাফট ভীত হলেন এবং প্রভুর সাহায্য
চাইবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি যিহূদার সমস্ত লোককে
উপবাস করতে আদেশ দিলেন। 4যিহূদার প্রত্যেক শহর
থেকে লোকেরা প্রভুর কাছ থেকে সাহায্য চাইবার জন্য
জড়ো হলো।

5যিহোশাফট প্রভুর মন্দিরের নতুন উঠোনে যিহূদা
ও জেরুশালেমের সমবেত লোকেদের সামনে দাঁড়ালেন
এবং 6বললেন, “হে প্রভু! আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর,
তুমিই স্বর্গের অধীশ্বর। বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও দেশের
ভবিতব্যের তুমি নিয়ামক। তুমি সর্বশক্তিমান, কেউ
তোমার বিরোধিতা করতে পারে না। 7হে ঈশ্বর, এই
দেশের লোকেদের তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করতে
বাধ্য করেছিলে এবং তারা ইস্রায়েলের লোকেদের কাছ
থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তুমি স্বয়ং এই ভূখণ্ড
চিরকালের জন্য তোমার বন্ধু অব্রাহামের উত্তরপুরুষদের
হাতে তুলে দিয়েছিলে। 8তারা এই অঞ্চলে বাস করত

এবং এখানে তোমার নামের জন্য একটি পবিত্র স্থান
নির্মাণ করেছে। 9তারা বলেছিল, 'যদি কোনদিন কোনো
বিপদ আমাদের কাছে আসে– তরবারি, শাস্তি, রোগসমূহ
অথবা দুর্ভিক্ষ, আমরা এসে এই মন্দিরের সামনে, প্রভু
তোমার সম্মুখে দাঁড়াব। যেহেতু তোমার নাম রয়েছে
এই মন্দিরে, বিপদের সময়ে আমরা চিৎকার করে
তোমাকেই ডাকবো আর তখন তুমি আমাদের ডাক
শুনবে এবং আমাদের উদ্ধার করবে।'

10"কিন্তু এখন অম্মোন, মোয়াব আর সেয়ীয়ের
পার্বত্য অঞ্চলের সেইসব অধিবাসীরা এসে ইস্রায়েলের
আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন যাদের রাজ্য তুমিই
স্বয়ং একদিন ইস্রায়েলীয়দের আক্রমণ করতে দাওনি
বলে তারা রক্ষা পেয়েছিল। মিশর থেকে আসার পথে
তোমার নির্দেশ মেনে ইস্রায়েলীয়রা সেদিন এদের ধ্বংস
করেনি। 11অথচ দেখো আজ তারা তার কি প্রতিদান
দিচ্ছে। তারা তোমার দেওয়া ভূখণ্ড থেকে আমাদের
উৎখাত করতে আসছে। 12হে আমাদের প্রভু ঈশ্বর,
তুমি কি এদের শাস্তি দেবে না? এই যে বিপুল সৈন্যবাহিনী
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে তার বিরুদ্ধে
আমরা ক্ষমতাহীন। আমরা জানি না আমরা কি করব।
তাই আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।"

13তাই যিহূদার সমস্ত লোকেরা তাদের স্ত্রী এবং
ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছিল। 14সেই সময়,
প্রভুর আত্মা যহসীয়েলের ওপর ভর করল। যহসীয়েল
ছিল সখরিয়র পুত্র; সখরিয় ছিল বনায়ের পুত্র। বনায়
ছিল যিয়েলের পুত্র এবং যিয়েল ছিল লেবীয় মত্তনিয়ের
পুত্র। এরা সবাই ছিল আসফের উত্তরপুরুষ। সেই
জমায়েতের মাঝখানে, 15যহসীয়েল বলল, "যিহূদা ও
জেরুশালেমবাসীরা এবং রাজা যিহোশাফট, তোমরা
সকলে শোনো। প্রভু বলেন, 'এই বিশাল সেনাবাহিনী
নিয়ে চিন্তা করবার বা ভয় পাবার কোনো দরকার নেই
কারণ এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, ঈশ্বরের যুদ্ধ।
16আগামীকাল তোমরা সকলে গিয়ে এদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করবে। ওরা সীসের গিরিখাত দিয়ে আসবে এবং
তোমরা তাদের যরূয়েল মরুভূমির পূর্বদিকে উপত্যকার
প্রান্তে দেখতে পাবে। 17এই সংঘর্ষে তোমাদের যুদ্ধ
করবারও প্রয়োজন নেই। তোমাদের শুধু যে যার জায়গায়
দৃঢ় চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আর দেখো আমি কিভাবে
তোমাদের আর যিহূদা ও জেরুশালেমকে রক্ষা করি।
চিন্তা করো না। আগামীকালের যুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে
যাও এবং প্রভু তোমাদের সহায় হবেন।'"

18যিহোশাফট তখন মুখ নীচের দিকে করে আভূমি
আনত হলেন। যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত লোক
প্রভুর সামনে আভূমি নত হল এবং প্রভুর উপাসনা
করল। 19কহাৎ ও কোরহ পরিবারগোষ্ঠীর লেবীয়রা উঠে
দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা
করতে লাগলো।

20পরদিন ভোরবেলা যিহোশাফটের সেনাবাহিনী
তকোয় মরুভূমি অভিমুখে যাত্রা করলো। তারা রওনা
হবার ঠিক আগের মূহুর্তে যিহোশাফট উঠে দাঁড়িয়ে
বললেন, "তোমরা, যিহূদা আর জেরুশালেমের
লোকেরা, শোনো; প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস
রেখো তাহলে তোমাদের দেহে ও মনে শক্তি পাবে।
তাঁর ভাববাণীর ওপর বিশ্বাস রেখো। জয় তোমাদের
সুনিশ্চিত।"

21যিহোশাফট তাঁর লোকেদের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ
দিতে লাগলেন। তারপর তিনি প্রভুর প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য
বর্ণনার জন্য এবং গাইবার জন্য কয়েকজনকে মনোনীত
করলেন। তারা সেনাবাহিনীর সামনে দিয়ে হাঁটতে
হাঁটতে, প্রভুর প্রশংসা করে গান করল। "প্রভুকে ধন্যবাদ
দাও কারণ তাঁর করুণা চিরস্থায়ী।" এই প্রশংসা গান
গাইতে গাইতে যেতে লাগলো। 22ইতিমধ্যে, এরা যখন
ঈশ্বরের প্রশংসা সূচক গান করছিল, প্রভু তখন
অম্মোনীয়, মোয়াবীয় ও সেয়ীরের লোকেদের অতর্কিত
আক্রমণের জন্য সেনা সাজাচ্ছিলেন। যারা যিহূদা
আক্রমণ করতে এসেছিল তারা পরাজিত হল।
23অম্মোনীয় ও মোয়াবীয়রা সেয়ীরের পার্বত্য অঞ্চলের
লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করলো এবং তাদের
হত্যা করলো। এরপর তারা একদল অপরদলকে হত্যা
করলো!

24যিহূদার লোকেরা যুদ্ধের ওপর নজর রাখার
জায়গায় এসে পৌঁছনোর পর শত্রুপক্ষের বিশাল
সেনাবাহিনীর সন্ধান করতে গিয়ে চতুর্দিকে শুধুই স্তূপাকার
মৃতদেহ দেখতে পেলো। কোন লোকই বেঁচে ছিল না।
25যিহোশাফট আর তাঁর সেনাবাহিনী ঐসব মৃতদেহের
স্তূপের কাছে এলো এবং মৃতদেহগুলোর থেকে বহু
দুর্মূল্য জিনিসপত্র যেমন জন্তুজানোয়ার, অর্থ, পোশাক-
পরিচ্ছদ উদ্ধার করে নিয়ে গেল। এতো বেশি জিনিসপত্র
সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল যে তা বয়ে নিয়ে
যেতে তিনদিন সময় লেগেছিল। 26চতুর্থ দিনে যিহোশাফট
আর তাঁর সেনাবাহিনী বরাখা উপত্যকায় উপনীত হয়ে
প্রভুকে ধন্যবাদ জানালো। সেইজন্যই এই উপত্যকাকে
সেই সময় থেকে "বরাখা উপত্যকা" বলা হয়।

27এরপর যিহোশাফট যিহূদা আর জেরুশালেমের
সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জেরুশালেমে ফিরিয়ে নিয়ে
গেলেন। প্রভু তাদের শত্রুকে পরাজিত করেছেন বলে
সকলেই খুব খুশি ছিল। 28বীণা, বাঁশি, শিঙা, কর্তাল
বাজিয়ে তারা জেরুশালেমে এলো এবং প্রভুর মন্দিরে
গেল।

29স্বয়ং প্রভু ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করেছেন, এখবর জানতে পেরে অন্যান্য রাজ্যগুলির
প্রত্যেকে ভীত হল। 30সে কারণে যিহোশাফটের
রাজত্বকালে ইস্রায়েলে শান্তি বিরাজ করেছিল। প্রভু
সবদিক থেকে তাঁকে শান্তি দিয়েছিলেন।

যিহোশাফটের শাসনকালের অবসান

31পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যিহূদার রাজা হবার পর
যিহোশাফট 25 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
তাঁর মাতা অসূবা ছিলেন শিল্‌হির কন্যা। 32যিহোশাফট
তাঁর পিতা আসার মতোই সৎপথে জীবনযাপন

করেছিলেন। তিনি সর্বদাই প্রভুর প্রতি বাধ্য ছিলেন। 33কিন্তু অন্য মূর্ত্তিদের পূজোর জন্য বানানো উঁচু জায়গাগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি এবং লোকে তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন নি।

34তাঁর রাজত্বকালে প্রথম থেকে শেষাবধি যিহোশাফট যা কিছু করেছিলেন তা হনানির পুত্র যেহূর লেখা সরকারি নথিপত্রে লেখা আছে, যা পরবর্তীকালে ‘ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

35যিহূদার রাজা যিহোশাফট তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ইস্রায়েলের রাজা অহসিয়র সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। অহসিয় বহু পাপাচরণে লিপ্ত ছিলেন। 36যিহোশাফট তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে তর্শীশে যাবার জন্য জাহাজ বানানোর কাজ শুরু করেন। ইৎসিয়োন- গেবর শহরে এইসব জাহাজ বানানো হতো। 37তখন মারেশা থেকে দোদাবাহূর পুত্র ইলীয়েষর যিহোশাফটকে বললেন, “তুমি অহসিয়র সঙ্গে হাত মিলিয়েছো, তাই প্রভু তোমার জাহাজগুলি ধ্বংস করবেন।” বানানো জাহাজগুলো ভেঙ্গে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যিহোশাফট বা অহসিয় কেউই আর তর্শীশে জাহাজ পাঠাতে পারেন নি।

21 রাজা যিহোশাফটের মৃত্যুর পর তাকে দায়ূদ নগরীতে তাঁর পূর্বপুরুষের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হল এবং তাঁর পুত্র যিহোরাম তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হলেন। 2যিহোরামের ভাইদের নাম হল অসরিয়, যিহীয়েল, সখরিয়, অসরিয়, মীখায়েল আর শফটিয়। এঁরা সকলেই ছিলেন যিহূদার ভূতপূর্ব রাজা যিহোশাফটের সন্তান। 3যিহোশাফট তাঁর পুত্রদের সবার জন্যই বহু পরিমাণ সোনা, রূপো, দামী দামী জিনিসপত্র, যিহূদার সুরক্ষিত দুর্গসমূহ রেখে গেলেও তিনি তাঁর রাজত্বের ভার দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র যিহোরামের হাতে।

যিহূদার রাজা যিহোরাম

4যিহোরাম তাঁর পিতৃদত্ত রাজত্বের শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং নিজের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করলেন। তারপর তরবারির সাহায্যে তাঁর অন্যান্য ভাইদের ও ইস্রায়েলের কিছু নেতাকে হত্যা করলেন। 5বত্রিশ বছর বয়সে রাজা হয়ে তিনি মোট 8 বছর জেরুশালেমে শাসন করেন। 6তিনি ইস্রায়েলের অপরাপর রাজাদের মতো এবং আহাবের কন্যাকে বিয়ে করার পর আহাবের বংশের ধারায় জীবনযাপন করেছিলেন। প্রভুর চোখে যা মন্দ তিনি সেই সব কাজ করেছিলেন। 7কিন্তু, যেহেতু তিনি দায়ূদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, প্রভু দায়ূদের বংশ নিঃশেষ করলেন না। প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, চির দীপ্যমান প্রদীপের মতো, দায়ূদের উত্তরপুরুষদের একজন সর্বদা যিহূদায় শাসন করবে।

8যিহোরামের রাজত্বকালে ইদোম যিহূদার কর্তৃত্ব থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে নিজেরা নিজেদের রাজা নির্বাচন করেছিল। 9যিহোরাম তাই তাঁর সমস্ত সেনাপতিসহ সেনা ও রথবাহিনী নিয়ে ইদোম আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। ইদোমীয় সেনাবাহিনী তাঁদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেও যিহোরাম রাতের অন্ধকারে সেই সৈন্যব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং ইদোমীয়দের পরাজিত করেছিলেন। 10সেই থেকে এখন পর্যন্ত ইদোম যিহূদার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেছে। লিব্‌নার স্থানীয় বাসিন্দারা যিহূদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কারণ যিহোরাম তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছিলেন। 11এছাড়াও তিনি যিহূদার পাহাড়গুলিতে উঁচু জায়গায় ভ্রান্ত মূর্ত্তিগুলির জন্য বেদীসমূহ বানিয়েছিলেন। তিনি জেরুশালেমের বাসিন্দাদের ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত করেছিলেন এবং যিহূদার বাসিন্দাদের বিপথে ঠেলে দিয়েছিলেন।

12ইতিমধ্যে যিহোরাম ভাববাদী এলিয়র কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন যাতে লেখা ছিল, “তোমার পূর্বপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর বলেছেন: ‘যিহোরাম, তুমি তোমার পিতা যিহোশাফটের বা যিহূদার রাজা আসার মতো জীবনযাপন করনি। 13কিন্তু ইস্রায়েলের অপরাপর রাজাদের মতো, তুমি যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের আহাবের পরিবারের মত অবিশ্বস্ত করেছ। তুমি তোমার ভাইদের, যারা তোমার চেয়ে ভাল তাদেরও হত্যা করেছ। 14এই কারণে স্বয়ং প্রভু তোমার পরিবারের সবাইকে ও তোমার লোকেদের ওপর একটি রোগ পাঠিয়ে তোমাকে শাস্তি দেবেন। তিনি তোমার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করবেন। 15তুমি ভয়ঙ্কর উদর পীড়ায় আক্রান্ত হবে। দিনের পর দিন তোমার অবস্থা খারাপ হতে থাকবে এবং একটা সময় আসবে যখন তোমার অন্ত্রাদি বেরিয়ে আসবে।’”

16প্রভু এরপর পলেষ্টীয় ও কূশ দেশের নিকটস্থ আরবীয়দের মন রাজা যিহোরামের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলেন। 17তখন তারা সকলে একত্র হল এবং যিহূদা আক্রমণ করল। তারা যিহোরামের সমস্ত ধনসম্পদ, তার স্ত্রীদের এবং পুত্রদের নিয়ে গেল। যিহোরামের কনিষ্ঠ পুত্র যিহোয়াহস ছাড়া আর কেউই এই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলো না।

18এসব ঘটনার পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রভু রাজা যিহোরামকে দুরারোগ্য উদরপীড়ায় আক্রান্ত করলেন। 19দুবছর পরে বহু যন্ত্রণাভোগের পর তাঁর নাড়িভুঁড়ি পেট থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মারা যান। লোকেরা তাঁর পিতা যিহোশাফটের মতো যিহোরামের মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানার্থে কোনো যজ্ঞের আয়োজন করেন নি। 20তাঁর মৃত্যুতে কোনো ব্যক্তিই দুঃখিত হন নি বা শোক প্রকাশ করেন নি। 32 বছর বয়সে রাজা হয়ে আট বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করার পর রাজা যিহোরামের মৃত্যু হল। লোকে তাকে দায়ূদ নগরীতেই কবরস্থ করলো, তবে রাজাদের বিশেষ সমাধি ক্ষেত্রে তারা যিহোরামকে সমাধিস্থ করেনি।

যিহূদার রাজা অহসিয়

22 যিহোরামের পর, লোকেরা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অহসিয়কে নতুন রাজা হিসাবে নির্বাচিত করলেন

কারণ আরবদের সঙ্গে যারা প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল তারা অহসিয় ছাড়া যিহোরামের আর সব পুত্রদের হত্যা করেছিল। কনিষ্ঠ পুত্র হয়েও তিনি রাজত্বের দায়িত্ব পেলেন।
2অহসিয় 22 বছর বয়সে যিহূদায় রাজা হয়ে মাত্র 1 বছর জেরুশালেম শাসন করেছিলেন।* অহসিয়র মাতা অথলিয়া ছিলেন অম্রির কন্যা।
3অহসিয় আহাব পরিবারের মতোই প্রভুর বিরুদ্ধে পাপাচরণ করেছিলেন, কারণ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতা তাঁকে পাপপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।
4এবং তিনি আহাবের পরিবারের মত প্রভুর চোখে যা মন্দ তাই করেছিলেন, কারণ তার পিতার মৃত্যুর পর তারাই তার উপদেষ্টা হয়েছিল এবং তারা তাকে নষ্ট করেছিল।
5তাই, অহসিয় আহাব পরিবারের লোকেদের কুপরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করত। তাদের পরামর্শতেই অহসিয় রামোৎ-গিলিয়দে আহাবের পুত্র যোরামের সঙ্গে অরামীয় রাজা হসায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান, যেখানে তিনি আহত হয়েছিলেন
6এবং সুস্থ হতে যিষ্রিয়েলে গিয়েছিলেন।

এরপর, যিহূদার প্রাক্তন শাসক যিহোরামের পুত্র অহসিয়, যিষ্রিয়েলে আহাবের পুত্র যোরামের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কারণ যোরাম আহত হয়েছিলেন।

7ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, যোরামের সঙ্গে অহসিয়র সাক্ষাৎ তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এনেছিল কারণ যখন তিনি এসেছিলেন, তিনি এবং যোরাম নিম্শির পুত্র যেহূর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন যাকে প্রভু আহাবদের শাস্তি দেবার জন্য আহাব বংশ ধ্বংস করতে বেছে নিয়েছিলেন।
8আহাব বংশের সদস্যদের হত্যা করার পর তিনি যিহূদার নেতাদের এবং অহসিয়র আত্মীয়দের যারা তাঁর সেবা করেছিল, তাদের খুঁজে বের করলেন। তাদের তিনি হত্যা করলেন।
9তারপর যেহূ অহসিয়র সন্ধান শুরু করেছিলেন। তাঁর লোকেরা শমরিয়ায় লুকিয়ে থাকা অহসিয়কে ধরে যেহূর কাছে নিয়ে এলো। তাকে হত্যা করে তারা তাকে সমাধিস্থ করলো। তারা বলল, "যিহোশাফট, যিনি সর্বান্তঃকরণে প্রভুকে মেনে চলতেন, ইনি তাঁর নাতি।" এরপর অহসিয়র পরিবার আর যিহূদার রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন নি।

রাণী অথলিয়া

10অহসিয়র মাতা, রাণী অথলিয়া যখন দেখলেন যে তাঁর নিজের পুত্র অহসিয় মারা গিয়েছে তিনি তখন আদেশ দিলেন যে যিহূদার রাজত্বের উত্তরাধিকারী প্রত্যেককে হত্যা করতে হবে।
11যিহোরামের কন্যা যিহোসেবা, যাজক যিহোয়াদার স্ত্রী, অহসিয়র অন্য পুত্ররা নিহত হবার আগে তাঁর পুত্র যোয়াশ আর তাঁর ধাইমাকে শোবার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি এরকম করেছিলেন যাতে অথলিয়া যোয়াশকে হত্যা করতে না পারেন।
12প্রভুর মন্দিরে যাজকদের সঙ্গে যোয়াশ যখন লুকিয়েছিলেন সে সময়ে অথলিয়া রাণী হিসেবে ছয় বছর রাজ্যটি শাসন করেছিলেন।

যাজক যিহোয়াদা ও রাজা যোয়াশ

23 ছয় বছর চুপচাপ থাকার পর যিহোয়াদার আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বেড়ে উঠল এবং তিনি সেনাপতিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন। সেই সেনাপতিরা ছিলেন: যিহোরামের পুত্র অসরিয়, যিহোহাননের পুত্র ইশ্মায়েল, ওবেদের পুত্র অসরিয়, অদায়ার পুত্র মাসেয় আর সিখ্রির পুত্র ইলীশাফট।
2চুক্তি অনুযায়ী এরা যিহূদা ও যিহূদার পার্শ্ববর্তী থেকে সমস্ত লেবীয়দের ও ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারের নেতাদের একত্রিত করে তারপর জেরুশালেমে গেলেন।
3এঁরা সবাই একসঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরে রাজার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন। যিহোয়াদা এঁদের সবাইকে বলেছিলেন, "আমাদের অবশ্যই রাজার ছেলেকে শাসন করতে দেওয়া উচিৎ, কারণ প্রভু দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে শুধু তাঁর উত্তরপুরুষেরাই যিহূদা শাসন করবে।
4এখন তোমাদের সবাইকে কয়েকটা কর্তব্য পালন করতে হবে। যাজক ও লেবীয়দের মধ্যে যারা বিশ্রামের দিন মন্দিরের নিত্যকর্ম সম্পাদন করতে যান তাঁদের এক তৃতীয়াংশ মন্দিরের দরজার ওপর নজর রাখবেন।
5আর এক তৃতীয়াংশ যাবেন রাজপ্রাসাদে। আরেক এক তৃতীয়াংশ থাকবেন ভিত্তিমূলের দরজায় আর বাদবাকী সকলেই প্রভুর মন্দিরের আঙিনায় থাকবেন।
6কাউকে যেন প্রভুর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া না হয়। শুধুমাত্র যেসব যাজকগণ ও লেবীয়রা মন্দিরের সেবা করেন, তাঁদেরই প্রভুর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে কারণ তাঁরা পবিত্র। অন্যান্যরা প্রভু তাদের যে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই করবে।
7লেবীয়দের তরবারি ধারণ করতে হবে এবং সব সময় রাজার কাছাকাছি থাকতেই হবে। কেউ যদি মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করে তাকে যেন হত্যা করা হয়।"

8লেবীয় ও যিহূদার সমস্ত ব্যক্তি অক্ষরে অক্ষরে যাজক যিহোয়াদার সমস্ত নির্দেশ পালন করেছিলেন। যাজক যিহোয়াদা যাজকবর্গের সবাইকেই কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। যে কারণে ছুটির দিন সমস্ত সেনাপতি তাঁদের অধীনস্থ সবাইকে নিয়ে সেদিন যারা মন্দিরে এসেছিল তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।
9যাজক যিহোয়াদা সমস্ত সেনানায়কদের রাজা দায়ূদের আমলের বল্লম ও ছোট বড় ঢালগুলো বের করে দিয়েছিলেন। রাজা দায়ূদের এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রভুর মন্দিরেই রাখা হতো।
10এরপর যিহোয়াদা কাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সশস্ত্র প্রহরীরা মন্দিরের দক্ষিণদিক থেকে শুরু করে উত্তরদিক পর্যন্ত মন্দিরের কাছে, বেদীর পাশে আর রাজার চারপাশে দাঁড়িয়েছিল।
11এরপর, সকলে মিলে বালক রাজপুত্রকে নিয়ে এলেন এবং তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে তার হাতে চুক্তিটির একটি প্রতিলিপি দিলেন। যাজক

অহসিয় … করেছিলেন কিছু প্রাচীন লিপিতে বলে "42 বছর বয়স।" 2রাজা 8:26 বলে অহসিয় 22 বছর বয়সে শাসন শুরু করেছিলেন।

যিহোয়াদা আর তাঁর পুত্ররা সবাই পবিত্র তেল ছিটোলেন,
বালক যোয়াশকে রাজা বলে ঘোষণা করে জয়ধ্বনি
দিয়ে উঠলেন, “মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন!”

12এদিকে রাণী অথলিয়া মন্দিরে অনেক লোকের
পদ শব্দ ও জয়ধ্বনি শুনে কি হয়েছে দেখতে প্রভুর
মন্দিরে এলেন। **13**সেখানে তিনি নতুন রাজাকে দেখতে
পেলেন। সেই সময় যোয়াশ প্রধান ফটকে, রাজার স্তম্ভের
কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সমস্ত সেনাপতি ও লোকেরা
তাঁকে ঘিরে আনন্দ সহকারে বাদ্যযন্ত্রসমূহ এবং শিঙা
ও ভেরী বাজাচ্ছিল। গায়করা তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে
উৎসবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই দেখে পরণের পোশাক
ছিঁড়তে ছিঁড়তে রাণী অথলিয়া বলে উঠলেন, “বিদ্রোহ,
বিদ্রোহ করেছে সবাই!”

14যাজক যিহোয়াদা তখন উপস্থিত সেনানায়কদের
নিয়ে এসে নির্দেশ দিলেন, “তোমরা সৈনিকরা
অথলিয়াকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাও। কেউ যদি
ওর পিছু নেবার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি দিয়ে
তাকে হত্যা করবে।” কিন্তু দেখো, অথলিয়াকে যেন
প্রভুর মন্দিরের চত্বরে না মারা হয়। **15**রাজপ্রাসাদের
অশ্বদ্বার পার হওয়া মাত্রই, সেনাবাহিনীর লোকেরা
অথলিয়াকে ধরে ফেললো এবং তাকে সেখানে হত্যা
করলো।

16এরপর, যিহোয়াদা সমস্ত প্রজা ও রাজার সঙ্গে
চুক্তি করলো। প্রত্যেকে প্রভুর বিশ্বস্ত সেবক হতে সম্মতি
জানালো। **17**সবাই মিলে বালদেবতার মূর্ত্তি বসানো
মন্দিরে গিয়ে, মন্দির ও সেখানকার বেদী ও মূর্ত্তি
ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করলো। বালদেবের বেদীর সামনে
তারা বালদেবের পূজারী মত্তনকে হত্যা করলো।

18তখন যিহোয়াদা লেবীয় গোষ্ঠীর যাজকদের আদেশ
দিলেন আনন্দের সঙ্গে এবং গান গেয়ে সেবা কাজগুলি
করতে যেগুলি দায়ূদ মন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন
এবং মোশির বইতে যেমন লেখা আছে সেইমত প্রভুকে
বলি উৎসর্গ করতে যেমন দায়ূদ করতেন। **19**অধিকন্তু
যিহোয়াদা মন্দিরের দরজায় প্রহরীদের নিয়োগ
করেছিলেন যাতে কোন ব্যক্তি যে অশুচি, সে মন্দিরে
ঢুকতে না পারে।

20যিহোয়াদা, সেনাপতিবর্গ, নেতৃবর্গ, শাসকবর্গ ও
দেশের লোকেরা রাজাকে যথাযথ সম্মানে বের করে
আনলেন এবং উত্তর দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে
গেলেন এবং সেখানে তারা তাঁকে সিংহাসনে বসালেন।
21যিহূদার সকলেই সেদিন খুব খুশি ছিল। অনেকদিন
পর অত্যাচারী রাণী অথলিয়ার মৃত্যুতে জেরুশালেম
শহরে আবার শান্তি নেমে এলো।

যোয়াশ মন্দির পুনর্নির্মাণ করলেন

24 যোয়াশ মাত্র 7 বছর বয়সে রাজা হয়ে 40 বছর
জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা
সিবিয়া ছিলেন বের্-শেবা শহরের বাসিন্দা। **2**যতদিন
পর্যন্ত যাজক যিহোয়াদা জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত
যোয়াশ প্রভুর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করেছিলেন।
3যিহোয়াদা যোয়াশের দুটো বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের
পর, রাজা যোয়াশের অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল।

4পরবর্তীকালে, রাজা যোয়াশ প্রভুর মন্দিরকে
নবরূপ দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। **5**তিনি সমস্ত
লেবীয় ও যাজকদের একসঙ্গে ডেকে বললেন, “যাও,
ইস্রায়েলের প্রত্যেকে প্রতি বছর যে কর দেয় তা সংগ্রহ
কর এবং তোমাদের প্রভুর মন্দিরকে নতুন রূপ দাও।
যাও, আর দেরী করো না।” কিন্তু লেবীয়রা এতে
বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না।

6তখন রাজা যোয়াশ প্রধান যাজক যিহোয়াদাকে
ডেকে বললেন, “আপনি কেন লেবীয়দের যিহূদা ও
জেরুশালেমের লোকেদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে
আদেশ দেন নি যা প্রভুর দাস মোশি ও ইস্রায়েলের
লোকেরা পবিত্র তাঁবুর জন্যই ব্যবহার করতেন।”

7অতীতে, দুষ্ট রাণী অথলিয়ার পুত্ররা প্রভুর মন্দির
থেকে পবিত্র জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেগুলো
বালদেবতার আরাধনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

8রাজা যোয়াশ প্রভুর মন্দিরের দরজার বাইরে একটা
প্রণামীর সিন্দুক বানিয়ে বসানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।
9এরপর লেবীয়রা যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের
প্রভুর জন্য কর দেবার কথা ঘোষণা করেন। ঈশ্বরের
জন্য ইস্রায়েলীয়রা যখন মরুভূমিতে দিন কাটাচ্ছিল
তখন এইভাবে মোশি এই কর সংগ্রহ করেছিলেন।
10সমস্ত নেতা ও লোকেরা খুশি মনে কর নিয়ে এসে
প্রণামীর সিন্দুকে জমা দিল। সিন্দুকটা যতক্ষণ পর্যন্ত
না ভরে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সিন্দুকে অর্থ জমা
করতে লাগলো।

11সিন্দুকটা ভরে গেলে লেবীয়রা সেটা
রাজকর্মচারীদের কাছে নিয়ে গেল। যখন রাজার সচিব
ও প্রধান যাজকের সহকারী সিন্দুক খালি করে তার
থেকে যাবতীয় অর্থ বের করে নিলেন, ওটা আবার
ভরে যাওয়া পর্যন্ত একই জায়গায় ফেরৎ দেওয়া
হয়েছিল। এইভাবে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ
হয়েছিল। **12**রাজা যোয়াশ ও যিহোয়াদা দুজনে এই
অর্থ প্রভুর মন্দিরের তদারকির কাজ যাঁরা করতেন
তাদেরকে দিলেন। তারা প্রভুর মন্দির সারানোর জন্য
সুদক্ষ পাথরকাটিয়ে ও ছুতোর মিস্ত্রি ভাড়া করলেন।
এছাড়াও লোহা ও পিতলের কাজ জানা কারিগরদেরও
ভাড়া করা হয়েছিল।

13যারা প্রভুর মন্দির তদারকির কাজ করতো তারা
সকলেই নিষ্ঠাবান ও সৎ হওয়ায় ঈশ্বরের মন্দির
পুনর্নির্মাণের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এবং
প্রভুর মন্দিরকে ঠিক আগের মতো ও আরো দৃঢ় করে
বানানো হয়। **14**কাজটি শেষ হলে কর্মচারীরা অবশিষ্ট
অর্থ রাজা যোয়াশ ও যাজক যিহোয়াদার কাছে ফিরিয়ে
আনলো। এই অর্থ দিয়ে প্রভুর মন্দিরের জন্য বিভিন্ন
জিনিসপত্র বানানো ছাড়াও, এই অর্থ প্রভুর মন্দিরের
নিত্যসেবা ও হোমবলি নিবেদনের কাজে ব্যবহার করা
হয়েছিল। এছাড়াও এই অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে সোনা ও
রূপোর পাত্র ও টুকিটাকি জিনিসপত্র বানানো হয়েছিল।

যিহোয়াদার জীবদ্দশায় যাজকরা নিয়মিত প্রভুর মন্দিরে
হোমবলি উৎসর্গ করতেন।
15অবশেষে, যিহোয়াদা বৃদ্ধ হলেন এবং 130 বছর
বয়সে তাঁর মৃত্যু হল। 16লোকেরা দায়ূদ নগরীতে
রাজাদের সমাধি ক্ষেত্রে যিহোয়াদাকে সমাধিস্থ
করেছিলেন কারণ তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর ও তাঁর
মন্দিরের জন্য বহু ভাল ভাল কাজ করেছিলেন।
17যিহোয়াদার মৃত্যুর পর, ইস্রায়েলের নেতৃবর্গ রাজা
যোয়াশকে অভ্যর্থনা করলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর
স্তুতি করতে শুরু করলেন। যোয়াশ তাদের পরামর্শগুলি
গ্রহণ করেছিলেন। 18রাজা ও নেতারা, প্রভু তাঁদের
পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের মন্দিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে
নিলেন। পরিবর্তে, তারা আশেরার খুঁটি ও অন্যান্য ভ্রান্ত
মূর্ত্তি পূজো শুরু করলেন। রাজা ও নেতাদের অপরাধের
জন্য ঈশ্বর যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের ওপর
ক্রুদ্ধ হলেন। 19ঈশ্বর লোকেদের মন তাঁর প্রতি ফিরিয়ে
আনার জন্য ভাববাদীদের পাঠালেন। কিন্তু লোকেরা
সদুপদেশে কর্ণপাত পর্যন্ত করলো না।
20তারপর ঈশ্বরের আত্মা যাজক যিহোয়াদার পুত্র
সখরিয়র ওপর ভর করলো। তিনি লোকেদের সামনে
দাঁড়িয়ে বললেন, “ঈশ্বর এই কথা বলেছেন: ‘তোমরা
কেন প্রভুর বিধিসমূহ ও আজ্ঞা অমান্য করছো? এভাবে
তোমরা কখনোই কোনো কাজে কৃতকার্য হতে পারবে
না। তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছো, তাই তিনিও
তোমাদের ত্যাগ করেছেন।’”
21কিন্তু বিচারবুদ্ধিহীন লোকেরা তখন একসঙ্গে
চক্রান্ত করলো এবং রাজা যখন তাদের সখরিয়কে
হত্যা করতে আদেশ দিলেন, তারা পাথর ছুঁড়ে মন্দির
চত্বরেই তাঁকে হত্যা করলো। 22একবারও রাজা যোয়াশ
তাঁর প্রতি সখরিয়র পিতা যাজক যিহোয়াদার করুণার
কথা মনে করলেন না। মারা যাবার আগের মূহূর্তে
সখরিয় বললেন, “প্রভু যেন তোমার এই অপরাধ দেখতে
পান এবং তোমাকে এর যোগ্য শাস্তি দেন।”
23এক বছরের মধ্যে অরামীয় সেনাবাহিনী এসে রাজা
যোয়াশের রাজ্য আক্রমণ করলো। তারা যিহূদা ও
জেরুশালেম আক্রমণ করল এবং সমস্ত নেতাদের হত্যা
করবার পর সেনাবাহিনী যাবতীয় দুর্মূল্য জিনিসপত্র লুঠ
করে দম্মেশকে রাজার কাছে সেগুলি পাঠিয়ে দিল।
24অরামীয়রা ছোট সেনাবাহিনী নিয়ে এলেও প্রভু তাদের
যিহূদার সেনাবাহিনী, যেটা তাদের সেনাবাহিনীর চেয়ে
বড় ছিল, তাকে পরাজিত করতে দিলেন। কারণ যিহূদার
লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ
করেছিল। এইভাবে রাজা যোয়াশের শাস্তি বিধান হল।
25অরামীয়রা যখন চলে গেল তখন তিনি ভীষণভাবে
আহত। তাঁর নিজের ভৃত্যরাই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করে তাঁকে তাঁর বিছানায় হত্যা করলো। এরপর লোকেরা
তাঁকে দায়ূদ নগরীতে সমাধিস্থ করলো, তবে তা
রাজাদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধি ক্ষেত্রে নয়। যাজক
যিহোয়াদার পুত্র সখরিয়কে হত্যা করার জন্যই যোয়াশের
ভৃত্যরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল।
26যোয়াশের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করেছিল তাঁরা
হল অম্মোনের শিমিয়তের পুত্র সাবদ ও মোয়াবের
শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ। 27যোয়াশের পুত্রদের গল্প,
তাঁর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও তিনি কিভাবে আবার প্রভুর
মন্দির নবরূপে নির্মাণ করেছিলেন সেসব কথা ‘রাজাদের
সম্বন্ধে বিবরণী গ্রন্থে’ লিপিবদ্ধ আছে। যোয়াশের পর
তাঁর পুত্র অমৎসিয় নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা অমৎসিয়

25 পঁচিশ বছর বয়সে যিহূদার রাজা হয়ে অমৎসিয়
মোট 29 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
তাঁর মাতা যিহোয়দ্দনও ছিলেন জেরুশালেম থেকেই।
2অমৎসিয় প্রভুর অভিপ্রায় অনুযায়ী সমস্ত কাজ
করলেও তিনি সর্বান্তঃকরণে এইসব কাজ করেন নি।
3অবশেষে তিনি রাজা হিসেবে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত
করলেন এবং যে সমস্ত রাজকর্মচারীরা তাঁর পিতাকে
খুন করেছিল তাদের হত্যা করলেন। 4কিন্তু অমৎসিয়
এইসব ব্যক্তিদের সন্তানদের হত্যা করেন নি। কারণ
তিনি মোশির পুস্তকে লেখা বিধি অনুযায়ী কাজ
করেছিলেন। প্রভু আদেশ দিয়েছিলেন, “সন্তানদের
অপরাধের জন্য যেমন অভিভাবকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া
যাবে না, ঠিক একইরকমভাবে পিতামাতার কোনো
অপরাধের জন্য কোন সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ঠিক
হবে না। কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র তার কৃত কোন
কুকর্মের জন্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে।”
5অমৎসিয় যিহূদা এবং বিন্যামীনের সমস্ত ব্যক্তিদের
একত্রিত করলেন এবং তাদের পরিবার অনুযায়ী পৃথক
করেছিলেন। তিনি তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ ও অধিনায়কদের
কর্তৃত্বের অধীনে রেখেছিলেন। 20 বছর বা তার বেশী
বয়স্ক লোকেদের সৈনিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।
এভাবে সবমিলিয়ে ঢাল ও বল্লমধারী মোট 3,00,000
যোদ্ধা ছিল। 6এছাড়াও অমৎসিয় ইস্রায়েলের থেকে 3
3/4 টন রূপোর বিনিময়ে 1,00,000 সৈন্য ধার
করেছিলেন। 7কিন্তু এসময়ে একজন ভাববাদী এসে
অমৎসিয়কে বললেন, “মহারাজ, ইস্রায়েলের
সেনাবাহিনীকে আপনার সঙ্গে যেতে দেবেন না। কারণ
বর্তমানে প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে নেই,
ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর সঙ্গেও নেই। 8যদি তোমরা যুদ্ধে যাও
তোমরা অবশ্যই একটি কঠিন যুদ্ধের জন্য নিজেদের
প্রস্তুত রেখো। ঈশ্বর হয়তো তোমাদের বাধা দেবেন
কারণ ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে তোমাকে সাহায্য করতে
অথবা তোমাকে বাধা দিতে।” 9তখন অমৎসিয় তাকে
বললেন, “কিন্তু আমি এরমধ্যে ইস্রায়েলীয়দের যে অর্থ
দিয়েছি তার কি হবে?” ঈশ্বরের লোক উত্তর দিলেন,
“প্রভুর ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি চাইলে আপনাকে এর
থেকেও বেশি দিতে পারেন!”
10অমৎসিয় তখন ইস্রায়েলীয় সেনাদের ইফ্রয়িমে
তাদের বাসভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে এরা
সকলেই যিহূদার রাজা ও অধিবাসীদের ওপর অত্যন্ত
ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেল।

11এরপর অমৎসিয় বীর বিক্রমে তাঁর সেনাদের ইদোমের লবণ উপত্যকায় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন। সেখানে তাঁর সেনাবাহিনী 10,000 সেয়ীর সৈন্যকে হত্যা করলো, 12এবং আরও 10,000 সৈন্যকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে তাদের নীচে ফেলে দিল। নীচে কঠিন পাথরের ওপর পড়বার জন্য এইসব সৈনিকদের মৃত্যু হল।

13কিন্তু এসময়ে যে সমস্ত ইস্রায়েলীয় সেনাদের অমৎসিয় ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তারা যিহূদার বৈৎ-হোরোণ থেকে শমরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের শহরগুলো আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। এরা 3,000 ব্যক্তিকে হত্যা করে বহু দামী দামী জিনিস লুঠ করেছিল।

14ইদোমীয়দের যুদ্ধে পরাজিত করার পর অমৎসিয় স্বদেশে ফিরে এলেন। ফিরে আসার সময়ে অমৎসিয় সেয়ীরের লোকেদের সেই মূর্ত্তিগুলো এনেছিলেন। এরপর অমৎসিয় নিজে সেইসব মূর্ত্তি পূজো করতে শুরু করলেন। এদের সামনে তিনি নত হয়েছিলেন এবং তাদের কাছে ধূপধূনো জ্বালাতেন। 15এতে প্রভু যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন এবং অমৎসিয়ের কাছে এক ভাববাদীকে পাঠালেন। তিনি এসে অমৎসিয়কে বললেন, “তুমি কেন হঠাৎ ভিনদেশীয় মূর্ত্তির পূজো শুরু করলে? এইসব মূর্ত্তিগুলো তো এদের উপাসকদেরও তোমার বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারেনি।”

16এর উত্তরে অমৎসিয় উদ্ধতভাবে সেই ভাববাদীকে বললেন, “চুপ কর নয়তো মারা পড়বে। আমরা কি তোমাকে রাজার পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছি?” সেই ভাববাদী তখন বললেন, “প্রভু তাহলে সত্যি সত্যিই তোমার পাপাচরণের জন্য তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন যেহেতু তুমি আমার উপদেশ নিলে না।”

17অমৎসিয় তাঁর মন্ত্রণাদাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াহসের পুত্র যেহূর পৌত্র যিহোয়ামকে খবর পাঠালেন, “চলো আমরা সম্মুখ যুদ্ধ করি।”

18ইস্রায়েলের রাজা যোয়াশ এর প্রত্যুত্তরে যিহূদার রাজা অমৎসিয়কে খবর পাঠালেন, ‘লিবানোনের এক কাঁটাঝাড়, এক মহীরূহকে বলেছিলেন, ‘তোমার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিয়ে দাও।’ আর এদিকে এক বুনো জন্তু এসে কাঁটাঝাড় মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো। 19শোনো, তোমরা ইদোমকে হারিয়ে দিয়েছ তাই তোমরা গর্বিত ও অহঙ্কারী হয়েছ। বাড়ীতে বসে থাক, আমাদের প্ররোচিত করো না। যদি তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও তোমরা তো বটেই, এমনকি যিহূদাও পরাজিত হবে।”

20কিন্তু অমৎসিয় একথায় কান দিতে চাইলেন না। আসলে এ ঘটনা প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারেই ঘটেছিল। ইস্রায়েলীয়দের হাতে যিহূদাকে পরাজিত করার পরিকল্পনা স্বয়ং প্রভুই করেছিলেন কারণ তারা ইদোমীয়দের মূর্ত্তি পূজো করবার অপরাধ করেছিল। 21ইস্রায়েলের রাজা যিহোয়াস যিহূদায় বৈৎ-শেমশেতে রাজা অমৎসিয়র মুখোমুখি হলেন। 22যুদ্ধে ইস্রায়েল যিহূদাকে পরাজিত করল। যিহূদার প্রত্যেকে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাড়ি পালালো। 23রাজা যিহোয়াস বৈৎ-শেমশেতে যিহূদার রাজা অমৎসিয়কে বন্দী করে তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন। অমৎসিয় ছিলেন যোয়াশের পুত্র এবং যিহোয়াহসের পৌত্র। যিহোয়াস ইফ্রয়িমের ফটক থেকে কোণের ফটক পর্যন্ত জেরুশালেমের প্রাচীরের 600 ফুট ভেঙ্গে ফেললেন। 24তিনি সমস্ত সোনা ও রূপো এবং ওবেদ ইদোম যা কিছু জিনিষপত্র মন্দিরে পাহারা দিত, প্রাসাদের সমস্ত কিছু সম্পদ এবং বন্দীদের নিয়েছিলেন। তিনি এই সবকিছু শমরিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

25যিহোয়াসের মৃত্যুর পর অমৎসিয় আরো 15 বছর বেঁচেছিলেন। 26অমৎসিয় তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকে শেষাবধি আর যা কিছু করেছিলেন সেসবই ‘যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 27অমৎসিয় যখন প্রভুকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিলেন তখন জেরুশালেমের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো। অমৎসিয় কোনোমতে লাখীশে পালিয়ে গেলেও লোকেরা সেখানে লোক পাঠিয়ে অমৎসিয়কে হত্যা করল। 28তারপর তারা ঘোড়ার পিঠে করে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে এলো এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করলো।

যিহূদার রাজা উষিয়

26 1-3এরপর যিহূদার লোকেরা অমৎসিয়র জায়গায় কিশোর উষিয়কে নতুন রাজা হিসেবে নিযুক্ত করলো। উষিয় মাত্র 16 বছর বয়সে রাজা হয়ে 52 বছর জেরুশালেমে শাসন করেছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ‘এলৎ’ শহরটি নতুন করে বানিয়ে যিহূদাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন।

উষিয়র মা যিখলিয়া ছিলেন জেরুশালেমের বাসিন্দা। 4উষিয় প্রভুর বাধ্য ছিলেন এবং তাঁর পিতা অমৎসিয়র মত জীবনযাপন করেছিলেন। 5সখরিয়র জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে ও অনুপ্রেরণা পেয়ে উষিয় ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছিলেন। আর ঈশ্বরের প্রতি যতদিন তাঁর অবিচল ভক্তি ছিল প্রভু ঈশ্বরও তাঁকে সাফল্য দিয়েছিলেন।

6উষিয় পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, গাত, যব্‌নি ও অস্‌দোদ শহরগুলোর চারপাশের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেছিলেন এবং অস্‌দোদ ও পলেষ্টীয় অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে নতুন শহরসমূহ তৈরী করেছিলেন। 7পলেষ্টীয় ও গূরবালে বসবাসকারী আরবীয় ও মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে যখন উষিয় যুদ্ধ করেছিলেন, প্রভু উষিয়র সহায়তা করেছিলেন। 8অম্মোনীয়রা উষিয়র বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে উপঢৌকন পাঠায়। তাঁর অসীম সাহসের খ্যাতি মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কারণ তিনি খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন।

9জেরুশালেমের কোণার ফটকে, উপত্যকার ফটকে এবং প্রাচীরের বাঁকের মুখে উষিয় সুদৃঢ় নজরদারি স্তম্ভসমূহ তৈরী করেছিলেন এবং সেগুলোর সবগুলোকে

দূর্গ দিয়ে বেষ্টিত করেছিলেন। 10উষিয় জনহীন স্থানে কয়েকটি গম্বুজ বানিয়েছিলেন, কারণ পার্বত্য অঞ্চলে ও সমভূমিতে তাঁর বিস্তর গবাদি পশু ছিল। তিনি পাহাড়তলী এবং উপত্যকাবর্তী সমভূমিতে কৃষকও রেখেছিলেন ও কারমেলে দ্রাক্ষাক্ষেত দেখাশোনার লোক রেখেছিলেন যেহেতু তিনি কৃষিকাজ ভালবাসতেন।

11উষিয়র একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনীও ছিল। যিয়ূয়েল নামে এক সচিব ও মাসেয় নামে জনৈক অধ্যক্ষ মিলে গুণে গেঁথে সেনাবাহিনীটিকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে হনানিয়কে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেছিলেন। হনানিয় ছিলেন রাজার অধীনস্থ পদস্থ চাকুরেদের অন্যতম। 12সেনাবাহিনীকে যারা নির্দেশ দিতেন তাদের মধ্যে মোট 2,600 জন পরিবারের নেতা ছিলেন। 13এই লোকেরা 3,07,500 যোদ্ধার এই সৈন্যদলকে পরিচালনা করতেন, যারা যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শীতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত। 14উষিয় তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য বল্লম, ঢাল, শিরস্ত্রাণ, তীর, ধনুক ও গুলতির জন্য পাথর তৈরি করিয়েছিলেন। 15জেরুশালেমে প্রাচীরের ওপরে এবং নজরদারির স্তম্ভগুলোর ওপরে পারদর্শীদের দ্বারা আবিস্কৃত বিশেষ ধরণের গুলতিসমূহ বসানো হয়েছিল যেগুলো পাথর ও তীর ছুঁড়তে পারত। দূরদূরান্তে উষিয়র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি ক্রমে বিখ্যাত ও শক্তিশালী এক রাজায় পরিণত হন।

16কিন্তু শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষিয়র দম্ভ তাঁকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, কারণ তিনি প্রভু, তাঁর ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমনকি উষিয় একবার প্রভুর মন্দিরের বেদীতে ধূপধূনো জ্বালাতেও গিয়েছিলেন। 17যাজক অসরিয় ও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আরো 80 জন সাহসী যাজক ও উষিয়কে অনুসরণ করেন। 18তাঁরা উষিয়কে থামিয়ে দেন ও সতর্ক করে বলেন, "ধূপধূনো জ্বালাবার অধিকার আপনার নেই, এ কাজ একমাত্র হারোণের এবং যাজক উত্তরপুরুষরা করতে পারেন কারণ এ কাজের জন্য তাঁদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে পবিত্রতমস্থান থেকে চলে যান। আপনি অনধিকার প্রবেশ করেছেন এবং এটা প্রভুর কাছ থেকে আপনাকে সম্মান এনে দেবে না।"

19কিন্তু একথা শুনে, উষিয় যাজকদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ধুনুচি এবং সেসময়ে যাজকদের চোখের সামনে বেদীর পাশে দাঁড়ানো অবস্থাতেই উষিয়র কপালে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ফুটে উঠলো।

20অসরিয় ও অন্যান্য যাজকরা উষিয়র কপালে কুষ্ঠর চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে জোর করে তাঁকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। উষিয় দ্রুত মন্দির ছেড়ে চলে গেলেন কারণ শাস্তিস্বরূপ প্রভু তাঁকে চর্মরোগ দিয়েছিলেন। 21এইভাবে মৃত্যুর দিন অবধি রাজা উষিয়র চর্মরোগ ছিল এবং তিনি প্রভুর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হারালেন। তাঁর পুত্র যোথম তাঁর রাজত্বের শেষদিকে শাসক হিসেবে রাজপ্রাসাদ ও লোকেদের ওপর কর্তৃত্ব করতেন।

22প্রথম থেকে শেষাবধি উষিয় আর যা কিছু করেছিলেন সেসবই আমোসের পুত্র ভাববাদী যিশাইয় লিখে গিয়েছিলেন। 23উষিয়র মৃত্যুর পর তাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কবর না দিয়ে তাঁদের সমাধিক্ষেত্রের নিকটস্থ এক মাঠে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি কুষ্ঠরোগী হওয়ায় লোকেরা তাঁকে রাজাদের সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করেনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যোথম তাঁর জায়গায় নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা যোথম

27 পঁচিশ বছর বয়সে রাজা হয়ে যোথম মোট 16 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মাতা যিরূশা ছিলেন সাদোকের কন্যা। 2যোথম প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর পিতা উষিয়র মতোই ঈশ্বরকে অনুসরণ করতেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর পিতা উষিয়র মতো প্রভুর মন্দিরে ঢুকে ধূপধূনো দেবার দুঃসাহস প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকেরা পাপাচরণ করে যেতে লাগলো। 3যোথম প্রভুর মন্দিরের উত্তর দরজাটি পুনর্নির্মাণ করা ছাড়াও ওফলের প্রাচীরের ওপর অনেক কিছু স্থাপন করেন এবং 4যিহূদার পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কিছু শহর স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি জঙ্গলে দুর্গ ও নজরদারির জন্য স্তম্ভ বানান। 5অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি যুদ্ধে অম্মোন-রাজকে পরাজিত করেন যার ফলস্বরূপ তিন বছর ধরে একটানা প্রত্যেক বছর অম্মোনীয়রা তাঁকে 3 $^{3}/4$ টন রূপো, প্রায় 62,000 বুশেল গম ও যব নজরানা দিত।

6প্রভু তাঁর ঈশ্বরকে অনুসরণ করে যোথম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। 7তিনি আর যা কিছু করেছিলেন সেসব ও তাঁর যুদ্ধের বিবরণী 'ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 8পঁচিশ বছর বয়সে রাজা হয়ে 16 বছর জেরুশালেম শাসন করার পর তাঁর মৃত্যু হলে 9তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দায়ূদ নগরীতে সমাধিস্থ করা হল। এরপর যোথমের জায়গায় রাজা হলেন তাঁরই পুত্র আহস।

যিহূদার রাজা আহস

28 আহস 20 বছর বয়সে রাজা হয়ে মোট 16 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মনিষ্ঠ পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতো বা প্রভুর অভিপ্রায় অনুযায়ী জীবনযাপন করেন নি। 2আহস ইস্রায়েলের রাজাদের খারাপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি বালদেবতাদের আরাধনার জন্যও মূর্ত্তিসমূহ বানিয়েছিলেন। 3এছাড়া ইস্রায়েলীয়দের তাড়াবার আগে প্রভু যে কনানীয় জাতিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের ঘৃণ্য আচরনের মত আহস বিন্-হিন্নোমের উপত্যকায় ধূপধূনো দিয়েছিলেন ও তাঁর নিজের পুত্রদের আগুনে উৎসর্গ করেছিলেন। 4বলিদান করা ছাড়াও আহস উঁচু

বেদীগুলোয় পাহাড়ে এবং প্রত্যেকটি সবুজ গাছের তলায় ধুপধূনো দিতেন।
5-6যেহেতু আহস এই সমস্ত পাপাচরণে লিপ্ত হয়েছিলেন সেহেতু প্রভু, তাঁর ঈশ্বর অরাম রাজের হাতে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। আহসের বহু সৈন্যকে বন্দী করে অরামরাজ তাদের দম্মেশকে নিয়ে যান। উপরন্তু, ইস্রায়েলের রাজা রমলিয়র পুত্র পেকহর হাতেও আহসের পরাজয় ঘটে। পেকহ ও তাঁর সেনাবাহিনী মিলে একদিনের মধ্যে যিহূদার 1,20,000 হাজার বীর সেনাকে হত্যা করেছিলেন। পেকহ এদের পরাজিত করতে পেরেছিলেন কারণ এরা তাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছিল।
7ইফ্রয়িম থেকে একজন শক্তিশালী যোদ্ধা সিখ্রি, আহসের পুত্র মাসেয়কে, প্রাসাদের অধ্যক্ষ অস্রীকামকে আর কর্তৃত্বে যিনি ছিলেন রাজার পরেই সেই ইল্কানাকে হত্যা করেন।
8ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনী যিহূদায় বসবাসকারী তাদের 2,00,000 আত্মীয়স্বজনকে বন্দী করা ছাড়াও যিহূদা নারী ও শিশুসহ বহু মূল্যবান জিনিসপত্র অপহরণ করে শমরিয়াতে নিয়ে এসেছিল।
9কিন্তু সে সময়ে, ওদেদ নামে এক প্রভুর ভাববাদী বিজয়ী ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীকে বললেন, “তোমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূজিত প্রভুর কৃপায় তোমরা যিহূদাকে হারাতে পেরেছো কারণ তিনি তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তোমরা খুব নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিতভাবে যিহূদার সৈন্যদের হত্যা করেছো, তাই এখন প্রভু তোমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন।
10তোমরা যিহূদা এবং জেরুশালেমের বন্দীদের ক্রীতদাস হিসেবে রাখবার পরিকল্পনা করেছিলে। কিন্তু তোমরা নিজেরাই প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ।
11এখন আমার কথা শোনো। তোমরা তোমাদের বন্দী ভাই-বোনদের মুক্তি দাও কারণ এই অপরাধের জন্য প্রভু তোমাদের প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন।”
12সেই সময়ে যিহোহাননের পুত্র অসরিয়, মশিল্লেমোতের পুত্র বেরিখিয়, শল্লুমের পুত্র যিহিষ্কিয় এবং হদ্‌লয়ের পুত্র অমাসা প্রমুখ ইফ্রয়িমের সৈন্যবাহিনীর এইসব নেতারা যুদ্ধ থেকে একদল ইস্রায়েলীয় সৈনিকদের ঘরে ফিরতে দেখে তাদের সতর্ক করে দিলেন।
13তাঁরা ইস্রায়েলীয় সেনাদের বললেন, “যিহূদা থেকে কাউকে আর বন্দী করে এখানে নিয়ে এসো না কারণ তাতে প্রভুর প্রতি আমাদের পাপের বোঝা উত্তরোত্তর বাড়বে। এতে প্রভু আমাদের ও ইস্রায়েলের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হবেন।”
14তখন সেনারা তাদের নেতাদের হাতে সমস্ত বন্দীদের ও যাবতীয় লুঠ করা সম্পদ তুলে দিল।
15বেরিখিয়, যিহিষ্কিয় এবং অমাসা নেতৃগণ ইস্রায়েলীয়রা যেসমস্ত পোশাকআশাক এনেছিল তা থেকে উলঙ্গ বন্দীদের পরবার জন্য পোশাক দিলেন ও তাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন। বন্দীদের সবাইকে খাবার ও পানীয় দেওয়া হল এবং তাদের মধ্যে যারা আহত হয়েছিল তাদের ক্ষতস্থানে তেল লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর নেতারা সমস্ত বন্দীদের, যারা খুব দুর্বল ছিল তাদের গাধার পিঠে তুলে দিলেন এবং তাদের বাড়ির কাছে ‘তালগাছের দেশ’ যিরীহোতে তাদের নিয়ে গেলেন এবং শমরিয়াতে ফিরে এলেন।
16-17এই সময়ে, ইদোমীয় সেনাবাহিনী আবার ফিরে এলো এবং যিহূদাকে অন্য একটি যুদ্ধে পরাজিত করে এবং তাদের বন্দীদের ইদোমে নিয়ে যায়। তখন রাজা আহস অশূররাজের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।
18পলেষ্টীয়রাও এসে দক্ষিণ যিহূদা ও যিহূদার পার্বত্য অঞ্চলে বৈৎশেমেশে, অয়ালোন, গদেরোৎ, সোখো, তিম্না, গিম্‌সো প্রমুখ শহর ও এইসব শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো দখল করে বসবাস করতে শুরু করলো।
19রাজা আহস যিহূদার লোকেদের পাপের পথে পরিচালনা করার জন্যই প্রভু যিহূদাকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আহস প্রভুতে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না।
20সাহায্যের পরিবর্তে অশূররাজ তিল্‌গৎ পিল্‌নেষর এসে আহসের সঙ্কট আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন।
21প্রভুর মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও রাজপুত্রদের থাকা জায়গা থেকে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে সেসব অশূররাজকে দিয়েও আহস তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি।
22সঙ্কটাবস্থায় আহস আরো বেশি করে পাপাচরণ ও প্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করেন।
23তিনি দম্মেশকের লোকেদের দেবতার কাছে বলিদান নিবেদন করলেন। তাদের হাতে পরাজিত হয়ে আহস ভাবলেন, “তাহলে আমি অরামের দেবতার আরাধনা করি ও তাঁর কাছে বলিদান করি, তাহলে নিশ্চয়ই এইসব দেবতাগণ ও তাদের উপাসকরা আমাকে সাহায্য করবে।” যাইহোক, তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে পারেন নি এবং তাঁর পতন ঘটিয়েছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে, সমগ্র ইস্রায়েলের পতন হয়েছিল।
24ঈশ্বরের মন্দির থেকে সমস্ত জিনিসপত্র জড়ো করে আহস সেইসমস্ত টুকরো টুকরো করে ভেঙে প্রভুর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জেরুশালেমের রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেদী বানিয়ে
25যিহূদার সমস্ত শহরগুলিতে আহস অন্য দেবতাদের ধুপধূনা দেবার জন্য উঁচু স্থান বানিয়ে দিলেন। এইভাবে আহস তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রভু ঈশ্বরকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তুললেন।
26রাজত্বের প্রথম থেকে শেষাবধি আর যা কিছু আহস করেছিলেন সেসবই ‘যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থে’ লিপিবদ্ধ করা আছে।
27আহসের মৃত্যুর পর তাঁকে জেরুশালেমে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। তবে তাঁকে ইস্রায়েলের রাজাদের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়নি। তাঁর পরে তাঁর পুত্র হিষ্কিয় তার জায়গায় নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা হিষ্কিয়

29 হিষ্কিয় 25 বছর বয়সে রাজা হয়ে মোট 29 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মা অবিয়া ছিলেন সখরিয়র কন্যা।
2হিষ্কিয় প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতো সৎ ও ধর্মনিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করেন।

3তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরের, প্রথম মাসের
মধ্যেই হিষ্কিয় প্রভুর মন্দিরটি আবার খুলে দিয়েছিলেন
এবং মন্দিরের দরজাগুলো মেরামত করে দিয়েছিলেন।
4-5যাজক ও লেবীয়দের একত্রিত করে মন্দিরের পূর্ব
প্রান্তের খোলা চত্বরে হিষ্কিয় তাঁদের সঙ্গে এক বৈঠকে
মিলিত হয়ে বললেন, "লেবীয়রা শোনো, মন্দিরের সেবা
করবার পবিত্র কাজের জন্য তোমরা নিজেদের প্রস্তুত
কর। প্রভু, তোমাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের মন্দিরটিকে
শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলো। মন্দিরকে অশুদ্ধ ও অপবিত্র
করেছে এমন প্রতিটি জিনিষ মন্দির থেকে সরিয়ে দাও।
6আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রভুর অবাধ্য হয়ে জীবন
কাটিয়েছে। তারা মন্দিরকে অশ্রদ্ধা করে এবং প্রভুর
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রভুর পথ থেকে সরে
গেছে। 7তারা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে এবং
বাতিদানের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নিভিয়ে দিয়েছে।
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পবিত্র স্থানের বেদীতে ধূপধূনো
দেওয়া আর হোমবলিও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। 8তাই
প্রভু, যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ
হয়ে তাদের শাস্তি দিয়েছেন, যাতে অন্য জাতিরা তাদের
ভয়, বিস্ময় এবং উপহাসের পাত্র হিসেবে দেখে এবং
তোমরা নিজেরা দেখতে পাও যে এ সবই সত্যি।
তোমরা জানো এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়, কারণ তোমরা
স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখেছো। 9তোমরা দেখেছো যে
একারণেই আমাদের পূর্বপুরুষদের যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে;
এবং আমাদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের কারারুদ্ধ করা
হয়েছে। 10একারণে আমি হিষ্কিয় প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বরকে আবার নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, যাতে
তিনি আর আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে না থাকেন।
11আমার লোকেরা শোন, তোমরা কর্ত্তব্যে অবহেলা
কোর না। প্রভু তাঁর সেবার জন্য তোমাদের মনোনীত
করেছেন। তাঁর মন্দিরে সেবা ও ধূপধূনো দেবার অধিকার
তিনি শুধু তোমাদেরই দিয়েছেন।"

12-14একথা শুনে নিম্নলিখিত লেবীয়রা কাজে লেগে
গেল: অমাসয়ের পুত্র মাহৎ এবং কহাৎ পরিবারের
অসরিয়ের পুত্র যোয়েল; অব্দির পুত্র কীশ এবং মরারি
পরিবারভুক্ত যিহলিলেলের পুত্র অসরিয়; সিম্মের পুত্র
যোয়াহ আর গের্শোন পরিবারের যোয়াহের পুত্র এদন;
ইলীষাফণের বংশের শিম্রি ও যিয়ূয়েল, আসফের
পরিবারের সখরিয় ও মত্তনিয়, হেমনের উত্তরপুরুষদের
মধ্যে যিহূয়েল ও শিমিয়ি, যিদূথূনের উত্তরপুরুষদের
মধ্যে শময়িয় ও উষীয়েল। 15তারপর তারা অন্যান্য
সমস্ত লেবীয়দের একত্রে জড়ো করে প্রভুর মন্দির
আনুষ্ঠানিকভাবে শোধন করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত
করলেন। রাজার মুখ দিয়ে প্রভুর যে আদেশ এসেছিল
তা তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। 16যাজকেরা প্রভুর
মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে গেলেন। তাঁরা মন্দিরের মধ্যে
যে সমস্ত অশুচি জিনিসপত্র ছিল সে সমস্ত বের করে
মন্দিরের উঠোনে আনলেন। তারপর লেবীয়রা সেসব
কিদ্রোণ উপত্যকায় নিয়ে গেলেন এবং তার মধ্যে ফেলে
দিলেন। 17প্রথম মাসের প্রথম দিনে তাঁরা
আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের শোধনের কাজ শুরু
করেছিলেন। ঐ মাসেরই অষ্টম দিনে তাঁরা মন্দিরের
প্রবেশ পথে এসে উপস্থিত হলেন এবং তারপর আরো
আটদিন ধরে মন্দিরের শুচিকরণের কাজ করে গেলেন।
সেই মাসের 16দিনের মাথায় সমস্ত কাজ শেষ হয়েছিল।

18এরপর তারা রাজা হিষ্কিয়র কাছে গিয়ে তাঁকে
বললেন, "আমরা প্রভুর মন্দিরটি আগাগোড়া পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন করেছি। হোমবলি নিবেদনের জন্য বেদী ও
অন্যান্য যা কিছু, যেমন রুটি রাখার জন্য টেবিল এবং
সেখানে ব্যবহৃত বাসনকোসন পরিষ্কার ও পবিত্র করেছি।
19রাজা আহস ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করার পরে তিনি
মন্দিরের জিনিসপত্র এবং আসবাবপত্রগুলিকে অবহেলা
করেছিলেন। আমরা এসব জিনিষ শুদ্ধ করেছি এবং
সেগুলো প্রভুর বেদীর সামনে সাজিয়ে রেখেছি।"

20পরদিন ভোরবেলা, রাজা হিষ্কিয় শহরের সমস্ত
উচ্চপদাধিকারী কর্মচারীদের নিয়ে মন্দিরে গেলেন।
21রাজপরিবারের, পবিত্রস্থানের এবং যিহূদার লোকেদের
পাপমোচনের নৈবেদ্য হিসেবে তাঁরা সাতটা ষাঁড়, সাতটা
মেষ, সাতটা মেষশাবক এবং সাতটা পুং ছাগল
এনেছিলেন। রাজা হিষ্কিয় হারোণের উত্তরপুরুষ
যাজকদের ঐ প্রাণীগুলিকে প্রভুর বেদীতে বলি দিতে
আদেশ দিলেন। 22তাই যাজকরা প্রথমে ষাঁড়গুলি বলি
দিয়ে প্রভুর বেদীতে সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। 23-
24অনুরূপভাবে যাজক সাতটা মেষ, সাতটা মেষশাবক
আর সাতটা ছাগল ছানাকে পরপর বলি দিয়ে বেদীতে
তাদের রক্ত ছিটিয়ে তা পবিত্র করলেন যাতে প্রভু
ইস্রায়েলের লোকেদের তাদের পাপ থেকে মুক্তি দেন।
রাজা সমস্ত ইস্রায়েলবাসীদের হয়ে এই পাপমোচনের
নৈবেদ্য ও হোমবলি নিবেদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

25এরপর মহারাজ হিষ্কিয় মহাসমারোহে রাজা
দায়ূদের ভাববাদী গাদ ও নাথনের দেওয়া আদেশ
অনুযায়ী খোল-কর্তাল, বীণা, তানপুরা বাজাতে বাজাতে
লেবীয়দের আবার প্রভুর মন্দিরে পাঠালেন। এভাবে
তাঁদেরকে মন্দিরে পাঠানোর নির্দেশ প্রভু তাঁর
ভাববাদীদের মুখ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। 26লেবীয়রা
সকলে দায়ূদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এবং যাজকরা শিঙা
নিয়ে প্রস্তুত হলেন। 27তারপর রাজা হিষ্কিয় বেদীতে
হোমবলি উৎসর্গের নির্দেশ দিলেন। হোমবলিগুলির
উৎসর্গ যখন শুরু হল, তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাওয়া
শুরু করলো। রাজা দায়ূদের বানানো ভেরী ও
বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজানো হল। 28যখন বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজতে
লাগল এবং গায়করা গান করতে লাগলেন তখন সমস্ত
লোক, যাঁরা ওখানে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা প্রভুর
উপাসনা করলেন। হোমবলি উৎসর্গ শেষ না হওয়া
পর্যন্ত তাঁরা উপাসনা করে গেলেন।

29বলিদানের কাজ শেষ হলে হিষ্কিয় সহ অন্যান্য
সকলেই আভূমি নত হয়ে উপাসনা করলেন। 30যখন
রাজা হিষ্কিয় ও পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁদের প্রভুর প্রশংসা
করে গান গাইতে নির্দেশ দিলেন তাঁরা দায়ূদ ও ভাববাদী
আসফের লেখা গানগুলো গাইলেন। প্রভুর প্রশংসা

করে ও তাঁর সামনে মাথা নত করে তাঁরা সকলেই
আনন্দিত হয়ে উঠলেন। 31হিষ্কিয় বললেন,
“যিহুদাবাসীরা শোনো, তোমরা নিজেদেরকে প্রভুর
চরণে নিবেদন করলে। এসো তোমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে
দেওয়ার জন্য আরো বলির জীব ও ধন্যবাদ নৈবেদ্য
নিয়ে এসো।” তখন সকলে যার যেমন ইচ্ছে প্রভুর
জন্য নৈবেদ্য ও হোমবলি নিয়ে এলো। 32সেদিন,
হোমবলি হিসেবে মোট 70টি ষাঁড়, 100টি মেষ এবং
200টি মেষশাবক প্রভুর কাছে নিবেদিত হল। 33পবিত্র
নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদিত হল 600টি ষাঁড় ও 3,000
মেষ। 34হোমবলির নিমিত্তে সমস্ত জন্তুদের ছাল ছাড়ানো
ও কাটবার জন্য যাজকেরা সংখ্যায় খুব কমই ছিলেন।
তাই তাঁদের আত্মীয়বর্গ, লেবীয়রা সাহায্য করতে এলেন
যতক্ষণ না কাজটি শেষ হয় এবং যতক্ষণ না যাজকেরা
নিজেদের শুদ্ধ করেন, কারণ যাজকদের থেকে লেবীয়রা
নিজেদের শুদ্ধ করতে বেশী বিশ্বস্ত ছিলেন। 35বহু পরিমাণ
হোমবলি ছাড়াও, শান্তি নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যর
জন্য প্রচুর চর্বি ছিল যেগুলি হোমবলির সঙ্গে দেওয়ার
জন্য ছিল। প্রভুর মন্দিরের নিত্যকর্ম আবার শুরু হল।
36হিষ্কিয় ও তাঁর প্রজারা সকলে ঈশ্বর যে ভাবে অতি
দ্রুত তাদেরকে তাঁর সেবার জন্য প্রস্তুত করেছেন তা
ভেবে খুবই আনন্দিত হলেন।

হিষ্কিয়র নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন

30রাজা হিষ্কিয় ইস্রায়েল ও যিহুদায় প্রত্যেককে
বার্তা পাঠালেন এবং ইফ্রয়িম ও মনঃশির
লোকেদের চিঠি লিখে দিলেন প্রভুর মন্দিরে আসার
জন্য, যাতে তাঁরা সবাই প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য
নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করতে পারেন। 2তিনি তাঁর সমস্ত
উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং জেরুশালেমে সমবেত
লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং দ্বিতীয় মাসে
নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করবেন বলে স্থির করলেন। 3যেহেতু
যাজকদের অধিকাংশ এই পবিত্র সেবা অনুষ্ঠান
উদ্‌যাপনের জন্য তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন
না, এবং লোকেরা তখনও জেরুশালেমে সমবেত হয়
নি, সেহেতু নির্ধারিত সময়ে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করা
গেল না। 4তবে তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাতে
হিষ্কিয় সহ সমবেত সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। 5এবং
বের-শেবা থেকে শুরু করে দান শহর পর্যন্ত ইস্রায়েলের
সর্বত্র সকলকে জেরুশালেমে এসে প্রভু, ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের নিস্তারপর্বে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো
হল। ইস্রায়েলের লোকেদের একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন
যাবৎ মোশির বর্ণিত বিধি অনুযায়ী নিস্তারপর্ব পালন
করেন নি। 6তাই বার্তাবাহকরা ইস্রায়েল ও যিহুদার
সর্বত্র রাজা হিষ্কিয়র চিঠি নিয়ে গেল যাতে জানানো
হল:

“ইস্রায়েলের সন্ততিরা, তোমরা অব্রাহাম,
ইস্‌হাক ও ইস্রায়েলের আরাধ্য ঈশ্বরের দিকে
মুখ ফেরাও। একমাত্র তাহলেই তোমরা যারা
অশূররাজের সৈন্যদল থেকে পালিয়ে এসেছ,
তাদের প্রতি তিনি করুণা পরবশ হবেন।
7তোমাদের পূর্বপুরুষ এবং সহনাগরিকদের
মতো আচরণ কোরো না। তাঁরা তাদের পিতার
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন। তাই প্রভু
তাদের ধ্বংস হতে দিয়েছিলেন। এসবই তোমরা
নিজেদের চোখে দেখেছো। 8তোমাদের এইসব
পূর্বপুরুষদের মতো গোঁয়ার্তুমি না করে সমস্ত
অন্তঃকরণ দিয়ে প্রভুর বন্দনা করো। প্রভু তাঁর
আশীর্বাদে যে পবিত্রতম স্থানকে চিরপবিত্র করে
তুলেছেন সেখানে এসে তোমরা তোমাদের প্রভু
ঈশ্বরের সেবা করো। একমাত্র তাহলেই প্রভুর
রোষদৃষ্টির হাত থেকে তোমরা অব্যাহতি পাবে।
9তোমরা যদি তাঁর চরণতলে ফিরে এসে তাঁকে
অনুসরণ করো তাহলে তোমাদের আত্মীয়স্বজন
ও সন্তানসন্ততিদের অপহরণকারীরা তাদের
প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন এবং তারা সকলে
আবার এই দেশে ফিরে আসতে পারবে।
তোমাদের প্রভু দয়ালু এবং করুণাময়। তোমরা
যদি তাঁর কাছে ফিরে আসো তিনি কখনোই
তোমাদের দিক থেকে মুখ ফেরাবেন না।”

10বার্তাবাহকরা সবূলূন পর্যন্ত ইফ্রয়িম ও মনঃশির
সর্বত্র প্রত্যেকটা শহরে এই আবেদন নিয়ে গেল। কিন্তু
লোকেরা এর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে এই আবেদন ও
বার্তাবাহকদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে শুরু করলো।
11তবে আশের মনঃশি ও সবূলূনের বিভিন্ন অঞ্চলের
কিছু ব্যক্তি পরম দীনের মতো জেরুশালেমে এসে
উপস্থিত হল। 12এমনকি যিহুদাতেও প্রভু এমনভাবে
চলেছিলেন যাতে সমস্ত লোক, রাজা ও তাঁর উচ্চপদস্থ
কর্মচারীদের মেনে চলতে রাজী হল।

13দ্বিতীয় মাসে বহু ব্যক্তি জেরুশালেমে খামিরবিহীন
রুটির উৎসব পালন করতে এলো। 14এরা সকলে
জেরুশালেমের ভ্রান্ত দেবদেবীদের জন্য বানানো বেদী
ও ধূপধূনো দেবার বেদীগুলো ভেঙে কিদ্রোণ উপত্যকায়
ফেলে দিল। 15দ্বিতীয় মাসের 14 দিনের দিন এরা
নিস্তারপর্বের নৈবেদ্যটি বলি দিলেন। যাজকগণ ও
লেবীয়রা লজ্জিত মনে সেবার কাজের জন্য প্রস্তুত
হলেন কারণ তাঁরা অনুষ্ঠানটির জন্য যথাযথভাবে পবিত্র
ছিলেন না। তাঁরা প্রভুর মন্দিরে হোমবলি নিয়ে এলেন।
16মোশির বিধি অনুযায়ী, তাঁরা মন্দিরে তাঁদের নির্ধারিত
জায়গাগুলি গ্রহণ করলেন। লেবীয়রা যাজকদের হাতে
রক্তের পাত্র তুলে দেবার পর যাজকরা সেই রক্ত বেদীতে
ছিটিয়ে দিলেন। 17উপস্থিত লোকেদের মধ্যে অনেকেই
ছিলেন যাঁরা এই পবিত্র সেবার কাজের জন্য নিজেদের
প্রস্তুত করেন নি। এরকম লোকেদের জন্য, লেবীয়রা
নিস্তারপর্বের নৈবেদ্যটি বলিদান করলেন।

18-19এরকম করা হল যেহেতু ইফ্রয়িম, মনঃশি,
ইষাখর ও সবূলূনের অনেকেই নিস্তারপর্বের ভোজসভায়
যোগদানের জন্য নিজেদের শুচি করেন নি এবং মোশির
বিধি অনুযায়ী তাঁরা এটি পালন করেন নি। কিন্তু তারাও

যোগদান করলেন, কারণ হিষ্কিয় প্রার্থনা করে বললেন,
“হে প্রভু, তুমি মঙ্গলময়। এরা সকলেই সর্বান্তঃকরণে
তোমার উপাসনা করতে চাইলেও বিধি অনুযায়ী
নিজেদের শুচি করে নি। তুমি এদের ক্ষমা করো। তুমি
আমাদের পূর্বপুরুষের আরাধ্য ঈশ্বর। এরা যদি এই
পবিত্রতম স্থানের জন্য উপযুক্তভাবে নিজেদের শুদ্ধ
করে নাও থাকে, তাহলেও তুমি এদের সবাইকে, যারা
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে চায়, ক্ষমা করে দিও।”
20প্রভু রাজা হিষ্কিয়ের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এদের
সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। **21**ইস্রায়েলের বাসিন্দারা
সাতদিন ধরে মহাসমারোহে ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে
জেরুশালেমে খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করলো।
লেবীয় ও যাজকরা প্রত্যেকদিন তাঁদের সাধ্যমতো প্রভুর
প্রশংসা করলেন। **22**যে সমস্ত লেবীয়রা প্রভুর সেবা
কাজের অনুধাবন করেছিলেন রাজা হিষ্কিয় তাদের
সবাইকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। সাতদিন এই
উৎসব পালনের পর লোকেরা নিস্তারপর্বের নৈবেদ্য
উৎসর্গ করলো। তারা তাদের পূর্বপুরুষের প্রভু ঈশ্বরের
প্রশংসা ও তাঁর প্রতি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো ।

23তখন সমস্ত লোক আরো সাতদিন থাকতে রাজী
হল। আরো সাতদিন ধরে তারা আনন্দের সঙ্গে
নিস্তারপর্ব পালন করলো। **24**যিহূদার রাজা হিষ্কিয়, যাতে
এটি সম্ভব হয় তার জন্য 1,000 ষাঁড়, 7,000 মেষ
উপস্থিত লোকেদের খাবার জন্য দান করলেন। নেতারা
সকলে আরো 1,000 ষাঁড় আর 10,000 মেষ দান
করলেন। সমস্ত যাজকরা পবিত্র সেবার কাজের জন্য
নিজেদের শুদ্ধ করলেন। **25**উপস্থিত প্রত্যেকে, যিহূদার
প্রত্যেক যাজকগণ ও লেবীয়রা, ইস্রায়েল থেকে যিহূদায়
আসা বহিরাগতরা, অন্যান্য প্রত্যেকে যারা ইস্রায়েল
থেকে এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই খুশী ও আনন্দের
সঙ্গে উৎসব পালন করলেন। **26**তাই জেরুশালেমের
সর্বত্র তখন খুশীর বন্যা কারণ ইস্রায়েলের রাজা, দায়ূদের
পুত্র, শলোমনের সময় থেকে জেরুশালেমে এরকম
কোনো উৎসব আর কখনও হয়নি। **27**যাজকগণ ও
লেবীয়রা উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকেদের আশীর্বাদ
করার জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রভু স্বর্গে তাঁর পবিত্র
বাসস্থান থেকে তাঁদের সেই প্রার্থনা শুনতে পেলেন।

রাজা হিষ্কিয়র উন্নতি বিধান

31 যখন নিস্তারপর্বের উৎসব উদ্‌যাপন শেষ হল,
তখন নিস্তারপর্বের জন্য যে সমস্ত ইস্রায়েলবাসী
জেরুশালেমে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা যিহূদার বিভিন্ন
শহরগুলিতে গেলেন এবং পাথরের তৈরী মূর্ত্তিগুলো
ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করলেন। আশেরার খুঁটি উপড়ে
ফেলে যিহূদা ও বিন্যামীনের সর্বত্র উচ্চ স্থলগুলি ভেঙ্গে
দেওয়া হল। ইফ্রয়িম ও মনঃশিতেও একই জিনিস
করা হল। মূর্তি পূজোর যাবতীয় চিহ্ন নিশ্চিহ্ন না হওয়া
পর্যন্ত লোকেরা এইসব করে যেতে লাগলো। তারপর
ইস্রায়েলীয়রা নিজেদের শহরে যে যার বাড়িতে ফিরে
গেল।

2যাজকগণ ও লেবীয়দের কয়েকটি দলে বিভক্ত
করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য কাজের
সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। রাজা হিষ্কিয় এই
সমস্ত দলের সবাইকে আবার নিজেদের কর্তব্য করতে
আদেশ দিলেন। যাজক ও লেবীয়রা আবার নৈবেদ্য,
হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য নিবেদনের কাজে নিযুক্ত
হলেন। মন্দিরের সেবা করা ছাড়াও তারা প্রভুর গৃহে
ভক্তিগীতি ও প্রশংসা গান করতেন। **3**হিষ্কিয় হোমবলি
হিসেবে তাঁর নিজস্ব কিছু পশু নিবেদন করলেন। প্রতিদিন
সকালে ও সন্ধ্যায় এইসব পশুদের হোমবলি হিসেবে
বলি দেওয়া হতো। প্রভুর বিধি অনুযায়ী প্রতি বিশ্রামের
দিন অমাবস্যার উৎসবের দিন এবং উৎসবের দিনে
এইসব পশু বলিদান করা হতো। **4**নিয়ম অনুযায়ী
লোকেরও তাদের শস্যের একটি নির্ধারিত অংশ ও
অন্যান্য জিনিসপত্র যাজক ও লেবীয়দের দেবার কথা
ছিল। হিষ্কিয় জেরুশালেমের সবাইকে সেই নিয়ম মেনে
চলতে আদেশ দিলেন, যাতে যাজকগণ ও লেবীয়রা
তাঁদের ওপর ন্যাস্ত কাজ অবিক্ষিপ্ত মনোযোগে স্বচ্ছন্দে
করতে পারেন। **5**দেশের সর্বত্র লোকেরা রাজার এই
আদেশের কথা শুনলেন। যে মূহুর্তে ইস্রায়েলীয়রা এই
আদেশ শুনলো, তারা তাদের শস্য, দ্রাক্ষারস, তেল ও
মধুর ফলনের প্রথমভাগ থেকে উদারভাবে দান করল ;
তারা যা কিছু এনেছিল তার এক-দশমাংশ দিয়ে দিল।
6ইস্রায়েল ও যিহূদার শহরাঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরা
তাদের গবাদি পশুর এক-দশমাংশ ও অন্যান্য সামগ্রী
ও একই পরিমাণে নিয়ে গ্রামে প্রভু ঈশ্বরের জিনিসপত্র
রাখার জন্য নির্ধারিত একটি বিশেষ জায়গায় স্তূপীকৃত
করলো।

7তৃতীয় মাস অর্থাৎ মে-জুন থেকে শুরু করে সপ্তম
মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত এইভাবে
দানসামগ্রী সংগ্রহ করা হল। **8**যখন হিষ্কিয় আর অন্যান্য
নেতারা এসে সেই স্তূপাকার জিনিষ যেগুলি সংগ্রহ
করা হয়েছিল, দেখলেন, তারা প্রভু আর তাঁর ইস্রায়েলের
লোকেদের ধন্যবাদ জানালেন।

9এরপর, হিষ্কিয় যখন স্তূপীকৃত দান সামগ্রী সম্পর্কে
যাজকগণ ও লেবীয়দের প্রশ্ন করলেন, **10**প্রধান যাজক,
সাদোক বংশের অসরিয় বললেন, “যেদিন থেকে
লোকেরা প্রভুর মন্দিরের জন্য দান করতে শুরু করেছে
সেই সময় থেকে আমরা কেবল খেয়েই চলেছি । কিন্তু
আমরা পেট ভরে খাবার পরও এখনও যথেষ্ট খাবার
দাবার পড়ে রয়েছে। প্রভু সত্যি সত্যিই তাঁর সেবকদের
প্রতি সদয় তাই এতো সমস্ত খাবারদাবার সংগ্রহ
হয়েছে।”

11হিষ্কিয় যাজকদের মন্দিরের ভাঁড়ার ঘরগুলো
ঠিকঠাক করতে বললেন। সে কাজ হয়ে গেলে,
12যাজকরা লোকেদের দান ও এক-দশমাংশ ও অন্যান্য
যা কিছু প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল তা বিশ্বস্তভাবে
নিয়ে এসে মন্দিরের ভাঁড়ার ঘরগুলোয় রাখলেন।
লেবীয়-কনানীয় ছিলেন এই সমস্ত সংগৃহীত
জিনিসপত্রের দায়িত্বে। এব্যাপারে তাঁর সহকারী ছিলেন

তাঁর ভাই শিমিয়ি। 13কনানীয় আর তাঁর ভাই শিমিয়ির তত্ত্বাবধানে কাজ করেছিলেন যাজক যিহীয়েল, অসসিয়, নহৎ, অসাহেল, যিরীমোৎ, যোষাবদ, ইলীয়েল, যিস্মখিয়, মাহৎ, বনায়। রাজা হিষ্কিয় ও ঈশ্বরের মন্দিরের অধ্যক্ষ অসরিয় দুজনে মিলে এই সমস্ত লোকেদের বেছে নিয়েছিলেন। 14যিম্নার পুত্র কোরি,– মন্দিরের পূর্ব প্রান্তের দ্বাররক্ষী লোকেদের ঈশ্বরকে দেওয়া দান এবং পবিত্রতম নৈবেদ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। 15এদন, মিন্যামীন, যেশূয়, শময়িয়, অমরিয় আর শখনিয় এই সংগৃহীত জিনিসগুলি তাদের আত্মীয়দের মধ্যে তাদের বিভাজন অনুযায়ী, নবীন ও প্রবীণ উভয়কেই বিশ্বস্তভাবে বিতরণ করেছিলেন। 16যে সব পুরুষ তিন বছর ও তার উর্দ্ধ বয়সের ছিল এবং যাদের নাম বংশ তালিকায় ছিল, তারাও এই জিনিষগুলি পেয়েছিল। তাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে হত এবং তাদের বিভাজন অনুসারে তাদের যে সব নিত্য কর্মের দায়িত্ব ছিল তা করতে হত। 17যাজকদের প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী দেওয়া হল। এসব কাজ পারিবারিক নথিপত্রে লিপিবদ্ধ পরিবারের নাম দেখে বিধি মতো করা হয়েছিল লেবীয়দের মধ্যে যাদের বয়স 20 বা তার বেশী তারা সকলেই গুরুত্ব ও গোষ্ঠী অনুযায়ী তাদের জন্য নির্ধারিত দানসামগ্রী পেয়েছিলেন। 18এমনকি লেবীয় পরিবারের স্ত্রী ও পুত্রকন্যারাও দানসামগ্রীর অংশবিশেষ লাভ করেছিলেন। পারিবারিক নথিপত্রে যেসমস্ত লেবীয় পরিবারের নাম ছিল তাঁরা কেউই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হননি। কারণ লেবীয়রা সবসময়েই একনিষ্ঠ ও পবিত্র মনে সেবার কাজের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখতেন। 19হারোণের উত্তরপুরুরদের মধ্যে কিছু যাজকদের শহরের কাছে চাষবাসের জমি ছিল যেখানে তাঁরা বাস করতেন। এই শহরগুলির প্রত্যেকটি থেকে সুনাম আছে এমন লোকেদের হারোণের উত্তরপুরুষদের মধ্যে এবং লেবীয়দের পারিবারিক ইতিহাসে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে দানসামগ্রী বিলি-বণ্টনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

20রাজা হিষ্কিয় যিহূদায় এই সমস্ত ভাল ভাল কাজ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রভু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা কিছু ভাল ও মঙ্গলজনক সেই সমস্ত কাজ করেছিলেন। 21তিনি যে যে কাজে হাত দিয়েছিলেন প্রভুর মন্দিরের সংস্কার থেকে শুরু করে বিধি নির্দেশ পালন করা, ঈশ্বরকে অনুসরণ করে চলা সব কিছুতেই সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিষ্কিয় সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে এই সমস্ত কর্তব্য পালন করেছিলেন।

অশূররাজ হিষ্কিয়কে বিপদে ফেললেন

32 রাজা হিষ্কিয় এই সমস্ত কর্তব্য সুষ্ঠভাবে পালন ও সমাধা করার পর অশূররাজ সন্‌হেরীব যিহূদা আক্রমণ করতে আসেন। সন্‌হেরীব তাঁর সেনাবাহিনী সহ দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত যিহূদা শহরের বাইরে তাঁবুসমূহ গেড়েছিলেন কারণ তিনি সেগুলি নিজের জন্য দখল করতে চেয়েছিলেন। 2যখন হিষ্কিয় জানতে পারলেন যে সন্‌হেরীব জেরুশালেম আক্রমণ করতে এসেছেন, 3হিষ্কিয় তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন দুর্গের বাইরের ঝর্ণার জলধারা বন্ধ করে দেবেন। 4তখন সকলে মিলে দূর্গের বাইরে সমস্ত ঝর্ণা আর যিহূদার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীর জল বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা বললেন, “অশূররাজ এখানে আসুন এবং দেখুন কত জলকষ্ট আছে।” 5হিষ্কিয় জেরুশালেমের প্রাচীরের ভেঙে যাওয়া অংশ মেরামত করে প্রাচীরের ওপর নজরদারি স্তম্ভ বসিয়ে জেরুশালেমের সুরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করলেন। উপরন্তু, তিনি প্রথম প্রাচীরের চতুর্দিকে আরেকটা দেওয়াল তুলে পূর্ব দিকের পাঁচিল শক্ত করে গাঁথলেন। অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও ঢালও বানালেন। 6-7যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষদের ওপর তিনি সাধারণ লোকেদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। তিনি শহরের প্রবেশ পথে এই সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, “শক্তিশালী এবং সাহসী হও। অশূররাজের বিশাল সেনাবাহিনীর কথা ভেবে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। অশূররাজের থেকেও বড় শক্তি আমাদের সঙ্গে আছেন। 8অশূররাজের শুধু সৈন্যই আছে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রভু ঈশ্বর আছেন। তিনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন।” এইভাবে যিহূদারাজ হিষ্কিয় সকলকে অনুপ্রাণিত করে তাদের মনের জোর বাড়িয়ে দিলেন।

9ইতিমধ্যে, অশূররাজ সন্‌হেরীব আর তাঁর সেনারা লাখীশ শহরের কাছে শহরটা দখল করার জন্য তাঁবু ফেলেছিলেন। তখন সন্‌হেরীব রাজা হিষ্কিয় ও যিহূদার লোকেদের কাছে একটি খবর পাঠালেন যাতে বলা হল, 10‘কোন বিশ্বাস এবং অবলম্বনের ওপর তোমরা ভরসা করছ যে তোমরা অবরুদ্ধ জেরুশালেমে রয়েছ? 11হিষ্কিয় তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। চালাকি করে সে তোমাদের জেরুশালেমে আটকে রেখেছে, যাতে তোমরা খাবার ও জলের অভাবে বেঘোরে মারা পড়। হিষ্কিয় তোমাদের বলছে, “আমাদের প্রভু ঈশ্বর অশূররাজের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।” 12আর এদিকে ও নিজে প্রভুর সমস্ত উচ্চস্থান ও বেদী ভেঙ্গে দিয়ে যিহূদা আর জেরুশালেমের লোকেদের একটিমাত্র বেদীতে উপাসনা করতে ও ধুপধূনো দিতে বলছে। 13তোমরা সকলে নিশ্চয়ই জানো আমি ও আমার পূর্বপুরুষরা অন্যান্য রাজ্যের লোকেদের কি অবস্থা করেছি। এমন কি ঐ সব দেশের দেবতারাও সেসব লোককে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। 14আমার পূর্বপুরুষরা একের পর এক রাজ্য ধ্বংস করেছেন। এমন কোনো দেবতা নেই যিনি আমাকে তাঁর ভক্তদের হত্যা করার থেকে থামাতে পারেন। তোমরা ভাবছো তোমাদের দেবতা তোমাদের আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? 15হিষ্কিয়র চালাকির ফাঁদে পড়ো না। কারণ কোনো দেশের কোনো দেবতাই তাঁর ভক্তদের আমার বা আমার পূর্বপুরুষের হাত থেকে

রক্ষা করতে পারেনি। ভুলেও ভেবো না যে তোমাদের
প্রভু তোমাদের মৃত্যু আটকাতে পারবে।’”
16অশূররাজের পদস্থ কর্মচারীরা সকলে প্রভু ঈশ্বর
ও তাঁর দাস হিষ্কিয়র বিরুদ্ধে আরো নানা ধরণের
বিরূপ মন্তব্য করেছিল। 17অশূররাজ তাঁর চিঠিতেও
প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন অপমানজনক
মন্তব্য করেছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন: “অন্য
দেশের দেবতারা যেমন তাদের ভক্তদের আমার হাত
থেকে রক্ষা করতে পারেনি, সেরকমই হিষ্কিয়র দেবতাও
আমার হাত থেকে ওর ভক্তদের একটাকেও বাঁচাতে
পারবে না।” 18এরপর সন্হেরীবের আধিকারিকরা
দুর্গপ্রাকারের ওপর যে সমস্ত জেরুশালেমের লোক
দাঁড়িয়েছিলেন তাদের ভয় দেখানোর জন্য হিব্রু ভাষায়
চেঁচিয়ে উঠলেন যাতে তিনি নগরীটি দখল করতে পারেন।
19তারা জেরুশালেমের ঈশ্বর সম্পর্কেও এমনভাবে কথা
বলল যেন তিনি অন্যান্য জাতির সেই সমস্ত দেবতাদের
একজন যাদের মানুষ হাতে করে তৈরী করেছে।
20রাজা হিষ্কিয় আর আমোসের পুত্র ভাববাদী
যিশাইয় তখন এই সঙ্কটের থেকে রক্ষা পেতে উচ্চস্বরে
স্বর্গের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন। 21এবং প্রভু
অশূররাজের শিবিরে একজন দূত পাঠালেন। সেই দূত
তখন অশূরীয়দের সমস্ত সৈন্য, নেতা ও আধিকারিকদের
হত্যা করলেন। অবশেষে, চরম লজ্জা নিয়ে অশূররাজ
তাঁর রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। এরপর, যখন
তিনি তাঁর দেবতার মন্দিরে গেলেন, তাঁর নিজেরই
কয়েকজন পুত্র তরবারির সাহায্যে তাঁকে হত্যা করলো।
22প্রভু এইভাবে হিষ্কিয় ও তাঁর লোকেদের অশূররাজ
সন্হেরীব ও অন্যান্যদের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রভু
তাদের সব দিকেই শান্তি দিয়েছিলেন। 23বহু ব্যক্তি
জেরুশালেমে প্রভুর জন্য এবং যিহূদার রাজা হিষ্কিয়র
জন্য মূল্যবান উপহার এনেছিলেন যাতে অন্য সমস্ত
দেশ হিষ্কিয়কে সম্মান প্রদর্শন করে।
24সেই সময়ে, হিষ্কিয় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন
এবং প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তিনি তখন প্রভুর
কাছে প্রার্থনা করলে প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে একটি দৈব
সংকেতের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেন। 25কিন্তু হিষ্কিয়
এতো গর্বিত ছিলেন যে তিনি তখন ঈশ্বরের এই করুণার
জন্য তাঁর প্রতি ধন্যবাদ পর্যন্ত জ্ঞাপন করেন নি। এতে
ঈশ্বর হিষ্কিয় এবং যিহূদা ও জেরুশালেমের ওপর
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 26এই কারণে হিষ্কিয় ও এই সমস্ত
লোকেরা তাদের মনোভাব ও জীবনযাপনের ধারা
পরিবর্তন করেছিলেন এবং গর্বিত হবার পরিবর্তে
নম্রভাবে থাকতে শুরু করলেন। এর ফলে, হিষ্কিয়র
জীবদ্দশায় প্রভুর ক্রোধাগ্নি তাদের স্পর্শ করেনি।
27হিষ্কিয় বহু ধনসম্পদ ও সম্মানের অধিকারী
হয়েছিলেন। তিনি সোনা, রূপো, গয়নাগাঁটি, মশলাপাতি
অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার জন্য নতুন নতুন
জায়গা বানিয়েছিলেন। 28লোকেরা তাকে যেসমস্ত
খাদ্যশস্য, দ্রাক্ষারস, তেল ইত্যাদি পাঠাতো সেসব রাখার
জন্যও ভাঁড়ার ঘর ছিল। গবাদি পশু, ঘোড়া এদের
থাকার জন্য বানানো হয়েছিল গোয়াল ও আস্তাবল।
29এছাড়াও হিষ্কিয় অনেক নতুন শহরের পত্তন করেছিলেন
এবং মেষপাল ও অন্যান্য গবাদি পশুর অধিকারী
হয়েছিলেন। ঈশ্বর হিষ্কিয়কে ধনবান করেছিলেন।
30হিষ্কিয়ই জেরুশালেমের গীহোন ঝর্ণার উৎস মুখের
স্রোত আটকে তার গতিপথ দায়ূদ নগরীর পশ্চিম প্রান্তে
পরিবর্তিত করেছিলেন। তাঁর সমস্ত কাজেই হিষ্কিয়
সফলতা লাভ করেন।
31হিষ্কিয়র এই একটানা সফলতার কারণে বাবিলের
নেতাদের তাঁর সাফল্যের গোপন কথা শিখতে পাঠানো
হয়েছিল। হিষ্কিয়কে পরীক্ষা করার জন্য ঈশ্বর তাকে
একা রেখে দিলেন, যাতে তিনি জানতে পারেন হিষ্কিয়
সত্যি কতটা বিশ্বস্ত ছিল।
32হিষ্কিয় আর যা কিছু করেছিলেন তিনি কিভাবে
প্রভুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন সেসবই আমোসের
পুত্র যিশাইয়র ‘দর্শন পুস্তক’ এবং ‘যিহূদা ও ইস্রায়েলের
রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থে’ লিপিবদ্ধ আছে। 33হিষ্কিয়র
মৃত্যুতে, লোকেরা তাঁকে পাহাড়ের ওপর দায়ূদের
পূর্বপুরুষের মধ্যে সমাধিস্থ করল এবং তাঁর মৃত্যুর পর
যিহূদার ও জেরুশালেমের সমস্ত লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা
জানায়। হিষ্কিয়র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মনঃশি নতুন
রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা মনঃশি

33 মাত্র বারো বছর বয়সে যিহূদার রাজা হয়ে রাজা
মনঃশি 55 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব
করেছিলেন। 2মনঃশি প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।
যে সমস্ত জাতির লোকেদের প্রভু ইস্রায়েলীয়রা আসার
আগে পাপাচরণের জন্য তাদের ভূখণ্ড থেকে উৎখাত
করেছিলেন, মনঃশি তাদের অনুসৃত ভয়ানক ও জঘন্য
পথে জীবনযাপন করেন। 3মনঃশি আবার নতুন করে
তাঁর পিতার ভেঙ্গে দেওয়া উচ্চস্থান বানানো ছাড়াও
বাল দেবতার বেদী ও দেবী আশেরার খুঁটি বসিয়েছিলেন।
আকাশের নক্ষত্ররাজির সামনেও তিনি মাথা নত করেন
ও তাদের পূজো করেন। 4প্রভুর মন্দিরে, জেরুশালেমে
যে মন্দিরে প্রভু আজীবন তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন প্রকাশের
বাসনা করেছিলেন, সেই মন্দিরে মনঃশি মূর্ত্তিদের বেদী
স্থাপন করেছিলেন। 5প্রভুর মন্দিরের দুটো উঠোনে
মনঃশি আকাশের তারকারাজির জন্য বেদী স্থাপন
করেছিলেন। 6বিন্‌হিন্নোমের উপত্যকায়, তিনি তাঁর
নিজের সন্তানদের আগুনে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি
ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, মোহক, যৌগিক ও মায়াক্রিয়ার মাধ্যমেও
দুষ্ট আত্মা, প্রেতাত্মা ও যাদুকরদের সহায়তায় তাঁর
মনঃস্কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এইরকম নানাভাবে
প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি প্রভুকে ক্রুদ্ধ করে
তুলেছিলেন। 7তিনি মন্দিরে এক মূর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন
যেখানে প্রভু দায়ূদ ও তাঁর পুত্র শলোমনের কাছে ঘোষণা
করেছিলেন, “আমি এই মন্দিরে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত
অঞ্চলগুলির মধ্যে থেকে যাকে মনোনীত করেছি সেই
জেরুশালেমে আমার নাম চিরকাল রাখব। সেই মন্দিরে

তিনি একটি মূর্ত্তি স্থাপন করলেন। **8**আমি মোশিকে যে
বিধি ও নির্দেশগুলি দিয়েছিলাম শুধু যদি ইস্রায়েলীয়রা
সেগুলি পালন করে তাহলে আমি তোমাদের
পূর্বপুরুষকে যে জমি দিয়েছিলাম তা কখনো আবার
ফিরিয়ে নেব না।”

9কিন্তু যিহোশূয়র সময় প্রভু যে জাতিগুলিকে ধ্বংস
করেছিলেন মনঃশি যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের,
তার থেকেও বেশী পাপাচরণে প্রবৃত্ত করেছিলেন। **10**প্রভু
মনঃশি ও তাঁর প্রজাদের সতর্ক করলেও তাঁরা তাঁর
কথায় কর্ণপাত করলেন না। **11**তখন প্রভু অশূররাজের
সৈন্যাধ্যক্ষদের দিয়ে মনঃশির রাজত্ব আক্রমণ করালেন।
এই সৈন্যাধ্যক্ষরা মনঃশিকে বন্দী করে তাঁর হাতে পায়ে
বেড়ি পরিয়ে, শেকলে বেঁধে তাঁকে বাবিলে নিয়ে গেলেন।

12তারপর, যখন তিনি মহা সঙ্কটে পড়লেন, তখন
মনঃশি প্রভু তাঁর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং
গভীরভাবে তার পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের কাছে নিজেকে
অবনত করলেন। **13**তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন
এবং সাহায্য চাইলেন। ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনলেন এবং
তার অনুরোধ রাখলেন এবং তিনি তাঁকে জেরুশালেমে,
তাঁর রাজত্বে ফিরে গিয়ে তাঁর সিংহাসনে বসতে দিলেন।
মনঃশি বুঝতে পারলেন যে প্রভুই প্রকৃত ঈশ্বর। **14**এ
ঘটনার পর মনঃশি নগরীর বাইরে আরেকটি পাঁচিল
তুললেন। এই দেওয়ালটি গীহোন ঝর্ণার পশ্চিম প্রান্তের
কিদ্রোণ উপত্যকা থেকে ওফেল পর্বতের মৎসদ্বার পর্যন্ত
বিস্তৃত হল। এবারের পাঁচিলগুলো খুব উঁচু করে বানানো
হয়। এরপর মনঃশি যিহূদার সমস্ত দুর্গবেষ্টিত শহরে
সেনাপতিসমূহ নিয়োগ করেন। **15**তিনি সমস্ত মূর্ত্তি ও
প্রতিকৃতিগুলি প্রভুর মন্দির থেকে সরিয়ে ফেলেন
এবং মন্দিরের পর্বতের ওপর এবং জেরুশালেমে তাঁর
বানানো বেদীগুলিও ভেঙে শহরের বাইরে ফেলে
দিলেন। **16**তারপর তিনি প্রভুর জন্য বেদীটি উদ্ধার
করলেন এবং মঙ্গল নৈবেদ্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন-সূচক
নৈবেদ্য অর্পণ করলেন এবং যিহূদার সমস্ত লোকেদের
প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হতে
আদেশ দিলেন। **17**লোকেরা উচ্চস্থলীতে বলি দিলেও
তারা তা একমাত্র তাদের প্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই
দিতেন।

18মনঃশি আর যা কিছু করেছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি
তাঁর প্রার্থনা বা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে যে
সমস্ত ভাববাদী তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন সেসবই
‘ইস্রায়েলের রাজাদের সরকারী নথিপত্র’তে লিপিবদ্ধ
আছে। **19**মনঃশির প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের তাতে সাড়া
দেওয়া, তাঁর পাপ এবং বিশ্বাসহীনতা, যেখানে যেখানে
তিনি উচ্চস্থান স্থাপন করেছিলেন সেই সব জায়গার
পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, আশেরার খুঁটি সমূহ ও মূর্ত্তিসমূহ,
নিজেকে নম্র করবার পূর্বে, এগুলি পরিপূর্ণভাবে
“ভাববাদীদের ইতিহাস গ্রন্থে” লেখা আছে। **20**মনঃশির
মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
সমাধিস্থ করার পর তাঁর পুত্র আমোন নতুন রাজা
হলেন।

যিহূদার রাজা আমোন

21আমোন 22 বছর বয়সে রাজা হয়ে মাত্র দু বছর
জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন। **22**আমোন প্রভুর প্রতি
বহু পাপাচরণ করেন। তাঁর পিতার বানানো খোদাই
করা মূর্ত্তির সামনে বলিদান করা ছাড়াও আমোন এই
সমস্ত মূর্ত্তি পূজো করতেন। **23**তিনি তাঁর পিতা মনঃশির
মতো দীনভাবে প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণও করেন নি।
বরঞ্চ তিনি উত্তরোত্তর আরো অপরাধ করতে থাকেন।
24আমোনের ভৃত্যরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে
রাজপ্রাসাদেই হত্যা করলো। **25**কিন্তু যিহূদার লোকেরা
এই সমস্ত চক্রান্তকারী ভৃত্যদের হত্যা করে আমোনের
পুত্র যোশিয়কে সিংহাসনে বসালো।

যিহূদার রাজা যোশিয়

34 যোশিয় মাত্র আট বছর বয়সে রাজা হয়ে 31
বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
2যোশিয় প্রভু বর্ণিত সৎ পথে জীবনযাপন করেছিলেন।
তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতোই তিনি বহু সৎকাজ করেন
এবং এই পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। **3**তাঁর রাজত্বের
আট বছরে, যোশিয়, যখন তিনি তখনও একজন বালক
মাত্র ছিলেন, ঈশ্বরকে খুঁজতে শুরু করেন, যিনি তাঁর
পূর্বপুরুষ দায়ূদ দ্বারা পূজিত। বারো বছর রাজত্ব করার
পর, তিনি যিহূদা ও জেরুশালেম থেকে উঁচু স্থানগুলির
উৎপাটন, আশেরার খুঁটিগুলি, মূর্ত্তিসমূহ ও প্রতিকৃতি
নির্মূল করার অভিযান শুরু করেন। **4**লোকেরা তাঁর
আদেশে বালদেবের বেদী ও ধূপধূনো দেবার উঁচু
বেদীগুলি ভেঙে ফেলেন। মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতিগুলো ভেঙে
গুঁড়ো করার পর তিনি সেই ধূলো বালদেবের মৃত
উপাসকদের কবরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। **5**এবং যোশিয়
বালের সেইসব যাজকদের হাড়গুলি এবং তাদের
বেদীগুলি পুড়িয়ে ছাই করেন। **6**মনঃশি থেকে ইফ্রয়িম,
শিমিয়োন থেকে নপ্তালি– সমগ্র যিহূদা ও জেরুশালেম
থেকে **7**যোশিয় এভাবে মূর্ত্তিপূজোর অবসান
ঘটিয়েছিলেন। এই সবকটি শহরে ও শহরের প্রত্যন্ত
অঞ্চলে ইস্রায়েলের সর্বত্র তিনি উচ্চস্থান ও আশেরার
খুঁটি, দেবতাদের মূর্ত্তিসমূহ ভেঙে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

8যিহূদায় 18 বছর রাজত্ব করার পর এবং সেই
ভূখণ্ডকে এবং মন্দিরকে শুদ্ধ করবার পর, যোশিয়
অৎসলিয়র পুত্র শাফন, নগরপাল মাসেয় ও সচিব
যোয়াহষের পুত্র যোয়াহকে প্রভুর মন্দিরটি সারানোর
আদেশ দিলেন।

9আদেশ পালন করতে এরা সকলে প্রথমে
মহাযাজক হিল্কিয়র সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে লোকেরা
ঈশ্বরের মন্দিরের জন্য যে অর্থ দিয়েছেন তা তুলে
দিলেন। লেবীয় দ্বাররক্ষীগণ এই অর্থ মনঃশি, ইফ্রয়িম,
যিহূদা, বিন্যামীন, জেরুশালেম ও ইস্রায়েলে যারা থেকে
গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর
তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। **10**এরপর লেবীয়রা
সেই অর্থ প্রভুর মন্দিরের কাজের তত্ত্বাবধায়কদের

দিলেন। ক্রমানুসারে তত্ত্বাবধায়করা সেই অর্থ প্রভুর মন্দিরে যেসব শ্রমিক কাজ করবে তাদের দিলেন।
11ছুতোরকে কড়িবর্গার জন্য কাঠ কিনতে এবং পাথর কেনবার জন্য পাথর কাটুরেদের অর্থ দিলেন। তাঁরা এটা করলেন কারণ যিহূদার আগের রাজারা মন্দিরের ইমারতগুলিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দিয়েছিলেন।
12-13নিযুক্ত শ্রমিকরা লেবীয় মরারি পরিবারের লেবীয় যহৎ ও ওবদিয়র তত্ত্বাবধানে এবং কহাৎ পরিবারের সখরিয় ও মশুল্লমের অধীনে মন প্রাণ দিয়ে কাজ করলো। যে সমস্ত লেবীয়রা দক্ষ গাইয়ে, বাজিয়ে ছিলেন তাঁরা শ্রমিকদের এবং যারা বিভিন্ন রকমের কাজ করেছিলেন, তাদের তত্ত্বাবধান করলেন। কিছু লেবীয় করনিক, অধিকারিক ও রক্ষী হিসেবে কাজ করলেন।

বিধিপুস্তক আবিষ্কার

14সেই সময়ে, যখন লেবীয়রা প্রভুর মন্দির থেকে অর্থ বের করছিলেন, যাজক হিল্কিয়, মোশির মাধ্যমে প্রভু যে বিধিপুস্তকটি দিয়েছিলেন সেটিকে খুঁজে পেলেন।
15উত্তেজিত হিল্কিয় তখন সচিব শাফনকে ডেকে বললেন, "আমি প্রভুর গৃহ থেকে বিধিপুস্তক খুঁজে পেয়েছি।" এবং তিনি শাফনকে সেটি দেখতে দিলেন। 16শাফন
তা রাজা যোশিয়র কাছে নিয়ে এসে বললেন, "আপনার কর্মচারীরা আপনার সমস্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। 17প্রভুর মন্দিরে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা দিয়ে ঠিকাদার আর মিস্ত্রিদের মজুরি দেওয়া হয়েছে।" 18তারপর শাফন রাজা যোশিয়কে বললেন, "যাজক হিল্কিয় আমায় একটা বই দিয়েছিলেন।" একথা বলে রাজার সামনে বিধিপুস্তকটি পাঠ করতে শুরু করলেন। 19বিধি পুস্তকের কথাগুলি শুনে রাজা যোশিয় মানসিকভাবে বিপর্য্যস্ত হলেন এবং তাঁর জামাকাপড় ছিঁড়তে শুরু করলেন। 20এবং তখন যোশিয় হিল্কিয়কে, শাফনের পুত্র অহীকাম, মীখায়ের পুত্র অব্দোন, লেখক শাফন আর রাজার ভৃত্য অসায়কে নির্দেশ দিলেন,
21"শিগ্‌গির গিয়ে প্রভুর কাছে খুঁজে পাওয়া বিধিপুস্তকে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রভুর বিধি অনুসরণ করেন নি বলে প্রভু আমাদের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা এই বইয়ে বর্ণিত সমস্ত বিধি ঠিকমতো পালন করেন নি।"

22হিল্কিয় ও রাজার সমস্ত ভৃত্যরা সকলে তখন রাজার বস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধায়ক হস্রহের পৌত্র, তোখতের পুত্র, শল্লুমের স্ত্রী ভাববাদিনী হুল্‌দার কাছে জেরুশালেমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন হিল্কিয় আর রাজভৃত্যেরা হুল্‌দাকে বইটি সম্পর্কে জানাল। 23হুল্‌দা তাদের বললেন: "রাজা যোশিয়কে গিয়ে বলো: প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর জানিয়েছেন, 24'আমি এই অঞ্চলে ও এখানে বসবাসকারী লোকেদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলবো। যিহূদার রাজার সামনে যা পাঠ করা হয়েছে, বিধিপুস্তকে যেসব ভয়ানক ঘটনার কথা বর্ণিত হয়েছে আমি সেই সবই এখানে ঘটাবো। 25কারণ লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহের সামনে ধূপধূনো জ্বালিয়েছে; তাদের যাবতীয় কুকাজ আমায় ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। তাই এই সমগ্র অঞ্চলের ওপর আমি আমার ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করবো যা কিছুতে নির্বাপিত হবে না।"

26"যাইহোক, যিহূদার রাজা যোশিয়, যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন, তাঁকে বলো যে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এ কথাও বলেন:
27'যোশিয়, তুমি তোমার মন বদলেছ এবং আমার কাছে নিজেকে নম্র করেছ, তোমার পরনের পোশাক ছিঁড়েছ এবং আমার সামনে কেঁদেছ। তোমার হৃদয় কোমল, তাই আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি। 28আমি তোমাকে তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে নিয়ে যাবো। তুমি শান্তিতেই মরতে পারবে। এই ভূখণ্ডে ও এখানকার লোকেদের জীবনে আমি যে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলবো তা তোমায় চোখে দেখে যেতে হবে না।'" হিল্কিয় ও রাজকর্মচারীরা এসে রাজাকে এই খবর জানালেন।

29রাজা যোশিয় তখন যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।
30রাজা নিজে প্রভুর মন্দিরে গেলেন। যখন যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত লোক, যাজক ও লেবীয়রা, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সবাই যোশিয়র কাছে এলো, তিনি তাদের প্রভুর মন্দিরে খুঁজে পাওয়া চুক্তি পুস্তকে লিখিত সবকিছু পাঠ করে শোনালেন। 31এরপর রাজা তাঁর নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে প্রভুর সামনে তাঁর অনুগামী হইবার এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা বিধি এবং নিয়মসকল পালন করবেন বলে শপথ করলেন। 32এরপর তিনি জেরুশালেম ও বিন্যামীনের সকলকে দিয়েও একই প্রতিশ্রুতি করালেন। জেরুশালেমের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের সামনে করা শপথ রক্ষা করতে সম্মত হলেন। 33ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে বিভিন্ন দেশের মূর্ত্তি ছিল। যোশিয় সেইসব ভয়ানক জঘন্য মূর্ত্তি ভেঙে ফেলে ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভুর সেবা করতে বাধ্য করালেন। যতদিন পর্যন্ত যোশিয় বেঁচে ছিলেন লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের প্রভু ঈশ্বরের সেবা করে চলেছিলেন।

যোশিয়র নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন

35 রাজা যোশিয় জেরুশালেমে প্রভুর জন্য নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করেছিলেন। প্রথম মাসের 14 দিনে তারা নিস্তারপর্বের মেষটি বলিদান করে।
2যোশিয় তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যাজকদের বেছে নিয়েছিলেন এবং প্রভুর মন্দিরে কাজকর্ম করার সময় তিনি তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। 3যে সমস্ত লেবীয়রা ইস্রায়েলের লোকেদের শিক্ষাদান করতেন এবং প্রভুর সেবার জন্য যাঁরা পৃথকভাবে সমর্পিত ছিলেন, যোশিয় তাঁদের বলেছিলেন, "পবিত্র সিন্দুকটি রাজা দায়ূদের সন্তান শলোমনের বানানো মন্দিরে রেখে দাও। ওটা কাঁধে বয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর তোমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এবার মন দিয়ে

তোমাদের প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের
লোকেদের সেবা করো। 4পরিবারগোষ্ঠী অনুযায়ী
মন্দিরের সেবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখো। রাজা
দায়ূদ ও তাঁর সন্তান তোমাদের জন্য যে কর্তব্য বিধান
করেছেন মন প্রাণ দিয়ে তা পালন করো। 5যাও,
লোকেদের বিভিন্ন পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্দিরের
পবিত্র স্থানে লেবীয়গোষ্ঠীর সঙ্গে দাঁড়াও। 6নিস্তারপর্বের
মেষগুলো বলি দাও, প্রভুর জন্য নিজেদের শুদ্ধ ও
পবিত্র করে তোলো। তোমাদের ভাইদের জন্য মেষগুলো
প্রস্তুত করে রাখো। এসো, প্রভু মোশির মাধ্যমে আমাদের
যা যা করতে আদেশ দিয়েছেন আমরা সেইসব করি।”

7নিস্তারপর্বে বলি দেবার জন্য যোশিয় ইস্রায়েলের
লোকেদের নিজের গবাদি পশু থেকে 30,000 ছাগল
ও মেষ ছাড়াও আরো 3,000 ষাঁড় দিয়েছিলেন।
8যোশিয়র অধীনস্থ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও মুক্ত হস্তে
নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপনের জন্য লেবীয় ও যাজকবর্গ
লোকেদের বিভিন্ন পশু ও জিনিসপত্র দান করেছিলেন।
প্রভুর মন্দিরের প্রধান আধিকারিক হিল্কিয়, সখরিয়
এবং যিহীয়েল যাজকদের কাছে 2,600টি মেষ ও ছাগল
এবং 300টি ষাঁড় দান করেছিলেন। 9কনানিয়, শময়িয়,
নথনেল ও তাঁর ভাইরা, হশবিয়, যীয়ীয়েল, লেবীয়
প্রধান, যোষাবদের মত লোকেরা নিস্তারপর্বে বলিদানের
জন্য লেবীয়দের 500টি মেষ ও ছাগল এবং 500 টি
ষাঁড় দান করেছিলেন। এই লোকেরা ছিল লেবীয়দের
নেতৃবৃন্দ। 10রাজা যেমন আদেশ করেছিলেন সেই
অনুযায়ী সমস্তরকম প্রস্তুতি শেষ হলে যাজকরা তাদের
জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ালেন এবং লেবীয়রা তাদের
নিজের নিজের দলগুলির সঙ্গে দাঁড়ালেন।
11নিস্তারপর্বের মেষগুলো বলি দেওয়া হল। তারপর
লেবীয়রা চামড়া ছাড়িয়ে যাজকদের হাতে বলি দেওয়া
পশুর রক্ত তুলে দিলেন। যাজকরা সেই রক্ত বেদীর
ওপর ছিটিয়ে দিলেন এবং 12তারপর বিভিন্ন
পরিবারগোষ্ঠীর হাতে, মোশির বিধি পুস্তক অনুযায়ী,
প্রভুর প্রতি হোমবলির জন্য বলির মাংস তুলে দিলেন।
13নির্দেশ অনুযায়ী, লেবীয়রা আগুনের আঁচে নিস্তারপর্বের
মেষশাবকের মাংস ঝলসে নিলেন। তারপর দ্রুত
লোকেদের মধ্যে মাংস বিতরণ করা হল। 14এসব কাজ
শেষ হবার পর, লেবীয়রা তাদের নিজেদের ও হারোণের
উত্তরপুরুষ যাজকদের জন্য বরাদ্দ মাংসের ভাগ
পেলেন। যেহেতু রাত্রি পর্যন্ত এই সমস্ত যাজক সকলেই
হোমবলি এবং চর্বি নিবেদনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন,
লেবীয়রা তাঁদের এবং যাজকদের জন্য মাংস তৈরী
করলেন। 15আসফের বংশের লেবীয় গায়করা এরপর
রাজা দায়ূদের নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এদের
মধ্যে আসফ, হেমন রাজার ভাববাদী যিদূথূন প্রমুখরা
ছিলেন। দ্বাররক্ষীদের কাউকেই নিজেদের জায়গা ছেড়ে
নড়তে হয়নি কারণ তাদের অন্যান্য লেবীয় ভাইরা
সকলেই নিস্তারপর্বের জন্য যা যা করা প্রয়োজন,
সুষ্ঠভাবে করেছিলেন। 16অর্থাৎ রাজা যোশিয় যেভাবে
বলেছিলেন প্রভুর উপাসনার জন্য সব কিছু ঠিক
সেইভাবে প্রস্তুত করা হল। এরপর নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন
করা হল এবং বেদীতে হোমবলি নিবেদন করা হল।
17ইস্রায়েলের যেসমস্ত লোকেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত
ছিলেন তারা সকলে সাতদিন ধরে নিস্তারপর্ব ও
খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করলো। 18সেই
ভাববাদী শমূয়েলের সময়ের পর থেকে আর এভাবে
ইস্রায়েলে নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করা হয়নি। যোশিয়
যেভাবে যাজকদের সঙ্গে, লেবীয়দের সঙ্গে এবং সমগ্র
যিহূদা ও ইস্রায়েলে জেরুশালেমের লোকেদের সঙ্গে
এই নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করলেন, ইস্রায়েলের কোনো
রাজাই আগে তা পালন করেন নি। 19রাজা যোশিয়র
রাজত্বের 18 বছরের মাথায় এই নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন
করেছিলেন।

যোশিয়র মৃত্যু

20যোশিয় এই সবকিছু করার পরে মিশররাজ নখো
ফরাৎ নদীর তীরবর্তী কর্কমীশ শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে এলেন, এবং যোশিয় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা
করলেন। 21নখো রাজা যোশিয়কে বার্তাবাহক মারফৎ
জানালেন, “মহারাজ, আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
আসি নি। এটি আদৌ আপনার কোনো সমস্যা নয়।
আমি আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি
কারণ ঈশ্বর আমার পক্ষে এবং তিনি আমাকে দ্রুত
কাজ শেষ করতে বলেছেন। তাই আমাকে থামাবেন
না, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে ধ্বংস করবেন।” 22কিন্তু
যোশিয় এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করলেন না এবং
ছদ্মবেশে মগিদ্দোতে নখোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন।
23যখন তীরন্দাজরা রাজা যোশিয়কে বিদ্ধ করল, তিনি
তাঁর ভৃত্যদের বললেন, “আমাকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে
চলো, আমি গুরুতর ভাবে জখম হয়েছি।”

24ভৃত্যরা যোশিয়কে তাঁর রথ থেকে সরিয়ে তাঁরই
আনা অন্য একটি রথে করে জেরুশালেমে নিয়ে এলো।
সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল। যোশিয়কে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে সমাধিস্থ করা হল এবং তাঁর মৃত্যুতে যিহূদা ও
জেরুশালেমের লোকেরা গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন হলেন।
25যিরমিয় যোশিয়র পারলৌকিক অনুষ্ঠানের জন্য কিছু
গান লিখেছিলেন এবং গেয়েও ছিলেন, লোকেরা এখনো
সেই গান গেয়ে থাকে। রাজা যোশিয়র জন্য শোক
প্রকাশ করে গান গাওয়া ইস্রায়েলীয় জনজীবনের একটি
অঙ্গে পরিণত হল। এই গানগুলি ‘পারলৌকিক
অনুষ্ঠানের গান’ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। 26-27রাজা
যোশিয় তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকে শেষাবধি আর যা
কিছু করেছিলেন সেসবই ‘ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজাদের
ইতিহাস’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ থেকে প্রভুর
প্রতি তাঁর ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং তিনি কিভাবে প্রভুকে
অনুসরণ করেছিলেন সেকথাও জানা যায়।

যিহূদার রাজা যিহোয়াহস

36 যিহূদার লোকেরা যোশিয়র পুত্র যিহোয়াহসকে
জেরুশালেমে নতুন রাজা হিসেবে নির্বাচিত

করলেন। 2যিহোয়াহস 23 বছর বয়সে যিহূদার রাজা
হয়ে মাত্র তিন মাস জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
3তারপর মিশরের রাজা নখো এসে যিহোয়াহসকে বন্দী
করেন। তিনি যিহূদার লোকেদের 3 3/4 টন রূপো ও
75 পাউণ্ড সোনা কর হিসেবে দিতে বাধ্য করেন। 4নখো
যিহোয়াহসের ভাই ইলীয়াকীমকে যিহূদা ও
জেরুশালেমের নতুন রাজা হিসেবে নিযুক্ত করলেন,
এবং তাঁর নতুন নামকরণ করলেন যিহোয়াকীম, তবে
তিনি যিহোয়াহসকে তাঁর সঙ্গে মিশরে নিয়ে যান।

যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম

5যিহোয়াকীম মাত্র 25 বছর বয়সে যিহূদার রাজা
হয়ে এগারো বছর জেরুশালেমের রাজত্ব করেছিলেন।
তিনি প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপনের পরিবর্তে
তাঁর ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।
6বাবিলরাজ নবূখদ্‌রিৎসর যিহূদা আক্রমণ করে
যিহোয়াকীমকে পেতলের শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে
বাবিলে নিয়ে গেলেন। 7ফিরে যাবার সময় নবূখদ্‌নিৎসর
প্রভুর মন্দির থেকে বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে
বাবিলে তাঁর রাজপ্রাসাদে রেখে দিয়েছিলেন।
8যিহোয়াকীম আর যা কিছু করেছিলেন তাঁর সমস্ত
জঘন্য পাপাচরণের কথা 'ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজাদের
ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যিহোয়াকীমের পর
তাঁর জায়গায় তাঁর পুত্র যিহোয়াখীন নতুন রাজা হলেন।

যিহূদার রাজা যিহোয়াখীন

9যিহোয়াখীন 18 বছর বয়সে যিহূদার রাজা হয়ে
মাত্র তিন মাস দশ দিন জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
তিনিও প্রভুর বিরুদ্ধে পাপাচরণ করেছিলেন। 10বসন্তের
সময়, রাজা নবূখদ্‌নিৎসর প্রভুর মন্দির থেকে অনেক
দামী জিনিসপত্রের সঙ্গে যিহোয়াখীনকে বন্দী করে
বাবিলে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর নবূখদ্‌নিৎসর
যিহোয়াখীনের জনৈক আত্মীয়, সিদিকিয়কে যিহূদা ও
জেরুশালেমের নতুন রাজা নিযুক্ত করলেন।

যিহূদার রাজা সিদিকিয়

11সিদিকিয় মাত্র 21 বছর বয়সে যিহূদার রাজা হয়ে
এগারো বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেছিলেন।
12সিদিকিয়ও প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন না করে
তাঁর বিরুদ্ধে পাপাচরণ করেছিলেন। ভাববাদী যিরমিয়
তাঁকে প্রভুর প্রেরিত সতর্কবাণী শোনালেও সিদিকিয়
তাতে কর্ণপাত করেন নি বা নম্র ও ধার্মিকভাবে
জীবনযাপন করেন নি।

জেরুশালেম ধ্বংস হল

13ইতিপূর্বে নবূখদ্‌নিৎসর সিদিকিয়কে তাঁর অনুগত
থাকতে বললেও সিদিকিয় নবূখদ্‌নিৎসরের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করলেন। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে
বলেছিলেন যে তিনি নবূখদ্‌নিৎসরের অনুগত থাকবেন।
কিন্তু শপথ করার পরেও তিনি তাঁর জীবনযাপনের
রীতির কোনো পরিবর্তন করেন নি; এমনকি প্রভু,
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নির্দেশ মেনেও চলতে রাজী হন নি।
14উপরন্তু, যাজকগণের এবং লোকেদের নেতৃবৃন্দ
সকলেই প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল এবং অন্যান্য জাতির
মতোই পাপাচরণ করেছিল। তারা প্রভুর মন্দিরটিকেও
অপবিত্র করেছিল যেটিকে তিনি জেরুশালেমে পবিত্র
করেছিলেন। 15তাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু ঈশ্বর বারংবার
ভাববাদীদের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করেছিলেন কারণ
তিনি এই মন্দির ও লোকেদের পরিণতির কথা ভেবে
করুণা বোধ করেছিলেন। 16কিন্তু তারা ঈশ্বরের
বার্তাবাহকদের নিয়ে মজা করেছিল, তারা তাঁর বাক্য
ঘৃণা করেছিল এবং তাঁর ভাববাদীদের অপমান করেছিল
যতক্ষণ না তাঁর ক্রোধ এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে
তার কোন প্রতিকার ছিল না। 17ঈশ্বর তখন বাবিলরাজকে
দিয়ে যিহূদা ও জেরুশালেম আক্রমণ করালেন।
বাবিলরাজ এসে সমস্ত তরুণদের এমনকি মন্দিরে
উপাসনারত লোকেদেরও হত্যা করলেন। নিষ্ঠুরভাবে,
কোনো দয়ামায়া না দেখিয়ে তিনি স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ,
সুস্থ-অসুস্থ, যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত ব্যক্তিকে
নির্বিচারে হত্যা করলেন। প্রভুই তাকে যিহূদা ও
জেরুশালেমের লোকেদের শাস্তি দেবার অধিকার
দিয়েছিলেন। 18নবূখদ্‌রিৎসর প্রভুর মন্দির থেকে
যাবতীয় জিনিসপত্র বাবিলে নিয়ে গেলেন।
রাজকর্মচারীদের মূল্যবান জিনিসপত্রও তিনি নিয়ে যান।
19তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী মিলে জেরুশালেমের প্রাকার
গুঁড়িয়ে দিয়ে মন্দির, রাজপ্রাসাদও রাজকর্মচারীদের
বাড়ীঘরদোর সবকিছু পুড়িয়ে দিলেন। 20যেসমস্ত ব্যক্তিরা
বেঁচে ছিল নবূখদ্‌রিৎসর তাদের সবাইকে ক্রীতদাস
হিসেবে বাবিলে নিয়ে গিয়েছিলেন। পারস্যরাজ বাবিল
অধিকার করা পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যক্তিরা বাবিলেই ছিল।
21এইভাবে প্রভু ভাববাদী যিরমিয়র মুখ দিয়ে ইস্রায়েলের
লোকেদের উদ্দেশ্যে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে
সবই মিলে গেল। প্রভু যিরমিয়র মারফৎ ভবিষ্যদ্বাণী
করেন, "বিশ্রামদিনে বিশ্রাম না নিয়ে লোকেরা যে
পাপাচরণ করেছে তা শোধন করতে এই ভূখণ্ড এভাবে
পতিত থাকবে।" এইভাবে, দেশটি 70 বছর ধরে বিশ্রাম
পেয়েছিল। 22পারস্যরাজ কোরসের রাজত্বের প্রথম
বছরে, প্রভু কোরসকে দিয়ে তাঁর রাজ্যের সর্বত্র একটি
বিশেষ ঘোষণা করালেন এবং সেটি লিখিত হল যাতে
ভাববাদী যিরমিয়র মাধ্যমে দেওয়া প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীটি
সত্যি হয়। কোরস তাঁর রাজত্বের সর্বত্র বার্তাবাহক
পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন:

> 23"পারস্যের রাজা কোরস জানিয়েছেন যে
> স্বর্গের প্রভু ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীর অধীশ্বর
> করেছেন। তিনি আমাকে জেরুশালেমে তাঁর
> জন্য একটি মন্দির তৈরী করবার দায়িত্ব
> দিয়েছেন। এখন তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের
> সেবকরা সকলেই স্বাধীন এবং জেরুশালেমে
> যেতে পারো। প্রার্থনা করি প্রভু তোমাদের
> সকলের সহায় হোন।"

ইস্রা

কোরস বন্দীদের ফিরতে সাহায্য করলেন

1 পারস্যের রাজা কোরসের রাজত্বের প্রথম বছরে*
প্রভু একটি ঘোষণা করবার জন্য তাঁকে উৎসাহিত
করলেন। কোরস সেই ঘোষণাটি লিখিয়ে নিলেন এবং
তাঁর রাজ্যের সব জায়গায় সেটি পড়াবার ব্যবস্থা
করলেন। যিরমিয়র মুখ দিয়ে বলা প্রভুর এই বার্তাটি
যাতে প্রচার হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা হল। ঘোষণাটি
এইরূপ:

2“পারস্যের রাজা কোরসের কাছ থেকে:
স্বর্গের প্রভু আমায় পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য
উপহার দিয়েছেন। যিহূদা দেশের জেরুশালেমে
তাঁর জন্য একটি মন্দির নির্মাণের নিমিত্ত তিনি
আমাকে নিযুক্ত করেছেন। 3যদি তোমাদের মধ্যে
তাঁর কোন লোক বাস করে তবে তারা যেন
তাদের যিহূদা দেশের জেরুশালেম শহরে গিয়ে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভুর জন্য একটি মন্দির
নির্মাণ করে যেটি জেরুশালেমে আছে। প্রভু
তাদের আশীর্বাদ করুন। 4সমস্ত জায়গায় যেখানে
বেঁচে যাওয়া ইস্রায়েলীয়রা বাস করে তাদের
সেখানকার অধিবাসীদের সমর্থন অবশ্যই পাওয়া
দরকার। জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের
জন্য প্রত্যেককে তাদের সোনা, রূপো, গবাদি
পশু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করতে
হবে।”

5তখন যিহূদা ও বিন্যামীন উপজাতির পরিবারের
অধিনায়কেরা প্রভুর মন্দির নির্মাণের জন্য জেরুশালেমে
যেতে প্রস্তুত হল। অন্যান্য লোকেরাও, যারা ঈশ্বরের
দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল, তারাও তাদের সঙ্গে যোগদান
করতে প্রস্তুত হল। 6এই কাজের জন্য তাদের
প্রতিবেশীরা সকলেই মুক্তহস্তে তাদের সোনা, রূপো,
গবাদি পশুসহ আরো অন্যান্য বহুমূল্য উপহার দান
করল। 7-8যে সমস্ত জিনিষ মূলতঃ জেরুশালেমে প্রভুর
মন্দিরে ছিল সেগুলিও পারস্য-রাজ কোরস সেখান
থেকে বের করে আনলেন। এই জিনিষগুলি রাজা
নবূখদ্‌নিৎসর বের করে নিয়ে এসে তাঁর মন্দিরে
মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে রেখেছিলেন। রাজা কোরস তাঁর
কোষাধ্যক্ষ মিত্রদাতের হাত দিয়ে সেই সমস্ত সামগ্রী
বের করে ইহুদী নেতা শেশ্‌বসরের হাতে প্রভুর মন্দিরের
জন্য তুলে দিলেন।

9মিত্রদাত যে সমস্ত সামগ্রী এনেছিলেন তার মধ্যে
ছিল:

	সোনার থালা	30
	রূপোর থালা	1,000
	ছুরি এবং চাটুসমূহ	29
10	সোনার বাটি	30
	ঠিক সোনার বাটির মত রূপোর বাটি	410
	এবং অন্যান্য পাত্র	1,000

11সেখানে সবসমেত 5,400 টি সোনার এবং রূপোর
জিনিষ ছিল। যে সমস্ত বন্দী বাবিল ছেড়ে জেরুশালেমে
ফিরে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে শেশ্‌বসর এই সমস্ত জিনিষ
এনেছিলেন।

ফিরে আসা বন্দীদের তালিকা

2 বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর যাদের বন্দী
করেছিলেন, তারা জেরুশালেম এবং যিহূদায় যে
যার নিজের নগরে ফিরে গেল। 2এরা সকলে সরুব্বাবিল,
যেশূয়, নহিমিয়, সরায়, রিয়েলায়, মর্দখয়, বিল্‌শন,
মিস্পর, বিগ্‌বয়, রহূম ও বানাদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন
করল। যারা ইস্রায়েলে ফিরেছিল তাদের তালিকাটি
নিম্নরূপ:

3	পরোশের উত্তরপুরুষ	2,172
4	শফটিয়ের উত্তরপুরুষ	372
5	আরহের উত্তরপুরুষ	775
6	যেশূয় এবং যোয়াব পরিবারের পহৎ-মোয়াবের উত্তরপুরুষ	2,812
7	এলমের উত্তরপুরুষ	1,254
8	সত্তূর উত্তরপুরুষ	945
9	সক্কয়ের উত্তরপুরুষ	760
10	বানির উত্তরপুরুষ	642
11	বেবয়ের উত্তরপুরুষ	623
12	অস্‌গদের উত্তরপুরুষ	1,222
13	অদোনীকামের উত্তরপুরুষ	666
14	বিগ্‌বয়ের উত্তরপুরুষ	2,056
15	আদীনের উত্তরপুরুষ	454
16	যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের উত্তরপুরুষ	98
17	বেৎসয়ের উত্তরপুরুষ	323
18	যোরাহের উত্তরপুরুষ	112
19	হশুমের উত্তরপুরুষ	223
20	গিব্বরের উত্তরপুরুষ	95
21	বৈৎলেহেম শহরের	123

প্রথম বছর অর্থাৎ খৃ:পূ: 538

22 নটোফা শহরের 56
23 অনাথোত শহরের 128
24 অস্মাবত শহরের 42
25 কিরিয়ৎ-আরীম, কফীরা ও
বেরোত শহরের 743
26 রামা ও গেবা শহরের 621
27 মিক্‌মস শহরের 122
28 বৈথেল ও অয় শহরের 223
29 নবো শহরের 52
30 মগ্‌বীশ শহরের 156
31 এলম নামে একটি শহরের 1,254
32 হারীম শহরের 320
33 লোদ, হাদীদ ও ওনো শহরের 725
34 যিরিহো শহরের 345
35 সনায়া শহরের 3,630

36যাজকদের মধ্যে ছিলেন:

যেশূয় পরিবারের যিদয়িয়ের
উত্তরপুরুষ 973
37 ইম্মেরের উত্তরপুরুষ 1,052
38 পশহূরের উত্তরপুরুষ 1,247
39 হারীমের উত্তরপুরুষ 1,017

40লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে যারা ছিল
তারা হল:

হোদবিয়ের পরিবারের মাধ্যমে
যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের উত্তরপুরুষ 74
41 আসফের গায়কবর্গের মধ্যে 128

42মন্দিরের দ্বারপালের উত্তরপুরুষের মধ্যে

শল্লুম, আটের, টলমোন, অক্কূব,
হটীটা এবং শোবয়ের উত্তরপুরুষের 139

43মন্দিরের সেবাদাসদের উত্তরপুরুষের মধ্যে ছিলেন:

সীহ, হসূফা ও টব্বায়োতের উত্তরপুরুষরা,
44 কেরোস, সীয় ও পাদোনের সন্তানরা,
45 লবানা, হগাব ও অক্কূবের সন্তানরা,
46 হাগব, শল্‌ময় ও হাননের সন্তানরা,
47 গিদ্দেল, গহর ও রায়ার সন্তানরা,
48 রৎসীন, নকোদর ও গসমের সন্তানরা,
49 উষ, পাসেহ ও বেষয়ের সন্তানরা,
50 অস্না, মিয়ূনীম ও নফূষীমের সন্তানরা,
51 বক্‌বূক, হকূফার ও হর্হূরের সন্তানরা,
52 বসলূত, মহীদা ও হর্শার সন্তানরা,
53 বর্কোস, সীষরা ও তেমহের সন্তানরা,
54 নৎসীহ ও হটীফার সন্তানরা।

55শলোমনের ভৃত্যদের উত্তরপুরুষরা ছিল:
সোটয়, হস্‌সোফেরত ও পরূদা ।
56 যালা, দর্কোন ও গিদ্দেল,
57 শফটিয়, হটীল, পোখেরৎ-হৎসবায়ীমের
এবং আমীর সন্তানগণ।
58 মন্দিরের সেবাদাসরা এবং
শলোমনের ভৃত্যদের উত্তরপুরুষরা 392

59তেল্‌-মেলহ, তেল হর্শা, করূব, অদ্দন ও ইম্মের নগর
থেকে জেরুশালেমে এসেছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা, কিন্তু
তারা ইস্রায়েলের পরিবারবর্গের পরিবার ছিল কিনা তা
প্রমাণ করতে পারল না।

60 দলায়, টোবিয় ও নকোদের
উত্তরপুরুষ 652

61হবায়, হক্কোস ও বর্সিল্লয় যাজক পরিবারের
উত্তরপুরুষ। (যদি কোন পুরুষ গিলিয়দের বর্সিল্লয়
কন্যাকে বিয়ে করত, তাহলে সেই পুরুষটিকে বলা হত
বর্সিল্লয়ের উত্তরপুরুষ।)

62এরা সকলেই তাদের পরিবারের ইতিহাস স্থাপন
করবার চেষ্টা করল। 63যেহেতু যাজক তালিকায় এদের
পূর্বপুরুষদের নামোল্লেখ ছিল না, সেহেতু তাদের
পূর্বপুরুষরা সত্যিই যাজক ছিলেন কিনা তা তারা প্রমাণ
করতে পারল না। তাই তারাও যাজক হিসেবে কাজ
করবার অনুমতি পেল না। 63রাজ্যপাল তাদের আদেশ
দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন যাজক ঊরীম এবং
তুম্মীম দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত না জানাতে পারে ততক্ষণ
তারা যেন পবিত্র খাদ্য গ্রহণ না করে।
64-65যারা ফিরে এল তাদের মধ্যে 42,360 জন ব্যক্তি
ছিল। এছাড়াও তাদের সঙ্গে ছিল 7,337 জন পুরুষ ও
নারী ভৃত্য, 200 জন গায়ক ও গায়িকা। 66-67তাদের
736টি ঘোড়া, 245টি খচ্চর, 435টি উট ও 6,720টি
গাধা ছিল।
68তারা যখন জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরে এসে
পৌঁছল তখন পরিবারের কর্তারা, প্রভুর মন্দির নির্মাণের
জন্য উপহারগুলি দান করলেন। 69এই উপহারের মধ্যে
ছিল 1,100 পাউণ্ড সোনা, 3 টন রূপো ও যাজকদের
পরিবারের জন্য 100টি অঙ্গরক্ষক বস্ত্র। আগে যেখানে
প্রভুর মন্দিরটি ছিল সেইখানেই তারা মন্দিরটি নির্মাণ
করবে। 70এই কাজের জন্য যাজকগণ, লেবীয় ও অন্যান্য
ব্যক্তিরা জেরুশালেমের কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন
করল। এই দলের মধ্যে মন্দিরের দ্বাররক্ষী, গায়কবর্গ,
ও সেবাদাসরা ছিল। ইস্রায়েলের অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের
নিজ নিজ শহরে বাসা বাঁধলো।

বেদীর পুনর্নির্মাণ

3 যে সমস্ত ইস্রায়েলীয় ফিরে এসেছিল এবং নিজেদের
শহরে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা সবাই সপ্তম

মাসে এক জাতি হিসেবে জেরুশালেমে একত্রিত হল।
2তারপর যোষাদকের পুত্র যেশূয় এবং তাঁর সঙ্গের
যাজকগণ, শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও তাঁর সঙ্গের
লোকেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি বেদী নির্মাণ
করলেন। ঈশ্বরের দাস মোশি যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন,
বেদীটি সেভাবেই বানানো হল।
3যদিও তারা, কাছাকাছি বাস করত এমন অন্য
জাতির লোকেদের ভয় করত, তবুও তারা যজ্ঞবেদীটি
পুরানো ভিত্তির ওপরই তৈরী করেছিল এবং তার ওপর
নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিল। তারা প্রতিদিন সকালে ও
সন্ধ্যায় প্রার্থনা করত। 4এরপর তারা মোশির আদেশ
অনুসারে কুটিরপর্ব উৎসব পালন করল। তারা উৎসবের
প্রতিটি দিন ঠিক সংখ্যক হোমবলি উৎসর্গ করল।
5তারপর তারা প্রতিদিন নিত্য হোমবলি উৎসর্গ করা
শুরু করল, এবং অমাবস্যার উৎসবের জন্য, অন্যান্য
সমস্ত ছুটির দিনের জন্য এবং ঈশ্বরের আদেশকৃত
উৎসবের দিনগুলোর জন্য উৎসর্গ করতে লাগল।
লোকেরা প্রভুকে বিশেষ উপহারগুলোর মধ্যে যে কোন
উপহার দিতে শুরু করল যা তারা প্রভুকে দিতে চাইত।
6মন্দির পুনর্নির্মাণ শুরু না হওয়া সত্ত্বেও সপ্তম মাসের
প্রথম দিন থেকে ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে উপহার
উৎসর্গ করতে শুরু করল।

মন্দির পুনর্নির্মাণ

7তারপর তারা পাথর কাটুরে ও ছুতোরদের পয়সা
দিল। এবং তারা সোরীয় ও সীদোনীয়দের জাহাজে
করে লিবানোন থেকে সমুদ্র তীরবর্ত্তী যাফো নগর পর্যন্ত
এরস কাঠ আনবার জন্য খাদ্য, দ্রাক্ষারস ও জলপাই
তেল দিল। পারস্যের রাজা কোরস তাদের এইসব
করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।
8জেরুশালেমে ফিরে আসার পর দ্বিতীয় বছরের
দ্বিতীয় মাসে শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যোষাদকের
পুত্র যেশূয় ও তাঁদের ভাইরা, যাজকগণ, লেবীয়গণ ও
অন্যান্য ব্যক্তিরা যাঁরা বন্দীদশা থেকে জেরুশালেমে
ফিরে এসেছিলেন তাঁরা মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু
করলেন। তাঁরা 20 বছর এবং তার চেয়ে বেশী বয়স্ক
লেবীয়দের মন্দির নির্মাণের তত্ত্বাবধানের জন্য বেছে
নিলেন। 9যাঁরা মন্দির নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান
করেছিলেন তাঁরা হলেন: যেশূয় ও তাঁর পুত্ররা,
কদ্মীয়েল ও তাঁর পুত্ররা (যিহূদার উত্তরপুরুষ), লেবীয়
হেনাদদের পুত্রগণ ও তাঁদের ভাইরা। 10যখন সহপতিরা
প্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন, তখন যাজকেরা
পূর্নপরিচ্ছদ পরে শিঙা বাজালেন: আসফের সন্তানরা
তাঁদের খোল কর্তাল নিলেন এবং ইস্রায়েলের রাজা
দায়ূদের আদেশানুসারে প্রভুকে প্রশংসা করবার জন্য
তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। 11একসঙ্গে প্রভুর
প্রশংসা করতে করতে এবং প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়ে
তাঁরা গাইলেন, “প্রভু ভালো! তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরকাল
অব্যাহত থাকে।” তারপর সমস্ত লোক একটি বিরাট
চিৎকার করে হর্ষধ্বনি করে উঠল এবং তারা প্রভুর
প্রশংসা করল কারণ প্রভুর মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়ে
গেল।
12তখন আগেকার সুন্দর পুরানো মন্দিরের কথা
স্মরণ করে বহু বয়স্ক লোক, যাজক অথবা লেবীয়দের
গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। অন্যরা যখন
আনন্দ করছিল ও কোলাহল করছিল তখন তাঁরা
কাঁদছিল। 13সেই আনন্দ ও কোলাহলের ধ্বনি বহুদূর
থেকেও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এত জোরে শব্দ হচ্ছিল
যে যারা দূর থেকে তা শুনছিল তারা বুঝতে পারছিল
না সেটা আনন্দের শব্দ না কান্নার।

মন্দির পুনর্নির্মাণের বিপক্ষে শত্রুদল

4 1-2অন্য দেশের বহু লোক যাঁরা ঐ অঞ্চলে বাস
করতেন তাঁরা যিহূদা ও বিন্যামীনের লোকেদের
প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন
যে যারা বন্দীদশা থেকে ঐ অঞ্চলে ফিরে এসেছে
তারা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ
করছে। তাই তাঁরা সরুব্বাবিল ও পিতৃকুলপতিদের
কাছে এলেন এবং বললেন, “নির্মাণের কাজে আমাদের
যোগ দিতে দাও। আমরা তোমাদেরই মত।যখন থেকে
অশূর রাজা এসর-হদ্দোন আমাদের এখানে নিয়ে
এসেছেন তখন থেকে আমরা তোমাদের প্রভুকে
হোমবলি উৎসর্গ করছি।”
3সরুব্বাবিল, যেশূয় ও ইস্রায়েলের অন্যান্য
পিতৃকুলপতিরা তাঁদের বললেন, “না, তোমরা আমাদের
সঙ্গে মন্দির নির্মাণ করতে পার না। রাজা কোরসের
আদেশ অনুযায়ী ইস্রায়েলের প্রভুর মন্দির নির্মাণের
কাজ একমাত্র আমরাই সম্পন্ন করতে পারি।”
4একথা শুনে এইসব ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা
যিহূদার লোকেদের নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করলেন
এবং তাদের নির্মাণের কাজ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন।
5ওইসব শত্রুরা মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করবার নিমিত্ত
নানা রকম সমস্যা সৃষ্টির জন্য সরকারী কর্মচারীদেরও
ভাড়া করে এনেছিলেন। পারস্য-রাজ কোরসের
রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পারস্য-রাজ দারিয়াবসের
রাজত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত এই প্রতিকূল অবস্থা চলেছিল।
6এমনকি ইহুদীদের নিবৃত্ত করার জন্য তারা রাজা
কোরসকে বেশ কিছু অভিযোগাত্মক চিঠিও লিখেছিলেন।
অহশ্বেরশর যে বছরে পারস্যের রাজা হলেন সেই বছরে
শত্রুরা তাঁকেও একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

জেরুশালেম পুনর্নির্মাণের বিরুদ্ধে শত্রুদল

7অর্তক্ষস্ত যখন পারস্যের রাজা হলেন, তখন এইসব
ব্যক্তিরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে তাঁকে
আরেকটি চিঠি লিখেছিলেন। বিশ্লম, মিত্রদাৎ, টাবেল
ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা অরামীয় ভাষায় এই চিঠি রচনা
করেছিলেন।
8তারপর সেনাপতি রহূম এবং সচিব শিম্শয় রাজা
অর্তক্ষস্তের কাছে জেরুশালেমের লোকেদের বিরুদ্ধে
চিঠি লিখেছিলেন। তাঁরা এইরূপ লিখেছিলেন:

9"সেনাপতি রহূম এবং সচিব শিম্‌শয় এবং টর্পলীয়, পারস্য, অর্কবীয় ও বাবিলীয় গণের বিচারকবর্গ, গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী এবং এলমীয় লোকেদের শূশন্‌খীয় লোকেদের কাছ থেকে
10এবং অন্যান্য লোকেদের যাদের মহামহিম অস্নপ্পর শমরিয়া নগরে এবং ফরাৎ নদীর পশ্চিম পারের দেশের অন্যান্য জায়গায় এনেছিলেন তাদের কাছ থেকে।

11-12রাজা অর্তক্ষস্তের যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল এটি তারই একটি অনুলিপি:

"আপনার ভৃত্য ফরাৎ নদীর পশ্চিম পারের প্রজাবর্গের কাছ থেকে-হে রাজা অর্তক্ষস্ত, আমরা আপনার কাছে বিনীত নিবেদন করতে চাই যে, যেসব ইহুদীদের আপনি এখানে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তারা শহর পুনর্নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে। জেরুশালেমের বাসিন্দারা বরাবর অন্যান্য রাজাদের প্রতি বিদ্রোহ করে এসেছে। বর্তমানে ইহুদীরা শহরের ভিত নির্মাণ করছে ও দেওয়াল গাঁথছে।

13হে মান্যবর, আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে শহরের চারপাশে দেওয়াল বানানোর কাজ শেষ হলেই কিন্তু জেরুশালেমের বাসিন্দারা আপনাকে কর প্রদান করা বন্ধ করবে এবং এতে রাজকোষের আর্থিক ক্ষতি হবে।

14আমরা রাজার প্রতি অনুগত থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমরা এরকম একটি ঘটনা ঘটতে দিতে চাই না এবং আমরা এও মনে করি যে এসব কথা আপনাকে জানানো আমাদের কর্ত্তব্য।

15রাজা অর্তক্ষস্ত, আপনাকে আমরা আপনার পূর্বে যে সব রাজাগন রাজত্ব করেছেন তাঁদের নথিপত্র পড়ে দেখতে পরামর্শ দিচ্ছি। ঐ নথিপত্রে দেখবেন জেরুশালেম সবসময়েই বহু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। জেরুশালেমের বাসিন্দারা রাজা ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বহু অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। ঐ সব কারণবশতঃই এই শহরটি ধ্বংস হয়।

16হে রাজাধিরাজ, আমরা আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, জেরুশালেমের চারপাশের দেওয়াল যদি আবার গাঁথা হয় তাহলে আপনি ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে আপনার কর্তৃত্ব হারাতে বসবেন।

17রাজা অর্তক্ষস্ত এদের চিঠির উত্তরে লিখলেন:

18আমার শুভেচ্ছা নেবেন। আপনাদের পাঠানো চিঠিটি আমাকে অনুবাদ করে পড়ে শোনানো হয়েছে।
19আমি আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী ভূতপূর্ব রাজাদের দলিল ও অন্যান্য তথ্যাদি অনুসন্ধানের নির্দেশ দিই।
20সেইসব লেখা পড়া হয় ও জানা যায় যে দীর্ঘকাল থেকেই জেরুশালেম শহরের বাসিন্দারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছে। বিদ্রোহ এবং বিরোধিতার সৃষ্টি করা এই শহরের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। জেরুশালেম ও ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলে বহু ক্ষমতাবান রাজগণ রাজত্ব করে এসেছেন, এবং তাঁরা এই সমুদয় অঞ্চল থেকে করও পেয়েছেন।

21এখন, আমি পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা ইহুদীদের জেরুশালেম শহরের চারপাশে দেওয়াল তোলার কাজ বন্ধ করতে আদেশ করুন।
22দেখবেন, এই ব্যাপারে যেন কোন গাফিলতি না হয়। আমরা জেরুশালেম শহরকে নতুন করে বানাতে দিতে পারি না, কারণ আমরা হয়ত এই শহর থেকে কর পাবো না।

23রাজা অর্তক্ষস্তের চিঠিটির একটি অনুলিপি রহূম, শিম্‌শয় এবং তাঁদের সঙ্গের লোকেদের কাছে পড়ে শোনানো হল। তারপর ঐ ব্যক্তিরা সোজা জেরুশালেমে ইহুদীদের কাছে গেলেন এবং ইহুদীদের নির্মাণ কার্য্য বন্ধ করতে বাধ্য করলেন।

মন্দির নির্মাণ করবার কাজ বন্ধ রইল

24ফলস্বরূপ, জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ হল। পারস্যের রাজা হিসেবে দারিয়াবসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।

5 সেইসময় হগয় ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয় ভাববাদীদ্বয় প্রভুর নামে ভবিষ্যৎবাণী করে জেরুশালেম ও যিহূদার লোকেদের উদ্দীপিত করতে লাগলেন।
2তখন শল্টীয়েলের সন্তান সরুব্বাবিল ও যোষাদকের পুত্র যেশূয় আবার জেরুশালেমে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। ঈশ্বরের সমস্ত ভাববাদীরা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁরা এই কাজ সমর্থন করছিলেন।
3তখন ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের শাসক তত্তনয়, শথরবোষণয় ও তাঁদের অনুচরবর্গ, যাঁরা মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, "কার সম্মতিতে তোমরা আবার নতুন করে মন্দির বানাতে শুরু করেছ?"
4সরুব্বাবিলের কাছেও যারা এই মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম জানতে চাইলেন।

5কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং ইহুদী নেতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। রাজা দারিয়াবসকে একটা খবর না পাঠানো পর্যন্ত তাদের কাজ বন্ধ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার কাছ থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত তারা কাজ চালিয়ে গেলেন।

6ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের শাসক তত্তনয়, শথর বোষণয় ও তাঁদের সঙ্গে প্রধান ব্যক্তিরা
7রাজা দারিয়াবসকে একটি চিঠি পাঠালেন।

[8]হে রাজা, আমরা যিহূদা অঞ্চলে গিয়েছিলাম এবং মহান ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেছি এবং দেখলাম যে, ইহুদীরা বড় বড় পাথর ও কাঠের গুঁড়ি দিয়ে মন্দিরটি বানিয়ে চলেছে। আমাদের বিশ্বাস এই গতিতে কাজ হলে মন্দির নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।

[9-10]আমরা তাদের দলপতিদের কাছে, আপনাকে পাঠানোর জন্য ব্যক্তিদের নামের তালিকা চেয়েছিলাম এবং প্রশ্ন করেছিলাম। আমরা এটাও জানতে চেয়েছিলাম যে কার অনুমতিতে তারা মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করছে। [11]উত্তরে তারা বলল:

"আমরা স্বর্গ ও মর্ত্যের ঈশ্বরের দাস। আমরা মন্দিরটি পুনর্নিমাণ করছি যেটি বহু বছর আগে ইস্রায়েলের এক মহান রাজা বানিয়েছিলেন। [12]আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে রুষ্ট করেছিল তাই ঈশ্বর নবূখদ্‌নিৎসরকে বাবিলের রাজা করে পাঠিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষকে শাসন করবার জন্য। নবূখদ্‌নিৎসর এই মন্দিরটি ধ্বংস করে আমাদের পূর্বপুরুষদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যান। [13]বাবিলে কোরসের প্রথম বছরের রাজত্বকালে তিনি এই মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য আদেশ দেন। [14]অতঃপর রাজা কোরস সমস্ত সোনার ও রূপোর জিনিষ, যেগুলো জেরুশালেমের মন্দির থেকে নবূখদ্‌নিৎসর দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর মূর্ত্তির মন্দিরে রাখা হয়েছিল, সেগুলো শেশ্‌বসরের হাত দিয়ে ফেরৎ পাঠান।

[15]রাজা কোরস, শেশ্‌বসরকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং তাঁকে বললেন, "এইসব সোনা এবং রূপোর জিনিষ নিয়ে যাও এবং জেরুশালেমের মন্দিরে পুনরায় রেখে দাও এবং মন্দিরটি পূর্বে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই মন্দির পুনর্নির্মাণ কর।"

[16]শেশ্‌বসর তখন জেরুশালেমে এসে এই নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন; সেদিন থেকে আমরা এই ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ করে আসছি, কিন্তু আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

[17]এখন রাজা যদি ইচ্ছা করেন, দয়া করে পুরানো নথিপত্র দেখতে পারেন, এটা প্রমাণ করবার জন্য যে, রাজা কোরস সত্যি সত্যিই জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না। অতঃপর তিনি যদি এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা আমাদের একটি চিঠিতে জানান তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।

দারিয়াবসের আদেশ

6 তখন রাজা দারিয়াবস তাদের কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রাচীন রাজাদের নথিপত্র খুঁজে দেখার নির্দেশ দিলেন। এই সমস্ত নথিপত্র বাবিলে কোষাগারে রক্ষিত হত। [2]ভালভাবে অনুসন্ধান করে মাদীয় প্রদেশের অক্মথা দুর্গে প্রাচীন তুলোট কাগজে লেখা একটি সরকারি নথি পাওয়া গেল যাতে রাজা কোরস জেরুশালেমে মন্দির নির্মাণের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

নথিতে এইরূপে লেখা ছিল: [3]কোরস তাঁর রাজা হওয়ার প্রথম বছরে জেরুশালেমের মন্দির সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদেশটি ছিল এইরূপ:

"ঈশ্বরের জন্য মন্দিরটি আবার বানানো হোক। এই মন্দিরে ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ নিবেদন করা হবে। এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হোক। মন্দিরটি 90 ফুট চওড়া ও উচ্চতায় 90 ফুট হবে। [4]মন্দিরকে ঘিরে তিন সারি বড় পাথরের দেওয়াল ও একসারি বড় কাঠের গুঁড়ির দেওয়াল থাকবে। মন্দির নির্মাণের ব্যয় বহন হবে রাজার কোষাগার থেকে। [5]নবূখদ্‌নিৎসর যে সব সোনা এবং রূপো লুণ্ঠন করে বাবিলে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি সব অবশ্যই ঈশ্বরের মন্দিরে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

[6]আমি, দারিয়াবস, ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যপাল তত্তনয়কে, শথর-বোষণয়কে ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জেরুশালেম থেকে সরে যেতে আদেশ দিচ্ছি। [7]এই ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করবার চেষ্টা করো না। কর্মীদের বিরক্ত করো না। ইহুদীদের রাজ্যপাল এবং ইহুদীদের নেতারা আদিস্থানের ওপর মন্দির পুনর্নির্মাণ করুক।

[8]এখন আমি এই আদেশ করছি যে তোমরা এসব কাজ ইহুদী নেতাদের জন্য করবে, যারা মন্দির নির্মাণের কাজে লিপ্ত। মন্দির নির্মাণের খরচ আসবে রাজার কোষাগার থেকে এবং ঐ অর্থ আসবে ফরাৎ নদীর পশ্চিম পারের অঞ্চলে সংগৃহীত কর থেকে। এইসব নির্দেশগুলি তাড়াতাড়ি পালন কর যাতে কাজটি বন্ধ না হয়ে যায়। [9-10]স্বর্গের ঈশ্বরের মন্দিরে উৎসর্গ করবার জন্য যা যা লাগবে সবই ওদের দাও। জেরুশালেমের যাজকদের যদি ষাঁড়, মেষ, পাঁঠা, এমন কি গম, নুন, দ্রাক্ষারস অথবা তেল এসবের প্রয়োজন হয় তবে এসবই ওদের প্রত্যেক দিন দিও; এর যেন অন্যথা না হয়। তাহলে তারা হয়ত স্বর্গের ঈশ্বরকে সুগন্ধ সম্বলিত হোম উৎসর্গ করবে এবং ঈশ্বরের কাছে আমার ও আমার পুত্রদের জন্য প্রার্থনা করবে।

[11]আমি এও আদেশ দিচ্ছি, "কেউ যদি এই আদেশ বদলে দেয় তবে তার বাড়ীর থেকে একটি কড়ি কাঠ খুলে নেওয়া হবে, এবং সেই ব্যক্তিকে

ঐ কড়ি কাঠে ফাঁসি দেওয়া হবে এবং তার
বাড়ীটি ধ্বংস করে একটি বারোয়ারী শৌচালয়ে
পরিনত করা হবে।
12 ঈশ্বর তাঁর নাম জেরুশালেমে রেখে দেবেন।
কোন রাজা অথবা দেশ অথবা কেউ যদি এই
আদেশ বদলাবার চেষ্টা করে অথবা জেরুশালেমে
মন্দির ধ্বংস করবার চেষ্টা করে তাহলে যেন
ঈশ্বর তাদের পরাজিত ও ধ্বংস করেন।

আমি, দারিয়াবস এই আদেশ দিয়েছি। এই
আদেশ অতি সত্ত্বর এবং সম্পূর্ণভাবে পালন করা
চাই।

মন্দির নির্মাণের সমাপ্তি ও উৎসর্গীকরণ

13 তখন ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যপাল
তত্তনয়, শথর-বোষণয় ও তাঁর লোকেরা রাজা
দারিয়াবসের আদেশ তাড়াতাড়ি ও পুরোপুরিভাবে মেনে
নিলেন। 14 ইহুদীদের প্রবীণরা ভাববাদী হগয় ও ইদ্দোর
পুত্র সখরিয়ের ভবিষ্যৎবাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও
উৎসাহিত হয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে গেলেন।
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এবং পারস্যের
বিভিন্ন রাজা কোরস, দারিয়াবস এবং অর্তক্ষস্তের নির্দেশ
পালন করে তাঁরা মন্দির নির্মাণের কাজে সাফল্যলাভ
করেছিলেন। 15 দারিয়াবসের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরের অদর
মাসের তৃতীয় দিনে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল।
16 ইস্রায়েলের বাসিন্দারা মন্দির উৎসর্গীকরণের
উৎসবটি আনন্দ সহকারে পালন করল। বন্দীদশা থেকে
মুক্তি পাওয়া সমস্ত যাজকগণ ও লেবীয়রাও উৎসবে
যোগদান করলেন।
17 100টি ষাঁড়, 200 টি মেষ, 400টি পুরুষ মেষশাবক
বলি দিয়ে মন্দিরটিকে প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করা
হল। এছাড়াও ইস্রায়েলের পাপস্খালনের জন্য 12টি
ছাগল বলি দেওয়া হল। ইস্রায়েলের 12টি পরিবারের
প্রত্যেকটির জন্য 12টি ছাগল উৎসর্গ করা হয়েছিল।
18 এরপর তারা জেরুশালেমের মন্দিরে ঈশ্বরের সেবার
জন্য তাদের দল অনুযায়ী মোশির পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নির্দেশ অনুযায়ী যাজকগণ ও লেবীয়দের বেছে নিলেন।

নিস্তারপর্ব

19 প্রথম মাসের চৌদ্দ দিনের মাথায় বন্দীদশা থেকে
ফিরে আসা ইহুদীরা নিস্তারপর্ব পালন করলেন। 20 যাজক
ও লেবীয়রা সকলে পরিচ্ছন্ন হয়ে বিশেষ দিনটির জন্য
প্রস্তুত হলেন। লেবীয়রা বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা
ইহুদীদের সকলের জন্য, তাঁদের নিজেদের জন্য এবং
তাঁদের যাজক ভাইদের জন্য নিস্তারপর্বের উৎসর্গীকৃত
মেষটিকে বলি দিলেন। 21 এরপর বন্দীদশা থেকে
ইস্রায়েলে ফিরে আসা সকলে মিলে সেই মেষের মাংস
গ্রহণ করলেন। ঐ শহরের অন্য লোকেরাও ঐ দেশেরই
বাসিন্দা অন্য লোকেদের অপবিত্রতা থেকে নিজেদের
পবিত্র করে ঐ মেষের মাংস গ্রহণ করলেন। তাঁরা
সকলে ঈশ্বরের সামনে প্রার্থনা করার জন্য নিজেদের
পবিত্র করলেন। 22 এই সমস্ত ব্যক্তিরা সাতদিন ধরে
মহানন্দে খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করলেন।
ঈশ্বর তাদের সকলকে আনন্দিত করে তুললেন কারণ
তিনি অশূররাজের মনোবৃত্তিতে পরিবর্তন এনেছিলেন
এবং তার ফলে অশূর-রাজ* তাঁদের ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ইষ্রা জেরুশালেমে এলেন

7 এসব ঘটনা ঘটে যাবার পর, পারস্যের রাজা
অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালে ইষ্রা বাবিল থেকে
জেরুশালেমে এলেন। ইষ্রা ছিলেন সরায়ের পুত্র। সরায়
অসরিয়ের, অসরিয় হিল্কিয়ের, 2 হিল্কিয় শল্লুমের, শল্লুম
সাদোকের, সাদোক অহীটূবের, 3 অহীটূব অমরিয়ের,
অমরিয় অসরিয়ের, অসরিয় মরায়োতের, 4 মরায়োৎ
সরহিয়ের, সরহিয় উষির, উষি বুক্কির পুত্র। 5 বুক্কি ছিলেন
অবীশূয়ের পুত্র, অবীশূয় ছিলেন পীনহসের পুত্র, পীনহস
ছিলেন ইলিয়াসরের পুত্র, এবং ইলিয়াসর ছিলেন প্রধান
যাজক হারোণের পুত্র।
6 শিক্ষক ইষ্রা, বাবিল থেকে জেরুশালেমে
এসেছিলেন। মোশির ঈশ্বরদত্ত অনুশাসন সম্পর্কে তাঁর
সুগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজা অর্তক্ষস্ত ইষ্রাকে তাঁর
অনুরোধ অনুসারে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়েছিলেন
কারণ প্রভু ইষ্রার সঙ্গে ছিলেন। 7 ইস্রায়েলের বহু মানুষ
যেমন, যাজকগণ, লেবীয়গণ, গীতকারগণ, দ্বাররক্ষীগণ,
প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইষ্রার সঙ্গে ইস্রায়েলে এসেছিলেন।
এই সমস্ত ব্যক্তিরা রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালের
সপ্তম বর্ষে জেরুশালেমে এসে পৌঁছেছিলেন। 8 ইষ্রা
অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে
এসেছিলেন। 9 ইষ্রা ও তাঁর দল ওই বছরের প্রথম মাসে
বাবিল ত্যাগ করে এবং পঞ্চম মাসের প্রথম দিন
জেরুশালেমে এসে উপস্থিত হন। 10 ইষ্রা প্রভুর বিধিগুলি
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত
সময় ব্যয় করেন। তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভুর
বিধি ও আদেশগুলি শেখাতে ও সম্পাদন করাতে চেষ্টা
করেছিলেন।

ইষ্রাকে রাজা অর্তক্ষস্তের চিঠি

11 ইষ্রা ছিলেন একজন যাজক ও শিক্ষক যাঁর
ইস্রায়েলের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের আদেশ ও বিধি সম্পর্কে
সম্যক জ্ঞান ছিল। রাজা অর্তক্ষস্ত ইষ্রাকে এই চিঠিটি
লিখেছিলেন:
12 রাজা অর্তক্ষস্তের কাছ থেকে:

যাজক ইষ্রা, যিনি স্বর্গের প্রভুর বিধির একজন
শিক্ষক,
তাঁকে রাজা অর্তক্ষস্তের অভিনন্দন! 13 আমি
এই আদেশ দিচ্ছি: যে কোন ইস্রায়েলীয়, কোন

অশূররাজ এটির অর্থ সম্ভবতঃ পারস্যের রাজা দারিয়াবস।

যাজক অথবা যে কোন লেবীয় যারা আমার
রাজত্বে বসবাস করে, তারা কেউ যদি ইস্রার
সঙ্গে জেরুশালেমে যেতে চায় তো যেতে পারে।
14ইস্রা, তোমাকে আমি ও আমার সাতজন
মন্ত্রীর দায়িত্ব দিলাম, তুমি অতি অবশ্য যিহূদা
ও জেরুশালেমে গিয়ে স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করবে,
সেখানে তোমার ব্যক্তিবর্গ ঈশ্বরের বিধিগুলি
কতদূর পালন করছে। আর সেই বিধি তো তোমার
সঙ্গেই আছে।
15আমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য তোমার
সঙ্গে যে সোনা ও রূপো দিলাম, তুমি তা
জেরুশালেমে ঈশ্বরের জন্য নিয়ে যাবে।
16এছাড়াও, তোমাকে যদি কেউ জেরুশালেমে
ঈশ্বরের মন্দিরের জন্য উপহার দিতে চায় এবং
তোমার লোকেদের এবং বাবিলের যে কোন
প্রদেশে বসবাসকারী যাজকগণ ও লেবীয়দের
সব উপহারও তোমাকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে
হবে।
17-20এই সমস্ত অর্থ দিয়ে তুমি বৃষ, মেষ ও
মেষশাবক এবং শস্য ও পানীয় কিনবে। অতঃপর
জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দিরের বেদীতে এই
সমস্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। তুমি এবং অন্যান্য
ইহুদীরা বাকী সোনা ও রূপো যেমন খুশী খরচ
করতে পারো, কিন্তু এমনভাবে খরচ করবে যাতে
ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। এ সমস্ত জিনিষ জেরুশালেমে
ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে। এগুলো সব প্রভুর
উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হবে। এছাড়া মন্দিরের
প্রয়োজনে আর যা কিছু লাগবে, রাজকোষ থেকে
অর্থ চেয়ে কিনে নেবে।

21আমি, রাজা অর্তক্ষস্ত, ফরাৎ নদীর
পশ্চিমাঞ্চলের যেসব ব্যক্তিবর্গের কাছে
রাজকোষের অর্থ থাকে, তাদের নির্দেশ দিচ্ছি,
ইস্রার যখন যা অর্থের প্রয়োজন হয় তা যেন
তাঁকে দেওয়া হয় কারণ তিনি যাজক ও স্বর্গের
ঈশ্বরের বিধিগুলির একজন শিক্ষক। 22আপাতত
তাঁকে 3 3/4 টন রূপো, 600 বুশেল গম, 600
গ্যালন দ্রাক্ষারস, 600 গ্যালন জলপাই তেল ও
পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ দেওয়া হোক। 23স্বর্গের
ঈশ্বর ইস্রাকে যা কিছু নিতে আদেশ দিয়েছেন
তা যেন তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব দেওয়া হয়।
আমি আমার সন্তান ও রাজত্বের বিরুদ্ধে স্বর্গের
ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না, সুতরাং প্রভুর
মন্দিরের জন্য এইসব নির্দেশগুলি যেন পালন
করা হয়।
24হে আমার দেশবাসীগণ, আমি তোমাদের
জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে যাজকগণ, লেবীয়গণ,
গায়ক, দ্বাররক্ষী, মন্দিরের সেবাদাস ও ঈশ্বরের
মন্দিরের অন্য যে কোন কর্মীর কাছ থেকে কর
গ্রহণ অবৈধ। রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্য
প্রভুর দাসদের কোন কর দেওয়ার প্রয়োজন
নেই। 25হে ইস্রা, ঈশ্বর ও তাঁর বিধি সম্পর্কে
তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। সুতরাং ফরাৎ নদীর
পশ্চিমাঞ্চলের লোকেদের বিচার ব্যবস্থা ও
শাসনকর্ম দেখার জন্য, আমি তোমাকে তোমার
পছন্দ অনুযায়ী শাসনকর্তা ও বিচারকবর্গ
নিয়োগের ক্ষমতা দিলাম। ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ
তোমার প্রভুর বিধি অনুযায়ী এই অঞ্চলের
বিচারবিভাগীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদন
করবেন। 26এমন কেউ যদি থাকেন, যে ঈশ্বরের
বিধি সম্পর্কে অবগত নয় তাহলে ঐ বিচারকবর্গ
তাকে ঈশ্বরের বিধি সম্পর্কে শিক্ষা দান করবে।
কোন ব্যক্তি যদি বিধিগুলি লঙ্ঘন করে, তাহলে
তাকে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন
বা কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হবে বা জরিমানা
করা হবে।

ইস্রা ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

27প্রভু মহিমাময়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর!
জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের
জন্য ঈশ্বর রাজার হৃদয়ে তাঁর অভিলাষ স্থাপন করলেন।
28রাজা তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে
প্রভু আমার প্রতি তাঁর সত্যিকারের ভালবাসা অভিব্যক্ত
করেছিলেন। প্রভু আমার সহায় হয়েছিলেন এবং তাই
আমি সাহসী হয়ে আমার সঙ্গে জেরুশালেমে ফিরে
যাবার জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত নেতাদের একত্রিত
করেছিলাম।

ইস্রার সঙ্গে প্রত্যাবর্তনকারী নেতাদের তালিকা

8 রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালে যেসব পরিবারের
প্রধানরা আমার সঙ্গে বাবিল থেকে জেরুশালেমে
এসেছিলেন নীচে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল:
2পীনহসের উত্তরপুরুষদের মধ্যে গের্শোম, ঈথামরের
উত্তরপুরুষদের মধ্যে দানিয়েল, দায়ূদের উত্তরপুরুষদের
মধ্যে হটূশ, 3শখনিয়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে পরোশ,
সখরিয় ও আরো 150 জন পুরুষ, 4পহৎ মোয়াবের
উত্তরপুরুষদের মধ্যে সখরিয়র পুত্র ইলীয়ৈনয় ও আরো
200জন পুরুষ, 5জট্টুর উত্তরপুরুষদের মধ্যে মহসীয়েলের
সন্তান শখনিয় ও আরো 300 জন পুরুষ, 6আদীনের
উত্তরপুরুষদের মধ্যে যোনাথনের পুত্র এবদ ও আরো
50জন পুরুষ, 7এলমের উত্তরপুরুষদের মধ্যে অথলিয়ের
পুত্র যিশায়াহ ও আরো 70 জন পুরুষ, 8শফটিয়ের
উত্তরপুরুষদের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সবদিয় ও আরো
80 জন পুরুষ, 9যোয়াবের উত্তরপুরুষদের মধ্যে
যিহিয়েলের পুত্র ওবদিয় ও আরো 218 জন পুরুষ,
10বানির উত্তরপুরুষদের মধ্যে যোষিফিয়ের পুত্র
শলোমীত ও আরো 160 জন পুরুষ, 11বেবয়ের
উত্তরপুরুষদের মধ্যে বেবয়ের পুত্র সখরিয় ও আরো
28 জন পুরুষ, 12অস্গদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে
হকাটনের পুত্র যোহানন ও আরো 110 জন পুরুষ,

13অদোনীকামের শেষ উত্তরপুরুষদের মধ্যে ইলীফেলট, যিয়ূয়েল, শময়িয় ও আরো 60 জন পুরুষ, 14এবং বিগ্‌বয়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ঊথয়, সব্বূদ ও তার সঙ্গী 70 জন পুরুষ।

জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন

15আমি এই সমস্ত ব্যক্তিদের অহবা-গামিনী নদীর কাছে জড় হতে বলেছিলাম। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে আমরা তিনদিন ছিলাম। আমি কয়েকজন যাজককে সেখানে দেখলাম, কিন্তু কোন লেবীয়কে নয়। তাই আমি 16ইলীয়েষর, অরীয়েল, শময়িয়, ইল্‌নাথন, যারিব, ইল্‌নাথন, নাথন, সখরিয় ও মশুল্লম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে এবং 17যোয়ারীব ও ইল্‌নাথন নামে দুজন শিক্ষককে ডেকে কাসিফিয়া নগরের প্রধান ইদ্দোরের কাছে তাঁকে ও তাঁর লোকেদের কি বলতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যাতে ইদ্দো আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে কাজ করার মত কিছু সহকারী পাঠাতে পারেন। 18যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সহায় ছিলেন ইদ্দো নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আমাদের কাছে পাঠালেন:

মহলির উত্তরপুরুষ শেরেবিয় (মহলি ছিলেন একজন লেবি। লেবি ছিল ইস্রায়েলের সন্তান।) শেরেবিয়র সঙ্গে তার পুত্ররা এবং ভায়েরা মোট 18 জন পুরুষ এসেছিল।
19 হশবিয় ও তার সঙ্গে মরারির সন্তান যিশায়াহ এবং তাদের ভায়েরা ও ছেলেরা, মোট 20 জন পুরুষ।
20 তারা 220 জন মন্দির কর্মীও পাঠিয়েছিল। (তাদের পূর্বপুরুষরা লেবীয়দের সাহায্য করবার জন্য দায়ূদ ও তাঁর কর্মচারীবর্গদ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের নাম তালিকা ভুক্ত ছিল।)

21অহবা নদীর কাছে আমি ঘোষণা করলাম, ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিনীত প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সকলে উপবাস করব। ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের ও আমাদের সন্ততিদের এবং আমাদের বিষয় সম্পত্তির নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। 22আমি আমাদের নিরাপত্তার জন্য রাজার কাছ থেকে আমাদের সঙ্গে আসবার জন্য সৈন্য ও অশ্বারোহী চাইতে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করেছিলাম। কারণ আমরা রাজাকে বলেছিলাম, "যারা প্রভুতে বিশ্বাস করে ও তাঁর প্রতি আস্থা রাখে, আমাদের প্রভু সদা তাদের সহায় হন। কিন্তু যেসব ব্যক্তি তাঁর থেকে দূরে সরে যায় ঈশ্বর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন।" 23আমরা তাই উপবাস করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছিলেন।

24এরপর আমি যাজকদের মধ্যে থেকে শেরেবিয়, হশবিয় যারা নেতৃস্থানীয় ছিল ও তাদের 10 জন ভাই প্রমুখ মোট 12 জন যাজককে বেছে নিয়েছিলাম। 25রাজা অর্তক্ষস্ত, তাঁর উপদেষ্টাগণ, তাঁর প্রধানরা এবং বাবিলের সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা সেই উপহারগুলি ঈশ্বরের মন্দিরের জন্য দিলেন। এবং বাবিলের লোকেদের কাছ থেকে আমরা সব সোনা এবং রূপো ওজন করে, মন্দিরের কাজের জন্য ঐ বারো জনকে দিলাম। 26সব মিলিয়ে 25 টন রূপো, 3 3/4 টন রূপোর থালা ও 3 3/4 টন সোনা ছিল। 27এছাড়াও আমরা প্রায় 19 পাউণ্ড ওজনের 20টি সোনার বাসন ও দুর্মূল্য 2টি পিতলের থালা দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 28"তোমরা প্রভুর কাছে পবিত্র। এই সামগ্রীগুলিও প্রভুর কাছে পবিত্র। এই সমস্ত সোনা এবং রূপো লোকেরা প্রভুকে দান করেছিল, সেই প্রভু যিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর। 29যাও এই সমস্ত বস্তু রক্ষা কর। জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরের নেতৃবর্গকে দেওয়ার আগে পর্যন্ত এইসমস্ত সম্পদের দায়িত্ব তোমাদের। ইস্রায়েলের প্রধান পরিবারবর্গের নেতা ও লেবীয়দের হাতে এই সমস্ত কিছু তুলে দেবে। তারা ওজন করে এই সমস্ত জিনিস জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরের ঘরের ভেতরে তুলে রাখবেন।"

30তখন যাজক ও লেবীয়রা, জেরুশালেমের মন্দিরের জন্য ইষ্রার দেওয়া সামগ্রীগুলি গ্রহণ করল।

31প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে আমরা অহবা নদীর কাছ থেকে জেরুশালেম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। ঈশ্বর আমাদের সহায় ছিলেন। তিনি আমাদের পথে শত্রুদের ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। 32এরপর আমরা জেরুশালেমে পৌঁছলাম। সেখানে তিনদিন বিশ্রাম নিলাম। 33চতুর্থ দিন আমরা মন্দিরে গেলাম এবং দুর্মূল্য বস্তুগুলি ওজন করে যাজক ঊরীয়ের পুত্র মরেমোতকে দিলাম। মরেমোতের সঙ্গে পীনহসের পুত্র ইলিয়াসর এবং যেশূয়ের পুত্র যোষাবদ ও বিন্নূয়ির পুত্র নোয়দিয় নামে দুই লেবীয় ছিল। 34আমরা সামগ্রীগুলি ওজন করে মোট ওজনের পরিমাণ নথিভুক্ত করেছিলাম।

35এরপর, যেসব ইহুদীরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে হোমবলি নিবেদন করল। তারা ইস্রায়েলের মঙ্গলের জন্য 12টি বৃষ, 96টি মেষ, 77টি মেষশাবক ও পাপমোচনের জন্য 12টি পুরুষ ছাগলও বলিদান করল।

36এরপর আমরা ফরাৎ নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রাদেশিক নেতাদের ও রাজ্যপালদের হাতে রাজার চিঠিটি তুলে দিলাম। তারপর এই সমস্ত নেতারা ইস্রায়েলের বাসিন্দা ও মন্দিরের সহায়তা করেন।

অইহুদীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহ

9 1-2এসব হয়ে যাবার পর ইস্রায়েলীয় লোকেদের নেতারা আমাকে এসে বললেন, "ইষ্রা, ইস্রায়েলের লোকেরা এখানে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেদের পৃথক রেখে বাস করেনি। ইস্রায়েলীয়রা কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, যিবূষীয়, অম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিশরীয় এবং ইমোরীয় প্রভৃতি অন্য জাতির লোকেদের অসৎ কার্য্যকলাপে প্রভাবিত। এইভাবে তারা অন্য বংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইস্রায়েলীয়

বিশেষ জন বলে গণ্য হবার কথা, কিন্তু এখন
অন্তর্বিবাহের দরুণ তাদের অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রণ
হয়েছে। ইস্রায়েলের নেতৃবর্গ ও প্রশাসকরাই এই ধরণের
বিয়ে করে অপরাপরদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।”
3আমি যখন একথা জানতে পারলাম, তখন দুঃখ প্রকাশ
করবার জন্য আমি আমার পোশাক, চুল, দাড়ি ছিঁড়ে
ফেললাম, এবং বিষণ্ণ ও অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে
পড়লাম। 4তখন ধর্মভীরু সমস্ত ব্যক্তি ভয়ে কাঁপতে
শুরু করল। ওরা ভয় পেয়েছিল কারণ বন্দীদশা থেকে
মুক্তিলাভ করে যেসব ইহুদীরা ফিরে এসেছিল, তারা
ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিল না। ক্ষুব্ধ ও বিমূঢ় অবস্থায়
আমি বৈকালিক উৎসর্গ অনুষ্ঠান পর্যন্ত বসে থাকলাম।
ওই সমস্ত ব্যক্তিরা আমার চারপাশে জড়ো হল।

5আমি যতক্ষণ ওখানে বসেছিলাম, নিজেকে যতদূর
সম্ভব লজ্জিত দেখাতে চেষ্টা করছিলাম। এরপর
বৈকালিক প্রার্থনার সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। নোংরা
ও ছেঁড়া পরিধেয় সহ আমি হাঁটু গেড়ে বসে, দুহাত
প্রসারিত করে আমার 6প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে
বললাম: হে আমার ঈশ্বর, তোমার দিকে ফিরে
তাকাতেও আমি লজ্জা বোধ করছি। আমি লজ্জিত
কারণ আমাদের পাপকর্ম আমাদের মাথা ছাড়িয়ে গেছে।
আমাদের অপরাধ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে। 7আমাদের
পূর্বপুরুষদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা
বহু পাপে পাপী। আমাদের পাপের জন্য আমাদের
রাজাদের, যাজকদের এবং আমাদের শাস্তিভোগ করতে
হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী শাসক আমাদের লুঠ করে
আমাদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে। ঐ বিদেশী
আক্রমণকারীরা আমাদের সম্পদ লুঠ করেছে। আজ
পর্যন্ত সেই একই পুরানো ঘটনা ঘটে চলেছে।

8কিন্তু এখন অল্প সময়ের জন্য তুমি আমাদের প্রতি
দয়া প্রদর্শন করেছ। তুমি আমাদের বন্দী ব্যক্তিদের
মধ্যে থেকে কয়েকজনকে এই পবিত্রস্থানে এসে বাস
করার সুযোগ করে দিয়েছ। প্রভু, তুমি আমাদের দাসত্ব
থেকে এক নতুন জীবন দান করেছ। 9হ্যাঁ, আমরা দাস
ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের দাস থাকতে দেবে না
বলে পারস্যের রাজাদের দয়ালু করে আমাদের প্রতি
তোমার অনুগ্রহ প্রকাশ করেছ। তোমার মন্দিরটি যেটি
ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেটি গড়বার জন্য তুমি আমাদের
নবজীবন দান করেছ। যিহূদা ও জেরুশালেমকে রক্ষার্থে
তুমি আমাদের একটি দেওয়াল তুলতে সাহায্য করেছ।

10হে ঈশ্বর, তোমাকে আমরা আর কি বলতে পারি?
আমরা আবার তোমার প্রতি অবাধ্য হয়েছি। 11হে ঈশ্বর,
তুমি তোমার ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের আদেশ
করেছ: “যে ভূখণ্ডতে তোমরা আপনজ্ঞানে থাকতে চলেছ
সেটি ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ভূখণ্ডটি এখানে
বসবাসকারী বাসিন্দাদের অসৎ কর্মের জন্য ধ্বংসাবশেষে
পরিণত হয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা এই ভূখণ্ডকে
অপবিত্র করেছে। 12অতএব, ইস্রায়েলের লোকেরা,
তোমরা যেন তোমাদের সন্তানসন্ততিদের ওইসব
লোকেদের সন্তানসন্ততিকে বিয়ে করতে দিও না। ওদের
সঙ্গে কথাও বলো না। আমার আদেশ শুনলে তোমরা
বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং এই ভূখণ্ডের যাবতীয় ভালো
জিনিষ উপভোগ করতে পারবে এবং তোমাদের
সন্তানসন্ততিদের হাতে এই ভূখণ্ডটি তুলে দিতে
পারবে।”

13আমরা নিজেরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। আমরা
পাপাচরণ করেছি এবং আমরা অপরিসীম দোষী। কিন্তু
তুমি আমাদের অনেক কম দণ্ডে দণ্ডিত করেছ। আমাদের
অনেক মারাত্মক পাপের জন্য আমাদের খুব কঠিন
শাস্তি প্রাপ্য ছিল। তা সত্ত্বেও তুমি আমাদের কয়েকজনকে
বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছ। 14অতএব তোমার
আদেশ আমাদের অমান্য করা উচিৎ নয়। আমাদের
ওই সমস্ত লোকেদের সঙ্গে অন্তর্বিবাহ করা উচিৎ নয়
যারা খারাপ কাজ করে। আমরা জানি যে আমরা যদি
ওদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক চালিয়ে যাই, তাহলে, হে
ঈশ্বর, তুমি আমাদের ওপর খুব রেগে যাবে এবং যতদিন
না সমস্ত ইস্রায়েলীয় নির্বংশ হবে ততদিন আমাদের
ধ্বংস করবে।

15হে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি এত ভালো যে
আমরা এত দোষ করা সত্ত্বেও তুমি আমাদের
কয়েকজনকে বেঁচে থাকতে দিয়েছ। আমরা দোষী, তাই
সে কারণে আমাদের কারোরই তোমার সামনে দাঁড়াবার
কথা নয়।”

লোকেরা তাদের পাপ স্বীকার করল

10 প্রভুর মন্দিরের সামনে কাঁদতে কাঁদতে ইস্রা
প্রার্থনা করছিলেন ও দোষ স্বীকার করছিলেন।
সেই সময়ে বহু ইস্রায়েলীয় নারী, পুরুষ ও শিশু তাঁর
চারপাশে জড়ো হয়েছিল। তারাও কাঁদছিল। 2তখন
এলামের একজন উত্তরপুরুষ যিহীয়েলের পুত্র শখনিয়,
ইস্রাকে বলল, “আমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছি
এবং আমাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির
বংশের লোকেদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছি,
তবুও আমার মনে হয় এখনো ইস্রায়েলের সব আশা
হারিয়ে যায়নি। 3এখন আমরা ঈশ্বরের সামনে একটি
চুক্তি করি যে এইসব বিজাতীয় স্ত্রীলোক ও তাদের
সন্তানদের আমরা ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। ইস্রার উপদেশ
মেনে চলবার জন্য ও যেসব ব্যক্তি আমাদের ঈশ্বরের
প্রতি আস্থাবান তাঁদের অনুসরণ করবার জন্য আমরা
এই কাজ করব এবং আমরা ঈশ্বরের বিধান মেনে
চলবো। 4ইস্রা, আপনি উঠে দাঁড়ান এবং শক্ত হোন।
ঈশ্বরের বিধির প্রতি আমাদের আস্থাবান করে তোলার
যে ব্রত আপনি নিয়েছেন তা সফল করে তুলতে আমরা
আপনাকে সহায়তা করব।”

5ইস্রা উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রধান
যাজকগণ, লেবীয় ও ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের শপথ
গ্রহণ করালেন। 6এরপর ইস্রা ইলিয়াশীবের পুত্র
যিহোহাননের ঘরে প্রবেশ করলেন। যেটুকু সময় ইস্রা
ওখানে ছিলেন, উনি কোন খাবার খেলেন না বা কিছু
পান করলেন না, কারণ প্রত্যাগত বন্দীদের ঈশ্বরের

বিধির প্রতি অনাস্থা বশতঃ তিনি তখনও দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত ছিলেন। **7**অতঃপর তিনি ইহুদী ও জেরুশালেমের সর্বত্র একটি বার্তা পাঠালেন। সেই বার্তায় তিনি বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা সমস্ত ইহুদীদের জেরুশালেমে এসে সমবেত হতে বললেন। **8**যেসব ব্যক্তি তিনদিনের মধ্যে এসে উপস্থিত হবে না তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সেই ব্যক্তিকে সে যে দলের সঙ্গে বাস করে তার থেকেও বহিষ্কার করা হবে। প্রধান আধিকারিক ও নেতৃবৃন্দরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। **9**তিনদিনের মধ্যে ইহুদী ও বিন্যামীনের পরিবারের সমস্ত ব্যক্তি জেরুশালেমে জড়ো হল। এবং নবম মাসের কুড়ি দিনের মাথায় তারা মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হল। তারা সকলে এই সমাবেশের কারণে ও প্রবল বর্ষণের জন্য কাঁপছিল।

10তখন ইস্রা উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই সমাবেশকে সম্ভাষণ করলেন, "তোমরা সকলে ঈশ্বরের বিধি অমান্য করে তাঁর প্রতি অনাস্থা দেখিয়েছিলে এবং তোমরা বিজাতীয় নারীদের বিয়ে করে ইস্রায়েলকে আরো দোষী করেছ। **11**এখন তোমরা ঈশ্বরের সামনে তোমাদের পাপ স্বীকার করো। প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তাঁর বিধি তোমাদের অবশ্য পালনীয়। এই ভূখণ্ডে তোমাদের আশেপাশের বিজাতীয় ব্যক্তি বর্গের সঙ্গে তোমরা সমস্তরকম সম্পর্ক ত্যাগ কর এবং তোমাদের বিদেশী স্ত্রীদের থেকে তোমরা নিজেদের আলাদা করে নাও।"

12তখন ওখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তি সমস্বরে চিৎকার করে ইস্রাকে বলল: "আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যা বলছেন তা আমাদের অবশ্যই পালন করা উচিৎ। **13**এখানে অনেক ব্যক্তি আছে আর এই বৃষ্টির মধ্যে আমাদের পক্ষে বাইরে থাকা সম্ভব নয়। এই সমস্যাটির সমাধানও দু-একদিনের মধ্যে সম্ভব নয় কারণ আমরা গুরুতর পাপাচরণ করেছি। **14**আমাদের নেতারাই আমাদের পুরো দলের জন্য এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। তারপর তাদের বিদেশী স্ত্রীলোকদের, যাদের তারা বিয়ে করেছিল, তাদের ফেরৎ পাঠাবে, তারা তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেরুশালেমে আসবে। প্রতিটি শহর থেকে প্রধান নেতারা এবং বিচারকগণ ঐ লোকেদের সঙ্গে আসবেন। তাঁরা এরকম করে যাবেন যতক্ষণ না সবাই এসে যাবে। তাহলে ঈশ্বর আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত হবেন।"

15অসাহেলের পুত্র যোনাথন, তিক্বের পুত্র যহসিয়, মশুল্লম ও লেবীয় শব্বথয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল। **16**অতঃপর জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তনকারী ইহুদীরা পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করতে সম্মত হল। যাজক ইস্রা পরিবার নেতাদের বেছে নিলেন, প্রতিটি পরিবারবর্গ থেকে একটি করে মানুষের নাম বাছা হল এবং তাঁরা দশম মাসের প্রথম দিনে একত্র হয়ে প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করলেন। **17**দশম মাসের প্রথম দিনে ওই বাছাই করা ব্যক্তিগণ যে সব লোকেরা অন্তর্বিবাহ করেছে তাদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করবার জন্য একসঙ্গে বসলেন।

বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা ব্যক্তিদের তালিকা

18নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যেসব যাজক বিদেশী স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছিল, তাদের উত্তরপুরুষ:

যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় ও তার ভাইরা মাসেয়, ইলীয়েষর, যারিব ও গদলিয়। **19**এঁরা সকলে তাঁদের স্ত্রীদের পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন। তারপর তাঁরা পাপস্খালনের বলিদানের জন্য একটি করে মেষও উৎসর্গ করেছিলেন। **20**হনানি ও সবদিয় ছিল ইম্মেরের পুত্র।

21হারীমের উত্তরপুরুষদের মধ্যে মাসেয়, এলিয়, শময়িয়, যিহীয়েল ও উষিয়;

22পশহূরের উত্তরপুরুষদের মধ্যে: ইলিয়ৈনয়, মাসেয়, ইশ্মায়েল, নথনেল, যোষাবদ ও ইলিয়াসা;

23লেবীয়দের মধ্যে: যোষাবদ, শিমিয়ি ও কলায় বা কলীট, পথাহিয়, যিহূদা ও ইলিয়েষর;

24গায়কদের মধ্যে ইলীয়াশীব; দ্বারপালদের মধ্যে শল্লুম, টেলম ও ঊরি;

25ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে: পরিয়োসের উত্তরপুরুষদের মধ্যে রমিয়, যিষিয়, মল্কিয়, মিয়ামীন, ইলিয়াসর, মল্কিয় ও বনায়;

26এলমের পুত্রদের মধ্যে মত্তনিয়, সখরিয়, যিহীয়েল, অব্দি, যিরেমোৎ ও এলিয়।

27সত্তূর পুত্রদের মধ্যে ইলিয়ৈনয়, ইলিয়াশীব, মত্তনিয়, যিরেমোৎ, সাবদ ও অসীসা;

28বেবয়ের পুত্রদের মধ্যে যিহোহানন, হনানিয়, সব্বয় ও অৎলয়; **29**বানির পুত্রদের মধ্যে মশুল্লম, মল্লূক, অদায়া, যাশূব, শাল ও যিরমোৎ।

30পহৎ- মোয়াবের পুত্রদের মধ্যে অদ্ন, কলাল, বনায়, মাসেয়, মত্তনিয়, বৎসলেল, বিন্নূয়ী ও মনঃশি;

31হারীমের পুত্রদের মধ্যে ইলিয়েষর, যিশিয়, মল্কিয়, শময়িয়, শিমিয়োন, **32**বিন্যামীন, মল্লূক, শমরিয়;

33হশূমের পুত্রদের মধ্যে মত্তনয়, মত্তত্ত, সাবদ, ইলীফেলট, যিরেময়, মনঃশি ও শিমিয়ি;

34বানির পুত্রদের মধ্যে মাদয়, অম্রাম, ঊয়েল, **35**বনায়, বেদিয়া, কলূহূ, **36**বনিয়, মরেমোৎ, ইলিয়াশীব, **37**মত্তনিয়, মত্তনয় এবং যাসয়,

38বিন্নূয়ীর পুত্রদের মধ্যে শিমিয়ি, **39**শেলিমিয়, নাথন, অদায়া, **40**মকদ্বয়, শাশয়, শারয়, **41**অসরেল, শেলিমিয়, শমরিয়, **42**শল্লুম, অমরিয় এবং যোষেফ;

43নবোর উত্তরপুরুষদের মধ্যে যিয়ীয়েল, মত্তিথিয়, সাবদ, সবীনঃ, যাদয় যোয়েল ও বনায়।

44এরা সকলেই বিদেশী স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছিল এবং এদের মধ্যে অনেকের স্ত্রীই সন্তানদের জন্ম দিয়েছিল।

নহিমিয়ের পুস্তক

নহিমিয়ের প্রার্থনা

1 এগুলি হখলিয়ের পুত্র, নহিমিয়ের গল্প: রাজা অর্তক্ষস্তর রাজত্বের 20 বছরের মাথায়, কিশ্লেব মাসে আমি শূশনের রাজধানীতে ছিলাম। 2এসময়ে হনানি নামে আমার এক ভাই ও আরো কিছু ব্যক্তি যিহূদা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তখন তাদের জেরুশালেম শহরটি সম্পর্কে ও যে সব ইহুদীরা বন্দীদশা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল এবং তখনও যিহূদায় ছিল, তাদের সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

3হনানি ও তার সঙ্গে যে লোকেরা ছিল তারা আমাকে বলল, "যেসমস্ত ইহুদী বন্দীদশা এড়াতে পেরেছিল এবং যিহূদায় বাস করছে, তারা সংকট ও লজ্জার মধ্যে দিয়ে বাস করছে। কেন? কারণ জেরুশালেমের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে এবং দরজাগুলি আগুনে পুড়ে গেছে।"

4জেরুশালেম ও সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে একথা শোনার পর আমার খুবই মন খারাপ হয় এবং আমি বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করি। ভারাক্রান্ত মনে, আমি কিছুদিন ধরে উপবাস করতে ও স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। 5এই বলে আমি প্রার্থনা করেছিলাম:

"হে প্রভু, স্বর্গের ঈশ্বর, আপনি মহান ও ক্ষমতাবান। যারা আপনাকে ভালবাসে ও বিশ্বস্তভাবে আপনার আজ্ঞা পালন করে তাদের সঙ্গে আপনি আপনার ভালবাসার চুক্তি সবসময়ে বজায় রাখেন। হে প্রভু অনুগ্রহ করে আপনার ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণ করন।

6আমি আপনার সামনে আপনার দাস, ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য প্রার্থনা করছি। আমরা, ইস্রায়েলের লোকেরা, আপনার বিরুদ্ধে যে পাপসমূহ করেছি আমি তা স্বীকার করছি। আমি ও আমার পিতৃপুরুষেরা যে পাপ করেছি তাও স্বীকার করছি। 7আমরা, ইস্রায়েলীয়রা আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। আপনি আপনার দাস মোশিকে যে সকল আজ্ঞা শিক্ষামালা ও বিধি দিয়েছিলেন তা আমরা পালন করি নি।

8হে প্রভু, আপনার দাস মোশিকে আপনি যে নির্দেশগুলি দিয়েছিলেন দয়া করে তা স্মরণ করুন। আপনি বলেছিলেন, "তোমরা, ইস্রায়েলের লোকেরা যদি আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হও তাহলে আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। 9কিন্তু তোমরা যদি আমার কাছে ফিরে আস এবং আমার আদেশগুলি মেনে চলো, তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা পৃথিবীর প্রান্ত দেশে নির্বাসিত হয়ে রয়েছ তাদের আমি জড়ো করব এবং যে জায়গাটি আমি আমার নাম স্থাপন করার জন্য মনোনীত করেছি সেই জায়গায় তাদের ফিরিয়ে আনব।"

10ইস্রায়েলীয়রা আপনার দাস ও আপনার লোক। আপনি আপনার মহান ক্ষমতা প্রয়োগ করে এদের রক্ষা করেছেন। 11হে প্রভু, আপনাকে আমার বিনীত অনুরোধ আপনি আমার, আপনার দাসের এবং যেসব দাসেরা আপনার নামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চায়, তাদের প্রার্থনা শুনুন। হে প্রভু, আপনি জানেন, আমি রাজার পানপাত্রবাহক।* আজ আমি যখন কৃপাপ্রার্থী হিসেবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব আপনি আমার সহায় থাকবেন, যাতে রাজা আমাকে অনুগ্রহ করেন।"

রাজা অর্তক্ষস্ত নহিমিয়কে জেরুশালেমে পাঠালেন

2 রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বের 20তম বছরের নীসন মাসে, যখন রাজাকে দ্রাক্ষারস নিবেদন করা হল, আমি দ্রাক্ষারসটি নিলাম এবং রাজাকে দিলাম। এর আগে তার সঙ্গে থাকাকালীন রাজা কখনও আমাকে বিষাদগ্রস্ত দেখেন নি, কিন্তু সেদিন আমি সত্যিই বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলাম। 2রাজা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি শরীর খারাপ? তোমাকে এতো বিষাদগ্রস্ত লাগছে কেন? মনে হচ্ছে, তোমার হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ।"

তখন আমি খুব ভয় পেলেও রাজাকে বললাম, 3"মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন! আমার মন ভারাক্রান্ত কারণ যে শহরে আমার পূর্বপুরুষরা সমাধিস্থ, সেই শহর আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং সেই শহরের ফটকগুলি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে।"

4তখন রাজা আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও?"

আমি আমার ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে 5রাজাকে বললাম, "রাজা যদি আমাকে নিয়ে সত্যিই খুশী থাকেন এবং তাঁর যদি ইচ্ছে হয়, তবে দয়া করে আমাকে

পানপাত্রবাহক পানপাত্রবাহক সবসময় রাজার খুবই ঘনিষ্ঠ হত কারণ তার কাজ ছিল রাজার দ্রাক্ষারস প্রথমে চেখে দেখা, যাতে কেউ রাজাকে বিষ পান করাতে না পারে।

যিহূদায় জেরুশালেমে পাঠান যে শহরে আমার
পূর্বপুরুষরা সমাধিস্থ হয়েছিলেন যাতে আমি শহরটি
আবার গড়ে তুলতে পারি।”
6মহারাজের পাশেই রাণী বসেছিলেন। তাঁরা দুজন
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার এই সফরের জন্য
কত সময় লাগবে? কবে আবার তুমি এখানে এসে
পৌঁছতে পারবে?”
রাজা যেহেতু আমায় খুশি মনে বিদায় দিলেন,
আমি তাঁকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসার
প্রতিশ্রুতি দিলাম। 7আমিরাজাকে এও জিজ্ঞাসা করলাম,
“রাজা যদি সন্তুষ্ট থাকেন, দয়া করে আমাকে কয়েকটি
চিঠি দিন যাতে যিহূদা যাওয়ার পথে ফরাৎ নদীর
পশ্চিম পারের অঞ্চল পার হবার সময় আমি
রাজ্যপালদের দেখাতে পারি। 8এছাড়াও আপনার
বনবিভাগের আধিকারিক আসফকে উদ্দেশ্য করে লেখা
একটি চিঠিও আমার দরকার, যাতে সে আমাকে শহরের
ফটকগুলি, শহরের প্রাচীরসমূহ, মন্দিরের দেওয়ালসমূহ
ও আমার নিজের বাসস্থান নির্মাণের জন্য আমাকে
কাঠ দেয়।” রাজা আমাকে সবকিছু প্রয়োজনীয় চিঠি
দিয়ে অনুগৃহীত করলেন। ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় ছিলেন
বলেই রাজা আমার জন্য এসব করেছিলেন।
9তারপর আমি যখন ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলে
এলাম, সেখানকার রাজ্যপালদের আমি পত্রগুলি
দেখালাম। রাজা আমার সঙ্গে কয়েকজন সামরিক পদস্থ
ব্যক্তি ও অশ্বারোহী সৈন্যও পাঠিয়েছিলেন।
10আধিকারিকগণ, হোরোণের সন্বল্লট ও অম্মোনের
ক্রীতদাস টোবিয় যখন আমার আসার খবর পেল এবং
শুনল যে ইস্রায়েলীয়দের আমি সাহায্য করতে এসেছি
তখন তারা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হল।

নহিমিয় জেরুশালেমের প্রাচীর পর্য্যবেক্ষণ করলেন

11-12জেরুশালেমে তিনদিন থাকার পর আমি এক
রাতে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম।
জেরুশালেমের জন্য কি করার কথা ঈশ্বর আমার হৃদয়ে
রেখেছিলেন সেকথা আমি কারো কাছেই প্রকাশ করিনি।
যে ঘোড়াটিতে আমি চড়েছিলাম, সেটি ছাড়া আমার
কাছে আর কোন ঘোড়া ছিল না। 13যখন রাত হল,
আমি উপত্যকার ফটকের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে
নাগকূপ ও ছাইগাদার ফটকের দিকে গেলাম। আমি
নগরীর ভেঙে যাওয়া প্রাচীর এবং আগুনে ভস্মীভূত
প্রাচীরের দরজাগুলি পরিদর্শন করছিলাম। 14এরপর
আমি ঝর্ণার ফটক ও রাজ পুষ্করিণীতে এসে পৌঁছলাম।
সেখানে আমার ঘোড়ার যাবার কোন রাস্তা ছিল না।
15তাই আমি রাতে দেওয়ালগুলো পর্যবেক্ষণ করতে
করতে উপত্যকার ওপর দিক পর্যন্ত গেলাম এবং
দেওয়ালটি বরাবর এগিয়ে গেলাম যতক্ষণ না উপত্যকার
ফটকে এসে পৌঁছলাম। তারপর শহরে ফিরে গেলাম।
16আমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম সেকথা
আধিকারিকরা বা ইস্রায়েলের গন্যমাণ্য ব্যক্তিরা
জানতেন না। আমি তখনও পর্যন্ত ইহুদীদের, যাজকদের,
রাজপরিবারদের, আধিকারিকদের বা অন্যদের কাছে
যারা কাজটি করবে, আমি কি করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে
কিছুই প্রকাশ করিনি।
17পরে আমি তাদের বললাম, “তোমরা সকলেই
দেখতে পাচ্ছ আমরা কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।
জেরুশালেম শহর আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে
এবং এর ফটকগুলি আগুনে পুড়ে গেছে। এসো, আমরা
আবার জেরুশালেমের দেওয়াল গেঁথে ফেলি তাহলে
আর আমাদের লজ্জার কোন কারণ থাকবে না।’
18আমি তাদের এও বললাম যে ঈশ্বর আমার মঙ্গল
করেছিলেন। রাজা আমায় কি বলেছেন, সে কথাও
তাদের জানালাম। তখন লোকেরা বলে উঠল, “চলো
আমরা পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করি !” তাই তারা এই
ভাল কাজের প্রস্তুতিতে নিজেদের উৎসাহ দিল। 19কিন্তু
হোরোণের সন্বল্লট, অম্মোনের ক্রীতদাস টোবিয় ও
আরবীয় গেশম আমাদের বিদ্রূপ করে জিজ্ঞেস করল,
“তোমরা কি করছো? তোমরা কি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করছো?”
20তখন আমি তাদের বললাম: “আমরা, ঈশ্বরের
সেবকরা, এই শহর আবার গড়ে তুলবো। একাজে
সফল হতে স্বর্গের ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন।
তোমাদের পরিবারের কেউ জেরুশালেমে বাস করেনি।
তোমরা কেউ আমাদের একাজে সাহায্য করতে পারবে
না। এ ভূখণ্ডের সামান্যতম অংশও তোমাদের নয়।
এখানে থাকার তোমাদের কোন অধিকার নেই।”

প্রাচীর নির্মাতাগণ

3 মহাযাজক ইলীয়াশীব ও তাঁর যাজক ভাইরা কাজ
শুরু করলেন এবং মেষ-দ্বারটি নির্মাণ করলেন।
তারপর তাঁরা ঈশ্বরের কাছে সেটি পবিত্র বস্তু হিসেবে
উৎসর্গীকৃত করলেন এবং তাঁরা দরজাগুলি দেওয়ালের
গায়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। তাঁরা একশো স্তম্ভ
এবং হননেলের স্তম্ভ পর্যন্ত জেরুশালেমের প্রাচীর নির্মাণ
করলেন এবং তাঁদের কাজ ঈশ্বরকে উৎসর্গ করলেন।
2যাজকের পাশের দেওয়ালটি বানালেন যিরীহোর
বাসিন্দারা। আর তার পাশেরটি বানালেন ইম্রির পুত্র
সক্কূর।
3হস্সনায়ার পুত্রগণ মৎস্য-দ্বারটি আবার বানাল।
তারা বর্গাগুলি যথাস্থানে বসালো, ইমারতটিতে দরজা
বসালো এবং তাতে ছিটকিনি ও তালাচাবি লাগালো।
4দেওয়ালের পরের অংশটি হক্কোসের পৌত্র,
ঊরিয়ের পুত্র মরেমোৎ পুনর্নির্মাণ করল।
তারপর মশুল্লম, বেরিখিয়ের পুত্র মশেষবেলের
পৌত্র, পরেরটি মেরামৎ করল এবং তারপর
দেওয়ালের পরের অংশটি বানার পুত্র সাদোক মেরামৎ
করল।
5দেওয়ালেরপরের অংশটি যদিও তকোয়ার ব্যক্তিরা
মেরামৎ করল কিন্তু তাদের নেতৃবর্গ তাদের রাজ্যপাল
নহিমিয়র জন্য কোন কায়িক পরিশ্রম করতে অস্বীকার
করল।

6পুরোনো ফটকটি পাসেহের পুত্র যিহোয়াদা ও
বসোদিয়ার পুত্র মশুল্লম মেরামত করল। তারা যথাস্থানে
কড়ি-বর্গা বসিয়ে দরজায় কব্জা লাগিয়ে তাতে তালা
এবং ছিটকিনি সংযোগ করল।
7গিবিয়োনীয় মলাটিয় ও মেরোণোথীয় যাদোন এবং
গিবিয়োন ও মিস্পার অন্য লোকেরা দেওয়ালের পরের
অংশটি মেরামৎ করল। গিবিয়োন ও মেরোণোথ পশ্চিম
ফরাৎ জেলার রাজ্যপালের দ্বারা শাসিত হত।
8এরপরের অংশটি হর্হয়ের পুত্র উষীয়েল মেরামৎ
করল। উষীয়েল ছিল একজন স্বর্ণকার। হনানিয় সুগন্ধ
বানাত এবং সে পরের অংশটি মেরামৎ করল।
ঐসব লোকেরা দেওয়ালটিকে প্রশস্ত প্রাচীর অবধি
গাঁথল।
9পরের অংশটি মেরামৎ করল হূরের পুত্র রফায়।
রফায় জেরুশালেমের অর্দ্ধেকের রাজ্যপাল ছিলেন।
10এরপর হরুমফের পুত্র যিদায় একেবারে নিজের
বাড়ির উল্টোদিক পর্যন্ত দেওয়ালটি বানালো। পরের
অংশটি বানালো হশব্নিয়ের পুত্র হটুশ। 11হারীমের পুত্র
মল্কিয় ও পহৎ- মোয়াবের পুত্র হশূব পরের অংশটি
এবং চুল্লী-গম্বুজও মেরামৎ করল।
12হলোহেশের পুত্র শল্লুম তার কন্যাদের সাহায্যে
দেওয়ালের পরের অংশটি তৈরী করল। শল্লুম
জেরুশালেমের অপর অর্দ্ধেকের রাজ্যপাল ছিলেন।
13হানূন নামে এক ব্যক্তি এবং সানোহের লোকেরা
উপত্যকার ফটকটি মেরামৎ করল। তারা দরজাটি
কব্জার ওপর বসিয়ে তাতে তালা-চাবি দিল এবং
ছাইগাদা-ফটক পর্যন্ত500 গজ দেওয়াল মেরামৎ করল।
14মল্কিয় ছিল রেখবের পুত্র এবং বৈৎহক্কেরমের
রাজ্যপাল। সে ছাইগাদার ফটকটি মেরামৎ করল এবং
ছিটকিনি ও তালাসহ দরজাটি কব্জার ওপর বসাল।
15কল্‌হোষির পুত্র শল্লুম ঝর্ণা-ফটকটি মেরামৎ করল।
শল্লুম ছিলেন মিস্পা জেলার রাজ্যপাল। তিনি ফটকটি
মেরামৎ করলেন এবং তার মাথায় একটি ছাদ বানালেন।
তিনি এর দরজাগুলি তালা ও ছিটকিনিসহ বসালেন।
এছাড়া, শল্লুম রাজবাগিচার পাশে শীলোহ পুকুরের
দেওয়ালও মেরামৎ করলেন। দেওয়ালটি দায়ূদ নগরের
যেখান থেকে যে সিঁড়ি নেমে এসেছে সেখান পর্যন্ত
তিনি মেরামৎ করলেন।
16দেওয়ালের পরের অংশটি অস্বূকের পুত্র নহিমিয়
মেরামৎ করল। নহিমিয় বৈৎসূর জেলার অর্দ্ধেকের
রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি দায়ূদের পরিবারের
সমাধিগুলোর উল্টোদিক পর্যন্ত এবং মানুষের দ্বারা তৈরী
পুকুর এবং "বীর-গৃহ" পর্যন্ত কাজ করলেন।
17দেওয়ালের পরের অংশ বানির পুত্র রহূমের নির্দেশে
লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীরা বানাল। হশবিয় দেওয়ালের
পরের অংশটি মেরামৎ করল। তিনি কিয়ীলা প্রদেশের
অর্দ্ধেকের রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি তার নিজের
জেলাতেও মেরামৎ করলেন।
18দেওয়ালের পরের অংশ তাঁদের ভাইরা মেরামৎ
করেছিল। তারা হেনাদদের পুত্র বিন্নুই এর অধীনে কাজ
করেছিল। বিন্নুই কিয়ীলার অপর অর্দ্ধেকের রাজ্যপাল
ছিলেন।
19এর পরের অংশ যেশূয়ের পুত্র এসর মেরামৎ
করলেন। এসর মিস্পার রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি
অস্ত্রাগার থেকে প্রাচীরের একটি কোণ পর্যন্ত দেওয়াল
মেরামৎ করেছিল। 20সব্বয়ের পুত্র বারূক এক কোণ
থেকে মহাযাজক ইলিয়াশীবের বাড়ির দরজা পর্যন্ত
দেওয়ালের অংশটি মেরামৎ করেছিল। 21ইলিয়াশীবের
বাড়ির প্রবেশপথ থেকে বাড়ির অন্য প্রান্ত পর্যন্ত
দেওয়ালের অংশটি হক্কোসের পৌত্র, ঊরিয়ের পুত্র
মরেমোৎ মেরামৎ করল। 22পরের কিছুটা অংশ ওই
অঞ্চলে বসবাসকারী যাজকেরা মেরামৎ করলেন।
23বিন্যামীন ও হশূব যে যার নিজের বাড়ির সামনের
দেওয়ালটুকু ঠিক করার পর অননিয়ের পৌত্র ও মাসেয়ের
পুত্র অসরিয়ও নিজের বাড়ির সামনের দেওয়ালটুকু
মেরামৎ করল।
24হেনাদদের পুত্র বিন্নূয়ী অসরিয়ের বাড়ি থেকে শুরু
করে দেওয়ালের বাঁক হয়ে কোণ পর্যন্ত অংশটি তুলে
ফেলল।
25উষয়ের পুত্র পালল দেওয়ালের বাঁকে স্তম্ভের কাছে
যেটি উচ্চ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যেটি আবার
রাজার প্রহরীর উঠোনের কাছে অবস্থিত সেইখানে
দেওয়াল তুলল। পরোশের পুত্র পদায় পাললের পরে
কাজ করল।
26মন্দিরের দাসরা ওফল পাহাড়ের ওপর বাস
করছিল। তারা স্তম্ভের কাছে জলদ্বারের পূর্বাংশ পর্যন্ত
মেরামতের কাজগুলি করল।
27তকোয়ীর লোকেরা বড় স্তম্ভটি থেকে শুরু করে
ওফলের দেওয়াল পর্যন্ত দেওয়ালের বাদবাকি অংশটি
মেরামৎ করল।
28যাজকেরা অশ্ব-দ্বারের ওপরের অংশ বানিয়ে
ফেলল। প্রত্যেক যাজক যে যার নিজের বাড়ির দেওয়াল
গাঁথল। 29এরপর ইম্মেরের পুত্র সাদোক নিজের বাড়ির
সামনের দেওয়াল ও শখনিয়ের পুত্র শময়িয় দেওয়ালের
তারপরের অংশটুকু মেরামৎ করে নিল। সে ছিল
পূর্বদ্বারের জনৈক প্রহরী।
30শেলিমিয়ের পুত্র হনানিয় ও সালফের পুত্র হানূন
(হানূন ছিল সালফের যষ্ঠ পুত্র) দেওয়ালের পরের অংশ
মেরামৎ করল।
বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম তার নিজের বাড়ির সামনে
দেওয়ালের অংশ মেরামৎ করল। 31মল্কিয় নামে এক
স্বর্ণকার পর্যবেক্ষণদ্বারের বিপরীতে মন্দির দাস ও
ব্যবসায়ীদের বাড়ি পর্যন্ত অংশের দেওয়াল মেরামৎ
করল। 32বাকী অংশ অর্থাৎ কোণের দিকে ওপরের ঘর
থেকে মেষদ্বার পর্যন্ত অংশ স্বর্ণকারেরা ও ব্যবসায়ীরা
মেরামৎ করল।

সন্‌বল্লট ও টোবিয়

4 আমরা দেওয়াল পুনর্নির্মাণ করছি, একথা জানতে
পেরে সন্‌বল্লট খুবই ক্রুদ্ধ হল। সে তখন ইহুদীদের

নিয়ে হাসা-হাসি করল। 2সন্‌বল্লট তার বন্ধুদের ও শমরীয়
সেনাদলের সামনেই কথা বলছিল, "এই দুর্বল ইহুদীগুলো
কি করছে? ওরা কি ভাবছে যে আমরা ওদের ছেড়ে
দেব? ওরা কি বেদীতে বলি চড়াবে? ওরা কি মনে
করে যে একদিনেই ওরা নির্মাণ কাজ শেষ করতে
পারবে? ওরা কি আবর্জনা আর ধূলোর গাদা থেকে
এই পোড়া পাথরগুলিকে আবার জীবন্ত করে তুলতে
পারবে?"

3সেই সময়, অম্মোনীয়র টোবিয় সন্‌বল্লটের সঙ্গে
ছিল। সে বলল, "যে দেওয়ালটা ওরা বানাচ্ছে ওটার
ওপর একটা ছোট শেয়ালও যদি ওঠে ওটা ভেঙে
পড়বে!"

4নহিমিয় তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে
ঈশ্বর তুমি দয়া করে আমাদের ডাকে সাড়া দাও। এই
সমস্ত ব্যক্তিরা আমাদের ঘৃণা করে। সন্‌বল্লট ও টোবিয়
আমাদের অপমান করছে। তুমি তাদের এর যথাযোগ্য
শাস্তি দাও। ওদের বন্দী করার ব্যবস্থা করো, যাতে
ওরা লজ্জিত হয়। 5তোমার চোখের সামনে ওরা যে
অপরাধ করেছে তা তুমি ক্ষমা কোর না। ওরা দেওয়াল
নির্মাতাদের অপমান করেছে ও তাদের নিরুৎসাহ
করেছে।"

6যদিও আমরা জেরুশালেমের চারপাশের দেওয়াল
বানালাম কিন্তু দেওয়ালের উচ্চতা যা হওয়া উচিৎ
ছিল মোটে তার অর্ধেক হল। লোকেরা উদ্যম আর
ইচ্ছা নিয়ে কাজ করেছে।

7সন্‌বল্লট, টোবিয়, আরবীয়, অম্মোনীয় ও
অস্‌দোদীয়রা খুব রেগে গেল কারণ ওরা শুনেছিল যে
জেরুশালেমের দেওয়ালের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং
গর্ত ভরাট করা হচ্ছে। 8তারপর তারা জেরুশালেমের
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার পরিকল্পনা করল। তারা সবাই
পরিকল্পনা করল যে তারা আসবে ও জেরুশালেমের
বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং তার বিরুদ্ধে গোলমাল করবে।
9কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে
দিবারাত্র দেওয়ালের চারপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা
করলাম যাতে আমরা এই সব বহিঃশত্রুদের প্রয়োজনে
বাধা দিতে পারি।

10সেসময়ে যিহূদার লোকেরা বলল, "কর্মীরা সকলে
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং ওখানে সরাবার মতো এত
নোংরা আছে যে আমরা দেওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ
করতে পারব না।" 11আর আমাদের শত্রুরা বলছে,
'ইহুদীরা এ সম্বন্ধে অবগত হবার আগে অথবা আমাদের
দেখতে পাবার আগে, আমরা তাদের মধ্যে গিয়ে তাদের
হত্যা করব, এবং এইভাবেই তাদের কাজ বন্ধ হয়ে
যাবে।'"

12তারপর যে সব ইহুদী আমাদের শত্রুদের মধ্যে
থাকত তারা এলো এবং আমাদের দশ বার বলল,
'আমাদের শত্রুরা আমাদের চারদিকে রয়েছে। আমরা
যেদিকেই ফিরি না কেন সেদিকেই শত্রুরা রয়েছে।'

13আমি তখন কিছু ব্যক্তিকে প্রাচীরের নিম্নতম অংশে
রাখার ব্যবস্থা করলাম। আমি পরিবারগুলিকে তলোয়ার,
বল্লম ও তীর-ধনুক সহ দেওয়ালের গর্তের কাছে একসঙ্গে
দাঁড় করিয়ে দিলাম। 14তারপর সমস্ত ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি
খতিয়ে দেখবার পর, আমি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারগুলিকে,
আধিকারিকদের এবং সমস্ত বাকি লোকেদের উৎসাহ
দিয়ে বললাম, "আমাদের শত্রুদের ভয় পেয়ো না।
মনে রেখো আমাদের প্রভু মহান এবং ভয়ঙ্কর!"

15আমাদের শত্রুপক্ষ খবর পেল যে আমরা তাদের
চক্রান্তের কথা জেনে ফেলেছি। ঈশ্বর তাদের সমস্ত
মতলব বানচাল করে দিয়েছেন। আবার আমাদের
লোকেরা তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়ে
দেওয়ালের কাজ শুরু করল। 16তখন থেকে আমাদের
লোকেদের অর্ধেক সংখ্যক দেওয়াল নির্মাণের কাজে
নিযুক্ত রইল আর বাকি অর্ধেক বল্লম, বর্ম, তীর এবং
বর্ম নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত হল। সেনাধ্যক্ষরা যিহূদার
লোকেদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন যেহেতু তারা দেওয়াল
নির্মাণ করছিল। 17মিস্ত্রি ও তাদের যোগানদাররা এক
হাতে তাদের যন্ত্রপাতি এবং অন্য হাতে অস্ত্রও ধরেছিল।
18কাজ করার সময়েও প্রত্যেকটি নির্মাণকারী কোমরবন্ধে
তরবারি ঝুলিয়ে রাখতো। লোকেদের সতর্ক করে দেবার
জন্য যার শিঙা বাজানোর কথা সে আমার পাশে পাশে
থাকত। 19আমি তখন আধিকারিকবর্গ, গুরুত্বপূর্ণ পরিবার
ও বাকি লোকেদের সঙ্গে কথা বললাম। আমি বললাম,
"এই দেওয়াল জুড়ে এখনও অনেক কাজ করা বাকি
আছে আর আমরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
গিয়েছি।" 20কিন্তু একে অপরের থেকে কাজের সময়
যত দূরেই থাকো না কেন, শিঙার আওয়াজ শুনলেই
সকলে দ্রুত এক জায়গায় জড়ো হবে। ঈশ্বর স্বয়ং
আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করবেন।"

21অতএব আমরা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত
জেরুশালেমের দেওয়াল বানানোর জন্য কঠিন পরিশ্রম
করছিলাম যখন কর্মীদের মধ্যে অর্ধেকরা হাতে বল্লম
ধরেছিল।

22আমি নির্মাতাদের এও বলেছিলাম, "প্রত্যেক
নির্মাতা এবং তার সাহায্যকারী রাত্রে জেরুশালেমের
ভেতরে থাকবে যাতে তারা রাত্রে পাহারাদার এবং
দিনের বেলা কর্মী হতে পারে।" 23অতএব আমি বা
আমার ভাইরা, আমার লোকেরা এবং প্রহরীরা কেউই
স্নান করার জন্য বা কাপড় কাচার জন্য পোষাক খুলতে
পারতাম না কারণ আমরা যখন জলের জন্য বেরোতাম
তখনও আমাদের হাতে অস্ত্র থাকত।

নহিমিয় গরীব দুঃখীদের সাহায্য করলেন

5 অনেক দরিদ্র ইহুদী তাদের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে
অভিযোগ করতে শুরু করলো। 2তাদের মধ্যে
কয়েকজন অভিযোগ করল, "আমাদের এতগুলি
ছেলেমেয়ে; সুতরাং খেয়েপরে বাঁচার জন্য আমাদের
খাদ্য শস্যের প্রয়োজন!"

3অন্য লোকেরা বলল, "দুর্ভিক্ষের সময় শস্য পাবার
জন্য আমরা আমাদের জমিজমা, দ্রাক্ষাক্ষেত এবং
বাড়ি বন্ধক রেখেছিলাম।"

4আবার আরেক দল বলতে শুরু করল, “আমাদের জোত জমি ও দ্রাক্ষাক্ষেতের ওপর ধার্য রাজকর দেবার জন্য আমাদের অর্থ ধার করতে হয়েছিল। 5আর এদিকে ঐসব ধনীলোকদের দেখো! আমরাও তো ওদেরই মতো মানুষ, আমাদের ছেলেমেয়েরাই বা ওদের থেকে কম কিসে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেলেমেয়েদের দাসদাসী হিসেবে বিক্রি করে দিতে হবে! ইতিমধ্যেই অনেকে তা করতে শুরু করেছে, অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না। আমাদের ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত এখন অন্য লোকেদের অধীনে!”

6আমি যখন ওদের অভিযোগগুলো শুনলাম তখন মহাক্রুদ্ধ হলাম। 7তারপর আমি নিজেকে শান্ত করে বিত্তবান পরিবার ও আধিকারিকবর্গের কাছে গিয়ে বললাম, “তোমরা তোমাদের নিজেদের লোকেদের টাকা ধার দাও এবং তাদের কাছ থেকে সুদ আদায় কর। তোমাদের অতি অবশ্য এ কাজ বন্ধ করতে হবে।” এরপর আমি সমস্ত ব্যক্তিদের এক জায়গায় জড়ো করে বললাম, 8“লোকেরা আমাদের ইহুদী ভাইদের ক্রীতদাস হিসেবে অন্য দেশসমূহে বিক্রি করে দিয়েছিল। বহুকষ্টে আমরা তাদের স্বাধীন করে দেশে ফিরিয়ে এনেছি আর এখন তোমরা নিজেরাই আবার তাদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করছো!”

ধনী লোকেরা ও আধিকারিকরা এই অভিযোগ শুনে কিছু বলতে পারল না, চুপ করে থাকল। 9তখন আমি তাদের বললাম, “তোমরা যা করছ, সেটা সঠিক কাজ নয়। তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য জাতিরা যেসব লজ্জাজনক কাজ করছে সেসব তোমাদের করা উচিৎ নয়। 10আমার লোকেরা, আমার ভাইরা, এমন কি আমিও, দরিদ্রদের টাকাপয়সা ও খাদ্যশস্য ধার দিচ্ছি। এসো আমরা তাদের যে টাকা ধার দিই তার থেকে সুদ নেওয়া বন্ধ করি। 11তোমরা অতি অবশ্য দরিদ্র ব্যক্তিদের জমি-জমা, দ্রাক্ষাক্ষেত, বাড়ি ফেরত দিয়ে দেবে। এছাড়াও তোমরা, এদের টাকা-পয়সা, শস্য, দ্রাক্ষারস এবং তেল ধার দিয়ে তার ওপর এক শতাংশ হারে যে সুদ নিয়েছো তাও ফিরিয়ে দেবে।”

12তখন ধনী ব্যক্তি সবাই আমাকে বলল, “নহিমিয় তুমি যা বললে তাই হবে। আমরা ওদের সব কিছু ফিরিয়ে দেব আর কখনও গরীব দুঃখীদের থেকে কিছু নেব না।”

তারপর যাজকদের ডেকে ঈশ্বরের সামনে ধনী ও আধিকারিকরা যা বলেছে তা শপথ করালাম। 13এরপর আমি আমার কাপড়ের ভাঁজ ঝাড়তে ঝাড়তে তাদের বললাম, “এই একইভাবে তোমরা যারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর ধরে ঝাঁকাবেন। ঈশ্বর তাকে গৃহচ্যুত তো করবেনই উপরন্তু তার যা কিছু আছে সবই তাকে হারাতে হবে।”

আমি আমার বক্তব্য শেষ করার পর উপস্থিত সকলে “আমেন” বলল। তারপর তারা সকলে প্রভুর প্রশংসা করল এবং এরা সকলেই তাদের কথা রেখেছিল।

14রাজা অর্তক্ষস্তর রাজত্বের 20তম বছর থেকে 32তম বছর পর্যন্ত আমি যিহূদার রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করছিলাম। সেসময় আমি বা আমার কোন ভাই রাজ্যপালের জন্য বরাদ্দ খাদ্য খাইনি। আমি কখনও দরিদ্র ব্যক্তিদের জোরজবর্দস্তি কর দিতে বাধ্য করে সে পয়সায় নিজের খাবার কিনিনি। আমি অর্তক্ষস্তের রাজত্বের কুড়ি বছর থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ মোট বারো বছর যিহূদার শাসক হিসেবে কাজ করেছিলাম।

15যে সব রাজ্যপালেরা আমার আগে শাসন করেছিলেন তাঁরা লোকেদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। এঁরা সকলেই প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে এক পাউণ্ড রূপোসহ খাবার ও দ্রাক্ষারস দাবী করতেন। নেতৃবর্গ, যারা ঐ সব রাজ্যপালদের অধীন ছিল তারাও লোকেদের শোষণ করত। কিন্তু যেহেতু আমার ঈশ্বরে ভয়-ভীতি আছে, আমি এই ধরণের কাজ করিনি। 16আমি জেরুশালেমের দেওয়াল তোলবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম। আমার সমস্ত লোকেরাও এই কাজের জন্য একত্রে এসেছিল। আমরা কারো কাছ থেকে কোন জমি জমা কেড়ে নিই নি।

17উপরন্তু আমি নিয়মিতভাবে আমার টেবিলে 150 জন ইহুদী আধিকারিকদের খাওয়ার যোগান দিয়েছিলাম। আর আমাদের আশেপাশের দেশ থেকে যেসব লোকেরা আমার টেবিলের কাছে এসেছিল আমি তাদেরও খাবার সরবরাহ করতাম। 18প্রতিদিন লোকেদের খাওয়াবার জন্য আমি একটি গরু, ছয়টি মোটা মেষ এবং নানান ধরণের পাখি রান্না করার জন্য দিতাম। প্রতি দশদিন অন্তর আমি প্রভূত পরিমাণে সব রকমের দ্রাক্ষারস দিতাম। কিন্তু আমি কখনই শাসকের জন্য বরাদ্দ দামী খাবার-দাবার দাবি করিনি বা আমার খাবার কেনার জন্য প্রজাদের ওই সমস্ত কর দিতে বাধ্য করিনি। আমি জানতাম, দেওয়াল বানানোর জন্য সকলে কঠিন পরিশ্রম করছে। 19হে ঈশ্বর, আমি এইসব লোকেদের জন্য যা করেছি, তা মনে রেখো এবং আমাকে আশীর্বাদ করো।

আরো সংকটসমূহ

6 তারপর সন্‌বল্লট, টোবিয় ও গেশম নামে আরব ও আমাদের অন্যান্য শত্রুরা জানতে পারল যে আমি জেরুশালেমের দেওয়াল নির্মাণ করছিলাম। দেওয়ালের গায়ের গর্তগুলি ভরাট করা হলেও তখনও অবশ্য আমাদের দরজার পাল্লা বসানো বাকি ছিল। 2অতএব সন্‌বল্লট ও গেশম তখন আমাকে একটি খবর পাঠাল: “চলো নহিমিয়: ওনো সমভূমির কেফিরিন শহরে আমরা সাক্ষাৎ করি।” কিন্তু ওরা আমার ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিল।

3কিন্তু আমি ওদের এই কথা বলে ফেরত পাঠালাম: “আমি খুব জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি, তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি কাজ বন্ধ করতে পারব না।”

4সন্‌বল্লট ও গেশম আমাকে চারবার একই খবর
পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি তাদের একই উত্তর দিয়েছি-
লাম। 5তারপর পঞ্চমবার সন্‌বল্লট ওর নিজের এক
সাহায্যকারীর মাধ্যমে আমাকে একই আমন্ত্রণ পাঠালো।
6চিঠিটিতে লেখা ছিল: “চতুর্দিকে একটি গুজব ছড়াচ্ছে
এবং এমনকি গেশমও বলেছে যে, তুমি ও ইহুদীরা
নাকি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করছ।
যে কারণে নাকি তোমরা জেরুশালেম শহরের চারপাশে
দেওয়াল তুলছ। জনসাধারণ বলছে, বিদ্রোহের পর তুমিই
নাকি হবে ইহুদীদের নতুন রাজা। 7গুজবে একথাও
বলা হচ্ছে যে তোমার সম্বন্ধে এই কথা জেরুশালেমে
ঘোষণা করতেতুমি ভাববাদীদের নিযুক্ত করেছ: ‘যিহূদায়
এক রাজা আছেন!’
“দেখো নহিমিয়, আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে
চাই যে শীগ্‌গিরই রাজা শীঘ্রই এসব খবর পেয়ে যাবেন।
তাই বলছি, এসো আমরা একসঙ্গে বসে এ বিষয়ে
কথাবার্তা বলি।”
8আমি তখন সন্‌বল্লটকে বলে পাঠালাম, “তুমি যা
অভিযোগ করেছ তার কোনটাই সত্যি নয়। তুমি তোমার
নিজের মাথা থেকেই এই গল্পটা বানাচ্ছো।”
9আসলে আমাদের শত্রুরা আমাদের ভয় দেখাতে
চেষ্টা করছিল। ওরা ভাবছিল, “এসব করলে ইহুদীরা
ভয় পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেবে আর দেওয়ালের কাজও
শেষ হবে না।”
কিন্তু আমি প্রার্থনা করেছিলাম, “হে ঈশ্বর, আমাকে
শক্তি দাও।”
10একদিন আমি শমযিয়র সঙ্গে দেখা করতে তার
বাড়িতে গেলাম। শমযিয় ছিল দলায়ের পুত্র। দলায়
ছিল মহেটবেলের পুত্র। শমযিয় তার বাড়িতে ছিল। সে
আমাকে বলল,
“নহিমিয়, চল আমরা ঈশ্বরের মন্দিরে দেখা করি।
চল আমরা পবিত্র স্থানের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ
করে দিই, কারণ শত্রুরা আজ রাতে তোমাকে হত্যা
করতে আসছে।”

11আমি শমযিয়কে উত্তরে বললাম, “আমার মতো
কোন ব্যক্তির কি পালিয়ে যাওয়া উচিৎ? আমার মতো
একজন ব্যক্তির কি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পবিত্র
স্থানের ভেতরে যাওয়া উচিৎ? আমি যাব না!”
12আমি জানতাম যে আমাকে সাবধান করতে ঈশ্বর
শমযিয়কে পাঠান নি। আমি বুঝতে পারলাম যে সে
আমার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল কারণ টোবিয় ও
সন্‌বল্লট তাকে তা করার জন্য টাকা দিয়েছিল। 13আমাকে
ভয় দেখানোর জন্য ও মন্দিরের ভেতরে যেতে প্ররোচিত
করবার জন্য শমযিয়কে টাকা দেওয়া হয়েছিল যাতে
এই কাজ করে আমি পাপাচরণ করি তাহলে ওরা
আমাকে অপদস্থ করবার জন্য বদনাম দিতে পারে।
14হে ঈশ্বর, সন্‌বল্লট ও টোবিয়কে এবং তারা যে
মন্দ কাজগুলি করেছে তা অনুগ্রহ করে মনে রেখ।
এমন কি ভাববাদিণী নোয়দিয়ার কথা এবং অন্যান্য যে
সমস্ত ভাববাদীরা আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে
তাদের কথাও তুমি স্মরণে রেখো।

দেওয়াল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত

15ইলূল মাসের 25 দিনের মাথায় জেরুশালেমের
দেওয়াল গাঁথার কাজ শেষ হল। দেওয়াল নির্মাণ শেষ
করতে 52 দিন লেগেছিল। 16তখন আমাদের সমস্ত
শত্রু ও আশেপাশের সব জাতিগুলি জানতে পারল যে
দেওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। তাই তারা তাদের
সাহস হারিয়ে ফেলল। কেন? কারণ ওরা বুঝতে
পেরেছিল, যে আমাদের ঈশ্বরের সহায়তাতেই একাজ
শেষ হয়েছে।
17এছাড়াও, সে সময়ে দেওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ
হবার পর, যিহূদার ধনী ব্যক্তিরা টোবিয়কে চিঠি লিখত
এবং টোবিয় সেসব চিঠির জবাব দিত। 18তারা ঐসব
চিঠি লিখেছিল কারণ যিহূদাতে বহু লোক তার প্রতি
বিশ্বস্ত থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কারণ টোবিয়,
আরহের পুত্র শখনিয়ের জামাতা ছিল। উপরন্তু টোবিয়ের
পুত্র যিহোহানন বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লমের কন্যাকে
বিয়ে করেছিল। 19অতীতে তারা টোবিয়র কাছে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিল, তাই এরা আমার কাছে বলেছিল টোবিয়
কত ভাল ছিল। আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে তারা
টোবিয়কে যাবতীয় খবরাখবর দিত। টোবিয় আমাকে
ভয় দেখানোর জন্য চিঠি পাঠানো অব্যাহত রেখেছিল।
7 আমাদের দেওয়াল বানানোর কাজ শেষ হল।
তারপর আমরা দরজায় পাল্লা বসালাম ও কারা
সেই সব দরজায় পাহারা দেবে তার জন্য লোক ঠিক
করলাম। আমরা গায়কদের এবং লেবীয়দেরও নিযুক্ত
করলাম। 2এরপর আমি আমার ভাই হনানি ও হনানিয়
নামে আরেক ব্যক্তিকে যথাক্রমে জেরুশালেম শহরের
দায়িত্ব ও দুর্গের সেনাপতির দায়িত্ব দিলাম। আমি আমার
ভাই হনানিকে বেছে নিয়েছিলাম কারণ অন্যান্যদের থেকে
সে খুবই সৎ ও তার ঈশ্বরে বেশী ভয় ছিল। 3আমি
তখন তাদের নির্দেশ দিলাম, “প্রতিদিন সূর্যোদয়ের
কয়েক ঘণ্টা পরে জেরুশালেমের ফটকগুলি খুলবে।
আর সূর্যাস্তের পূর্বেই তোমরা ফটক বন্ধ করে তালা
লাগাবে। এছাড়াও, রক্ষী হিসেবে যাদের নিয়োগ করবে
তারা যেন এ শহরেরই বাসিন্দা হয়। এই সমস্ত রক্ষীদের
কয়েকজনকে শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়
পাহারা দিতে পাঠাবে আর বাদবাকিরা যেন তাদের
বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলেই পাহারা দেয়।”

ফিরে আসা বন্দীদের তালিকা

4জেরুশালেম শহরটি খুবই বড়। শহরে অনেক
জায়গা থাকলেও, তুলনায় বাসিন্দার সংখ্যা কম।
বাড়ি-ঘরও তখন সমস্ত বানানো হয়নি। 5এমতাবস্থায়
ঈশ্বর আমার হৃদয়ে সমস্ত বাসিন্দাদের একত্রিত করার
বাসনা প্রবেশ করালেন। আমি তখন সমস্ত গন্যমাণ্য
ব্যক্তি, আধিকারিকবর্গ ও সাধারণ লোকেদের একসঙ্গে
ডেকে পাঠালাম। বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের একটি

তালিকা বানানোই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইতিমধ্যে বন্দীদশা থেকে যারা প্রথম এ শহরে ফিরে এসেছিল তার একটি তালিকা আমি পেয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল:

6এই ইহুদীরা বন্দীদশা থেকে জেরুশালেম এবং
যিহুদায় ফিরে এসেছিল। রাজা নবূখদ্‌নিৎসর এদের
বন্দী করে বাবিলে নিয়ে গিয়েছিলে। এরা হল: যেশূয়,
নহিমিয়, অসরিয়, রয়মিয়া, নহমানি, 7মর্দখয়, বিল্‌শন,
মিস্পরৎ, বিগ্‌বয়, নহূম ও বানা। তারা সরুব্বাবিলের
সঙ্গে ফিরে এসেছিল। নীচে ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক
ফিরে এসেছিল তাদের নাম ও সংখ্যা দেওয়া হল:

8	পরোশের উত্তরপুরুষ	2,172
9	শফটিয়ের উত্তরপুরুষ	372
10	আরহের উত্তরপুরুষ	652
11	যেশূয় ও যোয়াবের পরিবারগোষ্ঠীর পহৎ-মোয়াবের উত্তরপুরুষ	2,818
12	এলমের উত্তরপুরুষ	1,254
13	সত্তূর উত্তরপুরুষ	845
14	সক্কয়ের উত্তরপুরুষ	760
15	বিন্নূয়ির উত্তরপুরুষ	648
16	বেবয়ের উত্তরপুরুষ	628
17	আস্‌গদের উত্তরপুরুষ	2,322
18	অদোনীকামের উত্তরপুরুষ	667
19	বিগ্‌বয়ের উত্তরপুরুষ	2,067
20	আদীনের উত্তরপুরুষ	655
21	যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের উত্তরপুরুষ	98
22	হশুমের উত্তরপুরুষ	328
23	বেৎসয়ের উত্তরপুরুষ	324
24	হারীফের উত্তরপুরুষ	112
25	গিবিয়োনের উত্তরপুরুষ	95
26	বৈৎলেহম ও নটোফা শহরের লোক	188
27	অনাথোত শহরের	128
28	বৈৎ-অস্মাবৎ শহরের	42
29	কিরিয়ৎ-যিয়ারীম, কফীরা ও বেরোত শহরের	743
30	রামা ও গেবা শহরের	621
31	মিক্‌মস শহরের	122
32	বৈথেল ও অয় শহরের	123
33	নবো শহরের	52
34	এলম শহরের	1,254
35	হারীম শহরের	320
36	যিরীহো শহরের	345
37	লোদ, হাদীদ ও ওনো শহরের	721
38	সনায়া শহরের	3,930

39যাজকগণ হল:

যেশূয়ের বংশজাত যিদয়িয়র উত্তরপুরুষ 973

40	ইম্মেরের উত্তরপুরুষ	1,052
41	পশ্‌হূরের উত্তরপুরুষ	1,247
42	হারীমের উত্তরপুরুষ	1,017

43এরা হল লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোক:

হোদবিয়র বংশজাত যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের উত্তরপুরুষ 74

44এরা হল গায়ক বৃন্দ:

আসফের উত্তরপুরুষ 148

45এরা হল দ্বাররক্ষকগণ:

শল্লুম, আটের, টল্‌মোন, অক্কুব, হটীটা ও শোবয়ের উত্তরপুরুষ 138

46এরা হল মন্দিরের বিশেষ দাস:

সীহ, হসূফা ও টব্বায়োতের উত্তরপুরুষরা,
47 কেরোস, সীয় ও পাদোনের বংশধরবর্গ,
48 লবানা, হগাব ও শল্‌ময়ের বংশধরবর্গ,
49 হানন, গিদ্দেল ও গহরের বংশধরবর্গ,
50 রায়া, রৎসীন ও নকোদের বংশধরবর্গ,
51 গসম, ঊষ ও পাসেহের বংশধরবর্গ,
52 বেষয়, মিয়ূনীম ও নফূষযীমের বংশধরবর্গ,
53 বকবূক, হকূফা ও হর্হূরের বংশধরবর্গ,
54 বসলীত, মহীদা ও হর্শার বংশধরবর্গ,
55 বর্কোস, সীষরা ও তেমহের বংশধরবর্গ,
56 নৎসীহ ও হটীফার বংশধরবর্গ।

57শলোমনের উত্তরপুরুষ দাসদের মধ্যে:

সোটয়, সোফেরৎ ও পরীদার বংশধরবর্গ,
58 যালা, দর্কোন ও গিদ্দেলের বংশধরবর্গ,
59 শফটিয়ের, হটীল ও পোখেরৎ-হৎসবায়ীম ও আমোন;
60 মন্দিরের দাস ও শলোমনের দাসদের উত্তরপুরুষ 392

61-62কয়েকজন লোক তেল্‌মেলহ, তেল্‌হর্শা, করূব,
অদ্দন ও ইম্মের শহর থেকে জেরুশালেমে এসেছিল।
তাদের পরিবারগুলি ইস্রায়েল থেকে উদ্ভূত কিনা তা
তারা প্রমাণ করতে পারেনি।

দলায়, টোবিয় ও নকোদের উত্তরপুরুষ 642 জন

63এরা ছিল যাজক পরিবারের উত্তরপুরুষ:

হবায়, হক্কোস ও বর্সিল্লয়ে। গিলিয়দের বর্সিল্লয় পরিবারের কন্যাকে যদি একজন পুরুষ বিয়ে করত ওই পুরুষকে বর্সিল্লয়দের উত্তরপুরুষ হিসাবে গণ্য করা হতো।

64যেহেতু তারা তাদের বংশতালিকা বা তাদের পূর্বপুরুষরা যাজক ছিলেন কিনা তা প্রমাণ করতে পারল না, সেহেতু যাজকদের তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হল না। 65রাজ্যপাল ওই সমস্ত ব্যক্তিদের, পবিত্র খাবার খেতে বারণ করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রধান যাজক ঊরীম ও তুম্মীম ব্যবহার করে ঈশ্বরের কাছে জেনে নেন কি করতে হবে।

66-677,337 জন দাসদাসীকে বাদ দিলে, যারা ফিরে এসেছিল তাদের মধ্যে সব মিলিয়ে ছিল 42,360 জন। এছাড়াও, এদের সঙ্গে ছিল 245 জন গায়ক-গায়িকা, 68-69তাদের 736 টি ঘোড়া, 245 টি খচ্চর, 435 টি উট ও 6,720 টি গাধা ছিল।

70বেশ কিছু পরিবার প্রধান কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অর্থ দান করেন। রাজ্যপাল স্বয়ং কোষাগারে 19 পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি 50টি পাত্র ও যাজকদের পোশাকের জন্য 530 পোশাক দান করেন। 71বিভিন্ন পরিবারের প্রধানরা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য 375 পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা এবং 1 1/3 টন পরিমাণ রূপো দান করেছিলেন। 72সব মিলিয়ে অন্যান্য ব্যক্তিরা 375 পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা, 1 1/3 টন রূপা এবং যাজকদের জন্য 67 টি বস্ত্রখণ্ড দিয়েছিলেন।

73যাজকগণ, লেবীয়রা, দ্বাররক্ষীরা, গায়করা ও মন্দিরের সেবাদাসরা ও অন্যান্য সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা যে যার নিজের শহরে বাস করতে লাগল। ওই বছরের সপ্তম মাসের মধ্যেই দেখা গেল ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দারা তাদের নিজেদের বাসভূমিতে বসবাস শুরু করেছে।

বিধি পাঠ করলেন ইস্রা

8 শেষপর্যন্ত বছরের সপ্তম মাসে ইস্রায়েলের সমস্ত বাসিন্দা এক জায়গায় জড়ো হল। এরা সকলে একই উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রে এসেছিল যেন জলদ্বারের সামনে খোলা চত্বরে তারা ছিল একটি মানুষ। এরা সকলে মিলে শিক্ষক ইস্রাকে মোশির বিধিপুস্তকটি আনতে অনুরোধ করল। উল্লেখ্য প্রভু ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের জন্য যে বিধিনির্দেশগুলি দেন তা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। 2সকলের অনুরোধে ইস্রা জনসমক্ষে বিধিপুস্তকটি বের করলেন। এটি ছিল সপ্তম মাসের প্রথম দিন; ঐ জনসমাগমে ছিল পুরুষ, মহিলা এবং ঈশ্বরের বিধি শোনা ও বোঝার মত বয়স হয়েছে এমন ব্যক্তিরা। 3ইস্রা তখন জলদ্বারের সামনের খোলা চত্বরের দিকে মুখ করে জোর গলায় ভোর থেকে শুরু করে দুপুর পর্যন্ত বিধিপুস্তকটি পাঠ করে শোনালেন। উপস্থিত সকলেই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তা শুনল।

4ইস্রা একটি উঁচু কাঠের মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে এগুলি পাঠ করছিলেন। পাটাতনটি এই উপলক্ষেই বিশেষভাবে বানানো হয়েছিল। ইস্রার ডানদিকে দাঁড়িয়েছিলেন মত্তিথিয়, শেমা, অনায়, ঊরিয়, হিল্কিয় ও মাসেয় এবং তাঁর বাঁদিকে ছিলেন পদায়, মীশায়েল, মল্কিয়, হশুম, হশবদ্দানা, সখরিয় ও মশুল্লম।

5যেহেতু ইস্রা উঁচু পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন সকলেই তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল। তিনি বিধিপুস্তকটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকলে উঠে দাঁড়াল। 6প্রথমে ইস্রা প্রভু, মহান ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। তখন উপস্থিত সবাই হাত তুলে বলল, "আমেন, আমেন।" তারপর মাথা নীচু করে হাঁটু মুড়ে বসে প্রভুর প্রশংসা করল।

7-8ঐসব লেবীয়রা ছিলেন যেশূয়, বানি, শেরেবিয়, যামীন, অক্কুব, শব্বথয়, হোদিয়, মাসেয়, কলীট, অসরীয়, যোষাবদ, হানন এবং পলায়। তাঁরা বিধিপুস্তকটি থেকে পাঠ করলেন এবং সহজ ভাষায় সেটি লোকেদের বুঝিয়ে দিলেন যাতে যা পড়া হল তারা তার অর্থ বুঝতে পারে।

9এরপর শাসক নহিমিয়, যাজক ও শিক্ষক ইস্রা এবং যেসব লেবীয়রা শিক্ষাদান করছিলেন তাঁরা সকলে বক্তব্য রাখলেন। তাঁরা বললেন, "আজকের দিনটি তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের পক্ষে একটি বিশেষ দিন।* আজ যেন কেউ মন খারাপ না করে বা চোখের জল না ফেলে।" তাঁদের একথা বলার কারণ হল যে: যখন তাঁরা ঈশ্বরের বিধিপুস্তকটি পড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন অনেকেই কাঁদছিল।

10নহিমিয় বললেন, "যাও তোমরা সকলে মশলাদার ভারী খাদ্য ও সুমিষ্ট পানীয়গুলি উপভোগ করো। আজকের দিনটি প্রভুর কাছে একটি বিশেষ দিন বলে যারা রান্না করেনি তাদেরও খাবার দিও। মন খারাপ করো না কারণ প্রভুর আনন্দ তোমাদের মনকে শক্তিশালী করবে।"

11লেবীয়বর্গরা লোকেদের শান্ত হতে সাহায্য করল। তারা বলল, "চুপ কর এবং শান্ত হও। আজ একটি বিশেষ দিন। মন খারাপ কোর না।"

12তখন উপস্থিত সবাই মিলে বিশেষ ভোজসভায় যোগ দিয়ে খাবার ও পানীয় ভাগ করে খেল। প্রত্যেকেই খুব খুশী ছিল এবং সকলে মিলে এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন করল। শেষপর্যন্ত শিক্ষকরা তাদের সকলকে প্রভুর যেসমস্ত বিধিগুলি বোঝানোর চেষ্টা করছিল তা বুঝতে পারল।

13তারপর ঐ একই মাসের দ্বিতীয় দিনে প্রত্যেকটি পরিবার প্রধান ইস্রা, যাজকবর্গ ও লেবীয়দের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সকলেই বিধিগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা করার জন্য ইস্রাকে ঘিরে ধরল।

14-15বিধিগুলি পড়াশোনা করার পর তারা, মোশির মাধ্যমে প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের, বছরের সপ্তম মাসে কুটির থেকে যে একটি উৎসব পালন করবার আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা জানতে পারল। জেরুশালেমে ফেরবার পথে, তারা বিভিন্ন শহরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, লোকেদের বলবে: ''পর্বত থেকে জলপাই, গুলমেঁদি ও খর্জুর এবং ছায়া শাখাগুলি কাট। বিধিটিতে যেমন বলা আছে ঐ শাখাগুলি ব্যবহার করে পর্ব পালন

বিশেষ দিন প্রতি মাসের প্রথম এবং দ্বিতীয় দিন ছিল উপাসনার বিশেষ দিন। লোকেরা একত্রে মিলিত হয়ে একটি মঙ্গল নৈবেদ্য ভাগ করে খেত।

করবার জন্য অস্থায়ী কুটির তৈরী কর।” বিধিতে যেমন
বলা আছে তেমনভাবে কর।
16একথা শোনার পর লোকেরা গিয়ে এই সব গাছের
শাখা সংগ্রহ করে নিজেরা নিজেদের জন্য অস্থায়ী
কুটির বানালো। তারা তাদের বাড়ির ছাদে, উঠোনে,
মন্দির প্রাঙ্গনে, জলদ্বারের কাছে ও ইফ্রয়িম-দ্বারের
কাছে উন্মুক্ত স্থানে কুটিরগুলি বানালো। 17বন্দীদশা
থেকে ইস্রায়েলে ফিরে আসা সমস্ত ব্যক্তিরাই এই
কুটিরগুলি বানিয়ে তাতে বাস করল। নূনের পুত্র
যিহোশূয়ের সময় থেকে সেই দিন পর্যন্ত ইস্রায়েলীয়রা
এরকমভাবে ও এত আনন্দ করে কুটির পর্ব পালন
করে নি!
18পর্বের প্রত্যেকদিন, প্রথম দিন থেকে শেষ দিন
পর্যন্ত রোজ ইস্রা এদের কাছে বিধিপুস্তক পাঠ করে
শোনালেন। বিধি অনুসারে ইস্রায়েলের বাসিন্দারা
সাতদিন ধরে পর্ব পালন করার পর, অষ্টম দিনের দিন
একটি বিশেষ সভার জন্য মিলিত হল।

ইস্রায়েলীয়দের পাপ স্বীকার

9 ঐ মাসেরই 24 দিনের মাথায় ইস্রায়েলীয়রা
উপবাসের জন্য জড়ো হল। সে সময় সকলে দুঃখ
প্রকাশের জন্য চটের পোশাক পরা ছাড়াও মাথায় ছাই
লাগিয়েছিল। 2ইস্রায়েলের আদি বাসিন্দারা বিদেশীদের
থেকে নিজেদের আলাদা রেখেছিল। তারা সকলে
মন্দিরে দাঁড়িয়ে তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের পাপ
স্বীকার করল। 3তারা সেখানে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে প্রভু,
তাদের ঈশ্বরের বিধিপুস্তক পাঠ করল। তারপর আরো
তিন ঘণ্টা প্রভু তাদের ঈশ্বরকে প্রার্থনা করবার জন্য
এবং পাপ স্বীকার করবার জন্য মাথা নীচু করে রইল।
4তারপর এইসব লেবীয়রা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে
রইল: যেশূয়, বানি, কদ্মীয়েল, শবনিয়, বুন্নি, শেরেবিয়,
বানি, কনানী। তারা উচ্চস্বরে তাদের প্রভু, ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। 5এরপর যেশূয়, বানি,
কদ্মীয়েল, বুন্নি, হশব্নির, শেরেবিয়, হোদিয়, শবনিয়,
পথাহিয় প্রমুখ লেবীয়রা বলল, ‘উঠে দাঁড়াও এবং
তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর!”

ঈশ্বর সর্বদা ছিলেন! এবং তিনি চিরদিন থাকবেনও!
মানবজাতি তোমার মহান নামের প্রশংসা করুক!
তোমার নাম সবকিছুর উর্দ্ধে উঠুক এবং বন্দিত হোক!
6হে প্রভু, একমাত্র তুমিই ঈশ্বর! তুমিই সেই জন,
যে আকাশ তৈরী করেছে! তুমিই মহান স্বর্গ আর মর্ত্যে
যা কিছু আছে সে সব, পৃথিবী আর অভ্যন্তরস্থ সব
কিছু আর সমুদ্র মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছ। সবেতে
তুমিই দিয়েছো জীবনের ছোঁয়া এবং সমস্ত স্বর্গীয়
দেবদূতেরা নত হয়ে তোমার উপাসনা করে!
7হে প্রভু, তুমিই আমাদের ঈশ্বর। তুমিই সেই জন
যে অব্রামকে মনোনীত করে বাবিলের উর থেকে নেতৃত্ব
দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে এবং তার নাম বদলে অব্রাহাম
রেখেছিলে।

8তুমিই তার আনুগত্য এবং সততা লক্ষ্য করেছ।
তুমিই সেই জন যে তার সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলে
এবং তাকে ও তার উত্তরপুরুষদের কনানীয়, হিত্তীয়,
ইমোরীয়, পরিষীয়, যিবূষীয় এবং গির্গাশীয়দের জমিগুলি
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি
রেখেছো কারণ তুমি ভাল।
9তুমি মিশরে আমাদের পূর্বপুরুষদের দুর্গতি
দেখেছিলে ও লোহিত সাগর থেকে তাদের ক্রন্দন
শুনেছিলে।
10তুমি ফরৌণে তার আধিকারিকদের ও তার
লোকেদের কাছে নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়েছিলে।
তুমি জানতে যে, মিশরীয়রা নিজেদের আমাদের
পূর্বপুরুষদের থেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবত। কিন্তু তুমি প্রমাণ
করলে, তুমি কত মহান! আজ পর্যন্ত তারা তা স্মরণ
করে।
11তুমি তাদের চোখের সামনে লোহিত সাগরকে
দ্বিখণ্ডিত করলে আর শুকনো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে
গেলে কিন্তু তুমি তাড়া করে আসা শত্রুদের সমুদ্র
ফেলে দিলে। তারা পাথরের মতো সমুদ্রে ডুবে গেল।
12একটি উঁচু মেঘ দিয়ে দিনের বেলা তুমি তাদের
পথ দেখালে। রাতের বেলা, একটি আলোকস্তম্ভ দিয়ে
তুমি তাদের পথ দেখালে। তুমি তাদের দেখালে কোথায়
যেতে হবে।
13এরপর সীনয় পর্বতে স্বর্গের চূড়া থেকে তুমি
স্বয়ং কথা বলে তাদের দিলে প্রকৃত শিক্ষা, যা ভালো;
তুমি তাদের বিধিসমূহ ও আজ্ঞা দিলে যেগুলি ভালো।
14তুমি তোমার দাস, মোশির মাধ্যমে তোমার পবিত্র
বিশ্রামের দিনের কথা তাদের জানালে। তুমি তাদের
আজ্ঞা, বিধিসমূহ এবং শিক্ষামালা দিলে।
15ওরা সকলে ক্ষুধার্ত ছিল, তাই তুমি স্বর্গ থেকে
সবাইকে খাবার দিলে। ওরা সকলে তৃষ্ণার্ত ছিল, তাই
তুমি পাথর থেকে সবাইকে জল দিলে। তারপর তুমি
ওদের যেতে বললে ও প্রতিশ্রুত ভূমি দখল করতে
বললে। তোমার ক্ষমতা দিয়ে তুমি সেই ভূখণ্ড অন্যদের
কাছ থেকে নিয়েছিলে।
16কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা গর্বোদ্ধত ও জেদী
হল এবং তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করল।
17তারা শুনতে অস্বীকার করল। তুমি যে আশ্চর্য্য
জিনিষগুলি তাদের জন্য করেছিলে তা তারা ভুলে
গেল। তাদের জেদের কারণে তারা আবার ক্রীতদাস
হয়ে মিশরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তুমি
দয়ালু ঈশ্বর! ক্ষমা, করুণা, ধৈর্য্য ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ
তোমার হৃদয়। তাই তুমি তাদের পরিত্যাগ করনি।
18এমনকি যখন তারা সোনার বাছুরের মূর্ত্তি বানিয়ে
বলেছে, ‘এই মূর্ত্তিগুলোই আমাদের মিশর থেকে বের
করে এনেছে,’ তখনও তুমি তাদের বাতিল কর নি।
19কিন্তু তোমার মহান করুণার জন্য তুমি ওদের
মরুভূমিতে পরিত্যাগ করনি। তুমি দিনের বেলা উঁচু
মেঘটিকে সরিয়ে নাওনি, রাতেও আগুনের স্তম্ভটি
সরিয়ে নাওনি। তুমি তোমার পবিত্র আলো দিয়ে তাদের

পথ আলোকিত করা এবং তাদের পথ দেখিয়ে চলা
অব্যাহত রেখেছ।

20তুমি তাদের বিচক্ষণ করে তোলার জন্য তোমারই
ভাল আত্মা দিয়েছ। খাদ্য হিসেবে তুমি ওদের মান্না
দিয়েছ এবং জল দিয়েছ তাদের তৃষ্ণা মেটাতে।

21তুমি 40 বছর ধরে এদের প্রতিপালন করেছো।
তুমি মরুভূমিতে যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা দিয়েছো।
ওদের পোশাকগুলি ছিঁড়ে যায়নি। ওদের পা ফুলে যায়নি।

22হে প্রভু, তুমি ওদের রাজত্ব, জাতি এবং বহুদূরের
জায়গাগুলি যেখানে অল্প কিছু লোক বাস করত, তা
দিয়েছ। তুমি ওদের সীহোনের ভূখণ্ড, হিষ্‌বোণের রাজা,
ওগের ভূখণ্ড এবং বাশনের রাজা দিয়েছিলে।

23তুমি আকাশের নক্ষত্রের মতো ওদের
উত্তরপুরুষদের সংখ্যায় বাড়িয়েছো। তুমি তাদের সেই
ভূখণ্ডে বাস করতে নিয়ে গিয়েছ যা তাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে প্রতিশ্রুত ছিল।

24তারা এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করল এবং কনানীয়দের
পরাজিত করে সেটি অধিকার করল। তুমি তাদের দিয়ে
ঐসব লোকেদের পরাজিত করিয়েছিলে। ঐসব জাতি,
তাদের রাজা এবং ঐসব লোকের প্রতি তারা যা করতে
চেয়েছিল, তুমিই তাদের দিয়ে তাই করিয়েছিলে।

25তারা শক্তিশালী নগরগুলি এবং উর্বর জমি দখল
করল। তারা ভালো ভালো জিনিষে পরিপূর্ণ বাড়ীগুলি
অধিকার করল। ইতিমধ্যেই যে সব কূপগুলি খনন
হয়েছিল সেগুলি, দ্রাক্ষাক্ষেত, জলপাই গাছ এবং অনেক
ফলের গাছসমূহ তারা পেয়েছিল। তারা খেল এবং
তৃপ্ত হল। তুমি তাদের যে ভাল জিনিসগুলি দিয়েছিলে
সেগুলি তারা উপভোগ করেছিল।

26তারা তোমার বিরুদ্ধে গেল এবং তোমার
শিক্ষামালা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারা তোমার
ভাববাদীদেরও হত্যা করল, যারা তাদের সতর্ক করে
তোমার কাছে ফেরাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের
পূর্বপুরুষরা তোমার বিরুদ্ধে বীভৎস সব কাজ করলো।

27তাই তুমি তাদের শত্রুদের হাতে ওদের পরাজিত
হতে দিলে। শত্রুরা তাদের নানান সংকটের মধ্যে
ফেললো। তাই বিপদের সময়ে তারা তোমার সাহায্যের
জন্য কেঁদে পড়ল। স্বর্গে বসে তুমি তাদের আর্ত চিৎকার
শুনলে। তুমি করুণাময়, তাই লোক পাঠালে তাদের
পরিত্রাণের জন্য। তারা এসে শত্রুদের হাত থেকে ওদের
উদ্ধার করলো।

28কিন্তু যে মূহুর্তে আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের
শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পেল, তারা পাপকার্য্য শুরু
করলো। তাই তুমি তাদের শত্রুদের পরাজিত করতে
এবং তাদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে শাসন করতে দিলে।
তারা তোমার সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করল। স্বর্গে
তুমি তাদের কান্না শুনলে এবং তোমার করুণাবশতঃ
আবার তাদের উদ্ধার করলে। এ ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

29তুমি তাদের সতর্ক করেছিলে, যাতে তারা তোমার
শিক্ষামালার শরণ নেয়, কিন্তু ওরা উদ্ধত ছিল এবং
তোমার আজ্ঞাসমূহ মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা
তোমার বিধিসমূহ, যে সেগুলো পালন করে তাকে
সত্য জীবন দেয়, তা ভেঙ্গেছিল। কিন্তু তারা তাদের
জেদবশতঃ তোমার বিধিসমূহ ভেঙ্গেছিল। তারা তোমার
দিকে পেছন ফিরে ছিল এবং শুনতে অস্বীকার করেছিল।

30তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি বহু বছর ধরে
খুব ধৈর্য্যশীল ছিলে, তোমার আত্মায় পূর্ণ তোমার
ভাববাদীদের মাধ্যমে তুমি তাদের সতর্ক করেছিলে।
কিন্তু তারা শুনতে অস্বীকার করেছিল, তাই তুমি তাদের
বিজাতীয়দের হাতে তুলে দিয়েছিলে।

31কত দরদী এবং করুণাময় ঈশ্বর তুমি। তবুও
তুমি তাদের ধ্বংস করোনি, ছেড়েও যাওনি। তুমি দয়াময়,
করুণাধর ঈশ্বর!

32হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি মহান! ভয়ঙ্কর এবং
ক্ষমতাশালী ঈশ্বর! তুমি দয়ালু ও বিশ্বস্ত। তুমি সবসময়
তোমার চুক্তি বজায় রাখো! আমাদের অনেক সমস্যা
ছিল। সেসবই তোমার কাছে জরুরী! আমাদের
লোকেদের নানান সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। আমাদের
যাজকগণ ও ভাববাদীগণ সংকটে ছিল। অশূরের
রাজাদের রাজত্বের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু ভয়ঙ্কর
ঘটনা ঘটে গেছে।

33কিন্তু হে আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতি যা কিছু
ঘটছে তাতে তুমি ছিলে ন্যায়সঙ্গত। হ্যাঁ, আমরাই ভুল
করেছি!

34আমাদের রাজারা, নেতারা, যাজকরা ও
পূর্বপুরুষরা তোমার আদেশগুলি মানেনি। তারা তোমার
সাবধানবাণী অবজ্ঞা করে নির্দেশ অমান্য করেছে।

35আমাদের পূর্বপুরুষরা, তুমি তাদের যে বিশাল
উর্বর জমি দিয়েছিলে তা উপভোগ করেছিল। কিন্তু
তারা তোমার সেবা করেনি বা তাদের পাপাচরণ থেকে
সরে আসেনি।

36এখন আমরা এই ভূখণ্ডে ক্রীতদাস। যে ভূখণ্ড
তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলে, যাতে তারা
সেখানকার ফলমূল ও যা কিছু সুন্দর জিনিস ভোগ
করতে পারে, সেখানেই আমরা ক্রীতদাস।

37এই জমিতে বহু ফসল ফলত, কিন্তু সমস্ত ফসল
যায় রাজার কাছে। এই জমির মহতী ফসল যায় রাজাদের
কাছে যাদের তুমি আমাদের পাপাচরণের জন্য আমাদের
ওপর শাসন করতে নিযুক্ত করেছ। ঐসব রাজারা
আমাদের শাসন করে, আমাদের গবাদি পশু তারা নিয়ন্ত্রণ
করে এবং তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করে। সত্যিই,
আমাদের পক্ষে তা একটা দুর্ভোগ।

38এসব কারণেই, আমাদের নেতারা, লেবীয়রা এবং
যাজকগণ তোমার সঙ্গে চুক্তিটি করেছিল যেটা বদলানো
যায় না। আমরা যা প্রতিজ্ঞা করছি লিখে তাতে স্বাক্ষর
করছে আমাদের নেতারা, লেবীয়রা ও যাজকেরা আর
সেই চুক্তিপত্র শীলমোহর করে রাখছি।

10 চুক্তিটি যারা শীলমোহর করেছিলেন তাঁরা হলেন:
হখলিয়ের পুত্র রাজ্যপাল নহিমিয়, 2আর
যাজকদের মধ্যে সিদিকিয়, 3সরায়, অসরিয়, যিরমিয়,

পশ্হূর, অমরিয়, মল্কিয়, 4হটুশ, শবনিয়, মল্লূক, 5হারীম, মরেমোৎ, ওবদিয়, 6দানিয়েল, গিন্নথোন, বারূক, 7মশুল্লম, অবিয়, মিয়ামীন, 8মাসিয়, বিল্গয় এবং শময়িয়। এঁরাই হলেন সেই যাজকগণ যাঁরা চুক্তিটি সই করেছিলেন।

9নিম্নলিখিত লেবীয়রা চুক্তিটি শীলমোহর করেছিলেন: অসনিয়ের পুত্র যেশূয়, হেনাদদ পরিবারের বিন্নুয়ী, কদ্মীয়েল 10এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে শবনিয়, হোদিয়, কলীট, পলায়, হানন, 11মীখা, রহোব, হশবিয়, 12সক্কূর, শেরেবিয়, শবনিয়, 13হোদীয়, বানি এবং বনীনু।

14নেতারা যাঁরা সই করেছিলেন তাঁরা হলেন: পরোশ, পহৎ-মোয়াব, এলম, সত্তূ, বানি, 15বুন্নি, অস্গদ, বেবয়, 16অদোনিয়, বিগ্বয়, আদীন, 17আটের, হিষ্কিয়, অসূর, 18হোদিয়, হশুম, বেৎসয়, 19হারীফ, অনাথোৎ, নবয়, 20মগ্পীয়শ, মশুল্লম, হেষীর, 21মশেষবেল, সাদোক, যদ্দুয়, 22পলটিয়, হানন, অনায়, 23হোশেয়, হনানিয়, হশূব, 24হলোহেশ, পিল্হ, শোবেক, 25রহূম, হশব্না, মাসেয়, 26অহিয়, হানন, অনান, 27মল্লূক, হারীম ও বানা।

28-29এছাড়াও অবশিষ্ট সমস্ত বাসিন্দা, যাজকগণ, লেবীয়বর্গ, দ্বাররক্ষীরা ও গায়করা সকলে, যারা অন্যান্য ভিন্দেশী জাতিদের থেকে নিজেদের আলাদা রেখেছিল এবং তাদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, যেখানে যত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছে তারা সকলে মিলে একসঙ্গে প্রতিশ্রুতি করল যে মোশির মাধ্যমে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর তাদের জন্য যে বিধি পাঠিয়েছেন– সেই সমস্ত শিক্ষা ও নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এবং তারা ঈশ্বরের বিধিসমূহ পালন না করলে তারা সেই অভিশাপটি গ্রহণ করবে যার থেকে তাদের অমঙ্গল হবে।

30"আমরা প্রতিশ্রুতি করছি, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের আশেপাশের সমগোত্রীয়দের সঙ্গে বিয়ে হতে দেব না।

31"আমরা প্রতিশ্রুতি করছি যে বিশ্রামের দিন আমরা কোন কাজ করব না। সেই বিশ্রামের দিনে যদি আমাদের আশেপাশের কেউ আমাদের কাছে কিছু বিক্রি করতে আসে, আমরা তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস কিনবো না। এছাড়া প্রতি সপ্তম বছরে আমরা জমিতে কোন কাজ করব না, নিস্ফলা রাখব এবং আমাদের কাছে যার যা ধার্য কর আছে তা আর আদায় করব না।

32"এছাড়াও, আমরা মন্দিরের দেখাশোনা করব এবং আমাদের ঈশ্বরকে সম্মানিত করবার জন্য, মন্দিরের সেবা কাজে সাহায্যের জন্য প্রতি বছর 1/3 শেকেল রৌপ্য আমরা দেব। 33এই অর্থ মন্দিরে টেবিলের ওপর যাজকরা যে বিশেষ রুটি রাখেন তার জন্য, প্রতিদিনের শস্য নৈবেদ্য ও হোমবলির জন্য, বিশ্রামের দিনের নৈবেদ্যর জন্য, অমাবস্যার উৎসবগুলির জন্য, অন্যান্য বিশেষ সভাসমূহের জন্য, পবিত্র নৈবেদ্যগুলির জন্য, পাপস্খালনের নৈবেদ্যর জন্য যা ইস্রায়েলীয়দের শুদ্ধ করে এবং আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের অন্য যে কোন খরচের জন্য ব্যবহৃত হবে। 34বিধিপুস্তকের লেখা অনুসারে আমরা যাজকগণ, লেবীয়রা এবং লোকেরা ঘুঁটি চেলে ঠিক করেছি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন পরিবার আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মন্দিরের বেদীর ওপর পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ দান করবে।

35"এছাড়াও আমরা প্রতি বছর প্রতিটি ক্ষেত থেকে নবান্নের প্রথম ফসল ও গাছের প্রথম ফলটি প্রভুর মন্দিরে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

36"বিধিতে যেমন লেখা আছে, আমরা আমাদের প্রথম জাত পুত্র, আমাদের প্রথম জাত গরু-মেষ এবং ছাগলগুলি ঈশ্বরের মন্দিরে আনব এবং সেখানে সেবায় নিযুক্ত যাজকদের সেগুলি দেব।

37"আমরা এই জিনিষগুলিও প্রভুর মন্দিরের ভাঁড়ার ঘরে আনব এবং সেগুলি যাজকদের দেব: আমাদের প্রথম ময়দার তাল, আমাদের প্রথম শস্য নৈবেদ্য, আমাদের প্রথম গাছগুলি, নতুন দ্রাক্ষারস এবং তেল। এবং আমরা যেখানে কাজ করি সেই শহরে লেবীয়রা যখন সংগ্রহ করতে আসে তখন আমরা তাদের জন্য আমাদের ফসলের এক দশমাংশ নিয়ে আসব। 38যখন তারা এই ফসল গ্রহণ করবে তখন হারোণ পরিবারের একজন যাজক লেবীয়দের সঙ্গে থাকবে। লেবীয়রা এইসমস্ত ফসল আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে এনে মন্দিরের গোলাঘরের মধ্যে রেখে দেবে। 39তারা তাদের শস্য, দ্রাক্ষারস, তেল প্রভৃতি উপহার সামগ্রী মন্দিরের ভাঁড়ার ঘরে যেখানে যাজকরা কাজের জন্য থাকেন সেখানে অবশ্যই আনবে। এছাড়াও গায়কবর্গ ও দ্বাররক্ষীরা সেখানে থাকবে।

"আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করলাম আমাদের ঈশ্বরের মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করব!"

জেরুশালেমে নতুন বাসিন্দাদের প্রবেশ

11 অতঃপর ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের নেতারা জেরুশালেম শহরে চলে এলেন। ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের এবার ভাবতে হবে আর কারা কারা এ শহরে থাকবে। তাই তারা ঘুঁটি চেলে ঠিক করল প্রতি দশজনে একজন করে ব্যক্তিকে এই পবিত্র শহরে থাকতেই হবে। অপর ন'জন ইচ্ছে করলে তাদের নিজেদের শহরে থাকতে পারে। 2কিছু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে জেরুশালেমে থাকতে রাজী হল। অন্য লোকেরা তাদের ধন্যবাদ জানালো এবং আশীর্বাদ করল।

3প্রাদেশিক শাসনকর্তারা জেরুশালেমে থাকলেন। (ইস্রায়েলের কিছু লোক, যাজকগণ, লেবীয়রা ও শলোমনের ভৃত্যদের বংশধররা যিহূদাতে থাকলেন। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন শহরে নিজস্ব জমিতে বাস করতে লাগলেন। 4যিহূদার অন্যান্য ব্যক্তিরা ও বিন্যামীনের পরিবারের লোকজনরা জেরুশালেম শহরেই বসতি স্থাপন করল।)

যিহূদার উত্তরপুরুষদের মধ্যে যাঁরা জেরুশালেমে এলেন তাঁরা হলেন: উষিয়ের পুত্র অথায় (উষিয় ছিলেন সখরিয়র পুত্র; সখরিয় ছিলেন অমরিয়ের পুত্র; অমরিয় ছিলেন শফটিয়ের পুত্র; শফটিয় ছিলেন মহললেলের পুত্র; মহললেল ছিলেন পেরসের উত্তরপুরুষ।) 5এবং

বারূকের পুত্র মাসেয়। (বারূক ছিলেন কল্‌হোষির পুত্র; কল্‌হোষি ছিলেন হসায়ের পুত্র; হসায় ছিলেন অদায়ার পুত্র; অদায়া ছিলেন যোয়ারীবের পুত্র; যোয়ারীব ছিলেন সখরিয়ের পুত্র; সখরিয় ছিলেন শেলার উত্তরপুরুষ।)
6সব মিলিয়ে জেরুশালেমে পেরস বংশের 468 জন সাহসী উত্তরপুরুষ বাস করতেন।

7বিন্যামীনের উত্তরপুরুষদের মধ্যে যাঁরা জেরুশালেমে এলেন তাঁরা হলেন: মশুল্লমের পুত্র সল্লূ। (মশুল্লম ছিলেন যোয়েদের পুত্র; যোয়েদ ছিলেন পদায়ের পুত্র; পদায় ছিলেন কোলায়ার পুত্র; কোলায়া ছিলেন মাসেয়ের পুত্র; মাসেয় ছিলেন ঈথীয়েলের পুত্র; ঈথীয়েল ছিলেন যিশায়াহের পুত্র।)
8এবং যিশায়াহকে যারা অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা হলেন গব্বয় এবং সল্লয়। সব মিলিয়ে সেখানে 928 জন পুরুষ ছিল।
9এরা শিখ্রির পুত্র যোয়েলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আর হস্‌সনূয়ার পুত্র যিহূদা, জেরুশালেমের দ্বিতীয় জেলার দায়িত্বে ছিলেন।

10যাজকদের মধ্যে জেরুশালেমে গেলেন: যোয়ারীবের পুত্র যিদয়িয়, যাখীন,
11হিল্কিয়ের পুত্র সরায়। হিল্কিয় ছিলেন মশুল্লমের পুত্র ও সাদোকের পৌত্র, সাদোক আবার ঈশ্বরের মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের পুত্র অহীটুবের সন্তান মরায়োতের নিজের পুত্র।
12এবং তাদের ভাইদের 822 জন যারা মন্দিরের জন্য কাজ করেছিল, ভাইরা ও যিরোহমের পুত্র অদায়া। (যিরোহম ছিলেন পললিয়ের পুত্র; পললিয় ছিলেন অম্‌সির পুত্র; অম্‌সি ছিলেন সখরিয়ের পুত্র। সখরিয় ছিলেন পশ্‌হূরের পুত্র; পশ্‌হূর ছিলেন মল্কিয়ের পুত্র।)
13এবং 242 জন পুরুষ যারা মল্কিয়ের ভাইরা। (এই পুরুষেরা ছিলেন তাঁদের পরিবারের নেতৃগণ। এঁরা ছিলেন: অসরেলের পুত্র অমশয়; অসরেল ছিলেন অহসয়ের পুত্র; অহসয় ছিলেন মশিল্লেমোতের পুত্র; মশিল্লেমোৎ ছিলেন ইম্মেরের পুত্র।)
14এঁদের সঙ্গে গেলেন ইম্মেরের আরো 128 জন ভাই। (যারা সকলেই একেকজন সাহসী সৈনিক। এই দলটির পরিচালনার কর্তৃত্ব ছিল হগ্‌গদোলীমের পুত্র সব্দীয়েল।)

15লেবীয়দের মধ্যে যাঁরা জেরুশালেমে গেলেন তাঁরা হলেন: হশূবের পুত্র শিময়িয়। (হশূব ছিলেন অস্রীকামের পুত্র; অস্রীকাম ছিলেন হশবিয়র পুত্র; হশবিয় ছিলেন বুন্নির পুত্র।
16লেবীয়দের দুই নেতা শব্বথয় ও যোষাবাদ; বহির্বিভাগের উঠোনের কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন;
17মীখার পুত্র মত্তনিয়, (মীখা ছিলেন সব্দির পুত্র, সব্দি ছিলেন প্রশস্তি ও প্রার্থনা সঙ্গীত দলের পরিচালক আসফের পুত্র।) এবং বক্‌বুকিয় যে ছিল তার ভাইদের ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং শম্মুয়ের পুত্র অব্দ; শম্মুয় ছিলেন গাললের পুত্র। গালল ছিলেন যিদূথূনের পুত্র।
18সব মিলিয়ে মোট 284 জন লেবীয় পবিত্র শহর জেরুশালেমে গেলেন।

19দ্বাররক্ষীদের মধ্যে অক্কূব, টল্‌মোন ও তাদের 172 জন ভাই জেরুশালেমে যান। এঁরা শহরের দরজাগুলির দিকে খেয়াল রাখতেন ও পাহারা দিতেন।

20ইস্রায়েলের অন্য বাসিন্দারা, যাজক ও লেবীয়রা যিহূদাতে, তাঁদের পূর্বপুরুষদের জমিতেই বাস করতেন।
21সীহ এবং গীষ্প ছিল মন্দিরের দাসদের নেতা যারা ওফল পাহাড়ের ওপর থাকত।

22আর উষি ছিলেন জেরুশালেমের লেবীয়দের আধিকারিক। (উষি ছিলেন বানির পুত্র। বানি ছিলেন হশবিয়ের পুত্র; হশবিয় ছিলেন মত্তনীয়র পুত্র; মত্তনীয় ছিলেন মীখার পুত্র।) উষি ছিলেন আসফের একজন উত্তরপুরুষ। আসফের উত্তরপুরুষরা ছিলেন ঈশ্বরের মন্দিরের সেবায়েৎ গায়কবর্গ।
23রাজা দায়ূদ গায়কদের কাজকর্মের আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন।
24মশেষবেলের পুত্র পথাহিয় লোকেদের কাছে রাজার কাছ থেকে খবর নিয়ে আসত। (পথাহিয় ছিল সেরহের একজন উত্তরপুরুষ। সেরহ ছিল যিহূদার পুত্র।)

25-30যিহূদার লোকেরা কিরিয়ৎ-অর্ব্ব এবং তার চারপাশের ছোট শহরগুলিতে, দীবোন এবং তার চারপাশের যেশূয়, মোলাদাত, বৈৎপেলটে, হৎসর-শুয়ালে, বের্-শেবা এবং সিক্লগের ছোট শহরগুলিতে, যিকব্‌সেল ও তার চারপাশের ছোট শহরগুলিতে, এবং মকোনা এবং ঐন্-রিম্মোণে, সরায়, যম্মু এবং সানোহ, অদুল্লম, লাখীশ, অসেকা এবং তার চারপাশের সমস্ত ছোট শহরগুলিতে থাকত। সুতরাং যিহূদার লোকেরা বের্-শেবা থেকে হিন্নোম উপত্যকা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জুড়ে বাস করত।

31গেবা থেকে বিন্যামীন পরিবারের উত্তরপুরুষরা মিক্‌মস, অয়াত, বৈথেল এবং তার চারপাশের ছোট শহরগুলিতে থাকতেন।
32অনাথোত, নোবে, অননিয়া,
33হাৎসার, রামা, গিত্তয়িম,
34হাদীদ, সবোয়িম, নবল্লাট,
35লোদ, ওনো এবং কারিগরদের উপত্যকায় বাস করত।
36যিহূদায় বসবাসকারী লেবীয় পরিবারের কিছু গোষ্ঠী বিন্যামীনের জমিতে উঠে এসেছিল।

যাজক ও লেবীয়রা

12 1-7সরায়, যিরমিয়, ইস্রা, অমরিয়, মল্লুক, হটুশ, শখনিয়, রহূম, মরেমোৎ, ইদ্দো, গিন্নথোয়, অরিয়, মিয়ামীন, মোয়াদিয়, বিল্‌গা, শময়িয়, যোয়ারীব, যিদয়িয়, সল্লু, আমোক, হিল্কিয়, যিদয়িয় প্রমুখ যাজকেরা শল্‌টীয়েল ও যেশূয়ের পুত্র সরুব্বাবিলের সঙ্গে যিহূদায় ফিরে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই যেশূয়ের সময়ে যাজকদের নেতা ছিলেন বা নেতাদের আত্মীয় ছিলেন।

8লেবীয়রা হলেন: যেশূয়, বিন্নূয়ী, কদ্‌মীয়েল, শেরেবিয়, যিহূদা ও মত্তনিয়। এই পুরুষেরা এবং মত্তনিয়র আত্মীয়রা ঈশ্বরের প্রশংসা গীতের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।
9লেবীয়দের দুই আত্মীয় বক্‌বুকিয় ও উন্নো কর্তব্যে থাকার সময় একে অপরের বিপরীত মুখে দাঁড়াতেন।
10যেশূয় ছিলেন যোয়াকীমের পিতা, যোয়াকীম ইলিয়াশীবের, ইলিয়াশীব যোয়াদার,
11যোয়াদা যোনাথনের ও যোনাথন যদ্দূয়ের পিতা ছিলেন।

12যোয়াকীমের সময় যাজক পরিবারের নেতা ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা:

সরায় পরিবারের নেতা ছিলেন মরায়। যিরমিয়
পরিবারের নেতা ছিলেন হনানিয়।
13 ইস্রা পরিবারের প্রধান ছিলেন মশুল্লম, অমরিয়
পরিবারের নেতা ছিলেন যিহোহানন।
14 মল্লূকীর পরিবারে নেতা ছিলেন যোনাথন।
শবনিয়ের পরিবারে নেতা ছিলেন যোষেফ।
15 হারীমের পরিবারের নেতা ছিলেন অদ্ন।
মরায়োতের পরিবারের নেতা ছিলেন হিল্কয়।
16 ইদ্দোর পরিবারের নেতা ছিলেন সখরিয়।
গিন্নথোনের পরিবারের নেতা ছিলেন
মশুল্লম।
17 অবিয়ের পরিবারের নেতা ছিলেন সিখ্রি।
মিনিয়ামীনের ও মোয়দিয়ের পরিবারগুলির
নেতা ছিলেন পিল্টয়।
18 বিল্গার পরিবারের নেতা ছিলেন সম্মুয়।
শময়িয়ের পরিবারের নেতা ছিলেন
যিহোনাথন।
19 যোয়ারীবের পরিবারের নেতা ছিলেন মত্তনয়।
যিদয়িয়ের পরিবারের নেতা ছিলেন উষি।
20 সল্লয়ের পরিবারের নেতা ছিলেন কল্লয়।
আমোকোর পরিবারের নেতা ছিলেন এবর।
21 হিল্কিয়ের পরিবারের নেতা ছিলেন হশবিয়।
নথনেল ছিলেন যিদয়িয় পরিবারের নেতা।

22ইলিয়াশীব, যোয়াদার, যোহানন ও যদ্দূয়ের সময়ের
লেবীয় ও যাজকদের পরিবারের নেতাদের নাম
পারস্যরাজ দারিয়াবসের রাজত্বকালে নথিভুক্ত করা
হয়েছিল। 23ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের সময় পর্যন্ত
লেবীয় উত্তরপুরুষদের পরিবার প্রধানের নাম ইতিহাস
বইয়ে লেখা আছে। 24এরা হলেন হশবিয়, শেরেবিয়,
কদ্মীয়েলের পুত্র যেশূয় এবং তার ভাইরা। এরা সকলে
প্রশংসাগীত গাইত এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত। একদল
অন্য দলের বিপরীত মুখে দাঁড়াত এবং অন্য দলের
প্রশ্নের উত্তর দিত রাজা দায়ূদ দ্বারা যেভাবে ওটি প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল সেই অনুযায়ী।

25মত্তনিয়, বক্বুকিয়, ওবদিয়, মশুল্লম, টল্মোন ও
অক্কুব দরজার পাশের ভাঁড়ার ঘরগুলি পাহারা দিত।
26যেশূয়ের পুত্র ও যোসাদকের পৌত্র যোয়াকীমের সময়ে
এই সমস্ত দ্বাররক্ষীরা কাজ করেছে। নহিমিয়ের
শাসনকালে এবং যাজক শিক্ষক ইস্রার সময়ে এরা
কাজে বহাল ছিল।

জেরুশালেমের প্রাচীর উৎসর্গীকরণ

27অতঃপর লোকেরা জেরুশালেমের দেওয়ালটি
উৎসর্গ করল। লেবীয়রা যেখানে থাকতেন সেখান থেকে
দেওয়াল উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জেরুশালেমে
এলেন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে ও তাঁকে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন। তাঁরা এসে খোল,
করতাল এবং বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজালেন।

28-29গায়করাও সকলে জেরুশালেমের আশেপাশের
শহরগুলি থেকে উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। তাঁরা
নিজেদের বসবাসের জন্য জেরুশালেমের আশেপাশে
ছোট শহর বানিয়েছিলেন। তাঁরা নটোফাত, বৈৎ-গিল্গল,
গেবা এবং অস্মাবৎ থেকে এসেছিলেন।

30যাজকগণ ও লেবীয়রা প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে
নিজেদের শুদ্ধ করলেন, তারপর লোকেরা, ফটকসমূহ
ও জেরুশালেমের প্রাচীরটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধ
করলেন।

31আমি যিহূদার নেতাদের দেওয়ালের ওপরে উঠে
দাঁড়াতে বললাম। এছাড়াও, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের
জন্য বড় দু'টি গানের দলকে বেছে নিলাম। একটি দল
ছিল দেওয়ালের ওপরে ডানদিকে ছাইগাদার ফটকের
দিকে। 32হোশয়িয় ও যিহূদার অর্ধেক নেতারা সেই
গায়কদের অনুসরণ করলেন। 33এছাড়াও তাঁদের সঙ্গে
গেলেন অসরিয়, ইস্রা, মশুল্লম, 34যিহূদা, বিন্যামীন,
শময়িয় ও যিরমিয়। 35শিঙা নিয়ে কয়েকজন যাজকও
তাদের সঙ্গে গেলেন। আর গেলেন সখরিয়। (সখরিয়
ছিলেন যোনাথনের পুত্র। এই যোনাথন আবার শময়িয়র
পুত্র, যে কিনা মত্তনিয়ের পুত্র। আর মত্তনিয় হলেন,
মীখার পুত্র, সক্কুরের পৌত্র ও আসফের পৌত্র।) 36এদের
মধ্যে ছিলেন আসফের ভাই শময়িয়, অসরেল, মিললয়,
গিললয়, মায়য়, নথনেল, যিহূদা এবং হনানি। তাঁদের
সঙ্গে ছিল ঈশ্বরের দূত দায়ূদ নির্মিত সব বাদ্যযন্ত্র।
শিক্ষক ইস্রা দেওয়াল উৎসর্গীকরণ উৎসবে যাঁরা জড়ো
হয়েছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন। 37তাঁরা যখন ঝর্ণা
ফটকের কাছে এলেন, তাঁরা সোজা হাঁটলেন এবং দায়ূদ
নগরী পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন এবং তারপর
তাঁরা জলদ্বারের দিকে গেলেন।

38এদিকে গায়কদের অন্য দলটি বাঁদিকে রওনা হল।
আমি ও বাকি অর্ধেক লোক তাদের পেছন পেছন গিয়ে
দেওয়ালের চূড়োয় পৌঁছলাম। তারা তুন্দুরের দুর্গ ছাড়িয়ে
চওড়া দেওয়ালের দিকে গেল। 39তারপর তারা এই
ফটকগুলি দিয়ে গেল: ইফ্রয়িমের দ্বার, পুরানো দ্বার,
মৎস্যদ্বার, হননেলের দুর্গ ও হম্মেয়ার একশতর দুর্গ।
তারপর তারা মেষ দ্বারের কাছে পৌঁছোল। তারা রক্ষীদের
দ্বারের কাছে গিয়ে থামল। 40তারপর এই দুই গায়কের
দল ঈশ্বরের মন্দিরে তাদের জন্য নির্ধারিত জায়গায়
গিয়ে দাঁড়ালো, আমিও নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।
তারপর আধিকারিকদের অর্ধেক তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়
গিয়ে দাঁড়াল। 41ইলীয়াকীম, মাসেয়, মিনিয়ামীন, মীখায়,
ইলিয়ৈনয়, সখরিয় এবং হনানিয় ছিলেন যাজকদের
নেতা এবং তাঁরা তাঁদের শিঙা নিয়ে যে যার জায়গায়
উঠে দাঁড়ালেন। 42এরপর এই সব যাজকগণও তাঁদের
নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ালেন: মাসেয়, শময়িয়, ইলিয়াসর,
উষি, যিহোনাথন, মল্কিয়, এলম ও এষর।

অতঃপর যিস্রহিয়র পরিচালনায় এর দুটি দল গান
শুরু করল। 43ওই বিশেষ দিনটিকে উপলক্ষ করে
যাজকরা বহু বলি উৎসর্গ করলেন। সকলেই খুশী ছিল
কারণ ঈশ্বর সকলকে খুব খুশী করেছিলেন। এমন কি
মেয়েদের ও তাদের বাচ্চাদেরও খুবই উত্তেজিত ও
আনন্দিত দেখাচ্ছিল। বহু দূরের লোকেরাও জেরুশালেম

থেকে ভেসে আসা আনন্দের স্বর শুনতে পাচ্ছিল।
44ভাঁড়ার ঘরের তত্ত্ববধানের জন্য লোক ঠিক করার
পর প্রতিশ্রুতি মতো লোকেরা গাছের প্রথম ফল ও
উৎপন্ন শস্যের দশভাগের এক ভাগ জমা করল।
তত্ত্ববধায়ক সেসব ফল ও ফসল ভাঁড়ারে তুলে রাখল।
ইহুদীরা সকলেই দায়িত্বাধীন যাজক ও লেবীয়দের কাজে
খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই তারা মুক্তহস্তে ভাঁড়ারের
জন্য উপহার বয়ে আনছিল। 45যাজকগণ ও লেবীয়রা
তাঁদের ঈশ্বরের সেবা করছিলেন। তাঁরা লোকেদের শুচি
করার জন্য অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন। গায়ক ও
দ্বাররক্ষীরাও দায়ূদ ও শলোমনের নির্দেশ পালন
করেছিল। 46(বহুকাল আগে, দায়ূদ এবং সঙ্গীত দলের
পরিচালক আসফের সময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অনেক
প্রশস্তি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের গান রচনা করেছিলেন।)

47সরুব্বাবিল ও নহিমিয়ের রাজত্বের সময়ে,
ইস্রায়েলের লোকেরা দ্বাররক্ষী ও গায়কদের দৈনিক
ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। ইস্রায়েলীয়রা
লেবীয়দের জন্য অর্থ সরিয়ে রাখতেন। লেবীয়রা
হরোণের উত্তরপুরুষ যাজকদের জন্য সেই অর্থ রেখে
দিয়েছিল।

নহিমিয়র শেষ নির্দেশাবলী

13 সেদিন সবাই যাতে শুনতে পায়, সেভাবে মোশির
বিধি পুস্তকটি উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়েছিল।
প্রত্যেকে জানতে পারল যে, পুস্তকে অম্মোনীয় ও
মোয়াবীয় ব্যক্তিদের ঈশ্বরের লোকেদের মণ্ডলীতে যোগ
দেবার অনুমতি ছিল না। 2এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই
সমস্ত লোকেরা ইস্রায়েলের লোকেদের প্রয়োজনে খাদ্য
বা জল তো দেয়ই নি, উপরন্তু ইস্রায়েলীয়দের অভিশাপ
দেবার জন্য তারা বিলিয়মকে টাকা দিয়েছিল। কিন্তু
আমাদের ঈশ্বর সেই অভিশাপকে আশীর্বাদে পরিণত
করলেন। 3ইস্রায়েলীয়রা যখন বিধি সম্বন্ধে জানতে
পারল, তারা সমস্ত বিদেশীদের থেকে নিজেদের আলাদা
করে নিল।

4-5কিন্তু এঘটনা ঘটার আগে ইলিয়াশীব মন্দিরের
একটি ঘর টোবিয়কে দিয়েছিলেন। ইলিয়াশীব ছিলেন
মন্দিরের ভাঁড়ার ঘরগুলির ভারপ্রাপ্ত যাজক আর টোবিয়
ছিলেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যে ঘরটি তিনি দিয়েছিলেন
সেই ঘরটিতে দান হিসেবে পাওয়া শস্য, ধূপকাঠি সুগন্ধী
বস্তু ও ঈশ্বরের মন্দিরের বাসন-কোসন ছাড়াও দ্রাক্ষারস,
লেবীয় গায়কদের ও দ্বাররক্ষীদের ব্যবহারের তেল ও
যাজকদের পাওয়া উপহার সামগ্রীগুলি থাকত। কিন্তু
তা সত্ত্বেও ইলিয়াশীব ওই ঘরটি তাঁর বন্ধুকে দিয়েছিলেন।

6এঘটনা যখন ঘটে, আমি তখন জেরুশালেমে
ছিলাম না। সে সময় অর্থাৎ রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বের
32 বছরের মাথায়, আমি আবার বাবিলে তাঁর সঙ্গে
দেখা করতে যাই ও তাঁর সম্মতি নিয়ে আবার
জেরুশালেমে ফিরে আসি। 7ফিরে আসার পর আমি
ইলিয়াশীবের এই দুঃখজনক কাজের কথা জানতে পেরে
খুবই রেগে যাই। 8ইলিয়াশীবের মতো একজন ব্যক্তি
কিনা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দিরের একটি ঘর টোবিয়কে
দিয়ে দিয়েছে! 9আমি ঐ ঘরগুলিকে পরিষ্কার ও শুচি
করার আদেশ দিই। তারপর আমি মন্দিরের থালাগুলি,
শস্য নৈবেদ্য এবং ধূপধূনো ঐ ঘরগুলোতে রেখে দিই।

10আমি একবার জানতে পারি, যে লোকেরা তাদের
প্রতিশ্রুতি মতো লেবীয় ও গায়কদের শস্য ও খরচাপাতি
না দেওয়ায় তারা নিজেদের ক্ষেতে কাজ করতে যেতে
বাধ্য হয়েছে। 11আমি দায়িত্বাধীন ব্যক্তিদের ডেকে
জিজ্ঞেস করলাম, “তোমরা কেন ঈশ্বরের মন্দিরের
ঠিকমতো দেখাশোনা করো নি?” এরপর আমি সব
লেবীয়দের একত্র করলাম এবং তাদের নিজেদের
জায়গায় ও মন্দিরের কাজে ফিরে যেতে আদেশ দিলাম।
12তখন যিহূদার সকলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজেদের
শস্য, দ্রাক্ষারস ও তেলের এক দশমাংশ মন্দিরে নিয়ে
এলো এবং সেগুলি ভাঁড়ার ঘরে জড়ো করল।

13আমি শেলিমিয় নামে এক যাজককে, সাদোক
নামে একজন শিক্ষককে ও পদায় নামে এক লেবীয়কে
ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব দিলাম। মত্তনয়ের পৌত্র ও সক্কুরের
পুত্র হাননকে তাদের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করলাম।
আমি জানতাম, আমি এদের ওপর ভরসা করতে পারি।
এদের কাজ ছিল ভাঁড়ার ঘরের জিনিসপত্র তাদের
আত্মীয়দের মধ্যে বিলিবণ্টন করা।

14হে ঈশ্বর, এই সমস্ত কাজের জন্য তুমি আমাকে
মনে রেখো। আমার ঈশ্বরের মন্দির ও তাঁর কাজ
পরিচালনার জন্য আমি ভক্তিভরে যা করেছি তা যেন
তুমি ভুলে যেও না।

15সেই সময়ে, আমি দেখলাম যে, বিশ্রামের দিনও
যিহূদায় লোকে দ্রাক্ষারস বানানোর জন্য দ্রাক্ষা
নিংড়ানোর কাজ করছে। আমি দেখলাম যে লোকে
শস্য বয়ে এনে গাধার পিঠে তা বোঝাই করছে, তারা
দ্রাক্ষা এবং অন্যান্য জিনিষপত্রও বিশ্রামের দিনে
জেরুশালেমে নিয়ে আসছে। আমি তখন এইসব
লোকেদের সতর্ক করে দিয়ে বলি যে বিশ্রামের দিন
কোনরকম খাবারদাবার বিক্রি করা তাদের উচিৎ নয়।

16জেরুশালেমে, সোর শহরের কিছু লোক বাস
করতো। তারা মাছ ও অন্যান্য অনেক জিনিসপত্র
বিশ্রামের দিন জেরুশালেমে নিয়ে এসে বিক্রি করত,
আর ইহুদীরাও সেইসব জিনিসপত্র কিনত। 17আমি
যিহূদার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে ডেকে বললাম, তারা
ঠিক মতো কাজ করছে না। “তোমরা অত্যন্ত খারাপ
কাজ করছো। বিশ্রামের দিনটিকেও তোমরা অন্যান্য
যে কোন সাধারণ দিনের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছো। 18তোমরা
অবগত আছো যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও ঠিক একই
ভুল করেছিল, এবং তার জন্য ঈশ্বর আমাদের ও এই
শহরকে দুর্যোগ ও বিপত্তির মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।
এখন, তোমরা বিশ্রামের দিনটাকে সাধারণ দিনের মতো
ব্যবহার করে ইস্রায়েলের ওপর আরও ক্রোধ নিয়ে
আসছ।”

19আমি তখন দ্বাররক্ষীদের প্রতি শুক্রবার, ঠিক
অন্ধকার নামার আগে জেরুশালেমের দরজাগুলি বন্ধ

করে তালা দেবার নির্দেশ দিয়ে বলি শনিবারের পবিত্র দিনটি না কাটা পর্যন্ত যেন দরজা কোনোমতেই খোলা না হয়। আমি আমার নিজের বিশ্বস্ত লোককে ফটকের কাছে রেখে দিলাম ও তাদের ফটকগুলোর ওপর লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিই যাতে বিশ্রামের দিন জেরুশালেমে কোন বোঝা না বহন করে আনা হয়।

20একবার কি দুবার বনিকরা জেরুশালেমের ফটকের
বাইরে রাত্রিবাস করেছিল। 21আমি তাদের সতর্ক করে
দিয়ে বলেছিলাম যে, তারা যদি জেরুশালেমের দেওয়ালের বাইরে রাত্রিবাস করে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। তারপর থেকে তারা আর কখনও বিশ্রামের দিনে
তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসেনি। 22এরপর
আমি লেবীয়দের নিজেদের শুচি হতে আদেশ দিলাম। তারপর, তাদের ফটকগুলিতে মোতায়েন করা হল, যাতে কেউ বিশ্রামের দিনের পবিত্রতা নষ্ট না করতে পারে।

হে ঈশ্বর, দয়া করে এসব কাজগুলি স্মরণে রেখো এবং আমার প্রতি তোমার মহতী করুণা দেখিও।

23সে সময়ে আমি লক্ষ্য করি, কিছু যিহুদা ব্যক্তি অস্দোদ, অম্মোন ও মোয়াবের মেয়েদের বিয়ে করেছে।
24এইসব বিবাহগুলির দরুণ, ছেলেমেয়েদের অর্ধেক ইহুদীদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। এইসব শিশুরা অস্দোদ, অম্মোন ও মোয়াবের ভাষায় কথা বলতো।
25আমি এইসব লোকেদের তিরস্কার করে বললাম, তারা ভুল করেছে। আমি তাদের কয়েকজনকে আঘাত করে তাদের চুলের মুঠি ধরলাম। আমি তাদের ঈশ্বরের সামনে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করলাম। আমি তাদের বললাম, "তোমরা এইসব বিদেশী লোকেদের মেয়েদের বিয়ে করবে না। আর তোমাদের ছেলেদেরও এইসব
বিদেশীদের মেয়েকে বিয়ে করতে দেবে না। 26তোমরা
তো জানো, এই ধরণের বিয়ের জন্য শলোমনের কি শাস্তি হয়েছিল। আর কোন দেশে শলোমনের মতো মহান রাজা ছিল না। ঈশ্বর শলোমনকে ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে সমগ্র ইস্রায়েলের রাজা করেছিলেন। কিন্তু তার বিদেশী স্ত্রীদের প্রভাবের জন্য শলোমনও পাপাচরণ
করেছিল। 27আর এখন আমরা দেখছি, তোমরাও এই
ভয়ানক পাপাচরণ করছো। তোমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছো না। তোমরা বিদেশী নারীদের বিবাহ
করছো।" 28ইলিয়াশীবের পুত্র যিহোয়াদা ছিলেন
মহাযাজক। যিহোয়াদার এক পুত্র হোরোণের সন্বল্লটের জামাতা ছিল। আমি তাকে এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করি।

29হে ঈশ্বর, তুমি এইসব লোকেদের শাস্তি দাও।
এরা যাজকবৃত্তিকে কলুষিত করেছে। তারা তাদের যাজক বৃত্তিকে অপবিত্র করেছিল। তুমি যাজক ও লেবীয়দের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলে, এরা তা পালন
করেনি। 30আমি তাই যাজক ও লেবীয়দের পবিত্র ও
পরিচ্ছন্ন করেছিলাম। আমি সমস্ত বিদেশীয়দের সরিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমি লেবীয়দের ও যাজকদের তাদের
কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পন করেছিলাম। 31লোকেরা যাতে
উপহারস্বরূপ তাদের প্রথম ফল, ফসল এবং কাঠ নির্দ্দেশিত সময় নিয়ে আসে আমি তার ব্যবস্থা করেছিলাম।

হে আমার ঈশ্বর, এইসব ভাল কাজ করার জন্য আমাকে তুমি মনে রেখো।

ইষ্টেরের বিবরণ

রাণী বষ্টী রাজাকে অমান্য করলেন

1 মহারাজ অহশ্বেরশের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটেছিল। অহশ্বেরশ ভারতবর্ষ থেকে কূশ দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 127 টি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 2তাঁর রাজধানী শূশনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

3রাজা অহশ্বেরশের রাজত্বের তৃতীয় বছরে তিনি তাঁর আধিকারিক ও নেতাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। পারস্য ও মাদিয়ার সেনাবাহিনীর প্রধান সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও প্রশাসকেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 4এই ভোজসভা একটানা 180 দিন ধরে চলেছিল। সেই সময়ে, রাজা অহশ্বেরশ সবাইকে তাঁর সাম্রাজ্যের বিপুল সম্পদ, তাঁর রাজপ্রাসাদের রাজকীয় সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। 5এই 180 দিন শেষ হবার পর তিনি তাঁর প্রাসাদের ভেতরের বাগানে সাতদিন ব্যাপী আরো একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। রাজধানী শূশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ লোক সকলকেই সেই ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। 6প্রাসাদের ভেতরের বাগানে সাদা ও নীল রঙের দামী লিনেন কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙ্গানো ছিল। শ্বেতপাথরের স্তম্ভে রূপোর আংটায় লিনেনের সাদা ও বেগুনী কাপড়ের দড়ি দিয়ে সেগুলি ঝোলানো হয়। বহুমূল্য পাথর, যেমন মুক্তো, শ্বেতপাথর এবং অন্যান্য পাথর, খচিত মেঝেতে বসানো ছিল সোনা ও রূপোর তৈরী কেদারা। 7সোনার পানপাত্রে দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হত। এই পানপাত্রগুলি ছিল বিভিন্ন আকারের। রাজা অহশ্বেরশ খুবই বদান্য ছিলেন বলে সেখানে সুরার প্রাচুর্য ছিল। 8অহশ্বেরশ খুবই উদার প্রকৃতির ছিলেন। তিনি দ্রাক্ষারসবাহক ভৃত্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, অতিথিদের যেন তাদের পছন্দ মতো দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়। আর তাঁর পরিবেশকরাও রাজাজ্ঞা অনুযায়ী অঢেল পরিমাণ দ্রাক্ষারস পরিবেশন করেছিল।

9একই সময়ে, রাণী বষ্টীও রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য একটি আলাদা ভোজসভার ব্যবস্থা করেছিলেন।

10-11ভোজসভার সপ্তম দিনে দ্রাক্ষারস পান করবার পর প্রফুল্ল মনে রাজা অহশ্বেরশ, মহূমন, বিস্থা, হর্বোণা, বিগ্‌থা, অবগথ, সেথর, কর্কস প্রমুখ সাতজন পরিবেশনকারী নপুংসককে আদেশ করলেন রাণী বষ্টীকে সম্রাজ্ঞীর মুকুট পরিয়ে সেখানে নিয়ে আসতে। তিনি চাইছিলেন সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিদের রাণী বষ্টী তাঁর সৌন্দর্য প্রদর্শন করুন। কারণ রানী বষ্টী ছিলেন খুবই সুন্দরী।

12কিন্তু রাজার ভৃত্যরা গিয়ে যখন রাণীকে তাঁর আদেশের কথা জানালো, তিনি রাজার সভায় আসতে রাজী হলেন না। এর ফলে রাজা খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। 13-14প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, রাজা বিধি ও শাস্তি সম্পর্কে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। কর্শনা, শেথর, অদ্‌মাথা, তর্শীশ, মেরস, মর্সনা, মমূখন প্রমুখ এই সাতজন পরামর্শদাতা ছিলেন রাজার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পারস্য ও মাদিয়ার সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ আধিকারিকবর্গ। 15রাজা তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "বিধি অনুযায়ী রাণী বষ্টীকে কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে? কারণ রাজা অহশ্বেরশের যে আদেশ নপুংসক ভৃত্যরা তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল তা তিনি পালন করেন নি।"

16তখন আধিকারিক মমূখন অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রাজাকে বললেন: "রাণী বষ্টী রাজার প্রতি অন্যায় করেছেন এবং রাজা অহশ্বেরশের সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজ্যের সকল নেতা ও লোকেদের প্রতি অন্যায় করেছেন।

17"কারণ সাম্রাজ্যের অন্যান্য নারীরা এই ঘটনার কথা জানার পর, তারাও তাদের স্বামীদের নির্দেশ অমান্য করবে। আর তখন প্রশ্ন করলে তারা সকলেই রাণী বষ্টীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবে, 'রাজা অহশ্বেরশের রানী বষ্টীকে তাঁর সামনে আসতে আদেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন।'

18"পারস্য ও মাদিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্ত্রীরা রাণীর এই ব্যবহার স্বচক্ষে দেখলেন। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরাও এবার রাজার আধিকারিকদের সঙ্গে এই একই ব্যবহার করবেন এবং ফলতঃ গৃহবিবাদ ও অশান্তির সূচনা হবে।"

19"সুতরাং মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার পরামর্শ: রাজার নামে এবং পারস্য ও মাদিয়ার রাজার শাসনমতে একথা লেখা হোক, 'বষ্টী যেন আর কখনও রাজাকে নিজের মুখ না দেখান।' বষ্টী যেন আর কখনও এই প্রাসাদে পা না রাখেন এবং রাজা তাঁর রাণীর পদ কোন যোগ্যতর নারীকে দেন। 20রাজার এই আদেশ যখন তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে ঘোষণা করা হবে একমাত্র তখনই সবচেয়ে গণ্যমান্য থেকে একেবারে তুচ্ছ সমস্ত মহিলারা তাদের স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে।"

21রাজা অহশ্বেরশ এবং তাঁর আধিকারিকদের এই উপদেশ পছন্দ হল। তাই রাজা মমূখনের উপদেশ অনুযায়ীই কাজ করলেন। 22অহশ্বেরশ তাঁর রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি ভাষায় চিঠি পাঠালেন যে প্রত্যেকটি পুরুষ তার পরিবারের শাসক হবে।

ইষ্টের রাণী হলেন

2 পরে রাজা অহশ্বেরশের রাগ কমলে বষ্টী কি কি
করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কি নির্দেশ
দিয়েছেন, সে কথা তাঁর মনে পড়লো। 2রাজার ব্যক্তিগত
ভৃত্যরা তখন তাঁর জন্য সুন্দরী কুমারী কন্যা অনুসন্ধানের
প্রস্তাব করলো। তারা বলল, “প্রথমে মহারাজ স্বয়ং
তাঁর শাসনাধীন প্রত্যেকটি প্রদেশে একজন নেতা বেছে
নেবেন। 3এরপর সেই নেতারা তাদের অঞ্চলের সুন্দরী
কুমারীদের রাজধানী শূশনে নিয়ে আসবে। তারপর এদের
সকলকে রাখা হোক রাজঅন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে
মহিলাদের দায়িত্বে যে আছে সেই রাজার নপুংসক
হেগয়ের তত্ত্বাবধানে। তারপর তাদের রূপ পরিচর্যা করা
হবে। 4তারপর রাজা তাদের মধ্যে একজনকে রাণী
বষ্টীর (শূন্য) পদে অভিষিক্ত করবেন।” রাজার এই
প্রস্তাব মনে ধরায় তিনি এতে সম্মত হলেন।

5এসময়ে রাজধানী শূশনে মর্দখয় নামে বিন্যামীনের
পরিবারের এক ইহুদী ব্যক্তি বাস করতেন। মর্দখয় ছিলেন
যায়ীরের পুত্র ও কীশের পৌত্র। 6বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদা-রাজ যিহোয়াকিনকে অন্যান্য
ইহুদীদের সঙ্গে এবং মর্দখয়ের সঙ্গে জেরুশালেম থেকে
বন্দী করে নিয়ে যান। 7মর্দখয়ের হদসা নামে একটি
সম্পর্কিত বোন ছিল। পিতা-মাতা না থাকায় মর্দখয়
তাকে নিজের কন্যা স্নেহে প্রতিপালন করেন। এই মিষ্টি,
রূপসী, স্বাস্থ্যবতী রমণীর আরেকটি নাম ছিল ইষ্টের।

8রাজ্যে রাজার আদেশ জারি হবার পর রাজধানী
শূশনে হেগয়ের তত্ত্বাবধানে যেসব যুবতীদের আনা
হয়েছিল তাদের মধ্যে ইষ্টেরও ছিলেন। 9হেগয় ইষ্টেরকে
পছন্দ করতো। ক্রমে সে হেগয়ের বেশ প্রিয়পাত্রী হয়ে
ওঠে এবং হেগয় যত্নসহকারে ইষ্টেরের খাবারদাবার ও
রূপ পরিচর্যার ব্যবস্থা করে। রাজপ্রাসাদ থেকে সাতজন
পরিচারিকাকে বেছে নিয়ে হেগয় তাদের ইষ্টেরের
পরিচর্যায় নিয়োগ করে। তারপর হেগয়, ইষ্টের ও তার
সাত পরিচারিকাকে সেখানে স্থানান্তরিত করে যেখানে
রাজার মহিলারা বাস করত। 10ইষ্টের যে ইহুদী সেকথা
ও কাউকে বলেনি। মর্দখয় তাকে তার পারিবারিক বৃত্তান্ত
প্রকাশ করতে বারণ করেছিল, সুতরাং সে কারো কাছে
কিছু খুলে বলে নি। 11প্রত্যেকদিন মর্দখয় এসে
রাজঅন্তঃপুরচারিণীদের বাসস্থানের আশেপাশে
ঘোরাফেরা করতেন। ইষ্টের কেমন আছে আর তার
জীবণে কী ঘটছে জানার জন্যই মর্দখয় রোজ আসতেন।

12রাজা অহশ্বেরশের সামনে উপস্থিত হবার আগে
প্রতিটি মেয়েকে এক বছর ধরে রূপচর্চা করতে হোত।
রূপচর্চার জন্য তাদের ছ'মাস সুগন্ধী তেল মাখতে হোত
এবং তারপর আরো ছ'মাস অন্য উৎকৃষ্টতম সুগন্ধি
মাখতে হোত। 13শুধুমাত্র এভাবেই প্রতিটি যুবতী রাজার
সামনে যেতে পারতো! এসময়ে একটি মেয়ের যা কিছু
প্রয়োজন রাজঅন্তঃপুর থেকে তা দেওয়া হতো।
14সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে ঢোকার পর, মেয়েটিকে পরদিন
ভোরে প্রাসাদের আরেকটি অংশে, যেখানে অন্য
মহিলারা থাকত সেখানে ফিরে আসতে হতো। এরপর
তাকে শাশ্‌গস নামে আরেকজন নপুংসকের তত্ত্বাবধানে
রাখা হতো। শাশ্‌গস ছিল রাজার উপপত্নীদের
তত্ত্বাবধায়ক। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং
ঐ মেয়েদের ডেকে পাঠাতেন ততক্ষণ তারা কখনও
রাজার কাছে ফিরে যেতে পারতো না।

15ইষ্টেরের যখন রাজার কাছে যাবার পালা এলো,
ইষ্টের কোন কিছু চাইলেন না। শুধু তিনি নপুংসক হেগয়ের
পরামর্শ চাইলেন যে, তাঁর সঙ্গে করে কি নিয়ে যাওয়া
উচিৎ। (ইষ্টের ছিলেন মর্দখয়ের পোষ্যপুত্রী, তিনি ছিলেন
তার মামা অবীহয়িলের কন্যা।) ইষ্টেরকে যেই দেখতো
সেই পছন্দ করতো। 16অতঃপর রাজা অহশ্বেরশের
রাজত্বের সপ্তম বছরের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে
ইষ্টেরকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হল।

17রাজা অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি
ইষ্টেরকেই ভালবাসলেন এবং তিনি দ্রুত তাঁর প্রিয়তমা
হয়ে উঠলেন। এরপর রাজা অহশ্বেরশ ইষ্টেরের মাথায়
মুকুট পরিয়ে তাঁকে রাণী বষ্টীর আসনে রাণী হিসেবে
অভিষিক্ত করলেন। 18ইষ্টেরের সম্মানে রাজা তাঁর
রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য
একটি বড় ভোজসভার আয়োজন করলেন। এছাড়াও
প্রত্যেকটি প্রদেশে ছুটি ঘোষণা করা হল ও দাতা রাজা
অহশ্বেরশ তাঁর লোকেদের অনেক উপহার পাঠালেন।

চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন মর্দখয়

19সমস্ত মেয়েরা যখন দ্বিতীয়বারের জন্য একসঙ্গে
জড়ো হল, মর্দখয় তখন রাজদ্বারের কাছেই বসেছিলেন।
20ইষ্টের যে ইহুদী তা ইষ্টের তখনও গোপন রেখেছিলেন।
নিজের পরিবারের ইতিহাসও তিনি কাউকে জানান
নি, কারণ মর্দখয় তাঁকে সত্য প্রকাশ করতে বারণ
করেছিলেন। বরাবরের মতো ইষ্টের মর্দখয়কে মান্য করা
অব্যাহত রাখল যেমনটি সে করত যখন মর্দখয় তার
যত্ন নিত।

21মর্দখয় যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারের কাছে বসেছিলেন
তিনি শুনতে পেলেন বিগ্‌থন ও তেরশ নামে রাজার
দুই আধিকারিক যারা দরজায় পাহারায় ছিল, রাজার
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করছে।
22মর্দখয় এই চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়ে তা ইষ্টেরকে
জানালেন এবং রাণী ইষ্টের একথা জানালেন স্বয়ং
রাজাকে। রাণী ইষ্টের রাজাকে একথাও বললেন যে
মর্দখয় এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছে। 23অনুসন্ধান
করে দেখা গেল, মর্দখয় যে খবর জানিয়েছেন তা
সঠিক। তখন ঐ দুই দ্বাররক্ষীকে একটি স্তম্ভে ঝুলিয়ে
ফাঁসি দেওয়া হল। এই সমস্ত ঘটনা রাজার সামনে
রচিত ‘রাজাগনের ইতিহাস’ গ্রন্থে নথিবদ্ধ করা আছে।

হামনের ইহুদীদের বিনাশ করার পরিকল্পনা

3 এসব ঘটনা ঘটার পরে রাজা অগাগীয় হম্মদাথার
পুত্র হামন নামে এক ব্যক্তিকে সম্মান জানান। রাজা
হামনকে উচ্চপদে উন্নীত করেন এবং তাঁর অন্য সমস্ত
আধিকারিকদের থেকে উচ্চতর পদে তাকে নিযুক্ত

করেন। 2রাজা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মুখ্যদ্বার দিয়ে ঢোকবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হামনকে সম্মান জানাতে হবে। তাই রাজার সব নেতারা রাজদ্বারে হামনের কাছে প্রণত হয়ে তাঁকে সম্মান জানাতেন, কিন্তু শুধুমাত্র মর্দখয় তা করতে রাজী হলেন না। 3তখন অন্যান্য প্রধানরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কেন রাজার নির্দেশ মেনে হামনকে সম্মান দেখান না?”

4সমস্ত প্রধানরা এবিষয়ে দিনের পর দিন মর্দখয়কে বলা সত্ত্বেও মর্দখয় হামনের সামনে কোনমতেই মাথা নীচু করতে রাজী হলেন না। তখন হামন কি করে তা দেখার জন্য এইসমস্ত নেতারা হামনকে একথা জানালেন। মর্দখয় এই আধিকারিকদের বলেছিলেন যে তিনি ইহুদী। 5হামন যখন দেখলেন সত্যি সত্যিই মর্দখয় তাকে সম্মান দেখাতে অনিচ্ছুক তখন তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। 6মর্দখয় যে ইহুদী হামন সে কথাও জেনেছিলেন। হামনের ইচ্ছা ছিল শুধু মর্দখয় নয়, রাজা অহশ্বেরশের রাজ্যে বসবাসকারী মর্দখয়ের জাতির সবাইকে হত্যা করা হোক।

7অহশ্বেরশের রাজত্বের দ্বাদশ বছরের প্রথম মাসে, নীষণ মাসে হামন অক্ষ নিক্ষেপ করে একটি মাসের একটি বিশেষ দিন বেছে নিলেন। সেই দিনটি ছিল দ্বাদশতম মাস, অদর মাস। (সে সময় অক্ষকে “পূরও” বলা হোত।) 8তারপর রাজা অহশ্বেরশের কাছে এসে হামন বললেন, “হে রাজন, আপনার রাজ্যের সর্বত্র এক বিশেষ জাতির মানুষরা বাস করছে, যাদের সংস্কৃতি অন্যদের থেকে আলাদা। তারা অন্য কোন জাতির লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, এমন কি আপনার বিধিও মেনে চলে না। এই সমস্ত লোকেদের আপনার রাজ্যে বসবাস করতে দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি না।

9“রাজার প্রতি আমার বিনীত নিবেদেন: আমার পরামর্শ হল, এইসব লোকেদের শেষ করে দেওয়ার জন্য আপনি নির্দেশ দিন। আর আমি রাজ কোষাগারে 10,000 রৌপ্যমুদ্রা জমা দেবো।”*

10-11রাজা তখন তাঁর আঙুল থেকে একটি আংটি বের করে হামনকে দিলেন। হামন ছিলেন ইহুদীদের শত্রু। তিনি ছিলেন অগাগিয় হম্মদাথার পুত্র। রাজা তাঁকে বললেন, “রৌপ্যমুদ্রাগুলি তুমি তোমার জন্য রাখ এবং ইহুদীদের তুমি যা খুশি করতে পারো।”

12তখন প্রথম মাসের 13 দিনে রাজার সমস্ত সচিবদের ডেকে পাঠানো হল এবং তারা প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষায় হামনের নির্দেশ লিখে নিলো। তারা সেই নির্দেশ লিখে নিয়ে সমস্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক কর্তাকে পাঠিয়ে দিল। এই নির্দেশ স্বয়ং রাজা অহশ্বেরশের হুকুমে লেখা হল এবং জারি করা হল এবং তাঁর অঙ্গুরীয় দিয়ে শীলমোহর করা হল। 13এইসমস্ত চিঠি নিয়ে বার্তাবাহকেরা রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে গেলেন। চিঠিটি একটি নির্দিষ্ট দিনে বয়স নির্বিশেষে সমস্ত ইহুদীকে শেষ করবার আদেশ বহন করছিল। দ্বাদশতম মাস, অদর মাসের 13 দিনকে এই হত্যালীলার জন্য বাছা হয়েছিল। এছাড়াও, ইহুদীদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

14এই নির্দেশ সম্বলিত চিঠির প্রতিলিপি সমস্ত প্রদেশগুলিতে এবং সব লোকেদের কাছে পাঠানো হল। বলা হোল এই আদেশকে বিধি হিসেবে মানতে হবে এবং প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে যাতে ওই সমস্ত লোকেরা সেই দিনের জন্য প্রস্তত হতে পারে। 15রাজার নির্দেশে বার্তাবাহকেরা যেখানে এই আদেশ জারি হয়েছিল, সেই রাজধানী শূশন থেকে তৎক্ষণাৎ রওনা হল। তারপর রাজা ও হামন একসঙ্গে দ্রাক্ষারস পান করতে বসলেন। শূশনের সকলে এ নির্দেশে বিচলিত হল। ভুল বোঝাবুঝি হল। লোকে উদ্বিগ্ন হল।

ইষ্টেরের সাহায্য চেয়ে অনুনয় করলেন মর্দখয়

4 মর্দখয় এসব কথা জানতে পারলেন। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে রাজার দেওয়া নির্দেশের কথা জানতে পেরে, নিজের প্রকৃত পোশাক ছিঁড়ে ফেলে শোকের পোশাক পরলেন। তারপর সারা মাথায় ভস্ম মেখে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে শহরে বেড়ালেন। 2তিনি এভাবে রাজদ্বার পর্যন্ত গেলেন কারণ শোকের পোশাক পরে কাউকে এভাবে দরজার ভেতরে যেতে দেওয়া হতো না। 3প্রত্যেকটি প্রদেশে যেখানে যেখানে রাজার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যেখানে ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিল। তারা সকলে অভুক্ত থেকে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করছিল। অনেক ইহুদী মাথায় ভস্ম মেখে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

4ইষ্টেরের পরিচারিকা ও নপুংসক পরিচারকরা এসে তাঁকে মর্দখয়ের কথা জানালো। সেকথা শুনে ইষ্টের মর্মাহত ও বিষণ্ণ হলেন। তিনি শোকের পোশাক ছেড়ে ফেলতে অনুরোধ জানিয়ে মর্দখয়ের জন্য জামাকাপড় পাঠালেন। কিন্তু মর্দখয় তা পরতে রাজী হলেন না। 5তখন ইষ্টের হথক নামে রাজার এক নপুংসক পরিচারককে ডেকে পাঠালেন। হথককে রাজা ইষ্টেরের পরিচর্যার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তাকে ইষ্টের মর্দখয়ের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে বললেন। 6তখন হথক রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যেখানে মর্দখয় অপেক্ষা করছিল সেখানে গেল। 7মর্দখয় হথককে যা যা ঘটেছে সে সব কথাই বললেন। এমনকি ইহুদীদের নিধনের জন্য হামন রাজকোষাগারে যে অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সঠিক পরিমাণও মর্দখয় তাকে জানালেন। 8মর্দখয় তাকে ইহুদী হত্যার জন্য রাজার দেওয়া নির্দেশনামার একটি প্রতিলিপিও দিলেন। এই নির্দেশনামাটি শূশনের সর্বত্র পাঠানো হয়েছিল। তিনি হথককে নির্দেশনামাটি ইষ্টেরকে দেখিয়ে যা ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে বললেন। উপরন্তু তিনি তাকে ইষ্টেরকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর

আর আমি ... জমা দেবো সম্ভবতঃ হামন আশা করেছিল যে এই বিশাল পরিমান রৌপ্যমুদ্রা, যেগুলি প্রদর্শন করা হবে সেগুলি ইহুদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যোগাড় করা হবে।

স্বজাতীয়দের জন্য ও মর্দখয়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্য বলতে বললেন।

9হথক ফিরে গিয়ে ইষ্টেরকে মর্দখয়ের সব কথাই জানাল।

10ইষ্টের তখন হথককে বললেন, মর্দখয়কে জানাতে: 11“রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দা ও রাজার সমস্ত নেতারাই জানেন, যে ডাক না পড়লে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন রাজার কাছে যেতে পারে না। যদি কেউ রাজার কাছে যায় তবে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল: রাজা যদি কারো হাতে তাঁর সোনার রাজদণ্ডটি দেন, তাহলে এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু আমাকে রাজা গত 30 দিনের মধ্যে একবারও ডেকে পাঠান নি।”

12-13মর্দখয়কে ইষ্টেরের বার্তা জানানো হলে তিনি ইষ্টেরকে বলে পাঠালেন: “ইষ্টের, এমন ভেবো না যে যদিও তুমি রাজপ্রাসাদে বাস করছো, ইহুদী হয়েও নিজে বেঁচে যাবে। 14তুমি যদি এখন চুপ করে থাকো, ইহুদীদের জন্য সাহায্য ও স্বাধীনতা কোথাও না কোথাও থেকে আসবে, কিন্তু তুমি ও তোমার পিতার পরিবারের সকলে মারা যাবে। কে জানে, হয়তো ঠিক এরকম কোন একটা সময়ের জন্যই তোমাকে রাণী করা হয়েছে!”

15-16ইষ্টেরের উত্তরে মর্দখয়কে জানালেন: “শূশনের সমস্ত ইহুদীদের সঙ্গে আমার জন্য উপবাস করো। তিন দিন, তিন রাত্রি তোমরা কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কোর না। আমি ও আমার পরিচারিকারাও তোমাদের মতোই উপবাস করবো। তারপর আমি রাজার কাছে যাবো। আমি জানি, না ডাকতে রাজার কাছে যাওয়াটা নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি তাও যাবো, তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তো হবে।”

17মর্দখয় তখন গিয়ে ইষ্টের তাঁকে যা যা করতে বলেছিলেন সবই করলেন।

ইষ্টের রাজার সঙ্গে কথা বললেন

5 তৃতীয় দিন ইষ্টের তাঁর বিশেষ পোশাক পরিধান করে রাজার প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে রাজ দরবারের সামনে, রাজা যেখানে দরবার কক্ষের প্রবেশপথের দিকে মুখ করে তাঁর সিংহাসনে বসতেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। 2রাণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা খুবই খুশী হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে নিজের সোনার রাজদণ্ডটি এগিয়ে দিলেন। ইষ্টের তখন সভার ভেতরে রাজার সান্নিধ্যে গিয়ে সুবর্ণ রাজদণ্ডের শেষাংশ স্পর্শ করলেন।

3তখন রাজা ইষ্টেরকে প্রশ্ন করলেন, “কি কারণে তোমায় এতো বিমর্ষ দেখাচ্ছে রাণী ইষ্টের? তুমি কি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও? আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও, এমনকি তুমি যদি রাজ্যের অর্ধেকও চাও তাও আমি তোমায় দেবো।”

4-8ইষ্টের জবাব দিলেন, “আমি আপনার জন্য ও হামনের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করেছি। দয়া করে হামনের সঙ্গে আজ সেই ভোজসভায় আসুন।” রাজা বললেন, “হামনকে শীঘ্রই নিয়ে এসো যাতে ইষ্টের যা বলছে আমরা তাই করতে পারি।” অতএব রাজা ও হামন ইষ্টেরের আয়োজিত ভোজসভায় গেলেন। যখন তাঁরা দ্রাক্ষারস পান করছিলেন তখন রাজা আবার ইষ্টেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার অনুরোধটা কি? তুমি যদি আমার রাজ্যের অর্ধেকও চাও তা তোমায় দেওয়া হবে। ইষ্টের উত্তর দিলেন, “আমার অনুরোধ হল, রাজা যদি আমার ওপর খুশী হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি আমার ইচ্ছামত জিনিষ আমাকে দিতে পারেন তাহলে আমার ইচ্ছা হল: আমি চাই রাজা এবং হামন দয়া করে আগামীকাল আমার বাড়ীতে আসুন। আমি একটি ভোজসভার আয়োজন করব এবং ঐ সভায় আমার ইচ্ছা প্রকাশ করব।”

মর্দখয়ের প্রতি হামনের ক্রোধ

9হামন সেদিন রাজার বাড়ী থেকে খুবই খুশি মনে ও আনন্দিত চিত্তে আসছিলেন, কিন্তু রাজতোরনের সামনে মর্দখয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি খুব রেগে গেলেন। তিনি যখন পাশ দিয়ে গেলেন তখন মর্দখয় মাথা নীচু করলেন না বা হামনকে সম্মান দেখালেন না। তিনি হামনকে কখনও ভয় পেতেন না আর এ ব্যাপারে হামন খুব ক্রুদ্ধ ছিলেন। 10যাইহোক কোনমতে রাগ চেপে হামন বাড়ি চলে গেলেন। বাড়ি ফিরে হামন তাঁর বন্ধুদের ও স্ত্রী সেরশকে ডেকে পাঠালেন। 11তারপর তিনি কত বড়লোক তা নিয়ে, তাঁর পুত্রদের সংখ্যা নিয়ে ও রাজা তাঁকে কি ভাবে খাতির করেন তা নিয়ে বড়াই করতে শুরু করলেন। রাজা যে তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদটি দিয়েছেন একথাও তিনি জানাতে ভুললেন না। 12“শুধু এই নয়,” হামন বললেন, “রাণী আগামীকাল রাজার জন্য যে ভোজসভার ব্যবস্থা করেছেন তাতে একমাত্র আমাকেই রাজার সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 13কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি খুশি হতে পারছি না। যতক্ষণ ওই ইহুদী মর্দখয়টাকে রাজদ্বারের কাছে বসে থাকতে দেখবো ততক্ষণ আমার পক্ষে খুশী হওয়া সম্ভব নয়।”

14তখন হামনের স্ত্রী সেরশ ও হামনের বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, “কাউকে দিয়ে একটা বড় 75 ফুট মতো থাম্বা বানিয়ে, রাজাকে বলো সকালবেলা ওটায় মর্দখয়কে ফাঁসি দিতে। আর তারপর খুশি মনে রাজাকে নিয়ে ভোজসভায় যেও !”

এই প্রস্তাবটা হামনের বেশ মনে ধরায়, তিনি মর্দখয়কে ফাঁসি দেবার জন্য স্তম্ভ বানাতে হুকুম দিলেন।

মর্দখয়ের সম্মান প্রাপ্তি

6 সেদিন রাতে রাজার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। রাজা তখন তাঁর এক ভৃত্যকে ডেকে রাজাদের ইতিহাস বই থেকে যেখানে রাজাদের রাজত্বকালের সব ঘটনা নথিভুক্ত করা আছে তা পড়ে শোনাতে বললেন। 2ভৃত্যটি তখন রাজাকে, রাজার আধিকা-

রিক বিগ্‌থন ও তেরশ যারা প্রবেশপথ পাহারা দিত, তাদের দুষ্ট চক্রান্তের কথা এবং মর্দখয়ের কথা, যে চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়েছিল এবং প্রাসাদে জানিয়ে দিয়েছিল তা পড়ে শোনালো।

3রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "মর্দখয়কে এর জন্য কি সম্মান এবং পুরস্কার দেওয়া হয়েছে?"

ভৃত্যরা রাজাকে জানালো, "মর্দখয়ের জন্য কিছুই করা হয়নি।"

4ঠিক সে সময়ে হামন রাজপ্রাসাদের বহির্দ্বারে প্রবেশ করলেন। হামন, তখন মর্দখয়কে ফাঁসি দেবার জন্য রাজার অনুমোদন নিতে এসেছিলেন। রাজা বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে জানতে চাইলেন, "এইমাত্র প্রাঙ্গণের ভেতরে কে এলো?" 5ভৃত্যরা উত্তর দিল, "হামন চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন।"

রাজা বললেন, "তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

6হামন ভেতরে আসার পর রাজা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, "হামন, রাজা কাউকে সম্মান দিতে চাইলে তা কিভাবে দেওয়া উচিৎ?"

হামন মনে মনে ভাবলো, "আমি ছাড়া সম্মান পাওয়ার আর কে আছে? আমি নিশ্চিত, রাজা নিশ্চয়ই আমাকে সম্মান জানানোর কথা ভাবছেন।"

7হামন তখন রাজাকে বললেন, "মহারাজ আপনি যদি কাউকে সম্মান দেখাতে চান তাহলে, 8আপনার ভৃত্যদের আপনার নিজের পরা একটি পোশাক ও আপনার নিজের চড়া একটি ঘোড়া আনতে বলুন। ঘোড়াটির মাথায় ভৃত্যরা একটি রাজমুকুট পরিয়ে দিক। 9এরপর আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে এই রাজপোশাকটি, মহারাজ যে ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে চান তাকে পরতে সাহায্য করতে বলুন এবং সেই নেতাকে বলুন ঐ ব্যক্তিকে সেই ঘোড়ার ওপর বসিয়ে সারা শহরের রাস্তায় এই বলে ঘুরে বেড়াতে, 'রাজা যাঁকে সম্মান দেখাতে চান তাঁর জন্য এটা করা হল।'"

10রাজা তখন হামনকে আদেশ দিলেন, "তাড়াতাড়ি গিয়ে ঐ ইহুদী মর্দখয়ের জন্য একটি ঘোড়া ও পোশাকের ব্যবস্থা কর। যাও, মর্দখয় প্রাসাদের প্রবেশ পথের কাছে অপেক্ষা করে আছে। তুমি যেভাবে বলেছো, সেভাবে তাঁকে সম্মান দেখাও।"

11হামন গিয়ে রাজার পোশাক ও ঘোড়া নিয়ে এলেন। তারপর মর্দখয়কে নিজে সেই পোশাক পরিয়ে, ঘোড়ায় চড়িয়ে, শহরের প্রতিটি রাস্তায় যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "রাজা যাঁকে সম্মান দেখাতে চান এভাবেই দেখান!"

12এরপর মর্দখয় আবার রাজদ্বারেই ফিরে গেলেন কিন্তু অপমানিত হামন লজ্জায় বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে এসে লজ্জায় ও অপমানে মুখ ঢাকলেন।
13তিনি তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুদের সব কথা খুলে বললেন। হামনের স্ত্রী ও বন্ধুরা হামনকে বললো, "মর্দখয় যদি ইহুদী হয় তাহলে তোমার পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। তোমার পতন শুরু হয়েছে এবং এভাবে তুমি নিশ্চিত শেষ হয়ে যাবে।"

14সকলে মিলে যখন হামনকে এসব কথা বলছে তখন রাজার নপুংসক পরিচারকরা এসে ইষ্টেরের ভোজসভার জন্য হামনকে তাড়াতাড়ি আসতে বললেন।

হামনের ফাঁসি

7 অতঃপর রাজা ও হামন রাণী ইষ্টেরের ভোজসভায়
এলেন। 2ভোজসভার দ্বিতীয় দিনে দ্রাক্ষারস পান করতে করতে রাজা আবার ইষ্টেরকে প্রশ্ন করলেন, "রাণী তুমি আমার কাছে কি যেন চাইবে বলেছিলে? তুমি বলো তোমার কি প্রয়োজন, অবশ্যই তা তোমায় দেওয়া হবে। আমি তোমায় সবকিছু, এমনকি রাজ্যের অর্ধেকও দিতে রাজি!"

3তখন রাণী ইষ্টের উত্তর দিলেন, "হে রাজন, যদি সত্যিই আপনি আমাকে ভালবেসে থাকেন এবং আমি যা চাই তা দিয়ে সন্তুষ্ট হতে চান, তবে আমার বিনীত প্রার্থনা আপনি অনুগ্রহ করে আমায় জীবন ভিক্ষা দিন। আমায় বাঁচতে দিন আর আমার স্বজাতিদেরও বাঁচতে দিন। এটুকুই শুধু আমি চাই। 4একথা বলছি কারণ আমাকে ও আমার স্বজাতিদের বিনাশ, হত্যা ও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। যদি আমাদের নিছক ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হতো তাহলে আমি চুপ করেই থাকতাম কারণ আমি জানি যে তা রাজা মহারাজাদের উত্যক্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নয়।"

5রাজা অহশ্বেরশ তখন রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কাজ তোমার সঙ্গে কে করেছে? কে সেই ব্যক্তি যার এতো বড়ো স্পর্ধা যে তোমার লোকেদের সঙ্গে এমন করে?"

6ইষ্টের বললেন, "আমাদের সেই শত্রু হল এই পাপাত্মা হামন।"

একথা শুনে রাজা ও রাণীর সামনে তখন হামন ভয়ে কেঁপে উঠলো। 7রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে পানপাত্র পরিত্যাগ করে বাগানে চলে গেলেন। কিন্তু হামন রাণী ইষ্টেরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করার জন্য থেকে গেলেন। হামন প্রাণ ভিক্ষা করছিলেন কারণ তিনি জানতেন, রাজা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই তাঁকে হত্যা করার কথা ঠিক করে ফেলেছেন। 8রাজা যখন বাগান থেকে আবার সভাগৃহে ঢুকছেন, ঠিক তখনই তিনি দেখতে পেলেন, রাণী ইষ্টের কেদারায় বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং হামন রাণীর সামনে আছড়ে পড়লেন। রাজা তখন চীৎকার করে তাকে বললেন, "আমি এখনো রাণীর বাড়িতে আছি, আর আমার উপস্থিতিতেই তুমি রাণীকে আক্রমণ করছো?"

একথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজভৃত্যরা এসে
হামনকে হত্যা করল।* 9হর্বোণা নামে রাজার এক
নপুংসক ভৃত্য বলল, "হামনের বাড়ির কাছে প্রায় 75 ফুট দীর্ঘ একটি ফাঁসিকাঠ বানানো হয়েছে। মর্দখয়কে এর ওপরে ফাঁসি দেবার জন্য হামন এটা বানিয়েছে।

হামনকে ... করল আক্ষরিক অর্থে, "হামনের মুখমণ্ডল ঢেকে দিল।"

মর্দখয় হল সেই ব্যক্তি যে রাজাকে হত্যা করার কুচক্রান্ত
ফাঁস করে দিয়ে রাজাকে বাঁচিয়েছিল।”
রাজা বললেন, “ওই কাঠে হামনকেই ফাঁসি দেওয়া
হোক।”
10তখন মর্দখয়ের জন্য হামনের নিজের হাতে
বানানো ফাঁসিকাঠে (ভৃত্যেরা) সকলে মিলে হামনকে
ঝুলিয়ে দিল এবং এইভাবে রাজার রাগ পড়লো।

ইহুদীদের সাহায্য করার জন্য রাজার আদেশ

8 সেদিনই রাজা অহশ্বেরশ রাণী ইষ্টেরকে হামনের
যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিলেন। ইষ্টের রাজাকে
জানালেন যে মর্দখয় সম্পর্কে তাঁর ভাই হয়। তারপর
মর্দখয় রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 2রাজা হামনের
থেকে যে আংটিটা ইতিমধ্যে ফেরত নিয়ে নিয়েছিলেন
সেটি নিজের আঙুল থেকে খুলে এবার মর্দখয়কে দিলেন।
এরপর ইষ্টের মর্দখয়কে হামনের যাবতীয় সম্পত্তির
দায়িত্ব অর্পণ করলেন।
3ইষ্টের এবার রাজার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর
পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে হামনের ইহুদীদের হত্যা
করার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে বললেন।
ইহুদীদের ক্ষতি সাধনের জন্যই হামন এই পরিকল্পনা
করেছিলেন।
4রাজা তখন তাঁর সামনে সোনার রাজদণ্ডটি বাড়িয়ে
দিলে, ইষ্টের উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 5“হে রাজন, যদি
আপনি আমায় পছন্দ করে থাকেন এবং যদি খুশী হ’ন,
তাহলে দয়া করে আমার জন্য এইটুকু করুন। আপনার
যদি মনে হয়, আমি যা বলছি তা সঠিক এবং আপনি
যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আগের
নির্দেশটি খণ্ডন করার জন্য একটি নতুন নির্দেশ লিখে
দিন। হামন, ইহুদীদের হত্যার নির্দেশ দিয়ে এর আগে
প্রতিটি প্রদেশে খবর পাঠিয়েছে। 6কিন্তু আমার পক্ষে
আমার স্বজাতিদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখা সম্ভব
নয় বলেই আমি মহারাজের কাছে এই একান্ত মিনতি
করছি।”
7রাজা অহশ্বেরশ তখন রাণী ইষ্টের ও মর্দখয়কে
উত্তর দিলেন, “যেহেতু হামন ইহুদী বিদ্বেষী ছিল সেহেতু
আমি ওর সমস্ত সম্পত্তি ইষ্টেরকে দিয়েছি। আমার
সেনারা হামনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে। 8এখন
রাজার বকলমে, তোমাদের মতে ইহুদীদের সবচেয়ে
বেশি সাহায্য হবে এমনভাবে একটি নির্দেশ (তোমরা)
লেখো।” তারপর রাজার আংটিটি দিয়ে সেটাতে
শীলমোহর দাও। রাজার বকলমে লেখা এবং রাজার
আংটিটি দিয়ে সীলমোহর করা আদেশ কখনো বাতিল
করা যায় না।”
9দ্রুত রাজার সমস্ত সচিবকে ডেকে পাঠানো হল।
তৃতীয় মাসে অর্থাৎ সীবন মাসের 23 দিনে একাজ
করা হল। এই সমস্ত সচিবরা তখন ইহুদীদের জন্য
দেওয়া মর্দখয়ের নির্দেশগুলো লিখে নিল। সেই নির্দেশ
ভারতবর্ষ থেকে কূশ দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 127 টি প্রদেশের
প্রশাসক ও নেতা সকলকে পাঠানো হল। প্রত্যেকটি
প্রাদেশিক ভাষায় ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় নির্দেশগুলি
লেখা হয়েছিল যাতে সবাই সহজে বুঝতে পারে।
ইহুদীদের জন্য এই নির্দেশ তাদের নিজেদের ভাষায়,
নিজস্ব বর্ণমালায় লেখা হয়েছিল। 10মর্দখয় স্বয়ং রাজা
অহশ্বেরশের বকলমে এই নির্দেশগুলি লিখে, চিঠিগুলি
রাজার আংটি দিয়ে সীলমোহর করে বন্ধ করলেন এবং
দ্রুতগামী অশ্বারোহী বার্তাবাহকদের দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া
হল। এই সমস্ত ঘোড়াগুলোকে রাজার নিজের ব্যবহারের
জন্যই বিশেষভাবে তৈরী করা হতো।
11এইসমস্ত চিঠিতে, রাজা অহশ্বেরশের নির্দেশ বলা
হল:

প্রতিটি শহরে ইহুদীদের সমবেতভাবে তাদের
নিজেদের রক্ষা করার অধিকার দেওয়া হল।
তাদের বা তাদের নারী ও শিশুদের যদি কোন
দল আক্রমণ করে তাহলে তারা সেই শত্রুদের
দলকে হত্যা ও ধ্বংস করতে পারবে এবং
ইহুদীদের তাদের শত্রুদের সম্পদ লুঠ করার
অধিকারও দেওয়া হল।

12ইহুদীদের এই অধিকার দেওয়া হল দ্বাদশ মাস
অর্থাৎ অদর মাসের 13 দিনে। রাজা অহশ্বেরশের
সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই ইহুদীদের এই অধিকার
দেওয়া হল। 13এই চিঠির একটি প্রতিলিপি পাঠিয়ে
প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি বিধি জারি
করা হল। রাজ্যের সর্বত্র সবাইকে এই বিধির কথা
জানিয়ে দেওয়া হল। যাতে ইহুদীরা সকলে ওই বিশেষ
দিনটিতে তাদের সমস্ত শত্রুদের মোকাবিলা করার
জন্য এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে
পারে। 14বার্তাবাহকেরা রাজার নির্দেশে রাজার ঘোড়ায়
চড়ে দ্রুত যাত্রা করল কারণ রাজা তাদের তাড়াতাড়ি
যাবার জন্য আদেশ দিলেন। নির্দেশটি রাজধানীতেও
টাঙিয়ে দেওয়া হল।
15মর্দখয় রাজার কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি
রাজার উপহার দেওয়া নীল ও সাদা রঙের একটি
বিশেষ পোশাক ও সোনার বড় একটি মুকুট এবং বেগুনী
লিনেন কাপড়ের আলখাল্লাও পরেছিলেন। 16ইহুদীদের
জন্য এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসবের দিন। সকলেই
খুব খুশী ও আনন্দিত ছিল এবং শূশনে আনন্দ ও
খুশীর মধ্যে দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করা হল।
17প্রত্যেকটি প্রদেশ, প্রতিটি নগরে রাজার নির্দেশ
পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ইহুদী পরিবার খুশী হয়ে
উঠল। তারা উৎসব ও ভোজসভার তোড়জোড় শুরু
করে দিল। ইহুদীদের ভয়ে অন্য অনেকে ইহুদী হয়ে
গেল।

ইহুদীদের জয়

9 রাজার আগের দেওয়া আদেশ অনুযায়ী, দ্বাদশ
মাসের অর্থাৎ অদর মাসের 13 দিনে ইহুদীরা তাদের
শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হবে বলে ঠিক হয়েছিল। ঐ
দিনে ইহুদীদের শত্রুরা তাদের হারিয়ে দেবার আশা

করেছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেল। যে সমস্ত
শত্রু তাদের ঘৃণা করতো, ইহুদীরা তাদের চেয়ে অনেক
বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠল। 2রাজা অহশ্বেরশের রাজ্যের
সমস্ত প্রদেশে সর্বত্র ইহুদীরা তাদের শত্রুদের আক্রমণ
করার জন্য তাদের শহরে মিলিত হল। এই সম্মিলিত
আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আর কোন দলের না
থাকায়, সকলে ইহুদীদের ভয় পেতে শুরু করলো।
3প্রত্যেকটি প্রদেশের রাজকর্মচারী, প্রশাসক ও নেতারা
ইহুদীদের সাহায্য করতে লাগলো। এইসব গণ্যমান্য
ব্যক্তিরা মর্দখয়ের ভয়ে ইহুদীদের সাহায্য করছিল,
4কারণ মর্দখয় ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের এক গুরুত্বপূর্ণ
ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রদেশে সকলে
মর্দখয়ের নাম ও তাঁর ক্ষমতার কথা জানতো। এবং
মর্দখয়ের ক্ষমতা ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল।

5ইহুদীরা তাদের সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করলো।
যেসব লোকেরা তাদের ঘৃণা করতো তারা তাদের
সঙ্গে যা খুশি তাই করলো। অনেককে তলোয়ার দিয়ে
হত্যাও করলো। 6শুধু রাজধানী শূশনেই ইহুদীরা 500
ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। 7ইহুদীরা হত্যা করেছিল
পর্শন্দাথ, দল্‌ফোন, অস্পাথ, 8পোরাথ, অদলিয়,
অরীদাথ, পর্মস্ত, অরীষয়, অরীদয় এবং বয়িষাথকে।
9এরা হল হামনের দশ পুত্র। 10হামন ছিল হম্মদাথার
পুত্র। সে ছিল ইহুদীদের শত্রু। ইহুদীরা তার ছেলেদের
হত্যা করেছিল কিন্তু তাদের সম্পত্তিতে হাত দেয়নি।

11রাজা যখন সেদিন রাজধানী শূশনে কতজনকে
হত্যা করা হয়েছে জানতে পারলেন 12তখন তিনি রাণী
ইষ্টেরকে বললেন, "হামনের 10 পুত্র সহ 500 জনকে
ইহুদীরা শূশনে হত্যা করেছে। এবার বলো রাজ্যের
অন্যান্য প্রদেশে তুমি কি চাও? তুমি আমাকে যা বলবে
আমি তাই করবো।"

13ইষ্টের তখন রাজাকে বললেন, "যদি রাজা চান,
তাহলে শূশনে ইহুদীরা আজ যা করেছে, আগামীকালও
আবার তা করবার অনুমতি দিন। প্রতিশোধ নেবার
জন্য ইহুদীদের আরও একদিন অনুমতি দিন।
হামনের 10 জন পুত্রের দেহ ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া
হোক।"

14তখন রাজা শূশনে এই নির্দেশের মেয়াদ একদিন
বাড়িয়ে দিলেন এবং হামনের 10 পুত্রের মৃতদেহও
কথামতো ঝুলিয়ে দেওয়া হল। 15পরের দিন অর্থাৎ
অদর মাসের 14 দিনের দিন ইহুদীরা শূশনে আরো
300 জনকে হত্যা করলো, তবে তাদের সম্পত্তি লুঠ
করেনি।

16একই সময়ে, অন্যান্য প্রদেশের ইহুদীরা তাদের
নিজেদের রক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে একজোট
হল। আক্রমণের সময় ইহুদীরা তাদের 75,000 জন
শত্রুকে হত্যা করল। কিন্তু তারা তাদের শত্রুদের
কোনকিছু লুঠ করেনি। 17অন্যান্য প্রদেশগুলিতে এ ঘটনা
ঘটেছিল অদর মাসের 13 দিনে। 14 দিনে ইহুদীরা
সকলে খুশি মনে বিশ্রাম নিল এবং ঐ দিনটিকে একটি
খুশির ছুটির দিন হিসেবে পালন করলো।

পূরীমের উৎসব

18শূশনের ইহুদীরা অদর মাসের 13 ও 14 তারিখ
একত্রিত হবার পর অদর মাসের 15 তারিখ দিনটিকে
খুশির ছুটির দিন হিসেবে পালন করলো। 19গ্রামেগঞ্জে
ইহুদীরা অদর মাসের 14 তারিখে তারা পূরীম উৎসব
উদ্‌যাপন করলো এবং দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে
পালন করলো। ওই দিন তারা একটি ভোজসভার
আয়োজন করেছিল এবং একে অপরকে উপহার
দিয়েছিল।

20মর্দখয় এসব ঘটনা লিখে রাখলো। তারপর রাজা
অহশ্বেরশের রাজ্যের কাছে ও দূরের সবকটি রাজ্যের
সমস্ত ইহুদীদের মর্দখয় একটি চিঠি লিখলেন। 21প্রতি
বছর অদর মাসের 14 ও 15 তারিখ পূরীম উৎসব
উদ্‌যাপন করার অনুরোধ জানিয়ে মর্দখয় ইহুদীদের
চিঠি লিখলেন। 22ইহুদীদের ওই দিন দুটি পালন করতে
বলা হল কারণ ওই দিনে ইহুদীরা তাদের শত্রুদের
হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাছাড়াও, ওই মাসটি
ছিল উৎসব পালনের একটি বিশেষ মাস, যেহেতু তাদের
দুঃখ ও বিষাদ, আনন্দ ও খুশির উৎসবে পরিণত
হয়েছিল। মর্দখয় ওই দুটি দিনকে সর্বসাধারণ ছুটির দিন
হিসেবে ভোজসভার মাধ্যমে পালন করতে এবং একে
অপরকে ও দীন-দুঃখীকে উপহার দিয়ে পালন করতে
লিখেছিলেন।

23মর্দখয় যা লিখেছিলেন ইহুদীরা সকলেই তাতে
সম্মত হল এবং যে আনন্দ উৎসব তারা শুরু করেছিল
তা চালিয়ে যাবে বলে কথা দিল।

24সমস্ত ইহুদীদের শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন
ইহুদীদের ধ্বংস করার জন্য একটি দিন বেছেছিলেন।
তিনি ইহুদী নিধনের জন্য দিনটি বেছেছিলেন ঘুঁটি চেলে।
(সে সময়ে 'ঘুঁটি' কে বলা হোত 'পূর' তাই ছুটির
দিনটির নাম দেওয়া হয়েছিল "পূরীম।") 25হামন এসব
চক্রান্ত করেছিলেন কিন্তু রাণী ইষ্টের গিয়ে রাজার সঙ্গে
কথা বলার পর রাজা নতুন নির্দেশ দিলেন। যার ফলে
শুধু যে হামনের পরিকল্পিত চক্রান্ত নষ্ট হল তাই নয়,
তার পরিবারেও অমঙ্গলের ছায়া নেমে এলো। হামন
ও তার সন্তানদের ফাঁসি হল।

26-27এসময়ে অক্ষকে বলা হত "পূরীম।" তাই এই
ছুটির দিনটিকে বলা হোত "পূরীম।" সে কারণেই
মর্দখয়ের নির্দেশ মেনে সেই থেকে ইহুদীরা প্রতি বছর
এই দুটি দিন উদ্‌যাপন করত। 28তারা, তাদের প্রতি কি
ঘটতে দেখেছিল তা মনে রাখার জন্যই এই উৎসব
পালন করা শুরু করলো। ইহুদীরা এবং যেসমস্ত লোকেরা
তাদের দলে মিশে গিয়েছিল, তারা সবাই প্রতিবছর
সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে এই ছুটির দিন পালন করত।
প্রত্যেক প্রজন্মের, প্রতিটি পরিবারই এই দুটি দিনের
কথা মনে রাখে। প্রত্যেকটি অঞ্চলে, প্রতিটি নগরে এই
উৎসব পালিত হত। ইহুদীরা কখনোই পূরীমের উৎসব
উদ্‌যাপন করা বন্ধ করবে না এবং তাদের
উত্তরপুরুষেরাও এই বিশেষ ছুটির দিনগুলিকে সবসময়ে
মনে রাখবে।

[29]অবীহয়িলের কন্যা রাণী ইষ্টের ও মর্দখয় দুজনে মিলে পূরীম সম্পর্কে একটি আনুষ্ঠানিক পত্র রচনা করেন। এই দ্বিতীয় চিঠির বৈধতা বোঝানোর জন্যই তাঁরা এই চিঠিতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যবহার করেন। [30]এরপর মর্দখয় চিঠিটি রাজা অহশ্বেরশের রাজত্বের 127 টি প্রদেশের সমস্ত ইহুদীদের পাঠিয়ে দেন। মর্দখয় লোকেদের বলেন, ছুটির দিনটি শান্তি আনবে এবং লোকেদের একে অপরকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে। [31]মর্দখয় এই চিঠিগুলি লোকেদের নির্দিষ্ট সময়ে পূরীম দিনগুলি চালু করতে বলার জন্য লিখেছিলেন। মর্দখয় ও রাণী ইষ্টের তাদের পরবর্তী উত্তরপুরুষদের এই পূরীম উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যই নির্দেশটি দিয়েছিলেন। অভিপ্রায় ছিল, ইহুদীদের অন্যান্য উৎসবের ও ছুটির দিনের মতো এই দিন দুটিকেও লোকে মনে রাখুক এবং অন্যান্য ছুটির দিন তারা যেমন উপবাস করে, যা কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে চোখের জল ফেলে, এই দিনদুটিও ঠিক সেভাবে পালন করুক। [32]ইষ্টেরের চিঠির মাধ্যমে পূরীম উৎসবের রীতি-নীতিগুলিকে সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এই ঘটনাগুলি বইতে নথিভুক্ত করা হয়।

মর্দখয় সম্মানিত হলেন

10 রাজা অহশ্বেরশের সময় রাজত্বের সবাইকে, এমন কি যারা দূরে বা সমুদ্রতীরে বসবাস করতো সবাইকেই কর দিতে হতো। [2]রাজা অহশ্বেরশের সমস্ত বিখ্যাত কীর্তিগুলি মাদিয়া ও পারস্যের রাজাদের ইতিহাস বইগুলিতে পাওয়া যায়। রাজা মর্দখয়ের জন্য যা যা করেছিলেন সে সমস্ত বিবরণও এইসব ইতিহাস বইতে লেখা আছে। রাজা মর্দখয়কে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করেন। [3]মহারাজ অহশ্বেরশের পরেই গুরুত্বের দিক দিয়ে ছিল মর্দখয়ের স্থান। অন্যান্য ইহুদীরাও সকলে মর্দখয়কে খুবই সম্মান করতো। তারা মর্দখয়কে শ্রদ্ধা করতো কারণ মর্দখয় ইহুদীদের উন্নতির জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন এবং সমস্ত ইহুদীদের জন্য শান্তি এনেছিলেন।

ইয়োবের বিবরণ

ইয়োব সেই সৎ লোকটি

1 ঊষ দেশে ইয়োব নামে একজন লোক বাস করতেন।
ইয়োব একজন সৎ ও অনিন্দনীয় মানুষ ছিলেন।
ইয়োব ঈশ্বরের উপাসনা করতেন এবং মন্দ কাজ করা
থেকে বিরত থাকতেন। 2ইয়োবের সাতটি ছেলে এবং
তিনটি মেয়ে ছিল। 3ইয়োবের 7,000টি মেষ, 3,000টি
উট, 500 জোড়া বলদ, 500 স্ত্রী গাধা এবং অনেক
দাসদাসী ছিল। ইয়োব ছিলেন পূর্বদেশের সবচেয়ে ধনী
লোক।

4তাদের বাড়ীতে তাঁর পুত্ররা পালা করে ভোজসভার
আয়োজন করত। এবং তারা তাদের বোনেদের নিমন্ত্রণ
করতো। 5তাঁর পুত্রদের ভোজসভা শেষ হয়ে গেলে
ইয়োব প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠতেন এবং তাঁর সন্তানদের
প্রত্যেকের জন্য একটি করে হোমবলি উৎসর্গ করতেন।
তিনি ভেবেছিলেন, “হয়তো আমার সন্তানরা মনে মনে
ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন পাপ
করেছে।” ইয়োব বরাবরই এই কাজ করেছেন যাতে
তাঁর সন্তানদের পাপ ক্ষমা করা হয়।

6তারপর সেই দিনটি এল যেদিন দেবদূতেরা * প্রভুর
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শয়তানও দেবদূতেদের সঙ্গে
এসেছিল। 7প্রভু তখন শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেন,
“তুমি কোথায় ছিলে?” শয়তান প্রভুকে উত্তর দিল,
“আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।”

8তারপর প্রভু শয়তানকে বললেন, “তুমি কি আমার
দাস ইয়োবকে দেখেছো? পৃথিবীতে ইয়োবের মতো
আর কোন লোকই নেই। ইয়োব একজন সৎ এবং
অনিন্দনীয় মানুষ। সে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং
মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।”

9শয়তান উত্তর দিল, “নিশ্চয়! কিন্তু ইয়োব যে ঈশ্বরের
উপাসনা করে তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে! 10আপনি
তাকে, তার পরিবারকে এবং তার যা কিছু আছে
সবকিছুকে সর্বদাই রক্ষা করেন। সে যা কিছু করে সব
কিছুতেই আপনি তাকে সফলতা দেন। তার গবাদি
পশুর দল ও মেষের পাল দেশে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।
11কিন্তু তার যা কিছু রয়েছে তা যদি আপনি ধ্বংস
করে দেন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে আপনার
মুখের ওপরে আপনাকে অভিশাপ দেবে।”

12প্রভু শয়তানকে বললেন, “ঠিক আছে, ইয়োবের
যা কিছু আছে তা নিয়ে তুমি যা খুশী তাই কর। কিন্তু
তার দেহে কোন আঘাত করো না।”

তারপর শয়তান প্রভুর কাছ থেকে চলে গেল।

ইয়োব তাঁর সবকিছু হারালেন

13একদিন ইয়োবের ছেলেমেয়েরা তাদের সব থেকে
বড় দাদার বাড়ীতে দ্রাক্ষারস পান ও নৈশ আহার করছিল।
14তখন একজন বার্তাবাহক এসে ইয়োবকে সংবাদ দিল,
“বলদগুলো জমিতে হাল দিচ্ছিল এবং স্ত্রী গাধাগুলো
কাছাকাছি চরে ঘাস খাচ্ছিল, তখন 15শিবায়ীয়েরা
আমাদের আক্রমণ করে পশুদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়
এবং অন্য ভৃত্যদের তরবারি দিয়ে হত্যা করে। একমাত্র
আমিই পালাতে পেরেছি। তাই আমি আপনাকে সংবাদটা
দিতে এসেছি!”

16যখন সেই বার্তাবাহক কথা বলছিল তখনই আরও
একজন বার্তাবাহক ইয়োবের কাছে এলো। দ্বিতীয়
বার্তাবাহক ইয়োবকে বলল, “আকাশ থেকে বাজ পড়ে
আপনার মেষ এবং ভৃত্যেরা সব পুড়ে গিয়েছে। একমাত্র
আমিই রক্ষা পেয়েছি। তাই আমি আপনাকে সংবাদটা
দিতে এসেছি!”

17যখন সেই বার্তাবাহক কথা বলছিল তখন আরো
একজন বার্তাবাহক এলো। তৃতীয় বার্তাবাহক বলল,
“কল্দীয়েরা তিন দল সৈন্যে ভাগ হয়েছিল। ওরা
আমাদের আক্রমণ করে উটগুলিকে নিয়ে গিয়েছে!
ওরা ভৃত্যদের তরবারি দিয়ে হত্যা করেছে। একমাত্র
আমিই রক্ষা পেয়েছি। তাই আমি আপনাকে সংবাদটা
দিতে এসেছি!”

18যখন তৃতীয় বার্তাবাহক কথা বলছিল তখন আরও
একজন বার্তাবাহক এলো। চতুর্থ বার্তাবাহক বলল,
“আপনার ছেলেমেয়েরা তাদের বড় দাদার বাড়ীতে
আহার করছিল ও দ্রাক্ষারস পান করছিল। 19তখন
মরুভূমি থেকে হঠাৎই একটা ঝড় এসে বাড়ীটাকে
ভেঙে দেয়। বাড়ীটা অল্পবয়সী লোকেদের ওপরে ভেঙে
পড়ে এবং তারা মারা যায়। একমাত্র আমিই রক্ষা
পেয়েছি। তাই আমি আপনাকে সংবাদটা দিতে এসেছি!”

20যখন ইয়োব এইসব শুনলেন, তখন তিনি তাঁর
বস্ত্র ছিঁড়ে ফেললেন এবং মাথা কামিয়ে ফেললেন।
এভাবেই তিনি তাঁর শোক প্রকাশ করলেন। তারপর
ইয়োব মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং ঈশ্বরের সামনে
নত হলেন। 21তিনি বললেন:

“যখন আমি জন্মেছিলাম আমি নগ্ন ছিলাম, যখন
আমি মারা যাবো তখনও আমি নগ্ন থাকব। প্রভু দেন
এবং প্রভুই নিয়ে নেন। প্রভুর নামের প্রশংসা করো!”

22এ সবকিছুই ঘটলো, কিন্তু ইয়োব কোন পাপ
করেননি। ইয়োব একথা বলেননি যে ঈশ্বর কোন ভুল
করেছেন।

দেবদূতেরা আক্ষরিক অর্থে, “ঈশ্বরের পুত্রগণ।”

শয়তান ইয়োবকে আবার বিরক্ত করলো

2 আর একদিন দেবদূতরা প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শয়তানও তাদের সঙ্গে প্রভুর কাছে দেখা করতে এলো। 2প্রভু শয়তানকে বললেন, "তুমি কোথায় ছিলে?"

শয়তান প্রভুকে উত্তর দিলো, "আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং এদিক-ওদিক যাচ্ছিলাম।"

3তখন প্রভু শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আমার দাস ইয়োবকে দেখেছো? পৃথিবীতে ইয়োবের মতো আর কোন লোক নেই। ইয়োব একজন সৎ এবং অনিন্দনীয় মানুষ। সে এখনও তার সততাকে ধরে আছে যদিও তুমি সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাকে ধ্বংস করতে আমাকে প্ররোচিত করেছিলে।"

4তখন শয়তান উত্তর দিল, "নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে কেউই যা কিছু করতে পারে।* নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য একজন তার সর্বস্ব দিয়ে দেবে। 5আপনি যদি তার দেহে আঘাত করার জন্য আপনার শক্তিকে ব্যবহার করেন, তাহলে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে সে মুখের ওপরেই আপনাকে অভিশাপ দেবে।"

6তখন প্রভু শয়তানকে বললেন, "ঠিক আছে, ইয়োব এখন তোমার ক্ষমতার মধ্যে। কিন্তু তুমি তাকে মেরে ফেলতে পারবে না।"

7তখন শয়তান প্রভুর কাছ থেকে চলে গেল। শয়তান যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ায় ইয়োবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভরিয়ে দিল। 8তখন ইয়োব ছাইয়ের গাদার মধ্যে বসলেন। একটা ভাঙা খোলামকুচি (সরা বা হাঁড়ির ভাঙা টুকরো) দিয়ে তিনি তাঁর ক্ষত চাঁছতে লাগলেন। 9ইয়োবের স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি এখনো ঈশ্বরের প্রতি সততায় অবিচল আছ? কেন তুমি ঈশ্বরকে অভিশাপ* দিচ্ছো না এবং মরছো না!"

10ইয়োব তাঁর স্ত্রীকে উত্তর দিলেন, "তুমি একজন নির্বোধ স্ত্রীলোকের মত কথা বলছো! ঈশ্বর আমাদের ভালো জিনিস দেন এবং আমরা তা গ্রহণ করি। সেইভাবে আমাদের, তাঁর প্রদত্ত দুঃখ কষ্টও গ্রহণ করা উচিৎ।" এইসব ঘটনা ঘটলো, কিন্তু ইয়োব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে কোন পাপ করলেন না।

ইয়োবের তিন বন্ধু তাঁকে দেখতে এলেন

11ইয়োবের তিনজন বন্ধু হলেন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর। ইয়োবের প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা তিন বন্ধুই শুনলেন। তাঁরা তিনজনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একজায়গায় মিলিত হলেন। তাঁরা ইয়োবের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানাতে ও সান্ত্বনা জানাতে রাজী হলেন। 12কিন্তু তিন বন্ধু ইয়োবকে অনেক দূর থেকে দেখলেন। তাঁরা তাঁকে চিনতেই পারছিলেন না। তাঁরা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁরা নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন এবং নিজেদের মাথার ওপরে শূন্যে ধূলো ছুঁড়লেন। 13তারপর সেই তিন বন্ধু ইয়োবের সঙ্গে সাতদিন* সাতরাত বসে রইলেন। কেউই ইয়োবের সঙ্গে কোন কথা বলেন নি কারণ তাঁরা দেখেছিলেন ইয়োব অতিরিক্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন।

যেদিন ইয়োব জন্মেছিলেন সেই দিনকে তিনি অভিশাপ দিলেন

3 তারপর ইয়োব মুখ খুললেন এবং যে দিন তিনি জন্মেছিলেন সেই দিনটিকে নিন্দা করলেন। 2-3তিনি বললেন:

"যে দিনে আমি জন্মেছিলাম সেদিন চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। যে রাত্রি বলে উঠেছিলো, 'একটি ছেলে গর্ভে এসেছে!' সে রাত্রি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

4"সে দিন যেন অন্ধকারে ঢেকে যায়। সেই দিনের কথা ওপরে ঈশ্বর যেন ভুলে যান। সেই দিনে যেন আলো প্রকাশ না হয়।

5বিষাদ এবং মৃত্যুর অন্ধকার যেন সেই দিনকে নিজেদের বলে দাবী করে। মেঘ যেন সেই দিনকে ঢেকে লুকিয়ে রাখে। তিক্ত বিষাদ যেন সেই দিনটিকে গ্রাস করে।

6অন্ধকার যেন সেই রাত্রিকে নিয়ে যায়। সেই দিনটিকে পঞ্জিকা থেকে বাদ দিয়ে দাও। সেই রাত্রিকে কোন মাসের মধ্যে গণনা কর না।

7সেই রাত্রি যেন কোন কিছু উৎপন্ন না করে। সেই রাতে যেন কোন খুশীর শব্দ শোনা না যায়।

8যারা দিনকে অভিশাপ দেয়* এবং যারা লিবিয়াথনকে জাগিয়ে তুলতে পারদর্শী, তারা যেন সেই রাতটিকে অভিশাপ দেয়।

9সেই দিনের প্রভাতী নক্ষত্র যেন অন্ধকার হয়ে যায়। সেই রাত্রি যেন প্রভাতের আলোর জন্য অপেক্ষা করে কিন্তু সেই সকাল যেন কোনদিন না আসে। সেই দিন যেন সূর্যের প্রথম রশ্মি কোনদিন না দেখে।

10কেন? কারণ সেই রাত্রি আমাকে জন্মাতে বাধা দেয় নি। সেই রাত্রি এই সব সমস্যা দেখা থেকে আমাকে বিরত করে নি।

11যখন আমি জন্মেছিলাম, তখনই আমি মরে গেলাম না কেন? কেন আমি আমার মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে এসেই মারা গেলাম না?

12কেন আমার মা আমাকে নির্বিঘ্নে জন্ম দিয়েছিলেন? আমার মায়ের স্তন কেন আমায় দুধ পান করিয়েছিলো?

13এই ঘটনাগুলি যদি না ঘটত তাহলে আমি এখন শায়িত থাকতে পারতাম। আমি শান্তিতে থাকতাম। আমি ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম এবং বিশ্রাম পেতাম।

নিজেকে ... পারে আক্ষরিক অর্থে, "চামড়ার বদলে চামড়া।"

অভিশাপ এখানে আক্ষরিক অর্থে, "আশীর্বাদ।"

সাতদিন সাতদিন ছিল মৃতদের জন্য শোক বা দুঃখ করার সাধারণ মেয়াদ।

দিনকে ... দেয় অথবা "সমুদ্রকে অভিশাপ দেয়।"

14এই পৃথিবীর যেসব রাজা ও মন্ত্রীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীগুলি নিজেদের জন্য পুনর্নির্মাণ করেছেন* আমি তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারতাম।

15অথবা আমি সেই রাজপুত্রদের সঙ্গে থাকতে পারতাম যাদের কাছে সোনা ছিল এবং যারা তাদের বাড়ীগুলি রূপায় ভর্ত্তি করে রাখত।

16আমি কেন সেই শিশুর মত হলাম না যে জন্মের সময়েই মারা যায় এবং যাকে মাটিতে কবর দেওয়া হয়। যে শিশু দিনের আলো দেখেনি আমি যদি সেই শিশুর মত হতাম!

17দুষ্ট লোকেরা যখন কবরে থাকে তখন তারা কোন অশান্তি অনুভব করে না। যারা পরিশ্রান্ত, তারা কবরে বিশ্রাম খুঁজে পায়।

18এমনকি ক্রীতদাসরাও কবরের মধ্যে সকলে মিলে স্বচ্ছন্দে থাকে। ক্রীতদাস তাড়কদের চিৎকার তারা শুনতে পায় না।

19কবরে সব রকমের লোকই রয়েছে– গুরুত্বপূর্ণ লোক এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ নয় তারাও রয়েছে। এমনকি একজন দাসও তার প্রভুর কবল থেকে মুক্ত।

20"যে মানুষ ভুগছে তাকে আলো দেখান কিজন্য? যার জীবন তিক্ত কেন তাকে আয়ু দেওয়া হয়?

21যে লোক মরতে চায়, কিন্তু মৃত্যু আসে না, সেই দুঃখী লোক গুপ্ত সম্পদের চেয়েও বেশি করে মৃত্যুকে খোঁজে।

22ঐ লোকেরা ওদের কবর খুঁজে পেলে অত্যন্ত খুশী হবে এবং আনন্দে গান গাইবে।

23যারা তাদের জীবনের পথ দেখতে পায় না তাদের কেন জীবন দেওয়া হয়? ঈশ্বর কেন তাদের মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন?

24আমার দীর্ঘশ্বাসই আমার খাদ্য। আমার গুমরানি জলের মত গড়িয়ে পড়ে।

25আমি যার ভয়ে ভীত ছিলাম আমার ঠিক তাই ঘটেছে। যা আমার আতঙ্ক ছিল, আমার বিরুদ্ধে তাই ঘটেছে।

26আমি শান্তি খুঁজে পাইনি। আমি স্বস্তি খুঁজে পাইনি। আমি শুধুমাত্র অশান্তি খুঁজে পেয়েছি। আমি কষ্টে পড়েছি!"

ইলীফস কথা বললেন

4 1-2তৈমনীয় ইলীফস উত্তর দিলো:
"যদি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তুমি কি অধৈর্য হবে? কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলা থেকে কে আমাকে থামাতে পারে?

3ইয়োব, তুমি অনেক লোককে শিক্ষা দিয়েছো। দুর্বলকে তুমি শক্তি দিয়েছো।

4যারা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল তুমি তাদের উৎসাহিত করেছ। যাদের হাঁটু ভেঙ্গে আসছিল তুমি তাদের সবল করেছ।

5কিন্তু এখন তুমি সমস্যায় পড়েছ এবং তুমি নিরুৎসাহ হয়েছো। সমস্যা তোমায় আঘাত করেছে এবং তুমি বিচলিত।

6ঈশ্বরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা কি তোমাকে এই পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাস যোগায় না? তোমার সরল ও সৎ জীবন কি তোমাকে এই পরিস্থিতিতে আশা দেয় না?

7ইয়োব, অন্তত একজন নির্দোষ লোকের নাম কর যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাকে ভালো লোকেদের দেখাও যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

8আমি কিছু সমস্যা সৃষ্টিকারী মানুষ দেখেছি যারা অন্যের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। কিন্তু তারা সর্বদা শাস্তি পেয়েছে।

9ঈশ্বরের শাস্তি ঐ লোকেদের হত্যা করেছে। ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের ধ্বংস করেছে।

10মন্দ লোকেরা সিংহের মত গর্জন ও গর্‌গর্ করে। কিন্তু ঈশ্বর ঐ মন্দ লোকেদের চুপ করিয়ে দেন এবং ঈশ্বর তাদের দাঁত ভেঙে দেন।

11হ্যাঁ, ঐ মন্দ লোকেরা, সেই সিংহের মত যারা হত্যা করার জন্য কোন প্রাণী পায় না। তারা মারা যায় এবং তাদের পুত্ররা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।

12"গোপনে আমার কাছে এক বার্তা এসেছে। আমি তা নিজের কানে শুনেছি।

13সে ছিল একটি দুঃস্বপ্নের মত যেটা লোকেরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে আসে।

14আমি ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম । আমার হাড়গোড় পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

15আমার মুখের সামনে দিয়ে একটা আত্মা চলে গেল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল।

16সেই আত্মা আমার সামনে থেমে গেল। কিন্তু আমি দেখতে পাইনি তা কি ছিল। আমার চোখের সামনে কিছু একটা অবয়ব ছিল মাত্র এবং চারদিক নিস্তব্ধ ছিল। তারপর আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম:

17 'কোন লোক ঈশ্বরের চেয়ে বেশী সঠিক হতে পারে না। কোন ব্যক্তি তার স্রষ্টার চেয়ে বেশী শুদ্ধ হতে পারে না।

18দেখ, ঈশ্বর তাঁর স্বর্গের দাসদের প্রতিও নির্ভর করতে পারেন না। ঈশ্বর তাঁর দূতদের মধ্যেও ভুল ত্রুটি দেখেন।

19তাই সত্যিই মানুষ নশ্বর। ধূলার ভিতযুক্ত মাটির বাড়িতে যারা বাস করে তাদের ঈশ্বর কত কম বিশ্বাস করেন! ঈশ্বর পতঙ্গের মত তাদের পিষে ফেলেন। মানুষ মাটির ঘরে বাস করে (মানুষের দেহ মাটির তৈরী)। সেই মাটির ঘরের ভিত ধূলায় বা পাঁকের মধ্যে থাকে। একটা পতঙ্গের থেকেও সহজে তাদের দেহ নষ্ট করে ফেলা যায়!

20সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙেই চলেছে। যেহেতু তারা শুধুই মাটির তৈরী সেহেতু তারা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

এই ... করেছেন অথবা যারা শহর নির্মাণ করেছিল যেগুলো এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

21তাদের তাঁবুর দড়ি খুলে নেওয়া হয় এবং
প্রজ্ঞাবিহীন অবস্থায় তারা মারা যায়।'

5 "ইয়োব, তুমি যদি চাও তো চিৎকার কর, কিন্তু
কেউ তোমার ডাকে সাড়া দেবে না! তুমি কোন
পবিত্র সত্তার দিকে ফিরবে?

2একজন বোকা লোকের ক্রোধই তাকে হত্যা করবে।
একজন বোকা লোকের প্রচণ্ড আবেগই তাকে হত্যা
করবে।

3আমি একজন বোকা লোককে দেখেছিলাম যে
ভেবেছিল সে নিরাপদে আছে। কিন্তু সে হঠাৎ মারা
গেল।

4তার ছেলেদের সাহায্য করার জন্য কেউই ছিল
না। নগরদ্বারে* কেউ তাদের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে
নি।

5ক্ষুধিত লোকেরা তার সব শস্য খেয়ে নিয়েছিল।
কাঁটাঝোপের মধ্যে যে শস্য গজিয়ে উঠেছিলো, এই
ক্ষুধিত লোকেরা তাও খেয়ে নিয়েছিল। তাদের যা কিছু
ছিল, লোভী লোকেরা সবই নিয়ে গিয়েছিল।

6শুধুমাত্র ধূলো থেকে খারাপ সময় উঠে আসে না।
সমস্যা হঠাৎ করে ভূমি ফুঁড়ে জন্মায় না।

7কিন্তু মানুষ সমস্যার সম্মুখিন হতে বাধ্য।* ঠিক
যেমন আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ ওড়ে।

8"কিন্তু ইয়োব, আমি যদি তুমি হতাম, আমি ঈশ্বরকে
খুঁজতাম এবং ঈশ্বরকে সম্বোধন করে আমার কথা
বলতাম।

9ঈশ্বর মহান কাজগুলি করেন যা কেউ পুরোপুরি
বুঝতে পারে না। তিনি এত বিস্ময়কর কাজ করেন যে
তাদের গোনা যায় না।

10ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠান। তিনি জমির জন্য
জল পাঠান।

11ঈশ্বর একজন বিনয়ী লোককে উন্নীত করেন।
অতএব যারা বিলাপরত তারা বিজয়প্রাপ্ত* হয়।

12ঈশ্বর চালাক ও মন্দ লোকেদের ফন্দি বানচাল
করে দেন যাতে তাদের পরিকল্পনা সফল না হয়।

13ঈশ্বর, চালাক লোকেদেরও তাদের নিজেদের
ফাঁদেই ধরেন। তাই, সেইসব চালাকিও সফল হয় না।

14ওরা দিনের বেলায় রাতের সম্মুখীন হয় এবং
দিনের বেলাতেই এমন করে হাতড়ে বেড়ায়, যেন রাত
হয়ে গেছে।

15ঈশ্বর দরিদ্র লোকেদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন।
দুর্জন লোকেদের শক্তি থেকে তিনি দরিদ্র লোকেদের
রক্ষা করেন।

16তাই দরিদ্র লোকদের আশা আছে। অধর্ম তার
মুখ বন্ধ করে।

17"যার দোষ ঈশ্বর সংশোধন করে দেন সে তো
ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত! তাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যখন
তোমায় শাস্তি দেন তখন কোন অভিযোগ করো না।

18ঈশ্বর যে আঘাত দেন, তিনি নিজেই সে আঘাতের
শুশ্রূষা করেন। হয়তো তিনি কাউকে আঘাত করেন
কিন্তু তাঁর হাত আরোগ্যও দান করে।

19ঈশ্বর তোমাকে সবসময়ই উদ্ধার করবেন,
যতবারই সংকট আসুক না কেন, সেটা তোমাকে আঘাত
করবে না।*

20যখন দুর্ভিক্ষ হবে তখন ঈশ্বর তোমায় মৃত্যু থেকে
রক্ষা করবেন। যখন যুদ্ধ হবে তখন ঈশ্বর তোমায় মৃত্যু
থেকে রক্ষা করবেন।

21ঈশ্বর তোমাকে অপবাদ থেকে রক্ষা করবেন।
বিপর্যয় এলে তুমি ভয় পাবে না। যখন মন্দ কিছু ঘটবে
তখন তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

22দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংসের দিনগুলোকে তুমি উপহাস
করবে। তুমি বন্য জন্তুদের ভয় পাবে না।

23মনে হচ্ছে যেন বন্য জন্তু ও মাঠের পাথরের
সঙ্গে তোমার একটি শান্তি চুক্তি রয়েছে। এমনকি বন্য
পশুরাও তোমার সঙ্গে শান্তিতে থাকবে।

24তুমি জানবে যে তোমার বাড়ি শান্তিতে আছে।
তোমার সম্পত্তির হিসাব করে দেখবে কোন কিছুই খোয়া
যায় নি।

25তুমি জানবে যে তোমার প্রচুর সন্তানাদি হবে।
পৃথিবীতে যত ঘাস আছে তোমার উত্তরপুরুষদের
সংখ্যাও ততগুলোই হবে।

26তুমি সেই গমের মত হবে যে গম ফসল কাটা
পর্যন্ত বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তুমি পূর্ণ
শক্তিতে বেঁচে থাকবে।

27"ইয়োব, এই বিষয়গুলো আমরা অনুধাবন
করেছি এবং আমরা জানি সেগুলি সত্যি। তাই ইয়োব,
আমাদের কথা শোন, এবং তোমার নিজের জন্য
সেগুলো শেখো।"

ইয়োব ইলীফসকে উত্তর দিলেন

6 1-2তখন ইয়োব উত্তর দিলেন: "আমি যদি আমার
ক্রোধকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে এবং দুঃখকে অন্য
দিকে রাখতে পারতাম তাহলে তাদের ওজন একই
হত।

3তাদের ওজন সমুদ্রের সব কটি বালুকণার চেয়েও
বেশী। এই কারণেই আমার বাক্য এত কর্কশ।

4সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তীর আমার দেহে বিদ্ধ
হয়েছে। আমার জীবন ঐ সব তীরের বিষ পান করছে!
ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য
সারি দিয়ে রাখা আছে।

5যখন কোন রকম মন্দ কিছু না ঘটে তখন তোমার
কথাগুলো বলা সহজ। এমনকি বুনো গাধা যখন খাওয়ার
ঘাস পায়, সে কোন অভিযোগ করে না। এমনকি,

নগরদ্বার সেই স্থান যেখানে আদালত বসে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মানুষ ... বাধ্য অথবা "মানুষ সমস্যাকে জন্ম দেয়।"

বিজয়প্রাপ্ত অথবা "পরিত্রাণ।"

ঈশ্বর ... না তিনি তোমাকে যে কোন সমস্যা থেকে রক্ষা করবেন। তিনি সাতটি সমস্যা মন্দকে তোমায় স্পর্শ করতে দেবেন না।

যখন খাদ্য থাকে, তখন কোন গরুও অভিযোগ করে না।

6স্বাদহীন কোন বস্তু কি লবণ ছাড়া খাওয়া যায়? ডিমের সাদা অংশের কি কোন স্বাদ আছে? না!

7আমি এরকম খাবার স্পর্শ করতে অস্বীকার করি, ঐ ধরণের খাদ্য আমার কাছে পচা খাবারের মত। এবং তোমার কথাগুলো আমার কাছে সেইরকমই স্বাদহীন বলে মনে হচ্ছে।

8"যা চেয়েছি তা যদি পেতাম! আমি যা সত্যিই চাই তা যদি ঈশ্বর দিতেন!

9আমি চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমায় ধ্বংস করুন। এগিয়ে এসে আমায় হত্যা করুন।

10যদি তিনি আমায় হত্যা করেন, আমি স্বস্তি পাবো, আমি সুখী হব: এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি সেই পবিত্রতমের আদেশ পালন করা থেকে বিরত হই নি।

11"আমার সব শক্তি চলে গেছে, তাই আমার বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। আমি জানি না আমার কি হবে। তাই আমার ধৈর্য্য ধরার কোন কারণ নেই।

12আমি পাথরের মত শক্ত নই। আমার দেহ পিতল দিয়ে তৈরী নয়।

13আত্মনির্ভর হবার মত আমার কোন শক্তি নেই। কেন? কারণ আমার কাছ থেকে সাফল্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

14"যদি কেউ সমস্যায় পড়ে, তার প্রতি তার বন্ধুর সদয় হওয়া উচিৎ। যদি কেউ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দিক থেকেও মুখ ফেরায়, তবুও তার প্রতি তার বন্ধুর বিশ্বস্ত থাকা উচিৎ।

15কিন্তু তুমি, আমার ভাই, তুমি বিশ্বস্ত ছিলে না। আমি তোমার প্রতি নির্ভর করতে পারিনি। তুমি সেই ঝর্ণার মত যা কখনও প্রবাহিত হয় আবার কখনও প্রবাহিত হয় না। তুমি সেই ঝর্ণার মত

16যা বরফে জমে গেলে বা বরফ গলা জলে ভরে গেলে উপচে পড়ে।

17এবং যখন আবহাওয়া শুষ্ক ও গরম থাকে তখন তার জল প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তার ধারাগুলো লুপ্ত হয়।

18বণিকের দল তাদের রাস্তা থেকে সরে যায় এবং তারা মরুভূমিতে বিলুপ্ত হয়।

19টেমার বণিকরা জলের অন্বেষণ করলো। শিবার পর্যটকরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করলো।

20তারা নিশ্চিত ছিল যে তারা জল পাবেই কিন্তু তারাও হতাশ হল।

21এখন, তুমি সেই সব ঝর্ণার মত। আমার দুর্দশা দেখে তুমি ভীত হয়েছো।

22আমি কি তোমার সাহায্য চেয়েছি? না চাই নি! কিন্তু তুমি সহজেই তোমার উপদেশ দিলে!

23আমি কি তোমাকে বলেছি, 'আমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা কর! নৃশংস লোকের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর?'

24"তাই, এখন আমায় শিক্ষা দাও, আমি চুপ করে থাকবো। দেখিয়ে দাও আমি কি ভুল করেছি।

25সৎ-বাক্যই শক্তিশালী। কিন্তু তোমার যুক্তি কোন কিছুই প্রমাণ করে না।

26তুমি কি আমার সমালোচনা করার পরিকল্পনা করেছ? তুমি কি আরও ক্লান্তিকর কথা বলবে?

27তুমি একজনপিতৃ-মাতৃহীনের সম্পত্তি নিয়ে জুয়া খেলতে পারো। তুমি তোমার প্রতিবেশীকেও বিক্রি করে দিতে পারো।

28কিন্তু এখন, আমার মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা কর। আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলবো না।

29তোমার সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা কর। অন্যায় বিচার করো না। পুনরায় বিবেচনা কর কারণ এ ব্যাপারে আমি নির্দোষ। আমি কোন ভুল করিনি।

30আমি মিথ্যা বলছি না। আমি কি পচা জিনিসের স্বাদ বুঝি না?"

7 ইয়োব বললেন,
"পৃথিবীতে মানুষকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। তাদের জীবন একজন কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকের জীবনের মত।

2মানুষ সেই ক্রীতদাসের মত, যে প্রচণ্ড গরমের দিনে সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু শীতল ছায়া চায়। মানুষ একজন ভাড়াটে শ্রমিকের মত যে বেতনের দিনের জন্য অপেক্ষা করে।

3তাই, ঠিক একটি ক্রীতদাস ও শ্রমিকের মত আমাকে মাসের পর মাস নৈরাশ্য দেওয়া হয়েছে। আমাকে দুঃখভরা রাতগুলি গুনে দেওয়া হয়েছে।

4যখন আমি শুই, আমি ভাবি, 'আবার কতক্ষণ পরে জেগে উঠবো?' রাত্রি প্রলম্বিত হয়। সূর্য ওঠা পর্যন্ত আমি ছটফট করি।

5আমার দেহ কৃমিকীট ও আবর্জনার মণ্ড দিয়ে আবৃত। আমার চামড়া ফেটে যায় ও রস গড়ায়।

6"আমার জীবন, তাঁতির মাকুর থেকেও দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এবং আশাহীন ভাবে আমার জীবন শেষ হচ্ছে।

7স্মরণে রেখো, আমার জীবন একটি নিশ্বাস মাত্র। আর কখনও আমি ভালো কিছু দেখবো না।

8এবং যদিও তুমি এখন আমায় দেখছ তুমি আমাকে দেখবে না, তুমি আমাকে খুঁজতে থাকবে কিন্তু আমি থাকবো না।

9মেঘ চলে যায় এবং বিলুপ্ত হয়। একই ভাবে, একজন লোক কবরে চলে যায়। সে আর ফিরে আসে না।

10তার পুরোনো বাড়ীতে সে আর কখনই ফিরে আসবে না। তার বাড়ী তাকে আর চিনতে পারবে না।

11"তাই আমি চুপ করে থাকবো না! আমি কথা বলবো! আমার আত্মা কষ্ট পাচ্ছে! আমি অভিযোগ করবো কারণ আমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে।

12ঈশ্বর, কেন আপনি আমায় পাহারা দিচ্ছেন? আমি কি সমুদ্র বা সমুদ্র দানব?
13যখন আমি বলি আমার বিছানা আমাকে আরাম দেবে, আমার চৌকি আমাকে বিশ্রাম ও শান্তি দেবে
14তখন স্বপ্ন দেখিয়ে আপনি আমায় ভয় পাওয়ান। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন করিয়ে আপনি আমায় ভীত করেন।
15তাই ফাঁসি যাওয়াটাই আমি এখন শ্রেয় বলে মনে করি। এমনভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভাল।
16আমি আমার জীবনকে বাতিল করে দিয়েছিলাম। আমি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই না। আমাকে একা থাকতে দিন। আমার জীবন শুধুই একটি বয়ে যাওয়া নিঃশ্বাস।
17ঈশ্বর, কেন মানুষ আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? কেন আপনি তাকে এত লক্ষ্য করেন?
18কেন প্রতিদিন সকালে আপনি মানুষ পরীক্ষা করেন? কেন প্রতিমূহুর্তে লোকেদের যাচাই করেন?
19ঈশ্বর, আপনি কি আমার উপর থেকে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে নেবেন না? আপনি কি এক পলকের জন্যও আমাকে একা ছাড়বেন না?
20ঈশ্বর, আপনি মানুষের ওপর নজর রাখেন। আমি অন্যায় করেছি, ভাল। আমি আপনার প্রতি কি করতে পারি? কেন আমি আপনার বোঝা হয়ে উঠেছি?
21অপরাধ করার জন্য কেন আপনি আমায় ক্ষমা করছেন না? আমার পাপের জন্য কেন আপনি আমায় ক্ষমা করছেন না? আমি খুব তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে কবরে যাবো। তখন আপনি আমায় খুঁজবেন, কিন্তু আমি তখন চলে যাবো।”

বিল্দদ ইয়োবের সঙ্গে কথা বললেন

8 তখন শূহীর বিল্দদ উত্তর দিলেন,
2“আর কতক্ষণ তুমি ঐ ভাবে কথা বলবে? তোমার কথা ঝোড়ো বাতাসের মতই বয়ে চলেছে।
3ঈশ্বর সর্বদাই সৎ পথে থাকেন। যা সঠিক, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তা কখনই পরিবর্তিত করেন না।
4যদি তোমার সন্তানরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে থাকে, তাহলে ঈশ্বর তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিয়েছেন।
5কিন্তু এখন ইয়োব, তুমি যদি ঈশ্বরের এবং সর্বশক্তিমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর,
6যদি তুমি সৎ ও শুচি থাকো, তিনি শীঘ্রই এসে তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমার যেমন গৃহটি প্রাপ্য তেমনটিই তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন।
7তোমার যে বিপুল উন্নতি হবে, তার কাছে, আগে তোমার যা ছিল, তা সামান্য মনে হবে।
8“বয়স্ক লোকেদের জিজ্ঞাসা করে দেখ। খুঁজে দেখ তাদের পূর্বপুরুষরা কি শিক্ষা পেয়েছে?
9মনে হচ্ছে যেন আমরা গতকাল জন্মেছি। জানার পক্ষে আমরা একেবারেই অপক্ক। এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন ছায়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী।”
10হয়তো বয়স্ক লোকেরা তোমায় শিক্ষা দিতে পারেন। হয়তো বা, তাঁরা যা শিখেছেন তা তোমাকে শেখাতে পারেন।”

11বিল্দদ বললেন, “শুকনো জমিতে কি ভূর্জগাছ বড় হতে পারে?” জল ছাড়া কি এরস গাছ বাড়তে পারে?
12না, যদি জল শুকিয়ে যায়, তাহলে তারাও শুকিয়ে যাবে। তারা এত ছোট হয়ে যাবে যে তাদের কেটে ব্যবহার করাই মুস্কিল হবে।
13যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায় তারাও ঐ নল-খাগড়ার মতোই। ঈশ্বরহীন মানুষের আশা বিনষ্ট হয়।
14ওই লোকের নির্ভর করার কোন জায়গা নেই। তার নিরাপত্তা মাকড়সার জালের মতোই দুর্বল।
15যদি কোন লোক মাকড়সার জালের ওপর নির্ভর করে তাহলে তা ভেঙে যায়। সে মাকড়সার জাল ধরে, কিন্তু সেই জাল তাকে আশ্রয় দেয় না।
16সেই লোকটি সূর্যালোকের মধ্যে একটি ভেজা গাছের মত। তার ডালপালা সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়ে।
17পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে সে তার শিকড় ছড়িয়ে রাখে, পাথরের মধ্যেই সে তার শিকড় গজায়।
18কিন্তু যদি গাছটি তার জায়গা থেকে সরে যায়, গাছটি মরে যাবে এবং কেউ জানবে না যে গাছটি কোনদিন ঐখানে ছিলো।
19কিন্তু গাছটি যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন জীবন উপভোগ করছিল এবং অন্যান্য গাছগুলো এর জায়গায় জন্মাবে।
20ভালো লোকেদের ঈশ্বর কখনই পরিত্যাগ করেন না। তিনি দুষ্ট লোকেদের সাহায্য করেন না।
21ঈশ্বর তোমার মুখ হাসিতে ভরিয়ে দেবেন এবং তোমার ঠোঁট আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণ করবেন।
22কিন্তু তোমার শত্রুদের মুখ লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এবং দুষ্ট লোকেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে।”

বিল্দদকে ইয়োবের উত্তর

9 তখন ইয়োব উত্তর দিলেন:
2“হ্যাঁ, আমি জানি তুমি যা বলছো তা সত্য। কিন্তু একজন মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে কিভাবে জিততে পারে?
3একজন মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করতে পারে না! ঈশ্বর 1,000টা প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু কোন মানুষ তার একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে না!
4ঈশ্বর প্রচণ্ড জ্ঞানী এবং তাঁর বিপুল ক্ষমতা। কেউই ঈশ্বরের সঙ্গে অক্ষত হয়ে লড়াই করতে পারে না।
5ঈশ্বর যখন ক্রোধান্বিত হন তখন পর্বতগুলো কি হচ্ছে বোঝবার আগেই তিনি পর্বতদের সরিয়ে দেন।
6পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবার জন্য ঈশ্বর ভূমিকম্প পাঠান। ঈশ্বর পৃথিবীর ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেন।

7ঈশ্বর সূর্যের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং সূর্যোদয় নাও হতে দিতে পারেন। তিনি তারাদের বন্দী করে ফেলতে পারেন যাতে তারারা আর না জ্বলে।

8ঈশ্বর নিজেই আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যান।

9“ঈশ্বরই বৃহৎ ভাল্লুকমণ্ডলী, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ এবং কৃত্তিকা সৃষ্টি করেছেন। তিনিই গ্রহরাজি সৃষ্টি করেছেন যা দক্ষিণের আকাশ পরিক্রমা করে।

10ঈশ্বর মহান সব কাজ করেন যা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য কাজ করেন তা অগণ্য।

11দেখ, ঈশ্বর আমার পাশ দিয়ে চলে যান কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাই না। তিনি পাশ দিয়ে চলে যান কিন্তু আমি তা উপলব্ধি করতে পারি না।

12যদি ঈশ্বর কিছু নিয়ে যান কেউই তাঁকে রোধ করতে পারে না। কেউই তাঁকে বলতে পারে না, ‘আপনি কি করছেন?’

13ঈশ্বর তাঁর রাগ দমন করবেন না। এমন কি রাহাবের* অনুচররাও ঈশ্বরের সামনে নত হয়!

14তাই আমি ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করতে পারি না। আমি জানি না তাঁকে কি বলতে হবে।

15আমি নির্দোষ, কিন্তু আমি তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারি না। আমি শুধু আমার বিচারকের কাছে প্রার্থনা করতে পারি।

16আমি যদি ঈশ্বরকে ডাকি এবং তিনি যদি উত্তর দেন, তবু আমি বিশ্বাস করবো না যে উনি আমার কথা শুনবেন।

17অকারণে তিনি আমার দেহে প্রচুর ক্ষত দেবেন। আমাকে আঘাত করার জন্য ঈশ্বর ঝড় পাঠাবেন।

18ঈশ্বর পুনর্বার আমায় নিঃশ্বাস নিতে দেবেন না। তার বদলে তিনি আমায় ভয়ঙ্কর কষ্টে ভরিয়ে দেবেন।

19এটা যদি শক্তির ব্যাপার হয়, নিশ্চয়ই তিনি অনেক বেশী শক্তিশালী। এটা যদি সুবিচারের ব্যাপার হয়, ঈশ্বরকে কে আদালতে আসার জন্য বাধ্য করতে পারে?

20আমি নিরপরাধ, কিন্তু আমার নিজের কথাই আমাকে অপরাধী করে তোলে। আমি নির্দোষ, কিন্তু তিনি আমায় তাঁর বিচারে অপরাধী করবেন। তাঁর বিচারে আমি অপরাধী হব।

21আমি নির্দোষ। কিন্তু আমি জানি না কি ভাবতে হবে। আমি আমার নিজের জীবনকে ঘৃণা করি।

22আমি নিজেকে বলি, ‘একই ঘটনা সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। নির্দোষ লোক অপরাধীর মতোই মারা যায়। ঈশ্বর তাদের সবার জীবন শেষ করে দেন।’

23যখন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে এবং একজন নির্দোষ লোক মারা যায়, ঈশ্বর কি তার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসেন?

24যখন একজন দুষ্ট লোক রাজ্য শাসন করে, তখন কি ঘটছে, তা দেখা থেকে ঈশ্বর কি নেতাদের বিরত রাখেন? যদি তাই সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বর কে?*

25“আমার দিন একজন দৌড়বাজের থেকেও দ্রুত চলে যাচ্ছে। আমার দিনগুলি উড়ে চলে যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কোন আনন্দ নেই।

26আমার দিনগুলি নৌকার মত দ্রুত চলে যাচ্ছে ঠিক যেমন ঈগল দ্রুত গতিতে শিকারের ওপর ছোঁ মারে।

27“যদি আমি বলি, ‘আমি অভিযোগ করবো না আমি আমার যন্ত্রণা ভুলে যাবো। আমি আমার মুখে হাসি ফোটাতে পারবো।’

28প্রকৃতপক্ষে এটা কোন কিছুকেই পরিবর্তিত করবে না। যন্ত্রণা এখনও আমাকে ভীত করে!

29আমি ইতিপূর্বেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি। তাই কেন আমি অকারণে চেষ্টা করবো? আমি বলি, ‘ভুলে যাও!’

30যদি আমি নিজেকে তুষার দিয়ে ধুয়ে ফেলি এবং সাবান দিয়ে আমার হাত পরিষ্কার করি,

31তবুও ঈশ্বর আমাকে কবরে শাস্তি দেবেন এবং তোমরা আমাকে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেবে। তখন আমার বস্ত্রও আমায় ঘৃণা করবে।

32ঈশ্বর তো আমার মতো একজন মানুষ নন। সেই জন্য আমি তাঁকে উত্তর দিতে পারি না। আমরা আদালতে মিলিত হতে পারি না।

33আমি মনে করি দুপক্ষের কথা শোনার জন্য একজন মধ্যপক্ষ মানুষের দরকার। আমি মনে করি, আমাদের উভয়েরই বিচার করার জন্য যদি কেউ একজন থাকতো!

34আমি মনে করি, ঈশ্বরের শাস্তিদানের দণ্ড কেড়ে নেওয়ার জন্য যদি কেউ থাকতো! তাহলে ঈশ্বর আমায় আর ভয় দেখাতে পারতেন না।

35তাহলে, ঈশ্বরকে ভয় না করে, আমি যা বলতে চাই, তা বলতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি তা করতে পারি না।

10 আমি আমার নিজের জীবনকে ঘৃণা করি। আমি নিঃসঙ্কোচে অভিযোগ করবো। আমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ হয়ে আছে তাই এখন আমি একথা বলবো।

2আমি ঈশ্বরকে বলবো: ‘আমায় দোষ দেবেন না! আমায় বলুন, আমি কি ভুল করেছি? আমার বিরুদ্ধে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে?

3ঈশ্বর, আমাকে আঘাত করে আপনি কি সুখী হন? মনে হচ্ছে, আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আমার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। কিংবা, মন্দ লোকেরা যে ফন্দি আঁটে সেই ফন্দিতে আপনিও কি আনন্দিত হন?

4ঈশ্বর, আপনার কি মানুষের চোখ আছে? মানুষ যে ভাবে দেখে আপনিও কি সেইভাবে দেখেন?

রাহাব একটি ড্রাগন অথবা সামুদ্রিক রাক্ষস। লোকে মনে করত সমুদ্র ছিল রাহাবের নিয়ন্ত্রণে। সাধারণতঃ রাহাব ঈশ্বরের শত্রু অথবা খারাপ কোন কিছুর প্রতীক।

যখন … কে ঈশ্বর পৃথিবীকে দুষ্ট লোকের ক্ষমতাধীন করেছেন। তিনি বিচারকদের সত্যকে দেখার চোখ অন্ধ করে দেন। যিনি এ কাজ করেছেন তিনি যদি ঈশ্বর না হন তবে তিনি কে?

5আপনার জীবন কি আমাদের মতই ক্ষুদ্র? আপনার জীবন কি মানুষের জীবনের মতই ছোট? না। তাহলে আপনি কি করে বুঝবেন এটা কেমন?

6আপনি আমার দোষ দেখেন এবং আমার পাপ অন্বেষণ করেন।

7আপনি জানেন আমি নির্দোষ কিন্তু কেউই আমাকে আপনার ক্ষমতা থেকে বাঁচাতে পারবে না!

8ঈশ্বর, আপনার হাতই আমায় তৈরী করেছে এবং আমার দেহকে রূপদান করেছে। কিন্তু এখন আপনি চারদিক থেকে ঘিরে আমায় গিলে ফেলতে বসেছেন।

9ঈশ্বর, স্মরণ করুন, আপনি আমাকে কাদা দিয়ে বানিয়েছিলেন। আপনি কি আবার আমাকে ধূলিতে পরিণত করবেন?

10আপনি আমাকে দুধের মত ঢেলে দিয়েছিলেন এবং আমাকে, ঘন করে ছানার মত আকার দিয়েছেন।

11আপনি আমার হাড় ও পেশী একত্রিত করেছেন। তারপর আপনিই চামড়া ও মাংস দিয়ে তা আবৃত করেছেন।

12আপনিই আমাকে জীবন দিয়েছেন এবং আমার প্রতি সদয় ছিলেন। আপনি আমার যত্ন নিয়েছেন এবং আমার আত্মার প্রতি যত্ন নিয়েছেন।

13কিন্তু, এ সবই আপনি মনে মনে করেছেন, আমি জানি, এই সব পরিকল্পনাই আপনি গোপনে করেছেন। হ্যাঁ, আমি জানি, আপনার মনে এই ছিলো।

14যদি আমি পাপ করি, আপনি তা লক্ষ্য করবেন এবং ভুল করার জন্য আপনি আমায় শাস্তি দেবেন।

15যদি আমি পাপ করি, আমি যেন দুঃখ পাই! কিন্তু যদিও আমি নির্দোষ তবু আমি আমার মাথা তুলতে পারি না। আমি এতই লজ্জিত ও আহত।

16যদি আমার কোন সফলতা থাকতো ও আমি গর্ব করতে পারতাম তাহলে যেমন করে একজন শিকারী সিংহ শিকার করে, তেমনি করে আপনি আমায় শিকার করতেন। আমার বিরুদ্ধে আবার আপনি আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন।

17আমি যে ভুল করেছি, এটা প্রমাণের জন্য আপনি নতুন সাক্ষী নিয়ে আসেন। বার বার নানাভাবে আপনি আমার প্রতি রাগ প্রদর্শন করবেন, আমার বিরুদ্ধে একের পর এক সৈন্যদল পাঠাবেন।

18তাই, ঈশ্বর, কেন আমায় জন্মাতে দিয়েছিলেন? কেউ আমাকে দেখার আগেই আমি কেন মরলাম না!

19তাহলে আমাকে কখনো বাঁচতে হত না। মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে সরাসরি কবরে নিয়ে যাওয়া হত।

20আমার জীবন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তাই আমায় একা থাকতে দিন। আমার যেটুকু অল্প সময় বাকী আছে, তা উপভোগ করতে দিন।

21যেখান থেকে আমি আর ফিরব না সেই অন্ধকার ও মৃত্যুর জগতে প্রবেশ করার আগে আমার অল্প সময় আমাকে উপভোগ করতে দিন।

22যে স্থানে গেলে কেউ দেখতে পায় না সেই অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খলার জগতে যাওয়ার আগে, আমার যেটুকু অল্প সময় বাকী রয়েছে তা আমায় উপভোগ করতে দিন। এমনকি সেই স্থানের আলোও অন্ধকারের মত তমসাময়।'"

সোফর ইয়োবের সঙ্গে কথা বললেন

11 তখন নামাথীয় সোফর ইয়োবকে উত্তর দিলেন এবং বললেন:

2"এই কথার বন্যার উত্তর দেওয়া দরকার! এতো কথা কি ইয়োবকে সঠিক বলে প্রমাণ করে না!

3ইয়োব, তুমি কি ভেবেছ তোমার জন্য আমাদের কাছে কোন উত্তর নেই? তুমি কি ভেবেছো যখন তুমি ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করবে, তখন কেউ তোমাকে সাবধান করবে না?

4ইয়োব, তুমি ঈশ্বরকে বলেছো, 'আমার যুক্তিগুলি সত্য এবং আপনি দেখে নিন আমি শুচিশুদ্ধ।'

5ইয়োব, আহা যদি ঈশ্বর তোমায় উত্তর দিতেন! আশা করি তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

6ঈশ্বর তোমাকে প্রজ্ঞার গূঢ় তত্ত্ব বলতে পারতেন। প্রকৃত প্রজ্ঞার দুটি দিক থাকে। অনুভব করো ঈশ্বর তোমার কিছু পাপ ভুলে গেছেন। তোমাকে তাঁর যতটা শাস্তি দেওয়া উচিৎ ছিল ততটা তিনি অবশ্যই তোমাকে দিচ্ছেন না।

7"ইয়োব, তুমি কি মনে কর যে তুমি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে বুঝেছ? তুমি কি মনে কর তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সীমা আবিষ্কার করে ফেলেছ?

8স্বর্গে যা কিছু আছে সে বিষয়ে তুমি কিছুই করতে পারো না। মৃত্যুর স্থান সম্পর্কেও তুমি কিছুই জানো না।

9ঈশ্বর পৃথিবীর থেকে বৃহৎ এবং সমুদ্রের থেকেও বড়।

10"যদি ঈশ্বর তোমায় আটক করেন এবং তোমায় আদালতে নিয়ে যান, কেউই তাঁকে ঠেকাতে পারবে না।

11প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই জানেন যে কে অপদার্থ। যখন ঈশ্বর কোন মন্দ কাজ দেখেন তিনি তা মনে রাখেন।

12একটা বুনো গাধা কখনও একটা মানুষের জন্ম দিতে পারে না। এবং একজন নির্বোধ লোক কখনও জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না।

13"কিন্তু ইয়োব, তুমি তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরমুখী করো এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা রত তোমার হাত দুটি তুলে ধরো।

14তোমার পাপকে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে রাখ। তোমার তাঁবুতে কোন মন্দ লোককে বাস করতে দিও না।

15তাহলে তুমি লজ্জা না পেয়ে মুখ তুলতে পারবে। ভীত না হয়ে তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

16তাহলে তুমি তোমার দুর্ভোগ ভুলতে পারবে। তুমি তোমার সমস্যাগুলিকে বয়ে যাওয়া জলের চেয়ে বেশী মনে রাখবে না।

17তাহলে তোমার জীবন দুপুরের সূর্য প্রভার থেকেও অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জীবনের অন্ধকারতম সময়গুলো সকালের সূর্যের মত জ্বলজ্বল করবে।

18তখন তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। কারণ তখন আশা থাকবে। ঈশ্বর তোমার প্রতি যত্ন নেবেন এবং তিনি তোমায় বিশ্রাম দেবেন।

19তুমি শুয়ে পড়তে পারবে এবং কেউ তোমাকে ভয় দেখাবে না। এবং অনেক লোক সাহায্যের জন্য তোমার কাছে আসবে।

20দুষ্ট লোকেরা সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারে কিন্তু তারা তাদের সমস্যা থেকে রক্ষা পাবে না। তাদের আশার একমাত্র পরিণাম হবে মৃত্যু।"

সোফরকে ইয়োবের উত্তর

12 তখন ইয়োব তাদের উত্তর দিলেন:

2"আমি নিশ্চিত যে তুমি ভেবেছো, তুমিই একমাত্র জ্ঞানী লোক। তুমি ভেবেছো যখন তুমি মারা যাবে তখন প্রজ্ঞা তোমার সঙ্গে চলে যাবে।

3কিন্তু তোমারই মতো আমারও একটি মন আছে। আমি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট নই। সকলে ইতিমধ্যেই জানে তুমি কি বলছিলে।

4"এইমাত্র আমার বন্ধুরা আমায় উপহাস করলো। তারা বলল, 'সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল এবং সে তার উত্তর পেয়ে গেছে। এই কারণেই তার ক্ষেত্রে এমন সব মন্দ ঘটনা ঘটলো।' "আমি একজন সৎ লোক। আমি নির্দোষ। কিন্তু তবুও তারা আমার প্রতি উপহাস করে।

5যাদের কোন সমস্যা নেই, সেই সব লোক যাদের সমস্যা থাকে তাদের উপহাস করে। এইসব লোকেরা নিমজ্জমান লোককে আঘাত করে।

6কিন্তু ছিনতাইবাজদের তাঁবু নির্বিঘ্নেথাকে। যারা ঈশ্বরকে উত্যক্ত করে তারা শান্তিতেই থাকে। তাদের নিজস্ব শক্তিই তাদের একমাত্র ঈশ্বর।

7"কিন্তু পশুদের জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমায় শিক্ষা দেবে। কিংবা, আকাশের পাখীদের জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমায় বলে দেবে।

8অথবা পৃথিবীর সঙ্গে কথা বল সে তোমায় শিক্ষা দেবে। কিংবা সমুদ্রের মাছেদের, তোমার সঙ্গে কথা বলতে দাও।

9এইসব প্রাণীর প্রত্যেকেই জানে যে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন।

10প্রত্যেকটি প্রাণী যারা বেঁচে রয়েছে, প্রত্যেকটি মানুষ যারা নিঃশ্বাস নিচ্ছে তারা ঈশ্বরের শক্তির অধীনে রয়েছে।

11জিভ কি খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে না? কান কি তার শোনা শব্দের অর্থ গ্রহণ করে না?

12কিছু লোক বলে, 'বয়স্ক লোকেদের মধ্যে প্রজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায়। দীর্ঘ আয়ু জীবন সম্পর্কে বোধ আনে।'

13কিন্তু প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা ঈশ্বরেরই আছে। সদুপদেশ ও বোধ দুইই তাঁর।

14ঈশ্বর যদি কোন কিছুকে ভেঙে দেন, লোকে তা আর গড়তে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন লোককে হাজতে রাখেন কোন লোকই তাকে কারামুক্ত করতে পারে না।

15ঈশ্বর যদি বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে এই পৃথিবী শুকিয়ে যাবে। ঈশ্বর যদি বৃষ্টিকে অঝোরে ঝরতে দেন পৃথিবীতে বন্যা বয়ে যাবে।

16ঈশ্বর শক্তিশালী এবং তাঁর গভীর প্রজ্ঞা আছে। যে প্রতারিত হয় সে এবং প্রতারক দুজনেই ঈশ্বরের।

17ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রদর্শনের জন্য জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যক্তিদের বোকা প্রতিপন্ন করেন।

18একজন রাজা হয়তো লোকেদের জেলে বন্দী করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের কারামুক্ত করেন এবং তাদের শক্তিশালী করেন।

19ঈশ্বর যাজকদের পদচ্যুত করেন এবং যারা মনে করে তারা যথাযথভাবে শিকড় গেড়েছে তাদের উল্টে ফেলে দেন।

20ঈশ্বর নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতাকেও নীরব করিয়ে দেন। বয়স্ক মানুষের প্রজ্ঞাও তিনি হরণ করেন।

21ঈশ্বর নেতাদের গুরুত্ব হ্রাস করান। তিনি শাসকের ক্ষমতা কেড়ে নেন।

22ঈশ্বর গোপনতম গোপন কথাটি প্রকাশ করেন। অন্ধকার এবং মৃত্যুময় স্থানেও তিনি আলো পাঠান।

23ঈশ্বর জাতিদের বৃহৎ এবং শক্তিশালী করেন, এবং তিনিই ঐ জাতিদের ধ্বংস করেন। তিনি একটি জাতিকে বিরাট বড় হতে দেন এবং তিনিই জাতির লোকেদের ছড়িয়ে দেন।

24ঈশ্বরই নেতাদের বোকা বানান। তিনি তাদের উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করান।

25সে সব নেতাদের অবস্থা হয় অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানো লোকেদের মত। ঈশ্বর ওদের সেই নেশাগ্রস্ত লোকের মত করে তোলেন যে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে।"

13 ইয়োব বললেন, "আগেও আমি এসব দেখেছি। তুমি যা বলছো, আমি তার সবই আগে শুনেছি। আমি ঐ সব কিছুই বুঝেছি। 2তুমি যা জানো আমিও তাই জানি। আমিও তোমার মতই জানি। 3কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি আমার সমস্যার বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করতে চাই। 4কিন্তু তোমরা তিনজন মিথ্যা দিয়ে তোমাদের অজ্ঞতাকে ঢাকতে চাইছো। তোমরা সেই অপদার্থ ডাক্তারের মত যারা কারো রোগই সারাতে পারে না। 5তোমরা যদি একটু চুপ করে থাকতে পারতে! সেটাই হত বিজ্ঞের মতো কাজ যা তোমরা করতে পারতে।

6"এখন আমার যুক্তিগুলো শোন। আমার যা বলার আছে তা শোন।

7তোমরা কি ঈশ্বরের জন্য মিথ্যা কথা বলবে? তোমরা কি ঈশ্বরের জন্য কপট ভাবে কথা বলবে?

8তোমরা কি ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবে?
তোমরা কি তাঁর পক্ষ নিয়ে অন্যায়ভাবে তর্ক করবে?
9যদি ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদের বিচার করেন
তিনি কি তোমাদেরও সঠিক দেখবেন? তোমরা কি
মনে কর, যেভাবে তোমরা মানুষকে বোকা বানাও,
সেইভাবে তোমরা ঈশ্বরকে বোকা বানাতে পারবে?
10তোমরা তো জানো, যে তোমরা যদি গোপনে
পক্ষপাতিত্ব দেখাও, ঈশ্বর তোমাদের তিরস্কার করবেন।
11ঈশ্বরের মহিমা তোমাদের ভীত করে। তোমরা
তাঁকে ভয় পাও।
12তোমাদের পরমপরাগত জ্ঞান ছাইয়ের মতই
অকেজো। তোমাদের উত্তরগুলিও কাদামাটির মতো
নিরর্থক।
13"চুপ করে থাক এবং আমাকে কথা বলতে দাও!
তাহলে আমার প্রতি যা কিছুই হোক আমি তা গ্রহণ
করব।
14আমি নিজেকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাবো এবং
নিজের জীবন নিজের হাতেই তুলে নেব।
15ঈশ্বর যদি আমাকে মেরেও ফেলেন আমি ঈশ্বরকে
বিশ্বাস করে যাবো। কিন্তু আমি ঈশ্বরের সামনে
প্রমাণ করে দেবো যে আমার পথও প্রকৃত ন্যায্য পথ
ছিল।
16নিশ্চিতভাবে, এটা হবে আমার জয়। কোন দুষ্ট
লোকই ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে চায় না।
17আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। আমাকে
বুঝিয়ে বলতে দাও।
18এখন আমি আমার যুক্তিগুলো উপস্থাপিত
করতে প্রস্তুত। আমি খুব সতর্কভাবে আমার যুক্তি
উত্থাপন করবো। আমি জানি আমিই সঠিক বলে চিহ্নিত
হবো।
19যদি কেউ প্রমাণ করে দেয় যে আমি ঠিক নই,
আমি চুপ করে থাকব এবং মরে যাব।
20"ঈশ্বর, আমাকে মাত্র দুটি জিনিস দিন, তাহলে
আমি আপনার কাছ থেকে লুকাবো না।
21আমার শাস্তি রদ করে দিন এবং আপনার ভয়ঙ্কর
রূপ দিয়ে আমায় সন্ত্রস্ত করা বন্ধ করে দিন।
22তারপর আপনি আমায় ডাকবেন, আমি আপনাকে
উত্তর দেবো। অথবা আমায় বলতে দিন এবং আপনি
উত্তর দিন।
23আমি কতগুলি পাপ করেছি? আমি কি ভুল
করেছি? আমাকে আমার পাপ ও অন্যায়গুলি দেখিয়ে
দিন।
24ঈশ্বর, কেন আপনি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং
আমাকে আপনার শত্রু বলে বিবেচনা করছেন?
25আপনি কি আমায় ভয় দেখাতে চাইছেন? আমি
বাতাসে ওড়া একটা শুকনো পাতা মাত্র। আপনি একটা
ক্ষুদ্র খড়কুটোকে আক্রমণ করছেন!
26ঈশ্বর, আমার সম্পর্কে আপনি মন্দ কথা বলেন।
যখন আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম তখনকার পাপের জন্য
আপনি আমায় শাস্তি দিচ্ছেন।
27আপনি আমার পায়ে শিকল পরিয়েছেন। আমার
প্রতিটি পদক্ষেপ আপনি লক্ষ্য করেন। আমার সকল
গতিবিধিই আপনি নজর করেন।
28তাই, পচনশীল কাঠের মত, পোকা খাওয়া
কাপড়ের মত আমি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছি।"

14 ইয়োব বললেন, "আমরা প্রত্যেকেই মানুষ।
আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং সমস্যায় পূর্ণ।
2মানুষের জীবন ফুলের মত। সে তাড়াতাড়ি বড় হয়
এবং তারপর মারা যায়। মানুষের জীবন একটা ছায়ার
মত যা অল্পক্ষণের জন্য এখানে থাকে এবং তারপর
আবার চলে যায়। 3কিন্তু যদিও আমি নেহাতই একটি
মানুষ মাত্র, আপনি আমার ওপর মনোযোগ দেন এবং
আমাকে আদালতে নিয়ে যান।

4"কিন্তু অশুচি কিছু থেকে কেই বা শুচি কিছু তৈরী
করতে পারে? কেউই নয়!
5মানুষের জীবন সীমিত। ঈশ্বর, আপনিই স্থির
করেছেন মানুষ কতদিন বাঁচবে। আপনিই মানুষের জন্য
সেই সীমা নির্ধারণ করেন এবং কোন কিছুই আর তাকে
পরিবর্তন করতে পারে না।
6তাই ঈশ্বর, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা বন্ধ করুন।
আমাদের একা ছেড়ে দিন। আমাদের সময় শেষ হওয়া
পর্যন্ত আমাদের কঠিন জীবন আমাদের উপভোগ করতে
দিন।
7"এমনকি একটা গাছেরও আশা আছে। যদি না
তাকে কেটে ফেলা হয় তা আবার বড় হতে পারে। তা
আবার নতুন অঙ্কুর ছড়িয়ে দিতে পারে।
8এর শিকড় মাটির নীচে বুড়ো হয়ে যেতে পারে,
এর কাণ্ড ধূলায় মরে যেতে পারে,
9কিন্তু যদি সামান্য একটুও জল পায় আবার তা
বাড়তে শুরু করে। নতুন গাছের মতই তা আবার বড়
হতে থাকে।
10কিন্তু যখন একজন শক্তসমর্থ মানুষ মরে, সে
শেষ হয়ে যায়। যখন মানুষ মরে যায়, সে চলে যায়
ঠিক
11দীঘি যেমন শুকিয়ে যায় অথবা নদী যেমন শুকিয়ে
যায় তার মতন।
12যখন একজন মানুষ মরে যায়, সে শুয়ে পড়ে
এবং সে আর ওঠে না। একজন মৃত লোক উঠে
দাঁড়াবার আগে এই আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হয়ে যাবে।
না। সেই নিদ্রা থেকে মানুষ আর জাগবে না।
13আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে আমার কবরে
লুকিয়ে রাখুন। আমার ইচ্ছা, আপনার ক্রোধ প্রশমিত
না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমায় সেইখানে লুকিয়ে রাখুন।
তারপর না হয় আমাকে স্মরণ করার জন্য আপনি
একটা সময় বের করবেন।
14যদি কোন লোক মারা যায়, সে কি আবার বাঁচবে?
যদি তাই সম্ভব হয় আমি আমার মুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা
করবো।

15ঈশ্বর, আপনি আমায় ডাকবেন এবং আমি আপনার
ডাকে সাড়া দেবো। তাহলে আমি, যাকে আপনি তৈরী
করেছেন, সেই আমি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে
উঠব।
16আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আপনি আমায় লক্ষ্য
করুন, কিন্তু আমার পাপ মনে রাখবেন না।
17আমার সমস্ত পাপ আপনি একটা থলেতে ভরে,
তার মুখ বন্ধ করে, তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

18“পর্বতও ভেঙে যায় এবং ধূলায় পরিণত হয়;
বড় পাথরও আলগা হয়ে ভেঙে পড়ে।
19তাদের ওপর দিয়ে জলরাশি প্রবাহিত হয়ে তাদের
ধুয়ে নিয়ে যায়। বন্যা ভূমির মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায়।
সেইভাবেই হে ঈশ্বর, আপনি একজন মানুষের আশা
এবং ইচ্ছা ধ্বংস করেন।
20আপনি তাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন এবং সে
চলে যায়। আপনি তাকে দুঃখী করেন এবং চিরদিনের
জন্য তাকে মৃত্যুলোকে পাঠিয়ে দেন।
21তার ছেলেরা হয়ত সম্মান পেতে পারে, অথবা
তারা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ না হতে পারে, কিন্তু সে কখনও
জানতে পারবে না।
22সেই লোকটি তার শরীরে কেবল যন্ত্রণা ভোগ
করে এবং সে উচ্চস্বরে কেবল নিজের জন্যই কাঁদে।”

ইয়োবকে ইলীফসের উত্তর

15 তখন তেমনের ইলীফস ইয়োবকে উত্তর
দিলেন:
2“ইয়োব, যদি তুমি সত্যই জ্ঞানী হতে তুমি তোমার
অর্থহীন ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে উত্তর দিতে না! একজন
জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বের গরম বাতাসে নিজেকে পূর্ণ করে
না।
3তুমি কি মনে কর একজন জ্ঞানী মানুষ অর্থহীন
কথা দিয়ে তর্ক করবে এবং এমন কথা বলবে যাতে
কোন লাভ নেই?
4ইয়োব, যদি তোমার নিজেরই পথ থাকতো তাহলে
কেউ আর ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতো
না।
5যে সব বিষয় তুমি বলেছো তাতে তোমার পাপ
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ইয়োব, বাক্চাতুরীর সাহায্যে তুমি
তোমার পাপকে ঢাকতে চাইছো।
6তুমি যে ভুল করেছো, এ কথা আমার প্রমাণ
করার দরকার নেই। কেন? নিজের মুখে তুমি যা যা
বললে তাই প্রমাণ করে যে তুমি ভুল করেছো। তোমার
নিজের ওষ্ঠদ্বয় তোমার বিরুদ্ধে বলছে।
7“ইয়োব, তুমি কি মনে কর যে তুমিই প্রথম জন্মেছো?
তুমি কি এই পাহাড়গুলির জন্মের আগে জন্মেছ?
8তুমি কি ঈশ্বরের গোপন পরিকল্পনা শুনেছিলে?
তুমি কি নিজেকেই একমাত্র জ্ঞানী ভাবো?
9ইয়োব, তুমি যা জান আমরা ঠিক ততটাই জানি!
তুমি যতটা বোঝ আমরাও ঠিক ততটাই বুঝি।
10যাদের মাথায় পাকা চুল তারা এবং বয়স্ক লোকেরা
আমাদের সঙ্গে একমত হয়। হ্যাঁ, এমন কি তোমার
পিতার চেয়েও যারা বয়স্ক তারাও আমাদেরই পক্ষে।
11ঈশ্বর তোমাকে স্বস্তি দিতে চেষ্টা করেন এবং
আমরা খুব শান্তভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু
তোমার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।
12ইয়োব, তুমি কেন এত আবেগপ্রবণ? কেন তোমার
চোখ লাল হয়ে যায়?
13যখন তুমি এইসব ক্রোধের কথা বল তখন তুমি
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চলে যাও।
14“একজন মানুষ প্রকৃতই শুদ্ধ হতে পারে না।
একজন মানুষ কখনও ঈশ্বরের চেয়ে বেশী সঠিক হতে
পারে না!
15ঈশ্বর তাঁর বার্তাবাহকদেরও* বিশ্বাস করেন না।
এমনকি ঈশ্বরের তুলনায় স্বর্গও শুদ্ধ নয়।
16মানুষও অপদার্থ। মানুষ নোংরা এবং নষ্ট। সে
জলের মতই পাপ গলাধঃকরণ করে।
17“আমার কথা শোন ইয়োব, আমি তোমাকে তা
বুঝিয়ে বলবো। আমি যা জানি, তোমায় তা বলবো।
18জ্ঞানী লোকেরা আমাকে যা বলেছেন সেই সব
কথা আমি তোমায় বলবো। জ্ঞানী লোকের পূর্বপুরুষরা
এই কথাগুলো তাদের বলে গিয়েছিলেন। তাঁরা আমার
কাছে কোন গোপন কথা লুকিয়ে রাখেননি।
19তাঁরা একাই তাদের দেশে বাস করেছেন। সেখান
থেকে কোন বিদেশীই যায় নি। তাই কোন লোকই তাদের
কোন অদ্ভুত আদর্শের কথা বলে নি।
20এইসব জ্ঞানী লোক বলেছেন, একজন দুষ্ট লোক
সারাজীবন কষ্ট পায়। একজন নিষ্ঠুর লোক জীবনের
সারা বছর কষ্ট পায়।
21প্রত্যেকটি শব্দ তাকে ভীত করে। সে যখন মনে
করে যে সে নিরাপদে আছে, তখন শত্রু তাকে আক্রমণ
করবে।
22একজন দুষ্ট লোক প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত এবং
অন্ধকারকে এড়াবার তার কোন পথই নেই। কোন একটা
জায়গায় একটা তরবারী আছে যা তাকে হত্যা করার
জন্য অপেক্ষা করছে।
23সে এখানে ওখানে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়।
সে জানে যে কঠিন সময় আসন্ন।
24দুঃখ এবং যন্ত্রণা তাকে ভীত করে। এগুলো তাকে
রাজার মতো আক্রমণ করে যেন তাকে ধ্বংসের জন্য
প্রস্তুত।
25কেন? কারণ দুষ্ট লোকেরা ঈশ্বরের বাধ্য হতে চায়
না– তারা ঈশ্বরকে ঘুষি দেখায়, এবং সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরকে পরাজিত করতে চায়।
26দুষ্ট লোকেরা ভীষণ একগুঁয়ে। তারা একটা মোটা
শক্ত ঢাল নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করে।
27“একজন লোক ধনী এবং মোটা হতে পারে,

বার্তাবাহক আক্ষরিক অর্থে, “পবিত্র লোকেরা।”

28কিন্তু সে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরে, যেখানে কেউ থাকে না অথবা যে সমস্ত বাড়ীগুলো ধ্বংস হবার জন্য ঠিক হয়েছে সেগুলোতে বাস করবে।

29দুষ্ট লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে ধনী থাকবে না। তার সম্পদ স্থায়ী হবে না। তার ফসল বাড়বে না।

30দুষ্ট লোক অন্ধকারকে এড়াতে পারবে না। সে সেই গাছের মতো হবে যার পাতা রোগে শুকিয়ে যায় এবং বাতাস তাদের সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

31দুষ্ট লোকেরা অর্থহীন বিষয়ের ওপর কখনো নির্ভর করে না যা তাদের বিপথে নিয়ে যাবে। কেন? কারণ তারা কিছুই পাবে না।

32দুষ্ট লোকে তাদের পূর্ণ ব্যাপ্তির জীবনযাপন করতে পারবে না। তারা হবে একটি গাছের মত যার ডালপালা শুকিয়ে ঝরে গেছে এবং মরে গেছে।

33দুষ্ট লোকে সেই দ্রাক্ষা গাছের মতো হবে যার দ্রাক্ষা ফল পাবার আগেই শুকিয়ে পড়ে যায়। ঐ লোকটি সেই জলপাই গাছের মতো হবে যার মুকুল ঝরে যায়।

34কেন? কারণ একদল ঈশ্বরবিহীন মানুষ ভাল ফল ফলাতে পারে না। যারা ঘুস নেয়, আগুন তাদের বাড়ী ধ্বংস করে দেয়।

35মন্দ লোকেরা সমস্যাকে ধারণ করে এবং মন্দকে জন্ম দেয়। তাদের গর্ভে জন্ম নেয় মিথ্যা।"

ইলীফসকে ইয়োবের উত্তর

16 তখন ইয়োব উত্তর দিলেন,

2"আমি এইসব কথা আগেই শুনেছি। তোমরা তিনজন আমাকে কষ্টই দিলে, স্বস্তি নয়।

3তোমাদের দীর্ঘ ভাষণ আর শেষ হয় না! কিসে তোমাদের এত বিচলিত করেছে যে তোমরা কথা বলেই চলেছ?

4যদি তোমরা আমার সমস্যায় পড়তে, তোমরা যে কথাগুলি আমায় বললে, আমিও তোমাদের সেই কথাগুলি বলতে পারতাম। আমিও তোমাদের প্রতি জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে পারতাম এবং তোমাদের প্রতি মাথা নাড়াতে পারতাম।

5কিন্তু আমি তোমাদের উৎসাহ দিতাম এবং যে কথাগুলো বলছি, সেগুলো বলে তোমাদের আমি আশা দিতাম।

6"কথা বললেও আমার যন্ত্রণা চলে যায় না, নীরব থাকলেও আমার ব্যথা আমাকে ছেড়ে যায় না।

7কিন্তু, হে ঈশ্বর, আপনি আমার শক্তি কেড়ে নিয়েছেন। আপনি আমার সারা পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

8আপনি আমায় শীর্ণ ও দুর্বল করে দিয়েছেন, এর অর্থ, লোকে মনে করে যে আমি অপরাধী।

9"ক্রোধে ঈশ্বর আমাকে আক্রমণ করেছেন এবং আমার দেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছেন। ঈশ্বর আমার বিরুদ্ধে তাঁর দাঁত গর্ষন করেছেন। আমার শত্রু ঘৃণাভরে আমার দিকে তাকায়।

10আমার চারদিকে লোকজন জড়ো হয়েছে। তারা আমাকে নিয়ে মজা করে এবং আমার গালে চড় মারে।

11ঈশ্বর আমাকে মন্দ লোকেদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি দুষ্ট লোকের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন।

12আমার সব কিছুই সুন্দর ছিলো কিন্তু ঈশ্বর আমায় ধ্বংস করেছেন ! হ্যাঁ, তিনিই আমার ঘাড় ধরে আমায় খণ্ড-বিখণ্ড করেছেন। ঈশ্বর আমাকে লক্ষ্যভেদের বস্তুতে পরিণত করেছেন।

13ঈশ্বরের তীরন্দাজ সৈন্যরা আমার চারদিকে ঘুরছে। তিনি আমার বৃক্কে তীর ছুঁড়ছেন। তিনি আমাকে কোন দয়া দেখান না। তিনি আমার পিত্তকে মাটিতে ফেলে দেন।

14বার বার ঈশ্বর আমায় আক্রমণ করেন। যুদ্ধের সৈন্যরা যেমন তেড়ে আসে তেমন করে তিনি আমার দিকে ছুটে আসেন।

15"আমি নিদারুণভাবে দুঃখী, তাই আমি এই দুঃখের বস্ত্র পরেছি। আমি এই ধূলো ও ছাইয়ের ওপর বসে অনুভব করি যে আমি পরাজিত।

16কেঁদে কেঁদে আমার মুখ লাল হয়ে গেছে। আমার চোখে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে।

17আমি কারো প্রতিই নৃশংস ছিলাম না। কিন্তু এই মন্দ ঘটনাগুলি আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। আমার প্রার্থনা যথাযথ ও পবিত্র।

18"আমার প্রতি যে অন্যায় ঘটেছে, হে পৃথিবী, তুমি তা গোপন কর না। ন্যায়ের জন্য আমার আর্তিকে স্তব্ধ হতে দিও না।

19এখনও পর্যন্ত স্বর্গে কেউ আছে যে আমার পক্ষে কথা বলবে। এখনও পর্যন্ত ওপরে কেউ আছে যে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে।

20আমার চোখ যখন ঈশ্বরের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে, আমার বন্ধুরা আমার হয়ে কথা বলে।

21একজন যেভাবে বন্ধুর জন্য তর্ক করে, সেই ভাবেই সে আমার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে।

22"আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আমি সেখানে যাবো যেখান থেকে ফেরা যায় না।

17 আমার হৃদয় ভগ্ন হয়েছে, আমি প্রাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। আমার জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

2লোকে আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসছে। আমি দেখছি ওরা যেন আমায় টিটকিরি করছে ও অপমান করছে।

3"ঈশ্বর, আমাকে মুক্ত করার মূল্য দিন। আর কেউ আমায় সাহায্য করতে পারবে না।

4আপনি আমার বন্ধুদের বোধশক্তি হরণ করেছেন তাই তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। ওদের জয়ী হতে দেবেন না।

5আপনি জানেন লোকে কি বলছে, 'বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য একজন লোক তার নিজের সন্তানদের উপেক্ষা করছে।' কিন্তু আমার বন্ধু আমার বিরুদ্ধে গেছে।

6আমার নামকে ঈশ্বর প্রত্যেকের কাছে একটা মন্দ শব্দে পরিণত করেছেন। লোকে আমার মুখের ওপর থুতু দেয়।

7আমার চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে কারণ আমি প্রচণ্ড দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে আছি। আমার সারা দেহ প্রচণ্ড শীর্ণ হয়ে ছায়ার মতো হয়ে গেছে।

8এর ফলে ভালো লোকেরা যথার্থই বিহ্বল হয়ে পড়েছে। যারা ঈশ্বরকে মানে না তাদের বিরুদ্ধে, নির্দোষ লোকেদের উত্তেজিত করা হচ্ছে।

9কিন্তু ভাল লোকেরা ভাল জীবনযাপন করবে। নিস্পাপ লোকেরা আরও শক্তিশালী হবে।

10“কিন্তু এগিয়ে এসো, তোমরা সবাই এসো এবং আমাকে বুঝিয়ে দাও যে সবই আমার দোষ। তোমাদের কেউই জ্ঞানী নও।

11আমার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে গেছে; আমার আশা চলে গেছে।

12কিন্তু আমার বন্ধুরা সব গুলিয়ে ফেলেছে। তারা ভাবে রাতটাই দিন। তারা ভাবে অন্ধকারই আলোকে দূর করে।

13কবরকেই আমি আমার নতুন ঘর বলে হয়তো আশা করতে পারি। হয়তো অন্ধকার কবরে আমি আমার শয্যা পাতার আশা করব।

14আমি কবরকে বলতে পারি, ‘তুমিই আমার পিতা,’এবং কৃমিকীটদের বলতে পারি, ‘আমার মা’ ও ‘আমার বোন।’

15কিন্তু তা যদি আমার একমাত্র আশা হয় তাহলে আমার আর কোন আশাই নেই। তাই যদি আমার একমাত্র আশা হয় তাহলে লোকে আমার জন্য আর কোন আশাই দেখবে না।

16আমার আশাও কি কবরে যাবে? আমরা কি একসঙ্গে ধূলায় মিশে যাবো?”

বিল্‌দদ ইয়োবকে উত্তর দিলেন

18 তখন শূহীয় বিল্‌দদ উত্তর দিলেন:

2“ইয়োব, কখন তুমি কথা বলা বন্ধ করবে? শান্ত হও এবং শোন। আমাদের কিছু বলতে দাও।

3কেন তুমি আমাদের বোবা গরুর মতো নির্বোধ ভাবছো?

4ইয়োব, তোমার ক্রোধ শুধুমাত্র তোমাকেই আহত করছে। লোকে কি শুধু তোমার জন্য পৃথিবী ত্যাগ করবে? তুমি কি মনে কর, যে শুধু তোমাকে খুশী করতে ঈশ্বর পর্বতকে সরাবেন?

5“হ্যাঁ, মন্দ লোকের আলো চলে যাবে। তার আগুন দগ্ধ করা বন্ধ করে দেবে।

6তার ঘরের আলো অন্ধকারে পরিণত হবে। তার নিকটের আলোও নিভে যাবে।

7তার পদক্ষেপগুলো আর দৃঢ় ও দ্রুত হবে না। কিন্তু সে আস্তে আস্তে দুর্বলের মত হাঁটবে। তার নিজের মন্দ বুদ্ধিই ওর পতন ঘটাবে।

8তার নিজের পা-ই তাকে ফাঁদের দিকে নিয়ে যাবে। সে ফাঁদের ওপর দিয়েই হাঁটবে এবং ধরা পড়বে।

9একটা ফাঁদ নিশ্চয়ই ওর পা ধরবেই। একটা ফাঁদ তাকে আঁকড়ে ধরবেই।

10মাটির কোন একটা দড়ি তাকে ফাঁদে ফেলবেই। তার ফাঁদ রাস্তায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

11তার চারদিকেই ভয়ঙ্করতা প্রতীক্ষা করছে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই ভয় ওকে অনুসরণ করবে।

12মন্দ সমস্যাসমূহ ওর জন্য ক্ষুধার্তের মত অপেক্ষা করছে। ওর পতন হলেই ধ্বংস ও দুর্বিপাক ওর জন্য ওৎ পেতে আছে।

13ভয়ঙ্কর অসুখ তার গায়ের চামড়া খেয়ে ফেলবে। ঐ অসুখ ওর হাত, পা পচিয়ে দেবে।

14দুষ্ট লোককে তার ঘরের নিরাপত্তা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যে ভয়ঙ্করের রাজা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ওকে নিয়ে যাওয়া হবে।

15তার ঘরে কিছুই পড়ে থাকবে না। কেন? জ্বলন্ত গন্ধক ওর বাড়ীর চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

16ওর নিম্নস্থ শিকড় শুকিয়ে যাবে, ওর উর্ধ্বস্থ ডালপালাও শুকিয়ে যাবে।

17পৃথিবীর মানুষ ওকে স্মরণে রাখবে না। কোন লোকই আর ওর নাম উল্লেখ করবে না।

18লোকে তাকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। তারা ওকে ওর জগৎ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

19ওর কোন পুত্র বা পৌত্র থাকবে না। ওর বাড়ীর কেউই বেঁচে থাকবে না।

20তার প্রতি কি হয়েছিল দেখে পশ্চিমের লোকেরা চমকে উঠবে। পূর্বের লোকেরাও ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবে।

21দুষ্ট লোকেদের বাড়িতে সেটা প্রকৃতই ঘটবে। যারা ঈশ্বর সম্পর্কে কোন কিছু গ্রাহ্য করে না তাদের ঠিক এইরকমই ঘটবে!”

ইয়োব উত্তর দিলেন

19 তখন ইয়োব উত্তর দিলেন:

2“আর কতক্ষণ তোমরা আমায় আঘাত করবে এবং বাক্যবাণে আমায় জর্জরিত করবে?

3এখন তোমরা আমাকে দশবার অপমান করেছো। আমায় আক্রমণের সময় তোমরা লজ্জার লেশমাত্র দেখাও নি!

4এমনকি যদি আমি অপরাধ করে থাকি, তা আমার সমস্যা।

5তোমরা শুধুমাত্র নিজেকে আমার চেয়ে ভালো বলে দেখাতে চাইছো। তোমরা বলছো যে আমার সমস্যাগুলি আমারই ত্রুটির ফলশ্রুতি।

6কিন্তু আমি চাই তোমরা জান যে ঈশ্বর আমার প্রতি ভুল করেছেন। আমাকে ধরার জন্য তিনি ফাঁদ পেতেছেন।

7আমি চিৎকার করি, ‘ও আমায় আঘাত করেছে!’ কিন্তু আমি কোন উত্তর পাই না। এমনকি যদি আমি সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে ডাক দিই, সুবিচার হয় না।

8ঈশ্বর আমার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন তাই আমি এগিয়ে যেতে পারি না। তিনি আমার পথকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন।

9ঈশ্বর আমার সম্মান হরণ করে নিয়েছেন। আমার মাথা থেকে তিনি মুকুট কেড়ে নিয়েছেন।

10আমি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর চারদিক থেকে আমার দেওয়ালে আঘাত করবেন। শিকড় সমেত উপড়ে দেওয়া গাছের মত তিনি আমার সব আশা উৎপাটিত করেছেন।

11আমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ জ্বলছে। তিনি আমাকে তাঁর শত্রু বলে অভিহিত করেন।

12আমাকে আক্রমণ করার জন্য ঈশ্বর তাঁর সৈন্যদের পাঠিয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে তারা আক্রমণের মঞ্চ গড়েছে। আমার তাঁবুর চারদিকে ওরা আস্তানা গেড়েছে।

13“ঈশ্বর আমার আত্মীয়দের আমার থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমনকি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমার প্রতি অচেনা লোকের মত ব্যবহার করে।

14আমার আত্মীয়রা আমায় ছেড়ে চলে গেছে। বন্ধুরাও আমায় ভুলে গেছে।

15আমার বাড়ীর দর্শনার্থী এবং দাসীরা এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যেন আমি আগন্তুক এবং বিদেশী।
16আমি আমার ভৃত্যকে ডাকি কিন্তু সে সাড়া দেয় না। এখন আমাকে আমার ভৃত্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে।

17আমার স্ত্রী আমার শ্বাসের ঘ্রাণকে ঘৃণা করে। আমার নিজের ভাইরা আমাকে ঘৃণা করে।

18এমনকি ছোট ছোট শিশুরা আমায় নিয়ে মজা করে। আমি যখন ওদের কাছে আসি ওরা আমায় বাজে কথা বলে।

19আমার সব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমায় ঘৃণা করে। এমনকি যাদের আমি ভালোবাসি তারাও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

20“আমি এতই শীর্ণ হয়েছি যে আমার হাড়ে আমার চামড়া ঝুলছে। খুবই সামান্য জীবন আমাতে অবশিষ্ট আছে।

21“দয়া কর, বন্ধুরা আমার, আমায় দয়া কর! কেন? কারণ ঈশ্বর আমার বিরুদ্ধে রয়েছেন।

22যেমন করে ঈশ্বর আমায় তাড়া করেছেন তোমরাও কেন তেমনি করছো? তোমরা কি আমায় যথেষ্ট আক্রমণ করনি?

23“আমার বড় ইচ্ছে করে যে আমার কথাগুলো লেখা থাকবে। আমার খুব ইচ্ছে করে সেগুলি গোটানো কাগজে লেখা থাকবে।

24আমার কথাগুলি যেন সীসা ও লৌহশলাকা দিয়ে পাথরে খোদাই করা থাকে যাতে কথাগুলো চিরদিন থাকে।

25আমি জানি একজন আমার স্বপক্ষে আছে। আমি জানি সে বেঁচে আছে। এবং শেষকালে সে এই মাটিতে দাঁড়াবে এবং আমায় প্রতিরক্ষা করবে।

26আমি আমার দেহ ত্যাগ করে চলে যাবার পরে এবং আমার দেহের চামড়া নষ্ট হওয়ার পরেও আমি ঈশ্বরকে দেখবো, আমি তা জানি।

27আমি নিজের চোখে ঈশ্বরকে দেখবো। অন্য কেউ নয়, আমি নিজে ঈশ্বরকে দেখবো, এবং তা আমাকে কতখানি অভিভূত করবে তা আমি বলতে পারবো না! আমার শক্তি সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে।

28“তোমরা হয়তো বলবে, ‘আমরা এবিষয়ে চিন্তা করবো এবং আমরা তাকে দোষ দেওয়ার কারণ খুঁজে বের করবো!’

29কিন্তু একটি তরবারীকে তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজের থেকে ভয় পাওয়া উচিৎ! কেন? কারণ তরবারিই তোমাদের ক্রোধের প্রাপ্য। তখন তোমরা বুঝবে, বিচারের সময় বলে কিছু আছে।”

সোফরের উত্তর

20 তখন নামাথার সোফর উত্তর দিলো:
2“ইয়োব, তুমি আমার চিন্তাকে তাড়িত করেছো, তাই আমার ভেতরের এই অনুভূতিগুলির জন্য আমি অবশ্যই তোমাকে উত্তর দেবো। আমি কি ভাবছি, তা আমি খুব তাড়াতাড়ি বলবো।

3তোমার উত্তর দিয়ে তুমি আমাকে অপমানিত করেছো। কিন্তু আমি বুদ্ধিমান, আমি জানি কি করে তোমাকে উত্তর দিতে হয়।

4-5“তুমি জানো যে একজন বদ লোকের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তুমি নিশ্চয়ই জান যে যখন থেকে আদমকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, তখন থেকেই এটা সত্য। যে লোক ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, সে খুব অল্প সময়ের জন্য সুখী হয় মাত্র।

6এমনকি যদি বদ লোকের অহঙ্কার আকাশকে স্পর্শ করে এবং তার মাথা মেঘকে স্পর্শ করে

7তবু তার মলের মতো সেও চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যে লোকরা তাকে চিনতো তারা বলবে, ‘কোথায় সে?’

8সে স্বপ্নের মতোই উড়ে যাবে এবং কেউ তাকে আর খুঁজে পাবে না। একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাকে জোর করে তাড়ানো হবে এবং লোকে তাকে ভুলে যাবে।

9যারা তাকে দেখতো তারা তাকে আর দেখতে পাবে না। ওর পরিবার ওর দিকে আর তাকাবে না।

10বদ লোকেদের সন্তানরা দরিদ্র লোকেদের কাছে সাহায্য চাইবে। মন্দ লোকটি অবশ্যই নিজের হাতে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে।

11যখন ও যুবক ছিল তখন হয়ত তার হাড়গুলো শক্ত, মজবুত এবং তারুণ্যে ভরা ছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে ওরাও ধূলোয় শুয়ে থাকবে।

12“মন্দ লোকেদের মুখে খারাপটাই মিষ্টি লাগে। তাকে সে জিভের তলায় রাখে।

13মন্দ লোক খারাপটাকেই উপভোগ করে। সুমিষ্ট মিছরীর মতই সে সেটাকে মুখে ধরে রাখে।

14কিন্তু সেই মন্দটাই ওর পেটের ভেতর গিয়ে বিষ হয়ে উঠবে। এটা ওর শরীরের ভেতরে গিয়ে, সাপের বিষের মতোই বিষাক্ত হয়ে উঠবে।
15মন্দ লোকেরা সম্পত্তি গলাধঃকরণ করে। কিন্তু ওরা তা উগরে দেবে। ঈশ্বরই ওই লোকেদের দিয়ে তা বমি করাবেন।
16মন্দ লোকেরা সাপের বিষ চুষে নেয়। সাপের বিষ দাঁতই ওদের হত্যা করবে। দুষ্ট লোকেদের বিষাক্ত সাপ দংশন করবে এবং বিষ তাদের মেরে ফেলবে।
17যে নদী দুধ এবং মধু সহ প্রবাহিত হয় মন্দ লোকেরা তা দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে।
18মন্দ লোকেরা তাদের লাভের অংশ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। তারা যার জন্য পরিশ্রম করেছে, তাদের তা উপভোগ করতে দেওয়া হবে না।
19কেন? কারণ মন্দলোক গরীব লোকেদের আঘাত করে এবং তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সে তাদের গ্রাহ্য করে না এবং তাদের জিনিস কেড়ে নেয়। অন্যের তৈরী বাড়ী সে জবরদখল করে।

20“দুষ্ট লোকেরা কখনও সুখী হয় না। তাদের সম্পত্তি তাদের বাঁচাতে পারবে না।
21যখন তারা খায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং তাদের সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হবে না।
22যখন দুষ্ট লোকের হাতে প্রচুর সম্পদ থাকবে তখনই সে সমস্যার দ্বারা ন্যুব্জ হয়ে যাবে। ঐ লোকের নিজের সঙ্গেই ওর সমস্যা নেমে আসবে!
23মন্দ লোকেরা, তাদের আকাঙ্খার সবকিছু আহার করার পর, ঈশ্বর ওদের ওপর তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ বর্ষণ করবেন, ঈশ্বর তাদের খাবার হিসেবে শাস্তি বর্ষণ করবেন।
24দুষ্ট লোকেরা হয়তো লৌহ তরবারী থেকে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পিতল ধনু অতর্কিতে আক্রমণ করবে।
25তাম্র শর ওদের শরীর ভেদ করে যাবে এবং ওদের পিঠ ফুঁড়ে বের হবে। তীরের তীক্ষ্ণ ফলা ওদের প্লীহা ভেদ করে যাবে এবং ওরা ভয়ে শিউরে উঠবে।
26ওদের সমস্ত সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একটি আগুন ওদের ধ্বংস করবে- একটি আগুন যা কোন মানুষ শুরু করে নি। সেই আগুন বাড়ীর সব কিছুকে ধ্বংস করবে।
27আকাশ দুষ্ট ব্যক্তির অপরাধ প্রকাশ করে দেবে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে আকাশ উঠে দাঁড়াবে।
28ঈশ্বরের ক্রোধের বন্যায় ওর বাড়ী ধুয়ে মুছে চলে যাবে।
29মন্দ লোকদের প্রতি ঈশ্বর এমনটাই করবেন। ওদের দেওয়ার জন্য এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা।”

ইয়োবের উত্তর

21 তখন ইয়োব উত্তর দিলেন:
2“আমি যা বলি অনুগ্রহ করে শোন, আমাকে সান্ত্বনা দিতে এটাই হোক তোমার পথ।
3আমার সম্পর্কে ধৈর্য্য ধর এবং আমাকে কথা বলতে দাও। আমার বলা শেষ হলে, তোমরা আমায় নিয়ে মজা করতে পারো।
4“আমি লোকের নামে অভিযোগ করছি না। আমার অসহিষ্ণুতার যথেষ্ট কারণ আছে।
5আমার দিকে দেখ এবং আতঙ্কিত হও। তোমার হাত তোমার মুখের ওপরে রাখ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে দেখ।
6আমি যখন ভাবি আমার প্রতি কি ঘটেছে, আমি তখন ভয় পাই, আমার শরীর কাঁপতে থাকে!
7কেন দুষ্ট লোকেরা দীর্ঘ জীবন বাঁচে? কেন তারা বৃদ্ধ হয় ও সফল হয়?
8দুষ্ট লোকেরা তাদের সন্তানদের দেখে, তাদের সঙ্গে বড় হতে দেখে। দুষ্ট লোকেরা তাদের নাতিদের দেখার জন্যও বেঁচে থাকে।
9ওদের ঘরবাড়ী নিরাপদে থাকে এবং ওরাও নিঃশঙ্ক থাকে। ওদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর একটি লাঠিও ব্যবহার করেন না।
10তাদের বলদগুলো সঙ্গম করতে কখনো অপারগ নয়। তাদের গাভীগুলোর বাছুর হয় এবং জন্মের সময়ে বাছুরগুলো মরে যায় না।
11দুষ্ট লোকেরা তাদের সন্তানদের, মেষশাবকের মত খেলা করতে পাঠায়। তাদের সন্তানেরা নাচ করতে থাকে।
12তারা খঞ্জর, বীণা এবং বাঁশির সঙ্গে নাচ করে।
13মন্দ লোকেরা জীবৎকালেই তাদের সাফল্য ভোগ করে। তারপর তারা মারা যায় এবং দুর্ভোগ না ভুগে কবরে চলে যায়।
14কিন্তু মন্দ লোকেরা ঈশ্বরকে বলে, ‘আমাদের একা ছেড়ে দাও! তুমি আমাদের দিয়ে কি করাতে চাও, সে বিষয়ে আমরা পরোয়া করি না!’
15মন্দ লোকেরা আরও বলে, ‘কে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? আমাদের তাকে সেবা করার দরকার নেই! তার কাছে প্রার্থনা করেই বা কি লাভ?’

16“একথা সত্য যে দুষ্ট লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ স্থির করতে পারে না। আমি ওদের মতামত গ্রহণ করি না।
17কিন্তু কতবার মন্দ লোকেদের আলো নিভে যায়? কতবার মন্দ লোকেদের ওপর দুর্গতি ঘনিয়ে আসে? কতবার ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে ওদের শাস্তি দেবেন?
18কতবার তারা খড়কুটোর মতো উড়ে যায় কিংবা ঝোড়ো বাতাসের মুখে তুষের মত উড়ে যায়?
19কিন্তু তুমি বলছো, ‘পিতার পাপের জন্য ঈশ্বর তার সন্তানকে শাস্তি দেন।’ না! ঈশ্বরের উচিৎ পাপীদের শাস্তি দেওয়া। তখনই মন্দ লোক বুঝতে পারবে তার নিজের পাপের জন্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হল!
20পাপীকে তার নিজের পতন দেখতে দাও। তাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্রোধ অনুভব করতে দাও।

21একজন মন্দ লোকের জীবন যখন শেষ হয়ে যায়, এবং সে যখন মারা যায়, তখন সে ফেলে যাওয়া সংসারের কথা চিন্তাও করে না।
22“কেউই ঈশ্বরকে জ্ঞানের শিক্ষা দিতে পারে না। ঈশ্বর গুরুত্বপূর্ণ লোকেদেরও বিচার করেন।
23একজন লোক পরিপূর্ণ এবং সফল জীবন অতিবাহিত করে মারা যায়। সে সম্পূর্ণ আরাম ও নিরাপত্তার জীবন কাটিয়ে ছিল।
24তার দেহ সুপুষ্ট ছিলো এবং তার হাড়গুলো তখনও শক্ত ছিলো।
25কিন্তু অন্য একজনও কঠোর জীবন সংগ্রামের পর দুঃখী হৃদয় নিয়ে মারা গেল। সে কোনদিনই ভালো কিছু উপভোগ করতে পারে নি।
26শেষ কালে, ওই দুইজন লোকই একসঙ্গে ধূলিতে শুয়ে থাকবে, উভয়ের দেহই পোকাতে ছেয়ে যাবে।
27“কিন্তু আমি জানি তুমি কি চিন্তা করছো, এবং আমি জানি তুমি আমাকে আঘাত করতে চাইছো।
28তুমি হয়তো বলতে পারো: ‘আমাকে রাজপুত্রের সুন্দর ঘড়বাড়ী দেখাও। এখন দেখাও, কোথায় দুষ্ট লোকেরা বাস করে।’
29“সত্যই তুমি ভ্রমণকারীর সঙ্গে কথা বলেছো। নিশ্চিতভাবে তুমি তাদের গল্পকেই গ্রহণ করবে।
30দুর্গতি যখন আসে, তখন মন্দ লোকরা বিপদ থেকে বেঁচে যায়। ঈশ্বর যখন তাঁর ক্রোধ প্রদর্শন করেন, তারা তখন বেঁচে যায়।
31মন্দ লোকের মন্দ কাজের জন্য কেউই তার মুখের ওপর সমালোচনা করে না। তার মন্দ কাজের জন্য কেউই তাকে শাস্তি দেয় না।
32যখন দুষ্ট ব্যক্তিকে কবরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তার কবরের কাছে একজন রক্ষী দাড়িয়ে থাকে।
33সেই মন্দ লোকের জন্য কবরের মাটিও রমণীয় হয়ে ওঠে। এবং তার শবযাত্রায় হাজার হাজার লোক অংশ নেয়।
34“তাই, তোমার শূন্যগর্ভ কথা দিয়ে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। তোমার উত্তর কোন কাজেই আসবে না!”

ইলীফসের উত্তর

22 তখন তৈমনীয় ইলীফস উত্তর দিল:
2“ঈশ্বরের কি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে? না! এমনকি একজন খুব জ্ঞানী লোকও ঈশ্বরের কাছে প্রয়োজনীয় নয়।
3তুমি যদি ন্যায়পরায়ণ হও তাহলে ঈশ্বরের কি কোন সাহায্য হয়? না! অথবা তুমি যদি অনিন্দনীয় হও তাহলে তা কি ঈশ্বরের পক্ষে লাভজনক হয়? না!
4“ইয়োব, তোমার সমীহর কারণেই কি ঈশ্বর তোমাকে সংশোধন করেন? এই কারণেই কি তিনি বিচারে তোমার বিরুদ্ধে আসেন?
5না, এর কারণ তুমি অনেক পাপ করেছো। ইয়োব, তুমি পাপ করা বন্ধ কর নি।
6হতে পারে তোমার কোন ভাইকে টাকা ধার দিয়েছিলে, এবং সে যে তোমাকে তা ফেরৎ দেবে তা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে কিছু দেওয়ার জন্য তুমি তাকে বাধ্য করেছিলে। তুমি হয়তো ঋণের বন্ধক হিসেবে কোন দরিদ্র মানুষের বস্ত্র নিয়েছিলে। হয়তো অকারণেই তুমি এসব করেছিলে।
7তুমি হয়তো বা ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত মানুষকে খাবার ও জল দাও নি।
8ইয়োব তোমার প্রচুর খামারবাড়ি আছে। লোকেরাও তোমায় সম্মান করে।
9কিন্তু এমন হতে পারে যে তুমি বিধবাদের কিছু না দিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছো। হয়তো বা তুমি অনাথদের প্রতারিত করেছো।
10সেই জন্য তোমার চারদিকে ফাঁদ পাতা রয়েছে এবং আকস্মিক সমস্যা তোমায় ভীত করে।
11সেই কারণেই এটা এত অন্ধকার যে তুমি দেখতে পাও না, এবং বন্যার মত জলরাশি তোমায় ডুবিয়ে দেয়।

12“ঈশ্বর স্বর্গের উচ্চতম স্থানে বাস করেন। দেখ তারাগুলো কত উঁচুতে রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর এতই উচ্চে রয়েছেন যে ঈশ্বর তারাগুলোকে নীচের দিকে চেয়ে দেখেন।
13কিন্তু ইয়োব তুমি বলেছিলে, ‘ঈশ্বর কি জানেন?’ ঈশ্বর কি কালো মেঘের ভেতর দিয়ে দেখতে পান এবং আমাদের বিচার করতে পারেন?
14ঘন মেঘ আমাদের থেকে তাঁকে আড়াল করে, যেহেতু তিনি আকাশ সীমার ওপর বহির্দেশে বিচরণ করেন তাই তিনি আমাদের দেখতে পান না।’

15“ইয়োব তুমি সেই পুরানো পথেই চলছো যে পথে অতীতের মন্দ লোকেরা চলেছিল।
16সেই মন্দ লোকেরা তাদের সময়ের আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। বন্যায় তাদের ভিত ভেসে গেছে।
17ঐ লোকগুলো ঈশ্বরকে বলেছিলো: ‘আমাদের একা ছেড়ে দিন! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের জন্য কিছুই করতে পারবেন না!’
18এবং ঈশ্বরই নানাবিধ ভালো জিনিস দিয়ে ওদের ঘর ভরিয়ে দিয়েছিলেন! না আমি মন্দ লোকের উপদেশ মানতে পারব না।
19ন্যায়পরায়ণ লোকেরা ওদের ধ্বংস হতে দেখবে এবং ঐ সব সৎ লোকই সুখী হবে। নির্দোষ লোকেরা মন্দ লোকেদের উপহাস করবে।
20‘সত্যই তোমার শত্রুরা বিনষ্ট হয়েছে! অগ্নি ওদের সব সম্পদ জ্বালিয়ে দেবে!’
21এখন ইয়োব, নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দাও এবং তাঁর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্থাপন কর। এটা কর, তুমি অনেক ভালো জিনিস পাবে।
22এই শিক্ষা গ্রহণ কর। তিনি যা বলেন, তাতে মনোযোগ দাও।

23ইয়োব, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসো,
তুমি উদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি অবশ্যই তোমার
তাঁবুগুলি থেকে অহিতকারী মন্দকে দূর করবে।
24নিজের জমানো সোনাকে আবর্জনার বেশী কিছু
ভেবো না, তোমার শ্রেষ্ঠ সোনাকেও* নদীর নুড়িপাথরের
মত তুচ্ছ জ্ঞান কর।
25এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে তোমার সোনা করে
নাও। ঈশ্বরকে তোমার রূপোর স্তূপ হতে দাও।
26তারপর তুমি ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারবে।
তারপর তুমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারবে।
27তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে এবং তিনি তোমার
প্রার্থনা শুনবেন। তবেই তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখতে
পারবে।
28যদি তুমি কিছু করবে বলে মনস্থির করে থাকো
তাহলে তা ফলপ্রসূ হবে। এবং তোমার ভবিষ্যৎ অবশ্যই
উজ্জ্বল হবে!
29ঈশ্বর অহঙ্কারী লোকেদের লজ্জায় ফেলেন। কিন্তু
তিনি বিনয়ী লোকেদের সাহায্য করেন।
30তখন তুমি, যারা ভুল করে তাদের সাহায্য করতে
পারবে। তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে এবং তিনি
তাদের ক্ষমা করে দেবেন। কেন? কারণ তুমি শুচি-শুদ্ধ
হয়ে যাবে।”

ইয়োবের উত্তর

23 তখন ইয়োব উত্তর দিলেন:
2“আমি আজ পর্যন্ত অভিযোগ করে যাচ্ছি।
কেন? কারণ আমি এখনও ভুগছি।
3আমার ইচ্ছা হয়, ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজে পাওয়া
যায় তা যদি জানতাম, তাহলে আমি সেই জায়গায়
যেতাম।
4আমি আমার কাহিনী ঈশ্বরের কাছে বলতাম, আমি
যে নির্দোষ এট প্রমাণ করার জন্য আমার মুখ যুক্তিতে
পরিপূর্ণ হয়ে থাকত।
5কেমন করে ঈশ্বর আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন
সেটাই আমি জানতে চাই। আমি ঈশ্বরের উত্তরকে বুঝতে
চাই।
6ঈশ্বর কি আমার বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিকে ব্যবহার
করবেন? না, তিনি আমার কথা শুনবেন!
7সেখানে একটি ন্যায়পরায়ণ লোক ঈশ্বরের সঙ্গে
তর্ক করতে পারে। তখন আমার বিচারক আমাকে মুক্তি
দিতে পারেন।
8“কিন্তু আমি যদি পূর্ব দিকে যাই সেখানে ঈশ্বর
নেই। আমি যদি পশ্চিমে যাই, তখনও আমি ঈশ্বরকে
দেখতে পাই না।
9যখন ঈশ্বর উত্তরে কর্মরত থাকেন আমি তাঁকে
দেখি না। যখন ঈশ্বর দক্ষিণে আসেন, তখনও তাঁকে
দেখতে পাই না।
10কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি কেমন লোক। তিনি
আমাকে পরীক্ষা করছেন এবং তিনি দেখবেন যে আমি
সোনার মতোই পবিত্র।
11আমি সর্বদাই ঈশ্বরের চাওয়া পথে জীবনধারণ
করেছি। আমি কখনও ঈশ্বরকে অনুসরণ করা থেকে
বিরত হইনি।
12আমি সর্বদাই ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে এসেছি। আমি
আমার খাবারকে যত না ভালোবাসি, তার থেকে বেশী
ভালোবাসি ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী।
13“কিন্তু ঈশ্বর কখনও পরিবর্তিত হন না। ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। ঈশ্বর যা চান তাই
করতে পারেন।
14আমার প্রতি ঈশ্বরের যা পরিকল্পনা আছে তিনি
তাই করবেন। এবং আমার সম্পর্কে তাঁর অনেক
পরিকল্পনা আছে।
15সেই কারণেই আমি ঈশ্বরের দ্বারা আতঙ্কিত। আমি
এই জিনিসগুলো বুঝতে পারি। সেই কারণেই আমি
ঈশ্বরের সম্পর্কে ভীত।
16ঈশ্বর আমার হৃদয়কে দুর্বল করে দেন এবং আমি
সাহস হারিয়ে ফেলি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে ভীত
করেন।
17যে মন্দ ঘটনাগুলো আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে তা
আমার মুখে কালো মেঘের মত ছেয়ে আছে। সেই
অন্ধকার আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না।”

24 “এমন কেন হয় যে মানুষের জীবনে যখন মন্দ
ঘটনা ঘটতে চলেছে তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
জানেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা এমনকি অনুমানও করতে
পারে না যে কখন তিনি সে বিষয়ে কিছু করতে চলেছেন?”
2“লোকে তাদের জমির সীমারেখা সরিয়ে দেয়
আরও জমি দখল করার জন্য। লোকে মেষের পাল
চুরি করে তাদের অন্য চারণক্ষেত্রে নিয়ে চলে যায়।
3তারা অনাথদের গাধা চুরি করে। তারা বিধবাদের
বলদগুলো বন্ধক রাখে।
4তারা দরিদ্র লোকেদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।
সব গরীব লোকই এই মন্দ লোকগুলোর কাছ থেকে
লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।
5“দরিদ্র লোকগুলো খাবারের সন্ধানে বুনো গাধার
মত মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। খাদ্যের সন্ধানে তারা খুব
সকালে উঠে পড়ে। তাদের ছেলেমেয়েদের খাদ্যের জন্য
তারা জনহীন স্থানে খাবার খুঁজে বেড়ায়।
6দরিদ্র লোকেরা মন্দ লোকেদের মাঠে গবাদি পশুর
জাব কাটে। মন্দ লোকেদের দ্রাক্ষাক্ষেত থেকে তারা
পড়ে থাকা দ্রাক্ষা নিজেদের জন্য জোগাড় করে।
7দরিদ্র লোককে সারা রাত্রি বিনা বস্ত্রে শুতে হয়।
শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করার মত কোন আবরণ
তাদের নেই।
8তারা পাহাড়ের বৃষ্টিতে ভিজে যায়। তাদের কোন
আশ্রয় নেই, তাই তারা বড়বড় পাথরগুলোর কাছে গা
ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রেষ্ঠ সোনা আক্ষরিক অর্থে, “ওফিরের সোনা।”

9মন্দ লোকেরা কচি কচি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের বুক থেকে টেনে নিয়ে যায়। দুষ্ট লোকেরা ধারশোধের টাকা হিসেবে গরীবদের কাছ থেকে তাদের শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

10দরিদ্র লোকেদের কোন কাপড়-চোপড় নেই। তারা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা শস্যের বোঝা বয়ে নিয়ে যায়।

11দরিদ্র লোকেরা পিষে জলপাই এর তেল বের করে। যেখানে আঙ্গুর পেষা হয় সেখানে তারা দ্রাক্ষা মর্দন করে। কিন্তু তারা কিছু পান করতে পায় না।

12এই শহরে যারা মারা যাচ্ছে এমন লোকেদের দুঃখের বিষাদময় কান্না তুমি শুনতে পাবে। ওই আহত লোকেরা সাহায্যের জন্য কাতর হয়ে কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বর তাতে মনোযোগ দেন না।

13"কিছু লোক আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা জানে না ঈশ্বর কি চান। ঈশ্বর যে পথে চান, তারা সে পথে জীবন ধারণ করে না।

14একজন হত্যাকারী খুব সকালে ওঠে এবং সে দরিদ্র অসহায় লোকদের হত্যা করে। রাত্রিবেলা সে একজন চোর হয়ে যায়।

15যে লোক যৌন অপরাধ করে সে রাত্রির প্রতীক্ষায় থাকে। সে মনে করে, 'কোন লোকই আমাকে দেখতে পাবে না।' কিন্তু তখনও সে তার মুখ আবৃত করে রাখে।

16রাতে যখন অন্ধকার নামে, মন্দ লোকেরা বাইরে বের হয় এবং অন্যের ঘর ভেঙে প্রবেশ করে। কিন্তু দিনের আলোয়, তারা নিজেদের ঘরে নিজেদের বন্দী করে রাখে এবং আলোকে এড়াতে চায়।

17মন্দ লোকেদের কাছে অন্ধকারতম রাত্রিই সকালের মত মনে হয়। হ্যাঁ, তারা ঐ সাংঘাতিক অন্ধকারের ভয়ঙ্করতাকে খুব ভালো করে জানে!

18"তুমি দাবী কর মন্দ লোকেরা শুধু জলে ভাসমান খড়ের মত। তারা যে জমি অর্জন করে তা অভিশপ্ত, তাই তারা তাদের জমি থেকে দ্রাক্ষা সংগ্রহ করতে পারে না।

19শীতের তুষার থেকে খরা এবং তাপ জল শুষে নেয়। একইরকমভাবে, পাতাল পাপীদের হরণ করে নেয়।

20তার নিজের মা পর্যন্ত তাকে ভুলে যাবে। পোকাদের কাছে ওর দেহটা মিষ্টি লাগবে। লোকে তাকে মনে রাখবে না। অতএব মন্দত্ব একটা লাঠির মত ভেঙে যাবে।

21মন্দ লোকেরা সন্তানহীন নারীদের আঘাত করে। তারা বিধবা নারীদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে।

22"মহানুভব লোকেদের ধ্বংস করার জন্য মন্দ লোকেরা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে। মন্দ লোকেরা শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু ওদের নিজের জীবন সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত হতে পারবে না।

23মন্দ লোকেরা খুব অল্প সময়ের জন্য নিরাপদ ও সুনিশ্চিত হতে পারে। ওরা ক্ষমতাসম্পন্ন হতে চাইতে পারে।

24মন্দ লোকেরা অল্প সময়ের জন্য সফল হতে পারে, কিন্তু তারাও চলে যাবে। আর লোকেদের মত তাদেরও ফসলের মত কেটে ফেলা হবে।

25"কন্তু আমি বলি কে আমাকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পারে? এবং আমার কথাগুলো কে ঈশ্বরের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে?"

ইয়োবকে বিল্দদের উত্তর

25 তখন শূহীয় বিল্দদ উত্তর দিলেন:
2"ঈশ্বরই শাসক। প্রতিটি লোককে তাঁর সামনে সভয়ে দাঁড়াতে হবে। তাঁর ঊর্দ্ধলোকের রাজ্যে তিনি শান্তি বজায় রাখেন।

3কোন লোকই তাঁর ঐশ্বরীয় সৈন্যবাহিনীকে গুণতে পারে না। ঈশ্বরের আলো সবার ওপর প্রতিভাত হয়।

4ঈশ্বরের তুলনায় কেই বা অধিকতর পবিত্র? কোন মানুষই প্রকৃত অর্থে পবিত্র হতে পারে না।

5ঈশ্বরের চোখে চাঁদ পর্যন্ত উজ্জ্বল নয়, তারারাও খাঁটি নয়।

6মানুষ ঈশ্বরের তুলনায় কম খাঁটি। তুলনায়, মানুষ উল্লু এবং কৃমিকীটের মত!"

বিল্দদের প্রতি ইয়োবের প্রত্যুত্তর

26 তখন ইয়োব উত্তর দিলেন:
2"বিল্দদ, সোফর এবং ইলীফস, এই ক্লান্ত ও শ্রান্ত মানুষটির জন্য তোমরা সত্যিই খুব বড় সহায় হয়েছিলে। সত্যিই তোমরা আমার মস্তবড় উৎসাহদাতা, আমার দুর্বল বাহুকে তোমরা সত্যিই আবার শক্ত করে তুলেছো!

3সত্যিই, যে লোকের কোন প্রজ্ঞা নেই, তাকে তোমরা চমৎকার উপদেশ দিয়েছো! তোমরা যে কত জ্ঞানী, তোমরা তা প্রদর্শন করেছো।*

4কে তোমাদের এসব বলতে সাহায্য করেছে? কার আত্মা তোমাদের উৎসাহিত করেছে?

5"মৃত লোকেদের আত্মা, মাটির তলায় জলের ভেতরে ভয়ে কাঁপতে থাকে।

6কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর স্থান পরিষ্কার দেখতে পান। মৃত্যু ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

7ঈশ্বর উত্তর আকাশকে শূন্যলোকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। ঈশ্বর পৃথিবীকে শূন্যতায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

8ঘন মেঘকে ঈশ্বর জলে পরিপূর্ণ করেছেন। কিন্তু সেই বিপুল ভারে, ঈশ্বর, মেঘকে ভেঙে পড়তে দেন না।

9ঈশ্বর, পূর্ণিমার চাঁদের মুখ ঢেকে দেন। তিনি চাঁদের ওপর মেঘকে আবৃত করে তাকে লুকিয়ে ফেলেন।

2–3 পদ ইয়োব এখানে যা বলছে তা সে সত্যিই মনে করে না। ইয়োব বিদ্রূপ করছে– সে এই কথাগুলি এমনভাবে বলছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সে সত্যি মনে করে কথাগুলি বলছে না।

10ঈশ্বর সমুদ্রের ওপর একটি দিগন্তরেখা এঁকে দিয়েছেন। সেই দিগন্ত রেখায় দিনরাত্রি মিলিত হয়।

11ভূগর্ভস্থ থামগুলি আকাশকে ধারণ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঈশ্বর যখন তাদের তিরস্কার করেন তখন তারা ভয়ে চমকে যায় এবং কাঁপতে থাকে।

12ঈশ্বরের পরাক্রম সমুদ্রকে শান্ত করে দেয়। ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে রাহাবকে ধ্বংস করেছেন।

13ঈশ্বর তাঁর নিঃশ্বাস দিয়ে আকাশকে পরিষ্কার করেছেন। ঈশ্বরের হাত পলায়মান সর্পকে বিদ্ধ করেছে।

14ঈশ্বর যা করেন, এগুলি তার দু'একটি বিস্ময়কর উদাহরণ মাত্র। আমরা ঈশ্বরের থেকে কেবলমাত্র ফিসফিস শব্দটুকু বজ্রের মত শুনি। ঈশ্বর যে কত শক্তিশালী এবং মহৎ তা কেউই বুঝতে পারে না।"

27 তারপর ইয়োব তাঁর কথা অব্যাহত রাখলেন। ইয়োব বললেন,

2"একথা সত্যি যে ঈশ্বর আছেন। এবং তিনি আছেন এটা যতখানি সত্য, তিনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এসেছেন– এটাও ততখানি সত্য। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান আমার জীবনকে তিক্ত করে তুলেছেন।

3কিন্তু যতক্ষণ আমার মধ্যে জীবন আছে এবং আমার নাকে ঈশ্বরের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে,

4ততক্ষণ আমার ঠোঁট কোন মন্দ কথা উচ্চারণ করবে না এবং আমার জিভ একটিও মিথ্যা কথা বলবে না।

5আমি কখনও স্বীকার করব না যে তোমরা সঠিক। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি বলে যাবো যে আমি নির্দোষ।

6যে সঠিক কাজ আমি করেছি, তা আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবো। আমি সৎ পথে বাঁচা থেকে বিরত হব না। যতদিন পর্যন্ত আমি বাঁচবো, ততদিন পর্যন্ত আমি যা যা করেছি সে সম্বন্ধে আমার কোন অপরাধ বোধ থাকবে না।

7"আমার শত্রু যেন একজন মন্দ ব্যক্তির মত ব্যবহার পায়। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলবে সে যেন একজন মন্দ ব্যক্তির মত ব্যবহার পায়।

8যদি কোন লোক ঈশ্বরের তোয়াক্কা না করে, তবে মৃত্যুর সময়ে সেই লোকের জন্য কোন আশাই নেই। ঈশ্বর যখন তার জীবন হরণ করবেন তখন সেই লোকের জন্য কোন আশাই থাকবে না।

9ঐ মন্দ লোকটি সংকটে পড়বে। সে সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে কেঁদে পড়বে। কিন্তু ঈশ্বর তার কথা শুনবেন না। সে কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে আনন্দ লাভ করবে? সে কি সবসময় ঈশ্বরকে ডাকবে? না!

10কিন্তু ঐ লোকের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার আনন্দ উপভোগ করা উচিৎ ছিল। ঐ লোকের সর্বক্ষণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ ছিল।

11"আমি তোমাকে ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্পর্কে বলবো, আমি তোমার কাছে ঈশ্বর সর্বশক্তিমানের পরিকল্পনা গোপন করবো না।

12তুমি নিজের চোখেই ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখেছো। তাহলে তুমি কেন অর্থহীন কথাবার্তা বলছো?

13মন্দ লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শুধু এইটুকুই পাবে। নিষ্ঠুর লোকেরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে এই সবই পাবে।

14একজন মন্দ লোকের অনেক সন্তানাদি থাকতে পারে। কিন্তু তার সন্তানরা যুদ্ধে নিহত হবে। একজন মন্দ লোকের সন্তানরা যথেষ্ট খাদ্য পাবে না।

15তার সন্তানরা, যারা বেঁচে যাবে তারা রোগ দ্বারা কবরস্থ হবে।

16একজন মন্দ লোকের প্রচুর রূপো থাকতে পারে কিন্তু তার কাছে সেটি আবর্জনার মতই হবে। তার কাছে প্রচুর বস্ত্র থাকতে পারে তাও তার কাছে কাদার স্তূপের মতো হবে।

17কিন্তু একজন সৎ লোক তার বস্ত্রাদি পাবে। নির্দোষ লোক তাদের রূপো পাবে।

18একজন মন্দ লোক পাখীর বাসার মত একটা বাড়ী বানাতে পারে। একজন রক্ষী যেমন মাঠে ঘাসের কুটীর বানায় সে হয়ত তার বাড়ীটা ঐরকমই বানাবে।

19একজন মন্দ লোক যখন বিছানায় শুতে যায়, তখন সে ধনী থাকতে পারে, কিন্তু যখন সে তার চোখ খুলবে তখন তার সব সম্পদ চলে যাবে।

20বন্যার মতো ভয়ঙ্কর জিনিস ধুয়ে নিয়ে যাবে। একটা ঝড় তার সব কিছু মুছে নিয়ে যাবে।

21পূবের বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং সে চলে যাবে। একটা ঝড় তাকে তার জায়গা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

22মন্দ লোকেরা হয়তো ঝড়ের শক্তি থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ঝড় তাকে ক্ষমাহীনভাবে আঘাত করবে।

23মন্দ লোকগুলো যখন ছুটে পালাবে, তখন লোকেরা হাততালি দেবে। মন্দ লোকেরা যখন তাদের বাড়ী থেকে দৌড় দেবে তখন লোকেরা শিস্ দেবে।"

28 "এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষ রূপো পায়, এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষ সোনা গলিয়ে খাঁটি করে।

2মানুষ মাটি খুঁড়ে লোহা বের করে। পাথর গলিয়ে তামা নিষ্কাসন করে।

3কর্মীরা গুহার মধ্যে আলো নিয়ে যায়। ওরা গুহার গভীরে অন্বেষণ করে। গভীর অন্ধকারে ওরা পাথর খোঁজে।

4খনি-দণ্ডের ওপর কাজ করবার সময় খনির কর্মীরা গভীর পর্যন্ত মাটি খোঁড়ে। মানুষ যেখানে বাস করে তারা তার চেয়েও অনেক গভীর পর্যন্ত খোঁড়ে, এমন গভীরে যেখানে লোক আগে কখনও যায় নি। তারা দড়িতে অনেক অনেক গভীর পর্যন্ত ঝুলতে থাকে।

5মাটির ওপরে ফসল ফলে, কিন্তু মাটির তলা সম্পূর্ণ অন্যরকম, সবকিছুই যেন আগুনের দ্বারা গলিত হয়ে রয়েছে।

6মাটির নীচে নীলকান্ত মণি এবং খাঁটি সোনা রয়েছে।

7বুনো পাখিরা মাটির নীচের পথ সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোন শকুন সেই অন্ধকার পথ দেখে নি।

8বন্য পশুরাও কোনদিন সে পথে হাঁটে নি। সিংহও কোনদিন সেই পথে হাঁটে নি।

9শ্রমিকরা দৃঢ়তম পাথরকেও ভেঙে ফেলে। ঐ শ্রমিকরা সমস্ত পর্বত খুঁড়ে খনি উন্মুক্ত করে।

10শ্রমিকরা পাথর কেটে সুড়ঙ্গ তৈরী করে। তারা সব রকমের দামী পাথর দেখতে পায়।

11শ্রমিকরা জলকে বাঁধবার জন্য বাঁধ তৈরী করে। তারা লুকানো সম্পদকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে।

12"কিন্তু প্রজ্ঞা কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? আমরা কোথায় বোধশক্তি খুঁজতে যাবো?

13আমরা জানি না প্রজ্ঞা কি মূল্যবান জিনিস। পৃথিবীর লোক মাটি খুঁড়ে প্রজ্ঞা পেতে পারে না।

14গভীর মহাসমুদ্র বলে, 'আমার কাছে প্রজ্ঞা নেই।' সমুদ্র বলে, 'আমার কাছে প্রজ্ঞা নেই।'

15সবচেয়ে খাঁটি সোনার বিনিময়েও তুমি প্রজ্ঞা কিনতে পারবে না। পৃথিবীতে প্রজ্ঞা কেনার মতো যথেষ্ট রূপো নেই।

16 ওফীরের সোনা বা অকীক মণি বা নীলকান্ত মণি দিয়েও প্রজ্ঞা কেনা যায় না।

17প্রজ্ঞা সোনা ও স্ফটিকের থেকেও মূল্যবান। এমনকি মূল্যবান রত্নখচিত সোনাও প্রজ্ঞা কিনতে পারে না।

18প্রবাল বা মণির চেয়েও প্রজ্ঞা মূল্যবান। মুক্তোর থেকেও প্রজ্ঞা মূল্যবান।

19কূশদেশীয় পোখরাজ মণিও প্রজ্ঞার মতো সমমূল্যের নয়। তুমি খাঁটি সোনা দিয়েও প্রজ্ঞা কিনতে পারবে না।

20"তাহলে প্রজ্ঞা কোথা থেকে আসে? বোধশক্তি খুঁজতে আমরা কোথায় যাবো?

21পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবন্ত বিষয়ের থেকেই প্রজ্ঞা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। আকাশের পাখিরা পর্যন্ত প্রজ্ঞাকে দেখতে পায় না।

22মৃত্যু ও ধ্বংস বলে, 'আমরা প্রজ্ঞাকে খুঁজে পাই নি। আমরা শুধু তার সম্পর্কে গুঞ্জন শুনেছি।'

23"একমাত্র ঈশ্বরই প্রজ্ঞার পথ জানেন। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন প্রজ্ঞা কোথায় থাকে।

24ঈশ্বর পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পান। আকাশের নীচে সবকিছুই ঈশ্বর দেখতে পান।

25-26ঈশ্বর বায়ুর গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন। তিনিই বৃষ্টির নিয়ম এবং সেখানে কতটা জল থাকবে এবং মেঘ গর্জনের পথ স্থির করেছেন।

27সেই সময় ঈশ্বর প্রজ্ঞাকে দেখেছিলেন এবং এসম্পর্কে ভেবেছিলেন। ঈশ্বর দেখিয়েছিলেন প্রজ্ঞা কত মূল্যবান। এবং ঈশ্বরই প্রজ্ঞার প্রতীক।"

28ঈশ্বর মানুষকে বললেন: ''প্রভুকে শ্রদ্ধা করো ও ভয় কর সেটাই প্রজ্ঞা। কোন মন্দ কাজ করো না এটাই সর্বোত্তম উপলব্ধি।"

ইয়োব তাঁর কথা অব্যাহত রাখলেন

29 ইয়োব তাঁর কথোপকথন চালিয়ে গেলেন। ইয়োব বললেন:

2"কয়েক মাস আগে আমার জীবন যেমন ছিলো, আমার জীবন তেমন হোক এই আশা করি। সেই সময় ঈশ্বর আমার ওপর নজর রাখতেন, আমার বিষয়ে তিনি যত্ন নিতেন।

3সেই সময় ঈশ্বর আমার ওপর জ্যোতি প্রদান করতেন। তাই আমি অন্ধকারেও পথ হাঁটতে পারতাম। ঈশ্বর আমাকে বাঁচার প্রকৃত পথ দেখাতেন।

4যে দিনগুলিতে আমি সফলকাম হয়েছিলাম, এবং ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি সেই দিনগুলির আশায় থাকি। সেই দিনগুলিতে ঈশ্বর আমার গৃহকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

5যখন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আমার সন্তান-সন্ততি আমার চারপাশে ছিল, আমি সেই দিনগুলি আকাঙ্খা করি।

6তখন জীবনটা খুব সুন্দর ছিল। তখন আমি ননী দিয়ে আমার পা ধুয়েছি, তখন আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মানের জলপাই তেল ছিল।

7"তখন এমনি দিন ছিল যখন শহরের প্রবেশদ্বারে সর্বসাধারণের সভায় আমি বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে বসতাম।

8সেখানে প্রত্যেকে আমায় শ্রদ্ধা করতো। যুবকরা যখন আমাকে দেখতে পেতো তখন তারা সরে দাঁড়াতো। এমনকি বৃদ্ধরাও উঠে দাঁড়াত। আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য ওরা উঠে দাড়াত।

9জননেতারা কথা বলা বন্ধ করে দিত এবং মুখের মধ্যে হাত দিয়ে অন্যান্য লোকেদের চুপ করতে ইঙ্গিত করতো।

10এমনকি গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও মৃদু স্বরে কথা বলতেন। হ্যাঁ, মনে হতো, তাঁদের জিভ যেন তালুতে আটকে গেছে।

11আমি যা বলতাম লোকে তা শুনতো এবং আমার সম্পর্কে তারা ভালো কথা বলতো। আমি কি করতাম লোকে দেখতো এবং তারা আমার প্রশংসা করতো।

12কেন? কারণ যখন দরিদ্র লোক সাহায্য চেয়েছে, আমি সাহায্য করেছি। এবং যে অনাথদের দেখাশোনা করার কেউ নেই, তাদের আমি সাহায্য করেছি।

13মৃতপ্রায় মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করেছে। সমস্যা-জর্জর বিধবাকে আমি সাহায্য করেছি।

14সঠিক পথে জীবনযাপনই আমার বস্ত্র ছিল। আমার শিরস্ত্রাণ ছিল আমার ন্যায়।

15আমি অন্ধের কাছে চোখের মত ছিলাম। তারা যেখানে যেতে চাইতো আমি নিয়ে যেতাম। আমি খঞ্জলোকের কাছে তাদের পায়ের মত ছিলাম। তারা যেখানে যেতে চাইত আমি বয়ে নিয়ে যেতাম।

16আমি দরিদ্র লোকেদের পিতার মত ছিলাম। যাদের আমি একটুও চিনতাম না তাদেরও আমি সাহায্য করেছি, আদালতে তাদের মামলা জিতিয়েছি।

17আমি দুষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করেছি এবং তাদের হাত থেকে নির্দোষ লোকেদের বাঁচিয়েছি।

18আমি সর্বদাই আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভেবেছি, আমি দীর্ঘজীবন বেঁচে থেকে বৃদ্ধ হব।

19আমি ভেবেছি আমি সেই বৃক্ষের মত স্বাস্থ্যবান ও প্রাণবন্ত হব যে গাছের শিকড়ে প্রচুর জল আছে এবং যার শাখাপ্রশাখা শিশিরে সিক্ত হয়ে থাকে।

20আমি ভেবেছি প্রত্যেকটি নতুন দিন উজ্জ্বলতর হবে এবং নতুন সম্ভাবনায় ভরে উঠবে।

21‘‘অতীতে লোকেরা আমার কথা শুনতো। আমার উপদেশের অপেক্ষায় তারা চুপ করে থাকতো।

22যারা আমার কথা শুনত, আমার বলা শেষ হওয়ার পর তাদের আর কিছুই বলার থাকতো না। আমার কথা সুন্দরভাবে তাদের কানে প্রবেশ করতো।

23যেমন করে লোক বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে, তেমনি তারা আমার বলার অপেক্ষায় থাকতো। তারা যেন বসন্তের বৃষ্টির মত আমার বাক্য-ধারা পান করতো।

24আমি যখনই ওদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছি ওরা এত অবাক হয়ে যেত যে, আমি যে ওদের সঙ্গে কথা বলছি ওরা এটা বিশ্বাসই করতে পারত না। আমার হাসিতে ওরা ভাল বোধ করেছে।

25যদিও আমি তাদের নেতা ছিলাম তবু আমি তাদের সঙ্গে থাকাই পছন্দ করতাম। আমি সভাসদসহ একজন রাজার মত। দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের দুঃখের মধ্যে তাদের শান্তি দিতাম।

30 কিন্তু এখন, যারা আমার চেয়েও বয়সে ছোট তারা আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এবং তাদের পিতারা এতোই অপদার্থ ছিল যে, আমার মেষগুলোকে যে কুকুর পাহারা দেয়- আমি ওদের সেই কুকুরের সঙ্গেও রাখতে চাইনি।

2ঐসব যুবকের পিতারা এতোই দুর্বল যে ওরা আমার সাহায্যে আসবে না। তারা এখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হয়েছে, তাদের পেশীগুলো এখন আর শক্ত ও মজবুত নেই।

3তারা মৃত মানুষের মতো অনাহারে শুকিয়ে রয়েছে। তাই তারা মরুভূমির শুকনো ধূলো খায়।

4তারা মরুভূমির নোনা মাটির গাছ উপড়ে নেয়। তারা মরুভূমির একরকম গাছের শিকড় খায়।

5তারা তাদের দল থেকে বিতাড়িত হয়েছে। লোকে এমনভাবে ওদের দিকে চিৎকার করে যেন ওরা চোর।

6তারা নদীর শুকনো উপত্যকায়, পাহাড়ের গুহায় অথবা মাটির গর্তে বাস করতে বাধ্য হয়।

7তারা মরুভূমির ঝোপঝাড়ে গাধার মত ডাক ছাড়ে এবং কাঁটাঝোপের নীচে গাদাগাদি করে জমা হয়।

8তারা নামহীন একদল অপদার্থ লোক যারা নিজেদের দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে!

9‘‘এখন ঐসব লোকেদের পুত্ররা আমায় নিয়ে গান বেঁধে আমায় উপহাস করে। আমার নামটাই এখন ওদের কাছে একটা বাজে শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

10এখন ঐ যুবকেরা আমায় ঘৃণা করে। তারা আমার থেকে দূরে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের আমার থেকে ভালো মনে করে। তারা, এমনকি আমার মুখে থুতুও দেয়!

11ঈশ্বর আমার ধনুক থেকে গুণ (ছিলা) কেড়ে নিয়ে আমায় দুর্বল করে দিয়েছেন। ঐ মন্দ লোকেরা ওদের সমস্ত ক্রোধ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

12তারা আমার ডানদিক থেকে আক্রমণ করে। তারা আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হয় যেন একটা শহরকে আক্রমণ করা হল: আমাকে আক্রমণ করে ধ্বংস করার জন্য তারা আমার প্রাচীরে একটা রাস্তা তৈরী করেছে।

13তারা আমার রাস্তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে। তারা আমাকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছে। তাদের থামাবার কেউ নেই।

14তারা একটা সৈন্যদলের মত যারা দেওয়াল ভেঙে একটা বড় গর্ত করেছে এবং পাথর কুচির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আমার ঘাড়ে পড়েছে।

15সন্ত্রাস আমাকে গ্রাস করেছে। আমার সম্মান বাতাসের মত মুছে গেছে। আমার নিরাপত্তা মেঘের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

16“আমার জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং আমি খুব শীঘ্রই মারা যাবো। দুর্ভোগের দিন আমাকে আঁকড়ে ধরেছে।

17রাতে আমার হাড়ে ব্যথা করে। আমার যন্ত্রণা বন্ধ হয় না।

18ঈশ্বর আমার বস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন, এবং আমার বস্ত্র মুচড়ে বিকৃত-আকার করে দিয়েছেন।

19ঈশ্বর আমায় কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং আমি ধূলা ও ছাই এর মত হয়ে গিয়েছি।

20ঈশ্বর, আপনার সাহায্যের জন্য আমি আপনার কাছে কাঁদি কিন্তু আপনি শোনেন না। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে প্রার্থনা করি, কিন্তু আমার দিকে আপনি কোন মনোযোগ দেন না।

21“ঈশ্বর, আপনি আমার প্রতি নীচ ব্যবহার করেছেন। আমাকে আঘাত করবার জন্য আপনি আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন।

22ঈশ্বর, আপনি শক্তিশালী বাতাসকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে দিয়েছেন। আপনি আমাকে ঝড়ের মধ্যে ফেলেছেন।

23আমি জানি আপনি আমায় মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবেন। প্রত্যেকটি জীবন্ত ব্যক্তি অবশ্যই মারা যাবে।

24কিন্তু, যে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত ও সাহায্যের জন্য কাতর আর্জি জানাচ্ছে, তাকে নিশ্চয়ই কোন লোক আঘাত করবে না।

25ঈশ্বর, আপনি জানেন যে, যে লোকেরা সংকটে পড়েছিলো আমি তাদের জন্য কেঁদেছিলাম। আপনি জানেন যে দরিদ্র লোকেদের জন্য আমার অন্তর কতখানি কাতর ছিলো।

26কিন্তু যখন আমি ভালো জিনিস চাইলাম, তখন
বিনিময়ে খারাপ জিনিস পেলাম। যখন আমি আলো
চাইলাম, অন্ধকার এলো।
27আমি ভেতরে ভেতরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছি।
আমার দুর্ভোগ শেষ হচ্ছে না। আমি দিনের পর দিন
ভুগে চলেছি।
28আমি সবসময়েই দুঃখী এবং বিমর্ষ। আমি মণ্ডলীর
মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সাহায্য চাই।
29মরুভূমির বুনো কুকুর এবং উটপাখীর মত আমি
বরাবরই নিঃসঙ্গ।
30আমার চামড়া পুড়ে খোসা হয়ে উঠে যাচ্ছে।
জ্বরে আমার দেহ উত্তপ্ত হয়ে আছে।
31আমার বীণা দুঃখের গান গাইতে শুরু করেছে।
আমার বাঁশিও দুঃখের কান্নায় ভরে উঠেছে।

31 “আমি আমার চোখের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি।
এমন দৃষ্টি দিয়ে আমি কোন মেয়েকে দেখবো
না যে দৃষ্টি আমার কামলালসাকে চরিতার্থ করবার জন্য
ঐ মেয়েকে পেতে আমায় বাধ্য করবে।
2উচ্চের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, মানুষের জন্য কি করেন?
উচ্চের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, মানুষকে কি দেন?
3মন্দ লোকেদের জন্য ঈশ্বর সমস্যা ও ধ্বংস প্রেরণ
করেন এবং যারা মন্দ কাজ করে তাদের জন্য পাঠান
বিপর্যয়।
4আমি যা করি ঈশ্বর সবই জানেন এবং তিনি
আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করেন।

5“আমি মানুষকে মিথ্যা বলিনি ও তাদের প্রতারিত
করতে চাইনি!
6ঈশ্বর যদি যথাযথ মানদণ্ডও ব্যবহার করেন, তিনি
দেখবেন আমি নির্দোষ।
7যদি আমার পদক্ষেপ যথার্থ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে
থাকে, যদি আমার চোখ আমায় মন্দ কাজ করতে
পরিচালিত করে থাকে, যদি আমার হস্তদ্বয় পাপে
কলঙ্কিত হয়ে থাকে,
8তাহলে, আমার চাষের ফসল যেন অন্যরা খায়
এবং আমার চাষের ফসল যেন তারা তোলে।

9“যদি আমি কখনো অন্য কোন নারীকে কামনা
করে থাকি বা আমার প্রতিবেশীর দরজায় তার স্ত্রীর
জন্য অপেক্ষা করে থাকি,
10তাহলে আমার স্ত্রী যেন অন্য পুরুষের জন্য রান্না
করে এবং অন্য পুরুষরা যেন তার সঙ্গে শয়ন করে।
11কেন? কারণ যৌনপাপ হল লজ্জাকর। এটা
শাস্তিযোগ্য পাপ।
12যৌনপাপ হল এমন এক আগুন যা সবকিছু ধ্বংস
হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। আমি সারাজীবন যা করেছি
এটা তা ধ্বংস করে দিতে পারে।
13“যখন আমার বিরুদ্ধে আমার ক্রীতদাসরা
অভিযোগ করেছিল তখন আমি যদি তাদের প্রতি
ন্যায়বিচার না করে থাকি,
14তাহলে ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে আমি কি করবো?
যখন ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করবেন আমি কি করেছি, তখন
আমি কি বলবো?
15প্রত্যেকে তার মায়ের গর্ভে জন্মায়। আমি আমার
মায়ের গর্ভে জন্মেছি, আমার ক্রীতদাসরা তাদের মায়ের
গর্ভে। অতএব সেই দিক থেকে আমাতে আর আমার
ক্রীতদাসদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

16“দরিদ্র লোকেদের সাহায্য করতে আমি কখনও
বিমুখ ছিলাম না। আমি বিধবাদের সাহায্য করতে কখনো
অস্বীকার করিনি।
17খাদ্যের বিষয়ে আমি কখনও স্বার্থপর হইনি। আমি
সর্বদাই অনাথদের খাবার দিয়েছি।
18আমার সারাজীবন ধরে আমি পিতৃহীন সন্তানদের
পিতার মত ছিলাম। আমার সারাজীবন ধরে আমি
বিধবাদের সাহায্য করেছি।
19আমি যখনই বস্ত্রহীন মানুষকে, দরিদ্র মানুষকে,
জামার অভাবে কষ্ট পেতে দেখেছি,
20আমি সর্বদাই তাদের বস্ত্র দিয়েছি। ওদের উষ্ণ
রাখার জন্য আমার নিজের ভেড়া থেকে আমি পশম
দিয়েছি। এবং ওরা ওদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায়
আশীর্বাদ করেছে।
21যদিও আমি জানতাম যে আমি আদালতের সমর্থন
পাবো, তবু আমি কখনো অনাথদের ভয় দেখাই নি।
22আমি যদি কখনও তা করে থাকি, তাহলে আমার
বাহু কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যাবে।
23আমি ঈশ্বরের শাস্তিকে ভয় পাই। তিনি যখন
উঠে দাঁড়ান আমি তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারি না।
24“আমি আমার সম্পদের ওপর কখনই ভরসা করি
নি। ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন এটাই আমার বড়
ভরসা। খাঁটি সোনাকেও আমি কখনও বলি নি, ‘তুমিই
আমার ভরসা।’
25আমি বিত্তবান ছিলাম। কিন্তু তা আমাকে অহঙ্কারী
করে নি। আমি অনেক ধনসম্পদ উপার্জন করেছি।
কিন্তু অর্থ আমাকে সুখী করে নি।
26আমি কখনও উজ্জ্বল সূর্য বা সুন্দর চাঁদের পূজো
করি নি।
27চাঁদ ও সূর্যকে পূজো করার মতো অতখানি বোকা
আমি ছিলাম না।
28ওটাও শাস্তিযোগ্য পাপ। যদি আমি ওইগুলোর
পূজো করতাম তাহলে আমি উচ্চে অবস্থিত ঈশ্বর
সর্বশক্তিমানের প্রতি অবিশ্বস্ততার কাজ করতাম।

29“আমার শত্রুরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হল আমি কখনই
সুখী হই নি। যখন আমার শত্রুদের জীবনে অঘটন
ঘটেছে, তখন আমি তাদের প্রতি কখনও উপহাস
করিনি।
30আমার শত্রুদের অভিশাপ দিয়ে বা তাদের মৃত্যু
কামনা করে আমি কখনও নিজের মুখকে পাপ করতে
দিই নি।

31আমার তাঁবুর প্রত্যেকেই জানে যে আমি সর্বদাই আমার অতিথিদের যথেষ্ট খাদ্য দিয়েছি।
32আমি সর্বদাই ভবঘুরেদের আমার ঘরে ডেকে এনেছি যাতে ওদের রাস্তায় ঘুমাতে না হয়।
33অন্যলোকরা তাদের পাপ গোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি আমার অপরাধ গোপন করি নি।
34লোকে কি বলতে পারে সে নিয়ে আমি কোনদিনই ভীত হই নি। সেই ভয় কোনদিন আমাকে চুপ করাতে পারে নি। আমি কোনদিনই বাইরে যেতে দ্বিধাবোধ করি নি। আমি লোকের ঘৃণায় কোনদিন বিচলিত হইনি।

35“এই যে, আমি চাই কেউ আমার কথা শুনুক! এই রইল আমার স্বাক্ষর আমার অভিযোগের ওপর। এখন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান যেন আমায় একটা আধিকারিকী উত্তর দেন। আমি চাই, তাঁর মতে আমি যা ভুল করেছি, তা তিনি লিখে ফেলুন।
36তারপর আমি সেটা কাঁধে পরে নেব। মাথার মুকুটের মত আমি তা ধারণ করবো।
37যদি ঈশ্বর তা করতেন, তাহলে আমিও আমার সব কাজের ব্যাখ্যা দিতে পারতাম। আমি একজন রাজপুত্রের মত তাঁর কাছে যেতে পারতাম।
38“আমার জমি আমি কারও কাছ থেকে চুরি করি নি। কেউ আমার সম্পর্কে চুরির অভিযোগ তুলতে পারবে না।
39জমি থেকে যে খাদ্য আমি পেয়েছিলাম তার জন্য আমি আমার কৃষককে মূল্য দিয়েছিলাম।
আমি কখনো জমির ভাড়াটেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিনি।
40যদি আমি কখনও এইসব মন্দ কাজ করে থাকি, তাহলে আমার জমিতে গম এবং বার্লির বদলে যেন কাঁটা-ঝোপ ও দুর্গন্ধ লতাপাতা জন্মায়!” ইয়োবের কথা শেষ হল।

ইলীহূ তর্কে যোগ দিল

32 তখন ইয়োবের তিনজন বন্ধু তাকে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত হলেন। তাঁরা বিরত হলেন কারণ তাঁরা দেখালেন যে ইয়োব যে নির্দোষ সে বিষয়ে তাঁরা
একেবারে দৃঢ় প্রত্যয় ছিলেন। 2কিন্তু বারখেলের পুত্র
ইলীহূ সেখানে উপস্থিত ছিল। বারখেল ছিল বূষীয় বংশধর। (বূষ ছিল রাম পরিবারের একজন।) ইলীহূ ইয়োবের ওপর ভীষণ রেগে গেল। কারণ ইয়োব ভেবেছিল যে সে ঈশ্বরের চেয়েও ধার্মিক। 3ইলীহূ
ইয়োবের তিনজন বন্ধুর ওপরেও রেগে ছিল। কেন? কারণ ইয়োবের তিনজন বন্ধু ইয়োবের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিল না। তবু তারা ইয়োবকে দোষী বলে
অভিযুক্ত করেছিল। 4ইলীহূই সেখানে সবথেকে কনিষ্ঠ
ছিল, তাই সবার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করছিল। তখন তার মনে হল সে কথা বলা শুরু করতে
পারে। 5কিন্তু সেই সময় সে দেখলো, ইয়োবের তিন বন্ধুর আর কিছুই বলার নেই। তাই সে রেগে গেল।
6তখন ইলীহূ (বূষ পরিবার উদ্ভূত বারখেলের পুত্র) কথা বলতে শুরু করলো। সে বলল:
আমি একজন যুবক। আপনারা বয়স্ক ব্যক্তি। সেই জন্য আমি যা ভাবছি তা বলতে আমি ভয় পাচ্ছি।
7আমি নিজের মনে ভেবেছি, ‘বয়স্ক লোকেরা আগে কথা বলবে। বয়স্ক লোকেরা বহুদিন জীবিত আছেন। তাই তাঁরা বহু বিষয়ে শিক্ষা করেছেন।’
8কিন্তু ঈশ্বরের আত্মাই একজনকে জ্ঞানী করে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমানের সেই নিঃশ্বাস মানুষের বোধশক্তিকে সবকিছু বুঝতে সাহায্য করে।
9শুধুমাত্র বৃদ্ধ লোকেরাই জ্ঞানী মানুষ নয়। কোনটা প্রকৃত ঠিক তা শুধুমাত্র বৃদ্ধ লোকেরাই বোঝে এমনও নয়।
10তাই, আমার কথা শুনুন! আমি কি ভাবছি তা আপনাদের বলবো।
11আপনারা যখন কথা বলছিলেন আমি তখন অপেক্ষা করছিলাম। আমি আপনাদের যুক্তিসমূহ শুনেছি এবং যথাযোগ্য উত্তর দেবার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টা দেখেছি। ইয়োবকে আপনারা যে উত্তর দিয়েছেন তা আমি শুনেছি।
12আপনারা যা বলেছেন আমি তা যত্ন করে শুনেছি। আপনাদের মধ্যে কেউই ইয়োবকে তিরস্কার করেন নি। আপনাদের মধ্যে কেউই ওঁর যুক্তির উত্তর দেন নি।
13আপনাদের প্রজ্ঞা আছে এ কথা আপনাদের তিনজনের বলা উচিৎ হয়নি। মনুষ্য জাতি নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বর যেন তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। আপনারা অবশ্যই যুক্তির উত্তর দেবেন, সাধারণকে নয়।

14ইয়োব তাঁর যুক্তিগুলো আমার কাছে বলেন নি। তাই, আপনারা তিনজন যে যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছিলেন, আমি তা বলবো না।
15ইয়োব, এই তিনজন যুক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওঁদের আর বেশী কিছু বলার নেই। ওঁদের আর বেশী কিছু উত্তরও নেই।
16ইয়োব, এই তিন ব্যক্তি আপনাকে উত্তর দেবে— আমি এমন প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু ওঁরা চুপ করে গেলেন। ওঁরা আপনার সঙ্গে তর্ক বন্ধ করে দিলেন।
17তাই, এখন আমি আপনাকে আমার উত্তর দেবো। হ্যাঁ, আমি যা জানি তা আপনাকে বলব।
18আমার এত কিছু বলার আছে যে আমার প্রায় বিস্ফোরিত হওয়ার উপক্রম।
19আমি একটি দ্রাক্ষারসের থলির মত যা এখনও খোলা হয় নি। আমি একটি নতুন দ্রাক্ষারসের আধারের মতো যেটি প্রায় ফেটে গিয়ে খোলবার উপক্রম হয়েছে।
20আমাকে কথা বলতেই হবে এবং আমার ভেতরের বাষ্প বার করে দিতে হবে। আমাকে অবশ্যই ইয়োবের যুক্তির উত্তর দিতে হবে।
21আমি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাব না। আমি কারো স্তাবকতা করব না।

22আমি একজনের সঙ্গে অন্য একজন লোকের চেয়ে ভালো আচরণ করতে পারি না। আমি যদি তা করি আমার সৃষ্টিকর্তা আমায় শাস্তি দেবেন।

33 ‘‘ইয়োব, এখন আমার কথা শুনুন। আমি যা বলি তা মন দিয়ে শুনুন।

2আমি বলবার জন্য প্রস্তুত।

3আমার অন্তর সৎ তাই আমি সৎ বাক্যই বলবো। আমি যা জানি সে বিষয়ে আমি সত্যই বলবো।

4ঈশ্বরের আত্মা আমায় সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমানের নিঃশ্বাস আমাকে জীবন দিয়েছে।

5ইয়োব, আমার কথা শুনুন এবং যদি পারেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনার উত্তর তৈরী করে রাখুন যাতে আপনি তর্ক করতে পারেন।

6ঈশ্বরের সামনে আপনি এবং আমি উভয়েই সমান। আমাদের দুজনকে ঈশ্বর মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

7ইয়োব, আমাকে ভয় পাবেন না। আমি আপনার প্রতি কঠোর হব না।

8‘‘কিন্তু ইয়োব, আমি শুনেছি, আপনি কি বলেছেন,

9আপনি বলেছেন: ‘আমি শুচিশুদ্ধ। আমি নিষ্পাপ। আমি কোন ভুল করি নি। আমি অপরাধী নই !

10আমি কোন ভুল করি নি, কিন্তু ঈশ্বর আমার বিরুদ্ধে। ঈশ্বর আমার সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার করেছেন।

11ঈশ্বর আমার পায়ে শিকল পরিয়েছেন। আমার সব পথগুলি ঈশ্বর লক্ষ্য করেন।’

12“কিন্তু ইয়োব, এক্ষেত্রে আপনি ভুল করেছেন। আমি প্রমাণ করবো যে আপনি ভুল করেছেন। কেন? কারণ, যে কোন লোকের চেয়ে ঈশ্বর মহান।

13আপনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ আনেন? কেন আপনি দাবী করেন, “ঈশ্বর কোন লোকের অভিযোগের উত্তর দেন না? আপনি ভেবেছেন ঈশ্বর সবকিছুই আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে দেবেন?

14হতে পারে ঈশ্বর যা করেন তিনি তার ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু ঈশ্বর যে ভাবে কথা বলেন লোকে তা বোঝে না।

15-16রাত্রে যখন লোকেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ঈশ্বর হয়তো তখন স্বপ্নে কথা বলেন। তখন তারা ভীষণ ভয় পায়। তখন তারা ঈশ্বরের সাবধান বাণী শোনে।

17ভুল কাজ করার থেকে বিরত হতে ঈশ্বর তাদের সতর্ক করে দেন এবং তাদের অহঙ্কারী হওয়া থেকে বিরত রাখেন।

18মৃত্যুলোক থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঈশ্বর মানুষকে সতর্ক করে দেন। ধ্বংসোন্মুখ লোকেদের পরিত্রাণ করার জন্য ঈশ্বর তা করেন।

19ঈশ্বর হয়ত একজন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়ে শুধরে দেন, তাদের হাড়েও ক্রমাগত ব্যথা হতে পারে।

20তখন সে লোকটি খেতে পারে না, সেই লোকটির এত যন্ত্রণা থাকে যে সে সবচেয়ে ভালো খাবারকেও ঘৃণা করে।

21ঐ লোকটির গায়ের মাংস আর দেখা যায় না। ঐ লোকটির হাড়গুলো বেরিয়ে পড়ে।

22ঐ লোকটি ‘‘গহ্বর” এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ওর জীবনও মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসে।

23ঈশ্বরের হাজার হাজার দেবদূত আছে। হয়তো তাদের একজন দূত ঐ লোকের ওপর নজর রাখছে। সেই দূত হয়তো ঐ লোকটার জন্যই বলে এবং সে যা ভালোকাজ করেছে সে সম্পর্কেই বলে।

24হয়তো ঐ দূত ঐ লোকটির প্রতি সদয় হয়ে ঈশ্বরকে বলবে: ‘এই লোকটাকে গহ্বর থেকে উদ্ধার করে দিন! আমি ওর জীবনের জন্য একটি মুক্তিপন পেয়েছি।’

25তখন ঐ লোকটির দেহ আবার তারুণ্যে ভরে উঠবে। যুবকাবস্থায় তার দেহ যেমন ছিল, ঠিক সেরকম হয়ে যাবে।

26ঐ লোকটি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে এবং ঈশ্বর ওর প্রার্থনার উত্তর দেবেন। ঐ লোকটি আনন্দে চিৎকার করবে এবং ঈশ্বরের পূজো করবে। তার সৎজীবনের জন্য ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করবেন। ও আবার সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবে।

27ঐ ব্যক্তিটি লোকেদের কাছে তার দোষ স্বীকার করবে। সে বলবে, ‘আমি পাপ করেছিলাম। আমি ভালোকে মন্দে পরিণত করেছিলাম। কিন্তু আমার যে শাস্তি প্রাপ্য ছিল, সে কঠিন শাস্তি ঈশ্বর আমাকে দেন নি!

28আমার আত্মাকে ঈশ্বর পাতালের মধ্যে পতন থেকে রক্ষা করেছেন। আমি এখন আবার জীবনকে উপভোগ করতে পারি।’

29“ঐ লোকটার জন্য ঈশ্বর বারবার এইসব করেছেন।

30কেন? ঐ লোকটিকে গহ্বর থেকে উদ্ধার করবার জন্য, যাতে ঐ লোকটি আবার তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে।

31“ইয়োব, আমার দিকে মনোযোগ দিন। আমার কথা শুনুন। চুপ করুন এবং আমাকে কথা বলতে দিন।

32কিন্তু ইয়োব, আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত না হন তাহলে আপনি কথা বলে যান। আমাকে আপনার যুক্তিগুলি বলুন কারণ আমি দেখাতে উদ্গ্রীব যে আপনি নির্দোষ।

33কিন্তু ইয়োব, যদি আপনার কিছু বলবার না থাকে, তাহলে আমার কথা শুনুন। চুপ করে থাকুন, আমি আপনাকে প্রজ্ঞা বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে দেবো।”

34 তখন ইলীহূ কথা বলে যেতে লাগলো। সে বলল:

2“হে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, আমি যা বলি তা শুনুন। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগন, আমার প্রতি মনোযোগ দিন।

3কারণ জিভ যেমন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে তেমনি কান কথাকে পরীক্ষা করে।

4অতএব, আমাদেরই ঠিক করতে দিন কোনটা সঠিক। আসুন, আমরা সবাই মিলে স্থির করি কোনটা সত্যিই ভালো।”

5ইয়োব বললেন, 'আমি নিষ্পাপ। ঈশ্বর আমার প্রতি
সুবিচার করেন নি।
6আমি নিষ্পাপ, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে গৃহীত বিচার
বলছে আমি একজন মিথ্যাবাদী। আমি নিষ্পাপ, কিন্তু
আমি খুব বিশ্রীভাবে আহত হয়েছি।'
7"ইয়োবের মত আর কোন লোক আছে কি? ঈশ্বরকে
অভিযুক্ত করা তাঁর কাছে জলের মত সোজা।
8এমনকি শত্রুদের সঙ্গেও ইয়োব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার
করেন। ইয়োব মন্দ লোকেদের সঙ্গে থাকতে
ভালোবাসেন।
9কেন আমি একথা বলছি? কেন না ইয়োব বলেন,
'যদি কেউ ঈশ্বরকে খুশী করতে চায় সে লোক কিছুই
পাবে না।'
10"আপনারা বুঝতে পারেন। তাই আমার কথা শুনুন।
ঈশ্বর কখনই মন্দ কাজ করবেন না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
কখনও ভুল করবেন না।
11যে যা করে তার জন্য ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করেন।
ঈশ্বর মানুষকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেন।
12এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য: ঈশ্বর মন্দ কাজ করেন
না। যা সঠিক তাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনো মুচড়ে
বিকৃত করবেন না।
13কোন মানুষ ঈশ্বরকে পৃথিবীর দায়িত্ব দিয়ে নির্বাচন
করেনি। কেউই ঈশ্বরকে পৃথিবীর দায়িত্ব দেয় নি। তিনিই
সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ
করেন।
14ঈশ্বর যদি মনস্থ করেন যে তিনি তাঁর আত্মাকে
এবং তাঁর নিঃশ্বাসকে পৃথিবী থেকে নিয়ে নেবেন,
15তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণী মারা পড়বে
এবং মনুষ্য জাতি পরিণত হবে ধূলায়।
16"আপনারা যদি জ্ঞানবান হন তাহলে আমি যা
বলি তা শুনুন।
17ঈশ্বর কি করে ন্যায় ও নিয়মকে ঘৃণা করতে
পারেন? তাহলে আপনি কি করে ধার্মিক ও শক্তিশালী
ঈশ্বরকে ভুল বলে অভিযুক্ত করতে পারেন?
18ঈশ্বরই একমাত্র সত্তা যিনি রাজাকে বলেন, 'তুমি
অপদার্থ!' ঈশ্বর নেতৃবর্গকে বলেন, 'তোমরা মন্দ
লোক!'
19ঈশ্বর অন্যান্য লোকেদের চেয়ে নেতাদের বেশী
ভালোবাসেন না। ঈশ্বর দরিদ্র লোকেদের চেয়ে
ধনীদের বেশী ভালোবাসেন না। কেন? কারণ
ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
20মধ্যরাত্রে লোকেরা হঠাৎ মারা যেতে পারে। অসুস্থ
হয়ে লোকেরা মারা যেতে পারে। বিনা কোন আয়াসে
ঈশ্বর ক্ষমতাবান লোককে সরিয়ে দেন।
21"লোকেরা কি করে ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেন। ঈশ্বর
একজন লোকের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জানেন।
22ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকবার জন্য মন্দ
লোকেদের কাছে কোন অন্ধকার স্থান নেই।
23একজন লোককে পরীক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের
কোন সময় স্থির করবার প্রয়োজন হয় না। একটা
লোককে বিচার করবার জন্য লোকটিকে ঈশ্বরের সামনে
আনবার দরকার হয় না।
24কোন বিচার ছাড়াই ঈশ্বর শক্তিশালী লোকেদের
ধ্বংস করেন এবং অন্যান্য লোকেদের নেতা হিসেবে
মনোনীত করেন।
25তাই ঈশ্বর জানেন মানুষ কি করে। সেইজন্য
মন্দলোকেদের ঈশ্বর এক রাতের মধ্যেই পরাজিত করে
ধ্বংস করেন।
26মন্দ লোকেরা যে খারাপ কাজ করেছে তার জন্য
ঈশ্বর ওদের শাস্তি দেবেন। ওই লোকগুলোকে ঈশ্বর
এমনভাবে শাস্তি দেবেন যাতে অন্য লোকেরা তা ঘটতে
দেখতে পায়।
27কেন? কারণ মন্দ লোকেরা ঈশ্বরকে মান্য করা
বন্ধ করে দিয়েছে। এবং ঈশ্বর যা চান, ওই মন্দ লোকেরা
তা করার ব্যাপারে কোন তোয়াক্কাই করে না।
28ঐ মন্দ লোকেরা দরিদ্রদের আঘাত করে ঈশ্বরের
কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য করে। ঈশ্বর সেই সাহায্য
চাইবার আর্তি শোনেন।
29-30কিন্তু ঈশ্বর যদি মনস্থ করেন ওদের সাহায্য
করবেন না, তাহলে কেউই ঈশ্বরকে দোষী বলতে পারে
না। ঈশ্বর যদি নিজেকে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে
রাখেন কোন লোকই তাঁকে খুঁজে পাবে না।
একজন মন্দ ব্যক্তিকে লোকেদের ওপর শাসন
করবার থেকে ও লোকেদের ধ্বংসের পথে এগিয়ে
দেবার থেকে দূরে রাখবার জন্য ঈশ্বর মানুষ এবং
দেশের ওপর শাসন করেন।
31ইয়োব, আপনার ঈশ্বরকে বলা উচিৎ, 'আমি
অপরাধী। আমি আর কোন পাপ করবো না।
32আমি যা দেখতে পাই না তা আমাকে শেখান।
যদি আমি ভুল করে থাকি সে ভুল আমি আর করবো
না।'

33"ইয়োব, আপনি চান ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কার
দিন, কিন্তু আপনি নিজেকে পরিবর্তিত করতে চান নি।
ইয়োব, এটা আপনার সিদ্ধান্ত, আমার নয়। আপনি কি
ভাবছেন তা আমায় বলুন।
34একজন জ্ঞানী লোক আমার কথা শুনবে। একজন
জ্ঞানী লোক বলবে,
35 'ইয়োব জানে না সে কি বিষয়ে কথা বলছে।
ইয়োব যা বলছে তা অর্থহীন!'
36আমি আশা করি ইয়োবকে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা
করা হবে। কেন? কারণ ইয়োব আমাদের সেইভাবেই
উত্তর দিয়েছেন, যেভাবে একজন মন্দ লোক উত্তর
দেয়।
37ইয়োব তাঁর অন্যান্য পাপের সঙ্গে বিদ্রোহ যুক্ত
করেছে। ইয়োব আমাদের অপমান করেন এবং ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ বাড়ান।"

35 ইলীহূ কথা বলে চলল। সে বলল:
2"ইয়োব, আপনার পক্ষে একথা বলা ঠিক নয়
যে, 'ঈশ্বর অপেক্ষা আমিই অধিকতর সঠিক।'

3এবং ইয়োব, আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কেউ যদি ঈশ্বরকে খুশী করতে চায় তাহলে সে কি পাবে?' যদি আমি পাপ না করি তাহলেই বা আমার কি ভাল হবে?'

4"ইয়োব, আমি আপনাকে এবং আপনার সঙ্গে আপনার যে বন্ধুরা রয়েছে তাঁদের উত্তর দিতে চাই।

5ইয়োব, আকাশের দিকে দেখুন, সেই মেঘের দিকে দেখুন যা আপনার থেকে অনেক অনেক উচ্চে।

6ইয়োব, যদি আপনি পাপ করেন, তা ঈশ্বরকে স্পর্শমাত্র করে না। যদি আপনার অনেক পাপও থাকে তাতেও ঈশ্বরের কিছু এসে যায় না।

7এবং ইয়োব, যদি আপনি ভালো হন তাতেও ঈশ্বরের কিছু এসে যায় না। ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে কিছুই পান না।

8ইয়োব, যে ভাল বা মন্দ কাজ আপনি করেন তা আপনারই মত অন্যলোকেদের প্রভাবিত করে মাত্র। তা ঈশ্বরকে সাহায্যও করে না, আঘাতও করে না।

9"যদি মন্দ লোকেরা আহত হয় তারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করে। তারা শক্তিশালী লোকের কাছে যায় এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

10তারা বলবে না, 'ঈশ্বর কোথায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? সেই ঈশ্বর কোথায় যিনি রাত্রে আমাকে সঙ্গীত দেন?

11ঈশ্বর আমাদের পশুপাখীদের চেয়ে বুদ্ধিমান করেছেন। তাই, কোথায় তিনি?'

12বা যদি ঐ মন্দ লোকেরা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডাকে, ঈশ্বর ওদের কোন উত্তর দেবেন না। কেন? কারণ ঐ লোকগুলো অহঙ্কারী। ওরা এখনও ভাবে ওরাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ লোক।

13একথা সত্য যে ঈশ্বর ওদের অর্থহীন চাওয়ায় কোন কান দেবেন না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ওদের দিকে মনোযোগই দেবেন না।

14তাই ইয়োব, আপনি যখন বলেছেন আপনি ঈশ্বরকে দেখেন না, তখন তিনি আপনার কথা শুনবেন না। আপনি বলেছেন যে আপনি নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন।

15"ইয়োব ভাবেন যে ঈশ্বর মন্দ লোকেদের শাস্তি দেন না, তিনি মনে করেন ঈশ্বর পাপের দিকে কোন দৃষ্টি দেন না।

16তাই ইয়োব অর্থহীন কথাবার্তা বলেন। তিনি অনেক কথা বলেন কিন্তু কিছু জানেন না।"

36 ইলীহূ বলে চলল। সে বলল:
2"আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরুন এবং আমি আপনাকে শিক্ষা দেব। ঈশ্বরের স্বপক্ষে বলবার মত আরো অনেক জিনিষ রয়েছে।

3আমার জ্ঞান আমি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবো। ঈশ্বর আমায় সৃষ্টি করেছেন এবং আমি প্রমাণ করব ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ।

4ইয়োব, আমি সত্যি কথা বলছি। আমি জানি আমি কি বলছি।

5"ঈশ্বর প্রচণ্ড শক্তিমান, কিন্তু তিনি মানুষকে ঘৃণা করেন না। ঈশ্বর প্রচণ্ড শক্তিমান কিন্তু তিনি ভীষণ রকমের জ্ঞানীও বটে।

6ঈশ্বর মন্দ লোকেদের বাঁচতে দেবেন না। ঈশ্বর গরীব লোকেদের সঙ্গে সর্বদাই ভালো ব্যবহার করেন।

7যারা সৎপথে জীবনযাপন করে ঈশ্বর তাদের ওপর নজর রাখেন। তিনি সৎলোকেদেরই শাসক হতে দেন। সৎলোকেদেরই ঈশ্বর চিরদিনের জন্য সম্মান দেন।

8তাই যদি মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে এবং যদি তাদের শিকল ও দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয় কিছু ভুল কাজ করেছে।

9তারা কি করেছিলো তা ঈশ্বর ওদের বলবেন। ওরা কি পাপ করেছিলো তা ঈশ্বর ওদের বলবেন। ঈশ্বর ওদের বলবেন যে ওরা ভীষণ অহঙ্কারী ছিলো।

10ঈশ্বর ওই লোকগুলিকে তাঁর সতর্কবাণী শুনতে বাধ্য করবেন। তিনি ওদের পাপ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেবেন।

11যদি তারা ঈশ্বরের কথা শোনে এবং তাঁকে মান্য করে, তাহলে তারা তাদের জীবনের বাকী দিনগুলো সুখে ও সমৃদ্ধিতে যাপন করবে।

12কিন্তু এই লোকগুলো যদি ঈশ্বরকে মানতে অস্বীকার করে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের নির্বোধের মত মৃত্যু হবে।

13যে লোকেরা ঈশ্বরের তোয়াক্কা করে না তারা সর্বদাই তিক্ত স্বভাবের হয়। এমনকি ঈশ্বর যখন ওদের শাস্তি দেন তখনও ওরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চায় না।

14ঐ লোকগুলো পুরুষ দেহজীবীর মত অল্প বয়সেই মারা যাবে।

15কিন্তু বিনীত লোকেদের ঈশ্বর সংকট থেকে উদ্ধার করবেন। মানুষ জেগে উঠবে এবং ঈশ্বরের কথা শুনবে বলে ঈশ্বর মানুষকে সমস্যা দেন।

16"ইয়োব, ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করতে চান। ঈশ্বর আপনাকে সমস্যা থেকে মুক্ত করতে চান। আপনার জীবনকে ঈশ্বর আরও সাবলীল করতে চান। ঈশ্বর আপনার সামনে প্রচুর খাদ্য দিতে চান।

17কিন্তু ইয়োব, আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাই একজন মন্দ লোকের মত আপনি শাস্তি পেয়েছিলেন।

18ইয়োব, সম্পদের দ্বারা আপনি নির্বোধ হয়ে যাবেন না। অর্থ যেন আপনার মনের পরিবর্তন না করে।

19আপনার অর্থ এখন আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। এবং শক্তিশালী লোকেরাও এখন কোনভাবে সাহায্য করতে পারবে না!

20রাত্রির আগমনের প্রত্যাশা করবেন না। লোকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়। তারা ভাবে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকবে।

21ইয়োব, আপনি প্রচুর কষ্টভোগ করেছেন। কিন্তু মন্দকে পছন্দ করবেন না। ভুল করবেন না, সতর্ক থাকবেন।

22"দেখুন, ঈশ্বরের শক্তি তাঁকে মহান করেছে। ঈশ্বর প্রত্যেকেরই মহানতম শিক্ষক।

23কি করতে হবে তা কোন লোকই ঈশ্বরকে বলতে পারে না। কোন লোকই ঈশ্বরকে বলতে পারে না, 'আপনি ভুল করেছেন।'

24"ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য তাঁকে প্রশংসা করার কথা মনে রাখবেন। ঈশ্বরের প্রশংসা করে লোকে অনেক গান লিখেছে।

25ঈশ্বর কি করেছেন তা প্রত্যেকেই দেখতে পায়। কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরের কাজ শুধুমাত্র দূর থেকে দেখে।

26হ্যাঁ, আমাদের কল্পনার চেয়েও ঈশ্বর মহান। ঈশ্বর কতদিন ধরে বেঁচে আছেন, আমরা জানি না।

27"ঈশ্বর পৃথিবী থেকে জল নিয়ে তাকে বৃষ্টিতে পরিণত করেন।

28তাই মেঘ জল দেয় এবং বহু লোকের ওপর বৃষ্টি পড়ে।

29কেমন করে ঈশ্বর মেঘকে ছড়িয়ে দেন, কেমন করে আকাশে বজ্র খেলে যায় তা কেউই জানে না, বুঝতে পারে না।

30দেখুন, ঈশ্বর তাঁর বিদ্যুৎকে আকাশে পাঠিয়েছেন এবং সমুদ্রের গভীরতম অংশকে আবৃত করে দিয়েছেন।

31জাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তাদের প্রচুর খাবার দেওয়ার জন্য ঈশ্বর ওগুলিকে ব্যবহার করেন।

32ঈশ্বর তাঁর হাতে বিদ্যুৎকে ধরে থাকেন এবং যেখানে তিনি চান, সেখানেই বিদ্যুৎকে আছড়ে ফেলেন।

33বজ্রপাত মানুষকে সতর্ক করে দেয় যে ঝড় আসছে। তাই গবাদি পশুরাও জানতে পারে ঝড় আসছে।

37 "ওই বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ আমাকে ভীত করে, বুকের ভেতর আমার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করতে থাকে।

2প্রত্যেকে শুনুন! ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর বজ্রের মত শোনায়। ঈশ্বরের মুখ থেকে যে বজ্রময় ধ্বনি নির্গত হয়, তা শুনুন।

3আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঝলকে ওঠার জন্য ঈশ্বর বিদ্যুৎ প্রেরণ করেন। সারা পৃথিবী জুড়ে তা চমক দিয়ে ওঠে।

4বিদ্যুৎ ঝলকের ঠিক পরেই ঈশ্বরের গর্জন-রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ঈশ্বরের মহত্ব ও মহিমাপূর্ণ স্বর বজ্রের গুরুগুরু শব্দে প্রকাশ পায়। যখন বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে তখনই বজ্রের ভেতর ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনা যায়।

5ঈশ্বরের বজ্রময় কণ্ঠ অসম্ভব সুন্দর। তাঁর মহৎ কার্য্যকলাপ আমরা বুঝতে পারি না।

6ঈশ্বর তুষারকে বলেন, 'পৃথিবীতে পতিত হও।' ঈশ্বর বৃষ্টিকে বলেন, 'পৃথিবীতে ঝরে পড়।'

7ঈশ্বর তা করেন যাতে প্রত্যেকটি লোক যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তারা জানতে পারে যে, তিনি (ঈশ্বর) কি করতে পারেন। এটাই তার প্রমাণ।

8পশুরা তাদের গুহাতে ছুটে চলে যায় এবং সেখানে থাকে।

9দক্ষিণ থেকে ঝোড়ো বাতাস ছুটে আসে। উত্তরদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসে।

10ঈশ্বরের নিঃশ্বাস থেকে বরফ সৃষ্টি হয় এবং জলের বিশাল আধার জমে যায়।

11ঈশ্বর মেঘকে জলে পূর্ণ করেন এবং মেঘের ভেতর থেকে বিদ্যুৎ পাঠান।

12মেঘগুলো ঘুরে যায় এবং ঈশ্বরের আদেশ মত নড়াচড়া করে। মেঘগুলোও ঈশ্বর যা আদেশ দেন সেই মত করে।

13ঈশ্বর মেঘকে নিয়ে আসেন বন্যা এনে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা, জল এনে তাঁর প্রেম প্রদর্শনের জন্য।

14"ইয়োব, এটা শুনুন। ঈশ্বর যে সব বিস্ময়কর কাজ করেন সে বিষয়ে চিন্তা করুন।

15ইয়োব, আপনি কি জানেন কেমন করে ঈশ্বর মেঘকে নিয়ন্ত্রণ করেন? আপনি কি জানেন কেমন করে ঈশ্বর তাঁর বিদ্যুৎ ঝলক সৃষ্টি করেন?

16আপনি কি জানেন কেমন করে মেঘ আকাশে ভেসে থাকে? আপনি কি সেই "একজনের" বিস্ময়কর কাজগুলো জানেন যাঁর জ্ঞান নিখুঁত?

17কিন্তু ইয়োব, আপনি এসবের কিছু জানেন না। আপনি যা জানেন তা হল এই যে আপনি ঘামেন, আপনার জামাকাপড় আপনার গায়ে জড়িয়ে থাকে এবং যখন দক্ষিণ থেকে উষ্ণবাতাস আসে তখন সব কিছু স্থির ও শান্ত থাকে।

18ইয়োব, আপনি কি মেঘকে প্রসারিত করে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে পারেন? মেঘকে উজ্জ্বল পিতলের মত ঝকঝকে তৈরী করেন?

19"ইয়োব, বলুন আমরা ঈশ্বরকে কি বলবো? আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ সেটা চিন্তা করতে পারি না। কি বলতে হবে?

20আমি ঈশ্বরকে বলবো না যে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তা ধ্বংসকে আবাহন করার সামিল হবে।

21একজন লোক সূর্যের দিকে তাকাতে পারে না। বাতাস মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সূর্য আকাশে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও কিরণময় হয়ে ওঠে।

22ঈশ্বরও সেইরকম! পবিত্র পর্বত* থেকে ঈশ্বরের স্বর্ণাভ মহিমা বিকীর্ণ হয়। ঈশ্বরের চারদিকে উজ্জ্বল আলো আছে।

23ঈশ্বর সর্বশক্তিমান অত্যন্ত মহান। আমরা ঈশ্বরকে বুঝতে পারি না। ঈশ্বর অত্যন্ত শক্তিমান, সেই সঙ্গে তিনি আমাদের প্রতি সদয় ও নিষ্ঠাবান। ঈশ্বর আমাদের আঘাত করতে চান না।

পবিত্র পর্বত "সেফন" অথবা "উত্তর দিক।"

24সেই জন্যই লোকে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু যারা নিজেদের জ্ঞানী মনে করে ঈশ্বর সেই অহঙ্কারীদের প্রতি মনোযোগ দেন না।"

ঈশ্বর ইয়োবের সঙ্গে কথা বললেন

38 তখন প্রভু ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে থেকে কথা বলে উঠলেন। প্রভু বললেন:
2"কে এই অজ্ঞ লোক যে বোকার মত কথা বলছে?"
3ইয়োব, নিজেকে প্রস্তুত করে নাও, সৈনিকের মত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাও। এবং আমি যে প্রশ্ন করবো তার উত্তর দেবার জন্য তৈরী হও।
4"ইয়োব, আমি যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে? যদি তুমি প্রকৃতই জ্ঞানী হও তাহলে আমাকে উত্তর দাও।
5যদি তুমি এতই জ্ঞানী হও তো বল এই পৃথিবীটা কত বড় হবে তা কে স্থির করেছিল? পরিমাপক রেখা দিয়ে কে পৃথিবীটার পরিমাপ করেছে?
6পৃথিবীর ভিত্তি স্তম্ভগুলি কিসের ওপর বসে রয়েছে? তার জায়গায় কে প্রথম নির্মান-প্রস্তর রেখেছে?
7যখন তা সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন প্রভাতের তারাসমূহ একসঙ্গে গান গেয়েছিল। দেবদূতরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করেছিল।

8"ইয়োব, পৃথিবীর গভীর থেকে যখন সমুদ্র প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল তখন কে তা বন্ধ করার জন্য দ্বার রুদ্ধ করেছিল?
9সেই সময়, নবজাতককে পোশাক পরাবার মত আমি একটি পোশাকের মত মেঘগুলোকে চারদিকে জড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং তাকে, একটি শিশুকে যেমন শক্ত করে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয় সেইভাবে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম।
10আমি সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ করেছিলাম, এবং তাকে বাঁধের অন্যদিকে রেখেছিলাম।
11আমি সমুদ্রকে বলেছিলাম, 'তুমি এই পর্যন্ত আসতে পার, এর বেশী নয়। এইখানেই তোমার উদ্ধত ঢেউ যেন থেমে যায়।'
12"ইয়োব, তোমার জীবনে তুমি কি কখনও সকাল বা দিনকে শুরু হবার আদেশ দিয়েছ?
13ইয়োব, তুমি কি সকালের আলোকে কখনও বলেছো: পৃথিবীকে ধারণ কর এবং মন্দ লোকেদের তাদের গোপন ডেরা থেকে তাড়িত কর?
14প্রভাতের আলো, পাহাড় এবং উপত্যকা সহজেই দেখতে সহায়তা করে। যখন দিনের আলো পৃথিবীতে এসে পড়ে, তখন জামার ভাঁজের মত সেই স্থানের রূপ সহজেই বোঝা যায়। সেই স্থান, শীলমোহর দিয়ে ছাপ মারা নরম কাদার মতই (সমতল) আকৃতি ধারণ করে।
15মন্দ লোকেরা দিনের আলো পছন্দ করে না। দিনের আলো যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন তা তাদের মন্দ কাজ করা থেকে বিরত করে।
16"ইয়োব, যেখানে সমুদ্র শুরু হয়, সেই গভীরতম সমুদ্রে তুমি কি কখনও গিয়েছো? তুমি কি কখনও সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে হেঁটেছো?
17ইয়োব, তুমি কি কখনও মৃত্যুলোকের দ্বার এবং গভীর অন্ধকার দেখেছ?
18ইয়োব, এই পৃথিবীটা যে কত বড় তা কি তুমি সত্যি সত্যিই বোঝ? যদি তুমি এসব বুঝে থাকো, আমায় বল।
19"ইয়োব, কোথা থেকে আলো আসে? কোথা থেকে অন্ধকার আসে?
20ইয়োব, যেখান থেকে আলো ও অন্ধকার আসে, তুমি কি তাদের সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? তুমি কি জানো সেই জায়গায় কি করে যেতে হয়?
21এইগুলো তুমি নিশ্চয় জানো, ইয়োব। কারণ তুমি বয়ঃবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী। যখন আমি এসব সৃষ্টি করেছিলাম তখন তুমি জীবিত ছিলে, তাই না?*
22"ইয়োব, যে ভাণ্ডারে আমি তুষার এবং শিলাবৃষ্টি সঞ্চয় করে রাখি তুমি কি কখনও সেখানে গিয়েছিলে?
23সঙ্কট কালের জন্য এবং যুদ্ধবিগ্রহের জন্য আমি শিলাবৃষ্টি ও তুষার সঞ্চয় করে রাখি।
24তুমি কি কখনও সেই জায়গায় গিয়েছো যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়, যেখান থেকে সারা পৃথিবীতে পূবের বাতাস প্রবাহিত হয়?
25প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য কে আকাশে খাদ খনন করেছে? কে ঝড় বিদ্যুতের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে?
26যেখানে কোন লোকই বসবাস করে না সেখানেও কে বৃষ্টি নিয়ে যায়?
27সেই বৃষ্টি, শূন্য ভূমিতে প্রচুর জল দেয় এবং ঘাস গজিয়ে ওঠে।
28এই বৃষ্টির কি কোন জনক আছে? শিশির বিন্দুর পিতা কে?
29বরফের কি কোন জননী আছে? তুষারকে কে জন্ম দেয়?
30জল পাথরের মত শক্ত হয়ে জমে যায়। এমনকি সমুদ্রও জমে যায়!
31"ইয়োব, তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রমালাকে একসঙ্গে বাঁধতে পারো? তুমি কি কালপুরুষের বন্ধনকে মুক্ত করতে পারো?
32তুমি কি ঠিক সময়ে নক্ষত্রমণ্ডলীকে বার করতে পারো? তুমি কি বিরাট ভালুকটিকে তার শাবকসহ পরিচালিত করতে পারো?
33যে বিধির দ্বারা আকাশ শাসিত হয়, তা কি তুমি জানো? তুমি কি পৃথিবীর ওপর ক্রমানুসারে তাদের সাজাতে পারো?
34"ইয়োব, তুমি কি বৃষ্টির দিকে চেয়ে, তাদের নির্দেশ দিতে পারো, তোমাকে বৃষ্টিতে ঢেকে দিতে?

পদ 19–21 ঈশ্বর এর অর্থ এভাবে বোঝান না। এই রকম কথাবার্তাকে বলে ব্যাঙ্গোক্তি। প্রত্যেকে যেভাবে জানে এটি সত্য নয় একে সেভাবে কিছু বলা হয়।

35তুমি কি বিদ্যুতকে আদেশ করতে পারো? তারা কি তোমার কাছে এসে বলবে, 'আপনি কোথায়? আপনি কি চান প্রভু?' তুমি যেখানে চাও, তারা কি সেখানে যাবে?

36ইয়োব, কে মানুষকে জ্ঞানী করে? কে তাদের অন্তরে প্রজ্ঞা দান করে?

37এমন জ্ঞানী কে আছে যে মেঘ গণনা করতে পারে? কে তাদের বৃষ্টি ঝরানোর নির্দেশ দেয়?

38ধূলো পরিণত হয় কাদায় এবং একসঙ্গে দলা পাকিয়ে থাকে।

39"ইয়োব, তুমি ি সিংহের জন্য খাদ্য খুঁজে দাও? তুমি কি ওদের ক্ষুধার্ত শিশুদের খেতে দাও?

40এই সিংহরা তাদের গুহায় লুকিয়ে থাকে। শিকার ধরবার জন্য তারা লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

41যখন দাঁড় কাকের ছানারা ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে এবং নিরন্ন হয়ে ঘুরতে থাকে, তখন কে দাঁড়কাকদের খেতে দেয়?

39 "ইয়োব, তুমি কি জানো কখন পাহাড়ী ছাগলের জন্ম হয়? কখন হরিণ তার শাবককে জন্ম দেয় তা কি তুমি দেখতে পাও?

2পাহাড়ী ছাগল ও হরিণ কতদিন ধরে তাদের বাচ্চাকে ধারণ করে তা কি তুমি জানো? কোনটাই বা তাদের জন্মানোর ঠিক সময় তা কি তুমি জানো?

3ঐ পশুগুলো শুয়ে পড়ে, প্রসব যন্ত্রণা অনুভব করে এবং ওদের শাবকরা জন্ম নেয়।

4ঐ শাবকরা মাঠেই বড় হয়। ওরা ওদের মাকে ছেড়ে চলে যায়, আর ফিরে আসে না।

5"ইয়োব, বুনো গাধাদের কে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দিয়েছে? কে ওদের বাঁধন খুলে ওদের মুক্ত করে দিয়েছে?

6তাদের ঘর হিসেবে আমি তাদের মরুভূমি দিয়েছি, বসবাসের জন্য আমি ওদের নোনা জমি দিয়েছি।

7শহরের কোলাহলে ওরা (বিদ্রূপে) হাসে। কেউই ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

8বুনো গাধারা পাহাড়ে বাস করে। ওটাই ওদের চারণভূমি। ওইখানেই ওরা ওদের খাদ্য খোঁজে।

9"ইয়োব, একটি বুনো বলদ কি তোমার কাজ করবে? সে কি রাত্রিবেলা তোমার শস্যাগারে থাকবে?

10তুমি জমি চাষ করবে বলে একটি বুনো বলদ কি তোমাকে তার গলায় দড়ি পরাতে দেবে?

11একটি বন্য বলদ খুবই শক্তিশালী! কিন্তু সে তোমার কাজ করে দেবে এমন বিশ্বাস কি করতে পারো?

12তুমি কি তার ওপর এমন নির্ভর করতে পারো যে সে শস্য মাড়বার খামারে তোমার জন্য শস্য এনে জড়ো করবে?

13"একটি উটপাখী উত্তেজিত হয়ে ডানা ঝাপটায় কিন্তু উটপাখী উড়তে পারে না। এর ডানা ও পালক বকের ডানা ও পালকের মত নয়।

14উটপাখী তার ডিম মাটিতে পরিত্যাগ করে যায় এবং সেটা বালিতে উষ্ণ হয়ে ওঠে।

15উটপাখী ভুলে যায় যে কেউ তার ডিম মাড়িয়ে দিতে পারে, অথবা কোন পশু তার ডিম ভেঙে দিতে পারে।

16উটপাখী তার ছোটছোট বাচ্চাগুলিকে ছেড়ে চলে যায়। উটপাখী এমন আচরণ করে যেন বাচ্চাগুলি তার নয়। সে এটা ভাবে না যে বাচ্চাগুলি যদি মারা যায়, তার সমস্ত পরিশ্রমই অর্থহীন হয়ে যাবে।

17কেন? কারণ আমি (ঈশ্বর) উটপাখীকে কোন প্রজ্ঞা দান করি নি। উটপাখী নির্বোধ, আমি তাকে ওভাবেই সৃষ্টি করেছি।

18কিন্তু উটপাখী যখন দৌড়ানোর জন্য ওঠে তখন সে ঘোড়া ও সওয়ারীকেও লজ্জা দেয় কারণ যে কোন ঘোড়ার থেকে সে দ্রুত ছুটতে পারে।

19"ইয়োব, তুমি কি ঘোড়াকে তার শক্তি দিয়েছো? তুমি কি ঘোড়ার ঘাড়ের কেশর সৃষ্টি করেছো?

20তুমি কি ঘোড়াকে পঙ্গপালের মত দীর্ঘ লাফ দেওয়ার যোগ্য করে তুলেছো? ঘোড়া জোরে হ্রেষাধ্বনি করে এবং লোকেদের সতর্ক করে দেয়।

21ঘোড়া খুবই খুশী কারণ সে শক্তিশালী। সে তার খুর দিয়ে মাটি আঁচড়ায় এবং দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যায়।

22ঘোড়া ভয়কে উপহাস করে। সে ভীত হতে জানে না! সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় না।

23ঘোড়ার ওপর সৈনিকের তূণ (যাতে তীর রাখা হয়), তরবারি, বল্লম এবং বর্শা ঝোলে।

24ঘোড়া খুব উত্তেজিত হয়। সে অত্যন্ত দ্রুত ছোটে। ঘোড়া যখন শিঙার বাজনা শোনে তখন সে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

25যখন শিঙার শব্দ হয় তখন ঘোড়া বলে 'তাড়াতাড়ি কর!' বহুদূর থেকে সে লড়াই এর গন্ধ পায়। সে সেনাপতিদের চিৎকার এবং শিঙার রন ভেরী শুনতে পায়।

26"ইয়োব, তুমি কি বাজপাখীকে ডানা মেলে দক্ষিণে উড়ে যেতে শিখিয়েছ?

27তুমি কি সেই জন যে ঈগলপাখীকে উঁচু আকাশে উড়তে বলেছো? তুমিই কি ঈগলপাখীকে উঁচু পাহাড়ে বাসা বাঁধতে বলেছো?

28ঈগলপাখী উঁচু পাহাড়ে বাস করে। উঁচু দুরারোহ পাহাড়ের ধার হল ঈগলপাখীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

29পাহাড়ের সেই উঁচু স্থান থেকে সে খাদ্যের সন্ধান করে। বহুদূর থেকে সে তার খাদ্য দেখতে পায়।

30যেখানে মৃতদেহ জমা করা হয় তারা সেখানে জড় হয়। তাদের ছানারা রক্ত পান করে।"

40 প্রভু ইয়োবকে উত্তর দিলেন এবং বললেন:
2"ইয়োব, তুমি ঈশ্বর সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তর্ক করেছো। তুমি কি আমাকে সংশোধন করবে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তর্ক করে সে তাঁর কাছে উত্তর দেবে!"

3তখন ইয়োব প্রভুকে উত্তর দিয়ে বললেন:

4"আমি কথা বলার যোগ্য নই; আমি আপনাকে কি বা বলতে পারি? আমার মুখ হাত দিয়ে চাপা দিলাম।

5আমার যা বলা উচিৎ ছিল আমি ইতিমধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশী বলে ফেলেছি। আমি আর কিছু বলব না।"

6তখন ঝড়ের ভেতর থেকে প্রভু আবার কথা বললেন। তিনি বললেন:

7"ইয়োব, নিজেকে প্রস্তুত কর এবং আমি যে প্রশ্ন করবো তার উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী হও।

8"ইয়োব, তুমি কি এখনও আমার সিদ্ধান্ত নাকচ করবার চেষ্টা করবে? তুমি নিজের সততা প্রতি পালন করবার জন্য আমাকে মন্দ কাজের দরুণ দোষী বলে ঘোষণা করেছ।

9তোমার বাহু কি ঈশ্বরের বাহুর মতো শক্তিশালী? তোমার কি ঈশ্বরের মত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর আছে?

10যদি তুমি ঈশ্বরের মত হও তুমি গর্ব করতে পারো। যদি তুমি ঈশ্বরের মত হও তবে মহিমা এবং সম্মান তোমাকে বস্ত্রের মত জড়িয়ে থাকবে।

11যদি তুমি ঈশ্বরের মত হও তুমি ক্রোধ প্রদর্শন করে অহঙ্কারী লোকেদের শাস্তি দিতে পারো। ওই অহঙ্কারীদের নম্র করে তুলতে পারো।

12হ্যাঁ, ইয়োব, ওই অহঙ্কারী লোকেদের দেখ এবং ওদের নম্র করে তোল। মন্দ লোকেরা যেখানে দাঁড়ায়, ওদের গুঁড়িয়ে দাও।

13সব অহঙ্কারী লোকেদের কবর দাও। ওদের দেহ আবৃত করে ওদের কবরে পাঠিয়ে দাও।

14ইয়োব, যদি তুমি এইসব করতে পারো, তাহলে আমিও তোমার প্রশংসা করবো। এই আমি স্বীকার করবো যে তোমার নিজের শক্তিতেই তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

15"ইয়োব, বহেমোতের* দিকে দেখ। আমি বহেমোৎ এবং তোমাকে সৃষ্টি করেছি। বহেমোৎ গরুর মত ঘাস খায়।

16বহেমোতের গায়ে প্রচুর শক্তি আছে। ওর পাকস্থলীর পেশীগুলি প্রচণ্ড শক্তিশালী।

17বহেমোতের লেজ এরস গাছের মতই শক্ত। ওর পায়ের পেশীগুলিও খুব শক্ত।

18ওদের হাড়গুলো কাঁসার মতই শক্ত। ওর হাত পাগুলো লোহার দণ্ডের মত।

19বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রাণীদের মধ্যে আমি বহেমোতকে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আমি তাকে পরাজিতও করতে পারি।

20পাহাড়ে যেখানে বন্য পশুরা খেলা করে, সেখানে যে ঘাস জন্মায়, বহেমোৎ তা খায়।

21সে পদ্ম বনের নীচে ঘুমিয়ে থাকে। জলাভূমির নলখাগড়ার ভিতর সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

22ঘন পাতা যুক্ত গাছ তার ছায়াতে বহেমোতকে লুকিয়ে ফেলে। নদীর ধারে উইলো গাছের নীচে সে থাকে।

23নদীতে বন্যা এলেও বহেমোৎ পালিয়ে যায় না। যদি যর্দ্দন নদী ওর মুখে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, তবু বহেমোৎ তাতে ভয় পায় না।

24ওর চোখকে কেউ অন্ধ করতে পারে না বা ফাঁদ পেতে ওকে ধরতেও পারে না।

41 "ইয়োব, তুমি কি দানবাকৃতি সামুদ্রিক প্রাণী লিবিয়াথনকে মাছ ধরার বঁড়শি দিয়ে ধরতে পারো? একটা দড়ি দিয়ে ওর জিভকে কি বাঁধতে পারো?

2তুমি কি ওর নাকে দড়ি দিতে পারো অথবা ওর চোয়ালে বঁড়শি বিঁধিয়ে দিয়ে পারো?

3লিবিয়াথন কি তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তোমার কাছে আকুতি জানাবে? সে কি ভদ্র ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা বলবে?

4চিরদিন তোমার সেবা করার জন্য লিবিয়াথন কি তোমার সঙ্গে কোন চুক্তি করবে?

5যেমন করে তুমি একটি পাখির সঙ্গে খেলা কর, তেমন করে কি তুমি লিবিয়াথনের সঙ্গে খেলা করবে? তুমি কি তাকে দড়িতে বাঁধতে পারবে যাতে তোমার ছোট মেয়েরা ওর সঙ্গে খেলা করতে পারে?

6ব্যবসাদাররা কি তোমার কাছ থেকে লিবিয়াথনকে কেনার চেষ্টা করবে? ওরা কি তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে সওদাগরের কাছে বিক্রি করতে পারবে?

7তুমি কি লিবিয়াথনের চামড়ায় বা মাথায় মাছ ধরবার বর্শা বা হারপূন বেঁধাতে পারো?

8"ইয়োব, যদি তুমি একবার লিবিয়াথনের গায়ে হাত দাও তুমি আর কখনো সে কাজ করবে না! সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথাটা একবার ভাবো তো!

9তুমি কি মনে কর তুমি লিবিয়াথনকে পরাজিত করতে পারবে? সে কথা ভুলে যাও। তার কোন আশাই নেই। ওর দিকে তাকালেই তুমি ভয়ে শিউরে উঠবে!

10তাকে জাগিয়ে দিয়ে রাগিয়ে দেবার সাহস কারো নেই। "তাই, কে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করবে?

11আমাকে কারো কাছ থেকে কিছুই কিনতে হয়নি। ওগুলো সব আমারই অধিকারভুক্ত।

12"ইয়োব, আমি তোমাকে লিবিয়াথনের পা, তার শক্তি এবং তার চেহারার কথা বলবো।

13কেউই তার চামড়ার দাম দিতে পারে না। ওর চামড়া বর্মের মত শক্ত।

14কোন লোকই জোর করে লিবিয়াথনের মুখ খোলাতে পারে না। ওর মুখের দাঁত দেখলে লোকে ভয় পায়।

বহেমোৎ এটি কি জন্তু সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। হয়তো এটি জলহস্তী অথবা হাতি। অথবা সম্ভবতঃ কুমীর।

15ওর পিঠের পেশী সারিবদ্ধ ভাবে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে আছে।

16বর্মগুলি এত কাছাকাছি বসানো যে ওগুলোর মধ্যে বাতাসও বইতে পারে না।

17বর্মগুলি একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত। বর্মগুলি এতই ঘন, সংবদ্ধ যে ওদের টেনে আলাদা করা যায় না।

18লিবিয়াথন যখন হাঁচি দেয় তখন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে। ওর চোখ প্রত্যুষের আলোর মত জ্বলতে থাকে।

19ওর মুখ থেকে লেলিহান অগ্নি বেরিয়ে আসে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসে।

20ফুটন্ত কেটলির তলা দিয়ে যেমন জ্বলন্ত ঘাসের ধোঁয়া বের হয়, লিবিয়াথনের নাক দিয়েও তেমনি ধোঁয়া বার হয়।

21লিবিয়াথনের নিঃশ্বাসে কয়লা জ্বলে যায়, ওর মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হয়।

22লিবিয়াথনের গলা ভীষণ শক্তিশালী, লোকে তাকে ভয় পায় ও ছুটে পালিয়ে যায়।

23ওর চামড়ার কোন কোমল স্থান নেই। তা যেন লোহার মত শক্ত।

24লিবিয়াথনের হৃদয় পাথরের মত। তা যেন যাঁতা কলের পাথরের মত শক্ত।

25যখন লিবিয়াথন জেগে ওঠে, দেবতারাও তখন ভয় পান। লিবিয়াথন যখন তার লেজ ঝাপটা দেয়, তখন তাঁরা সন্ত্রস্ত হন।

26তরবারি, বল্লম বা বর্শা যা দিয়েই লিবিয়াথনকে আঘাত করা হোক না কেন তা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ওইসব অস্ত্র তাকে একদম আঘাত করতে পারে না।

27লোহাকে লিবিয়াথন খড়কুটোর মত গুঁড়িয়ে দিতে পারে। পচা কাঠের মত সে কাঁসাকে ভেঙে দেয়।

28তীরের ভয়ে লিবিয়াথন পালিয়ে যায় না। ওর গা থেকে পাথর খড়কুটোর মতো ছিটকে চলে আসে।

29যদি মুগুর দিয়ে লিবিয়াথনকে আঘাত করা হয়, তা যেন খড়ের টুকরোর মতো তার গায়ে লাগে। লোকে যখন তার দিকে বল্লম ছোঁড়ে তখন সে হাসে।

30লিবিয়াথনের পেটের চামড়া ধারালো খোলামকুচির মতো। সে কাদার ওপর দাগ করে দিয়ে যায়, যেমন তক্তা দিয়ে ফসল মাড়াই করলে দাগ পড়ে– তেমন দাগ।

31ফুটন্ত জলের মতো লিবিয়াথন জলকে নাড়া দেয়। সে জলের ওপর ফুটন্ত তেলের বুদবুদের মতো বুদবুদ সৃষ্টি করে।

32যখন লিবিয়াথন সাঁতার দেয় তখন সে তার পেছনে একটি চকচকে পথরেখা রেখে যায়। সে জলকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায় এবং জলকে ফেনায়িত করে।

33পৃথিবীর কোন প্রাণীই লিবিয়াথনের মতো নয়। সে ভয়শূন্য প্রাণী।

34যে প্রাণী সব থেকে বেশী গর্ব করে, লিবিয়াথন তাকেও নিচু নজরে দেখে। সে সমস্ত বুনো পশুদের রাজা। এবং আমি (ঈশ্বর) লিবিয়াথন সৃষ্টি করেছি।”

প্রভুর প্রতি ইয়োবের উত্তর

42 তখন ইয়োব প্রভুকে উত্তর দিলেন। ইয়োব বললেন,

2“প্রভু, আমি জানি আপনি সবকিছু করতে পারেন। আপনি পরিকল্পনা করেন, কোন কিছুই আপনার পরিকল্পনাকে পরিবর্তিত করতে বা রোধ করতে পারে না।

3প্রভু, আপনি এই প্রশ্ন করেছেন: ‘কে সেই অজ্ঞ লোক যে এমন বোকা বোকা কথা বলছে?’ প্রভু, আমি যা বুঝি নি আমি তা বলেছি। আমি সেই সব বিষয়ের কথা বলেছি যেগুলো বুঝতে গেলে আমি বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে যাই।

4“প্রভু, আপনি আমায় বলেছেন, ‘শোন ইয়োব, এখন আমি বলবো। আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো এবং তুমি আমাকে তার উত্তর দেবে।’

5প্রভু, অতীতে আমি আপনার সম্বন্ধে শুনেছিলাম, কিন্তু এখন আমার নিজের চোখে আমি আপনাকে দেখলাম।

6তাই, আমার জন্য আমি লজ্জিত। আমি ছাই ও ধূলার মধ্যে দুঃখের সঙ্গে আমার অপরাধ স্বীকার করছি।”

প্রভু ইয়োবকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন

7ইয়োবের সঙ্গে কথা শেষ করার পর, প্রভু তৈমন
থেকে আসা ইলীফসের সঙ্গে কথা বললেন। প্রভু
ইলীফসকে বললেন, “আমি তোমার প্রতি ও তোমার
দুই বন্ধুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছি। কেন? কারণ তোমরা
আমার সম্পর্কে সঠিক কথা বলো নি। কিন্তু ইয়োব
আমার সেবক এবং ইয়োব আমার সম্পর্কে সঠিক কথা
বলেছে। 8তাই ইলীফস, এখন তুমি সাতটা বলদ ও
সাতটা ভেড়া নাও। আমার সেবক ইয়োবের কাছে তা
নিয়ে যাও। ওদের হত্যা কর এবং তোমাদের জন্য
হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ কর। আমার সেবক ইয়োব
তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং আমি তার প্রার্থনার
উত্তর দেবো। তাহলে তোমাদের যা শাস্তি প্রাপ্য তা
আমি দেব না। তোমাদের শাস্তি পাওয়া উচিৎ কারণ
তোমরা ভীষণ নির্বোধ। তোমরা আমার সম্পর্কে সঠিক
কথা বলনি। কিন্তু আমার সেবক ইয়োব আমার সম্পর্কে
সঠিক কথা বলেছে।”

9তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্‌দদ এবং নামাথীয় সোফর প্রভুর আদেশ পালন করলেন এবং তারপর ইয়োব তাঁদের জন্য যে প্রার্থনা করেছিলেন, প্রভু তার উত্তর দিলেন।

10ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রভু
ইয়োবকে আবার সাফল্য দিলেন। ইয়োবের যা ছিলো,
ঈশ্বর তাকে তার দ্বিগুণ দিলেন। 11তখন ইয়োবের সব
ভাইবোন এবং অন্য সবাই যারা ইয়োবকে জানতো,

তারা তাঁর বাড়ীতে এলো। তারা ইয়োবকে সান্ত্বনা দিলো, প্রভু যে ইয়োবকে এত কষ্ট দিয়েছেন তার জন্য তারা দুঃখিত হল। প্রত্যেকে ইয়োবকে এক টুকরো করে রূপো* ও একটি করে সোনার আংটি দিল।

12শুরুতে ইয়োবের যা ছিলো, তার থেকে অনেক বেশী সম্পদ দিয়ে প্রভু ইয়োবকে আশীর্বাদ করলেন। ইয়োব 14,000 মেষ, 6,000 উট, 2,000 গাভী এবং 1,000 স্ত্রী গাধা পেলেন। 13ইয়োব সাত পুত্র এবং তিন কন্যাও পেলেন। 14ইয়োব প্রথম কন্যার নাম রাখলেন যিমীমা। দ্বিতীয় কন্যার নাম রাখলেন কৎসীয়া এবং তৃতীয় কন্যার নাম রাখলেন কেরণহপ্পূক। 15ইয়োবের কন্যারা সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারী ছিল। ইয়োব তাঁর সম্পত্তির একটি অংশ তাঁর কন্যাদের দিলেন– ওরা ওদের ভাইদের মতোই সম্পত্তির অংশ পেল।

16তখন ইয়োব, আরও 140 বছর বেশী বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের চারটি প্রজন্ম দেখবার জন্য বেঁচে ছিলেন। 17ইয়োব খুব বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলেন।

এক ... রূপো আক্ষরিক অর্থে, “এক কসীতা।” পট্রিয়কের সময়ে এই পরিমাপ ব্যবহার করা হত।

গীতসংহিতা

প্রথম খণ্ড

গীত 1

1একজন ব্যক্তি প্রকৃত সুখী হবে যদি সে মন্দ লোকের পরামর্শে না চলে, যদি সে পাপীদের মত জীবনযাপন না করে, যদি সে তাদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে– যারা ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা করে।

2একজন সৎ ব্যক্তি প্রভুর শিক্ষাকে ভালোবাসে। সে প্রভুর শিক্ষা বিষয়ে দিনরাত চিন্তা করে।

3এই জন্য সেই ব্যক্তি নদীর ধারে পোঁতা গাছের মত শক্ত ও দৃঢ় হয়। যে গাছ ঠিক সময়ে ফল দেয়, সেই লোক সেই গাছের মত হয়। সেই লোক, সেই গাছের মতই হয়, যার পাতা কোনদিন ঝরে যায় না। সে যা কিছু করে, সবই সফল হয়।

4মন্দ লোকেরা সে রকম নয়। মন্দ লোকেরা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তুষের মত।

5সৎ লোকেরা যদি একটা বিচারের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একত্রিত হয়, তবে মন্দ লোকেরা অপরাধী হিসেবেই প্রমাণিত হবে। সেই পাপীরা, বিচারে সরল নিষ্পাপ বলে প্রমাণিত হবে না।

6কেন? কারণ প্রভু সৎ লোকেদের রক্ষা করেন, কিন্তু মন্দ লোকেদের বিনাশ করেন।

গীত 2

1অন্যান্য জাতিগুলোর লোকজন এত ক্রুদ্ধ কেন? কেন তারা বোকার মত পরিকল্পনা করছে?

2তাদের রাজারা এবং নেতারা, প্রভু এবং তাঁর মনোনীত রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একত্রিত হচ্ছে।

3সেই সব নেতা বলছে, “এস আমরা ঈশ্বর এবং তাঁর মনোনীত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। “এস আমরা ওদের থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এসে নিজেদের মুক্ত করি!”

4কিন্তু আমার প্রভু, স্বর্গের রাজা, ওদের প্রতি বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন।

5-6ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সব লোকেদের বলেছেন, “এই ব্যক্তিকে আমি রাজা হিসেবে মনোনীত করেছি! এবং সে সিয়োন পর্বতে রাজত্ব করবে। সিয়োন আমার কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্বত।” এই ঘটনা সেইসব নেতাদের ভীত করলো।

7এখন আমি তোমাকে প্রভুর চুক্তির কথা বলবো। প্রভু আমায় বললেন, “আজ আমি তোমার পিতা হলাম! এবং তুমি আমার পুত্র।

8যদি তুমি আমার কাছে চাও, আমি সমগ্র জাতিগুলি তোমার হাতে দিয়ে দেব!

9ভেঙ্গে যেতে পারে না এমন ক্ষমতা নিয়ে তুমি তাদের ওপর শাসন করবে। তুমি তাদের ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া মাটির পাত্রের মত ছড়িয়ে দেবে।”

10সুতরাং হে রাজন্যবর্গ জ্ঞাণী হও। অতএব হে শাসকগণ, চালাক– চতুর হও।

11ভয় ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রভুর সেবা কর।

12ঈশ্বরের পুত্রকে চুম্বন কর এবং প্রমাণ কর যে তুমি ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি ভক্তিতে একনিষ্ঠ। যদি তুমি তা না কর তিনি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তোমার বিনাশ করবেন। সেইসব লোক যারা প্রভুর ওপর আস্থা রাখে তারা ধন্য। কিন্তু অন্যদের সাবধান হতে হবে, কারণ প্রভু তাঁর ক্রোধ দেখাতে প্রায় প্রস্তুত।

গীত 3

দায়ূদের একটি গীত যখন থেকে তিনি তাঁর পুত্র অবশালোমের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

1“প্রভু, আমার অসংখ্য শত্রু। বহু লোক আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে।

2বহু লোক আমার বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলছে। তারা বলছে, “ঈশ্বর ওকে রক্ষা করবেন না!”

3কিন্তু হে প্রভু, আপনিই আমার ঢালস্বরূপ। আপনি আমার গৌরব। প্রভু আপনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ করেছেন! *

4আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবো। পবিত্র পর্বত থেকে তিনি আমার ডাকে সাড়া দেবেন!

5আমি শুয়ে পড়ি এবং বিশ্রাম নিই এবং আমি জানি, আবার আমি জেগে উঠবো। কেন? কারণ প্রভু আমায় আবৃত করে থাকেন। প্রভু আমায় রক্ষা করেন!

6যদি হাজার সৈন্যও আমায় ঘিরে ফেলে, আমি ঐ শত্রুদের ভয়ে ভীত হব না!

7প্রভু, উঠে দাঁড়ান।* হে আমার ঈশ্বর, আপনি এসে আমায় উদ্ধার করুন! আপনি অসীম শক্তির অধিকারী! আমার শত্রুদের চোয়ালে আপনি যদি আঘাত করেন আপনি তাদের সবকটা দাঁতই ভেঙে দেবেন।

8হে প্রভু, আপনার জয়! এবং আপনার আশীর্বাদ রয়েছে আপনার লোকেদের ওপর।

প্রভু ... করেছেন আক্ষরিক অর্থে, “আপনি আমার মহিমা, সেই জন যিনি আমার মাথা তুলে ধরেন।”

প্রভু ... দাঁড়ান লোকেরা যখন সাক্ষ্যসিন্দুকটি তুলত এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ে যেত তখন এই কথাটি বলত। এর দ্বারা বোঝা যেত যে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে ছিলেন।

গীত 4

পরিচালকের প্রতি তন্ত্রবাদ্যসহ গাইবার জন্য দায়ূদের একটি গীত।

1হে আমার ধার্ম্মিকতার ঈশ্বর, যখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আমার ডাকে সাড়া দেবেন! আমার প্রার্থনা শুনুন, আমার প্রতি সদয় হোন! সঙ্কট থেকে আমায় পরিত্রাণ দিন!

2হে মানব সন্তানগণ, আর কতদিন তোমরা আমার বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে থাকবে? আমার সম্পর্কে বলার জন্য তোমরা নতুন নতুন মিথ্যার সন্ধান করছো তোমরা মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসো।

3তোমরা জানো যে, ঈশ্বর তাঁর অনুগামী ভালো লোকেদের কথাই শোনেন। সুতরাং যখন আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তখন তিনি আমার কথা শোনেন।

4যদি কোন কিছু তোমায় বিব্রত করে, তুমি রেগে যেতে পারো, কিন্তু পাপ করো না। যখন তুমি বিছানায় ঘুমোতে যাও, তখন তুমি অবশ্যই ঐ সব বিষয়ে চিন্তা করবে না এবং শান্ত হবে।

5ঈশ্বরকে ধার্ম্মিকতার বলি উৎসর্গ কর এবং প্রভুর ওপর আস্থা রাখ।

6অনেকে বলে, "কে আমাদের ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা দেখাবে? প্রভু, আপনার দীপ্তিময় মুখখানি আমাদের দেখতে দিন!

7প্রভু, আপনি আমায় প্রচণ্ড সুখী করেছেন! ফসলের সময়, যখন আমাদের কাছে প্রচুর শস্য এবং দ্রাক্ষারস ছিল তখনকার চেয়েও আমি এখন বেশী খুশী।

8আমি বিছানায় গিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ি। কেন? কারণ, হে প্রভু, নিরাপদে ঘুমোবার জন্য আপনি আমাকে শুইয়ে দেন।

গীত 5

পরিচালকের প্রতি বাঁশীর সঙ্গে গাইবার জন্য দায়ূদের একটি গীত

1হে প্রভু, আমার কথা শুনুন। আমি যা বলতে চাইছি তা বুঝে নিন।

2হে আমার ঈশ্বর, হে রাজন, আমার প্রার্থনা শুনুন।

3হে প্রভু, প্রতিদিন সকালে আপনার সামনে আমার নৈবেদ্য রাখি এবং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রতিদিন সকালে আপনি আমার প্রার্থনা শোনেন।

4হে ঈশ্বর, মন্দ লোকেরা আপনার কাছে থাকুক, এ আপনি চান না। দুষ্ট লোকেরা আপনার উপাসনা করে না।

5বোকারা আপনার কাছে আসতে পারে না। লোকেদের মন্দ কাজ করাকে আপনি ঘৃণা করেন।

6আপনি মিথ্যাবাদীদের বিনাশ করেন। যারা অন্য লোকেদের আঘাত করার জন্য গোপনে ফন্দি আঁটে সেই সব লোকেদের ও আপনি ঘৃণা করেন।

7কিন্তু প্রভু, আপনার বিশাল করুণাধন্য হয়ে, আমি আপনার মন্দিরে যাবো। প্রভু আমার, আপনার প্রতি ভীতি এবং শ্রদ্ধাসহ আমি আপনার মন্দিরে মাথা নত করবো।

8প্রভু আমার, আপনার সঠিক জীবনযাত্রা আমার কাছে উদ্ঘাটন করুন। লোকেরা আমার দুর্বলতা খুঁজছে। তাই যেমনভাবে আমার বেঁচে থাকা উচিৎ তা আমায় দেখিয়ে দিন।

9লোকজন সত্যি কথা বলে না। তারা মিথ্যাবাদী, সত্যকে বিকৃত করে। তাদের মুখ শূন্য কবরের মত তারা অন্য লোকেদের ভালো ভালো কথা বলছে, তারা কেবল তাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

10ঈশ্বর, ওদের শাস্তি দিন। তাদের নিজেদের ফাঁদেই তাদের পড়তে দিন। ঐসব লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে গিয়েছে অতএব ওদের বহু অন্যায়ের জন্য ওদের শাস্তি দিন।

11কিন্তু সেইসব লোক যারা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, তাদের সুখী করুন। চিরদিনের জন্য সুখী করুন! ঈশ্বর আমার, যারা আপনাকে ভালোবাসে, আপনি তাদের রক্ষা করুন ও শক্তি দিন।

12হে প্রভু, সৎ লোকের জন্য আপনি যখন ভালো কাজ করেন, তখন আপনি বিরাট বড় ঢালের মত তাদের রক্ষা করেন।

গীত 6

পরিচালকের প্রতি শমীনীৎসহ তারবাদ্যে গাইবার জন্য দায়ূদের একটি গীত।

1হে প্রভু, ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমাকে সংশোধন করবেন না। মহাক্রোধে আমাকে শাস্তি দেবেন না।

2প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন, আমি দুর্বল এবং অসুস্থ। আমায় সুস্থ করে দিন কারণ আমার হাড়গুলো নড়বড় করছে।

3প্রভু আমার সারা দেহ টল্মল্ করছে। প্রভু সুস্থ হতে আমার আর কতদিন লাগবে?

4প্রভু ফিরে আসুন এবং আবার আমাকে শক্তিশালী এবং সবল করে দিন। আপনার দয়াগুনে আমাকে পরিত্রাণ করুন।

5মৃত লোকেরা তাদের কবরে আপনাকে স্মরণ করে না। মানুষ মৃত্যুর মুখে এসেও আপনার প্রশংসা করে না। তাই আমায় সুস্থ করে দিন!

6হে প্রভু, সারা রাত ধরে প্রার্থনা করে আমি নিজেকে ক্ষয় করেছি। আমার চোখের জলে আমার বিছানা ভিজে গেছে।

7আমার শত্রুরা আমাকে যা দুঃখ দিয়েছে তার দরুণ কেঁদে কেঁদে আমার চোখ দুর্বল হয়ে গেছে।

8মন্দ লোকেরা, তোমরা চলে যাও! কেন? কারণ প্রভু আমার কান্না শুনেছেন।

9প্রভু আমার বিনতি শুনেছেন। প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন এবং আমায় উত্তর দিয়েছেন।

10আমার সকল শত্রু হতাশ এবং নিরাশ হবে। হঠাৎ একটা কিছু ঘটবে এবং ঐসব শত্রুরা লজ্জায় চলে যাবে।

গীত 7

প্রভুর উদ্দেশ্যে দায়ূদের একটি গীত। এই গানটি বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর কূশের পুত্র শৌল সম্পর্কিত।

1প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি আপনার ওপর নির্ভর করি। যারা আমায় তাড়া করছে তাদের হাত থেকে আপনি আমায় রক্ষা করুন। আমায় উদ্ধার করুন!

2যদি আপনি আমায় সাহায্য না করেন, আমি সিংহের হাতে ধরা পড়া পশুর মত অসহায় হয়ে পড়ব। তারা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। আমাকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না!

3প্রভু আমার ঈশ্বর, আমি কোন অন্যায় করি নি। আমি শপথ করে বলছি আমি কোন অন্যায় করিনি!

4-6প্রভু আমার ঈশ্বর, যদি আমার বাক্য কোন মন্দ কাজ করে থাকে এবং যদি আমি আমার বন্ধুর প্রতি কোন অন্যায় কাজ করে থাকি এবং যদি কোন কারণ ছাড়াই শত্রুর কাছ থেকে কোন জিনিস নিয়ে থাকি বা আক্রমণ করে থাকি তাহলে আমার শত্রুরা যেন আমাকে খুঁজে ধরে ফেলে এবং আমাকে হত্যা করে আমার জীবন ধূলোয় মিশিয়ে দেয় এবং আমার আত্মাকে পাতালে পাঠিয়ে দেয়।”

7প্রভু, লোকেদের বিচার করুন। সকল জাতিদের আপনার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ করুন।

8এবং লোকদের বিচার করুন। হে প্রভু, আমারও বিচার করুন। প্রমাণ করুন আমি সত্য পথে আছি। প্রমাণ করুন আমি নিষ্পাপ।

9মন্দ লোকেদের শাস্তি দিন, সৎ লোকেদের সাহায্য করুন। হে ঈশ্বর, আপনিই মঙ্গলময়। আপনি লোকের হৃদয়ের ভেতরে কি আছে তা দেখতে পান।

10যাদের হৃদয় সৎ তাদের ঈশ্বর সাহায্য করেন। তাই ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।

11ঈশ্বর একজন সুবিচারক। সবসময় তিনি মন্দের বিরুদ্ধে বলেন।

12ঈশ্বর তাঁর আক্রমণ থামাবেন না। তিনি তাঁর আক্রমণ থেকে পিছু হঠবেন না।* তিনি তাঁর ধনুকে টান দিয়েছেন এবং শত্রুদের প্রতি তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখেছেন।

13তিনি মারণাস্ত্র তৈরী করে রেখেছেন এবং তাঁর তীরগুলো ধারালো করেছেন।

14কিছু লোক সর্বদাই মন্দ ফন্দি আঁটে। তারা গোপনে ফন্দি করে এবং মিথ্যা কথা বলে।

15তারা অন্য লোকদের ফাঁদে ফেলতে চায় এবং আঘাত করতে চায়। কিন্তু নিজেদের ফাঁদে পড়েই ওরা আহত হবে।

16যা শাস্তি ওদের প্রাপ্য ওরা সেই শাস্তিই পাবে। অপরের প্রতি ওরা নির্দয় ছিল। ওদের যা প্রাপ্য ওরা তাই পাবে।

17আমি প্রভুর প্রশংসা করি, কারণ তিনি ভালো। আমি পরাৎপর প্রভুর নামের প্রশংসা করি।

ঈশ্বর … না আক্ষরিক অর্থে, “তিনি পেছনে ফিরবেন না। তিনি তাঁর তরবারি ধারালো করবেন।

গীত 8

পরিচালকের প্রতি গিত্তীৎ সহযোগে দায়ূদের একটি গীত।

1হে প্রভু আমাদের সদাপ্রভু, সারা পৃথিবীতে আপনার নামই সব থেকে মহিমান্বিত! আপনার নাম স্বর্গলোক জুড়ে আপনার প্রশংসা এনে দেয়।

2শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ থেকে আপনার প্রশংসা গীত বেরিয়ে আসে। আপনার শত্রুদের নীরব করে দেওয়ার জন্য আপনি ওদের মুখে এইসব শক্তিশালী গান দিয়েছেন।

3আপনি নিজের হাত দিয়ে যে স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে চেয়ে দেখি। আপনার সৃষ্টি করা চাঁদ এবং তারা দেখি এবং আমি বিস্মিত হই।

4লোকেরা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কেন আপনি তাদের কথা স্মরণ করেন? কেন লোকেরা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? আপনি তাদের দিকে তাকিয়েই বা দেখেন কেন?

5কিন্তু মানুষ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ! আপনি মানুষকে প্রায় দেবতার মত করেই বানিয়েছেন। এবং গৌরব ও সম্মান দিয়ে আপনি মানুষকে মহিমান্বিত করেছেন।

6আপনি যা যা সৃষ্টি করেছেন তার দায়িত্ব আপনি মানুষের হাতেই দিয়েছেন। সব কিছুই আপনি মানুষের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

7মেষ, গবাদিপশু সহ অন্যান্য বন্য জন্তুদের ওপরে মানুষ কর্তৃত্ব করেছে।

8আকাশের পাখী ও জলের মাছের ওপর কর্তৃত্ব করেছে।

9হে প্রভু আমাদের সদাপ্রভু, সমগ্র বিশ্বে আপনার নামই সব থেকে মহিমান্বিত।

গীত 9

পরিচালকের প্রতি। মুৎ-লব্বেন স্বরে দায়ূদের একটি গীত।

1আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রভুর প্রশংসা করি। প্রভু, আপনার সৃষ্টি করা প্রত্যেকটি আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পর্কে আমি বলবো।

2আপনি আমাকে অত্যন্ত সুখী করেছেন। হে পরাৎপর ঈশ্বর, আমি আপনার নামের প্রশংসা করি।

3আপনার কাছ থেকে আমার শত্রুরা দূরে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের পতন হবে ও তারা বিনষ্ট হবে।

4আপনি একজন সুবিচারক। আপনার সিংহাসনে আপনি ধর্ম বিচারকের মতই বসেছিলেন। হে প্রভু, আপনি আমার অবস্থার কথা শুনেছিলেন এবং আমার সম্বন্ধে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

5আপনি সেই সব লোকের সমালোচনা করেছেন। প্রভু, সেই সব দুষ্ট লোককে আপনি বিনষ্ট করেছেন। যারা বেঁচে রয়েছে, তাদের নামের তালিকা থেকে আপনি সেই সব দুষ্ট লোকের নাম চিরদিনের জন্য মুছে দিয়েছেন।

6শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে! প্রভু, আপনি তাদের নগরসমূহ ধ্বংস করেছেন! এখন শুধুমাত্র ভাঙ্গা

বাড়ীগুলো পড়ে আছে। সেই সব দুষ্ট লোকেদের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

7কিন্তু প্রভু চিরদিনের জন্য শাসন করেন। প্রভু তাঁর রাজ্যকে শক্তিশালী করেছেন। পৃথিবীতে ন্যায় আনবার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন।

8প্রভু পৃথিবীতে প্রত্যেককে ন্যায় বিচার দেন। প্রভু সব জাতিদের সৎভাবে বিচার করেন।

9বহু মানুষ তাদের নানাবিধ সমস্যার ফাঁদে আবদ্ধ এবং জর্জরিত। তাদের সমস্যার ভারের নীচে তারা পিষ্ট হয়ে গেছে। প্রভু, তাদের জন্য আপনি নিরাপদ স্থান হোন যেন তারা আপনার কাছে যেতে পারে।

10লোকেরা যারা আপনার নাম জানে তারা আপনার ওপর বিশ্বাস রাখবে। প্রভু, লোকজন যদি আপনার কাছে আসে, আপনি তাদের সাহায্য না করে ফিরিয়ে দেবেন না।

11হে সিয়োন-বাসীরা, তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর। প্রভুর মহৎ কর্মের কথা অন্যান্য জাতিকে বল।

12যারা প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল তিনি তাদের কথা মনে রেখেছেন। সেই বঞ্চিত দরিদ্র লোকেরা সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। প্রভু তাদের ভুলে যান নি।

13আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলাম: "প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন। দেখুন, আমার শত্রুরা আমায় আঘাত করেছে। আমাকে 'মৃত্যুর ফটকগুলি' থেকে রক্ষা করুন।

14তাহলে, হে প্রভু, জেরুশালেম শহরের ফটকে আমি আপনার প্রশংসাগীত করতে পারবো। এতে আমি সুখী হবো। কারণ আপনি আমায় রক্ষা করেছিলেন।

15অন্য সব জাতি, লোকেদের ফাঁদে ফেলার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়েছে। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজের ফাঁদে পড়ে গেছে। অন্যসব লোকজনকে ধরবে বলে ওরা লুকিয়ে জাল পেতেছিল কিন্তু ওরা নিজের জালেই ধরা পড়ে গেছে।

16প্রভু ওই মন্দ লোকেদের ধরেছেন। তাই লোকজন জানতে পারলো, যারা মন্দ কাজ করে প্রভু তাদের শাস্তি দেন।

17যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায় তারাই মন্দ। তারা পাতালে পতিত হবে।

18কখনও কখনও এমন মনে হয় যে, সমস্যা জর্জরিত মানুষকে ঈশ্বর ভুলে গেছেন। এমনও মনে হচ্ছে যে, এইসব দরিদ্র লোকদের কোন আশা বাকী নেই। কিন্তু ঈশ্বর কখনই তাদের চিরদিনের মত ভোলেন না।

19হে প্রভু, উঠুন এবং জাতিগণের বিচার করুন। মানুষকে একথা ভাবতে দেবেন না যে তারা শক্তিশালী।

20লোকেদের কিছু শিক্ষা দিন। তাদের এ কথা বুঝতে দিন যে তারা কেবলই মানুষ।

গীত 10

1প্রভু, আপনি এত দূরে থাকেন কেন? সমস্যা জর্জরিত মানুষ আপনাকে দেখতে পায় না।

2অহঙ্কারী এবং দুষ্ট লোকেরা মন্দ ফন্দি আঁটছে এবং তারা দরিদ্র লোকেদের আঘাত করে।

3মন্দ লোকেরা যা চায় তার বড়াই করে। ঐসব লোভী লোকেরা ঈশ্বরের নিন্দা করে। এইভাবেই মন্দ লোকেরা প্রকাশ করে যে তারা প্রভুকে ঘৃণা করে।

4মন্দ লোকেরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাম্ভিক। তারা রাশি রাশি মন্দ ফন্দি আঁটে। তারা এমন ভাব করে যেন ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

5মন্দ লোকেরা সর্বদাই কুটিল কাজকর্ম করে। এমনকি তারা ঈশ্বরের বিধিসকল ও মহান শিক্ষামালাকে লক্ষ্য করে না।* ঈশ্বরের শত্রুরা তাঁর শিক্ষামালাকে উপেক্ষা করে।

6ঐসব লোকজন মনে করে, কোনদিন ওদের খারাপ কিছু হবে না। তারা বলে, "আমরা সবদিনই মজা করবো আমাদের কোন শাস্তি হবে না।"

7ঐসব লোকেরা সর্বদা অভিশাপ দিচ্ছে। অন্যান্য লোকজন সম্পর্কে তারা সর্বদাই কটু ও মিথ্যা কথা বলে চলেছে। সর্বদাই তারা অহিতকর কাজ করার ফন্দি আঁটে।

8ঐসব লোক অন্যান্য লোকেদের ধরার জন্য গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকে। তারা লুকিয়ে থাকে, মানুষকে আঘাত করার জন্য খুঁজতে থাকে। নির্দোষ লোকেদের ওরা হত্যা করে।

9মন্দ লোকেরা সেইসব সিংহের মত যারা তাদের আহার্য পশুকে ধরার জন্য ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকে। তারা দরিদ্র লোকেদের আক্রমণ করে। মন্দ লোকেদের তৈরী ফাঁদে দরিদ্র লোকেরা ধরা পড়ে।

10ঐসব লোক হতভাগ্য ও বিড়ম্বিত মানুষকে বার বার আঘাত করে।

11এই কারণে ভাগ্যহত লোকেরা ভাবে, "ঈশ্বর আমাদের ভুলেই গেছেন! আমাদের থেকে তিনি চিরদিনের জন্য বিমুখ হয়েছেন! আমাদের ওপর যা যা ঘটে চলেছে প্রভু তা দেখছেন না!"

12প্রভু জেগে উঠুন এবং কিছু করুন! ঈশ্বর, ঐসব মন্দ লোককে শাস্তি দিন! ঐসব বঞ্চিত দরিদ্র লোকেদের ভুলে যাবেন না!

13মন্দ লোকেরা কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে? কারণ তারা ভাবে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন না।

14প্রভু, মন্দ লোকেরা যে সব নির্দয় ও অহিতকর কাজ করে, নিশ্চয় আপনি তা দেখতে পান। ঐসবের দিকে দেখুন এবং কিছু করুন! সমস্যাগ্রস্ত মানুষ আপনার সাহায্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। হে প্রভু, আপনিই সেইজন যিনি অনাথদের সাহায্য করেন। অতএব তাদের সাহায্য করুন!

15প্রভু, মন্দ লোকেদের বিনাশ করুন।

16প্রভু চিরকালের এবং অনন্তকালের রাজা। বিদেশী জাতিগুলি তাঁর দেশ থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

তারা ... না আক্ষরিক অর্থে, "তোমার বিচার তার অনেক উপরে।"

17হে প্রভু, দরিদ্র লোকেরা কি চায় তা আপনি শুনেছেন। তাদের প্রার্থনা শুনুন এবং তারা যা চায় তাই করুন!

18প্রভু পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানদের রক্ষা করুন। দুঃখী লোকেদের অধিক যন্ত্রণার সম্মুখীন করবেন না। এমন করুন যেন মন্দ লোকেরা এখানে থাকতে ভয় পায়।

গীত 11

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের গীত।

1আমি প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখি। তবে কেন তোমরা আমায় দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলে? তুমি আমায় বলেছিলে, "পাখীর মত তোমার পর্বতে উড়ে যেতে!"

2মন্দ লোকেরা শিকারীর মত, তারা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। তারা ধনুকের ছিলা টেনে ধরে। তারা তাদের তীর লোকের দিকে তাক করে এবং সাধু ও সৎ লোকের হৃদয়ে তা সরাসরি বিদ্ধ করে।

3সমাজে ভিতগুলোই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সৎ লোকেরা কি করবে?

4প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন। প্রভু স্বর্গে তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তার সবই তিনি দেখতে পান। লোকেরা সত্যিকারের ভাল না মন্দ তা জানবার জন্য প্রভু লোকেদের খুব কাছ থেকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করেন।

5প্রভু সৎ লোকেদের খোঁজেন। কিন্তু হিংসাশ্রয়ী বদ লোকদের পরিত্যাগ করেন।

6মন্দ লোকেদের ওপর তিনি জ্বলন্ত কয়লা ও গন্ধক বর্ষণ করবেন। ঐসব মন্দ লোক উত্তপ্ত ও অগ্নিময় বাতাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

7কিন্তু প্রভু ভালো। যেসব লোক ভাল কাজ করে তিনি তাদের ভালোবাসেন। সৎ লোকেরা তাঁরই সঙ্গে থাকবে এবং তাঁকে দেখতে পাবে।

গীত 12

পরিচালকের প্রতি, শমীনীৎ সহযোগে দায়ূদের একটি গীত।

1হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন! ভালো লোকেরা সবাই চলে গেছে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের এই পৃথিবীর লোকেদের সঙ্গে রাখা হয় না।

2লোক তার প্রতিবেশীদের মিথ্যা কথা বলে। প্রত্যেকটি লোক তার প্রতিবেশীকে তোষামোদ করে এবং ঠকাবার জন্য মিথ্যে কথা বলে।

3যে ঠোঁট দিয়ে মানুষ মিথ্যা কথা বলে, সেই ঠোঁটগুলি প্রভুর কেটে ফেলা উচিৎ। যে জিভ দিয়ে তারা বড় বড় গল্প বলেছে, প্রভুর সেই জিভগুলিও কেটে ফেলা উচিৎ।

4সেই লোকেরা বলছে, "আমরা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা কথা বলবো এবং গুরুত্বপূর্ণ লোক হব। আমরা জানি কি বলতে হবে, তাই কেউই আমাদের মনিব হবে না।"

5কিন্তু প্রভু বলছেন: "মন্দ লোকেরা দুর্বলদের কাছ থেকে চুরি করেছে। নিঃসহায় লোকেদের জিনিষ ওরা নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখন আমি নিজে দাঁড়িয়ে, ঐসব ভারাক্রান্ত লোকেদের রক্ষা করবো।"

6প্রভুর কথাগুলি, জ্বলন্ত আগুনে গলানো রূপোর মত সত্য ও খাঁটি। কথাগুলি সেই রূপোর মত খাঁটি যাকে সাতবার গলিয়ে শুদ্ধ করা হয়েছে।

7হে প্রভু, নিঃসহায় মানুষের দেখাশুনা করুন। তাদের এখন এবং চিরদিনের জন্য রক্ষা করুন!

8মন্দ লোকেরা আমাদের চারদিকে রয়েছে। তারা সবজায়গায় গুরুত্বপূর্ণ লোকের মত ব্যবহার করে। এদিকে মানুষের নির্লজ্জ কাজগুলি প্রশংসা পায়।

গীত 13

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1হে প্রভু, আর কতক্ষণ আপনি আমায় ভুলে থাকবেন? আপনি কি চিরদিনের জন্য আমায় ভুলে যাবেন? আর কতদিন আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন?

2আর কতকাল আমি এই চিন্তাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করব? আর কতকাল আমার হৃদয় এই দুঃখ ভোগ করবে? আর কতদিন আমার শত্রুরা আমায় পরাজিত করবে?

3হে প্রভু আমার ঈশ্বর, আমার দিকে তাকান! আমার প্রশ্নের উত্তর দিন! আমার প্রশ্নের উত্তর আমায় জানিয়ে দিন; নয়তো আমি মরে যাবো!

4যদি তাই ঘটে, আমার শত্রুরা বলবে, "আমি ওকে মেরেছিলাম!" আমাকে পরাজিত করতে পারলে আমার শত্রুরা খুশী হবে।

5হে প্রভু, আমি আপনার প্রকৃত ভালবাসার ওপর আস্থা রেখেছিলাম। আপনি আমায় রক্ষা করেছেন এবং সুখী করেছেন!

6আমি প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দ গান গাই, কারণ তিনি আমার জন্য হিতকর কাজ করেছেন।

গীত 14

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের গীত।

1একজন দুষ্ট নির্বোধ লোক মনে মনে বলে, "ঈশ্বর নেই।" এইসব লোকেরা ভয়ঙ্কর ও দুষ্ট কাজকর্ম করে। তাদের মধ্যে একজনও নেই যে ভালো কাজ করে।

2ওদের মধ্যে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করে এমন দেখবার জন্য প্রভু স্বর্গ থেকে লোকেদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। (জ্ঞানী লোকেরা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরমুখী হয়।)

3কিন্তু প্রত্যেকটি লোকই ঈশ্বরের থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। সব লোকই, মন্দ লোকে পরিণত হয়েছে। এমনকি একটা লোকও ভালো কাজ করে নি!

4মন্দ লোকেরা আমার লোকেদের বিনষ্ট করেছে। ওই সব মন্দ লোকেরা ঈশ্বরকে চেনে না। মন্দ লোকদের

জন্য গলাধঃকরণ করার মত প্রচুর খাদ্য রয়েছে। এমনকি
তারা প্রভুর উপাসনা পর্যন্ত করে না।
5-6ঐসব মন্দ লোক, একজন দরিদ্র মানুষের কাছ
থেকে উপদেশ শুনতে চায় না। কেন? কারণ ওই দরিদ্র
লোকটি ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর
সৎ লোকেদের সঙ্গে থাকেন। সুতরাং মন্দ লোকদের
ভয়ের অনেক কারণ আছে।
7সিয়োন পর্বত থেকে কে ইস্রায়েলকে রক্ষা করে?
তিনি স্বয়ং প্রভু যিনি ইস্রায়েলকে রক্ষা করেন! প্রভু
যখন আবার তাঁর লোকেদের তাদের দেশ থেকে
সমৃদ্ধশালী করেন, তখন যাকোবের পরিবার আনন্দ
করুক। ইস্রায়েলের লোকেরা সুখী হোক।*

গীত 15

দায়ূদের একটি গীত।

1প্রভু, কে আপনার পবিত্র তাঁবুতে থাকতে পারে?
কে আপনার পবিত্র পর্বতে থাকতে পারে?
2একমাত্র সেই ব্যক্তি যে পবিত্রভাবে জীবনযাপন
করে, যে সৎ কাজ করে, যে অন্তর থেকে সত্য কথা
বলে সেই আপনার পবিত্র পর্বতে বাস করতে পারে।
3এই ধরণের লোক, অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে খারাপ
কথা বলে না। সেই লোক তার প্রতিবেশীদের প্রতি
খারাপ আচরণ করে না। সেই লোক, তার নিজের
পরিবার সম্পর্কে লজ্জাজনক কিছু বলে না।
4ঈশ্বরকে যারা ঘৃণা করে সেই লোক, তাদের সম্মান
করে না। কিন্তু যারা প্রভুর সেবা করে, সেই লোক
তাদের সম্মান প্রদর্শন করে। যদি সে প্রতিবেশীর কাছে
কোন প্রতিশ্রুতি করে থাকে, তবে সে তার প্রতিশ্রুতি
পালন করে।
5যদি সেই লোক কাউকে টাকা দেয়, সে সেই ঋণের
জন্য সুদ চায় না। এমনকি সেই লোক, সহজ সরল
মানুষের অমঙ্গল করার জন্য টাকা পয়সাও গ্রহণ
করে না। যদি কোন লোক এই সৎ মানুষটির মত
জীবনযাপন করে, তবে সে সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে
থাকবে।*

গীত 16

দায়ূদের একটি মিক্তাম।

1হে ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন। কারণ আমি আপনার
ওপর নির্ভর করি।
2আমি প্রভুকে বলেছিলাম, "প্রভু, আপনিই আমার
সদাপ্রভু। যা কিছু ভালো জিনিষ এখন আমার আছে
তা আপনার কাছ থেকেই এসেছে।"
3পৃথিবীতে তাঁর অনুচরদের জন্য প্রভু বিস্ময়কর
কাজ করেন। প্রভু দেখিয়ে দেন যে প্রকৃতই তিনি ঐসব
লোকেদের ভালোবাসেন।
4কিন্তু যারা অন্যান্য দেবতার পূজা করতে ছুটে যায়
তারা অনেক যন্ত্রণায় পড়বে। যে রক্ত তারা ঐসব
দেবমূর্ত্তিতে উৎসর্গ করে, আমি সেই উৎসর্গের সামিল
হব না। এমনকি আমি ঐসব দেবমূর্ত্তির নামও উচ্চারণ
করবো না।
5না, আমার ভাগের অংশ, আমার পানপাত্র প্রভুর
কাছ থেকে আসে। প্রভু আপনি আমায় সহায়তা
দিয়েছেন। আপনি আমায় আমার অংশ দিয়েছেন।
6আমার অংশটুকু অবশ্যই চমৎকার। আমার
উত্তরাধিকার সত্যিই সুন্দর।
7আমি প্রভুর প্রশংসা করি, কারণ তিনি আমায়
উত্তমরূপে শিক্ষাদান করেছেন। এমনকি নিশাকালে,
তাঁর নির্দেশসমূহ তিনি আমার অন্তরের গভীরে রেখে
যান।
8আমি সর্বদাই প্রভুকে আমার সামনে রাখি। এবং
আমি কখনই তাঁর দক্ষিণ পাশ ছেড়ে যাবো না।
9তাই, আমার হৃদয় এবং আত্মা অত্যন্ত খুশী হবে।
আমার দেহও নিরাপদে বেঁচে থাকবে।
10কেন? কারণ হে প্রভু, পাতালে আপনি আমার
আত্মা ছেড়ে চলে যাবেন না। আপনার বিশ্বস্ত জনকে
আপনি কবরে পচতে দেবেন না।
11আপনি আমাকে বাঁচার প্রকৃত পথ সম্পর্কে শিক্ষা
প্রদান করবেন। হে প্রভু, শুধুমাত্র আপনার সঙ্গে থাকলেই
জীবনের চরম শান্তি লাভ হবে। আপনার ডানদিকে
থাকতে পারলেই চিরন্তন সুখ আসবে।

গীত 17

দায়ূদের একটি প্রার্থনা।

1হে প্রভু, ন্যায্য বিচারের জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন।
আমি উচ্চস্বরে আপনাকে ডাকছি। এবং আমি যা বলছি,
সৎভাবে বলছি। অতএব, আমার প্রার্থনা শুনুন।
2আপনি আমার সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন।
আপনি সত্যকে দেখতে পান।
3আপনি আমার অন্তরের গভীর পর্যন্ত দেখেছেন।
সারারাত আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন। আপনি আমায়
জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আমার মধ্যে কোন ত্রুটি পাননি।
আমি কোন মন্দ ফন্দি করিনি।
4আপনার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে, মানুষের পক্ষে
যতখানি কঠিন প্রচেষ্টা সম্ভব, তা আমি করেছি।
5আমি আপনার পথ অনুসরণ করেছি। আমার দুটি
পা, আপনার প্রদর্শিত জীবনের চলার পথ, কখনও
পরিত্যাগ করে নি।
6হে ঈশ্বর, আমি আপনাকে ডাকছি, দয়া করে আমায়
উত্তর দিন। আমার কথা শুনুন, আমার প্রার্থনা শুনুন।
7হে ঈশ্বর, যারা আপনার ওপর নির্ভর করে, তাদের
আপনি সাহায্য করেন। সেইসব লোক আপনার ডানদিকে
দাঁড়াবে। তাই দয়া করে, আপনার এক অনুগামীর প্রার্থনা
শুনুন।

প্রভু যখন ... সুখী হোক অথবা প্রভুর লোকেদের তাদের দেশ থেকে জোর করে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রভু তাঁর লোকেদের ফিরিয়ে আনবেন। তখন ইস্রায়েলের লোকেরা খুব খুশী হবে।

সে ... থাকবে আক্ষরিক অর্থে, "সেই ব্যক্তিকে কখনও সরানো হবে না।"

8আপনার চোখের মণির মত আমায় রক্ষা করুন। আপনার ডানার ছায়ায় আমায় আশ্রয় দিন।

9প্রভু, সেইসব মন্দলোক, যারা আমাকে বিনষ্ট করতে চাইছে, তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। যারা আমার চার পাশে থেকে আমাকে আঘাত করতে চাইছে, তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

10ঐসব মন্দ লোক এত অহঙ্কারী যে তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনতেই চায় না এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে বড়াই করে।

11ঐসব লোক আমাকে তাড়া করেছে। এখন তারা আমার চারপাশে রয়েছে। তারা আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে।

12ঐসব মন্দ লোক সিংহের মত অন্য পশুকে হত্যা করে খাবার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা সিংহের মত লুকিয়ে থাকে, আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে।

13প্রভু উঠুন, এবং শত্রুদের কাছে যান। ওদের দিয়ে আত্মসমর্পণ করান। আপনার তরবারি ব্যবহার করে আমাকে মন্দ লোকেদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

14প্রভু, আপনার ক্ষমতা দ্বারা দুষ্ট লোকেদের বসত-ভূমি থেকে উচ্ছেদ করুন। প্রভু, বহু লোক আপনার সাহায্যের জন্য এসেছে। এই জীবনে এই সব লোকেদের খুব বেশী কিছু নেই। ঐসব লোককে প্রচুর খাদ্য দিন। ওদের শিশুরা যা চায় সব দিন। ওদের শিশুদের এতই বেশী পরিমান দিন যেন, ওরা ওদের শিশুদের জন্যও উদ্বৃত্ত খাদ্য রেখে যেতে পারে।

15আমি বিচারের জন্য প্রার্থনা করেছি। তাই হে প্রভু আমি আপনাকে দেখবো এবং হে প্রভু, আপনাকে দেখে পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হব।

গীত 18

পরিচালকের প্রতি প্রভুর দাস দায়ূদের গীত। প্রভু যখন দায়ূদকে শৌল এবং অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তখন দায়ূদ এই গীতটি লিখেছিলেন।

1তিনি বললেন, “প্রভু আমার শক্তি, আমি আপনাকে ভালোবাসি!”

2প্রভুই আমার শিলা, আমার দুর্গ, আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আমার ঈশ্বর, আমার শিলা। আমি তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য ছুটে যাই। ঈশ্বরই আমার ঢালস্বরূপ। তাঁর শক্তি আমায় রক্ষা করে। দুর্গম পাহাড়ে প্রভুই আমার গোপন আশ্রয়স্থল।

3ওরা আমায় উপহাস করেছে। কিন্তু আমি প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছি এবং আমার শত্রুদের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছি!

4আমার শত্রুরা আমায় হত্যা করতে চাইছিল! আমার চারপাশে ছিল মৃত্যুর দড়ি। এক তীব্র বন্যা আমাকে পাতালের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

5আমার চারপাশে ছিল কবরের রজ্জুগুলি। আমার সামনে পড়েছিল মৃত্যুর ফাঁদ।

6ফাঁদে বদ্ধ হয়ে, আমি প্রভুর কাছে সাহায্য চাইলাম। হ্যাঁ, আমি আমার ঈশ্বরকে ডাকলাম। ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে ছিলেন। তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি আমার সাহায্যের জন্য কান্না শুনতে পেলেন।

7সারা পৃথিবী কেঁপে উঠলো, পর্বতের ভিতগুলো পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল। কেন? কারণ প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন!

8ঈশ্বরের নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে এলো। ঈশ্বরের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। তাঁর দেহ থেকে জ্বলন্ত আগুন বিচ্ছুরিত হতে লাগলো।

9আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে প্রভু নীচে নেমে এলেন! একটি ঘন কালো মেঘের ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

10বাতাসের পাখায় চড়ে তিনি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন। বাতাসের ওপর ভর করে, তিনি সুদূর শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন।

11প্রভু একটা ঘন কালো মেঘের মধ্যে লুকিয়েছিলেন, সেই মেঘ তাঁকে তাঁবুর মত ঘিরেছিল। তিনি ঘন বজ্রময় মেঘের মধ্যে লুকিয়েছিলেন।

12তারপর মেঘ ভেদ করে ঈশ্বরের আলোকময় ঔজ্জ্বল্য বেরিয়ে এলো। সেখানে বজ্রসহ শিলাবৃষ্টি এবং বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা দিল।

13আকাশ থেকে প্রভু বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠলেন! পরাৎপরের রব শোনা গেল। সেখানে তখন শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রসহ অগ্নিময় বিদ্যুতের ঝলক ছিল।

14প্রভু তাঁর তীরসমূহ* নিক্ষেপ করে শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। প্রভু তীরের মত ক্ষিপ্রগতিতে অনেকগুলো অশনিপাত করলেন এবং লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

15প্রভু আপনি উচ্চস্বরে আপনার আজ্ঞা দিলেন এবং তীব্র বেগে বাতাস বইতে শুরু করলো। জল পেছনে সরে গেল এবং আমরা সমুদ্রের তলদেশ দেখতে সমর্থ হলাম। আমরা পৃথিবীর ভিত দেখতে পেলাম।

16প্রভু ওপর থেকে নীচে পৌঁছলেন এবং আমাকে রক্ষা করলেন। প্রভু আমাকে গভীর জল থেকে টেনে তুললেন।

17আমার শত্রুরা আমার চেয়ে শক্তিশালী ছিলো। ওই সব লোক আমায় ঘৃণা করেছে। আমার কাছে আমার শত্রুরা বেশ শক্তিশালীই ছিল, তাই ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেছেন!

18আমি সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম এবং আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আমাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রভু সেখানে ছিলেন!

19প্রভু আমায় ভালোবাসেন, তাই তিনি আমায় উদ্ধার করলেন। তিনি আমায় নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন।

20আমি নিস্পাপ, তাই প্রভু আমাকে আমার যোগ্য পুরস্কার দেবেন। আমি কোন অন্যায় কাজ করি নি, তাই তিনি আমার জন্য হিতকর কাজই করবেন।

21কেন? কারণ আমি প্রভুর নির্দেশ পালন করেছি! আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন পাপ করি নি।

22আমি সর্বদাই প্রভুর নির্দেশসমূহ স্মরণে রাখি। আমি তাঁর নির্দেশিত বিধি পালন করি!

তীরসমূহ অর্থাৎ “বিদ্যুৎ।”

23তাঁর সামনে আমি সর্বদাই সৎ ও বিশুদ্ধ ছিলাম। আমি নিজেকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রেখেছিলাম।

24এই কারণে প্রভু আমাকে আমার পুরস্কার দেবেন! কেন? কারণ আমি নির্দোষ! প্রভু দেখেছেন, আমি কোন গর্হিত কাজ করি নি। তাই আমার প্রতি তিনি হিতকর কাজই করবেন।

25প্রভু, যদি কোন লোক প্রকৃতই আপনাকে ভালোবাসে আপনিও তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করুন। আপনার প্রতি কেউ যদি সৎ ও একনিষ্ঠ হয়, আপনিও তার প্রতি সৎ হন।

26হে প্রভু, যারা ভাল এবং শুচি তাদের কাছে আপনিও ভাল এবং শুচি। কিন্তু, নীচতম এবং ক্রুরতম ব্যক্তিকেও আপনি পরাক্রমী করতে পারেন।

27প্রভু, নম্র লোকেদের আপনি সাহায্য করেন। কিন্তু উদ্ধত ও অহঙ্কারী লোকেদের আপনি অবদমিত করেন।

28প্রভু, আপনিই আমার প্রদীপ জ্বালান। আমার ঈশ্বর, আমার চারদিকের অন্ধকারকে আলোকিত করেন!

29আপনার সাহায্যে হে প্রভু, আমি সৈন্যদের সঙ্গে ছুটতে পারি। ঈশ্বরের সাহায্য পেয়ে, আমি শত্রুদের দেওয়ালের ওপর চড়তে পারি।

30ঈশ্বর সর্বদাই যা সঠিক তাই করে থাকেন। প্রভুর বাক্য পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখে, তিনি তাদের রক্ষা করেন।

31প্রভু ছাড়া আর অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমাদের প্রভু ছাড়া আর কোন শিলা নেই।

32ঈশ্বর আমায় শক্তি দেন। তিনি আমাকে পবিত্র জীবনযাপন করতে সাহায্য করেন।

33ঈশ্বর আমাকে হরিণের মত দ্রুত দৌড়তে সাহায্য করেন। উচ্চস্থানে তিনিই আমাকে অবিচল রাখেন।

34ঈশ্বর আমাকে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেন, তাই আমার বাহুগুলি একটি শক্তিশালী ধনুকে ছিলা পরাতে পারে।

35ঈশ্বর আপনি আমায় রক্ষা করেছেন এবং জয়ী হতে সাহায্য করেছেন। আপনার ডান হাত দিয়ে আপনি আমায় সহায়তা করেছেন। আমার শত্রুকে পরাজিত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন।

36আমার পা এবং গোড়ালি শক্ত করে দিন, যেন আমি হোঁচট না খেয়ে দ্রুত দৌড়তে পারি।

37আমি যেন আমার শত্রুদের তাড়া করতে পারি এবং তাদের ধরে ফেলতে পারি। তাদের শেষ না করে আমি আর ফিরবো না!

38আমি আমার শত্রুদের পরাজিত করবো। তারা আর উঠে দাঁড়াবে না। আমার সব শত্রু আমার পায়ের নীচে পড়ে থাকবে।

39ঈশ্বর, যুদ্ধে আপনিই আমাকে শক্তিশালী করেছেন। আপনিই আমার শত্রুকে আমার সামনে ভূপতিত করেছেন।

40আমার শত্রুদের পরাজিত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন এবং আমি আমার বিরোধীদের বিনষ্ট করেছি!

41আমার শত্রুরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল। কিন্তু তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। তারা এমনকি প্রভুকেও ডেকেছিল, কিন্তু প্রভু তাদের উত্তর দেন নি।

42আমি আমার শত্রুদের মেরে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি। তারা ধূলোর মত বাতাসে উড়ে গিয়েছিল। আমি তাদের একেবারে খণ্ড বিখণ্ড করে ছেড়েছি।

43যারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমাকে সেই সব জাতির নেতা বানিয়ে দিন। যে সব লোকেদের আমি জানি না, তারা আমার সেবা করবে।

44সেই সব লোক আমার সম্পর্কে শোনামাত্রই আমার আজ্ঞাকারী হইবে। ঐ বিদেশীরা আমায় ভয় করবে।

45ঐ সব বিদেশীরা ভয়ে শুকিয়ে যাবে। ভয়ে কম্পমান হয়ে, ওরা ওদের গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে আসবে।

46প্রভু জীবন্ত! আমি আমার শিলার প্রশংসা করি। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেন। তিনি মহান!

47ঈশ্বর আমার জন্য আমার শত্রুদের শাস্তি দিয়েছেন। তিনি লোকেদের আমার অধীনে এনে দিয়েছেন।

48প্রভু, আপনি শত্রুর হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন। যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের পরাস্ত করতে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন। নিষ্ঠুর মানুষের হাত থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন।

49হে প্রভু, এই কারণে আমি সকল জাতির কাছে আপনার প্রশংসা করি। এই জন্যই আপনার নামে আমি স্তোত্র গান করি।

50প্রভু তাঁর মনোনীত রাজাকে বহু যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেন! তাঁর মনোনীত রাজার প্রতি তিনি প্রকৃত ভালোবাসা দেখান। তিনি দায়ূদ এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবেন!

গীত 19

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে। বিতান তাঁর হাতের তৈরী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে।

2প্রতিটি নতুন দিন, ঈশ্বরের মহত্ত্বের কথা বলে। প্রতিটি রাত্রি ঘোরতরভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ করে।

3প্রকৃতপক্ষে তুমি কোন কথা বা শব্দ শুনতে পাবে না। আমাদের কানে শোনার মত কোন শব্দ তারা সৃষ্টি করে না।

4কিন্তু তাদের "রব" সারা পৃথিবী পরিব্যপ্ত করে রাখে। তাদের "শব্দসকল" পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। সূর্য্যের কাছে আকাশ একটি বাড়ির মত।

5সকালের সূর্য বাসরঘর থেকে পরিতৃপ্ত বরের মত বেরিয়ে আসে। সূর্য্য হচ্ছে একজন দৌড়বাজের মত। আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত তার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দৌড়বার জন্য উদ্‌গ্রীব।

6সূর্য্য আকাশের এক দিক থেকে দৌড় শুরু করে এবং সারা রাস্তা দৌড়ে দৌড়ে আকাশের অন্য প্রান্তে গিয়ে দৌড় শেষ করে। তার তাপ থেকে কিছুই লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রভুর শিক্ষাগুলিও ঠিক এই রকম।

7প্রভুর শিক্ষামালা হচ্ছে নিখুঁত। সেগুলি ঈশ্বরের লোকেদের শক্তি দেয়। প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়। তা অজ্ঞ মানুষকে জ্ঞানী হতে সাহায্য করে।

8প্রভুর সকল বিধি যথাযথ। সেগুলি মানুষকে সুখী করে। প্রভুর আজ্ঞাগুলিও উত্তম। সেগুলি মানুষকে বাঁচার যথার্থ পথ দেখায়।

9প্রভুর উপাসনা সেই আলোর মত, যার দীপ্তি চিরদিন ভাস্বর। প্রভুর সিদ্ধান্তগুলি ভাল এবং ন্যায়সঙ্গত।

10প্রভুর শিক্ষামালা সব থেকে খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান। তা শ্রেষ্ঠ মধু, যা মৌচাক থেকে সরাসরি পাওয়া যায় তার থেকেও মিষ্টি।

11প্রভুর শিক্ষামালা তাঁর দাসকে সতর্ক করে। সেগুলি পালন করলে মহাফল হয়।

12প্রভু, কোন ব্যক্তিই তার নিজের সব দোষ দেখতে পায় না। তাই হে প্রভু, গোপনে পাপ করা থেকে আমায় বিরত করুন।

13আমার যে সব পাপ করতে ইচ্ছা হয়, সেগুলো আমায় করতে দেবেন না। ঐ পাপগুলিকে আমার ওপর প্রভুত্ব করতে দেবেন না। আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন, তবে আমি পাপমুক্ত ও শুচি থাকবো।

14আমার বাক্য এবং চিন্তাসমূহ আপনাকে প্রসন্ন করুক। হে প্রভু, আপনিই আমার শিলা। আপনিই সেই জন যিনি আমায় রক্ষা করেন।

গীত 20

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1যখন তুমি সংকটের মধ্যে থাকো, তখন প্রভু যেন তোমার ডাকে সাড়া দেন। যাকোবের ঈশ্বর তোমায় সেগুলো অতিক্রম করতে সাহায্য করুন।

2ঈশ্বর তাঁর পবিত্রস্থান থেকে তোমায় সাহায্য করুন। সিয়োন পর্বত থেকে তিনি যেন তোমায় সাহায্য করেন।

3তোমার দেওয়া সকল উৎসর্গ ঈশ্বর স্মরণে রাখুন। তোমার দেওয়া সকল নৈবেদ্য যেন তিনি গ্রহণ করেন।

4তুমি যা চাও, ঈশ্বর যেন তাই মঞ্জুর করেন। তিনি যেন, তোমার সব পরিকল্পনা সফল করেন।

5ঈশ্বর যখন তোমাকে সাহায্য করেন তখন আমরা আনন্দ করব। এস, আমরা তাঁর নামের প্রশংসা করি। তুমি যা চাও প্রভু যেন তোমাকে তার সব কিছুই দেন!

6এখন আমি জেনেছি, প্রভু তাঁর মনোনীত রাজাকে সাহায্য করেন! প্রভু তাঁর পবিত্র স্বর্গলোকে বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁর মনোনীত রাজাকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

7কিছু লোক তাদের রথের ওপর নির্ভর করেছিল। কিছু লোক তাদের সৈন্যদের ওপর নির্ভর করেছিল। কিন্তু আমরা স্মরণে রেখেছিলাম আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে।

8সেই সব লোকগুলো পরাজিত হয়েছে, তারা যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু আমরা জিতেছি! আমরা বিজয়ী হয়েছি!

9প্রভু তাঁর মনোনীত রাজাকে রক্ষা করেছেন! ঈশ্বরের মনোনীত রাজা সাহায্য চাইলো। প্রভু তার উত্তর দিলেন!

গীত 21

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1প্রভু, আপনার শক্তি রাজাকে সুখী রাখে। আপনি যখন তাকে রক্ষা করেন তখন সে অত্যন্ত খুশী হয়।

2রাজা যা যা চেয়েছিল, আপনি তাকে তাই দিয়েছেন। প্রভু, রাজা কিছু চেয়েছিল এবং আপনি তাকে ঠিক তাই দিয়েছেন সে যা চেয়েছিল।

3প্রভু, সত্যিই আপনি রাজাকে আশীর্বাদ করেছেন। আপনিই তার মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

4ঈশ্বর, রাজা আপনার কাছে জীবন চেয়েছিলো, আপনি তাকে তাই দিয়েছেন! আপনি তাকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন, যা যুগ যুগ ধরে চলছে।

5আপনি রাজাকে জয়ের পথে পরিচালিত করেছেন এবং তাকে মহান গৌরব এনে দিয়েছেন। আপনি তাকে সম্মান এবং প্রশংসা দিয়েছেন।

6ঈশ্বর, সত্যিই আপনি রাজাকে চিরদিনের জন্য আশীর্বাদ করেছেন। যখন রাজা আপনার মুখ দর্শন করে, তখন সে ভীষণ খুশী হয়।

7রাজা প্রভুর ওপর আস্থা রাখে। হে পরাৎপর, তাকেহতাশ করবেন না।

8হে ঈশ্বর, আপনি আপনার শত্রুদের দেখাবেন যে আপনি শক্তিমান। যারা আপনাকে ঘৃণা করে, আপনার শক্তি তাদের পরাজিত করবে।

9হে প্রভু, আপনি যখন রাজার সঙ্গে থাকেন, তখন সে একটা জ্বলন্ত চুল্লির মত যা সব কিছুকেই পুড়িয়ে দেয়। তার ক্রোধ লেলিহান আগুনের মত জ্বলতে থাকে এবং সে শত্রুদের বিনাশ করে।

10আর তার শত্রুদের পরিবারসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা এই পৃথিবী থেকে সরে যাবে।

11কেন? কারণ ঐসব লোক প্রভু, আপনার বিরুদ্ধে খারাপ কাজের ফন্দি এঁটেছিল কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

12প্রভু, ঐসব লোককে আপনি আপনার ক্রীতদাস করে রেখেছেন। আপনি ওদের একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন। আপনি ওদের গলায় দড়ি পরিয়েছেন। আপনি ওদের ক্রীতদাসের মত মাথা নত করিয়েছেন।

13প্রভু, আমরা আপনার মহত্বের গৌরব-গাথা গাইবো! হে প্রভু, আপনার বিরাটত্বে আপনি মহিমান্বিত হউন!

গীত 22

পরিচালকের প্রতি। "ভোরের হরিণ" গানটির সুরে বসানো দায়ূদের একটি গীত।

1হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর! কেন আপনি আমায় ছেড়ে চলে গেছেন? আপনি এত দূরে যে, আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না! আপনি এত দূরে যে, আমার সাহায্যের জন্য চিৎকার ও শুনতে পাবেন না!

2ঈশ্বর আমার, সারাদিন ধরে আমি আপনাকে ডেকেছি। কিন্তু আপনি সাড়া দেন নি। সারারাত ধরে আমি আপনাকে ডেকেছি।

3ঈশ্বর, আপনি হলেন সেই পবিত্র একজন। আপনি রাজার মত থেকে যান। ইস্রায়েলের প্রশংসাই আপনার সিংহাসন।

4আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার ওপর বিশ্বাস করেছিলেন। হ্যাঁ, হে ঈশ্বর তারা আপনার ওপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপনি তাঁদের রক্ষা করেছেন।

5ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার কাছে সাহায্যের জন্য কেঁদে পড়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা আপনার ওপর আস্থা রেখেছিলেন এবং তাই তাঁরা আশাহত হন নি!

6সুতরাং, আমি কি কীট, মানুষ নই? লোকে আমার সম্পর্কে লজ্জা বোধ করে এবং আমাকে ঘৃণা করে।

7প্রত্যেকে যারা আমাকে দেখে, আমায় নিয়ে ঠাট্টা করে। তারা তাদের মাথা নাড়ায় এবং আমায় জিভ ভেঙ্গায়।

8তারা আমায় বলে: "প্রভুর কাছে সাহায্য চাও। হয়তো বা তিনি তোমায় পরিত্রাণ করবেন। তিনি যদি সত্যিই তোমায় পছন্দ করেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন!"

9হে ঈশ্বর, এটাই প্রকৃত সত্য যে, একমাত্র আপনার ওপরেই আমি নির্ভর করি। এমন কি আমি যখন আমার মায়ের বুকের দুধ খেতাম আপনি আমাকে আশ্বাস এবং স্বস্তি দিতেন।

10যে দিন আমি জন্মেছি, সে দিন থেকেই আপনি আমার ঈশ্বর। মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরেই আমি আপনার যত্নে লালিত হয়েছি।

11তাই, হে আমার ঈশ্বর, আমাকে ছেড়ে যাবেন না! কারণ সংকট নিকটবর্ত্তী। আমাকে সাহায্য করার মত কেউই নেই।

12আমার চারপাশে লোকজন রয়েছে, শক্তিশালী বলদের মত তারা আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে।

13তাদের মুখগুলো একটা গর্জনকারী সিংহের মত হাঁ করে খোলা, যেন তার শিকারের দিকে সবেগে ছুটে যাচ্ছে।

14মাটিতে ফেলে দেওয়া জলের মত আমার শক্তি চলে গেছে। আমার অস্থিগুলো আলাদা হয়ে গেছে। আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলেছি!

15আমার শক্তি* ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের মতই শুকিয়ে গেছে। আমার জিভ তালুতে আটকে যাচ্ছে। আপনি আমাকে "মৃত্যুর ধূলায়" পৌঁছে দিয়েছেন।

16আমার চারপাশে "কুকুর" ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সব মন্দ লোকেদের দল আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। সিংহের মত তারা আমার হাত ও পা বিদ্ধ করে দিয়েছে।

শক্তি অথবা "মুখ।"

17আমি আমার হাড়গুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। লোকজন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে! তারা ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

18ঐ লোকগুলো ওদের মধ্যে আমার কাপড়গুলো ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। তারা আমার কাপড়ের জন্য ঘুঁটি চালছে।

19প্রভু, আমাকে ছেড়ে যাবেন না! আপনিই আমার শক্তি। শীঘ্রই আমাকে সাহায্য করুন!

20প্রভু, শত্রুর তরবারি হতে আমায় রক্ষা করুন। ওই সব কুকুরদের হাত থেকে আমার মূল্যবান জীবন রক্ষা করুন।

21আমাকে সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করুন। বলদের শিং এর আঘাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

22প্রভু, আপনার সম্পর্কে আমি আমার ভাইদের বলবো। মহাসমাজের সামনে আমি আপনার প্রশংসা করব।

23তোমরা যারা প্রভুর উপাসনা কর, তারা প্রভুর প্রশংসা কর! হে ইস্রায়েলের উত্তরপুরুষগণ প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর! হে ইস্রায়েলের মানুষ প্রভুকে ভয় ও শ্রদ্ধা কর।

24কেন? কারণ প্রভু দরিদ্র লোকেদের তাদের সংকটে সাহায্য করেন। প্রভু তাদের জন্য লজ্জিত নন। যদি মানুষ তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকেন না।

25প্রভু, মহাসমাজে আমার প্রশংসা আপমার কাছ থেকেই আসে। এই সব উপাসনাকারী ভক্তদের সামনে, আমার মানত করা বলি আমি আপনাকে উৎসর্গ করবো।

26দরিদ্র লোকেরা খেয়ে তৃপ্ত হবে। তোমরা যারা প্রভুকে খুঁজছ, তারা তাঁর প্রশংসা কর! তোমাদের অন্তঃকরণ চিরজীবি হউক!

27তোমরা, সুদূর দেশগুলির জনগণ, প্রভুকে মনে রেখো এবং তাঁর কাছে ফিরে এস! যে সব মানুষ বিদেশে থাকে তারাও যেন প্রভুরই উপাসনা করে।

28কেন? কারণ প্রভুই রাজা। তিনি সব জাতিকে শাসন করেন।

29বলিষ্ঠ এবং সুদেহী লোকেরা আহারান্তে ঈশ্বরের কাছে প্রণিপাত করবে। বস্তুতঃ সকলে যারা মারা যাবে এবং যারা ইতিমধ্যেই মারা গেছে তারা সকলেই ঈশ্বরের কাছে অবনত হবে!

30এবং ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষরা প্রভুর সেবা করবে। লোকেরা চিরদিন তাঁর কথা বলবে।

31প্রত্যেকটি প্রজন্ম তাদের শিশুদের কাছে ঈশ্বর যে ভাল জিনিষগুলি করেছেন সে সম্পর্কে বলবে।

গীত 23

দায়ূদের একটি গীত।

1প্রভুই আমার মেষপালক। আমার যা কিছু চাই, সব সময় আমি তা-ই নেব।*

আমার ... নেব আক্ষরিক অর্থে, "আমার কোন কিছুরই অভাব নেই।"

2তিনি আমাকে সবুজ চারণ ক্ষেত্রে শুইয়ে দেন। তিনি আমাকে বিশ্রাম জলাধারের পাশে পরিচালিত করেন।

3তাঁর নামের মহিমা উপলব্ধি করার জন্য তিনি আমার আত্মাকে নতুন শক্তি দেন। তাঁর নামের জন্য তিনি আমায় ঠিক পথে পরিচালিত করেন।

4এমনকি, যদি আমি কবরের মত গাঢ় অন্ধকারময় কোন উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাই, আমি কোন বিপদের দ্বারা ভীত হব না। কেন? কারণ আপনি যে আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রভু। আপনার শাসনদণ্ড আমাকে স্বস্তি দেয়, নিরাপদে রাখে।

5প্রভু, আপনি আমার শত্রুদের সামনে আমার টেবিল তৈরী করেছিলেন। আপনি আমার মাথায় তেল দিয়ে আমাকে অভিবাদন করেছিলেন। আমার পানপাত্র পরিপূর্ণ এবং তা উপচে পড়ছে।

6ধার্ম্মিকতা এবং ক্ষমা আজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। এবং আমি প্রভুর মন্দিরে দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকবো।

গীত 24

দায়ূদের একটি গীত।

1এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রভুর। এই জগৎ এবং জগতের সব লোকও তাঁর।

2প্রভু জলের ওপর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি নদীসমূহের ওপর এইসব তৈরী করেছেন।

3কে প্রভুর পর্বতে আরোহন করতে পারে? কে প্রভুর পবিত্র মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে?

4সেই সব লোক যারা মন্দ কাজ করে নি, সেই সব লোক যাদের অন্তঃকরণ শুচি, সেই সব লোকেরা যারা মিথ্যেকে সত্যের মত করে বলবার সময় আমার নাম* নেয়নি, যারা মিথ্যা কথা বলেনি এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়নি একমাত্র সেই সব লোকই এখানে উপাসনা করতে পারে।

5ভালো লোকেরা প্রভুকে অন্যদের আশীর্বাদ করবার জন্য বলে। ঐসব ভালো লোকেরাও ঈশ্বর, তাদের পরিত্রাতাকে ভাল কাজই করতে বলে।

6সেই সব ভালো লোক ঈশ্বরকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তারা সাহায্যের জন্য যাকোবের ঈশ্বরের কাছে যায়।

7হে ফটক সকল, তোমাদের মাথা তোল! হে প্রাচীন দ্বারসমূহ, খুলে যাও, কারণ মহিমান্বিত রাজা ভেতরে আসবেন।

8কে সেই মহিমান্বিত রাজা? প্রভুই সেই রাজা। তিনিই পরাক্রমী সৈনিক। প্রভুই সেই রাজা, তিনিই যুদ্ধের নায়ক।

9হে ফটকসকল তোমাদের মাথা তোল! হে প্রাচীন প্রবেশ দ্বারসমূহ, খুলে যাও, কারণ মহিমান্বিত রাজা ভেতরে আসবেন।

10কে সেই মহিমান্বিত রাজা? সর্বশক্তিমান প্রভুই সেই রাজা। তিনিই সেই মহিমান্বিত রাজা!

গীত 25

দায়ূদের গীত।

1প্রভু, আমি নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছি।

2হে আমার ঈশ্বর, আমি আপনাতে আস্থা রাখি। তাই আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার শত্রুরা যেন আমার ওপর জয়লাভ না করে।

3যদি কোন ব্যক্তি আপনার ওপর নির্ভর করে, সে কখনও হতাশাগ্রস্থ হবে না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা হতাশ হবে। তারা কিছুই পাবে না।

4হে প্রভু, আপনার পথগুলি আমাকে দেখান। আপনার পথ সম্পর্কে আমায় শিক্ষা দিন।

5আমায় পরিচালিত করুন এবং আপনার সত্য সম্পর্কে আমায় শিক্ষা দিন। আপনিই আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাতা। প্রতিদিন আমি আপনার ওপর নির্ভর করি।

6হে প্রভু, আমার প্রতি দয়া করে আমায় স্মরণ করবেন। যে কোমল ভালোবাসা আপনি আমায় চিরদিন দিয়ে এসেছেন সেই ভালোবাসা আমার প্রতি প্রদর্শন করুন।

7আমার তরুণ বয়সের কৃত কুকর্ম ও পাপ আপনি স্মরণে রাখবেন না। হে প্রভু, আপনার সুনামের জন্য, আমায় ভালোবেসে স্মরণ করবেন।

8প্রভু প্রকৃতপক্ষেই ভাল এবং সৎ। তিনি পাপীদের ঠিক পথে জীবনযাপন করবার শিক্ষা দেন।

9যারা বিনীত, তাদেরই তিনি তাঁর পথগুলি শেখান। তিনি ন্যায়পথে তাদের পরিচালিত করেন।

10প্রভুই রাজা, যারা তাঁর চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করে তিনি তাদের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হন।

11হে প্রভু, আমি অনেক পাপ কাজ করেছি। কিন্তু আপনার মহত্ব দেখাবার জন্য, আমি যা যা করেছিলাম, সেগুলো সবই আপনি ক্ষমা করেছেন।

12যদি কোন লোক প্রভুকেই অনুসরণ করবে বলে মনোনীত করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে বেঁচে থাকবার শ্রেষ্ঠ রাস্তা দেখাবেন।

13সেই লোক ভাল জিনিস উপভোগ করতে পারবে, এবং তাঁর সন্তানরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড পাবে।

14প্রভু তাঁর গূঢ় কথা তাঁর অনুগামীদের বলেন। তাঁর চুক্তি সম্পর্কে তিনি তাদের শিক্ষা দেন।

15সাহায্যের জন্য আমি সর্বদাই প্রভুর দিকে চেয়ে থাকি। তিনি সর্বদাই আমাকে সমস্যার জাল থেকে মুক্ত করেন।

16হে প্রভু, আমি নিঃসহায় এবং নিঃসঙ্গ। আমার দিকে মুখ ফেরান, আমায় কৃপা করুন।

17আমাকে আমার সংকটসমূহ থেকে মুক্ত করুন। আমার সমস্যাগুলির সমাধান করতে আমায় সাহায্য করুন।

18আমার প্রচেষ্টা ও সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমার সকল পাপ থেকে আমায় ক্ষমা করে দিন।

19আমার যেসব শত্রু আছে তাদের দিকে দেখুন। তারা আমায় ঘৃণা করে, আমায় আঘাত করতে চায়।

20হে ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন। আমি আপনার ওপর নির্ভর করি। দয়া করে আমায় হতাশ করবেন না।

21হে ঈশ্বর, আপনি প্রকৃতই ভাল। আমি আপনাতে নির্ভর করি, তাই আমায় রক্ষা করুন।

22হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলের লোকেদের, তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

গীত 26

দায়ূদের গীত।

1প্রভু, আমার বিচার করুন। আমি যে সৎ পথে জীবনযাপন করেছি তা প্রমাণ করে দিন। আমি কখনও প্রভুতে আস্থা রাখা থেকে বিরত হইনি।

2প্রভু আমায় পরীক্ষা করুন, আমার হৃদয় ও মনকে খুব ভালোভাবে দেখুন।

3আমি সর্বদাই আপনার কোমল ভালোবাসা দেখতে পাই। আপনার সত্যে আমি বাঁচি।

4আমি মিথ্যাবাদী ও কপটাচারীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিনা। আমি ঐ সব অকেজো লোকেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই না।

5ঐসব অপরাধীদের দলগুলিকে আমি ঘৃণা করি। ঐসব শয়তানদের দলে আমি যোগ দেবো না।

6হে প্রভু আমি যে নিস্পাপ তা দেখাতে এবং আপনার যজ্ঞবেদীতে যাওয়ার জন্য আমি আমার হাত ধুই।

7প্রভু আমি আপনার প্রশংসা গান গাই। আপনার সৃষ্টিকরা আশ্চর্য্য বিষয় সম্পর্কে আমি গান গাই।

8প্রভু আমি আপনার মন্দিরকে ভালোবাসি। আমি আপনার মহিমাময় তাঁবু ভালোবাসি।

9প্রভু আমাকে ঐসব পাপীদের দলভুক্ত করবেন না। ঐসব খুনীদের সঙ্গে আমার জীবন গ্রহণ করবেন না।

10ঐ লোকগুলো সব সময় অন্যদের প্রতারিত করে। খারাপ কাজ করার জন্য ওরা সর্বদাই উৎকোচ নিতে প্রস্তুত।

11কিন্তু আমি নির্দোষ। তাই হে ঈশ্বর, আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমায় রক্ষা করুন।

12সব বিপদ থেকে আমি সুরক্ষিত। হে প্রভু, আমি আপনার মণ্ডলীগণের সামনে আপনার প্রশংসা করি।

গীত 27

দায়ূদের গীত।

1প্রভু, আপনিই আমার জ্যোতি এবং আমার পরিত্রাতা। আমি কাউকেই ভয় পাবো না! প্রভুই আমার জীবনের সুরক্ষা স্থান, তাই কোন লোককেই আমি ভয় পাবো না।

2মন্দ লোকেরা আমায় আক্রমণ করতে পারে এবং আমার শত্রুরা আমায় ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে পারে, তখন তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।

3যদি একদল সৈন্যও আমার চারদিকে ঘিরে থাকে, আমি ভয় করবো না। এমনকি যুদ্ধে যদি লোকজন আমায় আক্রমণ করে, আমি ভয় করবো না। কেন? কারণ আমি প্রভুকে বিশ্বাস করি।

4প্রভুর কাছ থেকে আমি কেবলমাত্র একটা জিনিসই চাইবো: "আমাকে সারাজীবন মন্দিরে তাঁর সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য এবং তাঁকে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রভুর মন্দিরে বসে থাকতে দিন।"

5যখন আমি বিপদগ্রস্থ তখন প্রভুই আমায় রক্ষা করবেন। তাঁর তাঁবুতেই তিনি আমায় লুকিয়ে রাখবেন। তিনি আমাকে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে নেবেন।

6আমার শত্রুরা আমায় ঘিরে রয়েছে। কিন্তু ওদের পরাজিত করতে প্রভু আমায় সাহায্য করবেন! তারপর আমি তাঁর তাঁবুতে বলি উৎসর্গ করবো। আনন্দধ্বনি করে আমি উৎসর্গ নিবেদন করব। প্রভুর সম্মানে আমি গান-বাজনা করবো।

7প্রভু আমার কথা শুনুন। আমায় উত্তর দিন। আমার প্রতি সদয় হোন।

8প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার অন্তর থেকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি আপনার সামনে এসেছি।

9প্রভু, আপনার দাস আমি, আমার দিক থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। আমায় সাহায্য করুন! আমায় সরিয়ে দেবেন না! আমায় ফেলে চলে যাবেন না! ঈশ্বর আমার, আপনিই আমার পরিত্রাতা।

10আমার মা বাবা আমায় ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু প্রভু আমায় গ্রহণ করেছেন। তিনি আমায় তাঁর আপনজন করে নিয়েছেন।

11প্রভু আমার প্রচুর শত্রু আছে। তাই আপনার পথ আমায় শেখান। আমায় সঠিক কাজ করতে শেখান।

12প্রভু, আমার বিরোধী পক্ষকে আমায় পরাজিত করতে দেবেন না। কারণ মিথ্যে সাক্ষীরা আদালতে আমার বিরুদ্ধে কথা কলেছে। আমার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ উদ্রেক করবার জন্য তারা এটা করেছিল।

13আমি প্রকৃতই বিশ্বাস করি যে, আমার মৃত্যুর পূর্বে* আমি প্রভুর ধার্ম্মিকতা দেখে যাবো।

14প্রভুর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা কর। শক্তিমান ও সাহসী হও এবং প্রভুর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা কর!

গীত 28

দায়ূদের একটি গীত।

1হে প্রভু, আপনি আমার শিলা। আপনার সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি। আমার প্রার্থনা থেকে কান ফিরিয়ে নেবেন না। যদি আপনি আমার ডাকে সাড়া না দেন, লোকে ভাববে আমি কবরের মৃত ব্যক্তির চেয়ে উন্নত কিছু নই।

2প্রভু, আমার দু হাত তুলে আপনার পবিত্রতম স্থানে আমি প্রার্থনা জানাই। যখন আমি আপনাকে

আমার ... পূর্বে আক্ষরিক অর্থে, "জীবিতদের দেশে।"

ডাকি আমার ডাক শুনুন। আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

3প্রভু, আমাকে খারাপ লোকেদের একজন ভাববেন না। সেই সব লোক "সলোম" শব্দের দ্বারা তাদের প্রতিবেশীদের অভিনন্দন করে। কিন্তু মনে মনে তারা প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মন্দ ফন্দি আঁটে।

4প্রভু, ঐসব লোক অন্যান্য লোকেদের প্রতি মন্দ আচরণ করে। অতএব তাদের যাতে খারাপ হয় তাই করুন। যেমন ওরা অন্যদের করেছিল।

5মন্দ লোকেরা কখনই প্রভুর ভালো কাজগুলো বুঝতে পারে না। প্রভু যে সব ভালো কাজ করেন তা তারা দেখে না। না তারা বুঝতে চায় না, তারা শুধু ধ্বংস করতে চায়।

6প্রভুর প্রশংসা কর! তিনি আমার প্রতি করুণা করার প্রার্থনা শুনেছেন!

7প্রভুই আমার শক্তি, তিনিই আমার ঢাল। আমি তাঁকে বিশ্বাস করেছি। তিনি আমায় সাহায্য করেছেন। আমি প্রচণ্ড খুশী! এবং তাই আমি তাঁর প্রশংসা করে গান গাইছি।

8প্রভু যাকে পছন্দ করেন তাঁকে রক্ষা করেন। প্রভুই তাঁর শক্তি!

9ঈশ্বর আপনার লোকেদের রক্ষা করুন। আপনার অধিকারভুক্ত যারা তাদের আশীর্বাদ করুন। তাদের আপনি চিরকালের জন্য নেতৃত্ব দিন এবং তাদের সম্মান দিন!

গীত 29

দায়ূদের একটি গীত।

1হে ঈশ্বরের সন্তানরা, তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর! তাঁর শক্তি এবং মহিমার প্রশংসা কর।

2প্রভুর প্রশংসা কর এবং তাঁর নামের সম্মান কর! তোমরা পবিত্র বস্ত্র পরে তাঁর উপাসনা কর।

3প্রভুর রব সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে শোনা যায়। মহিমান্বিত ঈশ্বরের রব মহাসমুদ্রে বজ্রধ্বনির মত।

4প্রভুর রব তাঁর শক্তি ঘোষণা করে। প্রভুর রব তাঁর মহিমা প্রকাশ করে।

5প্রভুর রব বিরাট বড় এরস গাছেদের ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়। প্রভু লিবানোনের এরস গাছ ভেঙ্গে দিয়েছেন।

6প্রভু লিবানোনকে প্রকম্পিত করেছেন। দেখে মনে হয় যেন একটি বাচ্চা বাছুর নাচছে। শিরিয়োণ* প্রকম্পিত হচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন একটা বাচ্চা ছাগল লাফাচ্ছে।

7বিদ্যুতের চমক দিয়ে প্রভুর রব বাতাসকে কেটে কেটে দিচ্ছে।

8প্রভুর রব মরুভূমিকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছে। প্রভুর রবে কাদেশ মরুভূমি কেঁপে উঠছে।

9প্রভুর রব দেবদারু গাছকে কাঁপিয়ে দেয়। প্রভু বনস্থলী ধ্বংস করেন। কিন্তু তাঁর পবিত্র মন্দিরে, লোকে তাঁর মহিমার গান গায়।

10প্লাবনের সময় প্রভুই ছিলেন রাজা এবং চিরদিনের জন্য প্রভুই রাজা থাকবেন।

11প্রভু তাঁর লোকেদের শক্তি দেন। তিনি তাঁর লোকেদের শান্তি দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

গীত 30

দায়ূদের গানগুলির অন্যতম। এই গানটি মন্দির উৎসর্গীকরণের উদ্দেশ্যে রচিত।

1প্রভু, আপনি আমায় আমার সংকটগুলি থেকে টেনে তুলেছেন। আপনি আমাকে আমার শত্রুদের হাতে পরাজিত হতে এবং বিদ্রূপ করতেও দেন নি। তাই আপনার প্রতি আমি সম্মান দেখাবো।

2প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। এবং আমার প্রার্থনা শুনে আপনি আমায় আরোগ্য করে তুলেছেন।

3আপনি আমায় কবর থেকে টেনে তুলেছেন। আপনি আমায় বাঁচতে দিয়েছেন। মৃত্যু লোকের মৃত মানুষদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হয় নি।

4ঈশ্বরের অনুগামীরা, প্রভুর প্রতি স্তবগান কর। তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা কর!

5যখন ঈশ্বর ক্রুদ্ধ ছিলেন তখন "মৃত্যু" ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি আমার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে আমাকে দিয়েছেন "জীবন।" রাত্রে আমি লুটিয়ে পড়ে কাঁদি। পরদিন সকালে আমি আনন্দে গান গাই!

6যখন নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ছিলাম আমি ভেবেছিলাম কিছুই আমাকে আঘাত করতে পারবে না!

7হ্যাঁ, প্রভু যখন আপনি আমার প্রতি সদয় ছিলেন আমি অনুভব করেছিলাম কোনকিছুই আমাকে হারাতে পারবে না! কিন্তু যখন আপনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

8তাই, হে ঈশ্বর আমি ফিরে এসে আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি। আমি আপনার কাছে করুণা প্রার্থনা করেছি।

9আমি বলেছিলাম, "হে ঈশ্বর, যদি আমি মরে কবরে যাই, তাতে কি ভালো হবে? মৃত লোকেরা শুধুই ধূলোয় শুয়ে থাকে! তারা আপনার প্রশংসা করে না। আমরা যে আপনার ওপর কতখানি নির্ভর করতে পারি, তা তারা অন্যান্য লোকেদের বলে না।

10প্রভু আমার প্রার্থনা শুনুন এবং আমার প্রতি সদয় হোন! প্রভু আমায় সাহায্য করুন!

11আমি প্রার্থনা করেছিলাম এবং আপনি আমায় সাহায্য করেছেন! আপনি আমার কান্নাকে নৃত্যে পরিণত করেছেন। আপনি আমায় চটের বস্ত্র সরিয়ে দিয়ে আনন্দ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।

12প্রভু আমার ঈশ্বর, আমি চিরদিন আপনার প্রশংসা করবো, তাই কখনই নীরবতা থাকবে না। সর্বদাই কোন

শিরিয়োণ অথবা 'হেরমোন্ পর্বত।'

একজন থাকবে, যে আপনার সম্মানের জন্য আপনার প্রশংসা গীত গাইবে।

গীত 31

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1প্রভু, আমি আপনার ওপর নির্ভর করি। আমাকে হতাশ করবেন না। আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমায় রক্ষা করুন।

2হে ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন। শীঘ্রই আপনি এসে আমায় রক্ষা করুন। আপনি আমার নিরাপদ আশ্রয় হোন। আপনি আমার নিরাপদ দুর্গ হোন। আমায় সুরক্ষিত করুন!

3ঈশ্বর, আপনিই আমার শিলা; তাই, আপনার নামের স্বার্থে আমায় পরিচালিত করুন।

4আমার শত্রুরা আমার সামনে এক ফাঁদ পেতে রেখেছে। ওদের ফাঁদ থেকে আমায় উদ্ধার করুন। আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়।

5প্রভু, আপনিই সেই ঈশ্বর যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। আমার জীবন আমি আপনার হাতে সমর্পণ করলাম। আমায় উদ্ধার করুন!

6যারা মূর্ত্তিসমূহের পূজা করে, তাদের আমি ঘৃণা করি। আমি একমাত্র প্রভুকেই বিশ্বাস করি।

7হে ঈশ্বর, আপনার করুণায় আমি খুব খুশী। আপনি আমার দুর্ভোগ দেখেছেন। আমার যে সব সমস্যা ছিল তাও আপনি জানেন।

8আপনি আমাকে আমার শত্রুদের হস্তগত করবেন না। ওদের ফাঁদ থেকে আপনি আমায় মুক্ত করবেন।

9প্রভু, আমার অসংখ্য সমস্যা আছে। তাই আমার প্রতি সদয় হোন। আমি মানসিকভাবে এমন বিপর্যস্ত যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ ব্যথা করছে। আমার গলা ও পেট জ্বালা করছে।

10আমার জীবন দুঃখে শেষ হতে চলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমার বছরগুলি কাটছে। আমার সংকটগুলি আমার সব শক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে। আমার সব শক্তি, আমায় ত্যাগ করছে।*

11শত্রুরা আমায় ঘৃণা করছে। আমার প্রতিবেশীরাও আমায় ঘৃণা করছে। সমস্ত আত্মীয়রা আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করে। তারা আমাকে ভয় পায় এবং এড়িয়ে চলে।

12হারিয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতির মত লোকেরা আমাকে ভুলে গেছে।

13লোকেরা আমার সম্পর্কে যে সব ভয়ঙ্কর কথা বলে, তা আমি শুনি। ঐসব লোক আমার বিরুদ্ধে গেছে। ওরা আমায় মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে।

14হে প্রভু, আমি আপনাতে আস্থা রাখি। আপনিই আমার ঈশ্বর।

15আমার জীবন আপনার হাতে রয়েছে। আমার শত্রুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। কিছু লোক আমায় তাড়া করছে। ওদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

16দয়া করে আপনার দাসকে অভ্যর্থনা করুন এবং গ্রহণ করুন। আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমাকে রক্ষা করুন!

17প্রভু, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, তাই আমি হতাশ হবো না, মন্দ লোকেরা হতাশ হবে। ওরা নীরবে কবরে যাবে।

18ঐসব মন্দ লোক নিজেদের সম্পর্কে বড়াই করে এবং সৎ লোকেদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। ঐসব মন্দ লোকেরা প্রচণ্ড উদ্ধত। কিন্তু, যে মুখ দিয়ে ওরা মিথ্যা কথা বলে তা নীরব হয়ে যাবে।

19হে ঈশ্বর, আপনার অনুগামীদের জন্য আপনি অনেক ভালো জিনিষ বাঁচিয়ে রেখেছেন। যারা আপনাকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য সকলের সামনেই আপনি ভাল কাজ করেন।

20সৎ লোকেদের আঘাত করার জন্য মন্দ লোকেরা একসঙ্গে জড় হয়। ঐসব মন্দ লোক লড়াই শুরু করতে চায়। কিন্তু আপনি সেইসব সৎ লোকেদের লুকিয়ে রাখেন এবং তাদের রক্ষা করেন। আপনার নিজের আশ্রয়ে আপনি তাদের রক্ষা করেন।

21প্রভু ধন্য! সারা শহর যখন শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত, তখন তিনি আমার প্রতি, তাঁর আশ্চর্য্য করুণা দেখিয়েছেন।

22আমি ভীত হয়ে বলেছিলাম, "আমি এমন এক জায়গায় রয়েছি সেখানে ঈশ্বরও আমাকে দেখতে পাবেন না।" কিন্তু হে ঈশ্বর, আপনার সাহায্য চেয়ে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং আপনি আমার উচ্চস্বরের প্রার্থনা শুনেছিলেন।

23হে ঈশ্বরের অনুগামীরা, তোমরা অবশ্যই প্রভুকে ভালোবেসো! যারা প্রভুর প্রতি নিষ্ঠাবান, প্রভু তাদের রক্ষা করেন। কিন্তু যারা নিজের ক্ষমতা নিয়ে দম্ভ করে প্রভু তাদের শাস্তি দেন। তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পায়।

24তোমরা যারা প্রভুর সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষা করছো, তারা সাহসী হও, শক্তিশালী হও!

গীত 32

দায়ূদের একটি মস্কীল।

1একজন ব্যক্তি, যার পাপসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে, সে প্রকৃতই ধন্য। যার পাপ মুছে দেওয়া হয়েছে, সেই লোকও সত্যিই ধন্য।

2একজন ব্যক্তি সত্যিকারের সুখী যখন প্রভু তাকে বলেন তার কোন দোষ নেই। সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান, সে তার গোপন পাপ লুকিয়ে রাখে নি।

3ঈশ্বর, আমি বার বার আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমার গোপন পাপের কথা আমি বলিনি। তাই যতবার আমি প্রার্থনা করেছি, ততবারই আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি।

আমার ... করছে আক্ষরিক অর্থে, ''আমার হাড়গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।''

4দিন রাত আপনি আমার জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছেন। গ্রীষ্মকালের শুকনো জমির মত আমি শুকিয়ে গিয়েছিলাম।

5তখন আমি আমার সব পাপ প্রভুর কাছে স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রভু, আমি আপনাকে আমার পাপের কথা বলেছি। আমার কোন অপরাধ আমি লুকিয়ে রাখিনি এবং আপনি আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন!

6এই কারণে, হে ঈশ্বর, সব অনুগামীদের আপনার প্রতি প্রার্থনা করা উচিৎ। এমনকি, যখন প্লাবনের মত বিপর্যয়গুলি অন্যদের ওপর আসে, তখনও তারা আপনার অনুগামীদের কাছে আসবে না।

7হে ঈশ্বর, আমার কাছে আপনিই লুকোনোর স্থান। আমার সমস্যা থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আপনি আমায় ঘিরে থাকেন এবং আমায় রক্ষা করেন। তাই আপনি যেভাবে আমায় উদ্ধার করেছেন আমি তারই গান গাই।

8প্রভু বলেন, "যে পথে তুমি বাঁচবে আমি তোমাকে সেই পথের শিক্ষা দেবো। আমি তোমায় সেই পথে পরিচালিত করবো। আমি তোমায় রক্ষা করবো এবং তোমার পথ প্রদর্শক হবো।

9একটা ঘোড়া বা গাধা যাদের বোধশক্তি নেই, তাদের মত নির্বোধ হয়ো না। এই সব জন্তুকে বশে আনতে গেলে, লোকেদের বল্‌গা ও লাগাম ব্যবহার করা উচিত। এই সব জিনিস ছাড়া ঐ সব জন্তু আপনার কাছে আসবে না।"

10মন্দ লোকেদের কাছে অনেক যন্ত্রণা আসবে। কিন্তু যারা প্রভুতে আস্থা রাখে, তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা তাদের ঘিরে থাকবে।

11ভালো লোকেরা, তোমরা আনন্দ কর এবং প্রভুতে আনন্দলাভ কর! তোমরা সৎ লোকেরা আনন্দ কর!

গীত 33

1হে ভালো লোকেরা, তোমরা প্রভুতে আনন্দ কর! ভাল লোকেদের পক্ষে তাঁর প্রশংসা করাই ভালো!

2বীণা বাজাও এবং প্রভুর প্রশংসা কর! দশতারা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে প্রভুর গান গাও।

3তাঁর জন্য একটা নতুন গান গাও। অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাজাও এবং আনন্দ ধ্বনি দাও!

4প্রভুর বাক্য সত্য। তিনি যা কিছু করেন, তার প্রতি তোমরা নির্ভর করতে পারো।

5ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হতে ও ভাল কাজ করতে ভালবাসেন। প্রভুর প্রকৃত ভালোবাসা পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয়!

6প্রভু নির্দেশবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। ঈশ্বরের মুখের নিঃশ্বাস থেকেই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

7ঈশ্বর, সমুদ্রের জল এক জায়গায় জমা করেছেন। তিনি সমুদ্রকে তার জায়গায় রাখেন।

8সমগ্র পৃথিবীর সকলের উচিৎ ঈশ্বরকে ভয় এবং শ্রদ্ধা করা। জগতের প্রত্যেকটি মানুষের তাঁকে ভয় করা উচিত।

9কেন? কারণ ঈশ্বর একটি আজ্ঞা দেন এবং সেটি ঘটে। যদি তিনি বলেন "থাম" তাহলেই সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়।

10প্রভু প্রত্যেকের উপদেশকেই অর্থহীন করে তুলতে পারেন। তিনি জাতিদের পরিকল্পনাগুলি মূল্যহীন করে দিতে পারেন।

11কিন্তু প্রভুর উপদেশ চিরন্তন সত্য। তাঁর পরিকল্পনাগুলো বংশপরম্পরায় সত্য থাকে।

12যারা প্রভুকে তাদের ঈশ্বর রূপে পেয়েছে তারা সত্যিই ধন্য। কেন? কারণ ঈশ্বরই তাদের তাঁর নিজের লোক হিসেবে মনোনীত করেছেন।

13প্রভু স্বর্গ থেকে নীচের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং সমস্ত লোকেদের দেখেছেন।

14পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে, তাঁর উচ্চ সিংহাসন থেকে তিনি সকলকে দেখেন।

15ঈশ্বর প্রত্যেকটি লোকের মন সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি লোক কি ভাবছে ঈশ্বর তাও জানেন।

16একজন রাজা তাঁর বৃহৎ শক্তিতে উদ্ধার পায় না। একজন বলবান সৈনিক, তাঁর নিজের শক্তিতে রক্ষা পায় না।

17ঘোড়াগুলো যুদ্ধের বিজয় এনে দেয় না। এমনকি তাদের শক্তিও সৈন্যদের পালাতে সাহায্য করতে পারে না।

18তাঁর প্রকৃত ভালবাসায় আস্থা রেখে, যারা প্রভুকে অনুসরণ করে, প্রভু তাদের ওপর লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের প্রতি যত্ন নেন।

19সেইসব লোককে ঈশ্বর মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি তাদের শক্তি দেন।

20তাই আমরা প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা করবো। তিনি আমাদের সাহায্য করেন, রক্ষা করেন।

21ঈশ্বর আমাদের সুখী করেন, আমরা তাঁর পবিত্র নামে প্রকৃতই আস্থা রাখি।

22প্রভু, প্রকৃতই আমরা আপনার উপাসনা করি! তাই আমাদের প্রতি আপনার মহান ভালোবাসা দেখান।

গীত 34

দায়ূদের গীত। যখন থেকে দায়ূদ পাগলের মত আচরণ করেছিলেন যাতে অবীমেলক তাঁকে দূর করে দেন। এইভাবে দায়ূদ তাঁকে ছেড়ে চলে যান।

1সর্বদা আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। আমার মুখ সর্বদাই তাঁর প্রশংসা করে।

2হে বিনীত লোকেরা, যখন আমি প্রভুর সম্পর্কে বড়াই করি তোমরা শোন এবং সুখী হও।

3আমার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসা কর। এসো আমরা তাঁর নামের সম্মান করি।

4আমি ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিলাম এবং তিনি শুনেছেন। যা কিছু আমি ভয় করতাম, তা থেকে তিনি আমায় উদ্ধার করেছেন।

5সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের দিকে চাও, তিনি তোমায় গ্রহণ করবেন। লজ্জিত হয়ো না।*

6এই দরিদ্র মানুষটি প্রভুকে ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রভু আমার কথা শুনেছেন এবং সব সমস্যা থেকে তিনি আমায় রক্ষা করেছেন।

7যারা প্রভুকে অনুসরণ করে, প্রভুর দূত এসে তাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন। প্রভুর দূত তাদের রক্ষা করেন।

8প্রভু কতখানি ভালো তা দেখাবার জন্য প্রভুর স্বাদ গ্রহণ কর। যে প্রভুর ওপর নির্ভর করে সে সত্যিই সুখী হয়।

9তোমরা প্রভুর পবিত্র অনুগামীরা, প্রভুকে শ্রদ্ধা কর। কারণ অনুগামীদের কাছে প্রত্যেকটি জিনিষ আছে যা তাদের প্রয়োজন।

10বলবান লোকেরাও ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু যারা ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য যাবে, তারা সব ভালো জিনিসই পাবে।

11শিশুরা, আমার কথা শোন, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো কেমন করে প্রভুকে শ্রদ্ধা করতে হয়।

12যদি কেউ জীবনকে ভালোবাসে এবং দীর্ঘ ও ভালো জীবনযাপন করতে চায়,

13তাহলে সেই ব্যক্তি যেন মন্দ কথা না বলে, সে যেন মিথ্যা কথা না বলে।

14খারাপ কাজ করা বন্ধ করে দাও! ভালো কাজ কর। শান্তির জন্য কাজ কর। যতক্ষণ না শান্তি পাও, ততক্ষণ তার পেছনে ছুটে বেড়াও।

15ভালো লোকেদের প্রভু রক্ষা করেন। তিনি তাদের প্রার্থনা শোনেন।

16কিন্তু যারা খারাপ কাজ করে প্রভু তাদের বিরোধী। তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন!

17প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর এবং তিনি তোমার কথা শুনবেন এবং সব সংকট থেকে তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন।

18যখন সংকট আসে তখন কয়েকজন দম্ভ করা থেকে বিরত হয়। প্রভু সেইসব ভগ্ন হৃদয় লোকের কাছাকাছি থাকেন এবং তাদের উদ্ধার করেন।

19ভালো লোকেদের অনেক সমস্যা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা সমস্যা থেকে প্রভু তাদের উদ্ধার করবেন।

20তাদের প্রত্যেকটি হাড় প্রভু রক্ষা করবেন। তাদের একটি হাড়ও ভাঙবে না।

21দুষ্ট লোকেদের শয়তানি তাদের ক্রমশঃ ধ্বংস করবে।

22প্রভু তাঁর দাসদের আত্মাকে রক্ষা করেন। যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাদের বিনষ্ট হতে দেবেন না।

তিনি … না আক্ষরিক অর্থে, "তার দিকে তাকাও এবং উজ্জ্বল হও। তোমার মুখ বিবর্ণ কোর না।"

গীত 35

দায়ূদের গীত।

1হে প্রভু, আমার বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন! যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাদের সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করুন!

2প্রভু, ঢাল এবং বর্ম তুলে নিন। উঠুন এবং আমায় সাহায্য করুন।

3বর্শা এবং বল্লম হাতে তুলে নিন এবং যারা আমার বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। হে প্রভু আমার আত্মাকে বলুন, "আমি তোমায় উদ্ধার করবো।"

4কিছু লোক আমাকে হত্যা করতে চাইছে। ওদের পরাজিত এবং লজ্জিত করুন। এমন করুন যেন ওরা পিছন ফিরে পালিয়ে যায়। ওরা আমায় আঘাত করার চক্রান্ত করছে। ওদের পরাজিত ও নাস্তানাবুদ করে ছাড়ুন।

5ওদের তুষের মত বাতাসে উড়িয়ে দিন। প্রভুর দূত যেন ওদের ধাওয়া করে।

6প্রভু ওদের পথ অন্ধকারময় এবং পিচ্ছিল করে দিন। প্রভুর দূত যেন ওদের তাড়া করে।

7আমি ওদের কাছে কোন ভুল কাজ করিনি কিন্তু ঐসব লোক আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। সম্পূর্ণ বিনা কারণে ওরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

8তাই প্রভু, ওদের নিজেদের ফাঁদেই ওদের ফেলুন। নিজেদের জালেই ওরা হোঁচট খাক্। কোন অজানা বিপদ যেন ওদের উপরে বর্তায়।

9তখন আমি প্রভুতে আনন্দ করবো। তিনি যখন আমায় উদ্ধার করবেন তখন আমি সুখী হবো।

10আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে আমি বলব, "প্রভু আপনার মত কেউই নেই। শক্তিশালী লোকেদের হাত থেকে আপনি একজন দুর্বল লোককে বাঁচিয়েছেন। আপনি একজন দরিদ্র লোককে উদ্ধার করেন যার কাছ থেকে লোকে চুরি করতে চেষ্টা করে।"

11একদল মিথ্যা সাক্ষী আমায় আঘাত করবার জন্য পরিকল্পনা করছে। ওরা আমায় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। আমি কিন্তু জানি না ওরা কি বিষয়ে বলছে।

12আমি কেবলমাত্র ভাল কাজই করেছি। কিন্তু ওরা আমার প্রতি খারাপ কাজই করবে। প্রভু, যে রকম ভালো জিনিস আমার প্রাপ্য তা আমায় দিন।

13যখন ওরা অসুস্থ হয়েছিলো, আমি ওদের জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম। উপবাসের মাধ্যমে আমি সেই দুঃখ প্রকাশ করেছি। ওদের জন্য প্রার্থনা করে এটাই কি আমার প্রাপ্য?

14ঐসব লোকেদের জন্য আমি দুঃখের পোশাক পরেছিলাম। ওদের আমি আমার বন্ধুর মত, এমন কি ভাইয়ের মত দেখেছিলাম। মায়ের মৃত্যুর পর যে লোকটা কাঁদে আমি তার মতই দুঃখিত ছিলাম। ওদের দুঃখের কারণে আমি কালো কাপড় পরেছিলাম। দুঃখে মাথা নত করে আমি হাঁটাচলা করতাম।

15কিন্তু যখন আমি একটু ভুল করলাম, ওরা আমায় উপহাস করলো। ওরা আসলে প্রকৃত বন্ধু ছিল না।

আমি ওদের চিনতামও না। কিন্তু চারিদিক থেকে ওরা আমায় ঘিরেছিল এবং আক্রমণ করেছিল।

16অত্যন্ত খারাপ ভাষায় ওরা আমায় বিদ্রূপ করেছে। ওরা আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ দেখিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে।

17হে আমার প্রভু, আর কতদিন আপনি এই সব খারাপ ঘটনা ঘটতে শুধুই দেখে যাবেন? ওরা আমায় ধ্বংস করতে চাইছে। হে প্রভু, আমার জীবন রক্ষা করুন। আমার প্রিয় জীবনকে ওদের থেকে রক্ষা করুন। ওরা সিংহের মত হিংস্র।

18প্রভু মন্দিরের মহাসমাজে আমি আপনার প্রশংসা করবো। সেই বলবান জনতার সামনে আমি আপনার প্রশংসা করবো।

19ঐসব শত্রুকে কোন কারণেই আমাকে ঘৃণা করতে অথবা পরাজিত করতে দেবেন না। আমাকে ওদের বিদ্রূপের পাত্র হতে দেবেন না। ওদের গোপন পরিকল্পনার জন্য ওরা অবশ্যই শাস্তি পাবে।

20আমার শত্রুরা প্রকৃতপক্ষে শান্তির জন্য পরিকল্পনা করছে না। ওরা দেশের শান্তিপ্রিয় লোকেদের বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কাজ করার জন্য গোপনে পরিকল্পনা করছে।

21শত্রুরা আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলে চলেছে। ওরা মিথ্যা কথা বলে, ওরা বলে "হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি কি করছো।"

22হে প্রভু আপনি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে। তাই, চুপ করে থাকবেন না। আমায় ছেড়ে যাবেন না।

23প্রভু, উঠুন! জাগুন! হে আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার জন্য লড়াই করুন, আমাকে ন্যায় বিচার দিন।

24প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপনার নিরপেক্ষতা দিয়ে আমার বিচার করুন। ঐ লোকগুলোকে আমার প্রতি বিদ্রূপ করতে দেবেন না।

25ওরা যেন বলতে না পারে, "হ্যাঁ! এইতো আমরা যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি!" ওরা যেন বলতে না পারে, "আমরা ওকে ধ্বংস করেছি!"

26আমি আশা করি, আমার সব শত্রু লজ্জিত ও অপমানিত হবে। যখন আমার কিছু খারাপ হয়েছিল, তখন ওরা খুব খুশী হয়েছিল। ওরা ভেবেছিলো ওরা আমার থেকে বেশী ভালো! তাই, ওই সব লোক যেন লজ্জা ও অবমাননায় ঢেকে যায়।

27কিছু লোক চায় আমার ভালো হোক। আমি আশা করি, ওরা প্রচণ্ড সুখী হবে! ওরা সব সময় বলে, "প্রভু মহান! যা তাঁর দাসের পক্ষে মঙ্গলকর, তিনি তাই চান।"

28তাই হে প্রভু, আমি লোকেদের বলি, আপনি কত ভাল। প্রতিদিনই আমি আপনার প্রশংসা করি।

গীত 36

পরিচালকের প্রতি। প্রভুর দাসের প্রতি। দায়ূদের প্রতি।

1একজন খারাপ লোক নিজের উপরেই খুব খারাপ আচরণ করে, যখন সে বলে, "আমি ঈশ্বরকে ভয় বা শ্রদ্ধা করবো না।"

2সেই লোক নিজের প্রতিই মিথ্যাচার করে। সেই লোক তার নিজের দোষ দেখে না। তাই সে ক্ষমাও চায় না।

3তার কথামাত্রই অকাজের মিথ্যা কথা। ঐ লোকের কোনদিন সত্য জ্ঞান হবে না এবং কোনদিন সে ভাল কাজ করতে শিখবে না।

4রাতের বেলায় সে অকাজের পরিকল্পনা করে সকালে উঠে সে কোনও ভাল কাজই করে না। এমনকি সে মন্দ করাকেও এড়িয়ে চলে না।

5হে প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম আকাশ ছুঁয়ে যায়, আর আপনার আনুগত্য স্বর্গে পৌঁছয়।

6হে প্রভু আপনার ধার্ম্মিকতা উচ্চতম পর্বতের চেয়েও উঁচু। আপনার ন্যায়নীতি গভীরতম সমুদ্রের চেয়েও গভীর। প্রভু, আপনিই মানুষ এবং পশুদের রক্ষা করেন।

7আপনার বিশ্বস্ত প্রেমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। লোকেরা এবং দূতেরা আপনার পাখার ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

8হে প্রভু, আপনার মন্দিরের ভাল জিনিস থেকে তারা নতুন শক্তি পায়। আপনার আনন্দ নদী থেকে আপনি ওদের জল পান করতে দেন।

9প্রভু আপনার থেকেই জীবনের ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয়! আপনার আলো আমাদের আলো দেখতে সাহায্য করে।

10প্রভু, যারা সত্যি সত্যিই আপনাকে চেনে, তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা অব্যাহত রাখুন । যারা আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান আপনি তাদের মঙ্গল করুন।

11প্রভু অহঙ্কারী লোকেদের হাতে আমাকে ধরা পড়তে দেবেন না। দুষ্ট লোকেদের আমাকে ধরতে দেবেন না।

12ওদের কবরের ফলকে লিখে দিন "এখানে দুষ্ট লোকেদের দেহ পড়ে রয়েছে। ওদের ধ্বংস করা হয়েছে। আর কোনদিন ওরা জাগবে না।"

গীত 37

দায়ূদের গীত।

1দুষ্ট লোকেদের দেখে মর্মপীড়া বোধ করো না। যারা মন্দ কাজ করে, ওদের দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ো না।

2মন্দ লোকেরা সবুজ ঘাস-পাতার মত, যা তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হয়ে মারা যায়।

3যদি তুমি প্রভুতে আস্থা রাখ এবং ভালো কাজ কর, তাহলে তুমি বেঁচে থাকবে এবং এই পৃথিবীর ভাল বস্তুগুলি উপভোগ করবে।

4প্রভুর সেবা করে নিজে উপভোগ কর এবং তাহলে তোমার যা প্রয়োজন, তিনি তোমায় তাই দেবেন।

5প্রভুর ওপরে নির্ভর কর। তাঁকে বিশ্বাস কর, যা করার তিনি তাই করবেন।

6প্রভু তোমার ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়নীতি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত উজ্জ্বল করুন।

7প্রভুকে বিশ্বাস কর এবং তাঁর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা কর। মন্দ লোকেরা যখন জয়ী হয় তখন হতাশ হয়ো না। দুষ্ট লোকেরা যখন কু-পরিকল্পনা করে জয়ী হয়, তখন মর্মপীড়া বোধ করো না।

8ক্রুদ্ধ হয়ো না! রাগে আত্মহারা হয়ে যেও না! এতখানি হতাশ হয়ে যেও না, যাতে তোমারও খারাপ কাজ করতে ইচ্ছা হয়।

9কেন? কারণ মন্দ লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যারা সাহায্যের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবে, তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি পাবে।

10খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দুষ্ট লোকেরা আর সেখানে থাকবে না। তোমরা হয়তো তাদের খুঁজবে, কিন্তু ততদিনে তারা সবাই গত হয়েছে!

11বিনয়ী লোকেরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি পাবে এবং তারা শান্তি ভোগ করবে।

12মন্দ লোকেরা ভালো লোকেদের বিরুদ্ধে মন্দ ফন্দি আঁটবে। ভালো লোকেদের দিকে দাঁত কিড়মিড় করে ওরা ওদের ক্রোধ প্রকাশ করবে।

13কিন্তু আমাদের প্রভু ওদের দেখে দেখে হাসেন। ওদের যে কি হবে, তা তিনি দেখতে পান।

14মন্দ লোকেরা তাদের তরবারি তুলে নেয়, ওদের তীর তাক করে। ওরা দরিদ্র সহায়সম্বলহীন লোককে হত্যা করতে চায়। সৎ এবং ভালো লোকেদের ওরা হত্যা করতে চায়।

15কিন্তু ওদের তরবারি ওদের বুকেই বিদ্ধ হবে, ওদের তীরও ভেঙ্গে যাবে।

16মন্দ লোকেদের বিপুল সমাবেশের চেয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সৎ লোক অনেক ভালো।

17কেন? কারণ মন্দ লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু প্রভু সৎ লোকেদের প্রতি যত্ন নেন।

18খাঁটি ভালো মানুষদের প্রভু আজীবন রক্ষা করেন। ওরা অনন্তকাল ধরে পুরস্কার পাবে।

19সংকট এলে সৎ লোকেরা হতাশ হবে না। দুর্ভিক্ষের সময় ভালো লোকদের জন্য প্রচুর আহার থাকবে।

20কিন্তু মন্দ লোকেরা প্রভুর শত্রু এবং ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ওদের উপত্যকা শুকিয়ে যাবে এবং পুড়ে যাবে। ওরা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে।

21একজন দুষ্ট লোক খুব তাড়াতাড়ি টাকা ধার করে, কিন্তু কখনও সেটা ফেরৎ দেয় না। কিন্তু ভালো লোক মুক্ত হাতে অপরকে দেয়।

22একজন ভালো লোক যদি লোকেদের আশীর্বাদ করে, তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশ পাবে। যদি সে অন্যের খারাপ চায়, তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

23যে সৈন্য সাবধানে চলে, প্রভু তাকে সাহায্য করেন। প্রভু তাকে পড়ে যেতে দেন না।

24যদি সেই সৈন্য দৌড়ে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, প্রভু সেই সৈন্যের হাত ধরে তাকে পতন থেকে রক্ষা করেন।

25একসময় আমি তরুণ ছিলাম, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমি কখনও ঈশ্বরকে ভালো লোকেদের পরিত্যাগ করতে দেখি নি। ভালো মানুষের সন্তানদের আমি কখনও খাবার ভিক্ষা করতে দেখি নি।

26একজন সৎ লোক মুক্ত হাতে অন্যকে দেয়। সৎ লোকদের সন্তানরা আশীর্বাদের মত।

27যদি তুমি খারাপ কাজ না কর, যদি তুমি ভালো কাজ কর, তুমি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

28প্রভু ন্যায় ভালবাসেন। সাহায্য না করে তিনি তাঁর অনুগামীদের পরিত্যাগ করেন না। প্রভু তাঁর অনুগামীদের সর্বদাই রক্ষা করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকদের তিনি বিনাশ করেন।

29সৎ লোকেরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত রাজ্য পাবে। সেখানে তারা চিরদিন বাস করবে।

30একজন সৎ লোক সর্বদাই সুপরামর্শ দেয়। সে প্রত্যেকের জন্যই ন্যায্য সিদ্ধান্ত দেয়।

31তার মনের মধ্যে সর্বদাই প্রভুর শিক্ষামালা থাকে। তাই সে সৎ পথে বাঁচা থেকে বিরত হবে না।

32কিন্তু দুষ্ট লোকেরা সব সময় সৎ লোকেদের হত্যা করবার সুযোগ খোঁজে।

33সৎ লোকেরা যখন মন্দ লোকেদের ফাঁদে পড়ে, তখন প্রভু সৎ লোকেদের ত্যাগ করেন না। ঈশ্বর কখনই সৎ লোকেদের দোষী বলে বিচারে সাব্যস্ত হতে দেবেন না।

34ঈশ্বর যা বলেন তা কর এবং তাঁর সাহায্যের প্রতীক্ষা কর। যখন তিনি মন্দ লোকেদের জোর করে তাড়িয়ে দেবেন, তখন প্রভু তোমাকেই জয়ী করবেন এবং তুমিই প্রভুর প্রতিশ্রুত রাজ্য পাবে।

35আমি একজন দুষ্ট লোককে দেখেছিলাম যে ছিল ক্ষমতাশালী। তার ছিল একটা স্বাস্থ্যবান সবুজ গাছের মতো একটি শক্তিশালী দেহ।

36পরে আমি সেই পথে গিয়েছি। আমি তাকে খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি।

37সৎ এবং পবিত্র হও। শান্তিপ্রিয় লোকেরা অনেক উত্তরপুরুষ পাবে।

38কিন্তু যারা ঈশ্বরের বিধান ভাঙ্গে তারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। এবং তাদের উত্তরপুরুষদেরও দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

39প্রভু সৎ লোকেদের রক্ষা করেন। সৎ লোকেরা যখন সংকটে পড়ে, তখন প্রভুই তাদের আশ্রয়।

40প্রভু সৎ লোকেদের সাহায্য করেন, রক্ষা করেন। সৎ লোকেরা প্রভুতে বিশ্বাস রাখে এবং তিনি তাদের দুষ্ট লোকেদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

গীত 38

স্মরণীয় দিনটির জন্য দায়ূদের একটি গীত।

1প্রভু, ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমার সমালোচনা করবেন না। রাগান্বিত অবস্থায় আমায় শাস্তি দেবেন না।

2প্রভু আপনি আমায় আঘাত করেছেন। আপনার তীর আমার হৃদয়ের গভীরে বিদ্ধ হয়েছে।

3আপনি আমায় শাস্তি দিয়েছেন। এখন আমার সারা শরীর যন্ত্রণা করছে। আমি পাপ করেছিলাম, আপনি

আমায় শাস্তি দিলেন। আমার সমস্ত হাড় ব্যথা করছে।

4মন্দ কাজ করার দায়ে আমি অপরাধী। আমার সেই পাপের এত ভার যে আমি লজ্জায় আমার মাথা তুলতে পারছি না।

5আমি মূর্খের মত কাজ করেছি। এখন আমার আছে দুর্গন্ধময় ক্ষতস্থান।

6এখন আমি সর্বদা বেদনায় বেঁকে রয়েছি। সারাদিনই আমি মানসিক অবসাদে কাটাই।

7আমার সারা শরীর জ্বরে টন্ টন্ করছে।

8আমি এমনই যন্ত্রণায় কাতর যে আমি কিছু অনুভব করতে পারছি না। আমার দ্রুত স্পন্দিত হৃদয় আমার আর্তনাদের কারণ!

9হে প্রভু, আপনি আমার তীব্র আর্তনাদ শুনেছেন। আমি কোন্ কোন্ জিনিষের আকাঙ্খী তা আপনি জানেন।

10আমার অন্তরে তীব্র ঘা দিচ্ছে। আমার সব শক্তি চলে গেছে এবং আমি অন্ধ হতে বসেছি।

11আমার অসুস্থতার জন্য আমার বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের কেউই আমায় দেখতে আসে না। আমার পরিবারের কেউ আমার কাছে আসবে না।

12শত্রুরা যারা আমায় হত্যা করতে চায় তারা আমার নামে মিথ্যা রটনা করে। ওরা যারা আমায় হত্যা করতে চায়, আমার নামে মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে। সর্বদাই ওরা আমার বিষয়ে আলোচনা করছে।

13কিন্তু যে কানে শোনে না আমি তার মতই বধির। যে কথা বলতে পারে না, আমি তার মতই মূক হয়ে আছি।

14আমি সেই লোকের মত যে, লোকে তার সম্পর্কে কি বলছে, তা শুনতে পায় না। আমি যুক্তিতর্কে প্রমাণ করতে অক্ষম যে আমার শত্রুরা মিথ্যা বলছে।

15তাই প্রভু, আপনি আমায় বাঁচান। হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপনি আমার হয়ে কথা বলুন।

16আমি যদি কিছু বলি, তবে আমার শত্রুরা আমায় নিয়ে মজা করবে। আমাকে অসুস্থ দেখলে তারা ভাববে কোন অন্যায় কাজের জন্য আমার শাস্তি হয়েছে।

17আমি জানি খারাপ করার জন্য আমি দোষী। আমার যন্ত্রণা আমি ভুলতে পারছি না।

18প্রভু, যে খারাপ কাজ আমি করেছি, তা আমি আপনাকে বলেছি। আমার পাপের জন্য আমি দুঃখিত।

19আমার শত্রুরা স্বাস্থ্যবান ও বলবান। ওরা অনেক অনেক মিথ্যা কথা বলেছে।

20আমার শত্রুরা আমার প্রতি অনেক খারাপ আচরণ করেছে। আমি কিন্তু ওদের শুধু ভালো করেছি। আমি শুধুমাত্র ভাল কাজই করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওই সব লোক আমার বিরুদ্ধে গেছে।

21প্রভু আমায় ছেড়ে যাবেন না! হে আমার ঈশ্বর, আমার কাছে থাকুন!

22শীঘ্র এসে আমায় সাহায্য করুন! হে ঈশ্বর, আপনি আমায় রক্ষা করুন!

গীত 39

পরিচালকের প্রতি। যিদূথূনের প্রতি দায়ূদের একটি গীত।

1আমি বলেছিলাম, "আমি যা বলবো সে সম্পর্কে সতর্ক থাকবো। আমার জিভকে আমাকে কোন পাপ করতে দেবো না। যখন আমি দুষ্ট লোকেদের মধ্যে থাকবো তখন আমি চুপ করে থাকবো।"

2তাই আমি কিছু বলি নি। এমন কি আমি কোন ভালো কথাও বলি নি! কিন্তু আমি আরো বেশী যন্ত্রণা বোধ করছি।

3আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলাম। এ বিষয়ে আমি যত ভেবেছি, ততই ক্রুদ্ধ হয়েছি। তাই আমি কিছু বলি নি।

4হে প্রভু, আমায় বলে দিন, এখন আমার কী হবে? বলুন, আর কতদিন আমি বাঁচবো? আমাকে জানতে দিন আসলে আমার জীবন কত ছোট।

5হে প্রভু আপনি আমায় একটি স্বল্প আয়ু দান করেছেন। আপনার তুলনায় আমার জীবন কিছুই নয়। প্রত্যেকটি মানুষের জীবন মেঘের মতই যা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়। কোন মানুষই চিরদিন বাঁচবে না।

6আমাদের জীবন দর্পণের প্রতিবিম্বের মত, আমাদের সমস্যারও প্রকৃত কোন মূল্য নেই। আমাদের মৃত্যুর পর কারা এই সব ভোগ করবে তা না জেনেই আমরা সারা জীবন ধরে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে চলেছি।

7তাই প্রভু, আমি আর কী আশা রাখবো? আপনিই আমার আশা!

8প্রভু আমি যে সব মন্দ কাজ করেছি, তা থেকে আমাকে বাঁচান। আমাকে যেন একজন দুষ্ট মূর্খের লজ্জার সম্মুখীন হতে না হয়।

9আমি আমার মুখ খুলবো না। আমি কোন কিছুই বলবো না। প্রভু যা করণীয়, আপনি তাই করেছেন।

10কিন্তু হে ঈশ্বর, আমাকে আর শাস্তি দেবেন না। আপনি যদি না থামেন আপনার হাতে আমি শেষ হয়ে যাবো!

11হে প্রভু, বাঁচার প্রকৃত পথ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য, যারা ভুল কাজ করে, তাদের আপনি শাস্তি দেন। মথ যেমন কাপড় কেটে নষ্ট করে, তেমন করে মানুষ যা ভালোবাসে, তা আপনি বিনষ্ট করে দেন। হ্যাঁ, আমাদের জীবন ক্ষুদ্র মেঘের মত, যা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়।

12প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন! চিৎকার করে আমি যে প্রার্থনা করি তা শুনুন। আমার চোখের জলের দিকে তাকান। আমি একজন পথিক মাত্র যে এই জীবন আপনার সঙ্গে ভোগ করছি। আমার পূর্বপুরুষদের মত আমিও ক্ষণিকের জন্য এখানে থাকবো।

13মৃত্যুর পূর্বে, আমার চলে যাওয়ার আগে, আমাকে একা থাকতে দিন, আমাকে সুখী হতে দিন।

গীত 40

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1আমি প্রভুকে ডেকেছিলাম, তিনি তা শুনেছেন। তিনি আমার ডাক শুনেছেন।

2তিনি আমাকে কবর থেকে টেনে তুলেছেন। তিনি
আমাকে সেই কাদাময় জায়গা থেকে টেনে তুলেছেন।
তিনি আমায় উদ্ধার করে, আমাকে শক্ত মাটিতে দাঁড়
করিয়েছেন। তিনি আমার পদস্খলন হতে দেন নি।
3প্রভু আমার মুখে নতুন গান দিয়েছেন, সেই গান
দিয়ে আমি আমার ঈশ্বরের প্রশংসা করি। বহুলোক
দেখতে পাবে আমার কি হবে এবং তারা ঈশ্বরের উপাসনা
করবে। তাঁরা প্রভুকে বিশ্বাস করবে।
4সেই ধন্য যে প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখে। যদি কেউ
অপদেবতা এবং মূর্ত্তির দিকে সাহায্যের জন্য না যায়
সে প্রকৃতই সুখী হবে।
5প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আপনি অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য
করেছেন! আমাদের জন্য আপনার ভীষণ ভালো
পরিকল্পনা আছে। কোন লোকই তার সব তালিকা করতে
পারবে না! আমি সেইসব জিনিসের কথা বার বার
বলবো যা গুনে শেষ করা যায় না।
6আপনি আমাকে প্রকৃত সত্য বাণী শোনাবার কান
দিয়েছেন। হে প্রভু আপনি আমাকে এটা বুঝতে
দিয়েছেন। আপনি প্রকৃতপক্ষে উৎসর্গ বা শস্য নৈবেদ্য
কোনটাই চান না। আপনি আসলে হোমবলি এবং
পাপমোচনের নৈবেদ্যও চান না। কিন্তু আপনি যা চান
তা হল অন্য আরো কিছু।
7তাই আমি বলেছি, “এই যে আমি, আমায় গ্রহণ
করুন। আমি এসেছি। আমার সম্পর্কে বইতে এমনই
লেখা আছে।
8হে ঈশ্বর, আপনি যা চান, আমি সেইগুলোই করতে
চাই। আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো জানতে চাই।
9মহাসভায় মানুষের সামনে আমি জয়ের কথা
বলেছি। এবং প্রভু আপনি জানেন, সুসমাচার উচ্চারণ
করা থেকে আমি কখনও বিরত হব না!
10আপনার কৃত মহৎ কীর্ত্তি সম্পর্কে আমি বলেছি।
আমার অন্তরেও আমি সে সব কথা গোপন রাখিনি।
প্রভু আমি লোকেদের বলেছি, নিজেদের বাঁচানোর
জন্য তারা আপনার ওপর নির্ভর করতে পারে।
আমি মহাসভায় আপনার করুণা ও বিশ্বস্ততা গোপন
করিনি।
11তাই, প্রভু, আপনার করুণা আমার কাছে লুকোবেন
না! আপনার করুণা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে আমায় রক্ষা
করুন।”
12মন্দ লোকেরা আমার চারদিকে জড় হয়েছে।
তাদের গুনে শেষ করা যাবে না! আমি আমার পাপের
আবর্ত্তে আটকে পড়েছি। আমি তা থেকে পালাতে পারছি
না। আমার মাথার চুলের চেয়েও ওদের সংখ্যা বেশী।
আমি সাহস হারিয়েছি।
13প্রভু আমার কাছে ছুটে আসুন, আমায় বাঁচান!
প্রভু তাড়াতাড়ি এসে আমায় সাহায্য করুন!
14ঐসব মন্দ লোক আমায় হত্যা করতে চাইছে।
প্রভু ঐসব লোককে হতাশ ও লজ্জিত করুন। ঐ
লোকেরা আমায় আঘাত করতে চাইছে। ওরা যেন
লজ্জায় ছুটে পালিয়ে যায়!
15ঐ মন্দ লোকেরা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে।
ঐসব লোক যেন অবমাননায় বোবা হয়ে যায়!
16কিন্তু তারা, যারা আপনার কাছে আসে যেন সুখী
হয় ও আনন্দ পায়। তারা আপনার হাতে উদ্ধার পেতে
ভালবাসে। অতএব তারা বলুক, “প্রভুর প্রশংসা কর!”
17প্রভু, আমি একজন দরিদ্র ও অসহায় মানুষ।
আমায় সাহায্য করুন, আমায় রক্ষা করুন। হে আমার
ঈশ্বর, আর দেরী করবেন না!

গীত 41

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

1সেই ব্যক্তি যে দীন দরিদ্রকে সফল হতে সাহায্য
করে, সে বিপুল পরিমানে আশীর্বাদ পাবে। সমস্যার
সময় প্রভু তাকে উদ্ধার করবেন।
2প্রভু সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করবেন এবং জীবিত
রাখবেন। পৃথিবীতে সেই লোকই আশীর্বাদ ধন্য হবে।
তার সেই লোকের শত্রুর হাতে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস
হতে দেবেন না।
3যখন সেই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে,
প্রভু তাকে শক্তি দেন। সে বিছানায় অসুস্থ থাকতে
পারে, কিন্তু প্রভু তাকে সুস্থ করে দেন!
4আমি বলেছিলাম, “প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন,
আমি আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আপনি আমায়
ক্ষমা করে দিন, সুস্থ করে তুলুন।”
5আমার শত্রুরা আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে।
তারা বলে, “যখন ও মারা যাবে তখন ওর নাম মুছে
যাবে।”
6লোকে আমাকে দেখতে আসে, কিন্তু তারা প্রকৃতই
কি ভাবছে, তা আমাকে বলে না। ওরা আমার সম্পর্কে
খবর নিতে আসে এবং ফিরে গিয়ে গুজব ছড়ায়।
7আমার শত্রু আমার সম্পর্কে কানাঘুষো করে।
ওরা আমার বিরুদ্ধে খারাপ কাজ করার ষড়যন্ত্র
করছে।
8ওরা বলে, “ও নিশ্চয় কোন অন্যায় কাজ করেছিলো।
তাই ও অসুস্থ হয়েছে এবং আর কখনও ভালো হয়ে
উঠবে না।”
9আমার প্রিয়তম বন্ধু, আমার সঙ্গে খেয়েছে। আমি
ওকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু এখন সেও আমার
বিরুদ্ধে গিয়েছে।
10তাই প্রভু আমার প্রতি সদয় হোন। আমাকে উঠে
দাঁড়াতে দিন। ওদের প্রাপ্য আমি ফেরৎ দেবো।
11প্রভু শত্রুদের হাতে আমাকে আহত হতে দেবেন
না। তাহলে আমি বুঝবো আমাকে আঘাত করার জন্য
আপনি ওদের পাঠান নি।
12আমি নির্দোষ ছিলাম, তাই আপনি আমায় সহায়তা
দিয়েছিলেন। আমাকে উঠে দাঁড়াতে দিন, চিরদিন
আপনার সেবা করতে দিন।
13প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা কর! তিনি
চিরদিন ছিলেন, তিনি চিরদিন বিরাজিত থাকবেন।
আমেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

গীত 42

পরিচালকের প্রতি। কোরহ পরিবারের একটি মস্কীল।

1হরিণ যেমন ঝর্ণার জলের জন্য তৃষ্ণার্ত থাকে, সেইভাবে হে ঈশ্বর, আমার আত্মাও আপনার জন্য তৃষ্ণার্ত।

2জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য আমার আত্মা তৃষ্ণার্ত। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি?

3আমার শত্রু আমায় অনবরত উপহাস করে চলেছে। সে বলছে, "কোথায় তোমার ঈশ্বর? তিনি কি এখনও তোমায় বাঁচাতে আসেন নি?" আমি এমনই দুঃখী যে একমাত্র চোখের জলই আমার খাদ্য হয়েছে।

4পবিত্র মন্দিরে যখন আমার সুসময় ছিল, সে কথা যখন স্মরণ করি তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে আমি ভীড়ের একেবারে সামনে গিয়ে জনতাকে ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে নেতৃত্ব দিতে নিয়ে যেতাম। উৎসব পালনের সময় প্রভুর প্রশংসায় জনতা যে আনন্দ গীত গাইতো আমি তা স্মরণ করি।

5কেন আমি এত বিমর্ষ হব? কেন আমি এত মর্মপীড়া ভোগ করব? আমি ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবো। তবু আমি তাঁর প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পাবো। তিনি আমায় রক্ষা করবেন!

6হে আমার ঈশ্বর, আমি এত দুঃখিত কারণ, এই ছোট্টপাহাড়, এই জায়গা থেকে আমি আপনাকে স্মরণ করছি। যেখানে হর্ম্মোণ পর্বত ও যর্দ্দন নদী এসে মিলেছে।

7পৃথিবীর গভীর অতল থেকে আগত জল, জলপ্রপাতের মধ্যে দিয়ে ঝরে পড়ছে, আমি সেই জলের গর্জন শুনেছি। প্রভু আপনার সব তরঙ্গ বিক্ষোভ আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। আপনি আমায় সমস্যার মধ্যে ফেলেছেন!

8প্রত্যেক দিন আমার প্রতি প্রভু তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা দেখান। প্রতি রাতে আমার জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য আমার একটি প্রার্থনা সঙ্গীত আছে।

9আমি আমার শৈলস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলব, "প্রভু, কেন আপনি আমায় ভুলে গেছেন?" কেন আমি আমার শত্রুদের নিষ্ঠুরতার জন্য ভুগব?

10আমার শত্রুরা আমাকে অনবরত অপমান করে চলেছে এবং তারা আমাকে চরম আঘাত হেনে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় তোমার ঈশ্বর? তিনি কি এখনও তোমায় বাঁচাতে আসেন নি?"

11কেন আমি অত দুঃখিত হবো? কেন আমি অবসন্ন হবো? আমাকে প্রভুর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি তবুও তাঁর প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পাব। তিনি আমায় রক্ষা করবেন!

গীত 43

1হে ঈশ্বর, একজন লোক আছে যে আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত নয়। সে লোক অত্যন্ত ঠগ ও মিথ্যাবাদী। হে ঈশ্বর, আমাকে ঐ লোকটার হাত থেকে রক্ষা করুন! আমাকে প্রতিরক্ষা করুন এবং প্রমাণ করে দিন যে আমি নির্দোষ।

2ঈশ্বর, আপনিই আমার দূর্গস্বরূপ! প্রভু, কেন আপনি আমায় ত্যাগ করে গেছেন? কেন আমি আমার পীড়নকারী শত্রুর হাতে এত বিপর্যস্ত হবো?

3হে ঈশ্বর, আপনার সত্য এবং আলো আমার ওপর বিকীর্ণ হোক্। আপনার আলো ও সত্য আমায় পথ দেখাবে। ঐগুলো আমায় আপনার পবিত্র পর্বতে নিয়ে যাবে। ঐগুলো আমাকে আপনার গৃহের পথ দেখাবে।

4আমি ঈশ্বরের বেদীর কাছে যাবো। আমি সেই ঈশ্বরের কাছে যাবো, যিনি আমায় এত সুখী করেছেন। ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, আমি বীণা বাজিয়ে আপনার প্রশংসা করবো।

5কেন আমি এত দুঃখিত? কেন আমি এত অবসন্ন? আমার ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিৎ। আমি তবুও প্রভুর প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পাব। তিনি আমায় রক্ষা করবেন!

গীত 44

পরিচালকের প্রতি। কোরহ পরিবার থেকেএকটি মস্কীল।

1ঈশ্বর, আমরা আপনার সম্পর্কে শুনেছি। আমাদের পিতৃপুরুষরা বলে গেছেন তাঁদের জীবদ্দশায় আপনি কি করেছেন। তাঁরা বলে গেছেন সুদূর অতীতে আপনি কী করেছেন।

2ঈশ্বর আপনার পরাক্রমী শক্তি বলে এই ভূখণ্ড আপনি অন্যের কাছ থেকে নিয়ে আমাদের দিয়েছেন। সেই সব ভিন্‌দেশী লোকেদের আপনি একেবারে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। এই ভূখণ্ড ছেড়ে যেতে আপনি তাদের বাধ্য করেছেন।

3আমাদের পিতৃপুরুষরা তাঁদের তরবারির জোরে এই ভূখণ্ড অধিকার করেন নি। তাঁদের বলিষ্ঠ বাহুর জোরে তারা জয়ী হন নি। এইসব হয়েছে কারণ, আপনি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন। ঈশ্বর আপনার বিপুল শক্তি আমার পিতৃপুরুষদের রক্ষা করেছেন। কেন? কারণ আপনি তাদের ভালোবাসতেন!

4হে ঈশ্বর, আপনিই আমার রাজা। আপনি আজ্ঞা দিন এবং যাকোবের লোকেদের জয়ের পথে পরিচালিত করুন।

5হে ঈশ্বর, আপনার সাহায্য নিয়েই আমরা আমাদের শত্রুকে পিছু হটিয়ে দেবো। আপনার ক্ষমতা নিয়ে আমরা আমাদের শত্রুদের ওপর অনায়াসে বিজয়ী হব।

6আমি আমার তীর-ধনুকে আস্থা রাখি না। আমি জানি অন্ততঃ আমার তরবারি আমাকে রক্ষা করবে না।

7ঈশ্বর আপনিই আমাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনিই শত্রুদের লজ্জার মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

8হে ঈশ্বর, সারাদিন ধরে আমরা আপনার প্রশংসা করেছি! চিরকাল আমরা আপনার প্রশংসা করবো!

9কিন্তু হে ঈশ্বর আপনি আমাদের ত্যাগ করেছেন। আপনি আমাদের বিব্রত করেছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে আসেন নি।

10আপনিই আমাদের শত্রুদের আমাদের ঠেলে সরিয়ে দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। শত্রুরা আমাদের সম্পদ নিয়ে গেছে।

11আপনি আমাদের সেই মেষের মত ফেলে রেখেছিলেন যাদের বধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইসব মেষের মত আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আমাদের আপনি বিদেশী জাতিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

12হে ঈশ্বর, আপনি আপনার লোকেদের নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করেছেন। এমনকি আপনি মূল্য নিয়েও কোন তর্ক করলেন না।

13প্রতিবেশীদের কাছে আপনি আমাদের হাস্যস্পদ করালেন। ওরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি ও মজা করে।

14আমরা এখন লোকমুখে হাসির গল্পের মত। এমনকি সেইসব লোক যাদের নিজেদের কোন জাতি নেই তারাও আমাদের দেখে মাথা নাড়িয়ে হাসে।

15আমি লজ্জায় ডুবে রয়েছি। সারাদিন ধরে আমি আমার লজ্জাকেই দেখি।

16যারা আমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক, সেইসব শত্রুর উপহাস এবং অপমান থেকে আমি লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখি।

17ঈশ্বর, আমরা আপনাকে ভুলি নি। তথাপি আপনি আমাদের প্রতি ঐসব করলেন। যখন আপনার চুক্তিতে আমরা স্বাক্ষর করেছিলাম, তখন আমরা আপনার সঙ্গে মিথ্যাচার করিনি!

18ঈশ্বর, আমরা আপনার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে দূরে চলে যাইনি। আমরা আপনাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হইনি।

19কিন্তু হে ঈশ্বর, যেখানে শেয়ালের বাস, সেখানে আপনি আমাদের গুঁড়িয়ে ফেললেন। মৃত্যুর মত নীরন্ধ্র অন্ধকারে আপনি আমাদের ত্যাগ করে চলে গেছেন।

20আমরা কি আমাদের ঈশ্বরের নাম ভুলে গিয়েছিলাম? আমরা কি অন্য কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম? না! আমরা তা করিনি।

21নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর এইসব জানেন। আমাদের গভীরতম গোপন কথা পর্যন্ত তিনি জানেন।

22ঈশ্বর, সারাদিন ধরে আমরা আপনার জন্য প্রাণ দিয়েছি! যে সব মেষদের কেটে ফেলা হবে আমরা তাদের মতই হয়েছি।

23হে আমার প্রভু, উঠুন! কেন আপনি ঘুমাচ্ছেন? উঠুন! চিরদিনের জন্য আমাদের ত্যাগ করবেন না!

24প্রভু, কেন আপনি আমাদের থেকে লুকোচ্ছেন? আপনি কি আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে গেছেন?

25আমাদের ধূলোর মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ধূলোতে উদর ঠেকিয়ে আমরা পড়ে আছি।

26ঈশ্বর, উঠুন এবং আমাদের সাহায্য করুন! আপনার চিরন্তণ প্রেম প্রদর্শন করে আমাদের উদ্ধার করুন!

গীত 45

পরিচালকের প্রতি। "শোশন্নীম" গানটি যে পর্দায় গাওয়া সেই পর্দায় গাওয়া। কোরহ পরিবার থেকে মস্কীল একটি গীত। একটি প্রেম গীত।

1রাজার জন্য যখন আমি এই গানটি লিখছি, আমার মন চমৎকার শব্দসমূহে ভরে যাচ্ছে। একজন দক্ষ লেখকের কলমে যেমন শব্দ আসে, তেমনিভাবে আমার মুখে শব্দগুলো আসছে।

2যে কোন লোকের থেকেই তুমি সুন্দর! তুমি একজন দারুণ বক্তা। তাই ঈশ্বর সর্বদাই তোমাকে আশীর্বাদ করবেন!

3তোমার তরবারি কোমরে বেঁধে নাও। তোমার গৌরবময় উর্দি পরে নাও।

4তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়! যাও, ন্যায় এবং সত্যের যুদ্ধে বিজয়ী হও। তোমার বলবান ডান হাত বিস্ময়কর কাজ করবার শিক্ষা পেয়েছে।

5হে রাজা আপনার ধারালো তীরসমূহ আপনার শত্রুদের হৃদয়ের গভীরে বিদ্ধ হয়েছে, আপনার সামনেই তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। আপনি চিরকাল আপনার শত্রুদের ওপরে শাসন করবেন।

6হে ঈশ্বর, আপনার সিংহাসন চিরবিরাজমান থাকবে! আপনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে শাসন করেন।

7আপনি ন্যায় ভালোবাসেন এবং আপনি মন্দ ঘৃণা করেন। তাই ঈশ্বর, আপনার ঈশ্বর আপনাকে আপনার অনুগামীদের রাজা করেছেন।

8আপনার পোশাক চন্দন, ঘৃতকুমারী ও দারুচিনির গন্ধে সুবাসিত। হাতির দাঁতের কাজ করা আপনার প্রাসাদ থেকে আপনার বিনোদনের জন্য সঙ্গীত ভেসে আসছে।

9আপনার সভা-নন্দিনীরা সকলেই রাজকন্যা, রাণী আপনার ডানদিকে খাঁটি সোনার রাজমুকুট পরে বসে আছেন।

10হে আমার নারী, আমার কথা শোন। খুব মন দিয়ে শোন, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। নিজের লোকজন এবং বাপের বাড়ীর কথা ভুলে যাও।

11তাহলে রাজা তোমার রূপে খুশী হবেন। তিনি তোমার নতুন প্রভু হবেন। তাই তাঁকে তোমার সম্মান করা উচিৎ।

12সোর প্রদেশের ধনী লোকেরা, তোমার সাক্ষাৎ পাবার জন্য তোমার কাছে মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে আসবে।

13সোনার সুতো দিয়ে বোনা তাঁর পোশাকে রাজকন্যাকে দেখতে মহিয়সী লাগছে।

14সেই সুন্দর পোশাক পরে যখন তিনি রাজার কাছে যাবেন তখন রাজার সভা-নন্দিনীরা তাঁর পিছন পিছন যাবে।

15নাচে, গানে, আনন্দে মশগুল হয়ে তারা রাজপ্রাসাদের দিকে যাবে।

16হে রাজা, আপনার পরে, রাজ্য শাসন করার জন্য

আপনি অনেক পুত্র সন্তান পাবেন। যাতে আপনার
পরে তারা রাজ্য শাসন করতে পারে।
17আমি আপনার নাম চিরদিনের জন্য বিখ্যাত করে
যাবো। লোকে চিরকাল আপনার প্রশংসা করে যাবে!

গীত 46

পরিচালকের প্রতি কোরহ পরিবারের একটি গীত।
অলামোতের দ্বারা একটি গীত।

1ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় এবং আমাদের শক্তির উৎস।
সমস্যার সময়ে তাঁর মধ্যেই আমরা সব সাহায্য খুঁজে
পাবো।
2তাই যখন ভূমিকম্প হয়, যখন পর্বত ভেঙে সমুদ্রে
পড়ে যায় তখন আমরা ভয় পাই না।
3যখন সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে আর গর্জ্জন করে
এবং পর্বত যখন কেঁপে ওঠে, তখন আমরা ভয় পাই
না।
4একটি নদী আছে যার স্রোত ঈশ্বরের শহরে
পরাৎপরের পবিত্র শহরে আনন্দ বয়ে আনে।
5সেই শহরে ঈশ্বর আছেন। তাই কোনদিন তা ধ্বংস
হবে না। সূর্যোদয়ের আগেই ঈশ্বর সেখানে সাহায্যের
জন্য উপস্থিত থাকবেন।
6যখন প্রভু গর্জন করবেন, পৃথিবী ভেঙ্গে পড়বে,
জাতিগুলি ভয়ে কাঁপবে এবং রাজত্বগুলি ভেঙে পড়বে।
7সর্বশক্তিমান প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন।
যাকোবের ঈশ্বরই আমাদের নিরাপদ স্থান।
8প্রভু যে সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ করেন তা দেখ।
পৃথিবীতে তিনি যে সব বিস্ময়কর জিনিষগুলি করেছেন
সেগুলো দেখ।
9প্রভু এই পৃথিবীর যে কোন জায়গার যুদ্ধ থামিয়ে
দিতে পারেন। তিনি একজন সৈনিকের ধনু ভেঙে দিতে
পারেন। তিনি তাদের বল্লম চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারেন
এবং তিনি তাদের রথও পুড়িয়ে দিতে পারেন।
10ঈশ্বর বলেন, "লড়াই বন্ধ কর এবং আমিই যে
ঈশ্বর এই শিক্ষা গ্রহণ কর! আমিই সেই জন, যে
জাতিগণকে পরাজিত করি! আমিই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ
করি!"
11সর্বশক্তিমান প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন।
যাকোবের ঈশ্বরই আমাদের নিরাপদ স্থান।

গীত 47

পরিচালকের প্রতি। কোরহ পরিবারের
থেকে একটি গীত।

1হে পৃথিবীর জনগণ, তোমরা হাততালি দাও!
মহানন্দে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধ্বনি দাও!
2পরাৎপর প্রভু বড় ভয়ঙ্কর। তিনি সারা পৃথিবীর
মহান রাজা।
3তিনি আমাদের অন্য লোকেদের পরাজিত করতে
সাহায্য করেন। ঐ সব জাতিকে তিনি আমাদের অধীনস্থ
করেছেন।
4প্রভুই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড মনোনীত
করেছেন। যাকোব যাকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর
জন্য তিনিই সুন্দর ভূখণ্ড মনোনীত করেছেন।
5শিঙা ও ভেরীর শব্দের মাঝে প্রভু তাঁর সিংহাসনে
আরোহণ করেন।
6ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা কর। তাঁর প্রশংসা কর।
আমাদের রাজার প্রশংসাগীত গাও। তাঁর প্রশংসা কর।
7ঈশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা। তাঁরই প্রশংসা কর।
8ঈশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে বসেন। তিনি সব
জাতিকে শাসন করেন।
9সব জাতির নেতারা অব্রাহামের ঈশ্বরের লোকেদের
সঙ্গে একত্র হয়। পৃথিবীর সব জাতির সকল নেতা
ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর তাদের সবার ওপরে বিরাজ
করেন!

গীত 48

কোরহ পরিবার থেকে একটি প্রশাস্তি গীত।

1প্রভু মহান! আমাদের ঈশ্বরের শহরে, তাঁর পবিত্র
পর্বতে লোকেরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রশংসা করে।
2ঈশ্বরের পবিত্র শহর একটি মনোরম উচ্চতায়
অবস্থিত! তা সারা পৃথিবীর লোকেদের সুখী করে!
সিয়োন পর্বতই ঈশ্বরের প্রকৃত পর্বত।* এটাই মহান
রাজার নগর।
3ঐ শহরের রাজপ্রাসাদগুলোর মধ্যে, ঈশ্বর নগর
দুর্গ হিসাবে জ্ঞাত।
4একসময় কিছু রাজা একসঙ্গে মিলে এই শহর
আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলো। তারা সবাই দলে
দলে শহরের দিকে এগিয়ে এলো।
5কিন্তু যখন তারা এই শহর দেখলো, তখন তারা
অভিভূত হয়ে গেল; তারা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে
গেল!
6ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে তারা কেঁপে উঠল। তারা প্রসব
যন্ত্রনায় ব্যথিত একজন মহিলার মত কাঁপতে লাগল!
7ঈশ্বর একটা দমকা পূবের বাতাস দিয়েই আপনি
ওদের বড় জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছেন।
8হ্যাঁ, আমরা আপনার পরাক্রমের কথা শুনেছি।
আমরা আমাদের ঈশ্বরের নগরে এবং আমাদের
সর্বশক্তিমান প্রভুর নগরে তা ঘটতেও দেখেছি। ঈশ্বর
সেই নগরকে চিরদিনের জন্য দৃঢ় রাখবেন!
9হে ঈশ্বর, আপনার মন্দিরে, আমরা আপনার
প্রেমময় দয়ার কথা ধ্যান করি।
10ঈশ্বর, আপনি বিখ্যাত। সারা পৃথিবী জুড়ে লোকেরা
আপনার প্রশংসা করে। প্রত্যেকেই জানে আপনি কত
ভাল।
11ঈশ্বর, সিয়োন পর্বত সত্যই সুখী। আপনার
সিদ্ধান্তের জন্য যিহূদার শহরগুলি আনন্দ করছে।
12সিয়োন শহরে ঘুরুন। এই শহরকে দেখুন। দুর্গসমূহ
গুনে দেখুন।
13এর দেওয়ালগুলো দেখুন। সিয়োনের

ঈশ্বরের ... পর্বত আক্ষরিক অর্থে, "ষাফনের শীর্ষ" কনানীয় গল্পে আছে, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন সেটিই ষাফন পর্বত।

প্রাসাদগুলিকে মুগ্ধভাবে প্রশংসা করুন। তাহলে আপনি পরবর্তী প্রজন্মকে এ বিষয়ে বলতে পারবেন।

14এই আমাদের ঈশ্বর চিরদিনের ঈশ্বর! চিরদিনের জন্য তিনি আমাদের পরিচালিত করবেন!

গীত 49

পরিচালকের প্রতি কোরহ পরিবার থেকে একটি গীত।

1হে জাতিসকল, তোমরা শোন। পৃথিবীর সকল মানুষ, তোমরা শোন।

2ধনী দরিদ্র প্রত্যেকটি লোক, তোমরা শোন।

3আমি তোমাদের অত্যন্ত জ্ঞানের এবং চিন্তনের কথা কিছু বলবো।

4আমি নিজে এই কাহিনীগুলি শুনেছি। এখন আমার বীণার সহযোগে গান গেয়ে, সেই বাণী আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবো।

5যদি সংকট আসে কেন আমি ভীত হব? যদি দুষ্ট লোকেরা আমাকে ঘিরে থাকে এবং আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় থাকে, আমি কেন ভয় পাবো?

6কিছু লোক ভাবে তাদের শক্তি এবং সম্পত্তি তাদের রক্ষা করবে। প্রকৃতপক্ষে ওরা বোকা লোক।

7কোন লোকেরা বন্ধু তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। লোকেরা ঈশ্বরকে উৎকোচ দিতে পারে না।

8নিজের জীবনকে কিনে ফেলার মত যথেষ্ট টাকা একটা মানুষ কখনই পাবে না।

9নিজের কবরের পচন থেকে শরীরকে রক্ষা করার মত এবং চিরকাল বেঁচে থাকার অধিকার কেনার মত টাকা একটা মানুষ কখনই পাবে না।

10দেখ, জ্ঞানী লোকেরা বোকা এবং অজ্ঞ লোকের মতই মরে। অন্য লোকেরা তাদের সম্পদ নিয়ে যায়।

11চিরদিনের জন্য ওদের কবর ওদের ঘর হয়। যদিও জীবিত অবস্থায় তাদের অনেক জমি ছিল।

12লোকেরা ধনী হয়ে যেতে পারে কিন্তু চিরদিন তারা এখানে থাকবে না। আর পাঁচটা পশুর মত তারাও মরবে।

13যারা তাদের সম্পদ নিয়ে তুষ্ট হবে, সেই বোকা লোকেদের ঐ পরিণতিই হবে।

14ওই সব লোক মেষের মত। ওদের কবরের মধ্যে রাখা হবে, মৃত্যু ওদের শাসন করবে। তারপর সেই সকালে সৎ লোকেরাই জয়ী হবে, অন্যদিকে অহঙ্কারী লোকেদের দেহ তাদের সুদৃশ্য ঘর থেকে বহু দূরে কবরের মধ্যে নীরবে পচে যাবে।

15কিন্তু প্রভু আমায় মৃত্যু থেকে মুক্তি দেবেন এবং আমার জীবনকে রক্ষা করবেন। যখন তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তখন তিনি আমায় কবরের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করবেন!

16মানুষ শুধুমাত্র ধনী বলে ওদের ভয় পেও না। তাদেরও ভয় পেও না যাদের খুব সুদৃশ্য বাড়ী আছে।

17মৃত্যুর সময় তারা কোন জিনিসই সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ঐসব সুন্দর জিনিষের মধ্যে একটাও সঙ্গে নিয়ে যাবে না।

18একজন সম্পদশালী লোক তার ইহজীবনে যে সাফল্য লাভ করেছে, সে বিষয়ে সে নিজেকে অভিনন্দন জানাতে পারে। এমনকি নিজের জন্য সে যা করেছে, তার জন্য অন্য লোকও তার গুণগান করতে পারে।

19কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তাকে মরতে হবে, এবং মৃত্যুলোকে গিয়ে তাকে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে থাকতে হবে। আর কোনদিন সে দিনের আলো দেখবে না।

20লোকেরা খুব ধনশালী হতে পারে, কিন্তু তবু তারা প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু নিছক একটা প্রাণীর মত তাদেরও মরতে হবে।

গীত 50

আসফের সঙ্গীতগুলির অন্যতম

1প্রভু, যিনি ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর স্বয়ং তিনি কথা বলছেন। তিনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ, এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে চিৎকার করে ডাক দিচ্ছেন।

2সিয়োন থেকে দীপ্তিমান ঈশ্বর অসীম সুন্দর!

3আমাদের ঈশ্বর আসছেন এবং তিনি নীরব থাকবেন না। তাঁর সামনে সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলছে। তাঁর চারদিকে প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

4যখন তিনি তাঁর লোকেদের বিচার করেন তখন তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী থাকতে ডাকেন।

5ঈশ্বর বলেন, "হে আমার অনুগামীরা আমার চারিদিকে এস। হে আমার ভক্তসকল, আমরা একে অন্যের সঙ্গে চুক্তি করেছি।

6ঈশ্বর হলেন বিচারক, আকাশ তাঁর যথাযথ ধার্ম্মিকতার কথা ঘোষণা করে।

7ঈশ্বর বলেন, "আমার লোকেরা, আমার কথা শোন! হে ইস্রায়েলের লোকেরা, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব। আমিই ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর।

8আমি তোমাদের বলি সম্পর্কে অভিযোগ করছি না। তোমরা ইস্রায়েলের লোকেরা সর্বদাই আমার কাছে হোমবলি দিয়েছ। প্রতিদিনই তোমরা তা আমায় দিয়েছ।

9তোমাদের ঘর থেকে আমি ষাঁড় নেব না। তোমাদের খোঁয়াড় থেকে আমি ছাগলও নেব না।

10ঐ পশুগুলো আমি চাই না। ইতিমধ্যেই জঙ্গলের সমস্ত পশুসমূহের আমি অধিকারী। হাজার হাজার পর্বতের ওপরের সমস্ত পশুগুলি ইতিমধ্যে আমার অধিকারে।

11উচ্চতম পর্বতের প্রত্যেকটি পাখিকে আমি চিনি। পাহাড়ের প্রত্যেকটি চলমান বস্তুই আমার।

12আমি ক্ষুধার্ত নই! যদি আমি ক্ষুধার্তও হতাম আমি তোমাদের কাছে আহার চাইতাম না। সারা পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা যা আছে, আমিই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের মালিক।

13আমি ষাঁড়ের মাংস খাই না। আমি ছাগলের দেহ থেকে রক্ত পান করি না।"

14অতএব, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য তোমাদের ঈশ্বরের কাছে দেয় ধন্যবাদ নৈবেদ্য নিয়ে এস এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য এসো এবং তোমাদের পরাৎপরের কাছে যা প্রতিশ্রুতি করেছিলে তোমরা তাঁকে তাই দাও।

15ঈশ্বর বলেন, "যখন তুমি সংকটে পড়বে তখন আমায় ডেকো! আমি তোমাকে সাহায্য করবো! তারপর তুমি আমাকে সম্মান করতে পারবে।"

16কিন্তু দুষ্ট লোকেদের ঈশ্বর বলেন, "তোমরা আমার বিধির সম্বন্ধে কথা বল। তোমরা আমার চুক্তির সম্বন্ধে কথা বল।

17আমি যখন তোমাদের ভুল সংশোধন করে দিই, তখন কেন তোমরা তা ঘৃণা কর? আমি যা বলি কেন তোমরা তা উপেক্ষা কর?

18তোমরা একটা চোরকে দেখ এবং তার সঙ্গে যোগ দিতে ছুটে যাও। যারা ব্যভিচার করে তোমরা তাদের সঙ্গে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়।

19তোমরা মিথ্যা কথা বল এবং অশুভ ব্যাপারে কথা বল।

20অন্য লোকেদের সম্পর্কে তোমরা সবসময় খারাপ কথা বল। এমনকি তোমরা নিজের ভাইদের সম্পর্কেও খারাপ কথা বল।

21তোমরা ঐসব বাজে কাজ করেছো। এবং আমি কিছু বলি নি। তাই তোমরা ভেবেছো আমিও ঠিক তোমাদের মত। তবে হ্যাঁ, আর বেশীদিন আমি চুপ করে থাকবো না! এটা আমি তোমায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবো এবং আমি সামনাসামনি তোমার সমালোচনা করবো!

22তোমরা ঈশ্বরকে ভুলে গেছ। তাই আমি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করার আগে যদি তোমরা উপলব্ধি কর তো ভাল! আর যদি না বোঝ কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না!

23তাই যদি কোন লোক আমায় ধন্যবাদ বলি দেয় তবে সে আমার সম্মান করে। যদি সে সৎ উপায়ে বাঁচে তাকে বাঁচানোর জন্য আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করবো।"

গীত 51

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের গানগুলির মধ্যে একটি গীত। বৎশেবার প্রতি দায়ূদের পাপকর্মের পর ভাববাদী নাথন দায়ূদের কাছে গিয়েছিল। এটা প্রায় সেই সময়ের গীত।

1আপনার মহান প্রেমময় দয়ার জন্য এবং আপনার মহান করুণা দিয়ে আমার সমস্ত পাপসমূহ ধুয়ে মুছে দিন!

2ঈশ্বর, আমার অপরাধ মুছে দিন। আমার সব পাপ ধুয়ে দিন। আবার আমায় পাপমুক্ত করে দিন!

3আমি জানি আমি পাপ করেছি। সবসময় আমি সেইসব পাপ দেখতে পাই।

4যে সব কাজকে আপনি গর্হিত বলেন, সেই সব কাজই আমি করেছি। ঈশ্বর আপনিই সেই 'পরম এক' যার বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি। এইসব কথা আমি স্বীকার করেছি যাতে মানুষ বোঝে আমি ভুল কিন্তু আপনি সঠিক। আপনার সব সিদ্ধান্ত যথাযথ নিরপেক্ষ।

5আমি পাপের মধ্যে দিয়ে জন্মেছিলাম এবং পাপের মধ্যেই আমার মা আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

6হে ঈশ্বর, আপনি চান আমি প্রকৃতভাবে অনুগত হই। তাই আমার মনের গভীরে প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করুন।

7এসবের দ্বারা আমার সব পাপ মুছে দিন, আমায় পবিত্র করে দিন। সমস্ত পাপ ধুয়ে দিয়ে আমাকে তুষারের থেকেও শুভ্র করে দিন!

8আমায় সুখী করুন! আবার কি করে সুখী হতে পারবো তা বলে দিন। আপনি যে হাড়গুলো চুর্নবিচুর্ণ করেছেন সেগুলো আবার সুখী হোক্!

9আমার পাপের দিকে তাকাবেন না! আমার সব পাপ মুছে দিন!

10ঈশ্বর আমার মধ্যে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করুন! আমার আত্মাকে আবার শক্তিশালী করুন!

11আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না! আমার কাছ থেকে আপনার পবিত্র আত্মাকে সরিয়ে নেবেন না!

12আপনার সাহায্য আমাকে প্রচণ্ড সুখী করেছে! সেই আনন্দ আবার আমায় ফিরিয়ে দিন। আপনার নির্দেশ মান্য করার জন্য, আমার আত্মাকে শক্তিশালী করে দিন।

13পাপীদের কেমন ধারা জীবনযাত্রা আপনি চান– তা আমি ওদের শেখাবো এবং ওরা আপনার কাছে ফিরে আসবে।

14ঈশ্বর, মৃত্যুর শাস্তি থেকে আমায় নিস্কৃতি দিন। হে আমার ঈশ্বর, আপনিই সেই, যিনি আমায় রক্ষা করেন! আমার জন্য আপনি যে সব ভালো কাজ করেছেন, তা নিয়ে আমায় গান গাইতে দিন!

15প্রভু আমার, আপনার সম্মানে আমি মুখ খুলবো। এবং আপনার প্রশংসা গান গাইবো!

16প্রকৃতপক্ষে আপনি কোন বলি চান না। যদি আপনি চাইতেন আমি তা আপনার উদ্দেশ্যে দিতাম। তাহলে কেন আপনাকে হোমবলি দেব যা আপনি প্রকৃত পক্ষে চান না!

17ঈশ্বর যে বলি চান তা হল এক অনুতপ্ত আত্মা। হে ঈশ্বর, যদি একজন লোক নম্র হৃদয়ে ও বশ্যতার মন নিয়ে আপনার কাছে আসে, তাকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না।

18ঈশ্বর, সিয়োনের প্রতি প্রসন্ন ও ভাল ব্যবহার করুন। জেরুশালেমের প্রাচীর আবার গড়ে দিন।

19তাহলে আপনি হোমবলি এবং সব উত্তম বলি উপভোগ করতে পারবেন। লোকেরা আবার আপনার বেদীতে ষাঁড় বলি দেবে।

গীত 52

পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি মস্কীল। যখন ইদোমীয় দোয়েগ শৌলের কাছে গিয়েছিল এবং তাকে বলেছিল, "দায়ূদ অহীমেলকের ঘরে আছে।"

1হে যোদ্ধা, তোমার কৃত অন্যায় নিয়ে তুমি এত

বড়াই কর কেন? তুমি অনবরত ঈশ্বরের সম্মানহানি ঘটাও।

2তোমরা সবসময় অন্য লোকেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর। তোমাদের জিভ বিপজ্জনক, খুরের মতই ধারালো। তোমরা সর্বদাই মিথ্যা কথা বল এবং কাউকে না কাউকে ঠকাতে চেষ্টা কর!

3ভালোর থেকে মন্দটাই তোমরা বেশী পছন্দ কর। তোমরা সত্যের থেকে মিথ্যা বলতেই বেশী পছন্দ কর।

4তোমরা এবং তোমাদের মিথ্যাবাদী জিভ মানুষকে আঘাত করতে ভালোবাসো।

5তাই ঈশ্বর চিরদিনের জন্য তোমাদের ধ্বংস করবেন! যেমন করে একটা লোক একটা গাছকে মূলসহ উপড়ে ফেলে, একইভাবে ঈশ্বর তোমাদের বাড়ী* থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবেন!

6ভালো লোকেরা তা দেখবে এবং ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে। তারা তোমাদের দেখে উপহাস করে বলবে,

7"দেখ, ঈশ্বরে যে ব্যক্তি নির্ভর করত না, তার কি অবস্থা হয়েছে। ঐ লোকটা ভেবেছিলো ওর সম্পদ এবং মিথ্যাচার ওকে রক্ষা করবে।"

8কিন্তু আমি সবুজ জলপাই গাছের মত প্রভুর মন্দিরে বড় হয়ে উঠছি। আমি প্রভুর সত্য প্রেমে চিরদিন আস্থা রাখবো।

9ঈশ্বর যা কিছু আপনি করেছেন, তার জন্য চিরদিন আমি আপনার প্রশংসা করবো। আপনার ভক্তদের সামনে আমি আপনার নামের প্রশস্তি গীত করবো,* কারণ সেটা খুব ভালো!

গীত 53

পরিচালকের প্রতি। মহলৎ এর ওপর দায়ূদের একটি মস্কীল।

1একমাত্র বোকারা ভাবে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এই ধরণের লোকেরা দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্জন এবং ক্ষতিকর, ওরা ভাল কিছু করে না।

2প্রকৃতপক্ষে একজন ঈশ্বর আছেন যিনি স্বর্গ থেকে আমাদের লক্ষ্য করছেন। ঈশ্বর সেইসব জ্ঞানী মানুষের খোঁজ করছেন যারা ঈশ্বরের খোঁজ করে!

3কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকটি লোকই খারাপ। কেউ ভাল কিছু করে না। না, একটা লোকও না।

4ঈশ্বর বলেন, "ওই সব মন্দ লোকেরা নিশ্চয় জানে সত্য কী! কিন্তু ওরা আমার কাছে প্রার্থনা করে না। দুষ্ট লোকেরা এমনভাবে আমার লোকেদের গ্রাস করে যেন ওরা খাবার খাচ্ছে।

5ঐসব মন্দ লোক এমন আতঙ্কিত হবে, যে আতঙ্ক ওরা আগে কখনও পায় নি! ঐ মন্দ লোকেরা ইস্রায়েলের শত্রু। ঈশ্বর ঐ মন্দ লোকেদের বাতিল করে দিয়েছেন। তাই ঈশ্বরের লোকেরা ওদের পরাজিত করবে এবং ওদের হাড়গুলো ঈশ্বর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হবে।

6ঈশ্বর, ইস্রায়েলের জন্য সিয়োন পর্বতে জয় নিয়ে আসুন! ঈশ্বর যখন তাঁর লোকেদের নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনবেন তখন যাকোবের লোকেরা যেন আনন্দ করে।

গীত 54

পরিচালকের প্রতি। বাদ্যযন্ত্রসহ দায়ূদের একটি মস্কীল যখন সীফীয়েরা এসে শৌলকে বলেছিল, আমাদের মনে হয় 'দায়ূদ আমাদের লোকেদের মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

1ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমায় রক্ষা করুন। আমাকে মুক্তি দিতে আপনার পরাক্রম কাজে লাগান।

2ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনুন। আমি যা বলি তা শুনুন।

3বিদেশী লোকেরা যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে না তারা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। ঐসব শক্তিশালী লোকেরা আমায় হত্যা করার চেষ্টা করছে।

4দেখ, আমার ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন। আমার প্রভু আমায় সহায়তা দেবেন।

5যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছে, আমার ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন। ঈশ্বর আমার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন এবং ঐসব লোকের বিনাশ করবেন।

6হে ঈশ্বর, আমি আপনাকে স্বেচ্ছাবলি উৎসর্গ করব। প্রভু, আমি আপনার নামের প্রশংসা করবো কারণ সেটি এত ভালো!

7আমি আপনার নামের প্রশংসা করব কারণ আমার সব সঙ্কট থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আমি আমার শত্রুদের পরাজিত হতে দেখেছি।

গীত 55

পরিচালকের প্রতি। বাদ্যযন্ত্র সহ দায়ূদের একটি মস্কীল।

1ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনুন। করুণার জন্য আমার যে প্রার্থনা তাকে উপেক্ষা করবেন না।

2ঈশ্বর, দয়া করে আমার প্রার্থনা শুনুন এবং উত্তর দিন। আমাকে কোন জিনিষ মানসিকভাবে যন্ত্রণা দেয় তা আপনার কাছে বলতে দিন।

3আমি যে সব জিনিষে ভয় পাই, আমার শত্রু সেইগুলো বলছে। ওই দুষ্ট লোকটি আমাকে বলছে। আমার শত্রুরা যারা ক্রোধে উন্মত্ত তারা আমায় আক্রমণ করছে। ওরা আমার মাথার ওপর হুড়মুড় করে সংকটসমূহ এনে ফেলেছে।

4আমার হৃদয়ের ভিতরে ঘাত প্রতিঘাত হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু ভয়ে আমি ভীত হয়ে রয়েছি।

5আতঙ্কে আমি কাঁপছি। আমি সন্ত্রস্ত।

6আহা, আমার যদি ঘুঘু পাখীর মত ডানা থাকত! তাহলে আমি উড়ে গিয়ে একটা বিশ্রামের জায়গা খুঁজে বের করতাম।

বাড়ী এর অর্থ শরীর। এটি কাব্যিক ভাষায় লেখা যে, ঈশ্বর তোমাকে চিরতরে ধ্বংস করবেন।

আপনার ... করবো আক্ষরিক অর্থে, "আমি আপনার নামে আস্থা রাখবো।"

7আমি মরুভূমির অনেক দূরের কোন জায়গায় চলে যেতাম।

8আমি ছুট দিতাম। আমি পালিয়ে যেতাম। এই সমস্যার ঝড় থেকে আমি পালিয়ে যেতাম।

9প্রভু আমার, ওদের মিথ্যা বলা আপনি বন্ধ করুন। আমি এই শহরে হিংসাত্মক ব্যাপার এবং লড়াই দেখছি।

10এই শহরের প্রতিটি জায়গায় দিনরাত্রি জুড়ে অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ লেগেই রয়েছে।

11রাস্তাগুলোতে অপরাধ বেড়ে গেছে। লোকজন সর্বত্র মিথ্যা কথা বলছে এবং ঠকাচ্ছে।

12এটা যদি আমার শত্রুরা আমাকে অপমান করতো, আমি সহ্য করতে পারতাম। এটা যদি আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করতো আমি লুকোতে পারতাম।

13কিন্তু হে আমার সখা, বন্ধু, আপনি স্বয়ং আমায় আক্রমণ করেছেন।

14যখন আমরা একসঙ্গে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের মন্দিরে হেঁটে যেতাম, তখন নিজেদের গোপন কথা একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করে কত নিকটভাবে কথা বলেছি।

15যেন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে মৃত্যু এসে আমার শত্রুদের গ্রাস করে! পৃথিবী ফাঁক হয়ে যাক্ এবং ওদের জীবন্ত গিলে ফেলুক! কেন? কারণ ওরা সবাই মিলে ভয়ঙ্কর সব কু-পরিকল্পনা করে।

16সাহায্যের জন্য আমি ঈশ্বরকে ডাকবো, প্রভু অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করবেন।

17সন্ধ্যায়, সকালে, দুপুরে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলি। আমি তাঁকে বলব, কোন্ বিষয় আমাকে ক্লেশগ্রস্ত করে এবং তিনি আমার কথা শোনেন।

18আমি অনেক যুদ্ধ করেছি। সর্বদাই ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করেছেন এবং নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন।

19ঈশ্বর, আমার কথা শোনেন। সেই অনন্ত রাজা অবশ্যই আমায় সাহায্য করবেন।

20কিন্তু আমার শত্রুরা ঈশ্বরকে ভয় করে না বা তাঁকে শ্রদ্ধাও করে না। তারা তাদের হৃদয় এবং জীবন বদলাবে না।

21ওরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং নিজের বন্ধুদের আক্রমণ করে।

22আমার শত্রুরা খুব মসৃণভাবে কথা বলে, শান্তির কথা বললেও ওরা যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। ওদের কথা মাখনের মত মসৃণ, কিন্তু ঐসব কথা ছুরির মতই কাটে।

23তোমার যোদ্ধাদের প্রভুর কাছে সমর্পণ কর তিনি তোমাদের যত্ন নেবেন। ঈশ্বর ভালো লোকেদের পরাজিত হতে দেবেন না।

24তোমার চুক্তির অঙ্গ অনুসারে, ঐসব খুনী ও মিথ্যাবাদীদের অর্ধেক জীবন শেষ হওয়ার আগেই, হে ঈশ্বর আপনি ওদের কবরে পাঠান এবং আমার চুক্তির একটি অংশ হিসেবে আমি আপনাতে আস্থা রাখব।

গীত 56

পরিচালকের প্রতি। "সুদূর ওক গাছের পারাবত।" গানটির পর্দায় গাওয়া দায়ূদের একটি মিক্তাম যখন পলেষ্টীয়রা তাঁকে গাতে বন্দী করেছিল।

1ঈশ্বর, লোকে আমায় আক্রমণ করেছে, তাই আমার প্রতি কৃপা করুন। ওরা সর্বক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে, আমায় তাড়া করে চলেছে।

2আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় আক্রমণ করে চলেছে। ওখানে অসংখ্য যোদ্ধা আছে।

3যখন আমি ভীত হয়ে পড়ি তখন, আপনাতে আমার বিশ্বাস স্থাপন করি।

4আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাই আমি ভয় পাই না। মানুষ আমার কী করবে! আমার প্রতি ঈশ্বরের শপথের জন্য আমি তাঁর প্রশংসা করি।

5শত্রুরা সবসময় আমার কথাকে বিকৃত করে। সর্বদাই ওরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

6আমাকে হত্যা করবার একটা পথ খুঁজে পাবার আশায় ওরা একসঙ্গে লুকিয়ে থেকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

7ঈশ্বর, ওদের অন্য দেশে বিদায় করে দিন। হে ঈশ্বর, ওদের দুষ্ট কাজের জন্য ওদের শাস্তি দিন। আপনার ক্রোধ দেখান এবং ঐসব জাতিদের পরাজিত করুন।

8আপনি জানেন যে আমি মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত। আমি যে কত কেঁদেছি তাও আপনি জানেন। আপনি নিশ্চয় আমার চোখের জলের হিসেব রেখেছেন।

9তাই যখন আমি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তখন আমার শত্রুদের পরাজিত করুন। আমি জানি আপনি তা করতে পারবেন। কারণ আপনিই আমার ঈশ্বর!

10তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আমার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য আমি প্রভুর প্রশংসা করি।

11আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাই আমি ভয় পাই না। মানুষ আমার কী করবে!

12ঈশ্বর, আমি আপনার কাছে বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমি পালন করবো। আমি আপনাকে আমার ধন্যবাদ উৎসর্গ নিবেদন করব।

13কেন? কারণ আপনি আমাকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছেন। পরাজয় থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। তাই আমি প্রকাশ্য দিবালোকে ঈশ্বরের উপাসনা করবো যাতে কেবলমাত্র জীবিত লোকেরা দেখতে পায়।

গীত 57

পরিচালকের প্রতি। সুর "ধ্বংস কর না।" গানটির পর্দায় গাওয়া দায়ূদের একটি মিক্তাম, যখন তিনি শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে গুহায় লুকিয়ে ছিলেন।

1ঈশ্বর, আমার প্রতি ক্ষমাশীল হোন। সদয় হোন কেননা আমার আত্মা আপনাতে বিশ্বাস রাখে। যখন

সমস্যা আসে, তখন আমি সুরক্ষার জন্য আপনার কাছে আসি।

2আমি পরাৎপর ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে আমার যত্ন নেন!

3স্বর্গ থেকে তিনি আমায় সাহায্য দেন ও রক্ষা করেন। যারা আমায় অবদমিত করে তাদের তিনি পরাজিত করেন।

আমার প্রতি ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করেন।

4আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন। শত্রুরা আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে। ওরা মানুষখেকো সিংহদের মত; ওদের দাঁতগুলো তীরের মত তীক্ষ্ণ; ওদের জিভগুলো তরবারির মত ধারালো।

5হে ঈশ্বর, আপনি স্বর্গের চেয়েও ওপরে। আপনার মহিমা পৃথিবীকে আবৃত করে।

6আমার শত্রুরা আমার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে। ওরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চাইছে। ওরা আমার পথে একটা গভীর গর্ত খুঁড়েছে যাতে আমি ওর মধ্যে পড়ে যাই, কিন্তু ওরা নিজেরাই তার মধ্যে পড়ে গেছে!

7কিন্তু ঈশ্বর আমায় নিরাপদে রাখবেন। তিনি আমায় সাহস দেবেন। আমি তাঁর প্রশংসা করবো।

8হে আমার আত্মা, জেগে ওঠো! হে সারেঙ্গী, হে বীণা, তোমাদের সঙ্গীত শুরু কর! এস আমরা উষাকালকে জাগিয়ে তুলি।

9আমার প্রভু, সকলের কাছে আমি আপনার প্রশংসা করি। সব জাতির কাছেই আমি আপনার প্রশংসা করি।

10আপনার প্রকৃত ভালোবাসা, আকাশের উচ্চতম মেঘের থেকেও উচ্চ!

11হে ঈশ্বর, স্বর্গকেও অতিক্রম করে যাও। আপনার মহিমা পৃথিবীকে আবৃত করুক।

গীত 58

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। “বিনাশ কর না” গানটির পর্দায় গাওয়া দায়ূদের একটি মিক্‌তাম।

1ওহে বিচারকগণ, তোমরা তোমাদের বিচারে ন্যায় সঙ্গত নও। তোমরা সৎভাবে লোকের বিচার করছো না।

2না, তোমরা শুধুই খারাপ কাজ করার কথা ভাবো। এই দেশে তোমরা হিংসাত্মক অপরাধসমূহ কর।

3সেই সব মন্দ লোক যখনই জন্মায় তখন থেকেই ওরা ভুল কাজ করতে শুরু করে। জন্ম থেকেই ওরা মিথ্যাবাদী।

4ওদের ক্রোধ সাপের বিষের মতই ভয়ঙ্কর এবং বধির গোখরো সাপের মত। ওরা সত্য কথা শুনতে অস্বীকার করে।

5গোখরো সাপরা সাঁপুড়ের বীণের সুর বা গান শুনতে পায় না। ঐসব মন্দ লোকেরাও সেইসব সাপের মত, কারণ, তারা কু-চক্রান্ত করে।

6প্রভু, ঐ লোকগুলো সিংহের মত। তাই হে প্রভু, ওদের দাঁতগুলো ভেঙে দিন।

7নর্দমা দিয়ে যেমন জল গড়িয়ে যায়, ঐ লোকগুলোও যেন সেভাবেই অদৃশ্য হয়ে যায়। পথের ধারে আগাছার মত ওরা যেন বিনষ্ট হয়।

8ওরা শামুকের মত হোক, নড়বার সময় যেন গলে গলে যায়। ওরা যেন জন্ম-মৃত শিশুর মত কোনদিন দিনের আলো না দেখে।

9যে কাঁটাঝোপকে জ্বালানী হিসেবে জ্বালিয়ে রান্নার পাত্র গরম করা হয় ওরা যেন সেই কাঁটাঝোপের জ্বালানীর মত বিনষ্ট হয়।

10একজন সৎ লোক তখন খুশী হবে যখন সে দেখবে তার প্রতি করা অন্যায় কাজের জন্য মন্দ লোকেরা শাস্তি পাচ্ছে। সে সেই রকম সৈনিকের মত হবে যে তার সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করেছে।*

11যখন এটা ঘটবে, তখন লোকে বলবে: “সৎ লোকেরা সত্যিই পুরস্কৃত। সত্যই একজন ঈশ্বর আছেন যিনি পৃথিবীর বিচার করেন।”

গীত 59

পরিচালকের প্রতি। “বিনাশ কর না।” গানটির পর্দায় গাওয়া দায়ূদের একটি মিক্‌তাম যখন শৌল দায়ূদকে হত্যা করবার জন্য তাঁর বাড়ীতে লোক পাঠিয়েছিলেন।

1ঈশ্বর আমাকে আমার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করুন। যারা আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে তাদের পরাজিত করতে আমায় সাহায্য করুন।

2সেই সব লোক যারা মন্দ কাজ করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। ঐসব খুনীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

3দেখুন শক্তিশালী লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যদিও আমি কোন পাপ বা অপরাধ করিনি তবুও ওরা আমায় হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছে।

4আমি কোন ভুল করি নি কিন্তু আমাকে আক্রমণ করার জন্য ওরা এখানে ছুটে এসেছে। প্রভু, উঠুন এবং এসে আমায় সাহায্য করুন। দেখুন কি ঘটছে।

5প্রভু, আপনিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর! উঠুন এবং ঐসব লোককে শাস্তি দিন। ঐসব বদ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি এতটুকু দয়া দেখাবেন না।

6ঐসব লোকেরা কুকুরের মত যারা সন্ধ্যা বেলায় ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে এবং রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শহরে আসে।

7ওদের হুম্‌কি ও অপমান শুনুন। ওরা ঐসব নির্মম কথাগুলো বলছে। কিন্তু ওরা খেয়াল করে না কারা তা শুনছে।

8প্রভু ওদের আপনি উপহাস করুন। ওদের সকলকে বিদ্রূপ করুন।

9আমি আপনার উদ্দেশ্যে আমার বন্দনা গান করবো। ঈশ্বর, উঁচু পর্বতে আপনিই আমার নিরাপদ স্থান।

10ঈশ্বর আমায় ভালোবাসেন এবং তিনি আমাকে

সে ... করেছে আক্ষরিক অর্থে, “সে তার পাদুটো দুষ্ট লোকেদের রক্ত দিয়ে ধোবে।”

জয়ী হতে সাহায্য করবেন। তিনি আমায় শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করবেন।

11হে ঈশ্বর, ওদের নিছক হত্যা করবেন না, নতুবা আমার লোকেরা তাদের ভুলে যেতে পারে। কে তাদের জয় এনে দিয়েছে? হে আমার প্রভু এবং রক্ষাকারী, আপনার ক্ষমতা বলে ওদের আপনি পরাজিত করুন। ছত্রভঙ্গ করুন।

12ঐসব মন্দ লোক মিথ্যা কথা বলে ও অভিশাপ দেয়। ওরা যা বলেছে তার জন্য ওদের শাস্তি দিন। ওদেরই দম্ভের ফাঁদে ওদের পড়তে দিন।

13আপনার ক্রোধে ওদের ধ্বংস করে দিন। ওদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করুন! সারা পৃথিবীকে বুঝতে দিন যে স্বয়ং ঈশ্বর ইস্রায়েলে শাসন করছেন!

14ঐসব মন্দ লোক, ঘেউ ঘেউ করা ভ্রাম্যমান কুকুরের মত, রাতের বেলায় শহরে এসেছে।

15তারা কিছু খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোন খাবার পাবে না, রাতে বিশ্রাম করবার জন্যও কোন জায়গা তারা খুঁজে পাবে না।

16কিন্তু সকালে, আমি আপনার প্রশংসা গান গাইবো। আমি আপনার প্রেমে আনন্দ উল্লাস করবো। কেন? কারণ উচ্চ পর্বতে আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সংকট এলে আমি আপনার কাছে ছুটে যেতে পারবো।

17আপনার প্রশংসা করে আমি গান গাইবো। কেন? কারণ উচ্চ পর্বতে আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আপনি সেই ঈশ্বর যিনি আমায় ভালোবাসেন!

গীত 60

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। "চুক্তির লিলি ফুল" গানটির পর্দায় গাওয়া দায়ূদের একটি মিক্তাম। যখন দায়ূদের অরাম-নহরয়িম ও অরাম-সোবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং যখন যোয়াব লবণ উপত্যকায় ইদোমের 12,000 সৈন্যকে পরাজিত করে ফিরে এসেছিলো তখনকার গীত।

1হে ঈশ্বর, আপনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। আপনি আমাদের বাতিল করে দিয়েছেন, আমাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। দয়া করে আমাদের পুনরুদ্ধার করুন।

2আপনিই ভূমিকম্প করিয়েছেন এবং পৃথিবীকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। আমাদের পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। দয়া করে একে ঠিক করুন।

3আপনি আপনার লোকেদের বহু সমস্যা দিয়েছেন। আমরা নেশাগ্রস্ত লোকেদের মত টলমল করতে করতে পড়ে যাচ্ছি।

4যারা আপনাকে উপাসনা করে তাদের আপনি সতর্ক করেছেন। এখন তারা শত্রুদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারে।

5আপনার পরাক্রম প্রয়োগ করে আমাদের উদ্ধার করুন! আমার প্রার্থনার উত্তর দিন এবং যাদের আপনি ভালোবাসেন তাদের রক্ষা করুন!

6ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে কথা বলেছেন এবং এতে আমি খুব খুশী! তিনি বলেছেন, "আমার লোকেদের সঙ্গে আমি এই ভূখণ্ড ভাগ করে নেব। আমি ওদের শিখিম দেবো। আমি ওদের সুক্কোতের উপত্যকা দেবো।

7গিলিয়দ এবং মনঃশি আমার হবে। ইফ্রয়িম আমার মাথার শিরস্ত্রাণ হবে। যিহূদা হবে আমার বিচারদণ্ড।

8মোয়াব দেশ আমার পা ধোয়ার গামলা হবে। ইদোম আমার জুতো বহনকারী ক্রীতদাস হবে। আমি পলেষ্টীয়দের পরাজিত করে বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠবো!

9-10কিন্তু ঈশ্বর, আপনি আমাদের ত্যাগ করলেন! আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে আপনি গেলেন না! তাই কে আমাকে ঐ দৃঢ় ও সুরক্ষিত শহরে নিয়ে যাবে? ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কে আমায় নেতৃত্ব দেবে?

11ঈশ্বর, শত্রুদের পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করুন! জনগণ আমাদের সাহায্য করতে পারে না!

12একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের শক্তিশালী করতে পারেন। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের শত্রুদের পরাজিত করতে পারেন!

গীত 61

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। তন্ত্রবাদ্য সহযোগে দায়ূদের গানগুলির অন্যতম।

1হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা সঙ্গীত শুনুন। আমার প্রার্থনা শুনুন।

2আমি যেখানেই থাকি, যতই দুর্বল হইনা কেন, আমি সাহায্যের জন্য আপনাকে ডাকবো! আমাকে বহু বহু উঁচুতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলুন।

3আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল! আপনিই সেই শক্তিশালী দুর্গ যা আমাকে আমার শত্রুদের থেকে রক্ষা করে।

4আমি চিরদিনের জন্য আপনার তাঁবুতে থাকতে চাই। যেখানে আপনি আমায় সুরক্ষিত করবেন আমি সেখানেই লুকিয়ে থাকতে চাই।

5হে ঈশ্বর, আপনাকে যা দেবার প্রতিশ্রুতি আমি করেছি তা আপনি শুনেছেন। কিন্তু আপনার অনুগামীদের যা আছে, তার প্রতিটি জিনিষই আপনার কাছ থেকে এসেছে।

6রাজাকে দীর্ঘ জীবন দিন! তাকে চিরদিন জীবিত থাকতে দিন!

7তাকে চিরদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বেঁচে থাকতে দিন! আপনার প্রকৃত ভালোবাসা দিয়ে তাকে আপনি রক্ষা করুন।

8আমি চিরকাল আপনার নামের প্রশংসা করবো। আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, প্রতিদিনই আমি তা পালন করবো।

গীত 62

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। যিদূথূনের উদ্দেশ্যে দায়ূদের একটি গীত।

1যাই ঘটুক না কেন, ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করবেন এই আশায় আমার আত্মা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে। আমার পরিত্রাণ একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আসবে।

[2]হয়তো আমার অনেক শত্রু আছে, কিন্তু ঈশ্বরই আমার দুর্গ। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেন। উঁচু পর্বতে ঈশ্বরই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আমার মস্ত বড় শত্রুও আমায় পরাজিত করতে পারবে না।

[3]কতক্ষণ তোমরা আমায় আক্রমণ করবে? আমি একটা ঝুঁকে পড়া দেওয়ালের মত। আমি একটা ভগ্ন প্রায় বেড়ার মত।

[4]আমার গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ঐসব লোক আমার বিনাশের পরিকল্পনা করছে। আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে ওরা আনন্দ পায়। জনসমক্ষে ওরা আমার সম্পর্কে ভাল কথা বলে কিন্তু গোপনে আমায় অভিশাপ দেয়।

[5]আমাকে রক্ষা করবার জন্য আমার আত্মা ধৈর্য্য ধরে শুধুমাত্র ঈশ্বরের অপেক্ষা করছে! ঈশ্বর আমার একমাত্র আশা।

[6]ঈশ্বরই আমার দুর্গ। ঈশ্বরই আমায় রক্ষা করেন। উঁচু পর্বতে ঈশ্বরই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

[7]আমার মহিমা ও জয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তিনিই আমার দৃঢ় দুর্গ। তিনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

[8]হে লোকসকল, সর্বদাই ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখো। তোমাদের সব সমস্যা ঈশ্বরকে বল। ঈশ্বরই আমাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

[9]প্রকৃতপক্ষে লোকজন কোন সাহায্য করতে পারে না। প্রকৃত সাহায্যের জন্য তোমরা ওদের ওপর নির্ভর করতে পারবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করলে, ওরা একটি বাতাসের ফুৎকার ছাড়া আর বেশী কিছু নয়।

[10]জোর করে কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে তোমার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস কর না। একদম ভেবো না যে চুরি করে কিছু নিয়ে লাভবান হবে। যদি তুমি ধনী হও, তবে মোটেই বিশ্বাস করো না সম্পদ তোমায় সাহায্য করবে।

[11]ঈশ্বর বলেন, একটাই মাত্র জিনিষ আছে যার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো (এবং আমি তা বিশ্বাস করি)। "একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই শক্তি আসে!"

[12]হে আমার প্রভু, আপনার ভালোবাসাই প্রকৃত ভালোবাসা। লোকে যে কাজ করে তার জন্যই আপনি তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেন।

গীত 63

দায়ূদের একটি গীত। যখন থেকে তিনি যিহূদার মরুভূমিতে ছিলেন।

[1]ঈশ্বর, আপনিই আমার ঈশ্বর। আমি আপনাকে ভীষণভাবে চাই। রৌদ্রদগ্ধ শুকনো জমির মত, আমার দেহ ও আত্মা আপনার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে।

[2]হ্যাঁ, আপনার মন্দিরে আমি আপনাকে দেখেছি। আপনার শক্তি এবং মহিমাও আমি দেখেছি।

[3]আপনার ভালোবাসা জীবনের চেয়েও উত্তম। আমার ওষ্ঠদ্বয় আপনারই প্রশংসা করে।

[4]হ্যাঁ, আমার এ জীবনে আমি আপনারই প্রশংসা করবো। আপনার পবিত্র নামে আমি দু-হাত তুলে প্রার্থনা করবো।

[5]আমি এমনই সন্তুষ্ট হব যেন আমি সব থেকে সেরা খাবার খেয়েছি। এবং আমার আনন্দপ্লুত মুখ দিয়ে আমি আপনারই প্রশংসা করবো।

[6]যখন আমি বিছানায় শুতে যাবো তখন আমি আপনাকে স্মরণ করবো। মধ্যরাত্রে আমি আপনার ধ্যান করব।

[7]আপনি সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছেন! আপনি যখন আমায় সুরক্ষা দেন তখন আমি আনন্দোল্লাস করি!

[8]আমার আত্মা আপনাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। আপনার ডান হাত আমাকে সহায়তা দেয়।

[9]যারা আমায় মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে ওরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ওরা ওদের কবরে তলিয়ে যাবে।

[10]তরবারির দ্বারা ওদের মৃত্যু হবে। বুনোকুকুর ওদের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাবে।

[11]কিন্তু রাজা দায়ূদ তাঁর ঈশ্বরকে নিয়েই সুখী হবে এবং যারা তাঁকে মান্য করে তারাই ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। কেন? কারণ তিনি সব মিথ্যাবাদীকে পরাজিত করেছেন।

গীত 64

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি গীত।

[1]ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন। আমার শত্রু আমায় শাসাচ্ছে। আমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করুন!

[2]শত্রুর গোপন চক্রান্ত থেকে আমায় রক্ষা করুন। ঐ মন্দ লোকেদের কাছ থেকে আমায় লুকিয়ে রাখুন।

[3]ওরা আমার সম্পর্কে খারাপ ও মিথ্যা কথা বলেছে। ওদের জিভ তীক্ষ্ণ তরবারির মত, ওদের তিক্ত কথা যেন বিভক্ত তীরের মত।

[4]ওদের গোপন ডেরা থেকে ওরা নির্ভয়ে এবং অতর্কিতে সরল ও সৎ মানুষদের দিকে তীর ছোঁড়ে।

[5]মন্দ কাজে ওরা একে অন্যকে উৎসাহিত করে। ওরা ওদের ফাঁদ পাতার কথাবার্তা বলে। ওরা একে অন্যকে বলে, "কেউ এই ফাঁদ দেখতে পাবে না!"

[6]ওরা ওদের ফাঁদ লুকিয়ে রেখেছে। ওরা জীবন্ত বলিসমূহের সন্ধানে আছে। মানুষ খুব চতুর হতে পারে, তাই ওরা কি ফন্দি করছে তা জানা মুস্কিল।)

[7]কিন্তু ঈশ্বরও ওদের দিকে "তীর" নিক্ষেপ করতে পারেন! এটা জানতে পারার আগেই দুষ্ট লোকেরা জখম হয়ে যাবে।

[8]মন্দ লোকেরা অন্য লোকের খারাপ করারই চিন্তা করে। কিন্তু ঈশ্বর ওদের দুষ্ট পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারেন এবং ওই কু-পরিকল্পনা ওদের ওপরেই ঘটাতে পারেন। তখন যারাই ওদের দেখবে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মাথা নাড়াবে।

[9]লোকেরা দেখবে ঈশ্বর কি করেছেন। তাঁর সম্পর্কে তারা অন্য লোকেদের বলবে। তখন প্রত্যেকে ঈশ্বর

সম্পর্কে আরও বেশী জানতে পারবে। ওরা তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

10একজন ভালো লোক আনন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করে এবং তাঁর ওপর নির্ভর করে। একজন ভাল ও সৎ লোক ঈশ্বরকে তার অন্তর থেকে প্রশংসা করে।

গীত 65

সঙ্গীর পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি প্রশংসা গীত।

1সিয়োনে বিরাজমান হে ঈশ্বর, আমি আপনার প্রশংসা করি। আপনাকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা আমি দিয়েছি।

2আপনি যে সব কাজ করেছেন সে সম্পর্কে আমরা বলে থাকি। আপনিও আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। যারা আপনার কাছে আসে, তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা আপনি শোনেন।

3যখন আমাদের পাপের ভার অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তখন আপনি সেই পাপ-ভার লাঘব করেন।

4ঈশ্বর, আপনিই আপনার লোকদের মনোনীত করেন। আপনার মন্দিরে এসে আপনার উপাসনা করার জন্য আপনিই আমাদের মনোনীত করেছেন। আপনার মন্দিরে, আপনার পবিত্র প্রাসাদে, যে সব মনোরম জিনিষ আছে, তাই দিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হব!

5ঈশ্বর আপনি আমাদের রক্ষা করেন। ভালো লোকেরা আপনার কাছে প্রার্থনা করে এবং আপনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। তাদের জন্য আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেন। সারা পৃথিবীতে লোকেরা আপনাতে আস্থা রাখে।

6ঈশ্বর তাঁর শক্তি দিয়ে পর্বত সৃষ্টি করেছেন। আমাদের চারপাশে আমরা তাঁর শক্তিকে দেখতে পাই।

7উত্তাল সমুদ্রকে ঈশ্বর শান্ত করেছেন। ঈশ্বরই পৃথিবীতে “জনসমুদ্রসমূহ” সৃষ্টি করেছেন।

8আপনি যেসব বিস্ময়কর জিনিষ করেন, তাতে সারা পৃথিবীর লোক বিস্ময়-বিহ্বল হয়েছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত আমাদের প্রচণ্ড সুখী করে!

9আপনিই জমির যত্ন নেন। আপনিই জমিতে সেচ দেন এবং তাতে ফসল ফলান। হে ঈশ্বর আপনিই সেই জন, যিনি নদী ও খালগুলি জলে ভরে দিয়েছেন এবং ফসল ফলাতে সাহায্য করেছেন।

10হাল দেওয়া জমিতে আপনিই বৃষ্টি ঝরান। আপনিই জমিকে জল দিয়ে সিক্ত করেন। আপনিই বৃষ্টির জল দিয়ে জমিকে নরম করেন এবং আপনিই কচি চারা জন্মাতে দেন।

11আপনি ভালো ফসল দিয়ে নতুন বছর শুরু করেন। আপনি বিভিন্ন ফসল দিয়ে গাড়ীগুলি ভরে দেন।

12পাহাড় ও মরুভূমি ঘাসে আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

13চারণভূমিগুলো মেষে ভরে রয়েছে। উপত্যকাগুলো ফসলে পরিপূর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ আনন্দে ধ্বনি দিচ্ছে এবং গান গাইছে।

গীত 66

সঙ্গীর পরিচালকের প্রতি। একটি প্রশংসা গীত।

1সমগ্র পৃথিবী উচ্চ স্বরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আনন্দধ্বনি কর!

2তাঁর মহিমাময় নামের প্রশংসা কর! প্রশংসা গান গেয়ে তাঁর নামের সন্মান কর!

3ঈশ্বরকে বল তাঁর কীর্তিগুলি কি অনবদ্য! হে ঈশ্বর, আপনার পরাক্রমের মহত্বে আপনার শত্রুরা তাদের মাথা আপনার কাছে অবনত করে। ওরা আপনার ভয়ে ভীত!

4সারা পৃথিবী যেন আপনার উপাসনা করে। প্রত্যেকে যেন আপনার নামের প্রশংসা করে।

5ঈশ্বর যা যা করেছেন তার দিকে দেখ! এইসব জিনিস আমাদের বিস্ময়-বিহ্বল করে।

6ঈশ্বর, সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করেছেন। আনন্দে উল্লাস করতে করতে তাঁর লোকেরা নদী হেঁটে পারাপার করেছে।

7ঈশ্বর, তাঁর পরাক্রমে পৃথিবী শাসন করছেন। সর্বত্রই তিনি লোকের ওপর নজর রাখছেন। কেউই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পারবে না।

8হে জনগণ, আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর। তাঁর কাছে উচ্চস্বরে প্রশংসা গান গাও।

9ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন।

10মানুষ যেমন করে আগুনে রূপো পরীক্ষা করে, তেমন করে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করেছেন।

11ঈশ্বর, আপনি আমাদের ফাঁদে ফেলেছেন। আপনি আমাদের ওপর ভারি বোঝা চাপিয়েছেন।

12আপনি আমাদের শত্রুদের আমাদের অতিক্রম করতে দিয়েছেন।আগুন ও জলের ভেতর দিয়ে আপনি আমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু আপনি আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেছেন।

13-14তাই আমি আপনার মন্দিরে বলি নিয়ে যাবো। যখন আমি সংকটের মধ্যে ছিলাম আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম। আমি আপনার কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি করেছিলাম। যা আমি প্রতিশ্রুতি করেছিলাম, এখন তা আমি আপনাকে দিচ্ছি।

15আমি আপনার কাছে পাপমোচনের নৈবেদ্য উৎসর্গ করি। আমি আপনাকে মেষসহ ধুপ উৎসর্গ করি। আমি আপনাকে ছাগল ও ষাঁড়সমূহ উৎসর্গ করি।

16তোমরা যারা ঈশ্বরের উপাসনা করছ তারা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বলবো ঈশ্বর আমার জন্য কি করেছেন।

17আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমি তাঁর প্রশংসা করেছিলাম।

18আমার হৃদয় নির্মল ছিল তাই আমার প্রভু আমার কথা শুনেছেন।

19ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

20ঈশ্বরের প্রশংসা কর! ঈশ্বর আমার দিক থেকে

বিমুখ হন নি, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন আমার প্রতি তিনি তাঁর ভালোবাসা দেখিয়েছেন!

গীত 67

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। বাদ্যযন্ত্রসহ একটি প্রশংসা গীত।

1হে ঈশ্বর, আমাদের কৃপা করুন এবং আশীর্বাদ করুন। অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রহণ করুন!

2হে ঈশ্বর, পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন আপনার সম্পর্কে জানতে পারে। প্রত্যেকটা জাতি যেন দেখতে পায় কেমন করে আপনি মানুষকে বাঁচান।

3হে ঈশ্বর, লোকেরা যেন আপনার প্রশংসা করে! যেন সমস্ত লোক আপনার প্রশংসা করে।

4সমস্ত জাতি আহলাদিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করুন! কেন? কারণ আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবে লোকের বিচার করেন। এবং আপনি প্রত্যেকটি জাতিকে শাসন করেন।

5হে ঈশ্বর, লোকেরা যেন আপনার প্রশংসা করে! সকল লোক যেন আপনার প্রশংসা করে।

6হে ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর,আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাদের জমি যেন আমাদের ভাল আবাদ দেয়।

7ঈশ্বর যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন। পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে।

গীত 68

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি প্রশংসা গীত।

1ঈশ্বর, আপনি উঠুন এবং শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করুন। তাঁর সব শত্রুরা যেন তাঁর থেকে দূরে পালিয়ে যায়।

2ধোঁয়া যেমন বাতাসে উড়ে যায়, তেমনি আপনার শত্রুরা যেন ছত্রভঙ্গ হয়। মোম যেমনভাবে আগুনে গলে যায়, তেমনই করে যেন আপনার শত্রুরাও ধ্বংস হয়।

3কিন্তু ধার্ম্মিক লোকেরা সুখী। ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দোল্লাসে সময় কাটাবে। ধার্ম্মিক লোকেরা নিজেদের উপভোগ করতে পারবে এবং প্রচণ্ড সুখী হবে!

4ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গাও। তাঁর নামে প্রশংসা কর। ঈশ্বরের জন্য পথ প্রস্তুত কর। মরুভূমিতে তিনি রথে চড়ে আসছেন। তাঁর নাম "যাঃ।" তাঁর নামের প্রশংসা কর!

5তাঁর পবিত্র মন্দিরে তিনিই অনাথের পিতার মত। ঈশ্বর বিধবাদের যত্ন নেন।

6সঙ্গীহীন লোককে ঈশ্বর গৃহ দেন; ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কারাগার থেকে মুক্ত করেন। তারা ভীষণ সুখী। কিন্তু যে লোকেরা ঈশ্বরের বিরোধিতা করবে তারা রৌদ্র-দগ্ধ মরুভূমিতে বাস করবে।

7ঈশ্বর, আপনিই আপনার লোকেদের মিশর থেকে বেরিয়ে আসতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আপনিই মরুভূমিতে হেঁটে গিয়েছিলেন।

8এবং ভূমি কেঁপে উঠেছিল। ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর স্বয়ং সীনয় পর্বতে নেমে এলেন এবং আকাশ বিগলিত হল।

9একটা পরিশ্রান্ত ও প্রাচীন ভূখণ্ডকে পুনরায় সতেজ করার জন্য আপনি বৃষ্টি পাঠিয়েছিলেন।

10আপনার সব পশু সেই ভূখণ্ডে ফিরে এলো। হে ঈশ্বর, সেই জায়গায় দরিদ্র লোকেদের আপনি বহু ভাল জিনিষ দিয়েছেন।'

11ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন এবং বহু লোক সুসমাচার দিতে গেল:

12"শক্তিশালী রাজার সৈনিকরা পালিয়ে গেছে! সৈনিকরা যুদ্ধ ফেরৎ যে সব জিনিস আনবে, বাড়ীর মহিলারা সেগুলো ভাগ করে নেবে। যারা বাড়ীতে আছে তারা সেই সব সম্পদ ভাগ করে নেবে।

13রূপোয় মোড়া ঘুঘুর ডানা ওরা পাবে। সোনায় ঝক্‌ঝক্ করা ডানা তারা পাবে।"

14সল্‌মোন পর্বতে ঈশ্বর শত্রু রাজাদের ছত্রভঙ্গ করলেন। ওরা হয়েছিল তুষারে ঝরে যাওয়ার মত।

15বাশন পর্বত অনেকগুলো শৃঙ্গ সম্বলিত এক বিরাট পর্বত।

16হে বাশন পর্বত, কেন তুমি সিয়োন পর্বতকে নীচু নজরে দেখ? ঈশ্বর সিয়োন পর্বতকে ভালোবাসেন। প্রভু চিরদিন সেখানে থাকবেন বলে স্থির করেছেন।

17ঈশ্বর পবিত্র সিয়োন পর্বতে আসেন। তাঁর পিছু পিছু লক্ষ লক্ষ রথ আসে।

18লোকেদের কাছ থেকে উপহার নেওয়ার জন্য, এমনকি যারা তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল তাদের কাছ থেকেও উপহার গ্রহণ করার জন্য তিনি জাঁকজমক করে বন্দীদের নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চ পর্বতের ওপরে গেলেন। প্রভু ঈশ্বর সেখানে থাকার জন্য গেলেন।

19প্রভুর প্রশংসা কর! দিনের পর দিন তিনি আমাদের ভার বহন করেন। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন!

20তিনিই আমাদের ঈশ্বর। তিনি সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের রক্ষা করেন। প্রভু আমাদের ঈশ্বর, আমাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন।

21ঈশ্বর অবশ্যই দেখাবেন যে তিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করেছেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন।

22আমার প্রভু বলেছেন, "বাশন থেকে আমি আমার শত্রুদের নিয়ে আসবো, পশ্চিম দেশ থেকে আমি শত্রুদের নিয়ে আসবো।

23তোমরা তাদের রক্তের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে। তোমাদের কুকুর ওদের রক্ত চেটে খাবে।

24ঈশ্বরের শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমার ঈশ্বর, আমার রাজার পবিত্র শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে দেখ।

25প্রথমেই আসছে গায়করা, তাদের পেছনে রয়েছে বীণাযন্ত্র বাদ্যকারীগণ যাদের অনুসরণ করছিল খঞ্জণী বাজনারতা মেয়েরা।*

মেয়েরা আক্ষরিক অর্থে, হিব্রু শব্দে "মেয়েরা" সঙ্গীত শিল্পী অথবা ছোট ছেলেদের গানের দলকেও বোঝাতে পারে।

26মহাসমাবেশে ঈশ্বরের প্রশংসা কর! হে ইস্রায়েলের লোকেরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

27ছোট বিন্যামীন নামক উপজাতি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেখানে যিহূদার বড় পরিবারও রয়েছে। সবূলূন এবং নপ্তালির নেতারাও সেখানে রয়েছেন।

28ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা আমাদের দেখান! যে ক্ষমতা আমাদের জন্য অতীতে ব্যবহার করেছেন সেই ক্ষমতা প্রদর্শন করুন।

29জেরুশালেমে, আপনার প্রাসাদে আপনাকে উপহার দেবার জন্য রাজারা তাঁদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন।

30আপনি যা চান আপনার দণ্ড ব্যবহার করে, ঐসব "জন্তুদের" দিয়ে আপনি তাই করান। ঐসব জাতির "ষাঁড়" ও "গোরুদের" আপনার অনুগত করুন। ওই সব জাতিকে আপনি যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। ওদের দিয়ে আপনার কাছে রূপো আনয়ন করুন।

31ওদের দিয়ে মিশর থেকে ধন-সম্পদ আনয়ন করুন। ঈশ্বর, কূশীয়রা যেন ওদের সম্পদ আপনার কাছে নিয়ে আসে।

32পৃথিবীতে রাজারা যারা আছো, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা কর! আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রশংসা গান কর!

33ঈশ্বরের গীত গাও! তিনি তাঁর রথ প্রাচীন স্বর্গগুলির মধ্য দিয়ে চালান। তাঁর পরাক্রান্ত রব শোন!

34তোমাদের যে কোন দেবতার থেকে ঈশ্বর অনেক বেশী শক্তিশালী। ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকেদের শক্তিশালী করেছেন।

35তাঁর মন্দিরে ঈশ্বর অবিস্মরণীয়। ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকেদের শক্তি এবং ক্ষমতা দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রশংসা কর!

গীত 69

পরিচালকের প্রতি। "পদ্মসমূহ" গানটির পর্দায় গাওয়া। দায়ূদের একটি গীত।

1হে ঈশ্বর আমার সংকটসমূহ থেকে আমায় রক্ষা করুন! আমার মুখ পর্যন্ত জল পৌঁছে গেছে।

2এখানে এমন কিছু নেই, যার ওপর আমি দাঁড়াতে পারি। আমি কাদায় ডুবে যেতে বসেছি, আমি গভীর জলে ডুবে রয়েছি, আমার চারদিকে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমি প্রায় ডুবে মরতে বসেছি।

3আমি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে সাহায্য চাইতেও অক্ষম হয়ে গেছি। আমার গলা যন্ত্রণা করছে। আমার চোখ যন্ত্রণায় টন্ টন্ করে ওঠার আগে পর্যন্ত আমি আপনার সাহায্যের প্রতীক্ষা করেছি।

4আমার মাথায় যত চুল আছে, আমার শত্রুর সংখ্যা তার থেকেও বেশী। কোন কারণ ছাড়াই তারা আমায় ঘৃণা করে। আমাকে বিনাশ করার জন্য ওরা খুব কঠিন চেষ্টা করে। শত্রুরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছে। ওরা বলছে যে আমি নাকি চুরি করেছি। এরপর যে জিনিস আমি চুরি করি নি, ওরা আমায় তার দাম দিতে বাধ্য করেছে।

5হে ঈশ্বর, আপনি আমার ত্রুটিগুলি জানেন। আপনার কাছে আমি আমার পাপ লুকোতে পারি না।

6হে আমার সদাপ্রভু, সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার জন্য যেন আপনার অনুগামীরা লজ্জায় না পড়ে। হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আপনার অনুগামীরা যেন আমার জন্য বিব্রত বোধ না করে।

7আমার মুখ লজ্জায় ঢেকে গেছে। এই লজ্জা আমি আপনার জন্য বহন করছি।

8আমার ভায়েরা অচেনা মানুষের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে সেরকম আমার সঙ্গে করে। আমার মায়ের সন্তানরা আমার সঙ্গে ভিন্‌দেশীর মতই ব্যবহার করে।

9আপনার মন্দির সম্পর্কে আমার তীব্র অনুভূতিই আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। যারা আপনাকে নিয়ে মজা করে তাদের কাছ থেকে আমি অপমান কুড়িয়েছি।

10আমি কাঁদি এবং উপবাস করি, এর জন্য ওরা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে।

11দুঃখ প্রকাশের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করি, কাপড় পরি, লোকে আমায় নিয়ে মজা করে।

12প্রকাশ্য স্থানে ওরা আমায় নিয়ে আলোচনা করে। ওই মাতালরা আমায় নিয়ে গান বাঁধে।

13হে ঈশ্বর, আমার দিক থেকে আপনার কাছে এই প্রার্থনা: আমি চাই আপনি আমায় গ্রহণ করুন! হে ঈশ্বর আমি চাই প্রেমের সঙ্গে আপনি আমায় সাড়া দিন। আমি জানি আপনি আমায় উদ্ধার করবেন এ ব্যাপারে আমি আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি।

14আমাকে কাদা থেকে টেনে তুলুন। আমায় কাদায় ডুবে যেতে দেবেন না। যারা আমায় ঘৃণা করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। এই গভীর জল থেকে আমায় উদ্ধার করুন।

15ঢেউগুলো যেন আমায় ডুবিয়ে না দেয়। গভীর গহ্বরকে আমায় ভক্ষণ করতে দেবেন না। কবরকে আমায় গিলে ফেলতে দেবেন না।

16প্রভু, আপনার প্রেম ভালো। আপনার ভালোবাসা দিয়ে আমায় উত্তর দিন। আপনার সব দয়া নিয়ে আমার দিকে ফিরুন, আমায় সাহায্য করুন!

17আপনার দাসের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন না। আমি সংকটের মধ্যে পড়েছি! তাড়াতাড়ি আমায় সাহায্য করুন!

18আসুন আমার আত্মাকে রক্ষা করুন। শত্রুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

19আমার লজ্জা আপনি জানেন। আপনি জানেন যে আমার শত্রুরা আমাকে ঘৃণা ও অপমান করেছে। ওরা আমার প্রতি যে কাজ করেছে তাও আপনি দেখেছেন।

20সেই লজ্জা আমায় বিদীর্ণ করে দিয়েছে। লজ্জায় আমি মরে যেতে বসেছি! আমি সহানুভূতি পাওয়ার আশা করেছিলাম কিন্তু কখনই আমি তা পাই নি। আমি

অপেক্ষা করেছিলাম কোন লোক এসে আমায় সান্ত্বনা দিক কিন্তু কোন লোক আসে নি।

21ওরা আমায়, আহার নয়, বিষ দিয়েছে। যখন আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম দ্রাক্ষাতৃসর বদলে ওরা আমায় অম্লরস দিয়েছিল।

22ওদের টেবিলগুলো খাবারে পরিপূর্ণ। সমারোহপূর্ণ মঙ্গল আহার ওদের আছে। ওদের ভোজ যেন ওদের বিনাশ করে।

23আমি কামনা করি ওরা যেন অন্ধ হয়ে যায় এবং ওদের মেরুদণ্ড যেন দুর্বল হয়ে পড়ে।

24ওদের আপনার সব ক্রোধ অনুভব করতে দিন।

25ওদের ঘর শূন্য করে দিন। একটা কেউ যেন ওখানে বেঁচে না থাকে।

26ওদের শাস্তি দিন, ওরা ছুটে পালাবে। তখন ওরা আলোচনা করার জন্য কিছু যন্ত্রণা ও ক্ষত পাবে।

27মন্দ কাজের জন্য ওদের শাস্তি দিন। আপনার ধার্ম্মিকতা ওদের দেখাবেন না।

28জীবনের গ্রন্থ থেকে ওদের নাম মুছে দিন। জীবনের পুস্তকে ধার্ম্মিক লোকেদের নামের সঙ্গে ওদের নাম লিখবেন না!

29আমি দুঃখী এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ। ঈশ্বর আমায় টেনে তুলুন; আমায় রক্ষা করুন!

30গানের মধ্যে দিয়ে আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করবো। ধন্যবাদ-গীতের মধ্য দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করবো।

31এটাই ঈশ্বরকে সুখী করবে! উৎসর্গ হিসেবে একটা গোটা পশু দেওয়ার চেয়ে অথবা একটা ষাঁড় হত্যা করার চেয়ে, গানের মধ্যে দিয়ে ধন্যবাদ দেওয়া অনেক ভাল হবে।

32হে বিনয়ী লোকেরা, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এসো। এইসব জেনে তোমরা খুশী হবে।

33দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কথা প্রভু শোনেন। যারা বন্দী আছেন প্রভু তাদের এখনও পছন্দ করেন।

34হে আকাশ ও পৃথিবী, ঈশ্বরের প্রশংসা কর! হে সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যের সবকিছু, প্রভুর প্রশংসা কর!

35প্রভু সিয়োনকে রক্ষা করবেন। প্রভু যিহূদার শহরগুলি আবার নির্মাণ করবেন। সেই ভূখণ্ড যাদের, সেখানে তারা আবার বাস করবে!

36তাঁর দাসদের উত্তরপুরুষরা এই ভূখণ্ড পাবে। সেই সব লোক যারা তাঁর নামকে ভালোবাসে তারা সেই ভূখণ্ডে বসবাস করবে।

গীত 70

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। লোকেদের স্মরণ করিয়ে দেবার মানসে দায়ূদের একটি গীত।

1ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন! ঈশ্বর শীঘ্র আমায় সাহায্য করুন!

2লোকে আমায় হত্যা করার চেষ্টা করছে। ওদের নিরাশ করুন! ওদের লজ্জিত বোধ করান! যে সব লোক আমার খারাপ করতে চায় তাদের যেন পতন হয় ও তারা যেন লজ্জা পায়।

3লোকে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে। আশা করি ওদের যা প্রাপ্য ওরা তাই পাবে এবং লজ্জাবোধ করবে।

4আমি কামনা করি যারা আপনার উপাসনা করে তারা যেন সত্যিকারের সুখী হয়। যারা আপনার সাহায্য চায় তারা যেন সর্বদাই আপনার প্রশংসা করে।

5ঈশ্বর আমি দীন অসহায় মানুষ। ঈশ্বর তাড়াতাড়ি করুন! আপনি আসুন, আমায় রক্ষা করুন! ঈশ্বর একমাত্র আপনিই আমায় উদ্ধার করতে পারেন। আর দেরী করবেন না!

গীত 71

1হে প্রভু, আমি আপনাতে বিশ্বাস রাখি, তাই আমি কখনও হতাশ হব না।

2আপনার ধার্ম্মিকতা দিয়ে আপনি আমায় রক্ষা করবেন। আপনিই আমায় উদ্ধার করবেন। আমার কথা শুনুন, আমায় রক্ষা করুন।

3আপনি আমার দুর্গ হোন, সেই গৃহ হোন যেখানে আমি নিরাপত্তার জন্য ছুটে যেতে পারি। আপনিই আমার শিলা এবং আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই আমাকে রক্ষার আজ্ঞা দিন।

4হে আমার ঈশ্বর আমায় দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা করুন। নৃশংস ও মন্দ লোকেদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

5আমার জন্মের সময় থেকে আমি আপনার যত্নে ছিলাম। আমার জন্মের সময় থেকে আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন।

6এমনকি আমার জন্মের আগে থেকেই আমি আপনার ওপর নির্ভর করেছি। আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখনও আত্ আপনার ওপর আস্থা রেখেছি। সর্বদাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি।

7আপনিই আমার শক্তির উৎস। তাই অন্য লোকেদের কাছে আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলাম।

8যে সব বিস্ময়কর জিনিষ আপনি করেন তার সম্বন্ধে সর্বদাই আমি গান গাই।

9আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে আমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না। হত-শক্তি হয়েছি বলে আমায় ত্যাগ করবেন না।

10শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। ওরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলো, এবং আমাকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিলো।

11আমার শত্রুরা বলছে, "যাও ওকে তুলে নিয়ে এসো! ঈশ্বর ওকে ত্যাগ করেছেন। আর কেউ ওকে সাহায্য করবে না।"

12ঈশ্বর, আমায় পরিত্যাগ করবেন না! ঈশ্বর তাড়াতাড়ি এসে আমায় রক্ষা করুন!

13আমার শত্রুদের পরাজিত করুন! ওদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিন! যারা আমার ক্ষতি করতে চাইছে, তারা যেন লজ্জিত ও অপমানিত হয়।

14তাহলে আমি সব সবসময়েই আপনার ওপর নির্ভর করবো এবং আমি আরো বেশী করে আপনার প্রশংসা করবো।

15আপনি যে কত ভালো, তা আমি লোকেদের বলবো। আমি লোকেদের বলবো কিভাবে আপনি আমায় প্রতিবার রক্ষা করেছিলেন। তা এতবার ঘটেছে যে গুনে শেষ করা যায় না।

16আমি আপনার মহত্বের কথা বলবো, প্রভু আমার সদাপ্রভু। আমি সেইসব ধার্ম্মিকতার কথা বলব, যা শুধুমাত্র আপনি করতে পারেন।

17ঈশ্বর, আমি যখন একটি ছোট্ট বালক ছিলাম তখন থেকে আপনি আমায় শিক্ষা দিয়েছেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আপনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন। তা আমি মানুষকে বলেছি!

18এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার চুল পেকে গেছে। কিন্তু হে ঈশ্বর, আমি জানি, আপনি আমায় ত্যাগ করবেন না। প্রত্যেকটি নতুন প্রজন্মকে আমি আপনার ক্ষমতা ও মহত্বের কথা বলবো।

19ঈশ্বর, আপনার ধার্ম্মিকতা আকাশের সীমা অতিক্রম করে যায়। ঈশ্বর, কোন দেবতাই আপনার মত নয়। আপনি বিস্ময়কর সব কাজ করেছেন।

20আপনি আমাকে সমস্যা এবং দুঃসময় প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। কিন্তু তাদের সবকিছু থেকে রক্ষা করে আপনি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। কত গভীরে আমি ডুবে গিয়েছিলাম সেটা কথা নয়, কিন্তু আপনি আমায় সমস্যা থেকে টেনে তুলেছেন।

21অতীতে যা করেছি তার থেকেও মহৎ কাজসমূহ করতে আমায় সাহায্য করুন। আমাকে আরাম দিতে থাকুন।

22আমি বীণা বাজিয়ে আপনার প্রশংসা করবো। হে ঈশ্বর আমি গাইবো ও বলবো যে, আপনার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। ইস্রায়েলের পবিত্র একের জন্য বীণা বাজিয়ে আমি গান গাইবো।

23আপনি আমার আত্মাকে রক্ষা করেছেন। আমার আত্মা সুখী হবে। নিজের মুখে আমি আপনার প্রশংসা গান করবো।

24আমার জিভ সর্বদাই আপনার ধর্মশীলতার গান গাইবে। এবং যারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো তারা পরাজিত ও অসম্মানিত হবে।

গীত 72

শলোমনের প্রতি।

1ঈশ্বর রাজাকে আপনার মত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। রাজার পুত্রকে আপনার ধার্ম্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে সাহায্য করুন।

2রাজাকে আপনার লোকেদের প্রতি ন্যায্য বিচার করতে সাহায্য করুন। আপনার দীন লোকেদের প্রতি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সাহায্য করুন।

3সারা ভূখণ্ড জুড়ে শান্তি ও ন্যায়বিচার থাকতে দিন।

4রাজাকে দীন মানুষের প্রতি সুবিচার করতে দিন। সহায় সম্বলহীনকে তিনি যেন সাহায্য করেন। ওদের যারা আঘাত করে তাদের যেন উনি শাস্তি দেন।

5যতদিন পর্যন্ত আকাশে চাঁদ থাকে এবং সূর্য প্রতিভাত হবে ততদিন যেন লোকেরা রাজাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। লোকেরা যেন তাকে চিরদিন ভয় ও শ্রদ্ধা করে।

6যে বৃষ্টি শস্যক্ষেতের ওপর ঝরে পড়ে, রাজাকে সেই বৃষ্টির মত হতে সাহায্য করুন। যে জলধারা জমিতে পতিত হয়, তাকে সেই ধারার মত হতে সাহায্য করুন।

7যতক্ষণ তিনি রাজা রয়েছেন ততদিন যেন সৎ লোকেরা বিকশিত হয়। যতদিন আকাশে চাঁদ রয়েছে ততদিন যেন শান্তি বজায় থাকে।

8এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্র পর্যন্ত তার রাজত্বের বিস্তার হোক। ফরাৎ নদী থেকে পৃথিবীর দূর প্রান্ত পর্যন্ত যেন তাঁর রাজত্ব বজায় থাকে।

9মরুভূমিতে যারা বাস করে তারা সবাই যেন তাঁর কাছে আনত হয়। তাঁর সব শত্রুরা যেন মাটির ধূলোতে মুখ ঠেকিয়ে তার কাছে অবনত হয়।

10তর্শীশের রাজা এবং অন্যান্য দূরবর্তী রাজ্য যেন তাঁর জন্য উপহার বয়ে আনে। শিবা ও সবার রাজারা যেন তার জন্য নৈবেদ্য বয়ে আনে।

11সব রাজা যেন আমাদের রাজার কাছে নত হয়। সব জাতি যেন তাঁর সেবা করেন।

12আমাদের রাজা সহায় সম্বলহীনদের সাহায্য করেন। আমাদের রাজা দরিদ্র অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন।

13দরিদ্র ও অসহায় মানুষ তাঁর ওপর নির্ভর করেন। রাজা তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন।

14সেই সব নিষ্ঠুর লোকেরা যারা ওদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তাদের হাত থেকে রাজা ওদের রক্ষা করেন। ওই সব দীন-দরিদ্র মানুষের জীবন রাজার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

15রাজা দীর্ঘজীবী হোন! তিনি যেন শিবার কাছ থেকে সোনা গ্রহণ করেন। সর্বদা রাজার জন্য প্রার্থনা কর। প্রতিদিন তাকে আশীর্বাদ কর।

16জমিগুলিতে যেন প্রচুর পরিমানে ফসল হয়। পাহাড়গুলো যেন শস্যে ভরে ওঠে। জমিগুলো যেন লিবানোনের মত উর্ব্বর হয়ে ওঠে। যেমন করে মাঠগুলো ঘাসে ভরে যায় তেমন করে যেন শহরগুলো মানুষে ভরে ওঠে।

17রাজা যেন চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হয়ে যান। যতদিন সূর্য প্রতিভাত হবে, ততদিন যেন লোকেরা তাঁর নাম মনে রাখে। লোকেরা যেন তাঁর আশীর্বাদ পায় এবং সকলে যেন তাঁকে আশীর্বাদ করে।

18প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা কর! একমাত্র ঈশ্বরই এমন আশ্চর্য্য কার্য্য করতে পারেন।

19চিরদিন তাঁর মহিমাময় নামের প্রশংসা কর! তাঁর মহিমা যেন সারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দেয়! আমেন! আমেন!

20যিশয়ের পুত্র, দায়ূদের প্রার্থনাসমূহ এখানেই শেষ হলো।

তৃতীয় খণ্ড

গীত 73

আসফের একটি প্রশংসা গীত

1ঈশ্বর সত্যিই ইস্রায়েলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছেন। যাদের হৃদয় শুচি তাদের সঙ্গে ঈশ্বর ভালো ব্যবহার করেন।

2আমার প্রায় পদস্খলন হয়েছিলো এবং আমি পাপ কাজ করতে শুরু করেছিলাম।

3আমি দেখেছি ঐসব দুষ্ট লোকেরা কৃতকার্য হয়েছে এবং তা দেখে ঐসব উদ্ধত লোকদের প্রতি আমি ঈর্ষা করেছিলাম।

4ওরা সবাই বলবান লোক ছিলো। বেঁচে থাকবার জন্য ওদের কোন লড়াই করতে হত না।

5ঐসব উদ্ধত লোককে আমাদের মত দুর্ভোগ পোহাতে হয় না। অন্যান্য লোকেদের মত ওদের কোন সংকট নেই।

6তাই ওরা উদ্ধত এবং মানুষকে ঘৃণা করে। এই অহঙ্কারকে তারা গলার মালার মত এবং শৌখিন বস্ত্রের মত সহজেই ধারণ করে।

7ঐসব লোক যদি ওদের পছন্দের কিছু দেখে, ওরা গিয়ে তা নিয়ে চলে আসে। ওরা যা মনে করে, ওরা তাই করতে পারে।

8লোকের সম্পর্কে ওরা নির্মম ও অহিতকর কথাবার্তা বলে। অন্যদের কাছ থেকে ওরা কিভাবে সুবিধে নেয় সে সম্বন্ধে ওরা গর্বের সঙ্গে কথা বল।

9ঐসব অহঙ্কারী লোকেরা নিজেদের দেবতা বলে ভাবে! ওরা ভাবে ওরাই পৃথিবীর শাসনকর্তা।

10এমনকি ঈশ্বরের লোকেরা পর্যন্ত সাহায্যের জন্য ওদের কাছে ছুটে যায়। ঐ উদ্ধত লোকেরা যা বলে, ওরাও তাই করে।

11ঐ মন্দ লোকেরা বলে, “আমরা কি করছি ঈশ্বর তা জানেন না! ঈশ্বর, যিনি পরাৎপর, তিনি জানেন না!”

12ঐ অহঙ্কারী লোকেরা প্রচণ্ড দুর্জন, কিন্তু ওরা ধনী এবং ওরা ক্রমশঃ আরো ধনী হয়ে উঠছে।

13তাই আমার আত্মাকে কেন শুদ্ধ হতে হবে? আমি কেন আমার হাত নির্দোষ রাখব?

14হে ঈশ্বর, সারাদিন ধরে আমি যন্ত্রণা ভোগ করি। প্রত্যেকদিন সকালে আপনি আমায় শাস্তি দেন।

15ঈশ্বর, এই সব বিষয়ে আমি অন্য লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু আমি জানি তাতে আপনার লোকেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

16এই সব বিষয় বোঝার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।

17যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার মন্দিরে যাই নি। আমি ঈশ্বরের মন্দিরে গেলাম এবং তারপর বুঝতে পারলাম।

18ঈশ্বর, সত্যিই ঐসব লোককে আপনি ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন। ওদের পতন এবং বিনাশ এখন সহজ হবে।

19হঠাৎই সমস্যা আসতে পারে এবং ঐ অহঙ্কারী লোকেরা ধ্বংস হবে। ওদের সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে এবং ওরা শেষ হয়ে যাবে।

20প্রভু যেমন করে আমরা জেগে উঠে স্বপ্নকে ভুলে যাই, ঐসব লোকেরা সেই স্বপ্নের মতই বিস্মৃত হবে। আমাদের রাতের দুঃস্বপ্ন যেমন আপনি অদৃশ্য করে দেন, তেমনি করে আপনি ওই লোকগুলোকে অদৃশ্য করে দেবেন।

21-22 আমি অত্যন্ত নির্বোধ ছিলাম। আমি দুষ্ট ও ধনী লোকেদের কথা ভাবতাম এবং ক্লেশগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। হে ঈশ্বর, আমি ক্লেশগ্রস্ত ছিলাম এবং আপনার ওপর রাগ করেছিলাম! আমি নির্বোধ ও অজ্ঞ পশুর মত ব্যবহার করেছিলাম।

23আমার যা কিছু দরকার তা আমার আছে! আমি সর্বদাই আপনার সঙ্গে আছি। হে ঈশ্বর আপনি আমার হাত ধরুন।

24ঈশ্বর, আমায় সুপরামর্শ দিন ও পরিচালিত করুন। তাহলে আপনি আমায় গৌরবের পথে নিয়ে যাবেন।

25হে স্বর্গের ঈশ্বর, আমি সর্বদা আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আমি যখন আপনার সঙ্গে রয়েছি তখন এই পৃথিবীতে আমি আর কী চাইতে পারি?

26আমার এই দেহ মন একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আমার শিলা, যাঁকে আমি ভালোবাসি তিনি থাকবেন। চিরকালের জন্য আমার কাছে ঈশ্বর আছেন!

27ঈশ্বর যারা আপনাকে ত্যাগ করেছে তারা হারিয়ে যাবে। যারা আপনার প্রতি অবিশ্বস্ত তাদের আপনি ধ্বংস করে দেবেন।

28আমি জানি, আমি ঈশ্বরের কাছে এসেছি এবং তাঁর কাছাকাছি থাকা আমার পক্ষে ভালো। আমি আমার প্রভু সদাপ্রভুকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে নিয়েছি। ঈশ্বর আপনি যা কিছু করেছেন তাঁর সব কিছু বলতে আমি এসেছি।

গীত 74

আসফের একটি মস্কীল।

1ঈশ্বর আপনি কি চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন? আপনি কি এখনও আপনার লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ আছেন?

2অতীতে আপনি যে সব লোকেদের এনেছিলেন তাদের কথা স্মরণ করুন। আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। তাই আমরা সবাই আপনার। সিয়োন পর্বতের কথা স্মরণ করুন, যেখানে আপনি বাস করতেন।

3ঈশ্বর, সেই সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে আপনি হেঁটে আসুন। যে পবিত্র স্থানকে শত্রুরা ধ্বংস করে দিয়েছে সেখানে ফিরে আসুন।

4মন্দিরেই তারা যুদ্ধের উন্মত্ত গর্জন শুরু করেছিলো। যুদ্ধে তারা জয়ী হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য ওরা মন্দিরে পতাকা উড়িয়েছিল।

5যারা নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে শত্রু সৈন্যরা সেইসব লোকের মত নির্মম।

6হে ঈশ্বর, কুঠার ও কুড়ুল ব্যবহার করে ওরা আপনার মন্দিরের খোদাই করা কাঠের কক্ষগুলি ভেঙ্গে চুরমার করেছে।

7ঐ সৈন্যরা আপনার পবিত্রস্থান পুড়িয়ে দিয়েছে। আপনার নামের সম্মানে সেই মন্দির তৈরী হয়েছিলো কিন্তু ওরা তা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

8শত্রুরা আমাদের সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশের প্রত্যেকটা পবিত্রস্থান ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

9আমরা আমাদের কোন চিহ্নসমূহ দেখতে পাচ্ছি না। আর কোন ভাববাদী নেই। কেউই জানে না এখন কি করতে হবে।

10ঈশ্বর, আর কতদিন শত্রুরা আমাদের নিয়ে উপহাস করবে? আপনি কি চিরদিন ওদের আপনার নামের অবমাননা করতে দেবেন?

11ঈশ্বর, কেন আপনি আমাদের এত কঠিন শাস্তি দিলেন? আপনার বিপুল শক্তি ব্যবহার করে আপনি আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন!

12ঈশ্বর দীর্ঘদিন ধরে আপনি আমাদের রাজা ছিলেন। এই দেশে যে কোন যুদ্ধ জয় করতে আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন।

13ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুভাগে ভাগ করতে আপনি আপনার পরাক্রম প্রয়োগ করেছিলেন।

14বড় বড় সমুদ্র দানবদের আপনি পরাজিত করেছেন! আপনিই লিবিয়াথনের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তার দেহ পশুদের খাওয়ার জন্য ফেলে এসেছেন।

15নদী এবং ঝর্ণায় আপনিই প্রবাহ দিয়েছেন। আপনিই নদীকে শুষ্ক করে দিয়েছেন।

16হে ঈশ্বর, আপনিই দিন এবং রাত্রি নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনিই চাঁদ ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

17আপনিই পৃথিবীর সব কিছুর সীমা নির্ধারণ করেছেন। আপনিই শীত, গ্রীষ্ম সৃষ্টি করেছেন।

18প্রভু মনে রাখবেন কেমন করে শত্রুরা আপনাকে অপমান করেছিলো! ঐ লোকগুলো আপনাকে অপমান করেছিল। ঐসব মূর্খ লোক আপনার নামকে ঘৃণা ও নিন্দে করেছে!

19ঐসব বন্য পশুদের আপনার পারাবত নিয়ে যেতে দেবেন না! আপনার দীন-দরিদ্র মানুষদের চিরদিনের জন্য ভুলে যাবেন না।

20আমাদের চুক্তির কথা স্মরণ করুন! এই দেশের প্রত্যেকটি অন্ধকার স্থানে রয়েছে হিংসাত্মক ঘটনা।

21ঈশ্বর, আপনার লোকেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। ওদের আর আহত হতে দেবেন না। আপনার দীন-দুঃখী লোকেরা আপনার প্রশংসা করে।

22ঈশ্বর, উঠুন এবং যুদ্ধ করুন! প্রতিদিন যে অবমাননা ঐসব নির্বোধদের কাছ থেকে আপনাকে পেতে হয়েছে তা মনে রাখবেন!

23আপনার শত্রুদের উন্মত্ত চিৎকারের কথা মনে রাখবেন। বার বার ওরা আপনাকে অপমান করেছে!

গীত 75

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। "বিনাশ কর না।" গানটির পর্দায় গাওয়া আসফের একটি প্রশংসা গীত।

1হে ঈশ্বর, আমরা আপনার প্রশংসা করি! আমরা আপনার প্রশংসা করি। আপনি (আপনার নাম) খুব কাছাকাছি রয়েছেন এবং যেসব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছেন লোকে তার কথা বলে।

2ঈশ্বর বলেন, "আমি বিচারের সময় নির্দিষ্ট করব এবং আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবো।

3পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই কম্পমান এবং পতনোন্মুখ হতে পারে, কিন্তু আমি ওদের দৃঢ় সংবদ্ধ করে রাখবো।"

4-5"কিছু লোক প্রচণ্ড গর্বিত। ওরা ভাবে ওরাই শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি ওই লোকেদের বলেছি, মিথ্যা বড়াই কোরো না! এত অহঙ্কারী হয়ো না!'"

6পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা একটা মানুষকে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে।

7প্রভুই বিচারক। কে গুরুত্বপূর্ণ হবে তা ঈশ্বরই স্থির করেন। ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে তুলে নেন এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। অন্যদিকে, তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে টেনে নামিয়ে দেন এবং তাকে গুরুত্বহীন করেন।

8মন্দ লোকেদের শাস্তি দিতে ঈশ্বর সর্বদাই প্রস্তুত। প্রভুর হাতে একটা পেয়ালা আছে। সেই পেয়ালাটি বিষাক্ত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ। এই দ্রাক্ষারস (শাস্তি) তিনি মন্দ লোকেদের ওপর ঢালবেন এবং শেষ বিন্দু পর্যন্ত তারা তা পান করবে।

9এসব বিষয় সম্পর্কে আমি সর্বদাই লোকেদের বলবো। আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা গান করবো।

10মন্দ লোকেদের শক্তি আমি হরণ করবো এবং ভাল লোকেদের আমি বেশী শক্তি দেবো।

গীত 76

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। বাদ্যযন্ত্র সহ আসফের একটি প্রশংসা গীত।

1যিহূদার লোকেরা ঈশ্বরকে জানে। ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের নামকে সম্মান করে।

2শালেমে ঈশ্বরের মন্দির আছে। সিয়োন পর্বতের ওপর ঈশ্বর বাস করেন।

3সেইখানেই ঈশ্বর, তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার এবং অন্য সব যুদ্ধাস্ত্র, চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন।

4হে ঈশ্বর, পর্বতসমূহের থেকে ফিরে, যেখানে আপনি আপনার শত্রুদের পরাজিত করেছেন, আপনাকে মহিমান্বিত দেখাচ্ছে।

5ঐসব সৈন্য ভেবেছিলো ওরা শক্তিশালী। কিন্তু এখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মরে পড়ে রয়েছে। ওদের গায়ে যা কিছু ছিল সবই খুলে নেওয়া হয়েছিল। ঐ বলশালী সৈনিকরা কেউই নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

6যাকোবের ঈশ্বর ওই সৈন্যদের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠলেন। তারা তাদের ঘোড়াগুলো সহ পড়ে মরে গেল।

7ঈশ্বর, আপনি ভয়ানক! যখন আপনি ক্রুদ্ধ হন তখন কেউ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।

8-9বিচারক হিসাবে প্রভুই তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই ভূখণ্ডের নম্র ও ভক্ত লোকেদের ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। স্বর্গ থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্ত পাঠিয়েছেন। সারা পৃথিবী ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

10ঈশ্বর, যখন আপনি মন্দ লোকেদের শাস্তি দেন তখন লোকে আপনাকে সম্মান করে। আপনি আপনার ক্রোধ প্রদর্শন করলেন এবং যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা শক্তিশালী হোল।

11লোকেরা তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। এখন, যা প্রতিশ্রুতি করেছিলে, তা তাঁকে দাও। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গার মানুষ ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। তারা তাঁর কাছে উপহার নিয়ে আসবে।

12ঈশ্বর বড় বড় নেতাদের পরাজিত করেন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজা তাঁকে ভয় করে।

গীত 77

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। যিদূথূনের প্রতি আসফের একটি গীত।

1আমি ঈশ্বরের কাছে কেঁদে পড়েছিলাম এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছি। হে ঈশ্বর, আমি উচ্চস্বরে আপনাকে ডেকেছি, আমার কথা শুনুন!

2আমার প্রভু, যখনই আমি সমস্যায় পড়ি তখনই আমি আপনার কাছে আসি। সারা রাত আমি আপনার দিকে আমার দুবাহু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার আত্মা আরাম পেতে অস্বীকার করেছিল।

3আমি ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং আমি যা অনুভব করেছি তা বলতে চেয়েছি। কিন্তু আমি পারি নি।

4আপনি আমাকে ঘুমাতে দেননি। আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি এত বিচলিত ছিলাম যে কথা বলতে পারছিলাম না।

5আমি অতীতের কথা চিন্তা করছিলাম। বহু অতীতে যা ঘটে গেছে আমি সেই সব চিন্তা করেছিলাম।

6রাত্রে আমি আমার গানগুলো সম্পর্কে ভাবি। আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি এবং বুঝতে চেষ্টা করি।

7আমি বিস্মিত হই, "আমাদের প্রভু কি চিরদিনের মত আমাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন? আবার কি তিনি আমাদের চাইবেন?

8ঈশ্বরের প্রেম কি চিরদিনের জন্য চলে গেল? আবার কি তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন?

9ঈশ্বর কি কৃপা দেখাতে ভুলে গেলেন? তাঁর সহানুভূতি কি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়েছে?"

10তারপর আমি ভাবলাম, "যে বিষয়টা আমায় সব থেকে বেশী বিব্রত করলো তা হোল: পরাৎপর কি তাঁর ক্ষমতা হারিয়েছেন?"

11প্রভু কি করেছেন তা আমার স্মরণে আছে। হে ঈশ্বর, অতীতে যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছিলেন, তা আমার স্মরণে আছে।

12আপনি যা করেছেন, তা নিয়ে আমি ভেবেছি, সে সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি।

13ঈশ্বর, আপনার পথই পবিত্র পথ। ঈশ্বর কেউই আপনার মত মহৎ নয়।

14আপনিই সেই ঈশ্বর, যিনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন। আপনি লোকেদের আপনার পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছেন।

15আপনার ক্ষমতাবলে আপনি আপনার লোকেদের রক্ষা করেছেন। যাকোব এবং যোষেফের উত্তরপুরুষদের আপনি রক্ষা করেছেন।

16ঈশ্বর, আপনাকে দেখে জলও ভীত হয়েছিলো। গভীর জলরাশি আপনাকে দেখে ভয়ে কেঁপে গিয়েছিলো।

17ঘন মেঘে জল সিঞ্চন করেছিলো। লোকেরা উঁচু মেঘে দারুণ বজ্র নির্ঘোষ শুনেছিলো। তারপর আপনার বিদ্যুতের তীর সারা মেঘে ঝলক দিয়ে উঠেছিলো।

18গুরু গুরু গর্জনের বজ্রধ্বনিতে আকাশ ভরে উঠেছিলো। বিদ্যুৎ-ঝলকে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠেছিলো। পৃথিবী শিহরিত ও কম্পিত হয়েছিলো।

19ঈশ্বর, গভীর জলের মধ্যে দিয়ে আপনি হেঁটে গেলেন, গভীর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলেন। কিন্তু সেখানে আপনি কোন চরণচিহ্ন রেখে যান নি।

20মোশি এবং হারোণের মধ্যে দিয়ে আপনি আপনার লোকেদের মেষের মত পরিচালিত করেছেন।

গীত 78

আসফের একটি মস্কীল।

1হে আমার লোকেরা, আমার শিক্ষামালা শোন। আমি যা বলছি তা শোন।

2আমি তোমাদের এই গল্প বলবো। আমি তোমাদের এই প্রাচীন গল্পটি বলবো।

3এই গল্প আমরাও শুনেছি। এই গল্পটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি। আমাদের পিতা-পিতামহরা এই গল্প বলেছেন।

4এই গল্প আমরাও ভুলে যাবো না। আমাদের লোকেরা শেষ প্রজন্মকে পর্যন্ত এই গল্প বলতে থাকবে। আমরা সবাই প্রভুর প্রশংসা করবো এবং প্রভু যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন তা বলবো।

5প্রভু যাকোবের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছেন। ইস্রায়েলকে ঈশ্বর একটা বিধি দিয়েছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের বলেছেন তারা যেন তাদের উত্তরপুরুষদের সেই বিধি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে।

6নতুন শিশুরা জন্ম নেবে। তারা আস্তে আস্তে বড় হবে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের এই গল্পগুলো বলবে।

এইভাবে শেষ প্রজন্মের মানুষ পর্যন্ত এই বিধি জানতে পারবে।

7তাই ঐসব লোকেরাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে। ঈশ্বর কি করেছেন তা তারা ভুলবে না। ওরা খুব যত্ন করে তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করবে।

8যদি লোকেরা তাদের শিশুদের ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দেয় তাহলে ওই শিশুরা ওদের পূর্বপুরুষদের মত হবে না। ওদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিলো। তারা তাঁকে মানতে অস্বীকার করেছিলো। ঐসব লোক প্রচণ্ড একগুঁয়ে ছিলো। ওরা ঈশ্বরের আত্মার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না।

9ইফ্রয়িমের লোকেরা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত ছিল কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

10তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি রক্ষা করে নি। তারা তাঁর শিক্ষামালা মান্য করতে অস্বীকার করেছিলো।

11ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেছিলেন, ইফ্রয়িমের লোকেরা তা ভুলে গিয়েছিলো। তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য ওদের দেখিয়েছিলেন, তা তারা ভুলে গিয়েছিলো।

12ঈশ্বর ওদের পিতৃপুরুষদের মিশরের সোয়নে, তাঁর পরাক্রম প্রদর্শন করে দেখিয়েছিলেন।

13ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুভাগ করেছিলেন এবং লোকেদের সাগর পার করিয়েছিলেন। সেই জল দুধারে একটি শক্ত দেওয়ালের মত দাঁড়িয়েছিলো।

14প্রতিদিন প্রলম্বিত মেঘের দ্বারা ঈশ্বর ওদের পথ দেখিয়েছিলেন। প্রতিটি রাত্রে আগুনের আলো দিয়ে ঈশ্বর ওদের পথ দেখিয়েছিলেন।

15ঈশ্বর মরুভূমির পাথরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। মাটির গভীর অতল থেকে ওই সব লোকেদের তিনি জলও দিয়েছেন।

16পাথর থেকে আগত ঝর্ণার জলকে ঈশ্বরই নদীর প্রবাহ দিয়েছেন!

17কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ কাজ অব্যাহত রেখেছিল। পরাৎপরের বিরুদ্ধে তারা মরুভূমিতে পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছে।

18তারা যখন তাদের ইচ্ছাপূর্ণ করবার জন্য খাবার চাইল তখন তারা তাদের মনে মনে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করল।

19ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলো, “ঈশ্বর কি আমাদের এই মরুভূমিতে খাবার এনে দিতে পারবেন?

20তিনি পাথরে আঘাত করলেন এবং বন্যার মতো জলধারা বেরিয়ে এলো। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের কিছু রুটি এবং মাংস দিতে পারেন!”

21ওই লোকগুলো কি বলছে, প্রভু তা শুনলেন। যাকোবের ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। ইস্রায়েলের ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন।

22কেন? কারণ লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করেনি। ঈশ্বর যে ওদের রক্ষা করতে পারেন, তা ওরা বিশ্বাস করেনি।

23-24 এর পর ঈশ্বর মেঘকে উন্মুক্ত করে দিলেন এবং খাদ্যের জন্য ওদের ওপরে মান্না বর্ষিত হল। এ যেন আকাশের দ্বার খুলে গেল এবং স্বর্গের ভাণ্ডার থেকে শস্যরাশি পড়তে লাগলো।

25লোকেরা দেবদূতদের* সেই খাবার খেয়েছিলো। ওদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঈশ্বর প্রচুর খাবার পাঠিয়েছিলেন।

26-27 ঈশ্বর পূর্বদিক থেকে একটা ঝোড়ো বাতাস প্রবাহিত করলেন এবং ওদের কাছে একধরণের পাখি বৃষ্টির মত পড়তে লাগলো। ঈশ্বর তেমানের দিক থেকে সেই বায়ুকে প্রবাহিত করালেন এবং যে নীল আকাশের দিকটায় প্রচুর পাখি ছিল সেই দিকটা অন্ধকারময় হয়ে গেল।

28ওদের তাঁবুর ঠিক মাঝখানে, ওদের তাঁবুর চারপাশে পাখিগুলো পড়ে গিয়েছিল।

29তাদের কাছে বিরাট খাদ্যের ভাণ্ডার ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষুধা তাদের পাপকার্য্যে প্ররোচিত করেছিল।

30-31তারা তাদের ভোজন নিয়ন্ত্রন করেনি। তাই পাখীগুলোর দেহ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসার আগেই তারা পাখীগুলোকে খেয়ে ফেলেছিল। অতএব, খাবার যখন তাদের মুখের মধ্যে তখনও ছিল তখন ঈশ্বর ওইসব লোকের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন এবং ওদের অনেককে মেরে ফেললেন। ঈশ্বর বহু স্বাস্থ্যবান তরুণের মৃত্যুর কারণ হলেন।

32ওইসব লোকেরা আবার পাপ করলো! ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করতে পারেন তার ওপর নির্ভর করলো না।

33তাই ওদের মূল্যহীন জীবনগুলোতে ঈশ্বর দুর্বিপাক এনে শেষ করে দিলেন।

34যখনই ঈশ্বর ওদের কাউকে হত্যা করেছেন, অন্যরা তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন। ওরা ছুটে ছুটে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে।

35তখন এইসব লোকেরা স্মরণ করবে যে ঈশ্বরই ছিলেন তাদের শিলা। ওরা তখন মনে করবে যে পরাৎপরই একমাত্র ওদের মুক্তিদাতা।

36ওরা বলেছিলো, ওরা তাঁকে ভালোবাসে কিন্তু ওরা মিথ্যা কথা বলেছিলো। ওইসব লোক একেবারেই আন্তরিক ছিলো না।

37প্রকৃতপক্ষে ওদের হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলো না। চুক্তির প্রতি ওরা একেবারেই বিশ্বস্ত ছিলো না।

38কিন্তু ঈশ্বর করুণাময় ছিলেন। তিনি ওদের সব পাপ ক্ষমা করে দিলেন, তিনি কিন্তু ওদের ধ্বংস করেন নি। বহুবার ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করেছেন। তিনি নিজেকে কখনই অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হতে দেন নি।

39ঈশ্বর মনে রেখেছিলেন যে ওরা ন্যায়পরায়ণ মানুষ। লোকেরা বাতাসেরই মত, যারা বয়ে যায় এবং চলে যায়।

40ওঃ, কতবার ঐ লোকগুলো মরুভূমিতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে! ওরা তাঁকে কত দুঃখই দিয়েছে!

দেবদূত অথবা “পরাক্রমী একজন।”

41ওই লোকগুলো বার বার ঈশ্বরের ধৈর্য্য পরীক্ষা করেছে। ইস্রায়েলের পবিত্র একজনকে ওরা সত্যই ক্রুদ্ধ করেছে।

42ওই লোকেরা ঈশ্বরের পরাক্রমের কথা ভুলে গিয়েছিলো। ঈশ্বর যে বহুবার শত্রুদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করেছিলেন, তা ওরা ভুলে গিয়েছিলো।

43মিশরে ঈশ্বর যে সব চমৎকার কাজগুলি করেছিলেন তার কথা ওরা ভুলে গিয়েছিলো, সোয়ন প্রান্তরের চমৎকার কাজের কথা ওরা ভুলে গিয়েছিলো।

44ঈশ্বর নদীগুলিকে রক্তে পরিণত করেছিলেন! মিশরবাসীরা সেই জল পান করতে পারলো না।

45ঈশ্বর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি পাঠালেন যারা মিশরবাসীদের কামড় দিলো, তিনি অগণিত ব্যাঙ পাঠালেন যারা মিশরবাসীর জীবন ধ্বংস করে দিলো।

46ওদের শস্যকে ঈশ্বর গঙ্গা ফড়িংয়ের কবলে এবং ওদের বৃক্ষ লতাকে পঙ্গপালের কবলে করে দিলেন।

47ঈশ্বর শিলাবৃষ্টির দ্বারা ওদের দ্রাক্ষাক্ষেত নষ্ট করলেন। শিলাবৃষ্টির দ্বারা তিনি ওদের বৃক্ষরাজি ধ্বংস করলেন।

48শিলাবৃষ্টি দিয়ে তিনি ওদের পশুদের মারলেন এবং বজ্র-বিদ্যুৎ দিয়ে গবাদি পশুদের মারলেন।

49ঈশ্বর মিশরের লোকেদের তাঁর ক্রোধ দেখালেন। ওদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বিধ্বংসকারী দূতদের পাঠালেন।

50ক্রোধ প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বর একটা রাস্তা পেয়েছিলেন। ওদের একটা লোককেও তিনি বাঁচতে দিলেন না। এক মহামড়কের মধ্যে দিয়ে তিনি ওদের মরতে দিলেন।

51মিশরের প্রত্যেকটি প্রথমজাত সন্তানকে ঈশ্বর হত্যা করলেন। হাম পরিবারের প্রত্যেকটি প্রথম জাতককে তিনি হত্যা করলেন।

52তারপর একজন মেষপালকের মত তিনি ইস্রায়েলকে পথ দেখিয়েছিলেন। একজন মেষপালকের মত তিনি তাঁর লোকেদের, মেষপালকের মত জনহীন প্রান্তরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

53ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নিরাপদে চালনা করেছিলেন। তাঁর লোকেদের ভয় করার মত কিছু ছিল না। তাদের শত্রুদের তিনি লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

54তাঁর পবিত্র ভূখণ্ডে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর লোকেদের নিজ ক্ষমতা বলে পাওয়া সেই পর্বতে যেটা তিনি রূপ দিয়েছিলেন সেটাতে নিয়ে গেলেন।

55ঈশ্বর অন্যান্য জাতিদের সেই ভূখণ্ডের থেকে বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি পরিবারকে বাধ্য করিয়েছেন। প্রত্যেকটি পরিবারকে ঈশ্বর সে ভূখণ্ডের অংশ দিয়েছেন। এখানে বাস করার জন্য ইস্রায়েলের প্রত্যেকটি পরিবারগোষ্ঠীকে ঈশ্বর সেই ভূখণ্ডে ঘর দিয়েছেন।

56কিন্তু ওরা পরাৎপর ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছিলো এবং তাঁকে দুঃখী করেছিলো। ওই সব লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করে নি।

57ওরা ঠিক ওদের পূর্বপুরুষদের মতই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। ওরা একটি বঞ্চক ধনুকের মত* দিক পরিবর্তন করেছিলো।

58ইস্রায়েলের লোকেরা উচ্চস্থান তৈরী করেছিলো এবং ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করেছিলো। তারা মূর্ত্তিসমূহ তৈরী করেছিলো এবং ঈশ্বরকে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিলো।

59এই সব শুনে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছিলেন!

60ঈশ্বর পবিত্র তাঁবুটি শীলোতে রেখেছিলেন। সাধারণ লোকেদের মধ্যে ঈশ্বর সেই তাঁবুতে থাকতেন।

61ঈশ্বর অন্য জাতিকে তাঁর লোকেদের অধিকার করতে দিয়েছেন। শত্রুরা ঈশ্বরের “সুন্দরতম রত্ন” নিয়ে গিয়েছিলো।

62ঈশ্বর তাঁর লোকেদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করলেন। তিনি তাদের যুদ্ধে হত হতে দিলেন।

63তরুণরা সব পুড়ে মারা গেল এবং যে মেয়েদের ওরা বিয়ে করবে ভেবেছিলো তারা কেউই বিয়ের গান গাইছিলো না।

64যাজকরা মারা গেল কিন্তু তাদের বিধবারা ওদের জন্য কাঁদে নি।

65শেষ কালে, যেমন করে একজন লোক ঘুম থেকে ওঠে, প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করে যেমন একজন সৈনিক ওঠে, তেমন করে আমাদের প্রভু উঠলেন।

66ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের জোর করে হঠিয়ে দিয়ে ওদের পরাজিত করালেন। ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের পরাজিত করে চিরদিনের জন্য ওদের অসম্মানিত করলেন।

67তারপর ঈশ্বর যোষেফের তাঁবুটিকে* বাতিল করলেন এবং ইফ্রয়িমের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিলেন।

68তারপর ঈশ্বর যিহূদা জাতিকে শাসক জাতি হিসেবে মনোনীত করলেন এবং তাঁর প্রিয় জেরুশালেমকে মন্দির নির্মাণের স্থান হিসেবে বেছে নিলেন।

69সেই পাহাড়ের উঁচু জায়গায় ঈশ্বর তাঁর মন্দির নির্মাণ করলেন। পৃথিবীর মত তিনি তাঁর মন্দির চিরকালের জন্য স্থাপন করলেন।

70ঈশ্বর তাঁর বিশেষ সেবকরূপে দায়ূদকে মনোনীত করলেন। দায়ূদ মেষ চরাচ্ছিলো, কিন্তু ঈশ্বর সেই কাজ থেকে তাকে নিয়ে এলেন।

71ঈশ্বর দায়ূদকে, তাঁর লোকেদের মেষপালক হওয়ার দায়িত্ব, যাকোবের লোকেদের দায়িত্ব এবং ইস্রায়েলের লোকেদের ও তাদের সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

বঞ্চক ধনুকের মত পাখী শিকারের জন্য এটি একটি বাঁকালো লাঠি। ঠিক করে ছুঁড়লে, এটি মাটির কাছে ওড়ে এবং ওপর দিকে বেঁকে যায় প্রায়ই, যে ব্যক্তি সেটা ছুঁড়েছে তার কাছে ফিরে আসে। আক্ষরিক অর্থে, “ছোঁড়বার একটি ধনুক” অথবা “একটি প্রতারক ধনুক।”

যোষেফের তাঁবু অর্থাৎ শীলো, সেই স্থান যেখানে তাঁবুটি ছিল।

72দায়ূদ পবিত্র মনে তাদের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি খুব প্রজ্ঞার সঙ্গে তাদের পরিচালিত করলেন।

গীত 79

আসফের প্রশংসা গীতের অন্যতম।

1হে ঈশ্বর, অন্য জাতিসমূহের কিছু লোক আপনার লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলো। ওইসব লোক আপনার পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছে। ওরা জেরুশালেমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

2হিংস্র পাখিদের খাওয়ানোর জন্য ওরা আপনার সেবকদের দেহ ফেলে রেখে গেছে। বুনো পশুদের খাওয়ানোর জন্য ওরা আপনার অনুগামীদের দেহ ফেলে রেখে গেছে।

3হে ঈশ্বর, যতক্ষণ না জলের মত রক্ত বয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা আপনার লোকদের হত্যা করেছে, মৃতদেহগুলোকে কবর দেওয়ার মত একজনও অবশিষ্ট নেই।

4আমাদের চারপাশের দেশগুলো আমাদের অপমান করেছে। আমাদের চারপাশের লোকেরা আমাদের নিয়ে উপহাস করেছে এবং আমাদের নিয়ে মজা করেছে।

5ঈশ্বর, চিরদিনই কি আপনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন? আপনার তীব্র আবেগ কি আগুনের মতই জ্বলতে থাকবে?

6হে ঈশ্বর, যে সব জাতি আপনাকে জানে না তাদের ওপর আপনার ক্রোধ দেখান। সেই সব রাজ্য যারা আপনার নামের উপাসনা করে না, তাদের ওপর আপনার ক্রোধ উজাড় করে দিন।

7ওইসব জাতি যাকোবকে বিনষ্ট করেছে। ওরা যাকোবের দেশকে ধ্বংস করেছে।

8ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের জন্য আমাদের শাস্তি দেবেন না। শীঘ্রই আপনার করুণা প্রদর্শন করুন! আমাদের ভীষণভাবে আপনাকে প্রয়োজন!

9হে আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর, আমাদের সাহায্য করুন! সাহায্য করুন! পরিত্রাণ করুন! তা আপনার নামের মহিমা এনে দেবে। আপনার নামের ধার্ম্মিকতার জন্য আমাদের পাপ মুছে দিন।

10আমাদের উদ্দেশ্যে, অন্য জাতিকে এই কথা বলতে দেবেন না, "কোথায় তোমাদের ঈশ্বর? তিনি কি তোমাদের সাহায্য করতে পারেন না?" ঈশ্বর, ঐ লোকদের শাস্তি দিন এবং সেই শাস্তি যেন আমরা দেখতে পাই। আপনার সেবকদের হত্যা করার জন্য ওদের শাস্তি দিন।

11দয়া করে বন্দীদের আর্তনাদ শুনুন! ঈশ্বর, যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, আপনার মহৎ শক্তি ব্যবহার করে তাদের রক্ষা করুন।

12হে ঈশ্বর, আমাদের চারপাশের লোকেরা আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার জন্য ওদের আপনি সাত গুণ বেশী শাস্তি দিন। আপনাকে অপমান করার জন্য ওদের শাস্তি দিন।

13আমরা আপনারই লোক। আমরাই আপনার পালের মেষ। আমরা চিরদিন আপনার প্রশংসা করবো। ঈশ্বর, আদি অনন্তকাল ধরে আমরা আপনার প্রশংসা করবো!

গীত 80

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। "চুক্তির পদ্মগুলি" গানটির পর্দায় গাওয়া আসফের একটি প্রশংসা গীত।

1হে ইস্রায়েলের মেষপালক, আমার কথা শুনুন। আপনি যোষেফের লোকেদের মেষের মত পরিচালিত করেছেন। করূব দূতের ওপর আপনি রাজার মত বসেন। আপনাকে আমাদের দেখতে দিন।

2হে ইস্রায়েলের মেষপালক ইফ্রয়িম, বিন্যামীন এবং মনঃশির প্রতি আপনার মহত্ব প্রদর্শন করুন। আপনি এসে আমাদের রক্ষা করুন।

3ঈশ্বর, পুনর্বার আমাদের গ্রহণ করুন। আমাদের গ্রহণ করুন। আমাদের রক্ষা করুন!

4প্রভু, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, কখন আপনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন? আপনি কি চিরদিনের মত আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন?

5খাদ্য হিসেবে আপনার লোকেদের আপনি চোখের জল দিয়েছেন। আপনার লোকেদের আপনি তাদেরই চোখের জলে ভর্তি গামলা দিয়েছেন। সেটাই ছিল তাদের পানীয় জল।

6আমাদের শত্রুদের জন্য আপনি আমাদের ঝগড়ার কারণ হবার লক্ষ্য বানিয়েছেন। এবং শত্রুরা আমাদের বিদ্রূপ করে।

7হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, পুনরায় আমাদের গ্রহণ করুন। আমাদের গ্রহণ করুন। আমাদের রক্ষা করুন।

8অতীতে আপনি আমাদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ চারা গাছের মতই যত্ন নিয়েছিলেন। মিশর থেকে আপনি আপনার "দ্রাক্ষালতা" এনেছিলেন। অন্যান্য লোকেদের আপনি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং আপনার ''দ্রাক্ষালতা'' আপনি এখানে রোপণ করেছিলেন।

9সেই ''দ্রাক্ষালতার'' জন্য আপনি জমি তৈরী করেছিলেন। এর শিকড়গুলোকে আপনি জমির গভীরে বাড়তে সাহায্য করেছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি এই ''দ্রাক্ষালতা'' সারা দেশ ছেয়ে গেছে।

10এটি পর্বতকে ঢেকে দিয়েছে। এর পাতাগুলি বৃহৎ এরস গাছকেও ছায়া দিয়েছে।

11এই দ্রাক্ষালতা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। এর লতাপাতা ফরাৎ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

12ঈশ্বর, যে প্রাচীর আপনার "দ্রাক্ষালতাকে" রক্ষা করতো, কেন তাকে ভেঙে ফেললেন? এখন যে কোন ব্যক্তিই এর ধার দিয়ে যায়, সেই এর দ্রাক্ষা তুলে নিয়ে যায়।

13বুনো শূকররা এসে আমাদের "দ্রাক্ষাক্ষেতে" ঘুরে বেড়ায়। বুনো জন্তুরা এসে এর পাতা খায়,

14হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনি আসুন। স্বর্গ থেকে আপনার দ্রাক্ষাক্ষেত দেখুন এবং তাকে রক্ষা করুন।

15হে ঈশ্বর, নিজ হাতে যে “দ্রাক্ষালতা” আপনি
লাগিয়েছিলেন, তার দিকে দেখুন। যে চারাগাছকে*
আপনি বড় হতে দিয়েছেন তার দিকে দেখুন।
16শুকনো গোবরের মত আপনার “দ্রাক্ষালতা” পুড়ে
গিয়েছিলো। আপনি এর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে একে ধ্বংস
করে দিয়েছিলেন।
17হে ঈশ্বর, যে সন্তান আপনার ডানদিকে দাঁড়িয়ে
ছিল তার দিকে হাত বাড়ান। যে সন্তানকে আপনি বড়
করেছেন তার দিকে হাত বাড়ান।
18সে আর আপনাকে ছেড়ে যাবে না। তাকে বাঁচতে
দিন, সে আপনার নামের উপাসনা করবে।
19হে প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের কাছে ফিরে
আসুন। আমাদের গ্রহণ করুন। আমাদের রক্ষা করুন।

গীত 81

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। গিত্তীৎ সহযোগে আসফের একটি গীত।

1সুখী হও এবং আমাদের শক্তিদাতা ঈশ্বরের কাছে
গান গাও। ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে আনন্দ-ধ্বনি দাও।
2সঙ্গীত শুরু কর। খঞ্জনীগুলি বাজাও। সুশ্রাব্য বীণা
এবং অন্যান্য তন্ত্রবাদ্য বাজাও।
3অমাবস্যার সময় মেষের শিঙা বাজিও। পূর্ণিমার
দিনে যখন আমাদের ছুটির উৎসব হয় তখন শিঙা
বাজিও।
4ইস্রায়েলের লোকের জন্য এটাই বিধি। ঈশ্বর
যাকোবকে সেই আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
5ঈশ্বর যখন যোষেফকে* মিশর থেকে সরিয়ে নিয়ে
গিয়েছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁর সঙ্গে এই চুক্তি
করেছিলেন। মিশরে আমরা একটা ভাষা শুনেছিলাম,
যেটা আমরা বুঝতে পারিনি।
6ঈশ্বর বলেন, “তোমার কাঁধ থেকে ভারী বোঝা
আমি নামিয়েছিলাম এবং তোমার হাতের ভারী
ঝাঁকাগুলিও আমি বিলি করেছিলাম।
7তোমরা সমস্যার মধ্যে ছিলে। তোমরা সাহায্য
চেয়েছিলে। আমি তোমাদের মুক্ত করে দিলাম। ঝড়ের
মেঘের মধ্যে আমি লুকিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের
উত্তর দিয়েছিলাম। মরীবার জলের ধারে আমি তোমাদের
পরীক্ষা করেছিলাম।”
8“হে আমার লোকজন, আমার কথা শোন।
তোমাদের আমি আমার চুক্তি দেব। হে ইস্রায়েল, আমার
কথা শোন!
9বিদেশীরা যে সব মূর্ত্তি পূজা করে, তোমরা তাদের
উপাসনা কর না।
10আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, যে তোমাদের
মিশরের থেকে বের করে এনেছিলাম। হে ইস্রায়েল,
তোমার মুখ খোল, আমি তোমাকে আহার দেবো।
11“কিন্তু আমার লোকেরা আমার দিকে মনোযোগ
দেয়নি। ইস্রায়েল আমায় মানে নি।
12তাই ওরা যা করতে চেয়েছিলো, আমি ওদের
তাই করতে দিয়েছি। ইস্রায়েলীয়রা যা করতে
চেয়েছিলো, তাই করেছে।
13যদি আমার লোকেরা আমার কথা শুনতো এবং
আমি যে ভাবে চাই সে ভাবে বাঁচতো,
14তাহলে আমি ওদের শত্রুদের পরাজিত করতাম।
যারা ইস্রায়েলে সংকটসমূহ নিয়ে আসবে তাদের আমি
শাস্তি দেব।
15প্রভুর শত্রুরা ভয়ে কেঁপে যেতো। চিরদিনের জন্য
ওরা শাস্তি পেতো।
16ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সবার সেরা গম দিতেন।
যতক্ষণ না তারা পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ তাঁর লোকেদের
ঈশ্বর মধু দেবেন।

গীত 82

আসফের একটি প্রশংসা গীত।

1ঈশ্বর দেবতাদের মণ্ডলীতে* দাঁড়ান। দেবতাদের
সেই সভায় তিনিই ছিলেন বিচারক।
2ঈশ্বর বলেন, “কতদিন তোমরা অন্যায়ভাবে লোকের
বিচার করবে? আর কতদিন তোমরা দুষ্ট লোকেদের
শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবে?”
3“দরিদ্র লোকেদের এবং অনাথদের বিচার কর।
ওই সব দরিদ্র লোকেদের অধিকারকে রক্ষা কর।
4ওই সব অসহায় ও দরিদ্রদের সাহায্য কর। দুষ্ট
লোকেদের থেকে ওদের রক্ষা কর।
5“কি ঘটে চলেছে তা ওরা জানে না। ওরা বোঝে
না! ওরা যে কি করছে তা ওরা জানে না, ওদের
চারপাশে ওদের পৃথিবী ভেঙে পড়েছে!”
6আমি ঈশ্বর বলছি, “তোমরা দেবতা। তোমরা
পরাৎপরের সন্তানগণ।
7যেমনভাবে সাধারণ মানুষ অবশ্যই মরে, তোমরাও
সেইভাবেই মারা যাবে। সব নেতারা যে ভাবে মারা
যায়, তোমরাও সেইভাবেই মারা যাবে।”
8ঈশ্বর, আপনি উঠুন! আপনিই বিচারক হোন! ঈশ্বর,
সব জাতির ওপরে আপনিই নেতা হোন!

গীত 83

আসফের প্রশংসা গীতগুলির একটি

1ঈশ্বর, নীরব থাকবেন না! কান বন্ধ করে রাখবেন
না! ঈশ্বর আপনি কিছু বলুন।
2ঈশ্বর, শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং
খুব শীঘ্রই ওরা আক্রমণ করবে।

চারাগাছ আক্ষরিক অর্থে, “পুত্র।”

যোষেফ এখানে এর অর্থ যোষেফের পরিবার ইস্রায়েলের লোকেরা।

ঈশ্বর ... মণ্ডলীতে অন্য জাতিরা শিখিয়েছিল যে এল্ (ঈশ্বর) এবং অন্য দেবতারা একত্রে মিলিত হয়েছিলেন পৃথিবীর লোকেদের কি করা হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু অনেক সময় রাজা এবং নেতাদেরও “দেবতা” বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এই সঙ্গীতটি হয়তো ইস্রায়েলের নেতাদের প্রতি ঈশ্বরের সতর্কবাণী।

3আপনার লোকেদের বিরুদ্ধে ওরা ফন্দি আঁটছে। যে লোকেদের আপনি ভালোবাসেন, আপনার শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করছে।

4ওই শত্রুরা বলাবলি করছে, "এস, আমরা ওদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দিই। তাহলে কোন ব্যক্তি আর কোনদিনের জন্যও 'ইস্রায়েলের' নাম স্মরণ করবে না।"'

5ঈশ্বর, ওই সব লোক আপনার বিরুদ্ধে এবং আমাদের সঙ্গে আপনি যে চুক্তি করেছেন, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, এক জোট হয়েছে।

6-7ওই শত্রুরা আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে বলে এক জোট হয়েছে: ওদের মধ্যে যারা রয়েছে তারা হলো ইদোমবাসী, ইশ্মায়েলীয়, মোয়াব ও হাগারের উত্তরপুরুষ, গবাল, অম্মোন ও অমালেকের অধিবাসী, সোর দেশের লোক এবং পলেষ্টীয় লোকেরা। ওই সব লোক আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য একজোট হয়েছে।

8এমনকি অশূরীয়রাও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। লোটের উত্তরপুরুষদের* ওরা খুব শক্তিশালী করেছে।

9ঈশ্বর কীশোন নদীর কাছে, যেমন করে আপনি মিদিয়নদের পরাজিত করেছিলেন, যেমন করে আপনি সীষরা ও যাবীনকে পরাজিত করেছিলেন তেমন করে আপনি ওই শত্রুদের পরাজিত করুন।

10ঐন্দোরে আপনি ওদের পরাজিত করেছিলেন। মাটিতেই ওদের দেহগুলো পচে গিয়েছিলো।

11ঈশ্বর, ওই শত্রু নেতাদের পরাজিত করুন। ওরেব ও সেবদের প্রতি আপনি যা করেছিলেন ওদের প্রতিও তাই করুন। সেবহ ও সল্মুন্নের প্রতি আপনি যা করেছিলেন ওদের প্রতিও তাই করুন।

12ঈশ্বর, ওই লোকেরা আমাদের আপনার ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল।

13হে ঈশ্বর, খড় কুটো যেমন বাতাসে উড়ে যায়, তেমনিভাবে আপনি ওদের উড়িয়ে দিন। ঝোড়ো হাওয়ায় খড় যেমন ছড়িয়ে যায় তেমনিভাবে ওদের ইতঃস্তত ছড়িয়ে দিন।

14দাবানল যেমন করে অরণ্য ধ্বংস করে, লেলিহান আগুন যেমন করে পাহাড় পুড়িয়ে দেয় তেমন করে আপনি শত্রুদের ধ্বংস করুন।

15হে ঈশ্বর, ঝড় যেমন করে ধূলো উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি করে আপনি ওই লোকেদের তাড়া করুন। টর্নেডোর মত ওদের কাঁপিয়ে দিন, ওদের উড়িয়ে দিন।

16ঈশ্বর, আপনি ওদের এমন শিক্ষা দিন যাতে ওরা বুঝতে পারে ওরা প্রকৃতই দুর্বল। তখন ওরা আপনার নামের উপাসনা করতে চাইবে!

17ঈশ্বর, চিরদিনের মত ওদের ভীত ও লজ্জিত করে দিন। ওদের অপমানিত ও বিনষ্ট করুন।

18তখন ওরা বুঝতে পারবে যে, আপনিই ঈশ্বর। ওরা জানতে পারবে যে, আপনিই একমাত্র পরাৎপর, সারা পৃথিবীর ঈশ্বর!

গীত 84

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। গিত্তীৎ সহযোগে কোরহ পরিবার থেকে একটি প্রশংসা গীত।

1হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনার মন্দির সত্যিই অমূল্য!

2আপনার মন্দিরে ঢুকতে গেলে আমি প্রতীক্ষা করতে পারি না। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত! আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে থাকতে চায়।

3হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর, পাখিরা পর্যন্ত আপনার মন্দিরে তাদের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। আপনার বেদীর কাছেই ওরা বাসা বেঁধেছে এবং ওদের শাবকও আছে।

4যারা আপনার মন্দিরে বাস করছে তারা খুবই ভাগ্যবান। ওরা এখনও আপনার প্রশংসা করছে।

5হৃদয়ে সঙ্গীত নিয়ে যেসব লোকেরা আপনার মন্দিরে আসছে তারা খুব খুশী!

6তারা নির্ঝরের মত, বাকা উপত্যকা, যেটি ঈশ্বর তৈরী করেছিলেন, সেটা পার হয়ে যাত্রা করে। শরতের বৃষ্টিতে পুকুরগুলো ভরে রয়েছে।

7লোকেরা যত ঈশ্বরের কাছে যায় তত শক্তিশালী হয়।

8হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন। হে যাকোবের ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন।

9হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষাকর্তাকে সুরক্ষা দিন। আপনার মনোনীত রাজার প্রতি সদয় হোন।

10অন্য জায়গায় এক হাজার দিন কাটানোর চেয়ে আপনার মন্দিরে একদিন কাটানো অনেক ভালো। একজন দুষ্ট লোকের ঘরে বাস করার চেয়ে আমার ঈশ্বরের গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভালো।

11প্রভুই আমাদের রক্ষাকারী ও মহিমময় রাজা।* ঈশ্বর দয়া ও মহিমার সঙ্গে আমাদের আশীর্বাদ করেন। যে সব লোক তাঁকে অনুসরণ করে ও মান্য করে ঈশ্বর তাদের ভালো জিনিসগুলি দেন।

12হে সর্বশক্তিমান প্রভু, যারা আপনাকে বিশ্বাস করে তারা প্রকৃতই সুখী!

গীত 85

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। কোরহ পরিবার থেকে একটি প্রশংসা গীত।

1প্রভু, আপনার রাজ্যের প্রতি সদয় হোন। যাকোবের লোকেরা বিদেশে নির্বাসিত। নির্বাসিতদের ওদের নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।

2প্রভু, আপনার লোকেদের ক্ষমা করে দিন! ওদের পাপ মুছে দিন!

3প্রভু, আর ক্রুদ্ধ হবেন না। রাগে আত্মহারা হবেন না।

4হে আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর, আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত হোন এবং আবার আমাদের গ্রহণ করুন।

লোটের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ, "মোয়াবীয় এবং অম্মোনীয়রা।"

রক্ষাকারী ... রাজা আক্ষরিক অর্থে, "সূর্য এবং বর্ম।"

5চিরদিনই কি আপনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ থাকবেন?

6আবার আমাদের “জীবন্ত” করে দিন! আপনার লোকেদের সুখী করুন।

7প্রভু আমাদের রক্ষা করুন, এবং আপনি যে আমাদের ভালোবাসেন তা প্রদর্শন করুন।

8প্রভু ঈশ্বর কি বলেছেন তা আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন, তাঁর লোকেদের জন্য ও তাঁর অনুগামীদের জন্য শান্তি থাকবে। তিনি আরও বলেছেন, তাই ওদের আর কখনও নির্বোধ জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া উচিৎ হবে না।

9ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের খুব শীঘ্রই রক্ষা করবেন। আমরা খুব শীঘ্রই সম্মানের সঙ্গে আমাদের ভূখণ্ডে বাস করবো।

10তারা সত্য এবং করুণাকে অভিনন্দন জানাবে। তারা শান্তি ও ধার্ম্মিকতাকে চুমু খাবে।

11পৃথিবীর লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান হবে। স্বর্গ থেকে ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করবেন।

12প্রভু আমাদের অনেক ভালো জিনিস দেবেন। জমিগুলো প্রচুর পরিমাণে ভালো শস্য দেবে।

13ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের আগে আগে যাবে এবং তাঁর চলার পথ প্রস্তুত করবে।

গীত 86

দায়ূদের প্রার্থনা।

1আমি একজন দীন, অসহায় মানুষ। প্রভু আমার কথা দয়া করে শুনুন এবং আমার প্রার্থনার উত্তর দিন।

2প্রভু, আমি আপনার অনুগামী। অনুগ্রহ করে আমায় রক্ষা করুন! আমি আপনার দাস, আপনি আমার ঈশ্বর। আমি আপনাতে বিশ্বাস করি, তাই আমায় রক্ষা করুন।

3হে আমার প্রভু, আমার প্রতি সদয় হোন। সারাদিন ধরে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।

4প্রভু, আমার জীবন আমি আপনার হাতে দিলাম। আমি আপনার দাস। তাই আমায় সুখী করুন।

5প্রভু, আপনি মঙ্গলময় এবং করুণাময়। আপনার লোকেরা সাহায্যের জন্য আপনাকে ডাকে। প্রকৃতই আপনি ওই সব লোককে ভালোবাসেন।

6প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন। করুণার জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন।

7প্রভু, আমার সঙ্কটের সময়ে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আমি জানি আপনি আমায় উত্তর দেবেন!

8ঈশ্বর, আপনার মত কেউই নেই। আপনি যা করেছেন তা আর কেউ করতে পারবে না।

9প্রভু, আপনিই প্রত্যেকটি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ওরা সবাই যেন এসে আপনার উপাসনা করে। ওদের সকলে যেন আপনার নামের সম্মান করে।

10ঈশ্বর, আপনি মহান! আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেন! আপনি, একমাত্র আপনিই ঈশ্বর!

11প্রভু, আপনার পথ সম্পর্কে আমায় শিক্ষা দিন এবং আমি আপনার সত্য পথ অবলম্বন করে বেঁচে থাকবো। আপনার উপাসনা করাকে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করতে আমায় সাহায্য করুন।

12ঈশ্বর, প্রভু আমার, আমার সকল অন্তর দিয়ে আমি আপনার প্রশংসা করি। চিরদিন আমি আপনার নামের সম্মান করবো!

13ঈশ্বর আপনি আমার জন্য কত মহান ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন, এবং মৃত্যুর হাত থেকে আমায় রক্ষা করেছেন।

14ঈশ্বর, অহঙ্কারী লোকেরা আমায় আক্রমণ করছে। একদল নৃশংস লোক আমায় হত্যার চেষ্টা করছে। ওই সব লোক আপনাকে সম্মান করে না।

15প্রভু, আপনি দয়াময় ও করুণাময় ঈশ্বর। আপনি ধৈর্য্যশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রেমে পরিপূর্ণ।

16ঈশ্বর, আমার প্রতি সদয় হোন এবং দেখান যে আপনি আমার কথা শুনেছেন। আমি আপনার দাস, আমায় শক্তি দিন। আমি আপনার দাস, আমায় রক্ষা করুন!

17ঈশ্বর, আপনি যে আমায় সাহায্য করবেন তা প্রদর্শন করে আমায় একটা চিহ্ন দিন। আমার শত্রুরা সেই চিহ্ন দেখবে এবং ওরা হতাশ হবে। সেটা প্রমাণ করবে যে আপনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

গীত 87

কোরহ পরিবার থেকে একটি প্রশংসা গীত।

1জেরুশালেমের পবিত্র পাহাড়ে ঈশ্বর তাঁর মন্দির নির্মাণ করেছেন।

2ইস্রায়েলের যে কোন জায়গার চেয়ে সিয়োনের ফটকগুলোকে ঈশ্বর অনেক বেশী ভালোবাসেন।

3হে ঈশ্বরের নগরী, লোকে তোমার সম্পর্কে বিস্ময়কর কথা বলে।

4ঈশ্বর তাঁর সব লোকের তালিকা রাখেন। ওদের মধ্যে কিছু লোক মিশর ও বাবিলে বাস করে। ওদের মধ্যে কিছু লোক পলেষ্টীয়, সোর ও কূশ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলো।

5যারা সিয়োনে জন্মেছে, তাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর চেনেন। পরাৎপর এই নগর নির্মাণ করেছেন।

6ঈশ্বর, তাঁর সব লোকেদের তালিকা রেখেছেন। প্রত্যেকটি লোক কোথায় জন্মেছে তা ঈশ্বর জানেন।

7ঈশ্বরের লোকেরা বিশেষ ছুটি উদ্‌যাপন করতে জেরুশালেমে যায়। ওরা প্রচণ্ড সুখী। ওরা নাচছে এবং গাইছে। ওরা বলে, “জেরুশালেম থেকেই সব ভালো জিনিস আসে।”

গীত 88

কোরহ পরিবার থেকে একটি প্রশংসা গীত। সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ সম্পর্কে। ইস্রাহীয় হেমনের একটি মস্কীল।

1প্রভু ঈশ্বর, আপনিই আমার পরিত্রাতা। দিন রাত্রি ধরে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।

2আমার প্রার্থনার দিকে মনোযোগ দিন। করুণার জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন।

3আমার আত্মা এই যন্ত্রণায় অনেক কষ্ট পেয়েছে! খুব তাড়াতাড়ি আমি মারা যাবো।

4ইতিমধ্যেই লোকেরা আমার সঙ্গে সেই রকম আচরণ শুরু করেছে, যা একজন মৃতের প্রতি করা হয়, অথবা একজন লোক যে বেঁচে থাকার পক্ষে খুব দুর্বল তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হয়।

5ওরা মৃতদের মধ্যে আমাকে খোঁজে। আমি সেই মৃত লোকের মত কবরে পড়ে আছি, যে মৃত লোককে আপনি ভুলে গেছেন, যে আপনার থেকে এবং আপনার যত্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

6আপনি আমাকে মাটির সেই গর্তে পুরে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনি আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছেন।

7হে ঈশ্বর, আপনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত ছিলেন এবং আপনি আমায় শাস্তি দিয়েছেন।

8আপনি আমার বন্ধুদের আমায় ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছেন। অচ্ছুত লোকের মত ওরা সবাই আমাকে এড়িয়ে যায়। আমি গৃহবন্দী হয়ে আছি, আমি বাইরে যেতে পারি না।

9যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে আমার চোখ টন্‌টন্ করছে। প্রভু, সারাক্ষণ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি! প্রার্থনার সময় আমার দুটি বাহু আমি আপনার দিকে তুলে ধরি।

10প্রভু, আপনি কি মৃত লোকেদের জন্য অলৌকিক কাজসমূহ করেন? প্রেতরা কি জেগে উঠে আপনার প্রশংসা করে? না!

11কবরে থাকা লোকেরা কি আপনার সত্য প্রেম সম্বন্ধে কথা বলতে পারে? মৃত্যুর জগতে থাকা লোকেরা কি আপনার বিশ্বস্ততার কথা বলতে পারে? না!

12যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেন, অন্ধকারে থাকা মৃতরা তা দেখতে পায় না। বিস্মৃতির দেশে মৃত লোকেরা আপনার ধার্ম্মিকতার কথা বলতে পারে না।

13প্রভু, আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি! প্রত্যেকদিন ঊষাকালে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

14প্রভু কেন আপনি আমায় ত্যাগ করেছেন? কেন আপনি আমার কথা শুনতে পান না?

15তরুণ বয়স থেকেই আমি অসুস্থ ও দুর্বল। আমি আপনার ক্রোধ ভোগ করেছি। আমি আপনার ক্রোধের শিকার হয়েছি। আমি অসহায়!

16প্রভু, আপনার ক্রোধ আমাকে ধ্বংস করেছে।

17জ্বালা-যন্ত্রণা আমার নিত্যসঙ্গী। আমার মনে হচ্ছে যেন, আমি আমার জ্বালা- যন্ত্রণায় ডুবে যাচ্ছি।

18প্রভু, আমার প্রিয়জন ও বন্ধুদের থেকে আপনি আমায় বিচ্ছিন্ন করেছেন। একমাত্র অন্ধকারই আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে।

গীত 89

ইস্রাহীয় এথনের কাছ থেকে একটি মস্কীল।

1প্রভুর প্রেম সম্পর্কে আমি সর্বদাই গান গাইবো। তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমি চিরকাল এবং অনন্তকাল গান গাইবো!

2প্রভু, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে আপনার ভালোবাসা চিরন্তন! আপনার বিশ্বস্ততা আকাশের মত থেকে যায়!

3ঈশ্বর বলেছেন, “আমার মনোনীত রাজার সঙ্গে আমি একটি চুক্তি করেছি। আমার দাস দায়ূদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি করেছি।

4দায়ূদ, তোমার পরিবারকে আমি চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবো। তোমার রাজ্যকে আমি চিরকাল অব্যাহত রাখতে সাহায্য করব।”

5প্রভু, আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করেন। এই জন্য আকাশ আপনার প্রশংসা করে। লোকেরা আপনার ওপর নির্ভর করতে পারে। পবিত্র লোকেদের মণ্ডলীতে শুধুমাত্র এই সম্পর্কেই গান করে।

6স্বর্গে প্রভুর সমকক্ষ কেউ নেই। অন্য কোন “দেবতার” সঙ্গে প্রভুকে তুলনা করা চলে না।

7ঈশ্বর পবিত্র লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই পবিত্র দূতেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়। ওরা ঈশ্বরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। ওরা তাঁর ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

8হে প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনার মত কেউই নয়। আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি।

9আপনি পরাক্রমশালী সমুদ্রকে শাসন করেন, এর উত্তাল তরঙ্গমালাকে আপনি শান্ত করে দিতে পারেন।

10হে ঈশ্বর, আপনি রহবকে পরাজিত করেছিলেন। আপনার শক্তিশালী বাহু বলে আপনি আপনার শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করেছিলেন।

11হে ঈশ্বর, স্বর্গ এবং মর্ত্য আপনার অধিকারভুক্ত। এই পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই আপনি সৃষ্টি করেছেন।

12উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে সবই আপনি সৃষ্টি করেছেন। তাবোর ও হর্ম্মোণ পর্বত আপনার নামের প্রশংসা করছে।

13তোমার বাহু পরাক্রমবিশিষ্ট! তোমার হস্ত শক্তিমান! বিজয়ী হয়ে আপনার ডানহাত উপরের দিকে ওঠে!

14সত্য ও ন্যায় বিচারের ওপর আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। প্রেম এবং বিশ্বাস আপনার রাজাসনের দাস।

15ঈশ্বর, আপনার নিষ্ঠাবান অনুগামীরা সত্যিই সুখী। তারা আপনার করুণার আলোকে বাস করে।

16আপনার নাম সর্বদাই তাদের সুখী করে। তারা আপনার ধার্ম্মিকতার প্রশংসা করে।

17আপনি তাদের বিস্ময়কর শক্তি। তাদের শক্তি আপনার কাছ থেকে আসে।

18প্রভু, আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। ইস্রায়েলের পবিত্র একজনই আমাদের রাজা।

19আপনার বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে আপনি এক স্বপ্নদর্শনের কথা বলেছিলেন, “জনতার মধ্যে থেকে আমি একজন তরুণকে মনোনীত করেছি। আমি সেই তরুণকে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক করে তুলেছি। সেই তরুণ সৈন্যকে আমি শক্তিশালী করেছি।

20আমার দাস দায়ূদকে আমি খুঁজে পেয়েছি। বিশেষ তৈল দ্বারা আমি দায়ূদকে অভিষিক্ত করেছি।

21আমার ডান হাত দিয়ে আমি দায়ূদকে সহায়তা দিয়েছি। এবং আমার শক্তি দিয়ে আমি তাকে শক্তিশালী করেছি।

22এই মনোনীত রাজাকে শত্রুরা পরাজিত করতে পারে নি। দুষ্ট লোকেরা ওকে হারাতে পারে নি।

23আমি ওর শত্রুদের শেষ করে দিয়েছি। যারা আমার মনোনীত রাজাকে ঘৃণা করেছে, তাদের আমি পরাজিত করেছি।

24যে রাজাকে আমি পছন্দ করেছি, তাকে আমি সর্বদা ভালবাসবো ও সমর্থন করব। সর্বদাই আমি তাকে শক্তিশালী করে তুলবো।

25আমার মনোনীত রাজাকে আমি সমুদ্রের দায়িত্ব দিয়েছি। নদীগুলোকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে।

26সে আমাকে বলবে, ‘আপনিই আমার পিতা। আপনিই আমার ঈশ্বর, আমার শিলা, আমার পরিত্রাতা।’

27আমি তাকে আমার প্রথম জাত সন্তান করবো। সে পৃথিবীর সব রাজাদের ওপরে মহারাজা হবে।

28আমার প্রেম, ওই মনোনীত রাজাকে সব সময়েই রক্ষা করবে। ওর সঙ্গে আমার চুক্তি কোনদিন শেষ হবে না।

29আমি ওর পরিবারকে চিরকাল অব্যাহত রাখব। ওর রাজ্য স্বর্গগুলির মতই চিরদিন বজায় থাকবে।

30ওর উত্তরপুরুষরা যদি আমার বিধি ত্যাগ করে, যদি ওরা আমায় মান্য করা থেকে বিরত হয়, আমি ওদের শাস্তি দেবো।

31যদি আমার মনোনীত রাজার উত্তরপুরুষরা আমার বিধি আজ্ঞা উপেক্ষা করে,

32তাহলে আমি ওদের ভয়ানক শাস্তি দেবো।

33কিন্তু ওদের ওপর থেকে কখনও আমার ভালোবাসা প্রত্যাহার করবো না। সর্বদাই আমি ওদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো।

34দায়ূদের সঙ্গে আমি কখনও আমার চুক্তি ভঙ্গ করবো না। আমি আমাদের চুক্তির পরিবর্তনও করবো না।

35আমার পবিত্রতা দিয়ে, আমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দায়ূদের সঙ্গে আমি কখনই মিথ্যাচার করবো না!

36দায়ূদের পরিবার চিরদিনের জন্য অব্যাহত থাকবে। যতকাল সূর্য থাকবে ততকাল ওর রাজ্য বজায় থাকবে।

37চাঁদের মতই ওর রাজত্ব চিরদিন বজায় থাকবে। আকাশই আমার সেই চুক্তির প্রমাণ দেয়। এই চুক্তি বিশ্বাস যোগ্য।”

38কিন্তু ঈশ্বর, আপনার মনোনীত রাজার প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং আপনি তাকে বরাবরই ত্যাগ করেছেন।

39আপনার চুক্তি আপনি বাতিল করে দিয়েছেন। আপনি রাজার মুকুটকে ধূলোয় নিক্ষেপ করেছেন।

40রাজার নগরীর প্রাচীর আপনি মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। তার সব দুর্গকে আপনি ধ্বংস করেছেন।

41পথচারী মানুষ তার জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। তার প্রতিবেশীরা তাকে বিদ্রূপ করে।

42রাজার সব শত্রুকে আপনি খুশী করেছেন। তার শত্রুদের আপনি যুদ্ধে জয়ী হতে দিয়েছেন।

43ঈশ্বর, আপনি ওদের নিজেদের রক্ষা করতে সাহায্য করেছেন। আপনার রাজাকে আপনি যুদ্ধে জয় করতে সাহায্য করেন নি।

44আপনি তাকে জয়ী হতে দেন নি। তার সিংহাসনকে আপনি ভূ-লুণ্ঠিত করেছেন।

45তার যৌবনেই আপনি তার জীবনকে ছোট করে দিয়েছেন। তাকে আপনি লজ্জা দিয়েছেন।

46প্রভু, আর কতদিন ওই সব চলবে? আপনি কি চিরদিন আমাদের উপেক্ষা করবেন? আপনার ক্রোধ কি চিরদিনই আগুনের মত জ্বলতে থাকবে?

47স্মরণ করে দেখুন আমার জীবন কত নাতিদীর্ঘ। আপনি আমাদের সকলকেই সামান্য সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এরপর আমরা মারা যাবো।

48কেউ চিরদিন বাঁচবে না, এবং এমন কেউই নেই যে মরবে না। কোন ব্যক্তিই কবর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

49হে ঈশ্বর, সেই প্রেম কোথায় যা অতীতে আপনি প্রদর্শন করেছিলেন? আপনি দায়ূদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তার পরিবারের প্রতি আপনি বিশ্বাসভাজন থাকবেন।

50-51 হে প্রভু, স্মরণে রাখবেন, কেমন করে লোকেরা আপনার দাসকে অপমান করেছিলো। প্রভু, আপনার শত্রুদের কাছ থেকে সেই সব অপমান আমায় শুনতে হয়েছে। ওই লোকেরা আপনার মনোনীত রাজাকে অপমান করেছে!

52ধন্য প্রভু চিরকালের জন্য! আমেন! আমেন!

চতুর্থ খণ্ড

গীত 90

ঈশ্বরের লোক, মোশির প্রার্থনা।

1হে প্রভু, আমাদের সমস্ত প্রজন্মের জন্য আপনি আমাদের গৃহ ছিলেন।

2হে ঈশ্বর, পর্বতমালার জন্মের আগে, এই পৃথিবীর এবং জগৎ সৃষ্টির আগে, আপনিই ঈশ্বর ছিলেন। হে ঈশ্বর, আপনি চিরদিন ছিলেন, এবং আপনি চিরদিন থাকবেন!

3এই পৃথিবীতে আপনিই মানুষকে এনেছেন। আপনি পুনরায় তাদের ধূলোয় পরিণত করেন।

4আপনার কাছে হাজার বছর গতকালের মত, যেন গত রাত্রি।

5আপনি আমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেন। আমাদের জীবন একটা স্বপ্নের মত, সকাল হলেই আমরা চলে যাই। আমরা ঘাসের মত।

6সকালে ঘাসগুলো জন্মায় এবং বিকেলে তা শুকিয়ে মরে যায়।

7ঈশ্বর, আপনার ক্রোধ আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে, এবং তা আমাদের ভীত করে!

8আমাদের সব পাপ আপনি জানেন। ঈশ্বর, আমাদের প্রত্যেকটি গোপন পাপ আপনি দেখতে পান।

9আপনার ক্রোধ আমাদের জীবন শেষ করে দিতে পারে। ফিস্‌ফিসানি কথার মত আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়।

10আমরা হয়তো বা 70 বছর বেঁচে থাকি। যদি আমরা শক্তিশালী হই তাহলে হয়তো 80 বছর বেঁচে থাকতে পারি। আমাদের জীবন কঠোর পরিশ্রম এবং যন্ত্রণায় ভরা। তারপর হঠাৎ আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়! আমরা উড়ে চলে যাই।

11হে ঈশ্বর, আপনার ক্রোধের পূর্ণ শক্তি কতখানি তা কোন ব্যক্তিই জানে না। কিন্তু ঈশ্বর, আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভয় আপনার ক্রোধের মতই বিরাট।

12আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে যে কত ছোট তা আমাদের দেখান। যাতে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি।

13প্রভু সব সময় আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন। আপনার দাসেদের প্রতি সদয় হোন।

14প্রত্যেক প্রভাতে আপনার প্রেমে আমাদের ভরিয়ে দিন। আমাদের সুখী হতে দিন, এ জীবনকে উপভোগ করতে দিন।

15আমাদের জীবনে অনেক দুঃখ ও সমস্যা দিয়েছেন। এবার আমাদের সুখী করুন।

16যে সব অলৌকিক কাজ আপনি আপনার সেবকদের জন্য করেন, তা ওরা দেখুক। ওদের সন্তানদের আপনার মহিমা দেখতে দিন।

17ঈশ্বর আমাদের শ্রমে সাহায্য করুন। আমাদের শ্রম তাঁকে সাহায্য করুক।

গীত 91

1গুপ্তআশ্রয় লাভের জন্য তুমি পরাৎপরের কাছে যেতে পারো। সুরক্ষার জন্য তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে যেতে পারো।

2আমি প্রভুকে বলেছি, "আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল, আপনিই আমার দুর্গ। হে আমার ঈশ্বর, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।"

3ভয়ঙ্কর ব্যাধি এবং গুপ্ত বিপদ থেকে ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।

4নিরাপত্তার জন্য তুমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারো। যেমন করে পাখি তার ডানা মেলে তার শাবকদের আগলে রাখে, তেমন করে, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন। তোমায় রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর হবেন একটি ঢাল ও প্রাচীরের মত।

5রাতে তোমার ভয় পাওয়ার মতো কিছু থাকবে না। দিনের বেলাতেও শত্রুর তীরকে তুমি ভয় পাবে না।

6নিশাকালে যে অসুখ আসে তাকে তুমি ভয় পাবে না, কিংবা দিনের বেলায় যে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আসে তাকেও তুমি ভয় পাবে না।

7তুমি 1,000 হাজার শত্রুকে পরাজিত করতে পারবে। তোমার নিজের ডান হাত 10,000 শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করবে। শত্রুরা তোমায় স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না!

8লক্ষ্য করে দেখ, দেখবে যে ওই দুষ্ট লোকেদের শাস্তি হয়েছে!

9কেন? কারণ তুমি ঈশ্বরে আস্থা রাখ। কারণ পরাৎপরকে তুমি তোমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপে গ্রহণ করেছ।

10তোমার কোন অমঙ্গল হবে না। তোমার বাড়ীতে কোন অসুখ থাকবে না।

11ঈশ্বর তাঁর দূতদের আজ্ঞা দেবেন এবং তুমি যেখানেই যাবে তারা তোমায় রক্ষা করবে।

12তোমার পা যাতে পাথরে হোঁচট না খায়, সেই জন্য ওদের হাত তোমায় ধরে থাকবে।

13বিষধর সাপ, এমন কি সিংহের মধ্যে দিয়েও তুমি হেঁটে যেতে পারবে।

14প্রভু বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে, আমি তাকে রক্ষা করবো। আমার অনুগামীরা যারা আমার নাম উপাসনা করে, তাদের আমি রক্ষা করবো।

15আমার অনুগামীরা সাহায্যের জন্য আমায় ডাকবে এবং আমি তাদের সাড়া দেবো। যখন তারা সমস্যায় পড়বে তখন আমি ওদের সঙ্গে থাকবো। আমি ওদের রক্ষা করবো এবং সম্মান দেবো।

16আমার অনুগামীদের আমি দীর্ঘ জীবন দেবো। আমি ওদের রক্ষা করবো।

গীত 92

বিশ্রাম দিবসের জন্য একটি প্রশংসা গীত।

1প্রভুর প্রশংসা করাই ভাল। হে পরাৎপর, আপনার নামের প্রশংসা করাই ভাল।

2প্রাতঃকালে আপনার প্রেমের গান এবং নিশাকালে আপনার বিশ্বস্ততার গান গাওয়াই ভালো।

3ঈশ্বর, দশ তারা যন্ত্রে এবং বীণায় আপনার জন্য সুর বাজানো ভাল।

4প্রভু, যে সব জিনিস আপনি করেছেন তা দিয়ে আমাদের প্রকৃতই সুখী করেছেন। আমরা প্রফুল্লচিত্তে ওইসব বিষয়ের গুণগান করি।

5প্রভু, আপনি সেই সব মহৎ কাজ করেছেন। আপনার চিন্তা বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

6আপনার তুলনায় মানুষ একেবারে নির্বোধ প্রাণী ।

আমরা সেই বোকাদের মত যারা কিছুই বুঝতে পারে না।

7দুষ্ট লোকেরা আগাছার মত বেঁচে থাকে এবং মরে। যে অর্থহীন কাজ তারা করে যায়, তা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হবে।

8কিন্তু প্রভু, আপনি চিরদিনের জন্য সম্মানিত থাকবেন।

9প্রভু, আপনার সব শত্রু ধ্বংস হবে। সেই সব লোক যারা মন্দ কাজ করে, তারা ধ্বংস হবে।

10একটা গন্ডার যেমন তার বিশাল খড়গ দিয়ে আক্রমণ করে, আমিও সেইভাবে, যারা আমার বিরোধিতা করে, সেইসব দুষ্ট লোকেদের আক্রমণ করব। বিশেষ কাজের জন্য আপনি আমায় মনোনীত করেছেন এবং গন্ধ তেল মাথায় ঢেলে আমায় অভিষিক্ত করেছেন।

11চারপাশে আমি শত্রুদের দেখতে পাচ্ছি। বিরাট বলদের মত ওরা আমায় আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে। আমি শুনছি ওরা আমার সম্পর্কে কি বলছে।

12-13 ধার্ম্মিক লোকেরা প্রভুর মন্দিরে পোঁতা লিবানোনের এরস গাছের মত। ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বরের মন্দিরে অঙ্গনের কুসুমিত তাল গাছের মত।

14তাদের বৃদ্ধ বয়সেও, তারা স্বাস্থ্যবান তরুণ গাছের মতই ফল ধারণ করে।

15প্রভু যে ভাল এটা দেখানোর জন্যই ওরা ওখানে আছে। তিনিই আমার শিলা এবং তিনি কোন ভুল করেন না।

গীত 93

1প্রভুই রাজা। তিনি রাজকীয় এবং শক্তিমান পোশাকে সজ্জিত। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বকে তার আপন জায়গায় স্থাপন করেছেন এবং এটাকে নাড়ানো হবে না।

2হে ঈশ্বর, আপনার রাজত্ব চিরদিন ধরে রয়েছে। ঈশ্বর আপনার অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে রয়েছে।

3প্রভু, নদীর গর্জন প্রচণ্ড তীব্র। উচ্চকিত ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনশীল।

4সমুদ্রের উচ্চকিত ঢেউ প্রচণ্ড তীব্র ও গর্জনশীল। কিন্তু উর্দ্ধে অবস্থিত প্রভু তার থেকেও বেশী শক্তিশালী।

5প্রভু আপনার বিধি চিরদিন বজায় থাকবে। আপনার পবিত্র মন্দিরের অস্তিত্ব দীর্ঘকালের জন্য বজায় থাকবে।

গীত 94

1প্রভু, আপনিই সেই ঈশ্বর যিনি আসেন এবং লোকেদের শাস্তি দেন। আপনি সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের জন্য শাস্তি নিয়ে আসেন।

2আপনিই সারা পৃথিবীর বিচারক। উদ্ধত লোকেদের যে শাস্তি প্রাপ্য তা আপনি ওদের দিন।

3প্রভু, দুষ্ট লোকেরা আর কতকাল ধরে উল্লাস করবে? আরও কতদিন প্রভু?

4আরও কতদিন ধরে ওই দুস্কৃতকারীরা তাদের দুস্কৃতির বড়াই করে যাবে?

5প্রভু, ওরা আপনার লোকেদের আঘাত করে। ওরা আপনার লোকেদের কষ্ট দিয়েছে।

6আমাদের দেশে যে সব বিধবা ও বিদেশী থাকে, ওই দুর্জনেরা তাদের হত্যা করে। অনাথদেরও ওরা খুন করে।

7ওরা বলে, ওরা যে সব মন্দ কাজ করে প্রভু তা দেখেন না! ওরা বলে কি ঘটেছে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাও জানে না।

8তোমরা নিষ্ঠুর লোকেরা সত্যই নির্বোধ মানুষ! আর কবে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে? তোমরা মন্দ লোকেরা সত্যি অপগণ্ড! তোমরা অবশ্যই বোঝবার চেষ্টা কর।

9ঈশ্বর আমাদের কান সৃষ্টি করেছেন, তাই নিশ্চয়ই তাঁরও কান রয়েছে এবং তিনি শুনতেও পান কি ঘটছে! ঈশ্বর আমাদের চোখ দিয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে কি ঘটছে তা তিনি দেখতে পান!

10ঈশ্বর ওই লোকেদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনবেন। ওই লোকেরা কি করবে তা ঈশ্বরই ওদের শেখাবেন।

11মানুষ কি ভাবছে তাও ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বর জানেন যে মানুষ বাতাসের একটি ফুৎকারের মত।

12প্রভু যে লোককে নিয়মানুবর্তী করেন সে সত্যই সুখী হবে। ঈশ্বর তাকে বেঁচে থাকার প্রকৃত পথ কি তা দেখাবেন।

13ঈশ্বর, সংকটের সময় যে লোক শান্ত থাকে তাকেই আপনি সাহায্য করবেন। মন্দ লোকেদের যতক্ষণ পর্যন্ত না কবরে পাঠানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে শান্ত থাকতে সাহায্য করবেন।

14প্রভু তাঁর লোকেদের ত্যাগ করবেন না। সাহায্য না করে তিনি ওদের ত্যাগ করবেন না।

15ন্যায্য বিচার ফিরে আসবে এবং ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আসবে। তারপর সৎ এবং ভাল লোকেরা অবশ্যই থাকবে।

16মন্দ লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কেউই আমায় সাহায্য করে নি। যারা মন্দ কাজ করে, তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কোন লোক আমার পাশে দাঁড়ায় নি।

17যদি প্রভু আমায় সাহায্য না করতেন আমি এতদিনে কবরের গর্ভে নীরব হয়ে যেতাম।

18আমি জানি আমি পতনোন্মুখ ছিলাম, কিন্তু প্রভু তাঁর অনুগামীদের সাহায্য করেছেন।

19আমি প্রচণ্ড চিন্তিত ও বিমর্ষ ছিলাম। কিন্তু প্রভু, আপনি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে আমায় সুখী করেছেন!

20ঈশ্বর আপনি ক্রুর বিচারকদের সাহায্য করবেন না। তাই মন্দ বিচারকরা মানুষের জীবনকে আরও কঠিনতর করার জন্য নিয়ম ব্যবহার করে।

21ওই বিচারকরা ধার্ম্মিক লোকেদের আক্রমণ করে। ওরা নিরপরাধ লোকেদের দোষী বলে বিচার করে এবং ওদের হত্যা করে।

22কিন্তু পর্বতগুলির সু-উচ্চে প্রভুই আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ঈশ্বর আমার শিলা, আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল!

23মন্দ কাজ করার জন্য ঈশ্বর ওই দুষ্ট বিচারকদের শাস্তি দেবেন। পাপ করেছে বলে ঈশ্বর ওদের ধ্বংস করবেন। প্রভু আমাদের ঈশ্বর, ওই দুষ্ট বিচারকদের ধ্বংস করবেন।

গীত 95

1এস, আমরা প্রভুর প্রশংসা করি! যে শিলা আমাদের রক্ষা করেন তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা উচ্চস্বরে প্রশংসা-ধ্বনি দিই।

2আমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের গান গাই। তাঁর প্রশংসায় আমরা আনন্দগান গাই।

3কেন? কারণ প্রভুই মহান ঈশ্বর! তিনিই সেই মহান রাজা যিনি সকল "দেবতাদের" শাসন করছেন।

4গভীরতম গুহা, উচ্চতম পর্বত, সবই প্রভুর।

5সমুদ্রও তাঁরই– তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে এই শুকনো জমি সৃষ্টি করেছেন।

6এস, আমরা অবনত হয়ে তাঁর উপাসনা করি! যে প্রভু আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রশংসা করি!

7কেন? কারণ আজ যদি আমরা তাঁর কণ্ঠ শুনি তাহলে তিনি আমাদের ঈশ্বর হবেন এবং আমরা হব সেই লোকেরা যাদের তিনি খাদ্য জোগান, আমরা হব সেই মেষ যাদের তিনি স্বহস্তে নেতৃত্ব দেন।

8ঈশ্বর বলেন, "মরীবাতে তোমরা যেমন অবাধ্য হয়েছিলে, মঃসার মরু প্রান্তরে যেমন হয়েছিলে, তেমন হয়ো না।

9তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমায় পরীক্ষা করেছে। ওরা আমাকে পরীক্ষা করেছিলো কিন্তু এই সময় ওরা দেখেছিলো আমি কি করতে পারি!

1040 বছর ধরে আমি ওদের প্রতি ধৈর্য্য ধারণ করেছি। আমি জানি যে ওরা বিশ্বাসী নয়। ওরা আমার শিক্ষামালা অনুসরণ করতে অগ্রাহ্য করেছে।

11তাই ওদের প্রতি আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম এবং আমি কথা দিয়েছিলাম যে, ওরা আমার বিশ্রামের স্থানে কখনো প্রবেশ করতে পারবে না।

গীত 96

1প্রভু যা কিছু নতুন করেছেন তার জন্য একটা নতুন গান গাও! সারা পৃথিবীকে প্রভুর উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠতে দাও।

2প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও! তাঁর নামকে ধন্য কর! আনন্দ সংবাদ ছড়িয়ে দাও! যিনি প্রতিদিন আমাদের রক্ষা করেন তাঁর কথা বল!

3লোকেদের বল যে ঈশ্বর সত্যিই বিস্ময়কর। ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন তা সর্বত্র মানুষকে বল।

4প্রভু মহান এবং প্রশংসার যোগ্য। অন্য যে কোন "দেবতার" চেয়ে তিনি অনেক বেশী ভয়ঙ্কর।

5অন্যান্য সমস্ত জাতির "দেবতা" মূর্ত্তিমাত্র। কিন্তু প্রভু স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন।

6তাঁর সামনে অনুপম মহিমা ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে শক্তি ও সৌন্দর্য দুই-ই আছে।

7হে পরিবার ও জাতিগণ, প্রশংসার গান কর এবং প্রভুকে মহিমান্বিত কর।

8প্রভুর নামের প্রশংসা কর। তোমাদের নৈবেদ্য নাও এবং মন্দিরে যাও।

9তোমাদের পবিত্র পোশাকে প্রভুর সামনে নত হও। পৃথিবীর সমগ্র জনগণ, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাও।

10জাতিগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে প্রভু রাজা! তাহলে বিশ্ব ধ্বংস হবে না। অতএব প্রভু ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে লোকেদের বিচার করেন।

11হে স্বর্গলোক– সুখী হও! হে পৃথিবী– উল্লসিত হও! সমুদ্র এবং সমুদ্রে যা কিছু রয়েছে তোমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠো!

12ক্ষেতগুলি এবং সেখানে যা কিছু জন্মেছে, সুখী হও! হে অরণ্যের বৃক্ষরাশি, তোমরা গান গাও ও সুখী হও!

13খুশী হও, কারণ প্রভু আসছেন। পৃথিবীকে শাসন* করার জন্য প্রভু আসছেন। ন্যায় বিচার ও সত্যপথে তিনি পৃথিবীকে শাসন করবেন।

গীত 97

1প্রভু শাসন করেন, তাই পৃথিবী সুখী। দূরদূরান্তের ভূখণ্ডও সুখী।

2ঘন কালো মেঘ প্রভুকে ঘিরে রয়েছে। সুবিচার এবং ধার্ম্মিকতা তাঁর রাজ্যকে দৃঢ় করে।

3একটা আগুন প্রভুর আগে আগে যায় এবং তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে।

4তাঁর বিদ্যুৎ আকাশে ঝলক দিয়ে ওঠে। তা দেখে লোকে ভয় পায়।

5পর্বতও প্রভুর সামনে মোমের মত গলে যায়। সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সামনে তারা গলে যায়!

6আকাশ তাঁর ধার্ম্মিকতার কথা বলে! প্রত্যেকে তাঁর মহিমা দেখুক!

7লোকেরা তাদের মূর্ত্তিকে পূজা করে। ওরা ওদের "দেবতার" বড়াই করে। কিন্তু ওই লোকগুলো লজ্জিত হবে। ওদের "দেবতারাই" মাথা নত করে প্রভুর উপাসনা করবে।

8সিয়োন, শোন এবং সুখী হও! যিহূদার শহরসমূহ, সুখী হও! কেন? কারণ ঈশ্বর যথাযথ সিদ্ধান্ত নেন।

9হে পরাৎপর প্রভু, প্রকৃতই আপনি পৃথিবীর শাসনকর্তা। "দেবতাদের" চেয়ে আপনি অনেক ভালো।

10যারা প্রভুকে ভালোবাসে তারা মন্দকে ঘৃণা করবে। তাই ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের রক্ষা করেন। ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের মন্দ লোকেদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

শাসন অথবা "বিচার।"

11ধার্ম্মিক লোকেদের ওপর আলো ও সুখ উদ্ভাসিত হয়।
12হে ধার্ম্মিক লোকেরা, প্রভুতে সুখী হও! তাঁর পবিত্র নামের সম্মান কর!

গীত 98

একটি প্রশংসা গীত

1প্রভুর উদ্দেশ্যে একটা নতুন গান গাও, কারণ তিনি নতুন নতুন আশ্চর্য্য কার্য্য করেছেন!
2তাঁর পবিত্র ডান বাহু আবার তাঁকে বিজয় এনে দিয়েছে।
3প্রভু জাতিগুলোর নিকট তাঁর উদ্ধার করার শক্তি প্রকাশ করেছেন। প্রভু তাদের তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করেছেন।
4ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি প্রভুর বিশ্বস্ততা তাঁর অনুগামীরা স্মরণ করে। দূরদূরান্তের দেশও আমাদের ঈশ্বরের ত্রাণশক্তি দেখেছে।
5পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ, প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দ-ধ্বনি দাও। শীঘ্রই প্রশংসা গীত শুরু কর!
6হে বীণা, প্রভুর প্রশংসা কর। বীণার সুর প্রভুর প্রশংসা কর।
7ভেঁপু ও বাঁশি বাজাও এবং আমাদের রাজা প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দ-ধ্বনি দাও!
8সমুদ্র এবং পৃথিবী এবং যেখানে যা কিছু আছে সবাই যেন উচ্চস্বরে গেয়ে ওঠে।
9হে নদীসমূহ, তোমরা হাততালি দাও! হে পর্বতরাজি তোমরা একসঙ্গে গেয়ে ওঠো!
10প্রভুর সামনে গান গাও কেননা তিনি বিশ্বকে শাসন করতে আসছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এই বিশ্বকে শাসন করবেন। তিনি সততার সঙ্গে লোকেদের শাসন করবেন।

গীত 99

1প্রভুই রাজা। তাই জাতিগুলোকে ভয়ে কাঁপতে দাও। করূব দূতদের ওপরে ঈশ্বর একজন রাজার মত বসেন। তাই পৃথিবীকে ভয়ে কেঁপে উঠতে দাও।
2সিয়োনে প্রভু মহান! সমগ্র জাতির ওপরে তিনি একজন মহান নেতা।
3সমস্ত লোক আপনার প্রশংসা করুক। ঈশ্বরের নাম ভীতিপ্রদ। ঈশ্বরই পবিত্র।
4শক্তিশালী রাজা, ন্যায় বিচার পছন্দ করে। ঈশ্বর, আপনিই ধার্ম্মিকতা সৃষ্টি করেছেন। আপনিই যাকোবকে ধার্ম্মিকতা এবং ন্যায়নীতি দিয়েছিলেন।
5আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর এবং তাঁর পবিত্র পাদপীঠে* উপাসনা কর।
6মোশি ও হারোণ তাঁর বহু যাজকদের মধ্যে দু'জন এবং শমূয়েলও তাঁর নাম উচ্চারণকারীদের একজন। ওরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলো এবং প্রভু ওদের উত্তর দিয়েছেন।
7দীর্ঘ মেঘের ভেতর থেকে ঈশ্বর কথা বলেছেন। ওরাও তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করেছিল। ঈশ্বর ওদের বিধি প্রদান করেছিলেন।
8প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আপনি ওদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। আপনি ওদের দেখিয়েছেন যে আপনিই ক্ষমাশীল ঈশ্বর এবং মানুষ মন্দ কাজ করে বলে আপনি মানুষকে শাস্তি দেন।
9আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর। তাঁর পবিত্র পর্বতের দিকে মাথা নত কর এবং তাঁর উপাসনা কর। প্রভু আমাদের ঈশ্বর, সত্যিই পবিত্র!

গীত 100

একটি ধন্যবাদার্হ গীত।

1হে পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও!
2যখন তুমি প্রভুর সেবা কর তখন আনন্দিত থেকো! আনন্দ গীত গাইতে গাইতে প্রভুর সামনে এসো!
3এটা জেনো যে প্রভুই ঈশ্বর। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁরই মেষের পাল।
4ধন্যবাদের গীত গাইতে গাইতে তাঁর শহরে এসো। প্রশংসা গীত গাইতে গাইতে তাঁর মন্দিরে এসো। তাঁকে সম্মান কর, তাঁর নামকে ধন্য কর।
5প্রভু ভালো! তাঁর ভালোবাসা চিরন্তন। আমরা সর্বদাই তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারি!

গীত 101

দায়ূদের একটি গীত।

1আমি প্রেম এবং ন্যায়ের গান গাইবো। প্রভু, আমি আপনার উদ্দেশ্যে গান গাইবো।
2আমি একজন বিচক্ষণ লোকের মত শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে একটি শুদ্ধ জীবনযাপন করব। আপনি আমার গৃহের একান্ত অভ্যন্তরভাগে কখন আসবেন?*
3আমার সামনে কোন মূর্ত্তি আমি রাখবো না। ওরকম ভাবে যারা আপনার বিরুদ্ধে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি। আমি তা করবো না!
4আমি সৎ থাকবো। আমি কোন মন্দ কাজ করবো না।
5যদি কেউ গোপনে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, আমি তাকে চুপ করিয়ে দেবো। আমি লোকেদের কখনই উদ্ধত হতে দেবো না এবং তাদের ভাবতে দেবো না যে তারা অন্যান্যদের চেয়ে ভালো।
6আমি সমস্ত দেশের মধ্যে সেই সব লোকেদের খুঁজবো যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। এবং একমাত্র তাদেরই আমার সেবা করতে দেবো। যারা পবিত্র জীবনযাপন করে একমাত্র তারাই আমার সেবক হবে।
7আমি মিথ্যেবাদীদের আমার গৃহের গোপন অভ্যন্তরভাগে বাস করতে দেব না।

পাদপীঠ এর অর্থ সম্ভবতঃ মন্দির।

আমি ... আসবেন অথবা, আমি বিচক্ষণের মত একটি শুদ্ধ জীবনযাপন করব। কখন আপনি আমার কাছে আসবেন? আমি আমার গৃহের একেবারে অভ্যন্তরে একটি শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে বাস করব।

8এই দেশে যে সব মন্দ লোক বাস করে, সব সময়েই আমি তাদের ধ্বংস করবো। মন্দ লোকদের আমি প্রভুর শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবো।

গীত 102

যন্ত্রণা কাতর একটি মানুষের প্রার্থনা। সে যখন দুর্বল বোধ করে ও প্রভুকে তার অভিযোগ জানাতে চায় তখনকার প্রার্থনা।

1প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন। সাহায্যের জন্য আমার ক্রন্দন শুনুন।

2যখন আমি সমস্যার মধ্যে থাকি তখন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। আমার কথা শুনুন। যখন আমি সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করি তখন আমায় উত্তর দিন।

3ধোঁয়ার মত আমার জীবন কেটে যাচ্ছে। আমার জীবন একটি আগুনের মত যা ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে।

4আমার শক্তি চলে গেছে। আমি শুকনো মৃত প্রায় ঘাসের মত। আমি আমার খাবার পর্যন্ত খেতে ভুলে গেছি।

5দুঃখের কারণে আমার ওজন কমে যাচ্ছে।*

6আমি একটি ধংসস্তূপের মধ্যে বাস করা পেঁচার মত নিঃসঙ্গ। ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকায় আমি একা পেঁচার মত বাস করছি।

7আমি ঘুমতে পারি না। আমি ছাদে বাস করা এক নিঃসঙ্গ পাখির মত।

8শত্রুরা সব সময়ে আমাকে অপমান করে। ওরা আমাকে নিয়ে মজা করে ও ভর্ৎসনা করে।

9আমার খাদ্যই এখন আমার বিরাট দুঃখ। আমার চোখের জল আমার পানীয়তে পড়ছে।

10কেন? কারণ প্রভু আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনিই আমাকে তুলে ধরেছেন এবং তারপর আপনিই আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

11দিনের শেষের দীর্ঘ ছায়াগুলির মত আমার জীবন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমি শুকনো এবং মৃত প্রায় ঘাসের মত।

12কিন্তু প্রভু, আপনি চিরদিনই বিরাজিত থাকবেন। আপনার নাম চিরকাল এবং অনন্তকাল মনে রাখা হবে।

13আপনাকে উত্থান করতে হবে এবং আপনি সিয়োনকে স্বস্তি দেবেন। কারণ তাকে সান্ত্বনা দেবার সময় হয়েছে।

14আপনার দাসগণ সিয়োনের পাথরগুলিকে ভালোবাসে। এই শহরের ধূলোকে পর্যন্ত তারা ভালোবাসে।

15লোকেরা প্রভুর নামের উপাসনা করবে। হে ঈশ্বর, পৃথিবীর সমস্ত রাজারা আপনাকে মহিমান্বিত করবে।

16প্রভু সিয়োনকে আবার নির্মাণ করবেন। লোকেরা আবার তাঁর মহিমা দেখবে।

17যে সব লোককে ঈশ্বর বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি আবার তাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন। ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনবেন।

18ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই সব লিখে রাখো এবং ভবিষ্যতে ওরা প্রভুর প্রশংসা করবে।

19প্রভু, তাঁর পবিত্র স্থান থেকে নিচের দিকে চেয়ে দেখবেন। স্বর্গ থেকে প্রভু পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবেন।

20তিনি বন্দীদের প্রার্থনা শুনবেন। যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাদের তিনি মুক্ত করবেন।

21তারপর সিয়োনে লোকেরা প্রভুর কথা বলবে। জেরুশালেমে তারা প্রভুর নামের প্রশংসা করবে।

22সব জাতিসমূহ একসঙ্গে জড় হবে। প্রভুর সেবার জন্য সব রাজ্য ছুটে আসবে।

23আমার শক্তি কমে এসেছে। আমার জীবনও ছোট হয়ে এসেছে।

24তাই আমি বলেছিলাম, "আমি যতক্ষণ যুবক আছি আমাকে মরতে দেবেন না। ঈশ্বর আপনি চিরদিন বিরাজিত থাকবেন!

25সুদূর অতীতে আপনি এই বিশ্বসৃষ্টি করেছিলেন। নিজের হাতে আপনি আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন!

26এই বিশ্ব, এই আকাশ একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি চির বিরাজমান থাকবেন! ওদের বস্ত্রের মতই পরিধান করা হবে। এবং জামাকাপড়ের মতই আপনি ওদের বদল করবেন। ওরা সবাই পরিবর্তিত হবে।

27কিন্তু ঈশ্বর, আপনি পরিবর্তিত হবেন না। আপনি চিরদিন বিরাজ করবেন!

28আজ আমরা আপনার দাস। আমাদের সন্তানরাও এখানে বসবাস করবে। এমনকি তাদের উত্তরপুরুষরাও আপনার উপাসনা করার জন্য এখানেই বসবাস করবে।

গীত 103

দায়ূদের একটি গীত।

1হে আমার আত্মা, প্রভুকে ধন্যবাদ দাও! আমার প্রত্যেকেটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা কর!

2হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর! ভুলে যেও না যে তিনি সত্যিই দয়ালু।

3ঈশ্বর আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। তিনি আমাদের সকল রোগ থেকে সারিয়ে তোলেন।

4ঈশ্বর আমাদের জীবনকে কবর থেকে রক্ষা করেন। তিনি আমাদের প্রেম ও সহানুভূতি দেন।

5তিনি আমাদের রাশি রাশি ভালো জিনিস দেন। তিনিই সেইজন যিনি পুরানো পালক ঘসে নতুন পালক গজানো একটি ঈগলের মত তোমাদের যৌবন পুনরুজীবিত করেন।

6প্রভুই সৎ। প্রভু অবদমিত লোকেদের কাছে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা আনেন।

7ঈশ্বর মোশিকে তাঁর শিক্ষামালা দিয়েছিলেন। যে সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ ঈশ্বর করতে পারেন সে সব তিনি ইস্রায়েলকে দেখিয়েছিলেন।

আমার ... যাচ্ছে আক্ষরিক অর্থে, "আমার অস্থিগুলো চামড়ার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে।"

8প্রভু দয়ালু এবং ক্ষমতাশীল। ঈশ্বর ধৈর্য্যশীল এবং প্রেমে পূর্ণ।

9প্রভু সব সময় আমাদের সমালোচনা করেন না। প্রভু সর্বদা আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ থাকেন না।

10আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম কিন্তু প্রাপ্য শাস্তি তিনি আমাদের দেন নি।

11যেমন করে পৃথিবীর ওপরে আকাশ বিস্তৃত হয়ে আছে, তেমনি ঈশ্বরের অনুগামীদের ওপরে ঈশ্বরের প্রেম পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

12পূর্ব যেমন পশ্চিমের থেকে বিচ্ছিন্ন, তেমন করেই ঈশ্বর, আমাদের কাছ থেকে আমাদের পাপকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেছেন।

13পিতা যেমন পুত্রের প্রতি দয়াময় তেমনি প্রভুও তাঁর অনুগামীদের প্রতি দয়ালু।

14ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে সব কিছুই জানেন। ঈশ্বর জানেন যে আমরা ধূলো থেকে সৃষ্ট হয়েছি।

15ঈশ্বর জানেন আমাদের জীবন ঘাসের মত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

16ঈশ্বর জানেন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুনো ফুলের মত। সেই সব ফুল খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়। তারপর উত্তপ্ত বাতাস বইলেই সেই সব ফুল ঝরে পড়ে। আবার তুমি বলতেও পারবে না, সেই সব ফুল কোথায় জন্মেছিল।

17কিন্তু প্রভু তাঁর অনুগামীদের প্রতি সবসময়ই স্নেহশীল। তিনি চিরদিনই তাঁর অনুগামীদের ভালোবাসবেন। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং সন্তানদের সন্তানের প্রতিও ভালো ব্যবহার করবেন।

18যারা তাঁর চুক্তি অনুসরণ করে, তাদের প্রতি ঈশ্বর ভালো ব্যবহার করেন। যারা তাঁর আজ্ঞা মেনে চলে তাদের প্রতিও ঈশ্বর ভালো ব্যবহার করেন।

19স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসন রয়েছে এবং তিনিই সব কিছুর শাসন করছেন।

20হে দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর! তোমরা দূতেরা সেই শক্তিশালী সৈন্য যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করো। তোমরা ঈশ্বরের কথা শোন এবং তাঁর আজ্ঞা মান্য কর।

21প্রভু এবং তাঁর সকল সৈন্যদের প্রশংসা কর। তোমরা তাঁর দাস। ঈশ্বর যা চান তোমরা তাই কর।

22প্রভুর প্রশংসা কর। তাঁর রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় তাঁর সব কাজগুলিকে প্রশংসা কর। হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 104

1হে আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা কর! হে প্রভু আমার ঈশ্বর, আপনি মহান! মহিমা এবং সম্মান সহ সজ্জিত।

2যেমন করে মানুষ জামাকাপড় পরে, তেমন করে আপনি আলোক পরিধান করেন। আপনিই আকাশকে পর্দার মত বিস্তৃত করেছেন।

3ঈশ্বর, তার ওপরে আপনি আপনার গৃহ নির্মাণ করেছেন। ঘন মেঘকে রথের মত ব্যবহার করে, বাতাসের ডানায় ভর করে আপনি সারা আকাশে ঘুরে বেড়ান।

4ঈশ্বর, আপনার দূতদের আপনি বাতাসের মত এবং আপনার দাসদের আগুনের মত করে সৃষ্টি করেছেন।*

5ঈশ্বর, পৃথিবীকে আপনি তার শক্ত ভিতের ওপর নির্মাণ করেছেন, তাই পৃথিবী কখনও পড়ে যাবে না।

6কম্বলের মত আপনি তাকে জল দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। জলরাশি পর্বতকে ঢেকে দিয়েছে।

7কিন্তু আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই জলও সরে গিয়েছিলো। ঈশ্বর আপনি জলের দিকে চেয়ে উচ্চস্বরে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং জল রাশি সরে গিয়েছিলো।

8সেই জলরাশি পর্বতসমূহ থেকে বয়ে গিয়ে পড়েছিলো উপত্যকার মধ্যে। এবং তারপর, তার জন্য যে নির্দিষ্ট জায়গা আপনি তৈরী করেছিলেন– সেখানে ঝরে পড়েছিলো।

9আপনিই সমুদ্রের সীমা নির্দ্ধারণ করেছেন। অতএব, জলরাশি আর অত উঁচুতে উঠবে না যাতে পৃথিবী পুনরায় ঢেকে যেতে পারে।

10ঈশ্বর, আপনিই প্রস্রবণের জলকে নদীর ধারায় প্রবাহিত করিয়েছেন। পার্বত্য ধারা বেয়ে তা নীচে নেমে আসে।

11সেই জলধারা সব বন্য প্রাণীদের পানীয় জল দেয়। এমন কি বুনো গাধারাও এখানে জল পান করতে আসে।

12জলের ধারে বুনো পাখিরা বাস করতে আসে, কাছাকাছি গাছের ডালে বসে তারা গান গায়।

13ঈশ্বর, পর্বত বেয়ে বৃষ্টি পাঠান। যে সব জিনিষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সেগুলি পৃথিবীর যা কিছু প্রয়োজন তার সবই জোগান দেয়।

14পশুদের জন্য তিনি ঘাস দিয়েছেন। আমরা আমাদের কঠিন পরিশ্রম দিয়ে যে উদ্ভিদগুলি রোপন করি তাও তিনিই দেন। ওই সব গাছ মাটি থেকে আমাদের খাদ্য দেয়।

15যে দ্রাক্ষারস আমাদের সুখী করে, যে তেল আমাদের চামড়া নরম রাখে, যে খাদ্য আমাদের শক্তিশালী করে সে সবই ঈশ্বর আমাদের দেন।

16লিবানোনের মস্ত বড় এরস গাছগুলো ঈশ্বরের। প্রভুই ওই গাছগুলো লাগিয়েছিলেন এবং ওদের প্রয়োজনীয় জল তিনিই দিয়েছিলেন।

17ওই গাছগুলোতে চড়ুই থেকে শুরু করে সারস পর্যন্ত সব পাখি বাসা করেছে।

18উঁচু পর্বতে বুনো ছাগলরা থাকে। বিশাল বিশাল পাথরের মধ্যে পাহাড়ী-ভোঁদড় লুকিয়ে থাকে।

19হে ঈশ্বর, কবে ছুটি শুরু হবে তা বলে দেওয়ার জন্য আপনি আমাদের চাঁদ দিয়েছেন। এবং কখন অস্ত যেতে হবে সূর্য তা সব সময়েই জানে।

20রাত্রি হবার জন্য আপনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, সেই সময় হিংস্র পশুরা বেরিয়ে আসে এবং ঘুরে বেড়ায়।

ঈশ্বর ... করেছেন এখানে সম্ভবতঃ দু-ধরণের দেবদূতের কথা বলা হচ্ছে, করূব দেবদূত আর সেরাফ দেবদূত। সেরাফ নামটি হল একটি হিব্রু শব্দের মত যার অর্থ “আগুন।”

21আক্রমণের সময় সিংহ গর্জন করে ওঠে, ঈশ্বর যে খাদ্য তাদের দেন তা যেন তারা গর্জন করে চাইতে থাকে।
22তারপর সূর্য ওঠে এবং পশুরা তাদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করে।
23তারপর লোকেরা যে যার কাজে যায় এবং তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে।
24হে ঈশ্বর, আপনি অনেক বিস্ময়কর কাজ করেছেন। আপনার সৃষ্ট জিনিসে এই পৃথিবী পূর্ণ। আপনি যা কিছু করেন, তার মধ্যে আমরা আপনার প্রজ্ঞা দেখি।
25সাগরের দিকে দেখ তা কত বড়! সাগরের মধ্যে কত রকম ছোট এবং বড় প্রাণীসমূহ আছে যা গোনা যায় না!
26আপনার সৃষ্ট লিবিয়াথন যখন সমুদ্রে খেলা করে, তখন জাহাজসমূহ সমুদ্র পারাপার করে।
27ঈশ্বর, ওই সব জিনিসই আপনার ওপর নির্ভর করে। যথাসময়ে আপনি ওদের খাদ্য দেন।
28সব জীবন্ত প্রাণীকেই আপনি তাদের আহারের খাদ্য দেন। ভালো ভালো খাবারে ভর্তি করে আপনি আপনার করযুগল উন্মুক্ত করেন, এবং তারা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আহার করে যায়।
29কিন্তু যখন আপনি ওদের থেকে বিমুখ হন ওরা ভয় পেয়ে যায়। ওদের আত্মা ওদের ছেড়ে যায়, ওরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়, এবং ওদের দেহ আবার ধূলোয় পরিণত হয়!
30কিন্তু যখন আপনি আপনার আত্মাকে পাঠালেন, প্রভু, তখন ওরা আবার স্বাস্থ্যবান হল। দেশটিকে আপনি আবার নতুন করে তোলেন!
31প্রভুর মহিমা চিরদিন বিরাজ করুক! ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা তিনি উপভোগ করুন।
32প্রভু যদি একবার পৃথিবীর দিকে তাকান পৃথিবী কেঁপে যাবে। পর্বতকে তিনি স্পর্শ করলে সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকবে।
33আমার সারা জীবন আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গাইব। যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো, আমি প্রভুর কাছে প্রশংসা গীত গাইব।
34আমি যা বলেছি, তা যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। প্রভুর সঙ্গ লাভ করে আমি খুশী।
35পাপ যেন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। দুষ্ট লোকেদের অস্তিত্ব যেন আর না থাকে। হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 105

1প্রভুকে ধন্যবাদ দাও। তাঁর নাম উপাসনা কর। তাঁর সব বিস্ময়কর কাজকর্ম সম্বন্ধে জাতিগণকে বল।
2প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও। তাঁর প্রশংসা গান কর। তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন সে সম্পর্কে বল।
3প্রভুর পবিত্র নামে গর্ববোধ কর। যারা প্রভুর খোঁজে এসেছে তারা যেন সুখী হয়!
4শক্তির জন্য তোমরা প্রভুর কাছে যাও। সর্বদাই তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যাও।
5তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন তা স্মরণ কর। তিনি যে সমস্ত চমৎকার কাজ করেছেন এবং তাঁর বিচক্ষণ প্রজ্ঞা সিদ্ধান্তগুলি স্মরণে রেখো।
6তোমরা তাঁর দাস অব্রাহামের উত্তরপুরুষ। তোমরা যাকোবের উত্তরপুরুষ যাকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন।
7প্রভুই আমাদের ঈশ্বর। প্রভু সারা বিশ্বকে শাসন করেন।
8ঈশ্বর তাঁর চুক্তি চিরদিন স্মরণে রাখেন এবং 1,000 প্রজন্ম ধরে, যে আজ্ঞাগুলি তিনি দিয়েছেন তা স্মরণে রাখেন।
9অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর একটা চুক্তি করেছিলেন। ইস্হাককে ঈশ্বর একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
10তারপর তিনি যাকোবের জন্য বিধি রূপে দিলেন। ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বর চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তি চিরদিন ধরে চলবে!
11ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমাদের কনানের ভূখণ্ড দেব। সেই দেশটি তোমাদের হবে।”
12যখন অব্রাহামের পরিবার ছোট ছিল, তখন ঈশ্বর এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সময়ে, সেই দেশে তারা বিদেশী ছিল।
13তারা এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।
14কিন্তু ঈশ্বর লোকেদের ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে দেননি। ঈশ্বর রাজাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ওদের কোন ক্ষতি করা চলবে না।
15ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমার মনোনীত লোকদের আঘাত কোর না। আমার ভাববাদীদের প্রতি অন্যায় কোর না।”
16ঈশ্বর সেই দেশে এক দুর্ভিক্ষ ঘটালেন। লোকজন আহারের জন্য খাবার পেল না।
17কিন্তু, ঈশ্বর যোষেফ নামে একজনকে ওদের সামনে পাঠালেন। যোষেফকে একজন ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হয়েছিল।
18ওরা একটা দড়ি যোষেফের পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল। ওরা তার গলায় একটা লোহার রিং পরিয়ে দিল।
19ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা যতদিন পর্যন্ত না প্রকৃতপক্ষে ঘটল, ততদিন যোষেফ ক্রীতদাসই ছিল। প্রভুর বার্তা প্রমাণ করেছিল যে যোষেফ নির্দোষ ছিল।
20তাই মিশরের রাজা তাকে মুক্ত করে দিল। সেই জাতির নেতা তাকে কারাগারের বাইরে বের করে দিল।
21সে তাকে নিজের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিল। যোষেফও তার প্রভুর সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করত।
22যোষেফ অন্যান্য নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিল। বৃদ্ধ লোকদেরও যোষেফ শেখাতো।
23পরে ইস্রায়েল মিশরে এলো। যাকোব হামের দেশে থাকলো।

24যাকোবের পরিবার বেশ বড় হয়ে গেল। ওদের শত্রুদের থেকে ওরা অনেক শক্তিশালী হয়ে গেল।

25এই মিশরীয়রা যাকোবের পরিবারকে ঘৃণা করতে লাগল। ওরা ওদের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল।

26তাই ঈশ্বর তাঁর দাস মোশি এবং তাঁর নির্বাচিত যাজক হারোণকে পাঠিয়েছিলেন।

27ঈশ্বর মোশি ও হারোণকে ব্যবহার করে হামের দেশে বহু অভাবনীয় কাজ করিয়েছিলেন।

28ঈশ্বর নীরন্ধ্র অন্ধকার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মিশরীয়রা তবুও তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করল।

29তাই ঈশ্বর জলকে রক্তে পরিণত করলেন, এবং ওদের সব মাছ মারা গেল।

30ওদের দেশ ব্যাঙে ভরে গিয়েছিলো। রাজার শোবার ঘরে পর্যন্ত ব্যাঙ ঢুকে পড়েছিলো।

31ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন, উকুন ও মাছিরা উড়ে এলো। তারা দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল!

32ঈশ্বর বৃষ্টিকে শিলাবৃষ্টিতে পরিণত করলেন। সারা দেশে বিদ্যুৎপাত হল।

33ঈশ্বর ওদের দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছ ধ্বংস করে দিলেন। ঈশ্বর ওদের দেশের সব গাছ ধ্বংস করে দিলেন।

34ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন এবং গঙ্গাফড়িং ও পঙ্গপালরা এলো। ওদের সংখ্যা গণনারও অতীত।

35ঝাঁকে ঝাঁকে গঙ্গাফড়িং ও পঙ্গপালরা দেশের সব গাছপালা ও দ্রাক্ষালতা, ডুমুর গাছগুলো খেয়ে শেষ করে দিল।

36এরপর ঈশ্বর, দেশের প্রত্যেকটি প্রথমজাতকে হত্যা করলেন। ঈশ্বর সমস্ত জ্যেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করলেন।

37তারপর ঈশ্বর মিশর থেকে তাঁর লোকেদের বের করে নিয়ে এলেন। আসার সময় ওরা সঙ্গে করে সোনা-রূপো নিয়ে এলো। ঈশ্বরের কোন লোকই হোঁচট খায়নি বা পড়ে যায়নি।

38ঈশ্বরের লোকেদের চলে যেতে দেখে মিশর ভীষণ খুশী হয়েছিলো, কেননা ওরা ঈশ্বরের লোকদের ভয় পেতো।

39ঈশ্বর তাদের ওপর কম্বলের মত একটি মেঘ বিস্তৃত করে দিলেন। রাত্রে তাঁর লোকদের আলো দেখানোর জন্য, ঈশ্বর তাঁর অগ্নিস্তম্ভ ব্যবহার করলেন।

40লোকেরা খাদ্য চাইল এবং ঈশ্বর তাদের কাছে কোয়েল এনে দিলেন এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ঈশ্বর আকাশ থেকে তাদের রুটি দিলেন।

41ঈশ্বর শিলাটিকে অর্ধেক করে ভাঙলেন এবং সেখান থেকে জল বেরিয়ে এলো। মরুভূমিতে একটা নদী বইতে শুরু করলো!

42ঈশ্বর তাঁর পবিত্র প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করলেন। তাঁর দাস অব্রাহামের কাছে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি স্মরণ করলেন।

43ঈশ্বর মিশর থেকে তাঁর নির্বাচিত লোকেদের বের করে আনলেন। লোকজন মহা উল্লাস করতে করতে, আনন্দ গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এলো!

44তারপর ঈশ্বর তাদের সেই দেশ দিলেন যেখানে অন্যান্য লোকেরা বাস করছিলো, অন্যান্য লোকেরা যার জন্য পরিশ্রম করেছিলো, ঈশ্বরের লোকেরা সেই সব জিনিস পেলো।

45কেন ঈশ্বর এইসব করলেন? যাতে তাঁর লোকরা তাঁর বিধি মান্য করে। যাতে তারা তাঁর শিক্ষামালাসমূহ সতর্কতার সঙ্গে পালন করে। প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 106

1প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভুকে ধন্যবাদ দাও কারণ তিনি মঙ্গলময়! ঈশ্বরের প্রেম চিরন্তন!

2ঈশ্বর যে প্রকৃতপক্ষে কত মহান তা কেউই বর্ণনা করে বলতে পারবে না। কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের যথেষ্ট প্রশংসা করতে পারে না।

3যারা ঈশ্বরের নির্দেশ মানে তারা সুখী হয়। ওই সব লোক সর্বদাই ভালো কাজ করে।

4হে প্রভু, যখন আপনি আপনার লোকেদের দয়া করবেন, তখন আমার কথা স্মরণে রাখবেন। যখন আপনি আপনার লোকেদের রক্ষা করবেন তখন আমায় মনে রাখতে ভুলে যাবেন না।

5আপনার পছন্দ করা লোকেদের জন্য আপনি যে সব ভালো কাজ করেন, আমাকেও তার অংশীদার হতে দিন। আপনার জাতির সঙ্গে আমাকেও আনন্দ করতে দিন। আপনার লোকদের সঙ্গে আমাকেও আপনার প্রশংসা করতে দিন।

6যেমনভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাপ করেছে, আমরাও তেমনভাবেই পাপ করেছি। আমরা ভুল করেছি। আমরা গর্হিত কাজ করেছি!

7হে প্রভু, মিশরে আপনি যে সব অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই শেখেনি। তারা আপনার ভালবাসা ও দয়া মনে রাখেনি। লোহিত সাগরের ধারে, আমাদের পূর্বপুরুষরা, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

8কিন্তু তাঁর পবিত্র নামের মহিমার জন্য ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেছিলেন। তাঁর মহৎ শক্তি প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বর ওদের রক্ষা করেছিলেন।

9ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং লোহিত সাগর শুকিয়ে গিয়েছিলো। শুকনো মরুভূমি দিয়ে চলার মত, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের সমুদ্রের গভীরতার ভেতর দিয়ে ডাঙায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

10ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের শত্রুদের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন! তাদের শত্রুদের হাত থেকে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেছিলেন।

11ঈশ্বর সমুদ্র দ্বারা ওদের শত্রুদের আবৃত করেছিলেন! ওদের একজন শত্রুও পালাতে পারেনি!

12তারপর আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

13কিন্তু ঈশ্বর যা করেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা খুব তাড়াতাড়ি তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করেননি।

14আমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। উষর প্রান্তরে তাঁরা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছিলেন।

15কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা যা চেয়েছিলেন, ঈশ্বর ওদের তাই দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর ওঁদের এক ভয়াবহ রোগও দিয়েছিলেন।

16পবিত্র শিবিরে লোকেরা বিশ্বস্ত রইল এবং মোশি ও হারোণের প্রতি তাদের উদ্যম দেখাল।

17কিন্তু দাথন এবং অবীরামের গোষ্ঠীর দিকে মাটি দ্বিধাবিভক্ত হল, তাদের গিলে ফেলল এবং ঢেকে দিল।*

18তারপর এক আগুনের হল্‌কা সেই জনতাকে পুড়িয়ে দিলো। তারপর আগুন সেই সব দুষ্ট লোকেদের পুড়িয়ে দিলো।

19হোরেব পর্বতে তারা একটা সোনার বাছুর তৈরী করেছিল। তারা সেই মূর্ত্তিকে পূজো করেছিলো।

20এইভাবে তৃণগ্রাসী বলদ মূর্ত্তির সঙ্গে ওরতৃওদের মহিমময় ঈশ্বরের আদান-প্রদান করেছিলো!

21ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ষা করেছিলেন! কিন্তু তাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। মিশরে যে ঈশ্বর বিরাট অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তাঁকে তাঁরা ভুলে গেলেন।

22হামের দেশে ঈশ্বর আশ্চর্য্য কার্য্য করেছিলেন। লোহিত সাগরের ধারে ঈশ্বর ভয়ঙ্কর কাজ করেছিলেন!

23ঈশ্বর ওইসব লোককে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোশি, যাকে তিনি মনোনীত করেছিলেন তিনি ঈশ্বরকে নিরস্ত করেন। ঈশ্বর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু মোশি পথ রোধ করে দাঁড়ান তাই ঈশ্বর সেইসব লোকদের আর ধ্বংস করেন নি।

24কিন্তু তারপর এই সব লোক কনানের চমৎকার রাজ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে। ওরা বিশ্বাস করেনি যে, ওই দেশে (কনানে) বসবাসকারী মানুষদের পরাজিত করতে ঈশ্বর ওদের সাহায্য করবেন।

25আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ করতে তাঁবুর ভেতরে রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে অস্বিকার করেছিলেন।

26তাই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি করেছিলেন যে তাঁরা মরুভূমিতে মারা যাবেন।

27ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি অন্য লোকদের তাদের উত্তরপুরুষদের পরাজিত করতে দেবেন। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনি বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন।

28তারপর, বাল-পিয়োরে, ঈশ্বরের লোকেরা বাল মূর্ত্তির পূজা করায় যোগ দিয়েছিলো। ঈশ্বরের লোকেরা জংলী দলটিতে যোগ দিয়েছিলো এবং মৃত লোকের সম্মানে উৎসর্গ করা বলি আহার করেছিলো।

29ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের ভীষণ অসুস্থ করে দিয়েছিলেন।

30কিন্তু পীনহস ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলো এবং ঈশ্বর অসুস্থতা রদ করেছিলেন।

31ঈশ্বর জানতেন যে পীনহস খুব ভালো একটা কাজ করেছিলো। ঈশ্বর সেটা চিরদিন, অনন্তকালের জন্য স্মরণে রাখবেন!

32মরীবার কাছে লোকজন প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হল। তারা মোশিকে দিয়ে কিছু কু-কাজ করালো।

33কারণ ওই লোকেরা মোশিকে ভীষণ বিমর্ষ করে তুলল* এবং সে কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই কথা বলল।

34ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কনানে অন্য জাতিসমূহ যারা বাস করছিল তাদের ধ্বংস করে দিতে বললেন। কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের কথা মান্য করেনি!

35তারা অন্য জাতিগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করেছিল এবং তারা যা করত ওরা তাই করতে শিখেছিল।

36ওই লোকগুলো ঈশ্বরের লোকেদের জন্য ফাঁদের মতই ভয়ঙ্কর হল। ঈশ্বরের লোকেরাও সেইসব মূর্ত্তিসমূহের পূজা করতে শুরু করলো যাদের ওরা পূজা করত।

37এমনকি ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করেছিলো, এবং ওই দানবদের কাছে উৎসর্গ করেছিলো।

38ঈশ্বরের লোকেরা নিস্পাপ লোকেদের হত্যা করেছিলো। ওরা ওদের নিজেদের সন্তানদেরও হত্যা করেছিলো এবং তাদের মূর্ত্তিসমূহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলো।

39তাই অন্য লোকেদের পাপে ঈশ্বরের লোকেরা অপবিত্র হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরের লোকেরা তাদের ঈশ্বরের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো এবং অন্য লোকরা যা করতো ওরাও তাই করতে শুরু করেছিল।

40ঈশ্বর তাঁর লোকজনের ওপরে চটে গেলেন। তাদের ব্যাপারে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে গেলেন!

41ঈশ্বর তাঁর লোকেদের,* কেউ চায়নি এমন কিছুতে পরিবর্তন করে দিলেন। ঈশ্বর ওদের শত্রুদের দিয়ে ওদের শাসন করালেন।

42ঈশ্বরের লোকেদের শত্রুরা ওদের দাবিয়ে রাখলো এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে রাখলো।

43ঈশ্বর তাদের বহুবার রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তারা ঈশ্বরের উপদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।*

পবিত্র ... দিল শিবিরে থাকা লোকেরা মোশির প্রতি এবং প্রভুর পবিত্র যাজক হারোণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তাই ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। মাটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দাথনকে গিলে ফেলেছিল। তারপর মাটি বন্ধ হয়ে গেল এবং অবীরামের গোষ্ঠীকে চাপা দিল।

কারণ ... তুলল আক্ষরিক অর্থে, "তারা তার আত্মাকে তিক্ত করে তুলল।"

তাঁর লোকেদের অথবা "তাঁর দেশকে।"

তারা ... করেছিল অথবা "তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য একত্র হবে।"

অতএব, এই কারণে লোকেদের সম্মানে নীচে নামানো হয়েছিল।

44কিন্তু ঈশ্বরের লোকেরা যখনই সমস্যায় পড়েছে ওরা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডেকেছে এবং প্রত্যেকবারই ঈশ্বর ওদের প্রার্থনা শুনেছেন।

45ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর চুক্তির কথা স্মরণে রেখেছিলেন এবং তাঁর মহৎ প্রেম দিয়ে তিনি সর্বদাই ওদের স্বস্তি দিয়েছিলেন।

46অন্য জাতিরা ওদের বন্দী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর লোকদের প্রতি ওদের সদয় করেন।

47হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করুন! আমাদের অন্য সব জাতি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন যাতে আমরা আপনার পবিত্র নামের প্রশংসা করতে পারি এবং বন্দনা-গান করে আপনাকে সম্মান করতে পারি।

48ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের বন্দনা কর। ঈশ্বর চির বিরাজমান এবং তিনি চিরদিন বিরাজিত থাকবেন। সব লোকেরা বলল, "আমেন! প্রভুর প্রশংসা কর!"

পঞ্চম খণ্ড

গীত 107

1প্রভুকে ধন্যবাদ দাও, কেননা তিনি মঙ্গলময়। তাঁর প্রেম চিরন্তন!

2প্রভু যাদের রক্ষা করেছেন, তারা প্রত্যেকে অবশ্যই এই একই কথাগুলি উচ্চারণ করবে। প্রভু ওদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

3প্রভু বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর লোকেদের জড় করেছেন। তাদের তিনি পূর্ব ও পশ্চিমে এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে নিয়ে এসেছেন।

4ওদের কেউ কেউ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ওরা বাঁচার জন্য অন্য জায়গা খুঁজছিলো কিন্তু ওরা কোন শহর খুঁজে পাচ্ছিলো না।

5ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ওরা ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিলো।

6তখন ওরা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডাকলো তাই তিনি ওদের বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

7ঈশ্বর সোজা তাদের সেই শহরে নিয়ে গেলেন যেখানে তারা বাস করতে পারে।

8প্রভুকে তাঁর প্রেমের জন্য এবং তাঁর আশ্চর্য্য কার্য্য, যা তিনি লোকেদের জন্য করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ দাও।

9ঈশ্বর তৃষিত আত্মার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করেন; ঈশ্বর সুন্দর জিনিস দিয়ে ক্ষুধিত আত্মার সন্তুষ্টি করেন।

10ঈশ্বরের কিছু লোক বন্দী ছিল, ওরা অন্ধকার গারদে বদ্ধ হয়েছিলো।

11কেন? কারণ ঈশ্বর যা বলেছেন, ওরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। তারা পরাৎপরের উপদেশসমূহ মান্য করতে অস্বীকার করেছিলো।

12ওদের কুকর্মের জন্য ঈশ্বর ওদের জীবনকে কঠিনতর করে তুলেছিলেন। ওরা হোঁচট খেয়ে পড়লো কিন্তু ওদের সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না।

13ওরা সমস্যায় পড়েছিলো। তাই ওরা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডেকেছিলো, এবং তিনি তাদের সমস্যাসমূহ থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

14ঈশ্বর, ওদের অন্ধকার কারাগার থেকে বাইরে বের করে এনেছিলেন। যে দড়ি দিয়ে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছিলো, ঈশ্বর তা ছিন্ন করেছিলেন।

15প্রভুর প্রেমের জন্য এবং মানুষের জন্য তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দাও।

16শত্রুদের পরাজিত করতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেন। ঈশ্বর ওদের পিতলের দরজা ভেঙে দিতে পারেন। ঈশ্বর ওদের ফটকের লোহা ভেঙে দিতে পারেন।

17কিছু লোক ওদের পাপসমূহ ও অন্যায়গুলোকে, নিজেদের নির্বোধে পরিণত করতে দেয়। তারা তাদের পাপসমূহের জন্য ভয়ঙ্কর ভাবে ভুগবে।

18ওরা আহার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলো এবং প্রায় মারা গিয়েছিলো।

19ওরা সমস্যায় পড়েছিলো, তাই ওরা প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছিলো। এবং ওদের সমস্যা থেকে তিনি ওদের বাঁচিয়েছিলেন।

20ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং ওদের সমস্যা মুক্ত করেছিলেন। তাই ওই লোকেরা মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছিলো।

21প্রভুকে তাঁর প্রেমের জন্য এবং লোকেদের জন্য তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন, তার জন্য ধন্যবাদ দাও।

22প্রভু যা কিছু করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, প্রভুর কাছে বলি উৎসর্গ কর। প্রভু যা যা করেছেন তা আনন্দের সঙ্গে বল।

23কিছু লোক নৌকা করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলো, ওদের জীবিকা ওদের মহাসমুদ্রে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

24ওই সব লোক দেখেছে প্রভু কি করতে পারেন। সমুদ্রে তিনি যে সব বিস্ময়কর কাজ করেছেন, তা ওরা দেখেছে।

25ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন, এবং প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছিলো। ঢেউগুলো ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছিল।

26ঢেউগুলো ওদের আকাশে তুলে দিচ্ছিলো এবং সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দিচ্ছিলো। সে এমন ভয়ঙ্কর ঝড় ছিলো যে ওরা সাহস হারিয়ে ফেলেছিলো।

27ওরা টল্‌মল্‌ করছিলো এবং নেশাগ্রস্তের মত বোধ করছিলো। নাবিক হিসেবে তাদের দক্ষতা কোন কাজেই লাগেনি।

28ওরা সমস্যায় পড়েছিলো, তাই ওরা সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডেকেছিলো এবং তিনি সমস্যাসমূহ থেকে ওদের রক্ষা করেছিলেন।

29ঈশ্বর ঝড় থামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সমুদ্রকে শান্ত করে দিয়েছিলেন।

30সমুদ্র শান্ত দেখে নাবিকরা খুশী হয়েছিলো এবং তারা যেখানে যেতে চেয়েছিলো সেখানে ঈশ্বর তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

31তাঁর প্রেমের জন্য এবং লোকেদের জন্য তিনি যে সব আশ্চর্য্য কার্য্য করেন, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দাও।

32বিরাট মহাসমাজের সামনে প্রভুর মহাসভায় প্রশংসা কর। প্রবীণ নেতারা যখন একত্রিত হবে তখন তাঁর প্রশংসা করো।

33ঈশ্বর নদীগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন। ঈশ্বর ঝর্ণার প্রবাহ বন্ধ করেছেন।

34উর্বর জমিকে ঈশ্বর পরিবর্তিত করেছেন এবং তা অকাজের নোনা জমিতে পরিণত হয়েছে। কেন? কারণ সেই অঞ্চলে মন্দ লোকেরা বসবাস করতো।

35ঈশ্বর মরুভূমিকে পরিবর্তিত করলেন এবং তা জলময় সরোবরে পরিণত হল। শুকনো জমি থেকে ঈশ্বর প্রবাহের নিমিত্ত তৈরী করলেন।

36ক্ষুধার্ত মানুষকে ঈশ্বর সেই দেশে নিয়ে এলেন এবং তারা বসবাসের জন্য শহর নির্মাণ করলো।

37ওরা ওদের জমিতে বীজ বুনলো। ওরা জমিতে দ্রাক্ষালতা পুঁতলো এবং ওরা খুব ভাল ফসল পেলো।

38ঈশ্বর ওদের আশীর্বাদ করলেন। ওদের পরিবার বেড়ে উঠতে লাগলো। ওদের বহুবিধ গৃহপালিত পশু হলো।

39দুর্যোগ এবং সমস্যার জন্য ওদের পরিবারগুলো ছোট এবং দুর্বল ছিলো।

40ঈশ্বর ওদের নেতাদের লজ্জিত ও বিব্রত করালেন। ঈশ্বর ওদের মরুভূমির সেই স্থানে ঘোরালেন যেখানে কোন রাস্তাই নেই।

41কিন্তু ঈশ্বর তারপর ওই ভাগ্যহত লোকদের দুর্দশা থেকে উদ্ধার করলেন। এবং এখন ওদের পরিবার মেষের পালের মত বড় হয়েছে।

42সৎ লোকরা এটা দেখে এবং তারা সুখী হয়। কিন্তু, মন্দ লোকরা এটা দেখে এবং তারা জানে না কি বলবে।

43কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয় তবে সে এই সবগুলো স্মরণে রাখবে এবং সে হৃদয়ঙ্গম শুরু করবে, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রেম কি।

গীত 108

দায়ূদের প্রশংসা গীতগুলির অন্যতম

1ঈশ্বর, আমি প্রস্তুত, আমার সমস্ত হৃদয় ও আত্মা দিয়ে আপনার প্রশংসা গান করার জন্য আমি প্রস্তুত।

2হে বীণা এবং অন্যান্য তন্ত্রবাদ্য, সূর্যকে জাগিয়ে দাও!

3হে প্রভু, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমরা আপনার প্রশংসা করবো। অন্যান্য লোকেদের মাঝে আমরা আপনার প্রশংসা করবো।

4হে প্রভু, আপনার প্রেম আকাশের চেয়েও উঁচু। আপনার প্রেম উচ্চতম মেঘের চেয়েও উঁচুতে অবস্থিত।

5হে ঈশ্বর, স্বর্গের ওপরে উঠুন! সারা বিশ্বকে আপনার মহিমা দেখতে দিন।

6হে ঈশ্বর, আপনার মিত্রদের রক্ষার জন্য এটা করুন। আমার প্রার্থনার উত্তর দিন এবং আপনার পরাক্রমী শক্তি ব্যবহার করুন।

7ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে বলেছেন, "আমি যুদ্ধে জয়ী হবো এবং জয় করে সুখী হবো! আমার লোকজনদের মধ্যে আমি এই ভূখণ্ড ভাগ করে দেবো। আমি ওদের শিখিম উপত্যকা দেবো। আমি ওদের সুক্কোত উপত্যকা দেবো।

8গিলিয়দ ও মনঃশিও আমার থাকবে। ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ হবে। যিহূদা হবে আমার বিচারদণ্ড।

9মোয়াব আমার পা ধোয়ার পাত্র হবে। ইদোম হবে আমার পাদুকাবাহক দাস। আমি পলেষ্টীয়দের পরাজিত করবো এবং জয়ধ্বনি দেবো।"

10কে আমাকে শত্রুর দুর্গে নেতৃত্ব দেবে? কে আমাকে ইদোমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেতৃত্ব দেবে?

11ঈশ্বর একমাত্র আপনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু আপনি আমাদের ত্যাগ করেছেন! আপনি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে যান নি!

12ঈশ্বর আমাদের শত্রুদের পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করুন! লোকেরা আমাদের সাহায্য করতে পারবে না!

13একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের শক্তিশালী করে তুলতে পারেন। ঈশ্বরই আমাদের শত্রুদের পরাজিত করতে পারেন!

গীত 109

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি প্রশংসা গীত।

1ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শোনা থেকে বিরত হবেন না!

2দুষ্ট লোকেরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছে। যা সত্য নয় ওরা তাই বলছে।

3লোকেরা আমার সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথাবার্তা বলছে। অকারণে লোকেরা আমায় আক্রমণ করছে।

4আমি ওদের ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় ঘৃণা করে। তাই ঈশ্বর, এখন আমি আপনার কাছে শরণাগত।

5আমি ওইসব লোকের জন্য ভাল কাজই করেছিলাম কিন্তু ওরা আমার প্রতি মন্দই করেছে। আমি ওদের ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় ঘৃণা করেছে।

6আমার শত্রু যে মন্দ কাজ করেছে তার জন্য ওকে শাস্তি দিন। একজন লোককে খুঁজে বের করুন যে প্রমাণ দেবে ও ভুল করেছে।

7বিচারককে এই সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে আমার শত্রু ভুল করেছে এবং সে দোষী। আমার শত্রুরা যা যা বলে তা যেন ওর পক্ষে অহিতকরই হয়।

8আমার শত্রুর শীঘ্রই মৃত্যু হোক। অন্য লোকেরা তার স্থান নিক।

9আমার শত্রুর সন্তানদের অনাথ এবং তার স্ত্রীকে বিধবা করে দিন।

10ওরা যেন ঘর বাড়ী হারিয়ে ভিখারী হয়ে যায়।

11আমার শত্রু যার কাছে ঋণী সে যেন ওর সব কিছু নিয়ে নেয়। আমার শত্রু যে সব জিনিষের জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিল, সেগুলো কোন আগন্তুক এসে নিয়ে যাক।

12কামনা করি, কোন লোক যেন আমার শত্রুর প্রতি সদয় না হয়। কামনা করি, কোন লোক যেন ওর ছেলেদের প্রতি ক্ষমা না দেখায়।

13আমার শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিন। পরবর্তী প্রজন্ম যেন সব কিছু থেকে ওর নাম মুছে দেয়।

14প্রভু যেন আমার শত্রুর পূর্বপুরুষদের পাপ সম্পর্কে অবগত হোন। ওর মায়ের পাপও যেন কখনও ধুয়ে না যায়।

15আমি আশাকরি প্রভু চিরদিন ওই সব পাপগুলো স্মরণে রাখবেন। এবং আমি আশা করি, আমার শত্রুকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে তিনি লোকেদের বাধ্য করবেন।

16কেন? কারণ ওই মন্দ লোকটা কোনদিন কোন ভালো কাজ করে নি। সে কোনদিন কাউকে ভালোবাসে নি। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনকে সে কঠিন করে তুলেছিলো।

17ওই লোকটা সর্বদাই অন্যদের অভিশাপ দিতে ভালবাসত। তাই ওর ক্ষেত্রেই ওই সব মন্দ বিষয় ফলতে দিন। ওই মন্দ লোকটা কোনদিন চায় নি, অন্য কারো ভালো হোক। তাই ওর ভালো হতে দেবেন না।

18অভিশাপ যেন ওর বস্ত্র হয়। অভিশাপ যেন ওর তৃষ্ণার জল হয়, অভিশাপগুলো যেন ওতৃদেহে-মাখা তেল হয়।

19দুষ্ট লোকে যে পোশাক পরে, অভিশাপগুলো যেন সেই পোশাকসমূহ হয় এবং অভিশাপই যেন ওদের কোমরবন্ধ হয়।

20আমার শত্রুর প্রতি প্রভু যেন এসব করেন। যারা আমায় খুন করতে চায় তাদের প্রতি প্রভু যেন এসব করেন।

21প্রভু, আপনি আমার সদাপ্রভু। তাই আমার প্রতি এমন ব্যবহার করুন যা আপনার নামের মর্যাদা এনে দেবে। আপনার প্রেম খুব মহান, তাই আমায় রক্ষা করুন।

22আমি নিছক একজন অসহায় দরিদ্র মানুষ। প্রকৃতই আমি ভগ্ন হৃদয়ের এক দুঃখী মানুষ।

23আমি এমন অনুভব করি যেন, বেলা শেষের লম্বা ছায়ার মত আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমি নিজেকে অগ্রাহ্য করা ছারপোকার মত মনে করি।

24ক্ষুধার কারণে আমার হাঁটু দুটো দুর্বল। ওজন কমে গিয়ে আমি ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছি।

25মন্দ লোকেরা আমায় অপমান করে। আমার দিকে তাকিয়ে ওরা মাথা নাড়ায়।

26প্রভু আমার ঈশ্বর, আমায় সাহায্য করুন। আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন!

27তখন ওই লোকেরা জানতে পারবে যে আপনি আমায় সাহায্য করেছিলেন। ওরা জানতে পারবে যে আপনার শক্তিই আমাকে সাহায্য করেছিলো।

28ওই মন্দ লোকেরা আমায় অভিশাপ দেয়। কিন্তু আপনি আমায় আশীর্বাদ করতে পারেন প্রভু। ওরা আমায় আক্রমণ করেছে, তাই ওদের পরাজিত করুন। তাহলে আপনার দাস, আমি, সুখী হব।

29আমার শত্রুদের বিব্রত করে দিন! ওদের বস্ত্রাবরণ হিসেবে ওরা যেন ওদের লজ্জাই পরিধান করে।

30আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। বহু লোকেদের সামনে আমি তাঁর প্রশংসা করি।

31কেন? কারণ অসহায় লোকদের পাশে প্রভু দাঁড়ান। ওকে যারা মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়, তাদের থেকে ঈশ্বর ওকে রক্ষা করেন।

গীত 110

দায়ূদের প্রশংসা গীতগুলির অন্যতম

1প্রভু আমার মনিবকে বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার শত্রুকে তোমার অধীনে না এনে দিই ততক্ষণ আমার ডান দিকে বস।"

2প্রভু তোমার রাজ্য বাড়াতে সাহায্য করবেন। তোমার রাজ্য সিয়োনে শুরু হবে এবং যতদিন পর্যন্ত তুমি তোমার শত্রুদের তাদের নিজেদের রাজ্যে শাসন করবে, ততদিন তা বাড়তে থাকবে।

3যখন আপনি আপনার সৈন্যদের একত্রিত করবেন, তখন আপনার লোকেরা স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যোগ দেবে। ওরা ওদের বিশেষ পোশাক পরে অতি প্রত্যুষে মিলিত হবে। জমিতে পড়া শিশির কণার মত ওই তরুণরা আপনার চারদিকে থাকবে।

4প্রভু একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করবেন না। "তুমি চিরদিনের জন্য একজন যাজক, একটি বিশিষ্ট রীতির যাজকের মত, যেমন মল্কীষেদক ছিল সেইরকম।"

5আমার প্রভু আপনার ডান দিকে রয়েছে। যখন তিনি ক্রুদ্ধ হন তখন তিনি অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করেন।

6ঈশ্বর জাতি সকলের বিচার করবেন। জমিটি মৃতদেহে ঢেকে যাবে এবং ঈশ্বর শক্তিশালী জাতির নেতাদের শাস্তি দেবেন।

7রাস্তার ধারের ঝর্ণা থেকে রাজাকে জল পান করতে হবে। তারপর সে বিজয়ী হয়ে তার মাথা তুলবে!

গীত 111

1প্রভুর প্রশংসা কর! যেখানে সৎ লোকেরা জমায়েত হয়, সেই মণ্ডলীতে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিই।

2প্রভু বিস্ময়কর কাজকর্ম করেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে
যে সব ভালো জিনিস আসে লোকেরা তা চায়।
3ঈশ্বর প্রকৃতই বিস্ময়কর এবং মহিমময় কার্য্য করেন।
তাঁর ধার্ম্মিকতা চিরদিনই বিরাজ করে।
4ঈশ্বর আশ্চর্য্য কার্য্য করেন যাতে আমরা মনে রাখি
যে প্রভু সত্যিই দয়াময় ও ক্ষমাশীল।
5ঈশ্বর, তাঁর অনুগামীদের আহার দেন। ঈশ্বর চিরদিন
তাঁর চুক্তি স্মরণে রাখেন।
6ঈশ্বর যে সব শক্তিশালী জিনিষগুলি করেছেন
তা তাঁর লোকজনের কাছে প্রমাণ করেছে যে তিনি
অন্য জাতিসমূহের অধিকারভুক্ত দেশ তাদের
দিয়েছিলেন।
7ঈশ্বর যা কিছু করেন সবই সুন্দর ও যথাযথ। তাঁর
সব আজ্ঞাকেই নির্ভর করা চলে।
8ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ চিরদিন বজায় থাকবে। যে
কারণে ঈশ্বর আজ্ঞাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি ছিল সৎ
ও আন্তরিক।
9তাঁর লোকেদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর কাউকে
পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন
তা চিরদিন বজায় থাকবে। ঈশ্বরের নাম ভয়ঙ্কর এবং
পবিত্র।
10ঈশ্বরের প্রতি ভয় এবং শ্রদ্ধা থেকেই প্রজ্ঞার
সূত্রপাত হয়। যারা ঈশ্বরকে মান্য করে তারা খুব বিচক্ষণ।
চিরদিন ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসাগীত গাওয়া হবে।

গীত 112

1প্রভুর প্রশংসা কর! সেই ব্যক্তি যে প্রভুকে ভয় ও
শ্রদ্ধা করে সে খুব সুখী হবে। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা
পছন্দ করে।
2তার উত্তরপুরুষরা এই পৃথিবীতে মহৎ হবে। সৎ
লোকেদের উত্তরপুরুষরা সত্যিকারের ধন্য হবে।
3সেই ব্যক্তির পরিবার প্রচণ্ড ধনী হবে এবং তার
ধার্ম্মিকতা চিরদিন বজায় থাকবে।
4সৎ লোকেদের কাছে ঈশ্বর অন্ধকারে প্রতিভাত
একটি আলোর মত। ঈশ্বর দয়াময়, ক্ষমাশীল এবং
ভালো।
5একজন ব্যক্তির পক্ষে দয়ালু এবং উদার হওয়া
ভালো। একজন ব্যক্তির পক্ষে তার কর্মে সৎ থাকা
ভালো।
6সেই ব্যক্তির কোনদিন পতন হবে না। একজন
ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে চিরদিন স্মরণ করা হবে।
7সে দুঃসংবাদে ভীত হবে না। সে তার নিজের
বিশ্বাসে দৃঢ় কেননা সে প্রভুতে আস্থা রাখে।
8সেই ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসে দৃঢ়। সে কখনও ভয়
পাবে না। সে তার শত্রুদের পরাজিত করবে।
9সেই ব্যক্তি দরিদ্রদের মুক্তহস্তে দান করে এবং
তার ধার্ম্মিকতা চিরদিন বজায় থাকবে। সে বিরাট সম্মান
পাবে।
10দুষ্ট লোকেরা এই সব দেখে রেগে যায়। ওরা
রাগে দাঁত কড়মড় করতে থাকে কিন্তু তারপর ওরা
অদৃশ্য হয়ে যায়। যা সব থেকে বেশী করে দুষ্ট লোকেরা
চায় তা ওরা পাবে না।

গীত 113

1প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভুর দাসরা, তাঁর প্রশংসা
কর! প্রভুর নামের প্রশংসা কর।
2প্রভুর নাম এখনকার জন্য এবং চিরকালের জন্য
ধন্য হোক।
3যেখানে পূর্বদিকে সূর্যোদয় হয় সেখান থেকে শুরু
করে পশ্চিমে যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেখান পর্যন্ত
প্রভুর নামের প্রশংসা হোক।
4প্রভু, সমস্ত জাতিগুলির উর্দ্ধে। তাঁর মহিমা আকাশ
পর্যন্ত যায়।
5কোন ব্যক্তিই আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মত নয়।
ঈশ্বর স্বর্গের উঁচু আসনে বসেন।
6ঈশ্বর আমাদের থেকে এত উঁচুতে আছেন যে আকাশ
ও পৃথিবীকে দেখতে হলে তাঁকে নিচের দিকে তাকাতে
হয়।
7ঈশ্বর দরিদ্র লোকেদের ধূলো থেকে ওপরে তোলেন।
আস্তাকুঁড় থেকে ঈশ্বর ভিখারীদের তুলে আনেন।
8এবং সেই সব লোকেদের ঈশ্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ
করে তোলেন। ঈশ্বর তাদের লোকেদের ওপর নেতৃত্ব
করবার জন্য উচ্চ স্থানগুলি দেন।
9একজন নারীর কোন সন্তান না থাকতে পারে।
কিন্তু ঈশ্বর তাকে সন্তান দেন ও সুখী করেন। প্রভুর
প্রশংসা কর!

গীত 114

1ইস্রায়েল মিশর ত্যাগ করলো। যাকোব সেই বিদেশ
ত্যাগ করলো।
2যিহূদা ঈশ্বরের বিশেষ মানুষ হলো। ইস্রায়েল তাঁর
রাজত্ব হলো।
3এই দেখে লোহিতসাগর দৌড়ে পালিয়েছিলো। যর্দ্দন
নদীও ঘুরে দৌড় দিয়েছিলো।
4পর্বতগুলো বুনো ছাগলের মত নেচে উঠেছিলো।
পাহাড়গুলো মেষের মত নেচে উঠেছিলো।
5লোহিতসাগর কেন তুমি ছুটে পালালে? যর্দ্দন নদী
কেন তুমি ঘুরে দৌড় দিলে?
6পর্বতমালা কেন তোমরা বুনো-ছাগলের মত নাচলে?
পাহাড় সকল, কেন তোমরা মেষশাবকের মত
নাচলে?
7যাকোবের প্রভু, ঈশ্বরের সামনে, পৃথিবী কেঁপে
গিয়েছিলো।
8ঈশ্বর হলেন এমন একজন, যিনি পাথর থেকে
জলকে প্রবাহিত করান। ঈশ্বর শক্ত পাথর থেকে একটি
জলধারা প্রবাহিত করেছিলেন।

গীত 115

1হে প্রভু, আমাদের কোন সম্মান পাওয়া উচিৎ
নয়। সব সম্মানই আপনার। আপনার প্রেমের জন্য

আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি। এই জন্য সকল সম্মান আপনার।

2অন্য জাতির লোকেরা কি করে বলতে পারে, "কোথায় তোমাদের ঈশ্বর?"

3ঈশ্বর স্বর্গে রয়েছেন এবং তিনি যা চান তাই করতে পারেন।

4অন্যান্য জাতির "দেবতারা" শুধুই সোনা ও রূপার তৈরী মূর্ত্তি মাত্র। ওরা কিছু মানুষের তৈরী মূর্ত্তি মাত্র।

5ওই মূর্ত্তিদের মুখ আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না। ওদের চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না।

6ওদের কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না। ওদের নাক আছে কিন্তু ঘ্রাণ নিতে পারে না।

7ওদের হাত আছে কিন্তু অনুভব করতে পারে না। ওদের পা আছে কিন্তু চলতে পারে না। এবং ওদের কণ্ঠ থেকে কোন স্বর আসে না।

8যে সব লোকেরা মূর্ত্তিগুলি তৈরী করে এবং তাতে তাদের আস্থা রাখে, তারা কি ওই সব মূর্ত্তিগুলোর মত হয়ে যাবে?

9হে ইস্রায়েলের লোকেরা, প্রভুকে বিশ্বাস কর! প্রভু ওদের রক্ষক এবং তিনি তাদের সাহায্য করেন।

10হারোণের পরিবার প্রভুকে বিশ্বাস কর! প্রভু ওদের রক্ষক এবং তিনি তাদের সাহায্য করেন।

11প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুকে বিশ্বাস কর! প্রভু ওদের রক্ষক এবং তিনি তাদের সাহায্য করেন।

12প্রভু আমাদের স্মরণে রাখবেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করবেন। প্রভু ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করবেন। প্রভু হারোণের পরিবারকে আশীর্বাদ করবেন।

13প্রভু তাঁর সমস্ত অনুগামীদের আশীর্বাদ করবেন। দীন থেকে মহত্তম পর্যন্ত সকলকেই সমানভাবে আশীর্বাদ করবেন।

14প্রভু, তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের অনেক অনেক আশীর্বাদ দিন।

15প্রভুই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রভু তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন!

16স্বর্গ ঈশ্বরের কিন্তু মানুষকে তিনি পৃথিবী দিয়েছেন।

17মৃত লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করে না। মৃত লোকেরা, যারা কবরে রয়েছে তারা প্রভুর প্রশংসা করে না।

18কিন্তু আমরা এখন প্রভুর ধন্যবাদ করছি এবং চিরদিন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দেবো। প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 116

1প্রভু যখন আমার প্রার্থনা শোনেন, তখন আমার ভালো লাগে।

2আমি যখন সাহায্যের জন্য ডাকি তখন তিনি আমার কথা শুনলে আমার ভালো লাগে।

3আমি প্রায় মৃত হয়ে গিয়েছিলাম! আমার চার দিকে মৃত্যুর দড়িগুলো জড়ানো ছিল। কবর আমার ওপর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। আমি সংকটযুক্ত ও দুঃখিত হলাম।

4তখন আমি প্রভুর নামকে আমন্ত্রণ করলাম। আমি বলেছিলাম: "প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!"

5প্রভু মঙ্গলময় এবং করুণাময়। ঈশ্বর দয়াময়।

6প্রভু অসহায় মানুষের যত্ন নেন। আমি সহায়হীন ছিলাম, প্রভু আমায় রক্ষা করেছেন।

7হে আমার আত্মা, তোমার বিশ্রামের স্থানে ফিরে এস! প্রভু তোমার সম্পর্কে যত্ন নেবেন।

8হে ঈশ্বর, আপনি আমার আত্মাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন এবং আপনি আমার অশ্রু নিবারণ করেছেন। আপনি আমায় পতন থেকে রক্ষা করেছেন।

9জীবিতদের রাজ্যে, আমি প্রভুর সেবা অব্যাহত রাখব।

10যখন আমি বলেছি, "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি" তখনও আমি বিশ্বাস করে চলেছি।

11হ্যাঁ, যখন আমি বিমর্ষ ছিলাম, তখন বলেছিলাম, "সব লোকই মিথ্যাবাদী।"

12আমি প্রভুকে কি আর দিতে পারি? আমার যা কিছু আছে সবই প্রভু দিয়েছেন!

13তিনি আমায় রক্ষা করেছেন, তাই আমি তাঁকে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করবো। আমি প্রভুর নাম আমন্ত্রণ করবো।

14যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, প্রভুকে আমি তা দেবো। আমি এখন তাঁর সকল লোকের সামনে যাবো।

15প্রভুর অনুগামীদের একজনের মৃত্যু প্রভুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রভু, আমি আপনার একজন দাস!

16আমি আপনার দাস, আমি আপনারই এক দাসীর সন্তান। প্রভু, আপনিই আমার প্রথম শিক্ষক ছিলেন!

17আমি আপনাকে ধন্যবাদ উৎসর্গ করবো। আমি প্রভুর নাম স্মরণ করবো।

18যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি প্রভুকে আমি তা দেবো। আমি এখন তাঁর সকল লোকের সামনে যাবো।

19আমি জেরুশালেমের মন্দিরে যাবো। প্রভুর প্রশংসা কর।

গীত 117

1তোমরা জাতিসকল, প্রভুর প্রশংসা কর। তোমরা সব লোকেরা, প্রভুর প্রশংসা কর।

2প্রভু আমাদের খুব ভালোবাসেন! এবং প্রভু চিরদিনই আমাদের প্রতি সৎ থাকবেন! প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 118

1প্রভুকে সম্মান কর, কারণ তিনিই ঈশ্বর। তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!

2ইস্রায়েল এই কথা বল, "তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!"

3যাজকরা তোমরা বল, "তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!"

4তোমরা লোকেরা যারা প্রভুকে উপাসনা কর, তোমরা বলো, "তাঁর প্রকৃত প্রেম চির প্রবহমান থাকে!"

5আমি সমস্যায় পড়েছিলাম তাই সাহায্যের জন্য আমি প্রভুকে ডেকেছিলাম। প্রভু আমায় উত্তর দিয়েছেন এবং আমায় মুক্ত করেছেন।

6আমার সঙ্গে প্রভু আছেন, তাই আমি ভয় পাবো না। লোকেরা আমাকে আহত করার জন্য কিছু করতে পারে না।

7প্রভুই আমার সহায় । আমি আমার শত্রুদের পরাজিত দেখবো।

8মানুষকে বিশ্বাস করার থেকে প্রভুকে বিশ্বাস করা অনেক ভালো।

9তোমাদের নেতাদের বিশ্বাস করা থেকে প্রভুকে বিশ্বাস করা অনেক ভালো।

10বহু শত্রু আমাকে ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু প্রভুর শক্তির দ্বারা আমি আমার শত্রুদের পরাজিত করেছি।

11আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় ঘিরেই যাচ্ছিল। প্রভুর শক্তির সাহায্যে আমি ওদের পরাজিত করেছি।

12ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মত শত্রুরা আমায় ঘিরে ধরেছিলো। কিন্তু দ্রুত জ্বলনশীল ঝোপের মত ওরা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। প্রভুর শক্তি দিয়ে আমি ওদের পরাজিত করেছি।

13আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করেছিলো এবং আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিলো। কিন্তু প্রভু আমায় সাহায্য করেছিলেন।

14প্রভুই আমার শক্তি এবং আমার জয়গান! প্রভু আমায় রক্ষা করেন!

15ধার্ম্মিক লোকেদের বাড়ীতে তুমি এই বিজয় উৎসব শুনতে পাবে। প্রভু আবার তাঁর মহান শক্তি প্রদর্শন করলেন।

16প্রভুর বাহুগুলি জয়ে উত্তোলিত। তিনি আবার একবার তাঁর মহান শক্তি দেখালেন।

17আমি মরবো না, আমি বেঁচে থাকবো এবং প্রভু কি করেছেন তা আমি বলবো।

18প্রভু আমায় শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি আমায় মরতে দেন নি।

19ন্যায়ের সিংহদ্বারগুলি আমার জন্য খুলে যাও, আমি প্রভুর উপাসনা করতে ভেতরে আসবো।

20ওইগুলো প্রভুর দ্বার। একমাত্র ধার্ম্মিক লোকেরাই ওর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে।

21হে প্রভু, আমার প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আমাকে রক্ষা করবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

22যে পাথরটিকে স্থপতিরা চায় নি, সেটাই হয়ে গেল মুখ্য প্রস্তর।

23প্রভু এটি করেছেন এবং এটি দেখতে অদ্ভুত লাগছে!

24আজকের দিন সেই দিন যা প্রভু সৃষ্টি করেছেন। আজ আমাদের আনন্দ করতে দিন, সুখী হতে দিন।

25লোকেরা বললো, "প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু আমাদের রক্ষা করেছেন!

26সেই লোকটিকে স্বাগত জানাও, যে প্রভুর নাম নিয়ে আসছে।" যাজকরা উত্তর দিয়েছিলো, "আমরা তোমাকে প্রভুর গৃহে স্বাগত জানাই!"

27প্রভুই ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের গ্রহণ করেন। বলির জন্য একটা মেষ বাঁধ এবং সেটাকে বেদীর কোণে নিয়ে চল।"

28প্রভু, আপনিই আমার ঈশ্বর, আপনাকে ধন্যবাদ দিই। আমি আপনার প্রশংসা করি!

29প্রভুর প্রশংসা কর! কারণ তিনি মঙ্গলময়। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরন্তন।

গীত 119

আলেফ

1সেই সব লোক যারা সৎ ও শুদ্ধ জীবনযাপন করে তারা সুখী। ওই সব লোক প্রভুর শিক্ষামালাকে অনুসরণ করে।

2যারা প্রভুর চুক্তি মানে তারা সুখী। তারা সর্বান্তঃকরণ দিয়ে প্রভুকে মানে।

3ওইসব লোক কোন মন্দ কাজ করে না। ওরা প্রভুকে মানে।

4প্রভু, আপনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন এবং আপনি আমাদের ওই আজ্ঞাসমূহ পুরোপুরি মানতে বলেছেন।

5প্রভু, সবসময় আমি যদি আপনার বিধি মানি,

6তাহলে আমি যখন আপনার আদেশগুলি নিয়ে চিন্তা করব তখন আমি লজ্জিত হবো না।

7তাহলে আমি প্রকৃতই আপনাকে সম্মান করতে পারবো, যখন আমি আপনার ন্যায্য বিধিগুলি সমীক্ষা করব।

8প্রভু আমি আপনার আজ্ঞাগুলো পালন করবো তাই আমাকে ছেড়ে যাবেন না!

বৈৎ

9একজন যুবক কি করে শুদ্ধ জীবনযাপন করবে? আপনার আদেশসমূহ মেনে সে এরকম করতে পারবে।

10সমগ্র অন্তর দিয়ে আমি প্রভুর সেবা করতে চেষ্টা করি। ঈশ্বর, আপনার আজ্ঞা মানতে আমায় সাহায্য করুন।

11আপনার শিক্ষামালা আমি যত্ন করে অনুধাবন করি, যাতে আমি আপনার বিরুদ্ধে পাপ না করি।

12হে প্রভু, আপনি ধন্য । আপনার বিধিসমূহ আমায় শেখান।

13আমি আপনার সব প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তের কথা বলবো।

14আমি যে কোন জিনিসের চেয়ে আপনার চুক্তিসমূহ জানতে বেশী উপভোগ করি।

15আমি আপনার নিয়মের আলোচনা করি। আমি আপনার জীবনধারা অনুসরণ করি।

16আমি আপনার বিধিসমূহ উপভোগ করি। আপনার বাক্য আমি ভুলবো না।

গিমল

17আপনার দাস, এই যে আমি, আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করুন, যাতে আমি বেঁচে থাকতে পারি এবং আপনার আজ্ঞাসমূহ মানতে পারি।

18প্রভু আমার চোখ খুলে দিন। আমাকে আপনার শিক্ষাসমূহ দেখতে দিন এবং যেসব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছেন তা পাঠ করতে দিন।

19প্রভু, এই দেশে আমি একজন বিদেশী। আমার কাছ থেকে আপনার শিক্ষাকে আড়াল করে রাখবেন না।

20সব সময়েই আমি আপনার সিদ্ধান্তগুলো অনুধাবন করতে চাই।

21প্রভু, আপনি অহঙ্কারী লোকেদের সমালোচনা করেন। যারা আপনার আদেশগুলি মানতে অস্বীকার করে, তাদের ভাগ্যে মন্দ কিছু ঘটবে।

22আমাকে লজ্জিত এবং বিব্রত করবেন না। আমি আপনার চুক্তি পালন করেছি।

23নেতারা পর্যন্ত আমার সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছে। কিন্তু প্রভু, আমি, আপনার দাস এবং আমি আপনার বিধিসমূহ অনুধাবন করি।

24আপনার চুক্তি আমার নিকট বন্ধু। ওটি আমাকে ভালো উপদেশ দেয়।

দালৎ

25আমি খুব শীঘ্রই মারা যাবো। প্রভু আপনি আজ্ঞা দিন এবং আমাকে বাঁচতে দিন।

26আমার জীবন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলেছি, এবং আপনি আমায় উত্তর দিয়েছেন। এখন আমাকে আপনার বিধি সম্পর্কে শিক্ষা দিন।

27প্রভু আপনার বিধি বুঝতে আমায় সাহায্য করুন। যেসব আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি করেছেন তা আমায় বলতে দিন।

28আমি দুঃখী এবং শ্রান্ত। আপনি আজ্ঞা করুন এবং আমি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

29হে প্রভু, আমাকে ওই প্রবঞ্চনাময় জীবন থেকে দূরে রাখুন। আপনার শিক্ষামালা দিয়ে আমায় পরিচালিত করুন।

30হে প্রভু, আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে স্থির করেছি। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আমি আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তসমূহ অনুধাবন করি।

31হে প্রভু, আপনার চুক্তিতে আমি নিশ্চল থাকবো। অতএব আমাকে হতাশ করবেন না।

32আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার আজ্ঞাগুলো মানবো। প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলো আমায় সুখী করে।

হে

33প্রভু, আমাকে আপনার বিধি শিক্ষা দিন, আমি সেগুলো মেনে চলবো।

34আমাকে বুঝতে সাহায্য করুন, আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো মানবো। আমি সম্পূর্ণভাবে সেগুলো পালন করবো।

35হে প্রভু, আপনার আজ্ঞাসমূহের পথে আমায় পরিচালিত করুন। জীবনের সেই পথ আমি সত্যিই ভালোবাসি।

36কি করে ধনী হওয়া যায় সেই চিন্তার থেকে, আপনার চুক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে আমায় সাহায্য করুন।

37প্রভু, অসার বিষয়ের দিকে আমাকে তাকাতে দেবেন না। আপনার পথে বাঁচতে আমায় সাহায্য করুন।

38আপনার দাসের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করুন, যার ফলে লোকেরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে।

39যে লজ্জাকে আমি ভয় পাই তা আপনি নিরসন করুন। আপনার সিদ্ধান্তগুলি জ্ঞানগর্ভ এবং ভালো।

40দেখুন আমি আপনার আজ্ঞাগুলো ভালোবাসি। আমার প্রতি ভালো ব্যবহার করুন এবং আমায় বাঁচতে দিন।

বৌ

41প্রভু, আমার প্রতি আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন। আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় রক্ষা করুন।

42তাহলে যে লোকেরা আমায় অপমান করেছে তাদের জন্য আমি একটা উত্তর খুঁজে পাবো। প্রভু আপনি যা বলেন প্রকৃতই আমি তা বিশ্বাস করি।

43আপনার সত্য শিক্ষা সম্পর্কে আমাকে সর্বদাই বলতে দিন। প্রভু, আমি আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করি।

44প্রভু, আমি চিরদিন আপনার শিক্ষামালাগুলো অনুসরণ করবো।

45তাহলে আমি মুক্ত হবো। কেন? কারণ আপনার বিধি পালন করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি।

46এমন কি রাজাদের সামনেও আমি নির্ভয়ে আপনার নীতি কি বলে সে সম্বন্ধে বলব।

47হে প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুলি আমি ভালবাসি এবং ওগুলোতে আমি আনন্দ পাই।

48প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলোর প্রশংসা করি। আমি সেগুলোকে ভালোবাসি এবং সেগুলো অনুধাবন করি।

সয়িন

49প্রভু আমার প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমাকে আশা দেয়।

50আমি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম, আপনি আমায় স্বস্তি দিয়েছেন। আপনার বাক্য আমাকে পুর্নবার বাঁচতে দিয়েছে।

51যারা ভাবে ওরা নিজেরা আমার চেয়ে ভালো, তারা আমাকে ক্রমাগত অপমান করেছে। কিন্তু আমি আপনার শিক্ষা অনুসরণ করা থেকে বিরত হই নি।

52আমি সর্বদাই আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তসমূহ স্মরণ করি। প্রভু আপনার প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত আমায় সান্ত্বনা দেয়।

53যখন দেখি, দুর্জন মানুষ আপনার শিক্ষা অনুসরণ করা থেকে বিরত হয়েছে, তখন আমি ক্রুদ্ধ হই।
54আপনার বিধিগুলোই আমার গৃহে* সঙ্গীত।
55প্রভু, রাতে আমি আপনার নাম স্মরণ করি এবং আমি আপনার শিক্ষামালাসমূহ স্মরণ করি।
56এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ, আমি যত্ন করে আপনার আজ্ঞা পালন করি।

হেৎ

57প্রভু আপনার আজ্ঞা পালন করাকেই আমার জীবনের কর্তব্য বলে স্থির করেছি।
58প্রভু আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপর নির্ভর করি। আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমার প্রতি সদয় হোন।
59নিজের জীবন সম্পর্কে আমি খুব সতর্কভাবে চিন্তা করেছি এবং আমি আপনার চুক্তিতে ফিরে এসেছি।
60কোনও বিলম্ব না করে আমি আপনার আজ্ঞাগুলি পালন করার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি।
61একদল মন্দ লোক আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছে। কিন্তু প্রভু, আমি আপনার শিক্ষামালাকে ভুলিনি।
62আপনার সুসিদ্ধান্তর জন্য, মাঝ রাতে উঠে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই।
63যারা আপনার উপাসনা করে আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্ধু স্বরূপ। যারা আপনার নির্দেশ মান্য করে আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্ধু স্বরূপ।
64প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম পৃথিবীকে পূর্ণ করে। আমায় আপনার বিধিগুলো শেখান।

টেট

65হে প্রভু, আমার জন্য, আপনার এই দাসের জন্য আপনি অনেক মঙ্গল করেছেন। যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি ঠিক তাই করেছেন।
66প্রভু, প্রাজ্ঞ-সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমায় প্রজ্ঞা দিন। আমি আপনার আজ্ঞাসমূহ বিশ্বাস করি।
67দুর্দশায় পড়ার আগে আমি অনেক ভুল কাজ করেছি। কিন্তু এখন আমি যত্ন করে আপনার আজ্ঞা পালন করি।
68হে ঈশ্বর, আপনি মঙ্গলময় এবং আপনি ভালো কাজসমূহ করেন। আপনার বিধিগুলো আমায় শেখান।
69লোকেরা যারা ভাবে ওরা আমার চেয়ে ভালো তারা আমার সম্পর্কে বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা বলেছে। কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি আপনার আজ্ঞা পালন করে গেছি।
70ঐ সব লোক খুবই নির্বোধ। কিন্তু আমি আপনার শিক্ষামালার অধ্যয়ন আমি উপভোগ করেছি।
71আমি যে ভুগেছিলাম তা ভালোই হয়েছিল, কারণ আমি আপনার বিধিগুলো শিখেছিলাম।
72প্রভু, আপনার শিক্ষামালাগুলো আমার পক্ষে হিতকর। তারা 1,000 খণ্ড সোনা ও রূপোর চেয়েও উত্তম।

ইয়ুদ

73হে প্রভু, আপনি আমায় সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি নিজের হাত দিয়ে আমায় অবলম্বন দিয়েছেন। আপনার আজ্ঞাগুলো বুঝতে এবং পালন করতে আমায় সাহায্য করুন।
74প্রভু, আপনার অনুগামীরা আমায় দেখে এবং আমায় শ্রদ্ধা করে। ওরা খুশী, কারণ আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি।
75প্রভু, আমি জানি আপনার সিদ্ধান্তগুলো সুন্দর এবং আপনি যে আমায় শাস্তি দিয়েছিলেন তা আপনার পক্ষে যথাযথ ছিলো।
76এখন আপনার প্রকৃত প্রেম দিয়ে আমায় আরাম দিন। আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায়, আপনার দাসকে আরাম দিন।
77হে প্রভু, আমার ওপর আপনার করুণা বর্ষন করুন এবং আমায় বাঁচতে দিন। আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো সত্যিই উপভোগ করি।
78লোকে যারা নিজেদের আমার চেয়ে উত্তম বলে মনে করে তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে। ঐ লোকগুলো যেন লজ্জিত হয়। হে প্রভু, আপনার বিধিগুলো আমি অধ্যয়ন করি।
79আশা করি আপনার অনুগামীরা আমার কাছে ফিরে আসবে এবং তারা আপনার চুক্তি সম্পর্কে জানবে।
80প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলো আমাকে নিখুঁতভাবে পালন করতে দিন, তাহলে আমি আর লজ্জিত হব না।

কফ

81আমি প্রায় মৃত, আপনি আমায় রক্ষা করবেন এই প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু হে প্রভু, আপনি যা বলেন তাতে আমি বিশ্বাস করি।
82আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দেখতে দেখতে আমার দুচোখ ক্লান্ত হয়ে গেছে। হে প্রভু, কখন আপনি আমাকে আরাম দেবেন?
83যদি আমি কখনও আবর্জনা-স্তূপে শূন্য মদের পিপার মত পরিত্যক্ত হই তখনও আমি আপনার বিধিগুলো ভুলবো না।
84আমি কতদিনই বা বাঁচবো? হে প্রভু, যারা আমায় নির্যাতিত করেছে, সেইসব লোকেদের আপনি কবে শাস্তি দেবেন?
85কিছু উদ্ধত লোক তাদের মিথ্যার দ্বারা আমায় বিদ্ধ করেছে এবং তাও আপনার শিক্ষামালার বিরুদ্ধে।
86প্রভু লোকে আপনার সব আজ্ঞা বিশ্বাস করতে পারে। আমায় নির্যাতন করে ঐসব ভুল করেছিল। আমায় সাহায্য করুন।
87ঐ লোকেরা আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞা পালন থেকে বিরত হই নি।

গৃহে অথবা “মন্দিরে যেখানে আমি থাকি।”

88প্রভু আমার প্রতি আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন এবং আমায় বাঁচতে দিন। আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

লামদ

89হে প্রভু, আপনার বাণী চিরকাল থাকে। আপনার বাণী স্বর্গে চিরকালের জন্য থাকে।

90চিরদিনের জন্যই আপনি বিশ্বস্ত। প্রভু, আপনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও তা রয়েছে।

91এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবী যে অস্তিত্বশীল রয়েছে, তার কারণ আপনার বিধি। এই পৃথিবী আপনার বিধিকে একজন ক্রীতদাসের মতই মান্য করে।

92আপনার শিক্ষামালাগুলো যদি আমার কাছে বন্ধুর মত না হত তাহলে আমার দুর্গতিই আমায় শেষ করে দিতো।

93আমি আপনার আজ্ঞাগুলি কখনই ভুলবো না, কারণ সেগুলো আমাকে বাঁচতে দিয়েছে।

94প্রভু, আমি আপনারই, তাই আমাকে রক্ষা করুন! কেন? কারণ আপনার আজ্ঞাগুলি মানতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি।

95দুষ্ট লোকেরা আমায় ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আপনার চুক্তি আমাকে জ্ঞানী করেছে।

96আপনার বিধি ছাড়া সব কিছুরই সীমা আছে।

মেম

97হে প্রভু, আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো ভালোবাসি। সব সময়েই আমি সে সম্পর্কে কথা বলি।

98প্রভু আপনার আজ্ঞাগুলো আমাকে আমার শত্রুদের থেকে জ্ঞানী করেছে। আপনার বিধি সব সময়েই আমার সঙ্গে থাকে।

99আমার সকল শিক্ষকের চেয়ে আমি জ্ঞানী, কারণ আমি আপনার চুক্তি অধ্যয়ন করি।

100সমস্ত প্রাচীন নেতাদের চেয়ে আমি বেশী বিজ্ঞ কারণ আমি আপনার সব আজ্ঞাগুলি মান্য করি।

101আমি প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলাম। তাই প্রভু, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে পারি।

102হে প্রভু, আপনি আমার শিক্ষক, তাই আমি আপনার বিধিসমূহ পালন করা থেকে বিরত হব না।

103আপনার বাক্যগুলো আমার মুখে মধুর চেয়েও মিষ্টি লাগে।

104আপনার শিক্ষামালা আমাকে জ্ঞানী করেছে, তাই ভ্রান্ত শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি।

নূন

105প্রভু, আপনার বাক্যগুলো প্রদীপের মত আমার পথকে আলোকিত করে।

106আপনার বিধিগুলি ভালো। আমি সেগুলো পালন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো।

107প্রভু দীর্ঘদীন ধরে আমি ভুগেছি। দয়া করে আপনার প্রতিশ্রুতিমত আমাকে আবার বাঁচতে দিন!

108প্রভু আমার প্রশংসা গ্রহণ করুন এবং আপনার বিধিগুলো শেখান।

109আমার জীবন সর্বদাই সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু আমি আপনার শিক্ষাগুলো ভুলি নি।

110দুষ্ট লোকেরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞাগুলি অমান্য করিনি।

111প্রভু, আমি চিরদিন আপনার চুক্তি অনুসরণ করবো। এটা আমাকে ভীষণ খুশী করে।

112আপনার বিধিগুলো পালন করার জন্য আমি অবশ্যই সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

সামক

113প্রভু, যারা আপনার প্রতি পুরোপুরি নিষ্ঠাবান নয় তাদের আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আপনার শিক্ষামালাগুলো আমি ভালোবাসি।

114আমায় রক্ষা করুন, আমায় আড়াল করে রাখুন। প্রভু, আপনি যা বলেন আমি সব বিশ্বাস করি।

115প্রভু, দুষ্ট লোককে আমার কাছে আসতে দেবেন না। আমি অবশ্যই আমার ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবো।

116হে প্রভু, আপনার প্রতিশ্রুতিমত আমায় সহায়তা দিন এবং আমি অবশ্যই বাঁচবো। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, আমাকে হতাশ করবেন না।

117প্রভু, আমায় সাহায্য করুন, আমি রক্ষা পাবো। আমি সর্বদা আপনার আজ্ঞাগুলি অধ্যয়ন করবো।

118হে প্রভু, যারা আপনার বিধি ভঙ্গ করে তাদের সবার কাছ থেকে আপনি সরে আসুন। কেন? কারণ যখন তারা আপনাকে অনুসরণ করার কথা বলেছিলো, তখন তারা মিথ্যা কথা বলেছিলো।

119প্রভু, দুষ্ট লোকেদের আবর্জনার মত আপনি পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলে দিন। তাই আমি সর্বদাই আপনার চুক্তিকে ভালোবাসবো।

120প্রভু, আমি আপনাকে ভয় করি। আপনার বিধিকে আমি ভয় ও শ্রদ্ধা করি।

অয়িন

121যা সঠিক এবং ভালো আমি তাই করেছি। হে প্রভু, যারা আমায় উৎপীড়ন করে এমন লোকেদের হাতে আমায় সমর্পণ করবেন না।

122আপনার দাস, আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি করুন। আমি আপনার দাস। হে প্রভু, ঐ অহঙ্কারী লোকেদের আমাকে উৎপীড়ন করতে দেবেন না।

123হে প্রভু, আপনার সাহায্যের আশায় থেকে এবং আপনার সুন্দর বাক্যের প্রত্যাশায় আমার দুচোখ ক্লান্ত।

124আমি আপনার দাস। আমার প্রতি আপনার প্রকৃত ভালোবাসা দেখান। আমাকে আপনার বিধিগুলো শেখান।

125আমি আপনার দাস। আমি যাতে আপনার চুক্তি জানতে পারি, আমায় বুঝতে সাহায্য করুন।
126প্রভু এখন আপনার কিছু করার সময় এসেছে। লোকেরা আপনার বিধি ভঙ্গ করেছে।
127প্রভু আপনার বিধিগুলোকে আমি সব থেকে খাঁটি সোনার চেয়েও ভালোবাসি।
128আপনার সব আজ্ঞা আমি খুব যত্ন করে পালন করি। ভ্রান্ত শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি।

পে

129হে প্রভু, আপনার চুক্তি সত্যিই বিস্ময়কর। সেই জন্য আমি তা অনুসরণ করি।
130যখন লোকেরা আপনার বাণীসমূহ বুঝতে শুরু করে, তা একটি আলোর মত যেটা তাদের সঠিক পথে বেঁচে থাকার পথ দেখায়।
131হে প্রভু, আমি সত্যিই আপনার আজ্ঞাগুলো অধ্যয়ন করতে চাই। আমি সেই লোকের মত যার নিঃশ্বাস ভারী হয়েছে এবং অধৈর্য্য হয়ে প্রতীক্ষা করছে।
132ঈশ্বর আমার দিকে দেখুন, আমার প্রতি সদয় হোন, যারা আপনার নাম ভালোবাসে তাদের পক্ষে যা হিতকর তাই করুন।
133প্রভু, আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় পরিচালিত করুন। আমার প্রতি ক্ষতিকর কিছু ঘটতে দেবেন না।
134হে প্রভু, যেসব লোক আমায় আঘাত করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। এবং আমি আপনার আজ্ঞা মান্য করবো।
135প্রভু, আপনার দাসকে গ্রহণ করুন এবং আমাকে আপনার বিধি শিক্ষা দিন।
136লোকে আপনার শিক্ষামালাকে মান্য করে না। সেই জন্য আমি এত কেঁদেছি যে আমার চোখের জলে একটা নদী বইয়ে দিয়েছি।

সাদে

137হে প্রভু, আপনি মঙ্গলময় এবং আপনার বিধিগুলোও ন্যায্য ও সৎ।
138আপনার চুক্তিতে আপনি আমাদের জন্য ভালো এবং ন্যায্য বিধিসমূহ দিয়েছেন। আমরা সত্যি তাদের ওপর নির্ভর করতে পারি।
139আমার প্রবল উদ্দীপনা আমায় ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমার শত্রুরা আপনার আজ্ঞাগুলো ভুলে গেছে তাই আমি এত বিমর্ষ হয়ে রয়েছি।
140আমরা যে আপনার বাক্যকে বিশ্বাস করতে পারি, আমাদের কাছে সেই প্রমাণ আছে। এবং আমি তা ভালোবাসি।
141আমি একজন তরুণ লোক এবং লোকে আমায় সম্মান করে না। কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞা ভুলি নি।
142আপনার ধার্ম্মিকতা চিরন্তন এবং আপনার শিক্ষাগুলিকে বিশ্বাস করা যায়।
143আমার সমস্যা এবং দুঃসময় ছিল। কিন্তু আমি আপনার নির্দেশ উপভোগ করি।
144আপনার চুক্তি চিরকালের জন্য ভালো ও ন্যায্য। আমাকে বুঝতে সাহায্য করুন যাতে আমি বাঁচতে পারি।

কৃফ

145হে প্রভু, আমার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আমি আপনাকে ডাকছি, আমায় উত্তর দিন! আমি আপনার সমস্ত আজ্ঞাগুলি মান্য করব।
146প্রভু, আমি আপনাকে ডাকছি। আমায় রক্ষা করুন! আমি আপনার চুক্তি পালন করবো।
147আপনার কাছে প্রার্থনা করার জন্য আমি খুব সকালে উঠি। আপনি যা বলেন আমি তার ওপর নির্ভর করি।
148আপনার কথা অধ্যয়নের জন্য আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি।
149হে প্রভু, আপনি প্রেমময় এবং ন্যায়পরায়ণ। দয়া করে আমার কথা শুনুন এবং আমাকে বাঁচতে দিন।
150দুষ্ট লোকেরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ঐ লোকেরা আপনার শিক্ষামালা অনুসরণ করে না।
151প্রভু, আপনি আমার কাছেই আছেন এবং আপনার সব আজ্ঞাই বিশ্বাস করা চলে।
152দীর্ঘদিন আগে আমি আপনার চুক্তি থেকে জেনেছি যে আপনার শিক্ষামালা হবে চিরন্তন।

রেশ

153প্রভু, আমার দুর্দশা দেখুন এবং আমায় উদ্ধার করুন। আমি আপনার শিক্ষামালাগুলো ভুলি নি।
154হে প্রভু, আমার জন্য আপনি লড়াই করুন এবং আমায় রক্ষা করুন। আপনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমায় বাঁচতে দিন।
155দুষ্ট লোকেরা জয় করতে পারবে না, কারণ তারা আপনার বিধি অনুসরণ করে না।
156প্রভু, আপনি অত্যন্ত সদয়। যেগুলো আপনি যথাযথ বলেন সেই কাজই করুন এবং আমায় বেঁচে থাকতে দিন।
157আমার অনেক শত্রু আছে যারা আমাকে আঘাত করতে চায়, কিন্তু আমি আপনার চুক্তি অনুসরণ করা থেকে বিরত হই নি।
158আমি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের দেখি। তারা আপনার বাক্য অনুসরণ করে না, প্রভু। এবং আমি তা ঘৃণা করি।
159দেখুন, আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। প্রভু আপনার সব ভালোবাসা দিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে দিন।
160একেবারে শুরু থেকে আপনার প্রত্যেকটি বাক্যকেই নির্ভর করা যাবে। প্রভু এবং আপনার সমস্ত ভালো ও ন্যায্য বিধিগুলি চিরদিনই থাকবে।

শিন্

161শক্তিশালী নেতারা বিনা কারণে আমায় আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু আমি একমাত্র আপনার বিধিকে ভয় ও শ্রদ্ধা করেছিলাম।

162হে প্রভু, আপনার বাক্যসমূহ আমাকে খুশী করে, একটি লোক প্রচুর সম্পদ খুঁজে পেলে যেমন সুখী হয় তেমন সুখী।
163আমি মিথ্যাকে ঘৃণা করি! আমি ওসব সহ্য করতে পারি নি। কিন্তু আমি আপনার শিক্ষামালাকে ভালোবাসি, প্রভু।
164আপনার ভালো ও ন্যায্য বিধিগুলোর জন্য আমি দিনে সাতবার আপনার প্রশংসা করি।
165যারা আপনার শিক্ষাকে ভালোবাসে সেই লোকেরা প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাবে। কোন কিছুই ঐ লোকদের পতন ডেকে আনতে পারবে না।
166প্রভু, আপনি আমায় রক্ষা করবেন আমি এই জন্য প্রতীক্ষা করছি। আমি আপনার আজ্ঞাগুলি পালন করেছি।
167আমি আপনার চুক্তি অনুসরণ করেছি। প্রভু, আপনার বিধিগুলো আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি।
168আমি আপনার আজ্ঞা এবং আপনার চুক্তি অনুসরণ করেছি। প্রভু, আমি কি করেছি তার সবই আপনি জানেন।

তৌ

169প্রভু আমার আনন্দ গীত শুনুন। আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় জ্ঞানী করে দিন।
170প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন। আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমায় রক্ষা করুন।
171আমায় আপনি আপনার বিধিগুলো শিখিয়েছেন। আপনার প্রশংসা আমার ওষ্ঠ থেকে উপছে পড়ে।
172আপনার বাক্যে আমাকে সাড়া দিতে দিন এবং আমাকে আমার গান গাইতে দিন। হে প্রভু, আপনার সব বিধিই ভালো।
173আমি স্থির করেছি আপনার আজ্ঞাই মান্য করবো। তাই, এগিয়ে আসুন এবং আমায় সাহায্য করুন।
174হে প্রভু, আমি চাই আপনি আমায় রক্ষা করুন। আপনার শিক্ষামালা আমাকে সুখী করে।
175আমাকে বাঁচতে দিন এবং আপনার প্রশংসা করতে দিন, প্রভু। আপনার বিধি যেন আমায় সাহায্য করে।
176হারিয়ে যাওয়া মেষের মত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম অতি দূরে। হে প্রভু, আমায় খুঁজতে আসুন। আমি আপনার দাস এবং আমি আপনার আজ্ঞাগুলি ভুলে যাই নি।

গীত 120

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটি গীত।

1আমি সমস্যায় পড়েছিলাম। সাহায্যের জন্য আমি প্রভুকে ডেকেছিলাম এবং তিনি আমায় উদ্ধার করেছেন!
2প্রভু, যারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। ওই লোকগুলো যে কথাগুলো বলেছে তা সত্য নয়।
3মিথ্যাবাদীরা তোমরা কি জানো তোমরা কি পাবে? তোমরা কি জানো তোমরা কি লাভ করবে?
4সৈনিকগণের তীক্ষ্ণ তীরসমূহ এবং জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে।
5তোমরা মিথ্যাবাদী, তোমাদের কাছে বাস করা মেশকে বাস করার মতন। এটা যেন কেদরের তাঁবুতে বাস করার সমতুল্য।
6যারা শান্তিকে ঘৃণা করে তেমন লোকেদের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন বাস করেছি।
7আমি বলেছি আমি শান্তি চাই, কিন্তু তারা যুদ্ধ চেয়েছে।

গীত 121

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1সাহায্যের জন্য আমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে?
2আমার সাহায্য প্রভুর কাছ থেকে আসবে, যে প্রভু স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।
3ঈশ্বর তোমার পতন ঘটাতে দেবেন না। তোমার রক্ষাকর্তা ঘুমিয়ে পড়বেন না।
4ইস্রায়েলের রক্ষাকর্তা কখনও ঘুমোন না। ঈশ্বর কখনও নিদ্রা যান না।
5প্রভুই তোমার রক্ষাকর্তা। তাঁর মহৎ শক্তি দিয়ে তিনি তোমায় রক্ষা করেন।
6দিনের বেলায় সূর্য তোমায় আঘাত করতে পারে না। রাতের বেলায় চাঁদ তোমায় আঘাত করতে পারে না।
7সকল বিপদ থেকে প্রভু তোমায় রক্ষা করবেন। প্রভু তোমার আত্মাকে রক্ষা করবেন।
8যখনই তুমি আসবে এবং যাবে তখন প্রভু তোমায় সাহায্য করবেন। প্রভু তোমাকে এখন এবং চিরদিন সাহায্য করবেন!

গীত 122

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দায়ূদের কাছ থেকে একটি গীত।

1আমি প্রচণ্ড খুশী হয়েছিলাম যখন লোকে বলেছিলো, “চল আমরা প্রভুর মন্দিরে যাই।”
2আমরা এখানে জেরুশালেমের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।
3এটা নতুন জেরুশালেম! একটা সংযুক্ত শহর হিসেবে এই শহর আবার গড়ে উঠেছে।
4এটা সেই শহর যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা যায়। প্রভুর নামের প্রশংসা করার জন্য ইস্রায়েলের লোকেরা সেখানে যায়। ওরা সবাই প্রভুর পরিবারগোষ্ঠীর লোক।
5দায়ূদের পরিবারের রাজগণ তাঁদের বিচারের সিংহাসন ঐখানেই স্থাপন করেছেন। লোকজনের বিচার করার জন্য তাঁরা তাঁদের সিংহাসন ঐখানে স্থাপন করেছেন।
6জেরুশালেমের শান্তির জন্য প্রার্থনা কর। “আমি আশা করি যারা আপনাকে ভালোবাসে তারা ওখানে গিয়ে শান্তি পাবে। আমি আশা করি আপনার প্রাচীরের

ভিতরে শান্তি থাকবে। আপনার প্রাসাদগুলি নিরাপদ থাকুক।”

7আমার প্রতিবেশী এবং ভায়েদের ভালোর জন্য আমি প্রার্থনা করি, সেখানে শান্তি থাকবে।

8আমাদের প্রভুর মন্দিরের কল্যাণের জন্য, এই শহরের ভাল কিছু হোক এই মানসে আমি প্রার্থনা করি।

গীত 123

মন্দিরে পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1হে ঈশ্বর, আমি আমার নয়ন যুগল ঊর্দ্ধে তুলি এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করি। স্বর্গে আপনি রাজার মত বসেন।

2দাসরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তাদের প্রভুর ওপর নির্ভর করে।

3সেই ভাবে আমরাও আমাদের প্রভু ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করি। প্রভু আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন, এই প্রতীক্ষায় আমরা রয়েছি।

4প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হোন, কেননা দীর্ঘদিন ধরে আমরা অপমানিত হয়ে এসেছি।

5ঐসব অলস এবং উদ্ধত লোকেদের কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট অপমান ও নিন্দা পেয়েছি।

গীত 124

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দায়ূদের রচিত একটি গীত।

1যদি প্রভু আমাদের দিকে না থাকতেন তাহলে কি হতে পারত? হে ইস্রায়েল, আমাকে উত্তর দাও।

2যখন লোকে আমাদের আক্রমণ করেছিলো, তখন যদি প্রভু আমাদের দিকে না থাকতেন তাহলে কি অবস্থা হত?

3যখন আমাদের শত্রুরা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলো, তখন হয়তো তারা আমাদের জ্যান্ত গিলে ফেলত।

4আমাদের শত্রুরা আমাদের বন্যার মত ধুয়ে দিয়ে যেতো, নদীর মত ডুবিয়ে দিয়ে যেতো।

5ঐ গর্বিত লোকেরা মুখের ওপর ছাড়িয়ে যাওয়া জলের মত হত এবং আমাদের ডুবিয়ে দিত।

6প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু আমাদের শত্রুদের হাতে, আমাদের ধরা পড়তে ও হত হতে দেন নি।

7আমরা সেই পাখির মত, যে জালে জড়িয়ে পড়েও পালিয়ে গিয়েছিলো। জাল ছিঁড়ে গেল এবং আমরা পালিয়ে গেলাম।

8প্রভুর কাছ থেকে আমাদের সাহায্য আসে। প্রভুই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

গীত 125

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1যে লোকেরা প্রভুতে আস্থা রাখে তারা সিয়োন পর্বতের মত হবে। তারা কখনই কাঁপবে না এবং তারা চিরদিন অব্যাহত থাকবে।

2জেরুশালেমের চারদিকেই পর্বত রয়েছে এবং প্রভু তাঁর লোকেদের চারদিকে রয়েছেন। তাঁর লোককে তিনি চিরদিন রক্ষা করবেন।

3দুষ্ট লোকেরা ভাল লোকেদের দেশকে চিরদিন শাসন করবে না। যদি তাই হত তাহলে সৎ লোকেরাও হয়তো মন্দ কাজ করা শুরু করতো।

4হে প্রভু, ভাল ও সৎ লোকেদের প্রতি ভালো ব্যবহার করুন। শুদ্ধ হৃদয়ের লোকেদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন।

5মন্দ লোকেরা মন্দ কাজকর্ম করে। প্রভু ঐ সব মন্দ লোককে শাস্তি দেবেন। ইস্রায়েলের শান্তি বজায় থাকুক!

গীত 126

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1সিয়োন থেকে নির্বাসিত লোকেদের প্রভু যখন ফিরিয়ে আনলেন, সেই সময় যেন স্বপ্নের মতই ছিলো!

2আমরা আনন্দে ভরে গিয়েছিলাম এবং আনন্দে গান গেয়েছিলাম! তখন অন্যান্য জাতিতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, “ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য প্রভু বিস্ময়কর সব কাজ করেছেন।”

3হ্যাঁ, প্রভু আমাদের জন্য চমৎকার জিনিষগুলি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমরা খুশী।

4হে প্রভু, মরুভূমিতে অতর্কিত বন্যার মত আমাদের ভাগ্য* ফিরিয়ে দিন।

5কোন ব্যক্তি যখন বীজ বোনে তখন হয়তো সে বিমর্ষ থাকে। কিন্তু যখন সে ফসল সংগ্রহ করে তখন সে খুশী হয়।

6যখন সে জমিতে বীজ বয়ে নিয়ে যায় তখন সে কাঁদতে পারে। কিন্তু যখন সে শস্য ঘরে তোলে তখন সে খুশী হবে, আর উল্লাসে চিৎকার করবে!

গীত 127

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য শলোমনের একটি গীত।

1যদি প্রভু স্বয়ং একটি বাড়ী না তৈরী করেন, তাহলে নির্মাণকারীরা বৃথাই তাদের সময় নষ্ট করছে। যদি প্রভু স্বয়ং শহরের নজরদারি না করেন তাহলে রক্ষী বৃথাই তার সময় নষ্ট করছে।

2জীবিকার জন্য ভোরে ওঠা এবং অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করা অবশ্যই সময়ের অপচয়। ঈশ্বর যাদের ভালোবাসেন তাদের রাত্রে সুনিদ্রা দেন।

3শিশুরা ঈশ্বরেরই উপহার। তারা হল মায়ের গর্ভ থেকে পাওয়া পুরস্কার।

4একজন যুবকের ছেলেরা একজন সৈনিকের তূণের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা তীরের মত।

5যে লোক তার তূণকে সন্তান দ্বারা পূর্ণ করে সে ধন্য হবে।

ভাগ্য অথবা “আমাদের, যাদের বন্দী হিসেবে নেওয়া হয়েছিল।”

6সেই লোক কখনই পরাজিত হবে না। নগরের ফটকগুলিতে, তার সন্তানরা তাকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে।

গীত 128

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1প্রভুর প্রত্যেকটি অনুগামীই সুখী। ঈশ্বর যেভাবে চান তারা সেই ভাবেই বাঁচে।

2যার জন্য তুমি পরিশ্রম করছো তা তুমি উপভোগ করবে। তুমি সুখী হবে, এবং তোমার ভাল হবে।

3গৃহে তোমার স্ত্রী ফলদায়ী দ্রাক্ষালতার মতই হবে। তোমার সন্তানরা তোমার পোঁতা জলপাই গাছের মতই তোমার টেবিলের চার পাশে থাকবে।

4এই ভাবেই প্রভু তাঁর অনুগামীকে তাঁর প্রকৃত আশীর্বাদ দেবেন।

5সিয়োন থেকে প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন। সারা জীবন ধরে জেরুশালেমে তুমি তাঁর আশীর্বাদ উপভোগ কর।

6তুমি যেন তোমার নাতি-নাতনিদের দেখার জন্য দীর্ঘ জীবন লাভ কর। ইস্রায়েলের শান্তি বজায় থাকুক!

গীত 129

মন্দির পর্যন্ত আরোহণের একটি গীত।

1সারা জীবন ধরে আমার অনেক শত্রু ছিলো। হে ইস্রায়েল, আমাকে ঐ শত্রুদের সম্পর্কে বল।

2সারা জীবন ধরে আমার অনেক শত্রু ছিলো। কিন্তু তারা কখনই জয়ী হয় নি।

3আমার পিঠে গভীর ক্ষত না হওয়া পর্যন্ত তারা আমায় মেরেছিল। আমার দীর্ঘ গভীর ক্ষত হয়েছিল।

4কিন্তু মঙ্গলময় প্রভু দড়ি কেটে দিয়েছিলেন। আমাকে ঐ মন্দ লোকেদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।

5যারা সিয়োনকে ঘৃণা করতো তারা পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধ থামিয়ে দিয়ে ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেছে।

6ঐ লোকগুলো ছাদের ওপর জন্মান ঘাসের মত। সেই ঘাস বেড়ে ওঠার আগেই মারা যায়।

7একজন শ্রমিক সেই ঘাস থেকে একমুঠো দানাও পায় না। এক গাদা দানার জন্য সেখানে যথেষ্ট ছিল না।

8পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও লোকে বলবে না "প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন।" ওদের অভিনন্দন জানিয়ে লোকে বলবে না, "প্রভুর নামে আমরা তোমায় আশীর্বাদ করি।"

গীত 130

মন্দির পর্যন্ত আরোহণের একটি গীত।

1হে প্রভু, আমি গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছি, তাই সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি।

2হে আমার প্রভু, আমার কথা শুনুন। সাহায্যের জন্য আমার প্রার্থনা শুনুন।

3হে প্রভু, আপনি যদি লোকেদের তাদের পাপ সমূহের জন্য শাস্তি দেন তাহলে কেউই আর জীবিত থাকবে না।

4প্রভু আপনার লোকেদের ক্ষমা করে দিন। তাহলে আপনার উপাসনা করার মত লোক থাকবে।

5প্রভু আমায় সাহায্য করবেন আমি এই প্রতীক্ষায় রয়েছি। আমার আত্মা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে। প্রভু যা বলেন আমি তা বিশ্বাস করি।

6আমি আমার প্রভুর প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেমন একজন প্রহরী সকাল হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে।

7হে ইস্রায়েল, প্রভুকে বিশ্বাস কর। প্রকৃত প্রেম একমাত্র প্রভুতেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রভু আমাদের বারে বারে রক্ষা করেন এবং প্রভু ইস্রায়েলকে তাদের সব পাপের জন্যই ক্ষমা করবেন।

গীত 131

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1হে প্রভু, আমি অহঙ্কারী নই। আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি হবার ভান করি না। এমনকি আমি বিরাট কিছু করবার চেষ্টাও করি না। আমি নিজেকে এমন কোন ব্যাপারে জড়াই না, যা খুব বড় ও আমার অসাধ্য।

2আমি শান্ত, আমার আত্মা শান্ত।

3মায়ের কোলে পরিতৃপ্ত শিশুর মত আমার আত্মা শান্তিতে মগ্ন।

4ইস্রায়েল (তুমি) প্রভুকে বিশ্বাস কর। তাঁকে এখন বিশ্বাস কর, তাঁকে চিরদিন বিশ্বাস কর!

গীত 132

মন্দির পর্যন্ত আরোহণের একটি গীত।

1প্রভু স্মরণে রাখবেন দায়ূদ কেমন কষ্ট পেয়েছিলেন।

2দায়ূদ প্রভুর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দায়ূদ যাকোবের শক্তিমান ঈশ্বরের কাছে একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি করেছিলেন।

3দায়ূদ বলেছিলেন, "আমি আমার বাড়ীতে যাবো না, আমি আমার বিছানায় শোব না।

4আমি ঘুমোতে যাব না। আমি আমার চোখকে বিশ্রাম দেবো না।

5যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি যাকোবের শক্তিমান 'একজনের' জন্য একটি বাসস্থান খুঁজে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওই সবের কোন কিছুই করবো না!"

6আমরা ইফ্রাথায় সে সম্পর্কে শুনেছি। কিরিয়ৎ যিয়ারিমে আমরা সাক্ষ্য সিন্দুক খুঁজে পেয়েছি।

7চল আমরা পবিত্র তাঁবুতে যাই। চল আমরা সেই চৌকীতে উপাসনা করি যেখানে প্রভু তাঁর পা রাখেন।*

চল … রাখেন এর অর্থ হতে পারে সাক্ষ্য সিন্দুক, পবিত্র তাঁবু অথবা মন্দির। যেন ঈশ্বর এক রাজা যিনি তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন এবং লোকেরা তাঁকে যেখানে উপাসনা করে সে জায়গায় তাঁর পা দুটি রেখেছেন।

8হে প্রভু, আপনি এবং আপনার শক্তির সিন্দুক* উত্থান করুন এবং বিশ্রাম স্থানে ফিরে আসুন।
9হে প্রভু, আপনার যাজকেরা ধার্ম্মিকতায় সজ্জিত। আপনার নিষ্ঠাবান অনুগামীরা প্রচণ্ড সুখী।
10আপনার সেবক দায়ূদের ভালোর জন্য, আপনার মনোনীত রাজাকে বাতিল করবেন না।
11প্রভু দায়ূদের কাছে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রভু দায়ূদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দায়ূদের পরিবার থেকেই রাজারা আসবে।
12প্রভু বলেছেন, "দায়ূদ, যদি তোমার সন্তানরা আমার চুক্তি এবং যে বিধিসমূহ আমি তাদের শিখিয়েছি তা মানে, তাহলে সর্বদাই তোমার পরিবারের কোন একজন, তোমার নিজের বংশধর, রাজা হবে।"
13তাঁর মন্দিরের স্থান হিসেবে প্রভু সিয়োনকে মনোনীত করেছেন। তাঁর গৃহ (মন্দির) হিসেবে তিনি সেই স্থানই চেয়েছিলেন।
14প্রভু বলেছিলেন, "চিরদিনের জন্য এটাই আমার স্থান হবে। আমার থাকার স্থান হিসেবে আমি এই জায়গাকে মনোনীত করেছি।
15প্রচুর খাদ্য দিয়ে আমি এই শহরকে আশীর্বাদ করবো। এমনকি দরিদ্র মানুষরাও প্রচুর খাদ্য পাবে।
16আমি যাজকদের পরিত্রাণ দিয়ে সজ্জিত করব। আমার অনুগামীরা সুখী হবে।
17এই স্থানে আমি দায়ূদকে শক্তিশালী করবো। আমার দ্বারা মনোনীত রাজার জন্য আমি একটি প্রদীপ দেব।
18দায়ূদের শত্রুদের আমি লজ্জায় ঢেকে দেবো। কিন্তু দায়ূদের রাজ্যকে আমি বাড়িয়ে তুলবো।"

গীত 133

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দায়ূদের গানের অন্যতম।

1যখন ভাইয়েরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্রিত বসে তখন সেটা কত সুন্দর ও মনোরম।
2এটা যেন সেই সুগন্ধি তেলের মত যে তেল হারোণের মাথায় ঢালা হয়েছে এবং তার মাথা থেকে মুখ ও দাড়ি বেয়ে তার বিশেষ বস্ত্রে গড়িয়ে পড়েছে।
3এটা হর্ম্মোণ পর্বত থেকে আগত মৃদু বৃষ্টির মত যেটা সিয়োন পর্বতের ওপর ঝরে পড়ছে।
4কারণ সিয়োনে প্রভু তাঁর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, অনন্তকালের জীবনের আশীর্বাদ।

গীত 134

মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার একটি গীত।

1তোমরা, প্রভুর দাসেরা যারা সারা রাত ধরে মন্দিরে তাঁর সেবা কর! তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর।
2সেবকগণ দুহাত তুলে তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর।
3প্রভু সিয়োন থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করুন। প্রভু আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

গীত 135

1প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু নামের প্রশংসা কর! হে প্রভুর দাসগণ, তাঁর প্রশংসা কর!
2তোমরা যারা প্রভুর মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছো, আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের আঙিনায়, তারা তাঁর প্রশংসা কর।
3প্রভুর প্রশংসা কর, কারণ তিনি ভালো। তাঁর নামের প্রশংসা কর, কারণ তা অত্যন্ত মনোরম।
4প্রভু যাকোবকে মনোনীত করেছেন। ইস্রায়েল ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত।
5আমি জানি প্রভু মহান! আমাদের প্রভু সব দেবতাদের চেয়ে মহান!
6স্বর্গে এবং পৃথিবীতে, সমুদ্র বা গভীর মহাসাগরে, ঈশ্বর যা চান তাই করতে পারেন।
7ঈশ্বরই, সারা পৃথিবীতে মেঘ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরই, বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন এবং ঈশ্বরই বাতাস সৃষ্টি করেন।
8ঈশ্বর, মিশরবাসীদের প্রথম সন্তান এবং সেখানকার পশুদের প্রথম শাবককে ধ্বংস করেছিলেন।
9ঈশ্বর, মিশরে অনেক চমৎকার ও অলৌকিক কাজ করেছিলেন। এমনকি ফরৌণ এবং তার আধিকারিকদের জন্যও ঈশ্বর এই সব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন।
10ঈশ্বর অনেক জাতিকে পরাজিত করেছিলেন। অনেক শক্তিশালী রাজাকে ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন।
11ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে ঈশ্বর পরাজিত করেছিলেন। বাশনের রাজা ওগকে ঈশ্বর পরাজিত করেছিলেন। কনানের সব রাজ্যগুলিকে ঈশ্বর পরাস্ত করেছিলেন।
12এবং তাদের ভূখণ্ডগুলি প্রভু ইস্রায়েলকে দিয়েছেন। তাদের ভূখণ্ড প্রভু তাঁর লোকেদের দিয়েছেন।
13প্রভু আপনার নাম চিরদিন ধরে বিখ্যাত থাকবে! প্রভু মানুষ আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে।
14প্রভু জাতিগুলিকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁর সেবকদের প্রতি সদয় ছিলেন।
15অন্যান্য লোকেদের দেবতারা শুধুই সোনা ও রূপোর মূর্ত্তি। ওদের দেবতারা নিছকই মানুষের হাতের তৈরী মূর্ত্তি মাত্র।
16ওই মূর্ত্তিগুলোর মুখ ছিলো কিন্তু কথা বলতে পারতো না। ওই মূর্ত্তিগুলোর চোখ ছিলো কিন্তু দেখতে পারতো না।
17ওই মূর্ত্তিগুলোর কান ছিলো কিন্তু শুনতে পেতো না। ওই মূর্ত্তিগুলোর নাক ছিলো কিন্তু ঘ্রাণ নিতে পারতো না।
18যে লোকগুলো ওই মূর্ত্তিগুলো তৈরী করেছে তারাও ওই রকম হয়ে যাবে! কেন? কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে মূর্ত্তিগুলোই ওদের সাহায্য করবে।

শক্তির সিন্দুক সাক্ষ্যসিন্দুকটি প্রায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হত এটা শেখাবার জন্য যে লোকেদের সঙ্গে ঈশ্বরের ক্ষমতা ছিল।

19হে ইস্রায়েলের পরিবারবর্গ, প্রভুর প্রশংসা কর! হে হারোণের পরিবার প্রভুর প্রশংসা কর!
20হে লেবীয় পরিবার প্রভুর প্রশংসা কর! হে প্রভুর অনুগামীরা প্রভুর প্রশংসা কর!
21সিয়োন থেকে, তাঁর গৃহ জেরুশালেম থেকে প্রভু প্রশংসা প্রাপ্ত হন। প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 136

1প্রভুর প্রশংসা কর কারণ তিনিই মঙ্গলকর। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
2যিনি সব দেবতাদের দেবতা, সেই ঈশ্বরের প্রশংসা কর! তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
3সব প্রভুদের প্রভুকে প্রশংসা কর! তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
4ঈশ্বরের প্রশংসা কর যিনি একাই বিস্ময়কর সব কাজ করেন! তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
5ঈশ্বরের প্রশংসা কর যিনি প্রজ্ঞা দিয়ে আকাশ সৃষ্টি করেছেন! তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
6শুষ্ক ভূখণ্ডকে তিনি সাগরে স্থাপন করেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
7ঈশ্বর মহান আলোগুলো সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
8দিনকে শাসন করার জন্য ঈশ্বর সূর্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
9রাত্রিকে শাসন করার জন্য ঈশ্বর চাঁদ এবং তারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
10মিশরের প্রথম জাত মানুষ এবং প্রাণীকে ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
11ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
12ঈশ্বর তাঁর বিপুল শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করে ছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চির বিরাজমান থাকে।
13ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
14ঈশ্বর লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলকে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম অনন্তকাল অব্যাহত থাকে।
15ফরৌণ এবং সৈন্যবাহিনীকে ঈশ্বর লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
16ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
17ঈশ্বর শক্তিশালী রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
18ঈশ্বর বলবান রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
19ঈশ্বর ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
20ঈশ্বর বাশনের রাজা ওগকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
21ঈশ্বর তাদের ভূখণ্ড ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
22ঈশ্বর সেই ভূখণ্ড ইস্রায়েলকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
23যখন আমরা পরাজিত হয়েছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাদের স্মরণে রেখেছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
24ঈশ্বর আমাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
25ঈশ্বর প্রত্যেকটি লোককে আহার দেন। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।
26স্বর্গের ঈশ্বরের প্রশংসা কর। তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে।

গীত 137

1বাবিলের নদীগুলির তীরে আমরা বসেছিলাম এবং যখন সিয়োনের কথা মনে পড়েছিল, তখন আমরা কেঁদেছিলাম।
2আমরা আমাদের বীণাগুলি নিকটবর্তী বাইশী গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।
3বাবিলের লোকেরা যারা আমাদের অধিকার করেছিল, তারা আমাদের গান গাইতে বলেছিলো। ওরা আমাদের আনন্দের গান গাইতে বলেছিলো। ওরা আমাদের সিয়োন সম্পর্কে গান গাইতে বলেছিলো।
4কিন্তু বিদেশ বিভূঁইতে আমরা প্রভুর গান গাইতে পারি না!
5জেরুশালেম, কখনও যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই, তাহলে যেন আমি বাজনা বাজাতে ভুলে যাই।
6জেরুশালেম কখনও যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই, তাহলে যেন আবার আমি গান না গাই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমাকে কখনও ভুলবো না।
7আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, জেরুশালেম সর্বদাই আমার শ্রেষ্ঠতম আনন্দ হবে। হে প্রভু, জেরুশালেমের পতনের দিন ইদোমীয়রা কি করেছিল মনে রাখবেন। তারা চিৎকার করে বলেছিল, "ভেঙ্গে ফেলো, আমূল ভেঙে ফেলো!"
8বাবিল তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে! সেই লোকই ধন্য যে তোমার প্রাপ্য শাস্তি তোমাকে দেয়। সেই মানুষের প্রশংসা হোক যে লোক, তোমাকে সেইভাবে আঘাত করে, যেমন তুমি আমাদের আঘাত করেছিলে।
9সেই লোক ধন্য যে তোমাদের শিশুদের আঁকড়ে ধরে আর তাদের পাথরে পিষে ফেলে।

গীত 138

দায়ূদের একটি গীত।

1ঈশ্বর, আমার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আমি আপনার প্রশংসা করি। সব দেবতার সামনে আমি আপনার গান গাইবো।

[2]ঈশ্বর, আপনার পবিত্র মন্দিরে আমি মাথা নত করে প্রণাম করি। আমি আপনার নাম প্রেম এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করি। কারণ আপনার প্রতিশ্রুতি আপনার নামকে পৃথিবীর সবকিছুর উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করেছে।

[3]ঈশ্বর, আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম। আপনি আমায় সাড়া দিয়েছেন! আপনি আমায় শক্তি দিয়েছেন।

[4]প্রভু, পৃথিবীর প্রত্যেকটা রাজা যখন শুনবে আপনি কি বলেন তখন তারা আপনার প্রশংসা করবে।

[5]তারা প্রভুর পথের বন্দনা-গান গাইবে কারণ প্রভুর মহিমা অত্যন্ত মহান।

[6]যদিও ঈশ্বর মহিমান্বিত তথাপি তিনি নম্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যত্ন নেন। আত্মগর্বী লোকরা কি করে তা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু তিনি তাদের থেকে দূরে থাকেন।

[7]হে ঈশ্বর, আমি সংকটে পড়েছি, আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন। শত্রুরা যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, ওদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করবেন।

[8]প্রভু, আপনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই সব জিনিস আমায় দিন। প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম চিরবিরাজমান থাকে। প্রভু, আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের ছেড়ে যাবেন না!

গীত 139

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি প্রশংসা গীত।

[1]প্রভু আপনি আমায় পরীক্ষা করেছেন। আমার সম্পর্কে আপনি সবই জানেন।

[2]আমি কখন বসি এবং উঠি আপনি তাও জানেন। বহু দূর থেকেই আপনি আমার চিন্তা-ভাবনা জানতে পারেন।

[3]প্রভু, আমি কোথায় যাই এবং আমি কোথায় শুই তাও আপনি জানেন। আমি যা করি তার সবই আপনি জানেন।

[4]প্রভু, আমি কিছু বলার আগেই আপনি বুঝে যান আমি কি বলতে চাই।

[5]প্রভু, আপনি আমার সামনে পিছনে আমার চারদিকে রয়েছেন। নম্রভাবে আমার ওপর আপনার হাত রাখুন।

[6]আপনি যা জানেন তাতে আমি বিস্ময়াভিভূত। এটা আমার বোধের অতীত।

[7]যেখানে যেখানে আমি যাই সর্বত্রই আপনার আত্মা বিরাজ করে। হে প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে পালাতে পারি না।

[8]হে প্রভু, যদি আমি স্বর্গলোকে যাই, আপনি সেখানে রয়েছেন। যদি আমি পাতালে যাই, আপনি সেখানেও রয়েছেন।

[9]প্রভু, যেখানে সূর্যের উদয় হয় সেই পূর্বদিকে যদি আমি যাই আপনি সেখানে রয়েছেন। যদি আমি পশ্চিমের সমুদ্রে যাই সেখানেও আপনি রয়েছেন।

[10]সেখানেও আপনার ডান হাত আমায় ধরে থাকে এবং আমায় পরিচালিত করে।

[11]প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চাইতে পারি এবং বলতে পারি, "দিনের আলো এখন রাত্রিতে বদলে গেছে। নিশ্চয়ই অন্ধকার আমাকে লুকিয়ে দেবে।"

[12]কিন্তু অন্ধকার আপনার কাছে অন্ধকার নয়। প্রভু, রাত আপনার কাছে দিনের মতই উজ্জ্বল।

[13]প্রভু আপনি আমার সারা দেহ সৃষ্টি করেছেন। যখন আমি মাতৃদেহে ছিলাম তখনও আপনি আমার সম্পর্কে সব জানতেন।

[14]প্রভু, আমি আপনার প্রশংসা করি! আপনি অত্যন্ত বিস্ময়-বিহ্বলভাবে ও চমৎকার ভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি খুব ভালোভাবে জানি যে আপনি যা কিছু করেছেন সবই চমৎকার।

[15]আপনি আমার সম্পর্কে সবকিছু জানেন। মায়ের দেহে লুকিয়ে যখন আমার শরীর বড় হচ্ছিলো তখন আপনি আমার অস্থি-মজ্জাকে পর্যন্ত লক্ষ্য করেছিলেন।

[16]আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আপনি বাড়তে দেখেছিলেন। আপনার গ্রন্থে আপনি সে সম্বন্ধে লিখে রেখেছেন। প্রত্যেকদিন আপনি আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছেন। তার মধ্যে একটাও হারিয়ে যায়নি।

[17]আপনার চিন্তাগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আপনি কত জানেন!

[18]যদি আমি আপনার চিন্তাগুলোকে গুনতে পারতাম, তারা সংখ্যায় সমস্ত বালুকণার চেয়ে বেশী হতো, এবং যখন আমি শেষ করতাম, তখনও আমি আপনার সঙ্গে থাকতাম।

[19]ঈশ্বর, দুষ্ট লোকেদের শেষ করে দিন। ওই ঘাতকদের আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিন।

[20]ওই মন্দ লোকেরা আপনার সম্পর্কে মন্দ কথা বলে। ওরা আপনার নাম সম্পর্কে বাজে কথা বলে।

[21]প্রভু যারা আপনাকে ঘৃণা করে আমি তাদের ঘৃণা করি। যারা আপনার বিরুদ্ধে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি।

[22]আমি তাদের পুরোপুরি ঘৃণা করি! আপনার শত্রুরা আমারও শত্রু।

[23]হে প্রভু, আমার দিকে দেখুন এবং আমার অন্তরকে জানুন। আমায় পরীক্ষা করুন এবং আমার চিন্তাগুলো জানুন।

[24]দেখুন কোন মন্দ চিন্তা আমার মনে আছে কিনা এবং আমাকে সেই পথে পরিচালিত করুন যে পথ চিরবিরাজমান থাকে।

গীত 140

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি। দায়ূদের একটি প্রশংসা গীত।

[1]প্রভু মন্দ লোকেদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। নৃশংস লোকের থেকে আমায় রক্ষা করুন।

[2]ওই লোকেরা মন্দ কাজ করার পরিকল্পনা করে। ওই লোকেরা সর্বদাই লড়াই করে।

[3]ওদের জিভ বিষধর সাপের মত। ওদের জিভের নীচে সাপের মতই বিষ থাকে।

[4]প্রভু, দুষ্ট লোকদের থেকে আমায় রক্ষা করুন। নৃশংস লোকদের থেকে আমায় রক্ষা করুন। ওই

লোকেরা আমায় ফাঁদে ফেলবার জন্য আমায় তাড়া করে।

5ওই উদ্ধত লোকেরা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে। আমাকে ধরার জন্য ওরা জাল বিছিয়েছে। ওরা আমার পথে ফাঁদ পেতেছে।

6প্রভু, আপনিই আমার ঈশ্বর। প্রভু আমার প্রার্থনা শুনুন।

7প্রভু, আপনি আমার শক্তিশালী প্রভু। আপনি আমার পরিত্রাতা। আপনি আমার শিরস্ত্রাণের মত যেটা যুদ্ধের সময় আমার মাথাকে রক্ষা করে। ওদের পরিকল্পনাকে সফল হতে দেবেন না। তাহলে ওরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাবে।

8প্রভু, ঐ লোকেরা দুষ্ট। ওরা যা চায় তা ওদের পেতে দেবেন না। ওদের পরিকল্পনাকে সফল হতে দেবেন না। নতুবা ওরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে পারে।

9হে প্রভু, আমার শত্রুকে জয়ী হতে দেবেন না। ওরা সবসময়েই মন্দ ফন্দি আঁটে। ওদের খারাপ ফন্দিগুলো যেন ওদের ক্ষেত্রেই ঘটে।

10ওদের মাথায় জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিন। আমার শত্রুদের আগুনে ফেলে দিন। ওদের কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করুন যাতে ওরা আর ওখান থেকে উঠতে না পারে।

11প্রভু, ওই মিথ্যাবাদীদের বাঁচতে দেবেন না। ওই মন্দ লোকদের প্রতি যেন মন্দ ঘটনাই ঘটে।

12আমি জানি প্রভু ন্যায়সঙ্গতভাবে দরিদ্রদের বিচার করেন। ঈশ্বর সহায়হীনকে সাহায্য করবেন।

13হে প্রভু, সৎ ও ভাল লোকেরা আপনার নামের প্রশংসা করবে। সৎ লোকেরা আপনার উপাসনা করবে।

গীত 141

দায়ূদের প্রশংসা গীতের অন্যতম

1প্রভু, সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি। যখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি তখন আমার প্রার্থনা শুনুন। শীঘ্রই আমাকে সাহায্য করুন!

2প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন। এটা যেন জ্বলন্ত ধূপের সুগন্ধির মত হয়। এটা যেন সান্ধ্যকালীন উৎসর্গের মত হয়।

3প্রভু, আমি যা বলি সে সম্বন্ধে যেন সাবধান হই। আমি যা বলি তাতেই আমাকে আনন্দিত হতে দিন। আমাকে খারাপ কাজের বা া করতে দেবেন না।

4মন্দ কাজ করার আকাঙ্খা আমার মধ্যে থাকতে দেবেন না। মন্দ লোকেরা যা করে আনন্দ পায় আমাকে তার সামিল হতে দেবেন না।

5একজন সৎ লোক আমার ভুল সংশোধন করিয়ে দিতে পারে। সেটা তারই দয়া। আপনার অনুগামীরা আমার সমালোচনা করতে পারে। সেটা ওদের পক্ষে ভালো কাজ হবে। তাও আমি মেনে নেবো। কিন্তু মন্দ লোকেরা যে সব মন্দ কাজ করে তার বিরুদ্ধে আমি সর্বদাই প্রার্থনা করবো।

6ওদের শাসকদের শাস্তি পেতে দিন। তখন লোকে জানতে পারবে আমি সত্য বলেছিলাম।

7লোকে মাটি খোঁড়ে, জমি চাষ করে এবং সার ছড়িয়ে দেয়। একই রকমভাবে ওদের কবরের চারদিকে আমাদের হাড় ছড়ানো থাকবে।

8হে আমার প্রভু, আমি সাহায্যের জন্য আপনার দিকে চেয়ে থাকি। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমাকে মরে যেতে দেবেন না।

9মন্দলোকরা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে। আমাকে ওদের ফাঁদে পড়তে দেবেন না। ওরা যেন ওদের ফাঁদে আমায় ধরতে না পারে।

10দুষ্ট লোকেরা নিজেরাই যেন নিজেদের ফাঁদে পড়ে। এবং আমি যেন অনাহত ভাবে চলে যেতে পারি।

গীত 142

দায়ূদের একটি মস্কীল। যখন তিনি গুহায় ছিলেন সেই সময় থেকে একটি প্রার্থনা।

1আমি সাহায্যের জন্য প্রভুকে ডাকবো। আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবো।

2আমি প্রভুকে আমার সব সংকটের কথা বলবো। আমি প্রভুকে আমার অসুবিধার কথা বলবো।

3আমার শত্রুরা আমার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে। আমি সমর্পণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রভু জানেন আমার মধ্যে কি হচ্ছে।

4আমি চারদিকে দেখি, কিন্তু আমি আমার কোন বন্ধু দেখি না। আমার পালানোর কোন জায়গা নেই। কেউ আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে না।

5তাই আমি প্রভুর কাছে উচ্চস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। প্রভু, আপনিই আমার নিরাপদ আশ্রয় স্থল। প্রভু আপনিই আমায় বাঁচতে দিতে পারেন।

6হে প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন কারণ আমি অসহায়। যারা আমায় তাড়া করে তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। ওই লোকগুলো আমার পক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী।

7আমাকে এই ফাঁদ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করুন যাতে আমি আপনার নামের প্রশংসা করতে পারি। এবং ভালো লোকেরা এসে আমার সঙ্গে উদ্‌যাপন করবে, কারণ আপনি আমায় প্রযত্নে রেখেছিলেন।

গীত 143

দায়ূদের প্রশংসা গীতের অন্যতম

1প্রভু আমার প্রার্থনা শুনুন। আমার প্রার্থনা শুনুন। এবং তারপর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। আমাকে দেখান যে সত্যিই আপনি কত মঙ্গলকর ও বিশ্বস্ত।

2আমি আপনার দাস, আমাকে বিচার করবেন না। কারণ কোন জীবিত ব্যক্তি আপনার সামনে কখনোই নির্দোষ বলে বিবেচিত হতে পারে না। সারা জীবন ধরে আমি কি কখনও নিস্পাপ বলে বিবেচিত হব।

3কিন্তু শত্রুরা আমায় তাড়া করেছে। তারা আমার জীবনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন আগে মরে যাওয়া লোকের মত ওরা আমাকে অন্ধকার কবরে ঠেলে দিচ্ছে।

4আমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলেছি।

5কিন্তু দীর্ঘকাল আগে কি ঘটেছিলো আমার তা মনে আছে। বহু বিষয়, যেগুলো আপনি করেছিলেন তার সম্বন্ধে আমি ভাবি। আপনার বিপুল ক্ষমতা দিয়ে আপনি যা করেছিলেন সে সম্পর্কে আমি বলে থাকি।

6প্রভু, আমার দু হাত তুলে আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেমন করে শুকনো জমি বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে তেমন করে আমি আপনার সাহায্যের প্রতীক্ষা করি।

7শীঘ্রই আমাকে উত্তর দিন প্রভু! আমি সাহস হারিয়েছি। আমার থেকে বিমুখ হবেন না। কবরে শুয়ে থাকা মৃত লোকের মত আমাকে মৃত হতে দেবেন না।

8প্রভু আজকের সকালে আমাকে আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন। আমি আপনাতে বিশ্বাস রাখি। আমার যা করণীয় তা আমায় দেখান। আমি আমার জীবন আপনার হাতে সমর্পণ করছি!

9প্রভু আমি নিরাপত্তার জন্য আপনার কাছে এসেছি। শত্রুদের থেকে আমায় রক্ষা করুন।

10আমাকে দিয়ে আপনি কি করাতে চান তা আমায় দেখান। আপনি আমার ঈশ্বর। আপনার মহৎ উদ্দীপনা দিয়ে আমায় সঠিক পথে এগিয়ে দিন।

11প্রভু আমাকে বাঁচতে দিন, তাহলে লোকে আপনার নামের প্রশংসা করবে। আপনি যে প্রকৃতই মঙ্গলকর তা আমায় দেখান এবং শত্রুদের থেকে আমায় রক্ষা করুন।

12হে প্রভু, আপনার প্রকৃত প্রেম প্রদর্শন করুন এবং যারা আমায় মেরে ফেলতে চাইছে সেই শত্রুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। তাদের পরাজিত করুন এবং তাদের ধ্বংস করুন।

গীত 144

দায়ূদের একটি গীত।

1প্রভু আমার শিলা, আমার নিরাপদ স্থান। প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু আমার হাতগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেন। তিনি আমার আঙ্গুলগুলিকে সংগ্রামের জন্য প্রশিক্ষণ দেন।

2প্রভু আমায় ভালোবাসেন এবং রক্ষা করেন। উঁচু পাহাড়ে প্রভু আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল, প্রভুই আমায় উদ্ধার করেন। প্রভুই আমার ঢাল। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। আমার লোকদের তিনি আমার অধীনস্থ করেন।

3প্রভু, লোকেরা কেন আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ? কেন আপনি আমাদের সম্বন্ধে যত্ন নেন।

4একজন লোকের জীবন বাতাসের ফুৎকারের মত। একজন মানুষের জীবন চলমান ছায়ার মত।

5প্রভু, আকাশ বিদীর্ণ করে নেমে আসুন। পর্বত স্পর্শ করুন পর্বত থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসবে।

6হে প্রভু, আপনি বিদ্যুতের চমক পাঠান এবং আমার শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করুন। আপনার “তীরগুলি” নিক্ষেপ করুন এবং তাদের পালাতে বাধ্য করুন।

7প্রভু, স্বর্গ থেকে নেমে আসুন এবং আমায় রক্ষা করুন! শত্রুর সাগরে আমাকে ডুবে যেতে দেবেন না। এই সব বিদেশীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

8এই শত্রুরা মিথ্যাবাদী। ওরা এমন কথা বলে যা সত্য নয়।

9প্রভু যে সব বিস্ময়কর কাজ আপনি করেন, সে সম্পর্কে আমি একটা নতুন গান গাইবো। দশতারা বীণা বাজিয়ে আমি আপনার প্রশংসা করবো।

10রাজাদের তাঁদের যুদ্ধসমূহে জয়ী হতে প্রভু সাহায্য করেন। প্রভু তাঁর দাস দায়ূদকে শত্রুর তরবারী থেকে রক্ষা করেছেন।

11এই বিদেশীর হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। এই সব শত্রুরা মিথ্যাবাদী। ওরা এমন কথা বলে যা সত্য নয়।

12আমাদের তরুণ ছেলেরা শক্ত গাছের মত। আমাদের কন্যারা প্রাসাদের অনুপম কারুকার্যের মত।

13আমাদের গোলাগুলি সব রকম ফসলে পূর্ণ। আমাদের চারণক্ষেত্রে হাজারে হাজারে মেষ রয়েছে।

14আমাদের সৈন্যরা সুরক্ষিত। কোন শত্রু জোর করে এখানে প্রবেশ করতে চাইছে না। আমরাও যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। রাস্তাগুলোতে লোকজন চিৎকার করছে না।

15এই রকম সময়ে লোকজন ভীষণ খুশী। প্রভু যদি স্বয়ং তাদের ঈশ্বর হন লোকজন ভীষণ খুশী হয়।

গীত 145

দায়ূদের একটি ভজন।

1হে আমার ঈশ্বর এবং রাজা, আমি আপনার প্রশংসা করি। চিরদিনের জন্য এবং অনন্তকালের জন্য আমি আপনার নামকে আশীর্বাদ করি।

2প্রতিদিন আমি আপনার প্রশংসা করি। চিরদিনের জন্য আমি আপনার নামের প্রশংসা করি।

3প্রভু মহান। লোকজন ভীষণভাবে তাঁর প্রশংসা করে। যে সব মহৎ কাজ তিনি করেন, তা আমরা গুনতে পারি না।

4প্রভু, আপনি যা করেন তার জন্য লোকজন চিরদিন আপনার প্রশংসা করবে। আপনি যে মহৎ কাজ করেন তার সম্পর্কে তারা বলবে।

5আপনার মহত্ব এবং মহিমা দুইই চমৎকার। আপনার বিস্ময়কর কাজ সম্পর্কে আমি বলবো।

6প্রভু, যে সব বিস্ময়কর কাজ আপনি করেন সে সম্পর্কে লোকে বলবে। আপনি যে সব মহৎ কাজ করেন সে সম্পর্কে আমি বলবো।

7আপনি যেসব ভালো কাজ করেন সে সম্পর্কে লোকেরা বলবে। লোকে আপনার ধার্ম্মিকতার গান গাইবে।

8প্রভু দয়াময় এবং ক্ষমাশীল। প্রভু স্থিতধী এবং প্রেমে পরিপূর্ণ।

9প্রতিটি লোকের জন্যই প্রভু মঙ্গলকর। প্রভু যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিটি বস্তুর প্রতি তিনি করুণা প্রদর্শন করেন।

10প্রভু, আপনি যা করেন, তাই আপনাকে প্রশংসা এনে দেয়। আপনার অনুগামীরা আপনার প্রশংসা করে।

11তারা বলে আপনার রাজত্ব কত মহৎ। তারা আপনার মহত্ব সম্বন্ধে বলে।

12তাই হে প্রভু, আপনি যে সব মহৎ কাজ করেন অন্য লোকেরা তা জানতে পারে এবং তারা জানতে পারে আপনার রাজত্ব কত বিশাল এবং গৌরবময়।

13প্রভু, আপনার রাজত্ব চিরবিরাজমান থাকবে। আপনি চিরদিনই রাজত্ব করবেন।

14পতিত মানুষকে প্রভু উদ্ধার করেন। যারা সমস্যায় পড়ে প্রভু তাদের সাহায্য করেন।

15হে প্রভু, সমস্ত জীবিত প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্য আপনার দিকে চেয়ে থাকে। এবং যথাসময়ে আপনি তাদের খাদ্য দেন।

16হে প্রভু, আপনি আপনার হাত খুলে দিন এবং জীবিত প্রাণীদের যা কিছু প্রয়োজন তা দিন।

17প্রভু যা কিছু করেন তা সবই ভালো। যা কিছু তিনি করেন তা দেখিয়ে দেয় তিনি কত মঙ্গলকর এবং বিশ্বস্ত।

18যারা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রভু ওই সব লোকের কাছেই থাকেন। তিনি তাঁর উপাসকদের অন্তরঙ্গ।

19তাঁর অনুগামীরা যা চান প্রভু তাই করেন। তিনি ওদের প্রার্থনার উত্তর দেন এবং ওদের রক্ষা করেন।

20যারা তাঁকে ভালোবাসে, প্রভু তাদের রক্ষা করেন। কিন্তু মন্দ লোকদের প্রভু বিনাশ করেন।

21আমি প্রভুর প্রশংসা করবো! সব লোক যেন চিরদিন ধরে তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করে।

গীত 146

1প্রভুর প্রশংসা কর! হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

2আমার সারাজীবন ধরে আমি প্রভুর প্রশংসা করবো। সারা জীবন আমি তাঁর প্রশংসা করবো।

3সাহায্যের জন্য তোমরা নেতাদের ওপর নির্ভর কর না। লোকেদের বিশ্বাস কর না। কেন? কারণ লোকে তোমাকে বাঁচাতে পারে না।

4মানুষ মরে কবরে চলে যায়। তখন তাদের সাহায্যের সব পরিকল্পনা শেষ হয়ে যায়।

5কিন্তু যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চায় তারা ভীষণ সুখী হয়। ওরা ওদের প্রভু ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে।

6প্রভুই স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রভু সমুদ্র এবং তার ভেতরের সব জিনিষ সৃষ্টি করেছেন। প্রভু তাদের চিরদিন রক্ষা করবেন।

7নিস্পেষিত লোকদের জন্য প্রভু ঠিক কাজ করেন। ঈশ্বর ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দেন। কারাগারে বন্ধ মানুষকে প্রভুই মুক্ত করেন।

8প্রভু অন্ধকে পুনরায় দৃষ্টি দেন। যারা সমস্যায় পড়েছে, প্রভু তাদের সাহায্য করেন। যে সব লোকেরা ভাল তাদের প্রভু ভালোবাসেন।

9আমাদের দেশে যে সব বিদেশীরা বাস করে তাদের প্রভু রক্ষা করেন। প্রভুই বিধবা ও অনাথদের দেখাশোনা করেন কিন্তু মন্দ লোকদের প্রভু বিনাশ করেন।

10প্রভু চিরদিনই শাসন করবেন! সিয়োন, তোমার ঈশ্বর চিরদিনই রাজত্ব করবেন! প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 147

1প্রভুর প্রশংসা কর কারণ তিনি মঙ্গলকর। আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রশংসার গান কর। তাঁর প্রশংসা করা ভালো এবং মনোরম।

2প্রভু জেরুশালেম শহরটি বানিয়েছেন। যে সব ইস্রায়েলীয়কে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ঈশ্বর তাদের ফিরিয়ে এনেছিলেন।

3ঈশ্বর তাদের ভগ্নহৃদয় সারিয়ে তুলেছিলেন এবং তাদের ক্ষতের শুশ্রূষা করেছিলেন।

4ঈশ্বর তারা গণনা করেন এবং প্রত্যেকটিকে তাদের নাম ধরে ডাকেন।

5আমাদের প্রভু মহান। তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী। তিনি যে কত জানেন তার কোন সীমা নেই।

6বিনয়ী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করেন। কিন্তু মন্দ লোকেদের তিনি হতবিহ্বল করে দেন।

7প্রভুকে ধন্যবাদ দাও। বীণা বাজিয়ে তাঁর প্রশংসা কর।

8ঈশ্বর আকাশকে মেঘে ঢেকে দেন। ঈশ্বরই বৃষ্টি আনেন। ঈশ্বরই পাহাড়ে ঘাসের জন্ম দেন।

9ঈশ্বর প্রাণীকে খাদ্য দেন। ঈশ্বর নবীন পাখীদের আহার দেন।

10মানবিক ইচ্ছাসমূহ ঈশ্বরের মধ্যে থাকে না। যুদ্ধের শক্তিশালী ঘোড়াগুলো তিনি চান না।

11যারা তাঁর উপাসনা করে তাদের নিয়েই প্রভু সুখী। যারা তাঁর প্রকৃত প্রেমে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের নিয়েই খুশী হন।

12জেরুশালেম প্রভুর প্রশংসা কর! সিয়োন, তোমার প্রভুর প্রশংসা কর!

13জেরুশালেম, তোমার ফটকগুলিকে ঈশ্বর দৃঢ় করেছেন। এবং তোমার শহরের লোকজনকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন।

14ঈশ্বর তোমাদের রাজ্যে শান্তি এনেছেন। সেই জন্যই যুদ্ধের সময় শত্রুরা তোমাদের ফসল নিয়ে যায় নি এবং তোমাদের আহারের জন্য প্রচুর শস্য আছে।

15ঈশ্বর পৃথিবীকে একটা আদেশ দিলে সে তৎক্ষণাৎ তা পালন করে।

16যতক্ষণ পর্যন্ত মাটি পশমের মত সাদা না হয়, ঈশ্বর ততক্ষণ তুষার পাত করান। ঈশ্বরই শিলাবৃষ্টিকে বাতাসের মধ্যে ধূলোর মত উড়িয়ে নিয়ে যান।

[17]ঈশ্বর আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করান। তাঁর পাঠানো ঠাণ্ডা কেউ সহ্য করতে পারে না। যে মেঘ তিনি পাঠান কোন লোকই তাকে দাঁড় করাতে পারে না।

[18]তারপর ঈশ্বর আর একটা আদেশ দেন এবং আবার উষ্ণ বাতাস বইতে শুরু করে। বরফ গলতে শুরু করে এবং জল প্রবাহিত হয়।

[19]ঈশ্বর যাকোবকে তাঁর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর নিয়ম ও বিধিগুলো ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন।

[20]অন্য কোন জাতির জন্য ঈশ্বর এসব করেন নি। তাঁর বিধিগুলো ঈশ্বর অন্য লোকদের শেখান নি। প্রভুর প্রশংসা কর।

গীত 148

[1]প্রভুর প্রশংসা কর! হে দূতগণ স্বর্গ থেকে প্রভুর প্রশংসা কর!

[2]তোমরা সব দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর! তাঁর সেনাবাহিনীরা,* প্রভুর প্রশংসা কর!

[3]চন্দ্র ও সূর্য প্রভুর প্রশংসা কর। আকাশের তারকাগণ এবং আলো তাঁর প্রশংসা কর!

[4]স্বর্গের উচ্চতম স্থানে প্রভুর প্রশংসা কর! হে আকাশের উর্দ্ধের জলরাশি, তাঁর প্রশংসা কর!

[5]প্রভুর নামের প্রশংসা কর। কারণ ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাই প্রতিটি বস্তু অস্তিত্ব পেয়েছে!

[6]চিরদিন অব্যাহত থাকবার জন্য ঈশ্বর এই সব সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর তাদের অনন্ত বিধিসমূহ দিয়েছেন।

[7]পৃথিবীর সব কিছুই প্রভুর প্রশংসা করে! মহাসাগরের বড় বড় সামুদ্রিক প্রাণীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

[8]আগুন ও শিলাবৃষ্টি, তুষার এবং ধোঁয়া, এবং ঝোড়ো বাতাস– সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।

[9]ঈশ্বর পাহাড় ও পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, ফলের বৃক্ষসমূহ ও এরস গাছ সৃষ্টি করেছেন।

[10]সমস্ত প্রাণী ও গবাদি পশু এবং সরীসৃপ ও পাখি সৃষ্টি করেছেন।

[11]ঈশ্বরই পৃথিবীতে রাজাগণকে এবং জাতিগণকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরই নেতাদের ও বিচারকদের সৃষ্টি করেছেন।

[12]ঈশ্বরই তরুণ তরুণীদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরই বৃদ্ধ ও যুবকদের সৃষ্টি করেছেন।

[13]প্রভুর নামের প্রশংসা কর। চিরদিনের জন্য তাঁর নামের সম্মান কর! পৃথিবী এবং স্বর্গে যা কিছু রয়েছে, তারা সবাই প্রভুর প্রশংসা কর!

[14]ঈশ্বর তাঁর মানুষদের শক্তিশালী করবেন। লোক ঈশ্বরের অনুগামীদের প্রশংসা করবে। লোকে ইস্রায়েলের প্রশংসা করবে। ওরা সেই লোক যাদের জন্য ঈশ্বর লড়াই করেন, প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 149

[1]প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু নতুন যা করেছেন তার জন্য একটা নতুন গান গাও! যেখানে তাঁর অনুগামীরা একসঙ্গে জড় হয়, সেই সমাজে তাঁর প্রশংসা কর।

[2]ইস্রায়েলকে তাদের স্রষ্টাকে নিয়ে আনন্দ করতে দাও। সিয়োনের লোককে তাদের রাজাকে নিয়ে আনন্দ করতে দাও।

[3]লোকেরা বীণা ও খঞ্জনী বাজাক এবং নাচতে নাচতে ঈশ্বরের প্রশংসা করুক!

[4]ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি প্রসন্ন। ঈশ্বর তাঁর বিনম্র লোকদের জন্য এক বিস্ময়কর জিনিস করেছেন। তিনি তাদের রক্ষা করেছেন!

[5]হে ঈশ্বর অনুগামীরা, তোমাদের জয়কে উপভোগ কর! বিছানায় যাওয়ার পরে পর্যন্ত সুখী হও।

[6]লোকজনকে চিৎকার করে প্রভুর প্রশংসা করতে দাও এবং তাদের হাতে তরবারী ধরতে দাও।

[7]ওরা ওদের শত্রুদের শাস্তি দিতে যাক। ওরা ওই সব লোকেদের শাস্তি দিতে যাক।

[8]ঈশ্বরের লোকেরা ওদের রাজাদের এবং বড় বড় নেতাদের লোহার শিকল দিয়ে শৃঙ্খলিত করবে।

[9]ঈশ্বরের নির্দেশ মতই ঈশ্বরের লোকেরা ওদের শাস্তি দেবে। ঈশ্বরের সমস্ত অনুগামীরা, তাঁকে সম্মান জানাও। প্রভুর প্রশংসা কর!

গীত 150

[1]প্রভুর প্রশংসা কর! ঈশ্বরের মন্দিরে তাঁর প্রশংসা কর! স্বর্গে তাঁর ক্ষমতার প্রশংসা কর!

[2]ঈশ্বর যে সব মহৎ কাজ করেন, তার জন্য তাঁর প্রশংসা কর! তাঁর সকল মহত্বের জন্য তাঁর প্রশংসা কর!

[3]শিঙা ও বাঁশির সাহায্যে তাঁর প্রশংসা কর! বীণা ও লীরা বাজিয়ে তাঁর প্রশংসা কর!

[4]খঞ্জনি বাজিয়ে নাচ করতে করতে তাঁর প্রশংসা কর! তন্ত্রবাদ্যযন্ত্র ও বাঁশি বাজিয়ে তাঁর প্রশংসা কর!

[5]করতালের উচ্চ ধ্বনিতে তাঁর প্রশংসা কর! কান-ফাটানো করতালের শব্দে তাঁর প্রশংসা কর!

[6]প্রত্যেকটি জীব তোমরা তাঁর প্রশংসা কর! প্রভুর প্রশংসা কর!

তাঁর সেনাবাহিনীরা এটা "দূতগণ" হতে পারে অথবা "তারকা ও গ্রহসমূহ" অথবা "সৈন্যবাহিনীর সেনারা।"

হিতোপদেশ

ভূমিকা

1 এই নীতিকথাগুলি দায়ূদের পুত্র শলোমনের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামালা। শলোমন ছিলেন ইস্রায়েলের রাজা।

2মানুষকে জ্ঞানী করে তোলা এবং তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়াই এই কথাগুলির উদ্দেশ্য। এই কথাগুলির মাধ্যমে লোকেরা জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামালা অনুধাবন করতে পারবে। 3এই কথাগুলি লোকেদের সঠিক পথ বুঝতে সাহায্য করে। মানুষ সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতার পথ শিখবে। 4যাঁরা জ্ঞান অর্জন করতে চান সেই লোকেদের এই কথাগুলি শিক্ষা প্রদান করবে। এই জ্ঞান কি করে প্রয়োগ করতে হবে এই শিক্ষামালা যুবসম্প্রদায়কে তাও শিখিয়ে দেবে। 5এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও এই নীতিকথাগুলি শোনা উচিৎ। এই শিক্ষামালার মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞানের ব্যপ্তি বৃদ্ধি পাবে, তাঁরা আরো পণ্ডিত হয়ে উঠবেন। যেসব লোকেরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে দক্ষ তাঁরা আরও বেশী বোধ লাভ করবেন। 6তখন ঐসব লোকেরা জ্ঞানপূর্ণ রচনাবলী এবং কাহিনীসমূহ যাদের মধ্যে রূপক অর্থ রয়েছে সেগুলো বুঝতে পারবেন। তাঁরা জ্ঞানবানদের কথাগুলি অনুধাবন করতে সফল হবেন।

7প্রভুকে মান্য করা এবং শ্রদ্ধা করাই হল মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এটা তাদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে। কিন্তু শয়তান বোকারা অনুশাসন এবং যথার্থ জ্ঞানকে ঘৃণা করে।

পুত্রের উদ্দেশ্যে শলোমনের উপদেশ

8আমার পুত্র,* তোমার পিতা যখন তোমাকে সংশোধন করেন তখন তাঁর উপদেশ শোন। তোমার মায়ের পরামর্শও অবহেলা কোরো না। 9তোমার পিতামাতার দেওয়া শিক্ষাসমূহ তোমার মাথার ওপর একটি সুন্দর মালার মত অথবা একটি কণ্ঠহারের মতো যেটা তোমাকে দেখতে আকর্ষক করে তোলে।

পাপীদের সংস্রব ত্যাগ করার সতর্কবাণী

10পুত্র আমার, পাপীরা তোমাকেও পাপের পথে টানতে চেষ্টা করবে। ঐ পাপীদের কথায় কর্ণপাত কোরো না। 11ঐসব পাপী লোকেরা হয়তো তোমাকে বলবে, "আমাদের দলে এসো! আমরা একটি লোককে হঠাৎ আক্রমণ ও হত্যা করতে যাচ্ছি। আমরা একজন নিরীহ লোককে আক্রমণ করব। 12আমরা তাকে হত্যা করব। আমরা ঐ লোকটিকে মৃত্যুস্থলে পাঠিয়ে দেব। আমরা তাকে কবরে পাঠাব। 13আমরা সর্বপ্রকার বহুমূল্য সামগ্রী চুরি করব। আমরা সেই চুরি করা ধনসম্পত্তি দিয়ে আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ করব। 14তাই আমাদের সঙ্গে চলে এসো, আমাদের সাহায্য কর। ঐ লুণ্ঠিত ধন আমরা সবাই ভাগাভাগি করে নেব!"

15পুত্র, ঐ পাপীদের অনুসরণ কোরো না। তাদের পাপের পথে এক পাও অগ্রসর হয়ো না। 16ঐসব খারাপ লোকেরা পাপ কাজ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তারা সর্বদা লোকেদের হত্যা করতে চায়।

17লোকেরা পাখী ধরতে জাল পাতে। কিন্তু জাল যখন পাতা হচ্ছে তখন যদি পাখীরা দেখে ফেলে তাহলে কোন লাভ হবে না। 18তাই পাপীরা কাউকে হত্যা করার আগে তার জন্য লুকিয়ে প্রতীক্ষা করে। কিন্তু ওরা নিজেদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েই ধ্বংস হবে! 19লোভী লোকেরা তাদের নিজেদের কুকর্মের জন্য তাদের জীবন হারায়।

প্রজ্ঞা– এক গুণবতী রমণী

20শোন! প্রজ্ঞা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে (প্রজ্ঞা) পথেঘাটে এবং জনবহুল বাজারে চিৎকার করছে। 21সে জনবহুল রাস্তার বাঁকগুলিতে চিৎকার করছে। সে শহরের ফটকগুলির কাছে লোকেদের উদ্দেশ্য করে চেঁচাচ্ছে। প্রজ্ঞা বলছে:

22"ওহে বোকা লোকেরা, আর কতদিন ধরে তোমরা তোমাদের নির্বোধের মত জীবনযাপন করাকে ভালবেসে চলবে? আরও কতকাল প্রজ্ঞাকে* উপহাস করা উপভোগ করবে? হীনবুদ্ধিরা কতদিন জ্ঞানকে ঘৃণা করবে? 23আমার শিক্ষামালার প্রতি তোমাদের যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল। আমি তোমাদের আমার জ্ঞান দিয়ে দিতাম। আমি আমার ভাবনাগুলোকে তোমাদের জ্ঞাত করতাম।

24"কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনতে অস্বীকার করেছিলে। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। আমি তোমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম– কিন্তু তোমরা আমার সাহায্য গ্রহণ করতে

আমার পুত্র হিতোপদেশ পুস্তকটি সম্ভবতঃ লেখা হয়েছিল একটি কিশোর ছেলের উদ্দেশ্যে যে এক যুবক হয়ে উঠছিল। এই পুস্তক তাকে শেখায় কেমন করে এক দায়িত্বশীল যুবক হয়ে ওঠা যায় যে ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

প্রজ্ঞা শলোমন প্রজ্ঞা এবং অজ্ঞতাকে দুজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই দুজন স্ত্রীলোকই যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। একজন সজ্জন স্ত্রীলোক হিসেবে প্রজ্ঞা যুবকদের জ্ঞানী হতে এবং ঈশ্বরকে মেনে চলার কথা বলছেন। আর একজন খারাপ স্ত্রীলোক হিসেবে অজ্ঞতা যুবকদের অজ্ঞ হবার এবং নানা পাপ কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

অস্বীকার করেছিলে। [25]তোমরা আমার তিরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলে। তোমরা আমার সঙ্গে একমত হতে সম্মত হলে না। [26]অতএব, তোমরা যখন সংকটে পড়বে তখন আমি তোমাদের নিয়ে পরিহাস করব। তোমাদের কাছে যখন সন্ত্রাস আসবে তখন আমি তোমাদের উপহাস করব। [27]সন্ত্রাস ভয়ঙ্কর ঝড়ের মত তোমাদের অতর্কিতে গ্রাস করবে। সংকটসমূহ প্রবল বাতাসের মত তোমাদের ওপর আঘাত হানবে। তোমরা নিদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখে পড়বে।

[28]"যখনই এই ধরণের বিপর্যয় ঘটবে তোমরা আমার সাহায্য চাইবে। কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করব না। তোমরা আমাকে খুঁজবে কিন্তু পাবে না। [29]আমি তোমাদের সাহায্য করব না। কারণ তোমরা জ্ঞানকে অস্বীকার করেছো। তোমরা প্রভুকে ভয় ও ভক্তি করতে রাজি হও নি। [30]তোমরা আমার উপদেশে কর্ণপাত করনি। আমি যখন তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে চেয়েছি, তোমরা রাজি হও নি। [31]তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মত বাঁচতে চেয়েছ। তোমরা নিজেদের মতই অনুসরণ করেছ। তাই তোমাদের কৃতকর্মের ফল তোমরাই ভোগ করবে।

[32]"নির্বোধেরা ধ্বংস হয় কারণ তারা জ্ঞানের পথ অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। তারা বিপথে চালিত হয় এবং নিজেদের পতন ডেকে আনে। [33]কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মেনে চলে সে নিরাপদে বাস করবে। সে সর্বদা স্বাচ্ছন্দে থাকবে, সে কখনও কোন মন্দকে ভয় করবে না।"

প্রজ্ঞার কথা শোন

2 পুত্র আমার, আমি যা বলি তা গ্রহণ কর। আমার আদেশগুলি মনে রেখো। [2]প্রজ্ঞার কথা শোন এবং সর্বতোভাবে বোঝার চেষ্টা কর। [3]জ্ঞানকে ডাকো। বোধকে চিৎকার করে ডাকো। [4]রূপোর মত প্রজ্ঞার অন্বেষণ কর। গুপ্তধনের মত তাঁকে খুঁজে বেড়াও। [5]তুমি যদি এগুলি কর, তাহলে তুমি প্রভুকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। তুমি ঈশ্বরের জ্ঞান খুঁজে পাবে।

[6]প্রভু আমাদের প্রজ্ঞা দান করেন। জ্ঞান এবং বোধশক্তি তাঁরই মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। [7]তিনি সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের রক্ষা করেন। [8]যারা অন্যদের প্রতি ভদ্র আচরণ করে তাদেরও তিনি রক্ষা করেন। জ্ঞান ও বোধ তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়।

[9]তাই, প্রভু তোমাকে তাঁর জ্ঞান প্রদান করবেন। তখন তুমি ভালো, ন্যায় ও সঠিক বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে সক্ষম হবে। [10]প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করবে এবং তোমার আত্মা জ্ঞানের মহিমায় সুখী হবে।

[11]প্রজ্ঞা তোমাকে রক্ষা করবে এবং বিবেচনাশক্তি তোমাকে পাহারা দেবে। [12]প্রজ্ঞা এবং বোধ তোমাকে পাপী লোকেদের মত ভুল পথে চলার হাত থেকে নিবৃত্ত করবে। যারা এমন কথা বলে যা ধ্বংসের কারণ তাদের কাছ থেকে জ্ঞান তোমাকে রক্ষা করবে। [13]এই পাপী লোকেরা সততার পথ ত্যাগ করেছে এবং এখন অন্ধকারের (পাপ) পথ অনুসরণ করছে। [14]তারা পাপ কাজ করতেই ভালোবাসে এবং কুপথকে উপভোগ করে। [15]ঐ পাপীদের বিশ্বাস করা যায় না। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং লোকেদের প্রতারণা করে। কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বোধ তোমাকে সবসময় এই সব জিনিষগুলি থেকে দূরে রাখবে।

[16]প্রজ্ঞা তোমাকে ঐ অপরিচিতা রমণী থেকে দূরে রাখবে। সেই বিজাতীয়া, যে চাটুকারিতার সাহায্যে তোমাকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করে, তার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবে প্রজ্ঞা। [17]যৌবনে সে বিয়ে করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সে স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বিবাহের শপথকে সে ভুলে গিয়েছে। [18]এখন, তুমি যদি তার ঘরে ঢোক তাহলে সেটা তোমাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে! তুমি যদি মেয়েমানুষটাকে অনুসরণ কর সে তোমাকে কবরের দিকে পরিচালিত করবে! [19]সে নিজেই কবরের মত। যে সব পুরুষরা তার বাড়ীতে ঢুকবে তারা তাদের জীবন হারাবে এবং আর কখনও ফিরে আসবে না।

[20]প্রজ্ঞা তোমাকে ধার্মিকদের পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করবে। প্রজ্ঞা তোমাকে সৎভাবে জীবনযাপনে সাহায্য করবে। [21]সৎ এবং ধার্মিক লোকেরা তাদের নিজেদের দেশে বসবাস করতে পারবে। সৎ, নির্দোষ লোকেরা তাদের দেশে বাস করতে থাকবে। [22]কিন্তু শয়তান লোকেদের বাসভূমি তাদের হাতছাড়া হবে। যারা মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারণা করে তারা নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হবে।

সৎভাবে জীবনযাপন তোমার আয়ু বৃদ্ধি করবে

3 পুত্র আমার, আমার শিক্ষা ভুলো না। আমি তোমাকে যা করতে বলি তা সযত্নে মনে রেখো। [2]আমার কথাগুলি তোমাকে দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন প্রদান করবে।

[3]ভালোবাসাকে কখনও পরিত্যাগ করো না। সর্বদা সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকবে। এই জিনিষগুলিকে তোমার নিজের অঙ্গীভূত করে নাও। এইগুলি তোমার কণ্ঠে জড়িয়ে রাখো, তোমার হৃদয়ে লিখে রাখো। [4]তাহলেই তুমি ঈশ্বর এবং মানুষের কাছে বিচক্ষণ এবং পুণ্যবান সাব্যস্ত হবে।

প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখো

[5]ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস কর। নিজের জ্ঞানের ওপর নির্ভর কোরো না। [6]তুমি যা কিছু করবে তাতে সর্বদা ঈশ্বরকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে স্মরণ করবে। তাহলেই তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। [7]নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর কোরো না। ঈশ্বরকে ভক্তি কর এবং পাপ থেকে দূরে থাকো। [8]যদি তুমি এই কথাগুলি পালন কর তাহলে তুমি উপকৃত হবে ঠিক যেমন ওষুধ শরীরকে নিরাময় করে অথবা যেমন এক মাত্রা তরল পানীয় তোমাকে শক্তি দেয়।

প্রভুর কাছে নিবেদন কর

9তোমার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করে প্রভুকে ধন্য কর। তোমার শস্যের উৎকৃষ্টতম ফসলগুলি প্রভুর সামনে উৎসর্গ কর। 10তাহলে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন প্রভুই মিটিয়ে দেবেন। তোমার গোলা শস্যে ভরে যাবে এবং তোমার ভাণ্ডারে দ্রাক্ষারস উপচে পড়বে।

প্রভুর শাস্তি মাথা পেতে নাও

11আমার পুত্র, কখনও কখনও তোমার ভুলত্রুটি তোমাকে দেখিয়ে দেবার জন্য প্রভু তোমাকে শাসন করবেন। এই শাস্তির জন্য রাগ কোরো না। ঐ শাস্তি থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা কোরো। 12কেন? কারণ ঈশ্বর কেবল তাঁর স্নেহাস্পদদেরই সংশোধন করেন। হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের পিতার মত, তিনি তাঁর প্রিয়তম সন্তানকেই শোধরানোর চেষ্টা করেন।

প্রজ্ঞার আশীর্বাদ

13যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করেছে, সে সুখী হবে। যখন সে বোধশক্তিপ্রাপ্ত হবে, তখন সে আশীর্বাদধন্য হবে। 14প্রজ্ঞা থেকে যে লাভ আসে তা রূপোর চেয়েও ভালো। প্রজ্ঞা থেকে যে লাভ হয় তা সূক্ষ্ম সোনার চেয়েও ভালো! 15প্রজ্ঞার মূল্য মণি-মাণিক্যের চেয়েও বেশী। তোমার অভীষ্ট কোন বস্তুই প্রজ্ঞার মত অমূল্য নয়।

16প্রজ্ঞা তোমাকে ধনসম্পদ, সম্মান এবং দীর্ঘজীবন এনে দেবে। 17জ্ঞানী লোকেরা শান্তিপূর্ণ, সুখী জীবনযাপন করে। 18প্রজ্ঞা হল জীবন বৃক্ষের মত। প্রজ্ঞাকে যারা গ্রহণ করবে, তারা সুখী ও মনোরম জীবনযাপন করবে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই যথার্থ সুখী হবে!

19প্রজ্ঞা এবং বোধকে প্রভু আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করবার জন্য ব্যবহার করেছেন। 20মহাসমুদ্র এবং মেঘরাশি যা বৃষ্টি দেয় তা প্রভুর জ্ঞানের দ্বারাই সৃষ্ট।

21পুত্র আমার, প্রজ্ঞাকে তোমার দৃষ্টির অগোচর হতে দিও না! তোমার চিন্তা এবং পরিকল্পনা করবার ক্ষমতাকে বুদ্ধিমানের মত রক্ষা কর। 22প্রজ্ঞা এবং বোধ তোমাকে জীবন দান করবে এবং তোমার জীবনকে আরও সুন্দর করে তুলবে। 23তাহলে তুমি নিরাপদে জীবনযাপন করবে এবং কখনও পতিত হবে না। 24বিছানায় শুতে যাবার সময় তুমি ভয় পাবে না। তুমি শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবে। 25দুষ্ট লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট আশাতীত বিপদের কথা ভেবে ভয় পেয়ো না। 26প্রভু তোমার সঙ্গে থাকবেন এবং তোমাকে ফাঁদে পড়া থেকে আটকে দেবেন।

সঠিক জীবনযাপনের জ্ঞান

27যখনই সম্ভব হবে, যাদের তোমার সাহায্যের দরকার, তাদের ভালো করো। 28তোমার প্রতিবেশী যদি তোমার কাছে কিছু চায় এবং তা যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে সেটা তখনই তাকে দিয়ে দিও। প্রতিবেশীকে সেটা পরের দিন নিতে আসতে বোলো না।

29তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দুষ্ট পরিকল্পনা কোরো না। সে তোমার কাছাকাছি থাকে এবং সে তোমাকে বিশ্বাস করে!

30কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে আদালতে তুলো না। সে যদি তোমার কোন অনিষ্ট না করে এটা কোরো না।

31হিংসাত্মক লোকেদের হিংসা কোরো না এবং তাদের পথ অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিও না। 32কেন? কারণ প্রভু দুষ্ট, অসাধু লোকেদের ঘৃণা করেন এবং সৎ, ভালো লোকেদের ভালবাসেন।

33দুষ্ট লোকেদের পরিবারগুলির ওপর প্রভুর অভিশাপ রয়েছে। কিন্তু ধার্মিক লোকেদের গৃহগুলিকে তিনি আশীর্বাদ করেন।

34যারা অপরকে নিয়ে পরিহাস করে সেই দাম্ভিক ব্যক্তিদের প্রভু শাস্তি দেন। প্রভু বিনয়ী ব্যক্তিদের প্রতি দয়াশীল।

35জ্ঞানী লোকেরা এমন জীবনযাপন করে যা সম্মান আনে। কিন্তু নির্বোধেরা এমন জীবনযাপন করে যার পরিণতি লজ্জা।

জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

4 পুত্রগণ, তোমাদের পিতার শিক্ষাসমূহ মনোযোগ সহকারে শোন। মনোযোগ দিলে তবেই এই হিতোপদেশগুলি বুঝতে পারবে! 2কেন? কারণ আমার এই উপদেশগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই শিক্ষামালা কখনও ভুলে যেও না।

3একসময় আমিও তোমাদের মত যুবক ছিলাম! আমি আমার পিতার ছোট পুত্র এবং আমার মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। 4এবং আমার পিতা আমাকে এই জিনিসগুলি শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি যা বলি তা মনে রেখো। আমার আদেশ পালন কর, তাহলে বাঁচতে পারবে! 5বিবেচনাশক্তি এবং জ্ঞান লাভ করো! কখনও আমার কথা ভুলো না। সর্বদা আমার উপদেশ মেনে চলবে। 6জ্ঞান থেকে দূরে সরে থেকো না। তাহলে জ্ঞান তোমাকে রক্ষা করবে। জ্ঞানকে ভালোবাসো এবং জ্ঞান তোমাকে নিরাপদে রাখবে।"

7তুমি যে মুহূর্ত থেকে জ্ঞান অর্জন করার সঙ্কল্প করেছ তখন থেকেই জ্ঞানের পর্ব শুরু হয়েছে। অতএব তোমার সমস্ত প্রয়াস ব্যবহার করে, এমনকি তোমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির বিনিময়েও জ্ঞান অর্জন করবার চেষ্টা করো! তাহলে তুমি ক্রমশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। 8জ্ঞানকে ভালোবাস, জ্ঞানই তোমাকে মহান করে তুলবে। জ্ঞানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তোল এবং জ্ঞান তোমাকে সম্মান এনে দেবে। 9জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যা তোমার জীবনে ঘটতে পারে।

10পুত্র, আমার কথা শোন। আমার আদেশ মেনে চললে তোমার আয়ু বাড়বে। 11আমি তোমাকে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সম্পর্কে বোঝাচ্ছি। আমি তোমাকে সৎপথে নিয়ে যাচ্ছি। 12এই পথকে অনুসরণ করো। তাহলে তুমি

কখনও কোনও ফাঁদে পড়বে না। তুমি দৌড়বে কিন্তু কখনও হোঁচট খাবে না। তুমি যাই কর না কেন, তুমি নিরাপদ থাকবে। 13এই শিক্ষাগুলি সর্বদা মনে রেখো। এগুলি ভুলে যেও না। ওগুলি তোমার জীবন!

14দুষ্ট লোকেরা যে পথে হাঁটে, সে পথে হেঁটো না। অসৎভাবে জীবনযাপন কোরো না। পাপীদের অনুকরণ কোরো না। 15পাপ থেকে দূরে থেকো। তার কাছে যেও না। ওটা ছাড়িয়ে সোজা হয়ে হেঁটো। 16কোনও দুষ্কর্ম না করা পর্যন্ত পাপীদের চোখে ঘুম আসে না। অপরের ক্ষতি না করে তারা বিশ্রাম নিতে পারে না। 17পাপ এবং অন্যের ক্ষতি না করে তারা বাঁচতে পারে না।

18ধার্মিক ব্যক্তিদের জীবনযাপনের পথ সূর্যোদয়ের আলোর মত। দুপুরে সে তার পূর্ণদীপ্তি পাওয়া পর্যন্ত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। 19পাপী লোকেরা অন্ধকার রাতের মত। তারা আঁধারে হারিয়ে যায় এবং কি কারণে তাদের পতন হয় তা তারা দেখতেও পায় না।

20পুত্র আমার, আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। আমার উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ কর। 21আমার কথাগুলি যেন তোমাকে ত্যাগ না করে। আমি যা সব বলি তা মনে রেখো। সেগুলি তোমার হৃদয়ে সম্পদ করে রেখো। 22যারা আমার শিক্ষামালা শোনে তারা জীবন লাভ করে। আমার কথাগুলি তাদের শরীরে সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসে।

23সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তুমি যা ভাবছ সে সম্পর্কে সজাগ থেকো। তোমার ভাবনাই তোমার ভাগ্য নিয়ন্তা।

24কখনও মিথ্যা কথা বলো না। সত্যকে কলুষিত করো না। 25তোমার সামনে যে সব ভালো এবং জ্ঞানগর্ভ আদর্শ রয়েছে তা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিও না। 26যা করছ তার সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে। সৎ জীবনযাপন কর। 27সোজা পথ যা ভাল এবং সঠিক তা ত্যাগ কোরো না। কিন্তু সর্বদা পাপ থেকে দূরে থেকো।

ব্যভিচার এড়ানোর প্রজ্ঞা বা জ্ঞান

5 পুত্র আমার, আমার জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামালা শোন। আমার সুবিবেচনামূলক কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ দাও। 2তাহলেই তুমি বিবেচকের মত বাঁচতে শিখবে। ভেবেচিন্তে কথা বলতে পারবে। 3অন্য একজন লোকের স্ত্রী হয়তো অসামান্য সুন্দরী হতে পারে; তার কথাবার্তা মধুর এবং প্রলোভনসূচক হতে পারে। 4কিন্তু পরিশেষে সে শুধু তিক্ততা এবং যন্ত্রণাই বয়ে আনবে। সে তিক্ত বিষ কিংবা ধারালো তরবারির মত। 5সে মৃত্যুর পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তোমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। 6তাকে অনুসরণ কোরো না! সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। সাবধান! জীবনের পথ বেছে নাও।

ব্যভিচার তোমাকে ধ্বংস করতে পারে

7আমার পুত্রগণ, এখন আমার কথা শোন। আমি যা বলছি ভুলে যেও না। 8ব্যাভিচারিণী থেকে দূরে থেকো। তার বাড়ির ছায়াও মাড়িও না। 9যদি যাও তোমার প্রাপ্য সম্মান অন্যেরা কেড়ে নেবে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তোমার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে। 10তুমি যাদের চেনো না তারাই তোমার ধনসম্পদ কেড়ে নেবে। তারা তোমার শ্রমের সুফল ভোগ করবে। 11পরিশেষে, তুমি দুঃখিত হবে কারণ তুমি তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করেছ এবং তোমার যা কিছু ছিল সব হারিয়েছ। 12-13তখন তুমি বলবে, “আমি আমার অভিভাবকদের কথায় কেন কর্ণপাত করিনি! কেন আমার শিক্ষকদের কথা কানে তুলিনি! আমি শৃঙ্খলা মানতে রাজি হইনি। আমি তিরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। 14তাই আমি এখন প্রায় সবরকম সংকট ভোগ করছি আর তা সবাই জানে!”

আপন স্ত্রীকে ভালোবাস

15-16তোমার নিজের কুয়ো থেকে যে জল পাও, তাই পান কর। তোমার জলকে রাস্তার ওপর বয়ে যেতে দিও না। কেবলমাত্র নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই শুধু তোমার যৌন সম্পর্ক থাকা উচিৎ। তোমার নিজের পরিবারের বাইরে কোন ছেলেমেয়ের পিতা হয়ো না। 17তোমার সন্তানরা যেন কেবল তোমারই হয়। তোমার পরিবারের বাইরে অন্য লোকেদের সঙ্গে তোমার সন্তানদের ভাগ করে নেবার দরকার নেই। 18তাই নিজের স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। যৌবনে যে নারীকে বিয়ে করেছিলে তাকেই ভালোবাস এবং তার প্রেমেই তৃপ্ত হও। 19সে একটি অপরূপা হরিণীর মতো। তার ভালোবাসায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত হও। তার প্রেম তোমাকে সদা প্রমত্ত রাখুক। 20আমার পুত্র, অন্য রমনীর দ্বারা প্রমত্ত হয়ো না। অন্য স্ত্রীলোকের বক্ষ আলিঙ্গন করো না!

21তুমি যাই কর না কেন কিছুই প্রভুর অগোচর নয়। তুমি কোথায় যাও তাও প্রভু জানেন। 22পাপী তার নিজের ফাঁদেই জড়িয়ে পড়বে। তার পাপসমূহ হবে দড়ির মত যা তাকে বেঁধে রেখেছে। 23সেই পাপীর মৃত্যু অনিবার্য। কারণ সে অনুশাসিত হতে অস্বীকার করেছে। সে তার নিজের কামনার নাগপাশেই বদ্ধ হবে।

অপরকে একটি ঋণ পেতে সাহায্য করবার বিপদসমূহ

6 পুত্র, অপরের ঋণের জন্য কখনও দায়ী থেকো না। অন্য কোন ব্যক্তি তার ঋণ শোধ করতে না পারলে তুমি কি তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ? 2তাহলে তুমি ফেঁসে গিয়েছ। তুমি নিজের প্রতিশ্রুতির জালেই জড়িয়ে পড়েছ। 3তুমি নিজেকে ঐ ব্যক্তিটির ক্ষমতার অধীনে রেখেছ। শীঘ্র তার কাছে গিয়ে নিজেকে মুক্ত কর। তার ঋণের বোঝা থেকে তোমাকে মুক্ত করবার জন্য তার কাছে অনুরোধ জানাও। 4বিশ্রাম করো না এবং ঘুমিয়ো না। 5হরিণের মত শিকারীর ফাঁদ থেকে পালিয়ে এসো। জাল কেটে পালিয়ে যাওয়া পাখির মতো নিজেকে মুক্ত কর।

অলস হওয়ার বিপদ

6অলস মানুষ, তোমাদের পিঁপড়েদের মতো হওয়া উচিৎ। দেখো, পিঁপড়েরা কি করে। পিঁপড়েদের কাছ থেকে শেখো এবং জ্ঞানী হও। 7পিঁপড়েদের কোনও মালিক নেই, শাসক নেই, নেতা নেই। 8কিন্তু গ্রীষ্মকালে পিঁপড়েরা তাদের যাবতীয় খাবার সংগ্রহ করে। ঐ খাদ্য তারা বাঁচিয়ে রাখে এবং শীতের সময়ও তাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার থাকে।

9অলস মানুষ, আর কতক্ষণ তুমি ঘুমিয়ে থাকবে? তোমার শয্যায় বিশ্রাম নেওয়ার থেকে কখন তুমি উঠবে? 10একজন অলস ব্যক্তি বলে, "আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমোতে দাও এবং একটু বিশ্রাম নিতে দাও।" 11তার অলসতার ফলস্বরূপ, একজন চোর যেমন সবকিছু চুরি করে নেয় সেরকম ভাবে তার ওপর দারিদ্র্য আসবে! অচিরেই সে কপর্দকহীন হয়ে পড়বে!

পাপী লোকেরা

12একজন পাপী এবং অকর্মণ্য ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলে এবং খারাপ কাজ করে। 13সে চোখ টিপে এবং হাত ও পায়ের সাহায্যে নানা ধরণের ইঙ্গিত করে লোকেদের ঠকায়। 14ঐ ব্যক্তিটি দুষ্ট। সে সর্বদাই অপরের বিরুদ্ধে দুষ্ট পরিকল্পনা করে। সে সদাসর্বদা অশান্তি সৃষ্টি করে। 15কিন্তু সে শাস্তি পাবে। আকস্মিক বিপর্যয় তার ওপর আসবে। অকস্মাৎ সে ধ্বংস হবে! এবং তাকে সাহায্য করবার কেউ থাকবে না!

সাতটি জিনিষ যা প্রভু ঘৃণা করেন

16প্রভু, সাতটি নয়, ছয়টি জিনিসকে ঘৃণা করেন:

17যে চোখগুলো একজন লোকের গর্ব দেখায়, যে জিহ্বা মিথ্যে কথা বলে, হাতগুলো যেগুলো নির্দোষ লোকেদের হত্যা করে,

18হৃদয়সমূহ যারা অন্যদের বিরুদ্ধে অনিষ্ট পরিকল্পনা করে, পা যেগুলো কু-কাজ করতে ছোটে,

19যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেয় এবং যা সত্যি নয় তাই বলে, যে ব্যক্তি ভাইদের মধ্যে তর্কাতর্কির কারণ ঘটায়।

20পুত্র আমার, তোমার পিতার আদেশসমূহ শোন। তোমার মাতার শিক্ষাগুলি ভুলো না। 21সদা তাঁদের কথা স্মরণ কোরো। তোমার অভিভাবকদের আদেশ তোমার কণ্ঠে জড়িয়ে রাখো। তোমার হৃদয়ে লিখে রাখো। 22যেখানেই যাও তাদের শিক্ষামালা তোমাকে পথ দেখাবে। এমনকি তুমি যখন শুয়ে থাকবে তখনও ঐ উপদেশগুলি তোমার ওপর নজর রাখবে। জেগে ওঠার পর তোমার সঙ্গে সেগুলো কথা বলবে এবং তোমাকে সঠিকপথে চালিত করবে।

23তোমার অভিভাবকদের আদেশ এবং শিক্ষা আলোর মত তোমাকে পথ দেখাবে। সেগুলি তোমাকে সংশোধন করবে এবং সঠিক পথ চেনার ক্ষমতা প্রদান করবে। 24তাঁদের শিক্ষাসমূহ তোমাকে একজন নষ্ট স্ত্রীলোকের কাছে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করবে। ঐ শিক্ষাগুলি তোমাকে, যে নারী তার স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে, তার মধুর বচন থেকে নিরাপদে রাখবে। 25সেই পরস্ত্রী অসাধারণ রূপসী হতে পারে। কিন্তু তার সৌন্দর্য্যের জন্য তোমার হৃদয়ে কামলালসা রেখো না। তার নয়নবান যেন তোমাকে ফাঁদে না ফেলতে পারে। 26একজন বারবণিতার জন্য হয়ত তোমাকে একটি রুটির মূল্য দিতে হবে। কিন্তু অন্যের স্ত্রী তোমার প্রাণসংহারিণী হয়ে উঠতে পারে!

27যে ব্যক্তি আগুনের খুব কাছে যায় সে তার জামাকাপড় ঐ আগুনে পোড়ায়। 28জ্বলন্ত কয়লায় পা দিলে পা নিশ্চিত পুড়বে। 29যে ব্যক্তি পরস্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে লিপ্ত হয় তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঐ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করবে।

30-31ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চুরি করতে পারে। চুরি করার সময় ধরা পড়লে, সে যা চুরি করেছে তার সাতগুণ মূল্য তাকে দিতে হবে! ঐ মূল্য দিতে গিয়ে হয়তো সে সর্বস্বান্ত হবে! কিন্তু যারা তার প্রকৃত অবস্থা বোঝে তারা তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে না। 32কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে নির্বোধ। সে তার নিজের পতন ডেকে আনছে এবং নিজেকেই ধ্বংস করছে! 33মানুষ তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারাবে। সে নিজে ওই লজ্জা থেকে কোনদিন পরিত্রাণ পাবে না। 34ওই ব্যভিচারিণীর স্বামী হিংসা ও ক্রোধে উন্মত্ত হবে। সে যখন তার স্ত্রীর প্রেমিকের প্রতি প্রতিশোধ নেবে তখন সে করুণা দেখাবে না। 35যত অর্থ, যত ধনসম্পদই তাকে দেওয়া হোক না কেন তার ক্রোধ প্রশমিত হবে না!

প্রজ্ঞা তোমাকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করবে

7 পুত্র আমার, আমার কথাগুলো মনে রেখো। আমার আদেশ ভুলো না। 2তুমি যদি আমার আদেশ পালন কর তুমি বাঁচবে। আমার এই শিক্ষামালা যেন তোমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। 3আমার শিক্ষা এবং আদেশ সর্বদা মনে রেখো। আমার শিক্ষামালা তোমার আঙুলের চারপাশে বেঁধে রাখো। তোমার হৃদয়ে খচিত করে রাখো। 4প্রজ্ঞাকে তোমার প্রেমিক* হিসেবে বিবেচনা করো এবং বোধকে তোমার সব চেয়ে ভাল বন্ধু বলে বিবেচনা করবে। 5তাহলে প্রজ্ঞা এবং বোধ তোমাকে "পরস্ত্রী" থেকে রক্ষা করবে। প্রজ্ঞা তোমাকে সেই ব্যভিচারিণীর হাত থেকেও রক্ষা করবে যে মধুর বাক্য বলে।

6একদিন আমি আমার জানালার বাইরে বহু নির্বোধ যুবককে দেখতে পেলাম। 7ওই যুবকদের মধ্যে এক বুদ্ধিহীন যুবকও আমার নজরে পড়লো। 8সে এক কু-রমণীর বাড়িতে গেল। সে ঐ রমণীর বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে লাগল। 9তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে। রাত শুরু হচ্ছিল। 10ঐ রমণী যুবকের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির বাইরে এল। তার সাজসজ্জা

প্রেমিক অথবা "বোন।"

বারবণিতার মতো। সে ঐ যুবকের সঙ্গে সারারাত কাটানোর পরিকল্পনা করেছিল। 11সে ছিল একজন বিদ্রোহীসুলভ, অমার্জিত নারী। সে কখনও ঘরে থাকতে ভালবাসত না! 12সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সে রাস্তার প্রতিটি বাঁকে অপেক্ষা করছিল। 13সে ঐ যুবককে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। সেই লজ্জাহীন ঐ যুবকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 14“আমাকে আজ মঙ্গলার্থক বিসর্জন দিতে হয়েছে। আমি আমার মানত পূর্ণ করেছি। 15বাড়ীতে আমার কাছে এখনও অমাবস্যার নৈবেদ্যর খাবার প্রচুর পরিমাণে পড়ে রয়েছে। তাই তোমাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অনেক খোঁজাখুঁজি এবং প্রতীক্ষার পর অবশেষে তোমাকে পেলাম! 16আমি আমার শয্যায় নতুন চাদর পেতেছি। মিশরীয় সেই সূতীর বিছানার চাদরগুলি খুব সুন্দর। 17আমি আমার শয্যার ওপর মস্তকি, ঘৃতকুমারী ও দারুচিনির সুগন্ধি ছড়িয়েছি! 18এস, আমরা সারারাত ধরে যৌনক্রীড়ায় মত্ত হই। আমরা সকাল পর্যন্ত প্রণয়জ্ঞাপন করব। 19আমার স্বামী ঘরে নেই। তিনি বাণিজ্য করতে দূরে যাত্রা করেছেন। 20তিনি প্রচুর অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন। বহুদিন ঘরে ফিরবেন না। আগামী পূর্ণিমার আগে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা নেই।”

21ঐ ব্যভিচারিণী যুবকটিকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছিল। তার মনোরম মধুর বচনে যুবকটি বিপথগামী হল। 22এবং নির্বোধ যুবকটি ঐ ব্যাভিচারিণীর ফাঁদে পা দিল। গরু যেভাবে কসাইখানার দিকে পা বাড়ায়, হরিণ যেমন ব্যাধের পেতে রাখা ফাঁদের দিকে এগিয়ে যায়, সেইভাবে সে ঐ পরস্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল। 23ঐ যুবকটি ছিল একজন শিকারীর তীরবিদ্ধ হরিণের মত। সে ছিল জালের দিকে উড়ে যাওয়া একটি পাখীর মত। তার পরিণাম যে তার জীবনহানি ঘটাবে এ কথা ঐ যুবকটি ভাবতেও পারেনি।

24প্রিয় পুত্রগণ, আমার কথা শোন। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। 25কোন পাপীয়সী রমণীর মোহজালে আবদ্ধ হয়ো না। তার পথ অনুসরণ কোরো না। 26সে অগুনতি মানুষের পতন ঘটিয়েছে। সে অসংখ্য মানুষকে ধ্বংস করেছে। 27তার গৃহ সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী। তার জীবনযাপনের পদ্ধতি মানুষকে সরাসরি মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

প্রজ্ঞা, এক ধার্মিক রমণী

8 শোন! প্রজ্ঞা কি তোমাকে ডাকছে? হ্যাঁ, বোধ তোমাকে ডাকছে।

2মহিলাটি (প্রজ্ঞা) পাহাড়ের চূড়ায়, সড়কের ধারে, সকল পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে।

3সে নগরের প্রধান ফটকগুলির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই সে উচ্চস্বরে ডাক দিচ্ছে।

4প্রজ্ঞা বলছে, “হে মানবগণ, আমি তোমাদের ডাকছি। চিৎকার করে সমস্ত লোককে ডাকছি।

5যদি তোমরা অবোধ হও, বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা কর। নির্বোধরা বোঝার চেষ্টা কর।

6শোন! আমি যেসব জিনিসের শিক্ষা দিই তা গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা বলি তা সঠিক।

7আমার কথাগুলি সত্য। আমি ক্ষতিকারক মিথ্যাকে ঘৃণা করি।

8আমি যা বলি তা সঠিক। আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমার কথাগুলোয় কোন মিথ্যা বা ভুল নেই।

9আমার কথাগুলি, যাদের বোধশক্তি আছে সেই সব লোকের কাছে পরিষ্কার। জ্ঞানবানরা আমার উপদেশ বুঝতে সক্ষম।

10আমার অনুশাসন গ্রহণ কর। তার মূল্য রূপার চেয়েও বেশী। সেটি উৎকৃষ্টতম সোনার চেয়েও মূল্যবান।

11জ্ঞান, দুর্মূল্য মুক্তার চেয়েও দামী। মানুষের অভীষ্ট কোন বস্তুই তার সমকক্ষ নয়।”

প্রজ্ঞা যা করে

12“আমি প্রজ্ঞা। আমি সুবিচারের সঙ্গে বাস করি। আমি সুপরিকল্পনা এবং জ্ঞান খুঁজে পেয়েছি।

13প্রভুকে শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ হল পাপকে ঘৃণা করা। সেইসব মানুষ যারা নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে আমি তাদের ঘৃণা করি। আমি পাপের পথ এবং মিথ্যাভাষীকে ঘৃণা করি।

14আমি মানুষকে সুবুদ্ধি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করি। আমিই সুবিবেচনা এবং ক্ষমতার আধার!

15রাজারা শাসনকার্যে আমাকে ব্যবহার করেন। ন্যায্য আইন বানাতে শাসকরা আমাকে ব্যবহার করেন।

16পৃথিবীর সমস্ত ভাল শাসক তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত লোককে শাসন করতে আমাকে ব্যবহার করেন।

17যেসব লোক আমাকে ভালোবাসে আমিও তাদের ভালোবাসি। যারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করে তারা আমাকে খুঁজে পাবে।

18আমার দেবার মত ধনসম্পদ ও সম্মান রয়েছে। আমি সত্যিকারের সম্পদ এবং সাফল্য প্রদান করি।

19আমি যেসব জিনিস দিই তা খাঁটি সোনার চেয়েও ভালো এবং আমার উপহারসমূহ খাঁটি রূপোর চেয়েও ভালো।

20আমি ধর্মের পথে চলি। আমি ন্যায় বিচারের পথ ধরে চলি।

21যারা আমাকে ভালোবাসে আমি তাদের সম্পদ দিই। হ্যাঁ, আমি তাদের ঘরবাড়ি ধনসম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলি।

22বহুকাল আগে, শুরুতে, প্রভু অন্য আর কিছু সৃষ্টি করবার আগে আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

23আমিই আদি। আমাকে সবার আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল। পৃথিবীর আগে আমাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল।

24মহাসাগরের আগে আমাকে গঠন করা হয়েছিল। সেখানে জল সৃষ্টির আগে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

25আমি পর্বতসমূহের আগে জন্মেছিলাম। আমি পাহাড়সমূহের আগে জন্মেছিলাম।

26প্রভুর পৃথিবী সৃষ্টির আগে আমি জন্মেছিলাম,
ভূমি তৈরীর আগে আমি জন্মেছিলাম। ঈশ্বরের পৃথিবীতে
প্রথম ধূলিকণা সৃষ্টি করার আগে আমি জন্মেছিলাম।
27প্রভু যখন আকাশ তৈরী করেন সেই সময় আমি
ছিলাম। প্রভু যখন ভূমির চারদিকে একটি বৃত্ত এঁকেছিলেন
এবং সাগরের সীমারেখা স্থির করেছিলেন তখন আমি
ছিলাম।
28মেঘ সৃষ্টির আগে আমি রূপ পেয়েছিলাম। ঈশ্বর
যখন সাগরে জল ঢালছিলেন, আমি সেখানে ছিলাম।
29প্রভু যখন সমুদ্রসমূহে জলের সীমা নির্ধারণ
করেছিলেন সে সময়ে আমি সেখানে ছিলাম। সমুদ্রের
তরঙ্গদল কখনই প্রভুর নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে
না। প্রভু যখন পৃথিবীর ভিত্তিস্থাপন করেন, তখন আমি
ছিলাম।
30আমি একজন দক্ষ কর্মীর মত প্রভুর পাশে ছিলাম।
আমার জন্যই প্রভু প্রতিদিন আনন্দবোধ করেছেন। আমি
তাঁর সঙ্গে সব সময় হাসি মুখে থেকেছি।
31তাঁর জগৎ আমাকে খুশি করে। আমি মানবজাতির
সঙ্গসুখ অনুভব করি।
32"আমার পুত্রগণ, এখন আমার কথাগুলি শোন!
এবং তোমরাও আমার আশীর্বাদ পাবে!
33আমার শিক্ষামালা শোন এবং জ্ঞানী হয়ে ওঠো।
ওগুলোকে অগ্রাহ্য কোরো না।
34যে আমার কথা মেনে চলবে সে ধন্য হবে। এমন
একজন লোক প্রতিদিন আমার দরজার দিকে লক্ষ্য
করে। সে আমার দরজার পথে প্রতীক্ষা করে।
35যে আমাকে খুঁজে পায় সে জীবন লাভ করে। সে
প্রভুর কাছ থেকে ভালো জিনিস পাবে!
36কিন্তু যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে পাপ করে সে
নিজেকে আঘাত করে। যেসব লোক আমাকে ঘৃণা
করে তারা মৃত্যুকে ভালোবাসে!"

জ্ঞান এবং মূঢ়তা

9 জ্ঞান তার বাড়ি তৈরী করল। সে তার বাড়িতে
সাতটি স্তম্ভ স্থাপন করল। 2সে (জ্ঞান) মাংস রান্না
করল এবং দ্রাক্ষারস তৈরী করল। সে খাওয়ার টেবিলটি
সাজিয়ে রেখেছে। 3তারপর সে তার ভৃত্যদের নগরে
পাঠাল নগরবাসীদের পর্বতের চূড়ায় তার সঙ্গে
ভোজসভায় যোগদান করার আমন্ত্রণ জানাতে। সে
বলল, 4"যাদের শেখার প্রয়োজন আছে তারা আসুক।"
সে নির্বোধ লোকদেরও আমন্ত্রণ করল। সে বলল, 5"এস,
আমার জ্ঞানের খাবার খাও এবং আমি যে দ্রাক্ষারস
তৈরী করেছি তা পান কর। 6তোমাদের নির্বোধের পথ
ত্যাগ কর, শুধুমাত্র তাহলেই তোমরা জীবন পাবে।
বোধের পথকে অনুসরণ কর।"
7তুমি যদি কোন দাম্ভিক ব্যক্তিকে তার ভুলত্রুটি
সম্পর্কে সচেতন করতে যাও, তাহলে সে উল্টে তোমার
সমালোচনা করবে। ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানের
অবমাননা করে। যদি কোন দুষ্ট লোককে তার অন্যায়
বোঝাতে যাও, তাহলে সে তোমাকেই বিদ্রূপ করবে।
8তাই যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ
মনে করে, তাকে তার ভুল বোঝাতে যেও না। সে
তোমাকে তার জন্য ঘৃণা করবে। কিন্তু তুমি যদি কোন
জ্ঞানী ব্যক্তিকে সংশোধন করতে চেষ্টা কর সে তোমাকে
ভালবাসবে ও তোমাকে শ্রদ্ধা জানাবে। 9বুদ্ধিমান
ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে সে আরও বুদ্ধিমান হবে। ধার্মিক
ব্যক্তিকে উপদেশ দিলে তাতে তার উপকার হবে।
10প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিই জ্ঞান অর্জন করার
প্রথম ধাপ। প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই বোধশক্তি
অর্জনের প্রথম ধাপ। 11তুমি যদি জ্ঞানী হও, তাহলে
তুমি দীর্ঘজীবি হবে। 12যদি তুমি জ্ঞানী হয়ে ওঠো
তাহলে তাতে তুমি উপকৃত হবে। কিন্তু তুমি যদি দাম্ভিক
হও এবং অপরকে উপহাস কর, তাহলে নিজেই তার
জন্য যন্ত্রনা পাবে।
13মূঢ়তা একটি প্রবল অমার্জিত স্ত্রীলোক। তার
কোনও জ্ঞান নেই। 14সে নিজের ঘরের দরজায় বসে
থাকে। সে শহরের উচ্চতম স্থলে নিজের আসনের
ওপর বসে থাকে। 15এবং যখন লোকেরা ঐ পথ দিয়ে
যায় সে তাদের চিৎকার করে ডাকে। ঐসব লোকেরা
তার প্রতি উদাসীন থাকলেও সে বলে, 16"যাদের শেখার
প্রয়োজন আছে তারা আমার কাছে এস।" সে
নির্বোধদেরও আহ্বান করে। 17কিন্তু সে (নির্বুদ্ধিতা)
বলে, "চুরি করা জল, নিজের বাড়ির জলের চেয়ে
সুস্বাদু। চোরাই রুটি তোমার নিজের হাতে তৈরী করা
রুটির চেয়ে উপাদেয়।"
18বোকাগুলো বুঝতে পারেনি যে সেখানে ভুতেরা
থাকে। কারণ মেয়েমানুষটা তাদের মৃত্যুর জগতের
গভীরতম স্থানে নিমন্ত্রণ করেছিল।

শলোমনের হিতোপদেশ

10 এগুলি ছিল শলোমনের হিতোপদেশ:
একজন জ্ঞানী পুত্র তার পিতাকে সুখী করে।
কিন্তু একজন নির্বোধ পুত্র তার মাকে খুবই দুঃখী
করে।
2যদি কোন লোক খারাপ কাজ করে টাকা লাভ
করে তাহলে সেই টাকা কোন কাজেই আসে না।
কিন্তু ভাল কাজ তোমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে
পারে।
3প্রভু ভালো লোকেদের প্রতি যত্নশীল হন। তিনি
তাদের পর্যাপ্ত খাবার যোগান। কিন্তু প্রভু পাপীদের
অভীষ্ট বস্তু কেড়ে নেন।
4একজন অলস ব্যক্তি দরিদ্র হবে। কিন্তু একজন
পরিশ্রমী মানুষ ধনী হবে।
5একজন জ্ঞানী পুত্র সঠিক ঋতুতে শস্য কাটবে।
কিন্তু কোন লোক যদি শস্য সংগ্রহের সময় ঘুমিয়ে
থাকে, তাহলে সে লজ্জিত হবে।
6সজ্জন ব্যক্তিদের আশীর্বাদ করার জন্য লোকেরা
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়। পাপীরাও ভালো ভালো
কথা বলে কিন্তু তা শুধু নিজেদের যাবতীয় দুষ্ট ইচ্ছা
লোকচক্ষু থেকে আড়ালে রাখার জন্য।

7ধার্মিক লোকেরা চিরকাল সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু দুষ্ট লোকেদের নাম সকলে অচিরেই ভুলে যায়।

8একজন জ্ঞানী লোক তার অগ্রজদের আদেশ পালন করে। কিন্তু একজন নির্বোধ তর্কবিতর্ক করে নিজের বিপদ ডেকে আনে।

9একজন ভাল, সৎ লোক সর্বদা নিরাপদে থাকে। কিন্তু যে কুটিল ব্যক্তি অপরকে প্রতারিত করে সে অচিরেই ধরা পড়ে।

10যে ব্যক্তি সত্যকে আড়াল করে, সে অশান্তির কারণ হয়। কিন্তু একজন সৎ লোক যে খোলাখুলি ভাবে কথা বলে সে শান্তি স্থাপন করে।*

11একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কথাবার্তা একটি ঝর্ণার মত যা জীবন দেয়। কিন্তু দুষ্ট লোকের কথাবার্তা কেবল তাদের পাপী মনেরই পরিচয় দেয়।

12ঘৃণা বিবাদের সৃষ্টি করে। কিন্তু ভালোবাসা সমস্ত ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়।

13বুদ্ধিমান লোকেদের বক্তৃতা থেকে লোকেরা জ্ঞান আহরণ করতে পারে। কিন্তু যে লোকেরা বোকার মত কথা বলে তারা তাদের শাস্তি দেয়।

14জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং তাকে একটি নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষিত করে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা তাদের ধ্বংসকে হাতের কাছে রাখে।

15সম্পদ ধনীকে রক্ষা করে কিন্তু দারিদ্র্য গরীব মানুষকে ধ্বংস করে।

16যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে সেই পুরস্কৃত হয়। সে দীর্ঘজীবন পায়। পাপ কেবল শাস্তিই বয়ে আনে।

17যে ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে শিক্ষা নেয় সে অন্যদের বাঁচতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের শাস্তি থেকে অন্য কোনো শিক্ষা নেয় না সে অন্যদের ভুলপথে পরিচালিত করে।

18যে ব্যক্তি তার ঘৃণা লুকিয়ে রাখে সে হয়ত একজন মিথ্যেবাদী। কিন্তু যারা মিথ্যে অপবাদ রটায় তারা বোকা।

19যে ব্যক্তি খুব বেশি কথা বলে সেই মুস্কিলে পড়ে। কিন্তু একজন জ্ঞানী মানুষ তার কথা সংযত রাখতে শেখে।

20একজন সজ্জন ব্যক্তির কথাবার্তা খাঁটি রূপোর মত। কিন্তু পাপীদের চিন্তাভাবনার কোন মূল্য নেই।

21একজন ধার্মিক ব্যক্তির উপদেশ অনেক লোককে সাহায্য করবে। কিন্তু নির্বোধের বোকামি তার মৃত্যু ডেকে আনবে।

22প্রভুর আশীর্বাদই তোমাকে ধনবান করবে। তিনি তার সঙ্গে সংকট আনবেন না।

23নির্বোধ লোকেরা কু-কাজ করতে ভালোবাসে। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

24দুষ্ট ব্যক্তি যা ভয় করে তার ভাগ্যে তাই ঘটবে। কিন্তু ধার্মিকদের বাসনা সফল হবে।

25যখন সংকট আসবে দুষ্ট লোকেরা ধ্বংস হবে। কিন্তু ধার্মিক লোকেরা চিরকাল অটল থাকে।

26কোন অলস ব্যক্তিকে তোমার জন্য কিছু করবার জন্য পাঠিও না। মুখের মধ্যে অম্লরস কিংবা চোখের মধ্যে ধোঁয়া যেমন বিরক্তিকর- সেও ঠিক সেভাবেই তোমার বিরক্তির কারণ হবে।

27প্রভুকে সম্মান করলে তুমি দীর্ঘজীবি হবে। কিন্তু পাপীলোকদের আয়ু হ্রাস পাবে।

28ধার্মিকদের প্রত্যাশা জীবনে আনন্দ বয়ে আনে। কিন্তু পাপীদের বাসনা কেবল ধ্বংসই ডেকে আনে।

29প্রভু ধার্মিক লোকেদের রক্ষা করেন। কিন্তু প্রভু অন্যায়কারীদের ধ্বংস করেন।

30ধার্মিক লোকেরা সবসময় নিরাপদে থাকবে। কিন্তু পাপীরা দেশ থেকে উৎখাত হবে।

31ভালো লোকেদের কথাগুলো জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু যে ব্যক্তির উপদেশ বিপদ ডেকে আনে তার কথা কেউ শুনবে না।

32ভালো লোকেরা ঠিক জিনিষটি বলতে জানে। কিন্তু দুষ্ট লোকেদের কথা অশান্তি ডেকে আনে।

11 কিছু মানুষ অপরকে প্রতারিত করতে ভুয়ো দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে। তাদের দাঁড়িপাল্লা সঠিক ওজন দেখায় না। প্রভু ঐ ভুয়ো দাঁড়িপাল্লাকে ঘৃণা করেন। যথাযথ বাটখারা প্রভুকে তুষ্ট করে।

2যারা অহঙ্কারী তাদের লজ্জায় ফেলা হবে। কিন্তু বিনয়ীরা জ্ঞান অর্জন করবে।

3ভালো লোকেরা সততা দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু অপরকে প্রতারিত করতে গিয়ে পাপীরা নিজেদের ধ্বংস করে।

4ঈশ্বর যেদিন লোকেদের শাস্তি দেবেন, ধনসম্পদ কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু ধার্মিকতা মানুষকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে।

5একজন সৎ ব্যক্তির সততাই তার জীবনকে মসৃণ করবে। কিন্তু পাপীরা তাদের দুষ্ট কর্মের জন্য ধ্বংস হবে।

6ধার্মিকতা সৎ লোকেদের রক্ষা করে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তাদের কামনার জালেই আবদ্ধ হয়।

7একজন দুষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আর কোনও আশা নেই। ধনসম্পত্তির জন্য তার সমস্ত আশাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

8একজন ভালো ব্যক্তিকে সংকট থেকে মুক্ত করা হবে এবং ঐ সংকট আসবে একজন দুষ্ট লোকের কাছে।

9দুষ্ট ব্যক্তি তার কথার দ্বারা অন্যের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু ভালো লোকেরা তার জ্ঞান দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

10ধার্মিকদের সাফল্যে সমগ্র নগর আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু পাপীদের মৃত্যুতেও মানুষ উল্লসিত হয়।

11ভালো লোকেদের আশীর্বাদে একটি শহর মহান হয়ে ওঠে। কিন্তু দুষ্ট লোকেদের কথা একটি শহরকে ধ্বংস করতে পারে।

একজন ... করে এটি প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ থেকে নেওয়া। পদ 8 এর দ্বিতীয় ভাগ হিব্রুতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

[12]সুবিবেচনাহীন লোকেরা তাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে বিরাগ দেখায়। কখন নীরব থাকা উচিৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি তা জানে।

[13]যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথা ফাঁস করে দেয় তাকে বিশ্বাস করা যায় না। যে ব্যক্তি গুজব ছড়ায় না তাকে বিশ্বাস করা যায়।

[14]যদি একটি জাতির নেতাদের বিজ্ঞ দিশাজ্ঞানের অভাব থাকে তাহলে সেই জাতির পতন অনিবার্য। কিন্তু অনেক সু-উপদেষ্টারা একটি জাতিকে নিরাপদ রাখতে পারে।

[15]যে একজন অপরিচিত লোকের ঋণ শোধ করবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে দুঃখ পেতে হবেই। অন্যের জামিনদার হতে যে অস্বীকার করে, সে নিরাপদ।

[16]একজন রমণী তার সৌন্দর্য্যের জন্য অন্যদের শ্রদ্ধা অর্জন করে। দুরন্ত, দুঃসাহসী মানুষ কেবল টাকা লাভ করতে পারে।

[17]দয়ালু ব্যক্তিরা সর্বদা লাভবান হবে। কিন্তু নিষ্ঠুর লোকেরা তাদের নিজেদের অশান্তির কারণ হয়।

[18]দুষ্ট লোক অপরকে প্রতারিত করে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়। কিন্তু যে সব লোকেরা ধর্মসঙ্গত কাজকর্ম করে তারা অবশ্যই পুরস্কার লাভ করবে।

[19]ধার্মিকতা জীবন নিয়ে আসে। দুষ্টেরা পাপের পিছনে ছোটে এবং নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনে।

[20]যারা পাপ কাজ করতে ভালোবাসে প্রভু তাদের ঘৃণা করেন। কিন্তু যে সব লোক সৎ জীবনযাপন করে প্রভু তাদের ওপর সন্তুষ্ট।

[21]একথা সত্যি যে দুষ্ট লোকেরা উপযুক্ত শাস্তি পাবেই। কিন্তু ভালো লোকেরা ও তাদের উত্তরপুরুষ শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

[22]একজন সুন্দরী কিন্তু মূঢ় নারী যেন শুয়োরের নাকে সোনার নথের মত।

[23]যখন ভালো লোকেদের ইচ্ছাপূর্ণ হয় তখন ভালোই হয়। কিন্তু দুষ্ট লোকেদের কামনা সফল হলে তা শুধু শাস্তি নিয়ে আসে।

[24]যে ব্যক্তি মুক্ত হস্তে দান করে সে আরও বেশি পাবে। যে ব্যক্তি বিতরণ করতে অস্বীকার করে সে অচিরেই গরীব হয়ে যাবে।

[25]যে ব্যক্তি দরাজভাবে দান করে সেই উপকৃত হবে। যে অন্যদের সাহায্য করে সে সাহায্য পাবে।

[26]যে ব্যক্তি তার শস্য বিক্রী করতে অস্বীকার করে, লোকে তাকে অভিশাপ দেয়। অন্যের খিদে মেটাতে যে তার শস্য বিতরণ করে তাকে সকলেই ভালোবাসে।

[27]যে অন্যের ভালো চায়, ভালোত্ব তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু যারা মন্দের পেছনে ছোটে তারা মন্দই পায়।

[28]নিজের ধনসম্পত্তির ওপর যে আস্থা রাখে সে শুকনো পাতার মতই ঝরে যাবে। কিন্তু ভালো লোকেরা সবুজ পাতার মত উন্নতি করবে।

[29]যে ব্যক্তি নিজের পরিবারকে বিপন্ন করে সে কোনকিছুই লাভ করতে পারে না এবং পরিশেষে নির্বোধরা বুদ্ধিমানদের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়।

[30]ধার্মিকের কর্মফল জীবনবৃক্ষের মত। জ্ঞানবানেরা অপরকে জীবনদান করে।

[31]ভালো লোকেরা যেমন তাদের পুরস্কার এই জীবনে পায়, তেমনি মন্দ লোকেরাও তাদের যা প্রাপ্য তা পাবে।

12 যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করতে উদগ্রীব, সে তার নিজের সমালোচনা শুনলে ক্রুদ্ধ হবে না। যে ব্যক্তি নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে অন্যের অনুযোগ শুনতে অপছন্দ করে সে নির্বোধ।

[2]প্রভু ধার্মিকদের ওপর সন্তুষ্ট। কিন্তু যারা কু-পরিকল্পনা করে প্রভু তাদের দোষী হিসেবে বিচার করেন।

[3]পাপীরা কখনই নিরাপদ নয়। কিন্তু ধার্মিকেরা সর্বদা সুরক্ষিত ও নিরাপদ।

[4]গুণবতী স্ত্রী তার স্বামীর আনন্দ এবং অহঙ্কারের উৎস। কিন্তু যে স্ত্রী তার স্বামীকে লজ্জিত করে সে তার স্বামীর অস্থিতে একটি অসুখের মতই অসহ্য।

[5]ধার্মিকেরা যা পরিকল্পনা করে তা সর্বদাই সৎ এবং সঠিক। কিন্তু লোকেদের কু-পরিকল্পনা প্রতারণাপূর্ণ।

[6]পাপী লোকেরা তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে অন্যদের আঘাত করে। কিন্তু ধার্মিক লোকেদের কথাবার্তা মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

[7]পাপী লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কোনও ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পরও মানুষ তাকে দীর্ঘকাল মনে রাখে।

[8]লোকেরা জ্ঞানী মানুষের প্রশংসা করে। কিন্তু লোকেরা কোনও নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্মান করে না।

[9]খাবার সংস্থান নেই অথচ ধনী হবার ভান করবার চেয়ে বরং একজন ভৃত্যের মালিক হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়া ভালো।

[10]ভালো লোকেরা তাদের পালিত পশুদের যত্ন নেয়। কিন্তু দুষ্টদের হৃদয়ে সহানুভূতি থাকে না।

[11]যে কৃষক তার জমিতে পরিশ্রম করে তার পর্যাপ্ত খাদ্য থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অসার চিন্তাভাবনায় সময় নষ্ট করে সে নির্বোধ।

[12]পাপী লোকেরা যা আকাঙ্খা করে দুষ্ট লোকেরা তাই চায়, কিন্তু সেটা ভালো লোকেদের দেওয়া হবে।

[13]দুষ্ট লোকেরা নির্বোধের মত কথা বলে এবং প্রায়শঃই নিজেদের কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ধার্মিকেরা এধরণের বিপদের সম্মুখীন হয় না।

[14]লোকেরা তাদের মুখনিঃসৃত কথার জন্য এবং হাতের কাজের জন্যও পুরস্কৃত হয়।

[15]নির্বোধেরা ভাবে তাদের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু বিবেচকরা অন্যের পরামর্শ খোলামনে গ্রহণ করে।

[16]নির্বোধেরা সহজেই হতাশ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমান লোকেরা অপমানকে অগ্রাহ্য করে।

[17]সত্যভাষীরা সর্বদাই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু মিথ্যা-বাদীরা অপরকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়।

18যে ব্যক্তি চিন্তাভাবনা না করে কথাবার্তা বলে তার বাক্য তরবারির মত আঘাত করতে পারে। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি কথা বলার সময় সজাগ থাকে। তার বাক্য ঐ আঘাতের যন্ত্রণা মুছে দেয়।

19যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার বাক্য ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সত্য চিরকালই অমর।

20যারা অপরের বিরুদ্ধে কু-পরিকল্পনা করে তারা নিজেদেরই ঠকায়। যারা শান্তির জন্য কাজ করে তারা সুখী।

21ঈশ্বর ধার্মিকদের সর্বদা রক্ষা করবেন। কিন্তু পাপীরা অসংখ্য সমস্যায় পড়বে।

22প্রভু মিথ্যাবাদীদের ঘৃণা করেন। তিনি সত্যবাদীদের প্রতি সন্তুষ্ট।

23বুদ্ধিমান লোকেরা যা জানে কখনও তার সবটা বলে না। কিন্তু একজন নির্বোধ ব্যক্তি, সে যা জানে সবই বলে দিয়ে নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করে।

24কঠোর পরিশ্রমীদের অন্যান্য শ্রমিকদের দায়িত্বে রাখা হবে। কিন্তু যে অলস তাকে চিরকাল অন্যের দাসত্ব করে যেতে হবে।

25চিন্তা মানুষের সুখ ও আনন্দ কেড়ে নেয়। কিন্তু একটি দয়া বৎসল শব্দ মানুষকে আনন্দিত করে।

26বন্ধু নির্বাচনে একজন ধার্মিক মানুষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। কিন্তু একজন দুষ্ট ব্যক্তি সর্বদা ভুল বন্ধু নির্বাচন করে।

27একজন অলস ব্যক্তি কখনও তার যে জিনিষ প্রয়োজন তার পেছনে ছোটে না। ধন আসে কঠিন পরিশ্রমীদের কাছে।

28তুমি যদি সঠিক পথে জীবনযাপন কর তাহলে তুমি সত্য জীবন পাবে। ন্যায়পরায়ণতার পথ জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

13 একজন জ্ঞানী পুত্র পিতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু একজন অহঙ্কারী ব্যক্তি কারো কথা শোনে না। যে লোকেরা তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করে সে তাদের কথা শোনে না।

2ভালো লোকেরা তাদের ভালো কথাবার্তার জন্য পুরস্কৃত হয়। কিন্তু দুষ্টেরা সবসময় ভুল কাজ করতে চায়।

3যে নিজের কথাগুলো সযত্নে রক্ষা করে সে তার জীবন রক্ষা করে। যে না ভেবে-চিন্তে কথা বলে সে তার নিজের ধ্বংস নিয়ে আসে।

4অলস ব্যক্তিরা সর্বদা পাবার আকাঙ্খা করে কিন্তু তাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হবে না। অথচ পরিশ্রমী ব্যক্তিরা যা চাইবে তাই তারা পেতে সক্ষম হবে।

5সৎ লোকেরা মিথ্যাকে ঘৃণা করে। দুর্জনেরা লজ্জিত হবে। 6ধার্মিকতা ভাল এবং সৎ মানুষকে রক্ষা করবে। কিন্তু যে সব লোক পাপ করতে ভালবাসে পাপ তাদের সর্বনাশ করে।

7যাদের কিছু নেই তারা ধনী হওয়ার ভান করে। কিন্তু যারা সত্যিকারের ধনী তারা নিজেদের দরিদ্র বলে পরিচয় দেয়।

8জীবন রক্ষার জন্য একজন ধনীকে হয়ত অনেক মূল্য দিতে হবে। কিন্তু গরীব লোকেরা কখনও সেরকম হুমকি পায় না।

9একজন ভালো লোকের আলো হাসিকে উজ্জ্বল করে। দুষ্ট লোকের প্রদীপ বিষাদে পরিণত হয়।

10যারা নিজেদের অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তারাই সংকটের কারণ হয়। কিন্তু যারা অন্যদের উপদেশ গ্রহণ করে তারা জ্ঞানী।

11যারা পয়সার জন্য ঠকায়, তারা শীঘ্রই সব পয়সা হারাবে। কিন্তু পরিশ্রমের বিনিময়ে যারা অর্থ রোজগার করে তাদের অর্থ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

12আশা যদি ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে হৃদয় দুঃখিত হয়। আকাঙ্খিত বস্তু পাওয়া জীবন-বৃক্ষের মত।

13যে ব্যক্তি আদেশকে অবজ্ঞা করে সে ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তি আদেশকে শ্রদ্ধা করবে সে পুরস্কৃত হবে।

14জ্ঞানী ব্যক্তিদের শিক্ষামালা জীবনের সন্ধান দেয়। ওই কথাগুলি তোমাকে মৃত্যু ফাঁদে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে।

15সৎ উদ্দেশ্যসমূহ গৌরব আনে। প্রতারণা নিয়ে আসে তার নিজস্ব পুরস্কার।

16একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কোন কাজ করার আগে চিন্তাভাবনা করে। কিন্তু একজন নির্বোধ তার কাজকর্মের মাধ্যমে নিজের বোকামির পরিচয় দেয়।

17বিশ্বাস করা যায় না এমন দূত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী দূত আরোগ্য নিয়ে আসে।

18যে নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না সে অচিরেই গরীব হয় ও লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু যে সংশোধন গ্রহণ করে সে লাভবান হবে।

19যদি কেউ কিছু চেয়ে তা পেয়ে যায় তাহলে সে খুব আনন্দিত হয়। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা তাদের অসৎ পথ থেকে সরে আসতে ঘৃণা বোধ করে।

20জ্ঞানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো তাহলে তুমিও জ্ঞানী হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি তুমি নির্বোধদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো তাহলে সমস্যায় পড়বে।

21দুঃখ দুর্দ্দশা পাপীদের তাড়া করে বেড়ায়, কিন্তু ভালো লোকেদের জীবনে ভাল ঘটনাই ঘটে।

22একজন সজ্জন ব্যক্তির যা সম্পদ থাকবে তা সে তার সন্তান ও নাতি নাতনিদের দিয়ে যেতে পারবে। এবং পরিশেষে দুর্জনদের সব সম্পদও একদিন সজ্জন ব্যক্তিদের আওতায় চলে আসবে।

23একজন দরিদ্রের উর্বর জমি থাকতে পারে যা প্রচুর ফসল দেয়। কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তে সে ক্ষুধার্ত থাকে।

24যে নিজের সন্তানদের সত্যিকারের ভালোবাসে সে সন্তানদের ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে দেয়। যদি তুমি তোমার পুত্রকে ভালবাস তাহলে তাকে সঠিক পথে চলার শিক্ষা দাও।

25ভালো লোকেরা সবসময় প্রচুর পরিমাণে খেতে পাবে। কিন্তু দুর্জনেরা ক্ষুধার্ত থেকে যাবে।

14 একজন জ্ঞানী মহিলা তার জ্ঞান দিয়েই নিজের
সংসার তৈরী করে।
2যে প্রভুকে সম্মান করে সেই সঠিক পথে জীবনযাপন
করে। কিন্তু একজন অসৎ লোক প্রভুকে ঘৃণা করে।
3একজন বোকা লোকের কথাবার্তা তার নিজের
সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন জ্ঞানী লোকের
কথাবার্তা তাঁকে রক্ষা করে।
4চাষের কাজে বলদের অভাব দেখা দিলে শস্যভাণ্ডার
খালি থাকবে। বৃহৎ ফলনের জন্য মানুষ বলদের শক্তিকে
ব্যবহার করতে পারে।
5একজন সত্যবাদী কখনও মিথ্যে বলে না এবং সে
একজন সাক্ষী হতে পারে। কিন্তু একজন অবিশ্বাসী
লোক কখনও সত্যি বলে না এবং সে ভাল সাক্ষী হতে
পারে না।
6উদ্ধত লোকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করতে পারে কিন্তু
তারা কখনও তা খুঁজে পাবে না। কিন্তু যে সব লোকেদের
বোধ শক্তি আছে তারা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে।
7বোকাদের কাছ থেকে কিছুই শেখার নেই তাই
বোকাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।
8একজন বিচক্ষণ ও দক্ষ লোকের জীবনযাত্রা
নিরীক্ষণ কর। কিন্তু একজন বোকা লোকের আঁকা-বাঁকা
জীবন পথ প্রতারণাপূর্বক। **9**বোকা লোকেরা তাদের
বোকামির মাশুল দিতে গিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু সৎ
লোকেরা শীঘ্রই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।
10একজন দুঃখী লোক শুধুই তার নিজের দুঃখ অনুভব
করতে পারে। ঠিক তেমনি, কেউই অন্য লোকের হৃদয়ের
অন্তঃস্থলের আনন্দে ভাগ বসাতে পারে না।
11দুর্জনদের গৃহগুলির বিনাশ হবেই। কিন্তু সৎ
লোকেদের বাড়ীগুলি উন্নতি করবে।
12একটি সহজ রাস্তাকে* সঠিক রাস্তা বলে মনে
হতে পারে কিন্তু সেটি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে
পারে।
13বিষাদে পূর্ণ একটি লোক হাসতে পারে, কিন্তু
হাসি থামবার পরে দুঃখ আবার ফিরে আসে।
14মন্দ কাজের জন্য পাপীদের পুরোদস্তুর শাস্তি
ভোগ করতে হবে এবং ভালো কাজের জন্য সজ্জনরা
পুরস্কৃত হবেই।
15একজন মূর্খ যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। কিন্তু
একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যা কিছু শোনে তা তার বুদ্ধি দিয়ে
বিবেচনা করে।
16একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মন্দকে ভয় পায় এবং তাকে
এড়িয়ে চলে। কিন্তু একজন বোকা লোক দৃঢ়তার সঙ্গে
কুকর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
17যে সব লোকেরা খুব সহজেই রেগে যায় তারা
নির্বোধের মত আচরণ করে। কিন্তু জ্ঞানীরা হয় ধৈর্য্যশীল।
18নির্বোধেরা তাদের বোকামির জন্য শাস্তি পায়।
কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁদের জ্ঞানের জন্য পুরস্কৃত হয়।
19দুর্জনদের বিরুদ্ধে সজ্জনদের জয় হবেই।
দুর্জনেরা সজ্জনদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবেই।
20দরিদ্রদের কোন বন্ধু ও প্রতিবেশী জোটে না কিন্তু
ধনীরা বন্ধু-বান্ধব দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকে।
21তোমার প্রতিবেশীদের ঘৃণা করো না। যদি সুখী
হতে চাও তাহলে দরিদ্রদের প্রতি সদয় থাকো।
22যদি কেউ খারাপ কাজ করার ফন্দি আঁটে তাহলে
সে ভুল করবে। কিন্তু যে ভালো কাজ করার চেষ্টা
করবে সে বন্ধু পাবে, সবাই তাকে ভালোবাসবে ও
বিশ্বাস করবে।
23কঠিন পরিশ্রম সব সময় কিছু লাভ আনবে। কিন্তু
তুমি যদি কোন কাজ না করে শুধু কথা বল তাহলে
তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে।
24জ্ঞানীরা সম্পদ দ্বারা পুরস্কৃত হয়। কিন্তু মূর্খরা
পুরস্কৃত হয় বোকামির দ্বারা।
25যে সত্য বলে সে মানুষকে সাহায্য করে আর যে
মিথ্যে বলে সে অন্যদের আঘাত করে।
26যে প্রভুকে সম্মান করে সে সুরক্ষা পায় এবং
তার সন্তানরাও নিরাপদ থাকে।
27প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সত্য জীবন নিয়ে আসে।
এতে একটি ব্যক্তির জীবন মৃত্যুর ফাঁদ থেকে রক্ষা
পায়। **28**যদি কোন রাজা অনেক মানুষকে শাসন করে
তাহলে সে মহান। কিন্তু রাজার রাজ্যে যদি কোন
মানুষ না থাকে তাহলে সেই রাজার কোন মূল্যই থাকে
না।
29ধৈর্য্যশীল একজন মানুষ ভীষণ সপ্রতিভ হয়।
আর যে সহজে রেগে যায় সে তার মূর্খামির প্রমাণ
দেয়।
30মানসিক শান্তি দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।
কিন্তু অন্যের প্রতি হিংসা শরীরকে রোগগ্রস্ত করে
তোলে।
31ঈশ্বরই প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই
যারা গরীবদের জন্য সংকটের সমস্যা সৃষ্টি করে তারা
দরিদ্রদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অপমান করে। যারা গরীবদের
দয়া দেখায় তারা ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।
32একজন দুষ্ট লোক তার কু-কর্মের দ্বারা পরাজিত
হয়। কিন্তু একজন ভালো লোক তার মৃত্যুর সময়েও
জিতে যায়।
33জ্ঞানীরা সবসময় জ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তাভাবনা
করে। কিন্তু মূর্খরা জ্ঞানের* কিছুই জানে না।
34ভালোত্ব একটি দেশকে মহান করে তোলে। কিন্তু
পাপ যে কোন মানুষকে লজ্জিত করে।
35জ্ঞানী আধিকারিক পেলে রাজা সুখী হন। কিন্তু
মূর্খ নেতাদের প্রতি রাজা ক্রুদ্ধ হন।
15 একটি শান্ত উত্তর ক্রোধকে প্রশমিত করে। কিন্তু
কর্কশ উত্তর সেই ক্রোধকে আরও বাড়ায়।
2যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কিছু বলে তখন অন্যেরা

সহজ রাস্তা আক্ষরিক অর্থে, “সোজা রাস্তা।”

জ্ঞান অথবা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মনের মধ্যেই জ্ঞান অবস্থান করে। ঐ জিনিষটিই বোকা লোকের মনের মধ্যে খুঁজতে গেলে গভীরভাবে খুঁজতে হবে কারণ তা ওখানে দুস্প্রাপ্য।

তার কথা শুনতে চায়। কিন্তু একজন মূর্খ শুধু বোকা বোকা কথাই বলে।

3প্রভু কোথায় কি ঘটছে সব দেখতে পান। তিনি ভালো ও মন্দ প্রত্যেকের ওপর সমানভাবে নজর রাখেন।

4দয়ার বচন হল জীবনবৃক্ষের মত। কিন্তু মিথ্যে কথা মানুষের আত্মাকে তছনছ করে দিতে পারে।

5মূর্খ ব্যক্তি পিতার উপদেশ শুনতে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মন দিয়ে অন্যদের সব কথা শোনে।

6ভালো লোকেদের বাড়ীতে অনেক ধন থাকে, কিন্তু দুষ্ট লোকেদের আয় সংকট আনে।

7জ্ঞানীরা তোমাকে নতুন তথ্যের সন্ধান দেবে। কিন্তু মূর্খের কথা শুনে কোন লাভ হবে না।

8দুর্জনদের নৈবেদ্যকে প্রভু ঘৃণা করেন। কিন্তু সজ্জনদের প্রার্থনা শুনে প্রভু খুশী হন।

9দুর্জনদের জীবনধারাকে প্রভু ঘৃণা করেন। যারা অন্যের ভাল করতে চায় তাদের প্রভু ভালবাসেন।

10যে জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করবে তার শাস্তি হবে। যে নিজেকে অপরের দ্বারা শোধরাতে অস্বীকার করে তার বিনাশ হবে।

11প্রভু সব জানেন। এমনকি মৃত্যুর সময়ও কি ঘটে তাও তিনি জানেন। সুতরাং একথা সত্যি যে প্রভু মানুষের মনের এবং হৃদয়ের কথাও জানতে পারেন।

12উদ্ধত লোকেরা জ্ঞানী লোকেদের দ্বারা সংশোধিত হতে ঘৃণা করে। তারা জ্ঞানী লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয় না।

13সুখী ব্যক্তির মুখে আনন্দের চিহ্ন লেগে থাকে। কিন্তু যদি কেউ হৃদয়ে দুঃখী হয় তাহলে আত্মাও দুঃখকেই প্রকাশ করে।

14জ্ঞানীরা আরও বেশী জ্ঞান আহরণ করতে চায়। কিন্তু মূর্খরা আরও মূর্খ হতে চায়।

15কিছু গরীব মানুষ সবসময় দুঃখী থাকে। কিন্তু যাদের হৃদয়ে রয়েছে আনন্দ তাদের জীবন হচ্ছে একটি অব্যাহত উৎসবের মত।

16ধনী হয়ে নানান যন্ত্রণায় জর্জরিত হওয়ার চেয়ে দরিদ্র হওয়া এবং প্রভুকে সম্মান করা শ্রেয়।

17ঘৃণার সংসারে প্রচুর খাদ্য খাওয়ার থেকে ভালোবাসার সংসারে অল্প খেয়ে থাকা ভালো।

18রগচটা মানুষেরা সমস্যা সৃষ্টি করে কিন্তু ধৈর্য্যশীল মানুষেরা শান্তি ফিরিয়ে আনে।

19অলসদের সর্বত্র সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের জীবন খুবই সহজ হয়।

20জ্ঞানী পুত্র তার পিতাকে সুখ এনে দেয়। কিন্তু মূর্খ পুত্র তার মাকে শুধু লজ্জা এনে দেয়।

21মূর্খরা মূর্খামিতেই আনন্দ পায়। কিন্তু জ্ঞানীরা বিবেচনা করে সঠিক কাজ করে।

22যদি কেউ পর্যাপ্ত উপদেশ না পায় তাহলে তার পরিকল্পনা খাটে না। কিন্তু কেউ যদি জ্ঞানীদের কথা শুনে চলে তাহলে তার পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করবে।

23একজন লোক তার ভাল উত্তরে খুশী হয়। সঠিক সময়ে সঠিক উত্তর দেওয়াটা খুব ভালো।

24একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যা কিছু করে তা তাকে জীবনের পথে এগিয়ে দেয় এবং তাকে মৃত্যুর স্থলের দিকে নীচে নামা থেকে বিরত করে।

25অহঙ্কারীর সব কিছু প্রভু ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু একজন বিধবা মহিলার সবকিছু প্রভু রক্ষা করবেন।

26অসৎ চিন্তাকে প্রভু ঘৃণা করেন। কিন্তু দয়ালু কথা প্রভু ভালোবাসেন।

27যে অন্যদের ঠকায় তার পরিবার অচিরেই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি কেউ সৎ থাকে তাহলে তার জীবনে কোন সমস্যা আসবে না।

28সজ্জন ব্যক্তিরা উত্তর দেবার আগে চিন্তা করে উত্তর দেয়। কিন্তু দুর্জনেরা কোন কিছু না ভেবেই উত্তর দেয় যা তাদের সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে।

29মন্দ লোকেদের থেকে প্রভু অনেক দূরে থাকেন কিন্তু ভালো মানুষদের প্রার্থনা প্রভু শোনেন।

30একটি আনন্দময় মুখ অন্য লোকেদের খুশী করে এবং শুভ সংবাদ মানুষকে ভালো বোধ করায়।

31কেউ ভুল শুধরে দিতে চাইলে তা যদি কেউ মন দিয়ে শোনে তাহলে সেই হচ্ছে আসল জ্ঞানী।

32যদি একজন ব্যক্তি অনুশাসন অস্বীকার করে, সে নিজেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু সে যদি অপরের দ্বারা সংশোধিত হওয়াকে গ্রহণ করে তাহলে সে বোধশক্তি লাভ করে।

33প্রভুকে সম্মান প্রদর্শন জ্ঞানের পথ নির্দ্দেশক। শ্রদ্ধা পাবার আগে একজনকে বিনয়ী হতে হবে।

16 মানুষ তার চিন্তা-ভাবনাকে ঠিকমত সাজিয়ে একটি পরিকল্পনা করতে পারে, কিন্তু প্রভুর হাতে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আছে।

2লোকেরা মনে করে তারা যা করে সেটাই ঠিক, কিন্তু প্রভু তাদের আত্মা পরীক্ষা করেন।

3সবসময় প্রভুর সাহায্য নেবে তাহলেই তুমি সফল হবে।

4সমস্ত বিষয়েই প্রভুর পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে মন্দ লোকের বিনাশ হবে।

5যে সমস্ত লোক ভাবে তারা অন্য লোকের তুলনায় শ্রেয় প্রভু তাদের ঘৃণা করেন। প্রভু নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অহঙ্কারী মানুষকে শাস্তি দেবেন।

6সত্যিকারের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা তোমাকে খাঁটি করে তুলবে। ঈশ্বরের প্রকৃত প্রেম এবং বিশ্বস্ততার দরুণ অপরাধ মুছে ফেলা যায় কিন্তু প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে আমরা মন্দকে এড়িয়ে চলি।

7যদি কোন ব্যক্তি ভালোভাবে জীবনযাপন করে সে প্রভুর কাছে মনোরম হয় এবং তার শত্রুরাও তার সঙ্গে শান্তিরক্ষা করে চলে।

8ঠকিয়ে প্রচুর লাভ করা অপেক্ষা সঠিক পথে সামান্য লাভ করাও শ্রেয়।

9একজন ব্যক্তি কি করতে চায় তা নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে কিন্তু বাস্তবে কি ঘটবে তা নির্ধারণ করবেন প্রভু।
10একজন রাজা যা বলেন সেটাই হয় আইন। তাই তার সিদ্ধান্ত সর্বদা সঠিক হওয়া উচিৎ।
11প্রভু চান সমস্ত মাপকাঠি এবং মাত্রা সঠিক হোক এবং ব্যবসায়িক চুক্তিগুলি নিয়মানুযায়ী হোক।
12যারা মন্দ কাজ করে রাজা তাদের ঘৃণা করেন। ধার্মিকতা তাঁর রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করবে।
13রাজা সত্য ভাষণ শুনতে চান। যারা মিথ্যা বলে না রাজা তাদের পছন্দ করেন।
14একজন রাজা রেগে গেলে যে কোন লোককে হত্যা করতে পারেন। যে জ্ঞানী সে রাজাকে খুশী রাখার চেষ্টা করবে।
15যদি রাজা খুশী থাকেন তবে সবার জীবনই সুখের হবে। যদি রাজা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে তা হবে বসন্তকালে বৃষ্টি হওয়ার মতো।
16জ্ঞানের মূল্য সোনার চেয়েও বেশী। বিচক্ষণতার মূল্য রূপোর চেয়েও বেশী।
17ভালো লোকেরা সারা জীবন খারাপ জিনিস থেকে দূরত্ব রেখে চলে। যে ব্যক্তি সাবধানী সে তার আত্মাকে রক্ষা করে চলে।
18অহঙ্কার ধ্বংসকে এগিয়ে আনে এবং ঊদ্ধত্য পরাজয় আনে।
19উদ্ধত লোকেদের সঙ্গে ধনসম্পদ ভাগ করে নেওয়ার চেয়ে বিনয়ী হওয়া এবং দরিদ্রদের মধ্যে থাকা শ্রেয়।
20যে ব্যক্তি অপরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সে লাভবান হবে। যে প্রভুর ওপর বিশ্বাস রেখে চলে সে প্রভুর আশীর্বাদ পাবে।
21জ্ঞানী লোকেদের মানুষ চিনে নেবে। যে বিচক্ষণভাবে কথা বলে তার কথায় অনেক বেশী ফল হয়।
22একজন জ্ঞানী মানুষ সবসময় চিন্তা করে কথা বলে। এবং সে যা বলে তা শোনার যোগ্য।
23একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবসময়ই চিন্তাপূর্ণ কথা বলে এবং সে যা কিছু বলে তা শোনার পক্ষে ভাল ও মূল্যবান।
24দয়ালু কথাবার্তা সবসময়ই মধুর মত মিষ্টি। দয়ালু কথাবার্তা গ্রহণযোগ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
25এমন পথ আছে যা লোকের কাছে সঠিক বলে মনে হলেও তা শুধু মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।
26একজন শ্রমিকের ক্ষুধাই তাকে কাজ করায় যাতে সে খেতে পায়।
27একজন অপদার্থ দুষ্ট লোক অন্যায় কাজের পরিকল্পনা করে। তার উপদেশ আগুনের মতই
ধ্বংসকারী। 28একজন সমস্যা সৃষ্টিকারী সবসময় সমস্যার সৃষ্টি করবে। সে গুজব ছড়িয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অশান্তির কারণ ঘটাবে।
29একজন হিংসাত্মক ব্যক্তি তার বন্ধুদের প্রতারণা করে। সে তাদের বিপথে চালিত করবে।
30সে যখনই কোন ধ্বংসকারী পরিকল্পনা করে তখন তার চোখ মিটমিট করে। সে তার প্রতিবেশীকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হাসিমুখে থাকে।
31যারা সৎ জীবনযাপন করে সাদা চুল তাদের মহিমার মুকুট হয়।
32একজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা হওয়ার থেকে ধৈর্য্যশীল হওয়া ভাল। একটি সম্পূর্ণ শহরের দখল নেওয়ার চেয়ে নিজের রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া শ্রেয়।
33মানুষ পাশার দান চেলে তাদের সিদ্ধান্ত স্থির করে। কিন্তু সিদ্ধান্ত সবসময় ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে।

17 অশান্তির মধ্যে ঘরভর্তি খাবারের চেয়ে শান্তির মধ্যে একটুকরো শুকনো রুটি খাওয়া অনেক ভাল।
2একজন বুদ্ধিমান ভৃত্য তার প্রভুর বোকা ছেলের ওপর শাসন চালাবে। এইভাবে সে তার প্রভুর সম্পত্তির কিছুটা ভাগ প্রভুর অন্য পুত্রদের সঙ্গে পাবে।
3সোনা ও রূপোকে খাঁটি করার জন্য আগুনে পোড়ানো হয়। কিন্তু ঈশ্বরই সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের হৃদয়কে শুদ্ধ করেন।
4একজন দুষ্ট লোক মন্দ কথাটাই শোনে। মিথ্যেবাদীরা মিথ্যেকথাগুলোই শোনে।
5কিছু মানুষ আছে যারা গরীব মানুষদের দুর্দশা উপভোগ করে। বিপদে পড়া মানুষদের সমস্যা নিয়ে তারা হাসাহাসি করে। এতে এই বোঝা যায় যে এই দুষ্ট লোকেরা ঈশ্বরকে সম্মান করে না যিনি দরিদ্রদের সৃষ্টিকর্তা। তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।
6পৌত্র-পৌত্রীরা তাদের প্রপিতামহ এবং প্রপিতামহীদের কাছে একটি মুকুট। এবং সন্তানদের কাছে তাদের পিতা-মাতা একটি গৌরব।
7বোকাদের বেশী কথা বলা অনুচিৎ, ঠিক তেমনি কোন শাসকেরও মিথ্যাচার করা উচিৎ নয়।
8কিছু লোক উৎকোচকে সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করে। তারা ভাবে যে সব ক্ষেত্রেই সেটা তাদের সাফল্য আনবে।
9যদি কারোর অন্যায়কে তুমি ক্ষমা করতে পারো তাহলে সে তোমার বন্ধু হতে পারে। কিন্তু যদি তুমি তার অন্যায়কে বারবার মনে কর তাহলে বন্ধুত্বের ক্ষতি হবে।
10একজন বুদ্ধিমান মানুষ তার ভুল থেকে শিক্ষা নেয় কিন্তু একজন নির্বোধ তার ভুল থেকে শিক্ষালাভ করে না। এমন কি 100 ঘা চাবুক খাবার পরেও নয়।
11একজন দুষ্ট ব্যক্তি সব সময় ভুল কাজ করতে চেষ্টা করে। শেষে, তাকে শাস্তি দেবার জন্য ঈশ্বর একজন নিষ্ঠুর দূত পাঠাবেন।
12শাবক চুরি হয়ে যাওয়া ক্রুদ্ধ মা-ভালুকের সম্মুখীন হওয়া সর্বদা বিপজ্জনক। কিন্তু তবু, একজন নির্বোধের নির্বুদ্ধিতার সম্মুখীন হওয়ার থেকে তা শ্রেয়।

13তোমার প্রতি কৃত কোন ভালো কাজের জন্য অসৎভাবে তার প্রতিদান দিও না। যদি তুমি এরকম কর তাহলে তুমি সারা জীবন সংকটের মধ্যে থাকবে।

14বিবাদ হল বাঁধের গর্তের মতো। সেই গর্ত ক্রমশঃ বড় হওয়ার আগেই বিবাদ ত্যাগ করো।

15প্রভু দুটো বিষয়কে ঘৃণা করেন। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া এবং দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করা।

16একজন নির্বোধ ব্যক্তির কাছে অর্থ থাকার কোন মূল্য নেই। কারণ, তার যখন কোন বোধই নেই, সে কখনও জ্ঞান কিনতে পারবে না।

17একজন বন্ধু সবসময় ভালোবাসবে। একজন সত্যিকারের ভাই সর্বদা তোমাকে সমর্থন করবে এমনকি তোমার বিপদের সময়েও।

18একমাত্র বোকারাই অন্যের বিবাদের দায়িত্ব নেয়।

19যে বিবাদে আনন্দ পায় সে পাপেও আনন্দ লাভ করে। যদি তুমি নিজেই নিজের বড়াই কর তাহলে তুমি সমস্যাকেই আহ্বান জানাবে।

20দুর্জন ব্যক্তি কখনও লাভবান হয় না। মিথ্যাবাদীরা সমস্যায় জর্জরিত হবে।

21একজন পিতা নির্বোধ সন্তানের জন্য বিমর্ষ থাকে। একটি দুষ্ট সন্তানের পিতা অসুখী হয়।

22আনন্দ হল একটি ভালো ওষুধের মত। কিন্তু দুঃখ হল অসুস্থতার মত।

23দুর্জন ব্যক্তি অন্যদের ঠকানোর জন্য ঘুষ নেয়।

24জ্ঞানী ব্যক্তি সবসময় ভাল কাজ করার চিন্তা করেন। কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি সবসময় বহুদূরের স্বপ্ন দেখে।

25একজন নির্বোধ পুত্র তার পিতার জন্য দুঃখ বয়ে আনে। সে তার মায়ের তিক্ততার কারণ।

26ঠিক যেমন একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়, তেমনি একজন সত্যবাদী অথচ আধিকারিককে শাস্তি দেওয়াও অন্যায়।

27একজন জ্ঞানী ব্যক্তি খুব বেশী কথা বলে না। সে কখনও সহজে ক্রুদ্ধ হয় না।

28একজন মূঢ় ব্যক্তি যদি চুপ করে থাকে তাহলে লোকে তাকে জ্ঞানী বলে বিবেচনা করবে। সে যদি কিছু না বলে তাকে বুদ্ধিমান মনে হবে।

18 যে লোকেরা অন্য কারো সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারে না, তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছেমত জিনিষ চায়। তারা অন্য যে কোন উপদেশ বা পরামর্শে বিচলিত হয়।

2একজন নির্বোধ অন্যদের কাছ থেকে কিছু শিখতে চায় না। সে শুধু নিজের মনের কথাই প্রকাশ করতে সচেষ্ট থাকে।

3মানুষ এই ধরণের দুর্জনকে পছন্দ করে না। তারা বোকাদের নিয়ে উপহাস করে।

4জ্ঞানী ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ হল গভীর কুয়ো থেকে উঠে আসা স্রোতবাহী জলের মতো যে কুয়ো হল জ্ঞানের আধার।

5তোমাকে মানুষের সঠিক বিচার করতে হবে। যদি তুমি দোষী ব্যক্তিদের ছেড়ে দাও তাহলে তুমি সজ্জন ব্যক্তিদের সঙ্গে ন্যায় করলে না।

6একজন নির্বোধ ব্যক্তি নিজের কথার দ্বারাই নিজের সংকট বাধিয়ে বসে। তার মুখের কথায় ঝগড়া শুরু হতে পারে।

7তার মুখই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। সে নিজেই নিজের কথার জালে জড়িয়ে পড়ে।

8মানুষ সবসময় কেচ্ছা শুনতে ভালোবাসে। কেচ্ছাকাহিনীকে সুখাদ্যের মতো গিলতে থাকে।

9কুকর্মে যে লিপ্ত থাকে তার সঙ্গে বিনাশকারীর কোন পার্থক্য নেই।

10প্রভুর নাম হল একটি শক্তিশালী মিনারের মত। ভালো লোকেরা প্রভুর কাছে আশ্রয়ের জন্য ছুটে যেতে পারে।

11ধনীরা ভাবে তাদের অর্থই তাদের রক্ষা করবে। তারা ভাবে তাদের অর্থ হল দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো অটুট।

12অহঙ্কারী ব্যক্তির বিনাশ হবে কিন্তু বিনয়ী ব্যক্তি সম্মানিত হবে।

13অন্যদের কথা শেষ করতে দেওয়ার পর তুমি উত্তর দিতে শুরু করবে। যদি তুমি এরকম কর তাহলে তুমি অপ্রস্তুত হবে না অথবা তোমাকে বোকার মত দেখতে লাগবে না।

14অসুস্থতার সময়ে একজন মানুষের মস্তিষ্ক তাকে জীবিত রাখবে। কিন্তু সে যদি গভীরভাবে উদাস হয়ে যায়, তার কোন আশা থাকে না।

15জ্ঞানী ব্যক্তি আরো বেশি জানার ইচ্ছে প্রকাশ করে।

16তুমি যদি গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আগে তাদের উপহার দাও, তাহলে তাদের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা সহজ হয়।

17প্রথম ব্যক্তির মামলা ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক থাকে যতক্ষণ না তাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি পাল্টা প্রশ্ন করে।

18শক্তিশালী বিরোধী দলগুলির বিবাদ পাশার দান ফেলে মেটানো যায়।

19তুমি যদি তোমার বন্ধুকে অপমান কর তাহলে পুনরায় তার মন জয় করা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ঘেরা শহর জয় করার থেকেও কঠিন হবে। প্রাসাদের ফটকগুলির ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা শক্তিশালী খিলগুলির মত তর্ক মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

20তুমি যা বলবে তাই তোমার জীবনের ওপর প্রভাব ফেলবে। তুমি যদি ভাল কথা বল তাহলে তোমার জীবনে ভালো ঘটনা ঘটবে। আর যদি তুমি খারাপ কথা বলো তাহলে তোমার জীবনে খারাপ ঘটনা ঘটবে।

21জিহ্বা এমন কথা বলতে পারে যা জীবন অথবা মৃত্যু আনে। যারা কথা বলতে ভালোবাসে তাদের কথার দরুন যা পরিনাম হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

22যদি তুমি তোমার জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পাও তাহলে মনে করবে তুমি কোন ভাল জিনিসই পেয়েছো।

তোমার স্ত্রী তোমাকে দেখাবে যে প্রভু তোমাকে নিয়ে সুখী।

23একজন গরীব ব্যক্তি সাহায্য ভিক্ষা করবে কিন্তু একজন ধনী ব্যক্তি খারাপ ভাবে তাকে উত্তর দেবে।

24কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গ আনন্দদায়ক। কিন্তু একজন সত্যিকারের বন্ধু ভাইয়ের চেয়েও বিশ্বস্ত হতে পারে।

19 বোকা, মিথ্যেবাদী এবং ঠগ হওয়ার চেয়ে গরীব এবং সৎ হওয়া শ্রেয়।

2জ্ঞান ব্যাতিরেকে উদ্দ্যম কোন কাজের নয়। যে ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে কাজ করে, সে ভুল করে।

3একজন ব্যক্তির নিবুর্দ্ধিতা তার ধ্বংসের কারণ। কিন্তু সে তার দুরবস্থার জন্য প্রভুকে দোষী করে।

4ধনী ব্যক্তির ধন-সম্পদই অসংখ্য বন্ধু জোগাড় করে দেয় কিন্তু দরিদ্রকে সবাই ছেড়ে চলে যায়।

5অন্যের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার করে তার শাস্তি হওয়া উচিৎ। তার রক্ষা পাওয়া উচিৎ নয়।

6উদার ব্যক্তির বন্ধু সবাই হতে চায়। যে উপহার প্রদান করে তার বন্ধুত্ব লাভে সবাই আগ্রহী।

7যদি কেউ গরীব হয় তাহলে তার পরিবারের লোকেরাও তার বিরোধিতা করে এবং সমস্ত বন্ধুরাও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে সাহায্য ভিক্ষা করলে সাহায্য প্রদানের জন্য কেউ তার দিকে এগিয়ে যাবে না।

8কোন ব্যক্তি যদি তার স্বাচ্ছন্দের জন্য আগ্রহী হয়, সে জ্ঞানী হয়ে ওঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে। যে বোধকে রক্ষা করে, সে সাফল্য হাতে পায়।

9মিথ্যেসাক্ষীর শাস্তি হবেই! মিথ্যেবাদীর বিনাশ হবে।

10একজন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষে বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করা ঠিক নয়। তাহলে তা হবে ক্রীতদাস কর্তৃক রাজপুত্রদের শাসন করা।

11যদি একজন ব্যক্তি জ্ঞানী হয়, সেই জ্ঞানই তাকে ধৈর্য্যের অধিকারী করে। সে যদি তার বিরুদ্ধে যারা অন্যায় করে সেই সব লোকেদের ক্ষমা করে সেটা তার মহত্ত্ব।

12রাজার ক্রোধ হবে সিংহের মতো। কিন্তু তাঁর দয়া হল ঘাসের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মত।

13একজন নির্বোধ তার পিতার জন্যে বয়ে আনে সমস্যার বন্যা। একজন খুঁতখুতে বউ হল সমানে চুঁইয়ে পড়া জলের মত।

14লোকেরা তাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে অর্থ এবং ঘরবাড়ি পায়। কিন্তু একজন ভালো স্ত্রী হল প্রভুর দান।

15একজন কুঁড়ে, অলস ব্যক্তি হয়ত দীর্ঘক্ষণ ঘুমোতে পারে কিন্তু সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করবে।

16কেউ যদি আইনকে মান্য করে তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। যে নিজের আচরণ সম্পর্কে অসতর্ক সে মারা যাবে।

17দরিদ্রকে টাকা দেওয়া মানে তা প্রভুকে ঋণ দেওয়া। তোমার এই দয়ালু মনের জন্য প্রভু তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবেন।

18তোমার পুত্র বদলাবে এ আশা যতক্ষণ আছে, তাকে শাসন কর। তাকে শাসন না করে তার মৃত্যু এনো না। সে নিজেই তার ধ্বংসের কারণ হবে এবং তুমিই তাতে ইন্ধন যোগাবে।

19রগচটা লোক তার ক্রোধের মূল্য দেবে। তুমি যদি তাকে সংকট থেকে বের করেও আনো, সে একই কাজ করা অব্যাহত রাখবে।

20উপদেশ শোন এবং শৃঙ্খলা পরায়ণ হও। তাহলে জ্ঞানী হয়ে উঠবে।

21মানুষ অসংখ্য পরিকল্পনা করে কিন্তু একমাত্র প্রভুর পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়।

22লোকেরা একটি বিশ্বাসী লোক চায়। একজন লোক যার কথা কেউ বিশ্বাস করে না সেই ধরণের একজন মানুষ হওয়ার চেয়ে বরং গরীব হওয়া শ্রেয়।

23যে ব্যক্তি প্রভুকে সম্মান করে তার জীবন ভালো হয়। সে ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। সে তার নিজের জীবনে তৃপ্তি খুঁজে পায়।

24কিছু মানুষ এতো অলস হয় যে তারা নিজেদের দিকে প্রায় নজরই দেয় না। তারা এতই অলস যে তারা তাদের থালা থেকে খাবারটুকু পর্যন্ত তুলে মুখে দেবে না।

25একজন অলস ব্যক্তিকে শাস্তি দাও এবং সেই বোকাটা কৌশলী হয়ে উঠবে। কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে তিরস্কার কর, সে আরো বিচক্ষণ হয়ে উঠবে।

26যে ব্যক্তি তার পিতার পকেট কেটে চুরি করে এবং তার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, সে একজন জঘন্য কুলাঙ্গার।

27যদি তুমি নির্দেশ মেনে চলা বন্ধ করো তাহলে তুমি তোমার বোকামিগুলো চালিয়ে যাবে। চিরদিন ভুলগুলো করে যাবে।

28যে মিথ্যে সাক্ষী দেয় সে ন্যায়কে উপহাস করে। দুষ্ট লোকেদের কথাবার্তা আরো বেশী পাপ আনে।

29উদ্ধত লোকেদের জন্য চাবুকই যথেষ্ট, কিন্তু বোকাদের জন্য প্রহার যথার্থ।

20 দ্রাক্ষারস খেলে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণ হারায়। মাতালেরা চিৎকার করে এবং ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করে। মদনোন্মত্ত অবস্থায় তারা মূর্খের মত আচরণ করে।

2সিংহের গর্জনের মত রাজার ক্রোধ। তুমি যদি রাজাকে ক্রুদ্ধ করো তাহলে তোমার জীবন সংশয় হতে পারে।

3মূঢ়রা তর্ক শুরু করবার ব্যাপারে খুব তৎপর। সুতরাং তোমাকে এমন একজনকে সম্মান করতে হবে যে তর্ককে এড়িয়ে চলতে পারে।

4একজন অলস ব্যক্তি কর্ষনের সময় বীজ বপন করে না। সুতরাং ফসল ঘরে তোলার উৎসবের সময় যখন সে খাবারের জন্য চারিদিকে তাকায় তখন সে কিছুই খুঁজে পায় না।

5ভাল উপদেশ হল গভীর কুয়ো থেকে তুলে আনা স্বচ্ছ জলের মত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অন্য আর

একজনের কাছ থেকে শেখবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করে।

6অনেকেই বলে তারা বিশ্বস্ত এবং অনুগত। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বস্ত লোক খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

7একজন সজ্জন ব্যক্তি সৎপথে জীবন কাটায়। এবং তার সন্তানরা আশীর্বাদ ধন্য হবে।

8রাজা যখন বিচারে বসে তখন সে নিজের চোখে দুর্জন ব্যক্তিদের চিনতে পারে।

9কেউ কি একথা বলতে পারে যে তার একটি স্বচ্ছ বিবেক আছে? এবং সে কোন পাপ করেনি? না!

10অন্যায়ভাবে যারা ব্যবসায় ওজন নিয়ে কারচুপি করে লোক ঠকায়, প্রভু তাদের ঘৃণা করেন।

11এমনকি একটি শিশুর কাজকর্মেও বোঝা যায় যে সে ভাল না মন্দ। তুমি যদি একটি শিশুর আচরণ লক্ষ্য কর, সে সৎ ও ভাল কিনা তা তুমি বুঝতে পারবে।

12আমাদের শরীরের চোখ এবং কান এই ইন্দ্রিয় দুটি প্রভুই আমাদের দিয়েছেন যাতে আমরা দেখতে ও শুনতে পাই।

13তুমি যদি ঘুমোনোর পিছনে সময় ব্যয় কর তাহলে তুমি দারিদ্রে কষ্ট পাবে। কিন্তু যদি তুমি তোমার সময় কঠোর পরিশ্রমে ব্যয় কর তাহলে তোমার খাদ্যের অভাব হবে না।

14তোমার কাছ থেকে কেউ যখন কিছু কিনতে যায় তখন সে বলে: “দাম বড্ড বেশী! এ জিনিস ভাল নয়।” তারপর সে অন্যদের কাছে গিয়ে নিজের বাজার করার কথা বড়াই করে বলে।

15সোনা এবং অলঙ্কার একজন মানুষকে ধনী করে তুলতে পারে। কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যা উচ্চারণ করেন তা অনেক বেশী দামী।

16অন্যের বিবাদে জড়িয়ে পড়লে তুমি তোমার জামা হারাতে পারো।

17প্রতারণা করে জিনিষ পাওয়া হয়ত ভালো মনে হতে পারে কিন্তু অবশেষে দেখবে যে তার কোন দাম নেই।

18পরিকল্পনা করার আগে সৎ উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তুমি যুদ্ধে যাওয়া স্থির কর, তাহলে তোমাকে চালনা করার জন্য যুদ্ধে দক্ষ এমন লোক খুঁজে বের কর।

19যে অন্যের সম্বন্ধে গুজব রটায় সে বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং, বেশী কথা বলে এমন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।

20যে নিজের পিতামাতার বিরুদ্ধে কথা বলে সে হল সেই ধরণের আলো যা শীঘ্রই অন্ধকারে পরিণত হবে।

21সহজে অর্জিত ধন অবশেষে তার মূল্য হারাবে।

22কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে কিছু করে থাকে তাহলে তুমি তাকে শাস্তি দিতে যেও না। বরং ধৈর্য্য ধরো প্রভু শেষে তোমাকেই জয়ী করবেন।

23কিছু ব্যবসায়ী ওজনের দাঁড়িপাল্লায় কিছু কৌশল করে লোক ঠকায়। প্রভু সেটা ঘৃণা করেন। যে সব দাঁড়িপাল্লা নিখুঁত নয় সেগুলো ব্যবহার করা অন্যায়।

24প্রতিটি লোকের কি হবে তা প্রভু ঠিক করেন। তাহলে কোন ব্যক্তি কি করে বুঝবে তার জীবনে কি কি ঘটবে?

25ঈশ্বরকে কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা করার আগে চিন্তা করে দেখো। নাহলে পরে হয়তো তুমি ভাবতে পারো যে এমন প্রতিজ্ঞা না করলেই হত।

26জ্ঞানী রাজাই ঠিক করবেন কারা দুর্জন ব্যক্তি। সেই রাজাই তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

27মানুষের আত্মা হল প্রভুর কাছে থাকা প্রদীপ। প্রভু হলেন অন্তর্যামী। কার মনে কি আছে তিনি সব জানেন।

28যদি একজন রাজা সৎ ও সত্যবাদী হয় তাহলে সে তার ক্ষমতায় থাকতে পারবে। বিশ্বস্ততা তার রাজ্যকে শক্তিশালী করে তুলবে।

29একজন যুবকের শক্তির শোভাকে আমরা পছন্দ করি। কিন্তু একজন বৃদ্ধের পাকা চুলকে আমরা সম্মান জানাই। কারণ তার মাথা ভর্তি পাকা চুল প্রমাণ করে যে সে একটি পূর্ণ জীবন পেয়েছে।

30যদি আমরা শাস্তি পাই তাহলে আমরা অন্যায় কাজ করা বন্ধ করব। যন্ত্রণা মানুষকে বদলে দিতে পারে।

21 জমিতে চাষের জলের জন্য চাষীরা পরিখা খনন করে। সেচ ব্যবস্থার জন্য তারা পরিখা দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের গতিপথ পরিবর্তন করে। তেমনি করে প্রভুও রাজার মনের নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রভু রাজাকে তাঁর ইচ্ছেমতো পরিচালনা করেন।

2মানুষ ভাবে সে যা করে তাই সঠিক। কিন্তু প্রভুই মানুষের কাজের সঠিক কারণের বিচার করেন।

3সঠিক ও ন্যায় কাজ করবে। প্রভু বলিদানের চেয়ে সেগুলিকেই বেশী ভালোভাবে গ্রহণ করেন।

4অহঙ্কার হল একটি পাপপূর্ণ জিনিষ। এতে মানুষের অসততা বোঝায়।

5বুদ্ধিপূর্ণ পরিকল্পনা লাভের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তুমি যদি সতর্ক না হও এবং কাজের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করো তাহলে তুমি গরীব হয়ে যাবে।

6লোক ঠকিয়ে বড়লোক হলে শীঘ্রই তোমার সমস্ত ধনসম্পদ নষ্ট হবে। এবং তোমার অসততা তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।

7দুষ্ট লোকেরা যে কুকর্ম করে তা তাদের ধ্বংস করবে। তারা ঠিক কাজ করতে অস্বীকার করে।

8দুষ্ট ব্যক্তিরা সবসময় অন্যদের ঠকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভালো লোকেরা সর্বদা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করে।

9ঝগড়াটে বউয়ের সাথে ঘর করার চেয়ে ছাদের ওপর একলা থাকা শ্রেয়।

10অসৎ ব্যক্তি মন্দ কাজ করতে ইচ্ছা করে। এবং তারা কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না।

11ঈশ্বরকে নিয়ে যারা মজা করে তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং বোকারা তার থেকে শিক্ষা পাবে। তারা জ্ঞানী হয়ে উঠবে। এবং তারা আরো বেশী জ্ঞান প্রাপ্ত হবে।

12ঈশ্বর মঙ্গলময়। ঈশ্বর জানেন দুর্জনরা কি করে বেড়াচ্ছে। তিনিই তাদের শাস্তি দেবেন।

13যদি কেউ দরিদ্রকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে তাহলে তার প্রয়োজনের সময়ও কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।

14কেউ যদি তোমার ওপর রেগে থাকে তাহলে তাকে গোপনে একটা উপহার পাঠাও। গোপনে দেওয়া উপহার প্রকট ক্রোধকে প্রশমিত করে।

15ন্যায়-বিচার সজ্জন ব্যক্তিদের সুখী করে তোলে। কিন্তু দুর্জন ব্যক্তিদের ভীত করে।

16জ্ঞানের পথ কেউ ত্যাগ করলে বুঝতে হবে সে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে।

17যদি কোন ব্যক্তি সুখ-সম্পত্তি ভালোবাসে, সে দরিদ্রে পরিণত হবে। একজন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র দ্রাক্ষারস পান করতে এবং খুব মশলাদার রান্না খেতে চায় তাহলে সে কোনদিনই ধনী হতে পারবে না।

18ভালো লোকেদের প্রতি দুষ্ট লোকেরা যে সব খারাপ কাজগুলি করে তার জন্য তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। সৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অসৎ ব্যক্তিরা যা সব করে তার জন্য দুষ্ট লোকেদের দাম দিতেই হবে।

19রগচটা ও বিবাদী স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে মরুভূমিতে বাস করা ভাল।

20একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ভবিষ্যতে তার কাজে লাগবে এমন জিনিষপত্র সঞ্চয় করে রাখে। কিন্তু একজন নির্বোধ যা কিছু অর্জন করে তার সবটাই তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলে।

21যে ব্যক্তি সর্বদা দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করে সে সুস্থ জীবন লাভ করে। সে অর্থ ও সম্মান পায়।

22একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যা চায় তাই করতে পারে। এমন কি, সে শক্তিশালী লোকেদের দ্বারা প্রতিরক্ষা করা শহরকেও আক্রমণ করতে পারে। বাঁচবার জন্য যে প্রাচীরের ওপর তাদের আস্থা ছিল, সেই প্রাচীরও সে ধ্বংস করতে পারে।

23সে কি বলছে এই বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি সতর্ক থাকে তাহলে সে সংকট থেকে দূরে থাকতে পারবে।

24একজন অহঙ্কারী মানুষ নিজেকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। সে তার কাজের ধারা দিয়েই দেখিয়ে দেয় সে কতখানি দুষ্ট।

25-26একজন অলস ব্যক্তির অতিরিক্ত দাবী তার ধ্বংসের কারণ হয়। তার যা করা দরকার তা করতে অস্বীকার করায় অলস ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংস করে। কিন্তু একজন ভালো লোক অনেক কিছু দিয়ে দেয় কারণ তার প্রচুর আছে।

27দুর্জনেরা প্রভুকে কিছু উৎসর্গ করলে প্রভু খুশী হন না। বিশেষ করে তারা যখন তাদের উৎসর্গের পরিবর্তে তাঁর কাছ থেকে কিছু পেতে চেষ্টা করে তখন।

28মিথ্যেবাদীর বিনাশ হবে। যারা মিথ্যেবাদীদের কথা শুনে চলবে তাদেরও বিনাশ হবে।

29একজন সজ্জন ব্যক্তি জানে যে সে সঠিক। কিন্তু একজন দুষ্ট লোককে ভান করতে হয়।

30কোন ব্যক্তিই একটি পরিকল্পনাকে সফল করতে যথেষ্ট জ্ঞানী নয় যদি ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে থাকেন।

31মানুষ যতই যুদ্ধ জয়ের প্রস্তুতি নিক প্রভু না চাইলে কিছুতেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।

22 ধনী হওয়ার চেয়ে সম্মানিত হওয়া শ্রেয়। সোনা ও রূপোর চেয়ে সুনাম অর্জন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

2গরীব এবং ধনীর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। সবাই সমান, প্রভুই তাদের তৈরী করেছেন।

3জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগে থেকে সংকটের আভাষ পায় এবং সে পথ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু মূর্খরা সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্ভোগ পোহায়।

4বিনয়ী হও এবং প্রভুকে সম্মান জানাও। তাহলেই তুমি ধন-সম্পদ, সম্মান এবং জীবন লাভ করবে।

5দুর্জনেরা সমস্যার ফাঁদে আটকে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার আত্মাকে যত্ন করে সে সমস্যা থেকে দূরে থাকে।

6শৈশবকাল থেকে একটি শিশুকে ঠিক পথে বাঁচতে শেখাও। শিশুটি তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঠিক পথে বাঁচা অব্যাহত রাখবে।

7দরিদ্ররা চিরকালই ধনীদের দাসত্ব করে। একজন ব্যক্তি যে ধার করে, সে যার কাছ থেকে ধার করে তার কাছে ক্রীতদাস হয়ে যায়।

8যে সমস্যার বীজ বোনে সে সমস্যারই ফসল তোলে। এবং পরিশেষে অন্যদের সমস্যায় ফেলার জন্য তার নিজেরই বিনাশ হয়।

9যে মুক্তহস্তে দান করে তার কপালে আশীর্বাদ জোটে। সে আশীর্বাদধন্য হবে কারণ সে তার নিজের খাবার গরীবদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছিল।

10যারা অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের তাড়িয়ে দাও সংঘাত আপনিই দূর হবে। তখন ন্যায় ও অপমানজনক আচরণ বিশ্রাম পাবে।

11যদি তুমি একটি খাঁটি হৃদয় ভালবাস, যদি তোমার বাণী হয় মার্জিত, তাহলে রাজাও তোমার বন্ধু হবে।

12যারা প্রভুকে জানে তাদের প্রভু রক্ষা করেন। শ্রদ্ধাশূন্য অবিশ্বাসী লোকেদের কথা প্রভু বিনাশ করেন।

13অলস ব্যক্তি বলে, "এখন আমি কাজে যেতে পারব না। বাইরে একটি সিংহ রয়েছে। বাইরে গেলেই সে আমাকে মেরে ফেলবে।"

14ব্যভিচারের পাপ হল একটি ফাঁদের মতো। সেই ফাঁদে যে পা দেয় তার ওপর প্রভু ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হন।

15শিশুরা মূর্খামি করে। কিন্তু তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তাহলে ওরা আর ওই কাজ করবে না।

[16]এই দুটো জিনিস তোমাকে দরিদ্রে পরিণত করবে– নিজে ধনী হতে গিয়ে দরিদ্রকে আঘাত করা এবং ধনীকে উপহার দেওয়া।

তিরিশটি নীতিকথা

[17]আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা বলে গিয়েছেন আমি তা তোমাকে শিখিয়ে দেব। এই শিক্ষামালাগুলি থেকে শিক্ষা নাও। [18]এগুলি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমার মঙ্গল হবে। তুমি যদি এগুলি বলতে পারো তাহলে এটা তোমাকে সাহায্য করবে। [19]আমি তোমাকে এখন এগুলি শেখাব। আমি চাই তুমি প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রাখো। [20]আমি তোমার জন্য 30টি নীতিকথা লিখেছি। এগুলি হল উপদেশ ও নানাবিধ জ্ঞানের কথা। [21]এগুলি তোমাকে সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখাবে। তাহলে তোমাকে যারা পাঠিয়েছিল তাদের কাছে তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

—1—

[22]দরিদ্রের কাছ থেকে জিনিস চুরি করা সহজ। কিন্তু তা কোর না এবং আদালতে দীনহীনের কাছ থেকে কোন সুবিধা উপভোগ করো না। [23]প্রভু গরীবদের পক্ষে রয়েছেন। প্রভু তাদের সমর্থন করেন। সুতরাং কেউ গরীবদের কিছু নিলে প্রভু তা আবার ছিনিয়ে নেনে।

—2—

[24]রগচটা লোকের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। যে লোক খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় তার খুব কাছে যেও না। [25]যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি হয়ত তার মত আচরণ করতে শিখবে এবং সংকটে পড়বে।

—3—

[26]অন্যের ঋণ শোধের অঙ্গীকার করো না। [27]যদি তুমি জামিনদার হিসেবে সেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারো তাহলে তুমি সব হারাবে। কেন শুধু শুধু নিজের শয্যাটুকু খোয়াতে যাবে?

—4—

[28]সম্পত্তি সীমার পুরাতন চিহ্ন, যা তোমার পিতৃপুরুষগণ স্থাপন করে গিয়েছিলেন তা বদলে দিও না।

—5—

[29]যদি কেউ নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ হয় তাহলে সে রাজাকে সেবা করার যোগ্য। তাকে আর সাধারণ লোকের জন্য কাজ করতে হবে না।

—6—

23 যখন তুমি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করছো তখন মনে রেখো তুমি কার সঙ্গে বসে আছো। [2]কখনও বেশী খেও না এমনকি ক্ষুধার্ত থাকলেও নয়। [3]সে যদি সুখাদ্যের আয়োজন করে তাহলেও বেশী খেও না কারণ এটা একটা চালাকিও হতে পারে।

—7—

[4]ধনী হতে গিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষয় কোরো না। যদি তুমি জ্ঞানী হও তাহলে তুমি খুব ধৈর্য্যশীল হবে। [5]ডানা মেলে পাখীর উড়ে যাওয়ার মতো টাকাকড়িও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়।

—8—

[6]স্বার্থপর লোকের সঙ্গে ভোজনে বোসো না। তার পছন্দের খাবার থেকে দূরে থেকো। [7]কারণ যে খাদ্যটি সে কিনেছে সে শুধু সেটার দামের কথাই ভাবে। সে তোমাকে বলতে পারে, “খাও এবং পান কর।” কিন্তু এটা তার হৃদয়ের অভ্যন্তরের কথা নয়। [8]তুমি যদি তার খাবার খাও তাহলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং তোমার প্রশংসাবাক্য হবে একটি বাজে খরচ।

—9—

[9]মূর্খকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। সে তোমার জ্ঞানের কথা নিয়ে উপহাস করবে।

—10—

[10]পুরোনো সম্পত্তির সীমার স্থানান্তর কোরো না। অনাথদের জমিজমা গ্রাস করার চেষ্টা কোরো না। [11]প্রভু অনাথদের একজন শক্তিশালী প্রতিরক্ষক সুতরাং তিনি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন।

—11—

[12]শিক্ষকের কথা শোন এবং যতটা পার তাঁর কাছ থেকে শিখে নাও।

—12—

[13]প্রয়োজন হলে তোমার শিশুকে শাস্তি দাও। তাকে মারধোর করলেও তার ক্ষতি হবে না। [14]যদি তাকে চড় চাপড় মারো তাহলে তুমি তার জীবন রক্ষা করতে পারবে।

—13—

[15]পুত্র আমার, যদি তুমি জ্ঞানী হয়ে ওঠো তাহলে আমি খুশী হব। [16]আমার হৃদয় খুশী হবে যদি তুমি সঠিক কথাগুলো বলতে পারো।

—14—

[17]দুর্জনের প্রতি ঈর্ষা কোরো না। কিন্তু সর্বদা চেষ্টা করো যাতে প্রভুকে সম্মান জানানো যায়। [18]সর্বদা আশার আলো আছে এবং তোমার আশা কখনও হারিয়ে যাবে না।

—15—

19সুতরাং, পুত্র আমার, শোন, জ্ঞানী হও। সঠিক জীবনযাপনে সর্বদা সতর্ক থেকো। 20পেটুক এবং মদ্যপ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না। 21যে অতিরিক্ত খাবার খায় এবং দ্রাক্ষারস পান করে সে দরিদ্রে পরিণত হবে। তারা খায় দায় আর ঘুমোয় এবং শীঘ্রই তাদের যাবতীয় সব কিছু খোয়া যায়।

—16—

22পিতা যা বলে তা শুনে চলো। পিতা ছাড়া তোমার জন্ম হতো না। এবং মাকে সম্মান জানাও। এমনকি সে বৃদ্ধা হলেও তাকে সম্মান জানাবে। 23সত্য, জ্ঞান, শিক্ষা এবং বোধ খুব মূল্যবান। এগুলিকে তোমার কেনা উচিৎ, বিক্রী করা নয়। 24সজ্জন ব্যক্তির পিতা অত্যন্ত সুখী হয়। যদি কারো শিশুপুত্র জ্ঞানী হয় তাহলে সেই শিশু আনন্দ বয়ে আনে। 25সুতরাং তোমার পিতামাতাকে সুখী হতে দাও। তোমার মা, যিনি তোমাকে জন্ম দিয়েছেন তাঁকে আনন্দ করতে দাও।

—17—

26পুত্র আমার কাছে এসো এবং আমি যা বলছি তা শোন। আমার জীবনকে তোমার জন্য উদাহরণস্বরূপ বিবেচনা কর। 27বেশ্যা এবং দুশ্চরিত্রা মহিলা হল ফাঁদ। তারা হল গভীর কুয়ো যার ভেতর থেকে তুমি আর কোনদিন বেরিয়ে আসতে পারবে না। 28একজন খারাপ মেয়ে তোমার জন্য চোরের মতো অপেক্ষা করবে। এবং সে অনেক পুরুষকে পাপের পথে টেনে নামায়।

—18—

29-30যারা অতিরিক্ত দ্রাক্ষারস পান করে এবং জোরালো পানীয় গ্রহণ করে তাদের পক্ষে খুব খারাপ হবে। তারা যখন তখন মারদাঙ্গা এবং বিবাদে জড়িয়ে পড়ে; তাদের চোখ লাল হয়ে ওঠে, যেখানে সেখানে হোঁচট খায় এবং নিজেদের আঘাত করে। তারা এই সমস্যাগুলোকে এড়াতে পারে না!

31সুতরাং দ্রাক্ষারসের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। লাল দ্রাক্ষারস হয়ত দেখতে প্রলুব্ধকর; সেটা পেয়ালার মধ্যে ঝকমক করে। তুমি যখন সেটা পান কর তখন তা সুন্দরভাবে গলা দিয়ে নীচে নামে। 32কিন্তু শেষে তা সাপের মতো ছোবল মারে।

33দ্রাক্ষারস পান করলে তুমি চোখে অদ্ভুত সব জিনিস দেখবে। তোমার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। 34যখন তুমি শুয়ে পড়বে তখন তোমার মনে হবে যেন তুমি উত্তাল সমুদ্রের ওপর শুয়ে আছো। মনে হবে জাহাজের ওপর শুয়ে রয়েছো। 35তুমি বলবে, "তারা আমাকে আঘাত করেছে কিন্তু আমি অনুভব করিনি। তারা আমাকে মেরেছে কিন্তু আমি তা মনে রাখিনি। এখন আর আমি জেগে উঠতে পারব না। আমি আরো একটি পানীয় চাই।"

—19—

24 দুর্জন ব্যক্তিদের হিংসা কোরো না। তাদের কাছাকাছি থাকবার ইচ্ছেও করো না। 2তারা সবসময় অন্যের ক্ষতির পরিকল্পনা করে। তারা প্রত্যেকে সমস্যা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়।

—20—

3প্রজ্ঞা এবং বোধ দিয়ে গড়া একটি বাড়ী দৃঢ় হয়। 4জ্ঞান দুর্লভ এবং সুন্দর সম্পদ দিয়ে ঘরগুলিকে ভরে দেয়।

—21—

5প্রজ্ঞা মানুষকে বলবান করে তোলে। জ্ঞান মানুষকে আরো শক্তি দেয়। 6যুদ্ধের আগে তোমাকে খুব সতর্কভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। যদি তুমি যুদ্ধ জিততে চাও তাহলে তোমার অনেক উপদেষ্টার প্রয়োজন।

—22—

7মূর্খরা কোনদিন জ্ঞানের মর্ম বুঝবে না। যখন মানুষ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তখন মূর্খরা কিছুই বলতে পারে না।

—23—

8যদি তুমি সবসময় সমস্যা সৃষ্টির পরিকল্পনা কর তাহলে অন্যরা তোমাকে জানবে একজন সমস্যা সৃষ্টির নায়ক হিসেবে এবং তারা আর তোমার কথা শুনবে না।

9মূর্খ ব্যক্তি শুধু পাপের পরিকল্পনা করে। লোকেরা ঘৃণাপূর্ণ লোকেদের ঘৃণাই করে।

—24—

10সঙ্কটের সময়ে তুমি যদি দুর্বল হয়ে পড়ো তাহলে তুমি সত্যি সত্যিই একজন দুর্বল লোক।

—25—

11যদি লোকেরা একজন ব্যক্তিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাহলে তুমি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

12তুমি বলতে পারো না, "এটা আমার কাজ নয়।" প্রভু সব জানেন। তিনি এও জানেন তুমি কি কর এবং কেন কর। প্রভু তোমাকে লক্ষ্য করছেন। তোমার কাজ অনুযায়ী পুরস্কার দেবেন।

—26—

13হে পুত্র আমার, মধু খাও। মধু বড় উত্তম বস্তু। চাক ভাঙ্গা মধু ভীষণ মিষ্টি। 14একইরকম ভাবে, প্রজ্ঞা তোমার আত্মার জন্য ভাল। যদি তোমার জ্ঞান থাকে, তাহলে তোমার আশা থাকবে। সেই আশার কোন শেষ নেই।

—27—

15একজন ভালো লোকের বাড়ীতে চোরের মত লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করো না। তার বাড়ী থেকে চুরি করো না। 16যদি একজন সজ্জন ব্যক্তি সাতবারও পড়ে যায় তাহলেও সে আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তিরা সবসময় সংকটের দ্বারা পরাজিত হবে।

—28—

17শত্রুর বিপদে আনন্দিত হয়ো না। তোমার শত্রু পড়ে গেলে উল্লাস দেখিও না। 18যদি তুমি তা করো তাহলে প্রভু তা দেখতে পাবেন এবং প্রভু তোমার প্রতি তুষ্ট হবেন না। তখন হয়তো প্রভু তোমার শত্রুকেই সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

—29—

19দুর্জন ব্যক্তিদের তোমার চিন্তার কারণ হতে দিও না এবং দুর্জনদের প্রতি ঈর্ষা করো না। 20ঐ দুর্জনদের কোন আশার প্রদীপ নেই। তাদের আলো অন্ধকারে পরিণত হবে।

—30—

21পুত্র, রাজা এবং প্রভুকে সম্মান কোরো। যারা রাজা ও প্রভুর বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ো না। 22কেন? কারণ ঐ লোকগুলো শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি তো জানো না, যারা তাদের বিরুদ্ধে, ঈশ্বর এবং রাজা তাদের জন্য কতখানি সমস্যা নিয়ে আসতে পারেন। তাদের ওপর হঠাৎ বিপর্যয় নেমে আসবে।

আরও নীতিকথা

23এগুলি হল জ্ঞানবানদের উক্তি:

একজন বিচারককে নিরপেক্ষ হতেই হবে। চেনা লোক বলে তাকে সমর্থন করা বিচারকের উচিৎ নয়। 24একজন দুষ্ট ব্যক্তিকে যদি বিচারক নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করেন তাহলে লোকেরা সেই বিচারককে অভিশাপ দেবে। এমনকি অন্য দেশের লোকেরাও ঐ বিচারকের বিরুদ্ধে কথা বলবে। 25কিন্তু কোন বিচারক যদি দোষী ব্যক্তিকে যোগ্য শাস্তি দান করেন তাহলে সবাই তার প্রশংসা করবে।

26যথার্থ সৎ উত্তর মানুষকে খুশী করে। ঠিক যেন ওষ্ঠাধর চুম্বনের মতো।

27তোমার জমিতে চারা রোপণ করবার আগে ঘরবাড়ি তৈরি কোরো না। বসতি স্থাপন করবার আগে তোমার চাষবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করে নেবে।

28প্রকৃত কারণ না থাকলে কোন লোকের বিরুদ্ধে কথা বলো না। আর কখনও মিথ্যা কথা বোলো না।

29বোলো না, "ও আমাকে আঘাত করেছে বলে আমিও ওকে আঘাত করব। আমার ক্ষতি করেছে বলে আমিও ওকে শাস্তি দেব।"

30আমি একজন অলস লোকের জমির পাশ দিয়ে গেলাম। আমি একজন মূর্খের দ্রাক্ষা ক্ষেতের পাশ দিয়ে গেলাম। 31সেই সব জমিগুলোতে কাঁটাঝোপ গজিয়ে উঠছিল। ঐ জমিগুলো আগাছা এবং কাঁটায় ভরে গিয়েছিল। এবং ভগ্ন স্তূপের মতো জমির চারপাশের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছিল। 32আমি এইগুলির দিকে তাকালাম এবং তাদের সম্বন্ধে ভাবলাম। আমি এগুলি থেকে একটি শিক্ষা পেলাম। 33আর একটু ঘুম, সামান্য বিশ্রাম, হাত জড়সড় করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটানো। 34এগুলি তোমাকে দ্রুত দরিদ্রে পরিণত করবে। তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যেন চোর এসে তোমার সব কিছু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। এইভাবে কানাকড়িহীন অবস্থায় তোমায় জীবন কাটাতে হবে।

শলোমনের আরো কিছু হিতোপদেশ

25 এইগুলি শলোমনের আরো কয়েকটি উক্তি। যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের ভৃত্যেরা এই কথাগুলি লিখে নেন।

2ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের জন্য তিনি আমাদের যা জানাতে চান না তা লুকিয়ে রাখেন। একজন রাজা যা কিছু প্রকাশ করেন তার জন্য তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে।

3আমাদের মাথার অনেক ওপরে রয়েছে আকাশ এবং আমাদের পায়ের তলায় আছে গভীর মাটি। রাজাদের মনও সেরকমই। আমরা তাঁদের বুঝতে পারি না।

4যদি রূপার থেকে খাত বের করে ফেলে তাকে শুদ্ধ করা যায়, তাহলে স্বর্ণকার তা থেকে সুন্দর কিছু বানাতে পারে। 5ঠিক সেভাবেই যদি রাজার কাছ থেকে কুপরামর্শদাতাদের সরিয়ে ফেলা যায় তাহলে ন্যায় তার রাজ্যের ভিত্তি আরো মজবুত করবে।

6রাজার সামনে কখনও নিজের সম্বন্ধে হামবড়াই করো না। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হবার ভান করো না। 7নিজে থেকে রাজার কাছে গিয়ে অন্য লোকের সামনে অপমানিত হওয়ার থেকে রাজার আমন্ত্রণ পেয়ে তার কাছে যাওয়া অনেক ভাল।

8তুমি যা কিছু দেখেছ সে সম্বন্ধে বিচারকের কাছে বলবার জন্য তাড়াহুড়ো করো না। যদি কেউ প্রমাণ করে যে তুমি যা দেখেছ তা ভুল, তাহলে তুমি অপ্রস্তুতে পড়বে।

9যদি কারো সঙ্গে তোমার কোন বিষয় দ্বিমত হয় তবে সে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। পরের কোন গোপন কথা কখনও প্রকাশ করে দিও না। 10তুমি যদি তা কর তুমি লজ্জায় পড়ে যাবে এবং বদনাম তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না।

11ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলা হল একটি রূপোর ফ্রেমে সোনার আপেলের মতো।

12জ্ঞানী লোকের সতর্কবাণী হল সবথেকে ভালো সোনার তৈরী আংটি বা গহনার থেকেও দামী।

[13]গরমের দিনে শস্য কাটার সময় শীতল জলের মতোই একজন বিশ্বস্ত দূত তার প্রেরকের কাছে মূল্যবান।

[14]যে সব লোকেরা উপহার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তা পালন করে না তারা হল সেই সব মেঘ বা হাওয়ার মতো যা বৃষ্টি আনে না।

[15]তুমি যদি কাউকে ধৈর্য্যসহকারে কোন ব্যাপারে বোঝাতে পারো তাহলে রাজারও মত পরিবর্তন করানো যায়। শান্তভাবে কথা বলার ক্ষমতা খুব শক্তিশালী।

[16]মধু সুমিষ্ট কিন্তু তা বেশী মাত্রায় খেলে অসুখ হয়। [17]ঠিক তেমনই, যদি তুমি প্রায়ই তোমার প্রতিবেশীর বাড়ি যাও, সে তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

[18]যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যে কথা বলে সে খুব বিপজ্জনক। সে হল একটি তরোয়াল, একটি মুগুর বা একটি তীক্ষ্ণ বাণের মতো। [19]বিপদের সময় কখনও মিথ্যাবাদীর ওপর নির্ভর কোরো না। সে হল একটা নড়বড়ে দাঁত বা একটি টলমলে পায়ের মতো।

[20]একজন শোকার্ত মানুষকে আনন্দের গান শোনানো হল একটি শীতের দিনে লোকেদের গা থেকে বস্ত্র কেড়ে নেওয়ার মতো, যারা শীতে জমে যাচ্ছে। এ হলো যেন সোডার সাথে অম্লরস মেশানো।

[21]যদি তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত হয় তাকে খাবার দাও, যদি সে তৃষ্ণার্ত হয় তবে তাকে জল দাও। [22]তুমি এরকম করলে সে লজ্জা পাবে। সেটা হবে যেন তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা রাখার মত এবং প্রভু তোমাকে শত্রুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার জন্য পুরস্কৃত করবেন।

[23]উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় বৃষ্টি হয়। ঠিক এমন করেই গুজব থেকে ক্রোধ জন্ম নেয়।

[24]একজন মুখখরা স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকার চেয়ে ছাদে থাকা ভাল।

[25]দূরের কোন স্থান থেকে আসা সুসংবাদ হল উত্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পাওয়া শীতল জলের মতো।

[26]যদি কোন ভালো মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে কোন মন্দ লোককে অনুসরণ করে তা হবে পরিষ্কার জল দূষিত হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার।

[27]খুব বেশী মধু খাওয়া ভালো নয়, ঠিক তেমনই নিজের জন্য সম্মান আদায়ের চেষ্টাও সম্মানের নয়।

[28]যে মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না সে হল সেই শহরের মতো যার প্রাচীর ভেঙে গেছে।

মূর্খদের বিষয়ে কিছু নীতিকথা

26 গরমের দিনে যেমন তুষারপাত হওয়া উচিৎ নয়, শস্য কাটার সময়ে যেমন বৃষ্টি হওয়া উচিৎ নয় ঠিক তেমনি মূর্খদের সম্মান করা মানুষের উচিৎ নয়।

[2]কেউ যদি তোমার মন্দ কামনা করে তা নিয়ে চিন্তা করো না। তুমি যদি খারাপ কিছু না করো তোমার কোন ক্ষতি হবে না। সেই ব্যক্তির কথাগুলি হবে উড়ে চলে যাওয়া পাখির মতো যারা তোমার পাশে থামবে না।

[3]তোমাকে ঘোড়াকে চাবুক মারতে হবে, গাধার পিঠে বলগা বাঁধতে হবে আর মূর্খদের মারতে হবে।

[4]এ হল এক কঠিন পরিস্থিতি। যদি কোন মূর্খ তোমাকে বোকার মত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাহলে তুমি বোকার মতো উত্তর দিও না কারণ, তাহলে তোমাকে মূর্খ বলে মনে হবে। [5]কিন্তু যদি কোন মূর্খ তোমাকে বোকার মত প্রশ্ন করে তাহলে তুমি বোকার মত উত্তর দিও নয়তো সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভেবে নেবে।

[6]কখনও কোন মূর্খকে তোমার বার্তা বহন করতে দিও না। যদি তা কর তাহলে তা হবে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে সমস্যা সৃষ্টি করার মতো ব্যাপার।

[7]যখন কোন মূর্খ কোন জ্ঞানী লোকের মত কথা বলতে চেষ্টা করে, তা হয় প্রায় একজন মাতালের তার হাত থেকে কাঁটা তুলে ফেলার প্রচেষ্টার মত। পঙ্গু মানুষের হাঁটার প্রচেষ্টার সামিল।

[8]মূর্খকে সম্মান দেখানো হল গুলতিতে পাথর বাঁধার মতোই খারাপ ব্যাপার।

[9]একজন মাতালকে তার হাত থেকে কাঠের চোঁছ বার করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা আর একজন মূর্খের মুখ থেকে জ্ঞানগর্ভ উক্তির প্রকাশ সমান হাস্যকর।

[10]একজন মূর্খকে বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন মাতালকে ভাড়া করা বিপজ্জনক। তুমি জানো না কে আঘাত পেয়ে যাবে।

[11]কুকুর খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে বমি করে। তারপর কুকুরটি তার বমি খেয়ে ফেলে। মূর্খও ঠিক তেমনি ভাবে একই ভুল বার বার করে চলে।

[12]যে ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী মনে করে সে যদি তা না হয় তাহলে সে মূর্খেরও অধম।

অলসদের বিষয়ে কিছু নীতিকথা

[13]যে অলস সে বলে, "আমি আমার বাড়ি ছেড়ে বেরোব না। রাস্তায় সিংহ আছে।"

[14]একজন অলস ব্যক্তি হল দরজার মতো। দরজা যেমন ঠিক কব্জার সাথে ঘুরে যায়, যে অলস সেও ঠিক তেমনিভাবে বিছানায় পাশ ফিরে যায়। সে আর অন্য কোথাও যায় না।

[15]যে অলস তার থালা থেকে মুখে খাবার তুলতেও আলস্য।

[16]একজন অলস লোক নিজেকে সাতজন চতুর লোক যারা তাদের ভাবনার জন্য যুক্তি দেখাতে পারে, তাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী বলে বিবেচনা করে।

[17]দুজন মানুষের ঝগড়ার মাঝখানে নাক গলাতে যাওয়া বিপজ্জনক। ওটি পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটি কুকুরের কান ধরে টানার মতো ব্যাপার।

[18-19]কেউ যদি একটি লোককে ঠকানোর পর বলে যে সে মজা করছিল তা হবে একজন পাগলের উদ্দেশ্যহীনভাবে জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে দুর্ঘটনাবশতঃ কাউকে মেরে ফেলার মতো ব্যাপার।

[20]জ্বালানি কাঠের অভাবে আগুন নিভে যায়। একইরকমভাবে, অপবাদ শূন্য তর্কও থেমে যাবে।

21কাঠকয়লা যেমন কয়লাকে জ্বলতে সাহায্য করে, কাঠ যেমন আগুনকে জিইয়ে রাখে ঠিক তেমনই যারা সমস্যা সৃষ্টি করে তারা তর্ককে বাঁচিয়ে রাখে।

22ভালো খাবার খেতে যেমন মানুষ ভালোবাসে, ঠিক তেমনই তারা গুজবও ভালবাসে।

23যে সব বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা একটি দুরভিসন্ধি ঢেকে দেয় তা হল মাটির পাত্রের ওপর রূপালি রঙের মতো। 24যে মন্দ সে ভাল কথা দিয়ে তার কুপরিকল্পনা ঢেকে রাখে। কিন্তু তার দুরভিসন্ধি থাকে তার হৃদয়ে। 25সে হয়ত তোমার সঙ্গে সদয় হয়ে কথা বলবে, কিন্তু তাকে বিশ্বাস কোরো না। তার মন দুর্বুদ্ধিতে ভরা। 26সে তার মধুর কথা দিয়ে কুপরিকল্পনাগুলি ঢেকে রাখে। কিন্তু সে নীচ। কিন্তু শেষপর্যন্ত লোকেরা তার কু-কর্মের কথা ঠিকই জানতে পারবে।

27যে মানুষ অন্য মানুষকে ফাঁদে ফেলতে চায় সে নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে। যে ব্যক্তি অন্যের ওপর পাথর গড়িয়ে ফেলতে চায় সে নিজেই সেই পাথরের তলায় পিষে যায়।

28মিথ্যাবাদীরা তাদের দ্বারা নিপীড়িত লোকেদের ঘৃণা করে। যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তারা ধ্বংস আনে।

27 তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মিথ্যে অহঙ্কার করো না। কারণ কাল কি হবে তা তোমার অজানা।

2কখনও নিজের প্রশংসা নিজে কোরো না, অন্যকে তা করতে দাও।

3একখণ্ড ভারী পাথর বা বালি বয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। কিন্তু একজন মূর্খের ক্রোধের ফলস্বরূপ যে সংকটগুলি সৃষ্টি হয় তা সহ্য করা আরো কঠিন।

4ক্রোধ নিষ্ঠুর ও নীচ এবং ধ্বংসের কারণ। কিন্তু ঈর্ষা এর থেকেও খারাপ।

5গুপ্ত প্রেম অপেক্ষা খোলাখুলি সমালোচনা ভাল।

6একজন বন্ধু তোমাকে তিরস্কার করে হয়ত আঘাত করতে পারে, কিন্তু সেটা তোমার নিজেরই ভালোর জন্য। কিন্তু একজন শত্রু যখন তোমাকে আঘাত করতে চায় তখন সে সদয় হয়ে প্রেমসহ ব্যবহার করে।

7যদি তোমার খিদে না থাকে তবে তুমি মধুও খাবে না। কিন্তু যদি তোমার খিদে পায় তবে তুমি যে কোন খাবার, খারাপ খেতে হলেও খাবে।

8বাড়ী থেকে দূরে থাকা একজন ব্যক্তি হল নীড় থেকে দূরে থাকা একটি পাখীর মত।

9একটি সুগন্ধী সৌরভ একজনকে খুশী করতে পারে। কিন্তু একজন ভালো বন্ধু জীবনত্রাণ কারক উপদেশের চেয়েও মিষ্টি।

10তোমার নিজের ও তোমার পিতার বন্ধুদের কথা কখনো ভুলো না। যদি তুমি সমস্যায় পড়ো তাহলে ঘর থেকে অনেক দূরে ভাইয়ের বাড়িতে সাহায্য চাইতে না গিয়ে তোমার প্রতিবেশীর কাছে সাহায্য চাও।

11হে পুত্র তুমি জ্ঞানী হয়ে আমাকে সুখী করো। তাহলেই আমি আমার সমালোচকদের সমালোচনার জবাব দিতে পারব।

12যে জ্ঞানী সে বিপদের সম্ভাবনা দেখলে দূরে সরে যায় কিন্তু মূর্খ যোদ্ধা গিয়ে বিপদে ঝাঁপ দেয় এবং দুর্ভোগ পোহায়।

13তুমি যদি অপরের ঋণের দায়িত্ব নাও তাহলে তুমি তোমার নিজের বস্ত্র হারাবে।

14ভোরবেলা চিৎকার করে, "সুপ্রভাত" বলে সম্ভাষণ জানিয়ে তোমার প্রতিবেশীদের জাগিয়ে তুলো না! সে এটাকে আশীর্বাদ না ভেবে অভিশাপ ভাববে।

15একজন ঝগড়াটে স্ত্রী হল বর্ষার দিনে অবিরাম ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার মতো।

16ঐ ধরণের স্ত্রীলোককে থামাতে যাওয়া হাওয়ার গতি রোধ করবার চেষ্টা করবার মত। এ হল অনেকটা হাত দিয়ে তেল মুঠো করে ধরার চেষ্টা করবার মতো।

17একটি লোহা আর এক টুকরো লোহার ওপর রেখে ছুরিতে ধার দেওয়া হয়। একইরকমভাবে, বন্ধুরা পরস্পরকে সংশোধন করতে গিয়ে নিজেদের বিচক্ষণ করে তোলে।

18যে মানুষ ডুমুর গাছের যত্ন নেয় সে তার ফলও ভোগ করে। এইভাবেই, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সেবা করে, সে তার জন্য পুরস্কৃত হবে। তার মনিব তার দেখাশোনার ভার নেন।

19ঠিক যেভাবে জলের দিকে তাকালে একজন মানুষ নিজের চেহারা দেখতে পায় ঠিক সেভাবেই একজন মানুষের মনের দিকে তাকালে তার স্বরূপ চেনা যায়।

20মানুষের বাসনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, একই-রকমভাবে, মৃত্যু ও ধ্বংসের স্থল তাদের কাছে ইতিমধ্যেই যা আছে তার থেকে সবসময় বেশী চায়।

21মানুষ যেমন আগুনের দ্বারা সোনা ও রূপো পরিশুদ্ধ করে ঠিক সেভাবেই মানুষের প্রশংসার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়।

22তুমি একজন মূর্খকে পিষে গুঁড়ো করে ফেললেও কখনও তার বোকামি ঘোচাতে পারবে না।

23তোমার মেষ ও ছাগলের পালের ওপর সতর্ক প্রহরার নজর রাখো। তাদের সমস্ত প্রয়োজনের প্রতি যত্ন নিও। 24শুধু সম্পদই নয়, কোন দেশও চিরস্থায়ী নয়। 25খড় কেটে ফেল আবার নতুন ঘাস গজাবে। পাহাড়ের গায়ে গজানো ঘাস কেটে ফেল। 26তোমার মেষদের গা থেকে পশম নিয়ে পোশাক তৈরী করো। তুমি তোমার কিছু ছাগল বিক্রি করে দিয়ে কিছুটা জমি কেনো। 27তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছাগলের দুধ থাকবে। এতে তোমার স্ত্রী ভৃত্যরা স্বাস্থ্যবতী হবে।

28 মন্দ লোকেরা সবকিছুকেই ভয় পায়। কিন্তু ভাল লোকেরা হয় সিংহের মত সাহসী।

2একটি বিদ্রোহী দেশে অনেক অযোগ্য নেতা থাকে যারা খুব অল্পদিনের জন্য শাসন করে। কিন্তু যদি একজন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী মানুষ নেতা হয় তাহলে স্থায়ীত্ব বজায় থাকবে।

3যে শাসক দরিদ্র প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে সে হল সেই ভারী বৃষ্টির মতো যা শস্য নষ্ট করে।

4তুমি যদি আইন না মানো তাহলে তুমি মন্দ লোকেদের পক্ষ নাও। কিন্তু যদি তুমি আইন মানো তাহলে তুমি মন্দ লোকেদের বিপক্ষে যাবে।

5মন্দ লোক ন্যায় বোঝে না। যে সব মানুষ প্রভুকে ভালোবাসে তারাই শুধু এর অর্থ বোঝে।

6ধনী ও অসৎ হওয়া অপেক্ষা দরিদ্র ও সৎ হওয়া ভাল।

7যে আইন মেনে চলে সে বুদ্ধিমান। কিন্তু যে ব্যক্তি অপদার্থ লোকেদের বন্ধু হয় সে তার পিতার লজ্জার কারণ হয়।

8তুমি যদি দরিদ্রদের ঠকিয়ে চড়া হারে তাদের থেকে সুদ নিয়ে ধনী হও তাহলে তোমার ঐশ্বর্য অন্য আরেকজন এসে অধিকার করে নেবে, যে দরিদ্রদের প্রতি দয়ালু।

9যে ব্যক্তি ঈশ্বরের শিক্ষামালায় কান দেয় না, তার প্রার্থনা ঈশ্বর দ্বারা গ্রাহ্য হবে না।

10একজন মন্দ লোক একজন ভাল লোককে সংকটে ফেলবার পরিকল্পনা করতে পারে, কিন্তু সে তার নিজের ফাঁদে নিজেই পড়বে। ভাল লোকের ভালই হবে।

11ধনী লোকেরা সবসময় নিজেদের জ্ঞানী মনে করে। কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তি যে জ্ঞানী সে ঐ গর্বিত ধনী লোকটির সম্বন্ধে সত্যটি বুঝতে পারে।

12ভালো লোক নেতা হলে সকলেই সুখী হয় কিন্তু মন্দ লোককে নেতা নির্বাচন করলে সব লোক লুকিয়ে পড়ে।

13যে ব্যক্তি পাপ গোপন করে সে কখনও সফল হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার অন্যায় স্বীকার করে তা থেকে বিরত হয় সেই ঈশ্বরের করুণা পায়।

14যে ব্যক্তি প্রভুকে শ্রদ্ধা করে সে তার আশীর্বাদ পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুকে ভক্তি করবে না বলে জেদ ধরে থাকে তাকে সমস্যায় পড়তে হয়।

15যখন একজন দুষ্ট শাসক অসহায় লোকেদের ওপর শাসন করে তখন সে হয়ে ওঠে একটি হিংস্র ভালুক বা একটি সিংহের মত যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

16যে শাসক জ্ঞানী নয় তিনি তাঁর অধীনস্থ মানুষদের আঘাত করবেন। কিন্তু যে শাসক সৎ এবং ঠকানোকে ঘৃণা করেন তিনি দীর্ঘদিন রাজত্ব করবেন।

17যে ব্যক্তি খুনের দায়ে অপরাধী সে কখনও শান্তি পাবে না। তাকে কখনও সমর্থন কোর না।

18যদি একজন মানুষ সঠিক পথে থাকে তবে সে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যে মন্দ হবে সে তার ক্ষমতা হারাবে।

19যে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে সে প্রচুর খেতে পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সময় নষ্ট করে সে সর্বদা দরিদ্রই থেকে যাবে।

20যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনুসরণ করে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু যে শুধুই ঐশ্বর্যের পিছনে ছোটে তাকে শাস্তি পেতে হয়।

21একজন বিচারকের ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিৎ। তাঁর কখনও পক্ষপাতিত্ব দেখানো উচিৎ নয়। কিন্তু কিছু বিচারক অল্প টাকার জন্য তাঁদের বিচার পাল্টে ফেলেন।

22একজন স্বার্থপর মানুষ শুধুই ধনলাভ করতে চায়। সে বুঝতে পারে না যে তার লোভ তাকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে ফেলবে।

23তুমি যদি কাউকে তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে সাহায্য কর তাহলে সে তোমার ওপর খুশী হবে। মিথ্যে স্তোক বাক্য বলার চেয়ে এটা করা বরং শ্রেয়।

24কিছু মানুষ তাদের পিতামাতার কাছ থেকে চুরি করে। তারা নিজেদের এই বলে প্রতিরক্ষা করে: “এটা অন্যায় নয়।” কিন্তু এরা সবচেয়ে বেশী হিংসাত্মক অপরাধীর মতই খারাপ লোক।

25একজন স্বার্থপর মানুষ সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু যে প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখে সে পুরস্কৃত হয়।

26যে মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে সে মূর্খ। কিন্তু যদি কোন মানুষ জ্ঞানী হয়, তবে সে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

27যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্রদের দান করে তবে তার যা প্রয়োজন তাই সে পাবে। কিন্তু যে দরিদ্রদের সাহায্য করতে অস্বীকার করবে সে নানা সমস্যায় পড়বে।

28যদি একজন মন্দ লোককে শাসক হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাহলে সবাই লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু সেই মন্দ লোক পরাজিত হলে আবার ভাল লোকের কর্তৃত্ব ফিরে আসে।

29 যে ব্যক্তি প্রায়ই তিরস্কৃত হয় কিন্তু জেদ ধরে থাকে তাকে হঠাৎ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় এবং সে তার থেকে রক্ষা পাবে না।

2যখন শাসক ভালো হয় তখন সবাই সুখে থাকে। কিন্তু মন্দ লোক কর্তৃত্ব করলেই সকলে অভিযোগ জানায়।

3যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভে আগ্রহী সে তার পিতার সুখের কারণ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বেশ্যালয়ে গিয়ে অর্থ ব্যয় করে সে অচিরেই তার ঐশ্বর্য হারাবে।

4যদি রাজা ন্যায়পরায়ণ হন তবে সে দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু রাজা যদি জোর করে খুব ভারী কর প্রজার ওপর চাপান, তাহলে সেই দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে।

5যে মানুষ অন্য লোকেদের তোষামোদ করে নিজের কার্য সিদ্ধ করতে চায় সে নিজের ফাঁদ নিজেই পাতে।

6মন্দ লোকেরা তাদের নিজেদের কুকর্মের ফাঁদে পড়ে। কিন্তু একজন ভাল মানুষ মনের সুখে গান গাইতে পারে।

7ভালো লোক দরিদ্র মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে চায়, কিন্তু মন্দ লোক তাদের নিয়ে মাথাই ঘামায় না।

8উদ্ধত লোকেরা একটি শহরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা জ্বলন্ত ক্রোধকে নির্বাপিত করে।

9যদি একজন জ্ঞানী একজন মূর্খের সঙ্গে আলোচনা করে কোন সমস্যা মেটাতে চায় তাহলে সেই মূর্খ বোকার মতো তর্ক করতে থাকবে এবং তারা কখনোই একমত হতে পারবে না।

10খুনীরা সর্বদাই সৎ লোকেদের ঘৃণা করে। মন্দ লোকেরা সর্বদা ভাল লোকেদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করে।

11একজন বোকা লোক সহজেই রেগে যায় কিন্তু জ্ঞানী মানুষ ধৈর্য্য ধরে নিজেকে সামলে রাখে।

12একজন শাসক যদি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় তবে তার কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠবে।

13একদিক থেকে দেখলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আর একজন যে দরিদ্রদের কাছ থেকে চুরি করে তারা একই; তারা দুজনেই প্রভুর সৃষ্টি।

14যে রাজা দরিদ্রদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ সে দীর্ঘকাল রাজত্ব করবে।

15শাস্তি ও অনুশাসন দুইই শিশুদের পক্ষে ভাল। যদি কোন শিশুর অভিভাবক তাকে যা খুশী তাই করতে দেয় তবে সে তার মায়ের লজ্জার কারণ হয়।

16যদি মন্দ লোকেরা কর্তৃত্ব করে তাহলে চতুর্দিকে পাপ কাজ হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভালো মানুষদের জয় হবেই।

17তোমার পুত্র অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দিও। তাহলে তাকে নিয়ে তুমি গর্ব করতে পারবে এবং সে তোমাকে কখনও লজ্জায় ফেলবে না।

18যে দেশ ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত নয়, সেখানে কখনও শান্তি আসবে না। যে দেশ ঈশ্বরের বিধি মেনে চলে সেখানে সুখ বিরাজ করে।

19তুমি শুধু কথা বলে তোমার ভৃত্যকে কিছু শেখাতে পারবে না। সে তোমাকে বুঝলেও অবজ্ঞা করতে পারে।

20যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা না করে কথা বলে তার কোন আশা নেই। ঐ ব্যক্তির চেয়ে বরং একজন মূর্খের কিছু আশা থাকে।

21তুমি যদি সবসময় তোমার ভৃত্য যা চায় তাই দিয়ে দাও, সে শেষপর্যন্ত একজন ভালো ভৃত্য থাকবে না।

22একজন রাগী মানুষ সমস্যার সৃষ্টি করে। যে খুব সহজেই রেগে যায় সে নানা অপরাধে দায়ী হয়।

23যদি একজন ব্যক্তি নিজেকে অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো মনে করে তাহলে সে নিজের পতনের কারণ হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বিনয়ী হয় তাহলে লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে।

24দুজন চোর একসঙ্গে কাজ করলেও একে অপরের শত্রু হয়। একজন চোর আরেকজনকে শাসাবে যাতে যদি সে আদালতের চাপে সত্যি কথা বলতেও চায় তবুও ভয়েই বলতে পারে না।

25ভয় হল ফাঁদের মতো। কিন্তু যদি তুমি প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখো তাহলে তুমি নিরাপদে থাকবে।

26অনেক মানুষই রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিন্তু প্রভু সবসময় মানুষকে ন্যায্য বিচার দেন।

27ভালো মানুষেরা অসৎ মানুষকে ঘৃণা করে এবং মন্দ লোকেরা সৎ মানুষদের ঘৃণা করে।

যাকির পুত্র আগূরের হিতোপদেশ

30 এগুলি হল ঈথীয়েল ও উকলের প্রতি যাকির পুত্র আগূরের হিতোপদেশ।

2আমি একজন বোকা লোক। আমি অন্যদের চেয়েও বেশী বোকা। আমার যেভাবে বোঝা উচিৎ আমি সেভাবে
বুঝতে পারি না। 3আমি জ্ঞানলাভ করিনি এবং আমি ঈশ্বর বিষয়েও কিছু জানিনা।

4কোন মানুষই কখনও স্বর্গের কাছ থেকে শেখেনি। কোন মানুষই কখনো হাত দিয়ে হাওয়া ধরতে পারেনি। কেউই কখনও একটুকরো কাপড় দিয়ে জল ধরে রাখতে পারেনি। কোন মানুষ পৃথিবীর সীমানা নির্দ্ধারণ করে দেয়নি। যদি কোন ব্যক্তি এসব করে থাকে, তবে তার নাম কি? এবং তার পুত্রের নাম কি?

5ঈশ্বর যা বলেন তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। যারা
ঈশ্বরের কাছে যায় তারা নিরাপদে থাকে। 6তাই ঈশ্বর
যা বলেন তা পাল্টাবার চেষ্টা কোরো না। তুমি যদি তা কর তাহলে ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দেবেন এবং প্রমাণ করে দেবেন যে তুমি মিথ্যাবাদী।

7প্রভু তোমাকে আমি মৃত্যুর আগে আমার জন্য
দুটি কাজ করতে বলব। 8আমাকে মিথ্যা না বলতে
সাহায্য কর। আর আমাকে খুব বেশী ধনী বা দরিদ্র কোরো না। আমাকে শুধু আমার নিত্য প্রয়োজনীয়
জিনিসগুলো দিয়ো। 9যদি আমার কাছে প্রয়োজনের
অতিরিক্ত জিনিস থাকে তাহলে আমি ভাবব যে তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যদি দরিদ্র হই, তাহলে আমি হয়ত চুরি করতে পারি এবং তা ঈশ্বরের নামকে লজ্জিত করবে।

10কখনও মনিবের কাছে তার ভৃত্যের দুর্নাম কোরো না। যদি তুমি তা কর, তাহলে মনিবটি তোমাকে অবিশ্বাস করবে এবং তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করবে।

11কিছু মানুষ তাদের পিতার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং মাকে সম্মান দেয় না।

12কিছু মানুষ মনে করে তারা ভাল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মন্দ।

13কিছু মানুষ নিজেদের অপরের তুলনায় অনেক ভাল মনে করে।

14কিছু মানুষের দাঁত তরবারির মতো এবং তাদের চোয়াল ছুরির মতো। এরা দরিদ্রদের থেকে চুরি করবার জন্য তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

15কিছু মানুষ আছে যত পায় তত চায়। তারা কেবল, ‘‘আমাকে দাও, আমাকে দাও’’ বলে চিৎকার করে। তিনটি জিনিস আছে বা প্রকৃতপক্ষে চারটি বস্তু আছে
যাদের কখনো চাহিদা পূরণ হয় না: 16এরা হল মৃত্যুর
স্থান, বন্ধ্যা স্ত্রীলোক, বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক জমি এবং উত্তপ্ত আগুন যা থামানো যায় না।

17যে ব্যক্তি তার পিতাকে বিদ্রূপ করে বা তার মাকে মান্য করতে চায় না সে শাস্তি পাবে। তার চোখগুলি যেগুলি ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার অভিভাবকদের দিকে দেখেছে সেগুলো উপড়ে নেওয়া হবে এবং শকুন ও দাঁড় কাকেদের খাওয়ানো হবে।

18তিনটি জিনিস আছে যা আমার পক্ষে বোঝা শক্ত- প্রকৃতপক্ষে চারটি জিনিস আছে যা আমার বোধগম্য হয় না: 19যেমন আকাশে বিচরণকারী ঈগলপাখী, পাথরের ওপর সাপের আঁকাবাঁকা গতিবিধি, সমুদ্রে পারাপার করা জাহাজ এবং পুরুষ ও নারীর প্রেম হল সেই চারটি বস্তু।

20একজন অবিশ্বাসী স্ত্রী এমনভাব দেখায় যেন সে কোন অন্যায় করে না। সে স্নান করে, খায় এবং বলে সে কোন ভুল কাজ করেনি।

21তিনটি জিনিস আছে যার জন্য পৃথিবীতে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে চারটি জিনিস আছে যা পৃথিবী সহ্য করতে পারে না, 22এরা হল: একজন ভৃত্যের রাজা হওয়া, একজন মূর্খের কাছে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ থাকা, 23স্ত্রীলোকের মন ঘৃণায় পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার একজন স্বামী পাওয়া এবং একজন স্ত্রী ভৃত্যের তার মনিব ঠাকুরুণের ওপর কর্তৃত্ব পাওয়া।

24পৃথিবীতে চারটি এমন বস্তু আছে যা ক্ষুদ্র হলেও জ্ঞানী।

25পিঁপড়েরা ক্ষুদ্র এবং দুর্বল কিন্তু তারা গ্রীষ্ম-কালে তাদের খাবার সংগ্রহ করে এবং সঞ্চয় করে রাখে।

26একজাতীয় বেঁজি আছে যারা ক্ষুদ্র হলেও পাথরে ঘর বাঁধে।

27পঙ্গপালদের কোন রাজাই নেই কিন্তু তবুও তারা একত্রে কাজ করে।

28টিকটিকি এতই ছোট যে হাতের মুঠোয় ধরা যায় কিন্তু তাদের রাজপ্রাসাদেও বাস করতে দেখা যায়।

29হাঁটা অবস্থায় তিনটি জিনিষ আকর্ষক। প্রকৃতপক্ষে, চারটি জিনিষ।

30সেগুলি হল: একটি সিংহ (পশুদের রাজ্যের যোদ্ধা, যে কোন কিছু থেকে দৌড়ে পালায় না।)

31গর্বিতভাবে হেঁটে যাওয়া মোরগ; ছাগল এবং প্রজাদের মাঝখানে রাজা।

32তুমি যদি বোকার মতো গর্বিত হয়ে ওঠো এবং অন্যদের বিরুদ্ধে কু-মতলব আঁটো, তোমাকে থামতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে তুমি কি করছ।

33যদি কোন ব্যক্তি দুধ মন্থন করে সে মাখন পায়। যদি সে অপরের নাকে আঘাত করে তা থেকে রক্তক্ষরণ হয়। ঠিক এভাবেই যদি তুমি একজন রাগী মানুষের সঙ্গে বিরোধ কর তাহলে তা লড়াইতে পরিণত হবে।

লমূয়েল রাজার হিতোপদেশ

31 এগুলি হল লমূয়েল রাজার হিতোপদেশ যা তাঁকে তাঁর মা শিখিয়েছিলেন।

2তুমি আমার প্রিয় পুত্র, যার জন্য আমি প্রার্থনা করেছিলাম।
3স্ত্রীলোকের পিছনে শক্তিক্ষয় কোরো না কারণ তারা অনেক রাজার ধ্বংসের কারণ।
4লমূয়েল, রাজাদের পক্ষে দ্রাক্ষারস পান করা বিজ্ঞজনোচিত নয়, শাসকের পক্ষে সুরা পান করা বিজ্ঞজনোচিত নয়।
5তারা দ্রাক্ষারস পান করে সমস্ত আইন ভুলে গিয়ে দরিদ্রদের ওপর অত্যাচার করতে পারে তাদের অধিকার কেড়ে নিতে পারে।
6-7যারা দরিদ্র, যারা সমস্যায় জর্জরিত তাদের দ্রাক্ষারস পান করতে দাও যাতে তারা তাদের দুঃখকষ্ট ভুলে যেতে পারে।

8যে ব্যক্তি নিজেকে সাহায্য করতে পারে না তাকে সাহায্য করা উচিৎ। যে কথা বলতে পারে না এমন কারো হয়ে কথা বলো। দুর্বল লোকেদের অধিকার রক্ষা কর।
9যা তুমি সঠিক বলে মনে কর তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াও। সব মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার কর। দরিদ্রদের এবং সাহায্য প্রার্থীদের অধিকার রক্ষা কর।

একজন যথার্থ স্ত্রী

10একজন যথার্থ স্ত্রী* সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু সে অলঙ্কারের চেয়েও মূল্যবান।

11তার স্বামীর তার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে। সে কখনও দরিদ্র হবে না।

12এই ধরণের স্ত্রী তার স্বামীর কাছে সমস্ত জীবনের একটি পুরস্কার স্বরূপ, বোঝা নয়।

13সে পশম ও মসীনা সংগ্রহ করে এবং খুশী মনে তার নিজের হাতে বিভিন্ন জিনিস বানায়।

14দূরদেশ থেকে আসা এক জাহাজের মতো সে বাড়ির জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে।

15সে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা উঠে তার পরিবারের জন্য রান্না করে এবং ভৃত্যদের ভাগ তাদের দিয়ে দেয়।

16সে একটি জমি পর্যবেক্ষণ করে এবং তারপর সেটা ক্রয় করে। সে তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করে এবং দ্রাক্ষাক্ষেত বপন করে।

17সে হয় কঠোর পরিশ্রমী এবং সমস্ত রকম কাজে সক্ষম।

18সে যখনই তার নিজের তৈরী জিনিসের ব্যবসা করে তখনই লাভ করে।

19সে সুতো কাটে এবং নিজের কাপড় বোনে।

20সে সবসময় দরিদ্র ও সাহায্য প্রার্থীদের দান করে।

21শীতে যখন বরফ পড়ে তখন সে পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা করে না। সে তাদের সবাইকে ভাল গরম কাপড় দেয়।

22সে বিছানায় পাতার জন্য চাদর তৈরী করে। এবং সে দামী মসলিনের বস্ত্র পরে।

23তার স্বামী হয় দেশের নেতাদের একজন যাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।

24তার ব্যবসায়িক দক্ষতা থাকে এবং সে বস্ত্র ও বন্ধনী তৈরী করে ব্যবসায়িকদের কাছে বিক্রি করে।

25সে প্রশংসিত হয়*এবং মানুষ তাকে সম্মান করে। সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়।

যথার্থ স্ত্রী অথবা “এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রী।”

সে প্রশংসিত হয় অথবা “সে শক্তিশালী।”

26সে বিশাল জ্ঞান নিয়ে কথা বলে এবং মানুষকে স্নেহময় ও দয়ালু হতে শেখায়।

27সে কখনও আলস্য দেখায় না এবং তার গৃহের সমস্ত জিনিসের দেখাশোনা করে।

28তার সন্তানরা তার প্রশংসা করে, তার স্বামী তাকে নিয়ে গর্ব করে বলে,

29 "আরো অনেক ভালো স্ত্রীলোক আছে, কিন্তু তুমি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

30রূপলাবণ্য তোমাকে লোকেদের সামনে ঠকাতে পারে। কিন্তু যে স্ত্রীলোক প্রভুকে শ্রদ্ধা করে তাকে অবশ্যই প্রশংসা করা উচিৎ। 31তাকে তার যোগ্য পুরস্কার দাও। তার কাজের জন্য সর্বসমক্ষে তার গুণগান কর।

উপদেশক

1 এগুলি হল, উপদেশকের কথা যিনি ছিলেন দায়ূদের পুত্র এবং জেরুশালেমের রাজা।

2সবই এত অর্থহীন! তাই উপদেশকের মতে সবই অসার, সবই সময়ের অপচয়! 3মানুষ সূর্যের নীচে যে কঠিন পরিশ্রম করে সে কি তার কোন ফল পায়? না!

কোন কিছুই বদলায় না

4বংশপরম্পরা পর্যায়ক্রমে আসে এবং যায়। কিন্তু পৃথিবী চিরন্তণ। 5সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়। তারপর দ্রুত ফিরে যায় সেই একই জায়গায় যেখান থেকে আবার সূর্য ওঠে।

6বাতাস দক্ষিণে বয় এবং উত্তরেও বয়। বাতাস চারিদিক ঘুরে ঘুরে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

7সব নদী বার বার একই দিকে বয়ে চলে। সমস্ত নদীই সমুদ্রে গিয়ে মেশে কিন্তু সমুদ্র কখনও পূর্ণ হয় না।

8সব কথাই ক্লান্তিকর। কিন্তু তবুও লোকে কথা বলে। আমরা সবসময়ই কথা শুনি কিন্তু তাতে আমরা সন্তুষ্ট হই না। আবার সবসময় আমরা যেসব জিনিস দেখি তাতেও আমাদের মন ভরে না।

কোন কিছুই নতুন নয়

9সব জিনিসই সৃষ্টির সময় যেমন ছিল সেরকমই থেকে যায়। যা আগে করা হয়েছে তাই আবার পরেও করা হবে। সূর্যের নীচে কোন কিছুই নতুন নয়।

10এমন কোন কিছু নেই যাকে কোন ব্যক্তি নতুন বলতে পারে! যে জিনিসকে মানুষ নতুন বলবে তা আমাদের জন্মের আগে থেকেই বর্তমান।

11যা অনেক আগে ঘটে গেছে সে ঘটনা লোকে মনে রাখে না। এখন যা ঘটছে ভবিষ্যতে তা লোকে ভুলে যাবে। পরবর্তী প্রজন্ম মনেও রাখবে না আগেকার লোকে তাদের জন্য কি করে গেছে।

প্রজ্ঞা কি সুখের উৎস?

12আমি উপদেশক, আমি ছিলাম জেরুশালেমের অন্তর্গত ইস্রায়েলের রাজা। 13সূর্যের নীচে যা কিছু ঘটে তাকে আমি প্রজ্ঞা দ্বারা জানতে চেয়েছিলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর লোকেদের যা করতে দেন তা খুবই কঠিন ও কষ্টকর। 14আমি দেখেছিলাম সূর্যের নীচে যা কিছু করা হয় তা সবই অসার, সময়ের অপচয় মাত্র। এ যেন অনেকটা হাওয়ার পেছনে ছোটা। 15যা কিছু বাঁকা তাকে পাল্টে সোজা করা সম্ভব নয়। যা নেই তাকে সরবরাহ করা যায় না।

16আমি নিজেকে বলেছিলাম, "জেরুশালেমে আমার পূর্বে যেসব ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের সকলের চেয়েও আমি বেশী প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হয়েছি। আমি সত্যিই জানি প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অর্থ কি!"

17আমি জানতে চেয়েছিলাম জ্ঞান ও বিদ্যা কিভাবে অজ্ঞানতার চেয়ে ভালো। কিন্তু আমি জেনেছিলাম যে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা মানে শুধুই হাওয়ার পিছনে ছোটা। 18জ্ঞানের সঙ্গে আসে হতাশা। যে মানুষ যত বেশী জ্ঞানলাভ করে সে তত বেশী দুঃখ পায়।

"লঘু আনন্দে" কি সুখ পাওয়া যায়?

2 আমি নিজেকে বলেছিলাম, "আমি যতটা সম্ভব সবকিছুকে উপভোগ করব।" কিন্তু আমি জানতে পেরেছিলাম যে এসবই অসার। 2হাসি জিনিষটা বোকামি; আনন্দ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না।

3তাই আমি ঠিক করেছিলাম দ্রাক্ষারস পান করে শরীরকে ও জ্ঞানলাভ করে মনকে ভাল রাখব। আমি এরকম বোকামি করেছিলাম কারণ আমি সুখের সন্ধান পেতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে চেয়েছিলাম এই অল্পদিনের জীবনে মানুষের কি করা উচিৎ।

কঠিন পরিশ্রম কি সুখের উৎস?

4তারপর আমি নানা মহৎ কাজ করতে শুরু করেছিলাম। আমি নিজের জন্য নানা জায়গায় বাড়ি তৈরী করেছিলাম। দ্রাক্ষার ক্ষেত তৈরী করেছিলাম। 5আমি বাগান করেছিলাম। উপবন করেছিলাম, আমি সবরকম ফলের গাছ লাগিয়েছিলাম। 6আমি নিজের জন্য পুকুর কাটিয়েছিলাম। আমি সেই পুকুরের জল আমার বাগানের গাছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতাম। 7আমি পুরুষ ও স্ত্রী ক্রীতদাস কিনেছিলাম এবং আমি যখন তাদের মালিকানা পেলাম তখন তাদের ছেলেমেয়ে ছিল। আমার অনেক ঐশ্বর্য ছিল। আমার অনেক গরু ও মেষের পাল ছিল। আমি এত ধনী ছিলাম যে সেরকম ধনী জেরুশালেমে কেউ ইতিপূর্বে ছিল না।

8আমি আমার নিজের জন্য সোনা ও রূপা সংগ্রহ করেছিলাম। আমি বিভিন্ন দেশের রাজাদের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করেছিলাম। আমাকে খুশী করার জন্য অনেক গায়ক ও গায়িকা ছিল। আমার কাছে সবই ছিল যা সকলের কাছে প্রয়োজনীয়। আমার কাছে সমস্ত রকমের বাদ্যযন্ত্র ছিল।

9আমি বিরাট ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি লাভ করেছিলাম।
জেরুশালেমে আমার আগে যে সমস্ত লোক ছিল আমি
ছিলাম তাদের সবার চেয়ে মহৎ। আমার জ্ঞান ছিল
সবসময় আমার সহায়। 10আমার চোখে যা ভাল লাগত
এবং আমাকে যা খুশী করত, আমি তা সবই পেতাম।
আমি কঠিন পরিশ্রম করে যা কিছু করেছিলাম তা নিয়ে
আনন্দিত ছিলাম এবং আমার এইসব জিনিস প্রাপ্য
ছিল, কারণ আমি এর জন্য কাজ করেছিলাম।

11কিন্তু আমি যখন আমার সমস্ত কাজের কথা,
পরিশ্রমের কথা চিন্তা করলাম তখন দেখলাম সবই
সময়ের অপচয়! এসবই ছিল হাওয়ার পিছনে ছোটা।
সূর্যের নীচে আমরা যা করি তাতে কোন লাভ নেই।

হতে পারে জ্ঞানই এর একমাত্র উত্তর

12একজন পুরাতন রাজা ইতিমধ্যেই যা করেছে,
একজন নতুন রাজা তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে
না। তাই আমি আমার বিজ্ঞতার, ভুলভ্রান্তির ও
পাগলামির কথা আবার ভাবতে শুরু করলাম।
13অন্ধকারের থেকে আলো যেমন ভালো জ্ঞানও ঠিক
তেমনি অজ্ঞানতার চেয়ে ভালো। 14একজন জ্ঞানী মানুষ
তার পথ দেখবার জন্য তার চোখ ব্যবহার করে। কিন্তু
যে মূর্খ সে শুধুই অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে একজন জ্ঞানী ও মূর্খ
উভয়ের পরিসমাপ্তি একই। অবশেষে তারা উভয়েই
মারা যায়। 15আমি নিজে ভেবেছিলাম, "একজন মূর্খের
যে পরিণতি হয় আমারও তাই হবে। তবে আমি কেন
জ্ঞানলাভের জন্য এত কঠিন পরিশ্রম করব?" আমি
নিজেকে বললাম, "জ্ঞানী হওয়াও অর্থহীন।" 16জ্ঞানী ও
মূর্খ উভয়েরই পরিণতি মৃত্যু এবং মানুষ জ্ঞানী বা মূর্খ
কাউকেই চিরকাল মনে রাখবে না। তারা যা কিছু করেছিল
ভবিষ্যতে তা মানুষ ভুলে যাবে। তাই জ্ঞানী ও মূর্খ
প্রকৃত অর্থে একই।

জীবনে কি প্রকৃত সুখ বলে কিছু আছে?

17এতে আমার জীবনের প্রতি ঘৃণা এসে গেল।
আমার মনে হল যে পৃথিবীতে আমার কাছে যা কিছু
আছে তা সবই অর্থহীন। সবই হাওয়াকে ধরবার চেষ্টা
করবার মত।

18সূর্যের নীচে আমার সমস্ত কঠিন পরিশ্রমের কাজে
আমার ঘৃণা জন্মেছিল। যার জন্য আমি কঠিন পরিশ্রম
করে গিয়েছি তা আমার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে
যাব। আমার কঠিন পরিশ্রমের ফল আমি আমার সঙ্গে
রাখতে পারব না। 19আমি যা কিছু শিখেছি এবং যা
কিছু কাজ করেছি তা অন্য কোন লোক নিয়ন্ত্রণ করবে।
এমনকি আমি এটাও জানতে পারব না যে সে জ্ঞানী
হবে কি মূর্খ। এটাও অসার।

20আমি সূর্যের নীচে যা কিছু কাজ করেছি তার
জন্য আমি দুঃখিত। 21একজন ব্যক্তি তার সমস্ত প্রজ্ঞা,
জ্ঞান ও পারদর্শীতা দিয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে পারে।
কিন্তু তার পরিশ্রমের ফল তার মৃত্যুর পর অন্য লোক
ভোগ করবে। সেই লোকেরা বিনা আয়াসে সবকিছু
পেয়ে যাবে। এটাও অসার এবং এ একটা ভীষণ পাপ।

22একজন ব্যক্তি সূর্যের নীচে তার জীবনভর
সংগ্রামের পর কতটুকু পায়? 23সে সারাজীবন পায় শুধু
যন্ত্রণা, হতাশা আর কঠিন পরিশ্রম। এমনকি রাতেও
সে বিশ্রাম পায় না। এটাও অসার।

24-25আমার থেকে বেশী আর কে জীবনকে উপভোগ
করার চেষ্টা করেছে? এবং সব শেষে আমি এই শিক্ষাই
পেয়েছিলাম। মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ হল
খাওয়াদাওয়া করা ও তার কাজকে উপভোগ করা।
আমি দেখেছিলাম ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জীবন উপভোগ
করা সম্ভব নয়। 26একজন মানুষ যদি ভাল কাজ করে
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে, তাহলে ঈশ্বর তাকে জ্ঞান,
বিদ্যা ও আনন্দ দেন। কিন্তু যে পাপী সে শুধুই সংগ্রহ
আর বহনের কাজ পাবে। মন্দ লোকের কাছ থেকে
নিয়ে ঈশ্বর ভালো লোককে পুরস্কার দেন। কিন্তু সমস্ত
কাজই অর্থহীন। সবই হাওয়ার পিছনে ছোটা।

একটি সময় আছে

3 সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। এবং সূর্যের
নীচে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবকিছুই ঘটবে।

2 জন্মেরও যেমন একটি সময় আছে, মৃত্যুরও
তেমনি সময় আছে। রোপণের সময় আছে
এবং তুলে ফেলারও সময় আছে।
3 হত্যার এবং সারিয়ে তোলার একটা নির্দিষ্ট
সময় আছে। ধ্বংসেরও যেমন নির্দিষ্ট সময়
আছে তেমনি তৈরী করারও নির্দিষ্ট সময়
আছে।
4 কান্নারও সময় আছে, হাসারও সময় আছে।
দুঃখ পাবার যেমন সময় আছে, তেমনি
আনন্দে নাচ করারও সময় আছে।
5 অস্ত্র নামিয়ে রাখার, আবার তা তুলে নেবারও
নির্দিষ্ট সময় আছে।* কাউকে আলিঙ্গন
করার যেমন সময় আছে আবার আলিঙ্গন না
করে তাকে এড়িয়ে যাবারও সময় আছে।
6 কাউকে খোঁজার যেমন সময় আছে আবার তা
ফেলে দেবারও সময় আছে। কাউকে রেখে
দেওয়া বা কাউকে ছুঁড়ে দেওয়ারও নির্দিষ্ট
সময় আছে।
7 জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলার যেমন সময় আছে
তেমনি তা সেলাই করারও সময় আছে।
নীরব থাকারও যেমন সময় আছে তেমনি
সরব হওয়ারও সময় আছে।
8 ভালোবাসা এবং ঘৃণা করারও সময় আছে।
যুদ্ধেরও একটি নির্দিষ্ট সময় আছে আবার
শান্তি রক্ষা করারও সঠিক সময় আছে।

অস্ত্র ... আছে আক্ষরিক অর্থে, "পাথর ছুঁড়ে ফেলার এবং পাথর জড়ো করার সময় আছে।"

ঈশ্বর তাঁর পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন

9একজন মানুষ কি তার কঠোর পরিশ্রমের কোন মূল্য পায় না? না! 10আমি দেখেছি ঈশ্বর আমাদের সমস্ত কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে দেন। 11ঈশ্বর আমাদের তাঁর পৃথিবী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের কাজের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে পারি না এবং এখন ঈশ্বর সবকিছু সঠিক সময়েই করেন।

12আমি জানি যে মানুষ সারাজীবন সুখে ও আনন্দে বেঁচে থাকতে পারবে- এটাই সর্বমহৎ কাজ। 13ঈশ্বর চান প্রত্যেকে পানীয়, খাদ্য এবং তাদের কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাক। এই হল ঈশ্বরের উপহার। 14আমি জানি ঈশ্বর যা করেন তা চিরস্থায়ী হয়। মানুষ ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডকে বাড়াতেও পারে না এবং কমাতেও পারে না। আর ঈশ্বর তা করেছেন কারণ যাতে মানুষ তাঁকে সম্মান জানায়। 15অতীতে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলিকে আমরা বদলাতে পারব না। ভবিষ্যতে যা ঘটার তা ঘটবে এবং আমরা তাকেও বদলাতে পারব না। কিন্তু ঈশ্বর দেখেন কি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।*

16আমি সূর্যের নীচে এই ঘটনাগুলির সাক্ষী। আদালতে সাধুতা ও নিষ্কলঙ্ক থাকা উচিৎ। কিন্তু আমি সেখানেও দুষ্টতা দেখেছি। 17তাই আমি নিজেকে বলেছিলাম, "সবকিছুর পেছনেই ঈশ্বরের একটি সময়ানুযায়ী পরিকল্পনা আছে এবং ঈশ্বর নির্দিষ্ট সময়েই মানুষের কাজের বিচার করবেন। ঈশ্বর ভাল এবং খারাপ মানুষদের বিচার করবেন।"

মানুষ কি ঠিক পশুদেরই মতো?

18মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যা যা করে সেই বিষয়ে আমি ভেবেছিলাম এবং আমি নিজেকে বলেছিলাম, "ঈশ্বর মানুষকে পশুর মতোই দেখতে চান।" 19মানুষ কি পশুদের চেয়ে শ্রেয়? না! কেন? কারণ সবকিছুই অর্থহীন। পশু এবং মানুষদের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটে- উভয়েরই মৃত্যু আসে। মানুষ এবং পশুরা একই "নিঃশ্বাস" নেয়। একটি মৃত মানুষ ও মৃত পশুর মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? 20মানুষ এবং পশুদের দেহ একইভাবে বিলীন হয়। তারা মাটি থেকেই আসে এবং মাটিতেই ফিরে যায়। 21কে জানে মানুষের আত্মার কি হয়? কে বলতে পারে পশুর কোন আত্মা যখন মাটির নীচে প্রবেশ করছে তখন হয়তো কোন মানুষের আত্মা ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছে?

22তাই আমি দেখেছিলাম সবথেকে ভাল উপায় হল একজন মানুষ তার যা আছে এবং সে যা করেছে তাই নিয়ে আনন্দে মেতে থাকা। এবং একজন মানুষের তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিৎ নয়। কেন? কারণ কেউ সেই ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দর্শন করাতে পারবে না।

পদ 15 অথবা "এখন যা ঘটছে তা অতীতেও ঘটেছিল। ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা অতীতেও ঘটেছে। ঈশ্বর ঘটনাগুলি বার বার ঘটান।"

তবে কি মৃত্যুই শ্রেয়?

4 আমি দেখেছিলাম সূর্যের নীচে কিভাবে লোকের ওপর উৎপীড়ন করা হয়ে থাকে। আমি তাদের কান্না শুনেছিলাম। আমি এও দেখেছিলাম যে তাদের এই দুর্দশায় সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউই নেই। আমি দেখেছিলাম কিভাবে নিষ্ঠুর লোকেরা সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে আছে। তারা যাদের আঘাত করছে তাদের সাহায্যের জন্য কেউ পাশে নেই। 2আমি ভেবে দেখলাম যে যারা বেঁচে আছে তাদের চেয়ে মৃত মানুষদের অবস্থা অনেক ভাল।

3যে সমস্ত লোকেরা জন্মের অব্যবহিত পরে মারা গেছে অথবা যারা এখনও জন্মায় নি, তাদের মধ্যে কোন একদল ভালো অবস্থায় আছে! কেন? কেননা এই সূর্যের নীচে যে সমস্ত মন্দ কাজ হয়ে থাকে তারা তা কখনই দেখেনি।

কঠিন শ্রম কেন করবে?

4তারপর আমি ভেবেছিলাম, "লোকে কেন এত কঠিন পরিশ্রম করে?" আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে লোকে সবসময় সফল হতে ও অন্য লোকেদের থেকে ভালো হতে চেষ্টা করে। কেন? কারণ তারা ঈর্ষাপরায়ণ। তারা চায় না তার চেয়ে বেশী অন্য লোকে কিছু ভোগ করুক। এসবই অসার, হাওয়ার পেছনে ছোটা মাত্র।

5কিছু লোক বলে, "হাত গুটিয়ে কিছু না করে বসে থাকাটা বোকামো। কাজ না করলে না খেতে পেয়ে মরতে হবে।" 6এটা হয়তো সত্যি। কিন্তু সবসময় বেশী জিনিস পাওয়ার জন্য হাওয়ার পেছনে ছোটার থেকে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ভাল।

7আমি সূর্যের নীচে আরো কিছু অর্থহীন জিনিস দেখলাম। 8একজন ব্যক্তির পরিবার না থাকতে পারে। তার ভাই বা সন্তান না থাকতে পারে। কিন্তু তবুও সে কঠিন পরিশ্রম করে যাবে। তার যা আছে তা নিয়ে সে কখনও সন্তুষ্ট থাকবে না। কেন তবে আমি আমার জীবন উপভোগ না করে কঠিন পরিশ্রম করব? এটাও খুব খারাপ ও অর্থহীন।

বন্ধু ও পরিবার শক্তি জোগায়

9একজনের চেয়ে দুজন লোক ভাল। দুজন লোক একসঙ্গে কাজ করলে তার ফল ভাল হয়।

10যদি কোন ব্যক্তি পড়ে যায়, অপর ব্যক্তি তাকে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু যে একা কাজ করে, সে যদি পড়ে তবে তাকে উঠতে সাহায্য করার মতো কেউই থাকে না।

11যদি দুজন লোক একসঙ্গে ঘুমোয় তারা উত্তাপ পাবে। কিন্তু যে একা শোয় সে উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হবে।

12যে একা তাকে সহজেই শত্রুরা হারিয়ে দেবে কিন্তু দুজন লোক একসঙ্গে থাকলে তাদের হারানো সম্ভব নয়। তিনজন মানুষ একত্র হলে তাদের শক্তি আরো বেশী হবে। তারা হল একসঙ্গে জড়ানো দড়ির

তিনটি অংশের মতো। তাদের শক্তিকে ভাঙ্গা খুবই কঠিন।

মানুষ, রাজনীতি ও জনপ্রিয়তা

13একজন দরিদ্র তরুণ নেতা যদি জ্ঞানী হয় তবে সে একজন বৃদ্ধ বোকা রাজা অপেক্ষা শ্রেয়। সেই বৃদ্ধ রাজা সতর্কবাণীতে কান দেন না। 14সেই তরুণ শাসক রাজ্যের একজন গরীব নাগরিক হয়ে জন্মাতে পারেন। তিনি দেশের শাসন ভার নিতে কারাগার থেকে উঠে আসতে পারেন। 15কিন্তু এ জীবনে আমি মানুষকে দেখে জেনেছি যে মানুষ সেই তরুণ নেতাকে অনুসরণ করবে। সেই হবে নতুন রাজা। 16অনেক মানুষ এই তরুণকে অনুসরণ করবে। কিন্তু পরে এরাই আবার তাঁকে সহ্য করতে পারবে না। এটাও অর্থহীন, হাওয়ার পিছনে ছোটা।

প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সাবধান থেকো

5 যখন ঈশ্বরের উপাসনা করবে তখন সতর্ক থাকবে। ঈশ্বরকে বোকার মত নৈবেদ্য দেওয়ার থেকে তার কথা শোনা অনেক ভালো। যে মূর্খ সে নিজের অজ্ঞাতেই অন্যায় কাজ করে ফেলে। 2ঈশ্বরকে প্রতিশ্রুতি দিলে সে সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। ঈশ্বরকে কিছু বললে সাবধানে বলো। আবেগচালিত হয়ে হঠাৎ কোন কথা দিয়ে ফেলো না। ঈশ্বর বাস করেন স্বর্গে আর তুমি পৃথিবীতে। তাই ঈশ্বরকে তোমার সামান্য কিছু কথাই বলা উচিৎ। এই প্রবাদটি সত্য যে:

3দুঃস্বপ্ন যেমন অনেক দুঃশ্চিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে,
মূর্খ তেমনই একরাশ শব্দ নিয়ে আসে।

4তুমি ঈশ্বরকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা অবশ্যই রক্ষা করবে। তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দেরী কোরো না। ঈশ্বর মূর্খদের প্রতি প্রসন্ন নন। তুমি ঈশ্বরকে যা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা দাও। 5প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালন না করতে পারার থেকে প্রতিশ্রুতি না দেওয়া ভাল। 6তাই তোমার কথা যেন তোমার পাপের কারণ না হয়। যাজককে এটা বলো না, "আমি যা বলেছি তার অর্থ এই নয়!" তুমি যদি এরকম কর তাহলে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি যার জন্য কাজ করেছ তা ধ্বংস করে ফেলবেন। 7তোমার অর্থহীন স্বপ্ন ও অহঙ্কার যেন তোমার বিপদ না ডেকে আনে। তুমি অবশ্যই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে।

প্রতিটি শাসকের ওপরে একজন শাসক আছেন

8কিছু দেশে দেখা যায় যে দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয়ে কঠিন পরিশ্রম করছে। এটা দরিদ্র মানুষদের প্রতি সুবিচার নয়। এটা তাদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু বিস্মিত হয়ো না। যে শাসক এই মানুষদের ওপর জোর খাটাচ্ছে, তার ওপরে জোর খাটানোর জন্য রয়েছে আরো একজন শাসক। 9রাজাও তার লাভের ভাগ পায়। দেশের ধনসম্পদ তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়।*

ঐশ্বর্য দিয়ে সুখ কেনা যায় না

10যে ব্যক্তি টাকা ভালোবাসে সে কখনও তার কাছে যা টাকা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। যে ঐশ্বর্য ভালোবাসে সে যতই পাক না কেন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। এসবই অর্থহীন।

11যে ব্যক্তির যত সম্পদ আছে, সেই সম্পদ ব্যয়ের জন্য তত বন্ধুও আছে। তাই ধনী ব্যক্তির প্রকৃত অর্থে কোন লাভই হয় না। সে শুধুই তার সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে।

12যে ব্যক্তি সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে সে ঘরে ফিরে শান্তিতে ঘুমোয়। সে সামান্য কিছু খেল বা না খেয়ে থাকল সেটা বিষয় নয়। কিন্তু যে ধনী ব্যক্তি সে সম্পদ রক্ষার দুশ্চিন্তায় রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে না।

13আমি সূর্যের নীচে এক দুঃখজনক ঘটনা লক্ষ্য করেছি। একজন ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। কিন্তু এর পরিণাম হয় সমস্যামূলক। 14এরপর কোন এক অঘটনে সে সব কিছু হারায়, এর ফলে সন্তানকে দেওয়ার মতো তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা খালি হাতে আসি এবং খালি হাতে যাই

15একজন মানুষ খালি হাতে মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়। আর সে যখন মারা যায়, সে একইভাবে রিক্ত অবস্থায় বিদায় নেয়। সে ফল লাভের জন্য কঠিন পরিশ্রম করে কিন্তু মারা গেলে কোন কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। 16এটা দুঃখজনক যে একজন মানুষ যেভাবে পৃথিবীতে আসে সেভাবেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এভাবে হাওয়ার পেছনে ছুটে সে কি পায়? 17সে কেবলমাত্র যন্ত্রণা এবং দুঃখ পায়। শেষ পর্যন্ত সে হয়ে পড়ে হতাশ, বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত!

তোমার কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নাও

18একজন ব্যক্তির পক্ষে সবচেয়ে ভাল সূর্যের নীচে খাদ্য, পানীয় ও তার কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া। ঈশ্বর তাকে জীবন দিয়েছেন এবং এটাই তার সর্বস্ব।

19যদি ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে ধনসম্পদ ও সেটা ভোগ করার ক্ষমতা দেন তবে তার তা অবশ্যই ভোগ করা উচিৎ, কারণ তা হল ঈশ্বরের উপহার। সেই ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রাপ্ত জিনিসগুলি স্বীকার করবে এবং তার কাজ উপভোগ করবে, এ হল ঈশ্বরের উপহার। 20একজন ব্যক্তি বেশী বছর বাঁচে না। তাই তাকে সারাজীবন এগুলি মনে রাখতে হবে। ঈশ্বর যা করতে চাইবেন তাই তিনি করবেন।

ঐশ্বর্য সুখ বয়ে আনে না

6 আমি সূর্যের নীচে আরো কিছু দেখেছি যা ন্যায্য নয়। এটা লোকেদের পক্ষে খুবই খারাপ। 2ঈশ্বর

দেশের ... হয় একজন শাসক আরেকজন উচ্চতম শাসক দ্বারা প্রতারিত হয় এবং তারা একজন মহান শাসক দ্বারা প্রতারিত হয়।

কাউকে প্রচুর ধনসম্পদ, মানসম্মান দেন। সেই ব্যক্তির
যা প্রয়োজন বা চাহিদা হতে পারে সে সবই তার
আছে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে সেসব ভোগ করতে দেন না।
কোন এক অপরিচিত এসে তার সমস্ত কিছু অধিকার
করে নেয়। এটা খুবই খারাপ ও অর্থহীন।
3একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। তার 100টি
সন্তান থাকতে পারে। কিন্তু সে যদি এসব নিয়ে সন্তুষ্ট
না থাকে ও তার মৃত্যুর পর যদি তাকে কেউ মনে না
রাখে, তবে আমার মনে হয় যে শিশু জন্ম মাত্র মারা
গিয়েছে সেও এই ব্যক্তির চেয়ে ভাল। 4একটা মৃত
শিশুর জন্ম প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। সেই শিশুটিকে কোন
নাম দেওয়ার আগেই তাকে এক অন্ধকার কবরে সমাধিস্থ
করা হয়। 5সেই শিশুটি কখনও কিছুই জানতে পারে
না। সে কখনও সূর্যেরও মুখ দেখে না। কিন্তু সেই
শিশুটিও অনেক বেশী বিশ্রাম পায় সেই ব্যক্তির চেয়ে
যে ঈশ্বরের দেওয়া উপহার ভোগ করতে পারে না।
6সেই ব্যক্তি 2,000 বছর বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু
যদি সে জীবনকে উপভোগ করতে না পারে তবে যে
শিশুটির জন্মমাত্র মৃত্যু হয়েছে সে আর এই ব্যক্তি কি
একই স্থানে যাবে?
7একজন লোক কাজ করে চলে। কেন? নিজের
অন্ন সংস্থানের জন্য। কিন্তু সে কখনই সন্তুষ্ট থাকে না।
8এই বিষয়ে একজন জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে কোন তফাৎ
নেই। এর চেয়ে একজন গরীব মানুষ হওয়াও ভাল যে
জানে কিভাবে জীবনকে মেনে নিতে হয়। 9লাভ
করবার চেয়ে নিজের যা আছে তা নিয়ে খুশী থাকা
ভাল। বেশী লাভের প্রত্যাশা করা হাওয়ার পিছনে
ছোটার মতোই অর্থহীন। 10যা ঘটেছে তা বহুপূর্বেই স্থির
হয়ে ছিল। লোকেরা কে বেশী শক্তিশালী এই নিয়ে
নিজেদের মধ্যে বিতর্কের কোন অর্থ হয় না। 11দীর্ঘ
বিতর্ক কোন কাজে লাগে না এবং এটা কি ভালো
কাজ করে?
12একজন ব্যক্তির অযোগ্য জীবনের ব্যপ্তিতে তার
পক্ষে সবচেয়ে ভালো কি তা কে জানে? তার জীবন
এক ছায়ার মতো অতিবাহিত হয়। কেউ বলতে পারে
না এই পৃথিবীতে পর মূহুর্তে কি হবে।

সুশিক্ষামালা সংকলন

7 ভাল সুগন্ধের চেয়ে সুনাম শ্রেয়। একজন মানুষের
যে দিন জন্ম হয় সেই দিনের থেকে তার মৃত্যুদিন
ভাল।
2উৎসবের গৃহে যাওয়ার চেয়ে শোকের গৃহে যাওয়া
ভাল। কেন? কারণ শোকের গৃহে লোকেরা সত্যিই জানবে
যে সব মানুষই মরণশীল।
3আনন্দের চেয়ে দুঃখ শ্রেয়। কেন? যখন আমরা
দুঃখ পাই তখন আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়।
4যে জ্ঞানী সে মৃত্যুর কথাও ভাবে কিন্তু মূর্খ শুধুই
আমোদ-প্রমোদের কথা চিন্তা করে।
5একজন মূর্খের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার চেয়ে জ্ঞানী
ব্যক্তির দ্বারা সমালোচিত হওয়াও শ্রেয়।
6মূর্খের অট্টহাসি হল পাত্রের নীচে জ্বলন্ত কাঁটার
মতো যা এতই তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় যে পাত্রটি উত্তপ্ত
পর্যন্ত হয় না। এটাও অসার।
7একজন জ্ঞানী যদি কারো কাছ থেকে যথেষ্ট অর্থ
পায় তবে সে তার জ্ঞানও ভুলে যায়। অর্থ তার বোধশক্তি
নষ্ট করে দেয়।
8কোন কিছু নতুন করে আরম্ভ করবার চেয়ে তাকে
শেষ করা ভাল। অধৈর্য্য ও অহঙ্কারী হওয়ার চেয়ে
শান্ত ও ধৈর্য্যশীল হওয়া ভাল।
9হঠাৎ রেগে ওঠা উচিৎ নয়। কারণ রাগ করা
মূর্খামি।
10একথা বলা উচিৎ নয়, “এখনকার থেকে আগের
সময় কেন বেশী ভাল ছিল।” কারণ জ্ঞান আমাদের এই
প্রশ্নের দিকে চালিত করে না।

11সম্পত্তি থাকার চেয়ে জ্ঞান থাকা ভাল। যথেষ্ট
সম্পদ ছাড়াও জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে বেশী লাভবান
হন। 12প্রজ্ঞা ও সম্পদ উভয়েই তোমাকে রক্ষা করতে
পারে। কিন্তু যে জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে লাভ করা যায় তা
তোমার জীবনকে দীর্ঘ করতে পারে!
13ঈশ্বর যা করেছেন সে দিকে তাকিয়ে দেখ। যদি
কোন কিছু তোমার ভুলও মনে হয় তবুও তুমি তা
পাল্টাতে পারবে না! 14জীবন সুন্দর, তাকে উপভোগ
কর। কিন্তু জীবন যখন কষ্টকর হবে তখন মনে রেখো
ঈশ্বর আমাদের সুসময় ও দুঃসময় দুইই দেন এবং
কেউই জানে না ভবিষ্যতে কি হতে পারে।

মানুষ সত্যিকারের ভাল হতে পারে না

15আমার এই অযোগ্য জীবনে আমি অনেক কিছু
দেখেছি এবং আমি আরো দেখেছি কিভাবে দুষ্ট লোক
দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। অথচ ধার্মিক লোক অল্প বয়সে
মারা যায়। 16-17কেন আত্মহনন করবে? কখনও খুব
ভালও হবে না বা খুব খারাপও হবে না। বেশী জ্ঞানী
বা বেশী মূর্খ কোনটাই হবে না। কেন তুমি তোমার
অন্তিম সময়ের আগে মারা যাবে?
18তুমি এদিক ওদিক দুদিকে থাকার চেষ্টা কর।
এমনকি ঈশ্বরের অনুসরণকারীরাও কিছু ভাল ও কিছু
মন্দ কাজ করে থাকে। 19প্রজ্ঞা মানুষকে শক্তি জোগায়।
একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শহরের দশজন শাসকের চেয়ে
বেশী শক্তিশালী। 20নিশ্চিতভাবে, এই ভূমণ্ডলে এমন
একজনও ধার্মিক ব্যক্তি নেই যে কোন অন্যায় করে নি।
21মানুষের সব কথায় কান দিও না। তুমি হয়তো
শুনবে তোমার ভৃত্য তোমার নিন্দা করছে। 22এবং তুমি
জান যে তুমি নিজেও অনেকসময় অন্যদের বদনাম
করেছ।
23আমি আমার জ্ঞান দিয়ে এই সমস্ত কিছু ভেবে
দেখেছি। আমি সত্যিকারের জ্ঞানলাভ করতে চেয়েছি।
কিন্তু তা অসম্ভব। 24আমি সমস্ত জিনিসের অস্তিত্বের
ধরণ বুঝতে পারি না। এটা কারো পক্ষে বুঝে ওঠা
খুবই কঠিন। 25আমি অধ্যয়ণ করেছি ও অনেক চেষ্টা

করেছি সত্যিকারের জ্ঞান খুঁজে পেতে। আমি সবকিছুর
ভেতরকার ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে চেয়েছি। আমি কি
শিখলাম? আমি জানলাম অসৎ হওয়া বোকামো, মূর্খের
মতো কাজ করা পাগলামো।
26আমি আরো দেখেছিলাম যে কিছু নারী হল ভয়ঙ্কর
এক ফাঁদের মতো, তাদের হৃদয় জালের মতো ও বাহু
শিকলের মতো। এইরকম নারীর ফাঁদে পড়ার চেয়ে
মৃত্যুও শ্রেয়। যে ঈশ্বরকে অনুসরণ করে সে এদের
থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু একজন পাপী এদের হাতে
ধরা পড়বে।
27-28উপদেশক বলল, "আমি এই সমস্ত কিছু যোগ
করে দেখতে চেয়েছিলাম কোন উত্তর পাওয়া যায় কিনা।
আমি এখনও উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি। আমি
কেবলমাত্র একটি জিনিষ খুঁজে পেলাম। হাজার জনের
মধ্যে একজন ভাল মানুষ আছে। কিন্তু আমি একজনও
ভাল মহিলাকে খুঁজে পাই নি।
29আমি আরো একটা জিনিস শিখেছিলাম: "ঈশ্বরই
সব ভালো মানুষ তৈরী করেন। কিন্তু মানুষ খারাপ
পথে চালিত হয়।"

জ্ঞান ও শক্তি

8 কেউই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মতো করে কোন
জিনিসকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।
তার জ্ঞানই তাকে সুখী করবে। একমাত্র জ্ঞানই দুঃখকে
সুখে পরিণত করতে পারে।
2আমি সর্বদা রাজার আদেশ মান্য করি। আমি এটা
করি কারণ আমি ঈশ্বরের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি করেছি।
3রাজাকে তোমার পরামর্শ জানাতে ভয় পেয়ো না।
এবং কখনও অন্যায়কে সমর্থন কোরো না। কিন্তু মনে
রেখো যে রাজা তার ইচ্ছানুযায়ী আদেশ দেন। 4রাজার
আদেশ দেওয়ার অধিকার আছে এবং কেউই তাকে
বলে দিতে পারে না তার কি করা উচিৎ। 5যে ব্যক্তি
রাজার আদেশ মেনে চলে সরকারের সঙ্গে তার কোন
সমস্যা হবে না। এবং একজন জ্ঞানী লোক জানে ঠিক
কোন সময়ে এবং কিভাবে রাজার কাছে যেতে হবে।
6এমনকি লোকের বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও
প্রত্যেকটি কাজের একটা সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতি
আছে। 7আর সে নিশ্চিতভাবে জানে না কি হতে পারে।
কেন? কারণ কেউই তাকে বলতে পারবে না ভবিষ্যতে
কি হবে।
8কোন মানুষেরই তার আত্মাকে ধরে রাখার ক্ষমতা
নেই। কেউই মৃত্যুকে আটকাতে পারবে না। যুদ্ধের
সময় কোন সৈন্যেরই যেখানে খুশী যাওয়ার স্বাধীনতা
নেই। একইভাবে যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করে তবে
সেই অন্যায় তাকে মুক্তি দেয় না।
9আমি প্রত্যেকটি জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ করেছি আর
ভেবেছি কেন সূর্যের নীচে এরকম হয়। আমি এও
দেখেছি যে একজন ব্যক্তি কিভাবে আরেকজন ব্যক্তির
ওপর আধিপত্যের জন্য ক্ষমতার পেছনে ছোটে। এটা
তার পক্ষে খারাপ।
10আমি দেখেছি কিভাবে মন্দ লোকেদের অন্ত্যেষ্টি
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐসব মন্দ লোক যথেচ্ছভাবে পবিত্র
স্থানে যেত এবং তারা শহরে প্রকৃতপক্ষে কি করেছিল
তা লোকে ভুলে যায়।

বিচার, পুরস্কার ও শাস্তি

11কখনও কখনও মন্দ লোকেরা তাদের খারাপ
কাজের জন্য সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পায় না। এজন্য তারা
আরো খারাপ কাজে নিজেদের লিপ্ত করে।
12একজন পাপী একশোটি খারাপ কাজ করতে
পারে। সে দীর্ঘদিন বেঁচেও থাকতে পারে। কিন্তু আমি
এও জানি যে ঈশ্বরকে মান্য করা ও শ্রদ্ধা করা অনেক
ভাল। 13মন্দ লোকেরা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে না, তাই
তারা কখনও ভাল কিছু পায় না। তারা দীর্ঘদিন বেঁচে
থাকে না। তাদের জীবন সেই ছায়ার মত হয় না যা
সূর্যাস্তের পর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।
14আরো অনেক কিছু এই পৃথিবীতেই ঘটে থাকে
যা অর্থহীন। কত সময়ে ভালো লোকের খারাপ হয়
আবার খারাপ লোকের ভালো হয়। এর কোন মানে
হয় না। 15তাই আমি স্থির করেছিলাম যে জীবনকে
উপভোগ করব। কেন? কারণ মানুষের পক্ষে সূর্যের
নীচে প্রেয় হল খাদ্য, পানীয় ও আনন্দের মধ্যে জীবন
উপভোগ করা। যাতে তারা প্রতিদিন কাজ করে
জীবনকে উপভোগ করতে পারে, যা ঈশ্বর তাদের
সূর্যের নীচে দিয়েছেন।

ঈশ্বর যা কিছু করেন তা আমরা বুঝতে পারি না

16আমি নিজেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ করার দায়িত্ব নিলাম।
লোকেরা এই জীবনে যা করে থাকে তা আমি ভাল
করে লক্ষ্য করেছিলাম। আমি দেখেছিলাম অনেক লোক
ব্যস্ত। তারা দিন রাত কাজ করে এবং প্রায় ঘুমোয় না
বললেই চলে। 17আমি আরো অনেক কিছু দেখেছিলাম
যা ঈশ্বর করেন। আমি এও দেখেছিলাম সূর্যের নীচে
ঈশ্বর যা করেন লোকেরা তা অবশ্যই বোঝে। একজন
ব্যক্তি চেষ্টা করতে পারে কিন্তু সে সফল হবে না।
একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে পারেন যে তিনি ঈশ্বর যা
করেন তা বোঝেন, কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়।

মৃত্যু কি ন্যায্য?

9 আমি এ সবকিছু গভীরভাবে চিন্তা করেছিলাম।
আমি দেখেছিলাম ধার্মিক ও জ্ঞানী লোকেরা যা
করেন বা তাদের যা হয় সে সবই ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রণ
করেন। লোকেরা জানে না তাদের ঘৃণা করা হবে, না
ভালোবাসা হবে। লোকেরা এও জানে না ভবিষ্যতে
কি হবে।
2কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একই জিনিস ঘটে। ভাল ও
মন্দ উভয় ধরণের লোকেরাই মারা যান। শুচি ও অশুচি
দুধরণের লোকের কাছেই মৃত্যু আসে। যারা ঈশ্বরকে
নৈবেদ্য দেয় না তাদের মতো যারা ঈশ্বরকে নৈবেদ্য
দেয় তারাও মারা যায়। একজন ভাল লোকও একজন

পাপীর মত মারা যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে বিশেষ
প্রতিশ্রুতি দেয় সেও সেই ব্যক্তির মতো মারা যায়, যে
ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে ভয় পায়।
3সূর্যের নীচে যা কিছু খারাপ ঘটনা ঘটে প্রত্যেকের
ক্ষেত্রে একই পরিণতি হয়। এটাও খুবই খারাপ যে
লোকেরা সবসময় মন্দ ও মূর্খের মতো চিন্তা করবে
এবং সেই চিন্তা তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। 4যে
এখনও বেঁচে আছে সে যেই হোক না কেন তার জন্য
আশা আছে। এই প্রবাদটি সত্যি যে:

জীবিত কুকুর মৃত সিংহের চেয়ে শ্রেয়।

5জীবিত মানুষ জানে যে সে মারা যাবে। কিন্তু মৃত
মানুষ কিছু জানে না। মৃত মানুষের আর কোন কিছু
পাওয়ার নেই। মানুষ খুব তাড়াতাড়ি তাকে ভুলে যাবে।
6একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা কোন
কিছু অবশিষ্ট থাকে না। একজন মৃত ব্যক্তি সূর্যের নীচে
যা কিছু হবে তাতে আর ভাগ নেবে না।

যতক্ষণ পারো জীবনকে উপভোগ কর

7তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়কে উপভোগ কর।
যদি তুমি এসব করো ঈশ্বর আনন্দিত হবেন। 8তোমার
পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখো এবং মাথায় তেল
ব্যবহার করো। 9সূর্যের নীচে তোমার অযোগ্য জীবন
যতদিন থাকে ততদিন তোমার স্ত্রী, যাকে তুমি ভালবাস
তার সঙ্গে তুমি জীবন উপভোগ কর এবং তোমার
কাছে যা কিছু আছে তা হল এই। তোমার জীবনে
যেসব কাজ তোমায় করতে হবে তা উপভোগ করো।
10তোমাকে যে কাজই দেওয়া হোক না কেন সবসময়
সেটা উদ্যমসহ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। মৃত্যুর পর
আমরা সবাই একই জায়গায় যাব। সেখানে কোন কাজ,
কোন চিন্তা, কোন জ্ঞান বা কোন প্রজ্ঞা থাকে না।

সৌভাগ্য? দুর্ভাগ্য? আমরা কি করতে পারি?

11আমি পৃথিবীতে আরো কিছু জিনিস লক্ষ্য করলাম।
যে জোরে দৌড়ায় সে সবসময় প্রতিযোগীতায় জেতে
না; একটি শক্তিশালী সৈন্যদল সবসময় যুদ্ধে জেতে
না। জ্ঞানী ব্যক্তি সবসময় তার কষ্টোপার্জিত আহার
পায় না, যে চালাক সে সবসময় সম্পদ পায় না।
একজন বিদ্বান ব্যক্তি সবসময় তার প্রাপ্য যশ পায় না।
এমন সময় আসে যখন প্রত্যেকের কাছে আশাতীত
প্রতিকুলতা ঘটে। 12একজন মানুষ হল সেই জালে
পড়া মাছের মত যে জানে না তা পরবর্তীকালে কি
হবে, সেই ফাঁদে পড়া পাখির মতো যে তার ভবিষ্যত
জানে না। কিন্তু আমি জানি একজন মানুষ হঠাৎই
দুর্ভাগ্যের ফাঁদে পড়ে যায়।

জ্ঞানের শক্তি

13যখনই আমি কোন মানুষকে প্রজ্ঞার মতো কাজ
করতে দেখেছি তা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
মনে হয়েছে। 14একটি ছোট শহরে খুব অল্প সংখ্যক
লোক বাস করত। একজন রাজা শহরটি জয় করতে
এলেন এবং তার সেনাবাহিনী দিয়ে চারদিক থেকে
ঘিরে ফেললেন এবং শহরের চারপাশে অবরোধ গঠন
করলেন। 15কিন্তু সেই শহরে একজন জ্ঞানী মানুষ বাস
করতেন যিনি দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তিনি তার জ্ঞান
ব্যবহার করে সেই শহরকে রক্ষা করেন। সবকিছু শেষ
হয়ে যাওয়ার পর মানুষ সেই দরিদ্র লোকটির কথা
ভুলে যায়। 16কিন্তু আমি এখনও বলব যে দৈহিক
শক্তির চেয়ে জ্ঞান শ্রেয়। সেই লোকেরা দরিদ্র
লোকটির জ্ঞানের কথা ভুলে যায়, তার কথা শুনতে
ভুলে যায়। কিন্তু তবুও আমি জ্ঞানকে শ্রেয় বলে মনে
করি।
17একজন জ্ঞানী ব্যক্তির শান্ত, সৌম্য কথা বলা
মূর্খদের মধ্যে একজন শাসকের গর্জনের চেয়ে ঢের
ভাল।
18যুদ্ধে ব্যবহৃত তরবারি ও তীরের চেয়ে জ্ঞান শ্রেয়।
কিন্তু একজন পাপী ভাল জিনিসকে নষ্ট করে ফেলতে
পারে।

10 দু-একটি মরা মাছিও সবথেকে ভাল সুগন্ধকে
দুর্গন্ধে পরিণত করতে পারে। ঠিক একইভাবে
অনেক জ্ঞান ও সম্মান সামান্য বোকামিতে নষ্ট হয়ে
যেতে পারে।
2একজন জ্ঞানী মানুষের চিন্তা তাকে সঠিক পথ
দেখায়, কিন্তু মূর্খের চিন্তা তাকে বিপথে নিয়ে যায়।
3একজন মূর্খ রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তার বোকামি
প্রদর্শন করে থাকে। তাই সবাই তাকে একজন মূর্খ
হিসেবে জানতে পারে।
4তোমার মনিব তোমার ওপর রাগ করলেই চাকরি
ছেড়ে দিও না। তুমি শান্তভাবে সহায়তা করে অনেক
বড় ভুল শুধরে নিতে পারবে।
5আমি সূর্যের নীচে আরো কিছু খারাপ জিনিস লক্ষ্য
করেছি। এগুলো সেই ধরণের ভুল যা শাসকরা
সাধারণতঃ করে থাকে। 6মূর্খদের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া
হয়। অন্যদিকে ধনী ব্যক্তিরা গুরুত্বহীন কাজ পায়।
7আমি দেখেছি যাদের ভৃত্য হওয়া উচিৎ তারা ঘোড়ায়
করে যাচ্ছে অথচ যাদের শাসক হওয়ার কথা তারা
ভৃত্যের মত এদের পাশে হেঁটে যাচ্ছে।

প্রত্যেক কাজেই বিপদ আছে

8যে ব্যক্তি গর্ত খোঁড়ে সে নিজেই গর্তে পড়ে যেতে
পারে। যে ব্যক্তি তার শক্তি দিয়ে একটি দেওয়াল
ভেঙে ফেলতে পারে সে দেওয়ালের অপর দিকে লুকিয়ে
থাকা সাপের কামড়ে মারা যেতে পারে। 9যে ব্যক্তি
বিশাল পাথর সরায় সে পাথরের আঘাতে আহত হতে
পারে। যে ব্যক্তি গাছ কাটে সেই গাছগুলি তার ওপরেই
পড়তে পারে।
10জ্ঞান যে কোন কাজকে সহজ করে দেয়। ভোঁতা
ছুরি দিয়ে কোন কিছু কাটা শক্ত কিন্তু সেই ছুরিটাতেই

যদি শান দেওয়া যায় তবে কাজটা অনেক সহজ হয়ে
যায়। জ্ঞানও সেইরকমই।
11একজন মানুষ সাপকে বশ করতে জানতে পারে।
কিন্তু সেই গুণ অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন তার
অনুপস্থিতিতে কাউকে সাপে কামড়ায়। জ্ঞানও
সেইরকমই।
12জ্ঞানী মানুষের কথায় খ্যাতি আসে। কিন্তু মূর্খের
কথা ধ্বংস ডেকে আনে।
13একজন মূর্খ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রলাপ বকে।
14একজন মূর্খ, সে কি করবে সে ব্যাপারে বহু কথা
বলে। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে তা কেউই জানে না।
15একজন মূর্খের ঘরে ফেরার পথ খুঁজে নেওয়ার
মতো বুদ্ধি থাকে না। তাই সে সারা জীবন খেটে মরে।

শ্রমের মূল্য

16একজন রাজা যদি শিশুসুলভ হয় তা যে কোন
দেশের পক্ষেই খারাপ। আবার কোন দেশের শাসক
যদি ভোজন বিলাসে মত্ত থাকে সবসময় সেটা দেশের
পক্ষে ভালো নয়। 17কিন্তু যদি কোন রাজা সদবংশজাত
হয় তা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। যদি কোন দেশের
শাসকগণ, আনন্দের জন্য নয় কিন্তু শক্তির জন্য
যথাসময়ে খায় তাহলে তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক
কারণ তারা পরিমিত জীবনযাপন করেন।
18যে মানুষ অলস হয় তার ছাদ ফুটো হয়ে ক্রমে
বাড়ি ভেঙে পড়ে।
19খাদ্য ও দ্রাক্ষারস মানুষের জীবনকে উপভোগ্য
করে তোলে। অর্থ অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

পরনিন্দা

20রাজার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলো না। তার সম্বন্ধে
খারাপ কিছু ভেবো না। তুমি যদি ঘরে একাও থাক
তাহলেও কোন ধনী ব্যক্তির সম্পর্কে খারাপ কিছু বোলো
না। কেন? কারণ একটা ছোট পাখিও উড়ে গিয়ে সবাইকে
সে কথা বলে দিতে পারে।

সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের মোকাবিলা কর

11 বিভিন্ন রকমের কাজ করার চেষ্টা করো। কিছু
সময় পরে তোমার ভাল কাজের ফল তুমি পেয়ে
যাবে।
2তোমার যা আছে তা তুমি বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ
কর। তুমি জান না পৃথিবীতে কত কিছু খারাপ ঘটতে
পারে।
3কিছু জিনিস আছে যার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হতে
পারো। যদি মেঘ জলকণায় পূর্ণ থাকে তা থেকে বৃষ্টি
হবেই। উত্তরে বা দক্ষিণে কোন দিকেই হোক, কোন
গাছ যদি পড়ে যায় তা সেখানেই থাকবে।
4যদি কোন ব্যক্তি নিখুঁত আবহাওয়ার অপেক্ষায়
বসে থাকে সে তবে কোন দিনই বীজ বপন করতে
পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি বৃষ্টিকে ভয় পায় তবে সে
কখনই ফসল কাটতে পারবে না।
5তোমরা জানো না বাতাস কোথায় বয়। তোমরা
জান না কিভাবে শিশুর মাতৃগর্ভে নিঃশ্বাস আসে।
সেইরকমই ঈশ্বর কি করবেন আমাদের জানা নেই।
তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।
6তাই, সকাল থেকেই রোপণ করতে শুরু কর ও
সন্ধ্যের সময় অন্য কাজ করো। কেন? কারণ তুমি জান
না কিসে তুমি ধনী হবে। অথবা উভয়ই সমানভাবে
ভালো।
7আলো সুন্দর। সূর্যের আলো দেখাও ভাল। 8তোমার
জীবনের প্রতিটি দিন উপভোগ করো। কিন্তু যখন কঠিন
সময় আসবে তখন ভালো সময়ের কথা স্মরণে রেখো।
কারণ নানা অনর্থক ব্যাপার ঘটবে।

যৌবনে ঈশ্বরের সেবা কর

9যতক্ষণ তোমার যৌবন আছে ততক্ষণ তা উপভোগ
কর। সুখে থাকো, তোমার প্রাণ যা চায় তাই কর। কিন্তু
মনে রেখো ঈশ্বর তোমার সব কাজের বিচার করবেন।
10ক্রোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। তোমার দেহকে
কোন মন্দ কাজ করতে দিও না, কারণ যৌবন এবং
ইচ্ছা কোন কাজে লাগে না।

বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা

12 বৃদ্ধ বয়সে যে সময়ে তোমার জীবনকে ব্যর্থ
মনে হবে সেই সময় আসার আগে তোমার
যৌবনেই তুমি সৃষ্টিকর্তার কথা স্মরণ কর।
2চন্দ্র, সূর্য এবং তারা তোমার কাছে অন্ধকার হয়ে
আসার আগেই যৌবনকালে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার
কথা ভাবো। একটার পর একটা ঝড়ের মতোই সমস্যা
আসে।
3সেই সময়ে তোমার বাহুতে শক্তি থাকবে না।
তোমার পা দুর্বল হয়ে বেঁকে যাবে। তোমার দাঁত পড়ে
যাবে আর খাওয়ার বা চিবিয়ে খাওয়ার ক্ষমতা থাকবে
না। তোমার দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে। 4তোমার শ্রবণ ক্ষমতা
কমে যাবে। তুমি রাস্তার শব্দ শুনতে পাবে না। এমনকি
পাথর দিয়ে শস্যদানা ভাঙার শব্দও তুমি শুনতে পাবে
না। তুমি কোন নারী কণ্ঠের গান শুনতে পাবে না। কিন্তু
ভোরবেলায় কোন একটি পাখির গানও তোমাকে
জাগিয়ে দেবে কারণ তুমি ঘুমোতে পারবে না।
5তুমি উঁচু জায়গায় চড়তে ভয় পাবে, তুমি তোমার
পথের ওপর পড়ে থাকা প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জিনিসের
ওপর পা দিতে ভয় পাবে। তোমার চুল বাদাম গাছের
ফুলের মতো সাদা হয়ে যাবে। তুমি হাঁটার সময়ে
ফড়িংয়ের মতো নিজেকে বয়ে বেড়াবে। তুমি বাঁচার
শক্তি হারিয়ে ফেলবে। আর এরপর তুমি তোমার
সমাধিতে স্থান পাবে। বিলাপকারীরা তোমার শোকযাত্রায়
সমবেত হবে।

মৃত্যু

6যৌবনে রূপোর তার ছিঁড়ে যাওয়ার আগে, সোনার
পাত্র ভেঙ্গে যাওয়ার আগে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার

কথা স্মরণ কর। ভাঙ্গা পাত্রের মতো তোমার জীবন অর্থহীন হওয়ার আগে, কুয়োতে ভেঙে পড়ে যাওয়া পাথরের চাকার মতো তোমার জীবন নষ্ট হওয়ার আগে তুমি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর।

7তোমার শরীর মাটি থেকে এসেছে এবং তোমার মৃত্যুর পর তোমার শরীর আবার মাটিতেই মিশে যাবে, কিন্তু তোমার আত্মা এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে, তোমার মৃত্যুর পর তা আবার ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাবে।

8সবকিছুই অর্থহীন, উপদেশক বলেছেন সবই সময়ের অপচয়।

উপসংহার

9উপদেশক তাঁর প্রজ্ঞা অন্য লোকেদের শিক্ষার কাজে লাগাতেন। উপদেশক অত্যন্ত যত্নসহকারে অনেক জ্ঞানের বাণী অধ্যয়ণ করেছিলেন ও সেগুলিকে একত্র করে সংগ্রহ করেছিলেন। 10উপদেশক সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং তিনি সত্য ও নির্ভরযোগ্য নীতিকথা লিখে গিয়েছিলেন। 11জ্ঞানী ব্যক্তির কথা হল সেই তীক্ষ্ণ লাঠির মত যা মানুষ পশুদের সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করে। সেই উপদেশ হল শক্ত পেয়ালার মতো যা ভাঙে না। সেই শিক্ষামালা তোমাকে সঠিক রাস্তা দেখাবে। ঐসব নীতির বাণীই এসেছিল একই মেষপালকের (ঈশ্বরের) কাছ থেকে। 12তাই ঐ বাণীগুলি পড় কিন্তু পুত্র ও অন্য বই সম্বন্ধে সাবধান থেকো। মানুষ সর্বদাই বই লিখছে এবং অতিরিক্ত অধ্যয়ন তোমাকে ক্লান্ত করে দেবে।

13-14এই বইতে যা লেখা তার থেকে কি শিক্ষা আমরা নেবো? মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা ও তার আদেশ মান্য করা। কেন? কারণ মানুষ যা কিছু করে ঈশ্বর তা জানেন, সেটা গুপ্ত কিছু হলেও ঈশ্বর তা জানেন। তিনি ভাল ও মন্দ সব বিষয়ই জানেন। মানুষ যা কিছু করবে ঈশ্বর তার বিচার করবেন।

শলোমনের পরমগীত

1 শলোমনের অনন্য সাধারণ গীত।

ভালবাসার পুরুষটিকে নারীর উক্তি

2চুম্বনে চুম্বনে আমায় ভরিয়ে দাও। কারণ তোমার ভালোবাসা দ্রাক্ষারসের চেয়েও ভাল।
3তোমার সুগন্ধি তেল দারুণ সৌরভময়। তোমার নাম শ্রেষ্ঠতম সুগন্ধির মত। তাই যুবতী নারীরা তোমাকে ভালোবাসে।
4আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল! চল, তোমাতে আমাতে কোথাও পালিয়ে যাই! রাজা আমাকে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

পুরুষটির প্রতি জেরুশালেমের রমণীগণ

আমরা তোমাতে উল্লসিত এবং আনন্দিত। আমরা তোমার প্রেমাচরণের প্রশংসা করব- যা দ্রাক্ষারসের চেয়েও ভাল। যুবতী নারীরা যে তোমায় ভালোবাসে তা আর আশ্চর্য্য কি?

রমণীগণের সঙ্গে নারী কথা বলল

5হে জেরুশালেমের কন্যারা, আমি কৃষ্ণবর্ণা এবং সুন্দরী, আমি কেদরের তাঁবুর মতো কালো এবং শলোমনের পর্দার মতো সুন্দর।
6আমি কি কালো! সে দিকে তোমরা দেখো না কারণ সূর্য আমাকে কালো করেই দেখায়। আমার ভাইয়েরা আমার প্রতি রাগে জ্বলছে। তারা আমাকে তাদের দ্রাক্ষাক্ষেতের দেখাশোনা করতে বাধ্য করেছে। তাই আমি আমার নিজের দ্রাক্ষাক্ষেতের* যত্ন নিতে পারি নি।

পুরুষের প্রতি নারীর কথা

7আমি আমার সকল অন্তঃকরণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি! আমায় বল, কোথায় তুমি তোমার মেষ চরাও? দুপুরে কোথায় তুমি ওদের বিশ্রাম করাও? যদি না হয়, তোমাকে খুঁজতে গিয়ে আমাকে তোমার সঙ্গী বন্ধুদের চারপাশে ভ্রাম্যময়ী বেশ্যার মত দেখাবে!

নারীর প্রতি পুরুষের উক্তি

8আমাকে কোথায় খুঁজতে হবে যদি তুমি না জানো, তবে হে সুন্দরী নারী, তুমি মেষের পালগুলিকে অনুসরণ কর এবং তোমার ছাগলছানাগুলিকে মেষপালকদের তাঁবুর কাছে চরাও।
9হে আমার প্রিয়তমা, আমার কাছে তুমি ফরৌণের রথ টেনে নিয়ে যাওয়া যৌনাঙ্গ ছেদ না করা যে কোন ঘোড়ীর চেয়ে বেশী উদ্দীপক। ঐ ঘোড়াগুলোর মুখের পাশে এবং গলার চারপাশে অপূর্ব নক্শা করা আছে।
10তোমার কপোল গহনার দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত। তোমার কণ্ঠদেশ একটি কণ্ঠহার দ্বারা সজ্জিত।
11চল আমরা তোমার জন্য রৌপ্য খচিত সোনার গহনা তৈরী করি।

নারীর উক্তি

12রাজা যখন আমার পাশে তাঁর কেদারায় শুয়েছিলেন তখন আমার সুগন্ধির ঘ্রাণ তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল।
13আমার প্রিয়তম আমার কাছে ভেষজ সুগন্ধির সৌরভের মত, আমার স্তনযুগলের মধ্যে সারাটা রাত্রি ধরে বিরাজিত থাকে।
14আমার প্রিয়তম আমার কাছে, ঐন্-গদীয় দ্রাক্ষাক্ষেতের মেহেন্দি ফুলের মত সুন্দর।

পুরুষের উক্তি

15হে আমার প্রিয়তমা, তুমি সত্যিই সুন্দর! আহা! কি সুন্দর! তোমার চোখ দুটি পারাবতের মতই কোমল।

নারীর উক্তি

16হে মম প্রিয়তম, তুমি অনুপমা! এবং তুমি প্রচণ্ড আকর্ষণীয়! আমাদের শয্যা সবুজ ঘাসের বাগানের মতোই মনোরম!
17আমাদের ঘরের কড়িকাঠগুলি এরস কাঠের এবং বরগাগুলি দেবদারু কাঠে নির্মিত।

2 আমিই শারোণের গোলাপ এবং উপত্যকার শাপলাফুল।

পুরুষের উক্তি

2হে আমার প্রিয়তমা, সুন্দরী নারীদের মধ্যে তুমি যেন কাঁটার মাঝখানে শাপলাফুল!

নারীর উক্তি

3আমার প্রিয়তম, অন্যান্য পুরুষদের মধ্যে জংলীগাছের মধ্যে তুমি একটি দুর্লভ আপেল গাছের মত!

আমার ... দ্রাক্ষাক্ষেত এখানে স্বয়ং নারী অথবা তার ভালবাসা অথবা তার সৌন্দর্য বোঝাতে পারে।

রমণীগণের প্রতি নারীর উক্তি

আমার প্রিয়তমের ছায়ায় বসে আমি তার সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ গ্রহণ করি।

4আমার প্রিয়তম আমাকে তার পান-শালায় নিয়ে গেল এবং আমার প্রতি তার প্রেম প্রকটিত করলো।

5শুকনো ফল দিয়ে আমায় উজ্জীবিত কর। আপেল দিয়ে আমায় সঞ্জীবিত কর, কারণ আমি প্রেমে বিবশ হয়ে আছি।

6আমার প্রেমিকের বাঁ হাত আমার মাথার নীচে রয়েছে এবং তার ডান হাতে সে আমায় জড়িয়ে ধরেছে।

7হে জেরুশালেমের কন্যাগণ, গজলা হরিণ এবং বন্য হরিণের নামে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি কর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তুত না হয়, ভালবাসাকে জাগিও না।

নারীর পুনরুক্তি

8শোন! আমার প্রেমিক আসছে। সে লাফ দিয়ে পর্বত পার হচ্ছে এবং পাহাড় ডিঙিয়ে আসছে।

9আমার প্রিয়তমটি একটি মৃগের মতো বা হরিণ শাবকের মতো। দেখ, সে আমাদের দেওয়ালের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে আছে, সে জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে দেখছে। সে জানালার খড়খড়ির ভেতর দিয়ে দেখছে।

10আমার প্রিয়তম আমাকে বলে, "ওঠো প্রিয়তম আমার, অদ্বিতীয় অনন্য আমার সঙ্গে চল! আমরা চলে যাই!

11দেখ, শীত গত হয়েছে, বর্ষাকালও চলে গেছে।

12মাঠে মাঠে ফুল ফুটছে, পাখিদের গান গাইবার সময় এসে গেছে! ঐ শোন, পারাবতের ডাক শোনা যাচ্ছে।

13ডুমুরের ডালে ডালে কচি ডুমুর ধরেছে। দ্রাক্ষার মুকুলের গন্ধে চারিদিক সুবাসিত। ওঠো, প্রিয়তম আমার, অদ্বিতীয় অনন্য আমার, চল! আমরা চলে যাই!"

14হে আমার কপোত, পর্বতের পেছনে কেন লুকিয়ে আছো? তোমাকে দেখতে দাও, তোমার স্বর শুনতে দাও, তোমার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর, এবং তুমি সত্যিই সুন্দর!

রমণীগণের প্রতি নারীর পুনরুক্তি

15আমাদের জন্য শিয়ালগুলোকে ধর। ঐ ছোট্ট শিয়ালগুলো দ্রাক্ষাক্ষেত নষ্ট করে! আমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত এখন ফুলে ফুলে ভরা।

16আমার প্রিয়তম একমাত্র আমারই এবং আমিও একমাত্র তারই! তিনি শাপলাফুলের মধ্যে চরান।

17ছায়া বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে দিগন্তের শেষ নিঃশ্বাস (বাতাস) যখন প্রবাহিত হয়, তখন, আমার প্রিয়তম, নবীন হরিণের মত সুউচ্চ বেথর পর্বতে ফিরে এসো!

নারীর উক্তি

3 সারারাত ধরে আমি আমার প্রেমিককে কামনা করে বিছানায় পড়ে ছিলাম। যাকে আমি ভালোবাসি তাকে খুঁজেছি, কিন্তু আমি তাকে পাই নি!

2আমি শয্যা ত্যাগ করে এখনি উঠে পড়বো! আমি সারা শহরে ঘুরবো। প্রত্যেকটি রাস্তার চৌমাথায় আমি আমার ভালোবাসার মানুষ খুঁজবো। আমি তাকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু আমি তাকে পাই নি!

3নগরে যারা পাহারা দেয় সেই প্রহরীরা আমায় দেখেছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "যাকে আমি ভালোবাসি তোমরা কি তাকে দেখেছো?"

4প্রহরীদের অতিক্রম করার পরেই আমি আমার ভালবাসার মানুষকে খুঁজে পেলাম! আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার মায়ের বাড়ীতে এবং যে ঘরে মা আমায় জন্ম দিয়েছিলেন সেখানে এলাম, ততক্ষণ আমি তাকে যেতে দিই নি।

রমণীগণের প্রতি নারীর উক্তি

5হে জেরুশালেমের রমণীগণ, গজলা হরিণ এবং বন্য হরিণের নামে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি কর। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বাসনা না করি, ততক্ষণ প্রেমকে জাগিও না।

পুরুষটি ও তার বধূ

6মরুভূমি থেকে কে ঐ রমণী আসছে? সে গুগ্‌গুল্, ধূনো ও বিদেশী মশলার গন্ধ নিয়ে একটা ধোঁয়ার মেঘের মত আসছে।

7ঐ দেখ, শলোমনের পাল্কী। ইস্রায়েলের শক্তিশালী 60 জন সৈন্য তাঁকে ঘিরে আছে!

8ওরা প্রত্যেকেই সুদক্ষ যোদ্ধা; রাতে যে কোন আক্রমণের মুখোমুখি হবার জন্য ওদের তরবারি সবসময় প্রস্তুত আছে!

9রাজা শলোমন তাঁর নিজের জন্য লিবানোনের এরস কাঠ দিয়ে একটি ভ্রমণের সিংহাসন বানিয়েছেন।

10এর স্তম্ভগুলি রূপোর তৈরী। ভিত্তিটি সোনা দিয়ে তৈরী। এর আসনখানি বেগুনী রঙের কাপড়ে ঢাকা। ঐ আসনখানি জেরুশালেমের নারীদের ভালোবাসার দ্বারাখচিত ও অলংকৃত।

11হে সিয়োনের রমণীরা, তোমরা বেরিয়ে এসে রাজা শলোমনকে দেখ, তাঁর আনন্দের দিনে তাঁর বিয়ের দিনে, তাঁর মা যে মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর মাথায়, তা দেখ!

নারীর প্রতি পুরুষের উক্তি

4 প্রিয়তমা আমার, তুমি অনন্যা! সত্যি, তুমি সুন্দরী! ঘোমটার অন্তরালে তোমার চোখ দুটি যেন কপোতী। তোমার চুল গিলিয়দ পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসা মেষের পালের মতই।

2স্নানের পর মেষের দল যেমন সারিবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত থাকে, তোমার দাঁতগুলো তেমনি সুন্দর। তারা

প্রত্যেকেই যমজ শাবকের জন্ম দিয়েছে এবং একটা মেষও তার শাবককে হারায়নি।

3তোমার ঠোঁট রক্তিম সুতোর মত। তোমার মুখখানি অনুপম ঘোমটার আড়ালে তোমার গণ্ডদেশ যেন দু-আধখানা করা ডালিম ফলের মত।

4তোমার কণ্ঠদেশ পাথরের সারি দিয়ে বানানো দায়ূদের স্তম্ভের মত। শক্তিশালী বীরদের শত শত ঢাল ঝুলিয়ে রাখার জন্য যে স্তম্ভ নির্মিত হয়, তোমার কণ্ঠদেশ সেই স্তম্ভের মত সুন্দর।

5তোমার স্তন দুটি শালুক ফুলের মাঝে চরে বেড়ানো যমজ হরিণ শাবকের মত।

6দিনের ছায়া যখন মিলিয়ে আসবে, দিনের শেষ বাতাস যখন প্রবাহিত হবে তখন আমি সেই সুগন্ধির পাহাড়ে এবং সেই গুগ্‌গুলের পর্বতে যাবো।

7প্রিয়তমা আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী। কোথাও তোমার এতটুকু খুঁত নেই!

8বধূ আমার, আমার সঙ্গে লিবানোন থেকে এসো। লিবানোন থেকে আমার সঙ্গে এসো। অমানার পর্বত থেকে এসো, শনীর ও হর্মোণের চূড়া থেকে এসো, সিংহের গুহাদেশ থেকে এসো, এবং চিতাবাঘের পর্বত থেকে এসো!

9প্রিয়া আমার, বধূ আমার, তুমি আমায় উৎসাহিত করেছো। তুমি আমার হৃদয়কে বন্দী করেছো। তুমি তোমার অলঙ্কারের একটি মুক্তা দিয়ে, তোমার নয়নের একটি কটাক্ষ দিয়ে আমার মন হরণ করেছো!

10প্রিয়া আমার, বধূ আমার, তোমার ভালোবাসা কত মনোরম! তোমার ভালোবাসা দ্রাক্ষারসের চেয়েও সুন্দর, তোমার দেহের ঘ্রাণ যে কোন সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট!

11বধূ আমার, তোমার ওষ্ঠাধর মধুময়, তোমার জিহ্বাগ্রে দুধ ও মধুর স্বাদ। তোমার বেশভূষায় লিবানোনের সুগন্ধ আছে।

12প্রিয়া আমার, বধূ আমার, তুমি একটি সুরক্ষিত উদ্যানের মত পবিত্র। তুমি একটি সুরক্ষিত সরোবরের মত এবং বদ্ধ ঝর্ণার মত।

13তোমার ডালপালাগুলি সুদৃশ্য ডালিম এবং রসে ভরা হেন্না উদ্যানের মত।

14যে গাছে মেহেন্দি, গন্ধদ্রব্য, জাফরান, রজন ইত্যাদি হয়, সেই গাছের মতই তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৌরভে ভরা চন্দনগাছের বাগানের মতোই সুন্দর।

15তুমি উদ্যানের ঝর্ণার মত স্বচ্ছ টলটলে, জলের প্রস্রবনের কুয়োর মত, তুমি লিবানোনের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার মতোই সুন্দর।

নারীর উক্তি

16হে উত্তরের বাতাস, তুমি প্রবাহিত হও! হে দক্ষিণা বাতাস, তুমি এসো! আমার বাগানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হও এবং এর সুমিষ্ট সৌরভ ছড়িয়ে দাও। আমার প্রিয়তম তার বাগানে প্রবেশ করুক এবং বাগানের সুন্দর ফলগুলো ভোজন করুক।

পুরুষের উক্তি

5 ভগিনী আমার, বধূ আমার, আমি আমার বাগানে প্রবেশ করব। আমি আমার সুগন্ধি দ্রব্যাদি মশলাপাতিসহ সংগ্রহ করব। আমি আমার মৌচাক মধুসহ পান করব। আমি আমার দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস পান করব।

প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি রমণীগণের উক্তি

বন্ধুগণ, খাও, পান কর! হৃদয় তৃপ্ত করে ভালোবাসা পান কর!

নারীর উক্তি

2আমি ঘুমিয়ে রয়েছি কিন্তু আমার অন্তর জেগে রয়েছে। শোন, আমার প্রিয়তম দুয়ারে করাঘাত করছে। "আমার কাছে উন্মুক্ত হও, বধূ আমার, আমার প্রিয়া, কপোতি আমার, পূর্ণমূর্তি আমার! আমার মাথা শিশিরে সিক্ত হয়ে গেছে। আমার মাথার চুল রাতের কুয়াশায় আর্দ্র হয়ে গেছে।"

3"আমি আমার বসন ত্যাগ করেছি। আবার আমি তা পরতে চাই না। আমি আমার পা দুটি ধুয়ে ফেলেছি। আমি তাতে আর কাদা লাগাতে চাই না।"

4আমার প্রিয়তম দ্বারে ছিদ্রে হাত রাখলো এবং তার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হল।

5প্রিয়তমের জন্য খুলে দিতে আমি উঠলাম এবং আমার হাত থেকে সুগন্ধি পড়ছিল, এবং আমার হাতের তরল সুগন্ধি আমার আঙ্গুল দিয়ে দরজার খিলের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল।

6আমি আমার প্রিয়তমের কাছে উন্মুক্ত হয়েছিলাম কিন্তু আমার প্রিয়তম চলে গিয়েছিল! সে যখন ফিরে গেল তখন আমার প্রায় মরার মত অবস্থা। আমি তাকে খুঁজেছিলাম কিন্তু আমি তাকে খুঁজে পাই নি। আমি তাকে ডেকেছিলাম কিন্তু সে আমাকে সাড়া দেয় নি।

7যে প্রহরীরা নগর পাহারা দিচ্ছিলো তারা আমাকে দেখতে পেলো। তারা আমায় আঘাত করলো। তারা আমায় আহত করলো। প্রাচীরের রক্ষীরা আমার কাপড়চোপড় কেড়ে নিল।

8হে জেরুশালেমের কন্যাগণ, তোমাদের বলে রাখছি, যদি আমার প্রিয়তমকে খুঁজে পাও তাকে বলো, আমি তার প্রতি ভালবাসায় কাতর।

জেরুশালেমের নারীদের উত্তর

9সকল নারীদের মধ্যে হে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, কোন্ দিক থেকে তোমার প্রিয়তম অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে ভাল? অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে সে কিভাবে ভাল যে তুমি আমাদের এমন প্রতিশ্রুতি করতে বলছো?

জেরুশালেমের নারীদের প্রতি তার প্রত্যুত্তর

10আমার প্রিয়তম উজ্জ্বল এবং তামাটে বর্ণ। সে 10,000 লোকের মধ্যে বিশিষ্ট।

11তার মাথা খাঁটি সোনার মতোই উন্নত। তার কোঁকড়ানো চুল দাঁড়কাকের রঙের মতই মিশ্কালো।

12তার দুটি চোখ ঝর্ণার ধারের কপোতের মত। দুধের সাগরে কপোতের মত, অলঙ্কারের মত।

13তার গালদুটি একটি মসলার বাগানের মত, যা সুগন্ধ দেয়। পদ্মফুলের পাপড়ির মত তার ওষ্ঠাধর থেকে তরল সুগন্ধি গড়িয়ে পড়ে।

14তার বাহু রত্নখচিত সোনার দণ্ডের মত। তার উদর হাতির দাঁতের তৈরী এবং নীল মরকতে ঢাকা।

15তার পা দুটি সোনার পায়ার ওপরে মর্মর স্তম্ভের মত। তার চেহারা লিবানোনের শ্রেষ্ঠতম গাছের মত!

16জেরুশালেমের যুবতী রমণীরা, তার মুখই মিষ্টস্বাদস্বরূপ। সে সবকিছু নিয়েই মনোরম। এই আমার প্রেমিক। এই আমার প্রিয়।

নারীর প্রতি জেরুশালেমের নারীদের উক্তি

6 রমণীদের মধ্যে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, তোমার প্রেমিক কোথায় গেছে? তোমার প্রিয়তম কোন দিকে গেছে? আমাদের বল, তাহলে, তাকে খোঁজার ব্যাপারে, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

জেরুশালেমের নারীদের প্রতি তার উত্তর

2আমার প্রিয়তম তার মশলার বাগানে গিয়েছে। সে তার বাগানে ঘুরে বেড়াতে ও পদ্ম ফুল তুলতে গেছে।

3আমি একমাত্র আমার প্রেমিকের এবং আমার প্রেমিক একমাত্র আমারই। সে পদ্ম বনে ঘুরে বেড়ায়।

তার প্রতি পুরুষের উক্তি

4হে প্রিয়তমা, তুমি তির্সার মত সুন্দর, জেরুশালেমের মত মনোরম, দুর্গ দ্বারা রক্ষিত নগরীর মত ভয়ঙ্কর।

5আমার দিকে চেয়ে দেখো না! তোমার দুটি চোখ আমায় অস্থির করে দেয়! তোমার কেশরাশি, গিলিয়দ পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসা একদল ছাগলের মত।

6তোমার দাঁতগুলো সদ্য স্নাত ছাগীর মত। তারা প্রত্যেকেই যমজ বৎস জন্ম দিয়েছে এবং একটা মেষও তার শাবককে হারায় নি।

7তোমার গণ্ডদেশ ডালিম ফলের দুটি আধখানা টুকরোর মতো।

8ষাট জন রাণী বা 80 জন উপপত্নী থাকতে পারে, এমনকি অগণিত তরুণীরাও থাকতে পারে,

9কিন্তু আমার পরিপূর্ণা, আমার কপোতী অদ্বিতীয়া। সে তার মায়ের কাছে অনন্যা, যে তাকে জন্ম দিয়েছিল তার সব থেকে প্রিয় সন্তান! যুবতী রমণীরা তার দিকে চেয়ে দেখে এবং তার রূপের প্রশংসা করে। শুধু তাই নয়, রাণীরা এবং উপপত্নীরাও তার প্রশংসা করে।

নারীরা তার প্রশংসা করে

10ঐ তরুণী মেয়েটি কে? মেয়েটি ভোরের আভার মতই উজ্জ্বল। সে চাঁদের মত সুন্দর। সে সূর্য্যের মত উজ্জ্বল। সে শোভাযাত্রার তারাদের মত সম্ভ্রান্ত।

নারীর উক্তি

11উপত্যকার ফল দেখতে আমি আখরোটের বাগানে গেলাম, দেখতে গেলাম দ্রাক্ষাক্ষেতে অথবা ডালিমগাছে ফল ধরেছে কিনা।

12আমি নিজেও জানতাম না যে সে আমাকে রথের ওপর যুবরাজ হিসেবে বসিয়েছে।

জেরুশালেমের কন্যারা তাকে বললো

13ফিরে এসো, ফিরে এসো শূলম্মীয়!* ফিরে এসো, ফিরে এসো, যাতে আমরা তোমায় চেয়ে দেখতে পারি। শূলম্মীয়ের দিকে তুমি কেন তাকিয়ে দেখ? সে যে মহনয়িমে বিজয় নৃত্যে মগ্ন।

পুরুষটি তার রূপের প্রশংসা করে

7 রাজকন্যে, তোমার জুতো পরা পা দুখানি কত সুন্দর! তোমার বক্র রেখায়িত দুটি ঊরু শিল্পীর তৈরী অলঙ্কারের মত।

2তোমার নাভি গোলাকার পাত্রের মত, তা যেন সবসময় দ্রাক্ষারসে পূর্ণ থাকে। তোমার উদর দেশ পদ্ম দিয়ে ঘেরা স্তূপীকৃত গমের মত।

3তোমার স্তনদুটি গজলা হরিণের যমজ শাবকের মত।

4তোমার কণ্ঠদেশ হাতির দাঁতের স্তম্ভের মত। তোমার দুটি চোখ বৎ-রব্বীমের দ্বারবর্তী হিশ্বনের সরোবরের মতই সুন্দর। তোমার নাক লিবানোনের সেই স্তম্ভের মত যে স্তম্ভ দম্মেশকের দিকে চেয়ে থাকে।

5তোমার মাথা কর্ম্মিল পর্বতের মত। তোমার মাথার চুল রেশমের মত। তোমার দীর্ঘ দোলায়িত চুল রাজাকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে!

6তুমি সত্যিই সুন্দরী! তুমি সত্যিই মনোরমা! প্রিয়া আমার, সত্যিই তুমি একজন সবচেয়ে মনোরমা যুবতী!

7তুমি তালগাছের মত দীর্ঘ এবং তোমার স্তন দুটি সেই গাছের থোকা থোকা ফলের মত।

8আমি সেই গাছে চড়তে চাই, এবং আমি তার ডাল ধরতে চাই। তোমার বক্ষযুগল দ্রাক্ষার থোকার মত সুগন্ধিময় হোক।

9তোমার মুখের স্বাদ যেন হয় শ্রেষ্ঠ দ্রাক্ষারসের মত। দ্রাক্ষারস ওষ্ঠাধর ও দাঁতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আমার প্রেমের ওপর ঝরে পড়ে।

পুরুষটির প্রতি নারীর উক্তি

10আমি আমার প্রেমিকের এবং সে আমাকে চায়!

শূলম্মীয় অথবা “শূলমিথ।” শব্দটি ‘‘শলোমন’’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে। এর অর্থ হতে পারে সে শলোমনের পত্নী ছিল বা হবে। এই নামটির অর্থ, ‘‘নিখুঁত শান্তিতে’’ অথবা “শূনেম থেকে স্ত্রীলোকও হতে পারে।”

[11]এসো প্রিয়তম আমার, আমরা মাঠে চলে যাই। এসো আমরা প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের মাঝে আমাদের রাত কাটাই।

[12]এসো আমরা তাড়াতাড়ি উঠে দ্রাক্ষাক্ষেতে যাই। চল আমরা দেখি দ্রাক্ষার মুকুল ধরেছে কি না। চল আমরা দেখি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়েছে কি না, ডালিমের গাছে মঞ্জরী ধরেছে কি না। সেখানে তোমাকে আমি আমার প্রেম দেবো।

[13]দূদাফল* গন্ধ বিস্তার করছে এবং সমস্ত ফলই আমার দুয়ারে আছে। প্রিয়তম আমার, আমি তোমার জন্য নানা মনোরম জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছি। নতুন এবং পুরাতন নানা জিনিস!

8 যদি তুমি আমার ভাইয়ের মত হতে, যে আমার মায়ের স্তন্য পান করেছে, তাহলে আমি যদি তোমাকে বাইরে দেখতে পেতাম, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম এবং তখন কেউই কিন্তু আমাকে ঘৃণা করত না। [2]আমি তোমাকে আমার মায়ের বাড়ীতে, তাঁর সেই ঘরে নিয়ে যেতাম যিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি তোমাকে ডালিম নিষিক্ত সুগন্ধি দ্রাক্ষারস পান করতে দিতাম।

রমণীগণের প্রতি নারীর উক্তি

[3]তার বাঁ হাত আমার মাথার নীচে এবং তার ডান হাত আমায় জড়িয়ে ধরে।

[4]হে জেরুশালেমের কন্যাগণ, প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ না প্রস্তুত হই, ভালোবাসাকে জাগিও না।

জেরুশালেমের রমণীগণের উক্তি

[5]প্রিয়তমকে ভর করে মরুভূমির মধ্য দিয়ে ওই মেয়েটি কে আসছে?

পুরুষটির প্রতি নারীর উক্তি

যেখানে তোমার মা তোমায় জন্ম দিয়েছে, যেখানে তুমি জন্মেছিলে সেই আপেল গাছের নীচে আমি তোমায় জাগিয়েছিলাম।

[6]শীলমোহরের মত আমাকে তোমার হৃদয়ের ওপরে রেখো। শীলমোহরের মত বাহুর ওপরে রেখো। ভালোবাসা মৃত্যুর মতই শক্তিশালী। কামনার আবেগ কবরের মতই বলবান। এর শিখাগুলি জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত!

[7]বন্যা কখনও ভালোবাসাকে নির্বাসিত করতে পারে না। নদী কখনও ভালোবাসাকে ধুয়ে দিতে পারে না। ভালোবাসার জন্য মানুষকে যদি তার সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়, তারা অবশ্যই তা ঘৃণা করবে!

তার ভাইদের উক্তি

[8]আমাদের একটি ছোট ভগিনী আছে। এখনও তার স্তন উদ্ভিন্ন হয় নি। যদি কোন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চায় তখন আমাদের ভগিনীর জন্য আমরা কি করবো?

[9]যদি সে একটা দেওয়াল হত, আমরা তার চারদিকে রূপোর মিনার গড়ে দিতাম। যদি সে দরজা হত, তার চারদিকে এরস কাঠের কারুকার্য্য করে দিতাম।

ভাইদের প্রতি নারীর উত্তর

[10]আমি একটি প্রাচীর, আমার স্তনদ্বয় মিনারের মত। আমি তার চোখে অনুগ্রহ দেখেছি!

তার (পুরুষের) উক্তি

[11]বাল্-হামোনে শলোমনের একটি দ্রাক্ষা বাগান ছিল। সেই দ্রাক্ষা বাগানে সে রক্ষীদের নিয়োগ করল। এবং প্রত্যেকে 1,000 রৌপ্য শেকল পরিমাণ দ্রাক্ষা নিয়ে এল।

[12]শলোমন তুমি তোমার 1,000 শেকল রাখতে পারো। প্রত্যেকে যারা দ্রাক্ষা এনেছে তাদের 200 শেকল করে দাও। কিন্তু আমি আমার নিজের দ্রাক্ষাক্ষেত নিজের কাছে রাখবো!

নারীর প্রতি পুরুষের উক্তি

[13]বাগানের ঐখানে তুমি বস, অনুগামীরা তোমার কথা শুনছে। আমাকেও তা শুনতে দাও!

পুরুষের প্রতি নারীর উক্তি

[14]প্রিয় আমার, পালিয়ে যাও। সুগন্ধি মসলার পর্বতে তুমি হরিণের মত কিংবা মৃগবৎসের মত হয়ে গেছ!

দূদাফল হিব্রু ভাষায় এটিকে ‘ম্যানড্রেক’ বলা হয়। লোকেরা ভাবত এই উদ্ভিদগুলি প্রেম উদ্রেক করতে পারত।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক

1 এটা আমোসের পুত্র যিশাইয়ের দর্শন। যিহূদা এবং
জেরুশালেমে কি ঘটবে ঈশ্বর যিশাইয়কে তা
দেখিয়েছিলেন। উষিয়,* যোথম,* আহস* ও হিষ্কিয়*
যখন যিহূদার রাজা ছিলেন তখন যিশাইয়ের এইসব
দর্শন হয়েছিল।

তাঁর লোকেদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অনুযোগ

2হে স্বর্গ ও মর্ত্য শোন! প্রভু কথা বলছেন। প্রভু
বলেন,
"আমি আমার সন্তানদের জন্ম দিয়েছি। তাদের
লালনপালন করেছি। কিন্তু আমার সন্তানরাই আমার
বিরুদ্ধে অপরাধ করছে।
3একটা গরুও তার মনিবকে চেনে। একটা গাধাও
জানে তার মালিক তাকে কোথায় খাওয়ায়। কিন্তু
ইস্রায়েলের লোকেরা আমাকে চেনে না। আমার
লোকেরা আমাকে বোঝে না।"

4ওহে পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোকেরা!
তারা দুষ্ট পরিবারের মন্দ সন্তানদের মতো। তারা তাদের
প্রভুকে ত্যাগ করেছে। তারা ইস্রায়েলের পবিত্র জনটিকে
বাতিল করেছে। তারা তাঁর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে
নিয়ে গেছে।
5ঈশ্বর বলেন, "কেন আমি তোমাদের শাস্তি দিতে
যাব? আমি তোমাদের শাস্তি দিয়েছি কিন্তু তোমাদের
পরিবর্তন হয় নি। তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই
চলেছ। এখন তোমাদের প্রত্যেকের মন-প্রাণ অসুস্থ।
6তোমাদের আপাদমস্তক সারা শরীরময় শুধুই ক্ষত,
দগ্‌দগে ঘা আর আঘাতের চিহ্ন। সেই ক্ষত সারাতে
কোনও যত্ন নেওয়া হয় নি। ক্ষতগুলি না পটি দিয়ে
বাঁধা হয়েছিল, না তেল দিয়ে কোমল করা হয়েছিল।
7"তোমাদের দেশ ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের
শহরগুলি অগ্নিদগ্ধ। তোমাদের শত্রুরা তোমাদের দেশ
দখল করে নিয়েছে। কোন দেশ বিদেশী আক্রমণকারীর
সেনাবাহিনীর দ্বারা যেভাবে ধ্বংস হয় তোমাদের দেশ
সেভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। 8যেমন দ্রাক্ষাক্ষেতের
একটি কুটিরকে, যেমন একটি শশাক্ষেতের চালাকে,
যেমন একটি শহরকে শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ রাখা হয়
তেমনিভাবে সিয়োন (জেরুশালেম) কন্যাকে ফেলে রাখা
হয়েছে।" 9এটা সত্যি, কিন্তু প্রভু সর্বশক্তিমান গুটিকতক
লোককে জীবনযাপনের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা
সদোম এবং ঘমোরা এই নগর দুটির মত পুরোপুরি
ধ্বংস হয়ে যাই নি।

ঈশ্বর প্রকৃত পূজা চান

10সদোমের শাসনকর্তারা, তোমরা প্রভুর বার্তা শোন।
ঘমোরার অধিবাসীগণ, তোমরা ঈশ্বরের শিক্ষামালা
শোন। 11ঈশ্বর বলেছেন, "তোমরা কেন আমার উদ্দেশ্যে
এত বলিদান করে চলেছ? তোমাদের পাঁঠার বলিতে
এবং ষাঁড়, মেষ এবং ছাগলের মেদে আমার অরুচি
ধরে গিয়েছে। আমি সন্তুষ্ট নই।
12"লোকেরা, তোমরা যখন আমার কাছে প্রার্থনা
করতে আস তখন তোমরা আমার উপাসনালয় প্রাঙ্গণের
সবকিছুকে পদদলিত কর। তোমাদের এসব কে করতে
বলল?
13"এই অসার নৈবেদ্য আমি চাই না। আমার উদ্দেশ্যে
নিবেদিত ধূপধূনোর প্রজ্জ্বলনকে আমি ঘৃণা করি।
অমাবস্যার দিনে, বিশ্রামের দিনে তোমাদের বিশেষ
ভোজ বা প্রার্থনাসভাকে আমি সহ্য করতে পারি না।
তোমাদের পবিত্র সমাবেশের দিনে পাপাচারকে আমি
মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। 14আমি তোমাদের মাসিক
(অমাবস্যা) অনুষ্ঠানাদি ও উৎসবকে ঘৃণা করি। ওগুলো
আমার কাছে ভারী বিরক্তিকর। আমি ওগুলো আর
সহ্য করতে পারি না।
15"তোমরা হাত তুলে আমার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা
জানালে আমি তোমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে
নেব। তোমরা বারে বারে প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তা
শুনব না। কেননা তোমাদের হাত রক্তমাখা।
16"তোমরা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর, শুদ্ধ
কর এবং মন্দ কাজগুলি করা বন্ধ কর। আমি তোমাদের
মন্দ কাজগুলি দেখতে চাই না। 17ভালো কাজ করতে
শেখো। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, ন্যায়বিচারের
অনুশীলন কর, অত্যাচারী, অনিষ্টকারী লোকেদের শাস্তি
বিধান কর, অনাথ ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়াও,
বিধবাদের সাহায্য কর।"
18প্রভু বলেন, "এস, এইসব বিষয়গুলি নিয়ে বিচার
বিবেচনা, আলাপ আলোচনা করা যাক। যদিও তোমাদের
পাপগুলো উজ্জ্বল লালরঙের কাপড়ের মত, ওগুলো
ধুয়ে ফেলা যায় এবং তোমরা তুষারের মতো সাদা

উষিয় যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব 767–740 পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

যোথম যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব 740–735 পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

আহস যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব 735–727 পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

হিষ্কিয় যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব 726–667 পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

হয়ে যেতে পারো। যদিও তোমাদের পাপ রক্তের মত
লাল, তোমরা পশমের মতো শুভ্র হয়ে উঠতে পারো।
19“আমাকে মেনে চললে, আমার কথা শুনলে
তোমরা এই দেশ থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস
পাবে। 20কিন্তু আমার কথা না শুনলে তোমরা আমার
বিরুদ্ধাচারী হবে এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের
ধ্বংস করবে।”
প্রভু স্বয়ং ঐ কথাগুলি বলেছেন।

জেরুশালেম ঈশ্বরের অনুগত নয়

21ঈশ্বর বলেন, “জেরুশালেমের দিকে তাকাও। এই
শহর একসময় আমার কথামত চলত, আমাকে অনুসরণ
ও বিশ্বাস করত। কিন্তু এই বিশ্বস্ত এবং অনুগত শহরের
পতিতার মত অবস্থা হওয়ার কারণ কি? এর একটাই
কারণ হল এখানকার অধিবাসীরা এখন আর আমাকে
মেনে চলে না। জেরুশালেমের ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ থাকা
উচিৎ। এখানকার লোকেদের ঈশ্বরের আকাঙ্খিত পথেই
চলা উচিৎ। কিন্তু এখন এখানে খুনীরা থাকে।
22“ধর্ম, সাধুতা, মহানুভবতা এই গুণগুলি রূপোর
মতো। কিন্তু তোমাদের রূপো মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।
তোমাদের দ্রাক্ষারসে (মহানুভবতায়) জল মিশে গিয়ে
তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। 23তোমাদের শাসনকর্তারা
বিদ্রোহী এবং চোরেদের বন্ধু হয়ে উঠেছে। তারা ঘুষ
নেয়, নোংরা কাজের জন্য টাকা নিতে ভালোবাসে।
লোককে প্রতারিত করার জন্য তারা উৎকোচ নেয়।
তারা অনাথ ছেলেমেয়েদের সাহায্য করে না, বিধবাদের
অভাব অভিযোগে কান দেয় না। তাদের দেখাশোনা
করে না।”
24এইজন্য আমার গুরু, ইস্রায়েলের প্রভু সর্বশক্তিমান
বলেন, “আমি আমার শত্রুদের শাস্তি দেব। তারা আর
আমাকে বিরক্ত করবে না। 25রূপোতে যেমন ক্ষার দিয়ে
তার খাদ পরিষ্কার করা হয় তেমনি আমিও তোমাদের
সব কুকর্ম, পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেব। তোমাদের
কাছ থেকে সব অসার জিনিস আমি দূর করব।
26তোমাদের জন্য আগের মতোই ন্যায় বিচারকগণ এবং
উপদেষ্টাগণ নিয়োগ করা হবে। তখন তোমাদের শহরকে
‘ন্যায়ের শহর’, ‘বিশ্বস্ত নগরী’ নামে ডাকা হবে।”
27ঈশ্বর মহান এবং তিনি সঠিক কাজই করেন।
সুতরাং তিনি সিয়োন এবং তার যেসব লোকেরা তাঁর
কাছে ফিরে আসবে তাদের তিনি উদ্ধার করবেন। 28কিন্তু
সমস্ত পাপী এবং দুস্কৃতকারীদের ধ্বংস করা হবে।
এরা প্রভুকে মেনে চলে না। 29তোমরা যে এলাবৃক্ষ
এবং বিশেষ বাগানকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করতে,
ভবিষ্যতে তার জন্য নিজেরাই লজ্জিত হবে। 30কারণ
ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা এলা বৃক্ষের শুষ্ক পাতার
মতো নির্জ্জলা, মৃতপ্রায় বাগানের মতো হবে।
31ক্ষমতাবান লোকেদের অবস্থা শুকনো কাঠের টুকরোর
মতো হবে এবং তাদের কৃতকর্ম আগুনের ফুলকির
মতো হবে। উভয়েই একসঙ্গে জ্বলতে থাকবে আর
সেই আগুন কেউ নেভাতে পারবে না।

2 আমোসের পুত্র যিশাইয় যিহূদা ও জেরুশালেম
সম্পর্কে এইসব বার্তার দর্শন পান।
2শেষের দিনগুলিতে, প্রভুর মন্দিরের পর্বতকে সকল
পর্বতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় করা হবে এবং ওটিকে সমস্ত
পর্বত থেকে উচ্চতর করা হবে। এবং সমস্ত দেশগুলি
থেকে লোকেরা সেখানে নিয়মিতভাবে প্রবাহের মত
যাবে। 3বহু দেশের লোক সেখানে যাবে। তারা বলবে,
“চল, আমরা সবাই প্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের
উপাসনাগৃহে উঠি। তারপর তিনি আমাদের তাঁর
জীবনযাপনের পথ শেখাবেন এবং আমরা জীবনের
সেই পথ অনুসরণ করব।”
ঈশ্বরের বিধি, প্রভুর বার্তাসমূহ জেরুশালেমের
সিয়োন পর্বত থেকে শুরু হবে এবং গোটা পৃথিবীতে
ছড়িয়ে পড়বে। 4তারপর ঈশ্বর সকল জাতির বিচারক
হবেন। এবং অনেক লোকের বাদানুবাদের নিষ্পত্তি
করবেন। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের সময়
অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করবে। তারা তাদের তরবারি
থেকে লাঙলের ফলা তৈরি করবে এবং বর্শার ফলা
দিয়ে কাটারি বানাবে। একজাতি অন্যজাতির বিরুদ্ধে
তরবারি ধরবে না। পরস্পরের মধ্যে লড়াই বন্ধ হবে।
তারা কখনও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবে না।
5যাকোবের পরিবার, এসো আমরা প্রভুর আলোকিত
পথে চলি! 6আমি তোমাকে একথা বলছি কারণ তুমি
তোমার লোকেদের ত্যাগ করেছ। তোমার লোকেরা
পূর্বদিকের লোকেদের ধ্যান ধারণায় পরিপূর্ণ হয়েছে।
তোমার লোকেরা পলেষ্টীয়দের মতো ভবিষ্যৎ বক্তা
হবার চেষ্টা করছে। তোমাদের লোকেরা বহিরাগতদের
সঙ্গে খুব বেশী জড়িয়ে পড়েছে। 7তোমাদের দেশ অন্য
দেশের সোনা, রূপোয় পরিপূর্ণ। সেখানে ধনসম্পত্তির
সীমা পরিসীমা নেই। তোমাদের দেশ ঘোড়া এবং
অসংখ্য রথে পরিপূর্ণ। 8তোমাদের দেশ মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।
নিজেদের হাতে গড়া মূর্ত্তিগুলির সামনে লোকেরা
নতজানু হয়ে তাদের পূজো করে। 9লোকেরা খুব নীচ
এবং হীন হয়ে গেছে। তাই ঈশ্বর, আপনি তাদের নিশ্চই
ক্ষমা করবেন না।

ঈশ্বরের শত্রুরা ভয় পাবে

10যাও, পাথরের পেছনে আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে
থাকো। প্রভুকে তোমাদের ভয় পাওয়া উচিৎ এবং
তাঁর মহান পরাক্রম থেকে তোমাদের লুকিয়ে থাকা
উচিৎ।
11দাম্ভিক লোকেরা অহঙ্কার করবে না। এইসব
লোকেরা লজ্জায় মাটিতে মাথানত করবে। সেইসময়ে
শুধুমাত্র প্রভু একা উন্নত মস্তকে বিরাজ করবেন।
12প্রভুর একটি বিশেষ দিনের পরিকল্পনা আছে।
সেইদিনে প্রভু উদ্ধত ও অহঙ্কারী লোকেদের শাস্তি
দেবেন। সেইদিনে ঐসব লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ বলে
বিবেচিত হবে না। 13ঐসব অহঙ্কারী লোকেরা
লিবানোনের উচ্চ ও উন্নত এরস বৃক্ষের মতো। তারা
বাশনের বৃহৎ এলা বৃক্ষের মতো। কিন্তু ঈশ্বর এইসব

লোকেদের শাস্তি দেবেন। 14এইসব অহঙ্কারী লোকেরা দীর্ঘ পর্বতমালা ও উচ্চ পাহাড়ের মতো। 15এইসব লোকেরা লম্বা দুর্গ, উচ্চ শক্তিশালী প্রাচীরের মতো। কিন্তু ঈশ্বর এইসব লোকেদের শাস্তি দেবেন। 16এইসব লোকেরা তর্শীশের বড় জাহাজের মতো। (জাহাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে পরিপূর্ণ।) কিন্তু ঈশ্বর এইসব অহঙ্কারী লোকেদের শাস্তি দেবেন।

17সেই সময়ে লোকেরা অহঙ্কারী হওয়া বন্ধ করবে। অহঙ্কারী লোকেরা মাটিতে মাথা নত করবে। সেইসময়ে শুধুমাত্র প্রভু উন্নত মস্তকে বিরাজ করবেন। 18সমস্ত মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে। 19লোকেরা পাথর এবং মাটির ফাটলে লুকোবে। লোকেরা প্রভু এবং তাঁর মহান পরাক্রমকে ভয় পাবে। পৃথিবীকে কম্পিত করার জন্য যখন প্রভু উঠে দাঁড়াবেন তখনই এইসব ঘটবে।

20সেই সময়ে লোকেরা তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যমূর্ত্তি-গুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। (লোকেরা এইসব মূর্ত্তিগুলিকে পূজো করার জন্য তৈরী করেছিল।) এইসব মূর্ত্তিগুলিকে লোকেরা বাদুড় ও ছুঁচোর গর্তে নিক্ষেপ করবে। 21তারপর লোকেরা প্রভু এবং তাঁর মহান পরাক্রমে ভীত হয়ে পাথরগুলোর ফাটলে লুকোবে। এইসব ঘটবে যখন প্রভু পৃথিবীকে কম্পিত করবেন।

ইস্রায়েলের উচিৎ ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখা

22নিজেদের রক্ষা করার জন্য লোকেদের অন্য কারও ওপর আস্থা রাখা উচিৎ নয়। কারণ মানুষ মরণশীল এবং তারা মারা যাবে। তাই তোমাদের এটা ভাবা উচিৎ নয় যে তারা ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান।

3 আমি যা বলছি তা অনুধাবন কর। যিহূদা এবং জেরুশালেম যে সমস্ত জিনিসের ওপর নির্ভরশীল, গুরু, প্রভু সর্বশক্তিমান সেসব জিনিসগুলির অবলুপ্তি ঘটাবেন। ঈশ্বর সমস্ত জল ও খাবার সরিয়ে নেবেন। 2ঈশ্বর সকল বীর ও মহান যোদ্ধা, সকল বিচারক, ভাববাদী, 3যাদুকরগণ, প্রবীণগণ, সামরিক নেতাসমূহ, সরকারি প্রধানগণ, দক্ষ উপদেষ্টাগণ, দক্ষ কারিগর এবং যারা তাবিজ ব্যবহার করতে জানে তাদের সবাইকে সরিয়ে দেবেন।

4ঈশ্বর বলেন, "আমি বালকগণকে তোমাদের নেতা করব। 5প্রত্যেক লোক একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করবে। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করবে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে সম্মান পাবে না।"

6সেই সময়ে কেউ একজন তারই পরিবারভুক্ত ভাইয়ের হাত ধরে বলবে, "তোমার কোটবস্ত্র আছে, তাই তুমি আমাদের নেতা হবে। এইসব বিনাশ তোমার আয়ত্বে থাকবে।"

7কিন্তু সে চিৎকার করে বলবে, "আমি তোমাদের নেতা হব না। কারণ আমার বাড়িতে যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্র নেই। তুমি আমাকে দিয়ে লোকেদের নেতৃত্ব দেওয়াবে না।"

8এইসবই ঘটবে কারণ জেরুশালেম হোঁচট খেয়েছে এবং যিহূদার পতন হয়েছে। তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা সবই প্রভুর বিরুদ্ধে যদিও তিনি সবই দেখেন।

9লোকেদের মুখই বলে দিচ্ছে যে তারা পাপ কাজের দোষে দুষ্ট। এবং তারা তাদের পাপের জন্য গর্বিত। তারা সদোমের লোকেদের মতোই। কে তাদের পাপ দেখছে সেই ব্যাপারে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা তাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হবে। তারা নিজেদের ভয়ানক বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছে।

10ভালো লোকেদের বলে দাও যে তাদের জন্য ভালো কিছু ঘটবে। ভালো কাজের পুরস্কার তারা পাবে। 11কিন্তু শয়তান লোকেদের জন্য কঠিন সময় আসছে। তাদের ভীষণ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত কুকর্মের শাস্তি তাদের পেতেই হবে। 12বালকেরা আমার লোকেদের হারিয়ে দেবে। মেয়েরা তাদের শাসন করবে। তাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। আমার লোকেরা, তোমাদের পথ প্রদর্শকরাই তোমাদের ভুল পথে চালিত করছে। তারা তোমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করছে।

ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

13প্রভু লোকেদের বিচার করবার জন্য উত্থান করবেন। 14নেতা এবং প্রাচীনদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মতামত দেবেন।

প্রভু বলেন, "হে আমার লোকেরা, তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত (যিহূদা) পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছ। তোমরা গরীব মানুষদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছ। এবং সেইসব জিনিসপত্র এখনও তোমাদের বাড়িতেই আছে। 15আমার লোকেদের আঘাত করার অধিকার কে তোমাদের দিয়েছে? গরীব, হতদরিদ্র মানুষদের নোংরা-আবর্জনার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার অধিকার কে তোমাদের দিয়েছে?" আমার গুরু, প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বললেন।

16প্রভু আরও বললেন, "সিয়োনের মেয়েরা খুবই অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে। তারা মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে যত্রতত্র এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন তারা অন্য লোকেদের চেয়ে যথেষ্ট ভাল। এইসব মেয়েরা হাসি-মস্করা, ছেনালিগিরি করে ঘুরে বেড়ায়। এবং তারা পায়ে নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ করে, নেচে নেচে দিকবিদিক ঘুরে বেড়ায়।"

17আমার গুরু সিয়োনের এই ধরণের মেয়েদের মাথায় দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করবেন। ফলে তাদের মাথায় টাক পড়বে। 18সেই সময়ে তিনি তাদের গর্বের সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেবেন। তাদের পায়ের নূপুর, তাদের সূর্য ও চাঁদের আকারের গলার হার, 19ঝুমকো পাশা, চুড়ি, ঘোমটা, ললাটভূষণ, পায়ের মল, 20ঘাঘরা, শাল, মসীনা বস্ত্র, 21বিশেষ আংটি, নথ, 22চিত্রবস্ত্র, গেঁজে, 23আয়না, মসীনা বস্ত্র, উষ্ণীষ, লম্বা শালের মতো আবরক বস্ত্ররূপ বেশভূষা খুলে নেবেন। 24এবং সুগন্ধির পরিবর্তে তাদের কাছে থাকবে দুর্গন্ধ তেল, কোমরবন্ধনীর বদলে থাকবে একটি ছেঁড়া পোশাক, সুবিন্যস্ত কেশ পরিচর্য্যার বদলে থাকবে মাথাজোড়া টাক, কেতাদুরস্ত কোমরবন্ধনীর

পরিবর্তে থাকবে চটের তৈরী কোরমবন্ধনী কারণ সুন্দরী
হওয়ার পরিবর্তে তারা হবে কুৎসিত দর্শন।
25সেইসময়ে তোমাদের পুরুষদের তরবারি দিয়ে
হত্যা করা হবে। তোমাদের বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে মারা
যাবে। 26এবং তার নগরদ্বারগুলি কষ্ট পাবে এবং বিলাপ
করবে এবং সে বিপর্যস্ত হয়ে মাটিতে বসে থাকবে।

4 সেই সময়ে সাতজন মহিলা একজন পুরুষের হাত
চেপে ধরে বলবে, “আমরা আমাদের রুটি-রুজি,
বস্ত্র, বাসস্থান নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর
ব্যবস্থা নিজেরাই করব। তুমি শুধু আমাদের বিয়ে কর।
তোমার নামে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দাও।
আমাদের অবিবাহিত থাকার যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান
দূর কর।”
2সেই সময়, প্রভুর গাছ (যিহূদা) বড় হবে এবং
সুন্দর হয়ে উঠবে। এমনকি তখনও ইস্রায়েলের উদ্বাস্তুরা
তাদের দেশে উৎপন্ন শস্য নিয়ে গর্ব অনুভব করবে।
3এই সময়ে সিয়োন এবং জেরুশালেমে তখনও বসবাস
করা লোকেদের পবিত্র মানুষ বলে গণ্য করা হবে।
যাদের নাম বিশেষ তালিকায় থাকবে তারাই ভাগ্যবান,
পবিত্র মানুষ বলে বিবেচিত হবে। এবং এই তালিকাভুক্ত
লোকেদেরই বাস করে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।
4প্রভু সিয়োনের মহিলাদের থেকে নোংরা ধুয়ে মুছে
ফেলবেন। তিনি জেরুশালেম থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবেন।
প্রভু ন্যায়ের নীতিটি ব্যবহার করবেন এবং ন্যায় বিচার
করবেন। তিনি প্রজ্জ্বলিত করবার নীতিটি ব্যবহার করে
প্রতিটি জিনিষকে শুদ্ধ করে তুলবেন।
5তারপর প্রভু সিয়োন পর্বতের ভিত্তির ওপর আকাশে
এবং তার সমাবেশ স্থানগুলিতে দিনে একটি ধোঁয়ার
মেঘ ও রাত্রেও একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সৃষ্টি করবেন।
সেখানে প্রতিটি সমাবেশের ওপর রক্ষার জন্য একটি
আচ্ছাদন থাকবে। 6সমস্ত মানুষের জন্য এমন এক
নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে সূর্যের প্রখর
তাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। সব ধরণের ঝড়
ঝঞ্ঝা এবং প্লাবন থেকে তারা রক্ষা পাবে।

ইস্রায়েল ঈশ্বরের বিশেষ বাগান

5 এখন আমি আমার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করব।
দ্রাক্ষাক্ষেতের (ইস্রায়েলের) প্রতি ঈশ্বরের যে
ভালোবাসা আছে এই গান সে সম্পর্কেই।
আমার ঈশ্বরের একটি দ্রাক্ষাক্ষেত ছিল অতি উর্বর
মাটিতে।
2তিনি তার চারদিক খুঁড়ে মাঠটিকে ভালোভাবে
পরিষ্কার করলেন। তারপর সেখানে ভালো জাতের
দ্রাক্ষা গাছ লাগালেন। তিনি মাঠের মাঝখানে দেখাশোনার
জন্য একটি উঁচু বাড়ি তৈরি করলেন। সেখানে তিনি
ভাল দ্রাক্ষা ফলবার আশায় বসে রইলেন। কিন্তু জন্মালো
বুনো দ্রাক্ষা।
3তাই ঈশ্বর বললেন, “যিহূদা ও জেরুশালেমের
লোকেরা, তোমরা আমার এবং আমার দ্রাক্ষাক্ষেতের
কথা চিন্তা কর।
4আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতের জন্য সাধ্যমত সবকিছুই
করেছি। আমি তার জন্য আর কিই বা করতে পারতাম?
আমি ভালো দ্রাক্ষার আশা করেছিলাম। কিন্তু শুধু বাজে
দ্রাক্ষা ফলেছিল। কেন এমনটা ঘটল?

5আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতের জন্য কি কি করব এখন
আমি তোমাদের সে কথাই শোনাব।
দ্রাক্ষাক্ষেতের সুরক্ষার জন্য চারদিকে যে কাঁটার
ঝোপগুলি আছে তা আমি তুলে ফেলে পুড়িয়ে দেব।
আমি পাথরের প্রাচীর ভেঙে ফেলব এবং পাথরগুলি
ক্ষেতের ওপর ফেলে দেওয়া হবে।
6আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতকে খোলা মাঠে পরিণত
করব। ঐ ক্ষেতের গাছগুলির কেউ যত্ন নেবে না। কেউ
পরিচর্যা করবে না। সেখানে আগাছা আর কাঁটা জন্মাবে।
আমি মেঘকে হুকুম দেব যাতে ক্ষেতে একফোঁটা বৃষ্টি
বর্ষিত না হয়।”
7ইস্রায়েল জাতি হল প্রভু সর্বশক্তিমানের এই
দ্রাক্ষাক্ষেত। আর যিহূদার লোকেরা হল তাঁর এককালের
আদরের দ্রাক্ষার চারা।
প্রভু আশা করেছিলেন ন্যায়, কিন্তু সেখানে ছিল
শুধুই হত্যাকাণ্ড। প্রভু আশা করেছিলেন সুন্দর জীবন,
কিন্তু সেখানে শোনা যাচ্ছে অত্যাচারীদের ক্রন্দন রোল।
8তোমরা পাশাপাশি বাস করছ। ঘেঁসাঘেঁসি করে
বাড়ি বানিয়েছ। তোমরা ক্ষেতের সঙ্গে ক্ষেতের সংযোগ
এমনভাবে করেছ যে আর এতটুকু জায়গা অবশিষ্ট
নেই। কিন্তু প্রভু তোমাদের এমন শাস্তি দেবেন যে
তোমাদের একাকী থাকতে হবে। সমস্ত ভূখণ্ডটিতে শুধু
তোমরাই বাস করবে। 9প্রভু সর্বশক্তিমান আমাকে এই
কথাগুলি বললেন এবং আমি তাঁর কথা শুনলাম: “এখানে
অনেক বাড়ি আছে, কিন্তু আমি অঙ্গীকার করছি যে,
সমস্ত ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা হবে। এখানে এখন অনেক
সুন্দর মনোরম বাড়ি আছে। কিন্তু এইসব বাড়িগুলি
খালি হয়ে যাবে। 10সেই সময়ে দশ একর মাঠে যে
দ্রাক্ষা হবে তা থেকে খুব সামান্য দ্রাক্ষারস তৈরি করা
যাবে। বহু বস্তা বীজ থেকে খুবই অল্প শস্য উৎপন্ন
হবে।”
11তোমরা সকালে উঠেই পানীয় হিসাবে দ্রাক্ষারসের
খোঁজ কর। তোমরা দ্রাক্ষারস পান করার জন্য গভীর
রাত পর্যন্ত জেগে থাক। 12তোমরা দ্রাক্ষারস, বাঁশি,
ঢোলক এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ফূর্তি-আমোদ কর।
কিন্তু তোমরা প্রভুর কর্মকাণ্ড দেখতে পাও না। প্রভু
নিজ হাতে অনেক জিনিস তৈরি করেছেন। কিন্তু তোমরা
ঐসব জিনিস দেখতে পাও না।
13প্রভু বললেন, “আমার লোকেদের বন্দী করে অন্যত্র
নির্বাসনে দেওয়া হবে। কিন্তু কেন? কারণ তারা আমাকে
প্রকৃতপক্ষে জানে না। ইস্রায়েলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি
রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের অনায়াস জীবনযাপন নিয়ে সন্তুষ্ট।
কিন্তু তারা খুবই তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত হবে। 14তারপর
তারা মারা যাবে। এবং পাতাল মৃতদেহে ভরে যাবে।
পাতালের সীমাহীন খিদে ও চাহিদা মেটাতে নামী,

সাধারণ সব মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং এইসব
মানুষ কবরে যাবে।”
15ঐসব লোকেদের অবদমিত করা হবে। প্রত্যেককে
বিনম্র করা হবে এবং তাদের গর্ব কমিয়ে আনা হবে।
16প্রভু সর্বশক্তিমান, ন্যায়বিচার করবেন এবং লোকেরা
জানবে যে তিনি মহান। পবিত্রতম ঈশ্বর যেগুলি সঠিক
ও ন্যায্য সেইসব কাজই করবেন এবং লোকেরা তাঁকে
শ্রদ্ধা জানাবে। 17ঈশ্বর ইস্রায়েলের অধিবাসীদের
দেশছাড়া করবেন। দেশ খালি হয়ে যাবে। মেষেরা
ইচ্ছামতো যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পারবে। একদা
ধনী লোকের মালিকানাধীন জমিজায়গাতে মেষ চরে
বেড়াবে।
18ঐ লোকগুলিকে দেখ! অপ্রয়োজনীয় দড়ি নিয়ে
লোকেরা যেমন ওয়াগন টানে তেমনি এই ধরণের
লোকেরা নিজেদের পাপ, কুকর্ম এবং দোষকে পেছনে
টেনে নিয়ে বেড়ায়। 19এই লোকেরা বলে, “আমাদের
কামনা, ঈশ্বর যা যা করার পরিকল্পনা করেছেন তা
তাড়াতাড়ি করবেন। তারপর আমরা জানব কি ঘটবে।
আমাদের আশা প্রভুর পরিকল্পনা খুব তাড়াতাড়ি
বাস্তবায়িত হবে। তারপরই আমরা জানতে পারব তাঁর
পরিকল্পনা কি।”
20এই ধরণের লোকেরা ভালো জিনিসকে খারাপ
বলে আর খারাপ জিনিসকে ভালো বলে মনে করে।
এরা আলোকে অন্ধকার আর অন্ধকারকে আলো বলে
মনে করে। এরা টককে মিষ্টি এবং মিষ্টিকে টক ভাবে।
21ঐসব লোকেরা নিজেদের খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে
করে। 22এই ধরণের লোকেরা দ্রাক্ষারস পান করার
জন্য বিখ্যাত। এরা দ্রাক্ষারসের মিশ্রণ তৈরীতে একেবারে
সিদ্ধহস্ত। 23তারা ঘুষ নিয়ে অপরাধীদের নিরাপরাধ
বলে ঘোষনা করে। কিন্তু তারা ভালো লোককে ন্যায্য
বিচার পেতে দেবে না। 24এইসব লোকের কপালে খুবই
দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। খড়কুটো এবং গাছের পাতাকে
আগুন যেমন অনায়াসে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় তেমনি
এদের উত্তরপুরুষদেরও পুরোপুরি ধ্বংস করা হবে।
মৃত শিকড় যেমন গুঁড়োতে পরিণত হয়, আগুন যেমন
ফুলকে পুড়িয়ে তার ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেয়, এদের
উত্তরপুরুষরা সেভাবেই ধ্বংস হবে।
ঐসব লোকেরা প্রভু সর্বশক্তিমানের শিক্ষামালা মেনে
চলেনি। তারা ইস্রায়েলের পবিত্রজনটির (ঈশ্বর) বার্তা
ঘৃণা করত। 25তাই প্রভু তাঁর লোকেদের ওপর খুব
ক্রুদ্ধ হয়েছেন। প্রভু তাঁর হাত উত্তোলন করবেন এবং
তাদের এমন কঠিনভাবে শাস্তি দেবেন যে পর্বত পর্যন্ত
ভয়ে কাঁপবে। তাদের মৃতদেহগুলি জঞ্জালের মতো
রাস্তায় পড়ে থাকবে। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের ক্রোধ পড়বে
না। তাঁর হাত তাদের শাস্তি দেবার জন্য উত্তোলিত
থেকে যাবে।

ইস্রায়েলকে শাস্তি দিতে ঈশ্বর সৈন্য আনবেন

26দেখ! ঈশ্বর দূরবর্তী জাতিগণের প্রতি সঙ্কেত
দিচ্ছেন। তিনি তাদের ডাকার জন্য পতাকা তুলছেন
এবং শিস দিচ্ছেন। দেখ, শত্রুরা দূরদেশ থেকে আসছে।
তারা অচিরে দেশে ঢুকে পড়বে। তারা খুব দ্রুত আসছে।
27এই শত্রুরা কখনও ক্লান্ত হবে না, হোঁচট খাবে না
এবং ঘুমিয়ে পড়বে না। তাদের অস্ত্রের কটিবন্ধন খুলে
যাবে না। তাদের জুতোর ফিতে কখনই ছিঁড়ে যাবে
না। 28এই শত্রুদের তীর ধারালো হবে। তাদের সব
ধনুকগুলি তীর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তাদের
ঘোড়ার পায়ের পাতা হবে চকমকি পাথরের মতো
শক্ত। তাদের রথের চাকায় ধূলিঝড় উঠবে।
29শত্রুরা সিংহের গর্জনের মতো চিৎকার করবে।
তারা সিংহ শাবকের মতো গর্জন করবে। শত্রুরা সক্রোধ
গর্জন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদের ধরে
ফেলবে। লোকেরা লড়াই করে মুক্তি পেতে চেষ্টা করবে।
কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। 30তাই ‘‘সিংহ’’
গর্জন হবে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের মতো। এবং
বন্দী অবরুদ্ধ লোকেরা মাটির দিকে তাকাবে। কিন্তু
দেখবে শুধুই অন্ধকার। ঘন মেঘে সমস্ত আলো অন্ধকারে
ঢেকে যাবে।

যিশাইয়ের ভাববাদী পদে প্রতিষ্ঠা

6 যে বছর উষিয় রাজার মৃত্যু হল আমি প্রভুকে এক
উচ্চ ও মনোরম সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলাম।
তাঁর লম্বা রাজপোশাক মন্দিরকে ভরে দিয়েছিল। 2প্রভুর
বিশেষ দূত সরাফরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের
প্রত্যেকের ছয়টি করে ডানা ছিল। তারা দুটি ডানা দিয়ে
মুখ ঢাকে, দুটি ডানা দিয়ে পা ঢাকে এবং বাকি দুটি
ডানা তারা ওড়ার কাজে ব্যবহার করে।
3এই দূতরা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল,
“পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। প্রভু সর্বশক্তিমান খুবই পবিত্র।
তাঁর মহিমায় পৃথিবী পরিপূর্ণ।” 4তাদের চিৎকারে দরজার
কাঠামো কেঁপে উঠলো। মন্দির ধোঁয়ায় ভরে যেতে
লাগল।*
5তখন আমি হঠাৎই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।
আমি বললাম, “হায়! আমি ধ্বংস হয়ে যাব। ঈশ্বরের
সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যথেষ্ট শুচি নই। এবং
আমি এমন লোকেদের মধ্যে বাস করি যারা ঈশ্বরের
সঙ্গে কথা বলার মতো যথেষ্ট শুচি নয়।* কারণ আমি
রাজাকে, প্রভু সর্বশক্তিমানকে দেখেছি।”
6বেদীতে আগুন জ্বলছিল। সরাফদের একজন ইউ
আকারের একটি চিমটি দিয়ে আগুন থেকে কয়লা
তুলছিল। এই দূতটি একটি গরম কয়লার টুকরো হাতে
নিয়ে আমার কাছে উড়ে এল। 7দূতটি গরম কয়লা
আমার ঠোঁটে ছোঁয়াল। তারপর দূতটি বলল, “যে মুহূর্তে
এই গরম কয়লা তোমার ঠোঁট স্পর্শ করল, তোমার
সমস্ত অপরাধ মুছে গেল । তোমার সব পাপ মুছে
গেল।” 8তারপর আমি আমার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে

মন্দির … লাগল এটা মন্দিরে প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল।

আমি … নয় আক্ষরিক অর্থে, “সেই লোকেরা যাদের ওষ্ঠ শুচি নয়।’’

পেলাম। তিনি বললেন, “আমি কাকে পাঠাব? আমাদের
পক্ষে কে যাবে?”
তখন আমি বললাম, “এই যে, আমি আছি, আমাকে
পাঠান!”
9তখন প্রভু আমাকে বললেন, “যাও এবং এই
লোকেদের বল: ‘তোমরা মন দিয়ে শোন কিন্তু বোঝো
না! কাছ থেকে দেখ কিন্তু কোন কিছু শেখো না!’
10লোককে বিভ্রান্ত কর। লোকেরা যেসব জিনিস দেখছে
ও শুনছে তা তাদের বুঝতে দিও না। যদি তুমি এটা না
কর তাহলে হয়তো তারা যে জিনিস কানে শুনবে তা
সত্যিসত্যিই বুঝতে পারবে। তারা হয়তো সত্যিই তাদের
মনে উপলব্ধি করতে পারবে। যদি তারা এটা করে
তাহলে লোকেরা হয়তো আমার কাছে ফিরে আসতে
পারে এবং তারা আরোগ্য (ক্ষমা) লাভ করবে।”
11তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “প্রভু এটা আমি
কতদিন করব?”
প্রভু বললেন, “যতদিন পর্যন্ত সকল নগর ধ্বংস না
হয় এবং লোকেরা চলে না যায়। যতদিন না পর্যন্ত
একটি মানুষও তাদের বাড়ীতে পড়ে থাকে এবং গোটা
দেশ ধ্বংসস্থানে পরিণত হয় তত দিন এটা কর।”
12প্রভু লোকেদের অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবেন।
দেশের একটা বিরাট অংশ খালি পড়ে থাকবে। 13কিন্তু
দশভাগের একভাগ লোককে দেশে থাকার অনুমতি
দেওয়া হবে। এই লোকগুলি প্রভুর কাছে ফিরে আসবে
যদিও তাদের ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। তারা একটি
ওক গাছের মতো। এই গাছকে কাটার পর গুঁড়ি পড়ে
থাকে। এই গুঁড়ি (অবশিষ্ট লোকেরা) একটি বিশেষ
বীজ। অর্থাৎ পবিত্র লোকেরাই দেশে থাকবে।

অরামকে নিয়ে সঙ্কট

7 আহস ছিলেন যোথমের পুত্র। যোথম ছিলেন
উষিয়ের পুত্র। রৎসীন ছিলেন অরামের
রাজা। আহসের রাজত্বকালে সিরিয়ার রাজা রৎসীন
এবং ইস্রায়েলের রাজা, রমলিয়ের পুত্র পেকহ
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলেন।
কিন্তু তাঁরা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন নি।
2যিহূদার রাজবাড়ি দায়ূদের পরিবারকে জানানো
হল যে, “অরাম এবং ইফ্রয়িমের (ইস্রায়েলের) সেনাদল
জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা একসঙ্গে ঘাঁটি গেড়েছে।”
এই খবর শুনে রাজা আহস এবং তাঁর প্রজারা খুব
ভয় পেয়ে গেলো। বনের গাছপালা যেমন বাতাসে নড়ে
তেমনি তারাও ভয়ে কাঁপতে লাগল।
3তখন প্রভু যিশাইয়কে বললেন, “তুমি এবং তোমার
পুত্র শার-যাশূব যাবে এবং আহসের সঙ্গে কথা বলবার
জন্য ধোপাদের মাঠের রাস্তার পাশে যেখানে জল উচ্চতর
জলাশয়ের মধ্যে দিয়ে বইছে, সেখানে দেখা করবে।
4“আহসকে বল, ‘সাবধানে থেকো, কিন্তু শান্ত
থেকো! রৎসীন ও রমলিয়ের পুত্রকে ভয় পেয়ো না,
কারণ তারা দুটি পোড়া কাঠির মত। অতীতে তারা খুব
গরম ছিল। কিন্তু এখন তারা শুধুই ধোঁয়া। রৎসীন,
অরাম এবং রমলিয়ের পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। 5তারা
তোমার বিরুদ্ধে নানা ফন্দি এঁটেছে। তারা বলছে:
6আমরা যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আমরা নিজেদের
স্বার্থে যিহূদাকে ভাগ করে টাবেলের পুত্রকে যিহূদার
নতুন রাজা বানাব।”’
7প্রভু আমার গুরু বললেন, “কিন্তু তাদের পরিকল্পনা
সফল হবে না। 8রৎসীন যতদিন দম্মেশকের শাসক
থাকবে, ততদিন তাদের অভিসন্ধি খাটবে না। এখন
ইফ্রয়িম (ইস্রায়েল) একটি দেশ, কিন্তু ভবিষ্যতে আজ
থেকে 65 বছর পরে সেটি আর একটি দেশ থাকবে না।
9যতদিন শমরিয়া ইফ্রয়িমের (ইস্রায়েল) রাজধানী
থাকবে এবং যতদিন রমলিয়ের পুত্র শমরিয়ার শাসক
থাকবে ততদিন তাদের ফন্দি সফল হবে না। তুমি যদি
একথা বিশ্বাস না কর তাহলে লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস
করবে না।”

ইম্মানূয়েল– ঈশ্বর আমাদের সহায়

10তারপর প্রভু যিহূদার রাজা আহসকে আরও
বললেন, 11“প্রভু, তোমার ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি
সংকেত চিহ্ন চেয়ে নাও যাতে তুমি নিজের কাছে প্রমাণ
করতে পারো যে এগুলি সব সত্য। তুমি তোমার
ইচ্ছেমতো যে কোন সংকেত চিহ্ন চাইতে পারো। চিহ্নটি
মৃতের আলয়ের মতো গভীর থেকে অথবা আকাশের
মত উঁচু থেকে আসতে পারে।”
12কিন্তু আহস বললেন, “আমি প্রমাণ স্বরূপ কোন
নিদর্শন চাই না। আমি প্রভুকে পরীক্ষাও করতে চাই
না।”
13যিশাইয় বললেন, “দায়ূদের পুত্র, আহস মন দিয়ে
শোন। লোকের ধৈর্য্যের পরীক্ষা কি তোমাদের কাছে
যথেষ্ট নয়? তোমরা কি আমার ঈশ্বরেরও ধৈর্য্যের পরীক্ষা
নিতে চাও? 14ঈশ্বর আমার প্রভু, তোমাদের একটা
চিহ্ন দেখাবেন:
ঐ যুবতী মহিলাটি গর্ভবতী হবে এবং দেখ সে
একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। তার নাম রাখা হবে
ইম্মানূয়েল।
15যতদিন না পর্যন্ত ইম্মানূয়েল খারাপ কাজ প্রত্যাখান
করে ভালো কাজ বেছে নিতে শিখবে ততদিন পর্যন্ত
সে দই ও মধু খাবে।
16কিন্তু ছেলেটি ভালো কাজ করবার মত এবং মন্দ
কাজ প্রত্যাখান করবার মতো বোঝবার বয়সে এসে
পৌঁছবার আগেই ইফ্রয়িম এবং অরাম দেশ জনমানব
বর্জিত হয়ে যাবে।

“তোমরা এখন ঐ দুজন রাজার ভয়ে ভীত। 17কিন্তু
তোমাদের আসলে প্রভুকে ভয় পাওয়া উচিৎ। কারণ
তিনি তোমাদের জন্য দুঃসময় আনবেন। এই দুঃসময়
তোমার কাছে, তোমার লোকেদের কাছে এবং তোমার
পিতৃকুলেও আসবে। ঈশ্বর কি করবেন? তোমাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি অশূরের রাজাকে আমন্ত্রণ
জানাবেন।

18“সে সময়ে প্রভু ‘মাছি’ (এখন ‘মাছিটি’ মিশরের
নদীর কাছে আছে।) এবং ‘মৌমাছিকে’ (‘মৌমাছিটি’
এখন অশূর দেশে আছে।) ডাক দেবেন। তারা তোমার
দেশে এসে পৌঁছবে। 19তারা মরুভূমির জলস্রোতের
পাশে, পাথুরে গভীর খাদে, ঝোপঝাড়ে এবং জলময়
গর্তের কাছে চাক বাঁধবে। 20প্রভু যিহূদাকে শাস্তি দেবার
জন্য অশূরকে ব্যবহার করবেন। প্রভু অশূরকে ভাড়া
করবেন এবং সেটিকে একটি খুরের মতো ব্যবহার করা
হবে। মনে হবে যেন প্রভু যিহূদার পা, মাথা এমনকি
দাড়ি থেকেও চুল কামিয়ে নিচ্ছেন।

21“এই সময়ে একজন লোক একটি যুবতী গাভী ও
দুটি মেষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। 22এরা সেই
লোকটিকে যে দুধ দেবে তা মাখন খাওয়ার পক্ষে
যথেষ্ট হবে। দেশে যারা রয়ে গেছে তারা দই এবং মধু
খাবে। 23দেশের মাঠে মাঠে যে 1,000 দ্রাক্ষা গাছ আছে
তার প্রত্যেকটির মূল্য হবে 1,000 রূপোর টুকরোর
সমান। কিন্তু এই দ্রাক্ষাক্ষেতগুলি আগাছা এবং কাঁটায়
ভরে যাবে। 24দেশ বন্য হয়ে উঠবে এবং শিকার ক্ষেত্রে
পরিণত হবে। 25যেখানে এক সময় লোকে পরিশ্রম
করে খাদ্য উৎপন্ন করত, সেই পাহাড়গুলি আগাছা
এবং কাঁটায় ভরে যাবে এবং সেখানে আর কেউ কখনও
যাবে না। শুধুমাত্র মেষ এবং ষাঁড়েরা সেখানে অবাধে
বিচরণ করতে পারবে।”

অশূর শীঘ্র আসবে

8 প্রভু আমাকে বললেন, “বড় একটি পাকানো কাগজ
নিয়ে এসো এবং তাতে একটি বিশেষ কলম দিয়ে
লেখ: ‘এটা মহের-শালল-হাশ-বসের* উদ্দেশ্যে।’

2আমি কিছু লোককে একত্রিত করলাম যাদের সাক্ষী
হিসেবে বিশ্বাস করা যায়। (এরা হল ঊরিয় যাজক ও
যিবেরিখিয়ের পুত্র সখরিয়।) আমি ঐ কথা লেখার
সময় এরা লক্ষ্য রাখল। 3পরে আমি ভাববাদিনীর কাজে
গেলাম। সে গর্ভবতী হয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল।
তখন প্রভু আমাকে বললেন, “ওর নাম মহের-শালল-
হাশ-বস রাখ। 4কারণ ছেলেটি ‘বাবা’, ‘মা’ বলতে শেখার
আগেই ঈশ্বর দম্মেশক ও শমরিয়ার সব ধনসম্পদ
নিয়ে নেবেন এবং তা অশূর রাজার হাতে তুলে দেবেন।”

5প্রভু আবার আমাকে বললেন, 6“এই লোকেরা
শীলোহের মৃদু স্রোতকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।
তারা রৎসীন ও রমলিয়ের পুত্র পেকহকে নিয়ে খুশী
হয়েছে। 7কিন্তু আমি, প্রভু অশূর রাজাকে আনব এবং
তার সমস্ত ক্ষমতা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করব।
তারা ফরাৎ নদীর শক্তিশালী বন্যার জলের মতো
আসবে। জল ফুলে ফেঁপে যেমন নদীর দুকূল ছাপিয়ে
তেড়ে আসে সেভাবে তারা আসবে। 8এই জল ঐ নদী
উপচে যিহূদা দেশকে প্লাবিত করবে। এই জলে যিহূদা
আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবে এবং প্রায় গোটা দেশ ভেসে
যাবে।

“হে ইম্মানূয়েল তোমার গোটা দেশকে গ্রাস না
করা পর্যন্ত, এই বন্যা তার তাণ্ডব চালিয়ে যাবে।”

প্রভু তাঁর অনুগতদের রক্ষা করবেন

9সমস্ত দেশসমূহ, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।
তোমরা পরাজিত হবে। সকল দূরবর্তী দেশের লোকেরা
শোন! তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তোমরাও
পরাজিত হবে।

10তোমরা যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী কর! তোমাদের
পরিকল্পনা পর্যুদস্ত হবে। তোমাদের সেনাবাহিনীকে
আদেশ দাও! কিন্তু তোমাদের আদেশ নিস্ফল হবে।
কেননা ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।

যিশাইয়ের প্রতি সাবধান বাণী

11প্রভু শক্ত হাতে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
প্রভু আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই লোকেদের পথে
না যেতে। প্রভু বললেন, 12“প্রত্যেক লোকই বলছে যে
অন্য লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তুমি এইসব
জিনিস বিশ্বাস কোরো না। এইসব লোকেরা যেসব
বিষয়কে ভয় পায় তুমি তাতে ভয় পেও না!”

13একমাত্র প্রভু সর্বশক্তিমানকেই তোমাদের ভয়
পাওয়া উচিৎ। তাঁকেই তোমাদের সম্মান জানানো
উচিৎ। 14যদি তোমরা প্রভুকে সম্মান কর, তাঁকে পবিত্র
বলে মান্য কর, তাহলেই তিনি তোমাদের পক্ষে এক
নিরাপদ আশ্রয় হবেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে সম্মান কর
না। তাই ঈশ্বর একটা পাথরের মতো হবেন এবং তোমরা
সেই পাথরের ওপর আছড়ে পড়বে। ইস্রায়েলের দুটি
পরিবার এই পাথরের ওপর হোঁচট খাবে এবং তারা
আঘাত পাবে। জেরুশালেমের সমস্ত লোককে আটক
করতে প্রভু একটা ফাঁদ স্বরূপ হবেন। 15অনেক লোক
এই পাথরের ওপর হোঁচট খাবে, তারা পড়ে যাবে এবং
আহত হবে। অনেকে ফাঁদে পড়ে ধরা পড়বে।

16যিশাইয় বললেন: “একটা চুক্তি কর এবং তাতে
সীলমোহর দিয়ে রাখো। ভবিষ্যতের জন্য আমার
শিক্ষামালাকে সঞ্চয় করে রাখো। আমার অনুগামীদের
সামনে এই কাজটি কর। 17চুক্তিটি হল:

আমি আমাদের রক্ষা করতে প্রভুর জন্য অপেক্ষা
করব। তিনি যাকোবের পরিবারের থেকে মুখ লুকোচ্ছেন।
কিন্তু আমি প্রভুর জন্য অপেক্ষা করব। তিনি আমাদের
রক্ষা করবেন।

18“আমি এবং আমার ছেলেমেয়েরা ইস্রায়েলের
লোকের চিহ্ন এবং প্রমাণ স্বরূপ। সিয়োন পর্বতনিবাসী
প্রভু সর্বশক্তিমান আমাদের পাঠিয়েছেন।”

19এবং তারা যদি তোমাকে বলে, “মাধ্যমদের,
জ্যোতিষীদের, গণৎকার এবং বাজীকরদের প্রশ্ন কর,
“লোকেদের কি তাদের (নিজেদের) ঈশ্বরকে খোঁজা
উচিৎ নয়? মৃতদের কাছে কি তারা জীবিতদের সম্পর্কে
প্রশ্ন করবে?

20শিক্ষামালা এবং চুক্তি তোমাদের মেনে চলা উচিৎ।
তোমরা এই আদেশগুলো না মানলে তোমাদের হয়তো

মহের ... বস এর অর্থ হল, “খুব তাড়াতাড়ি চুরি ডাকাতি এবং লুঠপাট শুরু হবে।”

ভুল আদেশ অনুসরণ করতে হবে। গুণীন এবং
গণৎকারদের কাছ থেকে যে আদেশ উপদেশ আসে
সেগুলো ভুল। এর কোন মূল্য নেই। এই আদেশ মেনে
চললে তোমাদের কিছু লাভ হবে না।
21তোমরা যদি ভুল, মিথ্যা আদেশ মেনে চল তাহলে
দেশে বিপদ এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। ক্ষুধার্ত লোকেরা
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের রাজা ও তাঁর দেবতাদের শাপ দেবে।
তারপর তারা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের খোঁজ করবে।
22দেশের চারদিকে তাকিয়ে দেখলে তারা দেখতে পাবে
শুধুই দুঃখ-দারিদ্র্য, হতাশাজনক অন্ধকার। তাদের জোর
করে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে।

এক নতুন দিন আসছে

9 কিন্তু যে বিপদে পড়েছিল তার জন্য কোন অন্ধকার
থাকবে না। লোকেরা অতীতে সবূলূন দেশ ও নপ্তালি
দেশকে কোন গুরুত্বই দিত না। কিন্তু পরবর্তী-কালে
সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশ, যর্দ্দন নদীর অপর পারের
দেশ এবং অ-ইহুদীদের মহকুমাটিকে ঈশ্বর খুব মহান
করবেন।
2এইসব দেশের লোকেরা অন্ধকারে বাস করত।
কিন্তু তারা মহাআলোকটি দেখতে পাবে। ঐসব লোকেরা
কবরের মত অন্ধকার জায়গায় বাস করত। কিন্তু
“মহাআলোক” তাদের ওপর কিরণ দেবে।
3হে ঈশ্বর, আপনিই জাতিটিকে বড় হতে দেবেন।
আপনিই সেখানকার লোকেদের সুখী করবেন। তারা
আপনার উপস্থিতিতে যুদ্ধ জয়ের শেষে লুটের মাল
ভাগের সময়কার আনন্দের মতো, ফসল তোলার
সময়ের আনন্দের মতো সুখ ভোগ করবে। 4কেননা
আপনি তাদের ভারের বোঝা, তাদের কাঁধের বাঁক,
শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের উপর ব্যবহৃত শত্রুদের
দণ্ড সরিয়ে নেবেন। যেমন মিদিয়নকে হারানোর পরে
আপনি করেছিলেন।
5যুদ্ধে দুর্বারভাবে এগিয়ে যাওয়া প্রতিটি বুট, যুদ্ধে
সজ্জিত ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত সাজ-পোশাক আগুনে
পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে। 6একটি বিশেষ শিশু জন্মগ্রহণ
করার পরই এটা ঘটবে। ঈশ্বর আমাদের একটি পুত্র
দেবেন। লোকেদের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার তার ওপর
থাকবে। তার নাম হবে “আশ্চর্য্য মন্ত্রী, ক্ষমতাবান ঈশ্বর,
চিরজীবি পিতা, শান্তির রাজকুমার।” 7ন্যায়পরায়ণতা
ও ধার্মিকতা দিয়ে তার শাসন স্থাপন করে। এখন থেকে
এবং চিরকালের জন্য দায়ূদ পরিবার উদ্ভূত রাজার
রাজত্বে শক্তি ও শান্তি বিরাজ করবে। তাঁর লোকেদের
জন্য প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা তাঁকে এইসব কাজ করাবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শাস্তি দেবেন

8আমার প্রভু যাকোবের সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে
এক আদেশ দেবেন। ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এই আদেশ
পালন করা হবে। 9তখন ইস্রায়েলের লোকেরা এমনকি
শমরিয়ার প্রধানরাও জানতে পারবে যে ঈশ্বর তাদের
শাস্তি দিয়েছেন।
এখন তারা অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক। তারা বলে,
10“এই ইঁটগুলো হয়তো ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু
আমরা আবার শক্তিশালী পাথর দিয়ে সেটি গড়ে তুলব।
এই সুকমোর গাছগুলি হয়তো কাটা যেতে পারে, কিন্তু
আমরা সেখানে নতুন গাছ লাগাব। এবং এই নতুন
গাছগুলি হবে বড় এবং শক্তিশালী এরস গাছ।”
11তাই প্রভু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকের
খোঁজ করবেন। প্রভু তাদের বিরুদ্ধে রৎসীনের শত্রুদের
কাজে লাগাবেন। 12প্রভু পূর্ব থেকে অরাম এবং পশ্চিম
থেকে পলেষ্টীয়দের আনবেন। ঐ শত্রুরা তাদের
সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে ইস্রায়েলকে পরাজিত
করবেন। কিন্তু তবুও ইস্রায়েলের ওপর থেকে প্রভুর
ক্রোধ যাবে না। তবুও প্রভু এখানকার লোকেদের শাস্তি
দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।
13ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকেদের শাস্তি দিলেও তারা
পাপ কাজ করা বন্ধ করবে না। তারা প্রভু সর্বশক্তিমানকে
মেনে চলবে না। 14তাই প্রভু ইস্রায়েলের মাথা এবং
লেজকে, বৃন্ত ও ডালপালাকে একদিনেই কেটে
ফেলবেন। 15(এখানে মাথার মানে হল শহরের সম্মানীয়
গুরুত্বপূর্ণ নেতা বা প্রধান। লেজ মানে হল মিথ্যা কথা
বলে এমন ভাববাদী।)
16যেসব নেতারা লোকেদের ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে
তাদের ও তাদের অনুসরণকারীদের ধ্বংস করা হবে।
17এসব লোকগুলো দুষ্ট। প্রভু তরুণদের নিয়ে খুশী নন।
তিনি তাদের বিধবা পত্নী ও অনাথ ছেলেমেয়েদের
ওপর করুণা করবেন না। কারণ লোকেরা দুষ্ট এবং
এমন কাজ করে যা ঈশ্বর বিরুদ্ধ। তারা মিথ্যা কথা
বলে। তাই ঈশ্বর এদের ওপর ক্রুদ্ধ থাকবেন এবং
এদের শাস্তি চলতেই থাকবে।
18দুষ্ট বস্তু হল ছোট্ট আগুনের মতো। প্রথমে এই
আগুন আগাছা এবং কাঁটাঝোপকে গ্রাস করে। তারপর
সেই আগুন বনের আর বড় ঝোপঝাড়কে ভস্মীভূত
করে। অবশেষে এটা প্রকাণ্ড আগুনের আকার ধারণ
করে সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে।
19প্রভু সর্বশক্তিমান খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই গোটা
দেশ পুড়ে ছারখার হবে। সেই আগুনে সমস্ত লোক
দগ্ধ হবে। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে সমবেদনা
জানাবে না, এমন কি নিজের ভাইকেও নয়। 20খিদের
জ্বালায় লোকেরা ডান দিক থেকে কিছু খাবার ছিনিয়ে
নেবে, কিন্তু তবু তারা ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। তারা বাঁদিক
থেকে কিছু খাবার ছিনিয়ে নেবে, কিন্তু তবু তাদের পেট
ভরবে না। তারপর প্রত্যেকটি লোক তাদের নিজেদের
দেহের মাংস খেতে থাকবে। 21এর অর্থ হল মনঃশি
ইফ্রয়িমকে ও ইফ্রয়িম মনঃশিকে এবং তারপর উভয়ে
একসঙ্গে যিহুদাকে আক্রমণ করবে।
তবুও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রভুর ক্রোধ মিটবে না।
তিনি সেখানকার লোকেদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তখনও
প্রস্তুত থাকবেন।

10 বাজে, অসৎ বিধি প্রনয়ণকারীদের দেখ। এই
বিধি প্রনয়ণকারীরা এমন সব বিধি রচনা করে

যা সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।
2এই বিধি প্রণয়নকারীরা গরীব মানুষের প্রতি ন্যায়
সঙ্গত নয়। তারা গরীব মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়।
তারা বিধবা এবং অনাথ ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে
জিনিসপত্র চুরি করে নেওয়া অনুমোদন করে।

3হে বিধি প্রণয়নকারী, তোমরা যেসব কাজ করছ
সেসব কাজের কৈফিয়ৎ যখন চাওয়া হবে তখন তোমরা
কি করবে? তোমাদের দূরের একটা দেশ থেকে ধ্বংস
আসছে। তোমরা তখন কোথায় সাহায্যের জন্য ছুটবে?
তোমাদের টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ তোমাদের কোন
সাহায্য করতে পারবে না। 4তোমাদের একজন বন্দীর
পিছনে লুকোতে হবে অথবা তোমরা একজন মৃত দেহের
নীচে পড়বে। ঈশ্বর তবুও ক্রুদ্ধ থাকবেন। তিনি
তোমাদের শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন।

5ঈশ্বর বলেছেন, "আমি অশূরকে একটা লাঠির মতো
ব্যবহার করব। ক্রোধের বশে, ইস্রায়েলকে শাস্তি দেওয়ার
জন্য আমি অশূরকে কাজে লাগাব। 6যেসব লোকেরা
অসৎ এবং নোংরা কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করার জন্য আমি অশূরকে পাঠাবো। আমি এইসব
লোকের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ, তাই আমি অশূরকে তাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেব। সে তাদের পরাজিত করে
তাদের সব সম্পদ লুঠ করে নেবে। অশূর ইস্রায়েলকে
রাস্তায় কাদার মতো মাড়াবে।

7"কিন্তু অশূর বুঝতে পারবে না যে আমি তাকে
কাজে লাগিয়েছি। অশূর ভাবতে পারবে না যে সে
আমার অস্ত্র। সে শুধু অন্য লোকেদের হত্যা করতে
চাইবে। অশূর বহু দেশকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে।
8অশূর মনে মনে বলে, 'আমার সব নেতারা কি রাজাদের
মত নয়? 9কল্‌নো কি কর্কমীশের মতো নয়? হমাৎ কি
অর্পদের মতো নয়? শমরিয়া কি দম্মেশকের মতো
নয়? 10আমি ঐ দুষ্ট রাজ্যগুলিকে পরাজিত করেছি
এবং এখন আমি ওগুলি নিয়ন্ত্রণ করছি। এইসব দেশের
লোকেরা যেসব মূর্ত্তির পূজো করে তা জেরুশালেম ও
শমরিয়ার থেকে বেশী। 11আমি শমরিয়া এবং তার
মূর্ত্তিগুলির যে দশা করেছি জেরুশালেম ও তার
মূর্ত্তিগুলির দশাও তাই করব।'"

12সিয়োন পর্বত ও জেরুশালেমে প্রভু নিজের
পরিকল্পনা মতো সমস্ত কাজ শেষ করার পর তিনি
অশূরকে শাস্তি দেবেন। অশূরের রাজা খুবই দাম্ভিক
হয়ে উঠবেন আর এই অহঙ্কারের ফলে তিনি অনেক
অর্থহীন কু-কাজ করবেন। তাই ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবেন।

13অশূরের রাজা বলেন, "আমি খুবই জ্ঞানী। আমি
আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়ে বহু বড় বড় কাজ করেছি।
আমি বহু জাতিকে পরাজিত করে তাদের ধনসম্পদ
লুঠ করেছি এবং তাদের ক্রীতদাস বানিয়েছি। আমি
খুবই প্রতাপশালী লোক। 14কোন কোন লোক যেমন
পাখির বাসা থেকে অনায়াসে তাদের ডিম নিয়ে নেয়,
তেমনি আমিও নিজ হাতে সব দেশের ধনসম্পদ
অনায়াসে লুঠ করেছি। একটা পাখি প্রায়ই তার ডিম
এবং বাসাকে একলা রেখে পালায়। তাই বাসাকে আগল
দেবার জন্য বা কিচির-মিচির করে ডানা, ঠোঁট দিয়ে
লড়াই করে ডিমকে রক্ষা করার জন্য কোন পাখি না
থাকায় লোকে অনায়াসেই সেই ডিম নিয়ে পালায়।
তেমনি গোটা পৃথিবীকে নিজের অধীনে আনার সময়
আমাকে নিরস্ত করার মতো সাহস ও শক্তি কারও
ছিল না।"

ঈশ্বর অশূরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন

15যে লোক কুড়ুল চালায় কুড়ুল কি তার থেকে
নিজেকে বেশী শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে? একটা করাত কি
করাত চালকের থেকে নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে
করে? কিন্তু অশূর মনে করে সে ঈশ্বরের চেয়ে বেশী
ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন লোক লাঠি দিয়ে কাউকে
শাস্তি দেওয়ার পর লাঠি নিজেকে লোকটির চেয়ে বেশী
ক্ষমতাবান মনে করলে যেমন হয়, অশূরের ভাবনাও
অনেকটা সেরকমই।

16অশূর নিজেকে মহান মনে করে। তাই তার দম্ভকে
খর্ব করার জন্য প্রভু সর্বশক্তিমান অশূরের বিরুদ্ধে
ভয়ানক রোগ পাঠাবেন। একজন অসুস্থ যেমন করে
তার ওজন হারায় ঠিক সেইভাবে অশূরও তার ক্ষমতা
ও প্রতিপত্তি হারাবেন। তখন অশূরের মহত্ব ধ্বংস হবে।
যতক্ষণ না সবকিছু বিনষ্ট হয় ততক্ষণ এটা একটা
জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো থাকবে। 17ইস্রায়েলের আলো
(ঈশ্বর) হবে আগুনের মতো। পবিত্র একজনটি হবেন
আগুনের শিখার মতো। তিনি ইস্রায়েলের আগাছা ও
কাঁটাঝোপকে একদিনে পুড়িয়ে দেবেন। 18তারপর আগুন
আরও ব্যাপক হয়ে দ্রাক্ষাক্ষেত এবং বড় বড় গাছকে
পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। অবশেষে লোকজন সমেত
সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অশূর রাজ্য প্রায় ধ্বংসস্তূপে
পরিণত হবে। অশূরের অবস্থা হবে পচা মোটা কাঠের
টুকরোর মতো। 19বনের অবশিষ্ট গাছের সংখ্যা এত
কমে যাবে যে একটা ছোট্ট শিশুর পক্ষেও তা গুনতে
অসুবিধা হবে না।

20সেই সময়ে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ এবং যাকোব
পরিবারের বেঁচে যাওয়া লোকেরা তাদের অত্যাচারীদের
ওপর আর নির্ভর করবে না। তারা ইস্রায়েলের পবিত্রতম
প্রভুর ওপর যথার্থভাবে নির্ভর করতে শিখবে। 21যাকোব
পরিবারের জীবিত লোকেরা আবার সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

22হে ইস্রায়েল, তোমার লোকের সংখ্যা বিশাল।
অনেকটা সমুদ্রের বালুকণার মতো। কিন্তু তাদের মধ্যে
খুব অল্প লোকই বেঁচে থাকবে এবং তারা ঈশ্বরের কাছে
ফিরে আসবে। কিন্তু প্রথমে, তোমাদের দেশটি ধ্বংস
হবে। ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে তিনি তোমাদের দেশ
ধ্বংস করবেন। তারপর ভূখণ্ডটির ওপর প্লাবনের মতো
সুবিচার চলে আসবে। 23আমার গুরু, প্রভু সর্বশক্তিমান
নিশ্চিতভাবেই দেশকে ধ্বংস করবেন।

24অতএব আমার প্রভু, সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান বলেন,
"সিয়োন নিবাসী আমার লোকেরা তোমরা অশূরকে
ভয় পেও না। অতীতে যেমন মিশর করেছিল

তেমনিভাবে অশূরও তোমাদের প্রহার করবে। এটা
ঠিক যেন অশূর তোমাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করছে।
25কিন্তু অল্প সময় পরে আমার রাগ পড়ে যাবে। মনে
হবে যে অশূর তোমাদের যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে। তাই
আর শাস্তির দরকার নেই।”

26তারপর প্রভু সর্বশক্তিমান অশূরকে চাবুক দিয়ে
মারবেন যেমন প্রভু অতীতে, রাবেন শৈলে মিদিয়নকে
পরাজিত করেছিলেন। যখন প্রভু অশূরকে আক্রমণ
করবেন তখন একইরকম ঘটনা ঘটবে। প্রভু একদা
লাঠিকে সমুদ্রের ওপর তুলে ধরে তার লোকেদের
মিশরের হাত থেকে রক্ষা করে মিশরকে শাস্তি
দিয়েছিলেন। এটা সেরকমই হবে যখন প্রভু তার
লোকেদের অশূরের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

27একটা দীর্ঘ কাঠের দণ্ড কাঁধে বইলে যে কষ্ট হয়
অশূর তোমাদের জন্য সেরকম অসুবিধার সৃষ্টি করবেন।
কিন্তু সেই কাঠের দণ্ড তোমার কাঁধ থেকে সরে যাবে।
ঐ কাঠের দণ্ড তোমার ঈশ্বরের শক্তিতে ভেঙে যাবে।

অশূরের সৈন্যদল ইস্রায়েল আক্রমণ করবে

28সেনাবাহিনী অয়াতের কাছে প্রবেশ করবে। তারা
মিগ্রোণ হেঁটে পেরিয়ে আসবে। মিক্‌মসে সেনারা রসদ
রাখবে। 29সেনারা (মাবারা) “ক্রেসিং” দিয়ে নদী পার
হবে। তারা জেরুশালেমের উত্তরের শহর গেবাতে রাত
কাটাবে। রামা শহর ভয়ে কাঁপবে। শৌলের গিবিয়াতে
লোকেরা ভয়ে পালাবে।

30ওহে ‘বাথগল্লীম’ তুমি চিৎকার কর! লয়িশা শোন।
অনাথোৎ উত্তর দাও। 31মদ্‌মেনার লোকেরা পালাচ্ছে।
গেবীমের লোকেরা লুকোচ্ছে। 32আজকে, সেনারা
নোবেতে থামবে এবং জেরুশালেমের সিয়োন পর্বতের
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

33দেখ, আমাদের প্রভু, সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান বিরাট
বৃক্ষটি (অশূর) আতঙ্ক দিয়ে কেটে ফেলবেন। গুরুত্বপূর্ণ
লোকেরা কাটা পড়বে। এবং গর্বিত লোকেদের বিনীত
করা হবে। 34প্রভু কুঠার দিয়ে বন কেটে ফেলবেন এবং
লিবানোনের বড় বড় বৃক্ষগুলির গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের
পতন হবে।

শান্তিরাজ আসছেন

11 একটি ছোট গাছ (শিশু) যিশয়ের গোড়া
(পরিবার) থেকে বাড়বে। ঐ শাখাটি যিশয়ের
শিকড়গুলি থেকে বাড়বে। 2আর প্রভুর আত্মা এই
বালকটির ওপরে ভর করবে। এই আত্মা বালকটিকে
জ্ঞান, বুদ্ধি, পথনির্দ্দেশ এবং শক্তি দেবে। এই আত্মা
বালকটিকে প্রভুকে জানার এবং তাঁকে সম্মান করার
শিক্ষা দেবে। 3প্রভুর প্রতি সমীহ দ্বারা বালকটি অনুপ্রাণিত
হবে।

সে বাইরের চেহারা দিয়ে কোন কিছু বিচার করবে
না। কোন কিছু শোনার ভিত্তিতে সে রায় দেবে না।
4-5সে সততা ও ধার্মিকতার সঙ্গে দীন-দরিদ্রদের বিচার
করবে। সে ন্যায়ের সঙ্গে দেশের দীনহীনদের বিভিন্ন
বিষয়ের নিষ্পত্তি করবে। যদি সে কোন লোককে শাস্তি
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার আদেশমতো ঐ
লোকটিকে শাস্তি পেতেই হবে। যদি সে লোকেদের
মৃত্যুর আদেশ দেয় তাহলে তাদের হত্যা করা হবে।
সুবিচার, ধার্মিকতাই এই শক্তির অন্যতম উৎস। এই
গুণগুলি তাঁর কোমরের বন্ধনীর মতো হবে।

6সে সময়ে নেকড়ে বাঘ এবং মেষশাবক একসঙ্গে
শান্তিতে বাস করবে। বাঘ এবং ছাগল ছানা একসঙ্গে
শান্তিতে শুয়ে থাকবে। বাছুর, সিংহ এবং ষাঁড় একসঙ্গে
শান্তিতে বাস করবে। এবং একটা ছোট্ট শিশু তাদের
চালনা করবে। 7গরু এবং ভাল্লুক একসঙ্গে শান্তিতে
বাস করবে। তাদের সমস্ত শাবকরাও একসঙ্গে বাস
করবে। কেউ কারো অনিষ্ট করবে না। সিংহ গরুর
মতো খড় খাবে। এমনকি সাপও মানুষকে দংশন করবে
না। 8একটা শিশুও নির্ভয়ে কেউটে সাপের গর্তের ওপর
খেলা করতে পারবে। বিষাক্ত সাপের গর্তের মধ্যেও
সে নির্দ্বিধায় হাত দিতে পারবে।

9এইসব বিষয়গুলি আসলে প্রমাণ করে কেউ কারও
কোন ক্ষতি না করে পরস্পর শান্তিতে বাস করবে।
লোকেরা আমার পবিত্র পর্বতের কোন অংশে হিংসা
কিংবা ধ্বংসের আশ্রয় নেবে না। কারণ এইসব লোকেরা
যথার্থভাবে প্রভুকে চেনে ও জানে। ভরা সমুদ্রের জলের
মতো প্রভু বিষয়ক অগাধ জ্ঞানে তারা পরিপূর্ণ থাকবে।

10সে সময়ে যিশয়ের পরিবারবর্গ থেকে একজন
বিশেষ ব্যক্তি থাকবেন। এই ব্যক্তি লোকেদের পতাকা
স্বরূপ হবেন। এই “পতাকা” সকল দেশকে তাঁর চারপাশে
আসার জন্য পথ দেখাবে। সব দেশ তাঁর কাছে তাঁদের
করণীয় কর্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাইবে। এবং তাঁর
বিশ্রামস্থল মহিমান্বিত হবে।

11সেদিন প্রভু (ঈশ্বর) তাঁর লোকেদের অবশিষ্ট
অংশকে মুক্ত করে আনতে দ্বিতীয়বারের জন্য হস্তক্ষেপ
করবেন। (অর্থাৎ তিনি অশূর, মিশর, পথ্রোষ, এলম,
বাবিল, হমাৎ এবং সমুদ্রের চতুর্দিকের সমস্ত উপত্যকা
থেকে অবশিষ্ট লোকেদের আনবেন।)

12আর তিনি সমস্ত লোকেদের জন্য “পতাকা”
তুলবেন। ইস্রায়েল ও যিহূদা থেকে বিতাড়িত লোকেরা
যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছিন্নমূলের
মতো বাস করছিল তাদের তিনি একত্রিত করবেন।

13এই সময়ে ইফ্রয়িমের (ইস্রায়েলের) ঈর্ষা দূর
হবে। ইফ্রয়িম আর যিহূদার ঈর্ষা করবে না। যিহূদার
আর কোন শত্রু থাকবে না। এবং যিহূদা ইফ্রয়িমের
অসুবিধার কারণ হবে না। 14কিন্তু ইফ্রয়িম এবং যিহূদা
একসঙ্গে পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করবে। কোন ছোট্ট
প্রাণীর ওপর দুটি পাখি এক সঙ্গে ছোঁ মারলে যেমন
হয় তাদের আক্রমণ অনেকটা সেরকম হবে। দুটি দেশ
একসঙ্গে পূর্বের দেশ থেকে ধনসম্পদ লুঠ করবে।
ইফ্রয়িম এবং যিহূদা ইদোম, মোয়াব এবং অম্মোনের
লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করবে।

15প্রভু মিশরের উপসাগরকে শুকিয়ে ফেলবেন এবং
ধ্বংস করে ফেলবেন। তিনি ফরাৎ নদীর ওপর তাঁর

হাত আন্দোলিত করবেন এবং ফরাৎ সাতটা ছোট ছোট নদীতে বিভক্ত হবে। এই ছোট ছোট নদীগুলি গভীর হবে না। লোকেরা অনায়াসেই জুতো পরে নদীগুলির ওপর দিয়ে হেঁটে পার হতে পারবে। 16আর মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল বেরিয়ে আসার সময়ে যেমন তার জন্য পথের সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অশূরে জীবিত থাকা তাঁর লোকেদের অশূর ত্যাগের জন্য ঈশ্বর একটি নতুন পথের সৃষ্টি করবেন।

ঈশ্বরের প্রশংসামুখর গান

12 আর সেদিন তুমি বলবে:
"হে প্রভু আমি তোমার প্রশংসা করি! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলে। কিন্তু এখন আর আমার প্রতি রুষ্ট থেকো না! আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রদর্শন কর।"

2ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন। আমি তাকে বিশ্বাস করি। আমি ভয় পাই না। তিনি আমাকে রক্ষা করেন। প্রভু যিহোবা আমার শক্তিও বটে। তিনি আমাকে রক্ষা করেন এবং আমি তাঁর প্রশংসার গান গাই।

3পরিত্রাণের ঝর্ণা থেকে তোমরা জল তুলবে এবং তারপর তোমরা আনন্দিত হবে।

4তারপর তুমি বলবে, "প্রভুর প্রশংসা কর! তাঁর নাম উপাসনা কর! সমস্ত দেশে তাঁর কর্মের কথা বিদিত করে দাও। ঘোষণা কর যে তাঁর নাম মহান!"

5প্রভুর প্রশংসার গান গাও! কেন না, তিনি মহান কাজ করেছেন। এই খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও। পৃথিবীর সব মানুষ তা জানুক।

6হে সিয়োনবাসীগণ উচ্চস্বরে ঈশ্বরের স্তবগান কর। ইস্রায়েলের পবিত্রতম ঈশ্বর অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তোমার সঙ্গে আছেন। তাই সকলে খুশী হও।

বাবিলের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

13 আমোসের পুত্র যিশাইয় ঈশ্বরের কাছ থেকে বাবিল বিষয়ক এই দুঃখজনক বার্তা পান। 2ঈশ্বর বললেন,

"তোমরা বৃক্ষশূন্য পর্বতের ওপরে পতাকা তোল। লোকেদের হাত নেড়ে চিৎকার করে ডাক। তাদের বল, গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের জন্য যে প্রবেশপথ সেই পথ দিয়ে প্রবেশ করতে।"

3ঈশ্বর বললেন,

"আমি ঐসব লোকেদের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি নিজে আদেশ দিয়েছি। আমি ক্রুদ্ধ। আমি লোকেদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার শক্তিশালী যোদ্ধাদের একত্র করেছি, যারা আমার গর্ব ও আনন্দ।

4"পর্বতগুলোতে একটা বিরাট শব্দ আছে। সেই শব্দটি শোন! এটা পর্বতমালায় বহু জনসমাগমের শব্দ। অনেক রাজ্যের লোকেরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছে। প্রভু সর্বশক্তিমান তাঁর সেনাবাহিনীকে ডাকছেন।

5প্রভু এবং তার সেনাদল আসছে। দূর দেশ থেকে তারা আসছে, দিগন্তের ওপার থেকে। প্রভু তাঁর ক্রোধ প্রদর্শন করতে সেনাদলকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করবেন, এই সেনাদল গোটা দেশকে ধ্বংস করবে।"

6হাহাকার কর, নিজেদের জন্য দুঃখ কর। কেননা প্রভুর বিশেষ দিন আগত প্রায়। সেই সময়ে আসছে যখন শত্রুরা তোমার সম্পদ লুঠ করবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং তা ঘটাবেন। 7লোকেরা তাদের সাহস হারাবে। ভয় মানুষকে দুর্বল করবে। 8প্রতিটি মানুষই ভয় পাবে। এই ভয় মহিলাদের প্রসব বেদনার মতো তাদের কষ্ট দেবে। তাদের মুখ হবে অগ্নিবর্ণ। লোকেরা একে অপরের দিকে ভয়ার্ত চোখে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে।

বাবিলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার

9দেখ, প্রভুর বিশেষ দিন আসছে। এই দিন হবে ভয়ঙ্কর। ঈশ্বর ক্রোধে গোটা দেশকে ধ্বংস করবেন। ঈশ্বর এই দেশের সমস্ত পাপী লোকেদের ধ্বংস করবেন। 10সেই দিন আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। সূর্য, চাঁদ এবং তারারা কিরণ দেবে না।

11ঈশ্বর বললেন, "আমি পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাব। আমি দুষ্ট লোকেদের তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেব। আমি অহঙ্কারী লোকেদের তাদের দর্প হারিয়ে দেব। আমি নিষ্ঠুর লোকেদের গর্ব চূর্ণ করে দেব। 12শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন লোক বেঁচে থাকবে। এদের সংখ্যা এত নগণ্য হবে যে তা সোনা খোঁজার মতোই কঠিন। এবং এইসব লোকেরা খাঁটি সোনার থেকেও অনেক বেশী দামী। 13ক্রোধে আমি আকাশমণ্ডলকে কম্পিত করব। এর ফলে পৃথিবী টলে গিয়ে স্থান ভ্রষ্ট হবে।"

যেদিন প্রভু সর্বশক্তিমান তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন সেদিন এসব ঘটনা ঘটবে। 14তখন বাবিল থেকে লোকেরা আহত হরিণের মতো, মেষপালকবিহীন মেষের মতো নিজ নিজ দেশের দিকে ছুটে পালাবে। 15কিন্তু শত্রুরা বাবিলের লোকেদের তাড়া করবে এবং যে ধরা পড়বে তাকেই তারা তরবারি দিয়ে হত্যা করবে। 16তাদের বাড়িগুলি লুণ্ঠিত হবে। তাদের স্ত্রীরা ধর্ষিত হবে। আর তাদের চোখের সামনেই তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হবে।

17ঈশ্বর বললেন, "দেখ আমি মাদীয়দের সেনা দ্বারা বাবিলকে আক্রমণ করাব। রূপো ও সোনা দেওয়া হলেও মাদীয়র সেনারা লড়াই থামাবে না। 18তীরন্দাজেরা যুবকদের হত্যা করবে। শিশুদের তারা ক্ষমা করবে না। তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও করুণা করবে না।

19"ঈশ্বর বাবিলকে ধ্বংস করবেন ঠিক যেভাবে তিনি সদোম ও ঘমোরাকে ধ্বংস করেছিলেন। যদিও বাবিল হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর রাজ্য এবং সেখানকার নাগরিকদের গর্বস্বরূপ। 20কিন্তু বাবিল আর সুন্দর থাকবে না। ভবিষ্যতে লোকেরা সেখানে বাস করবে না। আরবীও সে স্থানে তাঁবু ফেলবে না। মেষপালকরা সেখানে মেষ

চরাবে না। 21শুধুমাত্র মরুভূমির হিংস্র বন্য জন্তু
জানোয়াররাই সেখানে বাস করবে। বাবিলের বাড়িতে
কোন লোক বাস করবে না। সেখানে বন্য জন্তুরা শুয়ে
থাকবে। বন্য ছাগলেরা খেলা করবে। পেঁচা এবং বড়
বড় পাখিতে বাড়িগুলি ভর্তি হয়ে যাবে। 22বাবিলের
সুন্দর প্রাসাদোপম মনোরম বাড়িগুলিতে বন্য কুকুর
এবং নেকড়েরা চিৎকার করতে থাকবে। বাবিলকে ধ্বংস
করা হবে। বাবিলের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাবিলের
দিন আর বাড়ানো হবে না।"

ইস্রায়েলের লোকেরা স্বদেশে ফিরবে

14 ভবিষ্যতে প্রভু যাকোবকে পুনরায় করুণা
করবেন। প্রভু আবার একবার ইস্রায়েলের
লোকেদের বেছে নেবেন এবং তাদের দেশ তাদের
ফিরিয়ে দেবেন। তখন বিদেশী লোকেরা যাকোবের
পরিবারবর্গের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এবং তারা একই
পরিবারের লোক যাকোবের বংশোদ্ভূত বলে পরিগণিত
হবে। 2ঐ জাতির লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের ইস্রায়েলে
ফিরিয়ে আনবে। ঐ জাতির লোকেরা ইস্রায়েলের দাসে
পরিণত হবে। তখন ইস্রায়েলকে যারা দখল করেছিল,
ইস্রায়েল তাদের দখল করবে এবং যারা তাদের অত্যাচার
করেছিল তাদের শাসন করবে। 3প্রভু তোমাদের কঠোর
পরিশ্রম দূর করে তোমাদের আরামের ব্যবস্থা করবেন।
অতীতে তোমরা দাস ছিলে। লোকেরা তোমাদের কঠোর
পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু প্রভু তোমাদের
কঠোর পরিশ্রমের অবসান ঘটাবেন।

বাবিলের রাজা সম্পর্কে একটি গান

4সেদিন তোমরা বাবিলের রাজা সম্পর্কে এই গানটি
গাইতে শুরু করবে। গানটি হল:
রাজা তাঁর শাসনকালে অত্যন্ত জঘন্য ব্যক্তি ছিলেন।
কিন্তু তাঁর শাসনকাল এখন শেষ হয়ে গেল।
5প্রভু দুষ্ট শাসকদের রাজদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। প্রভু
তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।
6বাবিলের রাজা ক্রোধে তাঁর প্রজাদের মারধর
করতেন। তিনি কখনোই তাঁর প্রজাদের মারধর থেকে
রেহাই দেননি। তিনি ক্রোধে প্রজাদের শাসন করেছেন।
তিনি প্রজাদের আঘাত না করে ক্ষান্ত থাকেন নি।
7কিন্তু এখন গোটা দেশ শান্ত ও সুস্থির হয়েছে।
সকলে আনন্দ করতে শুরু করেছে।
8তুমি একজন শয়তান রাজা ছিলে। কিন্তু তোমার
শাসন শেষ হয়েছে। এমন কি দেবদারু ও লিবানোনের
এরস বৃক্ষরাও তোমার পতনে খুশী। এই গাছেরা বলে:
"রাজা আমাদের কেটে ফেলত। কিন্তু রাজার পতন
হয়েছে। সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না।"
9পাতাল তোমার আগমনে বিচলিত হচ্ছে। পাতাল
পৃথিবীর সমস্ত প্রধানদের প্রেতাত্মাদের তোমার জন্য
জাগিয়ে তুলছে। পাতাল রাজাদের তাদের সিংহাসন
থেকে দাঁড় করাচ্ছে। তারা তোমার আগমনের জন্য
প্রস্তুত।

10এইসব নেতারা তোমার সঙ্গে মজা করবে। তারা
বলবে: "তুমি এখন আমাদের মতোই একটি মৃতদেহ।
তুমি ঠিক আমাদের মতোই।"
11তোমার দম্ভ, তোমার অহঙ্কার পাতালে নামিয়ে
দেওয়া হয়েছে। তোমার বীণার সুর তোমার সেই গর্বিত
আত্মার আগমন ঘোষণা করছে। পোকামাকড় তোমার
দেহকে কুরে কুরে খাবে। তুমি তাদের ওপর বিছানার
মতো শুয়ে থাকবে। কৃমিরা তোমার দেহকে কম্বলের
মতো ঢেকে রাখবে।
12তুমি সকালের তারার মতো ছিলে। কিন্তু এখন
তোমার আকাশ থেকে পতন হয়েছে। একদা পৃথিবীর
সমস্ত জাতি তোমার সামনে মাথা নত করেছে। কিন্তু
এখন তোমাকে কেটে ফেলা হয়েছে।
13তুমি সর্বদা নিজেকে বলতে: "আমি হব
পরাৎপরের মতো। আমি স্বর্গারোহণ করব। ঈশ্বরের
নক্ষত্রমণ্ডলীর উর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নীত করব। আমি
পবিত্র দেবতাদের সমাগম পর্বতে অধিষ্ঠান করব। ঐ
পর্বতের ওপর দেবতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে।
14আমি মেঘের বেদীতে উঠব। আমি পরাৎপরের
তুল্য হব।"
15কিন্তু সেটা ঘটেনি। তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে
যেতে পারো নি। তোমাকে সমাধিস্থলের গভীর অন্ধকারে
নিমজ্জিত করা হয়েছে।
16লোকেরা তোমাকে দেখে তোমার কথা ভাববে।
দেখবে তুমি শুধুই একটা মৃতদেহ। তারা দেখবে যে
তুমি একটি শবদেহের চেয়ে বেশী কিছু নও এবং বলবে:
"এ-ই কি সেই একই ব্যক্তি যে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের
প্রচণ্ড ভয়ের কারণ ছিল?
17এ কি সেই ব্যক্তি যে নগরের পর নগর ধ্বংস
করে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করত? এ কি সেই
ব্যক্তি যে যুদ্ধবন্দী লোকেদের বাড়ি ফিরতে দিত না?"
18পৃথিবীর সব রাজা সসম্মানে মারা গেছেন। প্রত্যেক
রাজারই নিজস্ব সমাধি রয়েছে।
19কিন্তু তোমার মতো অত্যাচারী রাজাকে কবরও
প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমার অবস্থা এখন গাছের কাটা
ডালের মতো। গাছের ডালকে কেটে যেমন ছুঁড়ে ফেলে
দেওয়া হয় তেমনি তুমিও নিজ কবরস্থান থেকে দূরে
নিক্ষিপ্ত হয়েছ। তুমি যুদ্ধে নিহত সেইসব ব্যক্তির শরীর
দিয়ে ঢাকা যারা গর্তের মধ্যে পাথরের মত গড়িয়ে
যায়। তুমি সেই মৃতদেহের মত যাকে মাড়িয়ে যাওয়া
হয়।
20অনেক রাজা মারা গিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব
কবর রয়েছে। কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে
পারো না। কারণ তুমি তোমার নিজের দেশকেই ধ্বংস
করেছ। তুমি তোমার প্রজাদের হত্যা করেছ। তোমার
ছেলেমেয়েরা তোমার মতো ধ্বংসকার্য্য চালিয়ে যাবে
না। তাদের বিরত করা হবে।
21তোমরা তার ছেলেমেয়েদের হত্যার জন্য নিজেদের
প্রস্তুত কর। তাদের হত্যা কর কারণ তাদের পিতা
দোষী। তার ছেলেমেয়েরা আর কখনোই দেশের শাসন

কর্তৃত্ব হাতে নিতে না পারে। তার ছেলেমেয়েরা আবার কখনও পৃথিবীটাকে তাদের নিজেদের শহরে ভরিয়ে ফেলতে পারবে না।

22প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন, "আমি বিখ্যাত শহর বাবিলের খ্যাতিকে শেষ করব। আমি এখানকার লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আমি বাবিলের সমস্ত লোককে ধ্বংস করব। আমি তাদের ছেলেমেয়েদের, তাদের পৌত্র-পৌত্রীদের এবং তাদের প্রপৌত্র-পৌত্রিদের ধ্বংস করব।" প্রভু নিজে একথাগুলি বলেছেন। 23প্রভু বললেন, "আমি বাবিলকে পশুদের (অবাধ) বিচরণ ভূমিতে পরিণত করব। এই দেশ (শহর) জলাভূমিতে পরিণত হবে। আমি 'ধ্বংসের ঝাঁটা' দিয়ে বাবিলকে বিদায় করব।" প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বললেন।

ঈশ্বর অশূরকেও শাস্তি দেবেন

24প্রভু সর্বশক্তিমান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "আমি শপথ করছি যে এইসব ঘটনাগুলি আমার ভাবনা, পরিকল্পনা এবং সঙ্কল্প মতো ঘটবেই। 25আমি আমার দেশে অশূর রাজকে ধ্বংস করব। আমি আমার পর্বতগুলোর ওপরে ঐ রাজার ওপর দিয়ে হেঁটে যাব। এই রাজাটি আমার লোকেদের দাসে পরিণত করেছিল। সে তাদের দিয়ে ভারী বোঝা বহন করিয়েছে। এই ভার সরিয়ে ফেলা হবে। 26পৃথিবীব্যাপী আমার সমস্ত লোকেদের আমি এগুলি করার পরিকল্পনা করেছি। সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি আমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাব।"

27প্রভু যখন কোন পরিকল্পনা করেন তখন কারও পক্ষেই তা ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। যখন প্রভু লোকেদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর হাত তোলেন তখন কারও পক্ষেই তাঁকে থামানো সম্ভব নয়।

পলেষ্টীয়র প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

28যে বছর আহস রাজার মৃত্যু হয় সে বছর এই বার্তা প্রদান করা হয়েছিল।

29হে পলেষ্টীয়, যে রাজা তোমাদের ওপর অত্যাচার করত সে মারা যাওয়ায় তোমরা খুবই খুশী হয়েছ। কিন্তু তোমরা সত্যি সত্যিই আনন্দিত হয়ো না। এটা সত্যি যে তার শাসনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু এরপর রাজার পুত্র শাসন করবে। এবং এটা কোন সাপের আরও বিষাক্ত সাপের জন্ম দেওয়ার মতো ব্যাপার। এই নতুন রাজা তোমাদের কাছে একটি অতি বেগবান এবং ভয়ঙ্কর সাপের মতো হবে। 30তবে আমার দীনহীন লোকেরা নিরাপদে খেতে পারবে, ঘুমাতে পারবে এবং নিজেদের নিরাপদ মনে করবে। তাদের ছেলেমেয়েরা নিরাপদে থাকবে। আমার দরিদ্র লোকেরা শুতে পারবে এবং নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারবে। কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার পরিবারকে হত্যা করব এবং তোমার অবশিষ্ট সমস্ত লোক মারা যাবে।

31হে পুরদ্বারবাসী তোমরা কাঁদ। হে পুরবাসী তোমরা বিলাপ কর। হে পলেষ্টীয়বাসী তোমরা ভয় পাবে। তোমাদের সাহস গরম মোমের মতো গলে যাবে। দেখ, ধোঁয়া উত্তরের দিক থেকে আসছে। অশূর থেকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী আসছে।

32এই সেনারা তাদের দেশে বার্তাবাহক পাঠাবে। এই বার্তাবাহকরা তাদের লোকেদের কি বলবে? তারা ঘোষণা করবে: পলেষ্টীয় পরাজিত হয়েছে। কিন্তু প্রভু সিয়োনকে শক্তিশালী করেছেন এবং তার দীন দরিদ্র লোকেরা নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নেবে।

মোয়াব বিষয়ক ঈশ্বরের বার্তা

15 এটা মোয়াব সম্পর্কে একটি বার্তা: একদিন রাতে মোয়াবের আর নগর থেকে সেনারা সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ করল। ঐ রাতেই নগরটিকে ধ্বংস করা হল। একদিন রাতে সেনারা মোয়াবের কীর নগর লুঠ করল। ঐদিন রাতেই নগরটিকে ধ্বংস করা হল।

2রাজার পরিবার এবং দীবন শহরের লোকেরা কান্নাকাটি করার জন্য উচ্চ স্থানে যাচ্ছে। মোয়াবের লোকেরা নবো ও মেদবা শহরের জন্য কাঁদছে। সকলে তাদের শোকপ্রকাশের জন্য তাদের মাথা ও দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে।

3বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তাঘাট পর্যন্ত সর্বত্রই মোয়াবের লোকেরা শোকের পোশাক পরে কান্নাকাটি করছে।

4হিশ্‌বোন ও ইলিয়ালী শহরের লোকেরা এত জোরে কান্নাকাটি করছে যে, সুদূর যহস পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমনকি সেনারাও আকস্মিক ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা ভয়ে কাঁপছে।

5মোয়াবের দুঃখে আমার হৃদয় ব্যথিত। লোকেরা নিরাপত্তার জন্য ছুটছে। তারা সোয়র, ইগ্লৎ-শলিশীয়ায় পর্যন্ত যাচ্ছে। তারা লূহীতের পার্বত্যময় পথ ধরে ওঠার সময় বিশ্রীভাবে চিৎকার করে কাঁদছে। হোরোণয়িমের পথে হাঁটার সময় লোকেরা চিৎকার করে কাঁদছে।

6কিন্তু নিম্রীমের ক্ষুদ্র নদী মরুভূমির মতো শুকিয়ে গিয়েছে। সমস্ত ছোট গাছপালা শুকিয়ে গিয়েছে। কোন কিছুই আর সবুজ নেই।

7তাই, মোয়াব ত্যাগ করার আগে লোকেরা তাদের নিজ নিজ জিনিসপত্র সংগ্রহ করে জড় করছে এবং উইলো ক্রিক এর ওপারে নিয়ে যাচ্ছে।

8মোয়াবের সর্বত্রই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ইগ্লয়িম এবং বের্-এলীম শহরের লোকেরা কাঁদছে।

9দীমোনের জল রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এবং আমি দীমোনের জন্য আরো দুঃখ আনব। মোয়াবের খুব অল্পসংখ্যক লোক শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব লোকেদের ভক্ষণ করার জন্য আমি অনেক সিংহ পাঠাব।

16 হে লোকেরা, দেশের শাসকের জন্য তোমরা একটি উপহার পাঠাও। সেলা থেকে একটি মেষশাবক মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সিয়োন কন্যা পর্বতের কাছে পাঠিয়ে দাও।

2মোয়াবের মেয়েরা অর্ণোন নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সাহায্যের

জন্য ছুটছে। তাদের অবস্থা যেন নীড় ভেঙে হারিয়ে
যাওয়া ছোট্টপাখির মতো।
3তারা বলছে, "আমাদের সাহায্য কর, বলে দাও
আমরা এখন কি করব! যেমন করে ছায়া মধ্যাহ্নের
গনগনে সূর্য থেকে আমাদের রক্ষা করে, তেমনি প্রভু
শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা
শত্রুদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছি। আমাদের আড়াল
কর। আমাদের শত্রুদের হাতে তুলে দিও না।"
4মোয়াবের লোকেদের জোর করে বাড়ি ছাড়া করা
হয়েছে। তাই তাদের তোমাদের দেশে বাস করতে দাও।
শত্রুদের চোখ থেকে তাদের লুকিয়ে রাখো। লুঠতরাজ
বন্ধ হবে। শত্রুরা পরাস্ত হবে। অত্যাচারী লোকেরা
দেশ ছেড়ে চলে যাবে।
5তারপর দায়ূদের পরিবার থেকে একজন নতুন
রাজা আসবেন। তিনি বিশ্বস্ত হবেন। তিনি দয়ালু এবং
প্রেমিক হবেন। এই রাজা ন্যায্য বিচার করবেন। যা
কিছু ভাল এবং সঠিক সেসব কাজ তিনি তাড়াতাড়ি
করবেন।

6আমরা মোয়াববাসীদের অহঙ্কার এবং দাম্ভিকতার
কথা শুনেছি। তারা অহঙ্কারী এবং হিংস্র। তারা দম্ভ
করে, কিন্তু তাদের দম্ভগুলি শুধুই কতগুলি ফাঁকা বুলি।
7এই অহঙ্কারের জন্য গোটা মোয়াব দেশ ভুগবে।
মোয়াবের সমস্ত লোক হাহাকার করবে। তারা দুঃখিত
হবে এবং অতীতে তাদের যা যা ছিল তারা তা ফিরে
পেতে চাইবে। 8হিশ্‌বোনের ক্ষেত ও সিব্‌মার দ্রাক্ষাক্ষেত
নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিদেশী শাসকরা তাদের সব দ্রাক্ষাগাছ
কেটে ফেলেছে। সুদূর যাসের শহর পর্যন্ত এমনকি
মরুভূমির ভেতর পর্যন্ত তাদের দ্রাক্ষাবাগান ছড়িয়ে
থাকত। তাদের শাখাগুলি একেবারে সমুদ্রের ওপার
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত।

মোয়াবের জন্য দুঃখের গান

9"আমি যাসের এবং সিব্‌মার লোকেদের সঙ্গে কাঁদব
কারণ দ্রাক্ষা ক্ষেতগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। আমি
হিশ্‌বোন এবং ইলিয়ালীর লোকেদের সঙ্গে কাঁদব কারণ
কোন শস্য সংগ্রহ হবে না। কোন গ্রীষ্মকালীন ফসল
উঠবে না। তাই কোন আনন্দ উল্লাস হবে না।
10কারমেলে কোন আনন্দ গান হবে না। শস্য সংগ্রহের
সময়কার আনন্দের আমি পরিসমাপ্তি ঘটাব। দ্রাক্ষারস
তৈরীর জন্য যে সমস্ত দ্রাক্ষা তৈরি হয়ে আছে তা সব
নষ্ট হয়ে যাবে।
11তাই আমি মোয়াব এবং কীর্-হেরস এই দুটি
শহরের জন্য খুবই দুঃখিত।
12মোয়াবের লোকেরা তাদের উপাসনালয়ে যাবে।
লোকেরা প্রার্থনা জানানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা
তাদের পরিণাম কি হবে তা দেখতে পেয়ে এত দুর্বল
হয়ে পড়বে যে আর প্রার্থনা করতে পারবে না।"
13প্রভু মোয়াব সম্পর্কে এই ঘটনাগুলির কথা বহুবার
বলেছেন। 14এবং প্রভু এখন বলেন, "তিন বছরের মধ্যে
এই বিপুল জনসংখ্যা এবং অন্যান্য জিনিষ, যার জন্য
মোয়াব গর্বিত, তার বিশেষ কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না
(ঠিক যেমন ভাড়া করা সহকারীরা সময় গোনে)। শুধুমাত্র
ক্ষীণবল গুটিকতক লোক পড়ে থাকবে।"

অরামের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বার্তা

17 এটা দম্মেশকের জন্য দুঃখের বার্তা। প্রভু বললেন
এই ঘটনাগুলি দম্মেশকে ঘটবে:
"দম্মেশক এখন একটি শহর। কিন্তু এই শহর ধ্বংস
হয়ে যাবে। শহরে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই থাকবে
না।
2লোকেরা অরোয়ের শহরগুলি ত্যাগ করে পালাবে।
এই সব খালি শহরে মেষের পাল যেখানে সেখানে
অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তাদের বিরক্ত করা বা
ভয় দেখানোর কেউ থাকবে না।
3ইফ্রয়িমের দুর্গ নগরীগুলি (ইস্রায়েল) ধ্বংস হয়ে
যাবে। দম্মেশকের সরকার শেষ হয়ে যাবে। ইস্রায়েলে
যে ঘটনা ঘটেছে অরামে তাই ঘটবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ
লোকেদের অপসারণ করা হবে।"
প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন এই ঘটনাগুলি ঘটবে।
4যাকোবের সমস্ত মহিমা অবদমিত হবে। তার সমৃদ্ধি
ক্ষয়লাভ করবে।
5ঐ সময়টা রফায়ীম উপত্যকায় ফসল তোলার
সময়ের মতো হবে। শ্রমিকরা ক্ষেত থেকে ফসল তুলে
তা এক জায়গায় জড়ো করে, তারপর তারা
চারাগাছগুলি থেকে শস্যের মাথা কেটে নেয় এবং শস্য
সংগ্রহ করে।
6সে সময়টা জলপাই (অলিভ) সংগ্রহের কালের
মতো হবে। লোকেরা জলপাই গাছ থেকে জলপাই
তোলে। কিন্তু কয়েকটা জলপাই সাধারণত গাছের মাথায়
থেকে যায়। কিছু কিছু গাছের ডালের মাথায় চার-পাঁচটা
করে জলপাই পড়ে থাকে। এখানকার শহরগুলির
অবস্থাও সেরকম হবে। প্রভু সর্বশক্তিমান এই
ঘটনাগুলোর কথা বললেন।
7সে সময়ে লোকেরা তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের খোঁজ
করবেন। তাদের চোখ ইস্রায়েলের পবিত্রতমের দিকে
চেয়ে থাকবে। 8লোকেরা তাদের তৈরী বেদীগুলোর দিকে
যাবে না। তারা তাদের আশেরার খুঁটির কাছে এবং
নিজেদের হাতে তৈরী সূর্যদেবতার মূর্ত্তির কাছে বেদীতে
যাবে না।
9সে সময়ে সমস্ত দুর্গ শহর পরিত্যক্ত হবে। ঐ
শহরগুলির অবস্থা ইস্রায়েলের লোকেরা আসার আগে
দেশের পর্বত ও জঙ্গলের পরিত্যক্ত ভূমির মতো হবে।
অতীতে ইস্রায়েলের লোকেদের আগমনের সময় অন্য
সমস্ত লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতে এই দেশ
আবার পরিত্যক্ত হবে। 10কারণ তোমরা তোমাদের
রক্ষাকর্তা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছ। ঈশ্বর যে তোমাদের
নিরাপদ জায়গা তা তোমরা স্মরণ করছ না।
তোমরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে খুব ভালো জাতের
দ্রাক্ষা এনেছ। কিন্তু এগুলোকে রোপণ করলে গাছগুলো

জন্মাবে না। 11একদিন তোমরা তোমাদের দ্রাক্ষা গাছগুলোকে রোপণ করবে। এবং তাদের বড় করার চেষ্টা করবে। পরের দিন গাছগুলো বড় হতে আরম্ভ করবে। কিন্তু ফসল তোলার সময়ে তোমরা যখন দ্রাক্ষা তুলতে যাবে, দেখবে যে সব গাছগুলো মরে গেছে। কোন রোগ সব গাছকে মেরে ফেলবে।

12অনেক লোকের কান্নার রোল শোন। তারা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, সমুদ্র জলোচ্ছাসের শব্দের মতো গর্জন করছে।

13লোকেরা এই ঢেউয়ের মতো গর্জন করবে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের ধমক দেবেন। তাই তারা দূরে পালাবে। তারা ঝড়ের সামনে ভূষির মতো কিংবা ঝড়ের মুখে ছোট শিকড়ওয়ালা গাছের মতো উড়ে যাবে।

14ঐ দিন রাতে লোকেরা ভয় পাবে। সকাল হওয়ার আগেই সবাই পালিয়ে যাবে। কোন কিছুই পড়ে থাকবে না। তাই শত্রুরা কিছুই পাবে না। তারা আমাদের দেশে আসবে। কিন্তু দেশে তখন কিছুই থাকবে না।

কূশীয়দের প্রতি ঈশ্বরের বাণী

18 কূশীয় নদীগুলির দৈর্ঘ্য বরাবর দেশটির দিকে দেখ। দেশটি পতঙ্গে ভরে গিয়েছে। তুমি তাদের ডানার ভন ভন শব্দ শুনতে পাচ্ছ। 2ঐ দেশটি ভেলায় করে সমুদ্রের ওপারে বার্তাবাহক পাঠাচ্ছে। হে দ্রুতগামী বার্তাবাহকগণ, দীর্ঘকায় ও মসৃণত্বকের লোকেদের কাছে যাও। সমস্ত জায়গার লোকেরা এই দীর্ঘকায় এবং মসৃণত্বকের লোকেদের ভয় পায়, তারা একটি শক্তিশালী জাতি যারা অন্য জাতিদের পরাজিত করে। তারা একটি দেশে বাস করে যেটি নদীসমূহ দ্বারা বিভক্ত। 3ঐসব লোকেদের সাবধান করে দাও যে তাদের কোন না কোন বিপদ ঘটবে। এই দেশের লোকদের যে বিপদ ঘটবে সারা পৃথিবীর লোকেরা তা দেখতে পাবে। এইসব লম্বা লোকেদের কপালে যা ঘটবে তা পৃথিবীর সবাই পর্বতের ওপরে পতাকা ওড়ার দৃশ্যের মতো পরিষ্কার দেখতে পাবে। যুদ্ধের আগে শিঙা ফোঁকার শব্দের মতো পৃথিবীর সবাই পরিষ্কারভাবে তা শুনতে পাবে।

4প্রভু বললেন, "যে জায়গা আমার জন্য তৈরী হয়েছে আমি সেখানে থাকব।* 5আমি শান্তভাবে এইসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করব। গ্রীষ্মের এক মনোরম দুপুরে (যে সময়ে একফোঁটা বৃষ্টি হয় না অথচ ভোরে শিশির পড়ে।) একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। এটি ঘটবে ফসল কাটার সময়ের আগে যখন ফুলগুলি ফুটে যাবে এবং নতুন দ্রাক্ষাগুলি মঞ্জরীত হবে এবং বাড়তে থাকবে; কিন্তু তখন শত্রুরা এসে গাছগুলি কেটে ফেলবে ও দ্রাক্ষালতাগুলি ছিঁড়ে ফেলবে এবং সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেবে। 6দ্রাক্ষাক্ষেতগুলি পর্বতের পাখি এবং বন্য জন্তুদের খাবার জন্য পড়ে থাকবে। গ্রীষ্মকালে পাখিরা দ্রাক্ষালতায় বাসা বাঁধবে এবং শীতকালে বন্য জন্তুরা দ্রাক্ষালতা খাবে।"

7তখন দীর্ঘকায় ও মসৃণত্বকের লোকেরা প্রভু সর্বশক্তিমানের জন্য একটি বিশেষ নৈবেদ্য নিয়ে আসবে। সমস্ত জায়গার লোকেরা এই দীর্ঘকায়, মসৃণত্বকের লোকেদের ভয় পায়। একটি ক্ষমতাবান জাতি যারা অন্য দেশসমূহকে পরাস্ত করে, তারা একটি দেশে বাস করে যেটি নদীসমূহ দ্বারা বিভক্ত। এই নৈবেদ্য সিয়োন পর্বতে, প্রভু যেখানে অধিষ্ঠান করেন, সেখানে আনা হবে।

মিশরে ঈশ্বরের বার্তা

19 মিশর সম্পর্কে বার্তা: দেখো! প্রভু একটা দ্রুত ধাবমান মেঘে চড়ে আসছেন। তিনি মিশরে যাবেন এবং তাঁর এই আগমনে সেখানকার মূর্ত্তিরা ভয়ে কাঁপবে। সাধারণতঃ মিশরবাসীরা সাহসী কিন্তু প্রভুর আগমনে তাদের সাহস গরম মোমের মতো গলে যাবে।

2ঈশ্বর বলেন: "আমি মিশরের লোকেদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করাব। ভাই লড়বে ভাইয়ের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী। এক শহর অন্য শহরের বিরুদ্ধে। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে। 3লোকেরা বিভ্রান্ত হবে। লোকেরা তাদের ভ্রান্ত দেবতা ও জ্ঞানী লোকদের দরবারে হাজির হয়ে জানতে চাইবে তাদের কি করা উচিৎ। লোকেরা যাদুকরের কাছেও জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু কারোর উপদেশই কার্যকরী হবে না।"

4গুরু, সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, "মিশরকে আমি এক কঠোর প্রভুর হাতে দেব। এক শক্তিশালী রাজা লোকেদের শাসন করবে। 5নীলনদ ক্রমশঃ শুকিয়ে আসবে। সমুদ্র থেকে জল চলে যাবে। 6সমস্ত নদীর জল দুর্গন্ধে ভরে যাবে। মিশরের খালগুলি ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবে এবং জলহীন হয়ে পড়বে। সমস্ত জলজ উদ্ভিদগুলিতে পচন ধরবে। 7নীলনদের তীর ধরে যেসব ছোট গাছপালা আছে সেগুলো মরে যাবে এবং উড়ে যাবে। এমন কি নীলনদ যেখানে সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত, সেখানকার গাছপালাও মরে যাবে।

8"নীলনদ থেকে যে সমস্ত জেলেরা মাছ ধরত তারা ক্রমশঃ বিষণ্ণ হবে এবং কাঁদবে। যারা নীলনদের ওপর জাল বিছিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত তারা দুর্বল হয়ে যাবে। 9যে সমস্ত মানুষ কাপড় তৈরী করে তারাও ভীষণ বিষণ্ণ। কারণ কাপড় তৈরীর প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স (এক রকমের গাছ) আর নদীর পাড়ে জন্মাচ্ছে না। 10নদীর জল ধরে রাখার জন্য যারা বাঁধ তৈরী করতো, তারাও কাজ হারিয়ে বিষণ্ণ হবে।

11"সোয়ন শহরের নেতারা বোকা। ফরৌণের 'বিজ্ঞ পণ্ডিতরা' ভুল উপদেশ দিয়েছে। ঐ নেতারা বলেছেন যে তাঁরা জ্ঞানী ও রাজারই বংশধর। কিন্তু যতটা বিজ্ঞ বলে তাঁরা নিজেদের ভাবছেন ততটা তাঁরা নন।"

12মিশর, তোমার জ্ঞানী মানুষরা কোথায়? ঐ জ্ঞানী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের জানতে হবে যে সর্বশক্তিমান প্রভু মিশরের জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন। কি ঘটবে তা জেনে নিয়ে তা তাদের অন্যদের জানানো উচিৎ। 13সোয়ন শহরের নেতাদের বোকা বানানো হয়েছে।

যে … থাকব এটা হয়ত জেরুশালেমের মন্দিরকে উল্লেখ করছে।

নোফের নেতাদের ভ্রান্ত জিনিষ বিশ্বাস করিয়ে ঠকানো
হয়েছে। তাই তারা মিশরকে ভুলপথে নিয়ে যায়। 14প্রভু,
নেতাদের বিভ্রান্ত করেছেন। তারা রাস্তা ভুলেছে এবং
মিশরকে ভুল পথে চালিত করেছে। নেতাদের সব কাজই
ভুলে ভরা। তারা, মাটিতে তাদের বমির ওপর মাতালের
মত টল্‌মল করে হেঁটে বেড়ায়। 15নেতারা মিশরের
জন্য কিছুই করতে পারবে না। এই নেতারা হচ্ছে "মাথা
এবং লেজ।" তারা হচ্ছে "গাছের মাথা এবং বৃন্তসমূহ।"

16মিশরীয়রা সেই সময় ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েদের মতো
হয়ে পড়বে। প্রভু সর্বশক্তিমানের আগমনে তারা ভয়
পাবে। প্রভু লোকেদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার
বাহু প্রসারিত করবেন এবং তারা ভীত হবে। 17যিহূদা
হবে এমন এক জায়গা যা মিশরের সব মানুষের কাছেই
আতঙ্ক স্বরূপ। মিশরের কোন মানুষ যিহূদার নাম
শুনলেই সে হঠাৎই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। প্রভু
সর্বশক্তিমান এইভাবেই মিশরীয়দের শাস্তি দেবেন বলে
পরিকল্পনা করেছেন। 18ঐ সময়ে, মিশরের পাঁচটি শহরের
লোকেরা কনান ভাষায় (ইহুদীদের ভাষা) কথা বলবে।
ঐ পাঁচটি শহরের একটি হবে ''ধ্বংসের শহর।"*

শহরের লোকেরা প্রভু সর্বশক্তিমানকে মেনে
নেওয়ার অঙ্গীকার করবে। 19ঐ সময়ে মিশরের মাঝখানে
প্রভুর এক বেদী থাকবে। প্রভুকে সম্মান দেখানোর জন্য
মিশরের সীমানায় একটি স্মৃতি স্তম্ভ থাকবে। 20এগুলি
থাকার অর্থ সর্বশক্তিমান প্রভু কত ক্ষমতাধর তা
দেখানো। প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য কেঁদে পড়লেই
সাহায্য মিলবে। প্রভু লোকেদের কাছে একজন ত্রাণকর্ত্তা
পাঠাবেন যে তাদের প্রতিরক্ষা করবে এবং তাদের
পীড়নকারী লোকেদের হাত থেকে উদ্ধার করবে।

21মিশরের লোকেরা সে সময় সত্যি সত্যিই প্রভুকে
জানবে। তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। লোকেরা ঈশ্বরের
সেবা করবে এবং অনেক পশুবলি দেবে। তারা প্রভুর
কাছে প্রতিশ্রুতি করবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালন
করবে।

22প্রভু মিশরের লোকেদের শাস্তি দেবেন এবং
তারপর তাদের ক্ষমা করবেন। পরে ঐ লোকেরা প্রভুর
কাছে ফিরে আসবে। প্রভু প্রত্যেকের প্রার্থনা শুনবেন
এবং তাদের ক্ষমা করবেন।

23সেই সময়, মিশর থেকে অশূর পর্যন্ত একটা
রাজপথ থাকবে। তখন অশূরের লোকেরা ঐ পথেই
মিশরে যাবে এবং মিশরের লোকেরা ঐ রাজপথ ধরেই
অশূরে আসবে। মিশর ও অশূরের লোকেরা মিলেমিশে
কাজ করবে।* 24সে সময়ে ইস্রায়েল, মিশর ও অশূর
মিলিত হবে এবং দেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা দেশের
পক্ষে কল্যাণকর হবে। 25প্রভু সর্বশক্তিমান ঐ সম্মিলিত
দেশগুলিকে আশীর্বাদ করবেন। তিনি বলবেন, "মিশর
তুমি আমার লোক। অশূর আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি।
ইস্রায়েল, তুমি আমার। তোমরা প্রত্যেকেই আমার
আশীর্বাদপুষ্ট!"

ধ্বংসের শহর এই শহরটি "সূর্য শহর নামে পরিচিত।" সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে হেলিও পোলিসের ওপরের শহরটি।

অশূর মিশর এবং কূশকে হারাবে

20 সর্গোন ছিলেন অশূরের রাজা। সর্গোন তাঁর
সেনাপতি তর্ত্তনকে অস্‌দোদ শহরের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করতে পাঠান। তর্ত্তন সেখানে গিয়ে শহরটি দখল
করে নেন। 2সেই সময় প্রভু আমোসের পুত্র যিশাইয়ের
মাধ্যমে কথাবার্তা বলেছিলেন। প্রভু বলেন, "যাও,
তোমার কোমর থেকে দুঃখের কাপড় সরাও। পা থেকে
জুতো খুলে ফেল।" যিশাইয় প্রভুর আদেশ পালন করল।
খালি পায়ে, খালি গায়ে যিশাইয় চারদিকে ঘুরে বেড়াল।

3তারপর প্রভু বললেন, "যিশাইয় তিনবছর ধরে খালি
পায়ে খালি গায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এটা মিশর এবং
কূশ দেশের কাছে একটা নিদর্শন। 4অশূরের রাজা মিশর
ও কূশদেশকে পরাজিত করবে। অশূরেরা বন্দীদের
তাদের দেশ থেকে ধরে নিয়ে যাবে। বৃদ্ধ এবং যুবা
বন্দীদের খালি পায়ে এবং পোশাক-আশাক না পরিয়ে
হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকবে।
মিশরের লোকেরা লজ্জিত হবে। 5তারা ভীত এবং
হতাশ হবে কারণ তারা কূশ দেশের কাছে সাহায্য
আশা করেছিল এবং মিশর দেশের মহিমায় তাদের
আস্থা ছিল।"

6সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী লোকেরা বলবে, "আমরা
ঐ দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য পাবার ভরসা
করেছিলাম। আমরা ওদের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম যাতে
অশূরের রাজার হাত থেকে তারা আমাদের রক্ষা করে।
কিন্তু ওদের দিকে তাকাও। ওরাও বন্দী। ওদের দেশ
দখল হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কিভাবে মুক্তি
পাব?"

বাবিলকে ঈশ্বরের বার্তা

21 সমুদ্রের তীরবর্তী মরুভূমি* সম্পর্কে দুঃখ বার্তা:
মরুভূমি থেকে কিছু বিপদ আসছে। যিহূদার
দক্ষিণে মরু অঞ্চল নেগেভ থেকে একটি বাতাসের
ঝটকার মতো এটা আসছে। এটা ভয়ঙ্কর একটা দেশ
থেকে আসছে।

2আমি দেখছি খুব ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে। আমি
দেখছি বিশ্বাসঘাতকরা তোমার বিরুদ্ধে। আমি দেখছি
লোকেরা তোমার সম্পদ লুঠ করে নিচ্ছে। এলম যাও
এবং ঐ লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। মাদিয়া শহরের
চারদিকে তোমার সৈন্যদের মোতায়েন কর এবং ওদের
হারাও। আমি শহরের সমস্ত খারাপ জিনিসকে ধ্বংস
করব। 3আমি ঐসব ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি। এখন
আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। ভয়ের কারণে পাকস্থলীতে ব্যথা
পাচ্ছি। ঐ ব্যথা প্রসব যন্ত্রণার মতো। যা কিছু শুনছি
তাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। যা কিছু দেখছি তাতে
আমি ভয়ে কাঁপছি। 4আমি উদ্বিগ্ন, আমি ভয়ে কাঁপছি।
এখন আমার মনোরম সন্ধ্যা ভয়ের রাতে পর্যবসিত।

মিশর ... করবে একসঙ্গে উপাসনা করবে অথবা "মিশর অশূরদের সেবা করবে।"

সমুদ্রে ... মরুভূমি সম্ভবতঃ এটি বাবিল দেশকে বোঝাচ্ছে।

5লোকেরা ভাবছে সব কিছুই ভাল। তারা বলছে, "খাবার ও পান করার জন্য টেবিল প্রস্তুত কর!" ঠিক ঐ সময়ে সৈন্যরা বলছে, "রক্ষীদের নিয়োগ কর। আধিকারিকগণ উঠে পড় এবং তোমাদের বর্মকে পালিশ কর!

6আমার প্রভু আমায় বললেন, "শহরে নজরদারি চালানোর জন্য একজন মানুষ খুঁজে আনো। ঐ লোকটি যা যা দেখেছে তা অবশ্যই আমাকে জানাবে। 7যদি ঐ রক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদের, গাধা ও উটের সারিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাহলে খুব সন্তর্পনে ওদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করবে।"

8তারপর একদিন, সে সতর্কবাণী দেবে: ''সিংহ!'' ''প্রভু, প্রতিদিন আমি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে লক্ষ্য রাখি। প্রতি রাতে আমি আমার পাহারা দেবার জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিই।'' 9কিন্তু ওরা আসছে। আমি অশ্বারোহী সৈন্য এবং লোকেদের সারি দেখছি।

তখন এক বার্তাবাহক বলল, "বাবিলের পতন হয়েছে। বাবিল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার সমস্ত ভ্রান্ত দেবতার মূর্ত্তিগুলি মাটিতে আছড়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয়েছে।"

10যিশাইয় বললেন, "হে আমার লোকেরা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভু সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আমি যা যা শুনেছিলাম তা সবই তোমাদের জানিয়েছি। খামারে শস্য মাড়াই করার মতো তোমাদেরও মাড়ানো হবে।

এদমের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

11দূমা সম্পর্কে বার্তা:

সেয়ীর (এদম) থেকে কেউ আমায় ডাকল। সে বলল, "প্রহরী রাতের আর কতটুকু বাকি? আর কতক্ষণ এই অন্ধকার থাকবে?" 12প্রহরী উত্তর দিল, "সকাল আসছে। কিন্তু তারপর আবার রাত আসবে। এরপরও যদি তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহলে ফিরে এসো। (তখন আবার জিজ্ঞাসা) করবে।"

আরবের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

13আরব সম্বন্ধে দুঃখের বার্তা:

দদান থেকে একদল ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার জিনিসপত্র পশুর টানা গাড়িতে (ক্যারাভান) চাপিয়ে নিয়ে আসছে। আরবের মরুভূমিতে কিছু গাছের কাছে তারা রাত কাটাল।

14তারা কিছু তৃষ্ণার্ত ভ্রমণকারীদের জল পান করালো। টেমার লোকেরা ঐ ভ্রমণকারীদের খাদ্যও দিল।

15ঐসব লোকেরা তরবারির নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তীরের আওতা থেকে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বিধ্বংসী যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে তারা পালিয়ে যাচ্ছিল।

16সদাপ্রভু আমায় বলেছিলেন যে এইসব ঘটবে। প্রভু বলেছিলেন, "এক বছরের মধ্যেই, যেভাবে একজন ভাড়াটে সহকারী সময় গোনে, কেদরের সমস্ত গৌরব অদৃশ্য হয়ে যাবে। 17সে সময়ে শুধু কয়েকজন তীরন্দাজ, কেদরের মহান সৈন্যরা বেঁচে থাকবে।" কারণ প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন!

দর্শন উপত্যকা সম্বন্ধে ঈশ্বরের বার্তা

22 দর্শন উপত্যকা* সম্বন্ধে দুঃখের বার্তা:

হে লোকেরা, তোমাদের কি হয়েছে? তোমার লোকেরা কেন ছাদে লুকিয়ে থাকছে?

2অতীতে এই শহরটা খুব ব্যস্ত শহর ছিল। এই শহর ছিল শব্দমুখর এবং সুখী। কিন্তু এখন সবকিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তোমার লোকেরা তরবারির আঘাত ছাড়াই নিহত হচ্ছে। যুদ্ধ না করেও মারা পড়েছে।

3তোমাদের সব নেতারা একসঙ্গে পালিয়ে গেল। কিন্তু সকলেই আবার বন্দী হয়েছে। নেতারা বন্দী হয়েছে ধনুক ছাড়াই।

4তাই আমি বলছি, "আমার দিকে তাকিও না। আমাকে কাঁদতে দাও। জেরুশালেম ধ্বংসের কারণে আমার এই কান্না। আমাকে সান্ত্বনা দিতে তোমাদের ছুটে আসতে হবে না।"

5প্রভু একটা দিন বেছে রেখেছেন। ঐ দিনে জাতিদাঙ্গা হবে এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়বে। লোকেরা দর্শন উপত্যকায় একে অপরকে পদদলিত করবে। শহরের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলা হবে। উপত্যকার লোকেরা পার্বত্য শহরে থাকা লোকেদের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে। 6এলমের অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের তীরের ব্যাগ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। কীরের লোকেরা তাদের বর্ম প্রস্তুত রাখবে। 7সৈন্যরা তোমার বিশেষ উপত্যকায় জমায়েত হবে। উপত্যকাটি রথ দিয়ে ভরে যাবে। শহরের প্রবেশপথে অশ্বারোহী সৈন্যরা নিজেদের মোতায়েন রাখবে। 8ঐ সময়ে যিহূদার লোকেরা অরণ্যের প্রাসাদে মজুত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে চাইবে।

সৈন্যরা যিহূদার প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। 9-11দায়ূদের শহরের প্রাচীরে ফাটল ধরবে এবং তুমি ঐ ফাটলগুলি দেখতে পাবে। তাই তুমি বাড়িঘরগুলি গুনবে এবং ঐ বাড়িগুলির পাথর ব্যবহার করে প্রাচীরের ফাটলে লাগাবে। তুমি জল ধরে রাখার জন্য দুটি প্রাচীরের মাঝখানে একটা জায়গা তৈরি করবে এবং তুমি জল ধরে রাখতে পারবে।

তোমরা ঐসব নিজেদের রক্ষা করার জন্য করবে। কিন্তু যে ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে না। অনেকদিন আগে যিনি আমাদের জন্য এই সবকিছু করেছেন সেই একজনকে (ঈশ্বর) তোমরা দেখবে না।

দর্শন উপত্যকা এটি জেরুশালেমের কে সম্ভবতঃ এটি বাবিল দেশকে বোঝাচ্ছে।

12তাই, আমার সদাপ্রভু, সর্বশক্তিমান, লোকেদের
তাদের মৃত বন্ধুদের জন্য কাঁদতে এবং শোকপ্রকাশ
করতে বলবেন। লোকেরা তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলবে
এবং দুঃখের পোশাক পরবে।
13কিন্তু দেখ, লোকেরা এখন সুখী। তারা আনন্দ
করছে। বলছে:
গবাদি পশু ও মেষদের মার। আমরা উৎসব করব।
তোমরা খাদ্য খাও ও দ্রাক্ষারস পান কর। খাও এবং
পান কর কারণ আমরা তো আগামীকাল মরব।

14প্রভু সর্বশক্তিমান এগুলি আমাকে বললেন এবং
আমি তা নিজের কানে শুনলাম: "তোমরা খারাপ কাজ
করেছ তাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছ এবং আমি প্রতিশ্রুতি
দিচ্ছি এই পাপ ক্ষমা করার আগেই তোমরা মারা
যাবে।" আমার সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি
বললেন।

শিব্নে ঈশ্বরের বার্তা

15আমার সদাপ্রভু, সর্বশক্তিমান আমাকে এই
কথাগুলি বলেছিলেন, "শিব্নে নামক এই ভৃত্যের কাছে
যাও। ঐ ভৃত্য হল রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ। 16ভৃত্যটিকে
জিজ্ঞাসা কর 'এখানে কি করছ? তোমার পরিবারের
কেউ কি এখানে সমাহিত হয়েছে? কেন তুমি এখানে
কবর খুঁড়ছো?'"
যিশাইয় বললেন, "এই লোকটার দিকে দেখ। সে
একটি উঁচু জায়গায় কবর খুঁড়ছে। এই লোকটি পাথর
কেটে কেটে নিজের কবর তৈরি করছে।
17-18"হে মানুষ, প্রভু তোমায় পিষে মারবেন। প্রভু
তোমাকে একটা ছোট গোলায় পরিণত করবেন এবং
দূরের একটি বিশাল দেশে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলবেন
এবং সেখানে তুমি মারা যাবে।"
প্রভু বললেন, "তুমি তোমার যুদ্ধরথের জন্য খুবই
গর্বিত। কিন্তু ঐ দূরবর্তী দেশে নতুন শাসকের কাছে
তোমার থেকেও ভাল যুদ্ধরথ থাকবে। তাই তোমার
রথ ঐ রাজপ্রাসাদে তেমন গুরুত্ব পাবে না। 19এখানে
আমি তোমার গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধার সৃষ্টি করব। তোমার
নতুন মনিব এতে বিরক্ত হয়ে তোমায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ
থেকে সরিয়ে দেবেন।
20ঐ সময়ে, আমি আমার দাস, ইলীয়াকীমকে ডাকব।
ইলীয়াকীম হচ্ছে হিল্কিয়ের পুত্র। 21আর আমি তোমার
আলখাল্লাটা নেব এবং ঐ দাসকে তা পরতে দেব।
তোমার শাসনদণ্ডটি আমি তার হাতে তুলে দেব এবং
সে জেরুশালেম ও যিহুদায় বসবাসকারী লোকেদের
পিতার মত হবে।
22"আমি দায়ূদের বাড়ির চাবি ঐ মানুষটার গলায়
ঝুলিয়ে দেব। যদি সে একটা দরজা খোলে, তাহলে সে
দরজা খোলাই থাকবে। কেউই তা বন্ধ করতে সক্ষম
হবে না। যদি সে একটা দরজা বন্ধ করে তাহলে ঐ
দরজা বন্ধই থাকবে। কেউই তা খুলতে পারবে না।
23আমি দাসটিকে পেরেকের মতো শক্ত করে গড়ব
যাতে শক্ত কাঠের বোর্ডে হাতুড়ির আঘাতে সে অনায়াসে
ঢুকতে পারে। ঐ ভৃত্যটি তার পিতার বাড়িতে একটি
সম্মানের আসন পাবে। 24তার পৈতৃক বাড়িতে যত
গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক বস্তু আছে তার গায়ে ঝুলিয়ে
দেওয়া হবে। বড়রা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার
ওপর নির্ভর করবে। ঐসব লোকেরা ছোট্ট থালা এবং
বড় জলের বোতলের মত তার গায়ে ঝুলে থাকবে।
25"সেই সময়ে, পেরেকটি (শিব্নে) যেটা এখন
একটা খুব শক্ত বোর্ডের ওপর হাতুড়ি দিয়ে ঢোকানো
হয়েছে, তা দুর্বল হয়ে যাবে এবং পড়ে যাবে। ঐ পেরেকটি
মাটিতে পড়বে এবং ওর সঙ্গে ঝোলানো সমস্ত বস্তু
আছড়ে পড়ে ধ্বংস হবে। এই হল তার (জেরুশালেম)
সম্বন্ধে বার্তা, কারণ প্রভু এ কথা বলেছেন।

লিবানোনের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

23 সোর সম্বন্ধে দুঃখের বার্তা: তর্শীশের
জাহাজসমূহ, দুঃখ কর এবং কাঁদো! কেননা
তোমাদের বন্দরটি ধ্বংস হয়েছে। (কিত্তীম দেশ থেকে
আসার পথে জাহাজটির লোকেদের এই খবর জানানো
হয়েছিল।)
2সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী লোকদের বিরত হওয়া
ও বিষণ্ণ হওয়া উচিৎ। সোর ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী
"সীদোনের বণিক।'' সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ার দরুণ এই
শহরটি তার ব্যবসায়ীদের জলপথে ব্যবসা করতে
পাঠায় এবং ধনসম্পদ দিয়ে দেশটিকে ভরে
দিয়েছিল। 3শস্যের সন্ধানে এখানকার লোকেরা জলপথে
ভ্রমণ করে। নীলনদের ধারে জন্মানো শস্য সোরের
লোকেরা কিনে এনে অন্য জাতির কাছে তা বিক্রি
করে।
4সীদোন, তোমার ভীষণ বিষণ্ণ হওয়া উচিৎ, কারণ
সমুদ্র ও সমুদ্রের দুর্গ বলছে:
আমার কোন সন্তান নেই। গর্ভ যন্ত্রণা কি তা আমি
বুঝিনি। আমি কোন শিশুর জন্ম দিই নি। আমি তরুণ
তরুণীদের গড়ে তুলতেও সাহায্য করিনি।
5মিশর, সোর সম্বন্ধে এমন সংবাদ পাবে। এই খবর
মিশরকে দারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ফেলবে।
6মালবাহী জাহাজগুলিকে তর্শীশে ফিরে আসতেই
হবে। সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী লোকেদের বিলাপ
করতে হবে।
7অতীতে সোর শহর আনন্দ, উৎসবে মেতেছে।
প্রথম থেকেই শহরটি বড় হয়ে চলেছে। বসতি স্থাপনের
জন্য শহরটির নাগরিকরা দূরদূরান্তে ভ্রমণ করেছে। ঐ
শহরে বাস করতে দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এসেছে।
8সোর শহরে অনেক নেতা তৈরী হয়েছে। শহরের
বণিকরা যেন রাজপুত্র। এখানকার যেসব লোকেরা নানা
জিনিসপত্র কেনাবেচা করে তারা সব জায়গায় সম্মান
পেয়েছে। সুতরাং সোরের বিরুদ্ধে কে পরিকল্পনা
করেছিল?
9প্রভু সর্বশক্তিমানই এই পরিকল্পনার নেপথ্য
কারিগর। তিনি তাদের গুরুত্বহীন করার সিদ্ধান্ত নেন।

10তর্শীশ থেকে আসা মালবাহী জাহাজগুলি স্বদেশে
ফিরে যাও। সমুদ্রটাকে ছোট নদী মনে করে পেরিয়ে
যাও। কোন ব্যক্তিই এখন তোমায় থামাবে না।
11সমুদ্রের ওপরেও প্রভু তাঁর বাহু প্রসারিত
করেছেন। সোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্যান্য
রাজ্যগুলিকে তিনি একত্রিত করছেন। প্রভু কনানকে
তার নিরাপদ জায়গা সোরকে ধ্বংস করার আদেশ
দিয়েছেন।
12প্রভু বলেন, “হে সীদোনের কুমারী কন্যা, তুমি
ধ্বংস হবে! তোমার আনন্দ করবার আর কোন সুযোগ
থাকবে না।” কিন্তু সোরের লোকেরা বলছে, “সাইপ্রাস
আমাদের সাহায্য করবে।” কিন্তু যদি তুমি সমুদ্র পেরিয়ে
সাইপ্রাসে যাও, তাহলে বিশ্রাম করার কোন জায়গা
তুমি খুঁজে পাবে না।
13তাই সোরের লোকেরা বলছে, “বাবিলের লোকেরা
আমাদের সাহায্য করবে।” কিন্তু কল্দীয়দের দেশের
দিকে তাকাও। বাবিল এখন আর দেশ নয়। অশূররা
বাবিলে আক্রমণ চালিয়ে শহরের চারিদিকে দুর্গ তৈরী
করেছে। সৈন্যরা সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর থেকে সব
জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়েছে। অশূররা বাবিলকে
একেবারে বন্যপ্রাণীদের থাকার জায়গায় পরিণত
করেছে। তারা বাবিলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।
14সুতরাং তর্শীশ থেকে আসা মালবাহী জাহাজগুলি
দুঃখিত হও। তোমার নিরাপদ জায়গা (সোর) ধ্বংস
হবে।

15লোকেরা প্রায় 70 বছর পর্যন্ত সোরকে ভুলে
থাকবে। (এটা কোন রাজার রাজত্বকালের সীমা।) 70
বছর পর সোরের অবস্থা ঠিক এই গানের মধ্যে বেশ্যার
মত হবে:
16ওহে বেশ্যা, পুরুষরা তোমায় ভুলে গেছে। তুমি
বীণা নিয়ে শহর পরিক্রমায় যাও। মধুর তালে বাজাও।
সুন্দর করে গান গাও। তোমার গান মাঝে মাঝে গাও।
তাহলে লোকেরা হয়তো তোমাকে আবার চিনতে
পারবে।
17সত্তর বছর পর, প্রভু সোরকে স্মরণ করবেন এবং
তাকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। সোর আবার আগের
মতো ব্যবসা শুরু করবে। সোর পৃথিবীর সমস্ত জাতির
সঙ্গে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রশ্রয় দেওয়া একটি বেশ্যার মত
হবে। 18কিন্তু সে উপার্জনের টাকাপয়সা ধরে রাখতে
পারবে না। ব্যবসার লাভের টাকা প্রভুর জন্য সঞ্চিত
হবে। যারা প্রভুর সেবা করবে তারাই লভ্যাংশের টাকা
পাবে। সুতরাং প্রভুর দাসরা সুন্দর জামাকাপড় পরবে
এবং আশ মিটিয়ে খাওয়াদাওয়া করবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শাস্তি দেবেন

24 দেখো! প্রভু এই দেশকে ধ্বংস করবেন এবং
এই দেশ থেকে তিনি সব কিছু ধুয়ে মুছে
দেশটিকে পরিষ্কার করবেন। তিনি দেশের লোকেদের
সুদূরে তাড়িয়ে দেবেন।
2সেই সময়ে, সাধারণ লোকেরা এবং যাজকগণ
সমতুল্য হবে। ক্রীতদাস ও মনিব, দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা
ও বিক্রেতা, 3ঋণগ্রাহক ও ঋণদাতা সকলে সমান হবে।
সমস্ত লোককে দেশের বাইরে যেতে বাধ্য করা হবে।
সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেওয়া হবে। কারণ প্রভুর আদেশেই
ঐসব ঘটনা ঘটবে। 4দেশটি শূন্য ও দুর্বল হয়ে পড়বে।
এই দেশের মহান নেতারা ক্ষমতাহীন হবেন।
5এই দেশের লোকেরাই দেশের মাটিকে নোংরা করে
তুলেছে। কি করে এটা ঘটল? ঈশ্বরের শিক্ষার বিরুদ্ধে
লোকেরা ভুল কাজ করেছিল। লোকেরা ঈশ্বরের বিধি
মানেনি। অনেকদিন আগে লোকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে একটি
চুক্তি করেছিল। কিন্তু সেইসব লোকেরাই ঈশ্বরের সঙ্গে
তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। 6এই দেশের লোকেরা
তাদের ভুল কাজের জন্য দোষী ছিল। তাই এই দেশকে
ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লোকেদের শাস্তি
দেওয়া হবে। শুধুমাত্র কিছু লোক বেঁচে থাকবে।
7দ্রাক্ষাক্ষেত মৃতপ্রায়। নতুন দ্রাক্ষারস অপেয়।
অতীতে মানুষ সুখী ছিল। কিন্তু তারা এখন দুঃখী।
8-9লোকেরা তাদের আনন্দ প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে।
সমস্ত সুন্দর শব্দ থেমে গিয়েছে। খঞ্জর এবং বীণা
থেকে নির্গত মধুর সঙ্গীত থেমে গিয়েছে। দ্রাক্ষারস
পানের সময় লোকেরা আর আনন্দের গান গায় না।
অনুগ্র সুরার স্বাদ এখন লোকেদের তেতো লাগে।
10এই শহর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ী বন্ধ,
তাই কেউ তার নিজের বাড়ীতে ঢুকতে পারছে না।
11এখন লোকেরা হাটে বাজারে দ্রাক্ষারসের খোঁজ
করছে। কিন্তু সমস্ত সুখ উবে গেছে। আনন্দ চলে গেছে
সহস্র যোজন দূরে। 12শহরটি ধ্বংস হয়ে পড়ে রয়েছে।
এমনকি ফটকগুলিও চূর্ণ-বিচূর্ণ।
13শস্য সংগ্রহের পরে জলপাইগাছে যেমন গুটিকতক
জলপাই পড়ে থাকে ঠিক তেমনি অনেকগুলি জাতির
মধ্যে এই দেশও একাকি পড়ে থাকবে।
14বেঁচে যাওয়া লোকেরা চিৎকার করতে শুরু করবে।
তাদের এই চিৎকার সমুদ্রের গর্জনের থেকেও বেশী
হবে। প্রভুর মহানুভবতায় তারা সুখী হবে।
15সেইসব লোকেরা বলবে, “প্রাচ্যের মানুষরা প্রভুর
প্রশংসা কর! দূর দেশের মানুষরা প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের নামে প্রশংসা কর।”
16পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে আমরা প্রশংসা গীত
শুনব। লোকেরা গাইবে: “ধার্ম্মিকজনটি, মহিমান্বিত
হউন।” কিন্তু আমি বলি, “আমি মারা যাচ্ছি। আমার
পক্ষে সবকিছু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতকেরা
মানুষের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।
17এই দেশের অধিবাসীদের বিপদ আমি চোখের
সামনে দেখতে পাচ্ছি। তাদের জন্য পেতে রাখা ফাঁদ,
গর্ত এবং ভয় আমি দেখতে পাচ্ছি।
18লোকেরা তাদের বিপদের কথা শুনে ভীত হবে।
কিছু লোক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তারা
গর্তে পড়ে গিয়ে ফাঁদে বন্দী হবে। তাদের মধ্যে কয়েকজন
গর্ত থেকে উঠে আসবে কিন্তু তারা অন্য ফাঁদে ধরা

পড়বে।” আকাশে বাঁধের দরজা খুলে যাবে এবং প্লাবন
হবে। পৃথিবীর ভিতগুলো নড়ে উঠবে।
19ভূমিকম্প হবে। পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।
20এই পৃথিবী পাপে ভারাক্রান্ত। তাই তা ভারের
তলায় চাপা পড়বে। জীর্ণ বাড়ির মতো তা কেঁপে
উঠবে, মত্ত মানুষের মতো পড়ে যাবে। পৃথিবী পড়ে
গেছে এবং আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না।
21সেই সময়েই প্রভু তাঁর বিচার শুরু করবেন। তিনি
স্বর্গের স্বর্গীয় সেনাদের* এবং পৃথিবীর পার্থিব রাজাদের
বিচার করবেন।
22তখন বহু মানুষ একত্রিত হবে। তাদের মধ্যে কেউ
আছে ভূগর্ভস্থ কয়েদে বন্ধ। কেউ আছে কারাগারে।
কিন্তু অবশেষে, অনেকদিন পরে তাদের সকলের বিচার
হবে।
23জেরুশালেমের সিয়োন পর্বতে প্রভু রাজার মত
শাসন করবেন। গণ্যমান্য লোকেদের উপস্থিতিতে তাঁর
উজ্জ্বল মহিমা প্রকাশিত হবে। তাঁর মহিমা এত উজ্জ্বল
হবে যে তা দেখে চাঁদ বিহ্বল হবে এবং সূর্য লজ্জা
পাবে।

ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাগীত

25 প্রভু, আপনিই আমার ঈশ্বর। আপনাকে আমি
সম্মান করি এবং আপনার নামের প্রশংসা করি।
আপনি বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। বহুদিন আগে আপনি যা
যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হয়েছে।
আপনি যা যা ঘটার কথা বলেছিলেন ঠিক তাই তাই
ঘটেছে।
2আপনি শহর ধ্বংস করেছেন। যে শহর ছিল
শক্তিশালী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তা এখন ধ্বংসস্তূপ মাত্র।
বিদেশী প্রাসাদ সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তা আর
কোনদিনও নির্মাণ করা যাবে না।
3শক্তিমান দেশগুলি আপনাকে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান
জানাবে। শক্তিশালী শহরের ক্ষমতাবান লোকেরা
আপনাকে ভয় পাবে এবং সম্মান করবে।
4প্রভু আপনিই দরিদ্রদের কাছে এক নিরাপদ আশ্রয়।
এদের পরাজিত করতে প্রভুত সমস্যা শুরু হবে। কিন্তু
আপনি তাদের রক্ষা করবেন। প্রভু, আপনি লোকেদের
কাছে বন্যা ও দাবদাহ থেকে রক্ষা পাবার মতো সুরক্ষিত
গৃহ। ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির মতো সংকটসমূহ আসবে এবং
দেওয়ালে ধাক্কা মারবে, কিন্তু গৃহের ভেতরের লোকেরা
আঘাত পাবে না।
5শত্রুরা এসে চিৎকার চেঁচামেচি গোলমাল শুরু
করবে। ভয়ঙ্কর শত্রুরা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে আহ্বান
জানাবে। কিন্তু ঈশ্বর আপনিই তাদের থামিয়ে দেবেন।
যদিও গ্রীষ্মে মরুভূমিতে কয়েকটি উদ্ভিদ জন্মায়,
পরিশেষে তারা শুকিয়ে যাবে এবং ভূমিতে পতিত
হবে। একইভাবে, আপনিও আপনার শত্রুদের পরাজিত
করবেন এবং তাদের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করবেন।
ঘন মেঘ যেমন গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপকে আটকে দেয়
ঠিক সেইভাবে আপনিও শত্রুদের ভয়ঙ্কর চিৎকার
থামিয়ে দেবেন।

অনুগতদের জন্য ঈশ্বরের মহাভোজ

6সেই সময়ে, প্রভু সর্বশক্তিমান এই পর্বতের সমস্ত
জাতিকে এক ভুরিভোজে আপ্যায়িত করবেন। সেই
ভোজে সেরা খাদ্য ও পানীয় থাকবে। মাংস হবে নরম
ও সুস্বাদু।
7কিন্তু এখন, সমস্ত জাতি ও লোকেদের একটি
ঘোমটা আচ্ছাদিত করছে। তিনি এই ঘোমটা নষ্ট করে
দেবেন। 8কিন্তু মৃত্যু চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমার
সদাপ্রভু প্রত্যেকটি মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুকণা মুছিয়ে
দেবেন। অতীতে তাঁর সমস্ত অনুরাগী ভক্তরা ছিল বিষণ্ণ।
কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবী থেকে মুছে দেবেন বিষণ্ণতা। এ
সমস্তই ঘটবে কারণ প্রভু এসব ঘটনার কথাই বলেছেন।
9সে সময়ে লোকেরা বলবে, “এইতো আমাদের
ঈশ্বর। তিনিই সেই যার জন্য আমরা প্রতীক্ষারত। তিনি
আমাদের রক্ষা করতে এসেছেন। আমরা আমাদের
প্রভুর প্রতীক্ষায় আছি। তাই তিনি আমাদের রক্ষা করার
সময় আমরা সুখী এবং আনন্দিত হব।”
10এই পর্বতে প্রভুর শক্তি বিরাজমান। তাই মোয়াব
পরাজিত হবে। আবর্জনার স্তূপে খড়ের ওপর দিয়ে
হেঁটে যাবার মতো প্রভু শত্রুদের পদদলিত করবেন।
11সাঁতার কাটা মানুষের মতো প্রভু তাঁর বাহু প্রসারিত
করে লোকে যেসব জিনিস নিয়ে গর্ব করে সেসব
জিনিসকে একত্রিত করবেন। তিনি মানুষের তৈরী সুন্দর
সুন্দর জিনিসগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।
12প্রভু মানুষের লম্বা প্রাচীর ও নিরাপদ
জায়গাগুলিকে ধ্বংস করে মাটির ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন।

ঈশ্বরের প্রশংসা গীত

26 সে সময়ে যিহূদার লোকেরা এই গান গাইবে:
প্রভু আমাদের পরিত্রাণ দিন। আমাদের একটি
শক্তিশালী দুর্ভেদ্য নগর আছে।
2ফটকগুলি খোলো। এক ন্যায়পরায়ণ জাতি প্রবেশ
করবে। এরা ঈশ্বরের সুশিক্ষা মেনে চলে।
3প্রভু, যেসব লোকেরা আপনার ওপর নির্ভর করে
এবং আপনার ওপর আস্থা রাখে তাদের প্রকৃত শান্তি
দিন।
4সদা সর্বদা প্রভুকে বিশ্বাস কর। তিনি তোমাদের
চিরকালের নিরাপদ আশ্রয়।
5কিন্তু প্রভু দাম্ভিক শহরকে ধ্বংস করবেন এবং
তার অধিবাসীদের শাস্তি দেবেন। দাম্ভিক শহরকে তিনি
মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবেন। সেই শহর ধূলোয় মুখ থুবড়ে
পড়বে।
6তখন দীনহীন এবং বিনয়ী মানুষেরা সেই
ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে।
7সততাই ভাল লোকের বেঁচে থাকার পথ। যা কিছু
সরল ও সত্য ভাল লোকেরা তাকেই অনুসরণ করে।

স্বর্গীয় সেনা এর অর্থ “তারকা,” যাদের অন্য জাতিরা দেবতা
হিসাবে পূজা করত।

ঈশ্বর আপনি সেই পথকে মসৃণ করুন যাতে সহজে
তাকে মেনে চলা যায়।
8কিন্তু প্রভু আমরা আপনার বিচারের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। আমাদের আত্মাগুলি আপনাকে এবং আপনার
নামকে স্মরণ করতে চাইছে।
9আমার আত্মা আপনার সাথে রাত্রিবাস করতে
চায়। আমার আত্মা প্রতিটি নতুন দিনের ভোরে আপনার
সঙ্গে থাকতে চায়। পৃথিবীতে আপনার বিচার যখন
নেমে আসবে তখন মানুষ বেঁচে থাকার সঠিক পথ
শিখবে।
10দুষ্ট লোকেদের প্রতি যদি আপনি শুধু দয়া দেখান
তাহলে তারা কোন কিছু ভাল করতে শিখবে না। এমনকি
দুষ্ট লোকেরা ভালো পৃথিবীতে বাস করলেও তারা খারাপ
কাজ করবে। তারা কখনও প্রভুর মহত্ব দেখতে পায়
না।
11কিন্তু প্রভু সেইসব লোকেদের শাস্তি দেবার জন্য
প্রস্তুত হোন। নিশ্চিতভাবেই তারা এটা দেখতে পাবে।
তারা কি এটা দেখতে পাবে না? প্রভু, দুষ্টরা দেখুক যে
আপনার লোকেদের জন্য আপনার যে ভালবাসা তা
খুব দৃঢ়। নিশ্চিতভাবে তারা লজ্জিত হবে। আপনার
শত্রুদের জন্য যে আগুন রাখা আছে তা ওদের পুড়িয়ে
শেষ করে ফেলুক।
12প্রভু, আমরা যেসব কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম
সে সব কাজে আপনি সফল হয়েছেন। তাই আমাদের
শান্তি দিন।

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নতুন জীবন দেবেন

13প্রভু আপনিই আমাদের ঈশ্বর। কিন্তু অতীতে
আমরা অন্য দেবতাদের মেনে চলতাম। আমরা ছিলাম
অন্য মনিবদের। কিন্তু এখন আমরা লোকেদের শুধু
আপনার নামই স্মরণ করাতে চাই।
14সেইসব মৃত দেবতারা বেঁচে ওঠে না। সেইসব
প্রেতগণ মৃত্যু থেকে আর জেগে ওঠে না। আপনি
তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবং তাদের
সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা উদ্রেক করবার যা কিছু তা
সবই আপনি ধ্বংস করেছেন।
15হে প্রভু, এই জাতিতে আরো যোগ কর। এতে
যোগ কর এবং সম্মানিত হও। দেশটির সর্বদিকের সীমা
বৃদ্ধি কর।
16প্রভু, লোকে যখন বিপদে পড়ে, তখন আপনাকে
স্মরণ করে। আপনি যখন তাদের শাস্তি দেন, তখন
তারা আপনার কাছে নীরব প্রার্থনা করে।
17ঠিক যেমন একটি গর্ভবতী মহিলা জন্ম দিতে
যাচ্ছে এবং প্রসব যন্ত্রনায় চিৎকার করে কাঁদে, তেমনি,
হে প্রভু, আমরা আপনার সামনে এসেছি।
18একইভাবে, আমাদের যন্ত্রণা আছে এবং আমরা
জন্ম দিই, কিন্তু শুধুই বাতাস। আমরা পৃথিবীর জন্য
নতুন মানুষ তৈরী করতে পারি না। আমরা দেশের
জন্য মুক্তি আনতে পারি না। 19কিন্তু প্রভু বলেন,
"তোমাদের লোকেরা মারা গিয়েছে, তবে তারা আবার
বেঁচে উঠবে। আমার মানুষদের মৃতদেহগুলি মৃত্যু থেকে
জেগে উঠবে। মৃত মানুষেরা মাটিতে উঠে দাঁড়াবে
এবং সুখী হবে। তোমাদের আচ্ছাদিত শিশিরসমূহ নতুন
দিনের আলোর মতো ঝলমল করবে। এর অর্থ এই–
নতুন সময় আসছে যখন পৃথিবী মৃত মানুষদের মধ্যে
নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে।"

বিচার: পুরস্কার অথবা শাস্তি

20আমার লোকেরা, তোমরা তোমাদের ঘরের
ভেতরে যাও। দরজা বন্ধ কর। ক্ষণিকের জন্য লুকিয়ে
ঘরে থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত লুকাও যতক্ষণ না ঈশ্বরের
ক্রোধ শেষ হয়।
21পৃথিবীর লোকেদের কুকর্মের বিচার করতে প্রভু
জেরুশালেমের মন্দির ছেড়ে চলে যাবেন। পৃথিবী নিহত
লোকেদের রক্ত প্রকাশিত করবে। পৃথিবী আর মৃত
মানুষদের আচ্ছাদিত করবে না।
27সেই সময়ে প্রভু তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে মামলা
রুজু করবেন। তিনি লিবিয়াথন, বাঁকা সাপটিকে
শাস্তি দেবেন। ঐ প্যাঁচানো সাপটিকে তাঁর বিরাট এবং
শক্তিশালী তরবারি দিয়ে শাস্তি দেবেন। এবং তিনি ঐ
সামুদ্রিক দৈত্যকে হত্যা করবেন।
2সে সময়ে, একটি মনোরম দ্রাক্ষাক্ষেত থাকবে।
সেখানকার জমি তৈরীর কাজ শুরু কর।
3"আমি, প্রভু, সেই বাগানে ঠিকসময়ে জল দেব।
দিন রাত্রি পাহারা দেব, তার যত্ন নেব। কেউ সেই
বাগানের ক্ষতি করতে পারবে না।
4আমি ক্রুদ্ধ নই, কিন্তু যুদ্ধ করবার জন্য কেউ
একটি কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরী করবার চেষ্টা করুক,
আমি তার ওপরে মাড়িয়ে এগিয়ে যাব এবং তাকে
পুড়িয়ে ফেলব।
5তবে কেউ যদি নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য আমার
কাছে আসে, তবে তাকে আসতে দাও। এবং আমার
শান্তি তাকে পেতে দাও।
6লোকেরা আমার কাছে আসবে। সেইসব লোকেরা
যাকোবকে দৃঢ়মূল বৃক্ষের মতো শক্তিশালী হতে
সাহায্য করবে। তারা উদ্ভিদের ফুটে ওঠার মতো
ইস্রায়েলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। তখন দেশটি
গাছের ফলের মতো ইস্রায়েলের শিশুতে ভরে
যাবে।"

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে দূরে ঠেলে দেবেন

7প্রভু কিভাবে তার লোকেদের শাস্তি দেবেন?
অতীতে শত্রুরা লোকেদের আঘাত করেছিল। প্রভু কি
একই উপায়ে তাদের আঘাত করবেন? অতীতে অনেক
লোককে হত্যা করা হয়েছিল। প্রভু কি একইভাবে অনেক
লোককে হত্যা করবেন?
8ইস্রায়েলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে
মামলা দায়ের করবেন। তিনি তাকে তাঁর ঝোড়ো বাতাস
দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনের মত যখন
পূবের বাতাস বয়।

9যাকোবের দোষকে কিভাবে ক্ষমা করা হবে? তার পাপ দূরীভূত হওয়ার জন্য কি ঘটবে? এইগুলি ঘটবে: বেদীর পাথরগুলি চূর্ণ হয়ে ধূলোয় পরিণত হবে। মূর্ত্তিগুলি ও বেদীগুলি ধ্বংস করা হবে।

10সেই সময়ে বিশাল শহরটি হবে পরিত্যক্ত। এটার অবস্থা হবে মরুভূমির মতো। সমস্ত মানুষ ছুটে পালাবে। শহরটি হবে চারণভূমির মত মুক্ত। সেখানে গবাদি পশুরা ঘাস খাবে। তারা দ্রাক্ষা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাবে। 11দ্রাক্ষাক্ষেত শুষ্ক হয়ে যাবে। তার শাখাগুলি ভেঙে পড়বে। মহিলারা সেগুলিকে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করবে।

লোকেরা বুঝতে চাইবে না, তাই প্রভু, তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বস্তি দেবেন না, তাদের প্রতি দয়ালুও হবেন না।

12সেই সময়ে প্রভু তার লোকেদের অন্যদের থেকে আলাদা করতে শুরু করবেন। ফরাৎ নদীর কিনারা থেকে তিনি শুরু করবেন।

তিনি তাঁর লোকেদের এই নদী থেকে মিশরের নদী পর্যন্ত একত্রিত করবেন। 13ইস্রায়েলের লোকেরা এক এক করে সংঘবদ্ধ হবে। অশূরের হাতে আমার অনেক লোক হারিয়ে গেছে। আমার কিছু লোক মিশরে পালিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময়ে বেজে উঠবে এক দারুন তূর্যধ্বনি। এবং সেইসব লোকেরা জেরুশালেমে ফিরে আসবে। তারা সেই পবিত্র পর্বতের ওপর প্রভুর সামনে নতজানু হবে।

উত্তর ইস্রায়েলের প্রতি হুঁশিয়ারি

28 শমরিয়ার দিকে তাকাও! ইফ্রয়িমের মাতাল মানুষ সেই শহরের জন্য গর্বিত, যে শহর উর্বর উপত্যকা বেষ্টিত পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। শমরিয়ার লোকেরা মনে করে তাদের শহর ফুলের সুন্দর মুকুটের মত। কিন্তু তারা দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়ে রয়েছে। এবং এই ‘‘সুন্দর মুকুট’’ আসলে একটি মৃতপ্রায় গাছের মতো।

2দেখ, আমার প্রভুর একটি লোক আছে যে শক্তিশালী ও সাহসী। সেই লোকটি শিলাবৃষ্টির ঝড়ের মত দেশের ভেতরে আসবে। তিনি ঝড়ের মতো এদেশে আসবেন। তিনি হবেন বানভাসি দেশে জলে ভরা খরস্রোতা নদীর মতো। তিনি সেই মুকুটকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

3ইফ্রয়িমের মাতাল মানুষরা তাদের ‘‘সুন্দর মুকুটের’’ জন্য গর্বিত। কিন্তু তাদের শহর পদদলিত হবে।

4সেই শহর উর্বর উপত্যকা বেষ্টিত পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এবং সেই ‘‘ফুলের সুন্দর মুকুট” হবে ঠিক মৃতপ্রায় গাছের মতো। সেই শহর হবে গরমের প্রথম ডুমুর ফলের মতো, যাকে লোকে একপলক দেখেই দ্রুত তুলে নিয়ে খেয়ে নেয়।

5সেই সময়ে সর্বশক্তিমান প্রভু ই হবেন ‘‘সুন্দর মুকুট।” তাঁর অবশিষ্ট লোকেদের জন্য, তিনি হবেন ‘‘ফুলের আশ্চর্য মুকুট।” 6তখন প্রভু তাঁর লোকেদের বিচারকগণকে প্রজ্ঞা দান করবেন। নগরদ্বারে তিনি শক্তি যোগাবেন। 7কিন্তু এখন সেইসব নেতারা পান করে ভুল করেন। যাজক ও ভাববাদীরাও ভুলভ্রান্তি করেন কারণ তাঁরা অনুগ্র সুরা ও দ্রাক্ষারস পান করেন। তাঁরা হোঁচট খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছেন। এমনকি দর্শনের সময়েও ভাববাদীদের ভুলভ্রান্তি হয়। বিচারকেরাও ভুল করেন কারণ তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পান করেন। 8প্রতিটি টেবিল বমিতে আচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু পরিষ্কার স্থান নেই।

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাহায্য করতে চান

9প্রভু লোকেদের একটি শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন। প্রভু লোকেদের তাঁর শিক্ষামালা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। লোকেরা যেন ছোট্ট শিশুর মত, সবেমাত্র মায়ের দুধপান করা ছেড়েছে। 10তাই প্রভু তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন তারা শিশু:

জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
জি’ এর শাম্, জি’ এর শাম্।*

11প্রভু আশ্চর্য্য এই ভাষা ব্যবহার করবেন এবং এইসব লোকেদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি অন্যান্য ভাষাও ব্যবহার করবেন। 12অতীতে ঈশ্বর সেইসব লোকেদের বলেছিলেন, “এখানে একটি বিশ্রামস্থল আছে। এটা শান্তিপূর্ণ জায়গা। ক্লান্ত মানুষদের এসে বিশ্রাম নিতে দাও। এটি একটি শান্তির নিকেতন।’’

কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরের কথায় কর্ণপাত করেনি। 13তাই ঈশ্বর তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন তারা শিশু:

জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
জি’ এর শাম্, জি’ এর শাম্।”

যাতে তারা চারপাশে হেঁটে বেড়ায় এবং হোঁচট খেয়ে আঘাত পাবে এবং তারা ফাঁদে পড়ে বন্দী হবে।

ঈশ্বরের বিচার থেকে কেউ রেহাই পায় না

14জেরুশালেমের নেতারা, তোমাদের প্রভুর বার্তা শোনা উচিৎ। কিন্তু এখন তোমরা তাঁর কথায় কান দিচ্ছ না। 15তোমরা বলছ, “মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। পাতালের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। সুতরাং আমরা শাস্তি পাব না। শাস্তি আমাদের আঘাত না করেই চলে যাবে। আমরা আমাদের কৌশল ও মিথ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকব।”

জাব্ ... শাম্ এটি সম্ভবতঃ হিব্রুতে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবার ভাষা। এর অনুবাদ হতে পারে যে, ‘‘একটি আদেশ এখানে, একটি আদেশ ওখানে। একটি নিয়ম এখানে, একটি নিয়ম সেখানে। একটি শিক্ষা এখানে, একটি শিক্ষা ওখানে।”

16এইসব কারণেই প্রভু, আমার মনিব বলেন,
“সিয়োনের মাটিতে আমি একটি পাথর, একটি ভিত্তি
প্রস্তর স্থাপন করব। এটি একটি মূল্যবান পাথর। সেই
গুরুত্বপূর্ণ পাথরের ওপর সমস্ত কিছু গড়ে উঠবে।
সেই পাথরটির কাছে এসে বিশ্বস্ত লোকেরা কখনো
ভয় পাবে না।”

17“দেওয়াল সরল কিনা তা জানার জন্য মানুষ
এক ওলন দড়ি ব্যবহার করে। ঠিক একইভাবে কোনটা
ঠিক তা দেখানোর জন্য আমি বিচার এবং ধার্ম্মিকতাকে
ব্যবহার করব।

“তোমরা শয়তান মানুষেরা যারা মিথ্যা এবং
কৌশলের পিছনে লুকোতে চাও তারা শাস্তি পাবে।
কোন ঝড় অথবা বন্যা আসছে তোমাদের লুকিয়ে থাকার
স্থান ধ্বংস করতে। **18**মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের চুক্তি মুছে
যাবে। মৃত্যুর স্থানের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি কোন কাজেই
আসবে না।

“যখন সেই ভয়ঙ্কর শাস্তি আসবে তখন তোমরা
তার দ্বারা পদদলিত হবে। **19**যতবার তোমাদের শাস্তি
আসবে, ততবারই সে তোমাদের নিয়ে যাবে। তোমাদের
শাস্তি হবে ভয়ঙ্কর। তোমাদের শাস্তি খুব ভোরবেলা
আসবে এবং চলতে থাকবে গভীর রাত পর্যন্ত। বার্তাটি
শুধুমাত্র বোঝার পরই তা তোমাকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলবে।

20“তখন তোমরা এই গল্পটি বুঝবে: একটি মানুষ
তার পক্ষে খুবই ছোট একটি বিছানায় ঘুমোবার চেষ্টা
করেছিল। এবং তার একটি কম্বল ছিল যা তাকে
আচ্ছাদিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বিছানা এবং
কম্বল দুটিই ছিল ব্যবহারের অযোগ্য। তোমাদের
চুক্তিগুলিও ঠিক সেরকম।”

21পরাসীম পর্বতে প্রভু যেমন যুদ্ধ করেছিলেন ঠিক
তেমনভাবেই যুদ্ধ করবেন। গিবিয়োনের উপত্যকায় প্রভু
যেমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তিনি ক্রুদ্ধ
হবেন। প্রভুর যা কিছু করবার আছে তা তিনি করবেন।
তিনি কিছু আশ্চর্য্য কাজ করবেন। তবে তিনি তাঁর
কাজ শেষ করবেন। তাঁর কাজ হবে একজন
অপরিচিতের কাজ। **22**এখন তোমরা সেইসব জিনিসের
বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। যদি তোমরা লড়াই কর
তাহলে তোমাদের ঘিরে রাখা দড়িগুলির বাঁধন আরো
শক্ত হয়ে উঠবে।

যা আমি শুনেছি তা থাকবে অপরিবর্তিত।
যেসব কথা আমি শুনেছি তা প্রভু সর্বশক্তিমান,
পৃথিবীর শাসনকর্তার মুখ নিঃসৃত। তাই সেসব কথার
কোন পরিবর্তন হবে না। তাঁর কথিত সমস্ত ব্যাপারই
ঘটবে।

প্রভু ন্যায্য শাস্তি দেন

23যে বাণী আমি তোমাদের শোনাচ্ছি তা মন দিয়ে
শোন। **24**একজন কৃষক কি সবসময় তার ক্ষেতে লাঙ্গল
চালায়? না। সে কি সব সময় মাটি তৈরী করে? না।
25কৃষক মাটি তৈরী করে। তারপর বীজ বপন করে।
বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে বিভিন্ন বীজ বপন করে। কৃষক
শুলফার বীজ ছড়ায়, তারপর সে জীরের বীজ মাটিতে
ছড়ায়। সে গমের বীজ বোনে সারিবদ্ধভাবে। একজন
কৃষক বার্লিগাছ বিশেষ স্থানে বপন করে। এক বিশেষ
ধরণের বীজ সে রোপণ করে শস্যক্ষেতের ধারে।

26আমাদের ঈশ্বর তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য
এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। এই উদাহরণ দেখায় যে
মানুষকে শাস্তি দেবার সময় ঈশ্বর সঠিক উপায়েই শাস্তি
দেবেন। **27**শুলফার বীজ মাড়বার জন্য কৃষক কি ধারালো
দাঁতওয়ালা পাটাতন ব্যবহার করে? না! জীরা বীজ
মাড়বার জন্য কি কৃষক কোন চতুশ্চক্র শকট ব্যবহার
করে? না! এই শস্যগুলির বীজ থেকে খোসা ছাড়ানোর
জন্য একজন কৃষক একটি ছোট লাঠি ব্যবহার করে।

28যখন কেউ রুটি তৈরী করবার জন্য শস্যকে তৈরী
করে সে তখন গমকে আটায় চুর্ণ করে। কিন্তু সে এটা
চিরকাল ধরে করে না। সে হয়তো এর ওপর দিয়ে
তার ঘোড়া এবং মালবাহী গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে
পারে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ চুর্ণ হবে না। প্রভু তাঁর লোকেদের
একইভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন। **29**প্রভু সর্বশক্তিমানের
কাছ থেকে এই শিক্ষা আসে। প্রভু আশ্চর্য্য সব উপদেশ
দেন। ঈশ্বর সত্যই প্রজ্ঞাবান।

জেরুশালেমের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা

29 ঈশ্বর বললেন, “অরীয়েলের দিকে তাকাও!
অরীয়েল, সেই শহর যেখানে দায়ূদ তাঁবু
ফেলেছিলেন। বছরের পর বছর তার ছুটি অব্যাহত ছিল।
2আমি অরীয়েলকে শাস্তি দিয়েছি। দুঃখ আর কান্নায়
শহরটা ভরে গিয়েছে। কিন্তু সে আমার চিরকালের
অরীয়েল। **3**“অরীয়েল আমি তোমার চারিদিকে সৈন্য
মোতায়েন করেছি। আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দুর্গসমূহ
তৈরী করেছি। **4**তুমি পরাজিত হলে এবং মাটিতে মিশে
গেলে। এখন আমি মাটিতে ভূতের মতো তোমার কণ্ঠস্বর
শুনতে পাই। তোমার কথাগুলো গোঙানির মত ধূলোর
মধ্যে থেকে আসে।”

5তোমার শত্রুরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতো প্রচুর।
যারা তোমার প্রতি নিষ্ঠুর তাদের সংখ্যা বাতাসে ভেসে
যাওয়া ভূসির মত। **6**হঠাৎ এরকম ঘটবে: সর্বশক্তিমান
প্রভু ভূমিকম্প, বজ্রপাত, হৈ-হল্লা দিয়ে তোমাকে শাস্তি
দেবেন। ঝড়, তীব্র বাতাস আর আগুন সব কিছু পুড়িয়ে
দেবে আর ধ্বংস করবে। **7**অনেক দেশ অরীয়েলের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ওটা হবে রাতের এক দুঃস্বপ্নেরই
মত। সৈন্যরা অরীয়েলকে শাস্তি দেবে। **8**কিন্তু ঐ সৈন্যদের
কাছেও সেটা স্বপ্ন হবে। তারা যা চায় তা পাবে না।
যেন এক ক্ষুধার্ত মানুষের আহারের স্বপ্ন দেখা। যখন
মানুষটা জেগে ওঠে তখনও সে ক্ষুধার্ত। যেন এক
তৃষ্ণার্ত মানুষের জলের স্বপ্ন দেখা। যখন মানুষটা জেগে
ওঠে তখনও সে তৃষ্ণার্ত থাকে।

সিয়োনের বিরুদ্ধে লড়া সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এসব
ঘটনা সত্যি হবে। এইসমস্ত দেশ যা চায় তারা তা
কিছুতেই পাবে না। **9**চমৎকৃত ও বিহ্বল হও। তুমি
মদ্যপ হয়ে উঠবে কিন্তু দ্রাক্ষারস থেকে নয়। দেখ এবং

বিহ্বল হও। তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে কিন্তু সুরাপানে
নয়।
10প্রভু তোমাকে ঘুম কাতুরে বানাবেন। বন্ধ করে
দেবেন তোমার দুচোখ। (ভাববাদীরা হবে তোমার
দুচোখ।) প্রভু তোমাদের মাথা ঢেকে দেবেন। (ভাববাদীরা
হবে তোমার মাথা।)

11আমি তোমাকে বলছি যে এসব ঘটনাগুলি ঘটবে।
কিন্তু তোমরা আমাকে বুঝবে না। আমার কথাগুলো
তোমার কাছে বন্ধ ও সীলমোহর করা বই-এর মধ্যের
কথাগুলোর মত মনে হবে। তুমি বইটি এমন কাউকে
দিতে পার যে পড়তে পারে। কিন্তু তাকে যদি পড়তে
বল সে বলবে, “আমি পড়তে পারব না। কারণ বইটি
বন্ধ এবং তা আমি খুলতে পারব না।” 12অথবা তুমি
কাউকে বইটি দিতে পার, যে পড়তে পারে না। সেই
লোকটিকে পড়তে বললে সে বলবে, “আমি এই বই
পড়তে পারব না। কারণ কিভাবে বইটি পড়তে হয় তা
আমার জানা নেই।”
13আমার প্রভু বলেন, “ঐ মানুষেরা আমার প্রতি
ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। তাদের মুখ নিঃসৃত শব্দ
আমার প্রতি সম্মান জানায়। কিন্তু তাদের হৃদয় আমার
থেকে অনেক দূরে। আমাকে যে সম্মান তারা জানায়
তা তাদের মুখস্থ করা মানবিক বিধিসমূহ ছাড়া আর
কিছুই নয়। 14সুতরাং আমি আমার শক্তিশালী ও
আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে লোকেদের বিস্ময়
বিহ্বল করা অব্যাহত রাখব। ওদের জ্ঞানী লোকেরা
তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ওদের জ্ঞানী লোকেরা
উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে।”
15সেইসব মানুষেরা প্রভুর কাছ থেকে অনেক কিছুই
লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তারা মনে করে যে প্রভু
কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। তারা অন্ধকারের মধ্যে
পাপ কাজ করে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে,
“আমাদের কেউ দেখতে পায় না, কেউ জানতেও পারবে
না আমরা আসলে কে?”
16তোমরা আসলে বিভ্রান্ত। তোমরা মনে কর যে
মাটি আর কুমোর সমান। তোমরা ভাবো যে তৈরী
জিনিষটি, যে তাকে তৈরী করেছে তাকে বলতে পারে,
“তুমি আমাকে তৈরী করনি!” এটা আসলে একটা
পাত্রের মত যে তার সৃষ্টিকর্তাকে বলছে, “তুমি বোঝ
না।”

সুসময় আসছে

17সত্যটি হল: কিছু সময় পরেই লিবানোন উত্তর
ইস্রায়েলের সুআবাদি কর্মিল পর্বতের মতো উর্বর চাষের
জমি পেয়ে যাবে এবং কর্মিল পর্বত ঘণ অরণ্যের
মতো হবে। 18বধির শুনতে পাবে, বই থেকে পড়ে
শোনানো কথাগুলি; অন্ধ কুয়াশা ও অন্ধকারের মধ্যেও
দেখতে পাবে। 19প্রভু গরীব মানুষদের সুখী করবেন।
ইস্রায়েলে গরীব লোকেরা ইস্রায়েলের সেই পবিত্র
একজনের নামে আনন্দ করবে।
20যখন নিষ্ঠুর ও উদ্ধত লোকেরা আর থাকবে না
তখন এটা ঘটবে। যারা মন্দ কাজ করার জন্য সুযোগ
খুঁজে বেড়ায় সেইসব লোকেদের পতনের পর এটা
ঘটবে। 21সেইসব লোকেরা লোকেদের বিরুদ্ধে মিথ্যে
অভিযোগ নিয়ে আসে। আদালতে তারা বিচারকদের
জন্য ফাঁদ পাতার চেষ্টা করে। তারা আইন মেনে চলা
লোকেদের বিরুদ্ধে মিথ্যে বিচার আনার জন্য তাদের
আইনি তর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
22সুতরাং, প্রভু যাকোবের পরিবারের সঙ্গে কথা
বলবেন। (এই সেই প্রভু যিনি অব্রাহামকে উদ্ধার
করেছিলেন।) প্রভু বলেন, “এখন যাকোব (ইস্রায়েলের
লোক) বিব্রত ও লজ্জিত হবে না। 23তিনি তাঁর সকল
শিশুদের দেখবেন এবং বলবেন যে আমার নাম পবিত্র,
আমি এইসব শিশুদের নিজের হাতে তৈরী করেছি
এবং তারা বলবে যে যাকোবের সেই পবিত্র জনটি
(ঈশ্বর) হলেন খুব বিশিষ্ট। এইসকল শিশুরাই ইস্রায়েলের
ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে। 24যাদের আত্মা বিপথে গিয়েছিল
তারা বুঝতে পারবে এবং যারা নালিশ করেছিল তারা
উচিৎ শিক্ষা পাবে।”

মিশরের প্রতি নয়, ইস্রায়েলের আস্থা থাকা উচিৎ ঈশ্বরের প্রতি

30 প্রভু বললেন, “এই বিদ্রোহী শিশুদের দিকে
দেখ। তারা আমাকে মান্য করে না। তারা
পরিকল্পনা করে। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে
বলে না। তারা অন্য দেশের সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু
আমার আত্মা ঐ ধরণের চুক্তি চায় না। এইসব লোকেরা
তাদের পাপের সঙ্গে আরো অনেক পাপ যোগ করছে।
2এইসব শিশুরা সাহায্যের জন্য মিশরে যাচ্ছে। কিন্তু
তারা কখনো আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, এটা তারা
ঠিক কাজ করছে কি না। তাদের আশা মিশরের রাজা
ফরৌণ তাদের সাহায্যে করবে। তারা চায় মিশর তাদের
রক্ষা করুক।
3“কিন্তু আমি বলব মিশরে লুকিয়ে থাকা তোমাদের
পক্ষে সহায়ক হবে না। মিশর তোমাদের রক্ষা করতে
পারবে না। 4তোমাদের নেতারা মিশরীয় শহর সোয়নে
গিয়েছে। এবং তোমাদের রাষ্ট্রদূতরা মিশরীয় শহর
হানেষে গিয়েছে। 5কিন্তু তারা আশাহত হবে। তারা
এমন একটা জাতির উপর নির্ভরশীল যারা সাহায্য
করতে অপারগ। মিশর হচ্ছে অকর্মণ্য। প্রয়োজনীয়
সাহায্য ওরা দিতে পারবে না। মিশর তাদের কাছে
শুধুমাত্র লজ্জা এবং বিহ্বলতা আনবে।”

যিহূদার প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

6যিহূদার দক্ষিণে মরু অঞ্চল নেগেভের প্রাণীর জন্য
বার্তা।

নেগেভ হল একটি বিপজ্জনক স্থান। এই জায়গাটি
সিংহ এবং দ্রুতগামী বিষাক্ত সাপে ভর্তি। কিন্তু কিছু
লোক নেগেভের মধ্যে দিয়ে মিশরে যাতায়াত করে।
এইসব লোকেরা তাদের জিনিসপত্র গাধার পিঠে চাপিয়ে

নিয়ে যায়। উটের পিঠের ওপর তাদের ধনসম্পত্তি বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেই দেশে যার ওপর লোকে নির্ভর করে আছে, যে দেশ তাদের সাহায্য করতে অপারগ।
7এই অকর্মণ্য দেশটি হল মিশর। মিশরের সাহায্য কোন কাজেই লাগবে না। সুতরাং আমি মিশরের নাম দিয়েছি, "অকর্মণ্য দানব।"

8এখন এটাকে কোন চিহ্নের ওপর লেখ যাতে সমস্ত মানুষ এটাকে দেখতে পায় এবং এটা লিখে রাখ একটা বইয়ের মধ্যে। শেষের দিনের জন্য এগুলি লেখ যাতে এগুলি সুদূর ভবিষ্যতে সাক্ষ্যস্বরূপ চিরকাল থাকে।

9এইসব লোকেরা শিশুদের মতো। তারা তাদের পিতামাতাকে মান্য করতে চায় না। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং ঈশ্বরের বিধি শুনতে অস্বীকার করে।
10তারা ভাববাদীদের বলে, "ভবিষ্যদ্বাণী করো না! যা যা আমাদের করা উচিৎ সে বিষয়ে স্বপ্ন দেখো না! আমাদের সত্যি কথা বলো না। সুন্দর জিনিসের কথা আমাদের বল এবং আমাদের মধ্যে ভাল অনুভূতির সঞ্চার কর! আমাদের শুধু ভাল ভাল জিনিস দেখাও!
11সেইসব জিনিস দেখাবে যা যা ঘটবে! সেগুলিকে আমাদের থেকে বরং দূরে সরিয়ে রাখ! ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কথা আমাদের বোল না।"

যিহূদার সাহায্য আসে একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে

12ইস্রায়েলের পবিত্র জনটি বলেন, "তোমরা প্রভুর কাছ থেকে আসা এই বার্তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছ। তোমরা পীড়ন ও মিথ্যার ওপর নির্ভর করতে চাও।
13এসব কাজের জন্য তোমরা অপরাধী। তোমরা আসলে ফাটল ধরা উঁচু প্রাচীরের মতোই। সেই প্রাচীরের পতন হবে এবং তা ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হবে।
14তোমরা চীনামাটির বাসনের মতো ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হবে। এই টুকরোগুলি কোন কাজেই লাগবে না। তোমরা সেই টুকরোগুলোকে গরম কয়লার টুকরো তোলার কাজে অথবা জলাশয় থেকে জল আনার কাজে ব্যবহার করতে পারবে না।"

15প্রভু, আমার গুরু, ইস্রায়েলের পবিত্র জনটি বলেন, "তোমরা যদি আমার কাছে ফিরে আসো তবে সুরক্ষিত হবে। তোমরা যদি আমার ওপর আস্থা রাখ তবেই পাবে আসল শক্তি। কিন্তু তোমাদের শান্ত হতে হবে।"

কিন্তু তোমরা তা করতে চাও না!
16তোমরা বলবে, "না, আমাদের পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়া চাই।" নিশ্চয়ই তোমরা ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যাবে। কিন্তু শত্রুরা তোমাদের পেছনে তাড়া করবে। এবং শত্রুরা তোমাদের ঘোড়ার থেকেও দ্রুতগামী হবে।
17একজন শত্রু তোমাদের ভয় দেখাবে এবং তোমাদের এক হাজার লোক পালিয়ে যাবে। যখন পাঁচজন শত্রু তোমাদের ভয় দেখাবে তখন তোমরা সবাই ওদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। তোমাদের সেনাদের যে জিনিসটা শুধুমাত্র পড়ে থাকবে তা হল পাহাড়ের ওপর একটি পতাকার দণ্ড।

18প্রভু তোমাদের প্রতি তাঁর করুণা দেখাতে চান। তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি উঠে দাঁড়াতে চান এবং তোমাদের আরাম দিতে চান। প্রভু ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ এবং যারা প্রভুর কৃপার অপেক্ষায় আছেন তারা সুখী হবে।

19প্রভুর লোকেরা সিয়োন পর্বতের ওপর জেরুশালেমে বাস করবে। তোমরা ক্রন্দনরত থাকবে না। প্রভু তোমাদের কান্না শুনবেন এবং তিনি তোমাদের আরাম দেবেন। প্রভু তোমাদের কথা শুনবেন এবং তিনি তোমাদের কৃপা করবেন।

ঈশ্বর তাঁর মানুষদের সাহায্য করবেন

20অতীতে আমার প্রভু (ঈশ্বর) তোমাদের দুঃখ ও দুর্দশা দিয়েছিলেন– সেটা ছিল তোমাদের দৈনন্দিনের রুটি ও জলের মতো। কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের শিক্ষাদাতা এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে চিরকাল লুকিয়ে থাকবেন না। তোমরা নিজেদের চোখেই নিজেদের শিক্ষককে দেখতে পাবে।
21তোমরা যদি জীবনের ভুলপথে চল, (ডানদিকে অথবা বাঁদিকে) পিছন থেকে এই কথাগুলো শুনতে পাবে: "এটাই সঠিক পথ। তোমাদের এই পথেই চলতে হবে।"

22তোমাদের সোনা এবং রূপোয় আচ্ছাদিত মূর্ত্তি আছে। সেইসব মূর্ত্তিসমূহ তোমাদের পাপী করে তুলেছে। কিন্তু তোমরা সেই মূর্ত্তিদের সেবা করা থেকে বিরত হবে। তোমরা এইসব মূর্ত্তিদের নোংরা আবর্জনার মত ফেলে দেবে।

23সেই সময়ে প্রভু তোমাদের জন্য বৃষ্টি পাঠাবেন। তোমরা জমিতে বীজ বপন করবে। এবং সেই জমি ভরে উঠবে তোমাদের খাদ্যদ্রব্যে। তোমাদের শস্য সংগ্রহ খুব ভালো হবে। তোমাদের গবাদি পশুসমূহ বৃহৎ পশুচারণ ভূমিগুলোতে চারণ করবে। তোমাদের চাহিদামত প্রচুর ফসল হবে।
24তোমাদের গাধা ও গবাদিপশু সমূহ (যেগুলিকে তোমরা জমি কর্ষণের জন্য ব্যবহার কর) প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্টতম জাব খাবে যেগুলো কাঁটাযুক্ত দণ্ড ও কুড়ুল দিয়ে ছড়ানো।
25প্রতিটি পাহাড় আর টিলায় জলপূর্ণ ছোট ছোট নদী থাকবে। বহু মানুষের হত্যা ও বহু স্তম্ভ ধ্বংসের পর এইসব ঘটবে।

26সেই সময় চাঁদের আলো হবে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। সূর্যের আলো হবে এখনকার চেয়ে সাতগুণ বেশী উজ্জ্বলতর। সূর্যের একদিনের আলোই হবে গোটা সপ্তাহের সমান। এসব ঘটবে তখনই যখন প্রভু তাঁর আহত মানুষদের পট্টি বাঁধবেন এবং মারধোরের ফলে তাদের যে ক্ষত হয়েছে তা সারাবেন।
27দেখো! প্রভুর নাম বহুদূর থেকে আসছে। তাঁর ক্রোধ ঘন মেঘের ধোঁয়াসহ একটি আগুনের মত। ঈশ্বরের মুখ ক্রোধে পরিপূর্ণ এবং তাঁর জিহ্বা একটি জ্বলন্ত অগ্নির মত।
28প্রভুর আত্মা একটি বড় নদীর মত বেড়েই চলেছে

যতক্ষণ না তিনি আকণ্ঠ ডুবে যান। প্রভু দেশগুলির বিরুদ্ধে মামলা চালাবেন। ওটা ঠিক যেন তিনি তাদের ‘ধ্বংসের ছাঁকনির’ ভেতর ঝাঁকাচ্ছেন। সেটা হবে যেন জাতিগুলিকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য তার মুখে লাগাম দেওয়া আছে যা দিয়ে পশুদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

29সেই সময়ে, তোমরা সুখের সঙ্গীত গেয়ে উঠবে। সেই সময়টা হবে একটি ছুটির শুরুর রাতের মত। তোমরা প্রভুর পর্বতে হাঁটার সময় খুবই খুশী হবে। তোমরা যখন প্রভু, ইস্রায়েলের শিলার কাছে উপাসনা করতে যাবে তখন তোমরা যাত্রা পথে মধুর গান শুনে খুশী হবে।

30প্রভু তাঁর মহান স্বর সকল মানুষকে শোনাবেন। প্রভু সকল মানুষকে তাঁর ক্রোধে নেমে আসা শক্তিশালী হাত দেখতে বাধ্য করবেন। সেই বাহু হবে মহান অগ্নির মতো, যা কিনা সব কিছুকেই পুড়িয়ে ফেলতে পারে। প্রভুর ক্ষমতা হবে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির মত। **31**অশূর যখন প্রভুর রব শুনতে পাবে তখন সে ভীত হবে। একটি লাঠি দিয়ে প্রভু অশূরকে আঘাত করবেন। **32**প্রভু অশূরকে আঘাত করবেন এবং তার সঙ্গে ঢাক ও বীণা বাজানো হবে। প্রভু তাঁর মহান শক্তিশালী বাহুবলে অশূরকে পরাস্ত করবেন।

33তোফৎকে* বহু দিন থেকে তৈরী করে রাখা হয়েছে। এটি রাজার জন্য তৈরী হয়েছে। এটাকে খুবই গভীর এবং বিস্তৃতভাবে তৈরী করা হয়েছে। সেখানে প্রচুর কাঠ ও আগুন রয়েছে। গন্ধকের জ্বলন্ত স্রোতের মতো প্রভুর আত্মা সেখানে পৌঁছোবে এবং তাকে পুড়িয়ে দেবে।

ঈশ্বরের ক্ষমতার ওপর ইস্রায়েলের নির্ভর করা উচিৎ

31 সাহায্যের জন্য মিশর অভিমুখে যাওয়া লোকেদের দিকে তাকাও। তারা ঘোড়া চায় এই মনে করে যে ঘোড়ারা তাদের রক্ষা করবে। তারা মনে করে যে মিশরের অনেকগুলি রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য তাদের রক্ষা করবে। তারা মনে করে তারা খুবই নিরাপদে আছে। কারণ তাদের সেনাবাহিনী খুবই বিশাল। লোকেদের ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতি আস্থা নেই। তারা প্রভুর কাছে সাহায্যও চায় না।

2কিন্তু প্রভু জ্ঞানী এবং তিনি তাদের সমস্যায় ফেলবেন। তারা প্রভুর আদেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। প্রভু দুষ্ট লোকেদের (যিহূদা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এবং প্রভু দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবেন যারা তাদের সাহায্য করেছিল।

3মিশরের লোকেরা নিছকই মানুষ, ঈশ্বর নয়। মিশরের ঘোড়াগুলি পশুমাত্র, আত্মা নয়। প্রভু তাঁর বাহুকে কাজে লাগাবেন এবং সাহায্যকারী দেশ মিশরকে পরাস্ত করবেন। এবং (যিহূদার) যে সমস্ত লোকেরা সাহায্য চেয়েছিল তাদের পরাজয় হবে। তারা সবাই একসঙ্গে ধ্বংস হবে।

4প্রভু আমাকে বলেছিলেন, “একটা সিংহ অথবা সিংহশাবক যখন কোন পশুকে খাবার জন্য ধরে সে তখন তার শিকারের ওপর দাঁড়ায় ও গর্জন করে। তখন কোন কিছুই সিংহটিকে ভয় দেখাতে পারে না। যদি মানুষ আসে এবং চেষ্টাও করে সিংহটি ভীত হয় না। মানুষ যথেষ্ট হল্লা জুড়তে পারে। কিন্তু সিংহ পালায় না।”

একইভাবে সর্বশক্তিমান প্রভু আসবেন সিয়োন পর্বতে। পর্বতের ওপর প্রভু যুদ্ধ করবেন। **5**বাসার ওপর উড়ন্ত পাখির মত সর্বশক্তিমান প্রভু জেরুশালেমের হয়ে যুদ্ধ করবেন। প্রভু তাঁকে রক্ষা করবেন। প্রভু জেরুশালেমকে প্রতিরক্ষা করবেন এবং তাকে উদ্ধার করবেন।

6তোমরা ইস্রায়েলের শিশুরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধগামী। তোমাদের উচিৎ ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা। **7**তখনই সোনা রূপো দিয়ে তোমাদের তৈরী করা মূর্ত্তির পূজা লোকেরা ছেড়ে দেবে। তোমরা সত্যিই ঐসব মূর্ত্তি তৈরী করবার সময় পাপ করেছ।

8এটা সত্যি যে অশূর তরবারির সাহায্যে পরাস্ত হবে। কিন্তু তরবারিটি মানুষের তরবারি নয়। অশূর ধ্বংস হবে। কিন্তু সেই ধ্বংস মানুষের তরবারি দিয়ে হবে না। অশূর ঈশ্বরের তরবারি দেখে পালাবে। কিন্তু যুবকরা ধরা পড়বে এবং তাদের দাস বানানো হবে। **9**তাদের নিরাপদ স্থান ধ্বংস হবে। তাদের নেতারা পরাস্ত হয়ে তাদের পতাকা ত্যাগ করবে।

ঐসব কথা প্রভুই বলেছেন। প্রভুর অগ্নিস্থান (বেদী) সিয়োনে আছে। প্রভুর উনুন (বেদী) জেরুশালেমে আছে।

নেতাদের ভাল ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিৎ

32 আমি যা যা বলি শোন। একজন রাজার এমনভাবে শাসন করা উচিৎ যা প্রজাদের মঙ্গল সাধন করে। নেতারা যখন লোকেদের নেতৃত্ব দেয় তখন তাদের নিরপেক্ষ ও উচিৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। **2**যদি এসব ঘটনাগুলি ঘটে তবে রাজা সেই জায়গার মতোই হবে যেখানে রোদ ও বৃষ্টি থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব। এটা হয়ে উঠবে শুকনো জমিতে জলপ্রবাহ সমূহের মতো। এটা হবে গরম ভূখণ্ডে বিশাল পাথর খণ্ডের শীতল ছায়ার মতো। **3**লোকেরা সাহায্যের জন্য রাজার কাছে যাবে এবং তিনি যা বলবেন লোকেরা সত্যি সত্যিই তা শুনবে। **4**যেসব লোকেরা এখন বিভ্রান্ত তারা সব কিছু বুঝতে সক্ষম হবে। যারা স্পষ্ট কথা বলতে পারে না তারা স্পষ্ট ও দ্রুত কথা বলতে পারবে। **5**দুষ্ট লোকেদের বদান্য বলে ডাকা হবে না। লোভী লোকেদের কেউ উদার বলবে না।

6একজন দুষ্ট লোক সর্বদাই অরুচিকর কথা বলে। এবং তার মনে পাপ কাজ করার চিন্তাই থাকে। একজন বোকা লোক কেবল ভুল কাজ করে। সে যখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে তখনো প্রতারণাপূর্ণ কথা বলে। একজন খল লোক ক্ষুধার্তকে খাবার দেয় না। ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞ যে মানুষ সে তৃষ্ণার্তকে জল দেয় না। **7**সেই দুষ্ট

তোফৎ হিন্নোম উপত্যকা। যেখানে লোকেরা তাদের মূর্ত্তি “মলেক” কে সম্মান দেখানোর জন্য তাদের শিশুদের হত্যা করত।

লোকটি পাপবুদ্ধিকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করে। সে গরীব মানুষের সবকিছু আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করে। এমনকি যখন গরীব লোকটি সত্যিকথা বলছে সেই দুষ্ট লোক গরীব মানুষদের বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে।

8কিন্তু ভালো নেতা ভালো কাজের পরিকল্পনা করেন এবং সেইসব ভালো কাজই তাকে মহান নেতার আসনে বসায়।

কঠিন সময় আসছে

9তোমাদের মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও
শান্ত। তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করছ। কিন্তু
তোমাদের উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনা উচিৎ।
10মহিলারা,তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করো। কিন্তু
এক বছর পর তোমরা সমস্যায় পড়বে। কারণ পরের
বছর তোমরা দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করতে পারবে না। সংগ্রহ
করার মতো কোন দ্রাক্ষাফল তখন থাকবে না।

11মহিলারা তোমরা এখন শান্ত। কিন্তু তোমাদের
ভীত হওয়া উচিৎ। মহিলারা তোমরা নিজেদের নিরাপদ
মনে করছ কিন্তু তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ। তোমরা
সুন্দর পোশাক খুলে দুঃখের পোশাক পর। তোমরা
কোমরে জড়িয়ে রাখ সেই কাপড়। 12তোমার দুঃখে
ভারাক্রান্ত স্তনযুগলকে সেইসব দুঃখের কাপড় দিয়ে
ঢেকে রাখ।

কাঁদো যেহেতু তোমার জমি শস্য শূন্য। তোমার
দ্রাক্ষাক্ষেত যা একসময় ফসল দিত তা এখন শূন্য।
13আমার লোকেদের দেশের জন্য কাঁদো। কাঁদো, কারণ
দেশে কাঁটাগাছ আর আগাছাই জন্মাবে। কাঁদো সেইসব
শহর ও ঘরবাড়ির জন্য যেগুলি একসময় আনন্দে
পরিপূর্ণ ছিল।

14লোকেরা রাজধানী, শহর ত্যাগ করবে। প্রাসাদ ও
দুর্গগুলি পরিত্যক্ত হবে। লোকেরা ঘরে বসবাস করতে
পারবে না। তারা গুহায় গিয়ে বাস করবে। বুনো গাধা
ও মেষ শহরে বসবাস করবে। জীবজন্তুরা সেখানে
ঘাস খেতে যাবে।

15-16যতদিন না ঈশ্বর ওপর থেকে আমাদের জন্য
তাঁর আত্মা প্রেরণ করেন ততদিনএটা চলতে থাকবে।
কিন্তু ভবিষ্যতে এই মরুভূমি উত্তর ইস্রায়েলের সুউর্বর
আবাদি এলাকা কর্মিলে পরিণত হবে- সেখানে
ন্যায়বিচার বিরাজ করবে। এবং কর্মিল হবে সবুজ
বনভূমির মত। সুবিচার সেখানে বিরাজ করবে। 17এই
ধার্মিকতা চিরকালের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা এনে
দেবে। 18আমার লোকেরা এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ জায়গায়
বাস করবে। আমার লোকেরা নিরাপদ তাঁবুতে বাস
করবে। তারা শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জায়গায় বাস করবে।

19কিন্তু এই সকল ঘটনা ঘটার আগে জঙ্গলটার
পতন ঘটাতে হবে। শহরটিকে পরাস্ত করতে হবে।
20এইসব লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিটি জল
প্রবাহের ধারে ফসল বুনবে। তোমাদের গাধা এবং গবাদি
পশুরা এর চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে ও স্বাধীনভাবে
খাদ্যগ্রহণ করবে। তোমরা খুব সুখী হবে।

পাপই শুধু আরো পাপের কারণ হয়

33দেখ! তোমরা যারা তোমাদের কাছ থেকে
কখনও কিছু চুরি করেনি, তাদের সঙ্গে ঝগড়া
করো আর তাদের জিনিষ চুরি করো। তোমরা সেইসব
লোকের বিপক্ষে যাবে, যারা কখনো তোমাদের বিপক্ষে
যায়নি। তাই যখন তোমরা চুরি করা বন্ধ করবে অন্য
লোকেরা তখন তোমাদের কাছ থেকে চুরি করবে।
তোমরা যখন অন্যের বিপক্ষে যাওয়া বন্ধ করবে তখন
অন্য লোকেরা তোমাদের বিপক্ষে যাওয়া শুরু করবে।

তখন লোকেরা বলবে,

2"প্রভু আমাদের প্রতি সদয় হোন। আমরা আপনার
সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছি। প্রতিদিন সকালে
আমাদের শক্তি দিন। আমরা বিপদে পড়লে আমাদের
রক্ষা করুন।

3আপনার শক্তিশালী রব লোকেদের ভয়চকিত করে।
এবং তারা আপনার কাছ থেকে দূরে পালাতে চায়।
আপনার মহত্ব দেশগুলিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে।"

4যুদ্ধে তোমরা জিনিসপত্র চুরি করবে। সেই সব
জিনিস তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। অনেক
অনেক লোক আসবে। তারা তোমাদের ধনসম্পদ নিয়ে
যাবে। এটা অনেকটা সেই সময়ের মতো হবে যখন
পতঙ্গরা এসে শস্য ক্ষেতের সব ফসল খেয়ে নেয়।

5প্রভু খুবই মহান। তিনি খুব উচ্চস্থানে বসবাস করেন।
প্রভু সিয়োনকে সাধুতা এবং ধার্মিকতায় পূর্ণ করবেন।

6জেরুশালেম তুমি খুব ধনী। জেরুশালেমের
লোকেরা তোমরা ঈশ্বরের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা
পরিপূর্ণ। তোমরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত। তোমরা প্রভুকে শ্রদ্ধা
কর এবং এটাই তোমাদের ধনী করেছে। সুতরাং তোমরা
জান যে তোমরা সেটি করা অব্যাহত রাখবে।

7কিন্তু শোন! বার্তাবাহকরা বাইরে কাঁদছে। যেসব
বার্তাবাহকেরা শান্তি আনছে তারাই খুব কাঁদছে। 8রাস্তা
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পথ দিয়ে কেউ হাঁটছে না। মানুষ
তাদের তৈরি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। লোকেরা সাক্ষ্য, প্রমাণ
কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চাইছে না। কেউ কাউকে
শ্রদ্ধা করছে না। 9দেশ রুগ্ন ও মৃতপ্রায়। লিবানোন
মারা যাচ্ছে। শারোণ উপত্যকা শুষ্ক ও শূন্য। একদা
বাশন ও কর্মিলে সুন্দর গাছ জন্মাত, কিন্তু এখন শুকনো
ও শূন্য।

10প্রভু বলেন, "আমি এখন উঠে দাঁড়াব এবং আমার
মহত্ব দেখাব। এখন আমি মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ
হয়ে উঠব। 11তোমরা অপ্রয়োজনীয় কাজ করেছ।
সেইসব কাজ হল খড় এবং খড়কুটোর মতো। সেইসবের
কোন মূল্য নেই। তোমাদের আত্মা আগুনের মত হবে
এবং তা তোমাদের পোড়াবে। 12লোকেদের পোড়ানো
হবে যতক্ষণ না তাদের হাড় চুনে পরিণত হয়। লোকেরা
কাঁটা ও বুনো আগাছার মত দ্রুত পুড়ে যাবে।

13"তোমরা দূরদেশের লোকেরা আমার কর্মের কথা
শোন, তোমরা যেসব লোকেরা আমার কাছে আছো
তারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জান।"

[14]সিয়োনের পাপীরা ভীত। যারা ভুল কাজ করেছিল তারা ভয়ে কাঁপছে। তারা বলছে, "এই ধ্বংসাত্মক আগুনের মধ্যে আমাদের কেউ কি বাঁচাতে পারবে? এই অনন্ত আগুনের কাছে কে বাস করতে পারে?"

[15]ভালো সৎ মানুষেরা অন্যের টাকায় লোভ দেয় না। তাই তারা ঐ আগুনের মধ্যেও বসবাস করতে পারবে। যেসব লোকেরা ঘুষ নেয় না, যারা অন্য লোককে খুন করার পরিকল্পনার কথা শুনতে চায় না, যারা খারাপ কাজের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে না। [16]তারাও উচ্চস্থানে নিরাপদে বাস করবে। উঁচু কেল্লার দ্বারা তারা সুরক্ষিত থাকবে। এইসব লোকেদের কাছে সবসময় জল ও খাবার থাকবে।

[17]তোমাদের চোখ রাজাকে তাঁর সৌন্দর্য্যে দেখতে পাবে। তোমরা অনেক দূরের সেই ভূখণ্ডটি দেখতে পাবে। [18-19]তোমরা তোমাদের অতীতের সমস্যার কথা ভাববে। তোমরা ভাববে, "কোথায় গেল সেই বিদেশীরা যারা কথা বললে তাদের কথা বুঝতাম না? কোথায় সেই ভিনদেশী কর্মী ও কর আদায়কারীর দল? কোথায় গেল সেই চরেরা যারা আমাদের প্রতিরক্ষা দুর্গগুলির গণনা করত? তারা সবাই চলে গিয়েছে।"

ঈশ্বর জেরুশালেমকে রক্ষা করবেন

[20]সিয়োনের দিকে তাকাও। এই শহরটি আমাদের ধর্মীয় ছুটির দিনের জন্য। জেরুশালেমের দিকে তাকাও যা একটি সুন্দর বিশ্রামের জায়গা। জেরুশালেম একটা তাঁবুর মতো যাকে কখনও সরানো যাবে না। যে পেরেকগুলি তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রেখেছে তাদের কখনও উপড়ে ফেলা যাবে না। তার দড়িগুলি কখনো ছিঁড়ে যাবে না। [21-23]কারণ প্রভু সর্বশক্তিমান সেখানে রয়েছেন। এই দেশ ছোট ও বড় নদী বেষ্টিত জায়গা। কিন্তু এই নদীগুলিতে শত্রুর নৌকা বা শক্তিশালী জাহাজ থাকবে না। তোমরা যারা এই নৌকোগুলোতে কাজ করছ, তারা এই দড়িগুলি নিয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারো। তোমরা মাস্তুলকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারো না। তোমরা তোমাদের পাল খুলতে পারবে না। কারণ প্রভু আমাদের বিচারক। প্রভু আমাদের বিধি প্রণেতা। প্রভুই আমাদের রাজা। তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাই তিনি আমাদের যথেষ্ট সম্পদ দেবেন। এমনকি পঙ্গু লোকেরা যুদ্ধ থেকে প্রচুর সম্পদ লাভ করবে। [24]সেখানে বাস করা কোনও লোকই বলবে না যে ''আমি রুগ্ন।" পাপমুক্ত লোকেরাই সেখানে বাস করবে।

ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের শাস্তি দেবেন

34 সমস্ত জাতিসমূহ, আমার কথা শোন! খুব কাছে এসে তোমাদের এই কথা শোনা উচিৎ। পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সব লোকেরা এইসব কথা শোন। [2]প্রভু সমস্ত জাতি এবং তাদের সৈন্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ। তিনি তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন। তিনি তাদের হত্যা করাবেন। [3]তাদের দেহগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোবে। তাদের রক্ত পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়বে। [4]পাকানো কাগজের মত আকাশ গুটিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। নক্ষত্ররা মারা যাবে এবং দ্রাক্ষা গাছের পাতা বা ডুমুর পাতার মতো তাদের পতন হবে। আকাশের সব নক্ষত্র নষ্ট হয়ে যাবে। [5]প্রভু বললেন, "এসব ঘটবে যখন আকাশে আমার তরবারি রক্ত দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে।"

দেখ! প্রভুর তরবারি ইদোমকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করবে। প্রভু এইসব লোকেদের ওপর তাঁর বিচার জারি করেছেন এবং তাদের অবশ্যই মৃত্যু হবে। [6]কারণ প্রভু মনে করেন ইদোম ও ইদোমের শহর বসরার ধ্বংসের সময় এসেছে। [7]সুতরাং মেষ, গবাদি পশু ও শক্তিশালী ষাঁড়দের ধ্বংস করা হবে। তাদের রক্তে দেশ পূর্ণ হবে। তাদের চর্বিতে ভূমি আচ্ছাদিত হবে।

[8]এইসব জিনিসগুলি ঘটবে কারণ প্রভু শাস্তির সময় নির্ধারণ করেছেন। যেসব লোকেরা সিয়োনের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে তাদের শাস্তি দেবার জন্য প্রভু একটি বছর বেছে নিয়েছেন। [9]ইদোমের নদীসমূহ গরম আলকাতারার মতো হবে। ইদোমের মাটি হবে পোড়া গন্ধকের মতো। [10]সারা দিনরাত জ্বলবে আগুন। কেউ সেই আগুন নেভাতে পারবে না। ইদোম থেকে ধোঁয়া বের হতেই থাকবে। এই দেশ চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। লোকেরা আর কখনো ঐ দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। [11]পাখি এবং ক্ষুদ্র প্রাণীরা এই দেশকে দখল করে নেবে। পেঁচা ও দাঁড়কাকেরা সেখানে বসবাস করবে। বিশৃঙ্খলার ফিতে এবং বিভ্রান্তির পাথর দিয়ে সেই দেশকে মাপা হবে। [12]ওখানকার নেতারা এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা শাসন করবার মত কিছু পাবে না। তারা সবাই গত হয়ে থাকবে।

[13]সমস্ত সুন্দর বাড়িগুলিতে কাঁটা ও বন্য ঝোপঝাড় জন্মাবে। বন্য কুকুর ও পেঁচা সে সকল বাড়িতে বসবাস করবে। বন্য জন্তুরা সেখানে বাস করবে। বড় পাখিরা ওখানে গজিয়ে ওঠা ঘাসের মধ্যে বাস করবে। [14]বন্য বিড়ালেরা বন্য কুকুরের সঙ্গে একসাথে বাস করবে। বন্য ছাগল তাদের বন্ধুদের ডাকবে। নিশাচর পশুরা সেখানে খুঁজে পাবে বিশ্রামস্থল। [15]সেখানে সাপেরা বাসা বাঁধবে। তারা সেখানে ডিম পাড়বে। তারা ছায়ায় আশ্রয় নেবে এবং সেখানে ডিম ফোটাবে। কিন্তু বাজপাখীরাও সেখানে একের পর এক এসে জুটবে।

[16]প্রভুর বইটির মধ্যে খুঁজে দেখ এবং পড়। একটা জিনিষও বাদ যাবে না। সেখানে লেখা আছে যে ঐ সকল প্রাণীদের একজনও নিশ্চিহ্ন হবে না। একজনও সঙ্গীহীন হবে না। ঈশ্বর এই আদেশ দিয়েছেন এবং ঈশ্বরের আত্মা তাদের একত্রিত করেছে। [17]ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে তিনি কি করবেন। তারপর ঈশ্বর তাদের জন্য একটা জায়গা নির্বাচন করবেন। ঈশ্বর একটি গণ্ডি কেটে তাদের জায়গা দেখিয়ে দেবেন। সুতরাং প্রাণীরা সেই জায়গাকে চিরকালের জন্য দখল করে নেবে। সেখানে তারা বসবাস করবে বছরের পর বছর।

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের আরাম দেবেন

35 শুষ্ক মরুভূমি খুশি হয়ে উঠবে। মরুভূমি আনন্দিত হবে এবং বেড়ে উঠবে ফুলের মতো। 2মরুভূমি পরিপূর্ণ হবে ফুলের বাগানে এবং নিজের খুশীর কথা প্রকাশ করবে। মনে হবে যেন মরুভূমি আনন্দে নাচছে। মরুভূমি উত্তর ইস্রায়েলের পাইন গাছের জন্য বিখ্যাত লিবানোনের বনাঞ্চলের মতোই সুন্দর হয়ে উঠবে। মরুভূমি মনোরম হয়ে উঠবে কর্মিল পাহাড় ও শারোণ উপত্যকার মতো। এটা ঘটবে কারণ সব লোকেরা প্রভুর অপার মহিমা দেখতে পাবে। আমাদের ঈশ্বরের সৌন্দর্য মানুষ দেখতে পাবে।

3দুর্বল বাহুকে শক্ত কর। দুর্বল হাঁটুকে শক্ত কর। 4লোকেরা ভীত ও বিভ্রান্ত। সেইসব লোকেদের বল, ‘‘শক্ত হও! ভীত হয়ো না!’’ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর আসবেন এবং তোমাদের শত্রুদের শাস্তি দেবেন। তিনি আসবেন এবং তোমাদের পুরস্কৃত করবেন। প্রভু আসবেন এবং তোমাদের রক্ষা করবেন। 5তখন অন্ধ মানুষেরা চোখে দেখতে পারবে। তাদের চোখ খুলে যাবে। তখন বধিররা শুনতে পাবে। তাদের কান খুলে যাবে। 6পঙ্গু মানুষরা হরিণের মতো নেচে উঠবে এবং যারা এখন কথা বলতে পারে না তারা গেয়ে উঠবে সুখের সঙ্গীত। বসন্তের জল যখন মরুভূমিতে প্রবাহিত হবে তখনই এসব ঘটবে। বসন্ত নেমে আসবে শুষ্ক জমিতে। 7এখন লোকেরা মরীচিকাকে দেখছে জলের মতো কিন্তু সেই সময় আসবে প্রকৃত জলপ্রবাহ। শুষ্ক জমিতে কুয়ো থাকবে। মাটির তলা থেকে জল নিঃসৃত হবে। একসময় যেখানে বন্য জন্তুরা রাজত্ব করত সেখানে লম্বা জলজ উদ্ভিদ জন্মাবে।

8সেই সময়ে সেখানে একটা রাস্তা হবে। এই দীর্ঘ সড়ককে ‘‘পবিত্র সড়ক’’ নামে অভিহিত করা হবে। পাপী মানুষদের সেই পথ দিয়ে হাঁটতে অনুমতি দেওয়া হবে না। যেসব নির্বোধ লোকেরা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করে না তারা সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না। একমাত্র ভালো লোকেরাই সেই পথে হাঁটার যোগ্য হবে। 9সেই রাস্তায় কোন বিপদ থাকবে না। মানুষকে আঘাত করার জন্য সেই রাস্তায় কোন সিংহ থাকবে না। সেই রাস্তায় কোন ভয়ঙ্কর জন্তু থাকবে না। ঈশ্বর দ্বারা যে সব লোকেরা রক্ষা পেয়েছে তারাই ঐ পথ দিয়ে হাঁটবে। 10ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মুক্ত করবেন। সেইসব লোকেরা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। সেই লোকেরা যখন সিয়োনে আসবে তখন তারা খুশি হবে। মানুষগুলি চিরকালের মতো সুখী হবে। তাদের সুখ হবে তাদের মাথার রাজমুকুটের মতো। আনন্দ ও খুশীতে তারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। দুঃখ ও যন্ত্রণা তাদের কাছ থেকে দূরে, অনেকদূরে চলে যাবে।

অশূরদের যিহুদা আক্রমণ

36 যিহুদার রাজা হিষ্কিয়ের 14 বছরের রাজত্বকালে অশূরের রাজা সন্‌হেরীব যিহুদার দুর্ভেদ্য নগরগুলিতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সন্‌হেরীব সেই শহরগুলিকে পরাস্ত করেন। 2সন্‌হেরীব বিশাল সেনাদল সহ তাঁর সেনাপতিকে জেরুশালেমের রাজা হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। সেনাপতি ও তার সেনাদল লাখীশ ত্যাগ করে জেরুশালেমে যায়। তারা ধোপার মাঠে যাওয়ার পথে যে উচ্চতর পুষ্করিনীটি আছে তার জলের নলের কাছে থেমেছিল।

3জেরুশালেম থেকে সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে তিনজন মানুষ যায়। এরা ছিলেন হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম, আসফের পুত্র যোয়াহ ও শিব্‌ন। ইলিয়াকীম ছিলেন প্রাসাদের পরিচালক। যোয়াহ ছিলেন নথীরক্ষক এবং শিব্‌ন ছিলেন রাজপরিবারের সচিব।

4সেনাপতি তাদের বলল, “অশূরের মহান রাজা যা বলেন তা হিষ্কিয়কে গিয়ে বল। কথাটা হল:

তোমরা কাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কর? 5আমি বলি, তোমরা যদি ক্ষমতা ও সুপরামর্শের সাহায্যে যুদ্ধ করার ওপর আস্থাশীল হও– সেটা তখন হবে অপ্রয়োজনীয়। ওসব কিছুই নয়, নিছকই বুলি মাত্র। এখন আমি জানতে চাই যে কার ওপর তোমরা এত নির্ভর করছ যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাও? 6তোমরা কি মনে কর মিশর তোমাদের সাহায্য করবে? মিশর ভাঙা লাঠির মতো। তোমরা যদি সমর্থনের জন্য সেই লাঠির ওপর ভর দাও, তবে এটা তোমাদের আঘাত করবে এবং তোমাদের হাতের মধ্যে গর্তের সৃষ্টি করবে। মিশরের রাজা ফরৌণের ওপর সাহায্যের বিষয়ে কেউই আস্থা রাখতে পারে না।

7কিন্তু তোমরা হয়তো বলতে পারো, “আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের ওপর সাহায্যের ব্যাপারে আস্থাশীল।” কিন্তু আমি জানি যেখানে লোকেরা প্রভুর উপাসনা করত সেইসব বেদী এবং পবিত্র স্থানগুলিকে হিষ্কিয় ধ্বংস করেছে এবং হিষ্কিয় যিহুদা ও জেরুশালেমের লোকেদের বলছে, “তোমাদের শুধুমাত্র জেরুশালেমের এই বেদীটিতে উপাসনা করা উচিৎ।”

8যদি তোমরা এখনও যুদ্ধ করতে চাও তবে আমার মনিব অশূরদের সম্রাট তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন। আমি প্রতিশ্রুতি করছি তোমরা যদি ঘোড়ায় চড়ার জন্য যথেষ্ট মানুষ জোগাড় করতে পার তবে আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য 2,000 ঘোড়া দেব। 9কিন্তু তবুও তোমরা আমার মনিবের নিম্নস্তরের কোন সেনানায়ককেও পরাস্ত করতে পারবে না। তবু কেন তোমরা মিশরের রথসমূহ ও অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর কর?

10এখন তোমরা কি মনে কর আমি প্রভুর সাহায্য ছাড়াই এই দেশ ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু আমাকে বলেছেন, “এই দেশটি আক্রমণ কর এবং এটাকে ধ্বংস কর।”

11তখন ইলিয়াকীম, শিব্ন ও যোয়াহ সেনাপতিকে
বলেন, "অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে অরামীয় ভাষায়
কথা বলুন। আমরা এই ভাষা বুঝি। যিহূদার ভাষায়
আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, কারণ শহরের
দেওয়ালের ওপর যে লোকেরা বসে আছে তারা আপনার
কথা শুনতে পাবে এবং বুঝতে পারবে।" **12**কিন্তু
সেনাপতি বলল, "আমার প্রভু শুধুমাত্র তোমাদের ও
তোমাদের মনিবের সঙ্গে কথা বলতে পাঠান নি। আমার
মনিব প্রাচীরে বসে থাকা লোকেদের সঙ্গেও কথা বলতে
নির্দেশ দিয়েছেন। ঐসব লোকেদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও
জল থাকবে না। তোমাদের মতো, ওদেরও নিজেদের
বর্জ্য পদার্থ ও নিজেদের প্রস্রাব খেতে হবে।"
13তখন সেনাপতি ইহুদী ভাষায় জোরে চেঁচিয়ে উঠল,
14"মহান রাজা, অশূরের রাজার বার্তা শোন:

হিষ্কিয়কে তোমাদের ঠকাবার সুযোগ দিও
না। আমার ক্ষমতা থেকে সে তোমাদের বাঁচাতে
পারবে না। **15**হিষ্কিয়ের কথা বিশ্বাস কর না। সে
বলবে, 'প্রভুর প্রতি আস্থাশীল হও! প্রভু
আমাদের রক্ষা করবেন। প্রভু অশূরদের রাজাকে
এই শহরকে পরাস্ত করতে দেবেন না।' এসব
কথা বিশ্বাস করবে না।

16তোমরা হিষ্কিয়ের ওসব কথা শুনো না।
অশূর রাজার কথা শোন। অশূর রাজা বলেন,
"আমাদের চুক্তি করা উচিৎ। তোমরা শহরের
বাইরে আমার কাছে এসো। তখন সব মানুষই
ঘরে ফেরার জন্য মুক্ত হবে। প্রত্যেক মানুষ
তার বাগান থেকে দ্রাক্ষা খাওয়ার বিষয়ে মুক্ত
হবে। এবং প্রত্যেক মানুষই তার ডুমুর গাছ থেকে
ডুমুর খেতে পারবে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের
কুয়ো থেকে জল পান করতে পারবে। **17**যতদিন
পর্যন্ত আমি না আসব এবং তোমাদের প্রত্যেককে
তোমাদের নিজেদের দেশের মতো একটি দেশে
নিয়ে যেতে পারব, ততদিন পর্যন্ত তোমরা এটা
করতে পারবে। সেই নতুন দেশে তোমরা ভাল
শস্য ও নতুন দ্রাক্ষারস, রুটি ও দ্রাক্ষার বাগান
পাবে।"

18হিষ্কিয়কে তোমাদের প্রতারণা করতে দিও
না। সে বলে, "প্রভু আমাদের রক্ষা করবে।"
কিন্তু আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, অন্য দেশ
সমূহের কোন দেবতা কি অশূরদের রাজার হাত
থেকে তাদের দেশসমূহ রক্ষা করতে সক্ষম
হয়েছে? না! **19**হমাতের ও অর্পদের দেবতারা
কোথায়? তারা পরাস্ত! সফর্বয়িমের দেবতারা
কোথায়? তারা পরাজিত হয়েছে। তারা কি
শমরিয়াকে আমার ক্ষমতা থেকে রক্ষা করেছিল?
না! **20**অন্য দেশসমূহের কোন দেবতা কি আমার
হাত থেকে তাদের দেশ রক্ষা করেছে? না! প্রভু
কি জেরুশালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা
করতে পারেন? না!"

21কিন্তু জেরুশালেমের লোকেরা নীরব হয়ে থাকল
যেহেতু রাজা হিষ্কিয় নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু তারা
সেনাপতিকে কিছুই বলল না। কারণ রাজার আদেশ
ছিল, "তাকে কিছু বোলো না।"
22তারপর প্রাসাদের পরিচালক ইলিয়াকীম
(হিল্কিয়ের পুত্র), রাজপরিবারের সচিব শিবন এবং
নথীরক্ষক যোয়াহ (আসফের পুত্র) হিষ্কিয়ের কাছে
গেলেন। তাঁরা নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য
তাঁদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললেন। তাঁরা হিষ্কিয়কে
অশূরের যাবতীয় বক্তব্য শোনালেন।

হিষ্কিয় ঈশ্বরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী

37 রাজা হিষ্কিয় ঐসব ঘটনার কথা শুনেছিলেন।
তারপর তিনি তাঁর দুঃখ দেখানোর জন্য নিজের
পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর হিষ্কিয় দুঃখের বিশেষ
পোশাক পরলেন এবং প্রভুর মন্দিরে গেলেন। **2**হিষ্কিয়
প্রাসাদের পরিচালক ইলিয়াকীম, রাজপরিবারের সচিব
শিব্ন ও যাজকদের মধ্যে প্রবীণদের আমোসের পুত্র
ভাববাদী যিশাইয়র কাছে পাঠালেন। তাঁরা দুঃখ প্রদর্শনের
জন্য বিশেষ পোশাক পরেছিল। **3**এঁরা যিশাইয়কে
বললেন, "রাজা হিষ্কিয় তাদের আদেশ দিয়েছেন যে
আজ দুঃখ ও কষ্ট ভোগের বিশেষ দিন। আজকের
দিনটি হবে খুব দুঃখের। আজকের দিনটা হবে সেই
দিনটার মতো যখন কোন শিশুর জন্মানোর সময় হয়ে
যাবে অথচ মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে আসার মতো
বলশালী না হওয়ায় সে বেরোতে পারবে না। **4**সেনাপতির
মনিব, অশূরদের রাজা তাকে জীবন্ত ঈশ্বরকে বিদ্রূপ
করতে পাঠিয়েছে। তোমাদের প্রভু ঈশ্বর হয়তো ঐসব
বিষয়গুলি শুনতেও পারেন। প্রভু হয়তো প্রমাণও
করবেন যে শত্রুরা ভুল করছে। সুতরাং যেসব লোকেরা
বেঁচে আছে তাদের জন্য প্রার্থনা কর।"
5-6রাজা হিষ্কিয়ের আধিকারিকরা যিশাইয়র কাছে
উপস্থিত হন। যিশাইয় তাদের বললেন, "তোমরা
তোমাদের মনিব হিষ্কিয়কে জানাও: প্রভু বলেন,
'সেনাপতির কথা শুনে ভীত হতে হবে না! অশূর
রাজের "নাবালকরা" আমার নামে যেসব কুৎসা করেছে
সেগুলি বিশ্বাস করবে না। **7**দেখো আমি অশূরের বিরুদ্ধে
একটি আত্মা পাঠাব। অশূরের রাজা তার দেশের বিপদ
সম্পর্কিত একটি সতর্কবার্তা পাবে। সুতরাং সে তার
দেশে ফিরে যাবে। সেই সময়ে আমি তাকে তার দেশেই
তরবারির আঘাতে হত্যা করব।'"

অশূর সেনার জেরুশালেম ত্যাগ

8-9রাজা অশূর একটি খবর পেল। সেই খবরে বলা
ছিল, "কূশদেশের রাজা তির্হকঃ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ
করতে আসছে।" সুতরাং অশূররাজ লাখীশ ত্যাগ করে
লিব্না চলে গেলেন। সেনাপতি এই বার্তা পেয়ে লিব্নাতে
যুদ্ধরত অশূররাজের কাছে চলে গেলেন। সে হিষ্কিয়ের
কাছে দূত পাঠাল। দূতকে বলল, **10**"তুমি যিহূদা রাজ
হিষ্কিয়কে এই কথাগুলি বল:

তোমরা যে ঈশ্বরের ওপর আস্থাশীল তার
দ্বারা বোকা হয়ো না। একথা বল না যে, "ঈশ্বর
জেরুশালেমকে অশূররাজের কাছে পরাজিত
হতে দেবে না।

11তোমরা শুনেছ অশূরের রাজা অন্যান্য
দেশের কি অবস্থা করেছে। সে তাদের সম্পূর্ণ
ধ্বংস করেছে। তাহলে তোমরা কি রেহাই পাবে?
না! 12তাদের সেই দেবতারা কি তাদের রক্ষা
করেছিল? না! আমার পূর্বপুরুষরাই তাদের
সকলকে ধ্বংস করেছে। তারা গোষণ, হারণ,
রেৎসফ এবং তলঃসর নিবাসী এদনের লোকেদের
ধ্বংস করেছে। 13হমাতের রাজা কোথায়?
অর্পদের রাজা কোথায়? সফর্বয়িম নগরের রাজা
কোথায়? কোথায় হেনা ও ইব্বার রাজা? তারা
সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত! তারা সকলেই ধ্বংস
হয়েছে।

ঈশ্বরের কাছে হিষ্কিয়ের মিনতি

14হিষ্কিয় বার্তাবাহকের হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে
পড়লেন। তারপর তিনি প্রভুর মন্দিরে গেলেন। তারপর
তিনি চিঠিগুলো খুলে প্রভুর সামনে রাখলেন। 15হিষ্কিয়
প্রভুর কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন। বললেন:

16সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আপনি
করূব দূতদের ওপরে রাজার মত বসে রয়েছেন।
আপনি, একমাত্র আপনিই পৃথিবীর সব রাজ্যের
শাসক। আপনিই পৃথিবী ও স্বর্গের সৃষ্টিকর্তা।
17প্রভু অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন। প্রভু,
চোখ মেলে বার্তাটির দিকে তাকান। জীবন্ত ঈশ্বর,
আপনাকে অপমান করবার জন্য সন্‌হেরীব যেসব
কথা লিখেছেন সেগুলি দয়া করে শুনুন।
18এটাই সত্য, প্রভু। অশূরের রাজা সেইসব
দেশগুলিকে বিনাশ করেছে। 19সেইসব দেশের
মূর্ত্তিদেরও অশূররাজ পুড়িয়েছে। কিন্তু তারা
সত্যিকারের দেবতা ছিল না। তারা ছিল কেবল
মানুষের তৈরি কাঠ ও পাথরের মূর্ত্তি। সেই
কারণেই অশূররাজ তাদের ধ্বংস করতে
পেরেছিল। 20কিন্তু আপনিই প্রভু আমাদের ঈশ্বর!
সুতরাং অশূররাজের কবল থেকে আমাদের রক্ষা
করুন। তাহলে অন্যান্য সমস্ত দেশগুলিও জানতে
পারবে যে আপনিই প্রভু, আপনিই একমাত্র ঈশ্বর।

হিষ্কিয়কে ঈশ্বরের উত্তর

21তখন আমোসের পুত্র যিশাইয় হিষ্কিয়ের এই বার্তা
পাঠালেন। বার্তাটিতে তিনি বললেন, "প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমরা অশূরের রাজা সন্‌হেরীবের
বার্তার বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছিলে আমি
তা শুনেছি।'
22"এটা হল সন্‌হেরীবের বিষয়ে প্রভুর বার্তা:

অশূরের রাজা, সিয়োনের কুমারী কন্যা
(জেরুশালেম) তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না।
তোমার জন্য সে হাসে। জেরুশালেম কন্যা, তোমাকে
নিয়ে সে মজা করে।
23কিন্তু তুমি কাকে অপমান ও বিদ্রূপ করেছ? কার
বিরুদ্ধে তুমি কথা বলেছ? তুমি ইস্রায়েলের
পবিত্রতমেরই বিরোধী ছিলে। তুমি এমন হাবভাব করলে
যেন তুমি ঈশ্বরের চেয়ে অনেক ভালো।
24তুমি তোমার আধিকারিকদের প্রভু, আমার
ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করতে পাঠিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে,
"আমি খুব ক্ষমতাসম্পন্ন। আমার বহু যুদ্ধযান আছে।
আমার শক্তি দিয়েই আমি লিবানোনকে পরাস্ত
করেছিলাম। আমি লিবানোনের সর্ব্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ
করেছিলাম। আমি লিবানোনের মহান গাছগুলিকে কেটে
ফেলে দিয়েছিলাম। আমি উচ্চতম পর্বতগুলিতে এবং
অরণ্যের গভীরতম অংশে এসেছিলাম।
25আমি কূপসমূহ খনন করেছিলাম এবং নতুন জায়গা
থেকে জলপান করেছিলাম। আমি আমার হাতের তালু
দিয়ে মিশরের নদীকে শূন্য করে দিয়েছিলাম এবং ঐ
দেশের ওপর হেঁটে গিয়েছিলাম।"
26আমি যা বলেছিলাম তুমি কি তা শোননি? ''আমি
(ঈশ্বর) অনেকদিন আগে পরিকল্পনা করেছিলাম। আমি
প্রাচীনকালেই পরিকল্পনা করেছিলাম। এবং এখন আমি
তা ঘটাব। আমি তোমাদের শক্তিশালী শহরগুলিকে
ভেঙে ফেলতে এবং সেগুলিকে পাথরের স্তূপে পরিণত
করতে দিয়েছিলাম।
27এই শহরগুলির লোকগুলোর কোন ক্ষমতা ছিল
না। তারা ছিল ভীত ও বিভ্রান্ত। তাদের অবস্থা এমন
হয়েছিল যেন এখুনি ওদের প্রায় ঘাসের মত কেটে
ফেলা হবে। বাড়ির ফাটলে গজিয়ে ওঠা ঘাস যেমন
বড় হবার আগে মরে যায়, তেমনিই শহরবাসীদের অবস্থা
ছিল।
28আমি তোমাদের যুদ্ধের বিষয় সব জানি। আমি
তোমাদের বিশ্রামের বিষয়েও জানি। যখন তোমরা যুদ্ধে
যাও তাও আমি জানি। আমি জানি কখন তোমরা যুদ্ধ
থেকে ফিরে আস। কখন তোমরা আমার ওপর রেগে
গিয়েছিলে তাও আমি জানি।
29হ্যাঁ, তোমরা আমার ওপর রেগে ছিলে। আমি
তোমাদের গর্বিত বিদ্রূপ শুনেছি। তাই আমি তোমাদের
নাকে লাগাম দেব। এবং মুখে লাগাব ধাতব লাগাম।
তারপর তোমরা যে পথ দিয়ে এসেছ সেই পথ দিয়েই
তোমাদের ফেরাব।"'

হিষ্কিয়দের প্রতি প্রভুর বার্তা

30তখন প্রভু হিষ্কিয়কে বললেন, "আমি তোমাকে
একটি চিহ্ন দেখাব। সেই চিহ্ন প্রমাণ করবে যে এই
কথাগুলি সত্যি। তোমরা বীজ বপন করতে সক্ষম
ছিলে না, অতএব এই বছর তোমরা গত বছরের শস্য
থেকে আপনিই জমানো শস্য খাবে। কিন্তু তিন বছরেই
তুমি তোমার নিজের কোন বীজ থেকেই খাবার মতো

ফসল পাবে। তুমিই সেই বীজগুলি লাগাবে এবং যথেষ্ট
পরিমাণে খাদ্যশস্য পাবে। তুমি দ্রাক্ষাগাছ রোপণ করবে
এবং তার ফল খাবে।
31“যিহূদা পরিবারের সদস্যরা যারা পালিয়ে
গিয়েছিল এবং যারা জীবিত রয়েছে তারা আবার বাড়তে
থাকবে। তারা হবে সেই সব গাছেদের মত যাদের
শিকড় মাটির অনেক গভীরে থাকে আর ফল থাকে
মাটির ওপরে। 32কারণ এখনও কেউ কেউ বেঁচে থাকবে।
তারা জেরুশালেমের বাইরে চলে যাবে। সিয়োন পর্বত
থেকে জীবিতরা আসতে থাকবে।” সর্বশক্তিমান প্রভুর
গভীর ভালোবাসা এইসব ঘটাবে।
33তাই প্রভু অশূরের রাজার বিষয়ে একথা বলেন:
“সে এই শহরে আসবে না। সে এই শহরের দিকে
তীর ছুঁড়বে না। সে এই শহরে তার বর্ম আনবে না।
এই শহরকে আক্রমণ করতে সে ঢিবি বানাবে না।
34সে তার আসার পথে ফিরে যাবে। সে এই শহরে
ফিরে আসবে না। প্রভু এইসব বলেন!
35আমি এই শহরটিকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেব।
আমি আমার নিজের জন্য এবং সেবক দায়ূদের জন্য
এসব করব।”

36সেই রাতে প্রভুর দূত অশূরের শিবিরে গিয়ে
1,85,000 লোককে হত্যা করলেন। সকালে উঠে
লোকেরা দেখল যে চারিদিকে শবদেহ ছড়ানো। 37তাই
অশূররাজ সন্‌হেরীব নীনবীতে ফিরে গিয়ে সেখানেই
বসবাস করা শুরু করল।
38একদিন সন্‌হেরীব তার দেবতা নিষ্রোকের মন্দিরে
গিয়ে তার উপাসনা করছিল। সেইসময় তার দুই পুত্র
অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা
করল। তারপর তারা অরারট দেশে পালাল। আর
সন্‌হেরীব পুত্র এসর-হদ্দোন অশূরের নতুন রাজা হল।

হিষ্কিয়ের অসুস্থতা

38 সেই সময় হিষ্কিয় অসুস্থ হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে
পড়েছিলেন। আমোসের ভাববাদী যিশাইয় তাঁকে
দেখতে যান।
যিশাইয় রাজাকে বললেন, “প্রভু আমাকে এই
কথাগুলি আপনাকে বলতে বলেছেন: ‘তুমি শীঘ্র মারা
যাবে। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে জানিয়ে
যাও তোমার মৃত্যু হলে তাদের কি করা উচিৎ। তুমি
আর সুস্থ হয়ে উঠবে না।’”
2হিষ্কিয় উপাসনা গৃহের দিকে মুখ করে প্রার্থনা
শুরু করলেন। তিনি বললেন, 3“প্রভু স্মরণ করে দেখুন
আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার প্রকৃত সেবা করেছি।
আপনি যেসব জিনিসকে ভাল বলেছেন আমি কেবল
সে সবই করেছি।” তারপর হিষ্কিয় কান্নায় ভেঙে
পড়লেন।
4যিশাইয় প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা পেলেন:
5“হিষ্কিয়ের কাছে গিয়ে তাকে বল যে প্রভু, তোমার
পূর্বপুরুষ দায়ূদদের ঈশ্বর বলেছেন, ‘আমি তোমার
প্রার্থনা শুনেছি। আমি তোমার চোখের জল দেখেছি,
তাই আমি তোমার আয়ু আরো 15 বছর বাড়িয়ে দেব।
6আমি তোমাকে এবং এই শহরকে অশূর রাজের হাত
থেকে রক্ষা করব।’”
22* কিন্তু হিষ্কিয় যিশাইয়কে জিজ্ঞেস করলেন,
“প্রভুর কাছ থেকে এমন কি সঙ্কেত পেয়েছেন যে তার
থেকে প্রমাণিত হয় আমি আবার ভালো হয়ে উঠব?
কি সেই সঙ্কেত যার থেকে বোঝা যাবে যে আমি
আবার প্রভুর মন্দিরে যেতে সক্ষম হব?”
7প্রভু যা যা করবেন বলেছিলেন তার জন্য এই
সেই প্রভুর সঙ্কেত চিহ্ন: 8“তোমার সময় নির্ণায়ক
সৌরঘড়ি আহসের সিঁড়ির দিকে তাকাও। দশ পা পিছিয়ে
আসার জন্য আমি সিঁড়িতে ছায়া তৈরী করছি। সূর্য়ের
ছায়া দশ ধাপ ফিরে যাবে যেখানে আগে সেটি ছিল।”
21* সেই সময় যিশাইয় হিষ্কিয়কে বললেন, “তুমি
ডুমুর ফল থেঁতো করে তোমার ক্ষত ঘায়ের ওপর
রাখ। তারপর তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।”
9হিষ্কিয় সুস্থ হওয়ার পর চিঠি লেখেন। চিঠিটি হল:
10আমি মনে মনে বলেছিলাম বৃদ্ধ হবার জন্য বাঁচব।
তবে সেই সময়টা ছিল আমার মৃত্যুপথযাত্রী লোকেদের
মতো পাতালের ফটকে যাওয়ার সময়। এখন আমার
সমস্ত সময় আমি সেখানেই অতিবাহিত করব।
11সুতরাং আমি বলেছিলাম: “জীবিতদের দেশে আমি
আর কখনও প্রভু ইয়াকে দেখতে পাবো না। আমি
আর কখনও পৃথিবীতে লোকেদের জীবিত দেখতে পাব
না।
12আমার জীবনকে তছনছ করে আমার কাছ থেকে
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁতী যেমন তাঁত থেকে কাপড়ের
টুকরো কেটে নেয় তেমন করে আমি আমার জীবনকে
কেটে ছোট করেছি। একদিনেই আপনি আমায় শেষ
করে দিয়েছেন।
13সারারাত ধরে আমি সিংহের মত চিৎকার করে
কেঁদেছিলাম। কিন্তু সিংহের হাড় খাবার মত আমার
সব আশা-আকাঙ্খা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। মাত্র
একদিনে আপনি আমার জীবনের পরিসমাপ্তি
ঘটিয়েছিলেন।
14আমি একটি ঘুঘুর মতো কেঁদেছিলাম, আমার
চোখগুলি ক্লান্ত হয়েছিল, কিন্তু তবুও আমি স্বর্গের দিকে
তাকিয়ে ছিলাম। আমার প্রভু, “মাত্র একদিনের মধ্যে
আপনি আমার জীবনের পরিসমাপ্তি এনেছেন। আমি
খুবই সংকটের মধ্যে রয়েছি। আমাকে সাহায্যের
প্রতিশ্রুতি দিন।”
15আমি কি বলতে পারি? আমার প্রভু আমাকে
বলেছিলেন কি কি ঘটবে এবং তিনিই সে ব্যক্তি যিনি
সেসব ঘটাবেন! এইসব সমস্যা বরাবরই আমার
আত্মায় রয়েছে। তাই গোটা জীবন ধরেই আমি এখন
নম্র হব।

পদ 22 এই পদটি হিব্রু মূল পাঠের শেষে দেওয়া হয়েছে।

পদ 21 এই পদটি হিব্রু মূল পাঠের শেষে দেওয়া হয়েছে।

16প্রভু আমার এই কঠিন সময়কে আমার আত্মার পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যবহার করুন। আমার আত্মাকে শক্ত ও স্বাস্থ্যবান করতে সহায়তা দান করুন। আমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করুন। আমাকে পুনরায় বাঁচতে সাহায্য করুন।

17দেখ আমার সমস্যা চলে গেছে। এখন আমার শান্তি আছে। আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আপনি আমাকে কবরে পচতে দেননি। আপনি আমার সব পাপকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দূরে ফেলে দিয়েছেন।

18মৃত লোকেরা আপনার প্রশংসার গান গায় না। পাতালে লোকেরা আপনার প্রশংসা করে না। মৃত লোকেরা সাহায্যের জন্য আপনার উপর বিশ্বাস রাখে না। তারা মাটির ভেতরে একটা গর্তে চলে যায়। আর, কখনও কথা বলতে পারে না।

19লোকেরা যারা আজ আমার মত বেঁচে আছে, তারাই আপনার প্রশংসা করে। একজন পিতার তার সন্তানদের বলা উচিৎ যে আপনার প্রতি আস্থা রাখা যায়।

20তাই আমি বলি: "প্রভু আমাকে রক্ষা করেছেন। তাই আমরা প্রভুর মন্দিরে জীবনভর গান গেয়ে এবং গান বাজিয়ে যাব।"

বাবিলের বার্তাবাহকরা

39 ঐ সময়ে, বলদনের পুত্র মরোদক-বলদন বাবিলের রাজা ছিলেন। তিনি হিষ্কিয়ের কাছে চিঠি ও উপহার পাঠান। কারণ তিনি শুনেছিলেন হিষ্কিয় অসুস্থ থাকার পর সুস্থ হয়ে উঠছেন। 2এই ঘটনা হিষ্কিয়কে খুবই খুশী করে। তাই তিনি মরোদক-বলদনের দূতদের তাঁর কোষাগারের সব মূল্যবান জিনিস দেখালেন। হিষ্কিয় তাঁদের দেখালেন সোনা, রূপো, মশলা ও মূল্যবান গন্ধ দ্রব্য। তিনি তাঁর অস্ত্রাগারও তাঁদের দেখালেন। তাঁর যা কিছু ছিল সবই দেখালেন। তাঁর প্রাসাদে ও রাজ্যে যে সব জিনিষ ছিল তিনি সব তাঁদের দেখালেন।

3তখন ভাববাদী যিশাইয় হিষ্কিয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐসব লোকেরা কি বলল? তারা কোথা থেকে আপনার কাছে এল?"

হিষ্কিয় বলেন, "সুদূর বাবিল থেকে ওরা আমাকে দেখতে এসেছে।"

4তখনই যিশাইয় জানতে চাইলেন "আপনার গৃহে তারা কি কি দেখল?"

হিষ্কিয় বললেন, "তারা আমার প্রাসাদের সব কিছুই দেখেছে। আমি তাদের সব সম্পদই দেখিয়েছি।"

5তখন যিশাইয় হিষ্কিয়কে বললেন: "সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণী শুনুন। 6'আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের সব সম্পদই যা সংগৃহীত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে রক্ষিত ছিল তা সেই দিন বাবিলে চলে যাবে। কিছুই থাকবে না!' সর্বশক্তিমান প্রভু এসব বলেছেন। 7আর আপনার নিজের ছেলেদেরও বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা বাবিলের রাজার প্রাসাদের কর্মচারী হবে। কিন্তু তারা হবে নপুংসক।"

8তখন হিষ্কিয় যিশাইয়কে বললেন, "প্রভুর এই বার্তাটি খুব ভালো।" হিষ্কিয় এটা বলেছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন "আমি যতক্ষণ রাজা থাকব ততক্ষণ প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে।"

ইস্রায়েলের শাস্তি শেষ হবে

40 তোমাদের ঈশ্বর বলেন, "স্বস্তি, আমার লোকেরা স্বস্তিতে থাকো!

2জেরুশালেমের প্রতি দয়ালু হয়ে কথা বল। জেরুশালেমকে বল, 'তোমার সেবা করার সময় শেষ। তোমার পাপের মূল্য তুমি দিয়েছ।"' জেরুশালেম যত পাপ করেছে তার দ্বিগুণ শাস্তি প্রভু তাকে দিয়েছেন।

3শোন একজন মানুষ চিৎকার করছে! "মরুর মধ্যেও প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর! মরুস্তরে আমাদের ঈশ্বরের জন্য পথ তৈরি কর!

4প্রত্যেক উপত্যকা পূর্ণ কর। প্রত্যেক পাহাড় পর্বতকে কর সমতল। আঁকাবাঁকা রাস্তাকে সোজা কর। অসমান জমিকে মসৃণ কর।

5তখনই প্রভুর মহিমা বুঝতে পারবে। সবাই একসঙ্গে দেখতে পাবে প্রভুর মহিমা। হ্যাঁ, প্রভু নিজেই বলেছেন এসব কথা!"

6একটি কণ্ঠস্বর বলল, ''কথা বল!'' তখন লোকেরা বলল, ''আমাদের কি বলা উচিৎ?'' ঐ কণ্ঠস্বর বলল, ''মানুষ চিরকাল বাঁচে না, তারা আসলে ঘাসের মতো। তাঁদের ধার্ম্মিকতা বুনো ফুলের মতো।

7প্রভুর কাছ থেকে আসা একটি শক্তিশালী বাতাস ঘাসের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ঘাস মরে যায়, বুনো ফুল ঝরে পড়ে।"

8হ্যাঁ সমস্ত লোক ঘাসের মতো। ঘাস মরে, বুনো ফুল ঝরে পড়ে। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থেকে যায়।"

পরিত্রাণ: ঈশ্বরের সুসমাচার

9সিয়োনের প্রতি সুসমাচারের বার্তাবাহক, পর্বতের ওপর থেকে চিৎকার করে সুসমাচার ঘোষণা করে দাও। জেরুশালেমের প্রতি সুসমাচারের বার্তাবাহক, ভয় পেও না, চেঁচিয়ে কথা বল! যিহূদায় সমস্ত শহরে এই খবর ঘোষণা করে দাও: "দেখ, এখানে তোমাদের ঈশ্বর আছেন।

10প্রভু, আমার সদাপ্রভু ক্ষমতাসহ ফিরে আসছেন। সব মানুষকেই শাসন করতে তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। দেখ, তাঁর পুরস্কার তাঁর সঙ্গে রয়েছে এবং তাঁর মজুরি তাঁর সামনে রয়েছে।

11মেষপালক যেভাবে তার মেষদের নেতৃত্ব দেয় প্রভুও তেমনি তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দেবেন। নিজের বাহু দিয়ে প্রভু একত্রিত করবেন মেষদের। তিনি মেষশাবকদের কোলে তুলে রাখবেন। তাদের মায়েরা প্রভুর পিছন পিছন হাঁটবে।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর; তিনি শাসন করেন

12নিজের হাতে কে সমুদ্র মেপেছেন? আকাশ মাপতে কে তাঁর হাত ব্যবহার করেছেন? পৃথিবীর ধূলিকণা মাপতে কে তাঁর পাত্র ব্যবহার করেছেন? কে দাঁড়িপাল্লায় পাহাড় পর্বত ওজন করেছেন? প্রভু এসব করেছেন!

13প্রভুর আত্মার কি করা উচিৎ কেউ কখনও বলেনি। যে সব কাজ প্রভু করেছেন তা কিভাবে করতে হবে তা কোন ব্যক্তি প্রভুকে পরামর্শ দেয়নি।

14প্রভু কি কারও কাছে সাহায্য চেয়েছেন? কোন ব্যক্তি কি প্রভুকে ন্যায়পরায়ণ হতে শিখিয়েছে? কেউ কি কখনও প্রভুকে জ্ঞান দান করেছে? কেউ কি কখনও প্রভুকে জ্ঞানী করে তুলেছে? না! এইসব প্রভু নিজেই জানতেন।

15দেখ, পৃথিবীর সব দেশই একটি বালতিতে ছোট এক ফোঁটা জলের মত। প্রভু যদি তাঁর দূরবর্তী দেশগুলিকে এনে ওজন মাপার যন্ত্রে চাপান তাদের অবস্থা হবে ধূলিকণার মত।

16লিবানোনের সব গাছও প্রভুর জন্য জ্বালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। উৎসর্গের জন্য বধ হতে লিবানোনের সব পশুও যথেষ্ট নয়।

17ঈশ্বরের তুলনায়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি কিছুই নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা কর। পৃথিবীর সব দেশই মূল্যহীন।

ঈশ্বর কিসের মত তা লোকেরা ধারণা করতে পারে না

18ঈশ্বরের সঙ্গে কারো কি তুলনা করতে পার! না। তুমি কি ঈশ্বরের ছবি আঁকতে পার? না।

19কাঠ অথবা ধাতু দিয়ে কেউ কেউ মূর্ত্তি বানায়। আর সেই মূর্ত্তিকেই তারা দেবতা বলে মনে করে। একজন শ্রমিক মূর্ত্তি বানায়। অন্য শ্রমিকেরা সোনা-রূপা দিয়ে মূর্ত্তির জন্য অলঙ্কার বানায়।

20আসল অংশের জন্য তারা বেছে নেয় বিশেষ কাঠ, কারণ বিশেষ ধরণের কাঠের পচন ধরে না। তারপর তারা দক্ষ কাঠমিস্ত্রীর খোঁজ করে। তারপর ছুতোর মিস্ত্রী একটি "মূর্ত্তি" তৈরী করে যেটা পড়ে যাবে না।

21তুমি নিশ্চয়ই আসল সত্যটা জানো, জানো না কি? তোমাকে নিশ্চয়ই অনেক বছর আগে কেউ বলেছে! তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কে পৃথিবীটা তৈরি করেছে!

22প্রভুই সত্যিকারের ঈশ্বর! তিনি পৃথিবীর বৃত্তের ওপর বসে থাকেন। তাঁর তুলনায় মানুষ ঘাস ফড়িং-এর মতো। বস্ত্রখণ্ডের মতো তিনি আকাশকে মেলে ধরেন। আকাশের তলায় বসার জন্য তিনি তাকে তাঁবুর মত বিছিয়ে ধরেন।

23তিনি শাসকদের গুরুত্বহীন করেন, তিনি পৃথিবীর বিচারকদের করেন সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

24সেই সব শাসকেরা চারা গাছের মতো। তাদের মাটিতে রোপন করা হয়, কিন্তু শিকড় গাড়ার আগেই ঈশ্বর সেই সব চারা "গাছেদের" ওপর দিয়ে বয়ে যান এবং সেই সব চারা গাছ মরে শুকনো হয়ে যায়। বাতাস তাদের খড়কুটোর মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

25পবিত্র ঈশ্বর বলেন: "আমার সঙ্গে কারও তুলনা করতে পারবে কি? না! কেউ আমার সমান নয়।

26আকাশের দিকে তাকাও। তারাগুলি তৈরী করেছে কে? আকাশের "সেনাদের" সৃষ্টিকর্তা কে? কে সব তারাদের নাম জানে? সত্যিকারের ঈশ্বর প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, তাই কোন তারা হারিয়ে যায় না।"

27যাকোবের লোকেরা, এসবই সত্য! ইস্রায়েল, তোমারও এইসব বিশ্বাস করা উচিৎ! তবু কেন তোমরা বলছ: "আমরা কেমনভাবে জীবনযাপন করছি তা প্রভু দেখতে পাবেন না এবং আমাদের শাস্তি দিতে পারবেন না?"

28তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো এবং জানো যে প্রভু ঈশ্বর অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি যা জানেন মানুষ তা শিখতে পারে না। প্রভু কখনও ক্লান্ত হন না এবং তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। প্রভু পৃথিবীর সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

29প্রভু দুর্বলকে সবল হতে সাহায্য করেন। ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতাবান করেন।

30যুবকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তারাও মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

31কিন্তু প্রভুতে বিশ্বাসী লোকেরা ঈগল পাখির নতুন ডানা গজানোর মতো আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এইসব লোকেরা শত দৌড়লেও দুর্বল হয় না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

প্রভু সনাতন সৃষ্টিকর্তা

41 প্রভু বলেন, "দূরবর্তী দেশগুলি শান্ত হও, আমার কাছে এসো। জাতিগুলি পুনরায় শক্তিমান হয়ে উঠুক। আমার কাছে এসে কথা বল। আমরা একসঙ্গে বসে ঠিক করে নেব কে ঠিক কেই বা বেঠিক।

2আমাকে এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: পূর্ব থেকে আসা লোকটিকে কে জাগিয়েছিল? তিনি যেখানেই যান, ন্যায় তাঁর সঙ্গে আছে। তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে জাতিগুলিকে পরাস্ত করেন। তারা ধূলো বালিতে পরিণত হয়। তিনি তার ধনুকের সাহায্য রাজাদের পরাজিত করেন। তারা বাতাসে উড়ে যাওয়া খড়কুটোর মতো পালিয়ে যায়।

3তিনি সেনাদের ধাওয়া করেন, কিন্তু কখনও আঘাত পান না। যেখানে তিনি কখনও যাননি সে সব স্থানে যাবেন।

4এসব ঘটনার কারণ কে? কে এইসব করেছেন। কে প্রথম থেকেই সব মানুষকে ডাক দিয়েছিল? আমি প্রভু, এসব করেছিলাম। আমি প্রভু, আমিই প্রথম, আমিই শেষ।

5তোমরা দূরবর্তী স্থানের লোকেরা তাকাও। ভীত হও! তোমরা পৃথিবীর দূরবর্তী স্থানের লোকেরা ভয়ে কাঁপো। এখানে এসে আমার কথা শোন।" এবং তারা এসেছিল।

6“শ্রমিকেরা একে অন্যকে সাহায্য করে। শক্তিশালী হতে একে অন্যকে উৎসাহ দেয়। 7একজন কর্মী মূর্ত্তি বানানোর জন্য কাঠ কাটে। সে স্বর্ণকারদের উৎসাহিত করে। অন্য শ্রমিক হাতুড়ি দিয়ে ধাতুকে মসৃণ করে তোলে। তারপর সেই কর্মীটি অন্য কর্মীকে ভারী ধাতব খোপের মধ্যে ধাতুটি ঢেলে তাকে পিটিয়ে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করে। ঐ শেষ শ্রমিকটি ধাতব কাজের সম্বন্ধে বলে: ‘এইটি ভালো। এটি খুলে আসবে না।’ তারপর সে মূর্ত্তিটিকে পেরেক দিয়ে কোন একটি ভিত্তির ওপর এমনভাবে বসিয়ে দেয় যাতে সেটা নড়তে বা পড়তে না পারে!”

একমাত্র প্রভুই আমাদের রক্ষা করতে পারেন

8প্রভু বলেন: “ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস। যাকোব, তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি। তুমি অব্রাহামের পরিবার থেকে এসেছ যে আমাকে ভালবাসত।

9তুমি বহুদূরের দেশে ছিলে, কিন্তু আমি তোমার কাছে পৌঁছে যাই। আমি তোমাকে দূরস্থান থেকে ডেকেছিলাম। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি আমার সেবক। আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি এবং আমি তোমাকে বাতিল করিনি।

10চিন্তিত হয়ো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। ভীত হবে না, আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে শক্তিশালী করব। তোমাকে সাহায্য করব। তোমাকে আমার ভাল দক্ষিণ হস্ত দিয়ে সমর্থন দেব।

11দেখো, কিছু লোক তোমার ওপর ক্রুদ্ধ। কিন্তু তারা লজ্জিত হবে। যারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে তারা হেরে যাবে এবং অদৃশ্য হবে।

12যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের তুমি খুঁজবে কিন্তু দেখতে পাবে না। যেসব লোক তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা সকলেই পুরোপুরি ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

13আমি প্রভু তোমার ঈশ্বর, তোমার ডান হাত ধরে আমি আছি। এবং আমি তোমাকে বলি: ভীত হবে না! আমি তোমাকে সাহায্য করব।

14মূল্যবান যিহূদা ভীত হবে না! আমার প্রিয় ইস্রায়েলের লোকেরা ভয়চকিত হবে না! আমি সত্যিই তোমাদের সাহায্য করব।” প্রভু নিজেই ঐসব বলেন। ইস্রায়েলের পবিত্রতম (ঈশ্বর) যিনি রক্ষাকর্তা তিনিই এইসব বলেছেন:

15“দেখ, আমি তোমাকে একটা নতুন শস্য মাড়া যন্ত্রের মতো বানিয়েছি। সেই যন্ত্রের অনেকগুলো ধারালো ছুরি আছে। কৃষকেরা এইসব ব্যবহার করে খোসা ভাঙার কাজে, যাতে তারা শস্য থেকে আলাদা হতে পারে। তুমি পর্বতগুলিকে ঐ শস্য মাড়ার মতো ভেঙে ফেলবে।

16তুমি তাদের বাতাসে ছুঁড়ে ফেলবে। বাতাস তাদের বয়ে নিয়ে দূরে চলে যাবে এবং বিক্ষিপ্ত করবে। তখন তুমি খুশী হবে এবং প্রভুর মধ্যে স্থিত হয়ে আনন্দ করবে। ইস্রায়েলের পবিত্রতম ঈশ্বরের জন্য তুমি গর্বিত হবে।”

17“দরিদ্র ও অভাবী লোকেরা জলের জন্য খোঁজ করবে। কিন্তু তারা খুঁজে পাবে না। তারা তৃষ্ণার্ত, তাদের জিহ্বা শুষ্ক। আমি, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তাদের প্রার্থনার জবাব দেব। আমি তাদের ত্যাগ করব না, মরতে দেব না।

18আমি শুকনো পাহাড়ের ওপর দিয়ে নদীকে প্রবাহিত করাব। উপত্যকায় উপত্যকায় বইয়ে দেব জলভরা নদী। মরুকে করে তুলব জলে ভরা হ্রদ। জলপ্রবাহ বয়ে যাবে শুকনো ভূমিতে।

19মরুভূমিতে গাছ জন্মাবে। সেখানে থাকবে এরস, বাবলা, জলপাই, তাশূর, দেবদারু ও পাইন গাছ।

20লোকেরা এই জিনিসগুলি দেখবে। এবং তারা জানতে পারবে প্রভুই এই কর্ম করেছেন। মানুষ এইসব দেখতে পাবে, তারা বুঝতে শুরু করবে যে ইস্রায়েলের পবিত্রতম (ঈশ্বর) এগুলি সৃষ্টি করেছেন।”

মূর্ত্তিকে প্রভুর প্রত্যাখান

21 যাকোবের রাজা প্রভু বলেন, “এস। আমাকে তোমার যুক্তি বল। আমাকে তোমরা প্রমাণ দেখাও এবং আমরা ঠিক করে দেব কোনটা সঠিক। 22তোমাদের মূর্ত্তিদের এসে আমাদের বলা উচিৎ কি ঘটেছে।

“শুরুতে কি কি ঘটেছিল? ভবিষ্যতে কি ঘটবে? বলুক আমাদের! আমরা তাদের কাছ থেকে শুনব। তখন আমরা জানতে পারব পরে কি ঘটবে। 23পরে কি কি ঘটবে তা তোমরা আমাদের জানাও। তারপর আমরা তোমাদের সত্যিকারের দেবতা বলে বিশ্বাস করব। কিছু কর! ভাল না হয় মন্দ কিছু একটা করে দেখাও! তখন আমরা মেনে নেব তুমি জীবন্ত এবং তোমাকেই আমরা মেনে চলব।

24“দেখো। তোমরা মূর্ত্তিরা আসলে কিছুই নও। তোমরা কিছুই করতে পারবে না! যে কোন অকর্মণ্য লোকই তোমার পূজা করতে চাইবে।”

প্রভু প্রমাণ করবেন তিনিই একমাত্র ঈশ্বর

25“আমি উত্তর দিকে একটি লোককে জাগালাম। সে পূর্বদিক থেকে, যেখানে সূর্যোদয় হয়, সেখান থেকে আসছে। সে আমার নাম জপ করে। যে মানুষ ঘট তৈরী করে সে ভিজে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে। ঠিক একইরকমভাবে এই বিশেষ লোকটি রাজাদের পদদলিত করে।”

26কে আমাদের এইসব ঘটার আগেই বলেছিল? তাকেই আমাদের ঈশ্বর বলা উচিৎ। তোমাদের মধ্যে কোন মূর্ত্তি কি এইসব বলেছিল? না! সেইসব মূর্ত্তিদের কেউই কিছু বলতে পারে নি। সেইসব মূর্ত্তিরা কোন কথাই বলতে পারে নি। তারা তোমাদের কোন কথা শুনতেও পায় নি।

27আমি প্রভু, সর্বপ্রথম সিয়োনকে এইসব ঘটনার
কথা বলি। আমি জেরুশালেমে এই বার্তা নিয়ে একজন
বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম: ‘‘দেখ তোমাদের লোকেরা
ফিরে আসছে।”
28আমি ঐসব মূর্ত্তিদের দেখেছিলাম। তারা কেউই
কোন কিছু বলার মত যথেষ্ট জ্ঞানী নয়। আমি তাদের
প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তারা কোন উত্তর দিতে পারেনি।
29এইসব দেবতারা আসলে কিছু নয়। তারা কিছুই
করতে পারে না। সেইসব মূর্ত্তিগুলি আসলে একেবারে
মূল্যহীন।

প্রভুর বিশেষ দাস

42 “আমি আমার দাসের দিকে তাকাই! আমি তাকে
সমর্থন করি। সে হচ্ছে সেইজন, যাকে আমি
বেছে নিয়েছিলাম। আমি তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট। তার ওপর
আমি আমার আত্মা রেখেছি। সে ন্যায়সঙ্গতভাবে
জাতিসমূহের বিচার করবে।
2পথে-ঘাটে সে চিৎকার করবে না। সে তীব্র চিৎকার
করবে না অথবা তার গলা লোকেদের মধ্যে শোনা
যাবে এমন করবে না।
3সে ভদ্র হবে। জলাশয়ের ধারে গজিয়ে ওঠা আগাছা
সে কখনও ভাঙবে না। দুর্বল আগুনকেও সে কখনও
নিভিয়ে দেবে না। সে ন্যায়ভাবে বিচার করবে এবং
সত্যকে বের করবে।
4পৃথিবীতে ন্যায় বিচার না আনা পর্যন্ত সে দুর্বল
হবে না, অথবা নিষ্পেষিত হবে না। দূরবর্তী স্থানের
লোকেরা তার শিক্ষামালায় আস্থাবান হবে।”

প্রভু শাসক, প্রভুই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা

5প্রভু প্রকৃত ঈশ্বর, তিনিই এইসব বলেছেন। প্রভু
আকাশ বানিয়েছেন। তিনি আকাশকে সারা বিশ্বের ওপর
ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।
তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে বাঁচিয়ে
রেখেছেন। পৃথিবীর ওপর যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের
প্রত্যেক লোককে তিনি একটি আত্মা দেন।
6“আমি তোমাদের প্রভু, সঠিক কাজ করতে
তোমাদের ডেকেছিলাম। আমি তোমাদের হাত ধরেছি।
আমি তোমাদের রক্ষা করেছি এবং তোমাদের মাধ্যমে
আমি লোকেদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। তুমি সমস্ত
জাতিগুলির জন্য একটি আলোস্বরূপ হবে।
7তুমি অন্ধ লোকের চোখ খুলে দেবে এবং তারা
সব কিছু দেখতে পাবে। বহুলোক কয়েদখানায় বন্দী;
তুমি তাদের মুক্ত করে দেবে। বহুলোক বাস করে
অন্ধকারে, জেলের থেকে বাইরে আসবার জন্য তাদের
তুমি নেতৃত্ব দেবে।
8“আমিই প্রভু। আমার নাম যিহোবা। আমার মহিমা
আমি অপরকে দেব না। যে মহিমা আমার পাওয়া
উচিৎ সেই প্রশংসা মূর্ত্তিদের আমি নিতে দেব না।
9শুরুতেই আমি বলেছিলাম, কিছু একটা ঘটবে।
এবং ঐসব জিনিস ঘটেছিল। এবং এখন অন্য কিছু
ঘটার আগেই, তোমাদের আমি ভবিষ্যতে কি ঘটবে
সে সম্বন্ধে জানাব।”

ঈশ্বরের প্রশংসা গীত

10প্রভুর উদ্দেশ্যে গাও নতুন গান। তোমরা দূর
দেশের লোকেরা, তোমরা দূরদেশের নাবিকরা, তোমরা
সমুদ্রের প্রাণীরা, তোমরা দূরবর্তী জায়গার লোকেরা
প্রভুর প্রশংসা কর!
11মরুভূমি ও শহর, পূর্ব ইস্রায়েলের কেদরের
গ্রামগুলি প্রভুর প্রশংসা কর। শেলাবাসীরা আনন্দগীত
গাও! পর্বতশৃঙ্গ থেকে তোমরা গেয়ে ওঠ।
12তারা প্রভুকে মহিমান্বিত করুক। দূরদেশের
লোকেরা প্রভুর প্রশংসা করুক।
13প্রভু বলবান সৈন্যের মত চলে যাবেন! তিনি হবেন
যুদ্ধ করতে প্রস্তুত মানুষের মত। তিনি প্রচণ্ড উত্তেজিত
হয়ে উঠবেন। তিনি কাঁদবেন, উচ্চস্বরে চিৎকার করবেন
এবং তার শত্রুদের পরাজিত করবেন।

ঈশ্বর প্রচণ্ড ধৈর্যশীল

14“দীর্ঘদিন ধরে আমি কিছুই বলিনি। আমি নিজেকে
সংযত করে রেখেছিলাম, বলিনি কোন কিছুই। কিন্তু
এখন আমি প্রসব করতে যাচ্ছে এমন এক মহিলার
মতো চিৎকার করে কাঁদব। আমি জোরে জোরে সশব্দে
প্রশ্বাস নেব।
15আমি পাহাড়-পর্বত ধ্বংস করব। আমি সেখানে
জন্মানো সমস্ত গাছপালাকে শুকিয়ে দেব। আমি নদীকে
পরিণত করব শুকনো জমিতে। আমি জলাশয়কে
শুকিয়ে দেব।
16তারপর আমি অন্ধদের নেতৃত্ব দেব এক অজানা
পথে যেসব স্থানে তারা কখনও যায়নি। অন্ধদের নিয়ে
যাব সেই সব স্থানে। তাদের জন্য অন্ধকারকে আলোময়
করে দেব। রুক্ষ জমিকে মসৃণ করে তুলব। আমি যা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সবই করব এবং আমার
লোকেদের ছেড়ে যাব না!
17কিন্তু কেউ কেউ আমাকে মেনে চলা বন্ধ করেছে।
ঐসব লোকেদের সোনায় বাঁধানো মূর্ত্তি আছে। তারা
ঐসব মূর্ত্তিদের বলে, ‘তোমরাই আমাদের দেবতা।’ যে
লোকেরা তাদের মূর্ত্তিগুলিতে আস্থা রাখে, তারা মুখ
ফিরিয়ে নেবে এবং লজ্জা পাবে।

ঈশ্বরের কথা শুনতে নারাজ ইস্রায়েল

18“তোমরা, বধির লোকেরা আমার কথা তোমাদের
শোনা উচিৎ। অন্ধ লোকেরা, তোমাদের আমাকে দেখা
এবং আমার দিকে তাকানো উচিৎ।”
19সারা পৃথিবীতে আমার সেবক (ইস্রায়েলের
লোকজন) সবচেয়ে অন্ধ। যে বার্তাবাহককে আমি
পৃথিবীতে পাঠিয়েছি সেই সবচেয়ে বধির। যে লোকটির
সঙ্গে আমি বন্দোবস্ত করেছিলাম, প্রভুর দাস সে-ই
সবচেয়ে বেশী অন্ধ।

20আমার দাস অনেক মহান জিনিষ দেখেছে, কিন্তু
সে সেসবের প্রতি মনোযোগ দেয় না। সে কানে শুনতে
পায় কিন্তু সে মানতে চায় না।”
21প্রভু চান তাঁর সেবকরা ভাল হোক। প্রভু চান
তাঁর আশ্চর্য্যজনক শিক্ষামালাকে তারা শ্রদ্ধা করুক।
22কিন্তু লোকগুলিকে দেখো। অন্য লোকেরা তাদের
পরাজিত করেছে। এবং তাদের জিনিস চুরি করে
নিয়েছে। প্রতিটি যুবক ভীত। তারা জেলে বন্দী।
লোকেরা তাদের সব টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের
রক্ষা করার কেউ নেই। অন্যরা তাদের টাকা নিয়ে
নিয়েছে। এই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে যাও। একথা বলার
মতোও কেউ নেই।”

23তোমাদের কেউ কি ঈশ্বরের বাক্য শুনেছিলে?
না! কিন্তু তোমাদের উচিৎ কাছ থেকে তাঁর কথা শোনা।
এবং যা ঘটেছে সে সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়া। 24যাকোব
ও ইস্রায়েল থেকে লোকেদের ধনসম্পদ নিতে কে
দিয়েছিল? প্রভুই তাদের এসব কাজ করার অনুমতি
দিয়েছিলেন। আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কাজ
করেছিলাম। তাই প্রভু আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে নিতে
লোকেদের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের লোকেরা
প্রভুর বিধির প্রতি মনোযোগ দেয় নি। প্রভু যেভাবে
চেয়েছিলেন সে ভাবে ইস্রায়েলের লোকেরা জীবনযাপন
করেনি। 25তাই প্রভু তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হন। তিনি
তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন। এমন
হয়েছিল ঠিক যেন ইস্রায়েলের লোকেরা আগুন দিয়ে
ঘেরা ছিল। কিন্তু তারা কি ঘটছিল তা জানত না।
ঘটনাটা ছিল তাদের পুড়ে যাওয়ার মতোই। কিন্তু যা
ঘটছিল তারা তা বোঝার চেষ্টা করেনি।

ঈশ্বর সবসময় তার লোকেদের সঙ্গে আছেন

43 আমি যাকোব, প্রভু, তোমার সৃষ্টিকর্তা!
ইস্রায়েল, প্রভুই তোমার সৃষ্টিকর্তা। এখন প্রভু
বলেন, “ভীত হয়ো না। আমি তোমাকে রক্ষা করেছি।
আমি তোমার নাম ধরে ডেকেছি। তুমি আমারই। 2তুমি
যখনই সমস্যায় পড়বে আমি তোমার পাশে থাকব।
নদী পার হতেও তোমার কষ্ট হবে না। আগুনের মধ্যে
দিয়ে হাঁটার সময়ও তুমি দগ্ধ হবে না; অগ্নিশিখা
তোমাকে আঘাত করবে না। 3কারণ আমি, প্রভু তোমার
ঈশ্বর। আমি ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার রক্ষাকর্তা।
আমি তোমার জন্য মূল্য দিতে মিশরকে দিয়েছিলাম।
আমি তোমাকে আমার করতে কূশ ও সবা দিয়েছিলাম।
4তুমি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি তোমাকে
সম্মান করি। আমি তোমাকে ভালবাসি এবং আমি সব
দেশসমূহ এবং জাতিগুলি তোমাকে দেব যাতে তুমি
বাঁচতে পার।”

ঈশ্বর তাঁর শিশুদের গৃহে আনবেন

5“সুতরাং ভীত হবে না! আমি তোমার সঙ্গে আছি।
আমি একত্রিত করব তোমাদের শিশুদের এবং ফিরিয়েও
দেব। আমি তাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে এনে দেব।
6উত্তরকে আমি বলব: আমার লোকেদের আমাকে দিয়ে
দাও। দক্ষিণকে বলব: আমার লোকেদের বন্দী করে
রেখো না। দূরবর্তী স্থান থেকে আমার পুত্রকন্যাদের
আমার কাছে ফেরৎ দিয়ে দাও। 7আমার সব লোকেদের
যাদের কাছে আমার নাম আছে, আমার কাছে ফিরিয়ে
দাও। আমি ঐসব লোকেদের নিজের জন্যই সৃষ্টি
করেছিলাম। আমি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তারা আমারই।”

ইস্রায়েল পৃথিবীতে ঈশ্বরের সাক্ষী

8ঈশ্বর বলেন, “চোখ থাকা সত্ত্বেও যারা অন্ধ তাদের
বাইরে বের কর। কান থাকা সত্ত্বেও যারা বধির তাদের
বাইরে বের কর।* 9প্রত্যেক মানুষের ও প্রত্যেক দেশের
একত্রিত হওয়া উচিৎ। হতে পারে, তাদের কারো মূর্ত্তি
বলতে চেয়েছিল প্রথমে কি ঘটেছিল। তাদের উচিৎ
তাদের সাক্ষীদের নিয়ে আসা। সাক্ষীদের উচিৎ সত্য
কথা বলা। এটা দেখাবে যে তারা সঠিক।”
10প্রভু বলেন, “তোমরা লোকেরা আমার সাক্ষী।
তোমরা হচ্ছো সেই দাস, যাদের আমি বেছে নিয়েছিলাম।
আমি তোমাদের বেছে নিয়েছিলাম যাতে তোমরা
আমাকে জানতে পার এবং আমাকে বিশ্বাস করতে
পার। আমি তোমাদের বেছেছিলাম যাতে তোমরা
উপলব্ধি করতে পার যে ‘আমি হলাম ঈশ্বর।’ আমি
সত্যিকারের ঈশ্বর। আমার আগে কোন দেবতা ছিল না
এবং আমার পরে কোন দেবতা থাকবে না।” 11আমি
নিজেই হলাম প্রভু। অন্য কোন পরিত্রাতা নেই, আমিই
একমাত্র পরিত্রাতা। 12আমিই একমাত্র ঈশ্বর যে
তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমি তোমাদের
রক্ষা করেছিলাম। এসব কথা আমি তোমাদের বলেছি।
এমন নয় যে তোমাদের সঙ্গে কেউ ছিল যে একজন
অপরিচিত লোক। তোমরা আমার সাক্ষী এবং আমি
ঈশ্বর।” প্রভু নিজেই এইসব কথা বলেছেন। 13“আমি
সব সময়ই ঈশ্বর। যখন আমি কিছু করি তখন আমার
কাজের কেউই পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এমন কি
আমার ক্ষমতা থেকে কেউ কোন লোককে রক্ষা করতে
পারবে না।”
14প্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, তোমাদের ত্রাণকর্ত্তা
বলেন, “আমি বাবিলে তোমাদের জন্য সেনা পাঠাব।
সমস্ত তালাবন্ধ ফটক আমি ভেঙ্গে ফেলব এবং
কল্দীয়দের গানগুলি বিলাপে পর্যবসিত হবে। 15আমিই
তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমি ইস্রায়েলের
সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমাদের রাজা।”

ঈশ্বর আবার তাঁর লোকেদের বাঁচাবেন

16প্রভু সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে সড়ক বানাবেন। নিজের
লোকেদের জন্য এমনকি জলের মধ্যে দিয়ে তিনি রাস্তা
গড়ে দেবেন। এবং প্রভু বলেন, 17“যারা যুদ্ধযান,
ঘোড়সওয়ার ও সেনাবলে বলীয়ান হয়ে আমার বিরুদ্ধে

চোখ ... কর সম্ভবতঃ এটি ইস্রায়েলের সেই লোকেদের বোঝায় যারা প্রভুর বাক্য বিশ্বাস করত না।

যুদ্ধ করবে তারা পরাজিত হবে। তারা আর কখনও
উঠতে পারবে না। তাদের বিনাশ ঘটবে। মোমবাতির
শিখা যেমন করে নিভিয়ে দেওয়া হয় সেইভাবে তাদের
থামানো হবে। 18তাই শুরুতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা
আর মনে কোরো না। যা বহুকাল আগে ঘটে গেছে তা
আর স্মরণ কোরো না।

19কেন না এখন আমি নতুন কিছু করব। এখন
তোমরা নতুন গাছের মতো বেড়ে উঠবে। তোমরা
নিশ্চিতভাবেই জান এটা সত্য। সত্যিই আমি মরুভূমিতে
রাস্তা বানাব। শুষ্ক জমিতে সত্যিই আমি নদী তৈরী
করব। 20মরুভূমিতে জল জোগানোর পর বন্য জন্তুরা,
যেমন শিয়াল এবং উটপাখী আমাকে সম্মান জানাবে।
আমার বেছে নেওয়া লোকেদের জন্য, আমার নিজের
লোকেদের জন্য আমি জলের ব্যবস্থা করব। 21এই
লোকেদের তো আমিই সৃষ্টিকর্তা এবং এরা আমার
প্রশংসা করে গান গাইবে।

22"যাকোব, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করনি। কেন?
কারণ তোমরা ইস্রায়েলের লোকেরা আমার বিষয়ে
ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। 23তোমরা তোমাদের মেষকে আমার
জন্য উৎসর্গ করতে আন নি। তোমরা আমাকে সম্মান
জানাও নি। তোমরা আমার জন্য বলি দাও নি। আমার
উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্য আমি তোমাদের বাধ্য করিনি।
আমি তোমাদের ধূপ জ্বালাতে বাধ্য করিনি। 24তাই
তোমরা আমাকে সম্মান জানাবার জন্য সামগ্রী ক্রয়
করতে অর্থ ব্যয় করনি। হোমবলির চর্বি দিয়ে তোমরা
আমাকে সন্তুষ্ট করনি। কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপসমূহ
দিয়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করেছিলে। তোমাদের
কুকর্মসমূহ আমাকে খুব পরিশ্রান্ত করে তুলেছে।

25"আমি, আমিই একমাত্র যে তোমাদের সব পাপ
ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিই। নিজেকে খুশি করতে
এইসব আমি করি! তোমাদের পাপের কথা আমি মনে
রাখব না। 26আমাকে মনে করিয়ে দিও (তোমাদের
প্রশংসনীয় গুনের কথা)। আমাদের একসঙ্গে বসে
সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ কোনটা ঠিক। তোমাদের
কৃতকর্মের কথা আমাকে বলা উচিৎ এবং প্রমাণ কর
যে তোমরা ঠিক। 27তোমাদের প্রথম পিতা পাপী।
তোমাদের আইনজীবিরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে।
28আমি তোমাদের পবিত্র শাসকদের অপবিত্র করেছি।
আমি যাকোবকে ধ্বংসের এবং ইস্রায়েলকে অভিশাপের
শাস্তি দিয়েছি।"

প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর

44 "যাকোব তুমি আমার সেবক। আমার কথা
শোন। ইস্রায়েল, আমি তোমাকে মনোনীত
করেছি। আমি যা বলি তা তোমরা শোন। 2আমি
তোমাদের প্রভু। আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তোমরা
যা হয়ে উঠেছো আমি তাই করে গড়ে তুলেছি। তোমরা
যখন মাতৃগর্ভে ছিলে তখন থেকেই আমি তোমাদের
সাহায্য করে আসছি। আমার দাস যাকোব ভয় পেও
না। যিশুরূণ তোমাকে আমি মনোনীত করেছি।

3"তৃষ্ণার্ত লোকেদের আমি জল দেব। শুষ্ক জমিতে
আমি জল প্রবাহ বইয়ে দেব। তোমাদের শিশুদের মধ্যে
আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব, মনে হবে যেন তোমাদের
সন্তানদের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। 4ঘাসের মধ্যে
তারা বেড়ে উঠবে। তারা জলস্রোতের ধারে গজিয়ে
ওঠা বাইশী গাছেদের মতো হবে।

5"একজন বলবে, 'আমি প্রভুর।' অন্য একজন
'যাকোবের' নাম ব্যবহার করবে। অন্যজন তার নাম
সাক্ষর করবে এবং বলবে, 'আমিই প্রভুর।' অন্যজন
ব্যবহার করবে 'ইস্রায়েলের নাম।'"

6প্রভু ইস্রায়েলের রাজা। প্রভু সর্বশক্তিমান
ইস্রায়েলকে রক্ষা করবেন। প্রভু বলেন, "আমিই একমাত্র
ঈশ্বর। অন্য কোন দেবতা নেই। আমিই আদি, আমিই
অন্ত। 7আমার মতো অন্য কোন ঈশ্বর নেই। যদি কেউ
থাকেন তাহলে সেই দেবতার কথা বলা উচিৎ। সেই
দেবতার উচিৎ ছিল এখানে এসে প্রমাণ করা যে তিনিও
আমারই মতো। আমি যখন এই প্রাচীন লোকেদের সৃষ্টি
করেছিলাম তখন কি ঘটেছিল সেই দেবতার আমাকে
বলা উচিৎ। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তিনি যে তা জানেন
তা প্রমাণ করার জন্য ঐ দেবতার আমাকে কোন নিদর্শন
দেওয়া উচিৎ। 8ভীত হয়ো না। উদ্বিগ্ন হয়ো না! আমি
সর্বদাই তোমাদের বলেছি যে কি ঘটবে। তোমরাই আমার
সাক্ষী! অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমিই একমাত্র। অন্য
কোন 'শিলা' নেই। আমি জানি আমিই একমাত্র!"

মূর্ত্তিসমূহ মূল্যহীন

9কেউ কেউ মূর্ত্তি বানায়। কিন্তু তারা মূল্যহীন।
লোকেরা সেই মূর্ত্তিকে ভালোবাসে। কিন্তু সেইগুলি
মূল্যহীন। সেই লোকগুলি মূর্ত্তিগুলির সাক্ষী হলেও তারা
দেখতে পায় না। তারা কিছুই জানে না, তারা তাদের
কৃতকর্মের জন্য যথেষ্ট লজ্জিত হতে জানে না।

10কে তৈরী করেছিল এইসব মূর্ত্তিগুলিকে? কে তৈরী
করেছিল মূল্যহীন মূর্ত্তিগুলি? 11শ্রমিকেরা ঐসব
দেবতাদের বানিয়েছে। তারা সবাই মানুষ; দেবতা নয়।
সেইসব লোকেরা যদি একসঙ্গে বসে এইসব বিষয়গুলি
নিয়ে আলোচনা করে তাহলে তারা খুবই লজ্জিত হবে
এবং ভয় পাবে।

12একজন শ্রমিক তার যন্ত্র ব্যবহার করে গরম কয়লা
দিয়ে লোহা গরম করার কাজে। সেই লোকটি হাতুড়ি
ব্যবহার করে ধাতু পেটানোর কাজে। এবং সেই ধাতুই
মূর্ত্তি হয়ে উঠেছে। এই লোকটি তার বাহুর শক্তি ব্যবহার
করে, কিন্তু খিদে পেলে সে তার ক্ষমতা হারায়। যদি
মানুষটি জলপান না করে তবে সে দুর্বল হয়ে যায়।

13আর একজন শ্রমিক কাঠের ওপর সরল রেখায়
দাগ টানবার জন্য ব্যবহার করেছে ওলন ও কম্পাস।
এই দাগগুলি দেখে সে বুঝতে পারে কোথায় তাকে
কাটতে হবে। তারপর কাঠ কাটার করাত দিয়ে কাঠ
কেটে সে মূর্ত্তি তৈরী করে। তারপর কম্পাসের মত
অন্য একটি বিশেষ যন্ত্র ক্যালিপার্শ দিয়ে সে মূর্ত্তির মাপ
ঠিক করে। এইভাবে শ্রমিকেরা কাঠকে করে তোলে

মানুষের মতো দেখতে। এই মানব মূর্ত্তি কিছু করতে
পারে না। শুধু ঘরে বসে থাকে।
14একজন লোক এরস, তর্সা অথবা অলোন বৃক্ষ
কেটে ফেলে। সেই লোকটি কোন গাছকেই বড় করতে
পারে না। গাছগুলি নিজেদের ক্ষমতাতে বনাঞ্চলে বড়
হয়। লোকে যদি কোন পাইন গাছ লাগায় তবে তা
বৃষ্টির জলে বড় হয়। 15তারপর লোকে সেই গাছকে
আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করে। লোকে গাছকে
ছোট ছোট কাঠের টুকরোয় পরিণত করে। নিজেকে
গরম রাখতে ও রান্নার জন্য সে কাঠটি ব্যবহার করে।
কিছু কাঠ দিয়ে সে আগুন জ্বালে এবং রুটি সেঁকে।
তবুও সে ঐ একই কাঠের কিছু অংশ ব্যবহার করে
একটি মূর্ত্তি বানাবার জন্য এবং সে সেই মূর্ত্তিটি পূজো
করে। ঐ দেবতাটি মানুষের বানানো একটি মূর্ত্তি, কিন্তু
মানুষ তার সামনে নত হয়। 16অর্ধেক কাঠ লোকে
আগুন জ্বালার কাজে ব্যবহার করে। লোকে মাংস রান্না
করতে আগুন ব্যবহার করে। তারপর সেটা খায় পেট
ভরা পর্যন্ত। লোকে নিজেকে গরম রাখতে কাঠ জ্বালায়।
লোকে বলে, "ভালো। আমি এখন উষ্ণ। আগুন থেকে
আলো আসায় আমি দেখতেও পাচ্ছি।" 17কিন্তু অল্প
কিছু কাঠ অবশিষ্ট থাকে। তাই লোকে কাঠ দিয়ে মূর্ত্তি
বানিয়ে তাকে দেবতা বলে। সে এই মূর্ত্তির সামনে মাথা
নত করে এবং তার পূজা করে। লোকে ঐ মূর্ত্তির কাছে
প্রার্থনা করতে করতে বলে: "তুমিই আমার দেবতা।
আমাকে রক্ষা কর!"
18সেই লোকেরা জানে না তারা কি করছে। তারা
বুঝতেও পারে না। এটা তাদের চোখ ঢেকে রাখার
মতো অবস্থা যাতে তারা দেখতে না পায়। তাদের
হৃদয় বোঝার চেষ্টা করে না। 19সেইসব লোকেরা এসব
ভেবেও দেখে না। এইসব লোকেরা বোঝে না তাই
তারা নিজেদের নিয়েও ভাবে না। "আমি আগুনে অর্ধেক
কাঠ পোড়ালাম। আমি গরম কয়লা রুটি ও মাংস রান্না
করতে ব্যবহার করলাম। সেই মাংস খেলামও। তারপর
যে কাঠ বাঁচলো তাই দিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু বানালাম।
আমি কাঠের খণ্ডের পূজা করছি।"
20সেই লোক জানে না সে কি করছে! সে বিভ্রান্ত,
তাই তার মন তাকে ভুল পথে চালিত করছে। সে
নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। নিজের ভুলও বুঝতে
পারবে না। সে বলবে না, "আমি যে মূর্ত্তিকে ধরে
রেখেছি সেটা ভ্রান্ত দেবতা।"

প্রভু, সত্যিকারের ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সাহায্য করেন

21"যাকোব, এইসব স্মরণ করো! ইস্রায়েল স্মরণ
করে দেখ তুমি আমার সেবক। তোমার সৃষ্টিকর্তা আমি;
তুমি আমার দাস। তাই ইস্রায়েল, তুমি আমাকে ভুলে
যেও না।
22তোমার পাপবিশাল মেঘের মত ছিল। আমি সেই
পাপ ধুয়ে দিয়েছি। হাল্কা বাতাসে যেমন মেঘ অদৃশ্য
হয়ে যায় তেমনি তোমার পাপও চলে গিয়েছে। তোমাকে
আমি রক্ষা করেছি, উদ্ধার করেছি, তাই আমার কাছে
ফিরে এসো!"
23হে স্বর্গ, গান কর, কারণ প্রভু মহৎ কাজগুলি
করেছেন। পৃথিবী, এমনকি পৃথিবীর নিম্নস্থলও আনন্দে
চীৎকার কর! পর্বতশৃঙ্গরা! অরণ্যের সব গাছ গান গেয়ে
উঠছে। কেন? কারণ প্রভু যাকোবকে রক্ষা করেছেন।
প্রভু ইস্রায়েলে তাঁর মহিমা প্রদর্শন করেছেন।
24তোমরা এখন যা, সে সৃষ্টি প্রভুর। তুমি মাতৃজঠরে
থাকার সময়ই প্রভু এইসব করেছেন। প্রভু বলেন, "আমি
প্রভু, সবকিছু বানিয়েছি! আকাশকে আমি নিজেই টেনে
বিছিয়েছি! বিশ্বকে আমি একাই ছড়িয়ে দিয়েছি। আমাকে
সাহায্য করবার জন্য আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না।"
25ভ্রান্ত ভাববাদীরা মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু প্রভু
তাদের দেখিয়ে দেন যে তাদের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা।
তিনি যাদুকরদের হত বুদ্ধি করে দেন। জ্ঞানী লোকদেরও
তিনি বিভ্রান্ত করে দেন। যদিও তারা ভাবে তারা অনেক
কিছু জানে কিন্তু প্রভু তাদের বোকার মতো করে দেবেন।
26প্রভু লোকেদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে তাঁর
সেবকদের পাঠাবেন। প্রভু সেই বার্তাকে সত্য করবেন!
লোকেদের কি করা উচিৎ তা জানতে তিনি
বার্তাবাহকদের পাঠাবেন। এবং প্রভু দেখান যে তাদের
উপদেশটি ভালো।

যিহূদাকে পুনর্নির্মাণ করতে ঈশ্বর কোরসকে বেছে নেন

জেরুশালেমকে প্রভু বলেন, "লোকেরা আবার
তোমার মধ্যে বাস করবে!" প্রভু যিহূদার শহরগুলিকে
বললেন, "তোমরা আবার পুনর্গঠিত হবে!" ধ্বংস হয়ে
যাওয়া শহরগুলিকে তিনি বললেন, "তোমাদের আমি
আবার গড়ে তুলব।"
27প্রভু গভীর জলাশয়কে বলেন, "শুকনো হয়ে যাও!
আমি তোমার জলপ্রবাহকেও শুকিয়ে দেব!"
28প্রভু কোরসকে বলেন, "তুমি আমার মেষপালক,
আমি যা চাইব তাই করবে তুমি। জেরুশালেমকে তুমি
বলবে, 'তোমাকে আবার গড়া হবে।' জেরুশালেমের
মন্দিরে তুমি বলবে, 'তোমার ভিতকে আবার নির্মাণ
করা হবে!'"

ইস্রায়েলকে মুক্ত করতে ঈশ্বর কোরসকে বেছে নিলেন

45 তাঁর মনোনীত রাজা কোরসের বিষয়ে প্রভু
এই কথা বলেন,
"আমি কোরসের ডান হাত ধরবো। রাজাদের কাছ
থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে, আমি তাকে সাহায্য করব।
কোরসকে নগরদ্বার আটকাবে না। আমি ফটকগুলো
খুলে দেব এবং কোরস প্রবেশ করবে।"
2"কোরস তোমার সেনারা যাত্রা করবে। আমি যাব
তোমার সম্মুখে। আমি পর্বতকে সমতল করে দেব।
ব্রোঞ্জের নগরদ্বার ভেঙ্গে দেব। দ্বারের লৌহ-দণ্ড কেটে
দেব।

3যে সম্পদ অন্ধকারে রক্ষিত ছিল তা আমি তোমাকে
দেব। আমি তোমাকে সব গুপ্তধন দিয়ে দেব। আমি
এসব করব যাতে তুমি বুঝতে পার, আমিই প্রভু। আমিই
ইস্রায়েলের ঈশ্বর এবং আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকছি।
4আমি আমার দাস যাকোবের জন্য এইসব করি।
আমি এইসব করি আমার নির্বাচিত লোক, ইস্রায়েলের
লোকেদের জন্য। কোরস নাম ধরে ডাকছি তোমাকে,
তুমি জানো না আমাকে, তবু আমি তোমাকে নাম ধরে
ডাকছি।
5আমিই প্রভু। আমিই একমাত্র ঈশ্বর। আর কোন
ঈশ্বর নেই। আমি তোমাকে কাপড় পরাব। কিন্তু এখনও
তুমি আমাকে জানতে পারলে না!
6আমি এইসব করি, যাতে লোকে জানবে যে আমিই
একমাত্র ঈশ্বর। পূর্ব থেকে পশ্চিম, সব লোকেরা জানবে
যে আমিই প্রভু। আর কোন ঈশ্বর নেই।
7আমি আলোর সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা অন্ধকারেরও।
আমি শান্তি সৃষ্টি করি, আমি সংকটসমূহ তৈরী করি।
আমিই প্রভু, আমি এই সবকিছু করি।
8"আকাশের মেঘগুলো বৃষ্টির মত পৃথিবীর বুকে
সুবিচার বর্ষন করুক। পৃথিবী উন্মুক্ত হোক এবং মুক্তি
বেড়ে উঠুক। এবং তার সঙ্গে ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাক।
আমি প্রভু, তাকে তৈরী করেছি।

ঈশ্বর নিজের সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন

9"এই লোকগুলিকে দেখো! তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার
সঙ্গে তর্ক করছে। আমার সঙ্গে তাদের তর্ক লক্ষ্য কর।
তারা ভাঙা মাটির পাত্রের এক একটি টুকরোর মত।
একজন লোক নরম ভিজে মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করে
এবং কাদা মাটি জিজ্ঞাসা করে না, 'মানুষ তুমি কি
করছো?' যে জিনিষটি তৈরী হচ্ছে, সেটির, যে লোকটি
তৈরী করছে তাকে প্রশ্ন করবার এবং বলার ক্ষমতা
থাকে না, "আমার কেন একটি হাতল নেই? 10একজন
পিতা তার শিশুদের জীবন দেন। শিশুরা জিজ্ঞাসা করতে
পারে না, 'কেন তুমি আমাকে জীবন দিয়েছো।' শিশুরা
তার মাকে প্রশ্ন করতে পারে না, 'কেন তুমি আমাকে
জন্ম দিয়েছো?'"
11প্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলের পবিত্রতম। তিনি ইস্রায়ে-
লের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেন,
"তোমরা কি আমাকে আমার সন্তানদের কথা
জিজ্ঞাসা করছ, অথবা আমি নিজে হাতে যা তৈরী
করেছি তা নিয়ে কি করতে হবে তা তোমরা আমায়
আদেশ দিচ্ছ?
12তাই দেখো! আমি পৃথিবীকে বানিয়েছি। পৃথিবীর
বাসিন্দা সব মানুষের সৃষ্টিকারী আমি। নিজের হাত
দিয়ে আকাশ বানিয়েছি। এবং আমি আকাশের সমস্ত
সৈন্যসমূহকে* আদেশ করি।
13আমি কোরসকে তার ক্ষমতা দিয়েছি। তাই সে
ভাল কাজ করবে। আমি তার কাজ সহজ করে দেব।
কোরস আবার আমার শহর গড়ে তুলবে এবং আমার
লোকেদের মুক্ত করবে। সে আমার লোকেদের আমার
কাছে বিক্রী করবে না। এই সব কাজের জন্য আমাকে
কাউকে কোন মূল্য দিতে হবে না। লোকেরা মুক্ত হবে
এবং আমাকে কাউকে উৎকোচ দিতে হবে না। প্রভু
সর্বশক্তিমান এইসব কিছু বলেছেন।"
14প্রভু বলেন, "মিশর ও কূশ দেশ ধনী দেশ। কিন্তু
ইস্রায়েল তুমি এইসব সম্পদ পেয়ে যাবে। সবায়ীয়র
লম্বা লোকগুলি হবে তোমার অধিকারভুক্ত। তারা গলায়
শিকল ঝুলিয়ে তোমার পিছু পিছু হাঁটবে। তারা তোমার
সামনে মাথা নত করে প্রার্থনা করবে।" ইস্রায়েল, ঈশ্বর
তোমার সঙ্গে আছেন এবং আর কোন ঈশ্বর নেই।
15ঈশ্বর তুমিই ঈশ্বর, তুমিই ইস্রায়েলের পরিত্রাতা!
লোকে তোমাকে দেখতে পায় না।
16বহু লোক মূর্ত্তিসমূহ তৈরী করে। কিন্তু তারা হতাশ
হয়ে, লজ্জিত হয়ে চলে যাবে বহু দূরে।
17কিন্তু ইস্রায়েলকে প্রভু রক্ষা করবেন। পরিত্রাণ
চলবে চিরকাল, কখনই, আর কখনই ইস্রায়েল লজ্জিত
হবে না।
18প্রভুই ঈশ্বর। তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি
করেছেন। প্রভু পৃথিবীকে তার জায়গায় ধরে রেখেছেন।
পৃথিবীকে তৈরি করার সময় তিনি তা খালি রাখতে
চাননি। পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন তিনি! "আমিই
প্রভু, অন্য কোন ঈশ্বর নেই।
19আমি গোপনে কিছু বলি নি। আমি খোলাখুলি
কথা বলেছি। আমি আমার কথাগুলি পৃথিবীর অন্ধকার
স্থানে লুকিয়ে রাখি নি। আমি যাকোবের লোকেদের
পরিত্যক্ত জায়গায় আমার খোঁজ করতে বলিনি। আমিই
প্রভু, আমি সত্যি কথা বলি, আমার মুখ নিঃসৃত সব
সত্যি।"

প্রভু প্রমাণ করেন যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর

20"তোমরা অন্যান্য জাতি থেকে পালিয়ে এসেছ।
তাই একত্রিত হয়ে আমার সামনে এস। এই মানুষগুলি
ভ্রান্ত দেবতার মূর্ত্তি বহন করেছিল। এইসব লোকেরা
অসার দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু তারা জানে
না তারা কি করছে। 21এদের আমার কাছে আসতে
বল। তারা তাদের মামলা উপস্থিত করুক এবং উপদেশ
নিক।
"অনেকদিন আগে যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে
তোমাদের কে বলেছিল? অনেক অনেকদিন আগে থেকে
কে তোমাদের এইসব জিনিসগুলির কথা বলে আসছে?
আমি, এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর সেইসব বলেছিলাম।
আমিই একমাত্র ঈশ্বর। এখানে কি আমার মতো অন্য
কোন ঈশ্বর আছে? অন্য কোন উৎকৃষ্ট ঈশ্বর আছে কি?
অন্য কোন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর আছে কি যে তার লোকেদের
রক্ষা করতে পারে? না! অন্য কোন ঈশ্বর নেই।
22দূরবর্তী এলাকার লোকেরা তোমরা মূর্ত্তির অনুসরণ
বন্ধ কর। নিজেদের রক্ষা করতে তোমাদের উচিৎ
আমাকে অনুসরণ করা। আমিই ঈশ্বর। অন্য কোন ঈশ্বর

আকাশের ... সৈন্যসমূহ এই নামের অর্থ কখনও দেবদূতগণ আবার কখনও তারকাগণ।

নেই। আমিই একমাত্র ঈশ্বর। 23আমি আমার নিজ
ক্ষমতাবলে এই শপথ করছি এবং যখন আমি প্রতিশ্রুতি
করি তখন তা সত্যি হবেই। আমি যা প্রতিশ্রুতি করেছি
তা ঘটবেই এবং আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক লোক
আমার সামনে মাথা নত করবে। প্রত্যেক লোক
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে তারা আমাকে অনুসরণ করবে।
24লোকে বলবে, 'একমাত্র প্রভুর কাছ থেকেই ক্ষমতা
ও ধার্মিকতা এসেছে।'"

25সে বলবে, "শুধুমাত্র ঈশ্বরেই বিচার এবং শক্তি
খুঁজে পাওয়া যায়।" কেউ কেউ প্রভুর ওপর ক্রুদ্ধ।
কিন্তু তারা তাঁর কাছে আসবে এবং তখন এইসব ক্রুদ্ধ
লোকেরা লজ্জিত হবে। 26প্রভু ইস্রায়েলের লোকেদের
ভাল কাজ করতে সাহায্য করবেন এবং তারা তাদের
ঈশ্বরের জন্য খুব গর্বিত হবে।

মূর্ত্তির দেবতারা অপদার্থ

46 বাবিলের বেল ও নবোর মূর্ত্তি আমার সামনে
মাথা নত করবে। এইসব ভ্রান্ত দেবতারা শুধুমাত্র
মূর্ত্তি। লোকেরা এই মূর্ত্তিগুলি পশুর পিঠে চাপায়–এই
মূর্ত্তিগুলি আসলে ভারী বোঝা, বইতে হয় কেবল। মূর্ত্তিরা
কিছু করতে না পারলেও মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে।
2ঐসব মূর্ত্তিদের মাথা নত হবে। তাদের সকলেরই পতন
হবে। তারা কেউ পালাতে পারবে না। বন্দীদের মত
তাদের দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

3"যাকোবের পরিবার শোন! ইস্রায়েলের যে সব
লোক এখনও বেঁচে আছো শোন! আমি তোমাদের
বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যখন মায়ের গর্ভে ছিলে
তখন থেকেই আমি তোমাদের বইছি। 4তোমরা যখন
ভূমিষ্ঠ হলে তখন থেকে বইছি এবং বৃদ্ধ অবস্থাতেও
আমি তোমাদের বইবো। তোমাদের চুল যখন ধূসর
রঙের হয়ে যাবে তখনও আমি বইবো। এখনও বইছি
আমি। কারণ আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমি
তোমাদের বয়ে নিয়ে যাবো। রক্ষাও করব।

5"কারও সঙ্গে কি আমার তুলনা করতে পার? না!
কোন ব্যক্তি আমার সমান নয়! তুমি কি কোনও লোক
খুঁজে পাবে যে হবে আমার সদৃশ? 6কোন কোন লোক
তাদের থলি থেকে সোনা বের করে। এবং তারা তাদের
রূপো দাঁড়িপাল্লায় মাপে। সেইসব লোকেরা মূর্ত্তি বানাতে
শিল্পীকে পয়সা দেয়। তারপর তারা এই মূর্ত্তিগুলির
সামনে মাথা নত করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে।
7লোকেরা মূর্ত্তিকে নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং তাকে
বহন করে। ঐ মূর্ত্তিটি অপ্রয়োজনীয়– লোককেই বহন
করতে হয়। যখন লোকে মূর্ত্তিটিকে মাটিতে প্রতিষ্ঠা
করে, সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে নড়াচড়া
করতে পারে না। যদি লোকেরা মূর্ত্তির প্রতি চিৎকার
করে, সেটি উত্তর দেবে না। এটা লোককে তাদের বিপদ
থেকে মুক্ত করতে পারে না।

8"তোমরা পাপ করেছো। তোমাদের এইসব নিয়ে
ভাবা উচিৎ। পুরানো দিনের কথা ভেবে শক্ত হও।
9অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ কর। স্মরণ
কর আমিই সেই ঈশ্বর। অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমার
মত কেউ নেই।

10"শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে
দিয়েছি। অনেকদিন আগে, আমি যা বলেছি তা কিন্তু
সব এখনও ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা তা কিন্তু
ঘটবেই। আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি। 11আমি
পূর্বদিক থেকে একজন লোককে ডাকছি। সেই লোকটি
ঈগলের মতো হবে। সে দূরের কোন দেশ থেকে আসবে
এবং আমি যা করার সিদ্ধান্ত নেব সেগুলিই করবে।
আমি তোমাদের বলছি, আমি কিন্তু এসব করবোই।
আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমিই তাকে নিয়ে আসব!

12"তোমাদের কেউ কেউ মনে করে তোমাদের প্রচণ্ড
ক্ষমতা আছে। কিন্তু তোমরা ভাল কাজ কর না। আমার
কথা শোন! 13আমি ভাল কাজ করব। খুব শীঘ্রই আমি
আমার লোকেদের রক্ষা করব। আমি সিয়োন ও আমার
আশ্চর্য্যজনক ইস্রায়েলের জন্য পরিত্রাণ আনব।"

বাবিলের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

47 "পড়ে যাও আবর্জনায় এবং সেখানেই বসে
পড়! কল্‌দীয়দের (বাবিলের অপর নাম) কুমারী
কন্যা। কন্যা বসে পড় মাটিতে। তুমি এখন আর শাসক
নও! লোকেরা তোমাকে কোমলা ক্ষীণকায়া যুবতী
মহিলা বলে মনে করবে না।

2এখন তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।
যাঁতাকলে খাদ্যশস্য থেকে তোমাকে আটা বানাতে হবে।
তোমার আবরণ সরিয়ে দাও, খুলে ফেল তোমার শৌখিন
পোশাক। তোমাকে তোমার দেশ ছাড়তে হবে। তোমার
পা দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার ঘাঘরা
তোল এবং নদী পার হয়ে যাও।

3পুরুষেরা তোমার গোপন অঙ্গ দেখবে, তোমাকে
ব্যবহার করবে যৌনকর্মে। বাজে কাজ করার জন্য মূল্য
দিতে বাধ্য করবে তোমাকে, কেউ তোমাকে সাহায্য
করতে আসবে না।

4"আমার লোকেরা বলে, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা
করেন। তাঁর নাম হল: প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের
পবিত্রতম।'"

5"তাই বাবিল, যেখানেই বসে থাকো, শান্ত হও।
কল্‌দীয়দের কন্যা, অন্ধকারে আশ্রয় নাও। কেন?
কারণ তোমাকে আর 'রাজ্যগুলির রাণী' বলে ডাকা
হবে না।

6"আমি আমার লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলাম। ঐ
লোকেরা আমার সম্পত্তি। কিন্তু আমি তাদের ওপর
ক্রুদ্ধ ছিলাম, তাই আমি তাদের অসম্মান করেছি। আমি
তাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তুমি তাদের
শাস্তি দিয়েছ। কিন্তু তুমি তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করোনি–
বৃদ্ধকেও তুমি কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছ।

7তুমি বললে, 'আমি চিরকাল থাকব। চিরকাল আমিই
থাকব মহারাণী।' সেইসব লোকের ওপর তুমি যে অপকর্ম
করেছ, তাও তুমি লক্ষ্য করনি। কি ঘটবে সে সম্পর্কেও
ভাবনি।

8তাই, এখন, 'হে বিলাসলালিত রমণী' আমার কথা শোন! তুমি নিজেকে নিরাপদ ভেবে নিজের সঙ্গে কথা বলে চলেছ। 'আমিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মহিলা। আর কেউই আমার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি কখনও বিধবা হব না। আমার সর্বদা ছেলে মেয়ে থাকবে।'

9এই দুটি ঘটনা তোমার জীবনে ঘটবে। প্রথমতঃ তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের হারাবে। তুমি হারাবে তোমার স্বামীকেও। হ্যাঁ, এসবই তোমার জীবনে সত্যি সত্যিই ঘটবে। তোমার যাদুবিদ্যা, তোমার কলাকৌশল তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

10তুমি বাজে কাজ করেও নিজেকে নিরাপদ মনে কর। তুমি নিজে নিজে মনে কর, 'আমার অপকর্ম কেউ দেখতে পায় না।' তুমি মনে কর তোমার বিচক্ষণতা ও জ্ঞান তোমাকে বাঁচাবে। তুমি মনে মনে ভাব, 'আমিই অনন্যা। কেউ আমার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

11"কিন্তু বিপদ তোমার কাছে আসবে। তুমি জান না কখন এটা ঘটবে। কিন্তু বিপর্যয় আসছে। এই সঙ্কট বন্ধ করতে তুমি কিছুই করতে পারবে না। তুমি এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবে যে তুমি বুঝতেও পারবে না কি ঘটল।

12তুমি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে যাদুবিদ্যা আর ছলাকলা শিখলে। তাই ছলাকলা আর যাদুবিদ্যা শুরু কর। হয়তো এই কৌশল তোমাকে সাহায্য করবে। তুমি হয়তো কাউকে ভয়চকিত করতে পারবে।

13তোমার অনেক উপদেষ্টা রয়েছে। তাদের অনেক উপদেশে তুমি কি ক্লান্ত? তোমার জ্যোতিষিরা যারা নক্ষত্র দেখে তারা আসুক এবং তোমাকে সাহায্য করুক। প্রতি মাসে তারা তোমাকে বলুক তোমার কি ঘটবে।

14"কিন্তু সেই লোকেরা নিজেদের বাঁচাতেই সক্ষম হবে না। খড়ের মতো তারা পুড়বে। তারা এত দ্রুত পুড়ে যাবে যে রুটি বানানোর জন্য কোন কয়লা পড়ে থাকবে না। পোড়ানোর জন্য কোন আগুন পড়ে থাকবে না।

15যে সব ব্যাপারের জন্য তুমি এত কঠিন পরিশ্রম করলে তার প্রতিটি বিষয়ে এটি ঘটবে। যেসব লোকেদের সঙ্গে তুমি তোমার যৌবনকাল থেকে ব্যবসা করেছ, তারাও তোমাদের ত্যাগ করে যাবে। প্রত্যেকেই চলে যাবে তার নিজের পথ ধরে এবং তোমাকে রক্ষা করার জন্য কেউ থাকবে না।"

ঈশ্বর তাঁর পৃথিবী শাসন করেন

48 প্রভু বলেন, "যাকোবের পরিবার আমার কথা শোন! তোমরা নিজেদের 'ইস্রায়েল' বল। তোমরা এসেছো যিহূদার পরিবার থেকে। প্রতিশ্রুতি করার জন্য তোমরা প্রভুর নাম করো, তোমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা কর। কিন্তু এসব করার সময়ও তোমরা সৎ ও আন্তরিক নও।"

2হ্যাঁ, তারা পবিত্র শহরের নাগরিক। তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে। সর্বশক্তিমান প্রভু হল তাঁর নাম।

3"কি ঘটবে বহুদিন আগে আমি তা বলে দিয়েছি। এবং তারপর হঠাৎই আমি তা ঘটিয়েছি।

4আমি সেটা করেছিলাম কারণ আমি জানি তোমরা একরোখা জেদী। আমি যা বলেছিলাম তার কোন কিছুকেই তোমরা বিশ্বাস করনি। তোমরা ছিলে বড় একরোখা লোহার মত যাকে বাঁকানো যায় না, একরোখা ছিলে ব্রোঞ্জের মতো।

5তাই বহুদিন আগে আমি বলেছিলাম কি কি ঘটবে। কোন কিছু ঘটার অনেকদিন আগেই আমি তোমাদের সেইসব জিনিসগুলি ঘটার কথা বলেছিলাম। আমি এটা করেছিলাম যাতে তোমরা বলতে না পার, 'আমরা যে সব দেবতাদের তৈরী করেছি তারা এসব করেছে।' আমি এগুলি করেছি, যাতে তোমরা বলতে না পারো 'আমাদের প্রতিমা, আমাদের মূর্ত্তি এইসব ঘটিয়েছেন।'"

তাঁদের শুদ্ধ করবার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শাস্তি দেন

6"কি ঘটেছে তোমরা দেখেছো। শুনেছোও। তাই এই খবরগুলি তোমাদের অন্যদেরও বলা উচিৎ। এখন তোমাদের আমি নতুন জিনিসের কথা জানাব। যা তোমরা এখনও শোন নি।

7এইসব ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, এইসব ঘটনা এখনই ঘটে যাচ্ছে। আজকের আগে এসব কথা তোমরা শোন নি। তোমরা তাই বলতে পারবে না যে আমরা এইসব ইতিমধ্যেই জেনেছি।

8"তবুও তোমরা আমার কথা শোননি! তোমরা কোন কিছুই শেখোনি! আমি যা বলেছি তোমরা তা শুনতে অস্বীকার করেছ। আমি জানি শুরু থেকেই তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। জন্মাবার সময় থেকেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ।

9কিন্তু আমি ধৈর্য্যশীল থাকব। আমি এটা নিজের জন্যই করব। ক্রুদ্ধ না হওয়া এবং তোমাদের ধ্বংস না করার জন্য লোকে আমার প্রশংসা করবে।

10"দেখো, আমি তোমাদের বিশুদ্ধ করব। লোকে রূপোকে খাঁটি করে তুলতে আগুনের ব্যবহার করে। কিন্তু আমি যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের খাঁটি করে তুলব।

11আমি নিজের জন্য এইসব করব, নিজের জন্য! কারণ আমি আমার নামের অসম্মান হতে দিতে পারি না। আমি অন্য আর কোন কিছুকেই আমার প্রশংসা ও মহিমা নিতে দেব না!

12"যাকোব আমি তোমাকে আমার লোক বলে ডেকেছি। তাই আমার কথা শোন! আমিই আদি! আমিই অন্ত!

13আমি নিজের হাতে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছি, আমার ডান হাত সৃষ্টি করেছে আকাশ। ডাকলেই তারা একসঙ্গে আমার সামনে চলে আসবে।

14"তোমরা সবাই এসো এখানে, আমার কথা শোন! কোনো মূর্ত্তি কি বলেছে যে এগুলো ঘটবে? না!" প্রভু যাকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন বাবিল ও কল্দীয়দের প্রতি যা চাইবে তাই করবেন।

15প্রভু বলেন, “আমি বলেছি তাকে আমি ডাকব।
আমি তাকে বয়ে আনব! আমি তাকে সফল করে
তুলব!

16এখানে এস এবং আমার কথা শোন! বাবিলের
জাতি হিসেবে উত্থানের সময় আমি সেখানে ছিলাম।
এবং প্রথম থেকেই আমি স্পষ্ট কথা বলেছি, যাতে
লোকেরা বুঝতে পারে আমি কি বলেছি।”

তখন যিশাইয় বললেন, “এখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু
আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর আত্মা তোমাদের এইসব
কথা বলবে। 17প্রভু, পরিত্রাতা, ইস্রায়েলের পবিত্র
একজন বলেন,

“আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমি তোমাদের
সেই সব জিনিষ শেখাই যা সহায়ক। তোমাদের
যে পথে যাওয়া উচিৎ সেই পথের আমি নেতৃত্ব
দেব।

18তোমরা যদি আমাকে মেনে চলতে তাহলে
তোমাদের জীবনে ভরা নদীর মতো শান্তি আসবে।
সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ভাল জিনিস তোমাদের কাছে
আসবে বার বার।

19তোমরা যদি আমাকে মানতে, তোমাদের অনেক
শিশু সন্তান থাকত। তারা অসংখ্য বালু কণার মতো।
তোমরা যদি আমাকে মানতে, তোমরা ধ্বংস হতে
পারতে না। তোমরা আমার সঙ্গে চালিয়ে যেতে
পারতে।”

20আমার লোকেরা বাবিল ত্যাগ করো! আমার
লোকেরা কল্দীয়দের কাছ থেকে পালাও। আনন্দের
সঙ্গে লোকেদের এই সংবাদ দাও। পৃথিবীর দূর দূর
স্থানে এই বার্তা পৌঁছে দাও! লোককে বলো, “প্রভু
তাঁর ভৃত্য যাকোবকে উদ্ধার করেছেন!

21প্রভু তাঁর লোকেদের মরুভূমির ওপর দিয়ে নিয়ে
গেলেন কিন্তু তারা কখনও তৃষ্ণার্ত হয়নি। কেন? কারণ
প্রভু তাঁর লোকেদের জন্য পাথর থেকে জলপ্রবাহের
সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পাথরটি ভাঙলেন এবং জল
প্রবাহিত হতে লাগল!”

22প্রভু আরও বলেছেন, “শয়তান লোকেদের জন্য
কোথাও শান্তি থাকবে না!”

ঈশ্বর তাঁর বিশেষ সেবককে ডাকছেন

49 দূরবর্তী স্থানের সব লোকেরা আমার কথা শোন।
পৃথিবীবাসী সবাই আমার কথা শোন! আমি
জন্মাবার আগেই প্রভু আমাকে তাঁর সেবা করতে আমন্ত্রণ
জানিয়েছিলেন। আমি মাতৃজঠরে থাকার সময়েই প্রভু
আমার নাম ধরে ডাক দেন।

2প্রভু আমাকে তাঁর কথা বলতে ব্যবহার করেন!
তিনি আমার মুখকে ধারালো তরবারির মতো তৈরী
করেছেন। তিনি আমাকে নিজের হাতে লুকিয়ে রেখে
আমাকে রক্ষাও করেছেন। প্রভু আমাকে একটি ধারালো
তীরের মতো ব্যবহার করলেও, তিনি আমাকে তাঁর
তীরের থলিতে লুকিয়ে রাখেন। 3প্রভু আমাকে বললেন,
“ইস্রায়েল তুমি আমার ভৃত্য! তোমার জন্য আমি যা
করি তার জন্য আমি সম্মানিত হব।”

4আমি বললাম, “আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি।
আমি নিজেকে ক্ষয় করেছি, কিন্তু কোন প্রয়ো-জনীয়
কাজ করি নি। আমি আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি।
কিন্তু আমি সত্যিকারের কিছুই করতে পারিনি। তাই
প্রভুকেই ঠিক করতে হবে। তিনি আমাকে নিয়ে কি
করবেন। ঈশ্বরই আমার পুরস্কারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত
নেবেন।

5প্রভু আমাকে আমার মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন, যাতে
আমি তাঁর দাস হতে পারি এবং যাকোব ও ইস্রায়েলকে
পথ প্রদর্শন করে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে পারি।
প্রভু আমাকে সম্মান দেবেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি
আমার শক্তি পাব।”

প্রভু আমাকে বলেন,

6“তুমি আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাস। ইস্রায়েলের
লোকেরা এখন বন্দী। কিন্তু তাদের আমার কাছে আনা
হবে। যাকোবের পরিবারগোষ্ঠী আমার কাছেই ফিরে
আসবে। কিন্তু তোমার অন্য কাজ আছে, এর থেকে
বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজ! আমি তোমাকে সমস্ত
জাতির আলো হিসেবে তৈরি করব। বিশ্ববাসীকে রক্ষা
করতে তুমিই হবে আমার পথ।”

7প্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্র একজন, ইস্রায়েলের
পরিত্রাতা বলেন, “আমার দাস ঘৃণিত। সে শাসকদের
সেবা করে। লোকে তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু রাজারা
তাকে দেখবে এবং তাকে সম্মান জানানোর জন্য উঠে
দাঁড়াবে। মহান নেতারা তার সামনে মাথা নত করবে।”
এইসব ঘটবে কারণ প্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্রতম এইসব
চান। এবং প্রভুকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তিনিই সে
জন যিনি তোমাকে বেছে নিয়েছিলেন।

পরিত্রাণের দিন

8প্রভু বলেন, “একটা বিশেষ সময় আসবে, যখন
আমি আমার দয়া দেখাব। তখন আমি তোমাদের
প্রার্থনার জবাব দেব। বিশেষ দিন আসবে যখন আমি
তোমাদের রক্ষা করব। আমি তোমাদের সাহায্য করব,
আমি তোমাদের নিরাপত্তা দেব। লোকের সঙ্গে আমার
যে চুক্তি আছে তার প্রমাণ হবে তোমরা। যে দেশ
এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, সেই দেশকে তোমরা তার নিজের
জমি ফিরিয়ে দেবে।

9তোমরা কয়েদীদের বলবে: ‘কারাগার থেকে বেরিয়ে
এসো।’ অন্ধকারে থাকা লোকেদের তোমরা বলবে,
‘বেরিয়ে এসো অন্ধকার জগত থেকে!’ ভ্রমণ করতে
করতে লোকেরা খাবে। নিষ্ফলা পাহাড়েও তারা খাবার
পাবে।

10লোকেরা ক্ষুধার্ত হবে না, লোকেরা তৃষ্ণার্ত হবে
না। তাদের তপ্ত সূর্য ও বাতাস কষ্ট দেবে না। কেন?
কারণ ঈশ্বর তাদের আরাম দেবেন। ঈশ্বর তাদের নেতৃত্ব
দেবেন। জলপ্রবাহগুলির কাছে তিনি তাদের নেতৃত্ব
দেবেন।

11"আমি আমার লোকেদের জন্য সড়ক বানাব।
পাহাড়গুলিকে করা হবে সমতল এবং নীচু রাস্তাগুলিকে
করা হবে উঁচু।
12"দেখ! দূর দূর স্থান থেকে আমার কাছে লোকে
চলে আসছে। উত্তর ও পশ্চিম থেকে লোকেরা আসছে।
মিশরের সীনীম দেশ থেকে লোকেরা আসছে।"
13স্বর্গ ও পৃথিবী সুখী হও! পাহাড় চেঁচিয়ে ওঠ
আনন্দে! কেন? কারণ প্রভু তাঁর লোকেদের আরাম
দেবেন। প্রভু গরীব লোকেদের প্রতি সদয় হবেন।

সিয়োন, পরিত্যক্ত মহিলাটি

14কিন্তু সিয়োন এখন বলে, "প্রভু আমাকে ত্যাগ
করেছেন। আমার প্রভু আমাকে ভুলে গিয়েছেন।"
15কিন্তু আমি বলি, "কোন মহিলা কি নিজের শিশুকে
ভুলতে পারে? না! তার শরীর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া
শিশুকে ভুলতে পারে কোন নারী? না! কোন নারী তার
শিশুকে ভুলতে পারে না। আমিও তোমাদের ভুলে
যেতে পারি না।
16এই দেখো, আমি নিজ হাতে তোমাদের নাম
খোদাই করে রেখেছি! তোমাদের কথা সব সময়ই ভাবি।
17তোমাদের শিশুরা ফিরে আসবে, লোকেরা
তোমাদের পরাজিত করবে কিন্তু তারা তোমাদের
একাকী ফেলে যাবে।"

ইস্রায়েলের লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে

18তাকাও! নিজেদের চারিদিকে তাকাও! তোমাদের
সব ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে তোমাদের কাছে আসবে।
প্রভু বলেন, "নিজের জীবনে তোমাদের কাছে এই
প্রতিশ্রুতি করছি: তোমাদের ছেলেমেয়েরা হবে রত্নের
মতো। যেটা তোমরা গলায় বেঁধে রাখবে। তোমাদের
ছেলেমেয়েরা একজন বধূর গলার মূল্যবান হারের মতো
হবে।
19এখন তোমরা পরাজিত ও তোমরা ধ্বংস হয়েছো।
তোমাদের দেশ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু কিছু কাল পরে,
তোমাদের দেশে তোমরা অনেক বেশী লোক পাবে
এবং যে সমস্ত লোকেরা তোমাদের ধ্বংস করেছিল
তারা অনেক দূরে সরে যাবে।
20তোমরা হারিয়ে যাওয়া শিশুর শোকে দুঃখিত
ছিলে। সেই শিশুরাই কিন্তু তোমাদের বলবে, 'এই
জায়গা বড্ড ছোট! আমাদের বসবাসের জন্য বড়
জায়গা দাও!'
21তারপর তোমরা নিজেরাই বলবে, "কে আমাদের
এইসব শিশুদের দিয়েছে? এটা খুব ভালো! আমি বিচ্ছিন্ন
ছিলাম, নির্জনে ছিলাম। পরাস্ত হয়ে নিজেদের লোক
থেকে দূরে ছিলাম। তাই এই শিশুদের কে দিলেন?
দেখো, আমি একা পড়েছিলাম। কোথা থেকে এই
শিশুরা এসেছিল?"'
22আমার প্রভু, সদাপ্রভু বলেন, "দেখ, আমার হাত
জাতিদের ওপর ঢেউ তুলবে। আমি সব মানুষকে দেখাতে
পতাকা তুলব। তখন তারা তোমাদের শিশুদের নিয়ে
আসবে! তারা তোমাদের শিশুদের কাঁধে করে আনবে,
বাহু দিয়ে শিশুদের ধরে রাখবে।
23তাদের সম্রাটরা শিক্ষক হবেন। রাজকুমারীরা
তাদের যত্ন করবে। সেই সব রাজা ও রাজকুমারীরা
তোমাদের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে । তারা
তোমাদের পায়ের পাতার ধূলিতে চুম্বন করবে। তখন
তোমরা বুঝবে যে আমিই প্রভু। তারপর তোমরা জানবে,
আমার ওপর আস্থাশীল হওয়া কোন লোকই হতাশ
হবে না।"
24যখন কোন বলবান সেনা যুদ্ধ জয় করে প্রচুর
সম্পদ নিয়ে আসে, তখন তোমরা তা ছিনিয়ে নিতে
পারো না। যখন কোন শক্তিশালী সেনা কোন বন্দীকে
পাহারা দেয়, তখন বন্দীটি পালিয়ে যেতে পারে না।
25কিন্তু প্রভু বলেন, "বন্দী পালিয়ে যাবে। কেউ
একজন বন্দীদের শক্তিশালী সেনার কাছ থেকে দূরে
নিয়ে যাবে। কি করে ঘটবে এইসব? আমি তোমাদের
হয়ে যুদ্ধ করে দেবো। আমিই তোমাদের শিশুদের
বাঁচাবো।
26"তোমাদের যারা দাবিয়ে রেখেছিল আমি তাদের
নিজেদের মাংস খেতে বাধ্য করব। দ্রাক্ষারস পান করে
মাতাল হবার মত তারা তাদের নিজেদের রক্ত খেয়ে
মাতাল হবে। তখন সবাই জেনে যাবে যে প্রভু তোমাদের
পরিত্রাতা। প্রত্যেকটি লোক জেনে যাবে যে যাকোবের
শক্তিশালী 'একজন' তোমাদের রক্ষা করেছিলেন।"

নিজেদের পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছে ইস্রায়েল

50 প্রভু বলেন, "ইস্রায়েলবাসীরা, তোমরা বল যে
আমি তোমাদের মা, জেরুশালেমের সঙ্গে
বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছি। কিন্তু কোথায় সেই প্রমাণপত্র,
যা সম্পর্ক ছিন্ন হবার কথা প্রমাণ করে? আমার ছেলেরা,
আমি কি কারো কাছে অর্থ ঋণ করেছিলাম? ঋণ শোধ
করবার জন্য আমি কি তোমাদের বিক্রি করেছি? না!
তোমরা নিজেদের খারাপ কাজের জন্য বিক্রি হয়েছিলে।
তোমাদের খারাপ কাজের জন্য তোমাদের মা
(জেরুশালেম) অনেক দূরে চলে গেছে।
2আমি ঘরে এসে দেখি কেউ নেই। আমি বার বার
ডাকলাম। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। তোমরা কি মনে
কর, আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারব না? আমার
সব সমস্যা থেকেই উদ্ধার করার ক্ষমতা আছে। দেখ!
আমি যদি নির্দেশ দিই সমুদ্র শুকিয়ে যাও, সমুদ্র তখনই
শুকিয়ে যাবে। জল না পেয়ে মরে যাবে মাছ, মাছেদের
শরীর পচে যাবে।
3আমি শোকের কালো কাপড়ের মতো আকাশকে
অন্ধকার করে দিতে পারি। আকাশকে অন্ধকারময় করে
দিতে পারি।"

ঈশ্বরের দাস সত্যিই ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল

4আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা
দিয়েছেন। তাই আমি এখন এই দুঃখী লোকেদের শিক্ষা
দিই। প্রতিদিন সকালে তিনি শিক্ষকের মতো আমাকে

দর্শন দিয়ে শিক্ষা দেন। 5আমার প্রভু সদাপ্রভু আমাকে
শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করেন। আমি তার বিরুদ্ধাচরণ
করি না। তাঁকে অনুসরণ করা আমি বন্ধ করব না।
6আমি লোকেদের আমাকে আঘাত করতে দেব। আমি
তাদের আমার দাড়ি থেকে চুল তুলে নিতে দেব। যখন
তারা আমার নামে বাজে কথা বলবে, আমার গায়ে
থুতু ফেলবে তখনও আমি নিজের মুখ লুকোব না।
7প্রভু আমার সদাপ্রভু আমাকে সাহায্য করবেন। তাই
তাদের বাজে কথা আমাকে আঘাত করবে না। আমি
শক্তিশালী হব। আমি জানি আমি হতাশ হব না।

8প্রভু আমার সঙ্গে আছেন। তিনিই দেখাবেন আমি
নির্দোষ। তাই কেউ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে
না। কেউ যদি আমাকে ভুল প্রমাণ করতে চায় তবে
তাকে আমার সামনে এসে যুক্তি দেখাতে হবে। 9তাকিয়ে
দেখো, আমার প্রভু সদাপ্রভু আমাকে সাহায্য করছেন।
তাই আমাকে কেউ পাপী সাব্যস্ত করতে পারবে না।
তাদের পুরানো মূল্যহীন কাপড়ের মতো অবস্থা হবে।
পোকামাকড় তাদের খাবে।

10ঈশ্বরের প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল তারা প্রভুর দাসের
কথা শুনবে। কি হবে তা না জেনেই প্রভুর দাস প্রভুর
প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। সে সত্যি সত্যি
প্রভুর নামের ওপর আস্থা রাখে এবং সে তার ঈশ্বরের
ওপর নির্ভর করে।

11“দেখ, তোমরা তোমাদের নিজেদের মত করে
বাঁচতে চাও। তোমরা তোমাদের নিজেদের আগুনে
আলো জ্বালাও। তাই নিজের পথেই থাকো। কিন্তু
তোমরা শাস্তি পাবে। তোমরা তোমাদের আগুনের
আলোতে পুড়ে যাবে। আমিই সেটা ঘটাবো।”

ইস্রায়েলের অব্রাহামের মত হওয়া উচিৎ

51 “তোমাদের মধ্যে যারা ভালো জীবনযাপন
করতে এবং ভালো কাজ করতে চেষ্টা কর,
যারা প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য যাও, তারা আমার
কথা শোন। যে পাথরটা কেটে তোমরা হয়েছিলে, সেই
পাথর, তোমাদের পিতা অব্রাহামের কথা চিন্তা কর।
2অব্রাহামই তোমাদের পিতা, তাঁর দিকে তাকানো উচিৎ।
তোমাদের জন্মদাত্রী মাতা সারার দিকে তাকাও।
অব্রাহামকে যখন আমি ডেকেছিলাম তখন সে একা
ছিল। তখন আমি তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম এবং সে
একটি মহান পরিবার শুরু করেছিল। ওর কাছ থেকে
বহু লোক এসেছে।”

3একইভাবে, প্রভু সিয়োনের ওপরও কৃপা করবেন।
সিয়োন ও তার লোকেদের তিনি আরাম দেবেন। তিনি
সিয়োনের জন্য মহান কাজ করবেন। প্রভু মরুভূমির
পরিবর্তন করবেন। মরুভূমি এদনের বাগানের মতো
সুন্দর হয়ে উঠবে। সিয়োনের জমি ছিল পরিত্যক্ত
কিন্তু তা প্রভুর বাগানের মত হয়ে উঠবে। সেখানকার
লোকেরা সুখী, খুব সুখী হবে। তারা তাদের আনন্দের
বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তারা ধন্যবাদ ও জয়সূচক গান
গাইবে।

4“আমার লোকেরা, আমার কথা শোন! আমার
বিধি আমার কাছ থেকে যাবে। আমার বিচার হবে আলোর
মত যেগুলো লোকেদের দেখাবে কিভাবে বাঁচতে হয়।

5শীঘ্রই আমি আমার ন্যায় প্রকাশ করব। শীঘ্রই
আমি তোমাদের রক্ষা করবো। আমি আমার ক্ষমতা
ব্যবহার করব এবং সব জাতিগুলিকে বিচার করব।
দূরবর্তী এলাকার লোকেরা আমার প্রতীক্ষায় আছে।
আমার ক্ষমতা তাদের রক্ষা করবে, এই ভরসায় তারা
অপেক্ষায় আছে।

6স্বর্গের দিকে চোখ মেলো! চারিদিকে চোখ মেলে
পৃথিবীকে দেখো! ধোঁয়ার মেঘের মত আকাশ অদৃশ্য
হয়ে যাবে। পুরানো কাপড়ের মত পৃথিবী মূল্যহীন হয়ে
যাবে। পৃথিবীতে প্রত্যেকে মারা যাবে, কিন্তু আমার
পরিত্রাণ চিরকালের জন্য থেকে যাবে। আমার ধার্মিকতা
কখনও শেষ হবে না।

7তোমরা যারা ধার্মিকতা বোঝ তাদের আমার কথা
শুনতে হবে। লোকেরা, যাদের হৃদয়ে আমার বিধি রাখা
আছে, আমার কথা তাদের শুনতে হবে। যারা তোমাদের
বিরোধীতা করে সেই খারাপ লোকেদের তোমরা ভয়
পেয়ো না। অভিশাপ পেয়ে ভয় পেয়ো না।

8কেন? কারণ তাদের দশা হবে পুরানো কাপড়ের
মতো। তাদের পোকামাকড় খেয়ে নেবে। তাদের পশমের
মতো দশা হবে, কৃমি তাদের খেয়ে নেবে। কিন্তু আমার
ধার্মিকতা চিরকালের জন্য থেকে যাবে। চিরকাল থাকবে
পরিত্রাণ, চিরকাল করে যাব পরিত্রাণ।”

ঈশ্বরের আপন ক্ষমতা তাঁর লোকেদের রক্ষা করবে

9প্রভুর বাহু (শক্তি) জেগে ওঠো। জেগে ওঠো!
শক্ত হও! বহুদিন আগেকার মত, প্রাচীনকালের মতো
তোমার শক্তি ব্যবহার কর। তুমি হচ্ছো সেই শক্তি যে
রহবকে পরাজিত করেছিল। তুমি সেই প্রকাণ্ড জলচরকে
পরাস্ত করেছিলে।

10সমুদ্র শুকিয়ে যাবার কারণ হয়েছিলে তুমি! তুমি
গভীর জলাশয়ে জল শুকিয়ে দিয়েছিলে! সমুদ্রের
অতলে পথ গড়ে উঠেছিল তোমার জন্যই! তোমার
লোকেরা নিরাপদে সমুদ্র পারাপার করেছিল।

11প্রভু নিজের লোকেদের রক্ষা করবেন, তারা
আনন্দের সাথে সিয়োনে ফিরে যাবে। তারা খুব, খুব
সুখী হবে। তাদের সুখ হবে চিরকালীন রাজমুকুটের
মত। তারা আনন্দে গান গাইতে থাকবে। সব দুঃখ চলে
যাবে অনেক দূরে।

12প্রভু বলেন, “আমিই সে-ই যে তোমাদের আরাম
দেয়। তবুও তোমরা কেন লোকের ভয়ে ভীত হয়ে
ওঠ? তারা তো শুধুমাত্র মানুষ যাদের জন্ম মৃত্যু আছে।
তারা তো কেবলই মানুষ– ঘাসের মতোই মরে
তারা।”

13প্রভু হলেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। নিজের ক্ষমতায়
তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নিজের ক্ষমতাতেই তিনি
আকাশের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তোমরা প্রভু ও তাঁর
ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়েছ। তাই তোমরা সেই ক্রুদ্ধ

লোকেদের ভয় পাও। তাদের পরিকল্পনা হল তোমাদের বিনাশ করা, কিন্তু তারা এখন কোথায় রয়েছে?

14কয়েদের ভিতরে যেসব লোক ছিল তারা মুক্ত হবে। তারা মরবে না, তবে কারাগারে পচবে। তাদের জন্য থাকবে যথেষ্ট খাবার।

15"আমি প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমি সমুদ্রে নাড়া দিই এবং ঢেউ তৈরী করি।" (প্রভু সর্বশক্তিমান তাঁর নাম।)

16"আমার দাসগণ, যে কথা আমি তোমাদের বলতে চাই, সেই কথাগুলো আমি তোমাদের দেব। আমি তোমাদের আমার নিজের হাত দিয়ে আড়াল করবো এবং তোমাদের নিরাপত্তা দেব। আমি স্বর্গের পরিধি বাড়াতে এবং পৃথিবীর ভিত বানাতে তোমাদের ব্যবহার করব। 'তোমরা আমারই লোক'" একথা সিয়োনকে বলবার জন্য আমি তোমাদের ব্যবহার করব।

ইস্রায়েলকে ঈশ্বর শাস্তি দিলেন

17জাগো! জাগো! জেরুশালেম উঠে দাঁড়াও! প্রভু তোমার ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাই তোমরা শাস্তি পেয়েছিলে। এক পেয়ালা বিষ তোমাদের পান করতে হয়েছিল এবং তোমরা পান করেছিলে। তোমাদের সেরকমই শাস্তি ছিল।

18জেরুশালেমের লোকজন অনেক। কিন্তু তারা কেউ তার নেতা হতে পারেনি। জেরুশালেম যে সন্তানদের পালন করেছে তাদের মধ্যে কেউই তাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য নেতা হয়ে ওঠেনি। 19জেরুশালেমের সমস্যা এসেছিল দুভাবে। খাদ্যের বণ্টন এবং চুরি, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ।

কেউ তোমাদের কষ্টের দিনে সাহায্য করতে আসেনি। কেউ তোমাদের ক্ষমা দেখায়নি। 20তোমাদের লোকেরা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তারা মাটিতে পড়ে গিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ে। তারা পথের আনাচে-কানাচে পড়েছিল। তাদের দশা হয়েছিল জালে পড়া হরিণের মতো। যতদিন পর্যন্ত তারা প্রভুর শাস্তি আর নিতে পারছিল না ততদিন তারা ছিল প্রভুর ক্রুদ্ধ শাস্তির কবলে। তারা তাঁর কাছ থেকে আর তিরস্কার নিতে পারছিল না।

21দরিদ্র জেরুশালেমবাসী, এই কথাটা শোন। তোমরা দ্রাক্ষারস পান না করলেও তোমরা মাতালদের মতো দুর্বল।

22তোমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, তাঁর লোকেদের জন্য লড়াই করেন। তিনি তোমাদের বলেন, "দেখ, আমি তোমাদের দেশ থেকে 'বিষের পানপাত্র' বের করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার ক্রোধের পানপাত্র থেকে তোমাদের আর পান করতে হবে না। 23এখন আমি আমার ক্রোধ ব্যবহার করব যারা তোমাদের আঘাত করেছিল, তাদের ওপর। আঘাত করব তাদের ওপর যারা তোমাদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তারা তোমাদের বলেছিল, 'আমাদের সামনে মাথা নত কর এবং আমরা তোমাদের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যাব।' তারা তোমাদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল। তারপর তারা তোমাদের পিঠের ওপর দিয়ে ময়লার মতো হেঁটে গিয়েছিল। তোমরা তাদের পায়ে হাঁটা পথের মতো ছিলে।"

ইস্রায়েল রক্ষা পাবে

52 জেগে ওঠো! জেগে ওঠো! তোমাদের চমৎকার পোশাকগুলি পর! নিজেদের শক্তি পরিধান করো। পবিত্র জেরুশালেম উঠে দাঁড়াও! সেইসব অশুচি লোকেরা এবং যাদের সুন্নৎ হয় নি, তারা আর তোমার কাছে আসবে না।

2আবর্জনা ঝেড়ে ফেল! তোমরা সুন্দর পোশাক পর! সিয়োনের কন্যা জেরুশালেম তুমি বন্দী ছিলে। তোমার গলায় বাঁধা শিকল থেকে নিজেকে মুক্ত কর।

3প্রভু বলেন, "তোমরা টাকার জন্য বিক্রি হওনি। তাই তোমাদের মুক্ত করতেও টাকার প্রয়োজন হবে না।"

4প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেন, "আমার লোকেরা প্রথমে মিশরে গিয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে ক্রীতদাস হয়ে যায়। পরে অশূর তাদের ক্রীতদাস করে রাখে। 5প্রভু বলেন, এখন দেখো কি ঘটে! অন্য জাতি আমার লোকেদের ক্রীতদাস করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার লোকেদের নেবার জন্য এই জাতি কোন মূল্য দেয়নি। এই জাতি আমার লোকেদের ওপর শাসন করে এবং তা নিয়ে বড়াই করে। তারা সবসময় আমাকে অপমান করে।"

6প্রভু বলেন, "আমার লোকেরা আমার নাম জানবে। সেইদিন তারা উপলব্ধি করবে যে আমিই সে যে তাদের সঙ্গে কথা বলছি। সে হল আমি!"

7এটা একটা খুবই চমৎকার ব্যাপার যে পাহাড় থেকে বার্তাবাহক সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। বার্তাবাহকের ঘোষণাটিও চমৎকার, "সেখানে শান্তি বিরাজ করছে। রক্ষা পাচ্ছি আমরা। তোমাদের ঈশ্বর আমাদের রাজা!"

8নগরের দ্বাররক্ষীরা চিৎকার করছে। তারা একত্রিত হয়ে পুনরায় আনন্দে মেতেছে! কেন? কারণ তারা সকলেই সিয়োনে প্রভুর প্রত্যাবর্তন দেখেছেন।

9জেরুশালেম তোমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িতে আবার সুখ আসবে। তোমরা সবাই একসঙ্গে আনন্দিত হবে। কেন? কারণ প্রভু আবার জেরুশালেমের প্রতি উদার হবেন। প্রভু তাঁর লোকেদের উদ্ধার করবেন।

10প্রত্যেক জাতির ওপর প্রভু তাঁর পবিত্র ক্ষমতা দেখাবেন। প্রত্যেক জাতি দূরে থেকেও দেখতে পাবে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের রক্ষা করছেন।

11তোমাদের বাবিল ত্যাগ করা উচিৎ! উচিৎ ঐ স্থান ত্যাগ করা! যাজকরা তোমরা তোমাদের উপাসনার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এসো। নিজেদের বিশুদ্ধ করে তোল। অশুদ্ধ জিনিস স্পর্শ করবে না।

12তোমরা বাবিল ত্যাগ করবে। তবে তাড়াহুড়ো করে বাবিল ত্যাগ করার জন্য ওরা তোমাদের বাধ্য করবে না। তোমাদের পালিয়ে যেতে কেউ বাধ্য করবে

না। তোমরা হেঁটে হেঁটে চলে যাবে এবং প্রভুও তোমার
সঙ্গে হাঁটবেন। প্রভু তোমাদের সামনে থাকবেন এবং
ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদের পিছনে থাকবেন।*

ঈশ্বরের দুর্দশাগ্রস্ত দাস

13“আমার দাসকে দেখো। সে জ্ঞান অর্জন ও
শিক্ষাদানে খুবই সফল হবে। সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।
ভবিষ্যতে লোকে তাকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবে।
14“কিন্তু আমার দাসকে দেখে অনেকের খুব মনোকষ্ট
হবে। সে এত বাজেভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল যে
অনেকেরই তাকে মানুষ বলে চিনতে কষ্ট হবে। 15এমনকি
অনেক লোক বিহ্বল হয়ে যাবে এবং একটা কথাও
বলতে পারবে না। রাজারা তাকে দেখে বিহ্বল হয়ে
গিয়ে একটি কথাও বলতে পারবেন না। তারা আমার
দাসের গল্প শোনেনি, কিন্তু কি ঘটেছিল তা দেখেছিল।
সেই গল্প তারা শুনতে না পেলেও বুঝতে পারবে কি
ঘটেছিল।”

53 কে সত্যিই বিশ্বাস করেছিল, আমাদের ঘোষণার
কথা? কে সত্যি সত্যিই গ্রহণ করেছিল প্রভুর
শাস্তি?
2সে প্রভুর সামনে, ছোট গাছের মতে বড় হতে
লাগল। সে ছিল শুকনো জমিতে গাছের শিকড়ের বড়
হওয়ার মতো। তাকে দেখতে বিশেষ কিছু লাগত না।
তার কোন বিশেষ মহিমা ছিল না। যদি আমরা তার
দিকে তাকাতাম তবে তাকে ভালো লাগার মত বিশেষ
কিছুই চোখে পড়ত না। 3লোকে তাকে ঘৃণা করেছিল,
তার বন্ধুরা তাকে ত্যাগ করেছিল। তার প্রচুর দুঃখ
ছিল। অসুস্থতার বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল। লোকেরা
তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকত। আমরা তাকে ঘৃণা
করতাম। আমরা তার কথা চিন্তাও করিনি।
4কিন্তু সে আমাদের অসুখগুলোকে বয়ে বেড়িয়ে-
ছিল। সে আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। এবং আমরা
মনে করেছিলাম ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। তার কোন
কৃতকর্মের জন্য ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিচ্ছেন বলে আমরা
মনে করেছিলাম।
5কিন্তু আমাদেরই ভুল কাজের জন্য তাকে আহত
হতে হয়েছিল। আমাদের পাপের জন্য সে ক্ষত-বিক্ষত
হয়েছিল। আমাদের কাঙ্খিত শাস্তি সে পেয়েছিল। তার
আঘাতের জন্য আমাদের আঘাত সেরে উঠেছিল।
6আমরা সবাই হারিয়ে যাওয়া মেষের মত ঘুরে
বেড়িয়েছিলাম। আমরা সবাই আমাদের নিজেদের পথে
গিয়েছিলাম যখন প্রভু আমাদের সব শাস্তি তাকে দিয়ে
ভোগ করাচ্ছিলেন।
7তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সে
আত্মসমর্পণ করেছিল। সে কখনও প্রতিবাদ করেনি।
মেষকে যেমন হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে সে নালিশ
করে না তেমনি সেও চুপচাপ ছিল। মেষ যেমন তার
পশম কাটার সময় কোন শব্দ করে না, সেও তেমনি
তার মুখ খোলে নি। 8মানুষ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে
নিয়েছিল এবং তার প্রতি ন্যায্য বিচার করেনি। তাঁর
ভবিষ্যৎ পরিবার সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি। কারণ সে
জীবিতদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আমার
লোকেদের পাপের জন্য সে শাস্তি পেয়েছিল।
9তার মৃত্যু হয়েছিল এবং ধনীদের সঙ্গে তাকে
সমাহিত করা হয়েছিল। তাকে দুষ্ট লোকেদের সঙ্গে
সমাহিত করা হয়েছিল যদিও সে কোন হিংস্র কাজ
করেনি। সে কখনও কাউকে প্রতারণা করেনি।
10প্রভু তাকে মেরে পিষে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন।
যদি সে দোষমোচনের বলি হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ
করে, সে তার সন্তানের মুখ দেখবে এবং দীর্ঘ দিন
বাঁচবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় তার হাতে সফল হবে।
11তার আত্মা বহু কষ্ট পেলেও সে অনেক ভালো
জিনিস ঘটা দেখতে পাবে। সে যেসব জিনিস শিখেছে
তা নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। আমার ভালো দাসটি অনেক
মানুষকে ধার্মিক করবে। সে তাদের অপরাধের দরুণ
শাস্তি ভোগ করবে। 12এই কারণে আমি তাকে অনেক
লোকের মধ্যে পুরস্কৃত করব। যেসব লোকেরা শক্তিশালী
তাদের সঙ্গে সমস্ত জিনিসে তার অংশ থাকবে।
আমি এটা তার জন্য করব কারণ সে লোকের জন্য
নিজের জীবন উৎসর্গ করে মারা গিয়েছিল। তাকে
একজন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু সত্যটা
হল সে অনেক লোকের পাপ বহন করে ছিল। এবং
এখন সে পাপী লোকেদের সপক্ষে কথা বলছে।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের ঘরে ফিরিয়ে আনলেন

54 মহিলারা সুখী হও! তোমাদের কোন সন্তান
নেই কিন্তু তোমাদের সুখী হওয়া উচিৎ। প্রভু
বলেন, “যে মহিলা একা আছে সে বিবাহিত মহিলার
চেয়েও বেশী সন্তান পাবে।”
2তোমাদের তাঁবু বড় কর। দরজা বড় করে খুলে
রাখো। নিজেদের ঘর বড় করবার কাজ বন্ধ রেখো
না। তোমাদের তাঁবু শক্ত কর।
3কেন? কারণ তোমাদের দ্রুত বৃদ্ধি হবে। তোমাদের
শিশুরা অন্যান্য জাতিদের থেকেও মানুষ পাবে।
তোমাদের শিশুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরেও বসবাস করবে।
4ভীত হয়ো না! তোমরা হতাশ হবে না। তোমার
বিরুদ্ধে লোকে বাজে কথা বলবে না। তোমরা কখনও
বিব্রত হবে না। যখন ছোট ছিলে তোমরা লজ্জা পেতে।
কিন্তু এখন তোমরা সেই লজ্জা ভুলে যাবে। স্বামী
হারিয়ে তোমরা যে লজ্জা পেয়েছিলে সেই লজ্জার
কথা তোমরা আর স্মরণ করবে না।
5কেন? কারণ তোমার স্বামী সেই একজন (ঈশ্বর)
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাম সর্বশক্তিমান
প্রভু। তিনি ইস্রায়েলের পরিত্রাতা। তিনি ইস্রায়েলের
পবিত্রতম। তাকেই গোটা পৃথিবীর ঈশ্বর বলে ডাকা
হবে।
6তোমরা ছিলে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার মত!
তোমরা মনে প্রাণে খুব দুঃখী থাকলেও প্রভু তোমাদের
তাঁর মানুষ হবার ডাক দেন। তোমরা ছিলে স্বামী

প্রভু … থাকবেন এর অর্থ ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।

পরিত্যক্তা যুবতী স্ত্রীদের মতো। কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের ডাক দিয়েছেন।

7 ঈশ্বর বলেন, “আমি তোমাদের অল্প সময়ের জন্য ত্যাগ করেছিলাম। আমি তোমাদের নিজের আসনে আবার একত্রিত করব। আমি তোমাদের মহৎ উদারতা দেখাবো।

8 আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, তাই অল্পকালের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তবে এখন সদয় হয়ে চিরকালের জন্য তোমাদের আরাম দেব।” তোমাদের পরিত্রাতা প্রভু এইসব বলেছেন।

ঈশ্বর সর্বদা তাঁর লোকেদের ভালোবাসেন

9 ঈশ্বর বলেন, “নোহর সময়ের কথা স্মরণ কর। আমি পৃথিবীকে বন্যা দিয়ে শাস্তি দিই। কিন্তু আমি নোহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পুনরায় বন্যা দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করব না। ঠিক সেরকম তোমাদের কথা দিচ্ছি, তোমাদের ওপর আর ক্রুদ্ধ হব না। তোমাদের আর কখনও বাজে কথা বলব না।”

10 প্রভু বলেন, “পর্বত অদৃশ্য হতে পারে। পাহাড় চূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমার দয়া তোমাদের থেকে দূরে যাবে না। তোমাদের শান্তি দেবো এবং এই শান্তি কখনও শেষ হবে না।” প্রভু তোমাদের ক্ষমা প্রদর্শন করে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

11 “তুমি গরীব শহর! শত্রুরা ঝড়ের মত তোমার ওপর আছড়ে পড়েছিল। কোন ব্যক্তি তোমাদের আরাম দেয় নি। তোমাদের দেওয়ালে পাথর গাঁথবার জন্য আমি একটি সুন্দর মূল্যবান অলঙ্কার মিশ্রিত হামান ব্যবহার করব। এবং শিলান্যাসের সময় ব্যবহার করব নীলকান্তমণি পাথর।

12 প্রাচীরের মাথায় যে পাথর থাকবে তা বানানো হবে পান্না দিয়ে। ফটকে ব্যবহার করব উজ্জ্বল রত্ন। তোমার চারিদিকের প্রাচীরে ব্যবহার করব মূল্যবান রত্ন।

13 তোমার শিশুরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করবে এবং তিনি তাদের শিক্ষা দেবেন। শিশুদের জন্য থাকবে প্রকৃত শান্তি।

14 তোমাদের ধার্মিকতা দিয়ে গড়া ও প্রতিষ্ঠা করা হবে। হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে তুমি থাকবে নিরুপদ্রব। ভয়ের কিছু থাকবে না। কিছুই তোমাকে আঘাত করতে আসবে না।

15 আমার কোন সেনাদল তোমাকে আক্রমণ করবে না। যদিও বা করে তবে তুমি তাদের পরাস্ত করবে।

16 “দেখো, আমি কামারকে সৃষ্টি করেছি। সে আগুনে ফুঁ দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করে। তারপর সে আগুন ব্যবহার করে গরম লোহার সাহায্যে নিজের ইচ্ছেমত যন্ত্র বানায়। ঠিক সেভাবেই আমি সৃষ্টি করেছি ‘ধ্বংসকারকদের’ জিনিস ধ্বংস করার জন্য।

17 “মানুষ তোমাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র বানাবে। কিন্তু সেই অস্ত্রগুলি তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। কেউ কেউ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তবে যে লোক তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের ভুল বলে প্রমাণ করা হবে।”

প্রভু বলেন, “প্রভুর দাসরা কি পায়? আমার কাছ থেকে আসা ভালো জিনিস তারা পায়!”

সত্যিকারের সন্তোষজনক “খাদ্য” দেন ঈশ্বর

55 “আমার তৃষ্ণার্ত মানুষেরা এসে জল পান করো। নিজেদের অর্থ না থাকলেও বিষণ্ণ হয়ো না। যতক্ষণ না ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে ততক্ষণ খাও এবং পান কর। খাদ্য ও দ্রাক্ষারসের জন্য কোন অর্থ লাগবে না।

2 সত্যি খাদ্য নয় এমন জিনিষের জন্য তোমরা কেন অর্থ নষ্ট করবে? তোমাদের সন্তুষ্ট করে না এমন জিনিষের জন্য কেন কাজ করবে? আমার খুব কাছে এসে শোন, তোমরা খুব ভালো খাবার খাবে। তোমাদের আত্মা সন্তুষ্ট হবার মতো খাদ্য তোমরা ভোগ করবে।

3 “আমার কাছে এসে শোন আমি কি বলছি, তাহলে তোমাদের আত্মা বাঁচবে। আমি তোমাদের সঙ্গে চিরকালের মত একটা চুক্তি করব। দায়ূদের মত তোমাদের সঙ্গেও আমি চুক্তি করব। দায়ূদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি করেছি চিরকাল আমি ওকে ভালবাসব। চিরকাল আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। তোমরা এই চুক্তির ওপর আস্থাশীল থাকতে পারো।

4 দায়ূদকে আমি অন্যান্য জাতির জন্য সাক্ষী বানিয়েছি। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বহু জাতির শাসক ও সেনাপতি বানিয়ে দেব।”

5 তোমাদের অচেনা স্থানেও অনেক জাতি আছে। তোমরা সেইসব জাতিদের ডাকবে। তারা তোমাদের না চিনলেও তোমাদের কাছে ছুটে যাবে। এসব ঘটবে কারণ তোমাদের প্রভু এইসব চান। এসব ঘটবে কারণ ইস্রায়েলের পবিত্র একজন তোমাদের সম্মান করেন।

6 তাই তোমাদের উচিৎ বেশী দেরি না করে প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। তিনি এখন কাছে আছেন তোমাদের উচিৎ এখনই তাঁকে ডাকা।

7 দুষ্ট লোকেদের দুষ্ট কাজ পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের কু-চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে। তাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসতে হবে। ঈশ্বর তাদের ওপর করুণা করবেন। সেই লোকেদের প্রভুর কাছে ফিরে আসা উচিৎ; কারণ আমার ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

লোকে ঈশ্বরকে বুঝতে পারে না

8 প্রভু বলেন, “তোমাদের চিন্তা আর আমার চিন্তা এক নয়। তোমাদের রাস্তা আমার রাস্তার মত নয়।

9 পৃথিবীর থেকে স্বর্গ অনেক উঁচুতে। ঠিক সেরকমই তোমাদের থেকে আমার পথও অনেক উঁচু এবং চিন্তাও অনেক উঁচুতে বিচরণ করে।” প্রভু নিজে নিজেই একথা বলেন।

10 “বৃষ্টি ও বরফ কণা আকাশ থেকে পড়ে। এবং তা আর আকাশে ফিরে যায় না, যতক্ষণ না তারা মাটি স্পর্শ করে মাটিকে ভেজায়। তখন মাটি গাছকে অঙ্কুরিত

করে বড় করে তোলে। এই গাছগুলি কৃষকদের জন্য
বীজ বানায়। আর লোকে এই বীজ ব্যবহার করে খাবার
রুটি বানায়।
11ঠিক সেভাবেই আমার মুখ নিঃসৃত বাণী নিজেকে
বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না। আমি যা করতে
চাই আমার কথা তাই করে। আমি যা করতে পাঠাই
আমার কথা সফলভাবে তাই করে ফিরে আসে।
12তোমরা আনন্দের সঙ্গে চলে যাবে এবং শান্তিতে
ফিরে আসবে। পাহাড়-পর্বত তোমাদের সামনে আনন্দে
গান গেয়ে উঠতে শুরু করবে। মাঠের সব গাছ হাততালি
দিয়ে উঠবে।
13যেখানে যেখানে ঝোপঝাড় ছিল সেখানে সেখানে
বেড়ে উঠবে বিশাল বিশাল দেবদারু গাছ। আগাছার
স্থানে গজিয়ে উঠবে গুলমেঁদি গাছ। এইসব ঘটনা প্রভুকে
বিখ্যাত করে তুলবে। এইসব ঘটনা প্রমাণ করবে যে
প্রভু শক্তিশালী এবং এই প্রমাণ কখনই নষ্ট হবে না।”

সব জাতিই প্রভুকে অনুসরণ করবে

56 প্রভু এইগুলি বলেছেন, “সব লোকের প্রতি
ন্যায়পরায়ণ হও। সঠিক কাজ করো। কেন?
কারণ আমার পরিত্রাণ শীঘ্র তোমাদের কাছে আসবে।
গোটা বিশ্ব দেখবে আমার ধার্মিকতা।”
2যে এইরকম করবে সে আনন্দিত হবে এবং একজন
লোক অবশ্যই এটাকে ধরে রাখবে। যে ঈশ্বরের বিশ্রামের
দিনের বিধি মানবে সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। যে কোন
কুকর্ম করবে না সেও সুখী হবে।” 3কিছু লোক যারা
ইহুদী নয় তারা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হবে। ঐ লোকেদের
বলা উচিৎ নয়, “প্রভু আমাদের তাঁর লোক হিসেবে
গ্রহণ করবেন না।” ঐ বিশেষ কতকগুলি ক্রীতদাস
যাদের নপুংসক করা হয়েছে তাদের বলা উচিৎ নয়,
“আমি একটা শুকনো কাঠের টুকরো মাত্র, আমার কোন
সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই।”
4-5এই নপুংসকদের একথা বলা উচিৎ নয়। কারণ
প্রভু বলেন, “এই নপুংসকদের মধ্যে অনেকে আমার
বিশ্রামের দিনের বিধি মেনে চলে। তারা আমার পছন্দের
কাজ করে। তারা সত্যিই আমার চুক্তি মেনে চলে।
তাই তাদের জন্য আমি মন্দিরে স্মারক স্থাপন করব।
তাদের নাম আমার শহরে স্মরণ করা হবে। হ্যাঁ, আমি
এইসব নপুংসকদের ছেলেমেয়েদের চেয়েও ভাল জিনিস
দেব। আমি তাদের এমন একটি নাম দেব যা চিরকাল
থেকে যাবে। আমার লোকেদের কাছ থেকে তাদের
বিচ্ছিন্ন করা হবে না।”
6ইহুদী নয় এমন কেউ কেউ প্রভুর সঙ্গে যোগ
দেবে। তারা এইসব করবে প্রভুর সেবার জন্য এবং
তারা প্রভুর নামকে ভালবাসে বলে তারা প্রভুর সঙ্গে
যোগ দেবে তার দাস হওয়ার জন্য। তারা বিশ্রামকে
বিশেষ উপাসনার দিন হিসাবে রাখবে এবং আমার
চুক্তি বিধি মেনে চলবে।
7প্রভু বলেন, “আমি তাদের আমার পবিত্র পর্বতে
নিয়ে আসব। আমার প্রার্থনাগৃহে তাদের সুখী করে
তুলব। তাদের নৈবেদ্য ও উৎসর্গে আমি খুশি হব।
কেন? কারণ আমার মন্দিরকে বলা হবে সব জাতির
প্রার্থনাগৃহ।” 8প্রভু, আমার সদাপ্রভু এইসব বলেছেন।
ইস্রায়েলের লোকেদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হবে,
কিন্তু প্রভু তাদের আবার একত্রিত করবেন। প্রভু
বলেন, “আমি এই লোকেদের আবার একত্রিত করব।”

তাঁকে সেবা করার জন্য ঈশ্বর সব লোকেদের আমন্ত্রণ জানান

9অরণ্যের বন্য পশুরা এসে খাও!
10এইরক্ষীরা (ভাববাদী) সবাই অন্ধ। তারা নিজেরাই
জানে না যে তারা কি করছে। তারা সেই নীরব কুকুরের
মতো, যারা ঘেউ ঘেউ করতে পারে না। তারা মাটিতে
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। হায়! তারা ঘুমোতে ভালবাসে।
11তারা ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো, তারা কখনই সন্তুষ্ট
হয় না। মেষপালকেরা জানে না তারা কি করছে। পথ
ভোলা বিভ্রান্ত মেষদের মতোই তাদের অবস্থা। তারা
লোভী। তারা নিজেরাই নিজেদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা
করছে।
12তারা এসে বলল, “আমরা কিছুটা দ্রাক্ষারস পান
করব। আমরা কিছুটা সুরা পান করব। একই জিনিস
করবো আগামীকালও। একমাত্র দ্রাক্ষারসই পান করে
যাব আরো বেশী করে।”

ইস্রায়েল ঈশ্বরকে অনুসরণ করে না

57 সব ভালো লোকেরা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু
কেউ লক্ষ্য করেনি। সমস্ত ভাল লোকেদের
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ জানে না কেন। এর
কারণ হল মন্দ কাজ, যার জন্য ধার্মিক লোকেদের
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
2কিন্তু শান্তি আসবে। এই লোকেরা নিজেদের মৃত্যু
শয্যায় বিশ্রাম খুঁজে নিতে পারবে। ঈশ্বর যেভাবে চান
তারা সেইভাবেই জীবনযাপন করবে।
3“তোমরা, ডাইনির বাচ্ছারা, এখানে এসো। এই
যে ব্যাভিচারীর ও গণিকাদের বাচ্ছারা! তোমরা এখানে
এসো!
4তোমরা পাপী ও মিথ্যেবাদী শিশু। তোমরা আমাকে
নিয়ে মজা কর। তোমরা আমাকে মুখ ভেঙাও। আমাকে
দেখে জিভ ভেঙাও।
5প্রতিটি সবুজ গাছের নীচে তোমরা মূর্ত্তির পূজা
করতে চাও। তোমরা শিশুদের হত্যা কর এবং তাদের
উৎসর্গ কর পাথুরে জায়গায়।
6তোমরা নদীর মসৃণ পাথরকে পূজা করতে
ভালবাস। তোমরা তাদের পূজা করতে তাদের ওপর
দ্রাক্ষারস ঢালো। তোমরা তাদের জন্য পশুবলি দাও।
কিন্তু তোমরা যা পাবে তা হল শুধু এই পাথরগুলো।
তোমরা কি মনে কর এতে আমি সুখী হই? না! এইসব
আমাকে সুখী করে না!
7তোমরা প্রতিটি পাহাড় পর্বতে শয্যা পেতেছ।
যেগুলি হল মূর্ত্তির উপাসনা ক্ষেত্র।

8তোমরা সেখানে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করে ঐসব
মূর্ত্তিগুলোর পূজা করে আমার বিরুদ্ধে পাপ কর।
তোমরা ঐ মূর্ত্তিদের ভালোবাসো; ওদের উলঙ্গ দেহ
দেখে মজা পাও। তোমরা আমার সঙ্গে থাকলেও
এখন তোমরা আমাকে ত্যাগ করেছো ঐ মূর্ত্তিগুলোর
কাছে থাকার জন্য। আমাকে স্মরণ করার জন্য যে সব
জিনিস তোমাদের সাহায্য করত সেসব তোমরা লুকিয়ে
রেখেছো। তোমরা ঐসব জিনিসগুলিকে দরজার পিছনে
লুকিয়ে রেখেছ। তারপর তোমরা সেই মূর্ত্তিগুলোর সঙ্গে
একটি চুক্তিবদ্ধ হয়েছো।
9তোমাদের মূর্ত্তি মোলেকের জন্য তোমরা তোমাদের
প্রসাধনী তেল এবং অন্যান্য জিনিষ ব্যবহার কর যাতে
তোমাদের সুন্দর দেখায়। তোমরা তোমাদের
বার্তাবাহকদের দূর দেশে পাঠিয়েছিলে। তোমরা এমনকি
তাদের পাতালে পাঠিয়েছিলে, এটা তোমাদের মৃত্যুর
স্থল।

ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা উচিৎ, মূর্ত্তিকে নয়

10“এইসব জিনিসগুলি করতে তুমি কঠোর পরিশ্রম
করেছো। কিন্তু তোমরা কখনও ক্লান্ত হওনি, তোমরা
নতুন শক্তি পেয়েছো। কারণ তোমরা ঐসব
জিনিসগুলিকে উপভোগ করেছিলে।
11তোমরা আমাকে স্মরণ করনি, তোমরা আমাকে
লক্ষ্য করনি। তাহলে, কার জন্য তোমরা চিন্তায় ছিলে?
কার ভয়ে ভীত ছিলে? কেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলে?
দেখ, আমি অনেকদিন ধরে শান্ত রয়েছি কিন্তু তুমি
আমাকে শ্রদ্ধা করনি।
12আমি তোমাদের বলতে পারতাম তোমাদের
‘ভালকাজ’ ও ‘ধর্মীয় কাজ’ এর বিষয়ে। বলতে পারতাম
কিন্তু ঐসব অপ্রয়োজনীয়।
13যখন তোমাদের সাহায্যের দরকার হত তখন
তোমরা মূর্ত্তির সামনে, যাদের তোমরা তোমাদের
চারপাশে জড়ো করেছ, কান্নাকাটি করতে। তাদের
তোমাদের সাহায্য করতে দাও। কিন্তু আমি বলি, বাতাস
তাদের অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে। আকস্মিক
বায়ুপ্রবাহে তারা সব চলে যাবে দূরে বহুদূরে। কিন্তু
আমার প্রতি আস্থাশীল লোকেরা আমার প্রতিশ্রুতি
মতো দেশ পেয়ে যাবে। আমার পবিত্র পর্বত তাদের
জন্য থাকবে।

প্রভু তাঁর লোকেদের রক্ষা করবেন

14রাস্তা পরিষ্কার করো! রাস্তা পরিষ্কার করো! আমার
লোকেদের রাস্তা থেকে বাধা সরাও।
15ঈশ্বর ওপরে, আরো ওপরে। তিনি থাকবেন
চিরকাল। তাঁর নাম পবিত্র। ঈশ্বর বলেন, আমি অনেক
উঁচু ও পবিত্র স্থানে বাস করলেও যারা দুঃখীত ও
বিনীত তাদের সঙ্গেও আমি থাকি। যাদের আত্মা
অনিষ্টকারী তাদের আমি নতুন জীবন দেব। যাদের
মনে দুঃখ রয়েছে আমি তাদের নতুন জীবন দেব।
16আমি চিরকাল যুদ্ধ করব না। সবসময় আমি ক্রুদ্ধ
থাকব না। আমি যদি সবসময় ক্রুদ্ধ থাকি তাহলে
মানুষের আত্মা, যে জীবন আমি তাদের দিয়েছি সেটা
আমার সামনে মরে যাবে। আমি তাদের তো নতুন
জীবন দিয়েছি।
17এই লোকেরা খারাপ কাজ করেছিল বলে আমিই
ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। তাই আমি ইস্রায়েলকে শাস্তি
দিয়েছিলাম এবং ইস্রায়েল আমাকে ত্যাগ করেছিল।
সে তার ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি চলে গিয়েছিল।
18ইস্রায়েল কোথায় গিয়েছিল আমি দেখেছি। তাই
আমি ইস্রায়েলকে ক্ষমা করব। আমি ইস্রায়েল এবং
যারা তার জন্য বিলাপ করে তাদের নেতৃত্ব এবং আরাম
দেব।
19আমি তাদের নতুন শব্দ শেখাব ‘শান্তি।’ আমি
আমার কাছের ও দূরের লোকেদের শান্তি দেব। আমি
তাদের ক্ষমা করে দেবো!” প্রভু নিজে নিজেই এই
কথা বলেন।
20কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ঠিক একটি ক্রুদ্ধ সমুদ্রের
মতো। তারা শান্ত ও শান্তিপ্রিয় হতে পারে না। তারাও
সমুদ্রের মতো ক্রুদ্ধ। এবং সমুদ্রের মতো তারাও
কাদাকে আলোড়িত করে। 21আমার ঈশ্বর বলেন, “দুষ্ট
লোকেদের শান্তি নেই।”

ঈশ্বরকে মেনে চলার কথা লোকেদের বলতে হবে

58 যত জোরে পারো চিৎকার করো! নিজেকে
থামিয়ো না। শিঙার মতো চেঁচিয়ে ওঠো।
মানুষকে তাদের ভুল কাজের কথা বলে দাও। যাকোবের
পরিবারকে তাদের পাপের কথা জানিয়ে দাও!
2তারা আমার খোঁজে প্রতিদিন আসে এবং আমার
পথ শিখতে চায়, যেন তারা সঠিক পথের জাতি, যারা
তাদের ঈশ্বরের বিধি অনুসরণ করা বন্ধ করেনি। তারা
আমার কাছে তাদের ন্যায্য বিচার চায়। তারা ঈশ্বরকে
কাছে পাবার ইচ্ছা করে। 3এখন তারা বলে, “আপনাকে
সম্মান জানাতে, আমরা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আপনি
কেন আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না? আমরা আপনাকে
সম্মান জানাতে আমাদের শরীরকে আঘাত করছি।
আপনি কেন আমাদের লক্ষ্য করছেন না?”
কিন্তু প্রভু বলেন, “উপবাসের দিনগুলিতে তোমরা
তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো। এবং তোমরা তোমাদের
ভৃত্যদের কষ্ট দাও; নিজের শরীরকে নয়। 4তোমরা
ক্ষুধার্ত, কিন্তু খাদ্যের জন্য নয়। তোমাদের খিদে তর্ক
আর যুদ্ধ করার জন্য, রুটির জন্য নয়। তোমরা তোমাদের
শয়তান হাত দিয়ে লোককে আঘাত করার জন্য ক্ষুধার্ত।
তোমরা যখন খাওয়া বন্ধ করো সেটা আমার জন্য
নয়। তোমরা আমার প্রশংসার জন্য তোমাদের কণ্ঠস্বর
ব্যবহার করো না। 5তোমরা কি মনে কর ঐসব বিশেষ
দিনে আমি চাই তোমরা উপবাস করে নিজেদের শরীরকে
কষ্ট দাও? তোমরা কি মনে কর, আমি তোমাদের দুঃখী
দেখতে চাই? তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদের
একটি ঘাসের মত মাথা নোয়াতে চাই? তোমরা কি
মনে কর আমি তোমাদের শোকবস্ত্র পরাতে চাই?

তোমরা কি মনে কর যে আমি চাই লোকেরা ছাইয়ের ওপরে বসে তাদের দুঃখ দেখাক? খাবার না খেয়ে তোমরা তোমাদের বিশেষ দিনে তাই করো। তোমরা কি ভাবো যে সত্যিই প্রভু এসব চান?

6“আমি তোমাদের জানাবো কোন ধরণের বিশেষ দিন আমি চাই, এটা লোকেদের মুক্ত করার দিন। আমি একটা দিন চাই যেদিন তোমরা লোকেদের তাদের বোঝার ভার থেকে মুক্তি দেবে। আমি চাই একটা দিন, যেদিন তোমরা লোককে কষ্ট মুক্ত করবে। আমি চাই একটা দিন যেদিন তোমরা মানুষের বোঝা নামিয়ে দেবে। 7আমি চাই তোমরা তোমাদের খাদ্য ভাগ করে নেবে ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে। আমি চাই তোমরা গৃহহীনদের খুঁজে নিজের ঘরে নিয়ে এসে রাখো। কোন মানুষকে বস্ত্রহীন দেখলে তাকে নিজের পোশাক দেবে। তারাও তোমাদের মত, তাদের দেখে নিজেকে লুকিয়ে রেখো না।” 8তোমরা যদি এইসব করো তবে তোমাদের আলো ভোরের আলোর মতো কিরণ দিতে শুরু করবে। তখন তোমাদের সব ক্ষত নিরাময় হবে। তোমাদের ‘‘ধার্মিকতা’’ (ঈশ্বর) তোমাদের সামনে দিয়ে হাঁটবে, এবং প্রভুর মহিমা* তোমাদের পেছন পেছন চলবে। 9তখন তোমরা প্রভুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে। প্রভু তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন! তোমরা প্রভুর জন্য চিৎকার করবে এবং তিনি বলবেন, ‘‘আমি এইখানে।’’

ঈশ্বরের লোকদের উচিৎ কাজ করা কর্তব্য

তোমাদের উচিৎ অন্যের সমস্যা ও বোঝা বানানো বন্ধ করা। তোমাদের অন্যকে আঘাত করে বা দোষারোপ করে কথা বলা বন্ধ করা উচিৎ। 10ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য দুঃখী হয়ে তাদের খাদ্য দেওয়া উচিৎ। যারা সমস্যায় পড়েছে তাদের প্রয়োজন মতো তোমাদের সাহায্য করা উচিৎ। তাহলে অন্ধকারের মধ্যে তোমরা আলোর দিশা পাবে এবং তোমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। দুপুরের সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল হবে তোমরা।

11প্রভু তোমাদের সর্বদা নেতৃত্ব দেবেন। শুকনো জমিতেও তিনি তোমাদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করবেন। প্রভু তোমাদের হাড়কে শক্তি দেবেন। তোমরা যথেষ্ট জল পাওয়া বাগানের মতো। তোমরা হবে সর্বদা জলে ভরা ঝর্ণার মতো।

12বহু বছর ধরে ধ্বংস হলেও তোমরা তোমাদের শহরগুলি পুর্নগঠন করবে এবং বহু বছর ধরে থেকে যাবে। তোমাদের বলা হবে “যারা বেড়া মেরামত করে” এবং “যারা রাস্তাসমূহ ও বাড়ীগুলি তৈরী করে।”

13ঈশ্বরের বিশ্রামের বিরুদ্ধে পাপ বন্ধ করলেই এইসব ঘটবে। তোমাদের বন্ধ করতে হবে বিশেষ দিনে নিজেদের খুশির জন্য কাজকর্ম। তোমাদের বিশ্রামের দিনকে সুখের দিন বলা উচিৎ। প্রভুর বিশেষ দিনকে তোমাদের সম্মান জানানো উচিৎ। অন্যান্য দিনে তোমরা যেসব কথা বলো ও যেসব কাজ করো সেইসব বিশেষ দিনে তোমাদের তা বন্ধ রাখা উচিৎ।

14তখন তোমরা প্রভুকে তোমাদের প্রতি সদয় হতে বলতে পারবে এবং তিনি তোমাদের পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবেন। তোমাদের পিতা যাকোবকে তিনি যা যা দিয়েছিলেন তোমাদেরও তাই দেবেন।

প্রভু নিজেই এইসব বলেছেন।

দুষ্ট লোকেদের তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করা উচিৎ

59 দেখো, তোমাদের রক্ষা করার জন্য প্রভুর ক্ষমতাই যথেষ্ট। তোমরা যখনই তাঁর সাহায্য চাইবে তখনই তিনি তা শুনতে পান। 2কিন্তু তোমাদের পাপ ঈশ্বর থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রভু তোমাদের পাপ দেখে তোমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যান।

3তোমাদের হাত নোংরা এবং রক্তে ভেজা। তোমাদের আঙুলগুলি অপরাধ দিয়ে আচ্ছাদিত। তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলো। তোমাদের জিহ্বা কু-কথা বলে। 4কেউ অন্যের নামে সত্যি কথা বলে না। একে অন্যের বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই করে এবং নিজেদের মামলা জিততে ভূয়ো তর্কের ওপর নির্ভর করে। একে অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে। তারা সব সমস্যায় ভরা এবং তারা শয়তানির জন্ম দেয়। 5তারা বিষাক্ত সাপের ডিমের মতো শয়তানির জন্ম দেয়। তোমরা যদি ঐ ডিমগুলির একটিও খাও তবে মৃত্যু অনিবার্য এবং যদি একটি ডিম ভাঙো তাহলে বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আসবে। মিথ্যাবাদীদের কথা মাকড়সার জালের মতো। 6এই জাল কাপড় বানানোর কাজে ব্যবহার করা যায় না। তোমরা এইসব জাল দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে পার না।

কিছু লোক দুষ্ট কাজ করে এবং অন্য লোকেদের আঘাত করার জন্য তাদের হাত ব্যবহার করে। 7তারা তাদের পা শয়তানির পিছনে দৌড়বার কাজে ব্যবহার করে। যারা কোন ভুল কাজ করেনি তাদের হত্যা করবার জন্য তারা তাড়াহুড়ো করে। তারা শুধুই দুষ্ট চিন্তা করে। হিংস্রতা, চুরি-জোচ্চুরি হল তাদের একমাত্র বাঁচার পথ। 8তারা জানে না শান্তির পথ। তাদের মধ্যে একজনও সৎ নয়। তারা খুব অসাধু জীবনযাপন করে। এবং যারা এইসব লোকেদের মতো জীবনযাপন করে তারা সারা জীবন কখনও শান্তি পায় না।

ইস্রায়েলের পাপ সমস্যা নিয়ে আসে

9সব সততা ও ধার্মিকতা অদৃশ্য হয়েছে। আমাদের কাছাকাছি রয়েছে কেবলই অন্ধকার। তাই আমরা আলোর জন্য অপেক্ষা করি কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা অন্ধকার পাই, আমরা আশা করি উজ্জ্বল আলো আসবে, কিন্তু আমরা অন্ধকারে পথ চলি।

প্রভুর মহিমা ঈশ্বরের একটি রূপ, যেটি মানুষের কাছে আবির্ভূত হতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। এটি ছিল একটি উজ্জ্বল চকমকে আলোর মত।

10আমরা চোখহীন মানুষের মতো। অন্ধ লোকেদের মত আমরা দেওয়ালে ধাক্কা খাই। আমরা রাতের মতো হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। এমনকি দিবালোকেও দেখতে পাই না। দিন দুপুরে মরা মানুষের মতো পড়ে যাই।

11আমরা সবাই খুব দুঃখিত, ঘুঘু ও ভাল্লুকের মতো দুঃখের শব্দ করি। আমরা মানুষের ন্যায়বোধের জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন ন্যায়বোধের লক্ষণ নেই। আমরা রক্ষা পাবার জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু পরিত্রাণ এখনও অনেক দূরে।

12কেন? কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি অনেক অনেক খারাপ কাজ করেছি। আমাদের পাপ দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা ভুল করেছি। আমরা জানি এসব করে আমরা দোষী হয়েছি।

13আমরা পাপ করে প্রভুর কাছ থেকে সরে গিয়েছি। আমরা তাঁর থেকে দূরে চলে গিয়েছি, তাঁকে ত্যাগ করেছি। আমাদের পাপ প্রমাণ করে যে আমরা দোষী। আমরা জানি যে এইসব কাজ করে আমরা দোষ করেছি। আমরা পাপ করেছি এবং প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে ত্যাগ করেছি। আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খারাপ কাজের পরিকল্পনা করেছি। আমরা এইসব জিনিসগুলির কথা ভেবেছি এবং মনে মনে তার পরিকল্পনা করেছি।

14আমরা বিচারবোধশূন্য হয়ে পড়েছি। ন্যায়বোধ চলে গেছে অনেক দূরে। সত্য রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়েছে। ধার্মিকতাকে শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

15সত্য অন্তর্হিত হয়েছে। যারা ভাল করতে চায় তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রভু লক্ষ্য রাখলেও তিনি কোন ন্যায় দেখতে পাচ্ছেন না। প্রভু এইসব পছন্দ করেন না।

16প্রভু দেখে অবাক হচ্ছেন যে মানব জাতির স্বপক্ষে বলবার জন্য কেউ দাঁড়াচ্ছে না। তাই প্রভু তাঁর নিজের ক্ষমতা ও ধার্মিকতা দ্বারা বিজয়ী হচ্ছেন। তিনি সমর্থন পাচ্ছেন, তাঁর নিজের মহত্ত্বের দ্বারা।

17প্রভু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি পরেন ধার্মিকতার বর্ম, মুক্তির শিরস্ত্রাণ, শাস্তির পোশাক-সমূহ ও তাঁর দৃঢ় আগ্রহশীলতার আবরণ।

18প্রভু নিজের শত্রুদের প্রতি ক্রুদ্ধ। অতএব তিনি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। প্রভু তাঁর শত্রুদের ওপর ক্রুদ্ধ। তাই তিনি দূরবর্তী এলাকার লোকেদের শাস্তি দেবেন।

19পশ্চিমের লোকেরা প্রভুকে ভয় পাবে এবং প্রভুর নামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। পূর্বের লোকেরা তাকে ভয় পাবে এবং তারা প্রভুর মহিমাকে শ্রদ্ধা করবে। প্রভু ঈশ্বরের বাতাসের জোরে বহমান খরস্রোতা নদীর মতো দ্রুত আসবেন।

20তখন সিয়োনে একজন পরিত্রাতা আসবে। তিনি যাকোবের লোকেদের কাছে আসবেন যারা পাপ কাজ করেও ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে।

21প্রভু বলেন, "ঐসব লোকেদের সঙ্গে আমি একটা চুক্তি করব। আমি প্রতিশ্রুতি করছি যে, আমার আত্মা ও আমার বাক্য যেগুলি আমি তোমাদের মুখে দিচ্ছি সেগুলো তোমাদের ত্যাগ করবে না। সেসব তোমাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের মধ্যেও থেকে যাবে। সেইসব তোমাদের মধ্যে এখন থেকে চিরকাল থেকে যাবে।"

ঈশ্বর আসছেন

60 "জেরুশালেম, আমার আলো উঠে পড়! তোমার আলো (ঈশ্বর) আসছেন। তোমার উপর প্রভুর মহিমা প্রতিভাত হবে।

2অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে। লোকেরা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু প্রভু তোমার উপর তাঁর কিরণ বিকীরণ করবেন। তাঁর মহিমা তোমার উপর দেখা যাবে।

3সব জাতি তোমার আলোর কাছে আসবে। রাজারাও তোমার উজ্জ্বল আলোর (ঈশ্বর) কাছে আসবেন।

4তোমার চারপাশে দেখো! দেখ, লোকেরা তোমার চারপাশে জড়ো হচ্ছে এবং তোমার কাছে আসছে। তোমার পুত্রদের সঙ্গে দূরদূরান্ত থেকে কন্যারাও আসছে।

5ভবিষ্যতে এসব ঘটবে এবং সেইসময় তুমি তোমার লোকেদের দেখতে পাবে। তোমার মুখে সুখের বহিঃপ্রকাশ থাকবে। প্রথম তুমি ভীত হলেও পরে উচ্ছসিত হয়ে উঠবে। সাগর পারের সমস্ত ধনসম্পদ তোমার সামনে রাখা হবে। জাতিসমূহের ধনসম্পদও তোমার কাছে পৌঁছবে।

6মিদিয়ন ও ঐফা থেকে উটের দল তোমার জমি পার হবে। শিবা থেকে দীর্ঘ উটের সারি আসবে তোমার কাছে। তারা বয়ে আনবে সোনা ও ধূপ। তারা প্রভুর প্রশংসা করে গান গাইবে।

7লোকেরা কেদরের সমস্ত মেষকে একত্রিত করে তোমাকে এনে দেবে। নবায়োত থেকে তারা মেষও আনবে। তুমি সেগুলি আমার বেদীতে নৈবেদ্য হিসাবে দেবে। এবং আমি তা গ্রহণ করব। আমি আমার মন্দির আরও সুন্দর করে বানিয়ে তুলবো।

8লোকের দিকে তাকাও। আকাশে দ্রুত পার হয়ে যাওয়া মেঘের মতো তারা তোমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা হল খুব দ্রুত বাসায় উড়ে যাওয়া ঘুঘু পাখীদের মত।

9দূরবর্তী এলাকায় লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজগুলি জলযাত্রার জন্য প্রস্তুত। এই জাহাজগুলি তোমাদের ছেলেমেয়েদের দূরদেশ থেকে আনার প্রতিক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের ঈশ্বর ইস্রায়েলের পবিত্র একজনকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সোনা এবং রূপো নিয়ে আসবে। প্রভু তোমাদের জন্য চমৎকার কাজ করবেন।

10অন্য দেশের ছেলেমেয়েরা তোমাদের প্রাচীরগুলো আবার গড়ে তুলবে। তাদের রাজারা তোমাদের সেবা করবে। "আমি যখন তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ ছিলাম,

তখন আমি তোমাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা আমার স্বপক্ষে, এবং আমি তোমাদের জন্য করুণাময় হব।
11তোমার ফটক সব সময় খোলা থাকবে। সেগুলি দিনরাত কখনই বন্ধ হবে না। সব জাতি ও রাজারা তোমাকে তাদের সম্পদ দেবে।
12কোন জাতি বা দেশ যদি তোমার সেবা না করে তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।
13লিবানোনের সব মহৎ দ্রব্যই তুমি পাবে। লোকেরা তোমাকে পাইন, ফার ও সাইপ্রাসের মতো মূল্যবান গাছ দেবে। এই গাছগুলি জেরুশালেমে আমার জেরুশালেমস্থিত উপাসনাগৃহকে আরও সুন্দর করে তৈরি করতে ব্যবহৃত হবে। এই জায়গাটা আমার সিংহাসনের সামনে চৌকির মতো হবে। এবং আমি এই জায়গাটিকে যথেষ্ট সম্মান দেব।
14অতীতে যারা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে তারা এখন তোমার সামনে মাথা নত করবে। অতীতে যারা তোমাকে ঘৃণা করত তারা এখন তোমার পায়ে মাথা নত করবে। তারা তোমাকে ডাকবে, 'প্রভুর নগরী!' 'ইস্রায়েলের পবিত্র একজনের সিয়োন।'"

নতুন ইস্রায়েল : শান্তির ভূমি

15"তুমি আর কখনও পরিত্যক্ত হবে না। তুমি পুনরায় ঘৃণার পাত্র হবে না। তুমি কখনও শূন্য হবে না। আমি তোমাকে চিরকালের জন্য মহান করে দেব। তুমি চিরকালের জন্য এখন থেকেই সুখী হবে।
16জাতিগুলি তোমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই দেবে। তুমি হবে মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর মতো। কিন্তু তুমি রাজার ধন 'পান' করবে। তখন তুমি বুঝবে যে তিনি আমি, প্রভু, যিনি তোমাকে রক্ষা করেন। তুমি জানতে পারবে যাকোবের মহান ঈশ্বর তোমার পরিত্রাতা।
17"এখন তোমার তামা রয়েছে। আমি তোমাকে সোনা এনে দেব। এখন তোমার লোহা রয়েছে। আমি তোমাকে দেব রূপা। আমি তোমার কাঠকে তামায় পরিণত করব। আমি তোমার পাথরকে লোহাতে পরিণত করব। আমি তোমার শাস্তিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করব। এখন তোমাকে লোকেরা কষ্ট দিলেও পরে তারাই তোমার জন্য ভাল ভাল কাজ করবে।
18"তোমার দেশে আর কখনও হিংসাত্মক ঘটনার খবর থাকবে না। লোকে আর তোমাকে বা তোমার দেশকে আক্রমণ করবে না। তুমি তোমার প্রাচীরসমূহের নাম দেবে 'পরিত্রাণ' এবং তোমার ফটকগুলির নাম দেবে 'প্রশংসা।'
19"দিনের বেলায় সূর্য আর কখনও তোমার আলো হবে না। রাত্রে আর কখনও চাঁদ তোমার আলো হবে না। কারণ প্রভুই তোমার চিরকালের আলো। তোমার ঈশ্বরই তোমার জ্যোতি।
20তোমার 'সূর্য' কখনও অস্তমিত হবে না। তোমার 'চাঁদ' আর কখনও অন্ধকার হবে না। কারণ প্রভু চিরকালের জন্য তোমার আলো হবেন এবং শোকের সময় শেষ হবে।
21"তোমার সব লোক ভাল হবে। তারা পৃথিবীকে চিরকালের জন্য পাবে। তাদের আমি সৃষ্টি করেছি। তারা আমার নিজের হাতে গড়ে তোলা চমৎকার বৃক্ষ।
22সব চাইতে ছোট্ট পরিবার হবে বড় পরিবারগোষ্ঠী। ক্ষুদ্রতম পরিবার হবে শক্তিশালী জাতি। সঠিক সময়ে, আমি প্রভু দ্রুত চলে আসব। আমি এইসব ঘটনাগুলো ঘটাব।"

প্রভুর স্বাধীনতার বার্তা

61 প্রভুর দাস বলেন, "প্রভু, আমার সদাপ্রভু, তাঁর
আত্মা আমার মধ্যে দিয়েছেন।' গরীবদের সঙ্গে
কথা বলবার জন্য তাদের ভগ্নহৃদয়ের ক্ষতে বন্ধনী
জড়াবার জন্য এবং দুঃখীকে আরাম দেবার জন্য প্রভু
আমাকে মনোনীত করেছেন। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন
নির্যাতিতদের ও বন্দীদের জানাতে যে, তারা মুক্ত
হচ্ছে। 2ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উদারতা কখন
দেখা যাবে সে সময়ের কথা ঘোষণা করার জন্য। দুষ্ট
লোকেদের তাদের শাস্তির সময় ঘোষণা করবার জন্য
প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন । ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন
দুঃখীদের স্বস্তি দিতে। 3ঈশ্বর আমাকে সিয়োনের বিমর্ষ
লোকেদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তাদের তা ভোগ
করার জন্য প্রস্তুত করে তুলব। আমি তাদের মাথার
ছাই দূরে সরিয়ে দেব। আমি তাদের রাজমুকুট দেব।
আমি তাদের দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে সুখের তেল দেব।
আমি তাদের দুঃখ দূর করব এবং উপাচারের বস্ত্র দেব।
ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন এইসব লোকদের 'ভাল বৃক্ষ'
এবং 'প্রভুর বিস্ময়কর চারাগাছ' হিসেবে নাম দিতে।
4"সেই সময়ে যেসব পুরানো শহরগুলি ধ্বংস
হয়েছিল তা আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। সেই
শহরগুলি প্রারম্ভিক সৃষ্টির সময়ের মত আবার নতুন
হয়ে উঠবে। শহরগুলি বহুকাল আগে ধ্বংস হয়েছিল।
কিন্তু আবার তা নতুন করে গড়ে উঠবে।
5"তখন তোমার শত্রুরা তোমার কাছে এসে
মেষেদের যত্ন নেবে। তোমার শত্রুদের শিশুরা তোমার
মাঠে ও বাগানে কাজ করবে। 6তোমাকে বলা হবে
'প্রভুর যাজক।' 'আমাদের ঈশ্বরের দাস।' পৃথিবীর
সব জাতিদের ধনসম্পদ তুমি পাবে এবং এর জন্য
তুমি গর্বিত হবে।
7"অতীতে, লোকে তোমাকে লজ্জায় ফেলত এবং
তোমার কাছে খারাপ কথা বলত। তুমি অন্য লোকেদের
চেয়ে অনেক বেশী লজ্জিত হয়েছিলে। তাই তুমি
অন্যদের তুলনায় তোমার ভূখণ্ডে দ্বিগুণ সুবিধা পাবে।
তুমি চিরকালের জন্য সুখ পাবে। 8এসব কেন ঘটবে?
কারণ আমি প্রভুর ধার্মিকতা ও ন্যায়বোধকে ভালবাসি।
আমি চুরি করা এবং অন্যান্য মন্দকাজকে ঘৃণা করি।
তাই আমি লোকেদের তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব।
আমি চিরকালের মতো আমার লোকেদের সঙ্গে একটি
চুক্তি করব। 9সব জাতির প্রতিটি লোক আমার লোকেদের

জানবে। যারাই তাদের দেখবে, জানতে পারবে যে প্রভুই তাদের আশীর্বাদ করেছেন।”

ঈশ্বরের দাস মুক্তি আনে

10“প্রভু আমাকে খুব সুখী করেছেন। আমার সমগ্র সত্ত্বা আমার ঈশ্বরে সুখী। ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণের বস্ত্র পরিয়েছেন। এটা হচ্ছে যেমন একজন বিয়ের বর নিজেকে মালা দিয়ে সাজায় সেই রকম। ঈশ্বর আমার ওপর ধার্মিকতার আবরণ বস্ত্র পরিয়েছেন। যেন বিয়ের বধূ বিবাহের চমৎকার পোশাক পরেছে।

11পৃথিবীই গাছেদের জন্মানোর কারণ। লোকেরা বাগানে বীজ লাগায় এবং বাগান তাদের বড় করে তোলে। একইরকমভাবে প্রভু ধার্মিকতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবেন। প্রভু সমস্ত জাতির সামনে প্রশংসাকে বৃদ্ধি করবেন।”

জেরুশালেম: ধার্ম্মিকতায় পূর্ণ একটি শহর

62 “সিয়োনকে আমি ভালবাসি, তাই আমি তার জন্য কথা বলে যাব। জেরুশালেমকে আমি ভালবাসি, তাই আমি কথা বন্ধ করব না। যতক্ষণ না ধার্মিকতা উজ্জ্বল আলোর মতো কিরণ দেয় ততক্ষণ আমি কথা বলে যাব। অগ্নিশিখার মত পরিত্রাণ জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত আমি কথা বলব।

2তখন সব জাতি তোমার ধার্মিকতা দেখতে পাবে। সমস্ত রাজারা তোমাকে সম্মান দেখাবে। তখন তোমার নতুন নাম হবে। প্রভু নিজেই সেই নাম দেবেন।

3প্রভু তোমার জন্য গর্বিত হবেন। তুমি হবে প্রভুর হাতের সুন্দর মুকুটের মত।

4তোমাকে আর কেউ ত্যাজ্য লোক বলবে না। তোমার ভূমিকে কেউ ‘ধ্বংসস্থান’ বলবে না। তারা তোমাকে বলবে, ‘ভালোবাসার লোক।’ তোমার দেশকে বলা হবে, ‘কনে।’ কেন? কারণ ঈশ্বর তোমাদের ভালবাসেন। তোমাদের দেশ বিবাহিত হবে।

5যখন কোন যুবক কোন যুবতীকে ভালবাসে তখন সে তাকে বিয়ে করে এবং যুবতীটি বিয়ের পর তার স্ত্রী হয়। একই পথে তোমার জমি হবে তোমার শিশুদের। একজন লোক তার নতুন স্ত্রীকে পেয়ে খুব খুশী হয়। একইরকমভাবে, ঈশ্বরও তোমাদের নিয়ে খুব সুখী হবেন।”

ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন

6“জেরুশালেম, তোমার প্রাচীরে আমি রক্ষী মোতায়েন করব। সেই রক্ষীরা নীরব থাকবে না। তারা দিন রাত প্রার্থনা করবে।” রক্ষীরা, তোমরা প্রভুর প্রতি প্রার্থনা অব্যাহত রেখো। তোমরা অবশ্যই তাকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কখনই প্রার্থনা থামাবে না।

7যতক্ষণ না প্রভু জেরুশালেমকে লোকের প্রশংসার শহর করে তুলছেন ততক্ষণ তুমি প্রার্থনা চালাবে। প্রভু একটি প্রতিশ্রুতি করেছেন। প্রভু প্রমাণ হিসেবে তাঁর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এবং প্রতিশ্রুতি পালনে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

8প্রভু বলেছেন, “আমি আর কখনও তোমার খাদ্য শত্রুদের দেবো না। আমি প্রতিশ্রুতি করছি তোমার তৈরি দ্রাক্ষারস শত্রুরা আর নেবে না।

9যেসব লোকেরা শস্য সংগ্রহ করবে তারাই তা খাবে এবং এইসব লোকেরা প্রভুর প্রশংসা করবে। যেসব লোকেরা দ্রাক্ষা সংগ্রহ করবে তারাই দ্রাক্ষা থেকে উৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করতে পারবে। এই সবই আমার পবিত্রস্থানে ঘটবে।”

10ফটক দিয়ে এসো! পথটাকে লোকেদের জন্য পরিষ্কার করো। রাস্তা প্রস্তুত করো। রাস্তার পাথর সরিয়ে দাও। মনুষ্যজাতির জন্য প্রতীক হিসাবে ধ্বজাটি ওড়াও।

11শোন, প্রভু দূরবর্তী দেশগুলির লোকেদের বলেছেন, “সিয়োনের লোকেদের বল: দেখ, তোমাদের পরিত্রাতা আসছেন। তিনি তোমাদের পুরস্কার আনছেন। তিনি সেই পুরস্কার সঙ্গে করে আনছেন।”

12তাঁর লোকেদের বলা হবে ‘‘পবিত্র লোক।’’ ‘‘প্রভুর রক্ষা করা মানুষ।” জেরুশালেমকে বলা হবে, ‘‘আকাঙ্খিত শহর।” “সেই শহর যা পরিত্যাগ করা হয়নি।”

প্রভু তাঁর লোকদের বিচার করেন

63 ইদোম থেকে কে আসছে? তিনি আসছেন বস্রা শহর থেকে। এবং তাঁর বস্ত্র উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত। তাঁকে তাঁর বস্ত্রে মহিমান্বিত দেখাচ্ছে। তিনি তাঁর মহান ক্ষমতাবলে মাথা উঁচু করে হাঁটছেন। তিনি বলেন, “তোমাদের রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে এবং আমি সত্য কথা বলব।”

2“কেন আপনার বস্ত্র লাল? দ্রাক্ষাফল থেকে যারা দ্রাক্ষারস বানায় তাদের মত লাল!”

3তাঁর জবাব, “আমি দ্রাক্ষারস বানাবার জায়গায়, যেখানে দ্রাক্ষাফল পা দিয়ে চটকিয়ে রস বের করা হয়, সেখানে হেঁটেছি। আমাকে কেউ সাহায্য করেনি। আমি ক্রুদ্ধ ছিলাম এবং দ্রাক্ষার ওপর দিয়ে হেঁটে যাই। সেই রস* আমার কাপড়ের ওপর ছলকে পড়েছিল। তাই এখন আমার বস্ত্র নোংরা।

4আমি লোককে শাস্তি দিতে একটা সময় বেছে নিয়েছি। এখন আমার লোকেদের রক্ষা করার সময় এসেছে।

5আমি চারিদিকে তাকালাম। কিন্তু আমাকে সাহায্য করার মত কাউকে দেখলাম না। আমি এটা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে কেউ আমাকে সমর্থন করল না। তাই আমি আমার লোকেদের রক্ষা করতে আমার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলাম। আমার নিজের ক্রোধ আমাকে সমর্থন করেছিল।

6যখন আমি ক্রুদ্ধ ছিলাম, তখন মানুষের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছি। আমি যখন রাগে উন্মত্ত ছিলাম

রস অথবা “শক্তিশালী পানীয়” অথবা “রক্ত।”

আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি এবং তাদের রক্ত মাটিতে ফেলেছি।”

প্রভু তাঁর লোকেদের প্রতি সদয় ছিলেন

7আমি স্মরণ করব যে প্রভু উদার। আমি তাঁকে প্রশংসা করবার কথা স্মরণ করব। ইস্রায়েলের পরিবারকে প্রভু অনেক ভাল জিনিস দিয়েছেন। প্রভু আমাদের ওপর খুব সদয়। প্রভু আমাদের ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন।

8প্রভু বলেন, “এরা সবাই আমার লোক। এরা সত্যই আমার শিশু।” তাই প্রভু এদের রক্ষা করেছেন।

9তাদের সমস্ত বিপদে, তিনিও তাদের সাথে উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রভু এইসব লোকেদের ভালবাসতেন এবং তাদের জন্য দুঃখ বোধ করতেন। তাই প্রভু তাদের রক্ষা করেন। তাই তিনি তাদের রক্ষা করতে তাঁর বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের উঠিয়ে বয়ে নিয়ে যান এবং চিরকালের জন্য তাঁদের যত্ন নেন।

10কিন্তু মানুষ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখী করে তুলেছিল। তাই প্রভু তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন। প্রভু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

11কিন্তু প্রভু এখনও স্মরণ করেন বহুকাল আগে কি ঘটেছিল। তিনি স্মরণ করেন মোশি ও তাঁর লোকদের। প্রভু সেই একজন যিনি মানুষকে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছেন। প্রভু তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দেবার কাজে মেষপালকদের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মোশির মধ্যে তাঁর আত্মা সঞ্চারকারী প্রভু এখন কোথায়?

12প্রভু তাঁর ডানহাত দিয়ে মোশিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রভু মানুষকে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হাঁটার জন্য জলকে দুভাগ করে দেন। এই সব মহৎ কাজ করে প্রভু নিজেকে বিখ্যাত করে তোলেন।

13গভীর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে প্রভু তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঘোড়ারা যেমন করে মরুভূমি পার হয়, তেমনি করে লোকেরা পড়ে না গিয়ে হেঁটেছিল।

14মাঠে বিচরণের সময় গরু যেমন পড়ে যায় না তেমনি সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ও লোকেরা পড়ে যায়নি। লোকেদের বিশ্রামস্থলের দিকে প্রভুর আত্মা নিয়ে যায়। সর্বদাই লোকেরা সেখানে নিরাপদে ছিল। প্রভু সেই পথেই তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আপনি নেতৃত্ব দিয়ে নিজের নামকে চমৎকৃত করে তুলেছেন।

তাঁর লোকেদের সাহায্য করতে ঈশ্বরের জন্য একটি প্রার্থনা

15প্রভু, স্বর্গ থেকে নিজে তাকিয়ে দেখুন। এখন কি ঘটে চলেছে? আপনি স্বর্গস্থিত আপনার পবিত্র আবাস থেকে আমাদের দেখুন। আমাদের প্রতি আপনার সেই গভীর প্রেম কোথায়? আপনার ভিতর থেকে বের হয়ে আসা শক্তিশালী কর্মকাণ্ড কোথায়? আমার জন্য আপনার ক্ষমা কোথায়? আমার থেকে কেন আপনার উদার প্রেম সরিয়ে রেখেছেন?

16দেখুন, আপনি আমাদের পিতা! অব্রাহাম আমাদের জানে না। ইস্রায়েল (যাকোব) আমাদের স্বীকার করে না। প্রভু, আপনি আমাদের পিতা! আপনি আমাদের ঈশ্বর যিনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন।

17প্রভু, কেন আপনি আমাদের আপনার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন? কেন আপনি আপনাকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন করে তুলেছেন? প্রভু আমাদের কাছে ফিরে আসুন। আমরা আপনার দাস। আমাদের কাছে এসে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের পরিবারসমূহ আপনার অধিকারভুক্ত।

18আপনার পবিত্র লোকেরা মাত্র কিছু সময়ের জন্য তাদের জায়গায় বাস করত। তখন আমাদের শত্রুরা আপনার পবিত্র মন্দিরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

19বহুকাল ধরে আমরা সেই লোক ছিলাম যারা আপনার দ্বারা শাসিত ছিলাম না। যাদের আপনার নামে ডাকা হয়নি। কেন আপনি আকাশ ছিন্ন করে নেমে আসেন না? তাহলে পর্বতগুলি আপনার সামনে কাঁপবে।

64 আপনি যদি আকাশ ছিঁড়ে খুলে ফেলে পৃথিবীতে এসে পড়েন তবে সব পরিবর্তন হয়ে যাবে। পাহাড় আপনার সামনে গলে যাবে।

2জ্বলন্ত গুল্মলতার মতো পাহাড় পুড়বে। আগুনের ওপর জলের মতো পাহাড় সেদ্ধ হবে। তখন আপনার শত্রুরা আপনার বিষয়ে জানতে পারবে। তারা যখন আপনাকে দেখবে তখন প্রত্যেক জাতিই ভয় পাবে।

3কিন্তু সত্যিই আমরা এসব চাই না। আপনার সামনে পাহাড় গলে যাবে।

4আপনার লোকেরা সত্যিই আপনার কথা শোনেনি। আপনার লোকেরা কখনও আপনার কথা শোনেনি। কেউ কখনও আপনার মতো একজন ঈশ্বর দেখেনি। আপনিই একমাত্র, আর কোন ঈশ্বর নেই। যদি লোকেরা ধৈর্য্য সহকারে আপনার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে তবেই আপনি তাদের জন্য মহান কাজ করবেন।

5যারা ভাল কাজ করে তাদের সঙ্গেই আপনি থাকেন। যে পথে আপনি চান সেই পথেই তাঁরা জীবনযাপন করেন। কিন্তু অতীতে আমরা পাপ করেছি এবং তাই আপনি ক্রুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এখন আমরা কিভাবে রক্ষা পাবো?

6আমরা সবাই পাপের জন্য নোংরা হয়ে উঠেছি। এমন কি আমাদের ভাল কাজও অশুদ্ধ। আমাদের ভালো কাজগুলো রক্তে রঞ্জিত পোশাকের মত। আমরা সবাই মরা পাতার মত। আমাদের পাপ আমাদের বাতাসের মতো বয়ে নিয়ে চলেছে।

7আমরা আপনার উপাসনা করি না। আমরা আপনার নামে বিশ্বাস রাখি না। আমরা আপনাকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত নই। তাই আপনি আপনার মুখ আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। আপনি আমাদের পাপের জন্য আমাদের গলিয়ে দিয়েছেন।

8কিন্তু প্রভু আপনি আমাদের পিতা। আমরা মাটির পিণ্ডের মতো এবং আপনি মৃৎশিল্পী। আপনার হাত আমাদের সৃষ্টি করেছে।

9প্রভু, আমাদের ওপর ক্রোধ পুষে রাখবেন না। আমাদের পাপ চিরকাল মনে রাখবেন না। আমাদের দিকে দয়া করে তাকান! আমরা আপনারই লোক।

10আপনার পবিত্র শহরগুলি পরিত্যক্ত। সেই শহরগুলি এখন মরুভূমির মতো। সিয়োনও একটা মরুভূমি! জেরুশালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত!

11আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার পবিত্র মন্দিরে আপনার উপাসনা করেছে। আমাদের মন্দির ছিল চমৎকার। কিন্তু সেই মন্দির পুড়ে গিয়েছে। আমাদের সমস্ত মূল্যবান বিষয় সম্পদগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

12এইসব জিনিস কি আপনাকে আমাদের প্রতি আপনার ভালবাসা দেখানো থেকে দূরে রাখবে? আপনি কি নীরবতা চালিয়ে যাবেন? আপনি কি আমাদের চিরকাল শাস্তি দেবেন?

লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানবে

65 প্রভু বলেন, "যারা আমার কাছে উপদেশ নিতে আসেনি আমি তাদেরও সাহায্য করেছি। আমাকে যারা পেয়েছে তারা কেউ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না। আমি একটা জাতির সঙ্গে কথা বলেছিলাম যারা আমার নামে নামাঙ্কিত নয়। আমি বলেছিলাম, 'আমি এখানে! আমি এখানে!' 2যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল এমন লোকদের গ্রহণ করার জন্য আমি সারাদিন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারা আমার কাছে আসুক– আমি তাদের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তারা আমার কাছ থেকে দূরে ছিল। তারা অসৎ পথে জীবনযাপন চালিয়ে গিয়েছিল। তাদের হৃদয় যা করতে চেয়েছিল তারা তাই করেছিল। 3তারা আমার সামনে আমাকে সর্বদা ক্রুদ্ধ করেছিল। তারা তাদের বিশেষ বাগানে পশুবলি দিত ও ধূনো জ্বালাত। 4তারা কবরস্থানে বসে থাকে। তারা মৃত মানুষদের কাছ থেকে ভাল বার্তা পাবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকত। মৃতদের সঙ্গেও তারা বসবাস করত। তারা শুয়োরের মাংস খেত। তাদের ছুরি ও কাঁটাচামচ বাজে মাংস খেয়ে নোংরা হয়ে গিয়েছিল।

5"কিন্তু তারা অন্যদের বলত, 'আমার কাছে আসবে না! আমি যতক্ষণ না তোমাদের পরিষ্কার করছি ততক্ষণ তোমারা আমাকে স্পর্শ করবে না।' এরা আমার চোখে ধোঁয়ার মত এবং এদের আগুন সর্বদাই জ্বলে।"

ইস্রায়েলকে শাস্তি পেতেই হবে

6"দেখ, এখানে হিসাব আছে। মেটাতে হবে। হিসাব অনুযায়ী তুমি তোমার পাপের জন্য দোষী। এই হিসাব না মেটানো পর্যন্ত আমি শান্ত হব না এবং তোমাকে শাস্তি দিয়েই হিসাব পরিশোধ করব।

7"তোমার ও তোমার পিতার পাপ সবই সমান। প্রভু বলেন, "পর্বতের ওপর ধূপ জ্বালাবার সময় তোমাদের পিতারা পাপ করেছে। তারা ঐ পর্বতগুলোর ওপর আমায় অবমাননা করেছে। এবং আমিই প্রথম যে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। আমি তাদের উচিৎ প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছিলাম।"

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে পুরোপুরি ধ্বংস করবেন না

8প্রভু বলেন, "দ্রাক্ষাতে যখন নতুন সুরা থাকে মানুষ তখন তা বের করে নেয়। কিন্তু তারা দ্রাক্ষাগুলিকে পুরোপরি ধ্বংস করে না। তারা এইসব করে কারণ দ্রাক্ষা এরপরেও ব্যবহার করা যায়। আমি আমার দাসদের প্রতি ঠিক একই জিনিষ করব। তাদের আমি পুরোপুরি ধ্বংস করবো না। 9যাকোবের (ইস্রায়েল) কিছু লোককে আমি রক্ষা করব। যিহূদার কিছু মানুষ আমার পাহাড় পাবে। আমার দাসরা সেখানে বাস করবে। আমি পছন্দ করে ঠিক করব কারা ওখানে বাস করবে। 10তখন পলেষ্টীয় সংলগ্ন শারোণ উপত্যকা হবে মেষেদের মাঠ। জেরুশালেমের উত্তরের দশ মাইল আখোর উপত্যকা হবে গরুর পালের বিশ্রামস্থল। এইসব হবে আমার লোকদের জন্য– যেসব লোকেরা আমার খোঁজ করে।

11"কিন্তু তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছো, তাই তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। তোমরা আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের কথা ভুলে গিয়েছো। তোমরা "ভাগ্য" ও "অদৃষ্ট" মূর্ত্তিগুলোকে পূজো করতে শুরু করেছিলে। তোমরা তাদের নৈবেদ্য দিয়েছিলে। 12কিন্তু আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছি। তোমরা তরবারির দ্বারা শেষ হবে। তোমরা সবাই খুন হবে। কেন? কারণ আমি তোমাদের ডাকলেও তোমরা উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলে! আমি কথা বললেও তোমরা শোন নি। আমি যেসব কাজকে অপকর্ম বলেছিলাম তোমরা সেগুলিই করেছো। আমি যা পছন্দ করি না তাই তোমরা করবে বলে ঠিক করেছিলে।"

13তাই প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেন, "যদিও আমার দাসরা খাবে, তোমরা ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। আমার দাসরা পান করতে পারলেও তোমরা তৃষ্ণার্ত থাকবে। আমার দাসরা সুখী হলেও তোমরা দুষ্ট লোকেরা লজ্জিত হবে।

14আমার দাসরা আনন্দে মাতোহারা হবে কিন্তু তোমরা দুঃখে কেঁদে ভাসাবে। তোমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যাবে এবং তোমরা খুবই দুঃখিত হবে।

15তোমাদের নাম আমার দাসদের কাছে বাজে শব্দের মতো শোনাবে।" আমার প্রভু তোমাদের হত্যা করবেন। আর তাঁর দাসদের দেবেন নতুন নাম।

16লোকে এখন পৃথিবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তারা আশীর্বাদ চাইবে আস্থাবান ঈশ্বরের কাছে। এখন যারা পৃথিবীর নাম নিয়ে কোন প্রতিশ্রুতি করেছে তারা ভবিষ্যতে ঈশ্বরের নামে প্রতিশ্রুতি করবে। কেন? কারণ, অতীতের সমস্যার কথা সবাই ভুলে যাবে। তারা আমার চক্ষুর অন্তরালে আছে।

একটি নতুন সময় আসছে

17"আমি নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গ তৈরী করব। লোকেরা অতীতের কথা মনে রাখবে না। সেইসব কথা তারা মোটেই চিন্তা করবে না।

18আমার লোকেরা সুখী হবে। এখন থেকে চিরকাল
তারা আনন্দ করবে। কেন? আমি তাই করব।
জেরুশালেমকে আমি তৈরী করব আনন্দ নগরী এবং
সেখানকার লোকদের আমি করব খুব সুখী।

19“তারপর জেরুশালেমের জন্য আমিও সুখী হব।
আমি আমার নিজের লোকেদের জন্য সুখী হব। শহরে
আর কোন কান্না অথবা কান্নার শব্দ এবং দুঃখ থাকবে
না।

20দু-চারদিনের আয়ু নিয়ে কোন শিশু জন্মাবে না।
অল্প সময় বেঁচে থেকে কেউই মরবে না। প্রতিটি শিশু
ও বৃদ্ধ বহু বহু বছর বাঁচবে। 100 বছর বেঁচে থাকার
পরও যে কোন ব্যক্তিকে যুবকদের মত লাগবে। একজন
লোক যদি 100 বছর বয়স পর্যন্ত না বাঁচে লোকে তাকে
অভিশপ্ত মানুষ বলে বিবেচনা করবে।

21“শহরে কেউ যদি বাড়ি বানায় সে সেই বাড়িতে
বসবাস করতে পারবে। কেউ যদি বাগানে দ্রাক্ষা চাষ
করে তবে সে সেই দ্রাক্ষা ফল খেতে পারবে।

22আর কখনও এমন হবে না যে একজন বাড়ী
তৈরী করবে আর অন্যজন তাতে বাস করবে। আর
কখনও এমন হবে না যে একজন বাগান তৈরী করবে
আর অন্যজন তার ফল খাবে। আমার লোকেরা গাছের
মত দীর্ঘ জীবন পাবে। আমার মনোনীত লোকেরা যা
কিছু করবে তা উপভোগ করবে।

23একটি মৃত শিশুকে জন্ম দেবার জন্য মহিলারা
আর কখনও প্রসব যন্ত্রনা ভোগ করবে না। শিশুর জন্ম
দিতে গিয়ে মহিলারা প্রসব যন্ত্রণায় আর ভীত হবে
না। প্রভু আমার সব লোকেদের ও তাদের শিশুদের
আশীর্বাদ করবেন।

24তারা চাইবার আগেই জানতে পারবে তাদের
চাহিদা এবং তারা চাইবার আগেই সাহায্য পাবে।

25নেকড়ে বাঘ এবং মেষশাবক একসঙ্গে খাবে।
সিংহ ছোট্টবলদের সঙ্গে একসঙ্গে বিচালি খাবে। আমার
পবিত্র পর্বতে সাপ থাকলেও সে কাউকে কামড়াবে না।
এমনকি কারও ভয়েরও কারণ হবে না।” এইসব প্রভু
বলেছেন।

ঈশ্বর সব জাতির বিচার করবেন

66 প্রভু যা বলেছেন তা হল, “আকাশ আমার
সিংহাসন। আর পৃথিবী হল আমার পাদানি।
তাই তোমরা কি মনে কর আমার জন্য একটা বাড়ি
বানাতে পারবে? না, পারবে না। তোমরা কি আমার
জন্য একটি বিশ্রামস্থল বানাতে পারবে? না! পারবে
না!

2আমি নিজেই এইসব সৃষ্টি করেছি। যা কিছু এখানে
রয়েছে তা সবই আমার সৃষ্টি।” প্রভু নিজে থেকে বলেছেন
এইসব কথা। “আমাকে বল, আমি কোন ধরণের
লোকেদের জন্য চিন্তা করি? আমি গরীবদের প্রতি
যত্নবান। যারা খুব দুঃখী আমি যত্ন নিই তাদের। আর
যারা আমার কথা মান্য করে আমি তাদেরও যত্ন করি।
3কোন কোন লোক বলির জন্য ষাঁড় হত্যা করে কিন্তু
তারা মানুষকেও নির্যাতন করে। তারা মেষবলি দিলেও
কুকুরের ঘাড় মটকে দেয়! তারা শস্য নৈবেদ্য দিলেও
শুয়োরের রক্তও নৈবেদ্য দেয়। সেই মানুষগুলি ধূপ
জ্বালালেও ভালবাসে মূল্যহীন মূর্ত্তিগুলোকে। তারা
নিজেদের পথে চলতে ভালবাসে এবং ভালবাসে তাদের
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিগুলিকে।

4তাই আমি ঠিক করেছি ওদের নিজেদের কৌশলই
ব্যবহার করব। মানে আমি বলতে চাইছি ওরা যেসব
জিনিসকে ভয় পায় সেইসব জিনিস ব্যবহার করেই
ওদের শাস্তি দেব। আমি ওদের ডেকেছিলাম। কিন্তু
ওরা শোনে নি। আমি কথা বলেছিলাম। ওরা শোনে
নি। তাই আমি তাদের প্রতি একই জিনিস করব। আমি
যাকে খারাপ বলি তারা সেইসব জিনিসই করেছিল।
আমার যা অপছন্দ ওরা সেই কাজই করতে মনস্থ
করেছিল।”

5তোমরা যারা প্রভুর আদেশ মান্য কর তাদের উচিৎ
প্রভুর কথা শোনা। “তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের
ঘৃণা করেছিল। তোমরা যেহেতু আমাকে অনুসরণ
করেছিলে সেহেতু তারা তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।
তোমাদের ভাইয়েরা বলেছিল, ‘প্রভুকে সম্মান জানাবার
সময় আমরা তোমাদের কাছে আসব। তখন তোমাদের
সঙ্গে আমরাও সুখী হব।’ ঐ বাজে লোকগুলি শাস্তি
পাবে।

শাস্তি ও একটি নতুন জাতি

6শোন! শহর ও মন্দির থেকে একটা জোরালো
শব্দ আসছে। সেই শব্দ শত্রুদের প্রভুর শাস্তি প্রদানের।
প্রভু নিজের শত্রুদের প্রাপ্য শাস্তি দিচ্ছেন।

7-8“যন্ত্রণা ভোগ করার আগে একজন মহিলা শিশুর
জন্ম দিতে পারে না। যাকে জন্ম দিচ্ছে তাকে দেখার
আগেই একজন মহিলা অবশ্যই যন্ত্রণা ভোগ করে।
একইভাবে কোন লোক কি একদিনে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি
হতে দেখেছে? কোন লোক কি একদিনে একটি নতুন
জাতির সৃষ্টি হতে দেখেছে? প্রসব যন্ত্রণার মত ঐ
দেশটিরও প্রথম যন্ত্রণা থাকবে। জন্ম যন্ত্রণার পরই
দেশটি তার ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ একটি নতুন জাতির
জন্ম দেবে। 9একইভাবে কোন নতুন জিনিসকে
জন্মগ্রহণের অনুমতি না দিয়ে আমি কাউকে যন্ত্রণা
দেব না।”

প্রভু বলেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোন নতুন
জিনিষকে জন্ম দেওয়া ব্যতিরেকে আমি তোমাদের
প্রসব যন্ত্রণা দেব না।”

10জেরুশালেম সুখী হও। জেরুশালেমকে যারা
ভালবাসে তারা সুখী হও। দুঃখজনক ঘটনা
জেরুশালেমে ঘটেছে। তাই তোমাদের কেউ কেউ বিষণ্ণ।
কিন্তু এখন তোমাদের খুশি হওয়া উচিৎ।

11কেন? কারণ তার স্তন থেকে দুধ বেরিয়ে আসার
মতো তোমরা করুণা পাবে। সেই দুধ সত্যি তোমাদের
সন্তুষ্ট করবে। তোমরা সেই দুধ পান করে তার সমৃদ্ধিতে
নিজেদের সন্তুষ্ট করবে।

12প্রভু বলেন, "দেখো! আমি তোমাদের শান্তি দেব। শান্তি আসবে নদীর মতো। পৃথিবীর সব জাতির কাছ থেকে আসবে ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য আসবে বন্যার জলের মতো। তোমরা শিশুর মতো সেই 'দুধ' পান করবে। আমি তোমাদের কোলে তুলে নেব, হাঁটুতে বসিয়ে দোল খাওয়াব।

13মা যেমন তার ছেলেকে আরাম দেয়, আমি তোমাদের সেইভাবে আরাম দেব এবং তোমরা জেরুশালেমে আরাম পাবে।"

14তোমরা যা দেখবে তাতেই আনন্দ পাবে। তোমরা ঘাসের মত মুক্ত এবং বড় হবে। প্রভুর দাসরা দেখতে পাবে তাঁর ক্ষমতা কিন্তু শত্রুরা দেখতে পাবে প্রভুর ক্রোধ।

15তাকাও, প্রভু আগুন নিয়ে আসছেন। ঝড়ের মতো প্রভুর রথ আসছে। প্রভু সেইসব লোকের ওপর তাঁর শাস্তি প্রদান করবেন। যখন তিনি ক্রুদ্ধ, তখন তিনি ওইসব লোকেদের আগুনের শিখা দিয়ে শাস্তি দেবেন।
16প্রভু লোকদের বিচার করবেন। তারপর তিনি লোকেদের আগুন আর তরবারি দিয়ে ধ্বংস করবেন। বহু মানুষেরই তিনি বিনাশ ঘটাবেন।

17সেইসব লোকেরা তাদের বিশেষ বাগানগুলিতে পূজোর আগে নিজেদের শুদ্ধ করবার জন্য স্নান করে। নিজেদের বিশেষ বাগানে তারা একে অন্যকে অনুসরণ করে। যখন তারা তাদের মূর্ত্তির পূজা করে তারপর প্রভু ঐসব লোকদের ধ্বংস করবেন।

"ঐসব লোকেরা শুয়োর ও ইঁদুরের মাংস এবং অন্যান্য নোংরা জিনিস খায়। তবে তারা সবাই একসঙ্গে ধ্বংস হবে।" প্রভু স্বয়ং একথা বলেছেন।

18"ঐসব লোকদের চিন্তায় ও কাজে রয়েছে অপকর্ম। তাই আমি আসছি ওদের শাস্তি দিতে। আমি সব জাতির সব মানুষকে একত্রিত করব। সব লোকেরা একসঙ্গে এসে আমার ক্ষমতা দেখবে। আমি কাউকে কাউকে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে রাখব এবং তাদের রক্ষা করব।
19যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের কয়েকজনকে আমি তর্শীশ, লিবিয়া, লূদ, তূবল, গ্রীস ও অন্যান্য দূরবর্তী দেশসমূহে পাঠাব। ঐসব লোকেরা কখনও আমার সম্বন্ধে শোনেনি। তারা কখনও আমার মহিমা দেখেনি। তাই রক্ষা পাওয়া ওইসব লোকেরা অন্যান্য জাতিগুলিকে আমার মহিমার কথা জানাবে।

20তারাই তোমাদের ভাইবোনদের অন্যান্য সমস্ত জাতি থেকে নিয়ে আসবে। তারা তোমাদের ভাইবোনেদের আনবে জেরুশালেমে, আমার পবিত্র পর্বত সিয়োনে। তোমাদের ভাইবোনেরা আসবে ঘোড়া, গাধা, উট, যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট ছোট যান প্রভৃতিতে চেপে। প্রভুর মন্দিরে ইস্রায়েলের মানুষরা যেমন উপহার নিয়ে যায় তেমনি তোমাদের ভাই-বোনেরা উপহার হয়ে আসবে।
21আমি বেছে কাউকে যাজক এবং কাউকে যাজকদের সাহায্যকারী বানাবো।" তা প্রভু স্বয়ং একথাগুলি বলেছেন।

নতুন স্বর্গসমূহ এবং নতুন পৃথিবী

22"আমি একটি নতুন পৃথিবী তৈরী করব এবং এই নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গ থাকবে অনন্তকাল। একইভাবে তোমাদের নাম ও তোমাদের শিশুরা আমার সঙ্গে থাকবে সর্বক্ষণ।
23সব লোকেরা প্রার্থনার দিনে আমার উপাসনা করতে আসবে। তারা প্রতি মাসের প্রথম দিন এবং বিশ্রামের দিন আমার উপাসনা করতে আসবে।

24"ঐসব লোকেরা থাকবে আমার পবিত্র শহরে এবং তারা শহরের বাইরে গেলেই আমার বিরুদ্ধে পাপ কাজে লিপ্ত মানুষদের মৃতদেহ দেখতে পাবে। সেই দেহে কৃমি থাকবে এবং সেই কৃমিরা কখনও মরবে না। আগুন পুড়িয়ে দেবে দেহগুলিকে এবং ঐ আগুন কখনও নিভবে না।"

যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক

1 এইগুলি হল যিরমিয়র বার্তাসমূহ। যিরমিয় ছিলেন
হিল্কিয়ের পুত্র। যাজক পরিবারের সন্তান যিরমিয়
বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর অঞ্চল অনাথোৎ শহরে বাস
করতেন। 2যিহূদার রাজা আমোনের পুত্র যোশিয়র
ত্রয়োদশ বছরের রাজত্বকালে* প্রভু প্রথম যিরমিয়র
সঙ্গে কথা বলেছিলেন। 3যোশিয়র পুত্র সিদিকিয়র
একাদশ বছরের রাজত্বকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ঐ বছরের
পঞ্চম মাসে বন্দীদের জেরুশালেম থেকে নিয়ে আসার
সময় পর্যন্ত যিরমিয় ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা
পেয়েছিলেন।

ঈশ্বর যিরমিয়কে ডাকলেন

4যিরমিয়ের কাছে প্রভুর বার্তা পৌঁছালো।
5প্রভুর বার্তা ছিল এই রূপ: "তোমাকে আমি তোমার
মাতৃগর্ভে রূপ দেবার আগেই জানতাম। তোমার জন্মের
আগে থেকেই আমি তোমাকে একটি বিশেষ কাজের
জন্য নির্বাচন করে রেখেছিলাম। আমি তোমাকে
জাতিসমূহের ভাববাদী হিসেবে মনোনীত করেছিলাম।"

6যিরমিয় তখন বললেন, "কিন্তু প্রভু সর্বশক্তিমান,
আমি তো কথাই বলতে জানি না। আমি একজন
বালক মাত্র।"
7কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
"নিজেকে বালক বোল না, যেখানে আমি তোমাকে
পাঠাবো সেখানেই তোমাকে যেতে হবে। আমি তোমাকে
যা যা বলতে বলব তুমি কেবল তাই-ই বলবে।
8কাউকে কখনও ভয় পাবে না। আমি সব সময়
তোমার সঙ্গেই আছি এবং আমিই তোমাকে রক্ষা
করবো।" এই হল প্রভুর বার্তা।

9তারপর প্রভু তাঁর বাহু প্রসারিত করে আমার ঠোঁট
স্পর্শ করে বললেন,
"যিরমিয়, আমি আমার শব্দ তোমার ঠোঁটে স্থাপন
করলাম।
10আজ থেকে আমি তোমাকে এই জাতিগুলির
এবং রাজ্যগুলির ভার দিলাম। তুমি তাদের উৎপাটন
করবে এবং তাদের ছিঁড়ে ফেলে দেবে। তুমি তাদের
ধ্বংস করবে এবং ক্ষমতাচ্যুত করবে। তুমিই সৃষ্টি করবে
এবং বপণ করবে।"

দুটি দর্শন

11প্রভুর এই বার্তা আমার কাছে এল: "যিরমিয়, কি
দেখতে পাচ্ছো তুমি?"
আমি প্রভুকে বললাম, "বাদাম কাঠের তৈরী একটি
লাঠি দেখতে পাচ্ছি।"
12প্রভু আমাকে বললেন, "তুমি ঠিকই দেখেছ এবং
তোমার প্রতি আমার কথাগুলো যাতে সত্য হয় তার
সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য আমি লক্ষ্য রাখছি।"
13আবার প্রভুর বার্তা আমার কাছে এসে পৌঁছালো:
"যিরমিয়, এবার তুমি কি দেখতে পাচ্ছো?"
আমি উত্তর দিলাম, "একটি ফুটন্ত গরম জলভর্তি
পাত্র দেখতে পাচ্ছি। পাত্রটির উত্তর দিকের অগ্রভাগ
উথলে পড়ছে।"
14প্রভু আমাকে বললেন, "উত্তরদিক থেকে ভয়ানক
কিছু ঘটতে চলেছে। এটি এই দেশের সমস্ত লোকের
ওপর ঘটবে।
15খুব অল্পকালের মধ্যে, আমি উত্তরদিকের
দেশগুলির সমস্ত লোকেদের ডাকব।" প্রভু এই কথাগুলি
বললেন। "ওই দেশগুলির রাজারা এসে জেরুশালেমের
ফটকের কাছে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করবে। তারা
জেরুশালেমের প্রাচীর আক্রমণ করবে। তারা পাশাপাশি
যিহূদার প্রতিটি শহর আক্রমণ করবে।
16এবং আমি আমার লোকেদের বিরুদ্ধেই রায়
ঘোষণা করব। আমি এরকম করব কারণ ওরা খারাপ
মানুষ এবং ওরা আমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। আমাকে
ছেড়ে গিয়েছে। ওরা অন্য দেবতাদের প্রতি উৎসর্গ
নিবেদন করেছে। নিজেদের হাতে গড়া মূর্ত্তিকে পূজা
করেছে।
17"সুতরাং যিরমিয় তৈরী হও। উঠে দাঁড়াও এবং
লোকেদের সঙ্গে কথা বলো। আমি তোমাকে যা যা
বলতে বলেছি তাদের তুমি তাই বলবে। তাদের সামনে
ভয় পেয়ো না। এই লোকেদের সম্বন্ধে ভয় পেয়ো না,
নাহলে আমি কিন্তু ওদের ভয় পাওয়ার জন্য তোমাকে
একটি ভাল কারণ দেব।
18আর আমি আজ থেকে তোমাকে দুর্ভেদ্য এক
নগরীর মতো তৈরী করব। তুমি লৌহস্তম্ভের মতো
কঠিন, পিতলের দেওয়ালের মতো নিরেট। এই যিহূদা
দেশের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তুমি সক্ষম হবে।
সে যেই হোক, রাজা অথবা নেতা, যাজক অথবা
সাধারণ মানুষ, সবার চাইতে তুমিই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ
শক্তিধর।
19সারা দেশের মানুষ তোমার সঙ্গে লড়াই করলেও,
তোমাকে কেউ হারাতে পারবে না। কারণ আমি সব

যোশিয়র ... রাজত্বকালে সময় 627 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

সময় তোমার সঙ্গে আছি। আমিই তোমাকে রক্ষা করব।”
এই হল প্রভুর বার্তা।

যিহূদা বিশ্বস্ত ছিল না

2 প্রভুর বার্তা পৌঁছেছিল যিরমিয়ের কাছে। প্রভুর বার্তা
ছিল: 2“যিরমিয় যাও এবং জেরুশালেমের
লোকেদের সঙ্গে কথা বল। তাদের বলো:
‘“যখন তোমরা একটি নবীন জাতি ছিলে, তখন
তোমরা আমার প্রতি খুব বিশ্বস্ত ছিলে। আমাকে অনুসরণ
করতে নতুন কনের (প্রেমের) মতো। মরুভূমির মাঝেও
তোমরা আমাকে অনুসরণ করেছ। অনুসরণ করে
গিয়েছো মৃত্তিকার মধ্যে দিয়ে– অথচ যে মৃত্তিকায় কখনো
চাষ করা হয়নি।
3ইস্রায়েলের লোকেরা ছিল প্রভুর পবিত্র উপহার।
তারা ছিল প্রথম ফল যেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা ফলাবার
কথা ছিল। যারা তাদের ক্ষতি করতে চাইত, তারা
দোষী সাব্যস্ত হত। এই সব দুষ্ট লোকেদের জীবনে
খারাপ ঘটনাসমূহ ঘটেছিল।”’ এই ছিল প্রভুর বার্তা।
4হে যাকোবের পরিবার, ইস্রায়েল পরিবারের সকল
গোষ্ঠী প্রভুর বার্তা শোন।
5প্রভু যা বললেন তা হল, “তোমরা কি মনে করো
যে আমি তোমাদের পূর্বপুরুষেদের প্রতি সুবিচার করি
নি? সেই জন্যই কি তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে
গিয়েছে? তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মূল্যহীন মূর্ত্তিসমূহের
পূজা করেছিল এবং নিজেরাই মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল।
6তোমাদের পূর্বপুরুষেরা বলেনি যে, ‘তিনি কোথায়
যিনি আমাদের শুষ্ক পাথুরে জমির মধ্য দিয়ে, অন্ধকার
বন্ধ্যা জমির মধ্য দিয়ে এবং বিপজ্জনক রাস্তার মধ্য
দিয়ে মরুভূমি পার করে এনেছিলেন?’
7প্রভু বললেন, “আমিই সেই যে তোমাদের এই
ভালো উর্বর দেশে নিয়ে এসেছিলাম যাতে তোমরা
এর ফল ও শস্যসমূহ খেতে পাও এবং খাদ্য জোগাতে
পারো। তোমরা আমার মাটিকে ‘নোংরা’ করে দিলে।
আমি তোমাদের একটি ভালো জমি দিয়েছিলাম, কিন্তু
তোমরা তাকে একটি খারাপ জায়গায় পরিণত করে
দিলে।
8“যাজকরা প্রশ্ন করেনি, ‘কোথায় সেই প্রভু?’ যারা
বিধিটি জানত তারা আমাকে জানতে চায়নি। ইস্রায়েলের
নেতারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ভাববাদীগণ বাল
মূর্ত্তির নাম নিয়ে ভাববাণী করেছিল। তারা মূল্যহীন
মূর্ত্তিগুলোর পূজা করেছিল। তারা মূর্ত্তির অজুহাত
দেখিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের পূজায় বসিয়েছে।
ইস্রায়েলবাসী ভেবেছিল এই মূর্ত্তিই তাদের জন্য
ফলনশীল জমি তৈরী করেছে। তারা বিশ্বাস করেছিল,
মূর্ত্তিই বুঝি ঝড়, বৃষ্টি এনে দিয়েছে।”
9প্রভু বললেন, “তাই আমি তোমাদের আবার
অভিযুক্ত করছি। অভিযুক্ত করব তোমাদের পুত্র
পৌত্রগণদেরও।
10যাও, সমুদ্রের ওপারে কিত্তীয়দের দ্বীপে। কোন
একজনকে কেদরের দেশে পাঠাও। দেখ আর কেউ
কখনও এরকম করেছে কিনা। সেখানে দেখো কেউ
তোমাদের মতো এই কাজ করছে কিনা।
11কোনও দেশ কি তাদের পুরানো দেবতাকে ছুঁড়ে
ফেলে নতুন দেবতার উপাসনা করেছে? কিন্তু তাদের
সেই দেবতারা সত্যিকারের দেবতা নয়। কিন্তু আমার
লোকেরা তাদের মহিমাময় ঈশ্বরের পরিবর্তে মূল্যহীন
মূর্ত্তিগুলোর পূজা শুরু করেছিল।
12“হে আকাশমণ্ডল, যা সব ঘটেছিল তাতে আশ্চর্য্য
হও! প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে থাকো।” এই ছিল প্রভুর
বার্তা।
13“আমার দেশের লোকেরা দুটি ভুল কাজ করেছে।
প্রথমতঃ যদিও আমি একটি জীবন্ত জলের ঝর্ণা তবু
তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আমিই
জলের অস্তিত্ব। দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেদের জন্য কূপ
খনন করেছে। (তারা ভিন্ন দেবতার উপর আস্থা
রেখেছে।) কিন্তু সেগুলি ভাঙ্গা কূপ। জলাধার হতে
পারে না।
14“ইস্রায়েলবাসীরা কি দাস হয়ে গিয়েছে? তারা
কি সেই লোকের মত হয়ে গেছে যে দাস হয়েই
জন্মেছিল? লোকেরা কেন ইস্রায়েলীয়দের ধনসম্পদ
নিয়ে নিয়েছিল?
15সিংহ শাবকেরা (শত্রুরা) ইস্রায়েলের প্রতি গর্জন
করে উঠেছিল। তারা তার প্রতি হুংকার করেছে। তারা
ইস্রায়েল দেশটিকে ধ্বংস করেছে। এমনকি শহরগুলিকে
পোড়ানো হয়েছিল এবং সেখানে কোন মানুষ পড়ে
ছিল না।
16মিশরের দুটি শহর নোফের এবং তফনহেষের
লোকেরাও তোমাদের মাথাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।
17এই ক্ষতির কারণ তোমরা নিজেরাই। কেননা
প্রভু তোমার ঈশ্বর যখন তোমাদের সঠিক পথে নিয়ে
যাচ্ছিলেন তখন তোমরা নিজেরাই তাঁকে ত্যাগ করে
দূরে সরে গিয়েছ।
18যিহূদার লোকেরা, এবার ভাবো: ওটি কি তোমাদের
মিশরে যেতে সাহায্য করেছিল? ওটি কি তোমাদের
সাহায্য করেছিল নীল নদের জল পান করতে? না!
সেটি কি তোমাদের অশূরে যেতে সাহায্য করেছিল?
ওটি কি তোমাদের সাহায্য করেছিল ফরাৎ নদীর জল
পান করতে? না!
19না! তোমরা খারাপ কাজ করেছিলে এবং সেইজন্য
তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। তোমাদের বিঘ্নসমূহ
আসবে এবং সেই সংকট তোমাদের উচিৎ শিক্ষা দেবে।
তোমরা একবার ভেবে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে
ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণাম কি
মারাত্মক। আমাকে ভয় না পাওয়া এবং সম্মান না
করা নিতান্তই মুর্খামি।” এই ছিল প্রভু সর্বশক্তিমানের
বার্তা।
20“যিহূদা, অনেককাল আগে তুমি তোমার জোয়াল
ভেঙ্গে ছিলে। তুমি আমাকে তোমায় নিয়ন্ত্রণ করতে
অস্বীকার করেছিলে। তুমি আমাকে বলেছিলে, ‘আমি
তোমার অনুগামী নই।’ সেই সময় থেকে, প্রতিটি

পর্বতের চূড়ায় এবং প্রতিটি গাছের নীচে তুমি বেশ্যা বৃত্তিতে লিপ্ত ছিলে।

21যিহূদা, আমি তোমাকে বিশেষ দ্রাক্ষা গাছ হিসেবে বপন করেছিলাম। তোমার বীজে তো কোন দোষ ছিল না। তাহলে কি করে তুমি একটি ভিন্ন জাতের দ্রাক্ষা কুঞ্জে পরিণত হলে, যেটি শুধুই বাজে দ্রাক্ষা ধারণ করে?

22তুমি যদি বার বার সাবান দিয়ে নিজেকে ধুয়ে ফেল, তবুও আমি তোমার দোষ দেখতে সক্ষম হবো।" এই ছিল প্রভু ঈশ্বরের বার্তা।

23"যিহূদা, কি করে তুমি বলতে পারলে, 'আমি অশুচি নই। কিন্তু তুমি কি বাল মূর্ত্তির পেছনে ছুটে বেড়াও নি?' একবার ভাবো এই উপত্যকায় তুমি আর কি কি করেছিলে। তুমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দৌড়ে বেড়ানো একটি স্ত্রী-উটের মত।

24তুমি একটি বন্য গর্দ্দভীর মতো যে মরুভূমিতে বাস করে। কামাবেশে সে যখন বাতাসের গন্ধ শোঁকে তখন কে তাকে থামাতে পারে? সমস্ত পুরুষ যারা তাকে চায়, তাদের নিজেদের ক্লান্ত করবার দরকার নেই কারণ কামক্রিয়ার সময় তারা তাকে সহজেই খুঁজে পাবে।

25যিহুদা মূর্ত্তির পিছনে ছোটা বন্ধ করো। ঐ দেবতাদের জন্য পিপাসিত হওয়া বন্ধ করো। কিন্তু তুমি বললে, 'আমি ফিরতে পারব না। আমি ঐ দেবতাদের ভালোবাসি। আমি ওদেরই পূজা করতে চাই।'

26"একজন চোর চুরি করবার সময় মানুষের হাতে ধরা পড়লে যেমন লজ্জা পায়, তেমনি ইস্রায়েলীয়রা লজ্জিত, ইস্রায়েলের রাজারা, যাজকরা এবং ভাববাদীরাও লজ্জিত।

27বস্তুত, তারা একটি কাঠের টুকরোকে বলে, 'তুমি আমার পিতা!' তারা একটি পাথরকে বলে, 'তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ।' তারা আমার দিকে তাকায় না। তারা আমার দিকে তাদের পেছন ফিরিয়েছে। কিন্তু বিপদে পড়লে এই যিহূদার লোকেরাই লজ্জিত হয়ে আমাকে বলবে, 'এসো, আমাদের উদ্ধার করো।'

28দেখা যাক, তোমাদের তৈরী করা মূর্ত্তিরা এসে বিপদ থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে পারে কি না? যিহূদা তোমাদের যত শহর, তত দেবতা। দেখি তারা কিভাবে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে।

29"কেন আমার সঙ্গে তর্ক করছো? তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছো।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

30"আমি তোমাদের, যিহূদার লোকেদের শাস্তি দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা সাহায্য করেনি। তোমরা কোন শিক্ষা পাও নি। যে সব ভাববাদীরা তোমাদের কাছে এসেছিল তাদেরও তরবারি দিয়ে হত্যা করেছো। তোমরা হিংস্র সিংহের মতো ভাববাদীদের হত্যা করেছো।"

31ওহে, এই প্রজন্মের লোকেরা, প্রভুর বার্তা মন দিয়ে শোন! "আমি কি ইস্রায়েলীয়দের কাছে মরুভূমির মতো শুষ্ক ছিলাম? আমি কি তাদের কাছে শুধুই অন্ধকার এবং বিপদের পূর্বাভাস ছিলাম? আমার লোকেরা বলেছে, 'আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো চলতে পারি। আমরা আর তোমার কাছে ফিরে আসব না প্রভু!' তারা একথাগুলো কি করে বলতে পারল?

32কোন যুবতী তার গহনাকে ভুলতে পারে না। কোন কনে তার বিয়ের পোশাকের কথা ভুলে যায় না। কিন্তু আমার লোকেরা আমাকে বহুবার ভুলে গিয়েছে।

33"যিহূদা, তুমি খুব ভালো করেই জানো কিভাবে প্রেমিকদের (মূর্ত্তির) পেছনে দৌড়তে হয়। তুমি কুকর্ম করতে শিখে গিয়েছিলে।

34তাই তোমার হাতে নিরীহ গরীব মানুষের রক্তের দাগ। সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করেও তোমার শান্তি হয় নি। তুমি তাদের তোমার বাড়ীতে চুরি করতে দেখনি। তুমি তাদের বিনা কারণে মেরে ফেলেছিলে।

35(এত কিছুর পরও) তুমি কিন্তু বলছো, 'আমি নির্দোষ। ঈশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ নন।' তাই আমিও তোমাকে মিথ্যে বলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলাম। কেননা তুমি বলছো, 'আমি কোন অন্যায় করি নি।'

36তুমি সহজেই নিজের মন বদলাও। অশূর তোমায় হতাশ করেছিল বলে তুমি অশূরকে ত্যাগ করেছিলে। এবং তুমি সাহায্যের জন্য মিশরের দিকে ঘুরেছিলে। মিশরও তোমাকে নিরাশ করবে।

37তাই তুমি মিশরও ত্যাগ করবে। এবার তুমি লজ্জায় মুখ লুকোলে। তুমি যে সমস্ত দেশগুলিকে বিশ্বাস করেছিলে তারা কেউই তোমাকে জেতার জন্য সাহায্য করতে পারেনি। কারণ প্রভু সেই দেশগুলিকে বাতিল করেছিলেন।

3 "একজন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর, সেই স্ত্রী যদি অন্য এক পুরুষের সঙ্গে পুনরায় ঘর বাঁধে, তাহলে কি সেই স্বামী আবার তার প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়? না। কিন্তু সে যদি ঐ মহিলাটির কাছে আবার ফিরে যায় তাহলে সেই দেশ অপবিত্র হয়ে যাবে। যিহূদা তুমিও পতিতার মতো। তুমি এতজন প্রেমিকদের (মূর্ত্তির) সঙ্গে ছিলে, তুমি কি এখন আমার কাছে ফিরে আসবে?" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

2"যিহূদা বৃক্ষ শূন্য পর্বতশৃঙ্গগুলোর দিকে তাকাও। সেখানে এমন কোন শৃঙ্গ আছে কি যেখানে তুমি তোমার প্রেমিকদের (মূর্ত্তির) সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হও নি? তোমার সতীত্ব লঙ্ঘিত হয়নি? আরববাসী যেমন মরুভূমিতে অপেক্ষায় বসে থাকে তেমন তুমিও প্রত্যেকটি রাস্তায় অপেক্ষা করেছো। তোমার এই সব প্রিয় প্রেমিকদের জন্য। তুমিই অসংখ্য খারাপ কাজ আর ব্যভিচারের মাধ্যমে দেশের মাটিকে অপবিত্র করেছ। তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো।

3তোমার পাপের কারণে দেশ জুড়ে খরা দেখা দিয়েছে এবং বসন্তকালীন বৃষ্টি আসেনি। তবুও তোমার লজ্জাহীন মুখে পতিতার কামুক দৃষ্টি। কৃতকার্যের জন্য তোমার কোনও লজ্জা নেই। অনুশোচনা নেই।

4কিন্তু তুমি আমাকে 'পিতা' বলে ডাকছো। তুমি বলছ, 'ছোটবেলা থেকেই তুমি আমার বন্ধু।'

5তুমি এও বলেছিলে যে, 'ঈশ্বর আমার প্রতি সব সময় ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন না। ঈশ্বরের ক্রোধ চিরকাল থাকে না।' "যিহূদা, তুমি একথা বললেও যতরকম শয়তানি কাজ করা সম্ভব তুমি করেছ।"

দুই কুটিল বোন: ইস্রায়েল এবং যিহূদা

6যিহূদার রাজা যোশিয়ের সময়ে প্রভু আমার সঙ্গে কথা বললেন। প্রভু বললেন, "যিরমিয়, ইস্রায়েল যে সব খারাপ কাজ করেছে তা কি তুমি দেখেছ? তুমি কি দেখেছ সে আমার প্রতি কতটা অবিশ্বাসী ছিল? প্রত্যেকটি মূর্ত্তির সঙ্গে সে ব্যভিচারে মেতে উঠেছিল। ব্যভিচারের সাক্ষী রয়েছে প্রতিটি পর্বতশৃঙ্গ, প্রতিটি গাছের ছায়া।
7আমি নিজের মনে ভেবেছিলাম, 'এইবারে নিশ্চয়ই ইস্রায়েল তার সমস্ত খারাপ কাজ করে আমার কাছে ফিরে আসবে।' কিন্তু সে ফিরে আসেনি। 8ইস্রায়েলের মতোই বিশ্বাসঘাতক তার বোন যিহূদাও স্বচক্ষে দেখেছিল তার দিদির ব্যভিচার। ইস্রায়েলের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমি তাকে ত্যাগ করেছিলাম। ইস্রায়েলের এই দশা দেখে তার বিশ্বাসঘাতক বোন যিহূদা কিন্তু এতটুকু শঙ্কিত হয়নি। আমার বিধানে যিহূদা ভীত হবার পরিবর্তে সে দিদির প্রদর্শিত পথেই চলতে শুরু করেছিল। সেও অবশেষে পতিতার মতো আচরণ শুরু করল। 9ব্যভিচারিতায় লিপ্ত হয়ে যিহূদাও তার দেশকে কলঙ্কিত করল। সে কাঠের এবং পাথরের মূর্ত্তিসমূহ পূজো করে ব্যভিচার করেছিল। 10যিহূদা, ইস্রায়েলের বিশ্বাসঘাতক বোন আমার কাছে কখনোই সর্বান্তঃকরণে ফিরে আসেনি। শুধু বারবার ফিরে আসার ছল করেছিল।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

11প্রভু আমাকে বললেন, "ইস্রায়েল আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নে যিহূদার চেয়ে তার অজুহাত অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল। 12যিরমিয় উত্তরদিকে তাকিয়ে দেখ এবং এই বার্তা বল:

'ওহে বিশ্বাসহীন ইস্রায়েলবাসী, তোমরা ফিরে এসো।' এই ছিল প্রভুর বার্তা। 'আমি তোমাদের প্রতি আর কঠোর হবো না। আমি দয়ার সাগর।' 'আমি চিরকাল তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকব না। এই ছিল প্রভুর বার্তা।'

13তোমাদের পাপকে তোমাদের উপলব্ধি করা এবং স্বীকার করা উচিৎ। তোমরা প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিলে– সেটাই হল তোমাদের পাপ। তোমরা প্রতিটি গাছের নীচে অন্য জাতিসমূহের মূর্ত্তিদের পূজো করেছিলে। তোমরা আমাকে মান্য করোনি। তাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলে প্রতিটি গাছের তলায়।"' এই ছিল প্রভুর বার্তা।

14"হে লোকেরা, তোমরা বিশ্বস্ত নও। কিন্তু ফিরে এসো আমার কাছে!" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

"আমি হলাম তোমাদের প্রভু। এদেশের প্রত্যেকটি শহর থেকে একজন এবং প্রত্যেকটি পরিবার থেকে দুজনকে আমি সিয়োনে নিয়ে আসব। 15তারপর আমি তোমাদের নতুন শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন করে দেব। সেই শাসকবৃন্দ আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। তারা জ্ঞান এবং বিবেচনার সঙ্গে তোমাদের নেতৃত্ব দেবে। 16সে সময় তোমরা সংখ্যায় বাড়বে। অনেকেই তখন সে দেশে বাস করবে।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

"কেউ সেই সময় আর বলতে পারবে না যে আমার মনে পড়ে সেইসব দিনের কথা যখন আমাদের কাছে প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক ছিল।' এমন কি তারা আর সেই পবিত্র সিন্দুক নিয়ে ভাববেও না। তারা সেই সিন্দুককে মনেও রাখতে পারবে না। তারা সেটা হারিয়েও ফেলবে না। তারা আর কখনও অন্য একটি পবিত্র সিন্দুক তৈরী করবে না। 17সেই সময় এই জেরুশালেম শহর 'প্রভুর সিংহাসন' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠবে। এবং প্রভুর নামকে সম্মান জানাতে সমস্ত জাতি একত্রে জেরুশালেমে এগিয়ে আসবে। তারা আর তাদের উদ্ধত, জেদী এবং শয়তান হৃদয়কে অনুসরণ করবে না। 18সেই দিনগুলিতে যিহূদা এবং ইস্রায়েলের পরিবারবর্গ একসঙ্গে মিলিত হবে। এবং তারা একসঙ্গে উত্তর দিকের দেশ থেকে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলাম সে দেশে আসবে।

19"আমি, প্রভু মনে মনে বললাম, 'আমি তোমাদের সঙ্গে নিজের সন্তানের মতো ব্যবহার করতে চাই। আমি তোমাদের একটা মনোরম দেশ উপহার দিতে চাই, যেটা অন্য সকল দেশের চেয়ে সেরা।' আমি ভেবেছিলাম তোমরা আমাকে 'পিতা' বলে ডাকবে। আমাকেই অনুসরণ করবে।

20কিন্তু তোমরা একটি নারীর মতো যে তার স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত। ইস্রায়েলের পরিবারবর্গ, তোমরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে না।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

21তোমরা বন্ধ্যা পাহাড়গুলি থেকে কান্না শুনতে পাবে। ইস্রায়েলীয়রা কাঁদছে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তারা শয়তান হয়ে উঠেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের প্রভু ঈশ্বরকে।

22প্রভু আরও বললেন, "হে ইস্রায়েলীয়রা, তোমরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত নও। তবু তোমরা আমার কাছে ফিরে এসো আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।" ইস্রায়েলীয়দের বলা উচিৎ, "তুমিই প্রভু আমাদের ঈশ্বর। আমাদের তোমার কাছেই ফিরে আসা উচিৎ।

23পাহাড়ের উপর মূর্ত্তিপূজো এবং উচ্ছৃঙ্খল অনুষ্ঠান করে আমরা ভুল করেছিলাম। ইস্রায়েলের মুক্তি প্রভু, আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে অবশ্যই আসে।

24ঐ বাল মূর্ত্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের সমস্ত ধনসম্পদ খেয়ে ফেলেছে। সে তাঁদের মেষ, গবাদিপশু, পুত্র ও কন্যাদের খেয়ে ফেলেছে।

25লজ্জায় আমাদের মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমাদের লজ্জা আমাদের কম্বলের মত ঢেকে ফেলুক। আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে। আমাদের পিতৃপুরুষদের মতো আমরাও পাপ করেছি। ছোটবেলা থেকেই আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে অমান্য করে এসেছি।"

4 এই বার্তা প্রভুর কাছ থেকে এলো। "ইস্রায়েল, যদি তুমি ফিরতে চাও তাহলে আমার কাছে ফিরে এসো। ভ্রান্ত দেবতাদের মূর্ত্তিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমার কাছ থেকে চ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়ো না।

2যদি কেবলমাত্র এগুলি কর তাহলেই কোন প্রতিজ্ঞা করবার সময় তোমরা আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে। প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় বলতে পারবে, 'প্রভুর নিশ্চিত অস্তিত্বের দিব্য।' এই কথাগুলো তোমরা সত্য, উচিৎ এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে। তাহলে জাতিসমূহ তাঁর আশীর্বাদ পাবে। তারপর তারা তাঁকে প্রশংসা করতে পারবে। তোমার দেশবাসী প্রভুর কার্যকলাপ ঘিরে গর্ব অনুভব করবে।"

3যিহূদা এবং জেরুশালেমের মানুষকে এই কথাগুলি প্রভু বলেছিলেন:

"তোমাদের জমিগুলি চষা হয়নি। জমিতে লাঙল দাও! নিজেদের পতিত জমি চাষ করো। বীজ বোনো সেই জমিতে। কাঁটাবনে বীজ বপন করো না।

4প্রভুর লোক হয়ে যাও! তোমাদের হৃদয়গুলোকে পরিবর্তন করো। আত্মাকে শুদ্ধ করো। হে যিহূদা ও জেরুশালেমের মানুষ, তোমরা যদি নিজেদের না শোধরাও তাহলে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে যাবো। আমার ক্রোধ আগুনের মতো দ্রুত গতিতে তোমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। সেই আগুন নেভানোর ক্ষমতা কারো হবে না। তোমাদের অসৎ কার্যকলাপের জন্যই এইগুলো হবে।"

উত্তর দিক থেকে বিপর্যয়

5"যিহূদার লোকেদের এই খবর বল:

জেরুশালেম শহরের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে বল, 'দেশের সর্বত্র শিঙা বাজাও।' জোরে চিৎকার কর: 'এস, আমরা একত্র হই এবং প্রতিরক্ষার জন্য দূর্গবিশিষ্ট শহরগুলিতে যাই।'

6সিয়োনের দিকে নিশান পতাকা ওড়াও। বাঁচতে চাও তো তাড়াতাড়ি করো। অপেক্ষা কোরো না। যা বলছি তাই কর কারণ আমি উত্তর দিক থেকে বিপর্যয় বয়ে আনছি। আমি এক ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটাবো।"

7এক "সিংহ" তার গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেশসমূহের এক বিনাশকর্তা তার যাত্রা শুরু করেছে। তোমাদের দেশকে ধ্বংস করতে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে এই দেশের ওপর, কোন মানুষ জীবিত থাকবে না, সব কটি শহর ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।

8সুতরাং শোকের পোশাক পরে তোমরা চিৎকার করে কাঁদো! কারণ প্রভু আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।"

9প্রভু বললেন, "যখন এগুলি ঘটবে, তখন রাজা এবং তাঁর পারিষদরা তাদের সাহস হারিয়ে ফেলবে, যাজকরা দারুণ ভয় পেয়ে যাবেন এবং ভাববাদীরা যৎপরোনাস্তি বিহ্বল হবেন।"

10তখন আমি, যিরমিয় বললাম, "হে প্রভু আমার মনিব, আপনি অবশ্যই যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের এই বলে প্রতারণা করেছেন: 'তোমরা শান্তি পাবে।' কিন্তু এখন তরবারিটি তাদের গলার দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে।"

11একইসঙ্গে সেই সময় যিহূদা এবং জেরুশালেম বাসীদের জন্য এই বার্তা প্রেরিত হবে: "হে আমার লোকেরা, অনাবৃত পর্বতশৃঙ্গ থেকে তপ্ত বাতাস বয়ে আসবে। এই ঝড় ছুটে আসবে মরুভূমি থেকে। এ ঝড় কোন মৃদু বাতাস নয়, যার দ্বারা কৃষকরা তাদের শস্যকণা ভূমি থেকে ঝেড়ে আলাদা করে নেয়।

12এই ঝড় অনেক বেশী শক্তিশালী এবং এটা আমার কাছ থেকেই আসে। এখন আমি আমার বিচারের রায় ঘোষণা করব যিহূদাবাসীদের বিরুদ্ধে।"

13দেখো। মেঘের মতো শত্রু নড়ে উঠছে। তার রথসমূহকে দেখাচ্ছে যেন ভয়াবহ ঝড়। তার ঘোড়াগুলো ঈগলদের চাইতেও দ্রুতগামী। এটি আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

14হে জেরুশালেমবাসী, কু-মতলব ত্যাগ করো। হৃদয় থেকে সমস্ত শয়তানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। আত্মাকে শুদ্ধ করলে তবেই তোমরা রক্ষা পাবে।

15ডান দেশের* সম্প্রদায়ের বার্তাবাহকের কথা শোন। ইফ্রয়িমের পর্বতমালা থেকে কেউ দুর্ঘটনার খবর নিয়ে আসছে।

16"সারা জেরুশালেমবাসীকে সেই খবর জানিয়ে দাও। বহুদূরের দেশ থেকে শত্রুরা যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে। ঐ শত্রুরা চিৎকার করে যিহূদার শহরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধ্বনি দিচ্ছে।

17জেরুশালেমকে তারা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলেছে। যেমন একটি মাঠে লোকেরা লক্ষ্য রাখে। যিহূদা তুমি আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিলে তাই শত্রু পক্ষ তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

18"তোমার জীবনযাত্রা এবং কার্যকলাপই এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তোমার শয়তানি তোমার জীবনকে খুব কঠোর করেছে। এই মূহুর্তে তোমার শয়তানিই তোমার যন্ত্রণার কারণ। যেটা তোমার হৃদয়ের গভীরে আঘাত করছে।"

যিরমিয়ের কান্না

19হায়! দুঃখ, যন্ত্রণা এবং চিন্তায় আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি, হায়! কি দুশ্চিন্তা! কি ভয়। আমি অন্তরে ব্যথিত। আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করছে। না, আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না। কারণ আমি শত্রু পক্ষের শিঙা শুনেছি। ঐ শিঙা ধ্বনি যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।

20বিপর্যয় বিপর্যয়কে অনুসরণ করে। এই পুরো দেশটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। হঠাৎই আমার তাঁবু ধ্বংস হয়ে গেল। আমার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গেছে।

ডান দেশের ডানের পরিবারের লোকেরা ইস্রায়েলের উত্তরদিকের সীমান্তের কাছে থাকত। যদি কোন শত্রু উত্তরদিক থেকে আক্রমণ করত, তারাই সবচেয়ে প্রথম আক্রান্ত হত।

21প্রভু , আর কতদিন এই যুদ্ধের পতাকা আমাকে দেখতে হবে? কতদিন আমি আর এই যুদ্ধের দামামা শুনব?

22ঈশ্বর বললেন, "আমার লোকেরা হল মূর্খ। তারা আমাকে জানে না। তারা হল নির্বোধ বালক। তারা বুঝতে পারছে না। তাদের বিবেচনা শক্তি নেই। তারা শয়তানিতে পটু কিন্তু তারা জানে না কি করে ভাল কিছু করতে হয়।"

প্রলয় আসছে

23আমি পৃথিবীর দিকে তাকালাম। কিন্তু দেখলাম পৃথিবী শূন্য। পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম সমস্ত আলো নিভে গিয়েছে।

24আমি পর্বতের দিকে তাকালাম। দেখলাম পর্বত কাঁপছে। সমস্ত পাহাড়গুলি ভয়ে কাঁপছে।

25আমি দেখলাম কিন্তু কোন মানুষ খুঁজে পেলাম না। আকাশের সমস্ত পাখি মূহুর্তে উধাও হয়ে গিয়েছে।

26আমি ভালো দেশের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ঐ দেশে সমস্ত শহরগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রভুর ভয়ঙ্কর ক্রোধেই এই দশা।

27প্রভু এইগুলি বললেন: "এই পুরো দেশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে তা ধ্বংস করব না।

28জীবিত লোকেরা আর্তনাদ করে মৃত লোকেদের জন্য কাঁদবে। আকাশ ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠবে। আমি যা বলব তার নড়চড় হবে না। আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাবো না।"

29যিহূদার লোকেরা শুনতে পাবে অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্যবাহিনীর হুঙ্কার এবং ভয়ে তারা দৌড়ে পালাবে। কেউ লুকোবে গুহার ভেতরে, কেউ ঝোপঝাড়ে, কেউ বা পাথরের আড়ালে। যিহূদার সমস্ত শহরগুলি জনমানবহীন হয়ে যাবে। সেখানে কেউ বাঁচবে না।

30যিহূদা তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছ। তাহলে, এখন তুমি কি করছ? ঐ সমস্ত প্রেমিকদের জন্য তুমি তোমার সবচেয়ে ভালো পোশাক পরেছো, নিজেকে অলঙ্কারে সাজিয়েছো, চোখে দিয়েছ কাজল, সুন্দর দেখাবার জন্য নিজেকে সাজিয়েছো। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই কারণ তোমার প্রেমিকরা এখন তোমাকে ঘৃণা করে। তারাই তোমাকে মারতে চেষ্টা করছে।

31একজন মহিলা প্রসব বেদনায় যেমন করে তেমনি একটি কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি। এই কান্না একজন মহিলার তার প্রথম সন্তান প্রসব করবার কান্নার মত। এই মহিলা হল সিয়োন কন্যা। সে হাত জড়ো করে প্রার্থণার ভঙ্গিতে বলছে, "ওঃ, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব! ঘাতকেরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে!"

যিহূদাবাসীদের শয়তানি

5 প্রভু বললেন, "জেরুশালেমের রাস্তায় হাঁটো। শহরের সার্বজনীন প্রাঙ্গণগুলিতে খুঁজে দেখো। যদি একজনও সৎ ও ভাল মানুষের সন্ধান পাও যে অন্তত সত্যের খোঁজ করছে, যদি এরকম একজনও মানুষ থাকে তাহলে জেরুশালেমকে আমি ক্ষমা করে দেব। 2লোকে শুধু এই বলে প্রতিশ্রুতি নেয়: 'প্রভুর অস্তিত্ব যেমন নিশ্চিত তার দিব্য, কিন্তু তারা আসলে তা বলে না।"

3প্রভু, আমি জানি আপনি চান মানুষ আপনার অনুগত থাকুক। আপনি যিহূদাবাসীকে আঘাত করলেন। কিন্তু তারা কোন বেদনা অনুভব করে নি। আপনি তাদের ধ্বংস করলেন। কিন্তু তা থেকে তারা কোন শিক্ষা নেয়নি। তারা ভীষণ একগুঁয়ে, জেদী। খারাপ কাজ করেছিল বলে তারা কোনরকম দুঃখপ্রকাশ পর্যন্ত করে নি।

4কিন্তু আমি (যিরমিয়) আমাকে মনে মনে বললাম, "তারা এত দরিদ্র এবং নির্বোধ যে তারা প্রভুর জীবনযাত্রা শেখে নি। ঈশ্বরের শিক্ষা বিষয়েও তারা কিছু জানে না।

5সুতরাং আমি যিহূদার নেতৃবৃন্দের কাছে যাব এবং তাদের সঙ্গে কথা বলব। নেতারা নিশ্চয়ই প্রভুর আচার বিধি জানবে। আমি নিশ্চিত যে তারা তাদের ঈশ্বরের বিধিসমূহ জানে।" কিন্তু নেতারা সব একত্র হল এবং প্রভুর সেবার কাজ থেকে দূরে সরে গেল।

6তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। তাই বন থেকে এক সিংহ এসে তাদের আক্রমণ করবে। মরুভূমি থেকে এক নেকড়ে বাঘ এসে সবাইকে মেরে ফেলবে। তাদের শহরের কাছে এক চিতা লুকিয়ে আছে। শহরের বাইরে কেউ বেরলেই তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। যিহূদার লোকেরা বার বার পাপ করার ফলেই এগুলি ঘটবে। প্রভু বার বার সতর্ক করে কোন ফল পান নি। প্রভুর কাছ থেকে তারা বার বারই দূরে থেকেছে।

7ঈশ্বর বললেন, "হে যিহূদা, আমাকে একটি সঠিক কারণ দেখাও যার জন্য আমি তোমাদের ক্ষমা করব। তোমার ছেলেমেয়েরা আমাকে ত্যাগ করে মূর্ত্তির কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। অথচ তোমার সন্তানদের আমি চাহিদামতো সব কিছুই দিয়েছিলাম। তবু ওরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। ওরা ব্যভিচারিনীদের সঙ্গে অনেক বেশী সময় নষ্ট করেছে।

8তারা ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়া করা ঘোড়ার মতো, যারা কামাবেশের জন্য তৈরী। ওরা সেই সমস্ত ঘোড়ার মতো যারা প্রতিবেশীদের স্ত্রীকে ঘরে ডেকে আনে।

9"তাহলে আমি কি ঐ সব কাজের জন্য যিহূদার লোকেদের শাস্তি দেব না?" এই হল প্রভুর বার্তা। "হ্যাঁ, তুমি জানো যে দেশ এইভাবে বেঁচে থাকে তাকে আমার শাস্তি দিতে হবে। আমি তাদের যোগ্য শাস্তিই দেব।

10"যাও যিহূদার সমস্ত দ্রাক্ষা গাছ কেটে দাও। (কিন্তু তাদের কখনও পুরোপুরি ধ্বংস কোর না।) কেটে দাও দ্রাক্ষা গাছগুলির শাখাপ্রশাখা। কারণ এই শাখাপ্রশাখা প্রভুর নয়।

11যিহূদা এবং ইস্রায়েলের পরিবারগুলি আমার সঙ্গে প্রতিভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।” এই ছিল প্রভুর বার্তা।

12“ঐ দেশবাসীরা প্রভুর বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার করেছে। তারা বলেছে, প্রভু আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমাদের আক্রমণ করতে আসছে এমন কোন সৈন্য আমরা কখনও দেখব না। কোনদিন অনাহারে মারাও যাব না।’

13“ভ্রান্ত ভাববাদীরা হল একটি ফাঁকা বাতাস। ঈশ্বরের বাক্য তাদের মধ্যে নেই। তাদেরও কপালে দুর্ভোগ ঘটবে।”

14প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বলেছেন: “ওই লোকেরা বলেছিল যে আমি তাদের শাস্তি দেব না। সুতরাং যিরমিয়, আমি তোমাকে যে শাস্তি দেব তা আগুনের মতো হবে। ঐ লোকগুলি হবে কাঠের মতো। সেই আগুন ওদের পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।”

15ইস্রায়েলের পরিবার, এই বার্তা হল প্রভুর, “আমি শীঘ্রই তোমাদের আক্রমণ করবার জন্য বহু দূর থেকে একটি প্রাচীন দেশকে নিয়ে আসব। বহু প্রাচীন সেই দেশ। সেই দেশের মানুষের ভাষা তোমরা বুঝতে পারবে না।

16তাদের তীরের থলিগুলি খোলা কবরের মতো। তারা সবাই বলবান সৈন্য।

17ঐ সব সৈন্যরা তোমাদের মজুত করা সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেলবে। ধ্বংস করবে তোমাদের সন্তানদের। তোমাদের মেষ ও রাখাল বালকদের তারা খেয়ে ফেলবে। দ্রাক্ষা আর ডুমুর ফল খাবে। তারা তোমাদের সমস্ত বিশ্বস্ত দুর্ভেদ্য শহরগুলিকে ধ্বংস করবে।”

18এই হল প্রভুর বার্তা, “কিন্তু যিহূদা, যখন এই ভয়ঙ্কর দিনগুলো তোমাদের জীবনে আসবে তখন কিন্তু আমি পুরোপুরি তোমাকে ধ্বংস করব না।

19যিরমিয়, তোমাকে যিহূদার লোকেরা জিজ্ঞাসা করবে, ‘কেন প্রভু তোমার ঈশ্বর আমাদের প্রতি এমন খারাপ ব্যবহার করলেন?’ তখন তুমি (যিরমিয়) তাদের উত্তর দেবে: ‘তোমরা প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তোমাদের দেশে বিদেশী মূর্ত্তিসমূহ বানিয়েছ এবং তাদের সেবা করেছ। সুতরাং তোমরা এখন বিদেশে বিদেশীদের সেবা করবে।’”

20প্রভু বলেছেন, “এই বার্তা জানিয়ে দাও যিহূদা এবং যাকোবের পরিবারগোষ্ঠীকে:

21এই হল বার্তা: ‘হে নির্বোধ মানুষ তোমাদের কোন বুদ্ধি নেই। তোমাদের চোখ আছে অথচ দেখতে পাও না! কান আছে কিন্তু শুনতে পাও না।’

22নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে ভয় পাও।”’ এই ছিল প্রভুর বার্তা। “আমার সামনে তোমাদের ভয়ে শিউরে উঠতে হবে। আমিই সেই একজন যে তটভূমি দিয়ে সমুদ্রকে সীমায়িত করেছে, যাতে জল তার বাইরে না বইতে পারে। জলের ঢেউ হয়তো বালুতটে আছড়ে পড়বে। কিন্তু কোন কিছুকে ধ্বংস করতে পারবে না। ঢেউ গর্জন করে বালুতটে আছড়ে পড়তে পারে। কিন্তু কখনও বালুতটের সীমানা পেরোতে পারবে না।

23কিন্তু যিহূদার লোকেরা ভীষণ একগুঁয়ে এবং জেদী। তারা সর্বদা আমার বিরুদ্ধে যাবার ছক কষে গিয়েছিল এবং অবশেষে আমাকে ছেড়েও গিয়েছিল।

24যিহূদার লোকেরা কখনও বলেনি, ‘প্রভু আমাদের ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া এবং সম্মান জানানো উচিৎ। তিনিই আমাদের শরৎ এবং বসন্তকালে সঠিক সময়ে বৃষ্টি এনে দিয়েছেন। তিনিই আমাদের ফসল তোলার সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।’

25যিহূদার লোকেরা, তোমরা অনেক ভুল কাজ করেছ। তাই সময় মতো বৃষ্টির দেখা পাচ্ছো না। তোমরা যথেষ্ট ফসল ফলাওনি। তোমাদের পাপসমূহ প্রভুর কাছ থেকে ভালো জিনিষ পাওয়া থেকে তোমাদের বিরত করেছে।

26আমার দেশবাসীর মধ্যে কিছু শয়তান লুকিয়ে আছে। যারা পাখী ধরবার জন্য খাঁচা তৈরী করে, তারা তাদের মত। পাখী ধরবার পরিবর্তে তারা মানুষ ধরবার ফাঁদ পাতে।

27এই সব দুষ্ট লোকেদের, যারা মিথ্যায় ভরা, তাদের বাড়ীগুলো হল পাখীতে ভরা খাঁচাসমূহের মতো। তাদের মিথ্যাগুলি তাদের ধনী ও শক্তিশালী করেছে।

28তারা তাদের অসৎ কর্ম দিয়ে মোটা এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে। অশুভ উপায়ে তারা হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্যবান। তাদের শয়তানির কোন শেষ নেই। তারা অনাথ শিশুদের ব্যাপারে কোন মিনতি করে নি। তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। তারা গরীব লোকেদের প্রতি কখনও সুবিচার করেনি।

29ঐসব কাজের জন্য আমি কি যিহূদার লোকেদের শাস্তি দেব না?” এই ছিল প্রভুর বার্তা। “তুমি জানো এই ধরণের দেশগুলোকে আমি উচিৎ শাস্তি দিয়ে থাকি। আমাকে তাদের যোগ্য শাস্তিই দিতে হবে।”

30প্রভু বললেন, “যিহূদা দেশে একটা সাংঘাতিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

31ভাববাদীরা মিথ্যে কথা বলে এবং যাজকদের যা করার কথা তা তারা করে না। আমার লোকেরা, ভাববাদীরা এবং যাজকরা যা করে তাই ভালোবাসে। কিন্তু হে আমার লোকসমূহ, তোমাদের যখন শাস্তি পাবার সময় আসবে তখন তোমরা কি করবে?”

শত্রু ঘিরে ধরল জেরুশালেমকে

6 বিন্যামীনের লোকেরা, প্রাণে বাঁচতে চাইলে জেরুশালেম শহর ছেড়ে চলে যাও। তকোয় শহরে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দাও। সতর্কতা সূচক পতাকা ওড়াও বৈৎ-হক্কেরম শহরে। কারণ উত্তর দিক থেকে অমঙ্গল ও ধ্বংস আসছে। ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসলীলা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

2সিয়োন কুমারী, তুমি হলে সুন্দরী এবং কোমলা।

3মেষপালকেরা তাদের মেষপাল নিয়ে জেরুশালেমে এলো। তারা সেই তৃণভূমির চারিদিকে তাঁবু গাড়লো।

প্রত্যেক মেষপালক তার নিজের মেষপালকে দেখাশোনা করবে।

4“জেরুশালেমকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হও। উঠে পড়ো। আজ দুপুরেই আমরা এই শহরকে আক্রমণ করবো। কিন্তু ইতিমধ্যেই খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

5সুতরাং আজ রাতেই এই শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হও! জেরুশালেমের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দাও।”

6প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বললেন: “জেরুশালেমের চারপাশের সমস্ত গাছ কেটে ফেলো। পাথর আর মাটি দিয়ে এমন স্তূপ তৈরী করো যার সাহায্যে এ শহরের প্রাচীর অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারবে। এই শহরে শোষণ ছাড়া আর কিছু নেই। তাই এই শহরকে শাস্তি পেতে হবে।

7একটি কুয়ো যেমনভাবে জলকে তাজা রাখে, ঠিক তেমনভাবেই জেরুশালেম তার পাপপূর্ণ কর্মগুলিকে তাজা করে রেখেছে। আমি এই শহরের লুঠতরাজ ও হিংসার ঘটনার কথা সব সময় শুনে এসেছি। এদের যন্ত্রণা আর অসুস্থতা দেখেছি।

8জেরুশালেম এবার সতর্ক হও। যদি তোমরা এখনও সাবধান না হও তাহলে আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। তোমাদের দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করব। কোন মানুষই আর ওখানে বাস করতে পারবে না।”

9সর্বশক্তিমান প্রভু আরও বললেন: “যে সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা এখনও তাদের দেশে পড়ে আছে তাদের একত্রিত করো। যে ভাবে তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেতের শেষ দ্রাক্ষাগুলিকে এক একটি করে তুলে নিয়ে একত্রিত করো ঠিক সেভাবে তাদের একত্রিত করো। যেমনভাবে দ্রাক্ষা চয়ন করবার সময় একজন শ্রমিক প্রতিটি দ্রাক্ষালতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে ঠিক সেভাবে ইস্রায়েলীয়দের খুঁজে বের করো।”

10আমি কাদের সঙ্গে কথা বলব? আমি কাদের সতর্ক করব? কারাই বা আমার কথা শুনবে? ইস্রায়েলীয়রা আমার সতর্কবাণী শুনতে পাচ্ছে না কারণ তাদের কান বন্ধ। তারা প্রভুর কথা শুনতে অনিচ্ছুক। তারা তাঁর বার্তা শুনতে পছন্দ করে না।

11কিন্তু আমি (যিরমিয়) প্রভুর ক্রোধ বহন করতে করতে ক্লান্ত। “যে সমস্ত শিশুরা রাস্তায় খেলা করছে তাদের ওপর বর্ষিত হোক প্রভুর এই ক্রোধ। যুবকদের সমাবেশের ওপরেও বর্ষিত হোক এই ক্রোধ। একটি লোক ও তার স্ত্রী, দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হবে। সমস্ত প্রাচীন লোকেদের গ্রেপ্তার করা হবে।

12তাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা এমন কি তাদের স্ত্রীদের পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়া হোক অন্য লোকেদের কাছে। আমি আমার হাত তুলে নেব এবং যিহূদার লোকেদের শাস্তি দেব।” এই ছিল প্রভুর বার্তা।

13“ইস্রায়েলের সমস্ত লোক অবৈধ উপায়ে আরো বেশী বেশী পয়সা চায়। সব চেয়ে নিম্নথেকে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তারা সবাই ঐরকম লোভী। ভাববাদী থেকে যাজক প্রত্যেকে শুধু মিথ্যাচার করে গিয়েছে।

14আমার লোকেরা কঠিন আঘাত পেয়েছে। ভাববাদী এবং যাজকদের উচিৎ ছিল তাদের সেই আঘাতের ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু তারা এই ক্ষতকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। তারা এই ক্ষতটিকে একটি ছোট আচঁড় বলে গণ্য করেছে। ভাববাদীরা এবং যাজকরা বলে: ‘সব কিছু ঠিক আছে।’ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, সব ঠিক নেই।

15যাজক এবং ভাববাদীদের তাদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। তারা জানে না পাপের জন্য তাদের কতখানি বিব্রত হওয়া উচিৎ। তাই তারা অন্যদের সাথে একই শাস্তি পাবে। যখন অন্যদের শাস্তি দেব, তখন তাদেরও মাটিতে আছড়ে ফেলা হবে।” প্রভু এই কথাগুলি বললেন।

16পাশাপাশি প্রভু জানালেন: “রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তাকাও। জিজ্ঞাসা করো কোনটা পুরানো রাস্তা আর কোনটা নতুন। সেই রাস্তায় পা বাড়াও যে রাস্তা ভাল। ভালো রাস্তায় হাঁটলে নিজের জন্য শান্তি খুঁজে পাবে। কিন্তু তোমরা বলেছিলে, ‘আমরা ভালো রাস্তায় হাঁটব না।’

17আমি তোমাদের ওপর নজরদারি করার জন্য একজনকে বেছে নিয়েছি। আমি তাদের বলেছিলাম, ‘যুদ্ধের দামামা শোন।’ কিন্তু তারা বলেছিল, ‘আমরা শুনব না!’

18সুতরাং সমস্ত দেশগুলি শোন, এই দেশগুলির লোকেরা তোমরা মন দিয়ে শোন।

19কান পেতে শোন এই পৃথিবীর মানুষ, আমি যিহূদার লোকেদের জন্য ধ্বংস আনতে যাচ্ছি। কেন? কারণ তারা শুধু খারাপ কাজের ছক কষে গিয়েছে এবং তারা আমার বার্তাকে অগ্রাহ্য করেছে। অস্বীকার করেছে আমার বিধিকে।”

20প্রভু বললেন, “তোমরা আমার কাছে শিবা দেশ থেকে কেন ধূপ নিয়ে আসো? তোমরা কেন একটি দূর দেশ থেকে আমার কাছে মিষ্ট গন্ধী বচ নিয়ে আসো? তোমাদের হোমবলি আমাকে সুখী করে নি। তোমাদের এই উৎসর্গ আমাকে খুশি করতে পারেনি।”

21তাই প্রভু যা বললেন তা হল এইরকম: “আমি যিহূদার লোকেদের সামনে প্রতিবন্ধক প্রস্তর পেতে দেব। তারা পাথর হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়বে। পিতা এবং তার পুত্রেরা হোঁচট খেয়ে পড়বে তাদের ওপর। বন্ধু বান্ধব এবং প্রতিবেশীরা মারা যাবে।”

22প্রভু যা বললেন তা হল: “উত্তরদিক থেকে সৈন্যদল আসছে। এই বিশাল দেশ উত্তরের বহুদূর থেকে এগিয়ে আসছে।

23সৈন্যরা বয়ে আনছে তীরধনুক এবং বর্শা। তারা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর। প্রবল শক্তিশালী। তারা ঘোড়ায় ছুটে আসছে সমুদ্রের মতো গর্জন করতে করতে। সিয়োন কন্যা, ঐ সেনারা তোমাকেই আক্রমণ করতে আসছে।”

24আমরা তাদের সম্পর্কিত খবর শুনেছি। অসহায়
বোধ করছি। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার শিশুকে জন্ম
দেবার সময়ের মত আমরা অসহায় এবং ব্যথায় কাতর
রয়েছি।
25বাড়ির বাইরে বা রাস্তায় যেও না। কেন না শত্রুদের
হাতে উদ্ধত তরবারি এবং সব জায়গায় বিপদ অপেক্ষা
করছে।
26আমার লোকেরা, শোক পোশাকগুলি পরে নাও।
সদ্য একমাত্র সন্তান হারানো জননীর মতো ভগ্ন হৃদয়ে
চিৎকার করে কাঁদো, কারণ আমাদের শীঘ্রই ধ্বংসকারীর
মুখোমুখি হতে হবে যে হঠাৎ আমাদের ওপর এসে
পড়বে।
27"যিরমিয়, আমি (প্রভু) তোমাকে একজন ধাতু
পরীক্ষক হিসেবে তৈরী করেছি। তুমি আমার লোকেদের
পরীক্ষা করে দেখবে। তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লক্ষ্য
রাখবে। তারা ভীষণ জেদী।
28এবং প্রত্যেকেই আমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে।
তারা লোকেদের সম্বন্ধে বাজে কথা বলে। তারা হল
মরচে পড়া লোহার মত এবং কলঙ্কিত পিতলের মতো।
29তারা হল আগুনের মাধ্যমে রূপাকে খাঁটি করবার
চেষ্টায় রত শ্রমিকদের মত। হাপর খুব জোরে বাতাস
সৃষ্টি করল, তাপ বৃদ্ধি পেল, কিন্তু আগুন থেকে কেবল
সিসে বেরিয়ে এলো। সমস্ত কাজটাই হল একটা পণ্ডশ্রম।
একইরকমভাবে, আমার লোকেদের কাছ থেকে শয়তানি
সরানো হল না।
30এদের 'বাতিল রূপো' বলে অভিহিত করা হবে।
কারণ প্রভু এদের গ্রহণ করেন নি।"

মন্দিরে যিরমিয়র ধর্মোপদেশ

7 এ হল যিরমিয়র প্রতি প্রভুর বার্তা: 2যাও
যিরমিয়, প্রভুর গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে এই
ধর্মোপদেশ দাও:
"যিহূদার লোকেরা, এই সেই প্রভুর বার্তা। তোমরা
সবাই যারা এই ফটকগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রভুকে উপাসনা
করতে আসো, তারা এই বার্তা শোন। 3ইস্রায়েলের
লোকেদের কাছে প্রভুই হলেন ঈশ্বর। প্রভু সর্বশক্তিমান
বললেন: 'তোমরা তোমাদের জীবনযাত্রা বদলে ফেল।
সৎ কাজ করো। যদি তোমরা তা করো তাহলে
তোমাদের আমি এখানে বাস করতে দেব।
4মিথ্যেবাদীদের বিশ্বাস কোর না। তারা বলে, "এই হল
প্রভুর মন্দির স্থান।" 5তোমরা যদি সত্যিই তোমাদের
জীবন ধারা বদলাও এবং ভালো কর্মসমূহ কর এবং
তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি সৎ ও পক্ষপাতহীন
থাকো, আমি তোমাদের এখানে থাকতে দেব। 6বিদেশী
ব্যক্তিদের প্রতিও সৎ থেকো। বিধবা এবং অনাথ
শিশুদের উপকার করো। তাদের প্রতি সুবিচার করো।
নিরীহ মানুষদের হত্যা করো না। আর অন্য কোন
দেবতাদের অনুসরণ কোরো না। কারণ তারা তোমাদের
জীবন ধ্বংস করে দেবে। 7যদি তোমরা আমাকে মেনে
চলো তাহলে আমি তোমাদের এখানে বাস করতে দেব।
আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের চিরকাল বসবাসের জন্য
এই জমি দিয়েছিলাম।
8"'কিন্তু তোমরা মূল্যহীন মিথ্যায় তোমাদের আস্থা
স্থাপন করো। 9তোমরা কি খুনী অথবা চোর হতে চাও?
তোমরা কি ব্যভিচারের পাপ গায়ে মাখতে চাও? তোমরা
কি মিথ্যে অভিযোগে অন্যদের ফাঁসাতে চাও? তোমরা
কি বালের মূর্ত্তি এবং অন্য দেবতাদের যাদের তোমরা
জানো না তাদের পূজা করতে চাও? 10তোমরা যদি এ
সব পাপগুলো করো, তাহলে কি তোমরা এই গৃহের
ভেতর, যেটি আমার নামে অভিহিত সেখানে আসতে
পারবে এবং আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে?
তোমরা কি মনে করো আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা
বলবে, "আমরা সুরক্ষিত।" তাই আমরা এই ধরণের
ভয়ঙ্কর কাজ করব?" 11আরাধনার এই জায়গাটি আমার
নামে নামাঙ্কিত। এই মন্দির কি তোমাদের কাছে
ডাকাতদের গোপন ডেরা ছাড়া আর বেশী কিছু নয়?
আমি তোমাদের লক্ষ্য করে যাচ্ছি।"' এই ছিল প্রভুর
বার্তা।
12"যিহূদার লোকেরা, তোমরা এখন শীলো শহরে
চলে যাও। সেই স্থানে যাও যেখানে আমি আমার প্রথম
নামাঙ্কিত বাড়িটি তৈরী করেছিলাম। যাও, গিয়ে দেখে
এসো, আমার লোকেদের, ইস্রায়েলের লোকেদের মন্দ
কাজের জন্য আমি ঐ জায়গার কি অবস্থা করেছি।
13এবং আমি এগুলো করব কারণ তোমরা এগুলো সব
করছিলে।" এই হল প্রভুর বার্তা। "আমি তোমাদের
সঙ্গে বারে বারে কথা বলেছি। কিন্তু তোমরা
আমার কথা শুনতে চাও নি। আমি তোমাদের
ডেকেছিলাম কিন্তু তোমরা কোন উত্তর দাও নি।
14তাই জেরুশালেমে অবস্থিত আমার নামাঙ্কিত গৃহ
আমি নিজেই ধ্বংস করে দেব, ঠিক শীলো শহরের
উপাসনালয়ের ক্ষেত্রে যেমন আমি করেছিলাম।
জেরুশালেমের সেই মন্দিরকে, যেটি আমার নামে
অভিহিত, সেটিকে তোমরা বিশ্বাস কর। আমি সেই
জায়গা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের
দিয়েছিলাম। 15ইফ্রয়িম থেকে তোমাদের সব ভাইদের
যেমন ছুঁড়ে ফেলেছিলাম তেমনি তোমাদেরও আমার
কাছ থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'
16"যিরমিয়, কখনও তুমি যিহূদার লোকের হয়ে
প্রার্থনা করবে না। ওদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে
প্রার্থনা করো না। আমি তাহলে ইচ্ছে করে তোমার
সেই প্রার্থনা শুনব না। 17আমি জানি তুমি লক্ষ্য রাখছো
যিহূদার শহরগুলিতে এবং জেরুশালেমের রাস্তায় তারা
কি করে। 18যিহূদার লোকেরা যা করেছে তা হল এই
রকম: ছেলেমেয়েরা কাঠ জড়ো করছে। আর পিতারা
সেই কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে। মহিলারা ময়দা মাখছে,
পিঠা, রুটি বানাচ্ছে স্বর্গের রানীকে নৈবেদ্য উৎসর্গ
করার জন্য। যিহূদার এইসব মানুষ অন্য মূর্ত্তিদের পূজার
জন্য পেয় নৈবেদ্য ঢালছে। তারা এগুলি করছে আমাকে
ক্রুদ্ধ করার জন্য। 19কিন্তু আমি সত্যিই সে জন নই
যাকে যিহূদার লোকেরা দুঃখ দিচ্ছে।" এই হল প্রভুর

বার্তা। "তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই আঘাত করছে এবং নিজেদের লজ্জায় ফেলছে।"

20তাই প্রভু বললেন, "আমি আমার ক্রোধ এই জায়গার বিরুদ্ধে দেখাবো। এখানকার প্রত্যেক মানুষ এবং পশুকে শাস্তি দেব। শাস্তি দেব গাছ এবং ক্ষেতের শস্যকে। আমার ক্রোধ হবে তপ্ত আগুনের মতো, যা নেভাবার ক্ষমতা কারো নেই।"

বলি নয়, প্রভু আরো বেশী আজ্ঞানুবর্তীতা চান

21ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন: "যাও তোমরা যতখুশী চাও হোমবলি উৎসর্গ কর। যত খুশী ঐ উৎসর্গগুলোর মাংস খাও। 22আমিই মিশর থেকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে এসেছিলাম। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তাদের হোমবলি বা উৎসর্গের আদেশ দিইনি। 23আমি শুধু তাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, 'আমাকে মান্য করো এবং আমিই তোমাদের ঈশ্বর হব এবং তোমরা হবে আমার লোক। আমার আদেশ পালন করো এবং তোমাদের ভালো হবে।'

24"কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমার কথা শোনেনি। তারা আমার প্রতি একেবারেই মনোযোগ দেয়নি। তারা ছিল একঁগুয়ে, জেদী। সুতরাং তারা যা খুশী তাই করেছিল। তারা কখনই ভাল হয়নি। তারা আরও শয়তান হয়ে সামনের দিকে না হেঁটে পিছনের দিকে হেঁটেছিল। 25তোমাদের পূর্বপুরুষরা মিশর ছেড়ে যাবার দিন থেকে এখন পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে ভৃত্যদের পাঠিয়েছিলাম। আমার ভৃত্যরা হল ভাববাদী। আমি তাদের বার বার তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। 26কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমার কথা শোনেনি। আমার কথায় মনোযোগ দেবার জন্য তাদের কান পাতেনি। জেদের বশে তারা তাদের পিতাদের চেয়েও আরও বেশী করে অসৎ কাজ করেছে।

27"যিরমিয়, তুমি যিহূদার লোকেদের এই কথাগুলি বলবে। কিন্তু তারা তোমার কথা শুনবে না। তুমি তাদের ডাকলে তারা উত্তর দেবে না। 28সুতরাং তোমাকে বলতেই হবে: এই দেশ প্রভু ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলেনি। এই জাতির লোকেরা ঈশ্বরের শিক্ষামালা শোনেনি। সত্যিকারের শিক্ষা কাকে বলে এরা জানে না।

গণহত্যার উপত্যকা

29"যিরমিয়, তুমি তোমার চুল কেটে ফেল এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দাও। তারপর অনাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় ওঠ এবং আর্তনাদ করে কাঁদো। কারণ, প্রভু এই প্রজন্মের লোকেদের প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। 30তুমি এগুলো করো কারণ আমি দেখেছি যে যিহূদার লোকেরা শয়তানি কাজ করে চলেছে।" এই হল প্রভুর বার্তা। "তারা তাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং আমি সেইসব মূর্ত্তিদের ঘৃণা করি। তারা আমার নামাঙ্কিত মন্দিরে এই মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা আমার গৃহ অপবিত্র করেছে। 31তারা বেনহিন্নোম উপত্যকায় তোফত নামক সুউচ্চ স্থান নির্মাণ করেছে। এইসব জায়গার লোকেরা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করেছে। তারা তাদের হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু আমি তাদের এই দুষ্ট কাজ করতে আদেশ দিইনি। আমি এমন একটা জিনিষের কথা কখনও ভাবিইনি। 32তাই আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। এমন দিন আসছে যেদিন লোকে এই জায়গাকে তোফত বা বেনহিন্নোমের উপত্যকা বলে আর ডাকবে না। তারা একে গণহত্যার উপত্যকা বলে ডাকবে। তারা এরকম একটি নামকরণ করবে কারণ তারা তোফতে মৃতদেহ কবর দেবে যতক্ষণ পর্যন্ত আর কোন মৃতদেহ কবর দেওয়ার জায়গা না থাকে। 33মৃতদেহগুলি খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকবে। আর সেই মৃতদেহগুলি ছিঁড়ে খাবে আকাশের শকুন ও বনের পশুরা। ঐ শকুন ও পশুদের তাড়া করার মতো কেউ বেঁচে থাকবে না। 34আমি জেরুশালেমের রাস্তা থেকে এবং যিহূদার শহরগুলি থেকে সমস্ত সুখ এবং আনন্দ কেড়ে নেব। ঐ জায়গাগুলিতে আর কখনও বর ও কনের গলা শোনা যাবে না। দেশটি মরুভূমিতে পরিণত হবে।"

8 এই হল প্রভুর বার্তা: "সেই সময় যিহূদার রাজা এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের অস্থিসমূহ, যাজকগণ ও ভাববাদীগণের অস্থিসমূহ এবং জেরুশালেমের লোকেদের অস্থিসমূহ তাদের কবরগুলির থেকে বের করে আনা হবে। 2তারপর তারা সংগ্রহ করা সমস্ত অস্থি ছড়িয়ে দেবে আকাশভরা সূর্য, চন্দ্র এবং তারাদের নীচে এই মাটিতে। জেরুশালেমের লোকেরা সূর্য, চন্দ্র, তারাদের ভালোবাসতো। তারা ওদের সেবা করতো, অনুসরণ করতো, উপদেশ চাইতো এবং পূজা করতো। কিন্তু কেউ সেই অস্থি একত্রিত করে পুনরায় সমাধিস্থ করবে না। সুতরাং সেই অস্থিগুলো পশুদের বিষ্ঠার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে।

3"আমি জোর করে যিহূদার লোকেদের ভিটেমাটি ছাড়া করব। তাদের বিদেশের মাটিতে পাঠিয়ে দেব। যুদ্ধে যে সমস্ত যিহূদার মানুষ বেঁচে গিয়েছে তারাও মৃত্যু কামনা করবে।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

পাপ এবং শাস্তি

4যিরমিয় এই কথাগুলি যিহূদার লোকেদের বলে দাও: প্রভু এই কথাগুলি বললেন: "যদি কোন মানুষ পড়ে যায়, সে আবার উঠে দাঁড়ায় এবং যদি কেউ ভুল পথে যায় সে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে। যিহূদার লোকেরা ভুল পথে গিয়েছিল।

5কিন্তু জেরুশালেমের ঐসব লোকেরা কেন সেই একই ভুল পথে চলতে লাগল? তারা ফিরে এল না, বরং তারা নিজেদের তৈরী মিথ্যেকেই বিশ্বাস করল।

6আমি তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছি। কিন্তু তারা
সততার সঙ্গে কথা বলে না। তাদের পাপের জন্য
তারা দুঃখ প্রকাশ করল না। তারা চিন্তা করল না তারা
কতখানি অসৎ। তারা চিন্তা না করে কাজ করে। তারা
যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়ানো ঘোড়াদের মত।
7এমন কি আকাশের পাখীরাও কাজ করবার সঠিক
সময়টি জানে। সারস, পায়রা, বেগবান এবং গায়ক
পাখীরাও জানে নতুন বাসায় কখন উড়ে যেতে হয়।
কিন্তু আমার লোকেরা জানেনা প্রভু তাদের কাছ থেকে
কি চান।
8"তোমরা বলে চলেছো, 'তোমরা প্রভুর শিক্ষায়
জ্ঞানী হয়ে উঠেছ!' কিন্তু তা সত্যি নয়। কারণ শাস্ত্রবিদরা
মিথ্যা লিখেছিলেন।
9ঐ 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা' প্রভুর শিক্ষামালা মেনে চলতে
অস্বীকার করেছে। সুতরাং তারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী ব্যক্তি
নয়। সেই 'জ্ঞানী ব্যক্তিদের' ফাঁদে ফেলা হয়েছিল।
তারা বিহ্বল এবং লজ্জিত হয়েছে।
10তাই আমি তাদের স্ত্রীদের অন্য পুরুষদের হাতে
তুলে দেব। আমি তাদের জমিসমূহ দান করে দেব অন্য
মালিকদের। ক্ষুদ্র থেকে গুরুত্বপূর্ণ সবাই শুধু বেশী
পয়সা চায়। ভাববাদী থেকে যাজকদের প্রত্যেকেই মিথ্যা
কথা বলে।
11আমার লোকেরা খুব বাজে ভাবে আহত হয়েছে।
কিন্তু ভাববাদী ও যাজকরা ক্ষতগুলিতে পট্টি বেঁধে
দেবার বদলে ওগুলোকে সামান্য আঁচড় বলে গণ্য
করেছে। তারা বলে, 'সব কিছু ঠিকঠাক আছে!' আসলে
কিছুই ঠিক নেই!
12মন্দ কাজের জন্য তাদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ।
কিন্তু তারা এতটুকু লজ্জিত নয়। তারা তাদের পাপের
ব্যাপারে যথেষ্ট বিব্রত নয়। তাই অন্যদের মতো তারাও
শাস্তি পাবে। যখন আমি অন্যদের শাস্তি দেব তখন
তাদেরও ছুঁড়ে ফেলব মাটিতে।" প্রভু এই কথাগুলি
বললেন।
13"তোমাদের ফসল ঘরে তোলার উৎসব আর
পালিত হবে না। আমি তোমাদের সমস্ত ফল ও শস্যসমূহ
কেড়ে নেব তাই আর ফসল তোলা হবে না।" এই ছিল
প্রভুর বার্তা। "দ্রাক্ষাক্ষেতে কোন দ্রাক্ষা থাকবে না।
থাকবে না কোন ডুমুর গাছ। এমন কি গাছের পাতা
পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে। আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম
সব কিছু নিয়ে নেব।"
14"কেন আমরা এখানে বসে আছি? আশ্রয়ের জন্য
আমাদের দুর্গবিশিষ্ট শহরগুলিতে যাওয়া যাক। যদি
আমাদের প্রভু ঈশ্বর মারতেই চান, তাহলে সেখানে
মরাই আমাদের পক্ষে ভাল। আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে
পাপ করেছি। তাই ঈশ্বর আমাদের বিষাক্ত জল পান
করতে দিয়েছেন।
15আমরা শান্তি আশা করেছিলাম কিন্তু কিছুই ভালো
হল না। আমরা আশা করেছিলাম তিনি আমাদের ক্ষমা
করবেন। কিন্তু শুধুই বিপর্যয় আসছে। 16দান
পরিবারগোষ্ঠীর দেশ থেকে শত্রুপক্ষের ঘোড়াদের হ্রেষা
ধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। মাটি কেঁপে উঠেছে তাদের
পায়ের ক্ষুরের শব্দে। তারা এই দেশের সবকিছু ধ্বংস
করতে আসছে। তারা ধ্বংস করতে আসছে এই শহর
এবং শহরের লোকেদের।
17"যিহূদার লোকেরা, আমি তোমাদের আক্রমণ
করার জন্য বিষধর সাপ পাঠাচ্ছি। যিহূদার এই সাপেদের
কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। সাপেরা তোমাদের
ছোবল মারবে।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।
18ঈশ্বর, আমি ভীষণ দুঃখিত ও পরম বেদনায় আছি।
19আমার লোকেদের কথা শুনুন। এদেশের সর্বত্র
মানুষ সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করছে। তারা বলছে,
"প্রভু কি সিয়োনে এখনও আছেন? সিয়োনের রাজা
এখনও কি সেখানে আছেন?" কিন্তু ঈশ্বর বললেন,
"যিহূদার লোকেরা ভিনদেশের মূর্ত্তির পূজা করে এসেছে।
সেটা আমাকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। কেন তারা
এই কাজ করেছিল?"
20এবং লোকেরা বলল, "ফসল কাটার সময় পেরিয়ে
গিয়েছে। গ্রীষ্মও চলে গিয়েছে। তবুও আমরা রক্ষা
পেলাম না।"
21আমার লোকেরা কষ্ট পেয়েছে বলে আমিও ব্যথিত।
দুঃখে আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
22গিলিয়দে নিশ্চয়ই ডাক্তার এবং ওষুধ আছে।
তাহলে আমার লোকেদের আঘাত কেন সারে নি?
9 যদি আমার মাথা ভর্তি জল থাকতো, যদি আমার
চোখ অশ্রুজলের ঝর্ণা হতো তাহলে আমি আমার
লোকেদের ধ্বংসের জন্য সারা দিনরাত কাঁদতাম।
2মরুভূমির মাঝে আমার যদি একটা ছোট্ট বাড়ি
থাকতো, যেখানে পথিক ক্লান্ত হয়ে রাত কাটায়, তাহলে
আমি আমার লোকেদের ত্যাগ করতে পারতাম। তাদের
কাছ থেকে সরে যেতে পারতাম। কারণ তারা ঈশ্বরের
প্রতি বিশ্বস্ত নয়, তারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ
করেছে।
3"জিহ্বা হল তাদের ধনুকের মতো। আর সেখান
থেকে তীরের মতো উড়ে আসে এক রাশি মিথ্যে। এই
দেশের সত্য নয়, চারিদিকে কেবল মিথ্যেরই
জয়জয়কার। এখানকার লোকেরা একটা পাপ থেকে
আরেক পাপের পথে হেঁটেছে। তারা আমাকে জানে
না।" প্রভু এই কথাগুলি বললেন।
4"প্রতিবেশীদের লক্ষ্য কর! নিজের ভাইকেও বিশ্বাস
করো না। কারণ তারা প্রত্যেকে ঠগ, প্রতারক, প্রত্যেক
প্রতিবেশীই ওর পিছনে কথা বলে।
5প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে মিথ্যে বলে। কেউ
সত্যি কথা বলে না। যিহূদার লোকেরা শুধু মিথ্যেই
বলতে শিখেছে। যতক্ষণ না তারা খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরে
এলো ততক্ষণ তারা পাপাচার চালিয়ে গিয়েছিল।
6মন্দ মন্দকেই অনুসরণ করে এবং মিথ্যে অনুসরণ
করে মিথ্যাকে। লোকেরা আমাকে চিনতে অস্বীকার
করেছিল।" প্রভু এই কথাগুলি বললেন।
7সুতরাং প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন: "খাঁটি ধাতু কি
না তা বোঝার জন্য একজন শ্রমিক আগুনে গালিয়ে

দেখে। যেহেতু আমার আর অন্য কোন বিকল্প নেই তাই আমি যিহূদার লোকেদের এইভাবেই পরীক্ষা করব। আমার লোকেরা পাপ করেছে।

8তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতো তাদের জিহ্বা। তা থেকে শুধু মিথ্যেই উচ্চারিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলে, কিন্তু সে গোপনে তাকে আঘাত করবার পরিকল্পনা করে।

9যিহূদার লোকেদের আমি শাস্তি দেবই।” এই হল প্রভুর বার্তা। “তুমি জানো এই ধরণের লোককে আমার শাস্তি দেওয়া উচিৎ। তাদের যোগ্য শাস্তিই আমি দেব।”

10আমি (যিরমিয়) পাহাড়দের জন্য আর্ত চিৎকার করে উঠবো। শূন্য জমির জন্য শোকের গান গাইব। কারণ জীবিত সবকিছু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোন মানুষ এখন সেখানে হাঁটে না। কোন গবাদি পশুর আওয়াজ সেখানে শোনা যাবে না। পশু এবং পাখীরা দূরে কোথাও চলে গিয়েছে।

11“আমি (প্রভু) জেরুশালেম শহরকে জঞ্জালের স্তূপে পরিণত করব। এ হবে শেয়ালদের দেশ। যিহূদার সমস্ত শহরকে আমি ধ্বংস করব যাতে সেখানে কেউ বাস করতে না পারে।”

12এই জিনিসগুলি বোঝার মতো কোন যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি আছে কি? প্রভুর দ্বারা শিক্ষণপ্রাপ্ত এমন কিছু লোক আছে কি যারা প্রভুর বার্তা ব্যাখ্যা করতে পারবে? কেন সেই দেশটি ধ্বংস হয়ে গেল? কেন তা শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল? সেখানে কোন মানুষ কেন যেতে পারে না?

13প্রভু প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন। প্রভু বলেছেন, “এসবগুলো ঘটেছে কারণ যিহূদার লোকেরা আমার শিক্ষামালা অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তাদের শিক্ষামালা দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথা শুনতে অস্বীকার করেছিল। তারা আমার শিক্ষামালাকে অনুসরণ করেনি।

14একগুঁয়ে, জেদী, যিহূদার লোকেরা নিজের মতো করে চলেছিল। তারা বালের মূর্ত্তি অনুসরণ করেছিল। মূর্ত্তিদের অনুসরণ করার শিক্ষা তাদের পিতারাই দিয়েছিল।”

15তাই প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন: “শীঘ্রই আমি যিহূদার লোকেদের তিক্ত খাদ্য খেতে বাধ্য করব। আমি তাদের বিষাক্ত জল পান করতে বাধ্য করব।

16অন্য সমস্ত দেশে আমি যিহূদার লোকেদের ছড়িয়ে দেব। অদ্ভুত দেশগুলিতে তারা বাস করবে। তারা এবং তাদের পিতারা কখনোই ঐ সব দেশের কথা শোনেনি বা জানে না। আমি লোকেদের তরবারি হাতে পাঠাবো। তারা যিহূদার সব লোকেদের হত্যা করবে।”

17সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন: “এখন এইগুলি নিয়ে ভাবো! অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় কাঁদার জন্য ভাড়াটে মহিলাদের ডাকো (রুদালি)। যে মহিলারা ভালো কাঁদতে পারে তাদের পাঠাও। 18লোকেরা বলল, ‘তাড়াতাড়ি সেই মহিলারা আসুক এবং তাদের আমার জন্য কাঁদতে দাও। তাদের কান্না দেখে আমাদেরও চোখ থেকে ঝর্ণা বয়ে যাবে।’

19“সিয়োন থেকে চিৎকার করে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ‘আমরা সত্যিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছি! আমরা সত্যিই লজ্জিত! আমাদের দেশ ছেড়ে আমাদের চলে যেতেই হবে। কারণ ঘরবাড়ি সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছে।’”

20যিহূদার মহিলারা এখন প্রভুর বার্তা শোন। শোন প্রভুর মুখ নিঃসৃত শব্দ। প্রভু বলছেন, “তোমরা তোমাদের মেয়েদের শেখাও কি করে চিৎকার করে কাঁদতে হয়। প্রত্যেক মহিলাকেই এই শোক সঙ্গীত গাওয়া শিখতে হবে।

21‘মৃত্যু এসেছে। প্রতিটি ঘরের জানালা দিয়ে মৃত্যু ভেতরে এসেছে। মৃত্যু আমাদের প্রাসাদগুলিতে এসেছে। মৃত্যু এসেছে রাস্তায় খেলতে থাকা আমাদের সন্তানদের কাছে। মৃত্যু এসেছে যুবকদের প্রকাশ্য সমাবেশে।’

22“যিরমিয়, এই কথা বল: ‘প্রভু বলেন, গোবরের মতো মৃতদেহগুলি মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। চাষীদের কাটা শস্যের মতো মাটিতে পড়ে থাকবে মৃতদেহ। কিন্তু কেউ তাদের একত্রিত করবে না।’”

23প্রভু বলেন, “বিজ্ঞ ব্যক্তিদের তাদের জ্ঞানের বড়াই করা উচিৎ নয়। শক্তিশালী ব্যক্তিদের তাদের শক্তির বড়াই করা উচিৎ নয়। ধনী ব্যক্তিদের তাদের ধন নিয়ে বড়াই করা উচিৎ নয়।

24কিন্তু যদি কেউ বড়াই করতে চায় তাহলে তাদের এগুলির জন্য বড়াই করতে দাও: যে সে আমাকে জানতে শিখেছে তা নিয়ে সে বড়াই করুক। তাকে বড়াই করতে দাও যে সে বোঝে যে আমি প্রভু, আমি দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ এবং আমিই পৃথিবীতে ভালো কাজ করি। ওগুলিকে আমি ভালোবাসি।” এই হল প্রভুর বার্তা।

25এই বার্তাটি প্রভুর কাছ থেকে এসেছে, “সময় আসছে যখন আমি শাস্তি দেব সমস্ত লোকেদের যারা শুধুমাত্র শারীরিকভাবে সুন্নৎ করেছে। 26আমি মিসর, যিহূদা, ইদোম, অম্মোন, মোয়াব এই সমস্ত দেশগুলির লোক এবং মরুভূমিতে বাস করা লোকেদের কথা বলছি। ঐ সব দেশগুলির লোকেরা শরীরে সত্যিকারের সুন্নৎ করেনি। আর ইস্রায়েলের পরিবারবর্গের লোকেরা তাদের হৃদয়ের সুন্নৎ করেনি।”

প্রভু এবং মূর্ত্তিরা

10 ইস্রায়েলীয়রা, প্রভুর কথা শোন! 2প্রভু যা বলেছেন তা হল:

“ভিনদেশীয়দের মতো বাস কোরো না। আকাশে বিশেষ চিহ্ন দেখে ভীত হয়ো না। অন্য দেশের লোকেরা এই চিহ্ন দেখে ভীত। কিন্তু তোমরা এসব দেখে ভয় পেয়ো না।

3অন্য দেশের রীতি কোনকিছুর যোগ্য নয়। কারণ তাদের দেবতা কিছু নয়, শুধু মূর্ত্তি মাত্র। তাদের মূর্ত্তি

প্রতিমা ছোট্ট কাঠের তৈরী। শ্রমিকরা জঙ্গলে কাঠ
কেটেছিল, তারপর তারা তা এনেছিল এবং তাকে
মূর্ত্তিসমূহের রূপ দিয়েছিল।
4সেই মূর্ত্তিকে সুন্দর করে তোলার জন্য কাঠের
মূর্ত্তিতে সোনা রূপো লাগিয়েছে। তারপর সেই মূর্ত্তিরা
যাতে পড়ে না যায় তার জন্য তারা হাতুড়ি ও পেরেকের
সাহায্যে তাদের মাটিতে আবদ্ধ করেছে।
5অন্যান্য জাতিসমূহের মূর্ত্তিগুলো তরমুজ ক্ষেতে
কাকতাড়ুয়ার মত। ঐ মূর্ত্তিরা কথা বলতে পারে না।
তারা নিজের পায়ে হাঁটতে পারে না। তাই লোকেরা
তাদের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। সুতরাং ঐ
মূর্ত্তিদের ভয় পেও না। তারা তোমাদের যেমন সাহায্য
করতে পারবে না, তেমন কোন ক্ষতিও করতে পারবে
না।”
6প্রভু আপনি মহান! আপনার মতো আর কেউ
নেই। আপনার নাম হল মহান এবং শক্তিমান!
7হে ঈশ্বর, প্রত্যেকের আপনাকে সম্মান জানানো
উচিৎ। আপনি হলেন সমস্ত দেশের রাজা। আপনি
তাদের সম্মান পাওয়ার যোগ্য। জাতিগুলির মধ্যে অনেক
বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, কিন্তু কেউ আপনার মতো বিজ্ঞ
নয়।
8অন্যদেশের সমস্ত লোকেরা হল নির্বোধ। তাদের
শিক্ষামালা আসে মূল্যহীন কাঠের মূর্ত্তিসমূহ থেকে।
তাদের দেবতারা হল শুধুমাত্র কাঠের মূর্ত্তি।
9তারা সেই মূর্ত্তি তৈরী করতে তর্শীশের রূপো এবং
ঊফসের সোনা ব্যবহার করেছে। ছুতোর মিস্ত্রী এবং
স্বর্ণকার শ্রমিকরা তাদের সেই মূর্ত্তিদের তৈরী করেছে।
তারা সেই মূর্ত্তিদের বেগুনী ও নীল রঙের পোশাক
পরিয়েছে। “দক্ষ কারীগররা” ঐ “দেবতাদের” তৈরী
করেছে।
10কিন্তু প্রভুই হলেন সত্যিকারের ঈশ্বর। তিনিই
একমাত্র ঈশ্বর যিনি জীবিত। তিনি হলেন সর্বকালের
রাজা। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে এবং সেই
ক্রোধ থামানোর ক্ষমতা ঐ ভিন্দেশীদের নেই।
11প্রভু বললেন, “এই বার্তা ঐ লোকেদের জানিয়ে
দাও। ‘ঐ ভ্রান্ত দেবতা পৃথিবী ও স্বর্গকে তৈরী করেনি।
তারা ধ্বংস হবে এবং তাদের স্বর্গ ও মর্ত্য থেকে অদৃশ্য
করে ফেলা হবে।’”
12ঈশ্বর হলেন সেই একজন যিনি এই পৃথিবী তৈরী
করতে তাঁর শক্তি ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর জ্ঞান
দিয়ে এই পৃথিবীকে তৈরী করেছেন। তাঁর জ্ঞান ও
বোধশক্তি দিয়ে পৃথিবীর ওপরে আকাশের আচ্ছাদন
তৈরী করেছেন।
13ঈশ্বরই উচ্চ বজ্রনির্ঘোষ, বন্যা ও বৃষ্টির কারণ।
তিনিই পৃথিবীর সর্বত্র মেঘের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই
বৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যুৎ পাঠান। তিনিই হাওয়ার সৃষ্টি
করেন।
14মানুষ এতো বোকা! নিজের হাতে তৈরী মূর্ত্তিদের
কাছেই স্বর্ণকার শ্রমিকেরা বোকা বনে গেল। ঐ মূর্ত্তিরা
মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়, ওরা বোধবুদ্ধিহীন। 15ঐ
মূর্ত্তিরা কোন কিছুর যোগ্য নয়। ওদের নিয়ে কৌতুক
করা যায়। বিচারের সময় ঐ মূর্ত্তিদের ধ্বংস করা হবে।
16কিন্তু যাকোবের ঈশ্বর ঐ মূর্ত্তিদের মতো নয়।
ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ইস্রায়েলের পরিবারবর্গকে
তিনি তাঁর নিজের লোক বলে নির্বাচন করেছিলেন।
ঈশ্বরের নাম হল “প্রভু সর্বশক্তিমান।”

ধ্বংস আসছে

17তোমাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরী
হও। যিহূদার লোকেরা তোমরা শহরের মধ্যে বন্দী
হয়ে আছো এবং তোমাদের চারিদিকে শত্রুরা ঘিরে
রয়েছে।
18প্রভু বললেন, “এইবার আমি যিহূদার লোকেদের
এই দেশের বাইরে বের করে দেব। আমি তাদের
কাছে যন্ত্রণা ও অশান্তি আনব। তারা যাতে উচিৎ
শিক্ষা পায় তার জন্য আমি এগুলি করব।”
19হায় আমি (যিরমিয়) খুব বাজেভাবে আঘাত
পেয়েছি। এই আঘাতে আমি আহত এবং সেরে উঠতে
পারব না। তবুও আমি নিজেকে বললাম, “এটা আমার
অসুখ এবং এর মধ্যে দিয়েই আমাকে কষ্ট পেতে হবে।”
20আমার তাঁবু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁবুর সমস্ত
দড়ি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমার সন্তানেরা আমায়
ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। আমার তাঁবু খাটিয়ে দেবার
জন্য কোন লোক নেই। আমাকে স্থায়ী একটা আস্তানা
গড়ে দেবার জন্যও কেউ নেই।
21মেষপালকেরা (নেতৃবৃন্দ হল নির্বোধ। তারা
প্রভুকে খোঁজার চেষ্টা করেনি। তারা জ্ঞানী নয়, তাই
তাদের মেষের পাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং হারিয়ে
গিয়েছে।
22শোন! উত্তর দিকে প্রচণ্ড শোরগোল উঠেছে। একটি
সৈন্যবাহিনী যিহূদার শহরগুলিকে ধ্বংস করে দেবে।
যিহূদা শূন্য এক মরুভূমিতে পরিণত হবে। সেখানে শুধু
শেয়াল চরে বেড়াবে।
23প্রভু, আমি জানি যে লোকেরা সত্যি সত্যি জানে
না কি করে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।
লোকেরা সত্যি সত্যি জানে না কিভাবে সঠিক
পথে জীবনযাপন করতে হয়।
24প্রভু, আমাদের শোধন করুন, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ হোন।
ক্রোধে আমাদের আর শাস্তি দেবেন না!
25যদি আপনি ক্রুদ্ধ হন তাহলে অন্য দেশগুলিকে
শাস্তি দিন। তারা আপনাকে চেনে না। সম্মান করে না।
তারা আপনার উপাসনাও করে না। ওই দেশগুলি
যাকোবের পরিবারকে ধ্বংস করেছিল। ধ্বংস করেছিল
ইস্রায়েলকে। তারা ধ্বংস করেছিল ইস্রায়েলের
স্বদেশকে।

বন্দোবস্ত ভঙ্গ হল

11 প্রভুর এই বার্তা যিরমিয়র কাছে এসে পৌঁছালো:
2“চুক্তির ভাষা শোন যিরমিয়। তুমি যা শুনবে
তা যিহূদার লোকেদের বলবে। জেরুশালেম বাসীদেরও

বলবে। 3প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এইগুলি বললেন: ‘যারা
এই চুক্তি মানবে না তাদের অমঙ্গল হবে।’ 4তোমাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমি যে চুক্তি করেছিলাম তার
সম্বন্ধে বলছি। মিশর থেকে যখন তাদের আমি নিয়ে
এসেছিলাম তখনই এই চুক্তি করেছিলাম। মিশরের প্রচুর
সমস্যা ছিল লোহা গলানো গরম ছিল সেখানে। আমি
ওদের বলেছিলাম, আমাকে মেনে চলো এবং আমার
আদেশমতো কাজ করো। যদি তা করো তাহলে তোমরা
হবে আমার লোক। আমি হব তোমাদের ঈশ্বর।

5“আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি
করেছিলাম তা বজায় রাখতে এটা করেছিলাম। আমি
কথা দিয়েছিলাম যে, তাদের এমন উর্বর জমি দেব যা
থেকে দুধ আর মধু সংগৃহীত হবে। এবং তোমরা এখন
সেই দেশেই বাস করছো।”

আমি (যিরমিয়) উত্তরে জানালাম, “আমেন, প্রভু।”

6প্রভু আমাকে বললেন, “যিরমিয়, এই বার্তা তুমি
যিহূদার শহরগুলিতে এবং জেরুশালেমের রাস্তাগুলিতে
ধর্মোপদেশ দ্বারা প্রচার করো। এই হল বার্তা: চুক্তির
বয়ান শোন এবং বিধিগুলিকে মান্য করো। 7আমি
তোমাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে নিয়ে আসার সময়
সতর্কবাণী দিয়েছিলাম। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত
বারে বারে আমি তাদের সতর্ক করে এসেছি। আমি
তাদের আমাকে মেনে চলার কথা বলেছিলাম। 8কিন্তু
তোমাদের পূর্বপুরুষ আমার কথা শোনেনি। তারা ছিল
একঁগুয়ে, জেদী। তারা তাদের দুষ্ট অন্তরে যা ভাবত
তাই করত। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে যদি তারা ঈশ্বরকে
অমান্য করে তাহলে তাদের অমঙ্গল হবে। আমি তাদের
আদেশ দিয়েছিলাম এই বন্দোবস্ত মানতে। কিন্তু তারা
তা মানেনি। তাই আমি তাদের অমঙ্গল ঘটাবো।”

9প্রভু আমাকে বললেন, “যিরমিয়, আমি জানি যিহূদা
ও জেরুশালেমের লোকেরা গোপন ছক কষেছে। 10তারা
তাদের পূর্বপুরুষদের মতো পাপ কাজ করছে। তাদের
পূর্বপুরুষরা আমার বার্তা শুনতে অস্বীকার করেছিল।
তারা অন্য দেবতার পূজা করেছিল। আমি তাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলাম তা যিহূদা ও
ইস্রায়েলের পরিবার ভঙ্গ করেছে।”

11তাই প্রভু বললেন, “আমি খুব শীঘ্রই যিহূদার
লোকেদের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করব। তারা পালাতে পারবে
না। তারা অনুতপ্ত হবে এবং তারা আমার কাছে এসে
চিৎকার করে সাহায্য চাইবে। কিন্তু আমি তাদের কথা
কানেই তুলব না। 12যিহূদা ও জেরুশালেম শহরের
লোকেরা তখন সাহায্যের প্রার্থনায় ছুটে যাবে তাদের
মূর্ত্তিদের কাছে। ঐ লোকেরা মূর্ত্তিদের সামনে ধুপধূনো
জ্বালাবে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সময় যখন আসবে তখন
মূর্ত্তিরা যিহূদার লোকেদের কোন সাহায্যই করতে পারবে
না। 13যিহূদার লোকেরা, তোমাদের অসংখ্য মূর্ত্তি আছে।
যিহূদার যত শহর আছে ততগুলি সংখ্যক মূর্ত্তি আছে।
তোমরা ঐ বিরক্তিকর মূর্ত্তি ‘বাল’ এর জন্য বহু বেদী
তৈরী করেছিলে। জেরুশালেমে যতগুলি সংখ্যক রাস্তা
আছে ততগুলি বেদী তৈরী করেছিলে।

14“যিরমিয় তোমায় বলেছি যিহূদার লোকেদের জন্য
প্রার্থনা কোরো না। তাদের জন্য কিছু চেয়ো না। তাদের
জন্য প্রার্থনা করলে আমি শুনব না। ওরা কষ্ট পাবেই।
কষ্ট পেলে তখন তারা আমার সাহায্যের জন্য কাঁদবে।
কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না।

15“আমার প্রেমিকা (যিহূদা) আমার উপাসনা গৃহে
কেন? তার ওখানে থাকার কোন অধিকার নেই। সে
অনেক পাপ কাজ করেছে। যিহূদা তুমি কি মনে কর
বিশেষ প্রতিশ্রুতিসমূহ ও পশুবলিসমূহ তোমাকে
ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? তুমি কি মনে কর
আমাকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে তুমি শাস্তির হাত থেকে
রেহাই পাবে?”

16প্রভু তোমাকে একটি নাম দিয়েছিলেন। তিনি
তোমাকে ‘মনোরম এক হরিৎপর্ণ জিতবৃক্ষ’ বলে
ডাকতেন। কিন্তু এক প্রবল ঝড়ের সাহায্যে প্রভু ঐ
গাছে আগুন লাগিয়ে তার শাখাপ্রশাখা পুড়িয়ে ছাই
করে দেবেন।

17প্রভু সর্বশক্তিমান তোমাকে রোপণ করেছিলেন
এবং তিনি বলেছিলেন যে বিপর্যয় তোমার কাছে আসবে।
কারণ ইস্রায়েল ও যিহূদার পরিবার অনেক ক্ষতিকর
অনিষ্ট কাজ করেছে। তারা বাল মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে বলি
দিয়েছে এবং আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে।”

যিরমিয়র বিরুদ্ধে চক্রান্ত

18প্রভু আমাকে দেখালেন অনাথোতের মানুষ কি
ভাবে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। প্রভু আমাকে
এইসব দেখালেন, যাতে আমি জানতে পারি যে তারা
আমার বিরুদ্ধে। 19আমার বিরুদ্ধে লোকেদের এই
ষড়যন্ত্রের কথা প্রভু আমাকে জানাবার আগে আমি
ছিলাম একজন নিরীহ মেষশাবকের মত, জবাই এর
অপেক্ষারত। আমি এই ষড়যন্ত্রের কথা ঘুণাক্ষরেও
টের পাইনি। তারা আমার সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছিল:
“চলো ঐ গাছকে এবং গাছের ফলকে আমরা ধ্বংস
করে দিই। চলো তাকে হত্যা করি। তাহলে মানুষ তাকে
ভুলে যাবে।” 20কিন্তু প্রভু আপনি হলেন নিরপেক্ষ
বিচারক। আপনি জানেন কিভাবে মানুষের হৃদয় ও
মনের পরীক্ষা নিতে হয়। আমি আপনাকে আমার
যুক্তিগুলো সাজিয়ে দেব এবং আপনিই আমার হয়ে
ওদের যোগ্য শাস্তি দেবেন।

21অনাথোতের মানুষ যিরমিয়কে হত্যার পরিকল্পনা
করেছিল। তারা যিরমিয়কে বলেছিল, “প্রভুর হয়ে
ভাববাণী করলে তোমাকে আমরা হত্যা করব।” প্রভু
সেই অনাথোতের লোকেদের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত
নিলেন।

22প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন, “আমি অনাথোতের
সেই লোকগুলোকে খুব শীঘ্রই যোগ্য শাস্তি দেব। তাদের
যুবকেরা যুদ্ধে মারা যাবে। তাদের ছেলেমেয়েরা খাদ্যের
অভাবে মারা যাবে। 23অনাথোত শহরের কেউ বেঁচে
থাকবে না। আমি তাদের শাস্তি দেব। আমিই ওদের
অমঙ্গল ঘটাবো।”

ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ জানালো যিরমিয়

12 প্রভু, আমি যদি আপনার সঙ্গে তর্ক করি, তাহলে
আপনিই সর্বদা সঠিক, ধর্মময়। তবুও আমি
আপনার কাছে কয়েকটি ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে
চাই। কেন দুষ্ট লোকেরাই সফলতা প্রাপ্ত? কেন
বিশ্বাসঘাতকেরা শান্তিতে থাকে?
2আপনিই সেই একজন যিনি দুষ্ট লোকেদের এখানে
রেখেছেন। বৃক্ষের মতো, তারা এখন তাদের শিকড়
মাটির অনেক গভীরে বিস্তার করেছে। ফুলে ফেঁপে
উঠেছে ফলমুল। মুখে তারা বলে বেড়ায় আপনি ওদের
খুবই কাছের এবং প্রিয়। কিন্তু হৃদয়ে ওরা আপনার
কাছ থেকে বহুদূরে।
3কিন্তু প্রভু, আপনি আমার হৃদয় জানেন। আপনি
আমাকে দেখেছেন এবং আমার হৃদয় ও মনের পরীক্ষা
নিয়েছেন। জবাই করার আগে মেষদের যেমন টানতে
টানতে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমন করেই ঐ পাপী লোকদের
তাড়িয়ে নিয়ে যান। জবাইয়ের দিনে ওদের জবাইয়ের
জন্য বেছে নিন।
4কতদিন আর এই দেশ শুষ্ক থাকবে? ঐ দুষ্ট
লোকেদের কারণে এই দেশের পশু এবং পাখীরা মারা
গিয়েছে। কিন্তু তবুও দুষ্ট লোকেরা বলে, "আমাদের কি
দশা হবে তা দেখার জন্য যিরমিয় ততদিন পর্যন্ত জীবিত
থাকবে না।"

ঈশ্বর যিরমিয়কে উত্তর দিলেন

5"যিরমিয়, তুমি যদি লোকেদের সঙ্গে দৌড়
প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তাহলে কি করে তুমি
ঘোড়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে? তুমি যদি নিরাপদ
স্থানেই হাঁপিয়ে ওঠো, তাহলে বিপদ সঙ্কুল জায়গায়
কি করবে? যর্দনের নদী তীরে বেড়ে ওঠা কাঁটা ঝোপে
পড়লে তুমি কি করবে?
6তোমার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করেছে তারা হল
তোমার নিজের ভায়েরা এবং তোমার নিজের পরিবারের
লোকেরা। তোমারই পরিবারের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে
গর্জে উঠেছে। ওরা তোমার সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা
বললেও ওদের বিশ্বাস করো না।"

প্রভু তার লোকেদের বাতিল করলেন, যিহূদা

7"আমি প্রভু আমার সমস্ত ঘরবাড়ি এবং আমার
সমস্ত সম্পত্তি* পরিত্যাগ করেছি। আমি যাকে ভালবাসি
সেই তাকে (যিহূদা) আমি তার শত্রুদের তাকে দিয়ে
দিয়েছি।
8হিংস্র সিংহের মতো আমার লোকেরা আমার
বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। তারা আমার দিকে তাকিয়ে
গর্জন করেছিল তাই আমি তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছি।
9আমার লোকেরা শকুন পরিবৃত মৃত প্রায় জন্তুর
মতো হয়ে উঠেছে। তাদের ঘিরে পাক খাচ্ছে লোভী
শকুনের দল। বন্য জন্তুরা এসো, এসো কিছু খাবার
তোমাদের জন্য পড়ে আছে।
10বহু মেষশাবক (নেতারা) আমার দ্রাক্ষাক্ষেত নষ্ট
করে দিয়েছে। তারা আমার ক্ষেতে চারা গাছগুলিকে
পায়ে মাড়িয়ে গিয়েছে। তারা আমার সবুজ শস্যে ভরা
ক্ষেতকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে।
11আমার মাঠকে তারা মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছে।
সবুজ ক্ষেত এখন সম্পূর্ণরূপে শুকনো। সেখানে কেউ
বাস করে না। পুরো দেশটাই এখন শুকনো। ঐ দেশকে
যত্ন করবার জন্য কেউ সেখানে পড়ে নেই।
12সৈন্যরা ঐ মরুভূমিতে এসেছিল জিনিষপত্র লুঠ
করতে। প্রভু সেই সৈন্যদের ব্যবহার করেছিলেন ঐ
দেশকে শাস্তি দেবার জন্য। দেশটির এক প্রান্ত থেকে
অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকেরা শাস্তি পেয়েছিল। কোন
ব্যক্তি নিরাপদ ছিল না।
13মানুষ গমের চাষ করবে। কিন্তু ফসল কাটার দিনে
গাছে শুধু কাঁটাই খুঁজে পাবে। যদি তারা সম্পূর্ণরূপে
পরিশ্রান্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্তও কাজ করে, তবু তারা
তাদের কঠিন পরিশ্রমের মূল্য পাবে না। তারা তাদের
শস্য দেখে লজ্জিত হবে। প্রভুর ক্রোধই এগুলি ঘটার
কারণ।"

ইস্রায়েলের প্রতিবেশীদের প্রতি প্রভুর প্রতিশ্রুতি

14প্রভু যা বললেন তা হল: "ইস্রায়েলের চারপাশের
দেশগুলিতে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে আমি কি
করব তা আমি তোমাকে বলে দেব। তারা দুষ্ট লোক।
আমি ইস্রায়েলের লোকেদের যে দেশ দিয়েছিলাম তা
তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমিও ঐ পাপীদের দেশ
থেকে ছুঁড়ে বাইরে বের করে দেব। তাদের সঙ্গে যিহূদার
লোকেদেরও একই অবস্থা করব। **15**দেশ থেকে তাদের
তাড়িয়ে দেওয়ার পর আমি তাদের জন্য সমব্যথিত
হব। আমি প্রত্যেক পরিবারকে তাদের সম্পত্তিতে এবং
তাদের দেশে আবার ফিরিয়ে আনব। **16**আমি চাই তারা
ভাল করে শিক্ষা নিক। অতীতে তারা আমার লোকেদের
বাল মূর্ত্তির নামে প্রতিশ্রুতি নিতে শিখিয়েছিল। এখন
আমি চাই তারা তাদের নতুন শিক্ষা একইভাবে পাক।
আমি চাই তারা আমার নাম ব্যবহার করতে শিখুক।
আমি চাই তারা বলুক, 'যেমন প্রভু আছেন।' যদি ওরা
এরকম করে তাহলে ওরা সাফল্য পাবে এবং আমি
ওদের আমার লোকেদের সঙ্গে থাকতে দেব। **17**কিন্তু
যদি ঐ জাতিটি আমার বাণী না শোনে তাহলে আমি
তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেব। আমি তাদের মৃত
গাছের মতো উপড়ে ফেলবো।" এটি হল প্রভুর বার্তা।

কটিবস্ত্রের সংকেত

13 প্রভু আমাকে যা বলেছেন তা হল: "যিরমিয়,
যাও একটি ক্ষৌম কটি বস্ত্র কিনে আনো এবং
ওটি তোমার কটিদেশের চারপাশে শক্ত করে জড়াও।
ওটিকে ভিজতে দিও না।"
2সুতরাং আমি একটি কটি বস্ত্র কিনে আনলাম।
প্রভুর কথা মতো কোমরে জড়িয়ে নিলাম। **3**দ্বিতীয়বার
প্রভুর বার্তা আমার কাছে এলো। **4**এই ছিল বার্তা:

ঘরবাড়ি ... সম্পত্তি তার অর্থ হল যিহূদার লোকেরা।

"যিরমিয়, কিনে আনা কটিটি পরে তুমি ফরাৎ নদীর কাছে যাও। সেখানে কটিটি একটি পাথরের ফাঁকে লুকিয়ে রাখো।"

5সুতরাং আমি প্রভুর কথা মতো ফসু নদীর কাছে গিয়ে কটিটি লুকিয়ে রাখলাম। 6অনেকদিন পরে প্রভু আমাকে বললেন, "যিরমিয়, এখন তুমি আবার ফরাৎ নদীর কাছে গিয়ে লুকোনো কটিটি নিয়ে এসো।"

7তখন আমি আবার ফরাতের কাছে গিয়ে পাথরের ফাঁক থেকে কটিটি বের করার পর দেখলাম যে ওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর কোনমতেই ওটা পরার মতো অবস্থায় নেই।

8তখন আবার প্রভুর বার্তা আমার কাছে এলো। 9প্রভু যা বলেছিলেন, "যেমন ঐ কটিটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ঠিক তেমনি আমি যিহূদা এবং জেরুশালেমের অহঙ্কারী মানুষদের ধ্বংস করে দেব। তাদের দর্প চূর্ণ করব। 10আমি যিহূদার সমস্ত দুষ্ট ও অহঙ্কারী লোকেদের ধ্বংস করে দেব। তারা আমার বার্তাসমূহ শুনতে অস্বীকার করেছিল। তারা একগুঁয়ে, জেদী। তারা নিজের মতো করে চলেছে। তারা অন্য দেবতাদের পূজা করেছে। যিহূদার লোকেদের অবস্থা হবে ঐ কটির মতো। তারা ধ্বংস হবেই। 11একজন ব্যক্তি যেমন করে কোমরে কটি বস্ত্র জড়ায় ঠিক তেমন করে আমি ইস্রায়েল এবং যিহূদার সমস্ত লোককে আমার কোমরের চারপাশে জড়িয়ে নিলাম। এটি হল প্রভুর বার্তা। "আমি ঐ সব মানুষদের নিজের লোকে পরিণত করার জন্যই এটা করেছিলাম। ওরা আমার নিজস্ব লোকে পরিণত হলে আমি মান সম্মান খ্যাতি সব কিছু পেতাম। কিন্তু ওরা আমার কথা শুনল না।"

যিহূদার প্রতি সতর্কবাণী

12"যিরমিয়, যিহূদার লোকেদের বলো: 'প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা বললেন তা হল: চামড়ার তৈরী প্রত্যেকটি দ্রাক্ষারস রাখার থলি দ্রাক্ষারসে ভরে থাকা উচিৎ।' ওরা তোমাকে মৃদু হেসে বলবে, 'আমরা কি জানি না যে প্রতিটি চামড়ার তৈরী দ্রাক্ষারস রাখার থলি দ্রাক্ষারসে পূর্ণ থাকা উচিৎ।' 13তখন তুমি তাদের বলবে, 'প্রভু যা বলেছেন তা হল: আমি এই দেশের সমস্ত লোককে অর্থাৎ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের, যাজকদের, ভাববাদীদের এবং জেরুশালেমের সমস্ত লোকেদের মত্ততায় পূর্ণ করব। 14যিহূদার লোকেরা আমার কারণে হোঁচট খাবে এবং পরস্পরের ঘাড়ে পড়বে। পিতাপুত্র মিলেও পা জড়াজড়ি করবে আর হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়বে।"' এই হল প্রভুর বার্তা। '"আমার সমবেদনাকে আমি যিহূদার লোকেদের ধ্বংস করা থেকে বিরত করতে দেব না। যিহূদার লোকেদের ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না।"'

15মনোযোগ দিয়ে শোন। প্রভু তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তোমরা গর্ব করো না।

16তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে সম্মান করো। তাঁর প্রশংসা করো। না হলে তিনি অন্ধকার বয়ে আনবেন। যেখানে তোমরা আলোর জন্য অপেক্ষা করছ এবং আশা করছ, সেই অন্ধকার পাহাড়গুলিতে হোঁচট খাবার আগে এবং পড়বার আগে প্রভুর প্রশংসা কর, নাহলে তিনি সেটাকে ভয়াবহ অন্ধকারে পরিণত করবেন। তিনি আলোটিকে গাঢ় অন্ধকারে পরিবর্তিত করবেন।

17যদি তোমরা প্রভুর কথা না শোন, তোমাদের অহঙ্কার আমাকে ভীষণ দুঃখ দেবে। আমি মুখ লুকিয়ে চিৎকার করে কাঁদব। আমার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বইতে থাকবে। কারণ প্রভুর পালকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে।

18রাজা এবং তাঁর স্ত্রীকে বলো, "সিংহাসন থেকে নেমে এসো। তোমাদের চোখ ধাঁধানো রাজমুকুট মাথা থেকে খসে পড়ছে।"

19নেগেভের মরু শহরগুলিতে তালা লাগানো হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি তা খুলতে পারবে না। যিহূদার সমস্ত মানুষকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। তাদের জেলের কয়েদীদের মতো বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

20জেরুশালেম দেখ! উত্তর দিক থেকে শত্রুরা আসছে। তোমার মেষের পাল* কোথায়? ঈশ্বর তোমাদের ঐ চমৎকার মেষের পালটি দিয়েছিলেন। তোমাদের ওটার দেখাশোনা করবার কথা ছিল।

21প্রভু যখন তোমার কাছে তোমার মেষের পালের হিসেব দিতে বলবেন, তখন তুমি কি বলবে? কথা ছিল তুমি তোমার লোকেদের ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে। তোমার নেতাদের তাদের নেতৃত্ব দেবার কথা ছিল। কিন্তু তারা তাদের কাজ করেনি। তাই তোমাকে বেশী দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। সে যন্ত্রণা হবে একজন মহিলার প্রসব যন্ত্রণার মতো।

22তুমি হয়তো নিজেকে জিজ্ঞেস করবে, "আমার ক্ষেত্রে এইসব খারাপ ব্যাপারগুলো কেন ঘটল?" তোমার অনেক পাপের জন্য ঐ সব ঘটেছে। তোমার পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং তোমার জুতোকেই নিয়ে চলে গেছে। তারা তোমাকে বিব্রত, বিরক্ত করার জন্যই ওগুলো করেছে।

23একজন কালো চামড়ার মানুষ কখনও তার গায়ের রক্ত পাল্টাতে পারে না। এবং চিতাও তার গায়ের দাগ পাল্টাতে পারে না। সেইরকমভাবে জেরুশালেম তুমি কোনদিন পাল্টাবে না এবং ভাল কাজ করতে পারবে না। তুমি সর্বদাই খারাপ কাজ করবে।

24"আমি তোমাকে জোর করে ঘর ছাড়া করবো। তুমি দিকবিদিক ছোটাছুটি করবে। তুমি ভূষির মতো মরু ঝড়ে উড়ে যাবে। 25এসবই তোমাদের ভাগ্যে ঘটবে। তোমাদের ব্যাপারে আমার এটাই পরিকল্পনা।" এই হল প্রভুর বার্তা। "কেন এটা ঘটবে? কারণ তুমি আমায় ভুলে গিয়েছিলে। তুমি মূর্ত্তিদের বিশ্বাস করেছিলে।

মেষের পাল এখানে 'পাল' শব্দটি বোঝায় জেরুশালেমের আশেপাশের সব শহরকে, জেরুশালেম হচ্ছে মেষপালক আর যিহূদার শহরগুলি তার মেষের পাল।

26জেরুশালেম আমি তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব।
সবাই তোমাকে দেখবে। তুমি লজ্জিত হবে।
27তোমার ভয়াবহ কাজ আমি দেখেছি। আমি
তোমাকে একজন ব্যাভিচারিণীর মত হাসিমুখে তোমার
প্রেমিকদের সঙ্গে যৌনসহবাস করতে দেখেছি। আমি
তোমাকে মাঠে-ঘাটে এবং পাহাড় চূড়ায় বেশ্যার মত
ব্যবহার করতে দেখেছি। জেরুশালেম! এর জন্য তোমার
জীবনে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। আমি অবাক হয়ে
ভাবছি আর কতদিন তুমি এইসব নোংরা পাপ কাজ
করে যাবে।”

খরা এবং ভ্রান্ত ভাববাদীরা

14 খরা সম্বন্ধে যিরমিয়র প্রতি প্রভুর বার্তা:

2“যিহূদার লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের জন্য চিৎকার
করে কাঁদবে। যিহূদার শহরগুলিতে লোকেরা আরো
বেশী দুর্বল হয়ে পড়বে। তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে
থাকবে। জেরুশালেমবাসী ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করে
সাহায্য প্রার্থনা করবে।
3নেতারা তাদের পরিচারকদের জল আনতে পাঠাবে।
জলাধারে পরিচারকরা এসে জল দেখতে পাবে না।
শূন্য পাত্র নিয়ে ফিরে যাবে, তারা লজ্জায় মাথা ঢাকবে।
4চাষীরা চরম বেদনা পাবে ও লজ্জিত হবে। কেউ
ফসল বোনার জন্য মাটি কর্ষন করে নি। এক ফোঁটা
বৃষ্টির দেখা নেই তাই লজ্জায় তারা মাথা ঢাকবে।
5তৃণের অভাবে হরিণী তার সদ্যজাত সন্তানকে
একাকী মাঠেই রেখে চলে যাবে।
6বন্য গাধারা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে শেয়ালের মতো ঘ্রাণ
নেবে। কিন্তু তারা কোন খাবারের সন্ধান পাবে না।
কারণ মাঠে কোন সবুজের চিহ্ন থাকবে না।”

সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

7“আমরা আমাদের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি।
আমরা আমাদের পাপের জন্য কষ্ট পাচ্ছি। হে প্রভু,
আপনার নামের দোহাই, আমাদের সাহায্য করবার জন্য
কিছু করুন। আমরা স্বীকার করছি আমরা পাপী, আমরা
বার বার আপনার বিরুদ্ধে গিয়েছি।
8ঈশ্বর, আপনিই ইস্রায়েলের আশা ভরসা। এর
আগেও বহুবার আপনি ইস্রায়েলকে সমস্যার হাত থেকে
বাঁচিয়েছেন। কিন্তু এখন আপনি একজন বিদেশীর মতো
ব্যবহার করছেন। আপনি যেন পথিকের মতো একরাত্রি
থাকার জন্যই এখানে এসেছেন।
9আপনি যেন স্তম্ভিত এক মানুষ। আপনি যেন
একজন সৈনিক যার প্রাণ বাঁচানোর কোন ক্ষমতা নেই।
কিন্তু প্রভু, আপনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। আপনার
নাম ধরেই আমাদের ডাকা হয়। সুতরাং আমাদের সাহায্য
না করে আপনি চলে যাবেন না।”

যিহূদার জন্য ঈশ্বরের বার্তা

10যিহূদার লোকেদের সম্বন্ধে প্রভু যা বলেছেন তা
হল: “যিহূদার লোকেরা আমাকে ছেড়ে দিতে
ভালোবাসে। তারা আমাকে ত্যাগ করা থেকে নিজেদের
নিবৃত্ত করেনি। সুতরাং এখন প্রভুও তাদের গ্রহণ করবেন
না। প্রভু এখন তাদের সব বাজে কাজ করার কথা
স্মরণ করবেন। প্রভু তাদের পাপের শাস্তি দেবেন।”
11প্রভু আমাকে বলেছিলেন, “যিরমিয়, যিহূদার
লোকেদের জন্য ভাল কিছু চেয়ে আমার কাছে প্রার্থনা
কোরো না। 12খুব সম্প্রতি হয়তো যিহূদার লোকেরা
উপবাস করতে এবং আমার কাছে প্রার্থনা করতে শুরু
করবে। কিন্তু আমি তাদের প্রার্থনা শুনব না। এমনকি
তারা যদি আমাকে হোমবলি এবং শস্য নৈবেদ্য দিতে
চায় তাও আমি গ্রহণ করব না। যুদ্ধ ডেকে এনে যিহূদার
লোকেদের আমি ধ্বংস করব। আমি তাদের খাদ্য সরিয়ে
নিয়ে যাব। এবং তারা দুর্ভিক্ষের সামনে পড়বে। মহামারী
ডেকে এনে আমি তাদের ধ্বংস করব।”
13কিন্তু আমি প্রভুকে বলেছিলাম, “প্রভু, আমার
মালিক, ভাববাদীরা লোকেদের অন্য কিছু বলছিল। তারা
যিহূদার লোকেদের বলছিল, ‘শত্রুর তরবারি তোমাদের
ক্ষতি করবে না। তোমরা অনাহারে কষ্ট পাবে
না। প্রভু তোমাদের এই দেশে শান্তি এনে
দেবে।’”
14তখন প্রভু আমাকে বলেছিলেন, “যিরমিয়, ঐ
ভাববাদীরা আমার নাম নিয়ে মিথ্যে ধর্মোপদেশ প্রচার
করছে। আমি ঐ ভাববাদীদের পাঠাই নি। আমি তাদের
আমার কথা দিয়ে আদেশও দিইনি। ঐ ভাববাদীরা
মিথ্যে দর্শন, মূল্যহীন যাদু এবং জাগরণ-স্বপ্ন প্রচার
করছে। সেটা তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা। যে ধারণা
অন্তঃসারশূন্য ভোজবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। 15ঐ
ভাববাদীরা, যারা আমার নাম নিয়ে ধর্ম-প্রচার করে
তাদের নামে আমি এ-ই বলি। আমি তাদের পাঠাই নি।
ঐ ভাববাদীরা বলেছিল, ‘কোন শত্রু এই দেশ আক্রমণ
করতে পারবে না। এই দেশে অনাহার বলে কিছু থাকবে
না।’ ঐ ভাববাদীরা অনাহারে মারা যাবে এবং শত্রুর
তরবারির আঘাতে তাদের মৃত্যু ঘটবে। 16এবং
লোকেদের, যাদের ভাববাদীরা ধর্মোপদেশ দিত, তাদের
রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। অনাহারে এবং শত্রুর
তরবারিতে তাদের মৃত্যু ঘটলে কেউ তাদের কবর দিতে
এগিয়ে আসবে না। কেউই আসবে না, এমন কি তাদের
স্ত্রী পুত্র কন্যারাও নয়। আমি তাদের শাস্তি দেব।
17“যিরমিয়, যিহূদার লোকেদের কাছে এই বাণী
উচ্চারণ করো: ‘আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছে। দিন
রাত্রি আমি শুধুই কাঁদব। আমি আমার অক্ষত যোনী
কন্যার জন্য কাঁদব। কাঁদব আমার লোকেদের জন্য।
কারণ কেউ তাদের আঘাত করেছে। তারা গুরুতরভাবে
আহত।
18যদি আমি সেই দেশটিতে যাই তবে আমি তরবারির
আঘাতে নিহত মানুষদের দেখতে পাব। যদি আমি
সেই শহরে যাই তাহলে খাদ্যের অভাবে বহু অসুস্থ
মানুষকে দেখতে পাব। যাজক এবং ভাববাদীদের কোনও
ভিন্‌দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’”

19লোকেরা বলল, "প্রভু আপনি কি যিহূদাকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছেন? প্রভু আপনি কি সিয়োনকে ঘৃণা করেন? আপনি আমাদের এমন আঘাত করেছেন যে আমরা আর কখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারবো না। কেন আপনি এরকম করলেন? আমরা শান্তির আশায় বসে থাকলেও ভাল কিছু ঘটছে না। আমরা সেরে ওঠার অপেক্ষায় বসে রইলাম কিন্তু শুধুই সন্ত্রাস এলো।

20প্রভু, আমরা জানি আমরা খারাপ লোক। আমরা জানি আমাদের পূর্বপুরুষরাও অনেক খারাপ কাজ করেছিল। হ্যাঁ আমরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক পাপ করেছি।

21আপনার নামের দোহাই, আমাদের ঠেলে সরিয়ে রাখবেন না। আপনার মহিমান্বিত সিংহাসনকে অসম্মান অনাদরের পাত্র করবেন না। আপনার সঙ্গে আমাদের চুক্তির কথা স্মরণ করুন। আপনি সেই চুক্তি ভঙ্গ করবেন না।

22বিদেশী মূর্ত্তিদের বৃষ্টি আনার ক্ষমতা নেই। আকাশেরও বৃষ্টি ঝরানোর শক্তি নেই। আপনিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। আপনিই সবকিছুর স্রষ্টা।"

15 প্রভু আমাকে বলেছিলেন, "এমন কি যদি মোশি এবং শমূয়েল আমার কাছে যিহূদার লোকেদের হয়ে প্রার্থনা করে তাহলেও আমি তাদের প্রতি করুণা করব না, যিরমিয়। যিহূদার লোকেদের আমার কাছে আসতে দিও না। ওদের চলে যেতে বলো। 2ওরা হয়তো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'আমরা কোথায় যাব?' তুমি ওদের একথা বলো: প্রভু যা বললেন,

'আমি কিছু লোককে মৃত্যুর জন্য মনোনীত করেছি। তারা মরবে। আমি তরবারি দিয়ে নিহত হবার জন্য কিছু মানুষকে নির্বাচন করেছি। তারা তরবারির আঘাতেই মারা যাবে। আমি কিছু লোককে নির্বাচন করেছি অনাহারে মৃত্যুর জন্য। তারা অনাহারেই মারা যাবে। আমি কিছু লোককে বন্দী করে বিদেশে পাঠাবার জন্য নির্বাচন করেছি, তারা বিদেশে কয়েদীদের মতো বন্দী থাকবে।

3আমি তাদের বিরুদ্ধে চার ধরণের ধ্বংসকারককে পাঠাব।' এই হল প্রভুর বার্তা। 'আমি তরবারি হাতে শত্রুকে পাঠাব তাদের মারতে। আমি সেই মৃতদেহগুলি টেনে নিয়ে যেতে কুকুর পাঠাব। আমি চিল, শকুন এবং বন্য জন্তুদের পাঠাব তাদের মাংস খাওয়ার জন্য।

4আমি যিহূদার লোকেদের ভয়ঙ্কর এক উদাহরণ হিসেবে সারা বিশ্বের সামনে খাড়া করব। যেহেতু যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি জেরুশালেমে কুকর্ম করেছিল তাই আমিও যিহূদার সঙ্গে সেই একই জিনিষ করব।'

5"জেরুশালেম শহর কেউ তোমার জন্য দুঃখ অনুভব করবে না। কেউ দুঃখে তোমার জন্য কেঁদে উঠবে না। এমন কি তুমি কেমন আছো এ কথা জিজ্ঞাসা করবার দায় কারো থাকবে না।

6জেরুশালেম, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।" এই হল প্রভুর বার্তা। "বারবার তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছো। তাই আমি তোমাকে শাস্তি দেব এবং ধ্বংস করব। তোমার শাস্তি পিছোতে পিছোতে আমি ক্লান্ত।

7যিহূদার লোকেদের আমি আমার কাঁটাযুক্ত দণ্ড দিয়ে তুলে আলাদা করে দেব। শহরের ফটকের সামনে থেকেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেব। আমার লোকেরা বদলায় নি। তাই আমি তাদের ধ্বংস করব। আমি তাদের ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিয়ে যাব।

8অনেক স্ত্রী তাদের স্বামীকে হারাবে। সমুদ্রে যত বালি আছে তার থেকেও বেশী সংখ্যার বিধবা সেখানে বাস করবে। আমি দুপুরে বয়ে আনব এক ধ্বংসকর্তাকে। সেই ধ্বংসকর্তা যিহূদার যুবকদের মাকে হত্যা করবে, যিহূদার লোকেদের জন্য আমি শুধু ভয় আর যন্ত্রণা বয়ে আনবো। খুব শীঘ্রই আমি এটি ঘটাবো।

9তাদের শত্রু তরবারি হাতে আক্রমণ করে হত্যা করবে। যিহূদার জীবিত সমস্ত লোককে তারা হত্যা করবে। একজন মায়ের হয়ত সাতজন পুত্র থাকবে, কিন্তু তার সব পুত্রই মারা যাবে। সেই মহিলা শুধু কাঁদতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তার উজ্জ্বল দিনগুলি দুঃখের অন্ধকার গ্রাস করে নেবে।"

যিরমিয় পুনরায় ঈশ্বরকে অভিযোগ জানাল

10মা, আমি (যিরমিয়) দুঃখিত যে তুমি আমায় জন্ম দিয়েছো। আমিই হচ্ছি সেই ব্যক্তি যাকে পুরো দেশটিকে অভিযুক্ত ও সমালোচনা করতে হবে। আমি ধারদাতাও নই, ধারগ্রাহকও নই। তবু আমাকে প্রত্যেকে অভিশাপ দিচ্ছে।

11প্রভু, আমি সত্যিই আপনাকে ভালভাবে সেবা করেছি। আমার শত্রুরা যখন আমায় বিপদে ফেলেছিল তখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি।

যিরমিয়কে ঈশ্বরের উত্তর

12"যিরমিয় তুমি জানো যে কেউ লোহাকে চূর্ণ করতে পারে না। এমন কি পিতলকেও নয়। আমি উত্তরের* লোহার কথা বলছি।

13যিহূদার লোকেদের প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে। আমি সেই সব সম্পত্তি অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। ঐ লোকেদের ঐ সব সম্পত্তি কিনতে হবে না। কেন? কারণ যিহূদার লোকেরা অনেক অনেক পাপ করেছে। তারা যিহূদার সর্বত্র পাপ করেছে।

14যিহূদার লোকেরা, তোমাদের আমি তোমাদের শত্রুর কাছে দাস করে রাখবে। অচেনা এক দেশে তোমরা দাসত্ব করবে। আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ। আমার ক্রোধ হল তপ্ত আগুনের মতোই এবং তোমরা তাতে পুড়ে মরবে।"

উত্তর বাবিলের যে সৈন্যরা উত্তর থেকে এসে যিহূদার দেশকে আক্রমণ করবে, এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে।

15প্রভু, আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন। আমাকে
মনে রেখে আমাকে রক্ষা করুন। লোকেরা আমাকে
আঘাত করে চলেছে। ওদের যোগ্য শাস্তি দিন। ওদের
প্রতি আপনি যে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন তাতে আমি
যেন ধ্বংস হয়ে না যাই। আমার সম্বন্ধে ভাবুন। আপনার
জন্য যে কষ্ট ও যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি সে ব্যাপারে
একটু ভাবুন প্রভু।
16আপনার বার্তা আমার কাছে পৌঁছেছিল। আপনার
কথাগুলো আমার কাছে এসেছিল এবং সেগুলি আমি
হজম করে ফেললাম। আপনার বার্তা আমাকে খুশী
করেছিল। আমাকে আপনার নামে ডাকতে পারবার জন্য
আমি খুশী হয়েছিলাম। আপনার নাম হল: “প্রভু
সর্বশক্তিমান।”
17আমি কখনও জনতার সঙ্গে বসিনি। যেহেতু তারা
আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। আমি নিজেকে নিয়ে
বসেছিলাম, কারণ আপনার প্রভাব আমার ওপর রয়েছে।
আমার চারপাশে অসততার জন্যই আপনি আমাকে
ক্রোধ দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন।
18আমি বুঝতে পারি না কেন এখনও আমি ব্যাথা
বোধ করি। আমি বুঝতে পারি না কেন আমার ক্ষত
সেরে ওঠে না। প্রভু, আমার মনে হয় আপনি বদলে
গিয়েছেন। আপনি হলেন শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণা। কিংবা
হঠাৎ জলের প্রবাহ থেমে যাওয়া একটি ঝর্ণা।
19তখন প্রভু বলেছিলেন, “যিরমিয়, তুমি নিজেকে
বদলিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো তাহলে তোমাকে
শাস্তি দেব না। তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তন করে
আমার কাছে ফিরে আস তাহলেই তুমি আমার সেবা
করতে পারবে। ঐসব মূল্যহীন কথা না বলে যদি তুমি
গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারো তবেই তুমি আমার হয়ে
কথা বলতে পারবে। যিহূদার লোকদের নিজেদের বদলে
ফেলে তোমার কাছে ফিরে আসতে হবে যিরমিয়। কিন্তু
তুমি নিজেকে তাদের মতো করে বদলিও না।
20আমি তোমাকে এমন শক্তিশালী করে তুলব যে
লোকে ভাববে তুমি পিতলের দেওয়ালের মতো কঠিন।
যিহূদার লোকেরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করলেও তোমাকে
ওরা পরাজিত করতে পারবে না। কারণ আমি তোমার
সঙ্গে আছি। আমি তোমাকে সাহায্য করব এবং আমিই
তোমাকে রক্ষা করব।” এই হল প্রভুর বার্তা।
21“আমি তোমাকে ঐসব দুষ্ট লোকেদের হাত থেকে
রক্ষা করব। ওরা তোমাকে ভয় দেখাবে। কিন্তু আমি
তোমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করবো।”

প্রলয়ের দিন

16 প্রভুর বার্তা আমার কাছে এসেছিল: **2**“যিরমিয়
তুমি বিয়ে করতে পারবে না। এখানে তোমার
কোন সন্তান থাকবে না।”
3যিহূদার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে প্রভু এগুলি
বললেন। এবং সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের পিতা ও
মাতার সম্বন্ধে প্রভু যা বললেন: **4**“ঐ লোকগুলোর ভয়ঙ্কর
মৃত্যু আসবে। কেউ তাদের জন্য কাঁদবে না। তাদের
জন্য কেউ চিতা জ্বালাবে না। মৃতদেহগুলি বিষ্ঠার মতো
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে। ওদের মৃত্যু ঘটবে একজন
শত্রুর তরবারির আঘাতে অথবা তারা মারা যাবে
অনাহারে। মৃতদেহগুলি শকুন এবং বন্যপশুদের খাদ্য
হবে।”
5সুতরাং প্রভু বললেন, “যিরমিয় কোন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে
যেও না। তোমার তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার দরকার
নেই। কারণ আমি আমার আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিয়েছি।
আমি যিহূদার লোকেদের প্রতি দয়া দেখাব না। আমি
তাদের জন্য দুঃখও প্রকাশ করব না।” এই হল প্রভুর
বার্তা।
6“যিহূদার সাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সকলেই
মারা যাবে। কেউ তাদের শবদেহ কবর দেবে না, কেউ
কাঁদবেও না। কেউ তাদের জন্য শোক প্রকাশ করে
মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে না। **7**ক্রন্দনরত লোকেদের
জন্য কেউ খাবার নিয়ে আসবে না। যে সমস্ত লোকেরা
তাদের অভিভাবকের মৃত্যুতে শোক করছে তাদের কোন
ব্যক্তি আরাম দেবে না। যারা কাঁদবে তাদের জন্য
পানীয় জলের ব্যবস্থাও কেউ করে দেবে না।
8“যিরমিয়, কোন উৎসব মুখর বাড়িতে যাবে না
এবং সেই বাড়িতে কোন কিছু খেতেও বসবে না। **9**প্রভু
সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথাগুলি বললেন,
‘খুব শীঘ্রই আমি সমস্ত আনন্দ কোলাহলের শব্দ বন্ধ
করে দেব। একটি বিবাহ সভায় লোকেরা যে সব
শব্দসমূহ করে আমি সে সব বন্ধ করে দেব। তোমার
জীবন কালেই এগুলি ঘটবে। আমি এই কাজগুলি দ্রুত
করব।’
10“যিরমিয়, যিহূদার লোকেদের তুমি এই কথাগুলি
জানিয়ে দাও। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, ‘প্রভু
কেন আমাদের সম্বন্ধে এই ভয়ঙ্কর কথাগুলি বলেছেন?
আমরা কি অন্যায় করেছি? আমাদের প্রভু ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে আমরা কি পাপ করেছি?’ **11**তখন তুমি এগুলি
তাদের অবশ্যই বলবে: ‘তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমাকে
ত্যাগ করেছিল বলেই তোমাদের জীবনে এসব ভয়ঙ্কর
জিনিষ আসবে।’ এই হল প্রভুর বার্তা। ‘তারা আমাকে
ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করেছিল। তারা অন্য
দেবতাদের পূজা করেছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষরা
আমার বিধানকে অস্বীকার করে আমাকে ত্যাগ করেছিল।
12কিন্তু তোমরা যে সব পাপ কাজ করেছ তা তোমাদের
পূর্বপুরুষদের পাপকাজ থেকে অনেক খারাপ। তোমরা
একগুঁয়ে, জেদী। তোমরা আমাকে অমান্য করে যা
খুশী তাই করেছো। **13**তাই তোমাদের আমি এদেশের
বাইরে ছুঁড়ে ফেলব। আমি তোমাদের জোর করে বিদেশে
পাঠাব। এমন এক দেশে পাঠাব যা তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরও অচেনা। সেখানে তোমরা অন্যান্য
মূর্ত্তিদের সেবা করতে পারবে। আমি তোমাদের
কোনরকম সাহায্য করতে যাব না।’
14“লোকেরা প্রতিশ্রুতি করো এবং বলো, ‘প্রভুর
অস্তিত্ব যেমন নিশ্চিত, যিনি আমাদের মিশর থেকে
বের করে এনেছেন, সেইরকম নিশ্চিতরূপে। কিন্তু সময়

এগিয়ে আসছে।” এই হল প্রভুর বার্তা, “যখন মানুষ
আর ঐ কথা বলবে না। 15লোকেরা তখন নতুন কিছু
বলবে। তারা বলবে, ‘প্রভুর অস্তিত্ব যেমন নিশ্চিত যিনি
আমাদের উত্তরের দেশ থেকে বার করে এনেছিলেন,
সেইরকম নিশ্চিতভাবে।’ তিনি তাদের নিয়ে এসেছিলেন
সেইসব দেশের বাইরে থেকে যেখানে তাদের তিনি
পাঠিয়েছিলেন।’ কেন তারা একথা বলবে? কারণ আমি
ইস্রায়েলীয়দের পূর্বপুরুষের মাটিতে ফিরিয়ে আনব।

16“খুব শীঘ্রই আমি অনেক জেলেকে এদেশে
পাঠাব” এই হল প্রভুর বার্তা। ঐ জেলেরা যিহূদার
লোকেদের ধরবে। তারপর আমি অনেক শিকারীকে
এদেশে পাঠাব।* তারা পাহাড়ে, পর্বতে, পাথরের খাঁজে
যেখানেই যিহূদার লোকেদের দেখতে পাবে, সেখানেই
তাদের শিকার করবে। 17তারা যা করে তার সবই আমি
দেখতে পাচ্ছি। যিহূদার লোকেরা যা করেছে তা আমার
কাছে গোপন করা সম্ভব নয়। তাদের পাপ আমার
কাছে অজানা নয়। 18তাদের দুষ্ট কাজের জন্য আমি
তাদের দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরৎ দেব। তাদের প্রতিটি
পাপের জন্য আমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেব। কারণ
তারা আমার দেশকে অপবিত্র করে দিয়েছে। তারা
তাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিদের দিয়ে আমার দেশকে অপবিত্র
করে তুলেছে। আমি ঐ মূর্ত্তিদের ঘৃণা করি। সেইজন্য
আমি তাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করব।”

ঈশ্বরের নিকট একটি প্রার্থণা

19প্রভু, আপনি আমার শক্তি, আপনি আমার রক্ষক।
আপনি বিপদের সময়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এক
নিরাপদ জায়গা। পৃথিবীর সমস্ত দেশ আপনার কাছে
আসবে। তারা বলবে, “আমাদের পিতাদের দেশে ছিল
মূর্ত্তি। তারা ঐ সমস্ত অসার মূর্ত্তিদের পূজা করেছিল।
কিন্তু ঐ মূর্ত্তিরা এতটুকুও সাহায্য করেনি।”

20মানুষ কি তার নিজের জন্য প্রকৃত দেবতাকে
তৈরী করতে পারে? না তারা শুধু মূর্ত্তি বানাতে পারে।
কিন্তু ঐ সব মূর্ত্তিরা প্রকৃত দেবতা নয়।

21প্রভু বললেন, “যারা মূর্ত্তি বানায় সেইসব লোকেদের
আমি শিক্ষা দেব। ওদের আমি আমার ক্ষমতা ও শক্তির
সম্বন্ধে শিক্ষা দেব। তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে
যে আমিই ঈশ্বর। তারা জানবে আমিই প্রভু।”

হৃদয়ে লেখা দোষ

17 “যিহূদার লোকেদের পাপ এক জায়গায় লেখা
আছে যেখানে সেইগুলো মোছা যায় না। লোহার
কলম দিয়ে এবং ডগায় হীরে* দেওয়া কলম দিয়ে ঐ
পাপগুলো পাথরের ওপর লেখা হয়েছে। এবং ঐ সব
পাথরগুলি হল তাদের হৃদয়। ঐ সব পাপ লেখা হয়েছে
তাদের উৎসর্গের বেদীর শৃঙ্গে।

2তাদের সন্তানেরা মনে রাখে সেই উৎসর্গের বেদীর
কথা যা মূর্ত্তিসমূহকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তারা মনে
রাখে সেই কাঠের খুঁটিগুলিকে যেগুলো উৎসর্গ করা
হয়েছিল আশেরাকে। তারা সেইসব জিনিষ মনে রাখে
পাহাড় চূড়ায় এবং গাছের নীচে।

3তারা মনে করবে উন্মুক্ত প্রান্তরে পর্বতের ওপরে
কি হয়েছিল। যিহূদার লোকেদের প্রচুর ধনসম্পত্তি। আমি
এই সব অন্য লোকেদের বিলিয়ে দেব। সেই লোকেরা
তোমাদের দেশে মূর্ত্তিসমূহের সমস্ত উচ্চ স্থানগুলি ধ্বংস
করে দেবে। তোমরা সেই সমস্ত জায়গায় পূজা করেছো।
এবং সেটা একটা পাপ।

4আমি তোমাদের যে দেশ দিয়েছিলাম তা তোমরা
হারাবে। তোমাদের শত্রুদের আমি তোমাদের দেশ নিয়ে
নিতে দেব এবং তোমাদের তাদের দাস হতে দেব
এমন এক দেশে যেটা তোমরা জানো না। কারণ আমি
ভীষণ ক্রুদ্ধ। আমার ক্রোধ হল গনগনে আগুনের মতো
এবং তোমরা সেই আগুনের লেলিহান শিখায় চিরদিনের
জন্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।”

লোকেদের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরকে বিশ্বাস

5প্রভু এগুলি বললেন, “যারা অন্যদের বিশ্বাস করে,
তাদের জীবনে অমঙ্গল ঘটবে। অন্যদের শক্তির ওপর
যারা ভরসা করে থাকে তাদের ক্ষেত্রেও অমঙ্গল ঘটবে।
কারণ ঐ লোকেরা প্রভুর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে।

6ঐ সমস্ত লোকেরা হল জনমানবহীন মরুভূমির
কাঁটা ঝোপের মতো। তপ্ত, শুষ্ক এবং অনুর্বর মাটিতেও
তারা জন্মায়। সেই সব ঝোপঝাড় জানে না ঈশ্বর কত
ভাল জিনিস দিতে পারেন।

7কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে বিশ্বাস রাখবে, সে প্রভুর
আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না। কারণ প্রভু তাকে
দেখাবেন যে তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।

8এই ব্যক্তি জলের ধারে রোপণ করা গাছের মতো
শক্তিশালী হয়ে উঠবে। যে গাছের লম্বা শিকড় জলের
সন্ধান পাবে, গ্রীষ্মের সময় সেই গাছ ভীত হবে না।
সেই গাছের পাতা সর্বদা সবুজ থাকবে। খরার বছরেও
সে নিশ্চিন্ত থাকবে। ফলদান থেকে সে কখনও
বিরত থাকবে না।

9“মানুষের মন খুবই কৌশলপূর্ণ। তার অসুস্থ অবস্থার
কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু আমিই প্রভু এবং আমি
মানুষের হৃদয়ও পরিষ্কার দেখতে পাই। আমি একজন
মানুষের মনকে পরীক্ষা করতে পারি। আমি নির্ধারণ
করতে পারি কার কি থাকা উচিৎ। আমি একজন মানুষের
কর্মের ফল নির্ধারণ করতে পারি।

11কখনো কখনো একটা পাখী অন্যের ডিমে তা
দিয়ে তাকে ফোটায়। ঠিক একইভাবে একজন মানুষ
ঠকায় এবং অন্যের টাকা আত্মসাৎ করে। সেই টাকা
সে তার অর্ধেক জীবনে উড়িয়ে দেয়। জীবনের শেষ
পর্যায়ে সে বুঝতে পারে যে সে কতবড় নির্বোধ।”

12একদম প্রথম থেকেই আমাদের উপাসনাগৃহে ছিল
ঈশ্বরের মহিমান্বিত সিংহাসন। তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ
স্থান।

ঐ ... এদেশে পাঠাব এর অর্থ বাবিলের শত্রু সৈন্য।

হীরে আক্ষরিক অর্থে, “নীলকান্ত মনি।”

13প্রভু আপনিই ইস্রায়েলের আশা। প্রভু আপনি জীবন্ত ঝর্ণার মত। যদি একজন মানুষ আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবন হয়ে যাবে খুবই ছোট।

যিরমিয়র তৃতীয় অভিযোগ

14প্রভু, আমাকে সারিয়ে তুলুন এবং আমি সত্যি সত্যিই সেরে উঠব। আমায় রক্ষা করুন, তাহলে আমি সত্যিই রক্ষা পাব। প্রভু, আমি আপনার প্রশংসা করি!

15যিহূদার লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করেই চলেছে। তারা বলছে, "যিরমিয়, প্রভুর বার্তার কি হল? আমাদের দেখতে হবে ঐ বার্তা সত্যি হবে।"

16প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে দৌড়ে পালাই নি বরং আমি আপনাকেই অনুসরণ করে চলেছি। আমি আপনারই ইচ্ছে মতো মেষপালক হয়েছি। আমি কখনোই চাইনি ভয়ঙ্কর দিন আসুক। প্রভু আমি যা বলেছিলাম, তা সব আপনি জানেন। যা ঘটেছে তার সব কিছুই আপনি নিজের চোখে দেখেছেন।

17প্রভু আমাকে ধ্বংস করবেন না। আমি অশান্তির সময়গুলোতে আপনার ওপরে নির্ভর করে থাকি।

18লোকেরা আমাকে নির্যাতন করছে। ওদের লজ্জিত করুন। কিন্তু আমাকে নিরাশ করবেন না। ঐ মানুষদের ভয় পেতে দিন। কিন্তু আমাকে ভীত করে তুলবেন না। প্রলয়ের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো আমার শত্রুদের জীবনে আসুক। তাদের চূর্ণ করুন। বারবার তাদের চূর্ণ করুন।

বিশ্রামের দিনকে পবিত্র রাখা হোক

19প্রভু, আমাকে এই কথাগুলি বললেন: "যিরমিয়, যাও লোকেদের ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াও যেটার মধ্যে দিয়ে যিহূদার রাজা ভেতরে ঢোকে এবং বাইরে যায়। লোকেদের আমার বার্তা শোনাও এবং তারপর জেরুশালেমের প্রত্যেকটি ফটকে গিয়ে একই কাজ করো।"

20"ঐ লোকেদের বলো: 'প্রভুর বার্তা শোন। শোন যিহূদার রাজা এবং যিহূদার সাধারণ মানুষ। এই ফটক দিয়ে জেরুশালেমে যাতায়াত করা প্রত্যেকটি মানুষ আমার কথা শোন! **21**প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন: সতর্ক থেকো, তোমরা বিশ্রামের দিনে জেরুশালেমের ফটক দিয়ে কোন মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। **22**বিশ্রামের দিনে ঘরের মালপত্রও নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। সেদিন কাজেও যেতে পারবে না। বিশ্রামের দিন তোমরা পবিত্র দিন হিসেবে যাপন করবে। আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও এই আদেশ দিয়েছিলাম। **23**কিন্তু তারা আমার কথা শোনেনি। তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমাকে অমান্য করেছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল একগুঁয়ে ও জেদী। আমি তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তারা আমার কোন কথা শোনেনি। **24**কিন্তু তোমরা মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমাকে মান্য করো।'" এই হল প্রভুর বার্তা: "'বিশ্রামের দিন জেরুশালেমের ফটক দিয়ে কোন মালপত্র বয়ে এনো না। বিশ্রামের দিন কাজ করা বন্ধ রেখো এবং ঐ দিনটি পবিত্র ভাবে কাটাও।

25"'যদি তোমরা আমার আদেশ মান্য করো, তাহলে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণ জেরুশালেমের ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে। রথে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন রাজারা আসবে। যিহূদা এবং জেরুশালেমের নেতারা হবে সেই রাজা এবং জেরুশালেম চিরকালের জন্য বসবাসকারী লোক পাবে। **26**যিহূদা শহর থেকে লোকেরা আসবে জেরুশালেমে। জেরুশালেমের আশপাশের ছোট্ট গ্রাম থেকে, বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর দেশ থেকে, পশ্চিম পাহাড়ের পাদদেশ থেকে এবং নেগেভ থেকে লোকেরা আসবে জেরুশালেমে। ওরা সবাই সঙ্গে নিয়ে আসবে ধূপধূনা, হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য। তারা সেই সমস্ত উপহার এবং নৈবেদ্য আনবে প্রভুর উপাসনা গৃহের জন্য।

27"'কিন্তু যদি তোমরা আমাকে অমান্য করো এবং আমার কথা না শোন তাহলে অমঙ্গল ঘনিয়ে আসবে। যদি তোমরা বিশ্রামের দিন জেরুশালেমের ফটক দিয়ে বোঝা বহন করো এবং তাকে অপবিত্র করো, তাহলে আমি জেরুশালেমের ফটকগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দেব, সেই আগুন যা নেভানো যায় না। সেই আগুন জেরুশালেমের ফটক থেকে শুরু করে সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে।'"

কুমোর এবং কাদামাটি

18 যিরমিয়র কাছে প্রভুর এই বার্তা এসেছিল: **2**"যিরমিয় যাও, কুমোরের বাড়ি যাও। কুমোরের ঘরে আমি তোমাকে আমার বার্তা জানাব।"

3তাই আমি কুমোরের বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম কুমোর তার চাকায় কাদামাটি নিয়ে কাজ করছে। **4**কাদামাটি দিয়ে সে একটি পাত্র তৈরী করছিল। কিন্তু কোথাও কোন গণ্ডগোল হচ্ছিল। তাই কুমোর আবার কাদামাটি চড়াচ্ছিল নতুন পাত্র তৈরীর জন্য। মনের মতো করে হাত দিয়ে সে পাত্রের আকার গড়তে চাইছিল। **5**তখন প্রভুর বার্তা এসে পৌঁছালো আমার কাছে: **6**"ইস্রায়েলের পরিবার, তোমরা জানো যে আমি (ঈশ্বর) তোমাদের সঙ্গে এই রকমই করতে পারি। তোমরা হলে কুমোরের হাতে রাখা কাদামাটি আর আমি হলাম কুমোর। **7**হয়তো এমন সময় আসতে পারে যখন আমি তোমাদের একটি দেশ অথবা একটি রাজ্যের সম্বন্ধে কথা বলব। আমি হয়ত বলতে পারি যে আমি ঐ দেশটিকে গড়ে তুলব। আবার এও বলতে পারি যে আমি ঐ দেশটি ও তার রাজধানীকে ধ্বংস করব। **8**কিন্তু ঐ জাতির লোকেরা হয়তো তাদের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন করতে পারে। হয়তো তারা আর পাপ কাজসমূহ করবে না। তখন আমিও মত পরিবর্তন করব। তাহলে ঐ জাতির জন্য আমি আর ধ্বংস বয়ে আনব না। **9**আবার সেখানে অন্য এক সময় আসতে পারে যখন আমি আরেকটি জাতির কথা বলবো। আমি হয়ত

বলব যে আমি ঐ জাতিটিকে গড়ে তুলব এবং স্থাপন করব। 10কিন্তু আমি যদি দেখি ঐ জাতি খারাপ কাজ করছে এবং আমাকে অমান্য করছে, তাহলে আমাকেও ঐ জাতির জন্য ভাল কাজ করবার যে পরিকল্পনা করেছিলাম তার সম্বন্ধে আবার বিবেচনা করতে হবে।

11"অতএব, যিরমিয়, যিহূদা এবং জেরুশালেমের লোকেদের এটা বলো, 'প্রভু যা বলেছেন তা হল: এই মূহুর্তে আমি তোমাদের জন্য অশান্তি তৈরী করছি। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছি। সুতরাং অসৎ কাজ করা বন্ধ করো। প্রত্যেকে ভালো হওয়ার চেষ্টা করো।' 12কিন্তু যিহূদার লোকেরা উত্তর দেবে, 'চেষ্টা করে আমাদের বদলাতে চাইলে কোন লাভ হবে না। আমরা যা চাইছি তাই করে যাব। প্রত্যেকেই তার শয়তান হৃদয় যা চাইছে তাই করে যাচ্ছে।'"

13প্রভু যা বলেছেন শোন: "অন্য দেশগুলিকে এই প্রশ্নগুলো করো: 'ইস্রায়েল যে খারাপ কাজগুলো করেছে সেইগুলো অন্য কোন লোককে কখনও করতে শুনেছ?' ইস্রায়েল হল ঈশ্বরের বিশেষ কেউ। ইস্রায়েল হল ঈশ্বরের কনের মতো।

14তোমরা জানো যে প্রস্তরখণ্ড কখনও নিজের ইচ্ছেয় মাঠ ছেড়ে যেতে পারে না। তোমরা জানো যে লিবানোনের পর্বত শৃঙ্গের বরফ কখনোও গলে যায় না। তোমরা জানো যে শৈত্য প্রবাহ কখনও শুষ্ক হয়ে যায় না।

15কিন্তু আমার লোকেরা আমাকে ভুলে অসার মূর্ত্তিদের সামনে নৈবেদ্য সাজাচ্ছে। আমার লোকেরা তাদের এই কৃতকার্যের জন্য হোঁচট খাচ্ছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের তৈরী পুরানো পথেও হোঁচট খাচ্ছে। আমার লোকেরা আমাকে ভালো রাস্তায় অনুসরণ করার চেয়ে বরং পিছনের রাস্তায় এবং খারাপ রাস্তা দিয়ে হাঁটবে।

16সুতরাং যিহূদা শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে। লোকেরা তাদের দেশের এই করুণ অবস্থা দেখে প্রচণ্ড আঘাত পাবে। তারা শুধু শিস্ দিতে দিতে মাথা নাড়বে।

17আমি যিহূদার লোকেদেরও ছড়িয়ে দেব। তারা তাদের শত্রুদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। আমি পূর্বদিকের ঝড়ের মত যিহূদার লোকেদের ছত্রভঙ্গ করে দেব। ধ্বংস করে দেব ওদের। ওরা দেখতে পাবে আমি ওদের সাহায্য না করে দিব্যি ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

যিরমিয়র চতুর্থ অভিযোগ

18তখন যিরমিয়র শত্রুরা বলল, "এসো আমরা একত্রে মিলে যিরমিয়র বিরুদ্ধে চক্রান্তের উপায় বের করি। যাজকের দেওয়া অনুশাসনের শিক্ষা নিশ্চয়ই হারিয়ে যাবে না এবং জ্ঞানীদের উপদেশ আমাদের সঙ্গে আছে। ভাববাদীদের কথাও আমাদের সঙ্গে এখনও আছে। সুতরাং চলো যিরমিয়র বিরুদ্ধে আমরা স্যা প্রচার চালাই। এই প্রচারই তাকে শেষ করে দেবে। তার কোন কথাকেই আমরা পাত্তা দেব না।"

19প্রভু আমার কথা শুনুন! আমার যুক্তি শুনে বিচার করুন কে সঠিক।

20আমি লোকেদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে খারাপ জিনিষ প্রতিদান দিচ্ছে। তারা আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে এবং হত্যা করতে চাইছে। প্রভু, ঐ লোকেদের ভালো করবার জন্য এবং ওদের ওপর রাগ করা বন্ধ করবার জন্য আপনার কাছে কত ভিক্ষা করেছিলাম মনে করুন।

21সুতরাং ওদের ছেলেমেয়েরা খরায় অনাহারে মরুক। শত্রুরা ওদের পরাজিত করুক। তাদের মহিলারা সন্তান হারাক। তারা বিধবাও হয়ে যাক। যিহূদার সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা হোক। ওদের স্ত্রীরা বিধবার জীবনযাপন করুক। যুদ্ধে মারা যাক যিহূদার সমস্ত যুবক।

22ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠুক। যখন আপনি হঠাৎ ওদের বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ ঘটাবেন তখন ওরা কাঁদুক। এই সব কিছু ঘটুক কারণ আমার শত্রুরা আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। তারা আমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছিল তার মধ্যে পড়বার জন্য।

23প্রভু, আমাকে হত্যা করবার জন্য ওরা যে পরিকল্পনা করেছিল আপনি তা জানেন। ওদের এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। ওদের পাপকে মুছে দেবেন না। আমার শত্রুদের ধ্বংস করে দিন। যখন আপনি ক্রুদ্ধ হবেন তখন ওদের শাস্তি দেবেন!

ভাঙ্গা পাত্র

19 প্রভু আমাকে বলেছিলেন, "যিরমিয়, যাও কুমোরের কাছ থেকে একটা মাটির পাত্র কিনে আনো। 2খর্পর ফটকের কাছে বেন-হিন্নোম উপত্যকায় যাও। সঙ্গে কিছু নেতা ও যাজককে নাও। সেখানে তাদের আমি যা বলেছি তা বলো। 3তাদের বলো, 'যিহূদার রাজা এবং জেরুশালেমের মানুষ, প্রভুর বার্তা শোন! প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা বলেছেন তা হল এই: আমি খুব শীঘ্রই এই স্থানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাবো। প্রত্যেকে এই ঘটনার কথা শুনে হতবাক হয়ে যাবে, ভয় পাবে। 4যিহূদার লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছে বলে আমি এগুলো ঘটাবো। তারা এই দেশটাকে বিদেশী দেবতাদের জায়গা বানিয়ে তুলেছে। যিহূদার লোকেরা অন্য দেবতাদের জন্য এই জায়গায় হোমবলি দিয়েছে। তারা অনেক আগে ঐ মূর্ত্তির পূজা করত না। তাদের পূর্বপুরুষরাও ঐ নতুন মূর্ত্তির পূজা করত না। এগুলি সব অন্যান্য দেশের নতুন দেবতা। যিহূদার রাজা এই দেশের মাটি নিরীহ শিশুদের রক্তে ভিজিয়েছে। 5যিহূদার রাজারা এই উচ্চ স্থানগুলি বাল মূর্ত্তির জন্য তৈরী করেছে। সেই স্থানকে তারা নিজেদের সন্তানদের বাল মূর্ত্তিকে হোমবলি উৎসর্গ হিসেবে ব্যবহার করত। বালের মূর্ত্তিকে হোমবলি দেওয়ার জন্য তারা নিজের সন্তানদের পুড়িয়ে মেরেছে। আমি তাদের এইসব করতে বলিনি। আমি বলিনি তাদের সন্তানকে এভাবে নৈবেদ্য হিসেবে বলি দিতে। আমি কখনো একথা ভাবতেও পারি না। 6এখন মানুষ এই জায়গাকে তোফত ও

হিন্নোম উপত্যকা বলে ডাকে। কিন্তু আমি তোমাদের
সাবধান করে দিচ্ছি। এই বার্তাটি হল প্রভুর কাছ থেকে:
“দিন আসছে, যখন মানুষ এই জায়গাকে নিধন উপত্যকা
বলে সম্বোধন করবে। **7**এই জায়গাতেই আমি যিহূদা
এবং জেরুশালেমের লোকেদের পরিকল্পনাগুলি ধ্বংস
করব। শত্রু এই লোকেদের তাড়া করবে এবং আমি
তরবারির আঘাতে তাদের মৃত্যু দেখব। তাদের মৃতদেহ
শকুন এবং বন্য জন্তুরা ছিঁড়ে খাবে। **8**আমি এই শহর
পুরোপুরি ধ্বংস করে দেব। জেরুশালেমের পাশ দিয়ে
যাবার সময় লোকেরা শিস্ দিতে দিতে মাথা নাড়বে।
যখন তারা দেখবে এই শহর কি করে ধ্বংস হয়েছিল
তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। **9**শত্রু তার সৈন্যবাহিনী
নিয়ে এ শহর ঘিরে ফেলবে। সৈন্যরা লোকেদের
খাদ্যের সন্ধানে শহরের বাইরে যেতে দেবে না।
ফলে তারা অনাহারে কষ্ট পাবে। অনাহারে যন্ত্রণায়
তারা তাদের নিজের সন্তানদের শরীর ছিঁড়ে খাবে।
এবং তারপর তারা নিজেরাই একে অন্যের মাংস
ছিঁড়ে খাবে।’ **10**যিরমিয়, লোকেদের এই কথাগুলি বলো।
এবং যখন তারা তোমাকে লক্ষ্য করবে তখন তুমি
পাত্রটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। **11**সেই সময় এই কথাগুলি
বলো: ‘প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন, এই মাটির পাত্রের
মতোই আমি যিহূদা এবং জেরুশালেমকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে
দেব। যেমন ঐ মাটির পাত্রটিকে আবার আগের অবস্থায়
ফিরিয়ে আনা যাবে না। যিহূদার সম্বন্ধেও সেই একই
ব্যাপার হবে। যিহূদার সমস্ত মৃত লোকেদের তোফতে
কবর দেওয়া হবে যতক্ষণ সেখানে কবর দেওয়ার মতো
জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। **12**আমি যিহূদার মানুষদের
অবস্থাও তোফতের মতো করব।’ এই হল প্রভুর বার্তা।
13‘জেরুশালেমের প্রত্যেকটি বাড়ি তোফতের মতোই
অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। এমন কি রাজাদের প্রাসাদগুলিও
তোফতের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, ঐ সব
বাড়ির ছাদে বসে মানুষ মূর্ত্তিসমূহের পূজা করেছে।
তারা নক্ষত্রদেরও পূজা করেছে এবং তাদের সম্মান
জানাতে তাদের উদ্দেশ্যে হোমবলি দিয়েছে। তারা
মূর্ত্তিসমূহের পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছে।’”

14এরপর যিরমিয় তোফত ছেড়ে চলে গেল, সেই
জায়গা যেখানে প্রভু তাকে ভাববাণী করতে
পাঠিয়েছিলেন। যিরমিয় প্রভুর উপাসনাগৃহে গেল এবং
উপাসনাগৃহের চত্বরে উন্মুক্ত জমিতে গিয়ে দাঁড়াল।
যিরমিয় সমস্ত মানুষকে বলল: **15**“প্রভু সর্বশক্তিমান,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বললেন: ‘আমি বলেছিলাম,
আমি জেরুশালেম এবং তার চারপাশের গ্রামগুলিতে
অনেক দুর্বিপাক আনব। খুব শীঘ্রই ঐ ঘটনা ঘটাবো।
কারণ ঐ লোকেরা ভীষণ জেদী। ওরা আমার কথা
শুনতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে অমান্য করেছে।’”

যিরমিয় এবং পশ্হূর

20 পশ্হূর ছিল এক যাজক। প্রভুর উপাসনাগৃহের
সে ছিল প্রধান যাজক। পশ্হূরের পিতার নাম
ছিল ইম্মের। পশ্হূর শুনতে পেল প্রভুর উপাসনাগৃহের
চত্বরে যিরমিয় ধর্মোপদেশ প্রচার করছে। **2**তাই সে
ভাববাদী যিরমিয়কে প্রহার করেছিল। সে যিরমিয়র
হাত এবং পাগুলি কাঠের গুঁড়ির মাঝখানে বেঁধে
রেখেছিল। এটা ঘটেছিল প্রভুর মন্দিরে বিন্যামীনের
উচ্চতর ফটকে। **3**পরদিন যখন পশ্হূর যিরমিয়কে সেই
কাঠের খণ্ডের ভেতর থেকে বের করে আনল তখন
যিরমিয় পশ্হূরকে বলেছিল, “তোমার, পশ্হূর নামটি
প্রভুর দেওয়া নয়। এখন প্রভু তোমার নাম দিলেন
সর্বদিকের সন্ত্রাস। **4**এটা তোমার নাম, কারণ প্রভু
বলেছেন, ‘শীঘ্রই আমি তোমাকে তোমার নিজের কাছেই
একটি সন্ত্রাসে পরিণত করব। তুমি তোমার সমস্ত বন্ধু-
বান্ধবের কাছেও সন্ত্রাস হিসেবে পরিচিতি পাবে। তুমি
লক্ষ্য করবে শত্রুর তরবারি তোমার বন্ধুদের হত্যা করছে।
আমি যিহূদার সমস্ত লোকেদের বাবিলের রাজাকে দিয়ে
দেব। তিনি তাদের বাবিলে নিয়ে যাবেন। তাঁর সৈন্যরা
তাদের তরবারি দিয়ে মেরে ফেলবে। **5**ধনসম্পদ অর্জন
করতে জেরুশালেমের মানুষ পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু
আমি তাদের সমস্ত ধনসম্পদ শত্রুদের দিয়ে দেব।
যিহূদার রাজাদেরও প্রচুর ঐশ্চর্য ছিল। আমি সেই ঐশ্বর্যও
শত্রুদের দিয়ে দেব। শত্রুবাহিনী সেই সব ধনসম্পদ
ঐশ্বর্য সমেত যিহূদার লোকেদেরও বাবিলে নিয়ে যাবে।
6পশ্হূর, তুমি এবং তোমার পরিবারও এর থেকে মুক্তি
পাবে না। তোমাকে বাধ্য করা হবে বাবিলে চলে যাওয়ার
জন্য। তোমার মৃত্যু হবে বাবিলে। সেখানেই তোমাকে
সমাহিত করা হবে। তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে মিথ্যা
ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলে। তুমি বলেছো এটা ঘটবে
না। কিন্তু তোমার বন্ধুরাও বাবিলে মারা যাবে এবং
সেখানেই তাদের সমাহিত করা হবে।’”

যিরমিয়র পঞ্চম অভিযোগ

7প্রভু, আপনি কৌশল করেছিলেন এবং আমি
প্রতারিত * হয়েছিলাম। আপনি আমার চেয়ে শক্তিশালী
তাই আপনি জিতে গেলেন। আমি মানুষের কাছে
হাস্যকর হয়ে গেলাম । ওরা আমাকে নিয়ে সারাদিন
ধরে হাসাহাসি করল।

8আমি যখনই কথা বলি, হিংসা ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে
চেঁচাই। প্রভুর বার্তা আমি লোকেদের জানিয়ে এসেছি।
কিন্তু লোকেরা আমাকে অপমান করেছে, আমাকে নিয়ে
উপহাস করেছে।

9কখনো আমি নিজে নিজে বলেছি, “আমি প্রভুকে
ভুলে যাব। প্রভুর নাম করে আর কথা বলব না।” যখন
আমি একথা বলি তখনই প্রভুর বার্তা আমার শরীরের
ভেতরে আগুনের মতো জ্বালায় পোড়ায়। হাড়ের ভেতর
সেই জ্বালা পোড়া এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে আমি
আর ঠিক থাকতে পারি না, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। প্রভুর
বার্তা শরীরের ভেতরে আর ধরে রাখতে পারি না।

প্রতারিত যিরমিয় তার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি করত, (অধ্যায় 1:8) যে তাকে তার শত্রুদের চেয়ে শক্তিশালী করা হবে। কিন্তু এখন যিরমিয় বোধ করছে যে সে প্রতারিত হয়েছে কারণ তার শত্রুরা তাকে জ্বালাতন করছে।

10আমি শুনতে পাচ্ছি লোকেরা আমার বিরুদ্ধে
ফিসফিস করে কথা বলছে। সব জায়গায় একই কথা
শুনে আমি ভয় পাই। এমন কি আমার বন্ধুরাও আমার
বিরুদ্ধে কথা বলছে। লোকেরা আমার ভুল করবার
অপেক্ষায় রয়েছে। তারা বলছে, “চলো আমরা একটা
মিথ্যে কথা বলি যে সে একটা ভীষণ খারাপ কাজ
করেছে। অসৎ কাজ করি। আমরা হয়তো যিরমিয়কে
প্রতারণাপূর্বক কৌশল করতে পারব। তাহলে পরিশেষে
আমরা তার হাত থেকে মুক্তি পাবো। তারপর আমরা
তাকে বন্দী করব এবং প্রতিশোধ নেব।”
11কিন্তু প্রভু আমার সঙ্গে আছেন। প্রভু একজন
শক্তিশালী সৈন্যের মত। তাই লোকেরা যারা আমাকে
তাড়া করছে তারা হোঁচট খাবে। তারা আমাকে হারাতে
পারবে না। তারা নিজেরাই হেরে গিয়ে হতাশ হবে।
তারা এমন অপমানিত হবে যে সেই লজ্জা তারা
কখনো ভুলতে পারবে না।
12সর্বশক্তিমান প্রভু তুমি সৎ লোকেদের পরীক্ষা
করো। তুমি আমাদের হৃদয়ের এবং মনের ভেতর
গভীরভাবে দেখ। আমি তোমার সামনে ঐ সব লোকেদের
বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ এনেছিলাম যাতে হয়ত আমি দেখতে
পাই যে তুমি ওদের শাস্তি দেবে।
13প্রভুর কাছে গান কর! তাঁর প্রশংসা কর। প্রভু
অসহায় মানুষকে ক্ষতিকর মানুষের কবল থেকে রক্ষা
করেন।

যিরমিয়র ষষ্ঠ অভিযোগ

14অভিশাপ দাও সেই দিনটিকে যেদিন আমি জন্ম
নিয়েছিলাম। যেদিন আমার মা আমাকে পেয়েছিল সেই
দিনটিকে আশীর্বাদ কোরো না।
15অভিশাপ দাও সেই মানুষটিকে যে আমার পিতাকে
আমার জন্ম সংবাদ দিয়েছিল। সে বলেছিল, “তোমার
একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।” সে আমার পিতাকে এই
সংবাদ দিয়ে খুশী করেছিল।
16ঐ মানুষটিরও দশা হোক সেই সব শহরের মতো
যেগুলো প্রভু ধ্বংস করেছেন। প্রভু ঐ শহরগুলির
ওপর কোন করুণা দেখান নি। ঐ মানুষটি যেন
প্রত্যেকদিন সকালে যুদ্ধের আর্তনাদ শুনতে পায়।
দুপুরবেলায় সে যুদ্ধনাদ শুনুক।
17কারণ সে আমাকে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন হত্যা
করেনি। সে যদি আমাকে হত্যা করত তাহলে আমার
কবর হত। আমার মাতৃগর্ভ এবং আমি কখনও
জন্মগ্রহণই করতাম না।
18আমাকে কেন আমার মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে
আসতে হল? আমি এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখেছি তা
হল দুঃখ এবং সমস্যাসমূহ। এবং আমার জীবন শেষ
হবে দুঃখে ও অপমানে।

ঈশ্বর রাজা সিদিকিয়ের অনুরোধ বাতিল করে দিলেন

21 যিরমিয়র কাছে এই বার্তা এসেছিল যখন যিহূদার
রাজা সিদিকিয় যিরমিয়র কাছে দুজন লোককে
পাঠিয়েছিল: পশ্হূর এবং যাজক সফনিয় তখন এই
বার্তা যিরমিয়র কাছে এসেছিল। পশ্হূর ছিল মল্কিয়ের
পুত্র এবং সফনিয় ছিল মাসেয়ের পুত্র। পশ্হূর এবং
সফনিয় যিরমিয়র জন্য একটি বার্তা বয়ে এনেছিল।
2পশ্হূর ও সফনিয় যিরমিয়কে বলেছিল, ‘‘আমাদের
জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো। প্রভুকে জিজ্ঞেস করো
কি ঘটতে চলেছে। আমরা জানতে চাই কারণ বাবিলের
রাজা নবূখদ্‌রিৎসর আমাদের আক্রমণ করেছে। হয়তো
প্রভু আমাদের জন্য অতীতে যেমন করেছিলেন তেমনি
চমৎকার ও শক্তিশালী জিনিষগুলি তিনি করবেন। প্রভুই
হয়তো নবূখদ্‌রিৎসরকে আমাদের প্রতি আক্রমণ থেকে
বিরত করবেন।”
3তখন যিরমিয়, পশ্হূর এবং সফনিয়কে উত্তরে
বলল, “রাজা সিদিকিয়কে বলো: 4প্রভু ইস্রায়েলের
ঈশ্বর যা বলেছেন তা হল: ‘তোমার অস্ত্র সম্ভার আছে।
এবং সেই অস্ত্র সম্ভার দিয়ে তুমি বাবিলের রাজা এবং
বাবিলবাসীদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছো।
কিন্তু আমি তোমার সমস্ত অস্ত্র সম্ভার নষ্ট করে দেব।
ওগুলো আর কোন কাজেই লাগবে না।
‘“বাবিলের রাজার সৈন্যরা শহর ঘিরে ফেলছে।
শীঘ্রই আমি তাদের জেরুশালেমের অভ্যন্তরে নিয়ে
আসব। 5স্বয়ং আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।
যিহূদার লোকেদের, আমি আমার শক্তিশালী এই হাত
দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আমি তোমাদের
ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ এবং আমি কতখানি ক্রুদ্ধ তা
বোঝানোর জন্যই আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ
করব। 6আমি সমস্ত জেরুশালেমবাসীকে হত্যা করব।
হত্যা করব পশুদেরও। তারা একটি ভয়ঙ্কর রোগে
মারা যাবে যেটি সারা শহরে ছড়িয়ে যাবে।”’ 7ঐটি
ঘটবার পর, এই হল প্রভুর বার্তা, ‘“আমি বাবিলের
রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের হাতে যিহূদার রাজা সিদিকিয়
ও তার মন্ত্রী মণ্ডলীকে তুলে দেব। জেরুশালেমে যারা
মহামারী, যুদ্ধ এবং অনাহারের পরও জীবিত থাকবে
তাদেরও আমি তুলে দেব নবূখদ্‌রিৎসরের হাতে। রাজা
নবূখদ্‌রিৎসরের সেনাবাহিনী যিহূদার লোককে হত্যা
করতে চাইবে। তাই যিহূদা এবং জেরুশালেমের লোক
মারা যাবে তরবারির আঘাতে। নবূখদ্‌রিৎসর অবশ্য
কোন দয়া দেখাবে না। সে ঐ লোকেদের জন্য কোনরকম
দুঃখও অনুভব করবে না।’
8‘‘জেরুশালেমের লোককে এটাও বলে দাও। প্রভু
এই কথাগুলি বললেন: ‘আমি তোমাদের জীবন এবং
মৃত্যুর মধ্যে বাছতে দেব। 9জেরুশালেমে যারা বাস
করে তারা মরবে। তারা মারা যাবে তরবারির আঘাতে,
নাহলে মহামারীতে নয়তো অনাহারে। কিন্তু কেউ যদি
জেরুশালেম থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাবিল সৈন্যদের কাছে
আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে বেঁচে যাবে। পুরো শহরটাই
বাবিলীয় সৈন্য ঘিরে রেখেছে। কেউ বাইরে যেতে পারবে
না এবং শহরের ভেতর খাবার আনতে পারবে না।
কিন্তু কেউ যদি বাইরে যায় এবং বাবিলের সৈন্যের
কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে তার জীবন রক্ষা করবে।

10আমি ঠিক করেছি জেরুশালেম শহরকে বিপদে
জর্জরিত করে দেব কিন্তু কোন সাহায্য করব না।”’
এই হল প্রভুর বার্তা ‘আমি জেরুশালেম শহর বাবিলের
রাজাকে দিয়ে দেব। সে এই শহরে আগুন লাগিয়ে
দেবে।”
11“এই বার্তা যিহূদার রাজপরিবারকে জানিয়ে দাও:
প্রভুর বার্তা শোন।
12দায়ূদ পরিবার, প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন: ‘তুমি
প্রতিদিন লোকেদের ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার
করবে। অভিযুক্তদের অপরাধীদের হাত থেকে বাঁচাবে।
যদি তুমি তা না করো তাহলে আমি ক্রুদ্ধ হব।
আমার ক্রোধ হল আগুনের মতো। একবার সেই
ক্রোধের আগুন জ্বললে কেউ আর তা নেভাতে
পারবে না। এটি ঘটবে কারণ তোমরা পাপ কাজ
করেছিলে।’
13“‘জেরুশালেম, আমি তোমার বিরুদ্ধে। তুমি
পাহাড়ের চুড়ায় বসে থাকো। তুমি এই উপত্যকার ওপর
রাণীর মত বসে থাকো। জেরুশালেমের লোকেরা
তোমরা বলছো, ‘কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারে
না। কেউ আমাদের এই দূর্গসমন্বিত শহরগুলিতে প্রবেশ
করতে পারে না।’ কিন্তু প্রভুর এই বার্তা শোন।
14‘তুমি যোগ্য শাস্তি পাবে। আমি তোমার অরণ্যে
আগুন লাগাবো। সেই আগুন তোমার চারিদিকের সব
কিছু পুড়িয়ে দেবে।”’

শয়তান রাজাদের বিচার

22 প্রভু বললেন: “যিরমিয়, রাজপ্রাসাদে যাও।
যিহূদার রাজার কাছে গিয়ে এই ধর্মোপদেশ প্রচার
করো: 2‘যিহূদার রাজা, প্রভুর বার্তা শোন। তুমি দায়ূদের
সিংহাসন থেকে শাসন করছ, তাই শোন হে রাজা,
তুমি এবং তোমার সভাপরিষদগণও শোন।
জেরুশালেমের ফটক দিয়ে আসা তোমার লোকেদেরও
ঈশ্বরের বার্তা শুনতে হবে। 3প্রভু বললেন: যা ঠিক তাই
করো। ডাকাতকে নয়, যার ডাকাতি হয়েছে তাকে রক্ষা
করো। বিধবা মহিলাদের এবং অনাথ শিশুদের কোন
ক্ষতি করো না। নিরীহ লোকেদের মেরো না। 4যদি এই
নির্দেশগুলো তোমরা মেনে চলো তাহলে এগুলি ঘটবে:
দায়ূদের সিংহাসনে যে সব রাজারা অধিষ্ঠিত রয়েছে
তারা জেরুশালেম শহরের ফটক দিয়ে আসা চালিয়ে
যাবে। সঙ্গে থাকবে তাদের সভাপরিষদগণ। তারা সবাই
রথে ঘোড়ায় চড়ে আসবে। 5কিন্তু যদি এই নির্দেশগুলি
মানা না হয়, তাহলে প্রভু বলেছেন: আমি, প্রভু,
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রাজার প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং
সব কিছু জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হবে।”’
6যিহূদার রাজার রাজপ্রাসাদের সম্বন্ধে প্রভু যা
বলেছেন তা হল:
“এই প্রাসাদ হল গিলিয়দের অরণ্যের মতো উচ্চ।
এই রাজপ্রাসাদ হল লিবানোনের পর্বতের মতো উচ্চ,
কিন্তু এই প্রাসাদকে মরুভূমিতে পরিণত করব। এই
প্রাসাদ নির্জন শহরের মতো একাকি দাঁড়িয়ে থাকবে।

7আমি ধ্বংসকারীদের এই প্রাসাদ ধ্বংস করতে
পাঠাব। তারা প্রাসাদের সুদৃশ্য এরস কড়িকাঠগুলো
কেটে ফেলবে এবং সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবে।

8“অনেক জাতির লোকেরা এই শহরের পাশ দিয়ে
যেতে যেতে একে অন্যকে প্রশ্ন করবে, ‘মহান শহর
জেরুশালেমের ওপর প্রভু এমন একটা সাংঘাতিক
কাণ্ড কেন করলেন?’ 9এই হবে তাদের প্রশ্নের উত্তর:
যিহূদার লোকেরা তাদের প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে যে চুক্তি
হয়েছিল তা তারা অমান্য করেছিল বলে ঈশ্বর
জেরুশালেমকে ধ্বংস করেছেন। যিহূদার লোকেরা মূর্তি
পূজা করেছিল বলে তাদের এই ভয়ানক ফল ভোগ
করতে হল।”’

রাজা যেহোয়াজের বিরুদ্ধে বিধান

10মৃত রাজাদের জন্য না কেঁদে বরং যে রাজাকে
এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে তার জন্য কাঁদো।
কারণ সে আর কখনো ফিরে আসবে না। আর কোনদিন
সে নিজের মাতৃভূমিকে দেখতে পাবে না।
11যোশিয়ের পুত্র শল্লুম (যেহোয়াজ) সম্বন্ধে প্রভু যা
বলেছেন তা হল, (যোশিয় মারা যাবার পর তার পুত্র
শল্লুম যিহূদার রাজা হয়েছিল।) “যেহোয়াজ জেরুশালেম
ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে আর কোনদিন জেরুশালেমে
ফিরে আসে নি। 12মিশরের লোকেরা তাকে যেখানে
ধরে নিয়ে গিয়েছে সেখানেই তার মৃত্যু হবে। সে আর
কোনদিন এই দেশকে দেখতে পাবে না।”

রাজা যিহোয়াকীমের বিরুদ্ধে বিধান

13রাজা যিহোয়াকীমের জীবনে খারাপ সময় ঘনিয়ে
আসছে। সে তার রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে বহু অসৎ
কাজ করেছে। লোক ঠকিয়ে প্রাসাদের ঘর সমেত উচ্চতা
বাড়িয়েছে। তার প্রজাদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সে
কাজ করিয়ে নিয়েছে।
14যিহোয়াকীম বলল, “আমি নিজের জন্য একটি
বিশাল প্রাসাদ তৈরী করব। সেই প্রাসাদের ওপরের
তলায় বড় বড় ঘর থাকবে।” তাই সে বড় বড় জানালা
তৈরী করল। এরস বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরী জানালার
চারিদিকে সে লাল রঙ করল।
15যিহোয়াকীম, তোমার প্রাসাদে অসংখ্য এরস বৃক্ষের
কাঠ তোমাকে মহান রাজা করে দিতে পারবে না।
তোমার পিতা যোশিয় খাদ্য ও পানীয় পেয়ে সন্তুষ্ট
ছিলেন। তিনি সঠিক পথে সঠিক কাজ করেছিলেন।
অতএব তাঁর ক্ষেত্রে সব কিছুই ভালো হয়েছিল।
16যোশিয় গরীব দুঃখী লোকেদের পাশে দাঁড়িয়েছিল
বলে তার সঙ্গে খারাপ কোন ঘটনা ঘটেনি। যিহোয়াকীম,
‘ঈশ্বরকে জানার অর্থ সৎভাবে জীবনযাপন করা এবং
যারা গরীব ও আর্ত্ত তাদের সাহায্য করা।’ এই হল
প্রভুর বার্তা:
17যিহোয়াকীম, তোমার চোখ দুটো শুধু তোমার
লাভের দিকটাই দেখে। তোমার সমস্ত ভাবনা হল লাভ

নিয়ে এবং কি করে আরো বেশী কিছু পাবে তাই নিয়ে।
তুমি ইচ্ছা করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছো। স্বেচ্ছায়
অন্যের জিনিস চুরি করেছো।

18সুতরাং যোশিয়র পুত্র যিহোয়াকীমকে প্রভু এই
কথাগুলি বললেন: “যিহূদার লোকেরা কখনও
যিহোয়াকীমের জন্য কাঁদবে না। তারা একে অপরকে
বলবে না; ‘হে আমার ভাই, আমি যিহোয়াকীমের জন্য
খুব দুঃখিত! হে আমার ভগিনী, আমি যিহোয়াকীমের
জন্য খুব দুঃখিত!’ তারা যিহোয়াকীমের জন্য দুঃখিত
হবে না। তারা তার সম্বন্ধে বলবে না, ‘হে মনিব,
আমরা দুঃখিত! হে রাজা আমরা মর্মাহত!’

19জেরুশালেমের লোকেরা যিহোয়াকীমকে কবর
দেবে একটি মৃত গাধার সৎকারের ভঙ্গিতে। তারা তার
মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জেরুশালেমের ফটকের
বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

20“যিহূদা, যাও লিবানোনের পাহাড়ে উঠে চিৎকার
করে কাঁদো যাতে তোমাদের সেই কান্নার রোল বসনের
পাহাড় থেকে শোনা যায়। অবারীম পাহাড় থেকে চেঁচিয়ে
ওঠো। কারণ তোমার ‘প্রেমিকরা’ সবাই ধ্বংস হয়ে
যাবে।

21“যিহূদা, তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করেছিলে
কিন্তু আমি তোমাকে সতর্ক করেছিলাম! তোমায় সতর্ক
করেছিলাম কিন্তু আমার কথা শোননি। ছেলেমানুষ ছিলে
বলে তুমি ভুলপথে জীবনযাপন করেছিলে। যিহূদা,
তুমি তোমার যৌবনকাল থেকে আমাকে অমান্য করেছ।

22যিহূদা আমি তোমাকে যে শাস্তি দেব তা আসবে
ঝড়ের মতো এবং সেই ঝড় তোমার সমস্ত
মেষপালকদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুমি ভেবেছিলে
অন্যান্য জাতিগুলি তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে
আসবে, কিন্তু তারাও পরাজিত হবে। তখন তুমি সত্যি
সত্যি নিরাশ হয়ে পড়বে। লজ্জিত হবে নিজের অতীতের
কৃতকর্মের কথা ভেবে।”

23“রাজা, তুমি পাহাড়ের একেবারে ওপরে এরস
বৃক্ষের তৈরী সুদৃশ্য প্রাসাদে বাস করো। এটা অনেকটা
তোমার কাছে লিবানোনে বাস করার মতোই যেখান
থেকে ঐ কাঠ আসে। যেহেতু পাহাড়ের ওপর বিশাল
প্রাসাদে তুমি বাস করো তাই তুমি নিজেকে নিরাপদ
ভাবছো। কিন্তু যখন শাস্তি তোমার কাছে আসবে তখন
তুমি আঘাত পাবে এবং প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মহিলার
মত আর্তনাদ করবে।”

রাজা যিহোয়াকীণের বিরুদ্ধে রায়

24প্রভু বললেন, ‘‘আমি আছি এটা যেমন নিশ্চিৎ,”
এই হল প্রভুর বার্তা, “তেমনিভাবে আমি এটা করব।
যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াকীণ, যিহূদার রাজা, তুমি
যদি আমার ডান হাতের মোহর করা আংটিও* হও,
আমি তোমাক ছুঁড়ে ফেলে দেব। 25যিহূদারাজ কনিয়,
তুমি যাদের ভয়ে ভীত সেই বাবিলের রাজা
নবূখদ্রিৎসরের ও বাবিলের লোকেদের হাতে আমি
তোমাকে তুলে দেব। তারা তোমাকে হত্যা করতে চায়।
26আমি তোমাকে ও তোমার মাকে এমন এক দেশে
পাঠিয়ে দেব যেটা তোমাদের কারোরই জন্মস্থান নয়।
তোমরা সেখানে মারা যাবে। 27যিহোয়াকীণ তুমি যদি
স্বদেশ কাতর হয়ে যাও এবং তোমার নিজের দেশে
ফিরেও যেতে ইচ্ছা কর, তুমি কখনও ফিরে যাবার
অনুমতি পাবে না।”

28কনিয় হল এক ভাঙ্গা পাত্রের মত যাকে কোন
মানুষ বাতিল করে ফেলে দিয়েছে। সে এমনই এক
পাত্র যাকে কেউ চায় না। যিহোয়াকীণ ও তার সন্তানদের
কেন ফেলে দেওয়া হবে? কেন তাদের অন্য দেশে
নিক্ষিপ্ত করা হবে?

29ভূমি, যিহূদার দেশ, প্রভুর বার্তা শোন।

30প্রভু বললেন, “কনিয় সম্বন্ধে এই কথাগুলো লিখে
নাও। ‘সে হবে এমনই এক মানুষ যার আর কোন
সন্তান থাকবে না। সে কখনো জীবনে সফল হবে না।
তার কোন সন্তান কখনো দায়ূদের সিংহাসনে বসতে
পারবে না। তার কোন সন্তান কখনো যিহূদার রাজত্ব
করবে না।’”

23 ‘‘যিহূদার মেষপালকদের* পক্ষে এটা খারাপ
হবে। এই মেষপালকেরা আমার মেষেদের
আহত করছে। তারা চারদিক থেকে এই মেষেদের
তাড়িয়ে আমার শস্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।”
এই হল প্রভুর বার্তা। 2এই মেষপালকেরা (নেতৃবৃন্দ)
আমার মেষেদের (লোকেদের) জন্য দায়ী এবং প্রভু
ইস্রায়েলের ঈশ্বর ঐ মেষপালকদের বললেন: “তোমরা
মেষপালকেরা আমার মেষদের চতুর্দিকে তাড়িয়ে নিয়ে
গেছ। এবং তোমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করনি। কিন্তু
আমি তোমাদের দেখে নেব। তোমাদের মন্দ কাজের
জন্য আমি তোমাদের শাস্তি দেব।” এই হল প্রভুর
বার্তা। 3‘‘আমি আমার মেষদের অন্য দেশে পাঠিয়ে
দেব। তারপর ঐ বিদেশগুলোর থেকে আমি আমার
বাকী মেষগুলিকে জড়ো করব এবং যে সমস্ত মেষরা
পড়ে থাকবে, তাদের আমি একত্রিত করে তাদের স্বদেশে
ফিরিয়ে আনব। তারা যখন স্বদেশে ফিরবে তখন তাদের
সন্তানরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। 4আমি তাদের
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন মেষপালক রাখব এবং তাহলে
আমার কোন মেষই ভয় পাবে না বা হারিয়ে যাবে না।”
এই হল প্রভুর বার্তা।

ন্যায়পরায়ণ নবোদগম

5প্রভু এই বার্তা বলেন, “সেই সময় আসছে যখন
আমি একটি ভালো ‘নবোদগম’* উত্তোলন করব। সে
বুদ্ধিমত্ত্বার সঙ্গে শাসন করবে এবং দেশে যা ন্যায্য
এবং ঠিক তাই করবে। সে সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন করবে
এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।

আংটি মোহর করা আংটি।

মেষপালক যিহূদার লোকেরা প্রভুর মেষের পালের মত এবং তাদের নেতারা মেষপালক।

নবোদগম এর অর্থ হল দায়ূদের পরিবার থেকে একটি নতুন রাজা।

6তার রাজত্বের সময়, যিহূদা রক্ষা পাবে এবং
ইস্রায়েল নিরাপদে থাকবে। এই হবে তার নাম: প্রভুই
আমাদের ধার্মিকতা।”

7‘‘সেই সময় আসছে,” এই হল প্রভুর বার্তা, “যখন
লোকেরা আর প্রভুর পুরানো প্রতিশ্রুতির কথা বলবে
না। পুরানো প্রতিশ্রুতি হল: ‘যেহেতু প্রভুর অস্তিত্ব
নিশ্চিত, প্রভু তিনিই, যিনি সমস্ত ইস্রায়েলবাসীকে মিশর
থেকে নিয়ে এসেছিলেন।’ 8কিন্তু লোকেরা এখন নতুন
কথা বলবে। তারা বলবে, ‘প্রভুর অস্তিত্ব যেমন নিশ্চিত,
তিনিই হলেন সেই একজন যিনি সমস্ত ইস্রায়েলের
লোকেদের উত্তরদেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। তিনি
তাদের যে সব দেশে পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকে
উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন।’ তখন থেকে
ইস্রায়েলবাসী তাদের নিজেদের দেশে বসবাস শুরু
করল।”

ভ্রান্ত ভাববাদীদের বিরুদ্ধে বিধান

9ভাববাদীদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা: আমার হৃদয়
ভেঙ্গে গেছে। প্রভু যা বলেছেন তাতে ভয়ে আমার
হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরেছে। প্রভুর পবিত্র বার্তাটির দরুণ
আমি একজন বদ্ধ মাতালের মত বলছি।

10যিহূদার মাটি ব্যাভিচারীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভরে
গেছে। তারা নানা বিষয়ে অবিশ্বস্ত। প্রভুর অভিশাপে
এই দেশের মাটি শুষ্ক হয়ে যাবে। শুকিয়ে যাবে গাছের
পাতা। শুকিয়ে যাবে পশুচারণের তৃণভূমি। শস্যভূমি
শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে। ভাববাদীরা হোল শয়তান।
তারা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা ভুল ভাবে
ব্যবহার করেছিল।

11‘‘ভাববাদীরা তো বটেই, এমন কি যাজকরাও
শয়তান। আমি তাদের আমার মন্দিরে খারাপ কাজ
করতে দেখেছি।” এই হল প্রভুর বার্তা।

12‘‘আমি যদি ভাববাদীদের এবং যাজকদের আমার
বার্তা দেওয়া বন্ধ করি, তাহলে তাদের পিচ্ছিল পথে,
অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হবে। তারা ঐ অন্ধকারে পড়ে
যাবে। আমি তাদের ওপর দুর্বিপাক আনব। আমি শাস্তি
দেব ঐ সমস্ত ভাববাদী ও যাজকদের।’’ এই হল প্রভুর
বার্তা।

13‘‘শমরিয়ার ভাববাদীদের অন্যায় করতে দেখেছি।
আমি ঐ ভাববাদীদের বাল মূর্ত্তির নামে ভাববাণী করতে
দেখেছি। ঐ ভাববাদীরা মিথ্যা শিক্ষা দিয়ে
ইস্রায়েলবাসীকে প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে
গিয়েছিল।

14এখন দেখছি যিহূদার ভাববাদীরা সেই সব গর্হিত
কাজগুলি জেরুশালেমে করছে। এই ভাববাদীরা পাপ
ও ব্যভিচার করে বেড়াচ্ছে। তারা মিথ্যেকেই প্রশয়
দিয়ে এসেছে এবং তারা ভুল শিক্ষাগুলিকে পালন
করেছিল। অসৎ লোকেদের তারা একটা না একটা
গর্হিত কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছে।
তাই যিহূদার মানুষ সদোমের মানুষের মতো পাপ থেকে
বিরত থাকেনি। এখন জেরুশালেম আমার কাছে
ঘমোরার মতো।”

15সুতরাং প্রভু সর্বশক্তিমান ভাববাদীদের সম্বন্ধে যা
বলেন তা হল এই: ‘‘আমি ঐ ভাববাদীদের শাস্তি দেব।
বিষাক্ত খাদ্য ও জল পান করার মতো শাস্তি দেব।
ভাববাদীরা আত্মিক অসুখে ভুগতে শুরু করেছিল এবং
সেই অসুখ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আমি
ঐ ভাববাদীদের শাস্তি দেব। ঐ অসুখ ভাববাদীদের
মাধ্যমে জেরুশালেমে এসেছিল।”

16সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথাগুলি বলেন:
‘‘ভাববাদীরা যা বলেছে তার দিকে তোমরা মন দিও
না। তারা তোমাদের বোকা বানাতে চাইছে। ঐ ভাববাদীরা
স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে কথা বলছে। কিন্তু তারা আমার কাছ
থেকে কোন স্বপ্নাদেশ পায় নি। ঐ স্বপ্নদর্শনগুলো তাদের
নিজেদের মনের স্বপ্নদর্শন।

17কিছু লোক প্রভুর সত্য বার্তাকে ঘৃণা করে তাই
ভাববাদীরা ঐ লোকেদের ভুল বার্তা দেয়। তারা বলে,
‘তোমরা শান্তিতে বিরাজ করবে।’ কিছু মানুষ ভীষণ
একগুঁয়ে, জেদী। তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ
করে। তাই সেই সুযোগ নিয়ে ভাববাদীরা ঐ জেদী
লোকেদের বলল তোমাদের সঙ্গে খারাপ কোন ঘটনা
ঘটবে না!’

18কিন্তু ঐ ভাববাদীদের কেউই স্বর্গীয় সভায়
দাঁড়ায়নি। তাদের কেউই প্রভুকে দেখেনি বা প্রভুর
বার্তা শোনেনি।

19এখন প্রভুর কাছ থেকে ঝড়ের মতো শাস্তি
আসবে। প্রভুর ক্রোধ হল ঘূর্ণিঝড়। সেই ঝড় অসৎ
লোকেদের মাথার ওপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে।

20পরিকল্পনা মাফিক কাজ শেষ না করে প্রভু তার
ক্রোধ প্রশমিত করবেন না। সেই দিনটি যখন আসবে
তখন তোমরা পরিষ্কারভাবে এটি বুঝতে পারবে।

21আমি ঐ ভাববাদীদের পাঠাইনি। অথচ তারা দৌড়ে
বেড়ালো নিজেদের তৈরী বার্তা নিয়ে। আমি তাদের
সঙ্গে কথা বলি নি। অথচ তারা আমার নাম করে
প্রচার করেছিল তাদের ভ্রান্ত ধর্মোপদেশ।

22তারা যদি আমার স্বর্গীয় সভায় দাঁড়াতো, তাহলে
তারা আমার বার্তা যিহূদার লোকেদের কাছে প্রচার
করতে পারতো। তারা পারত মানুষকে খারাপ কাজ
করার থেকে বিরত করতে। তারা পারত মানুষকে অসৎ
হওয়া থেকে বিরত করতে।”

23“আমিই ঈশ্বর। আমি বহুদূরে নয়, খুব কাছেই
আছি।” এই হল প্রভুর বার্তা।

24কেউ গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকলেও আমি
কিন্তু সহজেই তাকে দেখতে পাই। কেন? কারণ আমি
স্বর্গ এবং মর্ত্য সর্বত্র বিরাজমান” প্রভু একথা বলেছেন।

25‘‘ঐ ভাববাদীরা আমার নাম দিয়ে মিথ্যে
ধর্মোপদেশ প্রচার করেছে। তারা বলেছে, ‘আমি স্বপ্নাদেশ
পেয়েছি! আমি স্বপ্নাদেশ পেয়েছি!’ আমি তাদের ঐ
কথাগুলো বলতে শুনেছি। 26আর কতদিন এভাবে চলবে?
ঐ ভাববাদীরা মিথ্যা রচনা করে এবং লোকেদের মিথ্যা

শিক্ষা দেয়। 27ঐ ভাববাদীরা চেষ্টা করল যাতে যিহূদার
লোকেরা আমার নাম ভুলে যায়। তারা তাদের মিথ্যে
স্বপ্নাদেশের কথা বলে বেড়াতে লাগল। যেভাবে তাদের
পূর্বপুরুষরা আমাকে ভুলে গিয়েছিল, সেইভাবে তারা
আমার লোকেদের আমাকে ভুলে যাওয়াতে চেষ্টা করছে।
তাদের পূর্বপুরুষরা আমাকে ভুলে ভ্রান্ত দেবতার পূজা
করেছিল। 28খড় আর গম যেমন এক জিনিস নয়,
তেমনি ভাববাদীদের স্বপ্নাদেশ আর আমার বার্তাও এক
নয়। কেউ যদি নিজেদের দেখা স্বপ্নকে বলে বেড়াতে
চায় তা সে বলুক। কিন্তু একজন লোক যদি আমার
বার্তা শোনে, তাকে সে কথা সত্যি করে বলতে হবে।
29আমার বার্তা হল আগুনের মতো।” এই হল প্রভুর
বার্তা। “আমার বার্তা হল পাথরে আছড়ে পড়া হাতুড়ি,
যা পাথরকেও গুঁড়িয়ে দেয়।

30“সুতরাং আমি ঐ কপট ভাববাদীদের বিরুদ্ধে।”
ঐ ভাববাদীরা একে অন্যের কাছ থেকে আমার বাণীসমূহ
চুরি করে চলেছে। এই হল প্রভুর বার্তা। 31“আমি মিথ্যা
ভাববাদীদের বিরুদ্ধে।” এই হল প্রভুর বার্তা, “তাদের
নিজেদের কথাগুলোকে আমার বার্তা বলে তারা লোক
ঠকাচ্ছে।” 32আমি ঐ কপট ভাববাদী এবং তাদের মিথ্যে
স্বপ্ন ও মিথ্যে ধর্মোপদেশ প্রচারের বিরুদ্ধে।” এই হল
প্রভুর বার্তা। “তারা তাদের মিথ্যে ছলনা ও ভ্রান্ত শিক্ষা
দিয়ে আমার লোকেদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমি
ঐ ভাববাদীদের লোককে শিক্ষা দিতে পাঠাই নি। আমি
তাদের আমার জন্য কিছু করার নির্দেশ দিইনি। তারা
যিহূদার লোকেদের কোনভাবেই সাহায্য করতে পারবে
না।” এই হল প্রভুর বার্তা।

প্রভুর শোকবার্তা

33“যিহূদার লোকেরা ভাববাদী অথবা কোন যাজক
হয়তো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, ‘যিরমিয়, প্রভুর
ঘোষণা কি?’ তুমি ওদের উত্তরে বলবে, ‘তোমরা হলে
প্রভুর কাছে ভারী বোঝা এবং আমি ঐ ভারী বোঝা
ছুঁড়ে ফেলব।’” এই হল প্রভুর বার্তা।

34“কোন ভাববাদী, কোন যাজক অথবা কোন
একজন সাধারণ লোক হয়তো বলতে পারে, ‘এই হল
প্রভুর ঘোষণা।’ যে একথা বলবে সে মিথ্যেবাদী এবং
আমি তাকে ও তার পরিবারকে শাস্তি দেব। 35তোমরা
একে অপরকে বলবে: ‘প্রভু কি উত্তর দিলেন?’ অথবা
‘প্রভু কি বললেন?’ 36কিন্তু তোমরা আর কখনও এই
অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করবে না: ‘প্রভুর ঘোষণা (ভারী
বোঝা।)’ একথা খবরদার উচ্চারণ কোরো না কারণ
প্রভুর ঘোষণা কখনও কারও ক্ষেত্রে ভারী বোঝা হয়
না। কিন্তু তোমরা আমাদের ঈশ্বরের কথায় পরিবর্তন
ঘটিয়েছ। তিনি জীবন্ত ঈশ্বর, তিনি প্রভু সর্বশক্তিমান।

37“তোমরা যদি ঈশ্বরের বার্তা জানতে চাও তাহলে
কোন ভাববাদীকে জিজ্ঞেস করো। ‘প্রভু আপনাকে কি
উত্তর দিয়েছেন?’ অথবা ‘প্রভু কি বলেছেন?’ 38কিন্তু
একথা বলো না, ‘প্রভুর ঘোষণা (ভারী বোঝা) কি
ছিল?’ যদি তোমরা আবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করো
তাহলে প্রভু তোমাদের উদ্দেশ্যে এগুলি বলবেন:
‘তোমরা আমার বার্তাকে ভারী বোঝা বলে উল্লেখ করবে
না।’ আমি তোমাদের এই শব্দ ব্যবহার করতে বারণ
করছি। 39কিন্তু তোমরা যদি আমার বার্তাকে ভারী বোঝা
বলে উল্লেখ করো তাহলে আমিও তোমাদের এবং ঐ
শহরটিকে ভারী বোঝা বলে মনে করে আমার কাছ
থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। আমি তোমাদের
পূর্বপুরুষকে এই জেরুশালেম শহর দিয়েছিলাম। কিন্তু
আমি তোমাদের এই শহর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।
40আমি তোমাদের চিরকালের জন্য অপদস্থ করব এবং
তোমরা কোনদিন তোমাদের বিব্রত অবস্থাকে ভুলতে
পারবে না।’”

ভাল ডুমুর এবং খারাপ ডুমুর

24 প্রভু আমাকে এই জিনিসগুলি দেখিয়েছিলেন:
আমি ডুমুর ভর্ত্তি দুটি ঝুড়ি দেখেছিলাম প্রভুর
মন্দিরের সামনে রাখা আছে। বাবিলের নবূখদ্‌রিৎসর
যখন যিকনিয়কে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন
আমার এই স্বপ্নদর্শন হয়েছিল। রাজা যিহোয়াকীমের
পুত্র যিকনিয় ও তার গুরুত্বপূর্ণ সভাসদবৃন্দদের
জেরুশালেম থেকে গ্রেপ্তার করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া
হয়েছিল। যিহূদার সমস্ত ছুতোর ও কানাদেরও
নবূখদ্‌রিৎসর বাবিলে নিয়ে এসেছিলেন। 2একটা ঝুড়িতে
ছিল খুব ভাল ডুমুর। ঐ ডুমুরগুলি ছিল মরশুমের শুরুতে
পাকা ডুমুর। কিন্তু অপর ঝুড়িতে ছিল পচা ডুমুর। যা
একেবারেই খাওয়ার অযোগ্য।

3প্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “যিরমিয়, তুমি
কি দেখতে পাচ্ছ?” আমি উত্তর দিয়েছিলাম, “আমি
ডুমুর দেখতে পাচ্ছি। ভাল ডুমুরগুলো খুবই ভাল।
আর পচা ডুমুরগুলো এতোই পচা যে ওগুলো খাওয়া
যাবে না।”

4তারপর আমি প্রভুর কাছ থেকে বার্তা পেয়েছিলাম।
5প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন: “যিহূদার
লোকেদের তাদের দেশ থেকে শত্রুরা বাবিলে নিয়ে
গিয়েছিল। সেই লোকগুলি হবে ঐ ভাল ডুমুরগুলোর
মতো। এদের প্রতি আমি দয়ালু হবো। 6আমি তাদের
রক্ষা করব। আমি তাদের যিহূদায় ফিরিয়ে আনব।
আমি তাদের ছিন্নভিন্ন না করে গড়ে তুলব। আমি
তাদের উদ্ধার করবো। আমি তাদের প্রতিষ্ঠা করবো।
যাতে তারা বেড়ে উঠতে পারে। 7আমি তাদের একটি
হৃদয় দেব যেটা আমাকে জানতে ইচ্ছা করবে। তখন
তারা জানবে যে আমিই প্রভু। তারা হবে আমার লোক।
আমি হব তাদের ঈশ্বর। আমি এটা করবো কারণ
বাবিলের বন্দীরা সম্পূর্ণভাবে তাদের হৃদয় আমার কাছে
সমর্পণ করবে।

8“কিন্তু যিহূদার রাজা সিদিকিয় হবে ঐ খাওয়ার
অযোগ্য পচা ডুমুরগুলির মতো। সিদিকিয়র উচ্চপদস্থ
পারিষদগণ, জেরুশালেমে পড়ে থাকা সমস্ত লোক ও
মিশরে বসবাসকারী যিহূদার লোকেরা হবে ঐ পচা
ডুমুরের মতো।

9“আমি ঐ লোকেদের এমন একটি শাস্তি দেব
যেটা পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিস্ময়াভিভূত করবে।
যিহূদার ঐ সব লোকেরা হবে অন্যদের উপহাসের সামগ্রী।
আমি তাদের যেখানেই ছড়িয়ে দেব সেখানকার লোকেরা
তাদের শাপ দেবে। 10তাদের বিরোধিতা করার জন্য
আমি তরবারি, অনাহার এবং রোগ পাঠাব। আমি তাদের
যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেকে মারা যায় ততক্ষণ আক্রমণ
করব। তাহলে তারা এই দেশ যা আমি তাদের এবং
তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলাম সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন
হয়ে যাবে।”

যিরমিয়র ধর্মপ্রচারের সারমর্ম

25 যিহূদার লোকেদের সম্বন্ধে যিরমিয়র কাছে এই
বার্তা এসেছিল। যিহূদার রাজা হিসাবে
যিহোয়াকীমের রাজত্বকালের চতুর্থতম বছরে এই বার্তা
এসেছিল। যোশিয়ের পুত্র যিহূদা রাজ যিহোয়াকীমের
রাজত্বকালের চতুর্থ বছর ছিল বাবিলের রাজা
নবূখদ্‌রিৎসরের রাজত্বকালের প্রথম বছর। 2এই বার্তা
ভাববাদী যিরমিয়, যিহূদা ও জেরুশালেমের সমস্ত
মানুষকে শুনিয়েছিল:

3বিগত 23 বছর ধরে আমি বারবার তোমাদের কাছে
প্রভুর বাণী দিয়ে এসেছি। আমোনের পুত্র যোশিয় যিহূদার
রাজা হবার ত্রয়োদশ বছর থেকে আমি একজন ভাববাদী।
আমার ভাববাদী প্রাপ্তির সময় যিহূদার রাজা ছিলেন
আমোনের পুত্র যোশিয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত
আমি তোমাদের কাছে প্রভুর বার্তা প্রচার করে আসছি।
কিন্তু তোমরা কেউ তা শোননি। 4প্রভু তার ভৃত্যদের
ও ভাববাদীদের বারবার পাঠানো সত্ত্বেও, তোমরা, তারা
কি বলেছিল তা শোননি এবং তাদের দিকে মনোযোগ
দাওনি।

5এই ভাববাদীরা বলেছিল, “তোমাদের জীবনযাত্রা
বদলাও এবং খারাপ কাজ করা বন্ধ করো! নিজেদের
জীবনযাত্রা পাল্টালে তবে তোমরা প্রভুর দেশে ফিরতে
পারবে যেটা প্রভুর দ্বারা বহুকাল আগে তোমাদের
পূর্বপুরুষদের দেওয়া হয়েছিল এবং চিরকালের জন্য
এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। 6অন্য দেবতাদের
অনুসরণ কোরো না। মানুষের তৈরী মূর্ত্তিগুলোর পূজো
অথবা সেবা কোরো না। যদি তা করো তাহলে আমি
ক্রুদ্ধ হব। আর আমার ক্রোধ তোমাদেরই ক্ষতি করবে।”
7“কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন নি।” ঐ মূর্ত্তিদের
পূজা করে তোমরা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছ এবং সেটা
তোমাদেরই ক্ষতি করেছে।” এই হল প্রভুর বার্তা।

8প্রভু সর্বশক্তিমান যা বলেন তা হল, “তোমরা
আমার কথাগুলো শোন নি। 9তাই শীঘ্রই উত্তরের সমস্ত
পরিবারগোষ্ঠীকে এবং বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরকে
যিহূদার লোকেদের বিরুদ্ধে পাঠাব। নবূখদ্‌রিৎসর হল
আমার অনুচর। আমি তাদের যিহূদার চারপাশের সমস্ত
জাতির বিরুদ্ধে আনব। আমি যিহূদা ও তার চারপাশের
সমস্ত দেশগুলিকে ধ্বংস করব এবং তাদের একটি
চিরকালীন শূন্য মরুভূমিতে পরিণত করব। মানুষ শিস
দিতে দিতে দেখবে কিভাবে সেই সব দেশ ধ্বংস হবে।
10ঐ দেশগুলিতে আর কোন আনন্দমুখর ধ্বনির উৎপত্তি
হবে না। বিয়ের সানাই বেজে উঠবে না। শস্যদানা
পেষাইয়ের কোন আওয়াজ থাকবে না। আমি রাতে
সমস্ত বাতিগুলোর আলো কেড়ে নেব। 11পুরো এলাকাটি
ধ্বংস হয়ে যাবে এবং একটি শূন্য মরুভূমিতে পরিণত
হবে। আর সমস্ত মানুষ আগামী 70 বছরের জন্য বাবিলের
রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের দাসত্ব করবে।

12“কিন্তু 70 বছর পূর্ণ হবার পর বাবিলের রাজাকেও
আমি শাস্তি দেব। শাস্তি দেব সমগ্র বাবিলবাসীকে তাদের
পাপের জন্য।” এই হল প্রভুর বার্তা । “বাবিলও শূন্য
মরুভূমিতে পরিণত হবে। 13যিরমিয়র ভাববাণীর মাধ্যমে
আমি ঐ বিদেশগুলির সম্বন্ধে যেসব খারাপ ঘটনা ঘটবে
বলে আগে বলেছিলাম সেইগুলো সত্য হবে। এই বইয়ে
ঐ সমস্ত সতর্কবাণী লেখা আছে। এবং এই বইয়ে যে
সমস্ত সতর্কবাণী লেখা আছে সেগুলোও প্রচার করো।
14হ্যাঁ, বাবিলের লোকেদের বহু জাতিদের এবং মহৎ
রাজাদের সেবা করতে হবে। তাদের কৃতকার্যের যোগ্য
শাস্তি আমি দেব।”

বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলির বিচার

15প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর আমাকে এই কথাগুলি
বললেন: “যিরমিয়, আমার হাত থেকে এই পেয়ালা
ভর্তি দ্রাক্ষারস নাও। এই দ্রাক্ষারস হল আমার ক্রোধ।
আমি তোমাকে অন্য জাতিদের কাছে পাঠাচ্ছি। অন্যান্য
দেশগুলিকে এই পেয়ালা থেকে চুমুক দেওয়াও। 16তারা
এই দ্রাক্ষারস পান করবে। তারা বমি করবে। পাগলের
মতো আচরণ করবে। তারা এরকম ব্যবহার করবে
কারণ আমি শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে তরবারিটি পাঠাব।”

17সুতরাং আমি প্রভুর হাত থেকে দ্রাক্ষা ভর্তি
পেয়ালা তুলে নিলাম। আমি সেই সমস্ত দেশে গেলাম
এবং তাদের সেই পেয়ালার দ্রাক্ষারস পান করালাম।
18আমি জেরুশালেম এবং যিহূদার লোকেদের জন্য
এই দ্রাক্ষারস ঢেলে দিলাম। আমি যিহূদার রাজা এবং
তার নেতাদের এই দ্রাক্ষারস পান করালাম। আমি এমন
করেছিলাম কারণ যাতে তারা মরুভূমির মতো শুকিয়ে
যায়। জেরুশালেম ও যিহূদা যাতে এমনভাবে ধ্বংস
হয় যা দেখে লোকেরা শিস দিয়ে অভিশাপ দিতে
পারে। এবং তাই ঘটেছিল বলে যিহূদার এখন এই
দুরবস্থা।

19মিশরের রাজা ফরৌণকেও আমি ঐ পেয়ালার
দ্রাক্ষারস পান করালাম। রাজার সভাষদ, নেতৃবৃন্দ এবং
তার সমস্ত লোকেরা প্রভুর ক্রোধের পেয়ালা থেকে
দ্রাক্ষারস পান করল।

20সমস্ত আরবের লোক এবং ঊষ দেশের সমস্ত
রাজাকেও এই দ্রাক্ষারস পান করালাম।

আমি পলেষ্টীয় দেশের সমস্ত রাজাদেরও এর থেকে
পান করালাম। এরা ছিল অস্কিলোন, ঘসা, ইক্রোণ
শহরের এবং অস্‌দোদ শহরের বেঁচে যাওয়া অংশের
রাজাগণ।

21তারপর আমি ইদোম, মোয়াব এবং অম্মোন দেশের লোকেদেরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম।

22সোর এবং সীদোনের শহরের রাজাদের ঐ পেয়ালার দ্রাক্ষারস পান করালাম।

বহুদূরের দেশগুলির রাজাদেরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম। 23দদান, টেমা, ছিন্নগুম্ফ এবং বূষ এর লোকেদেরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম। যারা তাদের মন্দিরে চুল কেটেছে তাদেরও ঐ পেয়ালার দ্রাক্ষারস পান করালাম। 24আরবের সমস্ত রাজা যারা মরুভূমিতে বাস করে তাদেরও পান করালাম। 25সিম্রী, এলম এবং মাদীয়দের রাজাদেরও ঐ পেয়ালা থেকে পান করালাম। 26আমি উত্তরের রাজাদের কাছে, যারা কাছে এবং দূরে ছিল তাদের কাছে গিয়েছিলাম। একের পর এক রাজাকে আমি ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম। ঐ দ্রাক্ষারসের পেয়ালা থেকে প্রভুর ক্রোধ পান করাবার জন্য আমি পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজ্যে গেলাম। কিন্তু বাবিলের* রাজা আর সমস্ত রাজ্যগুলির পরে এই দ্রাক্ষারস পান করবে।

27“যিরমিয়, ঐ সমস্ত দেশগুলিকে বলো, সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, ‘আমার ক্রোধ ভর্তি ঐ দ্রাক্ষারস পান কর এবং তারপর বমি কর। তারপর শুয়ে পড়ো এবং উঠে দাঁড়িও না। কারণ এরপর আমি তোমাদের হত্যা করার জন্য তরবারি পাঠাচ্ছি।’

28“তোমার হাত থেকে ঐ দ্রাক্ষারস পান করতে যে সমস্ত লোকেরা অস্বীকার করবে তাদের বলবে, ‘প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বলেন: প্রকৃতপক্ষে তোমরা এই পেয়ালার দ্রাক্ষারস পান করবে! 29আমার নামাঙ্কিত জেরুশালেম শহরে আমি ইতিমধ্যেই খারাপ ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছি। যদি তোমরা ভেবে থাকো যে তোমরা হয়তো শাস্তি পাবে না, তাহলে ভুল ভাববে। শাস্তি তোমরাও পাবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমি তরবারির দ্বারা আক্রমণ করব।’” এই হল প্রভুর বার্তা।

30“যিরমিয়, তুমি আমার বার্তা তাদের দেবে: ‘ওপর থেকে, তাঁর পবিত্র মন্দির থেকে প্রভু তাঁর পশুচারণ ভুমির (তাঁর লোকজন) প্রতি চিৎকার করে উঠলেন। দ্রাক্ষারস তৈরীর সময় শ্রমিকরা যেমন দ্রাক্ষার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সমস্বরে চিৎকার করে তেমনি জোরে চিৎকার করছেন প্রভু।

31পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্যে এই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো। এটা কিসের আওয়াজ? প্রভু সমস্ত দেশের মানুষদের শাস্তি দিচ্ছেন। লোকের বিরুদ্ধে প্রভু তার যুক্তি দেখাচ্ছেন। তিনি তাদের বিচার করেছেন এবং এখন তিনি সমস্ত অসৎ লোকেদের একটি তরবারি দিয়ে হত্যা করছেন।’” এই হল প্রভুর বার্তা।

32প্রভু সর্বশক্তিমান যা বলেছেন তা হল: “শীঘ্রই এক দেশ থেকে আর এক দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। ভয়ঙ্কর ঝড়ের মতো সেই প্রলয় পৃথিবীর বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে যাবে।”

33মৃতদেহগুলি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে। কেউ শোকপ্রকাশ করে কাঁদবে না। কেউ সেই মৃতদেহগুলি একত্রিত করে সৎকার করার বন্দোবস্ত করবে না। মৃতদেহগুলি পশুর বিষ্ঠার মতো মাটিতে পড়ে থাকবে।

34মেষপালকেরা (নেতারা) তোমরা মেষদের (লোকেদের) নেতৃত্ব দেবে। মহান নেতৃবৃন্দ এবার কাঁদতে শুরু করো। মেষদের (মানুষদের) নেতারা যন্ত্রণায় মাটিতে ছটফট করো। কেন? কারণ এখন তোমাদের জবাই করার সময় এসেছে। আমি তোমাদের ছড়িয়ে দেব, ঠিক যেমন একটি মাটির পাত্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তেমন করে।

35সেখানে মেষপালকদের লুকানোর কোন জায়গা থাকবে না। ঐ নেতারা পালাতে পারবে না।

36আমি শুনতে পাচ্ছি মেষপালকেরা চিৎকার করছে। কান্নাকাটি করছে। প্রভু তাদের গোচারণ ভূমিগুলি (দেশ) ধ্বংস করছেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন বলে এগুলো ঘটছে।

37প্রভুর ক্রোধের জন্য ঐ শান্তিপূর্ণ গোচারণ ভূমিগুলি একটি শূন্য মরুভূমির মত।

38প্রভু হলেন গুহা থেকে বেরিয়ে আসা একটি ভয়ঙ্কর সিংহের মত। তাঁর ক্রোধে লোকেরা আহত হবে। এই দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে।

মন্দিরে যিরমিয়র ধর্মপ্রচার

26 যিহূদার ওপর রাজা যিহোয়াকীমের শাসনের প্রথম বছরে এই বার্তা প্রভুর কাছ থেকে এসেছিল। যিহোয়াকীম ছিলেন যোশিয়ের পুত্র। 2প্রভু বলেছিলেন, “যিরমিয়, প্রভুর মন্দির চত্বরে দাঁড়াও এবং যারা এই মন্দিরে উপাসনা করতে আসে সেই সমস্ত যিহূদার লোকেদের এই বার্তাটি বলো। আমি তোমাকে যা যা বলেছি সব তাদের বলো। আমার বার্তার কোন অংশ বাদ দিও না। 3তারা হয়তো আমার কথা শুনবে এবং পালন করবে। তারা হয়ত অসৎ কাজকর্ম থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবে। যদি তারা আমার বার্তা মেনে চলে, তাহলে হয়ত আমি তাদের শাস্তি দেব না। অনেক খারাপ কাজকর্ম করেছিল বলেই আমি তাদের শাস্তি দেবার পরিকল্পনা করেছিলাম। 4তুমি তাদের বলবে, ‘প্রভু বলেছেন: আমি আমার শিক্ষামালা তোমাদের দিয়েছি। তোমাদের উচিৎ আমার বাধ্য হওয়া এবং আমার শিক্ষামালা অনুসরণ করা। 5আমার ভৃত্যরা যা বলে তা তোমাদের শুনতে হবে। (ভাববাদীরা হল আমার ভৃত্য) আমি বারবার তোমাদের কাছে ভাববাদীদের পাঠিয়েছি। কিন্তু তোমরা তাদের কোন কথা শোন নি। 6আমি এই মন্দিরটিকে শীলোর মত করে করব। এবং লোকেরা এই শহরটিকে একটি উদাহরণ হিসেবে গণ্য করবে যখন তারা অন্যান্য জায়গায় খারাপ ঘটনাসমূহ ঘটাতে ইচ্ছে করবে।’”

7যিরমিয়র এই কথাগুলি প্রভুর মন্দিরে উপস্থিত যাজক, ভাববাদী এবং সমস্ত মানুষ শুনেছিল। 8প্রভু যিরমিয়কে যা কিছু বলার আদেশ দিয়েছিলেন সে তা

বাবিল আক্ষরিক অর্থে, “শেষক।”

বলা শেষ করেছিল। তখন যাজক, ভাববাদী এবং সাধারণ
লোক যিরমিয়কে জোর করে চেপে ধরে বলেছিল, "এই
ভয়ঙ্কর কথাগুলি বলার জন্য এবার তোমার মৃত্যু হবে।
9প্রভুর নাম করে এই ধর্মোপদেশ প্রচার করার তোমার
কি করে সাহস হল। শীলোর মতো এই মন্দিরও ধ্বংস
হয়ে যাবে একথা বলার সাহস তোমার কি করে হয়!
কোন সাহসে তুমি বললে যে জেরুশালেম জনমানবহীন
এক মরুভূমিতে পরিণত হবে।" প্রভুর মন্দিরেই সবাই
যিরমিয়কে ঘিরে ধরল।

10যিহূদার শাসকবৃন্দ শুনলেন কি কি ঘটেছে। তাই
তাঁরা রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রভুর মন্দিরে
গিয়েছিলেন। তাঁরা নতুন ফটকের প্রবেশদ্বারের মুখে,
যেটা প্রভুর মন্দিরের দিকে যাচ্ছে সেখানে বসলেন। ঐ
নতুন ফটকদ্বারের পথ প্রভুর মন্দিরকেই নির্দেশ করে।
11তখন যাজকবৃন্দ ভাববাদীগণ এবং সমস্ত সাধারণ
মানুষ শাসকবৃন্দের সঙ্গে কথা বলল। তারা বলল,
''যিরমিয়কে হত্যা করতেই হবে। সে জেরুশালেম সম্বন্ধে
অমঙ্গলজনক কথাবার্তা বলে বেড়িয়েছে। আপনারাও
সে সব শুনেছেন।"

12তখন যিরমিয় যিহূদার শাসকবৃন্দ ও সাধারণ
লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছিল। সে বলল, ''প্রভু
আমাকে এই মন্দির এবং এই শহর সম্বন্ধে এই কথাগুলি
বলবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি যা কিছু বললাম
সেগুলি আমার কথা নয়, সেগুলো হল প্রভুর বক্তব্য।
13আপনারা নিজেদের জীবনযাত্রা বদলে ফেলুন। ভাল
কাজ করতে শুরু করুন। আপনারা আপনাদের প্রভু
ঈশ্বরকে মান্য করুন। যদি আপনারা তা করেন তাহলে
প্রভু তাঁর মত পরিবর্তন করবেন। তিনি যে অমঙ্গলজনক
কথাবার্তা বলেছিলেন সেগুলি তিনি তাহলে বাস্তবে
রূপান্তরিত করবেন না। 14আর আমার ক্ষেত্রে বলতে
পারি, আমি হলাম আপনাদের ক্ষমতার অন্তর্গত। যা
ভাল এবং ঠিক বুঝবেন তাই আমার সঙ্গে আপনারা
করতে পারেন। 15কিন্তু যদি আপনারা আমায় হত্যা
করেন তাহলে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান, যে
আপনারাএকজন নিরীহ লোককে হত্যা করতে চলেছেন।
এই দোষের ভাগীদার হবে এই শহর এবং এই শহরের
প্রত্যেক বাসিন্দা এবং তার জন্য দায়ী হবেন আপনারা।
প্রভু সত্যিই আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন।
আপনারাযা শুনেছেন তা পুরোটাই প্রভুর প্রেরিত বার্তা।"

16এরপর যিহূদার শাসকবৃন্দ এবং সাধারণ লোক
যাজকদের এবং ভাববাদীদের বললেন: "যিরমিয় এমন
কিছু করেনি যাতে ওর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হতে পারে।
যিরমিয় আমাদের যা যা বলেছিল তা তার নিজের
ভাষা নয়, তা ছিল প্রভু, আমাদের ঈশ্বরের বক্তব্য।"

17তখন শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতা উঠে দাঁড়িয়ে সাধারণ
মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। 18তাঁরা বললেন,
''মোরেষ্টীয় শহরে মীখা নামের ভাববাদী ছিলেন। মীখা
যখন ভাববাদী ছিলেন, তখন যিহূদার রাজা ছিলেন
হিষ্কিয়। যিহূদার লোকেদের মীখা এই কথাগুলি
বলেছিলেন: সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন:

"সিয়োন ধ্বংস হয়ে যাবে। জেরুশালেম পরিণত
হবে একটি পাথরের স্তূপে। মন্দিরের চূড়া হয়ে যাবে
একটি মাটির ঢিবি, ঝোপঝাড়ে আবৃত।" *মীখা 3:12*

19''হিষ্কিয় যিহূদার রাজা ছিলেন এবং তিনি মীখাকে
হত্যা করেন নি। মীখাকে যিহূদার সাধারণ লোকেরাও
হত্যা করে নি। তোমরা জানো যে হিষ্কিয় প্রভুকে ভয়
পেতেন এবং সম্মান করতেন এবং তাঁকে খুশী করতে
চাইতেন। প্রভু বলেছিলেন, তিনি যিহূদাতে অঘটন
ঘটাবেন। কিন্তু হিষ্কিয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন
এবং প্রভু তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। প্রভু আর
তারপর যিহূদার কোন অমঙ্গল ঘটান নি। আমরা যদি
যিরমিয়র কোন ক্ষতি করি তাহলে আমরা নিজেরাই
নিজেদের ওপর অশান্তি টেনে আনব।"

20অতীতে ঊরিয় নামে একজন প্রভুর বার্তা প্রচার
করেছিলেন। ঊরিয় ছিলেন শময়িয়ের পুত্র। ঊরিয় বাস
করতেন কিরিয়ৎ যিয়ারীমস্থ শহরে। এই শহর এবং
এই দেশের বিরুদ্ধে যিরমিয়র মত ঊরিয় একই বার্তা
প্রচার করেছিলেন। 21রাজা যিহোয়াকীম, তাঁর সেনা
প্রধানেরা এবং নেতারা ঊরিয়র ধর্মোপদেশ শুনে রেগে
গিয়েছিলেন। রাজা যিহোয়াকীম ঊরিয়কে হত্যা করতে
চেয়েছিলেন। কিন্তু ঊরিয় শুনতে পেয়েছিলেন যে রাজা
যিহোয়াকীম তাঁকে হত্যা করতে চাইছে। ঊরিয় ভীত
হয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। 22কিন্তু রাজা
যিহোয়াকীম ইল্‌নাথন সহ আরো কয়েকজনকে ঊরিয়কে
ধরে আনার জন্য মিশরে পাঠিয়েছিলেন। ইল্‌নাথন ছিলেন
অক্‌বোরের পুত্র। 23ঊরিয়কে তারা মিশর থেকে ধরে
বেঁধে এনেছিলেন। তারপর তাঁরা তাকে রাজার সামনে
নিয়ে এসেছিলেন। রাজা যিহোয়াকীম ঊরিয়কে তরবারি
দিয়ে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। ঊরিয়কে হত্যা করার
পর তাঁর মৃতদেহ কবরস্থানে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া
হয়েছিল। সেই কবরস্থানে শুধু গরীব লোকেদের মৃতদেহই
কবর দেওয়া হত।

24যিহূদায় অহীকাম নামে এক ব্যক্তি ছিলেন।
অহীকাম ছিলেন শাফনের পুত্র। অহীকাম যিরমিয়কে
সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি যিরমিয়কে যাজক এবং
ভাববাদীদের হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

প্রভু নবূখদ্‌রিৎসরকে শাসক বানিয়েছিলেন

27 যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের শাসনকালে যিরমিয়র
কাছে প্রভুর একটি বার্তা এলো। যোশিয়ের পুত্র
সিদিকিয়ের রাজত্বকালের চতুর্থ বছরে এই বার্তা
এসেছিল। 2প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন তা হল এই:
"যিরমিয় একটি জোয়াল তৈরী করো এবং সেই
জোয়ালটিকে তোমার কাঁধের ওপর স্থাপন কর। 3তারপর
ইদোম, মোয়াব, অম্মোন, সোর এবং সীদোনের রাজাদের
কাছে খবর পাঠিয়ে দাও। এই সব বার্তাগুলি দূতদের
মারফৎ সব রাজাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, যারা যিহূদার
রাজা সিদিকিয়কে জেরুশালেমে দেখতে এসেছিল। 4এই
বার্তাবাহকদের বলো তাদের মনিবকে গিয়ে বলতে প্রভু

সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন: [5]তোমাদের
মনিবকে গিয়ে বলো আমি এই পৃথিবী এবং তার
মানুষদের সৃষ্টি করেছি। এই পৃথিবীর সমস্ত পশু পাখীও
আমার সৃষ্টি। আমি আমার শক্তি এবং শক্তিশালী বাহু
দিয়ে তা সৃষ্টি করেছি। আমি যাকে খুশী এই পৃথিবী
দিয়ে দিতে পারি। [6]এখন আমি পৃথিবীর সমস্ত দেশ
বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরকে দিয়ে দিলাম। সে হল
আমার অনুচর। সমস্ত বন্য জন্তুদেরও আমি তাকে
মান্য করতে বাধ্য করবো। [7]সবগুলো জাতি নবূখদ্‌রিৎসর
তাঁর পুত্র এবং তাঁর পৌত্রদের সেবা করবে। তারপর
বাবিলের পরাজয় ঘটবে। অনেক রাষ্ট্রের মহান রাজারা
মিলে বাবিলকে তাঁদের দাসে পরিণত করবেন।

[8]‘‘কিন্তু কয়েকটি দেশ হয়ত বাবিলের রাজা
নবূখদ্‌রিৎসরের সেবা করতে অস্বীকার করবে। তারা
তার জোয়াল টানতে অস্বীকার করবে। যদি তা হয়
তাহলে আমি ঐ দেশগুলিকে শাস্তি দেব। তারা সইবে
তরবারির আঘাত, অনাহার এবং মহামারীর যন্ত্রণা।”’
এই হল প্রভুর বার্তা। ‘“যতক্ষণ না দেশগুলি ধ্বংস হয়
ততক্ষণ আমি ঐ শাস্তি বহাল রাখব। আমি
নবূখদ্‌রিৎসরকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে ঐ জাতিগুলিকে
ধ্বংস করাবো। [9]সুতরাং তোমরা ভাববাদীদের কথা
শুনবে না। শুনবে না সমস্ত লোকেদের কথা যারা
ভোজবাজি দেখিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে। যারা স্বপ্ন ব্যাখ্যা
করতে পারে বলে দাবী করে তাদের কথা শুনো না।
যারা মৃতদের সঙ্গে কথা বলে অথবা যাদু কৌশল করে
তাদের কথা শুনো না। তারা প্রত্যেকে বলবে, “বাবিলের
রাজার দাসত্ব তোমাদের করতে হবে না।” [10]কিন্তু তারা
তোমাদের মিথ্যে বলবে। তারাই তোমাদের দেশত্যাগী
হবার কারণ হবে । আমি তোমাদের জোর করে মাতৃভূমি
ছেড়ে যেতে বাধ্য করাবো এবং তোমরা বিদেশের মাটিতে
মৃত্যুবরণ করবে।

[11]‘“কিন্তু দেশগুলোর সমস্ত লোকেরা যারা বাবিলের
রাজার কাছে আত্মসমর্পন করবে, তাকে সেবা করতে
রাজী হবে এবং তার জোয়ালে নিজেদের গলা দেবে,
তারা বাঁচবে। আমি সেই লোকেদের তাদের স্বদেশে
বাস করতে দেব এবং তাদের জমি চাষ করতে দেব।”’
এই হল প্রভুর বার্তা।

[12]‘“আমি যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের কাছেও এই
বার্তা পাঠিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, ‘‘তোমাকে
জোয়ালের নীচে কাঁধ রাখতে হবে। তোমাকে বাবিলের
রাজাকে সেবা করতে হবে ও তার বাধ্য হতে হবে।
যদি তুমি বাবিলের রাজা ও লোকেদের সেবা করো
তাহলে জীবিত থাকবে। [13]আর যদি তুমি রাজি না হও
তাহলে তুমি ও তোমার দেশের মানুষ মারা যাবে শত্রুর
তরবারির আঘাতে অথবা অনাহার ও মহামারীর দাপটে।
প্রভু উল্লেখ করেছিলেন যে যারা বাবিলের রাজাকে
মানতে অস্বীকার করবে সেই দেশে এগুলি ঘটবে।
[14]কিন্তু ভ্রান্ত ভাববাদীরা বলতে থাকলো: তোমরা কখনও
বাবিলের রাজার দাস হবে না। ঐ কপট ভাববাদীদের
মিথ্যে প্রচারে কান দিও না। [15]আমি তাদের পাঠাই নি।
“তারা মিথ্যে বলছে এবং বলছে যে এই বার্তাগুলি
আমার কাছে থেকে এসেছে। তাই, যিহূদার লোকেরা,
আমি তোমাদের দূরে পাঠিয়ে দেব। তোমাদের মৃত্যু
ঘটবে এবং ঐ মিথ্যুক ভাববাদীদেরও মৃত্যু ঘটবে।”
এই হল প্রভুর বার্তা।

[16]তখন আমি (যিরমিয়) যাজক এবং সাধারণ
লোকেদের বলেছিলাম, ‘‘প্রভু বলেছেন: ঐ কপট
ভাববাদীরা বলে বেড়াচ্ছে, ‘বাবিলের লোকেরা প্রভুর
মন্দির থেকে অনেক কিছু নিয়ে গিয়েছে। ঐ জিনিসগুলি
খুব শীঘ্রই নিয়ে আসা হবে।’ ঐ ভাববাদীদের কথায়
তোমরা কান দিও না। কারণ তারা মিথ্যা প্রচার করে
বেড়াচ্ছে। [17]ঐ ভাববাদীদের কথা শুনো না। বাবিলের
রাজার সেবা কর তাহলে তোমরা বেঁচে থাকবে।
জেরুশালেমের শহর কেন ধ্বংস হবে এবং কেন শূন্য
হয়ে যাবে? [18]যদি ঐ মানুষগুলোই ভাববাদী হয় এবং
তারাই যদি প্রভুর বার্তা পেয়ে থাকে তাহলে তাদেরই
প্রার্থনা করতে দাও। প্রভুর মন্দিরের বাদবাকী
জিনিষগুলির সম্বন্ধে তারা প্রার্থনা করুক। তারা প্রার্থনা
করুক যে মন্দিরের, জেরুশালেম শহরের এবং প্রাসাদের
জিনিষপত্র বাবিলে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। ঐ
ভাববাদীদের প্রার্থনা করতে দাও যাতে আর কোন জিনিষ
তার জন্য বাবিলে নিয়ে যাওয়া না হয়।”

[19]প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন যে, জেরুশালেমের
মন্দিরে কিছু জিনিষপত্র আছে: পড়ে থাকা জিনিষগুলির
মধ্যে আছে স্তম্ভগুলো, পিতলের সমুদ্র, অস্থাবর দণ্ডসমূহ
এবং অন্যান্য জিনিষপত্র। বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর
ওগুলি আর নিয়ে যায় নি তাই রয়ে গিয়েছে। [20]যিহূদার
রাজা যিকনিয়কে যখন বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর
বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল তখন সে আর ঐ জিনিসগুলো
নিয়ে যায় নি। যিকনিয় ছিল যিহোয়াকীমের পুত্র,
নবূখদ্‌রিৎসর যিহূদা এবং জেরুশালেমের বেশ কিছু
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরও ধরে নিয়ে গিয়েছিল।
[21]সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন যে প্রভুর
মন্দিরে, রাজপ্রাসাদে এবং জেরুশালেমে পড়ে থাকা
জিনিসপত্র বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে। [22]যতদিন না
সেই দিনটি আসে যেদিন আমি যাব এবং সেগুলি নিয়ে
আসব ততদিন পর্যন্ত এই সব জিনিষগুলি বাবিলে
থাকবে।”

ভ্রান্ত ভাববাদী হনানিয়

28 যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের রাজত্বকালের চতুর্থ
বছরের পঞ্চম মাসে ভাববাদী হনানিয় আমার
সঙ্গে কথা বলেছিলেন। হনানিয় ছিলেন অসূরের পুত্র।
হনানিয় ছিলেন গিবিয়োন শহরের বাসিন্দা। প্রভুর
মন্দিরে যাজকগণ ও আরো অনেকের উপস্থিতিতে
হনানিয় আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। হনানিয় যা
বলেছিলেন তা হল: [2]“ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান
প্রভু বলেছেন: ‘বাবিলের রাজা যিহূদার লোকেদের কাঁধে
দাসত্বের যে জোয়াল চাপিয়েছেন তা আমি ভেঙে দেব।
[3]বাবিলের রাজার দ্বারা প্রভুর মন্দির থেকে যে সমস্ত

জিনিষ লুঠ হয়ে গিয়েছিল তার প্রত্যেকটি জিনিষ আমি
দুবছরের মধ্যে তাদের জায়গায় ফেরৎ নিয়ে আসব।
নবূখদ্‌রিৎসর বাবিলে যা কিছু নিয়ে গিয়েছে আমি
সেগুলো জেরুশালেম দেশে ফেরৎ নিয়ে আসব।
4যিহূদার রাজা যিহোয়াকীণকে, যে যিহোয়াকীমের পুত্র,
তাকেও এখানে ফিরিয়ে আনব। বাবিলের রাজা যিহূদার
যে সমস্ত মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল
তাদের সবাইকে আমি আবার যিহূদায় ফিরিয়ে আনব।
আমি যিহূদার লোকেদের বাবিলের রাজার দাসত্ব থেকে
মুক্তি দেব।'"

5প্রভুর মন্দিরে দাঁড়িয়ে যাজক ও অন্যান্য লোকেদের
উপস্থিতিতে ভাববাদী যিরমিয়, ভাববাদী হনানিয়কে
উত্তর দিল। **6**যিরমিয় হনানিয়কে বলল, "আমেন! আমি
আশা করি তুমি প্রভুর নামে যে বার্তা প্রচার করেছো
তা প্রভু সত্যি করে তুলবেন। আমি আশা করি প্রভু
সব কিছু আবার ফিরিয়ে আনবেন। আশা করি তিনি
ফিরিয়ে আনবেন উপাসনাগৃহের লুণ্ঠিত জিনিসপত্র এবং
বাবিলে দাসত্ব করা যিহূদার সমস্ত লোকেদের।
7"কিন্তু আমাকে যা বলতেই হবে তা শোন, হনানিয়
শোন, শোন উপস্থিত লোকেরা। **8**হনানিয় তোমার অনেক
আগে আরও অনেক ভাববাদী ছিলেন এবং আমি
ভাববাদী হতে পারতাম। তারা প্রচার করেছিল অনেক
দেশগুলিকে যুদ্ধ, অনাহার, মহামারী গ্রাস করবে। অনেক
মহৎ রাজ্যের বিরুদ্ধেও তারা এধরণের ভাববাণী
দিয়েছিল। **9**কিন্তু যে ভাববাদীরা শান্তির ভাববাণী প্রচার
করে, সেই ভাববাণীগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে
সত্যিই সেগুলি প্রভুর পাঠানো কিনা। সত্যি হলেই
বোঝা যাবে যে সেই ভাববাদী সত্যি সত্যিই প্রভুর দ্বারা
প্রেরিত। যদি কোন ভাববাদীর বাণী সঠিক হয় তাহলে
মানুষকে বুঝতে হবে ঐ ভাববাদী প্রভুর দ্বারা প্রেরিত।"
10যিরমিয় একটি জোয়াল তার নিজের কাঁধে
চাপাচ্ছিল। আর তখন সেই জোয়াল ভাববাদী হনানিয়
যিরমিয়র কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলল।
11হনানিয় চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলে
উঠেছিলেন, "প্রভু বলেছেন: 'এইভাবে ঠিক আমি
বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের দাসত্বের জোয়াল ভেঙে
ফেলব। সমস্ত পৃথিবীর কাঁধে সে যে দাসত্বের জোয়াল
চাপিয়েছে আমি তা দু বছরের মধ্যেই ভেঙে ফেলব।'"
হনানিয়র এই কথা শেষ হওয়ার পর যিরমিয়
উপাসনাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। **12**হনানিয় যিরমিয়র
কাঁধ থেকে জোয়ালটি তুলে নেওয়ার পর এবং সেটি
ভাঙ্‌বার পর প্রভু যিরমিয়র সঙ্গে কথা বললেন। **13**প্রভু
যিরমিয়কে বললেন, "যাও হনানিয়কে গিয়ে বলো প্রভু
বলেছেন: 'তুমি একটি কাঠের জোয়াল ভেঙেছ। এবার
আমি লোহার জোয়াল তৈরী করব।' **14**ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সর্বশক্তিমান প্রভু বললেন, 'আমি প্রত্যেকটি দেশকে
লোহার জোয়ালে বাঁধব। তারপর আমি এইসব
জাতিগুলিকে দিয়ে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরকে
সেবা করাব। আমি নবূখদ্‌রিৎসরকে বন্য পশুদেরও শাসন
করার ক্ষমতা দেব।'"

15ভাববাদী যিরমিয় তখন ভাববাদী হনানিয়কে
বলেছিল, "শোন হনানিয়! তোমাকে প্রভু পাঠান নি।
কিন্তু তুমি যিহূদার লোকেদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করতে
শিখিয়েছো। **16**তাই প্রভু বলেছেন, 'শীঘ্রই আমি তোমাকে
এই পৃথিবীর বাইরে সরিয়ে দেব হনানিয়। তোমার
এবছরেই মৃত্যু হবে। কেন? কারণ তুমি লোকেদের প্রভুর
বিরুদ্ধে যাবার শিক্ষা দিয়েছো।'"
17হনানীয় সেই বছরেই সপ্তম মাসে মারা
গিয়েছিলেন।

বাবিলে ইহুদী বন্দীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি

29 যিরমিয় ইহুদীদের কাছে, যারা বাবিলে বন্দী
ছিল, একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। একই চিঠি সে
বাবিলে বাস করা নেতাদের, যাজকদের, ভাববাদীদের
এবং সাধারণ লোকেদের পাঠিয়েছিল। এদের সবাইকে
বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর জেরুশালেম থেকে ধরে
নিয়ে গিয়েছিল। **2**(রাজা যিকনিয়, রানী মা, সভাপরিষদ,
যিহূদা এবং জেরুশালেমের নেতৃবৃন্দকে, ছুতোর
মিস্ত্রীদের এবং কামারদের জেরুশালেম থেকে নির্বাসিত
হিসেবে নিয়ে যাবার পর এই চিঠি পাঠানো হয়েছিল।
এদের সবাইকে জেরুশালেম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া
হয়েছিল।) **3**যিহূদার রাজা সিদিকিয় নবূখদ্‌রিৎসরের
কাছে ইলিয়াসা এবং গমরিয়কে পাঠিয়েছিল। ইলিয়াসা
ছিল শাফনের পুত্র এবং গমরিয় ছিল হিল্কিয়ের পুত্র।
যিরমিয় ঐ দুজনকে বাবিলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য
একটি চিঠি দিয়েছিল। চিঠির বক্তব্য ছিল এই:
4ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি
বলেন তাদের সবাইকে যাদের তিনি জেরুশালেম থেকে
বাবিলে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন: **5**"ওখানেই তোমরা
স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করো।
চাষ আবাদ করে নিজেদের খাদ্যশস্য নিজেরাই ফলাও।
6বিবাহ করে তোমরা সন্তানদের জন্ম দাও। পুত্র
কন্যাদেরও বিবাহ দাও। তারাও যেন সন্তান উৎপাদন
করে যাতে বাবিলে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। প্রজন্মকে বাড়াও।
কখনও সংখ্যালঘু হয়ে পোড়ো না। **7**যে শহরে আমি
তোমাদের পাঠিয়েছি সেই শহরের উন্নতির জন্য ভালো
কাজ কর। শহরের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো।
কারণ শহরে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে তোমরাও
শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে।" **8**ইস্রায়েলের
ঈশ্বর প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন: "ভাববাদীদের এবং
যাদুকরদের তোমাদের ঠকাতে দিও না। তাদের
স্বপ্নদর্শনের কথায় কান দিও না। **9**তারা মিথ্যে প্রচার
করে বেড়ায়। তারা নিজেদের বাণীকে আমার নামে
চালায়। কিন্তু আমি তাদের পাঠাই নি।" এই হল প্রভুর
বার্তা।

10প্রভু যা বলেছেন তা হল এই: "70 বছরের
জন্য বাবিলের এই ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকবে।
তারপরে আমি তোমাদের কাছে যারা বাবিলে
বাস করছ তাদের কাছে আসবো এবং আমার
প্রতিশ্রুতি মতো তোমাদের জেরুশালেমে

ফিরিয়ে নিয়ে আসব। 11আমি আমার
পরিকল্পনাগুলো কি তা জানি। তাই এগুলো
তোমাদের বললাম।” এই হল প্রভুর বার্তা।
“আমি তোমাদের সুনিশ্চিত নিরাপদ ভবিষ্যৎ
দিতে চাই। তোমাদের জন্য আমার ভাল ভাল
পরিকল্পনা আছে। তোমাদের আঘাত করবার
কোন পরিকল্পনা আমার নেই। আমি তোমাদের
আশা এবং সু-ভবিষ্যৎ দিতে চাই। 12তখন তোমরা
লোকেরা, আমার নামে মিনতি করবে, আমার
কাছে এসে প্রার্থনা করবে। আমি তোমাদের
কথা শুনব। 13তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াবে
এবং যখন তোমরা অন্তর দিয়ে আমাকে অন্বেষণ
করবে তখনই আমাকে খুঁজে পাবে। 14আমি
তোমাদের আমাকে খুঁজতে দেব।” প্রভু বলেন:
‘‘আমি তোমাদের নির্বাসন থেকে এই জায়গায়
ফিরিয়ে আনব। আমিই সেইজন যে তোমাদের
বন্দীরূপে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদের
সমস্ত দেশ থেকে এবং সমস্ত জায়গা থেকে
যেখানে আমি তোমাদের বন্দীরূপে পাঠিয়েছিলাম
সকলকে একত্রিত করব।” এই হল প্রভুর বার্তা।

15তোমরা হয়ত বলবে, “কিন্তু প্রভু তো
আমাদের এই বাবিলে ভাববাদীদের দিয়েছেন।”
16কিন্তু প্রভু এইগুলি বলেছেন তোমাদের
আত্মীয়দের সম্বন্ধে যাদের বাবিলে নিয়ে আসা
হয়নি। আমি বলছি দায়ূদের সিংহাসনে বসা
বর্তমান রাজা এবং সেই সব লোকেদের সম্বন্ধে
যারা এখনও জেরুশালেমে পড়ে আছে।
17সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন: ‘‘জেরুশালেমে যারা
রয়ে গিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আমি তরবারি,
অনাহার ও ভয়ঙ্কর রোগসমূহ পাঠাব। আমি
তাদের সেই সমস্ত বাজে ডুমুরের মতো করে
দেব যেগুলো খাওয়া যায় না যেহেতু সেগুলো
পচা। 18আমি তাদের তরবারি, অনাহার ও
রোগসমূহ দিয়ে তাড়া করব। আমি তাদের
দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এমন ভয়াবহ করে তুলব যে
পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলি বিস্ময় বিহ্বল এবং
ভীত হয়ে যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের
নামগুলো অভিশাপ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সমস্ত
জাতিগুলি, যেখানে আমি তাদের পাঠাব, ওদের
অপমান করবে। 19জেরুশালেমের মানুষ আমার
বার্তা শোনেনি বলে আমি তাদের এই দুরবস্থা
করব।” আমি আমার অনুচর এবং ভাববাদীদের
মারফৎ বারবার আমার বার্তা পাঠিয়েছি। কিন্তু
তারা শোনেনি।” এই হল প্রভুর বার্তা। 20“তোমরা
লোকেরা যারা নির্বাসনে রয়েছ, শোন! আমিই
সে জন যে তোমাদের জেরুশালেম ছেড়ে বাবিলে
যেতে বাধ্য করেছিলাম। সেহেতু তোমরা প্রভুর
বার্তা শোন।”

21কোলায়ের পুত্র আহাব এবং মাসেয়ের পুত্র
সিদিকিয় সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথাগুলি
বলেছেন: “এই দুজন তোমাদের কাছে মিথ্যা
প্রচার করেছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে যে তারা
আমার বাণী প্রচার করছে। কিন্তু তারা মিথ্যা
বলছে। আমি ঐ ভাববাদীদের বাবিলের রাজা
নবূখদ্‌রিৎসরকে দিয়ে দেব এবং নবূখদ্‌রিৎসর
ঐ দুইজন ভাববাদীকে বাবিলে নির্বাসিত সমস্ত
লোকেদের সামনে হত্যা করবে। 22সমস্ত
নির্বাসিতদের কাছে এই হত্যা শাস্তির উদাহরণ
হিসেবে মনে থাকবে। ঐ বন্দী যিহূদার অন্যদের
বলবে: ‘প্রভু তোমাদের সঙ্গেও সিদিকিয় এবং
আহাবের মতো ব্যবহার করতে পারেন। বাবিলের
রাজা ওই দুজনকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।’
23ঐ দুই ভাববাদী ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে
খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। তারা তাদের
প্রতিবেশীদের স্ত্রীর সঙ্গে পাপ ও ব্যভিচারে মেতে
উঠেছিল। তারা মিথ্যে প্রচার করে তা আমার
নামে চালিয়েছিল। আমি তাদের ওসব করতে
বলিনি। আমি জানি তারা কি করেছিল। আমি
তার একজন সাক্ষী।” এই হল প্রভুর বার্তা।

শময়িয়ের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

24শময়িয়কেও একটা বার্তা দাও। শময়িয় নিহিলামীয়
পরিবারের। 25ইস্রায়েলের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান প্রভু
বললেন: ‘‘শময়িয় তুমি জেরুশালেমবাসীকে চিঠি
পাঠিয়েছিলে এবং মাসেয়ের পুত্র যাজক সফনিয়কেও
চিঠি পাঠিয়েছিলে। অন্য সমস্ত যাজকদেরও চিঠি
পাঠিয়েছিলে। তুমি তোমার নামে সে সব চিঠি
পাঠিয়েছিলে, প্রভুর নামে নয়। 26শময়িয় তুমি তোমার
চিঠিতে সফনিয়কে যা লিখেছিলে তা হল: ‘সফনিয়,
প্রভু তোমাকে যিহোয়াদার জায়গায় যাজক হিসেবে
নিয়োগ করেছেন। তুমিই প্রভুর মন্দিরের দায়িত্বে থাকবে।
কেউ ভাববাদী হবার পাগলামি করলে তুমি তাকে বন্দী
করবে। তুমি সেই বন্দীকে কাষ্ঠদণ্ডে পা বেঁধে তার
ঘাড়ে লোহার শেকল পরিয়ে দেবে। 27এখন যিরমিয়
ভাববাদীদের মতো ব্যবহার করছে। সুতরাং কেন তুমি
তাকে বন্দী করছো না? 28যিরমিয় বাবিলে আমাদের
কাছে এই কথাগুলি পাঠিয়েছে: ‘‘বাবিলে তোমাদের
দীর্ঘদিনের জন্য বাস করতে হবে। সুতরাং তোমরা
সেখানেই ঘরবাড়ি তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু
করো। চাষআবাদ করে নিজেরাই নিজেদের খাদ্যশস্য
উৎপাদন করো।”’

29ভাববাদী যিরমিয়কে যাজক সফনিয় চিঠি পড়ে
শোনাল। 30তখন যিরমিয়র কাছে প্রভুর বার্তা এলো:
31“যিরমিয় এই কথাগুলি, বাবিলে যারা নির্বাসিত, সেই
সমস্ত লোকের কাছে পাঠিয়ে দাও। শময়িয় নিহিলামীয়টি
সম্বন্ধে প্রভু যা বলেছেন তা হল এই: শময়িয় তোমাদের
কাছে বার্তা প্রচার করেছে কিন্তু আমি তাকে পাঠাই নি।
শময়িয় তোমাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল।
32শীঘ্রই আমি শময়িয়কে শাস্তি দেব। শময়িয়ের
পরিবারকেও ধ্বংস করে দেব এবং আমি আমার

লোকদের যা কিছু ভাল করব তার থেকেও সে বঞ্চিত
হবে।”’ এই হল প্রভুর বার্তা। ‘“আমি শময়িয়কে শাস্তি
দেব কারণ সে লোকেদের প্রভুর বিরুদ্ধে যাবার শিক্ষা
দিয়েছিল।”’

প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি

30 ঈশ্বরের কাছ থেকে যিরমিয়র কাছে এই বার্তা
এসেছিল। 2ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু বললেন,
“আমি যা বলেছি, যিরমিয়, তুমি তা একটি খাতায়
লিখে রাখো। তারপর তা দিয়ে তুমি নিজের জন্য এই
বইটি লিখো। 3যা বলছি তা কর কারণ এমন দিন
আসবে যেদিন আমি ইস্রায়েল এবং যিহূদার লোকেদের
নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনব।” এই হল প্রভুর বার্তা।
‘‘আমি তাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দিয়েছিলাম
সেখানে তাদের ফিরিয়ে দেব। তখন আমার লোকেরা
আর একবার সেই জমির মালিকানা পাবে।”
4প্রভু ইস্রায়েলের এবং যিহূদার লোকেদের সম্বন্ধে
এই বার্তা উচ্চারণ করেছিলেন। 5প্রভু যা বলেছিলেন
তা হল:
“আমরা শুনতে পাচ্ছি ভয় পেয়ে লোকেরা কাঁদছে!
লোকেরা ভীত! সেখানে কোন শান্তি নেই!
6‘‘এই প্রশ্নটি করো এবং তার সম্বন্ধে ভাবো: একজন
পুরুষ কি একটি শিশুকে জন্ম দিতে পারে? নিশ্চয়ই
নয়। তাহলে কেন আমি দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি
শক্তিশালী পুরুষ প্রসব বেদনায় কাতর একজন মহিলার
মতো পেটে হাত দিয়ে আছে? কেন প্রত্যেকটি মানুষের
মুখ মৃত ব্যক্তির মতো পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করেছে? কারণ
তারা প্রত্যেকে হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়েছে।”
7“যাকোবের জন্য এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সময়।
এই সময়টা একটা খুব বড় অশান্তির সময়। আর কখনও
এরকম সমস্যা সঙ্কুল সময় আসবে না। কিন্তু যাকোব
রক্ষা পাবে।
8এই হল সর্বশক্তিমান প্রভুর বার্তা: “সেই সময়
আমি ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেদের কাঁধে চাপানো
জোয়াল সরিয়ে নেব। তোমাদের দড়ির বাঁধন খুলে
দেব। অন্য জাতির লোকেরা আর কখনও আমার
লোকেদের দাসত্ব করতে বাধ্য করবে না। 9তারা আর
কোন বিদেশী রাজ্যের সেবা করবে না। তারা শুধু প্রভু
তাদের ঈশ্বরের সেবা করবে এবং তারা তাদের রাজা
দায়ূদের সেবা করবে। আমি রাজাকে তাদের কাছে
পাঠাব।
10‘‘সুতরাং যাকোব, আমার ভৃত্যদের ভয় পেও
না!” “ইস্রায়েল ভয় পেও না। আমি তোমাকে রক্ষা
করব। রক্ষা করব বন্দীদের পরবর্তী উত্তরপুরুষদেরও।
আমি তাদের নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনব। আবার
যাকোব শান্তি ফিরে পাবে। লোকেরা তাকে আর বিরক্ত
করবে না। সেখানে আর কোন শত্রু থাকবে না যাকে
আমার লোকেরা ভয় পাবে।” এই হল প্রভুর বার্তা।
11যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকেরা আমি তোমাদের
সঙ্গে আছি।” এই হল প্রভুর বার্তা। “আমি তোমাদের
রক্ষা করবো। একথা সত্যি যে আমি তোমাদের অন্য
দেশে পাঠিয়েছিলাম। আমি ঐসব দেশগুলিকে ধ্বংস
করব, কিন্তু তোমাদের আমি ধ্বংস করব না। খারাপ
কাজের শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। আমি তোমাদের
ন্যায্যভাবে শিক্ষা দেব। আমি তোমাদের শাস্তি না নিয়ে
যেতে দেব না।”
12প্রভু বললেন: “এমন কোন আঘাত আছে কি যা
সারে না? ইস্রায়েল এবং যিহূদার লোকেরা, তোমাদের
ক্ষত এমন যে তা সারবে না।
13এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তোমাদের ক্ষতের যত্ন
নিতে পারে। তাই তোমাদের আঘাত সারবে না।
14তোমরা বহু দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলে কিন্তু
তোমাদের দিকে তারা প্রয়োজনের সময় ফিরেও
তাকায়নি। তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের ভুলে গিয়েছে।
আমি তোমাদের শত্রুর মতো কঠিন আঘাত করেছিলাম।
আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। তোমরা
বহু মারাত্মক পাপ করেছিলে বলে তোমাদের সঙ্গে
আমি ঐ ব্যবহার করেছি।
15ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেরা কেন তোমরা
তোমাদের ক্ষত নিয়ে এতো চিৎকার করেছো? ক্ষতের
যন্ত্রণা তো হবেই এবং কেউ তা সারাতে পারবে না।
আমি প্রভু, তোমাদের বহু ভয়ঙ্কর পাপের ফলস্বরূপ
এই শাস্তি দিয়েছি।
16আমি প্রভু, তোমাদের ধ্বংস করেছিলাম। কিন্তু
এখন ওদের ধ্বংস হবার পালা। ইস্রায়েল ও যিহূদা
তোমাদের শত্রুরা এবার বন্দী হবে। ওরা তোমাদের
জিনিস চুরি করেছিল। এবার অন্যরা ওদের জিনিসপত্র
চুরি করবে। ওরা যুদ্ধের সময় তোমাদের জিনিস নিয়ে
গিয়েছিল। এবার যুদ্ধের সময় ওদের জিনিস অন্যরা
নিয়ে যাবে।
17আমি তোমাদের আবার স্বাস্থ্যবান করে তুলব।
আমি তোমাদের ক্ষত সারিয়ে দেব।” এই হল প্রভুর
বার্তা। “কেন? কারণ লোকেরা তোমাদের জাতিচ্যুত
বলে উল্লেখ করেছে। ওরা বলেছিল, ‘সিয়োনকে
দেখাশোনা করবার কেউ নেই।”’
18প্রভু বলেছেন: “যাকোব পরিবারগোষ্ঠীর লোকেরা
বর্তমানে নির্বাসিত হলেও তারা ফিরে আসবে এবং
আমি যাকোবের বাড়ীগুলির ওপর করুণা দেখাব। এখন
শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহগুলি দ্বারা আবৃত একটি শূন্য
পাহাড় মাত্র। কিন্তু এই শহর আবার পুনর্নিমিত হবে
এবং আবার রাজপ্রাসাদ তৈরী হবে নির্দিষ্ট স্থানে।
19আবার শহরটি গমগম করবে লোকেদের গানে ও
প্রশংসায়। কেউ তাদের উপহাস করবে না। আমি যিহূদা
ও ইস্রায়েলের লোকেদের অনেক সন্তান দেব। আমি
তাদের জন্য গৌরব আনব। কেউ তাদের নীচ নজরে
দেখবে না।
20“অনেক আগে যেমন ইস্রায়েলের পরিবার ছিল
তেমনই হবে যাকোবের পরিবার। যিহূদা ও ইস্রায়েলের
যেমন পরিবার ছিল তেমনই হবে যাকোবের পরিবার।
যিহূদা ও ইস্রায়েলকে আমি শক্তিশালী করে তুলব।

এবং যারা তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে আমি তাদের শাস্তি দেব।

21তাদের নিজেদের একজনই নেতৃত্ব দেবে। সেই শাসক আমারই লোকের থেকে আসবে। তারা আমার কাছের লোক হবে। আমি তাদের নেতাকে আমার কাছে আসতে বলব এবং সে হবে আমার কাছের লোক।

22তোমরা হবে আমার লোক আর আমি হব তোমাদের ঈশ্বর।”

23প্রভু ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলেন! তিনি দুষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়েছিলেন। তার শাস্তি এসেছিল ঘূর্ণি ঝড়ের মতো।

24প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হবে না যতক্ষণ না যেরকম পরিকল্পনা করেছেন সেইভাবে শাস্তি দেন। শেষের দিনগুলিতে তোমরা এসব বুঝতে পারবে।

নতুন ইস্রায়েল

31 প্রভু এই কথাগুলি বলেছিলেন, “সে সময় আমি ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারবর্গের ঈশ্বর হব। এবং তারা হবে আমার লোক।”

2প্রভু বলেছেন: “যারা শত্রুর তরবারির আক্রমণ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল তারা মরুভূমিতেই আরাম খুঁজে পাবে। ইস্রায়েল সেখানে বিশ্রামের জন্য যাবে।”

3বহুদূর থেকে প্রভু লোকেদের দৃষ্টিগোচরে আসবেন। প্রভু বলেছেন, “আমি তোমাদের একটি অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে ভালবেসে ছিলাম। সেই জন্য আমি তোমাদের প্রতি দয়া দেখানো চালিয়ে গিয়েছিলাম।

4“ইস্রায়েল, আমার কনে, তোমাকে আবার নতুন করে তৈরী করব। তুমি আবার একটি দেশ হবে। পুনরায় তুমি তোমার খঞ্জনীসমূহ তুলে নেবে। খুশীর জোয়ার ভাসা লোকেদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে তুমিও নেচে উঠবে।

5ইস্রায়েলের কৃষক, তোমরা আবার দ্রাক্ষা চাষ করবে। শমরিয়র শহরের চারপাশের পাহাড় ঘিরে তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরী করবে। কৃষকরা সেই দ্রাক্ষাক্ষেত থেকে উৎপন্ন হওয়া দ্রাক্ষার ফসল তুলবে এবং ঐ দ্রাক্ষা খেয়ে উপভোগ করবে।

6একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাহারাদার এই বাণী চিৎকার করে বলবে: ‘চলো, সিয়োনে গিয়ে আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করি!’ এমন কি ইফ্রয়িম পার্বত্য প্রদেশে পাহারাদাররাও ঐ বাণী চিৎকার করে বলবে।”

7প্রভু বললেন, “সুখী হও! যাকোবের জন্য গান গাও! ইস্রায়েলের জন্য চিৎকার করো। ইস্রায়েল হল মহান রাষ্ট্র। প্রশংসা কর এবং চিৎকার করে বলো: ‘প্রভু তাঁর লোকেদের রক্ষা করেছেন! ইস্রায়েলের যারা বন্দী হয়েছিল তাদের সবাইকে প্রভু রক্ষা করেছেন।’

8মনে রেখো, আমি ইস্রায়েলকে ঐ উত্তরের দেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আমি উত্তরের বহু দূরের জায়গা থেকে ইস্রায়েলীয়দের একত্রিত করব। তাদের মধ্যে কিছু লোক থাকবে অন্ধ ও পঙ্গু। কিছু মহিলা থাকবে গর্ভবতী। কিন্তু অনেক অনেক মানুষ ফিরে আসবে সেখানে।

9তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসবে কিন্তু আমি তাদের সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা দেব। আমি তাদের জলপ্রবাহের পাশ দিয়ে নেতৃত্ব দেব। আমি তাদের মসৃণ রাস্তার ওপর নেতৃত্ব দেব যাতে তারা হোঁচট না খায়। আমি এরকম করব যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথম সন্তান।

10“জাতিসমূহ, প্রভুর কথাগুলি শোন! সমুদ্রের ধারে দূর দেশগুলিতে এই বার্তা বল। ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকেদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের একত্র করে ফিরিয়ে আনবেন। এবং তিনি তার মেষপালের (লোকেদের) ওপর নজর রাখবেন মেষপালকের মতো।”

11প্রভু যাকোব পরিবারকে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি তাঁর লোকেদের তাদের চেয়ে শক্তিশালী লোকেদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

12সিয়োনের শিখরে উঠে আসবে ইস্রায়েলের মানুষ। তারা আনন্দে উল্লাস করবে। তাদের মুখমণ্ডলের ওপর আনন্দ ও সুখের দীপ্তি দেখা দেবে। প্রভু যে সমস্ত ভালো জিনিষগুলি তাদের দেবেন সে সম্বন্ধে তারা খুশী হবে। প্রভু তাদের শস্যসমূহ, নতুন দ্রাক্ষারস, জলপাইয়ের তেল, মেষ এবং গরুসমূহ দেবেন। ইস্রায়েলের লোকের আর কোন সমস্যা থাকবে না। তাদের জীবন হয়ে উঠবে একটি বাগানের মত যাতে অনেক জল আছে।

13যুবতীরা আনন্দে নৃত্য করবে। যুবক ও বৃদ্ধরাও সেই নৃত্যে অংশ নেবে। আমি তাদের শোককে আনন্দে পরিণত করব। আমি ইস্রায়েলের লোকেদের আরাম দেব এবং দুঃখের বদলে তাদের আনন্দ দেব।

14আমি তাদের যাজকদের প্রচুর খাদ্য দেব। আমার লোকেরা, আমি তাদের যে ভালো জিনিষগুলি দেব তাতে সন্তুষ্ট হবে।” এই হল প্রভুর বার্তা।

15প্রভু বললেন, “রামা থেকে কান্না ও দুঃখের শব্দ শোনা যাবে। রাহেল* তার সন্তানদের জন্য কাঁদবে। মৃত সন্তানদের জন্য রাহেল আরাম নিতে অস্বীকার করবে।”

16কিন্তু প্রভু বললেন, “কান্না থামাও। চোখের জল মুছে নাও! তুমি তোমার কৃতকার্যের জন্য পুরস্কৃত হবে। এই হল প্রভুর বার্তা। “ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের শত্রুর দেশ থেকে ফিরে আসবে।

17ইস্রায়েল, তোমার জন্য আশা আছে।” এই হল প্রভুর বার্তা। “তোমার সন্তানরা তাদের স্বদেশে ফিরে আসবে।

18ইফ্রয়িমের কান্না আমি শুনতে পেয়েছি। ইফ্রয়িম কাঁদতে কাঁদতে বলছে: ‘প্রভু আপনি আমাকে সত্যি শাস্তি দিয়েছেন এবং আমি আমার শিক্ষা পেয়ে গিয়েছি। আমি ছিলাম একটি বাছুরের মতো যাকে কখনও শিক্ষা

রাহেল সে ছিল যাকোবের দ্বিতীয় স্ত্রী। এখানে এটির অর্থ সকল স্ত্রীলোক যারা তাদের বাবিলের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত স্বামী ও সন্তানদের জন্য কাঁদছে।

দেওয়া হয়নি। আপনিই আমার প্রভু ঈশ্বর। অনুগ্রহ
করে আমার শাস্তি তুলে নিন। আমি আপনার কাছে
ফিরে আসব।
19প্রভু আমি আপনার কাছ থেকে দূরে সরে
গিয়েছিলাম কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।
তাই আমি আমার হৃদয় এবং আমার জীবন পরিবর্তন
করেছি। আমি আমার বোকামিতে নিজেই ভীষণ
লজ্জিত। আমার যৌবনের খারাপ কাজগুলো আজ
আমাকেই অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে।”’
20ঈশ্বর বললেন, “তুমি কি জানো ইফ্রয়িম আমার
প্রিয় পুত্র? আমি তাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি
এবং আমি তাকে সত্য স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চাই।” এই হল
প্রভুর বার্তা।
21“ইস্রায়েলবাসী, রাস্তার সংকেত চিহ্নগুলিকে
স্থাপন কর। পথ চিহ্নগুলি তুলে ধরো যেগুলি বাড়ীর
দিকে নির্দেশ করে। যে রাস্তায় তুমি হেঁটে এসেছ তা
লক্ষ্য করো এবং মনে রেখো। ইস্রায়েল, আমার কনে,
ঘরে ফিরে এসো। ফিরে এসো তোমার নিজের
শহরগুলিতে।
22অবিশ্বস্ত কন্যা, কতদিন তুমি এভাবে ঘুরে বেড়াবে?
কবে তুমি ঘরে ফিরবে?” “প্রভু যখন দেশে কোন নতুন
কিছু সৃষ্টি করেন (তখন) একজন পুরুষকে একজন
মহিলা ঘিরে থাকে।”

23ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন:
“যিহূদার লোকেদের জন্য আমি আবার ভাল কিছু করব।
যাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের আমি
ফিরিয়ে আনব। সেই সময়, যিহূদা শহরগুলির লোকেরা
আবার ঐ কথাগুলি বলবে: ‘ধার্মিক বাসস্থান ও পবিত্র
পর্বত, প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন।’
24“যিহূদার সমস্ত শহরে শান্তি বিরাজ করবে। কৃষক
এবং মেষপালকরা উভয়েই শান্তিতে বসবাস করবে।
25যারা ক্লান্ত এবং অসুস্থ তাদের আমি বিশ্রাম ও শক্তি
যোগাব এবং যারা দুঃখিত ছিল তাদের ইচ্ছাসমূহ পূর্ণ
করব।”
26একথা শোনার পর আমি (যিরমিয়) জেগে উঠে
চারিদিকে তাকালাম। আমার খুব ভাল ঘুম হয়েছিল।
27এই হল প্রভুর বার্তা। “সেই দিন আসছে যখন
আমি যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকেদের তাদের সংখ্যায়
বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করব। আমি তাদের সন্তান ও
গবাদি পশুদের সংখ্যায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করব
এটা হবে গাছ পোঁতা ও তার দেখাশোনা করবার মত।
28অতীতে আমি ইস্রায়েল ও যিহূদার ওপর নজর
রেখেছিলাম কিন্তু সেটা ছিল তাদের ভেঙ্গে ফেলবার
জন্য। আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। আর এখন তাদের
গড়ে তোলবার জন্য এবং তাদের শক্তিশালী করবার
জন্য তাদের ওপর নজর রাখব।” এই হল প্রভুর বার্তা।
29“লোকেরা আর কখনও বলবে না:
পিতামাতা টক দ্রাক্ষা খেয়েছিল, কিন্তু তাদের
সন্তানেরা টক স্বাদ পেয়েছিল।
30না, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পাপের জন্যই
মারা যাবে। যে ব্যক্তি টক দ্রাক্ষা খাবে সে নিজেই টক
স্বাদ পাবে।”

নতুন বন্দোবস্ত

31প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন: “সময় আসছে যখন
আমি নতুন একটি চুক্তি করব যিহূদা ও ইস্রায়েলের
পরিবারের সঙ্গে । 32আমি তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
যে চুক্তি করেছিলাম এটা সেরকম নয়। তাদের মিশর
থেকে বাইরে নিয়ে আসার সময় আমি ঐ চুক্তি
করেছিলাম। আমি ছিলাম তাদের প্রভু, কিন্তু তারা
সেই চুক্তি ভেঙে ফেলেছিল।” এই হল প্রভুর বার্তা।
33“ভবিষ্যতে, আমি এই বন্দোবস্ত ইস্রায়েলীয়দের
সঙ্গে করব।” এটি হল প্রভুর বার্তা। আমি আমার
শিক্ষামালা তাদের মনে গেঁথে দেব এবং তাদের হৃদয়ে
লিখে দেব। আমি হব তাদের ঈশ্বর আর তারা হবে
আমার লোক।” 34“লোকেদের তাদের প্রতিবেশীদের
অথবা তাদের আত্মীয়দের প্রভুকে জানতে শেখাবার
কোন প্রয়োজন পড়বে না। কারণ ক্ষুদ্রতম থেকে সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ পর্যন্ত সব লোকেরা আমায় জানবে। আমি
তাদের দুষ্ট কাজগুলি ক্ষমা করে দেব এবং তাদের
পাপসমূহ মনে রাখব না।” এই হল প্রভুর বার্তা।

প্রভু কখনও ইস্রায়েল ত্যাগ করবেন না

35প্রভু বললেন: “দিনের রৌদ্র কিরণ প্রভুর সৃষ্টি
এবং প্রভু সৃষ্টি করেছেন চাঁদ, তারাদের ঔজ্জ্বল্য। প্রভু
সৃষ্টি করেছেন সমুদ্রতট যেখানে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে।
তাঁর নাম হল সর্বশক্তিমান প্রভু।”
36প্রভু একথাগুলি বললেন, “ইস্রায়েলের উত্তরপুরুষ
একটি জাতি হওয়া থেকে বিরত হবে। তারা একটি
জাতি হওয়া থেকে বিরত হবে তখনই যদি আমি সূর্য,
চন্দ্র, তারা এবং সমুদ্রের ওপর থেকে আমার নিয়ন্ত্রণ
হারাই।”
37প্রভু বললেন: “ইস্রায়েলের উত্তরপুরুষকে আমি
কখনও অস্বীকার করব না। তাদের তখনই বাতিল করব
যখন তারা আকাশের পরিমাপ করতে পারবে এবং
পৃথিবীর নীচের সমস্ত গোপন তথ্য জানতে পারবে।
একমাত্র তখনই আমি তাদের অসৎ কর্মসমূহের জন্য
বাতিল করব।” এই হল প্রভুর বার্তা।

নতুন জেরুশালেম

38এই হল প্রভুর বার্তা, “দিন আসছে যখন প্রভুর
জন্য জেরুশালেম শহর পুনর্নির্মিত হবে। হননেলের
দুর্গ থেকে কোণের ফটক পর্যন্ত শহরে প্রতিটি জিনিষকে
আবার গড়ে তোলা হবে। 39শহরের সীমান্তরেখা টানা
হবে প্রান্তিক ফটক থেকে সোজাসুজি গারেব পাহাড়
পর্যন্ত, তারপর সেই রেখা ঘুরে যাবে গোয়া পযস্ত।
40উপত্যকাটি, যেখানে মৃতদেহগুলি ও ছাই ইতস্ততঃ
ছড়ানো রয়েছে, প্রভুর কাছে পবিত্র হয়ে উঠবে। কিদ্রোণ
উপত্যকার একেবারে নীচ পর্যন্ত সমস্ত ছাদগুলি,

অশ্বফটকের কোণ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাগুলিও প্রভুর কাছে
পবিত্র হয়ে উঠবে। জেরুশালেম শহরকে আর কখনো
ধ্বংস করা হবে না অথবা বিচ্ছিন্ন করা হবে না।”

যিরমিয় একটি জমি ক্রয় করল

32 যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের রাজত্বকালে প্রভুর
বার্তা এল যিরমিয়র কাছে। নবূখদ্‌রিৎসর যখন
রাজা হিসেবে 18 বছর পূর্ণ করেছেন তখন সিদিকিয়
রাজা হিসেবে 10 বছরে পা দিয়েছেন। 2সেই সময়
বাবিলের সৈন্যরা জেরুশালেম শহরের চারদিকে ঘিরে
ধরেছিল এবং যিরমিয় কয়েদ হিসেবে রক্ষীদের উঠোনে
ছিল। এই উঠোনটি যিহূদার রাজার প্রাসাদে ছিল।
3(যিহূদার রাজা যিরমিয়কে সেখানে কারাবন্দী করে
রেখেছিল কারণ সে তার পূর্ব থেকে করা ভাববাণী
পছন্দ করত না। যিরমিয় বলেছিল, “প্রভু বলেছেন:
‘আমি শীঘ্রই বাবিলের রাজাকে জেরুশালেম দিয়ে দেব।
নবূখদ্‌রিৎসর এই শহরকে অধিগ্রহণ করবে। 4যিহূদার
রাজা সিদিকিয়,বাবিলের সৈন্যদের হাত থেকে পালাতে
সক্ষম হবে না। সৈন্যরা তাকে নবূখদ্‌রিৎসরের হাতে
তুলে দেবে। এবং দুই রাজা মুখোমুখি কথা বলবে।
সিদিকিয় স্বচক্ষে নবূখদ্‌রিৎসরকে দেখতে পারবে।
5বাবিলের রাজা সিদিকিয়কে বাবিলে নিয়ে যাবে। আমি
তাকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত সিদিকিয় বাবিলেই
থাকবে।’ এই হল প্রভুর বার্তা। ‘তোমরা যদি বাবিলের
সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমরা তাদের ওপর
জিততে সক্ষম হবে না।’”)

6যিরমিয় যখন বন্দী ছিল তখন সে বলেছিল, “প্রভুর
বার্তা আমার কাছে এসেছিল। এই হল সেই বার্তা:
7যিরমিয়, তোমার খুড়তুতো ভাই, হনমেল শীঘ্রই তোমার
কাছে আসবে। হনমেল হল তোমার কাকা শল্লুমের
পুত্র। হনমেল এসে বলবে, ‘যিরমিয়, অনাথোত শহরের
কাছে আমার জমিটা তুমি কিনে নাও। তুমি আমার
নিকট আত্মীয় বলেই তোমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছি। জমিটা
কেনার অধিকার এবং দায়িত্ব তোমার।’

8“প্রভু যা বলেছিলেন তাই ঘটল। আমার খুড়তুতো
ভাই হনমেল রক্ষীদের উঠোনে আমার কাছে এলো
এবং বলল, ‘যিরমিয় তুমি আমার অনাথোত শহরের
কাছে বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠীর সীমানার অন্তর্ভুক্ত
জমিটা কিনে নাও। এটা তোমার অধিকার ও দায়িত্ব।
তাই তুমি তোমার জন্য জমিটা কিনে নাও।’

“সুতরাং আমি জানতাম যে প্রভুর বার্তা কি ছিল।
9আমি হনমেলের কাছ সুক অনাথোত শহরের জমিটা
কিনলাম। জমির দাম হিসেবে আমি হনমেলকে 17
শেকল রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিলাম। 10আমি সেই জমি
বিক্রীর চুক্তিপত্রে সই করে তা যত্ন করে তুলে রেখে
দিলাম। জমি বিক্রীর সময় আমি কয়েকজনকে সাক্ষী
হিসাবেও উপস্থিত রেখেছিলাম। দাম মেটানোর সময়,
যখন আমি রূপাটি ওজন করছিলাম তারাও উপস্থিত
ছিল। 11তারপর আমি সীলমোহর করা একটি প্রত্যয়িত
নকল প্রমাণপত্র নিলাম আর একটি সীলমোহর বিহীন
প্রতিলিপি নিলাম। 12এবং সেগুলি আমি বারূকের হাতে
তুলে দিলাম। বারূক হল নেরিয়ের পুত্র। নেরিয়ে ছিল
মহসেয়ের পুত্র। সীলমোহর করা প্রতিলিপিতে আমার
জমি কেনার সমস্ত চুক্তি ও শর্ত লেখা ছিল। আমি
যখন বারূককে সেই সীলমোহর করা দলিলের প্রতিলিপি
দিচ্ছিলাম তখন সেখানে হনমেল সহ অন্যান্য সাক্ষীরাও
উপস্থিত ছিল। সাক্ষীরাও জমি কেনার চুক্তি পত্রে সই
করেছিল। যিহূদার আরও অনেক লোক সেখানে উপস্থিত
ছিল।

13“তাদের প্রত্যেকের উপস্থিতিতে আমি বারূককে
বললাম: 14‘ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভু সর্বশক্তিমান
বলেছেন: ‘সীলমোহর করা ও সীলমোহর বিহীন দুটি
প্রতিলিপিই নাও এবং দুটোকেই একটি মাটির পাত্রে
রাখো। এভাবে রাখলে জমি বিক্রির দলিলের
প্রতিলিপিগুলি দীর্ঘদিন ঠিক থাকবে, নষ্ট হবে না।
15সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন, “ভবিষ্যতে
আমার লোকেরা আবার ইস্রায়েলে বাড়ি, জমি ও
দ্রাক্ষাকুঞ্জ কিনবে।”’

16“বারূকের হাতে ঐ দলিল তুলে দেবার পর প্রভুর
কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম:

17“প্রভু ঈশ্বর আপনি আপনার বিরাট শক্তি
দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই আকাশ ও পৃথিবী।
আপনার পক্ষে কিছুই করা খুব একটা শক্ত নয়।
18প্রভু আপনি হাজার হাজার লোকের প্রতি বিশ্বস্ত
ও দয়ালু। কিন্তু আবার আপনিই সেইজন যিনি
পিতাদের পাপসমূহের জন্য তাদের সন্তানদের
শাস্তি দিচ্ছেন। হে মহান ও শক্তিশালী ঈশ্বর,
আপনার নাম হল প্রভু সর্বশক্তিমান। 19আপনি
পরিকল্পনা মত মহান কাজ করেছেন। প্রভু,
লোকেরা যা করে আপনি তা সবই দেখতে পান।
সৎ মানুষকে পুরস্কৃত করছেন আবার অসৎ
মানুষকে তার যোগ্য শাস্তি দিচ্ছেন। 20প্রভু আপনি
মিশরে শক্তিশালী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন।
এমনকি আজও আপনি আপনার শক্তির মহিমা
প্রকাশ করছেন। ইস্রায়েলেও ঘটিয়েছেন
অলৌকিক ঘটনা। যেখানে মানুষ সেখানেই
আপনি আপনার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ
ঘটিয়েছেন। আপনি আপনার এই মৌলিক
ক্ষমতার জন্যই বিখ্যাত। 21আপনার ক্ষমতা
কল্পনাতীত। আপনি আপনার শক্তিশালী
অলৌকিক ক্ষমতা ও বিস্ময়কর ভয়ঙ্কর ক্ষমতা
প্রয়োগ করে মিশর থেকে আপনার লোকেদের
ইস্রায়েলে নিয়ে এসেছিলেন।

22“প্রভু আপনি ইস্রায়েলের লোকেদের এই
দেশ দিয়েছেন। এই সেই দেশ যেটি বহু বছর
আগে আপনি তাদের পূর্বপুরুষদের দেবেন বলে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটি একটি দেশ যেখানে
দুধ ও মধু বয়ে যাচ্ছে। 23ইস্রায়েলের লোকেরা
এই দেশে এসে দেশটিকে নিজেদের করে
নিয়েছিল কিন্তু আপনাকে তারা মান্য করেনি।

তারা আপনার পাঠ ও শিক্ষাকে অনুসরণ করেনি।
তারা আপনার নির্দেশ মেনে চলেনি। তাই
ইস্রায়েলের লোকেদের ওপর আপনি এই সব
সাংঘাতিক ব্যাপারগুলি সংঘটিত করিয়েছেন।
24“এবং তখন এই শহর শত্রু পরিবেষ্টিত।
সৈন্যরা জাঙ্গাল নির্মাণ করছে যাতে তারা
জেরুশালেম শহরের প্রাচীরগুলোর ওপর চড়তে
পারে এবং তাকে অবরোধ করতে পারে। তরবারি,
অনাহার এবং ভয়ঙ্কর মহামারী ছড়িয়ে বাবিলের
সৈন্যরা জেরুশালেমকে পরাজিত করবে।
বাবিলের সৈন্যরা এখন আক্রমণ করতে এগিয়ে
আসছে। প্রভু, আপনি বলেছিলেন এই ঘটনা
ঘটবে। এখন দেখুন কি কি ঘটছে।
25“প্রভু আমার চারিদিকে এমন দুরবস্থা কিন্তু
আপনি আমাকে বলেছেন, ‘যিরমিয়, সাক্ষীর
উপস্থিতিতে রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ঐ জমিটা
কিনে নাও।’ আপনি আমাকে এ কথা বলছেন
যখন বাবিলের সৈন্যদল শহর আক্রমণ করবার
জন্য প্রস্তুত। “তাহলে কেন আমি এই অবস্থায়
জমি কিনে অর্থ নষ্ট করব?”
26তখন প্রভুর বার্তা এল যিরমিয়র কাছে: 27“যিরমিয়,
আমি প্রভু, আমি প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর ঈশ্বর। যিরমিয়,
তুমি জান, আমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।”
28প্রভু আরো বলেছিলেন, “শীঘ্রই আমি বাবিলের রাজা
নবূখদ্‌রিৎসরকে জেরুশালেম দিয়ে দেব। বাবিলের
সৈন্যরা জেরুশালেম শহর অধিগ্রহণ করে নেবে।
29বাবিলের সৈন্যরা ইতিমধ্যেই আক্রমণ করেছে। তারা
জেরুশালেম শহরে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেবে।
এই শহরের লোকেরা তাদের বাড়িগুলির মাথায় বালের
মূর্ত্তিগুলি রেখেছে, তাকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছে, পূজো
করেছে এবং অন্যান্য দেবতাদের পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ
করে আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। বাবিলের সৈন্যরা
সেই ইমারৎগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। 30আমি
সবকিছু লক্ষ্য রাখছি। দেখছি যিহূদা ও ইস্রায়েলের
লোকেরা অসংখ্য পাপ কাজ করে যাচ্ছে। যৌবন থেকেই
তারা খারাপ কাজ করে আসছে। তাদের এই কাজই
আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। তারা তাদের নিজেদের
হাতে তৈরী মূল্যহীন দেবতাদের পূজো করেছে। সেই
কারণে আমি খুব ক্রুদ্ধ হয়েছি।” এই হল প্রভুর বার্তা।
31“জেরুশালেম নির্মিত হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত
সেখানকার লোকেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। আমি এতো
ক্রুদ্ধ যে আমি আর জেরুশালেমকে সহ্য করতে পারছি
না। অতএব ওটাকে আমার চোখের সামনে থেকে আমায়
সরাতে হবে। 32আমি জেরুশালেমকে ধ্বংস করব
কারণ যিহূদা এবং জেরুশালেমের লোকেরা অনেক
অসৎ কাজ করেছে। যিহূদা এবং জেরুশালেমের মানুষ,
রাজা, নেতৃবৃন্দ, যাজক এবং ভাববাদীরা প্রত্যেকে
আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।
33“আমার কাছে সাহায্যের জন্য ওই লোকেদের
আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু তারা আমার কাছ থেকে মুখ
ঘুরিয়ে নিয়েছিল। আমি তাদের বার বার শেখাবার চেষ্টা
করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথা শোনে নি। আমি
চেষ্টা করেছি তাদের শুধরে দিতে। কিন্তু তারা আমার
কথা শুনতে চায় নি। 34তারা তাদের মূর্ত্তিগুলি গড়েছিল
যেটা আমি ঘৃণা করি। তারা তাদের মূর্ত্তিগুলোকে আমার
নামাঙ্কিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইভাবে তারা
আমার মন্দির অপবিত্র করে তুলেছিল।’
35“তারা বিন-হিন্নোম উপত্যকায় বাল মূর্ত্তির জন্য
উচ্চস্থানসমূহ গড়েছিল। পূজার ঐ সব জায়গাগুলিতে
মোলকের মূর্ত্তিকে হোমবলি নৈবেদ্য দেবার জন্য তারা
তাদের সন্তানদের পোড়াত। আমি তাদের এসব করার
নির্দেশ দিইনি। আমি কখনো ভাবতেও পারি নি যে
যিহূদার মানুষ এরকম ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারে।
36তোমরা বলছো, ‘বাবিলের রাজা জেরুশালেম
অধিগ্রহণ করবে। তরবারি, অনাহার ও ভয়ঙ্কর মহামারীর
আঘাতে জেরুশালেমের পরাজয় ঘটবে।’ কিন্তু প্রভু,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন: 37‘আমি যিহূদা, ইস্রায়েলের
লোকেদের তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছি।
তাদের ওপর আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলাম। কিন্তু আমিই
আবার তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব। আমি আবার
তাদের সমস্ত দেশগুলি থেকে, যেখানে আমি তাদের
যেতে বাধ্য করেছিলাম, সেখান থেকে সংগ্রহ করব
এবং তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব এবং তাদের শান্তিপূর্ণ
ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে দেব। 38যিহূদা এবং
ইস্রায়েলের লোকেরা হবে আমার লোক আর আমি হব
তাদের ঈশ্বর। 39আমি ঐ সব লোকেদের মধ্যে এক
হবার ইচ্ছা আরোপ করব। তাদের সকলের একটাই
লক্ষ্য থাকবে এবং তা হল আমাকে সারা জীবন উপাসনা
করে যাওয়া। আমাকে উপাসনা করার ফলে এবং সম্মান
করার ফলে তাদের এবং তাদের সন্তানদের ভালো
করবে।
40“‘যিহূদা ও ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে আমি
একটি চুক্তি করব। এই চুক্তি চিরকালের জন্য বহাল
থাকবে। এই চুক্তিতে আমি ওদের কাছ থেকে নিজেকে
কখনো সরিয়ে নেব না। আমি তাদের প্রতি সর্বদা
মঙ্গলকর থাকব। তারা যাতে আমাকে সম্মান করতে
চায় আমি তাদের তাই করব। ওরাও কখনও আমার
কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না। 41তারা আমাকে খুশী
করবে। আমিও আনন্দের সঙ্গে ওদের জন্য ভালো
কাজ করব। আমি নিশ্চিতভাবে ওদের এখানে নিয়ে
এসে বড় করে তুলবো। আমি এগুলো করব আমার
হৃদয় ও আত্মা দিয়ে।’”
42প্রভু যা বলেন তা হল এই: “ঠিক যেমন আমি
ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেদের জীবনে বিপর্যয়
এনেছিলাম সেই ভাবেই আমি তাদের ভালোও করব।
আমি তাদের জন্য ভাল কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলাম।
43তোমরা বলছো: ‘বাবিলের সৈন্য এদেশকে একটি
শূন্য মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এখানে কোন প্রাণের
স্পন্দন নেই।’ কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষ এখানেই বাস
করার জন্য জমি কিনবে। 44মানুষ অর্থ ব্যয় করে জমি

কিনবে। তারা তাদের চুক্তিগুলিতে সই করবে ও সীলমোহর লাগাবে। জমি কেনার জন্য দলিলে সই করবার সময় সাক্ষীসমূহ উপস্থিত থাকবে। বিন্যামীন পরিবারগোষ্ঠী যেখানে থাকতো সেখানকার জমি মানুষ আবার কিনবে। তারা জেরুশালেমের চারপাশের জমি এবং যিহূদার শহরগুলির, পার্বত্য দেশের, পশ্চিম পাদদেশের এবং দক্ষিণের মরুভূমি এলাকার জমি কিনবে। এরকমই ঘটবে কারণ আমি সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে আনব।" এই হল প্রভুর বার্তা।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

33 প্রভুর কাছ থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য এই বার্তা এলো যিরমিয়র কাছে। যিরমিয় তখনও রক্ষীদের উঠোনে কারারুদ্ধ।
2প্রভুই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনিই বিশ্বকে রক্ষা করেছেন। প্রভু হল তার নাম। প্রভু বলেছেন,
3"যিহূদা আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমার প্রার্থনার উত্তর দেব। আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা বলব। যে কথা এর আগে তুমি শুনতে পাওনি।
4প্রভু হলেন ইস্রায়েলের ঈশ্বর। যিহূদার রাজপ্রাসাদ এবং জেরুশালেমের ঘরবাড়ি সম্বন্ধে প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন। শত্রুরা ঐ সমস্ত ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলবে। শত্রুরা ঐ সমস্ত শহরে প্রাচীর ভেঙে ফেলে তরবারি হাতে শহরের অভ্যন্তরের বাসিন্দাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।
5জেরুশালেমের লোকেরা অসংখ্য খারাপ কাজ করেছে। আমি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ। আমি তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছি। তাই আমি অসংখ্য মানুষকে হত্যা করব। যখন বাবিলের সৈন্যদল জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে, তখন জেরুশালেমের বাড়ীগুলোতে মৃতদেহ পড়ে থাকবে।

6"কিন্তু তখন আমি তাদের সারিয়ে দেব। ফিরিয়ে দেব তাদের আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ জীবন।
7তারপর আমি যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকেদের তাদের দেশে ফিরিয়ে আনব। অতীতের মতো আবার আমি তাদের শক্তিশালী করে তুলব।
8তারা আমার বিরুদ্ধে যে পাপ করেছিল সব পাপ আমি ধুয়ে দেব। তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু আমি তাদের ক্ষমা করে দেব।
9তখন জেরুশালেম আবার অপূর্ব হয়ে উঠবে। সেখানে লোকেরা খুশীতে আনন্দ করবে। অন্য জাতির লোকেরা যখন ভালো কাজগুলির কথা, যেগুলো আমি জেরুশালেমের জন্য করছি শুনতে পাবে, তখন তারা আমার প্রশংসা করবে। আমি জেরুশালেমে যে সমৃদ্ধি ও শান্তি আনছি তার জন্য জাতিগুলি আমাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করবে।

10"লোকেরা, তোমরা বলছো, 'আমাদের দেশতো এখন শূন্য মরুভূমি। এখানে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।' জেরুশালেমের পথ সমূহে এবং যিহূদার শহরগুলিতে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব শীঘ্রই তোমরা এই জায়গাগুলিতে শব্দ শুনতে পাবে।
11গানের শব্দ এবং উৎসবের শব্দ শোনা যাবে। বর ও কনের আনন্দপূর্ণ কোলাহল শোনা যাবে। লোকেরা তাদের উপহার সামগ্রী নিয়ে মন্দিরে আসবে। তারা বলবে, 'সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রশংসা করো কারণ তিনি ভালো। তাঁর সত্যকার ভালবাসা চিরকাল প্রবহমান।' ওরা একথা বলবে কারণ আমি আবার যিহূদার ভালো করব। সে জায়গা আগের মত হয়ে যাবে।" প্রভু এই কথাগুলি বললেন।

12প্রভু সর্বশক্তিমান বললেন, "এখন এই জায়গা শূন্য। এখানে এখন কোন প্রাণী যাবে না । কিন্তু যিহূদার প্রত্যেকটি শহরে লোক বাস করবে। সেখানে থাকবে মেষপালকরা। থাকবে পশুচারণের তৃণভূমি। সেখানে মেষপালকরা মেষের পালকে চরাবে।
13মেষপালক যেমন তার মেষ গোনে, লোকেরা তেমনি সর্বত্র তাদের মেষ গুনবে- পাহাড়ী দেশে, পশ্চিমের পাদদেশে, নেগেভে এবং যিহূদার অন্যান্য সব শহরগুলিতেও।"

সঠিক ধার্মিক

14এই হল প্রভুর বার্তা: "আমি যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসছে।
15আমি দায়ূদের পরিবার থেকে একটি ভালো 'শাখাকে' বৃদ্ধি করব। সেই 'শাখা' বেড়ে উঠবে এবং দেশের জন্য সঠিক এবং ভাল কাজসমূহ করবে।
16এই 'শাখার' সময় যিহূদার লোকেরা বেঁচে যাবে। জেরুশালেমের লোকেরা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। সেই 'শাখার' নাম হল: 'প্রভু মঙ্গলময়।'"

17প্রভু বলেছেন, "দায়ূদ পরিবারের একজন ইস্রায়েলের সিংহাসনে সর্বদা শাসন করবে।
18এবং যাজকগণ হবে সর্বদা লেবীয়. পরিবার থেকে। ঐ যাজকগণ সর্বদাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার উদ্দেশ্যে হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য এবং বলি দেবে।"

19প্রভুর এই বার্তা এলো যিরমিয়র কাছে।
20প্রভু বললেন, "দিন ও রাত্রির সঙ্গে আমার একটি চুক্তি আছে। তারা একইভাবে বরাবর ঘুরে ফিরে আসবে। তোমরা এই চুক্তি বদল করতে পারবে না। দিন ও রাত্রি সঠিক সময়েই আসবে।
21তোমরা যদি এই বন্দোবস্ত বদল করতে পারো তাহলে তোমরা দায়ূদ ও লেবীয় পরিবারের সঙ্গে আমার যে চুক্তি তাও বদলে দিতে পারবে। তখন আর দায়ূদ ও লেবীয় পরিবারের উত্তরপুরুষরা রাজা বা যাজক হবে না।
22কিন্তু আমার সেবক দায়ূদ ও লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর অসংখ্য উত্তরপুরুষ দেব। তারা সংখ্যায় আকাশের তারাদের মতো অগণিত হবে, হবে সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচের বালুকণার মতো যা কেউ কোনদিন গুনে শেষ করতে পারবে না।"

23প্রভুর এই বার্তা যিরমিয় গ্রহণ করল:
24"যিরমিয়, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো লোকেরা কি বলছে? ঐ লোকেরা বলছে, 'প্রভু ইস্রায়েল ও যিহূদার দুই পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। প্রভু তাদের নির্বাচন করেছেন, কিন্তু এখন তিনি তাদের একটি জাতি বলে গ্রহণ করেন না।'

25প্রভু বলেছেন, "দিন ও রাত্রির সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত যদি না স্থায়ী হয় এবং যদি আমি পৃথিবী ও

আকাশের জন্য বিধি তৈরী না করতাম, তাহলে হয়তো
আমি ঐ লোকেদের ত্যাগ করতাম। **26**তাহলে যাকোবের
উত্তরপুরুষদের কাছ থেকেও সরে যেতাম এবং তাহলে
হয়তো আমি দায়ূদের উত্তরপুরুষদের অব্রাহাম, ইস্‌হাক
এবং যাকোবের উত্তরপুরুষদের শাসন করতে দিতাম
না। কিন্তু দায়ূদ হল আমার সেবক এবং আমি ঐ
লোকদের প্রতি দয়া দেখাব। আমি ওদের জন্য ভালো
কিছু ঘটিয়ে দেব।”

যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের প্রতি সতর্কবাণী

34 প্রভুর বার্তা এলো যিরমিয়র কাছে। বাবিলের
রাজা নবূখদ্‌রিৎসর যখন জেরুশালেম এবং
তার চারপাশের সমস্ত শহরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল
তখন প্রভুর বার্তা যিরমিয়র কাছে এসেছিল।
নবূখদ্‌রিৎসরের সঙ্গে ছিল তার সমস্ত সৈন্য এবং তার
সাম্রাজ্য। তার শাসনাধীন সমস্ত রাজ্যের সৈন্যসমূহ
এবং লোকেরা।

2এই হল বার্তা: “প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন:
যিরমিয় যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে গিয়ে তাকে এই
বার্তা দাও: ‘সিদিকিয়, প্রভু যা বলেছেন তা হল: আমি
খুব শীঘ্রই বাবিলের রাজাকে জেরুশালেম দিয়ে দেব।
এবং সে জেরুশালেমকে পুড়িয়ে দেবে। **3**সিদিকিয়, তুমি
পালাতে পারবে না, ধরা পড়বেই। তোমাকেও বাবিলের
রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে। তুমি বাবিলের রাজাকে
স্বচক্ষে দেখতে পাবে। রাজার সঙ্গে তোমার মুখোমুখি
কথা হবে এবং তোমাকে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে।
4কিন্তু যিহূদার রাজা সিদিকিয়, প্রভুর প্রতিশ্রুতি শোন।
প্রভু তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন: তোমার মৃত্যু
তরবারির আঘাতে হবে না। **5**তোমার মৃত্যু হবে শান্তিতে।
অতীতে অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়া যাত্রার সময় তোমার
পূর্বপুরুষদের জন্য, তোমার পূর্বে যে রাজা শাসন
করেছিল তাদের যেভাবে লোকে সম্মান দেখিয়েছিল,
একইভাবে তারাও তোমার অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়ায় তোমাকে
সম্মান জানাবে। তারা তোমার জন্য চোখের জল ফেলবে
এবং বিষন্নভাবে বলবে, “হে মনিব!” আমি নিজে
আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি করছি।’’’ এই হল প্রভুর
বার্তা।

6তাই যিরমিয় প্রভুর এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল
জেরুশালেমে সিদিকিয়ের কাছে। **7**তখন বাবিলের রাজা
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করছে।
যিহূদার যে সমস্ত শহরগুলি তখনও অধিকৃত হয়নি
সেগুলি অধিকার করবার লক্ষ্য নিয়ে বাবিলের সৈন্যদল
যুদ্ধ করছিল। ঐ শহরগুলি ছিল লাখীশ এবং অসেকা–
দুটি শহর যেগুলি দুর্গদ্বারা রক্ষিত ছিল।

লোকেরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করল

8ইব্রীয় দাসদের মুক্তির জন্য রাজা সিদিকিয়
জেরুশালেমের লোকেদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল।
সিদিকিয় চুক্তি করবার পর যিরমিয়র কাছে ঈশ্বরের
কাছ থেকে একটি বার্তা এসেছিল। **9**প্রত্যেকেই তার
ইব্রীয় দাসকে মুক্তি দেবে। স্ত্রী ও পুরুষ ইব্রীয় দাসদাসীরা
দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। কেউ যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর
কাউকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে পারেনি। **10**সুতরাং সমস্ত
নেতৃবৃন্দ ও লোকেরা এই চুক্তি গ্রহণ করেছিল।
প্রত্যেকেই রাজী হয়েছিল তাদের দাসদের মুক্তি দেবার
প্রশ্নে। এবং তাই প্রত্যেক দাসই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।
11কিন্তু তারপর যাদের দাস ছিল তারা মত পরিবর্তন
করে সেই সব দাসদের দাসত্বের জন্য ধরে এনেছিল।

12তখন প্রভুর বার্তা এলো যিরমিয়র কাছে: **13**যিরমিয়
প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা বলেছেন তা হল: “মিশর
থেকে আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে এসেছিলাম।
তারাও সেখানে দাসত্ব করত। যখন আমি তাদের নিয়ে
এসেছিলাম তখন আমি তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি
করেছিলাম। **14**আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের
বলেছিলাম: ‘প্রতি 7 বছর পর প্রত্যেককে তার ইব্রীয়
দাসকে মুক্তি দিতে হবে। কোন ইব্রীয় যদি নিজেকে
তোমার কাছে বিক্রিও করে দেয় তাহলেও 6 বছর পর
তাকে তুমি মুক্তি দিয়ে দেবে।’ কিন্তু তোমাদের
পূর্বপুরুষরা আমার কথা শোনেনি। **15**কিছুদিন আগে
তোমরা তোমাদের মন পরিবর্তন করেছিলে এবং আমার
মতে, তোমরা ঠিক কাজ করেছিলে। তোমার ইব্রীয়
দাসদের মুক্ত করেছিল। এমন কি তোমরা মন্দিরেও
এসেছিলে যেটি আমার নামে নামাঙ্কিত এবং আমার
সামনে একটি চুক্তি করেছিলে। **16**কিন্তু এখন আবার
তোমরা তোমাদের মন পরিবর্তন করেছো এবং আমার
নামকে অসম্মান করেছো। কি করে তোমরা এটা করলে?
তোমরা আবার সেইসব ইব্রীয় নারী পুরুষদের জোর
করে ধরে এনে তোমাদের দাস করলে অথচ এদেরই
কিছু দিন আগে তোমরা মুক্ত করে দিয়েছিলে।

17“তাই প্রভু যা বলেছেন তা হল: ‘তোমরা আমাকে
অমান্য করেছিলে। তোমরা তোমাদের ইব্রীয় দাসদের
মুক্তি দাও নি। তোমরা চুক্তি রক্ষা করো নি। কিন্তু
আমি তোমাদের “স্বাধীনতা’’ দেব।”’ এই হল প্রভুর
বার্তা। তরবারিসমূহ, অনাহার এবং মারাত্মক রোগসমূহ
দ্বারা মরবার জন্য আমি তোমাদের “স্বাধীনতা” দেব।
সারা বিশ্ব জানবে তোমাদের দুরবস্থার কথা। **18**যারা
চুক্তিটি ভঙ্গ করেছিল আমি তাদের শত্রুদের হাতে
তুলে দেব। তারা যে বাছুরটি দু-খণ্ড করেছিল এবং
সেই দু-খণ্ডের মধ্য দিয়ে হেঁটেছিল, আমি তাদের সেই
রকম করে দেব। **19**চুক্তি ভঙ্গকারীরা আমার সামনে
বাছুরকে দু-খণ্ড করে বলি দিয়েছিল। তবু ওরা সেই
চুক্তি মানে নি। যিহূদা ও জেরুশালেমের নেতৃবৃন্দ,
রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ সভাপরিষদ, যাজকগণ এবং
সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকে আমার সামনে চুক্তি করবার
সময় বাছুরটির দুই খণ্ডের মাঝখান দিয়ে হেঁটেছিল।
20তাই আমি তাদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য শত্রুবাহিনীর হাতে
তুলে দেব। তাদের মৃতদেহ হবে পশু ও শকুনের খাদ্য।
21যিহূদার রাজা সিদিকিয় ও তার নেতৃবৃন্দকে আমি
শত্রুবাহিনীর হাতে তুলে দেব। যদিও বাবিলের সৈন্যদল
জেরুশালেম শহরটি ছেড়ে গেছে, আমি সিদিকিয় এবং

তার নেতাদের তাদের হাতে তুলে দেব। 22কিন্তু আমি আদেশ দেব বাবিলের সেনাদের আবার জেরুশালেমে ফিরে এসে যুদ্ধ করার জন্য। তারা জেরুশালেমকে কব্জা করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এবং আমি যিহূদার শহরগুলিকেও ধ্বংস করে দেব। ঐ শহরগুলি একটি শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে।'" এই হল প্রভুর বার্তা।

রেখবীয় পরিবারের ভাল উদাহরণ

35 যিহূদার রাজা যখন যিহোয়াকীম তখন যিরমিয়র কাছে প্রভুর বার্তা এলো। যিহোয়াকীম ছিলেন যোসিয়ের পুত্র। এই হল প্রভুর বার্তা: 2"যিরমিয়, যাও রেখবীয় পরিবারকে মন্দিরের পাশের ঘরগুলির কোন একটি ঘরে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এসো। তাদের দ্রাক্ষারস পানের প্রস্তাব দাও।"

3সুতরাং আমি (যিরমিয়) যাসিনিয়ের কাছে গিয়েছিলাম। যাসিনিয় ছিল যিরমিয়* নামক এক ব্যক্তির পুত্র এবং হবৎসিনিয়ের পৌত্র। আমি যাসিনিয়র অন্য ভাইদের এবং তার সব ছেলেদের রেখবীয় পরিবারের সকল সদস্যদের পেয়েছিলাম। 4তারপর আমি রেখবীয় পরিবারকে প্রভুর মন্দিরে নিয়ে এলাম। আমরা হাননের পুত্রের ঘরে গেলাম। হানন ছিল ঈশ্বরের প্রিয় মানুষ। তার পিতার নাম ছিল যিন্দলিয়। পাশের ঘরে থাকতেন যিহূদার যুবরাজগণ। নীচের ঘরে থাকতো শল্লুমের পুত্র মাসেয়। মাসেয় ছিল মন্দিরের প্রহরী। 5তখন আমি (যিরমিয়) রেখবীয় পরিবারের আমন্ত্রিত সদস্যদের সামনে দ্রাক্ষারসের পাত্র রেখে বললাম, "সামান্য দ্রাক্ষারস পান করুন।"

6কিন্তু তারা উত্তর দিল, "আমরা কখনও দ্রাক্ষারস পান করি না, কারণ আমাদের পূর্বপুরুষ রেখবীয় পুত্র যিহোনাদব আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'তোমরা এবং তোমাদের উত্তরপুরুষ কেউ কখনো দ্রাক্ষারস পান করবে না। 7তোমরা ঘরবাড়ি তৈরী করবে না, ফসল বুনবে না, দ্রাক্ষার চাষ করবে না। তোমরা কেবল তাঁবুতে থাকবে। তোমরা যদি এগুলি মেনে চলো তাহলে তোমরা যাযাবরের মতো স্থান পরিবর্তন করে দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে।'

8তাই আমরা রেখবীয় পরিবারের সদস্যরা আমাদের পূর্বপুরুষ যিহোনাদবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। আমরা কেউ দ্রাক্ষারস পান করি না। আমাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কেউ দ্রাক্ষারস পান করে না। 9আমরা কখনও বাস করার জন্য বাড়ি তৈরী করি না। দ্রাক্ষার চাষ করি না, ফসল ফলানোর জন্য বীজ বুনি না। 10আমরাআমাদের পূর্বপুরুষ যিহোনাদবের নির্দেশ পালন করেছি এবং আমরা তাঁবুতেই বসবাস করেছি। 11কিন্তু যখন নবূখদ্‌রিৎসর, বাবিলের রাজা যিহূদা আক্রমণ করেছিল, আমরা বলেছিলাম, 'বাবিলীয় এবং আর্মেনীয় সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের জেরুশালেম শহরে যাওয়া যাক।' তাই আমরা জেরুশালেমে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং তারপর থেকে ওখানেই থেকেছি।"

12তখন প্রভুর বার্তা এলো যিরমিয়র কাছে। 13প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর বললেন: "যিরমিয় যাও। যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের গিয়ে বলো: তোমাদের শিক্ষা হওয়া উচিৎ এবং তোমরা আমার বার্তা পালন করবে।" 14"রেখব তার উত্তরপুরুষদের নির্দেশ দিয়েছিল দ্রাক্ষারস পান না করতে। এবং সেই নির্দেশ আজও রেখবীয় পরিবারের সদস্যরা পালন করে আসছে। কিন্তু আমি প্রভু এবং আমি যিহূদার লোকেরা, তোমাদের বারবার বার্তা পাঠানো সত্ত্বেও তোমরা আমাকে অগ্রাহ্য করেছ এবং অমান্য করেছ। 15যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে বারবার আমার অনুচর এবং ভাববাদীদের পাঠিয়েছি। তারা তোমাদের বলেছে: 'অসৎ হওয়া বন্ধ করো। ভালো কাজ কর। অন্য দেবতাদের অনুসরণ করো না ও তাদের সেবা করো না। তোমরা যদি আমাকে মেনে চলতে তাহলে তোমরা এই দেশে বসবাস করতে পারতে, যে দেশ তোমাদের পূর্বপুরুষকে আমি দিয়েছিলাম।' কিন্তু তোমরা আমার বার্তাকে পাত্তাই দিলে না। 16যিহোনাদবের নির্দেশ তার উত্তরপুরুষরা মেনে চলেছিল কিন্তু যিহূদার লোকেরা আমাকে মান্য করেনি।"

17তাই প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বললেন: "আমি বলেছিলাম যিহূদা ও জেরুশালেমে লোকেদের ওপর বহু মারাত্মক ঘটনা ঘটবে। শীঘ্রই আমি সেগুলি ঘটাবো কারণ আমি ওই লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিন্তু তারা আমার কথা শুনতে অস্বীকার করেছিল। আমি তাদের চিৎকার করে ডেকেছিলাম কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি।"

18যিরমিয়, রেখবীয় পরিবারকে বলেছিল, "সর্বশক্তিমান প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ যিহোনাদবের সব নির্দেশ মেনে চলেছো। তোমরা যিহোনাদবের শিক্ষাকেই অনুসরণ করে গিয়েছো। 19তাই সর্বশক্তিমান প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন সেখানে সর্বদাই রেখবের পুত্র যিহোনাদবের উত্তরপুরুষদের কোন একজন আমাকে সেবা করবার জন্য আমার সামনে থাকবে।'"

রাজা যিহোয়াকীম যিরমিয়র পাকানো পুঁথি পুড়িয়ে ছিল

36 যিহূদার রাজা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম যখন তার রাজত্বকালের চতুর্থ বছরে পা দিয়েছে তখন প্রভুর এই বার্তা যিরমিয়র কাছে এসেছিল। এই হল প্রভুর বার্তা: 2"যিরমিয়, আমি তোমাকে যে সমস্ত বাণী শুনিয়েছি তা সব একটি পাকানো পুঁথিতে লিখে রাখো। যিহূদা, ইস্রায়েল এবং অন্যান্য দেশগুলি সম্বন্ধে যা যা বলেছি তাও লিখে রাখো। যোশিয়ের রাজত্বকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে কথা বলেছি তার সব অক্ষরে অক্ষরে লিখে রাখো তোমার খাতায়। 3যিহূদার পরিবারের জন্য আমি যে সমস্ত বাজে জিনিষের পরিকল্পনা করেছি তা

যিরমিয় ইনি ভাববাদী যিরমিয় নন। কিন্তু একই নামের আর একজন লোক।

হয়তো তারা জানতে পারবে এবং হয়তো তারা খারাপ কাজ করা বন্ধ করবে। যদি তারা তাই করে তাহলে আমি তাদের ক্ষমা করব। ক্ষমা করে দেব তাদের সমস্ত পাপ।"

4তাই যিরমিয় বারূককে ডাকল। বারূক ছিল নেরিয়ের পুত্র। যিরমিয় প্রভুর বার্তা বলছিল। যিরমিয় যখন সেই বার্তাগুলি বলছিল তখন বারূক তা খাতায় লিখে নিচ্ছিল।
5তখন যিরমিয় বারূককে বলেছিল, "আমি প্রভুর উপাসনা গৃহে যেতে পারব না। আমার সেখানে যাওয়া নিষেধ।
6তাই আমি চাই তুমি প্রভুর উপাসনা গৃহে যাও। সেখানে একটি উপবাসের দিন যাও এবং এই পুঁথি থেকে প্রভুর কথাগুলি লোকেদের পড়ে শোনাও। আমি যা বলেছি তুমি তা লিখেছো এগুলো সবই প্রভুর বার্তা। যাও গিয়ে যিহূদার বিভিন্ন শহর থেকে জেরুশালেমে আসা সমস্ত লোককে এই বার্তা খাতা থেকে পাঠ করে শোনাও।
7হয়তো লোকেরা প্রভুর কাছে এসে সাহায্য চাইবে। হয়তো তারা তাদের অসৎ কাজগুলি করা বন্ধ করবে। প্রভু আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন।"
8সুতরাং বারূক তাই করল যা তাকে ভাববাদী যিরমিয় করতে বলেছিল। সুরূক প্রভুর উপাসনাগৃহে খাতায় লিপিবদ্ধ করা প্রভুর বার্তা উচ্চস্বরে পাঠ করতে লাগল।

9যিহোয়াকীমের রাজত্বকালের পঞ্চম বছরের নবম মাসে উপবাসের একটি দিন ঘোষিত হয়েছিল। জেরুশালেমের নাগরিক এবং যিহূদার সমস্ত শহর থেকে জেরুশালেম শহরে আসা প্রত্যেক লোককে প্রভুর সামনে উপবাস করতে হবে।
10সে সময় বারূক খাতায় লেখা যিরমিয়র মুখ থেকে উচ্চারিত প্রভুর বার্তা পড়ে শোনাচ্ছিল উপাসনা গৃহে উপস্থিত লোকেদের। বারূক তখন থাকতো গমরিয়ের ঘরে। ঘরটি ছিল উপাসনাগৃহের নতুন ফটকের কাছে। গমরিয়ের পিতা ছিল শাফন। গমরিয় উপাসনাগৃহের লিপিকার ছিল।

11বারূক যখন পড়ছিল তখন গমরিয়ের পুত্র মীখায় শুনছিল। গমরিয় ছিল শাফনের পুত্র।
12মীখায় যখন পুঁথির সব বার্তা শুনল, তখন সে রাজপ্রাসাদের সচিবের ঘরে গেল। সেই ঘরে তখন রাজপরিবারের সমস্ত সভাসদেরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সভাসদদের নামগুলি হল: রাজার আপ্ত সহায়ক ইলীশামা, শময়িয়ের পুত্র দলায়, অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন, শাফনের পুত্র গমরিয়, হনানিয়ের পুত্র সিদিকিয় এবং অন্যান্য রাজসভার সভাসদেরাও সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন।
13পুঁথি থেকে বারূক যা কিছু পড়ে শুনিয়েছিল তা সব মীখায় গিয়ে সভাপারিষদদের বলেছিল।

14তখন সেই সভাসদেরা বারূকের কাছে যিহূদীকে পাঠাল। যিহূদী ছিল নথনিয়ের পুত্র এবং শেলিমিয়ের পৌত্র। শেলিমিয়ের পিতার নাম ছিল কূশি। যিহূদী বারূককে বলেছিল: "তুমি যে খাতাটি পাঠ করেছিলে সেই খাতাটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলো।"

বারূক সেই খাতা সঙ্গে নিয়ে যিহূদীর সঙ্গে সভাপরিষদদের কাছে গেল।

15রাজার সেই সভাষদরা বারূককে বললেন, "এখানে বসো এবং পুঁথিতে লেখা বাণীগুলি পড়ে শোনাও।"

সুতরাং বারূক খাতায় লেখা বাণীগুলি পাঠ করতে শুরু করল।

16রাজার সভাসুরা সমস্ত বাণীগুলি শুনলেন এবং তারপর তারা ভয়ে একে অন্যের দিকে তাকালেন। তাঁরা বারূককে বললেন, "রাজা যিহোয়াকীমকে আমাদের এই খাতার সম্বন্ধে জানানো উচিৎ।"
17তখন তাঁরা বারূককে একটি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বারূক বলো তো এই খাতায় যে বাণী তুমি লিখেছো তা তুমি কোত্থেকে পেলে? যিরমিয় তোমাকে যে সব জিনিসের কথা বলেছিল সে সব কি তুমি লিখেছিলে?"

18বারূক উত্তর দিল, "হ্যাঁ! যিরমিয় আমাকে বলে গিয়েছে আর কালি দিয়ে সেই বাণী খাতায় আমি লিখে নিয়েছি।"

19তখন রাজার পারিষদরা বারূককে বললেন, "তুমি আর যিরমিয় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকো কিন্তু কোথায় আত্মগোপন করবে তা কাউকে জানিও না।"

20তখন পারিষদেরা ইলীশামার ঘরে সেই খাতাটি তুলে রেখে রাজা যিহোয়াকীমের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন।
21সব শুনে রাজা যিহোয়াকীম খাতাটি নিয়ে আসার জন্য যিহূদীকে পাঠালেন। যিহূদী ইলীশামার ঘর থেকে পুঁথিটি নিয়ে এলো। তারপর সে রাজাকে এবং তার চারপাশের দাঁড়িয়ে থাকা কর্মচারীদের পুঁথিতে লেখা বাণীগুলি পড়ে শোনাতে লাগল।
22এটা ঘটেছিল নবম মাসে, সুতরাং রাজা যিহোয়াকীম তাঁর শীতকালীন আবাসে বসেছিলেন। ঘরকে উসুরাখার জন্য তার সামনে তখন আগুন জ্বলছে।
23যিহূদী আস্তে আস্তে খাতা থেকে লিপিবদ্ধ করা বাণী পড়ে যেতে থাকল। কিন্তু সে দুই বা তিন অনুচ্ছেদ পড়ার পরই রাজা তার কাছ থেকে খাতা ছিনিয়ে নিয়ে ছুরি দিয়ে খাতা থেকে পাতাগুলি কেটে কেটে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। এই ভাবে পুরো খাতাটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
24এবং রাজা যিহোয়াকীম ও তাঁর অনুচরেরা এই বাণী শুনেও ভীত হল না। শোকের চিহ্ন হিসেবে তারা তাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলল না।

25ইল্‌নাথন, দলায় এবং গমরিয় চেষ্টা করেছিল রাজার সঙ্গে কথা বলার যাতে তিনি খাতাটি না পোড়ান। কিন্তু রাজা তাদের কথা শোনেননি।
26বরং উল্টে রাজা যিরহমেল, সরায় এবং শেলিমিয়কে আদেশ দিলেন ভাববাদী যিরমিয় এবং লিপিকার (লেখক) বারূককে গ্রেপ্তার করতে। যিরহমেল হল যুবরাজ ও সরায় হল অস্রীয়েলের পুত্র এবং শেলিমিয় হল অব্দিয়েলের পুত্র। কিন্তু তারা কেউই বারূক এবং যিরমিয়কে খুঁজে বার করতে পারল না। কারণ প্রভু তাদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

27যিহোয়াকীম খাতাটি পুড়িয়ে ফেলার পর প্রভুর বার্তা এলো যিরমিয়র কাছে। ঐ খাতাতেই লিপিবদ্ধ

ছিল প্রভুর সমস্ত বার্তা যা যিরমিয় বলে গিয়েছিল আর
বারূক লিপিবদ্ধ করেছিল। ঐ খাতার প্রতিটি পাতায়
এই ছিল সেই বার্তা যা পুনরায় প্রভু যিরমিয়কে বললেন:
28“যিরমিয় আরেকটি খাতা নাও এবং সমস্ত
বার্তাগুলি পুনরায় লিপিবদ্ধ করো। 29যিরমিয়, আবার
যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমকে একথাগুলি বলো। প্রভু
যা বললেন: ‘যিহোয়াকীম তুমি খাতাটি পুড়িয়ে ফেলে
বলেছিলে, “যিরমিয় কেন একথা লিখলো যে বাবিলের
রাজা নিশ্চিতভাবেই এসে এই দেশ ধ্বংস করে দেবে?
কেন সে লিখল যে বাবিলের রাজা এই দেশের মানুষ
এবং পশু প্রাণী সবাইকে হত্যা করবে?” 30তাই প্রভু
যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম সম্বন্ধে বললেন:
যিহোয়াকীমের উত্তরপুরুষরা কেউ দায়ূদের সিংহাসনে
বসতে পারবে না। এমনকি যিহোয়াকীম তার মৃত্যুর
পরে সৎকারের সময় রাজকীয় মর্যাদাও পাবে না। তার
মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে মাঠের মধ্যে। দিনের
প্রখর তাপ ও রাতের প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা মাঠে
তার মৃতদেহ পড়ে থাকবে। 31আমি প্রভু, যিহোয়াকীমকে
তার সন্তানদের এবং তার পারিষদদেরও শাস্তি দেব।
আমি তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেব কারণ তারা অসৎ
এবং মন্দ। আমি প্রতিশ্রুতি করেছি তাদের শাস্তি দেব।
আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জেরুশালেম এবং যিহূদার
লোকেদের জীবনে ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটানোর জন্য। সমস্ত
অমঙ্গল বয়ে আনব তাদের জীবনে। তারা আমার কথা
শোনেনি।”’

32তখন যিরমিয় অন্য একটি পুঁথি নিল এবং সেটি
নেরিয়র পুত্র, লেখক বারূককে দিল লিপিবদ্ধ করার
জন্য। যিরমিয় যা যা বলে যেতে থাকল বারূক তা
লিপিবদ্ধ করতে থাকল। রাজা যিহোয়াকীম যে বার্তাগুলি
পুড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলি আবার নতুন খাতায় লিপিবদ্ধ
করতে থাকল বারূক। এরই সঙ্গে যোগ হল আরো
নতুন নতুন বার্তা।

যিরমিয়কে কারাগারে বন্দী করা হল

37 নবূখদ্‌রিৎসর ছিল বাবিলের রাজা।
যিহোয়াকীমের পুত্র যিকনিয়ের পরিবর্তে
সিদিকিয়কে যিহূদার রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছিল
নবূখদ্‌রিৎসর। সিদিকিয় ছিল রাজা যোশিয়ের পুত্র।
2কিন্তু সিদিকিয় ভাববাদী যিরমিয় মারফৎ প্রচারিত
প্রভুর বার্তাকে গুরুত্ব দেয়নি। এবং সিদিকিয়ের ভৃত্যগণ
ও যিহূদার লোকেরাও প্রভুর বার্তাকে গুরুত্ব দেয়নি।

3সিদিকিয় যিহূখল এবং যাজক সফনিয়কে যিরমিয়র
কাছে পাঠিয়েছিল একটি বার্তা দিয়ে। যিহূখল ছিল
শেলিমিয়ের পুত্র এবং সফনিয় ছিল মাসেয়ের পুত্র।
বার্তাটি ছিল: “যিরমিয়, আমাদের জন্য প্রভু, আমাদের
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো।”

4সেই সময় যিরমিয়কে তখনও কারাগারে বন্দী করা
হয়নি, তাই লোকেদের মধ্যে যে কোন জায়গায় যেতে
তার বাধা ছিল না। 5একই সময় ফরৌণের সৈন্যরা
মিশর ছেড়ে যিহূদার দিকে রওনা দিয়েছিল। এবং
বাবিলের সৈন্যদল জেরুশালেমকে অধিকার করবার জন্য
তাকে ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু যখন তারা শুনল ফরৌণের
সৈন্যরা মিশর ছেড়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে তখন
তারা জেরুশালেম ত্যাগ করে মিশরের সৈন্যদের সঙ্গে
যুদ্ধ করার জন্য আগুয়ান হয়েছিল।

6ভাববাদী যিরমিয়র কাছে প্রভুর বার্তা এলো: 7“প্রভু
ইস্রায়েলের লোকেদের ঈশ্বর যা বলেছেন তা হল:
‘যিহূখল ও সফনিয়, তোমাদের যে রাজা সিদিকিয়
আমার কাছে পাঠিয়েছে তা আমি জানি। যাও সিদিকিয়র
কাছে ফিরে গিয়ে বলো: ফরৌণের সৈন্যরা মিশর ছেড়ে
বাবিলের সৈন্যদের হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে এলেও
তারা কিন্তু আবার মিশরেই ফিরে যাবে। 8তারপর
বাবিলের সৈন্য আবার এখানে এসে জেরুশালেম
আক্রমণ করবে। তখন বাবিলের সৈন্য জেরুশালেম
দখল করে নেবে এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে।’
9প্রভু এরপর যা বললেন: ‘জেরুশালেমের লোকেরা,
তোমরা নিজেরাই নিজেদের বোকা বানিও না।
নিজেদের একথা বলো না, “বাবিলের সৈন্যরা
নিশ্চিতভাবে আমাদের একলা ছেড়ে চলে যাবে।” তারা
তা করবে না। 10ওহে জেরুশালেমবাসী, তোমরা যদি
বাবিলের সৈন্যদের যুদ্ধে পরাজিতও করতে পারতে
তাহলেও তাদের তাঁবুতে কিছু আহত সৈনিক পড়ে
থাকতো। এমনকি সেই আহত সৈনিকরাই উঠে এসে
এই জেরুশালেম শহর পুড়িয়ে দিতে সক্ষম হতো।”’

11বাবিলের সৈন্যরা যখন জেরুশালেম ত্যাগ করে
মিশরের ফরৌণের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল
তখন 12বিন্যামীন দেশে* যাবার জন্য যিরমিয়
জেরুশালেম ত্যাগ করল। সে এই শহরে ভ্রমণ করার
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে সেখানে যেতে চেয়েছিল
পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার জন্য। 13কিন্তু
যিরমিয় যখন জেরুশালেমের বিন্যামীন ফটকে
পৌঁছেছিল তখনই তাকে ঐ ফটকের দায়িত্বে থাকা
প্রধান রক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল। সেই প্রধান রক্ষীর নাম
ছিল যিরিয়। যিরিয় ছিল শেলিমিয়ের পুত্র এবং হনানিয়ের
পৌত্র। যিরিয় যিরমিয়কে গ্রেপ্তার করার পর বলেছিল,
“যিরমিয় তুমি আমাদের ত্যাগ করে বাবিলের পক্ষে
যোগ দিতে যাচ্ছিলে।”

14যিরমিয় যিরিয়কে বলেছিল, “তোমার অভিযোগ
সত্যি নয়, আমি বাবিলের পক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম
না।” কিন্তু যিরিয় যিরমিয়র সেই আপত্তি শুনতে অস্বীকার
করেছিল এবং সে যিরমিয়কে গ্রেপ্তার করে রাজার
সভাপরিষদদের সামনে এনে হাজির করেছিল। 15ঐ
সভাপরিষদেরা যিরমিয়র প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।
সভাসদেরা যিরমিয়কে প্রহার করে কারাগারে বন্দী
করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যোনাথন নামক এক ব্যক্তির
বাড়িটিকেই কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
যোনাথন ছিল যিহূদার রাজার আজ্ঞাবাহী লেখক
16যিরমিয়কে তারা সেই বাড়ির ভূগর্ভস্থ একটি অন্ধকার

বিন্যামীন দেশে যিরমির বিন্যামীন দেশের একটি শহর, অনাথোতে গেল। এই শহরে যিরমিয়র নিজের বাড়ী ছিল।

কারা কক্ষে বন্দী করে রেখেছিল। কক্ষটি ছিল মাটির নীচে। যিরমিয়কে সেখানে দীর্ঘদিন রাখা হয়েছিল।

17দীর্ঘদিন পর রাজা সিদিকিয় যিরমিয়কে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে এসে একান্তে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রভুর আর কোন বার্তা আছে?"

যিরমিয় উত্তর দিয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ, প্রভুর বার্তা হল, সিদিকিয় তোমাকে বাবিলের রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে।" 18যিরমিয় এরপর রাজা সিদিকিয়কে বলেছিল, "আমার অন্যায়টা কি? আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবার মত কি এমন ভুল কাজ করেছি আপনার বিরুদ্ধে, আপনার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অথবা জেরুশালেমের লোকেদের বিরুদ্ধে? 19রাজা সিদিকিয় কোথায় এখন আপনার ভাববাদীরা? এই ভাববাদীরা আপনার কাছে ভুল বার্তা প্রচার করেছিল। তারা বলেছিল, 'বাবিলের রাজা আপনাকে এবং ঐ দেশ যিহূদাকে আক্রমণ করবে না।' 20কিন্তু আমার প্রভু, যিহূদার রাজা এখন অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন। আমাকে অনুগ্রহ করে অনুরোধ করতে দিন। এই হল আমার অনুরোধ: আমাকে আর এই লেখক যোনাথনের বাড়িতে কারাবন্দী করে রাখবেন না। যদি আপনি আবার আমাকে সেখানে পাঠান, আমি সেখানে মারা যাব।"

21সুতরাং রাজা সিদিকিয় আদেশ দিয়েছিলেন যে, এবার থেকে যিরমিয়কে প্রহসুর পাহারায় মন্দির চত্বরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এবং রাজার আদেশ ছিল যিরমিয়কে রুটি দেওয়া হবে রাস্তার হকারদের কাছ থেকে। শহরে যতদিন পর্যন্ত রুটি পাওয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত যিরমিয়কে রুটি দেওয়া হবে। তাই যিরমিয়কে উঠোনে রক্ষীর অধীনে রাখা হয়েছিল।

যিরমিয়কে চৌবাচ্চায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল

38 যিরমিয় যে বার্তাগুলি প্রচার করেছিল সেগুলি রাজার কয়েকজন সভাপরিষদেরা শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন: মত্তনের পুত্র শফটিয়, পশ্হূরের পুত্র গদলিয়, শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল এবং মল্কিয়ের পুত্র পশ্হূর। যিরমিয় সমস্ত লোকেদের এই বাণী বলেছিল: 2"প্রভু যা বলেছেন তা হল এই: 'জেরুশালেমে বসবাসকারী প্রত্যেকে হয় তরবারির আঘাতে নয় অনাহারে বা ভয়ঙ্কর মহামারীতে মারা যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে বাবিলের সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে সে বেঁচে থাকবে।' 3এবং প্রভু যা বলেছেন তা হল: 'জেরুশালেম শহর বাবিলের রাজার সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং বাবিলের রাজাই দখল করবে এই শহর।'"

4রাজার ঐ সমস্ত সভাপারিষদেরা যিরমিয়র প্রচারিত ঐ বাণী শুনে রাজা সিদিকিয়ের কাছে গিয়ে বলল, "যিরমিয়কে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ। সে আমাদের সৈন্যদের নিরুৎসাহিত করছে। তার কথা দিয়ে সে সমস্ত নাগরিককে নিরুৎসাহিত করেছে। যিরমিয় চায় না আমাদের ভাল কিছু হোক। সে শুধু জেরুশালেমের লোকেদের ক্ষতি কামনা করে।"

5এই সব কথা শুনে রাজা সিদিকিয় ঐ সভাপরিষদদের বলল, "যিরমিয় পুরোপুরি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং তোমরা কিছু করতে চাইলে আমি তোমাদের থামাতে পারি না।"

6সুতরাং সভাসদেরা যিরমিয়কে নিয়ে গেল মল্কিয়ের চৌবাচ্চায় ফেলে দেসুার জন্য (মল্কিয় ছিল রাজপুত্র)। চৌবাচ্চাটি ছিল উপাসনালয় চত্বরে, সেখানে থাকতো রাজার প্রহরীরা। সভাসদেরা যিরমিয়কে দড়ি দিয়ে বাঁধল এবং জলাধারে ফেলে দিল। জলাধারটিতে জল ছিল না, ছিল শুধু কাদা। এবং যিরমিয় সেই কাদার ভেতরে ডুবে গেল।

7কিন্তু এবদ-মেলক নামক এক ব্যক্তি শুনতে পেয়েছিল যে সভাসদেরা যিরমিয়কে জলাধারে ফেলে দিয়েছে। এবদ-মেলক ছিল একজন কূশ দেশীয় (ইথিওপিয়ার) ব্যক্তি এবং সে ছিল রাজার প্রাসাদের সেবক, একজন নপুংসক। রাজা সিদিকিয় তখন বসেছিল বিন্যামীন ফটকে। তাই এবদ-মেলক রাজার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রওনা দিল।

8-9রাজাকে সে বলেছিল, "আমার মনিব এবং মহারাজ, ঐ সভাসদেরা অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে ভাববাদী যিরমিয়র বিরুদ্ধে। তারা যিরমিয়কে জলাধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারা তাকে সেখানে মরবার জন্য ছেড়ে রেখেছে।"*

10তখন রাজা সিদিকিয় এবদ-মেলককে আদেশ দিয়েছিল, "এবদ-মেলক রাজপ্রাসাদ থেকে তিনজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও এবং জলাধার থেকে যিরমিয়কে সে মরে যাবার আগে তুলে নাও।"

11এবদ-মেলক তিনজন লোক সঙ্গে নিল কিন্তু তার আগে সে রাজপ্রাসাদের নীচে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে কিছু পুরানো বস্ত্র ও কিছু জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড জোগাড় করল। তারপর জলাধারের কাছে গিয়ে সে ঐ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডগুলি দড়ির সঙ্গে নীচে নামিয়ে দিয়ে 12যিরমিয়র উদ্দেশ্যে বলল, "যিরমিয় এই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডগুলি তুমি তোমার কাঁধের নীচে ভাল করে জড়িয়ে নাও। আমরা যখন দড়ির সাহায্যে তোমায় টেনে তুলব তখন ঐ বস্ত্রখণ্ডগুলি দড়ির আঘাত থেকে তোমায় রক্ষা করবে।" এবদ-মেলকের কথা মতোই যিরমিয় বস্ত্রখণ্ডগুলি বাহুতে জড়িয়ে নিল। 13তারপর তারা তাকে দড়িগুলো দিয়ে টেনে তুলল এবং জলাধারের থেকে বাইরে আনল। যিরমিয়কে আবার রক্ষীদের অধীনে উঠোনে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

সিদিকিয় যিরমিয়কে আরও কিছু প্রশ্ন করল

14রাজা সিদিকিয় ভাববাদী যিরমিয়কে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য একজনকে পাঠাল। যিরমিয়কে প্রভুর মন্দিরের তৃতীয় প্রবেশ পথে আনা হয়েছিল। রাজা

তারা ... রেখেছে আক্ষরিক অর্থে, "সে অনাহারে মরবে যেহেতু শহরে আর রুটি নেই।"

বললেন, “যিরমিয় আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু লুকোবে না, সব কথা আমাকে খোলাখুলি বলবে।”

15যিরমিয় সিদিকিয়কে বলল: “আমি যদি আপনার কথার উত্তর দিই, আপনি হয়ত আমায় মেরে ফেলবেন। আমি যদি আপনাকে উপদেশও দিই, আপনি আমার কথা শুনবেন না।”

16কিন্তু রাজা সিদিকিয় গোপনে এই বলে যিরমিয়র কাছে একটি প্রতিশ্রুতি করলেন, “যিরমিয়, প্রভু হচ্ছেন সেইজন যিনি আমাদের জীবনের রুটি দেন। আমি প্রভুর নামে শপথ করছি, আমি তোমায় মেরে ফেলব না এবং যারা তোমায় মারতে চায় সেই কর্মচারীদের হাতেও তুলে দেব না।”

17তখন যিরমিয় রাজা সিদিকিয়কে বলল, “প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, ‘যদি আপনি বাবিলের রাজার সভাসদদের হাতে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে জীবন রক্ষা পাবে এবং জেরুশালেমকেও আগুনে পোড়ানো হবে না। আপনার পরিবারও জীবিত থাকবে। 18কিন্তু যদি আপনি আত্মসমর্পণ না করেন, বাবিলীয় সৈন্যদল জেরুশালেমকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে এবং আপনি তাদের দ্বারা বন্দী হবেন।’”

19কিন্তু রাজা সিদিকিয় যিরমিয়কে বললেন, “কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যিহূদার সেই সমস্ত লোকেদের যারা ইতিমধ্যেই বাবিলের পক্ষ নিয়েছে। আমি ভীত কারণ বাবিলের সৈন্যরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে যিহূদার ঐ মানুষগুলোর হাতে তুলে দেবে। তারা আমার ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালাবে।”

20কিন্তু উত্তরে যিরমিয় বলল, “বাবিলের সৈন্যরা আপনাকে যিহূদার লোকেদের হাতে তুলে দেবে না। রাজা সিদিকিয়, আমি যা বলছি তা করে প্রভুকে মান্য করুন। তাহলে আপনার ভাল হবে। আপনি রক্ষা পাবেন। 21কিন্তু আপনি যদি বাবিলের সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে কি হবে তা প্রভু আমাকে আগেই দেখিয়েছেন। প্রভু বলেছেন: 22রাজবাড়ির সমস্ত মহিলাকে বাবিলের গুরুত্বপূর্ণ সভাসদদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজমহিলাগণ আপনাকে নিয়ে মজা করে গান গাইবে। ওরা গাইবে:

“তোমার বন্ধুরা যাদের তুমি বিশ্বাস করতে, তোমাকে ভুল পথে চালিত করেছে। তোমার পা কাদায় আটকে গিয়েছিল আর তারা তোমায় একা ফেলে পালিয়ে গিয়েছে।”

23“তোমার স্ত্রীদের ও সন্তানদের বাবিলের সৈন্যরা ধরে নিয়ে আসবে। তুমিও পালাতে পারবে না। তুমি বন্দী হবে আর জেরুশালেমকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে।”

24তখন সিদিকিয় যিরমিয়কে বলে উঠল, “কাউকে বলো না যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। যদি তুমি বলে দাও তাহলে হয়তো তোমাকে হত্যা করা হবে। 25ঐ সভাসদেরা হয়তো জানতে পারবে যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তোমার কাছে এসে বলবে, ‘যিরমিয় রাজাকে কি বলেছো তা আমাদের বলো এবং রাজা তোমাকে কি বলেছে তাও আমাদের বলো। সৎভাবে আমাদের সবকিছু জানাও না হলে তোমাকে হত্যা করব।’ 26যদি সভাসদেরা এরকম বলে, তাহলে তোমার তাদের বলা উচিৎ: ‘আমি রাজার কাছে ভিক্ষা করেছিলাম আমাকে আবার যোনাথনের বাড়ীর নীচে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ না করতে, নাহলে আমি সেখানে মারা যাব।’”

27তাই ঘটল। ঐ সভাসদেরা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যিরমিয়র কাছে এলো। সুতরাং যিরমিয় তাদের তাই বলল যা রাজা তাকে বলার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন যখন ঐ সভাসদেরা যিরমিয়কে একা ছেড়ে দিল। কেউ জানতে পারল না রাজা এবং যিরমিয়র মধ্যে কি কথা হয়েছিল।

28অবশেষে যিরমিয় মন্দির চত্বরে প্রহরীদের নজরবন্দী হয়ে রয়ে গেল যতদিন পর্যন্ত না জেরুশালেম দখল হয় ততদিন পর্যন্ত।

জেরুশালেমের পতন

39 এইভাবে জেরুশালেম দখল হল: যিহূদার ওপর রাজা সিদিকিয়র নবম বছরের রাজত্বের দশম মাসে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ জেরুশালেম শহর অধিগ্রহণের জন্য বেরিয়েছিলেন। তারা শহরটিকে অধিকার করবার জন্য তাকে ঘিরে ফেলেছিল। 2এবং সিদিকিয়র রাজত্বকালের একাদশতম বছরের চতুর্থ মাসের নবম দিনে বাবিলের সৈন্যরা জেরুশালেমের প্রাচীর ভেঙে ফেলেছিল। 3তখন বাবিলের রাজার সভাসদেরা জেরুশালেম শহরে প্রবেশ করেছিল। তারা এসে বসেছিল শহরের মাঝখানের ফটকে। সেই সভাসদদের নাম ছিল: সমগর জেলার রাজ্যপাল নের্গল-শরেৎসর, সমগরনবো নামের এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং আরও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পারিষদবৃন্দও সেখানে উপস্থিত ছিল।

4বাবিল থেকে আসা ঐ সভাসদদের সিদিকিয় দেখেছিলেন। অতএব, সেই রাত্রেই তিনি এবং তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যরা রাজার বাগানের মধ্যে দিয়ে একটি গোপন ফটক পেরিয়ে, দুটি প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে জেরুশালেম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা যর্দ্দন উপত্যকার দিকে পালিয়েছিলেন। 5বাবিলের সৈন্যদল সিদিকিয় ও তাঁর সৈন্যদের তাড়া করেছিল এবং তাদের যিরীহোর সমতলভূমিতে গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তারের পর তাদের নিয়ে আসা হয় বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের কাছে। নবূখদ্‌রিৎসর তখন ছিলেন হমাৎ প্রদেশের রিব্লা শহরে। সেখানে তিনি ঠিক করেছিলেন সিদিকিয়র প্রতি কি করা হবে। 6এই রিব্লা শহরেই সিদিকিয়র চোখের সামনেই সিদিকিয়র পুত্রদের নবূখদ্‌রিৎসর হত্যা করেছিলেন। এবং যিহূদার রাজসভার সমস্ত সভাপারিষদবৃন্দকেও হত্যা করা হয়েছিল। 7নবূখদ্‌রিৎসর সিদিকিয়র চোখ দুটো উপড়ে ফেলেছিলেন, তাকে পিতলের শেকল দিয়ে

শৃঙ্খলিত করেছিলেন এবং তাকে বাবিলে নিয়ে
গিয়েছিলেন।
8বাবিলের সৈন্যরা রাজপ্রাসাদ এবং সাধারণ মানুষের
ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং তারা জেরুশালেমের
পাঁচিল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। 9বাবিলের রাজার
বিশেষ রক্ষীদের প্রধান নবূষরদন যারা তখনও বেঁচে
ছিল তাদের সবাইকে বন্দী করেছিল এবং বাবিলে নিয়ে
গিয়েছিল। যারা আগেই আত্মসমর্পণ করেছিল তাদেরও
নবূষরদন বন্দী করে বাবিলে নিয়ে গিয়েছিল। 10কিন্তু
যিহূদার কিছু গরীব লোককে নবূষরদন বন্দী করে নিয়ে
না গিয়ে বরং তাদের সে জমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত দান করে
দিয়েছিল।
11কিন্তু নবূখদ্‌রিৎসর যিরমিয়র ব্যাপারে নবূষরদনকে
কিছু আদেশ দিয়েছিলেন। নবূষরদন ছিল নবূখদ্‌রিৎসরের
বিশেষ দেহরক্ষীদের প্রধান। আদেশ ছিল: 12“যিরমিয়কে
খুঁজে বের করো এবং ভালো করে তার দেখাশোনা
কর। তাকে আঘাত করো না। সে যা চায় তাই
তাকে দাও।”
13সুতরাং নবূষরদন, নবূখদ্‌রিৎসরের বিশেষ
রক্ষীদের প্রধান, বাবিলের বিশেষ রক্ষসুদর মুখ্য
আধিকারিক নবূশস্‌বন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নের্গল-
শরেৎসর এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের
যিরমিয়র সন্ধানে পাঠানো হয়েছিল। 14তারা যিরমিয়কে
উপাসনালয় চত্বরে খুঁজে পেয়েছিল। সেখানে তাকে
নজরবন্দী করে রেখেছিল যিহূদার রাজার রক্ষীরা। ঐ
আধিকারিকরা যিরমিয়কে গদলিয়ের হাতে তুলে
দিয়েছিল। গদলিয় ছিল অহীকামের পুত্র এবং শাফনের
পৌত্র। গদলিয়কে নির্দেশ দেওয়া ছিল যিরমিয়কে তার
নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সুতরাং যিরমিয়
তার নিজের বাড়িতে পরিবারের কাছে ফিরে এসেছিল।

এবদ-মেলকের প্রতি প্রভুর বার্তা

15মন্দির চত্বরে প্রহরীদের পাহারায় যিরমিয় যখন
বন্দী ছিল তখন তার কাছে প্রভুর বার্তা এসেছিল।
16এই ছিল সেই বার্তা: “যাও এবং কূশীয় এবদ-মেলককে
বল: ‘প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন:
জেরুশালেম সম্বন্ধে আমার বাণী খুব শীঘ্রই আমি সত্যে
পরিণত করব। আমার বার্তা সত্য হবে বিপর্যয়ের মধ্যে
দিয়ে, ভালো জিনিষ দিয়ে নয়। তোমরা তা তোমাদের
নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে। 17কিন্তু এবদ-মেলক,
আমি তোমাকে সেদিন রক্ষা করব।’ যাদের তুমি ভয়
পাও তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না।
18আমি তোমাকে রক্ষা করব। তরবারির আঘাতে
তোমার মৃত্যু হবে না। কিন্তু তুমি পালিয়ে যাবে এবং
বাঁচবে। তুমি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস রেখেছিলে
বলেই তুমি বেঁচে যাবে।’” এই হল প্রভুর বার্তা।

যিরমিয় মুক্তি পেল

40 এটি হল প্রভুর একটি বার্তা যেটি যিরমিয়র
কাছে এসেছিল যখন প্রধান দেহরক্ষী নবূষরদন
তাকে রামা শহর থেকে বিতাড়িত করেছিল। এটা
ঘটেছিল যখন নবূষরদন যিরমিয়কে শেকলে বাঁধা
অবস্থায় জেরুশালেম এবং যিহূদা থেকেআসা অন্যান্য
বন্দীদের সঙ্গে পেয়েছিল যাদের পরে বাবিলে নিয়ে
যাওয়া হয়েছিল। 2নবূষরদন যিরমিয়কে খুঁজে পাওয়ার
পর বলেছিল, “যিরমিয়, প্রভু, তোমার ঈশ্বর ঘোষণা
করেছিলেন যে এই বিপর্যয় এই স্থানের ওপর আসবে।
3এবং এখন তিনি যেভাবে যেটা হবে বলেছিলেন
সেইভাবে প্রতিটি জিনিষ করলেন। যিহূদার লোকেরা
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু পাপ কাজ সংগঠিত করেছিল
বলেই এই বিপর্যয় ঘটেছিল। তারা প্রভুকে অমান্য
করেছিল। 4যিরমিয় এখন তোমাকে আমি মুক্ত করে
দিচ্ছি। আমি তোমার হাতকড়া খুলে দিচ্ছি। তুমি যদি
আমার সঙ্গে বাবিলে আসতে চাও আসতে পারো।
আমি তোমার সবরকম খেয়াল রাখব। আর যদি না
যেতে চাও এসো না। এটা কোন ব্যাপার নয়। তোমার
জন্য সব রাস্তা খোলা। যেখানে খুশি তুমি যেতে পারো।
5অথবা তুমি গিয়ে শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র
গদলিয়র সঙ্গে থাকতে পারো। বাবিলের রাজা
গদলিয়কে যিহূদার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
সুতরাং যিহূদার লোকেদের কাছেও ফিরে যেতে পার,
গদলিয়র সঙ্গেও থাকতে পারো অথবা যেখানে খুশী
তুমি যাও।”
এরপর নবূষরদন যিরমিয়কে কিছু খাবার এবং একটি
উপহার দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল। 6সুতরাং যিরমিয়
মিস্পাতে গিয়েছিল অহীকামের পুত্র গদলিয়র কাছে।
যিহূদায় পড়ে থাকা লোকগুলো সহ যিরমিয় গদলিয়র
সঙ্গে বাস করেছিল।

গদলিয়র সংক্ষিপ্ত শাসন

7জেরুশালেম যখন ধ্বংস হয়েছিল তখন যিহূদার
কিছু সেনা আধিকারিক এবং তাদের সৈন্যরা খোলা
দেশটিতে রয়ে গিয়েছিল। তারা শুনলো যে বাবিলের
রাজা অহীকামের পুত্র গদলিয়কে, যারা খুব গরীব ছিল
এবং যাদের বন্দী হিসেবে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়নি
সেইসব পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের রাজ্যপাল
হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। যিহূদার গরীব লোকেদের
বাবিলের সৈন্যরা বন্দী করে নিয়ে না গিয়ে নবূষরদনের
নির্দেশে সেখানেই জমিজমা দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত
হবার সুযোগ দিয়েছিল। 8সুতরাং যিহূদার সৈন্যরা
মিস্পাতে এসে গদলিয়র সঙ্গে দেখা করতে সুযোগ
দিয়েছিল। সৈন্যদের মধ্যে ছিল: নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল,
কারেহের দুই পুত্র যোহানন ও যোনাথন, তন্হূমতের
পুত্র সরায় নটোফা থেকে এফ-এর পুত্ররা এবং
মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয় এবং তাদের লোকেরা।
9গদলিয় ঐ সৈন্যদের নিরাপত্তা দেবার জন্য একটি
শপথ নিয়ে বলেছিল: “সৈন্যগণ তোমাদের কোন ভয়
নেই। তোমরা এখানে থেকে যাও, বসতি স্থাপন করো
এবং বাবিলের রাজার সেবা কর। বাবিলেই তোমরা
গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করো। তোমাদের তাতে

মঙ্গল হবে। 10আমি স্বয়ং মিস্পাতে থাকব। আমি তোমাদের হয়ে কল্‌দীয় অধিবাসীদের কাছে বলব। ওটা তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। কিন্তু তোমাদের দ্রাক্ষা থেকে দ্রাক্ষারস তৈরী করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ফলের এবং তৈলবীজের চাষ করবে। চাষের ফসল মজুত করে রাখবে। তোমরা যে সমস্ত শহরের দায়িত্ব নিয়েছ সেখানেই থেকো।”

11যিহূদার যে সব মানুষ মোয়াব, অম্মোন, ইদোম এবং অন্যান্য দেশে চলে গিয়েছিল তারা শুনতে পেলো যে বাবিলের রাজা যিহূদার কিছু গরীব লোককে বন্দী করে না নিয়ে গিয়ে যিহূদাতেই বাস করতে দিয়েছে এবং তারা জানতে পারল যে সে গদলিয়কে সেই লোকেদের রাজ্যপাল নির্বাচিত করেছে। 12যিহূদার লোকেরা যখন এই খবর পেলো তখন তারা এই সমস্ত দেশগুলি থেকে যিহূদায় ফিরে এসেছিল। তারা ফিরে এসেছিল গদলিয়র কাছে মিস্পাতে, বসতি স্থাপন করেছিল, প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষারস তৈরী করেছিল এবং গ্রীষ্মকালীন ফলের ফসল সংগ্রহ করেছিল।

13কারেহের পুত্র যোহানন এবং যিহূদার সৈন্যদের আধিকারিকরা মিস্পাতে গদলিয়র কাছে আবার এসেছিল। 14তারা গদলিয়কে বলেছিল, “আপনি কি জানেন যে, অম্মোনের লোকেদের রাজা বালীস নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েলকে পাঠিয়েছে আপনাকে হত্যা করার জন্য?” কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয় তাদের কথা বিশ্বাস করেনি। 15তখন যোহানন ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিল গদলিয়র সঙ্গে মিস্পাতে। যোহানন বলেছিল, আমরা আপনাকে হত্যা করতে দেব না। “আপনি যদি আমায় অনুমতি দেন, আমি ইশ্মায়েলকে হত্যা করব এবং ফিরে আসব। কেউ এ সম্বন্ধে জানতে পারবে না। ইশ্মায়েল এর হাতে আপনাকে হত্যা হতে দেওয়া আমাদের উচিৎ নয়। আমরা আপনাকে হারাতে চাই না কারণ আপনি যদি নিহত হন তাহলে যিহূদার লোক আবার বিভিন্ন দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়বে। এবং ফলস্বরূপ, যিহূদার পড়ে থাকা লোকগুলো প্রাণ হারাবে।”

16কিন্তু গদলিয় যোহাননকে বলেছিল, “না ইশ্মায়েলকে হত্যা করো না। তোমরা ইশ্মায়েল সম্বন্ধে যা বলছো তা সত্যি নয়।”

41 সাতমাসের মাথায় নথনিয়ের পুত্র, ইলীশামার পৌত্র ইশ্মায়েল এসেছিল গদলিয়র কাছে। ইশ্মায়েল সঙ্গে নিয়ে এসেছিল আরো দশজনকে। ঐ দশজন লোক, ইশ্মায়েলের সঙ্গীরা এসে ছিল মিস্পা শহরে। ইশ্মায়েল ছিল রাজপরিবারের একজন সদস্য। সে ছিল যিহূদার রাজার রাজসভার একজন সভাসদ। ইশ্মায়েল ও তার সঙ্গীরা গদলিয়র সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছিল। 2যখন তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছিল, তখন ইশ্মায়েল ও তার দশজন সঙ্গী তাদের তরবারি বের করেছিল এবং গদলিয়ের ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছিল। গদলিয় ছিল সেইজন যে বাবিলের রাজার দ্বারা যিহূদার রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিল। 3ইশ্মায়েল হত্যা করেছিল গদলিয়ের সঙ্গে মিস্পায় বাস করা যিহূদার লোকেদের এবং বাবিলের সৈন্যদেরও।

4-5গদলিয় নিহত হবার পরের দিন 80 জন মানুষ মিস্পা শহরে এসেছিল। তারা প্রভুর উপাসনালয়ে এসেছিল শস্য নৈবেদ্য ও হোমবলি নিয়ে। ঐ 80 জন মানুষ তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিল, তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ছিল এবং তাদের নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছিল। ঐ লোকেরা এসেছিল শিখিম, শীলো এবং শমরিয়া থেকে। তাদের মধ্যে কেউই জানতো না যে গদলিয় নিহত হয়েছে। 6ইশ্মায়েল মিস্পা ছেড়েছিল এবং ঐ লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিল। হাঁটবার সময় সে কাঁদছিল।* ঐ লোকেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে চিৎকার করে বলেছিল, “আমার সঙ্গে চলো তোমরা গদলিয়র সঙ্গে দেখা করতে।” 7-8তারা যখন গদলিয়র সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে শহরে এসেছিল, ইশ্মায়েল ও তার সঙ্গীরা ঐ 80 জনকে হত্যা করে একটি গভীর জলাধারে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু হত্যার আগে ইশ্মায়েলকে ঐ 80 জনের 10 জন বলেছিল, “আমাদের অন্তত তুমি হত্যা কোরো না। আমরা মাঠের মধ্যে কিছু জিনিস লুকিয়ে রেখেছি। আমাদের গম আছে, যব আছে, তেল ও মধু আছে। এই সব তোমাকে আমরা দেব।” তাই ইশ্মায়েল অন্যদের হত্যা করার সময় ঐ 10 জনকে হত্যা করেনি। 9ইশ্মায়েল গভীর জলাধারটি মৃতদেহে ভরিয়ে ফেলেছিল। জলাধারটি ছিল বিশাল। জলাধারটি নির্মিত হয়েছিল যিহূদার রাজা আসার দ্বারা। আসা জলাধারটি তৈরী করেছিল যাতে যুদ্ধের সময় জলের অভাব না হয়। ইস্রায়েলের রাজা বাশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আসা ঐ জলাধারটি তৈরী করেছিল।

10ইশ্মায়েল মিস্পা শহরের লোকেদের জোর করে তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল নদী পার করে অম্মোন সম্প্রদায়ের লোকেদের দেশে পৌঁছবার জন্য। (ঐ লোকেদের মধ্যে ছিল রাজকন্যাগণ, এবং সাধারণ মানুষ যাদের নবূখদ্‌রিৎসর বন্দী করে নি। নবূষরদন, রাজার বিশেষ রক্ষীদের আধিকারিক, গদলিয়কে এই লোকেদের রাজ্যপাল করেছিল।)

11কারেহের পুত্র যোহানন এবং তার সঙ্গের সেনা আধিকারিকরা ইশ্মায়েলের দুষ্ট কর্মসমূহের কথা শুনেছিল। 12তারা যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা দিয়েছিল। তারা ইশ্মায়েলকে ধরেছিল গিবিয়োনে একটি বিশাল জলাশয়ের কাছে। 13ইশ্মায়েলের বন্দীরা যোহানন এবং তার সঙ্গে সেনা আধিকারিকদের দেখে খুব খুশী হয়েছিল। 14তারপর মিস্পাতে ইশ্মায়েল কর্ত্তৃক যাদের বন্দী করে নেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত লোকেরা কারেহের পুত্র যোহাননের কাছে ছুটে এলো। 15কিন্তু ইশ্মায়েল কোন মতে তার 8 জন সঙ্গী নিয়ে দৌড়ে লুকিয়ে পড়েছিল অম্মোন দেশের মানুষদের মধ্যে।

হাঁটবার ... কাঁদছিল মন্দিরের ধ্বংসের ব্যাপারে ইশ্মায়েল দুঃখিত হবার ভান করছিল।

16অতএব গদলিয়কে হত্যা করবার পর ইশ্মায়েল
যাদের মিস্পা থেকে বন্দী করেছিল তাদের সবাইকে
যোহানন ও তার সেনা আধিকারিকরা উদ্ধার করেছিল।
যারা পড়ে ছিল তারা হল সৈন্যগণ, মহিলাগণ, ছোট
ছোট বাচ্চারা এবং রাজ সভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ।
গিবিয়োন শহর থেকে এই সব লোকেদের যোহানন
ফেরৎ এনেছিল।

মিশরে পলায়ন

17-18যোহানন এবং তার সেনা প্রধানরা কল্‌দীয়দের
ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। গদলিয় যিহূদার রাজ্যপাল
হিসেবে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর দ্বারা নিযুক্ত
হয়েছিল, কিন্তু পরে ইশ্মায়েল তাকে হত্যা করে। তাই
যোহানন ভেবেছিল যে এই খবর পেয়ে কল্‌দীয়রা রেগে
যাবে। কারণ ইশ্মায়েল তাদের পরিচিত। তাই তারা
দ্রুত মিশর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মিশর যাওয়ার
পথে বৈৎলেহেম শহরের কাছে গেরুথ কিমহমের যে
সরাইখানা আছে সেখানে তারা থেকে গিয়েছিল।

42 তারা যখন গেরুথ কিমহমে বাস করছিল, তখন
যোহানন এবং হোশয়িয়ের পুত্র যাসনিয় সমস্ত
সেনা আধিকারিক এবং ক্ষুদ্রতম থেকে সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ সব লোকেদের নিয়ে ভাববাদী যিরমিয়র কাছে
গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল সমস্ত সেনা আধিকারিক,
গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ লোকেরাও। 2তারা প্রত্যেকে গিয়ে
যিরমিয়কে বলেছিল, "যিরমিয়, অনুগ্রহ করে আমাদের
কথা শোন। প্রভু, তোমার ঈশ্বরের কাছে ধ্বংস হয়ে
যাওয়া যিহূদার কোনমতে জীবিত এই সামান্য কয়েকজন
লোকেদের জন্য প্রার্থনা করো। যিরমিয় তুমি দেখতেই
পাচ্ছো যে একটা সময় আমরা সংখ্যায় অনেক থাকলেও
এখন আমরা সামান্য কয়েকজনে এসে ঠেকেছি।
3যিরমিয় প্রভু তোমার ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে বলে দিতে
বলো আমরা এখন কি করব, কোথায় যাব?"

4তখন ভাববাদী যিরমিয় উত্তর দিয়েছিল, "আমি
বুঝতে পারছি তোমরা আমাকে কি করতে বলছো।
আমি তোমাদের ইচ্ছামতো তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে
প্রার্থনা করে সব বলব। এবং প্রভুর উত্তরও গোপন না
করে তোমাদের জানাব।"

5তখন তারা যিরমিয়কে বলেছিল, "প্রভু তোমার
ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলবেন তা যদি আমরা না
করি তাহলে আমরা আশা করি প্রভু হবেন আমাদের
বিরুদ্ধে একজন সত্যবাদী বিশ্বস্ত সাক্ষী। আমরা জানি
প্রভু, তোমার ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়ে আমাদের কি কি
করতে বলবেন। 6আমরা বাণী পছন্দ করি কি না করি
সেটা কোন ব্যাপারই নয়। আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে
মান্য করব। আমরা তোমাকে প্রভুর কাছে পাঠাচ্ছি
তাঁর একটি বাণীর জন্য। তিনি যা বলবেন তা আমরা
মেনে চলব তখন আমাদের মঙ্গল হবে। হ্যাঁ, আমরা
আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে মান্য করব।"

7দশদিন পর প্রভুর বার্তা এসেছিল যিরমিয়র কাছে।
8তখন যোহানন ও তার সেনা আধিকারিকদের এবং
অন্যান্য সমস্ত লোককে ডেকে যিরমিয় বলেছিল,
9তোমরা আমাকে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছিলে,
"প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা বলেছেন তা হল এই:
10'তোমরা যদি যিহূদা দেশে বাস করো, আমি তোমাদের
শক্তিশালী করে তুলব– আমি তোমাদের ধ্বংস করব
না। আমি তোমাদের চারাগাছের মতো বপন করব এবং
তোমাদের আগাছার মতো উপড়ে ফেলব না। আমি
এটা করব কারণ আমি দুঃখীত যে আমি তোমাদের
জীবনে মারাত্মক বিপর্যয়গুলি এনেছিলাম। 11বাবিলের
রাজাকে এখন আর তোমরা ভয় পেও না। কারণ
আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি তোমাদের রক্ষা
করব। তার হাত থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করব।
12আমি তোমাদের প্রতি করুণা করব এবং বাবিলের
রাজাও তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করবে। এবং সে
তোমাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনবে।' 13কিন্তু তোমরা
হয়তো বলবে, 'আমরা যিহূদায় থাকব না।' যদি তোমরা
একথা বলো তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে
অমান্য করবে। 14তোমরা হয়তো বলবে, 'না, আমরা
মিশরে গিয়ে বসবাস করব। সেখানে যুদ্ধের শিঙা বেজে
উঠবে না। যুদ্ধের প্রকোপে আমাদের সেখানে অনাহারে
যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।' 15যদি তোমরা এই কথা
বলো তাহলে প্রলয়ে রক্ষা পাওয়া যিহূদার লোকেরা,
শোন, প্রভুর বার্তা শোন। প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের
ঈশ্বর বলেছেন: 'তোমরা যদি মিশরে গিয়ে থাকার
সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তাহলে এই ঘটনাগুলি ঘটবে:
16তোমরা তরবারিকে ভয় পাও। কিন্তু মিশরে তোমরা
তরবারি দ্বারা পরাজিত হবে। তোমরা ক্ষুধার চিন্তা
কর, কিন্তু মিশরেও তোমরা অনাহারে থাকবে। তোমরা
সেখানে মারা যাবে। 17যে সমস্ত লোক মিশরে যেতে
এবং সেখানে বাস করতে স্থির করেছিল তাদের মধ্যে
একজনও বেঁচে থাকবে না। তরবারির আঘাত, অনাহার
এবং মহামারীর প্রকোপে প্রত্যেকে মারা যাবে। আমার
তাণ্ডব থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

18"প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন:
'আমি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ
দেখিয়েছিলাম। জেরুশালেমবাসীদের আমি শাস্তিও
দিয়েছি। একইভাবে মিশরে যেতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির
বিরুদ্ধেও আমি আমার ক্রোধ দর্শন করাবো। লোক
খারাপ ঘটনার উদাহরণ হিসেবে তোমাদের কথা উল্লেখ
করবে। তোমরা হবে অভিশপ্ত। লোকেরা তোমাদের
জন্য লজ্জিত হবে। তোমাদের অপমান করবে। এবং
তোমরা আর কোনদিন যিহূদাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে
না।' 19যিহূদার বেঁচে যাওয়া লোকেরা, প্রভু তোমাদের
বলেছিলেন: 'মিশরে যেও না।' এখন আমি তোমাদের
সতর্ক করে দিচ্ছি, 20তোমরা একটা ভুল করছো যেটা
তোমাদের মৃত্যু আনবে। তোমরা আমাকে পাঠিয়েছিলে
প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কাছে। তোমরা আমাকে
বলেছিলে, 'প্রভু, আমাদের ঈশ্বরের কাছে আমাদের
জন্য প্রার্থনা করো। প্রভু আমাদের কি করতে বলেছেন
তা সব আমাদের জানাও। আমরা প্রভুকে মান্য করব।'

21তাই আজ আমি তোমাদের প্রভুর বার্তাগুলি বলেছি।
কিন্তু তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে অমান্য করেছো।
আমি তাঁর কাছ থেকে যে বাণীগুলি নিয়ে এসেছি তা
তোমরা শুনে চলছো না। 22সুতরাং এখন নিশ্চিতভাবে
তোমরা একথা বুঝে নাও: তোমরা যারা মিশরে যেতে
চাও তাদের জীবনে দুর্যোগ আসবেই। তোমাদের মৃত্যু
হবে তরবারির আঘাতে, অনাহারে অথবা ভয়ঙ্কর
মহামারীর প্রকোপে।"

43 সুতরাং যিরমিয়, প্রভু তাদের ঈশ্বরের সব বার্তা
তাদের বলে শেষ করেছিল। যিরমিয় সবসুছু
তাদের বলেছিল যা যা প্রভু তাকে ঐ লোকেদের বলতে
পাঠিয়েছিলেন।

2হোশয়িয়ের পুত্র অসরিয় ও কারেহের পুত্র যোহানন
এবং আরও কিছু মানুষ ভীষণ অহঙ্কারী এবং একগুঁয়ে
ও জেদী। তারা যিরমিয়র প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।
ক্রুদ্ধ জনতা যিরমিয়কে বলেছিল, "তুমি মিথ্যে বলছো
যিরমিয়। প্রভু, আমাদের ঈশ্বর তোমাকে আমাদের কাছে
একথা বলতে পাঠাননি যে, আমরা যেন মিশরে না
যাই। 3যিরমিয়, আমাদের মনে হচ্ছে নেরিয়ের পুত্র
বারূক তোমাকে উৎসাহ যোগাচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ
করার জন্য। বারূক চায় আমাদের বাবিলের লোকেদের
হাতে তুলে দিতে। সে চায় আমাদের ওরা হত্যা করুক।
কিংবা আমাদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যাক।"

4তারপর যোহানন, সেনা প্রধানরা এবং সমস্ত লোক
প্রভুর আদেশ মান্য করল না এবং 5যিহূদার লোকেদের
নিয়ে মিশরে চলে গিয়েছিল। অতীতেও শত্রুবাহিনী ঐ
লোকেদের যিহূদা থেকে অন্যান্য দেশে নিয়ে চলে গেলেও
তারা আবার যিহূদাতেই ফিরে এসেছিল। 6এবার
যোহানন ও তার সেনা প্রধান সমস্ত পুরুষ, মহিলা,
শিশু এবং রাজকন্যাদের মিশরে নিয়ে গেল। (বাবিলের
রাজার বিশেষ রক্ষীদের প্রধান, নবূষরদন, গদলিয়কে
ঐ লোকেদের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।) সে ভাববাদী
যিরমিয় এবং নেরিয়ের পুত্র বারূককেও মিশরে নিয়ে
গিয়েছিল। 7প্রভুর বারণ না শুনে তারা গিয়ে উঠল
মিশরের উত্তর পূর্বাঞ্চলের তফন্‌হেষ শহরে।

8তফন্‌হেষ শহরে যিরমিয় প্রভুর বার্তা পেয়েছিল।
এই হল প্রভুর বার্তা: 9"যিরমিয়, যাও কিছু বড় আকারের
পাথর জোগাড় করে আনো। তফন্‌হেষ শহরে ফরৌণের
প্রাসাদের সামনে মাটি ও ইঁটের তৈরী ফুটপাতে ঐ
পাথরগুলি পুঁতে ফেল। যিহূদার লোকেদের চোখের
সামনেই তুমি ঐ পাথরগুলি মাটিতে পুঁতবে। 10সেই
সময় তুমি ঐ লোকেদের উদ্দেশ্যে বলবে: 'প্রভু
সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন: আমি আমার
ভৃত্য বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরকে এখানে আনব
এবং তার সিংহাসনে যে পাথরগুলি আমি পুঁতেছি তার
ওপর রাখব। নবূখদ্‌রিৎসর এখানেই তার মাথার ওপর
চাঁদোয়া খাটিয়ে সিংহাসনে বসবে। 11সে আসবে এবং
মিশর আক্রমণ করবে। কাউকে মেরে ফেলা হবে,
কাউকে বন্দি করা হবে এবং অপর কাউকে যুদ্ধে নিহত
করা হবে। 12মিশরের মূল্যহীন মূর্ত্তিগুলো সে নিয়ে চলে
যাবে। তারপর সে ভ্রান্ত দেবতাদের সমস্ত মন্দিরগুলোতে
আগুন লাগিয়ে দেবে। একজন মেষপালক যেমন তার
পোশাক থেকে ছারপোকা বেছে তার পোশাকাদি পরিষ্কার
করে তেমন করেই নবূখদ্‌রিৎসর মিশরকে পরিষ্কার
করবে। তারপর সে নিরাপদে মিশর ত্যাগ করবে। 13সূর্য
দেবতার মন্দিরে সমস্ত স্মরণস্তম্ভগুলি নবূখদ্‌রিৎসর
ভেঙে দেবে। এবং সে মিশরের মূর্ত্তিসমূহের সমস্ত
মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেবে। তারপর সে নিরাপদে
মিশর ছেড়ে চলে যাবে।'"

মিশরে চলে যাওয়া যিহূদার লোকেদের প্রতি প্রভুর বার্তা

44 মিশরে বসবাসকারী যিহূদার লোকেদের জন্য
প্রভুর বার্তা এসেছিল যিরমিয়র কাছে। যিহূদার
লোকেরা তখন মিশরের মিগ্‌দোলে, তফন্‌হেষে, নোফে
এবং দক্ষিণ মিশরের শহরগুলিতে বসবাস করছিল।
প্রভুর বার্তা ছিল: 2প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর
বলেছেন, "তোমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছো
জেরুশালেম ও যিহূদার শহরগুলিকে আমি কিভাবে
ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। 3ঐ শহরগুলির লোকেরা
অসৎ কার্যকলাপসমূহের মধ্যে লিপ্ত ছিল, সেই কারণেই
আমি ঐ শহরগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ঐ শহরগুলির
লোকেরা অন্য দেবতাদের নৈবেদ্য দিয়ে আমাকে ক্রুদ্ধ
করে তুলেছিল। যাদের তাদের পূর্বপুরুষরাও পূজো
করেনি এবং তাতেই আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। 4আমি
তাদের কাছে বারবার আমার ভাববাদীদের পাঠিয়েছিলাম,
ভাববাদীরা আমারই অনুচর। ঐ ভাববাদীরা আমার বার্তা
ঐ লোকেদের কাছে বলেছিল। ভাববাদীরা বলেছিল,
'এই ভয়ঙ্কর কাজ করো না। অন্য মূর্ত্তিদের পূজাকে
আমি ঘৃণা করি।' 5কিন্তু ঐ লোকেরা ভাববাদীদের
কথা মন দিয়ে শোনে নি। তারা অসৎ পথ থেকে সরে
আসেনি। মূর্ত্তিদের নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো করা বন্ধ
করেনি। 6তাই আমি আমার ক্রোধ দেখিয়েছিলাম। শাস্তি
দিয়েছিলাম যিহূদার শহরগুলিকে এবং জেরুশালেমের
রাস্তাগুলিকে। আমার ক্রোধ বর্ষণের ফলেই আজ যিহূদা
ও জেরুশালেম শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।"

7তাই প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন,
"কেন তোমরা মূর্ত্তিদের পূজা করে নিজেদের সর্বনাশ
ডেকে আনছো? তোমাদের জন্যই যিহূদার পরিবার
ছিন্নমূল, তোমাদের জন্যই স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুদের
যিহূদা থেকে আলাদা করা হয়েছে। এবং সেইজন্য
যিহূদার পরিবার থেকে জীবিত কেউ বাকী থাকবে না।
8কেন তোমরা মূর্ত্তি তৈরী করে আমাকে ক্রুদ্ধ করে
তোল? এখন আবার তোমরা মিশরের মূর্ত্তিকে নৈবেদ্য
সাজিয়ে পূজো করে আমায় ক্রুদ্ধ করে তুলেছো।
তোমরা তোমাদের নিজেদের দোষেই ধ্বংস হবে।
অন্যান্য দেশগুলির লোকেদের কাছে তোমরা হবে
অভিশাপ এবং উপহাসের পাত্র। 9তোমরা কি তোমাদের
পূর্বপুরুষেরা যা অসৎ কর্মগুলি করেছিল তা ভুলে
গিয়েছো? ভুলে গিয়েছো যিহূদার রাজা ও রানীরা কত

পাপ কাজ করেছিল? যিহূদা দেশে ও জেরুশালেমের
রাস্তাগুলোয় তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমরা যে পাপগুলো
করেছিলে সেগুলোর কথা কি ভুলে গিয়েছো? **10**এমন
কি আজ পর্যন্ত যিহূদার লোকেরা নিজেদের নম্র বিনীত
করে তুলল না। তারা আমাকে কোনরকম সম্মান জানায়
নি। এবং তারা আমার শিক্ষামালাকে অনুসরণ করেনি।
মান্য করেনি বিধিকে যা আমি প্রণয়ন করেছিলাম তাদের
ও তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য।”

11সুতরাং প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর
বলেছেন: “আমি তোমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর কিছু
ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সমগ্র যিহূদা পরিবারকে
ধ্বংস করে দেব। **12**সামান্য কিছু যিহূদার জীবিত মানুষ
(যিহূদা ধ্বংসের পর যারা বেঁচে গিয়েছিল) রয়ে গিয়েছিল
তারাই মিশরে চলে এসেছে। তাদেরও আমি ধ্বংস
করে দেব। তাদের মৃত্যু হবে তরবারির আঘাতে অথবা
অনাহারে। যিহূদার অবশিষ্ট এই লোকেদের জীবনে এমন
দুর্যোগ আসবে যা দেখে অন্য দেশের লোকেরাও ভয়ে
শিউরে উঠবে। অভিশপ্ত হয়ে উঠবে মিশরে চলে আসা
যিহূদার মানুষগুলোর জীবন। অন্য দেশের মানুষ তাদের
নিয়ে হাসাহাসি করবে, অপমান করবে। **13**মিশরে যারা
চলে এসেছে তাদের আমি চরম শাস্তি দেব। তাদের
শাস্তি দেবার জন্য আমি তরবারি, অনাহার এবং মারাত্মক
রোগসমূহের ব্যবহার প্রয়োগ করব, ঠিক যেমন আমি
জেরুশালেমকে শাস্তি দিয়েছিলাম। **14**মিশরে চলে আসা
যিহূদার জীবিত মানুষরা কেউ আমার শাস্তি থেকে
পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। যিহূদায় কেউ বেঁচে ফিরে
যেতে পারবে না। যিহূদায় ফিরে যেতে চাইলেও তারা
ফিরতে পারবে না তবে হয়তো কয়েকজন পালিয়ে
যেতেও পারে।”

15মিশরে বাস করা যিহূদার অধিকাংশ মহিলা নৈবেদ্য
সাজিয়ে মূর্ত্তি পূজা করতো। অথবা তাদের স্বামীরাও
জানতো কিন্তু বারণ করতো না। যিহূদার বহু লোকে,
যারা দক্ষিণ মিশরে বাস করত একত্রিত হয়েছিল। তারা
তাদের স্ত্রীদের অন্য দেবতাদের নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো
দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে যিরমিয়কে বলেছিল, **16**“তুমি
যে প্রভুর বার্তা আমাদের বলেছিলে তা আমরা শুনব
না। **17**আমরা স্বর্গের রানীকেই আমাদের নৈবেদ্য উৎসর্গ
করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং আমরা আমাদের
প্রতিশ্রুতি মতোই কাজ করব। আমরা আমাদের পেয়
নৈবেদ্য তাকেই উৎসর্গ করব উপাসনার মধ্যে দিয়ে।
আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের রাজারা ও তার
সভাসদেরা অতীতে তাই করে এসেছে। আমরা যিহূদার
শহরগুলিতে এবং জেরুশালেমের রাস্তাগুলিতে একই
জিনিষ করেছি। আমরা যখনই স্বর্গের রানীকে পূজা
করেছি তখনই আমরা প্রচুর খাদ্য পেয়েছি। আমরা
সাফল্য পেয়েছি। এবং আমাদের জীবনে কোন খারাপ
ঘটেনি। **18**কিন্তু আমরা যখন তার পূজা বন্ধ করেছি
তখনই আমাদের জীবনে সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।
আমাদের মানুষ মারা গিয়েছে তরবারির আঘাতে ও
অনাহারে।”

19এখন এই স্বামীদের স্ত্রীরাও যিরমিয়কে বলে উঠল,
“আমাদের স্বামীরা জানতো যে আমরা কি করছি।
তাদের সম্মতিক্রমেই আমরা স্বর্গের রানীকে উৎসর্গ ও
পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলাম। তারা এও জানতো
যে আমরা তার মুখের আদলে কেক বানাতাম।”

20তখন যিরমিয় সেই পুরুষ এবং মহিলাদের সঙ্গে
কথা বলেছিল। **21**যিরমিয় তাদের বলেছিল, “প্রভু সব
কিছু মনে রাখেন, যিহূদা ও জেরুশালেমের রাস্তায়
তোমরা অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলে।
তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ তোমাদের রাজা ও তার
সভাসদেরা এবং ঐ দেশের সমস্ত মানুষ কি কি করেছিল
সব প্রভু মনে রেখেছিলেন। **22**তোমাদের পাপ কাজগুলি
প্রভু আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তোমাদের
মারাত্মক কাজগুলির জন্য তিনি তোমাদের দেশকে
একটি শূন্য মরুভূমিতে পরিণত করেছিলেন। কোন ব্যক্তি
আর সেখানে এখন বাস করে না। অন্য দেশের লোকেরা
ঐ দেশের নিন্দা করে। **23**তোমরা অন্য দেবতাদের
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলে বলে, প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ
কর্ম করেছিলে বলে, প্রভুকে মান্য করনি বলে, প্রভুর
শিক্ষামালা অনুসরণ করনি বলে এবং তাঁর চুক্তিতে
তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করনি বলে
তোমাদের জীবনে ঐ বিপর্যয় ঘটেছিল।”

24তখন যিরমিয় ঐ পুরুষ ও মহিলাদের বলেছিল:
“যিহূদার লোকেরা যারা আজ মিশরে এসে থাকছো
তারা মন দিয়ে প্রভুর বার্তা শোন: **25**প্রভু সর্বশক্তিমান
ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন: ‘হে নারী তোমরা বলেছিলে,
“আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। আমরা
স্বর্গের রানীকে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করার ব্যাপারে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” সুতরাং যাও তোমরা তোমাদের
প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করো। **26**মিশরে বাস করা যিহূদার
লোকেরা প্রভুর বার্তা শোন: আমি আমার মহান নামের
শপথ নিচ্ছি: মিশরে বাস করা যিহূদার কোন মানুষ
আর কখনো আমার নামে প্রতিশ্রুতি করতে পারবে
না। তারা আর কখনো বলে উঠবে না, “জীবন্ত প্রভুর
দিব্য।” **27**“‘যিহূদার সেই লোকগুলিকে আমি লক্ষ্য
করছি। তাদের ভালো করবার জন্য আমি এটা করছি
না, করছি তাদের আঘাত করবার জন্য। মিশরে বসবাস
করা যিহূদার লোকেদের অনাহারে ও তরবারির আঘাতে
মৃত্যু হবে। **28**কিছু লোক পালিয়ে যাবে। তরবারির
আঘাতে মারা যাবে না। তারা প্রাণ নিয়ে মিশর থেকে
যিহূদায় ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য।
তখন তারা বুঝতে পারবে কার কথা সত্যি হল, আমার
না তাদের কথা। **29**প্রভু বলেন: ‘আমি যে তোমাদের
এখানে, এই মিশরে, শাস্তি দেব তার একটা প্রমাণ
দেব। তখন তোমরা জানবে যে তোমাদের আঘাত
করবার যে শপথ আমি নিয়েছিলাম তা পরিপূর্ণ হয়েছে।
30এটাই তোমাদের কাছে প্রমাণ করবে যে আমি যা
কিছু বলি তা সত্য হবে। মিশরের রাজা ফরৌণ হফ্রাকে
তার শত্রুরা হত্যা করতে চায়। আমি ফরৌণ হফ্রাকে
তার শত্রুদের হাতে তুলে দেব। যেমন করে আমি

যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে তার শত্রুপক্ষ বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের হাতে তুলে দিয়েছিলাম, ঠিক একইরকম ভাবে ফরৌণ হফ্রাকেও আমি তার শত্রুদের হাতে তুলে দেব।"'

বারূককে একটি বার্তা

45 যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম তখন যিহূদার রাজা। যিহোয়াকীমের রাজত্বকালের চার বছরের মাথায় ভাববাদী যিরমিয় নেরিয়ের পুত্র বারূককে এই বার্তাগুলি বলেছিল। বারূক একটি খাতায় সেগুলি লিখেছিল। যিরমিয় বারূককে বলেছিল, 2"এই হল প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমাদের সম্বন্ধে বলেছেন। 3'বারূক তুমি বলেছিলে: সেটা আমার জন্য খুব খারাপ। প্রভু আমার যন্ত্রণায় দুঃখ যোগ করছেন। আমি আমার যন্ত্রণার দরুন ক্লান্ত এবং বিশ্রাম পাচ্ছি না।"' 4প্রভু বলেছিলেন, "যিরমিয়, বারূককে একথা জানিয়ে দাও: 'প্রভু যা বললেন তা হল, আমি যা বপন করেছি তা আমিই আবার উপড়ে ফেলব। আমি যা সৃষ্টি করেছি আমিই আবার তা নষ্ট করে ফেলব। যিহূদার সর্বত্র এই ঘটনা ঘটাবো। 5বারূক, তুমি তোমার নিজের জন্য বিরাট একটা কিছুর খোঁজ করছ। কিন্তু এমন বিরাট জিনিষ খুঁজো না। কারণ আমি সমস্ত লোকের ওপর মারাত্মক ঘটনা ঘটাবো।' কিন্তু তোমাকে আমি জীবিত ছেড়ে দেব, তুমি যেখানে খুশী পালিয়ে যেতে পারো।"' প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

অন্যান্য জাতিগুলি সম্পর্কে প্রভুর বার্তাসমূহ

46 অন্যান্য জাতিগুলি সম্বন্ধে ভাববাদী যিরমিয়র কাছে এই বার্তাগুলি এসেছিল।

মিশর সম্বন্ধে বার্তা

2এই বার্তা হল মিশর ও মিশরের রাজা ফরৌণ-নখোর সৈন্যবাহিনীর জন্যে। নখোর সৈন্যরা ফরাৎ নদীর তীরে কর্কমীশ শহরে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের কাছে পরাজিত হয়েছিল। রাজা যোশিয়ের পুত্র রাজা যিহোয়াকীম যখন তার রাজত্বের চতুর্থ বছরে ছিল সেই সময় নবূখদ্‌রিৎসর ফরৌন-নখোর সৈন্যদের পরাজিত করেছিল। এই হল মিশর সম্পর্কিত প্রভুর বার্তা:

3"তোমরা ছোট এবং বড় ঢাল নিয়ে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাও। 4সৈন্যরা, তোমরা তোমাদের অশ্বদের প্রস্তুত করবে এবং তাদের ওপর বসবে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতরে দুর্বারভাবে এগিয়ে যাও। তোমাদের শিরস্ত্রাণ পরে নাও; তোমাদের বর্শাকে ঘষা-মাজা করে নাও এবং তোমাদের বর্ম পরে নাও।

5আমি কি দেখতে পাচ্ছি? সৈন্যরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের সাহসী সৈন্যরা পরাজিত। তারা দ্রুত দৌড়চ্ছে, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। সেখানে চতুর্দিকে বিপদ।" প্রভু এই কথাগুলি বললেন।

6"দ্রুতগামী লোকেরা আর দৌড়তে পারছে না। শক্তিশালী সৈন্যরা পালাতে পারছে না। তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। ফরাৎ নদীর তীরে, উত্তরদিকে এই ঘটনা ঘটবে।

7নীল নদের মতো কে এগিয়ে আসছে? কে এগিয়ে আসছে দ্রুতগামী শক্তিশালী নদীর মতো?

8মিশর নীল নদের মতো জেগে ওঠো, একটি বেগবান ও শক্তিশালী নদীর মত। শক্তিশালী দ্রুতগামী নদীর মতো যে আসছে সে মিশর। মিশর বলল, 'আমি আসব এবং পৃথিবীকে গ্রাস করব। আমি ধ্বংস করব শহরগুলিকে এবং সেই শহরের মানুষকে।'

9অশ্বারোহী সৈন্যরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো। রথচালকেরা, দ্রুত ছোটাও রথের চাকা। বীর যোদ্ধা এগিয়ে চলো। কূশ এবং পূটিয় সৈন্যগণ, তোমাদের বর্মগুলি বহন কর। লূদীয় সৈন্যগণ, তোমাদের ধনুকগুলো ব্যবহার কর।

10"কিন্তু সে সময় আমাদের প্রভু সর্বশক্তিমান জয়ী হবেন। সেই সময় তিনি তাদের যোগ্য শাস্তি দেবেন। প্রভুর তরবারি ততক্ষণ হত্যা করে যাবে যতক্ষণ না তাদের রক্তের জন্য তাঁর তৃষ্ণা নিবারন হয়। এটা হবে কারণ আমাদের মালিক, প্রভু সর্বশক্তিমানের জন্য একটি উৎসর্গ আছে। ফরাৎ নদীর ধারে ঐ দেশের উত্তরদিকে মিশরের সৈন্যদল হল সেই উৎসর্গ। তাই এগুলি ঘটবে।

11"মিশর তুমি তোমার প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য গিলিয়দে যাবে। তুমি প্রচুর ওষুধ পাবে কিন্তু তাতে তোমার কাজ হবে না। তুমি কখনও সুস্থ হয়ে উঠবে না। তোমার ক্ষত কোনদিন সারবে না।

12অন্যান্য জাতিগুলি তোমার কান্না শুনতে পাবে। তোমার কান্না শোনা যাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। কারণ একজন 'বীরযোদ্ধা' আরেক জনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু তারা দুজনেই একসঙ্গে মাটিতে আছাড় খাবে।"

13নবূখদ্‌রিৎসর আসছে মিশর আক্রমণ করতে। এই ব্যাপারে প্রভুর বার্তা এল ভাববাদী যিরমিয়র কাছে।

14"মিশরে, মিগ্‌দোল শহরে, নোফে এবং তফন্‌হেষ শহরেও এই বার্তা ঘোষণা করে দাও। 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কেন? কারণ তোমাদের চারপাশের সমস্ত জাতিসমূহ তরবারি দ্বারা নিহত হচ্ছে।'

15"মিশর, তোমার শক্তিশালী সৈন্যরা নিহত হবে। তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ তারা উঠে দাঁড়াতে গেলেই প্রভু তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন।

16ঐ সৈন্যরা বারবার হোঁচট খেয়ে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর পড়বে। তারা বলবে, 'চলো ওঠো আমরা ফিরে যাই নিজেদের দেশে, নিজেদের লোকের কাছে। শত্রুরা আমাদের পরাজিত করেছে সুতরাং আমাদের তো চলে যেতেই হবে।'

17তাদের স্বদেশে ফিরে গিয়ে সৈন্যরা বলবে, ফরৌণ শুধু মুখে বড় বড় কথা বলে। রাজার গৌরবের সময় ফুরিয়ে গেছে।"'

18এ হল রাজার বাণী। রাজাই হলেন প্রভু সর্বশক্তিমান। "আমি আছি এটা যেমন নিশ্চিত, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এক ক্ষমতাশালী নেতা আসবে। সে হবে সমুদ্রের সন্নিকটে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তাবোর এবং কর্মিল পর্বতের মতো বিশাল।

19মিশরের লোকেরা, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নির্বাসনে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। কারণ নোফে ও অন্যান্য শহরগুলি ধ্বংস হয়ে শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে, কেউ সেখানে বাস করবে না।

20"মিশর হল একটি রূপসী গাইয়ের মতো, কিন্তু তাকে বিরক্ত করতে উত্তর দিক থেকে ঘোড়া দংশক মাছি আসছে।

21মিশর সেনাবাহিনীর ভাড়াটে সৈন্যরা হল তরুণী গাভীর মতো। তারা কখনো শক্তিশালী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। তারা দৌড়ে পালাবে। তাদেরও শেষ হবার সময় ঘনিয়ে আসছে। শীঘ্রই তারা শাস্তি পাবে।

22মিশর শুধু সাপের মতো হিসহিস শব্দ করে ফুঁসবে আর পালানোর চেষ্টা করবে। শত্রুপক্ষ ক্রমশঃ তার কাছে এগিয়ে আসবে। এবং মিশরের সৈন্যরা শুধু আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে কি করে পালিয়ে যাওয়া যায়। শত্রুদল কুঠার নিয়ে মিশরকে আক্রমণ করবে। তারা যেন গাছ কেটে ফেলছে এমন লোকেদের মত।"

23প্রভু এই কথাগুলি বলেন, "অরণ্যের গাছ কাটার মতো তারা মিশরের সৈন্যদের কেটে ফেলবে। মিশরের সৈন্য সংখ্যা অসংখ্য হলেও তারা কেউ ছাড়া পাবে না। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা হল পঙ্গপালের মতো অগুনতি।

24মিশর লজ্জিত হবে। উত্তরের শত্রুপক্ষ তাকে পরাজিত করবে।"

25প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন, "খুব শীঘ্রই আমি থীবসদের দেবতা, অম্মোনকে শাস্তি দেব। এবং আমি ফরৌণকে, মিশরকে ও তার দেবতাদেরও শাস্তি দেব। ফরৌণের ওপর নির্ভরশীল লোকেদেরও আমি শাস্তি দেব। 26শত্রুপক্ষের কাছে আমি ঐ লোকেদের পরাজিত করব। শত্রুসেনা তাদের হত্যা করতে চায়। আমি ঐ লোকেদের বাবিলের রাজা নবূখদ্রিৎসর ও তার অনুচরদের হাতে তুলে দেব।"

"অতীতে মিশরে শান্তি বিরাজ করতো। এবং এই সমস্ত সমস্যাগুলি কেটে যাবার পর মিশরে আবার শান্তি ফিরে আসবে।" প্রভু এই কথা বললেন।

উত্তর ইস্রায়েলের জন্য বার্তা

27"যাকোব, আমার অনুচর, আমার সেবক, ভীত হয়ো না। ভয় পেও না ইস্রায়েল। আমি তোমাকে ঐ সব দূর দেশের হাত থেকে রক্ষা করব। তোমার নির্বাসিত সন্তানদের আমি রক্ষা করব। যাকোবে আবার নিরাপত্তা ও শান্তি ফিরে আসবে। কেউ আর তাকে ভয় দেখাতে পারবে না।"

28প্রভু এই কথাগুলি বলেছিলেন, "যাকোব আমার সেবক, ভয় পেও না। আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমাকে ভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছি কিন্তু তোমাকে পুরোপুরি ধ্বংস করিনি। অথচ আমি অন্যান্য দেশগুলোকে ধ্বংস করে দেব। খারাপ কাজ করার ফলস্বরূপ তুমি আজ সাজা প্রাপ্ত। আমি তোমাকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি তোমাকে শাস্তি দেব, কিন্তু আমি সেটি ন্যায়পরায়ণভাবে করব।"

পলেষ্টীয়দের বিষয়ে বার্তা

47 পলেষ্টীয়দের সম্বন্ধে ভাববাদী যিরমিয়র কাছে প্রভুর বার্তা এসেছিল। ফরৌণ ঘসা শহর আক্রমণের আগে এই বার্তা এসেছিল।

2প্রভু বলেছেন: "দেখ, শত্রুপক্ষের সেনারা উত্তরে একত্রিত হচ্ছে। তারা এগিয়ে আসছে কূলছাপানো প্রবল নদীর মতো। ঐ সৈন্যদল সমগ্র দেশটিকে এবং তার সমস্ত শহরগুলোকে এক শক্তিশালী বন্যার মত ঢেকে দেবে। সমস্ত শহরের এবং গোটা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠবে।

3"তারা শুনতে পাবে ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। শুনতে পাবে তীব্র গতিতে ছুটে আসা রথের চাকার শব্দ। পিতারা তাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারবে না। তারা এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে সাহায্য করার শক্তিও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

4"পলেষ্টীয় লোকেদের ধ্বংসের সময় আসছে। যারা সোর ও সীদোনের লোকেদের সাহায্য করেছিল তাদের ধ্বংসের সময় আসছে। শীঘ্রই প্রভু পলেষ্টীয় লোকেদের ধ্বংস করবেন। তিনি ধ্বংস করবেন কপ্তোর দ্বীপের জীবিত অবশিষ্ট লোকেদেরও।

5ঘসার লোকেরা তাদের মাথা কামাবে এবং শোক প্রকাশ করবে। অস্কিলোনের লোকেরা চুপ করে থাকবে। উপত্যকায় বেঁচে যাওয়া লোকেরা, তোমরা আর কতদিন নিজেদের আহত করবে?

6"প্রভুর তরবারি, তুমি এখনো ফিরে যাওনি। আর কতদিন এই ভাবে যুদ্ধ করে যাবে? যাও এবার তোমার খাপে ফিরে যাও এবং স্থির হও।

7হে প্রভুর তরবারি, কি করে তুমি প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারো এবং তোমার খাপে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারো? প্রভুই তাঁর তরবারিকে আদেশ দিয়েছেন অস্কিলোন শহর এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলকে আক্রমণ করার জন্য।"

মোয়াব সম্বন্ধে বার্তা

48 মোয়াব দেশ সম্বন্ধে হল এই বার্তা। প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন: "নবো পর্বতের জন্য খুব খারাপ হবে। নবো পর্বত ধ্বংস হয়ে যাবে। কিরিয়াথয়িমকে অপদস্থ করা হবে এবং তাকে দখল করা হবে। ঐ শক্তিশালী জায়গাটিকে অবদমিত ও ধ্বংস করা হবে।

2মোয়াবের আর কখনো প্রশংসা করা হবে না। হিশ্বোনের লোকেরা মোয়াবের পরাজয়ের পরিকল্পনা করবে। তারা বলবে, 'এসো, আমরা ঐ দেশটি শেষ

করে দিই।” মদ্‌মেনা, তুমিও নিশ্চুপ হয়ে যাবে। প্রভুর তরবারি তোমাকেও তাড়া করবে।

3হোরোণয়িম থেকে কান্নার রোল উঠছে শোন। তারা বিশৃঙ্খল অবস্থা ও ধ্বংস দেখে কাঁদছে।

4মোয়াব ধ্বংস হবে। তার সন্তানরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করে কাঁদবে।

5মোয়াবের লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে লূহীতের ফুটপাত দিয়ে হাঁটবে। তাদের সেই বেদনাবিধুর কান্নার আওয়াজ শোনা যাবে হোরোণয়িম শহরের রাস্তা থেকে।

6বাঁচার জন্য পালাও। দৌড়োও! ঝোপের ছোট ছোট শেকড় যেমন মরুঝড়ে উড়ে যায় সেইভাবে পালিয়ে যাও।

7“তোমরা যা তৈরী করেছিলে তাতে তোমাদের বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে তোমাদের সম্পদে। তাই তোমরা বন্দী হবে। তোমাদের দেবতা কমোশ* কেও নির্বাসনে পাঠানো হবে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে। তার যাজক এবং আধিকারিকদেরও বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে।

8ধ্বংস আসবে প্রত্যেক শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কোন শহর পালাতে পারবে না। এই উপত্যকা ধ্বংস হয়ে যাবে। উচ্চ সমতলভূমিও ধ্বংস হবে। প্রভু যেহেতু বলেছেন এইগুলি ঘটবে, তাই এগুলি ঘটবেই।

9মোয়াবের সমস্ত জমিতে নুন ছড়িয়ে দাও। এই দেশ শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে। মোয়াবের শহরগুলি শূন্য শহরসমূহে পরিণত হবে।

10যদি কোন ব্যক্তি প্রভুর নির্দেশ মতো তার তরবারি ব্যবহার না করে এবং হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তির জীবনে বিপর্যয় আসবে।

11“মোয়াব কখনও অশান্তি কি তা জানতে পারেনি। মোয়াব ছিল নির্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত রাখা সুরার মতো স্থির। তাকে কখনও এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা হয়নি। তাকে কখনও নির্বাসনের জন্য বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাই তার স্বাদ আগের মতোই অভিন্ন এবং তার গন্ধেরও পরিবর্তন হয়নি।”

12প্রভু বলেছেন, “কিন্তু শীঘ্রই আমি কিছু লোক পাঠাব যারা তোমাকে সুরার মতো এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালবে। তারপর তারা শূন্য পাত্রের মতো আছাড় মেরে তোমাকে টুকরো টুকরো করবে।”

13তখন মোয়াবের লোকেরা তাদের মূর্ত্তি কমোশের জন্য লজ্জিত হবে। বৈথেলে ইস্রায়েলের লোকেরাও মূর্ত্তিকে বিশ্বাস করেছিল এবং যখন ঐ মূর্ত্তি তাদের কোন ভাবেই সাহায্য করতে পারেনি তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। মোয়াবের সেই রকমই হবে।

14“তুমি বলতে পারো না, ‘আমরা ভালো সৈন্য। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী।’

15শত্রুপক্ষ মোয়াব আক্রমণ করবে। তারা মোয়াব শহরগুলির ভেতরে ঢুকে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেবে। গণ হত্যার সময় মোয়াবের সবচেয়ে শক্তিশালী যুবকেরা মারা যাবে।” এই বার্তা হল রাজার। রাজার নাম হল প্রভু সর্বশক্তিমান।

16মোয়াবের ধ্বংস হবে শীঘ্রই। মোয়াবের পরিসমাপ্তি খুব কাছে এগিয়ে আসছে।

17মোয়াবের প্রতিবেশী লোকেরা, তোমরা ঐ দেশের জন্য চিৎকার করে কাঁদো! লোকেরা, তোমরা জানো যে মোয়াব কতখানি বিখ্যাত তাই তার জন্য কাঁদো। এই বিলাপ গীত গাও: ‘রাজার শাসন শেষ। মোয়াবের শক্তি ও গৌরব শেষ হয়ে গেছে।’

18তোমরা দীবোনের লোকেরা, তোমাদের শ্রদ্ধার জায়গা থেকে নেমে এসো। কারণ ধ্বংসকারী আসছে। সে এসে তোমাদের সমস্ত শক্তিশালী শহরগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে।

19অরোয়ের লোকেরা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখো একজন পুরুষ ও নারী দৌড়ে পালাচ্ছে। ওদের জিজ্ঞেস করো কি হয়েছে।

20মোয়াব ধ্বংস হবে এবং লজ্জায় ভরে যাবে। মোয়াব শুধু কাঁদবে আর কাঁদবে। অর্ণোন নদীতে ঘোষণা হচ্ছে মোয়াব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

21উচ্চসমতল ভূমির লোকেরাও শাস্তি পাবে। হোলন, যহস, মেফাৎ শহরে শাস্তির বিধান এসে গিয়েছে।

22বিচার দণ্ড উপস্থিত হয়েছে দীবোন, নবো এবং বৈৎ-দিব্লাথয়িম শহরে।

23বিচার দণ্ড উপস্থিত হয়েছে কিরিয়াথয়িম, বৈৎগামূল এবং বৈৎ-মিয়োন শহরে।

24বিচার দণ্ড এসেছে করিয়োৎ এবং বস্রা শহরগুলিতে। বিচার দণ্ড এসেছে মোয়াবের কাছের ও দূরের সমস্ত শহরগুলিতেও।

25মোয়াবের সমস্ত শক্তি ছিন্ন করা হয়েছে। মোয়াবের বাহু ভেঙে দেওয়া হয়েছে।” প্রভু এই কথা বলেছিলেন।

26মোয়াব নিজেকে প্রভুর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিল। অতএব মোয়াবকে শাস্তি দাও যতক্ষণ না সে মাতালের মতো টলতে টলতে হাঁটে, যতক্ষণ না সে বমি করে এবং তার ওপর নিজেই গড়াগড়ি খায়! মানুষ মোয়াবকে নিয়ে উপহাস করবে।

27মোয়াব তুমি সবসময় ইস্রায়েলকে নিয়ে হাসাহাসি করেছ। ইস্রায়েল যখন একদল চোরের হাতে ধরা পড়েছিল তখন তুমি তাকে নিয়ে উপহাস করেছো, মজা করেছো। তুমি সব সময় নিজেকে ইস্রায়েলের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে এসেছো। যতবার তুমি ইস্রায়েলের সম্বন্ধে কথা বলেছ, তুমি সবসময় এমন ব্যবহার করেছ যেন তুমি তার চেয়ে ভালো।

28তোমরা, মোয়াবের লোকেরা, তোমদের শহরগুলি ত্যাগ কর এবং পাথর সমূহের মাঝে বাস কর যেমন করে একটি ঘুঘু পাখী একটি গুহার প্রবেশমুখে তার বাসা তৈরী করে।”

29“মোয়াবের আত্মম্ভরিতার কথা আমরা শুনেছি। সে ছিল ভীষণ অহঙ্কারী। হামবড়া ভাব দেখিয়ে সে নিজেকে কেউ কেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো।”

30প্রভু বলেন, “আমি জানি যে মোয়াব খুব তাড়াতাড়ি

কমোশ মোয়াবের লোকেদের দেবতা।

রেগে যায়। সে নিজেই নিজের বড়াই করে বেড়ায়। কিন্তু তার সব বড় বড় কথাই মিথ্যে। সে যা বলে তার কিছুই করে দেখাতে পারে না।

31তাই আমি মোয়াবের জন্য কাঁদি। কাঁদি তার লোকেদের জন্য। আমি কাঁদলাম কীর-হেরেসের লোকেদের জন্য।

32যাসের লোকেদের জন্য আমি যাসেরের সঙ্গে কাঁদলাম। সিব্‌মা অতীতে তোমার দ্রাক্ষা ক্ষেত সমুদ্র উপকূল ঘিরে বিস্তৃত ছিল যাসের পর্যন্ত। কিন্তু ধ্বংসকারী তোমাদের ফসল ও দ্রাক্ষা নিয়ে গিয়েছে।

33মোয়াবের বিশাল দ্রাক্ষাক্ষেতগুলির থেকে সমস্ত আনন্দ ও হাসি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। আমি দ্রাক্ষার থেকে রসের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছি যাতে আর কখনও দ্রাক্ষারস না বানানো যায়। কেউ আর ওগুলোর ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে এবং গাইতে গাইতে না হাঁটে। সেখানে কোন আনন্দের কোলাহল থাকবে না।

34"হিশ্‌বোন ও ইলিয়ালী শহরের মানুষ কাঁদছে। সুদূর যহস শহর থেকেও তাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। তাদের কান্না শোনা যাচ্ছে সোয়র, হোরেসুয়ম এবং ইগ্লৎ-শলিশীয়া শহর থেকেও। এমন কি নিম্রীম নদীর
জল শুকিয়ে গিয়েছে। 35আমি মোয়াবকে সমস্ত উচ্চ
স্থানগুলিতে হোমবলি উৎসর্গ করা থেকে বিরত করব। আমি মোয়াবকে তাদের দেবতাদের প্রতি নৈবেদ্য দেওয়া থেকে বিরত করব।" প্রভু এগুলি বললেন।

36মোয়াবের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। শবযাত্রা কালে শোকসঙ্গীতের সুর তোলা বাঁশির মতো আমার হৃদয় কাঁদছে। আমি কীর হেরেসের লোকেদের জন্যও দুঃখিত।
সুদর সমস্ত ধনসম্পত্তি লুঠ হয়ে গিয়েছে। 37প্রত্যেকেই
শোক পালনের উদ্দেশ্যে মাথা ন্যাড়া করেছে, দাড়ি কেটেছে, হাত কেটে রক্তপাত ঘটিয়েছে। প্রত্যেকে
শোকের পোশাক পরেছে। 38মোয়াবে মৃতদের জন্য
প্রত্যেক জায়গায় লোকেরা, প্রত্যেক বাড়ির মাথায় এবং সমস্ত জনসাধারণ্যে কাঁদছে। আমি মোয়াবকে শূন্য পাত্রের মতো আছাড় মেরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি বলেই চারিদিকে এত শোক।" প্রভু এই কথাগুলি বলেছিলেন।

39মোয়াব চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছে। মানুষ কাঁদছে। মোয়াব আত্মসমর্পণ করেছে এবং এখন লজ্জায় পড়ে গেছে বলে অন্য দেশের মানুষ তাকে নিয়ে উপহাস করছে। কিন্তু মোয়াবে যা ঘটেছে তাতে তারা আতঙ্কে পূর্ণ।"

40প্রভু বলেন, "দেখ! একটি ঈগল পাখী আকাশ থেকে নীচের দিকে ধেয়ে আসছে আর তার ডানার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে মোয়াবের ওপর।

41মোয়াবের শহরগুলি অধিকৃত হবে। দূর্গ দিয়ে ঘেরা জায়গাগুলিও পরাজিত হবে। সেই সময় মোয়াবের সৈন্যরা প্রসব বেদনায় কাতর মহিলার মতো ভীত হয়ে পড়বে।

42পুরো মোয়াব দেশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা তারা ভেবেছিল যে তারা প্রভুর থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

43প্রভু এই কথাগুলি বলেন: "মোয়াবের লোকেরা, ভীত হও, গভীর খাদ এবং ফাঁদ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

44লোকেরা ভয়ে দৌড়বে এবং গভীর খাদগুলিতে পড়বে। কেউ যদি সেই খাদ বেয়ে বাইরে উঠে আসে, সে মুক্ত হবে না কারণ তাকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতা আছে। আমি মোয়াবে শাস্তির বছর নিয়ে আসব।" প্রভু এই কথাগুলি বললেন।

45"শত্রুবাহিনীর ভয়ে মানুষ নিরাপত্তার জন্য হিশ্‌বোন শহরের দিকে ছুটবে কিন্তু সেখানেও তারা নিরাপদ নয়। হিশ্‌বোনে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। সীহোনের শহর থেকে এই আগুনের উৎপত্তি। ঐ আগুন মোয়াবের নেতাদের পুড়িয়ে মারবে, পুড়িয়ে মারবে অহঙ্কারী লোকগুলোকে।

46মোয়াব তোমার সত্যিই দুঃসময় ঘনিয়ে আসছে। তোমার দেবতা কমোশ ও তার লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তোমার ছেলেমেয়েদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নির্বাসনে।

47"মোয়াবের লোকেদের নির্বাসনে পাঠানো হলেও এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের সবাইকে আবার আমি মোয়াবে ফিরিয়ে আনব।" এই ছিল প্রভুর বার্তা।

মোয়াবের বিচারদণ্ড এখানেই শেষ।

অম্মোন সম্বন্ধে বার্তা

49 এই হল প্রভুর বার্তা অম্মোনের লোকেদের জন্য। প্রভু বলেছেন: "অম্মোনের লোকেরা তোমরা কি ভাবো যে ইস্রায়েলের লোকেদের কোন সন্তান নেই? তোমরা কি ভাবো সেখানে কোন উত্তরপুরুষ নেই যারা তাদের পিতা মাতার মৃত্যুর পর দেশের ভার নিতে পারে? হয়তো এই কারণেই কি মিল্‌কম গাদের দেশ নিয়ে নিয়েছিল?"

2প্রভু বলেন, "সময় আসবে যখন রব্বা অম্মোন দেশের রাজধানী, লোকেরাও যুদ্ধের শব্দ শুনতে পাবে। রব্বা শহরও ধ্বংস হবে। শহরের শূন্য পাহাড়গুলির মাথায় পড়ে থাকবে ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল। এই শহরের লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল কিন্তু পরে ইস্রায়েল তাদের দেশ পুনরায় অধিকার করবে।" প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

3"হিশ্‌বোনের মানুষ কাঁদো! কারণ অয় শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রব্বা এবং অম্মোনের কন্যারা কাঁদো! শোক পোশাক পরে কাঁদো। ছুটে যাও নিরাপদ শহরের খোঁজে। কারণ শত্রুবাহিনী আসছে। তারা দেবতা মিল্‌কমকে এবং তার যাজক ও কর্তাদের ধরে নিয়ে যাবে।

4তোমরা তোমাদের শক্তি নিয়ে বড়াই করছো কিন্তু তোমরা সেই শক্তি হারাবে। তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের অর্থ তোমাদের রক্ষা করবে। তোমরা

ভেবেছিলে তোমাদের আক্রমণের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।”

5কিন্তু প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন: “তোমাদের আমি চারিদিক থেকে সমস্যায় জর্জরিত করে তুলব। তোমরা দৌড়ে পালাবে এবং কেউ তোমাদের আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।”

6“অম্মোনের লোকেদের বন্দী করে নির্বাসনে পাঠানো হলেও সময় আসবে যখন আমি আবার তাদের ফিরিয়ে আনব।” এই হল প্রভুর বার্তা।

ইদোম সম্বন্ধে বার্তা

7এই বার্তা হল ইদোম সম্বন্ধে।

প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন: “তৈমনে কি আর কোন জ্ঞান নেই? ইদোমের জ্ঞানী ব্যক্তিরা কি উপদেশ দিতে সক্ষম নয়? তারা কি তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে?

8দদানের লোকেরা, দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। কারণ এষৌকে তার পাপের জন্য আমি শাস্তি দেব।

9“শ্রমিকরা, যারা দ্রাক্ষাক্ষেত থেকে দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে, তারা ক্ষেতে কিছু দ্রাক্ষা ছেড়ে রেখে যায়। রাত্রে যদি চোর আসে তারা চুরি করে, কিন্তু তারা সবকিছু চুরি করে না।

10কিন্তু আমি এষৌয়ের সব কিছু নিয়ে যাবো। যেখানেই সে লুকিয়ে থাকুক আমি তাকে খুঁজে বার করবই। এষৌয়ের সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের হত্যা করা হবে।

11তার সন্তানদের দেখাশোনা করবার জন্য কেউ পড়ে থাকবে না। তার স্ত্রীরা কাউকেই পাবে না যার ওপর নির্ভর করা যায়।”

12প্রভু যা বলেন তা হল এই: “কিছু মানুষ শাস্তির যোগ্য না হলেও তাদের এই কষ্ট ভোগ করতে হবে। কিন্তু ইদোম, তুমি শাস্তির যোগ্য এবং তোমাকে সত্যিই শাস্তি পেতে হবে। তুমি শাস্তির হাত থেকে পালাতে
পারবে না।” 13প্রভু বলেছেন, “আমি আমার শক্তির দ্বারাই এই প্রতিশ্রুতি করছি: আমি প্রতিশ্রুতি করছি যে বস্রা শহর ধ্বংস হবে। ঐ শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। বস্রা শহরকে লোকেরা ধ্বংসের উদাহরণ হিসাবে নেবে যখন তারা অন্য শহরগুলিতে খারাপ ঘটনা ঘটাবার ইচ্ছে করবে। অন্য দেশের মানুষ ঐ শহরকে অপমান করবে এবং বস্রা শহরের আশেপাশের শহরগুলিও চিরদিনের জন্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।”

14প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা আমি শুনেছি। এবং দেশগুলিতে তিনি একটি বার্তাসহ তাঁর দূত পাঠালেন: “সৈন্যদের একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! সৈন্যবাহিনী সমেত ইদোমের দিকে এগিয়ে চলো।

15“ইদোম, আমি তোমাকে গুরুত্বহীন করে দেব। মানুষ তোমাকে ঘৃণা করবে।

16ইদোম, তুমি অন্য দেশগুলিকে ভয় দেখিয়েছিলে। তুমি নিজেকে ভেবেছিলে গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন। কিন্তু আসলে তুমি তোমার অহঙ্কার দ্বারা বোকা হয়ে গিয়েছিলে। তোমার অহঙ্কারই তোমার কাল হল। ইদোম, তুমি পাহাড়ের চূড়ায় একটি সুরক্ষিত বাড়ী তৈরী করেছিলে। কিন্তু তুমি যদি ঈগল পাখীরা যেখানে তাদের বাসা বাঁধে সেই উচ্চতায় একটি বাড়ী তৈরী করতে এবং সেখানে থাকতে, তাহলেও তোমাকে আমি টেনে নীচে নামাতাম।” প্রভু এই কথাগুলি বলেছিলেন।

17“ইদোম ধ্বংস হয়ে যাবে। শহরের দুরবস্থা দেখে লোকেরা শোকাহত হবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলি দেখে লোকেরা বিস্ময় বিহ্বল হয়ে যাবে। তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলির দিকে বিস্ময় বিহ্বল হয়ে শিস দেবে।

18সদোম ঘমোরা এবং তার আশপাশের শহরের মতো ইদোমও ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন মানুষ আর সেখানে জীবিত থাকবে না।” প্রভু এই কথাগুলি বললেন।

19“যর্দ্দন নদীর তীরবর্তী ঝোপ থেকে কখনো কখনো একটি সিংহ বেরিয়ে আসবে। সেই সিংহ হানা দেবে মেষ ও বাছুরের আস্তানায়। আমিও সেই সিংহের মতো হানা দেব ইদোমে। ভয় দেখাব ঐ লোকেদের। তারা দৌড়ে পালাবে। তাদের কোন যুবক আমাকে থামতে পারবে না। আমার মত কে আছে? কে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? তাদের কোন মেষপালক (নেতারা) আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।”

20ইদোমের লোকেদের নিয়ে প্রভু কি করবেন তার পরিকল্পনা শোন। শোন তৈমনের লোকেদের নিয়ে প্রভু কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শত্রুরা ইদোমের পালের (লোকেরা) ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করে টেনে নিয়ে যাবে। ইদোমের তৃণভূমি শুকিয়ে যাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য।

21ইদোমদের পতনের শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠবে। তাদের কান্না সেই সূফ সাগর পর্যন্ত শোনা যাবে।

22প্রভু হবেন তার শিকারের ওপর উড়ন্ত একটি ঈগল পাখীর মত। তিনি হবেন বস্রা শহরের ওপর তার ডানা ছড়ানো একটি ঈগল পাখীর মত। সেই সময় ইদোমের সৈন্যরা ভয় পেয়ে যাবে এবং শিশু প্রসবরত একটি মহিলার মত কাঁদবে।

দম্মেশক সম্বন্ধে বার্তা

23এই বার্তাটি দম্মেশক সম্বন্ধে:

“হমাৎ এবং অর্পদ শহরগুলি আতঙ্কিত কারণ তারা খারাপ খবরটি শুনতে পেয়েছে। তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। তারা অশান্ত সমুদ্রের মত অশান্ত হয়েছে।

24দম্মেশক শহর দুর্বল হয়ে গিয়েছে। শহরের মানুষ পালাতে চায়। তারা আতঙ্কিত। কারণ তারা অনুভব করছে যন্ত্রণার কষ্ট। সে যন্ত্রণা যেন প্রসব বেদনায় কাতর মহিলার মতো।”

25“দম্মেশক হল সুখের শহর। এখনো সেখানকার মানুষ ঐ ‘মজার শহর’ ছেড়ে চলে যায়নি।

26সুতরাং শহরের যুবকেরা মারা যাবে চৌরাস্তার ওপর। সৈনিকদেরও একই সময়ে হত্যা করা হবে। প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বলেছেন।

27“আমি দম্মেশক শহরের প্রাচীরে আগুন লাগিয়ে দেব। ঐ আগুন বিন্‌হদদের শক্তিশালী দূর্গগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেবে।”

কেদর এবং হাৎসোর সম্বন্ধে বার্তা

28এই বার্তা হল কেদর পরিবারগোষ্ঠী এবং হাৎসোরের শাসকবৃন্দের সম্বন্ধে। বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর তাদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। প্রভু বলেছেন:

“যাও কেদর পরিবারগোষ্ঠীকে আক্রমণ করো। ধ্বংস করে দাও পূর্বের লোকেদের।

29তাদের তাঁবু এবং মেষের পালকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের ধনসম্পদ ও সমস্ত তল্পি-তল্পাও নিয়ে নেওয়া হবে। শত্রুপক্ষ তাদের উটও নিয়ে যাবে। লোকেরা চিৎকার করে বলবে: ‘আমাদের চারিদিকে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে।’

30হাৎসোরের লোকেরা, তাড়াতাড়ি পালাও লুকোনোর গোপন জায়গা খুঁজে নাও।” এই হল প্রভুর বার্তা। “নবূখদ্‌রিৎসর তোমাদের পরাজিত করার জন্য একটি বেদনাদায়ক পরিকল্পনা করেছে।”

31“সেখানে একটি দেশ আছে যে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। ঐ দেশের কোন ফটক নেই, সীমানায় কোন কাঁটা তারের বেড়াজাল নেই। সেই দেশের আশেপাশে কোন মানুষ থাকে না। প্রভু বললেন, ‘ঐ দেশকে আক্রমণ করো।’

32শত্রুবাহিনী তাদের বাছুর ও উট চুরি করে নিয়ে যাবে। তারা তাদের রুটির কোণা কাটে। বেশ, আমি তাদের দৌড় করিয়ে নিয়ে যাব পৃথিবীর আরেক প্রান্তে। এবং প্রত্যেক জায়গাতেই তাদের জীবন সমস্যায় জর্জরিত করে তুলব।” এই হল প্রভুর বার্তা।

33“হাৎসোর নামের এই দেশটিতে শুধু কুকুর ঘুরে বেড়াবে। এখানে কোন মানুষ থাকবে না। চিরকালের জন্য এই দেশ শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে।”

এলম সম্বন্ধে বার্তা

34যিহূদার রাজা সিদিকিয়র রাজত্বের শুরুতে ভাববাদী যিরমিয় প্রভুর কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছিল। বার্তাটি ছিল এলম সম্বন্ধে।

35প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন, “এলমের সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র হল ধনুক। আমি সেই ধনুক শীঘ্রই ভেঙে দেব।

36আমি এলমের বিরুদ্ধে চারটি বায়ুসমূহকে পঠাব। আমি ঐ লোকগুলিকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গায় পাঠাব যেখানে চারটি বায়ুসমূহ বয়। তারপর তাদের বন্দী করে বিভিন্ন দেশে নির্বাসনে পাঠানো হবে।

37আমি তাদের শত্রুদের চোখের সামনে এলমকে টুকরো টুকরো করে কাটব। আমি এলমের ওপর মারাত্মক অশান্তি আনব। আমি আমার ক্রোধ তাদের দেখাব।” এই হল প্রভুর বার্তা। “এলমকে তাড়া করার জন্য আমি আমার তরবারি পাঠাব। এলমের লোকেদের শেষ না করা পর্যন্ত আমার তরবারি ফিরে আসবে না।

38আমি এলমকে দেখাব যে আমার দমন কর্তৃত্ব আছে। আমি এলমের রাজা ও তার সভাসদদের ধ্বংস করব।” এই হল প্রভুর বার্তা।

39“কিন্তু ভবিষ্যতে আবার আমি এলমের জন্য শুভ খবর বয়ে আনব। ভাল ঘটনা ঘটাবো এখানেই।” এই হল প্রভুর বার্তা।

বাবিল সম্পর্কে একটি বার্তা

50 প্রভুর এই বার্তাটি বাবিল দেশ ও বাবিলীয়দের সম্পর্কে। যিরমিয়র মাধ্যমে প্রভু এই বার্তাগুলি জানিয়েছেন।

2“সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে এই ঘোষণা করে দাও! পুরো বার্তাটি পড়ে বল ‘বাবিলের জাতিকে বন্দী করা হবে। বেল মূর্ত্তি লজ্জিত হবে। মরোদক মূর্ত্তি খুবই ভীত হয়ে পড়বে। বাবিলের দেবমূর্ত্তিদের লজ্জায় পড়তে হবে। তার দেবমূর্ত্তিগুলি প্রচণ্ড ভয় পাবে।’

3উত্তরের একটি জাতি বাবিলকে আক্রমণ করবে। এই জাতির আক্রমণে বাবিল এক শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হবে। কোন মানুষই সেখানে বাস করতে পারবে না। শুধু মানুষই নয় জীবজন্তুরাও ঐ জায়গা ছেড়ে পালিয়ে আসবে।”

4প্রভু বললেন, “ঐ সময়ে ইস্রায়েল ও যিহূদার অধিবাসীরা একত্র মিলিত হবে। কাঁদতে কাঁদতে লোকেরা একত্রে খুঁজে ফিরবে প্রভু তাদের ঈশ্বরকে।

5ঐসব লোকেরা সিয়োনে যাওয়ার পথ জানতে চাইবে। তারপর তারা সিয়োনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। যেতে যেতে তারা একে অপরের উদ্দেশ্যে বলবে, ‘এস, আমরা প্রভুর সঙ্গে মিলিত হই। এসো, আমরা এক চুক্তি করি যা চিরকাল স্থায়ী হবে। একটা চুক্তি করা যাক যা আমরা কখনও ভুলব না।’

6“আমরা লোকেরা হারিয়ে যাওয়া মেষের মতো। তাদের মেষপালকেরা (নেতারা) তাদের ভুলপথে চালিত করেছে। নানা পাহাড়ে পর্বতমালায় তাদের পথহারা করেছে। লোকেরা উদভ্রান্তের মতো এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে ভ্রমণ করেছে। তারা তাদের বিশ্রামের জায়গা ভুলে গিয়েছে।

7যারা আমার লোকেদের দেখেছে তারাই তাদের আঘাত করেছে। এবং ঐসব শত্রুরা বলেছে, ‘আমরা মোটেই অন্যায় করিনি।’ ঐসব লোকেরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কাজ করেছে। এই প্রভুই তাদের সত্যিকারের বিশ্রামস্থল। এই প্রভুই তাদের ঈশ্বর যা তাদের পিতারাও বিশ্বাস করত।

8“বাবিল ছেড়ে পালিয়ে এস। বাবিলদের দেশ ত্যাগ কর। এবং পালের আগুয়ান ছাগলের মতো হও। (প্রকৃত নেতার মতো জনগণকে নেতৃত্ব দাও।)

9আমি উত্তরে অনেকগুজাতিকে একত্রিত করব। এই মিলিত জাতির দল বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। উত্তর দিকের লোকেরাই বাবিলের দখল নেবে। ঐ

সব জাতির লোকেরা বাবিলের দিকে অনেক তীর ছুঁড়বে। ঐ সব তীরগুলি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খালি হাতে ফিরে না আসা সৈন্যদের মতো হবে। অর্থাৎ প্রতিটি তীরই তার লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবে।

10শত্রুরা কল্দীয় লোকেদের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে নেবে। সৈন্যরা যা খুশী তাই নেবে।" প্রভু এইগুলি বললেন।

11"বাবিল তোমরা উল্লসিত এবং খুশী। তোমরা আমার দেশ অধিকার করেছ। শস্য ক্ষেত্রগুলিতে ছোট ছোট গরুর মত তোমরা চারিদিকে নৃত্য করে বেড়াচ্ছ। তোমাদের উল্লাস যেন ঘোড়ার সুখী ডাকের মতো।"

12"এখন তোমার মা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। যে মা তোমার জন্মদাত্রী সে বিব্রত হবে। বাবিল সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। তার অবস্থা হবে শুষ্ক, পরিত্যক্ত মরুভূমির মতো।

13প্রভু তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন। ফলে কোন মানুষই সেখানে বাস করতে পারবে না। বাবিল পুরোপুরি পরিত্যক্ত হবে। "বাবিলের ওপর দিয়ে যারাই যাবে তারাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। বাবিলের ধ্বংসস্তূপ দেখে প্রত্যেকেই মাথা নাড়বে।

14"বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তীরন্দাজ সৈন্যরা বাবিলের দিকে তীর ছোঁড়। একটা তীরও রেখে দিও না। কারণ বাবিল প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কাজ করেছে।"

15বাবিলকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা সৈন্যরা যুদ্ধ বিজয়ের নাদ গর্জন করল। বাবিল আত্মসমর্পণ করেছে। তার প্রাচীর এবং দুর্গগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এইসব লোকেদের যা শাস্তি পাওনা ছিল প্রভু তা দিচ্ছেন। অন্য জাতিগুলির প্রতি বাবিল যে কাজ করেছে জাতিগুলির উচিৎ বাবিলকে তার জন্য যোগ্য শাস্তি দেওয়া।

16বাবিলের লোকেদের চাষবাস করতে দিও না। তাদের শস্য সংগ্রহ করতে দিও না। বাবিলের সৈন্যরা অনেক বন্দীকে তাদের শহরে এনেছিল। কিন্তু এখন শত্রু সৈন্যরা এসেছে। তাই এখন ঐসব বন্দীরা তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ঐসব বন্দীরা তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে।

17"ইস্রায়েল সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেষের পালের মতো। সিংহসমূহের তাড়া খাওয়া মেষের মত ইস্রায়েল ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথম আক্রমণকারী সিংহ হল অশূরের রাজা। এবং শেষ আক্রমণকারী যে সিংহ ইস্রায়েলের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেবে সে হল বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর।"

18তাই প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন, "আমি খুব শীঘ্রই বাবিল এবং তার রাজাকে শাস্তি দেব। অশূরের রাজাকে আমি যেমন শাস্তি দিয়েছি বাবিলকে আমি তেমনই শাস্তি দেব।

19আমি ইস্রায়েলকে তার নিজের শস্য ক্ষেতে ফিরিয়ে আনব। কর্মিল পাহাড়ের ওপর এবং বাশনের সমতলে যে সমস্ত শস্য জন্মায়, ইস্রায়েলীয়রা তাই খাবে। ইফ্রয়িম এবং গিলিয়দের পার্বত্য দেশগুলিতে তারা পেট ভরে খাবে।"

20প্রভু বলেন, "সেই সময়ে লোকেরা ইস্রায়েলের দোষত্রুটি খুঁজতে জোরদারভাবে চেষ্টা করবে। কিন্তু খুঁজে পাওয়ার মত কোন দোষ থাকবে না। লোকেরা যিহূদার পাপও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা কোন পাপ খুঁজে পাবে না। কেন? কারণ আমিই ইস্রায়েলের ও যিহূদার কিছু বেঁচে যাওয়া লোকেদের পাপসমূহ ক্ষমা করব এবং আমি তাদের রক্ষা করব।"

21প্রভু বললেন, "মরাথয়িম আক্রমণ কর। পকোদের লোকেদের আক্রমণ কর। তাদের হত্যা করে পুরোপুরি ধ্বংস কর। আমি যা আদেশ করছি তাই কর।

22"গোটা দেশ জুড়ে যুদ্ধের দামামা শোনা যাচ্ছে। এটা ব্যাপক ধ্বংসের দামামা।

23সমগ্র পৃথিবীর হাতুড়ি বলে পরিচিত ছিল বাবিল। 'কিন্তু এখন এই হাতুড়িই খণ্ড বিখণ্ড।' সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে বাবিলই সবচেয়ে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

24বাবিল, তোমার জন্য আমি একটা ফাঁদ পেতেছিলাম। এবং তা জানার আগেই সেই ফাঁদে তুমি ধরা পড়েছ। তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ। তাই তোমাদের খুঁজে বন্দী করা হয়েছে।

25প্রভু তাঁর অস্ত্র ভাণ্ডার খুললেন। প্রভু তাঁর ক্রোধের অস্ত্রগুলি বের করে আনলেন। প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঐসব অস্ত্রগুলি আনলেন কারণ কলদীয়দের দেশে তাঁর কিছু কাজ আছে।

26"দূরদেশের লোকেরা, তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। বাবিলের শস্য ভাণ্ডার ভেঙ্গে খুলে ফেল। বাবিলকে পুরোপুরি ধ্বংস করো। কাউকে জীবিত রেখো না। অনেক শস্যকে যেমন স্তূপীকৃত করা হয়, তেমন বাবিলবাসীদের মৃতদেহগুলি স্তূপীকৃত কর।

27বাবিলের সমস্ত যুবক ষাঁড়দের (লোকেদের) হত্যা কর। জন্তুদের মত তাদের বধ কর। তাদের পরাস্ত করার সময় এসে গিয়েছে। তাই এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ হবে। তাদের শাস্তি পাওয়ার সময় হয়েছে।

28বাবিল থেকে লোকেরা ছুটে পালাচ্ছে। তারা ঐ দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এইসব লোকেরা সিয়োনের দিকে আসছে। তারা প্রত্যেককে প্রভুর ধ্বংসলীলার কথা বলছে। তারা লোকেদের বলছে যে, প্রভু বাবিলকে উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছেন। বাবিল প্রভুর উপাসনাগৃহ ধ্বংস করেছিল তাই প্রভু বাবিলকে ধ্বংস করছেন।

29"তীরন্দাজদের ডাকো। তাদের বাবিলকে আক্রমণ করতে বল। ঐ সব তীরন্দাজদের শহরের চারিদিকে ঘিরে ফেলতে বল। কাউকে পালাতে দিও না। বাবিলকে তাদের অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দাও। সে অন্য জাতিদের জন্য যা করেছিল, তাকেও তাই করো। বাবিলীয়রা প্রভুকে সম্মান করেনি। তারা ইস্রায়েলের পবিত্র একজনের সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছে। অতএব বাবিলকে শাস্তি দাও।

30বাবিলের যুবকদের রাস্তায় হত্যা করা হবে। তার সমস্ত সৈন্য ঐদিন মারা যাবে।" এই হল প্রভুর বার্তা।

31“বাবিলের লোকেরা, তোমরা খুবই অহঙ্কারী। এবং আমি তোমাদের বিরুদ্ধে।” আমাদের মালিক, প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বলেন।

32গর্বিত বাবিল হোঁচট খাবে এবং পড়ে যাবে। কেউই তাকে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবে না। আমি তার শহরগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেব। এই আগুন শহরের প্রত্যেককে এবং তার চারপাশের প্রত্যেকটি জিনিষকে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেবে।”

33প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন: “ইস্রায়েল এবং যিহূদার লোকেরা হল দাস। শত্রুরা তাদের নিয়ে গিয়েছিল। এবং শত্রুরা ইস্রায়েলের লোকেদের যেতে দেয়নি।

34কিন্তু ঈশ্বর ঐসব লোকেদের ফিরিয়ে আনবেন। তাঁর নাম হল প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি ঐসব লোকেদের সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন। তিনি তাদের রক্ষা করবেন যাতে তিনি দেশটিকে বিশ্রাম দিতে পারেন। কিন্তু বাবিলবাসীদের কোন বিশ্রাম থাকবে না।”

35প্রভু বলেন, “তরবারি, বাবিলীয়দের তুমি হত্যা কর, রাজার সভাসদদের এবং জ্ঞানী লোকেদের হত্যা কর।

36তরবারি বাবিলের যাজকদের হত্যা কর। ঐসব যাজকরা বোকা লোকেদের মত হয়ে যাবে। তরবারি, বাবিলের সৈন্যদের তুমি হত্যা কর। ঐসব সৈন্যরা ভয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে।

37তরবারি বাবিলের ঘোড়া এবং যুদ্ধরথদের হত্যা কর। তরবারি অন্য দেশ থেকে ভাড়া করে আনা সৈন্যদের হত্যা কর। ঐসব লোকেরা ভয়ার্ত মহিলার মতো হবে। তরবারি বাবিলের সম্পদ ধ্বংস কর। ঐসব সম্পদ নিয়ে যাওয়া হবে।

38তরবারি বাবিলের জলকে আঘাত কর। ঐসব জল শুকিয়ে যাবে। বাবিলের অসংখ্য মূর্ত্তি আছে। বাবিলের লোকেরা যে বোকা ঐসব মূর্ত্তিরা সেটাই প্রমাণ করে। তাই ঐসব লোকেদের ভাগ্যে অঘটন ঘটবে।

39“বাবিল আর কখনও লোকে পরিপূর্ণ হবে না। বন্য কুকুরসমূহ, উটপাখিরা এবং মরুভূমির অন্যান্য জন্তু জানোয়াররা সেখানে বাস করবে। কিন্তু কোন লোকই আর সেখানে কোনদিনের জন্য বাস করবে না।

40ঈশ্বর সদোম এবং ঘমোরাকে তাদের চারদিকের শহরগুলিসহ পুরোপুরি ধ্বংস করেছেন। এবং কোন লোকই ঐসব শহরগুলিতে এখন বাস করে না। একইভাবে কোন লোকই বাবিলে বাস করবে না। এবং কোন লোকই আর সেখানে কোনদিন বাস করতে যাবে না।

41“দেখ, উত্তরের লোকেরা আসছে। তারা একটি শক্তিশালী জাতি থেকে আসছে। পৃথিবীর চারিদিক থেকে অনেক রাজারা একসঙ্গে আসছে।

42তাদের সৈন্যদের তীর-বল্লম আছে। সৈন্যরা নিষ্ঠুর। তাদের কোন মায়া মমতা নেই। উত্তাল সমুদ্র গর্জনের মতো সৈন্যরা তাদের ঘোড়ায় চড়ে আসছে। বাবিল শহর, সৈন্যরা তোমাকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তারা তাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

43বাবিলের রাজা ঐসব সৈন্যদের সম্বন্ধে শুনল। এবং সে ভীষণ ভয়চকিত হয়ে পড়ল। সে এতই ভীত হয়ে পড়ল যে তার হাত অবশ হয়ে পড়ল। তার ভয় তাকে প্রসব বেদনায় কাতরানো মহিলার মতো যন্ত্রণা দিতে থাকল।”

44প্রভু বলেন, “মাঝে মাঝে যর্দন নদীর পাশ্ববর্তী ঘন ঝোপঝাড় থেকে একটি সিংহ আসবে। যেখানে লোকেরা জন্তু জানোয়ার রেখেছে সেই মাঠের ওপর দিয়ে সিংহটি হেঁটে যাবে। এবং সমস্ত জন্তুরা ভয়ে পালাবে। আমি ঐ সিংহটির মতো হব। আমি বাবিলবাসীদের তাদের দেশ থেকে তাড়া করব। এটা করার জন্য আমি কাকেই বা মনোনীত করতে পারতাম? কেউই আমার মতো নয়। আমাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারোর নেই। তাই আমি এটা করবই। কোন মেষপালকই আমাকে ধাওয়া করতে আসবে না। আমি বাবিলের লোকেদের তাড়া করে নিয়ে যাব।”

45বাবিলের প্রতি প্রভু যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই পরিকল্পনার কথা শোন। শোন, বাবিলের লোকেদের প্রতি প্রভুর সিদ্ধান্তের কথা। শত্রুরা বাবিলের পালের (লোক) ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করে টেনে নিয়ে যাবে। তাদের কৃতকর্মের জন্যই বাবিলের চারণভূমি শূন্য হবে।

46বাবিলের পতন হবে। এবং সেই পতনে পৃথিবী কেঁপে উঠবে। সমস্ত জাতির লোকেরা বাবিলের এই ধ্বংসের কথা শুনবে।

51

প্রভু বললেন, “আমি শক্তিশালী বাতাস প্রবাহিত করব। আমি এই শক্তিশালী বাতাসকে বাবিলের বিরুদ্ধে এবং ‘লেব-কামাই’এর লোকেদের বিরুদ্ধে বওয়াবো।

2আমি বাবিলকে শষ্য থেকে তুষ ঝেড়ে ফেলবার মত করবার জন্য লোক পাঠাব এবং তারা বাবিলকে তুষের মত করে দেবে। তারা বাবিল থেকে সবকিছু নিয়ে নেবে। সেনারা শহর ঘিরে রাখবে এবং ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটবে।

3বাবিলের সেনারা তাদের তীর ধনুক ব্যবহার করবে না। তারা এমন কি তাদের অস্ত্রশস্ত্রও তুলবে না। বাবিলের যুবকদের জন্য দুঃখিত হয়ো না। তার সেনাদের পুরোপুরি ধ্বংস কর।

4কল্দীয়দের দেশে বাবিলের সৈন্যদের হত্যা করা হবে। বাবিলের রাস্তায় তারা গুরুতরভাবে আহত হবে।”

5প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েল এবং যিহূদাকে বিধবা মহিলাদের মতো একাকী ফেলে চলে যান নি। ঈশ্বর ঐসব লোকেদের ত্যাগ করেন নি। না! ঐ লোকেরা দোষী। তারা ইস্রায়েলের পবিত্র একজনকে ত্যাগ করেছিল। তারা ত্যাগ করলেও ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেন নি।

6বাবিল থেকে পালিয়ে যাও। পালাও নিজেদের জীবন বাঁচাতে। বাবিলের পাপের জন্য সেখানে থেকে নিহত হয়ো না। তাদের অপকর্মের জন্য ঈশ্বরের

বাবিলীয়দের শাস্তি দেবার সময় এসেছে। বাবিল তার যোগ্য শাস্তি পাবেই।
7বাবিল ছিল প্রভুর হাতের স্বর্ণ পেয়ালার মতো। বাবিল গোটা পৃথিবীকে মদ্যপ বানিয়েছে। জাতিগুলি বাবিলের মদ পান করেছে। তাই তাদের মস্তিষ্কের এই বিকৃতি।
8বাবিলের হঠাৎ পতন হবে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তার জন্য কাঁদো। তার যন্ত্রণা উপশমের জন্য ওষুধ দাও! সে সুস্থ হতেও পারে।
9আমরা বাবিলকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে সুস্থ হতে পারবে না। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ তাকে ত্যাগ করে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়া। স্বর্গের ঈশ্বর ঠিক করবেন তার শাস্তি। তিনিই ঠিক করবেন বাবিলে কি হবে।
10প্রভু আমাদের জন্যও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এসো, সিয়োন সেই সব কথা বলো। এখন বলো, প্রভু আমাদের ঈশ্বরের কৃত কর্মের কথা।
11তীরগুলি তীক্ষ্ণ করো। বর্ম তুলে নাও। ঈশ্বর মাদীয় রাজাদের উত্তেজিত করে তুললেন। তিনি তাদের উত্তেজিত করে তুলবেন। কারণ তিনি বাবিলকে ধ্বংস করতে চান। বাবিলের লোকেদের প্রভু তাদের পাওনা শাস্তি দেবেন। জেরুশালেমে প্রভুর উপাসনাগৃহগুলি ধ্বংস করেছিল বাবিল। এরজন্য যে শাস্তি তাদের পাওয়া উচিৎ প্রভু তাই দেবেন।
12বাবিলের প্রাচীরগুলির বিরুদ্ধে একটি ধ্বজা তোল। আরও রক্ষী আনো। নজরদার নিয়োগ করো। তৈরী হও গোপন আক্রমণের জন্য। প্রভু নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করে যাবেন। বাবিলের লোকেদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর কথা মত সবকিছুই করবেন।
13বাবিল তুমি গভীর জলের কাছে বাস করো। কোষাধ্যক্ষদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ধনী। তোমার সমাপ্তি সমাগত। এটাই তোমার ধ্বংসের সময়।
14প্রভু সর্বশক্তিমান এই প্রতিশ্রুতির সময় তাঁর নাম ব্যবহার করেছিলেন: "বাবিল আমি তোমাকে বহু শত্রু সৈন্য দিয়ে ভরে দেব। তারা দ্রুত শস্য বিনাশকারী কীটেদের মতো হবে। তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করবে এবং তোমার ওপর দাঁড়িয়ে বিজয় উল্লাস করবে।"
15প্রভু তাঁর মহান ক্ষমতাবলে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্ব গড়তে তিনি তাঁর জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন। আকাশকে বিস্তৃত করতে তাঁর নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করেছেন।
16যখন তিনি বজ্র নির্ঘোষ করেন, আকাশের জল গর্জন করে ওঠে। তিনিই পৃথিবীর ওপরে মেঘেদের পাঠান। তিনি বৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি পাঠান। তিনিই তাঁর গুদাম থেকে এনে দেন বাতাস।
17কিন্তু মানুষ এতই বোকা যে তারা বুঝতে পারে না ঈশ্বর কি করেছেন। দক্ষ কারিগরেরা ভ্রান্ত দেবতার মূর্তি বানায়। সেই মূর্তি একমাত্র ভ্রান্ত দেবতারই। সেগুলি যে করেছে সেই কারিগরের বোকামি তারা দেখিয়ে দেয়। সেই মূর্তি জীবন্ত নয়।
18সেই মূর্ত্তিগুলি মূল্যহীন। যারা বানিয়েছে তারা নিজেরাই হাসির খোরাক হয়েছে। তাদের বিচারের সময় আসবে এবং মূর্ত্তিগুলি ধ্বংস হবে।
19কিন্তু যাকোবের নিয়তি (ঈশ্বর) ঐ মূল্যহীন মূর্ত্তিগুলোর মত নয়। মানুষ ঈশ্বর বানায় না, ঈশ্বরই মানুষ বানায়। সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তাঁর নাম প্রভু সর্বশক্তিমান।
20প্রভু বললেন, "বাবিল, তুমি আমার গদা। জাতিগুলিকে ধ্বংস করতে আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি। ব্যবহার করেছি তোমাকে রাজ্যগুলি ধ্বংসের কাজে।
21অশ্ব ও অশ্বারোহীকে ধ্বংসের কাজে তোমাকে ব্যবহার করেছি। আমি তোমাকে রথসমূহ ও তাদের চালকদের ধ্বংস করবার জন্য ব্যবহার করেছি।
22তুমি আমার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছো পুরুষ ও মহিলা ধ্বংসের কাজে, আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবকদের বিনাশের কাজে। তরুণ তরুণীদের বিনাশের কাজে তোমাকে ব্যবহার করেছি।
23আমি তোমাকে মেষপালক ও তার পালকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবার জন্য ব্যবহার করেছি। কৃষকদের ও গরুদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবার জন্য তোমাকে ব্যবহার করেছি। রাজ্যপাল ও গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে তোমাকে ব্যবহার করেছি।
24কিন্তু বাবিলকে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেব। সিয়োনের প্রতি যে সমস্ত কুকর্মগুলি তারা করেছিল তার জন্য আমি তাদের মূল্য দিতে বাধ্য করব। যিহূদা আমি তোমার সামনে ওদের শাস্তি দেব।" এই সব প্রভু বলেছেন।
25প্রভু বলেন, "বাবিল, তুমি ধ্বংসকারী পাহাড়ের মতো এবং আমি তোমার বিরুদ্ধে। বাবিল, তুমি গোটা দেশকে ধ্বংস করেছো, আমি তোমার বিরুদ্ধে। আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত রাখব। আমি তোমাকে দূরারোহ পাহাড়গুলির থেকে গড়িয়ে ফেলে দেব। আমি তোমাকে পুড়ে যাওয়া পাহাড়ে পরিণত করব।
26মানুষ বাড়ি তৈরী করতে বাবিল থেকে পাথর নিতে পারবে না। ভিত্তি প্রস্তরসমূহের মত ব্যবহার করবার জন্য যথেষ্ট বড় পাথর সমূহও পাওয়া যাবে না। কেন? কারণ তোমার শহর চিরকালের মত ভাঙ্গা পাথরের কুচির মতো হবে।" এইসব প্রভু বলেছেন।
27"হাতে যুদ্ধ ধ্বজা তুলে নাও! সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে ভেরী বাজাও। বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সব জাতিকে প্রস্তুত করো। বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অরারট, মিন্নি ও অস্কিনস রাজ্যকে ডাকো।
28তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনানায়ক বেছে নাও। এত বেশী ঘোড়া পাঠাও যাতে ওরা শস্য বিনাশকারী পতঙ্গ পালের মত হয়ে ওঠে। জাতিগুলিকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত করো। মাদীয় রাজাদের তৈরী করো। তাদের রাজ্যপালদের ও গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের প্রস্তুত করো।

29দেশটা যন্ত্রণায় কাতরানোর মতো কাঁপবে। বাবিলের জন্য প্রভুর যে পরিকল্পনা করছে সেগুলো পালনের সময় কেঁপে উঠবে। বাবিলকে পরিত্যক্ত মরুতে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রভুর।

30বাবিলের সেনারা যুদ্ধ থামিয়ে দুর্গে থেকে যাবে। তাদের শক্তি চলে গিয়েছে। তারা হল ভীত মহিলাদের মতো। বাবিলের বাড়িগুলি জ্বলছে। তার ফটকগুলির আগলসমূহ ভেঙ্গে গিয়েছে।

31একজন বার্তাবাহককে অন্য জন অনুসরণ করছে। বার্তাবাহকরাই বার্তাবাহকদের অনুসরণ করছে। তারা বাবিলের রাজাকে বলে যে তার সমগ্র শহর অধিকৃত হয়ে গিয়েছে।

32যে জায়গা দিয়ে মানুষ নদী পার হয় সেই জায়গাও অধিকৃত। নদীর ধার বরাবর ঘাসের জমি পুড়ছে। বাবিলের সব লোকেরাই আতঙ্কিত।"

33সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেন, "বাবিল হচ্ছে একটি মাড়ানো ভূমির মতো। ফসল কাটার সময় লোকেরা শস্য ঝাড়ে তাকে তুষ থেকে আলাদা করবার জন্য। বাবিলকে মারবার সময় খুব শীঘ্রই আসছে।"

34সিয়োনের লোকেরা বলবে, "বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর অতীতে আমাদের ধ্বংস করেছে। অতীতে নবূখদ্‌রিৎসর আমাদের আঘাত করেছে। আমাদের লোকেদের দূরে নিয়ে গিয়ে আমাদের খালি পাত্রের মতো করে ছেড়েছে। সে আমাদের সমস্ত ভালো জিনিষগুলি নিয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সে একজন দৈত্যাকার দানব যে ভরপেট না হওয়া পর্যন্ত সবকিছুকে খেয়ে নেয়। সে আমাদের যা কিছু ভালো ছিল তা নিয়ে নিয়ে আমাদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

35বাবিল আমাদের আঘাত করতে ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটিয়েছিল। এখন আমরা চাই যে বাবিলে ঐসব ঘটনা ঘটুক।" সিয়োনের লোকেরা ঐসব জিনিসগুলির কথা বলবে: "আমাদের লোকেদের হত্যা করার জন্য বাবিলের লোকেরা দোষী। এখন অপকর্মের জন্য তাদের শাস্তি হচ্ছে।" জেরুশালেম শহর ঐসব জিনিসগুলির কথা বলবে।

36তাই প্রভু বলেন, "যিহূদা, আমি তোমাকে রক্ষা করব। বাবিলের শাস্তি প্রদান আমি নিশ্চিত করব। আমি বাবিলের সমুদ্রের জল শুকিয়ে দেব এবং তার জলের প্রবাহ বন্ধ করে দেব।

37বাবিল ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। বাবিল বন্য কুকুরের বাসস্থান হবে। ধ্বংসস্তুপ দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যাবে। বাবিলের কথা ভাবার সময় লোকেরা তাদের মাথা নাড়বে। বাবিল এমন একটা জায়গায় পরিণত হবে যেখানে কোন লোক বাস করবে না।

38"বাবিলের লোকেরা গর্জনরত সিংহের মত। তারা সিংহশাবকের মত গর্জন করছে।

39ঐসব লোকেরা শক্তিশালী সিংহের মতো আচরণ করছে। আমি তাদের জন্য একটি ভোজসভা দেব। আমি তাদের দ্রাক্ষারস পান করাব। তারা সুসময়ের মতো হাসবে এবং তারপর তারা চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। তারা আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না।" প্রভু এই কথাগুলি বলেন।

40"বাবিলের লোকেরা বধ হওয়ার জন্য অপেক্ষারত মেষ এবং ছাগলের মত হবে। আমি তাদের কসাইখানায় নিয়ে যাব।

41"শেশক" পরাজিত হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত শহর বন্দী হবে। অন্যান্য জাতির লোকেরা বাবিলের দিকে তাকাবে। এবং তারা এমন সব জিনিস দেখবে যে ভয় পাবে।

42সমুদ্র বাবিলের ওপর দিয়ে বয়ে যাবে। এর গর্জনরত ঢেউ তাকে আচ্ছাদিত করবে।

43বাবিলের শহরগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং শূন্য হয়ে যাবে। বাবিল শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হবে। এটা জনমানবহীন একটা দেশে পরিণত হবে। লোকেরা বাবিলের ওপর দিয়ে চলাচলও করতে পারবে না।

44আমি বাবিলে বেল মূর্ত্তিকে শাস্তি দেব। ঐ মূর্ত্তি যাদের গিলে খেয়েছে বমি করিয়ে তাদের বের করে আনব। বাবিলের চারিদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। এবং অন্য জাতির লোকেরা বাবিলে আসা বন্ধ করবে।

45আমার লোকেরা, তোমরা বাবিল ছেড়ে বেরিয়ে এস। নিজেদের জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পালিয়ে এস। প্রভুর ভয়ঙ্কর ক্রোধ থেকে দূরে সরে এস।

46"আমার লোকেরা, আশা হারিয়ো না। গুজব ছড়াবে কিন্তু তোমরা ভীত হবে না। একটা গুজব আসবে এবছরে। অন্য গুজব আসবে পরের বছরে। দেশে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের গুজব আসবে। শাসকেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এই গুজবও আসবে।

47বাবিলের মূর্ত্তিগুলোকে শাস্তি দেওয়ার সময় নিশ্চিতভাবেই আসবে। আমি তাদের নিশ্চয়ই শাস্তি দেব। এবং গোটা বাবিল দেশ তাতে লজ্জিত হবে। রাস্তার ওপরে অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকবে।

48তখন স্বর্গ ও মর্ত এবং তার মধ্যে যতকিছু আছে বাবিলের ব্যাপারে আনন্দে উল্লাস করবে। তারা উল্লাস করবে কারণ উত্তর থেকে একটি সেনাবাহিনী এসে বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" প্রভু এই কথাগুলি বলেন।

49"বাবিল ইস্রায়েলীয়দের হত্যা করেছিল। বাবিল পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গার লোকেদের হত্যা করেছিল। তাই বাবিলের পতন অবশ্যই হবে।

50তোমরা লোকেরা, যারা তরবারির হাত থেকে পালিয়ে এসেছে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তবে তোমাদের বাবিল পরিত্যাগ করতে হবে। তাড়াতাড়ি কর। অপেক্ষা করো না। তোমরা দূরবর্তী দেশে আছ। কিন্তু যেখানেই থাক না কেন প্রভুকে স্মরণ কর। এবং সেইসঙ্গে জেরুশালেমকেও স্মরণ কর।

51"আমরা যিহূদার লোকেরা লজ্জিত। আমাদের অপমান করা হয়েছে। কেন? কারণ বিদেশীরা এসে পবিত্রস্থান প্রভুর উপাসনাগৃহে ঢুকে পড়েছে।"

52প্রভু বলেন, "বাবিলের মূর্ত্তিদের আমার শাস্তি দেওয়ার সময় আসছে। সে সময়ে ঐ দেশের সর্বত্র আহত লোকেরা যন্ত্রণায় কাঁদবে।

53বাবিল হয়তো আকাশ না ছোঁয়া পর্যন্ত উঠতে পারে। বাবিল তার দুর্গগুলিকে হয়তো শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু আমি ঐ শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোক পাঠাব। এবং ঐ সব লোকেরা তাকে ধ্বংস করবে।" প্রভু এই কথাগুলি বলেন।

54"আমরা বাবিলের লোকেদের কান্না শুনতে পাব। লোকেরা বাবিলের সমস্ত জিনিসপত্র ধ্বংস করছে। সেই ধ্বংসের শব্দ আমরা শুনতে পাব।

55প্রভু বাবিলকে খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস করবেন। তিনি শহরের চিৎকার শব্দ থামিয়ে দেবেন। শত্রুরা সমুদ্র গর্জনের মতো চিৎকার করতে করতে আসবে। লোকেরা চারদিক থেকে সে শব্দ শুনতে পাবে।

56সেনারা আসবে এবং বাবিলকে ধ্বংস করবে। বাবিলের সৈন্যদের বন্দী করা হবে। তাদের ধনুক ভেঙ্গে দেওয়া হবে। কেন? কারণ প্রভু এখানকার লোকেদের তাদের অপকর্মের শাস্তি দিচ্ছেন। প্রভু তাদের যোগ্য শাস্তি পুরোপুরি দেবেন।

57আমি বাবিলের সমস্ত জ্ঞানী মানুষ এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের মাতাল করব। আমি রাজ্যপাল, আধিকারিক এবং সেনাদেরও মাতাল করব। তারপর তারা চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। তারা আর কখনও জেগে উঠবে না।"

রাজা এই কথাগুলি বললেন। তাঁর নাম প্রভু সর্বশক্তিমান।

58প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, "বাবিলের মোটা শক্তিশালী দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলা হবে। তার উঁচু ফটকগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হবে। বাবিলের লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করবে। কিন্তু এটা তাদের কোনও কাজেই আসবে না। শহরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তারা শুধুমাত্র জ্বলন্ত শিখার জ্বালানী হবে।"

যিরমিয় বাবিলে একটি বার্তা পাঠাল

59এটা হল সেই বার্তা যেটা যিরমিয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী সরায়কে দিয়েছিলো। সরায় হল নেরিয়ের পুত্র। নেরিয় হল মহসেয়ের পুত্র। সরায় যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের সঙ্গে বাবিলে গিয়েছিল। এটা সিদিকিয়ের রাজত্বকালের চতুর্থ বছরে ঘটেছিল। সে সময়ে যিরমিয় সরায়কে এই বার্তা দিয়েছিল। 60বাবিলে যে সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে তা যিরমিয় একটা বিশেষ ধরণের খাতায় লিখেছিল। বাবিল সম্পর্কে যাবতীয় ঘটনার কথা সে লিখেছিল।

61যিরমিয় সরায়কে বলল, "সরায় বাবিলে যাও। বার্তাগুলি সেখানে পাঠ করবে। সবাই যেন নিশ্চিতভাবে এই বার্তাগুলি শুনতে পায়। 62তারপর বল: 'প্রভু আপনি বলেছিলেন যে আপনি বাবিলকে ধ্বংস করবেন। আপনি বাবিলকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন যে সেখানে কোন জনপ্রাণী বেঁচে থাকবে না। এই দেশটি চিরকালের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।' 63এই খাতাটি পাঠ করার শেষে, এরসঙ্গে একটি পাথর বাঁধবে। তারপর এই খাতাটি ফরাৎ নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। 64তারপর বলবে, 'একইভাবে, বাবিলও ডুবে যাবে। বাবিল আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না। বাবিল ডুবে যাবে কারণ ভয়ঙ্কর সব ঘটনা আমি এখানে ঘটাব।'"

যিরমিয়ের কথা এখানে শেষ হল।

জেরুশালেমের পতন

52 সিদিকিয় 21বছর বয়সে যিহূদার রাজা হন। তিনি 11 বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেন। সিদিকিয়ের মা হলেন হমুটল। তিনি ছিলেন যিরমিয়ের কন্যা। লিব্না নামক শহরে হমুটল থাকতেন। 2সিদিকিয় পাপ কাজ করে বেড়াতেন। অনেকটা রাজা যিহোয়াকীমের মতো। সিদিকিয়ের এইসব অসৎ কর্মসমূহ প্রভু পছন্দ করেন নি। 3প্রভু জেরুশালেম ও যিহূদার প্রতি এত রেগে গেলেন যে অবশেষে তিনি তাদের তাঁর সামনে থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

সিদিকিয় বাবিলের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। 4সুতরাং সিদিকিয়ের শাসনের নবমতম বছরের দশম মাসের দশমদিনে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসর জেরুশালেম আক্রমণ করেন। বাবিলের রাজার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী ছিল। তারা জেরুশালেমের বাইরে অস্থায়ী শিবির গড়ে। তারপর তারা উঁচু প্রাচীরের মত বাঁধ তৈরী করল যাতে এই প্রাচীরগুলির ওপর উঠে অনায়াসে জেরুশালেমে প্রবেশ করা যায়। 5জেরুশালেম শহর বাবিলের সেনাদের দ্বারা সিদিকিয়ের রাজত্বকালের প্রায় একাদশ বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ ছিল। 6ঐ বছরের চতুর্থ মাসের নবমদিনে শহরের সমস্ত খাদ্য নিঃশেষিত হয়ে গেল। লোকেদের জন্য আর কোন খাদ্যই রইল না। 7ক্ষুধায় পাগল প্রায় অবরুদ্ধ শহরবাসীদের ঠিক ঐ সময়েই বাবিলের সৈন্যরা আক্রমণ করল। যিরমিয়ের সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বার দিয়ে পালাতে লাগল। বাবিলের সেনারা চারিদিক ঘিরে থাকলেও রাজার বাগানের কাছের গেট দিয়ে জেরুশালেমের সেনারা শহর ছাড়তে থাকে। এই পলায়নরত সেনাদের গন্তব্যস্থল ছিল দূরবর্তী মরুভূমি।

8বাবিলের সৈন্যদল সিদিকিয়কে তাড়া করল। অবশেষে যিরীহোর সমতলভূমিতে তারা তাকে ধরতে সফল হয়। সিদিকিয়ের সব সৈন্যরা পালিয়ে যায়। 9বন্দী সিদিকিয়কে রিব্লা শহরে বাবিলের রাজার কাছে হাজির করানো হয়। হমাৎ দেশেই রিব্লা শহর। এখানে বাবিলের রাজা সিদিকিয়ের শাস্তি নির্ধারণ করে। 10বাবিলের রাজা প্রথমে সিদিকিয়ের পুত্রকে হত্যা করে। নিজ সন্তানের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে সিদিকিয়কে। বাবিলের রাজা সিদিকিয়কে তাঁর পুত্রদের হত্যা সাক্ষী হতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি যিহূদার রাজকর্মচারীদেরও রিব্লাতে হত্যা করেছিলেন। 11এরপর

বাবিলের রাজার নির্দেশে সিদিকিয়ের দুই চোখ উপড়ে
নেওয়া হয়। পিতলের চেনে বেঁধে সিদিকিয়কে বাবিলে
এনে কারারুদ্ধ করা হয়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সিদিকিয়
এই কারাগারেই ছিলেন।

12বাবিলের রাজার বিশেষ রক্ষী ছিল নবূষরদন।
রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের শাসনের উনবিংশতি বছরের*
পঞ্চম মাসের দশম দিনে নবূষরদন জেরুশালেমে
আসেন। 13প্রভুর উপাসনালয় সে পুড়িয়ে দেয়।
জেরুশালেমে সমস্ত বাড়িসমূহ এবং রাজপ্রাসাদ
নবূষরদনের নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলা হয়। 14বাবিলীয়
সৈন্যদল জেরুশালেমের চারিদিকের প্রাচীরগুলো ভেঙে
দিয়েছিল। এই সেনাদের নেতৃত্বে ছিলেন নবূষরদন।
15সমস্ত লোকেরা যারা জেরুশালেম শহরে বন্দী
হয়েছিল, তাদের বাবিল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাছাড়া
আগেই যারা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদেরও বন্দী করে
বাবিলে নিয়ে আসে নবূষরদন। দক্ষ কারিগরদেরও সে
বাবিলে আনে। 16কিন্তু নবূষরদন কিছু খুব গরীব
লোকেদের ফেলে রেখে যায়। সে তাদের ক্ষেতগুলিতে
এবং দ্রাক্ষাক্ষেগুলিতে কাজ করবার জন্য রেখে যায়।

17বাবিলের সেনারা উপাসনালয়ের পিতলের থাম
ভেঙে দেয়। তারা প্রভুর উপাসনাগৃহে খুঁটিগুলি ও
পিতলের ট্যাঙ্কও ভেঙে দেয়। সমস্ত পিতলই তারা
বাবিলে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 18বাবিলের সেনারা
উপাসনালয়ের ব্যবহৃত পিতলের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী
লুঠ করে নেয়। ধাতুর তৈরি ছোট বড় মাপের পাত্র,
বেলচা, মোমবাতিদান তারা নিয়ে যায়। 19রাজার বিশেষ
রক্ষীদের নেতা এইসব জিনিসগুলি লুট করে নিয়ে
গিয়েছিল: লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে বেসিন, বাতিদান,
আগুনের পাত্র, বড় আকারের পাত্র, পেয় নৈবেদ্যের
সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে সোনা ও রূপোর
তৈরী সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করেছিল। 20সে আরো
নিয়েছিল: স্তম্ভ দুটি, নীচে 12টি ষাঁড়সহ সমুদ্রটি এবং
অস্থাবর খুঁটিগুলি। এগুলো সব রাজা শলোমন তৈরী
করেছিলেন। এটাও সে লুঠ করে। পিতলের তৈরী এইসব
জিনিসগুলি এত ভারী ছিল যে তা ওজন করা যেত
না। 21স্তম্ভগুলির উচ্চতা ছিল 27ফুট । প্রতিটি স্তম্ভ
ছিল 18 ফুট চওড়া ও ফাঁপা। প্রতিটি স্তম্ভের দেওয়াল
4 ইঞ্চি পুরু ছিল। 22স্তম্ভের ওপরের পিতলের চূড়া
ছিল 7 1/2 ফুট উঁচু। ওটা একটি জালের মত নকশা
ও পিতলের তৈরী বেদানা দিয়ে সাজানো ছিল। 23স্তম্ভের
দেওয়ালে 96 টি এবং সব মিলিয়ে মোট 100 টি খোদাই
করা বেদানা দেখা যেত।

24নবূষরদন ও তারা বিশেষ রক্ষী বাহিনী সরায়
এবং সফনিয়কে বন্দী করে। সরায় ছিলেন প্রধান যাজক।
সফনিয়র পদ ছিল পরবর্তী উচ্চতম যাজক।
উপাসনালয়ের তিন দ্বাররক্ষীও বন্দী হয়। 25বিশেষ রক্ষী
বাহিনীর প্রধান যুদ্ধরত লোকেদের ভারপ্রাপ্ত
আধিকারিককে বন্দী করল। রাজার সাত উপদেষ্টা বন্দী
হয়। 60 জন সাধারণ লোকসহ একজন লেখক যিনি
লোকেদের সেনাবিভাগে দেবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, সবাই
বন্দী হয়েছিল। সমস্ত বন্দীদের জেরুশালেম থেকে
বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 26নবূষরদন, সৈন্যাধ্যক্ষ
ঐ সমস্ত লোকেদের রিব্লা, যেখানে বাবিলের রাজা
ছিলেন সেখানে নিয়ে গেল। 27বন্দীদের নিয়ে নবূষরদন
রিব্লা শহরে আসে। রিব্লা হমাৎ দেশে অবস্থিত। এই
শহরেই বাবিলের রাজা অবস্থান করছিলেন। রাজার
নির্দেশে সমস্ত বন্দীদের হত্যা করা হয়। একইভাবে
যিহূদা থেকে লোকেদের বন্দী করে এনে হত্যা করা
হল।

তাই, যিহূদার লোকেদের তাদের দেশ থেকে নির্বাসন
দেওয়া হল। 28এইভাবে নবূখদ্‌রিৎসর অনেক লোককে
বন্দী করেন:

নবূখদ্‌রিৎসরের রাজত্বকালের সপ্তম বছরে
যিহূদা থেকে 3,023 জনকে বন্দী করে আনা
হয়েছিল।

29তাঁর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বছরে
জেরুশালেম থেকে নেওয়া বন্দীদের সংখ্যা ছিল
832 জন।

30রাজা নবূখদ্‌রিৎসরের ত্রয়োবিংশতিতম
বছরের রাজত্বের সময় নবূষরদন যিহূদা থেকে
745 জনকে বন্দী করে আনেন।

মোট 4600 মানুষ বন্দী হয়েছিল রাজার এই
নির্দেশে। এদের বন্দী করেছিল বিশেষ
রক্ষীবাহিনীর নেতা নবূষরদন।

যিহোয়াখীন মুক্ত হল

31যিহূদার রাজা যিহোয়াখীন 37 বছর বাবিলের
কারাগারে বন্দী ছিল। যিহোয়াখীনের কারাবাসের
সাঁইত্রিশতম বর্ষে বাবিলের রাজা ইবিল মরোদক করুণা
করে তাকে মুক্তি দেন। তিনি দ্বাদশ মাসের 25তম
দিনে যিহোয়াখীনকে মুক্তি দেন। ইবিল ঐ বছরেই
বাবিলের রাজা হয়েছিল। 32রাজা ইবিল-মরোদক
যিহূদার রাজা যিহোয়াখীনের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ভাল
ব্যবহার করেন। অন্য রাজারা যারা তাঁর সঙ্গে বাবিলে
ছিল, তাদের তুলনায় যিহোয়াখীনকে উচ্চতর পদে
সম্মানিত করেছিলেন। 33যিহোয়াখীন তার কারা-বস্ত্র
খুলে ফেলেছিল এবং তাকে নতুন পোশাক দেওয়া
হয়েছিল। শুধু তাই নয় সে জীবনের বাকী সময় রাজার
টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করেছিল। 34বাবিলের রাজা
প্রতিদিন যিহোয়াখীনকে অনুদান দিত। এই অনুদান
যিহোয়াখীনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চালু ছিল।

রাজা ... বছর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব 587

যিরমিয়ের বিলাপ

সর্বনাশ দেখে জেরুশালেমের কান্না

1 হায় জেরুশালেম! এক কালে সে ছিল লোকে পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে শহরটি ভীষণ জনশূন্য! জেরুশালেম একদা বিশ্বের সেরা শহর ছিল। কিন্তু এখন তার রূপ বিধবা মহিলার মতো। একসময় সে* ছিল অনেক শহরের মধ্যে রাণীর মতো। কিন্তু এখন সে দাসে পরিণত।

2রাতে করুণ সুরে কাঁদে জেরুশালেম। তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামে। সান্ত্বনা দেওয়ার মতো তার কেউ নেই। অনেক প্রেমিক তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু এখন তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। তার সব বন্ধুরাই তাকে প্রতারণা করেছে। বন্ধুরা এখন তার শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

3যিহূদা ভীষণরকমের শাস্তি ও যন্ত্রনা পেয়েছিল এবং তারপর যিহূদাকে বন্দী করা হয়। যিহূদা অন্য দেশে বাস করছে। কিন্তু সে বিশ্রাম পাচ্ছে না। লোকেরা তাকে তাড়া করছে। তাকে তারা সঙ্কীর্ণ উপত্যকাগুলির ওপর তাড়া করছে এবং তাকে ধরে ফেলছে।

4সিয়োনে যাবার পথঘাটগুলি শোকাহত। কারণ উৎসব পালন করতে কেউ সিয়োনে আসছে না। সিয়োনের প্রবেশ দ্বারগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যাজকরা সেখানে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সিয়োনের যুবতী মেয়েরা হতবাক। মোট কথা সে দুঃখে ভারাক্রান্ত।

5জেরুশালেমের শত্রুরা জয়ী হয়েছে। তার শত্রুরা এখন নিয়ন্ত্রনাধীন। তার বিপক্ষীরা আরামে বাস করে। এটা ঘটেছে কারণ বহু পাপের জন্যই প্রভু থাকে শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর সন্তানরা চলে গিয়েছেন, শত্রুরা তাদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছেন।

6সিয়োনের লোকেদের সৌন্দর্য আর নেই। তার নেতারা হরিণের মতো। শক্তি না থাকলেও তারা ছুটে পালাচ্ছে। কারণ অনেকেই তাদের ধরার জন্য তাড়া করছে।

7পুরানো দিনের কথা জেরুশালেম ভাবছে। ভাবছে সেই সময়ের কথা যখন সে যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল। তার সমস্ত মূল্যবান জিনিষ হারানোর কথা। পুরানো দিনের উল্লেখযোগ্য মধুর ঘটনার কথা। শত্রুদের হাতে নিজের লোকেদের বন্দী হওয়ার কথাও সে স্মরণ করছে। ধ্বংসের সময় শত্রুরা তাকে দেখে উপহাস করেছিল। সে সময় তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।

8জেরুশালেম দারুণ পাপ কাজ করেছে। আর এই পাপের জন্যই সে এখন অশুদ্ধ। অতীতে লোকেরা তাকে সম্মান করত কিন্তু এখন সেইসব লোকেরাই তাকে ঘৃণা করে কারণ সে সম্মান হারিয়েছে। এমন কি সে যন্ত্রণায় বিলাপ করে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং নিজের দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

9তার অপরিচ্ছন্নতা, তার পোষাককে নোংরা করেছে। এমন যে হতে পারে তা সে কখনও ভাবতেও পারেনি। তার পতন বিস্ময়কর। তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ নেই। সে বলে, “হে প্রভু, দেখো আমি কিভাবে আঘাতপ্রাপ্ত! দেখো আমার শত্রুরা নিজেদের কত বড় বলে মনে করে!”

10শত্রুরা তার হাত ধরে টানছে। শত্রুরা তার সুন্দর জিনিসগুলি ছিনিয়ে নিয়েছে। বিদেশী জাতির লোকেরা তার উপাসনালয়ে ঢুকে পড়েছে। অথচ প্রভু আপনি বলেছিলেন, আমাদের সমাজে যোগ দিতে পারবেন না!

11জেরুশালেমের সমস্ত জনগণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রত্যেকেই খাদ্যের সন্ধানে ক্ষিপ্ত। খাদ্যের জন্য তারা তাদের সমস্ত মূল্যবান বস্তু দিয়ে দিচ্ছে। শুধুমাত্র বাঁচার জন্যই তারা এটা করছে। জেরুশালেম বলছে, “হে প্রভু, আমার দিকে তাকান! দেখুন লোকেরা আমায় কত ঘৃণা করে!”

12তোমরা যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছ মনে হচ্ছে, তাদের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার যন্ত্রণার মতো কি কোন যন্ত্রণা আছে? আমার যে দুর্দ্দশা হয়েছে এমন দুর্দ্দশা কি আর আছে? প্রভু আমায় যে শাস্তি দিয়েছেন সেই শাস্তির যন্ত্রণার মতো কি কোন যন্ত্রণা আছে? তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধের দিনে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।

13প্রভু ওপর থেকে আগুন পাঠালেন। ওই আগুন আমার হাড় ভেদ করে চলে গেল। তিনি আমার চলার পথে একটি জাল বিছিয়ে দিয়ে পথের চারিদিকে আমাকে ঘোরালেন। তিনি আমাকে পরিত্যক্ত দেশে রূপান্তরিত করলেন। আমি সারাদিন অসুস্থ।

14“তিনি আমার পাপগুলো একটা যোয়ালের মত তাঁর হাত দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন। তিনি আমাকে দুর্বল করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন লোকের হাতে সমর্পন করেছেন, যাদের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারি না।”

15“প্রভু আমার অধীনস্থ সমস্ত শক্তিশালী সৈন্যদের সরিয়ে দিয়েছেন। ঐসব সৈন্যরা শহরের মধ্যে ছিল। তারপর প্রভু একটি উৎসব করলেন। আমার যুবক সৈন্যদের হত্যা করার জন্য তিনি ঐসব তীর্থ যাত্রীদের

সে সমস্ত কবিতাটিতে জেরুশালেমকে আলংকারিকভাবে এক নারীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠালেন। দ্রাক্ষারস তৈরীর জন্য যেমন একজন দ্রাক্ষা দলিত করে তেমনিভাবে প্রভু যিহূদার লোকেদের পিষে ফেলেছেন। এই দ্রাক্ষা পেষাইয়ের জায়গা হল জেরুশালেমের কুমারী কন্যা (জেরুশালেম শহর।)”

16“আমি এ সবের জন্য কাঁদলাম। আমার দুচোখ বয়ে অঝোরে জল গড়াতে থাকলো। আমাকে শান্তি দেওয়ার, সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ ছিল না। এমন কেউ ছিল না যে আমাকে একটু স্বস্তি দিতে পারত। শত্রুরা জয়লাভ করায় আমার সন্তানগণ পরিত্যক্ত ভূমির মতো হয়ে উঠলো।”

17সিয়োন তার দুহাত বাড়িয়ে দিল কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিল না। প্রভু যাকোবের শত্রুদের শহর ঘিরে ফেলার আদেশ দিলেন। জেরুশালেম শত্রুদের কাছে একটি অশুদ্ধ স্ত্রীলোক হয়ে পড়েছে।

18সে বলল, “আমি প্রভুর কথা শুনতে অস্বীকার করেছিলাম। তাই প্রভুর অধিকার আছে আমাকে এমন শাস্তি দেওয়ার। তাই জনগণ, তোমরা শোন! আমার দুর্ভোগের দিকে তাকাও! আমার যুবক যুবতীদের নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

19আমাকে যারা ভালোবাসতো তাদের আমি ডাকলাম। কিন্তু ওরা আমায় ঠকালো। আমার যাজকগণ ও প্রবীণ ব্যক্তিরা এই শহরে মারা গেছে। আমার যাজকগণ ও নেতারা যখন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সন্ধান করছিল তখন তারা এই শহরে মারা যায়।

20“হে প্রভু, আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন! আমি দুর্দশাগ্রস্ত! আমি অন্তর থেকে বিপর্যস্ত। আমার মনে হচ্ছে যে আমার ভেতরে হৃদয়টা উল্টো হয়ে রয়েছে! আমার এমন খারাপ লাগছে! রাস্তায়, আমার ছেলেমেয়েদের তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর পচা গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে!

21“আমার বিলাপ শুনুন! আমাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। আমার সমস্ত শত্রুরা আমার দুর্দ্দশা সম্পর্কে শুনেছে। তারা খুশী যে আপনি আমাকে এমন করেছেন। আপনি বলেছিলেন যে শাস্তির একটা সময় থাকবে। আপনি বলেছিলেন যে আপনি আমার শত্রুদের শাস্তি দেবেন। এখন আপনি যে সবগুলো বলেছিলেন সেগুলো করুন।

22“আমার শত্রুদের নিষ্ঠুরতার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাহলে আমার জন্য আমার সঙ্গে আপনি যেরকম ব্যবহার করেছেন সেরকম ওদের সঙ্গেও করতে পারবেন। এরকম করুন কারণ আমি ক্রমাগতই বিলাপ করে যাচ্ছি। এটা করুন কারণ আমার হৃদয় অসুস্থ।”

প্রভু জেরুশালেম ধ্বংস করলেন

2 দেখ, প্রভু সিয়োনের লোকেদের কেমন করে বাতিল করেছেন। তিনি ইস্রায়েলের মহিমাকে আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর ক্রোধের দিনে প্রভু তাঁর পাদানি অর্থাৎ মন্দিরের কথা পর্যন্ত মনে রাখেননি।
2প্রভু যাকোবের গোচারণ ভূমিগুলি ধ্বংস করেছেন। তিনি সেগুলিকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছেন। ক্রোধের বশে তিনি যিহূদার দূর্গগুলি ধ্বংস করেছেন। প্রভু যিহূদা রাজ্য এবং তার শাসকবর্গকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছেন। তিনি যিহূদা রাজ্যকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছেন।

3প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি ইস্রায়েলের সব শক্তি চূর্ণ করেছিলেন। ইস্রায়েলের ওপর থেকে তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি এটা করেছিলেন যখন শত্রুরা এসেছিল। যাকোবে তিনি লেলিহান আগুনের মত জ্বলেছিলেন। তিনি ছিলেন একটি আগুনের মত যা চতুর্দিক পুড়িয়ে দেয়।

4একজন শত্রুর মত প্রভু তাঁর ধনুক বেঁকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তে নিয়েছিলেন একটি তরবারি। তিনি যিহূদার সমস্ত সুদর্শন লোকেদের হত্যা করেছিলেন। প্রভু তাঁদের হত্যা করলেন যেন তিনি তাদের শত্রু। প্রভু তাঁর ক্রোধ অগ্নির মত সিয়োনের গৃহগুলির উপর বর্ষণ করলেন।

5প্রভু একজন শত্রুর মত হয়ে উঠেছেন। তিনি ইস্রায়েলকে গিলে ফেলেছেন। তিনি তার সব প্রাসাদগুলি গিলে ফেলেছেন। তিনি তার সব দুর্গগুলি গ্রাস করেছেন। যিহূদার কন্যাতে (ইস্রায়েলে) তিনি প্রভূত দুঃখ এবং মৃতের জন্য অশ্রুপাত ঘটিয়েছিলেন।

6প্রভু নিজের তাঁবুটিকে একটি বাগানের মতো উপড়ে ফেলেছিলেন। তাঁকে উপাসনা করার জন্য লোকে যে স্থানে গিয়ে জড়ো হত তিনি সেই স্থানটিও নষ্ট করে দিয়েছিলেন। সিয়োনে প্রভু লোকেদের বিশেষ সভাগুলির কথা এবং বিশেষ বিশ্রামের দিনগুলি ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রভু রাজা এবং যাজকদের বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের বাতিল করেছিলেন।

7প্রভু তাঁর বেদীটি বাতিল করেছিলেন। তিনি তাঁর উপাসনার পবিত্র স্থানটি বাতিল করেছিলেন। জেরুশালেমের প্রাসাদের দেওয়ালগুলি তিনি শত্রুদের ভূমিসাৎ করতে দিয়েছিলেন। প্রভুর মন্দিরে শত্রুরা আনন্দে চিৎকার করছিল যেন সেটা ছিল কোন এক ছুটির দিন।

8সিয়োনের লোকেদের চারপাশে যে দেওয়াল ছিল সেটা প্রভু ধ্বংস করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। দেওয়ালটি কোথা থেকে ভাঙ্গতে হবে তা বোঝানোর জন্য তিনি দেওয়ালে একটি মাপের দাগ কেটেছিলেন। তিনি নিজেকে ধ্বংসকার্য থেকে বিরত করেননি। সব দেওয়ালগুলিকে তিনি দুঃখে কাঁদিয়েছিলেন। সবগুলো একই সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

9জেরুশালেমের ফটকগুলি মাটিতে ডুবে গিয়েছিল। তিনি ফটকের স্তম্ভগুলি ধ্বংস করে চূর্ণ করেছিলেন। তার রাজা এবং রাজপুত্ররা অন্য জাতির মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য আর কোন শিক্ষা নেই। জেরুশালেমের ভাববাদীরাও প্রভুর কাছ থেকে আর কোন দিব্যদৃষ্টি পায় নি।

10সিয়োনের বয়োবৃদ্ধরা মাটিতে বসেন তাঁরা শান্ত হয়ে মাটিতে বসে থাকেন। তাঁরা তাঁদের মাথায় ধূলো

ছড়ান তারা চটের বস্ত্র পরেন। জেরুশালেমের যুবতী নারীরা দুঃখে তাঁদের মাথা আভূমি নত করেন।

11আমার চোখ কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত, আমার অন্তর বিচলিত। মনে হচ্ছে যেন আমার হৃদয়কে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে বলেই আমার এমন মনে হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা এবং শিশুরা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। শহরের প্রকাশ্য চৌপাটিতে তারা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

12সেই বালক-বালিকারা তাদের মায়েদের বলে, “কোথায় আছে রুটি আর দ্রাক্ষারস?” তারা মরে যেতে যেতে এই প্রশ্ন করে তারা তাদের মায়ের কোলে মারা যায়।

13জেরুশালেমের জনগণ, আমি কাদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা করব? সিয়োনের জনগণ, আমি কিসের সঙ্গে তোমাদের তুলনা করব? আমি কেমন করে তোমায় স্বাচ্ছন্দ্য দেব? তোমার ধ্বংস সমুদ্রের মতো বিশাল মনে হয় না কেউ তোমায় সারিয়ে তুলতে পারবে!

14তোমার জন্য তোমার ভাববাদীদের দিব্যদর্শন হয়েছিল। কিন্তু তাদের দিব্যদর্শনগুলি ছিল একেবারেই মূল্যহীন ও মিথ্যা। তারা তোমার পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করেনি, তারা অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেনি, তারা তোমার জন্য বার্তা প্রচার করেছিল কিন্তু সেগুলি ছিল মিথ্যা বার্তা যা তোমাকে বোকা বানিয়েছিল।

15যেসব লোকেরা রাস্তা দিয়ে যায় তারা তোমায় দেখে বিস্ময়ে অভিভূত এবং জেরুশালেমের লোকেদের প্রতি হাততালি দেয়। জেরুশালেমের কন্যার প্রতি তারা শিস্ দেয় আর মাথা নাড়ে। তারা প্রশ্ন করে, “এই কি সেই শহর যাকে লোকে বলত ‘নিখুঁত সুন্দর শহর’ এবং ‘সারা পৃথিবীর আনন্দ’?”

16তোমার সব শত্রুরা তোমায় পরিহাস করে তারা তোমার প্রতি শিস্ দেয় ও দাঁত কিড়মিড় করে। তারা বলে, “আমরা তাদের গিলে খেয়েছি! আজ সত্যিই সেই দিন এসেছে যেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। অবশেষে আমরা এটি ঘটতে দেখলাম।”

17প্রভু যা পরিকল্পনা করেছিলেন তাই করেছেন। তিনি যা করবেন বলেছিলেন তাই করেছেন। বহু পূর্ব থেকে তিনি যা আদেশ দিয়েছিলেন তাই করেছেন। তিনি ধ্বংস করেছিলেন এবং তাঁর কোন দয়া ছিল না। তোমার প্রতি যা ঘটেছিল তার দ্বারা তিনি তোমার শত্রুদের সুখী করেছিলেন। তিনি তোমার শত্রুদের শক্তিশালী করেছিলেন।

18তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে কেঁদে বল, “হে সিয়োন কন্যার দেওয়াল, নদীর মত অশ্রু গড়িয়ে পড়ুক! দিনে এবং রাতে তোমার অশ্রু বয়ে যাক্ । তুমি থেমো না! তোমার চোখকে স্থির থাকতে দিও না!”

19ওঠ! রাত্রে চিৎকার করে কাঁদ। রাত্রের প্রতিটি প্রহরের শুরুতে চিৎকার করে কাঁদ! তোমার হৃদয়কে জলের মত ঢেলে দাও! প্রভুর সামনে তোমার হৃদয়কে ঢেলে দাও! প্রভুর কাছে প্রার্থনায় তোমার হাত তুলে ধর। তাঁকে বল তোমার ছেলেমেয়েদের যেন বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁকে বল তোমার যে ছেলেমেয়েরা উপবাসে মূর্ছা যাচ্ছে তাদের যেন তিনি বাঁচিয়ে রাখেন। শহরের রাস্তায় রাস্তায় তারা উপবাসে মূর্ছা যাচ্ছে।

20হে প্রভু,আমার দিকে তাকান! আমার দিকে দেখুন যার সঙ্গে আপনি এভাবে আচরণ করেছেন! আমাকে এই প্রশ্নটি করতে দিন: নারীদের কি সেই সন্তানদের খাওয়া উচিৎ যাদের তারা জন্ম দিয়েছে? যাদের তারা আদর-যত্ন করেছে সেই ছেলেমেয়েদের কি নারীরা ভক্ষণ করবে? প্রভুর মন্দিরে কি যাজক এবং ভাববাদীরা নিহত হবেন?

21যুবকেরা এবং বৃদ্ধরা শহরের রাস্তার মাটিতে পড়ে আছে। আমার যুবতী নারীরা এবং যুবকেরা তরবারির আঘাতে নিহত। প্রভু, আপনার ক্রোধের দিনে আপনি তাদের হত্যা করেছিলেন, আপনি তাদের হত্যা করেছিলেন ক্ষমাহীনভাবে!

22আপনি চারদিক থেকে সন্ত্রাসকে ডেকে এনেছিলেন। আমার কাছে আসার জন্য আপনি সন্ত্রাসকে আমন্ত্রণ করেছিলেন যেন সে একটি ছুটির দিন। প্রভুর ক্রোধের সেই দিনে কোন ব্যক্তিই রেহাই পাই নি। যাদের আমি জন্ম দিয়েছি এবং লালন-পালন করেছি তাদের আমার শত্রুরা হত্যা করেছে।

যন্ত্রণার অর্থ

3 আমি সেই মানুষ যে অনেক দুঃখকষ্ট দেখেছে। আমি তাকে দেখেছি যে আমাদের লাঠি দিয়ে মেরেছিল!

2প্রভু আমাকে আলোয় নয় অন্ধকারে নিয়ে এলেন।

3প্রভু আমাকে সারাদিন ধরে তাঁর হাত দিয়ে মারধোর করেছেন। তিনি আমাকে বারবার মারলেন।

4তিনি আমার চামড়া ও মাংস ছিঁড়ে ফেললেন। তিনি হাড়গোড় ভেঙ্গে দিলেন।

5প্রভু আমার বিরুদ্ধে তিক্ততা ও সমস্যার পাহাড় তৈরী করলেন। তিনি আমার চারিদিকে তিক্ততার সমস্যাকে আনলেন।

6যারা দীর্ঘসময় থেকে মৃত তাদের মতো তিনি আমাকে অন্ধকারে বসিয়ে রাখলেন।

7তিনি আমাকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। তাই আমি বেরোতে পারলাম না। ভারী চেন দিয়ে তিনি আমাকে বেঁধে রাখলেন।

8এমনকি যখন আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করে কাঁদলাম প্রভু আমার সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি।

9তিনি ভাঙ্গা পাথর দিয়ে আমার বেরোনোর পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি ঐ পথকে আঁকাবাঁকা করে দিয়েছেন।

10প্রভু যেন আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত এক ভাল্লুক। তিনি যেন গুহায় লুকিয়ে থাকা এক সিংহ।

11প্রভু আমাকে আমার পথের বাইরে চালনা করলেন। তিনি আমাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ধ্বংস করলেন।

12তিনি তাঁর ধনুক প্রস্তুত করে রাখলেন। আমি
তাঁর তীরের লক্ষ্য বস্তু হলাম।
13আমার পাকস্থলীতে তিনি আঘাত করলেন। তিনি
তাঁর তূনীর থেকে একটি তীর ব্যবহার করে আমাকে
বিদ্ধ করলেন।
14লোকের কাছে আজ আমি উপহাসের পাত্র।
সারাদিন ধরে আমার সম্পর্কে গান গেয়ে গেয়ে তারা
আমায় উপহাস করে।
15এই বিষ (শাস্তি) প্রভুই আমায় পান করতে
দিয়েছেন। তিনি এই তিক্ত পানীয় দিয়ে আমায় পূর্ণ
করেছেন।
16তিনি আমায় কাঁকর খেতে বাধ্য করলেন। তিনি
আমায় নোংরায় ফেলে দিলেন।
17আমি ভাবলাম আর কখনও শান্তি পাবো না।
সমস্ত ভালো জিনিসের ভাবনা ভুললাম।
18নিজে নিজে বললাম, "প্রভুর সাহায্যের প্রত্যাশা
আর নেই।"
19আমার যন্ত্রণা এবং আমার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে
বেড়ানো মনে রাখবেন। যে শাস্তি আপনি আমায়
দিয়েছিলেন তা মনে রাখবেন।
20সব দুঃখ কষ্টের কথা আমার ভালোভাবেই মনে
আছে এবং আমি খুবই বিষণ্ণ।
21কিন্তু ঠিক তক্ষুনি, আমি অন্য কিছু ভাবি। যখন
আমি এরকম করে ভাবি, আমি কিছু আশা দেখতে
পাই। আমার ভাবনাগুলি হল এইরকম:
22প্রভুর করুণা ও ভালোবাসা অসীম। তাঁর দয়ার
কোন শেষ নেই।
23প্রতিটি প্রভাতে নতুন নতুনভাবে আপনি এটা
প্রদর্শন করেন! আপনি খুব নির্ভরযোগ্য এবং
বিশ্বস্ত!
24আমি মনে মনে বললাম, "আমি যা চাই তা হল,
প্রভু। তাঁর ওপর আমার আস্থা আছে।"
25যেসব লোকেরা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করে, প্রভু
তাদের প্রতি সদয় হন। প্রভুর কাছে যারা সাহায্য চায়
তাদের প্রতি প্রভু সদয়।
26নিজেকে রক্ষা করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হল
শান্তভাবে প্রভুর অপেক্ষায় থাকা।
27কোন ব্যক্তির পক্ষে ছোটবেলা থেকেই যোয়াল
বহন করা ভালো।
28প্রভু যখন তাঁর যোয়াল বা বাঁক কোন ব্যক্তির
ওপর রাখেন তখন শান্তভাবে একাকী তার বসে থাকা
উচিত।
29উদ্ধার পাবার আশায় তাকে তার মুখ আভূমি নত
করতে হবে।
30ওই লোকটির গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া উচিত।
ওই ব্যক্তির উচিত অন্যদের তাকে অপমান করতে
দেওয়া।
31ওই ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে প্রভু কাউকেই
চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন না।
32প্রভু যখন শাস্তি দেন তখন তিনি ক্ষমাও করেন।
এই ক্ষমা তাঁর গভীরে ভালবাসা আর করুণা থেকেই
আসে।
33প্রভু কাউকে শাস্তি দিতে চান না। লোকেরা
অশান্তিতে থাকুক এটাও তিনি চান না।
34প্রভু এইগুলি পছন্দ করেন না: তিনি দেশের সব
বন্দীদের তাঁর পায়ের তলায় পিষে ফেলতে চান না।
তিনি কাউকে পেষণ করতে চান না।
35একজন অন্যের প্রতি অন্যায় করুক এটা তিনি
কখনও চান না। কিন্তু কিছু মানুষ সবসময়ই পরাৎপরের
সামনে এরকম কাজ করে।
36একজন ব্যক্তি আর একজনকে আদালতে
প্রতারণা করুক এটা প্রভু একেবারে পছন্দ করেন না।
37কোন লোকেরই কিছু বলা এবং সেটা
ঘটানো উচিত নয় যতক্ষণ না প্রভু তা ঘটানোর আদেশ
দেন।
38পরাৎপর ভালো ও মন্দ দুইই ঘটাতে আজ্ঞা দেন।
39যখন কাউকে পাপের জন্য প্রভু শাস্তি দেন,
তখন সে জীবিত অবস্থায় অভিযোগ জানাতে পারে
না।
40এসো, আমরা কি করেছি তা সতর্কভাবে পরীক্ষা
করি। তারপর আমরা প্রভুতে আশ্রয় নেব।
41স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় এবং আমাদের হাত
উত্তোলন করা উচিৎ।
42এসো তাঁর উদ্দেশ্যে বলি, "আমরা পাপ করেছি
এবং আমরা অবাধ্য হয়েছিলাম। আপনি আমাদের ক্ষমা
করেননি।"
43আপনি আমাদের ক্রোধ দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন এবং
আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। কোনরকম ক্ষমা না করেই
হত্যা করেছেন!
44মেঘের আচরণে আপনি নিজেকে ঢেকেছেন। এর
কারণ, যাতে কোন প্রার্থনাই মেঘের মধ্যে দিয়ে যেতে
না পারে।
45অন্য জাতিদের কাছে আপনি আমাদের আবর্জনা
ও ময়লার মতো সৃষ্টি করেছেন।
46আমাদের সমস্ত শত্রুরা আমাদের ঠাট্টা করেছে।
47আমরা ভয় পেয়েছি। গভীর গর্তে পড়ে আমরা
দারুণ আঘাত পেয়েছি। আমাদের সব কিছু ভেঙ্গেছে।
48আমার চোখ বেয়ে জলের স্রোত নেমেছে! আমি
আমার লোকদের ধ্বংসের জন্য কেঁদেছি!
49-50যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রভু স্বর্গ থেকে নীচে দেখেন
ততক্ষণ অবিশ্রান্তভাবে আমার চোখের জল বয়ে যাবে!
51আমার দুটি চোখ আমায় বিমর্ষ করে তোলে যখন
আমি আমার শহরের ছোট ছোট মেয়েদের দুর্দশা দেখি।
52ওই মানুষগুলো অকারণে আমার শত্রু। আমার
শত্রুরা আমাকে বিনা কারণে পাখির মতো শিকার
করেছে।
53তারা আমায় গভীর গর্তে নিক্ষেপ করেছে। আমি
জীবিত আছি জেনেও আমার দিকে পাথর ছুঁড়ছে।
54জল আমার মাথা ছাপিয়ে গেল। আমি মনে মনে
বললাম, ''আমি শেষ।''

55প্রভু, আমি গর্তের তলা থেকে আপনাকে ডেকেছি। আপনার নাম ধরে চিৎকার করে ডেকেছি।
56আমার কণ্ঠস্বর শুনুন। আপনার কান বন্ধ করে রাখবেন না। আমাকে উদ্ধার করতে অস্বীকার করবেন না।
57আমি যখন আপনার কাছে মিনতি করব তখন আমারকাছেআসবেন!আমাকে বলবেন,"ভয় পেও না।"
58প্রভু আমার আবেদনটা বিচার করুন। আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দিন।
59প্রভু, আমার দুর্দশা দেখুন। আমায় ন্যায় পেতে সাহায্য করুন।
60আমার শত্রুরা কিভাবে আমাকে আঘাত করেছে তা দেখুন। আমার বিরুদ্ধে ওদের সমস্ত শয়তানি পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে আপনি অবহিত।
61প্রভু, ওরা কিভাবে আমাকে অপমান করেছে তা শুনুন। আমার বিরুদ্ধে ওদের সমস্ত শয়তানি পরিকল্পনার কথা শুনুন।
62শত্রুদের কথা এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনা সবসময়ই আমার বিরুদ্ধে।
63 যখন ওরা বসে কিংবা দাঁড়ায় তখনও আমায় নিয়ে ওরা কিভাবে মজা করে তাও দেখুন, প্রভু!
64প্রভু, ওরা যা করেছে তার জন্য ওদের প্রাপ্য শাস্তি দিন!
65ওদের হৃদয়কে অনমনীয় করে দিন! তারপর আপনার অভিশাপ ওদের উপর বর্ষণ করুন!
66ক্রোধে তাদের তাড়া করুন! আপনার আকাশের নীচে তাদের ধ্বংস করুন প্রভু!

জেরুশালেম আক্রমণের ভয়াবহতা

4 দেখো, সোনা কিভাবে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। দেখো, দামী সোনার কি পরিবর্তন। চারিদিকেই মন্দিরের পাথরগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তাদের রাস্তার প্রতিটি কোণে বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
2সিয়োনের লোকেরা খুব মূল্যবান ছিল। তারা একসময় সোনার মতোই মূল্যবান ছিল। শত্রুরা তাদের কুমোরদের তৈরী মাটির পাত্রের মত ব্যবহার করে।
3এমনকি শিয়ালও তার শাবকদের স্তন পান করায়। কিন্তু আমার লোকেরা খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। তারা মরুভূমিতে থাকা উট পাখীর মতো।
4তৃষ্ণায় ছোট্ট শিশুর জিভটা মুখে আটকে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা খাবার চাইছে। কিন্তু কেউই তাদের খাবার দেয় না।
5একসময় যারা খুব দামী দামী খাবার খেয়েছে, এখন তারাই খিদের জ্বালায় রাস্তায় মরছে। সুন্দর লাল পোশাক পরে যারা ক্রমশঃ বড় হয়েছে, তারাই এখন খাদ্যের সন্ধানে আবর্জনার স্তুপ ঘেঁটে ফিরছে।
6তাদের পাপ কার্য্যের জন্য আমার লোকেদের শাস্তি সদোমের পাপের কারণে শাস্তির চেয়েও বড় হয় গেছে। সদোম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল কারণ ঐ জায়গায় লোকেরা পাপী হয়ে উঠেছিল। সদোমকে হঠাৎ ধ্বংস করা হয়েছিল। কোন মানুষ ঐ ধ্বংসকার্য্য ঘটায়নি।
7সিয়োনের নেতারা বরফের চেয়েও পরিষ্কার ছিল। দুধের থেকেও সাদা। প্রবালের মত ছিল তাদের গায়ের রঙ। তাদের দাড়ি ছিল নীলকান্ত মণির মতো।
8কিন্তু এখন তাদের মুখ ঝুলের থেকেও কালো। রাস্তায় বের হলে কেউ তাদের চিনতে পর্যন্ত পারে না। তাদের চামড়াগুলি হাড়ের ওপর ঝুলছে এবং কাঠের মত শুকিয়ে গেছে।
9দুর্ভিক্ষে মরার চেয়ে তরবারির আঘাতে মরা ভাল। অনাহারে থাকা জনগণ ভীষণ অবসন্ন। তারা আহত। শস্যক্ষেত্র থেকে তারা কোন ফসল পায় নি তাই খাদ্যের অভাবে তারা মারা গিয়েছে।
10এমনকি, সমস্ত সুন্দরী মায়েরা তাদের সন্তানদেরই খাদ্যের মতো রান্না করেছে। ওই শিশুগুলি তাদের মায়েদের খাদ্য হয়ে উঠেছিল। আমার লোকেদের ধ্বংসের সময় এটা ঘটেছিল।
11প্রভু, তাঁর সমস্ত ক্রোধ ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্রোধের আগুন সিয়োনে নিক্ষেপ করেছেন। ওই আগুন সিয়োনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।
12পৃথিবীর রাজারা এই ঘটনার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। যা ঘটেছিল বিশ্বের মানুষরা তা বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে জেরুশালেম শহরের প্রধান ফটক দিয়ে শত্রুরা ঢুকতে সক্ষম হবে।
13কিন্তু এটাই ঘটেছে কারণ জেরুশালেমের ভাববাদীরা পাপ কাজ করেছে। এটা ঘটেছে কারণ জেরুশালেমের যাজকরা পাপ কাজ করেছে। ঐসব লোকেরা জেরুশালেম শহরে ভাল মানুষদের হত্যা করেছে।
14তারা অন্ধের মত শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। রক্তপাতে তারা নোংরা হয়েছে। তারা এতো নোংরা ছিল যে তাদের জামাকাপড়ও কেউ স্পর্শ করে নি।
15চলে যাও! তোমরা অশুচি। লোকেরা চিৎকার করে বলছিল, "দূর হয়ে যাও! দূর হয়ে যাও! আমাদের স্পর্শ কোরো না।" ঐ লোকেরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু কোন ঘরেই আশ্রয় পায়নি। অন্য দেশের লোকেরা বলেছে, "আমরা ওদের বাঁচতে দিতে চাই না।"
16প্রভু স্বয়ং ওদের ধ্বংস করেছেন। তিনি ওদের আর দেখাশোনা করতে পারছিলেন না। তিনি যাজকদের শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। তিনি যিহুদার বয়স্ক মানুষদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না।
17সাহায্য চেয়ে চেয়ে আমরা চোখ নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু কোন সাহায্য আসে নি। আমরা একটা জাতির খোঁজ করেছিলাম যারা আমাদের রক্ষা করতে পারবে। আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে নজর রেখেছিলাম কিন্তু কোন জাতিই আমাদের রক্ষা করতে আসেনি।

18শত্রুরা সবসময় আমাদের খুঁজে ফিরেছে। আমরা পথেঘাটে বেরোতে পর্যন্ত পারি নি। আমাদের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আমাদের সময় ফুরিয়ে গিয়ে শেষ সময় ঘনিয়ে এল।

19যে মানুষটা আমাদের তাড়া করেছিল তার গতিবেগ আকাশে উড়তে থাকা ঈগলের থেকেও বেশী। ওই লোকগুলো আমাদের ধরবার জন্য পাহাড়ে তাড়া করেছিল এবং আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করবার জন্য মরুভূমিতে লুকিয়ে থেকেছিল।

20রাজা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তিনি আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু সেই প্রিয় রাজাকেও ওরা ফাঁদে ফেলল। রাজাকে প্রভুই ফাঁদে অভিষিক্ত করেছিলেন। যে রাজার সম্বন্ধে বলতাম, "আমরা রাজার ছায়াতেই বাঁচব। তিনি অন্য জাতির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবেন।"

21ইদোমের জনগণ, সুখী হও। ইদোমের লোকেরা তোমরা যারা উসে থাকো, সুখী হও। কিন্তু মনে রেখো প্রভুর পানপাত্র তোমারও চারিদিক ঘিরে আসবে। যখন তুমি সেই পানপাত্রে চুমুক দেবে (শাস্তি পাবে), তখন তুমি মাতাল হবে। তুমি সেইসময় নিজেকে উলঙ্গ করে ফেলবে।

22সিয়োন, তোমার শাস্তি সম্পূর্ণ। তোমাকে আর বন্দী করে রাখা হবে না। কিন্তু ইদোমের জনগণ, প্রভু তোমাদের পাপের শাস্তি দেবেন। তিনি তোমাদের পাপের মুখোশ খুলে দেবেন।

প্রভুর কাছে প্রার্থনা

5 আমাদের কি ঘটেছে তা স্মরণ করুন প্রভু। দেখুন আমরা কতটা লজ্জিত।

2আগন্তুকরা এসে আমাদের মাতৃভূমি তছনছ করেছে। আমাদের ঘরবাড়ি বিদেশীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

3আমরা অনাথ হয়েছি। আমাদের পিতা নেই। মায়েদের বিধবার মতো অবস্থা।

4পানীয় জলও আমাদের কিনে খেতে হয়। যে কাঠ আমরা ব্যবহার করি তার জন্যও মূল্য দিতে হয়।

5যোয়ালটি কাঁধের ওপর নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের কোনও বিশ্রাম নেই। আমরা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

6মিশরের সঙ্গে আমরা একটি চুক্তি করেছি। যথেষ্ট পরিমাণে রুটি পাওয়ার জন্য অশূরদের সঙ্গেও আমরা একটা চুক্তি করেছি।

7আমাদের পূর্বপুরুষরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। কিন্তু তারা এখন মৃত। তাদের সেই পাপের শাস্তি এখনও আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে।

8দাসরাই এখন আমাদের শাসক। কেউই ওদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে নি।

9আমরা খাদ্যের জন্য জীবন দিই। মরুভূমি আমাদের মেরে ফেলে।

10আমাদের চামড়া উনুনের মতো গরমনুয়ে পড়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় প্রচণ্ড জ্বর এসেছে।

11শত্রুরা সিয়োনের মেয়েদের ধর্ষণ করেছে। তাদের কাছে যিহূদার কুমারী কন্যারাও আছে।

12শত্রুরা আমাদের রাজপুত্রদের ফাঁসি দিয়েছে। তারা প্রবীণদের সম্মান দেয় নি।

13শত্রুরা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে শস্য পেষাই করতে বাধ্য করেছে। তারা যুবকদের ভারী কাঠের গুঁড়ি বইতে জোর করেছে।

14শহরের প্রবেশদ্বরে প্রবীণরা আর বসে না। যুবকরা আর গান বাজনা করে না।

15আমাদের হৃদয়ে আর আনন্দ নেই। আমাদের নাচ অশ্রু জলে রূপান্তরিত হয়েছে।

16মাথা থেকে আমাদের মুকুট খুলে পড়ে গেছে। সমস্তকিছু ক্রমশঃ খারাপ হয়ে উঠেছে। এসব হচ্ছে আমাদের পাপের জন্যই।

17এসব কারণে আমরা চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের হৃদয়ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

18সিয়োন পর্বত এখন এক পরিত্যক্ত জায়গা। শিয়ালের অবাধ বিচরণভূমি।

19কিন্তু প্রভু আপনি চিরকাল রাজত্ব করেন। আপনার রাজকীয় সিংহাসন যুগযুগ ধরে অটুট থাকে।

20প্রভু! মনে হচ্ছে আপনি একেবারেই আমাদের ভুলে গিয়েছেন। মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময় আপনি আমাদের একাকী ফেলে দূরে আছেন।

21প্রভু, আমাদের আপনার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমরা আনন্দের সঙ্গে ফিরে আসতে চাই আপনার কাছে। আবার আগের মতো জীবনযাপন করতে চাই।

22আমাদের ওপর আপনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ। আপনি কি আমাদের সম্পূর্ণ বাতিল করেছেন।

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

1 1-3আমি যাজক বুষির পুত্র যিহিষ্কেল। আমি কবার
নদী তীরে বাবিলে নির্বাসনে ছিলাম। সে সময় আকাশ
খুলে গিয়েছিল এবং আমি ঈশ্বরীয় দর্শন পেয়েছিলাম।
এটা ছিল ত্রিশতম বছরের চতুর্থ মাসের পঞ্চম দিন।
যিহোয়াখীন রাজার রাজত্বের সময় নির্বাসনের পঞ্চম
বছরের ঐ মাসের পঞ্চম দিনে প্রভুর এই কথাগুলি
যিহিষ্কেলের কাছে এসেছিল। প্রভুর ক্ষমতাও ঐ জায়গায়
তার ওপর এল।

প্রভুর রথ– ঈশ্বরের সিংহাসন

4আমি (যিহিষ্কেল) দেখলাম উত্তর দিক থেকে একটা
বড় ঝড় আসছে। জোরালো বাতাসের সঙ্গে এক বড়
মেঘ, মেঘের মধ্যে থেকে আগুন ঝলসে উঠছিল। তার
চারদিকে আলো চমকাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল যেন উত্তপ্ত
ধাতু আগুনে জ্বলছে। 5মেঘের মধ্যে ছিল চারটি পশু
যাদের মানুষের মত রূপ। 6প্রত্যেক পশুর চারটি করে
মুখ ও চারটি করে ডানা ছিল। 7তাদের পাগুলো সোজা,
দেখতে যেন গরুর পায়ের মত। আর তা পালিশ করা
পিতলের মত চকচক করছিল। 8তাদের পাখার তলায়
মানুষের হাত ছিল। চারটি পশুর প্রত্যেকের চারটি করে
মুখ ও চারটি করে ডানা ছিল। ডানাগুলি পরস্পরের
সঙ্গে যুক্ত ছিল। 9যাবার সময় সেই পশুরা পিছন ফেরেনি।
তারা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

10প্রত্যেক পশুর চারটি করে মুখ ছিল। প্রত্যেকের
সামনের মুখটা ছিল মানুষের মুখের মত, ডানদিকের
মুখটা ছিল সিংহের মত, বাম দিকের মুখটা ছিল গরুর
মত, আর পিছনের মুখটা ঈগলের মত। 11পশুগুলির
ডানা তাদের উপর ছড়িয়ে ছিল। প্রত্যেক পশু অপর
পশুকে স্পর্শ করার জন্য দুটি করে ডানা বাড়িয়ে
রেখেছিল। আর অন্য দুটি ডানা দিয়ে নিজের দেহ
ঢেকে রেখেছিল। 12প্রত্যেক পশু যে দিকে দেখছে সেই
দিকেই যাচ্ছিল। আর বাতাস যে দিকে তাদের উড়িয়ে
নিয়ে যাচ্ছিল শুধু সেই দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু চলার
সময় তারা যে দিকে যেত সেই দিকে তাকাচ্ছিল না।
13পশুগুলো দেখতে একই রকম ছিল।

পশুদের মধ্যবর্তী স্থানটি দেখতে আগুনে জ্বলা
কয়লার আভার মত লাগছিল। এই ছোট ছোট মশালের
মত আগুনগুলো পশুদের মধ্য দিয়ে তাদের চারিদিকে
ঘুরছিল। আগুন উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল আর তার থেকে
বিদ্যুত চমকাচ্ছিল! 14সেই সব পশুরা সামনে পেছনে
বিদ্যুতের মত দৌড়চ্ছিল!

15-16আমি পশুদের দিকে তাকালাম এবং সেই সময়
আমি দেখলাম চারটি চাকা মাটি স্পর্শ করে রয়েছে।
প্রত্যেক পশুর একটি করে চাকা ছিল। প্রত্যেকটা চাকা
দেখতে একই রকম, দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বচ্ছ হলুদ
রঙের কোন অলঙ্কার থেকে তৈরী। দেখে মনে হচ্ছিল
যেন চাকার ভেতরে চাকা রয়েছে। 17চাকাগুলি যে কোনো
দিকে যাবার জন্য ঘুরতে পারত, কিন্তু চলবার সময়
চাকাগুলো তাদের দিক্ পরিবর্ত্তন করেনি। 18চাকার
ধারগুলো ছিল লম্বা এবং ভয়ঙ্কর! চার চাকার ধার ছিল
চোখে পূর্ণ।

19চাকাগুলি সবসময় পশুদের সঙ্গেই যাচ্ছিল। পশুরা
আকাশে গেলে চাকাগুলিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।
20বাতাস যেখানে তাদের নিয়ে যেতে চাইছিল তারা
সেখানেই যাচ্ছিল, আর চাকাগুলোও তাদের সঙ্গে
যাচ্ছিল। কারণ চাকার মধ্যে পশুগুলোর আত্মা ছিল।
21তাই পশুরা চললে চাকাগুলোও চলছিল, থামলে
চাকাগুলোও থামছিল। চাকাগুলো শূন্যে গেলে পশুরাও
তাদের সঙ্গে যাচ্ছিল। কারণ চাকাগুলির মধ্যেই বাতাস
ছিল। 22পশুগুলির মাথার ওপর খুব আশ্চর্য কোন একটা
জিনিস ছিল। সেটা ছিল ওল্টানো এক পাত্রের মত
কোন একটা জিনিষ আর সেই ওল্টানো পাত্র ছিল
স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। 23এই পাত্রের ঠিক নীচেই একটি
পশুর ডানাসমূহ পরবর্তী পশুকে স্পর্শ করার চেষ্টা
করছিল। দুটি ডানা একদিকে ছড়িয়ে থাকছিল আর
অন্য দুটি অন্যদিকে ছড়িয়ে দেহকে ঢেকে রেখেছিল।

24তারপর আমি ঐ ডানাগুলোর শব্দ শুনলাম।
প্রত্যেকবার ভ্রমণের সময় পশুদের ঐ ডানাগুলো খুব
জোরে শব্দ করত, যেন একটি বিশাল জলপ্রবাহ বয়ে
যাচ্ছে। তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শব্দের মতোই উচ্চ
ছিল। সেটা সৈন্যদলের আওয়াজের মত জোর ছিল।
আর চলা শেষ হলে পশুগুলো তাদের ডানাগুলো নামিয়ে
দিচ্ছিল।

25পশুরা চলা বন্ধ করে তাদের ডানাগুলো নামাল।
তারপর আরেকটি শব্দটি শোনা গেল; ঐ শব্দ তাদের
মাথার ওপরের পাত্র থেকে এসেছিল। 26সেই পাত্রের
ওপরে সিংহাসনের মত একটা কিছু যেন দেখা গেল।
আর তা ছিল নীলকান্ত মণির মত নীল। সেই সিংহাসনে
মানুষের মত একজনকে বসে থাকতে দেখা গেল!
27আমি তার কোমরের ওপরটা দেখতে পেলাম। তাকে
দেখতে যেন গরম ধাতুর মত, যেন তার চারিদিকে
আগুন! আর আমি তার কোমরের নীচেও তাকালাম,
দেখলাম তার চারিদিকে তাপযুক্ত আগুন। 28তার
চারিদিকের জাজ্বল্যমান আলো ছিল মেঘের মধ্যে একটি
ধনুর মত। যেটা প্রভুর মাহাত্ম্যের চিত্র। আমি তা দেখামাত্র

মাটিতে পড়ে প্রণাম করলাম। তারপর শুনলাম একটি
শব্দ আমায় কিছু বলছে।

2 সেই শব্দটি আমায় বলল, "মনুষ্যসন্তান,* উঠে
দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

2যে সময় তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন, তখন
আত্মা আমাতে প্রবেশ করে আমাকে আমার পায়ে ভর
দিয়ে দাঁড় করালো, তখন আমি তাঁকে আমার সঙ্গে
কথা বলতে শুনতে পেলাম। **3**তিনি আমায় বললেন,
"মনুষ্যসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েল পরিবারের কাছে
কথা বলতে পাঠাচ্ছি। ঐ লোকেরা বহুবার আমার
বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাদের পূর্বপুরুষেরাও আমার
বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা আমার বিরুদ্ধে বহুবার পাপ
করেছে। আর আজও আমার বিরুদ্ধে পাপ করে চলেছে।
4আমি তোমাকে ঐ লোকেদের কাছে কথা বলতে
পাঠাচ্ছি। ওরা খুব একগুঁয়ে কঠিন মনা। কিন্তু তুমি
অবশ্যই তাদের সঙ্গে কথা বল। বলবে, 'প্রভু আমাদের
সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন।' **5**তারা বিদ্রোহী, কিন্তু
তারা তোমার কথা শুনুক বা না শুনুক, তোমাকে অবশ্যই
ওদের কাছে ওগুলো বলতে হবে যাতে তারা জানতে
পারে যে তাদের মধ্যে একজন ভাববাদী বাস করছে।

6"মনুষ্যসন্তান, ঐসব লোকেদের ভয় পেও না। যদি
মনে হয় তুমি কাঁটাঝোপ, কাঁটা এবং কাঁকড়া বিছের
দ্বারা ঘিরে রয়েছ তাও তারা যা বলে তাতে ভয় পেও
না। এটা সত্যি যে তারা তোমার বিরুদ্ধে যাবে এবং
তোমায় আঘাত করতে চেষ্টা করবে। তারা তোমার
কাছে কাঁটার মতো মনে হবে। তোমার মনে হবে যেন
তুমি কাঁকড়া বিছের মধ্যে বাস করছ। কিন্তু তাদের
কথায় ভয় পেও না। তারা বিদ্রোহী। তাদের মুখ দেখে
ভয় পেও না। **7**আমি যা বলি তা তুমি অবশ্যই তাদের
বলবে। আমি জানি তারা তোমার কথা শুনবে না।
তারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করাও ছাড়বে না! কারণ
তারা বিদ্রোহী বংশ।

8"মনুষ্যসন্তান, আমি যা বলি তা অবশ্যই শোন। ঐ
বিদ্রোহীদের মত আমার বিরুদ্ধে উঠো না। তোমার
মুখ খোল এবং আমি যে বাক্য দিচ্ছি তা গ্রহণ কর,
তারপর তা লোকেদের বল। এই বাক্যগুলি ভোজন
কর।"

9এখন আমি (যিহিষ্কেল) দেখলাম একটা হাত
আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই হাতে একটা বাক্য
লেখা গোটানো পুঁথি ছিল। **10**আমি যাতে পড়তে পারি
তার জন্য ঐ হাতটি গোটানো পুঁথিটি খুলে ধরল। আমি
সামনে এবং পেছনের লেখা দেখলাম। তাতে ছিল বিভিন্ন
ধরণের দুঃখের গান, দুঃখের গল্প ও সাবধান বাণীসমূহ।

3 ঈশ্বর আমায় বললেন, "মনুষ্যসন্তান, যা দেখছ খাও।
এই গোটানো পুঁথি ভোজন কর, এবং এই সমস্ত
কথা ইস্রায়েল পরিবারকে গিয়ে বল।"

2তাই আমি আমার মুখ খুললাম এবং তিনি সেই
গোটানো পুঁথিটি আমার মুখে দিলেন। **3**তখন ঈশ্বর
বললেন, "মনুষ্যসন্তান, আমি তোমায় এই গোটানো
পুঁথি দিচ্ছি। এটা গিলে ফেল! এই গোটানো পুঁথি
তোমার উদর পূর্ণ করুক।"

তাই আমি সেই গোটানো পুঁথি খেয়ে ফেললাম
আর তার স্বাদ আমার মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগল।

4তখন ঈশ্বর আমায় বললেন, "মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েল
পরিবারের কাছে যাও। তাদের কাছে আমার বাক্য বল।
5আমি তোমাকে এমন বিদেশীদের কাছে পাঠাচ্ছি না
যাদের তুমি বুঝবে না। তোমাকে আরেকটা ভাষা শিখতে
হবে না। আমি তোমাকে ইস্রায়েল পরিবারের কাছে
পাঠাচ্ছি! **6**আমি তোমাকে বিভিন্ন দেশ বিদেশে পাঠাচ্ছি
না যাদের ভাষা তুমি বুঝবে না। তুমি ঐসব লোকের
কাছে গিয়ে কথা বললে তারা তোমার কথা শুনত।
কিন্তু তোমায় ঐসব কঠিন ভাষা শিখতে হবে না। **7**না!
আমি তোমায় ইস্রায়েল পরিবারের কাছে পাঠাচ্ছি।
কেবল এইসব লোকের মন কঠিন, তারা বড় একগুঁয়ে।
আর ইস্রায়েলের লোকেরা তোমার কথা শুনতে অস্বীকার
করবে। তারা আমার কথাও শুনতে চায় না। **8**কিন্তু
আমি তোমাকে তাদের মতোই একগুঁয়ে করব। তোমার
কপাল তাদের কপালের চেয়েও দৃঢ় করব! **9**হীরক
চক্মকি পাথরের চেয়েও দৃঢ়। সেইভাবেই তাদের চেয়ে
তোমার কপাল দৃঢ় হবে। তুমি আরো একগুঁয়ে হবে
আর তাই ঐ লোকেদের ভয় করবে না। সবসময় আমার
বিরুদ্ধাচরণকারী ঐ লোকেদের তুমি ভয় করবে না।"

10তখন ঈশ্বর আমায় বললেন, "মনুষ্যসন্তান, আমার
প্রতিটি কথা তোমার শোনা উচিত, আর সেগুলো মনে
রাখা উচিত। **11**নির্বাসনে রয়েছে এমন লোকেদের কাছে
যাও। তাদের কাছে গিয়ে বল, 'আমাদের প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বলেন।' তারা শুনুক বা না শুনুক, তুমি তাদের
এই কথাগুলো বলবে।"

12তারপর বাতাস আমায় ওপরে উঠিয়ে দিল আর
আমি আমার পেছনে একটা স্বর শুনতে পেলাম। সেটা
ছিল বজ্রের মত জোরালো। শব্দটি বলল, "যেখানে
ওটি ছিল সেই জায়গা থেকে উঠে আসা প্রভুর
মহিমা।"* **13**তারপর পশুরা সেই ডানা ঝাপটাতে লাগল
আর তারা পরস্পরের গায়ে লাগলে ভীষণ শব্দ হল।
আর তাদের সামনের চাকাগুলোও জোরে শব্দ করতে
শুরু করল– তা বজ্রের মত জোরালো। **14**আত্মা আমায়
তুলে নিয়ে গেল। আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করলে খুব
দুঃখিত ও আত্মায় উদ্বিগ্ন হলাম। কিন্তু আমি আমার
মধ্যে প্রভুর শক্তি অনুভব করলাম। **15**আমি ইস্রায়েলের
সেই লোকেদের কাছে গেলাম যাদের কবার নদীর ধারে
তেল আবিবে বাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমি
গিয়ে তাদের মাঝে সাত দিন ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে
রইলাম।

16সাত দিন পর প্রভু আমায় বললেন, **17**"মনুষ্যসন্তান,
আমি তোমাকে ইস্রায়েলের প্রহরী নিযুক্ত করছি। আমি

মনুষ্যসন্তান এটি সাধারণতঃ "একটি ব্যক্তি" অথবা "একটি মানুষ" বোঝাতে ব্যবহৃত হোত। কিন্তু এখানে এটি একটি মানুষ যিহিষ্কেলের উপাধি।

যেখানে ... মহিমা অথবা "বলা হয়েছে; তাঁর পবিত্র স্থান থেকে প্রভুর মহিমা ধন্য।"

তোমাকে যা কিছু বলব, তুমি সেই সম্বন্ধে ইস্রায়েলীয়দের
সাবধান করে দেবে। 18যদি আমি বলি, ‘এই মন্দ লোকটি
মারা যাবে!’ তখন তুমি অবশ্যই তাকে সাবধান কোরো!
তুমি তাকে অবশ্যই বলবে তার জীবনধারা পরিবর্ত্তন
করতে ও মন্দ কাজ আর না করতে। সেই ব্যক্তিকে
সাবধান না করলে সে মারা যাবে বটে কিন্তু তার মৃত্যুর
জন্য আমি তোমাকে দায়ী করব! কারণ তুমি তার প্রাণ
বাঁচাতে তার কাছে যাওনি।

19“হতে পারে তুমি কোন ব্যক্তিকে তার জীবন
পরিবর্ত্তন ও পাপ হতে বিরত হবার কথা বললেও সে
সেই সাবধান বাণী শুনতে অস্বীকার করল; সেক্ষেত্রে
সেই ব্যক্তি মারা যাবে। সে পাপ করেছে বলেই মারা
যাবে কিন্তু তুমি তাকে সাবধান করেছিলে বলে নিজের
প্রাণ বাঁচাবে।

20“একজন ভালো লোক যদি আর ভালো হতে না
চায়, আর আমি যদি তার সামনে এমন একটি বিঘ্ন
রাখি যে সে মারা যাবে তাহলে সে মারা যাবে কারণ
সে পাপ কাজ করেছিল এবং তুমি তার মৃত্যুর জন্য
দায়ী হবে কারণ তুমি তাকে সাবধান করোনি এবং সে
যে সকল ভাল কাজ করেছিল তা আর স্মরণ করা
হবে না। 21কিন্তু তুমি যদি সেই ভালো লোকটিকে পাপ
কাজ থেকে বিরত হতে বল এবং সে যদি আর পাপ
না করে তবে সে মরবে না। কারণ তুমি তাকে সাবধান
করলে সে তোমার কথায় কান দিয়েছিল। এইভাবে
তুমি তোমার প্রাণ বাঁচালে।”

22প্রভুর পরাক্রম আমার কাছে এলে তিনি আমায়
বললেন, “ওঠো, সেই উপত্যকায় যাও। আমি সেই
জায়গায় তোমার সঙ্গে কথা বলব।”

23তাই আমি উঠে সেই উপত্যকায় গেলাম। প্রভুর
মহিমা সেখানে ছিল– যেমনটি আমি কবার নদীর ধারে
দেখেছিলাম। তাই আমি মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম
করলাম। 24কিন্তু একটি বাতাস এসে আমার পায়ে ভর
দিয়ে দাঁড় করালেন। তিনি আমায় বললেন, “যাও বাড়ি
গিয়ে নিজেকে ঘরে তালাবন্ধ কর। 25মনুষ্যসন্তান, লোকে
দড়ি নিয়ে এসে তোমাকে বাঁধবে। তারা তোমাকে
লোকেদের মধ্যে যেতে দেবে না। 26আমি তোমার জিভ
তোমার তালুতে আটকে দেব, তুমি কথা বলতে পারবে
না। তাই, এই লোকেরা যে ভুল করছে সে সম্বন্ধে
তাদের শিক্ষা দেবার জন্য কেউ থাকবে না। কারণ ঐ
লোকেরা সর্বদাই আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। 27কিন্তু আমি
তোমার সঙ্গে কথা বলব আর তোমাকে কথা বলতে
দেব। কিন্তু তুমি অবশ্যই তাদের বলবে, ‘প্রভু আমাদের
সদাপ্রভু এইসব কথা বলেন,’ যদি কেউ শুনতে চায়
ভালো; যদি কেউ না শুনতে চায় তাও ভালো। কারণ
ঐ লোকেরা সবসময় আমার বিরুদ্ধে যায়।

4 “মনুষ্যসন্তান, একটি ইঁট নাও আর তার ওপর আঁচড়
কেটে জেরুশালেম শহরের একটা ছবি আঁকো।
2তারপর এমন অভিনয় কর যেন তুমি একটি শহর
দখলকারী সৈন্যদল। শহরের প্রাচীরগুলোর ওপর উঠে
যাতে শত্রু সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করতে পারে তার
জন্য স্তম্ভসমূহ এবং একটি জাঙ্গাল তৈরী কর। প্রাচীর
ভেদক যন্ত্র নিয়ে এস এবং শহরের চারিধারে সৈন্য
শিবির বসাও। 3তারপর একটা চ্যাপ্টা লোহার চাটু নিয়ে
এস এবং সেটাকে তোমার এবং শহরের মাঝখানে রাখো।
সেটা তোমার ও শহরের মধ্যে একটা লোহার প্রাচীরের
মত হোক। এইভাবে তুমি দেখাবে যে তুমি ঐ শহরের
বিরুদ্ধে। তুমি সেই শহর ঘিরে তা আক্রমণ করবে।
কারণ তা হবে ইস্রায়েল পরিবারের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

4“তারপর বাম পাশ ফিরে শুয়েপড়। তুমি এমন
আচরণ করবে যাতে দেখাবে যে ইস্রায়েলের পাপ তোমার
ঘাড়ে। সেই দোষ তুমি ততদিন ধরেই বইবে যতদিন
বামপাশ ফিরে শুয়ে থাকবে। 5তুমি অবশ্যই 390 দিন
ধরে ইস্রায়েল জাতির দোষ বইবে। এইভাবে আমি
তোমায় বলছি কত দিন ধরে যিহুদা শাস্তি পাবে; এক
দিন এক বছরের সমান। 6সেই সময়ের পর তুমি 40
দিন ধরে ডানপাশ ফিরে শুয়ে থাকবে। এই সময় তুমি
যিহুদার পাপ 40 দিন ধরে বইবে। একদিন এক বছরের
সমান। আমি বলছি যিহুদা কতকাল শাস্তি ভোগ করবে।”

7ঈশ্বর আবার বললেন, “এখন, তোমার হাতের
আস্তিন গোটাও এবং ইটটার উপর তোমার হাত ওঠাও।
অভিনয় কর যেন তুমি জেরুশালেম শহর আক্রমণ
করছ। শহরটির বিরুদ্ধে ভাববানী কর। 8এখন দেখ
আমি দড়ি দিয়ে তোমাকে বাঁধছি। তুমি এক দিক থেকে
অন্য দিকে গড়িয়ে যেতে পারবে না, যে পর্যন্ত না
শহরের বিরুদ্ধে তোমার আক্রমণ শেষ হয়।”

9ঈশ্বর আরও বললেন, “তুমি অবশ্যই কিছু শস্য
নিয়ে এসে রুটি তৈরী কর। গম, বার্লি, বীন, মসুর, ভুট্টা
ও কাজু এইসব কিছু কিছু পরিমাণ নাও। এই সমস্ত
একটি পাত্রে নিয়ে মেশাও, তারপর তা গুঁড়ো করে তা
দিয়ে আটা তৈরী করে রুটি বানাও। তুমি 390 দিন
ধরে কেবল সেই রুটি খাবে। 10প্রতিদিন কেবল 1 পোয়া
ময়দা নিয়ে রুটি বানাবে। সারাদিন ধরে মাঝে মাঝে
সেই রুটি খেও। 11আর প্রত্যেকদিন কেবল 3 পেয়ালা
জল পান করো। সময়ে সময়ে সমস্ত দিন ধরেই তা
খেতে পার। 12প্রতিদিন, নিজের রুটি তৈরী করবে।
কিছু মানুষের মল নিয়ে তা আগুনে পুড়িও। তারপর
সেটা যখন পুড়ছে তখন রুটিটা সেঁকো। যেখানে লোকেরা
তোমাকে দেখতে পাবে সেখানে রুটিটা খাবে।” 13তারপর
প্রভু বললেন, “এটা বোঝাবে যে ইস্রায়েল পরিবার
বিদেশে অশুচি রুটি খাবে। আমি তাদের ইস্রায়েল ত্যাগ
করে সেইসব দেশে বাস করতে বাধ্য করেছি!

14তখন আমি বললাম, “হায়, প্রভু আমার সদাপ্রভু,
আমি কখনও অশুচি খাবার খাইনি। রোগে মারা গেছে
এমন কোন পশু বা বন্য পশুতে মেরে ফেলেছে এমন
কোন পশুও আমি কখনও খাইনি। আমি শিশুকাল
থেকে আজ পর্যন্ত কখনও অশুচি মাংস খাইনি। কখনই
ঐসব মন্দ মাংস আমার মুখে প্রবেশ করেনি।”

15তখন ঈশ্বর আমায় বললেন, “ঠিক আছে! রুটি
পাক করার জন্য গোবরের ঘুঁটে ব্যবহার করো। মানুষের
মল ব্যবহার করার দরকার নেই।”

16তারপর ঈশ্বর আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, আমি
জেরুশালেমের রুটির যোগান নষ্ট করছি। লোকে অল্প
পরিমান রুটিই আহার করার জন্য পাবে। তারা তাদের
খাদ্যের যোগান সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হবে। আর পান করার
জলও অল্প থাকবে। আর জল পান করার সময় তারা
ভীষণ ভীত হবে। 17কারণ লোকেদের আহার ও পান
করার জন্য যথেষ্ট খাবার ও জল থাকবে না। লোকেরা
একে অপরের দিকে শুধু তাকাবে কারণ তারা জানে না
কি করতে হবে। তারা একে অপরকে তাদের পাপের
জন্য ক্ষীণ হতে দেখবে।”

5 1-2“হে মনুষ্যসন্তান, একটি ধারালো তরবারি নেবে
এবং তা নাপিতের ক্ষুরের মত ব্যবহার করবে।
তোমার মাথার চুল ও দাড়ি কামিয়ে সেইটা একটি
ওজন পাত্রে ওজন করবে। তোমার চুল সমান তিনভাগে
ভাগ কর। তারপর তোমার শহর দখল করা সম্পূর্ণ
হলে তোমার চুলের এক তৃতীয়াংশ ‘শহরে’ পুড়িয়ে
ফেল। এর অর্থ হল, কিছু লোক শহরের মধ্যে মারা
যাবে। তারপর তরবারি ব্যবহার করে চুলের অন্য এক
তৃতীয়াংশকে শহরের বাইরে কাটবে। এর অর্থ হল,
কিছু লোক শহরের বাইরে মারা যাবে। তারপর এক
তৃতীয়াংশ চুল বাতাসে ছুঁড়ে দাও– যাতে বাতাস তা বহু
দূরে নিয়ে যায়। এতে বোঝাবে যে আমি আমার তরবারি
বের করে কিছু লোককে খুব দূরের শহর পর্যন্ত তাড়া
করে নিয়ে যাবো। 3কিন্তু তুমি তার মধ্যে অবশ্যই কিছু
চুল নিয়ে তোমার পোশাকের ভাঁজে রেখে দেবে। এতে
বোঝাবে যে আমি আমার কিছু লোককে পরিত্রাণ করব।
4তুমি অবশ্যই আরও কিছু চুল নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে
দেবে। এর অর্থ হবে যে একটা আগুন উৎপন্ন হয়ে তা
ইস্রায়েলীয় পরিবারসমূহকে ধ্বংস করে দেবে। 5তারপর
প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বললেন, “ইটটি
জেরুশালেমের চিত্র। আমি জেরুশালেমকে অন্য জাতির
মধ্যে রেখেছি, আর তার চারিদিকে অন্য জাতিসমূহ
রয়েছে। 6জেরুশালেমের লোকেরা আমার আজ্ঞার
বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে
অধিক মন্দ! তারা তাদের চারধারের দেশের যে কোন
লোকের চেয়ে আমার দেওয়া বিধি অনেক বেশী করে
লঙ্ঘন করেছে। তারা আমার আজ্ঞা শুনতে অস্বীকার
করেছে। তারা আমার বিধিগুলি পালন করেনি!”

7তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বললেন, “তোমরা
আমাকে মান্য করনি। তোমাদের চারধারে বসবাসকারী
লোকেদের চেয়েও তোমরা আমার আজ্ঞা অনেক বেশী
অমান্য করেছ এবং তারা যেসব জিনিস মন্দ বলে
বিবেচনা করে তাও করেছ।” 8তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু
বলেন, “আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে! আর ঐ লোকেদের
চোখের সামনে আমি তোমাদের শাস্তি দেব। 9আমি
তোমাদের প্রতি এমন কাণ্ড ঘটাব যা আগে ঘটাই নি
আর পরেও ঘটাব না! কেন? কারণ তোমরা বহু ভয়ঙ্কর
কাজ করেছ। 10জেরুশালেমের লোকেরা এত ক্ষুধার্ত্ত
হবে যে পিতামাতা তাদের নিজেদের সন্তানদের এবং
সন্তানেরা তাদের পিতামাতাদের মাংস খাবে। আমি
তোমাদের বহুভাবে শাস্তি দেব। আর অবশিষ্ট যারা
বেঁচে থাকবে, তাদের আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব।”

11প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “জেরুশালেম, আমার
প্রাণের দিব্য দিয়ে বলছি যে আমি তোমায় শাস্তি দেব!
আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমায় শাস্তি দেব! কেন?
কারণ তুমি আমার পবিত্র স্থানের প্রতি ভয়ঙ্কর কাজ
করেছ। তুমি এমন ভয়ঙ্কর কাজ করেছ যাতে তা ময়লা
হয়ে গেছে! আমি তোমায় শাস্তি দেব, দয়া করব না।
দুঃখ বোধ করব না! 12শহরের মধ্যে মহামারী এবং
দুর্ভিক্ষে তোমার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যাবে।
শহরের বাইরে এক-তৃতীয়াংশ লোক যুদ্ধে মারা যাবে।
তারপর আমি আমার তরবারি বের করে বাকী এক
তৃতীয়াংশকে দূর দেশ পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যাব।
13কেবল তারপরই আমার প্রজাদের প্রতি আমার ক্রোধ
ক্ষান্ত হবে। তারা আমার প্রতি যে মন্দ কাজ করেছে
তার জন্যই যে তারা শাস্তি পেয়েছে সেটা আমি জানাব।
আর তারাও জানবে যে আমিই প্রভু, এবং তাদের
প্রতি আমার গভীর ভালোবাসার জন্যই আমি তাদের
কাছে কথা বলেছিলাম!”

14ঈশ্বর বললেন, “জেরুশালেম, আমি তোমায় ধ্বংস
করব– তোমায় ইঁট পাথরের ঢিবি ছাড়া অন্য কিছু বলে
মনে হবে না। তোমার চারপাশের লোকেরা তোমাকে
নিয়ে ঠাট্টা করবে। যারাই তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে
যাবে তারাই তোমাকে নিয়ে মজা করবে। 15তোমার
চারধারের লোক তোমাকে নিয়ে মজা করলেও তাদের
কাছে তুমি এক শিক্ষা স্বরূপ হবে। তারা দেখবে যে
আমি ক্রোধে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি। আমি অত্যন্ত
ক্রোধ করেছিলাম। সাবধানও করেছিলাম। আমিই প্রভু
জানিয়েছিলাম আমি কি করব! 16তোমায় বলেছিলাম
যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ পাঠাব। বলেছিলাম এমন বিষয়
পাঠাব যা তোমায় ধ্বংস করবে। আমি তোমায়
বলেছিলাম যে তোমার খাবারের যোগান শেষ করে
দেব আর সেই দুর্ভিক্ষ সময়ে সময়ে আসবে। 17আমি
তোমাকে বলেছিলাম যে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষুধা ও বন্য
জন্তুদের পাঠাব যা তোমার শিশুদের হত্যা করবে।
আমি বলেছিলাম শহরের সর্বত্র রোগ এবং মৃত্যু বিরাজ
করবে। আমি বলেছিলাম শত্রুসেনাকে তোমার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করতে আসতে। আমি প্রভুই তোমাকে বলেছিলাম
যে এইসব ঘটবে।”

6 তারপর প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এল।
2তিনি বললেন, “মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের
পর্বতগুলির দিকে ফের। আমার জন্য তাদের কাছে
ভাববাণী বল।” 3ঐসব পর্বতগুলিকে এই কথাগুলি বল:

‘ইস্রায়েলের পর্বত আমার প্রভু ও সদাপ্রভুর কাছ
থেকে এই বার্তা শোন! প্রভু আমার সদাপ্রভু পাহাড়,
পর্বত ও উপত্যকাগুলিকে এইসব কথা বলেন। দেখ!
আমিই (ঈশ্বর) তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শত্রু
আনছি। আমি তোমার উচ্চ স্থানগুলি ধ্বংস করব!
4তোমার বেদীগুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেব।
তোমার ধূপধূনোর বেদী গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। আর

তোমার নোংরা মূর্ত্তিগুলোর সামনে আমি তোমার
মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলব। **5**ইস্রায়েলের লোকেদের
মৃতদেহগুলিও আমি নোংরা মূর্ত্তিগুলোর সামনে ছুঁড়ে
দেব। আমি তোমার হাড়গুলি বেদীর চারধারে ছড়িয়ে
দেব। **6**যেখানেই তোমার লোকেরা বাস করবে সেখানেই
অমঙ্গল ঘটবে। তাদের শহরগুলি পাথরের ঢিবিতে
পরিণত হবে। তাদের উচ্চ স্থানগুলো ধ্বংস করা হবে।
যেন ঐসব পূজার স্থানগুলি আর কখনও ব্যবহার করা
না হয়। ঐ বেদীগুলি ধ্বংস করা হবে আর লোকেরা
কখনও ঐ নোংরা মূর্ত্তিগুলোর পূজো করবে না।
ধূপধূনোর বেদীগুলোও গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। যা কিছু
তোমরা গড়েছিলে তার সবই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা
হবে। **7**তোমার লোকেদের হত্যা করা হবে এবং তখন
তুমি জানবে যে আমিই প্রভু!’”

8ঈশ্বর বললেন, “কিন্তু আমি তোমার কিছু লোককে
পালাতে দেব। তারা অল্প কালের জন্য অন্য দেশে বাস
করবে। আমি তাদের ছড়িয়ে দেব এবং অন্য দেশে বাস
করতে বাধ্য করব। **9**তারপর ঐ অবশিষ্টদের বন্দী করে
নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের অন্য দেশে বাস করতে বাধ্য
করা হবে। কিন্তু ঐ অবশিষ্টেরা আমায় স্মরণ করবে।
আমি তাদের আত্মা ভগ্ন করব। তারা যে মন্দ কাজ
করেছিল তার জন্য নিজেদেরই ঘৃণা করবে। অতীতে
তারা আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, আমায়
ত্যাগ করেছিল। তারা নোংরা মূর্ত্তির পেছনে দৌড়েছিল।
তারা এমন স্ত্রীর মত ব্যবহার করেছিল যে নিজের
স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষের পেছনে দৌড়ায়।
তারা বহু ভয়ঙ্কর কাজ করেছে। **10**কিন্তু তারা জানবে
যে আমিই প্রভু। তারা এও জানবে যে যদি আমি বলি
কিছু করব তবে তা করেই থাকি। তারা জানবে তাদের
প্রতি যেসব অমঙ্গল ঘটেছে তার সব আমিই
ঘটিয়েছিলাম।”

11তারপর প্রভু, আমার সদাপ্রভু আমায় বললেন,
“হাততালি দাও ও পা দাপাও। ইস্রায়েলের লোকেরা
যেসব ভয়ানক কাজগুলি করেছে তার বিরুদ্ধে কথা
বল। তাদের সাবধান করে বল যে রোগে, তরবারির
দ্বারা এবং ক্ষুধায় তারা মারা যাবে। তাদের বল যে
তারা যুদ্ধেও মারা যাবে। **12**দূরের লোকেরা রোগে মারা
যাবে। কাছের লোকেরা তরবারির আঘাতে মারা যাবে
এবং তারপর যারা বেঁচে থাকবে তারা ক্ষুধায় মারা
যাবে। কেবল তখনই আমার ক্রোধ প্রশমিত হবে।

13আর কেবল তখনই তোমরা জানবে যে আমিই
প্রভু। তোমরা এটা তখনই জানবে যখন দেখবে
তোমাদের দেহগুলি নোংরা প্রতিমাগুলির সামনে ও
তার বেদীর চারধারে পড়ে আছে। তোমাদের প্রতিটি
পূজা স্থানের কাছেই এবং প্রত্যেক পর্বত পাহাড়ের
নীচে সবুজ বৃক্ষের তলায় ও সপত্র ওক বৃক্ষের তলায়
ঐ দেহগুলি পাওয়া যাবে। ঐ সমস্ত জায়গায় তোমরা
তোমাদের সুগন্ধি নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলে। ঐসব
তোমাদের নোংরা মূর্ত্তিগুলোর জন্য সুগন্ধস্বরূপ ছিল।
14কিন্তু আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার হাত ওঠাব
এবং তোমাকে ও তোমার লোকেদের শাস্তি দেব, তা
তারা যেখানেই থাকুক না কেন। আমি তোমার দেশ
ধ্বংস করব আর তা দিব্লা মরুভূমির থেকেও শূন্য
হবে। তখন তারা জানবে যে আমিই প্রভু!”

7 তারপর প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। **2**তিনি
বললেন, “এখন, মনুষ্যসন্তান, প্রভু আমার সদাপ্রভুর
কাছ থেকে এই বার্তা এসেছে। এই বার্তাটি ইস্রায়েল
দেশের জন্য।

শেষ কাল, শেষ সময় আসছে, সমস্ত দেশ ধ্বংস
হয়ে যাবে।

3তোমার শেষ দশা এবার আসছে! আমি দেখাব
যে আমি তোমার ওপর কত ক্রুদ্ধ। তুমি যেসব মন্দ
কাজ করেছ তার জন্য আমি তোমায় শাস্তি দেব। তুমি
যেসব জঘন্য কাজ করেছ তার জন্য আমি তোমায়
তার মূল্য দিতে বাধ্য করব।

4আমি তোমার প্রতি কোন দয়া দেখাব না। আমি
তোমার জন্য দুঃখ অনুভব করব না। তুমি যেসব মন্দ
কাজ করেছ তার জন্য আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি।
তুমি এমন জঘন্য কাজগুলি করেছ। এখন, তুমি জানবে
যে আমিই প্রভু।”

5প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐ কথাগুলি বলেছিলেন।
“একের পর এক অমঙ্গল ঘটবে! **6**শেষকাল আসছে
আর তা খুব শীঘ্রই আসবে! **7**তোমরা যারা ইস্রায়েলে
বাস করছ তোমাদের অন্তিমকাল আসছে। শাস্তির সেই
দিন খুব শীঘ্রই ঘনিয়ে আসছে। পর্বতের ওপর কোলাহল
ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। **8**এখন খুব শীঘ্রই আমি
দেখাব যে আমি কত ক্রুদ্ধ। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
আমার সমস্ত ক্রোধ প্রকাশ করব। তোমাদের সমস্ত
মন্দ কাজের জন্য আমি তোমাদের শাস্তি দেব। তোমরা
যে সমস্ত ঘৃণিত কাজ করেছিলে তার জন্য তোমাদের
আমি শাস্তি দেব। **9**আমি তোমাদের প্রতি কোন দয়া
দেখাব না। তোমাদের জন্য দুঃখিত হব না। তোমরা
যেসব মন্দ কাজ করেছ তার জন্য আমি তোমাদের
শাস্তি দিচ্ছি। তোমরা এমন সমস্ত ঘৃণিত কাজ করেছ।
এখন, জানবে যে আমিই প্রভু।

10“শাস্তির ঐ সময়, যেমন করে উদ্ভিদের
অঙ্কুরোদগম, মুকুলায়ন ও কুসুম প্রস্ফুটিত হয়,
সেইরকমভাবে এসেছে। ঈশ্বর সঙ্কেত দিয়েছেন, শত্রু
তৈরী, গর্বিত রাজা নবূখদ্নিৎসর প্রস্তুত। **11**সেই লোক
ঐসব মন্দ লোকেদের শাস্তি দেবার জন্য তৈরী।
ইস্রায়েলে অনেক লোকই রয়েছে কিন্তু সে তাদের
একজনও নয়। সে ঐ জনতার ভীড়ের কেউ নয়। সে
ঐ লোকদের কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতাও নয়।

12“শাস্তির সেই সময় এসেছে। সেই দিন এখানে
লোকে যারা জিনিস কেনাকাটা করে তারা আনন্দিত
হবে না, আর যারা জিনিস বেচে তারাও বেচতে খারাপ
বোধ করবে না। কারণ সেই ভয়ানক শাস্তি সবার প্রতিই
ঘটবে। **13**লোকে যারা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করেছিল
তারা আর তার কাছে ফিরে যাবে না। এমনকি যদি

কেউ জীবিত ও পালিয়ে যায় তাও সে নিজের সম্পত্তির কাছে ফিরে যাবে না। কারণ এই দর্শন সমস্ত জনতার জন্য। তাই যদি কোন ব্যক্তি জীবিত পালায় তাতে অন্যেরা ভাল বোধ করবে না।

14“তারা লোকেদের সাবধান করতে শিঙা বাজাবে। লোকেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে যাবে না। কারণ আমি সমস্ত জনতাকে দেখাব আমি কত ক্রুদ্ধ। 15শত্রু তার তরবারি নিয়ে শহরের বাইরে রয়েছে। রোগ ও ক্ষুধা শহরের মধ্যে। যদি কোন লোক থেকে যায় তবে এক শত্রুসেনা তাকে হত্যা করবে। যদি সে শহরে থাকে তবে ক্ষুধা ও রোগ তাকে ধ্বংস করবে।

16“কিন্তু কিছু লোক পালাবে। ঐ অবশিষ্টরা পাহাড়ে দৌড়ে যাবে। কিন্তু তারা সুখী হবে না তাদের পাপের জন্য দুঃখ বোধ করবে। তারা ঘুঘুর মত গোঙাবে।
17লোকে তাদের হাত তুলতে ক্লান্ত ও দুঃখ বোধ করবে। তাদের পা জলের মত শিথিল মনে হবে। 18তারা শোকবস্ত্র পরবে এবং ভয়ে আচ্ছন্ন হবে। তুমি তাদের মুখে লজ্জা দেখতে পাবে। তারা তাদের শোক ব্যক্ত করতে মাথা কামাবে। 19তারা তাদের রূপো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবে। তাদের সোনাগুলিকে* নোংরা বস্তার মত জ্ঞান করবে। কারণ প্রভু ক্রোধান্বিত হলে ঐসব জিনিস তাদের রক্ষা করতে পারবে না। ঐসব জিনিস আর কিছুই না কেবল লোককে পাপে ফেলার ফাঁদ। ঐসব জিনিস লোকদের প্রাণ তৃপ্ত করবে না অথবা তাদের পেটও ভরাতে পারবে না।

20“ঐ লোকেরা তাদের সুন্দর অলঙ্কার ব্যবহার করে প্রতিমা গড়েছিল। তারা ঐ প্রতিমার বিষয়ে গর্ব করেছিল। তারা তাদের ভয়ঙ্কর প্রতিমা গড়েছিল, ঐসব নোংরা জিনিস বানিয়েছিল। তাই আমি (ঈশ্বর) তাদের নোংরা বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলব। 21আমি আগন্তুক লোকেদেরও তাদের ধনসম্পদ নিয়ে যেতে দেব। ঐ আগন্তুকরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা করবে। ঐ দুষ্ট লোকেরা তাদের সোনা ও রূপো নিয়ে চলে যাবে। 22আমি তাদের থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নেব, তাদের দিকে তাকাব না। ঐ আগন্তুকরা আমার মন্দির ধ্বংস করবে, তারা পবিত্র গৃহের গোপনস্থানে ঢুকে তা অশুচি করবে।

23“বন্দীদের জন্য শেকল তৈরী কর! কারণ হত্যা করার জন্য এবং অন্যায়ের অপরাধে বহু লোককে শাস্তি দেওয়া হবে। 24এই কারণে আমি অন্য জাতির মন্দ লোকেদের নিয়ে আসব। আর ঐ মন্দ লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত বাড়িঘর অধিকার করবে। আমি বলবান সমস্ত লোকেদের গর্ব চূর্ণ করব। অন্য জাতির ঐ লোকেরা তোমাদের পূজার সমস্ত স্থান অধিকার করবে।

25“তোমরা ভয়ে কাঁপবে। তোমরা শান্তির অন্বেষণ করবে কিন্তু শান্তি পাবে না। 26তোমরা একটার পর একটা দুঃখের ঘটনা শুনবে। তোমরা দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবে না। তোমরা ভাববাদীর খোঁজ করবে এবং তার কাছে দর্শন চাইবে, কিন্তু পাবে না। যাজকেরা তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুই খুঁজে পাবে না। প্রবীণেরাও শিক্ষা দেবার জন্য কোন ভাল উপদেশ খুঁজে পাবে না। 27তোমাদের রাজা মৃত লোকেদের জন্য কাঁদবে। নেতারা শোকবস্ত্র পরবে। সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হবে। কেন? কারণ তারা যা করেছে তার জন্য তাদের পরিশোধ করতে আমি বাধ্য করব। তাদের শাস্তি আমি ঠিক করব। আর আমি তাদের শাস্তি দেব। তাহলে ঐ লোকেরা জানবে যে আমিই প্রভু।”

8 একদিন আমি (যিহিষ্কেল) আমার বাড়িতে বসেছিলাম এবং যিহূদার প্রবীণেরা আমার সামনে বসেছিল। এটা ছিল নির্বাসনের ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনের কথা। হঠাৎ আমার প্রভু সদাপ্রভুর শক্তি আমার ওপর এল। 2আমি আগুনের মত কিছু একটা দেখলাম। দেখে মনে হল যেন কোন মানুষের দেহ। কোমরের নীচ থেকে আগুনের মত। কোমরের উপর থেকে তিনি আগুনে রাখা উত্তপ্ত ধাতুর মত উজ্জ্বলভাবে চমকাচ্ছিলেন। 3তারপর আমি হাতের মত কিছু একটা দেখলাম। সেই হাত বেরিয়ে এসে আমার মাথার চুল টেনে আমায় ধরল। তারপর বাতাস আমায় শূন্যে তুলে নিল এবং তিনি আমাকে জেরুশালেমে ঈশ্বরীয় দর্শনে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে অভ্যন্তরের ফটক, অর্থাৎ উত্তর দিকের ফটকের কাছে নিয়ে গেলেন। যে মূর্ত্তি ঈশ্বরকে ঈর্ষান্বিত করে তা সেই ফটকে রয়েছে। 4কিন্তু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা সেখানে ছিল। সমস্থলীতে কবার নদীর ধারে দর্শনে আমি যেমন দেখেছিলাম, এই মহিমা সেই রকমই দেখতে ছিল।

5ঈশ্বর আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, সোজা উত্তর দিকে দেখ!” তাই আমি উত্তর দিকে তাকালাম। আর সেখানে বেদীর উত্তর দিকের দরজায় সেই মূর্ত্তি ছিল যা ঈশ্বরকে ঈর্ষান্বিত করে।

6তখন ঈশ্বর আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের লোকেরা যে ভয়ানক কাজ করছে তা কি তুমি দেখছ? তারা আমার পবিত্র স্থানের ঠিক পাশেই* ঐ জিনিসটা গড়েছে। আর তুমি আমার সঙ্গে এলে এর থেকেও আরও ভয়ানক ঘৃণিত জিনিষ দেখতে পাবে।”

7তাই আমি প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ পথ দিয়ে গেলাম আর দেওয়ালে এক গর্ত দেখতে পেলাম। 8ঈশ্বর আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, দেওয়ালে একটা গর্ত তৈরী কর।” তাই আমি দেওয়ালে একটা গর্ত তৈরী করলাম। আর সেখানে আমি একটা দরজা দেখতে পেলাম।

9তখন ঈশ্বর আমায় বললেন, “যাও, লোকেরা এখানে যেসব মন্দ ও ভয়ঙ্কর ঘৃণিত কাজ করছে তা দেখ।”

রূপো ... সোনা এটা সোনা ও রূপোর তৈরী অপদার্থ মূর্ত্তিগুলিকে বোঝাতে পারে।

পবিত্র ... পাশেই অথবা “আমাকে আমার পবিত্র স্থান থেকে তাড়াবার জন্য।”

10তাই আমি ভেতরে গিয়ে তাকালাম আর দেখলাম
বিভিন্ন ধরণের সরীসৃপ ও জন্তুদের মূর্ত্তি যাদের কথা
চিন্তা করতেও ঘৃণা জন্মে সেই সবগুলো এবং
ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত মূর্ত্তিগুলি দেখলাম। সব
দেওয়ালেই ঐসব পশুদের ছবি খোদাই করা ছিল।
11তারপর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে শাফনের
পুত্র যাসনিয় ও ইস্রায়েলের আরো 70 জন প্রবীণ সে
স্থানে লোকেদের সঙ্গে পূজা করছিল। তারা লোকেদের
সামনেই দাঁড়িয়েছিল। আর প্রত্যেক নেতার কাছে ছিল
তার নিজের ধূপদানী। জ্বলা ধূপের ধোঁয়ার সেই সুগন্ধ
উপরে উঠছিল। 12তখন ঈশ্বর আমায় বললেন,
“মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের নেতারা অন্ধকারে কি করে
তা কি তুমি দেখেছ? প্রত্যেক জনের তার নিজের মূর্ত্তি
পূজার জন্য আলাদা কক্ষ রয়েছে। ঐ লোকেরা নিজেদের
মধ্যে বলাবলি করে, ‘প্রভু আমাদের দেখতে পাবেন
না। প্রভু এই দেশ ত্যাগ করে গেছেন।’” 13তখন ঈশ্বর
আমায় বললেন, “এরপরও তুমি এইসব লোকেদের
আরও কত ঘৃণিত কাজ দেখতে পাবে!”
14তখন ঈশ্বর আমাকে প্রভুর মন্দিরের প্রবেশ পথের
দিকে নিয়ে চললেন। এই দরজাটি উত্তর দিকে অবস্থিত
ছিল। সেখানে আমি মহিলাদের বসে বসে কাঁদতে
দেখলাম। তারা তম্মুষের মূর্ত্তির জন্য শোক করছিল!
15ঈশ্বর আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, তুমি কি
এইসব ভয়ঙ্কর বিষয়গুলি দেখছ? আমার সঙ্গে এলে
এর চেয়ে আরও খারাপ বিষয় দেখবে!” 16তারপর
তিনি আমাকে প্রভুর মন্দিরের ভিতরের প্রাঙ্গণে নিয়ে
গেলেন। সেখানে, আমি 25 জন লোককে উপুড় হয়ে
পূজা করতে দেখলাম। তারা ছিল মন্দিরে ঢোকবার
জায়গাটাতে। কিন্তু তারা ভুল দিকে মুখ ফিরে ছিল!
পূর্বদিকে উদিত সূর্য্যের উপাসনা করবার সময় তাদের
পশ্চাদ্দেশ আমার মন্দিরের দিকে ফেরানো ছিল।
17তখন ঈশ্বর বললেন, “মনুষ্যসন্তান, তুমি কি এসব
দেখতে পাচ্ছো? তারা এই সমস্ত নোংরা জিনিষ এখানে
করছে এটা কি ভালো? এই শহর হিংসাত্মক ঘটনায়
পূর্ণ। আর আমাকে বিরক্ত করে তুলতে তারা সর্বদাই
ব্যস্ত। দেখ, ওরা আমায় অশ্লীল ইঙ্গিত করছে। 18আমি
তাদের আমার ক্রোধ কি তা দেখাব। তাদের প্রতি দয়া
করব না। তারা আমার কাছে আর্তনাদ করবে কিন্তু
আমি শুনতে অস্বীকার করব!”
9 তখন আমি শুনতে পেলাম যে, যে নেতারা শহরকে
শাস্তি দেবার দায়িত্বে ছিল, ঈশ্বর তাদের ডাকছেন।
প্রত্যেক নেতার হাতে ছিল তার নিজস্ব মারণাস্ত্র।
2তারপর আমি উচ্চতর ফটক থেকে ছয়জনকে হাঁটতে
দেখলাম। এই ফটকটি ছিল উত্তরমুখী। প্রত্যেকের হাতে
ছিল তার নিজস্ব মারাত্মক অস্ত্র। একজন মানুষের
পরনে ছিল মসিনার কাপড়। তার কোমরে গোঁজা ছিল
একটি লেখনী ও কালির একটি দোয়াত। ঐ লোকেরা
মন্দিরের পিতলের বেদীর কাছে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল।
3তারপর ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা করূব দূতগণের
মধ্য থেকে উঠে এল। সেখানেই তিনি ছিলেন। তারপর
সেই গৌরব পরাক্রম মন্দিরের দরজা পর্যন্ত গেল।
চৌকাঠের কাছে গিয়েই তিনি থামলেন। তারপর প্রভুর
মহিমা মসিনা কাপড় পরা এবং লেখনী ও দোয়াত
কোমরে বাঁধা লোকটিকে ডাকলেন।
4তখন প্রভু (মহিমা) তাকে বললেন, “জেরুশালেম
শহরের মধ্য দিয়ে যাও। সেইসব লোক যারা শহরের
লোকেদের ভয়ঙ্কর কাজকর্মের জন্য দুঃখ করে এবং
মনমরা তাদের প্রত্যেকের কপালে দাগ দাও।”
5-6তারপর আমি শুনলাম ঈশ্বর অন্য বাকী লোকেদের
বলছেন, “আমি চাই তোমরা প্রথম মানুষটিকে অনুসরণ
কর। যে সব ব্যক্তির কপালে চিহ্ন নেই তাদের তোমরা
অবশ্যই হত্যা করো। তারা প্রবীণ হোক, যুবক বা যুবতী,
শিশু বা মায়েরা হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কোন
রকম দয়া দেখিও না। কোন ব্যক্তির জন্য দুঃখ বোধ
করো না। এখানে আমার মন্দির থেকেই শুরু কর।”
তাই তারা মন্দিরের সামনে যে প্রবীণরা ছিল তাদের
দিয়েই শুরু করল।
7ঈশ্বর তাদের বললেন, “এই মন্দির অশুচি কর।
এর প্রাঙ্গন মৃতদেহ দিয়ে পূর্ণ কর! এখনই যাও!”
তাই তারা গিয়ে শহরের লোকেদের হত্যা করল।
8এই লোকেরা যখন শহরে গিয়ে লোক হত্যা করছিল
সে সময় আমি সেখানেই ছিলাম। আমি মাটিতে উপুড়
হয়ে পড়ে কেঁদে বললাম, “হে প্রভু, আমার সদাপ্রভু,
জেরুশালেমের প্রতি তোমার ক্রোধ প্রকাশ করতে কি
তুমি ইস্রায়েলের অবশিষ্ট সবাইকেই হত্যা করবে?”
9ঈশ্বর আমাকে বললেন, “ইস্রায়েল ও যিহূদা
পরিবার বহু জঘন্য পাপ কাজ করেছে। দেশের সর্বত্র,
লোকেদের হত্যা করা হয়েছে। আর শহর অপরাধে পূর্ণ
হয়ে গেছে! কেন? কারণ লোকেরা নিজেদের মধ্যেই
বলাবলি করে, ‘প্রভু এই শহর ত্যাগ করেছেন এবং
চলে গেছেন। তাই আমরা কি করছি তা তিনি দেখতে
পাবেন না।’ 10আর আমিও কোন দয়া দেখাব না। এই
লোকেদের জন্য আমি অনুশোচনাও করব না। তারা
নিজেরাই নিজেদের ওপর ওসব এনেছে। আমি কেবল
ঐ লোকেদের তাদের পাওনা শাস্তি দিচ্ছি।”
11তারপর সেই মসিনা কাপড় পরা আর লেখনী ও
কালির দোয়াত কোমরে বাঁধা লোকটা বললেন, “আপনি
যা আজ্ঞা করেছেন তা আমি করেছি।”
10 তারপর আমি করূব দূতদের মাথার ওপরের
পাত্রের দিকে তাকালাম। পাত্রটিকে নীলকান্ত
মণির মত পরিষ্কার নীল দেখাচ্ছিল। আর সেই পাত্রের
ওপরে সিংহাসনের মত কিছু একটা দেখতে পেলাম।
2তখন যে ব্যক্তিটি সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি মসিনা
কাপড় পরা মানুষটিকে বললেন, “করূব দূতের নীচে
যে চাকাগুলি রয়েছে তার মধ্যে ঢুকে যাও। করূব দূতেদের
মাঝখান থেকে মুঠো করে জ্বলন্ত কয়লা তুলে নিয়ে
তা জেরুশালেম শহরের উপর ছুঁড়ে দাও।”
মানুষটি আমায় অতিক্রম করে গেলেন। 3মানুষটি
যখন তাদের দিকে হেঁটে গেলেন সে সময় করূবদূতগণ
মন্দিরের দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। মেঘে ভিতরের

প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করল। 4তারপর প্রভুর মহিমা মন্দিরের
দরজার চৌকাঠের কাছে স্থিত করূব দূতেদের মধ্যে
থেকে উঠে এল। আর ঐ মেঘ মন্দির পূর্ণ করল আর
প্রভুর গৌরবের উজ্জ্বল আলো সমস্ত প্রাঙ্গণ পূর্ণ করল।
5করূব দূতেদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ এমনকি
একেবারে বাইরের প্রাঙ্গনেও শোনা যেতে লাগল। সেই
শব্দের প্রচণ্ড আওয়াজ– যেমন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
বজ্রের রবে কথা বলেন।

6ঈশ্বর, সেই মসিনা কাপড় পরা লোকটিকে এক
আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন চাকাগুলির মধ্যে
করূব দূতদের মাঝখানে গিয়ে কিছু গরম কয়লা নিয়ে
আসতে। তাই লোকটি সেখানে গিয়ে চাকার পাশে
দাঁড়ালেন। 7করূব দূতদের একজন হাত বাড়িয়ে তাদের
মধ্যের অঞ্চল থেকে উত্তপ্ত কয়লা তুলে নিলেন। তারপর
তা সে মানুষটির হাতে ঢেলে দিলেন। আর মানুষটি
স্থান ত্যাগ করলেন। 8(করূব দূতটির ডানার তলায়
মানুষের হাতের মতোই দেখতে কিছু ছিল।)

9তারপর আমি সেখানে চারটি চাকা দেখতে পেলাম।
প্রতিটি করূব দূতের পাশে একটি করে চাকা।
চাকাগুলিকে স্বচ্ছ হলুদ রঙের বৈদুর্য্যমণির মতো
দেখাচ্ছিল। 10চারটি চাকা ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই
এক রূপ। দেখে মনে হচ্ছিল যেন চাকার মধ্যে চাকা
রয়েছে। 11তারা গমন করার সময় যে কোন দিকে যেতে
পারত। কিন্তু গমন করার সময় করূব দূতেরা মুখ
ঘোরাত না। তাদের মাথা যে দিকে মুখ করে থাকত
সেই দিকেই যেত। চলার সময় পাশে ফিরত না। 12তাদের
দেহের সর্বত্র চোখে পূর্ণ। তাদের পিঠে, হাতে, ডানায়
ও চাকায় চোখে পূর্ণ। হ্যাঁ, চার চাকাও চোখে পূর্ণ ছিল!
13আমি শুনলাম সেই চাকাগুলিকে কেউ চীৎকার করে
বলল, “ঘূর্ণ্যমান চাকা।”

14-15প্রত্যেক করূব দূতের চারটি করে মুখ ছিল।
প্রথম মুখটি করূবের মুখ। দ্বিতীয়টি মানুষের মুখ।
তৃতীয়টি সিংহের মুখ, আর চতুর্থটি ঈগলের মুখ। তখন
আমি বুঝলাম দর্শনে যে পশুদের আমি কবার নদীর
ধারে দেখেছিলাম তা করূব দূত ছিল!

তারপর সেই করূব দূতেরা আকাশে উঠল। 16আর
চাকাগুলিও তাদের সঙ্গে উঠল। যখন সেই করূব দূতগুলি
ডানা তুলে বাতাসে উড়ল তখন চাকাগুলি পাশেও ঘুরাত
না। 17করূব দূতেরা আকাশে উড়লে চাকাগুলিও তার
সঙ্গে যেত। করূব দূতেরা স্থির হয়ে দাঁড়ালে চাকাগুলিও
স্থির হত। কারণ ঐ চাকাগুলিতে সেই প্রাণীদের আত্মা
ছিল।

18তারপর প্রভুর মহিমা মন্দিরের চৌকাঠ থেকে
উঠে এসে করূব দূতেদের উপরে অবস্থান করল। 19করূব
দূতেরা ডানা তুলে আকাশে উড়ে গেল। আমি তাদের
মন্দির ত্যাগ করে চলে যেতে দেখলাম। চাকাগুলিও
তাদের সঙ্গে গেল। তারপর তারা প্রভুর মন্দিরের
পূর্বদিকের দরজায় এসে থামল। ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
মহিমা শূন্যে তাদের উপরে ছিল। 20তখন আমি কবার
নদীর ধারে দেখা দর্শনের সেই পশুদের কথা স্মরণ
করলাম; যারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমার নীচে ছিল।
আর বুঝতে পারলাম যে তারা করূব দূত ছিল। 21অর্থাৎ
প্রত্যেক পশুর চারটি করে মুখ, চারটি ডানা আর ডানার
তলায় মানুষের হাতের মত দেখতে হাত ছিল। 22করূব
দূতগুলির মুখগুলি ছিল দর্শনে কবার নদীর ধারে দেখা
চারটি পশুর মুখের মত। আর তারা যে দিকে যেত
সোজা সেই দিকেই তাকাত।

11 তারপর আত্মা আমাকে প্রভুর মন্দিরের
পূর্বদিকের দরজায় বয়ে নিয়ে গেল। এই দরজার
মুখ পূর্বদিকে যেদিকে সূর্য ওঠে সেই দরজার মুখে
আমি 25 জন পুরুষ দেখতে পেলাম। অসূরের পুত্র
যাসনিয় এইসব লোকদের সঙ্গে ছিল। বনায়ের পুত্র
প্লটিয় সেখানে ছিল। এই দুইজন ছিল লোকেদের অধ্যক্ষ।

2তখন ঈশ্বর আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, এরাই
সেই লোকেরা যারা এই শহরের মধ্যে মন্দ
পরিকল্পনাগুলি করছে। তারা সব সময়েই লোকেদের
মন্দ কাজ করতে বলে।

3এই লোকেরা বলে, ‘আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের
বাড়ীঘর বানাব। আমরা হলাম রান্নার হাঁড়ির ভেতর
মাংসের মতন।’ 4তাই তুমি অবশ্যই আমার হয়ে
লোকেদের কাছে বলবে। মনুষ্যসন্তান, যাও লোকেদের
কাছে গিয়ে ভাববাণী কর।”

5তখন প্রভুর আত্মা আমার কাছে এল। তিনি আমায়
বললেন, “তাদের বল প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন:
ইস্রায়েলের গৃহ, তুমি বড় বড় পরিকল্পনা করছ। কিন্তু
আমি জানি তুমি কি চিন্তা করছ। 6এই শহরে তুমি
অনেক লোক হত্যা করেছ। শহরের রাস্তা মৃতদেহে
ভরিয়ে দিয়েছ। 7এখন প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বলছেন, ‘ঐ মৃতদেহরা মাংস আর শহরটা পাত্র। কিন্তু
নবূখদ্‌নিৎসর তোমাদের এর মধ্যে থেকে বের করে
আনা হবে! 8তোমরা তরবারির ভয়ে ভীত। কিন্তু আমি
আর কারো নয়, শুধু তোমার বিরুদ্ধেই তরবারিটি
আনছি।”’ প্রভু, আমাদের সদাপ্রভু এই কথাগুলি
বলেছেন।

9ঈশ্বর আরও বললেন, “আমি তোমাদের শহরের
বাইরে নিয়ে যাব। আর বিদেশীদের হাতে তুলে দেব।
আমি তোমাদের শাস্তি দেব!” 10তোমরা তরবারির ঘায়ে
মারা যাবে। আমি এই ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের
শাস্তি দেব, যেন তোমরা জান যে আমিই তোমাদের
শাস্তি দিচ্ছি, আমিই প্রভু। 11হ্যাঁ, এই জায়গা রান্নার
পাত্র হয়ে উঠবে না। আর তোমরা তার মধ্যে পাক
করা মাংস হবে না। আমি এই ইস্রায়েলের সীমাতেই
তোমাদের শাস্তি দেব। 12তখন তোমরা জানবে যে
আমিই প্রভু। আমার আজ্ঞা তোমরা লঙ্ঘন করেছিলে।
তোমরা আমার পথ অনুসরণ করনি। পরিবর্তে, তোমরা
তোমাদের চারদিকের জাতিদের পথই অনুসরণ
করেছিলে!”

13আমি যেই ঈশ্বরের কথা বলা শেষ করলাম, বনায়ের
পুত্র প্লটিয় মারা গেল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।
উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে জোরে কেঁদে উঠে

আমি বললাম, “হে প্রভু, আমার সদাপ্রভু, আপনি কি অবশিষ্ট ইস্রায়েলীয়দের সবাইকেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবেন?”

14কিন্তু তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন, 15“মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের পরিবারগুলি অর্থাৎ তোমার ভায়েদের, যারা ইস্রায়েল দেশটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তাদের স্মরণ কর। কিন্তু এখন জেরুশালেমের অধিবাসীরা বলছে, ‘প্রভুর কাছ থেকে তারা বহু দূরে চলে গিয়েছিল। এই দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল– এটা আমাদেরই!’

16“তাই ঐ লোকেদের এই বিষয়গুলি বল: প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, ‘এটা সত্য যে আমি আমার প্রজাদের দূরের দেশে যেতে বাধ্য করেছিলাম। আমিই তাদের বহু দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য ঐসব দেশে আমিই তাদের মন্দির হব। 17কিন্তু তুমি ঐসব লোকেদের অবশ্যই বলবে যে প্রভু আমার সদাপ্রভু তাদের ফিরিয়ে আনবেন। আমি তোমাদের বহু জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি তোমাদের আবার এক জায়গায় সংগ্রহ করব এবং ঐসব জাতির মধ্যে থেকে ফিরিয়ে আনব। ইস্রায়েলের ভূমি আবার তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব! 18আর আমার প্রজারা ফিরে এলে তারা এখানে এখন যেসব ভয়ঙ্কর নোংরা মূর্ত্তি রয়েছে সে সব ধ্বংস করবে। 19আমি তাদের একত্র করব। আমি তাদের নতুন আত্মা দেব। আমি তাদের পাথরের হৃদয় সরিয়ে সেখানে প্রকৃত হৃদয় স্থাপন করব। 20তখন তারা আমার বিধিগুলি পালন করবে। তারা আমার আজ্ঞাগুলি পালন করবে। আমি তাদের যা বলব তারা তাই করবে। তারা প্রকৃতই আমার লোক হবে, আর আমি তাদের ঈশ্বর হব।”’

21তখন ঈশ্বর বললেন, “কিন্তু এখন তাদের মন অধিকার করে আছে ঐসব ভয়ঙ্কর নোংরা মূর্ত্তিরা। আর ঐ লোকেরা যে মন্দ কাজ করেছে তার জন্য অবশ্যই আমি তাদের শাস্তি দেব।” প্রভু আমার সদাপ্রভুই ঐসব কথা বলেছেন। 22তারপর করূব দূতেরা তাদের ডানা ওঠাল আর আকাশে উড়ে গেল। চাকাগুলিও তাদের সঙ্গে গেল। আর ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা তাদের ওপরে ছিল। 23পরে প্রভুর মহিমা নগরের মাঝখান থেকে উঠে গিয়ে নগরের পূর্বদিকে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে থেমে গেল। 24তারপর আত্মাটি আমায় তুলে নিয়ে আবার বাবিলনে সেই সব লোকেদের কাছে, যারা ইস্রায়েল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে ফিরিয়ে আনল। আমি ঐসব ঈশ্বরীয় দর্শনে দেখলাম। তারপর যাকে আমি আমার দর্শনে দেখেছিলাম তিনি শূন্যে উঠে চলে গেলেন। 25তখন আমি নির্বাসনে যারা ছিলেন তাদের কাছে প্রভু আমায় যা যা দেখিয়েছিলেন তা বললাম।

12 তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন, 2“মনুষ্যসন্তান, তুমি বিদ্রোহীদের মধ্যে বাস করছ! তারা সবসময়ই আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। আমি তাদের প্রতি যা করেছি তা দেখার চোখ তাদের রয়েছে, কিন্তু তারা সেসব দেখবে না। আমি তাদের যা বলেছি তা শোনবার কান তাদের রয়েছে কিন্তু তারা আমার আদেশ শুনবে না। কারণ তারা বিদ্রোহী। 3তাই, মনুষ্যসন্তান, তোমার জিনিসপত্র গোটাও। এমন অভিনয় কর যেন তুমি বহুদূর দেশে যাচ্ছ। দেখ, লোকে যেন তোমাকে তা করতে দেখে। হয়ত তারা তোমায় দেখবে কিন্তু তারা বিদ্রোহী।

4“দিনের বেলায় তোমার জিনিসপত্র বাইরে বের করে এনো যাতে লোকে দেখতে পায়। তারপর বিকেলে এমন অভিনয় কর যেন নির্বাসিত হয়ে বহুদূর দেশে চলে যাচ্ছ। 5লোকেরা যখন দেখছে সে সময় দেওয়ালে একটা গর্ত কর আর সেই গর্ত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাও। 6রাতে সেই জিনিসপত্র কাঁধে করে চলে যাও। মুখ ঢেকে ফেল যাতে দেশটি দেখতে না পাও। কারণ আমি তোমাকে ইস্রায়েল পরিবারের কাছে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করছি।”

7তাই আমাকে যেরকম আজ্ঞা করা হয়েছিল আমি সেই মত কাজ করলাম। দিনের সময় আমি আমার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে এমন অভিনয় করলাম যেন বহুদূরের দেশে চলে যাচ্ছি। সেই সন্ধ্যায় আমি হাত দিয়ে দেওয়ালে একটা গর্ত করলাম। রাতের বেলায় আমি জিনিসপত্র ঘাড়ে করে স্থান ত্যাগ করলাম। আমি সব লোকের সামনেই তা করলাম।

8পরের দিন সকালে প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন, 9“মনুষ্যসন্তান, তুমি কি করছ তা কি ঐ বিদ্রোহী ইস্রায়েল সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করেছে! 10তাদের বল যে প্রভু, তাদের সদাপ্রভু এই সব কথা বলেছেন। এই বার্তাটি জেরুশালেমের নেতাদের জন্য এবং ইস্রায়েলে বাসকারী সমস্ত লোকেদের জন্য। 11তাদের বল, ‘আমি তোমাদের সকলের সামনে এক উদাহরণস্বরূপ। আমি যা করেছি তা সত্যিই তোমাদের প্রতি ঘটবে। বন্দী হিসাবে সত্যিই তোমাদের দূর দেশে যেতে বাধ্য করা হবে। 12তোমাদের নেতা তার কাঁধে তার তল্পিগুলো রাখবে। সে রাতের বেলায় দেওয়ালে একটি গর্ত করে পালিয়ে যাবে। সে তার মুখ ঢাকবে যাতে লোকে তাকে চিনতে না পারে। সে চোখে দেখতে পাবে না সে কোথায় যাচ্ছে। 13আমি তাকে ধরব। সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে। আর আমি তাকে বাবিলে কল্‌দীয়দের দেশে নিয়ে আসব। শত্রুরা তার চোখ দুটো উপড়ে নেবে। তাই সে দেখতে পাবে না কোথায় চলেছে। সে বাবিলে মারা যাবে। 14আমি রাজার লোকেদের ইস্রায়েলের চারধারের অন্যান্য দেশগুলিতে থাকতে বাধ্য করব। আমি তার সৈন্যদের বাতাসে ছড়িয়ে দেব আর শত্রু সেনারা তাদের পেছনে ধাওয়া করবে। 15তখন লোকে জানবে যে আমিই প্রভু। তারা জানবে যে আমিই তাদের অন্য দেশে যেতে বাধ্য করেছিলাম।

16“কিন্তু তবুও আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে জীবিত রাখব। কেউ কেউ প্লেগের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিছুলোক অনাহারে মারা যাবে না। কেউ বা আবার যুদ্ধে বেঁচে যাবে। আমি তাদের বাঁচাব যাতে তারা অন্যদের বলতে পারে তারা আমার বিরুদ্ধে কি

ভয়ঙ্কর কাজ করেছিল। আর শুধুমাত্র তখনই তারা
জানবে যে আমিই প্রভু।”
17তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
18“মনুষ্যসন্তান, এমন অভিনয় কর যেন তুমি ভীষণ
ভীত। তোমার খাদ্য আহার করার সময় ভয়ে কাঁপবে
এবং উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত অবস্থায় জল পান করবে।”
19তুমি সাধারণ লোকেদের এসব অবশ্যই বলবে। বলবে,
‘প্রভু আমাদের সদাপ্রভু জেরুশালেমে ও ইস্রায়েলের
অন্যান্য অংশে বাসকারী লোকেদের বলেছেন। তোমরা
তোমাদের খাদ্য ভোজন করার সময় খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
থাকবে। জল পান করার সময় ভীত হবে। কারণ তোমার
দেশের সব কিছুই ধ্বংস করা হবে। সেখানে বসবাসকারী
সবার প্রতিই শত্রুরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হবে। 20তোমাদের
শহরে এখন অনেকেই বাস করে, কিন্তু ঐসব শহর
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের সমস্ত দেশকেই ধ্বংস করা
হবে। তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।”
21তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
22“মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলে লোকে কেন এই ছড়াটি বলে:

দুর্দশা আসবে না চট করে,
দর্শনগুলো ফলবে না রে।

23“ঐ লোকেদের বলো যে প্রভু তাদের ঈশ্বর তাদের
ছড়াটি থামিয়ে দেবেন। ইস্রায়েল সম্বন্ধে আর তারা
ওসব বলবে না, কিন্তু এখন এই ছড়াটি আবৃত্তি করবে:

দুর্দশা আসবে শীঘ্রই।
দর্শনগুলো সব ফলবে ওরে।

24“সত্যি সত্যিই ইস্রায়েলে আর কোন মিথ্যা দর্শন
থাকবে না। আর কোন জাদুকর থাকবে না, যারা মিথ্যা
করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলে। 25কারণ আমিই প্রভু আমি
যা বলতে চাই তা বলব, আর তাই ঘটবে। আর আমি
সময় দীর্ঘ হতে দেব না। ঐসব দুর্ভোগ খুব শীঘ্রই
আসছে তোমাদের জীবনকালেই। ওহে বিদ্রোহী বংশ
আমি যখন কিছু বলি, তা ঘটে।” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই সব কথা বলেন।
26তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন:
27“মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের লোকেরা মনে করে যে
সব দর্শন আমি তোমায় দিচ্ছি তা সুদূর ভবিষ্যতের।
তারা মনে করে তুমি এমন বিষয়ে কথা বলছ যা এখন
থেকে বহু বছর পরে ঘটবে। 28তাই তুমি অবশ্যই তাদের
এইসব কথা বলবে, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন: আমি
আর দেরী করব না। যদি আমি কিছু ঘটবে বলে বলি
তবে তা ঘটবেই!’” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা
বলেছেন।

13 তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি
বললেন, 2“মনুষ্যসন্তান, তুমি আমার হয়ে
ইস্রায়েলের ভাববাদীদের অবশ্য এই কথা বলবে। এইসব
ভাববাদীরা প্রকৃতপক্ষে আমার হয়ে কথা বলে না।
এইসব ভাববাদীরা নিজেরা যা বলতে চায় তাই-ই বলে।
তাই তুমি তাদের অবশ্যই এই কথা বোলো, ‘প্রভুর এই
বার্তা শোন! 3প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন।
ওহে মূর্খ ভাববাদীরা, তোমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটবে।
তোমরা নিজের নিজের আত্মার অনুগমণ করছ। তোমরা
দর্শনে প্রকৃতপক্ষে যা দেখছ তা লোকেদের কাছে বলছ
না।’
4“‘ইস্রায়েল তোমার ভাববাদীরা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে
দৌড়ে যাওয়া শিয়ালের মতো হবে। 5তোমরা ভাঙ্গা
প্রাচীরের কাছে সৈন্য মোতায়েন করনি। ইস্রায়েল
পরিবারকে রক্ষা করতে প্রাচীর তৈরী করনি। তাই যখন
প্রভুর কাছ থেকে শাস্তির দিন নেমে আসবে তোমরা
যুদ্ধে হারবে।
6“‘মিথ্যা ভাববাদীরা বলে তারা দর্শন দেখেছে।
তারা তাদের জাদু করে মিথ্যে মিথ্যে ওসব ঘটবে বলে
বলেছে। তারা বলে প্রভুই তাদের পাঠিয়েছেন– কিন্তু
তা মিথ্যা কথা। তারা এখনই তাদের মিথ্যা কথা সফল
হবে ভেবে বসে আছে।
7“‘মিথ্যা ভাববাদীর দল, তোমাদের দেখা দর্শন
সত্যি নয়। তোমরা তোমাদের জাদু ব্যবহার করে
ভবিষ্যতে কি ঘটবে বলেছ। সব মিথ্যে কথা। তোমরা
বলেছ প্রভুই ঐসব কথা বলেছেন। কিন্তু আমি তোমাদের
কোন কথাই বলিনি!’”
8তাই এখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেন, “তোমরা
মিথ্যে কথা বলেছ। তোমাদের দেখা দর্শন সত্যি নয়।
তাই আমি এখন তোমাদের বিরুদ্ধে!” প্রভু, আমার
সদাপ্রভু এইগুলো বলেছেন। 9প্রভু বলেন, “যে সব
ভাববাদী মিথ্যা দর্শন দেখেছে ও মিথ্যা বলেছে আমি
তাদের শাস্তি দেব। আমি তাদের আমার প্রজাদের মধ্য
থেকে উচ্ছেদ করব। ইস্রায়েলের পরিবারের নামের
তালিকায় তাদের নাম থাকবে না। তারা কখনও ইস্রায়েল
দেশে আর আসবে না। তখন তোমরা জানবে আমিই
প্রভু এবং সদাপ্রভু!
10“বার বার ঐসব ভাববাদীরা আমার প্রজাদের কাছে
মিথ্যা বলেছে। ঐ ভাববাদীরা বলেছে শান্তি আসছে,
কিন্তু শান্তি আসেনি। প্রাচীর মেরামত করে লোকদের
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। কিন্তু তারা ভাঙ্গা
প্রাচীরে কেবল চুনকাম করেছে। 11ওদের বলো যে আমি
শিলা ও প্রবল বৃষ্টি পাঠাব। বাতাস প্রবলভাবে বইবে
আর ঘূর্ণিঝড় আসবে। তখন প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে।
12প্রাচীর ভেঙ্গে পড়লে লোকে ভাববাদীদের জিজ্ঞেস
করবে, ‘চুনকাম করা দেওয়ালের কি হল?’” 13প্রভু
আমার সদাপ্রভু বলেন, “আমি ক্রোধান্বিত এবং
তোমাদের বিরুদ্ধে ঝড় পাঠাব। ক্রোধে আমি প্রবল
বৃষ্টি পাঠাব। ক্রোধে আমি আকাশ থেকে শিলা বৃষ্টি
পাঠাব এবং তোমাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করব।
14তোমরা দেওয়ালে চুনকাম করেছ কিন্তু আমি সমস্ত
দেওয়ালটাকেই ধ্বংস করব। আমি তা মাটিতে ফেলে
দেব। সেই প্রাচীর তোমাদের ওপরেই পড়বে। তখন
তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু। 15আমি সেই প্রাচীরের

প্রতি ও যে লোকেরা তার ওপর প্রলেপ লাগিয়েছে,
তাদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রকাশ শেষ করব। সেখানে
আমি বলব, ‘দেওয়ালও নেই আর তার ওপর প্রলেপ
লাগানোরও কেউ নেই।’

16“ইস্রায়েলের মিথ্যা ভাববাদীদের প্রতি ঐ সবকিছুই
ঘটবে। ঐ ভাববাদীরা জেরুশালেমের লোকেদের কাছে
কথা বলে। ঐ ভাববাদীরা বলে শান্তি হবে কিন্তু শান্তি
হয় না।” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা বলেছেন।

17ঈশ্বর বলেছেন, “মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের
ভাববাদিনীদের দিকে দেখ। ঐ সমস্ত ভাববাদিনীরা
আমার হয়ে কথা বলে না। তারা নিজেরা যা চায় তাই
বলে। তাই তুমি অবশ্যই আমার হয়ে তাদের বিরুদ্ধে
কথা বলবে। তুমি অবশ্যই এইসব কথা তাদের বলবে।
18‘প্রভু, আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বলেন:
ভাববাদিনীরা, তোমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটবে।
লোকেদের হাতে বাঁধার জন্য তোমরা কাপড়ের তাবিজ
বানিয়েছ, লোকদের মাথায় বাঁধবার জন্য তোমরা একটি
বিশেষ মাথার পাগড়ী তৈরী কর। তোমরা বলে থাক
ঐসব জিনিসের যাদুর মত ক্ষমতা রয়েছে। যেন তোমরা
অন্য লোকেদের জীবন চালনা করতে পার। কেবল
নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তোমরা ঐসব লোকেদের ফাঁদে
ফেল! 19তোমরা লোকেদের ভাবতে শেখাও যে আমার
আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। কয়েক মুঠো বার্লি ও রুটির
টুকরোর জন্য তোমরা আমাকে অসম্মান কর? তোমরা
আমার প্রজাদের কাছে মিথ্যা বল আর তারাও মিথ্যা
কথা শুনতে ভালোবাসে। যাদের বাঁচা উচিত তাদের
তোমরা মেরে ফেল আর যাদের মৃত্যু হওয়া উচিৎ
তাদের তোমরা বাঁচাও। 20তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু
তোমাদের এই কথা বলেন: তোমরা ঐসব কাপড়ের
তাবিজ লোকদের ফাঁদে ফেলতে তৈরী করে থাকো।
কিন্তু আমি তাদের মুক্ত করব। তোমাদের হাত থেকে
ঐসব তাবিজ ছিঁড়ে নেব, আর লোকেরা মুক্ত হবে।
তারা ফাঁদ থেকে উড়ে যাওয়া পাখীর মত হবে! 21আর
আমি ঐসব মাথার আবরণ ছিঁড়ে তোমাদের হাত থেকে
আমার প্রজাদের বাঁচাব। ঐ লোকেরা তোমাদের ফাঁদ
থেকে পালাবে আর তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।

22“তোমরা ভাববাদীরা মিথ্যা কথা বল। তোমাদের
মিথ্যা ভালো লোকেদের আঘাত করে। ঐসব ভাল
লোকেদের আমি আঘাত করতে চাইনি! তোমরা মন্দ
লোকেদের পক্ষ সমর্থন কর আর তাদের খারাপ কাজ
করতে উৎসাহ দাও যাতে তাদের প্রাণহানি হয়। 23তাই
তোমরা আর অযথা দর্শন দেখবে না, আর জাদু করবে
না। আমি আমার প্রজাদের তোমাদের হাত থেকে বাঁচাব।
আর তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।’”

14 ইস্রায়েলের কিছু প্রবীণ আমার কাছে এসে
আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য বসল। 2প্রভুর
বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন, 3“মনুষ্যসন্তান,
এই লোকেদের হৃদয়ে এখনও তাদের নোংরা মূর্ত্তিগুলো
রয়েছে। যে জিনিষগুলি তাদের পাপের পথে নিয়ে
গিয়েছিল সেগুলো তারা এখনও রেখে দিয়েছে। তারা
এখনও ঐ মূর্ত্তিগুলোর পূজো করে। সুতরাং পরামর্শের
জন্য কেন তারা আমার কাছে এসেছে? তাদের প্রশ্নের
উত্তর দেওয়া কি আমার উচিৎ? না! 4কিন্তু আমি তাদের
একটি উত্তর দেব। আমি তাদের শাস্তি দেব। ঐসব
লোকদের তুমি এসব কথাগুলো অবশ্যই বলবে: প্রভু
আমার সদাপ্রভু বলেন: যদি কোন ইস্রায়েলীয়, যে ঐ
নোংরা মূর্ত্তিগুলি রাখে এবং পূজো করে, একজন
ভাববাদীর কাছে যায় এবং আমার কাছ থেকে পরামর্শ
নেবার কথা বলে, যদিও তারা ঐ নোংরা মূর্ত্তিগুলি
রাখে তবু আমি তাদের উত্তর দেব। তাদের কাছে সেইসব
নোংরা মূর্ত্তি থাকলেও আমি তাদের উত্তর দেব। 5কারণ
আমি তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে চাই। আমি দেখাতে
চাই যে আমি তাদের ভালোবাসি, যদিও তাদের নোংরা
প্রতিমার জন্য তারা আমায় পরিত্যাগ করেছে।”

6“তাই ইস্রায়েল পরিবারকে এইসব কথা বলো।
তাদের বলো, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন: তোমরা
নোংরা মূর্ত্তি ছেড়ে আমার কাছে ফিরে এসো। ঐসব
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি থেকে দূরে সরে যাও। 7যদি কোন
ইস্রায়েলীয়, অথবা ইস্রায়েলে বসবাসকারী আমাকে প্রশ্ন
করবার জন্য কোন বিদেশী ভাববাদীর কাছে যায়, আমি
তাকে উত্তর দেব। যদিও সে আমাকে ত্যাগ করে থাকে
এবং যে সব নোংরা মূর্ত্তিগুলি তাকে পাপের পথে
ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলি রাখে এবং পূজা করে
তবুও আমি তাকে উত্তর দেব। আর আমি তাকে এই
উত্তর দেব। 8আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াব।
আমি তাকে ধ্বংস করব, অন্য লোকেদের কাছে সে
উদাহরণ স্বরূপ হবে। লোকে তাকে দেখে হাসবে। আমি
তাকে আমার প্রজাদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব। তখন
তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু! 9আর যদি কোন
ভাববাদী প্রতারিত হয় এবং অন্য কিছু বলে, তার মানে,
আমি, প্রভু, ঐ ভাববাদীকে ঠকিয়েছি। আমি তাকে
শাস্তি দেব। আমি তাকে ধ্বংস করব এবং আমি তাকে
আমার প্রজা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে সরিয়ে নেব। 10তাই
সেই পরামর্শ প্রার্থী প্রশ্নকারক ও উত্তরকারী ভাববাদী
দুজনেই একই শাস্তি পাবে। 11আমি এটা করব যাতে
ইস্রায়েলীয়রা আমাকে আর ছেড়ে না যায়। আর তাহলে
আমার লোকেরা তাদের পাপে আর নোংরা হবে না।
তখন তারা আমার বিশেষ লোক হবে। আর আমি
তাদের ঈশ্বর হব।’” প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা
বলেছেন।

12তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন:
13“মনুষ্যসন্তান, যে জাতিই আমাকে পরিত্যাগ করবে
ও আমার বিরুদ্ধে পাপ করবে তাকেই আমি শাস্তি
দেব। আমি তাদের খাদ্যের যোগান বন্ধ করে দেব।
আমি দুর্ভিক্ষ এনে সেই দেশ থেকে লোকজন ও
পশুদেরও দূর করে দিতে পারি।” 14যদিও নোহ, দানিয়েল
ও ইয়োব সেখানে বাস করেছিল তবু আমি সেই দেশকে
শাস্তি দেব। ঐসব মানুষ তাদের ধার্মিকতার জন্য প্রাণে
বেঁচেছিল, কিন্তু তারা সমস্ত দেশ বাঁচাতে পারেনি।”
প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব বলেছিলেন।

15ঈশ্বর বলেন, “অথবা আমি বন্য জন্তুদের সেই
দেশে পাঠাতে পারি আর তারা দেশের সব লোক হত্যা
করতে পারে। ফলে কোন লোক বন্য জন্তুদের জন্য
সেই দেশের মধ্য দিয়ে যাবে না।” 16যদি নোহ, দানিয়েল
ও ইয়োব সেখানে বাস করত তবে আমি ওই তিনজন
ধার্মিককে বাঁচাতাম। ঐ তিন ব্যক্তি তাদের নিজের প্রাণ
বাঁচাত। কিন্তু আমার জীবনের দিব্য তারা অন্য লোকেদের
প্রাণ বাঁচাতে পারত না। তাদের নিজের ছেলেমেয়েদেরও
না! সেই মন্দ দেশ ধ্বংস হতোই।” প্রভু আমার সদাপ্রভু
ঐসব কথা বলেছেন।

17ঈশ্বর বলেন, “অথবা আমি ঐ দেশের বিরুদ্ধে
একটি শত্রুসেনা পাঠাতে পারি। ঐ শত্রুরা দেশটি ধ্বংস
করবে। সেই দেশ থেকে আমি সমস্ত লোকজন ও পশু
সরিয়ে দেব। 18নোহ, দানিয়েল ও ইয়োব সেখানে বাস
করলে আমি ঐ তিন ধার্মিককে রক্ষা করতাম। ঐ
তিনজন তাদের নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাত কিন্তু আমার
জীবনের দিব্য তারা অন্যদের প্রাণ বাঁচাতে পারত না।
এমনকি তাদের ছেলেমেয়েদেরও না। সেই মন্দ দেশ
ধ্বংস হোত।” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা
বলেছিলেন।

19ঈশ্বর বললেন, “অথবা আমি দেশের বিরুদ্ধে কোন
রোগ পাঠাতে পারি। আমি ঐ লোকেদের ওপর আমার
ক্রোধ ঢেলে দেব। আমি সমস্ত লোক ও পশু সেই দেশ
থেকে দূর করব।” 20যদি নোহ, দানিয়েল ও ইয়োব
সেখানে বাস করত, তবে আমি ঐ তিনজনকে বাঁচাতাম
কারণ তারা ধার্মিক। ঐ তিনজন নিজের প্রাণ বাঁচাতে
পারত। কিন্তু আমার জীবনের দিব্য তারা অন্য লোকেদের
জীবন বাঁচাতে পারত না। এমনকি তাদের
ছেলেমেয়েদেরও না।” আমার প্রভু সদাপ্রভু এইসব
কথা বলেছিলেন।

21তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু বললেন, “ভেবে দেখ
তাহলে জেরুশালেমের পক্ষে তা কত অমঙ্গলজনক
হবে: এই চারটি শাস্তির সব কটাই আমি তাদের বিরুদ্ধে
পাঠাব। আমি ঐ শহরের বিরুদ্ধে সৈন্য, ক্ষুধা, রোগ ও
বন্য পশু এই সবকটিই পাঠাব। সেই দেশ থেকে আমি
লোকজন ও পশুপাখী উচ্ছেদ করব! 22সেই দেশ থেকে
কেউ কেউ পালাবে। তারা তাদের পুত্র, কন্যা নিয়ে
তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আসবে। তখন তুমি দেখতে
পাবে যে ঐ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে কত মন্দ এবং
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আমি যে সব অমঙ্গল এনেছি
তা তোমার কাছে যথার্থ মনে হবে। 23তুমি তাদের
জীবনযাপন ও তাদের মন্দ কাজগুলি দেখতে পাবে।
আর তখন তুমি বুঝবে যে আমি যথার্থ কারণেই ঐ
লোকেদের শাস্তি দিয়েছি।” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব
কথা বলেছেন।

15 তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি
বললেন: 2“মনুষ্যসন্তান, দ্রাক্ষালতার কাঠের
খণ্ডগুলো বনের বৃক্ষের ছোট কাঁটা ডালের থেকে কোন
অংশে উত্তম?” 3দ্রাক্ষালতার সেই কাঠ কি কোন কিছু
তৈরী করার জন্য ব্যবহার করা যায়? না! সেই কাঠ
দিয়ে কি থালা ঝোলানোর জন্য কীলক তৈরী করা
যায়? না! 4লোকে সেই কাঠ কেবল জ্বালানী হিসাবে
ব্যবহার করে। কাঠগুলির কিছু কিছুর সামনে পিছনে
আগুন ধরে। মাঝখানের অংশও আগুনে কালো হয়ে
যায় কিন্তু কাঠিটি সম্পূর্ণরূপে পোড়ে না। সেই পোড়া
কাঠ দিয়ে কি কিছু তৈরী করতে পারো? না! 5-6যদি
পোড়াবার আগে তা দিয়ে কোন কাজ না হল তবে
এটা নিশ্চিত যে পোড়াবার পরেও তা কোন কাজে
লাগবে না। তাই দ্রাক্ষালতার কাঠের টুকরোগুলো বনের
বৃক্ষের কাঠের টুকরোর মতই। লোকেরা সেই
টুকরোগুলো আগুনে ফেলে দেয় আর আগুন তা পুড়িয়ে
দেয়। সেইভাবেই, আমি জেরুশালেমে বাসকারী
লোকেদের আগুনে ছুঁড়ে ফেলব।” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এইসব কথা বলেছেন। 7“আমি ঐ লোকেদের শাস্তি
দেব। কিন্তু কিছু লোক সেই লাঠির মত হবে যা সম্পূর্ণ
দ   হয় না– তাদের শাস্তি হলেও তারা সম্পূর্ণরূপে
ধ্বংস হবে না। তোমরা দেখবে যে আমি ঐ লোকেদের
শাস্তি দিয়েছি, আর তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।”
8আমি ঐ দেশ ধ্বংস করব কারণ লোকেরা আমায়
পরিত্যাগ করেছে।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এসব কথা
বলেছেন।

16 তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি
বললেন: 2“মনুষ্যসন্তান, জেরুশালেমের
লোকেরা যে সমস্ত ঘৃণিত কাজ করেছে সে সম্বন্ধে
তাদের বল। 3তুমি অবশ্যই বলবে, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু
জেরুশালেমকে এইসব কথা বলেন: তোমার দিকে দেখ।
তুমি জন্মেছিলে কনানে। তোমার বাবা ছিলেন ইমোরীয়,
তোমার মা হিত্তীয়া। 4জেরুশালেম যে দিন তোমার
জন্ম হয়, তোমার নাড়ি কাটার জন্য কোন জায়গা ছিল
না। কেউ তোমার গায়ে লবণ ছড়িয়ে তোমাকে পরিষ্কার
করার জন্য স্নান করায় নি। কেউ তোমায় কাপড়ে
মোড়ায়নি। 5জেরুশালেম, তুমি সম্পূর্ণ একা ছিলে।
কেউ তোমার জন্য দুঃখ বোধ করেনি, তোমার যত্নও
নেয়নি। জেরুশালেম তোমার জন্মদিনে, তোমার
পিতামাতা তোমাকে ক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারা
এরকম করেছিল কারণ তারা তোমাকে ঘৃণা করত।

6“‘তখন আমি (ঈশ্বর) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।
আমি তোমায় রক্তের মধ্যে ছটফট করতে দেখলাম।
তুমি রক্তে ঢাকা ছিলে কিন্তু আমি বললাম, ‘‘বাঁচ!’’
হ্যাঁ, তুমি রক্তে ঢাকা ছিলে কিন্তু আমি বললাম, ‘‘বাঁচ!’’
7আমি তোমাকে মাঠের গাছের মত বেড়ে উঠতে সাহায্য
করলাম। তুমি বাড়লে, বেড়ে উঠে একজন যুবতী হলে:
তোমার মাসিক হতে লাগল, স্তন দুটি বেড়ে উঠল, চুল
বড় হল। কেউ তোমার প্রতি স্নেহভরে তাকিয়ে তোমার
প্রতি মায়া করে তোমার কোন যত্ন নেয়নি। কিন্তু তবুও
তুমি উলঙ্গ ও বিবস্ত্রা ছিলে। 8আমি তোমার দিকে
তাকিয়ে দেখলাম, তোমাকে প্রেম করবার সময় হয়েছে।
তাই আমি তোমার ওপর আমার কাপড় বিছালাম এবং
তোমার উলঙ্গতা আবৃত করলাম। তোমাকে বিয়ে করার
প্রতিজ্ঞাও করলাম। তোমার সঙ্গে বিয়ের চুক্তিও হল,

আর তুমি আমার হলে।”’ প্রভু আমার সদাপ্রভু এসব
বলেছেন। 9“‘আমি তোমায় জলে স্নান করালাম। তোমার
রক্ত ধুলাম ও তোমার গায়ে তেল মালিশ করলাম।
10তোমায় সুন্দর পোশাক ও পায়ে চামড়ার জুতো
পরালাম। আমি তোমার মাথায় মসিনার পট্টিও সিল্কের
মাথা ঢাকা দিলাম। 11তারপর তোমায় কিছু অলঙ্কার
দিলাম, তোমার হাতে বালা ও গলায় হার দিলাম।
12তোমার নাকে দিলাম নথ, কানে দুল, আর সুন্দর
মুকুটও পরতে দিলাম। 13তোমায় রূপো ও সোনার
গহনায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল; এমনকি তোমার মসিনা
সিল্ক ও কাজ করা সজ্জায় সাজলে। তুমি সব থেকে
উত্তম খাবার খেতে। তুমি খুব সুন্দরী হয়ে উঠলে। তুমি
রাণী হলে! 14তোমার রূপের জন্য তুমি হলে বিখ্যাত
কারণ আমিই তোমায় সুন্দরী করেছিলাম।”’ প্রভু আমার
সদাপ্রভু এইসব কথা বলেছিলেন।

15ঈশ্বর বললেন, “কিন্তু তুমি তোমার সৌন্দর্যের
ওপর নির্ভর করতে শুরু করলে। তোমার সুনাম ব্যবহার
করতে শুরু করলে ও আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হলে। যেই
যায় তার সঙ্গে তুমি বেশ্যার মত ব্যবহার করলে। তুমি
তাদের সকলের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিলে! 16তুমি
সেই সুন্দর কাপড় নিয়ে তোমার পূজার স্থান সাজালে।
আর সেসব জায়গায় বেশ্যার মত আচরণ করলে। এরকম
একটা ব্যাপার আগে কখনও হয়নি, পরেও আর কখনও
হবে না। 17তারপর আমি তোমায় যে সুন্দর অলঙ্কার
দিয়েছিলাম তা তুমি নিলে। তারপর সেই রূপো ও
সোনা ব্যবহার করে পুরুষ মানুষের মূর্ত্তি তৈরী করলে।
তারপর তাদের সঙ্গেও যৌন কাজ করলে! 18তারপর
তুমি সেই সুন্দর কাপড় নিয়ে ঐসব মূর্ত্তির জন্য কাপড়
বানালে। আমি তোমায় যে সব সুগন্ধি ও ধূনো দিয়েছিলাম
তা তুমি ঐসব মূর্ত্তির সামনে রাখলে। 19আমি তোমায়
রুটি, মধু ও তেল দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি ওগুলো
ঐসব মূর্ত্তিদের নিবেদন করলে। তুমি সেসব তোমার
মূর্ত্তিদের সন্তুষ্ট করবার জন্য উৎসর্গ করলে। হ্যাঁ, তুমি
তাই করেছিলে।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা
বলেছেন।

20ঈশ্বর বলেছেন, “তোমার এবং আমার সন্তান ছিল।
কিন্তু তুমি আমার সন্তানদের নিয়ে গেলে। এমনকি
তুমি তাদের হত্যা করলে এবং তাদের ঐসব মূর্ত্তিদের
দিলে। ঐ সব মূর্ত্তিদের কাছে যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে
বেশ্যার মত আচরণ করবার চেয়েও এটা নিকৃষ্ট কাজ
ছিল। 21তুমি আমার সন্তানদের বলি দিতে তাদের এই
মূর্ত্তিদের উদ্দেশ্যে আগুনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালে।
22তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছিলে এবং ঐসব ভয়ঙ্কর
কাজ করেছিলে। তুমি কখনও তোমার যৌবনকাল স্মরণ
করনি। স্মরণ করনি যে তোমাকে যখন আমি খুঁজে
পেয়েছিলাম তখন তুমি রক্ত জড়ানো অবস্থায় উলঙ্গ
হয়ে পড়েছিলে এবং শূণ্যে পা ছুঁড়ছিলে।

23“ঐসব মন্দ কাজের পর, হায় জেরুশালেম, এ
তোমার পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলদায়ক হবে!” প্রভু আমার
সদাপ্রভু এইসব কথা বলেছেন। 24“ঐসব করার পর
তুমি ঐ ঢিবি তৈরী করলে মূর্ত্তি পূজা করার জন্য।
প্রতি রাস্তার কোণে ঐসব মূর্ত্তির উপাসনার স্থান তৈরী
করলে। 25প্রত্যেক রাস্তার মাথায় মাথায় ঐ ঢিবি তৈরী
করলে। এইভাবে তোমার সৌন্দর্য্য নষ্ট করলে। পথিককে
ধরার জন্য তুমি তা ব্যবহার করলে। তুমি তোমার
কাপড়ের নীচের ভাগ ওঠালে যাতে তোমার পা দেখা
যায়; তারপর তুমি ঐসব লোকদের সঙ্গে বেশ্যার মত
ব্যবহার করলে। 26তারপর তুমি তোমার প্রতিবেশী
মিশরে গেলে যার যৌনাঙ্গ বড় বড়। তারপর আমাকে
ক্রুদ্ধ করতে বহুবার তার সঙ্গে যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন
করলে। 27তাই আমি তোমায় শাস্তি দিলাম! তোমার
জমির অধিকারের অংশ নিয়ে নিলাম। আর তোমার
শত্রু পলেষ্টীয়দের কন্যাদের শহর তোমাদের প্রতি তাদের
যা ইচ্ছা তাই করতে দিলাম। এমনকি তারাও তোমাদের
মন্দ কাজ শুনে চমকে উঠেছিল। 28তারপর তুমি
অশূরীয়দের সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করতে গেলে। তোমার
তৃপ্তি কিছুতেই হল না। 29তাই তুমি কনানের দিকে
ফিরলে, তারপর বাবিলের দিকে। তবু তোমার মন ভরল
না। 30তোমাকে দিয়ে ওসব কাজ করাবার জন্য তোমার
হৃদয়কে অবশ্য দুর্বল হতে হবে। তুমি একজন দাপটময়ী
বেশ্যার মত আচরণ করলে।” প্রভু আমার সদাপ্রভুই
ঐসব কথা বলেছিলেন।

31ঈশ্বর বলেছিলেন, “কিন্তু তুমি ঠিক একেবারে
বেশ্যার মত ছিলে না। তুমি প্রত্যেক বড় রাস্তার মাথায়
ও প্রত্যেক গলির কোণে উপাসনার জন্য ঢিবি তৈরী
করেছিলে। ঐসব লোকের সাথে যৌনক্রিয়া করেছিলে
কিন্তু বেশ্যার মত তাদের কাছ থেকে বেতন নাও নি।
32তুমি ব্যভিচারী নারী। তোমার স্বামীর সাথে নয় কিন্তু
আগন্তুকদের সঙ্গেই শুতে তুমি ভালোবাসো। 33বেশীর
ভাগ বেশ্যাই পুরুষদের বেতন দিতে বাধ্য করে; কিন্তু
তুমি তোমার প্রেমিকদের অর্থ দিলে। তুমি চারধারের
সমস্ত লোকেদের বেতন দিলে তোমার সঙ্গে যৌন
কাজের জন্য। 34বেশীর ভাগ বেশ্যার বিপরীত তুমি।
অধিকাংশ বেশ্যা পুরুষদের বেতন দিতে বাধ্য করে
কিন্তু যে পুরুষেরা তোমার সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করে
তাদের তুমি বেতন দাও।”

35বেশ্যা, প্রভুর বার্তা শোন। 36প্রভু আমার সদাপ্রভু
এইসব কথা বলেন: “তুমি তোমার টাকা খরচ করে
তোমার প্রেমিকদের ও নোংরা দেবতাদের তোমার
উলঙ্গতা দেখিয়েছ এবং তাদের সঙ্গে যৌন কাজ করেছ
এবং তাদের তোমার ছেলে-মেয়েদের রক্ত দিয়েছ।”
37তাই আমি তোমার সব প্রেমিকদের জড়ো করব।
তুমি যাদের ভালোবেসেছিলে ও যাদের ঘৃণা করেছিলে
সেই সমস্ত লোকদের আমি জড়ো করব আর তোমার
উলঙ্গতা দেখাব। তারা তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখবে।
38তারপর আমি তোমায় শাস্তি দেব। আমি তোমায়
নরঘাতকের ও ব্যভিচারিনীর উপযুক্ত যৌন পাপের
শাস্তি দেব। তুমি এক ক্রোধান্বিত ও ঈর্ষান্বিত স্বামীর
দ্বারা শাস্তি পাবে। 39ঐ সমস্ত প্রেমিকদের হাতে তোমাকে
দেব। তারা তোমার ঢিবিগুলো ধ্বংস করবে। তোমার

পূজার স্থানগুলো জ্বালিয়ে দেবে। তারা তোমার কাপড়
ছিঁড়ে ফেলে তোমার সুন্দর অলঙ্কার নিয়ে নেবে। তারা
তোমায় নিঃস্ব ও উলঙ্গ করে ছেড়ে যাবে সেই অবস্থায়
যে অবস্থায় আমি তোমায় পেয়েছিলাম। **40**তারা জনতার
ভিড় জড়ো করে পাথর ছুঁড়ে তোমায় মেরে ফেলবে।
তারপর তাদের তরবারি দ্বারা তোমাকে টুকরো টুকরো
করে কাটবে। **41**তারা তোমার গৃহ (মন্দির) জ্বালিয়ে
দেবে। তোমায় শাস্তি দেবে যাতে অন্য মহিলারা তা
দেখে। আমি তোমার বেশ্যার মত জীবনযাপন বন্ধ করব।
তোমার প্রেমিকদের বেতন দেওয়া বন্ধ করব। **42**তারপর
আমার ক্রোধ ও ঈর্ষা নিবৃত্ত করব। আমি শান্ত হব।
আর ক্রোধ করব না। **43**কেন এইসব ঘটবে? কারণ
তোমার যৌবনকালে কি ঘটেছিল তুমি তা মনে রাখোনি।
তুমি ঐসব মন্দ কাজের দ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছিলে।
তাই তোমার এইসব মন্দ কাজের জন্য আমাকে তোমায়
শাস্তি দিতে হল। কিন্তু তুমি আরও ভয়াবহ বিষয়ের
পরিকল্পনা করলে।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা
বলেছেন।

44“তোমার বিষয়ে যেসব লোকে কথা বলে তাদের
আরেকটা কথা বলার থাকবে। তারা বলবে, ‘মা যেমন,
মেয়ে তেমন।’ **45**তুমি তোমার মায়ের মেয়ে। তুমি তোমার
স্বামী এবং সন্তানদের জন্য কোন চিন্তা করো না। তুমি
তোমার বোনের মতোই। তোমরা দুজনেই তোমাদের
স্বামী ও সন্তানদের ঘৃণা করতে। তোমরা তোমাদের
মা বাবার মতোই। তোমার মা ছিলেন একজন হিত্তীয়া
আর বাবা ছিলেন একজন ইমোরীয়। **46**তোমার বড়
বোন শমরিয়া তার কন্যাদের নিয়ে তোমার উত্তর দিকে
থাকত। আর তোমার ছোট বোন সদোম তার কন্যাদের*
নিয়ে তোমার দক্ষিণে থাকত। **47**তারা যেসব ভয়ঙ্কর
কাজ করেছিল তার সবগুলোই তোমরা করেছিলে।
এমনকি তাদের থেকেও খারাপ কাজ করেছিলে!
48আমিই প্রভু এবং সদাপ্রভু। আমার জীবনের দিব্য,
তুমি ও তোমার কন্যারা যেসব মন্দ কাজ করেছে,
তোমার বোন সদোম ও তার কন্যারাও তা করেনি।”

49ঈশ্বর বলেছিলেন, “তোমার বোন সদোম ও তার
কন্যারা গর্বিত হয়েছিল, পেট ভরে খেতে পেয়েছিল
এবং তাদের হাতে প্রচুর সময় থাকত। তারা গরীব,
অসহায় লোকেদের সাহায্য করত না। **50**সদোম ও তার
কন্যারা খুবই গর্বিত হয়ে উঠেছিল এবং আমার সামনে
এবং ভয়ঙ্কর সব কাজ করতে শুরু করেছিল। আর
আমি তাদের তা করতে দেখে তাদের শাস্তি
দিয়েছিলাম।”

51ঈশ্বর বলেছেন, “আর তুমি যেসব মন্দ কাজ করেছ,
শমরিয়া তার অর্ধেকও করেনি। তোমার ভয়ঙ্কর
কাজগুলো শমরিয়ার কাজের চেয়ে অনেক বেশী
খারাপ!” তোমার মন্দ কাজগুলি আসলে তোমার বোন
শমরিয়াকে ভালো হিসেবে দেখায়। **52**তাই তুমি তোমার
লজ্জা বইবে। তুমি তোমার বোনকে তোমার চেয়ে
উত্তম প্রমাণ করেছ। তুমি ভয়ানক কাজ করেছ তাই
তোমাকে অবশ্যই লজ্জা পেতে হবে।”

53ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমি সদোম ও তার চারপাশের
শহর ধ্বংস করেছিলাম। আর তার পাশের শমরিয়াও
ধ্বংস করেছিলাম। আর জেরুশালেম আমি তোমায়
ধ্বংস করব। কিন্তু ঐ শহরগুলি আবার নির্মাণ করব।
আর জেরুশালেম তোমাকেও আমি আবার নির্মাণ করব।
54আমি তোমায় সান্তনা দেব। তখন তুমি তোমার করা
ভয়ানক কাজগুলো মনে করবে আর লজ্জিত হবে।
55তাই তোমাকে ও তোমার বোনকে আবার নতুনভাবে
গড়া হবে। সদোম ও তার চারপাশের শহরগুলিকে
এবং শমরিয়া ও তার চারপাশের শহরগুলিকে এবং
তোমাকে ও তোমার চারপাশের শহরগুলিকে আবার
গড়া হবে।”

56ঈশ্বর বলেছেন, “অতীতে তুমি গর্বিতমনা ছিলে
ও তোমার বোন সদোমকে নিয়ে ঠাট্টা করতে কিন্তু
তুমি আর তা করবে না। **57**শাস্তি পাবার আগে তুমি তা
করেছিলে, তোমার প্রতিবেশীরা তোমাকে নিয়ে মজা
করার আগে করেছিল। ইদোম ও পলেষ্টীয়ের কন্যারা,
যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তারা এখন তোমাকে নিয়ে
ঠাট্টা করছে। **58**এখন তুমি অবশ্যই তোমার কৃত ভয়ঙ্কর
কাজগুলির জন্য শাস্তি পাবে।” প্রভুই এই কথা বলেছেন।

59প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “তুমি আমার সঙ্গে
যেরূপ ব্যবহার করেছ আমিও তোমার সঙ্গে সেইরূপ
ব্যবহার করব! তুমি তোমার বিবাহের প্রতিশ্রুতি
ভেঙ্গেছ। তুমি সেই কৃত চুক্তির সম্মান করনি। **60**কিন্তু
তোমার যৌবনের সময় যে চুক্তি হয়েছিল তা আমি
স্মরণে রেখেছি। তোমার সঙ্গে আমি এক চিরকালীন
চুক্তি করেছিলাম! **61**আমি তোমার বোনদের, ছোট ও
বড় উভয়কেই তোমার কাছে আনব এবং তাদের
তোমার কন্যা করব। এটা চুক্তিতে ছিল না কিন্তু আমি
এটা তোমার জন্য করব। তখন তুমি তোমার ভয়ঙ্কর
কাজগুলি স্মরণ করবে আর লজ্জিত হবে। **62**সুতরাং
আমি তোমার সাথে আমার চুক্তি করব আর তুমি জানবে
যে আমিই প্রভু। **63**আমি তোমার প্রতি সদয় হব সুতরাং
তুমি আমায় মনে করবে, এবং তোমার মন্দ কাজের
জন্য এত লজ্জিত হবে যে কিছুই বলতে পারবে না।
কিন্তু আমি তোমাকে শুচি করব, তুমি আর কখনও
লজ্জিত হবে না!” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা
বলেন।

17 তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি
বললেন: **2**“মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েল পরিবারকে এই
গল্পটা বল। তাদের জিজ্ঞাসা কর এর অর্থ। **3**তাদের
বল: এই হচ্ছে যা আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেন:

একটা বড় ঈগল তার বড় বড় পাখা সমেত
লিবানোনে এল। সেই ঈগলের ডানাগুলি বহু বর্ণে রঞ্জিত
ছিল।

4সেই ঈগল এরস গাছের মাথা ভেঙ্গে তা কনানে
নিয়ে এল। সেই ঈগল ব্যবসায়ীদের শহরে সেই শাখা
রাখল।

কন্যাদের অর্থাৎ, বড় শহরটিকে ঘিরে থাকা গ্রামগুলি।

5তারপর ঈগলটি কনান থেকে কিছু বীজ নিয়ে
এল। সে তাদের ভাল জমিতে রোপণ করল। সে তাদের
একটি ভালো নদীর তীরে একটি বাইশী গাছের মত
রোপন করল। উত্তম নদীর তীরে লাগাল।

6বীজ থেকে চারা বেড়ে দ্রাক্ষালতা হল। সে এক
উত্তম দ্রাক্ষালতা, যা খুব উঁচু ছিল না কিন্তু অনেক
জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হল। লতাগুলো কাণ্ডে পরিণত
হল। এর ডালপালাগুলো দীর্ঘ হল।

7তারপর দীর্ঘ ডানা বিশিষ্ট আর একটি ঈগল সেই
দ্রাক্ষালতা দেখতে পেল। এই ঈগলের দেহে ছিল অসংখ্য
পালক। ঐ দ্রাক্ষালতা চাইল যেন নতুন ঈগলটি তার
যত্ন নেয়। তাই সে তার মূল এই ঈগলের দিকে বাড়তে
দিল। তার শাখাগুলি সেই ঈগলের দিকে সোজা হয়ে
গেল। যে জমিতে রোপণ করা হয়েছিল সেখান থেকে
শাখাগুলো অনেক দূরে চলে গেল। দ্রাক্ষালতা চাইল
যেন নতুন ঈগল তাতে জল সেচ করে।

8সেই দ্রাক্ষালতা উত্তম ভূমিতে রোপণ করা
হয়েছিল। প্রচুর জলের কাছে তা রোপণ করা হয়েছিল।
তাতে শাখা ও ফল হতে পারত। তা উত্তম দ্রাক্ষালতা
হতে পারত।”

9প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেছেন:
“তোমার কি মনে হয় সেই গাছ কৃতকার্য হবে? না!
নতুন ঈগলটি তা মাটি থেকে তুলে ফেলবে। আর
পাখিটি সেই গাছের মূলগুলো ভেঙ্গে ফেলবে। সে সব
দ্রাক্ষাগুলো খেয়ে নেবে। তখন নতুন পাতাগুলি কুঁকড়ে
যাবে। গাছটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়বে। গাছটিকে শিকড়
সমেত উপড়ে ফেলে দিতে বলবান বাহুর বা পরাক্রমী
জাতির প্রয়োজন হবে না।

10যেখানে রোপণ করা হয়েছে সেখানে কি গাছটি
বাড়বে? না! পূর্বীয় বায়ু বইবে আর সেই গাছ শুকিয়ে
মরে যাবে। যেখানে সেটা রোপন করা হয়েছিল, যেখানে
পোঁতা হয়েছিল সেইখানেই এটা মারা যাবে।”

11প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
12“এই ঘটনা ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে বুঝিয়ে বল:
তারা সবসময় আমার বিরুদ্ধাচারী। তাদের এই কথাগুলি
বল: বাবিলের রাজা জেরুশালেমে এসেছিলেন এবং
রাজা ও অন্যান্য নেতাদের নিয়ে গেলেন। তিনি তাদের
বাবিলে আনলেন। 13তারপর নবূখদ্‌নিৎসর
রাজপরিবারের একজন লোকের সঙ্গে চুক্তি করলেন।
রাজা জোর করে সেই লোকটিকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি
করালেন। তারপর ঐ লোকটি নবূখদ্‌নিৎসরের প্রতি
বিশ্বস্ত হবার প্রতিশ্রুতি করল। তিনি তাঁকে যিহূদার
রাজা করলেন। তারপর সে যিহূদা থেকে সমস্ত
শক্তিশালী লোকেদের বের করে দিল। 14তাই যিহূদা
দুর্বল রাজ্যে পরিণত হল, যা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের
বিরুদ্ধে যেতে পারে না। নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদার এই
নূতন রাজার সঙ্গে যে চুক্তি করলেন লোকেরা তা
মানতে বাধ্য হল। 15কিন্তু, যাইহোক এই নতুন রাজা
যেমন করে হোক্‌, বাবিলের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী
হবার চেষ্টা করল। সে মিশরে সাহায্যের জন্য দূত পাঠাল।
নতুন রাজা বহু ঘোড়া ও সৈন্য চাইল। এখন, তুমি কি
মনে কর যে যিহূদার নতুন রাজা কৃতকার্য হবে? তুমি
কি মনে কর যে এই নতুন রাজা সেই চুক্তি ভেঙ্গে
ফেলে শাস্তি এড়াতে যথেষ্ট শক্তিমান হবে?”

16প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “আমার জীবনের
দিব্য, সেই নতুন রাজা যে ব্যক্তি তাকে রাজা করেছে
সে যেখানে থাকে, সেখানে মারা যাবে। কিন্তু সেই
রাজা তার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এই নতুন রাজা তার
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। 17মিশরের রাজা যিহূদার
রাজাকে বাঁচাতে সমর্থ হবেন না। তিনি অনেক সৈন্য
পাঠালেও মিশরের মহাশক্তি যিহূদাকে বাঁচাতে পারবে
না। বাবিলের রাজার সৈন্যরা শহর ঘিরে রেখে শহরটি
অবরোধ করবে এবং শহরের প্রাচীরের ওপর পর্য্যন্ত
একটি মাটির রাস্তা বানিয়ে শহরে প্রবেশ করবে। অনেক
লোকের মৃত্যুও হবে। 18কিন্তু যিহূদার রাজা পালাবে
না। কেন? কারণ সে তার চুক্তি উপেক্ষা করেছিল। সে
তার চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। 19প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
প্রতিশ্রুতি করেন: “আমার জীবনের দিব্য দিয়ে বলছি
যে আমি যিহূদার রাজাকে শাস্তি দেব। কারণ সে
আমাদের চুক্তি অগ্রাহ্য করেছিল। সে আমাদের চুক্তি
ভেঙ্গেছিল। 20আমি আমার ফাঁদ পাতব আর সে তাতে
ধরা পড়বে। আর আমি তাকে বাবিলনে ফিরিয়ে এনে
সেখানে তাকে শাস্তি দেব। সে আমার বিরুদ্ধে গেছে
বলে আমি তাকে শাস্তি দেব। 21আর আমি তার সৈন্য
ধ্বংস করব। তার বীরদের ধ্বংস করব। আর অবশিষ্টদের
হাওয়াতে ছড়িয়ে দেব। তখন তোমরা জানবে যে আমিই
প্রভু আর আমিই এইসব বলেছিলাম।”

22প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব বলেছিলেন:

“আমি লম্বা এরস গাছের এক শাখা নেব। সেই
লম্বা গাছের থেকে এক ছোট শাখা নেব। আর আমি
তা নিজে খুব উঁচু পর্বতে পুঁতব।

23আমি নিজেই তা ইস্রায়েলের উঁচু পর্বতে রোপণ
করব। সেই শাখা বৃক্ষে পরিণত হবে। তাতে শাখা
উৎপন্ন হবে ও ফল ধরবে। আর তা সুন্দর এরস বৃক্ষ
হয়ে উঠবে। তার শাখায় বহু পাখিরা এসে বসবে। তার
শাখার ছায়ায় বহু পাখি বাস করবে।

24“তখন অন্য গাছেরা জানবে যে আমিই অন্যান্য
উঁচু বৃক্ষদের মাটিতে ফেলেছি, আর ছোট গাছেদের বড়
বৃক্ষে পরিণত করেছি। সবুজ গাছেদের আমি শুকনো
করেছি আর শুকনো গাছেদের সবুজ করেছি। আমিই
প্রভু, যদি আমি কিছু করব বলে থাকি তবে তা করব!”

18 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন:
2“তোমরা কেন ইস্রায়েল দেশটি সম্বন্ধে এই
প্রবাদ বাক্য বল? তোমরা বলে থাক:

পিতামাতারা টক দ্রাক্ষা ফল খেয়েছিল?
কিন্তু তার ফলে সন্তানদের দাঁত টকেছে।

3কিন্তু প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “আমার জীবনের
দিব্য যে ইস্রায়েলের লোকেরা আর এই প্রবাদ বাক্যকে

সত্য বলে মানবে না। 4প্রত্যেক জনের সঙ্গে আমি
একই রকম ব্যবহার করব। সে ব্যক্তি পিতা হোক অথবা
পুত্রই হোক না কেন। যে ব্যক্তি পাপ করে সে মারা
যাবে।
5"যদি কেউ সৎ হয় তবে সে বাঁচবে। সেই ভাল
লোক বলতে তাকেই বোঝাবে যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে
ন্যায্য আচরণ করবে। 6প্রতিমাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত
খাদ্যের ভাগ পাবার জন্য সে পর্বতে যায় না। ইস্রায়েলের
নোংরা মূর্ত্তিগুলোর কাছে সে প্রার্থনা করে না। প্রতিবেশীর
স্ত্রীর সঙ্গে সে ব্যভিচার করে না। মাসিকের সময় সে
তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন কাজে লিপ্ত হয় না। 7সেই লোক
অপরের অবস্থার সুযোগ নেয় না। কেউ ধার চাইলে সে
বন্ধক নিয়ে তাকে ধার দেয়। আর ধার শোধ করলে
তাকে সেই বন্ধক ফিরিয়ে দেয়। সে ক্ষুধার্তকে খাদ্য
দেয়। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়। 8সে কাউকে টাকা ধার
দিলে সুদ নেয় না। সেই সৎ লোক খল হতে অস্বীকার
করে। প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে সে ন্যায্য আচরণ করে।
ন্যায্যভাবে ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে দেবার জন্য লোকে তার
উপর নির্ভর করতে পারে। 9সে আমার বিধিগুলি পালন
করে। আমার সিদ্ধান্তগুলি সে চিন্তা করবে এবং ন্যায্য
ও নির্ভরযোগ্য হতে শিক্ষা করবে। সে সৎ লোক, তাই
সে বাঁচবে। প্রভু, আমার সদাপ্রভু এইগুলো বলেছেন।
10"কিন্তু সেই সৎ লোকের কোন পুত্র থাকতে পারে
যে ঐ সৎ কাজের কোনটিই করেনি। সে চোর বা
নরঘাতক হতে পারে। 11অথবা সেই পুত্র এই মন্দ
কাজগুলির কোন একটি করতে পারে যেমন মূর্ত্তিদের
উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্য খেতে পর্বতে যাওয়া,
প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, 12গরীব
অসহায় লোকের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার, অপরের অবস্থার
সুযোগ নেওয়া, কেউ ধার শোধ করলে তার বন্ধক
ফিরিয়ে না দেওয়া। সে মন্দ সন্তান নোংরা মূর্ত্তির
কাছে প্রার্থনা জানাতে ও জঘন্য কাজ করতে পারে।
13সেই দুষ্ট সন্তান সুদের লোভে ঋণ দিয়ে সুদ দিতে
বাধ্য করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই দুষ্ট পুত্র বাঁচবে না।
সে জঘন্য কাজ করেছে বলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া
হবে। এবং তার মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী হবে।
14"এখন সেই দুষ্ট লোকের কোন সন্তান থাকতে
পারে যে পিতার মন্দ কাজ দেখে সেইভাবে জীবনযাপন
করতে অস্বীকার করছে। সেই ভাল সন্তান হয়তো ন্যায্য
ব্যবহার করে। 15সে হয়তো মূর্ত্তিদের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত বলির অংশ খেতে পর্বতে যায় না।
প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। 16সেই
ভাল সন্তান হয়তো অপরের অবস্থার সুযোগ নেয় না।
বন্ধক দিয়ে ধার দেয় আবার ধার শোধ করলে বন্ধক
ফিরিয়ে দেয়। সে হয়তো ক্ষুধার্ত লোককে খাদ্য দেয়
এবং বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দেয়। 17সে হয়তো গরীবদের
সাহায্য করে, কেউ ধার চাইলে তাকে ধার দেয় এবং
সুদ চায় না, সে হয়তো আমার বিধিসকল পালন ও
তার অনুধাবন করে, সেই উত্তম সন্তান তার পিতার
পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না, সে বাঁচবে।
18তার পিতা লোকেদের আঘাত ও চুরি করে থাকতে
পারে, আমাদের প্রজাদের প্রতি কোন মঙ্গলজনক কাজ
না করে থাকতে পারে। সেই পিতা তার নিজের পাপের
জন্যই মারা যাবে।
19"তোমরা প্রশ্ন করতে পার, 'কেন পিতার পাপের
জন্য পুত্র মারা যাবে না?' এর কারণ, সেই পুত্র সৎ
জীবনযাপন ও ভাল কাজ করেছিল। খুব সাবধানতাসহ
সে আমার বিধিগুলি পালন করেছে তাই সে বাঁচবে।
20যে ব্যক্তি পাপ করে কেবল সেই মারা যাবে। পুত্রকে
তার পিতার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না;
আবার পিতাকেও তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ
করতে হবে না। ভাল লোকের ধার্মিকতা তার নিজের
হাতে; তেমনই মন্দ লোকের মন্দতাও কেবল তারই
অধিকারগত।
21"এখন যদি কোন মন্দ লোক তার জীবন পরিবর্তন
করে, তবে সে মরবে না, বরং বাঁচবে। সেই ব্যক্তি মন্দ
কাজ থেকে বিরত হয়ে যত্ন সহকারে আমার বিধি
পালন করা শুরু করে ন্যায়বান ও ভাল হয়ে উঠতে
পারে। 22সেক্ষেত্রে ঈশ্বর তার কৃত মন্দ কাজগুলি মনে
রাখবেন না। কেবল তার উত্তমতা স্মরণে রাখবেন আর
তাই সেই ব্যক্তি বাঁচবে!"
23প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "দুষ্ট লোকের মরণ
হোক এ আমি চাই না। আমি চাই তারা যেন জীবন
পরিবর্তন করে এবং বাঁচে।
24"কিন্তু যদি কোন ভাল লোক ভাল হওয়া থেকে
বিরত হয়ে দুষ্টলোকের মত আচরণ করে, অন্যায় করে,
নানা ঘৃণিত কাজ করে তাহলে সে কি বাঁচবে? সেক্ষেত্রে
ঈশ্বর তার পূর্বের সৎকাজগুলি স্মরণে আনবেন না।
সে যে সত্য লঙ্ঘন ও পাপ করেছে তার জন্যেই মারা
যাবে।"
25ঈশ্বর বলেন, "তোমরা যে বলে থাক, 'প্রভু আমার
সদাপ্রভু ন্যায়বান নন!' কিন্তু হে ইস্রায়েল পরিবার
শোন: আমিই ন্যায়বান, তোমরাই তারা যারা ন্যায়বান
নও। 26যদি কোন ভাল লোক পরিবর্তিত হয়ে দুষ্ট হয়ে
ওঠে, তবে সে তার মন্দ কাজের জন্য অবশ্যই মারা
যাবে। 27আর যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি পরিবর্তিত হয়ে ভাল
ও ন্যায়বান হয় তবে সে তার জীবন বাঁচাবে। সে বাঁচবে!
28সেই ব্যক্তি নিজের মন্দতা দেখে বুঝে আমার কাছে
ফিরে এসেছিল। সে অতীতে যে সব মন্দ কাজ করত
তা আর করে না, তাই সে বাঁচবে, মরবে না।"
29ইস্রায়েলের লোকেরা বলে, "এটা ঠিক নয়! প্রভু
আমাদের সদাপ্রভু ন্যায়বিচার করছেন না।"
ঈশ্বর বলেন, "আমিই ন্যায়বান! তোমরাই ন্যায়বিচার
করছ না!" 30কারণ ইস্রায়েল পরিবার, আমি প্রত্যেক
ব্যক্তিকে তার কর্মানুসারে বিচার করব। প্রভু আমার
সদাপ্রভু বলেন, "তাই আমার কাছে ফিরে এস, মন্দ
কাজ আর কোর না! ঐসব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন তোমাদের
পাপে না ফেলে। 31তোমরা যে সব মন্দ জিনিষ করেছ
তা ছুঁড়ে ফেলে দাও। তোমাদের হৃদয় ও আত্মার
পরিবর্তন কর। হে ইস্রায়েলবাসীরা, কেন তোমরা

নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনবে? 32আমি তোমাদের হত্যা
করতে চাইনা। তোমরা ফিরে এসো, বাঁচো। প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

19 ঈশ্বর আমায় বললেন, “ইস্রায়েলের নেতাদের
সম্বন্ধে তুমি অবশ্যই এই শোকের গান গাইবে।

2“‘তোমার মা যেন সিংহদের মাঝে শুয়ে থাকা
এক সিংহী। সে যুব সিংহদের মাঝে শুতে গেল আর
অনেক শাবকের মা হল।

3তার এক শাবক উঠে দাঁড়াল, সে হয়ে উঠল এক
শক্ত সমর্থ যুব সিংহ। সে তার খাবার শিকার করতে
শিখে গেল। সে একটি লোককে মারল এবং তাকে
খেল।

4লোকে তার গর্জন শুনল এবং তাকে একটি খাঁচায়
ভরল। তারা যুব সিংহটির নাকে একটি আংটা পরাল
এবং তাকে মিশরে নিয়ে গেল।

5“‘মা সিংহীর আশা ছিল যে তার শাবক নেতা
হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন সে তার সব আশা হারিয়ে
ফেলেছে। তাই সে তার শাবকগুলি থেকে আরেকটি
শাবককে নিল। তাকে সিংহ হবার প্রশিক্ষণ দিল।

6সে পূর্ণাঙ্গ সিংহদের সঙ্গে শিকারে গেল। সে একটি
শক্তিশালী যুব সিংহ হয়ে উঠল। সে শিকার ধরতে
শিখল এবং একটি লোককে খেল।

7তারপর রাজবাটীগুলো আক্রমণ করল। সে
শহরগুলি ধ্বংস করল। ঐ দেশের প্রত্যেকে কথা বলতে
ভয় পেত, যখন তারা তার গর্জন শুনত।

8তারপর তার চারধারের লোকেরা তার জন্য
একটি ফাঁদ পাতল এবং তারা তাদের ফাঁদে তাকে
ধরল।

9তাকে আংটা পরাল এবং তালা বন্ধ করে রাখল।
তারা তাকে তাদের ফাঁদে আটকাল। তাই তারা তাকে
বাবিল রাজার কাছে নিয়ে গেল এবং তাকে সেখানে
রেখে দিল যাতে ইস্রায়েলের কোন পর্বতে তার গর্জন
শুনতে না পাওয়া যায়।

10“‘তোমার মা একটি দ্রাক্ষালতার মতো, যা জলের
কাছে রোপিত। তার কাছে ছিল অনেক জল। তাই সে
অনেক সবল দ্রাক্ষালতা জন্মাতে পেরেছিল।

11তারপর সে বড় বড় শাখাসমূহ জন্মালো। তারা
ছিল চলার ছড়ির মত শক্ত। তারা ছিল রাজদণ্ডের
মত। দ্রাক্ষালতা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। তার
অনেক শাখা-প্রশাখা ছিল এবং তারা মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে
গেল।

12কিন্তু রাগে দ্রাক্ষালতাটিকে শিকড় সমেত উপড়ে
ফেলা হল। এবং মাটিতে ফেলে দেওয়া হল। পূর্বীয়
উষ্ণবায়ু তার ওপর বয়ে গেল এবং তার ফল শুকিয়ে
গেল। যখন সবল শাখাগুলো ভেঙ্গে গেলে তাদের
আগুনে ফেলে দেওয়া হল।

13এখন সেই দ্রাক্ষালতা রোপিত হয়েছে মরুভূমিতে।
সেটি একটি অত্যন্ত শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত ভূমি।

14বিরাট শাখাগুলিতে আগুন লাগল এবং তা ছড়িয়ে
গেল এবং অন্যান্য শাখাগুলিকে ও ফলগুলিকে ধ্বংস
করল। তাই সেখানে রইল না কোন শক্ত হাঁটার ছড়ি।
সেখানে রইল না কোন রাজদণ্ড।’

এটি ছিল মৃত্যু নিয়ে এক শোক গাথা আর তা
শোকের মত করে গাওয়া হল।”

20 একদিন কয়েকজন প্রবীণ প্রভুর পরামর্শ জানতে
আমার কাছে এসে আমার সামনে বসলেন।
এটা ছিল নির্বাসনে থাকার সপ্তম বছরের পঞ্চম মাসের
দশম দিন।

2তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
3“হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের প্রবীণদের কাছে এই
কথা বল, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: তোমরা
কি আমার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছ? যদি এসে
থাক তবে আমি তা দেব না।’ প্রভু আমার সদাপ্রভুই
এই কথা বলেন।’ 4তুমি কি তাদের বিচার করবে? হে
মনুষ্যসন্তান, তুমি কি তাদের বিচার করবে? তবে তাদের
পিতারা যে জঘন্য কাজগুলি করেছে তার কথা নিশ্চয়ই
তাদের বল। 5তোমরা অবশ্যই তাদের বলবে, ‘প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: যেদিন আমি
ইস্রায়েলকে বেছে নিই, আমি যাকোব পরিবারের ওপর
আমার হাত তুলে মিশরে তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি
করেছিলাম এবং বলেছিলাম, “আমি তোমাদের প্রভু ও
ঈশ্বর। 6আমি তাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে
যাবার এবং যে দেশ তাদের আমি দেব সেই ভূমিতে
নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই দেশ বহু উত্তম
বিষয়ে পরিপূর্ণ* এবং অন্য বহুদেশের চেয়ে ভালো।

7“আমি ইস্রায়েল পরিবারকে তাদের জঘন্য
মূর্ত্তিগুলো ছুঁড়ে ফেলতে বলেছিলাম। বলেছিলাম
মিশরের ঐসমস্ত নোংরা মূর্ত্তি দ্বারা তারা যেন নিজেদের
অশুচি না করে। আমি তোমাদের প্রভু ও ঈশ্বর।” 8কিন্তু
তারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল, আমার কথা শুনতে
চায়নি। তারা তাদের জঘন্য মূর্ত্তিগুলো ফেলেও দেয়নি,
মিশরে ছেড়েও আসেনি। তাই আমি (ঈশ্বর) তাদের
মিশরেই ধ্বংস করার পরিকল্পনা করলাম– যেন তারা
আমার ক্রোধের পূর্ণ মাত্রা বুঝতে পারে। 9কিন্তু আমি
তাদের ধ্বংস করিনি। আমি আমার সুনাম রক্ষা করতে
চেয়েছিলাম। আমি চাইনি যে আমার নাম তাদের
চারপাশের জাতিগুলোর মধ্যে কলঙ্কিত হোক্। আমি
চেয়েছিলাম যে ঐ জাতিগুলি জানুক যে আমি
ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে আনছিলাম।
10আমি ইস্রায়েল পরিবারকে মিশর থেকে বের করে
এনেছি, তাদের মরুভূমির মধ্যে পরিচালিত করেছি।
11আমার বিধিগুলি তাদের দিয়েছিলাম, যে সমস্ত বিধি
আমাকে জানতে তাদের সাহায্য করবে সেগুলো তাদের
বলেছিলাম। যদি কোন ব্যক্তি সেই সমস্ত নিয়ম পালন
করে তবে সে বাঁচবে। 12আমি তাদের বিশ্রামের বিশেষ
বিশেষ দিনের কথাও বলেছিলাম। সেই সমস্ত ছুটির

সেই ... পরিপূর্ণ আক্ষরিক অর্থে, “একটি দেশ যেখানে দুধ এবং মধু বয়ে যাচ্ছে।”

দিনগুলো তাদের ও আমার মধ্যে বিশেষ চিহ্নস্বরূপ
ছিল। তারা এই বোঝাত যে আমিই প্রভু আর আমি
তাদের আমার বিশেষ প্রজা করে তুলেছি।
13“‘কিন্তু ইস্রায়েল পরিবার মরুভূমিতে আমার
বিরুদ্ধে গেল। তারা আমার বিধিগুলি মানল না, আমার
বিধি মানতে অস্বীকার করল। ঐসব বিধি পালন করলে
লোকেরা বাঁচবে। তারা আমার বিশ্রামের বিশেষ
দিনগুলিকে মান্য করেনি, ঐসব দিনে আরও বেশী কাজ
করেছে। আমি তাদের মরুভূমিতে ধ্বংস করার
পরিকল্পনা করেছিলাম, যেন তারা আমার ক্রোধের পূর্ণ
মাত্রা বুঝতে পারে। 14জাতিগণ আমায় ইস্রায়েলকে
মিশর দেশ থেকে বের করে আনতে দেখেছিল। আমি
আমার সুনাম নষ্ট করতে চাইনি তাই ইস্রায়েলকে ঐ
লোকদের সামনে ধ্বংস করিনি। 15ঐ লোকদের সঙ্গে
মরুভূমিতে আমি আর একটি প্রতিশ্রুতি করে
বলেছিলাম: যে দেশ আমি তাদের দিচ্ছি তাতে তারা
পা রাখতে পাবে না। সেই দেশ উত্তম এবং বহু উত্তম
বিচারে পরিপূর্ণ, সব দেশের চেয়ে সুন্দর!
16‘“ইস্রায়েলের লোকেরা আমার বিধি মানতে
অস্বীকার করেছিল, তারা আমার বিধিসকল পালন
করেনি, বিশ্রামের দিনকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। তারা
এইসব করেছে কারণ তাদের হৃদয় সেই সব নোংরা
মূর্ত্তির অধিকারে। 17কিন্তু আমি তাদের জন্য দুঃখ বোধ
করেছি তাই তাদের মরুভূমিতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
করিনি। 18আমি তাদের সন্তানদের কাছে বলেছিলাম,
“তোমরা তোমাদের পিতামাতার মতো হয়ো না। তাদের
নোংরা মূর্ত্তিদ্বারা তোমাদের কলুষিত কোরো না। তাদের
আজ্ঞার অনুসরণ ও আদেশ পালন কোর না। 19আমিই
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমরা আমারই বিধি পালন
কর ও আদেশ রক্ষা কর। তোমাদের যা বলি তাই
কর। 20আমার বিশ্রাম দিনকে গুরুত্ব দিও। মনে রেখো
যে, সব তোমার ও আমার মধ্যে বিশেষ চিহ্নস্বরূপ
হবে যেন তোমরা জানতে পার যে আমিই তোমাদের
প্রভু।”
21“‘কিন্তু ঐ সন্তানেরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করল।
তারা আমার বিধি পালন ও আদেশ রক্ষা করল না।
আমি তাদের যা বলেছি তারা তা করেনি। ঐসব বিধি
মঙ্গলের জন্য। যদি কোন ব্যক্তি তা পালন করে সে
বাঁচবে। তারা আমার বিশ্রামের বিশেষ দিনকে কোন
গুরুত্বই দেয়নি। তাই আমি তাদের মরুভূমিতে
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেন তারা
আমার ক্রোধের পূর্ণ মাত্রা বুঝতে পারে। 22কিন্তু আমি
থামলাম কারণ অন্য জাতিগণ আমায় ইস্রায়েলকে মিশর
থেকে বের করে আনতে দেখেছিল। আমি চাইনি যে
আমার উত্তম নাম ধ্বংস হোক তাই ঐসব জাতির
সামনে ইস্রায়েলকে ধ্বংস করিনি। 23তাই মরুভূমিতে
তাদের সঙ্গে আর একটি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলাম
তাদের আমি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে
দেব।
24“‘ইস্রায়েলের লোকেরা আমার বিধি পালন করেনি।
তারা তা অগ্রাহ্য করেছিল। তারা আমার বিশ্রামের
বিশেষ দিনকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। তারা তাদের
পিতাদের নোংরা মূর্ত্তিগুলি পূজো করেছে। 25তাই আমি
তাদের এমন আজ্ঞা দিলাম যা মঙ্গলজনক নয়। এমন
আদেশ দিলাম যা জীবনদায়ী নয়। 26তাদের উপহারেই
তাদের অশুচি হতে দিলাম। এমনকি তারা তাদের
প্রথমজাত পুত্রদের বলি দিতে শুরু করল। যেন আমি
তাদের ধ্বংস করি আর তারা জানে যে আমিই প্রভু।’
27তাই, হে মনুষ্যসন্তান, এখন তুমি ইস্রায়েল পরিবার
সমূহের কাছে এই কথা বল, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু
বলেন: ইস্রায়েলের লোকেরা আমার সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর
সব কথা বলছে এবং আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
28কিন্তু তবু আমি তাদের যে দেশ দেব বলে প্রতিজ্ঞা
করেছিলাম সেখানে এনেছি। তারা যেখানে যেখানে
পাহাড় ও সবুজ বৃক্ষ দেখেছে সেখানে সেখানেই পূজো
করতে গেছে। তারা তাদের বলি ও ক্রোধ উত্তেজক
নৈবেদ্য* নিয়ে ঐসব স্থানে গেছে। তারা ঐ স্থানে সৌরভ
উৎপন্ন করে এমন বলি দিয়েছে ও পেয় নৈবেদ্যও
উৎসর্গ করেছে। 29আমি ইস্রায়েলের লোকেদের জিজ্ঞেস
করেছিলাম কেন তারা ঐসব উচ্চ স্থানে যায়? কিন্তু
সেইসব উচ্চ স্থান আজও এখানে রয়েছে।’”
30ঈশ্বর বলেছেন, “ইস্রায়েলের লোকেরা ঐসব মন্দ
কাজগুলি করেছে। তাই ইস্রায়েল পরিবারের কাছে বল,
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ‘তোমরা
তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত কাজ করে নিজেদের
নোংরা করেছ, তোমরা বেশ্যার মত ব্যবহার করেছ
এবং আমাকে ছেড়ে তোমাদের পূর্বপুরুষদের এইসব
জঘন্য দেবতাদের মধ্যে থাকতে গেছ। 31তোমরা সেই
একই ধরণের উপহার দিচ্ছ। তোমাদের দেবতাদের
কাছে উপহারস্বরূপ তোমরা তোমাদের সন্তানদের
আগুনে দিচ্ছ। তোমরা আজও ঐসব নোংরা মূর্ত্তিদ্বারা
নিজেদের নোংরা করছ। ইস্রায়েলের পরিবারসমূহ,
তোমরা কি মনে কর উপদেশ চাইবার জন্য আমি
তোমাদের আমার কাছে আসতে দেব? আমিই প্রভু ও
সদাপ্রভু; আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাদের প্রশ্নের
উত্তর দেব না; কোন উপদেশও দেব না। 32তোমরা
বল যে তোমরা অন্য জাতির মতো হতে চাও এবং
তোমরা তাদের মত জীবনযাপন করতে চাও। তোমরা
কাঠ ও পাথরের দেবতার সেবা করে থাক।” সেটা
অবশ্যই হওয়া উচিৎ নয়!’”
33প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “আমার জীবনের
দিব্য, আমি তোমাদের ওপর রাজা হয়ে রাজত্ব করব।
আমি আমার বলবান বাহু উঠিয়ে তোমাদের শাস্তি
দেব। তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রকাশ করব!
34আমি তোমাদের ঐসব জাতিদের মধ্যে থেকে বার
করে এনে জাতিগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু
আমিই আবার সেইসব দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ

ক্রোধ উত্তেজক নৈবেদ্য লোকে একে ‘‘মঙ্গল নৈবেদ্য’’ বলত। কিন্তু যিহিষ্কেল এখানে ঠাট্টা করে বলছে যে ঐ খাবার ঈশ্বরকে শুধু ক্রুদ্ধই করত।

করে আনব; তবে আমার বলবান বাহু দ্বারা তাদের
শাস্তি দেব। তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রকাশ করব।
35আমি আগের মত তোমাদের মরুভূমিতে চালিত করব,
এ সেই জায়গা যেখানে জাতিগণ বাস করে। আমি
সামনাসামনি হয়ে তোমাদের বিচার করব।" **36**তোমাদের
পূর্বপুরুষদের মিশরের লাগোয়া মরুভূমিতে আমি
যেভাবে বিচার করেছিলাম, সেভাবেই তোমাদের বিচার
করব।" প্রভু, আমার সদাপ্রভুই এই কথা বলেছেন।

37"আমি বিচারে তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করব ও
বন্দোবস্ত অনুসারে তোমাদের শাস্তি দেব। **38**যেসব লোক
আমার বিরুদ্ধে উঠেছে ও পাপ করেছে, তাদের সবাইকে
আমি দূর করে দেব। তাদের আমি তোমাদের দেশ
থেকে দূর করব। তারা আর কখনও ইস্রায়েলে ফিরে
আসবে না। তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।"

39এখন হে ইস্রায়েল পরিবার, প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বলেন, "যদি কেউ তার নোংরা মূর্ত্তি পূজো
করতে চায় তবে সে তার পূজো করুক কিন্তু যেন মনে
না করে যে পরে সে আমার কাছ থেকে পরামর্শ পাবে!
তোমরা আর আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করবে না
এমনকি তোমাদের নোংরা মূর্ত্তিগুলোকে উপহার দান
দ্বারাও নয়।"

40প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেন, "লোকেরা অবশ্যই
ইস্রায়েলের পবিত্র উঁচু পর্বতে আমার সেবা করতে
আসবে! সমস্ত ইস্রায়েল পরিবার তাদের ভূমিতে থাকবে
আর তারা আমার কাছে উপদেশ চাইতে পারে। সেই
স্থানেই তোমরা তোমাদের নৈবেদ্য আমার কাছে আনবে।
তোমাদের ফসলের প্রথম অংশ ও সমস্ত পবিত্র উপহার
সেই স্থানে আমার কাছে আনবে। **41**আমি তোমাদের
বহু জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু আমিই আবার
তোমাদের সংগ্রহ করে আমার বিশেষ প্রজা করে তুলব
এবং তখন তোমাদের সুগন্ধযুক্ত বলির মত গ্রাহ্য করব
আর ঐসব জাতি তা দেখবে। **42**আমি তোমাদের
পূর্বপুরুষদের যে দেশ দেব বলে প্রতিশ্রুতি করেছিলাম
সেই ইস্রায়েল দেশে যখন আমি তোমাদের আনব তখন
তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু। **43**সেই দেশে তোমরা
তোমাদের করা মন্দ কাজের কথা মনে করবে আর
লজ্জিত হবে। ঐসব মন্দ বিষয় তোমাদের অশুচি করত।
44ইস্রায়েল পরিবার, আমার সুনাম রক্ষার জন্য যে শাস্তি
তোমাদের প্রাপ্য তা আমি তোমাদের দেব না। তখন
তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু। প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বলেন।

45তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
46"হে মনুষ্যসন্তান, দক্ষিণের দিকে মুখ করো, এবং
নেগেভের বিরুদ্ধে কথা বল। নেগেভের বনভূমির*
বিরুদ্ধে ভাববাণী কর। **47**'প্রভুর বাক্য শোন। প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'আমি বনে আগুন জ্বালাবার
জন্যে তৈরী। সেই আগুন সমস্ত সবুজ ও শুষ্ক বৃক্ষ
ধ্বংস করবে। প্রজ্জ্বলিত শিখা নেভানো হবে না। দক্ষিণ
হতে উত্তর দিকের সমস্ত ভূমিই আগুনে জ্বলে যাবে।
48তখন লোকে দেখবে যে স্বয়ং প্রভুই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
করেছেন। সেই অগ্নি নেভানো হবে না!'"

49তখন আমি বললাম, "হে প্রভু, আমার সদাপ্রভু!
যদি আমি এসব কথা বলি, লোকে বলবে যে আমি
ধাঁধাঁ তৈরী করেছি!"

21 প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এল। তিনি
বললেন, **2**"হে মনুষ্যসন্তান, জেরুশালেমের
দিকে তাকাও ও তার পবিত্র স্থানগুলির বিরুদ্ধে এই
কথা বল। আমার হয়ে ইস্রায়েল দেশের বিরুদ্ধে কথা
বল। **3**ইস্রায়েল দেশের প্রতি বল, 'প্রভু এইসব কথা
বলেন: আমি তোমার বিরুদ্ধে! আমি খাপ থেকে তরবারি
খুলে ভাল ও মন্দ সব লোককেই তোমার কাছ থেকে
দূর করব! **4**আমি যখন ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার
লোককেই তোমা হতে উচ্ছেদ করি তখন খাপ থেকে
তরবারি বের করে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকের
লোকেদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব। **5**তখন সমস্ত লোক
জানবে যে আমিই প্রভু। আর এও জানবে যে আমিই
খাপ থেকে তরবারি বের করেছি। আমার তরবারি কাজ
শেষ না করা পর্যন্ত তার খাপে ফিরে যাবে না।'"

6ঈশ্বর বলেন, "হে মনুষ্যসন্তান, মন ভেঙ্গে গেছে
এমন মানুষ যেভাবে শোক করে, লোকেদের সামনে
সেইভাবে শোক কর।" **7**তখন তারা তোমায় জিজ্ঞেস
করবে, 'কেন তুমি এইসব আওয়াজ করছ?' তখন
তুমি বলবে, 'শোকের সংবাদ আসছে বলে।' ভয়ে
প্রত্যেকের আত্মা দুর্বল হয়ে যাবে, সমস্ত হাত দুর্বল
হয়ে পড়বে, প্রত্যেক আত্মাও দুর্বল হবে এবং সবার
হাঁটু জলের মত হয়ে পড়বে।' দেখ সেই খারাপ সংবাদ
আসছে। এসব ঘটনাও ঘটবে। প্রভু আমার সদাপ্রভু
এইসব বলেন।

তরবারি তৈরী

8প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
9"মনুষ্যসন্তান লোকেদের কাছে আমার হয়ে এই কথা
বল, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন:

"এই দেখ, একটি তরবারি এবং তরবারিটিতে শান
দেওয়া হয়েছে ও পালিশ করা হয়েছে।

10হত্যার জন্য সেই তরবারি ধারালো করা হয়েছে।
তাতে ধার দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যেন তা চমকায়।
'"হে মনুষ্যসন্তান আমার শাস্তি দেবার লাঠির কাছ থেকে
তোমরা দৌড়ে পালিয়েছ। বেতের আঘাত খেতে তোমরা
অস্বীকার করেছ।

11তাই তরবারিটিকে ঘসা-মাজা করা হয়েছে এবং
ধার দেওয়া হয়েছে, এখন তা ব্যবহার করা যাবে।
তরবারি ঘসে মেজে ধার দেওয়া হয়েছিল। আর এখন
তা ঘাতকের হাতে দেওয়া যাবে।

12'"হে মনুষ্যসন্তান, চিৎকার কর। তীক্ষ্ণ শব্দে
চিৎকার কর! কারণ আমার প্রজাদের ও ইস্রায়েলের

নেগেভের বনভূমি সম্ভবতঃ ঈশ্বর মজা করছেন। নেগেভ হচ্ছে একটি মরুভূমি অঞ্চল, নেগেভে কোন বনভূমি নেই।

শাসকদের বিরুদ্ধে সেই তরবারি ব্যবহার করা হবে। ঐ
শাসকেরা যুদ্ধ চাইত, তাই তরবারি এলে তারা আমার
প্রজাদের সঙ্গে থাকবে। দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য তোমার
জাঙ্গে চড় মেরে আঘাত কর। আর তোমার শোক
প্রকাশ করতে উচ্চ শব্দ কর! 13এটা কেবল পরীক্ষা
নয়। তোমরা ছড়ির দ্বারা শাসন অগ্রাহ্য করেছিলে তাই
তোমাদের শাস্তি দিতে আমি আর কি ব্যবহার করতাম?
তরবারি।'" প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বলেন।

14ঈশ্বর বলেন, "মনুষ্যসন্তান, হাততালি দাও, আমার
হয়ে লোকেদের কাছে বল।"

"হ্যাঁ, তরবারিকে দুবার, এমনকি তিনবার আসতে
দাও। এই তরবারি মানুষ হত্যার জন্য, তা মহাহত্যার
জন্য। এই তরবারি তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে!

15তাদের হৃদয় ভয়ে গলে যাবে আর বহু লোক
পতিত হবে। নগরের দরজার কাছে খড়্গ দ্বারা বহুলোক
হত হবে। হ্যাঁ, খড়্গ বজ্রের মত চমকাবে, হত্যার জন্যই
তাতে শান দেওয়া হয়েছে!

16তরবারি শাণিত হও! ডানদিকে ছেদ কর।
সোজাসুজি কেটে চল, বাম দিকে ছেদ কর। তোমার
তরবারি যে দিকে চায় যাক!

17"তখন আমিও আমার হাতে তালি দেব। আমার
ক্রোধ নিবৃত্ত করব। আমি প্রভুই একথা বলছি।"

জেরুশালেমের দিকে পথ মনোনয়ন

18প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বললেন,
19"হে মনুষ্যসন্তান, দুটি রাস্তা আঁক যা দিয়ে বাবিলের
রাজার তরবারি ইস্রায়েলে আসতে পারে। দুটি রাস্তাই
ঐ একই নগরী বাবিল থেকে এসেছে। তারপর রাস্তার
মাথা থেকে শহর পর্যন্ত একটা চিহ্ন আঁক। 20চিহ্নটা
ব্যবহার কর তরবারি কোন রাস্তা ব্যবহার করবে তা
বোঝাতে। একটা রাস্তা অম্মোনীয়দের শহর রব্বার দিকে
গেছে। অন্য পথটি গেছে যিহূদার দিকের সুরক্ষিত শহর
জেরুশালেমে! 21যে জায়গায় দুই রাস্তা আলাদা হয়ে
গেছে সেখানে বাবিলের রাজা এসেছে। বাবিলের রাজা
ভবিষ্যৎ জানার জন্য যাদু চিহ্ন ব্যবহার করেছে। সে
তীর নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, পারিবারিক দেবতার কাছে
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে এবং যকৃতের দিকে তাকিয়েছে।

22"ঐ চিহ্নগুলি তাকে ডানদিকের পথ ধরতে বলেছে,
যে পথ জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছে! সে প্রাচীরভেদক
যন্ত্র আনার পরিকল্পনা করছে। আজ্ঞা পেলেই তার সৈন্যরা
হত্যা করতে শুরু করবে। তারা যুদ্ধের সিংহনাদ করবে
এবং তারপর শহরের চারধারে মাটির প্রাচীর গড়বে।
প্রাচীর পর্যন্ত যাবার একটা জাঙ্গাল তৈরী করবে। শহর
আক্রমণের জন্য একটা কাঠের মিনারও তৈরী করবে।
23ইস্রায়েলের লোকেরা ঐসব যাদু চিহ্নের মানে বুঝবে
না। তারা তাঁর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি করেছিল, কিন্তু
তিনি তাদের পাপ সম্বন্ধে স্মরণ করাবেন। তখন
ইস্রায়েলীয়রা বন্দী হবে।"

24প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "তোমরা
অনেক মন্দ কাজ করেছ। তোমাদের পাপগুলো
পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে। তোমরা আমাকে স্মরণ
করতে বাধ্য করেছ যে তোমরা দোষী; তাই তোমরা
শত্রুদের হাতে ধরা পড়বে। 25আর ওহে ইস্রায়েলের
দুষ্ট নেতারা, তোমরা হত হবে। তোমাদের শাস্তির সময়
এসেছে, শেষ দশা ঘনিয়ে আসছে!"

26প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "শিরস্ত্রান খুলে ফেল!
মুকুট খুলে নাও! পরিবর্তনের সময় এসেছে। গণ্যমান্য
নেতাদের নত করা হবে আর যারা সাধারণ তারা গণ্যমান্য
নেতা হবে। 27আমি শহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করব।
এরকমটি আগে কখনও হয়নি, কিন্তু আমি এমন
একজনকে শহরটি দেব যার এটি দাবী করবার অধিকার
আছে।"

অম্মোনের বিরুদ্ধে ভাববাণী

28ঈশ্বর বললেন, "মনুষ্যসন্তান, লোকেদের কাছে
আমার হয়ে এই কথা বল, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু
অম্মোনের অধিবাসী ও তাদের লজ্জাকর দেবতাদের
উদ্দেশ্যে এইসব কথা বলেন:

"তরবারি! একটি তরবারি! সেই তরবারিটি তার
খাপের বাইরে আছে। তাকে পরিষ্কার করে ঘসা মাজা
হয়েছে। তরবারিটি হত্যা করার জন্য প্রস্তুত! বিদ্যুৎ
চমকের মত তাকে পালিশ করা হয়েছে!

29তোমার দর্শনগুলি কোন কাজের নয়। তোমার
যাদু তোমায় কোন সাহায্য করবে না। তা কেবল মিথ্যার
ঝুড়ি। খড়্গ এখন দুষ্ট লোকের গলায়। শীঘ্রই তারা
মৃতদেহে পরিণত হবে। তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে।
মন্দের শেষ হবার সময় হয়েছে।"

বাবিলের বিরুদ্ধে ভাববাণী

30"'তরবারি (বাবিল) তুলে তা খাপে ফিরিয়ে রাখ।
বাবিল তুমি যেখানে সৃষ্টি হয়েছিলে, যে দেশে তোমার
জন্ম হয়েছিল, সেখানেই আমি তোমার বিচার করব।"
31তোমার বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঢেলে দেব। গরম
বাতাসের মত আমার ক্রোধ তোমায় জ্বালিয়ে দেবে।
আমি তোমাকে হিংস্র, হত্যায় পটু এমন লোকদের
হাতে তুলে দেব। 32তোমরা জ্বালানীর মত হবে।
তোমাদের রক্ত পৃথিবীর গভীরে বইবে; লোকে আর
তোমাদের স্মরণ করবে না। আমিই প্রভু এই কথা
বলেছি!'"

জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যিহিষ্কেলের ভাববানী

22 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
2"মনুষ্যসন্তান, তুমি কি নিধন শহরগুলির বিচার
করবে? তারা যেসব ভয়ঙ্কর কাজ করেছে সে সম্বন্ধে
কি তাকে বলবে? 3তুমি অবশ্যই বলবে, 'প্রভু আমার
সদাপ্রভু বলেন, এই শহরটি নরঘাতকে পূর্ণ, তাই তার
শাস্তির সময় আসবে। সে নিজের জন্য নোংরা মূর্ত্তিসমূহ
তৈরী করেছিল আর সেইসব মূর্ত্তিই তাকে নোংরা করেছে!

4"'জেরুশালেম নিবাসীরা, তোমরা বহুলোককে
হত্যা করেছ, নোংরা মূর্ত্তি তৈরী করেছ। তোমরা দোষী

আর তাই তোমাদের শাস্তি দেবার সময় এসেছে। তোমাদের শেষ দশা উপস্থিত এইজন্য অন্য জাতি তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা করবে ও তোমাদের দেখে হাসবে।
5দূরের ও কাছের লোকেরা তোমাকে নিয়ে মজা করবে কারণ তুমি বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ হয়ে তোমার সুনাম নষ্ট করেছ। ঐ দেখ উচ্চ হাসির শব্দ শোনা যায়।

6"'দেখ! জেরুশালেমে ইস্রায়েলের প্রতিটি শাসক অপর লোককে হত্যা করার জন্য নিজেকে বলবান করেছে। 7জেরুশালেমের লোকেরা তাদের পিতা-
মাতাকে সম্মান করে না; তারা সেই শহরের বিদেশীদের আঘাত করে ও অনাথ এবং বিধবাদের ঠকায়। 8তোমরা
আমার পবিত্র বিষয়গুলি ঘৃণা করে থাক ও আমার বিশ্রামের বিশেষ দিনকে কোন মর্যাদাই দাও না।
9জেরুশালেমের লোকেরা নির্দোষ লোকদের হত্যা করবার জন্য তাদের সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলে। লোকেরা মূর্ত্তির পূজা করতে পর্বতগুলিতে যায় আর সহভাগীতার ভোজ খেতে জেরুশালেমে আসে।

"'জেরুশালেমে লোকে অনেক যৌনমূলক পাপ কাজ করে। 10তারা তাদের পিতার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন পাপ
কাজ করে, মাসিকের সময় তাদের স্ত্রীদের ওপর বলাৎকার করে। 11কেউ কেউ প্রতিবেশীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে
ভয়ঙ্কর পাপ কাজ করে; কেউ তার পুত্রবধূর সঙ্গে যৌন কাজ করে তাকে অশুচি করে; আবার কেউ কেউ তার নিজেরই বোনের ওপর বলাৎকার করে।

12"'জেরুশালেমের লোকেরা, তোমরা হত্যা করার জন্য অর্থ নিয়ে থাক, ধার দিয়ে তার ওপর সুদ নিয়ে থাক, সামান্য অর্থের জন্য প্রতিবেশীকে ঠকিয়ে থাক। তোমরা আমায় ভুলে গেছ।' প্রভু আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা বলেছেন।

13"'ঈশ্বর বলেন 'এখন দেখ! আমি সশব্দে হাত নামিয়ে তোমায় থামাব; লোক ঠকানো ও হত্যা করার
জন্য তোমায় শাস্তি দেব। 14সে সময় তোমার কি সাহস
হবে? যে সময় আমি শাস্তি দিতে আসি সে সময় কি তোমরা বলবান থাকবে? না! আমিই প্রভু, আমিই একথা বলছি আর যা যা বলেছি তাই সিদ্ধ করব।
15আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেব, বহু দেশে যেতে বাধ্য করব। শহরের নোংরা বিষয়গুলিকে
আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করব। 16কিন্তু জেরুশালেম
তুমি এই সব দোষে অপবিত্র হবে আর জাতিগণের সামনেই এইসব ঘটবে; তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।'"

ইস্রায়েল অব্যবহার্য জঞ্জালের মতো

17প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
18"মনুষ্যসন্তান, রূপোর তুলনায় পিতল, লোহা, সীসা এবং টিন মূল্যহীন। স্বর্ণকার আগুন দিয়ে রূপো খাঁটি করে; রূপো তাপে গলে গেলে তা থেকে খাদ আলাদা করে। ইস্রায়েল জাতি আমার কাছে সেই অব্যবহার্য খাদের মত হয়ে উঠেছে।" 19প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেন,
'তোমরা মূল্যহীন জঞ্জালের মত হয়ে গেছ, তাই আমি
তোমাদের জেরুশালেমে জড়ো করব। 20স্বর্ণকার রূপো,
পিতল, লোহা, সীসা ও টিন আগুনে ফেলে ফুঁ দিয়ে তা গরম করলে ধাতু যেমন গলতে শুরু করে, সেই একইভাবে আমি তোমাদের আমার ক্রোধরূপ আগুনে ফেলে গলাব। 21আমি তোমাদের আমার সেই ক্রোধরূপ
আগুনে ফেলে তাতে ফুঁ দেব আর তোমরা গলতে শুরু করবে। 22রূপো আগুনে গলে গেলে স্বর্ণকার যেভাবে
তা সংগ্রহ করে, সেই একইভাবে তোমরা শহরে গলে যাবে। তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু আর এও জানবে যে আমিই তোমাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঢেলে দিয়েছি।'"

জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যিহিষ্কেলের ভাববানী

23প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
24"হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলকে বল যে সে শুচি নয়।
নগরের উপরে আমার ক্রোধের দিনে তা বৃষ্টি দ্বারা শুচি হয়নি। 25জেরুশালেমের ভাববাদীরা দুষ্ট পরিকল্পনা
করেছে; তারা গর্জনকারী সিংহের মত শিকার ধরে বহু প্রাণ নষ্ট করে; বহু মূল্যবান বিষয় হরণ করে; সেখানকার বহু মহিলাকে বিধবা করে।

26"যাজকরা সত্যিই আমার শিক্ষাকে আঘাত করেছে; তারা আমার পবিত্র বিষয়গুলিকে যথার্থ মর্যাদা দেয় না, গুরুত্বও দেয় না। তারা পবিত্র বিষয়গুলিকে মনেই করে না পবিত্র এবং শুচি বিষয়গুলিকে অশুচির মতোই দেখে। তারা লোকেদের এ বিষয়ে শিক্ষাও দেয় না। তারা আমার বিশ্রামের বিশেষ দিনকে সম্মান দেয় না এবং এমন আচরণ করে যেন আমার কোন গুরুত্বই নেই।

27"জেরুশালেমের নেতারা নেকড়ের মত শিকার ধরে খাচ্ছে। এইসব নেতারা ধনের লোভে লোকেদের আক্রমণ ও হত্যা করে।

28"ভাববাদীরা লোকেদের সাবধান করে না। তারা সত্য ঢেকে রাখে। তারা সেইরকম কর্মীর মত যারা দেওয়াল মেরামত করে না, কেবল গর্ত বোজায়। তারা কেবল মিথ্যা দর্শন পায়; মন্ত্র পড়ে মিথ্যাভাবে ভবিষ্যৎ বলে। তারা বলে, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বলেছেন' কিন্তু সেসব মিথ্যা কথা– প্রভু তাদের সঙ্গে কথাই বলেন নি!

29"সাধারণ লোকের অবস্থার সুযোগ নিয়ে একে অপরকে ঠকায় ও চুরি করে। তারা গরীব অসহায় ভিখারীদের সাহায্যে ধনী হয়, বিদেশীদের ঠকায়; তাদের সাথে ন্যায্য ব্যবহার করে না!

30"আমি লোকেদের তাদের জীবনধারা পরিবর্ত্তন করতে এবং নগর রক্ষা করতে বলেছিলাম। আমি তাদের দেওয়াল মেরামত করতে ও দেওয়ালের ঐসব গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে নগর রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে বলেছিলাম কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ আসেনি। 31এইজন্য আমি
তাদের ওপর আমার ক্রোধ ঢেলে দেব; তারা যে মন্দ কাজ করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি দেব কারণ এসব

তাদের দোষ।" প্রভু আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা
বলেছেন।

23 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বললেন,
2"মনুষ্যসন্তান, শমরিয়া ও জেরুশালেমকে নিয়ে
এই গল্পটা শোন। দুই বোন ছিল, তারা একই মায়ের
মেয়ে। 3তারা মিশরে যৌবনকালেই বেশ্যা হয়ে উঠল।
মিশরেই প্রথম তারা প্রেম করল ও পুরুষদের দিয়ে
তাদের চুচুক টেপাত ও স্তন ধরতে দিত। 4বড় মেয়ের
নাম ছিল অহলা* আর তার বোনের নাম ছিল
অহলীবা।* তারা আমার স্ত্রী হল আর আমাদের
সন্তানসন্ততি হল। (অহলা প্রকৃতপক্ষে শমরিয়া আর
অহলীবা প্রকৃতপক্ষে জেরুশালেমকে বোঝায়।)

5"তারপর অহলা আমার প্রতি অবিশ্বস্তা হল। সেও
একজন বেশ্যার মত জীবনযাপন করত। সে তার
প্রেমিকদের চাইতে লাগল; নীল পোশাক পরা অশূরীয়
সৈন্যদের প্রতি সে কামাসক্তা হল। 6ঐ অশ্বারোহী যুবকরা
সবাই তার আকাঙ্খিত বিষয় হল। তারা সবাই ছিল হয়
নেতা নয়তো অধ্যক্ষ। 7অহলা নিজেকে ঐসব যুবকদের
কাছে দিয়ে দিল। ঐ অশূরীয় সৈন্যরা সবাই ছিল বাছা
বাছা সৈন্য। সে তাদের সবাইকে চাইল এবং তাদের
নোংরা প্রতিমাদের দ্বারা কলুষিত হল। 8এছাড়াও
মিশরের সাথে তার প্রেম থেকে সে পিছপা হল না।
মিশরের জন্যই যৌবনকালে তার প্রেম এসেছিল,
মিশরেই ছিল সেই প্রথম প্রেমিক যে তার যৌবনের
স্তন স্পর্শ করেছিল। মিশর তার প্রতি তার মিথ্যা প্রেম
ঢেলে দিয়েছিল। 9তাই আমি তাকে তার প্রেমিকদের
হাতে ছেড়ে দিলাম। সে অশূরীয়কে চেয়েছিল, আমি
তাকে তা দিলাম। 10তারা তাকে বলাৎকার করল, তার
সন্তানদের নিয়ে গেল আর খড়্গ ব্যবহার করে তাকে
হত্যা করল। তারা তাকে শাস্তি দিল যার বিষয়ে মহিলারা
এখনও আলোচনা করে।

11"তার ছোট বোন অহলীবা এসব ঘটতে দেখেও
তার বোনের চাইতে বেশী পাপ করে চলল, অহলার
চাইতেও সে আরও অবিশ্বস্ত হল। 12সে অশূরীয় নেতাদের
ও অধ্যক্ষদের চাইল; অশ্বারোহী নীল পোশাক পরা ঐ
সৈন্যদেরও চাইল। এইসব যুবকরা সবাই ছিল তার
ঈপ্সিত বস্তু। 13আমি দেখলাম ঐ দুই মহিলাই এক
ভুল দ্বারা তাদের জীবন ধ্বংস করতে চলেছে।

14"অহলীবা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েই চলল।
বাবিলে সে দেওয়ালে খোদিত পুরুষের আকৃতি দেখল।
এই আকৃতিগুলি ছিল লাল পোশাক পরা কল্দীয়
পুরুষদের। 15তাদের কোমরে ছিল কোমরবন্ধ, মাথায়
ছিল পাগড়ী। ঐসব লোকেদের দেখে মনে হত যেন
অশ্বারোহীদের অধিকারিক; তারা ছিল কল্দীয়, বাবিলে
তাদের জন্ম। 16আর অহলীবা তাদের চাইল। সে বাবিলে
তাদের কাছে দূত পাঠাল। 17তাই ঐসব বাবিলের
পুরুষেরা তার প্রেম শয্যার পাশে এসে তার সাথে
সহবাস করল। তারা তাকে ব্যবহার করে এত নোংরা
করল যে সে তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠল।

18"প্রত্যেকেই দেখল যে অহলীবা অবিশ্বস্ত। তার
নগ্ন দেহকে সে এতজনকে উপভোগ করতে দিল যে
আমি তার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠলাম, যেমন তার বোনের
প্রতি হয়েছিলাম। 19বার বার অহলীবা আমার প্রতি
অবিশ্বস্ত হল। তারপর সে মিশরে তার যৌবনকালের
প্রেমের কথা স্মরণ করল। 20সে গাধার মত শিশ্ন ও
ঘোড়ার মত ভাসিয়ে দেওয়া বীর্য্য সম্পন্ন প্রেমিকদের
কথা স্মরণ করল।

21"অহলীবা, তুমি তোমার যৌবনকালের স্বপ্ন
দেখলে, যেসময় তোমার প্রেমিকরা তোমার স্তনের
বোঁটা স্পর্শ করত ও যৌবনের স্তন ধরত। 22হে অহলীবা,
প্রভু আমার সদাপ্রভু তাই এইসব কথা বলেছেন, 'তুমি
তোমার প্রেমিকদের প্রতি নিদারুণ বিরক্ত, কিন্তু আমি
সেই প্রেমিকদের এখানে আনব আর তারা তোমায়
ঘিরে ফেলবে। 23আমি ঐ সমস্ত পুরুষদের বাবিল থেকে
আনব, বিশেষ করে সেই কল্দীয়দের। আমি পেকোদ,
শোয়া এবং কোয়া থেকেও লোকেদের আনব। আর
অশূরীয় থেকেও লোকেদের অর্থাৎ সেই নেতাদের ও
আধিকারিকদের আনব। অশ্বারোহী আধিকারিকেরা ও
বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্যরা সবাই ছিল তোমার
আকাঙ্খিত যুবক। 24ঐ জনতার ভীড় তোমার কাছে
আসবে। তারা ঘোড়ায় ও রথে চেপে তোমার কাছে
আসবে। বহু লোক তাদের ঢাল ও শিরস্ত্রাণ নিয়ে তোমার
চারিদিকে জড়ো হবে। আমি তাদের বলব তুমি আমার
প্রতি কি করেছ আর তারা তাদের ইচ্ছেমত তোমাকে
শাস্তি দেবে। 25আমি যে কত ঈর্ষান্বিত তা তোমায়
দেখাব। তারা তোমার প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হয়ে আঘাত
করে তোমার নাক, কান কেটে ফেলবে। তারা তোমায়
খড়্গ দ্বারা হত্যা করে, তোমার সন্তানদের ধরে নিয়ে
যাবে এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তাতে আগুন লাগিয়ে
দেবে। 26তারা তোমার ভাল ভাল কাপড় ও
অলঙ্কারগুলো নিয়ে যাবে। 27আর মিশরে বসবাসের
সময় থেকে তুমি যে সমস্ত কুকর্ম ও ব্যভিচার করেছিলে
আমি তার সমাপ্তি ঘটাব। তুমি আর কখনও তাদের
খোঁজ করবে না, আর কখনও মিশরকে স্মরণ করবে
না।'"

28প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বলেন, "তুমি
যাদের ঘৃণা কর আমি তাদের হাতেই তোমায় তুলে
দিচ্ছি। যাদের নিয়ে তুমি অতীষ্ঠ, তাদের হাতেই তুলে
দিচ্ছি। 29আর তারা যে তোমায় কত ঘৃণা করে তা
দেখাবে। তোমার পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত সব কিছুই
তারা নিয়ে যাবে আর উলঙ্গ ও বিবস্ত্র অবস্থায় তোমাকে
পরিত্যাগ করবে। লোকে স্পষ্টই তোমার পাপ দেখতে
পাবে। তোমার বেশ্যার মত ব্যবহার ও দুষ্ট স্বপ্ন দর্শনও
তারা দেখবে। 30আমায় ত্যাগ করে অন্য জাতির পেছনে
পেছনে ছুটে যাবার সময় তুমি ঐসব মন্দ কাজ করতে।

অহলা এই নামের অর্থ "তাঁবু।" এটি সম্ভবতঃ সেই পবিত্র তাঁবুকে বোঝায় যেখানে ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে যেত।

অহলীবা এই নামের অর্থ, "আমার তাঁবু তার দেশেতে।"

তাদের নোংরা মূর্ত্তি পূজো করতে আরম্ভ করার পরেই তুমি ঐসব বাজে কাজ করলে। 31তুমি তোমার বোনের পথ অনুসরণ করে তার মতোই জীবনযাপন করেছ। তাই আমি, তার ভাগ্য যেমন হয়েছিল সেইরকম কষ্ট তোমাকে পাওয়াব।” 32প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন:

“তুমিও তোমার বোনের পেয়ালা থেকে পান করবে। সেই পেয়ালাটি মাপে বেশ বড় ও গভীর। তোমার পান করা দেখে লোকে হাসবে আর তোমাকে উপহাস করবে।

33তুমি একজন মাতাল লোকের মত টলবে। তোমার শরীর মুর্ছিত হয়ে পড়বে। ঐ পেয়ালা ধ্বংসের ও উচ্ছেদের জন্য। তোমার বোন শমরিয়া যাতে পান করেছিল এটা তারই মত।

34সেই পেয়ালার বিষ তুমি পান করবে, তার তলানি পর্যন্ত পান করবে। তারপর সেই পাত্র ছুঁড়ে ফেলে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে আর কষ্টে তোমার স্তন ছিঁড়ে ফেলবে। আমি প্রভু ও সদাপ্রভু বলছি এটা ঘটবে, আর আমিই এসব বলেছি।”

35“তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, ‘জেরুশালেম, তুমি আমায় ভুলে গেছ। তুমি আমায় দূর করে একাকী রেখে গেছ। আমাকে পরিত্যাগ করার জন্য ও বেশ্যার মত জীবনযাপন করার জন্য তোমায় তাই কষ্ট ভোগ করতে হবে। তোমার দেখা দুষ্ট স্বপ্নের জন্যও তোমায় কষ্টভোগ করতে হবে।’”

অহলা ও অহলীবার বিপক্ষে বিচার

36প্রভু আমায় বললেন, “মনুষ্যসন্তান, তুমি কি অহলা ও অহলীবার বিচার করবে? তবে তারা যে ভয়ানক কাজগুলি করেছে তা তাদের বল। 37তারা ব্যভিচারমূলক পাপ করেছে। তারা দণ্ডার্হ অপরাধে অপরাধী। তারা একজন বেশ্যার মত আচরণ করেছে। তাদের নোংরা মূর্ত্তিগুলোর সঙ্গে থাকবার জন্য আমাকে ত্যাগ করেছে। তাদের কাছে আমার যে সন্তানেরা ছিল, তাদের তারা জোর করে আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করেছে যাতে তারা তাদের নোংরা মূর্ত্তিগুলোকে খাদ্য যোগাতে পারে। 38তারা আমার বিশ্রামের বিশেষ দিন ও পবিত্রস্থানকে কোন গুরুত্ব দেয় নি। 39তারা তাদের মূর্ত্তিগুলোর জন্য তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং সেই একই দিনে আমার সে জায়গাটাকে অশুচি করেছে। দেখ, তারা এসমস্তই আমার মন্দিরের মধ্যে করেছে!

40“তারা দূরের পুরুষদের ডেকে এনেছে। তুমি ঐ লোকেদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলে আর তারা তোমাকে দেখবার জন্য এসেছিল। তুমি তাদের জন্য স্নান করলে, তোমার চোখে কাজল দিলে ও গয়না পরলে। 41তুমি রাজকীয় বিছানায় বসে তার সামনের টেবিলে আমার দেওয়া সুগন্ধী ও তেল সাজিয়ে রাখলে।

42“জেরুশালেমের শব্দ শুনে মনে হল যেন ভোজে আমন্ত্রিত জনতার ভীড়। সেই ভোজে অনেকে এল; লোকে মরুভূমি থেকে আসছিল বলে পান করতে করতেই আসছিল। তারা সেই স্ত্রীলোককে বাউটি ও সুন্দর মুকুট দিল। 43তখন আমি ব্যভিচারে যে স্ত্রীলোকটি জীর্ণ হয়ে পড়েছে তার সাথে কথা বললাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তারা কি তার সঙ্গে এই যৌন পাপ করেই চলবে আর সেও কি তাদের সঙ্গে করবে?’ 44কিন্তু লোকে যেমন বেশ্যার কাছে যায় সেইভাবেই তারা তার কাছে যেতে থাকল। হ্যাঁ, তারা বারবার ঐ দুষ্টা স্ত্রীলোক অহলা ও অহলীবার কাছে যেতে থাকল।

45“কিন্তু ধার্মিক লোকেরা তাদের দোষী করবে। তারা ঐ দুই স্ত্রীলোককে ব্যভিচার ও হত্যার পাপে দোষী করবে। কারণ অহলা ও অহলীবা ব্যভিচারমূলক পাপ করেছে এবং যেসব লোকেদের তারা হত্যা করেছে তাদের রক্ত এখনও তাদের হাতে লেগে রয়েছে।”

46প্রভু আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা বলেছেন, “লোকেদের এক জায়গায় জড়ো কর, তারা অহলা ও অহলীবার শাস্তি দিক। ঐ লোকেরা ঐ দুই স্ত্রীলোককে শাস্তি দেবে ও তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করবে। 47তারপর তারা পাথর ছুঁড়ে তাদের মেরে ফেলবে আর খড়্গ দিয়ে ঐ দুই স্ত্রীলোককে টুকরো টুকরো করে কাটবে। তারা ঐ স্ত্রীলোকেদের সন্তানদের হত্যা করে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেবে। 48এইভাবে আমি ঐ দেশের লজ্জা দূর করব আর তারা যে কাজ করেছে অন্য স্ত্রীলোকেরা সেই লজ্জাজনক কাজ হতে সাবধান হবে। 49তোমার কৃত মন্দ কাজের জন্য তারা তোমায় শাস্তি দেবে। তোমরা নোংরা মূর্ত্তি পূজো করার জন্যও শাস্তি ভোগ করবে। তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু ও সদাপ্রভু।”

হাঁড়ি ও মাংস

24 প্রভুর কথাগুলি আমার কাছে এল। এটা ছিল নির্বাসনে থাকার নবম বছরের দশম মাসের দশম দিন। তিনি বললেন, 2“মনুষ্যসন্তান, আজকের দিনের তারিখ ও এই কথাগুলি লেখ: ‘এই দিনে বাবিলের রাজার সৈন্যরা জেরুশালেম ঘিরে ফেলেছিল।’ 3এই ঘটনা সেই পরিবারকে বল যারা বাধ্য হতে অস্বীকার করে। তাদের এই বিষয়গুলি বল, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু একথা বলেন:

“‘হাঁড়িটা আগুনে বসাও, হাঁড়িটা বসাও। আর তাতে জল ঢালো।

4মাংসের টুকরোগুলো তার মধ্যে দাও। প্রত্যেকটা ভাল টুকরো তার মধ্যে দাও, উরু ও ঘাড়ের মাংসের টুকরোগুলি। সবচেয়ে ভাল হাড়ের টুকরো দিয়ে হাঁড়িটি ভর্তি কর।

5পালের সেরা পশুগুলো নাও। হাঁড়ির নীচে কাঠগুলো জড়ো কর। মাংস সেদ্ধ কর, এমনভাবে সেদ্ধ কর যেন হাড়গুলোও পরিপক্ক হয়!’

6“প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: “জেরুশালেমের পক্ষে এটা প্রাণনাশক হবে। নিধন শহরের পক্ষে এটা হবে অমঙ্গলজনক। জেরুশালেম মরচে পড়া হাঁড়ির মত। মরচের ঐ দাগগুলি মোছা

যাবে না! সেই পাত্র পরিষ্কার নয়। তাই তুমি অবশ্যই
হাঁড়ির ভেতরের প্রত্যেকটা মাংসের টুকরো বের করে
নেবে! ঐ মাংস খেও না! আর যাজকদেরও সেই মন্দ
মাংস বাছতে দিও না।

7জেরুশালেম মরচে পড়া হাঁড়ির মত। কারণ
হত্যাকারীদের হত্যার রক্ত এখনও সেখানে রয়েছে। সে
ঐ রক্তখোলা পাথরের উপর রেখেছে, মাটিতে ঢেলে
তা মাটি চাপা দেয়নি!

8আমি তার সেই রক্তখোলা পাথরের ওপরে রেখেছি
যেন তা ঢাকা না হয়। আমি এমনটা করেছি যেন
লোকে ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দোষ লোককে হত্যা করার শাস্তি
তাকে দেয়।"

9"তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন:
'হত্যাকারীদের শহরের পক্ষে এ হবে অমঙ্গলজনক!
আমি আগুনের জন্য প্রচুর কাঠ জড়ো করব।

10পাত্রের তলায় কাঠ বোঝাই করে রাখব। আগুন
জ্বালাও, ভালো করে মাংস রান্না কর! মশলা মেশাও
এমনকি হাঁড়িগুলোও পুড়ে যাক।

11তারপর খালি পাত্রটিকে কয়লার ওপর রাখ।
ওটাকে এমন এমনভাবে উত্তপ্ত হতে দাও যাতে তার
দাগগুলোতেও আগুন ধরে যায়। ঐ দাগগুলো গলে
যাবে ও মরচে পড়ে ধ্বংস হবে।

12"ঐ দাগগুলো ধুয়ে ফেলতে জেরুশালেমকে প্রচুর
খাটতে হবে। কিন্তু সেই মরচে যাবে না! কেবল আগুনই
(শাস্তি) সেই মরচে দূর করতে সক্ষম হবে।

13"তুমি আমার বিরুদ্ধে পাপ করে পাপের দাগে
দাগযুক্ত হয়েছিলে। আমি তোমায় পরিষ্কার করার জন্য
ধুতে চাইলাম। কিন্তু সেই দাগ উঠল না। আমি আর
ধোবার চেষ্টা করব না, যতক্ষণ না আমার প্রচণ্ড ক্রোধ
তোমার উপরে শেষ না করি!

14"'আমিই প্রভু, আমিই বলেছিলাম তোমার শাস্তি
আসবে আর আমিই তা ঘটাব। আমি শাস্তি দেওয়া
থেকে বিরত হব না। তোমার জন্য অনুশোচনাও বোধ
করব না। তোমার মন্দ কাজের জন্য আমি তোমায়
শাস্তি দেব।' প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথাগুলি
বলেছেন।"

যিহিষ্কেলের স্ত্রীর মৃত্যু

15তারপর প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল, তিনি
বললেন, **16**"মনুষ্যসন্তান, তুমি তোমার স্ত্রীকে খুবই
ভালবাস, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে
নেব। তোমার স্ত্রী হঠাৎ মারা যাবে কিন্তু তুমি তোমার
দুঃখ প্রকাশ করবে না, জোরে জোরে কেঁদো না।
17চোখের জল ফেলো কিন্তু নিঃশব্দে। মৃত স্ত্রীর জন্য
উচ্চস্বরে কেঁদো না। সাধারণতঃ যে কাপড় পরে থাক
তাই পর। তোমার পাগড়ী বাঁধ, জুতো পর। শোক
প্রকাশ করতে তোমার গোঁফ ঢেকে রেখো না আর
মানুষ মারা গেলে লোকে সাধারণতঃ যা খায় তাও
খেয়ো না।"

18পরের দিন সকালে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা আমি
লোকেদের বললাম। সেই বিকেলে আমার স্ত্রী মারা
গেল। পরের দিন সকালে ঈশ্বর যা আদেশ করেছিলেন
আমি সেই অনুসারে কাজ করলাম। **19**তখন লোকে
আমায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন এসব করছ? এসবের
মানে কি?"

20তখন আমি তাদের বললাম, "প্রভুর বাক্য আমার
কাছে এল; **21**ইস্রায়েলের পরিবারগুলিকে এই কথা
বলো। প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: 'দেখ,
আমি আমার পবিত্র স্থান ধ্বংস করব। তুমি এই স্থান
সম্বন্ধে গর্বিত ও এর সম্বন্ধে প্রশস্তি গীত গেয়ে থাক।
তোমরা সেই স্থান দেখতে ভালবাস ও সত্যই তাকে
ভালোবাস। কিন্তু আমি সেই স্থান ধ্বংস করব আর
যুদ্ধে যে শিশুদের তোমরা ছেড়ে এসেছিলে, তারা হত
হবে। **22**কিন্তু তোমরা সেই একই কাজ করবে যেমনটি
আমি আমার মৃত স্ত্রীর বিষয়ে করেছি। তোমরা তোমাদের
শোক প্রকাশ করতে গোঁফ ঢাকবে না। মানুষ মারা
গেলে লোকে সাধারণত যা খায় তা খাবে না। **23**তোমরা
তোমাদের পাগড়ী বাঁধবে, জুতো পরবে কিন্তু শোক
প্রকাশ করবার জন্য কেঁদো না। তোমরা তোমাদের
পাপের কারণে ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে। একে অন্যের
কাছে গভীরভাবে আর্তনাদ করবে। **24**যিহি ল
তোমাদের কাছে একটি চিহ্নস্বরূপ। সে যা যা করেছে
তোমরাও তাই করবে। শাস্তির সেই সময় যখন আসবে
তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।"'

25-26"মনুষ্যসন্তান, আমি লোকেদের কাছ থেকে সেই
নিরাপদ স্থান (জেরুশালেম) ছিনিয়ে নেব। সেই সুন্দর
স্থান তাদের আনন্দ দেয়, তারা তা দেখতে চায় ও
তাকে প্রকৃতই ভালবাসে। কিন্তু সেই সময়ে আমি ঐ
লোকেদের কাছ থেকে এই শহর ও তাদের সন্তানসন্ততি
ছিনিয়ে নেব। জেরুশালেমের জন্য দুঃসংবাদ নিয়ে
অবশিষ্ট কেউ একজন তোমাদের কাছে আসবে। **27**সেই
সময়, তোমরা ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম
হবে এবং চুপ করে থাকবে না। এইভাবে, তুমি তাদের
কাছে একটি চিহ্নস্বরূপ হবে। তখন তারা জানবে যে
আমিই প্রভু।"

অম্মোনের বিরুদ্ধে ভাববাণী

25 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
2"মনুষ্যসন্তান, অম্মোন সন্তানদের দিকে দেখ
আর আমার হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কথা বল। **3**অম্মোন
লোকেদের বল: আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভুর বাক্য
শোন! আমার প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: যখন
আমার পবিত্র স্থান ধ্বংস হয়েছিল তখন তোমরা
আনন্দিত হয়েছিলে। ইস্রায়েলের ভূমি কলূষিত হলে
তোমরা তার বিরুদ্ধে গেলে। যিহূদা পরিবারের
লোকেদের বন্দী করে নিয়ে যাবার সময়ে তোমরা তাদের
বিরুদ্ধে গেলে। **4**সেইজন্য আমি পূর্বের লোকেদের হাতে
তোমাদের সঁপে দেব আর তারা তোমাদের ভূমি অধিকার
করবে। তাদের সৈন্যরা তোমাদের দেশে তাদের শিবির

গড়বে। তারা তোমাদের মধ্যে বাস করবে, তোমাদের
ফল খাবে ও তোমাদের দুধ পান করবে।
5"'আমি রব্বা শহরটিকে উটের চারণস্থান ও অম্মোন
দেশকে মেষরা যেখানে বিশ্রাম নেয় সেইরকম একটা
স্থানে পরিণত করব। তখন তারা জানবে যে আমিই
প্রভু। 6প্রভু এই কথাও বলেন, "জেরুশালেম ধ্বংস
হলে পরে তোমরা আনন্দিত হয়েছিলে। তোমরা
হাততালি দিয়েছিলে ও পা দাপিয়েছিলে। তোমরা
ইস্রায়েলের ভূমিকে নিয়ে অবজ্ঞাসহ ঠাট্টা করেছিলে।
7সেইজন্য আমি তোমাদের শাস্তি দেব। তোমরা যুদ্ধে
লুঠ করা মূল্যবান সামগ্রীর মত হবে। তোমরা তোমাদের
অধিকার হারাবে। বহুদূর দেশে তোমাদের মৃত্যু হবে।
আমি তোমাদের দেশ ধ্বংস করব! তখন তোমরা জানবে
যে আমিই প্রভু।"'

মোয়াব ও সেয়ীরের বিরুদ্ধে ভাববাণী

8প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "মোয়াব ও
সেয়ীর বলে, 'যিহুদা পরিবার অন্য জাতিদের মতই।'
9আমি মোয়াবের কাঁধ কেটে নেব। তার সীমার শহরগুলি
নিয়ে নেব, ভূমির গৌরব বৈৎ-যিশীমোত, বাল্-মিয়োন
ও কিরিয়াথয়িম। 10আর সেই শহরগুলো পূর্ব দেশের
লোকেদের দেব। তারা তোমাদের ভূমি অধিকার করবে
আর আমি পূর্ব দেশের লোকেদের দ্বারা অম্মোনের
লোকেদের ধ্বংস করব। তখন সবাই ভুলে যাবে এই
কথা যে অম্মোন বলে এক জাতি ছিল। 11তাই আমি
মোয়াবকে বিচার অনুসারে শাস্তি দেব। তখন তারা
জানবে যে আমিই প্রভু।"

ইদোমের বিরুদ্ধে ভাববাণী

12প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "ইদোমের
লোকেরা যিহুদা পরিবারের বিরুদ্ধে উঠে প্রতিশোধ
নিতে গিয়েছিল, তাই তারা দোষী।" 13প্রভু আমার
সদাপ্রভু আরও বলেন, "আমি ইদোমকে শাস্তি দেব,
তাদের লোকজন ও পশুদের ধ্বংস করব। আমি তৈমন
থেকে দদান পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইদোম দেশটি ধ্বংস করব
আর ইদোমীয়দের যুদ্ধে নিহত করব। 14আমি ইদোমের
বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আমার প্রজা ইস্রায়েলীয়দের
ব্যবহার করব। এইভাবে ইস্রায়েলের লোকেরা ইদোমের
বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রকাশ করবে। তখন ইদোমের
লোকেরা জানবে যে আমিই তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম।"
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ভাববাণী

15প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন,
"পলেষ্টীয়রা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিল, তারা
অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়েছিল এবং ক্রোধে বহু সময় জ্বলেছে!"
16তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "আমি পলেষ্টীয়দের
শাস্তি দেব; হ্যাঁ, আমি ঐ করেথীয় লোকেদের ধ্বংস
করে দেব। সমুদ্রের উপকূলে বসবাসকারী ঐ লোকদের
আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করব। 17আমি ঐ লোকেদের
শাস্তি দেব– প্রতিশোধ নেব। আমার ক্রোধ তাদের শিক্ষা
দেবে আর তখন তারা জানবে যে আমিই প্রভু!"

সোর সম্বন্ধে শোকবার্তা

26 নির্বাসনের একাদশতম বছরের মাসের প্রথম
দিনে প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি
বললেন, 2"হে মনুষ্যসন্তান, সোর জেরুশালেমের বিরুদ্ধে
বাজে কথা বলেছে, বলেছে 'সাবাস! নগরের লোকজন
রক্ষা করে যে দরজা তা ধ্বংস হয়েছে। ঐ দরজা
আমার জন্য খুলে গেছে। শহর তো ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাই
তার থেকে মূল্যবান জিনিসগুলি আমি আনতে পারি।"'
3তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "সোর, আমি
তোমার বিরুদ্ধে। আমি যুদ্ধ করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে
বহু জাতিকে আনব, তারা সমুদ্রের তটে ফিরে আসা
ঢেউয়ের মত বার বার আসবে।"
4ঈশ্বর বলেন, "সেই শত্রুসেনারা সোরের প্রাচীর
ধ্বংস করবে ও তার স্তম্ভগুলি টেনে মাটিতে নামাবে।
আমিও তার ভূমির ওপরের মাটির স্তর চেঁচে ফেলে
সোরকে একটি নগ্ন পাষাণে পরিণত করব। 5সোর
সমুদ্রের ধারে মাছের জাল বিছাবার জায়গা হবে। আমিই
একথা বলেছি!" প্রভু আমার সদাপ্রভু আরও বলেন,
"সোর যুদ্ধে লুঠ করা মূল্যবান সামগ্রীর মত হবে।"
6তারপর তার কন্যারা যারা মাঠে থাকবে তাদের হত্যা
করা হবে। তখন তারা জানবে যে আমিই প্রভু।"

নবূখদ্‌রিৎসর সোর আক্রমণ করবে

7প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন, "আমি
উত্তরদিক থেকে সোরের বিরুদ্ধে এক শত্রু আনব।
সেই শত্রু নবূখদ্‌রিৎসর, বাবিলের মহান রাজা! সে
তার সঙ্গে আনবে বিরাট সৈন্যবাহিনী আর তাতে অশ্ব,
অশ্বারোহী সৈন্য ও অনেক পদাতিক সৈন্য থাকবে! ঐ
সৈন্যরা অন্য অনেক জাতি থেকে আসবে। 8নবূখদ্‌রিৎসর
তোমাদের নিকটের (ছোট ছোট শহরগুলি) ধ্বংস করবে।
সে শহর আক্রমণ করবার জন্য বহু মিনার গড়বে।
তোমাদের আক্রমণ করবার জন্য সে একটি জাঙ্গাল
তৈরী করবে। সে তার সৈন্যদলকে ঢাল দিয়ে রক্ষা
করবে। সেই জাঙ্গালটি প্রাচীর পর্যন্ত যাবে। 9সে প্রাচীর
ভেদক যন্ত্র নিয়ে আসবে ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে তোমাদের
মিনারগুলো ভেঙ্গে ফেলবে। 10তার অশ্বের সংখ্যা এত
হবে যে তাদের পায়ের ধূলো তোমায় ঢেকে ফেলবে।
বাবিলের রাজা নগরের দ্বারে প্রবেশ করার সময়ে
অশ্বারোহী সৈন্যের, শকট ও রথের শব্দে তোমার প্রাচীর
কাঁপবে। 11বাবিলের রাজা ঘোড়ায় চড়ে তোমার শহরের
মধ্যে দিয়ে আসবে আর তার ঘোড়াগুলোর শব্দে সমস্ত
পথ দলিত হবে। সে তরবারির দ্বারা তোমার লোকেদের
হত্যা করবে, তোমার শহরের দৃঢ় থামগুলো ভূমিসাৎ
হবে। 12নবূখদ্‌রিৎসরের লোকেরা তোমাদের ধন দৌলত
ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তোমরা যা বিক্রী করতে চেয়েছিলে
তাও তারা নিয়ে যাবে। তারা তোমাদের প্রাচীরগুলো
ও মনোরম বাড়িগুলোকে ধ্বংস করবে এবং তোমাদের

পাথর, তোমাদের কাঠ এবং তোমাদের মাটি সমুদ্রে
ফেলে দেবে। 13আমি তোমার আনন্দের গান থামিয়ে
দেব, লোকে আর তোমার বীণার শব্দ শুনতে পাবে
না। 14আমি তোমায় একটি নগ্ন পাষাণে পরিণত করব।
তুমি সমুদ্রের ধারে একটি জাল বিস্তার করবার জায়গার
মত হবে! তোমাকে আবার গড়া হবে না! কারণ আমি,
প্রভু এই কথা বলছি!" এই কথাগুলি প্রভু, আমার
সদাপ্রভু বলেছেন।

অন্য জাতিগণ সোরের জন্য কাঁদবে

15প্রভু আমার সদাপ্রভু সোরের প্রতি এই কথা
বলেন: "ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দেশগুলো তোমার
পতনের শব্দে কাঁপবে। তোমার মধ্যেকার লোকেরা
আঘাত পেলে ও হত হলেই কি তা ঘটবে না? 16তখন
উপকূলের দেশগুলির নেতারা তাদের সিংহাসন থেকে
নেমে এসে দুঃখ প্রকাশ করবে। তারা তাদের সুন্দর
রাজকীয় বস্ত্র ত্যাগ করে 'ত্রাসের বস্ত্র' পরবে। তারা
মাটিতে বসে ভয়ে কাঁপবে। তোমরা কত চট করে
ধ্বংস হলে সেই ভেবে তারা চমকে উঠবে। 17তোমার
সম্বন্ধে তারা এই শোকগাথা গাইবে:

"'সোর, তুমি একটি বিখ্যাত শহর ছিলে। তুমি বিখ্যাত
ছিলে এখন তুমি সব হারিয়েছ! তুমি সমুদ্রে বলবান
ছিলে আর তোমার মধ্যে বসবাসকারী লোকেরাও তাই
ছিল। মূল ভূখণ্ডে বাসকারী সবাই তোমার ভয়ে ভীত
ছিল।"

18এখন তোমার পতনের দিনে উপকূলের দেশগুলো
ভয়ে কাঁপবে। তুমি উপকূলে বহু উপনিবেশ স্থাপন
করেছিলে। ভীত হবে ঐ লোকেরা তোমার পতন হলে!'"

19প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "সোর
আমি তোমাকে ধ্বংস করব আর তুমি পুরানো শূন্য
শহরে পরিণত হবে। কেউ সেখানে বাস করবে না।
আমি সমুদ্রকে তোমার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে দেব,
প্রচণ্ড ঢেউ তোমায় আচ্ছাদন করবে। 20আমি তোমায়
গভীরতম গর্তে পাঠাব– যেখানে মৃতেরা রয়েছে। বহুপূর্বে
যারা মারা গেছে, তুমি তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমি
তোমায় অধো স্থানের জগতে সেই পুরানো শূন্য শহরে
পাঠাব। তুমি অন্য অন্য পাতালগামীদের সাথে যোগ
দেবে। তুমি আর কখনও জীবিতদের দেশে ফিরে আসবে
না! 21আমি তোমাকে ধ্বংস করব এবং তুমি চিরতরে
বিগত হয়ে যাবে। লোকে তোমাকে খুঁজবে কিন্তু তারা
আর কখনও তোমাকে খুঁজে পাবে না!" এই কথা প্রভু
আমার সদাপ্রভুই বলেছেন।

সোর সমুদ্রে ব্যবসার মহান কেন্দ্র

27 প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এল, তিনি
বললেন, 2"মনুষ্যসন্তান, সোর সম্বন্ধে এই
শোকের গান গাও। 3সোরের সম্বন্ধে এই কথাগুলি
বলো:

"সোর, তুমি হলে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া
পথ। সমুদ্রের উপকূল বরাবর বহু উপজাতির জন্য
তুমি বণিক। প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন:
"'সোর তুমি নিজেকে খুব সুন্দরী ভাব!

4ভূমধ্যসাগর তোমার শহরের সীমা। তোমার
নির্মাতারা তোমাকে সত্যিই সুন্দরী করে গড়েছিল। সেই
জাহাজগুলোর মতন, যারা তোমা হতে পাড়ি দেয়।

5তোমার নির্মাতারা তক্তা তৈরী করার জন্য সনীর
পর্বত থেকে এরস কাঠ এনে ব্যবহার করত। তারা
লিবানোনের এরস গাছ ব্যবহার করে তোমার মাস্তুল
তৈরী করত।

6তারা বৈঠা তৈরী করতে বাশনের ওক কাঠ ব্যবহার
করেছিল। জাহাজের কুঠুরী তৈরী করার জন্য সাইপ্রাসের
পাইন কাঠ ব্যবহার করেছিল। তারা থাকার জায়গাটা
সাজিয়েছিল হাতির দাঁতে।

7তোমার পাল তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়েছিল
মিশরের তৈরী রঙ্গীন মসিনা। সেই পালই ছিল তোমার
পতাকা, তোমার কুঠুরির আচ্ছাদন ছিল নীল ও বেগুনী
রঙের। ওসব সাইপ্রাস ইলীশা উপকূল থেকে এসেছিল।

8সীদোন ও অর্বদের লোকেরা তোমার জন্য নৌকা
বেয়ে এসেছিল। সোর, তোমার জ্ঞানী লোকেরা
জাহাজের নাবিক ছিল।

9গবালের প্রবীণরা ও জ্ঞানবান লোকেরা তক্তার
মাঝে ছেঁদা মেরামতের জন্য জাহাজে ছিল। সমুদ্রের
সব কটি জাহাজ ও তাদের নাবিকেরা তোমার সঙ্গে
ব্যবসা করার জন্য এসেছিল।

10"পারস, লূদ ও পূটের লোকেরা তোমার সেনাদলে
যোদ্ধা হয়েছিল। তোমার দেওয়ালে তারা তাদের ঢাল
ও শিরস্ত্রাণ ঝুলিয়ে রাখত। তারাই সম্মান ও গৌরব
এনে তোমার শহরের শোভা বর্ধন করেছিল। 11অর্বদ ও
হেলেখের* লোকেরা তোমার শহর ঘিরে যে প্রাচীর,
তাকে পাহারা দিত। তোমার চুড়োগুলো ছিল গামাদের
অধিকারভুক্ত। তোমার শহরের চারধারের দেওয়ালে
তারা তাদের ঢাল ঝুলিয়ে রাখত। তারা তোমার
সৌন্দর্যকে পূর্ণ রূপ দিয়েছিল।

12"তোমার উত্তম বণিকদের মধ্যে তর্শীশ ছিল
একজন। তারা রূপো, লোহা, দস্তা ও সীসা দিয়ে
তোমার অপূর্ব জিনিসগুলি কিনত। 13গ্রীস, তূবল এবং
মেশক-এর লোকেরা তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত। তারা
ক্রীতদাস ও পিতলের বিনিময়ে তোমার জিনিস কিনত।
14তোগর্ম জাতির লোকেরা অশ্ব, যুদ্ধের অশ্ব ও গর্দভ
দিয়ে তোমার জিনিস কিনত। 15দদানের লোকেরাও
তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত। তোমার জিনিসপত্র তুমি
বহু জায়গায় বেচতে। লোকে হাতির দাঁত ও আবলুশ
কাঠ দিয়ে তোমার দাম মেটাত। 16তোমার বহু উত্তম
দ্রব্যের জন্য অরামও তোমার সাথে ব্যবসা করত। তারা
পান্না, বেগুনি কাপড়, বুটি দেওয়া কাপড়, মিহি মসীনা,
প্রবাল ও পদ্মরাগ মণি দিয়ে তোমার জিনিস কিনত।

17"যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকেরাও তোমার সঙ্গে
ব্যবসা করত। গম, জলপাই, কচি ডুমুর, মধু, তেল ও

হেলেখ অথবা "তোমার সৈন্যরা।"

মলম দিয়ে তারা তোমার জিনিসের দাম মেটাত।
18দম্মেশক তোমার একজন ভাল ক্রেতা ছিল। তোমার
কাছ থেকে বহু চমৎকার জিনিস নিয়ে সে তোমার
সঙ্গে ব্যবসা চালাত। ঐসব জিনিসের জন্য তারা হিল্‌বোন
থেকে দ্রাক্ষারস ও সাদা পশম নিয়ে আসত। 19দম্মেশক
এবং উষল থেকে গ্রীসীয় লোকেরা তোমার কাছ থেকে
জিনিষ কিনত। তারা পেটা লোহা, কাশ ও আখ নিয়ে
আসত।

20দদানের জন্য ভাল ব্যবসা হত। তারা তোমার
সাথে জিনের নীচের কাপড়ের ব্যবসা করত। 21আরব
ও কেদরের নেতারা মেষশাবক, মেষ ও ছাগল দিয়ে
তোমার দ্রব্য কিনত। 22শিবা ও রামাহার বণিকেরা
তোমার সাথে ব্যবসা করত। তারা সমস্ত উত্তম মশলা,
মূল্যবান পাথর ও সোনা দিয়ে তোমার জিনিস কিনত।
23হারণ, কন্নী, এদন এবং শিবা, অশূর ও কিল্‌মদের
বনিকরা তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত। 24তারা সূঁচের
কাজ করা নীল কাপড়, বহু রঙের গালিচা, শক্ত করে
পাকানো দড়ি এবং এরস কাঠের গুড়ি দিয়ে ব্যবসা
করত। 25তোমার বেচে দেওয়া জিনিসগুলি তর্শীশের
জাহাজগুলি বয়ে নিয়ে যেত।

“সোর তুমি ঐ মালবাহী জাহাজের একটির মত।
তুমি সমুদ্রে বহু ধনের ভারে ভারী।
26তোমার দাঁড়ীরা তোমাকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে
গেছে। কিন্তু প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রেই তোমার
জাহাজ ধ্বংস হবে।
27তোমার ধনসম্পত্তি সব সমুদ্রে ছিটিয়ে যাবে।
তোমার ধনসম্পত্তি– যা তুমি বেচো কেনো তা সমুদ্রে
ছড়িয়ে যাবে। তোমার নাবিকেরা, কর্ণধারেরা ও ছিদ্র
মেরামতকারীরা সব সমুদ্রে ছিটকে পড়বে। তোমার
শহরের বণিকরা ও সৈন্যরা সবাই সমুদ্রে ডুবে যাবে।
তোমার ধ্বংসের দিনেই এটা ঘটবে।
28‘‘তোমার নাবিকদের কান্না শুনে প্রধান ভূখণ্ডটি
ভয়ে কেঁপে উঠবে!
29তোমার জাহাজের সমস্ত কর্মীরা সমুদ্রে ঝাঁপ
দেবে। দাঁড়ীরা ও নাবিকেরা জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে
পাড়ের দিকে সাঁতার কাটবে
30তারা তোমার সম্বন্ধে দুঃখ করবে। তারা কান্নাকাটি
করে তাদের মাথার উপর ধূলো ছিটাবে ও ছাইয়ে গড়াগড়ি
দেবে।
31তারা তোমার জন্য মাথা কামাবে ও শোক বস্ত্র
পরবে। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করার মত তোমাকে
নিয়ে শোক করবে।

32‘‘তাদের সেই ভারী কান্নার মধ্যেও তারা তোমায়
নিয়ে এই শোক গাথা গাইবে ও কাঁদবে।
‘‘সোরের মত আর কে আছে! তবু সোর হল ধ্বংস
সমুদ্র মাঝে!’
33তোমার ব্যবসায়ীরা সমুদ্র পারাপার করল, তোমার
বিপুল ধনে ও পণ্যে তুমি বহুলোককে তুষ্ট করলে।
পৃথিবীর রাজাদের ধনী করলে!
34কিন্তু এখন তুমি সমুদ্র ও তার গভীর জলের
দ্বারা চূর্ণ হয়েছ। তোমার বানিজ্যিক পণ্য ও তোমার
সমস্ত নাবিকদল তোমার সঙ্গে ডুবে গেছে।
35উপকূলে বাসকারী সব লোকে তোমার সম্বন্ধে
বিস্মিত। তাদের রাজারা ভয়ানকভাবে ভীত। তাদের
মুখ সেই বিস্ময় প্রকাশ করে।
36অন্য দেশের বণিকেরা তোমাকে নিয়ে শিস দেয়।
কারণ তুমি শেষ হয়ে গেছ, আর কখনও তোমায় পাওয়া
যাবে না।”’

সোর নিজেকে ঈশ্বরের মতন মনে করে

28 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল; তিনি বললেন,
2“মনুষ্যসন্তান, সোরের শাসককে বল, ‘প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন:
‘‘‘তুমি ভীষণ গর্বিতমনা! বলে থাক, ‘‘আমি
দেবতা!”’ আমি সমুদ্রের মাঝে দেবতাদের আসনে
বসি।” কিন্তু তুমি ঈশ্বর নও, মানুষ! তুমি কেবল নিজেকে
দেবতা ভাব।
3তুমি নিজেকে দানিয়েলের চেয়েও জ্ঞানী মনে কর!
মনে কর সব গুপ্ত বিষয় তুমি বের করতে পার!
4দর্শন ও জ্ঞান দ্বারা তুমি তোমার ধন উপার্জন
করেছ। তোমার ধনভাণ্ডারে সোনা ও রূপো জমা করেছ।
5তোমার মহা প্রজ্ঞা ও ব্যবসা দ্বারা তুমি ধনসম্পত্তি
বাড়িয়েছ। আর এখন ঐসব ধনের জন্য তোমার মন
গর্বিত।”
6‘‘‘তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন:
সোর তুমি নিজেকে দেবতার মত মনে করতে।
7আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য বিদেশীদের
আনব। তারা জাতিগণের মধ্যে বড় ভয়ঙ্কর। তারা
খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করবে এবং তোমার
সুন্দর জিনিসগুলির ওপর, যেগুলি তোমার প্রজ্ঞা থেকে
অর্জিত, তার ওপর ব্যবহার করবে। তারা তোমার
গৌরবও ধ্বংস করে দেবে।
8তারা তোমায় টেনে কবরে নামাবে। তুমি সমুদ্রে
মারা গেছে এমন নাবিকের মত হবে।
9সেই ব্যক্তি তোমায় হত্যা করবে। তাও কি তুমি
বলবে, ‘‘আমি দেবতা?’’ না! সে তোমাকে তার শক্তির
অধীন করবে। তুমি দেখতে পাবে যে তুমি ঈশ্বর নও,-
মানুষ!
10তোমার সঙ্গে বিদেশীদের* মত আচরণ করা
হবে এবং তুমি অপরিচিতদের মধ্যে মারা যাবে। এই
সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটবে কারণ আমি এরকমই আজ্ঞা
দিয়েছিলাম!” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব বলেছেন।

11প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
12“মনুষ্যসন্তান, সোরের রাজাকে নিয়ে এই শোকের
গানটা গাও। তাকে বল, ‘‘প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
কথাগুলি বলেছেন:

বিদেশী আক্ষরিক অর্থে, “যার সুন্নৎকরণ হয়নি।”

'''তুমি একজন আদর্শবান লোক ছিলে, প্রজ্ঞায় পূর্ণ
ও সর্বাঙ্গ সুন্দর।
13তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে। তোমার কাছে
সব ধরণের মূল্যবান পাথর- চুনি, পীতমনি, হীরে,
বৈদূর্য্যমণি গোমেদক সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, হরিন্মণি ও
মরকত ছিল। প্রতিটি পাথরই স্বর্নখচিত ছিল। তোমার
সৃষ্টির দিনে তুমি ঐ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়েছিলে।
14আমি বিশেষভাবে তোমার জন্যই একজন করূবকে
তোমার একজন অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম।
আমি তোমাকে ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের ওপর স্থাপন
করেছিলাম। আগুনের মত চকচকে ঐ মণি মানিক্যের
মধ্যে দিয়ে তুমি যাতায়াত করতে।
15তোমাকে যখন সৃষ্টি করেছিলাম তখন তুমি ধার্মিক
ও সৎ ছিলে। কিন্তু তারপর তোমার মধ্যে দুষ্টতা পাওয়া
গেল।
16তুমি ব্যবসা করে বিরাট ধন লাভ করলে। কিন্তু
তা তোমাকে হিংস্র করে তুলল এবং তুমি পাপ করলে।
তাই আমি তোমাকে একটি অশুচি বস্তুর মত ব্যবহার
করলাম। আমি তোমাকে ঈশ্বরের পর্বত হতে ছুঁড়ে
ফেললাম। তুমি করূব দূতদের বিশেষ একজন ছিলে।
তোমার ডানা আমার সিংহাসন ঢেকে রাখত। কিন্তু
আমি তোমাকে আগুনের মত চক্মক্কারী ঐ মণি মানিক্য
থেকে জোর করে বের করে দিলাম।
17তোমার সৌন্দর্য্যই তোমাকে গর্বিত করেছিল।
তোমার গৌরবই তোমার প্রজ্ঞা নষ্ট করল তাই আমি
তোমাকে মাটিতে আছাড় মারলাম। এখন অন্য রাজারা
তোমার দিকে তাকিয়ে দেখে।
18অসাধু ব্যবসায়ী হিসাবে তুমি বহু অন্যায় কাজ
করেছিলে। এইভাবে পবিত্রস্থানগুলি অশুচি করলে। তাই
আমি তোমার মধ্যে থেকেই আগুন বার করলাম। আর
তা তোমাকে জ্বালিয়ে দিল ও তুমি পুড়ে ছাই হলে।
আর এখন সবাই তোমার লজ্জা দেখতে পাচ্ছে।
19তোমার যা অবস্থা হল তা দেখে অন্য জাতির
লোকেরা বিস্মিত। তুমি লক্ষ্য করেছিলে, ভয় পেয়ে
গিয়েছিলে এবং শেষ হয়ে গিয়েছিলে।'"

সীদোন সম্বন্ধে বার্তা

20প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল; তিনি বললেন,
21"মনুষ্যসন্তান, সীদোনের দিকে তাকিয়ে আমার হয়ে
সেই স্থানের বিরুদ্ধে কথা বল। 22বল, 'প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন:
"'সীদোন আমি তোমার বিরুদ্ধে! তোমার
লোকেরা আমায় সম্মান করতে শিখবে! আমি সীদোনকে
শাস্তি দেব। তখন লোকে জানবে যে আমিই প্রভু,
আমিই পবিত্র। আর সেইভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার
করবে।
23আমি সীদোনে রোগ ও মৃত্যু পাঠাব আর শহরের
মধ্যে বহু লোক মারা যাবে। খড়্গ শত্রুসৈন্য শহরের
বাইরের বহু লোককেও হত্যা করবে। তখন তারা জানবে
যে আমিই প্রভু!'"

ইস্রায়েল জাতিকে দেখে আর কেউ হাসবে না

24"'ইস্রায়েলের চারধারের দেশগুলো যারা তাদের
ঘৃণা করেছিল, তারা ইস্রায়েলকে আঘাত করতে আর
জ্বালাজনক হুল বা কাঁটার মত হবে না। তখন তারা
জানবে যে আমিই প্রভু, তাদের সদাপ্রভু।'"
25প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন, "আমি
ইস্রায়েলের জনগণকে অন্যান্য জাতির মধ্যে ছড়িয়ে
দিয়েছিলাম, কিন্তু আমিই আবার তাদের পরিবারকে
একত্র করব। তখন ঐ জাতিরা জানবে যে কেবল
আমিই পবিত্র এবং আমার সাথে সেই অনুসারে ব্যবহার
করবে। আমি আমার দাস যাকোবকে যে দেশ
দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের জনগণ তখন সেই দেশে বাস
করবে। 26তারা সেই দেশে নিরাপদেই বাস করবে,
ঘরবাড়ী বানাবে ও দ্রাক্ষা গাছ লাগাবে। চারপাশের যে
জাতিরা তাদের ঘৃণা করত, আমি তাদের শাস্তি দেব।
তখন ইস্রায়েলবাসী নিরাপদে বাস করবে, আর জানবে
যে আমিই তাদের প্রভু ও ঈশ্বর।"

মিশরের বিরুদ্ধে বার্তা

29 নির্বাসনের দশম বছরের দশম মাসের
(জানুয়ারী) দ্বাদশ দিনে প্রভুর, আমার সদাপ্রভুর
এই বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
2"মনুষ্যসন্তান, মিশরের রাজা ফরৌণের দিকে তাকিয়ে
তার বিরুদ্ধে ও মিশরের বিরুদ্ধে আমার হয়ে এই
কথা বল। 3বল, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন:
"'মিশরের রাজা ফরৌণ, আমি তোমার বিরুদ্ধে।
তুমি নীলনদের মাঝখানে শুয়ে থাকা সেই সামুদ্রিক
দানব। তুমি বলে থাক, "এটা আমার নদী! আমিই এর
সৃষ্টিকর্তা!"
4কিন্তু আমি তোমার চোয়ালে বঁড়শি দিয়ে বিঁধিয়ে
দেব। নীলনদের মাছেরা তোমার আঁশে ধরা পড়বে।
5"'আমি তোমাকে মাছশুদ্ধ নদী থেকে ডাঙ্গায় তুলে
আনব। আমি তোমাকে সবেগে নির্জন প্রান্তরে ছুঁড়ে
ফেলে দেব। তুমি মাটিতে পড়ে থাকবে, কেউ তোমায়
তুলে কবর দেবে না। আমি তোমাকে খাদ্যস্বরূপ বন্য
পশু ও পাখিদের কাছে দেব।
6তখন মিশরে বসবাসকারী সবাই জানবে যে আমিই
প্রভু। "'আমি কেন এসব করব? কারণ ইস্রায়েলের
লোকেরা সাহায্যের জন্য মিশরের ওপর নির্ভর করেছিল।
কিন্তু মিশর হচ্ছে একটি পাতলা খাগের লাঠির মত।
7যখন ইস্রায়েল তোমার সঙ্গে লেগে রইল, তখন
তুমি ভেঙ্গে পড়লে এবং সে তোমার ঘাড় মটকে দিল।
যখন ইস্রায়েল তোমার ওপর হেলান দিল, তুমি ভেঙ্গে
পড়লে আর ওদের ফেলে দিলে। কিন্তু মিশর কেবল
তাদের হাত ও কাঁধ বিদ্ধ করেছে। তারা সাহায্যের
জন্য তোমার ওপর ভার দিয়েছিল, কিন্তু তুমি তার
কাঁধ মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছ।'"
8তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: "আমি
তোমার বিরুদ্ধে তরবারি আনব, এবং তোমার সমস্ত
লোকজন ও পশুপাখি ধ্বংস করব।

9মিশর শূন্য ও ধ্বংস হবে, তখন তারা জানবে
আমিই প্রভু।"

ঈশ্বর বললেন, "কেন আমি এসব কাজ করব?
কারণ তুমি বলেছ, 'এই নদী আমার, আমিই এর নির্মাতা।'
10তাই আমি (ঈশ্বর) তোমার বিরুদ্ধে। আমি তোমার
নীলনদের বহু শাখা-প্রশাখাগুলিরও বিরুদ্ধে। আমি
মিশরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করব। মিগ্‌দোল থেকে
আসওয়ান পর্যন্ত এমনকি কূশ দেশের সীমানা পর্যন্ত
শহরগুলি শূন্য হবে। 11কোন লোক এমনকি পশুও
মিশরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে না। 40 বছর ধরে
কেউ তার মধ্যে দিয়ে যাবেও না, বসবাসও করবে না।
40 বছর ধরে শহরগুলি ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে
12আমি মিশর ধ্বংস করব। শহরগুলো 40 বছর ধরে
ধ্বংসের মধ্যে পড়ে থাকবে। আমি জাতিগণের মধ্যে
মিশরীয়দের ছড়িয়ে দেব, বিদেশে তাদের আগন্তুকের
মত করব।"
13প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "আমি
মিশরের লোকেদের বহু জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করব।
কিন্তু 40 বছর পর আমি ঐ লোকেদের আবার সংগ্রহ
করব। 14আমি মিশরীয়দের বন্দী দশা ফেরাব, তাদের
জন্মভূমি পথোষে ফিরিয়ে আনব কিন্তু তাদের রাজ্যও
তার গুরুত্ব হারাবে। 15অন্যান্য রাজ্যের থেকে সেই রাজ্য
সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেটা আর কখনও অন্যান্য
জাতির উপরে নিজেকে উন্নত করবে না। আমি তাদের
এমন ন্যূন করব যে তারা আর জাতিগণের উপরে
কর্তৃত্ব করবে না। 16ইস্রায়েল পরিবার আর কখনও
মিশরের উপরে নির্ভর করবে না। ইস্রায়েলীয়রা তাদের
পাপ স্মরণ করবে– তারা স্মরণ করবে যে তারা মিশরের
দিকে সাহায্যের জন্য ফিরেছিল (ঈশ্বরের দিকে নয়)।
আর তারা জানবে যে আমিই প্রভু এবং সদাপ্রভু।"

বাবিল মিশর লাভ করবে

17নির্বাসনের সাতাশতম বছরের প্রথম মাসের প্রথম
দিনে প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
18"মনুষ্যসন্তান, নবূখদ্‌রিৎসর বাবিলের রাজা সোরের
বিরুদ্ধে প্রবলভাবে তার সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ
করিয়েছিলেন। তারা প্রত্যেক সৈন্যের মাথা কামিয়েছিল।
ভারী মাল বহন করা কালীন ঘর্ষন দ্বারা প্রত্যেক সৈন্য
নগ্ন হয়েছিল। নবূখদ্‌রিৎসর ও তার সেনাদল সোরকে
পরাজিত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিল কিন্তু তারা
সেই সব কঠোর পরিশ্রম দ্বারা কিছুই লাভ করেনি।"
19তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "আমি
মিশর দেশ বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরকে দেব আর
সে মিশরের লোকেদের বহন করে নিয়ে যাবে। সেটাই
হবে নবূখদ্‌রিৎসরের সেনাদলের বেতন। 20আমি
নবূখদ্‌রিৎসরকে তার কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার হিসাবে
মিশর দেশ দিয়েছি। কারণ তারা আমার জন্য কাজ
করেছে।" প্রভু আমার সদাপ্রভুই এসব কথা বলেছেন!
21সেই দিন আমি ইস্রায়েল পরিবারকে শক্তিশালী করব,
তখন হে যিহিষ্কেল আমি তোমাকে তাদের কাছে কথা
বলতে দেব আর তারা জানবে যে আমিই প্রভু।"

বাবিলের সৈন্যরা মিশর আক্রমন করবে

30 প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এল, তিনি
বললেন, 2"মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে ভাববাণী
করে বল, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলো বলেন:
"'চিৎকার করে বল, ''সেই ভয়ঙ্কর দিন আসছে।"
3সেই দিন নিকটেই! হ্যাঁ, প্রভুর সেই বিচারের দিন
নিকটেই। সেই দিন হবে মেঘাচ্ছন্ন এক দিন, সেটা হবে
জাতিগণের বিচারের দিন!
4মিশরের বিরুদ্ধে একটি তরবারি আসবে এবং তার
পতন হবে! তাই দেখে, কূশ দেশের লোকেরা ভয়ে
কাঁপবে। বাবিলের সৈন্যরা মিশরের লোকেদের বন্দী
করে নিয়ে যাবে। মিশরকে তার ভিত্তি থেকে উৎপাটন
করা হবে!

5"'বহু লোক মিশরের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছিল,
যেমন কূশ, পূট, লূদ-এর লোকেরা, আরবীয়রা সবাই,
এবং লিবিয়ার লোকেরা। কিন্তু তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে
এবং যারা চুক্তি করেছিল সেই সমস্ত লোকেরাও*
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে!
6প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন: "যারা
মিশরের স্তম্ভের মত তারা পতিত হবে। তার পরাক্রমের
যে গর্ব তার শেষ হবে। মিগ্‌দোল থেকে সিবেনী পর্যন্ত
মিশরের লোকে যুদ্ধে হত হবে।" প্রভু আমার সদাপ্রভুই
এইসব কথা বলেছেন!
7যেসব দেশ ধ্বংস হয়েছিল মিশর তাদের সঙ্গে
যোগ দেবে। মিশরের শহরগুলো ঐ শূন্য শহরগুলোর
মধ্যে থাকবে।
8আমি মিশরে এক আগুন লাগাব, আর তার সমস্ত
সাহায্যকারীরা ধ্বংস হবে। তখন তারা জানবে যে আমিই
প্রভু!

9"'সেই সময় আমি বার্তাবাহক পাঠাব, যারা
জাহাজে করে সেই দুঃসংবাদ নিয়ে কূশ দেশে যাবে।
কূশ এখন নিজেকে নিরাপদ ভাবে কিন্তু মিশরকে
শাস্তি পেতে দেখে কূশ ভয়ে কাঁপবে। সেই দিন
আসছে!"
10প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: ''আমি
মিশর ধ্বংস করার জন্য বাবিলের রাজা নবূখদ্‌রিৎসরকে
ব্যবহার করব।
11নবূখদ্‌রিৎসর ও তার লোকেরা সমস্ত জাতির
মধ্যে ভয়াবহ। আমি মিশর ধ্বংস করার জন্য তাদের
আনব। তারা মিশরের বিরুদ্ধে তাদের খড়্গ বের করে
দেশ শবে পূর্ণ করবে।
12আমি নীল নদকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করব।
তারপর সেই শুষ্ক ভূমি আমি দুষ্ট লোকেদের কাছে

যারা ... লোকেরা অর্থাৎ যিহূদা।

বেচে দেব। আমি সেই দেশ শূন্য করতে বিদেশীদের
ব্যবহার করব। আমিই প্রভু এই কথা বলেছি!”

মিশরের মূর্ত্তিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে

13প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: “আমি
মিশরের মূর্ত্তিদেরও ধ্বংস করব। আমি নোফ থেকেও
মূর্ত্তিগুলো দূর করব। মিশরে কোন নেতা থাকবে না
আর আমি মিশর দেশে ভয় সৃষ্টি করব।
14আমি পথ্রোষকে শূন্য করে দেব। আমি সোয়নে
আগুন লাগাব। আমি থিব্‌স্‌কে শাস্তি দেব।
15এবং আমি মিশরের দুর্গ বেষ্টিত শহর সীনের
বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঢেলে দেব। আমি থিব্‌স্‌-এর
লোকেদের ধ্বংস করব!
16আমি মিশরে আগুন লাগাব। সীন শহর ভয়ে
ছটফট করবে। সৈন্যরা থিব্‌স্‌এ প্রবেশ করবে আর
প্রতিদিন নোফে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে।
17আবেন ও পী-বেশতের যুবকেরা যুদ্ধে মারা পড়বে।
আর স্ত্রীলোকদের বন্দী করা হবে।
18সেই দিন, দিনের বেলায় তফনহেষে অন্ধকার
নেমে আসবে। কারণ আমি সেই স্থানে মিশরের ক্ষমতা
ভেঙ্গে দেব। মিশরের নির্ভিকতার গর্ব শেষ হবে। একটা
মেঘ মিশরকে ঢেকে দেবে আর তার কন্যাদের বন্দী
করা হবে।
19সুতরাং আমি মিশরকে শাস্তি দেব। তখন তারা
জানবে যে আমিই প্রভু।”’

মিশর চিরদিনের জন্য দুর্বল হয়ে পড়বে

20নির্বাসনের এগারোতম বছরের প্রথম মাসের সপ্তম
দিনে প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল; তিনি বললেন,
21“মনুষ্যসন্তান, আমি মিশরের রাজা ফরৌণের বাহু
ভগ্ন করেছি। পটি দিয়ে কেউ তার সেই হাত বেঁধে
দেবে না। তা আরোগ্যও হবে না তাই সেই হাত তরবারিও
ধরতে পারবে না।”
22প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “আমি
মিশরের রাজা ফরৌণের বিরুদ্ধে। আমি তার দুটো
হাতই ভেঙ্গে ফেলব, শক্ত হাতটা আর যে হাতটা
ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সেটাকেও। আমি তার
হাত থেকে খড়্গ ফেলে দেব। 23আমি মিশরীয়দের
জাতিগণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করে দেব। আমি তাদের
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেব।
24আমি বাবিলের রাজার হাত শক্ত করে তার হাতে
আমার তরবারি দেব। কিন্তু আমি ফরৌণের হাত ভেঙ্গে
দেব। তখন ফরৌণ ব্যথায় চিৎকার করে কাঁদবে যেমন
একজন মৃত্যু পথযাত্রী আহত মানুষ কাঁদে। 25তাই
আমি বাবিলের রাজার হাত দৃঢ় করব কিন্তু ফরৌণের
বাহু খসে পড়বে এবং তখন তারা জানবে যে আমিই
প্রভু।
“আমি বাবিলের রাজার হাতে খড়্গ দেব আর সে
মিশর দেশের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করবে। 26আমি
মিশরীয়দের জাতিগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেব এবং তাদের
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেব। তখন তারা জানবে যে
আমিই প্রভু!”

বিশাল এরস বৃক্ষ

31 নির্বাসনের এগারোতম বছরের তৃতীয় মাসের
প্রথম দিনে প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল।
তিনি বললেন, 2“মনুষ্যসন্তান, এই কথাগুলি মিশরের
রাজা ফরৌণ ও তার প্রজাদের গিয়ে বল।
“‘তুমি এত মহান! তোমার সঙ্গে আমি কার তুলনা
করব?
3অশূরীয় হল লিবানোনের একটি এরস বৃক্ষের মত।*
তার শাখাসকল সুন্দর, ঘন ছায়া বিশিষ্ট আর দৈর্ঘ্যে
বেশ লম্বা হওয়ায় তার মাথা ছিল মেঘের মধ্যে!
4জলে সেই গাছের বৃদ্ধি হত। গভীর নদী সেই
বৃক্ষকে আরো লম্বা করেছিল। যেখানে বৃক্ষটি রোপণ
করা হয়েছিল সেই জায়গারই কাছাকাছি নদীটি বয়ে
যেত। এবং নদীটির সেই ভাগ থেকে ছোট ছোট জলধারা
ঐ জমির অন্যান্য গাছগুলির কাছে বয়ে যেত।
5তাই সেই বৃক্ষ ক্ষেত্রের অন্যান্য বৃক্ষের চেয়ে উচ্চতায়
লম্বা ছিল। আর তাতে অনেক শাখাও জন্মাল। অনেক
জলও ছিল তাই গাছের শাখাগুলি ছড়িয়ে গেল।
6আকাশের সমস্ত পাখি সেই গাছের ডালে বাসা
বাঁধল। আর মাঠের সমস্ত পশু সেই শাখার তলায়
সন্তান প্রসব করল। সমস্ত মহান জাতি সেই গাছের
ছায়ায় বাস করল।
7সেই বৃক্ষ অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ ও লম্বা ডাল
যুক্ত ছিল। তার মূলগুলি প্রচুর জলও পেত!
8এমনকি ঈশ্বরের বাগানের এরস বৃক্ষও এত বড়
ছিল না। দেবদারু গাছেরও এতগুলো শাখা ছিল না।
এমনকি অম্মোন বৃক্ষেরও এত শাখা ছিল না। ঈশ্বরের
বাগানের কোন বৃক্ষই এত সুন্দর ছিল না।
9আমি তাকে অনেক শাখা বিশিষ্ট ও সুন্দর করলাম।
এই দেখে, এদনের বৃক্ষগুলি, যেগুলি ঈশ্বরের বাগানে
ছিল, ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল।”’

10তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: “সেই
গাছ বড় হল, তার মাথা মেঘ ছুঁলো আর তা এত উঁচু
বলে তার মনে গর্ব হল! 11সেই জন্য আমি একজন
শক্তিশালী রাজার হাতে সেই বৃক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণভার
দিলাম। সেই শাসক তার মন্দ কাজের জন্য সেই বৃক্ষকে
শাস্তি দিল। আমি সেই বৃক্ষকে আমার উদ্যান থেকে
তুলে ফেললাম। 12বিদেশীরা পৃথিবীর ভয়ঙ্কর লোকেরা
তা কেটে তার শাখাগুলি পাহাড়ে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে
দিল। তার ভাঙ্গা ডালগুলি সেই দেশের মধ্য দিয়ে
প্রবাহিত নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেই গাছের তলায়
আর ছায়া না থাকায় লোকে তাকে পরিত্যাগ করল।
13এখন সেই পতিত বৃক্ষে পাখিরা বাস করে; বন্য
পশুরা তার পতিত শাখাগুলি মাড়িয়ে যায়।

অশূরীয় ... মত অথবা “একটি মোচাকার বৃক্ষ বিশেষের কথা ভাবো। না! লিবানোনের একটি এরস বৃক্ষের কথা ভাবো।”

14"এখন, জলের ধারের আর কোন গাছ ঐরকম বড়াই করবে না। তারা আর মেঘ পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইবে না। যেসব বৃক্ষ জল পান করে, তাদের কেউ আর লম্বা বলে বড়াই করবে না। কারণ তারা সবাই মৃত্যুর জন্য নিরূপিত। তারা সবাই শিওলে চলে যাবে। অন্যরা, যারা মৃত্যুর পরে অগাধ গর্তে নেমেছে তাদের সঙ্গে তারা যোগ দেবে।"

15প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন, "সেই দিন যখন সেই বৃক্ষ শিওলে গেল, আমি লোকেদের কাঁদিয়েছিলাম। আমি তাকে গভীর সমুদ্র দ্বারা ঢেকে ফেললাম, নদীগুলির প্রবাহ বন্ধ করে দিলাম যাতে জল আর প্রবাহিত হতে না পারে। আমি লিবানোনকে তার জন্য শোক করালাম, অন্য সব গাছগুলো বড় গাছটির জন্য দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়ল। 16আমি সেই বৃক্ষের পতন ঘটালাম আর জাতিগণ তার পতনের শব্দে ভয়ে কেঁপে উঠল। আমি সেই বৃক্ষকে মৃত্যুর স্থানে পাঠালাম যেন তা গিয়ে, যারা পাতালে প্রবেশ করেছে এমন সব লোকের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। অতীতে, এদনের সব গাছ, লিবানোনের সর্বোৎকৃষ্টরা সেই জল পান করত। সেই সমস্ত বৃক্ষ অগাধ গহ্বরে শান্তি পেয়েছিল। 17হ্যাঁ, বড় বৃক্ষটির সঙ্গে ঐ বৃক্ষরাও মৃত্যুর স্থানে নেমে গেল। তারা যুদ্ধে নিহত লোকেদের সাথে যোগ দিল। সেই বড় বৃক্ষটি অন্য বৃক্ষদের বলবান করল। ঐ বৃক্ষগুলি জাতিগণের মধ্যে বড় বৃক্ষের ছায়ায় বাস করেছিল।

18"হে মিশর, এদনে অনেক বড় ও বলবান বৃক্ষ ছিল। তার মধ্যে কোন বৃক্ষটির সঙ্গে আমি তোমার তুলনা করব? তারা সবাই অতল গহ্বরে চলে গেছে এবং তুমিও পাতালে ঐ বিদেশীদের* সঙ্গে যোগ দেবে। তুমিও সেখানে যুদ্ধে হত লোকেদের মধ্যে পড়ে থাকবে।

"হ্যাঁ, ফরৌণের প্রতি এটা ঘটবে আর তা ঘটবে তার সঙ্গে থাকা লোকের ওপর!" প্রভু, আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা বলেন।

ফরৌণ সিংহ না দানব

32 দ্বাদশতম বছরের নির্বাসনের দ্বাদশতম মাসের প্রথম দিনে প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন: 2"হে মনুষ্যসন্তান, মিশরের রাজা ফরৌণের সম্বন্ধে শোকের এই গান গেয়ে তাকে বল:

"'তুমি নিজেকে উপজাতির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া যুব সিংহের মত মনে করতে। কিন্তু আসলে তুমি হ্রদের দানবের মত। তুমি জলস্রোতের মধ্যে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে, তোমার পা দিয়ে তুমি জল কাদাময় করে তুলতে। তুমিই নদীগুলিকে আলোড়িত করে দিতে।'"

3প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন:

"আমি বহু লোকজন একত্র করেছি। এবার আমি তোমার উপরে আমার জাল ছুঁড়ব। তারপর লোকে তোমায় টেনে তুলবে।

4তারপর আমি তোমায় মাটিতে ফেলে দেব। আমি তোমায় মাঠে ছুঁড়ে ফেলব। আকাশের সমস্ত পাখী যাতে তোমার ওপর বিশ্রাম করে সেই ব্যবস্থাই আমি করব। সমস্ত বন্য পশুরা এসে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যাতে তোমাকে খেয়ে নেয় তার ব্যবস্থা আমি করব।

5আমি তোমার দেহ পর্বতের উপরে ছড়িয়ে দেব। উপত্যকাগুলি আমি তোমার মৃতদেহে পূর্ণ করে দেব।

6আমি তোমার রক্ত পর্বতের উপর ঢেলে মাটি ভিজিয়ে ফেলব। নদীগুলি তোমার দ্বারা পূর্ণ হবে।

7আমি তোমাকে অদৃশ্য করে দেব। আমি আকাশ ঢেকে ফেলে তারাগুলিকে অন্ধকারময় করব। আমি সূর্যকে মেঘের পেছনে লুকিয়ে রাখব। আমি তোমার সমস্ত আলোকে অন্ধকার করে দেব।

8কয়েকটি আলো আছে যা আকাশকে আলোকিত করে, কিন্তু তোমার কাছে সেগুলো যাতে অন্ধকার দেখায় আমি তার ব্যবস্থা করব। আমি তোমার সমস্ত দেশগুলিকে অন্ধকারময় করে দেব।" প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বলেন।

9"আমি যখন তোমাদের বন্দী হিসেবে যে দেশ তোমরা জান না এমন এক দেশে পাঠাব তখন বহু লোক দুঃখিত ও চিন্তাগ্রস্ত হবে। 10উপজাতি তোমায় দেখে অবাক হয়ে যাবে। আমি যখন আমার তরবারিটি তাদের সামনে দোলাব তখন তারা তোমার দরুণ ভয়ে কাঁপবে। তোমার পতনের দিনে, প্রতি মুহূর্তে রাজারা ভয়ে কাঁপবে, প্রত্যেকে তার নিজের জীবনের জন্য ভীত হবে।"

11কারণ প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেছেন: "যে বাবিলের রাজার তরবারি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। 12আমি তোমার লোকেদের হত্যা করার জন্য ঐসব সৈন্যদের ব্যবহার করব। ঐ সৈন্যরা ভয়ঙ্কর জাতির লোক; মিশর যা নিয়ে গর্ব করে তা তারা ধ্বংস করবে। মিশরের লোকজনও ধ্বংস হবে। 13মিশরের নদীর ধারে যত পশু আছে আমি তাদের সব ধ্বংস করব। ফলে লোকেরা তাদের পায়ে পায়ে আর জল ঘোলা করবে না, পশুদের ক্ষুরের দ্বারাও জল আর ঘোলা হবে না। 14অর্থাৎ আমি মিশরের জল শান্ত করব। তাদের নদীগুলো আস্তে আস্তে তেলের মত বইবে।" প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বলেছেন। 15"আমি মিশরকে একটি শূন্য স্থানে পরিণত করব। দেশটি সব কিছুই হারাবে। মিশরে বাসকারী সমস্ত লোককেই আমি শাস্তি দেব। তখন তারা জানবে যে আমিই প্রভু।

16"অন্য জাতির লোকেরা ও কন্যারা এই শোকের গান গাইবে। মিশর ও মিশরের লোকেদের সম্বন্ধে তার শোকের এই গান গাইবে।" প্রভু আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা বলেছেন।

বিদেশী আক্ষরিক অর্থে, "সুন্নৎ করা হয়নি এমন লোক।"

মিশর ধ্বংসের জন্য রয়েছে

17নির্বাসনের দ্বাদশতম বছরের প্রথম মাসের
পঞ্চদশ দিনে প্রভুর এই বার্তা আমার কাছে এল। তিনি
বললেন, 18"মনুষ্যসন্তান, মিশরের লোকেদের জন্য
কাঁদ। মিশর এবং সেই শক্তিশালী জাতিদের কবরের
দিকে পরিচালিত কর; তাদের পাতালের দিকে
পরিচালিত কর। যেখানে তারা অন্যান্য গর্তগামীদের
কাছে যাবে।
19"মিশর তুমি অন্য কারও চেয়ে উৎকৃষ্ট নও! মৃত্যুর
স্থানে যাও, ঐ সমস্ত বিদেশীদের সঙ্গে গিয়ে শোও।
20"যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল মিশর তাদের কাছে
যাবে। যুদ্ধে মিশর নিজেই নিহত হয়েছিল। শত্রুরা তাকে
এবং তার সমস্ত লোককে টেনে নিয়েছে।
21"বলবান ও শক্তিশালী লোকেরা যুদ্ধে হত
হয়েছিল। ঐসব বিদেশী লোকেরা মৃত্যুর স্থানে নেমে
গিয়েছিল। ঐ স্থানে যারা হত হয়েছিল তারা মিশর
এবং তার সাহায্যকারীর সাথে কথা বলবে।
22-23"মৃত্যুর সেই স্থানে অশূর ও তার সমস্ত সৈন্যরা
রয়েছে; তাদের কবর রয়েছে সেই গভীরতম গর্তে।
ঐসব অশূরীয় সৈন্যরা যুদ্ধে হত হয়েছিল আর তাদের
কবরগুলি তার ঐ কবরের পাশেই রয়েছে। জীবিতকালে
তারা লোকেদের ভীত করত কিন্তু এখন তারা সবাই
শান্ত তারা সবাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে।
24"এলম সেখানে রয়েছে; তার সৈন্যরা তার কবরের
চারপাশে রয়েছে; তাদের সবাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।
ঐ বিদেশীরা গভীরতম গর্তে গিয়েছে। জীবিতকালে
তারা লোকেদের ভীত করত কিন্তু তারা তাদের লজ্জা
সমেত ঐ গভীর গর্তে গিয়েছে। 25যুদ্ধে নিহত সমস্ত
সৈন্য ও এলমের জন্য তারা বিছানা পেতেছে। এলমের
সৈন্যরা তার কবরের চারপাশে রয়েছে। ঐসব বিদেশীরা
যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। জীবিতকালে তারা লোকেদের
সন্ত্রস্ত করত কিন্তু তারা তাদের লজ্জা সমেত ঐ গভীর
গর্তে গিয়েছে। তারা নিহত অন্যসব লোকেদের সঙ্গে
রয়েছে।
26"মেশক, তূবল এবং তাদের সব সেনারা ঐখানে
রয়েছে; তাদের কবরও তারই পাশে। ঐসব বিদেশীরা
যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এরাই জীবিতকালে লোকেদের
ভীত করত। 27এখন তারা বহুপূর্বে যে সব শক্তিশালী
লোকেরা মারা গিয়েছিল তাদের সাথে শায়িত। তারা
তাদের যুদ্ধের অস্ত্র সমেত কবরস্থ। তাদের অস্ত্রগুলি
তাদের মাথার নীচে কিন্তু পাপ তাদের হাড়ের মধ্যে
কারণ তাদের জীবনকালে তারা লোকেদের ভীত
করেছিল।
28"মিশর, তুমিও ধ্বংস হবে এবং ঐসব বিদেশীদের
পাশে শয়ন করবে। তুমি ঐসব অন্য সৈন্যরা, যারা
যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের সাথে শয়ন করবে।
29"ইদোমও সেখানে রয়েছে; তার রাজারা অন্য
নেতাদের সঙ্গে সেখানে রয়েছে। তারাও শক্তিশালী
সৈন্য ছিল কিন্তু এখন তারা যুদ্ধে হত অন্যান্য লোকেদের
সঙ্গে শায়িত। তারা ঐখানে ঐ বিদেশীদের পাশে শায়িত।
গভীরতম গর্তে যারা গেছে তাদের সাথে তারা সেখানে
রয়েছে।
30"উত্তরের শাসকরা সবাই সেখানে রয়েছে।
সীদোনের সব সৈন্যরা সেখানে রয়েছে। তাদের শক্তি
লোকেদের সন্ত্রস্ত করেছিল কিন্তু এখন তারা সবাই
লজ্জিত। ঐ বিদেশীরা যুদ্ধে নিহত অন্য লোকদের
সাথে শায়িত। তারা তাদের লজ্জা সমেত ঐ গভীরতম
গর্তে গিয়েছে।
31"যারা মৃত্যুর স্থানে গিয়েছে ফরৌণ তাদের দেখবে।
ফরৌণ ও তার লোকেরা দেখে সান্তনা লাভ করবে।
হ্যাঁ, তার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে নিহত হবে।" প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন।
32"ফরৌণ তার জীবদ্দশায় লোকেদের ভয়
দেখিয়েছিল। কিন্তু এখন সে ঐ বিদেশীদের সঙ্গে শয়ন
করবে। ফরৌণ ও তার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে নিহত অন্য
সৈন্যদের সঙ্গে শয়ন করবে।" প্রভু আমার সদাপ্রভু
ঐসব কথা বলেছেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রহরী হিসাবে যিহিষ্কেলকে মনোনীত করলেন

33 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বললেন,
2"মনুষ্যসন্তান, তোমার লোকদের কাছে এই কথা
বল, 'আমি এই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শত্রুসেনা
আনলে লোকে প্রহরী হিসাবে একজনকে মনোনীত
করবে। 3শত্রু আসতে দেখলে সেই প্রহরী শিঙা বাজিয়ে
লোকদের সাবধান করবে। 4কিন্তু সেই সাবধান বাণী
শুনে যদি কেউ তা অগ্রাহ্য করে তবে সৈন্যরা তাদের
বন্দী করে নিয়ে যাবে আর সেই মানুষটি নিজে তার
মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে। 5সে শিঙার আওয়াজ শুনেও
তা উপেক্ষা করেছিল তাই তার মৃত্যুর জন্য তাকেই
দায়ী করা হবে। কিন্তু সে যদি সেই সাবধান বাণীর
দিকে মনোযোগ দিত তবে তার জীবন বাঁচাতে পারত।
6"কিন্তু এও হতে পারে যে প্রহরীটি শত্রু সৈন্য
দেখেও শিঙা বাজায়নি। সেই প্রহরীটি লোকেদের
সাবধান করে দেয় নি। সৈন্যরা যদি লোকেদের বন্দী
করে নিয়ে যায় তাহলে সেটা তাদের পাপের কারণেই
হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুর জন্য প্রহরী দায়ী
হবে।'
7"এখন হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েল পরিবারের জন্য
প্রহরী হিসাবে আমি তোমাকেই মনোনীত করছি। তুমি
যদি আমার মুখ থেকে কোন বার্তা শোন, তবে আমার
হয়ে লোকেদের সতর্ক করো। 8আমি হয়ত তোমায়
বলব, 'এই মন্দ লোকেরা মরবে।' তখন তুমি অবশ্যই
সেই ব্যক্তিকে সাবধান করবে। যদি তুমি সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে
সাবধান না কর ও তার জীবনধারার পরিবর্ত্তন করতে
না বল তবে সেই দুষ্ট লোক তার পাপেই মারা যাবে;
কিন্তু আমি তোমাকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করব।
9কিন্তু তুমি যদি সেই দুষ্ট লোককে সাবধান করে এবং
জীবনধারা পরিবর্ত্তন করতে ও পাপ হতে বিরত হতে
বললেও যদি সেই দুষ্ট লোক পাপ করতে থাকে, তবে

সে তার পাপেই মরবে কিন্তু তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করবে।”

ঈশ্বর ধ্বংস করতে চান না

10“সুতরাং হে মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে ইস্রায়েলের পরিবারের কাছে কথা বল। ঐ লোকেরা হয়তো বলবে, ‘আমরা পাপ করেছি ও বিধি অমান্য করেছি। আমাদের পাপ বহনের পক্ষে অত্যন্ত ভারী। ঐ পাপের জন্য আমরা ক্ষয় পাচ্ছি। বাঁচতে হলে আমরা কি করব?’

11“তুমি তাদের বলবে, ‘প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন: ‘আমার জীবনের দিব্য, কোন লোকের মৃত্যুতে আমি কোন আনন্দ অনুভব করি না; এমনকি একজন দুষ্ট লোকের মৃত্যুতেও নয়। আমি চাই না যে তারা মারা যাক্। আমি চাই যেন ঐ দুষ্ট লোকেরা ফিরে আসে। আমি চাই যে তারা তাদের জীবন ধারার পরিবর্ত্তন করুক এবং একটি সত্যিকারের জীবনযাপন করুক! তাই আমার কাছে ফিরে এস! মন্দ কাজ করা থেকে বিরত হও! ওহে ইস্রায়েলের পরিবার, তোমরা কেন মরবে?’

12“মনুষ্যসন্তান, তোমার লোকেদের বল: ‘অতীতে কোন মানুষ যদি ভাল কাজ করে থাকে তবে পরে সে মন্দ হলেও পাপ করতে শুরু করলেও অতীতের সেই ভাল কাজ তাকে রক্ষা করবে না। কিন্তু যদি কোন মানুষ মন্দ হতে ফেরে তবে অতীতের করা মন্দ কাজ তাকে ধ্বংস করবে না। সুতরাং মনে রেখো পাপ করতে শুরু করলে অতীতের কৃত ভাল কাজ কাউকে রক্ষা করবে না।’

13“আমি যদি কোন ধার্মিক লোককে বলি যে সে বাঁচবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি মনে করে অতীতের কৃত ভাল কাজ তাকে রক্ষা করবে আর মন্দ কাজ করতে শুরু করে তবে আমি তার অতীতে করা ভাল কাজ স্মরণ করব না। সে মন্দ কাজ করতে শুরু করেছে বলে মরবে!

14“অথবা আমি এক মন্দ লোককে বলতে পারি যে সে মরবে কিন্তু সে তার জীবন পরিবর্ত্তন করতে পারে। সে পাপ করা থেকে বিরত হয়ে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ
হতে পারে। 15টাকা ধার করার সময় যে জিনিস বন্ধক রেখেছিল তা ফিরিয়ে দিতে পারে। সে চুরি করা জিনিসের মূল্য ফেরৎ দিতে পারে। যে আজ্ঞা জীবন দেয়, তা পালন করতে পারে। এইসব মন্দ কাজ থেকে বিরত হতে পারে সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি অবশ্যই বাঁচবে,
সে মরবে না। 16অতীতে সে যে মন্দ কাজ করেছিল তা আমি মনে রাখব না। সে বেঁচে থাকবে কারণ সে এখন সঠিক পথে চলছে ও ন্যায্য কাজ করছে!

17“কিন্তু তোমার লোকেরা বলে, ‘ওটা করা ঠিক হয়নি। আমাদের প্রভু কখনই এমন হতে পারেন না!’

“কিন্তু ঐ লোকেরা ন্যায্য আচরণ করছে না। 18যদি
একজন ধার্মিক লোক ভাল কাজ করা বন্ধ করে পাপ করতে শুরু করে তবে সে নিজের পাপেই মরবে।
19আর যদি এক মন্দ লোক মন্দ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে সৎ ও ন্যায়পরায়ণভাবে জীবনযাপন করে,
তবে সে বাঁচবে! 20কিন্তু তোমরা তবু বল যে আমার পথ ন্যায্য নয় কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি , হে ইস্রায়েল পরিবার প্রত্যেক লোক তার কৃত কর্মের দ্বারা বিচারিত হবে!”

জেরুশালেম দখল হয়ে গিয়েছে

21নির্বাসনের দ্বাদশতম বছরের দশম মাসের পঞ্চম দিনে জেরুশালেম থেকে একজন লোক আমার কাছে এল। সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে সেখানে এসেছিল। সে বলল, “শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে!”

22সেই লোকটি আমার কাছে আসার পূর্বেই বিকেল বেলা প্রভু আমার সদাপ্রভুর শক্তি আমার ওপর এল। ঈশ্বর আমায় বোবার মত করলেন যে সময় সেই ব্যক্তি আমার কাছে এল সে সময় প্রভু আমার মুখ খুলে দিয়ে
আবার কথা বলতে দিলেন। 23তখন প্রভুর বাক্য আমার
কাছে এল, তিনি বললেন: 24“হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েলের ধ্বংসিত শহরে কিছু ইস্রায়েলীয় বাস করছে। সেই লোকেরা বলছে, ‘অব্রাহাম কেবল সেই একজন যাকে ঈশ্বর সমস্ত দেশ দিয়েছিলেন। এখন আমরা বহুজন, সুতরাং নিশ্চয়ভাবে এই দেশ আমাদের!’

25“তুমি অবশ্যই তাদের বলবে যে প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ‘তোমরা রক্ত শুদ্ধ মাংস খেয়ে ফেল, সাহায্যের জন্য মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থাক ও হত্যা করে থাক, সুতরাং আমি কেন তোমাদের সেই
দেশ দেব? 26তোমরা তোমাদের তরবারির উপর নির্ভর কর। প্রত্যেকে ভয়ানক কাজ করে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারজাতীয় পাপ কাজ করে, সুতরাং তোমরা দেশটির অধিকার পাবে না।’

27“‘তোমরা অবশ্যই তাদের বলবে যে প্রভু ও সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “আমার জীবনের দিব্য দিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে ঐ লোকেরা তরবারি দ্বারাই ঐ ধ্বংসিত নগরের মধ্যে হত হবে! যদি কেউ নগর থেকে মাঠে যায় তবে আমি পশুদের দ্বারা তাকে হত্যা করব আর তারা তাকে খাবে। যদি কেউ দুর্গের বা গুহার মধ্যে লুকায় তবে সেখানে সে রোগে অসুস্থ
হয়ে মারা যাবে। 28আমি সেই দেশকে শূন্য ও নষ্ট করব। দেশ তার সমস্ত গর্ব করার বিষয় হারাবে। ইস্রায়েলের পর্বতগুলি শূন্য হয়ে যাবে। সেই জায়গা
দিয়ে আর কেউ যাবে না। 29ঐ লোকেরা বহু ভয়ানক কাজ করেছে। সেইজন্য আমি সেই দেশকে শূন্য ও আবর্জনা স্বরূপ করব। তখন এই লোকেরা জানবে যে আমিই প্রভু।”

30“এখন হে মনুষ্যসন্তান তোমার বিষয়ে। তোমার লোকেরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে থাকে আর দরজায় দাঁড়িয়ে তোমার সম্বন্ধে কথা বলে। তারা একে অপরকে
বলে, “চল গিয়ে শুনি প্রভু কি বলছেন।” 31তারা তোমার
কাছে এমনভাবে আসে আর তোমার সামনে এমনভাবে বসে মনে হয় যেন তারা আমারই প্রজা। তারা তোমার

কথা শোনে কিন্তু তুমি যা বলছ তারা তা পালন করবে
না। তারা কেবল তাদের যেটা ভাল বোধ হয় সেটাই
করে। তারা কেবল লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করতে
চায়।

32‘‘এই লোকেদের কাছে তুমি ভালবাসার গান গাইয়ে
ছাড়া আর কিছুই নও। তাদের কাছে তোমার গলা
ভাল, তুমি ভাল বাজনাদার। তারা তোমার কথা শুনবে
কিন্তু তুমি যা বলছ তা তারা করবে না। 33কিন্তু তুমি
যেসব বিষয়ের কথা বলছ তা প্রকৃতই ঘটবে। আর
লোকে মেনে নেবে যে সত্যিই তুমি একজন ভাববাদী।’’

ইস্রায়েল মেষ পালের মত

34 প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল। তিনি বললেন,
2“মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে ইস্রায়েলের
মেষপালকদের বিরুদ্ধে এই কথা বল। প্রভু, আমার
সদাপ্রভু যা বলেন তা হল এই: ‘তোমরা, ইস্রায়েলের
মেষপালকেরা কেবল নিজেদের পেটেই ভরাচ্ছ; এটা
তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ হবে। তোমরা
মেষপালকেরা মেষদের কেন খাওয়াচ্ছ না? 3তোমরা
হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলি ভোজন কর আর তাদের পশম দিয়ে
নিজেদের জন্য কাপড় তৈরী কর। তোমরা হৃষ্টপুষ্ট
মেষগুলিকে মেরে ফেল কিন্তু মেষের পালকে খাওয়াও
না।

4তোমরা দুর্বলদের সবল কর নি, অসুস্থদের যত্ন
নাও নি, আঘাত প্রাপ্তদের ক্ষতস্থান বেঁধে দাওনি।
মেষদের মধ্যে কেউ কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমরা তাদের
ফিরিয়ে আনোনি। তোমরা হারিয়ে যাওয়া মেষদের
খুঁজতে যাওনি। না, তোমরা নিষ্ঠুর ও কড়া মনোভাব
দেখিয়েছ – সেইভাবেই তোমরা মেষদের পরিচালনা
করতে চেয়েছ!

5‘‘‘আর এখন মেষেরা ছিন্ন ভিন্ন কারণ কোন
মেষপালক নেই। তারা সবরকমের বন্য পশুর খাদ্যে
পরিণত হয়েছে, তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। 6আমার
মেষপালেরা সমস্ত পর্বত ও উপপর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে,
তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে; তাদের খোঁজ
করার ও তত্ত্বাবধান করার জন্য কেউ নেই।’’’

7তাই হে মেষপালকেরা, প্রভুর এই বাক্য শোন,
প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, 8“আমার জীবনের দিব্য,
আমি তোমার কাছে এই প্রতিশ্রুতি করছি। বন্য পশুরা
আমার মেষ ধরে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমার মেষপাল
বন্য পশুর খাদ্য হয়েছে কারণ তাদের প্রকৃত মেষপালক
নেই। আমার মেষপালকেরা মেষপালের যত্ন নেয়নি।
না, তারা কেবল ঐ মেষদের মেরে খেয়েছে। তারা
আমার মেষের পালকে চরাতে নিয়ে যায়নি।”

9এইজন্য ওহে মেষপালকেরা, তোমরা প্রভুর বাক্য
শোন! 10প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ‘‘দেখ,
আমি মেষপালকদের বিরুদ্ধে, আমি তাদের হাত থেকে
আমার মেষদের সংগ্রহ করব আর তাদের পালকের
কাজ থেকে সরিয়ে দেব। তখন ঐ মেষপালকেরা
নিজেরা আর খেতে পাবে না। আমি মেষেদের তাদের
মুখ থেকে বাঁচাব; আমি তাদের আর ঐ মেষপালকদের
খাদ্য হতে দেব না।”

11প্রভু আমার সদাপ্রভু একথা বলেন, “আমি নিজে
তাদের মেষপালক হব। আমিই আমার মেষদের খুঁজে
তাদের দেখব। 12কোন মেষপালকের মেষরা পথভ্রষ্ট
হলে সে যেমন তাদের খুঁজে বেড়ায়, সেই একইভাবে
আমিও আমার মেষদের খুঁজে বেড়াব। আমি আমার
মেষদের রক্ষা করব। অন্ধকার ও মেঘলা দিনে তারা
হারিয়ে গিয়ে যেখানে যেখানে ছড়িয়ে গিয়েছিল, আমি
সেইখান থেকেই তাদের ফেরত আনব। 13আমি তাদের
জাতিগণের মধ্য থেকে ফিরিয়ে আনব। ঐ দেশগুলি
থেকে আমি তাদের সংগ্রহ করে তাদের নিজেদের
দেশে ফেরত আনব। আর আমি তাদের ইস্রায়েলের
পাহাড়, নদী ও যেখানে জনবসতি আছে সেখানেই
চরাব। 14আমি তাদের ঘাসে ভরা মাঠে নিয়ে যাব।
তারা ইস্রায়েলের উঁচু পর্বতের উপর উঠে সেখানকার
উত্তম ভূমিতে শোবে ও ঘাস খাবে। তারা ইস্রায়েলের
পর্বতে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে চরবে। 15হ্যাঁ, আমি
আমার মেষপালদের চরাব ও তাদের বিশ্রামের স্থানে
নিয়ে যাব।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

16“আমি হারিয়ে যাওয়া মেষদের খুঁজব। যে মেষরা
ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনব। যে মেষেরা
আঘাত পেয়েছিল তাদের আঘাতের স্থান বেঁধে দেব।
কিন্তু ঐ হৃষ্টপুষ্ট বলবানদের মেষপালকদের ধ্বংস করব।
তারা যে শাস্তির যোগ্য তাই দিয়ে তাদের পেট ভরাব।”

17প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন, “আর
এই যে আমার মেষপালেরা, আমি মেষের মধ্যে বিচার
করব। আমি মেষ ও ছাগের মধ্যে বিচার করব। 18তোমরা
ভাল জমিতে যে ঘাস হয়েছে তা খেতে পাচ্ছ, তবু
কেন অন্য মেষেরা যে ঘাস খায় তা দলছ? তোমরা
প্রচুর পরিষ্কার জল পান করতে সুযোগ পাও, তবে
কেন অন্য মেষের পান করার জল ঘোলা করছ? 19আমার
মেষপালদের তোমাদের পায়ে দলানো ঘাস খেতে ও
ঘোলা জল পান করতে হয়।”

20তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু তাদের উদ্দেশ্যে বলেন:
“আমি নিজে মোটা ও রোগা মেষদের মধ্যে বিচার
করব! 21তোমরা তোমাদের শরীরের পাশ ও কাঁধ দিয়ে
ঢুঁ মারছ। তোমরা সমস্ত দুর্বল মেষদের তোমাদের শিং
দিয়ে ঢুঁ মেরে ফেলে দিচ্ছ। তাদের জোর করে বের
করে না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের ঠেলছ। 22তাই
আমি আমার মেষদের রক্ষা করব। বন্য জন্তুরা আর
তাদের ধরে নিয়ে যাবে না। আমি এক মেষের সাথে
অন্য মেষের বিচার করব। 23তারপর আমি তাদের জন্য
একজন মেষপালককে নিযুক্ত করব; সে আমার দাস
দায়ূদ। সে তাদের খাওয়াবে ও তাদের মেষপালক হবে।
24তখন আমি, প্রভু তাদের ঈশ্বর হব আর আমার দাস
দায়ূদ শাসক হয়ে তাদের মধ্যে বাস করবে। আমি, প্রভু
এই কথা বলেছি।

25‘‘এবং আমি আমার মেষদের সঙ্গে একটি চুক্তি
করব এবং তাদের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসব। আমি দেশ

থেকে হিংস্র পশুদের তাড়িয়ে দেব। তাহলে মেষেরা প্রান্তরে নিরাপদে থাকবে ও বনের মধ্যে ঘুমোতে পারবে। 26আমি আমার মেষদের ও আমার পর্বতের জেরুশালেমের চারপাশের স্থান আশীর্বাদ যুক্ত করব। আমি ঠিক সময়ে বৃষ্টি আনব। তাদের উপরে আশীর্বাদের ধারা নেমে আসবে। 27মাঠের গাছগুলো ফল উৎপন্ন করবে। পৃথিবী ফসল উৎপন্ন করবে। তাই মাঠের মেষেরা নিরাপদে থাকবে। আমি তাদের যোয়াল ভেঙ্গে ফেলব। যে লোকেরা তাদের ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল আমি তাদের শক্তি খর্ব করব। তখন তারা জানবে যে আমিই প্রভু। 28জাতিগণ আর কখনও তাদের আক্রমন করবে না। ঐ পশুরা আর তাদের ভক্ষণ করবে না। তারা নিরাপদে বাস করবে; কেউ তাদের ভীত করবে না। 29আমি তাদের সুন্দর বাগানের জন্য কিছু জমি দেব আর তারা সেই দেশে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না। তারা জাতিগণের দ্বারা অপমানে অপমানিতও হবে না। 30তখন তারা জানবে যে আমিই তাদের প্রভু ও ঈশ্বর আর তারা এও জানবে যে আমি তাদের সাথে আছি। আর ইস্রায়েলের পরিবার জানবে যে তারা আমার প্রজা।" প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বলেছেন।

31"তোমরা আমার মেষ, আমার চরণভূমির মেষ। তোমরা মানুষ মাত্র, আমিই তোমাদের ঈশ্বর।" এই কথা আমার প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

ইদোমের বিরুদ্ধে বার্তা

35 প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল; তিনি বললেন, 2"মনুষ্যসন্তান, সেয়ীর পর্বতের দিকে তাকাও এবং আমার হয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বল। 3তাকে বল, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বলেন:

"'সেয়ীর পর্বত, আমি তোমার বিরুদ্ধে! আমি তোমাকে শাস্তি দেব; তোমাকে একটি শূন্য অকর্মণ্য ভূমি করে দেব।

4আমি তোমার শহর সকল ধ্বংস করব। আর তুমি শূন্য হবে। তখন তুমি জানবে যে আমিই প্রভু।

5কারণ তুমি সবসময় আমার প্রজাদের বিরুদ্ধে। ইস্রায়েলের সঙ্কটের সময় তুমি তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ব্যবহার করেছ, এমনকি তাদের চরম শাস্তির সময়ে তা ব্যবহার করেছ।"'

6তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেব। মৃত্যু তোমাকে তাড়া করে বেড়াবে। তোমরা হত্যা করা ঘৃণা করোনি তাই মৃত্যু তোমাদের পিছনে তাড়া করতে থাকবে। 7আর আমি সেয়ীর পর্বতকে শূন্য ও ধ্বংস স্থানে পরিণত করব। সেই শহর থেকে যারাই বেরিয়ে আসবে ও যারা শহরে যেতে চাইবে তাদের প্রত্যেককেই আমি হত্যা করব। 8আমি তার পর্বতগুলি শবে পূর্ণ করব আর সেই মৃতদেহগুলি তোমাদের পর্বত, উপত্যকা ও নদনদীর চারধারে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে। 9আমি তোমায় চিরকালের জন্য শূন্য করব। তোমার শহরে আর কেউ বাস করবে না; তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।"

10তোমরা বলেছিলে, "ঐ দুই জাতি ও দেশ ইস্রায়েল ও যিহূদা আমাদের হবে, তা আমাদের নিজস্ব অধিকারে থাকবে।"

কিন্তু প্রভু সেখানে রয়েছেন! 11এবং প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "তোমরা আমার প্রজাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলে। তোমরা তাদের প্রতি ক্রোধ ও আমার প্রতি ঘৃণার মনোভাব দেখিয়েছিলে, তাই আমার জীবনের দিব্য দিয়ে আমি প্রতিশ্রুতি করে বলছি– তুমি যেমনভাবে তাদের আঘাত করেছ, তেমনভাবেই আমি তোমাদের শাস্তি দেব। আমি তোমাদের শাস্তি দিলে আমার প্রজারা জানবে যে আমি তাদের সাথে আছি। 12আর তোমরা এও জানবে যে আমি তোমাদের সব নিন্দা শুনেছি। তোমরা জেরুশালেমের পর্বতের বিরুদ্ধে বহু মন্দ কথা বলেছিলে; বলেছিলে, 'ইস্রায়েল ধ্বংস হয়েছে! আমরা তাদের খাদ্যের মত চিবিয়ে খাব!' 13তোমরা গর্বিতভাবে আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলে। তোমরা বহুবার বক্ বক্ করেছ আর আমি তোমাদের প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। হ্যাঁ, আমি তোমাদের কথা শুনেছি।"

14প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "যখন আমি তোমাদের ধ্বংস করব তখন সমস্ত পৃথিবী আনন্দিত হবে।" 15ইস্রায়েল দেশ ধ্বংস হবার সময় তুমি আনন্দিত হয়েছিলে। আমি তোমাদের সঙ্গে একইরকম ব্যবহার করব। সেয়ীর পর্বত ও সমস্ত ইদোম দেশ ধ্বংস হবে। তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু।"

ইস্রায়েল দেশ আবার গড়া হবে

36 "হে মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে ইস্রায়েলের পর্বতগণের কাছে এই কথা বল। ইস্রায়েলের পর্বতগণকে প্রভুর বাক্য শুনতে বল! 2তাদের কাছে বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'শত্রু তোমার বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলেছে। তারা বলেছে, বাহ! এখন প্রাচীন পর্বতগুলো আমাদের হবে!'

3"তাই আমার হয়ে ইস্রায়েলের পর্বতগণের কাছে কথা বল। তাদের বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, শত্রু তোমার শহর ধ্বংস করেছিল এবং সব দিক থেকে তোমায় আক্রমণ করেছিল যেন তুমি অন্য জাতির হও। লোকে তোমার সম্বন্ধে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলেছে।"'

4তাই হে ইস্রায়েলের পর্বতগণ, প্রভু, আমার সদাপ্রভুর এই বাক্যগুলি শোন: প্রভু আমার সদাপ্রভু এই বাক্য পর্বতগণের, জলস্রোত সকলের ও উপত্যকাগুলির, শূন্য ধ্বংসস্থান ও পরিত্যক্ত শহরগুলির– যেখানে লুঠ করা হয়েছে এবং যাদের নিয়ে তার চারপাশের জাতিগুলি হাসাহাসি করে, তাদের উদ্দেশ্যে বলেন। 5প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "আমি প্রতিশ্রুতি করছি, আমি আমার অন্তর্জ্বালায় কথা বলব।

দেখব যেন ইদোম ও অন্য জাতিরা আমার ক্রোধ
অনুভব করতে পারে। ঐ জাতিগণ তাদের নিজেদের
স্বার্থে আমার দেশ হস্তগত করেছে। এই দেশের প্রতি
ঘৃণা প্রকাশ করার দিনগুলো তাদের ভালোই কেটেছে।
সেই দেশ তারা কেবল ধ্বংস করার জন্যই অধিকার
করেছিল!”

6“‘তাই, ইস্রায়েল দেশ সম্বন্ধে এই কথাগুলি বল।
এই কথাগুলি পাহাড়, পর্বত, জলস্রোত ও
উপত্যকাগুলিকে বল। তাদের বল, প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বলেন, ‘আমি আমার অন্তর্জ্বালা নিয়ে কথা
বলব। কারণ ঐসব জাতির অপমান তোমাদের সহ্য
করতে হয়েছে।’”

7তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “আমিই
সেই যে প্রতিশ্রুতি করেছ, আমি দিব্য দিয়ে বলছি,
তোমার চারধারের জাতিকে ঐসব অপমানের জন্য দুঃখ
ভোগ করতে হবে।

8“কিন্তু ইস্রায়েলের পর্বতরা, তোমরা নতুন গাছের
জন্ম দেবে আর আমার ইস্রায়েলীয় প্রজাদের জন্য
ফল উৎপন্ন করবে। আমার প্রজারা শীঘ্রই ফিরে আসবে।
9আমি তোমার সঙ্গে। আমি তোমায় সাহায্য করব।
লোকে তোমার ভূমিতে চাষ ও বীজ বপন করবে।
10তোমার মধ্যে বহু লোক বাস করবে। সমস্ত ইস্রায়েল
পরিবার ও তাদের সবাই সেখানে বাস করবে। শহরগুলির
মধ্যে লোকজন বাস করবে আর ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলি
নতুন করে গড়ে তোলা হবে। 11আমি তোমাদের মধ্যে
বহু লোক ও পশুকে বাস করতে দেব। তারা বৃদ্ধি
পাবে, তাদের অনেক সন্তানসন্ততি হবে। অতীতের মত
তোমাতে বাস করার জন্য আমি বহু লোক আনব।
আমি তা অতীতের থেকেও উত্তম করব। তখন তোমরা
জানবে যে আমিই প্রভু। 12হ্যাঁ, আমি বহু লোককে
পরিচালিত করব, আমার প্রজা ইস্রায়েলকে তোমার
দেশে পরিচালিত করব। তুমি তাদের সম্পত্তি হবে আর
তাদের সন্তানদের কেড়ে নেবে না।”

13প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “হে ইস্রায়েল
দেশ, লোকে তোমার সম্বন্ধে মন্দ কথা বলে। তারা
বলে তুমি তোমার প্রজাদের ধ্বংস করেছিলে। তারা
বলে তুমি তোমার প্রজাদের সন্তানদের তাদের কাছ
থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলে। 14কিন্তু তুমি আর
প্রজাদের ধ্বংস করবে না। তাদের সন্তানদের আর
নিয়ে যাবে না।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা
বলেন। 15“ঐসব জাতি যে তোমাকে অপমান করে তা
আমি আর হতে দেব না। ঐসব লোকেদের দ্বারা তুমি
আর আঘাতপ্রাপ্ত হবে না। তুমি আর তোমার লোকেদের
সন্তানদের নিয়ে যাবে না।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
সব কথা বলেন।

প্রভু তাঁর সুনাম রক্ষা করবেন

16তখন প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল; তিনি বললেন,
17“হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েল পরিবার তাদের নিজের
দেশে বাস করাকালীন মন্দ কাজের দ্বারা সেই দেশ
অশুচি করত। আমার দৃষ্টিতে তারা মাসিকের দরুণ
অশুচি স্ত্রীলোকের মত হল। 18সেই দেশের প্রজাদের
হত্যা করে তারা মাটিতে তাদের রক্ত ছিটিয়ে দিত।
তারা তাদের মূর্ত্তি দ্বারা সেই দেশ অশুচি করত। তাই
আমি তাদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রকাশ করলাম। 19আমি
তাদের জাতিগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং
দেশসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের মন্দ কাজের
জন্য আমি তাদের যোগ্য শাস্তি দিয়েছি। 20কিন্তু ঐসব
বিভিন্ন জাতির মধ্যেও তারা আমার সুনাম নষ্ট করেছে।
কিভাবে? এই সব জাতিরা বলে, ‘তারা প্রভুর লোক,
কিন্তু তারা তাদের দেশ পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের
ঈশ্বরকেও!’

21“‘ইস্রায়েলীয়রা যেখানেই গেছে সেখানেই আমার
পবিত্র নাম অপবিত্র করে। তাই আমি আমার সুনাম
রক্ষা করতে যাচ্ছি। 22তাই ইস্রায়েল পরিবারকে বল,
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ‘হে ইস্রায়েল
পরিবার, তোমরা যেখানেই গিয়েছ সেখানেই আমার
পবিত্র নাম অপবিত্র করেছ। আমি এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা
করছি। ইস্রায়েল আমি তা তোমাদের জন্য নয় কিন্তু
নিজ পবিত্র নামের জন্য করব। 23আমি ঐ জাতিগণকে
দেখাব যে আমার মহৎ নাম সত্যই পবিত্র। ঐসব জাতির
মধ্যে তোমরা আমার উত্তম নাম নষ্ট করেছ। কিন্তু
আমি দেখাব যে আমি কত পবিত্র। আমার নামকে
তোমাদের সম্মান করতে শেখাব আর তখন ঐসব জাতি
জানবে যে আমিই প্রভু।’” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই
কথা বলেছেন।

24ঈশ্বর বলেছেন, “আমি তোমাকে ঐসব জাতিগণের
কাছ থেকে বের করে এনে এক স্থানে জড়ো করে
তোমাদের দেশে ফিরিয়ে আনব। 25তারপর আমি
তোমাদের পরিস্কার করবার জন্য ও মূর্ত্তিসমূহ পূজা
করে তোমরা যে অশুদ্ধতা পেয়েছিলে সেটা ধুয়ে
ফেলবার জন্য আমি তোমাদের ওপর পবিত্র জল
ছেটাব।”

26ঈশ্বর বলেন, “আমি তোমাদের এক নতুন আত্মা
দেব এবং তোমাদের চিন্তাধারা পাল্টে দেব। আমি
তোমাদের দেহ হতে পাথরের হৃদয় বের করে সেখানে
নরম মানুষের হৃদয় স্থাপন করব।” 27এবং আমার আত্মা
তোমাদের মধ্যে স্থাপন করব। একবার আমি তোমাদের
হৃদয় পরিবর্ত্তন করলেই তোমরা আমার বিধিগুলি পালন
করবে। সযত্নে আমার বিধি মেনে চলবে। 28তখন আমি
তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দিয়েছি সেখানে
তোমরা বাস করবে। তোমরা আমার লোক হবে এবং
আমি তোমাদের ঈশ্বর হব।”

29ঈশ্বর বললেন, “এছাড়াও আমি তোমাদের পরিত্রাণ
করব এবং অশুচি হওয়া থেকে রক্ষা করব। আমি
আজ্ঞা করব যেন শস্য ফলে আর তোমাদের দেশে
দুর্ভিক্ষ আনব না। 30আমি তোমাদের প্রচুর শস্য, ফল
ও ক্ষেত ভরা ফসল দেব যেন বিদেশে তোমরা ক্ষুধার
জন্য লজ্জায় না পড়। 31তোমরা তোমাদের কৃত মন্দ
কাজগুলি স্মরণ করবে এবং বুঝবে যে সেসব ভাল

করনি। তখন তোমাদের পাপ ও তোমাদের কৃত ভয়ঙ্কর
কাজের জন্য তোমরা নিজেরাই নিজেদের ঘৃণা করবে।”
32প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “এ কাজ আমি আমার
নিজের মঙ্গলের জন্য করছি, তোমাদের জন্য নয়– এ
কথাটা তোমরা মনে রাখো এট আমি চাই। হে ইস্রায়েল,
তোমরা যেভাবে জীবনযাপন করেছ তার জন্য তোমাদের
লজ্জিত ও বিষণ্ণ হওয়া উচিত!”
33প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বলেন, “যেদিন
আমি তোমার পাপ ধোব, সে দিন আমি আবার লোকেদের
শহরে ফিরিয়ে আনব। সেইসব ধ্বংসিত শহর আবার
গড়া হবে। 34লোকেরা আবার সেই জনবসতিহীন শূন্য
জমি কর্ষণ করবে। তাই অন্যেরা পাশ দিয়ে গেলে
ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাবে না। 35তারা বলবে, ‘অতীতে
এই দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন তা এদোন
উদ্যানের মত। শহরগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো
ধ্বংসস্থান ও শূন্য হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন তা সুরক্ষিত
এবং লোকে সেখানে বাস করছে।’”
36ঈশ্বর বললেন, “তখন যে জাতিরা এখনও
তোমাদের চারধারে রয়েছে তারা জানবে যে আমিই
প্রভু এবং আমিই ঐসব ধ্বংসস্থান আবার গেঁথেছি,
ফাঁকা দেশে আবার রোপণ করেছি। আমি প্রভুই বলছি
এবং আমিই এসব ঘটাব!”
37প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথাগুলি বলেন,
“আমি ইস্রায়েল পরিবারকে আমার কাছে আসতে দেব
এবং এসব বিষয়ের জন্য তাদের আমার কাছে অনুরোধ
করতে দেব। আমি তাদের বহুসংখ্যক করে দেব আর
তারা একটি মেষের পালের মত হবে। 38পবিত্র
উৎসবগুলির সময় জেরুশালেম যেমন মেষপালে ও
ছাগপালে পূর্ণ হয়ে যায়, সেই একইভাবে শহরগুলো ও
ধ্বংসস্তূপগুলো লোকজনে ভরে যাবে; তখন তারা
জানবে যে আমিই প্রভু।”

শুকনো অস্থির দর্শণ

37 প্রভুর পরাক্রম আমার উপর এল আর তা
আমাকে বহন করে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে
উপত্যকার মাঝখানে এনে দাঁড় করাল। সেই উপত্যকা
মৃতের অস্থিতে পূর্ণ ছিল। 2সেই উপত্যকার মাটিতে
অনেক অস্থি পড়েছিল। প্রভু সেই অস্থির চারপাশে
আমাকে হাঁটালেন। আমি দেখলাম অস্থিগুলো অত্যন্ত
শুকনো।
3তখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু বললেন, “হে
মনুষ্যসন্তান, এই অস্থিগুলি কি জীবন পেতে পারে?”
আমি উত্তর দিলাম, “প্রভু আমার সদাপ্রভু, এই
প্রশ্নের উত্তর কেবল আপনিই দিতে পারেন।”
4প্রভু আমার সদাপ্রভু বললেন, “আমার হয়ে ঐসব
অস্থির কাছে কথা বল। বল, ‘ওহে শুকনো হাড়গোড়,
প্রভুর এই বাক্য শোন! 5প্রভু আমার সদাপ্রভু তোমাদের
এই কথা বলেন: ‘দেখ আমি তোমাদের মধ্যে জীবনের
শ্বাসপ্রশ্বাস পুনরায় স্থাপন করছি! 6আমি তোমাদের
শিরা ও পেশী দিয়ে গড়ব ও তোমাদের চামড়া দিয়ে
ঢেকে দেব। তারপর আমি তোমাদের নিঃশ্বাস বায়ু দেব
আর তোমরা জীবন ফিরে পাবে; তখন তোমরা জানবে
যে আমিই প্রভু এবং সদাপ্রভু।”
7সেইজন্য আমি প্রভুর হয়ে তার বাক্যানুসারে
অস্থিগুলোর কাছে কথা বললাম। আমি যখন কথা
বলছিলাম সেই সময় খুব জোরালো একটা শব্দ শুনলাম।
অস্থিগুলো খট্‌খট্‌ শব্দ করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত
হতে শুরু করল। 8সেইখানে আমার চোখের সামনে,
শিরা ও পেশী অস্থিগুলোকে ঢেকে দিল, পরে চামড়াও
সেগুলো ঢেকে দিল। কিন্তু তারা নিঃশ্বাস নিতে শুরু
করল না।
9তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বললেন, “হে
মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে বাতাসকে বল, প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেন: ‘হে বায়ু চারিদিক থেকে
এসে এই মৃতদেহগুলির মধ্যে প্রবেশ কর। তাদের মধ্যে
প্রবেশ করলে তাদের জীবন ফিরে আসবে!’”
10তাই প্রভু যেমনটি বলেছিলেন, তাঁর হয়ে আমি
বাতাসের সাথে সেইভাবেই কথা বললাম আর সেই
মৃতদেহগুলির মধ্যে আত্মা এল। তারা জীবনে ফিরে
এসে উঠে দাঁড়াল– সে এক বিশাল সেনাদল!
11তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বললেন, “হে
মনুষ্যসন্তান, এই অস্থিগুলো সমস্ত ইস্রায়েল পরিবারের
মত। ইস্রায়েলের লোকেরা বলে, ‘আমাদের অস্থিগুলো
শুকিয়ে গেছে। আমাদের আশা শেষ হয়েছে। আমরা
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছি!’ 12তাই, তাদের বল: প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ‘আমার স্বপক্ষে একটি
ভাববানী। তাদের বল, ‘ওহে আমার লোকেরা, আমি
তোমাদের কবরগুলো খুলে দেব এবং তোমাদের বের
করে আনব! তারপর আমি তোমাদের ইস্রায়েলে ফিরিয়ে
আনব। 13হে আমার প্রজারা, আমি তোমাদের কবর
খুলে বের করে আনলে তোমরা জানবে যে আমিই
প্রভু। 14আমি তোমাদের মধ্যে আমার আত্মা স্থাপন
করব আর তোমরা আবার জীবন ফিরে পাবে। তখন
আমি তোমাদের আবার নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে
যাব আর তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু। তোমরা
জানবে যে আমি যা যা বলেছিলাম, তা-ই ঘটিয়েছি।’”
প্রভুই ঐসব কথা বলেছিলেন।

যিহুদা ও ইস্রায়েল আবার এক হল

15প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল, 16“হে
মনুষ্যসন্তান, একটা লাঠি নিয়ে তার উপরে এই বার্তা
লেখ: ‘এই লাঠি যিহুদা ও ইস্রায়েলীয়দের
অধিকারভুক্ত।’ তারপর আরেকটা লাঠি নিয়ে তাতে
লেখ: ‘ইফ্রয়িমের এই লাঠি যোষেফ ও তার বন্ধু
ইস্রায়েলীয়দের।’ 17তারপর ঐ দুই লাঠি পুড়বে; তোমার
হাতে সে দুটো যেন একটা লাঠিতে পরিণত হয়।
18“তোমার লোকেরা এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে
19তাদের বলো যে প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
‘আমি যোষেফের লাঠিটি নেব যেটি ইফ্রয়িম এবং
তার বন্ধু ইস্রায়েলীয়দের হাতে আছে; তারপর সেই

লাঠির সাথে আমি যিহূদার লাঠিটা জুড়ে দিয়ে একটা
লাঠিতে পরিণত করব। আমার হাতে তারা একটা
লাঠিতে পরিণত হবে!'

20"যে লাঠি দুটিতে নামগুলো লিখেছিলে সেগুলো
তুমি তোমার হাতে নাও এবং তাদের সামনে ধরো।
21লোকেদের বলো, প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন,
'ইস্রায়েলের লোকে যে যে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে
আমি তাদের সেখান থেকে আনব। আমি তাদের চারদিক
থেকে জড়ো করে তাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে
আনব। 22ইস্রায়েলের পর্বতময় দেশে আমি তাদের এক
জাতিতে পরিণত করব। তাদের সবার এক রাজা হবে।
তারা আর দুটি জাতি হয়ে থাকবে না আর দুই রাজ্যে
বিভক্ত হয়ে থাকবে না। 23তারা তাদের ভ্রান্ত দেবদেবী,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিগুলি ও অপরাধ দ্বারা নিজেদের অবমাননা
করবে না। কিন্তু আমি তাদের সেই সমস্ত স্থান থেকে
রক্ষা করব যেখানে তারা পাপ করত। আমি তাদের
ধুয়ে শুচি শুদ্ধ করব। তারা আমার লোক হবে এবং
আমি তাদের ঈশ্বর হব।

24"'আমার দাস দায়ূদ তাদের রাজা হবে। তাদের
সকলের একটি মাত্র মেষপালক আছে। তারা আমার
নিয়ম মেনে চলবে ও বিধি পালন করবে এবং আমার
কথা অনুসারে কাজ করবে। 25আমি আমার দাস
যাকোবকে যে দেশ দিয়েছিলাম সেই দেশে তারা বাস
করবে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে দেশে বাস করতেন,
আমার লোকেরা সেখানেই বাস করবে। সেখানে তারা,
তাদের সন্তানরা ও তাদের পৌত্র-পৌত্রীরা এবং তাদের
ভবিষ্যতের সমস্ত প্রজন্ম বাস করবে আর আমার দাস
দায়ূদ হবে তাদের চিরকালের নেতা। 26আর আমি তাদের
সঙ্গে একটি শান্তির চুক্তি করব। সেই চুক্তি হবে চিরকালীন
চুক্তি। আমি তাদের আশীর্বাদ করব আর তারা সংখ্যায়
বৃদ্ধি পাবে এবং আমার পবিত্রস্থান চিরকাল তাদের
মধ্যে থাকবে। 27আমার পবিত্র তাঁবু তাদের সাথেই
থাকবে। হ্যাঁ, আমি তাদের ঈশ্বর হব আর তারা আমার
লোক হবে। 28অন্য জাতিরা জানবে যে আমিই প্রভু
আর এও জানবে যে আমার পবিত্রস্থান চিরকালের
জন্য ইস্রায়েলের মধ্যে রেখে আমি সেই জাতিকে আমার
বিশেষ লোক করে তুলেছি।'"

গোগের বিরুদ্ধে বার্তা

38 প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এল, 2"হে
মনুষ্যসন্তান, মাগোগ দেশে গোগের দিকে দেখ।
সে মেশক ও তূবল জাতির বিখ্যাত নেতা। আমার
হয়ে গোগের বিরুদ্ধে কথা বল। 3তাকে বল প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'গোগ তুমি মেশক ও তূবলের
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেতা কিন্তু আমি তোমার বিরুদ্ধে।
4আমি তোমায় বন্দী করে ফিরিয়ে আনব। তোমার
সেনাদলের সমস্ত লোকজনকেও ফিরিয়ে আনব। আমি
তোমার অশ্ব ও অশ্ব সৈন্য ফিরিয়ে আনব। আমি তোমার
মুখে বঁড়শি বিঁধে তোমায় ফিরিয়ে আনব। সমস্ত সেনারা
সাজ পোশাক পরা অবস্থায় তাদের ঢাল, তরবারি সমেত
ফিরে আসবে। 5পারস্য, কূশ এবং পূটের সৈন্যরা বর্ম
ও শিরস্ত্রাণ পরে তাদের সঙ্গে থাকবে। 6সেখানে গোমর
তার সেনাদলের সাথে থাকবে। সুদূর উত্তরের তোগর্ম্মের
কুল ও তার সেনাদলও থাকবে। সেই বন্দীদলের
কুচকাওয়াজ করা লোকেরা সংখ্যায় বহু।

7"'তৈরী থাক, হ্যাঁ নিজেকে এবং তোমার সাথে
যে সেনাদল যোগ দিয়েছে তাদের তৈরী রাখ। তোমার
অবশ্যই নজর রাখা ও প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। 8বহু
দিন পরে তোমাকে কাজে ডাকা হবে। পরের বছরগুলিতে
তুমি সেই দেশে ফিরে আসবে, যে দেশ যুদ্ধের ক্ষত
থেকে অসুস্থ হয়েছে। সেই দেশের লোকদের বহু জাতি
থেকে জড়ো করে ইস্রায়েল পর্বতে আনা হয়েছিল।
অতীতে ইস্রায়েলের পর্বত বারে বারে ধ্বংস করা হলেও
অন্য জাতির মধ্য থেকে ফিরে আসা ঐ লোকেরা সবাই
নির্ভয়ে বাস করবে। 9কিন্তু তুমি তাকে আক্রমণ করতে
আসবে। সমস্ত দেশকে মেঘের ঘন কালো আকাশে
ঢেকে ফেলার মত ঢেকে ফেলে, তুমি ঝড়ের মত আসবে।
তুমি এবং তোমার সৈন্যরা যারা বিভিন্ন দেশ থেকে
একত্র হয়েছিল তাদের আক্রমণ করবে।'"

10প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন: "সেই সময় তোমার
মনে এক চিন্তা আসবে, তুমি দুষ্ট পরিকল্পনা করতে
শুরু করবে।" 11তুমি বলবে, 'আমরা গিয়ে সেই প্রাচীরহীন
শহর আক্রমণ করব। ঐ লোকেরা শান্তিতে বাস করে,
নিজেদের নিরাপদ মনে করে। তাদের রক্ষার জন্য শহর
প্রাচীরে ঘেরা নয়। তাদের দরজায় তালার ব্যবস্থা নেই,
এমনকি, কপাট বলতেও কিছু নেই। 12তোমার অভিপ্রায়
এই। আমি ঐ লোকেদের পরাজিত করব ও তাদের
মূল্যবান জিনিস কেড়ে নেব। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু
পুনরায় লোকজন দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে
আমি যুদ্ধ করব। আমি ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করব যারা বিভিন্ন জাতি থেকে এসে একত্র হয়েছিল।
ঐ লোকেদের গোপাল ও অন্যান্য ধনসম্পদ রয়েছে।
তারা পৃথিবীর কেন্দ্র বাস করে। বলবান জাতিদের অন্য
শক্তিশালী দেশে যাবার জন্য ঐ স্থান দিয়ে ভ্রমণ করতে
হয়।'

13"শিবা, দদান, তর্শীশের সমস্ত ব্যবসায়ীরা এবং
আর যে নগরের সাথেই তারা ব্যবসা করে তারা এসে
জিজ্ঞেস করবে, 'তোমরা কি মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী লুঠ
করতে এসেছ? তোমরা কি তোমাদের সেনাদল নিয়ে
ঐসব উত্তম জিনিস ছিনিয়ে নেবার জন্য ও সোনা,
রূপা, গরু, মোষ ও সম্পত্তি লুঠ করতে এসেছ? তোমরা
কি সমস্ত মূল্যবান জিনিস নিয়ে নিতে এসেছ?'"

14ঈশ্বর বললেন, "মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে গোগের
সাথে কথা বল। তাকে বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
কথা বলেন: 'আমার প্রজারা যে সময় শান্তিতে ও
নিরাপদে রয়েছে সেসময় তোমরা আমার প্রজাদের
আক্রমণ করতে আসবে।" 15তুমি তোমার সুদূর উত্তরের
নিবাস থেকে বহুজনকে সাথে করে আনবে। তারা সবাই
ঘোড়ায় চড়ে আসবে। তুমি এক বিশাল ও বলবান
সেনাদল হবে। 16তোমরা ইস্রায়েল, আমার লোকেদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। তোমরা ঝঞ্ঝার মেঘের মত সেই দেশ ঢেকে ফেলার জন্য আসবে। যখন সময় হবে, আমি তোমাদের আমার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আনব। তখন সমস্ত জাতি জানবে যে আমি কত শক্তিশালী! তারা আমাকে সম্মান করতে শিখবে এবং জানবে যে আমি কত পবিত্র। তোমার প্রতি আমি যা করব তা তারা দেখবে!'"

17প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "সেই সময়, লোকে স্মরণ করবে যে আমি অতীতে তোমার সম্বন্ধে বলেছিলাম। তারা এও স্মরণ করবে যে আমি আমার দাসসমূহ, ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলাম। তারা স্মরণ করবে যে অতীতে ইস্রায়েলের ভাববাদীরা বলেছিল যে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে নিয়ে আসব।"

18প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "সেই সময়ে গোগ ইস্রায়েল দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে আর তখন আমি আমার ক্রোধ প্রকাশ করব। 19আমার ক্রোধে ও অন্তর্জালায় আমি এই প্রতিশ্রুতি করছি: ইস্রায়েলে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবে। 20সেই সময়, সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে কাঁপবে। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, মাঠের পশুরা এবং সমস্ত সরীসৃপ ভয়ে কাঁপবে। পর্বতগুলি পড়ে যাবে, চূড়োগুলো ধ্বংস হবে আর প্রাচীরগুলো মাটিতে ভেঙ্গে পড়বে!"

21প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "আর ইস্রায়েলের পর্বতে আমি গোগের বিরুদ্ধে সবরকমের আতঙ্ক আনব। তার সৈন্যরা এত ভীত হবে যে একে অপরকে আক্রমণ করে হত্যা করবে।" 22আমি রোগ ও মৃত্যু দ্বারা গোগকে শাস্তি দেব। আমি শিলাবৃষ্টি, অগ্নি এবং গন্ধক গোগের প্রতি ও বহুজাতি থেকে সংগৃহীত তার সেনাদলের প্রতি বর্ষাব। 23তখন আমি আমার মহত্ব ও পবিত্রতার প্রমাণ দেব। তখন অনেক জাতি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকেই প্রভু বলে জানবে।"

গোগ ও তার সেনাদলের মৃত্যু

39 "মনুষ্যসন্তান আমার হয়ে গোগের বিরুদ্ধে এই কথা বল। বল প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, 'হে গোগ, তুমি মেশক ও তূবলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা কিন্তু আমি তোমার বিরুদ্ধে।" 2আমি তোমাকে বন্দী করে ফেরত আনব। আমি তোমায় সুদূর উত্তর থেকে ইস্রায়েলের পর্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আনব। 3কিন্তু আমি তোমার বাম হাত থেকে ধনুক সরিয়ে দেব আর ডান হাত থেকে তোমার তীরগুলি খসিয়ে দেব। 4তুমি ইস্রায়েলের পর্বতে নিহত হবে। তুমি, তোমার সেনাদল এবং তোমার সঙ্গের সমস্ত লোকজন যুদ্ধে নিহত হবে। আমি তোমাকে সব রকমের পাখি ও বন্য পশুদের খাদ্য হিসাবে দেব। 5তুমি শহরে প্রবেশ করবে না। তোমাকে খোলা মাঠে হত্যা করা হবে। একথা আমিই বলেছি।'" প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বলেছেন।

6ঈশ্বর বলেছেন, "আমি মাগোগ ও সমুদ্রের উপকূলে বসবাসকারী সমস্ত লোকদের উপরে আগুন পাঠাব। তারা মনে করে যে তারা নিরাপদে আছে কিন্তু তারা জানবে যে আমিই প্রভু। 7আমি আমার পবিত্র নাম ইস্রায়েলে জ্ঞাত করব, আমি তাদের দ্বারা আমার নাম আর অপবিত্র হতে দেব না। জাতিগণ জানবে যে আমিই প্রভু, আমিই ইস্রায়েলের পবিত্র একজন। 8দেখ, সেই সময় আসছে যখন তা সিদ্ধ হবে! প্রভুই এইসব কথা বলেছেন। সেই দিনের কথাই আমি বলছি।

9"সেই সময় ইস্রায়েলের শহরে বসবাসকারীরা বাইরে মাঠে যাবে। তারা শত্রুদের ঢাল, ধনুক, তীর, লাঠি ও বর্শা এই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে তা পুড়িয়ে ফেলবে। তারা সাত বছর ধরে সেই সমস্ত কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে। 10তাদের আর মাঠ থেকে কাঠ কুড়াতে বা বন থেকে কাঠ কেটে আনতে হবে না কারণ তারা অস্ত্র-শস্ত্রই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা লুঠ করতে আসা সৈন্যদের কাছ থেকে তাদের মূল্যবান দ্রব্যই কেড়ে নেবে।" প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

11ঈশ্বর বলেন "সেই সময়, আমি গোগকে কবর দেবার জন্য ইস্রায়েলে একটি স্থান বেছে নেব। পথিকদের উপত্যকায়, যে স্থান মৃত সাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত সেখানে তাকে কবর দেওয়া হবে। তা পথিকদের পথ অবরোধ করবে। কারণ গোগ ও তার সেনাদল সেইস্থানে কবরস্থ হবে। লোকে সেই স্থানকে 'গোগ এর সৈন্যদের উপত্যকা হিসেবেও অভিহিত করবে।' 12দেশ শুচি করার জন্য ইস্রায়েলের পরিবার সাত মাস ধরে তাদের কবরে দেবে। 13দেশের সাধারণ লোক ঐসব শত্রু সেনাদের কবর দেবে। আমি যেদিন নিজেকে গৌরবান্বিত করব সেদিন ঐ লোকেরা বিখ্যাত হয়ে উঠবে।" প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন।

14ঈশ্বর বলেন, "কর্মীরা সমস্ত দিন ধরে ঐ মৃত সৈন্যদের কবরস্থ করবে যাতে দেশ শুচি হয়। ঐ কর্মীরা সাত মাস ধরে পরিশ্রম করবে। পরে মৃত দেহের জন্য এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করবে।" 15সেইসব কর্মীরা খুঁজতে খুঁজতে এধারে ওধারে যাবে। তাদের মধ্যে যদি কেউ এক টুকরো অস্থি দেখে তবে তার ধারে চিহ্ন দিয়ে রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কবর খোঁড়ার লোক এসে গোগ সেনাদের উপত্যকায় তা কবর না দেয় সেই পর্যন্ত সেই চিহ্ন দেওয়া থাকবে। 16মৃত লোকদের নগরের নাম হবে হামোনা। এইভাবে তারা সেই দেশ শুদ্ধ করবে।"

17প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "হে মনুষ্যসন্তান, আমার হয়ে সমস্ত পাখি ও বন্য পশুর সাথে কথা বল। তাদের বল, 'এখানে এস! এখানে এস! এসে চারধারে জড়ো হও। তোমাদের জন্য আমি যে বলি প্রস্তুত করেছি তা ভক্ষণ কর। ইস্রায়েলের পর্বতে এক মহাযজ্ঞ হবে। এস মাংস খাও, রক্ত পান কর। 18তোমরা বলবান সৈন্যের দেহ হতে মাংস খাবে ও পৃথিবীর নেতাদের রক্ত পান করবে। তারা সকলে বাশনের পাঁঠা, মেষশাবক, ছাগল ও মোটা সোটা ষাঁড়। 19তোমরা যতটা চাও ততটাই মেদ খেতে পারো, পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রক্ত পান করতে পারো। আমি তোমাদের

জন্য যে বলি হনন করেছি তা তোমরা খাবে ও পান
করবে। 20আমার টেবিল থেকে খাবার জন্য তোমাদের
জন্য প্রচুর মাংস থাকবে। থাকবে অশ্ব, রথচালকগণ,
বলবান সৈন্যরা এবং অন্য সব যোদ্ধারা।"' প্রভু আমার
সদাপ্রভু ঐ কথা বলেছেন।

21ঈশ্বর বললেন, "আমি অন্য জাতিদের আমার
কাজ দেখাব আর তারা আমায় সম্মান করতে শুরু
করবে! শত্রুদের বিপক্ষে আমি যে শক্তি ব্যবহার করেছি
তাও তারা দেখবে। 22সেইদিন থেকেই ইস্রায়েল পরিবার
জানবে যে আমিই তাদের প্রভু ও ঈশ্বর। 23জাতিগণ
জানবে কেন ইস্রায়েল পরিবারকে বন্দী করে অন্য দেশে
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা জানবে আমার লোকেরা
আমার বিরুদ্ধে উঠেছিল বলেই আমি তাদের থেকে
ঘুরে দূরে গিয়েছিলাম। আমি তাদের শত্রু দ্বারা পরাজিত
হতে দিলাম বলেই আমার লোকেরা যুদ্ধে নিহত হল।
24তারা পাপে নিজেদের অশুচি করল, তাই তাদের
কাজের জন্য আমি শাস্তি দিলাম। আমি তাদের থেকে
দূরে গেলাম ও তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার
করলাম।"

25তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: "এখন
আমি যাকোবের পরিবারকে বন্দীত্ব থেকে নিয়ে আসব।
আমি সমস্ত ইস্রায়েল পরিবারের প্রতি দয়া করব। আমি
আমার পবিত্র নামের পক্ষে উদ্যোগী হব। 26তারা সবসময়
যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করত এই লজ্জা লোকেরা
ভুলে যাবে। তারা নিজেদের দেশে নিরাপদে থাকবে
কেউ তাদের ভয় দেখাবে না। 27আমি অন্য দেশ থেকে
আমার প্রজাদের ফিরিয়ে আনব। আমি শত্রুদের দেশ
থেকে তাদের সংগ্রহ করব, তখন বহু জাতি দেখতে
পাবে যে আমি কত পবিত্র। 28তারা জানবে যে আমিই
প্রভু, তাদের ঈশ্বর, কারণ আমিই তাদের ঘর বাড়ী
ছেড়ে অন্য দেশে বন্দী হিসেবে যেতে বাধ্য করেছিলাম।
আর আমিই তাদের আবার একত্র করে তাদের নিজেদের
দেশে ফিরিয়ে এনেছি। তাদের একজনও পেছনে পড়ে
থাকবে না। 29আমি ইস্রায়েল পরিবারের উপর আমার
আত্মা ঢেলে দেব আর সেই সময়ের পরে আর কখনও
আমার প্রজাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।"
প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বলেন।

নতুন মন্দির

40 নির্বাসনে যাবার পঁচিশতম বছরের শুরুতে অর্থাৎ
মাসের দশম দিনে প্রভুর শক্তি আমার উপর
এল। এ হল বাবিলীয়রা জেরুশালেম অধিকার করার
চৌদ্দ বছর পরের কথা। সেই দিন প্রভু দর্শনে আমাকে
সেখানে নিয়ে গেলেন।

2একটি দর্শনে, ঈশ্বর আমাকে ইস্রায়েল দেশে বহন
করে নিয়ে গিয়ে এক উঁচু পর্বতের কাছে নামিয়ে দিলেন।
সেই পর্বতের ওপর আমার চোখের সামনে শহরের
মত দেখতে একটি অট্টালিকা ছিল। 3প্রভু আমাকে
সেখানে নিয়ে গেলেন। সেখানে, ঘসা মাজা পিতলের
মত চক্চক্ করছে এমন একজন পুরুষকে দেখলাম।
সেই লোকটির হাতে মাপার জন্য ফিতে ও লাঠি ছিল।
তিনি ফটকের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। 4সেই পুরুষ
আমায় বললেন, "হে মনুষ্যসন্তান, তোমার চোখ ও
কান ব্যবহার কর। ঐসব জিনিসের দিকে দেখ ও আমার
কথা শোন। আমি তোমায় যা দেখাই তাতে মন দাও
কারণ তোমাকে ঐসব দেখাবার জন্যই এখানে আনা
হয়েছে। তুমি যা দেখবে তা অবশ্যই ইস্রায়েল পরিবারকে
জানিও।"

5আমি একটা দেওয়াল দেখলাম যা মন্দিরের বাইরে
মন্দিরকে চারধারে ঘিরে ছিল। সেই পুরুষটির হাতে
ছিল মাপার মাপকাঠি। লম্বা হাতের মাপ অনুসারে তা
ছিল 6 হাত লম্বা। পুরুষটি যখন দেওয়ালের প্রস্থ মাপলো
তা এক মাপকাঠির সমান হল আর প্রাচীরের উচ্চতাও
এক মাপকাঠির সমান হল।

6তারপর সেই পুরুষটি পূর্ব দিকের দরজার কাছে
গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সেই দরজার মুখের
চওড়াটা মাপল, তা মাপে এক মাপকাঠি হল। 7রক্ষীদের
ঘরগুলি ছিল মাপে লম্বায় এক মাপকাঠি ও চওড়ায়
এক মাপকাঠি। ঘরগুলির মধ্যেকার দেওয়াল চওড়ায়
5 হাত ছিল। প্রবেশ পথের বারান্দার দিকের মুখটি
যেটি মন্দিরের দিকে মুখ করে ছিল তাও প্রস্থে এক
মাপ কাঠি। 8তারপর সেই পুরুষটি বারান্দাটি মাপলেন।
9তা লম্বায় 8 হাত হল। পুরুষটি দরজার দুধারের
দেওয়ালও মাপল। প্রত্যেক পাশের দেওয়াল চওড়ায়
2 হাত হল। বারান্দাটি মন্দিরের দিকে মুখ করে প্রবেশ
পথের শেষে ছিল। 10প্রবেশ পথের দুইধারে তিনটি করে
ছোট ছোট ঘর ছিল। প্রত্যেকটা ঘরের মাপ এক এবং
তাদের পাশের দেওয়ালগুলোও মাপে এক ছিল।
11পুরুষটি প্রবেশ পথের মুখটি মাপল। সেটা ছিল প্রস্থে
10 হাত এবং লম্বায় 13 হাত। 12প্রত্যেকটি ঘরের সামনে
একটি নীচু প্রাচীর ছিল; সেই প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে
ছিল 1 হাত। ঘরগুলো ছিল বর্গাকৃতি। প্রতিটি দেওয়াল
ছিল 6 হাত।

13পুরুষটি একটি ঘরের ছাদের কোণ থেকে অপর
ঘরের ছাদের কোণ পর্যন্ত প্রবেশপথটি মাপলে তা
মাপে 25 হাত হল। প্রত্যেকটি দরজা অপর দরজার
বিপরীত ছিল। 14পুরুষটি পাশের দেওয়ালগুলির
প্রত্যেকটি পাশ, এমনকি গাড়ীবারান্দার দুইধারের
দেওয়ালগুলিও মাপল। সর্বসমেত মাপ ছিল 60 হাত।*
15বাইরের দরজার ভিতরের ধার থেকে দূরের বারান্দার
প্রান্তটি ছিল 50 হাত। 16সব কটি রক্ষীদের ঘরের ওপরে
পাশের দিকে দেওয়ালে ও অলিন্দে ছোট ছোট জানালা
ছিল। জানালাগুলির চওড়া দিকটা রাস্তার দিকে মুখ
করে ছিল। পাশের দিকের দেওয়ালগুলোতে এবং ঝুল
বারান্দায় খেজুর গাছের ছবি খোদাই করে আঁকা ছিল।

প্রাঙ্গণের বাইরের দিক

17তারপর পুরুষটি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে
গেল। আমি সেই প্রাঙ্গণের চারধারে ত্রিশটি ঘর ও

পদ 14 এই পদ এর অর্থ খুবই অনিশ্চিত।

পাথরে বাঁধানো ভূমি দেখতে পেলাম। ঘরগুলি দেওয়ালের ধারে ও প্রস্তরে বাঁধানো ভূমির দিকে মুখ করে ছিল। [18]দরজাটি লম্বায় যতখানি, প্রস্তরে বাঁধানো ভূমিটি প্রস্থে ততখানিই ছিল। পাথরে বাঁধা ভূমিটি প্রবেশ পথের ভেতরের দিকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটা ছিল নীচের শান বাঁধানো জায়গা। [19]পুরুষটি নীচের প্রবেশ পথের ভেতরের দিক থেকে ভেতরের প্রাঙ্গনের বাইরেটা পর্যন্ত মাপলে তা মাপে পূর্বদিকে ও উত্তরে 100 হাত হল।

[20]তারপর, সেই পুরুষটি বাইরের প্রাঙ্গন ঘিরে যে দেওয়াল, সেই দেওয়ালের উত্তর দিকে যে ফটক ছিল তা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাপল। [21]এই প্রবেশ পথ তার দুপাশের তিনটে করে ঘর এবং তার বারান্দা সবই মেপে প্রথম দরজাটার মত হল। প্রবেশ পথটি দৈর্ঘ্যে 50 হাত ও প্রস্থে 25 হাত হল। [22]এর জানালাগুলি, বারান্দা এবং খোদিত খেজুর গাছের চিত্রের মাপজোক সব আগের দরজার মতই ছিল। বাইরের দিক থেকে সাতটি ধাপ সেই দরজার কাছে পৌঁছে দিত এবং এর বারান্দা ছিল প্রবেশ পথের ভিতরের দিকটার শেষ পর্যন্ত। [23]প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের দরজা বরাবর ভিতরের প্রাঙ্গণে খাবার জন্য একটি দরজা ছিল। এ দরজা পূর্বের দিকের দরজার মতই ছিল। পুরুষটি ভেতরের দিকের দেওয়ালের দরজা থেকে বাইরের দিকের দেওয়ালের দরজা মাপল। দরজা থেকে দরজার মাপ ছিল 100 হাত।

[24]তারপর পুরুষটি আমাকে দক্ষিণের দিকের দেওয়ালে নিয়ে গেল। সেখানে আর একটি ফটক ছিল। পুরুষটি সেটার পাশের দেওয়ালগুলির ও বারান্দার মাপ নিল। এদের মাপ অন্য দরজাগুলির মাপের সমান হল। [25]প্রবেশ পথে ও তার বারান্দায় অন্য প্রবেশ দ্বারগুলির মত জানালা ছিল। প্রবেশ পথটির মাপ দৈর্ঘ্যে 50হাত ও প্রস্থে 25 হাত। [26]এই প্রবেশ দ্বারটির সামনে সাতটি ধাপ ছিল। এর বারান্দাটি ছিল প্রবেশ পথের ভেতরের দিক থেকে শেষ পর্যন্ত। দরজার পথের দুই ধারের দেওয়ালে খেজুর গাছের আকৃতি খোদাই করা ছিল। [27]ভেতরের প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশদ্বার ছিল। সেই পুরুষটি ভেতরের দিকের দেওয়ালের দরজা থেকে বাইরের দিকের দেওয়ালের দরজা পর্যন্ত মাপলে তা দরজা থেকে দরজা পর্যন্ত 100 হাত হল।

ভিতরের প্রাঙ্গণ

[28]তারপর সেই পুরুষটি দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে আমায় ভিতরের প্রাঙ্গণে আনল। সে এই প্রবেশ পথটি মাপলে তা ভিতরের প্রাঙ্গণের আসার অন্য প্রবেশ দ্বারগুলির সমান হল। [29]এর লাগোয়া ঘরগুলি, পাশের দেওয়াল এবং বারান্দার মাপ ও অন্য দরজাগুলির সমান হল। প্রবেশ পথের ও বারান্দার চারদিকেই জানালা ছিল। প্রবেশ পথটি দৈর্ঘ্যে 50 হাত ও প্রস্থে 25 হাত ছিল। [30]বারান্দাটি প্রস্থে 25 হাত ও দৈর্ঘ্যে 5 হাত ছিল। [31]এবং এর বারান্দা ছিল দরজার পথের শেষে বাইরের প্রাঙ্গণের গায়ে। প্রবেশ পথের দুই পাশের দেওয়ালে খেজুর গাছের চিত্র খোদাই করা ছিল। আটটা সিঁড়ির ধাপ পার হলেই সেই দরজা।

[32]তখন সেই পুরুষটি আমাকে পূর্ব দিকের ভিতরের প্রাঙ্গণে নিয়ে চলল। সে প্রবেশ দ্বারটি মাপলে তা অন্য প্রবেশ দ্বারগুলির সমান হল। [33]এর ঘরগুলি, পাশের প্রাচীর ও বারান্দার মাপগুলি অন্য প্রবেশ দ্বারের সমান ছিল। প্রবেশ পথের ও বারান্দার চারদিকে অনেক জানালা ছিল। প্রবেশ পথটি লম্বায় 50 হাত ও চওড়ায় 25 হাত ছিল। [34]এবং প্রবেশ পথের শেষে ভিতরের প্রাঙ্গণেই ছিল এর বারান্দা। প্রবেশ পথের দুই পাশেই ছিল খোদাই করা খেজুর গাছের আকৃতি। আটটি ধাপ পার হলেই সেই দরজায় পৌঁছানো যেত।

[35]তখন সেই পুরুষটি আমায় উত্তর দিকের প্রবেশদ্বারের দিকে নিয়ে চলল। সেটা মাপা হলে তার মাপ অন্য দ্বারগুলির সমান হল। [36]এর ঘরগুলি, পাশের দেওয়াল ও বারান্দার মাপগুলিও অন্য দ্বারগুলির সমান হল। প্রবেশ পথের ও তার বারান্দার চারধারে অনেক জানালা ছিল। প্রবেশ পথটি মাপে দৈর্ঘ্যে 50 হাত ও প্রস্থে 25 হাত। [37]এবং এর বারান্দাটি ছিল প্রবেশ পথের শেষে বাইরের প্রাঙ্গণের গায়ে। প্রবেশ পথের দুই পাশের দেওয়ালে খেজুর গাছের আকৃতি খোদাই করা ছিল। আটটি ধাপ পার হলেই সেই ফটক।

বলি প্রস্তুত করার ঘরগুলি

[38]সেখানে একটি ঘর ছিল যার দরজা খুললে এই ফটকের বারান্দায় এসে পড়ে। এই হল সেই জায়গা যেখানে যাজকরা হোমবলির জন্য পশু ধোয়। [39]এই বারান্দার দুইদিকে দরজার দুইধারে দুটি টেবিল ছিল। হোমবলি, পাপমোচন নৈবেদ্য, এবং অপরাধ মোচন নৈবেদ্যের জন্য পশুদের এই টেবিলেই হত্যা করা হত। [40]এই বারান্দার বাইরে দরজার প্রতি পাশে দুটি করে টেবিল ছিল। [41]সুতরাং ভিতরের দেওয়ালের দিকে চারটি টেবিল এবং বাইরের দেওয়ালের দিকে চারটে টেবিল– মোট আটটি টেবিল যাজকরা নৈবেদ্যের নিমিত্তে পশু বলি দেবার জন্য ব্যবহার করত। [42]হোমবলির জন্যও পাথর কেটে তৈরী করা চারটি টেবিল ছিল। এই টেবিলগুলি মাপে 1.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া ও 1 হাত উঁচু। এই টেবিলের উপরে হোমবলি ও অন্যান্য নৈবেদ্য নিমিত্ত পশু বলি দেবার যন্ত্রপাতিও রাখা হত। [43]এই জায়গায় দেওয়ালের গায়ে মাংস ঝোলাবার জন্য তিন ইঞ্চি লম্বা আংটাসমূহ ছিল। উৎসর্গের মাংস টেবিলগুলির ওপর রাখা হত।

যাজকদের ঘরগুলি

[44]ভিতরের প্রাঙ্গণে যাজকদের জন্য দুটি ঘর ছিল।* একটি উত্তরদিকের ফটকের পাশে দক্ষিণ দিকে মুখ করে। অন্যটি দক্ষিণ দিকে ফটকের পাশে উত্তর দিকে

ভিতরের … ছিল অথবা "গায়কদের জন্য ঘর ছিল।"

মুখ করে। 45সেই পুরুষটি আমায় বলল, “দক্ষিণ দিকে
মুখ করে যে ঘরটি সেটি মন্দিরের চত্বরে সেবায় রত
যাজকদের জন্য।” 46কিন্তু উত্তর দিকে মুখ করা ঘরটি
সেইসব যাজকদের জন্য যারা বেদীতে পরিচর্যার কাজ
করে। যাজকরা লেবী পরিবারগোষ্ঠীর কিন্তু যাজকদের
এই দ্বিতীয় দল সদোকের উত্তরপুরুষ। তারাই একমাত্র
যারা প্রভুর সেবার্থে বলি বেদীতে বয়ে নিয়ে যেতে
পারে।

47পুরুষটি ভিতরের প্রাঙ্গণটি মাপলে দেখা গেল
তা এক প্রকৃত বর্গক্ষেত্র। দৈর্ঘ্যে তা 100 হাত এবং
প্রস্থেও তা 100 হাত ছিল। বেদীটি মন্দিরের সামনে
অবস্থিত ছিল।

মন্দিরের বারান্দা

48তারপর সেই ব্যক্তিটি আমায় মন্দিরের দক্ষিণ
গাড়ী বারান্দায় নিয়ে গিয়ে দুই ধারের দেওয়াল মাপল।
প্রতি পাশের দেওয়াল ছিল 5 হাত পুরু ও 3 হাত
চওড়া। এবং তাদের মধ্যকার ব্যবধানের মাপ ছিল 14
হাত। 49বারান্দাটি প্রস্থে 20হাত ও দৈর্ঘ্যে 12হাত, দশ
ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল বারান্দা পর্য্যন্ত। বারান্দার
দুই পাশের দেওয়ালগুলির জন্য প্রতি দেওয়ালে একটি
করে, মোট দুটি থাম ছিল।

মন্দিরের পবিত্র স্থান

41 এরপর সেই পুরুষটি আমায় পবিত্রস্থানের দিকে
নিয়ে চলল। সে সেই ঘরের দুই ধারের দেওয়াল
মাপল। প্রতি পাশের দেওয়ালগুলি 6 হাত পুরু ছিল।
2দরজাটি প্রস্থে 10হাত এবং দরজার সম্মুখের পথটির
ধারগুলির প্রতি পাশে 5 হাত ছিল। পুরুষটি সেই ঘরটির
মাপ নিলে তা লম্বায় 40 হাত এবং চওড়ায় 20 হাত
পাওয়া গেল।

মন্দিরের সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান

3তারপর সেই পুরুষটি শেষের ঘরে গেল এবং
দরজার পথটির দুইধারের দেওয়ালের মাপ নিল। প্রত্যেক
পাশের দেওয়াল 2 হাত পুরু ও প্রস্থে 7 হাত পাওয়া
গেল। দরজার দিকের রাস্তাটি প্রস্থে 6হাত ছিল। 4তারপর
পুরুষটি সেই ঘরটির দৈর্ঘ্য মাপলো এবং তা ছিল
লম্বায় ও চওড়ায় 20 হাত মাপের। সেই পুরুষটি আমায়
বলল, “এইটি সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান।”

মন্দিরের চারপাশের অন্য কামরাগুলির কথা

5তারপর সেই পুরুষটি মন্দিরের দেওয়ালের মাপ
নিলে তা 6 হাত পুরু পাওয়া গেল। মন্দিরের চারধারে
পাশে পাশে অনেক কামরা ছিল যারা প্রস্থে 4 হাত
ছিল। 6পার্শ্ব কামরাগুলি ছিল একটার ওপরে আরেকটা
এবং এইভাবে তিনটি বিভিন্ন তলে ছিল। প্রতিটি তলায়
30টি করে ঘর ছিল। মন্দিরের দেওয়ালটি এমনভাবে
গড়া যে তাতে সঙ্কীর্ণ তাক ছিল। এই সঙ্কীর্ণ তাকের
উপরেই পাশের কামরাগুলি তৈরী করা হয়েছিল, কিন্তু
মন্দিরের দেওয়ালের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল
না। 7মন্দিরের চারধারের পার্শ্ব কামরাগুলির প্রতিটির
মেঝে তার নীচের তলার মেঝের থেকে চওড়া ছিল।
মন্দিরের চারধারের কামরাগুলির দেওয়ালগুলি উপরের
দিকে যতই উঠল ততই সরু হতে থাকল ফলে উপরের
তলার কামরাগুলি চওড়া ছিল। নীচের তলা থেকে উপর
তলা পর্যন্ত মাঝের তলা দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছিল।

8আমি এও দেখলাম যে মন্দিরের মেঝের চারদিক
উঁচু। এটা ছিল পাশের কামরাগুলির ভিত, এবং উচ্চতায়
6 হাত। 9পাশের কামরাগুলির বাইরের দেওয়ালগুলো
ছিল 5হাত পুরু। এক খোলা জায়গা মন্দিরের পাশের
কামরাগুলির ও 10যাজকদের কামরার মাঝে ছিল। এটা
প্রস্থে 20 হাত এবং মন্দিরের চারধারে বিস্তৃত ছিল।
11পাশের কামরার দরজাগুলি ঐ উঁচু জমিতে খুলত।
উত্তর দিক দিয়ে ও দক্ষিণের দিক দিয়ে প্রবেশ পথ
ছিল। উঁচু জমিটি চারধারে চওড়ায় 5 কিউবিট ছিল।

12মন্দিরের পশ্চিম দিকে, এই সীমাবদ্ধ স্থানটিতে*
একটি অট্টালিকা ছিল। অট্টালিকাটি প্রস্থে 70 হাত ও
দৈর্ঘ্যে 90 হাত মাপের ছিল। প্রাঙ্গণের দেওয়াল
চারধারেই 5 হাত করে পুরু ছিল। 13তারপর পুরুষটি
সেই মন্দিরটি মাপল। মন্দিরটি মাপে 100 হাত লম্বা
হল। দালান ও দেওয়াল সমেত জায়গাটিও লম্বায়
100হাত হল। 14মন্দিরের সামনে পূর্ব দিকের সীমাবদ্ধ
জায়গাটি লম্বায় 100 হাত ছিল।

15পুরুষটি পশ্চিমদিকে, সীমাবদ্ধ স্থানটি
অট্টালিকাটির মাপ নিল। এক দেওয়াল থেকে অপর
দেওয়াল পর্যন্ত তা মাপে 100 হাত হল।

সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান, পবিত্র স্থান ও গাড়ী
বারান্দাটার যে দিকটা ভেতরের প্রাঙ্গণের দিকে মুখ
করে ছিল 16তার দেওয়ালে কাঠের তক্তা সমূহ ছিল।
সমস্ত জানালা ও দরজার ধারে সরু করে কাঠ লাগানো
ছিল। দরজা পথে মন্দিরের মেঝে থেকে জানালা পর্যন্ত
এবং দেওয়ালের অংশ পর্যন্ত দরজা পথের ওপরে
কাঠের তক্তা ছিল। 17মন্দিরের ভিতরের ও বাইরের
কামরাগুলির দেওয়ালে করূব দূত এবং খেজুর গাছের
আকৃতি খোদাই করা ছিল।

18করূব দূতগুলির মাঝে ছিল খেজুর গাছ। প্রতিটি
করূব দূতের দুটি করে মুখ ছিল। 19করূব দূতের একটি
মুখ ছিল মানুষের মত যা খেজুর গাছের দিকে মুখ
করে ছিল। অন্য মুখটি সিংহের মত যা অপর দিকের
খেজুর গাছের দিকে মুখ করে ছিল। এসব আকৃতি
মন্দিরের চারধারে খোদাই করা ছিল। 20মেজ থেকে
দরজার উপর পর্যন্ত পবিত্রস্থানের সমস্ত দেওয়ালে
করূব দূত ও খেজুর গাছের আকৃতি খোদাই করা ছিল।

21পবিত্র স্থানের দুই ধারের দেওয়ালগুলো ছিল
বর্গাকৃতি। পবিত্রতম স্থানের সামনে একটি জিনিষ ছিল
যা দেখতে 22অনেকটা কাঠের তৈরী একটি বেদীর মত
যা উচ্চতায় 3 হাত ও লম্বায় 2 হাত এবং চওড়ায় 2

সীমাবদ্ধ স্থান একটি স্থান যেটি শুধুমাত্র যাজকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল।

হাত। এর ধারগুলি এবং ভিত্তি কাঠের তৈরী ছিল।
পুরুষটি আমায় বললেন, "এইটি সেই টেবিল যা প্রভুর
সামনে রয়েছে।"
23পবিত্র স্থানে ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থানে জোড়া
দরজা ছিল। 24প্রতিটি ছোট দরজা নিজের থেকে খুলে
যেতে পারত। প্রতিটি দরজায় প্রকৃতপক্ষে দুটি চক্রাকারে
আবর্ত্তনশীল দরজার হাতল ছিল। 25এছাড়াও পবিত্র
স্থানের দরজাগুলিতে করূব দূত ও খেজুর গাছ খোদাই
করা ছিল। এগুলি দেওয়ালে খোদিত আকৃতির মত
ছিল। গাড়ী বারান্দার সামনে ছিল কাঠের ছাদ।
26সেখানকার জানালাগুলির চারধারে কাঠামো ছিল এবং
বারান্দার উভয় পাশের দেওয়ালে বারান্দার ছাদে ও
মন্দিরের চারধারের ঘরগুলিতে খেজুর গাছের আকৃতি
ছিল।

যাজকদের কামরা

42 তারপর সেই পুরুষটি উত্তর দিকের প্রবেশ দ্বারের
মধ্যে দিয়ে আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে এল।
সে আমাকে পশ্চিম দিকের অনেক কামরা রয়েছে এমন
এক প্রাঙ্গণে নিয়ে চলল যেটি নিষিদ্ধ জায়গার পশ্চিমে
এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের দিকে ছিল। 2পাথরের তৈরী
বাড়ীটি লম্বায় 100 হাত ও চওড়ায় 50 হাত ছিল।
লোকজন প্রাঙ্গণের উত্তর দিক দিয়ে এতে প্রবেশ করত।
3পাথরের তৈরী বাড়ীটি ছিল তিনতলা উঁচু এবং তাতে
ঝুল বারান্দা ছিল। 20 হাত মাপের ভিতরের প্রাঙ্গণটি
ছিল ঐ বাড়ী ও মন্দিরের মধ্যস্থানে। অন্য দিকের
কামরাগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের শান বাঁধান জায়গাটির
দিকে মুখ করে ছিল। 4প্রবেশ পথটি উত্তর দিকে থাকা
সত্ত্বেও, প্রস্থে 10 হাত ও দৈর্ঘ্যে 100 হাত একটি রাস্তা
প্রাঙ্গণটির দক্ষিণ পাশ বরাবর চলে গিয়েছিল। 5-6যেহেতু
দালানটির উচ্চতায় তিনতল বিশিষ্ট ছিল এবং তাতে
বাইরের প্রাঙ্গণের মত থাম ছিল না তাই উপরের
কামরাগুলি মধ্যের ও তলার কামরাগুলির থেকে পিছনের
দিকে ছিল। উপরের তল প্রস্থে মধ্যের তলের চেয়ে
এবং মধ্যের তল প্রস্থে নীচের তলের চেয়ে সরু ছিল
কারণ সেই স্থানে ঝুল বারান্দা ছিল। 7তার বাইরে ছিল
এক দেওয়াল, যা কামরাগুলির সাথে সমান্তরালভাবে
বাইরের প্রাঙ্গণে বরাবর গিয়েছিল। কামরাগুলির সামনে
তা 50 হাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 8যে কামরাগুলি বাইরের
প্রাঙ্গন বরাবর ছিল তারা দৈর্ঘ্যে 50 হাত যদিও মন্দিরের
দিকের দালানটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে 100 হাত ছিল।
9দালানটির পূর্ব দিকে এই কামরাগুলির তলায় ছিল
প্রবেশপথ আর তাই লোকে বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে
এতে প্রবেশ করতে পারত। 10প্রবেশ পথটি ছিল
প্রাঙ্গণের গায়ে দেওয়ালের আরম্ভে।
দক্ষিণ দিকেও, খোলা চত্বরে কয়েকটি ঘর ছিল
এবং কয়েকটি ছিল এই ঘরগুলির সামনে। 11এই
কামরাগুলির সামনে একটি সরু রাস্তা ছিল। দৈর্ঘ্যে ও
প্রস্থে সমান ছিল এবং একই অবস্থানে একই রকম
দরজা ছিল এইগুলিতে। 12বাড়িটির পূর্বদিকে দক্ষিণের
ঘরগুলো প্রবেশের বিভিন্ন পথছিল যাতে লোকেরা
দেওয়ালের ধারে খোলা চত্বরের সরু রাস্তাদিয়ে এখানে
প্রবেশ করতে পারে।
13সেই পুরুষটি আমায় বলল, "সীমাবদ্ধ স্থানের
এপাশের এবং ওপাশের উত্তরের ও দক্ষিণের কামরাগুলি
পবিত্র। এই কামরাগুলি সেইসব যাজকদের জন্য যারা
প্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে। সেইস্থানেই
যাজকরা পবিত্র নৈবেদ্য ভোজন করে এবং সেইস্থানেই
তারা পবিত্র নৈবেদ্যগুলি রাখে কারণ এই স্থান পবিত্র।
পবিত্রতম নৈবেদ্যগুলি হল: শস্য নৈবেদ্য, পাপমোচন
নৈবেদ্য এবং অপরাধ খণ্ডন নৈবেদ্য। 14যে যাজকরা
পবিত্রস্থানে প্রবেশ করে তাদের অবশ্য বাইরের প্রাঙ্গনে
যাবার আগে পবিত্রস্থানে সেবার কাপড় খুলে রাখতে
হবে। যাজকগণ যদি মন্দিরের অন্য অংশে, যেখানে
অন্য যাজকরা রয়েছে সেখানে যেতে চায়, তবে তাকে
এই ঘরে গিয়ে অন্য পোষাক পরতে হবে।" তাদের এই
রকম অবশ্যই করতে হবে কারণ তাদের সেবা বস্ত্র হচ্ছে
পবিত্র।

বাইরের প্রাঙ্গণ

15সেই পুরুষটি মন্দিরের ভিতরের অংশের মাপ
নেওয়া শেষ করে আমাকে পূর্বের দিকের দরজার কাছে
এনে সেই সমস্ত জায়গা মাপল। 16সে পূর্বের দিক
একটা মাপকাঠির সাহায্যে মাপলে তা লম্বায় 500 হাত
পাওয়া গেল। 17তিনি উত্তর দিক মাপলে তাও দৈর্ঘ্যে
500 হাত হল। 18দক্ষিণ দিক মাপলে তাও লম্বায় 500
হাত হল। 19পশ্চিম দিকটাও লম্বায় 500 হাত হল।
20তারপর তিনি মন্দিরের চারধারের চারটি দেওয়াল
মাপল। দেওয়ালটি লম্বায় 500 হাত এবং চওড়ায় 500
হাত ছিল। এটি পবিত্র স্থানটিকে সাধারণ স্থানের থেকে
আলাদা করে রেখেছিল।

প্রভু তার প্রজাগণের মধ্যে বাস করবেন

43 সেই পুরুষটি আমাকে পূর্বের দিকের প্রবেশ
দ্বারের দিকে নিয়ে চলল। 2সেখানে পূর্ব দিক
থেকে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা এসে উপস্থিত হল।
ঈশ্বরের রব সমুদ্রের গর্জনের মত মনে হল এবং তাঁর
মহিমার আলোয় ভূমি আলোকিত হল। 3এই দর্শনটি
ছিল সেটির মত যখন আমি দেখেছিলাম তিনি
জেরুশালেম শহর ধ্বংস করতে এসেছিলেন এবং কবার
নদীর ধারে আমি যে দর্শন দেখেছিলাম সেটার মত।
4পূর্ব দিকের দরজা থেকে প্রভুর মহিমা মন্দিরের মধ্যে
এল।
5তারপর আত্মা আমায় তুলে নিয়ে ভেতরের
প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে এল। প্রভুর মহিমা মন্দির পরিপূর্ণ
হল। 6আমি কাউকে মন্দিরের ভেতর থেকে আমার
সাথে কথা বলতে শুনলাম। সেই মানুষটি তখনও আমার
পাশে দাঁড়িয়েছিল। 7মন্দিরের ভেতর থেকে আসা সেই
রব আমায় বললেন, "হে মনুষ্যসন্তান, আমার সিংহাসন
ও পাদদেশ সমেত এই আমার স্থান। আমি এই স্থানে

ইস্রায়েলের লোকজনের মাঝে চিরকালের জন্য বাস
করি। ইস্রায়েল পরিবার আমার নাম পুনরায় কলঙ্কিত
করবে না। রাজারা ও তাদের প্রজারা মূর্ত্তি পূজা করবে
না অথবা এইস্থানে তাদের রাজাদের মৃতদেহ কবরস্থ
করে আমার নামকে লজ্জিত করবে না। 8তারা আমার
চৌকাঠের পাশে তাদের চৌকাঠ এবং আমার দরজায়
খুঁটির পাশে তাদের দরজার খুঁটি লাগিয়ে আমার নামকে
লজ্জিত করবে না। অতীতে কেবল একটি দেওয়াল
তাদের আমার কাছ থেকে পৃথক করত। তাই প্রত্যেকবার
পাপ কাজ করে ও ভয়ঙ্কর ঐসব কাজ করে তারা
আমার নামকে অপবিত্র করেছে। সেইজন্য আমি ক্রুদ্ধ
হয়ে তাদের ধ্বংস করেছিলাম। 9এখন তারা তাদের
যৌন পাপ* তাদের রাজাদের মৃতদেহ আমাদের কাছ
থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাক্, তাহলে আমি চিরকাল
তাদের সঙ্গে বাস করব।

10"এখন হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েল পরিবারকে ঐ
মন্দিরের সম্বন্ধে বল। তাহলে যখন তারা সেই মন্দিরের
পরিকল্পনার সম্বন্ধে জানবে তখন তারা তাদের পাপ
সম্বন্ধে লজ্জিত হবে। 11আর তাদের কৃত সমস্ত মন্দ
কাজের জন্য তারা লজ্জিত হবে। তারা সেই মন্দিরের
নক্শা সম্বন্ধে জানুক। জানুক কিভাবে তা গড়া যাবে,
প্রবেশ দ্বার ও প্রস্থানদ্বার কোথায় সেসব এবং মন্দিরের
সমস্ত নকশাটাই জানুক। তার বিষয়ে যে বিধি ও নিয়ম
রয়েছে, তাও তাদের শিখিয়ে দিও। এবং প্রত্যেকে যেন
দেখতে পায় এবং মন্দিরের বিধিসমূহ পালন করে
সেইজন্য এগুলি প্রত্যেকের জন্য লেখ। 12মন্দির সম্বন্ধে
এই হল বিধি: এই সীমানার মধ্যবর্তী যে পাহাড়, তার
চূড়োর সমস্ত জায়গাটাও অতি পবিত্র। মন্দির সম্বন্ধে
বিধিগুলি এই:

বেদীর বিষয়ে

13"লম্বা মাপকাঠি ব্যবহার করে হাত বেদীর মাপ
এইরকম। বেদীর গোড়ায় চারদিকে যে গর্ত খোঁড়া
রয়েছিল তার গভীরতা 1 হাত, প্রস্থে প্রতি ধারে 1
হাত। তার ধারের কানা বুড়ো আঙ্গুল থেকে কড়ে
আঙুলের যে দূরত্ব তার সমান। আর বেদীটি উচ্চতায়
এইরকম: 14মাটি থেকে তলার প্রান্ত পর্যন্ত গোড়ার
মাপ 2 হাত, প্রস্থে 1 হাত এবং ছোট ধার থেকে বড়
ধার মাপে 4 হাত, প্রস্থে 2 হাত। 15বেদীতে পবিত্র আগুনের
জায়গাটা উচ্চতায় 4হাত। চার কোণ শিংয়ের আকারের।
16বেদীতে আগুনের যে জায়গাটা তা মাপে দৈর্ঘ্যে 12
হাত এবং প্রস্থে 12 হাত, আকারে একেবারে বর্গক্ষেত্র।
17গা থেকে বের হওয়া সরু তাকটিও আকারে বর্গক্ষেত্র,
মাপে লম্বায় 14 হাত ও প্রস্থে 14 হাত। এর ধারটি
প্রস্থে 1/2 হাত। (এর ভিত্তি যা একে ঘিরে রয়েছে তা
হল প্রস্থে 2 হাত।) বেদী পর্যন্ত যে সিঁড়ি চলে গেছে তা
পূর্ব দিকে।"

18তখন সেই পুরুষটি আমায় বলল, "হে মনুষ্যসন্তান,
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেন: 'বেদীর
জন্য এই হল আইন, যে সময় তুমি বেদী নির্মাণ করবে
সেসময় হোমবলি উৎসর্গ ও রক্ত ছিটানো এই অনুসারে
কোর।" 19তুমি সাদোক পরিবারের জন্য পাপার্থক বলি
হিসাবে একটি যুব ষাঁড় দেবে। এই লোকেরা লেবী
পরিবারগোষ্ঠীর যাজক। এই লোকেরা আমার কাছে
উৎসর্গ এনে আমার সেবা করবে।"' প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বলেছেন। 20"ষাঁড়ের কিছুটা রক্ত নিয়ে তা
বেদীর চার কোণের চারটি সিং-এ লাগাবে এবং তার
চারদিকের ধারেও লাগাবে। এইভাবে তুমি অবশ্য বেদী
টিকে শুচি করবে এবং তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোল।
21তারপর পাপার্থক বলির জন্য সেই ষাঁড় নিয়ে তা
মন্দিরের বাইরের চত্বরের উপযুক্ত জায়গায় পোড়াবে।

22দ্বিতীয় দিনে তুমি এক নির্দোষ পুং ছাগ উৎসর্গ
করবে। তা হবে পাপার্থক বলি। যেভাবে যাজক ষাঁড়
ব্যবহার করে বেদী শুচি করেছিল সেইভাবেই তারা
এটা দিয়ে বেদী শুচি করবে। 23যখন বেদী শুচিকরণের
কাজ শেষ হবে তখন তুমি নির্দোষ এক যুব ষাঁড় ও
তার সাথে এক নির্দোষ পুং মেষ এনে তা উৎসর্গ
করবে। 24তারপর তুমি তা প্রভুর সামনে উৎসর্গ করবে।
যাজকরা তার উপরে নুন ছিটাবে। তারপর যাজকরা
সেই ষাঁড় ও পুং মেষকে হোমবলি হিসেবে প্রভুর উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করবে। 25সাতদিনের প্রত্যেকদিনের পাপার্থক
বলির জন্য তুমি ছাগ উৎসর্গ করবে। এছাড়াও তুমি
একটি যুব ষাঁড় ও পালের পুং মেষ তৈরী করে রাখবে।
এইসব পশুরা যেন নির্দোষ হয়। 26সাতদিন ধরে যাজকরা
বেদীটিকে শুচি করবে যাতে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য
তা প্রস্তুত হয়। 27সাতদিনের পর অষ্টম দিনে যাজক
অবশ্যই হোমবলি ও সহভাগীতার বলি বেদীতে উৎসর্গ
করবে। তখন আমি তোমায় গ্রহণ করব।" প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

ঈশ্বরের পবিত্রতা

44 তারপর সেই পুরুষটি আমাকে মন্দিরের চত্বরের
পূর্বদিকের দরজায় ফিরিয়ে আনল। আমরা
দরজায় ছিলাম ও দরজা বন্ধ ছিল। 2প্রভু আমায় বললেন,
"এই দরজা বন্ধ থাকবে এবং এটা খোলা হবে না।
কেউ এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করবে না কারণ প্রভু
ইস্রায়েলের ঈশ্বর। এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছেন
এবং সেইজন্যই তা বন্ধ রাখতে হবে। 3কেবল শাসকরা
প্রভুর সামনে ভোজ খাবার সময় তার দরজায় বসতে
পারে। সে অবশ্যই প্রবেশ পথের বারান্দা দিয়ে প্রবেশ
করবে এবং সেই পথ দিয়েই বাইরে যাবে।"

মন্দিরের পবিত্রতা

4তারপর সেই পুরুষ আমাকে উত্তর দিকের দরজা
দিয়ে মন্দিরের সামনে আনল। আমি দেখলাম প্রভুর
মহিমায় মন্দির ভরে উঠেছে, আমি উপুড় হয়ে মাটিতে
প্রণাম করলাম। 5প্রভু আমায় বললেন, "হে মনুষ্যসন্তান,
যত্ন সহকারে দেখ! তোমার চোখ ও কান ব্যবহার কর।

যৌন পাপ এটা হয়ত মূর্ত্তি পূজাকে অন্তর্ভূক্ত করতো।

এই বিষয়গুলি দেখ এবং প্রভুর মন্দিরের নিয়ম ও
বিধি সম্বন্ধে আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়ে শোন।
মন্দিরে কে প্রবেশ করতে পারবে এবং কে পারবে না
সে সম্বন্ধে নিয়মগুলি সযত্ন মনোগযোগ দিয়ে শোন।
6তারপর ইস্রায়েলের সমস্ত অবাধ্য এবং আমার বিধি
অবজ্ঞাকারী লোকেদের এই বার্তা বল। তাদের বল,
'প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন: হে ইস্রায়েল
পরিবার, তোমরা পূর্বে যে সমস্ত নোংরা জিনিষ করেছে
সেগুলি তোমাদের বন্ধ করতে হবে! **7**তোমরা
বিদেশীদের আমার মন্দিরে এনেছ আর সেই লোকেরা
প্রকৃতভাবে সুন্নত ছিল না– তারা নিজেদেরকে
সম্পূর্ণভাবে আমাকে দেয়নি। এইভাবে তোমরা আমার
মন্দির অপবিত্র করেছ। তোমরা চুক্তি ভেঙ্গে জঘন্য
কাজ করেছ আর তারপর রুটি, চর্বি ও রক্তে নৈবেদ্য
আমাকে দিয়েছ। **8**তোমরা আমার পবিত্র বিষয়গুলির
পবিত্রতা রক্ষা করনি। না, তোমরা বিদেশীদের উপরে
আমার পবিত্র স্থানের দায়িত্ব দিয়েছ।

9প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "যে বিদেশী
প্রকৃত অর্থে সুন্নত নয়, সে আমার মন্দিরে আসবে না–
এমনকি ইস্রায়েলের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসকারী কোন
বিদেশীও নয়। তাকে অবশ্যই সুন্নত হতে হবে এবং
মন্দিরে আসার আগে সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে
আমার হাতে দেয়। **10**অতীতে ইস্রায়েল আমাকে ছেড়ে
বিপথে গেলে লেবীয়রাও আমাকে পরিত্যাগ করেছিল।
ইস্রায়েল তাদের মূর্ত্তিদের অনুসরণ করার জন্য আমায়
ত্যাগ করেছিল। লেবীয়রা তাদের সেই পাপের শাস্তি
পাবে। **11**আমার পবিত্র স্থানের পরিচর্যা করার জন্য
লেবীয়দের মনোনীত করা হয়েছিল। তারা মন্দিরের
প্রবেশের দরজাগুলি পাহারা দিত, মন্দিরে সেবা করত।
তারা উৎসর্গের জন্যে পশুবলি দিত এবং প্রজাদের
জন্য হোমবলি উৎসর্গ করত। প্রজাদের সাহায্য ও
সেবা করার জন্য তাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল। **12**কিন্তু
ঐ লেবীয়রা প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে পাপ করতে
সাহায্য করেছিল। তারা লোকদের মূর্ত্তি পূজোয় সাহায্য
করেছিল! তাই আমি তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিশ্রুতি
করছি: 'তাদের পাপের জন্য তারা শাস্তি ভোগ করবে।'"
প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বলেছেন।

13"তাই আমার উদ্দেশ্যে যাজকীয় কাজ করার জন্য
লেবীয়রা আমার কাছে নৈবেদ্য নিয়ে আসবে না। তারা
আমার পবিত্র কোন কিছুরই কাছে আসবে না। তারা
তাদের জঘন্য কাজকর্মগুলির লজ্জা বহন করবে।
14কিন্তু আমি তাদের আমার মন্দিরের যত্ন নিতে দেব।
তারা মন্দিরের যেখানে যা করা কর্তব্য তাই করবে।

15"যাজকরা সবাই লেবী পরিবারগোষ্ঠীর হলেও
ইস্রায়েলের প্রজারা আমার থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে
নিলে কেবল সাদোক পরিবারের যাজকরাই আমার পবিত্র
স্থানের যত্ন নিত। তাই কেবল সাদোকের উত্তরপুরুষরাই
আমার জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। তারা মেদ ও রক্ত
উৎসর্গ করতে আমার সামনে দাঁড়াবে।" প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বলেন! **16**"তারা আমার পবিত্রস্থানে
প্রবেশ করবে আর আমাকে সেবা করবার জন্য আমার
টেবিলের কাছে আসবে। আমি তাদের হাতে যা দিয়েছি
তারা তা রক্ষা করবে। **17**প্রাঙ্গণের দরজা দিয়ে ভেতরে
ও মন্দিরে প্রবেশ করার সময় তারা যেন মসীনার
কাপড় পরে এবং ভিতরের প্রাঙ্গণের দরজায় ও মন্দিরে
সেবা করার সময় তারা যেন পশমের তৈরী কোন কিছু
না পরে। **18**তারা মাথায় মসীনার পাগড়ী বাঁধবে ও
মসীনার জাঙ্গিয়া পরবে এবং এমন কিছু পরবে না
যাতে ঘাম হয়। **19**বাইরের প্রাঙ্গণে লোকদের কাছে
যাবার সময় পরিচর্যা করাকালীন যে কাপড় পরতে হয়
তা ছেড়ে ফেলবে। ঐ কাপড়গুলি পবিত্র ঘরেই রেখে
আসবে এবং অন্য কাপড় পরবে। এইভাবে তারা
লোকদের পবিত্র কাপড়গুলির স্পর্শ লাভ করতে দেবে
না।

20"এই যাজকরা তাদের মাথা কামিয়ে ফেলবে না
অথবা চুলও লম্বা করবে না। তা করলে মনে হবে
তারা দুঃখিত, প্রভুকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে তারা
আনন্দিত নয়। যাজকরা কেবল চুল কাটতে পারবে।
21কোন যাজকই ভেতরের প্রাঙ্গণে আসার সময়
দ্রাক্ষারস পান করবে না। **22**যাজকরা কখনই বিধবা বা
ত্যাগপত্র দেওয়া হয়েছে এমন কোন মহিলাকে বিয়ে
করবে না। তারা কেবল ইস্রায়েল পরিবারেরই কোন
কুমারীকে বিয়ে করতে পারে অথবা এমন কোন বিধবাকে
যার মৃত স্বামী যাজক ছিলেন।

23"যাজকরা অবশ্যই আমার লোকেদের পবিত্র ও
সধারণ জিনিসের মধ্যে প্রভেদ কি তা শিক্ষা দেবে।
কোনটি শুচি, কোনটি অশুচি তা জানতেও তারা অবশ্য
লোকেদের সাহায্য করবে। **24**যাজকরা বিচারসভায়
বিচারক হবে; প্রজাদের বিচার করার সময় আমার বিধি
অনুসরণ করবে। তারা আমার সমস্ত পর্বে আমার বিধি
নিয়মগুলি পালন করবে। তারা আমার বিশ্রামের বিশেষ
দিনকে সম্মান করবে ও তা পবিত্রভাবে যাপন করবে।
25তারা কোন মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে নিজেদের অশুচি
করবে না। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি তাদের বাবা, মা, পুত্র,
কন্যা, ভাই অথবা অবিবাহিত বোন হয় তবে তারা
অশুচি হতে পারে। **26**শুচি হলে পরে যাজকদের সাতদিন
অপেক্ষা করতে হবে। **27**তারপর সে সেই পবিত্রস্থানে
ফিরে যেতে পারে কিন্তু যেদিন সে পবিত্রস্থানের পরিচর্যা
করতে ভেতরের প্রাঙ্গণে যাবে, সেইদিন তাকে নিজের
জন্য পাপার্থক বলি উৎসর্গ করতে হবে।" প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

28"লেবীয়দের অধিকারে যে জমি আছে তার সম্বন্ধে:
আমিই তাদের সম্পত্তি; তুমি ইস্রায়েলের লেবীয়দের
কোন সম্পত্তি দেবে না। ইস্রায়েলে আমিই তাদের
আধিকার। **29**তারা শস্য নৈবেদ্য, পাপার্থক নৈবেদ্য ও
দোষার্থক নৈবেদ্য খাবার জন্য পাবে। ইস্রায়েলের লোকে
প্রভুকে যা কিছুই দেয় তা তাদেরই হবে। **30**ফসল
তোলার পর, সমস্ত রকম শস্যের প্রথম অংশ যাজকদের
হয়। তোমরা ও তোমাদের প্রথম শস্যের ভাগ যাজকদের
দেবে। একাজ তোমাদের গৃহে আশীর্বাদ আনবে।

31স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে বা বন্য পশুতে কামড়ে ছিঁড়েছে এমন কোন পাখি বা পশুর মাংস যাজকরা অবশ্য খাবে না।

পবিত্র কাজে ব্যবহারের জন্য ভূমি বণ্টন

45 “ইস্রায়েল পরিবারের জন্য তোমার জমি বণ্টন করা উচিৎ।* সেই সময়, জমির একটি অংশ পৃথক করে রাখবে যা প্রভুর জন্য পবিত্র হবে। সেই জমির মাপ দৈর্ঘ্যে 25,000 হাত ও প্রস্থে 20,000 হাত হবে: জমির সবটাই হবে পবিত্র। 2দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে 500 হাত করে একটি চারকোণা জায়গা মন্দিরের জন্য ব্যবহার করা হবে। মন্দিরের চারধারে 50 হাত চওড়া একটি খোলা জায়গা থাকবে। 3সেই পবিত্র জায়গার মধ্যে তুমি একটি 25,000 হাত দীর্ঘ ও 10,000 হাত প্রস্থের জমি মাপবে– মন্দিরটা এই জায়গাতেই হবে। মন্দিরের এই জায়গাটি হবে পবিত্রতম স্থান।

4পবিত্র স্থানের এই অংশটি যাজক ও মন্দিরের ভৃত্যদের জন্য; যারা প্রভুর সেবা করার জন্য এগিয়ে আসে। সেটা যাজকদের ঘরের জন্য ও মন্দিরের জন্য। 5আরেকটি স্থান যা মাপে 25,000 হাত দীর্ঘ ও 10,000 হাত চওড়া তা হবে লেবীয়দের জন্য, যারা মন্দিরে সেবা করে। সেই জমি লেবীয়দের অধিকারে থাকবে এবং বাস করবার জন্য তাদের শহর হবে।

6“সেই শহরকে তুমি 25,000 হাত লম্বা ও 5,000 হাত চওড়া একটি ক্ষেত্র দেবে। এটা হবে সমস্ত ইস্রায়েল পরিবারের জন্য। 7পবিত্র স্থানের উভয় পার্শ্বে এবং শহরটির জমির একটি ভাগে শাসকের অংশ থাকবে। সেই স্থানটি হবে পবিত্রস্থানের পাশে ও পূর্ব ও পশ্চিম শহরের সীমানা। ইস্রায়েলের কোন পরিবারগোষ্ঠীর অধিকারের জমি যত চওড়া, এ জমিও ঠিক ততটাই চওড়া হবে। তা পশ্চিম সীমা থেকে পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। 8এই জমি হবে ইস্রায়েলের শাসকদের সম্পত্তি। সেইজন্য শাসকদের আমার প্রজাদের জীবন কষ্টকর করে তোলার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তারা সেই জমি ইস্রায়েলকে তাদের পরিবারগোষ্ঠীর জন্য দেবে।”

9প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেছেন, “ইস্রায়েলের শাসকরা, যথেষ্ট হয়েছে আর আমার লোকজনের প্রতি হিংস্র হোয়ো না! ইস্রায়েলকে তাদের পরিবার গোষ্ঠীগুলির জমি দাও।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

10“লোক ঠকানো বন্ধ কর। সঠিক পাল্লা ও মাপ ব্যবহার কর। 11ঐফার (শুকনো জিনিস মাপার জন্য পাত্র) ও বাত (তরল জিনিস মাপার পাত্র) এর মাপ যেন এক হয়। বাত ও ঐফা যেন উভয়েই যেন 1/10 হোমার হয়। ঐ মাপগুলি যেন হোসরের মাপ অনুসারেই হয়। 12এক শেকল 20 গেরার সমান। এক মিনা 60 শেকলের সমান, তা অবশ্যই 20 শেকল যোগ 25 শেকল যোগ 15 শেকলের সমান হয়।

13“এই বিশেষ নৈবেদ্যগুলি তোমরা অবশ্যই দেবে:

প্রত্যেক হোসর গম থেকে 1/6 ঐফা গম দাও।
প্রত্যেক হোসর বার্লি থেকে 1/6 ঐফা বার্লি দাও।

14প্রতি কোর ওলিভ তেলের জন্য 1/10 বাত পরিমাণ ওলিভ তেল। মনে রেখো: দশ বাতে এক হোসর হয়। দশ বাতে এক কোর হয়।

15ইস্রায়েলের চারণ ভূমিতে চরে এমন প্রতিটি 200 মেষ থেকে একটি করে মেষ।

“এই বিশেষ নৈবেদ্যগুলি শস্য নৈবেদ্য, হোমবলির নৈবেদ্য ও সহভাগীতার নৈবেদ্যর জন্য। এইসব নৈবেদ্য লোকেদের শুচি করবার জন্য।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

16“নগরের প্রত্যেকে এই উপহার দেবার জন্য ইস্রায়েলের শাসকের সঙ্গে যোগ দেবে। 17কিন্তু বিশেষ পবিত্র দিনের জন্য যা প্রয়োজন তা অবশ্যই শাসক দেবে। শাসক অবশ্যই উৎসবের দিনগুলির জন্য, অমাবস্যা ও নিস্তারপর্বের জন্য, এবং ইস্রায়েলের পরিবারের সমস্ত বিশেষ উৎসবের জন্য হোমবলি, শস্য নৈবেদ্য এবং পেয় নৈবেদ্যর যোগান দেবে। ইস্রায়েল পরিবারকে পবিত্র করার জন্য যে পাপার্থক নৈবেদ্য, শস্য নৈবেদ্য, হোমবলি ও সহভাগীতার নৈবেদ্যর প্রয়োজন তা অবশ্যই যোগাবে।”

18প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “প্রথম মাসের প্রথম দিনে তুমি একটি নিখুঁত ষাঁড় নেবে; মন্দির পবিত্র করতে তা ব্যবহার কোর।” 19যাজক পাপার্থক বলি থেকে কিছুটা রক্ত নিয়ে তা মন্দিরের চৌকাঠে, বেদীর চারকোণে এবং ভেতরের প্রাঙ্গনের দরজার চৌকাঠে লাগাবে। 20সেই মাসের সপ্তম দিনেও তুমি অজ্ঞাতে যে ব্যক্তি পাপ করেছে ও যে অবোধ তার জন্য ঐ একই কাজ করবে। এইভাবে তুমি সেই মন্দির শুচি করবে।

নিস্তারপর্বের নৈবেদ্য

21“প্রথম মাসের 14তম দিনে তুমি নিস্তারপর্ব পালন করবে। খামিরবিহীন রুটির ভোজের পর্বও সেই সময় শুরু হয় আর সাতদিন ধরে চলে। 22সেই সময় শাসক নিজের জন্য ও ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য পাপমোচন নৈবেদ্য হিসাবে একটি ষাঁড় উৎসর্গ করবে। 23উৎসবের সাতদিনের প্রত্যেকদিন শাসক নিখুঁত সাতটি ষাঁড় ও একটি পুং মেষ সরবরাহ করবে। সেইগুলি প্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি রূপে উৎসর্গ করা হবে। এছাড়াও, প্রত্যেকদিন তাকে একটি করে পুং ছাগও অবশ্যই উৎসর্গ করবার জন্য দিতে হবে। 24শাসক প্রত্যেক ষাঁড়ের সাথে শস্য নৈবেদ্য হিসাবে এক ঐফা বার্লি এবং প্রতি মেষের সাথে এক ঐফা পরিমাণ বার্লি দেবে। শাসক প্রত্যেক ঐফার শস্যের সাথে এক হিন পরিমাণ তেলও দেবে।

ইস্রায়েল … উচিৎ আক্ষরিক অর্থে, “জমি অধিকার করবার জন্য ঘুঁটি চালো।” লোকেদের মধ্যে যথার্থভাবে জমি বণ্টন করবার এটা একটা প্রথা ছিল বা উপায় ছিল।

25নিস্তারপর্বের সাত দিনই শাসক ঐ একই কাজ করবে। সপ্তম মাসের 15তম দিনে ঐ উৎসব শুরু হয়। এই নৈবেদ্যগুলি হবে পাপার্থক নৈবেদ্য, হোমবলির নৈবেদ্য, শস্য নৈবেদ্য ও তেল উৎসর্গ।"

নিস্তারপর্বের নৈবেদ্য

46 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "ভিতরের প্রাঙ্গণের পূর্বের দিকের দরজা সপ্তাহে কাজ করার ছয় দিন বন্ধ থাকবে কিন্তু নিস্তারপর্বের দিন ও অমাবস্যায় তা খুলে দেওয়া হবে। 2শাসক সেই দরজার অলিন্দ দিয়ে গিয়ে চৌকাঠে দাঁড়াবে। যাজক তখন শাসকের সেই হোমবলি ও সহভাগীতার নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। শাসক কিন্তু দরজার মুখে উপাসনা করবে এবং তারপর বাইরে যাবে। সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত সেই দরজা বন্ধ করা হবে না। 3সাধারণ লোকেরাও নিস্তারপর্বের দিনে ও অমাবস্যার দিনে সেই দরজায় দাঁড়িয়ে প্রভুর উপাসনা করবে।

4"শাসক নিস্তারপর্বের দিন প্রভুকে উৎসর্গ করার জন্য অবশ্যই ছটি নির্দোষ মেষশাবক ও নিখুঁত পুং মেষের যোগান দেবে। 5নৈবেদ্য হিসাবে মেষের সাথে তাকে এক ঐফা শস্য দিতে হবে তবে মেষশাবকের সাথে দেওয়া শস্য নৈবেদ্যর পরিমাণ শাসকের ইচ্ছানুসারেই হবে। কিন্তু প্রতি ঐফা শস্যের সাথে তিনি অবশ্যই এক হিন পরিমাণ তেল দেবেন।

6"অমাবস্যার দিন তাকে এক নির্দোষ যুব ষাঁড়, ছটি মেষশাবক ও একটি পুং মেষ উৎসর্গ করতে হবে। 7শাসক প্রতি ষাঁড়ের সাথে ও প্রতি পুং মেষের সঙ্গে এক এক ঐফা শস্য আনবে। মেষশাবকের সাথে যে শস্য নৈবেদ্য দিতে হবে তার পরিমাণ শাসকের ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে কিন্তু প্রতি ঐফা শস্যের সঙ্গে তাকে অবশ্যই এক হিন পরিমাণ তেল দিতে হবে।

8"ঢোকার সময় শাসক অবশ্যই পূর্ব দিকের দরজার বারান্দায় প্রবেশ করবে এবং সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে আসবে।

9"বিশেষ পর্বের সময় সাধারণ মানুষ যখন প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, তখন যে ব্যক্তি উপাসনা করার জন্য উত্তরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাইরে যাবে আর যে ব্যক্তি দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সে উত্তরের দরজা দিয়ে বাইরে যাবে। যে পথে প্রবেশ করা হয়েছে সেই পথ দিয়ে কেউ যেন বাইরে না যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সোজা পথ চলে বাইরে বার হয়। 10শাসক লোকদের মধ্যে থাকবে। লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করলে শাসকও প্রবেশ করবে এবং তারা বার হলে সেও বার হবে।

11"পর্বের সময় এবং বিশেষ বিশেষ সমাবেশের সময় প্রতিটি বৃষ-বৎসের সঙ্গে এক ঐফা শস্য নৈবেদ্য এবং প্রতি পুং মেষের সঙ্গেও এক ঐফা করে শস্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে হবে। মেষশাবকের সাথে শস্য নৈবেদ্যর পরিমাণ যে ব্যক্তি ঐটি উৎসর্গ করছে তার ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে কিন্তু তাকে প্রতি ঐফা শস্যের সঙ্গে অবশ্যই যেন এক হিন পরিমাণ তেল দিতে হবে।

12"শাসক যখন প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজের ইচ্ছানুসারে উপহার আনে তখন তা হোমবলি, সহভাগীতার বলি বা মনের ইচ্ছানুযায়ী উৎসর্গ হতে পারে– এর জন্য পূর্ব দিকের দরজা খোলা থাকবে। শাসক নিস্তারপর্বের মত তার হোমবলি ও সহভাগীতার বলি উৎসর্গ করবে এবং সে চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রতি দিনের নৈবেদ্য

13"প্রতিদিন তুমি একটি নির্দোষ এক বৎসর বয়স্ক মেষশাবকের যোগান দেবে। তা প্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি রূপে উৎসর্গ করা হবে। প্রতি সকালে তার যোগান দেবে। 14তাছাড়া প্রতিদিন সকালবেলা মেষশাবকের সঙ্গে শস্য নৈবেদ্যও উৎসর্গ করবে। গম ভেজাবার জন্য প্রতি 1/6 ঐফা গমের সঙ্গে 1/3 হিন পরিমান তেলও তোমাকে দিতে হবে। এ হবে প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রতি দিনের জন্য উৎসর্গীকৃত শস্য নৈবেদ্য। 15তারা চিরকাল প্রতি সকালবেলা মেষশাবক, শস্য নৈবেদ্য, ও তেল হোমবলি উৎসর্গ করার জন্য দেবে।"

শাসকদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি সমূহ

16প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "যদি শাসক তার জমির কোন অংশ তার পুত্রকে দেয়, তবে সেই অংশ পুত্রদের সম্পত্তি হবে।" 17কিন্তু শাসক যদি সেই জমির অংশ উপহার হিসাবে তার কোন এক দাসকে দেয় তবে তা কেবল মুক্তির বছর* পর্যন্ত সেই দাসের অধিকারে থাকবে তারপর তা শাসকের কাছে ফেরত যাবে। কেবল শাসকের পুত্রেরাই উপহারের স্থায়ী অধিকারী হতে পারে। 18শাসক লোকেদের কোন জমি নেবে না বা তাদের জোরপূর্বক জমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করবে না। শাসক কেবল মাত্র তার নিজের জমির কিছু অংশ তার পুত্রদের দেবে এবং এইভাবে আমার লোকেরা তাদের জমি ছাড়তে বাধ্য হবে না।"

বিশেষ রান্নার ঘর

19সেই পুরুষ আমায় দরজার পাশের প্রবেশ পথে চালিত করে উত্তর দিকে যাজকদের জন্য যে পবিত্র ঘরগুলি আছে সেইখানে নিয়ে গেলেন। সেখানে পশ্চিম প্রান্তের সরু রাস্তাটিতে আমি একটা স্থান দেখলাম। 20সেই পুরুষটি আমায় বলল, "এইস্থানে যাজকদের দোষমোচনের বলি ও পাপমোচনের বলি অবশ্য সেদ্ধ করতে হবে। তারা শস্য নৈবেদ্য পোড়াবে, তাই তাদের এইসব নৈবেদ্য প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার দরকার হবে না। তারা এইসব পবিত্র জিনিষ বাইরে আনবে না যেখানে লোকেরা থাকে।"

মুক্তির বছর একে 'জুবিলি' ও বলা হয়। প্রতি 50 বছরে ইস্রায়েলীয়দের তাদের ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে হোত যদি তারা ইস্রায়েলী হোত। এছাড়াও লোকেরা সমস্ত জমি ফিরিয়ে দিত সেই ইস্রায়েলী পরিবারকে যারা আদিতে এই জমির মালিক ছিল।

21তখন সেই পুরুষটি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে এনে প্রাঙ্গণের চারধারে চালিত করল। আমি বড় প্রাঙ্গণটির চার কোণে ছোট ছোট প্রাঙ্গণ দেখতে পেলাম। 22প্রতি প্রাঙ্গণের কোণে একটি করে ছোট ঘেরা জায়গা ছিল। প্রতিটি ছোট প্রাঙ্গণ লম্বায় 40 হাত ও চওড়ায় 30 হাত করে ছিল। চারটি স্থানেরই মাপ এক। 23প্রতিটি ছোট চার বারান্দার চারধার ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা ছিল। ইঁটের দেওয়ালে স্থানে স্থানে রান্নার জায়গা ছিল। 24সেই পুরুষটি আমায় বলল, “এই রান্না ঘরগুলিতেই, মন্দিরের সেবকরা লোকেরা যে সব উৎসর্গগুলি আনবে সেগুলি সেদ্ধ করবে।”

মন্দির হতে প্রবাহমান জলের ধারা

47 সেই পুরুষটি আমায় আবার মন্দিরের প্রবেশস্থানে নিয়ে এল। আমি মন্দিরের পূর্বের দরজার নীচে দিয়ে জল বয়ে আসতে দেখলাম। (মন্দিরের সম্মুখভাগ পূর্ব দিকে মুখ করা।) জলের ধারা মন্দিরের দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে বেদীর দক্ষিণ দিক পর্যন্ত যাচ্ছিল। 2সেই পুরুষটি আমায় উত্তর দিকের দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে পূর্ব দিকের বাইরের দরজার বাইরে চারধার দেখালেন। জল দরজার দক্ষিণ দিক থেকে বইছিল।

3সেই পুরুষটি একটি মাপার ফিতে নিয়ে পূর্ব দিকে হাঁটল। তারপর 1000 হাত দূরত্ব মেপে আমাকে জলের মধ্যে দিয়ে সেই স্থানে হেঁটে যেতে বলল। সেখানকার জলের গভীরতা গোড়ালি পর্যন্ত ছিল। 4সেই পুরুষটি আরও 1000 হাত মেপে আমাকে সেই স্থানে জলের মধ্যে হেঁটে যেতে বলল; সেখানে জল আমার হাঁটু পর্যন্ত উঠল। তারপর সে আরও 1000 হাত মেপে সেই স্থানে আমাকে জলের মধ্যে হেঁটে যেতে বলল। সেখানে জল আমার কোমর পর্যন্ত উঠল। 5তারপর সেই পুরুষটি আরও 1000 হাত মাপল, কিন্তু সেখানকার জল পার হয়ে যাবার পক্ষে খুব গভীর ছিল। জল সেখানে নদীর মত বয়ে যাচ্ছিল, সাঁতরে যাবার পক্ষে যথেষ্ট গভীর, কিন্তু পার হয়ে যাবার পক্ষে খুব বেশী গভীর। 6তখন সেই পুরুষটি আমায় বলল, “হে মনুষ্যসন্তান, তুমি যা দেখলে তা কি মনোযোগ সহকারে দেখেছ?”

তারপর সেই পুরুষটি আমায় নদীর ধারে নিয়ে গেল। 7আমি সেই নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সেই জলের দুধারে অনেক গাছ দেখতে পেলাম। 8সেই পুরুষটি আমায় বলল, “এই জলে পূর্ব দিকে অরাবা তলভূমি পর্যন্ত বয়ে যাচ্ছে। 9এই জল মৃতসাগরে বয়ে যাচ্ছে এবং সেটি সেই সমুদ্রের জলকে পরিষ্কার ও সতেজ করে তুলবে। এই জলে অনেক মাছ থাকবে এবং নদীটি যে সমস্ত জায়গা দিয়ে বয়ে গেছে সেখানে সব রকমের জীবজন্তু বাস করে। 10তুমি ঐন্-গদী থেকে ঐন্-ইগ্লয়িম পর্যন্ত নদীর দুধারে জেলেদের দেখতে পাবে। তুমি তাদের জাল ফেলে বিভিন্ন রকমের মাছ ধরতেও দেখবে। ভূমধ্যসাগরের মতোই মৃত সাগরেও বহু প্রকারের মাছ থাকবে। 11কিন্তু পাঁকের জায়গা ও ছোট ছোট জলাভূমিগুলি পরিষ্কার হবে না, তা নোনতা হয়ে ওঠার জন্য ছেড়ে দেওয়া আছে। 12নদীর দুধারে সব রকমের ফলের গাছ জন্মাবে। তাদের পাতা কখনও খসে পড়বে না। ঐ গাছগুলি ফল দেওয়াও বন্ধ করবে না। গাছগুলিতে প্রতি মাসেই ফল ধরবে কারণ গাছগুলির জন্য যে জল প্রয়োজন তা মন্দির থেকে আসে। গাছগুলির ফল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং তাদের পাতাগুলো রোগ আরোগ্য করবার জন্য ব্যবহৃত হবে।”

বিভিন্ন পরিবারগোষ্ঠীর জন্য জমির ভাগ

13প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “তুমি ইস্রায়েলের বারো পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে এই সীমা অনুসারে জমি ভাগ করবে। যোষেফের জন্য দুই অংশ থাকবে।” 14তুমি জমি সমান ভাগে ভাগ করবে। আমি এই জমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলেই তা তোমাদের দিচ্ছি।

15“জমির সীমানা এইরকম: উত্তর দিকে তা হিৎলোনের পথে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যাবে যেখানে রাস্তা ঘুরে গেছে হমাৎ, সদাদ, 16বরোথা, সিব্রয়িম (যা দম্মেশক ও হম্মাতের সীমার মধ্যে অবস্থিত) এবং হৎসর-হত্তীকোন, যেটা হৌরণের সীমানায় অবস্থিত। 17সুতরাং সেই সীমানা সমুদ্র থেকে দম্মেশকের সীমানার উত্তরদিকে অবস্থিত হৎসোর ঐনন পর্যন্ত যাবে। আর হমাতের সীমা হচ্ছে ঐ উত্তর প্রান্ত।

18“পূর্ব দিকের সেই সীমা হৎসোরঐনন অর্থাৎ হৌরণ ও দম্মেশকের মধ্য থেকে গিলিয়দ ও ইস্রায়েল দেশের মধ্যে যর্দন নদীর ধার বরাবর পূর্ব সমুদ্রের দিকে একদম তামর পর্যন্ত। এ হবে পূর্ব সীমা।

19দক্ষিণ দিকে, সীমা হবে তামর থেকে মরীবা কাদেশের হ্রদ পর্যন্ত। তারপর তা মিশরের নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যাবে। এটা হবে দক্ষিণ দিকের সীমা।

20“আর পশ্চিম পাড়ে ভূমধ্যসাগর একেবারে লীবো হমাতের সামনে পর্যন্ত সীমাস্বরূপ। এটা হবে পশ্চিমের সীমানা।

21“এইভাবে তোমরা ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর জন্য তোমাদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেবে। 22তোমাদের সম্পত্তি হিসাবে এটা তোমরা তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে যে বিদেশীরা বাস করে যাদের সন্তান-সন্ততি আছে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। এই বিদেশীরা সেখানকার বাসিন্দা তাদের ইস্রায়েলীয় বলে গন্য হবে। ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের তুমি কিছু জমি ভাগ করে দেবে। 23সেই বাসিন্দারা যেখানে বাস করে, সেখানকার পরিবারগোষ্ঠী তাদের কিছু জমি দেবে।” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বলেছেন।

ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর জমি

48 1-7“উত্তর দিকের সীমা পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগর হতে হিৎলোন ও হমাতের পথে এবং শেষে হৎসরঐনন পর্যন্ত গেছে। এটা দম্মেশক ও হমাতের

মধ্যবর্তী সীমাতে। এই দলের পরিবারগোষ্ঠীর জমি এই সীমার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যাবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এখানকার পরিবারগোষ্ঠীরা হল: দান, আশের, নপ্তালি, মনঃশি, ইফ্রয়িম, রূবেণ ও যিহূদা।

জমির বিশেষ অংশের কথা

8“জমির পরবর্তী অংশ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার জন্য রয়েছে। এই জমি যিহূদার দক্ষিণে অবস্থিত। এর ক্ষেত্র উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বায় 25,000 হাত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর চওড়া ততটাই যতটা জমি অন্য পরিবারগোষ্ঠীর অধিকারে। এই জমির মধ্যভাগে মন্দিরটি রয়েছে। **9**তোমরা এই জমি প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। এর মাপ লম্বায় 25,000 হাত এবং চওড়ায় 20,000 হাত। **10**জমির এই বিশেষ অংশ যাজক গন ও লেবীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

“যাজকরা এই জমির এক অংশ পাবে। সেই জমি উত্তরে লম্বায় হবে 25,000 হাত, চওড়ায় পশ্চিমে 10,000 হাত, পূর্বদিকে চওড়ায় 10,000 হাত এবং দক্ষিণে লম্বায় 25,000 হাত। এই জমির মধ্যেই প্রভুর মন্দিরটি হবে। **11**এই জমি সাদোকের উত্তরপুরুষদের জন্য। এই লোকেরা আমার পবিত্র যাজক হিসাবে মনোনীত কারণ তারা যেসময় ইস্রায়েলীয়রা আমায় পরিত্যাগ করে, সে সময়েও তারা আমায় সেবায় রত ছিল। লেবী পরিবারগোষ্ঠীর লোকদের মত সাদোকের পরিবার আমায় পরিত্যাগ করে যায়নি। **12**জমির পবিত্র অংশের এই ভাগ বিশেষভাবে এই যাজকদের জন্য। এ জমির অবস্থান লেবীদের জমির পাশেই।

13“যাজকদের পরেই লেবীদের জন্য জমির যে ভাগ থাকবে তা লম্বায় 25,000 হাত এবং চওড়ায় 10,000 হাত। তারা মাপে সবটাই পাবে– অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে 25,000 হাত ও প্রস্থে 20,000 হাত। **14**লেবীয়রা এই জমির কোন অংশ বিক্রি বা তা নিয়ে ব্যবসা করবে না। এই জমি তারা বিক্রি করতে পারবে না এবং দেশের এই অংশকে টুকরো করতে পারবে না। কারণ এই জমি প্রভুর- এটার বিশেষ মূল্য রয়েছে, তা দেশের উত্তর অংশে অবস্থিত।

শহরের সমৃদ্ধি ভাগ

15“যাজক ও লেবীয়দের দেবার পর 25,000 হাত দৈর্ঘ্যের ও 5,000 হাত প্রস্থের মাপের জমি অবশিষ্ট থাকবে। এই জমি শহরের জন্য বা পশুদের তৃণভূমি বা ঘরবাড়ি বানানোর জন্য থাকবে। সাধারণ লোকে এই জমি ব্যবহার করতে পারে। শহরটা এর মাঝখানে হবে। **16**শহরের মাপগুলি এই: উত্তরদিকে তা হবে 4500 হাত, দক্ষিণে 4500 হাত, পূর্বে 4500 হাত এবং পশ্চিমে 4500 হাত। **17**শহরে তৃণভূমি থাকবে আর তা হবে উত্তরে ও দক্ষিণে 250 হাত, পূর্ব ও পশ্চিমে 250 হাত। **18**পবিত্র স্থানের ধারে পূর্বে ও পশ্চিমে 10,000 হাত করে যে জায়গা পড়ে থাকবে তা শহরের কর্মীদের জন্য খাদ্যের যোগান দেবে। **19**শহরের কর্মীরা এই জমি চাষ করবে। কর্মীরা ইস্রায়েলের যে কোন পরিবারগোষ্ঠীরই হতে পারে।

20“জমির এই বিশেষ অংশ হবে একটি বর্গক্ষেত্র যেটি লম্বায় ও চওড়ায় 25,000 হাত হবে। পবিত্র অংশটি এবং শহরের অন্য অংশটি এই জমির অন্তর্ভূক্ত হবে।

21-22“সেই বিশেষ জমির কিছু অংশ শহরের শাসকের জন্য থাকবে। জমির বিশেষ অংশটি বর্গক্ষেত্র লম্বায় ও চওড়ায় 25,000 হাত। জমির কিছু অংশ যাজকদের, কিছুটা লেবীয়দের এবং কিছুটা মন্দিরের জন্য। এই জমির মধ্যে মন্দির থাকবে। জমির বাকিটা দেশের শাসকের। বিন্যামীন ও যিহূদার জমির মধ্যে যে জায়গা তা শাসক পাবে।

23-27“এই পূর্বোল্লিখ জাতিগুলি মতই অবশিষ্ট জাতিরা সেই একই পূর্ব ও পশ্চিমের সীমা পাবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পরিবারগোষ্ঠীগুলি হল: বিন্যামীন, শিমিয়োন, ইষাখর, সবূলূন ও গাদ।

28“গাদের জমির দক্ষিণ সীমা তামোর থেকে মরীবা— কাদেশের জলাশয় এবং তারপর মিশরের স্রোত থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যাবে। **29**এবং এই জমিই তুমি ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দেবে। সেটাই প্রত্যেক দল পাবে।” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

শহরের দ্বারগুলি

30“শহরের এই ফটকগুলির নাম ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীর নামানুসারে রাখা হবে। শহরের ফটকগুলি হবে এখানে বর্নিত ফটকগুলির মতই।

“শহর উত্তর দিকে লম্বায় হবে 4500 হাত **31**ফটকের সংখ্যা হবে তিনটি: রূবেণের ফটক, যিহূদার ফটক ও লেবীর ফটক।

32“শহরের পূর্ব দিক লম্বায় হবে 4500 হাত। সেখানকার তিনটি দ্বারের নাম হবে যোষেফের দ্বার, বিন্যামীনের দ্বার এবং দানের দ্বার। **33**শহরের দক্ষিণ দিক লম্বায় হবে 4500 হাত এবং তার তিনটি দরজার নাম হবে: শিমিয়োনের দ্বার, ইষাখরের দ্বার এবং সবূলূনের দ্বার।

34“শহরের পশ্চিম দিক লম্বায় হবে 4500 হাত।

সেখানেও তিনটি দ্বার থাকবে। তাদের নাম হবে: গাদের দ্বার, আশেরের দ্বার ও নপ্তালির দ্বার।

35“শহরের চারধারে দূরত্ব হবে 18,000 হাত আর এখন থেকে শহরের নাম হবে: ‘প্রভু তত্র’।”

দানিয়েলের পুস্তক

দানিয়েলকে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হল

1 যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বছরে
বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর জেরুশালেমে
এসেছিলেন এবং তাঁর সৈন্যসমূহ দিয়ে শহরটি ঘিরে
ফেলেছিলেন। 2প্রভু নবূখদ্‌নিৎসরকে যিহূদার রাজা
যিহোয়াকীমকে পরাস্ত করতে দিয়েছিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর
মন্দির থেকে কয়েকটি বাসন-কোষন ও অন্যান্য জিনিস
বাবিলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেইগুলি তাঁর আরাধ্য
দেবতার মন্দিরে রাখলেন।
3তারপর রাজা নবূখদ্‌নিৎসর তাঁর নপুংসকদের প্রধান
অস্পনসকে ইস্রায়েলের রাজবংশীয় কয়েকজনকে এবং
ইস্রায়েলের গুরুত্বপূর্ণ পরিবারসমূহের কয়েকজনকে
আনতে আদেশ জারি করলেন। 4তিনি এমন কয়েকজন
যুবককে চেয়েছিলেন, যারা নিষ্কলঙ্ক সুপুরুষ, বুদ্ধিমান,
শিক্ষিত, উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং যারা তাঁর কাজ
করতে পারবে। রাজা অস্পনসকে বললেন ওই যুবকদের
কল্‌দীয় লোকেদের ভাষা ও রচনা শিখিয়ে দিতে।
5রাজার বিশেষ সুখাদ্য থেকে নবূখদ্‌নিৎসর একটা
নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় ঐ যুবকদের দিয়েছিলেন।
তিন বছরের শিক্ষানবিশীর শেষে তারা যাতে রাজাকে
সেবা করতে পারে তিনি সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।
6যিহূদার পরিবারবর্গের এই যুবকদের মধ্যে ছিলেন
দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়।
7অস্পনস এদের প্রত্যেকের বাবিলের ভাষায়
নামকরণ করলেন। দানিয়েল হল বেল্টশৎসর, হনানিয়
হল শদ্রক, মীশায়েল হল মৈশক ও অসরিয় হল অবেদ্-
নগো।
8কিন্তু দানিয়েল স্থির করলেন যে রাজার শৌখীন
খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে নিজেকে অশুচি করবেন না
এবং এ ব্যাপারে তিনি অস্পনসের অনুমতি চাইলেন।
9ঈশ্বর দানিয়েলকে অস্পনসের কৃপা ও করুণার
পাত্র করলেন। 10কিন্তু অস্পনস বললেন, “আমি আমার
মনিব, রাজাকে ভয় করি। রাজার আদেশ অনুসারে
আমি যদি তোমাকে খাদ্য ও পানীয় না দিই তাহলে
তোমাকে হয়ত অন্যান্য যুবকদের তুলনায় দুর্বল দেখাবে।
এতে তিনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হতে পারেন এবং আমার
মাথা কেটে ফেলতে পারেন। এবং এটা হবে তোমার
এবং তোমার বন্ধুদের দোষে।”
11এরপর দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়ের
ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য অস্পনস রক্ষী নিয়োগ করলেন।
12দানিয়েল রক্ষীকে বললেন, “দয়া করে আমাদের শুধু
শস্য ও জল দাও। 13দশ দিন পর যেসব যুবকরা রাজকীয়
খাবার খাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করো।
দেখ কাদের বেশী স্বাস্থ্যবান দেখায় এবং তারপর যেমন
দেখবে তেমনভাবে তোমার এই ভৃত্যদের সঙ্গে ব্যবহার
করবে।”
14তাই দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়র
ওপর রক্ষী দশ দিন ধরে এটি পরীক্ষা করতে রাজী
হল। 15দশ দিন পর, যে সমস্ত যুবক রাজার বিশেষ
সুখাদ্য খাচ্ছিল তাদের থেকে দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুদের
বেশী স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছিল। 16তাই রক্ষী দানিয়েল,
হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়কে রাজার দেওয়া খাবার
না দিয়ে শস্য খাদ্য দিতে লাগলে।
17ঈশ্বর দানিয়েল ও তাঁর তিন বন্ধুদের জ্ঞান এবং
সমস্ত রকমের সাহিত্য ও শিক্ষিত লোকেদের লেখা
বোঝবার মত ক্ষমতা দিলেন। দানিয়েল সমস্ত রকমের
স্বপ্ন ও দর্শন বুঝতে সমর্থ হয়েছিলো।
18তিন বছর শিক্ষানবিশীর শেষে অস্পনস সমস্ত
যুবককে নবূখদ্‌নিৎসরের সামনে উপস্থিত করলেন।
19রাজা তাদের সবার সাথে কথা বলার পর দেখলেন
যে সমস্ত যুবকদের মধ্যে দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল
ও অসরিয় সবচেয়ে ভাল। তাই এই চারজন যুবককে
রাজার বিশেষ ভৃত্য করা হল। 20যখনই রাজার বুদ্ধিমান
উপদেশের প্রয়োজন হত, তখনই উনি দেখতেন তারা
তাঁর রাজ্যের যাদুকরগণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি সমূহের
চেয়ে দশগুন ভাল। 21তাই দানিয়েল কোরস রাজার
রাজত্বের প্রথম বছর পর্যন্ত রাজভৃত্য হয়ে রইলেন।

নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্ন

2 নবূখদ্‌নিৎসরের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে তিনি এমন
কিছু স্বপ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হলেন যে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত
ঘটল। 2সুতরাং রাজা তাঁর স্বপ্ন বুঝিয়ে বলবার জন্য
মন্ত্রবেত্তা, মায়াবিদ্যা, যাদুকর এবং কল্‌দীয়দের আদেশ
দিলেন। তাই তারা রাজার সামনে এসেছিল।
3তারপর রাজা তাদের বললেন, “আমি একটি স্বপ্ন
দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমি স্বপ্নটির সম্বন্ধে সব কিছু
জানতে চাই।”
4তখন কল্‌দীয়রা অরামীয় ভাষায় রাজাকে বলল,
“মহারাজ দীর্ঘজীবি হন! আমরা আপনার অনুগত।
আপনি অনুগ্রহ করে আপনার স্বপ্নের কথা বলুন যাতে
আমরা তার ব্যাখ্যা করতে পারি।”
5রাজা নবূখদ্‌নিৎসর তাদের বললেন, “না, এই
আমার সিদ্ধান্ত। তোমরাই আমাকে স্বপ্নটি সম্বন্ধে বলবে
এবং তার ব্যাখ্যা দেবে। তোমরা যদি এটা না করতে
পারো তবে আমি তোমাদের কেটে টুকরো করে ফেলার
আদেশ জারি করব। আমি আরো একটি আদেশ দেব

যাতে তোমাদের ঘর-বাড়ি জঞ্জালের স্তূপে পরিণত
হয়। 6কিন্তু তোমরা যদি আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ
আমাকে বল, তাহলে আমি তোমাদের প্রচুর পুরস্কার
ও সম্মান প্রদান করব।”

7কিন্তু সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজাকে অনুরোধ করল
তাঁর স্বপ্নের কথা আর একবার বলতে যাতে তারা
সেটা ব্যাখ্যা করতে পারে।

8তখন নবূখদ্‌নিৎসর বললেন, “তোমরা জানো যে
আমার কথাই আদেশ এবং আমি জানি যে তোমরা
আরো সময় লাভ করতে চাইছ। 9তোমরা জানো যে
আমার স্বপ্ন কিসের সম্বন্ধে ছিল তা বলতে না পারলে
তোমরা শাস্তি পাবে। তোমরা ইতিমধ্যেই আমাকে মিথ্যা
কথা বলবার চক্রান্ত করেছ। তোমরা ভাবছ বেশী সময়
নিলে আমি আমার আদেশের কথা ভুলে যাব। তাই
এখন আমাকে বল আমার স্বপ্নটি কি যাতে আমি বুঝতে
পারি যে তোমরা এর সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে!”

10উত্তরেকল্‌দীয়রা রাজাকে বলল, “পৃথিবীতে এমন
কোন লোক নেই যে রাজা যা চাইছেন তা করতে
পারে। এমনকি সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে শক্তিশালী
রাজাও কোন মন্ত্রবেত্তা, যাদুকর অথবা কোন কল্‌দীয়কে
কখনও এরকম কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। 11রাজা এমন
একটি কঠিন কথা বলছেন যা বস্তুতঃ অসম্ভব। কেবলমাত্র
দেবগণই, যারা মানুষের মধ্যে থাকেন না, এমন কথা
বলতে পারেন।”

12যখন রাজা একথা শুনলেন, তিনি প্রচণ্ড রেগে
গেলেন। তাই তিনি বাবিলের সমস্ত জ্ঞানী লোকেদের
হত্যা করার আদেশ দিলেন। 13নবূখদ্‌নিৎসরের আদেশের
কথা ঘোষণা করা হল। রাজার অনুচররা দানিয়েল ও
তার সঙ্গীদের হত্যা করার জন্য অনুসন্ধান করতে লাগল।

14রাজসেনাপতি অরিয়োক যখন বাবিলের জ্ঞানী
মানুষদের হত্যার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখন দানিয়েল
তার কাছে এসে বিবেচকের মত নম্রভাবে কথা বললেন।
15দানিয়েল অরিয়োককে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন রাজা
এমন নিষ্ঠুর আদেশ জারি করলেন?”

তখন অরিয়োক রাজার স্বপ্নের ব্যাপারে সমস্ত বৃত্তান্ত
দানিয়েলকে বুঝিয়ে বললেন। 16দানিয়েল রাজা
নবূখদ্‌নিৎসরের কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে
সাক্ষাৎকারের সময় দিতে বললেন যাতে তিনি রাজার
স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন।

17দানিয়েল বাড়ি ফিরে এসে তাঁর সঙ্গী হনানিয়,
মীশায়েল ও অসরিয়কে সব খুলে বললেন। 18দানিয়েল
তাঁর বন্ধুদের স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বললেন
যাতে ঈশ্বর দয়া করে অন্যদের কাছ থেকে যা লুকিয়ে
রাখা হয়েছে তা তাদের বলেন। তাহলে দানিয়েল ও
তাঁর সঙ্গীদের বাবিলের অন্যান্য জ্ঞানী মানুষদের সঙ্গে
মরতে হবে না।

19রাত্রিবেলা এক দর্শনে ঈশ্বর সেই নিগূঢ় বিষয়
দানিয়েলের কাছে প্রকাশ করলেন। তখন দানিয়েল
ঈশ্বরকে তাঁর দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর গুণগান
করলেন। 20দানিয়েল বললেন,

“ঈশ্বরের নাম চিরকাল ধন্য হোক! ক্ষমতা ও জ্ঞান
তাঁর অঙ্গীভূত!

21তিনি সময় ও ঋতুসমূহ পরিবর্তন করেন। তিনি
রাজাদের নিয়োগ করেন এবং তিনিই তাদের সরিয়ে
দেন। তিনি রাজাদের ক্ষমতা দেন ও তাদের কাছ
থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন! তিনি মানুষকে জ্ঞান দেন
যাতে তারা জ্ঞানী হয়ে ওঠে, তিনি তাদের শিক্ষা দেন
যাতে তারা জ্ঞান লাভ করে।

22তিনি সেইসব গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন
যেগুলো বোঝা শক্ত। তিনি আলো ধরে থাকেন, তাই
তিনি জানেন অন্ধকারে কি আছে।

23আমার পিতৃপুরুষের ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ
জানাই ও তোমার প্রশংসা করি। তুমি আমাকে জ্ঞান ও
ক্ষমতা দিয়েছো। আমি তোমার কাছে যা জানতে চেয়েছি
তা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করেছ। তুমি আমাদের
রাজার স্বপ্নের কথা বলেছ।”

দানিয়েল স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করলেন

24তখন দানিয়েল অরিয়োকের কাছে গিয়ে বললেন,
“বাবিলের জ্ঞানী মানুষদের হত্যা করবেন না। আমাকে
রাজার কাছে নিয়ে চলুন। আমি রাজাকে তাঁর স্বপ্ন ও
এর অর্থ কি ব্যাখ্যা করে বলব।”

25অরিয়োক সঙ্গে সঙ্গে দানিয়েলকে রাজার কাছে
নিয়ে গেলেন। অরিয়োক রাজাকে বললেন, “আমি
যিহূদার নির্বাসিতদের মধ্যে এমন একজনকে খুঁজে
পেয়েছি যে রাজার স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম
হবে।”

26রাজা দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি
আমাকে বলতে পারবে আমার স্বপ্নটি কি ও তার অর্থ
কি?”

27দানিয়েল উত্তর দিলেন, “রাজা নবূখদ্‌নিৎসর,
আপনি যে গুপ্ত জিনিষগুলির কথা জানতে চেয়েছেন
তা কোন জ্ঞানী, কোন যাদুবিদ বা কোন জ্যোতিষীর
পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 28কিন্তু স্বর্গে একজন ঈশ্বর
আছেন যিনি মানুষের কাছে গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন।
ঈশ্বর রাজাকে তাঁর স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছেন অদূর
ভবিষ্যতে কি ঘটবে। এটাই ছিল আপনার স্বপ্ন এবং
এইগুলিই আপনি বিছানায় শুয়ে দেখেছিলেন: 29মহারাজ
আপনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন ভবিষ্যতে কি
হবে। ঈশ্বর মানুষের কাছে গুপ্তকথা প্রকাশ করেন এবং
তিনিই আপনাকে দেখিয়েছেন ভবিষ্যতে কি হবে। 30ঈশ্বর
আমাকেও এই গুপ্ত কথা জানিয়েছেন। তার অর্থ এই
নয় যে আমি অন্যান্যদের তুলনায় বেশী জ্ঞানী। তিনি
একথা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যাতে আপনি
আপনার স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারেন ও আপনার মনের
চিন্তা বুঝতে পারেন।

31“মহারাজ, স্বপ্নে আপনি আপনার সামনে এক
বিশাল মূর্ত্তিকে দেখেছিলেন। সেই মূর্ত্তিটি ছিল প্রকাণ্ড
এবং চক্চকে। এই মূর্ত্তি দেখলে যে কেউ বিস্ময়ে তার
চোখ বিস্ফারিত করে ফেলবে। 32মূর্ত্তিটির মাথা ছিল

খাঁটি সোনার, বুক ও হাতগুলো এবং করযুগল ছিল রূপার। পেট ও ঊরু ছিল পিতলের। 33পায়ের নিচের দিক ছিল লোহার। সেই মূর্ত্তিটির পায়ের পাতা ছিল লোহা এবং মাটির মিশ্রনে তৈরী। 34মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকাকালীন আপনি এক টুকরো পাথর দেখেছিলেন যেটা একটা পর্বত থেকে কেটে বের করা, কোন ব্যক্তির দ্বারা নয়। সেই পাথরের টুকরোটি এসে মূর্ত্তিটির লোহা এবং মাটির পায়ে আঘাত করল এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিল। 35এরপর লোহা, মাটি, পিতল, রূপা ও সোনা সবকিছু একসঙ্গে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারপর এগুলো গ্রীষ্মকালীন শস্যাদি মাড়াবার জায়গায় কিছুই ফেলে না রেখে তুষের মতো বাতাসের সঙ্গে উড়ে গেল। তারপর সেই পাথরের খণ্ডটি এক বিরাট পর্বতের আকার নিল ও সারা পৃথিবী ঢেকে ফেলল।

36"এই ছিল আপনার স্বপ্ন। এখন আমরা আপনাকে বলব এর অর্থ কি। 37মহারাজ, আপনি হলেন সমস্ত রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর আপনাকে রাজত্ব, পরাক্রম, শক্তি ও মহিমা দিয়েছেন। 38যেখানে মানুষ, বন্য পশু ও পাখীরা বাস করে ঈশ্বর আপনাকে সেই সমস্ত জায়গার ওপর শাসন করবার ক্ষমতা দিয়েছেন। মহারাজ আপনিই হলেন সেই মূর্ত্তির সোনার মাথাটি।

39"আপনার পরে যে রাজ্যের উত্থান হবে তা হল সেই মূর্ত্তির রূপার অংশটি। কিন্তু সেই রাজ্য আপনার মত মহান হবে না। এরপর একটি তৃতীয় রাজ্য আসবে। এটি হল মূর্ত্তির পিতলের অংশটি। এটি পুরো পৃথিবীর ওপর শাসন করবে। 40চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হবে। চতুর্থ রাজ্যটি অন্য আর সমস্ত রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হবে যেমন লোহা সব কিছু টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেয়।

41"আপনি দেখেছেন যে মূর্ত্তিটির পায়ের পাতার খানিকটা ছিল কুমোরের মাটি দিয়ে তৈরী এবং খানিকটা লোহার তৈরী। এর অর্থ হল এটা হবে একটা বিভক্ত রাজ্য কারণ আপনি মাটির সঙ্গে লোহার মিশ্রন দেখেছেন। 42তাই চতুর্থ রাজ্যটির একটা অংশ হবে লোহার মত দৃঢ় ও অপর অংশটি হবে মাটির মত ভঙ্গুর। 43আপনি মাটির সাথে লোহার মিশ্রণ দেখেছেন কিন্তু মাটি ও লোহা সম্পূর্ণভাবে মেশে না। তাই চতুর্থ রাজ্যের লোকেরা অন্তর্বিবাহ করবে। কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ লোকের মত হবে না।

44"চতুর্থ রাজ্যের রাজাদের সময় স্বর্গের ঈশ্বর আর একটি রাজ্য স্থাপন করবেন। এই রাজ্যটি চিরকালের জন্য থাকবে। এটি ধ্বংস হবে না এবং এটি সেই জাতীয় রাজ্য হবে না যেটা একটি জাতি থেকে আর একটিকে দেওয়া হবে। এই রাজ্য অন্য সমস্ত রাজ্যকে ধ্বংস করে ফেলবে কিন্তু নিজে চিরস্থায়ী হবে।

45"এটাই হল সেই পাথরের টুকরোটা যেটা আপনি দেখেছিলেন। আপনা আপনি পর্বত কেটে বেরিয়ে এসেছিল এবং তারপর লোহা, পিতল, মাটি, রূপো ও সোনা সব কিছুকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিয়েছিল। এইভাবেই ঈশ্বর আপনাকে দেখিয়েছেন ভবিষ্যতে কি হবে। স্বপ্নটি সত্যি ও আপনি এর ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করতে পারেন।"

46তখন নবূখদ্‌নিৎসর মাথা নীচু করে দানিয়েলের সামনে নতজানু হলেন এবং দানিয়েলকে সম্মান জানাবার জন্য সুগন্ধি নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে আদেশ দিলেন। 47তারপর রাজা দানিয়েলকে বললেন, "আমি নিশ্চিত যে তুমি এবং তোমার বন্ধুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর হলেন সবচেয়ে পরাক্রমী। এবং তিনি সব রাজার প্রভু। মানুষ যা জানতে পারে না ঈশ্বর তা বলে দেন। আমি জানি এটা সত্য কারণ তুমি আমাকে এই গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছো।"

48তারপর রাজা দানিয়েলকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁকে প্রচুর বহুমূল্য উপহার দিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর তাঁকে সমগ্র বাবিল প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করলেন। তাঁকে বাবিলের সমস্ত জ্ঞানী মানুষের অধিপতি করা হল। 49দানিয়েল রাজাকে বললেন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে প্রদেশের শাসনকার্যে নিয়োগ করতে এবং দানিয়েল যেমন চেয়েছিলেন রাজা তাই করলেন। এবং দানিয়েল নিজে রাজার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে রাজদ্বারে থাকলেন।

সোনার মূর্ত্তি ও অগ্নিকুণ্ড

3 রাজা নবূখদ্‌নিৎসর একটি সোনার মূর্ত্তি তৈরী করলেন। মূর্ত্তিটি ছিল 60 হাত উঁচু এবং 6 হাত চওড়া। তারপর তিনি সেই মূর্ত্তিটি বাবিল প্রদেশে দূরা সমতলের ওপর স্থাপন করলেন। 2তারপর রাজা প্রাদেশীয় রাজ্যপাল, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীগণ, উপদেশকগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, বিচারকগণ, শাসকগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঐ মূর্ত্তির উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে আসতে আদেশ দিলেন।

3তাই তারা সবাই এলেন এবং নবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত মূর্ত্তির সামনে দাঁড়ালেন। 4তারপর রাজার ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে বিভিন্ন দেশ ও নানা ভাষাবিদ্‌গণ তোমরা আমার কথা শোন। তোমাদের এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে: 5যে মূহুর্তে শিঙা, বাঁশি, বীণা এবং অন্যান্য সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনবে তখনই তোমরা আভূমি নত হবে এবং রাজার স্থাপনা করা মূর্ত্তির পূজো করবে। 6যদি কোন ব্যক্তি আভূমি নত না হয়ে পূজো করে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।"

7তাই, যে মূহুর্তে শিঙা, বাঁশি, বীণা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শোনা গেল, সমস্ত দেশসমূহ ও সমস্ত ভাষাবিদ্‌গণ আভূমি নত হল এবং নবূখদ্‌নিৎসরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পূজা করল।

8সেইসময়, কিছু কল্‌দীয় লোকেরা রাজার কাছে এল এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল। 9তারা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকে বলল, "মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন! 10মহারাজ আপনি আদেশ করেছিলেন যে শিঙা, বাঁশি, বীণা ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রের বাদন শোনা মাত্র সকলকে

মাথা নত করে সোনার মূর্ত্তিটির পূজা করতে। 11আপনি আরো বলেছিলেন যে যদি কেউ এই মূর্ত্তির পূজা না করে তাহলে তাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। 12কিন্তু হে মহারাজ, কিছু ইহুদী আপনার আদেশ অমান্য করেছে। আপনি পূর্বে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীর পদে বহাল করেছিলেন। তারা হল শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো। তারা আপনার দেবতার পূজা করে নি। তারা আভূমি নত হয়নি এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তিটি পূজো করে নি।”

13তখন রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে ডেকে পাঠালেন। তাদের রাজার সামনে আনা হল। 14নবূখদ্নিৎসর ঐ লোকেদের বললেন, “শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগো, এটা কি সত্যি যে তোমরা আমার দেবতাদের পূজো কর না আর তোমরা আভূমি নত হও নি এবং আমার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তিকে পূজো করনি? 15এবার যখনই তোমরা শিঙা, বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনবে তখনই তোমরা মাথা নত করে সোনার মূর্ত্তির পূজা করবে। যদি তোমরা এই মূর্ত্তির পূজা করতে রাজী থাকো তবে ভাল, নয়তো তোমাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। তখন কোন দেবতাই তোমাদের আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না!”

16শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো রাজাকে বলল, “এর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। 17যদি আপনি আমাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন তাহলে আমরা যে দেবতার পূজা করি তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের আপনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। 18কিন্তু যদি আমাদের ঈশ্বরও আমাদের রক্ষা না করেন, তাহলেও আমরা আপনার দেবতার সেবা করব না এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তির পূজাও করব না।”

19তখন নবূখদ্নিৎসর ভীষণ রেগে গেলেন এবং শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর দিকে ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি অগ্নিকুণ্ডটিকে সাতগুণ বেশী উত্তপ্ত করবার আদেশ দিলেন। 20তারপর নবূখদ্নিৎসর তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যদের কয়েকজনকে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে বেঁধে ফেলে তাদের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন।

21তাই সৈন্যরা আঙরাখা, পায়জামা, টুপি ও অন্যান্য বস্ত্রে পূর্ণসজ্জিত শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে বেঁধে ফেলল এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিল। 22রাজার আদেশ এত নিষ্ঠুর ছিল বলে এবং অগ্নিকুণ্ডটি এত উত্তপ্ত ছিল বলে যে সৈন্যরা শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগোকে নিয়ে গিয়েছিল তারাই আগুন পুড়ে মারা গেল। 23শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

24সেইসময় নবূখদ্নিৎসর বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর উপদেশকদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এটা কি ঠিক যে আমরা মাত্র তিনজনকে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলাম?”

উপদেশকরা বললেন, “হ্যাঁ, মহারাজ।”

25রাজা বললেন, “দেখ, আমি দেখছি চারজন মানুষ আগুনের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারা বাঁধনমুক্ত এবং তারা কেউই আগুনে পুড়ে যাচ্ছে না। চতুর্থ জনকে দেখতে যেন একজন দেবদূতের মতো।”

26তখন নবূখদ্নিৎসর অগ্নিকুণ্ডের মুখের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, “পরাৎপর ঈশ্বরের অনুগত শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো তোমরা এখানে বেরিয়ে এসো!”

তাই শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। 27তারা বেরিয়ে আসার পর প্রাদেশীয় রাজ্যপাল, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অধিপতি ও রাজার উপদেশকরা তাদের ঘিরে ধরল। তারা দেখল যে আগুন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর আঙরাখা অথবা অন্য কিছু, এমন কি তাদের মাথার একটা চুলও পোড়ায়নি এবং তারা যে আগুনের কাছে ছিল এমন কোন গন্ধও তাদের গা থেকে বেরোচ্ছিল না।

28এরপর নবূখদ্নিৎসর বললেন, “শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর ঈশ্বরের প্রশংসা করো। তিনি তাঁর দূত পাঠিয়েছেন এবং তাঁর দাসদের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। এই তিনজন লোক তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। তারা আমার আদেশ অমান্য করে মৃত্যুবরণ করতেও রাজী ছিল, কিন্তু তবুও তারা অন্য কোন দেবতার আরাধনা করতে রাজী হয়নি। 29তাই আমি এই নিয়ম করলাম: কোন দেশের এবং কোন ভাষার কোন ব্যক্তি যদি শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে তবে তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে। তাদের বাড়ি-ঘর সর্বসাধারণের শৌচালয় হয়ে উঠবে কারণ অন্য কোন দেবতা তাঁর লোকেদের এভাবে বাঁচাতে পারেন না।” 30তখন রাজা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে বাবিল প্রদেশে পাঠালেন।

একটি গাছ নিয়ে নবূখদ্নিৎসরের স্বপ্ন

4 পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী অনেক দেশ ও নানা ভাষার মানুষের কাছে নবূখদ্নিৎসর এই চিঠি পাঠালেন।

অভিবাদন:

2পরাৎপর ঈশ্বর আমার জন্য যে চমৎকার ও আশ্চর্য্য সব কাজ করেছেন তা আমি তোমাদের কাছে বলতে পেরে খুশী।

3ঈশ্বর বহু আশ্চর্য্য সব কাজ করেছেন। ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়কর জিনিষে। ঈশ্বরের রাজ্য চিরন্তন, ঈশ্বরের শাসন পুরুষানু-ক্রমে বজায় থাকবে।

4আমি নবূখদ্নিৎসর, আমার প্রাসাদে সাফল্য নিয়ে শান্তিতে ছিলাম। 5আমি একটি স্বপ্ন দেখে ভীত হলাম। আমি যখন বিছানায় শুয়েছিলাম

তখন আমার মনে চিন্তা এসেছিল এবং আমি
আমার মনে এমন দর্শন পেয়েছিলাম যা আমাকে
ভীত করে তুলল। 6তাই আমি বাবিলের সমস্ত
জ্ঞানী মানুষদের আমার কাছে নিয়ে আসার আদেশ
দিলাম। কেন? যাতে তারা আমার স্বপ্নটির তাৎপর্য
বলতে পারে। 7যখন যাদুবিদরা, মায়াবীরা,
কল্দীয়রা এবং ভবিষ্যৎবক্তারা এলো, তখন
আমি তাদের স্বপ্নের কথা বললাম। কিন্তু তারা
এর অর্থ বলতে পারল না। 8অবশেষে দানিয়েল
এল। (আমি আমার দেবতার নামানুসারে
দানিয়েলকে বেল্টশৎসর নাম দিয়েছি। পবিত্র
ঈশ্বরদের আত্মা তার মধ্যে বর্তমান রয়েছে।)
আমি দানিয়েলকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম।
9আমি বললাম,

তুমি হচ্ছ বেল্টশৎসর, মন্ত্রবেত্তাদের রাজা।
আমি জানি যে পবিত্র দেবতাদের আত্মা তোমার
মধ্যে বর্তমান। আমি জানি এমন কোন গুপ্ত
বিষয় নেই যা তুমি বুঝতে পারবে না। এই ছিল
আমার স্বপ্ন। বল এর অর্থ কি। 10যখন আমি
বিছানায় শুয়েছিলাম তখন আমি এই স্বপ্ন দর্শন
করেছিলাম: পৃথিবীর কেন্দ্রে আমি একটি গাছকে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম যেটি খুব উঁচু ছিল।
11গাছটি দীর্ঘ ও মজবুত হয়ে বেড়ে উঠেছিল ও
তার উপরিভাগ আকাশকে স্পর্শ করেছিল।
পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে গাছটিকে দেখা
যেতে পারত। 12গাছের পাতাগুলি ছিল সুন্দর ও
গাছটি সুস্বাদু ফলে ভরে ছিল যা সকলকে পর্যাপ্ত
পরিমাণে আহার জোগান দিত। বন্য প্রাণীরা সেই
গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং পাখীরা তার
ডালে বাসা বেঁধে ছিল। প্রতিটি প্রাণী এই গাছ
থেকে তার খাদ্য পেত।

13আমি যখন বিছানায় শুয়ে এইসব জিনিস
দেখছিলাম তখন দেখলাম স্বর্গ থেকে এক পবিত্র
দূত নেমে আসছেন। 14তিনি চিৎকার করে
বললেন, 'গাছটি কেটে ফেল এবং এর ডালগুলিও
কেটে ফেল। এর সমস্ত পাতা খসিয়ে দাও ও
ফলগুলিকে ছড়িয়ে ফেলে দাও। যে সমস্ত পশুরা
গাছের তলায় রয়েছে তারা পালিয়ে যাবে আর
গাছের ডালে যে পাখীরা রয়েছে তারা উড়ে
যাবে। 15কিন্তু এর কাণ্ড ও শিকড়গুলিকে মাটিতে
থাকতে দাও। এটা লোহা ও পিতলের শিকল
দিয়ে ঘিরে দাও। কাণ্ড ও শিকড়গুলি মাঠে ঘাসের
মধ্যে থেকে যাক। সে মাঠের মধ্যে বন্য প্রাণী ও
গাছেদের সঙ্গে থাকুক আর শিশিরে ভিজে যাক।
16সে আর মানুষের মত চিন্তা করতে সক্ষম হবে
না। তার মন হবে একটি পশুর মতো। এইরকম
অবস্থায় থাকতে থাকতে, সাতটি ঋতু শেষ হয়ে
যাবে।'

17পবিত্র দূত এই শাস্তিটি ঘোষণা করলেন।
কেন? যাতে পৃথিবীর সমস্ত লোক জানতে পারে
যে, পরাৎপর, মানবজাতির রাজত্বগুলির ওপর
শাসন করেন। ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে চান তাকে সেই
রাজত্ব দেন। এবং ঈশ্বর বিনয়ী লোকেদের এই
রাজ্যগুলির শাসনের জন্য মনোনীত করেন।

18এইগুলোই আমি, নবূখদ্নিৎসর আমার স্বপ্নে
দেখেছিলাম। এখন বেল্টশৎসর আমাকে বল এর অর্থ
কি। আমার রাজ্যে কোন জ্ঞানী মানুষই এই স্বপ্নের
ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। কিন্তু বেল্টশৎসর, তুমি এর
ব্যাখ্যা দিতে পারবে কারণ তোমার মধ্যে পবিত্র
দেবতাদের আত্মা রয়েছে।

19তখন দানিয়েল অল্পক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন।
তিনি যা ভাবছিলেন তাতে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। তাই
রাজা বললেন, ''বেল্টশৎসর, স্বপ্নটি এবং তার অর্থ
বলতে ভয় পেয়ো না।''

তখন বেল্টশৎসর রাজাকে উত্তর করল, "স্বপ্নটি
যেন আপনার শত্রুদের বিষয়ে হয়। আর এর অর্থও
যেন হয় তাদের জন্য যারা আপনার বিপক্ষে রয়েছে।
20-21আপনি স্বপ্নে একটি গাছ দেখেছিলেন। সেই গাছ
মজবুত ও বিশাল হয়ে বেড়ে উঠেছিল এবং তার মাথা
ছুঁয়ে গিয়েছিল আকাশকে। একে পৃথিবীর যে কোন
স্থান থেকে দেখা যাচ্ছিল। এতে ছিল সুন্দর পাতা ও
প্রচুর ফলের সম্ভার। এর ফল থেকে সবাই প্রচুর খাদ্যও
পাচ্ছিল। এটা ছিল বন্য জন্তুদের বাসা ও এর ডালে
ছিল পাখীর বাসা। এটাই ছিল সেই গাছ যা আপনি
দেখেছিলেন। 22মহারাজ আপনি হলেন সেই গাছ।
আপনি মহান ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। আপনিই
সেই দীর্ঘকায় গাছ যার মাথা আকাশ ছোঁয়া আর আপনার
ক্ষমতা পৃথিবীর দূর-দূরান্তে পৌঁছেছে।

23"মহারাজ আপনি একজন পবিত্র দূতকে স্বর্গ থেকে
নেমে আসতে দেখেছেন। তিনি বললেন, 'গাছটিকে কেটে
ফেলো এবং তাকে ধ্বংস কর, কিন্তু তার কাণ্ডের
চারপাশে লোহা এবং পেতলের একটি শেকল দাও
এবং কাণ্ডটিকে এবং এর শিকড়গুলিকে মাটিতে থাকতে
দাও। মাঠে ঘাসের ওপর এটাকে থাকতে দাও যাতে
শিশির পড়ে ওটা ভিজে যায়। বন্য জন্তুদের মধ্যে সে
বেঁচে থাকুক এবং এইভাবে সাতটি ঋতু শেষ হয়ে
যাবে।"

24"মহারাজ এই হল আপনার স্বপ্নের অর্থ।
পরাৎপরের আজ্ঞা অনুসারে আপনার সঙ্গে এগুলি
ঘটবে: 25রাজা নবূখদ্নিৎসর, আপনাকে মানুষের কাছ
থেকে দূরে যেতে বাধ্য করা হবে। আপনাকে বন্য পশুদের
মধ্যে থাকতে হবে ও গো-পালের মত ঘাস খেতে
হবে। এবং আপনি শিশিরে ভিজে যাবেন। সাতটি ঋতু
পেরিয়ে গেলে আপনার এই শিক্ষা হবে। আপনি শিখবেন
যে পরাৎপর মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করেন এবং তিনি
যাকে চান তাকেই রাজত্ব দেন।

26"কাণ্ড এবং শিকড়গুলিকে মাটিতে রেখে দেওয়ার
আজ্ঞার অর্থ হল: আপনার রাজ্য আপনারই থাকবে।
এটা হবে তখন যখন আপনি জানবেন যে পরাৎপর

লোকেদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। 27তাই, হে
মহারাজ, অনুগ্রহ করে আমার উপদেশ শুনুন। অথবা
আপনার ভালোর জন্য পাপ কাজ বন্ধ করুন এবং
ভালো লোক হোন। মন্দ কাজ বন্ধ করুন এবং দরিদ্রদের
প্রতি দয়া দেখান। তাহলেই আপনি শান্তিতে থাকতে
পারবেন।”

28এগুলো সবই নবূখদ্‌নিৎসরের বিষয়ে ফলে গেল।
29-30এই স্বপ্ন দেখার বারো মাস পর রাজা নবূখদ্‌নিৎসর
যখন বাবিলে তাঁর প্রাসাদের ছাদের ওপর হাঁটছিলেন
তখন তিনি বললেন, “বাবিলের দিকে তাকিয়ে দেখ!
আমি এই বিশাল শহর তৈরী করেছি। এটা হল আমার
প্রাসাদ! আমি এই বিশাল প্রাসাদ আমার ক্ষমতায়
গড়ে তুলেছি যাতে বোঝা যায় আমি কত মহান!”

31তাঁর কথাগুলো যখন মুখের মধ্যেই ছিল তখন
একটি কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে বলল, “রাজা নবূখদ্‌নিৎসর,
ঈশ্বর তোমাকে এটি বলেছেন: রাজা হিসেবে তোমার
ক্ষমতা তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হল। 32তোমাকে
মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য করা হবে।
তুমি বন্য পশুদের সাথে বাস করবে। তুমি একটি গরুর
মতো ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করবে। এই শিক্ষা পেতে
সাতটি ঋতু পেরিয়ে যাবে। তখন তুমি জানবে যে
পরাৎপর মানুষের রাজত্বের ওপর কর্তৃত্ব করেন এবং
তিনি যাকে চান তাকেই রাজত্ব দেন।”

33ঐ সবকিছু তক্ষুনি ঘটে গিয়েছিল। নবূখদ্‌নিৎসর
মানবসমাজ থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তিনি গরুর মত ঘাস খেতে শুরু করেছিলেন। তাঁর
শরীর শিশিরে ভিজে গিয়েছিল। তাঁর চুল লম্বা হয়ে
ঈগল পাখীর পালকের মতো হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর
নখ পাখীর নখের মতো বেড়ে গিয়েছিল।

34তারপর সেই সময়ের শেষে আমি, নবূখদ্‌নিৎসর,
স্বর্গের দিকে বিনীতভাবে তাকিয়েছিলাম এবং আমি
আর একবার প্রকৃতিস্থ হলাম। তখন আমি পরাৎপরের
গুণগান করেছিলাম। ঈশ্বর যিনি অনন্তজীবি, তাঁকে
প্রশংসা ও সম্মানিত করলাম।

কারণ ঈশ্বরের শাসন চিরন্তন। তাঁর রাজত্ব
পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

35পৃথিবীর মানুষ বস্তুত গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বর্গীয়
ক্ষমতাসমূহ ও পৃথিবীর মানুষদের প্রতি ঈশ্বর যা চান
তা সবই তিনি করেন। এমন কেউ নেই যে তার শক্তিশালী
হাতকে থামাতে পারে এবং তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে
পারে।

36তাই সেই সময়ে ঈশ্বর আমাকে শুভ বুদ্ধি
ফিরিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে রাজার সম্মান
ও ক্ষমতাও ফিরিয়ে দিলেন। আমার উপদেষ্টাগণ
ও রাজবংশীয় লোকেরা আবার আমার কাছে
উপদেশের জন্য এসেছিল। আমি আগের চেয়েও
আরো মহান ও বেশী পরাক্রমী হয়ে উঠেছিলাম।
37এখন আমি, নবূখদ্‌নিৎসর স্বর্গের রাজার
প্রশংসা ও সমাদর করি। তিনি যা করেন তাই
সঠিক ও ন্যায্য। এবং তিনিই অহঙ্কারী মানুষদের
বিনয়ীতে পরিণত করেন।

দেওয়াল লিখন

5 রাজা বেল্‌শৎসর তাঁর 1,000 উচ্চপদস্থ কর্মচারীর
জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন ও
তাদের সঙ্গে তিনি দ্রাক্ষারস পান করেছিলেন।
2দ্রাক্ষারসের প্রভাবে তিনি তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন
সেই সব সোনার ও রূপার পাত্রগুলি আনতে যেগুলি
নবূখদ্‌নিৎসর, তাঁর পিতামহ* জেরুশালেমের মন্দির
থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা চেয়েছিলেন
তার রাজবংশীয়রা, পত্নীরা ও উপপত্নীরা যেন ওইসব
পাত্র থেকে দ্রাক্ষারস পান করে। 3তাই তারা
জেরুশালেমে অবস্থিত ঈশ্বরের মন্দির থেকে সোনার
পাত্রগুলি যেগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল সেগুলি নিয়ে
এলো। এবং রাজা ও তাঁর কর্মচারীরা, তাঁর পত্নীরা ও
উপপত্নীরা সেই পাত্রগুলি থেকে পান করেছিলেন। 4তারা
দ্রাক্ষারস পান করার সময় সোনা, রূপা, পিতল, লোহা,
কাঠ ও পাথরের তৈরী দেবমূর্ত্তির গুণগান করছিলেন।

5রাজা যখন তাকালেন, তখন হঠাৎ একটি মানুষের
হাত আবির্ভূত হয়েছিল এবং বাতিস্তম্ভের কাছে
দেওয়ালের পোঁচড়ার ওপর লিখতে শুরু করেছিল।

6রাজা বেল্‌শৎসর এই দৃশ্য দেখে এত ভীত হয়ে
পড়লেন যে তাঁর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল এবং তাঁর
হাঁটুতে হাঁটু ঠোকাঠুকি লেগে গেল। তাঁর পা এত দুর্বল
মনে হল যে তিনি উঠে দাঁড়াতেও পারলেন না। 7তখন
রাজা সমস্ত যাদুবিদগণ, ভবিষ্যৎবক্তাসমূহ এবং
কল্‌দীয়দের তাঁর কাছে ডাকলেন। তিনি ঐ জ্ঞানী
লোকেদের বললেন, “যারা আমাকে এই লেখা পড়ে
তার অর্থ ব্যাখ্যা করে দিতে পারবে আমি তাদের পুরস্কার
দেব। আমি তাদের বেগুনী রঙের বস্ত্র দেব, তাদের
গলায় সোনার হার দেব এবং তাকে আমার রাজ্য তৃতীয়
শাসকের পদ দেব।”

8তাই রাজার সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা জড়ো হল।
কিন্তু তারা লেখাটি পড়তে বা তার অর্থ বলতে পারল
না। 9রাজা বেল্‌শৎসর ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর মুখ
চিন্তায় ও ভয়ে সাদা হয়ে গেল। রাজার কর্মচারীরা
বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

10তারপর রাণী সেই ভোজসভায় এলেন। তিনি
রাজা ও রাজকর্মচারীদের কথা শুনে বললেন, “মহারাজ
দীর্ঘজীবি হোন! ভয়ে আপনার মুখ সাদা হতে দেবেন
না। 11আপনার রাজ্যে একজন মানুষ আছেন যাঁর মধ্যে
পবিত্র দেবতাদের আত্মা বিদ্যমান। আপনার পিতার
সময়ে, তিনি দেখিয়েছিলেন যে তিনি গুপ্তকথা বুঝতে
সক্ষম। তিনি এও দেখিয়েছিলেন যে তিনি দেবতাদের
মতই জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পূর্ণ ছিলেন। পিতামহ এঁকে
সমস্ত জ্ঞানী মানুষ, যাদুবিদ ও কল্‌দীয়দের অধিপতি

পিতামহ অথবা “পিতা।” আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না যে বেল্‌শৎসর সত্যিই নবূখদ্‌নিৎসরের নাতি ছিলেন কি না। এখানে “পিতা” শব্দটি হয়ত “পূর্বের রাজার” কথা বোঝায়।

করে দিয়েছিলেন। 12আমি যে মানুষটির কথা বলছি
তার নাম দানিয়েল। রাজা তার নাম দিয়েছিলেন
বেল্টশৎসর। বেল্টশৎসর খুব বুদ্ধিমান এবং তিনি অনেক
বিষয় জানেন। তিনি স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে
পারেন, গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করতে পারেন এবং কঠিন
সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তিনিই এই দেওয়াল
লিখনের অর্থ বলে দেবেন।"

13তাই দানিয়েলকে রাজার কাছে আনা হল। রাজা
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নামই কি দানিয়েল
যাকে আমার পিতা বন্দী করে যিহূদা থেকে এখানে
নিয়ে এসেছিলেন? 14আমি শুনেছি যে তোমার মধ্যে
দেবতাদের আত্মা বিদ্যমান। আমি এও শুনেছি যে তুমি
গুপ্ত কথা বুঝতে সক্ষম এবং তোমার অনেক বুদ্ধি
আছে এবং তুমি খুব জ্ঞানী। 15এই দেওয়ালের লিখন
পড়ে তার অর্থ ব্যাখ্যা করবার জন্য আমার কাছে জ্ঞানী
এবং যাদুবিদদের আনা হয়েছিল। কিন্তু তারা এটা করতে
সক্ষম হল না। 16আমি শুনেছি তুমি যে কোন জিনিস
ব্যাখ্যা করতে পারো এবং যে কোন সমস্যার সমাধান
করতে পারো। তুমি যদি দেওয়ালের এই লেখা পড়ে
তার অর্থ আমার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারো তাহলে
আমি তোমাকে বেগুনী রঙের বস্ত্রাদি প্রদান করব ও
তোমার গলায় একটি সোনার হার পরিয়ে দেব। এরপর
তুমিই হবে আমার রাজ্যের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শাসক।"

17তখন দানিয়েল রাজাকে উত্তর দিল, "আপনার
দান আপনার কাছে থাকুক বা ওটা আপনি অন্য কাউকে
দিয়ে দিতে পারেন। আমি তবুও আপনাকে এই লেখা
পাঠ করে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে দেব।

18"মহারাজ, পরাৎপর আপনার পিতামহ
নবূখদ্‌নিৎসরকে একজন মহান ও পরাক্রমী রাজা
বানিয়েছিলেন। তাঁকে ঈশ্বর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান
দিয়েছিলেন। 19অনেক দেশের এবং অনেক ভাষার
লোকেরা নবূখদ্‌নিৎসরকে ভয় পেত। কেন? কারণ
পরাৎপর তাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজা বানিয়েছিলেন।
নবূখদ্‌নিৎসর কাউকে মারতে চাইলে মেরে ফেলতেন
আর বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে বাঁচিয়ে রাখতেন। তিনি
যাদের গুরুত্বপূর্ণ করতে চাইতেন তাদের করতেন এবং
তিনি যাদের গুরুত্বহীন করতে চাইতেন তাদের গুরুত্বহীন
করতেন।

20"কিন্তু নবূখদ্‌নিৎসর জেদী হয়ে উঠলেন এবং
দাম্ভিকভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। তাই তাঁকে
ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর কাছ থেকে সিংহাসন ও তাঁর
সমস্ত গৌরব কেড়ে নেওয়া হল। 21নবূখদ্‌নিৎসর
লোকেদের ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর
মানসিকতাকে একটি পশুর মনের মত করা হয়েছিল।
তিনি বন্য গাধাদের সাথে বাস করতে লাগলেন এবং
গরুর মতো ঘাস খেতে লাগলেন। তাঁর শরীর শিশিরে
ভিজে গেল। এসব ততদিন পর্যন্ত ঘটল যতদিন না
তিনি বুঝলেন যে পরাৎপর সমস্ত মানুষের রাজত্বের
ওপর কর্তৃত্ব করেন এবং যাকে খুশী রাজ্য দেন। 22কিন্তু
বেল্‌শৎসর আপনি নবূখদ্‌নিৎসরের পৌত্র, আপনি যদিও
এসবই জানেন তবু আপনি বিনয়ী হননি। 23তার বদলে
আপনি স্বর্গের ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আপনি
প্রভুর মন্দির থেকে আনা পাত্রে আপনার রাজকর্মচারী,
আপনার পত্নী ও উপপত্নীদের দ্রাক্ষারস পান করার
আদেশ দিয়েছেন। আপনি সোনা, রূপা, পিতল, লোহা,
কাঠ ও পাথরের তৈরী সেইসব দেবতাদের প্রশংসা
করেছেন। তারা কিছু দেখতে পায় না, শুনতে পায় না
বা বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি সেই ঈশ্বরকে সম্মান
দেন নি যাঁর আপনার জীবন ও কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ
রয়েছে। 24তাই, এই কারণে ঈশ্বর এই হাতটি দেওয়ালে
লেখবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। 25এই হল সেই কথাগুলো
যা দেওয়ালের ওপর লেখা ছিল:

মিনে, মিনে, তকেল, এবং উপারসীন, (গণিত,
গণিত, তুলাতে পরিমিত ও খণ্ডিত)

26"এই হল সেই সব শব্দের অর্থ: মিনে: ঈশ্বর
আপনার রাজত্বের শেষ দিন গণনা করেছেন।

27তকেল:

আপনাকে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হয়েছে এবং
দেখা গেছে যে আপনার মধ্যে যথেষ্ট ধার্মিকতা নেই।

28এবং উপারসীন:

আপনার রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তা
এখন মাদীয় ও পারসীকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

29তখন বেল্‌শৎসর দানিয়েলকে বেগুনী বস্ত্রে ভূষিত
করার আদেশ দিলেন। তার গলায় সোনার হার পরিয়ে
দেওয়া হল এবং তাকে রাজ্যের তৃতীয় উচ্চতম শাসক
ঘোষণা করা হল। 30সেই রাতেই বাবিলের লোকেদের
রাজা বেল্‌শৎসর হত হলেন। 31মাদীয় দারিয়াবস, যিনি
প্রায় 62 বছর বয়স্ক ছিলেন তিনি রাজত্বের ভার নিলেন।

দানিয়েল ও সিংহরা

6 দারিয়াবস ভাবলেন যে 120 জন রাজ্যপালকে তাঁর
সম্পূর্ণ রাজত্বের দায়িত্ব দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ
হবে। 2এবং তিনি এই 120 জন রাজ্যপালকে তত্ত্বাবধান
করবার জন্য তিনজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। দানিয়েল
ছিলেন এই তিনজনের একজন। রাজা এদের নিযুক্ত
করেছিলেন যাতে কেউ তাঁকে ঠকিয়ে রাজ্যের ক্ষতি না
করতে পারে। 3দানিয়েল তাঁর উৎকৃষ্ট চরিত্রের জন্য
অন্য যে কোন অধ্যক্ষ অথবা রাজ্যপালের চেয়ে তাঁর
পদে ভালো অবস্থায় ছিলেন। এতে রাজা এতই সন্তুষ্ট
হলেন যে তিনি দানিয়েলকে সমগ্র রাজ্যের শাসক
হিসেবে নিয়োগ করবেন বলে স্থির করলেন। 4কিন্তু
অন্য অধ্যক্ষ ও শাসকরা এই খবর শুনে ঈর্ষান্বিত হল।
তাই দানিয়েল রাজার জন্য যে কাজ করছিলেন তার
মধ্যে তারা দোষ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল।
কিন্তু তারা তাঁর কাজে কোন দোষ-এুটি খুঁজে পেল
না। দানিয়েল ছিলেন বিশ্বাসী। তিনি কখনও ইচ্ছে করে
অথবা ভুলেও কোন ভুল কাজ করেন নি।

5অবশেষে সেই লোকেরা দেখল যে দানিয়েলকে
দোষারোপ করার মতো কোন কারণই তারা খুঁজে পাবে
না। তাই তারা ঠিক করল যে তারা রাজার কাছে
দানিয়েলের ঈশ্বরের নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে অভিযোগ
করবে।

6তাই ঐ দুজন অধ্যক্ষ ও শাসকরা দল বেঁধে রাজার
কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ দারিয়াবস চিরজীবি হোন!
7সমস্ত অধ্যক্ষগণ, গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীগণ, মন্ত্রীগণ
এবং রাজ্যপালরা একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে একমত হল।
আপনি এ বিষয়টিকে একটি আদেশ হিসাবে প্রচার
করুন যা সকলে মানবে। এই আদেশটি হল যে পরবর্তী
30দিনের মধ্যে কেউ যদি রাজা ছাড়া অন্য কোন দেবতা
বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে তবে তাকে সিংহের
খাঁচায় নিক্ষেপ করা হবে।

8মহারাজ আপনি এই আদেশ লেখা কাগজটিতে
স্বাক্ষর করে এই আদেশটি অপরিবর্তিত রাখার ব্যবস্থা
করুন, কেননা মাদীয় ও পারসীকদের নিয়মানুসারে
কোন আইন বা আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন হয় না।"
9তাই রাজা দারিয়াবস এই আদেশপত্রটি সাক্ষর
করলেন।

10দানিয়েল, প্রত্যেকদিন তিনবার করে নতজানু হয়ে
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর গুণগান
করতেন। যখন তিনি এই আজ্ঞার কথা শুনলেন তিনি
তাঁর বাড়ীর ভেতরে গিয়ে জেরুশালেমের দিকে খোলা
জানালার কাছে গেলেন এবং নতজানু হয়ে প্রতিদিনের
মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।

11তখন ওইসব লোকেরা দল বেঁধে দানিয়েলের বাড়ি
গেল এবং তাঁকে প্রার্থনা করতে এবং ঈশ্বরের কাছে
সাহায্য চাইতে দেখতে পেল। 12তাই তারা রাজার কাছে
গিয়ে তাঁকে তাঁর আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে
বলল, "মহারাজ আপনি একটি আদেশ জারি করেছেন
যে পরবর্তী 30 দিনের মধ্যে যদি কেউ রাজা ছাড়া
অন্য কোন মানুষ বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তবে
তাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হবে। এবং আপনি
আদেশটিতে স্বাক্ষরও করেছেন।"

রাজা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, এই আদেশটি মাদীয় ও
পারসীকদের একটি আদেশ। এই আদেশ কখনও বাতিল
করা বা বদলানো যায় না।"

13তখন ঐ লোকেরা বলল, "দানিয়েল নামক ওই
ব্যক্তিটি আপনাকে অথবা যে আদেশ পত্রে আপনি
স্বাক্ষর করেছেন, তাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। দানিয়েল
যিহূদা থেকে আনা বন্দীদের একজন এবং সে আপনার
আদেশ মানছে না। সে এখনও রোজ তিনবার করে
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে।"

14রাজা একথা শুনে খুবই দুঃখ পেলেন ও মুষড়ে
পড়লেন। তিনি দানিয়েলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন
এবং সেই জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি দানিয়েলকে রক্ষা
করার উপায় ভাবতে লাগলেন। 15তখন ওই লোকেরা
রাজার কাছে একত্রে গিয়ে বলল, "মহারাজ মনে রাখবেন
মাদীয় ও পারসীকদের নিয়মানুসারে কোন আইন বা
আদেশে যদি রাজা স্বাক্ষর করেন তবে তা বাতিল বা
পরিবর্তন করা যায় না।"

16তখন রাজা তাঁর ভৃত্যদের দানিয়েলকে আনতে
আদেশ দিলেন এবং তারা তাঁকে আনল। রাজা
দানিয়েলকে বললেন, "আমি আশা করি যে ঈশ্বরকে
তুমি অনবরত উপাসনা করছ তিনি তোমায় রক্ষা
করবেন।" 17একটি বড় পাথর আনা হল এবং গুহামুখে
রাখা হল। রাজা ও তাঁর কর্মচারীরা সেই পাথরটি
তাদের আংটি দিয়ে সীলমোহর করলেন, যাতে কেউ
না পাথর সরাতে পারে এবং দানিয়েলকে গুহা থেকে
বের করে আনতে পারে। 18তারপর রাজা তাঁর প্রাসাদে
ফিরে গেলেন। তিনি রাত্রে কিছু খাননি আর কাউকে
আসতে দেননি এবং তাঁকে মনোরঞ্জন করতে দেননি।
তিনি ঘুমোতেও পারেন নি।

19পরদিন সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি
গুহার কাছে ছুটে গেলেন। 20তিনি গুহার কাছে গিয়ে
অত্যন্ত উদ্বিগ্নস্বরে দানিয়েলকে ডাকতে লাগলেন। তিনি
বললেন, "হে দানিয়েল, জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক, তুমি
সবসময় তাঁর সেবা কর। তোমার ঈশ্বর কি তোমাকে
সিংহের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন?"

21দানিয়েল উত্তর দিল, "মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন!
22আমার ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর দূত
পাঠিয়েছেন। দূত সিংহদের মুখগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন।
সিংহেরা আমাকে আঘাত করেনি কারণ ঈশ্বর জানেন
আমি নির্দোষ। আমি কখনো আপনার প্রতি কোন অন্যায়
করিনি।"

23দারিয়াবস এই শুনে খুব খুশী হলেন এবং তাঁর
ভৃত্যদের আদেশ দিলেন দানিয়েলকে সিংহের খাঁচা
থেকে বের করে আনতে। দানিয়েলকে যখন সিংহের
খাঁচা থেকে বের করে আনা হল তখন তাঁর শরীরে
কোন ক্ষত পাওয়া গেল না। সিংহরা দানিয়েলের কোন
ক্ষতি করেনি কারণ তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।

24তখন রাজা দানিয়েলের ওপর দোষারোপ করবার
জন্য ঐ লোকগুলোকে সিংহগুলোর গুহার কাছে আনতে
আদেশ দিলেন। তিনি তাঁর ভৃত্যদের স্ত্রী ও সন্তানসহ
তাদের ওর মধ্যে ফেলে দিতে আদেশ করলেন। তারা
গুহার মেঝে স্পর্শ করার আগেই সিংহের মুখে পড়ল।
সিংহরা তাদের দেহের মাংস খেয়ে নিল এবং তাদের
সমস্ত হাড়গুলোও গুঁড়ো করে ফেলল।

25তারপর রাজা দারিয়াবস বিভিন্ন দেশসমূহ ও
বিভিন্ন ভাষাসমূহের লোকেদের কাছে এই চিঠি লিখলেন:

"শুভেচ্ছা!

26আমি একটি নতুন আইন তৈরি করছি। এই
আইনটি আমার সমগ্র রাজ্যের লোকেদের জন্য
তৈরী। তোমরা সবাই দানিয়েলের ঈশ্বরকে ভয়
ও ভক্তি করে চলবে।

দানিয়েলের ঈশ্বর হলেন জীবন্ত ঈশ্বর। ঈশ্বর
চিরজীবি! তাঁর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না, তাঁর
শাসনও শেষ হবে না।

27ঈশ্বর মানুষকে সাহায্য করেন ও রক্ষা করেন। ঈশ্বর স্বর্গে ও পৃথিবীতে চিহ্ন-কার্য্য এবং আশ্চর্য্য কার্য্য করেন। এই সেই ঈশ্বর যিনি দানিয়েলকে সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।”

28এবং দানিয়েল দারিয়াবস ও পারসীক রাজা কোরসের সময় সফল হয়েছিলেন।

চারটি পশু সম্বন্ধে দানিয়েলের স্বপ্ন

7 বাবিলের রাজা বেল্‌শৎসরের রাজত্বের প্রথম বছরে* দানিয়েল বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর সময় একটি স্বপ্ন দেখলেন। 2তিনি স্বপ্নে যা দেখেছিলেন তা লিখে রাখলেন এবং তার সারমর্ম বললেন। তিনি বললেন: “আমি রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছি। ঐ স্বপ্নে চারিদিক থেকে জোরে হাওয়া বইছিল এবং সমুদ্রকে অশান্ত করে তুলেছিল। 3আমি চারটি বড় জন্তু দেখেছিলাম যারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। তারা সবাই সমুদ্র থেকে উঠে এলো।

4“প্রথম জন্তুটিকে সিংহের মতো দেখতে আর তার ঈগলের মতো ডানা ছিল। আমি যখন তাকিয়ে ছিলাম, তার ডানাগুলি টেনে তুলে ফেলা হল। জন্তুটিকে মাটি থেকে তোলা হল এবং তাকে মানুষের মত দুপায়ের ওপর দাঁড় করানো হল। এবং তাকে একটি মানুষের মন দেওয়া হল।

5“তারপর আমি দ্বিতীয় জন্তুটিকে দেখতে পেলাম যাকে দেখতে ভালুকের মতো। তাকে তার পেছনের পায়ের ওপর তোলা হল এবং তার মুখের মধ্যে দাঁতের ফাঁকে তিনটি পঞ্জরাস্থি ছিল। তাকে বলা হল, ‘চালিয়ে যাও, তোমার যত ইচ্ছে মাংস খাও!’

6“তারপর আমি আমার সামনে আরেকটি জন্তুর দিকে তাকালাম। এটি ছিল একটি চিতা বাঘের মতো দেখতে কিন্তু এর পিঠে চারটি ডানা ছিল। ডানাগুলি ছিল পাখির ডানার মতো এবং জন্তুটির চারটি মাথাও ছিল। একে কর্ত্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হল।

7“তারপর, আমি আমার স্বপ্ন দর্শনে চতুর্থ জন্তুটিকে দেখলাম। এই জন্তুটি ছিল বিভীষিকাময়, ভয়ঙ্কর এবং ভীষণ শক্তিশালী। এটির ছিল বড় বড় লোহার দাঁত। এই জন্তুটি তার শিকারকে পিষে ফেলে খেয়ে নিল এবং তার শিকারের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। এই চতুর্থ জন্তুটি আমার দেখা সমস্ত জন্তুর চেয়ে আলাদা ছিল। এরও দশটি শিং ছিল।

8“আমি যখন ঐ শিংগুলিকে কাছ থেকে দেখছিলাম, ঐ শিংগুলির মধ্যে আরেকটি শিং গজিয়ে উঠল। এই শিংটি ছোট ছিল এবং এতে মানুষের চোখ ছিল। এই শিংটির একটি মুখ ছিল, যেটি দম্ভ প্রকাশ করে যাচ্ছিল। ওই শিংটি আরও তিনটি শিংকে উপড়ে ফেলল।

চতুর্থ প্রাণীর বিচার

9“আমি তাকিয়ে থাকাকালীন, কয়েকটি সিংহাসন রাখা হল। একজন প্রাচীন রাজা সিংহাসনে বসলেন। তাঁর পোশাক ছিল তুষার শুভ্র। তাঁর মাথার চুল ছিল মেষশাবকের পশমের মত সাদা। তাঁর সিংহাসন ছিল আগুনের তৈরী এবং সিংহাসনের চাকাগুলি ছিল অগ্নিশিখা থেকে বানানো।

10সেই প্রাচীন রাজার সামনে দিয়ে এক আগুনের নদী বয়ে যাচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে সেবা করছিল এবং কোটি কোটি লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাজসভা শুরু হতে যাচ্ছিল এবং বইগুলি খোলা ছিল।

11“যতক্ষণ আমি লক্ষ্য করছিলাম, ছোট শিংটি দম্ভ প্রকাশ করছিল। আমি দেখতেই থাকলাম যতক্ষণ না ঐ চতুর্থ জন্তুটিকে হত্যা করে তার শরীরকে বিনষ্ট করা হল এবং জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হল। 12অন্য জন্তুদের কাছ থেকেও কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। কিন্তু তাদের কিছু সময়ের জন্য বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়া হল।

13“আমি রাত্রে যে স্বপ্নদর্শন করলাম তাতে মানুষের মতো দেখতে এক ব্যক্তি আমার সামনে এলেন। তিনি আকাশের মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রাচীন রাজার কাছে এলেন এবং তারা তাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে এলো।

14“সেই মানুষের মতো ব্যক্তিটিকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেওয়া হল। সমস্ত দেশ ও সমস্ত ভাষার লোকেরা তাঁর উপাসনা করবে। তাঁর শাসন ও রাজত্ব চিরস্থায়ী হবে। তা কখনো ধ্বংস হবে না।

চতুর্থ প্রানী সম্পর্কিত স্বপ্নটির ব্যাখ্যা

15“আমি, দানিয়েল চিন্তিত ও বিব্রত হয়েছিলাম। এই স্বপ্নদর্শন আমার মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। 16যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল আমি তাদের একজনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম এসবের অর্থ কি। তাই সে আমাকে এইসব ব্যাখ্যা করে বলল। 17সে বলল, ‘চারটি মহান জন্তু হল চারটি রাজত্ব। ওই চারটি রাজত্ব পৃথিবীতে আসবে। 18কিন্তু যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং তাঁর অধিকারভুক্ত, তারা রাজত্ব পাবে এবং ঐ রাজত্ব চিরকালের জন্য ভোগ করবে।’

19“তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম চতুর্থ জন্তুটি কি ও তার অর্থ কি? চতুর্থ জন্তুটি ছিল সমস্ত জন্তুর থেকে ভিন্ন। ওটা ছিল ভয়ঙ্কর। এই জন্তুটির ছিল লোহার দাঁত ও পিতলের নখ। এই জন্তু তার শিকারকে পিষে ফেলে খেয়ে নিত এবং শিকারের অবশিষ্ট ভাগের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেত। 20এবং আমি ঐ চতুর্থ জন্তুটির মাথার দশটি শিং-এর কথা জানতে চেয়েছিলাম। আমি ঐ ছোট শিংটির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম যেটি পরে গজিয়ে উঠেছিল এবং তিনটি শিংকে উপড়ে ফেলেছিল। এই ছোট শিংটির চক্ষুসমূহ ছিল এবং একটি মুখ ছিল যেটি সারাক্ষণ দম্ভ প্রকাশ করত। এটি অন্যদের চেয়ে ভয়ঙ্কর দেখতে ছিল। 21আমি

বাবিলের ... বছরে এটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব 553

যখন দেখেই যাচ্ছিলাম তখন এই ছোট শিংটি ঈশ্বরের
বিশেষ লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল এবং তাদের
পরাজিত করল। 22এটা চলতে লাগল যতক্ষণ না প্রাচীন
রাজা এলেন এবং ঈশ্বরের বিশেষ লোকেদের স্বপক্ষে
রায় দিলেন। প্রাচীন রাজার ঘোষিত বিচার তাঁর বিশেষ
লোকেদের তাদের রাজত্ব পেতে সাহায্য করল।
23“তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন: ‘চতুর্থ জন্তুটি
হল চতুর্থ রাজ্য যা পৃথিবীতে আসবে। এই রাজ্য অন্য
সব রাজ্যের থেকে আলাদা হবে এবং এটি সারা
পৃথিবীকে গ্রাস করবে। 24দশটি শিং হল দশজন রাজা
যারা আসবে। এদের পরে আরেকজন রাজা আসবে
যে আগেকার রাজাদের থেকে আলাদা হবে। সে অন্য
তিনজন রাজাকে পরাস্ত করবে। 25এই রাজা পরাৎপরের
বিরুদ্ধে বলবে এবং ঈশ্বরের বিশেষ লোকেদের নির্যাতন
করবে। এই রাজা নিরূপিত সময়ের এবং ব্যবস্থার
পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। ঈশ্বরের বিশেষ লোকেরা ঐ
রাজার অধীনে 3 1/2 বছর কাটাবে।
26“‘কিন্তু স্বর্গের বিচারসভা বিচার করবে এবং তার
ক্ষমতা কেড়ে নেবে। তার রাজ্য ধ্বংস করা হবে এবং
সেটি চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। 27তারপর ঈশ্বরের
বিশেষ লোকেরা পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের লোকেদের
ওপর কর্তৃত্ব করবে। অন্য সমস্ত রাজ্যের লোকেরা এদের
সম্মান ও সেবা করবে।’
28“এটাই ছিল স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যার শেষ। আমি,
দানিয়েল এত ভীত হয়েছিলাম যে ভয়ে আমার মুখ
সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং আমি যা দেখেছিলাম ও
শুনেছিলাম তা অন্য লোকেদের জানাইনি।”

একটি মেষ ও ছাগল সম্পর্কে দানিয়েলের স্বপ্নদর্শন

8 বেলশৎসরের রাজত্বের তৃতীয় বছরে আমার এই
স্বপ্নদর্শন হয়েছিল। এটি ছিল আমার প্রথম স্বপ্নদর্শন
হবার পরে। 2এই স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম আমি এলম
প্রদেশের রাজধানী শূশনে ঊলয় নদীর ধারে দাঁড়িয়ে
আছি। 3আমি ওপরে তাকালাম এবং একটি দুই শিং
বিশিষ্ট মেষকে ঊলয় নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখলাম। তার দুটি শিং লম্বা কিন্তু একটি অপরটির
চেয়ে বেশি লম্বা এবং লম্বা শিংটি অন্য শিংটির পরে
গজিয়েছিল। 4আমি দেখলাম মেষটি তার শিংগুলো
উঁচু করে পশ্চিমে, উত্তরে এবং দক্ষিণে আক্রমণ করছে
এবং কোন জন্তু তাকে থামাতে পারছে না। অন্য জন্তুদের
কেউ বাঁচাতেও পারল না। মেষটি তার ইচ্ছামত করতে
লাগল এবং ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠল।
5আমি যখন এই মেষটির কথা ভাবছিলাম তখন
দেখলাম যে পশ্চিমদিক থেকে একটি বিরাট শিংযুক্ত
পুং ছাগল আসছে। পুং ছাগলটি এত জোরে দৌড়ে
এল যে তার পা মাটিতে প্রায় ঠেকলই না।
6সেই পুং ছাগলটি দুই শিংযুক্ত মেষের কাছে এলো
যাকে আমি ঊলয় নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখেছিলাম। পুংছাগলটি তার ভীষণ রাগ নিয়ে মেষের
দিকে তেড়ে গেল। 7যখন পুং ছাগলটি মেষের কাছে
পৌঁছল, সে খুব রেগে ছিল। ছাগলটি মেষের শিং দুটি
ভেঙে ফেলল। তাকে মেষটি আটকাতে পারল না।
তারপর পুং ছাগলটি মেষটিকে গুঁতো মেরে মাটিতে
ফেলে দিল এবং তাকে পদদলিত করল। ছাগলের হাত
থেকে মেষকে বাঁচাবার মত কেউই ছিল না।
8তারপর ঐ পুং ছাগলটি আরো বেশী শক্তিশালী
হয়ে উঠল। কিন্তু সে যখন সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী
হয়ে উঠল তার বড় শিংটি ভেঙ্গে গেল এবং তার
জায়গায় চারটি শিং গজাল। এই চারটি শিংকে সহজেই
দেখা যেত এবং এরা চারটি ভিন্ন দিকে মুখ করে ছিল।
9এরপর ওই চারটির মধ্যে একটি শিং থেকে একটি
ছোট শিং গজাল। এই ছোট শিংটি দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে
এবং সুন্দর ভূমির দিকে বেড়ে উঠল। 10তারপর এই
ছোট শিংটি এত বড় হয়ে গেল যে স্বর্গের দূতসমূহ
পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং কয়েকজন দূত ও কয়েকটি
তারাকে মাটিতে নামিয়ে আনল এবং তাদের মাড়িয়ে
দিলো। 11সেই ছোট শিংটি ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠল
এবং সে দূতসমূহের অধিপতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল।
সে লোকেদের নিত্য নৈবেদ্য থেকে বিরত করল এবং
মন্দিরকে ভূপতিত করল। 12সেই ছোট শিংটি নিত্য
নৈবেদ্যর পরিবর্তে পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়েছিল। সে ধর্মকে
ভূপতিত করল। সে যা কিছু করেছিল তাতেই সাফল্য
লাভ করল।
13তারপর আমি পবিত্র দূতদের একজনকে কথা
বলতে শুনলাম। তারপর আমি আরেকজন পবিত্র দূতকে
প্রথম জনের কথার উত্তর দিতে শুনলাম। প্রথম জন
বলল, “কতদিন ধরে এসব জিনিষ চলবে? কতদিন
দৈনিক উৎসর্গ করা বন্ধ থাকবে? কতদিন এই ভয়ানক
পাপ স্থায়ী হবে? কতদিন ধরে এই মন্দির এবং দূতেরা
শ্রদ্ধাহীন ভাবে পদদলিত হবে?”
14অপর পবিত্র ব্যক্তি বলল, “এই ঘটনা 2,300
দিন ধরে চলবে। তারপর পবিত্র স্থানটি সারানো হবে।”

দানিয়েলকে স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যা দেওয়া হল

15আমি, দানিয়েল এই স্বপ্নদর্শন করেছিলাম এবং
তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। যখন আমি এই
স্বপ্নদর্শনের কথা ভাবছিলাম তখন একজন মানুষের
মতো দেখতে ব্যক্তি এসে আমার সামনে দাঁড়াল।
16তারপর আমি ঊলয় নদীর ওপর থেকে একজন
মানুষের স্বর শুনলাম। সেই স্বর বলল, “গাব্রিয়েল তুমি
এই লোকটিকে স্বপ্নদর্শনের অর্থ ব্যাখ্যা করে দাও।”
17তাই মানুষের মতো দেখতে সেই দূত গাব্রিয়েল
আমার কাছে এল। আমি ভয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।
কিন্তু গাব্রিয়েল আমাকে বলল, “হে মানুষ, বুঝে নাও
এই স্বপ্নদর্শন যা হল শেষ সময়ের সম্বন্ধে।”
18যখন গাব্রিয়েল কথা বলতে শুরু করল তখন
আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং মাটির ওপর মুখ খুবড়ে
পড়ে গেলাম। কিন্তু সেই গভীর ঘুম থেকে গাব্রিয়েল
আমাকে টেনে তুলে নিজের পায়ে দাঁড় করাল।
19গাব্রিয়েল বলল, “এখন আমি তোমাকে স্বপ্নদর্শনটি

ব্যাখ্যা করব। ঈশ্বরের ক্রোধের শেষ সময়ে কি হবে তা আমি তোমাকে বলব। একটি নির্দিষ্ট সময় সমাপ্তি আসবে।

20"তুমি দুটি শিং বিশিষ্ট একটি মেষ দেখেছো। ওই শিং দুটি হল মাদীয় ও পারসীক দেশের রাজ্যদ্বয়। 21ছাগলটি হল গ্রীস দেশের রাজা এবং তার চোখের মাঝখানের বড় শিংটি হল প্রথম রাজা। 22সেই শিংটি ভেঙে তার জায়গায় আরো চারটি শিং গজাল। ঐ চারটি শিং হল চারটি রাজ্য যা প্রথম রাজার দেশ থেকে আসবে। কিন্তু ঐ চারটি দেশ প্রথম দেশটির মতো শক্তিশালী হবে না।

23"ওই রাজ্যগুলির শেষ সময়ে একজন কঠোর ও নির্দয় রাজা আসবে যে হবে ভীষণ ধূর্ত। এটা ঘটবে যখন ওখানে অনেক অনেক পাপী লোক হবে। 24ঐ রাজা ভীষণ ক্ষমতাবান হবে কিন্তু এই ক্ষমতা তার নিজের থেকে হয় নি। এই রাজা ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটাবে। সে যা করবে তাই সফল হবে। সে শক্তিমান লোকেদের, এমনকি ঈশ্বরের বিশেষ লোকেদেরও ধ্বংস করবে।

25"এই রাজা হবে ভীষণ চতুর ও ধূর্ত। সে তার মিথ্যাগুলো লোককে বিশ্বাস করাবে। সে নিজেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে। সে হঠাৎ লোকেদের ধ্বংস করবে। সে এমনকি রাজার রাজাকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে চাইবে। কিন্তু কোন মানুষের দ্বারা সেই নিষ্ঠুর রাজার ক্ষমতা ধ্বংস করা হবে না।

26"আমি সেই সময়ে কি ঘটবে তা নিয়ে স্বপ্নদর্শনের যে ব্যাখ্যা দিলাম তা সত্য। কিন্তু এই স্বপ্নদর্শনের ওপর সীলমোহর করে দাও। এইগুলি ঘটবার আগে অনেক কাল কেটে যাবে।"

27আমি, দানিয়েল এই স্বপ্নদর্শন করার পর ভীষণ দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তারপর আমি সেরে উঠে আবার রাজকার্য্যে যোগ দিলাম। কিন্তু আমি ওই স্বপ্নদর্শনের ব্যাপারে খুব বিভ্রান্ত ছিলাম। আমি ঐ স্বপ্নদর্শনের অর্থ বুঝতে পারিনি।

দানিয়েলের প্রার্থনা

9 বাবিলের রাজা দারিয়াবসের রাজত্বের প্রথম বছরে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল। দারিয়াবস ছিলেন মাদীয় বংশজাত। দারিয়াবস ছিলেন অহশ্বেরশের পুত্র। 2তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে আমি, দানিয়েল কয়েকটি বই পড়েছিলাম। আমি বই পড়ে জানতে পেরেছিলাম যে প্রভু যিরমিয়কে বলেছিলেন 70 বছর পর আবার জেরুশালেম পুনর্নির্মাণ হবে।

3তখন আমি ঈশ্বর, আমার প্রভুর কাছে সাহায্য এবং করুণার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। প্রার্থনার সময় আমি উপোস করে, শোকপোশাক পরে এবং মাথায় ছাই মেখে বসেছিলাম। 4আমি আমার ঈশ্বর, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে সমস্ত পাপ স্বীকার করে বলেছিলাম, "প্রভু, তুমিই সেই মহান ঈশ্বর। তুমি যাদের ভালোবাসো এবং যারা তোমার আদেশ পালন করে তাদের সঙ্গে তোমার করুণা ও চুক্তি অব্যাহত রাখো।"

5"কিন্তু প্রভু, আমরা পাপ করেছি, অনেক খারাপ কাজ করেছি। আমরা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমরা তোমার আজ্ঞা এবং সঠিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছি। 6আমরা ভাববাদীদের কথা শুনিনি। আমরা কেউই তোমার সেবক, ভাববাদীদের কথা শুনিনি। তারা তোমার হয়ে কথা বলে। তারা আমাদের রাজাদের সঙ্গে, নেতাদের সঙ্গে এবং পিতামহদের সঙ্গে কথা বলেছিল। তারা ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের সঙ্গে কথা বলেছিল। কিন্তু আমরা ঐ ভাববাদীদের কথা বিন্দুমাত্র শুনিনি।

7"প্রভু, তুমিই ঠিক এবং ধার্মিকতা তোমারই! আমাদের যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। আমাদের, ইস্রায়েলের লোকেদের যাদের তুমি কাছের এবং দূরের দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছ, তাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। কেন? কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম।

8"প্রভু তোমার বিরুদ্ধে পাপাচারে মেতে ওঠার জন্য আমাদের প্রত্যেকের লজ্জিত হওয়া উচিৎ। আমাদের রাজাদের, নেতাদের এবং পূর্বপুরুষদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

9"কিন্তু প্রভু, তুমি সত্যিই দয়ালু। তুমি লোকেদের খারাপ কাজ ক্ষমা কর। এবং আমরা সত্যিই তোমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম। 10আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে অমান্য করেছি। প্রভুর অনুগামীসমূহ, ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের জন্য যা বিধি করেছিলেন তা আমরা কেউই মেনে চলিনি। আমরা প্রভুর নিয়ম এবং বিধিকে অমান্য করেছিলাম। 11ইস্রায়েলের একজন মানুষও তোমার শিক্ষাকে মান্য করেনি। তারা প্রত্যেকে তোমাকে অমান্য করে তোমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। প্রভুকে অমান্য করার শাস্তির বিধান সমস্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি মোশির বিধিপুস্তকে (মোশি ঈশ্বরের দাস) লেখা ছিল। আইনকে অমান্য করার ফল আমরা ভুগছি। প্রভুর বিরুদ্ধে করা সমস্ত পাপাচারের শাস্তি অভিশাপ হিসেবে আমাদের জীবনে বর্ষিত হয়েছে।

12"প্রভু আমাদের ও আমাদের নেতাদের জীবনে যা যা ঘটাবার কথা বলেছিলেন তাই তিনি ঘটিয়েছেন। তিনি আমাদের ওপর ভয়ঙ্কর অমঙ্গল এনেছেন। জেরুশালেমের মতো দুরবস্থা আর কোন শহরের হয় নি। 13মোশির বিধি পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে তেমনি সমস্ত অমঙ্গল আমাদের জীবনে ঘটে গিয়েছে। কিন্তু তবু আমরা প্রভুকে সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা করিনি। তবু আমরা পাপাচার থেকে নিজেদের সরিয়ে নিইনি। তবু আমরা প্রভুর সততার দিকে মন দিইনি। 14প্রভু আমাদের জন্য সমস্ত অমঙ্গল তৈরী করে রেখেছিলেন। এবং সেইগুলিই আমাদের জীবনে ঘটিয়েছেন। প্রভু সঠিক কাজটাই করেছিলেন কিন্তু আমরা তবুও তাঁর কথা শুনিনি।

15"প্রভু, আমাদের ঈশ্বর তুমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছো। আমরা তোমার লোক। তুমি আজও সেইজন্য বিখ্যাত। প্রভু,

আমরা পাপ করেছি এবং কুকর্ম করেছি। **16**প্রভু, তোমার
পবিত্র পর্বতের ওপর অবস্থিত তোমার পবিত্র শহর
জেরুশালেমের প্রতি তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হোক।
জেরুশালেমের ওপর ক্রোধ থেকে বিরত হও কারণ
তুমি দয়ালু এবং উদার। আমরা এবং আমাদের
পূর্বপুরুষরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম বলে,
আমাদের চারপাশের লোকেরা তোমার লোকেদের নিয়ে
উপহাস করে।

17“প্রভু তোমার দাসের প্রার্থনা শোন। সাহায্যের
জন্য আমার প্রার্থনা শোন। তোমার নিজের জন্য তোমার
পবিত্র মন্দিরটির দিকে, যেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে,
অনুগ্রহের দৃষ্টি দাও।* **18**আমার ঈশ্বর, আমার কথা
শোন! চোখ খুলে দেখ আমাদের জীবনে কি কি ভয়ঙ্কর
ঘটনা ঘটেছে! দেখো তোমার নামাঙ্কিত শহরের কি
দুরাবস্থা! আমি বলছি না যে আমরা ভাল মানুষ। সেজন্য
আমি তোমাকে একথাগুলি বলছি না। আমি তোমাকে
একথাগুলো বলছি কারণ আমি জানি তুমি দয়ালু।
19প্রভু, আমাদের কথা শোন! প্রভু আমাদের ক্ষমা
করো! প্রভু আমার কথা শোন! তোমার নিজের জন্য,
আর দেরী করো না কারণ তোমার লোকেরা আর
তোমার শহর তোমার নামে পরিচিত।”

70 সপ্তাহ সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন

20এইভাবে আমি ঈশ্বরকে আমার প্রার্থনার মধ্যে
দিয়ে ওই কথাগুলি বলছিলাম। আমি আমার পাপসমূহ
এবং ইস্রায়েলের লোকেদের পাপসমূহ স্বীকার করছি।
আমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য প্রার্থনা করছিলাম।
21আমার প্রার্থনা কালে গাব্রিয়েল নামে এক ব্যক্তি এসে
উপস্থিত হয়েছিল। এ ছিল সেই গাব্রিয়েল যাকে পূর্বে
আমি আমার স্বপ্নদর্শনে দেখেছিলাম। গাব্রিয়েল যেন
হাওয়ায় উড়ে এসেছিল। সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্যর সময়
সে এসেছিল। **22**সে আমার সঙ্গে কথা বলল এবং
আমি যাতে বুঝতে পারি সেইরকমভাবে সাহায্য করল।
গাব্রিয়েল বলল, “দানিয়েল, আমি তোমাকে বেশী জ্ঞান
দিতে এসেছি। **23**তুমি যখন প্রথম প্রার্থনা করতে শুরু
করেছিলে তখন ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন
তোমাকে শেখাবার জন্য। তাই আমি তোমাকে জানাতে
এসেছি কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব ভালবাসেন! তুমি
এই আজ্ঞা বুঝবে, তারপর তুমি স্বপ্নদর্শনও বুঝতে পারবে।

24“ঈশ্বর তোমার জাতি এবং তোমার পবিত্র শহরের
জন্য 70 সপ্তাহ নির্ধারণ করেছেন। এই বিষয়গুলির
জন্য 70 সপ্তাহ সময়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে: সমস্ত
খারাপ কাজ বন্ধ করবার জন্য, পাপ কাজ বন্ধ করবার
জন্য, লোকেদের শুদ্ধ করবার জন্য, ধার্মিকতাকে আনবার
জন্য যেটা চিরকালের জন্য অব্যাহত থাকবে, স্বপ্নদর্শন
ও ভাববাদীদের ওপর শীলমোহর করা এবং খুব পবিত্র
স্থানটি উৎসর্গ করা।

25“দানিয়েল এই বিষয়গুলি বুঝে নাও, জেনে নাও।
জেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করার জন্য একটা বার্তা
আসবে। ঐ বার্তাটি আসার সাত সপ্তাহ পরে একজন
নেতা নির্বাচন করা হবে। তারপর জেরুশালেম পুনর্নির্মিত
হবে। জেরুশালেমে আবার একটি উন্মুক্ত বর্গক্ষেত্র
থাকবে এবং শহরের সুরক্ষার জন্য তার চারিদিকে একটি
পরিখা থাকবে। 62 সপ্তাহের মধ্যে জেরুশালেম পুনরায়
তৈরী হবে। কিন্তু ওই সময়ে অনেক সঙ্কটের মুখে
পড়তে হবে। **26**বাষট্টি সপ্তাহের পর নির্বাচিত ব্যক্তিকে
হত্যা করা হবে এবং তাঁর কিছুই থাকবে না। তারপর
ভবিষ্যৎ নেতার লোকেরা শহরটি এবং তার পবিত্র স্থান
ধ্বংস করে দেবে। সমাপ্তি আসবে বন্যার মতো। সব
শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। এই স্থানটি সম্পূর্ণরূপে
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

27“তখন ভবিষ্যতের শাসক অনেক লোকের সঙ্গে
একটি চুক্তি করবে। ঐ চুক্তিটি এক সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত
থাকবে। অর্ধেক সপ্তাহের জন্য উৎসর্গ এবং নৈবেদ্যসমূহ
বন্ধ হবে। এবং একজন ধ্বংসকারী আসবে। কিন্তু ঈশ্বর
আদেশ দিয়েছেন সে ভয়ঙ্কর ধ্বংসের কাজ করবে। যে
ধ্বংসকারীটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে।”*

হিদ্দেকল নদীর দ্বারা দানিয়েলের স্বপ্নদর্শন

10 পারস্যের রাজা ছিলেন কোরস। রাজা কোরসের
রাজত্বের তৃতীয় বছরে দানিয়েল ঈশ্বরের কাছ
থেকে একটি বার্তা পান। (দানিয়েলের অপর নাম হল
বেল্টশৎসর।) এই বার্তাটি খুবই সত্য। দানিয়েল বার্তাটি
বুঝতে খুব কষ্ট করলেন এবং অবশেষে তিনি দর্শনটি
বুঝতে পারলেন।

2দানিয়েল বললেন, “বার্তাটি যখন আমার কাছে
এলো, তখন আমি তিন সপ্তাহের জন্য যে ব্যক্তির বন্ধু
অথবা পরিবার মারা গেছে, তার মত শোক করছিলাম।
3ঐ তিন সপ্তাহকালের মধ্যে আমি কোন সুস্বাদু খাবার
খাইনি, মাংস ভোজন করিনি, দ্রাক্ষারস পান করিনি,
মাথায় তেল মাখিনি।

4“প্রথম মাসের 24তম দিনে আমি হিদ্দেকল
মহানদীর তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। **5**সেখানে দাঁড়ানোর সময়
চোখ মেলে সামনে তাকাতেই দেখতে পেলাম ক্ষৌমবস্ত্র
পরিহিত এবং কোমরে খাঁটি সোনার কোমর বন্ধনী
পরিহিত একজন ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
6তার শরীর ছিল মসৃণ ও উজ্জ্বল পাথরের মতো।
তার মুখমণ্ডল ছিল বিদ্যুৎপ্রভার মত। তার দুটি চোখই
ছিল আগুনের জ্বলন্ত শিখা। তার বাহুদ্বয় এবং পদযুগল
ছিল উজ্জ্বল পিতলের মতো। তার স্বর ছিল যেন হাজার
লোকের মিলিত কোলাহল।

7“আমি, দানিয়েল, একমাত্র ব্যক্তি যে ঐ স্বপ্নদর্শন
দেখতে পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গীরা সেই স্বপ্নদর্শন
থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, কিন্তু তারা ভীত হয়েছিল।
তারা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল।
8তাই আমি একাই ঐ স্বপ্নদর্শন করেছিলাম। আমি আমার

তোমার ... দাও আক্ষরিক অর্থে, “তোমার মন্দিরের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর।”

যে ... হবে অথবা “এই সব জিনিসগুলি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের ডানায় ভর করে আসবে।”

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মুখ মৃত মানুষের
মুখের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং আমি অসহায়
হয়ে পড়েছিলাম। **9**তখন আমি শুনতে পেলাম যে ঐ
ব্যক্তিটি স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে কথা বলছে। আমি তার
স্বর শোনার পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে
মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলাম।

10“তখন একটি হাত আমাকে স্পর্শ করেছিল। এটা
যখন ঘটল তখন আমি আমার হাত এবং হাঁটুর ওপরে
ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি এত ভয় পেয়ে
গিয়েছিলাম যে আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। **11**স্বপ্নদর্শনে
মানুষটি আমাকে বলে উঠলেন, ‘দানিয়েল, তোমাকে
ঈশ্বর খুব ভালবাসেন। যে কথাগুলি আমি তোমাকে
বলব সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং বুঝে
নেবে। উঠে দাঁড়াও, আমাকে এইজন্যই তোমার কাছে
পাঠানো হয়েছে।’ এবং যখন সে এই কথাগুলি বললেন,
আমি উঠে দাঁড়ালাম। যদিও তখন আমি ভয়ে
কাঁপছিলাম। **12**তখন সেই লোকটি স্বপ্নদর্শনের মধ্যে
দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি আমাকে
বললেন, ‘দানিয়েল, ভয় পেও না। একেবারে প্রথম
থেকেই যখন তুমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলে এবং ঈশ্বরের
সামনে নিজেকে বিনয়ী করেছিলে, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা
শুনেছিলেন। তা সত্ত্বেও, তোমার প্রার্থনার সাড়া দিয়ে
আমি আসতে শুরু করেছিলাম।

13কিন্তু পারস্যের যুবরাজ 21 দিন ধরে আমার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করেছিল। সে আমাকে তোমার কাছে আসা থেকে
বিরত করেছিল। তখন মীখায়েল নামের একজন
গুরুত্বপূর্ণ যুবরাজ আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে
এলো। কারণ আমি সেখানে একা পারস্যরাজের দ্বারা
আটকে পড়েছিলাম। **14**দেখ দানিয়েল, তোমার
লোকেদের ভবিষ্যতে কি হবে সেটা ব্যাখ্যা করবার
জন্য আমি এসেছি। এই স্বপ্নদর্শন ভবিষ্যতের একটি
সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।’

15“ঐ লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি
আভূমি নত হয়েছিলাম। আমি কোন কথা বলতে
পারছিলাম না। **16**তখন মানুষের মত দেখতে সেই
একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলেন এবং আমি আবার
কথা বলতে সক্ষম হলাম। আমি আমার সামনে দাঁড়ানো
সেই একজনের সঙ্গে কথা বললাম, ‘মহাশয়, আমি
স্বপ্নদর্শনে যা দেখেছি তা নিয়ে খুব অস্থির এবং চিন্তিত।
আমি অসহায় বোধ করছি। **17**মহাশয়, আমি দানিয়েল,
আপনার ভৃত্য। আমার প্রভু, আমার মত একজন বিনীত
লোক আপনার সঙ্গে কি করে কথা বলতে পারে?
আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত এবং আমার পক্ষে
নিঃশ্বাস নেওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

18“তখন মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি আমাকে
পুনরায় স্পর্শ করলেন এবং আমি আগের থেকে ভাল
অনুভব করতে থাকলাম। **19**তখন তিনি বললেন,
‘দানিয়েল ভয় পেও না। ঈশ্বর তোমাকে অত্যন্ত
ভালবাসেন। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। এখন
শক্তিশালী হয়ে ওঠো।’

“যখন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন
আমি সবল হয়ে উঠছিলাম। আমি বললাম, ‘মহাশয়,
আপনি আমায় সবল করে তুললেন। এখন আপনি
কথা বলতে পারেন।’

20“তখন তিনি বললেন, ‘দানিয়েল, তুমি কি জানো
কেন আমি তোমার কাছে এসেছি? খুব শীঘ্রই আমি
পারস্যের যুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব।
যখন আমি যাব তখন যবনের যুবরাজ আসবে। **21**কিন্তু
দানিয়েল, আমি যাবার আগে, আমাকে বিশদভাবে বলে
যেতে হবে সত্য-গ্রন্থে কি লেখা আছে। ঐ সব দুষ্ট
যুবরাজদের বিরুদ্ধে, এক মীখায়েল ছাড়া আর কেউই
আমাকে সাহায্য করেনি। মীখায়েল হচ্ছে তোমার
লোকেদের ওপর শাসন কর্তা সেই যুবরাজ।

11 মাদীয় রাজা দারিয়াবসের রাজত্বকালের প্রথম
বছরেই পারস্যের যুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার
জন্য আমি মীখায়েলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

2““এখন তাহলে দানিয়েল তোমাকে আমি সত্যটি
বলব। পারস্যে আরও তিনজন রাজা শাসন করবে।
এরপর আসবে চতুর্থ রাজা। সেই চতুর্থ রাজাই হবে
পারস্যের সব থেকে ধনী রাজা। খুব শক্তিশালী হয়ে
ওঠার জন্য সে তার ধনসম্পদ ব্যবহার করবে। এবং
গ্রীস রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সে সকলকে
ইচ্ছুক করে তুলবে। **3**তখন একজন শক্তিশালী ও বিত্তবান
রাজার আবির্ভাব ঘটবে। সে আরো শক্তি দিয়ে শাসন
করবে। সে যা চাইবে তাই করতে সক্ষম হবে। **4**সেই
রাজার আবির্ভাবের পর তার রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত
হবে। তার ছেলেমেয়েরা ও নাতিনাতনিরা তার রাজত্বের
ভাগ পাবে না এবং তার রাজ্যগুলি তাদের পুরোনো
শক্তি ফিরে পাবে না। কারণ তার রাজ্যের অংশীদার
হয়ে উঠবে অন্য মানুষেরা।

5““দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হয়ে উঠবে। কিন্তু
তারই একজন অধ্যক্ষের হাতে তার পরাজয় ঘটবে।
তখন সেই অধ্যক্ষই শাসন করতে শুরু করবে। তার
রাজ্য হবে একটি খুব শক্তিশালী রাজ্য।

6““কিন্তু কয়েকবছর পরে তাদের দুজনের মধ্যে
একটি চুক্তি সাক্ষরিত হবে। চুক্তিটি প্রতিপন্ন করবার
জন্য দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা যাবে উত্তর দেশের
রাজপুত্রকে বিয়ে করতে। ঘটনাবশতঃ তাকে এবং তার
ভৃত্যবর্গ যারা তাকে এনেছিল, তার সন্তান এবং সেই
একজন যে তাকে সাহায্য করেছিল তাদের সবাইকে
প্রতারণা করা হবে।

7““কিন্তু ঐ যুবরাণীর পরিবারের এক ব্যক্তি এসে
দক্ষিণের রাজার স্থান গ্রহণ করবে। ঐ ব্যক্তি উত্তরের
রাজার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করবে। সে উত্তরের
রাজার দুর্গে প্রবেশ করে যুদ্ধে জয়লাভ করবে। **8**সে
তাদের দেবতার মূর্তি নিয়ে যাবে। এরপর সে আর
উত্তরের রাজাকে উত্যক্ত করবে না। **9**উত্তরের রাজা
আবার দক্ষিণের রাজধানী আক্রমণ করবে কিন্তু
পরাজিত হয়ে পুনরায় নিজের রাজ্যে ফিরে যাবে।
10উত্তরের রাজার পুত্ররা এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

তারা একটি বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠিত করবে। সেই
সেনাবাহিনী বন্যার মতো দ্রুত পথ পরিক্রম করবে।
তারা দক্ষিণের রাজার দুর্গ আক্রমণ করবে। 11তখন
দক্ষিণের রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তরের রাজাকে আক্রমণের
উদ্দেশ্যে বের হবে। উত্তরের রাজার বিশাল সেনাবাহিনী
থাকবে, কিন্তু সে দক্ষিণের রাজার সৈন্যবাহিনী দ্বারা
পরাজিত হবে। 12বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করবার
পর দক্ষিণের রাজা গর্বিত হবেন এবং তিনি লক্ষ লক্ষ
সৈন্য হত্যা করবেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতাশালী থাকবেন
না। 13কারণ এরপর উত্তরের রাজা আবার আগের চেয়েও
আরও বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবে। কয়েক বছর
পর আবার সে তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ
করবে। এই সৈন্যবাহিনী হবে অজস্র অস্ত্রধারী। তারা
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

14‘“সেই সময়ে অনেক লোক দক্ষিণের রাজার
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তোমার নিজেরই
কয়েকজন লোক যারা যুদ্ধ করতে ভালবাসে তারা
যোগ দেবে এবং দক্ষিণের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।
তারা স্বপ্নদর্শনকে সত্য করে তুলতে চেষ্টা করবে, কিন্তু
তারা যুদ্ধে জয়লাভ করবে না। 15এরপর উত্তরের রাজা
আসবে এবং একটি শক্তিশালী শহর অধিগ্রহণ করে
নেবে। দক্ষিণের সৈন্যরা যুদ্ধে পুরোপুরি পরাস্ত হয়ে
পড়বে। এমনকি দক্ষিণের বীর সৈন্যরাও তাদের শক্তি
দিয়ে উত্তরের সৈন্যদের ঠেকাতে পারবে না।

16‘“উত্তরের রাজা যা খুশী তাই করতে পারবে।
কেউ তাকে থামাতে সক্ষম হবে না। তার হাতে সুন্দর
দেশটির ক্ষমতা থাকবে। এবং এই দেশ ধ্বংস করার
মতো যথেষ্ট শক্তি তার হাতে থাকবে। 17উত্তরের রাজা
দক্ষিণের রাজাকে পরাজিত করবার জন্য তার রাজ্যের
সমগ্র শক্তিকে আনতে স্থির করেছিল। দক্ষিণের রাজার
সঙ্গে সে একটি চুক্তি করবে। এবং সেটা প্রতিপন্ন
করতে তার এক কন্যাকে দক্ষিণের রাজার সঙ্গে বিয়ে
দেবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকারী হবে না।

18‘“এরপর উত্তরের রাজা সমুদ্র উপকুলবর্তী
দেশগুলোর দিকে মনোযোগ দেবে। যুদ্ধে বেরিয়ে সে
বেশ কিছু শহর জয় করবে। কিন্তু এরপর একজন
সেনাধ্যক্ষ উত্তরের রাজার সমস্ত গর্ব চূর্ণ করে দেবে।
সেই সেনাধ্যক্ষ উত্তরের রাজাকে লজ্জিত করে তুলবে।

19‘“সেটি ঘটবার পর, উত্তরের রাজা পুনরায় তার
নিজের দেশের দুর্গে ফিরে যাবে। কিন্তু সে দুর্বিপাকে
পড়বে এবং মারা যাবে।

20‘“উত্তরের রাজার অপসারণের পর তার স্থানে
এক নতুন শাসক উঠে আসবে। ঐ শাসক তার প্রজাগণের
কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য তার সহকারীদের পাঠাবে।
কিন্তু কয়েক বছর পরেই সেই শাসক ধ্বংস হবে। তবে
সে যুদ্ধে মারা যাবে না।

21‘“সেই শাসকের পর, আর একজন নতুন শাসক
হবে। ঐ শাসক হবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং হীণমন্য ব্যক্তি।
ঐ ব্যক্তি রাজকীয় পরিবারের সম্মান পাবে না। সে
চাটুকারিতার কৌশল অবলম্বন করে শাসক হয়ে যাবে।
সে এমন একটা সময় শাসক হবে যখন সেখানে শান্তি
আছে। 22সে বিশাল সৈন্যবাহিনীকে, এমনকি চুক্তির
নেতাকেও পরাজিত করবে। 23অনেক দেশ সেই নিষ্ঠুর
এবং ঘৃণ্য ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত করবে। কিন্তু
তাদের সাথেও সে চাতুরী করবে। মিথ্যে বলে তাদের
প্রতারিত করবে। সে শক্তি সঞ্চয় করবে কিন্তু সামান্য
কিছু মানুষ তাকে সমর্থন করবে।

24‘“সেই শান্তির সময়, সে ধনী দেশগুলিতে আসবে।
তার পূর্বপুরুষরা যা করেননি এমন সব জিনিষ সে
করবে। সে ধনী দেশগুলির শাসকদের বহু উপহার এবং
মূল্যবান জিনিষ দেবে। সে তাদের দুর্গগুলি পরাজিত
করবার পরিকল্পনা করবে। পরাজিত রাষ্ট্রগুলি থেকে
সে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে এসে তার অনুগামীদের
হাতে সেগুলি তুলে দেবে। দুর্ভেদ্য ও কঠিন শহরগুলিকেও
পরাজিত করার পরিকল্পনা করবে ঐ শাসক। কিছু
সময়ের জন্য সে সফল হবে।

25‘“সেই অতি নিষ্ঠুর এবং ঘৃণ্য শাসকের বিশাল
সেনাবাহিনী থাকবে। সে তার শক্তি দেখানোর জন্য ঐ
সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণের রাজাকে আক্রমণ করবে।
দক্ষিণের রাজাও এক বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠিত
করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে থাকা
কয়েকজনের গোপন পরিকল্পনায় দক্ষিণের সেই যুদ্ধে
রাজা পরাজিত হবে। 26দক্ষিণের রাজার বন্ধুবেশী
শত্রুরাই ষড়যন্ত্র করে তাকে যুদ্ধে পরাজিত করবে।
দক্ষিণের রাজার অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাবে।
27উভয় রাজাই পরস্পরের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।
এক টেবিলে বসেও দুজন দুজনকে মিথ্যে কথা বলবে।
কিন্তু তাদের মিথ্যাগুলি তাদের কোন কাজেই আসবে
না। কিন্তু ঈশ্বর ইতিমধ্যে তাদের অপসারণের সময়
ঠিক করে রেখেছেন। 28 উত্তরের রাজা অনেক ধনসম্পদ
নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে। তখন সে, যারা পবিত্র
চুক্তি মানে তাদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করবে এবং
নিজের দেশে ফিরে যাবে।

29‘“সঠিক সময়ে উত্তরের রাজা পুনরায় দক্ষিণের
রাজাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু এইবার সে আগের
বারের মতো সাফল্য পাবে না। 30পশ্চিম থেকে সমস্ত
যুদ্ধ জাহাজগুলি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ছুটে
আসবে। সে পবিত্র চুক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ দেখাবে এবং
যারা পবিত্র চুক্তি মানা বন্ধ করেছে তাদের সাহায্য
করবে। 31উত্তরের রাজা জেরুশালেমের মন্দির নষ্ট
করতে তার সৈন্যবাহিনীকে পাঠাবে। মন্দিরে নিত্য
নৈবেদ্য দিতে আসা লোকেদের সেনারা থামিয়ে দেবে।
তারা মন্দিরের ভেতরে সেই ভয়ঙ্কর জিনিষটি রাখবে,
যেটি ধ্বংসের কারণ।

32‘“উত্তরের রাজা ইহুদীদের দেখতে পাবেন যারা
পবিত্র চুক্তির বিরোধী। তিনি তাঁর ভান, ছল-চাতুরী
এবং অবিরাম মিথ্যা দ্বারা তাদের সমর্থন পাবেন। কিন্তু
যে সকল ইহুদীরা তাদের ঈশ্বরকেই শক্তিমান বলে
বিশ্বাস করবেন তারাই শক্তিশালী হয়ে উঠে পুনরায়
যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

33‘“ঐ সকল জ্ঞানী শিক্ষকেরা অন্যদের কি ঘটছে
তা বোঝাতে সাহায্য করবে। কিন্তু এই ধর্মবিশ্বাসের
জন্য তাদের নির্যাতন সহ্য করতে হবে। তাদের মধ্যে
বেশ কয়েকজনকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হবে।
কয়েকজনকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হবে এবং আরো
কয়েকজনকে কারাগারে বন্দী করা হবে। তাদের মধ্যে
কয়েকজনের ঘরবাড়ি লুঠ করা হবে। **34**যখন সাধারণ
লোকেরা হোঁচট খায় তখন জ্ঞানী শিক্ষকেরা অল্প সাহায্য
করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন,
যারা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে তারা হবে কপটাচারী।
35কয়েকজন জ্ঞানী মানুষ হোঁচট খাবে এবং ভুল করবে।
তারা শাস্তি পাবে, কিন্তু এটা তাদের ভালো লোক করে
দেবে। কারণ যাতে তারা শেষ সময়ে নিজেদের খাঁটি,
শক্তিশালী এবং ত্রুটিহীন করে গড়ে তুলতে পারে।
তখন, সঠিক সময়ে, সেই সময়ের সমাপ্তি আসবে।”’

যে রাজা নিজেই নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

36‘“উত্তরের রাজা যা চায় তাই করতে পারবে। সে
নিজেই নিজের কাজের বড়াই করে বেড়ায়। সে নিজের
প্রশংসায় নিজে এতোই অন্ধ যে নিজেকে সে ঈশ্বরের
থেকেও বড় মনে করে। সে যা বলে তা আর কেউ
কোনদিন শোনেনি। সে ঈশ্বর সম্পর্কে যা তা বলে
বেড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বর স্থির করবেন যে এই
ভয়ানক সময় শেষ হবে, উত্তরের রাজা এ ব্যাপারে
সফল হবেন। কারণ কি ঘটতে যাচ্ছে তা ঈশ্বর পূর্বেই
পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

37‘“উত্তরের রাজা তার পূর্বপুরুষদের দেবতাদেরও
মানবে না। স্ত্রীলোকদের কামনার দেবতার মূর্ত্তিকেও
সে মানবে না। সে কোন দেবতাকেই গুরুত্ব দেবে না।
সে শুধু নিজের গুণগান গেয়ে বেড়াবে আর নিজেকে
সমস্ত দেবতাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। **38**উত্তরের
রাজা দুর্গগুলির দেবতা ব্যতীত আর কোন ঈশ্বরের
উপাসনা করবে না। কিন্তু উত্তরের রাজা দুর্গসমূহের
দেবতাদের উপহারস্বরূপ সোনা, রূপা এবং মণিমানিক্য
দেবে এবং তাঁকে সম্মান জানাবে। এই দেবতা তার
পূর্বপুরুষদের অজ্ঞাত ছিল।

39‘“উত্তরের রাজা ঐ অজ্ঞাত বিদেশী দেবতার সাহায্য
নিয়ে দৃঢ় দুর্গগুলিকে আক্রমণ করবে। অন্যান্য দেশের
শাসকগণ তার সাথে যোগ দিলে সে তাদের সম্মানিত
করবে। সে তার অনেক প্রজাকে ঐ সকল শাসকদের
সেবায় নিয়োজিত করবে। শাসকদের পারিতোষিক
হিসেবে অনেক জমিজমা দিয়ে দেবে।

40‘“অবশেষে দক্ষিণের রাজা উত্তরের রাজার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করবে। উত্তরের রাজাই তাকে আক্রমণ করবে।
উত্তরের রাজা রথসমূহ, অশ্বারোহী মানুষ এবং যুদ্ধ
জাহাজসমূহ দিয়ে আক্রমণ করবে। উত্তরের রাজার
সৈন্যরা বন্যার জলের মতো প্রবাহিত হবে। **41**উত্তরের
রাজা সুন্দর দেশকে আক্রমণ করবে। উত্তরের রাজার
কাছে অনেক দেশ পরাজিত হবে। কিন্তু ইদোম ও
মোয়াব এবং অম্মোন দেশের নেতৃবৃন্দ উত্তরের রাজার
হাত থেকে রক্ষা পাবে। **42**উত্তরের রাজা অনেক দেশ
আক্রমণ করবে। এমনকি মিশরও উত্তরের রাজার হাত
থেকে রক্ষা পাবে না। **43**মিশরের সমস্ত সোনা, রূপো
ও ধনসম্পদ তার হস্তগত হবে। লুবীয়েরা এবং কূশীয়েরা
তার অনুচর হবে। **44**কিন্তু পূর্ব ও উত্তর দেশ থেকে
আসা খবর শুনতে পেয়ে উত্তরের রাজা ভীত হয়ে
পড়বে এবং সে রাগ করবে। সে অনেকগুলি দেশকে
পুরোপুরি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু
করবে। **45**সে সমুদ্র ও সুন্দর পবিত্র পর্বতের মাঝখানে
তার রাজকীয় তাঁবু খাঁটাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ নিষ্ঠুর
রাজার মৃত্যু ঘটবে। তার মৃত্যুর সময় তাকে সাহায্য
করার জন্য সেখানে কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে না।”’

12 “স্বপ্নদর্শনে আবির্ভূত ব্যক্তি বলল, ‘দানিয়েল,
সেই সময়ে সেই মহান দূত মীখায়েল উঠে
দাঁড়াবে। মীখায়েল তোমার লোকেদের রক্ষা করবে।
তখন সেখানে এমন সঙ্কট দেখা দেবে, যা আগে কখনও
হয়নি। কিন্তু দানিয়েল, সেই সময় পুস্তকে তোমার
জাতির মধ্যে যাদের নাম লেখা থাকবে তারা রক্ষা
পাবে। **2**সমাধিস্থ মৃতদের মধ্যে অনেকে পুনরায় জেগে
উঠবে, তারা আবার জীবন ফিরে পাবে। তারা অমরত্ব
পাবে। কেউ কেউ আবার জেগে উঠবে লজ্জার ও
অনন্ত ঘৃণার জীবনের উদ্দেশ্যে। **3**জ্ঞানী ব্যক্তিরা
আকাশের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যারা অন্য
লোকেদের শেখায় কি করে ভালো জীবনযাপন করতে
হয়, তারা নক্ষত্রের মত চিরকাল উজ্জ্বলভাবে চক্‌চক্
করবে।

4‘“কিন্তু দানিয়েল, তুমি এই বাণী অবশ্যই অত্যন্ত
গোপনে রাখবে। তুমি এই পুস্তক বন্ধ করে রাখবে।
সমাপ্তি সময় না আসা পর্যন্ত তুমি তা গোপন রাখবে।
জ্ঞানের জন্য অসংখ্য মানুষ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি
করবে। এবং এর ফলে সত্যিকারের জ্ঞানের বৃদ্ধি
হবে।’

5“তখন আমি, দানিয়েল, সামনে তাকালাম এবং
অন্য দুজন ব্যক্তিকে দেখলাম। একজন নদীর এপারে
আমার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং অন্যজন নদীর
ওপারে। **6**তাদের মধ্যে একজন, ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত
জলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বলল, ‘বিস্ময়কর
ঘটনাগুলি ঘটতে আর কত সময় লাগবে? কখন তা
সত্যে পরিণত হবে?’

7“ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত মানুষটি নদীর জলের ওপর
দাঁড়িয়ে তার দুহাত স্বর্গের দিকে তুলে ধরল। এবং
আমি শুনতে পেলাম সে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে
বলছে, ‘সময়, সময় এবং অর্দ্ধ সময়।* পবিত্র জাতির
ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে এবং সমস্ত বিস্ময়কর
ঘটনাগুলি অবশেষে সত্যে পরিণত হবে।’

8“আমি উত্তরটা শুনতে পেলেও তার অর্থ বুঝতে
পারলাম না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মহাশয়,
সবকিছু সত্যে পরিণত হলে কি ঘটবে?’

সময়, সময় এবং অর্দ্ধ সময় অর্থাৎ “সাড়ে তিন বছর।”

9“সে উত্তরে বলল, ‘দানিয়েল, তুমি তোমার জীবনে
ফিরে যাও। এই বাণী লুকানো থাক। সমাপ্তির সময় না
আসা পর্যন্ত তা গোপন থাকবে। 10অনেক লোক শুচি
এবং পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু দুষ্ট ও শয়তানরা
নিজেদের একইরকম রাখবে। এবং ঐ দুষ্ট লোকেরা
এই কথা বুঝতে পারবে না। কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা বুঝতে
পারবে। 11নিত্য নৈবেদ্য বন্ধ হবে। তখন থেকে মন্দিরে
ভয়ানক জিনিষটি রাখার দিন পর্যন্ত 1,290 দিন থাকবে।
12যারা 1,335 দিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকতে
পারবে, তারা অত্যন্ত সুখী হবে।

13“‘দানিয়েল, তোমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
বেঁচে থাকো। তুমি তোমার বিশ্রাম পাবে। সময়ের শেষে
তুমি মৃত্যু থেকে জেগে উঠবে এবং তোমার প্রাপ্য
আশীর্বাদসমূহ পাবে।’”

হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক

হোশেয়র মাধ্যমে প্রভু ঈশ্বরের বার্তা

1 প্রভুর এই বার্তাটি বেরির পুত্র হোশেয়র কাছে এসেছিল। উষিয়, যোথম, আহস এবং হিষ্কিয়– এরা যখন যিহূদার রাজা, সেই সময়ে এই বার্তাটি এসেছিল। এই সময় যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন।

2হোশেয়র কাছে এটাই ছিল প্রভুর প্রথম বার্তা। প্রভু বলেছিলেন, "যাও, একজন পতিতাকে বিয়ে কর যার বেশ্যাবৃত্তির দরুন সন্তান হয়েছে। কেন? কারণ এদেশের লোকেরা পতিতাদের মতোই ব্যবহার করেছে। তারা প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে।"

যিষ্রিয়েলের জন্ম

3সেজন্য হোশেয় দিব্‌লায়িমের কন্যা গোমরকে বিয়ে করল। গোমর গর্ভবতী হল এবং হোশেয়কে একটি পুত্র উপহার দিল।

4প্রভু হোশেয়কে বললেন, "তার নাম যিষ্রিয়েল রাখো। কেন? কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে আমি যিষ্রিয়েলের উপত্যকাতে রক্তপাতের জন্য যেহূর পরিবারকে শাস্তি দেব। তারপর আমি ইস্রায়েলের রাজ্যকে ধ্বংস করব।
5এবং সেই সময়ে, যিষ্রিয়েল উপত্যকায় ইস্রায়েলের ধনুক ভাঙ্গব।"

লো-রুহামার জন্ম

6তারপর গোমর আবার গর্ভবতী হলো এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। প্রভু হোশেয়কে বললেন, "তার নাম লো-রুহামা রাখো। কেন? কারণ আমি ইস্রায়েল দেশকে ক্রমাগত ক্ষমা করতে পারব না।
আমি আর তাদের ক্ষমা করতে থাকব না। 7কিন্তু আমি যিহূদা জাতির প্রতি করুণা দেখাব। আমি যিহূদা জাতিকে রক্ষা করবো। আমি তাদের রক্ষা করার জন্য ধনুক অথবা তরবারি ব্যবহার করব না। আমি তাদের রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের ঘোড়া অথবা সৈন্য ব্যবহার করব না। আমি আমার নিজের ক্ষমতা বলে তাদের রক্ষা করব।"

লো-অম্মির জন্ম

8লো-রুহামার লালন-পালন শেষ করার পর, গোমর আবার গর্ভবতী হল। সে একটি শিশু পুত্রের জন্ম দিল।

9তখন প্রভু বললেন, "তার নাম লো-অম্মি রাখো। কেন? কারণ তোমরা আমার লোক নও। আমি তোমাদের ঈশ্বর নই।"

প্রভু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি করেছেন যে ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

10"ভবিষ্যতে, ইস্রায়েল জাতির লোকসংখ্যা সমুদ্রের বালির মতো অসংখ্য হবে। তুমি বালি পরিমাপ করতে পার না অথবা তার সংখ্যা গুনতেও পার না। তখন এটা যেখানে তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার লোক নও,' সেই জায়গাতেই তাদের বলা হবে, 'তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।'

11"তখন যিহূদাবাসী এবং ইস্রায়েলবাসীরা একত্রিত হবে। তাদের মধ্যে থেকে তারা একজন শাসককে নির্ধারণ করবে। এবং ঐ দেশের ভূখণ্ডের জন্য তাদের জাতি হবে অনেক বড়! * যিষ্রিয়েলের দিন সত্যই মহৎ হবে।"

2 "তখন তোমরা তোমাদের ভাইদের বলবে, 'তোমরা আমার লোক।' এবং তোমরা তোমাদের বোনেদের বলবে, 'তিনি তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছেন।'"

প্রভু ইস্রায়েল জাতিকে বলছেন

2"তোমার মায়ের সঙ্গে তর্ক কর। তর্ক কর! কেন? কারণ সে আমার স্ত্রী নয়! আমি তার স্বামী নই! তাকে বেশ্যার মত হতে বারণ কর। তার স্তন দুটির মধ্য থেকে তার প্রেমিকদের সরিয়ে নিতে বল। 3যদি সে তার
ব্যভিচার বন্ধ করতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তার সাজপোশাক খুলে তাকে নগ্ন করে দেব। তার জন্মের দিনে সে যেমন ছিল সেই অবস্থায় আমি তাকে ত্যাগ করব। আমি তার লোকেদের নিয়ে যাব এবং সে জনহীন শুষ্ক মরুভূমির মতো হয়ে যাবে। তৃষ্ণায় যাতে সে মরে আমি সেই ব্যবস্থা করব। 4আমি তার সন্তানদের
প্রতি কোনরকম করুণা করব না। কারণ তারা পতিতার সন্তান। 5তাদের মা পতিতার মতো ব্যবহার করে। তার
কাজের জন্য তাদের মায়ের লজ্জা পাওয়া উচিত। সে বলেছিল, 'আমি আমার প্রেমিকদের কাছে যাব। আমার প্রেমিকরা আমাকে খাবার এবং জল দেয়। তারা আমাকে পশম এবং সিল্কের কাপড় দেয়। তারা আমাকে দ্রাক্ষারস এবং জলপাই তেল দেয়।'

6"সেজন্য আমি (প্রভু) তোমার (ইস্রায়েলের) রাস্তা কাঁটা দিয়ে আটকে দেব। আমি একটি দেওয়াল তৈরী করব। তখন সে আর তার পথ খুঁজে পাবে না। 7সে
তার প্রেমিকদের পেছনে ছুটবে, কিন্তু তাদের ধরতে সমর্থ হবে না। সে তার প্রেমিকদের খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু তাদের খুঁজে পাবে না। তখন সে বলবে, 'আমি আমার প্রথম স্বামীর (ঈশ্বর) কাছে ফিরে যাব। যখন

ঐ দেশের ... বড় আক্ষরিক অর্থে, "তারা ভূখণ্ড থেকে বেড়ে উঠবে।"

আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম তখন আমার জীবনটা খুবই
ভাল ছিল। এখনকার চেয়ে তখন জীবনটা খুবই ভালো
ছিল।'

8"সে (ইস্রায়েল) জানত না যে আমিই হচ্ছি সেই
প্রভু যে তাকে শস্য, দ্রাক্ষারস এবং তেল দিতাম।
আমি তাকে অনেক বেশী করে রূপো এবং সোনা দিয়ে
গেছি। কিন্তু ইস্রায়েলবাসীরা বালের মূর্ত্তি করার সময়
ওই সব রূপো এবং সোনা ব্যবহার করেছিল। 9সেজন্য
আমি (ঈশ্বর) ফিরে আসব। ফসল কাটার সময়ে আমি
আমার শস্যকণাগুলিকে ফিরিয়ে নেব। দ্রাক্ষাগুলো তৈরি
হবার সময়ে আমি আমার দ্রাক্ষারস ফিরিয়ে নেব।
আমি আমার পশম এবং মসীনা বস্ত্রও নিয়ে নেব। সে
যাতে তার নগ্ন দেহ আচ্ছাদিত করতে পারে সেজন্য
আমি তাকে ওই জিনিসগুলি দিয়েছিলাম। 10এখন আমি
তার সাজ-পোশাক খুলে দেব। সে নগ্ন হবে– যাতে
তার সব প্রেমিকরা তাকে দেখতে পায়। আমার শক্তির
আওতা থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।
11আমি (ঈশ্বর) তার সব আমোদ কেড়ে নেব। আমি
তার ছুটি, তার অমাবস্যার উৎসব, তার বিশ্রামের
দিনগুলিকে থামিয়ে দেব। তার সব বিশেষ ভোজন
উৎসবগুলোকে থামিয়ে দেব। 12আমি তার দ্রাক্ষা এবং
ডুমুর গাছগুলোকে ধ্বংস করব। সে বলেছিল, 'আমার
প্রেমিকরা এই জিনিসগুলো দিয়েছিল।' কিন্তু আমি
তার বাগানগুলোকে বদলে দেব। বাগানগুলো গভীর
জঙ্গলে পরিণত হবে। বন্য পশুরা আসবে এবং ওই
জঙ্গলের গাছপালা থেকেই আহার সংগ্রহ করবে।

13"সে বাল-দের পরিচর্যা করেছিল। সেজন্য আমি
তাকে শাস্তি দেব। সে বাল-দের ধূপ নিবেদন করেছিল।
সে নিজেকে অলঙ্কার ও নাকের গয়না
দিয়ে সাজিয়েছিল। তারপর সে তার প্রেমিকদের কাছে
গিয়েছিল এবং আমাকে ভুলে গিয়েছিল।" প্রভু এই
কথাগুলো বলেছেন।

14"সুতরাং আমি (প্রভু) তার সঙ্গে কল্পনাপ্রসূত
কথা বলব। আমি তাকে মরুভূমির দিকে নিয়ে যাব
এবং সেখানে তার সঙ্গে নরম সুরে কথা বলব। 15সেখানে
আমি তাকে দ্রাক্ষার ক্ষেতগুলি দেব। আমি তাকে আশার
তোরণ হিসাবে আখোর উপত্যকা দেব। তখন সে তার
যৌবনকালে যেমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলত এবং
সে যখন মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেইভাবে আমার
সঙ্গে কথা বলবে।" 16প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

"সেই সময়ে তুমি 'আমার স্বামী' বলে আমাকে
সম্বোধন করবে। তুমি আমাকে 'আমার বাল' বলে ডাকবে
না। 17আমি তার মুখ থেকে বাল-দের নাম কেড়ে নেব।
তখন লোকে আর বালের নাম উচ্চারণ করবে না।

18"সেই সময়ে, আমি ইস্রায়েলীয়দের জন্য মাঠের
জন্তুদের সঙ্গে, আকাশের পক্ষীসমূহের সঙ্গে এবং
মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়া প্রাণীদের সঙ্গে একটি চুক্তি
করব। আমি যুদ্ধের ধনুক, তরবারি এবং অস্ত্র-শস্ত্র ভেঙ্গে
দেব। দেশের মধ্যে কোন অস্ত্র-শস্ত্রই পড়ে থাকবে না।
আমি দেশটাকে বিপদমুক্ত করব, যাতে ইস্রায়েলের
লোকেরা শান্তিতে ঘুমোতে পারে। 19এবং আমি (প্রভু)
চিরকালের জন্য তোমাকে আমার নববধূ করব। আমি
ধার্মিকতায়, ন্যায়বিচারে প্রেমে ও কৃপায় তোমাকে আমার
নববধূ হিসাবে তৈরি করব। 20আমি তোমাকে আমার
বিশ্বস্ত নববধূ হিসাবে তৈরি করব। তখন তুমি প্রভুকে
যথার্থভাবে জানতে পারবে। 21এবং সেই সময়ে, আমি
উত্তর দেব।" প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন।

"আমি আকাশের সঙ্গে কথা বলব, এবং তারা
পৃথিবীতে বৃষ্টি এনে দেবে।

22পৃথিবী ভুট্টা দ্রাক্ষারস এবং তেল উৎপাদন করবে।
তারা যিষ্রিয়েলের প্রয়োজন মেটাবে।

23আমি তার জমিতে বহু বীজ বপন করব। লো-
রুহামাকে আমি কৃপা দেখাবো। লো-অম্মিকে, আমি
বলব, 'তুমি আমার লোক' এবং তারা আমাকে বলবে,
'আপনি আমাদের ঈশ্বর।'"

হোশেয় গোমরকে দাসত্ব থেকে কিনে আনলেন

3 তখন প্রভু আবার আমাকে বললেন, "গোমরের
অনেক প্রেমিক আছে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই তাকে
ভালোবেসে যেতে হবে। কেন? কারণ সেটা প্রভুর মতোই
কাজ। প্রভু ইস্রায়েল জাতিকে ভালবেসেই যাচ্ছেন
কিন্তু তারা অন্য দেবতাদের পূজা করেই চলেছে। তারা
কিশমিশের পিঠে খেতে ভালবাসে।"

2সেজন্য আমি গোমরকে 6 আউন্স রূপো এবং 9
বুশেল বার্লি দিয়ে কিনে নিলাম। 3তারপর আমি তাকে
বললাম, "তোমাকে অবশ্যই অনেকদিনের জন্য আমার
সঙ্গে থাকতে হবে। পতিতার মতো আচরণ কোরো
না। তুমি অন্য মানুষদের সঙ্গেও থাকতে পারবে না
এবং আমি তোমার সাক্ষী হব।"

4একইভাবে, ইস্রায়েলবাসীরা রাজা অথবা নেতাদের
ছাড়াই বহুদিন কাটাবে। তাদের উৎসর্গ অথবা স্মরণ
স্তম্ভ থাকবে না। তারা যাজকদের বিশেষ পোশাক
এফোদ অথবা গৃহদেবতা ছাড়াই থাকবে। 5এরপর
ইস্রায়েলবাসীরা ফিরে আসবে। তারপর তারা তাদের
প্রভু, তাদের ঈশ্বর এবং দায়ূদ, তাদের রাজার খোঁজে
যাবে। শেষের দিনগুলিতে, তারা প্রভুকে এবং তাঁর
ধার্মিকতাকে সম্মান দেবার জন্য আসবে।

ইস্রায়েলের উপর প্রভু ক্রুদ্ধ

4 ইস্রায়েলবাসীরা, প্রভুর বার্তা শোন! যেসব
লোকেরা এই দেশে বাস করছে প্রভু তাদের বিরুদ্ধে
নিজের যুক্তিগুলো বলবেন, "এই দেশের লোকেরা
সত্যই ঈশ্বরকে জানে না। লোকেরা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত
এবং অনুগতও নয়। 2লোকেরা দিব্যি দেয়, মিথ্যা বলে,
খুন এবং চুরি করে। তারা ব্যভিচারমূলক পাপ কাজ
করে আর তাদের বাচ্চা রয়েছে। লোকেরা বারে বারে
খুন করে। 3মৃতের জন্য লোকে যেভাবে কাঁদে সেইভাবে
দেশটিও কাঁদছে এবং দেশের সব লোকেরা দুর্বল।
এমনকি মাঠের পশু, আকাশের পাখী এবং সমুদ্রের
মাছেরাও মারা যাচ্ছে। 4কোন লোকেরই অপর একজনের

সঙ্গে তর্ক করা বা তাকে দোষী করা উচিত নয়। ওহে
যাজক, আমার তর্ক তোমার সঙ্গে! 5যাজকরা, দিনের
বেলায় তোমাদের পতন হবে৷ রাত্রিবেলায় ভাববাদীরাও
তোমাদের সঙ্গে পড়ে যাবে। আর আমি তোমাদের
মাতাকে ধ্বংস করব।
6“আমার লোকেরা বিনষ্ট হয়েছে কারণ তাদের কোন
জ্ঞান নেই। তোমরা শিখতে অস্বীকার করেছো, সেজন্য
আমিও তোমাদের আমার যাজকদের কাজ দিতে
অস্বীকার করব। তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের বিধি ভুলে
গিয়েছ, সেজন্য আমি তোমাদের সন্তানদের ভুলে যাব।
7তারা অহঙ্কারী হয়েছে! তারা আমার বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর
আরো পাপ কাজ করেছে, সেজন্য আমি তাদের মহত্ত্বকে
লজ্জায় রূপান্তরিত করব।
8“যাজকরা লোকেদের পাপ কাজের সঙ্গে যোগ
দিয়েছে। তারা অনেক বেশী পরিমাণে ঐ পাপ কাজ
করতে চেয়েছে। 9সেজন্য যাজকরা ঐ লোকেদের চেয়ে
কোন অংশে ভিন্ন নয়। তারা যেসব কাজ করেছে তার
জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব। তারা যে ভুল কাজ
করেছে তার জন্য আমি প্রতিশোধ নেব। 10তারা খাবে,
কিন্তু তারা তাতে তৃপ্ত হবে না! তারা যৌন পাপে
লিপ্ত হবে, কিন্তু তাদের কোন সন্তান হবে না। কারণ
তারা প্রভুকে ছেড়ে দিয়েছে এবং পতিতার মত থাকে।
11“যৌনপাপ, তীব্র পানীয় এবং নতুন দ্রাক্ষারস
একজন লোকের সোজাসুজিভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা
নষ্ট করবে। 12আমার লোকেরা উপদেশের জন্য কাঠের
খণ্ডকে জিজ্ঞাসা করছে। তারা ভাবছে, ওই কাঠিগুলো
তাদের উত্তর দেবে। কারণ পতিতার মতোই তারা
মূর্ত্তিগুলোর পেছনে ছুটেছিল। তারা তাদের ঈশ্বরকে
ছেড়ে দিয়েছে এবং পতিতার মতো হয়ে গেছে। 13তারা
পর্বতের ওপর উৎসর্গ নিবেদন করে পাহাড়ের ওপর
ওক গাছ, ঝাউ গাছ এবং দেবদারু গাছের তলায় ধূপ
জ্বালায়। ঐ গাছগুলির ছায়া খুবই সুন্দর দেখায়, সেজন্য
তোমাদের মেয়েরা পতিতাদের মতো ঐ গাছের তলায়
শুয়ে থাকে এবং তোমাদের পুত্রবধূরা যৌন পাপে লিপ্ত
হয়।
14“তোমাদের কন্যারা পতিতার মতো থাকে বলে
অথবা তোমাদের পুত্রবধূরা যৌন পাপ কাজ করছে
বলে আমি তাদের দোষ দেব না। লোকেরা পতিতাদের
কাছে যায় এবং তাদের সঙ্গে ঘুমোয়। তারা পতিতাদের
সঙ্গে যায় এবং মন্দিরে তাদের সঙ্গেই দেবতাকে উৎসর্গ
দেয়। ফলে, ঐ বোকা লোকেরা নিজেদেরই ধ্বংস করছে।

ইস্রায়েলের লজ্জাজনক পাপ কাজ

15“ইস্রায়েল তুমি একজন পতিতার মতো কাজ
করছ; কিন্তু এই বলে যিহূদাকে দোষী হতে দিও না।
গিল্‌গলে অথবা বৈৎ-আবন যেও না। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার
সময় প্রভুর নাম ব্যবহার কোরো না। কখনও বোলো
না, ‘জীবন্ত প্রভুর দিব্য...!’ 16প্রভু ইস্রায়েলকে বহু
জিনিস দিয়েছেন। তিনি এমনই এক মেষপালকের মতন,
যিনি তাঁর মেষগুলোকে প্রচুর ঘাসে ভরা মাঠে নিয়ে
যান; কিন্তু ইস্রায়েল হচ্ছে জেদী। ইস্রায়েল ঠিক একটা
বাছুরের মতো যে বারবার ছুটে পালায়। 17ইফ্রয়িম
প্রতিমাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। কাজেই তাকে একা
থাকতে দাও।
18“ইফ্রয়িমরা মাতাল হলে বেশ্যার মত ব্যবহার
করে। তারা উৎকোচ ভালবাসে এবং তা দাবী করে।
তাদের শাসকরা তাদের লোকেদের লজ্জার কারণ হয়।
তাদের প্রেমিকদের সঙ্গে থাকতে দাও। 19বাতাস তার
পাখা দিয়ে তাদের বিরক্ত করে। তাদের উৎসর্গ তাদের
কাছে লজ্জা আনবে।”

নেতারাই ইস্রায়েল এবং যিহূদাকে পাপ কাজ করাচ্ছে

5 “যাজকগণ, ইস্রায়েলীয়রা এবং রাজ-পরিবারের
সদস্যরা, আমার কথা শোনো: বিচারে তোমরা দোষী
সাব্যস্ত হয়েছ! তোমরা মিস্পার ফাঁদগুলোর মতো।
তোমরা যেন তাবোরে জমির উপর বিছিয়ে থাকা জালের
মতো। 2তোমরা অনেক অনেক খারাপ কাজ করেছ।
সেজন্য আমি তোমাদের সবাইকে শাস্তি দেব! 3আমি
ইফ্রয়িমকে জানি। ইস্রায়েল আমার কাছ থেকে লুকিয়ে
থাকতে পারে না। ইফ্রয়িম, এখন তুমি ঠিক পতিতার
মতো আচরণ কর। ইস্রায়েল তার পাপের জন্য অশুচি
হয়ে গেছে। 4ইস্রায়েলবাসীরা বহু খারাপ কাজ করেছে
এবং ওই খারাপ কাজগুলো তাদের ঈশ্বরের কাছে
ফিরে যাওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে গেছে। তারা সবসময়
কিভাবে অন্যান্য দেবতার পেছনে ছোটা যায় তার কথাই
চিন্তা করে। তারা প্রভুকে জানে না। 5ইস্রায়েলের
অহঙ্কারই তাদের বিরুদ্ধে একটি সাক্ষী। ঐ ইস্রায়েল
এবং ইফ্রয়িম তাদের পাপে হোঁচট খেয়েছে। যিহূদাও
তাদের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে।
6“জনসাধারণের নেতারা প্রভুর খোঁজে যাবে। তারা
তাদের সঙ্গে ‘মেষ’ এবং ‘গরুগুলিকেও’ নেবে; কিন্তু
তারা প্রভুকে খুঁজে পাবে না। কেন? কারণ তিনি তাদের
ছেড়ে চলে গেছেন। 7তারা প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না।
তাদের সন্তানরা কোন অপরিচিতজাত। কিন্তু এখন
তিনি আবার তাদের এবং তাদের দেশ ধ্বংস করবেন।”

ইস্রায়েল ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী

8“গিবিয়োতে ভেরী বাজাও। রামাতে তুরী বাজাও।
বৈৎ-আবনে সতর্কবাণী দাও। বিন্যামীন, শত্রু তোমার
পেছনে।
9শাস্তি দেওয়ার সময়ে ইফ্রয়িম শূন্য হয়ে যাবে।
আমি (ঈশ্বর) ইস্রায়েলের পরিবারদের এই বলে সতর্ক
করে দিচ্ছি যে, ওই ব্যাপারগুলো সত্যই ঘটবে।
10যিহূদার নেতারা চোরদের মতো, যারা অন্য
লোকের সম্পত্তি চুরি করার চেষ্টা করে। সেজন্য আমি
(ঈশ্বর) তাদের ওপর জলের মতো আমার ক্রোধ ঢেলে
দেব।
11ইফ্রয়িম শাস্তি পাবে, দ্রাক্ষার মতো তাকে চেপে
পিষে ফেলা হবে। কারণ সে নোংরা জিনিসকে অনুসরণ
করবে বলে ঠিক করেছে।

12পতঙ্গ যেভাবে কাপড়ের টুকরো নষ্ট করে, সেইভাবে আমি ইফ্রয়িমকে ধ্বংস করব। একটি কাষ্ঠখণ্ড যেমন পচনে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে আমি সেইভাবেই যিহূদাকে ধ্বংস করব।

13ইফ্রয়িম তার অসুস্থতা দেখেছিল এবং যিহূদা তার আঘাত দেখেছিল; সেজন্য তারা অশূরের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল। তারা মহান রাজাকে তাদের সমস্যার কথা বলেছিল। কিন্তু রাজা তোমাদের আরোগ্য করতে পারবে না। তিনি তোমাদের আঘাত নিরাময় করতে পারবেন না।

14কেন? কারণ আমি ইফ্রয়িমের কাছে সিংহের মতো হব। আমি যিহূদাবাসীদের কাছে যুবক সিংহের মত হব। আমি– হ্যাঁ, আমি (প্রভু) তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। আমি তাদের দূরে বহন করে নিয়ে যাব। কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

15আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসাধারণ স্বীকার করছে যে তারা দোষী, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাকে খুঁজতে আসছে। হ্যাঁ, তাদের বিপদের সময়ে তারা আমাকে খুঁজে পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।”

প্রভুর কাছে ফিরে আসার পুরস্কার

6 “এসো, চল আমরা প্রভুর কাছে ফিরে যাই। তিনি আমাদের আঘাত করেছেন, কিন্তু তিনিই আমাদের আরোগ্য করবেন। তিনি আমাদের আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের (ক্ষতস্থানগুলিকে) পটি দিয়ে বেঁধে দেবেন।

2দুদিন বাদে তিনি আমাদের জীবন ফিরিয়ে দেবেন। তৃতীয় দিনে, তিনি আমাদের ওঠাবেন। তাহলে আমরা তাঁর সামনে বেঁচে থাকতে পারব।

3এস, প্রভুর সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান সঞ্চয় করি। প্রভুকে জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। যেরকম নিশ্চিতভাবে আমরা জানি যে ভোর হতে চলেছে সেরকমভাবেই আমরা নিশ্চিত যে তিনি আসছেন। প্রভু আমাদের কাছে বৃষ্টির মতো আসবেন, বসন্তের বৃষ্টির জল যেভাবে মাটিকে সিক্ত করে।”

লোকেরা বিশ্বস্ত নয়

4“ইফ্রয়িম, তোমার সঙ্গে আমি কি করব? যিহূদা, তোমার সঙ্গে আমি কি করব? তোমার বিশ্বস্ততা তো ভোরের কুয়াশার মতো, তোমার বিশ্বস্ততা তো শিশিরের মতো, যা সকালে মিলিয়ে যায়।

5তাই আমি তাদের ভাববাদীদের দ্বারা কেটে ফেলেছি। আমার আদেশেই তাদের হত্যা করা হয়েছে; যাতে ন্যায় তোমার কাছ থেকে আলোর মতো বেরিয়ে যেতে পারে।

6কারণ, আমি বিশ্বাসপূর্ণ ভালোবাসা চাই, উৎসর্গ নয়। আমি চাই লোকে ঈশ্বরকে জানুক, হোমবলি উৎসর্গ নয়।

7কিন্তু লোকে চুক্তি ভেঙে ছিল, ঠিক আদম যেভাবে ভেঙে ছিল। তাদের রাজ্যে তারা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত।

8গিলিয়দ অধর্মচারীদের শহর। সেখানকার লোকেরা চালাকি করে অন্যদের হত্যা করেছে।

9ডাকাতেরা লুকিয়ে থাকে, পথে কাউকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করে। একইভাবে, যাজকরা শিখিমের রাস্তার ওপর অপেক্ষা করে এবং পথচারীদের আক্রমণ করে তারা অনেক অন্যায় করেছে।

10ইস্রায়েল জাতির মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি। ইফ্রয়িম ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল। পাপে ইস্রায়েল নোংরা হয়ে গেছে।

11যিহূদা, তোমার জন্য ফসল কাটারও একটা সময় আছে। যখন আমি আমার লোকেদের বন্দী দশা থেকে ফিরিয়ে আনব, তখনই এটা ঘটবে।”

7 “আমি ইস্রায়েলকে আরোগ্য করব! তখন লোকেরা জানতে পারবে যে ইফ্রয়িম পাপ করেছিল। লোকে শমরিয়ার মিথ্যা জানতে পারবে। যে চোরেরা শহরে আসা-যাওয়া করে লোকেরা তাদের সম্বন্ধে জানবে।

2ওই লোকেরা বিশ্বাস করে না যে আমি তাদের অপরাধ স্মরণ করব, তাদের মন্দ কাজগুলি চারিদিকেই রয়েছে। আমি তাদের পাপগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

3তারা তাদের নেতাদের মিথ্যাচারণ দিয়ে খুশী করে। তাদের ভ্রান্ত দেবতারা তাদের নেতাদের খুশী রাখে।

4একজন রুটিওয়ালা রুটি বানানোর জন্য ময়দার তাল তৈরি করে তা উনুনে রাখে। রুটি ফুলে উঠলে রুটিওয়ালা উনুনের আঁচ আর বাড়িয়ে দেয় না। কিন্তু ইস্রায়েলবাসীরা সেরকম নয়। ইস্রায়েলবাসীরা সবসময় তাদের আগুনের আঁচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

5আমাদের রাজার দিনে দ্রাক্ষারসের উত্তাপে নেতারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেজন্য রাজা বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে হাত প্রসারিত করেছেন।

6লোকেরা তাদের গোপন ফন্দী আঁটে। উত্তেজনায় তাদের হৃদয় উনুনের মতো জ্বলে। সারারাত ধরে তাদের উত্তেজনা জ্বলে; এবং সকালবেলায়ও সেই উত্তেজনা আগুনের মতো ভীষণ গরম।

7তারা সবাই গরম উনুনের মতন। তারা তাদের শাসকদের ধ্বংস করেছে। তাদের সব রাজারা ভূপতিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউই সাহায্যের জন্য আমাকে ডাকেনি।”

ইস্রায়েল জানে না যে সে ধ্বংস হবে

8“ইফ্রয়িম অন্য জাতিসমূহের সঙ্গে মিশছে। ইফ্রয়িম কেক্-এর মত যার দুদিক স্যাঁকা হয়নি।

9অপরিচিতেরা ইফ্রয়িমের ক্ষমতা ধ্বংস করে; কিন্তু ইফ্রয়িম সে বিষয় কিছুই জানে না। ইফ্রয়িমের ওপর পাকা চুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ইফ্রয়িম এসবের বিষয় কিছুই জানে না।

10ইফ্রয়িমের অহঙ্কার কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধেই কথা বলে। সাধারণ মানুষের অনেক বিপদ-আপদ গেছে; কিন্তু তবুও তারা এখনও তাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে

ফিরে যায় নি। লোকেরা ঈশ্বরের দিকে সাহায্যের জন্য তাকায় নি।

11সেজন্য ইফ্রয়িম বোকা ঘুঘু পাখির মতোই হয়ে গেছে, যার বোধবুদ্ধি নেই। লোকেরা সাহায্যের জন্য মিশরকে ডেকেছিল। লোকেরা সাহায্যের জন্য অশূরে গিয়েছিল।

12তারা সাহায্যের জন্য ওই দেশগুলোতে যায়, কিন্তু আমি তাদের ফাঁদে ফেলব। আমি আমার জাল তাদের উপর ছুঁড়ে ফেলব এবং আকাশের পাখীদের মতো আমি তাদের নীচে নামাব। তাদের চুক্তির জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব।

13এটা তাদের পক্ষে খারাপ হবে। তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তারা আমার আদেশ মানতে অস্বীকার করেছে; সেজন্য তারা ধ্বংস হবে। আমি ওই লোকেদের রক্ষা করেছি; কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলে।

14তারা কখনোই আমাকে পুরোপুরি আন্তরিকভাবে ডাকেনি। পরিবর্তে তারা শস্য এবং নতুন দ্রাক্ষারসের জন্য তাদের বিছানায় শুয়ে আর্তনাদ করছে। তারা বন্য পশুর মতো তাদের মূর্ত্তিসমূহের কাছে আর্তনাদ করছে। কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছে।

15আমি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম এবং তাদের হাত শক্তিশালী করেছিলাম; কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় ফন্দী এঁটেছে।

16কিন্তু তারা ছিল একটি বঞ্চক ধনুকের* মত। তারা ফিরেছিল, কিন্তু আমার কাছে ফিরে আসেনি।* তাদের নেতারা তাদের ক্রুদ্ধ কথাবার্তার দরুন তাদের তরবারির আঘাতেই নিহত হবে। তখন মিশরবাসীরা তাদের দেখে হাসবে।

মূর্ত্তি পূজো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়

8 "তোমাদের ঠোঁটে শিঙা রাখো এবং শিঙা বাজিয়ে সতর্ক করে দাও। প্রভুর গৃহের ওপর ঈগল পাখীর মতো হও। ইস্রায়েলবাসীরা আমার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা আমার বিধি মান্য করেনি। 2তারা আমার দিকে তীব্রস্বরে চিৎকার করে, 'আমার ঈশ্বর, আমরা ইস্রায়েলবাসীরা আপনাকে জানি!' 3কিন্তু ইস্রায়েলবাসীরা ভালো জিনিস নিতে অস্বীকার করে; সেজন্য শত্রুরা তাদের পেছনে তাড়া করে। 4ইস্রায়েলীয়রা তাদের রাজাদের মনোনীত করেছে; কিন্তু তারা আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসেনি। ইস্রায়েলবাসীরা নেতাদের নির্বাচন করে; কিন্তু যাদের আমি জানি, তারা তাদের নির্বাচন করেনি। ইস্রায়েলবাসীরা নিজেদের জন্য তাদের সোনা ও রূপা দিয়ে মূর্ত্তি বানায়। সুতরাং তারা ধ্বংস হবে। 5-6হে শমরিয়া মূর্ত্তিঈশ্বর তোমাদের গোবৎস মূর্ত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।* ঈশ্বর বলেছেন, 'আমি ইস্রায়েলবাসীদের বিরুদ্ধে খুবই ক্রুদ্ধ।' ইস্রায়েলবাসীরা তাদের পাপকাজের জন্য শাস্তি পাবে। কিছু কর্মী ঐ মূর্ত্তিগুলিকে তৈরি করছে, তারা ঈশ্বর নয়। শমরিয়ার বাছুর টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলা হবে। 7ইস্রায়েলীয়রা নির্বোধের মত একটা কাজ করেছিল এবং সেটা ছিল যেন বাতাস রোপণ করবার চেষ্টার মত। তারা কেবল কষ্ট পাবে। তারা কেবলমাত্র সাইক্লোনের মত শস্য পাবে। মাঠে শস্য বাড়বে; কিন্তু সে শস্য কোন খাদ্য দেবে না। এমনকি যদি কিছু জন্মায়, তবে অপরিচিতেরাই তা খেয়ে নেবে।

8ইস্রায়েল ধ্বংস হয়েছিল। ইস্রায়েলীয়রা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে যেন কোন খাবার যেটা কারো ভাল লাগেনি বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

9ইফ্রয়িম তাকে তোষামোদ করেছিল। বন্য গাধার মত সে ঘুরতে ঘুরতে অশূরীয়তে গিয়ে পৌঁছেছিল।

10ইস্রায়েলীয়রা জাতিগণের মধ্যে তাদের 'প্রেমিকদের' কাছে গিয়েছিল। কিন্তু আমি ইস্রায়েল জাতিদের একত্রিত করব। কিন্তু তাদের সেই প্রবল ক্ষমতাবান রাজার থেকে তাদের কিছুটা কষ্ট ভোগ করতেই হবে।

ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল এবং মূর্ত্তি পূজো করেছিল

11ইফ্রয়িম অনেক বেশী করে পূজো বেদী তৈরি করেছে এবং সেটা তৈরি করাটা পাপ হয়েছে। সেই পূজো বেদীগুলো ইফ্রয়িমের পাপের পূজো বেদী।

12এমনকি যদি আমি ইফ্রয়িমের জন্য 10,000 বিধিও রচনা করি তবু সেগুলোর দিকে সে এমন চোখে দেখবে যেন সেগুলো কোন অপরিচিতদের জন্য রচিত হয়েছে।

13ইস্রায়েলবাসীরা বলি উৎসর্গ করতে ভালবাসে। তারা মাংস উৎসর্গ করে এবং তা খায়। প্রভু তাদের উৎসর্গ গ্রহণ করেন না। তিনি তাদের পাপগুলো মনে রাখেন এবং তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। বন্দী হিসেবে তাদের মিশরে নিয়ে যাওয়া হবে।

14ইস্রায়েল রাজাদের প্রাসাদ তৈরি করে; কিন্তু তারা তাদের নিজেদের নির্মাতাকে ভুলে গেছে! এখন যিহূদা দুর্গ তৈরি করছে; কিন্তু আমি যিহূদার শহরগুলোর জন্যে আগুন পাঠাব; এবং সেই আগুন তার দুর্গগুলো ধ্বংস করে দেবে!"

বঞ্চক ধনুক এটি একটি বাঁকা লাঠি যেটি পাখী শিকারের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন এটি ঠিকভাবে ছোঁড়া হয় এটি মাটির কাছে ওড়ে এবং ওপরদিকে বেঁকে যায়। প্রায়শঃই যে ব্যক্তি এটি ছোঁড়ে তার কাছে ফিরে আসে। আক্ষরিক অর্থে, "নিক্ষেপ করবার ধনুক।"

তারা ... আসেনি অথবা তারা ফিরেছিল কিন্তু উর্দ্ধ মুখে নয়, অথবা "তারা দেবতাদের দিকে ফিরেছিল না।" এর অর্থ হচ্ছে তারা, লোকেরা যে মূর্ত্তিগুলোর পূজো করত সেই মূর্ত্তিগুলোর দিকে ফিরেছিল।

শমরিয়া ... করেছেন শমরিয়া ছিল ইস্রায়েলের রাজধানী। ইস্রায়েলীয়রা গোবৎসের মূর্ত্তি বানিয়েছিল এবং সেগুলো দান ও বৈথেলের মন্দিরে রেখে দিয়েছিল। এই মূর্ত্তিগুলি প্রভু অথবা ভ্রান্ত দেবতা কিনা তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর তাদের এই মূর্ত্তিগুলি রাখতে দিতে চাইতেন না।

নির্বাসনের দুঃখ

9 ইস্রায়েল, তোমরা অন্য জাতির মতো উৎসব কোরো না, আনন্দিত হয়ো না! তোমরা পতিতার মতো ব্যবহার করেছো এবং তোমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছো। প্রত্যেক মাড়াইয়ের জমিতে তোমরা যৌন পাপ কাজ করেছিলে। 2কিন্তু ওই মাড়াইয়ের জমি থেকে পাওয়া শস্য যথেষ্ট পরিমাণে ইস্রায়েলকে খাদ্য দেবে না। সেখানে ইস্রায়েলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দ্রাক্ষারসও থাকবে না।

3ইস্রায়েল জাতি প্রভুর দেশে বাস করতে পারবে না। ইফ্রয়িম মিশরে ফিরে যাবে। যে খাদ্যগুলো তাদের খাওয়া উচিত নয়, সেই খাদ্যগুলি তারা অশূরীয়তে খাবে। 4ইস্রায়েল জাতি প্রভুকে দ্রাক্ষারস নৈবেদ্য দেবে না। তারা তার কাছে বলি উৎসর্গ করবে না। তাদের উৎসর্গীকৃত খাদ্য শেষের সময়কার খাদ্যের মতো মনে হবে। তারা যা খাবে তা অপরিচ্ছন্ন হবে। তাদের রুটি প্রভুর মন্দিরে যাবে না– তা তাদের নিজেদেরই খেতে হবে। 5তারা (ইস্রায়েল জাতি) প্রভুর ছুটির দিন অথবা উৎসবের দিন উদ্‌যাপন করতে পারবে না।

6ইস্রায়েলের লোকেরা সে দেশ ত্যাগ করেছে তার কারণ শত্রুরা তাদের সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মিশর লোকগুলোকেই নেবে। মোফ তাদের সমাহিত করবে। তাদের রূপোর কোষাগারে আগাছা জন্মাবে। যেখানে ইস্রায়েলীয়রা বাস করত সেখানে কাঁটাগাছ জন্মাবে।

ইস্রায়েল প্রকৃত ভাববাদীদের বাতিল করেছে

7ভাববাদীরা বলে, "ইস্রায়েল, এই বিষয়গুলি তোমরা শেখো: শাস্তির সময় এসেছে। তোমরা যে মন্দ কাজগুলো করেছিলে তার খেসারত দেবার সময় এসেছে।" কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা বলছে, "ভাববাদীরা নির্বোধ। ঈশ্বরের আত্মা বিশিষ্ট এই ব্যক্তিটি বিকৃত মস্তিষ্ক।" ভাববাদীরা বলছে, "তোমার খারাপ কাজের জন্যে এবং তোমার ঘৃণার জন্যও তুমি শাস্তি পাবে। তোমার কুৎসিত পাপ ও ঘৃণার জন্য তুমি শাস্তি পাবে।" 8ঈশ্বর এবং ভাববাদীরা হচ্ছে পাহারাওয়ালার মতো যারা ইফ্রয়িমের ওপর নজর রাখছে। কিন্তু পথে অনেক ফাঁদ পাতা আছে। লোকেরা ভাববাদীদের ঘৃণা করে। এমনকি, ঈশ্বরের আবাসের মধ্যেও লোকেরা ভাববাদীকে ঘৃণা করে।

9গিবিয়ার সময়ের মতই ইস্রায়েলীয়রা দুষ্ট। প্রভু ইস্রায়েল জাতির পাপ কাজ মনে রাখবেন। তিনি তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেবেন।

মূর্ত্তির পূজা করার জন্য ইস্রায়েল ধ্বংস হয়েছে

10যে সময় আমি ইস্রায়েলকে পেলাম, সে সময় তারা ছিল মরুভূমিতে পাওয়া টাটকা দ্রাক্ষার মতো। তারা ঋতু সূচনায় গাছের প্রথম ডুমুরগুলির মতো ছিল। কিন্তু তারপর তারা বালপিয়োরের কাছে এল এবং বদলে গেল, তাই তাদের আমায় পচে যাওয়া ফলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে হল। তারা সেই ভয়ঙ্কর জিনিসের (মূর্ত্তির) মতোই হয়ে উঠল যাদের তারা ভালবাসত।

ইস্রায়েল জাতির কোন সন্তান হবে না

11একটি পাখীর মতোই ইফ্রয়িমের মহিমা উড়ে যাবে। সেখানে আর কেউ গর্ভবতী হবে না। কোন জন্ম হবে না, কোন শিশু থাকবে না। 12কিন্তু যদি কোন ইস্রায়েলীয়রা তাদের সন্তানদের লালন-পালন করে তাহলেও সে তাদের কোন সাহায্যে আসবে না। আমি তাদের কাছ থেকে শিশুদের নিয়ে নেব। আমি তাদের ত্যাগ করব, এবং ঝামেলা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না। 13আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইফ্রয়িম তার সন্তানদের ফাঁদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ইফ্রয়িম তার সন্তানদের হত্যাকারীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 14প্রভু, আপনি যা চান তাই তাদের দিন। তাদের এমন একটি জরায়ু দিন যাতে সন্তান ধারণ না করে। তাদের এমন স্তন দিন যা দুধ দিতে পারে না।

15তাদের সব মন্দতা গিল্‌গলে রয়েছে। আমি সেখানে তাদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। আমি তাদের আমার বাড়ি ছাড়তে বলপ্রয়োগ করব কারণ তারা সব পাপ কাজ করেছে। আমি তাদের আর কখনোই ভালবাসব না। তাদের নেতারা বিদ্রোহী, তারা আমার বিরুদ্ধে গেছে।

16ইফ্রয়িম শাস্তি পাবে। তাদের মূল শুকিয়ে যাচ্ছে। তাদের আর সন্তান হবে না। সন্তানের জন্ম হয়ত তারা দিতে পারে, কিন্তু তাদের শরীর থেকে যে প্রিয় সন্তান সৃষ্টি হবে তাদের আমি হত্যা করব।

17ওই লোকেরা আমার ঈশ্বরের কথা শুনবে না। সেজন্য তিনিও তাদের কথা শুনতে অস্বীকার করবেন। তারা গৃহহীন হয়ে অন্য জাতের মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।

ইস্রায়েলের ধনই তাকে মূর্ত্তিপূজার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল

10 ইস্রায়েল একটি দ্রাক্ষা গাছের মতো, যা প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন করে। কিন্তু ইস্রায়েল যতোই বেশী বেশী পরিমাণে জিনিস পেয়েছে, ততোই মূর্ত্তিদের সম্মানার্থে সে আরো বেশী করে বেদী তৈরি করেছে। তাদের দেশ আস্তে আস্তে ভালোর দিকে গেছে, সেজন্য সেও মূর্ত্তিদের সম্মানার্থে দেবার জন্য ভালো ভালো পাথর বসিয়েছে।

2তাদের আনুগত্য বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে হবে। প্রভু তাদের পূজো বেদী-গুলোকে ভেঙে ফেলবেন। তিনি তাদের স্মরণ স্তম্ভগুলোও ধ্বংস করবেন।

ইস্রায়েল জাতির অন্যায় সিদ্ধান্তগুলি

3এখন ইস্রায়েলীয়রা বলে, "আমাদের কোন রাজা নেই। আমরা প্রভুকে সম্মান করি না! এবং তাঁর রাজা আমাদের কিছুই করতে পারে না!"

4তারা প্রতিশ্রুতি করেছে– কিন্তু তারা কেবল মিথ্যা
কথাই বলছে। তারা তাদের প্রতিশ্রুতিগুলি রাখে নি!
তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে। ঈশ্বর ওই চুক্তিগুলি
পছন্দ করেন না। বিচারকরা যেন, লাঙল দেওয়া জমিতে
গজিয়ে ওঠা বিষাক্ত আগাছার মতন।

5শমরিয়ার লোকেরা বৈৎ-আবনের বাছুরদের পূজা
করে। ওই লোকেরা সত্যই কাঁদবে। ওই যাজকরা সত্যই
কাঁদবে। কারণ তাদের সুন্দর মূর্ত্তি চলে যাচ্ছে। মূর্ত্তিটিকে
নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 6এটাকে অশূরীয়দের মহান রাজার
উপহার হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি ইফ্রয়িমের
এই লজ্জাকর মূর্ত্তি রেখে দেবেন। এই মূর্ত্তির জন্য
ইস্রায়েল লজ্জিত হবে। 7শমরিয়ার ভ্রান্ত দেবতা ধ্বংস
হবে। সেটা জলের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া কাঠের
খণ্ডের মতো মনে হবে।

8ইস্রায়েল পাপ করছে এবং বহু উচ্চস্থান তৈরী
করেছে। আবনের উচ্চস্থানগুলি ধ্বংস হবে। কাঁটাগাছ
এবং আগাছা তাদের বেদীর ওপর জন্মাবে। তখন তারা
পর্বতদের বলবে, “আমাদের ঢেকে দাও!” এবং
পাহাড়গুলোকে বলবে, “আমাদের ওপর ভেঙ্গে পড়ো!”

ইস্রায়েলকে তার পাপের মূল্য দিতে হবে

9ইস্রায়েল, তুমি গিবিয়ার সময় থেকে পাপ কাজ
করেছো। (ওই লোকেরা সেখানে পাপ কাজ চালিয়ে
গেছে।) গিবিয়াতে সত্যিই ওই মন্দ লোকেরা যুদ্ধের
মুখে পড়বে। 10আমি তাদের শাস্তি দিতে আসবো।
সৈন্যরা একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
আসবে। তারা ইস্রায়েলকে তাদের উভয় পাপের জন্যে
শাস্তি দেবে।

11ইফ্রয়িম একটি শিক্ষা দেওয়া বাছুরের মতো যে
শস্য মাড়াইয়ের জমির উপর দিয়ে হাঁটতে ভালবাসে।
আমি তার ঘাড়ের উপর দাসত্বের একটা ভালো জোয়াল
রাখব। আমি ইফ্রয়িমের উপর দড়ি রাখব। যখন যিহূদা
জমি চাষ করতে আরম্ভ করবে। যাকোব নিজেই
জমিটাকে ভেঙে দেবে। 12তুমি যদি ধার্মিকতার বীজ
বপন করো, তবে তুমি প্রকৃত ভালবাসার ফসল পাবে।
তোমার জমি চাষ করো, তবে তুমি প্রভুর সঙ্গে ফসল
তুলতে পারবে। তিনি আসবেন, এবং বৃষ্টি পড়ার মতো
তোমার ওপরে ধার্মিকতা বর্ষণ করবেন!

13কিন্তু তুমি অসৎ জিনিস বপন করেছো, এবং
ফসল হিসেবে অশান্তিই পেয়েছো। তুমি তোমার মিথ্যার
ফল খেয়েছিলে। কারণ তুমি তোমার শক্তিতে এবং
তোমার সৈন্যদের ওপর বিশ্বাস করেছো। 14সেজন্যে
তোমার সৈন্যরা যুদ্ধের কোলাহল শুনবে এবং তোমাদের
সব দুর্গগুলি ধ্বংস হবে। এটা সেই সময়ের মতো হবে
যখন শল্মন বৈৎ-অর্বেল ধ্বংস করেছিল। সেই যুদ্ধের
সময়ে, মায়েরা তাদের সন্তানদের সঙ্গেই নিহত
হয়েছিল। 15এবং তোমাদের ক্ষেত্রে বৈথেলে সেইরকমই
ঘটবে। কারণ তোমরা অনেক অশুভ কাজ করেছিলে।
যখন সেই দিনটি আসবে, তখন ইস্রায়েলের রাজা
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।”

ইস্রায়েল প্রভুকে ভুলে গেছে

11 প্রভু বলেছেন, “ইস্রায়েল যখন শিশু ছিল তখন
আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম; আমি আমার
পুত্রকে মিশর থেকে ডেকে নিয়েছিলাম।

2কিন্তু আমি যতো বেশী করে ইস্রায়েলীয়দের
ডেকেছি ততোই বেশী করে ইস্রায়েলীয়রা আমাকে ছেড়ে
গেছে। ইস্রায়েলীয়রা বালদের উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিল।
তারা মূর্ত্তিগুলির সামনে ধূপ জ্বালিয়েছিল।

3“কিন্তু আমিই ইফ্রয়িমকে হাঁটতে শিখিয়েছিলাম!
আমি ইস্রায়েলীয়দের আমার বাহুর মধ্যে নিয়েছিলাম!
আমিই তাদের আরোগ্য করেছিলাম! কিন্তু তারা তা
জানে না।

4আমি তাদের দড়ি দিয়ে পথ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু
সে দড়ি ছিল ভালবাসারই দড়ি। আর আমিই তাদের
কাছে সেই লোকেদের মত ছিলাম যারা ঘাড় থেকে
যোয়াল উঠিয়ে নেয়। আমিই নীচু হয়ে তাদের
খাওয়াতাম।

5“ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের দিকে ফিরতে অস্বীকার
করেছিল। সেজন্য তারা মিশরে যাবে! অশূর রাজা
তাদের রাজা হবে। 6তরবারি তাদের শহরের বিরুদ্ধেই
ঘুরবে। সেই তরবারি তাদের শক্তিশালী লোকেদের হত্যা
করবে। সেটা তাদের নেতাদেরও ধ্বংস করবে।

7“আমার লোকেরা আশা করে যে আমি তাদের
কাছে ফিরে যাব। তারা স্বর্গের ঈশ্বরকে ডাকবে, কিন্তু
ঈশ্বর তাদের সাহায্য করবে না।”

প্রভু ইস্রায়েলকে ধ্বংস করতে চাইছেন না

8“ইফ্রয়িম আমি তোমাকে ছাড়তে চাইছি না।
ইস্রায়েল, আমি তোমাকে রক্ষা করতে চাই। আমি
তোমাকে অদ্মার মতো হতে দেব না! আমি তোমাকে
সবোয়িমের মতো হতে দেব না! আমি তোমার মন
বদলাচ্ছি । তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা খুবই
তীব্র।

9আমি আমার ভয়ঙ্কর ক্রোধকে কখনই জয়ী হতে
দেব না। আমি আবার ইফ্রয়িমকে ধ্বংস করব না।
আমি ঈশ্বর, আমি মানুষ নই। আমিই সেই পবিত্রজন,
আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমি ক্রোধ প্রকাশ
করব না।

10আমি সিংহের মতন গর্জন করব। আমি গর্জন
করব এবং আমার সন্তানরা আসবে ও আমাকে অনুসরণ
করবে। আমার সন্তানরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পশ্চিম
দিক থেকে আসবে।

11পাখীর মতন কাঁপতে কাঁপতে তারা মিশর থেকে
আসবে। অশূরীয় দেশ থেকে তারা ঘুঘু পাখীর মতো
কাঁপতে কাঁপতে আসবে; এবং আমি তাদের গৃহে
ফিরিয়ে নেব।” প্রভু এই কথাই বলেছেন।

12ইফ্রয়িম তার মূর্ত্তিদের দ্বারা আমাকে ঘিরে
রেখেছে। ইস্রায়েলবাসীরা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল।
এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেছে! কিন্তু যিহূদা এলের সঙ্গে
এখনও ঘুরছে। যিহূদা সেই পবিত্রদের কাছে বিশ্বস্ত।”

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রভু

12 ইফ্রয়িম তার সময় নষ্ট করছে– ইস্রায়েল সারাদিন
ধরে “হাওয়ার পেছনে ছুটছে।” জনসাধারণ আরো
বেশী করে মিথ্যা বলছে। তারা আরো বেশী চুরি করছে।
তারা অশূরের সঙ্গে চুক্তি করেছে, এবং তাদের জলপাই
তেল মিশরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

2প্রভু বলেছেন, “ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আমার বলবার
বিষয় আছে। যাকোব তার কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি
পাবে। যেসব খারাপ কাজ সে করেছে তার জন্য সে
অবশ্যই শাস্তি পাবে। 3এমন কি যাকোব যখন তার
মায়ের গর্ভে ছিল, তখন থেকেই সে তার ভাইদের
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল। যাকোব
একজন শক্তিশালী যুবক ছিল; এবং সেই সময়ে সে
ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করেছিল। 4সে ঈশ্বরের দূতের
সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং জিতেছিল। সে কেঁদে অনুগ্রহ
চেয়েছিল। বৈথেলে এই ঘটনা ঘটে। সেখানে, সে
আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। 5হ্যাঁ, সৈন্যবাহিনীর ঈশ্বর
হচ্ছেন যিহোবা। তাঁর নাম যিহোবা (প্রভু)। 6সেজন্য
তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসো। তাঁর
বশবর্তী হও, সঠিক কাজ কর! সবসময় তোমার ঈশ্বরকে
বিশ্বাস কর!

7“যাকোব একজন পাকা ব্যবসায়ী লোক। সে তার
বন্ধুদেরও প্রতারণা করে! এমনকি তার দাঁড়িপাল্লাও
ঠিক নেই। 8ইফ্রয়িম বলেছিল, ‘আমি একজন ধনী!
আমি প্রকৃত ধন খুঁজে পেয়েছি! কোনো ব্যক্তি আমার
অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারবে না। কোনও ব্যক্তিই
আমার পাপের সম্বন্ধে জানতে পারবে না।’

9“কিন্তু মিশরের ভূমিতে তোমরা যতদিন ছিলে
ততদিন আমিই তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর ছিলাম। ঈশ্বর
সমাগম তাঁবুতে থাকার সময়ের মতো আমি তোমাদের
তাঁবুতে বাস করবার ব্যবস্থা করব। 10আমি ভাববাদীদের
সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাদের অনেক দর্শনশক্তি
দিয়েছি। আমার শিক্ষা তোমাদের দেওয়ার জন্য আমি
ভাববাদীদের অনেক পথ দেখিয়েছি। 11কিন্তু
গিলিয়দবাসীরা পাপী। সেখানে অনেকগুলো ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তি আছে। গিল্গলের লোকেরা ষাঁড়ের কাছে বলি
উৎসর্গ করে। ওই লোকেদের বহু পূজোর বেদী আছে।
চষা জমিতে আবর্জনার সারির মত সেখানে বেদীর
সারি তৈরী হয়েছে। 12যাকোব অরামের দেশে পালিয়ে
গিয়েছিল। সেই জায়গায় ইস্রায়েল স্ত্রী পাবার জন্যে
কাজ করেছিল। আরেকটি স্ত্রী পাবার জন্য সে মেষগুলির
দেখাশোনা করেছিল।

13“কিন্তু ঈশ্বর একজন ভাববাদীকে ব্যবহার করে
ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন
এবং ইস্রায়েলকে নিরাপদে রাখার জন্য প্রভু একজন
ভাববাদীকে ব্যবহার করবেন। 14কিন্তু ইফ্রয়িম প্রভুকে
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তুলল। ইফ্রয়িম বহু লোককে হত্যা
করেছিল সেজন্য সে তার অপরাধের শাস্তি পাবে। তার
গুরু (প্রভু) তাকে তার অবমাননা সহ্য করতে বাধ্য
করবেন।”

ইস্রায়েল নিজেকে ধ্বংস করেছে

13 “ইফ্রয়িম ইস্রায়েলে নিজেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ
করে তুলেছিল। ইফ্রয়িম কথা বলত এবং
জনসাধারণ ভয়ে কাঁপত। কিন্তু ইফ্রয়িম পাপ করেছিল,
সে বালকে পূজো করতে আরম্ভ করেছিল। 2এখন
ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ আরো বেশী পাপ করছে। তাদের
নিজেদের জন্য তারা মূর্ত্তি তৈরি করছে। মজুরেরা রূপো
দিয়ে ওই সৌখীন মূর্ত্তিগুলো তৈরি করছে। তারপর ওই
লোকেরা তাদের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে কথা বলছে। ওই
মূর্ত্তিগুলির জন্যে তারা বলি উৎসর্গ করছে। তারা ওই
সোনার বাছুরগুলোকে চুমু খাচ্ছে। 3সেজন্যেই ওই
লোকেরা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা হবে ভোরবেলায়
আসা কুয়াশার মতো। কুয়াশা যেমন আসে এবং
তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। ইস্রায়েল জাতিরা ভূষির
মতোই হবে যা মাড়াইয়ের ঘর থেকে উড়ে যায়। ইস্রায়েল
জাতি হবে ধোঁয়ার মত, যেটা চিমনি থেকে ওঠে এবং
অদৃশ্য হয়ে যায়।

4“যখন থেকে তোমরা মিশরের মাটিতে আছো তখন
থেকেই আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর। তোমরা আমাকে
ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকে চিনতে না। আমি ছাড়া আর
কোন ত্রাণকর্তা নেই। 5আমি সেই মরুভূমিতে তোমাদের
চিনতাম– আমি সেই সমতল শুকনো মাটির দেশে
তোমাদের চিনতাম।

6“আমি ইস্রায়েল জাতিকে খাদ্য জুগিয়েছি; তারা
সেই খাদ্য খেয়েছে। তারা পেট ভরে খেয়েছে এবং খুশী
হয়েছে। (তারপর) তারা অহঙ্কারী হয়েছে এবং আমাকে
ভুলে গেছে!

7“সেজন্য আমি তাদের কাছে সিংহের মতোই হব।
আমি চিতাবাঘের মতোই রাস্তায় অপেক্ষা করব। 8আমি
তাদের ভাল্লুকের মতো আক্রমণ করব যার বাচ্চাদের
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমি তাদের আক্রমণ করব–
তাদের বুকগুলোকে একটানে চিরে ফেলব। আমি সিংহ
অথবা বন্য জীব-জন্তুদের মতোই শিকারকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
খাব।”

ঈশ্বরের ক্রোধ হতে কেউই ইস্রায়েলকে রক্ষা করতে পারবে না

9“ইস্রায়েল, আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম;
কিন্তু তোমরা আমার বিরুদ্ধে গেছো। সেজন্য এখন
আমি তোমাদের ধ্বংস করব! 10তোমাদের রাজা
কোথায়? তোমাদের কোন শহরেই সে তোমাদের রক্ষা
করতে পারবে না! তোমাদের বিচারকেরা কোথায়?
তোমরা তাদের খোঁজ করে বলছো, ‘আমাদের একজন
রাজা এবং কিছু নেতা দাও।’ 11আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম
এবং আমি তোমাকে একজন রাজা দিয়েছিলাম। তারপর
আমি যখন খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, তখন তাকে নিয়ে
গিয়েছিলাম।

12“ইফ্রয়িম তার দোষ লুকোবার চেষ্টা করেছিল।
সে ভেবেছিল, তার পাপগুলো গোপন বিষয় কিন্তু সে
ওই কাজের জন্য শাস্তি পাবে।

13একজন স্ত্রীলোক প্রসব করার সময় যে যন্ত্রণা অনুভব করে, তার শাস্তিও সেইরকম হবে। সে কখনোই জ্ঞানী পুত্র হতে পারবে না। তার জন্মাবার সময় আসবে এবং সে বেঁচে থাকতে পারবে না।

14"আমি তাদের কবর থেকে রক্ষা করব! আমি তাদের মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দেব! মৃত্যু, তোমার রোগগুলি কোথায়? কবর, কোথায় তোমার বিনষ্ট করার ক্ষমতা? আমি শোক প্রকাশ করার কোন কারণই দেখি না!

15ইস্রায়েল তার ভায়েদের সঙ্গে বড় হয়েছে। কিন্তু পূর্ব দিক থেকে একটি শক্তিশালী ঝড় আসবে আর মরুভূমির দিক থেকে প্রভুর ঝড় বইবে। তখন ইস্রায়েলের কুয়ো শুকিয়ে যাবে। তার জলের ঝর্ণাগুলি শুকিয়ে যাবে। ইস্রায়েলের কোষাগার থেকে যা কিছু মূল্যবান তার সবকিছুই বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

16শমরিয়া অবশ্যই শাস্তি পাবে। কারণ সে তার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গেছে। ইস্রায়েল জাতি তরবারির সাহায্যেই নিহত হবে। তাদের সন্তানদের টুকরো টুকরো করে ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তাদের গর্ভবতী মেয়েদের ছিঁড়ে ফেলা হবে।"

প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন

14 ইস্রায়েল তোমাদের পতন হয়েছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমরা পাপ করেছো। সেজন্য তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসো। 2তুমি যে কথাগুলো বলবে তার সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং প্রভুর কাছে ফিরে এসো। তাঁকে বলো,

"আমাদের পাপ দূর করে দিন। আমাদের ভালো কথাগুলি গ্রহণ করুন। উৎসর্গ হিসেবে আমরা আমাদের ওষ্ঠ দিয়ে আপনাকে প্রশংসা বাক্য নিবেদন করব।

3"অশূর আমাদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। আমরা যুদ্ধের ঘোড়ায় চাপব না। যে জিনিসগুলো আমরা নিজেদের হাতে তৈরি করেছি সেগুলোকে আমরা 'আমাদের ঈশ্বর' বলব না। কেন? কারণ আপনিই একমাত্র সেইজন যিনি অনাথদের প্রতি কৃপা দেখান। কেবলমাত্র আপনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন।"

প্রভু ইস্রায়েলকে ক্ষমা করবেন

4প্রভু বলেন, "আমাকে পরিত্যাগ করবার জন্য আমি তাদের ক্ষমা করব। যেহেতু আমি ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত হয়েছি তাই আমি তাদের মুক্তমনে ভালোবাসব।

5আমি ইস্রায়েলের কাছে শিশিরের মতো হব। ইস্রায়েল লিলির মতো প্রস্ফুটিত হবে। সে লিবানোনের সিডার গাছের মতো হবে।

6তার শিকড়গুলি বাড়বে এবং তাকে একটি সুন্দর জলপাই গাছের মত দেখাবে। লিবানোনের সিডার গাছগুলো থেকে যে সুন্দর গন্ধ আসে সেও সেরকম সুন্দর গন্ধ হবে।

7ইস্রায়েলের জনসাধারণ আবার আমার আশ্রয়ে থাকবে। তারা শস্যের মত বাড়বে। তারা দ্রাক্ষা গাছের মত মুকুলিত হবে। তারা লিবানোনের মদের মত হবে।"

ইস্রায়েলের মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে প্রভু সতর্ক করছেন

8"ইফ্রয়িম, মূর্ত্তিগুলো নিয়ে আমার আর বেশী কিছু করবার থাকবে না। আমিই সেই 'এক' যিনি তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। আমিই সেই যে তোমাদের ওপর নজর রাখে। আমি সেই ফার গাছের মত যেটা চির সবুজ। আমার কাছ থেকেই তোমাদের ফল আসে।"

সর্বশেষ উপদেশ

9একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছে। একজন চটকদার মানুষকে অবশ্যই এই বিষয়গুলি শিখতে হবে।

প্রভুর পথসকল সঠিক। ভালো লোকেরা সেই পথেই বাঁচবে। পাপীরা তার দ্বারাই মারা যাবে।

যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক

পঙ্গপালে ফসল ধ্বংস করবে

1 পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের কাছে প্রভুর এই বার্তা: 2হে প্রবীণেরা, কথাটা শোন! দেশে বসবাসকারী সকলে শোন। তোমাদের জীবনকালে এর আগে কি কখনও এইরকম ঘটনা ঘটেছে? না! তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়েও কি এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে? না!

3তোমাদের সন্তানদের এই সম্বন্ধে বলো। তোমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তানদের বলুক । আবার তাদের সন্তানেরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বলুক।

4কাটুরে পঙ্গপাল যা রেখে গেছে তা ঝাঁকের পঙ্গপাল খেয়ে গেছে। আর ঝাঁকের পঙ্গপাল যা রেখে গেছে তা লাফানে পঙ্গপাল খেয়ে গেছে। আর লাফানে পঙ্গপাল যা রেখে গেছে তা ধ্বংসকারী পঙ্গপাল খেয়ে গেছে।

পঙ্গপাল এল

5ওহে মাতালেরা ওঠ, কাঁদো! ওহে মদ্যপায়ীরা, মিষ্টি দ্রাক্ষারসের জন্য হা-হুতাশ কর! কারণ তা তোমাদের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

6এক বিশাল ও শক্তিশালী দেশ আমার দেশকে আক্রমণ করেছে। সেখানে অগনিত সৈন্য ছিল। তাদের অস্ত্রগুলি সিংহের দাঁতের মত ধারালো এবং সিংহের চোয়ালের মত শক্তিশালী।

7এটি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ডুমুর গাছগুলো ধ্বংস করেছে। এটি ডুমুর গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তা ফেলে দিয়েছে, তাই তার শাখাগুলি সাদা হয়ে গেছে।

লোকের ক্রন্দন

8যার যুবক স্বামী মারা গেছে, সেই যুবতী মহিলার মত চটের পোষাক পরে কাঁদো।

9প্রভুর মন্দিরে আর নৈবেদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করা হয় না। তাই যাজকগণ! প্রভুর দাসেরা, শোক প্রকাশ করো!

10ক্ষেত্রগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে, মাটি শুকিয়ে গেছে। সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন দ্রাক্ষারস শুকিয়ে গেছে। টাট্‌কা অলিভ তেল শেষ হয়ে গেছে।

11ওহে চাষীরা তোমরা দুঃখ কর! দ্রাক্ষাক্ষেত্রের চাষীরা হাহাকার কর! গম ও যবের জন্য কাঁদো! কারণ ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে।

12দ্রাক্ষালতা শুকিয়ে গেছে। ডুমুর গাছ মারা গেছে। ডালিম, তাল ও আপেল এমনকি ক্ষেতের সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে। সত্যি লোকেদের মধ্যে যে সুখ ছিল তা শুকিয়ে গেছে।

13হেযাজকগণ, চটের পোষাক পরে উচ্চস্বরে কাঁদো। তোমরা যারা বেদীর পরিচারকরা উচ্চস্বরে কাঁদো। হে ঈশ্বরের দাসেরা চটের পোশাক পরে ঘুমিয়ে থাকো। কারণ ঈশ্বরের মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য কোন শস্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্য থাকবে না।

পঙ্গপালের দ্বারা ভয়ানক ধ্বংস কাণ্ড

14উপবাসের জন্য একটি বিশেষ সময় ঘোষণা করো। বিশেষ সভার জন্য লোকেদের একত্র করো। দেশের সমস্ত লোক ও নেতাদের একত্র করো। তাদের সবাইকে তোমার প্রভু ঈশ্বরের মন্দিরে নিয়ে এস এবং সাহায্যের জন্য প্রভুর কাছে খুব জোরে কান্নাকাটি কর।

15বিমর্ষ হও! কারণ প্রভুর সেই বিশেষ দিন সন্নিকট। সেই সময় থেকে ঈশ্বর সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আক্রমণের ন্যায় শাস্তি আসবে। 16একি সুস্পষ্ট নয় যে আমাদের কোন খাদ্য নেই? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে আনন্দ এবং সুখ আমাদের প্রভুর মন্দির থেকে চলে গিয়েছে? 17আমাদের শস্য বীজ মাটিতে পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গুদামগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমাদের গোলাবাড়িগুলো শূন্য এবং ভেঙ্গে পড়েছে কারণ আমাদের শস্য শুকিয়ে গেছে এবং মৃত।

18পশুগুলো কাঁদছিল! গরুর পাল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ তাদের খাবার ঘাস নেই। এমনকি মেষেরাও কষ্ট পাচ্ছে কারণ আমরা পাপ কার্য্যের জন্য অপরাধী। 19প্রভু আমি সাহায্যের জন্য তোমায় ডাকছি, কারণ প্রান্তরের চারণভূমি আগুনে পুড়ে গেছে এবং খোলা মাঠের সমস্ত গাছ তাতে ঝলসে গেছে। 20এমনকি পশুরাও তোমার কাছে কাঁদবে কারণ জলের ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে গেছে আর আগুন সবুজ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মরুভূমিতে পরিণত করেছে।

প্রভুর আগমনের দিন

2 সিয়োনে শিঙা বাজাও। আমার পবিত্র পর্বতে জোরে চিৎকার করো। দেশের সমস্ত বাসিন্দারা ভয়ে কেঁপে উঠুক। কারণ প্রভুর দিন আসছে এবং তা সন্নিকট।

2সেটা এক অন্ধকার, বিষণ্ণ দিন হবে। এটা অন্ধকার এবং মেঘলা দিন হবে। অন্ধকার যেভাবে পর্বতে ছেয়ে যায় সেইভাবে বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্য দেখা যাবে। এর আগে কখনও এমন হয় নি। আর এর পরেও এমন হবে না।

3আগুন তাদের সামনে গ্রাস করবে এবং অগ্নিশিখা তাদের পশ্চাতে জ্বলবে। তাদের সামনের দেশ হবে যেন এক এদোন উদ্যান। কিন্তু তাদের পশ্চাতে দেশ

যেন শূন্য মরুভূমি। কোন কিছুই তাদের এড়িয়ে যাবে না।

4তাদের দেখতে ঘোড়ার মত। আর যুদ্ধের ঘোড়ার মতো তারা দৌড়ায়।

5ঐ শোন পর্বতের ওপর তাদের রথের শব্দ। সেই শব্দ খড় জ্বালানো আগুনের শব্দের মতো এবং একটি শক্তিশালী সৈন্য বাহিনীর মত যারা যুদ্ধ করতে আসছে।

6ঐ সৈন্যদলের সামনে লোকেরা ভয়ে কাঁপে। তাদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হবে।

7তারা দ্রুত দৌড়ায় এবং যোদ্ধাদের মতো তারা প্রাচীরে চড়তে পটু। তারা কুচকাওয়াজ করে সামনে এগিয়ে যায়। তারা তাদের পথ থেকে সরে যায় না।

8তারা একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে না। প্রত্যেক সৈন্য তার নিজের পথে চলে। এমনকি যদি একজন সৈন্য আহত হয়ে পড়ে অন্যরা ঠিকভাবেই কুচকাওয়াজ করে চলে।

9তারা শহরের মধ্যে দৌড়ে যায়। তারা দ্রুত প্রাচীরের উপর ওঠে। ঘরের মধ্যে উঠে পড়ে। জানালা দিয়ে চোরের মত ঢুকে পড়ে।

10তাদের সামনে যেন পৃথিবী ও আকাশ কেঁপে ওঠে। সূর্য ও চাঁদ অন্ধকার হয়ে যায়। তারারা উজ্জ্বলতা প্রকাশ বন্ধ করে।

11প্রভু নিজে তার সৈন্যদের চিৎকার করে ডাকছেন। তাঁর শিবির খুব বড়। সত্যি সেই সৈন্যরা তাঁর আদেশ মানে। তারা খুবই শক্তিশালী। প্রভুর দিন হবে সত্যি তীব্র ও ভয়ানক; কে তা সহ্য করতে পারে?

পরিবর্তনের জন্য লোকেদের কাছে প্রভুর আহ্বান

12প্রভু বললেন, "এখন তোমরা সর্বান্তঃকরণে আমার কাছে ফিরে এস। উপবাস, রোদন ও বিলাপ করতে করতে এস!

13আর তোমাদের হৃদয় ছিন্ন কর, তোমাদের বস্ত্র নয়।" তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছেই ফিরে এস। কারণ তিনি কৃপাময়।

তিনি চট করে রেগে ওঠেন না। তিনি মহা দয়াময়। হয়তো তিনি যে অমঙ্গলের পরিকল্পনা করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর মন পরিবর্তন করবেন।

14কে জানে, প্রভু হয়তো তাঁর মন পরিবর্তন করতে পারেন। এমনকি তিনি হয়তো তোমাদের জন্য পশ্চাতে আশীর্বাদ রেখেও যেতে পারেন। তাহলে তোমরা প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে সক্ষম হবে।

প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর

15সিয়োনে শিঙা বাজাও। উপবাসের দিন ঠিক কর। বিশেষ সভার দিন ঘোষণা কর।

16লোকেদের একত্র কর। বিশেষ সভা ডাক। বয়স্ক লোকেদের একত্র কর। শিশু ও বাচ্চাদের একত্র কর। বর ও কনেরা তাদের শয্যা ঘর থেকে বেরিয়ে আসুক।

17বারান্দা ও বেদীর মধ্যে যাজকেরা, প্রভুর দাসেরা কাঁদুক। তাদের সবাই বলুক: "প্রভু তোমার লোকেদের প্রতি কৃপা কর। তোমার লোকেদের লজ্জায় পড়তে দিও না। অন্য দেশের লোকেদের তোমার লোকেদের নিয়ে ঠাট্টা করতে দিও না। অন্য দেশের লোকেদের হেসে বলতে দিও না, 'ওদের ঈশ্বর কোথায়?'"

প্রভু আবার দেশ পুনঃস্থাপন করবেন

18তখন প্রভু তাঁর দেশের জন্য ঈর্ষাকাতর হবেন এবং তাঁর লোকেদের দয়া করবেন।

19তখন প্রভু তাঁর লোকেদের সঙ্গে কথা বললেন, এবং বললেন, "আমি তোমাদের কাছে শস্য দ্রাক্ষারস ও অলিভ তেল পাঠাবো এবং তোমরা প্রচুর পাবে ও তাতে তোমরা সন্তুষ্ট হবে। আমি আর অন্য দেশকে তোমাদের কখনও অপমান করতে দেব না।

20আমি উত্তর দেশীয় লোকেদের তোমাদের কাছ থেকে বহুদূরে পাঠাব এবং আমি তাদের শুষ্ক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে নির্বাসনে পাঠাব। আমি তাদের কিছুকে পূর্বদিকের সমুদ্রে এবং কিছুকে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগরে পাঠাব। তারা পচে যাবে এবং তাদের পূর্তিগন্ধ ওপরে উঠবে, কারণ তারা অনেক ক্ষতি করেছে!"

ভূমিকে নবায়িত করা হবে

21হে দেশ, ভয় কোরো না। আনন্দ অনুষ্ঠান কর কারণ প্রভু মহৎ মহৎ কাজ করবেন।

22মাঠের পশুরা ভয় পেয়ো না কারণ প্রান্তরের ভূমিতে আবার ঘাস জন্মাবে। গাছে আবার ফল ধরবে, এবং ডুমুর ও দ্রাক্ষা গাছে আবার উত্তম ফল হবে।

23সিয়োনের লোকেরা তোমরা প্রভু ঈশ্বরেতে আনন্দ অনুষ্ঠান কর। কারণ তিনি তাঁর উদারতার চিহ্ন হিসাবে বৃষ্টি বর্ষাবেন। তাছাড়াও তিনি আগের মতোই তোমাদের আগে আগে বৃষ্টি ও শেষের দিকে বৃষ্টি দেবেন।

24আর ঢেঁকির মেঝেগুলি শসেস্যরে যাবে, অলিভ তেলে ও দ্রাক্ষারসে পিপেগুলো ভরে উপচে পড়বে।

25"আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ঝাঁকের পঙ্গপাল, লাফানে পঙ্গপাল, ধ্বংসকারী পঙ্গপাল, এবং কাটুরে পঙ্গপাল অর্থাৎ আমার মহাসৈন্যরা পাঠিয়েছিলাম যারা সেই বছর তোমাদের শস্যস্যংস করেছে তা আমি পরিশোধ করব।

26তোমরা প্রচুর খাবার খেয়ে তৃপ্ত হবে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করবে। কারণ তিনি তোমাদের জন্য অলৌকিক চমৎকার কাজ করেছেন। প্রভু বলেন, আমার লোকেরা আর কখনও লজ্জিত হবে না।

27আর তোমরা জানবে যে আমি (প্রভু) ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করি। আমিই তোমাদের প্রভু ও ঈশ্বর আর কোন ঈশ্বর নেই। আমার লোকেরা আর কখনও লজ্জিত হবে না।"

ঈশ্বর সমস্ত লোকেদের তাঁর আত্মা দেবেন

28“এখন থেকে আমি আমার আত্মা সবার মধ্যে ঢেলে দেব। এরফলে তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাণী বলবে। বয়স্ক লোকেরা স্বপ্ন দেখবে আর তোমাদের কণিষ্ঠেরা দর্শন পাবে।

29আর সেই সময়ে আমি এমনকি, তোমাদের দাসদাসীদের ওপরেও আমার আত্মা ঢেলে দেব।

30আমি আকাশে ও পৃথিবীতে চিহ্ন দেখাব। রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা যাবে।

31সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ রক্তের মত লাল হয়ে যাবে। আর তারপর প্রভুর সেই মহান ও ভয়ঙ্কর দিন আসবে!

32আর যারাই প্রভুর নাম ডাকে তারা রক্ষা পাবে। কারণ প্রভুর বাক্যানুসারে ঐ সমস্ত লোকেরা সিয়োন পর্বতে ও জেরুশালেমে বেঁচে থাকবে। হ্যাঁ, ঐ সমস্ত বেঁচে যাওয়া লোকেরা, যাদের প্রভু ডেকেছেন তাঁরাই ফিরে আসবে।

যিহূদার শত্রুদের প্রতি প্রভুর শাস্তি

3 “সেই সময় আমি যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকেদের বন্দী দশা হতে ফিরিয়ে আনব। 2আমি সমস্ত দেশকে একত্র করে যিহোশাফটের উপত্যকায় নিয়ে আসব। সেখানে আমি তাদের বিচার করব। সেই দেশের লোকেরা আমার ইস্রায়েলের লোকেদের ছিন্ন ভিন্ন করেছিল। তারা তাদের অন্য দেশের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করেছিল। সেইজন্য আমি সেইসব দেশকে শাস্তি দেব। ঐসব দেশ আমার দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করেছিল। 3তারা আমার লোকেদের জন্য গুলিবাট ব্যবহার করেছিল। তারা এক বেশ্যার জন্য ছেলেকে এবং পান করবার জন্য দ্রাক্ষারসের বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করেছিল। এমন কি তারা...

4“হে সোর ও সীদোন এবং পলেষ্টীয়দের সমস্ত অঞ্চল আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব কি? কোন কিছুর জন্য কি তোমরা আমায় শাস্তি দিচ্ছ? তোমরা কি মনে কর আমাকে আঘাত করার জন্য কিছু করতে যাচ্ছ? শীঘ্রই আমি তোমাদের কাজের ফল হিসেবে তোমাদের শাস্তি দেব। 5তোমরা আমার রূপো ও সোনা নিয়ে গিয়েছ এবং আমার অতি উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি তোমাদের মন্দিরে নিয়ে গিয়েছ।

6“তোমরা যিহূদার ও জেরুশালেমের লোকেদের গ্রীকদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছ, যেন তারা তাদের দেশ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে পারে। 7তাদের যে যে স্থান বিক্রি হয়ে গেছে আমি তাদের সেখানে থেকে ফিরিয়ে আনব এবং আমি তোমাদের খারাপ কাজের জন্য শাস্তি দেব। 8আমি তোমাদের সন্তানদের যিহূদার লোকেদের কাছে বিক্রি করব এবং তারা বহুদূরের শিবায়ীয় লোকেদের কাছে তাদের বিক্রি করবে।” প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

9তোমরা জাতিগণের কাছে এই কথা ঘোষণা কর: তোমরা যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত কর! বলবান সৈন্যদের জাগিয়ে তোল! সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবেশ করুক।

10তোমাদের লাঙ্গল ভেঙ্গে খড়্গ তৈরি কর এবং কাস্তে ভেঙ্গে বর্শা তৈরি কর। দুর্বল যে, সেও বলুক, “আমি একজন বলবান যোদ্ধা।”

11হে চারিদিকের জাতিগণ, তোমরা তাড়াতাড়ি এস এবং এখানে এসে জড়ো হও! হে প্রভু তোমার বলবান সৈন্যদের আনো!

12জাতিগণ জেগে ওঠ! যিহোশাফটের উপত্যকায় এস! আমি সেখানে বসে চারিদিকের জাতির বিচার করব!

13কাস্তে লাগাও কারণ শস্য স্যকছে! এস দলন কর কারণ দ্রাক্ষা মাড়বার কুণ্ড পূর্ণ! পিপে ভরে উপচে পড়ছে কারণ তাদের দুষ্টতা মহান।

14দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকায় প্রচুর লোকের ভীড় কারণ দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকায় প্রভুর বিশেষ দিন এগিয়ে আসছে।

15সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকার হয়ে যাবে, আকাশের নক্ষত্রও আর আলো দেবে না।

16আর প্রভু ঈশ্বর সিয়োন থেকে গর্জন করবেন এবং তিনি জেরুশালেম থেকেও চিৎকার করবেন। ফলে আকাশ ও পৃথিবী কেঁপে উঠবে। কিন্তু প্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পক্ষে এক নিরাপদ আশ্রয় এবং তিনিই ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে দৃঢ় দুর্গ হবেন।

17“তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, আমি আমার পবিত্র পর্বত সিয়োনে বাস করি। আর জেরুশালেম পবিত্র হবে। বিদেশীরা আর তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে না।”

যিহূদার জন্য নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি

18“সেই দিনে পর্বত থেকে মিষ্ট দ্রাক্ষারস ঝরে পড়বে এবং উপপর্বত থেকে দুধের স্রোত বইবে। যিহূদার সমস্ত শূন্য নদী জলে পূর্ণ হয়ে বইবে। প্রভুর মন্দির হতে এক উৎস বের হবে, যা আকশিয়া উপত্যকাকে জল যোগাবে।

19মিশর ধ্বংসস্থান হবে এবং ইদোম ধ্বংসিত প্রান্তরে পরিণত হবে। কারণ তাদের নিষ্ঠুরতা যিহূদার লোকেদের বিরুদ্ধে দেখানো হয়েছে। তারা নির্দোষ লোকেদের তাদের দেশেই হত্যা করেছিল।

20কিন্তু যিহূদাতে সর্বদাই লোকে বাস করবে, লোকে বহু বংশ পরম্পরায় জেরুশালেমে বাস করবে।

21ওই লোকেরা আমার লোকেদের হত্যা করেছিল তাই সত্যি সত্যিই আমি তাদের লোকেদের শাস্তি দেব! প্রভু ঈশ্বর সিয়োনে বাস করবেন!

আমোষ ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

1 আমোষের বার্তা। তকোয় শহরে আমোষ নামে একজন মেষপালক ছিলেন। উষিয় যখন যিহূদার রাজা ছিলেন এবং যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম যখন ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন সেই সময়ে আমোষ ইস্রায়েল সম্পর্কে দর্শন পেয়েছিলেন। ঘটনাটা ভূমিকম্প হবার দু'বছর আগেকার কথা।

অরামের জন্য শাস্তি

2আমোষ বললেন: সিয়োনে প্রভু সিংহের মতো গর্জন করবেন। জেরুশালেম থেকে তাঁর কণ্ঠের উচ্চস্বর গর্জিত হবে। মেষপালকদের সবুজ তৃণভূমি শুকিয়ে বাদামী হয়ে যাবে। এমনকি কর্ম্মিলের শিখর শুকিয়ে যাবে।

3প্রভু এই কথাগুলো বলেন: "আমি অবশ্যই দম্মেশকবাসীদের তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্য শাস্তি দেব। কিন্তু কেন? কারণ তারা লোহার তৈরী শস্য মাড়াইয়ের যন্ত্র দিয়ে গিলিয়দকে মর্দ্দন করেছিল। 4সেইজন্যে আমি হসায়েলের বাড়ীতে (অরাম) আগুন লাগিয়ে দেব এবং সেই আগুন বিন্‌হদদের রাজপ্রাসাদগুলিকে ধ্বংস করবে।

5"তাছাড়াও, আমি দম্মেশকের গেটের শক্ত শিকগুলো ভাঙব। আবনের উপত্যকাতে যে ব্যক্তি সিংহাসনে বসে আছে তাকে আমি সরিয়ে দেব। বৈৎ-এদনে যে রাজা রাজদণ্ড ধরে আছে তাকে আমি নিয়ে চলে যাব। অরামের লোকেরা পরাস্ত হবে এবং জনসাধারণ তাদের কীর রাজ্যে নিয়ে যাবে।" প্রভু ঐ কথাগুলোই বলেছিলেন।

পলেষ্টীয়দের জন্য শাস্তি

6প্রভু এই কথাটি বলেন: "আমি সত্যিই ঘসাবাসীদের তাদের বহু অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেব। কেন? কারণ তারা একটি দেশের সমস্ত লোককে নিয়েছিল এবং তাদের ক্রীতদাস হিসাবে ইদোমে পাঠিয়েছিল। 7সেজন্যে আমি ঘসার দেওয়ালে আগুন পাঠাব। এই আগুন ঘসার উঁচু মিনার ধ্বংস করবে। 8এবং আমি অস্‌দোদের সিংহাসনে যে ব্যক্তি বসে আছে তাকে সরিয়ে দেব। অস্কিলোনে যে রাজাটি রাজদণ্ড ধরে আছে তাকে আমি নিয়ে চলে যাব। আমি ইক্রোণের সাধারণ মানুষদের শাস্তি দেব। তখন পলেষ্টীয়দের মধ্যে যারা এখনও পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় বেঁচে আছে তারা মরবে।" প্রভু ঈশ্বর ঐ কথাগুলো বলেছিলেন।

ফৈনীকিয়র জন্য শাস্তি

9প্রভু এই কথাগুলো বলছেন: "আমি অবশ্যই সোরের লোকেদের তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্য শাস্তি দেবো। কেন? কারণ তারা একটি সমগ্র জাতিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং ক্রীতদাস হিসেবে তাদের ইদোমে পাঠিয়েছিল। তারা তাদের ভাইদের (ইস্রায়েল) সঙ্গে মিলিত হয়ে যে চুক্তি করেছিল তা তারা মনে রাখেনি। 10সেজন্যে আমি সোরের দেওয়ালে আগুন দেব। সেই আগুন সোরের রাজপ্রাসাদগুলিকে ধ্বংস করবে।"

ইদোমবাসীদের জন্য শাস্তি

11প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন: "আমি অবশ্যই ইদোমের লোকেদের তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্য শাস্তি দেব। কেন? কারণ ইদোম তরবারি নিয়ে তার ভাইদের (ইস্রায়েল) পেছনে তাড়া করে ছুটেছিল। ইদোম কোন কৃপা দেখায়নি। ইদোমের ক্রোধ সারা জীবন ধরে অব্যাহত ছিল। বন্য পশুর মত ইস্রায়েলকে সে কেবল ছিঁড়েই চলেছে। 12সেজন্যে আমি তৈমনে আগুন দেব। সেই আগুন বস্রারের উঁচু মিনারগুলো ধ্বংস করবে।"

অম্মোনবাসীদের জন্য শাস্তি

13প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন: "আমি অবশ্যই অম্মোনের লোকেদের তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্য শাস্তি দেব। কেন? কারণ তারা গিলিয়দে গর্ভবতী নারীদের হত্যা করেছিল। অম্মোনবাসীরা এই কাজগুলো করেছিল এইজন্য যাতে তারা তাদের রাজ্য নিতে পারে এবং তাদের রাজ্যকে আরো বড় করতে পারে। 14সেজন্যে আমি রব্বার দেওয়ালে আগুন দেব। সেই আগুন রব্বার উঁচু মিনার ধ্বংস করবে। ঘূর্ণী ঝড়ের মত তাদের রাজ্যের মধ্যে বিপদ এসে ঢুকবে। 15তখন তাদের রাজা এবং নেতাদের নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে।" প্রভু এই কথাগুলো বলেছিলেন।

মোয়াবের জন্য শাস্তি

2 প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন: "আমি অবশ্যই মোয়াবের লোকেদের তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্য শাস্তি দেব। কেন? কারণ মোয়াব ইদোমের রাজার হাড়গুলোকে পুড়িয়ে চুন করে দিয়েছিল। 2সেজন্য আমি মোয়াবে আগুন জ্বালাব এবং সেই আগুন করিয়োতের উঁচু মিনার ধ্বংস করবে। সেখানে ভয়ঙ্কর চিৎকার এবং শিঙার শব্দ শোনা যাবে এবং মোয়াব মারা যাবে। 3সেজন্যে আমি মোয়াবের রাজাদের শেষ করে দেব

এবং মোয়াবের সব নেতাদেরও খুন করব।” প্রভু এই
কথাগুলো বলেছিলেন।

যিহূদার জন্য শাস্তি

4প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন: “আমি অবশ্যই
যিহূদাকে তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্যে শাস্তি
দেব। কেন? কারণ তারা প্রভুর আদেশ মান্য করতে
অস্বীকার করেছিল। তারা তাঁর আদেশ পালন করেনি।
তাদের পূর্বপুরুষেরা মিথ্যা বিশ্বাস করেছিল। এবং ওই
একই মিথ্যার জন্য যিহূদাবাসীরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করা
ছেড়েছিল। 5তাই আমি যিহূদাতে আগুন লাগাব এবং
সেই আগুন জেরুশালেমের উঁচু মিনারগুলো ধ্বংস
করবে।”

ইস্রায়েলের জন্য শাস্তি

6প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন: “আমি অবশ্যই
ইস্রায়েলকে তাদের বহু দণ্ডার্হ অপরাধের জন্য শাস্তি
দেব। কেন? কারণ তারা সামান্য রূপোর জন্য ভালো
এবং নির্দোষ লোকেদের বিক্রি করেছিল। একজোড়া
জুতোর বদলে তারা গরীব লোকেদের বিক্রি করেছিল।
7তারা ওই গরীব লোকেদের মাটির ওপর উপুড় করে
ফেলে দিয়ে তার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। তারা
সাধারণ লোকেদের কষ্টের কথা শোনাও বন্ধ করেছিল।
একই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পিতা ও পুত্রের যৌন সম্পর্ক
ছিল। তারা আমার পবিত্র নাম ধ্বংস করেছিল। 8তারা
গরীব লোকেদের কাছ থেকে জামাকাপড় নিচ্ছে এবং
তারা বেদীতে পূজা করার সময় ওই কাপড়-চোপড়ের
ওপরেই বসছে। তারা গরীব লোকেদের টাকা ধার
দিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাপড়-চোপড়গুলো
বন্ধক হিসাবে নিয়ে নিয়েছে। তারা সাধারণ লোকেদের
জরিমানা দিতে বাধ্য করেছিল। এবং সেই টাকা দিয়ে
তাদের দেবতাদের মন্দিরে বসে নিজেরা পান করার
জন্য দ্রাক্ষারস কিনেছিল।

9“কিন্তু আমিই তাদের সামনে ইমোরীয়দের ধ্বংস
করেছিলাম। ইমোরীয়রা এরস গাছের মতোই দীর্ঘদেহী
ছিল। তারা ওক গাছের মতোই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু
আমি তাদের ওপরকার ফল এবং নিচেকার শিকড়গুলো
নষ্ট করে দিয়েছিলাম।*

10“আমিই সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদের মিশর দেশ
থেকে নিয়ে এসেছিলাম। 40 বছর ধরে আমি তোমাদের
মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।
ইমোরীয়দের দেশ অধিকার করতে আমি তোমাদের
সাহায্য করেছিলাম। 11আমি তোমাদের ছেলেদের
কয়েকজনকে ভাববাদী বানিয়েছিলাম। আমি তোমাদের
কিছু তরুণদের নাসরীয় করেছি। ইস্রায়েলের লোকেরা,
শোনো, সত্যি কথাটা হচ্ছে এই।” প্রভু এই কথাগুলো
বলেছিলেন। 12“কিন্তু তোমরা নাসরীয়দের দ্রাক্ষারস
পানে আসক্ত করেছিলে। তোমরাই ভাববাদীদের
ভাববাণী করতে বিরত করেছিলে। 13তোমরা যেন আমার
কাছে ভারী বোঝার মতো। অতিরিক্ত খড় বোঝাই
মালবাহী গাড়ির মতোই আমি ভারের চাপে নীচু হয়ে
গেয়েছি।

14কোন মানুষই পালাতে পারবে না– ক্ষিপ্রতম
দৌড়বীরও না। শক্তিশালী লোকেরা আর শক্তিশালী
থাকবে না। সৈন্যরা তাদের নিজেদের রক্ষা করতে
সমর্থ হবে না। 15তীর-ধনুকধারী মানুষও রক্ষা পাবে
না। দ্রুততম মানুষেরাও পালাতে পারবে না। ঘোড়ায়
চড়া মানুষও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। সেই সময়ে,
খুব সাহসী সৈন্যরা পর্যন্ত পালিয়ে যাবে। এমনকি তারা
জামা-কাপড় পর্যন্ত পরতে সময় পাবে না।” প্রভু এই
কথাগুলো বলেছিলেন।

ইস্রায়েলের প্রতি সতর্কবাণী

3 ইস্রায়েলবাসীরা, এই বার্তাটি শোন! ইস্রায়েল,
তোমাদের জন্যই প্রভু এই কথাগুলো বলেছিলেন।
এই বার্তাটি তোমাদের সব পরিবারের (ইস্রায়েল) জন্যেই
যাদের আমি মিশর দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম।
2“পৃথিবীতে অনেক পরিবার আছে। কিন্তু বিশেষভাবে
জানবার জন্য একমাত্র তোমার পরিবারকেই আমি বেছে
নিয়েছিলাম। এবং তোমরা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিলে।
সেজন্য আমি তোমাদের সব পাপ কাজের জন্য শাস্তি
দেব।”

ইস্রায়েলের শাস্তির কারণ

3একমত না হলে দুজন লোক কখনোই হাঁটতে
পারবে না! 4একটি পশুকে ধরার পরেই একটি যুব
সিংহ অরণ্যে গর্জন করে। যদি একটি সিংহ তার গুহায়
গর্জন করে তার মানে হল সে কোন শিকার ধরেছে।
5মাঠের মধ্যে বিছানো জালে যদি কোন খাদ্য না থাকে,
তবে কোন পাখী উড়ে এসে তার মধ্যে পড়বে না।
জালের মুখ তখনই বন্ধ হবে, যখন তাতে কিছু ধরা
পড়বে।

6যদি শিঙায় সতর্ক বাঁশী বেজে ওঠে তখনই কি
মানুষ সত্যিই ভয়ে কাঁপতে থাকবে না? যদি শহরে
বিপদ আসে, তখন বুঝতে হবে প্রভু তা ঘটিয়েছেন।
7আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু কিছু করার জন্য মনস্থির
করেছেন। কিন্তু কিছু কাজ করার আগে, তিনি তাঁর
সেবক ভাববাদীদের তাঁর পরিকল্পনাগুলি না বলে
থাকবেন না। 8যদি কোন সিংহ গর্জন করে, তবে লোকে
ভয় পাবে। যদি প্রভু কথা বলেন তবেই ভাববাদীরা
ভাববাণী করবে।

9-10অস্দোদের এবং মিশরের প্রাসাদের ওপরে যাও
এবং এই বার্তাটি ঘোষণা কর: “শমরিয়ার পর্বতে চলে
এস। সেখানে তুমি বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে। কারণ
লোকেরা জানেনা কি করে সঠিকভাবে জীবনযাপন
করতে হয়। তারা অন্য লোকেদের প্রতি নিষ্ঠুর ছিল।
তারা অন্য লোকেদের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে নিত
এবং ওই জিনিসগুলো তাদের প্রাসাদে লুকিয়ে রাখত।

আমি … দিয়েছিলাম এর অর্থ পিতামাতা এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা।

জোর করে কেড়ে নেওয়া জিনিসগুলোতেই তাদের কোষাগার পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।''

11সেইজন্য প্রভু বলেছেন, "এক শত্রু সেই দেশে আসবে। সেই শত্রু এসে তোমাদের শক্তি হরণ করবে। তোমাদের উঁচু মিনারে তোমরা যেসব জিনিস লুকিয়ে রেখেছো তা সে নিয়ে যাবে।"

12সেজন্যে প্রভু বলেছেন,

"একটি সিংহ কোন মেষকে আক্রমণ করলে এবং একজন মেষপালক মেষটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে মেষপালকটি মেষের কেবলমাত্র কিছু অংশই বাঁচাতে পারবে। সে হয়ত সিংহের মুখ থেকে মেষের দুটো পা অথবা কানের একটি অংশ টেনে নিতে পারবে। একইভাবে, ইস্রায়েলের অধিকাংশ লোকই রক্ষা পাবে না। শমরিয়ায় যারা বাস করছে তারা হয়ত বিছানার কেবলমাত্র একটা কোণ রক্ষা করতে পারবে, অথবা শয্যার চাদরের এক টুকরো।"

13আমার সদাপ্রভু, প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই কথাগুলো বলেছেন: "এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাকোবের পরিবারকে (ইস্রায়েল) সতর্ক করে দাও। 14ইস্রায়েল পাপ কাজ করছে এবং আমি তাদের পাপ কাজের জন্য শাস্তি দেব। যখন আমি তা করব তখন বৈথেলের বেদীগুলিও ধ্বংস করব। বেদীর শৃঙ্গগুলি কেটে দেওয়া হবে এবং সেগুলো মাটিতে পড়ে যাবে। 15আমি শীতকালের বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গরমকালের বাড়ীও ধ্বংস করব। হাতির দাঁতের বাড়ীগুলিও ধ্বংস হবে। বহু বাড়ী ধ্বংস হবে।" প্রভু ওই কথাগুলি বলেছিলেন।

যে নারীরা প্রেম ভালোবাসে

4 শমরিয়ার পর্বতে বাশনের যে গাভীরা চরে বেড়াচ্ছে তোমরা শোন। শমরিয়ার ধনী নারীদের কথাই বলা হচ্ছে। বাশন যর্দ্দন নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত একটি জায়গা। এই অঞ্চলের বড় বড় ষাঁড় ও গরু বিখ্যাত। তোমরা গরীবদের আঘাত করছ। তোমরা ওই গরীব মানুষদের সর্বনাশ করছ। তোমরা তোমাদের স্বামীদের বলছ, ''আমাদের জন্য কিছু পানীয় আনো।"

2আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু একটি প্রতিশ্রুতি করেছিলেন, তিনি তাঁর পবিত্রতার দ্বারা প্রতিশ্রুতি করেছিলেন তোমাদের কাছে বিপদ আসবেই। লোকে আংটার সাহায্যে তোমাদের বন্দী হিসেবে নিয়ে যাবে। তোমাদের সন্তানদের নিয়ে যাবার জন্য তারা বঁড়শি ব্যবহার করবে। 3তোমাদের শহর ধ্বংস হবে। স্ত্রীলোকেরা শহরের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে নিজেদের ওই মৃত দেহের স্তূপের ওপর নিক্ষেপ করবে।

প্রভু এই কথাটি বলেছেন, 4''বৈথেলে যাও এবং পাপ কর! গিল্‌গলে গিয়ে আরো বেশী করে পাপ কর। সকালে তোমাদের বলি উৎসর্গ কর। প্রতি তিন দিনের উৎসবের জন্য তোমাদের শস্যের এক দশমাংশ নিয়ে এসো। 5খামির দিয়ে তৈরি কোনো জিনিস দিয়ে ধন্যবাদ উৎসর্গ দাও। প্রত্যেককে স্বেচ্ছা উৎসর্গের কথা বলো। ইস্রায়েল, তুমি ঐ কাজগুলো করতে ভালবাস; সে জন্য যাও এবং সেগুলো কর।" প্রভু এই কথাগুলো বলেছিলেন। 6আমার কাছে তোমরা যাতে আসো তার জন্য আমি অনেক কাজ করেছিলাম। আমি তোমাদের কোন খাদ্য খেতে দিই নি। তোমাদের কোন শহরেও আর কোন খাবার ছিল না। কিন্তু তোমরা আমার কাছে ফিরে আসো নি।" প্রভু ঐ কথাগুলো বলেছিলেন।

7''তাছাড়া আমি বৃষ্টিও বন্ধ করেছিলাম– এবং সেটা ফসল তোলার তিন মাস আগেকার কথা। সেজন্য কোন শস্য জন্মায় নি। তখন আমি একটি মাত্র শহরে বৃষ্টি হতে দিয়েছি, কিন্তু অন্য কোন শহরে নয়। দেশের একটি অংশে বৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু দেশের অন্য অংশের জমি খুবই শুকনো হয়ে গিয়েছিল। 8সেজন্য দুটি অথবা তিনটি শহরের সাধারণ মানুষরা জল পাওয়ার জন্য অন্য শহরে কষ্ট করে গিয়েছিল– কিন্তু সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল ছিল না। তখনও পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসো নি।" প্রভু ঐ কথাগুলো বলেছিলেন।

9"তোমাদের ফসলগুলো রোদ এবং উত্তাপ দিয়ে আমিই মেরে ফেলেছি। আমি তোমাদের বাগান এবং দ্রাক্ষাক্ষেত ধ্বংস করেছি। পঙ্গপালেরা তোমাদের ডুমুর গাছ এবং জলপাই গাছ খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসোনি।" প্রভু ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। 10আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সংক্রামক ব্যাধি পাঠিয়েছি, মিশরে যেরকম আমি করেছিলাম। আমি তরবারি দ্বারা তোমাদের যুবকদের হত্যা করেছি। আমি তোমাদের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে নিয়েছি। আমি তোমাদের তাঁবুগুলোকে শব দেহের দুর্গন্ধে ভরে দিয়েছিলাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তোমরা সাহায্যের জন্য আমার কাছে আসো নি।" প্রভু ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। 11সদোম এবং ঘমোরাকে আমি যেভাবে ধ্বংস করেছিলাম তোমাদেরও সেইরকমভাবে আমি ধ্বংস করেছিলাম এবং ঐ শহরগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তোমরা তখন আগুন থেকে টেনে আনা জ্বলন্ত কাঠের মতোই হয়েছিলে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে সাহায্যের জন্য ফিরে আসোনি।" প্রভু ঐ কথাগুলো বলেছিলেন।

12"সেজন্য ইস্রায়েল, আমি তোমার সঙ্গে এই কাজগুলো করব। আমি তোমার জন্যে এই কাজটি করব। ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রস্তুত হও। 13আমি কে? আমিই হচ্ছি সেই, যে পর্বতগুলোকে তৈরি করেছিলাম। আমি তোমাদের মনগুলোকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি লোকেদের শিক্ষা দিয়েছিলাম কি করে কথা বলতে হয়। আমি উষাকে অন্ধকারে পরিবর্তিত করেছি। আমি পৃথিবীর পর্বতগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটি। আমি কে? আমার নাম হচ্ছে যিহোবা, সৈন্যদলের ঈশ্বর।"*

আমার ... ঈশ্বর এটা সাধারণতঃ "প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান" হিসেবে অনুদিত হয়।

ইস্রায়েলের জন্য দুঃখের গান

5 ইস্রায়েলবাসীরা, এই গানটি শোন। এই বিলাপের গানটি তোমাদেরই জন্যে।

2ইস্রায়েলের কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সে আর উঠবে না। সে একাকী নোংরার উপর পড়ে আছে। তাকে ওঠাবার জন্য কোন লোকই নেই।

3প্রভু আমার, সদাপ্রভু এই কথাগুলো বলছেন: "সৈন্যরা যারা 1,000 লোককে নিয়ে শহর ত্যাগ করবে তারা শুধু 100 জন নিয়ে ফিরে আসবে। 100 জন নিয়ে যারা শহর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে, তারা কেবলমাত্র 10 জন লোক নিয়ে ফিরবে।

ফিরে আসার জন্য প্রভু ইস্রায়েলকে উৎসাহিত করছেন

4ইস্রায়েলবাসীকে (ইস্রায়েলের রাজপরিবারের লোকেদের হয়তো ইঙ্গিত করা হয়েছে।) প্রভু এই কথাটি বলছেন: "আমার অন্বেষণ কর এবং জীবনে বাঁচ।

5কিন্তু বৈথেলের দিকে তাকিও না। গিল্‌গলে যেও না। সীমান্ত পেরিও না এবং বের্-শেবাতে যেও না। গিল্‌গলবাসীদের কয়েদী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বৈথেল ধ্বংস হবে।

6প্রভুর কাছে যাও এবং বেঁচে থাকো। যদি তোমরা প্রভুর কাছে না যাও, তবে যোষেফের বাড়ীতে আগুন লাগাতে শুরু করবে। সেই আগুন যোষেফের গৃহ ধ্বংস করবে এবং কোন মানুষই বৈথেলের সেই আগুন নেভাতে পারবে না।

7-9সাহায্যের জন্য তোমাদের ঈশ্বরের কাছে যাওয়া উচিৎ। ঈশ্বর প্লিয়েডস এবং ওরিওনকে* সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি অন্ধকারকে ভোরের আলোতে পরিবর্তিত করেছেন। তিনি দিনকে অন্ধকারের রাত্রিতে পরিবর্তিত করেছেন। তিনি সমুদ্রের জলকে আহ্বান করেছেন এবং পৃথিবীতে তাদের ঢেলে দিচ্ছেন। তাঁর নাম হচ্ছে যিহোবা (প্রভু)। তিনিই সেই যিনি শক্তিশালী শহরে হিংসা বাড়ান। তিনিই সেই, যিনি একটা সুরক্ষিত শহরকে হিংসাত্মক অপরাধ দ্বারা ধ্বংস হতে দেন।"

ইস্রায়েলবাসীরা যে মন্দগুলো করেছে

তোমরা ধার্মিকতাকে বিষে পরিবর্তন কর এবং ন্যায় বিচারকে হত্যা করে তা ভূপতিত কর।

10ভাববাদীরা জনসাধারণের কাছে যায়, এবং সাধারণ মানুষ যে খারাপ কাজ করছে তার বিরুদ্ধে কথা বলে। যে ভাববাদীরা ন্যায় এবং সহজ সত্য শেখায় লোকে তাদের ঘৃণা করে এবং লোকেরা ঐ ভাববাদীদের ঘৃণা করে।

11তোমরা গরীব লোকেদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কর নিচ্ছ। তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ গম নিচ্ছ। তোমরা পাথরের টুকরো দিয়ে শৌখিন বাড়ি বানাচ্ছ। কিন্তু তোমরা কখনই ওই বাড়িগুলোতে বাস করতে পারবে না। তোমরা সুন্দর দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরী করছো। কিন্তু তোমরা কখনই ঐ দ্রাক্ষাক্ষেত থেকে তৈরী পানীয় আস্বাদ করতে পারবে না।

12কেন? কারণ, আমি তোমাদের বহু অপরাধের খবর জানি। তোমাদের পাপাচার খুবই খারাপ। যেসব মানুষ ভাল কাজ করছে তাদের তোমরা আঘাত করেছ। অপরাধ চাপা দেবার জন্য তোমরা অর্থ নিচ্ছ। তোমরা গরীব লোকেদের তাদের মামলাগুলির সুবিচারের জন্য আদালতে আনার সুযোগ দাও না।

13সেই সময়ে, বিজ্ঞ শিক্ষকরা নীরব হয়ে যাবেন। কেন? কারণ, সময়টা খারাপ।

14তোমরা বলো যে, ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন। সেজন্যে ভাল কাজ কর, খারাপ কাজ নয়। তাহলে তোমরা বাঁচবে এবং প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সত্যিই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

15যা মন্দ তাকে ঘৃণা কর এবং যা ভাল তাকে ভালবাসো। আদালতে ন্যায্য বিচার ব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে এসো। হয়তো তাহলে প্রভু সর্বশক্তিমান যোষেফের পরিবারে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।"

বড় দুঃখের সময় আসছে

16আমার সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেন, "লোকে জনসাধারন্যে বিলাপ করবে। সাধারণ লোক রাস্তাঘাটে কাঁদবে। লোকেরা পেশাদারী বিলাপকারীদের ভাড়া করে আনবে।

17দ্রাক্ষাক্ষেতে সাধারণ লোকেরা চিৎকার করে কাঁদবে। কারণ আমি সে পথ দিয়ে যাবার সময়ে তোমাদের শাস্তি দেব।" প্রভু ঐ কথাগুলো বলেছিলেন।

18তোমাদের মধ্যে কয়েকজন প্রভুর বিচারের বিশেষ দিনটি দেখতে চাইছো। তোমরা কেন ঐ বিশেষ দিনটি দেখতে চাইছো? প্রভুর ঐ বিশেষ দিনটিতে অন্ধকারই নিয়ে আসবে, আলো নয়।

19তোমরা এমন মানুষের মতো হবে যে সিংহের আক্রমণ থেকে পালাতে পারে কিন্তু ভাল্লুকের দ্বারা আক্রান্ত হয় ! তোমরা এমন একটি লোকের মত হবে যে নিরাপত্তার জন্য বাড়ীতে যায় অথচ দেওয়ালে হেলান দিলেই সাপ তাকে কামড়ায়!

20প্রভুর বিশেষ দিনটি দুঃখের হবে, আনন্দের নয়! অন্ধকারের দিন হবে, আলোর নয়। তা নৈরাশ্যের দিন হবে মিটমিটে আলোও সেখানে থাকবে না।

প্রভু ইস্রায়েলের উপাসনা প্রত্যাখান করছেন

21"আমি তোমার ছুটির দিনগুলো ঘৃণা করি! আমি তাদের স্বীকার করবো না! আমি তোমাদের ধর্মীয় সভাগুলো উপভোগ করতে পারি না!

22এমনকি আমাকে উৎসর্গ করার জন্য যদি হোমবলি উৎসর্গ এবং শস্যের উৎসর্গ দাও আমি সেগুলো গ্রহণ

প্লিয়েডস এবং ওরিওনকে দুটি বিখ্যাত নক্ষত্রগুচ্ছ।

করব না! এমনকি আমি স্থূলকায় পশুগুলোর দিকে
তাকাবো না যা তুমি মঙ্গল নৈবেদ্যর জন্য উৎসর্গ কর।
23তোমাদের চিৎকার করা গানগুলো এখান থেকে
নিয়ে যাও। আমি তোমাদের বীণার সুরও শুনতে চাই
না।
24তোমাদের দেশের মধ্যে সর্বত্র সুবিচারের ধারা
জলের মতোই সহজে বয়ে যেতে দাও। ধার্মিকতা
স্রোতের মত বয়ে যাক যেটা কখনও শুকিয়ে যাবে না।
25ইস্রায়েল, তোমরা 40 বছর ধরে আমার জন্যে
মরুভূমিতে উৎসর্গ এবং নৈবেদ্য দিয়েছিলে।
26কিন্তু তোমরা তোমাদের রাজা সিক্কূৎ এবং
কিয়ূনের* মূর্ত্তিও বহন করেছ। এবং তোমরা নিজেরা
তোমাদের দেবতাদের জন্য তারা বানিয়েছিলে।
27সেজন্যে দম্মেশকের ওপারে বন্দী হিসাবে যেন
তোমাদের নিয়ে যাওয়া হয় তার ব্যবস্থা করব।" প্রভু
ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। তাঁর নাম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!

ইস্রায়েলের কাছ থেকে সুসময়টুকু নিয়ে নেওয়া হবে

6 সিয়োনের তোমরা যারা খুব আরামে জীবনযাপন
করছ এবং শমরিয়া পর্বতে যারা নিরাপত্তা অনুভব
করছ তাদের জন্য খারাপ সময় আসছে। সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ জাতিতে ‘‘গুরুত্বপূর্ণ” নেতাসমূহ।
ইস্রায়েলবাসীরা তোমাদের কাছে সাহায্যের জন্য আসে।
2কল্নীতে গিয়ে দেখো। সেখান থেকে বৃহৎ শহর
হমাতে যাও। পলেষ্টীয়দের শহর গাতে যাও। তোমরা
কি এই রাজ্যগুলি থেকে বেশী ভাল আছো? না। তাদের
দেশগুলি তোমাদের দেশগুলির থেকে বড়।
3তোমরা যারা খারাপ সময় এড়িয়ে যেতে চাইছ,
তারা হিংসার শাসন ক্রমশঃ কাছে নিয়ে আসছ।
4কিন্তু এখন তোমরা সবরকম আরাম উপভোগ
করছ। তোমরা হাতির দাঁতের খাটে শুয়ে আছো এবং
তোমরা শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা
আস্তাবল থেকে বাছুর এবং মেষের দল থেকে ছোট
ছোট মেষগুলো এনে খাচ্ছো।
5তোমরা তোমাদের বীণা বাজাচ্ছো এবং দায়ূদের
মত, বাজনা বাজানো অভ্যাস করছ।
6শৌখীন পেয়ালা থেকে তোমরা দ্রাক্ষারস পান
করছ। এবং সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করছ। এবং
যোষেফের পরিবার যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার জন্য মোটেই
উদ্বিগ্ন নও।
7ওই লোকেরা এখন তাদের শয্যায় শরীর এলিয়ে
দিয়েছে। কিন্তু তাদের সুসময় শেষ হবে। তাদের বন্দী
হিসাবে বিদেশী রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং তারাই
হবে প্রথম নিয়ে যাওয়া বন্দী লোকের দল। 8প্রভু আমার
সদাপ্রভু তাঁর নাম ব্যবহার করেছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি
করেছেন:
“যে জিনিসের জন্য যাকোব গর্ব করে সে জিনিসকে
আমি ঘৃণা করি। আমি তাদের প্রাসাদগুলিকে ঘৃণা
করি। তাই আমি শত্রুদের এই শহর এবং এর মধ্যে
সবকিছু গ্রেপ্তার করতে দেব।”

ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অল্প কয়েকজনই বেঁচে থাকবে

9সেই সময়ে, কোন বাড়ীতে যদি দশ জনও বেঁচে
থাকে তবে তারাও মারা যাবে। 10এবং যখন কেউ মারা
যায় তখন একজন আত্মীয় সেই দেহ নিতে আসবে
যাতে সে মৃতদেহ বের করে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে
পারে। আত্মীয়স্বজন অস্থিগুলোকে নিয়ে যাবার জন্য
আসবে। আর ঘরের পিছনে থাকা কোন লোককে উদ্দেশ্য
করে চিৎকার করে বলবে, ‘‘এখানে কি তোমার কাছে
কোন মৃতদেহ আছে?”
সেই ব্যক্তিটি উত্তরে বলবে, ‘‘না...!”
তখন সেই লোকটির আত্মীয় বাধা দিয়ে বলবে,
“চুপ করো আমরা প্রভুর নাম ব্যবহার করতে চাই না।”
11দেখো, ঈশ্বর আদেশ দেবেন এবং বৃহৎ বাড়ীগুলি
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে এবং ছোট বাড়ীগুলি
ছোট ছোট খণ্ডে ভেঙ্গে পড়বে।
12ঘোড়ারা কি আলগা পাথরের উপর দিয়ে ছোটে?
না! লোকেরা কি লাঙ্গল দেওয়ার জন্য গরুগুলোকে
পাথরের ওপর ব্যবহার করে? না! কিন্তু তোমরা সবকিছু
উল্টে ফেলো। তোমরা ধার্ম্মিকতাকে বিষে পরিণত
করেছিলে। আর ন্যায় বিচারকে তিক্ত বিষে পরিণত
কর।
13তোমরা লো-দেবরে* আনন্দ কর। তোমরা বলছ,
“আমরা আমাদের নিজস্ব শক্তিবলে কার্নেম অধিকার
করেছি।”
14‘‘কিন্তু ইস্রায়েল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে একটি
জাতিকে পাঠাব। সেই জাতি তোমাদের সমস্ত দেশের
মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে। লেবো-হমাৎ থেকে
আরবাহ্-ব্রুক পর্যন্ত সবটা জুড়ে।” প্রভু সর্বশক্তিমান
ঈশ্বর ওই কথাগুলো বলেছিলেন।

পঙ্গপাল বিষয়ক দর্শন

7 প্রভু এই জিনিসটি আমাকে দেখিয়েছিলেন: যখন
দ্বিতীয়বার শস্য বাড়তে আরম্ভ করেছে সেই সময়ে
তিনি পঙ্গপালদের তৈরী করেছিলেন। রাজা প্রথম শস্য
কেটে নেওয়ার পর এটা ছিল দ্বিতীয় শস্য চাষ। 2যখন
পঙ্গপাল দেশের সমস্ত ঘাস ধ্বংস করে ফেলেছিল,
তখন আমি বলেছিলাম, “হে প্রভু, আমার সদাপ্রভু,
দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন! যাকোব কিভাবে উদ্ধার
পাবে? সে এত ক্ষুদ্র! কারণ সে খুব দুর্বল!”
3তখন প্রভু এই বিষয়ে তার মন পরিবর্তন করে
বললেন, “এইরকম ঘটবে না।”

আগুনের দর্শন

4প্রভু আমার সদাপ্রভু এই বিষয়গুলি আমাকে
দেখালেন: আমি দেখলাম প্রভু ঈশ্বর বিচারের জন্য

সিক্কূৎ এবং কিয়ূনের এগুলি অশূরীয় দেবতাদের নাম।

লো-দেবর একটি জায়গার নাম। এর অর্থ “কিছু না।”

আগুনকে ডাকছেন। সেই আগুন গভীর সাগরকে ধ্বংস
করেছিল এবং ভূমিকেও গ্রাস করতে শুরু করেছিল।
5তখন আমি বললাম, “হে প্রভু ঈশ্বর, দয়া করে ক্ষান্ত
হোন। যাকোব কিভাবে রক্ষা পাবে? কারণ সে ক্ষুদ্র।”
6তখন প্রভু এবিষয়ে তাঁর মন পরিবর্তন করে বললেন,
“এই ঘটনাও ঘটবে না।”

ওলন দড়ির দর্শন

7প্রভু আমাকে এই দর্শন দেখালেন: প্রভু তাঁর হাতে
ওলন দড়ি নিয়ে এক দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।
8প্রভু আমায় বললেন, “আমোষ, তুমি কি দেখছ?”

আমি বললাম, “একটি ওলন-দড়ি।”

তখন আমার সদাপ্রভু বললেন, “দেখ, আমি
ইস্রায়েলের লোকের মধ্যে ওলন-দড়ি রাখব। তাদের
‘অসাধুতাকে’ আমি আর ফস্কাতে দেব না। আমি
কালো দাগগুলি* সরিয়ে দেব। 9ইস্হাকের উচ্চ
স্থানগুলি ধ্বংস হবে। ইস্রায়েলের পবিত্র স্থানগুলো
পাথরের ঢিবিতে পরিণত করা হবে। আমি যারবিয়ামের
পরিবারকে আক্রমণ করে তরবারি দ্বারা হত্যা করব।”

অমৎসিয় আমোষকে থামাতে চেষ্টা করলেন

10অমৎসিয়, বৈথেলের প্রধান যাজক ইস্রায়েলের
রাজা যারবিয়ামের কাছে এই বার্তা পাঠালেন: “আমোষ
আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। ইস্রায়েলের লোকেরা
যাতে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে তার চেষ্টা করছে।
সে এত কথা বলছে যে তার সব কথা এই দেশ ধরে
রাখতে পারছে না। 11আমোষ বলছে, ‘যারবিয়াম তরবারি
দ্বারা নিহত হবে এবং ইস্রায়েলের লোকেদের বন্দী
হিসাবে তাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া
হবে।”’ 12আর অমৎসিয় আমোষকে বলল, “হে দর্শক
যিহূদায় চলে যাও, সেইখানে খাও দাও আর প্রচার
কর। 13কিন্তু বৈথেলে আর কখনও ভাববাণী কর না।
এ হল যারবিয়ামের পবিত্র জায়গা, ইস্রায়েলের মন্দির!”

14তখন আমোষ উত্তরে অমৎসিয়কে বললেন, “আমি
একজন পেশাগত ভাববাদী নই; এমনকি ভাববাদীদের
পরিবার থেকেও নই। আমি গো-পালন করি ও ডুমুর
গাছের যত্ন নিই। 15আমি একজন মেষপালক ছিলাম।
কিন্তু প্রভু মেষপাল তত্ত্বাবধানের কাজ থেকে আমায়
ডেকে নিলেন এবং বললেন, ‘যাও এবং আমার লোক
ইস্রায়েলকে ভবিষ্যদ্বাণী কর।’ 16তাই প্রভুর বার্তা শোন।
তুমি আমায় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোন ভাববাণী বলতে
ও ইস্হাক পরিবারের কাছে প্রচার করতে নিষেধ করেছ।
17কিন্তু প্রভু বলেন, ‘তোমার স্ত্রী নগরের মধ্যে বেশ্যা
হবে। তোমার পুত্র-কন্যাদের তরবারি দ্বারা হত্যা করা
হবে। অন্য লোকেরা তোমার জমি হস্তগত করে
নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে আর এক বিজাতীয়
দেশে তোমার মৃত্যু হবে। ইস্রায়েলের লোকেদের
নিশ্চিতভাবে এই দেশ থেকে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া
হবে।”’

কালো দাগগুলি আক্ষরিক অর্থে, “আমি ওদের নিষ্কৃতি দেব না।”

পাকা ফলের দর্শন

8 প্রভু আমাকে এইরকম দেখালেন: আমি দেখলাম
এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল। 2প্রভু আমায় বললেন,
“আমোষ তুমি কি দেখছ?”

আমি বললাম, “এক ঝুড়ি গ্রীষ্মকালীন ফল।”

তখন প্রভু আমায় বললেন, “আমার লোক
ইস্রায়েলের পরিণাম এসে গেছে। আমি আর তাদের
পাপ উপেক্ষা করব না।” 3মন্দিরের গানগুলি শবযাত্রার
করুণ গানে পরিণত হবে। প্রভু আমার সদাপ্রভুই আমায়
এই কথাগুলো বলেছেন। চারিদিকে শবদেহ, নীরবে
লোকে সেইসব শব দেহ বহন করে এনে স্তূপ করে
ফেলে রাখবে।”

ইস্রায়েলের ব্যবসায়ীরা কেবল টাকা উপায়ে উৎসাহী

4তোমরা যারা অসহায় লোকেদের দাবিয়ে চলো,
যারা এই দেশের দরিদ্র লোকদের ধ্বংস করতে চেষ্টা
করছ, আমার কথা শোন!

5তোমরা ব্যবসায়ীরা বলে থাক, “কখন অমাবস্যা
গত হবে যাতে আমরা আবার বেচাকেনা করতে পারি?
কখন বিশ্রামদিন শেষ হবে যাতে আমরা গম এনে
বেচতে পারি? তখন আমরা দাম বাড়াতে পারব এবং
মাপের পাত্র ছোট করতে পারব।* আমরা ওজনের
হের ফের করে লোক ঠকাতে পারব।

6গরীবরা তাদের ঋণ শোধ করতে পারবে না। তাই
আমরা তাদের ক্রীতদাসের মত কিনে নেব। ওইসব
অসহায় লোকেদের আমরা একজোড়া জুতোর দামে
কিনে নেব। আমরা মাটিতে পড়ে যাওয়া গম বিক্রি
করব।”

7প্রভু তার নামে প্রতিশ্রুতি করলেন, যাকোবের
গর্ব।

“এইসব লোকেরা যেসব কাজ করেছে তা আমি
কখনই ভুলে যাব না।

8সমস্ত দেশ ঐসব বিষয়ের জন্য কেঁপে উঠবে।
দেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোক মৃতদের জন্য ক্রন্দন
করবে। মিশরের নীল নদের মত সমস্ত দেশ উথাল
পাতাল করবে।”

9প্রভু আরও বলেছেন: “সেই সময় আমি সূর্যকে
দুপুরবেলাতেই অস্তগত করব। আকাশ পরিষ্কার
থাকলেও পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করব।

10তোমাদের ছুটির দিনগুলোকে মৃতদের জন্য
শোকের দিনে পরিণত করব। তোমাদের সমস্ত গানগুলি
(মৃতদের জন্য) বিলাপ গীতে পরিণত হবে। প্রত্যেক
লোককে শোকবস্ত্র পরাব ও প্রত্যেকের মাথায় টাক
পড়াব। একমাত্র পুত্রের বিয়োগের শোকের মত শোক
করাব। আর শেষটা বড় তিক্ত হবে।”

তখন ... পারব আক্ষরিক অর্থে, “ঐফা ছোট ও শেকল ভারী করব।”

ঈশ্বরের কথার জন্য প্রবল আকুতির সময় আসছে

11প্রভু বলেছেন:
“দেখ, এমন দিন আসছে যখন দেশে দুর্ভিক্ষ হবে।
লোকে তখন রুটির জন্য ক্ষুধিত বা জলের জন্য
পিপাসিত হবে না। না, লোকে প্রভুর বাক্যের জন্য
ক্ষুধিত হবে।
12লোকে ঈশ্বরের বাক্যের জন্য মৃত সাগর থেকে
ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরের দেশ থেকে পূর্বের
দেশ পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে। লোকেরা প্রভুর বাক্যের খোঁজে
এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা পাবে না।
13সেই সময় সুন্দর, তরুণ ও তরুণীরা তৃষ্ণায় অজ্ঞান
হয়ে পড়বে। তারা শমরিয়ার পাপের* নামে শপথ
করেছিল, এই বলে, ‘হে দান, আমরা তোমার দেবতার
নামে শপথ করেছি।’ আমরা তোমার দেবতা বের্-শেবার
নামে শপথ করছি।’ কিন্তু তারা পড়ে যাবে এবং আর
কখনো উঠতে পারবে না।”

বেদীর সামনে দণ্ডায়মান প্রভুর দর্শন

9আমি আমার সদাপ্রভুকে বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলাম। তিনি বললেন,
“স্তম্ভের মাথায় আঘাত কর তাহলে সমস্ত অট্টালিকা
নড়ে উঠবে। এমনকি চৌকাঠ পর্যন্ত পড়ে যাবে। সেই
স্তম্ভ লোকেদের মাথায় ভেঙ্গে ফেল আর তাও যদি
কেউ কেউ বেঁচে থাকে তবে আমি তরবারির দ্বারা
তাদের হত্যা করব। পালালেও, একজনও রক্ষা পাবে
না।
2তারা যদি পাতাল পর্যন্ত গভীর গর্ত খুঁড়ে তার
মধ্যে যায়ও আমি তাদের সেখান থেকেও টেনে বের
করে আনব। তারা আকাশে উঠে গেলেও সেখান থেকে
আমি তাদের নামিয়ে আনব।
3কর্ম্মিল পর্বতের চূড়ায় লুকিয়ে থাকলেও আমি
সেখানে তাদের খুঁজে বের করব। এবং সেখান থেকে
নিয়ে আসব। যদি তারা সমুদ্রের তলায় গিয়ে আমার
কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করে, তবে আমি সেখানে
সাপকে আদেশ করব আর সে তাদের কামড়াবে।
4যদি তারা বন্দী হতে শত্রুদের সামনে যায় তবে
সেখানে আমি তরবারিকে আদেশ করব আর তা তাদের
হত্যা করবে। হ্যাঁ, আমি তাদের উপর নজর রাখব
দেখব কিভাবে তাদের উপর অমঙ্গল আনতে পারি,
মঙ্গল নয়।”

শাস্তি ধ্বংস পর্যন্ত

5আমার সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান প্রভু দেশকে স্পর্শ
করলে তা গলে যাবে। তখন দেশে বসবাসকারী সকলে
মৃতদের জন্য শোক করবে। দেশ মিশরীয় নীল নদের
মতো উথাল পাতাল করবে।
6প্রভু তাঁর ওপরের ঘরগুলো আকাশের অধিকতর
উচ্চে তৈরি করেছেন। তিনি তাঁর লোকেদের পৃথিবীর
ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছেন। তিনি সমুদ্রের জলকে
ডাকেন এবং বৃষ্টিরূপে তা দেশের ওপর ঢেলে দেন।
যিহোবা তাঁর নাম।

ইস্রায়েলের বিনাশ সম্বন্ধে প্রভুর প্রতিশ্রুতি

7প্রভু এই কথা বলেন:
“হে ইস্রায়েল, তুমি আমার কাছে কূশীয়দের মতো।
আমি ইস্রায়েলকে মিশর দেশ থেকে বের করে
এনেছিলাম। আমি কপ্তোর থেকে পলেষ্টীয়দের এবং
কীর থেকে অরামীয়দের বের করে এনেছিলাম।”
8প্রভু আমার সদাপ্রভু পাপপূর্ণ রাজ্য, ইস্রায়েলের
দিকে চেয়ে আছেন। প্রভু বলেন, ‘‘আমি পৃথিবীর বুক
থেকে ইস্রায়েলকে উৎপাটন করব কিন্তু যাকোবের
পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করব না।
9আমি ইস্রায়েল জাতিকে ধ্বংস করবার আদেশ
দিচ্ছি। আমি ইস্রায়েলের লোকেদের সমস্ত জাতির
মধ্যে ছড়িয়ে দেব। যখন সে চালনিতে শস্য ঝাড়ে তখন
ভালো শস্যগুলি চালনির ভেতর দিয়ে নীচে পড়ে কিন্তু
খারাপ ডেলাগুলি ধরা পড়ে। যাকোবের পরিবারের
সঙ্গেও তেমনটি করা হবে।
10আমার লোকেদের মধ্যে পাপীরা বলে, ‘আমাদের
কোন মন্দ ঘটবে না।’ কিন্তু তাদের সবাইকে তরবারির
আঘাতে হত্যা করা হবে!”

রাজ্য পুনঃস্থাপনের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

11“দায়ূদের তাঁবু* পতিত হয়েছে। কিন্তু সেই সময়
আমি আবার তা স্থাপন করব। আমি দেওয়ালের
গর্তগুলো সারাবো। আমি এর ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার
গড়ব। আমি তাকে পূর্বে যেমন ছিল সেইভাবে আবার
গড়ে তুলব।
12তারপর, তারা, যারা আমার নামে অভিহিত হয়,
তারা ইদোমের এবং দেশের অন্যান্য অবশিষ্ট অংশের
সত্ত্ব গ্রহণ করবে প্রভু বলেন, তিনি এগুলো
করেন।
13প্রভু বলেন, “সেই সময় আসছে যখন হালবাহক
শস্য ছেদকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলবে। দ্রাক্ষা
মর্দনকারী, দ্রাক্ষা চয়নকারীকে ছাড়িয়ে যাবে। পর্বত
এবং উপপর্বত থেকে মিষ্টি দ্রাক্ষারস ঝরে পড়বে।
14আমি আমার লোকেদের ইস্রায়েলকে বন্দী দশা
থেকে ফিরিয়ে আনব। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরগুলি
আবার গড়বে এবং সেখানে বাস করবে। তারা
দ্রাক্ষাক্ষেত স্থাপন করবে এবং তাদের উৎপন্ন দ্রাক্ষারস
পান করবে। তারা বাগান করবে এবং তা থেকে ফল
আহরণ করে খাবে।
15আমি আমার লোকেদের তাদের দেশে স্থায়ীভাবে
বসবাস করাব। যে দেশ আমি তাদের দিয়েছি, সেখান
থেকে তাদের আর কখনও বিচ্ছিন্ন করা হবে না।” প্রভু
তোমার ঈশ্বরই এইসব বলেছেন।

শমরিয়ার পাপ শমরিয়ার বাছুর দেবতা।

দায়ূদের তাঁবু এর অর্থ হতে পারে জেরুশালেম শহর অথবা যিহূদার দেশ।

ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক

ইদোম শাস্তি পাবে

ওবদিয়ের দর্শন। আমার প্রভু সদাপ্রভু ইদোম সম্বন্ধে
এই কথাগুলো বলেছেন।
আমরা স্বয়ং প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি খবর
শুনলাম। বিভিন্ন জাতির কাছে একটি বার্তা পাঠানো
হয়েছিল। সে বলেছিল, “চলো, ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করি।”

প্রভু ইদোমের সঙ্গে কথা বললেন

2“ইদোম, আমি তোমাকে ক্ষুদ্রতম জাতিতে পরিণত
করব। প্রত্যেকে তোমাকে ঘৃণা করবে।
3তোমার অহঙ্কার তোমাকে ওপরে তুলেছে। তুমি
সেই সব গুহায় বাস কর, যেগুলি দূরারোহ উঁচু পাহাড়ে
অবস্থিত। তোমার বাড়ী পর্বতের থেকে বেশ অনেক
ওপরে। সেজন্যে তুমি মনে মনে বলো, ‘কেউ আমাদের
নামাতে পারে না।’”

ইদোমকে নীচে নামানো হবে

4প্রভু ঈশ্বর এই কথাটি বলেছেন: “তুমি যদিও
ঈগলের মতো উঁচুতে ওড়ো এবং তারাদের মধ্যে তোমার
বাসা করে রাখো, তাহলেও আমি সেখান থেকে তোমাকে
নীচে নামাব।”
5সত্যিই তোমার বিনাশ হবে! চোরেরা তোমার কাছে
আসবে! আর, ডাকাতেরা রাত্রিবেলায় আসবে! ওই
চোরেরা যা চায় তার সবই নিয়ে যাবে! যখন শ্রমিকরা
তোমাদের ক্ষেতে দ্রাক্ষাসমূহ সংগ্রহ করে তারা অন্তত
কয়েকটা দ্রাক্ষা ফেলে রেখে যায়।
6কিন্তু শত্রুরা এষৌর (ইদোমের অধিবাসীরা এষৌর
বংশধর) লুকোনো গুপ্তধন তন্ন তন্ন করে খুঁজবে এবং
তারা সবই খুঁজে পাবে।
7যেসব লোকেরা তোমাদের সহকারী তারা সবাই
তোমাদের দেশ থেকে জোর করে বের করে দেবে।
তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তোমাদের সঙ্গে চালাকী
করবে এবং তোমাদের অন্যায় কাজ করতে বাধ্য
করবে। তোমাদের সঙ্গীরা তোমাদের ফাঁদে ফেলবার
পরিকল্পনা করবে। তারা বলে, ‘তিনি কিছুই সন্দেহ
করবেন না!’”
8প্রভু বলেছেন, “ঐদিন আমি জ্ঞানী লোকেদের ধ্বংস
করব। আমি এষৌর পর্বতের বুদ্ধিমান লোকেদের ধ্বংস
করব।
9তেমন, তোমার শক্তিমান মানুষগুলি আতঙ্কিত
হবে। এষৌর পর্বতের প্রত্যেকটি মানুষই ধ্বংস হবে।
অনেক লোককে হত্যা করা হবে।
10লজ্জায় তোমরা চাপা পড়বে এবং তোমরা
চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু কেন? কারণ
তুমি তোমার ভাই যাকোবের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ
করেছ।
11তুমি ইস্রায়েলের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলে।
অচেনা মানুষেরা ইস্রায়েলের ধন নিয়ে গেছে। বিদেশীরা
ইস্রায়েল শহরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল। সেইসব
বিদেশীরা ঘুঁটি চেলে ঠিক করেছিল, জেরুশালেমের
কোন্ অংশটা তারা দখল করবে। এবং তুমি তাদের
সঙ্গে ঠিক সেইখানে নিজের ভাগটি বেছে নেবার জন্য
অপেক্ষা করেছিলে।
12তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদের সময়ে হেসেছিলে।
সেটা কখনও তোমার করা উচিত হয়নি। যখন শত্রুরা
যিহূদা ধ্বংস করছিল সেই সময়ে তুমি খুশী ছিলে।
তোমার কখনও সেটা করা উচিত হয়নি। তাদের বিপদের
সময় তুমি বড়াই করেছিলে। তোমার কখনও সেটা
করা উচিত হয়নি।
13তোমরা আমার প্রজাদের শহরের দরজা দিয়ে
প্রবেশ করেছিলে, এবং তাদের সমস্যা দেখে তোমরা
হেসেছিলে। তাদের সমস্যার সময়ে তোমাদের কখনও
সেটা করা উচিত হয়নি। তাদের বিপদের সময়ে তোমরা
তাদের ধনসম্পদ নিয়ে নিয়েছিলে। তোমাদের কখনও
সেটা করা উচিত হয়নি।
14চৌমাথার মোড়ে তোমরা দাঁড়িয়েছিলে এবং যেসব
লোকেরা পালাবার চেষ্টা করছিল তাদের তোমরা হত্যা
করেছিলে। তোমাদের কখনও সেটা করা উচিত হয়নি।
যেসব লোকেরা জীবিত অবস্থায় পালাচ্ছিল তোমরা
তাদের ধরেছিলে। কখনও সে কাজ তোমাদের করা
উচিত হয়নি।
15সব জাতির ওপর প্রভুর দিন আসছে। তোমরা
অন্যদের প্রতি যা খারাপ কাজ করেছিলে, তোমাদের
প্রতিও সেগুলি ঘটবে। ওই একই খারাপ জিনিষ
তোমাদের মাথাতেও পড়বে।
16ওই একই মন্দ বিষয়গুলি তোমাদের মাথার ওপর
এসে পড়বে। কেন? কারণ তোমরা আমার পবিত্র পর্বতের
ওপর রক্তপাত ঘটিয়েছ। তাই অন্যান্য জাতিরা
তোমাদের রক্তও ঝরাবে।* তোমরা শেষ হয়ে যাবে।
মনে হবে যেন তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।
17কিন্তু সিয়োন পর্বতে কিছু লোক জীবিত থেকে
যাবে। তারা বিশেষ লোক বলে গণ্য হবে। যাকোবের

কারণ … ঝরাবে আক্ষরিক অর্থে, “যেহেতু তোমরা আমার পবিত্র পর্বতের ওপর দ্রাক্ষারস পান করেছিলে সেইহেতু অন্যান্য জাতিরা আমার পানপাত্র থেকে পান করবে।”

বংশধরেরা নিজেদের অধিকারভুক্ত জিনিসগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

18যাকোবের পরিবার আগুনের মত হয়ে উঠবে। যোষেফের জাতি হবে অগ্নিশিখার মত। কিন্তু এষৌর উপজাতিরা হবে তৃণের মত। যিহূদাবাসীরা ইদোমকে পুড়িয়ে ফেলবে। যিহূদাবাসীরা ইদোমকে ধ্বংস করে দেবে। তখন এষৌর উপজাতির মধ্যে কেউ জীবিত থাকবে না।” কেন? কারণ প্রভু ঈশ্বরই এই কথাটি বলেছেন।

19তখন নেগেভ-এর লোকেরা এষৌর পর্বতে বাস করবে এবং পাহাড়ের পাদদেশের লোকেরা এসে পলেষ্টীয়দের দেশগুলি অধিকার করে নেবে। ওই সব লোকেরা ইফ্রয়িমের এবং শমরিয়ার দেশে বাস করবে। গিলিয়দ বিন্যামীনের অধিকারভুক্ত হবে।

20ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু ওই সব লোকেরাই সারিফৎ পর্যন্ত কনানীয় দেশ অধিকার করবে। যিহূদার লোকেরা জেরুশালেম ত্যাগ করে সফারদে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা নেগেভের শহরগুলি অধিকার করবে।

21বিজয়ীরা সিয়োন পর্বতের উপরে যাবে। এবং যেসব লোকজন এষৌর পর্বতে থাকে তাদের শাসন করবে ও রাজ্যটি প্রভুর অধিকারভুক্ত হবে।

যোনা ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বরের আহ্বান আর যোনার পলায়ন

1 প্রভু অমিত্তয়ের পুত্র যোনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
প্রভু বলেছিলেন, 2“নীনবী একটা বড় শহর। আমি
শুনেছি, সেখানকার লোকেরা নানারকম খারাপ কাজকর্ম
করছে। কাজেই সেই শহরে যাও এবং লোকেদের বল
তারা যেন সেই খারাপ কাজ করা বন্ধ করে।”
3যোনা ঈশ্বরের আদেশ মানতে চাননি সেজন্য যোনা
প্রভুর কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। যোনা
যাফোতে গেলেন। যোনা সেখানে একটা নৌকা দেখতে
পেয়েছিলেন যেটা অনেক দূরের শহর তর্শীশে যাচ্ছিল।
যোনা নৌকাতে উঠে যাবার ভাড়া দিলেন। ঈশ্বরের
কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য যোনা ঐ নৌকায় তর্শীশ
পর্যন্ত ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন।

ভারী ঝড়

4কিন্তু প্রভু সমুদ্রে একটা বড় রকমের ঝড় আনালেন।
বাতাস সমুদ্রকে খুবই রুক্ষ করে তুললো। ঝড়টা এতই
শক্তিশালী ছিল যে নৌকাটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হবার
উপক্রম হল। 5ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার
জন্য লোকেরা নৌকাটিকে হাল্কা করতে চেষ্টা করল।
সেজন্য তারা নৌকার মালগুলো ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে
দিতে আরম্ভ করল। মাঝিরা খুবই ভয় পেয়ে গেল।
প্রত্যেকে তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে আরম্ভ
করল। যোনা নৌকার একেবারে পশ্চাদ্ভাগে চলে গেলেন
এবং তিনি শুয়ে পড়লেন ও ঘুমোতে গেলেন। 6নৌকার
প্রধান মাঝি যোনাকে দেখতে পেল এবং বলল, “উঠে
পড়ো! তুমি কেন ঘুমাচ্ছো? তুমি তোমার দেবতার
কাছে প্রার্থনা করো! দেবতা হয়তো তোমার প্রার্থনা
শুনবেন এবং আমাদের রক্ষা করবেন!”

এই ঝড়ের কারণ কি ছিল?

7তখন লোকেরা একে অপরকে বলল, “আমরা
অবশ্যই ঘুঁটি চেলে জানতে চেষ্টা করব এই দুর্যোগগুলো
কেন আমাদের ভাগ্যে ঘটছে।”

সেজন্য লোকে ঘুঁটি চালল এবং দেখা গেল, যোনার
জন্যেই এই দুর্যোগগুলো ঘটছে। 8তখন লোকেরা
যোনাকে বলল, “দেখ, তোমার দোষেই এই ভয়ঙ্কর
ঝড় আমাদের ভাগ্যে ঘটছে! সেজন্য আমাদের বল
তুমি কি করেছো? তোমার পেশা কি? তুমি কোথা
থেকে আসছো? তোমার দেশ কোথায়? তোমার
লোকেরা কারা?”
9যোনা লোকেদের বললেন, “আমি একজন ইব্রীয়
(ইহুদী)। আমি প্রভু, স্বর্গের ঈশ্বরের উপাসনা
করি, তিনি সেই ঈশ্বর যিনি সমুদ্র ও ভূমি সৃষ্টি করেছেন।”
10যোনা লোকজনদের বললেন, তিনি প্রভুর কাছ থেকে
পালিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা এই কথা জেনে খুবই
ভয় পেয়ে গেল। যোনাকে তখন তারা জিজ্ঞেস করল,
“তুমি তোমার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কেন এমন ভয়ঙ্কর
কাজ করেছ?”
11বাতাস ও সমুদ্রের ঢেউ ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে
আরম্ভ করেছিল। তাই লোকেরা যোনাকে জিজ্ঞেস করল,
“আমরা আমাদের রক্ষা করার জন্য কি করবো? সমুদ্রকে
শান্ত করবার জন্য আমরা তোমার প্রতি কি করবো?”
12যোনা লোকেদের বললেন, “আমি জানি আমি
ভুল করেছি। সেইজন্যেই সমুদ্রে ঝড় এসেছে। আমাকে
সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দাও। তাহলে সমুদ্র শান্ত হয়ে
যাবে।”
13কিন্তু লোকেরা যোনাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিতে চাইল
না। লোকেরা নৌকাটিকে তীরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা
করতে লাগল। কিন্তু তারা সফল হল না। প্রচণ্ড বাতাস
এবং উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে
লাগল!

যোনার শাস্তি

14সেইজন্যে লোকেরা প্রভুর কাছে চিৎকার করে
বলল, “প্রভু আমরা এই লোকটিকে তার খারাপ কাজের
জন্য সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। কাজেই দয়া করে
বলবেন না যে আমরা এক নির্দোষ লোককে মেরে
ফেলার জন্য দোষী। তাকে মেরে ফেলার জন্য দয়া
করে আমাদের মেরে ফেলবেন না। আমরা জানি আপনি
হচ্ছেন প্রভু, এবং আপনি যা চাইছেন তা সবকিছুই
করতে পারেন। কিন্তু দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি
সদয় হোন।”
15সেইজন্যে লোকেরা যোনাকে সমুদ্রে ফেলে দিল।
ঝড় থেমে গেল– সমুদ্র আবার শান্ত হল! 16লোকেরা
এই ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং তারা প্রভুকে
খুব ভয় পেত। তারা প্রভুর নামে বিশেষ শপথ নিল
এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করল।
17আর প্রভু যোনাকে গিলে ফেলার জন্য একটা
বড় মাছ ঠিক করে রেখেছিলেন। যোনা মাছের পেটের
মধ্যে তিনদিন ও তিনরাত্রি রইলেন।

2 মাছের পেটের মধ্যে থাকাকালীন যোনা প্রভু, তাঁর
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন,
2“আমি খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম। আমি
প্রভুকে সাহায্যের জন্য ডাকলাম এবং তিনি আমাকে
উত্তর দিলেন! আমি কবরের আরো গভীরে ছিলাম

প্রভু, আমি আপনাকে চিৎকার করে ডাকলাম এবং
আপনি আমার রব শুনতে পেলেন!
3“আপনি আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন।
আপনার শক্তিশালী ঢেউ আমার উপর আছড়ে পড়েছিল।
আমি গভীর, অতি গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলাম। আমার
চারিদিকে কেবলই জল ছিল।
4তখন আমি ভাবছিলাম, ‘এখন আমাকে বাধ্য হয়েই
সেইখানে যেতে হবে যেখানে আপনি আমাকে দেখতে
পাবেন না।’ কিন্তু আমি সাহায্যের জন্য তবু আপনার
পবিত্র মন্দিরের দিকে চেয়েছিলাম।
5“সমুদ্রের জল আমার চারিদিক ঘিরে ধরল। জল
আমার মুখ ঢেকে দিল, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম
না। ক্রমশঃ আমি গভীর থেকে গভীরতর সমুদ্রে চলে
যেতে থাকলাম। সমুদ্রের শৈবাল আমার মাথার চারিদিক
জড়িয়ে গেল।
6আমি সমুদ্রের তলদেশে ছিলাম, যেখান থেকে
পাহাড়গুলো আরম্ভ হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আমি
এই কারাগারে সারা জীবনের জন্য বন্দী হয়ে গেছি।
কিন্তু প্রভু আমার ঈশ্বর, আমাকে আমার কবরের মধ্য
থেকে বের করে আনলেন! ঈশ্বর, আপনি আবার আমাকে
জীবন দান করলেন!
7“আমার আত্মা সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু
তখন আমি প্রভুকে স্মরণ করলাম। প্রভু, আমি আপনার
কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। এবং আপনি আপনার পবিত্র
মন্দিরে আমার প্রার্থনাগুলি শুনেছিলেন।
8“কয়েকজন লোক মূল্যহীন মূর্ত্তির পূজো করে।
কিন্তু ঐ মূর্ত্তিগুলি কখনই তাদের সাহায্য করবে না।
9পরিত্রাণ কেবল প্রভুর কাছ থেকেই আসে! “প্রভু
আমি আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করব এবং আমি
আপনার প্রশংসা করব ও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।
আমি আপনার কাছে বিশেষ প্রতিশ্রুতি করব এবং
যেগুলি করব বলে আমি প্রতিশ্রুতি করেছিলাম সেইসব
কাজগুলো আমি করব।”
10তখন প্রভু ওই মাছটির সঙ্গে কথা বললেন এবং
মাছটি বমি করে যোনাকে শুকনো জমির উপর ফেলল।

ঈশ্বর ডাকলেন এবং যোনা আজ্ঞা পালন করলেন

3 তখন প্রভু আবার যোনার সঙ্গে কথা বললেন, 2“ঐ
বৃহৎ শহর নীনবীতে যাও এবং আমি তোমাকে যা
বলি তাই প্রচার কর।”
3তাই যোনা প্রভুর আজ্ঞাপালন করলেন এবং
নীনবীতে গেলেন। নীনবী ছিল বেশ বড় শহর। শহরটাতে
ঘুরতে একজন লোকের তিনদিন সময় লাগত।
4যোনা শহরটির কেন্দ্রস্থলে গিয়ে জনসাধারণকে
ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। যোনা বললেন, “আর
40 দিন পর, নীনবী ধ্বংস হয়ে যাবে!”
5নীনবীবাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বার্তা পেয়ে
বিশ্বাস করল। লোকেরা কিছু সময়ের জন্যে খাওয়া
দাওয়া বন্ধ করে তাদের পাপ কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করল।
লোকেরা তাদের দুঃখ প্রকাশ করার জন্য বিশেষ ধরণের
জামা-কাপড় পরল। শহরের সব লোকেরাই তা করল–
মহান থেকে সাধারণ সকলেই।
6নীনবীর রাজা এই কথাগুলো শুনলেন এবং তিনি
নিজেও তার নিজের খারাপ কাজের জন্য দুঃখিত হলেন।
সেজন্য রাজা তাঁর সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। তার বিশেষ
পোশাকও ছেড়ে ফেললেন এবং তিনি যে দুঃখিত তা
দেখাবার জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেন। তারপর
রাজা ছাইয়ের মধ্যে বসলেন। 7রাজা একটি বিশেষ
বার্তা লিখে বার্তাটি সারা শহরে প্রেরণ করলেন:

রাজা এবং তাঁর শাসকগণের আদেশ:
কিছু সময়ের জন্য লোকেরা এবং পশুরাও
অবশ্যই কিছু খাবে না। পশুর পালকে মাঠে চরতে
দেওয়া হবে না। নীনবীতে জীবিত কিছুই কোন
খাদ্য বা পানীয় জল খাবে না। 8কিন্তু প্রত্যেক
লোক এবং প্রত্যেক পশু তার দুঃখ প্রকাশ করার
জন্য একটি বিশেষ পোশাক পরবে। লোককে
ঈশ্বরের কাছে উচ্চস্বরে কাঁদতে হবে। প্রত্যেক
লোকের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে
হবে এবং তারা খারাপ কাজ করা বন্ধ করবে।
9তখন ঈশ্বরও হয়তো পরিবর্তিত হবেন এবং
তিনি যে কাজ করার কথা ভেবেছিলেন তা করবেন
না। হয়তো ঈশ্বরও বদলে যাবেন এবং ক্রুদ্ধ
হবেন না। তাহলে আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হব না।

10লোকে যে সব কাজ করেছে তা ঈশ্বর দেখেছিলেন।
ঈশ্বর দেখলেন যে, লোকে খারাপ কাজ করা বন্ধ করেছে।
কাজেই ঈশ্বর বদলে গিয়েছিলেন এবং যা ভেবেছিলেন
তা করলেন না। লোককে ঈশ্বর শাস্তিও দিলেন না।

ঈশ্বরের কৃপা যোনাকে ক্রুদ্ধ করল

4 যোনা ভাবলেন এটা খুবই খারাপ যে ঈশ্বর শহরটি
রক্ষা করেছেন। যোনা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। 2যোনা
প্রভুকে অভিযোগ করে বললেন, “আমি জানি এই সব
ঘটনাই ঘটবে! আমি আমার দেশে ছিলাম এবং আপনিই
আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন। সেই সময়ে, আমি
জানতাম যে আপনি এই মন্দ শহরের লোকেদের ক্ষমা
করবেন। সেজন্য আমি ঠিক করেছিলাম তর্শীশে পালিয়ে
যাব। আমি জানি যে আপনি খুবই দয়ালু ঈশ্বর! আমি
জানি যে আপনি লোকেদের ক্ষমা করেন এবং কাউকে
শাস্তি দিতে চান না! আমি জানি যে আপনি করুণায়
পরিপূর্ণ! আমি জানি যে যদি এই লোকেরা তাদের
মন্দ কাজকর্ম বন্ধ করে, তাহলে আপনি তাদের ধ্বংস
করার পরিকল্পনা পরিবর্তন করবেন। 3সেজন্যে এখন
আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রভু দয়া করে আমাকে
হত্যা করুন। আমার পক্ষে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই
ভালো হবে!”
4তখন প্রভু বললেন, “তুমি কি মনে কর যে, আমি
ওই লোকেদের ধ্বংস করলাম না বলে তোমার রাগ
করা ঠিক হচ্ছে?”

5এইসব ব্যাপারের জন্য যোনা ক্রুদ্ধ হয়েই রইলেন।
সেজন্যে সে শহর থেকে চলে গেলেন। যোনা শহরের
কাছেই পূর্বদিকে একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হলেন।
সেখানে যোনা তার নিজের জন্য একটা আশ্রয় তৈরী
করলেন। তখন তিনি সেখানকার ছাউনির তলায় ছায়াতে
বসলেন এবং শহরে কি ঘটবে তা দেখার জন্য অপেক্ষা
করতে লাগলেন।

কুমড়ো গাছ ও কীট পতঙ্গ

6তৎক্ষণাৎ প্রভু একটি কুমড়ো গাছ হওয়ার আদেশ
দিলেন এবং সেটি যোনার ওপর খুব তাড়াতাড়ি যোনার
মাথা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠল। তাতে যোনার পক্ষে আরামে
থাকবার জন্য একটি ঠাণ্ডা জায়গা তৈরী হল। এই
গাছটির জন্য যোনা খুবই খুশী হল।
7পরের দিন সকালে, ঈশ্বর একটি কীটকে ওই গাছটির
অংশ খাবার জন্য পাঠালেন। কীটটি গাছটি খেতে আরম্ভ
করল এবং গাছটি মরে গেল।
8সূর্য যখন মধ্য আকাশে এলো তখন ঈশ্বর পূর্ব
দিক থেকে গরম হাওয়া বইয়ে দিলেন। যোনার মাথার
ঠিক ওপরে সূর্য খুবই গরম হয়ে উঠলো এবং যোনা
খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। যোনা মরবার জন্য ঈশ্বরের
অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, “আমার বেঁচে থাকার
চেয়ে মরে যাওয়াই বরং ভালো।”
9কিন্তু ঈশ্বর যোনাকে বললেন, ‘‘তুমি কি মনে কর
যে শুধুমাত্র গাছটি মরে যাবার জন্যেই তোমার রাগ
করা ঠিক হয়েছে?’’
যোনা উত্তর দিলেন, ‘‘হ্যাঁ, আমার রাগ করাই উচিত!
আমি এতোই ক্রুদ্ধ যে মরতে চাই।’’
10এবং প্রভু বললেন, “তুমি ওই চারাগাছটার জন্য
কিছুই কর নি! তাকে তুমি বাড়িয়ে তোলনি! রাত্রিবেলায়
চারাগাছটা বেড়ে উঠেছিল এবং পরের দিন সকালেই
মরে গেছে। আর এখন তুমি ওই গাছটার জন্য দুঃখিত!
11তুমি যদি ওই চারাগাছটার জন্য এত মনঃক্ষুণ্ণ হতে
পারো, তাহলে অবশ্যই আমি ঐ বড় শহর নীনবীর
জন্য দুঃখ বোধ করতে পারি এবং তাকে ক্ষমা করতে
পারি। ওই শহরে বহু লোক এবং জীবজন্তু আছে।
সংখ্যায় 1,20,000 বেশী মানুষ ওই শহরে আছে, এবং
তারা তাদের মন্দ কাজের সম্বন্ধে জানত না।”

মীখা ভাববাদীর পুস্তক

শমরিয়া এবং ইস্রায়েল শাস্তি পাবে

1 প্রভুর বাক্য মীখার কাছে এল। এটা ছিল যোথম, আহস এবং হিষ্কিয় এই রাজাদের রাজত্বের কাল। এঁরা ছিলেন যিহূদার রাজা। মীখা ছিলেন মোরেষ্টীয়ের বাসিন্দা। শমরিয়া এবং জেরুশালেমের সম্বন্ধে মীখার এই দর্শন হয়েছিল।

2ওহে লোকেরা, তোমরা শোন! পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ, তোমরা শোন! আমার প্রভু সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দির থেকে আসবেন। আমার প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে আসবেন।

3দেখো, প্রভু তাঁর স্থান হতে বের হয়ে আসছেন। তিনি পৃথিবীর উচ্চ স্থানগুলির উপর দিয়ে হেঁটে যাবার জন্য আসছেন।

4তাঁর পায়ের তলার পর্বতগুলি গলতে শুরু করবে, যেমন মোম আগুনের সংস্পর্শে এসে গলে যায়। উপত্যকাগুলি ফেটে যাবে এবং উঁচু পাহাড় থেকে পড়া জলের মতো নীচের দিকে বইতে থাকবে।

5কিন্তু কেন? কারণ হল, যাকোবের পাপ এবং ইস্রায়েল জাতির পাপসমূহ।

শমরিয়া, পাপের কারণ

কি কারণে যাকোব পাপ করল? শমরিয়াই তার কারণ। যিহূদাতে আরাধনা করার উচ্চ স্থান কোথায়? জেরুশালেমই কি সেই জায়গা নয়!

6সেই কারণেই, আমি শমরিয়াকে একটি পাথরের স্তুপ বানিয়ে দেব এবং দ্রাক্ষা ক্ষেতের জন্য তৈরী একটি স্থান। আমি শমরিয়ার পাথরগুলোকে নীচের উপত্যকায় ঠেলে দেব, ফলে কেবল তার ভিতটা পড়ে থাকবে!

7তার সব মূর্ত্তিগুলি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেওয়া হবে। বেশ্যাবৃত্তি করে যে অর্থ শমরিয়া রোজগার করেছিল তাও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি তার সব ভ্রান্ত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলো ধ্বংস করব। কিন্তু কেন? কারণ আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে শমরিয়া তার ধন লাভ করেছে। তাই আমার প্রতি অবিশ্বস্ত লোকেরাই আবার সেই সব নিয়ে নেবে।

মীখার গভীর দুঃখ

8যা ঘটবে তাতে আমি খুবই দুঃখিত হব। আমি জুতো এবং জামা-কাপড় ছাড়াই যাব। আমি শেয়ালের মতো উচ্চস্বরে চীৎকার করব; পাখির মতো শোক করব।

9শমরিয়ার ক্ষতের কোন রকম আরোগ্য সম্ভব নয়। তার রোগ (পাপ) যিহূদাতে ছড়িয়েছে। আর তা আমার প্রজাদের দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে। শেষে জেরুশালেমের সর্বত্র ছড়াচ্ছে।

10একথা গাতে বোলো না। আক্কোতে কেঁদো না। বৈৎ-লি-অফ্রার ধূলোয় নিজেকে গড়িয়ে দাও।

11শাফীরে বসবাসকারী তোমরা নগ্ন ও লজ্জিত অবস্থায় রাস্তা পার হও। সাননে বসবাসকারী লোকেরা বাইরে আসবে না। বৈৎ-এৎসলের শোক বিগ্রহ তোমাদের কাছ থেকে তার সম্মান নিয়ে নেবে।

12ভালো খবর আসবার অপেক্ষায় থেকে মরোতের লোকেরা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন? কারণ ঈশ্বরের, কাছ থেকে জেরুশালেম শহরের দরজায় কিছু খারাপ জিনিস নেমে আসছে।

13হে লাখীশ কন্যা, তুমি রথের সঙ্গে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া জুড়ে দাও। সিয়োনের পাপগুলো লাখীশেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু কেন? কারণ, তুমি ইস্রায়েলের পাপের পথই অনুসরণ করেছ।

14সেজন্য তুমি বিদায়ী উপহারগুলো অবশ্যই মোরেষৎ-গাৎকে দেবে। অক্‌ষীবের বাড়ীগুলো ইস্রায়েলের রাজাদের প্রতারিত করবে।

15তোমরা যারা মারেশাতে বাস করছ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে একজন লোককে আনব। সেই লোকটি তোমাদের অধিকারের জিনিসগুলো নিয়ে নেবে। ইস্রায়েলের মহিমা (ঈশ্বর) অদুল্লমে আসবে।

16সেজন্য নিজেদের চুল কেটে ফেল, মাথা টাক করে ফেল। কিন্তু কেন? কারণ তুমি সেই সমস্ত সন্তানদের জন্য কাঁদবে যাদের তুমি ভালবাসো। তোমাদের চুল কেটে ফেল এবং ঈগলের মতো নিজেদের মাথা টাক করে ফেলে তোমাদের দুঃখপ্রকাশ করো। কিন্তু কেন? কারণ তোমাদের সন্তানদের তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।

লোকেদের দুষ্ট পরিকল্পনা সমূহ

2 যারা পাপ করার পরিকল্পনা করে তাদের ক্লেশ হবে। ওই লোকেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুষ্ট পরিকল্পনাগুলি করে। তারপর সকালের আলো ফুটলে তারা সেইসব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু কেন? কারণটা সহজ, তারা যেটা চাইছে সেটা করবার ক্ষমতা তাদের আছে।

2মাঠগুলো তাদের দরকার হয়, সেজন্য তারা সেগুলি নিয়ে নেয়। তাদের বাড়ির দরকার হয়, তাই তারা সেগুলি নিয়ে নেয়। তারা কোন একটা লোককে ঠকিয়ে তার

বাড়িটা নিয়ে নেয়, আবার একটা লোককে ঠকিয়ে তার জমি নিয়ে নেয়।

লোককে শাস্তি দেবার জন্য প্রভুর পরিকল্পনা

3সেজন্য প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন: "দেখো, আমি এই পরিবারের বিরুদ্ধে অমঙ্গলের চিন্তা করছি। তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। তোমাদের অহঙ্কার করা বন্ধ হবে। কেন? কারণ খারাপ সময় আসছে।

4তখন লোকে তোমাদের বিষয় নিয়ে গান করবে। তারা এই দুঃখের গানটি গাইবে: 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে! প্রভু আমাদের দেশ নিয়ে নিয়েছেন এবং অন্যদের তা দিয়েছেন। হ্যাঁ, তিনি আমার জমি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন। প্রভু আমাদের জমিগুলি ভাগ করে শত্রুদের দিয়ে দিয়েছেন।

5সেজন্য আমরা আর জমি জরিপ করতে এবং তা প্রভুর লোকেদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারব না।'"

মীখাকে প্রচার করতে নিষেধ করা হল

6লোকেরা বলছে, "আমাদের ধর্মোপদেশ দিও না। আমাদের সম্বন্ধে ঐসব খারাপ বিষয়গুলি বোলো না। কোন কিছু খারাপ আমাদের প্রতি ঘটবে না।"

7কিন্তু হে যাকোবের বংশ, আমাকে অবশ্যই এই কথাগুলো বলতে হবে। তোমরা যেসব খারাপ কাজ করেছো তার জন্যে প্রভু তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। যদি তোমরা ঠিক ভাবে জীবনযাপন করতে তাহলে আমি তোমাদের কাছে ভালো কথা বলতে পারতাম।

8কিন্তু আমার প্রজাদের কাছে তারা যেন শত্রুর মত। যেসব লোকেরা তোমাদের সামনে দিয়ে পথ চলে, তাদের জামাকাপড় তোমরা চুরি করেছো। ওইসব লোকেরা ভাবে যে তারা নিরাপদে আছে। কিন্তু তোমরা তাদের কাছ থেকে এমনভাবে জিনিস ছিনিয়ে নাও যেন তারা যুদ্ধের বন্দী কয়েদী।

9তোমরা আমার লোকেদের স্ত্রীদের বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়েছ এবং তাদের আরামের গৃহ থেকে বের করে দিয়েছ। তাদের শিশুদের কাছ থেকে তোমরা আমার সম্পদ চিরকালের জন্য কেড়ে নিয়েছিলে।

10ওঠো, চলে যাও! এটা তোমাদের বিশ্রামের জায়গা নয়। কারণ তোমরা এই জায়গাটিকে ধ্বংস করেছো! তোমরা একে অশুচি করেছো, সেজন্য একে ধ্বংস করা হবে! সেটা এক ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী কাণ্ড হবে!

11এইসব লোকেরা আমার কথা শুনতে চায় না, কিন্তু যদি কোন লোক মিথ্যে কথা বলতে আসে তখন কিন্তু তারা তাকে মেনে নেবে। তারা একজন মিথ্যা ভাববাদীকে মেনে নেবে যদি সে আসে এবং বলে, "ভবিষ্যতে সুসময় আসছে, তখন দ্রাক্ষারস ও সুরার বাহুল্য হবে।"

প্রভু তাঁর লোকদের একত্রিত করবেন

12হ্যাঁ, যাকোবের লোকেরা, আমি তোমাদের সকলকে একত্রিত করবো। আমি ইস্রায়েলের যুদ্ধে অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের একত্রিত করে আনবো। যেমন মেষদের মেষখোঁয়াড়ে একত্রিত করা হয়, মেষপাল যেমন চরানোর মাঠে একত্রিত করা হয়, সেইভাবেই আমি তাদের একত্রিত করবো, তখন জায়গাটি বহু লোকজনের কোলাহলে ভরে যাবে।

13তারপর "চূর্নকারী"* ব্যক্তিটি পথ খুলে দেবে এবং তার লোকেদের সামনে যাবে। তারা দরজাগুলো ভাঙবে এবং শহর ছেড়ে চলে যাবে। তাদের রাজা তাদের সঙ্গে আগে আগে হাঁটবেন আর প্রভু তাঁর লোকেদের সামনে থাকবেন।

ইস্রায়েলের নেতারা অন্যায়ের জন্য দোষী

3 তখন আমি বললাম, "এখন যাকোব কুলের নেতারা এবং ইস্রায়েল জাতির শাসকরা শোন। তোমাদের জানা উচিত ন্যায় বিচার কি!

2কিন্তু তোমরা ভালোকে ঘৃণা কর এবং মন্দকে ভালোবাস! তোমরা লোকেদের চামড়া ছাড়িয়ে নাও, তাদের হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নাও!

3তোমরা আমার লোকেদের ধ্বংস করছ!* তোমরা তাদের চামড়া তুলে নিচ্ছ এবং তাদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দিচ্ছ। তোমরা মাংসের মতো তাদের হাড়গুলোকে কুচিয়ে পাত্রের মধ্যে রাখছ!

4সেইজন্য তোমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে পার; কিন্তু তিনি তোমাদের উত্তর দেবেন না। না, প্রভু তোমাদের কাছ থেকে তাঁর মুখ লুকোবেন। কিন্তু কেন? কারণ তোমরা অন্যায় কাজ করছ!"

মিথ্যুক ভাববাদী

5কয়েকজন মিথ্যুক ভাববাদীরা প্রভুর লোকেদের কাছে মিথ্যে কথা বলে। প্রভু ঐ ভাববাদীদের সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন:

"এই ভাববাদীরা তাদের উদর দ্বারা পরিচালিত হয়। যখন লোকেরা তাদের খেতে দেয় তখন তারা শান্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। যদি তারা না খাওয়ায় তারা যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়।

6সেইজন্যেই অবস্থাটা তোমাদের কাছে রাতের অন্ধকারের মতো। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা তোমরা দেখতে পাও না। ঐ ভাববাদীদের ওপরে সূর্য অস্ত গেছে; তাই ভবিষ্যতে কি ঘটবে তারা তা দেখতে পায় না। সেইজন্য অবস্থাটা তাদের কাছে অন্ধকারের মতোই।

7তাই ভাববাদীরা লজ্জিত। ভবিষ্যৎ বক্তারা লজ্জিত হবে। তারা আর কিছুই বলবে না। কেন? কারণ, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

মীখা ঈশ্বরের একজন সৎ ভাববাদী

8কিন্তু প্রভুর আত্মা আমাকে ক্ষমতা, ধার্মিকতা এবং শক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। কেন? কারণ, আমি

চূর্নকারী সে-ই নেতা অথবা সেশাইয়া।

তোমরা … করছ আক্ষরিক অর্থে, "তারা আমার লোকেদের মাংস খায়।"

যাকোবকে তার অপরাধ সম্বন্ধে এবং ইস্রায়েলকে তার পাপগুলোর সম্বন্ধে বলতে পারি!

ইস্রায়েলের নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করা হল

9যাকোব কুলের নেতারা এবং ইস্রায়েলের শাসকেরা, আমার কথা শোন! তোমরা জীবনযাপনের সঠিক পথকে ঘৃণা কর! যদি কোন জিনিস সোজা থাকে তখন তোমরা তাকে বেঁকিয়ে দাও!

10সাধারণ লোকেদের হত্যা করে তোমরা সিয়োন গেঁথে তোল! তোমরা রক্তপাত ঘটিয়ে জেরুশালেম গড়ো।

11আদালতে কে জিতবে তা ঠিক করার জন্য জেরুশালেমের বিচারকরা ঘুষ নিয়ে তাদের সাহায্য করে। জেরুশালেমের যাজকরা শিক্ষা দেয় কারণ তারা তার জন্য বেতন পায়। আর ভাববাদীরা টাকা পয়সার জন্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলো। তারপর ঐ নেতারা প্রভুর সাহায্য আশা করে। তারা বলে: "প্রভু এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন, তাই অমঙ্গল কিছুই আমাদের প্রতি ঘটবে না।"

12নেতারা, তোমাদের জন্যই সিয়োন ধ্বংস হবে। জায়গাটা লাঙল চষা মাঠে পরিণত হবে। জেরুশালেম পাথরের স্তূপে পরিণত হবে। যে পর্বতে মন্দির ছিল সেটা কেবল ঝোপ জঙ্গলে ভরে যাবে।"

জেরুশালেম থেকেই বিধি আসবে

4 শেষের দিনগুলিতে, প্রভুর মন্দিরের পর্বতটি অন্য আর সমস্ত পর্বতের চেয়ে উঁচু হয়ে উঠবে। প্রবাহের মত সেখানে অনেক লোক যেতে থাকবে।

2সমস্ত জাতির লোকেরা সেখানে যাবে। তারা বলবে, "এসো! চলো যাকোবের ঈশ্বরের মন্দিরে যাওয়া যাক। তখন ঈশ্বর তাঁর জীবনযাপনের শিক্ষা আমাদের দেবেন এবং আমরা তাঁকে অনুসরণ করব।" ঈশ্বরের বিধিগুলি, হ্যাঁ, প্রভুর বার্তা জেরুশালেমে সিয়োন পর্বতের ওপরেই শুরু হবে এবং পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে।

3তখন ঈশ্বর সমগ্র জাতির বিচারক হবেন। তিনি দূর দেশের বহু মানুষের যুক্তি-তর্কের সমাপ্তি ঘটাবেন। ওই লোকেরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা বন্ধ করবে। তারা তাদের তরবারি থেকে লাঙ্গল তৈরী করবে এবং বল্লমগুলিকে গাছপালা কাটার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে। লোকেরা অন্যের সঙ্গে লড়াই করা বন্ধ করবে আর কখনই যুদ্ধের জন্য অনুশীলন করবে না।

4প্রত্যেকটি লোক তার দ্রাক্ষা এবং ডুমুর গাছের নীচে বসবে। কেউ তাদের ভয় দেখাবে না। কেন? কারণ, সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন এমনটাই ঘটবে!

5অন্যান্য সব জাতির লোক তাদের নিজের নিজের দেবতাকে অনুসরণ করে; কিন্তু আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে চিরকাল, অনন্তকাল ধরে অনুসরণ করব!

রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে

6প্রভু বলেন, "জেরুশালেম আঘাত পেয়েছিল এবং পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। জেরুশালেমকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জেরুশালেমকে আঘাত করা হয়েছিল এবং পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমি তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবো।

7ঐ "পঙ্গু" শহরের লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। ওই শহরের লোকেদের জোর করে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল; কিন্তু আমি তাদের একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করব।" প্রভুই তাদের রাজা হবেন। তিনি সিয়োন পর্বত থেকে চিরকাল তাদের শাসন করবেন।

8তোমরা, যারা পালসকলের দুর্গ,* তোমাদের সময় আসবে। সিয়োনের পাহাড় ওফেল, তুমিই আবার কর্তৃত্বকারীর আসন হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, আগেকার মতো জেরুশালেমই আবার রাজত্বের স্থান হবে।"

ইস্রায়েলের পক্ষে বাবিলে যাওয়া আবশ্যক কেন?

9এখন, কেন তোমরা উচ্চস্বরে কাঁদছো? তোমাদের রাজা কি চলে গেছেন? তোমরা কি তোমাদের নেতাকে হারিয়েছো? তোমরা প্রসবকারী স্ত্রীলোকের মতো যন্ত্রনা পাচ্ছ।

10সিয়োন কন্যা, যন্ত্রণা অনুভব কর। তোমার 'শিশুকে জন্ম দাও। তোমাদের অবশ্যই এই শহরের (জেরুশালেম) বাইরে যেতে হবে। তোমাদের মাঠে বাস করতে হবে। আমি বলতে চাইছি তোমরা বাবিলে যাবে। কিন্তু তোমরা ঐ জায়গা থেকে রক্ষা পাবে। প্রভু সেখানে যাবেন এবং তোমাদের উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাদের শত্রুদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবেন।

প্রভু অন্যান্য জাতিকে ধ্বংস করবেন

11বহু জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এসেছে। তারা বলছে, "ওকে অপবিত্র হতে দাও, আমাদের দৃষ্টি সিয়োনের উপর পড়ুক!"

12ওই লোকেদের নিজ নিজ পরিকল্পনা আছে কিন্তু তারা জানে না প্রভু কি পরিকল্পনা করছেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই জনসাধারণকে প্রভু এখানে এনেছেন। শস্যকে যেভাবে তার মাড়ানোর জায়গায় আছড়ানো হয়, সেইভাবেই ওই লোকেদের পিষে ফেলা হবে।

ইস্রায়েল তার শত্রুদের পরাজিত করে জয়লাভ করবে

13"সিয়োন কন্যা, ওঠো এবং ওই লোকেদের পিষে ফেল! আমি তোমাকে খুবই বলবান করব। দেখে মনে হবে, তোমাদের লোহার শিং এবং পিতলের ক্ষুর রয়েছে। তুমি বহু লোককে টুকরো টুকরো করে মারবে। তুমি প্রভুর কাছে তাদের সম্পদ আনবে। সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর কাছে তুমি তাদের সম্পদ আনবে।"

পালসকলের দুর্গ অথবা "মিগদেল এদর" এর অর্থ জেরুশালেমের একটি অংশ। নেতারা মেষপালকের মতো শিখর থেকে মেষগুলো লক্ষ্য করবে।

5 এখন, ওহে শক্তিশালী শহর, তোমাদের সৈন্যদের একত্রিত কর। তারা তাদের লাঠি দিয়ে ইস্রায়েলের বিচারকের গালে আঘাত করবে।

বৈৎলেহমে মশীহ জন্মাবেন

2কিন্তু বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সবচেয়ে ছোট শহর। তোমার পরিবার গোনার পক্ষে খুবই ছোট। কিন্তু আমার জন্যে ''ইস্রায়েলের শাসক'' তোমার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে। তার উৎপত্তি প্রাচীনকাল থেকে, বহু প্রাচীনকাল থেকে।

3অতএব যতদিন না ঐ স্ত্রীলোকটি তার শিশু, প্রতিশ্রুত রাজাকে জন্ম দেয় ততদিন প্রভু তাঁর লোকেদের ছেড়ে দেবেন। তাদের বাকি ভাইয়েরা ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে ফিরে আসবে।

4তারপর ইস্রায়েলের শাসক প্রভুর শক্তির ওপর এবং প্রভু, তার ঈশ্বরের চমৎকার নামের ওপর নির্ভর করবে ও তার মেষের পালকে খাওয়াবে। সেখানে শান্তি থাকবে। কারণ সেই সময়ে, তাঁর মহিমা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছবে।

5সেখানে শান্তি বিরাজ করবে। হ্যাঁ, অশূরীয় সৈন্যরা আমাদের দেশ আক্রমণ করবে এবং আমাদের দুর্গগুলিকে পদদলিত করবে। কিন্তু ইস্রায়েলের শাসক সাতজন মেষপালক ও আটজন নেতা মনোনীত করবেন।

6তারা একটি তরবারি দিয়ে অশূরীয়দের শাসন করবে। তারা তরবারি হাতে নিয়ে নিম্রোদের দেশ শাসন করবে। ওই লোকেদের শাসন করার জন্যে তারা তরবারি ব্যবহার করবে। তখন ইস্রায়েলের শাসক আমাদের সেই অশূরীয়দের হাত থেকে রক্ষা করবেন; যারা আমাদের দেশকে পদদলিত করতে আসবে।

7তখন যাকোব পরিবারে বেঁচে থাকা লোকেরা বহু জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তারা হবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা শিশির বিন্দুর মত যা কারো ওপর নির্ভর করে না। তারা হবে ঘাসের উপর পড়া বৃষ্টির মতো যার কারো জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

8জাতিগণের মধ্যে যাকোব পরিবারের অবশিষ্টাংশ যারা, তারা অরণ্যে বন্য জন্তুদের মধ্যে সিংহের মত হবে। মেষপালের মধ্যে যুব সিংহ যেমন তাদের তেমনই দেখাবে। যখন সিংহ তাদের মধ্য দিয়ে যায় তখন সে তার যেখানে খুশী হয় সেখানে যায়। সে যদি কোন পশুকে আক্রমণ করে তবে কেউ সেই পশুকে রক্ষা করতে পারবে না। অবশিষ্টাংশের অবস্থাও ঐরকমই হবে।

9তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের হাত তুলবে এবং তাদের ধ্বংস করবে।

লোকে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করবে

10প্রভু বলেছেন, "সেই সময়ে, আমি তোমাদের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে নেব এবং তোমাদের রথগুলো ধ্বংস করব।

11তোমাদের রাজ্যের শহরগুলিকে আমি ধ্বংস করব। আমি তোমাদের দুর্গগুলি উপড়ে ফেলব।

12তোমরা আর কোন যাদু দেখানোর চেষ্টা করবে না। ভবিষ্যৎ বলার জন্যে তোমরা আর বেশী কাউকে পাবে না।

13তোমাদের মূর্ত্তিগুলো যেগুলো তোমরা ভুলভাবে খচিত করেছে সেগুলো আমি ধ্বংস করব। তোমাদের মূর্ত্তিগুলোকে মনে রাখবার জন্য যে পাথরগুলোকে খাড়া করেছ সেগুলো আমি ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। তোমাদের হাতে গড়া আর কোন জিনিসই তোমরা পূজা করবে না।

14পূজার নিমিত্ত আশেরার খুঁটিগুলোকে আমি ধ্বংস করব। আমি তোমাদের শহরগুলি ধ্বংস করব।

15কিছু জাতি আমাকে মানতে অস্বীকার করে। তাই ঐ জাতিগুলির বিরুদ্ধে আমি আমার ক্রোধ দেখাব এবং প্রতিশোধ নেব।"

প্রভুর অভিযোগ

6 এখন শোন প্রভু কি বলেন: পর্বতগুলোকে তোমার দিকের ব্যাপারগুলো বল। পাহাড়গুলো তোমাদের গল্প শুনুক।

2তাঁর নিজের লোকেদের বিরুদ্ধে প্রভুর একটি অভিযোগ আছে। ওহে পর্বতরা, তোমরা প্রভুর অভিযোগ শোন। পৃথিবীর ভিত্তি-সকল তোমরা প্রভুর কথা শোন। তিনি প্রমাণ করবেন যে, ইস্রায়েল ভুল করছে।

3প্রভু বলেন, "আমার লোকেরা, আমাকে বলো আমি কি করেছি! আমি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ভুল কাজ করেছি? আমি কি তোমাদের জীবনকে খুব কঠিন করে তুলেছি? উত্তর দাও!

4আমি যে কাজগুলো করেছি তা তোমাদের বলবো! আমি তোমাদের কাছে মোশি, হারোণ এবং মরিয়মকে পাঠিয়েছিলাম। মিশর দেশ থেকে আমি তোমাদের নিয়ে এসেছিলাম, তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম।

5হে আমার লোকেরা, মোয়াবের রাজা বালাকের মন্দ পরিকল্পনাগুলির কথা মনে কর। মনে কর, বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম বালাককে কি বলেছিল। আকাসিয়া থেকে গিল্‌গলের মধ্যে কি সব ঘটেছিল তা মনে কর। ওই ব্যাপারগুলো মনে কর তাহলে তোমরা জানবে, প্রভুই ন্যায্য!"

আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বর কি পেতে চান?

6প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসার সময়ে আমাকে কি আনতে হবে? উর্দ্ধস্থ ঈশ্বরকে নত হয়ে প্রণাম করার সময় আমাকে কি করতে হবে? আমি কি প্রভুর কাছে হোমবলি নিবেদন করবার জন্য এক বছরের গোবৎস নিয়ে আসব?

7 1,000 মেষ এবং 10,000 তেলের নদী পেয়ে কি প্রভু খুশী হবেন? আমার আত্মার জন্য পাপ নৈবেদ্য হিসেবে আমি কি আমার প্রথম সন্তানকে বলি দেব?

আমার দেহের ফল, আমার সন্তানকে কি আমার আত্মার মূল্যস্বরূপ পাপ নৈবেদ্য দেওয়া উচিৎ?

8ওহে মানুষ, প্রভু তোমাদের বলেছেন ভালো বলতে কি বোঝায়। সেইটিই প্রভু তোমাদের কাছ থেকে চাইছেন: অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ কর। দয়া এবং আনুগত্যকে ভালবাসো। তোমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে নম্রভাবে বাস কর।

ইস্রায়েলীয়রা কি করছিল?

9প্রভুর রব শহরকে ডাক দিল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রভুর নামকে সম্মান করে। তাই, শাস্তির দণ্ডের প্রতি এবং যিনি দণ্ডটি ধরে থাকেন তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও।

10খারাপ লোকেরা কি এখনও চুরি করা মূল্যবান জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখছে? সেই খারাপ লোকেরা কি এখনও খুব ছোট্ট টুকরী দিয়ে লোক ঠকাচ্ছে? হ্যাঁ! ঐসব ঘটনা এখনও ঘটছে!

11এইসব লোকেদের কি আমার ক্ষমা করা উচিত, যারা চুরি করে এবং লোকেদের প্রতারিত করে? যারা এখনও লোকেদের ভুল থলি ও ভুল মাপনযন্ত্র দিয়ে প্রতারিত করে তাদের কি আমার ক্ষমা করা উচিৎ? না!

12ওই শহরের ধনী ব্যক্তিরা এখনও নিষ্ঠুর। ওই শহরের লোকেরা মিথ্যা কথা বলে! হ্যাঁ, ওরা প্রতারণাপূর্ণ কথা বলে!

13সেজন্য আমি তোমাদের শাস্তি দেওয়া শুরু করেছি। তোমাদের পাপের জন্য আমি তোমাদের ধ্বংস করব।

14তোমরা খাবে, কিন্তু তোমাদের পেট ভরবে না। তোমরা ক্ষুধার্ত এবং খালি অবস্থায় থাকবে। তোমরা লোকেদের নিরাপদ আশ্রয়ে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমরা যাদের রক্ষা করবে, লোকে তাদেরই তরবারির আঘাতে মেরে ফেলবে।

15তোমরা তোমাদের বীজ বপন করবে; কিন্তু তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে না। তোমরা তোমাদের জলপাই পিষে তেল বের করার চেষ্টা করবে, কিন্তু কোন তেল পাবে না। তোমরা তোমাদের দ্রাক্ষা দলাবে কিন্তু মিষ্টি দ্রাক্ষারস পান করার জন্য পর্যাপ্ত রস সংগ্রহ করতে পারবে না!

16কেন? কারণ তোমরা অম্রির বিধি মান্য করেছিলে, আহাবের পরিবার যেসব খারাপ কাজ করে, তোমরা সেইসব খারাপ কাজ করে থাক। তোমরা তাদের শিক্ষামালা অনুসরণ করে থাক। সেজন্য আমি তোমাদের ধ্বংস হতে দেব। লোকেরা এতই অবাক হবে যে শিস দেবে যখন দেখবে তোমাদের শহর ধ্বংস হচ্ছে। তখন তোমরা আমার লোকেদের লজ্জা বহন করবে।

জনসাধারণের খারাপ কাজে মীখা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত

7 আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কারণ আমি যেন গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া ফলের মতো, যেসব দ্রাক্ষাগুলো গাছ থেকে তোলা হয়ে গেছে ঠিক তাদের মতো। খাবার জন্য কোন দ্রাক্ষা সেখানে নেই। যা আমি ভালোবাসি সেই নতুন গজানো ডুমুর পর্যন্ত নেই।

2আমি বলতে চাইছি, সব বিশ্বাসী লোকেরা চলে গেছে। এই দেশে আর কোন ভাল লোক পড়ে নেই। প্রত্যেক লোক অপরকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাইকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।

3লোকেরা এখন দুহাতেই খারাপ কাজ করতে দক্ষ। উঁচু পদস্থ কর্মচারীরা এখন ঘুষ চাইছে। বিচারকরা আদালতে তাদের মত পরিবর্তনের জন্য টাকা নিচ্ছে। ‘গণ্যমান্য নেতারা’ ভালো এবং ন্যায্য মতামত দেয় না। তারা যা কিছু ইচ্ছা সেটাই করছে।

4এমনকি তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল সেও জট পাকানো কাঁটা ঝোপের চেয়ে অনেক বেশী প্যাঁচালো।

শাস্তির দিন আসছে

ভাববাদীরা বলেছিল যে এই দিনটি আসবে; তোমাদের পাহারাদারদের* দিন এসে গেছে। এখন তোমরা শাস্তি পাবে! এখন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে!

5তোমাদের প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করো না! বন্ধুকে বিশ্বাস করো না! এমনকি তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গেও খোলাখুলিভাবে কথা বলো না!

6নিজের বাড়ীর লোকেরাই মানুষের শত্রু হবে। পুত্র তার পিতাকে সম্মান করবে না। কন্যা তার মাতার বিরুদ্ধে যাবে। একজন বধূ তার শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে যাবে।

প্রভুই পরিত্রাতা

7সেজন্য আমি সাহায্য পাবার জন্য প্রভুর দিকে তাকাবো! আমি রক্ষা পাবার জন্য আবার ঈশ্বরের অপেক্ষা করবো! আমার ঈশ্বর আমার কথা শুনবেন।

8আমার পতন হয়েছে। কিন্তু শত্রু আমাকে নিয়ে উপহাস করো না! আমি আবার উঠব। এখন আমি অন্ধকারে বসে আছি। কিন্তু প্রভু আমার জন্য আলোকস্বরূপ হবেন।

প্রভু ক্ষমা করেন

9প্রভুর বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছিলাম। তাই তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আদালতে আমার জন্য আমার মামলায় তর্ক করবেন। তিনি আমায় নির্দোষ প্রমাণ করবেন এবং আমাকে আলোয় নিয়ে আসবেন। আমি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দেখব।

10আমার শত্রুরা এটা দেখে লজ্জিত হবে। কারণ আমার সেই শত্রুরা আমাকে বলেছিল, “তোমার প্রভু ঈশ্বর কোথায়? আমি তাকে নিয়ে মজা করব। রাস্তার কাদার মতো লোকেরা তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে।

পাহারাদার ভাববাদীদের আর একটি নাম। এর থেকে বোঝা যায় যে ভাববাদীরা ছিল সেই প্রহরীদের মত যারা শহরের প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত এবং লক্ষ রাখত দূর থেকে কোন বিপদ আসছে কিনা।

ইহুদীরা ফিরছে

11সময় আসবে যখন তোমার দেওয়ালগুলো আবার
গেঁথে তোলা হবে। সেই সময়ে, দেশের সীমা দূরে
যাবে বা পরিধি বাড়বে।
12তোমার লোকেরা তোমার দেশে ফিরে আসবে।
তারা অশূর থেকে এবং মিশরের শহরগুলি থেকে ফিরে
আসবে। তোমার লোকেরা মিশর এবং ফরাৎ নদীর
ওপার থেকে আসবে। তারা পশ্চিম দিকের সমুদ্র হতে
এবং পূর্বদিকের পর্বত হতে আসবে।
13দেশের অধিবাসীরা দেশে বাস করে তাদের মন্দ
কাজের দ্বারা দেশ ধ্বংস করছে।
14অতএব দণ্ড দিয়ে তোমার লোকজনদের শাসন
কর। শাসন কর তোমাদের অধিকারভুক্ত লোকজনদের।
সেই পাল একাকী কর্ম্মিল পর্বতের মধ্যবর্তী বনে বাস
করছে। সেই পাল আগে যেমন বাশন এবং গিলিয়দে
বাস করত এখনও সেই দুটি জায়গাতেই বাস করছে।

ইস্রায়েল তার শত্রুদের পরাজিত করবে

15আমি যখন তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের
করে এনেছিলাম তখন অনেক অলৌকিক কাজ
করেছিলাম। আমি ওইরকম আরো অনেক অলৌকিক
ঘটনা তোমাদের দেখাবো।
16বহুজাতির লোকেরা সেই অলৌকিক ঘটনাগুলো
প্রত্যক্ষ করবে এবং তারা লজ্জিত হবে। তারা প্রত্যক্ষ
করবে যে তাদের ‘শক্তি’ আমার তুলনায় কিছুই নয়।
তারা অবাক হয়ে যাবে এবং তাদের মুখে হাত দেবে।
তারা কিছুই শুনতে চাইবে না। 17সাপের মতো তারা
ধূলোতে বুকে ভর দিয়ে যাবে। তারা ভয়ে কাঁপবে।
তারা কীট-পতঙ্গদের মতো তাদের গর্ত থেকে মাঠে
বেরিয়ে আসবে এবং আমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে
এসে তারা তোমাদের ভয় ও সম্মান করবে!

প্রভুর প্রশংসা

18তোমার মতো ঈশ্বর আর কোথাও নেই। তুমি
লোকের অপরাধ হরণ কর। যেসব লোক বেঁচে গেছে
তাদের ঈশ্বর ক্ষমা করেন। তিনি চিরকালের জন্য রাগ
করে থাকবেন না। কারণ তিনি বিশ্বস্ত থাকতে ইচ্ছা
করেন।
19প্রভু আবার ফিরে আসবেন এবং আমাদের আরাম
দেবেন। তিনি আমাদের অপরাধ চূর্ণ করে দেবেন এবং
আমাদের সমস্ত পাপ গভীর সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে
দেবেন।
20ঈশ্বর যাকোবের প্রতি অটল থাকবেন। দয়া করে
আপনি আপনার দয়া অব্রাহামকে দেখান যেমনটি আপনি
বহু আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন।

নহূম ভাববাদীর পুস্তক

1 এই বইটিতে ইল্‌কোশীয় নহূমের দর্শন রয়েছে। নীনবী শহরের সম্বন্ধে এটা এক দুঃখজনক বার্তা।

নীনবীর ওপর প্রভু খুবই ক্রুদ্ধ

2প্রভু হচ্ছেন ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর। প্রভু দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেন। প্রভু ক্রোধশালী, তিনি তাঁর শত্রুদের শাস্তি দেন। শত্রুদের উপর তাঁর ক্রোধ বজায় থাকে।

3প্রভু ধৈর্য্যশীল। কিন্তু তিনি খুবই শক্তিশালী! প্রভু দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেবেন। তিনি তাদের মুক্ত হয়ে চলে যেতে দেবেন না। প্রভু খারাপ লোকেদের শাস্তি দেবার জন্য আসছেন। তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখাবার জন্য ঘূর্ণী হাওয়া এবং ঝড় ব্যবহার করবেন। প্রভু মেঘমালার ওপর দিয়ে হাঁটেন!

4প্রভু সমুদ্রের সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা বলবেন এবং তা শুকিয়ে যাবে। তিনি সমস্ত নদীগুলিকে শুকিয়ে দেবেন! কর্ম্মিল এবং বাশনের উর্বর জমিগুলি ধীরে ধীরে শুকনো এবং অনুর্বর হয়ে যাবে। লিবানোনের ফুলগুলো শুকিয়ে ঝরে যাবে।

5প্রভু আসবেন, আর পর্বতগুলি ভয়ে আন্দোলিত হবে এবং উপপর্বতগুলি গলে যাবে। প্রভু আসবেন এবং পৃথিবী ভয়ে কাঁপবে। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ প্রত্যেকটি লোক ভয়ে কাঁপবে।

6কোন লোকই প্রভুর ভয়ঙ্কর ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁর ক্রোধের ভয়াবহতা কেউ সহ্য করতে পারবে না। তাঁর ক্রোধ আগুনের মতো জ্বলবে। যখন তিনি আসবেন তখন পাথরগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

7প্রভু মঙ্গলময়, সঙ্কটের সময়ে আশ্রয়ের জন্য তিনিই নিরাপদ স্থান। যেসব লোক তাঁর উপর আস্থা রাখে তিনি তাদের যত্ন নেন।

8কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করবেন। বন্যার মতো তিনি তাদের ধুয়ে দেবেন। তিনি তাঁর শত্রুদের অন্ধকারে তাড়িয়ে দেবেন।

9প্রভুর বিরুদ্ধে তোমরা কেন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছ? তিনি একেবারে ধ্বংস করে দেবেন তাই দ্বিতীয়বারের জন্য আর বিপদ আসবে না।

10তোমরা একটি পাত্রের নীচে পুড়ছে এমন একটি কাঁটাঝোপের মত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হবে। শুকনো আগাছাগুলি যেভাবে তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে যায়, সেইভাবেই তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবে।

11অশূরীয়, একজন ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে এসেছে। সে প্রভুর বিরুদ্ধে অন্যায় ষড়যন্ত্র করেছিল এবং খারাপ উপদেশ দিয়েছিল।

12ঈশ্বর যিহূদাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন: “অশূরীয়র লোকেদের পুরো সামরিক শক্তি আছে। তাদের বহু সৈন্য আছে; কিন্তু তাদের সবাইকে কেটে ফেলা হবে। তারা সবাই শেষ হয়ে যাবে। আমার লোকেরা, আমি তোমাদের যন্ত্রণা দিচ্ছি; কিন্তু আমি তোমাদের আর কষ্টভোগ করতে দেব না।

13এখন আমি অশূরীয় ক্ষমতা থেকে তোমাদের সবাইকে মুক্তি দেবো। আমি তোমাদের কাঁধ থেকে সেই যোয়াল সরিয়ে দেব। যে শৃঙ্খলগুলি তোমাদের ধরে রেখেছে সেগুলি আমি ছিঁড়ে ফেলব।”

14হে অশূরের রাজা, প্রভু তোমার সম্বন্ধে এই আদেশ দিয়েছেন; “তোমার নাম ধরে রাখবার জন্য একজন উত্তরপুরুষ তুমি পাবে না। আমি তোমার মন্দিরে খোদাই করা মূর্ত্তি এবং ধাতব মূর্ত্তিগুলি ধ্বংস করে দেবো। আমি তোমার জন্য কবর তৈরী করছি। কারণ শীঘ্রই তোমার শেষ সময় আসছে!

15যিহূদা, দেখো! ওদিকে দেখো, পর্বতগুলোর ওপর দিয়ে একজন আসছে। সুসমাচার নিয়ে একজন বার্তাবাহক আসছে। সে বলছে, ওখানে শান্তি রয়েছে! যিহূদা তুমি তোমার বিশেষ উৎসবের দিনগুলো পালন করো। যিহূদা যে কাজগুলি তুমি করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে সেগুলো করো। ঐ খারাপ লোকেরা আবার এসে তোমাকে আক্রমণ করবে না; কারণ সেইসব খারাপ লোকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে!

নীনবী ধ্বংস হবে

2 একজন শত্রু তোমাকে আক্রমণ করার জন্য আসছে। সেজন্য তোমার শহরের শক্ত জায়গাগুলিকে পাহারা দাও। রাস্তায় নজর রাখো। যুদ্ধের জন্য তৈরী হও। সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও!

2হ্যাঁ, প্রভু যাকোবের মাহাত্ম্য পাল্টে দেবেন। তার শ্রী ইস্রায়েলের মতোই হবে। শত্রুরা তাদের ধ্বংস করেছে এবং তাদের দ্রাক্ষাক্ষেতগুলি ধ্বংস করেছে।

3ঐসব সৈন্যদের বর্মগুলো লাল। তাদের উর্দিগুলো উজ্জ্বল লাল। তাদের রথগুলো যুদ্ধের জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আগুনের শিখার মতো চক্‌চক্ করছে এবং তাদের ঘোড়াগুলো যাবার জন্য প্রস্তুত।

4রথগুলো রাস্তার ওপর উন্মত্তের মত এগোচ্ছে। প্রশস্ত জায়গায় তারা হুড়োহুড়ি করে সামনে পেছনে যাচ্ছে। তাদের জ্বলন্ত মশালের মতো চক্‌চকে দেখাচ্ছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছে!

5শত্রুপক্ষ তার সবথেকে ভালো সৈন্যদের ডাকছে। কিন্তু দৌড়ে যেতে গিয়ে তারা হোঁচট খাচ্ছে। তারা প্রাচীরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে এবং অবরোধ যন্ত্র বসাচ্ছে।

6কিন্তু নদীর ধারের দরজাগুলো খোলা রয়েছে এবং শত্রুরা এর মধ্যে দিয়ে বন্যার মতো প্রবেশ করে রাজার বাড়ী ধ্বংস করছে।

7শত্রুরা রাণীকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তার ক্রীতদাসীরা ঘুঘু পাখির মত দুঃখে বিলাপ করছিল। দুঃখ বোঝাবার জন্যে তারা তাদের বুক চাপড়াচ্ছিল।

8নীনবীর অবস্থা জলাশয়ের মতো, যার জল নর্দমা দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে। জনসাধারণ তীব্রস্বরে গর্জন করছে, "থামো! পালিয়ে যেও না!" কিন্তু তাতে কোন ভাল ফল হচ্ছে না!

9সৈন্যেরা তোমরা যারা নীনবী ধ্বংস করেছো, তারা রূপো নিয়ে যাও, সোনা নিয়ে যাও! নেবার অনেক কিছু আছে। এখানে অনেক সম্পদ আছে।

10এখন নীনবী শূন্য। সব জিনিসই চুরি হয়ে গেছে। শহরটি ধ্বংস হয়েছে। জনসাধারণ তাদের সাহস হারিয়েছে। তাদের হৃদয় ভয়ে গলে যাচ্ছে, তাদের হাঁটুগুলো ঠক্-ঠক্ শব্দ করে কাঁপছে। তাদের শরীর কাঁপছে, তাদের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে।

11সিংহের গুহাস্বরূপ নীনবী এখন কোথায় যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী-সিংহেরা থাকতো? তাদের শিশুরা ভয় পেত না।

12সিংহ (নীনবীর রাজা) তার বাচ্চাদের এবং সিংহকে খাওয়াবার জন্য বহু লোক হত্যা করেছে। সে তার গুহা (নীনবী) মনুষ্যদেহ দিয়ে ভরে দিয়েছিল। যে নারীদের সে হত্যা করেছিল তাদের দেহগুলি দিয়ে তার গুহা পূর্ণ করেছে।

13সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, "নীনবী, আমি তোমার বিরুদ্ধে! আমি তোমার রথগুলোকে জ্বালিয়ে দেবো। যুদ্ধে আমি তোমার সিংহ শাবকদের মেরে ফেলবো। তুমি পৃথিবীতে কাউকে শিকার করতে সমর্থ হবে না। লোকেরা আর কখনই তোমার দূতেদের কাছ থেকে কোন খারাপ খবর শুনবে না।"

নীনবীয়র পক্ষে খারাপ সংবাদ

3 সেই খুনেদের শহরের পক্ষে এটা খুবই খারাপ হবে। নীনবী এমনই এক মিথ্যায় পূর্ণ শহর। অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসা জিনিস দিয়ে এ শহর ভর্তি করা হয়েছে। শহরটি হত্যা ও লুঠ করা থেকে কখনও বিরত হয় না।

2তোমরা চাবুক মারার শব্দ , চাকার শব্দ, ঘোড়াদের টগ্‌বগিয়ে যাবার শব্দ এবং রথগুলোর লাফিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছো।

3অশ্বারোহী সৈন্যরা আক্রমণ করছে; তাদের তরবারিগুলো জ্বল-জ্বল করে উঠছে এবং তাদের বর্শাগুলো চক্ চক করছে! সেখানে অনেক মৃত মানুষের দেহ, মৃতদেহগুলি স্তূপীকৃত, এতগুলি দেহ যে গোনা যায় না। লোকেরা মৃতদেহগুলির ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ছে।

4নীনবীর জন্যই এইসব কিছু ঘটেছে। নীনবী ঠিক যেন বেশ্যার মতো যে কখনই যথেষ্ট কিছু পায়নি। সে আরও আরও চেয়েছে। সে নিজেকে বহু জাতির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। তার মায়াবী যাদু দিয়ে সে তাদের তার দাস বানিয়ে ফেলেছে।

5সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, "নীনবী, আমি তোমার বিরুদ্ধে, আমি তোমার জামা কাপড় তোমার মুখের ওপর তুলে দেবো।* আমি অন্য জাতিদের কাছে তোমার নগ্ন দেহ দেখাবো। ঐ রাজ্যগুলো তোমার লজ্জা দেখবে।

6আমি তোমার ওপর নোংরা জিনিস ছুঁড়ে দেবো। আমি তোমার সঙ্গে ঘৃণ্য আচরণ করবো। লোকে তোমাকে দেখে হাসবে।

7তোমাকে দেখে প্রত্যেকেই চমকে উঠবে। তারা বলবে, 'নীনবী ধ্বংস হয়েছে। কে তার জন্য কাঁদবে' আমি জানি, নীনবী তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না।"

8নীনবী, তুমি কি নীল নদের কূলে অবস্থিত থীবসের চেয়ে ভালো? না। থীবসের চারিদিকেও জল ছিল। থীবস্ তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই জলই ব্যবহার করতো। আত্মরক্ষার দেওয়ালের মতো সে সেই জল ব্যবহার করত। 9কূশ এবং মিশর থীবস্‌কে অনেক সামর্থ্য যুগিয়েছিল। সুদান এবং লিবীয়া তাকে সমর্থন করেছিল। 10কিন্তু থীবস্ পরাজিত হয়েছিল। তার অধিবাসীদের বিদেশে কয়েদী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে সৈন্যরা নীনবীর ছোট ছোট বাচ্চাদের মেরে ফেলেছিল। তারা ঘুঁটি চেলে দেখেছিল কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কারা ক্রীতদাস করে রাখবে। তারা থীবস্‌ের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের শেকল দিয়ে বেঁধেছিল।

11সেজন্য নীনবী মাতাল লোকেদের মতো তোমারও পতন হবে। তুমি লুকোনোর চেষ্টা করবে। শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য তুমি একটি নিরাপদ স্থান খুঁজবে। 12কিন্তু নীনবী তোমার সমস্ত শক্তিশালী জায়গাগুলি ডুমুর গাছের মতো হবে। নতুন ডুমুরগুলি যখন পাকে, একজন লোক আসে আর গাছটিকে নাড়া দেয়। ডুমুরগুলি সেই লোকটির মুখের মধ্যে পড়ে। সে সেগুলো খেয়ে ফেলে আর ডুমুরগুলো ঐখানেই শেষ।

13নীনবী, তোমার সব লোক যেন স্ত্রীলোকের মতো এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যরা তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তোমাদের দেশের দরজাগুলো শত্রুদের ঢুকে পড়ার জন্যে প্রশস্তভাবে খোলা। ফটকগুলির আড়াআড়ি কাঠের গরাদগুলো পুড়ে গিয়েছিল।

আমি ... দেবো হিব্রুতে এটি একটি কথার খেলা। হিব্রু শব্দটির অর্থ এটাও হয়, "একটা দেশকে ধ্বংস করা এবং তার লোকগুলিকে বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া।"

14জল নিয়ে এসে তোমার নগরের ভেতর জমিয়ে রেখে দাও। কেন? কারণ শত্রুপক্ষের সৈন্যরা তোমার শহরের চারিদিক ঘিরবে। তারা কোন লোককে নগরের মধ্যে খাবার অথবা জল আনতে দেবে না। তোমার প্রতিরক্ষাগুলিকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোল। বেশী ইঁট বানানোর জন্য মাটি নাও। চুন, বালি, সুরকি মেশাও। ইঁট তৈরী করবার জন্য চুল্লী জোগাড় কর! 15তোমরা এসব কাজই করতে পার, কিন্তু আগুন তোমাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে! এবং তরবারিই তোমাকে হত্যা করবে। তোমার দেশটাকে এমন দেখাবে যেন পঙ্গপালের ঝাঁক এসে সব খেয়ে নিয়ে গেছে।

নীনবী, ফড়িং-এর ঝাঁকের মতো, পঙ্গপালের দলের মতো বেড়ে চলেছিল। 16বহু ব্যবসায়ী লোক তোমার কাছে আছে যারা নানা জায়গায় গিয়ে জিনিস কেনে। তারা যেন আকাশের নক্ষত্রের মতো অসংখ্য। তারা যেন পঙ্গপালের মতো, যারা খেতে আসে যে পর্যন্ত না সব শেষ হয়। তারপর তারা ছেড়ে যায়। 17এবং তোমার সরকারী কর্মকর্তারাও পঙ্গপালের মতো। তারা ঠাণ্ডার দিনে পাথরের দেওয়ালে বসা পঙ্গপালের মতো। যখন সূর্য ওঠে পাথরগুলো গরম হয় তখন সব পঙ্গপালগুলো উড়ে যায় এবং কেউ জানে না তারা কোথায়! তোমার সরকারী কর্মচারীরাও ঠিক ঐরকম।

18অশূরের রাজা, তোমার মেষপালকরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেইসব শক্তিশালী লোকেরা ঘুমোচ্ছে এবং এখন তোমার মেষের দল (লোকেরা) পর্বতের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য কোন লোকই নেই। 19নীনবী, তুমি খারাপভাবে আঘাত পেয়েছো, কিছুই তোমার আঘাত সারাতে পারবে না। যারাই তোমার ধ্বংসের কথা শোনে, তারা হাততালি দেয়। তারা সবাই খুশী। কেন? কারণ তুমি সবসময় যে সব ব্যথা দিয়ে থাক তা তারা সবাই অনুভব করেছে !

হবক্‌কূক ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বরের কাছে হবক্‌কূকের অভিযোগ

1 এই বার্তাটি ভাববাদী হবক্‌কূককে দেওয়া হয়েছিল।
2প্রভু, আমি আপনার কাছে চিৎকার করে ক্রন্দন
করেই চলেছি। কখন আপনি আমার কথা শুনবেন?
আমি অত্যাচারের বিষয়ে আপনার কাছে কেঁদেছিলাম।
কিন্তু আপনি আমাকে সাহায্য করবার জন্য কিছুই করেন
নি। 3লোকে জিনিস চুরি করছে এবং অন্যদের আঘাত
করছে। জনসাধারণ তর্ক এবং মারামারি করছে। এইসব
ভয়ঙ্কর জিনিস কেন আপনি আমাকে দেখাচ্ছেন? 4বিধি
দুর্বল এবং সেটা জনসাধারণের কাছে ন্যায়বিচার আনে
না। অসৎ লোকেরা ভালো লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী
হয়। সেজন্যে বিধি পক্ষপাতশূন্য নয়। ন্যায়বিচার আর
জয়লাভ করছে না।

হবক্‌কূকের কাছে ঈশ্বরের উত্তর

5প্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, "অন্যান্য জাতিগুলির দিকে
তাকিয়ে দেখো। তাদের ভালোভাবে লক্ষ্য কর, তাহলে
তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। আমি তোমার জীবনকালে
এমন কিছু করব যা তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করবে।
সেটা বিশ্বাস করবার জন্য তোমাকে তা অবশ্যই দেখতে
হবে। তোমাকে সে বিষয়ে কেউ বললে তোমার বিশ্বাস
হবে না। 6আমি বাবিলবাসীদের শক্তিশালী জাতিতে
পরিণত করবো। ঐসব মানুষেরা খুবই নীচ এবং
শক্তিশালী যোদ্ধা। তারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে
অপর প্রান্তে দাপিয়ে ঘুরে বেড়াবে। অপরের ঘরবাড়ি
ও শহরগুলি তারা অধিকার করে নেবে। 7বাবিলে
লোকেরা অন্যান্য লোকেদের ভয় দেখাবে। বাবিলবাসীরা
যা চায় তাই করবে এবং যেখানে যেতে চাইবে সেইখানেই
যাবে। 8তাদের ঘোড়াগুলো চিতাবাঘের চেয়ে অনেক
দ্রুতগামী হবে; সূর্যাস্তের সময়ের নেকড়ের চেয়েও তারা
বেশী নিষ্ঠুর হবে। তাদের ঘোড়সওয়াররা অনেক দূরের
দেশ থেকে আসবে। ক্ষুধার্ত ঈগল যেমন আচমকা ছোঁ
মেরে আকাশ থেকে নেমে আসে সেইরকম তারা তাদের
শত্রুকে দ্রুত আক্রমণ করবে। 9তারা সবাই একটি জিনিষ
চায় সেটা হচ্ছে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ। মরুভূমির তীব্র
হাওয়ার মতো তাদের সৈন্যরা দ্রুত কুচকাওয়াজ করে
যাবে। বাবিলের সৈন্যরা বালু কণার মত অসংখ্য লোককে
বন্দী করে নেবে।
10"বাবিল সৈন্যরা অন্য জাতির রাজাদের দেখে
হাসবে। বিদেশী শাসকেরা তাদের কাছে ঠাট্টার মতো
মনে হবে। বাবিল সৈন্যরা শহরের লম্বা এবং শক্ত
দেওয়াল দেখে হাসবে। সৈন্যরা উঁচু দেওয়ালের চূড়ো
পর্যন্ত সহজেই মাটির রাস্তা তৈরী করে সহজেই
শহরগুলিকে পরাস্ত করবে। 11তারপর তারা অন্যান্য
শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য বাতাসের মত এগিয়ে
যাবে। একটি মাত্র বিষয় যা বাবিলীয়রা উপাসনা করবে
তা হল তাদের শক্তি।"

হবক্‌কূকের দ্বিতীয় অভিযোগ

12এরপর হবক্‌কূক বললেন, "প্রভু, আপনিই হচ্ছেন
অনন্তকালীন জীবিত প্রভু। আপনিই আমার পবিত্র ঈশ্বর
যিনি অমর। প্রভু, যা করা উচিৎ তাই করতে আপনিই
বাবিলীয়দের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের শিলা,
যিহুদাবাসীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আপনি তাদের
সৃষ্টি করেছেন।
13আপনার চোখগুলি খুবই শুদ্ধ! আপনি কি করে
মন্দের দিকে তাকাতে পারবেন? লোকেরা যে পাপ
করে তা আপনি সহ্য করতে পারেন না। তাহলে ঐ
অসৎ লোকেরা যে জয়ী হচ্ছে তা আপনি কি করে
দেখবেন? আপনি যখন দেখেন যে ভালো লোকেরা
আমাদের চেয়েও দুষ্ট লোকেদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছে
তখন কেন কোন প্রতিকার করেন না?
14"আপনি মানুষকে যেন সমুদ্রের মধ্যে মাছের মত
তৈরি করেছেন। তারা যেন নেতাবিহীন ছোট ছোট
সামুদ্রিক জীব।
15শত্রু বঁড়শি এবং জাল দিয়ে তাদের সবাইকে
ধরছে। শত্রু তাদের জাল দিয়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে
এবং শত্রু যা ধরছে তাতে খুবই খুশী।
16তার জাল তাকে ধনী লোকের মতো জীবন ধারণ
করতে এবং সব থেকে ভাল খাবার উপভোগ করতে
সাহায্য করছে। সেজন্য শত্রু তার জালকে পূজো করে।
তার জালকে সম্মান দেওয়ার জন্য উৎসর্গ আর ধূপ-ধূনো
দেয়।
17সে কি জাল দিয়ে সম্পদ সংগ্রহ করার অভিযান
চালিয়ে যাবে? সে কি কোন করুণা না করে লোককে
ধ্বংস করে যাবে?
2 "আমি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকবো এবং লক্ষ্য
রাখবো। প্রভু আমাকে কি বলবেন তা দেখার জন্য
আমি অপেক্ষা করবো। তিনি কিভাবে আমার প্রশ্নের
উত্তর দেন তা জানবার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো।"

ঈশ্বর হবক্‌কূককে উত্তর দিলেন

2প্রভু আমাকে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে যা
দেখাই তা লেখো। যাতে লোকেরা সহজভাবে পড়তে
পারে তার জন্য পরিষ্কার অক্ষরে লিখবে। 3এই বার্তাটি
ভবিষ্যতের এক বিশেষ সময়ের জন্য। এই বার্তাটি

সমাপ্তি সম্পর্কে। এটা সত্যিই ঘটবে। মনে হতে পারে
যে সময়টা কখনও আসবে না। কিন্তু ধৈর্য ধরো এবং
এর জন্য অপেক্ষা করো। সেই সময় আসবে, দেরী
হবে না। 4যারা শুনতে আগ্রহী নয়, তাদের এই বার্তাটি
সাহায্য করবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি ঠিক কাজ করে সে
তার আনুগত্যের জন্য বেঁচে থাকে।”

5ঈশ্বর বললেন, “মদ একজন লোককে বোকা
বানাতে পারে। একইভাবে, একজন শক্তিশালী লোকের
গর্ব তাকে বোকা বানাতে পারে; কিন্তু সে শান্তি পাবে
না। মৃত্যুর মত, সে কখনও সন্তুষ্ট থাকবে না। সে
অন্যান্য জাতিদের পরাস্ত করার জন্য লড়াই চালিয়ে
যাবে। সে ওই সব লোকেদের বন্দী করে নিয়ে যাবার
কাজ চালিয়ে যাবে। 6কিন্তু খুব শীঘ্রই ওই সব লোকেরা
তাকে দেখে হাসবে। তারা তার পরাজিত হবার ব্যাপারটা
গল্প করে বলবে। তারা হাসবে আর বলবে, হায়রে!
মানুষটা এত কিছু জিনিস নিয়েও সেগুলি তার কাছে
রাখতে পারবে না। সে ঋণ সংগ্রহ করে নিজেকে ধণী
করে তুলেছিল।

7“শক্তিশালী পুরুষ, তুমি লোকের কাছ থেকে অর্থ
নিয়েছ। একদিন ওই লোকেরা সচেতন হয়ে উঠবে
এবং কি ঘটেছে তা বুঝতে পারবে। তখন তারা তোমার
বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তখন তারা তোমার কাছ থেকে
জিনিসপত্র নিয়ে নেবে এবং তুমি খুবই ভয় পেয়ে
যাবে। 8তুমি বহু জাতির কাছ থেকে জিনিষ চুরি করেছ
সেজন্য ওই লোকেরা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু
নিয়ে নেবে। তুমি বহু লোককে হত্যা করেছ। তুমি বহু
জায়গা এবং শহর ধ্বংস করেছ। সেখানকার সব
লোকেদের হত্যা করেছ। 9হ্যাঁ, অন্যায় কাজ করে যে
ধনী হচ্ছে তার পক্ষে সেটা খুবই খারাপ হবে। সেই
লোকটি নিরাপদ জায়গায় বাঁচার জন্য ওই কাজগুলি
করছে। সে ভাবছে যে তার কাছ থেকে অন্য লোকেদের
চুরি করা সে বন্ধ করবে; কিন্তু তার ভাগ্যে খারাপ
ঘটনাই ঘটবে।

10“তুমি বহু লোককে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছ;
কিন্তু ঐ সকল পরিকল্পনায় তুমিই লজ্জিত হবে। তুমি
অনেক মন্দ কাজ করেছ এবং তুমি তোমার জীবনটাকেই
হারাবে। 11পাথরের দেওয়ালগুলি তোমার বিরুদ্ধে
চিৎকার করে উঠবে। এমনকি, তোমার নিজের বাড়ীর
কাঠের ছাদের কড়ি-বরগাগুলোও স্বীকার করবে যে
তুমি অন্যায় করেছ।

12“যে নেতারা অন্যায় কাজ করে এবং নগর নির্মাণ
করতে লোকেদের হত্যা করে তাদের পক্ষে এটা খুবই
খারাপ হবে। 13সর্বশক্তিমান প্রভু ঠিক করেছেন যে এই
লোকেরা নির্মাণের জন্য যে কাজ করেছে তার সবকিছু
আগুনে ধ্বংস করবে। তাদের সব পরিশ্রম বৃথাই যাবে।
14তখন প্রভুর মহিমার কথা সব জায়গার লোকেরা
জানতে পারবে। সমুদ্র থেকে জল যেমন ছড়িয়ে যায়
সেইরকমভাবে এই খবরটাও চারিদিক ছড়িয়ে যাবে।
15তোমরা যারা সুরাপান করিয়ে তোমাদের প্রতিবেশীদের
মাতাল করে দাও তাদের খুব খারাপ পরিণতি হবে।
রাগের চোটে তোমাদের প্রতিবেশীদের মাতাল করতে
তোমরা তোমাদের দ্রাক্ষারস ঢেলে দাও যাতে তোমরা
তাদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাও।

16“কিন্তু সেই লোকটি প্রভুর ক্রোধ কাকে বলে তা
জানতে পারবে। সেই ক্রোধ প্রভুর ডান হাতের এক
কাপ বিষের মতো। সেই লোকটি সেই ক্রোধের স্বাদ
নেবে এবং মাতাল লোকের মতোই মাটির ওপর পড়ে
যাবে।

“অসৎ শাসক, তুমি সেই কাপ থেকে বিষ পান
করবে। তুমি লজ্জা পাবে, সম্মান নয়। 17তুমি লিবানোনে
বহু লোককে আঘাত করেছো। তুমি সেখান থেকে বহু
জীবজন্তু চুরি করেছো। তাই তুমি, যারা মারা গেছে
সেই লোকেদের কারণে এবং ঐ দেশে তুমি যে খারাপ
কাজ করেছিলে তার জন্য ভয় পাবে। ওই শহরের
প্রতি এবং সেখানে বসবাসকারী জনগণের প্রতি তুমি
যে সব মন্দ কাজ করেছিলে তার জন্য তুমি ভীত
হবে।”

মূর্ত্তি সম্বন্ধে বার্তা

18সেই লোকটির ভ্রান্ত দেবতা তাকে সাহায্য করবে না।
কারণ সেটা কেবল মূর্ত্তিই যা ধাতু দিয়ে মোড়া। এটা
কেবলমাত্রই মূর্ত্তি। সেজন্য যে লোকটি মূর্ত্তি তৈরী করেছে
সে মূর্ত্তির কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা করতে
পারে না। সেই মূর্ত্তিটি কথাও বলতে পারে না। 19এটা
সেই লোকটির পক্ষে খুবই খারাপ হবে যে কাঠের মূর্ত্তিকে
বলে, “উঠে পড়ো!” এটা লোকটির পক্ষে খুবই খারাপ
হবে যে, যে পাথর কথা বলতে পারে না তাকে বলে,
“জেগে ওঠো!” এসব জিনিস তাকে সাহায্য করতে
পারবে না। সেই মূর্ত্তিটি হয়তো সোনা এবং রূপোর
দ্বারা আবৃত হতে পারে কিন্তু সেই মূর্ত্তিতে কোন প্রাণ
নেই।

20কিন্তু প্রভু হলেন অন্যরকম! প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে
আছেন। সেজন্য সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ হবে এবং প্রভুর
সামনে সম্মান প্রদর্শন করবে।

হবক্কূকের প্রার্থনা

3 শিগিয়োনোতের ওপর ভাববাদী হবক্কূকের একটি
প্রার্থনা

2প্রভু, আমি আপনার সম্বন্ধে শুনেছি। প্রভু, অতীতে
আপনি যে শক্তিশালী কাজগুলো করেছেন তার
সম্বন্ধে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। এখন আমার প্রার্থনা
এই যে, আপনি আমাদের এই সময়েও মহৎ কাজ
করুন। অনুগ্রহ করে আমাদের এই বর্তমান কালেও
আপনি ঐ কাজগুলো করুন। কিন্তু আপনার কাজের
উত্তেজনার মধ্যে আমাদের কৃপা করবার কথাও মনে
রাখবেন।

3ঈশ্বর তৈমন পর্বত থেকে আসছেন। সেই পবিত্রজন
পারণ পর্বত থেকে আসছেন।

প্রভুর মহিমা স্বর্গকে আচ্ছাদন করে। তাঁর প্রশংসায়
পৃথিবী পূর্ণ হয়।

4তাঁর হাত থেকে তীব্র, উজ্জ্বল আলোর রশ্মির ছটা বেরিয়ে আসছে। সেই হাতের মধ্যে একরকম ক্ষমতাও লুকিয়ে রয়েছে।

5মহামারী তাঁর আগে আগে চলেছে এবং ধ্বংসকারীরা তাঁর পিছনে অনুসরণ করছে।

6প্রভু দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বিচার করলেন। তিনি সমস্ত জাতির লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাদের ভয়ে শিহরিত করলেন। বহু বছর ধরে যে পর্বতগুলো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল; তারা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। বহু পুরানো পুরানো পাহাড়গুলো পড়ে গেল। ঈশ্বর সবসময় এইরকমই।

7আমি কূশন শহরগুলিকে বিপত্তির মধ্যে দেখেছিলাম। মিদিয়নের দেশটি ভয়ে কাঁপছিল।

8প্রভু, আপনি কি নদীগুলির উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? জলস্রোতের ওপর আপনি কি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? সমুদ্রের প্রতি আপনি কি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? আপনি যখন ঘোড়া এবং রথের ওপর চড়ে জয়ী হয়েছিলেন তখন আপনি কি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন?

9আপনি আপনার কোষ থেকে ধনুক বের করেন। সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার তীর ব্যবহার করেন। নদী দ্বারা আপনি পৃথিবী বিভক্ত করেন।

10পাহাড়গুলো আপনাকে দেখেছিল এবং কেঁপে উঠেছিল। জল জমির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের জল গর্জন করেছিল যেন সে জমির ওপর তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

11সূর্য এবং চন্দ্র তাদের উজ্জ্বলতা হারিয়েছিল। তারা যখন বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝলক দেখেছিল, তখন তারা তাদের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছিল। সেই বিদ্যুতের ছটা বাতাসের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া বল্লম এবং তীরের মতো দেখাচ্ছিল।

12ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি পৃথিবীর ওপর দুর্বারভাবে হেঁটেছিলেন এবং জাতিগণকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

13আপনি আপনার লোকেদের রক্ষা করার জন্য এসেছেন। আপনি আপনার মনোনীত রাজাকে জয়ের জন্য নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। আপনি দেশের নগণ্যতম ব্যক্তি থেকে সবচেয়ে গন্যমাণ্য ব্যক্তি পর্যন্ত প্রত্যেক দুষ্ট পরিবারের নেতাকে হত্যা করেছেন।

14আপনি সৈন্যদের মস্তক তাদের নিজেদের তীর দ্বারা বিদ্ধ করেছিলেন, যারা ঘূর্ণিঝড়ের মত উড়ে এসেছিল আমাদের ছিন্নভিন্ন করার জন্য। কেউ যেমন একটি দরিদ্র ব্যক্তিকে গোপনে খেয়ে ফেলে, ঠিক যেমন একটি বন্য জন্তু তার গুহায় করে, আপনি সেইভাবে উৎসব উদ্‌যাপন করলেন।

15কিন্তু আপনার ঘোড়াগুলো গভীর জলের মধ্যে মাটি আলোড়িত করে ছুটে গিয়েছিল।

16আমি এই গল্প শুনে খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমি জোরে শিস্ দিয়েছিলাম! আমি আমার হাড়ের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করেছিলাম। আমি সেখানে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই ধ্বংসের দিনের জন্য আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব, যখন তারা লোকেদের আক্রমণ করবে।

সর্বদা প্রভুতে আনন্দ করো

17হয়তো ডুমুরগাছে ডুমুর বৃদ্ধি পাবে না। দ্রাক্ষাগাছে দ্রাক্ষা হবে না। জলপাইগাছে জলপাই জন্মাবে না। মাঠে শস্য হবে না। খোঁয়াড়গুলোতে হয়তো কোন মেষ থাকবে না। কোন গবাদি পশু হয়তো গোলাবাড়ীগুলোতে থাকবে না।

18কিন্তু আমি তবু প্রভুতে আনন্দ করব। যে ঈশ্বর আমার পরিত্রাতা, আমি তাতে আনন্দ করব।

19প্রভু, আমার সদাপ্রভু, আমাকে শক্তি দেন। হরিণের মতো দ্রুত দৌড়বার জন্য তিনি আমাকে সাহায্য করেন। তিনি আমাকে পাহাড়ের ওপরে নিরাপদে চালনা করেন।

সঙ্গীত পরিচালকের প্রতি,
আমার তারবাদ্যে।

সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক

1 প্রভু এই বার্তাটি সফনিয়কে দিয়েছিলেন। আমোনের পুত্র যোশিয় যখন যিহূদার রাজা, সেই সময়ে সফনিয় এই বার্তাটি পেয়েছিলেন। সফনিয় ছিলেন কূশির পুত্র। কূশি ছিলেন গদলিয়ের পুত্র। গদলিয় ছিলেন অমরিয়ের পুত্র। অমরিয় ছিলেন হিষ্কিয়ের পুত্র।

জনসাধারণকে বিচারের জন্য প্রভুর দিন

2প্রভু বলেছেন, "আমি পৃথিবীর ওপর সব কিছু ধ্বংস করব! 3আমি সব মানুষ এবং পশুদের ধ্বংস করব। আকাশের পাখী এবং সমুদ্রের মাছকেও আমি ধ্বংস করব। আমি দুষ্ট লোক এবং যে সমস্ত জিনিষ তাদের পাপকাজে প্ররোচিত করে তা ধ্বংস করব। আমি পৃথিবী থেকে সমস্ত মনুষ্য জাতিকে সরিয়ে দেব।" প্রভু এই কথাগুলো বলেন।

4প্রভু বলেছেন, "যিহূদা এবং জেরুশালেমে যেসব লোক বাস করছে তাদের আমি শাস্তি দেব। আমি ঐ জায়গা থেকে এইসব জিনিসগুলো দূর করব। আমি বাল পূজোর বাকী চিহ্নগুলি সরিয়ে দেব। আমি যাজকদের সরিয়ে দেব। 5লোকেরা ঐ সব ভ্রান্ত যাজকদের সম্বন্ধে ভুলে যাবে এবং যারা তাদের ছাদে গিয়ে তারকাসমূহের পূজো করে তাদের সরিয়ে দেব। কিছু লোক বলে যে তারা আমাকে উপাসনা করে। ঐসব লোকেরা আমাকে উপাসনা করার জন্য প্রতিশ্রুতি করেছিল, কিন্তু এখন তারা মালকামের মূর্ত্তি পূজো করছে। সেজন্য আমি ঐসব লোকেদের এই জায়গা থেকে সরিয়ে দেবো। 6কিছু লোক প্রভুর পথ থেকে সরে গিয়েছিল। তারা আমাকে অনুসরণ করা ছেড়েছে। ঐ লোকেরা প্রভুর কাছ থেকে আর সাহায্য চায় না। সেজন্য আমি ঐসব লোকেদের সেই জায়গা থেকে দূর করে দেব।"

7আমার প্রভু, সদাপ্রভুর সামনে নীরব থাকো! কেন? কারণ শীঘ্রই জনসাধারণকে বিচার করার জন্য প্রভুর দিন আসছে! প্রভু তাঁর উৎসর্গের আয়োজন করেছেন এবং তিনি তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলেছেন। 8প্রভু বলেছেন, "প্রভুর উৎসর্গের দিনে, আমি রাজপুত্রদের এবং অন্যান্য নেতাদের শাস্তি দেব। অন্য দেশসমূহ থেকে পাওয়া পোষাক যারা পরে আমি সেইসব লোকেদের শাস্তি দেব। 9সেই সময়ে চৌকাঠের ওপর যারা লাফায় তাদের আমি শাস্তি দেব। যারা তাদের প্রভুর গৃহ প্রবঞ্চনা ও হিংস্রতা দিয়ে ভরিয়ে রাখে তাদের আমি শাস্তি দেব।"

10প্রভু আরো বলেছেন, "সেই সময়ে, জনসাধারণ সাহায্যের জন্য জেরুশালেমের মৎসদ্বারের সামনে এসে ডাকবে। শহরের অন্যান্য জায়গার লোকেরা কাঁদবে এবং পাহাড়ের চারিদিকে যেসব জিনিস ধ্বংস করা হচ্ছে তাদের বিশাল আওয়াজ জনসাধারণ শুনতে পাবে। 11জনসাধারণ, তোমরা যারা শহরের নিম্নাঞ্চলে থাকো, তোমরা কাঁদবে। কেন? কারণ, সব ব্যবসায়ী এবং ধনী বণিকরা ধ্বংস হবে।

12"সেই সময়ে আমি একটা প্রদীপ নেব এবং জেরুশালেমের ভেতর খুঁজব। যারা নীচভাবে জীবনাপন করছে আমি তাদের খুঁজে বের করব। সেইসব লোকেরা বলে, 'প্রভু কিছুই করেন না। তিনি আমাদের সাহায্যও করেন না এবং ক্ষতিও করেন না!' আমি সেইসব লোকদের খুঁজে বের করব এবং তাদের শাস্তি দেব! 13তখন অন্যান্য লোকেরা তাদের সম্পত্তি নেবে এবং বাড়ীগুলি ধ্বংস করবে। সেই সময়ে, লোকে যে সব গৃহ তৈরী করেছে তাতে তারা বাস করতে পারবে না এবং মাঠে যে দ্রাক্ষাগাছ লাগিয়েছিল সেই দ্রাক্ষা থেকে তারা দ্রাক্ষারস পান করতে পারবে না– অন্যান্য লোকেরা সেইসব ভোগ করবে।"

14বিচার করার জন্য প্রভুর বিশেষ দিন শীঘ্রই আসছে! সেইদিনটি কাছে এসে পড়েছে এবং তাড়াতাড়িই আসছে। প্রভুর বিচার করার বিশেষ দিনে লোকে খুবই বিষাদময় শব্দ শুনতে পাবে। এমনকি শক্তিশালী সৈন্যরাও বিলাপ করবে। 15সেই মূহুর্তে ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন। সময়টা হবে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের এবং ধ্বংসের। সময়টা হবে অন্ধকারের সময়– কালো, মেঘাচ্ছন্ন এবং ঝড়ের দিন। 16সেটা যুদ্ধের সময়ের মতো, যখন লোকেরা প্রতিরক্ষার দুর্গে এবং সুরক্ষিত শহরগুলোতে শিঙা এবং ভেরীর আওয়াজ শুনতে পাবে।

17প্রভু বলেছিলেন, "আমি লোকের জীবনকে খুবই কঠিন করে তুলব। অন্ধ লোকেরা যেমন জানে না তারা কোথায় ঘুরছে, সেইভাবেই লোকে চারিদিকে হাতড়ে বেড়াবে। কেন? কারণ ঐ লোকেরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে। বহুলোক হত হবে। তাদের রক্ত মাটিতে চল্‌কে পড়বে। মাটিতে তাদের মৃতদেহগুলো গোবরের মত স্তূপাকার করা হবে। 18সোনা এবং রূপো তাদের সাহায্যে আসবে না! সেই সময়ে প্রভু তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন এবং পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর সবাইকে সম্পূর্ণরূপে প্রভু ধ্বংস করবেন!"

ঈশ্বর লোককে জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে বলছেন

2 ওহে নির্লজ্জ লোকেরা, খড় যেমন একদিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় তোমরা সেরকম হওয়ার আগে, প্রভুর ক্রোধাগ্নি তোমাদের ওপর পড়ার আগে, 2প্রভুর

ক্রোধের দিন তোমাদের ওপর এসে পড়ার আগে,
তোমাদের জীবন যাত্রার পরিবর্ত্তন কর! 3সমস্ত লোকেরা,
তোমরা যারা বিনয়ী, তারা প্রভুর কাছে এসো। তোমরা
সকলে তাঁর আদেশ পালন করো।

প্রভু ইস্রায়েলের প্রতিবেশীদের শাস্তি দেবেন

4কেউ গাজাতে পড়ে থাকবে না। অস্কিলোন ধ্বংস
হবে। দুপুরের মধ্যে জনসাধারণকে অস্‌দোদ ছাড়ার
জন্য বল প্রয়োগ করা হবে। ইক্রোণ খালি হয়ে যাবে!
5সমুদ্রের নিকট বসবাসকারী পলেষ্টীয়দের জন্য প্রভুর
এই বার্তা। কনান, পলেষ্টীয়দের দেশ, ধ্বংস করা হবে।
কোন লোক সেখানে বাস করবে না! 6মেষপালক ও
তাদের মেষের জন্য সমুদ্রের ধারে তোমাদের দেশ শূন্য
মাঠ হয়ে যাবে। 7তখন সেই জায়গাটি যিহূদা থেকে
জীবিত অবস্থায় পালিয়ে আসা লোকেদের অধিকারে
আসবে। যিহূদা থেকে আসা ঐ লোকদের প্রভু স্মরণ
করবেন। তারা একটি বিদেশে কয়েদী হয়ে রয়েছে।
কিন্তু প্রভু তাদের ফিরিয়ে আনবেন। তখন ঐসব মাঠে
যিহূদাবাসীরা তাদের মেষদের ঘাস খাওয়াবে।
সন্ধ্যাবেলায়, তারা অস্কিলোনের খালি বাড়ীগুলোয় শুয়ে
পড়বে।

8প্রভু বলেছেন, "মোয়াব এবং অম্মোনবাসীরা কি
করেছে তা আমি জানি। ঐ লোকেরা আমার
লোকজনদের অস্বস্তিতে ফেলেছে। ঐ লোকেরা তাদের
নিজের দেশকে বাড়াবার জন্য তাদের জমি নিয়েছে।
9অতএব, আমি আমার নামে শপথ করে বলছি যে,
সদোম এবং ঘমোরার মতো মোয়াব এবং অম্মোনবাসীরা
ধ্বংস হবে। আমিই প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
এবং আমি প্রতিশ্রুতি করেছি যে চিরকালের জন্য ঐ
দেশগুলিকে ধ্বংস করব। ঐ দেশগুলি কাঁটায় ভরে
যাবে। তাদের দেশ একটি লবণের গহ্বরে পরিনত
হবে। জীবিত অবস্থায় পালিয়ে আসা আমার লোকেরা
সেই দেশটাকে এবং যেসব সম্পদ তার মধ্যে রয়ে
গেছে তাও নিয়ে নেবে।"

10মোয়াব এবং অম্মোনে এগুলি ঘটবে কারণ তারা
ছিল গর্বিত এবং সর্বশক্তিমান প্রভুর লোকেদের প্রতি
নিষ্ঠুর এবং তাদের অপমান করেছিল। 11ঐসব লোকেরা
প্রভুর ভয়ে ভীত হবে। কেন? কারণ প্রভু তাদের
মূর্ত্তিগুলিকে ধ্বংস করবেন। তখন দূর দেশের লোকেরাও
প্রভুর উপাসনা করবে। 12ওহে কূশীয়রা, এই হবে
তোমাদের পরিনতি। প্রভুর তরবারি তোমার লোকেদের
জীবন নাশ করবে। 13প্রভু উত্তরে ঘুরে যাবেন এবং
অশূরকে শাস্তি দেবেন। তিনি নীনবীকে ধ্বংস করবেন–
সেই শহরটি শূন্য এবং শুকনো মরুভূমির মতো হয়ে
যাবে। 14তখন কেবল মেষ এবং বন্য প্রাণীরা ঐ বিধ্বস্ত
শহরে বাস করবে। যে স্তম্ভগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির
উপর পেঁচা ও কাকেরা বসবে। কালো পাখীরা ঐ খালি
বাড়িগুলিতে বসবে। 15নীনবী এখন খুব গর্বিত। এটি
একটি সুখী নগর। নগরের জনসাধারণ ভাবছে তারা
নিরাপদে আছে। তারা ভাবছে, পৃথিবীর মধ্যে নীনবীই
হচ্ছে সেই মহান জায়গা। কিন্তু এই দেশটি ধ্বংস
হবে। নগরটি এমন একটি খালি জায়গা হয়ে যাবে
যেখানে বন্য প্রাণীরাই বিশ্রাম নিতে যায়। লোকেরা যারা
ঐ জায়গা দিয়ে যাবে তারা যখন দেখতে পাবে কি
বিশ্রীভাবে ঐ শহরটি ধ্বংস হয়েছিল তখন তারা শিষ
দেবে আর অবাক হয়ে মাথা নাড়াবে।

জেরুশালেমের ভবিষ্যৎ

3 জেরুশালেম, তোমার লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করেছিল! তারা অন্যদের আঘাত করেছিল এবং
তোমাকে পাপে কলঙ্কিত করা হয়েছে। 2তোমার
লোকেরা আমার কথা শোনেনি! তারা আমার শিক্ষা
গ্রহণ করেনি। জেরুশালেম প্রভুতে বিশ্বাস করেনি।
জেরুশালেম তার ঈশ্বরের কাছে যায় নি।
3জেরুশালেমের নেতারা গর্জনকারী সিংহের মতো।
তারা বিচারকেরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো যে নেকড়ে
সন্ধ্যাবেলায় মেষদের আক্রমণ করতে আসে আর দেখে
সকালবেলায় কিছুই পড়ে নেই। 4তার ভাববাদীরা আরও
অধিকতর জিনিষে অধিকার পাওয়ার জন্য সবসময়
গোপন পরিকল্পনা করছে। তার যাজকরা পবিত্র বস্তু
এমনভাবে ব্যবহার করেছিল যেন তারা পবিত্র নয়।
তারা ঈশ্বরের বিধির বিরুদ্ধে উগ্র আচরণ করেছিল।
5ঈশ্বর এখনও পর্যন্ত সেই শহরে আছেন এবং তিনি
এখনও তাদের প্রতি অনুগত। ঈশ্বর কোন ভুল কাজ
করেন না। তিনি তাঁর প্রজাদের সাহায্য করে যান।
প্রতিদিন সকালে ভালো সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তিনি
লোকেদের সাহায্য করেন। কিন্তু ঐ খারাপ লোকেরা
তাদের খারাপ কাজের জন্য মোটেই লজ্জিত নয়।

6ঈশ্বর বলেছিলেন, "আমি পুরো জাতিদের ধ্বংস
করেছি। আমি আত্মরক্ষার অট্টালিকাগুলি ধ্বংস করেছি।
আমি রাস্তাগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখন আর কেউই
সেখানে যেতে পারে না। তাদের শহরগুলি শূন্য এবং
সেখানে আর কেউ কখনও বাস করে না। 7আমি
তোমাদের এই কথাগুলি বলছি যেন তোমরা এর থেকে
শিক্ষা পাও। আমি চাই তোমরা আমাকে ভয় পাও
এবং আমাকে সম্মান কর। যদি তোমরা তা করো,
তাহলে তোমাদের বাড়ী কখনই ধ্বংস হবে না। যদি
তোমরা এই কাজ কর, তাহলে আমি তোমাদের কখনোই
আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বংস করব না।" কিন্তু ঐ
খারাপ লোকেরা একই ধরণের খারাপ কাজ আরও
বেশী করে করতে চাইছে, যা তারা ইতিমধ্যেই করেছে!

8প্রভু বলেছেন, "সেজন্যে একটু অপেক্ষা করো,
যাতে আমি দাঁড়িয়ে তোমাদের বিচার করতে পারি।
অন্য বহুজাতির থেকে লোক আনা এবং তোমাদের
শাস্তি দেবার জন্য তাদের ব্যবহার করা অবশ্যই
কর্তব্য আমার। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ
দেখানোর জন্য ঐ লোকেদের ব্যবহার করবো। আমি
তাদের দ্বারা দেখাব যে আমি কতখানি মানসিকভাবে
বিপর্যস্ত এবং পুরো দেশটি ধ্বংস হয়ে যাবে! 9তখন
আমি অন্যান্য জাতির লোকেদের পরিবর্তন করব যাতে

তারা শুদ্ধ মুখে, শুদ্ধ ভাষায় প্রভুকে ডাকে। তারা
কাঁধে কাঁধ দিয়ে ‘একজন লোকের মত মিলিত হবে
এবং আমাকে উপাসনা করবে। **10**কূশ দেশের নদীর
ওপার থেকে লোকজন সরাসরি চলে আসবে। চারিদিকে
ছড়িয়ে পড়া আমার লোকেরা আমার কাছে আসবে।
আমার উপাসনাকারীরা আমার কাছে তাদের উপহার
নিয়ে আসবে।

11“তখন জেরুশালেম, যেসব খারাপ কাজগুলো
তোমার লোকেরা আমার বিরুদ্ধে করেছে তার জন্য
আর তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না। কেন? কারণ
আমি জেরুশালেম থেকে সেইসব খারাপ লোকদের
দূর করে দেব। আমি সেইসব অহঙ্কারী লোকদের সরিয়ে
নিয়ে যাবো। আমার এই পবিত্র পর্বতে ঐসব অহঙ্কারী
লোকেদের কেউই থাকবে না। **12**যারা নম্র ও বিনীত
শুধুমাত্র সেইসব লোকেদেরই আমি আমার শহরে বাস
করতে দেব এবং তারা প্রভুর নামে আস্থা রাখবে।
13ইস্রায়েলীয়রা যারা বেঁচে আছে, তারা মন্দ কাজ করবে
না। তারা কখনই প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করবে না।
তারা মেষের মত হবে যারা খায় আর শান্তিতে শুয়ে
থাকে– এবং কেউই তাদের বিরক্ত করে না।”

একটি আনন্দের গান

14জেরুশালেম, খুশী হও এবং উপভোগ কর।
ইস্রায়েল আনন্দে চিৎকার করো। জেরুশালেম সুখে
থাকো এবং মজা করো।

15কেন? কারণ প্রভু তোমাদের শাস্তি দেওয়া বন্ধ
করেছেন! তিনি তোমাদের শত্রুদের শক্তিশালী উচ্চ
অট্টালিকাগুলি ধ্বংস করেছিলেন! ইস্রায়েলের রাজা!
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। কোন অঘটনের বিষয়ে
তোমার দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

16সেই সময়ে, জেরুশালেমকে বলা হবে, “শক্ত
হও, ভয় পেও না!

17তোমার প্রভু ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন। তিনি
শক্তিশালী সৈন্যের মতো। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।
তিনি দেখাবেন তিনি তোমাকে কতটা ভালোবাসেন।
তিনি তোমার সঙ্গে কতটা সুখী তা দেখাবেন। তিনি
তোমার ওপর এত খুশী হবেন যে, তিনি গান গাইবেন
ও নাচবেন।”

18প্রভু বলেছিলেন, “আমি তোমার লজ্জাকে দূর
করে দেবো। আমি ঐসব লোকদের তোমাকে আঘাত
করা থেকে থামাবো।

19সেই সময়ে, যেসব লোক তোমাকে আঘাত করে
তাদের আমি শাস্তি দেব। আমি আমার আঘাত পাওয়া
লোকদের রক্ষা করব। যেসব লোকেরা ছুটে পালাতে
বাধ্য হয়েছিল তাদের আমি ফিরিয়ে আনবো। এবং
আমি তাদের বিখ্যাত করে তুলবো।সব জায়গার লোক
তাদের প্রশংসা করবে।

20সেই সময়ে, আমি তোমাদের ফিরিয়ে আনবো।
আমি তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে ফিরিয়ে আনবো।
আমি তোমাদের বিখ্যাত করে তুলব। সব জায়গার
লোক তোমাদের প্রশংসা করবে। আর সেটা তখনই
ঘটবে যখন আমি কয়েদীদের তোমার নিজের চোখের
সামনে দিয়ে ফিরিয়ে আনবো।” প্রভু ঐ কথাগুলো
বলেছিলেন।

হগয় ভাববাদীর পুস্তক

মন্দির নির্মাণের সময় এল

1 দারিয়াবস রাজার রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ
মাসের প্রথম দিনে প্রভু হগয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে
সরুব্বাবিলের ও যিহোশূয়ের কাছে কথা বললেন।
সরুব্বাবিল ছিলেন শল্টীয়েলের পুত্র এবং যিহূদার
রাজ্যপাল এবং যিহোশূয় ছিলেন মহাযাজক। এই হল
সেই বার্তা। 2সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, “যিহূদার
লোকে বলে যে প্রভুর মন্দির পুনঃনির্মাণ করার সময়
এখনও আসেনি।”

3হগয় আবার প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা পেলেন।
4“তোমরা কি মনে কর তোমাদের সুন্দর বাড়িতে বাস
করার এইটাই সময়, যখন কিনা প্রভুর এই মন্দির
ধ্বংসস্থান হয়ে রয়েছে?” 5প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন,
‘নিজের পথ সম্পর্কে সতর্কভাবে চিন্তা কর!’ 6তোমরা
অনেক বীজ বপন করেছ বটে কিন্তু অল্পই ফসল তুলেছ।
তোমরা খাও-দাও কিন্তু তৃপ্ত হও না। তোমরা পান
করছ বটে কিন্তু মত্ত হচ্ছ না। তোমরা কাপড় পরছ বটে
কিন্তু উষ্ণ হচ্ছ না। যে টাকা উপায় করে সে ছেঁড়া
থলিতে টাকা রাখছে।”’

7সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, “তোমাদের
ব্যবহার ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চিন্তা করো ! 8ওঠ, পাহাড়ে
গিয়ে কিছু কাঠ নিয়ে এসে আমার মন্দির তৈরী করো।
প্রভু বলেছিলেন, ‘তাহলে আমি মন্দির নিয়ে খুশী হব
এবং তাতে সম্মানিত হব।”

9সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, “তোমরা প্রভুর
ফসলের আশা করেছিলে কিন্তু অল্পই সংগ্রহ করলে।
আর সেই অল্প ফসল তোমরা তোমাদের ঘরে আনবার
পর আমি তা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। এর কারণ কি?
সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, এর কারণ আমার গৃহ ধ্বংসের
মধ্যে পড়ে আছে যখন কি না তোমরা প্রত্যেকে নিজের
নিজের বাড়ী নিয়ে ব্যস্ত। 10এইজন্য তোমাদেরই কারণে
আকাশ বৃষ্টি দেবে না এবং ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে
না।”

11প্রভু বলেন, “আমি ভূমি ও পাহাড়কে আজ্ঞা
দিচ্ছি যেন তা শুকিয়ে যায়। শস্য, নতুন দ্রাক্ষারস,
অলিভ তেল এবং পৃথিবীতে যা কিছু উৎপন্ন হয় সে
সব ধ্বংস হয়ে যাবে। লোকজন ও পশুরা দুর্বল হয়ে
পড়বে। লোকেদের সমস্ত কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।”

নতুন মন্দিরে কাজ শুরু হল

12প্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিলের সঙ্গে এবং
যিহোষাদকের পুত্র, মহাযাজক যিহোশূয়র সঙ্গে কথা
বলার জন্য হগয়কে পাঠিয়েছিলেন। এই লোকেরা এবং
সমস্ত জনগণ তাদের ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠ এবং ভাববাদী
হগয়ের কথা শুনেছিল। লোকেরা তাদের প্রভু ঈশ্বরের
প্রতি ভয় ও সম্মান দেখালো।

13হগয় ছিলেন একজন দূত যাঁকে প্রভু ঈশ্বর
জনগণের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য বার্তাবাহক
হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। প্রভু বলেন, “আমি তোমাদের
সঙ্গে আছি!”

14পরে প্রভু ঈশ্বর শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল যিনি
যিহূদার অধ্যক্ষ ছিলেন তাকে, যিহোষাদকের পুত্র
যিহোশূয় মহাযাজককে ও লোকদের আত্মাকে উত্তেজিত
করলেন। তাই তারা এলো এবং তাদের ঈশ্বর, প্রভু
সর্বশক্তিমানের মন্দির গঠনের কাজ শুরু করল।
15দারিয়াবস রাজার রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ
মাসের 24তম দিনে তারা এই কাজ করতে আরম্ভ
করেছিল।

প্রভু লোকদের উৎসাহিত করলেন

2 প্রভু তাঁর ভাববাদী হগয়কে সপ্তম মাসের 21তম
দিনে এই বার্তা দিয়েছিলেন। 2“যিহূদার অধ্যক্ষ
শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিলের সঙ্গে যিহোষাদকের
পুত্র মহাযাজক যিহোশূয়র সঙ্গে এবং সমস্ত লোকের
সঙ্গে কথা বল। তাদের বল: 3‘তোমাদের মধ্যে এমন
কে রয়েছে যে এই মন্দিরকে তার পূর্বের গৌরব মণ্ডিত
অবস্থায় দেখেছিলে? তোমাদের কি মনে হয়? প্রথম
মন্দিরটির তুলনায় এই মন্দিরটি কি দেখতে কিছুই
নয়? 4কিন্তু এখন, সরুব্বাবিল, প্রভু বলেন, ‘সাহস
হারিয়ো না, শক্ত হও।’ যিহোষাদকের পুত্র মহাযাজক
যিহোশূয়, ‘সাহস হারিয়ো না, শক্ত হও।’ এই দেশের
সমস্ত লোককে প্রভু এই কথা বলেন, ‘সাহস হারিয়ো
না, শক্ত হও।’ এই কাজ করে যাও কারণ আমি
তোমাদের সঙ্গে আছি!’ প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথা
বলেন!”

5প্রভু বলেন, “তোমরা যখন মিশর দেশ ত্যাগ
করেছিলে সেই সময় আমি তোমাদের সঙ্গে একটি
চুক্তি করেছিলাম। আর আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতি
রেখেছি। আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। সুতরাং
ভয় পেও না। 6কারণ প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলো
বলছেন! কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আকাশ ও পৃথিবীকে
নাড়া দেব। আমি সমুদ্র ও শুকনো জমিকেও কাঁপিয়ে
তুলব। 7আমি প্রত্যেকটি জাতিকে নাড়া দেব এবং তারা
সমস্ত জাতিদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে তোমার কাছে
আসবে। তখন আমি এই মন্দির মহিমায় পূর্ণ করব।
প্রভু সর্বশক্তিমান এইসব কথা বলছেন। 8রূপো আমারই,

সোনাও আমার, সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।
[9]এই মন্দিরটির গৌরব প্রথম মন্দিরের গৌরবের চেয়ে
অনেক বেশী হবে। সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেছেন।
এইস্থানে আমি শান্তি প্রদান করব, সর্বশক্তিমান প্রভু
এই কথা বলেছেন।"

কাজ শুরু হয়েছে– আশীর্বাদও আসবে

[10]রাজা দারিয়াবসের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরের
নবম মাসের 24তম দিনে প্রভু ভাববাদী হগয়কে এই
বার্তা দিয়েছিলেন। [11]প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, এইগুলির
সম্বন্ধে আইন কি বলে সেটা যাজকদের জিজ্ঞাসা কর।
[12]"যদি কোন লোক তার কাপড়ের ভাঁজে মাংস বহন
করে এবং তার পোষাক কিছু পাঁউরুটি, রান্না করা
খাবার, দ্রাক্ষারস, তেল অথবা অন্য কোন খাদ্য স্পর্শ
করে তাহলে কি এই জিনিষগুলি পবিত্র হয়ে যাবে?"

যাজকরা উত্তরে বললেন, ''না।''

[13]তখন হগয় বললেন, "যদি কোন অশুচি ব্যক্তি
এইসব জিনিস স্পর্শ করে তবে তা কি অশুচি হয়?"

আর যাজকরা উত্তরে বললেন, "তা অশুচি হয়।"

[14]তখন হগয় বললেন, "প্রভু বলেন, 'এই লোকেরা
এবং এই জাতি আমার সামনে পবিত্র নয়। তারা
যা কিছু কাজ করে এবং যা কিছু মন্দিরে আনে সেগুলোও
অশুদ্ধ।

[15]এখন, আগে যা ঘটেছিল সেগুলোর সম্বন্ধে ভাবো।
প্রভুর মন্দিরে একটি পাথরের ওপর আর একটি স্থাপন
করবার আগের সময়ের কথা ভাবো। [16]তখন তোমাদের
কেমন অবস্থা ছিল? যখন একজন লোক 20কাঠা
পরিমাণের জন্য শস্যের স্তুপের কাছে এসেছিল তখন
সে শুধু 10কাঠা পেতে সমর্থ হয়েছিল। যখন একটি
লোক 50 বোয়েম দ্রাক্ষারসের জন্য দ্রাক্ষারসের জালার
কাছে এসেছিল, সেখানে ছিল শুধু 20 বোয়েম। [17]কেন?
কারণ আমি তোমাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। তোমরা
তোমাদের হাত দিয়ে যে সব জিনিষ তৈরী করেছিলে
সেগুলো ধ্বংস করবার জন্য আমি রোগসমূহ ও শিলাবৃষ্টি
পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তবু তোমরা আমার কাছে ফিরে
আসোনি।' প্রভু এগুলি বলেছিলেন।"

[18]প্রভু বলেন, "আজ নবম মাসের 24তম দিন।
তোমরা প্রভুর মন্দিরের ভিত স্থাপনের কাজ শেষ
করেছ। এবার লক্ষ্য কর আজকের দিনের পর থেকে
কি ঘটে। [19]তোমাদের গোলায় কি কিছু শস্য অবশিষ্ট
আছে? না। দ্রাক্ষালতা, ডুমুরগাছ, বেদানা ও অলিভ
গাছের দিকে দেখ, তারা কি ফল দিচ্ছে? না।
কিন্তু আজকের দিন থেকে আমি তোমাদের আশীর্বাদ
করব!"

[20]মাসের 24তম দিনে প্রভুর কাছ থেকে হগয়ের
কাছে আর একটি বার্তা এল। এই সেই বার্তা: [21]"যিহূদার
অধ্যক্ষ সরুব্বাবিলের কাছে গিয়ে বল যে আমি আকাশ
ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলব। [22]আমি অনেক রাজা ও
তাদের রাজ্যকে উল্টে ফেলব। আমি ঐসব রাজ্যের
লোকদের শক্তিকেও খর্ব করব। আমি তাদের রথ ও
রথের আরোহীদের ধ্বংস করব। তাদের যুদ্ধের ঘোড়া
ও ঘোড়সওয়ারীকেও আমি ধ্বংস করব। সেই সমস্ত
সৈন্যরা এখন পরস্পরের মিত্র কিন্তু তারাই একে অপরের
বিরুদ্ধে উঠে তরবারি দিয়ে একে অপরকে হত্যা করবে।
[23]প্রভু সর্বশক্তিমান এইসব কথা বলেন। শল্টীয়েলের
পুত্র সরুব্বাবিল, তুমি আমার দাস। আমি তোমায়
মনোনীত করেছি। সেই সময়ে আমি তোমাকে
"মোহরাঙ্কিত আংটির"* মত করে দেব। আমি যে
এসব করেছি তার প্রমাণ তুমিই হবে।"

সর্বশক্তিমান প্রভু এই সব কথা বলেন।

মোহরাঙ্কিত আংটি এই আংটির ওপর তার মালিকের নাম অথবা নক্শা ছিল। এটি মাটি অথবা মোমের ওপর চাপা হত। এটা প্রমাণ করবার জন্য যে, যে ব্যক্তিটি এটি ধারণ করছে এটি তার।

সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রত্যাবর্তন চান

1 বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা পেয়েছিলেন। এটা ঘটেছিল পারস্যের রাজা দারিয়াবসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে (সখরিয় ছিলেন বেরিখিয়ের পুত্র, যিনি ছিলেন ভাববাদী ইদ্দোর পুত্র) বার্তাটি ছিল:

2প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষের উপর খুব ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। 3সুতরাং তোমরা অবশ্যই লোকেদের এই কথাগুলি বলবে। প্রভু বলেন, "তোমরা আমার কাছে ফিরে এস, তাহলে আমিও তোমাদের কাছে ফিরব।" সর্বশক্তিমান প্রভুই এই কথা বলেছেন।

4প্রভু বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতো হয়ো না। অতীতে, ভাববাদীরা তাদের কাছে বলতেন, 'সর্বশক্তিমান প্রভু চান তোমরা তোমাদের অসৎ জীবনযাপনের ধারা বদলে দাও আর কোন মন্দ কাজ করো না!' কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমার কথা শোনেনি।" প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।

5ঈশ্বর বলেছেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আজ আর নেই। সেই ভাববাদীরা চিরকালের জন্য বেঁচে থাকেনি। 6ঐ ভাববাদীরা আমার দাস ছিল। আমার বিধি ও শিক্ষামালা সম্বন্ধে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে জানাবার জন্য আমি তাদের ব্যবহার করতাম। অবশেষে, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা শিক্ষা গ্রহণ করে বলেছিল, 'প্রভু হলেন সর্বশক্তিমান, তিনি যা বলেছিলেন তাই-ই করেছেন। আমাদের মন্দ কাজের জন্য ও অসৎভাবে জীবনযাপনের জন্য তিনি আমাদের শাস্তি দিয়েছেন।' এইভাবে তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছিল।"

চারটি ঘোড়া

7রাজা দারিয়াবসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের একাদশতম মাসের 24তম দিনে সখরিয় প্রভুর কাছ থেকে আরেকটি বার্তা পেলেন। বার্তাটি এইরকম ছিল:

8রাত্রে আমি একটি দর্শন পেলাম। সেই দর্শনে আমি একটি লোককে একটা লাল রঙের ঘোড়ার ওপর দেখলাম। সে উপত্যকায় কিছু সুগন্ধ পত্রবিশিষ্ট গুল্মের ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনে ছিল লাল, খয়েরী এবং সাদা রং এর ঘোড়া। 9আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মহাশয়, এই ঘোড়াগুলি কিসের জন্য?"

তখন যে দেবদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বললেন, "আমি তোমায় দেখাচ্ছি এই ঘোড়াগুলো কিসের জন্য।"

10তখন লোকটি সুগন্ধী ঝোপগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, "পৃথিবীর চারিদিকে এদিক ওদিক যাবার জন্য প্রভু এই ঘোড়াগুলোকে পাঠিয়েছেন।"

11তখন সুগন্ধী ঝোপঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা প্রভুর দূতকে তারা বলল, "আমরা পৃথিবীর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি যে সমগ্র পৃথিবী শান্ত ও স্থির।"

12তখন প্রভুর দূত বললেন, "প্রভু, জেরুশালেম ও যিহূদার শহরগুলোকে স্বস্তি দিতে আপনি আর কত দেরী করবেন? আপনি 70 বছর ধরে এই শহরগুলোর প্রতি আপনার ক্রোধ দেখিয়েছেন।"

13তখন প্রভু আমার সঙ্গে কথোপকথনরত দেবদূতটিকে অনেক সদয় ও স্বস্তিপূর্ণ কথা বললেন। 14তখন প্রভুর দূত আমাকে লোকেদের এই কথা বলতে বললেন: প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন:

"জেরুশালেম ও সিয়োনের জন্য আমার একটি গভীর অনুভূতি আছে।

15এবং যে জাতিরা নিজেদের নিরাপদ বলে মনে করে, তাদের প্রতি আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত। আমি যখন তেমন রেগে ছিলাম না, তখন আমি ঐ জাতিদের ব্যবহার করেছিলাম আমার লোকেদের শাস্তি দিতে। কিন্তু ঐ জাতিগুলো ক্ষতি সাধন করেছে।"

16তাইপ্রভু বলেন, "আমি জেরুশালেমে ফিরে আসব এবং তাকে স্বস্তি দেব।" প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, "জেরুশালেমকে আবার গড়া হবে আর সেখানে আমার গৃহও নির্মাণ করা হবে।"

17দেবদূতেরা বলল লোকেদের বল: "প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, 'আমার শহর আবার ধনী হয়ে উঠবে। আমি সিয়োনকে স্বস্তি দেব। আমি জেরুশালেমকে আবার আমার বিশেষ শহর হিসাবে মনোনীত করব।'"

চারটি শিং আর চারজন কারীগর

18তখন আমি উপরের দিকে তাকিয়ে চারটে শিং দেখতে পেলাম। 19তারপর আমি আমার সঙ্গে আলাপচারী সেই দূতকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই শিংগুলির অর্থ কি?"

তিনি আমাকে বললেন, "এই শিংগুলি হল সেই শিং যারা ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেদের বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল।"

20প্রভু আমায় চারজন কারীগর দেখালেন। 21আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ চারজন কারীগর কি করতে আসছে?"

তিনি বললেন, “এই শিংগুলি সেই জাতিগুলির
প্রতিনিধিত্ব করছে, যারা যিহূদার লোকেদের আক্রমণ
করেছিল এবং জোর করে তুলে তাদের নির্বাসনে
পাঠিয়েছিল। তারা তাদের বিদেশে ছুঁড়ে ফেলে
দিয়েছিল। কিন্তু এই চারজন কারীগর ঐ চারটি
শিংকে ভয় দেখাতে এবং তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে
এসেছে!”

জেরুশালেম মাপা হল

2 তারপর আমি চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম মাপার
ফিতে হাতে একজন মানুষ। 2আমি জিজ্ঞেস
করলাম, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”
তিনি আমায় বললেন, “আমি জেরুশালেম মেপে
দেখতে চাই তা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কতখানি।”
3তখন যে দেবদূতটি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন
তিনি চলে গেলেন এবং আরেকটি দেবদূত তাঁর সঙ্গে
কথা বলবার জন্য এগিয়ে এলেন। 4তিনি তাকে বললেন,
“দৌড়ে গিয়ে সেই যুবকদের বল যে জেরুশালেম মাপার
পক্ষে অতিশয় বড়। তার কাছে গিয়ে এই কথাগুলো
বল:
‘জেরুশালেম হবে প্রাচীরবিহীন একটি শহর কারণ
জেরুশালেমে বসবাসকারী মানুষ ও পশুর সংখ্যা হবে
অনেক।’
5প্রভু বলেছেন, ‘আমি শহরের চারধারে একটি
আগুনের প্রাচীর তৈরী করে তাকে রক্ষা করব। এবং
সেই শহরের মহিমা আনয়ণ করবার জন্য আমি সেখানে
বাস করব।’”

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের বাড়ীতে আহবান করেছেন

6প্রভু বলেছেন, “তাড়াতাড়ি কর, উত্তরে অবস্থিত
দেশটি ত্যাগ কর! হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমি তোমার
লোকেদের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম।”
7ওহে সিয়োনের লোকেরা, যারা বাবিলে বাস করছ,
তোমাদের প্রাণ বাঁচাতে এ জায়গা ছেড়ে যাও। ঐ
শহর ছেড়ে পালাও! সর্বশক্তিমান প্রভুই এই কথা
বলেছেন। তিনি আমাকে সেই জাতিগুলির মধ্যে
পাঠিয়েছেন যারা তোমাদের লুঠ করেছিল। তিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন তোমাদের কাছে সম্মান আনতে।
8কারণ তোমাদের আঘাত করা, ঈশ্বরের চোখের
মণিকে আঘাত করবার তুল্য।
9বাবিলের লোকেরা আমার লোকেদের কারারুদ্ধ
করেছিল এবং তাদের ক্রীতদাস বানিয়েছিল। কিন্তু আমি
তাদের আঘাত করলে তারা আমার লোকেদের দাস
হয়ে যাবে। তখন তোমরা জানবে যে সর্বশক্তিমান প্রভুই
আমায় পাঠিয়েছেন।”
10প্রভু বলেছেন, “সিয়োন, আনন্দ করো এবং সুখী
হও! কারণ আমি আসছি এবং আমি তোমার শহরে
বাস করব।
11সেই সময়ে বহু জাতি আমার কাছে আসবে।
তারা আমার লোক হবে এবং আমি তোমার শহরে
বাস করব।” আর তুমি জানবে যে সর্বশক্তিমান প্রভু
আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।”
12প্রভু জেরুশালেমকে তাঁর বিশেষ শহর হিসেবে
আবার মনোনীত করবেন। যিহূদা হবে পবিত্র ভূমিতে
তাঁর অংশ।
13প্রত্যেকে নীরব হও! প্রভু তাঁর পবিত্র আবাস
হতে আসছেন।

মহাযাজক

3 দেবদূতটি আমাকে মহাযাজক যিহোশূয়কে
দেখালেন। যিহোশূয় প্রভুর দূতের সামনে দাঁড়ালেন
আর শয়তান তাঁর ডানদিকে দাঁড়াল। শয়তান যিহোশূয়কে
মন্দ কাজ করবার জন্য দোষারোপ করেছিল। 2তখন
প্রভুর দূত বললেন, “প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করছেন
এবং তিনি তোমাকে তিরস্কার করতে থাকবেন! প্রভু
জেরুশালেমকে তাঁর বিশেষ শহর হিসেবে মনোনীত
করেছেন। আগুন থেকে টেনে বের করা একটি জ্বলন্ত
কাঠির মত তিনি ঐ শহর রক্ষা করেছেন।”
3যিহোশূয় সেই দেবদূতটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
যিহোশূয়ের পরণে ছিল নোংরা কাপড়-চোপড়। 4তখন
দেবদূতটি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অপর দেবদূতদের
বললেন, “যিহোশূয়র ঐ মলিন বস্ত্র খুলে নাও।” তখন
সেই দেবদূত যিহোশূয়কে বললেন, “এখন আমি তোমার
পাপ দূর করে দিয়েছি এবং আমি তোমাকে নতুন
আধিকারিক বস্ত্রে সাজাব।”
5তখন আমি বললাম, “ওর মাথায় একটা পরিষ্কার
শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দাও।” সুতরাং, যখন প্রভুর দূত কাছেই
দাঁড়িয়েছিলেন, তারা পরিষ্কার জামাকাপড় ও শিরস্ত্রাণ
দিয়ে তাকে সজ্জিত করলেন। 6তখন যিহোশূয়কে দূত
বলল,
7প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, “আমি যা বলি তা শোন
এবং আমার উপদেশ মত জীবনযাপন কর। তাহলে
তুমি আমার মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক হবে এবং মন্দির
প্রাঙ্গণের যত্ন নেবে। এবং কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ
দেবদূতদের মত তুমিও মন্দিরের ভেতর তোমার
ইচ্ছানুযায়ী যেতে পারবে।
8ওহে মহাযাজক যিহোশূয় এবং তোমার সামনে
যে মহাযাজকেরা বসে আছে, সবাই দয়া করে শোন।
অদূর ভবিষ্যতে আমার বিশেষ দাসকে যখন আমি
আনব তখন কি ঘটবে তা দেখাবার জন্য এই লোকেরা
তার উদাহরণস্বরূপ। তাকে ‘শাখা’ এই নামে ডাকা
হয়।
9দেখ, আমি যিহোশূয়র সামনে একটা বিশেষ ধরণের
পাথর রাখছি। ঐ পাথরটার সাতটা দিক রয়েছে। আমি
একটি বিশেষ বার্তা তাতে খোদাই করব। এটাই দেখাবে
যে আমি একদিনে এই দেশের প্রতিটি পাপ দূর করব।”
10সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, “সেই সময় লোকেরা
তাদের বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে বসবে।
তারা একে অপরকে ডুমুর গাছ ও দ্রাক্ষালতার তলায়
বসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাবে।”

বাতিদান ও দুটি অলিভ গাছ

4 যে দেবদূতটি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি আমাকে জাগাবার জন্য আমার কাছে এলেন। সেই মুহূর্তে আমি ছিলাম ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠা একজন মানুষের মত। **2**তখন দেবদূত আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি দেখতে পাচ্ছো?”

আমি বললাম, “আমি একটি নিরেট সোনার বাতিদান দেখতে পাচ্ছি। সেই বাতিদানে সাতটি বাতি রয়েছে এবং বাতিদানের ওপরে রয়েছে একটি পাত্র। সেই পাত্র থেকে সাতটা ফাঁপা নল বেরিয়ে এসেছে এবং প্রত্যেকটি বাতিতে গিয়েছে। নলগুলি পাত্র থেকে বাতিতে তেল বহন করে। **3**পাত্রটির পাশে দুটি অলিভ গাছ, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে। এই গাছেরা বাতির জন্য তেল উৎপন্ন করে।” **4**তখন আমি আমার সঙ্গে যে দেবদূতটি কথা বলছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “মহাশয়, এসবের অর্থ কি?”

5দেবদূতটি বললেন, “এই জিনিসগুলো কি তা কি তুমি জানো না?”

আমি বললাম, “জানি না মহাশয়।”

6তিনি বললেন, “এ হল সরুব্বাবিলের কাছে প্রভুর বার্তা: সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, ‘তোমার শক্তি ও পরাক্রম তোমায় রক্ষা করবে না। তোমার সাহায্য আসবে আমার আত্মা থেকে।’ **7**ওহে উঁচু পর্বত, তুমি সরুব্বাবিলের কাছে কিছুই নও। তার সামনে তুমি একটি সমতলভূমির মত। সে মন্দিরটি গড়বে এবং যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথরটি সেখানে স্থাপন করা হবে, তখন লোকেরা চেঁচিয়ে উঠবে, ‘চমৎকার! অপূর্ব!’”

8প্রভুর বার্তা আমাকে আরো বলল, **9**“সরুব্বাবিল আমার মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করবে। সে মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে যে সর্বশক্তিমান প্রভু আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। **10**শুরুতে কাজ অল্প হলেও লোকে তাতে লজ্জিত হবে না আর তারা ওলোন দড়ি হাতে সরুব্বাবিলকে দেখে ওরা খুব খুশী হবে, যে সমাপ্ত হওয়া নির্মাণ কাজ পরীক্ষা করছে এবং মাপ-জোক করছে। পাথরের যে সাতটি ধার তুমি এখন দেখলে, তা প্রভুর চক্ষুস্বরূপ- যা সব দিকে নজর রেখেছিল। পৃথিবীর সব কিছুই তারা দেখতে পায়।”

11তখন আমি (সখরিয়) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “বাতিদানের ডান ও বাম দিকের জলপাই গাছগুলি কি বোঝায়?” **12**আমি তাঁকে আরও বললাম, “সোনার নল দুটির পাশে আমি জলপাই গাছের দুটি শাখা দেখলাম। যেগুলোর মধ্যে দিয়ে সোনালী রঙের তেল বইছে- সেগুলিরই বা অর্থ কি?”

13তখন দূত আমাকে বললেন, “তুমি কি জানো না এসবের অর্থ কি?”

আমি বললাম, “মহাশয় জানি না।”

14তিনি বললেন, “এর অর্থ হল এরা সেই দুই ব্যক্তিকে যারা সমস্ত পৃথিবীর প্রভুকে সেবা করার জন্য মনোনীত হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে।”

উড়ন্ত হাতে লেখা পুঁথি

5 আমি আবার চোখ তুললাম এবং দেখলাম যে একটা হাতে লেখা পুঁথি বাতাসে উড়ছে। **2**দেবদূতটি আমাকে বললেন, “তুমি কি দেখছ?”

আমি বললাম, “একটি গোটানো হাতে লেখা পুঁথি উড়ছে, যেটা 20 হাত লম্বা এবং 10 হাত চওড়া।”

3তিনি আমায় বললেন, “এই গোটানো হাতে লেখা পুঁথিতে অভিশাপ লেখা রয়েছে। হাতে লেখা পুঁথির একপাশে চোরদের জন্য অভিশাপ লেখা এবং অন্য পাশে সেইসব লোকদের জন্য অভিশাপ লেখা যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি করে। **4**প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন: “আমি চোরদের বাড়ী এবং যারা আমার নাম ব্যবহার করে মিথ্যা শপথ করে তাদের বাড়ী এই পুঁথি পাঠাব। এই পুঁথি সেই বাড়ীগুলিতে থাকবে এবং তাদের ধ্বংস করবে। এমনকি পাথর ও কাঠের পাত্রগুলিও এটি ধ্বংস করবে।”

স্ত্রীলোক এবং ঝুড়ি

5যে দেবদূতটি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি বাইরে গেলেন এবং বললেন, “দেখ, কি আসছে?”

6আমি বললাম, “আমি জানি না, এটা কি?”

তিনি বললেন, “ওটা মাপার ঝুড়ি।” তিনি আরও বললেন, “এই দেশের লোকের পাপ মাপার জন্যই এই ঝুড়ি।”

7ঝুড়ির সীসার তৈরী ঢাকনাটা খোলা হলে দেখা গেল তার মধ্যে এক স্ত্রীলোক। **8**দেবদূতটি আমায় বললেন, “ঐ স্ত্রীলোকটি অধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করে।” তখন দেবদূতটি স্ত্রীলোকটিকে ঠেলে ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে তার ঢাকনাটি বন্ধ করে দিলেন। **9**তখন আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে সারস পাখীর মত* ডানা সমেত দুই জন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। তারা নীচে উড়ে এল এবং তাদের পাখার বাতাসের সাহায্যে সেই ঝুড়িটাকে তুলে নিল। তারপর তারা ঝুড়িটাকে বহন করে বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। **10**তখন আমার সাথে আলাপচারী দেবদূতটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “ঝুড়িটিকে তারা কোথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে?”

11দেবদূতটি উত্তর দিলেন, “তারা শিনিয়র দেশে একটা বাড়ী তৈরী করবে এবং ঝুড়িটাকে তারা সেই বাড়ীর ভেতরে রাখবে।”

চার রথ

6 তারপর আমি আবার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম চারটে রথ, তারা দুটি পিতলের পর্বতের মধ্য থেকে বের হয়ে আসছে। **2**প্রথম রথটি টানছিল লাল রঙের ঘোড়া। দ্বিতীয় রথটিকে টানছিল কালো রঙের ঘোড়া। **3**তৃতীয় রথটিকে টানছিল সাদা রঙের ঘোড়া আর লাল বিন্দু বিন্দু দাগওয়ালা ঘোড়াগুলি টানছিল চতুর্থ রথটিকে। **4**যে দেবদূতটি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, “মহাশয় এর অর্থ কি?”

সারস ... মত হিব্রুতে এর অর্থ “অনুগত স্ত্রীলোক।”

5দেবদূতটি বললেন, “এরা চারটি বাতাস, তারা পৃথিবীর প্রভুর কাছ থেকে সদ্য এসেছে। 6কালো ঘোড়াগুলি যাবে উত্তর দিকে, লাল ঘোড়াগুলি যাবে পূর্বে, সাদা ঘোড়াগুলি যাবে পশ্চিমে এবং লাল বিন্দু বিন্দু দাগ দেওয়া ঘোড়াগুলি যাবে দক্ষিণে।”

7লাল বিন্দু খচিত ঘোড়ারা তাদের অংশে পৃথিবীতে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল, তাই দেবদূত তাদের বললেন, “যাও তোমরা সারা পৃথিবী ঘুরে এসো।” তাই তারা পৃথিবীর চারদিক ঘুরতে গেল।

8তখন প্রভু আমাকে চিৎকার করে বললেন, “দেখ, যে ঘোড়াগুলি উত্তরে গিয়েছিল, তারা তাদের কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে। তারা আমার আত্মাকে শান্ত করেছে তাই আমি আর ক্রুদ্ধ নই!”

যাজক যিহোশূয়কে মুকুট পরানো হল

9তখন আমি প্রভুর কাছ থেকে আরেকটি বার্তা পেলাম। তিনি বললেন, 10“হিল্‌দয়, টোবিয় ও যিদায় বাবিলের বন্দী দশা থেকে ফিরে এসেছে। সেই লোকেদের কাছ থেকে তুমি রূপো ও সোনা সংগ্রহ কর এবং সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাড়ী যাও। 11সেই রূপো ও সোনা ব্যবহার করে একটি মুকুট তৈরী কর এবং যিহোষাদকের পুত্র, মহাযাজক যিহোশূয়কে মুকুট মণ্ডিত কর। তারপর যিহোশূয়কে এই বিষয়গুলি বল:

12প্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বলেন: ‘শাখা নামে এক মানুষ আছেন, তিনি শক্তিমান হয়ে উঠবেন, তিনি প্রভুর মন্দির গাঁথবেন।

13তিনি প্রভুর মন্দির গাঁথবেন ও সম্মান গ্রহণ করবেন। তিনি সিংহাসনে বসে শাসন করবেন। আর একজন যাজক তার সিংহাসনের পাশে দাঁড়াবে। এই দুই জন একসাথে শান্তিতে কাজ করবে।

14“হিল্‌দয়, টোবিয়, যিদায় এবং সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের জন্য একটি স্মারক হিসেবে ঐ মুকুটটি তারা মন্দিরেই রাখবে। 15দূরদেশে বসবাসকারী লোকেরাও এসে মন্দিরে নির্মাণ করবে। তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জানবে যে প্রভুই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রভুর কথা অনুসারে কাজ করলে এই বিষয়গুলি ঘটবে।”

প্রভু করুণা ও কৃপা চান

7 পারস্যের রাজা দারিয়াবসের রাজত্বের চতুর্থ বছরের নবম মাসের চতুর্থ দিনে সখরিয় প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা পেলেন। 2বৈথেলের লোকেরা শরেৎসর, রেগম্মেলক ও তার লোকেদের প্রভুর কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছিলেন। 3তারা সর্বশক্তিমান প্রভুর মন্দিরের যাজকগণের কাছে এবং ভাববাদীদের কাছে এলেন। ঐ লোকেরা তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল: “অনেক বছর ধরে আমরা মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার দরুণ শোক করেছি। প্রত্যেক বছরের পঞ্চম মাসে আমরা উপবাসের জন্য বিশেষ সময় দিয়েছি। আমরা কি এই অনুশীলন চালিয়ে যাব?”

4আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা পেলাম : 5“এই দেশের যাজককে এবং অন্য লোকেদের বল: সত্তর বছর ধরে তোমরা পঞ্চম ও সপ্তম মাসে উপবাস করেছ। সেই উপবাস কি সত্যিই আমার জন্যে? না! তা নয়। 6আর তোমরা যখন ভোজন পান করলে সেটাও কি আমার উদ্দেশ্যে করলে? তা নয়, বরং তোমাদেরই ভালোর জন্যে। 7এই একই জিনিষ প্রদান করতে প্রভু তাঁর ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলেন। জেরুশালেম যখন উন্নত ও জনমানবে পূর্ণ ছিল তখনও তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। যখন ঈশ্বর এই কথাগুলি বলেছিলেন তখন জেরুশালেমের আশেপাশের শহর নেগেভ এবং পশ্চিমের পাহাড়ের পাদদেশে লোকজন ছিল।”

8সখরিয়ের কাছে প্রভুর বার্তা এই:

9প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন: “যা কিছু ঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত তোমরা অবশ্যই তা করবে। তোমরা একে অপরের প্রতি অবশ্যই দয়ালু ও কৃপাপূর্ণ হবে।

10বিধবা, দরিদ্র, বিদেশী ও অনাথদের ওপর উৎপীড়ন কোরো না। অপরের অমঙ্গল করবার চিন্তা কোরো না।”

11কিন্তু সেইসব লোকেরা শুনতে অস্বীকার করত। তিনি যা চাইতেন তা করতে তারা অস্বীকার করত। তারা কান বন্ধ করত বলে ঈশ্বরের কথা শুনতে পেতো না।

12তারা ছিল একগুঁয়ে। প্রভু সর্বশক্তিমান তাঁর আত্মা দ্বারা ভাববাদীদের মাধ্যমে লোকেদের কাছে বার্তা পাঠাতেন। কিন্তু তারা শুনতো না। তাই সর্বশক্তিমান প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

13সর্বশক্তিমান প্রভু বললেন, “আমি তাদের ডাকলে তারা উত্তর দিল না। তাই এখন যদি তারা আমায় ডাকে, আমি তাদের উত্তর দেব না।

14আমি তাদের বিরুদ্ধে জাতিগুলোকে ঝড়ের মত নিয়ে আসব। ঐসব জাতিদের তারা জানতও না। তারা দেশটি অতিক্রম করে গেলে সেটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।”

প্রভু জেরুশালেমকে আশীর্বাদ করার প্রতিশ্রুতি করলেন

8 সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা এল। 2প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন, “আমি সিয়োন পর্বতকে ভালোবাসি। আমি তাকে এতোই ভালোবাসি যে সে আমার প্রতি বিশ্বস্ত না হলে আমি তার ওপর খুব রেগে উঠলাম।” 3প্রভু বলেছেন, “আমি সিয়োনে ফিরে এসেছি। আমি জেরুশালেমে বাস করছি। জেরুশালেমকে বলা হবে বিশ্বস্ত শহর। প্রভুর পর্বতকে বলা হবে পবিত্র পর্বত।”

4প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন, “প্রবীন ব্যক্তিদের আবার জেরুশালেমের রাস্তায় ঘাটে দেখা যাবে। দীর্ঘ জীবন লাভ করবে বলে লোকেদের হাঁটার জন্য লাঠির প্রয়োজন হবে। 5ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার

কোলাহলে রাস্তাগুলো ভরে থাকবে। 6অবশিষ্ট যারা
থাকবে তারা এটাকে বিস্ময়কর বলে গণ্য করবে!”
প্রভু সর্বশক্তিমান এ কথা বলেছেন!”
7প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, “দেখ পূর্ব ও পশ্চিমের
দেশগুলি হতে আমি আমার লোকেদের উদ্ধার করব।
8আমি তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব, তারা
জেরুশালেমে বাস করবে। তারা আমার লোক হবে
এবং আমি তাদের বিশ্বস্ত ঈশ্বর হব।”
9সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, “শক্তিমান হও!
সর্বশক্তিমান প্রভুর মন্দিরের প্রস্তর স্থাপন করবার সময়
ভাববাদীরা এই বার্তা প্রচার করেছিলেন। আজও তোমরা
সেই একই বার্তা শুনছ। 10সেই সময়ের পূর্বে লোকেদের
মজুর বা গবাদি পশু ভাড়া করবার টাকা ছিল না।
লোকেদের পক্ষে ভ্রমণ বা যাতায়াত করাও নিরাপদ
ছিল না। সংকট থেকে লোকে কোন সময়েই নিস্তার
পেত না। আমি প্রতিটি লোককে অন্য লোকেদের বিরোধী
করে তুলেছিলাম। 11কিন্তু এখন সেইরকম নয়। অবশিষ্ট
যারা রয়েছে তাদের জন্য সেরকম হবে না।” প্রভু
সর্বশক্তিমান এইসব কথা বলেন।
12“এই লোকেরা শান্তিতে রোপণ করবে। দ্রাক্ষাও
ফলানো হবে। দেশে ভাল ফসল হবে এবং জমি পর্যাপ্ত
পরিমাণ বৃষ্টি পাবে। আমি এই সব কিছুই আমার
লোকেদের দেব।
13“অন্য জাতিগণ অভিশাপ দেবার জন্য ইস্রায়েল
ও যিহূদার নাম উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করত। কিন্তু
আমি ইস্রায়েল ও যিহূদাকে রক্ষা করব এবং তাদের
নাম আশীর্বাদজনক হয়ে উঠবে। সুতরাং ভয় পেও না,
শক্তিমান হও!”
14সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, “তোমার পূর্বপুরুষেরা
আমায় ক্রুদ্ধ করেছিল, তাই আমি তাদের ধ্বংস করব
স্থির করেছিলাম। আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন
করিনি।” সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন।
15“এখন আমি আমার মন পরিবর্তন করেছি আর
জেরুশালেম ও যিহূদার লোকেদের মঙ্গল করবার বিষয়
স্থির করেছি। সুতরাং ভয় পেও না। 16কিন্তু তোমাদের
অবশ্যই এগুলো করতে হবে: তোমার প্রতিবেশীকে
সত্য কথা বলো। আদালতে লোকের বিচার করবার
সময় এমন সিদ্ধান্ত নেবে যা সত্য, ঠিক এবং যা
লোকেদের মধ্যে শান্তি আনে। 17তোমার প্রতিবেশীকে
আঘাত করার জন্য কোন পরিকল্পনা করো না। মিথ্যা
প্রতিশ্রুতি কোর না! এইসব কাজ করে আনন্দ পেও
না কারণ আমি এইসব জিনিষ ঘৃণা করি!” প্রভু এইসব
কথা বলেছেন।
18আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা
পেলাম। 19সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, “চতুর্থ, পঞ্চম ও
দশম মাসের বিশেষ দিনে তোমরা উপবাস করতে
থাকো। সেইসব শোকের দিন আনন্দের দিনে পরিণত
হবে। সেইসব দিন, আনন্দের হবে ও আশীর্বাদ ধন্য
হয়ে উঠবে। সত্য ও শান্তিকে তোমাদের ভালোবাসা
উচিৎ!”
20সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, “ভবিষ্যতে বহু শহর
থেকে লোকেরা জেরুশালেমে আসবে।
21বিভিন্ন শহরের লোকেরা একে অপরকে অভ্যর্থনা
জানাবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবে, ‘আমরা
সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে ও তাঁর উপাসনা
করতে যাচ্ছি।’ অন্যরা বলবে, ‘তোমাদের সঙ্গে আমরাও
কি যোগদান করতে পারি?’”
22অনেক লোক এবং অনেক বলবান জাতি
জেরুশালেমে সর্বশক্তিমান প্রভুর উপাসনা করতে ও
তাঁর অনুগ্রহের অন্বেষণ করতে আসবে। 23প্রভু
সর্বশক্তিমান বলেছেন, “সেই সময়, বিদেশ থেকে বিভিন্ন
ভাষাভাষী দশজন বিদেশী একজন ইহুদীর কাছে এসে
তার কাপড় টেনে ধরে বলবে, ‘আমরা শুনেছি যে ঈশ্বর
আপনার সঙ্গে রয়েছেন। আমরা কি এসে আপনার
সঙ্গে উপাসনা করতে পারি?’”

অন্য জাতিদের বিপক্ষে বিচার

9 ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা। এ হল হদ্রক
দেশ এবং তার রাজধানী দম্মেশকের বিরুদ্ধে প্রভুর
বার্তা, “ইস্রায়েল পরিবারগোষ্ঠীরাই একমাত্র
পরিবারগোষ্ঠী নয় যারা ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন। প্রত্যেকেই
সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের দিকে তাকায়। 2এই বার্তাটি
হমাৎ-এর বিরুদ্ধে। হমাৎ হদ্রক শহরের সীমা। এই
বার্তাটি সোর ও সীদোনের বিরুদ্ধে যদিও সেই দেশের
লোকেরা জ্ঞানী এবং দক্ষ। 3সোরকে একটি দুর্গের মত
করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানকার লোকেরা এত
রূপো সংগ্রহ করেছে যে তা ধূলোর মত অগণিত এবং
সোনা ও মাটির মত সাধারণ হয়ে পড়েছে। 4কিন্তু প্রভু
আমাদের সদাপ্রভু তার সবটাই নিয়ে নেবেন। তিনি
তার শক্তিশালী নৌবহর ধ্বংস করবেন এবং শহরটিকে
আগুন দ্বারা ধ্বংস করবেন!
5“অস্কিলোনের লোকেরা এইসব দেখে ভয় পাবে।
ঘসার লোকেরা ভয়ে কাঁপবে। ইক্রোণের লোকেরা
এইসব ঘটতে দেখে সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলবে।
ঘসায় আর কোন রাজা থাকবে না। অস্কিলোনে কেউ
বাস করবে না। 6অবৈধ সন্তানেরা অস্দোদের রাজা
হয়ে বসবে। আমি পলেষ্টীয়দের দর্প চূর্ণ করব। 7তাদের
মুখ আর দাঁত থেকে আমি যে মাংসতে তখনও রক্ত
লেগেছিল এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ খাবার সরিয়ে ফেলব।
অবশিষ্ট পলেষ্টীয়রা আমার লোকেদের একটি অংশ
বলে গণ্য হবে। তারা যিহূদাতে আরেকটি পরিবারগোষ্ঠী
হবে। যিবূষীয়রা যেমন করেছিল, তেমনিভাবে ইক্রোণের
লোকেরা আমার লোকেদের একটি অংশ হবে। 8আমার
মন্দিরকে রক্ষা করবার জন্য আমি সৈন্যদের বিরুদ্ধে
মন্দিরের চারিদিকে শিবির স্থাপন করব। আমি শত্রু
সেনাকে এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেব না।
আমি এখন আমার নিজের চোখ দিয়ে লক্ষ্য রাখছি।”

ভাবী রাজা

9সিয়োন, উল্লাস কর! জেরুশালেমের লোকেরা,

আনন্দে চিৎকার কর! দেখ, তোমাদের রাজা তোমাদের
কাছে আসছেন! তিনিই সেই ধার্মিক রাজা, তিনিই
সেই বিজয়ী রাজা। কিন্তু তিনি নম্র। তিনি একটি খচ্চরের
পিঠে চড়ে আসছেন। একটি ভারবাহী গাধার বাচ্চার
ওপর চড়ে আসছেন।
10রাজা বলেন, "আমি ইফ্রয়িমের রথগুলি এবং
জেরুশালেমের অশ্বগুলিকেও সরিয়ে ফেলব। আমি যুদ্ধে
ব্যবহার করবার ধনু ভেঙ্গে ফেলব।" রাজা জাতিগুলির
কাছে শান্তির সংবাদ আনবেন। তিনি সাগর থেকে সাগরে
রাজত্ব করবেন। ফরাৎ নদী থেকে পৃথিবীর দূরতম
প্রান্ত পর্যন্ত।

প্রভু তাঁর লোকেদের রক্ষা করবেন

11জেরুশালেম, তোমার চুক্তি রক্তের মধ্যে
সীলমোহর করা হয়েছিল। তাই আমি তোমার বন্দীদের
শূন্য আধার থেকে রক্ষা করেছি।
12বন্দীরা, তোমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাও! এখন
তোমাদের আশার কিছু বাকী রয়েছে। আমি আবার এই
দ্বিতীয়বার বলছি আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসছি!
13যিহূদা, আমি তোমাকে ধনুকের মত ব্যবহার করব।
ইফ্রয়িম, আমি তোমাকে তীরের মত ব্যবহার করব।
ইস্রায়েল, আমি তোমাকে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
তরবারির মত ব্যবহার করব।
14প্রভু তাদের সামনে দর্শন দেবেন এবং তাঁর
তীরগুলি বিদ্যুতের মত ছুঁড়বেন। প্রভু আমার সদাপ্রভু
শিঙা বাজাবেন আর সেনারা মরুভূমির ধূলোর ঝড়ের
মত সামনে ধেয়ে যাবে।
15সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের প্রতিরক্ষা করবেন।
সেনারা পাথর দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করবে। তারা
তাদের শত্রুদের রক্ত দ্রাক্ষারসের মত প্রবাহিত করিয়ে
তাদের হত্যা করবে। এটা হবে সেই রক্তের মত যা
বেদীর কোণগুলোতে ছুঁড়ে ফেলা হয়!
16সেই সময়ে, যেমন একজন মেষপালক তার
মেষদের রক্ষা করে তেমনিভাবে প্রভু তাঁর লোকেদের
রক্ষা করবেন। তারা তাঁর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে।
তাঁর হাতে তারা হবে চাকচিক্যময় গয়নার মত।
17সবকিছু মঙ্গলময় ও সুন্দর হবে। শস্য এবং দ্রাক্ষা
হবে প্রচুর, এবং সমস্ত যুবক-যুবতী সেগুলো খেয়ে
এবং নতুন দ্রাক্ষারস পান করে শক্তিশালী হয়ে উঠবে!

প্রভুর প্রতিশ্রুতি সকল

10 প্রভুর কাছে বসন্তকালে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা কর।
প্রভু বজ্র পাঠাবেন এবং বৃষ্টি পড়বে। প্রত্যেক
ব্যক্তির ক্ষেতে শস্য বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বর বৃষ্টি দেন। 2লোকে
মূর্ত্তি ও যাদুর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জানতে চেষ্টা করে।
কিন্তু সেটা কোন কাজের নয়। যাদুকররা সবসময় তাদের
স্বপ্ন ও দর্শন সম্পর্কে কথা বলে কিন্তু সেগুলো সবই
নিছক মিথ্যা। তাই লোকেরা সাহায্যের জন্য ভুল পথে
চালিত মেষের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং
তাদের চালনা করবার জন্য কোন মেষপালক নেই।
3প্রভু বলেন, "আমি মেষপালকদের প্রতি অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ। আমি তাদের শাস্তি দেব। ঐ নেতারা আমার
লোকেদের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য।" (যিহূদার
লোকেরা ঈশ্বরের পাল। ঈশ্বর তাদের যত্ন নেন, ঠিক
যেমন একজন সৈন্য তার সুন্দর যুদ্ধের অশ্বের যত্ন
নেয়।)
4"কোণের পাথর, তাঁবুর কীলক, যুদ্ধের ধনু এবং
আধিকারিকরা একসঙ্গে আসবে। 5তারা হবে যোদ্ধারা
শত্রু সৈন্যবাহিনীর ওপর রাস্তা ঘাটে কাদা মাড়িয়ে
চলে যাবার মত। তারা যখন লড়াই করবে প্রভু তাদের
সঙ্গে থাকবেন। তারা অশ্বারোহী সৈন্যদেরও হারাবে।
6আমি যিহূদার পরিবারকে বলবান করব। যুদ্ধ জেতার
জন্য আমি যোষেফের পরিবারকে সাহায্য করব। আমি
তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনব। তাদের এমন সান্ত্বনা
দেব মনে হবে আমি যেন কখনই তাদের ছেড়ে যাই
নি। আমিই প্রভু তাদের ঈশ্বর তাদের সাহায্য করব।
7ইফ্রয়িমের লোকেরা যোদ্ধাদের মত খুশী হবে, যারা
পান করবার জন্য প্রচুর দ্রাক্ষারস পেয়েছে। তাদের
ছেলেমেয়েরাও উল্লাস করবে। তাদের হৃদয় প্রভুতে
আনন্দিত হয়ে উঠবে।
8"আমি শিস্ দিয়ে তাদের সবাইকে ডাকব। আমি
তাদের সংগ্রহ করব। আমি তাদের সত্যিই রক্ষা করব
এবং তারা অতীতের মত বংশবৃদ্ধি করবে। 9হ্যাঁ, আমি
আমার লোকেদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি।
সেইসব দূরবর্তী স্থানে তারা আমায় স্মরণ করবে। তারা
ও তাদের সন্তানেরা জীবন্ত ফিরে আসবে। 10আমি
তাদের মিশর ও অশূর থেকে ফিরিয়ে আনব, তাদের
গিলিয়দ ও লিবানোন অঞ্চলে নিয়ে আসব। এবং তাদের
জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকবে না" 11(তিনি দুর্যোগপূর্ণ
সমুদ্র পার হবেন এবং দুরন্ত জলরাশিতে আঘাত
হানবেন। নীল নদীর গভীরতম জল তিনি শুকিয়ে
ফেলবেন। অশূরের গর্বের পতন হবে এবং মিশরের
ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হবে।) 12প্রভু তাঁর লোকেদের
শক্তিশালী করবেন এবং তারা তাঁর কর্তৃত্বে এবং নামে
বাঁচবে। প্রভু এইসব কথা বলেছেন।

ঈশ্বর অন্যান্য জাতিদের শাস্তি দেবেন

11 লিবানোন, তোমার ফটকগুলি খোল, আগুন
তোমার এরস বৃক্ষগুলি পুড়িয়ে শেষ করে দিক।
2বৃহৎ এরস বৃক্ষগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে
বলে দেবদারু বৃক্ষরা কাঁদবে। ঐসব দৃঢ় বৃক্ষগুলিকে
নিয়ে যাওয়া হবে। বাশনের ওক গাছগুলি দুষ্প্রবেশ্য
বন কেটে ফেলা হয়েছে বলে কাঁদবে।
3শোন মেষপালকরা কাঁদছে কারণ তারা তাদের
পশুচারণভূমি হারিয়েছে। যুব সিংহশাবকগুলির গর্জন
শোন। যর্দ্দন নদীর ধারের ঘন বনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

4প্রভু আমার ঈশ্বর এই কথাগুলি বলেন, "যে
মেষগুলিকে হত্যা করবার জন্য পালন করা হচ্ছে তাদের
যত্ন নাও। 5যারা সেগুলো কেনে ও হত্যা করে তাদের

শাস্তি দেওয়া হবে না। যে সব ব্যবসায়ী মেষগুলো
বিক্রী করেছে তারা বলে, ‘প্রভুর প্রশংসা কর, আমি
ধনী হয়ে উঠেছি!’ মেষপালকরা তাদের মেষদের জন্য
দুঃখিত হয় নি। 6আমি এই দেশে যে লোকেরা থাকে
তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণও হব না” প্রভু এইসব
কথা বলেছেন, “আমি প্রত্যেককে তার প্রতিবেশী ও
রাজার দ্বারা অপব্যবহৃত হতে দেব। আমি তাদের দেশ
ধ্বংস করতে দেব। আমি তা বন্ধ করব না!”

7তাই আমি সেই সব হতভাগ্য মেষের যত্ন নিলাম,
যাদের হত্যা করার জন্য পালন করা হয়েছিল। আমি
এই কাজের জন্য দুটি লাঠি নিলাম। একটি লাঠির নাম
দিলাম মনোরম, আর অন্যটির নাম দিলাম ঐক্য। তারপর
আমি মেষদের যত্ন নিতে শুরু করলাম। 8এক মাসের
মধ্যে আমি তিনজন মেষপালককে বরখাস্ত করলাম।
আমি মেষদের প্রতি অধৈর্য হলাম এবং তারাও আমাকে
ঘৃণা করতে শুরু করল। 9তখন আমি বললাম, “আমি
চললাম, আমি তোমাদের যত্ন নেব না। যে সব লোকেরা
মরতে বসেছে, তারা মরুক। যারা ধ্বংস হতে চলেছে
তাদের ধ্বংস হোক। এবং যারা বাকী থাকবে তারা
একে অপরকে ধ্বংস করুক।” 10এরপর আমি “মনোরম”
নামক লাঠিটা নিলাম এবং তা ভেঙ্গে ফেললাম। সমস্ত
লোকেদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে
গিয়েছিল তা দেখাবার জন্য আমি এটা করলাম। 11তাই,
সেই দিনে চুক্তিটি এবং সেই হতভাগ্য মেষেরা যারা
আমাকে লক্ষ্য করছিল, তারা জানল যে এই বার্তা
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল।

12তখন আমি বললাম, “তুমি যদি আমায় বেতন
দিতে চাও তো দাও, নতুবা দিও না!” তাই তারা
আমায় 30টি রূপোর মুদ্রা দিল। 13তখন প্রভু আমায়
বললেন, “তাদের চোখে আমি ঐরকম মূল্যবান। ঐ
টাকা মন্দিরের অর্থভাণ্ডারে ছুঁড়ে ফেল।” তাই আমি
সেই 30টি রূপোর মুদ্রা নিয়ে প্রভুর মন্দিরের অর্থ
ভাণ্ডারে ছুঁড়ে দিলাম। 14এরপর আমি ঐক্য নামক লাঠিটা
নিয়ে দুই টুকরো করে ভাঙলাম। যিহূদা ও ইস্রায়েলের
মধ্যে যে আর ঐক্য নেই সেটা তাদের বোঝাবার জন্য
আমি এটা করলাম।

15তখন প্রভু আমায় বললেন, “এখন সেইসব জিনিস
নাও যা কেবলমাত্র একজন মূর্খ মেষপালক ব্যবহার
করে। 16এটা থেকেই তারা বুঝবে যে আমি আমার
দেশে একজন নতুন মেষপালক আনব। যে মেষেরা
মারা যাচ্ছে তাদের যত্ন এই যুবক নিতে পারবে না। সে
আহত মেষদের সুস্থ করতে পারবে না। যারা বেঁচে
রয়েছে তাদের সে খাওয়াতে পারবে না। সুস্থ সবল
মেষদের মেরে ফেলা হবে এবং তাদের মাংস সম্পূর্ণরূপে
খেয়ে ফেলা হবে। কেবল তাদের ক্ষুরগুলো পড়ে
থাকবে।”

17ওহে আমার অকর্মণ্য মেষপালক, তোমরা আমার
মেষদের ত্যাগ করেছ। ওকে শাস্তি দাও! ওর ডান
চোখে ও হাতে তরবারি দিয়ে আঘাত কর। তার ডান
হাত নিষ্কর্মা হয়ে যাবে। তার ডান চোখ অন্ধ হবে।

যিহূদার চারিদিকের জাতিসমূহ সম্পর্কে দর্শন

12 ইস্রায়েল সম্বন্ধে প্রভুর করুণ বার্তা। প্রভু
আকাশকে বিস্তৃত করেছেন এবং পৃথিবীকে তার
ভিত্তির ওপর বসিয়েছেন। তিনিই সেই জন যিনি
লোকেদের মধ্যে আত্মা রেখেছেন। আর প্রভুই এইসব
কথা বলেছেন। 2“দেখ, জেরুশালেমকে আমি তার
প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে একটি বিষের পাত্রে পরিণত
করব। ঐ দেশগুলো জেরুশালেম শহরকে আক্রমণ
করবে। সমগ্র যিহূদা অবরুদ্ধ হবে। 3আমি
জেরুশালেমকে একটা ভারী পাথরের মত করে দেব।
যে কেউ তাকে নিতে চেষ্টা করবে সেই ভেঙ্গে টুকরো
টুকরো হয়ে যাবে। তারা কাটা পড়বে এবং তার দ্বারা
তাদের আঁচড় লাগবে। তবু পৃথিবীর সমস্ত জাতি
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একত্রে আসবে।
4সেই সময়ে আমি ঘোড়াদের ভীত করব এবং
ঘোড়সওয়াররা আতঙ্কগ্রস্ত হবে। আমি শত্রুপক্ষের
সমস্ত ঘোড়াকে অন্ধ করে দেব, কিন্তু আমার চোখ
খোলা থাকবে আর আমি যিহূদা পরিবারের উপর নজর
রাখব। 5যিহূদা পরিবারের নেতারা লোকেদের উৎসাহিত
করবে। তারা বলবে, ‘প্রভু সর্বশক্তিমানই আমাদের
ঈশ্বর। তিনিই আমাদের বলবান করেন।’ 6সেই সময়,
আমি ঐ নেতাদের বনভূমির একটি আগুনের মত করে
দেব। আগুন যেমন খড়কে পুড়িয়ে ধ্বংস করে, ঠিক
তেমনিভাবে তারা তাদের শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে
দেবে। তাদের চারিদিকের শত্রুদেরও তারা ধ্বংস করবে।
যাতে জেরুশালেমের লোকেরা আরাম করতে পারে।”

7প্রভু প্রথমে যিহূদার লোকেদের রক্ষা করবেন, আর
তাই জেরুশালেমের লোকেরা আর বেশী বড়াই করতে
পারবে না। দায়ূদের পরিবার ও জেরুশালেমে
বসবাসকারী অন্য লোকেরাও বড়াই করে বলতে পারবে
না যে তারা যিহূদার অন্য লোকেদের চাইতে ভাল।
8কিন্তু প্রভু জেরুশালেমের লোকদের প্রতিরক্ষা করবেন।
এমনকি সবচেয়ে জবরজঙ লোকও দায়ূদের মত মহাবীর
সৈন্য হয়ে উঠবে। দায়ূদ পরিবারের লোকেরা দেবতাদের
তুল্য হবে। প্রভুর দূতদের মত, তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে
দেবে।

9প্রভু বলেন, “সেই সময়ে জেরুশালেমের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করতে যেসব জাতি আসবে তাদের আমি ধ্বংস
করব। 10আমি দায়ূদের ও পরিবারের সদস্যদের এবং
জেরুশালেমে বাসকারী লোকেদের আমি ক্ষমাশীল ও
দয়ায় ভরা আত্মা দেব। তারা আমার দিকে তাকাবে,
সেই একজন যাকে তারা বিদ্ধ করেছিল এবং তারা
বিলাপ করবে। একমাত্র পুত্রের বিয়োগে লোকে যেমন
শোক করে তারা সেরকম তীব্রভাবে কাঁদবে। একজনের
প্রথমজাত পুত্রের মৃত্যুতে লোকে যেমন শোক করে,
তারা তেমনই শোক করবে। 11সেসময় জেরুশালেমে
রোদন ও মহাশোকের দিন উপস্থিত হবে। মগিদ্দোন
উপত্যকায় হদদ্-রিম্মোণের মৃত্যুতে লোকে যেমন রোদন
করেছিল এসময় সেরকমই হবে। 12প্রতিটি পরিবার নিজে
থেকেই দুঃখে শোক করবে। দায়ূদ পরিবারের পুরুষ

সদস্যরা নিজে থেকেই শোক করবে এবং তাদের স্ত্রীরা নিজে থেকেই রোদন করবে। নাথন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নিজের থেকেই শোক করবে এবং তাদের স্ত্রীরা পৃথক পৃথক ভাবে কাঁদবে। 13লেবির পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নিজের থেকেই শোক করবে ও তাদের স্ত্রীরাও নিজে থেকেই কাঁদবে। শিমিয়ন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নিজে থেকেই শোক করবে এবং তাদের স্ত্রীরাও নিজে থেকেই কাঁদবে। 14অন্যান্য পরিবারগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার হবে। পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা নিজে থেকেই কাঁদবে।”

13 সেইদিন দায়ূদ পরিবারের সদস্যদের জন্য ও জেরুশালেমে বসবাসকারী অন্যান্য লোকেদের জন্য এক নতুন ঝর্ণা খোলা হবে। এই ঝর্ণাটি হবে পাপ ও অশুদ্ধি থেকে শুদ্ধিকরণের নিমিত্ত।

ভ্রান্ত ভাববাদী আর নয়

2সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, “সেইসময় আমি পৃথিবী থেকে মূর্ত্তিসমূহের নাম কেটে দেব। ভ্রান্ত ভাববাদীদের আর অশুদ্ধ আত্মাদের সরিয়ে দেব। লোকেরা এমনকি তাদের নামও মনে করবে না। এবং আমি ভ্রান্ত ভাববাদী ও অশুচি আত্মাদের পৃথিবী থেকে দূর করব। 3যদি কেউ ভাববাণী অব্যাহত রাখে, তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। এমনকি তার পিতামাতাও তাকে বলবে, ‘প্রভুর নামে তুমিও মিথ্যা কথা বলছ।’ সে ভাববাণী করছে বলে তার মাতা পিতাই তাকে বিদ্ধ করে হত্যা করবে। 4সেই সময়, ভাববাদীরা তাদের দর্শন ও ভাববাণী সম্বন্ধে লজ্জিত হবে। তারা নিজেদের ভাববাদী বলে সনাক্ত করবার জন্য ভাববাদীদের নিমিত্ত মোটা পোষাক পরবে না। তারা লোককে ঠকাবার জন্য ঐ পোষাকগুলো পরবে না। 5তারা বলবে, ‘আমি একজন ভাববাদী নই। আমি একজন কৃষক, এবং ছোট বেলা থেকেই আমি মাঠে কৃষি কাজ করেছি।’ 6কিন্তু অন্য লোকেরা বলবে, ‘কিন্তু তোমার হাতের ঐ আঘাতগুলি কিসের?’ সে তখন বলবে, ‘আমি আমার বন্ধুর বাড়ী মার খেয়েছিলাম।’”

7সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন, “আমার তরবারি মেষপালকদের আঘাত করুক! সেটা আমার বন্ধুকে আঘাত করুক! মেষপালকদের আঘাত কর এবং মেষেরা পলায়ন করবে। এবং আমি সেই ক্ষুদ্রগণকে শাস্তি দেব। 8দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক আঘাতে মারা যাবে কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে। 9তখন আমি ঐ অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ লোকেদের পরীক্ষা করব। আমি তাদের বিভিন্ন সংকটে ফেলব। সেগুলো হবে তাদের অগ্নিপরীক্ষার মত ঠিক যেমন লোকেরা আগুন ব্যবহার করে রূপোকে খাঁটি করতে অথবা সোনা খাঁটি কিনা তা পরীক্ষা করতে। তখন তারা আমার নামে ডাকবে আর আমি তাদের ডাকে সাড়া দেব। আমি বলব, ‘তোমরা আমার লোক।’ আর তারা বলবে, ‘প্রভু আমাদের ঈশ্বর।’”

বিচারের দিনের বর্ণনা

14 দেখ, বিচারের জন্য প্রভুর বিশেষ দিন আসছে। আর যে সম্পদ তুমি লুঠ করছ তা তোমার শহরে ভাগ করা হবে। 2জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আমি সমস্ত জাতিকে জড়ো করব। শত্রুরা শহর অধিকার করবে এবং ঘর বাড়ি ধ্বংস করবে। স্ত্রীলোকদের ওপর বলাৎকার করা হবে এবং অর্ধেক লোককে বন্দী করে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হবে। বাদবাকীরা পেছনে পড়ে থাকবে। 3তখন সেইসব জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রভু নিজে যাবেন অতীতে যেমন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। 4সেই সময় তিনি জৈতুন পর্বতের ওপরে দাঁড়াবেন, যে পর্বত জেরুশালেমের পূর্বে অবস্থিত। জৈতুন পর্বত চিরে যাবে এবং পর্বতের একভাগ উত্তরে, অপরভাগ দক্ষিণে সরে যাবে। পশ্চিম থেকে পূর্বে এক গভীর উপত্যকার সৃষ্টি হবে। 5সেই উপত্যকা তোমার নিকটবর্তী হলে তোমরা পালাবার চেষ্টা করবে। যেমন যিহূদার রাজা উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্পের দিনে তোমরা দৌড়েছিলে সেইরকম দৌড়ে পালাবে। ঈশ্বর আসবেন, এবং তাঁর সমস্ত পবিত্র লোকেরা তাঁর সঙ্গে থাকবে।

6-7সেই দিন হবে বিশেষ দিন। সেই দিন আলো, ঠাণ্ডা বা হিম বলে কিছু থাকবে না। কেবল প্রভু জানেন তা কিভাবে হবে, কিন্তু দিন বা রাত বলে কিছু থাকবে না। সাধারণতঃ অন্ধকার যখন নেমে আসে সেই সময়তেও আলো থাকবে। 8সেই দিন জেরুশালেম থেকে জীবন্ত জলের ধারা বইবে। সেই জলধারা দুটি স্রোতে ভাগ হয়ে এক ভাগ পূর্ব দিকে মৃত সাগরে এবং অপর ভাগ পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে বইবে। সেই জলের ধারা সারা বছর ধরে থাকবে, কি গ্রীষ্মে, কি শীতে। 9সেই সময়, প্রভু সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবেন। সেই দিন প্রভু হবেন একজন। তাঁর নাম হবে একটিই। 10সেই সময়, জেরুশালেমের চারধার মরুভূমিতে পরিণত হবে। গেবা থেকে নেগেভের রিম্মোণ পর্যন্ত মরুভূমির মত হয়ে যাবে। কিন্তু জেরুশালেমের পুরো শহরটি আবার নির্মাণ করা হবে। বিন্যামীন ফটক থেকে প্রথম ফটক (কোণের ফটক) পর্যন্ত এবং হননেলের দুর্গ থেকে রাজার দ্রাক্ষা কুণ্ড পর্যন্ত। 11কোন শত্রু আর তাদের ধ্বংস করতে সেখানে আসবে না। জেরুশালেম নিরাপদ হবে।

12কিন্তু যে সমস্ত জাতি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, প্রভু তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের মাঝে তিনি প্লেগ রোগটি পাঠাবেন। জীবিতকালেই তাদের মাংস পচতে শুরু করবে। তাদের চোখগুলো কোটরে পচবে আর জিব মুখের মধ্যে পচতে শুরু করবে। 13-15এই মারাত্মক রোগ শত্রু শিবিরগুলিতে ছড়িয়ে যাবে। সেই মারাত্মক রোগ তাদের ঘোড়া, উট এবং গাধাদের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে।

সেই সময়, ঐ লোকেরা সত্যিই প্রভুকে ভয় পাবে। প্রত্যেকটি লোক অন্য লোকের হাত টেনে ধরবে আর তারা একে অপরের সঙ্গে লড়াই করবে। এমনকি যিহূদাও জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সমস্ত

লোকের কাছ থেকে সোনা, রূপো ও কাপড় চোপড় জড়ো করার পরও এটা ঘটবে। [16]জেরুশালেমে যারা যুদ্ধ করতে এসেছিল, তার থেকে বেঁচে থাকা লোকেরা প্রতি বছর সেই রাজা যিনি সর্বশক্তিমান প্রভু, তাঁর উপাসনা করতে আসবে। এবং কুটিরবাস পর্ব পালন করতে জেরুশালেম পর্যন্ত যাবে।

[17]আর পৃথিবীর কোন পরিবার যদি জেরুশালেমে সর্বশক্তিমান প্রভুর উপাসনা করতে না যায় তবে প্রভু তাদের বৃষ্টি দেবেন না। [18]যদি মিশরের কোন পরিবার কুটিরবাস পর্ব পালন করতে না আসে তবে প্রভু শত্রু জাতিদের ক্ষেত্রে যেমন করেছিল তেমনি তাদেরও সেই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করবেন। [19]এই শাস্তি হবে মিশরীয়দের জন্য এবং অন্য যে কোন জাতি যারা কুটিরবাস পর্ব পালন করতে না আসে তাদের জন্য।

[20]সেই সময়, প্রভু সব কিছুর মালিক হবেন। এমনকি ঘোড়ার গলার ঘণ্টিগুলিতেও লেখা থাকবে, 'প্রভুর জন্য পবিত্র।'* আর প্রভুর মন্দিরে ব্যবহৃত সমস্ত বাসন-কোষন বেদীর বাটীর মত পাত্রগুলির মতোই গুরুত্বপূর্ণ হবে। [21]প্রকৃতপক্ষে জেরুশালেম ও যিহূদার প্রতিটি পাত্রেই এই কথা লেখা থাকবে। প্রভু সর্বশক্তিমানের জন্য পবিত্র। নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যে সমস্ত লোক এসেছিল এসে সেই সমস্ত পাত্র নিয়ে তাতে তাদের বিশেষ খাবার রান্না করবে।

সেই সময়, সর্বশক্তিমান প্রভুর মন্দিরে কোন ব্যবসায়ীকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

প্রভুর ... পবিত্র মন্দিরে ব্যবহৃত সমস্ত কিছুর ওপরে এই শব্দগুলি লেখা থাকত। এতে বোঝা যেত যে এইগুলি প্রভুর জিনিস এবং একমাত্র বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এই লেবেল আঁটা থালাগুলি যাজকরা কেবলমাত্র পবিত্র স্থানে ব্যবহার করতে পারত।

মালাখি ভাববাদীর পুস্তক

1 মালাখির মাধ্যমে ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের এক
ভাববাণীরূপ বার্তা।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে ভালোবাসেন

2প্রভু বলেছেন, "আমি তোমাদের ভালোবাসি।"
কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস কর, "আপনি যে আমাদের
ভালোবাসেন তার প্রমাণ কি?"
প্রভু বলেন, "এষৌ কি যাকোবের ভাই নয়? তবু
আমি যাকোবকে ভালবেসেছি। 3কিন্তু আমি এষৌকে
ঘৃণা করতাম। আমি তার পর্বতগুলি ধ্বংস করেছি
এবং তার দেশকে– শিয়ালের বাসস্থানে পরিণত করেছি।"
4ইদোমের লোকেরা বলতে পারে, "যদিও আমরা
ধ্বংস হয়েছিলাম কিন্তু আমরা ফিরে গিয়ে আবার
আমাদের শহরগুলো গড়ব।"
কিন্তু সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, "তারা
আবার গড়তে পারে কিন্তু আমি আবার তা ভেঙ্গে
ফেলব!" তাই লোকেরা ইদোমকে বলবে একটি দুষ্ট
দেশ এবং একটি জাতি যাকে প্রভু চিরকালের তরে
ঘৃণা করেন।"
5তোমাদের চোখ তা দেখবে এবং তোমরা বলবে,
"প্রভু মহান, এমন কি ইস্রায়েলের সীমার বাইরেও!"

লোকেরা ঈশ্বরকে সম্মান করে না

6সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, "পুত্র তার পিতাকে সম্মান
করে এবং দাস তার মনিবকে সম্মান করে। কিন্তু আমি
যদি পিতা হই তবে কেন আমি সম্মান পাবো না?
আমি তোমাদের প্রভু। কিন্তু কেন তোমরা আমাকে
সম্মান কর না? তোমরা, যাজকেরা আমার নামকে
সম্মান করছ না।"
কিন্তু তোমরা বল, "আমরা কি এমন কিছু করেছি
যা প্রমাণ করে যে আমরা আপনার নামকে সম্মান করি
না?"
7প্রভু বলেছেন, "তোমরা আমার বেদীতে অশুচি
রুটি নিয়ে আসো।"
কিন্তু তোমরা জিজ্ঞাসা কর, "কি করে আমরা
আপনাকে অশুচি করেছি?"
প্রভু বলেছেন, ''প্রভুর বেদী শ্রদ্ধার উপযুক্ত নয়'
এই বলে তোমরা আমার বেদীকে সম্মান করছ না।"
8এটা কি খারাপ কাজ নয় যে তোমরা উৎসর্গ করার
জন্য অন্ধ পশুদের নিয়ে আসো? তোমরা উৎসর্গের
জন্য যখন খোঁড়া ও অসুস্থ পশু নিয়ে আসো, সেটা কি
খারাপ কাজ নয়? তোমাদের রাজ্যপালকে অসুস্থ
পশুসমূহ দেবার চেষ্টা করে দেখ তো, তিনি কি তা
গ্রহণ করবেন? তিনি কি তোমাদের ওপর খুশী হবেন!"
সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।
9"যাজকরা, তোমরা প্রভুকে আমাদের প্রতি ভালো
হতে অনুরোধ কর। কিন্তু তিনি তোমাদের কথা শোনেন
না। তোমরাই এর জন্য দায়ী।" সর্বশক্তিমান প্রভু এইসব
কথা বলেন।
10"তোমাদের মধ্যে কেউ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে
দিক্ যাতে তোমরা আমার বেদীর ওপর অকেজো
আলো জ্বালাতে না পারো। আমি তোমাদের ওপর
সন্তুষ্ট নই এবং আমি তোমাদের হাত থেকে কোন
নৈবেদ্য নেবো না।" সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।
11সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন: "সমস্ত
পৃথিবীতে লোকে আমার নাম সম্মান করে এবং আমার
জন্য শুদ্ধ ধূপ এবং নৈবেদ্য সমূহ নিয়ে আসে। কারণ
আমার নাম সমস্ত জাতির মধ্যে সম্মানিত।"
12"কিন্তু তোমরা 'প্রভুর বেদী অশুদ্ধ' একথা বলে
দেখাও যে তোমরা আমার নামকে শ্রদ্ধা কর না এবং
বেদীর ওপর নিবেদন করা খাদ্যও তোমরা চাও না,
এতে তোমরা আমার নামের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাও।
13তোমরা এও বলো, কি আপদ! সর্বশক্তিমান প্রভু
এই কথা বলেন, তোমরা এমন পশু উৎসর্গ করার
জন্য উপহার স্বরূপ নিয়ে আস যা চুরি করা, খোঁড়া
অথবা অসুস্থ। তোমাদের হাতে করে আনা এই উপহার
কি আমি গ্রহণ করব?" প্রভু এই কথাগুলি বলেন।
14"সেই প্রতারক অভিশপ্ত, যার পালে পুরুষ পশু রয়েছে
আর তা দিতে মানত করা সত্ত্বেও সে প্রভুর উদ্দেশ্যে
এমন পশু উৎসর্গ করে যা দোষ যুক্ত। আমিই এই
কথা বলছি কারণ আমি শক্তিমান রাজা এবং সমস্ত
জাতির লোক আমাকে ভয় করে।" সর্বশক্তিমান প্রভু
এই কথা বলেন।

যাজকদের জন্য নিয়মসকল

2 "এখন ওহে যাজকেরা, এই নিয়ম তোমাদের জন্য।
2যদি তোমরা এর অবাধ্য হও এবং আমাকে সম্মান
করার এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারটিকে যদি গুরুত্ব না দাও
তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ পাঠাব,
সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন। তোমরা আশীর্বাদ
দিলে আমি তা অভিশাপে পরিণত করব, আর আমি
তাদের অভিশাপ দিয়েছি কারণ তোমরা এই বিষয়টার
ওপর গুরুত্ব দাও না।"
3"দেখ, আমি তোমার উত্তরপুরুষদের শাস্তি দেব।
আমি তোমাদের মুখে উৎসব নৈবেদ্য থেকে জন্তুদের
বীষ্ঠা লেপে দেবো এবং তোমাদের ওগুলোর সঙ্গে
ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। 4তখন তোমরা জানবে যে

আমি এই আদেশ দিচ্ছি যাতে লেবির সঙ্গে আমার
চুক্তি চলতে থাকে।" সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।
5প্রভু বলেছেন, "লেবির সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল
জীবন ও শান্তির চুক্তি। সে আমায় সম্মান করে এবং
আমার নামে ভীত হয়। 6লেবি সত্য শিক্ষা দিয়েছে। সে
কখনও মন্দ জিনিস শেখায় নি। সে ছিল সৎ এবং
শান্তি ভালবাসত এবং সে অনেক লোককে মন্দ কাজ
করা থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। 7আমি এসব বলি কারণ
লোকে জ্ঞানের প্রয়োজনে যাজক খোঁজে আর ঈশ্বরের
আজ্ঞা শিক্ষা করতে তারা তার কাছে যায়, কারণ সেই
তো ঈশ্বরের বার্তাবাহক।"
8কিন্তু প্রভু বলেছেন: "যাজকেরা আমার পথ থেকে
সরে গিয়েছিল এবং অনেক লোককে বিধি অস্বীকার
করতে বাধ্য করেছে। তোমরা লেবির সঙ্গে আমার চুক্তি
ধ্বংস করেছ।" সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।
9"যেহেতু তোমরা আমার পথগুলি অনুসরণ করনি এবং
আমার নীতি শিক্ষায় পক্ষপাতিত্ব করেছ সেহেতু আমি
তোমাদের অস্বীকৃত এবং অপমানিত করাব!"

যিহুদা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত

10আমাদের সকলেরই সেই এক পিতা। একই ঈশ্বর
আমাদের তৈরী করেছেন। তাহলে কেন লোকে তাদের
ভাইদের ঠকিয়ে ঈশ্বর যে চুক্তি তাদের পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে করেছিলেন তাকে অসম্মান করে? 11যিহুদার
লোকেরা বিশ্বাসঘাতকদের মত ব্যবহার করেছিল।
জেরুশালেম এবং ইস্রায়েলের লোকেরা মারাত্মক
জিনিষ করেছে। যিহুদার লোকেরা ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির,
যেটাকে ঈশ্বর ভালবাসতেন, নষ্ট করেছে। যিহুদার
লোকেরা বিদেশী রমনীদের বিয়ে করেছিল যারা বিদেশী
দেবতা সমূহের অধিকারপ্রাপ্ত এবং ঐ সব বিদেশী
দেবতাদের পূজো শুরু করেছিল। 12প্রভু যাকোবের
পরিবার থেকে ঐ সমস্ত লোকেদের সরিয়ে দেবেন।
এমন কি যদিও সেই ব্যক্তি সর্বশক্তিমান প্রভুর উদ্দেশ্যে
উপহার আনে। 13তোমরা কাঁদতে পারো এবং প্রভুর
বেদী চোখের জলে ঢেকে দিতে পারো, কিন্তু প্রভু
তোমাদের উপহার গ্রহণ করবেন না এবং তোমরা যা
কিছু আনো তাতে তিনি খুশী হবেন না।
14আর তোমরা বলে থাকো, "এর কারণ কি?"
কারণ তোমরা তোমাদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সব মন্দ
কাজ করেছ তা প্রভু দেখেছেন। সেই স্ত্রী যদিও তোমার
বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল এবং তোমার নিয়মের স্ত্রী ছিল তবু
তুমি তার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। 15ঈশ্বর চান যে স্বামী
ও স্ত্রী একদেহ ও এক আত্মাবিশিষ্ট হোক। তবেই তাদের
পবিত্র সন্তানসন্ততি হবে। সুতরাং সেই আত্মিক
একাত্মতা রক্ষা কর। তোমার স্ত্রীকে ঠকিও না। সে
তোমার যৌবনের স্ত্রী।
16ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমি বিবাহ
বিচ্ছেদ এবং পুরুষেরা যে সমস্ত নিষ্ঠুর কাজ করে তা
ঘৃণা করি।* সুতরাং অবিশ্বস্ত হয়ো না, তোমাদের
নিজ নিজ আত্মাকে সাবধানতাসহ রক্ষা কর।"

বিচারের জন্য নিরূপিত সময়

17তোমরা ভুল শিক্ষা দিয়েছ। সেই ভুল শিক্ষাগুলি
প্রভুকে খুব ক্লান্ত করেছে। তোমরা শিখিয়েছ যে, যে
সব ব্যক্তি কুকর্ম করে প্রভু তাদের ভালবাসেন। তোমরা
বলছ যে ঈশ্বর মনে করেন সেই লোকেরা ভালো এবং
তোমরা শিখিয়েছ যে কুকর্ম করবার জন্য ঈশ্বর লোকেদের
শাস্তি দেন না।

3 প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, "দেখ আমি আমার
বার্তাবাহককে পাঠাচ্ছি এবং সে আমার আগে আগে
আমার জন্য পথ পরিষ্কার করবে। তোমরা যে প্রভুর
অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন। হ্যাঁ,
নতুন চুক্তির বার্তাবাহক যাঁকে তোমরা চাও, তিনি
আসছেন।
2"কিন্তু তিনি যখন আসবেন তখন কে তা সহ্য
করতে পারবে? আর তিনি দর্শন দিলে কে উঠে দাঁড়াতে
পারবে? কারণ তিনি শোধন করার আগুনের মত ও
ধোপার ক্ষারযুক্ত সাবানের মত। 3রৌপ্যকার যেমন করে
রূপো নিখাদ করে তেমন করে তিনি লেবীয়
উত্তরপুরুষদের শুদ্ধ করবেন। তিনি সন্তানদের সোনা
রূপোর মতো পরিষ্কার করবেন আর তারাই প্রভুকে
ঠিকমত নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। 4তখন যিহুদার ও
জেরুশালেমের ধার্মিকতার উপহারগুলি প্রভু গ্রাহ্য
করবেন, যেমন বহু আগে অতীতে হত। 5আমি তোমাদের
কাছে বিচার করতে আসব এবং যারা যাদুবিদ্যা অভ্যাস
করে, যারা ব্যভিচারী, যারা মিথ্যাভাবে প্রতিশ্রুতি করে,
যারা মজুরদের ঠকায়, বিধবা ও পিতৃহীনদের যারা সাহায্য
করে না, যারা বিদেশীদের প্রতি অন্যায় করে আর
আমাকে ভয় পায় না তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব!"
সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।

ঈশ্বরের কাছ থেকে অপহরণ

6"আমিই প্রভু, আমার পরিবর্তন নেই। তোমরা
যাকোবের সন্তানেরা তাই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হচ্ছ না।
7তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই তোমরা আমার
বিধি ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে পড়েছ।" সর্বশক্তিমান
প্রভু বলেন, "তোমরা আমার কাছে ফিরে এস তাহলে
আমিও তোমাদের কাছে ফিরে যাব।"
কিন্তু তোমরা বলছ, "কিভাবে ফিরব?"
8"কোন লোক কি ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করতে
পারে? কিন্তু তোমরা আমার কাছ থেকে চুরি করছ।
তোমরা বল, "আমরা তোমার কাছ থেকে কি চুরি
করেছি?" তোমাদের জিনিষগুলোর থেকে এক দশমাংশ
আমাকে দেওয়া উচিৎ ছিল। তোমাদের উচিৎ ছিল
আমাকে বিশেষ উপহার দেওয়া। কিন্তু তোমরা আমাকে
সেইগুলি দাওনি।
9তোমাদের পুরো জাতি আমার কাছ থেকে জিনিষ
চুরি করেছে। তোমরা সবাই অভিশাপে শাপগ্রস্ত।

আমি ... করি আক্ষরিক অর্থে, "যে মানুষ হিংস্রতার পোশাক
পরে তাকে আমি ঘৃণা করি।"

10তোমাদের উৎপন্ন শস্যের, পশুপালের এবং আয়ের এক দশমাংশ কোষাগারে নিয়ে এসো যাতে মন্দিরে সঞ্চয়ের জোগান থাকে। আর এতে আমায় পরীক্ষা করে দেখ আমি আকাশের দরজা খুলে তোমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আশীর্বাদ করি কি না। 11আমি ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে তোমার ক্ষেত্র ধ্বংস না করতে আদেশ দেব। তারা তোমার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করবে না। দ্রাক্ষালতাগুলি দ্রাক্ষা উৎপন্ন করবে। সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।

12"সমস্ত জাতির লোকেরা তোমাদের প্রশংসা করবে কারণ তোমরা একটি সুন্দর এবং চমৎকার দেশ পাবে।" সর্বশক্তিমান প্রভু এই সব কথা বলেছেন।

বিচারের জন্য নিরূপিত সময়

13প্রভু বলেন, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বলেছ।"

কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করছ, "আপনার বিরুদ্ধে আমরা কি বলেছি?"

14তোমরা বলছ, "প্রভুর উপাসনা করা বৃথা। প্রভুর কথা অনুসারে আমরা কাজ করেছি বটে কিন্তু তা কোন উপকারে আসেনি। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় লোকে যেমন শোক করে আমরা আমাদের পাপের জন্য তেমনি শোক করেছি কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। 15আমাদের মনে হয় যারা গর্ব করে তারাই সুখী; দুষ্ট লোকেরা কৃতকার্য্য এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মন্দ কাজ করে ঈশ্বরের ধৈর্য্য পরীক্ষা করে আর ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেন না।"

16তখন ঈশ্বরের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলল আর প্রভু ওদের কথা শুনলেন। প্রভুর সামনে একটি বিবরণী পুস্তক আছে যার মধ্যে যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করেছিল এবং তাঁর নামকে সম্মান করেছিল তার নামের তালিকা আছে।

17প্রভু বলেছিলেন, "যখন আমি পৃথিবীকে বিচার করব ঐ লোকেরা সেইদিন আমার হবে। সে সময় আমি তাদের প্রতি দয়া করব, যেমন করে পিতা তার সেবায় রত পুত্রের প্রতি করে। 18তখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে এবং ধার্মিক ও দুষ্টের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে। ঈশ্বরের সেবাকারীদের সঙ্গে যারা তার সেবা করে না তাদের তফাত বুঝতে পারবে।"

4 "বিচারের সেই দিন আসছে। সেই দিন হবে তপ্ত চুল্লীর মত। সমস্ত গর্বিত লোকদের শাস্তি দেওয়া হবে, সেই দুষ্ট লোকেরা খড়ের মত জ্বলবে। সেই দিন তারা ঝোপের মত আগুনে জ্বলবে- একটাও শাখা কি শেকড় অবশিষ্ট থাকবে না।" সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন।

2"কিন্তু তোমরা যারা আমাকে অনুসরণ কর তাদের ওপর ধার্মিকতা সূর্যোদয়ের মত উজ্জ্বল হবে। তা সূর্যের কিরণের মত আরোগ্য ক্ষমতা আনবে। খোঁয়াড় থেকে ছেড়ে দেওয়া বাছুরের মতো তোমরা মুক্ত ও আনন্দিত হবে। 3তারপর তোমরা দুষ্ট লোকেদের পায়ের তলায় পিষে দেবে।দুষ্ট লোকেরা তোমাদের পায়ের তলায় ছাই হয়ে যাবে। যখন বিচারের সময় আসবে তখন আমি এই সমস্ত জিনিষ ঘটাব।" প্রভু সর্বশক্তিমান এই সব কথা বলেন।

4"মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন কর। মোশি আমার দাস ছিল। হোরেব পর্বতে আমিই তাকে ঐসব বিধি ও নিয়মগুলি দিয়েছিলাম। ঐ বিধিগুলি ইস্রায়েলের সব লোকেদের জন্য।"

5প্রভু বলেছিলেন, "দেখ, আমি ভাববাদী এলিয়কে তোমাদের কাছে পাঠাব। তিনি প্রভুর সেই ভয়ঙ্কর বিচারের দিনের আগে আসবেন। 6এলিয় পিতামাতাদের তাঁদের সন্তানদের কাছে আসতে সাহায্য করবেন। এটা অবশ্যই ঘটবে নতুবা আমি (ঈশ্বর) এসে তোমাদের দেশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করব!"

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

মথিলিখিত সুসমাচার

যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা

(লূক 3:23-38)

1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা। ইনি ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, দায়ূদ ছিলেন অব্রাহামের বংশধর।

2 অব্রাহামের ছেলে ইস্‌হাক।
ইস্‌হাকের ছেলে যাকোব।
যাকোবের ছেলে যিহূদা
ও তার ভাইরা।
3 যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ।
এদের মায়ের নাম তামর।
পেরসের ছেলে হিষ্রোণ।
হিষ্রোণের ছেলে রাম।
4 রামের ছেলে অম্মীনাদব।
অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন।
নহশোনের ছেলে সল্‌মোন।
5 সল্‌মোনের ছেলে বোয়স।
এর' মায়ের নাম রাহব।
বোয়সের ছেলে ওবেদ।
এর' মায়ের নাম রূৎ।
ওবেদের ছেলে যিশয়।
6 যিশয়ের ছেলে রাজা দায়ূদ।
দায়ূদের ছেলে রাজা শলোমন।
এর' মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী।
7 শলোমনের ছেলে রহবিয়াম।
রহবিয়ামের ছেলে অবিয়।
অবিয়ের ছেলে আসা।
8 আসার ছেলে যিহোশাফট।
যিহোশাফটের ছেলে যোরাম।
যোরামের ছেলে উষিয়।
9 উষিয়ের ছেলে যোথম।
যোথমের ছেলে আহস।
আহসের ছেলে হিষ্কিয়।
10 হিষ্কিয়ের ছেলে মনঃশি।
মনঃশির ছেলে আমোন।
আমোনের ছেলে যোশিয়।
11 যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তার ভাইরা।
বাবিলে ইহুদীদের নির্বাসনের সময়
এঁরা জন্মেছিলেন।
12 যিকনিয়ের ছেলে শল্‌টীয়েল।
ইনি বাবিলে নির্বাসনের পর জন্মেছিলেন।
শল্‌টীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল।
13 সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ।
অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম।
ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর।
14 আসোরের ছেলে সাদোক।
সাদোকের ছেলে আখীম।
আখীমের ছেলে ইলীহূদ।
15 ইলীহূদের ছেলে ইলিয়াসর।
ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন।
মত্তনের ছেলে যাকোব।
16 যাকোবের ছেলে যোষেফ।
এই যোষেফই ছিলেন মরিয়মের স্বামী,
এবং মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়,
যাঁকে মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে।

17এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত মোট চৌদ্দ
পুরুষ। দায়ূদের পর থেকে বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত মোট
চৌদ্দ পুরুষ এবং বাবিলে নির্বাসনের পর থেকে খ্রীষ্টের
আগমন পর্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

(লূক 2:1-7)

18এই হল যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত বিবরণ–
যোষেফের সঙ্গে তাঁর মা মরিয়মের বাগ্‌দান হয়েছিল;
কিন্তু তাঁদের বিয়ের আগেই জানতে পারা গেল যে
পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন। 19তাঁর
ভাবী স্বামী যোষেফ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি
মরিয়মকে লোক চক্ষে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না,
তাই তিনি মরিয়মের সাথে বিবাহের এই বাগ্‌দান বাতিল
করে গোপনে তাকে ত্যাগ করতে চাইলেন।
20তিনি যখন এসব কথা চিন্তা করছেন, তখন প্রভুর
এক দূত স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "যোষেফ,
দায়ূদের সন্তান, মরিয়মকে তোমার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে
ভয় করো না, কারণ তার গর্ভে যে সন্তান এসেছে, তা
পবিত্র আত্মার শক্তিতেই হয়েছে। 21দেখ, সে এক পুত্র
সন্তান প্রসব করবে, তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ
তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"
22এইসব ঘটেছিল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভু যা
বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়। 23শোন! "এক কুমারী গর্ভবতী
হবে, আর সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তারা
তাঁকে ইম্মানূয়েল যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর"
বলে ডাকবে।"
24যোষেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূতের আদেশ
অনুসারে কাজ করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করে
বাড়ি নিয়ে গেলেন; 25কিন্তু মরিয়মের সেই সন্তানের

জন্ম না হওয়া পর্যন্ত যোষেফ মরিয়মের সঙ্গে সহবাস
করলেন না। যোষেফ সেই সন্তানের নাম রাখলেন
যীশু।

পণ্ডিতেরা যীশুকে দেখতে আসলেন

2 হেরোদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূদিয়ার
বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হয়। সেইসময় প্রাচ্য থেকে
কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খোঁজ
করতে লাগলেন। 2তাঁরা এসে জিজ্ঞেস করলেন,
“ইহুদীদের যে নতুন রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়?
কারণ পূর্ব দিকে আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে
তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি।”

3রাজা হেরোদ একথা শুনে খুব বিচলিত হলেন
এবং তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমের সব লোক বিচলিত
হল। 4তখন তিনি ইহুদীদের মধ্যে যারা প্রধান যাজক
ও ব্যবস্থার শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস
করলেন, মশীহ (খ্রীষ্ট) কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? 5তাঁরা
হেরোদকে বললেন, “যিহূদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহমে,
কারণ ভাববাদী সেরকমই লিখে গেছেন:

6‘আর তুমি যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার
শাসনকর্তাদের চোখে কোন অংশে নগণ্য নও, কারণ
তোমার মধ্য থেকে একজন শাসনকর্তা উঠবেন যিনি
আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাবেন।’” *মীখা 5:2*

7তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে একান্তে দেখা
করার জন্য তাঁদের ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের কাছ
থেকে জেনে নিলেন ঠিক কোন সময় তারাটা দেখা
গিয়েছিল। 8এরপর হেরোদ তাদের বৈৎলেহমে পাঠিয়ে
দিলেন আর বললেন, “দেখ, তোমরা সেখানে গিয়ে
ভাল করে সেই শিশুর খোঁজ কর; আর খোঁজ পেলে,
আমাকে জানিয়ে যেও, যেন আমিও সেখানে গিয়ে
তাঁকে প্রণাম করতে পারি।”

9তাঁরা রাজার কথা শুনে রওনা দিলেন। আর তাঁরা
পূর্ব দিকের আকাশে যে তারাটা উঠতে দেখেছিলেন,
সেটা তাঁদের আগে আগে চলল এবং শিশুটি যেখানে
ছিলেন তার ওপরে থামল। 10তাঁরা সেই তারাটি দেখে
আনন্দে আত্মহারা হলেন। 11পরে সেই ঘরের মধ্যে
ঢুকে শিশুটি ও তাঁর মা মরিয়মকে দেখতে পেয়ে তারা
মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তাঁর উপাসনা
করলেন। তারপর তাদের উপহার সামগ্রী খুলে বের
করে তাঁকে সোনা, সুগন্ধি গুগ্‌গুল ও সুগন্ধি নির্যাস
উপহার দিলেন। 12এরপর ঈশ্বর স্বপ্নে তাঁদের সাবধান
করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের কাছে ফিরে না যান,
তাই তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

যীশুকে নিয়ে পিতামাতার মিশরে গমন

13তাঁরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে
যোষেফকে দেখা দিয়ে বললেন, “ওঠো! শিশুটি ও
তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। যতদিন না
আমি তোমাদের বলি, তোমরা সেখানেই থেকো, কারণ
এই শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য হেরোদ এর খোঁজ
করবে।” 14তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে
নিয়ে রাতে মিশরে রওনা হলেন; 15আর হেরোদের
মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকলেন। এরূপ ঘটল
যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর কথা সফল হয়: প্রভু
বললেন, “আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে
আনলাম।”*

হেরোদ বৈৎলেহমের শিশু পুত্রদের হত্যা করলেন

16হেরোদ যখন দেখলেন যে সেই পণ্ডিতরা তাঁকে
বোকা বানিয়েছে, তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি
সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা
জেনেছিলেন, সেই হিসাব মতো দু’বছর ও তার কম
বয়সের যত ছেলে বৈৎলেহম ও তার আশেপাশের
অঞ্চলে ছিল, সকলকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। 17এর
ফলে ভাববাদী যিরমিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যে কথা
বলেছিলেন তা পূর্ণ হল:

18“রামায় একটা শব্দ শোনা গেল, কান্নার রোল ও
তীব্র হাহাকার, রাহেল তাঁর সন্তানদের জন্য কাঁদছেন।
তিনি কিছুতেই শান্ত হতে চাইছেন না, কারণ তারা
কেউ আর বেঁচে নেই।” *যিরমিয় 31:15*

মিশর থেকে যোষেফ ও মরিয়মের প্রত্যাবর্তন

19হেরোদ মারা যাবার পর প্রভুর এক দূত মিশরে
যোষেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 20“ওঠো! এই
শিশু ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে
যাও, কারণ যারা এই ছেলের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিল
তারা সকলে মারা গেছে।”

21তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে
নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন। 22কিন্তু যোষেফ যখন
শুনলেন যে হেরোদের জায়গায় তাঁর পুত্র আর্খিলায়
যিহূদিয়ার রাজা হয়েছে, তখন তিনি সেখানে ফিরে
যেতে ভয় পেলেন। পরে আর এক স্বপ্নে তাঁকে সাবধান
করে দেওয়া হল, 23তখন তিনি গালীলে গিয়ে নাসরৎ
নগরে বসবাস করতে লাগলেন। এইরকম ঘটল যেন
ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:
তিনি নাসরতীয়* বলে আখ্যাত হবেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ

(মার্ক 1:1-8; লূক 3:1-9, 15-17 যোহন 1:19-28)

3 সেই সময় বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে যিহূদিয়ার
প্রান্তর এলাকায় প্রচার করতে লাগলেন। 2তিনি
বললেন, “তোমরা মন ফেরাও, দেখ, স্বর্গরাজ্য এসে
পড়ল।” 3এই যোহনের বিষয়েই ভাববাদী যিশাইয়
বলেছিলেন:

“আমি ... আনলাম” হোশেয় 11:1

নাসরতীয় নাসরতে বসবাসকারী ব্যক্তি। নাসরতীয় কথাটির অর্থ সম্ভবতঃ “শাখা।” যিশ 11:1

"প্রান্তরে এক উচ্চ রব শোনা যাচ্ছে, 'তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর; যে পথ দিয়ে তিনি যাবেন তা সমান কর।" *যিশাইয় 40:3*

4যোহন উটের লোমের তৈরী পোশাক পরতেন, কোমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধতেন। পঙ্গপাল ও বনমধু ছিল তাঁর খাদ্য। 5জেরুশালেম, সমগ্র যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের আশপাশের অঞ্চলের লোকেরা প্রান্তরে তাঁর কাছে আসতে লাগল। 6তারা এসে নিজেদের পাপ স্বীকার করত আর তিনি তাদের যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজ করতেন।

7যোহন যখন দেখলেন যে অনেক ফরীশী* ও সদ্দূকী* তাঁর কাছে বাপ্তিস্মের জন্য আসছে, তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা, সাপের বাচ্চারা! ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কে তোমাদের চেতনা দিল? 8তোমরা কাজে দেখাও, যাতে বোঝা যায় যে তোমরা সত্যিই মন ফিরিয়েছ। 9আর নিজেরা মনে মনে একথা চিন্তা করে গর্ব করো না যে, 'আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম'। আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলিকেও অব্রাহামের সন্তানে পরিণত করতে পারেন। 10প্রতিটি গাছের গোড়াতে কুড়ুল লাগানোই আছে; আর যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"

11"তোমরা মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করছি। আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার থেকে মহান, তাঁর জুতো জোড়া বইবার যোগ্যও আমি নই। তিনি পবিত্র আত্মায় ও আগুনে তোমাদের বাপ্তাইজ করবেন। 12তাঁর কুলা তাঁর হাতেই আছে, তাঁর খামার তিনি পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর গম গোলায় তুলবেন; কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম

(মার্ক 1:9-11; লূক 3:21-22)

13সেই সময় যীশু গালীল থেকে যর্দ্দন নদীর ধারে এলেন। তিনি যোহনের কাছে বাপ্তিস্মের জন্য এগিয়ে গেলেন। 14কিন্তু যোহন তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। যোহন বললেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তাইজ হওয়া উচিত! আর আপনি কি না আমার কাছে এসেছেন।"

15এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "এখন এরকমই হতে দাও, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন যীশুকে বাপ্তাইজ করতে রাজী হলেন।

16যীশু বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল; আর তিনি দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মতো নেমে তাঁর ওপরে আসছেন। 17স্বর্গ থেকে একটি স্বর শোনা গেল, সেই স্বর বলল, "এই আমার প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীত।"

যীশুর পরীক্ষা

(মার্ক 1:12-13; লূক 4:1-13)

4 এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। 2একটানা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। 3তখন সেই পরীক্ষক দিয়াবল তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল।"

4কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন, "শাস্ত্রে একথা লেখা আছে,

'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।'" *দ্বিতীয় বিবরণ 8:3*

5দিয়াবল তখন পবিত্র নগরী জেরুশালেমের মন্দিরের চূড়ায় যীশুকে নিয়ে গেল; 6আর যীশুকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ শাস্ত্রে তো একথা লেখা আছে,

'তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার উপর দৃষ্টি রাখতে আদেশ দেবেন আর তারা তোমাকে তুলে ধরবেন, যেন পাথরের উপর পড়ে তোমার পায়ে আঘাত না লাগে।'" *গীতসংহিতা 91:11-12*

7যীশু তখন তাকে বললেন, "শাস্ত্রে একথাও লেখা আছে,

'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।'" *দ্বিতীয় বিবরণ 6:16*

8এরপর দিয়াবল আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত রাজ্য ও তার সম্পদ দেখাল। 9পরে দিয়াবল যীশুকে বলল, "তুমি যদি আমার সামনে মাথা নত করে আমার উপাসনা কর, তবে এসবই আমি তোমায় দেব।"

10তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে!'" *দ্বিতীয় বিবরণ 6:13*

11তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর স্বর্গদূতেরা এসে যীশুর সেবা করলেন।

গালীলে যীশুর কাজ শুরু

(মার্ক 1:14-15; লূক 4:14-15)

12যীশু যখন শুনলেন যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন। 13তিনি নাসরতে

ফরীশী ফরীশী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায়, যারা নিজেদের পুরানো ইহুদী ধর্ম এবং রীতি রেওয়াজ কঠোরতার সঙ্গে পালনকারী হিসেবে দাবী করে।

সদ্দূকী সদ্দূকী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক বিশেষ সম্প্রদায়। যারা পুরানো ধর্ম নিয়মের শুধু প্রথম পাঁচটি পুস্তককেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেই বিশ্বাস করে না।

থাকলেন না, সেখান থেকে সবূলূন ও নপ্তালির সীমানার
মধ্যে গালীল হ্রদের ধারে কফরনাহূমে গিয়ে বাস করতে
লাগলেন। **14**এই সকল ঘটল যাতে ভাববাদী যিশাইয়র
মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:

15“সাগরের পথে যর্দ্দনের পশ্চিমপারে, সবূলূন ও
নপ্তালি দেশ, অইহুদীদের গালীল!

16যে লোকেরা অন্ধকারে বাস করে, তারা মহাজ্যোতি
দেখতে পেল, আর যারা মৃত্যুছায়ার দেশে থাকে, তাদের
উপর আলোর উদয় হল।” *যিশাইয় 9:1-2*

যীশুর কিছু শিষ্য নির্বাচন

(মার্ক 1:16-20; লূক 5:1-11)

17সেই সময় থেকে যীশু এই বলে প্রচার করতে
শুরু করলেন: “তোমরা মন ফেরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য
কাছে এসে গেছে।”

18যীশু যখন গালীল হ্রদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন,
তখন তিনি দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, শিমোন যার
অন্য নাম পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়। তাঁরা তখন
হ্রদে জাল ফেলছিলেন। **19**যীশু তাদের বললেন, “আমার
সঙ্গে চল, মাছ নয়, কেমন করে মানুষ ধরতে হয় আমি
তা তোমাদের শেখাব।” **20**শিমোন এবং আন্দ্রিয় তখনই
জাল ফেলে যীশুর সঙ্গে চললেন।

21সেখান থেকে যীশু আরো এগিয়ে গেলে, আরো
দুজন লোককে দেখতে পেলেন। সিবদিয়ের ছেলে যাকোব
ও তাঁর ভাই যোহন। যীশু দেখলেন, তাঁরা তাঁদের বাবার
সঙ্গে নৌকাতে জাল সারাচ্ছেন। যীশু তাঁদের ডাকলেন,
22তাঁরা তখনই নৌকা ও তাঁদের বাবাকে ছেড়ে যীশুর
সঙ্গে চললেন।

যীশুর শিক্ষাদান ও আরোগ্যকরণ

(লূক 6:17-19)

23যীশু গালীলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে, ইহুদীদের
সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং সকলের
কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতে
লাগলেন। তিনি লোকদের মধ্যে নানারকম রোগ-ব্যাধি
ভাল করতে থাকলেন। **24**সমস্ত সুরিয়া দেশে তাঁর কথা
ছড়িয়ে পড়ল, ফলে লোকেরা নানা রোগে অসুস্থ
রোগীদের সুস্থ করার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে এলো,
যেমন ব্যথা-বেদনাগ্রস্ত, ভূতে পাওয়া, মৃগীরোগী ও
পক্ষাঘাতগ্রস্ত; আর তিনি তাদের সকলকেই ভাল
করলেন। **25**গালীল, দিকাপলি, জেরুশালেম, যিহূদিয়া
ও যর্দ্দনের ওপার থেকেও বহুলোক তাঁর পিছনে পিছনে
চলল।

যীশুর শিক্ষাদান

(লূক 6:20-23)

5 যীশু অনেক লোকের ভিড় দেখে একটা পাহাড়ের
ওপর উঠে গেলেন। তিনি সেখানে বসলে শিষ্যরা
তাঁর কাছে এলেন। **2**এরপর তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষা
দিতে শুরু করলেন, বললেন:

3“ধন্য সেই লোকেরা যারা আত্মায় নত-নম্র, কারণ
স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

4ধন্য সেই লোকেরা যারা শোক করে, কারণ তারা
ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে।

5বিনয়ী লোকেরা ধন্য; তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত
দেশের অধিকার লাভ করবে।*

6ধন্য সেই লোকেরা, যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য
ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা তৃপ্ত হবে।

7যারা দয়াবান তারা ধন্য, কারণ তারা দয়া পাবে।
যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের
দর্শন পাবে।

8ধন্য তারা যারা তাদের চিন্তায় পরিশুদ্ধ, কারণ
তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে।

9ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে,
কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে।

10ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভোগ
করছে তারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই হবে।

11“তোমরা আমার অনুসারী হয়েছ বলে যখন লোকে
তোমাদের অপমান ও নির্যাতন করে, আর তোমাদের
নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় তখন তোমরা ধন্য। **12**তোমরা
আনন্দ কোর, খুশী হয়ো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য
মহাপুরস্কার সঞ্চিত আছে। তোমাদের আগে যে
ভাববাদীরা ছিলেন, লোকে তাঁদেরও এভাবেই নির্যাতন
করেছে।

তোমরা লবণ এবং আলোর মতো

(মথি 9:50; লূক 14:34-35)

13“তোমরা পৃথিবীর লবণ; কিন্তু লবণ যদি তার
নিজের স্বাদ হারায়, তবে কেমন করে তা আবার নোন্‌তা
করা যাবে? তখন তা আর কোন কাজে লাগে না। তা
কেবল বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর লোকেরা তা
মাড়িয়ে যায়।

14“তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের ওপরে কোন
শহর, যা কখনও লুকানো যায় না। **15**বাতি জ্বেলে কেউ
পাত্রের নীচে রাখে না, তা বাতিদানের ওপরই রাখে
আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। **16**তেমনি
তোমাদের আলোও লোকদের সামনে উজ্জ্বল হোক,
যেন তারা তোমাদের সৎকাজ দেখে তোমাদের স্বর্গের
পিতা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে।

পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে যীশুর বক্তব্য

17“ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও
ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা
ধ্বংস করতে আসি নি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি।
18আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আকাশ ও পৃথিবীর
লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু-বিসর্গও লোপ
হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে। **19**তাই কেউ যদি
এই সব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য
করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে

তারা ... করবে গীত 37:11

স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা
বিধি ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে
শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।
20আমি তোমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও
ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের
না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে
না।

ক্রোধ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

21“তোমরা শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে
বলা হয়েছিল, ‘নরহত্যা করো না;* আর কেউ নরহত্যা
করলে তাকে বিচারালয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে।’
22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোনো লোকের
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, বিচারে তাকে তার জবাব দিহি করতে
হবে। আর কেউ যদি কোন লোককে বলে, ‘ওরে মূর্খ’
(অর্থাৎ নির্বোধ) তবে তাকে ইহুদী মহাসভার সামনে
তার জবাব দিতে হবে। কেউ যদি কাউকে বলে ‘তুমি
পাষণ্ড’, তবে তাকে নরকের আগুনেই তার জবাব দিতে
হবে।

23“মন্দিরে যজ্ঞবেদীর সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার
সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার
ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, **24**তবে সেই নৈবেদ্য
যজ্ঞবেদীর সামনে রেখে চলে যাও, প্রথমে গিয়ে তার
সঙ্গে সে বিষয়ে মিটমাট করে নাও, পরে এসে তোমার
নৈবেদ্য উৎসর্গ কোরো।

25“তোমার শত্রু যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে
চায়, তবে আদালতে নিয়ে যাবার সময় পথেই তার
সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিটমাট করে ফেল; তা না হলে সে
তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেবে, বিচারক তোমাকে
রক্ষীর হাতে দেবে আর রক্ষীরা তোমাকে কারাগারে
পাঠাবে। **26**আমি তোমায় সত্যি বলছি, সেখান থেকে
তুমি ছাড়া পাবে না, যতক্ষণ না তোমার দেনার শেষ
পয়সাটা চুকিয়ে দাও।

যৌনপাপ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

27“তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে: ‘যৌনপাপ
কোরো না।’* **28**কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কেউ
যদি কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়
তবে সে মনে মনে তার সঙ্গে যৌন পাপ করল।
29সেইরকম তোমার ডান চোখ যদি পাপ করার জন্য
তোমায় প্ররোচিত করে, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও।
সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা
অংশ হারানো তোমার পক্ষে ভালো। **30**যদি তোমার
ডান হাত পাপ করতে প্ররোচিত করে, তবে তা কেটে
ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার
চেয়ে বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে
ভালো।

‘নরহত্যা ... না’ যাত্রা 20:13; দ্বি বি 5:17

‘যৌনপাপ ... না’ যাত্রা 20:14; দ্বি বি 5:18

বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 19:9; মার্ক 10:11-12; লূক 16:18)

31“আবার বলা হয়েছে, ‘কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ
করতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র দিতে হবে।’ **32**কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, একমাত্র যৌনপাপের দোষ ছাড়া
অন্য কোন কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে,
তবে সে তাকে ব্যভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে দেয়।
আর যে কেউ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও
যৌনপাপ করে।

প্রতিশ্রুতি দান বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

33“তোমরা একথাও শুনেছ, আমাদের পিতৃ-
পুরুষদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে
সব প্রতিশ্রুতি কর তা ভেঙ্গো না, তোমাদের কথা
মতো সে সবই পূর্ণ করো।’* **34**কিন্তু আমি তোমাদের
বলছি, তোমরা কোন শপথই করো না। স্বর্গের নামে
করো না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন।

35পৃথিবীর নামে শপথ করো না, কারণ পৃথিবী
ঈশ্বরের পাদপীঠ। জেরুশালেমের নামেও শপথ করো
না, কারণ তা হল মহান রাজার নগরী। **36**এমন কি
তোমার মাথার দিব্যিও দিও না, কারণ তোমার মাথার
একগাছা চুল সাদা কি কালো করার ক্ষমতা তোমার
নেই। **37**তোমাদের কথার ‘হ্যাঁ’ যেন ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’
যেন ‘না’ হয়, এছাড়া অন্য আর যা কিছু, তা মন্দের
কাছ থেকে আসে।

প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক 6:29-30)

38“তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে যে, ‘চোখের
বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।’’* **39**কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, দুষ্ট লোকদের প্রতিরোধ করো না,
বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তার
দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও। **40**কেউ যদি তোমার
পাজামা নেবার জন্য আদালতে মামলা করতে চায়;
তবে তাকে তোমার ধুতিটাও ছেড়ে দিও। **41**যদি কেউ
তার বোঝা নিয়ে তোমাকে এক মাইল পথ যেতে বাধ্য
করে, তার সঙ্গে দু’মাইল যেও। **42**কেউ যদি তোমার
কাছ থেকে কিছু চায়, তাকে তা দিও। তোমার কাছ
থেকে কেউ ধার চাইলে তাকে তা দিতে অস্বীকার
করো না।

সকলকে ভালোবাসো

(লূক 6:27-28, 32-36)

43“তোমরা তাদের বলতে শুনেছ, ‘তোমার
প্রতিবেশীকে ভালবাসো,* শত্রুকে ঘৃণা করো।’ **44**কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো।

‘তোমরা ... করো’ লেবীয় 19:12; গণনা 30:2; দ্বি বি 23:21

‘চোখের ... দাঁত’ যাত্রা 21:24; লেবীয় 24:20

‘তোমার ... ভালবাসো’ লেবীয় 19:18

যারা তোমাদের প্রতি নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, 45যেন তোমরা স্বর্গের পিতার সন্তান হতে পার। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর সূর্য্যালোক দেন, ধার্মিক-অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি দেন। 46আমি একথা বলছি, কারণ যারা তোমাদের ভালবাসে তোমরা যদি কেবল তাদেরই ভালবাস, তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? কর আদায়কারীরাও কি তাই করে না?

47তোমরা যদি কেবল তোমাদের ভাইদেরই শুভেচ্ছা জানাও, তবে অন্যদের থেকে আর বেশী কি করলে? বিধর্মীরাও তো এমন করে থাকে। 48তাই তোমাদের স্বর্গের পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমন সিদ্ধ হও।

দান করার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

6 "সাবধান! লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম বা ঈশ্বরের কাজ করো না। তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না।

2"তাই তুমি যখন কোন অভাবী মানুষকে কিছু দাও, তখন তূরী বাজিয়ে তা দিও না। যারা ভণ্ড তারা লোকদের প্রশংসা পাবার আশায় সমাজ-গৃহে ও পথে-ঘাটে ঐভাবে তূরী বাজিয়ে দান করে। আমি বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়ে গেছে। 3কিন্তু তুমি যখন অভাবী লোকদের কিছু দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিও না, 4যেন তোমার দান গোপনে দেওয়া হয়। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক 11:2-4)

5"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো কোর না, তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজ-গৃহে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 6কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যাঁকে দেখা যায় না, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে যা কিছু করা হয় দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

7"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বিধর্মীদের মতো একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে তাদের বাক্যবাহুল্যের গুণে তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। 8তাই তোমরা তাদের মতো হয়ো না, কারণ তোমাদের চাওয়ার আগেই তোমাদের পিতা জানেন তোমাদের কি প্রয়োজন আছে। 9তাই তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো:

'হে আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক্।

10তোমার রাজত্ব আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।

11যে খাদ্য আমাদের প্রয়োজন তা আজ আমাদের দাও।

12আমাদের কাছে যারা অপরাধী, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর।

13আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্তু মন্দের হাত থেকে উদ্ধার কর।'*

14তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। 15কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

16"যখন তোমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো মুখ শুকনো করে রেখো না। তারা যে উপবাস করেছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 17কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো। 18যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করছ। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন। তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

ঈশ্বর অর্থের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ

(লূক 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19"এই পৃথিবীতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করো না। এখানে ঘুণ ধরে ও মরচে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়; আর চোরে সিঁধ কেটে তা চুরিও করতে পারে। 20বরং স্বর্গে তোমার জন্য সম্পদ সঞ্চয় কর, সেখানে ঘুণ ধরবে না, মরচেও পড়বে না, চোরেও চুরি করবে না। 21তোমার ধন-সম্পদ যেখানে রয়েছে, তোমার মনও সেখানে পড়ে থাকবে। 22"চোখই দেহের প্রদীপ, তাই তোমার চোখ যদি নির্মল হয়, তোমার সারা দেহও উজ্জ্বল হবে। 23কিন্তু তোমার চোখ যদি অশুচি হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তোমার মধ্যেকার আলো যদি অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়, তবে সে অন্ধকার নিজে কি ভীষণ!

24"কোন মানুষ দু'জন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না। সে হয়তো প্রথম জনকে ঘৃণা করবে ও দ্বিতীয় জনকে ভালবাসবে, অথবা প্রথম জনের প্রতি অনুগত হবে ও দ্বিতীয় জনকে তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই উভয়ের দাসত্ব তোমরা করতে পারো না।

পদ 13 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 13 যুক্ত করা হয়েছে: "রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।"

ঈশ্বরের রাজ্যই প্রথম বিষয়
(লূক 12:22-34)

25“তাই আমি তোমাদের বলছি, বেঁচে থাকার জন্য
কি আহার করব বা কি পান করব এ নিয়ে চিন্তা কোর
না; আর কি পরব একথা ভেবে দেহের বিষয়েও চিন্তা
করো না। খাদ্য থেকে জীবন কি মূল্যবান নয়, অথবা
পোশাক থেকে দেহটা কি মূল্যবান নয়? 26আকাশের
পাখিদের দিকে একবার তাকাও, দেখ, তারা বীজ বোনে
না বা ফসলও কাটে না, অথবা গোলা ঘরে নিয়ে গিয়ে
তা জমাও করে না। তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর
তাদের আহার যোগান। তোমরা কি ওদের থেকে আরও
মূল্যবান নও? 27তোমাদের মধ্যে কে ভাবনা চিন্তা করে
নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে?

28“পোশাকের বিষয়েই বা কেন এত চিন্তা কর?
মাঠের লিলি ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখ কিভাবে তারা
ফুটে উঠেছে। তারা পরিশ্রম করে না, নিজেদের জন্য
পোশাকও তৈরী করে না। 29কিন্তু আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, রাজা শলোমন তার সমস্ত জাঁকজমক
সত্ত্বেও তার পোশাকে ঐ ফুলগুলির একটির মতোও
নিজেকে সাজাতে পারে নি। 30মাঠে যে ঘাস আছে
আর কাল উনুনে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন
তাদের এত সুন্দর করে সাজান, তখন হে অল্পবিশ্বাসী
লোকেরা, তিনি কি তোমাদের আরো সুন্দর করে
সাজাবেন না? 31তোমরা এই বলে চিন্তা করো না,
‘আমরা কি খাবো?’ বা ‘কি পান করবো?’ বা ‘কি
পরবো?’ 32বিধর্মীরাই এসব নিয়ে চিন্তা করে। তোমাদের
স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তো জানেন এসব জিনিসের
তোমাদের প্রয়োজন আছে।

33তাই তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও
তাঁর ইচ্ছা কি তা পূর্ণ করতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদের
যা কিছু প্রয়োজন সে সব দেওয়া হবে। 34কালকের
জন্য চিন্তা করো না; কালকের চিন্তা কালকের জন্য
থাক। প্রতিটি দিনের পক্ষে সেই দিনের কষ্টই যথেষ্ট।

অপরের বিচারের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা
(লূক 6:37-38, 41-42)

7 “পরের বিচার কোর না, তাহলে তোমার বিচারও
কেউ করবে না। 2কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের
বিচার কর, সেইভাবে তোমাদেরও বিচার করা হবে;
আর যেভাবে তুমি মাপবে সেইভাবে তোমার জন্যও
মাপা হবে।

3“তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে কেবল
তা-ই দেখছ; কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে যে তক্তা
আছে তা দেখতে পাও না? 4যখন তোমার নিজের
চোখেই একটা তক্তা রয়েছে তখন কিভাবে তোমার
ভাইকে বলছ, ‘এস তোমার চোখ থেকে কুটোটা বের
করে দিই?’ 5ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে
তক্তাটা বের করে ফেল, তাহলে তোমার ভাইয়ের
চোখ থেকে কুটোটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে
পাবে।

6“কোন পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না আর শুয়োরের
সামনে তোমাদের মুক্তো ছুঁড়ো না, তাহলে সে তা
পায়ের তলায় মাড়িয়ে নষ্ট করবে ও তোমার দিকে
ফিরে তোমায় আক্রমণ করবে।

প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর
(লূক 11:9-13)

7“চাইতে থাক, তোমাদের দেওয়া হবে। খুঁজতে
থাকো, পাবে। দরজায় ধাক্কা দিতে থাক, তোমাদের
জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। 8কারণ যে চাইতে
থাকে, সে পায়, যে খুঁজতে থাকে সে খুঁজে পায়; আর
যে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার জন্য দরজা খুলে
দেওয়া হয়। 9তোমার ছেলে যদি তোমার কাছে রুটি
চায়, তবে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে
তার সন্তানকে রুটির বদলে পাথরের টুকরো দেবে?
10যদি সে একটা মাছ চায় তবে বাবা কি তার হাতে
একটা সাপ তুলে দেবে? নিশ্চয় না! 11তোমরা মন্দ
হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস
দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছে
যারা চায়, তাদের তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান

12“তাই অপরের কাছ থেকে তোমরা যে ব্যবহার
প্রত্যাশা কর, তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার কর। এটাই
হল মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষার অর্থ।

স্বর্গে এবং নরকে যাওয়ার পথ
(লূক 13:24)

13“সংকীর্ণ দরজা দিয়ে সেই পথে প্রবেশ করো, যে
পথ স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। যে পথ ধ্বংসের দিকে
নিয়ে যায় তার দরজা প্রশস্ত, পথও চওড়া, বহু লোক
সেই পথেই চলছে। 14কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে
গেছে তার দরজা সংকীর্ণ আর পথও দুর্গম, খুব অল্প
লোকই তার সন্ধান পায়।

লোকেরা যা করে তা লক্ষ্য কর
(লূক 6:43-44; 13:25-27)

15“ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা
তোমাদের কাছে নিরীহ মেষের ছদ্মবেশে আসে অথচ
ভেতরে তারা হিংস্র নেকড়ে বাঘ। 16তাদের জীবনের
ফল দেখেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপের
মধ্যে থেকে কি দ্রাক্ষা বা শিয়ালকাঁটার ভেতর থেকে
কি কেউ ডুমুর পেতে পারে? 17ঠিক সেইভাবে প্রত্যেক
ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে, কিন্তু খারাপ গাছে খারাপ
ফলই ধরে। 18ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে
ভাল ফল ধরতে পারে না। 19যে গাছে ভাল ফল ধরে
না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। 20তাই আমি
তোমাদের আবার বলছি, তারা যা করে তা দেখেই
তোমরা তাদের চিনতে পারবে। 21যারা আমাকে ‘প্রভু,
প্রভু’ বলে তাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে

পারবে, তা নয়। আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা যে পালন
করবে, কেবল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।
22সেই দিন অনেকে আমায় বলবে, 'প্রভু, প্রভু আমরা
কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আপনার নামে
আমরা কি ভূতদের তাড়াইনি? আপনার নামে আমরা
কি অনেক অলৌকিক কাজ করিনি?' 23তখন আমি
তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কখনও আপন
বলে জানিনি, দুষ্টের দল! আমার সামনে থেকে দূর
হও।'

একজন জ্ঞানী লোক এবং একজন মূর্খ লোক

(লূক 6:47-49)

24"তাই বলি, যে কেউ আমার কথা শোনে ও তা
পালন করে, সে এমন এক বুদ্ধিমান লোকের মতো যে
পাথরের ভিতের উপর তার বাড়ি তৈরী করল। 25পরে
বৃষ্টি নামল, বন্যা এল এবং প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস ব'য়ে
সেই বাড়ির গায়ে লাগল; কিন্তু সেই বাড়িটা ধসে পড়ল
না, কারণ তা পাথরের উপরে তৈরী করা হয়েছিল।
26আবার যে কেউ আমার এইসব কথা শুনে তা পালন
না করে, সে একজন মূর্খ লোকের মতো, যে বালির
উপরে বাড়ি গড়েছিল। 27পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল,
আর ঝোড়ো বাতাস এসে তার বাড়িতে ধাক্কা মারল,
তাতে বাড়িটা কি সাংঘাতিক ভাবেই না ধসে পড়ল!"

28যীশু যখন এইসব কথা বলা শেষ করলেন, তখন
জনতা তাঁর এই সব শিক্ষা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।
29কারণ যীশু একজন ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো শিক্ষা
দিচ্ছিলেন না, বরং যার অধিকার আছে সেই রকম
লোকের মতোই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান

(মার্ক 1:40-45; লূক 5:12-16)

8 যীশু সেই পাহাড় থেকে নেমে এলে অনেক লোক
তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। 2সেই সময়
একজন কুষ্ঠ রোগী যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে নতজানু
হয়ে বলল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ভাল
করে দিতে পারেন।"

3তখন যীশু সেই কুষ্ঠ রোগীর দিকে হাত বাড়িয়ে
তাকে স্পর্শ করলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি তাই-ই
চাই। তুমি ভাল হয়ে যাও!" সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ রোগ
ভাল হয়ে গেল। 4তখন যীশু তাকে বললেন, "দেখ,
তুমি কাউকে একথা বোলো না, বরং যাও যাজকের
কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও; আর গিয়ে মোশির আদেশ
অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। তাতে তারা জানবে যে
তুমি ভাল হয়ে গেছ।"

শতপতির দাসের আরোগ্যলাভ

(লূক 7:1-10; যোহন 4:43-54)

5এরপর যীশু যখন কফরনাহূম শহরে গেলেন, তখন
একজন শতপতি তাঁর কাছে এসে অনুনয় করে বললেন,
6"প্রভু, আমার চাকরের পক্ষাঘাত হয়েছে, সে বিছানায়
পড়ে আছে ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে।" 7যীশু তাঁকে
বললেন, "হ্যাঁ, আমি যাব, এবং তাকে সুস্থ করব।"
8সেই শতপতি তখন যীশুকে বললেন, "প্রভু, আমি
এমন যোগ্য নই যে আমার বাড়িতে আপনি আসবেন।
আপনি কেবল মুখে বলে দিন, তাতেই আমার চাকর
ভাল হয়ে যাবে। 9আমি নিজে অপরের কর্তৃত্বের অধীন
আর আমার সৈন্যদের উপরে আমি কর্তৃত্ব করি। আমি
কাউকে 'যাও' বললে সে যায়, আবার কাউকে 'এসো'
বললে সে আসে; আর আমার চাকরকে 'এটা কর'
বললে সে তা করে।"

10যীশু একথা শুনে আশ্চর্য হলেন; যারা তাঁর পিছনে
পিছনে যাচ্ছিল তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি
বলছি সমগ্র ইস্রায়েলে আমি এত বেশী বিশ্বাস কারও
মধ্যে দেখতে পাইনি। 11আমি তোমাদের আরো বলছি
যে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে আর অব্রাহাম,
ইস্‌হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে ভোজে বসবে।
12কিন্তু যারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাদের বাইরে
অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে। সেখানে লোকেরা
কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে।"

13এরপর যীশু সেই শতপতিকে বললেন, "যাও,
তুমি যেমন বিশ্বাস করেছ, তেমনি হোক্।" আর সেই
মুহূর্তেই তার চাকর সুস্থ হয়ে গেল।

যীশু অনেক লোককে সুস্থ করলেন

(মার্ক 1:29-34; লূক 4:38-41)

14যীশু পিতরের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, পিতরের
শাশুড়ীর ভীষণ জ্বর হয়েছে; আর তিনি বিছানায় শুয়ে
আছেন। 15যীশু তাঁর হাত স্পর্শ করা মাত্রই জ্বর ছেড়ে
গেল। তখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে যীশুর সেবা করতে
লাগলেন। 16সন্ধ্যা হ'লে লোকেরা ভূতে পাওয়া অনেক
লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। আর তিনি তাঁর হুকুমে
সেই সব ভূতদের দূর করে দিলেন। এছাড়া তিনি
রোগীদের সুস্থ করলেন। 17এর দ্বারা ভাববাদী যিশাইয়র
ভাববাণী পূর্ণ হল,

"তিনি আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করলেন, আমাদের
ব্যাধিগুলি বহন করলেন।" *যিশাইয় 53:4*

যীশুকে অনুসরণ

(লূক 9:57-62)

18যীশু যখন দেখলেন যে তাঁর চারপাশে অনেক
লোক জড়ো হয়েছে, তখন হ্রদের ওপারে যাওয়ার
জন্য অনুগামীদের আদেশ দিলেন। 19একজন ব্যবস্থার
শিক্ষক তাঁর কাছে এসে বললেন, "গুরু, আপনি যেখানে
যাবেন, আমিও সেখানে যাবো।"

20তখন যীশু তাকে বললেন, "শিয়ালের গর্ত আছে,
এবং আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের
মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।"

21তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আর একজন বললেন,
"প্রভু আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসার অনুমতি
দিন; তারপর আমি আপনাকে অনুসরণ করব।"

22কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “তুমি আমার সঙ্গে
এস, যারা মৃত তারাই মৃতদের কবর দেবে।”

যীশু ঝড় থামালেন

(মার্ক4:35-41; লূক 8:22-25)

23এরপর যীশু একটা নৌকাতে উঠলেন আর তাঁর
শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। 24সেই হ্রদের মধ্যে হঠাৎ
ভীষণ ঝড় উঠল, তাতে নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে
পড়তে লাগল। যীশু তখন ঘুমোচ্ছিলেন। 25তাই শিষ্যরা
তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললেন, “প্রভু
বাঁচান! আমরা যে ডুবে মরলাম!”
26তখন যীশু তাঁদের বললেন, “হে অল্প বিশ্বাসীর
দল! কেন তোমরা এত ভয় পাচ্ছ?” তারপর তিনি
উঠে ঝোড়ো বাতাস ও হ্রদের ঢেউকে ধমক দিলেন,
তখন সব কিছু শান্ত হল।
27এতে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, “ইনি কিরকম
লোক? এঁর কথা এমন কি বাতাস ও সাগরও শোনে!”

যীশু দু'জন লোকের ভূত ছাড়ালেন

(মার্ক5:1-20; লূক 8:26-39)

28যীশু যখন হ্রদের অপর পারে গাদারীয়দের দেশে
এলেন, সেই সময় ভূতে পাওয়া দুজন লোক কবর
থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে এল। তারা এমন ভয়ঙ্কর
ছিল যে কোন মানুষ সেই পথ দিয়ে চলতে পারত না।
29তারা চিৎকার করে বলল, “হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনি
আমাদের নিয়ে কি করতে চান? নির্দিষ্ট সময়ের আগেই
কি আপনি আমাদের নির্যাতন করতে এসেছেন?”
30সেখান থেকে কিছু দূরে এক পাল শুয়োর চরছিল।
31তখন ভূতেরা যীশুকে অনুনয় করে বলল, “আপনি
যদি আমাদের তাড়িয়েই দেবেন তবে ঐ শুয়োর পালের
মধ্যে ঢুকতে হুকুম দিন।”
32যীশু তাদের বললেন, “তাই যাও!” তখন তারা
সেই লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে এসে সেই
শুয়োরগুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল; তাতে সেই শুয়োরের
পাল ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে হ্রদের
জলে গিয়ে ডুবে মরল। 33যারা সেই পাল চরাচ্ছিল,
তারা দৌড়ে পালাল। তারা নগরের মধ্যে গিয়ে সব
খবর জানাল; বিশেষ করে সেই ভূতে পাওয়া লোকদের
বিষয়ে বলল। 34তখন নগরের সব লোক যীশুকে দেখার
জন্য বের হয়ে এল। তারা যীশুর দেখা পেয়ে তাঁকে
অনুনয় করে বলল তিনি যেন তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে
যান।

যীশু একজন পঙ্গু লোককে সুস্থ করলেন

(মার্ক2:1-12; লূক 5:17-26)

9 এরপর যীশু নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে নিজের
শহরে এলেন। 2কয়েকজন লোক তখন খাটিয়ায়
শুয়ে থাকা এক পঙ্গুকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। তাদের
এমন বিশ্বাস দেখে তিনি সেই পঙ্গুকে বললেন, “বাছা,
সাহস সঞ্চয় কর, তোমার সব পাপের ক্ষমা হল।”
3তখন কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বলতে লাগলেন,
“এই লোকটা দেখছি এধরণের কথা বলে ঈশ্বরের নিন্দা
করছে!”
4তারা কি চিন্তা করছে, তা জানতে পেরে যীশু
বললেন, “তোমরা মনে মনে কেন এমন মন্দ চিন্তা
করছ? 5কোনটা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা
হল’ না, ‘তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও’? 6কিন্তু আমি
তোমাদের দেখাব যে এই পৃথিবীতে মানবপুত্রের পাপ
ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে।” এই বলে যীশু সেই পঙ্গু
লোকটির দিকে ফিরে বললেন, “ওঠ, তোমার খাটিয়া
নিয়ে বাড়ি চলে যাও।” 7তখন সেই পঙ্গু লোকটি উঠে
তার বাড়ি চলে গেল। 8লোকেরা এই ঘটনা দেখে ভয়
পেয়ে গেল; আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন
বলে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

যীশু মথিকে মনোনীত করলেন

(মার্ক2:13-17; লূক 5:27-32)

9যীশু সেখান থেকে চলে যাবার সময় দেখলেন
একজন লোক কর আদায়ের গদিতে বসে আছে। তাঁর
নাম মথি। যীশু তাঁকে বললেন, “আমার সঙ্গে এস।”
মথি তখনই উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন।
10পরে মথির বাড়িতে যীশু খেতে বসলে সেখানে
অনেক কর আদায়কারী ও পাপী-তাপী মানুষ এসে
যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল। 11ফরীশীরা
তা দেখে যীশুর অনুগামীদের বললেন, “তোমাদের গুরু
কর আদায়কারী ও পাপী-তাপীর সঙ্গে কেন খাওয়া-
দাওয়া করেন?”
12একথা শুনে যীশু বললেন, “যারা সুস্থ আছে তাদের
জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, বরং রোগীদেরই
ডাক্তারের প্রয়োজন। 13‘বলিদান নয়, আমি চাই তোমরা
দয়া করতে শেখ,’* শাস্ত্রের এই কথার অর্থ কি তা
বুঝে দেখ। কারণ সৎ ও ধার্মিক লোকদের নয়, পাপীদেরই
আমি ডাকতে এসেছি।”

যীশু, ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের মতো ছিলেন না

(মার্ক2:18-22; লূক 5:33-39)

14পরে যোহনের অনুগামীরা যীশুর কাছে এসে
জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উপোস
করি; কিন্তু আপনার শিষ্যরা কেন উপোস করে না?”
15তখন যীশু তাদের বললেন, “বর সঙ্গে থাকতে
কি বরের বন্ধুরা শোক করতে পারে? কিন্তু দিন আসছে
যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে,
তখন তারা উপোস করবে।
16“নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে কেউ পুরানো কাপড়ে
তালি দেয় না, তাহলে ছেঁড়াটা আরো বিশ্রী হবে।
17পুরানো চামড়ার থলিতে কেউ নতুন দ্রাক্ষা রস রাখে
না, রাখলে চামড়ার থলিটি ফেটে যায়, ফলে দ্রাক্ষা রস
পড়ে যায় আর থলিটিও নষ্ট হয়। টাটকা রস নতুন
থলিতেই রাখতে হয়, তাতে দুটোই সুরক্ষিত থাকে।”

‘বলিদান ... শেখ’ হোশেয় 6:6

মৃত মেয়ের জীবনদান ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্যলাভ

(মার্ক 5:21-43; লূক 8:40-56)

18যীশু যখন তাদের এসব কথা বলছিলেন, সেই
সময় সমাজ-গৃহের নেতাদের একজন তাঁর কাছে এসে
নতজানু হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটা এই মাত্র মারা
গেল, আপনি এসে তাকে একটু স্পর্শ করুন তাহলে
সে বেঁচে উঠবে।"

19তখন যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন, আর তাঁর
শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে চললেন।

20পথে যাবার সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর পিছন
দিকে এসে তাঁর পোশাকের খুঁট স্পর্শ করল, সে বারো
বছর ধরে রক্তস্রাবে কষ্ট পাচ্ছিল। 21সে মনে মনে ভাবল,
"আমি যদি যীশুর পোশাক কেবল ছুঁতে পারি, তাহলেই
ভাল হয়ে যাব।"

22যীশু ঘুরে দাঁড়ালেন আর তাকে দেখতে পেয়ে
বললেন, "বাছা, তুমি সাহস কর, তোমার বিশ্বাসই তোমায়
সুস্থ করল।" তখন থেকে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে
গেল।

23যীশু সেই নেতার বাড়িতে পরে গিয়ে দেখলেন,
যারা করুণ সুরে বাঁশি বাজায় তারা রয়েছে আর লোকেরা
হৈ চৈ করছে। 24যীশু বললেন, "তোমরা বাইরে যাও।
মেয়েটি মরে নি, ও তো ঘুমিয়ে আছে।" লোকেরা এই
কথা শুনে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।
25লোকদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলে, যীশু
ভেতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, তাতে সে উঠে
বসল। 26এই ঘটনার কথা সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
ছড়িয়ে পড়ল।

বহুলোকের আরোগ্যলাভ

27যীশু যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন
দু'জন অন্ধ তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তারা চিৎকার
করে বলতে লাগল, "হে দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি
দয়া করুন।"

28যীশু বাড়িতে এলে সেই দুজন অন্ধ তাঁর কাছে
এল। তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি বিশ্বাস
কর যে আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি?"
অন্ধ লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, প্রভু আমরা বিশ্বাস করি।"

29তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করে বললেন,
"তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ, তোমাদের প্রতি তেমনি
হোক্।" 30আর তখনই তারা চোখে দেখতে পেল। যীশু
তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে বললেন, "দেখ, একথা
কেউ যেন জানতে না পারে।" 31কিন্তু তারা সেখান
থেকে গিয়ে যীশুর বিষয়ে সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
বলতে লাগল।

32ঐ দুজন লোক যখন চলে যাচ্ছে, এমন সময়
কয়েকজন লোক ভূতে পাওয়া একজন লোককে যীশুর
কাছে নিয়ে এল, সে কথা বলতে পারত না। 33সেই
ভূতকে তার ভেতর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর বোবা
লোকটি কথা বলতে লাগল। তাতে সমবেত সব লোক
আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "ইস্রায়েলে এমন কখনও
দেখা যায় নি।"

34কিন্তু ফরীশীরা বলতে থাকল, "সে ভূতদের
শাসনকর্তার শক্তিতে তাদের তাড়ায়।"

মানুষের জন্য যীশুর দুঃখবোধ

35যীশু সেই অঞ্চলের সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে
ঘুরে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে এবং
স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তাছাড়া
তিনি লোকদের সমস্ত রোগ ব্যাধি ভাল করতে
লাগলেন।

36লোকদের ভীড় দেখে তাদের জন্য যীশুর মমতা
হল, কারণ তারা পালকবিহীন মেষপালের মতো ক্লান্ত
ও অসহায় ছিল। 37তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"ফসল প্রচুর কিন্তু কাটার লোক কত অল্প, 38তাই তোমরা
ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর, যেন তিনি ফসল
কাটার জন্য মজুর পাঠান।"

যীশু প্রচারের জন্য প্রেরিতদের পাঠালেন

(মার্ক 3:13-19; 6:7-13; লূক 6:12-16; 9:1-6)

10 যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের
অশুচি আত্মা তাড়িয়ে দেবার ও সব রোগ-ব্যাধি
সারাবার ক্ষমতা দিলেন। 2সেই বারো জন প্রেরিতের
নাম–প্রথম হলেন শিমোন যাকে পিতর বলা হয়, তারপর
তার ভাই আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তার
ভাই যোহন; 3ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও কর
আদায়কারী মথি, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব ও থদ্দেয়,
4দেশভক্ত* শিমোন ও যীশুকে যে শত্রুর হাতে ধরিয়ে
দিয়েছিল সেই যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়।

5এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন,
"তোমরা অইহুদীদের অঞ্চলে বা শমরীয়দের কোন নগরে
যেও না, 6বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের
কাছে যেও। 7তাদের কাছে গিয়ে প্রচার কর যে 'স্বর্গরাজ্য
এসে পড়েছে।' 8তোমরা গিয়ে রোগীদের সারিয়ে তোল,
মৃতদের বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠরোগীদের শুচি করো, ভূতদের
বের করে দিও। তোমরা এসব কাজ বিনামূল্যে করো,
কারণ তোমরা সেই ক্ষমতা বিনামূল্যেই পেয়েছ।
9তোমাদের কোমরের কাপড়ে বেঁধে তোমরা সোনা,
রূপো বা টাকা পয়সা সঙ্গে নিও না। 10পথ চলতে
কোন থলি বা বাড়তি জামা-কাপড় কিংবা জুতো নিও
না, এমন কি লাঠিও নয়, কারণ আমি বলছি শ্রমিক
তার পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য।

11"তোমরা যখন কোন শহর বা গ্রামে যাবে, সেখানে
এমন কোন উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করো যার উপর
আস্থা রাখতে পার এবং কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত
তার বাড়িতেই থেকো। 12যখন তোমরা সেই বাড়িতে
গিয়ে উঠবে তখন সেখানকার লোকদের শুভেচ্ছা
জানিয়ে বলো, 'তোমাদের শান্তি হোক্!' 13সেই বাড়ির
লোকেরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে তারা

দেশভক্ত দেশভক্তেরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।

সেই শান্তি লাভের উপযুক্ত। কিন্তু তারা যদি তোমাদের স্বাগত না জানায়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদেরই কাছে ফিরে আসুক। **14**কেউ যদি তোমাদের গ্রহণ না করে বা তোমাদের কথা শুনতে না চায়, তবে সেই বাড়ি বা সেই শহর ছেড়ে চলে যেও। যাবার সময় সেখানকার পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো। **15**আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মহাবিচারের দিনে সদোম ও ঘমোরার* লোকদের থেকে সেই শহরের অবস্থা ভয়ঙ্কর হবে।

কষ্ট বিষয়ে যীশুর সতর্কবাণী

(মার্ক 13:9-13; লূক 21:12-17)

16“সাবধান! দেখ, আমি নেকড়ের পালের মধ্যে মেষের মতো তোমাদের পাঠাচ্ছি। তাই তোমরা সাপের মতো চতুর ও পায়রার মতো অমায়িক হয়ো। **17**কিন্তু লোকদের থেকে সাবধান থেকো, কারণ তারা তোমাদের গ্রেপ্তার করে সমাজ-গৃহের মহাসভার হাতে তুলে দেবে। আর তারা সমাজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে তোমাদের বেত মারবে। **18**আমার অনুসারী হওয়ার জন্য শাসকদের সামনে ও রাজাদের দরবারে তোমাদের হাজির করা হবে। তোমরা এইভাবে তাদের কাছে ও অইহুদীদের কাছে আমার বিষয়ে বলার সুযোগ পাবে। **19**তারা যখন তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে বলবে এবং কি বলবে সে নিয়ে চিন্তা কোর না, কারণ কি বলতে হবে ঠিক সময়ে তা তোমাদের মুখে যুগিয়ে দেওয়া হবে। **20**মনে রেখো, তোমরা যে বলবে তা নয়; কিন্তু তোমাদের ভেতর দিয়ে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের আত্মাই কথা বলবেন।

21“ভাই ভাইকে এবং বাবা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। **22**আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে। **23**যখন তারা এক শহরে তোমাদের ওপর নির্যাতন করবে, তখন তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যেও। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মানবপুত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত শহরে তোমাদের কাজ শেষ করতে পারবে না।

24“ছাত্র তার গুরু থেকে বড় নয়; আর ক্রীতদাসও তার মনিব থেকে বড় নয়। **25**ছাত্র যদি গুরুর মতো হয়ে উঠতে পারে, আর ক্রীতদাস যদি তার মনিবের মতো হয়ে উঠতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। বাড়ির কর্তাকে তারা যদি বেল্‌সবূল বলে, তবে বাড়ির অন্যদের তারা আরো কত কি বলবে!”

মানুষকে নয়, ঈশ্বরকে ভয় কর

(লূক 12:2-7)

26“তাই তাদের ভয় করো না, কারণ গুপ্ত সব বিষয়ই প্রকাশ পাবে, গোপন সব বিষয়ই প্রকাশ করা হবে। **27**অন্ধকারের মধ্যে আমি যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা দিনের আলোতে বল। আর আমি তোমাদের কানে কানে যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা ছাদের উপর থেকে চিৎকার করে বল। **28**যারা কেবল তোমাদের দৈহিকভাবে হত্যা করতে পারে তাদের ভয় করো না, কারণ তারা তোমাদের আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু যিনি দেহ ও আত্মা উভয়ই নরকে ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর। **29**দুটো চড়াই পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না। **30**হ্যাঁ, এমন কি তোমাদের মাথার সব চুলও গোনা আছে। **31**কাজেই তোমরা ভয় পেও না। অনেকগুলি চড়াই পাখির থেকেও তোমাদের মূল্য ঢের বেশী।

তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে লোককে বলো

(লূক 12:8-9)

32“যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে স্বীকার করব। **33**কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে অস্বীকার করব।

34“একথা ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসি নি কিন্তু খড়্গ দিতে এসেছি। **35-36**আমি এই ঘটনা ঘটাতে এসেছি:

‘আমি ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌমাকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। নিজের আত্মীয়েরাই হবে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু।” *মীখা 7:6*

37“যে কেউ আমার চেয়ে তার বাবা-মাকে বেশী ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। আর যে কেউ তার ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। **38**যে নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পথে না চলে, সেও আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়। **39**যে কেউ নিজের জীবন লাভ করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, সে তা লাভ করবে।

40যে তোমাদের সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তো যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরকেই গ্রহণ করে। **41**কেউ যদি কোন ভাববাদীকে একজন ভাববাদী বলেই সাদরে গ্রহণ করে, তবে ভাববাদীর যে পুরস্কার সেও তা লাভ করবে। আর কেউ যদি কোন ধার্মিক লোককে ধার্মিক বলে সাদরে গ্রহণ করে, তবে ধার্মিক ব্যক্তির প্রাপ্য যে পুরস্কার সেও তা পাবে। **42**এই সামান্য লোকদের মধ্যে কাউকে যদি আমার অনুগামী বলে কেউ এক ঘটি ঠাণ্ডা জল দেয়, আমি সত্যি বলছি, সেও তার পুরস্কার পাবে।”

সদোম ও ঘমোরা এই দুটি নগরের নাগরিকদের পাপের শাস্তি দিতে ঈশ্বর সেই নগরগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু

(লূক 7:18-35)

11 যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে এইভাবে নির্দেশ
দেওয়া শেষ করলেন। এরপর তিনি গালীল শহরে
শিক্ষা দেবার ও প্রচার করার জন্য সেখান থেকে চলে
গেলেন।

2যোহন (বাপ্তাইজ) কারাগার থেকে খ্রীষ্টের কাজের
কথা শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অনুগামীদের যীশুর
কাছে পাঠালেন। **3**অনুগামীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন,
"যাঁর আগমনের কথা ছিল, আপনি কি সেই লোক, না
আমরা আর কারও জন্য অপেক্ষা করব?"

4এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা যা
শুনছ ও দেখছ, যোহনকে গিয়ে তা বল **5**অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি
পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ
করছে, কালারা শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে,
আর দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে।
6ধন্য সেই লোক, আমাকে গ্রহণ করতে যার কোন বাধা
নেই।"

7যোহনের অনুগামীরা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন
লোকদের উদ্দেশ্য করে যীশু যোহনের বিষয়ে বলতে
আরম্ভ করলেন, "তোমরা মরুপ্রান্তরে কি দেখতে
গিয়েছিলে? বাতাসে দোলায়মান বেত গাছ? **8**না তা
নয়! তাহলে কি দেখতে গিয়েছিলে? জমকালো পোশাক
পরা কোন লোককে? শোন! যারা জমকালো পোশাক
পরে তাদেরকে রাজপ্রাসাদে দেখতে পাবে। **9**তাহলে
তোমরা কি দেখবার জন্য গিয়েছিলে? একজন
ভাববাদীকে? হ্যাঁ আমি তোমাদের বলছি, যাকে তোমরা
দেখেছ তিনি ভাববাদীর চেয়েও মহান! **10**তিনি সেই
লোক যার বিষয়ে শাস্ত্রে লেখা আছে,

'শোন! আমি তোমার আগে আগে আমার এক
দূতকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।'

মালাখি 3:1

11আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভে
যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের চেয়ে কেউই মহান নয়, তবু স্বর্গরাজ্যের কোন
ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের থেকে মহান। **12**বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে
আক্রান্ত হচ্ছে; আর শক্তিধর লোকেরা তা জোরের
সাথে অধিকার করতে চেষ্টা করছে। **13**যোহনের
আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যা ঘটবে সকল ভাববাদী ও
মোশির বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে তা বলা হয়েছে। **14**তোমরা
যদি একথা বিশ্বাস করতে রাজী থাক তবে শোন, এই
যোহনই সেই ভাববাদী এলিয়,* যাঁর আসবার কথা
ছিল। **15**যার শোনবার মতো কান আছে সে শুনুক!

16"আমি কিসের সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা
করব? এরা এমন একদল ছোট ছেলেমেয়েদের মতো
যারা হাটে বসে অন্য ছেলেমেয়েদের ডেকে বলে,

17'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, তোমরা
নাচলে না! আমরা শোকের গান গাইলাম; কিন্তু তোমরা
বিলাপ করলে না।'

18যোহন অন্য লোকদের মতো না করলেন আহার,
না করলেন পান; আর লোকেরা বলে, 'ওকে ভূতে
পেয়েছে।' **19**এরপর মানবপুত্র এসে অন্য লোকদের মতো
পান ও আহার করলেন বলে লোকে বলছে, 'ঐ দেখ!
একজন পেটুক ও মদখোর, কর আদায়কারী ও পাপীদের
বন্ধু।' কিন্তু প্রজ্ঞা তার কাজের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত
হবে।"

অবিশ্বাসী লোকদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(লূক 10:13-15)

20যে সমস্ত শহরে যীশু বেশীর ভাগ অলৌকিক
কাজ করেছিলেন, তাদের তিনি ভর্ৎসনা করলেন, কারণ
তারা তাদের মন-ফেরায় নি। তিনি তাদের বললেন,
21"ধিক্ কোরাসীন! ধিক্ বৈৎসৈদা!* তোমাদের কি
ভয়ঙ্কর দুর্দশাই না হবে! আমি তোমাদের একথা বলছি
কারণ, তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ আমি
করেছি তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে
সেখানকার লোকেরা অনেক আগেই তাদের পাপের
জন্য অনুতপ্ত হয়ে চটের বস্ত্র পরে ছাই মেখে মন
ফেরাতো।* **22**তাই আমি তোমাদের বলছি, বিচারের
দিনে তোমাদের থেকে সোর ও সীদোনের* অবস্থা
সহ্য করবার মত হবে। **23**আর হে কফরনাহূম তুমি
নাকি স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হবে? না! তোমাকে পাতালে
নামিয়ে আনা হবে। যে সমস্ত অলৌকিক কাজ তোমার
মধ্যে করা হয়েছে তা যদি সদোমে করা হত তবে
সদোম আজও টিকে থাকত! **24**আমি তোমাদের বলছি,
বিচারের দিনে তোমাদের চেয়ে বরং সদোম দেশের
দশা অনেক সহনীয় হবে!"

যীশু লোকদের শান্তি দেবার জন্য আহ্বান জানান

(লূক 10:21-22)

25এই সময় যীশু বললেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু,
আমার পিতা, আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ
জগতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে এসব তত্ত্ব তুমি
গোপন রেখে শিশুর মতো সরল লোকদের কাছে তা
প্রকাশ করেছ। **26**হ্যাঁ, পিতা এইভাবেই তো তুমি এটা
করতে চেয়েছিলে।

27"আমার পিতা সব কিছুই আমার হাতে সঁপে
দিয়েছেন। পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না; আর
পুত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না। পুত্র যার কাছে

এলিয় মালাখি 4:5-6

কোরাসীন, বৈৎসৈদা গালীল ঝিলের কিনারায় স্থিত নগরসকল, যেখানে যীশু লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

তারা ... ফেরাতো তখনকার দিনের লোকেরা শোক প্রকাশ করার জন্য এক প্রকার চটের বস্ত্র পরিধান করত। আর নিজের শরীরে ভস্ম মাখত।

সোর ও সীদোন লেবাননের নগর, যেখানে খুব খারাপ লোকেরা বসবাস করত।

পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন সে-ই তাঁকে জানে।
28তোমরা যারা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা
আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। 29আমার
জোয়াল তোমার কাঁধে তুলে নাও, আর আমার কাছ
থেকে শেখ, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্র, তাতে তোমার
প্রাণ বিশ্রাম পাবে। 30কারণ আমার দেওয়া জোয়াল
বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার দেওয়া ভার হাল্কা।”

কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

(মার্ক 2:23-28; লূক 6:1-5)

12 সেই সময় একদিন যীশু এক বিশ্রামবারে শস্য
ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিষ্যদের খিদে
পাওয়ায় তাঁরা গমের শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।
2কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে যীশুকে বললেন, “দেখ!
বিশ্রামবারে যা করা নিয়ম বিরুদ্ধ, তোমার শিষ্যরা
তাই করছে।”

3তখন যীশু তাঁদের বললেন, “দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের
যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন তা
কি তোমরা পড় নি? 4তিনি তো ঈশ্বরের মন্দিরে ঢুকে
সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন। দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের
অবশ্যই তা খাওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল না, কেবল যাজকরাই
তা খেতে পারতেন। 5এছাড়া তোমরা কি মোশির বিধি-
ব্যবস্থায় পড়নি যে বিশ্রামবারে মন্দিরের মধ্যে, যে
যাজকরা কাজ করেন তাঁরাও বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থা
লঙ্ঘন করেন; আর তার জন্য তাদের কোন দোষ হয়
না। 6কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মন্দির থেকেও মহান
কিছু এখানে আছে। 7‘বলিদান ও নৈবেদ্য থেকে আমি
দয়াই চাই।’* শাস্ত্রের এই বাণীর অর্থ কি তা যদি
তোমরা জানতে, তবে যারা দোষী নয় তাদের তোমরা
দোষী করতে না।

8“কারণ মানবপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।”

যীশু পঙ্গু রোগীকে সুস্থ করেন

(মার্ক 3:1-6; লূক 6:6-11)

9এরপর যীশু সেখান থেকে তাদের সমাজ-গৃহে
গেলেন।

10সেখানে একজন লোক ছিল, যার একটা হাত
শুকিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। যীশুকে দোষী করবার
উদ্দেশ্য নিয়ে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “মোশির
বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে কি রোগীকে সুস্থ করা
উচিত?”

11কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “ধর তোমাদের মধ্যে
কারও একটা ভেড়া আছে, সেই ভেড়াটা যদি বিশ্রামবারে
গর্তে পড়ে যায়, তবে তুমি কি তাকে ধরে তুলবে না?
12আর ভেড়ার চেয়ে মানুষের মূল্য অনেক বেশী! তাই
মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে ভাল কাজ
করা ন্যায়সঙ্গত।”

13তারপর যীশু সেই লোকটিকে বললেন, “তোমার
হাতটা বাড়িয়ে দাও।” সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে
পর সেটা ভাল হয়ে অন্য হাতটার মতো হয়ে গেল।
14তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে যীশুকে মেরে ফেলার
জন্য চক্রান্ত করতে লাগল।

যীশু, ঈশ্বরের মনোনীত দাস

15কিন্তু যীশু সে কথা জানতে পেরে সেখান থেকে
চলে গেলেন। অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে
লাগল। তাদের মধ্যে যারা রোগী ছিল, তিনি তাদের
সকলকে সুস্থ করলেন। 16কিন্তু তাঁর এই কাজের কথা
সকলকে বলে বেড়াতে তিনি তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করে দিলেন। 17আর এইভাবে তাঁর বিষয়ে ভাববাদী
যিশাইয়র মাধ্যমে বলা ঈশ্বরের বাণী পূর্ণ হল:

18 “এই আমার দাস, এঁকে আমি মনোনীত করেছি।
আমার অতি প্রিয় জন, যাঁর উপর আমি সন্তুষ্ট। আমি
তাঁর উপরে আমার আত্মার প্রভাব রাখব, তাতে তিনি
অইহুদীদের কাছে ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করবেন।
19তিনি কলহ-বিবাদ করবেন না, লোকেরা পথে
ঘাটে তাঁর গলার স্বর শুনবে না।
20মচকানো বেতগাছ তিনি ভাঙ্গবেন না, মিট্-মিট্
করে জ্বলতে থাকা পলতেকে তিনি নিভিয়ে দেবেন
না, (যতদিন না ন্যায়নীতিকে জয়ী করতে পারেন,
ততদিন)
21সর্বজাতির লোক তাঁর ওপর প্রত্যাশা রাখবে।”

যিশাইয় 42:1-4

ঈশ্বর প্রদত্ত যীশুর পরাক্রম

(মার্ক 3:20-30; লূক 11:14-23; 12:10)

22সেই সময় লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন লোককে
যীশুর কাছে নিয়ে এল। লোকটা অন্ধ ও বোবা ছিল।
যীশু তাকে সুস্থ করলেন; তাতে সে দেখতে পেল ও
কথা বলতে পারল। 23এই দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে
বলল, “ইনিই কি দায়ূদের সন্তান?”

24ফরীশীরা একথা শুনে বললেন, “এ তো ভূতদের
শাসনকর্তা বেল্সবূলের* শক্তিতে ভূতদের তাড়ায়।”

25যীশু ফরীশীদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের
বললেন, “বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই ধ্বংস হয়ে
যায়। যে শহর বা পরিবার নিজেদের মধ্যে বিবাদে
বিভক্ত তা টিকে থাকতে পারে না। 26শয়তান যদি
ভূতকে তাড়ায় তবে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ভাগ
হয়ে গেলে তার রাজ্য কি করে টিকে থাকবে? 27আমি
যদি বেল্সবূলের শক্তিতে ভূত তাড়াই, তবে তোমাদের
লোকেরা কার শক্তিতে তাদের তাড়ায়? সুতরাং
তোমাদের নিজেদের অনুগামীরাই প্রমাণ করবে যে
তোমরা ভুল বলছ। 28কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার
শক্তিতে ভূতদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো
তোমাদের কাছে এসে গেছে।”

29“আবার বলছি, কোন শক্তিমান লোককে আগে
না বেঁধে কেউ কি তার বাড়িতে ঢুকে তার সব কিছু লুঠ

‘বলিদান ... চাই’ হোশেয় 6:6

বেল্সবূল দুষ্ট আত্মাদের রাজা, শয়তানের আরেক নাম।

করতে পারে? তাকে বাঁধবার পর তবেই তো তার বাড়ির সব কিছু লুঠ করতে পারবে।

30"যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে তা ছড়াচ্ছে। **31**তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ এবং ঈশ্বর নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক কথা-বার্তার ক্ষমা হবে না। **32**মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই, এ যুগে বা আগামী যুগে কখনই না।

কাজ দেখেই লোককে জানা যায়

(লূক 6:43-45)

33"ভাল ফল পেতে হলে ভাল গাছ থাকা দরকার; কিন্তু খারাপ গাছ থাকলে তোমরা খারাপ ফলই পাবে, কারণ ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। **34**তোমরা কালসাপ! তোমাদের মতো দুষ্ট লোকেরা কি করে ভাল কথা বলতে পারে? মানুষের অন্তরে যা আছে, মুখ দিয়ে তো সে কথাই বের হয়। **35**ভাল লোক তার অন্তরে ভাল বিষয়ই সঞ্চিত রাখে, আর ভাল কথাই বলে; কিন্তু যার অন্তরে মন্দ বিষয় থাকে, সে তার মুখ দিয়ে মন্দ কথাই বলে। **36**আমি তোমাদের বলছি, লোকে যত বেহিসেবী কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রতিটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে। **37**তোমাদের কথার সূত্র ধরেই তোমাদের নির্দোষ বলা হবে, অথবা তোমাদের কথার ওপর ভিত্তি করেই তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে।"

ইহুদীরা যীশুর কাছে প্রমাণ চাইলেন

(মার্ক 8:11-12; লূক 11:29-32)

38এরপর কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে কোন চিহ্ন বা অলৌকিক কাজ দেখতে চাই।"

39যীশু তাদের বললেন, "এ যুগের দুষ্ট ও পাপী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু ভাববাদী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না। **40**যোনা যেমন সেই বিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমন মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন। **41**বিচারের দিনে নীনবীয় লোকেরা এই কালের লোকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দোষী করবে, কারণ নীনবীয় লোকেরা যোনার প্রচারের ফলে তাদের মন ফেরাল। আর দেখ, যোনার চেয়ে এখানে আরও একজন মহান আছেন! **42**বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রাণী উঠে এই যুগের লোকদের দোষী করবে, কারণ রাজা শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, আর দেখ শলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন!

এই যুগের লোকেরা মন্দে পরিপূর্ণ

43"যখন কোন দুষ্ট আত্মা কোন মানুষের মধ্য থেকে বের হয়ে যায়, তখন সে জলবিহীন শুকনো অঞ্চলে বিশ্রাম পাবার জন্য ঘোরাঘুরি করতে থাকে কিন্তু তা পায় না। **44**তারপর সে বলে, 'আমি যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে ফিরে যাব।' আর ফিরে এসে দেখে সেই ঘর খালি পড়ে আছে; পরিষ্কার ও সাজানো আছে। **45**পরে সে গিয়ে তার থেকে আরো খারাপ অন্য সাতটা দুষ্ট আত্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তারপর তারা সকলে সেখানে গিয়ে বাস করতে থাকে, তাতে সেই লোকটার প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। এই যুগের মন্দ লোকদের অবস্থাও সেরকম হবে।"

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর পরিবার

(মার্ক 3:31-35; লূক 8:19-21)

46যীশু যখন সমবেত লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। **47**সেই সময় একজন লোক তাঁকে বলল, "দেখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

48যীশু তখন তাকে বললেন, "কে আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?" **49**এরপর তিনি তাঁর অনুগামীদের দেখিয়ে বললেন, "দেখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। **50**হ্যাঁ, যে কেউ আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।"

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী শোনালেন

(মার্ক 4:1-9; লূক 8:4-8)

13 সেই দিনই যীশু ঘর থেকে বের হয়ে হ্রদের ধারে এসে বসলেন। **2**তাঁর চারপাশে বহু লোক এসে জড় হল, তাই তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন; আর সেই সমবেত জনতা তীরে দাঁড়িয়ে রইল। **3**তখন তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, "একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। **4**সে যখন বীজ বুনছিল, তখন কতকগুলি বীজ পথের ধারে পড়ল; আর পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। **5**আবার কতকগুলি বীজ পাথরে জমিতে পড়ল, সেখানে মাটি বেশী ছিল না। মাটি বেশী না থাকাতে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের হল। **6**কিন্তু সূর্য উঠলে পর অঙ্কুরগুলি ঝলসে গেল; আর শেকড় মাটির গভীরে যায় নি বলে তা শুকিয়ে গেল। **7**আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল। কাঁটাঝোপ বেড়ে উঠে চারাগুলোকে চেপে দিল। **8**কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, তাতে ফসল হতে লাগল। সে যা বুনেছিল, কোথাও তার ত্রিশগুণ, কোথাও ষাটগুণ, কোথাও শতগুণ ফসল হল। **9**যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!"

শিক্ষার সময় যীশু কেন দৃষ্টান্ত দিতেন

(মার্ক 4:10-12; লূক 8:9-10)

10যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "কেন আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কথা বললেন?"

11এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে ঈশ্বরের গুপ্ত সত্য বোঝার ক্ষমতা কেবল মাত্র তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকলকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। **12**কারণ যার কিছু আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। **13**আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না আর তারা বোঝেও না। **14**এদের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে:

'তোমরা শুনবে আর শুনবে, কিন্তু বুঝবে না। তোমরা তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু কিছুই দেখবে না। **15**এইসব লোকদের অন্তর অসাড়, এরা কানে শোনে না, চোখ থাকতেও সত্য দেখতে অস্বীকার করে। এরকমটাই ঘটেছে যেন এরা চোখে দেখে, কানে শুনে আর অন্তরে বুঝে ভাল হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।'

যিশাইয় 6:9-10

16কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখতে পায়; আর ধন্য তোমাদের কান, কারণ তা শুনতে পায়। **17**আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক লোকেরা দেখতে চেয়েও তা দেখতে পায় নি। আর তোমরা যা যা শুনছ, তা তারা শুনতে চেয়েও শুনতে পায় নি।

বীজ বোনার দৃষ্টান্ত

(মার্ক 4:13-20; লূক 8:11-15)

18"এখন তবে সেই চাষী ও তার বীজ বোনার মর্মার্থ শোন। **19**কেউ যখন স্বর্গরাজ্যের শিক্ষার বিষয় শুনেও তা বোঝে না, তখন দুষ্ট আত্মা এসে তার অন্তরে যা বোনা হয়েছিল তা সরিয়ে নেয়। এটা হল সেই পথের ধারে পড়া বীজের কথা। **20**আর পাথুরে জমিতে যে বীজ পড়েছিল, তা সেই সব লোকদের কথাই বলে যারা স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে; **21**কিন্তু তাদের মধ্যে সেই শিক্ষার শেকড় ভাল করে গভীরে যেতে দেয় না ব'লে তারা অল্প সময়ের জন্য স্থির থাকে। যখন সেই শিক্ষার জন্য সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ও তাড়না আসে, তখনই তারা পিছিয়ে যায়। **22**কাঁটাঝোপে যে বীজ পড়েছিল, তা এমন লোকদের বিষয় বলে যারা সেই শিক্ষা শোনে; কিন্তু সংসারের চিন্তা-ভাবনা ও ধন-সম্পত্তির মায়া সেই শিক্ষাকে চেপে রাখে। সেজন্য তাদের জীবনে কোন ফল হয় না। **23**যে বীজ উৎকৃষ্ট জমিতে বোনা হল, তা এমন লোকদের কথা প্রকাশ করে যারা শিক্ষা শোনে, তা বোঝে এবং ফল দেয়। কেউ একশ গুণ, কেউ ষাট গুণ, আর কেউ বা তিরিশ গুণ ফল দেয়।

গম এবং শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত

24এবার যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন। "স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো যিনি তাঁর জমিতে ভাল বীজ বুনলেন। **25**কিন্তু লোকেরা যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল, তখন সেই মালিকের শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ বুনে দিয়ে চলে গেল। **26**শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল, তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল। **27**সেই মালিকের মজুররা এসে তাঁকে বলল, 'আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে এল?'

28"তিনি তাদের বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই কোন শত্রুর কাজ।'

"তাঁর চাকরেরা তখন তাঁকে বলল, 'আপনি কি চান, আমরা গিয়ে কি শ্যামা ঘাসগুলি উপড়ে ফেলব?'

29"তিনি বললেন, 'না, কারণ তোমরা যখন শ্যামা ঘাস ওপড়াতে যাবে তখন হয়তো ঐগুলোর সঙ্গে গমের গাছগুলোও উপড়ে ফেলবে। **30**ফসল কাটার সময় না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে সব বাড়তে দাও। পরে ফসল কাটার সময় আমি মজুরদের বলব তারা যেন প্রথমে শ্যামা ঘাস সংগ্রহ করে আঁটি আঁটি করে বাঁধে ও তা পুড়িয়ে দেয় এবং গম সংগ্রহ ক'রে গোলায় তোলে।'"

যীশু আরো দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষা দিলেন

(মার্ক 4:30-34; লূক 13:18-21)

31যীশু তাদের সামনে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন: "স্বর্গরাজ্য এমন একটা সরষে-দানার মতো যা নিয়ে কোন একজন লোক তার জমিতে লাগাল। **32**সমস্ত বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত শাক-সব্জীর থেকে বড় হয়ে একটা বড় গাছে পরিণত হয়, যাতে পাখিরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।"

33তিনি তাদের আর একটা দৃষ্টান্ত বললেন: "স্বর্গরাজ্য যেন খামিরের মতো। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে একতাল ময়দার সঙ্গে মেশাল ও তার ফলে সমস্ত ময়দা ফেঁপে উঠল।"

34জনসাধারণের কাছে উপদেশ দেবার সময় যীশু প্রায়ই এই ধরণের দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন শিক্ষাই দিতেন না। **35**যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়:

"আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলব; জগতের সৃষ্টি থেকে যে সমস্ত বিষয় এখনও গুপ্ত আছে সেগুলি প্রকাশ করব।" *গীতসংহিতা 78:2*

যীশু কঠিন গল্পের ব্যাখ্যা দিলেন

36পরে যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে ঘরে চলে গেলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, "সেই ক্ষেতের ও শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।"

37এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "যিনি ভাল বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। **38**জমি বা ক্ষেত হল এই জগত, স্বর্গরাজ্যের লোকেরা হল ভাল বীজ। আর শ্যামাঘাস তাদেরকেই বোঝাচ্ছে, যারা মন্দ লোক। **39**গমের মধ্যে যে শত্রু শ্যামা ঘাস বুনে দিয়েছিল, সে হল দিয়াবল। ফসল কাটার সময় হল জগতের শেষ

সময় এবং মজুররা যারা সংগ্রহ করে, তারা ঈশ্বরের
স্বর্গদূত।
40“শ্যামা ঘাস জড় ক’রে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া
হয়। এই পৃথিবীর শেষের সময়েও ঠিক তেমনি হবে।
41মানবপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দেবেন, আর যারা
পাপ করে ও অপরকে মন্দের পথে ঠেলে দেয়, তাদের
সবাইকে সেই স্বর্গদূতেরা মানবপুত্রের রাজ্যের মধ্য থেকে
একসঙ্গে জড় করবেন। 42তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের
মধ্যে ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে
ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। 43তারপর যারা ধার্মিক
প্রতিপন্ন হয়েছে, তারা পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো
উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যার শোনার মতো কান
আছে সে শুনুক!

গুপ্তধন ও মুক্তার দৃষ্টান্তমূলক গল্প

44“স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধনের
মতো। একজন লোক তা খুঁজে পেয়ে আবার সেই
ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। সে এতে এত খুশী হল
যে সেখান থেকে গিয়ে তার সর্বস্ব বিক্রি করে সেই
ক্ষেতটি কিনল।
45“আবার স্বর্গরাজ্য এমন একজন সওদাগরের
মতো, যে ভাল মুক্তা খুঁজছিল। 46যখন সে একটা খুব
দামী মুক্তার খোঁজ পেল, তখন গিয়ে তার যা কিছু ছিল
সব বিক্রি করে সেই মুক্তাটাই কিনল।

মাছ ধরা জালের দৃষ্টান্ত

47“স্বর্গরাজ্য আবার এমন একটা বড় জালের মতো,
যা সমুদ্রে ফেলা হলে তাতে সব রকম মাছ ধরা পড়ল।
48জাল পূর্ণ হলে লোকেরা সেটা পাড়ে টেনে তুলল,
পরে তারা বসে ভাল মাছগুলো বেছে ঝুড়িতে রাখল
এবং খারাপগুলো ফেলে দিল। 49জগতের শেষের দিনে
এই রকমই হবে। স্বর্গদূতরা এসে ধার্মিক লোকদের
মধ্য থেকে দুষ্ট লোকদের আলাদা করবেন। 50স্বর্গদূতরা
জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দুষ্ট লোকদের ফেলে দেবেন।
সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে।”
51যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা
কি এসব কথা বুঝলে?”
তারা তাঁকে বলল, “হ্যাঁ, আমরা বুঝেছি।”
52তখন তিনি তাদের বললেন, “প্রত্যেক ব্যবস্থার
শিক্ষক, যিনি স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন
তিনি এমন একজন গৃহস্থের মতো, যিনি তাঁর ভাঁড়ার
থেকে নতুন ও পুরনো উভয় জিনিসই বার করেন।”

যীশু নিজের শহরে যাত্রা করলেন

(মার্ক 6:1-6; লূক 4:16-30)

53যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি বলার পর সেখান থেকে চলে
গেলেন। 54তারপর তিনি নিজের শহরে গিয়ে সেখানে
সমাজ-গৃহে তাদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর
কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল,
“এই জ্ঞান ও এই সব অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা
এ কোথা থেকে পেল? 55এ কি সেই ছুতোর মিস্ত্রির
ছেলে নয়? এর মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়? আর এর
ভাইদের নাম কি যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা
নয়? 56আর এর সব বোনেরা এখানে আমাদের মধ্যে
কি থাকে না? তাহলে কোথা থেকে সে এসব পেল?”
57এইভাবে তাঁকে মেনে নিতে তারা মহাসমস্যায়
পড়ল।
কিন্তু যীশু তাদের বললেন, “নিজের গ্রাম ও বাড়ি
ছাড়া আর সব জায়গাতেই ভাববাদী সম্মান পান।”
58তাঁর প্রতি লোকদের অবিশ্বাস দেখে তিনি সেখানে
বেশী অলৌকিক কাজ করলেন না।

হেরোদ যীশুর সম্পর্কে শুনলেন

(মার্ক 6:14-29; লূক 9:7-9)

14 সেইসময় গালীলের শাসনকর্তা হেরোদ, যীশুর
বিষয় শুনতে পেলেন। 2তিনি তাঁর চাকরদের
বললেন, “এই লোক নিশ্চয়ই বাপ্তিস্মদাতা যোহন। সে
নিশ্চয়ই মৃত লোকদের মধ্য থেকে বেঁচে উঠেছে; আর
সেই জন্যই এই সব অলৌকিক কাজ করতে পারছে।”

বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিহত হলেন

3এই হেরোদই যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারের
মধ্যে শেকলে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর ভাই ফিলিপের
স্ত্রী হেরোদিয়ার অনুরোধেই তিনি একাজ করেছিলেন।
4কারণ যোহন হেরোদকে বার-বার বলতেন,
“হেরোদিয়াকে তোমার ঐভাবে রাখা বৈধ নয়।” 5হেরোদ
এইজন্য যোহনকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি
লোকদের ভয় করতেন, কারণ সাধারণ লোক যোহনকে
ভাববাদী বলে মানত।
6এরপর হেরোদের জন্মদিন এল, সেই উৎসবে
হেরোদিয়ার মেয়ে, হেরোদ ও তাঁর অতিথিদের সামনে
নেচে হেরোদকে খুব খুশী করল। 7সেজন্য হেরোদ শপথ
করে বললেন যে, সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন।
8মেয়েটি তার মায়ের পরামর্শ অনুসারে বলল, “থালায়
করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা আমায় এনে দিন।”
9যদিও রাজা হেরোদ এতে খুব দুঃখিত হলেন, তবু
তিনি শপথ করেছিলেন বলে এবং যারা তার সঙ্গে
খেতে বসেছিলেন তারা সেই শপথের কথা শুনেছিলেন
বলে, সম্মানের কথা ভেবে তিনি তা দিতে হুকুম করলেন।
10তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারের মধ্যে যোহনের
শিরশ্ছেদ করালেন। 11এরপর যোহনের মাথাটি থালায়
করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দেওয়া হ’লে, সে তা
নিয়ে তার মায়ের কাছে গেল। 12তারপর যোহনের
অনুগামীরা এসে তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।
আর তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মার্ক 6:30-44; লূক 9:10-17; যোহন 6:1-14)

13যীশু সব কথা শুনে একা একটা নৌকা ক’রে
সেখান থেকে রওনা হয়ে কোন এক নির্জন জায়গায়

চলে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে বিভিন্ন নগর থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথ ধরে তাঁর সঙ্গ ধরল।
14তিনি নৌকা থেকে তীরে নেমে দেখলেন বহুলোক জড় হয়েছে, তাদের প্রতি তাঁর করুণা হল। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল, তাদের সকলকে তিনি সুস্থ করলেন।

15সন্ধ্যা হলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এ জনহীন প্রান্তর, আর এখন বেলাও শেষ হয়ে এল, এই লোকদের চলে যেতে বলুন, তারা যেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনে নিতে পারে।"

16কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "তাদের যাবার দরকার নেই, তোমরাই তাদের কিছু খেতে দাও।"

17তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "এখানে আমাদের কাছে পাঁচখানা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

18তিনি তাঁদের বললেন, "ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এস।"
19এরপর তিনি সেই লোকদের ঘাসের উপর বসে যেতে বললেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে সেই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সেই রুটি টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের হাতে পরিবেশন করার জন্য দিলেন। শিষ্যরা এক এক ক'রে লোকদের তা দিলেন।
20আর লোকেরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা খাবারের টুকরো-টাকরা তুলে নিলে তাতে বারোটা টুকরি ভর্তি হয়ে গেল।
21যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া পাঁচ হাজার পুরুষ মানুষ ছিল।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটেন

(মার্ক6:45-52; যোহন 6:15-21)

22এর পরই যীশু তাঁর শিষ্যদের নৌকায় করে হ্রদের অপর পারে তাঁর সেখানে পৌঁছবার আগে যেতে বললেন। এরপর তিনি লোকদের বিদায় জানালেন।
23লোকদের বিদায় দিয়ে, প্রার্থনা করবার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন। অন্ধকার হয়ে গেলেও তিনি সেখানে একাই রইলেন।
24নৌকাটি তীর থেকে দূরে গিয়ে পড়েছিল, উল্টো হাওয়া বইতে থাকায় ঢেউয়ের ধাক্কায় ভীষণভাবে দুলছিল।

25সকাল তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে যীশুর শিষ্যরা নৌকায় ছিলেন। এমন সময় যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন।
26যীশুকে হ্রদের জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে শিষ্যরা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, তারা "ভূত, ভূত" বলে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

27সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের বললেন, "এতো আমি! সাহস কর! ভয় কোর না!"

28এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, "প্রভু, এ যদি সত্যিই আপনি হন, তবে জলের উপর দিয়ে আমাকেও আপনার কাছে আসতে আদেশ করুন।"

29যীশু বললেন, "এস!"

পিতর তখন নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যীশুর দিকে এগোতে লাগলেন।
30কিন্তু যখন দেখলেন প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে, তখন খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আস্তে আস্তে ডুবতে লাগলেন আর চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, আমাকে বাঁচান!"

31যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে পিতরকে ধরে ফেলে বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসী, তুমি কেন সন্দেহ করলে?"

32যীশু ও পিতর নৌকায় উঠলে পর ঝোড়ো বাতাস থেমে গেল।
33যাঁরা নৌকায় ছিলেন তাঁরা যীশুকে প্রণাম করে বললেন, "আপনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র।"

34তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ অঞ্চলে এলেন।
35সেই অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে, সেই অঞ্চলের সব জায়গায় লোকদের কাছে তাঁর আসার খবর রটিয়ে দিল। তখন লোকেরা তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদের সকলকে যীশুর কাছে নিয়ে এল।
36তারা যীশুকে অনুরোধ করল, যেন সেই রোগীরা কেবল তার পোষাকের ঝালর স্পর্শ করতে পারে। আর যারা স্পর্শ করল, তারাই সুস্থ হয়ে গেল।

মানুষের তৈরী নিয়ম ও ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা

(মার্ক7:1-23)

15 জেরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন,
2"আমাদের পিতৃপুরুষরা যে নিয়ম আমাদের দিয়েছেন, আপনার অনুগামীরা কেন তা মেনে চলে না? খাওয়ার আগে তারা ঠিকমতো হাত ধোয় না!"

3এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের পরম্পরাগত আচার পালনের জন্য তোমরাই বা কেন ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করো?
4কারণ ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমার বাবা-মাকে সম্মান করো।'* আর 'যে কেউ তার বাবা-মার নিন্দা করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।'*
5কিন্তু তোমরা বলে থাকো, কেউ যদি তার বাবা কিংবা মাকে বলে, 'আমি তোমাদের কিছুই সাহায্য করতে পারব না, কারণ তোমাদের দেবার মত যা কিছু সব আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দানস্বরূপ উৎসর্গ করেছি।'
6তবে বাবা-মায়ের প্রতি তার কর্তব্য কিছু থাকে না। তাই তোমাদের পরম্পরাগত রীতির দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আদেশ মূল্যহীন করেছো।
7তোমরা হলে ভণ্ড! ভাববাদী যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে ঠিকই ভাববাণী করেছেন:

8'এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।

9এরা আমার যে উপাসনা করে তা মিথ্যা, কারণ এরা যে শিক্ষা দেয় তা মানুষের তৈরী কতকগুলি নিয়ম মাত্র।"'
যিশাইয় 29:13

10এরপর যীশু লোকদের তার কাছে ডেকে বললেন, "আমি যা বলি তা শোন ও তা বুঝে দেখ।
11মানুষ যা

'তোমার ... করো' যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

'যে ... হবে' যাত্রা 21:17

খায় তা মানুষকে অশুচি করে না; কিন্তু মুখের ভেতর
থেকে যা বের হয়ে আসে, তাই মানুষকে অশুচি করে।”
12তখন যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন,
“আপনি কি জানেন ফরীশীরা আপনার এই কথা শুনে
অপমান বোধ করছেন?”

13এর উত্তরে যীশু বললেন, “যে চারাগুলি আমার
স্বর্গের পিতা লাগান নি, সেগুলি উপড়ে ফেলা হবে।
14তাই ওদের কথা বাদ দাও। ওরা নিজেরা অন্ধ, ওরা
আবার অন্য অন্ধদের পথ দেখাচ্ছে। দেখ, অন্ধ যদি
অন্ধকে পথ দেখাতে যায়, তবে দুজনেই গর্তে পড়বে।”

15তখন পিতর যীশুকে বললেন, “আপনি যা বললেন
তার অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দিন।”

16যীশু বললেন, “তোমরাও কি এখনও বুঝতে পারছ
না? **17**তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের মধ্যে
যায় তা উদরে গিয়ে পৌঁছায় ও পরে তা বেরিয়ে
পায়খানায় পড়ে। **18**কিন্তু মুখের মধ্য থেকে যা বের হয়
তা মানুষের অন্তর থেকেই বের হয় আর তাই মানুষকে
অশুচি ক’রে তোলে।

19আমি একথা বলছি কারণ মানুষের অন্তর থেকেই
সমস্ত মন্দচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, যৌনপাপ, চুরি,
মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বার হয়। **20**এসবই মানুষকে
অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ অশুচি হয়
না।”

যীশু ও একজন অইহুদী স্ত্রীলোক

(মার্ক7:24-30)

21এরপর যীশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সীদোন
অঞ্চলে গেলেন। **22**একজন কনান দেশীয় স্ত্রীলোক সেই
অঞ্চল থেকে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, “হে
প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন! একটা ভূত
আমার মেয়ের উপর ভর করছে, তাতে সে ভয়ানক
যন্ত্রণা পাচ্ছে।”

23যীশু তাকে একটা কথাও বললেন না, তখন তাঁর
শিষ্যরা এসে যীশুকে অনুরোধ করে বললেন, “ওকে
চলে যেতে বলুন, কারণ ও চিৎকার করতে করতে
আমাদের পিছন পিছন আসছে।”

24এর উত্তরে যীশু বললেন, “সকলের কাছে নয়,
কেবল ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছেই আমাকে
পাঠানো হয়েছে।”

25তখন সেই স্ত্রীলোকটি যীশুর কাছে এসে তাঁকে
প্রণাম করে বলল, “প্রভু, দয়া করে আমায় সাহায্য
করুন!”

26এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “ছেলেমেয়েদের
খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া ঠিক নয়।”

27স্ত্রীলোকটি তখন বলল, “হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু মনিবদের
টেবিল থেকে খাবারের যে সব টুকরো পড়ে, কুকুরেই
তা খায়।”

28তখন যীশু তাকে বললেন, “হে নারী, তোমার
বড়ই বিশ্বাস! যাও, তুমি যেমন চাইছ, তেমনই হোক।”
আর সেই মুহূর্ত থেকেই তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে গেল।

যীশু বহু মানুষকে আরোগ্যদান করলেন

29এরপর যীশু সেখান থেকে গালীল হ্রদের তীর
ধরে চললেন। তিনি একটা পাহাড়ের ওপর উঠে সেখানে
বসলেন।

30আর বহু লোক সেখানে এসে জড়ো হল, তারা
খোঁড়া, অন্ধ, নুলা, বোবা এবং আরও অনেককে সঙ্গে
নিয়ে এল। তারা ঐসব রোগীদের তাঁর পায়ের কাছে
রাখল, আর যীশু তাদের সকলকে সুস্থ করলেন।
31লোকেরা যখন দেখল বোবা কথা বলছে, নুলো সুস্থ
সবল হচ্ছে, খোঁড়া চলাফেরা করছে, অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি
লাভ করছে, তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল আর
ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

যীশু চার হাজারেরও বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মার্ক8:1-10)

32যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এই লোকদের
জন্য আমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিন
দিন হল আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে; এদের কাছে আর
কোন খাবার নেই। এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের আমি
চলে যেতে বলতে পারি না, তাহলে হয়তো এরা পথে
মূর্ছা যাবে।”

33তখন শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জন জায়গায়
এত লোককে খাওয়ানোর মতো অতো খাবার আমরা
কোথায় পাবো?”

34যীশু তাঁদের বললেন, “তোমাদের কাছে কটা রুটি
আছে?”

তারা বললেন, “সাতখানা রুটি ও কয়েকটা ছোট
মাছ আছে।”

35যীশু সেই সব লোককে মাটিতে বসে যেতে বললেন।
36তারপর তিনি সেই সাতটা রুটি ও মাছ ক’টা নিয়ে
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, পরে সেই রুটি টুকরো ক’রে
শিষ্যদের হাতে দিলেন, আর শিষ্যরা তা লোকদের
দিতে লাগলেন। **37**লোকেরা সবাই বেশ পেট ভরে খেল।
টুকরো-টাকরা যা পড়ে রইল, তা তোলা হলে পর তা
দিয়ে সাতটা টুকরি ভর্তি হয়ে গেল। **38**যারা খেয়েছিল
তাদের মধ্যে মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাদ দিয়ে
কেবল পুরুষ মানুষের সংখ্যাই ছিল চার হাজার। **39**এরপর
যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে নৌকায় উঠে মগদনের
অঞ্চলে গেলেন।

ইহুদী নেতারা যীশুকে পরীক্ষা করলেন

(মার্ক8:11-13; লূক12:54-56)

16 ফরীশী ও সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে
পরীক্ষা করতে চাইলেন, তাই তারা ঐশ্বরিক
শক্তির চিহ্নস্বরূপ কোন অলৌকিক কাজ ক’রে দেখাতে
বললেন।

2এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “সন্ধ্যা হলে
তোমরা বলে থাকো দিনে আবহাওয়া ভাল থাকবে,
কারণ আকাশের রঙ লাল হয়েছে। **3**আবার সকাল বেলা
বলে থাকো, আজকে ঝোড়ো আবহাওয়া চলবে কারণ

আজ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে। তোমরা
আকাশের অবস্থা ভালই বিচার করে বোঝ, অথচ কালের
চিহ্ন বুঝতে পারো না। 4এযুগের দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী লোকেরা
চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন
চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না।” এরপর যীশু তাদের
ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের বিরুদ্ধে যীশুর সতর্কবাণী

(মার্ক 8:14-21)

5যীশু ও তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে যাবার সময়
সঙ্গে রুটি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। 6তখন যীশু
তাদের বললেন, “তোমরা সাবধান! ফরীশী ও সদ্দূকীদের
খামির থেকে সতর্ক থেকো।”

7শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন,
“আমরা রুটি আনিনি ব'লে সম্ভবতঃ উনি এই কথা
বলছেন?”

8তাঁরা কি বলাবলি করছে, তা জানতে পেরে যীশু
বললেন, “হে অল্প বিশ্বাসী মানুষেরা, তোমরা নিজেদের
মধ্যে কেন বলাবলি করছ যে তোমাদের রুটি নেই?
9তোমরা কি বোঝ না অথবা তোমাদের কি মনে নেই
সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচ খানা রুটির কথা,
আর তারপরে কত টুকরি তোমরা ভর্তি করেছিলে?
10আবার সেই চার হাজার লোকের জন্য সাতখানা রুটির
কথা, আর কত টুকরি তোমরা তুলে নিয়েছিলে?
11তোমরা কেন বুঝতে পার না যে আমি তোমাদের
রুটির বিষয় বলিনি? আমি তোমাদের ফরীশী ও
সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থাকতে বলেছি।”

12তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে রুটির খামির
থেকে তিনি তাঁদের সতর্ক হতে বলেন নি; কিন্তু
বলেছিলেন তাঁরা যেন ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা
থেকে সাবধান হন।

পিতর বললেন যীশুই খ্রীষ্ট

(মার্ক 8:27-30; লূক 9:18-21)

13 এরপর যীশু কৈসরিয়া, ফিলিপী অঞ্চলে এলেন।
তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, “মানবপুত্র* কে?
এবিষয়ে লোকে কি বলে?”

14তাঁরা বললেন, “কেউ কেউ বলে আপনি
বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ বলে এলিয়,* আবার কেউ
বলে আপনি যিরমিয়* বা ভাববাদীদের মধ্যে কেউ
একজন হবেন।”

15তিনি তাঁদের বললেন, “কিন্তু তোমরা কি বল,
আমি কে?”

16এর উত্তরে শিমোন পিতর বললেন, “আপনি সেই
মশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।”

17এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “যোনার ছেলে
শিমোন, তুমি ধন্য, কোনো মানুষের কাছ থেকে একথা
তুমি জাননি; কিন্তু আমার স্বর্গের পিতা একথা তোমায়
জানিয়েছেন। 18আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি
পিতর* আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী
গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তি* তার উপর জয়লাভ
করতে পারবে না। 19আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের
চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এই পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা
স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হ'তে দেবে
তা স্বর্গেও হ'তে দেওয়া হবে।” 20এরপর যীশু তাঁর
শিষ্যদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, যেন তারা কাউকে
না বলেন তিনিই খ্রীষ্ট।

যীশুর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

21সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে
লাগলেন যে তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে যেতে হবে;
আর সেখানে কিভাবে তাঁকে ইহুদী নেতা, প্রধান যাজক
ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ভোগ
করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে ও তিনদিনের
মাথায় তিনি মৃত্যুলোক থেকে বেঁচে উঠবেন।

22তখন পিতর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনার
সুরে বললেন, “প্রভু, এসবের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাকে
রক্ষা করুন! এর কোন কিছুই আপনার প্রতি ঘটবে
না!”

23যীশু পিতরের দিকে ফিরে বললেন, “আমার কাছ
থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার বাধাস্বরূপ। তুমি
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ বিষয় চিন্তা করছ, ঈশ্বরের
যা তা তুমি ভাবছ না।”

24এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “কেউ যদি
আমায় অনুসরণ করতে চায় তবে সে নিজেকে ‘অস্বীকার
করুক’ আর নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী
হোক। 25যে কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে
তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য তার নিজের প্রাণ
হারাতে চাইবে, সে তা রক্ষা করবে। 26কেউ যদি সমস্ত
জগৎ লাভ ক'রে তার প্রাণ হারায়, তবে তার কি
লাভ? প্রাণ ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মতো কি-ই
বা থাকতে পারে? 27মানবপুত্র যখন তাঁর স্বর্গদূতদের
সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনি
প্রত্যেক লোককে তার কাজ অনুসারে প্রতিদান দেবেন।
28আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে
আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা কোনও
মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত মানবপুত্রকে তাঁর রাজ্যে
আসতে না দেখে।”

মানবপুত্র যীশু নিজের জন্য এই নাম ব্যবহার করেছিলেন। দানিয়েল 7:13-14 মশীহর জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যে নাম ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের উদ্ধার করবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

এলিয় যীশুর অনেক বৎসর পূর্বের এক ভাববাণী প্রচারক, যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলেছিলেন।

যিরমিয় এক ভাববাণী প্রচারক, যিনি যীশুর জন্মের অনেক বৎসর পূর্বে মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছিলেন।

পিতর নামের অর্থ পাথর।

মৃত্যুর কোন শক্তি আক্ষরিক অর্থে, “মৃত্যুর দরজা।”

মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে যীশুকে দেখা গেল

(মার্ক 9:2-13; লূক 9:28-36)

17 ছ'দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও তার ভাই যোহনকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন। 2সেখানে তাদের সামনে যীশুর রূপান্তর হোল। তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক আলোর মত সাদা হয়ে গেল। 3তারপর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

4এই দেখে পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, ভালই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি! যদি আপনার ইচ্ছে হয় তবে আমি এখানে তিনটে তাঁবু খাটাতে পারি, একটা হবে আপনার, একটা মোশির জন্য আর একটা এলিয়র জন্য।"

5পিতর যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে দিল। সেই মেঘ থেকে একটি স্বর শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি খুবই প্রীত। তোমরা এঁর কথা শোন!"

6যীশুর শিষ্যরা একথা শুনে খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। 7তখন যীশু এসে তাদের স্পর্শ করে বললেন, "ওঠো, ভয় করো না।" 8তাঁরা মুখ তুলে তাকালে যীশু ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না। 9তাঁরা যখন সেই পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের বললেন, "তোমরা যা দেখলে, তা মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাউকে বলো না।"

10তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ব্যবস্থার শিক্ষকরা কেন ব'লে থাকেন যে, প্রথমে এলিয়র আসা আবশ্যক?"*

11এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "এলিয় আসবেন, আর তিনি সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন। 12কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসে গেছেন, আর লোকে তাকে চেনেনি। লোকেরা তার প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে। মানবপুত্রকেও তাদের হাতে সেই একই রকম নির্যাতন ভোগ করতে হবে।" 13তখন তাঁর শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বলছেন।

যীশু অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করলেন

(মার্ক 9:14-29; লূক 9:37-43)

14যীশু যখন লোকদের মাঝে আবার ফিরে এলেন, তখন একজন লোক যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বলল, 15"প্রভু আমার ছেলেটিকে দয়া করুন! তার মৃগী রোগ হয়েছে, তাতে সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে প্রায়ই হয় আগুনে, নয় তো জলে পড়ে যায়। 16আমি তাকে আপনার শিষ্যদের কাছে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে সুস্থ করতে পারেন নি।"

17এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা অবিশ্বাসী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক! কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব? কতকাল আমি তোমাদের বহন করব? ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এস।" 18তখন যীশু সেই ভূতকে তিরস্কার করলে ভূতটি ছেলেটির মধ্য থেকে বার হয়ে গেল; আর সেই মুহূর্ত থেকেই ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

19পরে শিষ্যেরা একান্তে যীশুর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা সেই ভূতকে তাড়াতে পারলাম না কেন?"

20যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অল্প বিশ্বাসের কারণেই তোমরা তা পারলে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ছোট্ট সরষে দানার মতো এতটুকু বিশ্বাসও যদি তোমাদের থাকে, তবে তোমরা যদি এই পাহাড়কে বল, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও', তবে তা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।"
21*

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মার্ক 9:30-32; লূক 9:43-45)

22যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা একসঙ্গে যখন গালীলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন যীশু তাঁদের বললেন, "মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 23তারা তাঁকে হত্যা করবে; কিন্তু তিন দিনের দিন মানবপুত্র মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।" এতে শিষ্যেরা খুবই দুঃখিত হলেন।

কর দেওয়ার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

24যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কফরনাহূমে গেলে, মন্দিরের জন্য যারা কর আদায় করত তারা পিতরের কাছে এসে বলল, "আপনাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না?"

25পিতর বললেন, "হ্যাঁ, দেন।"

আর তিনি ঘরে গিয়ে কিছু বলার আগেই যীশু প্রথমে তাঁকে বললেন, "শিমোন, তোমার কি মনে হয়? এই পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে নানারকম কর আদায় করে? তারা কি তাদের নিজের সন্তানদের কাছ থেকে কর আদায় করে, না বাইরের লোকেদের কাছ থেকে কর আদায় করে?"

26পিতর বললেন, "তারা অন্য লোকদের কাছ থেকেই আদায় করে।"

তখন যীশু বললেন, "তাহলে তাদের সন্তানদের জন্য ছাড় আছে। 27কিন্তু আমরা যেন ঐ কর আদায়কারীদের কোনরকম অপমান বোধের কারণ না হই, সেইজন্য তুমি হ্রদে গিয়ে বঁড়শী ফেল আর প্রথমে যে মাছটা উঠবে তা নিয়ে এসে, সেই মাছটার মুখ খুললে তুমি একটি মুদ্রা পাবে, ওটা দিয়ে আমার ও তোমার দেয় কর মিটিয়ে দিও।"

এলিয়র ... আবশ্যক মালাখি 4:5-6

পদ 21 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 21 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া আর কিছুতেই ঐরূপ আত্মা বের হয় না।"

কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ

(মার্ক9:33-37; লূক 9:46-48)

18 সেই সময় যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে
বললেন, "প্রভু, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"
2তখন যীশু একটি শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড়
করিয়ে বললেন, 3"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন
পর্যন্ত না তোমাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই শিশুদের
মতো হও, ততদিন তোমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ
করতে পারবে না। 4তাই, যে কেউ নিজেকে নত-নম্র
করে শিশুর মতো হয়ে ওঠে, সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ।

5"আর যে কেউ এরকম কোন সামান্য সেবককে
আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।

6এইরকম নম্র মানুষদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস
করে, তাদের কারও বিশ্বাসে যদি কেউ বিঘ্ন জন্মায়,
তবে তার গলায় ভারী একটা যাঁতা বেঁধে সমুদ্রের
অতল জলে তাকে ডুবিয়ে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল
হবে। 7ধিক্ এই জগত সংসার! কারণ এখানে কত
রকমেরই না প্রলোভনের জিনিস আছে। প্রলোভন
জগতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে যার
দ্বারা তা আসে। 8তাই তোমার হাত কিংবা পা যদি
তোমার প্রলোভনে পড়ার কারণস্বরূপ হয়, তবে তা
কেটে ফেল। দুহাত ও পা নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে
পড়ার চেয়ে বরং নুলো বা খোঁড়া হয়ে অনন্ত জীবনে
প্রবেশ করা ভাল। 9তোমার চোখ যদি তোমাকে
প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে
ফেলে দিও। দুচোখ নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পড়ার
চেয়ে বরং কানা হয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা তোমার
পক্ষে ভাল।

যীশু হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার দৃষ্টান্ত দিলেন

(লূক15:3-7)

10"দেখো, তোমরা আমার এই নম্র মানুষদের মধ্যে
একজনকেও তুচ্ছ করো না, কারণ আমি তোমাদের
বলছি যে স্বর্গে তাদের স্বর্গদূতেরা সব সময় আমার
স্বর্গীয় পিতার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। 11*

12"তোমরা কি মনে কর? যদি কোন লোকের
একশোটি ভেড়া থাকে, আর তার মধ্যে যদি একটা
ভুল পথে চলে যায় তবে সে কি নিরানব্বইটাকে পাহাড়ের
ধারে রেখে দিয়ে সেই হারানো ভেড়াটা খুঁজতে যাবে
না? 13আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যখন সে সেই
ভেড়াটা খুঁজে পায় তখন যে নিরানব্বইটা ভুল পথে
যায় নি, তাদের চেয়ে যেটা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে
ফিরে পেয়ে সে বেশী আনন্দ করে। 14ঠিক সেইভাবে,
তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি চান না যে
এই ছোটদের মধ্যে একজনও হারিয়ে যায়।

যখন কেউ কোন অন্যায় করে

(লূক17:3)

15"তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন অন্যায়
করে, তবে তার কাছে একান্তে গিয়ে তার দোষ দেখিয়ে
দাও। সে যদি তোমার কথা শোনে, তবে তুমি তাকে
আবার তোমার ভাই বলে ফিরে পেলে। 16কিন্তু সে যদি
তোমার কথা না শোনে, তবে আরো দু'একজনকে
সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাও, যেন ঐ দু'জন কিংবা
তিনজন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেকটা বিষয় সত্য বলে
প্রমাণিত হয়। 17সে যদি তাদের কথা শুনতে না চায়,
তবে মণ্ডলীতে তা জানাও। আর সে যদি মণ্ডলীর
কথাও শুনতে না চায়, তবে সে তোমার কাছে বিধর্মী
ও কর আদায়কারীর মত হোক।

18"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা
যা বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বাঁধা হবে। আর পৃথিবীতে
তোমরা যা খুলে দেবে স্বর্গেও তা খুলে দেওয়া হবে।

19"আমি তোমাদের আবার বলছি, পৃথিবীতে
তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি একমত হয়ে কোন বিষয়
নিয়ে প্রার্থনা কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তাদের
জন্য তা পূরণ করবেন। 20একথা সত্য, কারণ আমার
অনুসারীদের মধ্যে দু'জন কিংবা তিনজন যেখানে আমার
নামে সমবেত হয়, সেখানে তাদের মাঝে আমি আছি।"

ক্ষমার বিষয়ে দৃষ্টান্ত

21তখন পিতর যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন,
"প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে কতবার অন্যায়
করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত করব
কি?" 22যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি,
কেবল সাত বার নয়, কিন্তু সাতকে সত্তর দিয়ে গুণ
করলে যতবার হয় ততবার।"

23"স্বর্গরাজ্য এভাবে তুলনা করা যায়, যেমন একজন
রাজা যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসাব মিটিয়ে দিতে
বললেন। 24তিনি যখন হিসাব নিতে শুরু করলেন, তখন
তাদের মধ্যে একজন লোককে আনা হোল যে রাজার
কাছে দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ধারত। 25কিন্তু তার সেই
ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তখন সেই মনিব
রাজা হুকুম করলেন যেন সেই লোকটাকে, তার স্ত্রী ও
ছেলেমেয়েকে, আর তার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি
ক'রে পাওনা আদায় করা হয়।

26"তাতে সেই দাস মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মনিবের
পা ধরে বলল, 'আমার ওপর ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার
সমস্ত ঋণই শোধ করে দেব।' 27সেই কথা শুনে সেই
দাসের প্রতি মনিবের অনুকম্পা হল, তিনি তার সব
ঋণ মকুব করে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন।

28"কিন্তু সেই দাস ছাড়া পেয়ে বাইরে গিয়ে তার
একজন সহকর্মীর দেখা পেল, যে তার কাছে প্রায়
একশো মুদ্রা ধারত। সেই দাস তখন তার গলা টিপে
ধরে বলল, 'তুই যে টাকা ধার করেছিস তা শোধ কর।'

29"তখন তার সহকর্মী তার সামনে উপুড় হয়ে অনুনয়
করে বলল, 'আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর। আমি তোমার সব

পদ 11 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 11 যুক্ত করা হয়েছে:
"মানবপুত্র হারিয়ে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন।"

ঋণ শোধ করে দেব।’ 30কিন্তু সে তাতে রাজী হল না, বরং ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকে রাখল। 31তার অন্য সহকর্মীরা এই ঘটনা দেখে খুবই দুঃখ পেল, তাই তারা গিয়ে তাদের মনিবদের কাছে যা যা ঘটেছে সব জানাল।

32“তখন সেই মনিব তাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি দুষ্ট দাস! তুমি আমায় অনুরোধ করলে আর আমি তোমার সব ঋণ মকুব করে দিলাম! 33আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতিও কি তোমার দয়া করা উচিত ছিল না।’ 34তখন তার মনিব ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে কারাগারে দিয়ে দিলেন।

35“তোমরা প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাইকে অন্তর দিয়ে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গের পিতাও তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে ব্যবহার করবেন।”

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

(মার্ক 10:1-12)

19 এসব কথা বলা শেষ করে যীশু গালীল ছেড়ে যর্দ্দন নদীর অন্য পারে যিহুদিয়া প্রদেশে এলেন। 2বহুলোক তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগল আর তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন।

3সেই সময় কয়েকজন ফরীশী এসে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “কোন লোকের পক্ষে তার খুশী মতো যে কোন কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি বিধি-সম্মত?”

4যীশু বললেন, “তোমরা কি শাস্ত্রে পড়নি, যে শুরুতেই ঈশ্বর ‘তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন?’* 5এরপর ঈশ্বর বলেছিলেন, ‘এজন্য মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে, আর সেই দুজন এক দেহ হবে।’* 6তাই তারা আর দু’জন নয় কিন্তু একজন। তাই ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেছেন, মানুষ তাদের পৃথক না করুক।”

7তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, “তবে মোশির বিধানে শুধুমাত্র বিবাহবিচ্ছেদ পত্র দিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিষয়ে লেখা আছে কেন?”

8তখন যীশু তাদের বললেন, “তোমাদের অন্তরের কঠিনতার জন্যই মোশি সেই বিধান দিয়েছিলেন, শুরুতে কিন্তু এরকম ছিল না। 9তাই আমি তোমাদের বলছি, যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।”*

10তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিস্থিতি যখন এমনই হয়, তখন বিয়ে না করাই ভাল।”

11যীশু তাঁদের বললেন, “সবাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, কেবল যাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই তা মেনে নিতে পারে। 12কিছু লোক নপুংসক হয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, যারা বিয়ে করেই না। আর কিছু লোককে মানুষে খোজা করে দেয়, সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য বিয়ে করতে চায় না। যে কেউ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।”

যীশু ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

(মার্ক 10:13-16; লূক 18:15-17)

13এরপর লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করেন; কিন্তু যীশুর শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14তখন যীশু তাদের বললেন, “ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাধা দিও না, ওদের আমার কাছে আসতে নিষেধ করো না; এদের মতো লোকদের জন্যই তো স্বর্গরাজ্য।” 15এরপর যীশু সব ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত রাখলেন; তারপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

একজন ধনী লোক যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করল

(মার্ক 10:17-31; লূক 18:18-30)

16একজন লোক একদিন যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, “গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন ভাল কাজ করতে হবে?”

17যীশু তাকে বললেন, “কোনটি ভাল একথা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন? ভাল তো কেবল একজনই আর তিনি ঈশ্বর। যাই হোক তুমি যদি অনন্ত জীবন পেতে চাও, তবে তাঁর সব আজ্ঞা পালন কর।”

18সে বলল, “কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করব?”

যীশু তাকে বললেন, “‘তুমি অবশ্যই নরহত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 19তোমার বাবা-মাকে সম্মান কোর* ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবেসো।’”

20সেই যুবক তখন যীশুকে বলল, “আমি তো এর সবই পালন করে আসছি, তাহলে আমার আর কি করা বাকি আছে?”

21যীশু তাকে বললেন, “যদি তুমি সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে চাও, তবে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তাতে তুমি স্বর্গে প্রচুর সম্পদ পাবে। তারপর এস, আমার অনুসারী হও!”

22কিন্তু সেই যুবক এই কথা শুনে বিষণ্ণ হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল।

23যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হবে। 24হ্যাঁ আমি তোমাদের বলছি, ধনীর পক্ষে

‘তাদের … করেছিলেন’ আদি 1:27; 5:2

‘এজন্য … হবে’ আদি 2:24

পদ 9 যৌন পাপের দ্বারা বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করাই হল ব্যভিচার।

‘তোমার … কোর’ যাত্রা 20:12-16

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং ছুঁচের ফুটো দিয়ে উটের গলে যাওয়া সহজ।"

25একথা শুনে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন বললেন, "তাহলে উদ্ধার পাওয়া কার পক্ষে সম্ভব?"

26যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।"

27তখন পিতর বললেন, "দেখুন, আমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার অনুসারী হয়েছি, তাহলে আমরা কি পাব?"

28যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই নতুন জগতে যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমা-মণ্ডিত সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যারা আমার অনুসারী হয়েছ, তারাও বারোটি সিংহাসনে বসবে আর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর বিচার করবে।
29আর যে কেউ আমার জন্য বাড়ি ঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে অথবা জায়গা-জমি ছেড়েছে, সে তার শতগুণ বেশী পাবে এবং অনন্ত জীবনেরও অধিকারী হবে।
30কিন্তু এমন অনেকে যারা এখন প্রথমে আছে তারা শেষে যাবে, আর যারা এখন শেষে আছে তারা প্রথম হবে।

যীশু মজুরদের বিষয় নিয়ে এক দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শোনালেন

20 "স্বর্গরাজ্য এমন একজন জমিদারের মতো, যিনি তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করার জন্য ভোরবেলাই মজুর আনতে বেরিয়ে পড়লেন।
2তিনি মজুরদের দিনে একটি রৌপ্যমুদ্রা মজুরী দেবেন বলে ঠিক করে, তাদের তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেতে পাঠিয়ে দিলেন।

3"প্রায় ন'টার সময় তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন আর দেখলেন, কিছু লোক বাজারে তখনও কিছু না ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।
4তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে যাও, আমি তোমাদের ন্যায্য মজুরী দেব।'
5তখন তারাও দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে গেল।

"সেই ব্যক্তি আবার প্রায় বেলা বারোটা ও তিনটার সময় বাড়ির বাইরে গিয়ে, ঐ একই রকম ভাবে মজুরদের কাজে পাঠালেন।
6প্রায় পাঁচটার সময় তিনি আবার বাইরে গেলেন ও আরো কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, 'তোমরা সারাদিন কোন কাজ না ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

7"তারা তাঁকে বলল, 'কেউ আমাদের কাজে নেয়নি।'

"তখন ক্ষেতের মালিক তাদের বললেন, 'তোমরাও গিয়ে আমার ক্ষেতে কাজে লাগো।'

8"দিনের শেষে ক্ষেতের মালিক তাঁর নায়েবকে ডেকে বললেন, 'মজুরদের সকলকে ডাক ও তাদের মজুরী মিটিয়ে দাও, শেষের জন থেকে শুরু করে প্রথম জন পর্যন্ত সকলকে দাও।'

9"বিকেল পাঁচটায় যে মজুরেরা কাজে লেগেছিল, তারা এসে প্রত্যেকে একটা রূপোর টাকা নিয়ে গেল।
10প্রথমে যাদের কাজে লাগানো হয়েছিল; তারা বেশী পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু তারাও প্রত্যেকে এক এক রূপোর টাকা পেল।
11তারা তা নিল বটে কিন্তু ক্ষেতের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল,
12'যারা শেষে কাজে লেগেছিল তারা মাত্র একঘণ্টা কাজ করেছে, আর আপনি তাদের ও আমাদের সমান মজুরী দিলেন; অথচ আমরা কড়া রোদে সারা দিন ধরে কাজ করলাম।'

13"এর উত্তরে তিনি তাদের একজনকে বললেন, 'বন্ধু, আমি তো তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করিনি। তুমি কি এক টাকা মজুরীতে কাজ করতে রাজী হও নি?
14তোমার যা পাওনা তা নিয়ে বাড়ি যাও। আমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে যা দিয়েছি, এই শেষের জনকেও তাই দেব।
15যা আমার নিজের, তা আমার খুশীমতো ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? আমি দয়ালু, এই জন্য কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?'

16"ঠিক এই রকম যারা শেষের তারা প্রথম হবে; আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়ে যাবে।"

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মার্ক 10:32-34; লূক 18:31-34)

17এরপর যীশু জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর বারোজন শিষ্যও ছিলেন, পথে তিনি তাঁদের একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন,
18"শোন, আমরা এখন জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছি। সেখানে মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের হাতে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।
19তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবার জন্য, বেত মারবার ও ক্রুশে দেবার জন্য অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে; কিন্তু মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।"

এক মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা

(মার্ক 10:35-45)

20পরে সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার দুই ছেলেকে নিয়ে যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমার জন্য কিছু করুন।

21যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও?"

তিনি বললেন, "আপনি আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিন যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডানপাশে আর একজন বাঁ পাশে বসতে পায়।"

22এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা কি চাইছ তা তোমরা জান না! আমি যে দুঃখের পেয়ালায় পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?"

ছেলেরা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, পারি!"

23তিনি তাদের বললেন, "বাস্তবিক, তোমরা আমার পেয়ালায় পান করবে; কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই। আমার পিতা যাদের জন্য তা ঠিক করে রেখেছেন, তারাই তা পাবে।"

24বাকি দশজন শিষ্য এই কথা শুনে, ঐ দুই ভাইয়ের ওপর রেগে গেলেন।
25তখন যীশু তাঁদের নিজের কাছে

ডেকে বললেন, "তোমরা একথা জান যে, অইহুদীদের
শাসনকর্তারাই তাদের প্রভু, আর তাদের মধ্যে যারা
প্রধান, তারা তাদের ওপর হুকুম চালায়। 26কিন্তু
তোমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের
মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে
হবে। 27আর তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে
চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়। 28মনে রেখো,
তোমাদের মানবপুত্রের মতো হতে হবে, যিনি সেবা
পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন, আর অনেক
লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে
এসেছেন।"

দু'জন অন্ধকে দৃষ্টিদান

(মার্ক 10:46-52; লূক 18:35-43)

29তাঁরা যখন যিরীহো শহর ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন
বহু লোক যীশুর পিছু পিছু চলল। 30সেখানে পথের
ধারে দু'জন অন্ধ বসেছিল। যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন
শুনে তারা চিৎকার করে বলল, "প্রভু, দায়ূদের পুত্র,
আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

31লোকেরা তাদের ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল,
কিন্তু তারা আরো চিৎকার করে বলতে লাগল, "প্রভু,
দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন!"

32তখন যীশু দাঁড়ালেন আর তাদের ডেকে বললেন,
"তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করব?"

33তারা বলল, "প্রভু, আমরা যেন দেখতে পাই।"

34তখন তাদের প্রতি যীশুর করুণা হল। তিনি তাদের
চোখ স্পর্শ করলেন; আর তখনই তারা দৃষ্টি ফিরে পেল
ও তাঁর পেছনে পেছনে চলল।

রাজার মতো যীশু জেরুশালেমে এলেন

(মার্ক 11:1-11; লূক 19:28-38; যোহন 12:12-19)

21 যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের কাছাকাছি
জৈতুন পর্বতমালার ধারে অবস্থিত বৈৎফগী
গ্রামের ধারে এসে পৌঁছালেন। 2তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে
এই বলে পাঠালেন, "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও।
সেখানে দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে আর একটা
বাচ্চাও তার সাথে আছে। তাদের খুলে আমার কাছে
নিয়ে এস। 3কেউ যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করে,
তবে তাকে বোলো, 'প্রভু এদের চান। তিনি পরে তাদের
ফেরত দেবেন।'"

4এমনটি হল যেন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী
পূর্ণ হয়:

5"সিয়োন নগরীকে বল, 'দেখ তোমার রাজা তোমার
কাছে আসছেন। তিনি নম্র, তিনি গাধার উপরে, একটি
ভারবাহী গাধার বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।'"

সখরিয় 9:9

6যীশু যেমন বলেছিলেন তাঁর শিষ্যেরা গিয়ে তেমনি
করলেন। 7তারা সেই গাধা ও গাধার বাচ্চাটা এনে
তাদের উপর নিজেদের গায়ের কাপড় বিছিয়ে দিলে
যীশু তাদের উপর বসলেন। 8লোকদের মধ্যে অনেকেই
নিজেদের জামা খুলে পথে বিছিয়ে দিল, আবার অনেকে
গাছের ডাল কেটে নিয়ে পথের উপরে বিছিয়ে দিল।
9যারা যীশুর সামনে ও পিছনে ভীড় করে যাচ্ছিল,
তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,

"দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক! যিনি প্রভুর নামে
আসছেন, তিনি ধন্য! স্বর্গে ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।"

গীতসংহিতা 118:26

10যীশু যখন জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন, তখন
সমস্ত শহরে খুব শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা বলাবলি
করতে লাগল, "ইনি কে?"

11জনতা বলে উঠল, "ইনি যীশু, গালীলের নাসরতীয়
শহরের সেই ভাববাদী।"

যীশু মন্দিরে গেলেন

(মার্ক 11:15-19; লূক 19:45-48; যোহন 2:13-22)

12এরপর যীশু মন্দির চত্বরে ঢুকলেন; আর যারা
সেই মন্দির চত্বরের মধ্যে বেচাকেনা করছিল, তাদের
তাড়িয়ে দিলেন। যারা টাকা বদল করে দেবার জন্য
টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যারা ডালায় করে পায়রা
বিক্রি করছিল তিনি তাদের টেবিল ও ডালা উল্টে
দিলেন। 13যীশু তাদের বললেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে,
'আমার গৃহ হবে প্রার্থনা-গৃহ।'* কিন্তু তোমরা তা
'দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ!'"* 14এরপর মন্দির
চত্বরের মধ্যে অনেক অন্ধ ও খঞ্জ যীশুর কাছে এলে
তিনি তাদের সুস্থ করলেন। 15প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার
শিক্ষকরা দেখলেন যে, যীশু অনেক অলৌকিক কাজ
করছেন, আর যখন দেখলেন মন্দির চত্বরের মধ্যে
ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে বলছে, "প্রশংসা, দায়ূদের
পুত্রের প্রশংসা হোক" তখন তাঁরা রেগে গেলেন।

16তাঁরা যীশুকে বললেন, "ওরা যা বলছে, তা কি
তুমি শুনতে পাচ্ছ?"

যীশু তাদের জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, পাচ্ছি, তোমরা
কি শাস্ত্রে পড়নি? 'তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও দুগ্ধপোষ্য
শিশুদেরই প্রশংসা করতে শিখিয়েছ।'"* 17এরপর যীশু
তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়ায় গিয়ে রাতে
সেখানেই থাকলেন।

বিশ্বাসের শক্তি

(মার্ক 11:12-14, 20-24)

18পরদিন সকালে তিনি যখন জেরুশালেমে
ফিরছিলেন, সেই সময় যীশুর খিদে পেল। 19তিনি পথের
ধারে একটা ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে সেই গাছটার
কাছে গেলেন; কিন্তু পাতা ছাড়া তাতে কিছু দেখতে
পেলেন না। তখন তিনি সেই গাছটিকে বললেন,

'আমার ... গৃহ' যিশ 56:7

'দস্যুদের ... করেছ' যির 7:11

'তুমি ... শিখিয়েছ' গীত 8:3

"তোমাতে আর কখনো ফল হবে না।" আর সেই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল।

20এই ঘটনা দেখে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এই ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেল?"

21এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, যদি সন্দেহ না কর, তবে ডুমুর গাছের প্রতি আমি যা করেছি, তোমরাও তা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, কিন্তু যদি ঐ পাহাড়কে বল, 'ওঠ, ঐ সাগরে গিয়ে আছড়ে পড়!' দেখবে তাই হবে। 22যদি বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনায় তোমরা যা চাইবে তা পাবে।"

যীশুর ক্ষমতার বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

(মার্ক11:27-33; লূক 20:1-8)

23যীশু যখন আবার মন্দির চত্বরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময় প্রধান যাজকেরা ও সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "তুমি কোন্ অধিকারে এসব করছ? এই অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?"

24এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই, আর তোমরা যদি তার উত্তর দাও তাহলে আমিও তোমাদের বলব আমি কোন অধিকারে এসব করছি। 25আমার প্রশ্ন হচ্ছে: বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার যোহন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তা কি ঈশ্বরের কাছ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে এসেছিল?"

তখন তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করে বলল, "আমরা যদি বলি, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে', তাহলে ও আমাদের বলবে, 'তবে তোমরা কেন তাকে বিশ্বাস কর নি?' 26কিন্তু আমরা যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে', তবে জনসাধারণের কাছ থেকে ভয় আছে, কারণ লোকেরা যোহনকে ভাববাদী বলে মানে।"

27তাই এর উত্তরে তারা যীশুকে বললেন, "আমরা জানি না।"

তখন যীশু তাদের বললেন, "তবে আমিও তোমাদের বলব না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি!

দুই পুত্রের বিষয়ে দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী

28তারপর যীশু বললেন, "আচ্ছা, এবিষয়ে তোমরা কি বলবে: একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। সে তার বড় ছেলের কাছে গিয়ে বলল, 'বাছা, আজ তুমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে গিয়ে কাজ কর।'

29"কিন্তু তার ছেলে বলল, 'আমি যেতে চাই না।' কিন্তু পরে সে তার মত বদলিয়ে কাজে গেল।

30"এরপর লোকটি তার অপর ছেলের কাছে গিয়ে তাকেও সেই একই কথা বলল। এর উত্তরে অন্য ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ, মহাশয় যাচ্ছি।' কিন্তু সে গেল না।

31"এই দুজনের মধ্যে কে তার বাবার ইচ্ছা পালন করল?

তাঁরা বললেন, "বড় ছেলে"।

যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, করআদায়কারীরা ও বেশ্যারা, তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে। 32আমি একথা বলছি, কারণ জীবনের সঠিক পথ দেখাবার জন্য যোহন তোমাদের কাছে এসেছিলেন আর তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি; কিন্তু করআদায়কারী ও বেশ্যারা তাকে বিশ্বাস করেছে। এমন কি এসব দেখেও তোমরা মন পরিবর্তন করনি ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করনি।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মার্ক12:1-12; লূক 20:9-19)

33"আর একটি দৃষ্টান্ত শোন: এক জমিদার একটি দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরী করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। পরে সেই ক্ষেতের মধ্যে দ্রাক্ষা মাড়বার জন্য গর্ত খুঁড়লেন। পাহারা দেবার জন্য একটা উঁচু পাহারা ঘর তৈরী করলেন। পরে কয়েকজন চাষীর কাছে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। 34যখন দ্রাক্ষা তোলার সময় হল, তখন তিনি তাঁর ভাগ নিয়ে আসবার জন্য তাঁর ক্রীতদাসদের সেই চাষীদের কাছে পাঠালেন।

35"কিন্তু চাষীরা তাঁর দাসদের একজনকে মারল, একজনকে খুন করল, আর তৃতীয়জনকে পাথর ছুঁড়ে খুন করল। 36এরপর তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরো বেশী দাস সেখানে পাঠালেন, আর সেই চাষীরা ঐ দাসদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করল। 37পরে তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ভাবলেন, 'ওরা নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে মান্য করবে।'

38"কিন্তু চাষীরা যখন দেখল যে মালিকের ছেলে আসছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, 'দেখ, এই হচ্ছে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা খুন করি, তাহলে আমরাই তার সম্পত্তির মালিক হয়ে যাব!' 39তখন তারা সেই ছেলেকে ধরে দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও তাকে হত্যা করল। 40"এক্ষেত্রে দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক যখন ফিরে আসবেন, তখন ঐ চাষীদের তিনি কি করবেন, তোমরা কি বল?"

41ইহুদী যাজকরা যীশুকে বললেন, "তারা দুষ্ট লোক বলে তিনি তাদের নির্মমভাবে ধ্বংস করবেন ও সেই দ্রাক্ষাক্ষেত অন্য চাষীদের হাতে দেবেন, যারা ফলের মরশুমে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অংশ দেবে।"

42তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রের এই অংশ পড়নি:

'রাজমিস্ত্রীরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল,
সেই পাথরটাই হয়ে উঠেছে কোণের প্রধান পাথর। এটা
প্রভুরই কাজ, এটা আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগে।'

গীতসংহিতা 118:22-23

43"অতএব, আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন লোকদের দেওয়া হবে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার করবে। 44আর ওই যে পাথর তার

ওপরে যে পড়বে সে ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, আর সেই পাথর যার ওপরে পড়বে তাকে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করবে।” 45প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুর দেওয়া এই দৃষ্টান্তগুলি শুনে বুঝতে পারলেন যীশু তাদেরই বিষয়ে এই কথাগুলি বললেন। 46তাই তাঁরা যীশুকে গ্রেপ্তার করাতে চাইলেন, কিন্তু জনসাধারণের ভয়ে তা করলেন না, কারণ সাধারণ লোক তাঁকে ভাববাদী বলে মনে করত।

নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত লোকেদের কাহিনী

(লূক 14:15-24)

22 দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যীশু আবার তাদের বলতে শুরু করলেন। 2তিনি বললেন, “স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে এই তুলনা দেওয়া যেতে পারে, একজন রাজা যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভোজ প্রস্তুত করলেন। 3সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না।

4“রাজা আবার তাঁর অন্য দাসদের পাঠালেন, বললেন, ‘যারা নিমন্ত্রিত তাদের সকলকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত, আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুরগুলো সব মারা হয়েছে, আর সব কিছুই প্রস্তুত। তোমরা বিবাহভোজে যোগ দিতে এস।’

5“কিন্তু নিমন্ত্রিত লোকেরা তাদের কথায় কান না দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। কেউ বা তার ক্ষেতের কাজে গেল, আবার কেউ গেল তার ব্যবসার কাজে। 6অন্যেরা রাজার সেই দাসদের ধরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল ও তাদের খুন করল। 7এতে রাজা খুব রেগে গেলেন, তিনি তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে সেই খুনীদের মেরে ফেললেন, সৈন্যরা তাদের শহরটিও পুড়িয়ে দিল।

8“এরপর রাজা তাঁর দাসদের বললেন, ‘বিয়ের ভোজ প্রস্তুত কিন্তু যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল তারা তার যোগ্য ছিল না। 9তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও আর যত লোকের দেখা পাও, তাদের সকলকে এই ভোজে যোগ দেবার জন্য ডেকে আনো।’ 10তখন সেই দাসেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল ও মন্দ, যাদের পেল তাদের সকলকে ডেকে আনল, তাতে বিয়ে বাড়ির ভোজের ঘর অতিথিতে ভরে গেল।

11“কিন্তু রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন যে বিয়ে বাড়ির পোশাক পরে আসেনি। 12রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বন্ধু, বিয়ে বাড়ির উপযুক্ত পোশাক ছাড়াই তুমি কেমন করে এখানে এলে?’ কিন্তু সে চুপ করে থাকল। 13তখন রাজা তাঁর পরিচারকদের বললেন, ‘এর হাত পা বেঁধে একে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।’

14“কারণ অনেকেই আহুত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।”

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল

(মার্ক 12:13-17; লূক 20:20-26)

15তখন ফরীশীরা সেখান থেকে চলে গেল; আর কেমন করে যীশুকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায় সেই পরিকল্পনা করল। 16তারা হেরোদীয়দের কয়েকজনের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন অনুগামীকে যীশুর কাছে পাঠাল। এই লোকেরা এসে বলল, “গুরু, আমরা জানি আপনি একজন সৎ লোক। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সঠিক ভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন; আর কে কি বলে তার ধার ধারেন না কারণ লোকে কি ভাববে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। 17তাহলে আপনার কি মত, কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?”

18যীশু তাদের বদ মতলব বুঝতে পেরে বললেন, “ভণ্ডের দল! আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছ কেন? 19যে টাকায় কর দেওয়া হয় তা আমাকে দেখাও।” তারা একটা রূপোর টাকা তাঁর কাছে নিয়ে এল। 20তখন তিনি তাদের বললেন, “এর উপরে এই মূর্তি ও নাম কার?”

21তারা বলল, “রোম সম্রাট কৈসরের।”

তখন তিনি তাদের বললেন, “তবে যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।”

22তারা এই জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, তাঁকে আর বিরক্ত না করে সেখান থেকে চলে গেল।

কিছু সদ্দূকীর যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

(মার্ক 12:18-27; লূক 20:27-40)

23যারা বলে পুনরুত্থান নেই, সেই সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেই দিন যীশুর কাছে এসে তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। 24তাঁরা বললেন, “গুরু, মোশি বলেছেন যদি কোন লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তবে তার নিকটতম আত্মীয়রূপে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে ও তার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ উৎপন্ন করবে।’ 25আমাদের জানা এক পরিবারে সাত ভাই ছিল। প্রথম জন বিয়ে করল, আর পরে সে মারা গেল। আর তার কোন সন্তান না থাকাতে, তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করল। 26এই অবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম জন পর্যন্ত হল, তারা সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল ও মারা গেল। 27শেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। 28এখন আমাদের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থানের সময় ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই স্ত্রী কার হবে, সকলেই তো তাকে বিয়ে করেছিল?”

29“এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “তোমরা ভুল করছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। 30জেনে রাখো, পুনরুত্থানের পর লোকেরা বিয়ে করে না, বা তাদের বিয়েও দেওয়া হয় না, তারা বরং স্বর্গদূতদের মতো থাকে৷ 31মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিজে যে কথা বলেছেন, তা কি তোমরা পড়নি? 32তিনি বলেছেন, ‘আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।’* ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর।”

‘আমি ... ঈশ্বর’ যাত্রা 3:6

33সমবেত লোকেরা তাঁর এই শিক্ষা শুনে আশ্চর্য
হয়ে গেল।

কোন আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

(মার্ক 12:28-34; লূক 10:25-28)

34ফরীশীরা যখন শুনলেন যে যীশুর জবাবে সদ্দূকীরা
নিরুত্তর হয়ে গেছেন তখন তাঁরা দল বেঁধে যীশুর কাছে
এলেন। 35তাঁদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যীশুকে
ফাঁদে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 36“গুরু, বিধি-
ব্যবস্থার মধ্যে সবথেকে মহান আদেশ কোনটি?”
37যীশু তাঁকে বললেন, “‘তোমার সমস্ত অন্তর ও
তোমার সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়ে তুমি তোমার প্রভু
ঈশ্বরকে ভালবাসবে।’* 38এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও মহান
আদেশ। 39আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরই অনুরূপ, ‘তুমি
নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি তোমার প্রতিবেশীকেও
ভালবাসবে।’* 40সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের
সমস্ত শিক্ষা, এই দুটি আদেশের উপর নির্ভর করে।”

যীশু ফরীশীদের প্রশ্ন করলেন

(মার্ক 12:35-37; লূক 20:41-44)

41ফরীশীরা তখনও সেখানে সমবেত ছিলেন, সেই
সময় যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 42“খ্রীষ্টের বিষয়ে
তোমরা কি মনে কর? তিনি কার বংশধর?”
তারা বললেন, “তিনি দায়ূদের পুত্র।”
43যীশু তাদের বললেন, “তবে দায়ূদ কিভাবে পবিত্র
আত্মার অনুপ্রেরণায় তাঁকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন
করেছেন? তিনি বলেছিলেন,
44‘প্রভু আমার প্রভুকে বললেন: যতক্ষণ না আমি
তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের নীচে রাখি ততক্ষণ
তুমি আমার ডান দিকে বস ও শাসন কর।’
গীতসংহিতা 110:1

45তাহলে, দায়ূদ যখন তাঁকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন
করেছেন, তখন তিনি কেমন করে তাঁর সন্তান হতে
পারেন?” 46কিন্তু এর উত্তরে কেউ একটি কথাও তাঁকে
বলতে পারলেন না, আর সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে
আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করলেন না।

যীশু ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা করলেন

(মার্ক 12:38-40; লূক 11:37-52; 20:45-47)

23 এরপর যীশু লোকদের ও তাঁর শিষ্যদের
বললেন, 2“মোশির বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেবার
অধিকার ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের আছে। 3তাই
তারা যা যা বলে, তা তোমরা করো এবং মেনে চলো;
কিন্তু তারা যা করে তোমরা তা করো না। আমি
একথা বলছি, কারণ তারা যা বলে তারা তা করে না।
4তারা ভারী ভারী বোঝা যা বওয়া কঠিন, তা লোকদের
কাঁধে চাপিয়ে দেয়; কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা
একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চায় না।
5“তারা যা কিছু করে সবই লোক দেখানোর জন্য।
তারা শাস্ত্রের পদ লেখা তাবিজ বড় করে তৈরী করে,
আর নিজেদের ধার্মিক দেখাবার জন্য পোশাকের প্রান্তে
লম্বা লম্বা ঝালর লাগায়। 6তারা ভোজসভায় সম্মানের
জায়গায় এবং সমাজগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসতে
ভালবাসে। 7তারা হাটে-বাজারে লোকদের কাছ থেকে
সম্মানসূচক অভিবাদন ও ‘গুরু’ ডাক শুনতে খুবই
ভালবাসে।
8“কিন্তু তোমরা দেখো, লোকে যেন তোমাদের
‘শিক্ষক’ বলে না ডাকে, কারণ একজনই তোমাদের
শিক্ষক, আর তোমরা সকলে পরস্পর ভাই-বোন। 9এই
পৃথিবীতে কাউকে ‘পিতা’ বলে ডেকো না, কারণ
তোমাদের পিতা একজনই, তিনি স্বর্গে থাকেন। 10কেউ
যেন তোমাদের ‘আচার্য্য’ বলে না ডাকে, কারণ তোমাদের
আচার্য্য একজনই, তিনি খ্রীষ্ট। 11তোমাদের মধ্যে যে
সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের সেবক হবে। 12যে কেউ
নিজেকে বড় করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ
নিজেকে নত করে, তাকে উন্নত করা হবে।
13“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! তোমরা লোকদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ
করে রাখছ, নিজেরাও তাতে প্রবেশ করো না; আর
যারা প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে তাদেরও প্রবেশ করতে
দিচ্ছ না। 14*
15ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! একজন লোককে নিজেদের ধর্মমতে নিয়ে আসার
জন্য তোমরা জলে স্থলে ঘুরে বেড়াও। আর সে যখন
তোমাদের ধর্মে আসে, তখন তোমরা নিজেদের চেয়ে
তাকে দ্বিগুণ নরকের উপযুক্ত করে তোল।
16“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! তোমরা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখাও।
তোমরা বলে থাক, ‘কেউ যদি মন্দিরের দিব্যি দেয়,
তবে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কেউ যদি মন্দিরের
সোনার দিব্যি দেয়, তবে সে সেই শপথে বাঁধা পড়ল
তাকে অবশ্যই তা পূরণ করতে হবে।’ 17মূর্খ অন্ধের
দল! কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, মন্দিরের সোনা অথবা মন্দির, যা
সেই সোনাকে পবিত্র করে? 18তোমরা আবার একথাও
বলে থাক, ‘কেউ যদি যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে,
তাহলে সেই শপথ রক্ষা করার জন্য তার কোন
বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞবেদীর উপর যে
নৈবেদ্য থাকে তার নামে শপথ করে, তবে তার শপথ
রক্ষা করার জন্য সে দায়বদ্ধ রইল।’ 19তোমরা অন্ধের
দল! কোন্‌টা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যজ্ঞবেদীতে নৈবেদ্য অথবা
বেদী, যা তার ওপরের নৈবেদ্যকে পবিত্র করে? 20তাই

“তোমার ... ভালবাসবে’ দ্বি বি 6:5

‘তুমি ... ভালবাসবে’ লেবীয় 19:18

পদ 14 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 14 যুক্ত করা হয়েছে: “ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তোমাদের খারাপ সময় আসছে। তোমরা ভণ্ড তোমরা বিধবাদের বাড়ি কেড়ে নাও। লোকদের দেখানোর জন্য বড় বড় প্রার্থনা কর। তোমাদের আরও কড়া শাস্তি পেতে হবে।

যখন কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তখন সে
যজ্ঞবেদীর ওপর যা কিছু থাকে সে সব কিছুরই বিষয়ে
শপথ করে। 21আর কেউ যখন মন্দিরের নামে শপথ
করে, তখন সে জায়গা ও তার মধ্যে যিনি থাকেন,
তাঁর নামেও শপথ করে। 22আর যদি কোন লোক স্বর্গের
নামে শপথ করে, তখন সে ঈশ্বরের সিংহাসন ও যিনি
সেই সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর নামেও শপথ করে।

23"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জিরার দশভাগের
একভাগ ঈশ্বরকে দিয়ে থাক, অথচ ন্যায়, দয়া ও
বিশ্বস্ততা, ব্যবস্থার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহেলা
করে থাক৷ আগের ঐ বিষয়গুলি পালন করার সঙ্গে
সঙ্গে পরের এই বিষয়গুলি পালন করাও তোমাদের
উচিত। 24তোমরা অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা ছেঁকে
ফেল, কিন্তু উট গিলে থাক!

25"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! তোমরা থালা বাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে
থাক, কিন্তু ভেতরটা থাকে লোভ ও আত্মতোষণে
ভরা। 26অন্ধ ফরীশী! প্রথমে তোমাদের পেয়ালার
ভেতরটা পরিষ্কার কর, তাহলে গোটা পেয়ালার ভেতরে
ও বাইরে উভয় দিকই পরিষ্কার হবে।

27"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো, যার বাইরেটা
দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ভেতরে মরা মানুষের হাড়গোড়
ও সব রকমের পচা জিনিস রয়েছে। 28তোমরা ঠিক
সেই রকম, বাইরের লোকদের চোখে ধার্মিক, কিন্তু
ভেতরে ভণ্ডামী ও দুষ্টতায় পূর্ণ।

29"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা
ভণ্ড! তোমরা ভাববাদীদের জন্য স্মৃতিসৌধ গাঁথ ও
ঈশ্বর ভক্ত লোকদের কবর সাজাও, 30আর বলে থাক,
'আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম,
তবে ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য তাদের সাহায্য
করতাম না।' 31এতে তোমরা নিজেদের বিষয়েই সাক্ষ্য
দিচ্ছ যে, ভাববাদীদের যারা হত্যা করেছিল তোমরা
তাদেরই বংশধর। 32তাহলে যাও তোমাদের
পূর্বপুরুষেরা যা শুরু করে গেছে তোমরা তার বাকি
কাজ শেষ করো। 33সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কি
করে তোমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে? তোমরা
দোষী প্রমাণিত হবে ও নরকে যাবে। 34তাই আমি
তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের কাছে যে ভাববাদী,
জ্ঞানীলোক ও শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি তোমরা তাদের
কাউকে কাউকে হত্যা করবে, আর কাউকে বা ক্রুশে
দেবে, কাউকে বা তোমরা সমাজ-গৃহে চাবুক মারবে।
এক শহর থেকে অন্য শহরে তোমরা তাদের তাড়া
করে ফিরবে। 35এইভাবে নির্দোষ হেবলের রক্তপাত
থেকে শুরু করে বরখায়ার পুত্র সখরিয়, যাকে তোমরা
মন্দিরের পবিত্র স্থান ও যজ্ঞবেদীর মাঝখানে হত্যা
করেছিলে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্দোষ
ব্যক্তির রক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে, সেই সমস্তের দায়
তোমাদের উপরে পড়বে। 36আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, এই যুগের লোকদের উপর ঐ সবের শাস্তি
এসে পড়বে।"

জেরুশালেমের লোকেদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(লূক 13:34-35)

37"হায় জেরুশালেম, জেরুশালেম! তুমি, তুমিই
ভাববাদীদের হত্যা করে থাক, আর তোমার কাছে ঈশ্বর
যাদের পাঠান তাদের পাথর মেরে থাক! মুরগী যেমন
তার বাচ্চাদের ডানার নীচে জড়ো করে, তেমনি আমি
তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে
চেয়েছি, কিন্তু তোমরা রাজী হও নি। 38এখন তোমাদের
মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। 39বাস্তবিক, আমি
তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না তোমরা বলবে, 'ধন্য
তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন, সে পর্যন্ত তোমরা
আর আমাকে দেখতে পাবে না।'"*

ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

(মার্ক 13:1-31; লূক 21:5-33)

24 যীশু মন্দির থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন,
সেই সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে,
মন্দিরের বড় বড় দালানের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ
করতে চাইলেন। 2এর জবাবে যীশু তাঁদের বললেন,
"তোমরা এখন এখানে এসব দেখছ, কিন্তু আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটা পাথর আর একটা
পাথরের ওপর থাকবে না, এসবই ভূমিসাৎ হবে।"

3যীশু যখন জৈতুন পর্বতমালার উপর বসেছিলেন,
তখন তাঁর শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে তাঁকে
বললেন, "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে, আর
আপনার আসার এবং এযুগের শেষ পরিণতির সময়
জানার চিহ্নই বা কি হবে?"

4এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "দেখো! কেউ
যেন তোমাদের না ঠকায়। 5আমি তোমাদের একথা
বলছি কারণ অনেকে আমার নামে আসবে আর তারা
বলবে, 'আমি খ্রীষ্ট।' আর তারা অনেক লোককে ঠকাবে।
6তোমরা নানা যুদ্ধের কথা শুনবে এবং তোমাদের কানে
যুদ্ধের গুজব আসবে। কিন্তু দেখো, তোমরা ভয় পেও
না, কারণ ঐ সব ঘটনা অবশ্যই ঘটবে কিন্তু তখনও
শেষ নয়। 7হ্যাঁ, এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে লড়াই
করবে; আর এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যাবে।
সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। 8কিন্তু এসব কেবল
যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।

9"সেই সময় শাস্তি দেবার জন্য তারা তোমাদের
ধরিয়ে দেবে ও হত্যা করবে। আমার শিষ্য হয়েছ বলে
জগতের সকল জাতির লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে।
10সেই সময় অনেক লোক বিশ্বাস থেকে সরে যাবে।
তারা একে অপরকে শাসনকর্তাদের হাতে ধরিয়ে দেবে,
আর তারা পরস্পরকে ঘৃণা করবে। 11অনেক ভণ্ড
ভাববাদীর আবির্ভাব হবে, যারা বহু লোককে ঠকাবে।
12অধর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ লোকদের মধ্য

'ধন্য ... পাবে না' গীত 118:26

থেকে ভালবাসা কমে যাবে। **13**কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে স্থির রাখবে, সে রক্ষা পাবে। **14**আর রাজ্যের (স্বর্গ) এই সুসমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে। সমস্ত জাতির কাছে তা সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই সেই সময় উপস্থিত হবে।

15"তোমরা তখন দেখবে যে, ভাববাদী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে 'সর্বনাশা ঘৃণার বস্তুর'* কথা বলা হয়েছিল, তা পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।" যে একথা পড়ছে সে এর অর্থ কি বুঝুক। **16**"সেই সময় যারা যিহূদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়াঞ্চলে পালিয়ে যাক্। **17**যে ছাদে থাকবে, সে যেন ঘর থেকে তার জিনিস নেবার জন্য নিচে না নামে। **18**ক্ষেতের মধ্যে যে কাজ করবে, সে তার জামা নেবার জন্য ফিরে না আসুক। **19**হায়! সেই মহিলারা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী থাকবে, বা যাদের কোলে থাকবে দুধের শিশু। **20**তাই প্রার্থনা কর যেন শীতকালে বা বিশ্রামবারে তোমাদের পালাতে না হয়।

21"সেই দিনগুলিতে এমন মহাকষ্ট হবে যা জগতের শুরু থেকে এই সময় পর্যন্ত আর কখনও হয় নি এবং হবেও না। **22**আরো বলছি, সেই দিনগুলির সংখ্যা ঈশ্বর যদি কমিয়ে না দিতেন তবে কেউই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু তাঁর মনোনীত লোকদের জন্য তিনি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে রেখেছেন। **23**সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, মশীহ (খ্রীষ্ট)!' এখানে, অথবা 'দেখ, তিনি ওখানে', তাহলে সে কথায় বিশ্বাস করো না।

24"আমি একথা বলছি, কারণ অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীর উদয় হবে। তারা মহা আশ্চর্য কাজ করবে ও চিহ্ন দেখাবে, যেন লোকদের ঠকাতে পারে। যদি সম্ভব হয় এমনকি ঈশ্বরের মনোনীত লোকদেরও ঠকাবে। **25**দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের এসব কথা ব'লে রাখলাম।

26"তাই তারা যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, খ্রীষ্ট প্রান্তরে আছেন!' তবে তোমরা সেখানে যেও না, অথবা যদি বলে দেখ, 'তিনি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে আছেন!' তাদের কথায় বিশ্বাস করো না। **27**আকাশে বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে দেয়, তেমনি করেই মানবপুত্রের আবির্ভাব হবে। **28**যেখানে শব, সেখানেই শকুন এসে জড় হবে।

29"মহাক্লেশের সেই দিনগুলির পরই:

'সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না। তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়বে আর আকাশমণ্ডলে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হবে।'

যিশাইয় 13:10; 34:4-5

30"সেই সময় আকাশে মানবপুত্রের চিহ্ন দেখা দেবে। তখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী হাহুতাশ করবে; আর তারা মানবপুত্রকে মহাপরাক্রম ও মহিমামণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘে ক'রে আসতে দেখবে। **31**খুব জোরে তূরীধ্বনির সঙ্গে তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন। তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, চার দিক থেকে তাঁর মনোনীত লোকদের জড়ো করবেন।

32"ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা নাও, তার কচি ডালে পাতা বের হলে জানা যায় গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে। **33**ঠিক সেইরকম, যখন তোমরা দেখবে এসব ঘটছে, বুঝবে মানবপুত্রের পুনরাগমনের সময় এসে গেছে, তা দরজার গোড়ায় এসে পড়েছে। **34**আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব ঘটছে এই যুগের লোকদের শেষ হবে না। **35**আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোন কথা বিলুপ্ত হবে না।

উপযুক্ত সময়ের কথা কেবল ঈশ্বরের জানা

(মার্ক 13:32-37; লূক 17:26-30, 34-36)

36"সেই দিন ও মুহূর্তের কথা কেউ জানে না, এমন কি স্বর্গদূতেরা অথবা পুত্র নিজেও তা জানেন না, কেবল মাত্র পিতা (ঈশ্বর) তা জানেন। **37**নোহের সময় যেমন হয়েছিল, মানবপুত্রের আগমনের সময় সেইরকম হবে। **38**নোহের সময়ে বন্যা আসার আগে, যে পর্যন্ত না নোহ সেই জাহাজে ঢুকলেন, লোকেরা সমানে ভোজন-পান করেছে, বিয়ে করেছে ও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে।

39"যে পর্যন্ত না বন্যা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেনি যে কি ঘটতে যাচ্ছে। মানবপুত্রের আগমনও ঠিক সেইরকমভাবেই হবে। **40**সেই সময় দু'জন লোক মাঠে কাজ করবে। তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্য জন পড়ে থাকবে। **41**দু'জন স্ত্রীলোক যাঁতা পিষবে, তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর অন্যজন পড়ে থাকবে।

42"তাই তোমরা সজাগ থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন দিন আসবেন, তা তোমরা জানো না। **43**তবে একথা মনে রেখো, যদি গৃহস্থ জানত রাত্রে কোন সময় চোর আসবে, তবে সে জেগে থাকত। সে চোরকে নিজের ঘরের সিঁধ কাটতে দিত না। **44**তাই তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ তোমরা যখন তাঁর আগমনের বিষয়ে ভাববেও না, মানবপুত্র সেই সময়ই আসবেন।

45"সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস তাহলে কে, যার উপর তার প্রভু তাঁর বাড়ির অন্যান্য দাসদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন? **46**সেই দাস ধন্য যার মনিব ফিরে এসে তাকে তার কর্তব্য করতে দেখবেন। **47**আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি সেই দাসকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দেবেন। **48**কিন্তু ধর, সেই দাস যদি দুষ্ট হয়, আর মনে মনে বলে, 'আমার মনিবের ফিরে আসতে অনেক দেরী আছে।

49"তাই সে তার সঙ্গী দাসদের মারধর করে, এবং মাতালদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে শুরু করে।

'সর্বনাশা ... বস্তু' দানি 9:27; 12:11

50তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা সেই দাস ভাবতেও
পারবে না বা জানবেও না, সেই দিন ও সেই মুহূর্তেই
তার মনিব এসে হাজির হবেন। 51তখন তার মনিব
তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন, ভণ্ডদের মধ্যে তাকে স্থান
দেবেন; যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায়
দাঁতে দাঁত ঘষে।

দশজন কনের দৃষ্টান্তমূলক গল্প

25 “স্বর্গরাজ্য কেমন হবে, তা দশ জন কনের
সঙ্গে তুলনা করা চলে, যারা তাদের প্রদীপ
নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বার হল। 2তাদের
মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ আর অন্য পাঁচজন ছিল
বুদ্ধিমতী। 3সেই নির্বোধ কনেরা তাদের বাতি নিল বটে
কিন্তু সঙ্গে তেল নিল না। 4অপরদিকে বুদ্ধিমতী
কনেরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও নিল। 5বর
আসতে দেরী হওয়াতে তারা সকলেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন
হয়ে পড়ল।

6“কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেল, ‘দেখ, বর
আসছেন! তাকে বরণ করতে এগিয়ে যাও।’

7“সেই কনেরা তখন উঠে তাদের প্রদীপ ঠিক করল।
8কিন্তু নির্বোধ কনেরা বুদ্ধিমতী কনেদের বলল,
‘তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু তেল দাও, কারণ
আমাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।’

9“এর উত্তরে সেই বুদ্ধিমতী কনেরা বলল, ‘না।
তেল যা আছে তাতে হয়তো আমাদের ও তোমাদের
কুলোবে না , তোমরা বরং যারা তেল বিক্রি করে তাদের
কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে আনো।’ 10“তারা
যখন তেল কেনার জন্য বাইরে যাচ্ছে, এমন সময় বর
এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে কনেরা প্রস্তুত ছিল
তারা বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। তারপর
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

11“শেষে অন্য কনেরা এসে বলল, ‘শুনছেন,
আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।’

12“কিন্তু এর উত্তরে বর বললেন, ‘সত্যি বলছি,
আমি তোমাদের চিনি না।’

13“তাই তোমরা সজাগ থেকো, কারণ তোমরা সেই
দিন বা মুহূর্তের কথা জান না, কখন মানবপুত্র ফিরে
আসবেন।

তিনজন দাসের কাহিনী

(লূক 19:11-27)

14“স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো, যিনি
বিদেশে যাবার আগে চাকরদের ডেকে সম্পত্তির ভার
তাদের হাতে দিয়ে গেলেন। 15তিনি একজনকে পাঁচ
থলি মোহর, আর একজনকে দু থলি মোহর এবং আর
একজনকে এক থলি মোহর দিলেন। যার যেমন ক্ষমতা
সেই অনুসারে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন। 16যে
পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা
খাটাতে শুরু করল; আর তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি
মোহর লাভ করল। 17যে লোক দু থলি মোহর পেয়েছিল,
সেও সেই টাকা খাটিয়ে আরো দু থলি মোহর রোজগার
করল। 18কিন্তু যে এক থলি মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে
মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকা সেই গর্তে পুঁতে
রাখল।

19“অনেক দিন পর সেই চাকরদের মনিব ফিরে
এসে তাদের কাছে হিসাব চাইলেন। 20যে পাঁচ থলি
মোহর পেয়েছিল, সে আরো পাঁচ থলি মোহর এনে
বলল, ‘হুজুর, আপনি আমাকে পাঁচ থলি মোহর
দিয়েছিলেন, দেখুন, আমি তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি
মোহর রোজগার করেছি।’

21“তার মনিব তখন তাকে বললেন, ‘বেশ, তুমি
উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি এই সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত
থাকাতে আমি তোমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার
দেব। এস, তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।’

22“এরপর যে দু থলি মোহর পেয়েছিল, সেও তার
মনিবের কাছে এসে বলল, ‘হুজুর, আপনি আমায় দুথলি
মোহর দিয়েছিলেন, দেখুন আমি তাই দিয়ে আরো দু
থলি মোহর রোজগার করেছি।’

23“তার মনিব তাকে বললেন, ‘বেশ! তুমি উত্তম ও
বিশ্বস্ত দাস। তুমি সামান্য বিষয়ের উপর বিশ্বস্ত হলে,
তাই আমি আরো অনেক কিছুর ভার তোমার উপর
দেব। এস, তুমি তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী
হও।’

24“এরপর যে লোক এক থলি মোহর পেয়েছিল,
সে তার মনিবের কাছে এসে বলল, ‘হুজুর আমি জানি
আপনি বড় কড়া লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেন
নি সেখানে কাটেন; আর যেখানে কোন বীজ ছড়ান নি
সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন; 25তাই আমি ভয়ে
আপনার দেওয়া মোহরের থলি মাটিতে পুঁতে লুকিয়ে
রেখেছিলাম। আপনার যা ছিল তা নিন।’

26“এর উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, ‘তুমি দুষ্ট
ও অলস দাস! তুমি তো জানতে আমি যেখানে বুনি
না সেখানেই কাটি; আর তুমি এও জান যেখানে আমি
বীজ ছড়াই না সেখান থেকেই সংগ্রহ করি। 27তাই
তোমার উচিত ছিল মহাজনদের কাছে আমার টাকা
জমা রাখা, তাহলে আমি এসে আমার টাকার সঙ্গে
কিছু সুদও পেতাম।’

28“তাই তোমরা এর কাছ থেকে, ঐ মোহর নিয়ে
যার দশ থলি মোহর আছে তাকে দাও। 29হ্যাঁ, যার
আছে তাকে আরো দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর
হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ
থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।’ 30‘তোমরা ঐ অকর্মণ্য দাসকে
বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও; সেখানে লোকেরা
কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।’

মানবপুত্র সকল লোকের বিচার করবেন

31“মানবপুত্র যখন নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে
তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে এসে মহিমার সিংহাসনে
বসবেন, 32তখন সমস্ত জাতি তাঁর সামনে জড়ো হবে।
রাখাল যেমন ভেড়া ও ছাগল আলাদা করে, তেমনি

তিনি সব লোককে দু'ভাগে ভাগ করবেন। **33**তিনি নিজের ডানদিকে ভেড়াদের রাখবেন আর বাঁদিকে ছাগলদের রাখবেন।

34"এরপর রাজা তাঁর ডানদিকের যারা তাদের বলবেন, 'আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ যে তোমরা, তোমরা এস! জগত সৃষ্টির শুরুতেই যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অধিকার গ্রহণ কর। **35**কারণ আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা আমায় খেতে দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম আর তোমরা আমাকে পান করবার জল দিয়েছিলে। আমি অচেনা আগন্তুক রূপে এসেছিলাম আর তোমরা আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে। **36**যখন আমার পরণে কোন কাপড় ছিল না, তখন তোমরা আমায় পোশাক পরিয়েছিলে। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছিলে। আমি কারাগারে ছিলাম, তোমরা আমায় দেখতে এসেছিলে।'

37"এর উত্তরে যারা ভাল তারা বলবে, 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, পিপাসিত দেখে জল পান করতে দিয়েছিলাম? **38**কখনই বা আপনাকে অচেনা আগন্তুক দেখে আতিথ্য করেছিলাম, অথবা আপনার পরণে কাপড় নেই দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? **39**আর কখনই বা অসুস্থ বা কারাগারে আছেন দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?' **40**এর উত্তরে রাজা তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই তুচ্ছতমদের মধ্যে যখন কোন একজনের প্রতি তোমরা এরূপ করেছিলে, তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।'

41"এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে অভিশপ্তরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য যে ভয়াবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়। **42**কারণ আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন তোমরা আমায় খেতে দাও নি। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিল, তখন আমায় জল দাও নি। **43**আমি অচেনা আগন্তুকরূপে এসেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার আতিথ্য করনি। আমার পোশাক ছিল না, কিন্তু তোমরা আমায় পোশাক দাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম ও কারাগারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার খোঁজ নাও নি।'

44"এর উত্তরে তারা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত, কি পিপাসিত, কি আগন্তুকরূপে দেখে, অথবা কবেই বা আপনার পরনে কাপড় ছিল না, বা আপনি অসুস্থ ছিলেন ও কারাগারে গিয়েছিলেন বলে আমরা আপনার সাহায্য করিনি?'

45"এর উত্তরে রাজা বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যখন এই অতি সামান্য যারা তাদের কোন একজনের প্রতি তা করনি, তখন আমারই প্রতি তা কর নি।'

46"এরপর অধার্মিক লোকেরা যাবে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে, কিন্তু ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে অনন্ত জীবনে।"

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

(মার্ক14:1-2; লূক 22:1-2; যোহন 11:45-53)

26 এইসব কথা শেষ করে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, **2**"তোমরা জান, আর দুদিন পরই নিস্তারপর্ব শুরু হবে, তখন মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার জন্য শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"

3সেই সময় মহাযাজক কায়াফার বাড়ির উঠানে প্রধান যাজকেরা ও ইহুদী নেতারা এসে ষড়যন্ত্র করতে বসল, **4**যেন তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে পারে ও তাঁকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতে পারে। **5**তারা বলল, "আমরা নিস্তারপর্বের সময় একাজ করব না, তাতে লোকদের মধ্যে হয়তো গণ্ডগোল বাধতে পারে।"

একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করলেন

(মার্ক14:3-9; যোহন 12:1-8)

6যীশু যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, সেই সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর কাছে এল। **7**তার কাছে শ্বেতপাথরের* বোতলে খুব দামী সুগন্ধি ছিল। যীশু যখন সেখানে খেতে বসেছিলেন, তখন সে ঐ আতর যীশুর মাথায় ঢেলে দিল। **8**তাই দেখে তাঁর শিষ্যরা রেগে গেলেন, তারা বললেন, "এভাবে অপচয় করা হচ্ছে কেন? **9**এটা তো অনেক টাকায় বিক্রি করা যেত, আর সেই টাকা গরীবদের দেওয়া যেত।"

10তারা যা বলাবলি থকরছিল, যীশু তা জানতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে কেন দুঃখ দিচ্ছ? ওতো আমার প্রতি ভাল কাজই করল। **11**কারণ গরীবেরা তোমাদের সঙ্গে সবসময়ই থাকবে*; কিন্তু তোমরা আমায় সবসময় পাবে না। **12**আমার দেহের উপর আতর ঢেলে দিয়ে সেতো আমাকে সমাধিতে রাখার উপযোগী কাজই করল। **13**আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সারা জগতে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই এর এই কাজের কথা বলা হবে।"

যিহূদা যীশুর শত্রু

(মার্ক14:10-11; লূক 22:3-6)

14তখন বারো জন শিষ্যর মধ্যে একজন, যার নাম যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বলল, **15**"আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিই, তবে আপনারা আমায় কি দেবেন বলুন?" তারা তাকে গুনে গুনে ত্রিশটা রূপোর টাকা দিল। **16**সেই মুহূর্ত থেকেই যিহূদা তাঁকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

শ্বেতপাথর এক ধরণের পাথর যাতে খুব সুন্দর পালিশ করা যায়।

কারণ ... থাকবে দ্বি বি 15:11

যীশু নিস্তারপর্বের ভোজ খেলেন

(মার্ক14:21-22; লূক22:7-14, 21-23; যোহন13:21-30)

17খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে যীশুর
শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আপনার জন্য আমরা
কোথায় নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করব? আপনি
কি চান?"

18যীশু বললেন, "তোমরা ঐ গ্রামে আমার পরিচিত
একজনের কাছে যাও, তাকে গিয়ে বল, 'গুরু বলছেন,
আমার নির্ধারিত সময় কাছে এসে গেছে, আমি আমার
শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন
করব।'" 19তখন শিষ্যরা যীশুর কথামতো কাজ করলেন,
তারা সেখানে নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

20সন্ধ্যা হলে পর যীশু সেই বারো জন শিষ্যের
সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে বসলেন। 21তাঁরা যখন
খাচ্ছেন সেই সময় যীশু বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর
হাতে তুলে দেবে।"

22এতে শিষ্যরা খুবই দুঃখ পেয়ে এক একজন ক'রে
যীশুকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "প্রভু, সে কি আমি?"

23তখন যীশু বললেন, "যে আমার সঙ্গে বাটিতে
হাত ডুবাল, সেই আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে।
24মানবপুত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, সেই
ভাবেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু ধিক্ সেই লোক, যে
মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে! সেই লোকের জন্ম না হওয়াই
তার পক্ষে ভাল ছিল।"

25যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল,
সেই যিহূদা বলল, 'গুরু, সে নিশ্চয়ই আমি নই?'

যীশু তাকে বললেন, "তুমি নিজেই তো একথা
বলছ।"

প্রভুর ভোজ

(মার্ক14:22-26; লূক 22:15-20; 1করিন্থীয় 11:23-25)

26তাঁরা খাচ্ছিলেন, এমন সময় যীশু একটি রুটি
নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর সেই রুটি টুকরো
টুকরো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এই নাও, খাও,
এ আমার দেহ।"

27এরপর তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন আর
পানপাত্রটি শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "তোমরা সকলে
এর থেকে পান কর। 28কারণ এ আমার রক্ত, নতুন
নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রক্ত, যা বহুলোকের পাপ
মোচনের জন্য পাতিত হল। 29আমি তোমাদের বলছি,
এখন থেকে আমি এই দ্রাক্ষারস আর কখনও পান
করব না, যে পর্যন্ত না আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের
সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।"

30এরপর তাঁরা একটি গান করতে করতে জৈতুন
পর্বতমালায় চলে গেলেন।

যীশু বললেন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ত্যাগ করবে

(মার্ক14:27-31; লূক 22:31-34; যোহন 13:36-38)

31যীশু তাদের বললেন, "আমার কারণে তোমরা
আজ রাত্রেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আমি একথা
বলছি কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'আমি মেষপালককে আঘাত করবো। তাঁর মৃত্যু
হলে পালের মেষেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

সখরিয় 13:7

32কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হলে পর, তোমাদের আগে
আগে গালীলে যাব।"

33এর উত্তরে পিতর বললেন, "আপনার কারণে
সকলেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু আমি কখনই
বিশ্বাস হারাবো না।"

34যীশু বললেন, "আমি সত্যি বলছি, আজ রাতেই
তুমি বলবে যে তুমি আমাকে চেনো না। ভোরে মোরগ
ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।"

35কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে
চিনি না, একথা আমি কখনও বলব না। আপনার সঙ্গে
আমি মরতেও প্রস্তুত।" অন্য শিষ্যরা ও সকলে একই
কথা বললেন।

যীশুর নির্জনে প্রার্থনা

(মার্ক14:32-42; লূক 22:39-46)

36এরপর যীশু তাঁদের সঙ্গে গেৎশিমানী নামে একটা
জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি ওখানে
গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে ব'সে থাক"
37এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে
নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও
ব্যথায় ভরে গেল, তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।
38তখন তিনি তাদের বললেন, "দুঃখে আমার হৃদয়
ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাক আর আমার সঙ্গে
জেগে থাকো।"

39পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে
পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, "আমার পিতা, যদি সম্ভব
হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে
যাক; তবু আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা
পূর্ণ হোক।" 40এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে
দেখলেন, তাঁরা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন,
"একি! তোমরা আমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে
পারলে না? 41জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে
না পড়। তোমাদের আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।"

42তিনি গিয়ে আর একবার প্রার্থনা করলেন, "হে
আমার পিতা, এই দুঃখের পানপাত্র থেকে আমি পান
না করলে যদি তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তবে
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

43পরে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যরা আবার
ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাদের চোখ ভারী হয়ে
গিয়েছিল। 44তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন ও
তৃতীয় বার প্রার্থনা করলেন। তিনি আগের মতো সেই
একই কথা ব'লে প্রার্থনা করলেন। 45পরে তিনি
শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা এখনও ঘুমাচ্ছ

ও বিশ্রাম করছ? শোন, সময় ঘনিয়ে এল, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 46ওঠ, চল আমরা যাই! ঐ দেখ! যে লোক আমায় ধরিয়ে দেবে, সে এসে গেছে।"

যীশুকে গ্রেপ্তার করা হল

(মার্ক14:43-50; লূক 22:47-53; যোহন 18:3-12)

47তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সেই বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন, যিহূদা সেখানে এসে হাজির হল, তার সঙ্গে বহুলোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে এল। প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা এদের পাঠিয়েছিল। 48যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে ঐ লোকদের একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে বলেছিল, "আমি যাকে চুমু দেব, সেই ঐ লোক, তাকে তোমরা ধরবে।" 49এরপর যিহূদা যীশুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "গুরু, নমস্কার", এই বলে সে তাঁকে চুমু দিল।

50যীশু তাঁকে বললেন, "বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছ কর।"

তখন তারা এগিয়ে এসে জাপটে ধরে যীশুকে গ্রেপ্তার করল। 51সেই সময় যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁর তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালেন আর তা বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত ক'রে তার একটা কান কেটে দিলেন।

52তখন যীশু তাকে বললেন, "তোমার তরোয়ালটি খাপে রাখ। যারা তরোয়াল চালায় তারা তরোয়ালের আঘাতেই মরবে। 53তোমরা কি ভাব যে, আমি আমার পিতা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না? চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য বারোটিরও বেশী স্বর্গদূতবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন। 54কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে শাস্ত্রের বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে, শাস্ত্রে যখন বলছে এভাবেই সব কিছু অবশ্যই ঘটবে?"

55সেই সময় যীশু লোকদের বললেন, "লোকে যেমন ডাকাত ধরতে যায়, সেইভাবে তোমরা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমায় ধরতে এসেছ? আমি তো প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে বসে শিক্ষা দিয়েছি; 56কিন্তু তোমরা আমায় গ্রেপ্তার কর নি। যাই হোক, এসব কিছুই ঘটল যেন ভাববাদীদের লেখা সকল কথাই পূর্ণ হয়।" তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মার্ক14:53-65; লূক 22:54-55, 63-71; যোহন 18:13-14, 19-24)

57তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজক কায়াফার বাড়িতে নিয়ে এল, সেখানে ব্যবস্থার শিক্ষক ও ইহুদী নেতারা জড়ো হয়েছিলেন। 58পিতর দূর থেকে যীশুর পিছনে পিছনে মহাযাজকের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত গেলেন। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখবার জন্য তিনি ভেতরে গিয়ে দাসদের সঙ্গে বসলেন।

59যীশুকে যেন মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে তাই যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করার জন্য প্রধান যাজকরা ও ইহুদী মহাসভার সব সভ্যরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। 60অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিল, তবু যে সাক্ষ্য যীশুকে হত্যা করার জন্য দরকার তা পাওয়া গেল না। 61শেষে দু'জন লোক এসে বলল, "এই লোক বলেছিল, 'আমি ঈশ্বরের মন্দির ভেঙ্গে ফেলতে ও তা আবার তিন দিনের ভেতরে গেঁথে তুলতে পারি।'"

62তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে বললেন, "তুমি কি এর জবাবে কিছুই বলবে না? এরা তোমার বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 63কিন্তু যীশু নীরব থাকলেন।

তখন মহাযাজক তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিচ্ছি, আমাদের বল, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?"

64যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, তুমিই একথা বললে। তবে আমি তোমাকে এটাও বলছি, এখন থেকে তোমরা মানবপুত্রকে মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বরের ডানপাশে বসে থাকতে ও আকাশে মেঘের মধ্যে দিয়ে আসতে দেখবে।"

65তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "এ ঈশ্বরের নিন্দা করল, আমাদের আর অন্য সাক্ষ্যের দরকার কি? দেখ, তোমরা এখন ঈশ্বর নিন্দা শুনলে! 66তোমরা কি মনে কর?" এর উত্তরে তারা বলল, "এ মৃত্যুর যোগ্য।"

67তখন তারা যীশুর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে ঘুসি মারল। 68কেউ কেউ তাঁকে চড় মারল ও বলল, "ওরে খ্রীষ্ট, আমাদের জন্য কিছু ভাববাণী বল্, কে তোকে মারল?"

পিতর যীশুকে স্বীকার করতে ভয় পেলেন

(মার্ক14:66-72; লূক 22:56-62)

69পিতর যখন বাইরে উঠোনে বসেছিলেন তখন একজন দাসী এসে বলল, "তুমিও গালীলে যীশুর সঙ্গে ছিলে।"

70কিন্তু পিতর সবার সামনে একথা অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কি বলছ, আমি তার কিছুই জানি না।"

71তিনি যখন ফটকের সামনে গেলেন, তখন আর একজন দাসী তাকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের বলল, "এ লোকটা নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।"

72পিতর আবার অস্বীকার করলেন। তিনি দিব্যি করে বললেন, "আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না।" 73এর কিছু পরে, সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পিতরের কাছে এসে বলল, "তুমি ঠিক ওদেরই একজন, কারণ তোমার কথার উচ্চারণের ধরণ দেখেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।"

74তখন পিতর দিব্যি করে শাপ দিয়ে বললেন, "আমি ঐ লোকটাকে আদৌ চিনি না!" আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল। 75তখন পিতরের মনে পড়ে গেল যীশু তাকে যা বলেছিলেন, "ভোরের মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" আর পিতর বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

রাজ্যপাল পীলাতের কাছে যীশু

(মার্ক 15:1; লূক 23:1-2; যোহন 18:28-3)

27 ভোর হলে প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা
সবাই মিলে যীশুকে হত্যা করার চক্রান্ত করল।
2তারা তাঁকে বেঁধে রোমীয় রাজ্যপাল পীলাতের কাছে
হাজির করল।

যিহূদার আত্মহত্যা

(প্রেরিত 1:18-19)

3যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই
যিহূদা যখন দেখল যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে,
তখন তার মনে খুব ক্ষোভ হল। সে তখন যাজকদের
ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে সেই ত্রিশটা রূপোর
টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, **4**“একজন নিরপরাধ লোককে
হত্যা করার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর
প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমি মহাপাপ
করেছি।”
ইহুদী নেতারা বলল, “তাতে আমাদের কি! তুমি
বোঝগে যাও।”
5তখন যিহূদা সেই টাকা মন্দিরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে
দিল, পরে বাইরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।
6প্রধান যাজকরা সেই রূপোর টাকাগুলি কুড়িয়ে
নিয়ে বললেন, “মন্দিরের তহবিলে এই টাকা জমা
করা আমাদের বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ কারণ এটা
খুনের টাকা।”
7তাই তাঁরা পরামর্শ করে ঐ টাকায় কুমোরদের
একটা জমি কিনলেন। যেন জেরুশালেমে যেসব
বিদেশী মারা যাবে, তাদের সেখানে কবর দেওয়া যেতে
পারে। **8**সেইজন্য ঐ কবরখানাকে আজও লোকে
‘রক্তক্ষেত্র’ বলে। **9**এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র ভাববাণী
পূর্ণ হল:
“তারা সেই ত্রিশটা রূপোর টাকা নিল, এটাই হল
তাঁর মূল্য, ইস্রায়েলের জনগণই তাঁর মূল্য নির্ধারণ
করেছিল। **10**আর প্রভুর নির্দেশ অনুসারেই সেই টাকা
দিয়ে তারা কুমোরের জমি কিনেছিল।”

রাজ্যপাল পীলাত ও যীশু

(মার্ক 15:2-5; লূক 23:3-5; যোহন 18:33-38)

11এদিকে যীশুকে রাজ্যপালের সামনে হাজির করা
হল। রাজ্যপাল যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?”
যীশু বললেন, “হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন।”
12কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা সমানে
যখন তাঁর বিরুদ্ধে দোষ দিচ্ছিল, তখন তিনি তার
একটারও জবাব দিলেন না।
13তখন পীলাত তাঁকে বললেন, “ওরা, তোমার
বিরুদ্ধে কত দোষ দিচ্ছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?”
14কিন্তু যীশু তাঁকে কোন জবাব দিলেন না, এমন
কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগেরও উত্তর দিলেন
না, এতে পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

যীশুকে মুক্তি দেবার বিফল চেষ্টা

(মার্ক 15:6-15; লূক 23:13-25; যোহন 18:39-19:16)

15রাজ্যপালের রীতি অনুসারে প্রত্যেক নিস্তারপর্বের
সময় জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কয়েদীকে
তিনি মুক্ত করে দিতেন। **16**সেই সময় বারাব্বা* নামে
এক কুখ্যাত আসামী কারাগারে ছিল। **17**তাই লোকেরা
সেখানে একসঙ্গে জড়ো হলে পীলাত তাদের জিজ্ঞেস
করলেন, “তোমাদের জন্য আমি কাকে ছেড়ে দেব?
তোমরা কি চাও, বারাব্বাকে বা যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে
তাকে?” **18**কারণ পীলাত জানতেন, তারা যীশুর ওপর
ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।
19পীলাত যখন বিচার আসনে বসে আছেন, সেই
সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, “ঐ নির্দোষ লোকটির
প্রতি তুমি কিছু করো না, কারণ রাত্রে স্বপ্নে আমি তাঁর
বিষয়ে যা দেখেছি তাতে আজ বড়ই উদ্বেগে কাটছে।”
20কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা জনতাকে
প্ররোচনা দিতে লাগল, যেন তারা বারাব্বাকে ছেড়ে
দিতে ও যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলে।
21তখন রাজ্যপাল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “এই
দুজনের মধ্যে তোমরা কাকে চাও যে আমি তোমাদের
জন্য ছেড়ে দিই?”
তারা বলল, “বারাব্বাকে!”
22পীলাত তখন তাদের বললেন, “তাহলে যীশু, যাকে
মশীহ বলে তাকে নিয়ে কি করব?”
তারা সবাই বলল, “ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক!”
23পীলাত বললেন, “কেন? ও কি অন্যায় করেছে?”
কিন্তু তারা তখন আরো জোরে চিৎকার করতে
লাগল, “ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!”
24পীলাত যখন দেখলেন যে তাঁর চেষ্টার কোন ফল
হল না, বরং আরও গোলমাল হতে লাগল, তখন তিনি
জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, “এই
লোকের রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই।” এটা
তোমাদেরই দায়।
25এই কথার জবাবে লোকেরা সমস্বরে বলল,
“আমরা ও আমাদের সন্তানরা ওর রক্তের জন্য দায়ী
থাকব।”
26তখন পীলাত তাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে
দিলেন; কিন্তু যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য
সঁপে দিলেন।

পীলাতের সৈন্যরা যীশুকে বিদ্রূপ করতে লাগল

(মার্ক 15:16-20; যোহন 19:2-3)

27এরপর রাজ্যপালের সেনারা যীশুকে রাজভবনের
সভাগৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে সমস্ত সেনাদলকে তাঁর
চারধারে জড়ো করল। **28**তারা যীশুর পোশাক খুলে
নিল, আর তাঁকে একটা লাল রঙের পোশাক পরাল।
29পরে কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে তা
তাঁর মাথায় চেপে বসিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে

বারাব্বা কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে বারাব্বাকে “যীশু বারাব্বা” নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটা লাঠি দিল। পরে তাঁর সামনে হাঁটু গেঁড়ে তাঁকে
ঠাট্টা করে বলল, "ইহুদীদের রাজা, দীর্ঘজীবি হোন!"
30তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁর লাঠিটি নিয়ে তাঁর
মাথায় মারতে লাগল। 31এইভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করবার
পর তারা সেই পোশাকটি তাঁর গা থেকে খুলে নিয়ে
তাঁর নিজের পোশাক আবার পরিয়ে দিল, তারপর
তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

যীশুকে ক্রুশে হত্যা করা হল

(মার্ক15:21-32; লূক 23:26-43; যোহন 19:17-27)

32সৈন্যরা যখন যীশুকে নিয়ে নগরের বাইরে যাচ্ছে,
তখন পথে শিমোন নামে কুরীণীয় অঞ্চলের একজন
লোককে দেখতে পেয়ে যীশুর ক্রুশ বইবার জন্য তাকে
তারা জোর করে বাধ্য করল। 33পরে তারা "গলগথা"
নামে এক জায়গায় এসে পৌঁছাল। এর অর্থ "মাথার
খুলিস্থান।" 34সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে মাদক দ্রব্য
মেশানো তিক্ত দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি
তা সামান্য আস্বাদ করে আর খেতে চাইলেন না। 35তারা
তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর জামা কাপড় খুলে নিয়ে ঘুটি
চেলে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। 36আর
সেখানে বসে যীশুকে পাহারা দিতে লাগল। 37তাঁর বিরুদ্ধে
আনা অভিযোগের এই লিপি ফলকটি তাঁর মাথার
উপরে ক্রুশে লাগিয়ে দিল: "এ যীশু, ইহুদীদের রাজা।"
38তারা দু'জন দস্যুকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল,
একজনকে তাঁর ডানদিকে ও অন্যজনকে তাঁর বাঁ দিকে।
39সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে যে সব লোক যাতায়াত
করছিল, তারা তাদের মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে
বলল, 40"তুমি না মন্দির ভেঙ্গে আবার তা তিন দিনের
মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা
কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে
এস।"

41সেইভাবেই প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা
ও ইহুদী নেতারা বিদ্রূপ করে তাঁকে বলতে লাগলেন,
42"এ লোকতো অপরকে রক্ষা করত, কিন্তু এ নিজেকে
বাঁচাতে পারে না! ওতো ইস্রায়েলের রাজা, তাহলে
এখন ও ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর
ওপর বিশ্বাস করব। 43ঐ লোকটি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস
করে। যদি তিনি চান, তবে ওকে এখনই রক্ষা করুন,
কারণ ওতো বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।'" 44তাঁর
সঙ্গে যে দুজন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও
সেইভাবেই তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

যীশুর মৃত্যু

(মার্ক15:33-41; লূক 23:44-49; যোহন 19:28-30)

45সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত
সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। 46প্রায় তিনটার সময়
যীশু খুব জোরে বলে উঠলেন, "এলি, এলি লামা
শবক্তানী?" যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?"*

47যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন
একথা শুনে বলতে লাগল, "ও এলিয়কে ডাকছে!"
48তাদের মধ্যে একজন তখনই দৌড়ে গিয়ে একটা
স্পঞ্জ কতকটা সিরকায় ডুবিয়ে নিয়ে একটা নলের
মাথায় সেটা লাগিয়ে তা যীশুর মুখে তুলে ধরে তাকে
খেতে দিল। 49কিন্তু অন্যেরা বলতে লাগল, "ছেড়ে দাও,
দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না?" 50পরে
যীশু আর একবার খুব জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ
করলেন।

51সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার সেই ভারী পর্দাটা
উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল, পৃথিবী
কেঁপে উঠল, বড় বড় পাথরের চাঁই ফেটে গেল,
52সমাধিগুহাগুলি খুলে গেল, আর মারা গিয়েছিলেন
এমন অনেক ঈশ্বরের লোকের দেহ পুনরুত্থিত হল।
53যীশুর পুনরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর
জেরুশালেমে গিয়ে বহুলোককে দেখা দিয়েছিলেন।
54ক্রুশের পাশে শতপতি ও তার সঙ্গে যারা যীশুকে
পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা
দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের
পুত্র ছিলেন।"

55সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে
সব কিছু দেখছিলেন। এই মহিলারা গালীল থেকে যীশুর
দেখাশোনার জন্য তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। 56তাঁদের
মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষেফের
মা মরিয়ম আর যাকোব ও যোহনের* মা।

যীশুর সমাধি

(মার্ক15:42-47; লূক 23:50-56; যোহন 19:38-42)

57সন্ধ্যা নেমে আসছে এমন সময় আরিমাথিয়ার
যোষেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি জেরুশালেমে এলেন;
তিনিও যীশুর একজন অনুগামী ছিলেন। 58পীলাতের
কাছে গিয়ে যোষেফ যীশুর দেহটা চাইলেন। তখন পীলাত
তাঁকে তা দিতে হুকুম করলেন। 59যোষেফ দেহটি নিয়ে
পরিষ্কার একটা কাপড়ে জড়ালেন। 60তারপর সেই দেহটা
নিয়ে তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের গায়ে যে নতুন
সমাধিগুহা কেটে রেখেছিলেন, তাতে রাখলেন। পরে
সেই সমাধির মুখ বন্ধ করতে বড় একটা পাথর গড়িয়ে
নিয়ে গিয়ে তা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। 61মরিয়ম
মগ্দলীনী ও সেই অন্য মরিয়ম কবরের সামনে বসে
রইলেন।

যীশুর সমাধিগুহা পাহারা দেওয়া হল

62পরের দিন, যখন শুক্রবার শেষ হল, অর্থাৎ প্রস্তুতি
পর্বের পরের দিন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা গিয়ে
পীলাতের সঙ্গে দেখা করল। 63তারা বলল, "হুজুর,
আমাদের মনে পড়ছে সেই প্রতারক তাঁর জীবনকালে
বলেছিল, 'আমি তিনদিন পরে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত
হব।' 64তাই আপনি হুকুম দিন যেন তিন দিন কবরটা

"ঈশ্বর ... করেছ" গীত 22:1

যাকোব ও যোহন আক্ষরিক অর্থে, "সিবদিয়ের ছেলেদের বোঝানো হয়েছে।"

পাহারা দেওয়া হয়, তা না হলে ওর শিষ্যরা হয়তো এসে দেহটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে বলবে, তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন; তাহলে প্রথমটার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরো খারাপ হবে।"

[65]পীলাত তাদের বললেন, "তোমাদের কাছে পাহারা দেবার লোক আছে, তোমরা গিয়ে যত ভালভাবে পার পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর।" [66]তখন তারা সকলে গিয়ে কবরের মুখের সেই পাথরখানির উপর সীলমোহর করল ও সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিটি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করল।

মৃত্যু থেকে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ

(মার্ক 16:1-8; লূক 24:1-12; যোহন 20:1-10)

28 বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ রবিবার খুব ভোরে মন্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে এলেন।

[2]তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার উপরে বসলেন। [3]তাঁর চেহারা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক তুষারশুভ্র। [4]তাঁর ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে কাঁপতে মরার মতো হয়ে গেল।

[5]সেই স্বর্গদূত ঐ স্ত্রীলোকদের বললেন, "তোমরা ভয় করো না, আমি জানি তোমরা যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই যীশুকে খুঁজছ; [6]কিন্তু তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এস, যেখানে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল তা দেখ; [7]আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল, 'তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি তোমাদের আগে আগে গালীলে যাচ্ছেন, তোমরা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।"' আমি তোমাদের যে কথা বললাম তা মনে রেখো।

[8]তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। তাঁরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁদের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল, তাঁরা যীশুর শিষ্যদের একথা বলার জন্য দৌড়ালেন। [9]হঠাৎ যীশু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "শুভেচ্ছা নাও!" তখন তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন। [10]যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় করো না, তোমরা যাও, আমার ভাইদের গিয়ে বল, তারা যেন গালীলে যায়, সেখানেই আমার দেখা পাবে।"

ইহুদী নেতাদের কাছে সংবাদ এল

[11]সেই মহিলারা যখন যাচ্ছিলেন, তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তা প্রধান যাজকদের বলল। [12]প্রধান যাজকেরা ইহুদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা ফন্দি আঁটলো। তারা সেই পাহারাদারদের অনেক টাকা দিয়ে বলল, [13]তোমরা লোকদের বোলো, "আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম সেই সময় যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁর দেহটা চুরি করে নিয়ে গেছে। [14]আর একথা যদি রাজ্যপালের কানে যায়, আমরা তাঁকে বোঝাব, আর তোমাদের ঝামেলার হাত থেকে দূরে রাখব।" [15]তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের যেমন বলতে শেখানো হয়েছিল তেমনই বলল: ইহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটাই প্রচলিত আছে।

শিষ্যদের সঙ্গে যীশু কথা বললেন

(মার্ক 16:14-18; লূক 24:36-49; যোহন 20:19-23: প্রেরিত 1:6-8)

[16]এবার সেই এগারো জন শিষ্য গালীলে ফিরে গিয়ে যীশু তাঁদের যেমন বলেছিলেন সেইমতো সেই পর্বতে গেলেন। [17]তাঁরা যীশুকে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তবে তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল, [18]তখন যীশু কাছে এসে তাদের বললেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।

[19]তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। [20]আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

মার্কলিখিত সুসমাচার

যীশুর আগমনের প্রস্তুতি

(মথি 3:1-12; লূক 3:1-9, 15-17; যোহন 1:19-28)

1 ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা; 2ভাববাদী
যিশাইয়র পুস্তকে যেমন লেখা আছে,

"শোন! আমি নিজের সহায়কে তোমার আগে পাঠাবো। সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।"

মালাখি 3:1

3"মরুপ্রান্তরে একজনের রব ঘোষণা করছে,

'তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য পথ সরল কর।'"

যিশাইয় 40:3

4তাই বাপ্তিস্মদাতা যোহন এলেন; তিনি মরুপ্রান্তরে
লোকদের বাপ্তাইজ* করছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন
যেন লোকেরা পাপের ক্ষমা পাবার জন্য মনফিরায় ও
বাপ্তিস্ম নেয়। 5তাতে যিহূদিয়া ও জেরুশালেমের সমস্ত
মানুষ তাঁর কাছে যেতে শুরু করল। তারা নিজের নিজের
পাপ স্বীকার করে যর্দ্দন নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তাইজ
হতে লাগল। 6যোহন উটের লোমের তৈরী কাপড়
পরতেন। তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল, এবং
তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন। 7তিনি প্রচার করতেন,
"আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার
থেকে শক্তিমান, আমি নিচু হয়ে তাঁর পায়ের জুতোর
ফিতে খোলার যোগ্য নই। 8আমি তোমাদের জলে
বাপ্তাইজ করলাম কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায়
বাপ্তাইজ করবেন।"

যীশুর বাপ্তিস্ম

(মথি 3:13-17; লূক 3:21-22)

9সেই সময় যীশু গালীলের নাসরৎ থেকে এলেন
আর যোহন তাঁকে যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজ করলেন।
10জল থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন, আকাশ
দুভাগ হয়ে গেল এবং পবিত্র আত্মা কপোতের মত
তাঁর ওপর নেমে আসছেন। 11আর স্বর্গ থেকে এই রব
শোনা গেল, "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র। আমি তোমাতে
খুবই সন্তুষ্ট।"

যীশুর পরীক্ষা

(মথি 4:1-11; লূক 4:1-13)

12এরপরই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন।
13সেখানে তিনি চল্লিশ দিন ছিলেন, সেই সময় শয়তান
তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল। তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে থাকতেন
আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা করতেন।

যীশু কিছু শিষ্য মনোনীত করলেন

(মথি 4:12-22; লূক 4:14-15; 5:1-11)

14যোহন কারাগারে বন্দী হবার পর যীশু গালীলে
গেলেন; আর সেখানে তিনি ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার
করলেন। 15যীশু বললেন, "সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের
রাজ্য খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মনফিরাও
এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস কর!"

16গালীল হ্রদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যীশু শিমোন
এবং তার ভাই আন্দ্রিয়কে হ্রদে জাল ফেলতে দেখলেন,
কারণ তাঁরা মাছ ধরতেন। 17যীশু তাঁদের বললেন, "ওহে
তোমরা আমার সঙ্গে এস; আমি তোমাদের মাছ নয়,
ঈশ্বরের জন্য মানুষ ধরতে শেখাব।" 18আর তখনই
শিমোন এবং আন্দ্রিয় তাঁদের জাল ফেলে রেখে যীশুকে
অনুসরণ করলেন।

19এরপর তিনি কিছুটা দূর গালীল হ্রদের পাশ দিয়ে
এগিয়ে গেলে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তার ভাই
যোহনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের নৌকায় বসে
জাল ঠিক করছিলেন। 20যীশু তাদের ডাকলেন, তারাও
সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাবা সিবদিয়কে ভাড়াটে মজুরদের
সঙ্গে নৌকায় রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।

এক অশুচি আত্মাগ্রস্ত লোকের আরোগ্যলাভ

(লূক 4:31-37)

21এরপর তাঁরা কফরনাহূম শহরে গেলেন। পরদিন
শনিবার সকালে অর্থাৎ বিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে
গিয়ে লোকেদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। 22যীশুর
শিক্ষা শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন, কারণ তিনি ব্যবস্থার
শিক্ষকের মতো নয় কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির
মতোই শিক্ষা দিতেন। 23সেই সমাজগৃহে হঠাৎ অশুচি
আত্মায় পাওয়া এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বলল, 24"হে নাসরতীয়
যীশু! আপনি আমাদের কাছে কি চান? আপনি কি
আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি
কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!"

25কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর!
এই লোকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো!" 26সঙ্গে
সঙ্গে সেই অশুচি আত্মা ঐ লোকটাকে দুমড়ে মুচড়ে
প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে লোকটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে
এল। 27এতে প্রত্যেকে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করতে লাগল, "এ কি ব্যাপার? এটা কি একটা
নতুন শিক্ষা? সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি শিক্ষা দেন,
এমনকি অশুচি আত্মাদেরও আদেশ করেন এবং তারা
তাঁর আদেশ মানে।" 28আর গালীলের সমস্ত অঞ্চলে
তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল।

বাপ্তাইজ গ্রীক শব্দের অর্থ জলে ডোবানো অর্থাৎ স্নান করানো।

যীশু বহুলোককে আরোগ্য করলেন

(মথি 8:14-17; লূক 4:38-41)

29তখন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সমাজ-গৃহ ছেড়ে যাকোব
এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা শিমোন এবং
আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। 30সেখানে শিমোনের শাশুড়ী
জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে শিমোনের
শাশুড়ীর জ্বরের কথা যীশুকে বললেন। 31যীশু তাঁর
কাছে গেলেন এবং তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে বসালেন,
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল এবং তিনি তাঁদের
সেবা করতে লাগলেন।

32সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ধ্যে হলে, লোকেরা অনেক
অসুস্থ ও ভূতে পাওয়া লোককে যীশুর কাছে নিয়ে
এল। 33আর শহরের সমস্ত লোক সেই বাড়ির দরজায়
জমা হল। 34তিনি বহু অসুস্থ রোগীকে নানা প্রকার
রোগ থেকে সুস্থ করলেন, এবং লোকদের মধ্যে থেকে
বহু ভূত তাড়ালেন; কিন্তু তিনি ভূতদের কোন কথা
বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনত।

সুসমাচার প্রচারের জন্য যীশুর প্রস্তুতি

(লূক 4:42-44)

35পরের দিন ভোর হবার আগে, রাত থাকতে থাকতে
তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, আর নির্জন স্থানে
গিয়ে প্রার্থনায় কাটালেন। 36শিমোন ও তাঁর সঙ্গী যারা
যীশুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

37পরে যীশুকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সবাই
আপনার খোঁজ করছে।"

38কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "চল, আমরা অন্য
শহরে যাই; যেন সেখানেও আমি প্রচার করতে পারি,
কারণ সেই জন্যই আমি এসেছি।" 39তাই তিনি সমস্ত
গালীল প্রদেশে বিভিন্ন সমাজ-গৃহে গিয়ে প্রচার করতে
ও ভূত ছাড়াতে লাগলেন।

যীশু এক কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন

(মথি 8:1-4; লূক 5:12-16)

40একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে
বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল। সে যীশুকে বলল,
"আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।"

41যীশু তার প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে
তাকে স্পর্শ করে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি
ভাল হয়ে যাও।" 42আর সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠরোগ
তাকে ছেড়ে গেল, এবং সে সুস্থ হল।

43যীশু তাকে তখনই বিদায় দিলেন। 44তিনি তাকে
দৃঢ়ভাবে বললেন, "দেখ, একথা কাউকে বোল না;
কিন্তু যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং কুষ্ঠরোগ
থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য মোশির বিধান অনুযায়ী ঈশ্বরকে
উপহার দাও, এতে সকলে জানতে পারবে যে তুমি
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছ।"

45কিন্তু সে বাইরে গিয়ে তার সুস্থ হওয়ার কথা এত
বেশী প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে যীশু
আর প্রকাশ্যে কোন শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না।
কাজেই তিনি শহরের বাইরে নির্জনে থেকে গেলেন,
আর লোকেরা চারদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

এক পঙ্গুর আরোগ্যলাভ

(মথি 9:1-8; লূক 5:17-26)

2 কয়েকদিন পরে তিনি কফরনাহূমে ফিরে এলে এই
খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে তিনি বাড়ি ফিরে
এসেছেন। 2এর ফলে এত লোক জড় হল যে সেখানে
তিল ধারণেরও জায়গা রইল না, এমনকি দরজার
বাইরেও এতটুকু জায়গা খালি রইল না। তিনি তাদের
কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। 3সেই সময়
চারজন লোক খাটে করে এক পঙ্গুকে তাঁর কাছে নিয়ে
এল। 4তারা সেই পঙ্গু লোকটিকে যীশুর কাছে নিয়ে
যেতে পারল না, তাই যীশু যেখানে ছিলেন সেখানকার
ছাদের কিছু টালি খুলে ফাঁকা করে, ঠিক তাঁর সামনে
খাটিয়া সমেত সেই পঙ্গু লোকটিকে নামিয়ে দিল।
5তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পঙ্গু লোকটিকে বললেন,
"বাছা, তোমার সব পাপের ক্ষমা হোল।"

6সেখানে কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক বসে ছিলেন, তাঁরা
মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 7"এ লোকটি এমন কথা
বলছে কেন? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করছে; ঈশ্বর ছাড়া
আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারেন?"

8যীশু নিজের আত্মায় ব্যবস্থার শিক্ষকদের মনের
কথা জানতে পেরে তখনই তাদের বললেন, "তোমরা
এসব কথা ভাবছ কেন? 9কোনটা বলা সহজ, 'তোমার
পাপ ক্ষমা করা হোল' অথবা 'ওঠ, তোমার খাটিয়া
নিয়ে চলে যাও।' 10কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার
ক্ষমতা যে মানবপুত্রের আছে এটা আমি তোমাদের
প্রমাণ করে দেব।" তাই তিনি সেই পঙ্গু লোকটিকে
বললেন, 11"আমি তোমায় বলছি ওঠ; তোমার খাটিয়াটি
তুলে নিয়ে তোমার ঘরে চলে যাও।" 12সে উঠে দাঁড়াল,
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খাটিয়াটি তুলে নিয়ে সকলের
সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। এতে সকলে আশ্চর্য
হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলল, "এর আগে আমরা
এমন কখনও দেখিনি!"

13এরপর তিনি আবার হ্রদের ধারে ফিরে গেলে,
সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল; আর তিনি তাদের শিক্ষা
দিতে লাগলেন। 14পরে তিনি পথে যেতে যেতে দেখলেন,
এক কর-আদায়কারী, আল্‌ফেয়ের ছেলে লেবি কর-
আদায়ের ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন,
"এস, আমার সাথে চল।" তা শুনে লেবি উঠে পড়লেন
এবং যীশুর সঙ্গে গেলেন।

15পরে তিনি লেবির বাড়িতে এসে খেতে বসলেন;
আর অনেক কর-আদায়কারী এবং মন্দ লোক যীশুর ও
তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল, কারণ তাদের মধ্যে
অনেকেই তাঁর অনুগামী ছিল। 16কিন্তু ফরীশী দলের
ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে কর-আদায়কারী ও মন্দ
লোকদের সঙ্গে খেতে দেখে তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"যীশু কর-আদায়কারী ও মন্দ লোকদের সঙ্গে খেতে
বসেন কেন?"

17এই কথা শুনে যীশু তাদের বললেন, "সুস্থ লোকের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রোগীদের জন্যই চিকিৎসকের প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের ডাকতে এসেছি।"

যীশু অন্য ধর্মীয় নেতাদের থেকে আলাদা ছিলেন

(মথি 9:14-17; লূক 5:33-39)

18সেই সময় যোহনের* শিষ্যরা এবং ফরীশীরা উপোস করছিলেন ; তাই কিছু লোক যীশুর কাছে এসে তাঁকে বলল, "যোহনের এবং ফরীশীদের শিষ্যরা উপোস করে; কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপোস করে না কেন?"

19যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি বিয়ে বাড়ির অতিথিরা উপোস করতে পারে? যেহেতু বর তাদের সঙ্গে আছে তাই তারা উপোস করে না। 20কিন্তু এমন সময় আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে; আর সেই দিন তারা উপোস করবে।

21"পুরানো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে তালি দেয় না; তালি দিলে সেই নতুন কাপড়টি পুরানো কাপড় থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আর ছেঁড়া জায়গাটি আরও বড় হয়ে যায়। 22পুরানো চামড়ার থলিতে কেউ নতুন দ্রাক্ষারস ঢালে না, ঢাললে থলি ফেটে যায়, তাতে দ্রাক্ষারস এবং চামড়ার থলি দুটোই নষ্ট হয়ে যায়। নতুন দ্রাক্ষারসের জন্য নতুন থলিরই প্রয়োজন।"

কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

(মথি 12:1-8; লূক 6:1-5)

23কোন এক বিশ্রামবারে যীশু শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা যেতে যেতে শস্যের শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন। 24এতে ফরীশীরা তাঁকে বলল, "দেখ, বিশ্রামবারে তোমার শিষ্যেরা এমন কাজ কেন করছে, যা করা উচিত নয়?"

25তিনি তাদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাবারের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে কি করেছিলেন তোমরা কি পড় নি? 26অবিয়াথর যখন প্রধান যাজক ছিলেন সেই সময় দায়ূদ কেমন করে ঈশ্বরের গৃহে গিয়ে যে রুটি যাজক ছাড়া অন্য আর কারো খাওয়া বিধিসম্মত ছিল না, তা নিজে খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদের খাইয়েছিলেন?"

27যীশু তাদের আরো বললেন, "মানুষের জন্যই বিশ্রামবারের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিশ্রামবারের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নি। 28তাই মানবপুত্র* বিশ্রামবারেরও প্রভু।"

এক পঙ্গু লোকের আরোগ্যলাভ

(মথি 12:9-14; লূক 6:6-11)

3 আবার তিনি সমাজগৃহে গেলেন। সেখানে একটা লোক ছিল, যার একটা হাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। 2তিনি লোকটিকে সুস্থ করেন কি না, তা দেখার জন্য কিছু লোক তাঁর দিকে নজর রাখল, যাতে তাঁর দোষ ধরতে পারে। 3যীশু সেই লোকটিকে, যার হাত পঙ্গু হয়ে গেছে তাকে বললেন, "সকলের সামনে এসে দাঁড়াও।"

4পরে তিনি তাদের বললেন, "বিশ্রামবারে লোকের উপকার করা, না ক্ষতি করা, কোন্‌টি বিধিসম্মত? জীবন রক্ষা করা, না জীবন নষ্ট করা, কোন্‌টি বিধিসম্মত?" কিন্তু তারা চুপ করে থাকল।

5তখন তিনি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাদের চারদিকে তাকালেন এবং তাদের কঠিন মনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়াও।" সে তার হাত বাড়িয়ে দিলে তার হাত ভাল হয়ে গেল। 6ফরীশীরা বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেরোদীয়দের সাথে যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, যে কেমন করে তাঁকে হত্যা করতে পারে।

বহু মানুষ যীশুর অনুগামী হলেন

7যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গালীল হ্রদের দিকে গেলেন। গালীল, যিহূদিয়া, জেরুশালেম, ইদোম এমন কি যর্দন নদীর অপর পারে সোর ও সীদোনের থেকে বহুলোক তাঁদের পিছনে পিছনে এল। 8তিনি যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা শুনে এই বিশাল জনতা তাঁর কাছে এসেছিল। 9যাতে ভীড়ের চাপ তাঁর উপরে না পড়ে, তাই তিনি শিষ্যদের তাঁর জন্য একটা ছোট নৌকা প্রস্তুত রাখতে বললেন। 10তিনি বহুলোককে সুস্থ করেছিলেন, তাই সমস্ত রোগী তাঁকে স্পর্শ করার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল। 11অশুচি আত্মায় পাওয়া রোগীরা তাঁকে দেখতে পেলেই তাঁর পায়ের সামনে পড়ে চেঁচিয়ে বলত, "আপনি ঈশ্বরের পুত্র।" 12কিন্তু তিনি তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন যাতে তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।

যীশু বারোজন প্রেরিতকে মনোনীত করলেন

(মথি 10:1-4; লূক 6:12-16)

13তারপর তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে নিজের ইচ্ছামতো কিছু লোককে কাছে ডাকলে তাঁরা তাঁর কাছে এলেন। 14আর তিনি বারোজনকে প্রেরিত পদে নিয়োগ করলেন যেন তাঁরা তাঁর সাথে সাথে থাকে, এবং বাক্য প্রচারের জন্য যেন তিনি তাঁদের পাঠাতে পারেন। 15তাঁদের তিনি ভূত ছাড়াবার ক্ষমতাও দিলেন। 16তিনি যে বারোজনকে মনোনীত করেন তাঁদের নাম– শিমোন যাকে তিনি নাম দিলেন পিতর; 17যাকোব, যিনি সিবদিয়ের ছেলে এবং যাকোবের ভাই যোহন; যাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন বোনেরগশ যার অর্থ "মেঘধ্বনির পুত্র"; 18আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয়, দেশ-ভক্ত* দলের শিমোন 19এবং যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যোহন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিনি যীশুর আগমনের বিষয়ে ইহুদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন। মার্ক 1:4-8

মানবপুত্র যীশু, দানিয়েল 7:13-14 খ্রীষ্টের আরেক নাম, যাকে ঈশ্বর তার লোকেদের উদ্ধার করার জন্য মনোনীত করেছিলেন।

দেশ-ভক্ত দেশ-ভক্তেরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।

কেউ কেউ বলল যীশুর মধ্যে দিয়াবল আছে

(মথি 12: 22-32; লূক 11:14-23; 12:10)

20তিনি ঘরে ফিরে এলে সেখানে আবার এত লোকের
ভীড় হল, যে তাঁরা খেতেও সময় পেলেন না। 21যীশুর
বাড়ির লোকেরা এইসব বিষয় জানতে পেরে তাঁকে
বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এলেন, কারণ লোকেরা বলছিল
যে সে পাগল হয়ে গেছে।

22জেরুশালেম থেকে যে ব্যবস্থার শিক্ষকরা
এসেছিলেন তাঁরা বললেন, “যীশুকে বেল্‌সবূবে পেয়েছে,
ভূতদের রাজার সাহায্যে যীশু ভূত ছাড়ায়।”

23তখন তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে
বলতে শুরু করলেন, “কেমন করে শয়তান নিজে
শয়তানকে ছাড়াতে পারে? 24কোন রাজ্য যদি নিজের
বিপক্ষে নিজে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই রাজ্য টিকতে
পারে না। 25আবার কোন পরিবারে যদি পারিবারিক
কলহ শুরু হয়, তবে সেই পরিবার এক থাকতে পারে
না। 26আবার শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধেই নিজে দাঁড়ায়,
তবে সেও টিকতে পারে না, তার শেষ হবেই। 27কেউই
একজন শক্তিশালী মানুষের বাড়িতে ঢুকে তার দ্রব্য
লুঠ করতে পারে না, যদি না সে সেই শক্তিশালী
লোকটিকে আগে বাঁধে। আর বাঁধার পরই সে তার ঘর
লুঠ করতে পারবে। 28আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
মানুষ যে সমস্ত পাপ এবং ঈশ্বরের নিন্দা করে সেই
সমস্ত পাপের ক্ষমা হতে পারে; 29কিন্তু যদি কেউ
পবিত্র আত্মার নিন্দা করে তবে তার ক্ষমা নেই, তার
পাপ চিরস্থায়ী।”

30তিনি এইসব কথা ব্যবস্থার শিক্ষকদের বললেন
কারণ তারা বলেছিল, তাঁকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর যথার্থ পরিবার

(মথি 12:46-50; লূক 8:19-21)

31সেই সময় তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন
এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা যীশুকে লোক মারফৎ ডেকে
পাঠালেন। 32তখন তাঁর চারদিকে ভীড় করে যে লোকেরা
বসেছিল, তারা তাঁকে বলল, “দেখুন, আপনার মা,
ভাই ও বোনেরা আপনার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন।”

33তার উত্তরে তিনি তাদের বললেন, “কে আমার
মা? আমার ভাইয়েরা বা কারা?” 34যারা তাঁকে ঘিরে
বসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এরাই
আমার মা ও ভাই! 35যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন
করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।”

একজন চাষীর বীজ বোনার কাহিনী

(মথি 13:1-9; লূক 8:4-8)

4 পরে আবার তিনি হ্রদের ধারে লোকদের কাছে
শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাতে এত লোক তাঁর কাছে
জড় হোল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন আর
হ্রদের পাড়ে সমস্ত লোকেরা এসে ভীড় করল। 2তখন
দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে
লাগলেন, বললেন, 3“শোন! এক চাষী বীজ বুনতে
গেল। 4বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে
পড়ল, তাতে পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। 5আবার
কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল, সেখানে বেশী
মাটি ছিল না। বেশী মাটি না থাকাতে খুব তাড়াতাড়ি
বীজ থেকে অঙ্কুর বের হল; 6কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে
সাথে অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে গেল, কারণ এর শেকড় গভীরে
ছিল না। 7কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে গিয়ে পড়ল,
কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে চারাগাছগুলোকে বাড়তে দিল না,
ফলে সে গাছে কোন ফল হল না। 8কতকগুলো বীজ
ভাল জমিতে পড়ল, এবং তার থেকে অঙ্কুর বের হল,
আর তা বেড়ে ফল দিল। যা বোনা হয়েছিল তার ত্রিশ
গুণ, ষাট গুণ ও একশো গুণ ফল দিল।”

9তিনি তাদের বললেন, “যার শোনার মত কান আছে
সে শুনুক।”

যীশু কেন দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর ব্যবহার করতেন

(মথি 13:10-17; লূক 8:9-10)

10পরে যখন তিনি একা ছিলেন, তাঁর শিষ্যেরা সেই
বারোজন প্রেরিতের সাথে তাঁকে তাঁর দৃষ্টান্তের অর্থ
জিজ্ঞাসা করলেন।

11তখন তিনি তাঁদের বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্যের
নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাদের বলা হয়েছে; কিন্তু যারা ঈশ্বরের
রাজ্যের বাইরের লোক তাদের কাছে সব কিছুই দৃষ্টান্তের
মাধ্যমে বলা হচ্ছে। 12যাতে,

‘তারা দেখবে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারবে না।
তারা শুনবে অথচ বুঝবে না, পাছে তারা ফিরে আসে
ও তাদের ক্ষমা করা যায়।’” *যিশাইয় 6:9-10*

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করলেন

(মথি 13:18-23; লূক 8:11-15)

13তিনি তাদের বললেন, “তোমরা কি এই দৃষ্টান্তের
অর্থ বুঝতে পার না? তবে কেমন করে অন্য সব দৃষ্টান্ত
বুঝবে? 14সেই চাষী হোল সেই লোক, যে ঈশ্বরের শিক্ষা
মানুষের কাছে নিয়ে যায়। 15কিছু লোক সেই পথের
পাশে পড়া বীজের মত, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের শিক্ষা
বোনা যায়; আর তারা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান
এসে তাদের মন থেকে যে শিক্ষা বোনা হয়েছিল তা
নিয়ে যায়। 16কিছু লোক সেই পাথুরে জমিতে পড়া
বীজের মত, যারা শিক্ষা শোনার সাথে সাথে তা আনন্দে
গ্রহণ করে ; 17কিন্তু তাদের হৃদয়ের গভীরে মূল যায়
না, তারা অল্প সময় স্থির থাকে৷ সেই শিক্ষা গ্রহণের
জন্য যেই তাদের উপর কষ্ট অথবা তাড়না আসে,
অমনি তারা সেই পথ ছেড়ে দেয়। 18কিছু লোক সেই
কাঁটাঝোপে বোনা বীজের মত যারা শিক্ষা শোনে; 19কিন্তু
সংসারের চিন্তা, অর্থের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের
অভিলাষ মনের ভেতর গিয়ে ঐ বাক্য চেপে রাখে,
আর তাই তাতে কোন ফল হয় না। 20আর কিছু লোক
সেই উর্বর জমিতে পড়া বীজের মত, যারা সেই বাক্য
সকল শুনে গ্রহণ করে এবং কেউ ত্রিশ গুণ, কেউ ষাট
গুণ ও কেউ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।”

তোমাদের যা আছে তা অবশ্যই ব্যবহার কোর

(লূক 8:16-18)

21তিনি তাদেরকে আরো বললেন, “প্রদীপ জ্বেলে কি কেউ ধামা চাপা দিয়ে বা খাটের নীচে রাখে? বাতিদানের উপরে রাখবার জন্য কি তা জ্বালে না? 22কারণ এমন গোপন কিছুই নেই যা প্রকাশ করা যাবে না, এমন লুকনো কিছু নেই যা প্রকাশ হবে না। 23যদি তোমাদের কান থাকে তবে শোন!

24“তারপর তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা শুনছ সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। যে দাড়িপাল্লায় তুমি মাপবে সেই দাড়িপাল্লায় তোমাদের জন্যও মেপে দেওয়া হবে, এমনকি আরো বেশী দেওয়া হবে। 25কারণ যার আছে তাকে আরো দেওয়া হবে; আর যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।”

যীশু বীজের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী ব্যবহার করলেন

26তিনি আরো বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য এইরকম, একজন লোক জমিতে বীজ ছড়াল। 27পরে সে দিন রাত ঘুমিয়ে জেগে উঠল; ইতিমধ্যে ঐ বীজ থেকে অঙ্কুর হল ও বাড়তে লাগল; কেমন করে বাড়ছে সে তা জানল না। 28জমিতে নিজে থেকে চারা গাছ বড় হতে লাগল। প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ এবং শীষের মধ্যে সম্পূর্ণ শস্য দানা হল। 29সেই ফসল পাকলে পরে সে সাথে সাথে কাস্তে লাগাল কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে।”

ঈশ্বরের রাজ্য সরষে দানার মতো

(মথি 13:31-32; 34-35; লূক 13:18-19)

30যীশু বললেন, “আমরা কিসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? কোন দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বা তা বোঝাব? 31এটা হল সরষে দানার মতো, সেই বীজ মাটিতে বোনার সময় মাটির সমস্ত বীজের মধ্যে সবচেয়ে ছোট; 32কিন্তু রোপণ করা হলে তা বাড়তে বাড়তে সমস্ত চারাগাছের থেকে বড় হয়ে ওঠে এবং তাতে লম্বা লম্বা ডালপালা গজায় যাতে পাখিরা তার ছায়ার নীচে বাসা বাঁধতে পারে।”

33এইরকম আরও অনেক দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি তাদের কাছে শিক্ষা দিতেন; তিনি তাদের বোঝবার ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা দিতেন, 34দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদের কিছুই বলতেন না। কিন্তু শিষ্যদের সঙ্গে একা থাকার সময়, তিনি তাদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতেন।

যীশু ঝড় থামালেন

(মথি 8:23-27; লূক 8:22-25)

35ঐদিন সন্ধ্যে হলে তিনি শিষ্যদের বললেন, “চল, আমরা হ্রদের ওপারে যাই।” 36তখন তারা লোকেদের বিদায় দিয়ে, তিনি নৌকায় যে অবস্থায় বসেছিলেন, তেমনিভাবেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরও নৌকা তাদের সঙ্গে ছিল। 37দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমন আছড়ে পড়তে লাগল যে নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। 38সেই সময় যীশু নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, “গুরু, আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে, আমরা সকলে ডুবতে বসেছি?”

39তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, “থাম! শান্ত হও!” সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হোল।

40তখন তিনি তাদের বললেন, “তোমরা এত ভীতু কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয় নি?”

41কিন্তু শিষ্যরা আরও ভয় পেয়ে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ইনি তবে কে? এমন কি ঝড় এবং সমুদ্রও এঁর কথা শোনে!”

যীশু একজন অশুচি আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করলেন

(মথি 8:28-34; লূক 8:26-39)

5 এরপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে এলেন। 2তিনি নৌকা থেকে নামার সাথে সাথে একটি লোক কবরস্থান থেকে তাঁর সামনে এল, তাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল। 3সে কবরস্থানে বাস করত, কেউ তাকে শেকল দিয়েও বেঁধে রাখতে পারত না। 4লোকে বারবার তাকে বেড়ী ও শেকল দিয়ে বাঁধত; কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলত এবং বেড়ী ভেঙ্গে টুকরো করত, কেউ তাকে বশ করতে পারত না। 5সে রাত দিন সব সময় কবরখানা ও পাহাড়ি জায়গায় থাকত এবং চিৎকার করে লোকদের ভয় দেখাত এবং ধারালো পাথর দিয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করত।

6সে দূর থেকে যীশুকে দেখে ছুটে এসে প্রণাম করল। 7-8আর খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, “হে ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান পুত্র যীশু, আপনি আমায় নিয়ে কি করতে চান? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিচ্ছি, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না!” কারণ তিনি তাকে বলেছিলেন, “ওহে অশুচি আত্মা, এই লোকটি থেকে বেরিয়ে যাও।”

9তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার নাম কি?”

সে তাঁকে বলল, “আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকগুলো আছি।” 10তখন সে যীশুর কাছে মিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তাদেরকে সেই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে না দেন।

11সেখানে পর্বতের পাশে একদল শুয়োর চরছিল, 12আর তারা (অশুচি আত্মারা) যীশুকে অনুনয় করে বলল, “আমাদের ওই শুয়োরের পালের মধ্যে ঢুকতে হুকুম দিন।” 13তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলে সেই অশুচি আত্মারা বের হয়ে শুয়োরদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাতে সেই শুয়োরের পাল, কমবেশী দু’হাজার শুয়োর, দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে হ্রদে গিয়ে পড়ল এবং ডুবে মরল।

14তখন যারা শুয়োরগুলোকে চরাচ্ছিল তারা পালিয়ে গেল, এবং শহরে ও খামার বাড়িগুলিতে গিয়ে খবর

দিল। তখন কি হয়েছে তা দেখার জন্য লোকেরা এল।
15তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, সেই অশুচি আত্মায়
পাওয়া লোকটি, যাকে ভূতে পেয়েছিল, সে কাপড়
পরে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বসে আছে। তাতে তারা ভয়
পেল, 16আর যারা ঐ অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকটির
ও শুয়োরের পালের ঘটনা দেখেছিল তারা সমস্ত ঘটনা
যা ঘটেছিল তা বলল। 17তখন তারা যীশুকে অনুনয়
করে তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বলল।

18পরে তিনি নৌকায় উঠছেন, এমন সময় যে
লোকটিকে ভূতে পেয়েছিল, সে তাঁকে অনুনয় করে
বলল, যেন সে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে।

19কিন্তু যীশু তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন,
"তুমি তোমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফিরে
যাও আর ঈশ্বর তোমার জন্য যা যা করেছেন ও তোমার
প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন তা তাদের বুঝিয়ে বল।"
20তখন সে চলে গেল এবং প্রভু তার জন্য যা যা
করেছেন, তা দিকাপলি অঞ্চলে প্রচার করতে লাগল,
তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল।

মৃত বালিকার জীবন লাভ ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্য লাভ

(মথি 9:18-26; লূক 8:40-56)

21পরে যীশু নৌকায় আবার হ্রদ পার হয়ে অন্য
পাড়ে এলে অনেক লোক তাঁর কাছে ভীড় করল। তিনি
হ্রদের তীরেই ছিলেন; 22আর সমাজগৃহের নেতাদের
মধ্যে যায়ীর নামে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে দেখে তাঁর
পায়ে পড়লেন 23এবং অনেক অনুনয় করে তাঁকে বললেন,
"আমার মেয়ে মর মর, আপনি এসে মেয়েটির উপর
হাত রাখুন যাতে সে সুস্থ হয় ও বাঁচে।"

24তখন তিনি তার সঙ্গে গেলেন। বহুলোক তাঁর
পেছন পেছন চলল; আর তাঁর চারদিকে ধাক্কা-ধাক্কি
করতে লাগল।

25একটি স্ত্রীলোক বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে
ভুগছিল। 26অনেক চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে এবং সর্বস্ব
ব্যয় করেও এতটুকু ভাল না হয়ে বরং আরো অসুস্থ
হয়ে পড়েছিল। 27সে যীশুর বিষয় শুনে ভীড়ের মধ্যে
তাঁর পিছন দিকে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল। 28সে
মনে মনে ভেবেছিল, "যদি কেবল তাঁর পোশাক ছুঁতে
পারি, তবেই আমি সুস্থ হব।" 29আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর
রক্তস্রাব বন্ধ হোল এবং সে তার শরীরে অনুভব করল
যে সেই রোগ থেকে সুস্থ হয়েছে। 30যীশু সঙ্গে সঙ্গে
বুঝতে পারলেন যে তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে।
তাই ভীড়ের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কে আমার
পোশাক স্পর্শ করেছে?"

31তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "আপনি দেখছেন,
লোকেরা আপনার ওপরে ধাক্কা-ধাক্কি করে পড়ছে, তবু
বলছেন, 'কে আমাকে স্পর্শ করল?'"

32কিন্তু যে এই কাজ করেছে, তাকে দেখবার জন্য
তিনি চারদিকে দেখতে লাগলেন। 33তখন সেই স্ত্রীলোকটি
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার প্রতি কি করা হয়েছে তা
জানাতে তাঁর পায়ে পড়ল এবং সমস্ত সত্যি কথা
তাঁকে বলল। 34তখন যীশু তাকে বললেন, "তোমার
বিশ্বাস তোমাকে ভাল করেছে, শান্তিতে চলে যাও ও
তোমার রোগ থেকে সুস্থ থাক।"

35তিনি এই কথা বলছেন, সেইসময় সমাজগৃহের
নেতা যায়ীরের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, "আপনার
মেয়ে মারা গেছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবার কোন কারণ
নেই।"

36কিন্তু যীশু তাদের কথায় কান না দিয়ে যায়ীরকে
বললেন, "ভয় কোর না, কেবল বিশ্বাস করো।"

37আর তিনি পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই
যোহনকে ছাড়া আর কাউকে নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন
না। 38পরে তাঁরা সমাজগৃহের নেতার বাড়িতে এসে
দেখলেন সেখানে গোলমাল হচ্ছে, কেউ কেউ শোকে
চিৎকার করে কাঁদছে ও বিলাপ করছে। 39তিনি ভিতরে
গিয়ে তাদের বললেন, "তোমরা গোলমাল করছ ও
কাঁদছ কেন? মেয়েটি তো মরে নি, সে ঘুমিয়ে আছে।"
40এতে তারা তাঁকে উপহাস করল। কিন্তু তিনি সকলকে
বার করে দিয়ে, মেয়েটির বাবা, মা ও নিজের শিষ্যদের
নিয়ে যেখানে মেয়েটি ছিল সেখানে গেলেন। 41আর
মেয়েটির হাত ধরে বললেন, "টালিথা কুমী!" যার অর্থ
"খুকুমণি, আমি তোমাকে বলছি ওঠ!" 42মেয়েটি সঙ্গে
সঙ্গে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার বয়স তখন
বারো বছর ছিল। তাই দেখে তারা সকলে খুব আশ্চর্য
হয়ে গেল। 43পরে তিনি তাদের এই দৃঢ় আদেশ দিলেন
যাতে কেউ এটা জানতে না পারে; আর মেয়েটিকে
কিছু খেতে দিতে বললেন।

যীশু নিজের শহরে গেলেন

(মথি 13:53-58; লূক 4:16-30)

6 পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে নিজের
শহরে চলে এলেন। 2এরপর তিনি বিশ্রামবারে
সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন; আর সমস্ত লোক
তাঁর শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হল। তারা বলল, "এ কোথা
থেকে এ সমস্ত বিজ্ঞতা অর্জন করল? এ কি করে এমন
বিজ্ঞতার সঙ্গে কথা বলে? কি করেই বা এই সব
অলৌকিক কাজ করে? 3এ তো সেই ছুতোর মিস্ত্রি,
এবং মরিয়মের ছেলে; যাকোব, যোসি, যিহূদা ও
শিমোনের ভাই; তাই নয় কি? আর এর বোনেরা কি
আমাদের মধ্যে নেই?" এইসব চিন্তা তাদের মাথায়
আসায় তারা তাঁকে গ্রহণ করতে পারল না।

4তখন যীশু তাদের বললেন, "নিজের শহর ও নিজের
আত্মীয় স্বজন এবং পরিজনদের মধ্যে ভাববাদী
সম্মানিত হন না।" 5তিনি সেখানে কোন অলৌকিক
কাজ করতে পারলেন না; শুধু কয়েকজন রোগীর উপর
হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। 6তারা যে তাঁর ওপর
বিশ্বাস করল না, এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর
পরে তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিলেন।
7পরে তিনি সেই বারোজনকে ডেকে দু'জন দু'জন করে
তাঁদের পাঠাতে শুরু করলেন, এবং তাঁদের অশুচি

আত্মার উপরে ক্ষমতা দান করলেন। 8তিনি তাঁদের
আদেশ দিলেন যেন তাঁরা পথে চলবার জন্য একটা
লাঠি ছাড়া আর কিছু সঙ্গে না নেয় এবং রুটি, থলে
এমনকি কোমরবন্ধনীতে কোন টাকাপয়সা নিতেও বারণ
করলেন। 9তবে বললেন, পায়ে জুতো পরবে কিন্তু
কোন বাড়তি জামা নেবে না। 10তিনি আরও বললেন,
তোমরা যে কোন শহরে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই শহর
না ছাড়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থেকো। 11যদি কোন শহরের
লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে বা তোমাদের কথা না
শোনে তবে সেখান থেকে চলে যাবার সময় তাদের
উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যের জন্য নিজের নিজের পায়ের ধূলো
সেখানে ঝেড়ে ফেলো।

12পরে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন, প্রচার
করতে আরম্ভ করলেন এবং লোকদের মনফিরাতে
বললেন। 13তাঁরা অনেক ভূত ছাড়ালেন ও অনেক
লোককে তেল মাখিয়ে সুস্থ করলেন।

হেরোদ ভাবলেন যীশুই যোহন

(মথি 14:1-12; লূক 9:7-9)

14যীশুর সুনাম চারদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল, যে
রাজা হেরোদও* সে কথা শুনতে পেলেন। কিছু লোক
বলল, “বাপ্তিস্মদাতা যোহন বেঁচে উঠেছেন, আর
সেইজন্যই তিনি এইসব অলৌকিক কাজ করছেন।”
15কিন্তু কেউ কেউ বলল, “তিনি এলিয়।”*

আবার কেউ কেউ বলল, “তিনি প্রাচীনকালের কোন
ভাববাদীর মতোই একালের একজন ভাববাদী।”

16কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, “উনি সেই
যোহন, যাঁর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলাম;
তিনিই আবার বেঁচে উঠেছেন।”

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু

17হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে
বিয়ে করেছিলেন, সেই জন্য নিজের লোক পাঠিয়ে
যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রেখেছিলেন। 18কারণ
যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, “ভাইয়ের স্ত্রীকে নিজের
কাছে রাখা ঠিক নয়।” 19হেরোদিয়া রাগে যোহনকে
মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। 20কারণ হেরোদ
যোহনকে ধার্মিক এবং পবিত্র লোক জেনে ভয় করতেন,
সেইজন্যে তিনি তাঁকে রক্ষা করতেন। তাঁর কথা শুনে
তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন তবুও তাঁর কথা শুনতে
ভালবাসতেন।

21শেষ পর্যন্ত হেরোদিয়া যা চেয়েছিলেন সেই সুযোগ
এসে গেল। হেরোদ তাঁর জন্মদিনে প্রাসাদের উচ্চপদস্থ
কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ও গালীলের গণ্যমান্য
নাগরিকদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করলেন;
22আর হেরোদিয়ার মেয়ে এসে রাজা ও নিমন্ত্রিত
অতিথিদের নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ করল।

রাজা সেই মেয়েকে বললেন, “আমাকে বল তুমি
কি চাও? তুমি যা চাইবে তা-ই দেব।” 23তিনি শপথ
করে আরো বললেন, “আমার কাছে যা চাইবে আমি
তাই দেব, এমনকি অর্ধেক রাজ্যও দেব।”

24তাতে সে বেরিয়ে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল,
“আমি কি চাইব?”

সে বলল, “বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা।”

25মেয়েটি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে ফিরে গেল এবং
বলল, “আমার ইচ্ছা যে, আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের
মাথাটি এনে এখনই থালায় করে আমাকে দিন।”

26তাতে রাজা হেরোদ দুঃখ পেলেন; কিন্তু নিজের
শপথের জন্য এবং ভোজসভার অতিথিদের জন্য তিনি
মেয়েকে ফেরাতে চাইলেন না। 27তাই রাজা সঙ্গে সঙ্গে
একজন সেনাকে যোহনের মাথা কেটে নিয়ে আসতে
পাঠালেন। সে কারাগারে গিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করল,
28এবং থালায় করে মাথাটি নিয়ে মেয়েটিকে দিল, মেয়েটি
তা তার মাকে দিল। 29এই সংবাদ শুনে যোহনের শিষ্যরা
এসে, তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; লূক 9:10-17; যোহন 6:1-14)

30এরপর যে প্রেরিতদের যীশু প্রচার করতে
পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যীশুর কাছে ফিরে এসে যা কিছু
করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সব কথা
তাঁকে জানালেন। 31তখন তিনি তাঁদের বললেন,
“তোমরা কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।”
কারণ এত লোক যাতায়াত করছিল যে তাঁদের খাবার
সময় হচ্ছিল না।

32তাই তাঁরা নৌকা করে কোন নির্জন স্থানে চললেন।
33কিন্তু লোকেরা তাঁদেরকে যেতে দেখল এবং অনেকে
তাঁদের চিনতে পারল, তাই সমস্ত শহর থেকে লোকেরা
বার হয়ে কিনারা ধরে দৌড়ে তাঁদের আগে সেখানে
পৌঁছল। 34যীশু নৌকা থেকে বাইরে বেরিয়ে বহু লোককে
দেখতে পেলেন, তাঁর প্রাণে তাদের জন্য খুবই দয়া
হোল; কারণ তাদের পালকহীন মেষপালের মতো
দেখাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা
দিতে লাগলেন।

35সেই দিন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলে যীশুর শিষ্যরা
এসে তাঁকে বললেন, “এটা নির্জন স্থান এবং সন্ধ্যাও
ঘনিয়ে এল। 36এদেরকে বিদায় করুন; যাতে এরা
আশপাশের গ্রামে গিয়ে খাবার কিনতে পারে।”

37কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরাই ওদের খেতে
দাও।”

তাঁরা যীশুকে বললেন, “এতো লোককে রুটি কিনে
খাওয়াতে গেলে তো দুশো দীনার লাগবে!”

38তিনি তাঁদের বললেন, “তোমাদের কাছে কখানা
রুটি আছে খুঁজে দেখ!”

হেরোদ হেরোদ আন্তিপস। মহান হেরোদ পুত্র, গালীল এবং পেরির শাসনকর্তা।

এলিয় যীশুর জন্মের 850 বছর পূর্বের এক ভাববাণী প্রচারক। যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলেছিলেন।

39তাঁরা দেখে বললেন, “আমাদের কাছে পাঁচখানা
রুটি ও দুটো মাছ আছে।” তখন তিনি প্রত্যেককে সবুজ
ঘাসের উপরে বসিয়ে দিতে বললেন। 40তাঁরা শ’ শ’
জন এবং পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে সারি সারি বসে
পড়ল। 41তখন তিনি সেই পাঁচটা রুটি ও দুটো মাছকে
নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে
রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের হাতে দিয়ে
লোকদের দিতে বললেন। আর সেই দুটো মাছকেও
টুকরো টুকরো করে সকলকে ভাগ করে দিলেন। 42তারা
সকলে তৃপ্তির সঙ্গে খেল। 43আর যা পড়ে রইল সেই
সমস্ত টুকরো রুটি ও মাছে বারোটা টুকরী ভর্তি হয়ে
গেল। 44যত পুরুষ সেদিন খেয়েছিল, তারা সংখ্যায়
পাঁচ হাজার ছিল।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটলেন

(মথি 14:22-33; যোহন 6:15-21)

45পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের নৌকায় উঠে তাঁর আগে
ওপারে বৈৎসৈদাতে পৌঁছাতে বললেন, সেইসময় তিনি
লোকেদের বিদায় দিচ্ছিলেন। 46লোকেদের বিদায় করে
তিনি প্রার্থনা করবার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন।

47সন্ধ্যাকালে নৌকাটি হ্রদের মাঝখানে ছিল এবং
তিনি একা ডাঙ্গায় ছিলেন। 48তিনি দেখলেন যে শিষ্যরা
বাতাসের বিরুদ্ধে খুব কষ্টের সঙ্গে দাঁড় টেনে চলেছেন।
খুব ভোরবেলা প্রায় তিনটে ও ছটার মধ্যে তিনি হ্রদের
জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে এলেন। তিনি
তাঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন; 49কিন্তু
হ্রদের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা ভাবলেন,
ভূত, আর এই ভেবে তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন। 50কারণ
তাঁরা সকলেই তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু
যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বললেন, “সাহস করো! ভয়
করো না, এ তো আমি!” 51পরে তিনি তাদের নৌকায়
উঠলে ঝড় থেমে গেল। তাতে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।
52কারণ এর আগে তাঁরা পাঁচটা রুটির ঘটনার অর্থ
বুঝতে পারেন নি, তাঁদের মন কঠিন হয়ে পড়েছিল।

53পরে তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে
নৌকা বাঁধলেন। 54তিনি নৌকা থেকে নামলে লোকেরা
তাঁকে চিনে ফেলল। 55তারা ঐ এলাকার সমস্ত অঞ্চলে
চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে অসুস্থ লোকদের খাটিয়া
করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে লাগল। 56গ্রামে, শহরে
বা পাড়ায় যেখানে তিনি যেতেন, সেখানে লোকেরা
অসুস্থ রোগীদেরকে এনে বাজারের মধ্যে জড়ো করত।
তারা মিনতি করত যেন শুধু যীশুর কাপড়ের ঝালর
স্পর্শ করতে পারে। আর যারা তাঁর কাপড় স্পর্শ করত
তারা সকলেই সুস্থ হয়ে যেত।

মানুষ নিয়ম তৈরী করে বলে ঈশ্বরের

(মথি 15:1-20)

7 কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক জেরুশালেম
থেকে যীশুর কাছে এলেন। 2তারা দেখলেন যে,
তাঁর কয়েকজন শিষ্য হাত না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন।
3ফরীশী সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং সমস্ত ইহুদীরা প্রাচীন
রীতি অনুসারে ভাল করে হাত না ধুয়ে খাবার খেতো
না। 4আর বাজার থেকে কোন কিছু কিনলে তা
বিশেষভাবে না ধুয়ে খেতো না। আরও বহু প্রাচীন
রীতি-নীতি তারা মেনে চলত, যেমন পানপাত্র, কলসী
ও পিতলের নানা পাত্র ধোওয়া ইত্যাদি।

5সেই ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করল, “আপনার শিষ্যরা প্রাচীন রীতি-নীতি
অনুসারে চলে না, তারা হাত না ধুয়ে তাদের খাবার
খায়, এর কারণ কি?”

6যীশু তাদের বললেন, “ভণ্ডেরা, ভাববাদী যিশাইয়
তোমাদের বিষয়ে ঠিকই বলেছেন, যেমন লেখা আছে,

‘এই লোকেরা মুখেই শুধু আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের মন আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।
7এরা অনর্থক আমার উপাসনা করে। কারণ এরা
মানুষের তৈরী রীতি-নীতি ঈশ্বরের আদেশ বলে
লোকদের শিক্ষা দেয়।’ *যিশাইয় 29:13*

8তোমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে মানুষের
প্রচলিত প্রথা পালন করে থাকো।”

9যীশু তাদের আরো বললেন, “তোমরা নিজেদের
ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ঈশ্বরের
আদেশ অমান্য করছ। 10মোশি বলেছেন, ‘তুমি নিজের
বাবা, মাকে সম্মান কর’,* আর ‘যে লোকটি বাবা
কিংবা মায়ের নিন্দা করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।’* 11কিন্তু
তোমরা বল লোকটি যদি তার বাবা-মাকে বলে, ‘আমি
যা কিছু দিয়ে তোমাদের উপকার করতে পারতাম, তা
ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি,’ 12তখন এমন লোককে তোমরা
বাবা বা মায়ের জন্য কিছুই করতে দাও না। 13ঈশ্বরের
বাক্য তোমাদের বংশানুক্রমে পালন করা ঐতিহ্য দ্বারা
তোমরা নিস্ফল কর।

14তিনি সমস্ত লোককে আবার তাঁর কাছে ডেকে
বললেন, “তোমরা সকলে আমার কথা শোন এবং বোঝ।
15মানুষের বাইরে এমন কিছু নেই যা ভেতরে গিয়ে
তাকে কলুষিত করতে পারে কিন্তু যা যা মানুষের
ভেতর থেকে বের হয় সেটাই মানুষকে কলুষিত করে।”
16*

17পরে তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়িতে ঢুকলে, তাঁর
শিষ্যরা তাঁকে সেই দৃষ্টান্তটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন।
18তিনি তাঁদের বললেন, “তোমরাও কি অবোধ? তোমরা
কি বোঝ না, বাইরে থেকে যা কিছু মানুষের ভেতরে
যায় তা তাকে কলুষিত করতে পারে না। 19কারণ এটা
তার অন্তরে যেতে পারে না, পাকস্থলীতে যায় এবং
তারপর দেহের বাইরে গিয়ে পড়ে।” এই কথার মাধ্যমে
তিনি সমস্ত খাবারকেই শুদ্ধ বললেন।

‘তুমি … কর’ যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

‘যে … হবে’ যাত্রা 21:17

পদ 16 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 16 যুক্ত করা হয়েছে: “তোমাদের যাদের শোনার মতো কান আছে তারা শোন!”

20তিনি আরও বললেন, "মানুষের অন্তর থেকে যা
বের হয়, সেটাই মানুষকে কলুষিত করে। 21কারণ মানুষের
ভেতর অর্থাৎ মন থেকে বের হয় কুৎসিত চিন্তা, লালসা,
চুরি, খুন, 22যৌন পাপ, লোভ, দুষ্টামি, প্রতারণা,
অশ্লীলতা, ঈর্ষা, নিন্দা, অভিমান ও অহঙ্কার। 23এই
সমস্ত খারাপ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় ও
মানুষকে কলুষিত করে।"

যীশু একটি অইহুদী স্ত্রীলোককে সাহায্য করলেন

(মথি 15:21-28)

24পরে তিনি সেই স্থান ছেড়ে সোর অঞ্চলে গিয়ে
সেখানে একটা বাড়িতে ঢুকলেন; আর তিনি যে সেখানে
এসেছেন সেটা গোপন রাখতে চাইলেন; কিন্তু পারলেন
না। 25যীশুর আসার কথা শুনে একটি স্ত্রীলোক যার
মেয়ের ওপর অশুচি আত্মা ভর হয়েছিল, সে সঙ্গে
সঙ্গে এসে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। 26স্ত্রীলোকটি
ছিল জাতিতে গ্রীক, সুরফৈনীকী। সে মিনতি করে যীশুকে
বলল যেন তিনি তার মেয়ের ভেতর থেকে ভূতকে
তাড়িয়ে দেন।

27তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "প্রথমে ছেলেমেয়েরা
তৃপ্ত হোক্, কারণ ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরকে
খাওয়ানো ঠিক নয়।"

28তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "প্রভু এটা সত্য;
কিন্তু কুকুররাও তো খাবার টেবিলের নীচে ছেলেমেয়েদের
ফেলে দেওয়া খাবারের টুকরোগুলো খেতে পায়।"

29তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি ভালোই বলেছ
বাড়ি যাও, গিয়ে দেখ ভূত তোমার মেয়েকে ছেড়ে চলে
গেছে।"

30তখন সে বাড়ি গিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটি
বিছানায় শুয়ে আছে, এবং ভূত তার মধ্য থেকে বেরিয়ে
গেছে।

এক বধিরের আরোগ্য লাভ

31পরে তিনি সোর থেকে সীদোন হয়ে দিকাপলি
অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গালীল হ্রদের কাছে ফিরে এলেন।
32তখন কিছু লোক একটা বোবা কালাকে তাঁর কাছে
এনে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল।

33তিনি তাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে এক পাশে এনে
তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল দিলেন। তারপর থুথু
ফেলে তার জিভ ছুঁলেন। 34আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ইপফাথা!" যার অর্থ
"খুলে যাক!" 35সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কানে শুনতে পেল,
তার জিভের জড়তা কেটে গেল আর সে ভালভাবেই
কথা বলতে লাগল।

36পরে তিনি তাদের একথা আর কাউকে বলতে
নিষেধ করলেন; কিন্তু তিনি যতই বারণ করলেন ততই
তারা আরো বেশী করে বলতে লাগল। 37যীশুর এই
কাজ দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলল,
"তিনি যা কিছু করেন তা অপূর্ব। তিনি কালাকে শোনার
শক্তি, বোবাকে কথা বলার শক্তি দেন।"

যীশু চার হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 15:32-39)

8 সেই দিনগুলিতে আবার একবার অনেক লোকের
ভীড় হল। তাদের কাছে খাবার ছিল না, তাই তিনি
তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, 2"এই লোকদের জন্য
আমার মমতা হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিনদিন ধরে
আমার কাছে রয়েছে, এদের কাছে কিছু খাবার নেই।
3যদি আমি এদেরকে ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি
পাঠাই, তবে এরা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়বে; এদের
মধ্যে কেউ কেউ আবার বহু দূর থেকে এসেছে।"

4তাঁর শিষ্যেরা এর উত্তরে বললেন, "এই
জনমানবহীন জায়গায় আমরা কোথা থেকে এতগুলো
লোকের খাবার জোগাড় করব?"

5তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে
ক'খানা রুটি আছে?"

তারা বলল, "সাতখানা।"

6তখন তিনি লোকেদের মাটিতে বসতে আদেশ
দিলেন। পরে সেই সাতটা রুটি তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিয়ে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে
পরিবেশনের জন্য শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরাও
লোকদের মধ্যে পরিবেশন করলেন। 7তাদের কাছে
কতগুলো ছোট মাছ ছিল; তিনি সেগুলোর জন্যও
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে শিষ্যদের বললেন, 'এগুলো
পরিবেশন করে দাও।' 8লোকেরা খেয়ে তৃপ্তি পেল।
অবশিষ্ট টুকরো দিয়ে তারা সাতটি ঝুড়ি ভর্তি করল।
9সেদিন প্রায় চার হাজার লোক খেয়েছিল। এরপর তিনি
তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন; 10আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি
শিষ্যদের নিয়ে নৌকা করে দল্‌মনুথা অঞ্চলে চলে
এলেন।

ফরীশীদের যীশুকে পরীক্ষার চেষ্টা

(মথি 16:1-4)

11পরে সেখানে ফরীশীরা এসে যীশুর সঙ্গে তর্ক
জুড়ে দিল। তাঁর কাছে আকাশ থেকে কোন অলৌকিক
চিহ্ন দেখতে চাইল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে পরীক্ষা
করা। 12তখন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এই
যুগের লোকেরা কেন অলৌকিক চিহ্ন দেখতে চায়?
আমি তোমাদের সত্যি বলছি কোন অলৌকিক চিহ্ন এই
লোকদের দেখানো হবে না।" 13তখন তিনি তাদের
ছেড়ে নৌকা করে হ্রদের অপর পারে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের সম্পর্কে যীশুর সতর্কবাণী

(মথি 16:5-12)

14কিন্তু শিষ্যেরা রুটি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন;
নৌকায় তাদের কাছে কেবল একখানা রুটি ছাড়া আর
কোন রুটি ছিল না। 15তখন তিনি তাদের সতর্ক করে
দিয়ে বললেন, "সাবধান! তোমরা হেরোদ এবং
ফরীশীদের খামিরের বিষয়ে সাবধান থেকো।"

16তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে
লাগলেন, "আমাদের কাছে রুটি নেই।"

17তাঁরা যা বলছেন, তা বুঝতে পেরে যীশু বললেন,
“তোমাদের রুটি নেই বলে কেন আলোচনা করছ?
তোমরা এখনও কি দেখ না বা বোঝ না, তোমাদের
মন কি এতই কঠিন? 18চোখ থাকতে কি তোমরা দেখতে
পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? আর
তোমাদের কি মনেও পড়ে না? 19যখন আমি পাঁচ
হাজার লোকের মধ্যে পাঁচটি রুটি টুকরো করে
দিয়েছিলাম; তখন তোমরা কত টুকরি উদ্বৃত্ত রুটির
টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছিলে?” তাঁরা বললেন, “বারো
টুকরি।”
20যীশু আবার বললেন, “আমি যখন সাতটা রুটি
চার হাজার লোকের মধ্যে টুকরো করে দিয়েছিলাম
তখন কত টুকরি রুটির টুকরো তোমরা তুলে
নিয়েছিলে?”
তাঁরা বললেন, “সাত টুকরি।”
21তখন তিনি তাঁদের বললেন, “তোমরা কি এখনও
বুঝতে পারছ না?”

বৈৎসৈদাতে যীশু এক অন্ধকে দৃষ্টি দিলেন

22তারপর তাঁরা বৈৎসৈদায় এলেন; আর লোকেরা
তাঁর কাছে একটা অন্ধ লোককে নিয়ে এসে মিনতি
করল যাতে তিনি তাকে স্পর্শ করেন। 23তখন তিনি
অন্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে
গেলেন। তিনি লোকটির চোখে খানিকটা থুথু লাগিয়ে
তার উপরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি
কিছু দেখতে পাচ্ছ?”
24সে চোখ তুলে চেয়ে বলল, “আমি মানুষ দেখতে
পাচ্ছি; গাছের মত দেখতে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।”
25তখন তিনি আবার তার চোখের উপর হাত
রাখলেন। এইবার লোকটি চোখ বড় বড় করে তাকাল।
তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেল এবং সবকিছু
স্পষ্টভাবে দেখতে পেল। 26তারপর তিনি তাকে বাড়ি
পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, “এই গ্রামে যেও না।”

পিতরের স্বীকৃতি যীশুই খ্রীষ্ট

(মথি 16:13-20; লূক 9:18-21)

27তারপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা সেখান থেকে
কৈসরিয়া ফিলিপীর অঞ্চলে চলে গেলেন। রাস্তার মধ্যে
তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কে, এ
বিষয় লোকেরা কি বলে?”
28তাঁরা বললেন, “অনেকে বলে আপনি,
“বাপ্তিস্মদাতা যোহন। কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়।
আবার কেউ কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে
একজন।”
29তখন তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু
তোমরা কি বল আমি কে?”
পিতর তাঁকে বললেন, “আপনি সেই খ্রীষ্ট।”
30তখন তিনি তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বললেন,
“তোমরা এ কথা কাউকে বলো না।”
31এরপর তিনি তাঁদের এই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন
যে, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং
বয়স্ক ইহুদী নেতারা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা
তাঁকে প্রত্যাখান করবে, হত্যা করবে এবং মৃত্যুর তিনদিন
পর তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। 32এই কথা তিনি তাঁদের
স্পষ্টভাবে বললেন, তাতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে
গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। 33কিন্তু যীশু তাঁর
শিষ্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে পিতরকে ধমক দিয়ে
বললেন, “আমার সামনে থেকে দূর হও, শয়তান! কারণ
তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সমাদর করছ না; তুমি মানুষের
মতোই ভেবে এই কথা বলছ।”
34এরপর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অন্যান্য লোকেদেরও
নিজের কাছে ডেকে বললেন, “কেউ যদি আমার সঙ্গে
আসতে চায়, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং তার
নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী হোক। 35কারণ
কেউ যদি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায় তবে সে তা
হারাবে; কিন্তু কেউ যদি আমার এবং সুসমাচারের জন্য
নিজের প্রাণ হারায় তবে তার জীবন চিরস্থায়ী হবে।
36মানুষ যদি নিজের জীবন হারিয়ে সমস্ত জগৎ লাভ
করে তবে তার কি লাভ? 37কিংবা মানুষ তার প্রাণের
বিনিময়ে কি দিতে পারে? 38যে কেউ এই ব্যভিচারী ও
পাপীদের যুগে আমাকে এবং আমার শিক্ষাকে লজ্জার
বিষয় মনে করে, মানবপুত্র যখন তাঁর পিতার মহিমায়
মহিমান্বিত হয়ে পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে ফিরে
আসবেন, তখন তিনিও সেই লোকের বিষয়ে লজ্জাবোধ
করবেন।”

9 তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের
মধ্যে কয়েকজন আছে, যারা কোনমতেই মৃত্যু দেখবে
না; যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য মহাপরাক্রমের সঙ্গে
আসতে না দেখে।”

মোশি ও এলিয়র সঙ্গে যীশু

(মথি 17:1-13; লূক 9:28-36)

2ছ’দিন বাদে যীশু পিতর, যাকোব এবং যোহনকে
সঙ্গে করে এক উঁচু পাহাড়ে উঠে গেলেন। তাঁদের
সামনে তাঁর রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। 3তাঁর পোশাক
এত উজ্জ্বল ও শুভ্র হল যে পৃথিবীর কোন রজক সেই
রকম সাদা করতে পারে না। 4তখন মোশি এবং এলিয়
তাঁদের সামনে এসে যীশুর সাথে কথা বলতে শুরু
করলেন।
5তখন পিতর যীশুকে বললেন, “গুরু, এখানে
আমাদের থাকা ভাল। আমরা তিনটি তাঁবু তৈরী করি।
একটা আপনার জন্য, একটা মোশির জন্য এবং একটা
এলিয়র জন্য।” 6কারণ কি বলতে হবে তা তিনি জানতেন
না, তাঁরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।
7পরে একখানা মেঘ এসে তাঁদের ছায়া দিয়ে ঢেকে
ফেলল; আর সেই মেঘ থেকে এই রব শোনা গেল,
“ইনি আমার প্রিয় পুত্র। তোমরা তাঁর কথা শোন।”
8শিষ্যেরা তখনই চারদিকে তাকালেন; কিন্তু যীশু
ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না।

9পাহাড় থেকে নামার সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের
বললেন, "তোমরা যা যা দেখলে তা কাউকে বোল না
যতক্ষণ না মৃত্যু থেকে মানবপুত্র বেঁচে উঠছেন।"
10তারা সেই ঘটনার কথা নিজেদের মধ্যেই চেপে
রাখলেন, কিন্তু ভাবতে লাগলেন, মৃত্যু থেকে বেঁচে
ওঠা কথাটির অর্থ কি হতে পারে। **11**পরে শিষ্যরা তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলেন যে
প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে?"*
12তিনি তাদের বললেন, "হ্যাঁ, এলিয় প্রথমে এসে
সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন বটে, কিন্তু মানবপুত্রের
বিষয়ে কেন এসব লেখা হয়েছে যে তাঁকে অনেক দুঃখ
পেতে হবে আর লোকে তাঁকে প্রত্যাখান করবে? **13**কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, এলিয়ের বিষয়ে যেমন লেখা
আছে, সেই অনুসারে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা
তাঁর প্রতি যা ইচ্ছে তাই করেছে।"

অসুস্থ ছেলেকে যীশুর আরোগ্যদান

(মথি 17:14-20; লূক 9:37-43)

14পরে তাঁরা অন্য শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন
তাঁদের চারদিকে অনেক লোক আর ব্যবস্থার শিক্ষকেরা
তাদের সাথে তর্ক করছেন। **15**তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত
লোক অবাক হোল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে
প্রণাম জানাতে লাগল।
16তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এদের
সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছ?"
17তাতে লোকেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল,
"হে গুরু, আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম।
তাকে এক বোবা আত্মায় পেয়েছে, সে কথা বলতে
পারে না। **18**সেই আত্মা তাকে যেখানে ধরে, সেইখানে
আছাড় মারে; আর তার মুখে ফেনা ওঠে, সে দাঁত
কিড়মিড় করে আর শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার
শিষ্যদের এই আত্মাটাকে ছাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁরা
পারলেন না।"
19তখন যীশু তাঁদের বললেন, "হে অবিশ্বাসী বংশ,
আমাকে আর কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকতে হবে?
তোমাদের নিয়ে আর আমি কত ধৈর্য ধরব? তাকে
আমার কাছে নিয়ে এস!"
20তারা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। যীশুকে দেখামাত্র
সেই আত্মা ছেলেটিকে মুচড়ে ধরল; আর সে মাটিতে
পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের
হচ্ছিল।
21তখন যীশু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর
কতদিন এমন হয়েছে?"
ছেলেটির বাবা বলল, "ছেলেবেলা থেকে এরকম
হয়েছে। **22**এই আত্মা একে মেরে ফেলার জন্য অনেকবার
আগুনে ও জলে ফেলে দিয়েছে। আপনি যদি কিছু
করতে পারেন, তবে দয়া করে আমাদের উপকার করুন।"
23যীশু তাকে বললেন, "কি বললে, 'যদি পারেন!'
যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।"
24সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে
বলল, "আমি বিশ্বাস করি! আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার
করুন!"
25অনেক লোক সেদিকে আসছে দেখে যীশু সেই
অশুচি আত্মাকে ধমকে বললেন, "হে বোবা কালার
আত্মা, আমি তোমাকে বলছি, এর মধ্যে থেকে শিগ্‌গির
বেরিয়ে যাও এবং এর মধ্যে আর কখনও ঢুকবে না!"
26তখন সেই আত্মা চেঁচিয়ে তাকে ভয়ঙ্করভাবে মুচড়ে
দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাতে ছেলেটি মরার মত
হয়ে পড়ল, এমন কি অধিকাংশ লোক বলল, "সে মরে
গেছে!" **27**কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তুললে সে উঠে
দাঁড়াল।
28পরে যীশু বাড়ি ফিরে এলে শিষ্যরা তাঁকে একান্তে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কেন ঐ অশুচি আত্মাকে
তাড়াতে পারলাম না?"
29যীশু তাঁদের বললেন, "প্রার্থনা ছাড়া আর কোন
কিছুতেই এ আত্মাকে তাড়ানো যায় না।"

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মথি 17:22-23; লূক 9:43-45)

30পরে সেই স্থান ছেড়ে তাঁরা গালীলের মধ্য দিয়ে
চললেন; আর তিনি চাইলেন না যে তাঁরা কোথায় আছে
সেকথা অন্য কেউ জানুক, **31**কারণ তখন তিনি তাঁর
শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন,
"মানবপুত্রকে লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং
তারা তাঁকে হত্যা করবে আর মৃত্যুর তিনদিন পরে
তিনি বেঁচে উঠবেন।" **32**কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝলেন
না, এবং এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেও ভয়
পেলেন।

যীশু বললেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কে

(মথি 18:1-5; লূক 9:46-48)

33এরপর তাঁরা কফরনাহূমে ফিরে এলেন আর বাড়ির
ভেতরে গিয়ে তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা
রাস্তায় কি আলোচনা করছিলে?" **34**কিন্তু তাঁরা চুপচাপ
থাকলেন কারণ তাঁদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই
নিয়ে তর্ক চলছিল।
35তখন যীশু ব'সে সেই বারোজন প্রেরিতকে ডেকে
বললেন, "কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে সকলের
শেষে থাকবে এবং সকলের পরিচারক হবে।"
36পরে যীশু একটা শিশুকে নিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়
করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাঁদের বললেন,
37"যে কেউ আমার নামে এর মতো কোন শিশুকে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর কেউ যদি
আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি (ঈশ্বর)
আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে।"

যে কেউ আমাদের বিপক্ষে নয় সেই আমাদের সপক্ষে

(লূক 9:49-50)

38যোহন তাঁকে বললেন, "গুরু, আমরা একটি

"কেন ব্যবস্থার ... হবে?" মালাখি 4:5-6

লোককে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখে তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের লোক নয়।”

39কিন্তু যীশু বললেন, “তাকে বারণ কোর না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে অলৌকিক কাজ করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। 40যে কেউই আমাদের বিপক্ষে নয় সে আমাদের সপক্ষে। 41কেউ যদি খ্রীষ্টের লোক বলে তোমাদেরকে এক ঘটি জল দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোন মতেই নিজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

42“আর এই যে সাধারণ লোক যারা আমায় বিশ্বাস করে, যদি কেউ তাদের একজনকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে সেই লোকের গলায় একটা বড় যাঁতার পাট বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল। 43তোমার হাত যদি তোমার পাপের কারণ হয়, তবে তাকে কেটে ফেল, কারণ দুই হাত নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পোড়ার থেকে বরং নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভাল। 44* 45তোমার পা যদি তোমার পাপের কারণ হয় তবে তাকে কেটে ফেল, কারণ দুই পা নিয়ে নরকে যাওয়ার থেকে বরং খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভাল। 46* 47আর যদি তোমার চোখ তোমার পাপের কারণ হয়, তবে সে চোখকে উপড়ে ফেল। দু’চোখ নিয়ে নরকে যাওয়ার থেকে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। 48নরকে যে কীট মানুষকে খায় তারা কখনও মরে না এবং আগুন কখনও নেভে না। 49লবণ দেওয়ার মত প্রত্যেকের উপর আগুন দেওয়া হবে।

50“লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে কেমন করে তাকে তোমরা আস্বাদযুক্ত করবে? তোমরা নিজের নিজের মনে লবণ রাখ এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।”

বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 19:1-12)

10 এরপর যীশু সেই স্থান ছেড়ে যর্দ্দন নদীর অন্য পাড়ে যিহূদিয়ার অঞ্চলে এলেন। আবার লোকেরা তাঁর কাছে এল এবং তিনি তাঁর রীতি অনুসারে তাঁদের শিক্ষা দিলেন।

2তখন কয়েকজন ফরীশী তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “একটি লোকের পক্ষে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি আইনত ঠিক?” তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

3যীশু তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, “এই ব্যাপারে মোশি তোমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন?”

4তারা বললেন, “বিবাহ বিচ্ছেদ পত্র লিখে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি মোশি দিয়েছেন?”

5যীশু তাদের বললেন, “তোমাদের কঠিন মনের জন্য তিনি আজ্ঞা লিখেছিলেন; 6কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকেই ‘ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে তাদের তৈরী করেছেন।’* 7‘সেইজন্যই মানুষ তার বাবা মাকে ত্যাগ করে স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, 8আর ঐ দুজন একদেহে পরিণত হয়।’* তখন তারা আর দু’জন নয়, তারা এক। 9অতএব ঈশ্বর যাদের যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।”

10তারা বাড়িতে এলে শিষ্যেরা তাঁকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। 11যীশু তাদের বললেন, “কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে তবে সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। 12যদি সেই স্ত্রীলোকটি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচার করে।”

যীশু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

(মথি 19:13-15; লূক 18:15-17)

13পরে লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14যীশু তা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাদের বললেন, “ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও। তাদের বারণ কোরো না, কারণ এদের মত লোকদের জন্যই তো ঈশ্বরের রাজ্য। 15আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ছোট ছেলেমেয়েদের মত মন নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে কোনমতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।” 16এরপর তিনি তাদের কোলে নিলেন এবং তাদের উপর হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

একজন ধনী লোকের যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার

(মথি 19:16-30; লূক 18:18-30)

17পরে তিনি বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে, তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, “হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমি কি করব?”

18তখন যীশু তাকে বললেন, “তুমি কেন আমাকে সৎ বলছ? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই সৎ নয়। 19তুমি তো ঈশ্বরের সব আদেশ জানো, ‘নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, বাবা-মাকে সম্মান কোরো।’”*

20লোকটি তাঁকে বলল, “হে গুরু, ছোটবেলা থেকে এগুলো আমি পালন করে আসছি।”

21যীশু লোকটির দিকে সস্নেহে তাকালেন এবং বললেন, “একটা বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে। যাও তোমার যা কিছু আছে বিক্রি কর; আর সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাতে তুমি স্বর্গে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ কর।”

পদ 44 মার্ক এর কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে 44 ক্রমসংখ্যার পদ যুক্ত করা হয়েছে। এটি 48 ক্রমসংখ্যার পদের সঙ্গে অভিন্ন।

পদ 46 মার্ক এর কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে 46 ক্রমসংখ্যার পদ যুক্ত করা হয়েছে। এটি 48 ক্রমসংখ্যার পদের সঙ্গে অভিন্ন।

‘ঈশ্বর ... করেছেন’ আদি 1:27

‘সেইজন্যই ... হয়’ আদি 2:24

‘তুমি ... কোরো’ যাত্রা 20:12-16; দ্বি বি 5:16-20

22এই কথায় সে মর্মাহত ও দুঃখিত হ'ল এবং ম্লান
মুখে চলে গেল, কারণ তার অনেক সম্পত্তি ছিল।
23তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে শিষ্যদের বললেন,
"যাদের ধন আছে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করা কেমন দুষ্কর!"
24শিষ্যেরা তাঁর কথা শুনে অবাক হলেন। যীশু আবার
তাঁদের বললেন, "শোন, ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়া সত্যিই
কষ্টকর! 25একজন ধনী লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ!"
26তখন তাঁরা আরও আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করলেন, "তবে কারা উদ্ধার পেতে পারে?"
27তখন যীশু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা
মানুষের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ
সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব।"
28তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, "দেখুন!
আমরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি।"
29যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি: যে
কেউ আমার জন্য বা আমার সুসমাচার প্রচারের জন্য
বাড়িঘর, ভাইবোন, মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, জমিজমা
ছেড়ে এসেছে, 30তার বদলে সে এই জগতে তার শতগুণ
ফিরে পাবে। তাকে তাড়না ভোগ করতে হলেও এই
জগতে শতগুণ বাড়িঘর, ভাইবোন, মা, ছেলেমেয়ে
এবং জমিজমা পাবে, আর পরবর্তী যুগে পাবে অনন্ত
জীবন। 31কিন্তু আজ যারা প্রথম, এমন অনেক লোক
শেষে পড়বে এবং যারা আজ শেষের তাদের মধ্যে
অনেকে প্রথম হবে।"

যীশু পুনরায় নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মথি 20:17-19; লূক 18:31-34)

32একদিন তাঁরা রাস্তা দিয়ে জেরুশালেমের দিকে
যাচ্ছেন এবং যীশু তাঁদের আগে আগে চলেছেন। শিষ্যেরা
আশ্চর্য হচ্ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে যারা চলছিল, সেই
লোকেরা ভীত হল। তখন তিনি আবার সেই বারোজন
প্রেরিতকে নিয়ে নিজের প্রতি যা যা ঘটবে, তা তাদের
বলতে লাগলেন। 33শোন, "আমরা জেরুশালেমে যাচ্ছি
আর প্রধান যাজক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকের হাতে
মানবপুত্রকে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড
দেবে এবং অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে। 34তারা বিদ্রূপ
করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে এবং
হত্যা করবে, আর তিন দিন পরে তিনি আবার বেঁচে
উঠবেন।"

যাকোব এবং যোহনের অনুগ্রহ ভিক্ষা

(মথি 20:20-28)

35পরে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব এবং যোহন তাঁর
কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমাদের ইচ্ছা এই,
আমরা আপনার কাছে যা চাইব, আপনি আমাদের
জন্য তা করবেন।"
36যীশু তখন তাঁদের বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা কি,
তোমাদের জন্য আমি কি করব?"
37তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমাদের এই বর দান
করুন যাতে আপনি মহিমান্বিত হলে আমরা একজন
আপনার ডানদিকে, আর একজন বাঁ দিকে বসতে পাই।"
38যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা জান না তোমরা
কি চাইছ? আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে তোমরা
কি চুমুক দিতে পারবে, বা আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ
হই তাতে কি তোমরা বাপ্তাইজ হতে পারবে?"
39তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমরা পারব!"
তখন যীশু তাদের বললেন, "আমি যে পেয়ালায়
পান করি তাতে তোমরা অবশ্যই চুমুক দেবে এবং
আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ হই তাতে তোমরাও বাপ্তাইজ
হবে। 40কিন্তু আমার ডান দিকে বা বাঁদিকে বসতে
দেবার অধিকার আমার নেই। কারা সেখানে বসবে তা
আগেই স্থির হয়ে গেছে।"
41এই কথা শুনে অন্য দশ জন যোহন ও যাকোবের
প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 42কিন্তু যীশু তাঁদের ডেকে
বললেন, "তোমরা জান জগতের মধ্যে যারা শাসনকর্তা
বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে এবং তাদের
মধ্যে যারা প্রধান, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।
43তোমাদের বিষয়ে সেইরকম হবে না। তোমাদের মধ্যে
কেউ যদি প্রধান হতে চায়, তবে সে তোমাদের ক্রীতদাস
হবে, 44এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রধান হতে
চায়, সে সকলের দাস হবে। 45কারণ বাস্তবে মানবপুত্রও
সেবা পেতে আসেন নি, তিনি অন্যের সেবা করতেই
এসেছেন, এবং অনেক মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের
জীবন দিতে এসেছেন।"

অন্ধের দৃষ্টিলাভ

(মথি 20:29-34; লূক 18:35-43)

46তারপর তাঁরা যিরীহোতে এলেন। তিনি যখন
নিজের শিষ্যদের এবং বহুলোকের সাথে যিরীহো ছেড়ে
যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথের ধারে তীময়ের ছেলে
বর্‌তীময় নামে এক অন্ধ ভিখারি বসেছিল। 47সে যখন
শুনতে পেল যে উনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁচিয়ে
বলতে লাগল, "হে যীশু, দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি
দয়া করুন!"
48তখন বহুলোক 'চুপচুপ' বলে তাকে ধমক দিল;
কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "হে
দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন!"
49তখন যীশু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "তাকে
ডাকো।" তারা সেই অন্ধলোকটিকে ডাকল এবং বলল,
"ওহে সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।" 50তখন
সে নিজের গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে
যীশুর কাছে এল।
51যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও, আমি তোমার
জন্য কি করব?"
অন্ধলোকটি তাকে বলল, "হে গুরু, আমি যেন
দেখতে পাই।"
52তখন যীশু তাকে বললেন, "যাও, তোমার বিশ্বাসই
তোমায় সুস্থ করল।" সঙ্গে সঙ্গে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে

পেল এবং রাস্তা দিয়ে যীশুর পেছন পেছন চলতে লাগল।

রাজার মতো যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; লূক 19:28-40; যোহন 12:12-19)

11 এরপর তাঁরা জেরুশালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পর্বতমালায় বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দু'জনকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। 2তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা তোমাদের সামনের ঐ গ্রামে যাও, গ্রামে ঢুকেই দেখবে একটা বাচ্চা গাধা বাঁধা আছে, যাতে কেউ কখনও বসে নি। সেই গাধাটাকে খুলে আন। 3যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তুমি গাধাটি খুলছ'? তখন তাকে বলবে, 'এটা প্রভুর কাজে লাগবে আর সে তখনই সেটা পাঠিয়ে দেবে।'"

4তাঁরা সেখানে গেলেন এবং দেখলেন দরজার কাছে রাস্তার উপরে একটা গাধা বাঁধা আছে। তখন তাঁরা দড়িটাকে খুলতে লাগলেন, 5আর কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা তাদের বলল, "তোমরা কি করছ, গাধার বাচ্চাটাকে খুলছ কেন?" 6তাতে যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা সেইমতো উত্তর দিলেন, তখন লোকেরা আর কিছু বলল না, গাধার বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে দিল। 7তাঁরা গাধার বাচ্চাটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে গাধাটির উপরে তাদের জামাকাপড় পেতে দিলেন এবং যীশু তার উপরে বসলেন। 8তখন অনেকে তাদের জামাকাপড় রাস্তায় পেতে দিল আর অন্যেরা মাঠ থেকে পাতা ভরা গাছের ডালপালা কেটে এনে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে দিল। 9আর যে সমস্ত লোক আগে এবং পেছনে যাচ্ছিল তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

"'হোশান্না!* 'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন!' *গীতসংহিতা 118:25-26*

10আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের যে রাজ্য আসছে, তা ধন্য! হোশান্না! স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হোক্।"

11তিনি জেরুশালেমে ঢুকে মন্দিরে গেলেন। সেখানে চারদিকের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করলেন; কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় বারোজন প্রেরিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৈথনিয়াতে ফিরে গেলেন।

12পরের দিন বৈথনিয়া ছেড়ে আসার সময় তাঁর খিদে পেল। 13দূর থেকে তিনি একটি পাতায় ভরা ডুমুর গাছ দেখে তাতে কিছু ফল পাবেন ভেবে তার কাছে গেলেন, কিন্তু গাছটির কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কারণ তখন ডুমুর ফলের মরশুম নয়। 14তখন তিনি গাছটিকে বললেন, "এখন থেকে তোমার ফল আর কেউ কোন দিন খাবে না!" এই কথা তাঁর শিষ্যেরা শুনতে পেলেন।

হোশান্না এটি একটি হিব্রু শব্দ। ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়। এখানে ঈশ্বর অথবা তাঁর মশীহের প্রশংসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

যীশু মন্দিরে গেলেন

(মথি 21:12-17; লূক 19:45-48; যোহন 2:13-22)

15পরে তাঁরা জেরুশালেমে গেলেন; আর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে যারা কেনা-বেচা করছিল সেইসব ব্যবসায়ীদের বের করে দিলেন। তিনি পোদ্দারদের টেবিল এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের আসন উল্টে দিলেন। 16তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে কাউকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দিলেন না। 17তিনি শিক্ষা দিয়ে তাদের বললেন, "এটা কি লেখা নেই 'আমার মন্দিরকে সমগ্র জাতির উপাসনা গৃহ বলা হবে?'* কিন্তু তোমরা এটাকে দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ।"*

18প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা এই কথা শুনে তাঁকে হত্যা করার রাস্তা খুঁজতে থাকল, কারণ তারা তাঁকে ভয় করত, যেহেতু তাঁর শিক্ষায় সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। 19সেই দিন সন্ধ্যে হলেই যীশু ও তাঁর শিষ্যরা মহানগরীর বাইরে গেলেন।

বিশ্বাসের শক্তি

(মথি 21:20-22)

20পরের দিন সকালে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন, সেই ডুমুর গাছটি মূল থেকে শুকিয়ে গেছে। 21পিতর আগের দিনের কথা মনে করে তাঁকে বললেন, "হে গুরু, দেখুন, আপনি যে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেটি শুকিয়ে গেছে।"

22তখন যীশু বললেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। 23আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ওই পাহাড়কে বলে, 'উপড়ে যাও এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়', আর তার মনে কোন সন্দেহ না থাকে এবং সে যদি বিশ্বাস করে যে সে যা বলছে তা হবে, তাহলে ঈশ্বর তার জন্য তাই করবেন। 24এইজন্য আমি তোমাদের বলি, তোমরা যা কিছুর জন্য প্রার্থনা কর, যদি বিশ্বাস কর যে, তোমরা তা পেয়েছ, তাহলে তোমাদের জন্য তা হবেই। 25আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারোর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যাতে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।" 26*

যীশুর কর্তৃত্বের বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

(মথি 21:23-27; লূক 20:1-8)

27পরে তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে এলেন। আর যখন তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন, সেই সময় প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও বয়স্ক ইহুদী নেতারা তাঁর কাছে এলেন। 28তাঁরা তাকে বললেন, "কোন ক্ষমতায় তুমি এসব করছ? এসব করতে তোমাকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে?"

'আমার ... হবে' যিশ 56:7

'কিন্তু ... করেছ' যির 7:11

পদ 26 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 26 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না।"

29যীশু তাঁদের বললেন, “আমি তোমাদের একটা
প্রশ্ন করছি, যদি তোমরা উত্তর দিতে পারো, তাহলে
আমি তোমাদের বলব কোন ক্ষমতায় এসব করছি।
30যোহন যে বাপ্তাইজ করেছিলেন তা করার অধিকার
তিনি স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন না মানুষের কাছ থেকে
পেয়েছিলেন? আমাকে বলো।”

31তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে
বললেন, “যদি আমরা বলি, ‘স্বর্গ থেকে’ তাহলে বলবে,
‘তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন?’ 32কিন্তু যদি
আমরা বলি, ‘মানুষের কাছ থেকে’ তাহলে জনসাধারণ
আমাদের ওপর রেগে যাবে।” তাঁরা জনসাধারণকে ভয়
করতেন কারণ জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যোহন
একজন ভাববাদী।

33তাই তাঁরা যীশুকে বললেন, “আমরা জানি না।”

তখন যীশু তাঁদের বললেন, “তবে আমিও কোন্
ক্ষমতায় এসব করছি, তা তোমাদের বলব না।”

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মথি 21:33-46; লূক 20:9-19)

12 তখন যীশু দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের কাছে বলতে
লাগলেন, “একটি লোক দ্রাক্ষা ক্ষেত করে তার
চারদিকে বেড়া দিলেন। তিনি দ্রাক্ষা মাড়াই করতে
একটি গর্ত খুঁড়লেন, একটি উঁচু ঘর তৈরী করলেন
এবং সেই ক্ষেত চাষীদের কাছে জমা দিয়ে অন্য দেশে
চলে গেলেন। 2এরপর চাষীদের কাছে ফলের পাওনা
অংশ পাবার জন্য তাদের কাছে ঠিক সময়ে তাঁর চাকরকে
পাঠিয়ে দিলেন। 3কিন্তু চাষীরা তাকে মারধর করে খালি
হাতে ফিরিয়ে দিল । 4তিনি আর একজন চাকরকে
তাদের কাছে পাঠালেন। তারা তার মাথায় আঘাত
করল, 5এবং তাকে অপমান করল। তখন তিনি আর
একজন চাকরকে পাঠালেন, তারা তাকে মেরে ফেলল।
এইভাবে তিনি আরো অনেককে পাঠালেন। তারা তাদের
মধ্যে কয়েকজনকে মারধোর করল এবং কয়েকজনকে
মেরেই ফেলল। 6তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র ছিল। তিনি
শেষ পর্যন্ত তাঁকেই পাঠালেন, ভাবলেন তারা নিশ্চয়ই
আমার পুত্রকে সম্মান করবে।

7চাষীরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ‘এই
তো মালিকের ছেলে, ওর বাবা মরলে ক্ষেতের মালিক
তো ওই হবে, এস! একে মেরে ফেল, তাহলে আমরা
ক্ষেতের মালিক হব!’ 8তখন তারা তাঁকে মেরেই ফেলল
ও তার মৃতদেহটি দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল।

9তখন সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক কি করবেন?
তিনি এসে চাষীদের মেরে ফেলবেন এবং সেই দ্রাক্ষা
ক্ষেতটি অন্যদের দিয়ে দেবেন। 10শাস্ত্রের এই কথা কি
তোমরা পড়নি,

‘যে পাথর রাজমিস্ত্রীরা বাতিল করেছিল সেটিই
হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর।

11এটা প্রভুই করেছেন, আর আমাদের চোখে এটা
খুব চমকপ্রদ।’

গীতসংহিতা 118:22-23

12তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতে লাগল;
কিন্তু লোকদের ভয় পেল, কারণ তারা জানত যে দৃষ্টান্তটি
তিনি তাদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, তাই তারা তাঁকে
ছেড়ে চলে গেল।

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল

(মথি 22:15-22; লূক 20:20-26)

13পরে ইহুদী নেতারা কয়েকজন ফরীশী এবং
হেরোদীয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল, যাতে তারা যীশুকে
কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। 14তারা এসে তাঁকে বলল,
“হে গুরু, আমরা জানি আপনি সৎ, এবং কোন লোককে
ভয় করেন না। আপনি ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সত্য
শিক্ষা দেন। আচ্ছা, কৈসর সরকারকে কর দেওয়া কি
উচিত? আমরা দেব, কি দেব না?”

15তিনি তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে বললেন,
“তোমরা আমায় কেন পরীক্ষা করছ? আমাকে একটি
দীনার এনে দেখাও।” 16তারা তাঁকে দীনার এনে দিলে
তিনি তাদের বললেন, “এই মুখ এবং এই নাম কার?”
তারা তাঁকে বলল, “কৈসরের প্রতিমূর্তি, কৈসরের নাম।”

17তখন যীশু তাদের বললেন, “কৈসরের যা তা
কৈসরকে দাও। আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দাও।”
তখন তারা তাঁর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

কয়েকজন সদ্দূকী যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল

(মথি 22:23-33; লূক 20:27-40)

18পরে কয়েকজন সদ্দূকী তাঁর কাছে এল। যারা
বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস
করল, 19“গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারও
ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, আর সে যদি কোন
ছেলেমেয়ে না রেখে যায় তবে তার ভাই যেন ঐ বিধবাকে
বিয়ে করে নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করে। 20সাত
ভাই ছিল, প্রথম জন একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করল
আর সে ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। 21পরে দ্বিতীয়
জন তাকে বিয়ে করল; কিন্তু সেও ছেলেমেয়ে না
রেখে মারা গেল। তৃতীয় ভাই আগের ভাইয়ের মত
বিয়ে করে ছেলে মেয়ে না রেখে মারা গেল। 22এই সাত
ভাইয়ের কেউই কোন ছেলেমেয়ে রেখে যায়নি। সবশেষে
সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। 23মৃত্যুর পরে যখন তারা
বেঁচে উঠবে, সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কারণ
তারা সাতজনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।”

24যীশু তাদের বললেন, “তোমরা কেন এই ভুলের
মধ্যে রয়েছ? তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের
শক্তির কথা। 25কারণ মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত
হলে তারা বিয়ে করে না, বা তাদেরকে বিয়ে দেওয়া
হয় না, বরং তারা স্বর্গে স্বর্গদূতদের মতোই থাকে।”
26কিন্তু পুনরুত্থান হবে কিনা এ ব্যাপারে মোশির পুস্তকে
লেখা জ্বলন্ত ঝোপের* অংশটিতে ঈশ্বর তাকে কি
বলেছিলেন তা কি তোমরা পড় নি? তিনি বলেছিলেন,

জ্বলন্ত ঝোপ যাত্রা 3:1-12

'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর।'* 27তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর। তোমরা বড়ই ভুল করেছ।"

কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ

(মথি 22:34-40; লূক 10:25-28)

28ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে একজন কাছে এসে তাদের আলোচনা শুনলেন। যীশু তাদের ঠিক উত্তর দিয়েছেন জেনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শাস্ত্রে সমস্ত আদেশের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান?"

29যীশু উত্তর দিলেন, "এটাই প্রধান! 'শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু। 30তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।'* 31আর দ্বিতীয় আদেশ হল এই, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।'* এই আদেশ দুটি থেকে আর কোন বড় আদেশ নেই।"

32তখন ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে বললেন, "বেশ, গুরু, আপনি ঠিক বলেছেন যে ঈশ্বরই প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। 33আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা হচ্ছে সমস্ত রকম বলিদান ও উৎসর্গের থেকে অনেক ভাল।"

34তখন তিনি বুদ্ধির সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন দেখে যীশু তাঁকে বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য থেকে তুমি খুব বেশী দূরে নও।" এরপরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে আর কারো সাহস হল না।

35যীশু মন্দিরে শিক্ষা দেবার সময় বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কেমন করে বলে যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র? 36দায়ূদ তো নিজেই পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই এই কথা বলেছেন:

'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে বস যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি।' *গীতসংহিতা 110:1*

37দায়ূদ নিজেই খ্রীষ্টকে 'প্রভু' বলেন। তবে কেমন করে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র হলেন?" অনেক লোক আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনল।

38আর তাঁর শিক্ষায় তিনি তাদের বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা পোশাক পরতে চায়, হাটে বাজারে লোকদের সম্মান, 39সমাজগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আসন এবং নৈশ ভোজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে ভালবাসে। 40এই লোকেরাই বিধবাদের বাড়িগুলি আত্মসাৎ করে, আর সেই দোষ ঢাকতে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, ঐ সমস্ত লোকেরা বিচারে আরও কড়া শাস্তি পাবে।"

বিধবার দেওয়া দানের দৃষ্টান্ত

(লূক 21:1-4)

41যীশু দানের বাক্সের সামনে বসে, লোকেরা কেমন করে তাতে টাকা পয়সা ফেলছে তা দেখছিলেন। বহু ধনী লোক প্রচুর টাকা পয়সা তার মধ্যে রাখল। 42পরে একজন গরীব বিধবা এসে তাতে দুটি তামার মুদ্রা ফেলল, যার মূল্য এক সিকিরও কম। 43তখন যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, দানবাক্সে যারা টাকা পয়সা রেখেছে, তাদের সবার থেকে এই গরীব বিধবা বেশি রাখল। 44কারণ তারা সকলে নিজের নিজের অতিরিক্ত অর্থ থেকে কিছু কিছু রেখেছে; কিন্তু এই গরীব বিধবার যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই দিয়ে গেল।"

ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

(মথি 24:1-44; লূক 21:5-33)

13 যীশু যখন মন্দির ছেড়ে যাচ্ছেন, সেই সময় শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "হে গুরু দেখুন কত চমৎকার বিশাল বিশাল পাথর এবং কত সুন্দর দালান।"

2তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি এই সব বড় বড় দালান দেখছ? এর একটা পাথর আর একটা পাথরের উপরে থাকবে না; সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।"

3পরে তিনি মন্দিরের সামনে জৈতুন পর্বতমালায় বসলে, পিতর, যাকোব, যোহন এবং আন্দ্রিয় তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 4"আমাদের বলুন দেখি, এই সমস্ত ঘটনা কখন ঘটবে? আর কি চিহ্ন দেখেই বা বুঝতে পারব যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে চলেছে?"

5তখন যীশু তাঁদের বলতে লাগলেন, "সতর্ক থেকো, কেউ যেন তোমাদের না ভুলায়। 6সেদিন অনেকে আমার নাম নিয়ে আসবে এবং বলবে, 'আমিই তিনি' এবং তারা আরও অনেকের মন ভুলাবে। 7কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, তখন অস্থির হয়ো না; এটা ঘটবেই, কিন্তু তখনও শেষ নয়। 8কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য জেগে উঠবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ হবে। এসব কেবল জন্ম যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।

9"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সাবধান! লোকে তোমাদের আদালতে হাজির করবে, এবং সমাজগৃহের মধ্যে তোমাদের ধরে মারবে। আমার জন্য তোমরা দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের কাছে সাক্ষী দেবার জন্য তাদের সামনে দাঁড়াবে। 10আর সব কিছু শেষ হবার আগে সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হবে। 11কিন্তু লোকে যখন তোমাদের গ্রেপ্তার করে বিচার সভায় নিয়ে যাবে, তখন তাদের সামনে কি বলবে তা আগে থেকে ভেবো না, বরং সেই সময়ে পবিত্র আত্মা যা বলতে বলবেন তাই বলবে। কারণ তোমরাই যে কথা বলবে তা নয়, পবিত্র আত্মাই তোমাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলবেন। 12তখন ভাই ভাইকে, ও বাবা সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে, এবং সন্তানরা বাবা-

---

'আমি ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

'তুমি ... ভালবাসবে' দ্বি বি 6:4-5

'তোমার ... ভালবাসবে' লেবীয় 19:18

মার বিরুদ্ধে উঠে তাদের হত্যার জন্য ধরিয়ে দেবে।
13আর আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে;
কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে।
14“যখন তোমরা দেখবে, ‘ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু
যেখানে দাঁড়াবার নয় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।’* পাঠকের
বোঝা উচিৎ এর অর্থ কি, “তখন যারা যিহূদিয়াতে
থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক। 15এবং কেউ যদি
ছাদের উপরে থাকে, সে যেন বাড়ি থেকে কোন কিছু
নেবার জন্য নীচে না নামে বা ঘরে না ঢোকে৷ 16কেউ
যদি মাঠে থাকে, সে যেন জামাকাপড় নেবার জন্য
ফিরে না যায়। 17হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী বা যাদের
কোলে শিশু থাকবে তাদের কত কষ্ট! 18আর প্রার্থনা
কর যেন এটা শীতকালে না ঘটে, 19কারণ সেই সময়
হবে বড়ই কষ্টের সময়। তেমনটি প্রথম যখন ঈশ্বর
পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন থেকে এখন পর্যন্ত কখনই
হয় নি আর কখনও হবেও না। 20আর প্রভু যদি সেই
দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণই
রক্ষা পেত না। কিন্তু তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন,
সেই মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে
দিয়েছেন। 21কেউ যদি তখন তোমাদের বলে, ‘দেখ,
খ্রীষ্ট এখানে বা ওখানে!’ তোমরা বিশ্বাস কোরো না।
22কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা এবং ভাববাদীরা উঠবে এবং
নানা চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ ক’রে দেখাবে, এমন কি
সম্ভব হলে মনোনীত লোকদেরও ভুলাবে। 23কিন্তু
তোমরা সাবধান থেকো! আমি তোমাদের আগেই সমস্ত
কিছু বলে দিলাম।

24 কিন্তু সেই সময়, সেই কষ্টের শেষে, ‘সূর্য অন্ধকার
হয়ে যাবে এবং চাঁদ আর আলো দেবে না।

25আকাশ থেকে তারা খসে পড়বে, আকাশের সমস্ত
শক্তি বিচলিত হবে।’

যিশাইয় 13:10; 34:4

26“তখন লোকেরা দেখবে, মানবপুত্র মহামহিমায়
ও পরাক্রমের সঙ্গে মেঘরথে আসছেন। 27তখন
মানবপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত
থেকে আকাশের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারিবায়ু থেকে তাঁর
মনোনীত লোকদের সংগ্রহ করবেন।
28“ডুমুর গাছ থেকে এই দৃষ্টান্ত শেখ: যখন তার
শাখা-প্রশাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন
তোমরা জানতে পার গরম কাল এসে গেল। 29ঠিক
তেমনি ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখলেই তোমরা বুঝতে
পারবে যে সময়* খুব কাছে, এমনকি দরজার সামনে।
30আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সমস্ত ঘটনা না ঘটা
পর্যন্ত এই প্রজন্মের শেষ হবে না। 31আকাশ এবং
পৃথিবীর লোপ হবে; কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও
হবে না।

32“সেই দিনের বা সেই সময়ের কথা কেউ জানে
না; স্বর্গদূতেরাও নয়, মানবপুত্রও নয়, কেবলমাত্র পিতাই
জানেন। 33সাবধান! তোমরা সতর্ক থাকো! কারণ কখন
যে সেই সময় হবে তোমরা তা জানো না। 34সেই
দিনটা এমনভাবেই আসবে যেমন কোন লোক নিজের
বাড়ি ছেড়ে বিদেশে বেড়াতে যায়, এবং তার চাকরদের
দায়িত্ব দিয়ে প্রত্যেকের কাজ ঠিক করে দেয় আর
দ্বাররক্ষককে সজাগ থাকতে বলে। 35তাই তোমরা সতর্ক
থাকবে, কারণ তোমরা জান না কখন বাড়ির মালিক
আসবেন, সন্ধ্যেবেলায় কি মাঝরাতে, কুকড়া ডাকের
সময় কি ভোরবেলায়। 36হঠাৎ তিনি এসে যেন না
দেখেন যে তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছ। 37আমি তোমাদের
যা বলছি, তা সবাইকে বলি, ‘সজাগ থেকো!’”

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

(মথি 26:1-5; লূক 22:1-2; যোহন 11:45-53)

14 দু’দিন পরে নিস্তারপর্ব এবং খামিরবিহীন রুটির
উৎসব পর্ব।* প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সেই সময়ে তাঁকে কেমন করে ছলে বলে
গ্রেপ্তার করে মেরে ফেলতে পারে তারই চেষ্টা করছিলেন।
2তাঁরা বললেন, “উৎসবের সময় আমরা এটা করব না,
কারণ তাতে লোকেদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধে যেতে
পারে।”

একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করল

(মথি 26:6-13; যোহন 12:1-8)

3যখন তিনি বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে
ছিলেন, তখন তিনি খেতে বসলে একটি স্ত্রীলোক শ্বেত
পাথরের শিশিতে করে দামী সুগন্ধি জটামাংসীর তেল*
নিয়ে এল। সে শিশিটি ভেঙ্গে তাঁর মাথায় সেই তেল
ঢেলে দিল।
4কিছু লোক এতে খুব রেগে গিয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করল, “সুগন্ধি তেলের অপচয় করা হল
কেন? 5এই তেল তো তিনশো দীনারের বেশী দামে
বিক্রি করা যেত, এবং সেই টাকা গরীবদের দেওয়া
যেত।” আর তারা স্ত্রীলোকটির কঠোর সমালোচনা
করল।
6কিন্তু যীশু বললেন, “ওকে যেতে দাও। তোমরা
কেন ওকে দুঃখ দিচ্ছ? সে তো আমার জন্য ভাল
কাজই করেছে। 7কারণ গরীবেরা তোমাদের কাছে
সবসময় আসে, তোমরা যখন ইচ্ছা তাদের উপকার
করতে পার; কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না।
8সে যা করতে পারত তাই করেছে। সে আগে থেকে
সমাধির উদ্দেশ্যে আমার গায়ে সুগন্ধি তেল ঢেলে
দিয়েছে। 9আমি তোমাদের সত্যি বলছি: জগতে
যেখানেই আমার সুসমাচার প্রচার করা হবে,

যখন ... আছে দানি 9:27; 12:11 (তুলনীয় দানিয়েল 11:31)

সময় এখানে যীশু সেই সময়ের কথা বলেছেন যখন কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। লূক 21:31, এখানে যীশু বলেছেন ঈশ্বরের রাজত্ব আসার এই সেই সময়।

খামিরবিহীন ... পর্ব পুরানো নিয়মে নিস্তারপর্বের পরের দিন শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ে দুটো পর্ব একই দিনে পড়েছে।

জটামাংসীর তেল দুষ্প্রাপ্য চারাগাছের শিকড় হতে প্রস্তুত মূল্যবান তেল।

সেখানেই এই স্ত্রীলোকটির স্মরণার্থে তার কাজের
কথা বলা হবে।”
10তখন সেই বারোজনের মধ্যে একজন যিহূদা
ঈষ্করিয়োতীয় প্রধান যাজকদের কাছে যীশুকে ধরিয়ে
দেবার মতলবে গেল। **11**তারা এই কথা শুনে খুব খুশী
হলো এবং তাকে টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।
তখন সে যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে
লাগল।
12খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন, যেদিন ইহুদীরা
মেষ উৎসর্গ করত, সেইদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন,
“আমরা কোথায় গিয়ে আপনার জন্য ভোজ প্রস্তুত
করব, আপনার ইচ্ছা কি?”
13তখন তিনি শিষ্যদের মধ্যে দু’জনকে পাঠিয়ে
দিয়ে বললেন, “তোমরা শহরে যাও, একটা লোক
তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসী জল নিয়ে
আসবে, তাকে অনুসরণ কর।
14সে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই বাড়ির মালিককে বলবে,
‘গুরু বলেছেন, সেই অতিথির ঘর কোথায় যেখানে
আমি আমার শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে
পারি।’ **15**তখন সে উপরের একটি বড় সাজানোগোছানো
ঘর দেখিয়ে দেবে। সেখানেই আমাদের জন্য ভোজ
প্রস্তুত কর।”
16পরে শিষ্যরা সেখান থেকে শহরে চলে এলেন।
তিনি যেরকম বলেছিলেন তাঁরা ঠিক সেইরকম দেখতে
পেলেন; আর নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন সেখানেই
করলেন।
17সন্ধ্যে হলে সেই বারোজন প্রেরিতদের সাথে তিনি
সেখানে এলেন। **18**যখন তাঁরা একসঙ্গে খেতে বসেছেন,
যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা
যারা আমার সঙ্গে খেতে বসেছ, তোমাদের মধ্যে একজন
আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।”
19এতে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, এবং প্রত্যেকে
এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন, “সে কি আমি?”
20তিনি তাদের বললেন, “এই বারোজনের মধ্যে
একজন যে আমার সঙ্গে বাটিতে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে
সেই। **21**মানবপুত্রের ব্যাপারে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে,
ঠিক সেইভাবে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ধিক্ সেই
লোকটিকে যে মানবপুত্রকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে।
সেই লোকটির জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।”

প্রভুর ভোজ

(মথি 26:26-30; লূক 22:15-20; 1করিন্থীয় 11:23-25)
22তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি রুটি নিয়ে
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো
করে তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন, “এটা নাও; এটা
আমার শরীর।”
23তারপর তিনি পেয়ালা তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে
শিষ্যদের হাতে দিলেন। আর তাঁরা সকলে তা থেকে
পান করলেন।
24তিনি তাঁদের বললেন, “এটা আমার নতুন নিয়মের
রক্ত, যা অনেকের জন্যই পাতিত হবে। **25**আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না, যতদিন
পর্যন্ত না আমি ঈশ্বরের রাজ্যে সেই দিনে নতুন দ্রাক্ষারস
পান না করি।”
26এরপর তাঁরা স্তবগান করে জৈতুন পর্বতের দিকে
গেলেন।

যীশুর শিষ্যরা সকলে তাঁকে ত্যাগ করবে

(মথি 26:31-35; লূক 22:31-34; যোহন 13:36-38)
27যীশু তাদের বললেন, “তোমরা সকলে বিশ্বাস
হারাবে, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

‘আমি মেষপালককে আঘাত করব, এবং মেষেরা
চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।’ *সখরিয় 13:7*

28আমি বেঁচে উঠলে, তোমাদের আগে গালীলে যাব।”
29পিতর তাঁকে বললেন, “এমনকি সকলে বিশ্বাস
হারালেও আমি হারাব না।”
30তখন যীশু তাঁকে বললেন, “আমি সত্যি বলছি,
আজ এই রাত্রেই দু’বার মোরগ ডাকার আগে তুমি
আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।”
31কিন্তু পিতর আরও জোর দিয়ে বললেন, “যদি
আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, তবুও আমি আপনাকে
অস্বীকার করব না।” বাকি সকলে সেই একই শপথ
করলেন।

যীশুর একান্তে প্রার্থনা

(মথি 26:36-46; লূক 22:39-46)
32তখন তাঁরা গেৎশিমানী নামে একস্থানে এলেন।
আর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “যতক্ষণ আমি প্রার্থনা
করি, তোমরা এখানে বসে থাক।” **33**পরে তিনি পিতর,
যাকোব এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেসময়
ব্যথায় তাঁর আত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠল। **34**তিনি তাঁদের
বললেন, “আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত উদ্বেগে আচ্ছন্ন।
তোমরা এখানে থাক আর জেগে থাক।”
35পরে কিছুটা এগিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে
তিনি প্রার্থনা করলেন, যে যদি সম্ভব হয় তবে এই
দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে সরে যাক। **36**তিনি
বললেন, “আব্বা, পিতা তোমার পক্ষে তো সবই সম্ভব।
এই পানপাত্র* আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নাও।
কিন্তু তবুও আমি যা চাই তা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ
হোক।”
37পরে তিনি এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে
পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, “শিমোন
তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? তুমি এক ঘণ্টাও জেগে
থাকতে পারলে না? **38**তোমরা জেগে থাক এবং

পানপাত্র এখানে যীশু তাঁর জীবনে যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট আসবে তার বিষয়ে বলেছেন। কোন কিছুতে পূর্ণ এক পানপাত্র যার স্বাদ অত্যন্ত খারাপ তা পান করা যেমন কঠিন তেমনি এইসব দুঃখ কষ্ট সহ্য করা বড় কঠিন হবে।

প্রার্থনা কর, যাতে প্রলুব্ধ না হও। আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু
শরীর দুর্বল।”
39তিনি আবার গেলেন এবং একই কথা বলে প্রার্থনা
করলেন। 40তারপর ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমাচ্ছেন,
কারণ ঘুমে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। তাঁরা
যীশুর দিকে তাকিয়ে তাঁকে কি বলবেন বুঝে উঠতে
পারছিলেন না। 41পরে তিনি তৃতীয়বার এসে তাঁদের
বললেন, “তোমরা কি এখনও ঘুমোচ্ছ, বিশ্রাম করছ?
যথেষ্ট হয়েছে! সময় হয়ে গেছে। দেখ, মানবপুত্রকে
বিশ্বাসঘাতকতা করে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া
হচ্ছে। 42ওঠ! আমরা যাই! ঐ দেখ, যে আমার সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে আসছে।”

যীশুকে গ্রেপ্তার

(মথি 26:47-56; লূক 22:47-53; যোহন 18:3-12)

43আর তিনি যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় যিহূদা
সেই বারোজন প্রেরিতের মধ্যে একজন এল। আর
তার সাথে অনেক লোক তরোয়াল লাঠি নিয়ে এল।
প্রধান যাজক, ব্যবস্থার শিক্ষক এবং বয়স্ক ইহুদী নেতারা
এই লোকদের পাঠিয়েছিল। 44সেই বিশ্বাসঘাতক যিহূদা
তাদের এই সঙ্কেত দিয়েছিল: “যাকে আমি চুমু দেব,
সেই ঐ লোকটি। তোমরা তাকে ধরে পাহারা দিয়ে
নিয়ে যাবে।”
45সে উপস্থিত হয়েই যীশুর কাছে গিয়ে বলল,
“গুরু!” বলেই তাঁকে চুমু দিল। 46তখন তারা তাঁকে
ধরে গ্রেপ্তার করল। 47যারা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল
তাদের মধ্যে একজন নিজের তরোয়াল বের করে
মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার কান কেটে
দিল।
48তখন যীশু তাদের বললেন, “তোমরা লাঠি,
তরোয়াল নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ। মনে হচ্ছে
আমি একজন দস্যু। 49আমি প্রতিদিন মন্দিরে
তোমাদের মধ্যে থেকেছি ও শিক্ষা দিয়েছি, তখন তো
আমায় ধরলে না। কিন্তু শাস্ত্রের বাণী সফল হবেই।”
50তখন তাঁর সব শিষ্যেরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে
গেলেন।
51আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একটি চাদর
জড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। তারা তাকে গ্রেপ্তার
করার চেষ্টা করল। 52কিন্তু সে চাদরটি ফেলে উলঙ্গ
অবস্থায় পালিয়ে গেল।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

*(মথি 26:57-68; লূক 22:54-55, 63-71;
যোহন 18:13-14, 19-24)*

53তখন তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে এল।
প্রধান যাজকরা, বয়স্ক ইহুদী নেতারা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সকলে এক জায়গায় জড়ো হলেন। 54আর
পিতর দূরে দূরে থেকে যীশুর পেছনে যেতে যেতে
মহাযাজকের উঠোন পর্যন্ত গেলেন, এবং রক্ষীদের সঙ্গে
বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।
55তখন প্রধান যাজকেরা এবং মহাসভার সকলেই
এমন একজন সাক্ষী খুঁজছিলেন যার কথার জোরে
যীশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়; কিন্তু তেমন সাক্ষ্য
তারা পেলেন না। 56কারণ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা
সাক্ষী দিল বটে কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না।
57তখন কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষী দিয়ে
বলল, 58“আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি, ‘মানুষের হাতে
তৈরী এই মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলব, এবং তিন দিনের
মধ্যে মানুষের হাত দিয়ে তৈরী নয় এমন একটি মন্দির
আমি গড়ে তুলব।’” 59কিন্তু এতেও তাদের সাক্ষ্যের
প্রমাণ মিলল না। 60তখন মহাযাজক সকলের সামনে
দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কিছুই
উত্তর দেবে না? এই সমস্ত লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে
কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?” 61কিন্তু তিনি চুপচাপ থাকলেন কোন
উত্তর দিলেন না।
আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি
কি সেই পরম খ্রীষ্ট পরম ধন্য, ঈশ্বরের পুত্র?”
62যীশু বললেন, “হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বরের পুত্র। তোমরা
একদিন মানবপুত্রকে ঈশ্বরের ডানপাশে বসে থাকতে
আকাশের মেঘে আবৃত হয়ে আসতে দেখবে।”
63তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে বললেন,
“আমাদের সাক্ষীর আর কি প্রয়োজন? 64তোমরা তো
ঈশ্বর নিন্দা শুনলে। তোমাদের কি মনে হয়?”
তারা সকলে তাকে দোষী স্থির করে বলল, “এর
মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।” 65তখন কেউ কেউ তাঁর মুখে
থুথু ছিটিয়ে দিল, তাঁর মুখ ঢেকে ঘুষি মারল, এবং
বলতে লাগল, “ভাববাণী করে বল তো, কে তোমাকে
ঘুষি মারল?” পরে রক্ষীরা তাকে মারতে মারতে নিয়ে
গেল।

যীশুকে স্বীকার করতে পিতর ভয় পেলেন

*(মথি 26:69-75; লূক 22:56-62;
যোহন 18:15-18, 25-27)*

66পিতর যখন নীচে উঠোনে ছিলেন, তখন
মহাযাজকের একজন চাকরানী এল। 67সে পিতরকে
আগুন পোহাতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমিও
তো নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে।”
68কিন্তু পিতর অস্বীকার করে বললেন, “আমি জানি
না, আর বুঝতেও পারছি না তুমি কি বলছ।” এই বলে
তিনি বারান্দার দিকে যেতেই একটা মোরগ ডেকে
উঠল।*
69কিন্তু চাকরানীটা তাকে দেখে, যারা তার কাছে
দাঁড়িয়েছিল তাদের বলতে লাগল, “এই লোকটি ওদেরই
একজন!” 70তিনি আবার অস্বীকার করলেন।
কিছুক্ষণ বাদে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা
পিতরকে বলল, “সত্যি তুমি তাদের একজন, কারণ
তুমি গালীলের লোক।”

তিনি ... উঠল কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া যায়: “এবং মোরগ ডেকে উঠল।”

71তিনি অভিশাপ দিয়ে শপথ করে বলতে লাগলেন,
“তোমরা যে লোকটির কথা বলছ, তাকে আমি চিনি
না।”
72আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার মোরগটি ডেকে উঠল,
তাতে যীশু যে কথা বলেছিলেন, “মোরগটি দু’বার
ডাকার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে”
সে কথা পিতরের মনে পড়ল আর তিনি কান্নায় ভেঙ্গে
পড়লেন।

রাজ্যপাল পীলাত প্রশ্ন করলেন

(মথি 27:1-2, 11-14; লূক 23:1-5; যোহন 18:28-38)

15 সকাল হতেই প্রধান যাজকেরা, বয়স্ক ইহুদী
নেতারা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও সমস্ত মহাসভার
লোকেরা শলাপরামর্শ করলেন। তারা যীশুকে বেঁধে
পীলাতের কাছে পাঠালেন এবং তার হাতে তুলে দিলেন।
2তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?”
যীশু তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন
তেমনই।”
3তখন প্রধান যাজকেরা যীশুর বিরুদ্ধে নানান দোষের
কথা বলতে লাগলেন। **4**পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞেস
করলেন, “তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা
তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ করছে!”
5কিন্তু তবু যীশু কোন উত্তর দিলেন না দেখে পীলাত
আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

যীশুকে মুক্ত করতে পীলাতের চেষ্টা ব্যর্থ

(মথি 27:15-31; লূক 23:13-25; যোহন 18:39-19:16)

6নিস্তারপর্বের সময়ে পীলাত লোকদের ইচ্ছে মতো
একজন বন্দীকে মুক্ত করে দিতেন। **7**সেই সময় বারাব্বা
নামে একটি লোক বিদ্রোহীদের সাথে কারাগারে ছিল,
যারা বিদ্রোহের সময় অনেক খুন জখম করেছিল। **8**আর
তিনি পীলাত লোকদের জন্য সচরাচর যা করতেন,
সেই লোকেরা তাকে তাই করতে বলল।
9পীলাত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ইহুদীদের
রাজাকে আমি তোমাদের জন্য মুক্ত করে দিই, এটাই
কি তোমাদের ইচ্ছে?” **10**কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন
প্রধান যাজকরা হিংসার বশবর্তী হয়ে যীশুকে তার হাতে
তুলে দিয়েছিল। **11**কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে
ক্ষেপিয়ে তুলল যাতে তারা যীশুর পরিবর্তে বারাব্বার
মুক্তি দাবি করে।
12কিন্তু পীলাত আবার তাদের বললেন, “তবে
তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বল তাকে কি করব?”
13তারা চেঁচিয়ে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও!”
14কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “কেন? এ কি মন্দ
কাজ করেছে?”
তারা আরও চেঁচিয়ে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও!”
15তখন পীলাত লোকদের খুশী করতে বারাব্বাকে
তাদের জন্য ছেড়ে দিলেন, এবং যীশুকে চাবুক মেরে
ক্রুশে বিদ্ধ করবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন।

16পরে সেনারা প্রাসাদের মধ্যে অর্থাৎ প্রধান
শাসনকর্তার সদর দপ্তরের উঠোনে যীশুকে নিয়ে গিয়ে
সমস্ত সেনাদের ডাকল। **17**তারা যীশুকে বেগুনী রঙের
কাপড় পরিয়ে দিল এবং কাঁটার মুকুট তৈরী করে তাঁর
মাথায় চাপিয়ে দিল। **18**তারা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে
বলতে লাগল, “ইহুদীদের রাজা নমস্কার!” **19**তারা তাঁর
মাথায় একটা লাঠি দিয়ে বার বার মারতে লাগল ও
তাঁর গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল। তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে
তাঁকে প্রণাম করতে থাকল। **20**তাঁকে নিয়ে এইভাবে
মজা করবার পর তারা ঐ বেগুনী রঙের কাপড় খুলে
নিয়ে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল। আর ক্রুশে
দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন

(মথি 27:32-44; লূক 23:26-43; যোহন 19:17-27)

21সেই সময় শিমোন নামে একটা লোক কুরীণীয়
গ্রামাঞ্চল থেকে সেই পথ ধরে আসছিল। সে
আলেকসান্দর ও রূফের বাবা। সেনারা তাকে যীশুর
ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেগার ধরল। **22**পরে তারা
যীশুকে গলগথা নামে এক জায়গায় নিয়ে এল। গলগথার
অর্থ “মাথার খুলির স্থান।” **23**তারা তাঁকে গন্ধরস মিশানো
দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তা পান করলেন
না। **24**পরে তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তাঁর
কাপড়গুলোকে আলাদা আলাদা করে ঘুটি চেলে ঠিক
করল কে তাঁর পোশাকের কোন অংশ পাবে।
25সকাল ন’টার সময়ে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল।
26তারা তাঁর ক্রুশের উপর তাঁর বিরুদ্ধে দোষপত্র লেখা
একটা ফলক লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল,
“ইহুদীদের রাজা।” **27**তারা তাঁর সাথে আর দু’জন
দস্যুকে ক্রুশে দিল। একজনকে তার ডানদিকে এবং
অপরজনকে তার বাঁদিকে। **28*** **29**লোকেরা সেই পথ
দিয়ে যেতে যেতে যীশুর নিন্দা করতে লাগল। তারা
মাথা নেড়ে বলল, “ওহে, তুমি না মন্দির ভেঙ্গে ফেলে
তিনদিনের মধ্যে তা আবার গেঁথে তোল। **30**ক্রুশ থেকে
নেমে নিজেকে রক্ষা কর!”
31ঠিক একইভাবে প্রধান যাজকরা, এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা তাঁকে ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করলেন, “ঐ লোকটি অন্যদের রক্ষা করত, কিন্তু
নিজেকে রক্ষা করতে পারে না! **32**খ্রীষ্ট, ঐ ইস্রায়েলের
রাজা এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা
বিশ্বাস করব।” তাঁর সঙ্গে যারা ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল,
তারাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল।

যীশু মারা গেলেন

(মথি 27:45-56; লূক 23:44-49; যোহন 19:28-30)

33পরে বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত সমস্ত
দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। **34**আর তিনটের সময় যীশু

পদ 28 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 28 যুক্ত করা হয়েছে, “তখন এই শাস্ত্রীয় বাণী পূর্ণ হল, ‘তারা তাঁকে অপরাধীদের সঙ্গে রেখেছিল।’”

চিৎকার করে বলে উঠলেন, “এলোই, এলোই, লামা
শবক্তাণী?” যার অর্থ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?”
35যারা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ
কেউ এই কথা শুনে বলল, “দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে।”
36একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ এনে
সিরকায় ভিজিয়ে নলে করে তাঁর মুখে তুলে ধরে বলল,
“দেখা যাক, এলিয় ওকে নামাতে আসে কি না।”
37পরে যীশু জোরে চিৎকার করে উঠে শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করলেন। **38**আর মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচে
পর্যন্ত চিরে দু’ভাগ হয়ে গেল। **39**আর যে সেনাপতি
তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যীশুকে এইভাবে
মৃত্যুবরণ করতে দেখে বললেন, “সত্যিই ইনি ঈশ্বরের
পুত্র ছিলেন।”
40কয়েকজন স্ত্রীলোক দূর থেকে দেখছিলেন, তাদের
মধ্যে মন্দলীনী মরিয়ম, শালোমী আর ছোট যাকোব
এবং যোশির মা মরিয়ম সেখানে ছিলেন। **41**যখন যীশু
গালীলে ছিলেন, তখন এই মহিলারা তাঁর সঙ্গে যেতেন
এবং তাঁর দেখাশুনা করতেন। আরও বহু স্ত্রীলোক তখন
সেখানে ছিলেন যারা যীশুর সাথে জেরুশালেমে
এসেছিলেন।

যীশুর সমাধি

(মথি 27:57-61; লূক 23:50-56; যোহন 19:38-42)

42সেই দিনটা ছিল আয়োজনের দিন। অর্থাৎ
বিশ্রামের আগের দিন। **43**সন্ধ্যাবেলায় আরিমাথিয়ার
যোষেফ এলেন, তিনি ছিলেন ইহুদী মহাসভার একজন
মাননীয় সভ্য, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা
করেছিলেন। তিনি সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে
সমাধি দেওয়ার জন্য যীশুর দেহটিকে চাইলেন। **44**যীশু
এর মধ্যে মারা গেছেন শুনে পীলাত আশ্চর্য্য হলেন,
তিনি তাই সেনাপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর
মৃত্যু হয়েছে কিনা। **45**সেনাপতির কাছে মৃত্যুর খবরটি
জানতে পেরে তিনি যোষেফকে যীশুর দেহটি নিয়ে
যেতে দিলেন। **46**যোষেফ কিছুটা মসীনা কাপড় কিনে
ক্রুশ থেকে যীশুর দেহ নামিয়ে ঐ মসীনা কাপড়ে
জড়ালেন এবং পাথর কেটে তৈরী এমন একটা
সমাধিগুহার মধ্যে তাঁর দেহটাকে রাখলেন। তারপর
একটা পাথর গুহার মুখে গড়িয়ে সমাধির মুখটি বন্ধ
করে দিলেন। **47**যীশুকে যেখানে সমাধি দেওয়া হল
সেই স্থানটি মরিয়ম মন্দলীনী ও যোশির মা মরিয়ম
দেখলেন।

যীশুর পুনরুত্থানের খবর

(মথি 28:1-8; লূক 24:1-12; যোহন 20:1-10)

16 বিশ্রাম শেষ হলে মরিয়ম মন্দলীনী, যাকোবের
মা মরিয়ম সুগন্ধি মশলা কিনলেন যেন গিয়ে
যীশুর দেহে মাখাতে পারেন। **2**সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরে,
ঠিক সূর্য ওঠার পরই তাঁরা সমাধিগুহার কাছে গেলেন।
3তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, “কে
আমাদের জন্য সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে
দেবে?”
4তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে পাথরটা সরানো
রয়েছে। সেই পাথরটা মস্ত বড় ছিল। **5**পরে তাঁরা
সমাধিগুহার ভিতরে গিয়ে দেখলেন, একজন যুবক
ডানদিকে সাদা পোশাক পরে বসে আছেন; তাতে তারা
ভয়ে চমকে উঠলেন।
6তখন তিনি তাঁদের বললেন, “ভয় পেও না। তোমরা
তো নাসরতীয় যীশুর খোঁজ করছ যাকে ক্রুশে বিদ্ধ
করা হয়েছিল। তিনি বেঁচে উঠেছেন! তিনি এখানে
নেই। দেখ, এখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল। **7**যাও, পিতর
ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের বল গিয়ে, ‘দেখ তিনি তোমাদের
আগেই গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন তোমাদের
বলেছিলেন, ঠিক সেখানে তাঁকে দেখতে পাবে।’”
8তখন তাঁরা সমাধিগুহা থেকে বেরিয়ে দৌড়ালেন,
কারণ তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন এবং কিছুই বুঝে
উঠতে পারলেন না। তাঁরা কাউকে কিছু বললেন না,
কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন।

---

*(কিছু কিছু পুরানো গ্রীক প্রতিলিপিতে মার্ক
পুস্তক এখানে শেষ হয়েছে)*

শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ যীশুর দেখা পেলেন

(মথি 28:9-10; যোহন 20:11-18; লূক 24:13-35)

9তাঁর পুনরুত্থানের পর সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ
রবিবার ভোরে, তিনি প্রথমে মন্দলীনী মরিয়মকে দেখা
দিলেন, যার থেকে তিনি সাতটা ভূতকে তাড়িয়েছিলেন।
10মরিয়ম গিয়ে যারা যীশুর সঙ্গে থাকতেন তাঁদের এই
কথা বললেন। তাঁরা তখনও শোকে কাঁদছিলেন; **11**কিন্তু
যখন শুনলেন যে যীশু বেঁচে আছেন এবং তাঁকে দেখা
দিয়েছেন, তাঁরা ঐ কথা বিশ্বাস করলেন না। **12**পরে
তাদের মধ্যে দুজন যখন গ্রামের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় তিনি তাঁদের দেখা দিলেন, আর তাঁকে
অন্যরকম দেখাল।
13তাঁরা গিয়ে অন্য বাকী সব শিষ্যদের এটা জানালেন;
কিন্তু তাঁদের কথাতেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

প্রেরিতদের সঙ্গে যীশুর কথোপকথন

*(মথি 28:16-20; লূক 24:36-49; যোহন 20:19-23;
প্রেরিত 1:6-8)*

14পরে সেই এগারোজন শিষ্য যখন খেতে বসেছেন,
তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন। তিনি তাঁদের অবিশ্বাস
ও কঠিন মনোভাবের জন্য তিরস্কার করলেন, কারণ
তিনি বেঁচে ওঠার পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের
কথায়ও তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। **15**আর তিনি তাঁদের
বললেন, “তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং সব
লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। **16**যারা বিশ্বাস
করে বাপ্তাইজ হবে, তারা রক্ষা পাবে, কিন্তু যারা বিশ্বাস
করবে না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে। **17**যারা
বিশ্বাস করবে এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে। আমার

নামে তারা ভূত তাড়াবে; নতুন নতুন ভাষায় কথা
বলবে; 18হাতে করে সাপ তুলবে এবং মারাত্মক কিছু
খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; আর তারা অসুস্থ
লোকের উপর হাত রাখলে, তারা সুস্থ হবে।”
19তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে স্বর্গে
তুলে নেওয়া হল এবং তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন।
20আর তাঁরা গিয়ে সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করতে
লাগলেন, এবং প্রভু তাঁদের সঙ্গে কাজ করলেন, আর
অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সুসমাচারের সত্যতা
প্রমাণ করলেন।

লূকলিখিত সুসমাচার

যীশুর জীবন সম্পর্কে লূকের লেখা

1 মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা
ঘটেছে সেগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য বহু
ব্যক্তি চেষ্টা করেছেন। 2তাঁরা সেই একই বিষয় লিখেছেন
যা আমরা তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি, যাঁরা প্রথম
থেকে নিজেদের চোখে দেখেছেন এবং এই বার্তা ঘোষণা
করেছেন। 3তাই আমার মনে হল যে যখন আমি সেই
সব বিষয় প্রথম থেকে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়েছি
তখন তা সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখি। 4যার ফলে আপনি
জানবেন, যে বিষয়গুলি আপনাকে জানানো হয়েছে
সেগুলি সত্য।

সখরিয় ও ইলীশাবেৎ

5যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে সখরিয় নামে
একজন যাজক ছিলেন। ইনি ছিলেন অবিয়ের দলের*
যাজকদের একজন। সখরিয়র স্ত্রী ইলীশাবেৎ ছিলেন
হারোণের বংশধর। 6তাঁরা উভয়েই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক
ছিলেন। প্রভুর সমস্ত আদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা তাঁরা
নিখুঁতভাবে পালন করতেন। 7ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা হওয়ার
দরুণ তাঁদের কোন সন্তান হয় নি। তাঁদের উভয়েরই
অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল।

8একবার তাঁর দলের যাজকদের ওপর দায়িত্বভার
পড়েছিল, তখন সখরিয় যাজক হিসাবে মন্দিরে ঈশ্বরের
সেবা করছিলেন। 9যাজকদের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী তাঁকে
বেছে নেওয়া হয়েছিল যেন তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে
প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালাতে পারেন। 10ধূপ জ্বালাবার
সময়ে বাইরে অনেক লোক জড় হয়ে প্রার্থনা করছিল।
11এমন সময় প্রভুর এক স্বর্গদূত সখরিয়র সামনে এসে
উপস্থিত হয়ে ধূপবেদীর ডানদিকে দাঁড়ালেন। 12সখরিয়
সেই স্বর্গদূতকে দেখে চমকে উঠলেন এবং খুব ভয়
পেলেন। 13কিন্তু স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "সখরিয় ভয়
পেও না, কারণ তুমি যে প্রার্থনা করেছ, ঈশ্বর তা
শুনেছেন। তোমার স্ত্রী ইলীশাবেতের একটি পুত্র সন্তান
হবে, তুমি তার নাম রাখবে যোহন। 14সে তোমার জীবনে
আনন্দ ও সুখের কারণ হবে, তার জন্মের দরুণ আরো
অনেকে আনন্দিত হবে। 15কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যোহন
হবে এক মহান ব্যক্তি। সে অবশ্যই দ্রাক্ষারস বা নেশার
পানীয় পান করবে না। জন্মের সময় থেকেই যোহন
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে। 16ইস্রায়েলীয়দের অনেক
লোককেই সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের পথে ফেরাবে।
17যোহন এলিয়ের* আত্মায় ও শক্তিতে প্রভুর আগে
চলবে। সে পিতাদের মন তাদের সন্তানদের দিকে
ফেরাবে, আর অধার্মিকদের মনের ভাব বদলে ধার্মিক
লোকদের মনের ভাবের মতো করবে। প্রভুর জন্য সে
এইভাবে লোকদের প্রস্তুত করবে।"

18তখন সখরিয় সেই স্বর্গদূতকে বললেন, "আমি
কিভাবে জানব যে সত্যিই এসব হবে? কারণ আমি
তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স
হয়ে গেছে।"

19এর উত্তরে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "আমি
গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি; আর তোমার
সঙ্গে কথা বলার জন্য ও তোমাকে এই সুখবর দেবার
জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। 20কিন্তু জেনে রেখো!
এইসব ঘটনা ঘটা পর্যন্ত তুমি বোবা হয়ে থাকবে, কথা
বলতে পারবে না, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস
করলে না, কিন্তু আমার এইসব কথা নিরুপিত সময়েই
পূর্ণ হবে।" 21এদিকে বাইরে লোকেরা সখরিয়র জন্য
অপেক্ষা করছিল, তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরের মধ্যে
কি করছেন একথা ভেবে তারা অবাক হচ্ছিল। 22পরে
তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন লোকদের সঙ্গে কথা
বলতে পারলেন না, এতে লোকেরা বুঝতে পারল
মন্দিরের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই কোন দর্শন পেয়েছেন।
তিনি লোকদের ইশারায় তাঁর বক্তব্য বোঝাতে লাগলেন,
কিন্তু কোনরকম কথা বলতে পারলেন না। 23এরপর
দৈনিক সেবাকার্যের শেষে তিনি তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন।
24এর কিছুকাল পরে তার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হলেন;
আর পাঁচ মাস পর্যন্ত লোক সাক্ষাতে বের হলেন না।
তিনি বলতেন, 25"এখন প্রভুই এইভাবে আমায় সাহায্য
করেছেন! সমাজে আমার যে লজ্জা ছিল, কৃপা করে
এখন এইভাবে তিনি তা দূর করে দিলেন।"

কুমারী মরিয়ম

26-27ইলীশাবেৎ যখন ছ'মাসের গর্ভবতী, তখন ঈশ্বর
গাব্রিয়েল স্বর্গদূতকে গালীলে নাসরৎ নগরে এক কুমারীর
কাছে পাঠালেন। এই কুমারী ছিলেন যোষেফ নামে এক
ব্যক্তির বাগ্‌দত্তা। যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর;
আর যে কুমারীর কাছে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তাঁর
নাম মরিয়ম। 28গাব্রিয়েল মরিয়মের কাছে এসে বললেন,
"তোমার মঙ্গল হোক! প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে
চেয়েছেন, তিনি তোমার সঙ্গে আছেন।"

29এই কথা শুনে মরিয়ম খুবই বিচলিত ও অবাক
হয়ে ভাবতে লাগলেন, "এ কেমন শুভেচ্ছা?"

অবিয়ের দল ইহুদী যাজকরা 24 টি দলে বিভক্ত ছিল।
1 বংশাবলি 24

এলিয় ইনি খ্রীষ্ট পূর্ব 850 সালের একজন ভাববাদী।

30স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “মরিয়ম তুমি ভয় পেও
না, কারণ ঈশ্বর তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। 31শোন!
তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার এক পুত্র সন্তান হবে।
তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু। 32তিনি হবেন মহান, তাঁকে
পরমেশ্বরের পুত্র বলা হবে, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর
পিতৃপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন দেবেন। 33তিনি
যাকোবের বংশের লোকদের ওপরে চিরকাল রাজত্ব
করবেন, তাঁর রাজত্বের কখনও শেষ হবে না।”

34তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, “এ কেমন করে
সম্ভব? কারণ আমি তো কুমারী!”

35এর উত্তরে স্বর্গদূত বললেন, “পবিত্র আত্মা*
তোমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন আর পরমেশ্বরের শক্তি
তোমাকে আবৃত করবে; তাই যে পবিত্র শিশুটি জন্মগ্রহণ
করবে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। 36আর শোন,
তোমার আত্মীয়া ইলীশাবেৎ যদিও এখন অনেক বৃদ্ধা
তবু সে গর্ভে পুত্রসন্তান ধারণ করছে। এই স্ত্রীলোকের
বিষয়ে লোকে বলত যে তার কোন সন্তান হবে না,
কিন্তু সে এখন ছ'মাসের গর্ভবতী! 37কারণ ঈশ্বরের
পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়!”

38মরিয়ম বললেন, “আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা
বলেছেন আমার জীবনে তাই হোক্!” এরপর স্বর্গদূত
মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।

সখরিয় ও ইলীশাবেতের সঙ্গে মরিয়মের সাক্ষাৎ

39তখন মরিয়ম উঠে তাড়াতাড়ি করে যিহুদার পার্বত্য
অঞ্চলের একটি নগরে গেলেন। 40সেখানে সখরিয়র
বাড়িতে গিয়ে ইলীশাবেতকে অভিবাদন জানালেন।
41ইলীশাবেৎ যখন মরিয়মের সেই অভিবাদন শুনলেন,
তখনই তাঁর গর্ভের সন্তানটি আনন্দে নেচে উঠল; আর
ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন। 42এরপর তিনি
খুব জোরে জোরে বলতে লাগলেন, “সমস্ত স্ত্রীলোকের
মধ্যে তুমি ধন্যা, আর তোমার গর্ভে যে সন্তান আছেন
তিনি ধন্য। 43কিন্তু আমার প্রভুর মা যে আমার কাছে
এসেছেন, এমন সৌভাগ্য আমার কি করে হল? 44কারণ
যে মুহূর্তে আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনলাম, আমার গর্ভের
শিশুটি তখনই নড়ে উঠল। 45আর তুমি ধন্যা, কারণ
তুমি বিশ্বাস করেছ যে প্রভু তোমায় যা বলেছেন তা
পূর্ণ হবে।”

মরিয়ম ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

46তখন মরিয়ম বললেন,

47“আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা করছে, আর আমার
আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দিত।

48কারণ তাঁর এই তুচ্ছ দাসীর দিকে তিনি মুখ তুলে
চেয়েছেন। হ্যাঁ, এখন থেকে সকলেই আমাকে ধন্যা
বলবে।

49কারণ সেই একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার
জীবনে কত না মহৎ কাজ করেছেন। পবিত্র তাঁর নাম;

50আর বংশানুক্রমে যারা তাঁর উপাসনা করে তিনি
তাদের দয়া করেন।

51তাঁর বাহুর যে পরাক্রম, তা তিনি দেখিয়েছেন।
যাদের মন অহঙ্কার ও দম্ভপূর্ণ চিন্তায় ভরা, তাদের
তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন।

52তিনিই শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করেন, যারা
নতনম্র তাদের উন্নত করেন।

53ক্ষুধার্তকে তিনি উত্তম দ্রব্য দিয়ে তৃপ্ত করেন;
আর বিত্তবানকে নিঃস্ব করে বিদায় করেন।

54তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য করতে
এসেছেন।

55 তিনি যেমনই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন, তেমনই করবেন। অব্রাহাম ও তাঁর বংশের
লোকদের চিরকাল দয়া করার কথা তিনি মনে
রেখেছেন।”

56ইলীশাবেতের ঘরে মরিয়ম প্রায় তিনমাস
থাকলেন। পরে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে গে
লেন।

যোহনের জন্ম

57ইলীশাবেতের প্রসবের সময় হলে তিনি একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। 58তাঁর প্রতিবেশী ও
আত্মীয়স্বজনেরা যখন শুনল যে প্রভু তাঁর প্রতি কি
মহা দয়া করেছেন, তখন তারা তাঁর আনন্দে আনন্দিত
হল। 59শিশুটি যখন আট দিনের, সেইসময় তাঁরা
শিশুটিকে নিয়ে সুন্নত করাতে এলেন। সবাই শিশুটির
বাবার নাম অনুসারে শিশুর নাম সখরিয় রাখার কথা
চিন্তা করছিলেন। 60কিন্তু তার মা বলে উঠলেন, “না!
ওর নাম হবে যোহন।”

61তখন তাঁরা ইলীশাবেতকে বললেন, “আপনার
আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তো কারও ঐ নাম নেই!”
62এরপর তারা ইশারা করে ছেলেটির বাবার কাছে জানতে
চাইলেন, তিনি কি নাম দিতে চান।

63সখরিয় ইশারা করে লেখার ফলক চেয়ে নিলেন
ও তাতে লিখলেন, “ওর নাম যোহন।” এতে তাঁরা
সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, 64তখনই সখরিয়র জিভের
জড়তা চলে গেল ও মুখ খুলে গেল, আর তিনি ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগলেন। 65আশপাশের সকলে এতে
খুব ভয় পেয়ে গেল, যিহুদিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা
সকলে এবিষয়ে বলাবলি করতে লাগল। 66যারা এসব
কথা শুনল তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল,
“ভবিষ্যতে এই ছেলেটি কি হবে?” কারণ প্রভুর শক্তি
এর সঙ্গে আছে।

সখরিয় ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

67পরে ছেলেটির বাবা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ
হয়ে ভাববাণী বলতে লাগলেন:

68“ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক্, কারণ
তিনি তাঁর নিজের লোকদের সাহায্য করতে ও তাদের
মুক্ত করতে এসেছেন।

পবিত্র আত্মা যাকে ঈশ্বরের আত্মা, খ্রীষ্টের আত্মা ও সহায়ক বলা হয়ে থাকে।

69আমাদের জন্য তিনি তাঁর দাস দায়ূদের বংশে একজন মহাশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তাকে দিয়েছেন।

70এ বিষয়ে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের* মাধ্যমে তিনি বহুপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

71শত্রুদের হাত থেকে ও যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি।

72তিনি বলেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দয়া করবেন এবং তিনি সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেছেন।

73এ সেই প্রতিশ্রুতি যা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের কাছে করেছিলেন।

74শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি যেন আমরা নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি;

75আর আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র ও ধার্মিক থেকে তাঁর সেবা করে যেতে পারি।

76এখন হে বালক, তোমাকে বলা হবে পরমেশ্বরের ভাববাদী; কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করবার জন্য তাঁর আগে আগে চলবে।

77তুমি তাঁর লোকদের বলবে, ঈশ্বরের দয়ায় তোমরা পাপের ক্ষমা দ্বারা উদ্ধার পাবে।

78কারণ আমাদের ঈশ্বরের দয়া ও করুণায় ঊর্দ্ধ থেকে এক নতুন দিনের ভোরের আলো আমাদের ওপর ঝরে পড়বে।

79যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে তাদের ওপর সেই আলো এসে পড়বে; আর তা আমাদের শান্তির পথে পরিচালিত করবে।"

80সেই শিশু যোহন বড় হয়ে উঠতে লাগলেন, আর দিন দিন আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলেন। ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত তিনি নির্জন স্থানগুলিতে জীবনযাপন করছিলেন।

যীশুর জন্ম

(মথি 1:18-25)

2 সেই সময় আগস্ত কৈসর হুকুম জারি করলেন যে,
রোম সাম্রাজ্যের সব জায়গায় লোক গণনা করা
হবে। 2এটাই হল সুরিয়ার রাজ্যপাল কুরীণিয়ের সময়ে
প্রথম আদমশুমারি। 3আর প্রত্যেকে নিজের নিজের
শহরে নাম লেখাবার জন্য গেল।

4যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই তিনি
গালীল প্রদেশের নাসরৎ থেকে রাজা দায়ূদের বাসভূমি
বৈৎলেহমে গেলেন। 5যোষেফ তাঁর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী
মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে নাম লেখাতে চললেন। এই সময়
মরিয়ম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। 6তাঁরা যখন সেখানে ছিলেন,
তখন মরিয়মের প্রসব বেদনা উঠল। 7আর মরিয়ম
তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন। তিনি সদ্যোজাত সেই
শিশুকে কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়িয়ে একটি জাবনা
খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ ঐ নগরের
অতিথিশালায় তাঁদের জন্য জায়গা ছিল না।

মেষপালকরা যীশুর সম্পর্কে শুনলেন

8সেখানে গ্রামের বাইরে মেষপালকেরা রাত্রে মাঠে
তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। 9এমন সময় প্রভুর
এক স্বর্গদূত তাদের সামনে উপস্থিত হলে প্রভুর মহিমা
চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এই দেখে
মেষপালকেরা খুব ভয় পেয়ে গেল। 10সেই স্বর্গদূত
তাদের বললেন, "ভয় নেই, দেখ, আমি তোমাদের কাছে
এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ সকলের
জন্য মহা আনন্দের হবে। 11কারণ রাজা দায়ূদের নগরে
আজ তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে।
তিনি খ্রীষ্ট প্রভু; 12আর তোমাদের জন্য এই চিহ্ন রইল;
তোমরা দেখবে একটি শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে একটা
জাবনা খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছে।"

13সেই সময় হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বিরাট দল
ঐ স্বর্গদূতের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে
করতে বললেন,

14"স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।"

15স্বর্গদূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে ফিরে গেলে
মেষপালকরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "চল,
আমরা বৈৎলেহমে যাই, প্রভু আমাদের যে ঘটনার
কথা জানালেন সেখানে গিয়ে তা দেখি।"

16তারা সেখানে ছুটে গেলে মরিয়ম, যোষেফ এবং
সেই শিশুটিকে একটি জাবনা খাবার পাত্রে শোয়ানো
দেখল। 17মেষপালকেরা শিশুটিকে দেখতে পেয়ে, সেই
শিশুটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল সেকথা সকলকে
জানাল। 18মেষপালকদের মুখে ঐ কথা যারা শুনল
তারা সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। 19কিন্তু মরিয়ম এই
কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে সব সময় এবিষয়ে চিন্তা
করতে লাগলেন। 20এরপর মেষপালকেরা তাদের কাছে
যা বলা হয়েছিল সেই অনুসারে সব কিছু দেখে ও শুনে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরে গেল। 21এর
আট দিন পরে সুন্নত করার সময়ে শিশুটির নাম রাখা
হল যীশু। তাঁর মাতৃগর্ভে আসার আগেই স্বর্গদূত এই
নাম রেখেছিলেন।

যীশুকে মন্দিরে আনা হল

22মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে শুচিকরণ অনুষ্ঠানের
সময় হলে তাঁরা যীশুকে জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন,
যেন সেখানে প্রভুর সামনে তাঁকে উৎসর্গ করতে পারেন।
23কারণ প্রভুর বিধি-ব্যবস্থায় লেখা আছে, "স্ত্রীলোকের
প্রথম সন্তানটি যদি পুত্র হয়, তবে তাকে 'প্রভুর উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করতে হবে,'"* 24আর প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা
অনুসারে, "এক জোড়া ঘুঘু অথবা দু'টি পায়রার বাচ্চা
উৎসর্গ করতে হবে।" সুতরাং যোষেফ এবং মরিয়ম
সেইমত কাজ করবার জন্য জেরুশালেমে গেলেন।

ভাববাদী এনারা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলতেন, এবং প্রায়ই ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার পূর্বাভাস দিতেন।

"স্ত্রীলোকেরা ... হবে" যাত্রা 13:2

শিমিয়োন যীশুকে দেখলেন

25জেরুশালেমে সেই সময় শিমিয়োন নামে একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত লোক বাস করতেন। তিনি ইস্রায়েলের মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর অধিষ্ঠান করছিলেন। 26পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর কাছে একথা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, প্রভু খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। 27পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তিনি সেদিন মন্দিরে এসেছিলেন। যীশুর বাবা-মা মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে যীশুকে নিয়ে সেখানে এলেন। 28তখন শিমিয়োন যীশুকে কোলে তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন,

29"হে প্রভু, তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এখন তুমি তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;

30কারণ আমি নিজের চোখে তোমার পরিত্রাণ দেখেছি,

31যে পরিত্রাণ তুমি সকল লোকের সাক্ষাতে প্রস্তুত করেছ।

32তিনি অইহুদীদের অন্তর আলোকিত করার জন্য আলো; আর তিনিই তোমার প্রজা ইস্রায়েলের জন্য সম্মান আনবেন।"

33তাঁর বিষয়ে যা বলা হল তা শুনে যোষেফ ও মরিয়ম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 34এরপর শিমিয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করে যীশুর মা মরিয়মকে বললেন, "ইনি হবেন ইস্রায়েলের মধ্যে বহু লোকের পতন ও উত্থানের কারণ। ঈশ্বর হতে আগত এমন চিহ্ন যা বহু লোকই অগ্রাহ্য করবে। 35এতে বহু লোকের হৃদয়ের গোপন চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যা যা ঘটবে তাতে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে।"

হান্না যীশুকে দেখলেন

36সেখানে হান্না নামে একজন ভাববাদিনী ছিলেন। তিনি আশের গোষ্ঠীর পনুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল। বিবাহের পর সাত বছর তিনি স্বামীর ঘর করেন, 37তারপর চুরাশি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বৈধব্য জীবনযাপন করেছিলেন। মন্দির ছেড়ে তিনি কোথাও যেতেন না; উপবাস ও প্রার্থনাসহ সেখানে দিন-রাত ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। 38ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করলেন; আর যারা জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিল তাদের সকলের কাছে সেই শিশুটির বিষয় বলতে লাগলেন।

যোষেফ ও মরিয়মের গৃহে প্রত্যাবর্তন

39প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে যা যা করণীয় তা সম্পূর্ণ ক'রে যোষেফ ও মরিয়ম তাঁদের নিজেদের নগর নাসরতে ফিরে গেলেন। 40শিশুটি ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগলেন ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন, তাঁর ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল।

বালক যীশু

41নিস্তারপর্ব* পালনের জন্য তাঁর মা-বাবা প্রতি বছর জেরুশালেমে যেতেন। 42যীশুর বয়স যখন বারো বছর, তখন তাঁরা যথারীতি সেই পর্বে যোগ দিতে গেলেন। 43পর্বের শেষে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন বালক যীশু জেরুশালেমেই রয়ে গেলেন, এবিষয়ে তাঁর মা-বাবা কিছুই জানতে পারলেন না। 44তাঁরা মনে করলেন যে তিনি দলের সঙ্গেই আছেন। তাঁরা এক দিনের পথ চলার পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। 45কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁরা যীশুর খোঁজ করতে করতে আবার জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 46শেষপর্যন্ত তিন দিন পরে মন্দির চত্বরে তাঁর দেখা পেলেন। সেখানে তিনি ধর্ম শিক্ষকদের মাঝে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। 47যারা তাঁর কথা শুনছিলেন তাঁরা সকলে যীশুর বুদ্ধি আর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া দেখে অবাক হয়ে গেলেন। 48যীশুর মা-বাবা তাঁকে সেখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, "বাছা, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন এমন করলে? তোমার বাবা ও আমি ভীষণ ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।"

49যীশু তখন তাঁদের বললেন, "তোমরা কেন আমার খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে যেখানে আমার পিতার কাজ, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে?" 50কিন্তু তিনি তাঁদের যা বললেন তার অর্থ তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

51এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাসরতে ফিরে গেলেন, আর তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা এসব কথা মনের মাঝে গেঁথে রাখলেন। 52এইভাবে যীশু বয়সে ও জ্ঞানে বড় হয়ে উঠলেন, আর ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসা লাভ করলেন।

যোহনের প্রচার

(মথি 3:1-12; মার্ক 1:1-8; যোহন 1:19-28)

3 তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পনের বছরের মাথায় যিহূদিয়ার রাজ্যপাল ছিলেন পন্তীয় পীলাত। সেই সময় হেরোদ ছিলেন গালীলের শাসনকর্তা এবং তাঁর ভাই ফিলিপ ছিলেন যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়ার শাসনকর্তা, লুষাণিয় ছিলেন অবিলীনীর শাসনকর্তা।

2হানন ও কায়াফা ছিলেন ইহুদীদের মহাযাজক। সেই সময় প্রান্তরের মধ্যে সখরিয়র পুত্র যোহনের কাছে ঈশ্বরের আদেশ এল। 3আর তিনি যর্দ্দনের চারপাশে সমস্ত জায়গায় গিয়ে প্রচার করতে লাগলেন যেন লোকে পাপের ক্ষমা লাভের জন্য মন-ফিরায় ও বাপ্তিস্ম নেয়। 4ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তকে যেমন লেখা আছে:

নিস্তারপর্ব ইহুদীদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। এই দিন তাঁরা বিশেষভাবে প্রস্তুত খাবার খেতেন এবং তার মাধ্যমে ঈশ্বর মোশির সময়ে যেভাবে তাঁদের মিশরের বন্দী দশা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তা স্মরণ করতেন।

“প্রান্তরের মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর ডেকে ডেকে
বলছে, ‘প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর। তার জন্য চলার
পথ সোজা কর।
5সমস্ত উপত্যকা ভরাট কর, প্রতিটি পর্বত ও
উপপর্বত সমান করতে হবে। আঁকা-বাঁকা পথ সোজা
করতে হবে এবং এবড়ো-খেবড়ো পথ সমান করতে
হবে,
6তাতে সকল লোকে ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে
পাবে!”’ *যিশাইয় 40:3-5*

7তখন বাপ্তিস্ম নেবার জন্য অনেক লোক যোহনের
কাছে আসতে লাগল। তিনি তাদের বললেন, “হে সাপের
বংশধরেরা! ঈশ্বরের কাছ থেকে যে ক্রোধ নেমে আসছে
তা থেকে বাঁচার জন্য কে তোমাদের সতর্ক করে দিল?
8তোমরা যে মন-ফিরিয়েছ তার ফল দেখাও। একথা
বলতে শুরু কোর না যে ‘আরে, অব্রাহাম তো আমাদের
পিতৃপুরুষ!’ কারণ আমি তোমাদের বলছি এই
পাথরগুলো থেকে ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন
করতে পারেন। 9গাছের গোড়াতে কুড়ুল লাগানোই আছে,
যে গাছ ভাল ফল দিচ্ছে না তা কেটে আগুনে ফেলে
দেওয়া হবে।”
10তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “তাহলে
আমাদের কি করতে হবে?”
11এর উত্তরে তিনি তাদের বললেন, “যদি কারো
দুটো জামা থাকে, তবে যার নেই তাকে যেন তার
থেকে একটি জামা দেয়; আর যার খাবার আছে, সেও
অন্যের সঙ্গে সেইরকম যেন ভাগ করে নেয়।”
12কয়েকজন কর-আদায়কারীও বাপ্তাইজ* হবার
জন্য এল। তারা তাঁকে বলল, “গুরু, আমরা কি করব?”
13তখন তিনি তাদের বললেন, “যতটা কর আদায়
করার কথা তার চেয়ে বেশী আদায় কোরো না।”
14কয়েকজন সৈনিকও তাঁকে জিজ্ঞেস করল,
“আমাদের কি হবে? আমরা কি করব?” তিনি তাদের
বললেন, “কারোর কাছ থেকে জোর করে কোন অর্থ
নিও না। কারোর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কোর না।
তোমাদের যা বেতন তাতেই সন্তুষ্ট থেকো।”
15লোকেরা মনে মনে আশা করছিল, “যে যোহনই
হয়তো তাদের সেই প্রত্যাশিত খ্রীষ্ট।”
16তাদের এই রকম চিন্তার জবাবে যোহন বললেন,
“আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করি, কিন্তু আমার
থেকে আরো শক্তিশালী একজন আসছেন, আমি তাঁর
জুতোর ফিতে খোলবার যোগ্য নই। তিনিই তোমাদের
পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তাইজ করবেন। 17কুলোর
বাতাস দিয়ে খামার পরিষ্কার করার জন্য কুলো তাঁর
হাতেই আছে, তা দিয়ে তিনি সব শস্য জড়ো ক’রে
তাঁর গোলায় তুলবেন আর অনির্ব্বাণ আগুনে তূষ পুড়িয়ে
দেবেন।”
18আরো বিভিন্ন উপদেশের মাধ্যমে লোকদের
উৎসাহিত ক’রে যোহন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার
করতেন।

যোহনের কর্মের সমাপ্তি

19শাসনকর্তা হেরোদ তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে
বিয়ে করেছিলেন; এরজন্য এবং এছাড়াও তাঁর আরো
অনেক অন্যায় কাজের জন্য যোহন হেরোদকে তিরস্কার
করলেন। 20তাতে হেরোদ যোহনকে বন্দী করে কারাগারে
পাঠালেন আর এইভাবে তিনি তাঁর অন্য সব দুষ্কর্মের
সঙ্গে এইটিও যোগ করলেন।

যীশু যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিলেন

(মথি 3:13-17; মার্ক 1:9-11)

21লোকেরা যখন বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল সেই সময় একদিন
যীশুও বাপ্তিস্ম নিলেন। বাপ্তিস্মের পর যীশু যখন প্রার্থনা
করছিলেন, তখন স্বর্গ খুলে গেল; 22আর স্বর্গ থেকে
পবিত্র আত্মা কপোতের মতো তাঁর ওপর নেমে এলেন।
তখন স্বর্গ থেকে এই রব শোনা গেল, “তুমি আমার
প্রিয় পুত্র, তোমার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।”

যোষেফের বংশ পরিচয়

(মথি 1:1-17)

23প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যীশু তাঁর কাজ শুরু করেন।
লোকেরা মনে করত তিনি যোষেফেরই ছেলে।
যোষেফ হলেন এলির ছেলে। 24এলি মত্ততের ছেলে।
মত্তত লেবির ছেলে। লেবি মল্কির ছেলে। মল্কি যান্নায়ের
ছেলে। যান্না যোষেফের ছেলে। 25যোষেফ মত্তথিয়ের
ছেলে। মত্তথিয় আমোসের ছেলে। আমোস নহূমের ছেলে।
নহূম ইষ্লির ছেলে। ইষ্লি নগির ছেলে। 26নগি মাটের
ছেলে। মাট মত্তথিয়ের ছেলে। মত্তথিয় শিমিয়ির ছেলে।
শিমিয়ি যোষেখের ছেলে। যোষেখ যূদার ছেলে। 27যূদা
যোহানার ছেলে। যোহানা রীষার ছেলে। রীষা
সরুব্বাবিলের ছেলে। সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের ছেলে।
শল্টীয়েল নেরির ছেলে। 28নেরি মল্কির ছেলে। মল্কি
অদ্দীর ছেলে। অদ্দী কোষমের ছেলে। কোষম ইল্মাদমের
ছেলে। ইল্মাদম এরের ছেলে। 29এর যিহোশূর ছেলে।
যিহোশূ ইলীয়েষরের ছেলে। ইলীয়েষর যোরীমের ছেলে।
যোরীম মত্ততের ছেলে। মত্তত লেবির ছেলে। 30লেবি
শিমিয়োনের ছেলে। শিমিয়োন যূদার ছেলে। যূদা
যোষেফের ছেলে। যোষেফ যোনমের ছেলে। যোনম
ইলিয়াকীমের ছেলে। 31ইলিয়াকীম মিলেয়ার ছেলে।
মিলেয়া মিন্নার ছেলে। মিন্না মত্তথের ছেলে। মত্তথ
নাথনের ছেলে। নাথন দায়ূদের ছেলে। 32দায়ূদ যিশয়ের
ছেলে। যিশয় ওবেদের ছেলে। ওবেদ বোয়সের ছেলে।
বোয়স সল্মোনের ছেলে। সল্মোন নহশোনের ছেলে।
33নহশোন অম্মীনাদবের ছেলে। অম্মীনাদব অদমানের
ছেলে। অদমান অর্ণির ছেলে। অর্ণি হিষ্রোণের ছেলে।
হিষ্রোণ পেরসের ছেলে। পেরস যিহূদার ছেলে। 34যিহূদা
যাকোবের ছেলে। যাকোব ইস্হাকের ছেলে। ইস্হাক
অব্রাহামের ছেলে। অব্রাহাম তেরহের ছেলে। তেরহ

বাপ্তাইজ এটি একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ হল কোন ব্যক্তিকে অল্প সময়ের জন্য জলে ডোবানো।

নাহোরের ছেলে। 35নাহোর সরূগের ছেলে। সরূগ রিয়ুর ছেলে। রিয়ু পেলগের ছেলে। পেলগ এবরের ছেলে। এবর শেলহের ছেলে। 36শেলহ কৈননের ছেলে। কৈনন অর্ফক্ষদের ছেলে। অর্ফক্ষদ শেমের ছেলে। শেম নোহের ছেলে। নোহ লেমকের ছেলে। 37লেমক মথূশেলহের ছেলে। মথূশেলহ হনোকের ছেলে। হনোক যেরদের ছেলে। যেরদ মহললেলের ছেলে। মহললেল কৈননের ছেলে। 38কৈনন ইনোশের ছেলে। ইনোশ শেথের ছেলে। শেথ আদমের ছেলে। আদম ঈশ্বরের ছেলে।

যীশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হন

(মথি 4:1-11; মার্ক 1:12-13)

4 এরপর যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যর্দ্দন নদী থেকে ফিরে এলেন; আর আত্মার পরিচালনায় প্রান্তরের মধ্যে গেলেন। 2সেখানে চল্লিশ দিন ধরে দিয়াবল তাঁকে প্রলোভনে ফেলতে চাইল। সেই সময় তিনি কিছুই খাদ্য গ্রহণ করেন নি। ঐ সময় পার হয়ে গেলে যীশুর খিদে পেল।

3তখন দিয়াবল তাঁকে বলল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরটিকে রুটি হয়ে যেতে বল।”

4এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “শাস্ত্রে লেখা আছে:

‘মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না।’”

দ্বিতীয় বিবরণ 8:3

5এরপর দিয়াবল তাঁকে একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল, আর মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাল। 6দিয়াবল যীশুকে বলল, “এই সব রাজ্যের পরাক্রম ও মহিমা আমি তোমায় দেব, কারণ এ সমস্তই আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর আমি যাকে চাই তাকেই এসব দিতে পারি। 7এখন তুমি যদি আমার উপাসনা কর তবে এসবই তোমার হবে।”

8এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “শাস্ত্রে লেখা আছে:

‘তুমি কেবল তোমার প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে!’” *দ্বিতীয় বিবরণ 6:13*

9এরপর দিয়াবল তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের চূড়ার ওপরে দাঁড় করিয়ে বলল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়! 10কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে:

‘ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন যেন তারা তোমাকে রক্ষা করে।’

গীতসংহিতা 91:11

11আরো লেখা আছে:

‘তারা তোমাকে তাদের হাতে করে তুলে ধরবে যেন তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।’”

গীতসংহিতা 91:12

12এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “শাস্ত্রে একথাও বলা হয়েছে:

‘তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা কোর না।’”

দ্বিতীয় বিবরণ 6:16

13এইভাবে দিয়াবল তাঁকে সমস্ত রকমের প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা ক’রে, আরো ভাল সুযোগের অপেক্ষায় যীশুকে ছেড়ে চলে গেল।

যীশু লোকজনকে শিক্ষা দিলেন

(মথি 4:12-17; মার্ক 1:14-15)

14যীশু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় গালীলে ফিরে গেলে এই সংবাদ সেই অঞ্চলের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। 15তিনি তাদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আর সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল।

16এরপর যীশু নাসরতে গেলেন, এখানেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে* গিয়ে সেখানে শাস্ত্র পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। 17তাঁর হাতে ভাববাদী যিশাইয়র লেখা পুস্তকটি দেওয়া হল। তিনি পুস্তকটি খুলে সেই অংশটি পেলেন, যেখানে লেখা আছে:

18“প্রভুর আত্মা আমার ওপর আছেন, কারণ দীন দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনিই আমায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন; আর নির্যাতিতদের মুক্ত করতে বলেছেন।

19এছাড়া প্রভুর অনুগ্রহ দানের বৎসরের কথা ঘোষণা করতেও পাঠিয়েছেন।” *যিশাইয় 61:1-2*

20এরপর তিনি পুস্তকটি গুটিয়ে সেখানকার সহায়কদের হাতে দিয়ে বসলেন। সে সময় যারা সমাজগৃহে ছিল, তাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল। 21তখন তিনি তাদের বললেন, “শাস্ত্রের এই কথা যা তোমরা শুনলে তা আজ পূর্ণ হল!”

22সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করল, তাঁর মুখে অপূর্ব সব কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, “এ কি যোষেফের ছেলে নয়?”

23তখন তিনি তাদের বললেন, “তোমরা নিশ্চয়ই আমার বিষয়ে প্রচলিত প্রবাদটি বলবে, ‘চিকিৎসক, আগে নিজেকে সুস্থ কর।’ কফরনাহূমে যে সমস্ত কাজ করেছ বলে আমরা শুনেছি, সে সব এখন এখানে নিজের গ্রামেও কর দেখি!’” 24তারপর যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন ভাববাদী তাঁর নিজের গ্রামে গ্রাহ্য হন না। 25সত্যি বলতে কি এলীয়র সময়ে যখন সাড়ে তিন বছর ধরে আকাশ রুদ্ধ ছিল এবং সারা দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ চলছিল, সেই সময় ইস্রায়েল দেশে অনেক বিধবা ছিল; 26কিন্তু তাদের কারো কাছে এলিয়কে পাঠানো হয়নি, কেবল সীদোন প্রদেশে সারিফতে সেই বিধবার কাছেই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। 27আবার ভাববাদী ইলীশায়ের সময়ে ইস্রায়েল দেশে

সমাজগৃহ এই স্থানে ইহুদীরা প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ ও সাধারণ সভার জন্য জড়ো হত।

অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল; কিন্তু তাদের কেউ সুস্থ হয়নি,
কেবল সুরীয় নামান সুস্থ হয়েছিল।”
28এই কথা শুনে সমাজ-গৃহের সমস্ত লোক রেগে
আগুন হয়ে গেল। **29**তারা উঠে যীশুকে নগরের বাইরে
বের করে দিল আর নগরটি যে পাহাড়ের ওপর ছিল
তার শেষ প্রান্তে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল, যেন পাহাড়ের
চূড়া থেকে তাঁকে নীচে ফেলে দিতে পারে; **30**কিন্তু
তিনি তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন।

অশুচি আত্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে যীশু সুস্থ করলেন

(মার্ক 1:21-28)

31এরপর যীশু গালীলের কফরনাহূম শহরে গেলেন।
সেখানে তিনি বিশ্রামবারে তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।
32তাঁর দেওয়া শিক্ষায় তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ
তাঁর শিক্ষা ছিল ক্ষমতাযুক্ত। **33**সেই সমাজ-গৃহে অশুচি
আত্মায় পাওয়া একজন লোক ছিল, সে চিৎকার করে
বলে উঠল, **34**“ওহে নাসরতীয় যীশু! আমাদের কাছে
আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে
এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের
পবিত্র ব্যক্তি!”
35যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ করো!
আর ওর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!” তখন সেই
অশুচি আত্মা লোকটিকে সকলের মাঝখানে আছড়ে
ফেলে দিয়ে তার কোন ক্ষতি না ক’রে তার মধ্যে থেকে
বের হয়ে গেল।
36এই দেখে লোকেরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করতে লাগল, “এর মানে কি? সম্পূর্ণ ক্ষমতা
ও কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি অশুচি আত্মাদের হুকুম করেন
আর তারা বের হয়ে যায়।” **37**তাঁর বিষয়ে এই কথা
সেই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

যীশু এক স্ত্রীলোককে আরোগ্যদান করলেন

(মথি 8:14-17; মার্ক 1:29-34)

38যীশু সমাজ-গৃহ থেকে বেরিয়ে শিমোনের বাড়িতে
গেলেন। সেখানে শিমোনের শাশুড়ী খুব জ্বরে ভুগছিলেন,
তাই তারা এসে তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি তাঁকে
সুস্থ করেন। **39**তখন যীশু তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে
ধমক দিলেন, এর ফলে জ্বর ছেড়ে গেল, আর তিনি
তখনই উঠে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে
লাগলেন।

আরো বহু লোককে যীশু সুস্থ করলেন

40সূর্য অস্ত যাবার সময় লোকেরা তাদের বন্ধু-বান্ধব
ও পরিবারের লোকজন, যারা নানা রোগে অসুস্থ ছিল
তাদের যীশুর কাছে নিয়ে এল। যীশু তাদের প্রত্যেকের
ওপরে হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। **41**তাদের
অনেকের মধ্যে থেকে ভূত বের হয়ে এল। তারা চিৎকার
করে বলতে লাগল, “আপনি ঈশ্বরের পুত্র।” কিন্তু তিনি
তাদের ধমক দিলেন, তাদের কথা বলতে দিলেন না,
কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই খ্রীষ্ট।

যীশু অন্যান্য শহরে গেলেন

42ভোর হ’লে যীশু সেই জায়গা ছেড়ে এক নির্জন
জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু বিরাট জনতা তাঁর খোঁজ
করতে লাগল; আর তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে এসে
হাজির হল এবং তিনি যেন তাদের কাছ থেকে চলে না
যান সেজন্য তাঁকে আটকাতে চেষ্টা করল। **43**কিন্তু তিনি
তাদের বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্যের এই সুসমাচার
আমাকে অন্যান্য শহরেও বলতে হবে, কারণ এরই জন্য
আমাকে পাঠানো হয়েছে।”
44এরপর তিনি যিহূদিয়ার বিভিন্ন সমাজ-গৃহে প্রচার
করতে লাগলেন।

পিতর, যাকোব এবং যোহন যীশুকে অনুসরণ করলেন

(মথি 4:18-22; মার্ক 1:16-20)

5 একদিন যীশু গিনেষরৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।
বহুলোক তাঁর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের
বাক্য শুনছিল। **2**তিনি দেখলেন, হ্রদের ধারে দুটি নৌকা
দাঁড়িয়ে আছে আর জেলেরা নৌকা থেকে নেমে জাল
ধুচ্ছে। **3**তিনি একটি নৌকায় উঠলেন, সেই নৌকাটি
ছিল শিমোনের। যীশু তাঁকে তীর থেকে নৌকাটিকে
একটু দূরে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি নৌকায়
বসে সেখান থেকে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।
4তাঁর কথা শেষ হলে তিনি শিমোনকে বললেন,
“এখন গভীর জলে নৌকা নিয়ে চল, আর সেখানে মাছ
ধরার জন্য তোমাদের জাল ফেল।”
5শিমোন উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমরা সারা রাত
ধরে কঠোর পরিশ্রম করে কিছুই ধরতে পারিনি; কিন্তু
আপনি যখন বলছেন তখন আমি জাল ফেলব।” **6**তাঁরা
জাল ফেললে প্রচুর মাছ জালে ধরা পড়ল। মাছের
ভারে তাদের জাল ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। **7**তখন
তাঁরা সাহায্যের জন্য ইশারা করে অন্য নৌকার সঙ্গীদের
ডাকলেন। সঙ্গীরা এসে দুটো নৌকায় এত মাছ বোঝাই
করলেন যে সেগুলো ডুবে যাবার উপক্রম হল।
8-9এই দেখে পিতর যীশুর পায়ে পড়ে বললেন,
“প্রভু আমি একজন পাপী! আপনি আমার কাছ থেকে
চলে যান!” কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়েছে দেখে
তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
10সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যোহন যারা তাঁর ভাগীদার
ছিলেন তাঁরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তখন যীশু
শিমোনকে বললেন, “ভয় পেও না, এখন থেকে তুমি
মাছ নয় বরং মানুষ ধরবে।”
11এরপর তাঁরা নৌকাগুলো তীরে এনে সব কিছু
ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।

একজন কুষ্ঠ রোগীকে যীশু আরোগ্যদান করলেন

12একবার যীশু কোন এক নগরে ছিলেন, সেখানে
একজন লোক যার সর্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে ভরে গিয়েছিল,
সে যীশুকে দেখে তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি
করে বলল, “প্রভু, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলেই
আমাকে ভালো করতে পারেন।”

13তখন যীশু হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি
তা-ই চাই। তুমি আরোগ্য লাভ কর!" আর সঙ্গে সঙ্গে
তার কুষ্ঠ ভালো হয়ে গেল। 14তখন যীশু তাকে আদেশ
করলেন, "দেখ, একথা কাউকে বোল না; কিন্তু যাও,
যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও, আর শুচী
হবার জন্য মোশির নির্দেশ মতো বলি উৎসর্গ কর।
তুমি যে আরোগ্য লাভ করেছ, সবার সামনে এইভাবে
তা প্রকাশ কর।"
15যীশুর বিষয়ে নানা খবর চতুর্দিকে আরো ছড়িয়ে
পড়তে লাগল, আর বহুলোক ভীড় করে তাঁর কথা
শুনতে ও রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে
আসতে লাগল। 16কিন্তু যীশু প্রায়ই নির্জন জায়গায়
প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে প্রার্থনা করতেন।

যীশু একজন পঙ্গুকে সুস্থ করেন

(মথি 9:1-8; মার্ক 2:1-12)

17একদিন তিনি যখন শিক্ষা দিচ্ছেন তখন সেখানে
কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক বসেছিল। এরা
গালীল ও যিহূদিয়ার প্রতিটি নগর ও জেরুশালেম থেকে
এসেছিল। রোগীদের সুস্থ করার জন্য প্রভুর শক্তি যীশুর
মধ্যে ছিল। 18সেই সময় কয়েকজন লোক খাটে করে
একজন পঙ্গুকে বয়ে নিয়ে এল। তারা তাকে ভেতরে
যীশুর কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল; 19কিন্তু ভীড়ের
জন্য ভেতরে যাবার পথ পেল না। তখন তারা ছাদে
উঠে ছাদের টালি সরিয়ে তাকে তার খাটিয়া সমেত
লোকদের মাঝে যেখানে যীশু ছিলেন সেখানে নামিয়ে
দিল। 20তাদের এই বিশ্বাস দেখে যীশু বললেন, "তোমার,
পাপ ক্ষমা করা হল।"
21এই শুনে ইহুদী ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা
নিজেদের মধ্যে মনে মনে ভাবতে লাগল, "এই লোকটা
কে যে ঈশ্বর নিন্দা করছে! একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর
কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?"
22কিন্তু যীশু তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে বললেন,
"তোমরা মনে মনে কেন ঐ কথা ভাবছ? 23কোন্‌টা
বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল', না 'তুমি
উঠে হেঁটে বেড়াও?' 24কিন্তু তোমরা যেন জানতে পারো
যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মানবপুত্রের*
আছে।" তাই তিনি পঙ্গু লোকটিকে বললেন, "আমি
তোমায় বলছি, ওঠো! তোমার খাটিয়া তুলে নিয়ে বাড়ি
যাও।"
25আর লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে উঠে
দাঁড়াল আর যে খাটিয়ার ওপর সে শুয়েছিল, তা তুলে
নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বাড়ি চলে গেল।
26এই দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, আর ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগল। তারা ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে
বলতে লাগল, "আজ আমরা এক বিস্ময়কর ঘটনা
দেখলাম!"

লেবির যীশুকে অনুসরণ

(মথি 9:9-13; মার্ক 2:13-17)

27এই ঘটনার পর যীশু সেখান থেকে বাইরে গেলে
কর আদায় করার জায়গায় লেবি নামে একজন কর
আদায়কারীকে বসে থাকতে দেখলেন। যীশু তাকে
বললেন, "আমার সঙ্গে এস!" 28আর লেবি সব কিছু
ফেলে রেখে উঠে পড়লেন ও যীশুর সঙ্গে চললেন।
29যীশুর জন্য লেবি তাঁর বাড়িতে একটা বড় ভোজের
আয়োজন করলেন। তাদের সঙ্গে অনেক কর-
আদায়কারী ও অন্যান্য আরো অনেকে খেতে বসল।
30তখন ফরীশী ও তাদের ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুর
অনুগামীদের কাছে অভিযোগ করে বলল, "তোমরা
কেন কর-আদায়কারী ও মন্দ লোকদের সঙ্গে ভোজন-
পান কর?"
31এর জবাবে যীশু তাদের বললেন, "সুস্থ লোকদের
জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই; কিন্তু যারা অসুস্থ
তাদের জন্য চিকিৎসকের দরকার আছে। 32আমি
ধার্মিকদের নয় কিন্তু মন্দ লোকদের ডাকতে এসেছি;
যেন তারা পাপের পথ থেকে ফেরে।"

যীশু উপবাস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিলেন

(মথি 9:14-17; মার্ক 2:18-22)

33তারা যীশুকে বলল, "যোহনের অনুগামীরা প্রায়ই
প্রার্থনা ও উপবাস করে, ফরীশীদের অনুগামীরাও তা
করে; কিন্তু আপনার অনুগামীরা তো সব সময়ই ভোজন
পান করছে।"
34যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি তোমরা
বর যাত্রীদের উপোস করে থাকতে বলতে পার? 35কিন্তু
এমন সময় আসছে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে
সরিয়ে নেওয়া হবে আর সেই সময় তারা উপোস
করবে।"
36তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন:
"নতুন জামা থেকে একটি টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে কেউ কি
পুরানো জামায় তালি দেয়? যদি কেউ তা করে তবে
সে তার নতুন জামাটি ছিঁড়ল, আবার সেই ছেঁড়া
কাপড়টির টুকরো পুরানোর সঙ্গে মানাবে না। 37পুরানো
চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখলে
টাটকা দ্রাক্ষারস চামড়ার থলিটি ফাটিয়ে দেবে, তাতে
রসও পড়ে যাবে আর থলিও নষ্ট হবে। 38টাটকা দ্রাক্ষারস
নতুন চামড়ার থলিতে রাখাই উচিত; 39আর পুরানো
দ্রাক্ষারস পান করার পর কেউ টাটকা দ্রাক্ষারস পান
করতে চায় না, কারণ সে বলে, 'পুরাতনটাই ভাল।'"

যীশুই বিশ্রামবারের প্রভু

(মথি 12:1-8; মার্ক 2:23-28)

6 কোন এক বিশ্রামবারে যীশু একটি শস্য ক্ষেতের
মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা শীষ ছিঁড়ে হাতে
মেড়ে মেড়ে খাচ্ছিলেন। 2এই দেখে কয়েকজন ফরীশী
বলল, "যে কাজ করা বিশ্রামবারে বিধি-সম্মত নয় তা
তোমরা করছ কেন?"

মানবপুত্র যীশু, দানি 7:13-14 খ্রীষ্টের জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে, ইনি সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর জগতের মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

3এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “দায়ূদ ও তাঁর
সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল, তখন তাঁরা কি করেছিল
তা কি তোমরা পড়নি? **4**তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে ঢুকে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রুটি নিয়ে খেয়েছিলেন, আর
তাঁর সঙ্গীদের তা দিয়েছিলেন, যা যাজক ছাড়া অন্য
কারো খাওয়া বিধি-সম্মত ছিল না।” **5**যীশু তাদের
আরো বললেন, “মানবপুত্রই বিশ্রামবারের প্রভু।”

বিশ্রামবারে যীশু এক ব্যক্তিকে সুস্থ করলেন

(মথি 12:9-14; মার্ক 3:1-6)

6আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা
দিতে লাগলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার ডান
হাতটি শুকিয়ে গিয়েছিল। **7**তিনি তাকে বিশ্রামবারে সুস্থ
করেন কি না দেখার জন্য ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা
তাঁর ওপর নজর রাখছিল, যেন তারা যীশুর বিরুদ্ধে
দোষ দেবার কোন সূত্র খুঁজে পায়। **8**যীশু তাদের মনের
চিন্তা জানতেন, তাই যে লোকটির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল
তাকে বললেন, “তুমি সকলের সামনে উঠে দাঁড়াও!”
তখন সেই লোকটি সকলের সামনে উঠে দাঁড়াল। **9**যীশু
তাদের বললেন, “আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করি,
বিশ্রামবারে কি করা বিধি-সম্মত, ভাল করা না ক্ষতি
করা? কাউকে প্রাণে বাঁচানো না ধ্বংস করা?” **10**চারপাশে
তাদের সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি লোকটিকে
বললেন, “তোমার হাতখানা বাড়াও।” সে তাই করলে
তার হাত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেল। **11**কিন্তু ফরীশী
ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা রাগে জ্বলতে লাগল। তারা
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, “যীশুর প্রতি
কি করা হবে?”

যীশু বারোজন প্রেরিতকে মনোনীত করলেন

(মথি 10:1-4; মার্ক 3:13-19)

12যীশু সেই সময় একবার প্রার্থনা করার জন্য একটি
পর্বতে গেলেন। সারা রাত ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায়
কাটালেন। **13**সকাল হলে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিজের
কাছে ডাকলেন ও তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে
মনোনীত করে তাঁদের “প্রেরিত” পদে নিয়োগ করলেন।
তাঁরা হলেন : **14**শিমোন যার নাম রাখলেন তিনি পিতর
আর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন আর ফিলিপ
ও বর্থলময়, **15**মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব;
শিমোন যে ছিল দেশ-ভক্ত দলের লোক। **16**যাকোবের
ছেলে যিহূদা আর যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, যে পরে
বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল।

যীশু শিক্ষা দিলেন ও আরোগ্যদান করলেন

(মথি 4:23-25; 5:1-12)

17যীশু তাঁর প্রেরিতদের* সঙ্গে নিয়ে পর্বত থেকে
নেমে একটা সমতল জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে
তাঁর আরো অনুগামী এসে জড়ো হয়েছিল। সমস্ত যিহূদা
জেরুশালেম এবং সোর ও সীদোনের সমুদ্র উপকূলবর্তী
অঞ্চল থেকে বিস্তর লোক তাঁর কাছে এসে জড় হল।
18তারা তাঁর কথা শুনতে ও তাদের রোগ-ব্যাধি থেকে
সুস্থ হতে তাঁর কাছে এসেছিল। যারা মন্দ আত্মার
প্রকোপে কষ্ট পাচ্ছিল তারাও সুস্থ হল। **19**সকলেই তাঁকে
স্পর্শ করার চেষ্টা করতে লাগল, কারণ তাঁর মধ্য থেকে
শক্তি বের হয়ে তাদের আরোগ্য দান করছিল।

20যীশু তাঁর অনুগামীদের দিকে তাকিয়ে বলতে
লাগলেন,

“দরিদ্রেরা, তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
তোমাদেরই।

21তোমরা এখন যারা ক্ষুধিত, তারা ধন্য, কারণ
তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। তোমরা এখন যারা চোখের
জল ফেলছ, তারা ধন্য, কারণ তোমরা আনন্দ করবে।

22“ধন্য তোমরা যখন মানবপুত্রের লোক বলে অন্যেরা
তোমাদের ঘৃণা করে, সমাজচ্যুত করে, অপমান করে,
তোমাদের নাম মুখে আনতে চায় না এবং তোমাদেরকে
কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। **23**সেই দিন তোমরা
আনন্দ কোর, আনন্দে নৃত্য কোর, কারণ দেখ, স্বর্গে
তোমাদের জন্য পুরস্কার সঞ্চিত আছে! ওদের
পূর্বপুরুষেরা ভাববাদীদের সঙ্গে এই রকমই ব্যবহার
করেছে।

24“কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা, ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা
তো এখনই সুখ পাচ্ছ।

25তোমরা যারা আজ পরিতৃপ্ত, ধিক্ তোমাদের,
কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে। তোমরা যারা আজ হাসছ,
ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা কাঁদবে, শোক করবে।

26“ধিক্ তোমাদের, যখন সব লোক তোমাদের
প্রশংসা করে, কারণ এই সব লোকদের পূর্বপুরুষেরা
ভণ্ড ভাববাদীদেরও প্রশংসা করত।

শত্রুদের ভালবাসো

(মথি 5:38-48; 7:12)

27“তোমরা যারা শুনছ, আমি কিন্তু তোমাদের বলছি,
তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবেসো। যারা তোমাদের
ঘৃণা করে, তাদের মঙ্গল কোর। **28**যারা তোমাদের
অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কোর। যারা তোমাদের
সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কোর। **29**কেউ
যদি তোমার একগালে চড় মারে, তার কাছে অপর
গালটি বাড়িয়ে দাও। কেউ যদি তোমার চাদর কেড়ে
নেয়, তাকে তোমার জামাটিও নিতে দাও। **30**তোমার
কাছে যে চায় তাকে দাও। আর তোমার কোন জিনিস
যদি কেউ নেয়, তবে তা ফেরত চেও না। **31**অন্যের
কাছ থেকে তুমি যেমন ব্যবহার পেতে চাও, তাদের
সঙ্গেও তুমি তেমনি ব্যবহার কোর। **32**যারা তোমাদের
ভালবাসে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই ভালবাস,
তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? কারণ পাপীরাও তো
একইরকম করে। **33**যারা তোমাদের উপকার করে,
তোমরা যদি কেবল তাদেরই উপকার কর, তাতে
প্রশংসার কি আছে? পাপীরাও তো তাই করে। **34**যারা

প্রেরিত প্রেরিত তাদেরই বলা হত, যাদের যীশু তাঁর কাজের বিশেষ সহায়ক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

ধার শোধ করতে পারে এমন লোকদেরই যদি কেবল
তোমরা ধার দাও, তবে তাতে প্রশংসার কি আছে?
এমন কি পাপীরাও তা ফিরে পাবার আশায় তাদের
মতো পাপীদের ধার দেয়। 35কিন্তু তোমরা তোমাদের
শত্রুদের ভালবেসো, তাদের মঙ্গল কোর, আর কিছুই
ফিরে পাবার আশা না রেখে ধার দিও। তাহলে তোমাদের
মহাপুরস্কার লাভ হবে, আর তোমরা হবে পরমেশ্বরের
সন্তান, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুষ্টদের প্রতিও দয়া
করেন। 36তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও
তেমন দয়ালু হও।

নিজেদের দিকে তাকাও

(মথি 7:1-5)

37"অপরের বিচার কোর না, তাহলে তোমাদেরও
বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না। অপরের দোষ ধরো
না, তাহলে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে না। অন্যকে
ক্ষমা কোর, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে। 38দান
কর, প্রতিদান তুমিও পাবে। তারা তোমাদের অনেক
বেশী করে, চেপে চেপে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, উপচে দেবে।
কারণ অন্যের জন্য যে মাপে মেপে দিচ্ছ, সেই মাপেই
তোমাদের মেপে দেওয়া হবে।"

39যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন:
"একজন অন্ধ কি অন্য একজন অন্ধকে পথ দেখাতে
পারে? তাহলে কি তারা উভয়েই গর্তে পড়বে না?
40কোন ছাত্র তার শিক্ষকের উর্দ্ধে নয়; কিন্তু শিক্ষা
সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেক ছাত্র তার শিক্ষকের মতো হতে
পারে।

41"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে তুমি
সেটা দেখছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে তক্তা
আছে সেটা দেখছ না কেন? 42তোমার নিজের চোখে
যে তক্তা আছে তা যখন লক্ষ্য করছ না, তখন কেমন
করে তোমার ভাইকে বলতে পার, 'ভাই, তোমার
চোখে যে কুটোটা আছে, এস তা বের করে দিই।' কেন
তুমি একথা বল? ভণ্ড, প্রথমে তোমার নিজের চোখ
থেকে তক্তা বের করে ফেল; আর তবেই তোমার
ভাইয়ের চোখে যে কুটোটা আছে, তা বের করার জন্য
স্পষ্ট করে দেখতে পাবে।

দু'প্রকার ফল

(মথি 7:17-20; 12:34-35)

43"এমন কোন ভাল গাছ নেই যাতে খারাপ ফল
ধরে, আবার এমন কোন খারাপ গাছ নেই যাতে ভাল
ফল ধরে। 44প্রত্যেক গাছকে তার ফল দিয়েই চেনা
যায়। লোকে কাঁটা-ঝোপ থেকে ডুমুর ফল তোলে না,
বা বুনো ঝোপ থেকে দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে না। 45সৎ
লোকের অন্তরের ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিসই
বের হয়। আর দুষ্ট লোকের মন্দ অন্তর থেকে মন্দ
বিষয়ই বের হয়। মানুষের অন্তরে যা থাকে তার মুখ
সে কথাই বলে।

দু'প্রকার লোক

46"তোমরা কেন আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাক,
অথচ আমি যা বলি তা কর না? 47যে কেউ আমার
কাছে আসে ও আমার কথা শুনে সেসব পালন করে,
সে কার মতো? 48সে এমন একজন লোকের মতো, যে
বাড়ি তৈরী করতে গভীরভাবে খুঁড়ে পাথরের ওপর
ভিত গাঁথল। তাই যখন বন্যা এল, তখন নদীর জলের
ঢেউ এসে সেই বাড়িটিতে আঘাত করল, কিন্তু তা
নড়াতে পারল না, কারণ তার ভিত ছিল মজবুত। 49যে
আমার কথা শোনে অথচ সেই মতো কাজ না করে,
সে এমন একজন লোকের মতো, যে মাটির উপর
ভিত ছাড়াই বাড়ি তৈরী করেছিল। পরে নদীর স্রোত
এসে তাতে আঘাত করলে তখনই বাড়িটা ভেঙ্গে পড়ল
এবং একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

এক দাসকে যীশু সুস্থ করলেন

(মথি 8:5-13; যোহন 4:43-54)

7 যীশু লোকদের যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলা
শেষ করে কফরনাহূম শহরে গেলেন। 2সেখানে
একজন রোমীয় শতপতির এক ক্রীতদাস গুরুতর
অসুখে মরণাপন্ন হয়েছিল। এই ক্রীতদাসটি শতপতির
অতি প্রিয় ছিল। 3শতপতি যখন যীশুর কথা শুনতে
পেলেন তখন ইহুদীদের কয়েকজন নেতাকে দিয়ে
যীশুর কাছে বলে পাঠালেন, যেন যীশু এসে তার দাসের
জীবন রক্ষা করেন। 4তারা যীশুর কাছে এসে তাকে
বিশেষভাবে অনুরোধ করে বললেন, "যার জন্য
আপনাকে এই কাজ করতে বলছি, তিনি একজন যোগ্য
লোক। 5কারণ তিনি আমাদের লোকদের ভালবাসেন,
আর তিনি আমাদের জন্য একটা সমাজ-গৃহও নির্মাণ
করে দিয়েছেন।"

6তখন যীশু তাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি যখন সেই
বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন, তখন সেই সেনাপতি তাঁর
বন্ধুদের দিয়ে বলে পাঠালেন, "প্রভু আপনি আর কষ্ট
করবেন না, কারণ আপনি যে আমার বাড়িতে আসেন
তার যোগ্য আমি নই। 7এই কারণেই আমি নিজেকে
আপনার কাছে যাবার উপযুক্ত মনে করি না। আপনি
কেবল মুখে বলুন তাতেই আমার ঐ দাস ভাল হয়ে
যাবে। 8কারণ আমিও একজনের অধীনে কাজ
করি, আর আমার অধীনেও সৈনিকেরা কাজ করে।
আমি যদি কাউকে বলি 'যাও' তখন সে যায়, আবার
কাউকে যদি বলি 'এস' তবে সে আসে। আর আমি
যখন একজনকে বলি, 'এটা কর', তখন সে তা
করে।"

9এই কথা শুনে যীশু আশ্চর্য হলেন। যে সব লোক
ভীড় করে তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল, তাদের দিকে
ফিরে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, এমন
কি ইস্রায়েলীয়দের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস আমি কখনও
দেখিনি।"

10সেনাপতি যাদের পাঠিয়েছিলেন, তারা বাড়ি ফিরে
গিয়ে দেখল যে সেই চাকর ভাল হয়ে গেছে।

যীশু একজনের জীবন দান করলেন

11এর অল্প দিন পরেই যীশু নায়িন্ নামে এক নগরের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা এবং আরও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। **12**তিনি যখন সেই নগরের ফটকের কাছাকাছি এসেছেন, তখন একজন মৃত লোককে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই মৃত লোকটি ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। সেই নগরের অনেক লোক সেই বিধবার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। **13**সেই বিধবাকে দেখে তার জন্য প্রভুর খুবই দয়া হল। তিনি তাকে বললেন, "তুমি কেঁদো না।" **14**তারপর তিনি কাছে এসে শবের খাট ছুঁলেন, তখন যারা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় যীশু বললেন, "যুবক, আমি তোমায় বলছি তুমি ওঠো।" **15**তখন সেই লোকটি উঠে বসল, আর কথা বলতে শুরু করল। যীশু তখন তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

16এই দেখে সকলের অন্তর ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হল। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগল, "আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর আবির্ভাব হয়েছে!" তারা আরও বলতে লাগল, "ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাহায্য করতে এসেছেন।"

17যীশুর বিষয়ে এই সব কথা যিহূদিয়ায় ও তার আশপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

যোহনের জিজ্ঞাসা

(মথি 11:2-19)

18বাপ্তিস্মদাতা যোহনের অনুগামীরা এই সব ঘটনার কথা যোহনকে জানাল। তখন যোহন তাঁর দুজন অনুগামীকে ডেকে **19**প্রভুর কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, "যাঁর আগমনের কথা আছে আপনিই কি সেই, না আমরা অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করব?"

20সেই লোকেরা যীশুর কাছে এসে বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহন আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন! 'যাঁর আসবার কথা আপনিই কি সেই ব্যক্তি, না আমরা অন্য কারো অপেক্ষায় থাকব?'"

21সেই সময় যীশু অনেক লোককে বিভিন্ন রোগ ও ব্যাধি থেকে সুস্থ করছিলেন, অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের ভাল করছিলেন; আর অনেক অন্ধ লোককে দৃষ্টি শক্তি দান করছিলেন।

22তখন তিনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, "তোমরা যা দেখলে ও শুনলে, তা গিয়ে যোহনকে বল। অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠ রোগীরা সুস্থ হচ্ছে, বধিরেরা শুনছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে; আর দরিদ্ররা সুসমাচার শুনতে পাচ্ছে। **23**ধন্য সেই লোক, যে আমাকে গ্রহণ করার জন্য মনে কোন দ্বিধা বোধ করে না।"

24যোহনের কাছ থেকে যারা এসেছিল তারা চলে গেলে পর, যীশু সমবেত সেই লোকদের কাছে যোহনের বিষয়ে বললেন, "তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে একটি বেত গাছ দুলছে তাই? **25**তা না হলে কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন লোক বেশ জমকালো পোশাক পরা? না। যারা দামী জামা-কাপড় পরে এবং বিলাসে জীবন কাটায় তারা তো প্রাসাদে থাকে।

26তবে তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যাঁকে দেখেছ, তিনি একজন ভাববাদীর থেকেও মহান। **27**ইনি সেই লোক যাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে:

'দেখ! আমি তোমার আগে আগে আমার এক সহায়কে পাঠাচ্ছি। সে তোমার আগে গিয়ে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।' *মালাখি 3:1*

28আমি তোমাদের বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকল মানুষের মধ্যে যোহনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, তবু ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের চেয়ে মহান।"

29যারা যীশুর প্রচার শুনেছিল, তাদের মধ্যে পাপীষ্ঠরা ও কর আদায়কারীরাও যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়ে স্বীকার করল যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। **30**কিন্তু ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে অস্বীকার করে তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করল।

31"তাহলে আমি কিসের সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা করব? এরা কেমন ধরণের লোক? **32**এরা ছোট ছেলেদের মতো, যারা হাটে বসে একে অপরকে বলে,

'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, কিন্তু তোমরা নাচলে না। আমরা তোমাদের জন্য শোকগাথা গাইলাম, কিন্তু তোমরা কাঁদলে না।'

33কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসেছেন, তিনি রুটি খান না আর দ্রাক্ষারসও পান করেন না; আর তোমরা বল, 'ওকে ভূতে পেয়েছে।' **34**মানবপুত্র এসে পানাহার করেন; আর তোমরা বল, 'দেখ! ও পেটুক, মদ্যপায়ী, আবার পাপী ও কর-আদায়কারীদের বন্ধু।' **35**প্রজ্ঞা তার কাজের দ্বারাই প্রমাণ করে যে তা নির্দোষ।"

শিমোন ফরীশী

36একদিন একজন ফরীশী তার বাড়িতে যীশুকে নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি তার বাড়িতে গিয়ে সেখানে খাবার আসন নিলেন। **37**সেই নগরে একজন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিল। ফরীশীর বাড়িতে যীশু খেতে এসেছেন জানতে পেরে সে একটা শ্বেত পাথরের শিশিতে করে বহুমূল্য আতর নিয়ে এল। **38**সে যীশুর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল। তারপর সে তার মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিল, আর তাঁর পায়ে চুমু দিয়ে সেই আতর তাঁর পায়ে ঢেলে দিল। **39**যে ফরীশী যীশুকে নিমন্ত্রণ করেছিল এই দেখে সে মনে মনে বলল, "এই লোকটা যদি ভাববাদী হত তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত, যে তার পা ছুঁচ্ছে সে কে এবং কি ধরণের স্ত্রীলোক, এবং এও জানতে পারত যে স্ত্রীলোকটি পাপী।"

40এর জবাবে যীশু তাকে বললেন, "শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

শিমোন বলল, "বেশ তো গুরু, বলুন।"

41যীশু বললেন, "কোন এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক টাকা ধারত। একজন পাঁচশো রূপোর মুদ্রা আর একজন পঞ্চাশ রূপোর মুদ্রা।* 42কিন্তু তারা কেউই ঋণ শোধ করতে না পারাতে তিনি দয়া করে উভয়ের ঋণই মুকুব করে দিলেন। এখন এদের মধ্যে কে তাঁকে বেশী ভালবাসবে?"

43শিমোন বলল, "আমি মনে করি যার বেশী ঋণ মুকুব করা হল সে-ই।"

যীশু তাকে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ।" 44এরপর যীশু সেই স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন, "তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছ? আমি তোমার বাড়িতে এলাম আর তুমি আমায় পা ধোবার জল পর্যন্ত দিলে না। কিন্তু ও চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিল আর নিজের চুল দিয়ে তা মুছিয়ে দিল। 45স্বাগত জানাবার প্রথা অনুসারে তুমি আমায় চুমু দিলে না; কিন্তু আমি আসার পর থেকেই সে আমার পায়ে চুমু দিয়ে চলেছে। 46তুমি আমার মাথায় তেল দিয়ে অভিষেক করলে না; কিন্তু সে আমার পায়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে তা অভিষিক্ত করল। 47এতেই বোঝা যায় যে সে বেশী ভালবাসা দেখাল; সেইজন্যেই আমি বলছি, এর পাপ অনেক হলেও তা ক্ষমা করা হয়েছে; কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।"

48এরপর যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তোমার পাপের ক্ষমা হল।"

49যারা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "ইনি কে যে পাপ ক্ষমা করেন?"

50কিন্তু যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তোমার বিশ্বাসই তোমায় মুক্ত করেছে, তোমার শান্তি হোক্।"

অনুগামীদের সঙ্গে যীশু

8 এরপর যীশু গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ঘুরে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বারোজন প্রেরিত। 2এমন কয়েকজন স্ত্রীলোকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যাঁরা নানারকম রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়েছিলেন ও অশুচি-আত্মার কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মরিয়ম মগ্দলীনী, এর মধ্য থেকে যীশু সাতটি মন্দ আত্মা দূর করে দিয়েছিলেন। 3রাজা হেরোদের বাড়ির অধ্যক্ষ কুষের স্ত্রী শোশন্না ও আরো অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সেবা যত্নের জন্য এরা নিজেদের টাকা খরচ করতেন।

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্তমূলক গল্প বললেন

(মথি 13:1-17; মার্ক 4:1-12)

4সেই সময় বিভিন্ন শহর থেকে দলে দলে লোক এসে যীশুর কাছে জড়ো হচ্ছিল, তখন যীশু তাদের উপদেশ দিতে গিয়ে এই দৃষ্টান্তটি বললেন:

5"একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। সে যখন বীজ বুনছিল তখন কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল; আর লোকে তা মাড়িয়ে গেল, পাখিতে তা খেয়ে গেল। 6কিছু বীজ পাথুরে জমির ওপর পড়ল, সেই বীজগুলো থেকে অঙ্কুর বের হল বটে, কিন্তু মাটিতে রস না থাকায় তা শুকিয়ে গেল। 7কিছু বীজ কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ল। কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলিকে চেপে দিল। 8আবার কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, সেগুলি বেড়ে উঠলে যা বোনা হয়েছিল তার একশো গুণ বেশী ফসল হল।"

এই কথা বলার পর তিনি চিৎকার করে বললেন, "যার শোনবার মত কান আছে, সে শুনুক!"

9তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে এই দৃষ্টান্তটির অর্থ কি তা জিজ্ঞেস করলেন।

10তখন যীশু তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাকি সকলের কাছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলা হয়েছে:

'যেন তারা দেখেও না দেখে, শুনেও না বোঝে।'

যিশাইয় 6:9

যীশুর বীজের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা

(মথি 13:18-23; মার্ক 4:13-20)

11"দৃষ্টান্তটির অর্থ এই, বীজ হল ঈশ্বরের শিক্ষা। 12যে বীজ পথের ধারে পড়েছিল তা এমন লোকদের বোঝায়, যারা শোনে, তারপর দিয়াবল এসে তাদের অন্তর থেকে ঈশ্বরের শিক্ষা হরণ করে নিয়ে যায়, যেন তারা বিশ্বাস করে মুক্তি না পায়। 13যে বীজ পাথুরে জমিতে পড়েছিল তা এমন লোকদের বোঝায়, যারা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে; কিন্তু মাটি না থাকাতে তাদের কোন শিকড় গজায় নি। কিছু দিনের জন্য তারা বিশ্বাস করে বটে; কিন্তু কঠিন পরীক্ষার সময় তারা পিছিয়ে যায়। 14কাঁটাঝোপের মধ্যে যে বীজ পড়ল তা সেই সব লোককে বোঝায়, যারা শোনে; কিন্তু পরে জগত সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তি ও সুখভোগের মধ্যে তা চাপা পড়ে যায়, আর তারা কখনও ভাল ফল উৎপন্ন করে না। 15যে বীজ ভাল জমিতে পড়ল তা হচ্ছে সেই সব লোকের প্রতীক যাদের অন্তর সত্যতা ও সরলতায় ভরা, তারা যখন ঈশ্বরের শিক্ষা শোনে তখন তা ধরে রাখে, আর স্থির থেকে জীবনে ফল উৎপন্ন করে।

তোমাদের বোধশক্তি ব্যবহার কর

(মার্ক 4:21-25)

16"কেউ বাতি জ্বেলে তা কোন পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখে না, অথবা খাটের নীচে রাখে না। তার পরিবর্তে সে তা বাতিদানের ওপরই রাখে, যেন ভেতরে যারা আসে তারা আলো দেখতে পায়। 17এমন কিছু লুকানো নেই যা প্রকাশ পাবে না, এমন কিছু গোপন নেই যা

রূপোর মুদ্রা এক রূপোর মুদ্রা বা রোমান দীনার যা এক দিনের গড় রোজগার।

জানা যাবে না কিংবা আলোয় ফুটে উঠবে না। 18তাই
কিভাবে শুনছ তাতে মন দাও, কারণ যার আছে তাকে
আরো দেওয়া হবে। আর যার নেই তার যা আছে বলে
সে মনে করে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া
হবে।"

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর পরিবার

(মথি 12:46-50; মার্ক 3:31-35)

19এই সময় যীশুর মা ও ভাইরা তাঁকে দেখতে
এসেছিলেন; কিন্তু ভীড়ের জন্য তাঁরা যীশুর কাছে
পৌঁছাতে পারলেন না। 20তখন একজন লোক তাঁকে
বলল, "আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন,
তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

21কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "তারাই আমার মা,
আমার ভাই, যারা ঈশ্বরের শিক্ষা শুনে সেই অনুসারে
কাজ করে।"

যীশুর শিষ্যরা তাঁর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করলেন

(মথি 8:23-27; মার্ক 4:35-41)

22সেই সময় একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে
একটি নৌকায় উঠলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "চল,
আমরা হ্রদের ওপারে যাই।" তাঁরা রওনা দিলেন।
23নৌকা চলতে থাকলে যীশু নৌকার মধ্যে ঘুমিয়ে
পড়লেন। হ্রদের মধ্যে হঠাৎ ঝড় উঠল আর তাঁদের
নৌকাটি জলে ভর্তি হয়ে যেতে লাগল, এতে তাঁরা
খুবই বিপদে পড়লেন। 24তখন শিষ্যরা যীশুর কাছে
এসে তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, "গুরু! গুরু! আমরা
যে সত্যিই ডুবতে বসেছি।"

তখন যীশু উঠে ঝোড়ো বাতাস ও তুফানকে ধমক
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও তুফান থেমে গেল, আর
সব কিছু শান্ত হল। 25তখন যীশু তাঁর অনুগামীদের
বললেন, "তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?"

কিন্তু তাঁরা ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন।
তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি কে যে
ঝড় এবং সমুদ্রকে হুকুম করেন, আর তারা তাঁর কথা
শোনে?"

ভূতে পাওয়া এক ব্যক্তি

(মথি 8:28-34; মার্ক 5:1-20)

26এরপর তাঁরা গালীল হ্রদের ওপারে গেরাসেনীদের
অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছালেন। 27যীশু যখন তীরে নামছেন,
সেই সময় সেই নগর থেকে একজন লোক তাঁর সামনে
এল। এই লোকটির মধ্যে অনেকগুলো মন্দ আত্মা
ছিল। বহুদিন ধরে সে জামা-কাপড় পরত না ও বাড়িতে
থাকত না কিন্তু কবরখানায় থাকত। 28-29সে যীশুকে
দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল ও তাঁর সামনে এসে
উপুড় হয়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল,
"পরমেশ্বরের পুত্র যীশু, আমাকে নিয়ে আপনার কি
কাজ, আমি আপনাকে মিনতি করছি, আমায় যন্ত্রণা
দেবেন না।" সে এই কথা বলল, কারণ যীশু সেই
ভূতকে তার মধ্য থেকে বের হয়ে যাবার জন্য হুকুম
করলেন। সেই ভূত প্রায়ই লোকটাকে চেপে ধরত, তাকে
বেড়ি ও শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও তা ছিঁড়ে ফেলে
ভূত তাকে প্রান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

30তখন যীশু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম
কি?"

সে বলল, "বাহিনী।" কারণ অনেকগুলো ভূত
একসঙ্গে তার মধ্যে ঢুকেছিল। 31তারা যীশুকে মিনতির
সুরে বলল, যেন তিনি তাদেরকে রসাতলে যাওয়ার
হুকুম না করেন। 32সেই সময় পাহাড়ের ঢালে একপাল
শুয়োর চরছিল। সেই ভূতরা যীশুকে মিনতি করে বলল,
যেন তিনি তাদেরকে ঐ শুয়োর পালে ঢোকার অনুমতি
দেন। যীশু তখন তাদের সেই অনুমতি দিলেন। 33তাতে
ভূতরা সেই লোকটির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঐ
শুয়োরগুলোর মধ্যে ঢুকল, আর সেই শুয়োরের পাল
হ্রদের ঢাল দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে জলে ডুবে মরল।

34যারা শুয়োরের পাল চরাচ্ছিল, এই ঘটনা দেখে
তারা দৌড়ে গিয়ে সেই নগরে ও সারা দেশে এই খবর
দিল; 35আর কি হয়েছে তা দেখবার জন্য লোকেরা
বের হয়ে এল। তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, যার
মধ্যে থেকে ভূতগুলো বের হয়েছে সে কাপড় পরে
শান্তভাবে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে। এই দেখে
তারা ভয় পেয়ে গেল। 36যারা এই ঘটনা দেখেছিল
তারা ঐ লোকদের কাছে বলল, কেমন করে ঐ ভূতে
পাওয়া লোকটি সুস্থ হল। 37তখন গেরাসেনী অঞ্চলের
সমস্ত লোক যীশুকে তাদের কাছ থেকে চলে যেতে
অনুরোধ করল, কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।
তখন যীশু ফিরে যাবার জন্য নৌকায় উঠলেন। 38তখন
যে লোকটির মধ্য থেকে ভূত বের হয়ে গিয়েছিল, সে
যীশুর সঙ্গে যাবার জন্য মিনতি করতে লাগল।

কিন্তু যীশু তাকে অনুমতি দিলেন না। 39তিনি
বললেন, "তুমি বাড়ি ফিরে যাও; আর ঈশ্বর তোমার
জন্য যা করেছেন তা সকলকে বল।" তখন সে সেখান
থেকে চলে গেল, আর যীশু তার জন্য যা করেছেন তা
সারা শহরে বলে বেড়াতে লাগল।

মৃত বালিকাকে জীবন দান ও স্ত্রীলোককে আরোগ্যদান

(মথি 9:18-26; মার্ক 5:21-43)

40যীশু যখন ফিরে এলেন তখন এক বিরাট জনতা
তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ তারা সকলে যীশুর ফিরে
আসার অপেক্ষায় ছিল। 41ঠিক সেই সময় যায়ীর নামে
একজন লোক সেখানে এলেন, ইনি সেখানকার সমাজ-
গৃহের নেতা। তিনি যীশুর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে
পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন, যেন যীশু তাঁর সঙ্গে
তাঁর বাড়িতে যান। 42কারণ তখন তাঁর একমাত্র সন্তান,
বারো বছরের মেয়েটি মৃত্যুশয্যায় ছিল।

যীশু যখন যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁর চারদিকে ভীড়
করে ধাক্কা-ধাক্কি করতে লাগল। 43সেই ভীড়ের মধ্যে
একজন স্ত্রীলোক ছিল যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাব

রোগে ভুগছিল। চিকিৎসকদের পিছনে সে তার যথাসর্বস্ব ব্যয় করেছিল, কিন্তু কেউ তাকে ভাল করতে পারে নি। 44সে যীশুর পেছন দিকে এসে তাঁর পোশাকের ঝালর স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। 45তখন যীশু বললেন, "কে আমাকে স্পর্শ করল?" সবাই অস্বীকার করল, তখন পিতর বললেন, "গুরু লোকেরা আপনার চারপাশে ধাক্কা-ধাক্কি করে আপনার ওপর পড়ছে।"

46কিন্তু যীশু বললেন, "কেউ আমায় স্পর্শ করেছে! কারণ আমি জানি আমার মধ্যে থেকে শক্তি বের হয়েছে।" 47সেই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল যে সে কোনমতে এড়িয়ে যেতে পারবে না, তখন কাঁপতে কাঁপতে যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়ল এবং সকলের সামনে বলল কেন সে যীশুকে স্পর্শ করেছে, আর কিভাবে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে গেছে। 48তখন যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে, তোমার শান্তি হোক্।"

49তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সমাজ-গৃহের নেতার বাড়ি থেকে একজন এসে বলল, "আপনার মেয়ে মারা গেছে! গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না।"

50যীশু এই কথা শুনতে পেয়ে সমাজ-গৃহের নেতাকে বললেন, "ভয় পেও না! কেবল বিশ্বাস কর, সে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে।"

51যীশু সেই বাড়িতে পৌঁছে পিতর, যাকোব, যোহন ও মেয়েটির মা-বাবা ছাড়া আর কাউকে সেই ঘরে ঢুকতে দিলেন না। 52সেখানে অনেক লোক মেয়েটির জন্য শোক করছিল ও কাঁদছিল। যীশু তাদের বললেন, "কান্না বন্ধ কর, কারণ ও তো মরেনি, ও ঘুমাচ্ছে।"

53তাঁর কথা শুনে লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগল, কারণ তারা জানত মেয়েটি মারা গেছে। 54যীশু মেয়েটির হাত ধরে ডাক দিলেন, "খুকুমণি ওঠ!" 55সেই মুহূর্তে তার আত্মা ফিরে এল, আর সে উঠে দাঁড়াল। যীশু তাদের আদেশ করলেন, "যেন তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়।" 56মেয়েটির মা বাবা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু তাদের বারণ করলেন যেন তারা এই ঘটনার কথা কাউকে না বলে।

যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে পাঠালেন

(মথি 10:5-15; মার্ক 6:7-13)

9 যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে ডেকে তাঁদের সব রকমের ভূতদের তাড়াবার ক্ষমতা ও নানান রোগ ভাল করার ক্ষমতা দিলেন। 2এরপর তিনি তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় প্রচার করতে ও রোগীদের সুস্থ করার জন্য পাঠালেন। 3তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা যাত্রাপথের জন্য কিছুই নিও না, পথে যাবার জন্য লাঠি, ঝুলি, খাবার বা টাকা-পয়সা কিছুই নিও না, এমন কি দুটো জামাও না। 4যে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করবে, সেই গ্রাম ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতেই থেকো। 5যেখানে লোকেরা তোমাদের স্বাগত জানাবে না সেখানে শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার সময় তাদের বিরুদ্ধে প্রামাণিক সাক্ষ্যস্বরূপ তোমাদের পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো।"

6তখন তাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে যেতে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার ও রোগীদের সুস্থ করতে লাগলেন।

হেরোদ যীশু সম্পর্কে সন্দিহান

(মথি 14:1-12; মার্ক 6:14-29)

7সেই সময় যে সব ঘটনা ঘটছিল রাজ্যপাল হেরোদ তা শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ কেউ কেউ বলছিল, "যোহন আবার বেঁচে উঠেছেন।" 8আবার অনেকে বলছিল, "এলীয় পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন।" কেউ কেউ বলছিল, "প্রাচীনকালের, ভাববাদীদের মধ্যে কোন একজন পুনরায় মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন।" 9কিন্তু হেরোদ বললেন, "আমি যোহনের মাথা কেটে ফেলেছি; কিন্তু যার বিষয়ে আমি এসব কথা শুনছি, এ তবে কে?" আর তিনি যীশুকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; মার্ক 6:30-44; যোহন 6:1-14)

10প্রেরিতরা ফিরে এসে তাঁরা কি কি করেছেন তা যীশুকে জানালেন। তখন যীশু তাঁদের নিয়ে নিভৃতে বৈৎসৈদা নগরে চলে গেলেন। 11কিন্তু লোকেরা জানতে পেরে গেল যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন, আর তারা যীশুর পিছু পিছু চলল। যীশুও তাদের সাদরে গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বললেন; আর যে সব লোকের রোগ-ব্যাধি ভাল হবার প্রয়োজন ছিল, তাদের সুস্থ করলেন। 12দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সেই বারোজন প্রেরিত যীশুর কাছে ফিরে এসে বললেন, "আমরা যেখানে আছি এটা একটা নির্জন স্থান, তাই এই লোকদের বিদায় দিন যেন এরা আশপাশের গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য থাকবার স্থান ও খাবার জোগাড় করে নিতে পারে।"

13কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরাই এদের খেতে দাও।"

কিন্তু তাঁরা বললেন, "আমাদের কাছে তো পাঁচখানা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা গিয়ে কি এই সব লোকদের জন্য খাবার কিনে আনব?" 14সেখানে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "ওদেরকে এক এক দলে পঞ্চাশ জন করে বসিয়ে দাও।"

15তাঁরা সেই রকমই করলেন, তাদের সকলকেই বসিয়ে দিলেন। 16এরপর যীশু সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে সেগুলোর জন্য স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে তিনি সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে তা পরিবেশন করার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন। 17সকলে বেশ তৃপ্তি করে খেল, বাকি যা পড়ে রইল তা একসঙ্গে জড় করলে বারোটি টুকরি ভরে গেল।

যীশুই খ্রীষ্ট

(মথি 16:13-19; মার্ক 8:27-29)

18একদিন যীশু কোন এক জায়গায় নিভৃতে প্রার্থনা
করছিলেন। তাঁর শিষ্যরা সেখানে এলে তিনি তাঁদের
জিজ্ঞেস করলেন, "লোকেরা কি বলে, আমি কে?"

19তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি
বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ বা বলে এলীয়, আবার
কেউ কেউ বলে প্রাচীনকালের ভাববাদীদের মধ্যে
একজন বেঁচে উঠেছেন।"

20তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল,
আমি কে?"

পিতর বললেন, "ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।"

21তখন তিনি তাঁদের সতর্ক করে দিলেন যেন একথা
তাঁরা কারো কাছে প্রকাশ না করেন। **22**তিনি আরো
বললেন, "মানবপুত্রের অনেক দুঃখ ও যাতনা ভোগ
করার প্রয়োজন আছে; ইহুদী নেতারা, প্রধান যাজকেরা
ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে প্রত্যাখান করবে, তারা
তাঁকে হত্যা করবে; আর তিন দিনের মাথায় তিনি
মৃত্যুলোক থেকে পুনরুত্থিত হবেন।"

23পরে তিনি তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে বললেন,
"যদি কেউ আমার সঙ্গে আসতে চায়, তবে সে নিজেকে
অস্বীকার করুক; আর প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে
নিক এবং আমায় অনুসরণ করুক৷ **24**যে কেউ নিজের
জীবন রক্ষা করতে চায় সে তা হারাবে, কিন্তু যে কেউ
আমার জন্য নিজের জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে।
25সমগ্র জগৎ লাভ করে কেউ যদি নিজেকে ধ্বংস
করে তবে তার কি লাভ হল? **26**যদি কেউ আমার জন্য
ও আমার শিক্ষার জন্য লজ্জা বোধ করে, তবে যখন
মানবপুত্র নিজ মহিমায় এবং পিতা ও পবিত্র স্বর্গদূতদের
মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও তার জন্য লজ্জিত
হবেন। **27**কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে
এমন কয়েকজন আছে যারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখা
পর্যন্ত মৃত্যুর মুখ দেখবে না।"

মোশি, এলিয় ও যীশু

(মথি 17:1-8; মার্ক 9:2-8)

28এই সব কথা বলার প্রায় আট দিন পর, তিনি
পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য
একটা পর্বতে গেলেন। **29**যীশু যখন প্রার্থনা করছিলেন,
তখন তাঁর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল, তাঁর
পোশাক আলোক শুভ্র হয়ে উঠল। **30**দু'ব্যক্তি মোশি ও
এলিয় মহিমামণ্ডিত হয়ে সেখানে এসে যীশুর সঙ্গে
কথা বলতে লাগলেন। **31**তাঁরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা
অনুযায়ী জেরুশালেমে কিভাবে যীশুর মৃত্যু হবে তাই
নিয়ে কথা বলছিলেন। **32**কিন্তু পিতর ও তাঁর অন্য
সঙ্গীরা সেই সময় ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
তাঁরা জেগে উঠে যীশুকে মহিমামণ্ডিত রূপে দেখতে
পেলেন, আর ঐ দুই ব্যক্তিকে যীশুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলেন। **33**সেই ব্যক্তিরা যখন যীশুর কাছ
থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পিতর যীশুকে বললেন,
"গুরু, ভালোই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। আমরা
এখানে তিনটে কুটীর তৈরী করি, একটা আপনার জন্য,
একটা মোশির জন্য আর একটা এলিয়র জন্য।" তিনি
জানতেন না যে তিনি কি বলছিলেন।

34কিন্তু তিনি যখন এইসব কথা বলছিলেন, সেই
সময় এক খণ্ড মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল,
মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁরা ভীত হলেন। **35**সেই
মেঘের মধ্য থেকে এক রব শোনা গেল। সেই রব
বলল, "এই আমার পুত্র, আমার মনোনীত পাত্র, এঁর
কথা শোন।"

36সেই রব মিলিয়ে যাবার পরই দেখা গেল কেবল
যীশু একা সেখানে রয়েছেন, আর শিষ্যরা যা দেখলেন
সে বিষয়ে কাউকে কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

অশুচি আত্মায় পাওয়া একটি বালককে যীশু সুস্থ করেন

(মথি 17:14-18; মার্ক 9:14-27)

37পরদিন তাঁরা পর্বত থেকে নেমে এলে বহু লোক
যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এল; **38**আর সেই সময় ঐ
ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি লোক চিৎকার করে বলল,
"গুরু, আমি আপনাকে মিনতি করছি, আপনি আমার
এই একমাত্র সন্তানের দিকে একটু দেখুন। **39**হঠাৎ,
একটা অশুচি আত্মা তাকে ধরে, আর সে চিৎকার
করতে থাকে৷ সেই আত্মা যখন তাকে মুচড়ে ধরে তখন
তার মুখ থেকে ফেনা কাটতে থাকে । এটা সহজে
তাকে ছেড়ে যেতে চায় না, তাকে একবারে ঝাঁজরা
করে দেয়।

40"আমি আপনার শিষ্যদের কাছে মিনতি করেছিলাম
যেন তাঁরা ঐ অশুচি আত্মাকে তাড়িয়ে দেন, কিন্তু
তাঁরা পারলেন না।"

41যীশু বললেন, "হে অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্ট লোকেরা,
আমি আর কতকাল তোমাদের নিয়ে ধৈর্য্য ধরব,
কতকালই বা তোমাদের সঙ্গে থাকব?" যীশু লোকটিকে
বললেন, "তোমার ছেলেকে এখানে আন।"

42ছেলেটা যখন আসছিল, তখন সেই ভূত তাকে
আছাড় মারল আর তাতে সে প্রবলভাবে হাত-পা
ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল। যীশু সেই অশুচি আত্মাকে
ধমক দিলেন। তারপর ছেলেটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে
তার বাবার কাছে ফেরৎ দিলেন। **43**ঈশ্বর যে কত মহান
তা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে গেল।

যীশু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বললেন

(মথি 17:22-23; মার্ক 9:30-32)

যীশু যা করলেন তা দেখে লোকেরা আশ্চর্য হচ্ছিল,
তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, **44**"আমি তোমাদের
যা বলছি তা মন দিয়ে শোন, শীঘ্রই মানবপুত্রকে মানুষের
হাতে সঁপে দেওয়া হবে।"

45কিন্তু এ কথার অর্থ কি শিষ্যরা তা বুঝতে পারলেন
না। এটা তাঁদের কাছে গুপ্ত রয়ে গেল, তাই তাঁরা এর
কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেন না।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

(মথি 18:1-5; মার্ক 9:33-37)

46সেই সময়ই তাঁদের মধ্যে এই বিতর্কের সূত্রপাত
হল যে কে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 47কিন্তু যীশু তাঁদের
মনোভাব বুঝতে পেরে একটি শিশুকে এনে নিজের
পাশে দাঁড় করালেন। 48তিনি তাঁদের বললেন, "যে কেউ
আমার নামে এই শিশুকে সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
সাদরে গ্রহণ করে; আর যে আমাকে সাদরে গ্রহণ করে,
সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে।
তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সেই শ্রেষ্ঠ।"

যে কেউ তোমার বিপক্ষে নয় সে তোমার পক্ষে

(মার্ক 9:38-40)

49যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা আপনার নামে
একজনকে ভূত তাড়াতে দেখেছি। সে আমাদের সঙ্গী
নয় বলে আমরা তাকে বারণ করেছি।"
50কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, "তাকে বারণ কোর না,
কারণ যে তোমাদের বিপক্ষ নয় সে তোমাদের সপক্ষ।"

শমরীয় শহর

51যীশুর স্বর্গে যাবার সময় হয়ে এলে তিনি স্থির
চিত্তে জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। 52তিনি
তাঁর পৌঁছাবার আগেই সেখানে কিছু বার্তাবাহক
পাঠালেন। তাঁরা গিয়ে শমরীয়দের এক গ্রামে উঠলেন,
যেন যীশুর জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। 53কিন্তু
যীশু জেরুশালেমে যাবেন বলে স্থির করায় শমরীয়রা
তাঁকে গ্রহণ করল না। 54যীশুর অনুগামী যাকোব ও
যোহন এই দেখে বললেন, "প্রভু, আপনি কি চান যে
এদের ধ্বংস করার জন্য আমরা আকাশ থেকে আগুন
নামিয়ে আনি?"*
55কিন্তু যীশু ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের ধমক দিলেন।*
56তখন তাঁরা অন্য গ্রামে গেলেন।

যীশুকে অনুসরণ

(মথি 8:19-22)

57তাঁরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় একজন
লোক যীশুকে বলল, "আপনি যেখানেই যান না কেন
আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"
58যীশু তাকে বললেন, "শেয়ালের গর্ত আছে,
আকাশের পাখিদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের
কোথাও মাথা রাখার ঠাঁই নেই।"
59আর একজনকে তিনি বললেন, "আমায় অনুসরণ
কর।" কিন্তু সেই লোকটি বলল, "আগে গিয়ে আমার
বাবাকে কবর দিয়ে আসতে দিন।"
60কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "মৃতরাই তাদের মৃতদের
কবর দেবে। তুমি গিয়ে বরং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়
ঘোষণা কর।"
61আর একজন লোক বলল, "প্রভু, আমি আপনার
অনুসারী হব; কিন্তু প্রথমে আমার বাড়ির সকলকে
বিদায় জানিয়ে আসতে দিন।"
62কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "লাঙ্গলে হাত রেখে
যে পেছন ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য
নয়।"

যীশু বাহাত্তর জন লোককে পাঠালেন

10 এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর* জন লোককে
মনোনীত করলেন। তিনি নিজে যে সমস্ত নগরে
ও যে সমস্ত জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন,
সেই সব জায়গায় তাঁদের দুজন দুজন করে পাঠিয়ে
দিলেন। 2তিনি তাঁদের বললেন, "শস্য প্রচুর হয়েছে,
কিন্তু তা কাটার জন্য মজুরের সংখ্যা অল্প, তাই শস্যের
যিনি মালিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তাঁর
ফসল কাটার জন্য মজুর পাঠান। 3যাও! আর মনে
রেখো, নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতোই আমি
তোমাদের পাঠাচ্ছি। 4তোমরা টাকার বটুয়া, থলি বা
জুতো সঙ্গে নিও না এবং পথের মধ্যে কাউকে শুভেচ্ছা
জানিও না। 5যে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করবে সেখানে
প্রথমে বলবে, 'এই গৃহে শান্তি হোক্!' 6সেখানে যদি
শান্তির পাত্র কেউ থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার
সহবর্তী হবে। কিন্তু যদি সেরকম কেউ না থাকে, তাহলে
তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। 7যে
বাড়িতে যাবে সেখানেই থেকো, আর তারা যা খেতে
দেয় তাই খেও, কারণ যে কাজ করে সে বেতন পাবার
যোগ্য। এ বাড়ি সে বাড়ি করে ঘুরে বেড়িও না। 8তোমরা
যখন কোন নগরে প্রবেশ করবে তখন সেই নগরের
লোকেরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে সেখানকার
লোকেরা তোমাদের সামনে যা কিছু ধরে, তা খেও।
9সেই নগরের রোগীদের সুস্থ কোর ও সেখানকার
লোকদের বোল, 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে
পড়েছে!' 10তোমরা কোন নগরে প্রবেশ করলে যদি
সেই নগরের লোকেরা তোমাদের স্বাগত না জানায়,
তবে সেখানকার রাস্তায় বেরিয়ে এসে তোমরা বোল,
11'এমনকি তোমাদের নগরের যে ধূলো আমাদের পায়ে
লেগেছে তা আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম;
তবে একথা জেনে রেখো যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের
কাছে এসে গেছে।' 12আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন
এই নগরের থেকে সদোমের লোকদের অবস্থা অনেক
বেশী সহনীয় হবে।"

অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(মথি 11:20-24)

13"কোরাসীন ধিক্ তোমাকে! বৈৎসৈদা ধিক্

পদ 54 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 54 যুক্ত করা হয়েছে: "যেমন এলিয় করেছিল?"

পদ 55 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 55 যুক্ত করা হয়েছে: এবং "যীশু বললেন, 'তোমরা কোন আত্মার তা জান না। 56মানবপুত্র আত্মাকে ধ্বংস করতে আসেন নি, কিন্তু এসেছেন রক্ষা করতে।'"

বাহাত্তর কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে সত্তর লেখা আছে; আবার কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে বাহাত্তর সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

তোমাকে! তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ
করা হয়েছে তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে
সেখানকার লোকেরা অনেক আগেই চটের বস্ত্র পরে
মাথায় ভস্ম ছিটিয়ে অনুতাপ করতে বসত। **14**যাই হোক,
বিচারের দিনে সোর ও সীদোনের অবস্থা বরং তোমাদের
চেয়ে অনেক সহনীয় হবে। **15**তুমি কফরনাহূম! তুমি কি
স্বর্গ পর্যন্ত উন্নীত হবে? না! তোমাকে নরক পর্যন্ত
নামানো যাবে!

16“যারা তোমাদের কথা শোনে, তারা আমারই কথা
শোনে; আর যারা তোমাদের অগ্রাহ্য করে, তারা
আমাকেই অগ্রাহ্য করে। যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে,
তারা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই অগ্রাহ্য করে।”

শয়তানের পতন

17এরপর সেই বাহাত্তরজন আনন্দের সঙ্গে ফিরে
এসে বললেন, “প্রভু, আপনার নামে এমন কি ভূতরাও
আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে!” **18**তখন যীশু তাঁদের
বললেন, “আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আকাশ
থেকে পড়তে দেখলাম। **19**শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে
দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের
শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের
দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে
না। **20**তবু আত্মারা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এ
জেনে আনন্দ কোর না; কিন্তু স্বর্গে তোমাদের নাম
লেখা হয়েছে বলে আনন্দ কর।”

পিতার নিকট যীশুর প্রার্থনা

(মথি 11:25-27; 13:16-17)

21ঠিক সেই মুহূর্তে পবিত্র আত্মার আনন্দে পূর্ণ
হয়ে যীশু বললেন, “পিতা, আমি তোমার প্রশংসা
করি, কারণ স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তুমি এসব বিষয়
জ্ঞানীগুণী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে গোপন রেখে
শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ, পিতা, এতেই তোমার
আনন্দ।

22“আমার পিতা আমায় সবই দিয়েছেন। পিতা ছাড়া
আর কেউ জানে না পুত্র কে, আবার পুত্র ছাড়া আর
কেউ জানে না পিতা কে। এছাড়া পুত্র যার কাছে
পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, কেবল সে-ই
জানে।”

23এরপর শিষ্যদের দিকে ফিরে তিনি একান্তে তাঁদের
বললেন, “তোমরা যা দেখছ, যে চোখ তা দেখতে পায়
তা ধন্য! **24**কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা
দেখছ, অনেক ভাববাদী ও রাজা তা দেখার ইচ্ছা
করলেও তা দেখতে পাননি; তোমরা যা শুনছ, তা
শোনার ইচ্ছা করলেও তাঁরা তা শুনতে পাননি।”

দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী

25এরপর একজন ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষার
ছলে জিজ্ঞাসা করল, “গুরু, অনন্ত জীবন লাভ করার
জন্য আমায় কি করতে হবে?”

26যীশু তাকে বললেন, “বিধি-ব্যবস্থায় এ বিষয়ে কি
লেখা আছে? সেখানে তুমি কি পড়েছ?”

27সে জবাব দিল, “‘তোমার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ
ও শক্তি দিয়ে অবশ্যই তোমার প্রভু ঈশ্বরকে
ভালবাসো।’* আর ‘তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো
ভালবাসো।’”*

28তখন যীশু তাকে বললেন, “তুমি ঠিক উত্তরই
দিয়েছ; ঐ সবই কর, তাহলে অনন্ত জীবন লাভ
করবে।”

29কিন্তু সে নিজেকে ধার্মিক দেখাতে চেয়ে যীশুকে
জিজ্ঞেস করল, “আমার প্রতিবেশী কে?”

30এর উত্তরে যীশু বললেন, “একজন লোক
জেরুশালেম থেকে যিরীহোর দিকে নেমে যাচ্ছিল, পথে
সে ডাকাতের হাতে পড়ল। তারা লোকটির জামা-কাপড়
খুলে নিয়ে তাকে মার-ধোর করে আধমরা অবস্থায়
সেখানে ফেলে রেখে চলে গেল। **31**ঘটনাক্রমে সেই পথ
দিয়ে একজন ইহুদী যাজক যাচ্ছিল, যাজক তাকে
দেখতে পেয়ে পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। **32**সেই
পথে এরপর একজন লেবীয়* এল। তাকে দেখে সেও
পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। **33**কিন্তু একজন শমরীয়
ঐ পথে যেতে যেতে সেই লোকটির কাছাকাছি এল।
লোকটিকে দেখে তার মনে মমতা হল।

34সে ঐ লোকটির কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থান দ্রাক্ষারস
দিয়ে ধুয়ে তাতে তেল ঢেলে বেঁধে দিল। এরপর সেই
শমরীয় লোকটিকে তার নিজের গাধার ওপর চাপিয়ে
একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার সেবা যত্ন করল।
35পরের দিন সেই শমরীয় দুটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে
সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, ‘এই লোকটির যত্ন
করবেন আর আপনি যদি এর চেয়ে বেশী খরচ করেন,
তবে আমি ফিরে এসে আপনাকে তা শোধ করে দেব।’

36এখন বল, “এই তিনজনের মধ্যে সেই ডাকাত
দলের হাতে পড়া লোকটির প্রকৃত প্রতিবেশী কে?”
37সে বলল, “যে লোকটি তার প্রতি দয়া করল।”

তখন যীশু তাকে বললেন, “সে যেমন করল, যাও
তুমি গিয়ে তেমন কর।”

মরিয়ম ও মার্থা

38এরপর যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের পথে
যেতে যেতে কোন এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। সেখানে
মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা
করলেন। **39**মরিয়ম নামে তাঁর একটি বোন ছিল, তিনি
যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর শিক্ষা শুনছিলেন। **40**কিন্তু
খাওয়া-দাওয়ার নানা রকম আয়োজন করতে মার্থা
খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যীশুর কাছে এসে
বললেন, “প্রভু, আপনি কি দেখছেন না, আমার বোন

‘তোমার … ভালবাসো’ দ্বি বি 6:5

‘তোমার … ভালবাসো’ লেবীয় 19:18

লেবীয় লেবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি; যিনি মন্দিরে ইহুদী যাজকদের সাহায্য করতেন।

সমস্ত কাজ একা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়েছে? ওকে
বলুন, ও যেন আমায় সাহায্য করে।”
41প্রভু তখন মার্থাকে বললেন, “মার্থা, মার্থা তুমি
অনেক বিষয় নিয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছ।
42কিন্তু কেবলমাত্র একটা বিষয়ের প্রয়োজন আছে।
আর মরিয়ম সেই উত্তম বিষয়টি মনোনীত করেছে, যা
তার কাছ থেকে কখনও কেড়ে নেওয়া হবে না।”

প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 6:9-15; 7:7-11)

11 যীশু এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনা
শেষ হলে পর তাঁর একজন শিষ্য এসে তাঁকে
বললেন, “প্রভু, যোহন যেমন তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা
করতে শিখিয়েছিলেন, আপনিও তেমনি আমাদের
প্রার্থনা করতে শেখান।”
2তখন যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা যখন প্রার্থনা
কর তখন বোল,
‘পিতা, তোমার পবিত্র নামের সমাদর হোক্, তোমার
রাজ্য আসুক।
3দিনের আহার তুমি প্রতিদিন আমাদের দাও।
4আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে
যারা অন্যায় করেছে, আমরাও তাদের ক্ষমা করেছি;
আর আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিও না।’”

অনবরত যাঞ্চা কর

5-6এরপর যীশু তাঁদের বললেন, “ধর, তোমাদের
কারো একজন বন্ধু আছে; আর সে মাঝরাতে তার
কাছে গিয়ে বলল, ‘বন্ধু, আমায় খান তিনেক রুটি ধার
দাও, কারণ আমার এক বন্ধু যাত্রাপথে এই মাত্র আমার
ঘরে এসেছে, তাকে খেতে দেবার মতো ঘরে কিছু
নেই।’ 7সেই লোক যদি ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দেয়,
‘দেখ, আমায় বিরক্ত কোর না! এখন দরজা বন্ধ আছে
আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি শুয়ে পড়েছি। আমি
এখন তোমাকে কিছু দেবার জন্য উঠতে পারব না।’
8আমি তোমাদের বলছি, সে যদি বন্ধু হিসাবে উঠে
তাকে কিছু নাও দেয়, তবু লোকটি বার বার করে
অনুরোধ করছে বলে সে উঠবে ও তার যা দরকার তা
তাকে দেবে। 9তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা
চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ তোমরা পাবে।
দরজায় ধাক্কা দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে।
10কারণ যারা চায়, তারা পায়। যারা খোঁজ করে, তারা
সন্ধান পায় আর যারা দরজায় ধাক্কা দেয়, তাদের জন্য
দরজা খোলা হয়। 11তোমাদের মধ্যে এমন বাবা কি
কেউ আছে, যার ছেলে মাছ চাইলে সে তাকে মাছের
বদলে সাপ দেবে? 12অথবা ছেলে যদি ডিম চায় তবে
কি তাকে কাঁকড়াবিছা দেবে? 13তাই তোমরা যদি মন্দ
প্রকৃতির হয়েও তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল
জিনিস দিতে জান, তবে স্বর্গের পিতার কাছে যারা
চায়, তিনি যে তাদের পবিত্র আত্মা দেবেন, এটা কত
না নিশ্চয়।”

ঈশ্বরই যীশুর ক্ষমতার উৎস

(মথি 12:22-30; মার্ক 3:20-27)

14একসময় যীশু একজনের মধ্য থেকে একটা বোবা
ভূতকে বের করে দিলেন। সেই ভূত বের হয়ে যাবার
সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটি কথা বলতে শুরু করল। এই
দেখে লোকেরা অবাক হয়ে গেল ; 15কিন্তু তাদের মধ্যে
কেউ কেউ বলল, “ভূতদের রাজা বেল্‌সবূলের সাহায্যেই
ও ভূত তাড়ায়!”
16আবার কেউ কেউ যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য
আকাশ থেকে কোন চিহ্ন দেখাতে বলল। 17কিন্তু তিনি
তাদের মনের কথা জানতে পেরে বললেন, “যে রাজ্য
আত্মকলহে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়, সেই
রাজ্য ধ্বংস হয়। আবার কোন পরিবার যদি নিজেদের
মধ্যে ঝগড়া করে, তবে সেই পরিবারও ভেঙ্গে যায়।
18তাই শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে নিজে দাঁড়ায়
তবে কেমন করে তার রাজ্য টিকবে? আমি তোমাদের
একথা জিজ্ঞেস করছি কারণ তোমরা বলছ আমি
বেল্‌সবূলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই। 19কিন্তু আমি যদি
বেল্‌সবূলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের
অনুগামীরা কার সাহায্যে তা ছাড়ায়? তাই তারাই
তোমাদের বিচার করুক। 20কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের
শক্তিতে ভূতদের ছাড়াই, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে
যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে ইতিমধ্যেই এসে
পড়েছে!
21“যখন কোন শক্তিশালী লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত
হয়ে তার ঘর পাহারা দেয়, তখন তার ধনসম্পদ নিরাপদে
থাকে। 22কিন্তু তার থেকে পরাক্রান্ত কোন লোক যখন
তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করে, তখন নিরাপদে থাকার
জন্য যে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর সে নির্ভর করেছিল, অন্য
শক্তিশালী লোকটি সেগুলো কেড়ে নেয় আর ঐ লোকটির
ঘরের সব জিনিসপত্র লুটে নেয়।
23“যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষ। যে
আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।

শূন্য ঘর

(মথি 12:43-45)

24“কোন অশুচি আত্মা যখন কোন লোকের মধ্য
থেকে বের হয়ে আসে, তখন সে বিশ্রামের খোঁজে
নির্জন স্থানে ঘোরাফেরা করে আর বিশ্রাম না পেয়ে
বলে, ‘যে ঘর থেকে আমি বের হয়ে এসেছি, সেখানেই
ফিরে যাব।’ 25কিন্তু সেখানে ফিরে গিয়ে সে যখন দেখে
সেই ঘরটি পরিষ্কার করা হয়েছে আর সাজানো-গোছানো
আছে, 26তখন সে গিয়ে তার থেকে আরো দুষ্ট সাতটা
আত্মাকে নিয়ে এসে ঐ ঘরে বসবাস করতে থাকে।
তাই ঐ লোকের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরো
ভয়ঙ্কর হয়।”

প্রকৃত সুখী লোক

27যীশু যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন সেই
ভীড়ের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলে

উঠল, “ধন্য সেই মা, যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ
করেছিলেন, আর যাঁর স্তন আপনি পান করেছিলেন।”
28কিন্তু যীশু বললেন, “এর থেকেও ধন্য তারা যারা
ঈশ্বরের শিক্ষা শোনে ও তা পালন করে।”

চিহ্নের অন্বেষণ

(মথি 12:38-42; মার্ক 8:12)

29এরপর যখন ভীড় বাড়তে লাগল, তখন যীশু
বললেন, “এ যুগের লোকেরা খুবই দুষ্ট, তারা কেবল
অলৌকিক চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া
তাদেরকে আর কোন চিহ্ন দেখানো হবে না। **30**যোনা
যেমন নীনবীয় লোকদের কাছে চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন,
তেমনি এই যুগের লোকদের কাছে মানবপুত্র হবেন।
31দক্ষিণ দেশের রাণী* বিচার দিনে উঠে এই যুগের
লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন ও তাদের দোষী
সাব্যস্ত করবেন। কারণ শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনার
জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর
শলোমন থেকে মহান একজন এখন এখানে আছেন।
32বিচার দিনে নীনবীয় লোকেরা এই যুগের লোকদের
বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে; তারা এদের ওপর দোষারোপ
করবে, কারণ তারা যোনার প্রচার শুনে অনুশোচনা
করেছিল, আর এখন যোনার থেকে মহান একজন এখানে
আছেন।

জগতের আলোস্বরূপ হও

(মথি 5:15; 6:22-23)

33“প্রদীপ জ্বেলে কেউ আড়ালে রাখে না বা ধামা
চাপা দিয়ে রাখে না বরং তা বাতিদানের ওপরেই রাখে,
যেন যারা ঘরে আসে, তারা আলো দেখতে পায়।
34তোমার চোখ যদি সুস্থ থাকে, তবে তোমার সমস্ত
দেহটি দীপ্তিময় হবে; কিন্তু তা যদি মন্দ হয় তবে
তোমার দেহ অন্ধকারময় হবে। **35**তাই সাবধান, তোমার
মধ্যে যে আলো আছে তা যেন অন্ধকার না হয়। **36**তোমার
সারা দেহ যদি আলোকময় হয়, তার মধ্যে যদি একটুও
অন্ধকার না থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ আলোকিত হবে,
ঠিক যেমন বাতির আলো তোমার ওপর পড়ে তোমায়
আলোকিত করে তোলে।”

যীশু ফরীশীদের সমালোচনা করলেন

(মথি 23:1-36; মার্ক 12:38-40; লূক 20:45-47)

37যীশু এই কথা শেষ করলে একজন ফরীশী তার
বাড়িতে যীশুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি
তার বাড়িতে গিয়ে খাবার আসনে বসলেন। **38**কিন্তু
সেই ফরীশী দেখল যে খাওয়ার আগে প্রথা মতো যীশু
হাত ধুলেন না। **39**প্রভু তাকে বললেন, “তোমরা ফরীশীরা
থালা ও বাটির বাইরেটা পরিষ্কার কর, কিন্তু ভেতরে
তোমরা দুষ্টামি ও লোভে ভরা। **40**তোমরা মূর্খের দল!
তোমরা কি জান না যিনি বাইরেটা করেছেন তিনি
ভেতরটাও করেছেন? **41**তাই তোমাদের থালা বাটির
ভেতরে যা কিছু আছে তা দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও,
তাহলে সবকিছুই তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ শুচি হয়ে
যাবে। **42**কিন্তু হায়, ফরীশীরা ধিক্ তোমাদের! কারণ
তোমরা পুদিনা, ধনে ও বাগানের অন্যান্য শাকের দশমাংশ
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাক, কিন্তু ন্যায়বিচার
ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বিষয়টি অবহেলা কর। কিন্তু
প্রথম বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে শেষেরগুলিও তোমাদের
জীবনে পালন করা কর্তব্য। **43**ধিক্ ফরীশীরা! তোমরা
সমাজ-গৃহে সম্মানিত আসন আর হাটে-বাজারে
সকলের সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেতে কত না ভালবাস।
44ধিক্ তোমাদের! তোমরা মাঠের মাঝে মিশে থাকা
কবরের মতো, লোকেরা না জেনে যার ওপর দিয়ে
হেঁটে যায়।”

ইহুদী শিক্ষকদের সঙ্গে যীশুর কথা

45একজন ব্যবস্থার শিক্ষক এর উত্তরে যীশুকে
বললেন, “গুরু আপনি এসব যা বললেন, তার দ্বারা
আমাদেরও অপমান করলেন।”
46তখন যীশু তাকে বললেন, “হে ব্যবস্থার শিক্ষকরা
ধিক্ তোমাদের! তোমরা লোকদের ওপর এমন ভারী
বোঝা চাপিয়ে দাও যা তাদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব;
আর তোমরা নিজেরা সেই ভার বইবার জন্য সাহায্য
করতে তাতে একটা আঙুল পর্যন্ত ছোঁয়াও না। **47**ধিক্
তোমাদের, কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি-গুহা
গেঁথে থাকো; আর এই সব ভাববাদীদের তোমাদের
পূর্বপুরুষেরাই হত্যা করেছিল!
48তাই এই কাজ করে তোমরা এই সাক্ষ্যই দিচ্ছ
যে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাজ করেছিল তা
তোমরা ঠিক বলে মেনে নিচ্ছ। কারণ তারা ওদের
হত্যা করেছিল আর তোমরা ওদের সমাধি-গুহা রচনা
করছ। **49**এই কারণেই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলছে, ‘আমি তাদের
কাছে যে ভাববাদী ও প্রেরিতদের পাঠাবো, তাদের
মধ্যে কাউকে কাউকে তারা হত্যা করবে, কাউকে বা
নির্যাতন করবে।’ **50**সেই জন্যই জগত সৃষ্টির শুরু থেকে
আজ পর্যন্ত যত ভাববাদীকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের
সকলের হত্যার জন্য এই কালের লোকদের শাস্তি পেতে
হবে। **51**হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, হেবলের রক্তপাত
থেকে আরম্ভ করে যে সখরিয়কে যজ্ঞবেদী ও মন্দিরের
মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়েছিল, সেই সখরিয়র হত্যা
পর্যন্ত সমস্ত রক্তপাতের দায়ে দায়ী হবে একালের
লোকেরা।
52“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষকরা কারণ তোমরা জ্ঞানের
চাবিটি ধরে আছ। তোমরা নিজেরাও প্রবেশ করনি
আর যারা প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তাদেরও বাধা
দিচ্ছ।”
53তিনি যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন, তখন
ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে
শত্রুতা করতে আরম্ভ করল এবং পরে তাঁকে নানাভাবে
প্রশ্ন করতে থাকল। **54**তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে

দক্ষিণ ... রাণী অর্থাৎ শিবার রাণী। তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জনের জন্য এক হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। 1 রাজাবলি 10:1-3

লাগল যেন যীশু ভুল কিছু বললে তাই দিয়ে তাঁকে ধরতে পারে।

ফরীশীদের মতো হয়ো না

12 এর মধ্যে হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হল। প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে তারা ধাক্কা-ধাক্কি করে একে অপরের উপর পড়তে লাগল। তখন তিনি প্রথমে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “ফরীশীদের খামির থেকে সাবধান থেকো। 2এমন কিছুই লুকানো নেই যা প্রকাশ পাবে না, আর এমন কিছুই গুপ্ত নেই যা জানা যাবে না। 3তাই তোমরা অন্ধকারে যা বলছ তা আলোতে শোনা যাবে। তোমরা গোপন কক্ষে ফিস্‌ফিস্‌ করে কানে কানে যা বলবে তা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে ঘোষণা করা হবে।”

কেবল ঈশ্বরকে ভয় কর

(মথি 10:28-31)

4কিন্তু হে আমার বন্ধুরা, “আমি তোমাদের বলছি, যারা তোমাদের দেহটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু এর বেশী কিছু করতে পারে না তাদের তোমরা ভয় কোর না। 5তবে কাকে ভয় করবে তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তোমাদের মেরে ফেলার পর নরকে পাঠাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় কর। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কোর।

6“পাঁচটা চড়াই পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু ঈশ্বর তার একটাকেও ভুলে যান না। 7এমন কি তোমাদের মাথার প্রতিটি চুল গোনা আছে। ভয় নেই, বহু চড়াই পাখির চেয়ে তোমাদের মূল্য অনেক বেশী।

যীশুর জন্যে লজ্জা পেও না

(মথি 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ অন্য লোকদের সামনে আমাকে স্বীকার করে, মানবপুত্রও ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে তাকে স্বীকার করবেন। 9কিন্তু যে কেউ সর্বসাধারণের সামনে আমায় অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে। 10মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু কেউ পবিত্র আত্মার নামে নিন্দা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না।

11“তারা যখন তোমাদের সমাজ-গৃহের সমাবেশে শাসনকর্তাদের বা কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে হাজির করবে, তখন কিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে বা কি বলবে তা নিয়ে চিন্তা কোর না। 12কারণ সেই সময় কি বলতে হবে তা পবিত্র আত্মা তোমাদের সেইক্ষণেই শিখিয়ে দেবেন।”

স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে যীশুর সতর্কবাণী

13এরপর সেই ভীড়ের মধ্য থেকে একজন লোক যীশুকে বলল, “গুরু, উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের যে সম্পত্তি রয়েছে তা আমার ভাইকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলুন।”

14কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “বিচারকর্তা হিসাবে কে তোমাদের ওপর আমায় নিয়োগ করেছে?” 15এরপর যীশু লোকদের বললেন, “সাবধান! সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ, কারণ মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি থাকলেও তার জীবন তার সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে না।”

16তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, “একজন ধনবান লোকের জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। 17এই দেখে সে মনে মনে বলল, ‘আমি কি করব? এতো ফসল রাখার জায়গা তো আমার নেই।’ 18এরপর সে বলল, ‘আমি এই রকম করব; আমার যে গোলাঘরগুলো আছে তা ভেঙ্গে ফেলে তার থেকে বড় গোলাঘর বানাবো; আর সেখানেই আমার সমস্ত ফসল ও জিনিস মজুত করব। 19আর আমার প্রাণকে বলব, হে প্রাণ, অনেক বছরের জন্য অনেক ভাল ভাল জিনিস তোমার জন্য সঞ্চয় করা হয়েছে। এখন আরাম করে খাও-দাও, স্ফূর্তি কর।’ 20কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, ‘ওরে মূর্খ! আজ রাত্রেই তোমার প্রাণ কেড়ে নেওয়া হবে; আর তুমি যা কিছু আয়োজন করেছ তা কে ভোগ করবে?”

21“যে লোক নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধনবান নয়, তার এইরকম হয়।”

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম স্থান

(মথি 6:25-34; 19-21)

22এরপর যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, “তাই আমি তোমাদের বলছি, কি খাব বলে প্রাণের বিষয়ে বা কি পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা কোর না। 23কারণ খাদ্যবস্তু থেকে প্রাণ অনেক মূল্যবান, এবং পোশাক-আশাকের থেকে দেহের গুরুত্ব অনেক বেশী। 24কাকদের বিষয় চিন্তা কর, তারা বীজও বোনে না বা ফসলও কাটে না। তাদের কোন গুদাম বা গোলাঘর নেই, তবু ঈশ্বরই তাদের আহার যোগান। এই সব পাখিদের থেকে তোমরা কত অধিক মূল্যবান! 25তোমাদের মধ্যে কে দুশ্চিন্তা করে নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে? 26এই সামান্য কাজটাই যদি করতে না পার তবে বাকী সব বিষয়ের জন্য এত চিন্তা কর কেন? 27ছোট্ট ছোট্ট লিলি ফুলের কথা চিন্তা কর দেখি, তারা কিভাবে বেড়ে ওঠে। তারা পরিশ্রমও করে না, সুতাও কাটে না। তবু আমি তোমাদের বলছি, এমন কি রাজা শলোমন তাঁর সমস্ত প্রতাপ ও গৌরবে মণ্ডিত হয়েও এদের একটার মতোও নিজেকে সাজাতে পারেন নি। 28মাঠে যে ঘাস আজ আছে আর কাল উনুনে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর তা যদি এত সুন্দর করে সাজান, তবে হে অল্প বিশ্বাসীর দল তিনি তোমাদের আরো কত না বেশী সাজাবেন! 29আর কি খাবে বা কি পান করবে এ নিয়ে তোমরা চিন্তা কোর না, এর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন দরকার নেই। 30এই পৃথিবীর আর সব জাতির লোকেরা যারা ঈশ্বরকে জানে না, তারাই এই সবের পিছনে ছোটে।

কিন্তু তোমাদের পিতা ঈশ্বর জানেন যে এসব জিনিস তোমাদের প্রয়োজন আছে। 31তার চেয়ে বরং তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও তখন এসবই ঈশ্বর তোমাদের জোগাবেন।

অর্থকে বিশ্বাস কোর না

32“ক্ষুদ্র মেষপাল! তোমরা ভয় পেও না, কারণ তোমাদের পিতা আনন্দের সাথেই সেই রাজ্য তোমাদের দেবেন, এটাই তাঁর ইচ্ছা। 33তোমাদের সম্পদ বিক্রি করে অভাবীদের দাও। নিজেদের জন্য এমন টাকার থলি তৈরী কর যা পুরানো হয় না, স্বর্গে এমন ধনসঞ্চয় কর যা শেষ হয় না, সেখানে চোর ঢুকতে পারে না বা মথ কাটে না। 34কারণ যেখানে তোমাদের সম্পদ, সেখানেই তোমাদের মনও পড়ে থাকবে।

সর্বদাই প্রস্তুত থাক

(মথি 24:45-51)

35“তোমরা কোমর বেঁধে, বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রস্তুত থাক। 36তোমরা এমন লোকদের মতো হও যারা তাদের মনিব বিয়ে বাড়ি থেকে কখন ফিরে আসবে তারই অপেক্ষায় থাকে; যেন তিনি ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়লেই, তখনই তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। 37ধন্য সেই সব দাস, মনিব এসে যাদের জেগে প্রস্তুত থাকতে দেখবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি নিজে পোশাক বদলে প্রস্তুত হয়ে তাদের খেতে বসাবেন এবং নিজেই পরিবেশন করবেন। 38তিনি রাতের দ্বিতীয় প্রহরে বা তৃতীয় প্রহরে এসে যদি তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে দেখেন তাহলে ধন্য তারা। 39কিন্তু একথা জেনে রেখো, চোর কোন্ সময় আসবে তা যদি বাড়ির কর্তা জানতে পারে তাহলে সে তার বাড়িতে সিঁদ কাটতে দেবে না। 40তাই তোমরাও প্রস্তুত থেকো, কারণ তোমরা যে সময় আশা করবে না, মানবপুত্র সেই সময় আসবেন।”

বিশ্বস্ত দাস কে?

41তখন পিতর বললেন, “প্রভু, এই দৃষ্টান্তটি কি আপনি শুধু আমাদের জন্য বললেন, না এটা সকলের জন্য?”

42তখন প্রভু বললেন, “সেই বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ কর্মচারী কে, যাকে তার মনিব তাঁর অন্য কর্মচারীদের সময়মতো খাবার ভাগ করে দেবার ভার দেবেন? 43ধন্য সেই দাস, যাকে তার মনিব এসে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে দেখবেন। 44আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মনিব সেই কর্মচারীর ওপর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দেবেন। 45কিন্তু সেই কর্মচারী যদি মনে মনে বলে, ‘আমার মনিবের আসতে এখন অনেক দেরী আছে,’ এই মনে করে সে যদি তার অন্য দাস-দাসীদের মারধর করে আর পানাহারে মত্ত হয়, 46তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা সে একটু চিন্তাও করবে না, সেই দিন ও সেই সময়েই তার মনিব এসে হাজির হবেন। তার মনিব তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন; আর অবিশ্বাসীদের জন্য যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে, তার স্থান সেখানেই হবে।

47“যে দাস তার মনিবের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত থাকেনি, অথবা যে তার মনিবের ইচ্ছানুসারে কাজ করেনি, সেই দাস কঠোর শাস্তি পাবে। 48কিন্তু যে তার মনিব কি চায় তা জানে না, এই না জানার দরুণ এমন কাজ করে ফেলেছে যার জন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত, সেই দাসের কম শাস্তি হবে। যাকে বেশী দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশী পাবার আশা করা হবে। যার ওপর বেশী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, লোকেরা তার কাছ থেকে অধিক চাইবে।”

যীশুর বিষয়ে লোকেরা একমত হবে না

(মথি 10:34-36)

49“আমি পৃথিবীতে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছি, “আহা, যদি তা আগেই জ্বলে উঠত! 50এক বাপ্তিস্মে আমায় বাপ্তাইজিত হতে হবে, আর যতক্ষণ না তা হচ্ছে, আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। 51তোমরা কি মনে কর এই পৃথিবীতে আমি শান্তি স্থাপন করতে এসেছি? না, আমি তোমাদের বলছি, বরং বিভেদ ঘটাতে এসেছি। 52কারণ এখন থেকে একই পরিবারে পাঁচজন থাকলে তারা পরস্পরের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তিনজন দু’জনের বিরুদ্ধে যাবে, আর দু’জন তিনজনের বিরুদ্ধে যাবে। 53বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে যাবে। মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে যাবে। শাশুড়ী বৌমার বিরুদ্ধে ও বৌমা শাশুড়ীর বিরুদ্ধে যাবে।”

সময়কে বুঝতে হবে

(মথি 16:2-3)

54এরপর যীশু সমবেত জনতার দিকে ফিরে বললেন, “পশ্চিমদিকে মেঘ জমতে দেখে তোমরা বলে থাকো, ‘বৃষ্টি আসলো বলে, আর তা-ই হয়।’ 55যখন দক্ষিণা বাতাস বয়, তোমরা বলে থাক, ‘গরম পড়বে;’ আর তা-ই হয়। 56ভণ্ডের দল! তোমরা পৃথিবী ও আকাশের চেহারা দেখে তার অর্থ বুঝতে পার; কিন্তু এ কেমন যে তোমরা বর্তমান সময়ের অর্থ বুঝতে পার না?

সমস্যার সমাধান কর

(মথি 5:25-26)

57“যা কিছু ন্যায্য, নিজেরাই কেন তার বিচার কর না? 58তোমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে তোমরা যখন বিচারকের কাছে যাও, তখন পথেই তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কোর। নতুবা সে হয়তো তোমাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যাবে, বিচারক তোমাকে সেপাইয়ের হাতে দেবে আর সেপাই তোমায় কারাগারে দেবে। 59আমি তোমাকে বলছি, শেষ পয়সাটি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি কোন মতেই কারাগার থেকে ছাড়া পাবে না।”

মন-ফিরাও

13 সেই সময় কয়েকজন লোক যীশুকে সেই সব গালীলীয়দের বিষয় বলল, "যাদের রক্ত রাজ্যপাল পীলাত তাদের উৎসর্গ করা বলির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।" 2যীশু এর উত্তরে বললেন, "তোমরা কি মনে কর এই গালীলীয়রা কষ্টভোগ করেছিল বলে অন্যান্য সব গালীলীয়দের থেকে বেশী পাপী ছিল? 3না, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি পাপ থেকে মন না ফিরাও, তাহলে তোমরাও তাদের মত মরবে। 4শীলোহ চূড়ো ভেঙ্গে পড়ে যে আঠারো জনের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের বিষয়ে তোমাদের কি মনে হয়? তোমরা কি মনে কর জেরুশালেমের বাকী সব লোকদের থেকে তারা বেশী দোষে দোষী ছিল? 5না, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি পাপ থেকে মন না ফিরাও, তাহলে তোমরাও তাদের মতো মরবে।"

অপ্রয়োজনীয় গাছ

6এরপর যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন, "একজন লোক তার বাগানে একটি ডুমুর গাছ পুঁতেছিল। পরে সে এসে সেই গাছে ফল হয়েছে কি না খোঁজ করল, কিন্তু কোন ফল দেখতে পেল না। 7তখন সে বাগানের মালীকে বলল, 'দেখ, আজ তিন বছর ধরে এই ডুমুর গাছে ফলের খোঁজে আমি আসছি, কিন্তু আমি এতে কোন ফলই দেখতে পাচ্ছি না, তাই তুমি এই গাছটা কেটে ফেল, এটা অযথা জমি নষ্ট করবে কেন?' 8মালী তখন বলল, 'প্রভু, এ বছরটা দেখতে দিন। আমি এর চারপাশে খুঁড়ে সার দিই। 9সামনের বছর যদি এতে ফল আসে তো ভালোই! তা না হলে আপনি ওটাকে কেটে ফেলবেন।'"

বিশ্রামবারে এক স্ত্রীলোকের আরোগ্যলাভ

10কোন এক বিশ্রামবারে যীশু এক সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 11সেখানে একজন স্ত্রীলোক ছিল যাকে একটা দুষ্ট-আত্মা আঠারো বছর ধরে পঙ্গু করে রেখেছিল। সে কুঁজো হয়ে গিয়েছিল, কোনরকমেও সোজা হতে পারত না। 12যীশু তাকে দেখে কাছে ডাকলেন, এবং স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "হে নারী, তোমার রোগ থেকে তুমি মুক্ত হলে!" 13এরপর তিনি তার ওপর হাত রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল; আর ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

14যীশু তাকে বিশ্রামবারে সুস্থ করলেন বলে সেই সমাজ-গৃহের নেতা খুবই রেগে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সপ্তাহে ছদিন তো কাজ করার জন্য আছে, তাই ঐ সব দিনে এসে সুস্থ হও, বিশ্রামবারে এসো না।"

15প্রভু এর উত্তরে তাঁকে বললেন, "ভণ্ডের দল! তোমরা কি বিশ্রামবারে গরু বা গাধা খোঁয়াড় থেকে বের করে জল খাওয়াতে নিয়ে যাও না? 16এই স্ত্রীলোকটি, যে অব্রাহামের বংশে জন্মেছে, যাকে শয়তান আঠারো বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল, বিশ্রামবার বলে কি সে সেই বাঁধন থেকে মুক্ত হবে না?" 17তিনি এই কথা বলাতে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তারা সকলেই খুব লজ্জা পেল; আর তিনি যে সমস্ত অপূর্ব কাজ করেছেন তার জন্য সমবেত জনতা আনন্দ করতে লাগল।

ঈশ্বরের রাজ্য

(মথি 13:31-33; মার্ক 4:30-32)

18এরপর যীশু বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য কেমন, আমি কিসের সঙ্গে এর তুলনা করব? 19এ হল একটা ছোট্ট সরষে বীজের মতো, যা একজন লোক নিয়ে তার বাগানে পুঁতল, আর তা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে সেটা বাড়তে লাগল, পরে সেটা একটা গাছে পরিণত হলে তার ডালপালাতে আকাশের পাখিরা এসে বাসা বাঁধল।"

20তিনি আরও বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যকে আমি কিসের সঙ্গে তুলনা করব? 21এ হল খামিরের মতো, যা কোন একজন স্ত্রীলোক একতাল ময়দার সঙ্গে মেশাল, পরে সেই খামিরে সমস্ত তালটা ফুটে উঠল।"

অপ্রশস্ত দরজা

(মথি 7:13-14, 21-23)

22যীশু বিভিন্ন নগর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এইভাবে তিনি জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। 23কোন একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "প্রভু, উদ্ধার কি কেবল অল্প কয়েকজন লোকই পাবে?" তিনি তাদের বললেন, 24"সরু দরজা দিয়ে ঢোকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর, কারণ আমি তোমাদের বলছি, অনেকেই ঢোকার চেষ্টা করবে; কিন্তু ঢুকতে পারবে না। 25ঘরের কর্তা উঠে যখন দরজা বন্ধ করবেন, তখন তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে দিতে বলবে, 'প্রভু আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।' কিন্তু তিনি তোমাদের বলবেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ আমি জানি না।'

26"তারপর তোমরা বলতে থাকবে, 'আমরা আপনার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি; আর আপনি তো আমাদের পথে পথে উপদেশ দিয়েছেন।' 27তখন তিনি তোমাদের বলবেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ, আমি জানি না। তোমরা সব দুষ্টের দল, আমার কাছ থেকে দূর হও।'

28তোমরা যখন দেখবে যে অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব ও সব ভাববাদীরা ঈশ্বরের রাজ্যে আছেন; কিন্তু তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে; 29আর লোকেরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এসে ঈশ্বরের রাজ্যে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করবে। 30মনে রেখো, যারা আজ শেষে রয়েছে, তারা প্রথমে স্থান নেবে; আর যারা আজ প্রথমে রয়েছে, তারা শেষের হবে।"

জেরুশালেমে যীশুর মৃত্যুর ভবিষ্যবাণী

(মথি 23:37-39)

31সেই সময় কয়েকজন ফরীশী যীশুর কাছে এসে
বললেন, "তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও যাও! কারণ
হেরোদ তোমায় হত্যা করতে চাইছে।" 32যীশু তাদের
বললেন, "তোমরা গিয়ে সেই শিয়ালটাকে* বল, 'আমি
আজ ও কাল ভূত ছাড়াবো ও রোগীদের সুস্থ করব,
আর তৃতীয় দিনে আমি আমার কাজ শেষ করব।'
33আমি আমার পথে চলতেই থাকব, কারণ
জেরুশালেমের বাইরে কোন ভাববাদী প্রাণ হারাবে
তেমনটি হতে পারে না।

34"জেরুশালেম, হায় জেরুশালেম! তুমি
ভাববাদীদের হত্যা করেছ; আর ঈশ্বর তোমার কাছে
যাদের পাঠিয়েছেন তুমি তাদের পাথর মেরেছ! মুরগী
যেমন তার বাচ্চাদের নিজের ডানার নীচে জড়ো করে,
তেমনি আমি কতবার তোমার লোকদের আমার কাছে
জড়ো করতে চেয়েছি; কিন্তু তুমি রাজী হওনি। 35এইজন্য
দেখ তোমাদের গৃহ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে।
আমি তোমাদের বলছি, যতদিন না তোমরা বলবে,
'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন, ততদিন তোমরা
আমায় আর দেখতে পাবে না।'"*

বিশ্রামবারে আরোগ্যদান করা কি উচিত?

14 এক বিশ্রামবারে যীশু ফরীশীদের একজন
নেতৃস্থানীয় লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে
গেলেন। সেখানে সমবেত লোকেরা যীশুর প্রতি লক্ষ্য
রাখছিল। 2যীশুর সামনে একটি লোক ছিল যে উদরী
রোগে ভুগছিল। 3যীশু তখন ব্যবস্থার শিক্ষক ও
ফরীশীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, "বিশ্রামবারে
কাউকে সুস্থ করা কি বিধিসম্মত?" 4কিন্তু তারা সকলে
চুপ করে রইল। তখন যীশু সেই অসুস্থ লোকটিকে ধরে
তাকে সুস্থ করলেন, পরে বিদায় দিলেন। 5এরপর তিনি
তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে
কারোর সন্তান বা গরু যদি বিশ্রামবারে কুয়ায় পড়ে
যায়, তাহলে তোমরা কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান
থেকে টেনে তুলবে না?" 6তারা কেউ এই কথার জবাব
দিতে পারল না।

নিজেকে বড় করে তুলো না

7যীশু দেখলেন নিমন্ত্রিত অতিথিরা কিভাবে
নিজেরাই ভোজের শ্রেষ্ঠ আসন দখল করার চেষ্টা করছে;
তাই তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে বললেন,
8"বিয়ের ভোজে যখন কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করে
তখন সেখানে গিয়ে সম্মানের আসনটা দখল করে বসবে
না, কারণ তোমার চেয়ে হয়তো আরো সম্মানিত কাউকে
সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 9তা করলে যিনি তোমাদের
উভয়কেই নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে তোমায় বলবেন,
'এঁকে তোমার জায়গাটা ছেড়ে দাও!' তখন তুমি
লজ্জায় পড়বে, কারণ তোমাকে সবচেয়ে নীচু জায়গায়
বসতে হবে। 10কিন্তু তুমি যখন নিমন্ত্রিত হয়ে যাও,
সেখানে গিয়ে সবচেয়ে নীচু জায়গায় বসবে। যিনি তোমায়
নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি এসে এরকম দেখে তোমায়
বলবেন, 'বন্ধু এস, এই ভাল আসনে বস।' তখন নিমন্ত্রিত
অন্য সব অতিথিদের সামনে তোমার সম্মান হবে।
11যে কেউ নিজেকে সম্মান দিতে চায় তাকে নত করা
হবে, আর যে নিজেকে নত করে তাকে সম্মানিত করা
হবে।"

কি করলে তুমি পুরস্কৃত হবে

12তখন যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, তাকে যীশু
বললেন, "তুমি যখন ভোজের আয়োজন করবে তখন
তোমার বন্ধু, ভাই আত্মীয়-স্বজন বা ধনী প্রতিবেশীদের
নিমন্ত্রণ কোর না, কারণ তারা তোমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ
করে প্রতিদান দেবে। 13কিন্তু তুমি যখন ভোজের
আয়োজন করবে তখন দরিদ্র, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ ও
অন্ধদের নিমন্ত্রণ কোর। 14তাতে যাদের প্রতিদান দেবার
ক্ষমতা নেই, সেই রকম লোকদের নিমন্ত্রণ করার জন্য
ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময় ঈশ্বর তোমায় পুরস্কার
দেবেন।"

এক বিরাট ভোজের কাহিনী

(মথি 22:1-10)

15যারা খেতে বসেছিল তাদের মধ্যে একজন এই
কথা শুনে যীশুকে বলল, "ঈশ্বরের রাজ্যে যারা খেতে
বসবে তারা সকলে ধন্য।"

16তখন যীশু তাকে বললেন, "একজন লোক এক
বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিল আর সে অনেক
লোককে নিমন্ত্রণ করেছিল। 17ভোজ খাওয়ার সময়
হলে সে তার দাসকে দিয়ে নিমন্ত্রিত লোকদের বলে
পাঠাল, 'তোমরা এস! কারণ এখন সবকিছু প্রস্তুত
হয়েছে!' 18তারা সকলেই নানা অজুহাত দেখাতে শুরু
করল। প্রথমজন তাকে বলল, 'আমায় মাপ কর, কারণ
আমি একটা ক্ষেত কিনেছি, তা এখন আমায় দেখতে
যেতে হবে।'

19আর একজন বলল, 'আমি পাঁচ জোড়া বলদ
কিনেছি, এখন সেগুলি একটু পরখ করে নিতে চাই,
তাই আমি যেতে পারব না আমায় মাপ কর।' 20এরপর
আর একজন বলল, 'আমি সবে মাত্র বিয়ে করেছি,
সেই কারণে আমি আসতে পারব না।' 21সেই দাস
ফিরে গিয়ে তার মনিবকে একথা জানালে, তার মনিব
রেগে গিয়ে তার দাসকে বলল, "যাও, শহরের পথে
পথে, অলিতে গলিতে গিয়ে গরীব, খোঁড়া, পঙ্গু ও
অন্ধদের ডেকে নিয়ে এস।' 22এরপর সেই দাস মনিবকে
বলল, 'প্রভু, আপনি যা যা বলেছেন তা করেছি, তা
সত্ত্বেও এখনও অনেক জায়গা আছে।' 23তখন মনিব
সেই দাসকে বলল, 'এবার তুমি গ্রামের পথে পথে,
বেড়ার ধারে ধারে যাও, যাকে পাও তাকেই এখানে

শিয়াল শিয়াল একটি ধূর্ত প্রাণী। এখানে যীশু হেরোদকে শিয়ালের সঙ্গে তুলনা করে তাকে শিয়ালের মতো ধূর্ত বলতে চাইছেন।

'ধন্য ... না' গীত 118:26

আসবার জন্য জোর কর, যেন আমার বাড়ি ভরে যায়।
24আমি তোমাদের বলছি, যাদের প্রথমে নিমন্ত্রণ করা
হয়েছিল, তাদের কেউই আমার এই ভোজের স্বাদ
পাবে না।”’

প্রথমে পরিকল্পনা কর

(মথি 10:37-38)

25যীশুর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট জনতা চলেছিল,
তাদের দিকে ফিরে যীশু বললেন, 26“যদি কেউ আমার
কাছে আসে অথচ তার বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন,
এমন কি নিজের প্রাণকেও আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে,
সে আমার শিষ্য হতে পারবে না। 27যে কেউ নিজের
ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে আমায় অনুসরণ না করে, সে
আমার শিষ্য হতে পারে না। 28তোমাদের মধ্যে কেউ
যদি উচুঁ একটি ঘর তুলতে চায়, তবে সে কি প্রথমে
তা নির্মাণ করতে কত খরচ পড়বে তার হিসাব করে
দেখবে না, যে তা শেষ করার মতো যথেষ্ট অর্থ তার
আছে কি না।

29তা না হলে সে ভিত গাঁথবার পর যদি তা শেষ
করতে না পারে, তবে যারা সেটা দেখবে তারা সবাই
তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, আর বলবে, 30‘এই লোকটা
গাঁথতে শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ করতে পারল
না।’

31“যদি একজন রাজা আর একজন রাজার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করতে যায়, তবে সে কি প্রথমে বসে চিন্তা করবে
না যে তার মাত্র দশ হাজার সৈন্য বিপক্ষের বিশ হাজার
সৈন্যের মোকাবিলা করতে পারবে কিনা? 32যদি তা না
পারে, তবে তার শত্রুপক্ষ দূরে থাকতেই সে তার
প্রতিনিধি পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেবে। 33ঠিক
সেইরকমভাবে তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার সর্বস্ব
ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না!”

তোমার প্রভাব যেন নষ্ট না হয়

(মথি 5:13; মার্ক 9:50)

34“লবণ ভাল, তবে লবণের নোনতা স্বাদ যদি নষ্ট
হয়ে যায় তাহলে তা কি আবার নোনতা করা যায়?
35তখন তা না জমির জন্য, না সারের গাদার জন্য
উপযুক্ত থাকে, লোকে তা বাইরেই ফেলে দেয়।

“যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!”

স্বর্গে আনন্দ

(মথি 18:12-14)

15 অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী লোকেরা প্রায়ই
যীশুর কথা শোনার জন্য আসত। 2এতে ফরীশী
ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা এই বলে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ
করতে লাগল, “এই লোকটা জঘন্য পাপী লোকদের
সঙ্গে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে।”

3তখন যীশু তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি দিলেন, 4“যদি
তোমাদের মধ্যে কারোর একশোটি ভেড়া থাকে, তার
মধ্যে থেকে একটা হারিয়ে যায়, তবে সে কি মাঠের
মধ্যে বাকি নিরানব্বইটা রেখে যেটা হারিয়ে গেছে তাকে
না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ করবে না? 5আর যখন সে
ঐ ভেড়াটাকে খুঁজে পায়, তখন তাকে আনন্দের সঙ্গে
কাঁধে তুলে নেয়। 6তারপর বাড়ি এসে তার বন্ধু-বান্ধব
ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, ‘এস, আমার সঙ্গে
তোমরাও আনন্দ কর, কারণ আমার যে ভেড়াটা হারিয়ে
গিয়েছিল তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি!’ 7আমি তোমাদের
বলছি, ঠিক সেইভাবে নিরানব্বইজন ধার্মিক, যাদের
মন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই তাদের থেকে একজন
পাপী যদি ঈশ্বরের কাছে মন-ফিরায়, তাকে নিয়ে স্বর্গে
মহানন্দ হয়। 8ধর, কোন একজন স্ত্রীলোকের দশটা
রূপোর সিকির একটা হার ছিল। তার মধ্য থেকে সে
যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে কি প্রদীপ জ্বেলে
সেই সিকিটি না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের প্রতিটি জায়গা
ভাল করে ঝাঁট দিয়ে খুঁজে দেখবে না? 9আর সে তা
খুঁজে পেলে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে
বলবে, ‘এস, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার
যে সিকিটি হারিয়ে গিয়েছিল তা আমি খুঁজে পেয়েছি।’
10আমি তোমাদের বলছি, ঠিক এইভাবে একজন পাপী
যখন মন-ফিরায়, তখন ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে
আনন্দ হয়।”

গৃহত্যাগী ছেলে

11এরপর যীশু বললেন, “একজন লোকের দু’টি
ছেলে ছিল। 12ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, ‘বাবা,
সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়বে তা আমায়
দিয়ে দাও।’ তখন তার বাবা দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি
ভাগ করে দিলেন। 13কিছু দিন পর ছোট ছেলে তার
সমস্ত কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে
উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে সমস্ত টাকা-পয়সা উড়িয়ে
দিল। 14তার টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গেলে সেই
দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল আর সেও অভাবে
পড়ল।

15তাই সে সেই দেশের এক ব্যক্তির কাছে দিন
মজুরীর একটা কাজ চাইল। সেই ব্যক্তি তাকে তার
শুয়োর চরাবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। 16শুয়োর যে
শুঁটি খায় তা খেয়ে সে তার পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু
কেউ তাকে তা-ও দিত না। 17শেষ পর্যন্ত একদিন তার
চেতনা হল, আর সে বলল, ‘আমার বাবার কাছে কত
মজুর পেট ভরে খেতে পায় আর এখানে আমি খিদের
জ্বালায় মরছি! 18আমি উঠে আমার বাবার কাছে যাব,
তাকে বলব, বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার
বিরুদ্ধে অন্যায় পাপ করেছি। 19তোমার ছেলে বলে
পরিচয় দেবার কোন যোগ্যতা আর আমার নেই। তোমার
চাকরদের একজনের মতো করে তুমি আমায় রাখ।’
20এরপর সে উঠে তার বাবার কাছে গেল।

ছেলের প্রত্যাবর্তন

“সে যখন বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে,
এমন সময় তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন, বাবার

অন্তর দুঃখে ভরে গেল। বাবা দৌড়ে গিয়ে ছেলের গলা
জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন। 21ছেলে তখন তার
বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও তোমার
কাছে অন্যায় পাপ করেছি। তোমার ছেলে বলে পরিচয়
দেবার যোগ্যতা আর আমার নেই।' 22কিন্তু তার বাবা
চাকরদের ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর! সব থেকে
ভাল জামাটা নিয়ে এসে একে পরিয়ে দাও। এর হাতে
আংটি ও পায়ে জুতো পরিয়ে দাও। 23হৃষ্টপুষ্ট একটা
বাছুর নিয়ে এসে সেটা কাট, আর এস, আমরা সবাই
মিলে খাওয়া-দাওয়া করি, আনন্দ করি! 24কারণ আমার
এই ছেলেটা মারা গিয়েছিল আর এখন সে জীবন
ফিরে পেয়েছে! সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে
খুঁজে পাওয়া গেছে।' এই বলে তারা সকলে আনন্দ
করতে লাগল।

বড় ছেলের প্রতিক্রিয়া

25"সেই সময় তাঁর বড় ছেলে মাঠে ছিল। বাড়ির
কাছাকাছি এসে সে বাজনা আর নাচের শব্দ শুনতে
পেল। 26তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা
করল, 'কি ব্যাপার, এসব কি হচ্ছে!' 27চাকরটি তাকে
বলল, 'আপনার ভাই এসেছে, আর সে সুস্থ শরীরে
নিরাপদে ফিরে এসেছে বলে আপনার বাবা হৃষ্টপুষ্ট
বাছুর কেটে ভোজের আয়োজন করেছেন।' 28এই শুনে
বড় ছেলে খুব রেগে গেল, সে বাড়ির ভেতরে যেতে
চাইল না। তখন তার বাবা বেরিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা
দিলেন। 29কিন্তু সে তার বাবাকে বলল, 'দেখ, এত
বছর ধরে আমি তোমাদের সেবা করেছি, কখনো তোমার
কথার অবাধ্য হইনি। তবু আমার বন্ধুদের সঙ্গে একটু
আমোদ করার জন্য তুমি আমায় কখনো একটা ছাগলও
দাওনি। 30কিন্তু তোমার এই ছেলে যে বেশ্যাদের পেছনে
তোমার টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন এল তখন
তুমি তার জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কাটলে।' 31তার বাবা
তাকে বললেন, 'বাছা, তুমি তো সব সময় আমার সঙ্গে
সঙ্গে আছ; আর আমার যা কিছু আছে সবই তো
তোমার। 32কিন্তু আমাদের আনন্দিত হয়ে উৎসব করা
উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল আর
এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে। সে হারিয়ে গিয়েছিল,
এখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।'"

প্রকৃত সম্পদ

16 এরপর যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, "কোন
একজন ধনী ব্যক্তির একজন দেওয়ান ছিল;
আর এই দেওয়ান তার মনিবের সম্পদ নষ্ট করছে
বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। 2তখন সেই ধনী
ব্যক্তি ঐ দেওয়ানকে ডেকে বললেন, 'তোমার বিষয়ে
আমি এ কি শুনছি? তোমার কাজের হিসাব আমায়
দাও, কারণ তুমি আর আমার দেওয়ান থাকতে পারবে
না।' 3তখন সেই দেওয়ান মনে মনে বলল, 'এখন
আমি কি করব? আমার মনিব তো আমাকে চাকরি
থেকে বরখাস্ত করলেন। আমি যে মজুরের কাজ করে
খাব তার ক্ষমতাও আমার নেই, আর ভিক্ষা করতেও
আমার লজ্জা লাগে। 4আমার দেওয়ানী পদ গেলেও
লোকে যাতে তাদের বাড়িতে আমায় থাকতে দেয় সে
জন্য আমায় কি করতে হবে তা আমি জানি।' 5তখন
তার মনিবের কাছে যারা ধারে জিনিস নিয়েছিল তাদের
প্রত্যেককে সে ডেকে তাদের প্রথম জনকে বলল, 'আমার
মনিবের কাছে তুমি কত ধার?' 6সে বলল, 'একশো
মণ অলিভ তেল।' তখন সেই দেওয়ান তাকে বলল,
'এই নাও তোমার হিসাবের কাগজটা, তাড়াতাড়ি করে
লেখ, পঞ্চাশ মণ।'

7এরপর আর একজন লোককে সে বলল, 'আর
তুমি, তুমি কত ধার?' সে বলল, 'একশো মণ গম।'
সেই দেওয়ান তাকে বলল, 'তোমার রসিদটা দেখি,
এটাতে আশি মণ লেখ।' 8সেই মনিব তাঁর অসৎ
দেওয়ানের প্রশংসা করলেন, কারণ সে বুদ্ধিমানের মত
কাজ করেছিল। এ জগতের লোকরা নিজেদের মত
লোকদের সঙ্গে আচার আচরণে জ্যোতির সন্তানদের
থেকে বেশী বিচক্ষণ।

9"আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের জাগতিক
সম্পদ দিয়ে নিজেদের জন্য বন্ধু লাভ কর, যেন যখন
তা শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা তোমাদের অনন্ত আবাসে
স্বাগত জানায়। 10যে সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হতে পারে,
বড় ব্যাপারেও তাকে বিশ্বাস করা চলে। যে ছোটখাটো
বিষয়ে অবিশ্বস্ত, সে বড় বড় বিষয়েও অবিশ্বস্ত হবে।

11তাই জাগতিক সম্পদ সম্বন্ধে তুমি যদি বিশ্বস্ত না
হও, তবে প্রকৃত সত্য সম্পদের বিষয়ে কে তোমাকে
বিশ্বাস করবে। 12অপরের জিনিসের ব্যাপারে তোমাদের
যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে তোমাদের যা নিজস্ব
সম্পদ তাই বা কে তোমাদের দেবে?

13"কোন দাস দু'জন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না,
হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে,
অথবা একজনের অনুগত হয়ে অন্য জনকে তুচ্ছ করবে।
তোমরা ঈশ্বর ও ধন-সম্পদ উভয়েরই দাসত্ব করতে
পার না।"

ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়

(মথি 11:12-13)

14অর্থলোভী ফরীশীরা যীশুর এই সব কথা শুনে
যীশুকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। 15তখন যীশু তাদের বললেন,
"তোমরা সেই রকম লোক, যারা লোকচক্ষে নিজেদের
খুব ধার্মিক বলে জাহির করে থাকে; কিন্তু তোমাদের
অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা জানেন। মানুষের চোখে যা
মহান, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ঘৃণ্য।

16"যোহন বাপ্তাইজকের সময় পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থা ও
ভাববাদীদের শিক্ষার প্রচলন ছিল। তারপর থেকে
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় সুসমাচার প্রচার করা শুরু
হয়েছে; আর সেই রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য সবাই
প্রবলভাবে চেষ্টা করছে। 17তবে বিধি-ব্যবস্থার এক বিন্দু
বাদ পড়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবীর লোপ পাওয়া
সহজ।

বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

18“যে কেউ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে; আর যে সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে।”

ধনী ব্যক্তি ও লাসারের কাহিনী

19“এক সময় একজন ধনী ব্যক্তি ছিল, সে বেগুনী রঙের কাপড় ও বহুমূল্য জমকালো পোশাক পরত; আর প্রতিদিন বিলাসে দিন কাটাতো। 20তারই দরজার সামনে লাসার নামে একজন ভিখারী পড়ে থাকত, যার সারা শরীর ঘায়ে ভরে গিয়েছিল। 21সেই ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে টুকরো-টাকরা যে খাবার পড়ত তাই খেয়ে সে পেট ভরাবার আশায় থাকত, এমনকি কুকুরেরা এসে তার ঘা চেটে দিত। 22একদিন সেই গরীব ভিখারী মারা গেল; আর স্বর্গদূতেরা এসে তাকে নিয়ে গেল এবং সে অব্রাহামের কোলে স্থান পেল। সেই ধনী ব্যক্তিও একদিন মারা গেল, আর তাকে সমাধি দেওয়া হল। 23সেই ধনী ব্যক্তি পাতালে নরকে খুব যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে থাকল। এই অবস্থায় সে মুখ তুলে তাকাতে বহুদূরে অব্রাহামকে দেখতে পেল; আর অব্রাহামের কোলে সেই লাসারকে দেখতে পেল। 24সেই ধনী ব্যক্তি তখন চিৎকার করে বলে উঠল, ‘হে পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে এখানে পাঠিয়ে দিন, যেন সে এখানে এসে ওর আঙ্গুলের ডগা জলে ডুবিয়ে আমার জিভ জুড়িয়ে দেয়, কারণ আমি এই আগুনের মধ্যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি!’ 25কিন্তু অব্রাহাম বললেন, ‘হে আমার বৎস, মনে করে দেখ, জীবনে সুখের সব কিছুই তুমি ভোগ করেছ আর সেই সময় লাসার অনেক কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু এখন এখানে সে সুখ পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। 26এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মাঝে এক মহাশূন্য স্থান আছে, যাতে ইচ্ছা থাকলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে যেতে না পারে, আর ওখান থেকে পার হয়ে কেউ আমাদের কাছে আসতে না পারে।’ 27সেই ধনী ব্যক্তি তখন বলল, ‘তাহলে পিতা, দয়া করে লাসারকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন! 28যেন আমার যে পাঁচ ভাই সেখানে আছে, তাদের সে সাবধান করে দেয়, যাতে তারা এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে।’ 29কিন্তু অব্রাহাম বললেন, ‘মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীরা তো তাদের জন্য আছেন, তাঁদের কথাই তারা শুনুক।’ 30তখন ধনী লোকটি বলল, ‘না, না, পিতা অব্রাহাম মৃতদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তবে তারা অনুতাপ করবে।’ 31অব্রাহাম তাকে বললেন, ‘তারা যদি মোশি ও ভাববাদীদের কথা না শোনে, তবে মৃতদের মধ্য থেকে উঠে গিয়েও যদি কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে তবু তারা তা শুনবে না।’”

17 যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, “পাপের প্রলোভন সব সময়ই থাকবে, কিন্তু ধিক্ সেই লোক যার মাধ্যমে তা আসে। 2এই ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে একজনকেও কেউ যদি পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তার গলায় এক পাট জাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়ে দেওয়া তার পক্ষে ভাল। 3তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান!

“তোমার ভাই যদি পাপ করে, তাকে তিরস্কার কর। সে যদি অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা কর। 4সে যদি এক দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর সাতবারই তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, ‘আমি অনুতপ্ত’, তবে তাকে ক্ষমা কর।”

বিশ্বাসের শক্তি

5এরপর প্রেরিতেরা প্রভুকে বললেন, “আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন!”

6প্রভু বললেন, “একটা সরষে দানার মতো এতটুকু বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তাহলে এই তুঁত গাছটাকে তোমরা বলতে পার, ‘শেকড়শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে সমুদ্রে নিজেকে পোঁত!’ আর দেখবে সে তোমাদের কথা শুনবে।

উত্তম দাস হও

7“ধর, তোমাদের মধ্যে কারো একজনের দাস হাল চষছে বা ভেড়া চরাচ্ছে। সে যখন মাঠ থেকে আসে তখন তুমি কি তাকে বলবে, ‘তাড়াতাড়ি করে এস, খেতে বস?’ 8বরং তাকে কি বলবে না, ‘আমি কি খাব তার জোগাড় কর, আর আমি যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া করি, তুমি কোমরে গামছা জড়িয়ে আমার সেবা-যত্ন কর, এরপর তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে।’ 9ঐ দাস তোমার হুকুম অনুসারে কাজ করল বলে কি তুমি তাকে ধন্যবাদ দেবে? 10তোমাদের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। তোমাদের যে কাজ করতে বলা হয়েছে তা করা শেষ হলে তোমরা বলবে, ‘আমরা অযোগ্য দাস, আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।’”

ধন্যবাদ দাও

11যীশু জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছিলেন, যাবার পথে তিনি গালীল ও শমরীয়ার মাঝখান দিয়ে গেলেন। 12তাঁরা যখন একটি গ্রামে ঢুকছেন এমন সময় দশ জন কুষ্ঠরোগী তাঁর সামনে পড়ল, তারা একটু দূরে দাঁড়াল, 13ও চিৎকার করে বলল, “প্রভু যীশু! আমাদের দয়া করুন!”

14তাদের দেখে যীশু বললেন, “যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।”

পথে যেতে যেতে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল; 15কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে তখন যীশুর কাছে ফিরে এসে খুব জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 16সে যীশুর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। এই লোকটি ছিল অইহুদী শমরীয়। 17এই দেখে যীশু তাকে বললেন, “তোমাদের মধ্যে দশ জনই কি আরোগ্য লাভ করেনি? তবে বাকী ন’জন কোথায়? 18ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য এই ভিন্ন জাতের লোকটি ছাড়া আর কেউ

কি ফিরে আসেনি?” 19এরপর যীশু সেই লোকটিকে
বললেন, “ওঠ, যাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ
করে তুলেছে।”

ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের অন্তরে

(মথি 24:23-28 , 37-41)

20একসময় ফরীশীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন,
“ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে?”
যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে
আসে, যা চোখে দেখা যায় না। 21লোকেরা বলবে না
যে, ‘এই যে এখানে ঈশ্বরের রাজ্য’ বা ‘ওই যে ওখানে
ঈশ্বরের রাজ্য।’ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের
মাঝেই আছে।”
22কিন্তু অনুগামীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “সময়
আসবে, যখন মানবপুত্রের রাজত্বের সময়ের একটা
দিন তোমরা দেখতে চাইবে, কিন্তু তোমরা তা দেখতে
পাবে না। 23লোকেরা তোমাদের বলবে, ‘দেখ তা ওখানে!
বা দেখ তা এখানে!’ তাদের কথা শুনে যেও না, বা
তাদের পেছনে দৌড়িও না।

যীশু পুনরায় আসবেন

24“কারণ বিদ্যুৎ চমকালে আকাশের এক প্রান্ত থেকে
অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেমন আলো হয়ে যায়, মানবপুত্রের
দিনে তিনি সেইরকমই হবেন। 25কিন্তু প্রথমে তাঁকে
অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, তাছাড়া এই যুগের
লোকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবে। 26নোহের সময়ে যেমন
হয়েছিল, মানবপুত্রের সময়েও তেমনি হবে। 27যে পর্যন্ত
না নোহ জাহাজে উঠলেন আর বন্যা এসে লোকদের
ধ্বংস করল, সেই সময় পর্যন্ত লোকেরা খাওয়া দাওয়া
করছিল, বিয়ে করছিল ও বিয়ে দিচ্ছিল। 28লোটের
সময়েও সেই একই রকম হয়েছিল। তারা খাওয়া-দাওয়া
করছিল, কেনা-বেচা, চাষ-বাস, গৃহ-নির্মাণ সবই করত।
29কিন্তু লোট যে দিন সদোম থেকে বেরিয়ে এলেন,
তারপরেই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে
সেখানকার সব লোককে ধ্বংস করে দিল। 30যে দিন
মানবপুত্র প্রকাশিত হবেন, সেদিন এই রকমই হবে।
31“সেই দিন কেউ যদি ছাদের ওপর থাকে, আর
তার জিনিস-পত্র যদি ঘরের মধ্যে থাকে, তবে সে তা
নেবার জন্য যেন নীচে না নামে। তেমনি যদি কেউ
ক্ষেতের কাজে থাকে, তবে সে কোন কিছু নিতে ফিরে
না আসুক। 32লোটের স্ত্রীর* কথা যেন মনে থাকো
33যে তার জীবন নিরাপদ রাখতে চায়, সে তা খোয়াবে;
আর যে তার জীবন হারায়, সেই তা বাঁচিয়ে রাখবে।
34আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রে একই বিছানায়
দু’জন শুয়ে থাকবে, তাদের মধ্যে একজনকে তুলে
নেওয়া হবে অন্যজন পড়ে থাকবে। 35দু’জন স্ত্রীলোক
একসঙ্গে যাঁতাতে শস্য পিষবে, একজনকে তুলে নেওয়া
হবে আর অন্য জন পড়ে থাকবে।” 36*

লোটের স্ত্রী আদি 19:15-17, 26 এ লোটের স্ত্রীর কাহিনী লেখা আছে।

37তখন অনুগামীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু,
কোথায় এসব হবে?”
যীশু তাদের বললেন, “যেখানে শব, সেখানেই শকুন
এসে জড়ো হবে।”

ঈশ্বর তাঁর লোকদের উত্তর দেবেন

18 নিরাশ না হয়ে তাদের যে সব সময় প্রার্থনা
করা উচিত, তা বোঝাতে গিয়ে যীশু তাদের
এই দৃষ্টান্তটি দিলেন: 2তিনি বললেন, “কোন এক শহরে
একজন বিচারক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন
না, আবার মানুষকেও গ্রাহ্য করতেন না। 3সেই শহরে
একজন বিধবা ছিল। সে বার বার সেই বিচারকের
কাছে এসে বলত, ‘আপনাকে দেখতে হবে যেন আমার
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমি ন্যায় বিচার পাই!’ 4কিছু দিন
ধরে সেই বিচারক তার কোন কথাই শুনতে চাইলেন
না। কিন্তু এক সময় তিনি মনে মনে বললেন, ‘যদিও
আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না আর মানুষকেও মানি না,
5তবু এই বিধবা যখন আমায় এত বিরক্ত করছে তখন
আমি দেখব সে যেন ন্যায় বিচার পায়, তাহলে সে আর
বার বার এসে আমাকে জ্বালাতন করবে না।’”
6এরপর প্রভু বললেন, “লক্ষ্য কর! ঐ অধার্মিক
বিচারকর্তা কি বলল। 7তাহলে ঈশ্বর কি তাঁর মনোনীত
লোকেরা, যারা দিন-রাত তাঁকে ডাকছে, তারা যেন
ন্যায় বিচার পায় তা দেখবেন না? তিনি কি তাদের
সাহায্য করতে অযথা দেরী করবেন? 8আমি তোমাদের
বলছি, তিনি তাদের পক্ষে ন্যায় বিচার করবেনই আর
তা তাড়াতাড়িই করবেন। যাইহোক, মানবপুত্র যখন
আসবেন, তখন কি তিনি এই পৃথিবীতে বিশ্বাস দেখতে
পাবেন?”

ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক হওয়া

9যারা নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করত আর অন্যকে
তুচ্ছ করত, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এই দৃষ্টান্তটি দিলেন:
10“দুজন লোক মন্দিরে প্রার্থনা করার জন্য গেল; তাদের
মধ্যে একজন ফরীশী আর অন্য জন কর-আদায়কারী।
11ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এইভাবে প্রার্থনা করতে
লাগল, ‘হে ঈশ্বর, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি যে
আমি অন্য সব লোকদের মতো নই; দস্যু, প্রতারক,
ব্যাভিচারী, অথবা এই কর-আদায়কারীর মতো নই।
12আমি সপ্তাহে দু’দিন উপোস করি; আর আমার আয়ের
দশ ভাগের একভাগ দান করি!’
13“কিন্তু সেই কর-আদায়কারী দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে
মুখ তুলে তাকাতেও সাহস করল না, বরং সে বুক
চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ‘হে ঈশ্বর, আমি পাপী!
আমার প্রতি দয়া কর!’ 14আমি তোমাদের বলছি, এই
কর-আদায়কারী ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে বাড়ি চলে গেল
কিন্তু ঐ ফরীশী নয়। যে কেউ নিজেকে বড় করে তাকে

পদ 36 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 36 যুক্ত করা হয়েছে: “দু’জন লোক একই ক্ষেত্রে থাকবে। তাদের একজনকে নেওয়া হবে, কিন্তু অন্য জনকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ছোট করা হবে; আর যে নিজেকে ছোট করে তাকে বড়
করা হবে।”

ঈশ্বরের রাজ্যে কে প্রবেশ করবে?

(মথি 19:13-15; মার্ক 10:13-16)

15লোকেরা একসময় তাদের ছোট ছোট
ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এল যেন তিনি তাদের
স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন। এই দেখে শিষ্যরা তাদের
খুব ধমক দিলেন। **16**কিন্তু যীশু সেই ছেলেমেয়েদের
তাঁর কাছে ডাকলেন, আর বললেন, “ছোট ছোট
ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বারণ
কোর না, কারণ এই শিশুদের মতো লোকদের জন্যই
তো ঈশ্বরের রাজ্য। **17**আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যদি কেউ শিশুর মতো ঈশ্বরের রাজ্যকে গ্রহণ না করে
তবে সে কোনমতে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে
না!”

এক ধনী লোকের প্রশ্ন

(মথি 19:16-30; মার্ক 10:17-31)

18ইহুদীদের একজন দলনেতা তাঁকে জিজ্ঞেস করল,
“হে সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কি
করতে হবে?”

19যীশু তাকে বললেন, “তুমি আমায় সৎ বলছ কেন?
ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়। **20**তুমি তো ঈশ্বরের সব
আজ্ঞা জান, ব্যাভিচার কোর না, নরহত্যা কোর না,
চুরি কোর না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার বাবা-মাকে
সম্মান কোর।’”*

21সে বলল, “আমি ছোটবেলা থেকেই সে সব পালন
করে আসছি।”

22একথা শুনে যীশু তাকে বললেন, “কিন্তু তোমার
মধ্যে একটি বিষয়ের এখনও ত্রুটি আছে। তোমার যা
কিছু আছে সে সব বিক্রি করে তা গরীবদের মধ্যে
বিলিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গে তোমার ধন-সম্পদ জমা
হবে; তারপর আমার অনুসরণ কর।” **23**কিন্তু এই কথা
শুনে তার খুবই দুঃখ হল, কারণ তার প্রচুর ধন-সম্পদ
ছিল।

24যীশু তাকে দুঃখিত হতে দেখে বললেন, “যাদের
ধন-সম্পদ আছে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করা কত কঠিন! **25**হ্যাঁ, একজন ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের
রাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা ছুঁচের মধ্য দিয়ে উটের
পার হওয়া সহজ!”

কারা উদ্ধার পাবে?

26যে সব লোক একথা শুনল তারা বলে উঠল,
“তাহলে কে উদ্ধার পেতে পারে?”

27যীশু বললেন, “মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়
ঈশ্বরের পক্ষে তা সম্ভব।”

28তখন পিতর বললেন, “দেখুন, আমরা তো সব
কিছু ছেড়ে ছুড়ে আপনার অনুসারী হয়েছি!”

29যীশু তখন তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ঘরবাড়ি, স্ত্রী,
ভাইবোন, মা-বাবা কিংবা ছেলেমেয়ে ত্যাগ করেছে,
30তারা প্রত্যেকে এ জীবনেই সেই সব বহুগুণে ফিরে
পাবে, এছাড়া আগামী যুগে লাভ করবে অনন্ত জীবন।”

যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন

(মথি 20:17-19; মার্ক 10:32-34)

31যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতকে একপাশে ডেকে
নিয়ে গিয়ে বললেন, “শোন! আমরা জেরুশালেমে
যাচ্ছি; আর ভাববাদীরা মানবপুত্রের বিষয়ে যা কিছু
লিখে গেছেন, সে সবই পূর্ণ হবে। **32**হ্যাঁ, অইহুদীদের
হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে উপহাস
করবে, গালাগালি দেবে, তাঁর গায়ে থুতু ছেটাবে। **33**তারা
তাঁকে কশাঘাত করবে ও শেষ পর্যন্ত হত্যাই করবে;
আর তৃতীয় দিনে মৃত্যুর মধ্য থেকে তিনি পুনরুত্থিত
হবেন।” **34**তিনি কি বলতে চাইছেন, প্রেরিতরা কিন্তু
তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি যে কি বলছেন
তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না, কারণ এসব কথার অর্থ
তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল।

যীশু অন্ধকে দৃষ্টিদান করলেন

(মথি 20:29-34; মার্ক 10:46-52)

35যীশু যখন যিরীহোর কাছাকাছি পৌঁছালেন, তখন
সেখানে রাস্তার ধারে বসে একজন অন্ধ ভিক্ষা করছিল।
36অনেক লোকজন যাওয়ার আওয়াজ শুনে সেই ভিখারী
ব্যাপার কি তা জিজ্ঞেস করল।

37লোকেরা তাকে বলল, “নাসরতীয় যীশু সেখান
দিয়ে যাচ্ছেন।”

38তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, “হে দায়ূদের
বংশধর যীশু, আমাকে দয়া করুন!”

39যে সব লোক সেই ভীড়ের সামনে ছিল তারা
তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও চিৎকার করে
বলল, “হে দায়ূদের বংশধর আমায় দয়া করুন!”

40যীশু থেমে গেলেন, তিনি সেই অন্ধকে তাঁর কাছে
নিয়ে আসতে বললেন। সেই অন্ধ তাঁর কাছে এলে পর
তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **41**“তুমি কি চাও? তোমার
জন্য আমি কি করব?”

সে বলল, “প্রভু, আমি যেন দেখতে পাই।”

42যীশু তাকে বললেন, “বেশ! তুমি চোখে দেখতে
পাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করল।”

43সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল আর ঈশ্বরের প্রশংসা
করতে করতে যীশুর পেছনে পেছনে চলল। যারা এই
ঘটনা দেখল তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকল।

সক্কেয়

19 যীশু যিরীহো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।
2সেখানে সক্কেয় নামে একজন লোক ছিল। সে
ছিল একজন উচ্চ-পদস্থ কর-আদায়কারী ও খুব ধনী

‘নরহত্যা ... কোর’ যাত্রা 20:12-16 ; দ্বি বি 5:16-20

ব্যক্তি। 3কে যীশু তা দেখার জন্য সক্কেয় খুবই চেষ্টা
করছিল, কিন্তু বেঁটে হওয়াতে ভীড়ের জন্য যীশুকে
দেখতে পাচ্ছিল না। 4তাই সবার আগে ছুটে গিয়ে যে
পথ ধরে যীশু আসছিলেন, সেই পথের পাশে একটা
সুকমোর গাছে উঠল যাতে সেখান থেকে যীশুকে দেখতে
পায়। 5যীশু সেখানে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন,
“সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ আমায়
তোমার ঘরে থাকতে হবে।”

6সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এসে মহানন্দে যীশুকে
তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। 7সেখানে
যারা ছিল, এই দেখে তারা সকলে অনুযোগের সুরে
বলল, “উনি একজন পাপীর ঘরে অতিথি হয়ে গেলেন।”

8কিন্তু সক্কেয় উঠে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, “প্রভু
দেখুন, আমি আমার সম্পদের অর্ধেক গরীবদের মধ্যে
বিলিয়ে দেব, আর যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার
চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেব!”

9যীশু তাকে বললেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ
এসেছে, যেহেতু এই মানুষটিও অব্রাহামের পুত্র। 10কারণ
যা হারিয়ে গিয়েছিল তা খুঁজে বের করতে ও উদ্ধার
করতেই মানবপুত্র এ জগতে এসেছেন।”

ঈশ্বর প্রদত্ত জিনিস ব্যবহার কর

(মথি 25:14-30)

11যীশু জেরুশালেমের কাছাকাছি এগিয়ে গেলে
লোকদের ধারণা হল যে তখনই বুঝি ঈশ্বরের রাজ্য
এসে পড়ল। তাই তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি
দিলেন : 12যীশু বললেন, “একজন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক
রাজ-পদ নিয়ে ফিরে আসার জন্য দূর দেশে যাত্রা
করলেন। 13যাবার আগে তিনি তাঁর দশজন কর্মচারীকে
ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি করে মোট দশটি মোহর
দিয়ে বললেন, ‘আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই দিয়ে
ব্যবসা কোর।’ 14কিন্তু তাঁর প্রজারা তাকে ঘৃণা করত;
আর তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকেরা
একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে বলে পাঠাল, ‘আমরা চাই
না যে এই লোক আমাদের রাজা হোক্!’

15“কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজ-পদ নিয়ে বাড়ি ফিরে
এলেন; আর যে কর্মচারীদের তিনি টাকা দিয়েছিলেন
তাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চাইলেন
যে তারা কে কত লাভ করেছে। 16প্রথম জন এসে
বলল, ‘প্রভু, আপনার এক মোহর খাটিয়ে দশ মোহর
লাভ হয়েছে।’ 17তখন মনিব তাকে বললেন, ‘খুব ভাল
করেছ, তুমি খুব ভাল কর্মচারী। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত
ছিলে তাই তোমাকে দশটি শহরের শাসক হিসেবে নিয়োগ
করা হবে!’ 18এরপর দ্বিতীয় জন এসে বলল, ‘প্রভু,
আপনার এক মোহর খাটিয়ে পাঁচ মোহর লাভ হয়েছে।’
19তিনি তাকে বললেন, ‘তোমাকে পাঁচটি শহরের
শাসনভার দেওয়া হবে।’ 20এরপর আর একজন এসে
বলল, ‘প্রভু, এই নিন আপনার মোহর, এটা আমি
রুমালে বেঁধে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। 21আপনার
বিষয়ে আমার খুব ভয় ছিল, কারণ আপনি খুব কঠিন
লোক। আপনি যা জমা করেননি তাই নিয়ে থাকেন,
আর যা বোনেন না তার ফসল কাটেন!’ 22তখন তার
প্রভু তাকে বললেন, ‘তোমার কথা অনুসারেই আমি
তোমার বিচার করব, তুমি একজন দুষ্ট কর্মচারী। তুমি
জানতে আমি একজন কঠিন লোক, আমি যা জমা
করি না তাই পেতে চাই, যা বুনি না তাই কাটি। 23তবে
তুমি আমার টাকা কেন মহাজনদের কাছে জমা রাখনি?
তাহলে তো আমি টাকার সুদটাও অন্ততঃ পেতাম।’
24আর যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তিনি তাদের বললেন,
‘এর কাছ থেকে ঐ মোহর নিয়ে নাও আর যার দশ
মোহর আছে তাকে ওটা দাও।’ 25তখন তারা তাকে
বলল, ‘প্রভু, ওর তো দশটা মোহর আছে!’ 26প্রভু
বললেন, ‘আমি তোমাদের বলছি, যার আছে তাকে
আরো দেওয়া হবে আর যার নেই, তার যেটুকু আছে
তাও কেড়ে নেওয়া হবে। 27কিন্তু যারা আমার শত্রু,
যারা চায়নি যে আমি তাদের ওপর রাজত্ব করি, তাদের
এখানে নিয়ে এসে আমার সামনেই মেরে ফেল!’”

যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; মার্ক 11:1-11; যোহন 12:12-19)

28এইসব কথা বলার পর যীশু জেরুশালেমের দিকে
এগিয়ে চললেন। 29তিনি জৈতুন পর্বতের কাছে বৈৎফগী
ও বৈথনিয়া গ্রামের কাছাকাছি এলে তাঁর দু’জন শিষ্যকে
বললেন, 30“তোমরা ঐ গ্রামে যাও। ঐ গ্রামে ঢোকার
মুখেই একটা বাচ্চা গাধা বাঁধা আছে দেখবে, সেটার
ওপর এর আগে কেউ কখনও বসেনি, সেটা খুলে
এখানে নিয়ে এস। 31কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞেস
করে, তোমরা ওটা খুলছ কেন? তোমরা বোল, ‘এটাকে
প্রভুর দরকার আছে।’”

32যাদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা গিয়ে যীশুর কথা
মতোই সব কিছু দেখতে পেলেন। 33তাঁরা যখন সেই
বাচ্ছা গাধাটা খুলছিল তখন তার মালিক এসে তাঁদের
জিজ্ঞেস করল, “আপনারা এটা খুলছেন কেন?”

34তাঁরা বললেন, “এটাকে প্রভুর দরকার আছে।”

35এরপর তাঁরা গাধাটাকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে
তার ওপর তাঁদের চাদর বিছিয়ে দিলেন, আর তার
পিঠে যীশুকে বসালেন। 36তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন
লোকেরা যাত্রা পথে নিজেদের জামা-চাদর বিছিয়ে
দিচ্ছিল।

37তিনি জৈতুন পর্বতমালা থেকে নেমে যাবার রাস্তার
মুখে এসে পৌঁছালেন। সেই সময় যারা তাঁর পেছনে
পেছনে আসছিল, তারা যীশু যে সব অলৌকিক কাজ
করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল বলে আনন্দের উচ্ছ্বাসে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল,

38“‘ধন্য! সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন!’

গীতসংহিতা 118:26

স্বর্গে শান্তি ও ঈশ্বরের মহিমা হোক্।”

39সেই ভীড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরীশী যীশুকে
বলল, “গুরু, আপনার অনুগামীদের ধমক্ দিন!” 40যীশু

বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, ওরা যদি চুপ করে, তবে পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে।"

জেরুশালেমের জন্য যীশু কাঁদলেন

41তিনি জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে শহরটি দেখে
কেঁদে ফেললেন। 42তিনি বললেন, "হায় কিসে তোমার শান্তি হবে তা যদি তুমি আজ বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন তা তোমার দৃষ্টির অগোচরে রইল। 43সেই দিন
আসছে, যখন তোমার শত্রুরা তোমার চারপাশে বেষ্টনী গড়ে তুলবে। তারা তোমায় ঘিরে ধরবে, আর চারপাশ থেকে চেপে ধরবে। 44তারা তোমাকে ও তোমার
সন্তানদের ধ্বংস করবে। তোমার প্রাচীরের একটা পাথরের ওপর আর একটা পাথর থাকতে দেবে না, কারণ তোমার তত্ত্বাবধানের জন্য ঈশ্বর যে তোমার কাছে এলেন, এ তুমি বুঝলে না।"

যীশু মন্দিরে প্রবেশ করলেন

(মথি 21:12-17; মার্ক 11:15-19; যোহন 2:13-22)

45এরপর যীশু মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন, আর সেখানে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করছিল তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। 46তিনি তাদের বললেন, "শাস্ত্রে
লেখা আছে, 'আমার গৃহ হবে প্রার্থনার গৃহ।'* কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতদের আড্ডাখানায় পরিণত করেছ।"*

47তখন থেকে প্রত্যেক দিন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিতে থাকলেন। প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করার উপায় খুঁজতে লাগল। 48কিন্তু তারা কোনভাবেই কোন পথ খুঁজে পেল
না, কারণ সব লোকই খুব মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি শুনত।

ইহুদী নেতারা যীশুকে প্রশ্ন করলেন

(মথি 21:23-27; মার্ক 11:27-33)

20 একদিন যীশু যখন মন্দিরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, সেই সময় প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও ইহুদী নেতারা একজোট হয়ে তাঁর কাছে এল। 2তারা
তাঁকে প্রশ্ন করল, "কোন্ ক্ষমতায় তুমি এসব করছ তা আমাদের বল! কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে?"

3যীশু তাদের বললেন, "আমিও তোমাদের একটা
প্রশ্ন করব। 4বলো তো যোহন বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন না মানুষের কাছ থেকে?"

5তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, "আমরা যদি বলি, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে', তখন ও বলবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো নি কেন?' 6কিন্তু আমরা যদি বলি,
'মানুষের কাছ থেকে', তখন লোকেরা আমাদের পাথর ছুঁড়ে মারবে, কারণ তারা যোহনকে একজন ভাববাদী বলেই বিশ্বাস করে।" 7তাই তারা বলল, "আমরা জানি
না।"

8তখন যীশু তাদের বললেন, "তাহলে আমিও তোমাদের বলব না কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি।"

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মথি 21:33-46; মার্ক 12:1-12)

9যীশু এই দৃষ্টান্তটি লোকদের বললেন, "একজন লোক একটা দ্রাক্ষা ক্ষেত করে তা চাষীদের কাছে ইজারা দিয়ে বেশ কিছু দিনের জন্য বিদেশে গেল।
10ফলের সময় হলে সে তার একজন কর্মচারীকে সেই চাষীদের কাছে পাঠাল, যেন তারা ক্ষেতের ফসলের কিছু ভাগ দেয়; কিন্তু চাষীরা সেই কর্মচারীকে মারধর করে খালি হাতে তাড়িয়ে দিল। 11এরপর সে তার আর
একজন কর্মচারীকে পাঠাল; কিন্তু তারা তাকেও মারধর করল। সেই কর্মচারীর প্রতি তারা জঘন্য ব্যবহার করে তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল। 12পরে সে তার তৃতীয়
কর্মচারীকে পাঠাল, চাষীরা তাকেও ক্ষতবিক্ষত করে বের করে দিল। 13তখন সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক
বলল, 'আমি এখন কি করব? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব, হয়তো তারা তাকে মান্য করবে।' 14কিন্তু চাষীরা
সেই ছেলেকে দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, 'এই হচ্ছে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা হত্যা করি, তাহলে আমরাই হব এই সম্পত্তির মালিক।' 15এই বলে তারা তাকে দ্রাক্ষা ক্ষেতের
বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল।

"এখন সেই ক্ষেতের মালিক তাদের প্রতি কি করবে?
16সে এসে ঐ চাষীদের মেরে ফেলবে ও ক্ষেত অন্য চাষীদের হাতে দেবে।"

এই কথা শুনে তারা সবাই বলল, "এরকম যেন না হয়!" 17কিন্তু যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,
"তাহলে এই যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে এর অর্থ কি:

'রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিল, সেটাই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর'?

গীতসংহিতা 118:22

18যে কেউ সেই পাথরের ওপর পড়বে, সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর যার ওপর সেই পাথর পড়বে সে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে!"

19প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা সেই সময় থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য উপায় খুঁজতে লাগল; কিন্তু তারা জনসাধারণকে ভয় পাচ্ছিল। তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে চাইছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে যীশু তাদের বিরুদ্ধেই ঐ দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন।

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল

(মথি 22:15-22; মার্ক 12:13-17)

20তাই তারা তাঁর ওপর নজর রাখতে কয়েকজন লোককে গুপ্তচররূপে তাঁর কাছে পাঠাল, যারা ভাল লোক সেজে তাঁর কাছে গেল যেন যীশুর কথা ধরে

'আমার ... গৃহ' যিশ 56:7

'ডাকাতদের ... করেছ' যির 7:11

তাঁকে রোমীয় রাজ্যপালের ক্ষমতা ও বিচারের অধীনে
তুলে দিতে পারে। 21তাই তারা তাঁকে একটি কথা
জিজ্ঞেস করল, “গুরু আমরা জানি যে যা ন্যায্য আপনি
সেই কথাই বলেন ও সেই শিক্ষাই দেন; আর আমরা
এও জানি যে আপনি কারোর প্রতি পক্ষপাত করেন
না, কিন্তু ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সত্য শিক্ষাই দেন।
22আচ্ছা, কৈসরকে কর দেওয়া কি আমাদের উচিত?”

23যীশু তাদের চালাকি ধরে ফেলেছিলেন, তাই
বললেন, 24“আমায় একটা রূপোর টাকা দেখাও। এতে
কার মূর্তি ও কার নাম আছে?”

25তারা বলল, “কৈসরের।” তখন তিনি তাদের
বললেন, “তাহলে কৈসরের যা তা কৈসরকে দাও,
আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দাও।”

26সমস্ত লোকের সামনে যীশু যা বললেন, তাতে
তারা তাঁর কোন ভুল ধরতে পারল না। তাঁর দেওয়া
উত্তরে তারা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

কিছু সদ্দূকীর যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

(মথি 22:23-33; মার্ক 12:18-27)

27তখন সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক যীশুর
কাছে এল। এই সদ্দূকীরা বলত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান
বলে কিছু নেই। তারা এসে যীশুকে প্রশ্ন করল, 28“গুরু,
মোশি আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন যে, নিঃসন্তান
অবস্থায় যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে রেখে মারা যায়,
তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করে ভাইয়ের হয়ে
তার বংশ রক্ষা করবে। 29এরকম একজন যারা সাত
ভাই ছিল, তাদের প্রথম ভাই বিয়ে করার পর নিঃসন্তান
অবস্থায় মারা গেল। 30দ্বিতীয় ভাই তখন সেই বিধবাকে
বিয়ে করল। 31এরপর তৃতীয় ভাই, এইভাবে সাত ভাই-ই
একজন স্ত্রীকে বিয়ে করল আর তারা সকলেই নিঃসন্তান
অবস্থায় মারা গেল। 32পরে সেই স্ত্রীও মারা গেল।
33এখন পুনরুত্থানের সময়ে সে কার স্ত্রী হবে, কারণ
সাত জনই তো তাকে বিয়ে করেছিল?”

34তখন যীশু তাদের বললেন, “এই যুগের লোকেরাই
বিয়ে করে আর তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। 35কিন্তু মৃত্যু
থেকে পুনরুত্থিত হয়ে আগামী যুগের যোগ্য বলে যাদের
গণ্য করা হবে, তারা বিয়ে করবে না বা তাদের বিয়ে
দেওয়াও হবে না। 36তারা আর মরতে পারে না, কারণ
তারা স্বর্গদূতদের মতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে
বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। 37জ্বলন্ত ঝোপের* বিষয়ে
যেখানে লেখা হয়েছে, সেখানে মোশিও দেখিয়েছেন যে
মৃতেরা পুনরুত্থিত হয়। সেখানে মোশি প্রভু ঈশ্বরকে
‘অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর*
বলে উল্লেখ করেছেন।’ 38ঈশ্বর মৃত লোকদের ঈশ্বর
নন, তিনি জীবিত লোকদেরই ঈশ্বর। তারা সকলেই
যারা আগামী যুগের যোগ্য লোক ঈশ্বরের চোখে জীবিত
থাকে”

39ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, “গুরু,
আপনি ঠিকই বলেছেন!” 40এরপর তাঁকে আর কিছু
জিজ্ঞেস করার সাহস কারো হল না।

খ্রীষ্ট কি দায়ূদের পুত্র

(মথি 22:41-46; মার্ক 12:35-37)

41কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “তারা কি করে বলে
যে খ্রীষ্ট রাজা দায়ূদের পুত্র? 42কারণ গীতসংহিতায়
দায়ূদ নিজেই বলেছেন,

‘প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
43যতদিন না আমি তোমার শত্রুদের তোমার
পাদপীঠে পরিণত করি, তুমি আমার ডানদিকে বস।’

গীতসংহিতা 110:1

44দায়ূদ তো খ্রীষ্টকে এইভাবে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন
করলেন, তাহলে খ্রীষ্ট কিভাবে তাঁর সন্তান হলেন?”

ব্যবস্থার শিক্ষকদের প্রতি সতর্কবাণী

(মথি 23:1-36; মার্ক 12:38-40; লূক 11:37-54)

45সমস্ত লোক যখন এসব কথা শুনছিল, তখন যীশু
তাঁর শিষ্যদের বললেন, 46“ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে
সাবধান। তারা লম্বা লম্বা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে
ও হাটে বাজারে লোকদের কাছ থেকে সম্মান পেতে
ভালবাসে; আর সমাজ-গৃহে বিশেষ সম্মানের স্থানে
বসতে ও ভোজসভায় সম্মানের আসন দখল করতে ও
ভালবাসে। 47তারা একদিকে লোক দেখানো লম্বা লম্বা
প্রার্থনা করে, অপরদিকে বিধবাদের সর্বস্ব গ্রাস করে,
এদের ভয়ঙ্কর শাস্তি হবে।”

প্রকৃত দান

(মার্ক 12:41-44)

21 যীশু তাকিয়ে দেখলেন, ধনী লোকেরা মন্দিরের
দানের বাক্সে তাদের দান রাখছে। 2এরই মাঝে
একজন অতি গরীব বিধবা তাতে খুব ছোট্ট দুটি তামার
মুদ্রা রাখল। 3তখন যীশু বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, এই গরীব বিধবা অন্য আর সকলের থেকে
অনেক বেশী দান করল। 4আমি একথা বলছি কারণ
অন্য আর সব লোক তাদের সম্পত্তির বাড়তি অংশ ঐ
বাক্সে ফেলে গেল, কিন্তু এই বিধবার অভাব থাকা
সত্ত্বেও জীবন ধারণের জন্য তার যা সম্বল ছিল, তাই
দিয়ে গেল।”

মন্দির ধ্বংস

(মথি 24:1-14; মার্ক 13:1-13)

5শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ সেই মন্দিরের বিষয়ে
এই মন্তব্য করলেন যে, “সুন্দর সুন্দর পাথর দিয়ে ও
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দানের জিনিস দিয়ে এই
মন্দিরকে কেমন সাজানো হয়েছে!”

6যীশু তাঁদের বললেন, “এই যে সব জিনিস তোমরা
দেখছ, সময় আসবে যখন এর একটা পাথর আর একটার
ওপর থাকবে না, সব ভেঙ্গে ফেলা হবে!”

‘জ্বলন্ত ঝোপ যাত্রা 3:1-12

‘অব্রাহাম ... ঈশ্বর’ যাত্রা 3:6

7শিষ্যরা তখন যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “গুরু,
এসব কখন ঘটবে? আর কি চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে
এসব ঘটবার সময় এসে গেছে?”
8যীশু বললেন, “সাবধান! কেউ যেন তোমাদের না
ভুলায়, কারণ অনেকেই আমার নাম ধারণ করে আসবে
আর বলবে, ‘আমিই তিনি’ আর তারা বলবে, ‘সময়
ঘনিয়ে এসেছে।’ তাদের অনুসারী হয়ো না! 9তোমরা
যখন যুদ্ধ ও বিদ্রোহের কথা শুনতে পাবে, তাতে ভয়
পেও না, কারণ প্রথমে নিশ্চয়ই এসব হবে; কিন্তু তখনও
শেষ সময় আসতে বাকি।”
10এরপর তিনি তাদের বললেন, “এক জাতি আর
এক জাতির বিরুদ্ধে, এক রাজ্য আর এক রাজ্যের
বিরুদ্ধে উঠবে।
11“মহা ভূমিকম্প হবে, বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী দেখা দেবে; আর আকাশের বুকে ভয়াবহ
ঘটনা ও মহৎ চিহ্ন দেখতে পাবে।
12“কিন্তু এসব ঘটনা ঘটার আগে, তারা তোমাদের
গ্রেপ্তার করবে, তোমাদের প্রতি নির্যাতন করবে। তারা
বিচারের জন্য তোমাদের সমাজ-গৃহে সঁপে দেবে ও
তোমাদের কারাগারে ভরবে। আমারই কারণে তারা
তোমাদের রাজাদের ও রাজ্যপালদের সামনে টেনে
নিয়ে যাবে। 13তাতে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য
তোমরা সুযোগ পাবে।
14তোমরা মনের দিক থেকে তৈরী থেকো; আত্মপক্ষ
সমর্থন করতে তখন কি বলবে, কি জবাবদিহি করবে
তার জন্য চিন্তা কোর না। 15কারণ সেই সময় আমি
তোমাদের বুদ্ধি দেব, তোমাদের মুখে এমন কথা জোগাব
যে তোমাদের বিপক্ষরা তা অস্বীকার করতে পারবে না
আবার তার প্রতিরোধও করতে পারবে না। 16কিন্তু
তোমাদের আপন বাবা-মা ভাই ও আত্মীয় বন্ধুরাই
তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তোমাদের ধরিয়ে
দেবে; এমন কি তোমাদের কাউকে কাউকে মেরেও
ফেলবে।
17আমারই কারণে তোমরা সকলের কাছে ঘৃণার
পাত্র হবে। 18কিন্তু তোমাদের মাথার একটা চুলও নষ্ট
হবে না।
19তোমরা যদি বিশ্বাসে স্থির থাক তবেই তোমাদের
প্রাণ রক্ষা পাবে।

জেরুশালেমের ধ্বংসের দিন

(মথি 24:15-21; মার্ক 13:14-19)

20“তোমরা যখন দেখবে যে সৈন্যসামন্তরা
জেরুশালেমকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে, তখন বুঝবে
যে তার ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে। 21তখন যারা
যিহূদিয়ায় থাকবে তারা যেন পালিয়ে যায়। যারা
জেরুশালেমে থাকবে তারা যেন অবশ্যই নগর ছেড়ে
পালায়; আর যারা গ্রামে থাকবে তারা যেন নগরে না
আসে। 22কারণ এই দিনগুলো হচ্ছে শাস্তির দিন, যা
শাস্ত্রের বাণী অনুসারে পূর্ণ হবে। 23ঐ দিনগুলোতে
যাদের প্রসবকাল ঘনিয়ে এসেছে ও যাদের কোলে
দুধের বাচ্চা আছে, সেই সব স্ত্রীলোকদের ভয়ঙ্কর দুর্দশা
হবে। আমি একথা বলছি কারণ দেশে মহাসঙ্কট আসছে
ও এই লোকদের ওপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসছে।
24তরবারির আঘাতে তারা মারা পড়বে, আর তাদের
বন্দী করে সকল জাতির কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।
যতদিন না অইহুদীদের নিরুপিত সময় পূর্ণ হচ্ছে,
জেরুশালেম অইহুদীদের দ্বারা অবজ্ঞা ভরে পদদলিত
হবে।

ভয় কোর না

(মথি 24:29-31; মার্ক 13:24-27)

25“তখন চাঁদে, সূর্যে ও তারাগুলিতে অনেক
বিস্ময়কর জিনিস দেখা যাবে। পৃথিবীতে সমস্ত জাতি
হতাশায় ভুগবে। তারা সমুদ্র গর্জন ও প্রচণ্ড ঢেউ
দেখে বিহ্বল হয়ে পড়বে। 26পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর
অবস্থা আসছে তার কথা ভেবে ভয়েতে লোকে অজ্ঞান
হয়ে যাবে, কারণ আকাশের সব শক্তিগুলি ওলোট-পালট
হয়ে যাবে। 27এর পরই তারা মহাপরাক্রমে ও
মহিমামণ্ডিত হয়ে মানবপুত্রকে মেঘে করে আসতে
দেখবে। 28এসব ঘটনা ঘটতে দেখলে মাথা তুলে উঠে
দাঁড়িও, কারণ জেনো যে তখন তোমাদের মুক্তি
আসন্ন!”

আমার বাক্য চিরজীবি

(মথি 24:32-35; মার্ক 13:28-31)

29এরপর যীশু তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, “ডুমুর
গাছ ও অন্যান্য গাছের দিকে দেখ। 30যে মুহূর্তে তাদের
নতুন পাতা বের হয়, তা দেখে তোমরা বুঝতে পার যে
গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল বলে। 31ঠিক সেই রকম, এই সব
ঘটতে দেখলে তোমরা বুঝবে যে ঈশ্বরের রাজ্য এসে
পড়েছে।
32“আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না এসব
ঘটছে, এই বংশ লোপ পাবে না। 33আকাশ ও পৃথিবীর
লোপ পাবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লোপ পাবে
না!

সর্বদাই প্রস্তুত থেকো

34“তোমরা সতর্ক থেকো! উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-
প্রমোদে, মত্ততায়, জাগতিক ভাবনা চিন্তায় তোমাদের
মন যেন আচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে, আর সেই দিন হঠাৎ
ফাঁদের মতো তোমাদের ওপর এসে না পড়ে।
35বাস্তবিক, পৃথিবীর সব লোকের জন্যই সেই দিন
আসবে। 36তাই সব সময় সজাগ থেকো, আর প্রার্থনা
কোর যেন যাই ঘটুক না কেন তা কাটিয়ে
উঠবার ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি তোমাদের
থাকে।”
37তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রতিদিন শিক্ষা দিতেন কিন্তু
সন্ধ্যা হলে রাতে থাকার জন্য জৈতুন পর্বতে চলে যেতেন।
38প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে লোকেরা তাঁর কথা শোনার
জন্য মন্দিরে যেত।

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যা করতে চাইল

(মথি 26:1-5, 14-16; মার্ক 14:1-2, 10-11; যোহন 11;45-53)

22 সেই সময় খামিরহীন রুটির পর্ব এগিয়ে এলো, এই পর্বকে নিস্তারপর্ব বলা হত। **2**এদিকে প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে হত্যা করার উপায় খুঁজতে লাগল, কারণ তারা লোকদের ভয় করত।

যীশুর বিরুদ্ধে যিহূদার ষড়যন্ত্র

3এই সময় যিহূদা, যে ছিল বারো জন প্রেরিতের মধ্যে একজন, যাকে যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয় বলা হত, তার অন্তরে শয়তান ঢুকল। **4**যিহূদা কেমন করে যীশুকে ধরিয়ে দেবে সে বিষয়ে পরামর্শ করতে প্রধান যাজকদের ও মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের কাছে গেল। **5**তারা যিহূদার কথা শুনে খুবই খুশী হয়ে তাকে এর জন্য টাকা দিতে রাজী হল।

6যিহূদাও সম্মত হয়ে যখন লোকের ভীড় থাকবে না সেই সময় যীশুকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন

(মথি 26:17-25; মার্ক 14:12-21; যোহন 13:21-30)

7এরপর খামিরহীন রুটির দিন এল, যে দিনে নিস্তারপর্বের নিরুপিত মেষ বলি দিতে হত। **8**তাই যীশু পিতর ও যোহনকে বললেন, "যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত কর, যেন আমরা গিয়ে তা খেতে পারি।"

9তাঁরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় চান, আমরা কোথায় তা প্রস্তুত করব?"

10যীশু তাঁদের বললেন, "শোন! তোমরা শহরে ঢোকার মুখেই দেখতে পাবে একজন লোক এক কলসী জল নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে যে বাড়িতে ঢুকবে, **11**সেই বাড়ির মালিককে বলবে, 'গুরু বলেছেন, আপনার সেই অতিথিঘর কোনটা, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে পারি।' **12**তখন সেই লোকটি তোমাদের ওপর তলার একটি বড় সাজানো ঘর দেখিয়ে দেবে। তোমরা সেখানেই আয়োজন কোর।"

13যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা গিয়ে সেরকমই দেখতে পেলেন আর নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

প্রভুর ভোজ

(মথি 26:26-30; মার্ক 14:22-26; 1করিন্থীয় 11:23-25)

14তারপর সময় হলে যীশু তাঁর প্রেরিতদের সঙ্গে নিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে এলেন। **15**তিনি তাঁদের বললেন, "আমার কষ্টভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে আমি খুবই ইচ্ছা করেছি। **16**কারণ আমি তোমাদের বলছি, যত দিন না ঈশ্বরের রাজ্যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত আমি এই ভোজ আর খাবো না।"

17এরপর তিনি দ্রাক্ষারসের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "এই নাও, নিজেদের মধ্যে এটা ভাগ করে নাও। **18**কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না।"

19এরপর তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তা খণ্ড খণ্ড করলেন; আর তা প্রেরিতদের দিয়ে বললেন, "এ আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেওয়া হল। আমার স্মরণার্থে তোমরা এটা কোর।" **20**খাবার পর সেইভাবে দ্রাক্ষারসের পেয়ালা নিয়ে বললেন, "আমার রক্তের মাধ্যমে মানুষের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া যে নতুন নিয়ম শুরু হল, এই পানপাত্রটি তারই চিহ্ন। এই রক্ত তোমাদের সকলের জন্য পাতিত হল।"

কে যীশুর বিরুদ্ধে যাবে?

21"কিন্তু দেখ! যে আমাকে ধরিয়ে দেবে তার হাত আমার সঙ্গে এই টেবিলের ওপরেই আছে। **22**কারণ যেমন নির্ধারিত হয়েছে সেই অনুসারেই মানবপুত্রকে মরতে হবে, কিন্তু ধিক্ সেই লোককে যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে।"

23তাঁরা নিজেদের মধ্যে তখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "আমাদের মধ্যে কে এমন লোক হতে পারে, যে এই কাজ করবে?"

দাসের মতো হও

24সেই সময় তাঁদের মধ্যে কাকে সব থেকে বড় বলা হবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু হল। **25**কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "অইহুদীদের মধ্যেই রাজারা তাদের প্রজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করে, আর যারা তাদের শাসন করে থাকে তাদেরই আবার 'উপকারক' বলা হয়। **26**কিন্তু তোমাদের মধ্যে তেমনটি হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে সব থেকে বড়, সে হোক্ সবার চেয়ে ছোটর মতো আর যে নেতা সে হোক্ দাসের মতো। **27**কে প্রধান, যে খেতে আসে, না যে পরিবেশন করে? যে খেতে আসে, সেই নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে দাসের মতো আছি! **28**আমার পরীক্ষার সময় তোমরাই তো আমার পাশে দাঁড়িয়েছ। **29**তাই আমার পিতা যেমন আমায় রাজত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি আমিও তোমাদের সেই ক্ষমতা দান করছি। **30**যেন আমার রাজ্যে তোমরা আমার সঙ্গে পান আহার করতে পার, আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে।

বিশ্বাস হারিও না!

(মথি 26:31-35; মার্ক 14:27-31; যোহন 13:36-38)

31"শিমোন, শিমোন, শয়তান গমের মতো চেলে বের করবার জন্য তোমাদের সকলকে চেয়েছে। **32**কিন্তু শিমোন আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, যেন তোমার

বিশ্বাসে ভাঙ্গন না ধরে; আর তুমি যখন আবার পথে
ফিরে আসবে, তখন তোমার ভাইদের বিশ্বাসে শক্তিশালী
করে তুলো।”
33কিন্তু পিতর বললেন, “প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে
কারাগারে যেতে এমনকি মরতেও প্রস্তুত।”
34যীশু বললেন, “পিতর আমি তোমায় বলছি, আজ
রাতে মোরগ ডাকার আগেই তুমি তিনবার অস্বীকার
করে বলবে যে তুমি আমায় চেন না!”

কষ্টের জন্য প্রস্তুত হও

35এরপর যীশু তাঁর প্রেরিতদের বললেন, “আমি
যখন টাকার থলি, ঝুলি ও জুতো ছাড়াই তোমাদের
প্রচারে পাঠিয়েছিলাম, তখন কি তোমাদের কোন কিছুর
অভাব হয়েছিল?”
তাঁরা বললেন, “না, কিছুরই অভাব হয় নি।”
36যীশু তাঁদের বললেন, “কিন্তু এখন বলছি, যার
টাকার থলি বা ঝুলি আছে সে তা নিয়ে যাক; আর যার
কাছে তলোয়ার নেই সে তার পোশাক বিক্রি করে
একটা তলোয়ার কিনুক। 37কারণ আমি তোমাদের
বলছি:

‘তিনি দোষীদের একজন বলে গণ্য হবেন।’

যিশাইয় 53:12

শাস্ত্রের এই যে কথা তা অবশ্যই আমাতে পূর্ণ হবে।
হ্যাঁ, আমার বিষয়ে এই যে কথা লেখা আছে তা পূর্ণ
হতে চলেছে।”
38তাঁরা বললেন, “প্রভু, দেখুন দুটি তলোয়ার
আছে!”
তিনি তাঁদের বললেন, “থাক, এই যথেষ্ট।”

যীশু প্রেরিতদের প্রার্থনা করতে বললেন

(মথি 26:36-46; মার্ক 14;32-42)

39-40এরপর তিনি তাঁর নিয়ম অনুসারে জৈতুন
পর্বতমালায় চলে গেলেন। শিষ্যরা তাঁর পেছনে পেছনে
চললেন। সেই জায়গায় পৌঁছে তিনি তাঁদের বললেন,
“প্রার্থনা কর যেন তোমরা প্রলোভনে না পড়।” 41পরে
তিনি শিষ্যদের থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে
প্রার্থনা করতে লাগলেন। 42“তিনি বললেন, পিতা যদি
তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে
সরিয়ে নাও। হ্যাঁ, তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমার
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক৷”
43এরপর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত এসে তাঁকে
শক্তি যোগালেন। 44নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে
যীশু আরও আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেই
সময় তাঁর গা দিয়ে রক্তের বড় বড় ফোঁটার মতো ঘাম
ঝরে পড়ছিল। 45প্রার্থনা থেকে উঠে তিনি শিষ্যদের
কাছে এসে দেখলেন, মনের দুঃখে অবসন্ন হয়ে তারা
সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। 46তিনি তাঁদের বললেন,
“তোমরা ঘুমাচ্ছ কেন? ওঠ, প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে
না পড়।”

যীশু বন্দী হলেন

(মথি 26:47-56; মার্ক 14:43-50; যোহন 18:3-11)

47তিনি তখনও কথা বলছেন, সেই সময় যিহূদার
নেতৃত্বে একদল লোক সেখানে এসে হাজির হল। যিহূদা
চুমু দিয়ে অভিবাদন করার জন্য যীশুর দিকে এগিয়ে
গেল।
48যীশু তাকে বললেন, “যিহূদা তুমি কি চুমু দিয়ে
মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে?”
49যীশুর চারপাশে যারা ছিলেন, তাঁরা তখন বুঝতে
পারলেন কি ঘটতে চলেছে। তাঁরা বললেন, “প্রভু, আমরা
কি তলোয়ার নিয়ে ওদের আক্রমণ করব?” 50তাঁদের
মধ্যে একজন মহাযাজকের চাকরের ডান কান কেটে
ফেললেন।
51এই দেখে যীশু বললেন, “থামো! খুব হয়েছে!”
আর তিনি সেই চাকরের কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ
করলেন।
52এরপর যীশু, যারা তাঁকে ধরতে এসেছিল সেই
প্রধান যাজক, মন্দির রক্ষী বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের
ও ইহুদী সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন, “ডাকাত
ধরতে লোকে যেমন বার হয়, তোমরাও কি সেরকম
ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ?
53প্রত্যেক দিনই তো আমি তোমাদের মাঝে মন্দিরেই
ছিলাম, তখন তো তোমরা আমায় স্পর্শও করনি, কিন্তু
এই তোমাদের সময়, অন্ধকারের রাজত্বের এই তো
সময়।”

যীশুকে স্বীকার করতে পিতরের ভয়

(মথি 26:57-58, 69-75; মার্ক 14:53-54, 66-72;
যোহন 18:12-18, 25-27)

54তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজকের বাড়িতে
নিয়ে চলল। পিতর কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে তাদের
পেছনে পেছনে চললেন। 55মহাযাজকের বাড়ির উঠোনের
মাঝখানে লোকেরা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে বসল,
পিতরও তাদের সঙ্গে বসলেন। 56একজন চাকরাণী
দেখল যে পিতর সেই আগুনের ধারে বসেছেন। সে
পিতরকে খুব ভালভাবে দেখে নিয়ে বলল, “আরে, এই
লোকটাও তো ওর সঙ্গী ছিল!”
57কিন্তু পিতর অস্বীকার করে বললেন, “এই মেয়ে,
আমি ওঁকে চিনি না।” 58এর কিছুক্ষণ পরে আর একজন
পিতরকে দেখে বলল, “আরে, তুমিও তো ওদেরই
দলের একজন!”
কিন্তু পিতর বললেন, “না, মশায়, আমি নই।”
59এর প্রায় একঘণ্টা পরে আর একজন বেশ জোর
দিয়ে বলল, “নিঃসন্দেহে এ লোকটা ওরই সঙ্গী ছিল,
কারণ এ তো একজন গালীলীয়!”
60কিন্তু পিতর বললেন, “মশায়, আমি কিছুই বুঝতে
পারছি না, আপনি কি বলছেন!”
পিতরের কথা শেষ না হতেই একটা মোরগ ডেকে
উঠল। 61তখন প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে
তাকালেন, আর প্রভুর কথা পিতরের মনে পড়ে গেল,

প্রভু বলেছিলেন, “আজ রাতে মোরগ ডাকার আগে,
তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” **62**তখন তিনি
বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

লোকেরা যীশুকে উপহাস করল

(মথি 26:67-68; মার্ক 14:65)

63-64যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা এই সময়
তাঁকে বিদ্রূপ করতে ও মারতে শুরু করল। তারা যীশুর
চোখ বেঁধে দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, “ভাববাণী
বল দেখি, কে তোকে মারল!” **65**তাঁকে অপমান করার
জন্য তারা অনেক কথা বলল।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মথি 26:59-66; মার্ক 14:55-64; যোহন 18:19-24)

66দিন শুরু হলে প্রবীন নেতারা, প্রধান যাজকেরা,
ব্যবস্থার শিক্ষকরা সকলে মিলে সভা ডাকল আর সেই
সভায় তারা যীশুকে হাজির করল। **67**তারা বলল,
“তুমি যদি খ্রীষ্ট হও, তবে আমাদের বল!” যীশু তাদের
বললেন, “আমি যদি বলি, তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস
করবে না; **68**আর আমি যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস
করি, তোমরা তার জবাব দেবে না। **69**কিন্তু মানবপুত্র
এখন থেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডানদিকে বসে
থাকবেন।”

70তখন তারা সকলে বলল, “তাহলে তুমি ঈশ্বরের
পুত্র?” তিনি জবাব দিলেন, “তোমরা ঠিকই বলেছ যে
আমি সেই।”

71তারা বলল, “আমাদের আর অন্য সাক্ষ্যের কি
দরকার? আমরা তো ওর নিজের মুখের কথাই
শুনলাম।”

রাজ্যপাল পীলাত যীশুকে প্রশ্ন করলেন

(মথি 27:1-2, 11-14; মার্ক 15:1-5; যোহন 18:28-38)

23 এরপর তারা সকলে উঠে প্রভু যীশুকে নিয়ে
পীলাতের কাছে গেল। **2**আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে
অভিযোগ করে বলল, “আমরা দেখেছি লোকটা
আমাদের জাতিকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এ কৈসরকে
কর দিতে বারণ করে আর বলে, সে নিজেই খ্রীষ্ট,
একজন রাজা।”

3তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?” যীশু তাঁকে বললেন, “তুমি নিজেই
সে কথা বললে।”

4এরপর পীলাত প্রধান যাজক ও লোকদের উদ্দেশ্যে
বললেন, “এই লোকের বিরুদ্ধে কোন দোষই আমি
খুঁজে পাচ্ছি না।”

5কিন্তু তারা জেদ ধরে বলতে লাগল, “এই লোকটি
যিহূদার সমস্ত জায়গায় শিক্ষা দিয়ে লোকদের ক্ষেপিয়ে
তুলছে। গালীল থেকে শুরু করে এখন সে এখানে
এসেছে।”

পীলাত যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠালেন

6এই কথা শুনে পীলাত জানতে চাইলেন যীশু
গালীলের লোক কিনা? **7**তিনি যখন জানতে পারলেন
যে হেরোদের শাসনাধীনে যে অঞ্চল আছে যীশু
সেখানকার লোক, তখন তিনি যীশুকে হেরোদের কাছে
পাঠিয়ে দিলেন, কারণ হেরোদ তখন জেরুশালেমেই
ছিলেন। **8**রাজা হেরোদ যীশুকে দেখে খুবই খুশী হলেন,
কারণ তিনি অনেকদিন থেকেই তাঁকে দেখতে
চাইছিলেন। তাঁর বিষয়ে হেরোদ অনেক কথাই
শুনেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে যীশু কোন
অলৌকিক কাজ করে তাঁকে দেখাবেন। **9**তিনি যীশুকে
অনেক প্রশ্ন করলেন; কিন্তু যীশু তাকে কোন উত্তরই
দিলেন না। **10**প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা
সেখানে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে যীশুর বিরুদ্ধে দোষারোপ
করতে লাগল।

11হেরোদ তার সৈন্যদের দিয়ে যীশুকে নানাভাবে
অপমান ও উপহাস করলেন। পরে একটা সুন্দর
আলখাল্লা পরিয়ে তাঁকে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে
দিলেন। **12**এর আগে পীলাত ও হেরোদ পরস্পর শত্রু
ছিলেন; কিন্তু ঐ দিন তাঁরা পরস্পর আবার বন্ধু হয়ে
গেলেন।

যীশুর মৃত্যু অবধারিত

(মথি 27: 15-26; মার্ক 15:6-15; যোহন 18:39-19:16)

13পীলাত প্রধান যাজকদের ও ইহুদী নেতাদের ডেকে
বললেন, **14**“তোমরা আমার কাছে এই লোকটিকে নিয়ে
এসে বলছ যে এ লোকদের বিপথে চালিত করছে।
তোমাদের সামনেই আমি ভালভাবে একে জেরা করে
দেখলাম; আর তোমরা এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছ
তার কোন প্রমাণই পেলাম না, সে নির্দোষ। **15**এমন কি
রাজা হেরোদও পাননি, তাই তিনি একে আবার আমাদের
কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন । আর দেখ, মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য
কোন কাজই এ করেনি। **16**তাই একে আমি আচ্ছা
করে চাবুক মেরে ছেড়ে দেব।” **17***

18কিন্তু তারা সকলে এক সঙ্গে চিৎকার করে বলে
উঠল, “এই লোকটাকে দূর কর! আমাদের জন্য
বারাব্বাকে ছেড়ে দাও!” **19**শহরের মধ্যে গণ্ডগোল
বাঁধানো ও হত্যার অপরাধে বারাব্বাকে কারাবন্দী করা
হয়েছিল।

20পীলাত যীশুকে ছেড়ে দিতে চাইলেন, তাই তিনি
আবার লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। **21**কিন্তু তারা
চিৎকার করেই চলল, “ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!”

22পীলাত তৃতীয় বার তাদের বললেন, “কেন? এই
লোক কি অপরাধ করেছে? মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো কোন
দোষই তো এর আমি দেখছি না, তাই একে আমি
চাবুক মেরে ছেড়ে দেব।” **23**কিন্তু তারা প্রচণ্ড চিৎকার
করেই চলল, তাঁকে যেন ক্রুশে দেওয়া হয় এই দাবিতে

পদ 17 লূকের কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 17 যুক্ত করা হয়েছে: “প্রতি বছর নিস্তারপর্বের দিন পীলাত লোকদের উদ্দেশ্যে কারাগার থেকে একজনকে মুক্তি দিতেন।”

তারা অনড় থাকল। আর শেষ পর্যন্ত তাদের চিৎকারেরই
জয় হল। **24**পীলাত তাদের অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে
ঠিক করলেন। **25**যাকে বিদ্রোহ ও খুনের অপরাধে
কারাগারে রাখা হয়েছিল তাকেই তিনি মুক্তি দিলেন;
আর যীশুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন যেন তাকে
নিয়ে তারা যা চায় তা করতে পারে।

যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল

(মথি 27:32-44; মার্ক 15:21-32; যোহন 19:17-27)

26তারা যখন যীশুকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কুরীণীয়
শহরের শিমোন নামে একজন লোককে সৈন্যরা ধরল,
সে তখন মাঠ থেকে আসছিল। তারা সেই ক্রুশটা তার
ঘাড়ে চাপিয়ে যীশুর পেছনে পেছনে সেটা বয়ে নিয়ে
যেতে তাকে বাধ্য করল। **27**এক বিরাট জনতা তার
পেছনে পেছনে যাচ্ছিল; তাদের মধ্যে কিছু স্ত্রীলোকও
ছিল যারা যীশুর জন্য কান্নাকাটি ও হা- হুতাশ করতে
করতে যাচ্ছিল। **28**যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন,
“হে জেরুশালেমের মেয়েরা, তোমরা আমার জন্য কেঁদো
না, বরং নিজেদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের জন্য
কাঁদ। **29**কারণ এমন দিন আসছে যখন লোকে বলবে,
‘বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরাই ধন্য; আর ধন্য সেই সব গর্ভ যা
কখনও সন্তান প্রসব করেনি, ধন্য সেই সব স্তন যা
কখনও শিশুদের পান করায় নি।’ **30**সেই সময় লোকে
পর্বতকে বলবে, ‘আমাদের ওপরে পড়!’* তারা ছোট
ছোট পাহাড়কে বলবে, ‘আমাদের চাপা দাও!’ **31**কারণ
গাছ সবুজ থাকতেই যদি লোকে এরকম করে, তবে
গাছ যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করবে?”

32দু’জন অপরাধীকে তাঁর সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার
জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। **33**তারা “মাথার খুলি” নামে
একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল, সেখানে ঐ দু’জন
অপরাধীর সঙ্গে তারা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তারা
একজনকে তাঁর বাঁদিকে, আর অন্যজনকে তাঁর ডানদিকে
ক্রুশে টাঙিয়ে দিল। **34**তখন যীশু বললেন, “পিতা,
এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা যে কি করছে তা জানে
না।”

তারা পাশার ঘুটি চেলে গুলিবাঁট করে নিজেদের
মাঝে তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিল। **35**লোকেরা
সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল; ইহুদী নেতারা
ব্যঙ্গ করে তাঁকে বলতে লাগল, “ওতো অন্যদের বাঁচাতো
ও যদি ঈশ্বরের মনোনীত সেই খ্রীষ্ট হয় তবে এখন
নিজেকে বাঁচাক দেখি!”

36সৈন্যরাও তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে উপহাস
করতে লাগল। তারা পান করার সিরকা এগিয়ে দিয়ে
যীশুকে বলল, **37**“তুই যদি ইহুদীদের রাজা, তবে নিজেকে
বাঁচা দেখি!” **38**তারা একটা ফলকে “এ ইহুদীদের রাজা”
লিখে যীশুর ক্রুশের ওপর তা লটকে দিল।

39তাঁর দুপাশে যারা ক্রুশের ওপর ঝুলছিল, তাদের
মধ্যে একজন তাঁকে বিদ্রূপ করে বলল, “তুমি না
খ্রীষ্ট? আমাদেরকে ও নিজেকে বাঁচাও দেখি!”
40কিন্তু অন্য জন তাকে ধমক দিয়ে বলল, “তুমি
কি ঈশ্বরকে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি
পাচ্ছ। **41**আমরা যে শাস্তি পাচ্ছি তা ন্যায্য, কারণ আমরা
যা করেছি তার যোগ্য শাস্তিই পাচ্ছি; কিন্তু ইনি তো
কোন অন্যায় করেন নি।” **42**এরপর সে বলল, “যীশু
আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন তখন আমার
কথা মনে রাখবেন।”

43যীশু তাকে বললেন, “আমি তোমায় সত্যি বলছি,
তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে।”

যীশুর মৃত্যুবরণ

(মথি 27:45-56; মার্ক 15:33-41; যোহন 19:28-30)

44তখন বেলা প্রায় বারোটা; আর সেই সময় থেকে
তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। **45**সেই
সময় সূর্যের আলো দেখা গেল না; আর মন্দিরের
মধ্যে ভারী পর্দাটা মাঝখানে থেকে চিরে দু’ভাগ হয়ে
গেল। **46**যীশু চিৎকার করে বললেন, “পিতা আমি তোমার
হাতে আমার আত্মাকে সঁপে দিচ্ছি!” এই কথা বলে
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

47সেখানে উপস্থিত শতপতি এই সব ঘটনা দেখে
ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলে উঠলেন, “ইনি সত্যিই নির্দোষ
ছিলেন!”

48যে লোকেরা সেখানে জড়ো হয়েছিল, তারা এইসব
ঘটনা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সেখান থেকে
চলে গেল। **49**কিন্তু যারা যীশুর খুবই পরিচিত ছিলেন,
তাঁরা শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে
রইলেন। যে সব স্ত্রীলোক গালীল থেকে যীশুর সঙ্গে
এসেছিলেন, তাঁরাও এদের মধ্যে ছিলেন।

আরিমাথিয়ার যোষেফ

(মথি 27:57-61; মার্ক 15:42-47; যোহন 19:38-42)

50-51সেখানে যোষেফ নামে একজন লোক ছিলেন,
তিনি ছিলেন ইহুদী মহাসভার সভ্য, ভাল ও দয়ালু
ব্যক্তি। তিনি পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের সঙ্গে
একমত হননি। যিহূদার আরিমাথিয়ার শহর থেকে তিনি
এসেছিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের প্রতীক্ষায়
ছিলেন। **52**যোষেফ পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর
মৃতদেহটি চাইলেন। **53**পরে যীশুর দেহটি ক্রুশের ওপর
থেকে নামিয়ে নিয়ে একটি মসলিন কাপড়ে তা
জড়ালেন। এরপর পাহাড়ের গা কেটে গর্ত করা একটি
সমাধিগুহার মধ্যে দেহটি শুইয়ে রাখলেন। এই সমাধি
সম্পূর্ণ নতুন ছিল, এর আগে কাউকে কখনও এখানে
কবর দেওয়া হয় নি।

54সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবারের আয়োজনের দিন,
আর বিশ্রামবার প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। **55**যে
স্ত্রীলোকেরা যীশুর সঙ্গে সঙ্গে গালীল থেকে
এসেছিলেন, তাঁরা যোষেফের সঙ্গে গেলেন; আর সেই
সমাধিটি ও তার মধ্যে কি ভাবে যীশুর দেহ শায়িত
রাখা হল তা দেখলেন। **56**এরপর তাঁরা বাড়ি ফিরে
গিয়ে বিশেষ এক ধরণের সুগন্ধি তেল ও মশলা তৈরী

‘সেই ... পড়’ হোশেয় 10:8

করলেন। বিশ্রামবারে তাঁরা বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে
কাজকর্ম বন্ধ রাখলেন।

যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ

(মথি 28:1-10; মার্ক 16:1-8; যোহন 20:1-10)

24 সপ্তাহের প্রথম দিন সেই স্ত্রীলোকেরা খুব ভোরে
ঐ সমাধিস্থলে এলেন। তাঁরা যে গন্ধদ্রব্য ও
মশলা তৈরী করেছিলেন তা সঙ্গে আনলেন। 2তাঁরা
দেখলেন সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা একপাশে
গড়িয়ে দেওয়া আছে; 3কিন্তু ভেতরে ঢুকে সেখানে
প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেলেন না। 4তাঁরা যখন অবাক
বিস্ময়ে সেই কথা ভাবছেন, সেই সময় উজ্জ্বল পোশাক
পরে দু’জন ব্যক্তি হঠাৎ এসে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন।
5ভয়ে তাঁরা মুখ নিচু করে নতজানু হয়ে রইলেন। ঐ
দুজন তাঁদের বললেন, “যিনি জীবিত, তোমরা তাঁকে
মৃতদের মাঝে খুঁজছ কেন? 6তিনি এখানে নেই, তিনি
পুনরুত্থিত হয়েছেন! তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন
তোমাদের কি বলেছিলেন মনে করে দেখ। 7তিনি
বলেছিলেন, মানবপুত্রকে অবশ্যই পাপী মানুষদের হাতে
ধরিয়ে দেওয়া হবে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে; আর
তিনদিনের দিন তিনি আবার মৃত্যুর মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে উঠবেন।”

8তখন যীশুর সব কথা তাঁদের মনে পড়ে গেল।
9তারপর তাঁরা সমাধিগুহা থেকে ফিরে এসে সেই
এগারো জন প্রেরিতকে ও তাঁর অনুগামীদেরকে এই
ঘটনার কথা জানালেন। 10এই স্ত্রীলোকেরা হলেন মরিয়ম
মগ্দলীনী, যোহানা আর যাকোবের মা মরিয়ম। তাঁদের
সঙ্গে আরো কয়েকজন এই সব ঘটনা প্রেরিতদের
জানালেন। 11কিন্তু প্রেরিতদের কাছে সে সব প্রলাপ
বলে মনে হল, তাঁরা সেই স্ত্রীলোকদের কথা বিশ্বাস
করলেন না। 12কিন্তু পিতর উঠে দৌড়ে সমাধিগুহার
কাছে গেলেন। তিনি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন,
কেবল যীশুর দেহে জড়ানো কাপড়গুলো সেখানে পড়ে
আছে; আর যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে ঘরে ফিরে
গেলেন।

ইম্মায়ুর পথে

(মার্ক 16:12-13)

13ঐ দিনই দু’জন অনুগামী জেরুশালেম থেকে সাত-
মাইল দূরে ইম্মায়ূ নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন। 14এই
যে সব ঘটনাগুলি ঘটে গেল, যেতে যেতে তাঁরা সে
বিষয়েই পরস্পর আলোচনা করছিলেন। 15তাঁরা যখন
এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময়
যীশু নিজে এসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।
16ঘটনাটি এমনভাবেই ঘটল যাতে তাঁরা যীশুকে চিনতে
না পারেন। 17যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা যেতে
যেতে পরস্পর কি নিয়ে আলোচনা করছ?”

তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁদের খুবই বিষণ্ণ
দেখাচ্ছিল। 18তাঁদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে একজন তাঁকে
বললেন, “জেরুশালেমের অধিবাসীদের মধ্যে আমাদের
মনে হয় আপনিই একমাত্র লোক, যিনি জানেন না গত
ক’দিনে সেখানে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেছে।”

19যীশু তাঁদের বললেন, “কি ঘটেছে, তোমরা কিসের
কথা বলছ?” তাঁরা যীশুকে বললেন, “নাসরতীয় যীশুর
বিষয়ে বলছি। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি
তাঁর কথা ও কাজের শক্তিতে ঈশ্বর ও সমস্ত মানুষের
চোখে নিজেকে এক মহান ভাববাদীরূপে প্রমাণ
করেছেন। 20কিন্তু আমাদের প্রধান যাজকরা ও নেতারা
তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য ধরিয়ে দিল, তারা তাঁকে
ক্রুশবিদ্ধ করে মারল। 21আমরা আশা করেছিলাম যে
তিনিই সেই যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন। কেবল
তাই নয়, আজ তিন দিন হল এসব ঘটে গেছে। 22আবার
আমাদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক
করে দিলেন। তাঁরা আজ খুব ভোরে সমাধির কাছে
গিয়েছিলেন; 23কিন্তু সেখানে তাঁরা যীশুর দেহ দেখতে
পান নি। সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁরা আমাদের
বললেন যে তাঁরা স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছেন, আর
সেই স্বর্গদূতেরা তাঁদের বলেছেন যে যীশু জীবিত।
24এরপর আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে
কয়েকজন সেই সমাধির কাছে গিয়েছিলেন; আর তাঁরা
দেখলেন স্ত্রীলোকেরা যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু তাঁরা
যীশুকে সেখানে দেখতে পান নি।”

25তখন যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা সত্যি কিছু
বোঝ না, তোমাদের মন বড়ই অসাড়, তাই ভাববাদীরা
যা কিছু বলে গেছেন তোমরা তা বিশ্বাস করতে পার
না। 26খ্রীষ্টের মহিমায় প্রবেশ লাভের পূর্বে কি তাঁর
এইসব কষ্টভোগ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল না?”
27আর তিনি মোশির পুস্তক থেকে শুরু করে ভাববাদীদের
পুস্তকে তাঁর বিষয়ে যা যা লেখা আছে, শাস্ত্রের সে সব
কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

28তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন তার কাছাকাছি এলে
পর যীশু আরো দূরে যাবার ভাব দেখালেন। 29তখন
তাঁরা যীশুকে খুব অনুরোধ করে বললেন, “দেখুন, বেলা
পড়ে গেছে, এখন সন্ধ্যা হয়ে এল, আপনি আমাদের
এখানে থেকে যান।” তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার
জন্য ভেতরে গেলেন।

30তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে খেতে বসলেন, তখন
রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে সেই রুটি
টুকরো টুকরো করে তাঁদের দিলেন। 31সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের
চোখ খুলে গেল, তাঁরা যীশুকে চিনতে পারলেন, আর
তিনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 32তখন তাঁরা
পরস্পর বলাবলি করলেন, “তিনি যখন রাস্তায় আমাদের
সঙ্গে কথা বলছিলেন ও শাস্ত্র থেকে আমাদের বুঝিয়ে
দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তর কি আবেগে উদ্দীপ্ত
হয়ে ওঠে নি?”

33তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে জেরুশালেমে গেলেন।
সেখানে তাঁরা সেই এগারোজন প্রেরিত ও তাদের সঙ্গে
আরো অনেককে দেখতে পেলেন। 34প্রেরিত ও অন্যান্য
যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা বললেন, “প্রভু, সত্যি জীবিত
হয়ে উঠেছেন! তিনি শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।”

35তখন সেই দু'জন অনুগামীও রাস্তায় যা ঘটেছিল
তা তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আর যীশু যখন রুটি
টুকরো টুকরো করছিলেন তখন কিভাবে তাঁরা তাঁকে
চিনতে পারলেন তাও জানালেন।

অনুগামীদের সামনে যীশুর আবির্ভাব

(মথি 28:16-20; মার্ক 16:14-18; যোহন 20:19-23; প্রেরিত 1:6-8)

36তাঁরা যখন এসব কথা তাদের বলছেন, এমন
সময় যীশু তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন আর বললেন,
"তোমাদের শান্তি হোক্।"
37কিন্তু তাঁরা ভয়ে চমকে উঠলেন। তাঁরা মনে
করলেন বোধ হয় কোন ভূত দেখছেন। 38কিন্তু যীশু
তাঁদের বললেন, "তোমরা এত অস্থির হচ্ছ কেন? আর
তোমাদের মনে সন্দেহই বা জাগছে কেন? 39আমার
হাত ও পা দেখ, আমায় স্পর্শ করে দেখ, আত্মার
এইরূপ হাড়-মাংস থাকে না, কিন্তু তোমরা দেখতে
পাচ্ছ আমার আছে।"
40এই কথা বলে তিনি তাঁদের নিজের হাত ও পা
দেখালেন। 41তাঁদের এতই আনন্দ হয়েছিল যে তাঁরা
বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত
হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের
কাছে কিছু খাবার আছে কি?" 42তাঁরা তাঁকে এক
টুকরো ভাজা মাছ দিলেন। 43তিনি সেটি নিয়ে তাঁদের
সামনে খেলেন।
44তিনি তাঁদের বললেন, "আমি যখন তোমাদের
সঙ্গে ছিলাম, তখনই তোমাদের এসব কথা বলেছিলাম,
আমার সম্বন্ধে মোশির বিধি-ব্যবস্থায়, ভাববাদীদের
পুস্তকে ও গীতসংহিতায় যা কিছু লেখা হয়েছে তা পূর্ণ
হতেই হবে।"
45এরপর তিনি তাঁদের বুদ্ধি খুলে দিলেন, যেন তাঁরা
শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারেন। 46যীশু তাঁদের বললেন,
"একথা লেখা আছে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে
হবে; আর তিনি মৃত্যুর তিন দিনের দিন মৃতদের মধ্য
থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন। 47-48এবং পাপের জন্য
অনুশোচনা ও পাপের ক্ষমার কথা অবশ্যই সমস্ত জাতির
কাছে ঘোষণা করা হবে, জেরুশালেম থেকেই একাজ
শুরু হবে আর তোমরাই এ সবের সাক্ষী। 49আমার
পিতা যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি
তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব; কিন্তু তোমরা যে পর্যন্ত
না উর্দ্ধ থেকে আসা শক্তি পরিধান করছ, সেই পর্যন্ত
এই শহরেই থাক।"

যীশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন

(মার্ক 16:19-20; প্রেরিত 1:9-11)

50এরপর যীশু তাঁদের বৈথনিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলেন,
এবং হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। 51তিনি
আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে আকাশে উঠে
যেতে লাগলেন, আর স্বর্গে উন্নীত হলেন। 52শিষ্যরা
যীশুকে প্রণাম জানিয়ে মহানন্দের সঙ্গে জেরুশালেমে
ফিরে গেলেন। 53আর সর্বক্ষণ মন্দিরে উপস্থিত থেকে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন।

যোহন লিখিত সুসমাচার

যীশুর পৃথিবীতে আগমন

1 আদিতে বাক্য* ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন,
আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 2সেই বাক্য আদিতে
ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। 3তাঁর মাধ্যমেই সব কিছুর সৃষ্টি
হয়েছিল এবং এর মধ্যে তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি
হয় নি। 4তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন
জগতের মানুষের কাছে আলো নিয়ে এল। 5সেই আলো
অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আর অন্ধকার
সেই আলোকে জয় করতে পারে নি।

6একজন লোক এলেন তাঁর নাম যোহন; ঈশ্বর
তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। 7তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবার জন্য সাক্ষীরূপে এলেন; যাতে তাঁর মাধ্যমে
সকল লোক সেই আলোর কথা শুনে বিশ্বাস করতে
পারে। 8যোহন নিজে সেই আলো ছিলেন না; কিন্তু
তিনি এসেছিলেন যেন লোকদের কাছে সেই আলোর
বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। 9প্রকৃত যে আলো, তা
সকল মানুষকে আলোকিত করতে পৃথিবীতে
এসেছিলেন।

10সেই বাক্য জগতে ছিল এবং এই জগত তাঁর
দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু জগত তাঁকে চিনতে পারেনি।
11যে জগত তাঁর নিজস্ব সেখানে তিনি এলেন; কিন্তু
তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। 12কিন্তু
কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করল।
যারা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান
হবার অধিকার দান করলেন। 13ঈশ্বরের এই সন্তানরা
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন শিশুর মতো জন্ম
গ্রহণ করেনি। মা-বাবার দৈহিক কামনা-বাসনা
অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই তাদের এই জন্ম।

14বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের
মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র
পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি।
সেই বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন। 15যোহন
তাঁর সম্পর্কে মানুষকে বললেন, "ইনিই তিনি যাঁর
সম্বন্ধে আমি বলেছি। 'যিনি আমার পরে আসছেন,
তিনি আমার থেকে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক
আগে থেকেই আছেন।'"

16সেই বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন। আমরা
সকলে তাঁর থেকে অনুগ্রহের ওপর অনুগ্রহ পেয়েছি।
17কারণ মোশির মাধ্যমে বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল;
কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যের পথ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এসেছে।
18ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; কিন্তু একমাত্র পুত্র,
যিনি পিতার কাছে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ
করেছেন।

যোহন যীশু সম্পর্কে লোকেদের বললেন

(মথি 3:1-12; মার্ক 1:2-8; লূক 3:15-17)

19জেরুশালেমের ইহুদীরা কয়েকজন যাজক ও
লেবীয়কে যোহনের কাছে পাঠালেন। তাঁরা এসে
যোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

20যোহন একথার জবাব খোলাখুলিভাবেই দিলেন;
তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে
স্বীকার করলেন, "আমি সেই খ্রীষ্ট নই।"

21তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে
আপনি কে? আপনি কি এলিয়?"

যোহন বললেন, "না, আমি এলিয় নই।"

ইহুদীরা জিজ্ঞেস করলেন, "তবে আপনি কি সেই
ভাববাদী?"

যোহন এর জবাবে বললেন, "না।"

22তখন তাঁরা বললেন, "তাহলে আপনি কে?
আমাদের বলুন যাতে যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছে
তাদেরকে জবাব দিতে পারি। আপনার নিজের বিষয়ে
আপনি কি বলেন?"

23ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে
যোহন বললেন,

"আমি তাঁর রব, যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে
বলছেন, 'তোমার প্রভুর জন্য পথ সোজা কর!'"

যিশাইয় 40:3

24যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু ফরীশী
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। 25তাঁরা যোহনকে বললেন,
"আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয় নন, ভাববাদীও নন,
তবে আপনি বাপ্তাইজ করছেন কেন?"

26এর উত্তরে যোহন বললেন, "আমি জলে বাপ্তাইজ
করছি। তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছেন যাঁকে
তোমরা চেন না। 27তিনিই সেই লোক যিনি আমার
পরে আসছেন। আমি তাঁর পায়ের চটির ফিতে খোলবার
যোগ্য নই।"

28যর্দন নদীর অপর পারে বৈথনিয়াতে যেখানে যোহন
লোকেদের বাপ্তাইজ করছিলেন, সেইখানে এইসব
ঘটেছিল।

29পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে
দেখে বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি
জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান! 30ইনিই সেই

বাক্য গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল "লোগোস" অর্থাৎ যে কোন রকমের যোগাযোগ। যাকে "বার্তা" ও বলা যেতে পারে। এখানে এর অর্থ হল খ্রীষ্ট, যিনি নিজেই সেই পথ – যে পথের সম্বন্ধে ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের বলেছিলেন।

লোক, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ‘আমার পরে
একজন আসছেন, কিন্তু তিনি আমার থেকে মহান,
কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।’
31এমনকি আমিও তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা
যেন তাঁকে খ্রীষ্ট বলে চিনতে পারে এইজন্য আমি এসে
তাদের জলে বাপ্তাইজ করছি।”

32-33এরপর যোহন তাঁর সাক্ষ্যে বললেন, “আমি
নিজেও খ্রীষ্ট কে তা জানতাম না। কিন্তু লোকদের
জলে বাপ্তাইজ করতে ঈশ্বর আমাকে পাঠালেন। ঈশ্বর
আমাকে বললেন, ‘তুমি দেখতে পাবে এক ব্যক্তির
উপর পবিত্র আত্মা এসে অধিষ্ঠান করছেন। আর তিনিই
সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন।’”
যোহন বললেন, “আমি পবিত্র আত্মাকে স্বর্গ থেকে
নেমে আসতে দেখেছি। সেই আত্মা কপোতের আকারে
এসে যীশুর উপর বসলেন। 34আমি তা দেখেছি আর
তাই আমি লোকেদের বলি, ‘যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।’”

যীশুর প্রথম শিষ্যদল

35পরদিন যোহন তাঁর দু’জন শিষ্যের সঙ্গে আবার
সেখানে এলেন। 36যীশুকে সেখান দিয়ে যেতে দেখে
তিনি বললেন, “ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!”

37তাঁর সেই দু’জন শিষ্য যোহনের কথা শুনে যীশুর
অনুসরণ করতে লাগলেন। 38যীশু পিছন ফিরে সেই
দু’জনকে অনুসরণ করতে দেখে, তাঁদের জিজ্ঞেস
করলেন, “তোমরা কি চাও?”

তাঁরা যীশুকে বললেন, “রব্বি, আপনি কোথায়
থাকেন?” (“রব্বি” কথাটির অর্থ “গুরু”।)

39যীশু তাঁদের বললেন, “এস দেখবে।” তখন তাঁরা
তিনি কোথায় থাকেন গিয়ে দেখলেন। আর সেই দিনের
বাকি সময়টা তাঁরা যীশুর কাছে কাটালেন। তখন সময়
ছিল প্রায় বিকাল চারটা।

40যোহনের কথা শুনে যে দু’জন লোক যীশুর পিছনে
পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন
শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। 41আন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে
তাঁর ভাই শিমোনের দেখা পেয়ে তাকে বললেন, “আমরা
মশীহের দেখা পেয়েছি।” “মশীহ” কথাটির অর্থ “খ্রীষ্ট।”

42আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরকে যীশুর কাছে নিয়ে
এলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি যোহনের
ছেলে শিমোন, তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।”
“কৈফা” কথাটির অর্থ “পিতর”।

43পরের দিন যীশু গালীলে যাবেন বলে ঠিক করলেন।
সেখানে তিনি ফিলিপের দেখা পেয়ে তাঁকে বললেন,
“আমায় অনুসরণ কর।” 44আন্দ্রিয় ও পিতর যে অঞ্চলে
থাকতেন ফিলিপ ছিলেন, সেই বৈৎসৈদার লোক।
45ফিলিপ এবার নথনেলকে দেখতে পেয়ে বললেন,
“আমরা এমন একজনের দেখা পেয়েছি যার কথা মোশি
ও ভাববাদীরা বিধি-ব্যবস্থায় লিখে রেখে গেছেন। তিনি
নাসরৎ নিবাসী যোষেফের ছেলে যীশু।”

46নথনেল তাঁকে বললেন, “নাসরৎ! নাসরৎ থেকে
কি ভাল কিছু আসতে পারে?”

ফিলিপ বললেন, “এস দেখে যাও।”

47যীশু দেখলেন নথনেল তাঁর দিকে আসছেন। তখন
তিনি তাঁর বিষয়ে বললেন, “এই দেখ একজন প্রকৃত
ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে কোন ছলনা নেই।”

48নথনেল তাঁকে বললেন, “আপনি কেমন করে
আমাকে চিনলেন?”

এর উত্তরে যীশু বললেন, “ফিলিপ আমার সম্পর্কে
তোমায় বলার আগে তুমি যখন ডুমুর গাছের তলায়
বসেছিলে, আমি তখনই তোমায় দেখেছিলাম।”

49নথনেল বললেন, “রব্বি (গুরু), আপনিই ঈশ্বরের
পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।”

50যীশু উত্তরে বললেন, “আমি তোমাকে ডুমুর গাছের
তলায় দেখেছিলাম বলেই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস
করলে। এর চেয়েও আরো অনেক মহৎ জিনিস তুমি
দেখতে পাবে!” 51পরে যীশু তাঁকে আরও বললেন,
“সত্যি, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি। তোমরা একদিন
দেখবে স্বর্গ খুলে গেছে, আর ‘ঈশ্বরের দূতেরা’
মানবপুত্রের ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছেন আর নেমে
আসছেন।”*

কান্না নগরে বিবাহ

2 তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না নগরে একটা বিয়ে
হচ্ছিল এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন। 2সেই বিয়ে
বাড়িতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।
3যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা
তাঁর কাছে এসে বললেন, “এদের আর দ্রাক্ষারস নেই।”

4যীশু বললেন, “হে নারী তুমি আমায় কেন বলছ
কি করা উচিত? আমার সময় এখনও আসেনি।”

5তাঁর মা চাকরদের বললেন, “ইনি তোমাদের যা
কিছু করতে বলেন তোমরা তাই কর।”

6ইহুদী ধর্মের রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত-
পা ধোয়ার জন্য সেই জায়গায় পাথরের ছ’টা জলের
জালা বসানো ছিল। এই জালাগুলির প্রতিটিতে আশি
থেকে একশ লিটার জল ধরত।

7যীশু সেই চাকরদের বললেন, “এই জালাগুলিতে
জল ভরে আন।” তখন তারা জালাগুলি কানায় কানায়
ভরে দিল। 8তারপর যীশু তাদের বললেন, “এর থেকে
কিছুটা নিয়ে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।” তখন
তারা তাই করল।

9জল যা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়েছিল, ভোজের কর্তা
তা আস্বাদ করলেন। সেই দ্রাক্ষারস কোথা থেকে এল
তা তিনি জানতেন না; কিন্তু যে চাকরেরা জল এনেছিল
তারা তা জানত। তারপর তিনি বরকে ডাকলেন। 10তিনি
বললেন, “সাধারণত প্রথমে লোকে ভাল দ্রাক্ষারস
পরিবেশন করে আর অতিথিরা যখন মাতাল হয়ে ওঠে
তখন তাদের নিম্নমানের দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়,
অথচ আমি দেখছি তোমরা ভাল দ্রাক্ষারস এখনও
রেখে দিয়েছ।”

11এই প্রথম অলৌকিক চিহ্ন করে গালীলের কান্না

‘ঈশ্বরের ... আসছেন’ আদি 28:12

নগরে যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন; আর তাঁর
শিষ্যেরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।

যীশু মন্দিরে

(মথি 21:12-13; মার্ক 11:15-17; লূক 19:45-46)

12পরে তিনি তাঁর মা, ভাইদের ও শিষ্যদের সঙ্গে
কফরনাহূম শহরে গেলেন। সেখানে তাঁরা অল্প কিছু
দিন থাকলেন। 13ইহুদীদের নিস্তারপর্ব পালনের সময়
এগিয়ে এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 14তিনি
দেখলেন মন্দিরের মধ্যে লোকেরা গরু, ভেড়া ও পায়রা
বিক্রি করছে; আর পোদ্দাররা বসে আছে, এরা লোকের
টাকা নিয়ে বদল ও ব্যবসা করত। 15তখন তিনি কিছু
দড়ি দিয়ে একটা চাবুক তৈরী করে তা দিয়ে গরু,
ভেড়া সমেত এই সব লোকদের মন্দির চত্বর থেকে
বের করে দিলেন; আর পোদ্দারদের টাকা পয়সা সব
ছড়িয়ে টেবিল উল্টিয়ে দিলেন। 16যারা পায়রা বিক্রি
করছিল তাদের বললেন, "এখান থেকে এসব নিয়ে
যাও! আমার পিতার এই গৃহকে বাজারে পরিণত কোরো
না!"

17তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল শাস্ত্রে লেখা আছে:

"তোমার গৃহের প্রতি আমার উৎসাহ আমাকে গ্রাস
করবে।" *গীতসংহিতা 69:9*

18ইহুদীরা তখন এর জবাবে তাঁকে বলল, "তোমার
যে এসব করার অধিকার আছে তার প্রমাণস্বরূপ কি
কোন অলৌকিক চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার?"

19এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "তোমরা এই
মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে একে
আবার গড়ে তুলব।"

20তখন ইহুদীরা বলল, "এই মন্দির নির্মাণ করতে
ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল; আর তুমি কিনা তিন দিনের
মধ্যে এটা গড়ে তুলবে?"

21কিন্তু যে মন্দিরের কথা তিনি বলছিলেন তা হচ্ছে
তাঁর দেহ। 22যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে তিনি এই
কথাই বলেছিলেন, তখন তাঁরা যীশুর বিষয়ে শাস্ত্রের
কথা ও যীশুর বাক্যে বিশ্বাস করলেন।

23নিস্তারপর্বের জন্য যীশু যখন জেরুশালেমে ছিলেন,
তখন বহুলোক তাঁর ওপর বিশ্বাস করল, কারণ যীশু
সেখানে যেসব অলৌকিক চিহ্নকার্য করছিলেন তা তারা
দেখল।

24কিন্তু যীশু নিজে তাদের ওপর কোন আস্থা রাখেন
নি, কারণ তিনি এই সব লোকদের ভালভাবেই জানতেন।

25কোন লোকের কাছ থেকে মানুষের সম্বন্ধে কিছু
জানার তাঁর প্রয়োজন ছিল না, কারণ মানুষের অন্তরে
কি আছে তিনি তা জানতেন।

যীশু ও নীকদীম

3ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে একজন লোক
ছিলেন। তিনি ইহুদী সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা।
2একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "রব্বি
(গুরু), আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক, ঈশ্বরের
কাছ থেকে এসেছেন। ঈশ্বর সহায় না হলে কেউ কি
ঐরূপ অলৌকিক কাজ করতে পারে, যা আপনি
করছেন?"

3এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, নতুন জন্ম না হলে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের
রাজ্য দেখতে পাবে না।"

4নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে
কেমন করে তার আবার নতুন জন্ম হতে পারে? সে
নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে আবার
জন্মাতে পারে না!"

5যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যদি কোন লোক জল ও আত্মা থেকে না জন্মায়, তবে
সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6শরীর
থেকেই শরীরের জন্ম হয় আর আত্মা থেকে জন্ম হয়
আধ্যাত্মিকতার। 7আমি তোমাকে যা বললাম, তাতে
আশ্চর্য হয়ো না, 'তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া অবশ্যই
দরকার।' 8বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বয় আর তুমি
তার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে আর
কোথায় বা তা বয়ে যায় তুমি তা জানো না। আত্মা
থেকে যাদের জন্ম হয় তাদের সকলের বেলাও সেইরকম
হয়।"

9এর উত্তরে নীকদীম তাঁকে বললেন, "এটা কেমন
করে হতে পারে?"

10তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি ইস্রায়েলীয়দের
একজন গুরুত্বপূর্ণ গুরু; আর তুমি এটা জানো না?
11যা সত্য আমি তোমাকে তাই বলছি, আমরা যা জানি
তাই বলি, আমরা যা দেখেছি সেই বিষয়েই সাক্ষ্য দিই;
কিন্তু আমরা যা বলি কেন তোমরা তা গ্রহণ করো না।
12আমি তোমাদের কাছে পার্থিব বিষয়ের কথা বললে
তোমরা যদি বিশ্বাস না করো, তবে আমি স্বর্গীয় বিষয়ে
কোন কথা বললে তোমরা তা কেমন করে বিশ্বাস
করবে? 13যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন সেই মানবপুত্র
ছাড়া কেউ কখনও স্বর্গে ওঠেনি।

14"মরুভূমির মধ্যে মোশি যেমন সাপকে উঁচুতে
তুলেছিলেন, তেমনি মানবপুত্রকে অবশ্যই উঁচুতে ওঠানো
হবে। 15সুতরাং যে কেউ মানবপুত্রকে বিশ্বাস করে সেই
অনন্ত জীবন পায়।"

16কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন যে
তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের
ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং
অনন্ত জীবন লাভ করে। 17ঈশ্বর জগতকে দোষী সাব্যস্ত
করার জন্য তাঁর পুত্রকে এজগতে পাঠাননি, বরং জগত
যেন তাঁর মধ্য দিয়ে মুক্তি পায় এইজন্য ঈশ্বর তাঁর
পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

18যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিচারপ্রাপ্ত হয়
না। কিন্তু যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না, সে দোষী
সাব্যস্ত হয়, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের ওপর
বিশ্বাস করেনি। 19আর এটাই বিচারের ভিত্তি। জগতে

আলো এসেছে, কিন্তু মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে
বেশী ভালবেসেছে, কারণ তারা মন্দ কাজ করছিল।
20যে কেউ মন্দ কাজ করে সে আলোকে ঘৃণা করে,
আর সে আলোর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের
স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। **21**কিন্তু যে কেউ সত্যের
অনুসারী হয় সে আলোর কাছে আসে, যাতে সেই
আলোতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার সকল কাজ ঈশ্বরের
মাধ্যমে হয়েছে।

যীশু এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহন

22এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যিহুদিয়া প্রদেশে
এলেন। তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকতে লাগলেন
ও বাপ্তাইজ করতে লাগলেন। **23**যোহনও শালীমের
নিকট ঐনোন নামক স্থানে বাপ্তাইজ করছিলেন, কারণ
সেখানে প্রচুর জল ছিল; আর লোকেরা তাঁর কাছে
এসে বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। **24**যোহন তখনও কারাগারে বন্দী
হননি।

25সেই সময় ইহুদী রীতি অনুসারে শুচি হওয়ার
বিষয়ে যোহনের শিষ্যদের সঙ্গে একজন ইহুদীর সঙ্গে
তর্ক বাধে। **26**পরে তারা যোহনের কাছে এসে বলল,
"রব্বি (গুরু), তাঁকে মনে পড়ে যিনি যর্দ্দন নদীর ওপারে
আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য
দিয়েছিলেন? তিনি লোকেদের বাপ্তাইজ করছেন আর
সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"

27এর উত্তরে যোহন বললেন, "স্বর্গ থেকে দেওয়া
না হলে কেউই কোন কিছু লাভ করতে পারে না।
28তোমরা নিজেরাই শুনেছ যে আমি বলেছিলাম, 'আমি
খ্রীষ্ট নই; কিন্তু আমাকে তাঁর আগেই পাঠানো হয়েছে।'
29কনে বরেরই জন্য, কিন্তু বরের বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে
থাকে বরের কথা শোনার জন্য। আর সে যখন বরের
গলা শুনতে পায় তখন খুবই আনন্দিত হয়। তাই আজ
আমার সেই আনন্দ পূর্ণ হোল। **30**তিনি উত্তরোত্তর বড়
হবেন, আর আমি অবশ্যই নগণ্য হয়ে যাব।

একজন যিনি স্বর্গ থেকে আসেন

31"একজন যিনি উর্দ্ধ থেকে আসেন তিনি সবার
উর্দ্ধে। যে এই জগতের মধ্য থেকে আসে সে জগতের,
তাই সে যা কিছু বলে তা জগতের বিষয়ই বলে। যিনি
স্বর্গ থেকে আসেন তিনি সবার উপরে। **32**তিনি যা
দেখেছেন আর শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন; কিন্তু কেউই
তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিতে রাজী নয়। **33**যে তাঁর সাক্ষ্য
গ্রহণ করে সে তার দ্বারা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই সত্য,
34কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথাই
বলেন। ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছেন। **35**পিতা
তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন, আর তিনি তাঁর হাতেই সব
কিছু সঁপে দিয়েছেন।

36যে কেউ পুত্রের ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত
জীবনের অধিকারী হয়; কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে
সে সেই জীবন কখনও লাভ করে না, বরং তার ওপরে
ঈশ্বরের ক্রোধ থাকে।"

শমরীয়ার এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুর কথাবার্তা

4 ফরীশীরা জানতে পারল যে যীশু যোহনের চেয়ে
বেশী শিষ্য করছেন ও বাপ্তাইজ করছেন। **2**যদিও
যীশু নিজে বাপ্তাইজ করছিলেন না, বরং তাঁর শিষ্যরাই
তা করছিলেন। **3**তারপর তিনি যিহুদিয়া ছেড়ে চলে
গেলেন এবং গালীলেই ফিরে গেলেন। **4**গালীলে যাবার
সময় তাঁকে শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হোল।

5যাকোব তাঁর ছেলে যোষেফকে যে ভূমি দিয়েছিলেন
তারই কাছে শমরীয়ার শুখর নামে এক শহরে যীশু
গেলেন। **6**এখানেই যাকোবের কুয়াটি ছিল, যীশু সেই
কুয়ার ধারে এসে বসলেন কারণ তিনি হাঁটতে হাঁটতে
ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন বেলা প্রায় দুপুর।
7একজন শমরীয়া স্ত্রীলোক সেখানে জল তুলতে এল।
যীশু তাকে বললেন, "আমায় একটু জল খেতে দাও
তো।" **8**সেই সময় শিষ্যরা শহরে কিছু খাবার কিনতে
গিয়েছিল।

9সেই শমরীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "একি আপনি
একজন ইহুদী হয়ে আমার কাছ থেকে খাবার জন্য
জল চাইছেন! আমি একজন শমরীয় স্ত্রীলোক!" ইহুদীরা
শমরীয়দের সঙ্গে কোনরকম মেলামেশা করত না।

10এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "তুমি যদি জানতে
যে ঈশ্বরের দান কি আর কে তোমার কাছ থেকে খাবার
জন্য জল চাইছেন; তাহলে তুমিই আমার কাছে জল
চাইতে আর আমি তোমাকে জীবন্ত জল দিতাম।"

11স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "মহাশয়, আপনি কোথা
থেকে সেই জীবন্ত জল পাবেন? এই কুয়াটি যথেষ্ট
গভীর। জল তোলার কোন পাত্রও আপনার কাছে
নেই। **12**আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোবের
চেয়ে মহান? তিনি আমাদেরকে এই কুয়াটি দিয়ে গেছেন।
তিনি নিজেই এই কুয়ার জল খেতেন এবং তাঁর সন্তানেরা
ও তাঁর পশুপালও এর থেকেই জল পান করত।"

13যীশু তাকে বললেন, "যে কেউ এই জল পান
করবে তার আবার পিপাসা পাবে। **14**কিন্তু আমি যে
জল দিই তা যে পান করবে তার আর কখনও পিপাসা
পাবে না। সেই জল তার অন্তরে এক প্রস্রবনে পরিণত
হয়ে বইতে থাকবে, যা সেই ব্যক্তিকে অনন্ত জীবন
দেবে।"

15স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "মশায়, আমাকে সেই
জল দিন, যেন আমার আর কখনও পিপাসা না পায়
আর জল তুলতে আমায় এখানে আসতে না হয়।"

16তিনি তাকে বললেন, "যাও, তোমার স্বামীকে
এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

17তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার স্বামী নেই।"

যীশু তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ যে তোমার
স্বামী নেই। **18**তোমার পাঁচ জন স্বামী হয়ে গেছে; আর
এখন যে লোকের সঙ্গে তুমি আছ সে তোমার স্বামী
নয়, তাই তুমি যা বললে তা সত্যি।"

19সেই স্ত্রীলোকটি তখন তাঁকে বলল, "মহাশয়, আমি
দেখতে পাচ্ছি যে আপনি একজন ভাববাদী। **20**আমাদের
পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতের ওপর উপাসনা করতেন।

কিন্তু আপনারা, ইহুদীরা বলেন যে জেরুশালেমই সেই
জায়গা যেখানে লোকেদের উপাসনা করতে হবে।”
21যীশু তাকে বললেন, “হে নারী, আমার কথায়
বিশ্বাস কর! সময় আসছে যখন তোমরা পিতা ঈশ্বরের
উপাসনা এই পাহাড়ে করবে না, জেরুশালেমেও নয়।
22তোমরা শমরীয়রা কি উপাসনা কর তোমরা তা জানো
না। আমরা ইহুদীরা কি উপাসনা করি আমরা তা
জানি, কারণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসছে।
23সময় আসছে, বলতে কি তা এসে গেছে, যখন প্রকৃত
উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতা ঈশ্বরের
উপাসনা করবে। পিতা ঈশ্বরও এইরকম
উপাসনাকারীদেরই চান। **24**ঈশ্বর আত্মা, যারা তাঁর
উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা
করতে হবে।”

25তখন সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, “আমি জানি,
মশীহ আসছেন। মশীহকে তারা খ্রীষ্ট বলে। যখন তিনি
আসবেন, তখন আমাদেরকে সব কিছু জানাবেন।”

26যীশু তাকে বললেন, “তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে
আমিই সেই মশীহ।”

27সেই সময় তাঁর শিষ্যরা ফিরে এলেন। একজন
স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুকে কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য
হয়ে গেলেন। তবু কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না,
“আপনি কি চাইছেন?” বা “আপনি কি জন্য ওর সঙ্গে
কথা বলছেন?”

28সেই স্ত্রীলোকটি তখন তার কলসী ফেলে রেখে
গ্রামে গেল, আর লোকদের বলল, **29**“তোমরা এস,
একজন লোককে দেখ, আমি যা কিছু করেছি, তিনি
আমাকে সে সব বলে দিলেন। তিনিই কি সেই মশীহ
নন?”

30তখন লোকেরা শহর থেকে বের হয়ে যীশুর কাছে
আসতে লাগল।

31এরই মাঝে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুরোধ করে
বললেন, “রব্বি (গুরু), আপনি কিছু খেয়ে নিন!”

32কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমার কাছে এমন
খাবার আছে যার কথা তোমরা কিছুই জান না।”

33তখন তাঁর শিষ্যরা পরস্পর বলাবলি করতে
লাগলো, “তাহলে কি কেউ তাঁকে কিছু খাবার এনে
দিয়েছে?”

34তখন যীশু তাঁদের বললেন, “যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর যে কাজ
তিনি আমায় করতে দিয়েছেন তা সম্পন্ন করাই হোল
আমার খাবার। **35**তোমরা প্রায়ই বলে থাক, ‘আর চার
মাস বাকী আছে, তারপরই ফসল কাটার সময় হবে।’
কিন্তু তোমরা চোখ মেলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে
দেখ, ফসল কাটবার মতো সময় হয়েছে। **36**যে ফসল
কাটছে সে এখনই তার মজুরী পাচ্ছে, আর সে তা
করছে অনন্ত জীবন লাভের জন্য। তার ফলে বীজ যে
বোনে আর ফসল যে কাটে উভয়েই একই সঙ্গে আনন্দিত
হয়। **37**এই প্রবাদ বাক্যটি সত্য যে, ‘একজন বীজ বোনে
আর অন্যজন কাটে।’ **38**আমি তোমাদের এমন ফসল
কাটতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা কোন পরিশ্রম
করনি। তার জন্য অন্যেরা খেটেছে আর তোমরা তাদের
কাজের ফসল তুলছ।”

39সেই শহরের অনেক শমরীয় তাঁর ওপর বিশ্বাস
করল, কারণ সেই স্ত্রীলোকটি সাক্ষ্য দিচ্ছিল, “আমি যা
যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।”
40শমরীয়রা তাঁর কাছে এসে যীশুকে তাদের সঙ্গে থাকতে
অনুরোধ করল। তখন তিনি দুদিন সেখানে থাকলেন।
41আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে তাঁর ওপর
বিশ্বাস করল।

42তারা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, “প্রথমে তোমার
কথা শুনে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; কিন্তু এখন আমরা
নিজেরা তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করেছি ও বুঝতে পেরেছি
যে ইনি সত্যিই জগতের উদ্ধারকর্তা।”

এক রাজ-কর্মচারীর ছেলেকে যীশু সুস্থ করলেন

(মথি 8:5-13; লূক 7:1-10)

43দু’দিন পর তিনি সেখান থেকে গালীলে চলে
গেলেন। **44**কারণ যীশু নিজেই বলেছিলেন যে একজন
ভাববাদী কখনও তাঁর নিজের দেশে সম্মান পান না।
45তাই তিনি যখন গালীলে এলেন, গালীলের
লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল। জেরুশালেমে
নিস্তারপর্বের সময় তিনি যা যা করেছিলেন তা তারা
দেখেছিল, কারণ তারাও সেই পর্বের সময় সেখানে
গিয়েছিল।

46পরে যীশু আবার গালীলের কান্না নগরে গেলেন।
এখানেই তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন।
কফরনাহূম শহরে একজন রাজ-কর্মচারীর ছেলে খুবই
অসুস্থ ছিল। **47**তিনি যখন শুনলেন যে যীশু যিহূদিয়া
থেকে গালীলে এসেছেন, তখন যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে
মিনতি করে বললেন, তিনি যেন কফরনাহূমে গিয়ে
তার ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ তার ছেলে তখন
মৃত্যুশয্যায় ছিল।

48যীশু তাকে বললেন, “তোমরা কেউই কোন
অলৌকিক চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজের নিদর্শন না পেলে
আমার উপর বিশ্বাস করবে না।”

49সেই রাজ-কর্মচারী তাঁকে বললেন, “মহাশয়,
আমার ছেলেটি মারা যাবার আগে অনুগ্রহ করে আসুন!”

50যীশু তাঁকে বললেন, “বাড়ি যাও, তোমার ছেলে
বাঁচল।” যীশু তাঁকে যে কথা বললেন, সে কথা তিনি
বিশ্বাস করে বাড়ি চলে গেলেন।

51তিনি যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথে
তাঁর চাকরেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, “আপনার
ছেলে ভাল হয়ে গেছে।”

52তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “সে কখন ভাল
হয়েছে?”

তারা বলল, “গতকাল দুপুর একটার সময় তার
জ্বর ছেড়েছে।”

53ছেলেটির বাবা বুঝতে পারলেন যে ঠিক সেই সময়ই
যীশু তাকে বলেছিলেন, “তোমার ছেলে বাঁচল।” তখন

সেই রাজ-কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সকলে যীশুর
ওপর বিশ্বাস করলেন।
54যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসার পর যীশু এই
দ্বিতীয়বার অলৌকিক কাজ করলেন।

পুকুরপাড়ে এক পঙ্গু কে যীশু আরোগ্য দান করলেন

5 এরপর ইহুদীদের এক বিশেষ পর্বের সময় এলে
যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 2জেরুশালেমে মেষ-
ফটকের কাছে একটা পুকুর ছিল। ইব্রীয়তে সেই
পুকুরটিকে “বৈথেস্দা” বলত। এই পুকুরটির পাঁচটা
চাঁদনী ঘাট ছিল; 3ঘাটের সেইসব চাতালে অনেক
অসুস্থ লোক শুয়ে থাকত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ
অন্ধ, কেউ কেউ খোঁড়া, এমনকি পঙ্গু রোগীও থাকত।*
5সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে
রোগে ভুগছিল। 6যীশু তাকে সেখানে পড়ে থাকতে
দেখলেন। তিনি জানতেন যে সে দীর্ঘদিন ধরে
রোগে ভুগছে। যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি সুস্থ হতে
চাও?”
7সেই অসুস্থ লোকটি বলল, “মহাশয় আমার এমন
কোন লোক নেই, জল কেঁপে ওঠার সময় যে আমাকে
পুকুরে নামিয়ে দেবে। আমি ওখানে পৌঁছানোর আগেই
কেউ না কেউ আমার আগে পুকুরে নেমে পড়ে।”
8যীশু তাকে বললেন, “ওঠ! তোমার বিছানা গুটিয়ে
নাও, হেঁটে বেড়াও।” 9লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে
গেল, আর তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকল।
এঘটনা বিশ্রামবারে ঘটল, 10তাই যে লোকটি
আরোগ্য লাভ করেছিল তাকে ইহুদীরা বলল, “আজ
বিশ্রামবার, এভাবে তোমার বিছানা বয়ে বেড়ানো বিধি-
ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে।”
11সে তখন তাদের বলল, “যিনি আমাকে সারিয়ে
তুলেছেন তিনি বলেছিলেন, ‘তোমার বিছানা তুলে নিয়ে
হেঁটে বেড়াও।’”
12তারা সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, “কে
তোমাকে বলেছে যে তোমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে হেঁটে
বেড়াও?”
13কিন্তু যে লোকটি আরোগ্যলাভ করেছিল সে জানত
না, তিনি কে। কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক ভিড়
করেছিল, এবং যীশু সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।
14পরে যীশু মন্দিরের মধ্যে সেই লোকটিকে দেখতে
পেয়ে তাকে বললেন, “দেখ, তুমি এখন সুস্থ হয়ে গেছ;
আর পাপ কোরো না, যাতে তোমার আরও খারাপ
কিছু না হয়!”
15এরপর সেই লোকটি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বলল
যে, যীশুই তাকে আরোগ্য দান করেছেন।
16আর এই কারণেই ইহুদীরা যীশুকে নির্যাতন করতে
শুরু করল; কারণ তিনি বিশ্রামবারে এইসব কাজ
করছিলেন। 17তখন যীশু তাদের বললেন, “আমার
পিতা সব সময় কাজ করে চলেছেন, তাই আমিও
কাজ করি।”
18তখন ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করার জন্য আরো
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা বলল, “তিনি যে কেবল
বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কাজ করছিলেন তাই
নয়; তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন।
আর এইভাবে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান
করছিলেন!”

ঈশ্বরের ক্ষমতা যীশুর আছে

19এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি; পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারেন না।
পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তাই করতে পারেন।
পিতা যা কিছু করেন পুত্রও তাই করেন। 20পিতা পুত্রকে
ভালবাসেন, আর পিতা যা কিছু করেন তা পুত্রকে
দেখান আর এর থেকে আরো মহৎ মহৎ কাজ পুত্রকে
তিনি দেখাবেন, তখন তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। 21পিতা
মৃতদের জীবন দান করে উঠান, তেমনি পুত্রও যাকে
ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। 22পিতা কারও বিচার
করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তিনি পুত্রকে
দিয়েছেন। 23যাতে পিতাকে যেমন সমস্ত লোক সম্মান
করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান
করে না, সে পিতাকেও সম্মান করে না, কারণ পিতাই
সেইজন যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন।
24“আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যে কেউ আমার
কথা শোনে, আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর
বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং সে
অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। সে মৃত্যু থেকে জীবনে
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 25আমি তোমাদের সত্যি বলছি সময়
আসছে; বলতে কি এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের
পুত্রের রব শুনবে, আর যারা শুনবে তারা বাঁচবে। 26পিতার
নিজের যেমন জীবন দান করার ক্ষমতা রয়েছে ঠিক
তেমনই তিনি তাঁর পুত্রকেও জীবন দান করার ক্ষমতা
দিয়েছেন। 27এবং পিতা সেই পুত্রের হাতেই সমস্ত
বিচারের অধিকার দিয়েছেন, কারণ এই পুত্রই মানবপুত্র।
28এই কথা শুনে তোমরা অবাক হয়ো না, কারণ সময়
আসছে, যারা কবরের মধ্যে আছে তারা সবাই
মানবপুত্রের রব শুনবে। 29তারপর তারা তাদের কবর
থেকে বের হয়ে আসবে। যারা সৎকর্ম করেছে তারা
উত্থিত হবে ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। আর যারা
মন্দ কাজ করেছিল তারা পুনরুত্থিত হবে এবং দোষী
বলে বিবেচিত হবে।

যীশু ইহুদীদের সাথে কথা বলতে থাকলেন

30“আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না।
আমি (ঈশ্বরের কাছ থেকে) যেমন শুনি তেমনি বিচার
করি; আর আমি যা বিচার করি তা ন্যায্য, কারণ আমি
আমার ইচ্ছামতো কাজ করি না, বরং যিনি (ঈশ্বর)

পদ 3 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 3 এবং 4 যুক্ত করা হয়েছে: “তারা জল কেঁপে ওঠার অপেক্ষায় থাকত,” 4 কারণ বিশেষ বিশেষ সময় প্রভুর এক দূত ঐ পুকুরে নেমে এসে জল আলোড়িত করতেন। আর ঐ জলকম্পের পরেই প্রথমে যে জলে নামতে পারত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত।”

আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছাপূরণ করার চেষ্টা
করি।
31“আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে
আমার সেই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হবে না। 32অন্য
একজন আছেন যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং
আমি জানি যে সাক্ষ্যই তিনি দেন না কেন তা সত্য।
33“তোমরা সকলেই যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছ,
আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34কিন্তু আমি
কোন মানুষের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করি না। তবু
আমি এসব কথা বলছি, যাতে তোমরা উদ্ধার পেতে
পার। 35যোহন ছিলেন সেই প্রদীপের মতো যা জ্বলে
এবং আলো দেয়; আর তোমরা কিছু সময়ের জন্য
তার সেই আলো উপভোগ করে আনন্দিত হয়েছিলে।
36“কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য থেকে আরো বড় সাক্ষ্য
আমার আছে; কারণ পিতা যে সব কাজ আমায় করতে
দিয়েছেন, সে সব কাজ আমিই করছি, আর তাই প্রমাণ
করছে যে পিতা আমায় পাঠিয়েছেন। 37পিতা যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন এমনকি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে
গেছেন, তোমরা কেউই কখনও তাঁর রব শোননি, তাঁর
আকারও দেখনি। 38আর তাঁর শিক্ষাও তোমাদের অন্তরে
নেই, কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে
বিশ্বাস করো না।
39তোমরা সকলেই খুব মনোযোগ সহকারে শাস্ত্রগুলি
পড়, কারণ তোমরা মনে করো সেগুলির মধ্য দিয়েই
তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে আর সেই শাস্ত্রগুলিই
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে! 40তবু তোমরা সেই জীবন
লাভ করতে আমার কাছে আসতে চাও না।
41“মানুষের প্রশংসা আমি গ্রহণ করি না। 42আমি
তোমাদের সকলকেই জানি, আর এও জানি যে তোমরা
ঈশ্বরকে ভালোবাসো না। 43আমি আমার পিতার নামে
এসেছি, তবু তোমরা আমায় গ্রহণ করো না; কিন্তু অন্য
কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তাকে তোমরা
গ্রহণ করবে। 44তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারো?
তোমরা তো একজন অন্য জনের কাছ থেকে প্রশংসা
পেতে চাও। আর যে প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বরের কাছ
থেকে আসে তার খোঁজ তোমরা করো না। 45মনে
করো না যে আমিই সেই ব্যক্তি যে পিতার কাছে
তোমাদের ওপর দোষারোপ করব। তোমাদের সাহায্য
করবেন বলে যে মোশির উপর তোমরা আশা রাখো
তিনিই তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। 46তোমরা
যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকেও বিশ্বাস
করতে, কারণ মোশি তো আমার বিষয়েই লিখেছেন।
47তোমরা যখন মোশির লেখায় বিশ্বাস করো না, তখন
আমি যা বলি তা কেমন করে বিশ্বাস করবে?”

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; মার্ক 6:30-44; লূক 9:10-17)

6 এরপর যীশু গালীল হ্রদের অপর পারে গেলেন,
এই হ্রদকে তিবিরিয়াও বলে। 2বহু লোক তাঁর পিছনে
পিছনে চলতে লাগল, কারণ রোগীদের সুস্থ করতে
তিনি যে সব অলৌকিক চিহ্ন করতেন তা তারা দেখেছিল।
3যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা পাহাড়ের উপরে গিয়ে সেখানে
বসলেন। 4সেই সময় ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে
আসছিল।
5যীশু যখন দেখলেন বহু লোক তাঁর কাছে আসছে
তখন তিনি ফিলিপকে বললেন, “এই লোকেদের খেতে
দেবার জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে পাব?” 6যীশু
তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যই একথা বললেন, কারণ
যীশু কি করবেন তা তিনি আগেই জানতেন।
7ফিলিপ যীশুকে বললেন, “প্রত্যেকের হাতে এক
টুকরো করে রুটি দিতে গেলে সারা মাসের রোজগারে
রুটি কিনলেও তা যথেষ্ট হবে না।”
8যীশুর শিষ্যদের মধ্যে আর একজন, যার নাম
আন্দ্রিয়, ইনি শিমোন পিতরের ভাই, তিনি যীশুকে
বললেন, 9“এখানে একটা ছোট ছেলে আছে, যার কাছে
যবের পাঁচটা রুটি আর ছোট্ট দুটো মাছ আছে; কিন্তু
এত লোকের জন্য নিশ্চয়ই সেগুলি যথেষ্ট হবে না।”
10যীশু বললেন, “লোকদের বসিয়ে দাও।” সেই
জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। তখন সব লোকেরা বসে
গেল। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। 11এরপর
যীশু সেই রুটি ক’খানা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন
এবং যারা সেখানে বসেছিল তাদের সেগুলি ভাগ করে
দিলেন। আর তিনি মাছও ভাগ করে দিলেন। যে যত
চাইল তত পেল।
12তারা পরিতৃপ্ত হলে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,
“যে সব টুকরো-টাকরা পড়ে আছে তা জড়ো কর;
যেন কোন কিছু নষ্ট না হয়।”
13তখন তাঁরা সে সব জড়ো করলেন, লোকেরা
খাবার পরে যবের সেই পাঁচ খানা রুটির টুকরো-টাকরা
যা পড়ে ছিল শিষ্যেরা তা জড়ো করলে বারো টুকরী
ভর্তি হয়ে গেল।
14লোকেরা যীশুকে এই অলৌকিক চিহ্ন করতে দেখে
বলতে লাগল, “জগতে যাঁর আগমনের কথা আছে
ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী।”
15এতে যীশু বুঝলেন লোকেরা তাঁকে রাজা করবার
জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি তাদের ছেড়ে একাই
সেই পাহাড়ে উঠে গেলেন।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটলেন

(মথি 14:22-27; মার্ক 6:45-52)

16সন্ধ্যা হলে যীশুর শিষ্যরা হ্রদের ধারে নেমে গেলেন।
17তাঁরা একটা নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে
কফরনাহূমের দিকে যেতে থাকলেন। তখন অন্ধকার
হয়ে গিয়েছিল, আর যীশু তখনও তাদের কাছে
আসেননি। 18আর খুব জোরে ঝোড়ো বাতাস বইছিল,
ফলে হ্রদে বড় বড় ঢেউ উঠছিল।
19এরই মধ্যে তিন চার মাইল নৌকা বেয়ে যাবার
পর যীশুর শিষ্যরা দেখলেন, যীশু জলের ওপর দিয়ে
হেঁটে আসছেন। তিনি যখন নৌকার কাছাকাছি এলেন,
তখন শিষ্যরা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। 20কিন্তু তিনি

তাঁদের বললেন, “এই যে আমি; ভয় পেও না।” **21**তখন
তাঁরা খুশী হয়ে যীশুকে নৌকাতে তুলে নিলেন। আর
তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছে
গেল।

লোকেরা যীশুকে খুঁজতে লাগল

22হ্রদের অপর পারে যে জনতা ছিল, পরের দিন
তারা বুঝতে পারল যে কেবলমাত্র একটা নৌকাই
সেখানে ছিল আর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তাতে
ওঠেননি। তাঁর শিষ্যরা নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন।
23কিন্তু যেখানে প্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর লোকেরা
রুটি খেয়েছিল, সেইখানে তখন তিবিরিয়া থেকে
কয়েকটা নৌকা এল। **24**কিন্তু যখন লোকেরা দেখল যে
যীশু বা তাঁর শিষ্যরা কেউই সেখানে নেই, তখন তারা
নৌকায় চড়ে যীশুর খোঁজে কফরনাহূমে চলে গেল।

যীশুই আমাদের জীবন রুটি

25তারা হ্রদের অপর পারে যীশুকে দেখতে পেয়ে
বলল, “গুরু, আপনি এখানে কখন এসেছেন?”

26এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমরা অলৌকিক চিহ্ন দেখেছ বলে যে
আমার খোঁজ করছ তা নয়; কিন্তু তোমরা রুটি খেয়ে
তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই আমার খোঁজ করছ। **27**খাদ্যের
মতো নশ্বর বস্তুর জন্য কাজ কোরো না; কিন্তু যে খাদ্য
প্রকৃতই স্থায়ী ও যা অনন্ত জীবন দান করে, তার জন্য
কাজ কর; যা মানবপুত্র তোমাদের দেবেন। কারণ পিতা
ঈশ্বর তোমাদের দেখিয়েছেন যে তিনি মানবপুত্রের সঙ্গেই
আছেন।”

28তারা তাঁকে বলল, “ঈশ্বরের কাজ করার জন্য
আমাদের কি করতে হবে?”

29এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যাঁকে
পাঠিয়েছেন তোমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস কর। এই হোল
ঈশ্বরের কাজ।”

30তারা তাঁকে বলল, “আপনি কি এমন অলৌকিক
কাজ করছেন, যা দেখে আমরা জানতে পারব যে
আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ও আপনার
ওপর বিশ্বাস করব? **31**আমাদের পিতৃপুরুষেরা
মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল। যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে:
‘তিনি তাদের খাবার জন্য স্বর্গ থেকে রুটি দিলেন।’”*

32তখন যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি; মোশি স্বর্গ থেকে সেই রুটি তোমাদের
দেন নি, কিন্তু আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যিকারের
রুটি তোমাদের দেন। **33**স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি
জগত সংসারে জীবন দান করেন তিনিই ঈশ্বরের দেওয়া
রুটি।”

34তারা তাঁকে বলল, “মহাশয়, সেই রুটি সব সময়
আমাদের দিন।”

35যীশু তাদের বললেন, “আমিই সেই রুটি যা জীবন
দান করে। যে কেউ আমার কাছে আসে সে কখনও
ক্ষুধার্ত হবে না, আর যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস
করে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। **36**কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আমায় দেখেছ অথচ
আমায় বিশ্বাস কর না। **37**পিতা আমাকে যাদের দেন,
তারা প্রত্যেকেই আমার কাছে আসবে। আর যারা আমার
কাছে আসে, আমি তাদের কখনই ফিরিয়ে দেব না।
38কারণ আমি আমার খুশী মত কাজ করতে স্বর্গ থেকে
নেমে আসিনি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা
পূর্ণ করতে এসেছি। **39**যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর
ইচ্ছা এই যে যাদের তিনি আমায় দিয়েছেন তাদের
একজনকেও যেন আমি না হারাই; বরং শেষ দিনে
যেন তাদের সকলকে আমি উঠাই। **40**আমার পিতা এই
চান, যে কেউ তাঁর পুত্রকে দেখে ও তাতে বিশ্বাস করে,
সে যেন অনন্ত জীবন লাভ করে; আর আমিই তাকে
শেষ দিনে উঠাব।”

41তখন ইহুদীরা যীশুর সম্পর্কে গুঞ্জন শুরু করল,
কারণ তিনি বলেছিলেন, “আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ
থেকে নেমে এসেছে।” **42**তারা বলল, “তিনি কি
যোষেফের ছেলে নন? আমরা কি এর বাবা মাকে চিনি
না? তাহলে এখন কেমন করে তিনি বলছেন, ‘আমি
স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি’?”

43এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “নিজেদের মধ্যে
ওসব বচসা বন্ধ কর। **44**যিনি আমায় পাঠিয়েছেন সেই
পিতা না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে
না; আর আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।
45ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা আছে: ‘তারা সকলেই
ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা লাভ করবে।’* যে কেউ পিতার
কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে সেই আমার কাছে আসে।
46আমি বলছি না যে, কেউ পিতাকে দেখেছেন। কেবলমাত্র
যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন তিনিই পিতাকে
দেখেছেন। **47**আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ
বিশ্বাস করেছে সেই অনন্ত জীবন পেয়েছে। **48**আমিই
সেই রুটি যা জীবন দেয়। **49**তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, কিন্তু তবু তারা মারা
গিয়েছিল। **50**এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে;
আর কেউ যদি তা খায়, তবে সে মরবে না। **51**আমিই
সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ
যদি এই রুটি খায় তবে সে চিরজীবি হবে। যে রুটি
আমি দেব তা হোল আমার দেহের মাংস। তা আমি
দিই যাতে জগত জীবন পায়।”

52এই কথা শুনে ইহুদীদের মধ্যে তর্ক বেধে গেল।
তারা বলতে লাগল, “এই লোকটা কেমন করে তার
দেহের মাংস আমাদের খেতে দিতে পারে?”

53যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি; তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর
রক্ত পান না কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে জীবন নেই।
54যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে
সে অনন্ত জীবন পায়, আর শেষ দিনে আমি তাকে
উঠাবো। **55**আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্তই

‘তিনি ... দিলেন’ গীত 78:24

‘তারা ... করবে’ যিশ 54:13

প্রকৃত পানীয়। 56যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত
পান করে সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমিও তার
মধ্যে থাকি। 57যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন,
আর পিতার জন্য আমি জীবিত আছি, ঠিক সেরকম
যে আমাকে খায় সে আমার দরুণ জীবিত থাকবে। 58এ
সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল। এটা তেমন
রুটি নয় যা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা খেয়েছিল এবং
তা সত্ত্বেও পরে তারা সকলে মারা গিয়েছিল। এই রুটি
যে খায় সে চিরজীবি হবে।" 59কফরনাহূমের সমাজ-গৃহে
শিক্ষা দেবার সময় যীশু এই সব কথা বললেন।

অনন্ত জীবনের বাক্যসকল

60যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তাঁর এই কথা
শুনে বলল, "এ বড়ই কঠিন কথা; কে এ গ্রহণ করতে
পারে?"

61যীশু অন্তরে জানতে পারলেন যে তাঁর শিষ্যরা
এই বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। তাই তিনি
তাদের বললেন, "এই শিক্ষায় কি তোমরা ধাক্কা পেয়েছ?
62তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন উর্দ্ধে সেখানে
তাঁকে ফিরে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? 63আত্মাই
জীবন দান করে, রক্ত মাংসের শরীর কোন উপকারে
আসে না। আমি তোমাদের সকলকে যে সব কথা
বলেছি তা হল আধ্যাত্মিক আর তাই জীবন দান করে।
64কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা
বিশ্বাস করে না।" কারণ যীশু শুরু থেকেই জানতেন
কে কে তাঁকে বিশ্বাস করে না, আর কেই বা তাঁকে
শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে।

65তাই তিনি বললেন, "এজন্য আমি তোমাদের
বলেছি, 'পিতা ইচ্ছা না করলে কেউই আমার কাছে
আসতে পারে না।'"

66এই কারণেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে
গেল, তাঁর সঙ্গে চলাফেরা বন্ধ করে দিল।

67তখন যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে বললেন,
"তোমরাও কি চলে যেতে চাইছ?"

68শিমোন পিতর বললেন, "প্রভু, আমরা কার কাছে
যাব? আপনার কাছে সেই বাণী আছে যা অনন্ত জীবন
দান করে। 69আমরা বিশ্বাস করি ও জানি যে
আপনিই সেই পবিত্র একজন, যিনি ঈশ্বরের কাছ
থেকে এসেছেন।"

70এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি কি
তোমাদের বারোজনকে মনোনীত করিনি? তবু তোমাদের
মধ্যে একজন দিয়াবল আছে।"

71তিনি শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে যিহূদার বিষয়ে
বলছিলেন, কারণ যিহূদা সেই বারো জনের মধ্যে একজন
হলেও পরে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।

যীশু ও তাঁর ভাইরা

7 এরপর যীশু গালীলের চারদিকে ভ্রমণ করছিলেন।
তিনি যিহূদিয়ায় ভ্রমণ করতে চাইলেন না, কারণ
ইহুদীরা তাঁকে খুন করবার সুযোগ খুঁজছিল। 2এই সময়
ইহুদীদের কুটিরবাস পর্ব* এগিয়ে আসছিল। 3তখন
তাঁর ভাইরা তাঁকে বলল, "তুমি এই জায়গা ছেড়ে
যিহূদিয়াতে ঐ উৎসবে যাও; যাতে তুমি যে সব
অলৌকিক কাজ করছ তা তোমার শিষ্যরাও দেখতে
পায়। 4কারণ কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজেকে তুলে ধরতে
চায় তবে সে নিশ্চয়ই তার কাজ গোপন করবে না।
তুমি যখন এত সব মহৎ কাজ করছ তখন নিজেকে
জগতের কাছে প্রকাশ কর। যেন সবাই তা দেখতে
পায়।" 5তাঁর ভাইরাও তাঁর ওপর বিশ্বাস করত না।
6যীশু তাঁর ভাইদের বললেন, "আমার নিরূপিত সময়
এখনও আসেনি; কিন্তু তোমাদের যাওয়ার জন্য যে
কোন সময় সঠিক; এখনই তোমরা যেতে পার। 7জগত
সংসার তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে
ঘৃণা করে। কারণ পৃথিবীর লোকেরা, যারা মন্দ কাজ
করে, সেই সব লোকেদের বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিই।
8তোমরা পর্বে যাও, আমি এখন এই উৎসবে যাচ্ছি
না, কারণ আমার নিরূপিত সময় এখনও আসে নি।"
9এই কথা বলার পর তিনি গালীলেই রয়ে গেলেন।

10তাঁর ভাইরা উৎসবে চলে গেল, পরে তিনিও
সেখানে গেলেন; কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে সেই পর্বে না
গিয়ে গোপনে সেখানে গেলেন। 11ইহুদী নেতারা উৎসবে
এসে তাঁর খোঁজ করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে
লাগল, "সেই লোকটা গেল কোথায়?"

12আর জনতার মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা রকম গুজব
ছড়াতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "আরে তিনি খুব
ভালো লোক।" কিন্তু আবার কেউ কেউ বলল, "না,
না, ও লোকদের ঠকাচ্ছে।" 13কিন্তু ইহুদী নেতাদের
ভয়ে তাঁর বিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চাইল না।

জেরুশালেমে যীশুর শিক্ষা

14পর্বের আধা-আধি সময়ে যীশু মন্দিরে গিয়ে
লোকদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 15ইহুদীরা এতে
খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "এই লোক কোন কিছু অধ্যয়ন
না করেই কিভাবে এত সব জ্ঞান লাভ করল?"

16এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি যা শিক্ষা
দিই তা আমার নিজস্ব নয়। যিনি আমায় পাঠিয়েছেন
এসব সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। 17যদি কেউ
ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায় তাহলে সে জানবে
আমি যা শিক্ষা দিই তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে,
না আমি নিজের থেকে এসব কথা বলছি। 18যদি কেউ
নিজের ভাবনার কথা নিজেই বলে, তাহলে সে নিজেই
নিজেকে সম্মানিত করতে চায়; কিন্তু যে তার প্রেরণ
কর্তার গৌরব চায়, সেই লোক সত্যবাদী, তার মধ্যে
কোন অসাধুতা নেই। 19মোশি কি তোমাদের কাছে বিধি-
ব্যবস্থা দেননি? কিন্তু তোমরা কেউই সেই বিধি-ব্যবস্থা
পালন কর না। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে
চাইছ?"

কুটিরবাস পর্ব এই উৎসব প্রতি বছর সারা সপ্তাহব্যাপী পালন করা হোত। পর্বের সময় ইহুদীরা তাঁবুতে বাস করত এবং মোশির সময়ে 40 বছর ধরে মরুভূমিতে ঘোরাফেরার কথা স্মরণ করত।

20জনতা উত্তর দিল, “তোমাকে ভূতে পেয়েছে, কে
তোমাকে হত্যা করতে চাইছে?”

21এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি একটা
অলৌকিক কাজ করেছি, আর তোমরা সকলে আশ্চর্য
হয়ে গেছ। 22মোশিও তোমাদের সুন্নতের বিধি-ব্যবস্থা
দিয়েছিলেন। যদিও মূলতঃ সেই বিধি-ব্যবস্থা মোশির
নয় কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা প্রাচীন পিতৃপুরুষদের কাছ
থেকে এসেছে। আর তোমরা এমন কি বিশ্রামবারেও
শিশুদের সুন্নত করে থাকো। 23মোশির বিধি-ব্যবস্থা
যেন লঙ্ঘন করা না হয়, এই যুক্তিতে বিশ্রামবারেও
যদি কোন মানুষের সুন্নত করা চলে; তাহলে আমি
বিশ্রামবারে একটা মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছি বলে
তোমরা আমার ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছ কেন?
24বাহ্যিকভাবে কোন কিছু দেখেই তার বিচার কোর না।
যা সঠিক সেই হিসাবেই ন্যায় বিচার কর।”

লোকেরা সংশয়গ্রস্ত যীশুই কি খ্রীষ্ট?

25তখন জেরুশালেমের লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ
বলল, “এই লোককেই না ইহুদী নেতারা হত্যা করতে
চাইছে? 26কিন্তু দেখ! এ তো প্রকাশ্যেই শিক্ষা দিচ্ছে;
কিন্তু তারা তো এঁকে কিছুই বলছে না। এটা কি হতে
পারে যে নেতারা সত্যিই জানে যে, ইনি সেই খ্রীষ্ট?
27আমরা জানি ইনি কোথা থেকে এসেছেন; কিন্তু মশীহ
যখন আসবেন তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা
থেকে এসেছেন।”

28তখন যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিতে দিতে বেশ চেঁচিয়ে
বললেন, “তোমরা আমায় জান, আর আমি কোথা
থেকে এসেছি তাও তোমরা জান। তবু বলছি, আমি
নিজের থেকে আসিনি, তবে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন
তিনি সত্য; আর তোমরা তাঁকে জান না। 29কিন্তু আমি
তাঁকে জানি, কারণ তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। আমি
তাঁরই কাছ থেকে এসেছি।”

30তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করতে
লাগল। তবু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করল
না, কারণ তখনও তাঁর সময় আসেনি। 31কিন্তু সেই
জনতার মধ্যে থেকে অনেকেই তাঁর ওপর বিশ্বাস করল;
আর বলল, “মশীহ এসে কি তাঁর চেয়েও বেশী অলৌকিক
চিহ্ন করবেন?”

ইহুদীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করল

32ফরীশীরা শুনল যে সাধারণ লোক যীশুর বিষয়ে
চুপি চুপি এই সব আলোচনা করছে। তখন প্রধান
যাজকেরা ও ফরীশীরা যীশুকে ধরে আনবার জন্য
মন্দিরের কয়েকজন পদাতিককে পাঠাল। 33তখন যীশু
বললেন, “আমি আর অল্প কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে
আছি; তারপর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে
ফিরে যাব। 34তোমরা আমার খোঁজ করবে, কিন্তু আমার
খোঁজ পাবে না, কারণ আমি যেখানে থাকব তোমরা
সেখানে আসতে পারো না।”

35ইহুদী নেতারা তখন পরস্পর বলাবলি করতে
লাগল, “সে এখন কোথায় যাবে যে আমরা ওকে খুঁজলেও
পাব না? গ্রীকদের শহরে যে সব ইহুদীরা বসবাস করছে,
ও কি তাদের কাছে যাবে আর সেখানে গিয়ে গ্রীকদের
কাছে শিক্ষা দেবে? নিশ্চয়ই নয়। 36ও যে কথা বলল
তার মানে কি যে, ‘তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু
আমায় পাবে না।’ আর ‘আমি যেখানে যাব, তোমরা
সেখানে আসতে পার না?”

যীশু পবিত্র আত্মার বিষয়ে বললেন

37পর্বের শেষ দিন, যে দিনটি বিশেষ দিন, সেই দিন
যীশু উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, “কারোর যদি
পিপাসা পেয়ে থাকে তবে সে আমার কাছে এসে পান
করুক।

38শাস্ত্রে এ কথা বলে, যে আমার ওপর বিশ্বাস
করে তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইবে।”
39যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এই কথা বললেন, “সেই
পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয় নি, কারণ যীশু তখনও
মহিমান্বিত হননি; কিন্তু পরে যারা যীশুকে বিশ্বাস করে
তারা সেই আত্মা পাবে।”

যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে তর্ক

40সমবেত জনতা যখন এই কথা শুনল তখন তাদের
মধ্যে কেউ কেউ বলল, “ইনি সত্যিই সেই ভাববাদী।”

41অন্যেরা বলল, “ইনি মশীহ (খ্রীষ্ট)।”

এ সত্ত্বেও কেউ কেউ বলল, “খ্রীষ্ট গালীলী থেকে
আসবেন না। 42শাস্ত্রে কি একথা লেখা নেই যে খ্রীষ্টকে
দায়ূদের বংশধর হতে হবে; আর দায়ূদ যে বৈৎলেহম
শহরে থাকতেন, তিনি সেখান থেকে আসবেন?” 43তাঁর
জন্য এইভাবে লোকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হোল।
44কেউ কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল; কিন্তু কেউ
তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করল না।

ইহুদী নেতাদের অবিশ্বাস

45তখন মন্দিরের সেই পদাতিকরা, প্রধান যাজক
ও ফরীশীদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা মন্দিরের সেই
পদাতিককে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা তাঁকে ধরে
আনলে না কেন?”

46পদাতিকরা বলল, “উনি যে সব কথা বলছিলেন
কোন মানুষ কখনও সেই ধরণের কথা বলেনি!”

47তখন ফরীশীরা বললেন, “তাহলে তোমরাও কি
ঠকে গেলে? 48ফরীশী বা নেতাদের মধ্যে এমন কেউ
কি ছিলেন যিনি তাঁর ওপর বিশ্বাস করেছেন? 49কিন্তু
এইসব লোকেরা বিধি-ব্যবস্থার কিছুই জানে না। তারা
অভিশপ্ত এবং ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত!”

50তখন এই নেতাদের একজন, নীকদীম তাঁদের
বললেন, এই নীকদীম ফরীশীদেরই মধ্যে একজন, ইনি
আগে একবার যীশুর কাছে গিয়েছিলেন।

51“কোন ব্যক্তির কথা না শুনে আমরা আমাদের
বিধি-ব্যবস্থায় তার বিচার করতে পারি না। সে কি

করেছে তা না জেনে আমরা তার বিচার করতে পারি
না।”
52এর উত্তরে তারা তাকে বলল, “তুমি নিশ্চয়ই
গালীলী থেকে আসোনি। তাই না? শাস্ত্র পড়ে দেখো
তাহলে জানবে যে গালীলী থেকে কোন ভাববাদীর
আবির্ভাব হয়নি।”

(কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে যোহন 7:53-8:11 পদ পাওয়া যায় না)

ব্যভিচারিণীর বিচার

53এরপর ইহুদী নেতারা সেখান থেকে যে যার বাড়ি
চলে গেলেন।
8 এরপর যীশু সেখান থেকে জৈতুন পর্বতমালায় চলে
গেলেন। 2খুব ভোরে তিনি আবার মন্দিরে ফিরে
গেলে লোকেরা আবার তাঁর কাছে এসে জড়ো হল,
তখন তিনি সেখানে বসে তাদের কাছে শিক্ষা দিতে
শুরু করলেন। 3সেই সময় ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও
ফরীশীরা, ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন
একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা সেই
স্ত্রীলোককে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বলল,
4“গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচার করার সময় হাতে
নাতেই ধরা পড়েছে। 5বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মোশি
আমাদের বলছেন, এই ধরণের স্ত্রীলোককে যেন আমরা
পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলি। এখন আপনি এবিষয়ে কি
বলবেন?” 6তাঁকে পরীক্ষা করার ছলেই তারা একথা
বলছিল, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তারা
খুঁজে পায়। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে
লিখতে লাগলেন। 7কিন্তু ইহুদী নেতারা যখন বার বার
তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তখন তিনি সোজা হয়ে
বসলেন এবং বললেন, “তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ
সেই প্রথম একে পাথর মারুক।” 8এরপর তিনি আবার
হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।
9তারা ঐ কথা শোনার পর বুড়ো লোক থেকে শুরু
করে সকলে এক এক করে সেখান থেকে চলে গেল।
কেবল যীশু সেখানে একা থাকলেন আর সেই স্ত্রীলোকটি
মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। 10তখন যীশু মাথা তুলে সেই
স্ত্রীলোকটিকে বললেন, “হে নারী, তারা সব কোথায়?
কেউ কি তোমায় দোষী সাব্যস্ত করল না?”
11স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, “কেউ করেনি, মহাশয়।”
তখন যীশু বললেন, “আমিও তোমায় দোষী করছি
না; যাও, এখন থেকে আর পাপ কোরো না।”

যীশুই জগতের আলো

12এরপর যীশু আবার লোকদের সাথে কথা বলতে
শুরু করলেন এবং বললেন, “আমিই জগতের আলো।
যে কেউ আমার অনুসারী হয় সে কখনও অন্ধকারে
থাকবে না; কিন্তু সেই আলো পাবে যা জীবন দেয়।”
13তখন ফরীশীরা তাঁকে বলল, “তুমি নিজেই নিজের
বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছ। তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না।”
14এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি যদি
নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই, তবু আমার সাক্ষ্য সত্য,
কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি, আর
কোথায় বা যাচ্ছি; কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি বা
কোথায় যাচ্ছি তা তোমরা জানো না। 15মানুষের
বিচারবোধের মাপকাঠিতে তোমরা আমার বিচার করছ।
আমি কারো বিচার করি না। 16কিন্তু আমি যদি বিচার
করি, তবে আমার বিচার সত্য, কারণ আমি একা নই।
পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গেই
আছেন। 17তোমাদের নিয়মে লেখা আছে, যখন দুই
ব্যক্তি একই সাক্ষ্য দেয় তখন তা সত্যি। 18আমি নিজেই
নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই। আর পিতা, যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।”
19তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার পিতা
কোথায়?”
যীশু বললেন, “তোমরা না জানো আমাকে, না
জানো আমার পিতাকে। তোমরা যদি আমাকে জানতে,
তবে আমার পিতাকেও জানতে।” 20মন্দিরের দানের
বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এইসব
কথা বললেন। কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না,
কারণ তখনও তাঁর নিরূপিত হওয়ার সময় আসেনি।

ইহুদীরা যীশুর বিষয় বোঝে নি

21তিনি তাদের আর একবার বললেন, “আমি যাচ্ছি,
আর তোমরা আমার খোঁজ করবে; কিন্তু তোমরা
তোমাদের পাপেই মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা
সেখানে আসতে পারবে না।”
22তখন ইহুদীরা বলছিল, “তিনি কি আত্মহত্যা
করতে যাচ্ছেন? কেন তিনি বললেন, ‘আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না’?”
23যীশু তাদের বললেন, “তোমরা এই নিম্নলোকের,
আর আমি উর্দ্ধলোকের। তোমরা এজগতের, আমি এ
জগতের নই। 24তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা
তোমাদের পাপেই মরবে। তোমরা যদি বিশ্বাস না কর
যে আমিই তিনি, তবে তোমরা তোমাদের পাপে থেকেই
মরবে।”
25তখন তারা জিজ্ঞেস করল, “তুমি কে?”
যীশু তাদের বললেন, “আমি যা, তা তো শুরু
থেকেই তোমাদের বলে আসছি। 26তোমাদের বিষয়ে
বলার ও বিচার করার অনেক কিছুই আমার আছে। যা
হোক যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। আর আমি
তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনি, পৃথিবীর মানুষের কাছে
তাই বলি।”
27তারা বুঝতে পারে নি যে, তিনি তাদের কাছে
পিতার বিষয়ে বলছেন। 28তখন যীশু তাদের বললেন,
“যখন তোমরা মানবপুত্রকে উঁচুতে তুলবে, তখন জানবে
যে আমিই তিনি এবং আমি নিজের থেকে কিছুই করি
না। পিতা যেমন আমায় শিখিয়েছেন, আমি সেরকমই
বলছি। 29আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমার
সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে একা ফেলে রাখেননি,

কারণ আমি সব সময় সন্তোষজনক কাজই করি।”
30যীশু যখন এইসব কথা বললেন তখন অনেকেই তাঁর
ওপর বিশ্বাস করল।

যীশু পাপ থেকে মুক্তি লাভের কথা বললেন

31ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল,
তাদের উদ্দেশ্যে যীশু বললেন, “তোমরা যদি সকলে
আমার শিক্ষা মান্য করে চল তবে তোমরা সকলেই
আমার প্রকৃত শিষ্য। 32তোমরা সত্যকে জানবে, আর
সেই সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে।”

33তারা তাঁকে বলল, “আমরা অব্রাহামের বংশধর;
আর আমরা কখনও কারোর দাসে পরিণত হইনি।
আপনি কিভাবে বলছেন যে আমাদের স্বাধীন করা হবে?”

34এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি– যে পাপ করেই চলে, সে পাপের দাস।
35কোন দাস পরিবারের স্থায়ী সদস্য হয়ে থাকতে পারে
না; কিন্তু পুত্র পরিবারে চিরকাল থাকে। 36তাই পুত্র
যদি তোমাদের স্বাধীন করে, তবে তোমরা প্রকৃতই
স্বাধীন হবে। 37আমি জানি তোমরা অব্রাহামের বংশধর;
কিন্তু তোমরা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছ, কারণ
তোমরা আমার শিক্ষাগ্রহণ করো না। 38আমি আমার
পিতার কাছে যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলে থাকি,
আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে যা যা
শুনেছ তাই তো করে থাক।”

39এর জবাবে তারা তাঁকে বলল, “আমাদের পিতা
অব্রাহাম।”

যীশু তাদের বললেন, “তোমরা যদি অব্রাহামের
সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা করেছেন তোমরাও
তাই করতে; 40কিন্তু এখন তোমরা আমায় হত্যা করতে
চাইছ। আমি সেই লোক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য
শুনেছি এবং তোমাদের তা বলেছি। অব্রাহাম তো এরকম
কাজ করেননি। 41তোমাদের পিতা যে কাজ করে,
তোমরা তাই করো।”

তখন তারা তাঁকে বলল, “আমরা জারজ সন্তান
নই। ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের একমাত্র পিতা।”

42যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা
হতেন, তাহলে তোমরা আমায় ভালবাসতে, কারণ আমি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি আর এখন তোমাদের মাঝে
এখানে আছি। আমি নিজে থেকে আসিনি, ঈশ্বর আমায়
পাঠিয়েছেন। 43আমি যা বলি, তোমরা তা বুঝতে
পারো না? কারণ তোমরা আমার কথা গ্রহণ করো না।
44দিয়াবল তোমাদের পিতা এবং তোমরা তার পুত্র।
তোমরা তোমাদের পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে চাও।
দিয়াবল শুরু থেকেই খুনী; আর সত্যের পক্ষে সে
কখনও দাঁড়ায়নি, কারণ তার মধ্যে তো সত্যের লেশমাত্র
নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই
তার মধ্য থেকে তা বের হয়, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও
মিথ্যার পিতা। 45আমি সত্য বলি বলে তোমরা আমায়
বিশ্বাস করো না। 46তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী
বলে দোষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন
তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না? 47যে ঈশ্বরের লোক, সে
ঈশ্বরের কথা শোনে। আর এই কারণেই তোমরা শুনতে
চাও না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও।”

যীশু অব্রাহাম এবং নিজের সম্বন্ধে বললেন

48এর উত্তরে ইহুদীরা বলল, “আমরা কি ঠিক বলিনি
যে তুমি একজন শমরীয়, আর তোমার মধ্যে এক ভূত
রয়েছে?”

49যীশু জবাব দিলেন, “দেখ, আমায় ভূতে গ্রাস
করেনি, বরং আমি আমার পিতাকে সম্মান করি। কিন্তু
তোমরা আমার অসম্মান করেছ। 50আমি নিজের জন্য
সম্মান চাইছি না। একজন আছেন যিনি আমার জন্য
সম্মান চান, তিনিই বিচার করেন। 51আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার শিক্ষা অনুসারে চলে,
সে কখনও মরবে না।”

52ইহুদীরা তাঁকে বলল, “এখন আমরা বুঝেছি যে
তোমায় ভূতে গ্রাস করেছে। অব্রাহাম ও ভাববাদীরা
মারা গেছে আর তুমি বলছ, ‘যদি কেউ আমার শিক্ষা
অনুসারে চলে, তবে সে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।’ 53তুমি
কি মনে কর যে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের
চেয়ে মহান? অব্রাহাম মারা গেছেন; আর ভাববাদীরাও
মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে করছ?”

54এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমি যদি নিজেকে
সম্মানিত করি তবে সেই সম্মানের কোন মূল্য নেই।
যিনি আমায় সম্মানিত করেন তিনি আমাদের পিতা,
যাঁর সম্পর্কে তোমরা বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর।”
55আর তোমরা তাঁকে জানো না, কিন্তু আমি তাঁকে
জানি। আমি যদি বলি যে আমি তাঁকে জানিনা, তাহলে
আমি তোমাদেরই মতো মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো। কিন্তু
আমি তাঁকে অবশ্যই জানি, আর তিনি যা কিছু বলেন
আমি সে সকল পালন করি। 56তোমাদের পিতৃপুরুষ
অব্রাহাম আমার আগমনের দিন দেখতে পাবেন বলে
খুশী হয়েছিলেন। তিনি সেই দিন দেখে খুশী হয়েছিলেন।”
57তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, “তোমার বয়স এখনও
পঞ্চাশ বছর হয়নি আর তুমি বলছ যে তুমি অব্রাহামকে
দেখেছ!”

58যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি
বলছি। অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই আমি আছি।”
59তখন তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারবার জন্য পাথর
তুলে নিল; কিন্তু যীশু নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন ও
মন্দির চত্বর ছেড়ে চলে গেলেন।

একজন জন্মান্ধকে যীশুর আরোগ্যদান

9 যীশু পথে হাঁটছিলেন, সেই সময় তিনি একজন
লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকেই অন্ধ।
2যীশুর অনুগামীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, “গুরু, কার
পাপে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে? এর পাপে অথবা এর
বাবা-মার পাপে?”

3যীশু বললেন, “এই লোকটির বা এর বাবা-মার
পাপের জন্য যে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে তা নয়, বরং এই

ব্যক্তি অন্ধ হয়ে জন্মেছে যাতে আমি যখন তাকে সুস্থ
করি, তখন লোকে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখতে পায়।
4যতক্ষণ দিন আছে ততক্ষণ যিনি আমায় পাঠিয়েছেন
তাঁর কাজ আমাদের করে যেতে হবে। যখন রাত আসবে
তখন আর কেউ কাজ করতে পারবে না। 5আমি যতক্ষণ
এই জগতে আছি, আমিই এই জগতের আলো।"

6এই কথা বলার পর তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন।
আর মুখের সেই লালা দিয়ে মণ্ড তৈরী করে, তা অন্ধ
লোকটির চোখে লাগিয়ে দিলেন। 7এরপর যীশু সেই
অন্ধ লোকটিকে বললেন, "শীলোহ সরোবরে গিয়ে ধুয়ে
ফেল। ('শীলোহ' অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ
'প্রেরিত'।") তখন সে গিয়ে ধুয়ে ফেলল আর দৃষ্টিশক্তি
লাভ করে ফিরে এল।

8তখন সেই লোকটির প্রতিবেশীরা ও যারা তাকে
ভিক্ষা করতে দেখত তারা বলল, "এ কি সেই লোক
নয় যে বসে বসে ভিক্ষা করত?"

9কেউ কেউ বলল, "হ্যাঁ! সেই তো।" আবার অন্যেরা
বলল, "না, এই লোকটা তারই মতো দেখতে।" কিন্তু
সে বলল, "আমি সেই একই লোক।"

10তখন তারা তাকে বলল, "তুমি কি করে দৃষ্টিশক্তি
লাভ করলে?"

11সে এর উত্তরে বলল, "যীশু নামের লোকটি মণ্ড
তৈরী করে, আমার চোখে তা লাগিয়ে দিলেন, আর
বললেন, 'শীলোহ সরোবরে যাও ও তোমার চোখ ধুয়ে
ফেল।' তখন আমি গেলাম ও ধুয়ে ফেললাম, আর
তখনই দৃষ্টি-শক্তি লাভ করলাম।"

12তারা তাকে বলল, "সেই যীশু কোথায়?"

সে বলল, "আমি জানি না।"

যে লোকটিকে যীশু আরোগ্যদান করলেন ইহুদীরা তাকে প্রশ্ন করল

13যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল তাকে তারা ফরীশীদের
কাছে নিয়ে গেল। 14যে দিন যীশু মণ্ড তৈরী করে ঐ
লোকটির চোখে লাগিয়ে তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন,
সে দিনটি ছিল বিশ্রামবার। 15তাই ফরীশীরা আবার
তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিভাবে তোমার দৃষ্টিশক্তি
ফিরে পেলে?"

লোকটি উত্তর দিল, "তিনি মণ্ড তৈরী করে আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন, আমি চোখ ধুয়ে ফেলতে দেখতে পেলাম।"

16ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এই লোক
ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি, কারণ এ বিশ্রামবারের
নিয়ম মানে না।"

আবার অন্যেরা বলল, "একজন পাপী কিভাবে এই সব অলৌকিক কাজ করতে পারে?" তাই এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।

17এরপর ইহুদী নেতারা অন্ধ লোকটিকে আবার
জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটি তোমার দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে,
তার বিষয়ে তুমি কি বল?"

লোকটি বলল, "তিনি একজন ভাববাদী।"

18লোকটির বাবা-মাকে না ডাকা পর্যন্ত ইহুদীরা
বিশ্বাস করতে চাইল না যে, সে অন্ধ ছিল আর এখন
দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। 19তারা তার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস
করল, "এই কি তোমাদের সেই ছেলে যার বিষয়ে তোমরা
বলে থাক যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তাহলে এ কিভাবে
এখন দেখতে পাচ্ছে?"

20এর উত্তরে তার বাবা-মা বলল, "আমরা জানি এ
আমাদের ছেলে, আর এ অন্ধই জন্মেছিল। 21কিন্তু এখন
কিভাবে দেখতে পাচ্ছে আমরা জানি না, আর এও
জানি না যে কে একে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। একেই জিজ্ঞেস
করুন! এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নিজের বিষয় নিজে
ভালোই বলতে পারবে।" 22ইহুদী নেতাদের ভয়ে, তার
বাবা-মা এই কথা বলল। কারণ ইহুদী নেতারা আগেই
স্থির করেছিল যে, কেউ যদি যীশুকে মশীহ বলে স্বীকার
করে, তবে সে প্রার্থনা সভা থেকে বিতাড়িত হবে। 23এ
জন্যই তার বাবা-মা বলেছিল, "এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে,
আপনারা একেই জিজ্ঞেস করুন।"

24তাই যে অন্ধ ছিল, ইহুদী নেতারা তাকে দ্বিতীয়
বার ডেকে বলল, "ঈশ্বরকে মহিমা প্রদান কর। সত্য
বল আমরা জানি ঐ লোকটা পাপী।"

25তখন যে অন্ধ ছিল সে বলল, "তিনি পাপী কি না
তা আমি জানি না। আমি কেবল একটা বিষয় জানি,
যে আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি!"

26তখন ইহুদী নেতারা তাকে বলল, "সে তোমাকে
কি করেছিল? সে কিভাবে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দিল?"

27সে তাদের বলল, "আমি আগেই তোমাদের
বলেছি, কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন নি। তবে
আবার কেন শুনতে চাইছ? তোমরাও কি তাঁর শিষ্য
হতে চাও?"

28তখন তারা তাকে তাচ্ছিল্য ভরে বলল, "তুই
তার শিষ্য, কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য। 29আমরা জানি
ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন; কিন্তু এই লোকটা
কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

30এর জবাবে লোকটি তাদের বলল, "কি আশ্চর্যের
বিষয় যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা আপনারা
জানেন না অথচ তিনি আমায় দৃষ্টিশক্তি দান করলেন।
31আমরা জানি যে ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না।
কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কথা শোনেন যে, ঈশ্বরের উপাসনা
করে এবং ঈশ্বর যা চান তাই করে। 32একজন
জন্মান্ধকে কেউ যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছে, একথা কেউ
কোন দিন শোনেনি। 33ঐ মানুষটি যদি ঈশ্বরের কাছ
থেকে না আসতেন তবে তিনি কিছুই করতে পারতেন
না।"

34এর উত্তরে তারা তাকে বলল, "তুই তো পাপেই
জন্মেছিস! আর তুই কিনা আমাদের শিক্ষা দিতে
চাইছিস?" তারপর তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।

আত্মিক অন্ধত্ব

35যীশু শুনতে পেলেন যে ইহুদী নেতারা তাকে
সমাজ-গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন যীশু তার

দেখা পেয়ে তাকে বললেন, "তুমি কি মানবপুত্রের ওপর বিশ্বাস কর?"

36সে উত্তর দিল, "মহাশয়, তিনি কে? আমায় বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।"

37যীশু তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ, আর তিনিই এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।"

38তখন সে বলল, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করছি।" এবং সে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে উপাসনা করল।

39যীশু বললেন, "বিচার করতে আমি এজগতে এসেছি। আমি এসেছি যাতে যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায়, আর যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধে পরিণত হয়।"

40ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন যারা যীশুর সঙ্গে ছিল, তারা একথা শুনে তাঁকে বলল, "নিশ্চয়ই আপনি বলতে চাননি যে আমরাও অন্ধ?"

41যীশু তাদের বললেন, "তোমরা যদি অন্ধ হতে তাহলে তোমাদের কোন পাপই হোত না। কিন্তু তোমরা এখন বলছ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই তোমাদের পাপ রয়ে গেছে।"

মেষপালক ও মেষপাল

10 যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যদি কেউ সদর দরজা দিয়ে মেষ-খোঁয়াড়ে না ঢোকে, এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনভাবে টপকে ঢোকে, তবে সে একজন চোর বা ডাকাত; **2**কিন্তু যে ব্যক্তি দরজা দিয়ে ঢোকে সে মেষপালক। **3**দারোয়ান তাকে দরজা খুলে দেয়, আর মেষেরা তার কণ্ঠস্বর শোনে। সে তার নিজের মেষগুলিকে নাম ধরে ডাকে আর তাদেরকে বাইরে নিয়ে যায়। **4**সে যখন তার নিজের সব মেষদের বের করে নেয়, তখন সে তাদের আগে আগে চলে, আর মেষেরা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর চেনে। **5**কিন্তু মেষেরা যাকে জানে না এমন লোকের পেছনে যাবে না, বরং তারা তার থেকে দূরে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অচেনা লোকের কণ্ঠস্বর চেনে না।" **6**যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন; কিন্তু তিনি যে কি বলতে চাইছেন তা তারা বুঝতে পারল না।

যীশুই উত্তম মেষপালক

7তখন যীশু আবার তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; আমি মেষদের জন্য খোঁয়াড়ের দরজা স্বরূপ। **8**যারা আমার আগে এসেছে তারা সব চোর ও ডাকাত, কিন্তু মেষেরা তাদের ডাক শোনেনি। **9**আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে তবে সে রক্ষা পাবে। সে ভেতরে আসবে এবং বাইরে গেলে তার চারণভূমি পাবে। **10**চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে। আমি এসেছি, যাতে লোকেরা জীবন লাভ করে, আর যেন তা পরিপূর্ণভাবেই লাভ করে।"

11"আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম পালক মেষদের জন্য তার জীবন সমর্পণ করে। **12**কোন বেতনভুক কর্মচারী প্রকৃত মেষপালক নয়। মেষেরা তার নিজের নয়, তাই সে যখন নেকড়ে বাঘ আসতে দেখে তখন মেষদের ফেলে রেখে পালায়। আর নেকড়ে বাঘ তাদের আক্রমণ করে এবং তারা ছড়িয়ে পড়ে। **13**বেতনভুক কর্মচারী পালায়, কারণ বেতনের বিনিময়ে সে কাজ করে, মেষদের জন্য তার কোন চিন্তাই নেই।

14-15"আমিই উত্তম মেষপালক। আমি আমার মেষদের জানি, আর আমার মেষেরা আমায় জানে। ঠিক যেমন আমার পিতা আমাকে জানেন, আমিও আমার পিতাকে জানি; আর আমি মেষদের জন্য আমার জীবন সঁপে দিই। **16**আমার এমন আরো অনেক মেষ আছে যারা এই খোঁয়াড়ের নয়। আমি অবশ্যই তাদেরও আনব, তারাও আমার কথা শুনবে, আর তারা তখন সকলে এক পাল হবে আর তাদের পালকও হবেন একজন। **17**এই কারণেই পিতা আমায় ভালবাসেন; কারণ আমি আমার প্রাণ দান করি যেন আবার তা পেতে পারি। **18**কেউ আমার কাছ থেকে তা হরণ করে নিতে পারবে না, বরং আমি তা স্ব-ইচ্ছাতেই করছি। এটা দান করার অধিকার আমার আছে, এবং আবার তা ফিরে পাওয়ার অধিকারও আমার আছে। আমার পিতার কাছ থেকেই আমি এই সব শুনেছি।"

19এই সব কথার কারণে জনগণের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ হোল। **20**তাদের মধ্যে অনেকে বলল, "ওকে ভূতে পেয়েছে, ও পাগল। ওর কথা কেন শুনছ?"

21আবার অন্যেরা বলল, "যাদের ভূতে পায় তারা তো এমন কথা বলে না। ভূত নিশ্চয়ই অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারে না, পারে কি?"

ইহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে গেল

22এরপর জেরুশালেমে প্রতিষ্ঠার পর্ব* এল, তখন ছিল শীতকাল। **23**যীশু মন্দির চত্বরে শলোমনের বারান্দাতে পায়চারি করছিলেন।

24কিছু ইহুদী তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে বলল, "তুমি আর কতকাল আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মশীহ হও তাহলে আমাদের স্পষ্ট করে বল।"

25এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, আর তোমরা তা বিশ্বাস করছ না। আমি আমার পিতার নামে যে সব অলৌকিক কাজ করি সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। **26**কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো না, কারণ তোমরা আমার পালের মেষ নও। **27**আমার মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে। আমি তাদের জানি, আর তারা আমায় অনুসরণ করে। **28**আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই, আর তারা কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতেও পারবে না। **29**আমার পিতা, যিনি তাদেরকে আমায় দিয়েছেন, তিনি সবার ও সবকিছু থেকে মহান,

---

প্রতিষ্ঠার পর্ব ডিসেম্বরের এক বিশেষ সপ্তাহ যাকে ইহুদীরা পর্ব হিসাবে পালন করত।

আর কেউ পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারবে না। 30আমি ও পিতা, আমরা এক।”

31ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর তুলল। 32যীশু তাদের বললেন, “পিতার শক্তিতে আমি অনেক ভাল কাজ করেছি, তার মধ্যে কোন কাজটার জন্য তোমরা পাথর মারতে চাইছ?”

33ইহুদীরা এর উত্তরে তাঁকে বলল, “তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ, তার জন্য আমরা তোমায় পাথর মারতে চাইছি না। কিন্তু আমরা তোমাকে পাথর মারতে চাইছি এই জন্য যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করেছ। তুমি একজন মানুষ, অথচ নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।”

34যীশু তাদের বললেন, “তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি একথা লেখা নেই যে, ‘আমি বলেছি তোমরা ঈশ্বর।’* 35শাস্ত্র তাদেরকেই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল; আর শাস্ত্র সবসময়ই সত্য। 36আমিই সেই ব্যক্তি, পিতা যাঁকে মনোনীত করে জগতে পাঠালেন। আমি বলেছি যে, ‘আমি ঈশ্বরের পুত্র।’ তবে তোমরা কেন বলছ যে আমি ঈশ্বর নিন্দা করছি? 37আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি, তাহলে আমায় বিশ্বাস কোর না। 38কিন্তু আমি যখন সেইসব কাজ করছি তখনও যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে সেই সব কাজকে বিশ্বাস কর। তাহলে তোমরা জানতে পারবে ও বুঝতে পারবে যে পিতা আমাতে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।”

39এরপর তারা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।

40যর্দনের অপর পারে যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করছিলেন, যীশু সেখানে আবার গেলেন ও সেখানে থাকলেন। 41বহুলোক তাঁর কাছে আসতে থাকল, আর তারা বলাবলি করতে লাগল, “যোহন কোন অলৌকিক কাজ করেননি বটে; কিন্তু এই মানুষটির বিষয়ে যোহন যা বলেছেন, সে সবই সত্য!” 42আর সেখানে অনেকেই যীশুর ওপর বিশ্বাস করল।

লাসারের মৃত্যু

11 লাসার নামে একটি লোক অসুস্থ ছিলেন; তিনি বৈথনিয়া গ্রামে থাকতেন। সেই গ্রামেই মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থাও থাকতেন। 2এই মরিয়মই বহুমূল্য সুগন্ধি আতর যীশুর উপরে ঢেলে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। লাসার ছিলেন এই মরিয়মেরই ভাই। 3তাই লাসারের বোনেরা একটি লোক পাঠিয়ে যীশুকে বলে পাঠালেন, “প্রভু, আপনার প্রিয় বন্ধু লাসার অসুস্থ।”

4যীশু একথা শুনে বললেন, “এই রোগে তার মৃত্যু হবে না; কিন্তু তা ঈশ্বরের মহিমার জন্যই হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র মহিমান্বিত হন।” 5যীশু মার্থা, তার বোন ও লাসারকে ভালবাসতেন। 6তাই তিনি যখন শুনলেন যে লাসার অসুস্থ, তখন যেখানে ছিলেন সেই জায়গায় আরো দু’দিন রয়ে গেলেন। 7এরপর তিনি শিষ্যদের বললেন, “চল, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।”

8তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “গুরু, সম্প্রতি সেখানকার লোকেরা আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। তবে কেন আপনি আবার সেখানে যেতে চাইছেন?”

9এর উত্তরে যীশু বললেন, “দিনে বারো ঘণ্টা আলো থাকে। কেউ যদি দিনের আলোতে চলে তবে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না, কারণ সে জগতের আলো দেখতে পায়। 10কিন্তু কেউ যদি রাতের আঁধারে চলে তবে সে হোঁচট খায়, কারণ তার সামনে কোন আলো নেই।”

11তিনি একথা বলার পর তাদের আবার বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।”

12তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে সে ভাল হয়ে যাবে।”

13যীশু লাসারের মৃত্যুর বিষয়ে বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন তিনি তাঁর স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন।

14তাই যীশু তখন তাদের স্পষ্ট করে বললেন, “লাসার মারা গেছে। 15আর তোমাদের কথা ভেবে আমি আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, কারণ এখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে। চল, এখন আমরা তার কাছে যাই।”

16তখন থোমা যাঁকে দিদুমঃ বলে অন্য শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “চল আমরাও যাবো, আমরাও যীশুর সঙ্গে মরব।”

বৈথনিয়াতে যীশু

17যীশু বৈথনিয়াতে এলে জানতে পারলেন যে গত চারদিন ধরে লাসার কবরে আছেন। 18বৈথনিয়া থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। 19তাই ইহুদীদের অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর পর সান্ত্বনা দিতে এসেছিল।

20মার্থা যখন শুনলেন যে যীশু এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই থাকলেন।

21মার্থা যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মরত না। 22কিন্তু এখনও আমি জানি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইবেন, ঈশ্বর আপনাকে তাই দেবেন।”

23যীশু তাঁকে বললেন, “তোমার ভাই আবার উঠবে।”

24মার্থা তাঁকে বললেন, “আমি জানি শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময় সে আবার উঠবে।”

25যীশু মার্থাকে বললেন, “আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে। 26যে কেউ জীবিত আছে ও আমায় বিশ্বাস করে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?”

‘আমি … ঈশ্বর’ গীত 82:6

27মার্থা তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, প্রভু; আমি বিশ্বাস
করি যে জগতে যাঁর আসার কথা আছে আপনিই সেই
খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।”

যীশু কাঁদলেন

28এই কথা বলার পর মার্থা সেখান থেকে চলে
গেলেন ও তার বোন মরিয়মকে একান্তে ডেকে বললেন,
“গুরু এসেছেন, আর তিনি তোমায় ডাকছেন।” **29**মরিয়ম
একথা শুনে তাড়াতাড়ি করে যীশুর কাছে গেলেন।
30যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। মার্থা
যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি
সেখানেই ছিলেন।

31যে ইহুদীরা মরিয়মের সঙ্গে বাড়িতে ছিল ও
তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা যখন দেখল যে মরিয়ম
তাড়াতাড়ি করে উঠে বাইরে যাচ্ছেন, তখন তারাও
তার পিছনে পিছনে চলল, তারা মনে করল যে তিনি
হয়তো লাসারের কবরের কাছে যাচ্ছেন ও সেখানে
গিয়ে কাঁদবেন। **32**যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে
এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে বললেন,
“প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত
না।”

33যীশু যখন দেখলেন যে মরিয়ম কাঁদছেন আর
তার সঙ্গে যে সব ইহুদীরা এসেছিল তারাও কাঁদছে,
তখন তিনি দুঃখিত হয়ে উঠলেন এবং অন্তরে গভীরভাবে
বিচলিত হলেন। **34**তখন তিনি বললেন, “তোমরা তাকে
কোথায় রেখেছ?” তারা বললেন, “প্রভু, আসুন, এসে
দেখুন।”

35যীশু কেঁদে ফেললেন।

36তখন সেই ইহুদীরা সকলে বলতে লাগল, “দেখ!
উনি লাসারকে কত ভালোবাসতেন!”

37কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলল, “যীশু
তো অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন; কেন তিনি লাসারকে
মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন না?”

যীশু লাসারকে জীবন দান করেন

38এরপর যীশু আবার অন্তরে বিচলিত হয়ে উঠলেন।
লাসারকে যেখানে রাখা হয়েছিল, যীশু সেই কবরের
কাছে গেলেন। কবরটি ছিল একটা গুহা, যার প্রবেশ
পথ একটা পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল। **39**যীশু বললেন, “ঐ
পাথরটা সরিয়ে ফেল।”

সেই মৃত ব্যক্তির বোন মার্থা বললেন, “প্রভু চার
দিন আগে লাসারের মৃত্যু হয়েছে। এখন পাথর সরালে
এর মধ্য থেকে দুর্গন্ধ বের হবে।”

40যীশু তাঁকে বললেন, “আমি কি তোমায় বলিনি,
যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?”

41এরপর তারা সেই পাথরখানা সরিয়ে দিল, আর
যীশু উর্দ্ধ দিকে তাকিয়ে বললেন, “পিতা, আমি তোমায়
ধন্যবাদ দিই, কারণ তুমি আমার কথা শুনেছ। **42**আমি
জানি তুমি সব সময়ই আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু
আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্য আমি
একথা বলছি, যেন তারা বিশ্বাস করে যে তুমি আমায়
পাঠিয়েছ।” **43**এই কথা বলার পর যীশু জোর গলায়
ডাকলেন, “লাসার বেরিয়ে এস!” **44**মৃত লাসার সেই
কবর থেকে বের হয়ে এল। তার হাত পা টুকরো কাপড়
দিয়ে তখনও বাঁধা ছিল, আর তার মুখের ওপর একখানা
কাপড় জড়ানো ছিল।

যীশু তখন তাদের বললেন, “বাঁধন খুলে দাও, এবং
ওকে যেতে দাও।”

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করতে লাগল

(মথি 26:1-5; মার্ক 14:1-2; লূক 22:1-2)

45তখন মরিয়মের কাছে যারা এসেছিল, সেই সব
ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যীশু যা করলেন তা দেখে
যীশুর ওপর বিশ্বাস করল। **46**কিন্তু তাদের মধ্যে
কয়েকজন ফরীশীদের কাছে গিয়ে যীশু যা করেছিলেন
তা তাদের জানালো। **47**এরপর প্রধান যাজক ও
ফরীশীরা পরিষদের এক মহাসভা ডেকে সেখানে
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, “আমরা এখন কি করব?
এই লোকটা তো অনেক অলৌকিক চিহ্নকার্য করছে!
48আমরা যদি ওকে এইভাবেই চলতে দিই তাহলে তো
সকলেই এর ওপর বিশ্বাস করবে। তখন রোমীয়েরা
এসে আমাদের এই মন্দির ও আমাদের জাতিকে ধ্বংস
করবে।”

49কিন্তু তাদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম কায়াফা;
যিনি সেই বছরের জন্য মহাযাজকের পদ পেয়েছিলেন,
তাদের বললেন, “তোমরা কিছুই জানো না! **50**আর
তোমরা এও বোঝ না যে গোটা জাতি ধ্বংস হওয়ার
পরিবর্তে সেই মানুষের মৃত্যু হওয়া তোমাদের পক্ষে
মঙ্গলজনক হবে।”

51একথা কায়াফা যে নিজের থেকে বললেন তা
নয়, কিন্তু সেই বছরের জন্য মহাযাজক হওয়াতে তিনি
এই ভাববাণী করলেন, যে সমগ্র জাতির জন্য যীশু
মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। **52**যীশু যে কেবল ইহুদী জাতির
জন্য মৃত্যুবরণ করবেন তা নয়, সারা জগতে যে সমস্ত
ঈশ্বরের সন্তানরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের
সকলকে একত্রিত করার জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করবেন।
53তাই সেই দিন থেকে তারা যীশুকে হত্যা করার জন্য
চক্রান্ত করতে লাগল। **54**যীশু তখন প্রকাশ্যে ইহুদীদের
মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন। তিনি সেখান থেকে
মরুপ্রান্তরের কাছে ইফ্রয়িম নামে এক শহরে চলে গেলেন
এবং সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে থাকলেন।

55ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে আসছিল, আর অনেক
লোক নিজেদের শুচি করবার জন্য নিস্তারপর্বের আগেই
দেশ থেকে জেরুশালেমে গেল। **56**তারা সেখানে যীশুর
খোঁজ করতে লাগল। তারা মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে পরস্পর
বলাবলি করতে লাগল, “তোমরা কি মনে কর? তিনি
কি এই পর্বে আসবেন?” **57**প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা
এই আদেশ দিল যে, যীশু কোথায় আছেন তা যদি
কেউ জানে তবে তাদের যেন জানানো হয় যাতে তারা
তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

বন্ধুদের সঙ্গে যীশু বৈথনিয়াতে

(মথি 26:6-13; মার্ক 14:3-9)

12 নিস্তারপর্বের ছ'দিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে
গেলেন যেখানে লাসার বাস করতেন। এই মৃত
লাসারকে যীশু বাঁচিয়েছিলেন। 2সেখানে তারা যীশুর
জন্য এক ভোজের আয়োজন করছিলেন। মার্থা খাবার
পরিবেশন করছিলেন। যীশুর সঙ্গে যারা খেতে বসেছিল
তাদের মধ্যে লাসারও ছিলেন। 3তখন মরিয়ম বিশুদ্ধ
জটামাংসী* থেকে তৈরী করা প্রায় আধসের মতো
দামী আতর নিয়ে এসে যীশুর পায়ে তা ঢেলে দিলেন,
আর নিজের মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা দু'খানি মুছিয়ে
দিলেন তখন সমস্ত ঘর আতরের সুগন্ধে ভরে গেল।

4যিহূদা ঈষ্করিয়োত সেখানে ছিল, সে যীশুর
শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে পরে শত্রুর হাতে
ধরিয়ে দেবে। মরিয়মের সেই কাজ যিহূদার ভাল লাগে
নি। যিহূদা ঈষ্করিয়োত বলল, 5"এই আতর তিনশো
রৌপ্য মুদ্রায়* বিক্রি করে সেই অর্থ কেন দরিদ্রদের
দেওয়া হোল না?" 6গরীবদের জন্য চিন্তা করতো বলে
যে সে একথা বলেছিল তা নয়, সে ছিল চোর। তার
কাছে টাকার থলি থাকত আর সে তার থেকে প্রায়ই
টাকা চুরি করতো।

7তখন যীশু বললেন, "ওকে থামিয়ে দিও না।
আমাকে সমাধি দিনের জন্য প্রস্তুত করতে তাকে এই
আতর রাখতে হয়েছে। 8তোমাদের মধ্যে গরীবরা সব
সময়ই থাকবে, কিন্তু তোমরা সবসময় আমাকে
পাবে না।"

লাসারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

9বহু ইহুদী জানতে পারল যে যীশু বৈথনিয়াতে
আছেন। তারা সেখানে যে কেবল যীশুর জন্য গেল তাই
নয়, যে লাসারকে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন
তাকে দেখবার জন্যও তারা সেখানে গেল। 10তাই প্রধান
যাজকেরা লাসারকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে
লাগলেন। 11কারণ তারই জন্য বহু ইহুদী তাদের ছেড়ে
যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে লাগল।

যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; মার্ক 11:1-11; লূক 19:28-40)

12যে বিপুল জনতা নিস্তারপর্বের জন্য এসেছিল,
পরের দিন তারা শুনল যে যীশু জেরুশালেমে আসছেন।
13তখন তারা খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে স্বাগত
জানাতে বেরিয়ে পড়ল। তারা চিৎকার করে বলতে
লাগল,

"তাঁর প্রশংসা কর! তাঁকে স্বাগত জানাও! যিনি
প্রভুর নামে আসছেন, ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করুন।
ইস্রায়েলের রাজাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন!"

গীতসংহিতা 118:25-26

14যীশু একটা গাধাকে দেখতে পেয়ে তার ওপর
বসলেন। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

15 "সিয়োন নগরী,* ভয় পেও না! দেখ, তোমাদের
রাজা আসছেন। দেখ, তোমাদের রাজা বাচ্চা গাধায়
চড়ে আসছেন।" *সখরিয় 9:9*

16এসবের অর্থ তাঁর শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারেননি।
কিন্তু যীশু যখন মহিমায় উত্তোলিত হলেন, তখন তাঁদের
মনে পড়ল যে, শাস্ত্রে এগুলিই তাঁর সম্পর্কে লেখা
হয়েছে এবং লোকেরা এসব তাঁর জন্য করেছিল।

লোকেরা যীশুর বিষয়ে বলল

17যীশু যখন লাসারকে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে
বলেন, আর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে
তোলেন, তখন যে সব লোক সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিল
তারা সে বিষয়ে সকলকে বলতে লাগল। 18এই কারণেই
লোকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, কারণ তারা
শুনেছিল, যে তিনিই ঐ অলৌকিক চিহ্নকার্য করেছেন।
19তখন ফরীশীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল,
"তোমরা দেখলে, আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোল!
দেখ, আজ সারা জগৎ তারই পেছনে ছুটছে।"

যীশু জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

20নিস্তারপর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা
জেরুশালেমে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীকও
ছিল। 21তারা গালীলের বৈৎসৈদা থেকে যে ফিলিপ
এসেছিলেন, তাঁর কাছে গেল, আর তাঁকে অনুরোধের
সুরে বলল, "মহাশয়, আমরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে চাই।" 22ফিলিপ এসে একথা আন্দ্রিয়কে
জানালেন। তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপ এসে যীশুকে তা
বললেন।

23যীশু তখন তাদের বললেন, "মানবপুত্রের
মহিমান্বিত হওয়ার সময় হয়েছে। 24আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, গমের একটি দানা যদি মাটিতে পড়ে
মরে না যায়, তবে তা একটি দানাই থেকে যায়। কিন্তু
তা যদি মাটিতে প'ড়ে মরে, তবে তার থেকে আরো
অনেক দানা উৎপন্ন হয়।

25যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালবাসে সে তা
হারাবে; কিন্তু যে এই জগতে তার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান
করে, সে তা রাখবে। সে অনন্ত জীবন পাবে। 26কেউ
যদি আমার সেবা করে তবে অবশ্যই সে আমাকে অনুসরণ
করবে। আর আমি যেখানে থাকি আমার সেবকও সেখানে
থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে তবে পিতা তাকে
সম্মানিত করবেন।

যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

27"এখন আমার অন্তর খুব বিচলিত। আমি কি
বলব, 'পিতা? এই কষ্ট ভোগের মুহূর্ত থেকে আমায়
রক্ষা কর'? না, কারণ সেই সময় এসেছে এবং কষ্ট

জটামাংসী হিমালয় অঞ্চলে লভ্য এক সুগন্ধী ও দুষ্প্রাপ্য চারাগাছ।

রৌপ্য মুদ্রা সেই সময় এক দিনারী ছিল একজন শ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিক।

সিয়োন নগরী 'সিয়োনের মেয়ে' অর্থাৎ জেরুশালেম।

ভোগ করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। 28পিতা, তোমার
নামকে মহিমান্বিত কর!”

তখন স্বর্গ থেকে এক রব ভেসে এল, “আমি এঁকে
মহিমান্বিত করেছি, আর আমি আবার তাঁকে মহিমান্বিত
করব।”

29যে লোকেরা সেখানে ভিড় করেছিল, তারা সেই
রব শুনে বলতে লাগল, এটা তো মেঘ গর্জন হোল।

আবার কেউ কেউ বলল, “একজন স্বর্গদূত ওঁর
সঙ্গে কথা বললেন!”

30এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমার জন্য নয়,
তোমাদের জন্যই ঐ রব। 31এখন জগতের বিচারের
সময়। এই জগতের শাসককে দূরে নিক্ষেপ করা হবে।
32আর যখন আমাকে মাটি থেকে উচুঁতে তোলা হবে,
তখন আমি আমার কাছে সকলকেই টেনে আনব।”
33যীশুর কিভাবে মৃত্যু হতে যাচ্ছে, তাই জানাতে যীশু
এই কথা বললেন।

34এর উত্তরে লোকেরা তাঁকে বলল, “আমরা মোশির
দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা থেকে শুনেছি যে খ্রীষ্ট চিরকাল
বাঁচবেন। তাহলে আপনি কিভাবে বলছেন যে,
‘মানবপুত্রকে উচুঁতে তোলা হবে’? এই ‘মানবপুত্র’ তবে
কে?”

35তখন যীশু তাদের বললেন, “আর সামান্য কিছু
সময়ের জন্য তোমাদের মধ্যে আলো থাকবে। যতক্ষণ
তোমরা আলো পাচ্ছ, তারই মধ্য দিয়ে চল। তাহলে
অন্ধকার তোমাদের আচ্ছন্ন করবে না। যে লোক অন্ধকারে
চলে সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। 36যতক্ষণ তোমাদের
কাছে আলো আছে, সেই আলোতে বিশ্বাস কর, তাতে
তোমরা আলোর সন্তান হবে।” এই কথা বলে যীশু
সেখান থেকে চলে গেলেন ও তাদের কাছ থেকে নিজেকে
গোপন রাখলেন।

ইহুদীরা যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল

37যদিও যীশু তাদের চোখের সামনেই প্রচুর
অলৌকিক চিহ্নকার্য করলেন, তবু তারা তাঁর ওপর
বিশ্বাস করল না। 38ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:

“প্রভু, আমাদের এই বার্তা কে বিশ্বাস করেছে?
আর কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ পেয়েছে?”

যিশাইয় 53:1

39এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ
যিশাইয় আবার বলেছেন,

40“ঈশ্বর তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। ঈশ্বর
তাদের অন্তর কঠিন করেছেন যাতে তারা চোখ দিয়ে
দেখতে না পায়, অন্তর দিয়ে বুঝতে না পারে এবং
ভাল হবার জন্য আমার কাছে না আসে।”

যিশাইয় 6:10

41যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর
মহিমা দেখেছিলেন, আর তিনি তাঁর বিষয়েই
বলেছিলেন।

42অনেকে এমন কি ইহুদী নেতাদের মধ্যেও অনেকে,
তাঁর ওপর বিশ্বাস করল; কিন্তু তারা ফরীশীদের ভয়ে
প্রকাশ্যে তা স্বীকার করল না, পাছে তারা ইহুদীদের
সমাজ-গৃহ থেকে বহিস্কৃত হয়। 43কারণ তারা ঈশ্বরের
কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা অপেক্ষা মানুষের কাছ
থেকে পাওয়া প্রশংসা বেশী ভালবাসত।

যীশুর শিক্ষাই মানুষের বিচার করবে

44যীশু চিৎকার করে বললেন, “যে আমাকে বিশ্বাস
করে সে, প্রকৃতপক্ষে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁকেই
বিশ্বাস করে। 45আর যে আমায় দেখে সে, যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন, তাঁকেই দেখতে পায়। 46আমি এ জগতে
আলোরূপে এসেছি যাতে যে আমায় বিশ্বাস করে তাকে
যেন অন্ধকারে থাকতে না হয়।

47“আর যে কেউ আমার কথা শোনে অথচ তা
মেনে চলে না, তার বিচার করতে আমি চাই না, কারণ
আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগতকে
রক্ষা করতে। 48যে কেউ আমাকে অগ্রাহ্য করে ও
আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচার করার জন্য
অন্য এক বিচারক আছেন। আমি যে বার্তা দিয়েছি শেষ
দিনে সেই বার্তাই তার বিচার করবে। 49কারণ আমি
নিজে থেকে একথা বলছি না, বরং পিতা যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে কি বলতে হবে বা কি শিক্ষা
দিতে হবে তা আদেশ করেছেন। 50আমি জানি যে তাঁর
আদেশ থেকেই অনন্ত জীবন আসে। আমি সেই সকল
কথা বলি যা পিতা আমায় বলেছেন।”

যীশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিলেন

13 ইহুদীদের নিস্তারপর্বের ঠিক পূর্বে যীশু বুঝতে
পারলেন, যে এই জগত ছেড়ে পিতার কাছে
তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে। যীশু পৃথিবীতে তাঁর
আপনজনদের সব সময় ভালবেসেছেন। এবার
তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ
দিলেন।

2যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সান্ধ্য আহার করছিলেন।
দিয়াবল ইতিমধ্যে শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে
যিহূদাকে প্ররোচিত করেছে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে
দেওয়ার জন্য। 3যীশু বুঝলেন যে পিতা তাঁকে সব
কিছুর ওপর ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে
এসেছেন, আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। 4তখন
তিনি ভোজের থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর উপরের
জামাটা খুলে রেখে একটি গামছা কোমরে জড়ালেন।
5তারপর গামলায় জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিতে
লাগলেন, আর যে গামছাটি কোমরে জড়িয়ে ছিলেন
সেটি দিয়ে তাঁদের পা মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

6এইভাবে তিনি শিমোন পিতরের কাছে এলে পিতর
যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেন আমার পা ধুইয়ে
দেবেন?”

7এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যা করছি,
তুমি এখন তা বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝবে।”

8পিতর তাঁকে বললেন, “আপনি কখনও আমার
পা ধুইয়ে দেবেন না।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যদি তোমার পা না
ধুইয়ে দিই, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক
থাকবে না।”
9শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেবল
আমার পা নয়, হাত ও মাথা ধুইয়ে দিন!”
10যীশু তাঁকে বললেন, “যে স্নান করেছে তার পা
ধোয়া ছাড়া আর কিছু দরকার নেই, তার তো সর্বাঙ্গ
পরিষ্কার হয়েছে। তোমরাও পরিষ্কার হয়েছ, কিন্তু সকলে
নও।”
11যীশু জানতেন যে একজন তাঁকে ধরিয়ে দেবে,
সেই কারণেই তিনি বললেন, “তোমরা সকলে পরিষ্কার
নও।”
12তাদের পা ধোয়ানো শেষ ক’রে তিনি আবার তাঁর
উপরের জামাটি পরলেন ও টেবিলে তাঁর জায়গায়
ফিরে এসে তাদের বললেন, “আমি তোমাদের প্রতি
কি করলাম তা বুঝতে পারলে? 13তোমরা আমায় ‘গুরু’
ও ‘প্রভু’ বলে থাকো; আর তোমরা তা ঠিকই বল,
কারণ আমি তাই। 14তাই আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যদি
তোমাদের পা ধুইয়ে দিই, তাহলে তোমাদেরও উচিত
পরস্পরের পা ধোয়ানো। 15আমি তোমাদের কাছে এক
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম যেন, আমি তোমাদের প্রতি যেমন
করলাম, তোমরাও তেমনি কর। 16আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, চাকর তার মনিবের থেকে বড় নয়, আর দূত
তার প্রেরণকর্তার থেকে বড় নয়। 17যেহেতু তোমরা
এসব জান, এইগুলি পালন কর, তাহলে তোমরা সুখী
হবে। 18আমি তোমাদের সকলের বিষয়ে বলছি না।
আমি জানি, কাদের আমি মনোনীত করেছি। কিন্তু
শাস্ত্রে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, ‘যে
আমার সঙ্গে আহার করল, সেই আমার বিরুদ্ধে গেল।’
19এসব ঘটবার আগেই আমি তোমাদের এসব বলছি,
যাতে যখন এসব ঘটবে, তোমরা বিশ্বাস কর যে আমিই
তিনি। 20আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি যাকে
পাঠাবো তাকে যে গ্রহণ করবে, সে আমাকেই গ্রহণ
করবে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, আমায় যিনি
পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেও গ্রহণ করে।”

কে তাঁর বিপক্ষে যাবে যীশু তা জানালেন

(মথি 26:20-25; মার্ক 14:17-21; লূক 22:21-23)

21এই কথা বলার পর যীশু খুবই উদ্বিগ্ন হলেন, আর
খোলাখুলিই বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি;
তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে।”
22শিষ্যরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন, আদৌ
বুঝতে পারলেন না কার বিষয়ে তিনি বলছেন। 23যীশুর
শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন যাকে যীশু খুবই
ভালবাসতেন, তিনি যীশুর গায়ের ওপর হেলান দিয়ে
ছিলেন। 24শিমোন পিতর এই শিষ্যকে ইশারা করলেন
এবং যীশুকে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে উনি কার
সম্পর্কে বলছেন।
25তখন তিনি যীশুর বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, সে কে?”
26যীশু বললেন, “আমি রুটির টুকরোটি বাটিতে
ডুবিয়ে যাকে দেব সে-ই সেই লোক।” এরপর তিনি
রুটির টুকরো ডুবিয়ে শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে
যিহূদাকে দিলেন। 27যিহূদা রুটির টুকরোটি নেওয়ার
পর শয়তান তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এরপর যীশু তাকে
বললেন, “তুমি যা করতে যাচ্ছ তা তাড়াতাড়ি করোগে
যাও।” 28কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে খেতে
বসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউই বুঝতে পারলেন না
তিনি কেন তাকে একথা বললেন। 29কেউ কেউ মনে
করলেন, যিহূদার কাছে টাকার থলি আছে, তাই হয়তো
যীশু তাকে বললেন, পর্বের জন্য যা যা প্রয়োজন তা
কিনে আনতে যাও; অথবা হয়তো গরীবদের ওর থেকে
কিছু দান করতে বলছেন।
30যিহূদা রুটির টুকরোটি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে
বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়ে গেছে।

যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

31যিহূদা সেখান থেকে চলে যাবার পর যীশু বললেন,
“মানবপুত্র এখন মহিমান্বিত হলেন, আর ঈশ্বরও তাঁর
মাধ্যমে মহিমান্বিত হলেন। 32ঈশ্বর যদি তাঁর মাধ্যমে
মহিমান্বিত হন, তবে ঈশ্বরও মানবপুত্রকে নিজের
মাধ্যমে মহিমান্বিত করবেন, তিনি খুব শিগ্‌গিরই তা
করবেন।”
33“আমার প্রিয় সন্তানরা, আমি আর কিছু সময়
তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমায় খুঁজবে, আর
আমি যেমন ইহুদী নেতাদের বলেছিলাম, আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সেখানে যেতে পার না, সেই কথাই
এখন তোমাদেরও বলছি। 34আমি তোমাদের এক নতুন
আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি
যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরাও তেমনি
পরস্পরকে ভালবাস। 35তোমাদের পরস্পরের মধ্যে
যদি ভালবাসা থাকে তবে এর দ্বারাই সকলে জানবে
যে তোমরা আমার শিষ্য।”

যীশু বললেন পিতর তাঁকে অস্বীকার করবেন

(মথি 26:31-35; মার্ক 14:27-31; লূক 22:31-34)

36শিমোন পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি
কোথায় যাচ্ছেন?”
যীশু বললেন, “যেখানে এখন আমি যাচ্ছি, তুমি
আমার পেছনে সেখানে আসতে পারবে না; কিন্তু পরে
তুমি আমায় অনুসরণ করবে।”
37পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, এখন কেন আমি
আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আমি আপনার জন্য
নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেব।”
38যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি সত্যি আমার জন্য
প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যি বলছি; কাল ভোরে
মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর সান্ত্বনা

14 “তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক। ঈশ্বরের
উপর বিশ্বাস রাখ, আর আমার প্রতিও আস্থা
রাখ। 2আমার পিতার বাড়িতে অনেক ঘর আছে, যদি
না থাকতো আমি তোমাদের বলতাম। আমি তোমাদের
থাকবার এক জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। 3সেখানে
গিয়ে জায়গা ঠিক করার পর আমি আবার আসব ও
তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে
থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। 4আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সকলেই সে জায়গার পথ চেন।”

5থোমা তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি কোথায়
যাচ্ছেন তা আমরা জানি না! আমরা সেখানে যাবার
পথ কিভাবে জানবো?”

6যীশু তাঁকে বললেন, “আমিই পথ, আমিই সত্য ও
জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ।
7তোমরা যদি সত্যি আমাকে জেনেছ, তবে পিতাকেও
জানতে পেরেছ। আর এখন থেকে তোমরা তাঁকে জান
ও তাঁকে দেখেছ।”

8ফিলিপ যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি পিতাকে
আমাদের দেখান, তাহলেই যথেষ্ট হবে।”

9যীশু তাঁকে বললেন, “আমি তোমাদের সঙ্গে
দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি; আর ফিলিপ, তোমরা এখনও
আমায় চিনলে না? যে কেউ আমায় দেখেছে সে পিতাকে
দেখেছে। তোমরা কি করে বলছ, ‘পিতাকে আমাদের
দেখান’? 10তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি পিতার
মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন? আমি
তোমাদের যে সকল কথা বলি তা নিজের থেকে বলি
না। আমার মধ্যে যিনি আছেন সেই পিতা তাঁর
নিজের কাজ করেন। 11যখন আমি বলি যে আমি পিতার
মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন, তখন
আমাকে বিশ্বাস কর। যদি তা না কর, তবে আমার
কৃত সব অলৌকিক কাজের কারণেই বিশ্বাস কর। 12আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে,
আমি যে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে
কি সে এর থেকেও মহৎ মহৎ কাজ করবে, কারণ
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। 13আর তোমরা আমার নামে
যা কিছু চাইবে, আমি তা পূর্ণ করব, যেন পিতা পুত্রের
দ্বারা মহিমান্বিত হন। 14তোমরা যদি আমার নামে আমার
কাছে কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব।

পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি

15“তোমরা যদি আমায় ভালবাস তবে তোমরা
আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। 16আমি পিতার
কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের আর একজন
সাহায্যকারী* দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের
সঙ্গে থাকেন! 17তিনি সত্যের আত্মা;* যাঁকে এই
জগত সংসার মেনে নিতে পারে না, কারণ জগত
তাঁকে দেখে না বা তাঁকে জানে না। তোমরা তাঁকে
জান, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আর
তিনি তোমাদের মধ্যেই থাকবেন।

18“আমি তোমাদের অনাথ রেখে যাবো না। আমি
তোমাদের কাছে আসব। 19আর কিছুক্ষণ পর এই জগত
সংসার আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমায়
দেখতে পাবে। কারণ আমি বেঁচে আছি বলেই তোমরাও
বেঁচে থাকবে। 20সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি
পিতার মধ্যে আছি, তোমরা আমার মধ্যে আছ, আর
আমি তোমাদের মধ্যে আছি। 21যে আমার নির্দেশ জানে
এবং সেগুলি সব পালন করে, সেই আমায় প্রকৃত
ভালবাসে। যে আমায় ভালবাসে, পিতাও তাকে
ভালবাসেন আর আমিও তাকে ভালবাসি। আমি
নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করব।”

22যিহূদা (যিহূদা ঈষ্করিয়োত নয়) তাঁকে বলল, “প্রভু
কেন আপনি জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে
আমাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করবেন?”

23এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “যদি কেউ আমায়
ভালবাসে তবে সে আমার শিক্ষা অনুসারে চলবে, আর
আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, আর আমরা তার
কাছে আসব ও তার সঙ্গে বাস করব। 24যে আমায়
ভালবাসে না, সে আমার শিক্ষা পালন করে না। আর
তোমরা আমার যে শিক্ষা শুনছ তা আমার নয়, কিন্তু
যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এই শিক্ষা সেই পিতার।

25“আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এইসব
কথা বললাম, 26কিন্তু সেই সাহায্যকারী পবিত্র আত্মা,
যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের
সব কিছু শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা যা
বলেছি, সে সকল বিষয় তিনি তোমাদের স্মরণ করিয়ে
দেবেন।

27“শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার
নিজের শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। জগত-সংসার
যেভাবে শান্তি দেয় আমি সেইভাবে তা দিচ্ছি না।
তোমাদের অন্তর উদ্বিগ্ন অথবা শঙ্কিত না হোক।
28তোমরা শুনেছ যে, আমি তোমাদের বলেছি যে আমি
যাচ্ছি আর আমি আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা
যদি আমায় ভালবাস তবে এটা জেনে খুশী হবে যে
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ পিতা আমার থেকে
মহান। 29তাই এসকল ঘটার আগেই আমি এসব
তোমাদের এখন বললাম, যাতে ঘটলে পর তোমরা
বিশ্বাস কর। 30আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ
কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে।
আমার ওপর তার কোন দাবী নেই। 31জগত সংসার
যাতে জানতে পারে যে আমি পিতাকে ভালবাসি, তাই
পিতা আমায় যেমন আদেশ করেন আমি সেরকমই
করি।

“এখন এস! আমরা এখান থেকে যাই।”

সাহায্যকারী “সাহায্যকারী” কথাটির অর্থ “উপদেশদাতা” এখানে যীশু পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে বলেছেন।

সত্যের আত্মা পবিত্র আত্মা। একে ‘ঈশ্বরের আত্মা’ বা ‘সান্ত্বনাদাতা’ ও বলা হয়। যিনি ঈশ্বর এবং যীশুর সঙ্গে যুক্ত। তিনি জগতে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ করেছেন। যোহন 16:13

যীশু এক আঙ্গুরলতাস্বরূপ

15 যীশু বললেন, "আমিই প্রকৃত আঙ্গুরলতা, আর আমার পিতা আঙ্গুর ক্ষেতের প্রকৃত কৃষক। 2আমার যে শাখাতে ফল ধরে না, তিনি তা কেটে ফেলেন। আর যে শাখাতে ফল ধরে তাতে আরও বেশী করে ফল ধরার জন্য তিনি তা ছেঁটে পরিষ্কার করে দেন। 3আমি তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার ফলে তোমরা এখন শুচি হয়েছ। 4তোমরা আমার সঙ্গে সংযুক্ত থাক, আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকব। শাখা যেমন আঙ্গুরলতার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ফল ধরতে পারে না, তেমনি তোমরাও আমার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ফলবন্ত হতে পারবে না। 5আমিই আঙ্গুরলতা, আর তোমরা শাখা। যে আমাতে সংযুক্ত থাকে সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। 6যদি কেউ আমাতে না থাকে, তবে তাকে শুকিয়ে যাওয়া শাখার মতো ছুঁড়ে ফেলা হয়। তারপর সেই সব শুকনো শাখাকে জড়ো করে তা আগুনে ছুঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

7যদি তোমরা আমাতে থাক, আর আমার শিক্ষা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা কর, তা পাবে। 8তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে প্রমাণ কর যে, তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য; আর তাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হবেন। 9পিতা যেমন আমায় ভালবাসেন, আমিও তোমাদেরকে তেমনি ভালবাসি। তোমরা আমার ভালবাসার মধ্যে থাকো। 10আমি আমার পিতার আদেশ পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় আছি। একইভাবে তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর তবে তোমরাও আমার ভালবাসায় থাকবে। 11আমি এসব কথা তোমাদের বললাম, যেন আমার যে আনন্দ আছে তা তোমাদের মধ্যেও থাকে; আর এইভাবে তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়। 12আমার আদেশ এই, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি একে অপরকে ভালবাস। 13বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার থেকে একজনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা আর কিছু নেই। 14আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করছি তোমরা যদি তা পালন কর তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। 15আমি তোমাদেরকে আর দাস বলছি না, কারণ মনিব কি করে, তা দাস জানে না। কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা যা শুনেছি সে সবই তোমাদের জানিয়েছি। 16তোমরা আমায় মনোনীত করনি, বরং আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি। আমি তোমাদের নিয়োগ করেছি যেন তোমরা যাও ও ফলবন্ত হও, আর তোমাদের ফল যেন স্থায়ী হয় এই আমার ইচ্ছা। তোমরা আমার নামে যা কিছু চাও, পিতা তা তোমাদের দেবেন। 17আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে তোমরা একে অপরকে ভালবাস।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর সতর্কবাণী

18"জগত সংসার যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে একথা মনে রেখো যে, সে প্রথমে আমায় ঘৃণা করল। 19তোমরা যদি এই জগতের হও, তবে জগত যেমন তার আপনজনদের ভালবাসে, তেমনি তোমাদেরও ভালবাসবে। কিন্তু তোমরা এ জগতের নও। আমি এই জগত থেকে তোমাদের মনোনীত করেছি, এই কারণেই জগত সংসার তোমাদের ঘৃণা করে। 20যে শিক্ষার কথা আমি তোমাদের বললাম তা স্মরণে রেখো, একজন দাস তার মনিবের থেকে বড় নয়। তারা যদি আমার ওপর নির্যাতন করে থাকে তবে তারা তোমাদেরও নির্যাতন করবে। যদি তারা আমার শিক্ষা পালন করে থাকে তবে তোমাদের শিক্ষা পালন করবে। 21তারা আমার জন্যই তোমাদের প্রতি এগুলি করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা জানে না। 22আমি যদি না আসতাম ও তাদের সঙ্গে কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হোত না। কিন্তু আমি এসেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাই তাদের এখন পাপ ঢাকবার কোন উপায় নেই। 23যে আমায় ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24যে কাজ আর কেউ কখনও করেনি, সেরূপ কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম, তবে তাদের পাপের জন্য তারা দোষী হোত না। কিন্তু এখন তারা আমার কাজ দেখেছে, আর তা সত্ত্বেও তারা আমাকে ও পিতাকে, উভয়কেই ঘৃণা করেছে। 25শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হওয়ার জন্যই এসব ঘটল- 'তারা অকারণে আমায় ঘৃণা করেছে।'*

26"আমি পিতার কাছ থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠাবো, তিনি সত্যের আত্মা। তিনি যখন পিতার কাছ থেকে আসবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। 27তোমরাও লোকদের কাছে অবশ্যই আমার কথা বলবে, কারণ তোমরা শুরু থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

16 "আমি তোমাদের এসব বলেছি যাতে তোমরা তোমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না কর। 2তারা তোমাদের সমাজ-গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করবে। বলতে কি এমন সময় আসছে, যখন তারা তোমাদেরকে হত্যা করে মনে করবে যে তারা ঈশ্বরের সেবা করছে। 3তারা এরূপ কাজ করবে কারণ তারা না জানে আমাকে, না জানে পিতাকে। 4কিন্তু আমি তোমাদের এসব কথা বললাম, যেন এসব ঘটাবার সময় আসলে তোমরা মনে করতে পার যে, আমি তোমাদের এসব বিষয়ে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

পবিত্র আত্মার কাজ

"শুরুতেই আমি তোমাদের এসব কথা বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। 5কিন্তু যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এখন আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আর তোমাদের কেউ জিজ্ঞেস করছ না, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' 6এখন আমি তোমাদের এসব কথা বললাম, তাই তোমাদের অন্তর দুঃখে ভরে গেছে। 7কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি; আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি যদি না যাই তাহলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই

'তারা ... করেছে' গীত 35:19, অথবা 69:4

তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।
8যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন তখন তিনি পাপ,
ন্যায়পরায়ণতা ও বিচার সম্পর্কে জগতের মানুষকে
চেতনা দেবেন। 9তিনি পাপ সম্পর্কে চেতনা দেবেন
কারণ তারা আমাতে বিশ্বাস করে না। 10ন্যায়পরায়ণতা
সম্পর্কে বোঝাবেন কারণ এখন আমি পিতার কাছে
যাচ্ছি, আর তোমরা আমায় দেখতে পাবে না। 11বিচার
সম্বন্ধে চেতনা দেবেন কারণ এই জগতের যে শাসক
তার বিচার হয়ে গেছে।

12“তোমাদের বলবার মতো আমার এখনও অনেক
কথা আছে; কিন্তু সেগুলো তোমাদের গ্রহণ করার পক্ষে
এখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে। 13সত্যের আত্মা যখন
আসবেন, তখন তিনি সকল সত্যের মধ্যে তোমাদের
পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না,
কিন্তু তিনি যা শোনেন তাই বলেন, আর আগামী দিনে
কি ঘটতে চলেছে তা তিনি তোমাদের কাছে বলবেন।
14তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমি যা
বলি তাই তিনি গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন।
15যা কিছু পিতার, তা আমার। এই কারণেই আমি
বলেছি যে সত্যের আত্মা আমার নিকট থেকে সবই
গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন।

দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে

16“আর একটু পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে
পাবে না। অল্প একটু পরে আবার আমাকে দেখতে
পাবে।”

17তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন পরস্পরকে
বলল, “উনি আমাদের কি বলতে চাইছেন, ‘কিছু পরে
তোমরা আমায় দেখতে পাবে না, কিছু পরে তোমরা
আবার আমায় দেখতে পাবে।’ এ কথারই বা অর্থ কি,
‘কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি’?” 18তারা আরও
বললেন, “তিনি ‘অল্প কিছুকাল পরে’ বলতে কি বোঝাতে
চাইছেন? তিনি কি বলছেন, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি
না।”

19তারা তাঁকে কি জিজ্ঞেস করতে চান তা যীশু
বুঝতে পারলেন। তাই তিনি তাঁদের বললেন, “যখন
আমি বললাম, ‘অল্প কিছু পরে তোমরা আমায় দেখতে
পাবে না, আবার অল্প কিছু পরে আবার আমায় দেখতে
পাবে’, এর দ্বারা আমি কি বোঝাতে চাইছি এই নিয়েই
কি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছ? 20আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে, ব্যথিত হবে, কিন্তু জগত-
সংসার তাতে আনন্দিত হবে। তোমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত
হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।
21স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট পায়, কারণ তখন
তার প্রসব বেদনার সময়; কিন্তু যখন সে সন্তান প্রসব
করে, তখন সে তার কষ্টের কথা ভুলে যায়, জগতে
একজন জন্মগ্রহণ করল জেনে সে আনন্দিত হয়। 22ঠিক
সেই রকম, তোমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি
তোমাদের আবার দেখা দেব, আর তোমাদের হৃদয়
তখন আনন্দে ভরে যাবে। তোমাদের সেই আনন্দ কেউ
তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। 23সেদিন
তোমরা আমার কাছে কিছু চাইবে না। আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমরা আমার নামে যদি পিতার কাছে
কিছু চাও, তিনি তোমাদের তা দেবেন। 24এ পর্যন্ত
তোমরা আমার নামে কিছু চাওনি। তোমরা চাও, তাহলে
তোমরা পাবে। তোমাদের আনন্দ তখন পূর্ণতায় ভরে
যাবে।

জগত জয় করা হল

25“আমি হেঁয়ালি করে তোমাদের এসব বলেছিলাম।
সময় আসছে যখন আমি আর হেঁয়ালি করে তোমাদের
কিছু বলব না, বরং পিতার বিষয় সরল ভাষায় তোমাদের
কাছে ব্যক্ত করব। 26সেই দিন যা চাইবার তা তোমরা
আমার নামেই চাইবে, আর আমি তোমাদের বলছি না
যে আমি তোমাদের হয়ে পিতার কাছে চাইব। 27না,
পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, কারণ তোমরা
আমায় ভালবেসেছ এবং তোমরা বিশ্বাস কর যে আমি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। 28আমি পিতার কাছ থেকে
এই জগতে এসেছি; এখন আমি এ জগত ছেড়ে আবার
পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি।”

29তাঁর শিষ্যরা বললেন, “দেখুন, এখন আপনি
স্পষ্টভাবে বলছেন, কোনরকম হেঁয়ালি করে বলছেন
না। 30এখন আমরা বুঝলাম যে আপনি সব কিছুই
জানেন। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করার আগেই আপনি তার
উত্তর দিতে পারেন। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে
আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।”

31যীশু তাঁদের বললেন, “তাহলে তোমরা এখন
বিশ্বাস করছ? 32শোন, সময় আসছে, বলতে কি এসে
পড়েছে, যখন তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের
জায়গায় চলে যাবে, আর আমায় একা ফেলে পালাবে,
তবু আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন।

33“আমি তোমাদের এসব কথা বললাম যাতে
তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। জগতে তোমরা কষ্ট
পাবে, কিন্তু সাহসী হও! আমিই জগতকে জয় করেছি!”

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা

17 এইসব কথা বলার পর যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে
এই কথা বললেন, “পিতা, এখন সময় হয়েছে;
তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্রও
তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। 2সমস্ত মানুষের
উপর পুত্রকে তুমি অধিকার দিয়েছ যাতে তিনি তাদের
সকলকে অনন্ত জীবন দিতে পারেন। 3এই হোল অনন্ত
জীবন; তারা তোমাকে জানে যে তুমি একমাত্র সত্য
ঈশ্বর ও তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানে।
4তুমি যে কাজ করার দায়িত্ব আমায় দিয়েছিলে, তা
আমি শেষ করেছি ও পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত
করেছি; 5তাই এখন তোমার সান্নিধ্যে আমায় মহিমান্বিত
কর। হে পিতা, জগত সৃষ্টির পূর্বে তোমার কাছে আমার
যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় এখন আমায়
মহিমান্বিত কর।

6“এই জগতের মধ্যে থেকে তুমি যে সব লোকদের
আমায় দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমার পরিচয়
দিয়েছি। তারা তোমারই ছিল, এবং তুমি তাদেরকে
আমায় দিয়েছ, আর তারা তোমার শিক্ষানুসারে চলেছে।
7এখন তারা বুঝেছে যে তুমি যা কিছু আমায় দিয়েছ
তা তোমার কাছ থেকেই এসেছে। 8তুমি আমায় যে
শিক্ষা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তা তারা
গ্রহণও করেছে। তারা সত্যিই বুঝেছে যে আমি তোমারই
কাছ থেকে এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করে যে তুমি
আমায় পাঠিয়েছ। 9আমি তাদের জন্য এখন প্রার্থনা
করছি। আমি সারা জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না,
কেবল সেই সকল লোকদের জন্য প্রার্থনা করছি যাদেরকে
তুমি দিয়েছ, কারণ তারা তোমার। 10আমার যা কিছু
তা তোমার, আর তোমার যা তা আমার। আর এদের
মাধ্যমেই আমি মহিমান্বিত হয়েছি। 11আমি আর এই
জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে,
আমি তোমারই কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম
তুমি আমায় দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে
তুমি তাদের রক্ষা কর। আমরা যেমন এক, তেমনি
তারা যেন সকলে এক হতে পারে। 12আমি যখন তাদের
সঙ্গে ছিলাম, আমি তাদের নিরাপদে রেখেছিলাম। তুমি
আমায় যে নাম দিয়েছ সেই নামের শক্তিতে তখন
আমি তাদের রক্ষা করেছিলাম। আমি তাদের সাবধানে
রক্ষা করেছি। তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয় নি। একমাত্র
ব্যতিক্রম সেই লোকটি, ধ্বংস হওয়াই যার পরিণতি।
শাস্ত্রের কথা সফল করার জন্যেই এই পরিণতি।
13“এখন আমি তোমার কাছে আসছি, কিন্তু এই
জগতে থাকতে থাকতে আমি এসব কথা বলছি, যেন
তারা আমার যে আনন্দ তা পরিপূর্ণরূপে পায়। 14আমি
তাদের তোমার শিক্ষা জানিয়েছি, কিন্তু জগত-সংসার
তাদের ঘৃণা করে, কারণ তারা এই জগতের নয়, যেমন
আমিও এ জগতের নই। 15তাদের এই জগত থেকে
নিয়ে যাবার জন্য আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি
না, কিন্তু তাদের মন্দ শক্তির হাত থেকে রক্ষা কর।
16তারা এই জগতের নয়, যেমন আমিও এ জগতের
নই 17সত্যের দ্বারা তোমার সেবার জন্য তুমি তাদের
পবিত্র কর। তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। 18তুমি যেমন
এ জগতে আমাকে পাঠিয়েছ, আমিও তাদের তেমনি
জগতের মাঝে পাঠিয়েছি। 19তাদের জন্য আমি তোমার
সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারাও সত্যের
মাধ্যমে তোমার সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে।
20“আমি কেবল এদের জন্যই প্রার্থনা করছি না,
এদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যারা আমায় বিশ্বাস করবে
তাদের জন্যও করছি। 21পিতা, যেমন তুমি আমাতে
রয়েছ, আর আমি তোমাতে রয়েছি, তেমনি তারাও
যেন এক হয়। তারা যেন আমাদের মধ্যে থাকে যাতে
জগত সংসার বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ।
22আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তা আমি তাদের
দিয়েছি, যাতে আমরা যেমন এক, তারাও তেমনি এক
হতে পারে। 23আমি তাদের মধ্যে, আর তুমি আমার
মধ্যে থাকবে, এইভাবে তারা যেন সম্পূর্ণভাবে এক
হয়। জগত যাতে জানে যে তুমি আমায় পাঠিয়েছ।
আর তুমি যেমন আমায় ভালবেসেছ, তেমনি তুমি
তাদেরও ভালবেসেছ।
24“পিতা, আমি চাই, আমি যেখানে আছি, তুমি
যাদের আমায় দিয়েছ, তারাও যেন আমার সঙ্গে সেখানে
থাকে। আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তারা আমার
সেই মহিমা যেন দেখতে পায়, কারণ জগত সৃষ্টির
আগেই তুমি আমায় ভালবেসেছ। 25ন্যায়বান পিতা,
জগত তোমায় জানে না, কিন্তু আমি তোমায় জানি।
আর আমার এই শিষ্যরা জানে যে তুমি আমায়
পাঠিয়েছ। 26তুমি কে আমি তাদের কাছে তা প্রকাশ
করেছি, আর এরপরেও আমি তাদের কাছে তা করতেই
থাকব। তাহলে তুমি আমায় যেমন ভালবেসেছ, তারা
একইভাবে অন্যদের ভালবাসবে আর আমি তাদের
মধ্যেই থাকব।”

যীশুকে গ্রেপ্তার

(মথি 26:47-56; মার্ক 14:43-50; লূক 22:47-53)

18 এই প্রার্থনার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
কিদ্রোণ উপত্যকার ওপারে চলে গেলেন।
সেখানে একটি বাগান ছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
সেই বাগানের মধ্যে ঢুকলেন।
2যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে আসতেন।
এইজন্য যিহূদা সেই স্থানটি জানত। এই যিহূদা যীশুর
সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। 3সে ফরীশীদের ও প্রধান
যাজকদের কাছ থেকে একদল সৈনিক ও কিছু রক্ষী
নিয়ে সেখানে এল। তাদের হাতে ছিল মশাল, লণ্ঠন ও
নানা অস্ত্র।
4তখন যীশু, তাঁর প্রতি কি ঘটতে চলেছে সে সবই
তাঁর জানা থাকার ফলে এগিয়ে গিয়ে বললেন, “তোমরা
কাকে খুঁজছ?”
5তারা তাঁকে বলল, “নাসরতীয় যীশুকে।”
যীশু বললেন, “আমিই তিনি।” যে যিহূদা যীশুর
বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেও তাদেরই সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে
ছিল। 6তিনি যখন তাদের বললেন, “আমিই তিনি।”
তাতে তারা পিছু হটে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।
7তাই আবার একবার তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন,
“তোমরা কাকে খুঁজছ?”
তারা বলল, “নাসরতীয় যীশুকে।”
8এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমি তো তোমাদের
আগেই বলেছি, ‘আমিই তিনি।’ সুতরাং যদি তোমরা
আমাকেই খুঁজছ, তাহলে এদের যেতে দাও।” 9এটা
ঘটল যাতে তাঁর আগের বক্তব্য যথার্থ প্রতিপন্ন হয়,
“তুমি আমায় যাদের দিয়েছ তাদের কাউকে আমি হারাই
নি।”
10তখন শিমোন পিতরের কাছে একটা তরোয়াল
থাকায় তিনি সেটা টেনে বের করে মহাযাজকের চাকরকে
আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সেই
চাকরের নাম মল্ক।

11তখন যীশু পিতরকে বললেন, “তোমার তরবারি
খাপে ভরো, যে পানপাত্র পিতা আমায় দিয়েছেন,
আমাকে তা পান করতেই হবে।”

হাননের কাছে যীশুকে আনা হোল

(মথি 26:57-58; মার্ক 14:53-54; লূক 22:54)

12এরপর সৈন্যরা ও তাদের সেনাপতি এবং ইহুদী
রক্ষীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে প্রথমে হাননের
কাছে নিয়ে গেল। 13সেই বছর যিনি মহাযাজক ছিলেন;
সেই কায়াফার শ্বশুর এই হানন। 14এই কায়াফা ইহুদী
নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জনস্বার্থে এক জনের
মরণ হওয়া ভালো।

পিতরের যীশুকে অস্বীকার

(মথি 26:69-70; মার্ক 14:66-68; লূক 22:55-57)

15শিমোন পিতর ও আর একজন শিষ্য যীশুর পেছনে
পেছনে গেলেন। এই শিষ্যর সঙ্গে মহাযাজকের চেনা
পরিচয় ছিল, তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের বাড়ির
উঠোনে ঢুকলেন; কিন্তু পিতর ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে
রইলেন। 16তখন মহাযাজকের পরিচিত শিষ্য বাইরে
এসে যে বালিকাটি ফটক পাহারায় ছিল তাকে বলে
পিতরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। 17তখন দ্বাররক্ষীরা
পিতরকে বলল, “তুমিও সেই লোকটার শিষ্যদের মধ্যে
একজন নও কি?”

পিতর বললেন, “না, আমি নই!”

18চাকরেরা ও মন্দিরের রক্ষীরা শীতের জন্য কাঠ
কয়লার আগুন তৈরী করে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আগুন
পোয়াচ্ছিল। পিতরও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে
আগুন পোয়াচ্ছিলেন।

যীশুকে মহাযাজকের প্রশ্ন

(মথি 26:59-66; মার্ক 14:55-64; লূক 22:66-71)

19এরপর মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে
ও তাঁর শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। 20যীশু
এর উত্তরে তাঁকে বললেন, “আমি সর্বদাই সকলের
কাছে প্রকাশ্যে কথা বলেছি। আমি মন্দিরের মধ্যে ও
সমাজ-গৃহেতে যেখানে ইহুদীরা একসঙ্গে সমবেত হয়
সেখানে সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আর আমি কখনও
কোন কিছু গোপনে বলিনি। 21তোমরা আমায় কেন সে
বিষয়ে প্রশ্ন করছ? যারা আমার কথা শুনেছে তাদেরই
জিজ্ঞেস কর আমি তাদের কি বলেছি। আমি কি বলেছি
তারা নিশ্চয়ই জানবে!”

22তিনি যখন একথা বলছেন, তখন সেই মন্দির
রক্ষীবাহিনীর একজন যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে যীশুকে
এক চড় মেরে বলল, “তোর কি সাহস, তুই মহাযাজককে
এরকম জবাব দিলি!”

23এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “আমি যদি অন্যায়
কিছু বলে থাকি, তবে সকলকে বল কি অন্যায় বলেছি;
কিন্তু আমি যদি সত্যি কথা বলে থাকি তাহলে তোমরা
আমায় মারছ কেন?”

24এরপর হানন, যীশুকে মহাযাজক কায়াফার কাছে
পাঠিয়ে দিলেন। যীশু তখনও বাঁধা অবস্থায় ছিলেন।

পিতর আবার মিথ্যা বললেন

(মথি 26:71-75; মার্ক 14:69-72; লূক 22:58-62)

25এদিকে শিমোন পিতর সেখানে দাঁড়িয়ে আগুন
পোয়াচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “তুমিও
কি ওর শিষ্যদের মধ্যে একজন?” কিন্তু তিনি একথা
অস্বীকার করে বললেন, “না, আমি নই।”

26মহাযাজকের একজন চাকর, পিতর যার কান
কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয় বলল, “আমি
ওর সঙ্গে তোমাকে সেই বাগানের মধ্যে দেখেছি, ঠিক
বলেছি না?”

27তখন পিতর আবার একবার অস্বীকার করলেন;
আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।

যীশুকে পীলাতের কাছে আনা হোল

(মথি 27:1-2, 11-31; মার্ক 15:1-20; লূক 23:1-25)

28এরপর তারা যীশুকে কায়াফার বাড়ি থেকে
রাজ্যপালের প্রাসাদে নিয়ে গেল। তখন ভোর হয়ে
গিয়েছিল। তারা নিজেরা রাজ্যপালের প্রাসাদের ভেতরে
যেতে চাইল না, পাছে অশুচি* হয়ে পড়ে, কারণ তারা
নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে চাইছিল। 29তারপর রাজ্যপাল
পীলাত তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন, “তোমরা
এই লোকটার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনছ?”

30এর উত্তরে তারা পীলাতকে বলল, “এই লোক
যদি দোষী না হোত, তাহলে আমরা তোমার হাতে
একে তুলে দিতাম না।”

31তখন পীলাত তাদের বললেন, “একে নিয়ে যাও
এবং তোমাদের বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এর বিচার কর।”
ইহুদীরা তাকে বলল, “আমরা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে
পারি না।” 32কিভাবে তাঁর মৃত্যু হবে সে বিষয়ে যীশু
যা ইঙ্গিত করেছিলেন তা পূরণ করতেই এই ঘটনাগুলি
ঘটল।

33তখন পীলাত আবার প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে যীশুকে
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি ইহুদীদের রাজা?”

34যীশু বললেন, “তুমি কি নিজে থেকে একথা বলছ,
অথবা অন্য কেউ আমার বিষয়ে তোমাকে বলেছে?”

35পীলাত বললেন, “আমি কি ইহুদী? তোমার নিজের
লোকেরা ও প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে
সঁপে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?”

36যীশু বললেন, “আমার রাজ্য এই জগতের নয়।
যদি আমার রাজ্য এই জগতের হোত তাহলে আমার
লোকেরা ইহুদীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার
জন্য লড়াই করত; কিন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার
নয়।”

37তখন পীলাত তাঁকে বললেন, “তাহলে তুমি
একজন রাজা?”

অশুচি ইহুদীরা মনে করত কোন অইহুদীর ঘরে প্রবেশ করলে তাদের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। যোহন 11:35

যীশু এর উত্তরে বললেন, “আপনি বলছেন যে
আমি রাজা। আমি এই জন্যই জন্মেছিলাম, আর এই
উদ্দেশ্যেই আমি জগতে এসেছি, যেন সত্যের পক্ষে
সাক্ষ্য দিই। যে কেউ সত্যের পক্ষে আছে, সে আমার
কথা শোনে।”
38পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “সত্য কি?” এই
কথা জিজ্ঞেস করে তিনি পুনরায় ইহুদীদের কাছে গেলেন,
আর তাদের বললেন, “আমি তো এই লোকটির মধ্যে
কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না? **39**কিন্তু তোমাদের এমন
এক রীতি আছে, সেই অনুসারে নিস্তারপর্বের সময়ে
একজন বন্দীকে মুক্তি দিয়ে থাকি। বেশ তোমাদের কি
ইচ্ছা, আমি তোমাদের জন্য ‘ইহুদীদের রাজাকে’ ছেড়ে
দেব?”
40তারা আবার চিৎকার করে বলল, “একে নয়!
বারাব্বাকে!” এই বারাব্বা ছিল একজন বিদ্রোহী।
19 তখন পীলাত আদেশ দিলেন যে যীশুকে চাবুক
মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হোক। **2**সেনারা
কাঁটালতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে সেটা যীশুর
মাথায় পরিয়ে দিল। তারা যীশুকে বেগুনে রঙের পোশাক
পরাল, **3**এরপর তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলতে লাগল,
“ইহুদীদের রাজা দীর্ঘজীবি হোক!” এই বলে তারা
তাঁর গালে চড় মারতে লাগল।
4পীলাত আর একবার বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের
বললেন, “শোন, আমি যীশুকে তোমাদের সামনে নিয়ে
আসছি। আমি চাই যে, তোমরা বুঝবে যে আমি এর
কোনই দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।” **5**এরপর যীশু বাইরে
এলেন, তখন তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট ও পরনে বেগুনে
পোশাক ছিল। পীলাত তাদের বললেন, “এই দেখ, সেই
মানুষ!”
6প্রধান যাজকরা ও মন্দিরের রক্ষীরা যীশুকে দেখে
চিৎকার করে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দিয়ে
ওকে মেরে ফেল!”
পীলাত তাদের বললেন, “তোমরা নিজেরাই একে
নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি এর কোন দোষ
দেখতে পাচ্ছি না।” **7**ইহুদীরা তাঁকে বলল, “আমাদের
যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে ওর প্রাণদণ্ড
হওয়া উচিত, কারণ ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে
দাবী করে।”
8এই কথা শুনে পীলাত ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন।
9তিনি আবার প্রাসাদের মধ্যে গেলেন। পীলাত যীশুকে
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কোথা থেকে এসেছ?” কিন্তু
যীশু এর কোন উত্তর দিলেন না।
10তখন পীলাত যীশুকে বললেন, “তুমি কি আমার
সঙ্গে কথা বলতে চাও না? তুমি কি জান না যে
তোমাকে মুক্তি দেওয়ার বা ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার
ক্ষমতা আমার আছে?”
11এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “ঈশ্বর না দিলে
আমার ওপর আপনার কোন ক্ষমতা থাকত না। তাই
যে লোক আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, সে
আরও বড় পাপে পাপী।”
12একথা শুনে পীলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য
চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করল, “যদি তুমি
ওকে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি কৈসরের বন্ধু নও। যে
কেউ নিজেকে রাজা বলবে, বুঝতে হবে সে কৈসরের
বিরোধিতা করছে।”
13এই কথা শোনার পর পীলাত যীশুকে আবার বাইরে
নিয়ে এলেন ও বিচারাসনে বসলেন। এই বিচারাসন
ছিল “পাথরে বাঁধানো” নামে জায়গাতে। ইহুদীদের
ভাষায় একে “গব্বথা” বলে। **14**সেই দিনটা ছিল
নিস্তারপর্ব আয়োজনের দিন।* তখন প্রায় বেলা
বারোটা, পীলাত ইহুদীদের বললেন, “এই দেখ তোমাদের
রাজা।”
15তখন তারা চিৎকার করতে লাগল, “ওকে দূর
কর! দূর কর! ওকে ক্রুশে দিয়ে মার!”
পীলাত তাদের বললেন, “আমি কি তোমাদের
রাজাকে ক্রুশে দেব?”
প্রধান যাজকেরা জবাব দিলেন, “কৈসর ছাড়া
আমাদের আর কোন রাজা নেই।”
16তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার
জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন।

যীশুর ক্রুশারোহণ

(মথি 27:32-44; মার্ক 15:21-32; লূক 23:26-43)

শেষ পর্যন্ত তারা যীশুকে হাতে পেল। **17**যীশু তাঁর
নিজের ক্রুশ বইতে বইতে “মাথার খুলি” নামে এক
জায়গায় গেলেন। ইহুদীদের ভাষায় যাকে বলা হোত
“গলগথা।” **18**সেখানে তারা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল।
তাঁর সঙ্গে তাঁর দুপাশে আরও দুজনকে ক্রুশে দিল,
যীশু ছিলেন তাদের মাঝখানে। **19**পীলাত যীশুর মাথার
দিকে ক্রুশের ওপর একটি ফলক টাঙ্গিয়ে দিলেন।
সেই ফলকে লেখা ছিল, “নাসরতীয় যীশু, ইহুদীদের
রাজা।” **20**তখন অনেক ইহুদী সেই ফলকটি পড়ল,
কারণ যীশুকে যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তা নগরের
কাছেই ছিল, আর সেই ফলকের লেখাটি ইহুদীদের
ভাষা, গ্রীক ও রোমীয় ভাষায় ছিল। **21**ইহুদীদের প্রধান
যাজকেরা পীলাতকে বললেন, ‘ইহুদীদের রাজা’ লিখো
না, তার পরিবর্তে লেখো, “এই লোক বলেছিল, আমি
ইহুদীদের রাজা।’”
22পীলাত বললেন, “আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।”
23যীশুকে ক্রুশে দিয়ে সেনারা যীশুর সমস্ত পোশাক
নিয়ে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে এক এক ভাগ
নিল। আর তাঁর উপরের লম্বা পোশাকটিও নিল, এটিতে
কোন সেলাই ছিল না, ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সমস্তটাই
বোনা। **24**তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল,
“এটাকে আর ছিঁড়ব না। আমরা বরং ঘুঁটি চেলে দেখি
কে ওটা পায়।” শাস্ত্রের এই বাণী এইভাবে ফলে
গেল:

নিস্তারপর্ব আয়োজনের দিন অর্থাৎ শুক্রবার, যখন ইহুদীরা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিতেন।

“তারা নিজেদের মধ্যে আমার পোশাক ভাগ করে
নিল, আর আমার পোশাকের জন্য ঘুঁটি চালল।”
গীতসংহিতা 22:18

সৈনিকরা তাই করল।
25যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা, মাসীমা ক্লোপার স্ত্রী
মরিয়ম ও মরিয়ম মগ্দলিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন। **26**যীশু
তাঁর মাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন আর যে
শিষ্যকে তিনি ভালোবাসতেন, দেখলেন তিনিও সেখানে
দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, “হে
নারী, ঐ দেখ তোমার ছেলে।” **27**পরে তিনি তাঁর সেই
শিষ্যকে বললেন, “ঐ দেখ, তোমার মা।” আর তখন
থেকে তাঁর মাকে সেই শিষ্য নিজের বাড়িতে রাখার
জন্য নিয়ে গেলেন।

যীশুর মৃত্যু

(মথি 27:45-56; মার্ক 15:33-41; লূক 23:44-49)
28এরপর যীশু বুঝলেন যে সবকিছু এখন সম্পন্ন
হয়েছে। শাস্ত্রের সকল বাণী যেন সফল হয় তাই তিনি
বললেন, “আমার পিপাসা পেয়েছে।”* **29**সেখানে একটা
পাত্রে সিরকা ছিল, তাই সৈন্যরা একটা স্পঞ্জ সেই
সিরকায় ডুবিয়ে এসোব নলে করে তা যীশুর মুখের
কাছে ধরল। **30**যীশু সেই সিরকার স্বাদ নেবার পর
বললেন, “সমাপ্ত হোল।” এরপর তিনি মাথা নীচু করে
প্রাণ ত্যাগ করলেন।
31ঐ দিনটি ছিল আয়োজনের দিন। যেহেতু বিশ্রামবার
একটি বিশেষ দিন, ইহুদীরা চাইছিল না যে দেহগুলি
ক্রুশের ওপরে থাকে। তাই ইহুদীরা পীলাতের কাছে
গিয়ে তাঁকে আদেশ দিতে অনুরোধ করল, যেন ক্রুশবিদ্ধ
লোকদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয় যাতে তাড়াতাড়ি তাদের
মৃত্যু হয় এবং মৃতদেহগুলি ঐদিনই ক্রুশ থেকে নামিয়ে
ফেলা যায়। **32**সুতরাং সেনারা এসে প্রথম লোকটির পা
ভাঙ্গল, আর তার সঙ্গে যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল
তারও পা ভাঙ্গল। **33**কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে
দেখল যে তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর পা ভাঙ্গল
না। **34**কিন্তু একজন সৈনিক যীশুর পাঁজরের নীচে বর্শা
দিয়ে বিদ্ধ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে রক্ত ও
জল বেরিয়ে এল।
35এই ঘটনা যে দেখল সে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিল তা
আপনারা সকলেই বিশ্বাস করতে পারেন, আর তার
সাক্ষ্য সত্য। আর সে জানে যে সে যা বলছে তা সত্য।
36এই সকল ঘটনা ঘটল যাতে শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ
হয়: “তাঁর একটি অস্থিও ভাঙ্গবে না।”* **37**আবার শাস্ত্রে
আর এক জায়গায় আছে, “তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে
তাঁরই দিকে দৃষ্টিপাত করবে।”*

যীশুর সমাধি

(মথি 27:57-61; মার্ক 15:42-47; লূক 23:50-56)
38এরপর অরিমাথিয়ার যোষেফ, যিনি যীশুর শিষ্য
ছিলেন কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে তা গোপনে রাখতেন,
তিনি যীশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে
অনুমতি চাইলেন। পীলাত তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি
এসে যীশুর দেহটি নামিয়ে নিয়ে গেলেন। **39**নীকদীমও
এসেছিলেন (যোষেফের সঙ্গে)। এই সেই ব্যক্তি যিনি
যীশুর কাছে আগে একরাতের অন্ধকারে দেখা করতে
এসেছিলেন। নীকদীম আনুমানিক ত্রিশ কিলোগ্রাম
গন্ধ-নির্যাস মেশানো অগুরুর প্রলেপ নিয়ে এলেন।
40এরপর ইহুদীদের কবর দেওয়ার রীতি অনুসারে যীশুর
দেহে সেই প্রলেপ মাখিয়ে তাঁরা তা মসীনার কাপড়
দিয়ে জড়ালেন।
41যীশু যেখানে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন, তার কাছে
একটি বাগান ছিল, সেই বাগানে একটি নতুন কবর ছিল
যেখানে আগে কাউকে কখনও কবর দেওয়া হয়নি।
42এই কবরটি নিকটেই ছিল, যীশুর দেহ তাঁরা সেই
কবরের মধ্যে রাখলেন, কারণ ইহুদীদের বিশ্রামের দিনটি
শুরু হতে চলেছিল।

শিষ্যরা দেখল যীশুর সমাধিগুহা খালি

(মথি 28:1-10; মার্ক 16:1-8; লূক 24:1-12)
20 রবিবার দিন সকাল সকাল মরিয়ম মগ্দলিনী
সেই সমাধির কাছে গেলেন, যেখানে যীশুর দেহ
রাখা ছিল। তখনও অন্ধকার ছিল। তিনি দেখলেন যে
সমাধি গুহার মুখে যে বড় পাথরখানি ছিল তা সরিয়ে
ফেলা হয়েছে। **2**তখন তিনি শিমোন পিতর ও যীশুর
সেই শিষ্য যাকে যীশু ভালোবাসতেন তাঁদের কাছে ছুটে
গেলেন। মরিয়ম বললেন, “তারা প্রভুকে সমাধি থেকে
তুলে নিয়ে গেছে। আমরা কেউ জানি না, তারা কোথায়
তাঁকে রেখেছে!”
3তখন পিতর ও সেই অন্য শিষ্য সেখান থেকে
বেরিয়ে সমাধির কাছে গেলেন। **4**তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে
দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু সেই অন্য শিষ্য পিতরের থেকে
আগে দৌড়ে সেই সমাধির কাছে প্রথমে পৌঁছালেন।
5তিনি ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, সেখানে সেই মসীনার
কাপড়গুলি পড়ে আছে, তবু ভেতরে গেলেন না।
6শিমোন পিতর যিনি তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন
তিনিও এসে পৌঁছালেন আর সমাধি গুহার মধ্যে
ঢুকলেন। তিনি দেখলেন, মসীনার সেই কাপড়গুলি
সেখানে পড়ে আছে।
7আর কবর দেবার যে কাপড়টি দিয়ে যীশুর মুখ ও
মাথা ঢাকা ছিল, সেটি ঐ মসীনার কাপড়ের সঙ্গে নেই,
তা গোটানো অবস্থায় এক পাশে পড়ে আছে। **8**এরপর
সেই শিষ্য যিনি প্রথমে সমাধির কাছে গিয়েছিলেন তিনিও
ভেতরে ঢুকলেন এবং সবকিছু দেখে বিশ্বাস করলেন।
9কারণ শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে মৃতদের মধ্য
থেকে তাঁকে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে। সেটি তাঁরা
তখনও বোঝেননি।

“আমার ... পেয়েছে” গীত 22:15; 69:21

“তাঁর ... না” গীত 34:20; যাত্রা 12:46; গণনা 9:12

“তারা ... করবে” সখরিয় 12:10

মরিয়ম মগ্দলিনীকে যীশু দেখা দিলেন

(মার্ক 16:9-11)

10এরপর সেই শিষ্যরা নিজেদের জায়গায় ফিরে
গেলেন। 11মরিয়ম কিন্তু সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে
কাঁদছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঝুঁকে পড়ে সমাধির
ভেতরটা লক্ষ্য করলেন। 12আর দেখলেন শুভ্র পোশাক
পরে দুজন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল
সেখানে বসে আছেন। একজন তাঁর মাথার দিকে, আর
একজন তাঁর পায়ের দিকে।

13তাঁরা মরিয়মকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ
কেন?"

মরিয়ম তাঁদের বললেন, "তারা আমার প্রভুকে নিয়ে
গেছে, আর আমি জানি না তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

14একথা বলতে বলতে তিনি যীশুকে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না যে উনি
যীশু।

15যীশু তাঁকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ কেন!?
তুমি কাকে খুঁজছ?"

মরিয়ম তাঁকে বাগানের মালী মনে করে বললেন,
"মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে
আমায় বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আমি তাঁকে
নিয়ে যাব।"

16যীশু তাঁকে বললেন, "মরিয়ম।"

তিনি ফিরে তাকালেন, আর তাঁকে ইহুদীদের ভাষায়
বললেন, "রব্বি" যার অর্থ গুরু'।

17যীশু তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরো না, কারণ
আমি ঊর্দ্ধে পিতার কাছে এখনও যাইনি। কিন্তু তুমি
আমার ভাইদের কাছে যাও, আর তাদের বল, 'যিনি
আমার পিতা ও তোমাদের পিতা আর আমার ঈশ্বর ও
তোমাদের ঈশ্বর, ঊর্দ্ধে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।'"

18তখন মরিয়ম মগ্দলিনী শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই
খবর জানিয়ে বললেন, "আমি প্রভুকে দেখেছি!" আর
জানালেন যে, প্রভু তাঁকে এই কথা বলেছেন।

যীশু শিষ্যদের দেখা দিলেন

(মথি 28:16-20; মার্ক 16:14-18; লূক 24:36-49)

19দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন সন্ধ্যায় শিষ্যরা একটি
ঘরে জড়ো হলেন। ইহুদীদের ভয়ে তাঁরা ঘরের দরজায়
চাবি দিয়ে দিলেন। এমন সময় যীশু এসে তাঁদের মাঝে
দাঁড়ালেন, আর বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।"
20একথা বলার পর তিনি তাঁদেরকে তাঁর হাত ও পাঁজরের
পাশটা দেখালেন। শিষ্যেরা প্রভুকে দেখতে পেয়ে খুবই
আনন্দিত হোলেন।

21এরপর যীশু আবার তাঁদের বললেন, "তোমাদের
শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও
তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।" 22এই বলে তিনি তাঁদের
ওপর ফুঁ দিলেন, আর বললেন, "তোমরা পবিত্র আত্মা
গ্রহণ কর। 23যদি তোমরা কোন লোকের পাপ ক্ষমা
কর, তবে তাদের পাপ ক্ষমা পাবে, আর যদি কারো
পাপ ক্ষমা না কর তার পাপের ক্ষমা হবে না।"

যীশু থোমাকে দেখা দিলেন

24কিন্তু যীশু যখন সেখানে এসেছিলেন তখন সেই
বারোজন শিষ্যের একজন থোমা, যাঁর অপর নাম দিদুমঃ
তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। 25অন্য শিষ্যেরা তাঁকে
বললেন, "আমরা প্রভুকে দেখেছি!" কিন্তু তিনি তাঁদের
বললেন, "আমি যদি তাঁর দুহাতে পেরেকের চিহ্ন না
দেখি, আর সেই পেরেক বিদ্ধ জায়গায় আমার আঙ্গুল
না দিই, আর তাঁর পাঁজরের নীচে আমার হাত না দিই,
তাহলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।"

26এক সপ্তাহ পর তাঁর শিষ্যরা আবার একটি ঘরের
মধ্যে ছিলেন, আর সেদিন থোমা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।
ঘরের দরজাগুলি তখন চাবি দেওয়া ছিল। এমন সময়ে
যীশু সেখানে এলেন ও তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" 27এরপর তিনি
থোমাকে বললেন, "এখানে তোমার আঙ্গুল দাও, আর
আমার হাত দুটি দেখ। তোমার হাত বাড়িয়ে
আমার পাঁজরের নীচে দাও। সন্দেহ কোরো না, বিশ্বাস
কর।"

28এর উত্তরে থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু আমার,
ঈশ্বর আমার।" 29যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি আমায়
দেখেছ তাই বিশ্বাস করেছ। ধন্য তারা, যারা আমাকে
না দেখেও বিশ্বাস করে।"

যোহন কেন এই বই লিখেছিলেন

30যীশু তাঁর শিষ্যদের সামনে আরো অনেক
অলৌকিক চিহ্নকার্য করেছিলেন, যা এই বইয়েতে সব
লেখা হয়নি। 31কিন্তু এসব লেখা হয়েছে যাতে তোমরা
বিশ্বাস করতে পার যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র; আর
এই বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর নামের মধ্য দিয়ে তোমরা
সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পার।

যীশু সাতজন প্রেরিতকে দেখা দিলেন

21 এরপর তিবিরিয়া হ্রদের ধারে যীশু আবার তাঁর
শিষ্যদের দেখা দিলেন। এইভাবে তিনি দেখা
দিয়েছিলেন– 2শিমোন পিতর, থোমা যাঁর অপর নাম
দিদুমঃ, গালীলের কান্নাবাসী নথনেল, সিবদিয়ের ছেলেরা
ও অপর দুজন শিষ্য, এঁরা সকলে এক জায়গায় ছিলেন।
3শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, "আমি মাছ ধরতে
যাচ্ছি।"

অপর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "আমরাও তোমার
সঙ্গে যাব।" তাঁরা সকলে বেরিয়ে গেলেন এবং নৌকায়
গিয়ে উঠলেন, কিন্তু সেই রাত্রে তাঁরা কিছুই ধরতে
পারলেন না।

4এইভাবে যখন ভোর হয়ে আসছে, এমন সময়
যীশু তীরে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু শিষ্যরা তাঁকে চিনতে
পারলেন না যে তিনি যীশু। 5যীশু তাঁদের বললেন,
"বাছারা, কিছু মাছ পেলে?"

শিষ্যরা বললেন, "না।"

6তিনি তাঁদের বললেন, "নৌকার ডান দিকে জাল
ফেল তাহলে তোমরা কিছু মাছ পাবে।" সেইভাবে তাঁরা

জাল ফেললে জালে এত মাছ পড়ল যে তাঁরা তা
টেনে নৌকাতে তুলতে পারলেন না।
7তখন যে শিষ্যকে যীশু বেশী ভালবাসতেন, তিনি
পিতরকে বললেন, “উনি প্রভু!” তাই শিমোন যখন
শুনলেন যে উনি প্রভু, তখন তিনি গায়ের উপরে একটা
কাপড় জড়িয়ে নিলেন কারণ তিনি তখন কাজের সুবিধার
জন্য খালি গায়ে ছিলেন ও হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
8কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকাতে করে তীরে এলেন।
তাঁরা মাছ ভর্তি জালটা টেনে আনছিলেন। তাঁরা তীর
থেকে বেশী দূরে ছিলেন না, প্রায় তিনশো ফুট দূরে
ছিলেন। **9**ডাঙ্গায় উঠে তাঁরা দেখলেন সেখানে কাঠ
কয়লার আগুন জ্বলছে, তার ওপর কিছু মাছ আর
রুটিও আছে। **10**যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা এখন
যে মাছ ধরলে তার থেকে কিছু নিয়ে এস।”
11শিমোন পিতর উঠে নৌকায় গেলেন এবং জাল
টেনে তীরে তুললেন, সেই জালে একশো তিপ্পান্নটা বড়
মাছ ছিল, আর এত মাছেতেও সেই জাল ছেঁড়েনি।
12যীশু তাঁদের বললেন, “এখানে এসে সকালের
জলখাবার খেয়ে নাও।” কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে কারোর
জিজ্ঞাসা করার সাহস হোল না, “আপনি কে?” কারণ
তাঁরা বুঝেছিলেন যে তিনিই প্রভু। **13**যীশু গিয়ে সেই
রুটি নিয়ে তাঁদের দিলেন, আর সেই মাছ নিয়েও তাঁদের
দিলেন।
14মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর এই নিয়ে তৃতীয়
বার যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিলেন।

যীশু পিতরের সঙ্গে কথা বললেন

15তাঁরা খাওয়া শেষ করবার পর যীশু শিমোন
পিতরকে বললেন, “যোহনের ছেলে শিমোন, এই
লোকদের চেয়ে তুমি কি আমায় বেশী ভালবাসো?”
পিতর তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন
যে আমি আপনাকে ভালবাসি।”
যীশু পিতরকে বললেন, “আমার মেষশাবকদের*
তত্ত্বাবধান কর।”
16তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, “যোহনের
ছেলে শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাসো?” পিতর
তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন যে আমি
আপনাকে ভালবাসি।”
যীশু পিতরকে বললেন, “আমার মেষদের তত্ত্বাবধান
কর।”
17যীশু পিতরকে তৃতীয়বার বললেন, “যোহনের ছেলে
শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাসো?”
একথা তিনবার শোনায় পিতর দুঃখ পেলেন। তাই
তিনি যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি সবই জানেন।
আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমার মেষদের তত্ত্বাবধান
কর। **18**আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যখন তুমি যুবক
ছিলে, তখন তুমি তোমার নিজের কোমর বন্ধনী বাঁধতে
আর যেখানে মন চাইত যেতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হবে,
তখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে আর অন্য কেউ
তোমার কোমর বন্ধনী পরিয়ে দেবে। আর যেখানে তুমি
যেতে চাইবে না সেখানে নিয়ে যাবে।” **19**এই কথা বলে
যীশু ইঙ্গিত করলেন, পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের
গৌরব করবেন। এসব কথা বলার পর তিনি পিতরকে
বললেন, “আমায় অনুসরণ কর।”
20পিতর ঘুরে দেখলেন, যাঁকে যীশু ভালোবাসতেন
সেই শিষ্য তাঁদের পেছনে আসছেন এই শিষ্যই ভোজের
সময় যীশুর বুকের ওপর হেলান দিয়েছিলেন, আর
বলেছিলেন, “প্রভু, কে আপনাকে শত্রুর হাতে তুলে
দেবে?” **21**তাই পিতর তাঁকে দেখতে পেয়ে যীশুকে
বললেন, “প্রভু, ওর কি হবে?”
22যীশু পিতরকে বললেন, “আমি যদি চাই যে, আমি
না আসা পর্যন্ত ও থাকবে, তাতে তোমার কি? তুমি
আমায় অনুসরণ কর।”
23তাই ভাইয়েদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে গেল যে,
সেই শিষ্য মরবে না। কিন্তু যীশু তাকে বলেননি যে
তিনি মরবেন না। কেবল বলেছিলেন, “আমি যদি চাই
যে আমি না আসা পর্যন্ত সে এখানে থাকবে, তাতে
তোমার কি?”
24ইনিই সেই শিষ্য যিনি এইসব বিষয়ে সাক্ষ্য
দিয়েছেন, আর তিনিই এইসব লিপিবদ্ধ করেছেন।
আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্য।
25যীশু আরো অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলি
যদি এক এক করে লেখা যেত, তবে আমার ধারণা
লিখতে লিখতে এত সংখ্যক বই হোত যে জগতে তা
ধরতো না।

আমার মেষশাবক যীশু এই শব্দগুলি নিজের অনুগামীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করতেন।

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ

লূকের লেখা অন্য পুস্তক

1 প্রিয় থিয়ফিল, আমার প্রথম বইটিতে যীশু যে সব
কাজ করেছিলেন, ও শিক্ষা দিয়েছিলেন তার বিবরণ
ছিল। 2আমি যা লিখেছি, তাতে শুরু থেকে তাঁর
স্বর্গারোহণের দিন পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন এবং
শিখিয়েছিলেন তার সব বিবরণ আছে। স্বর্গারোহণের
পূর্বে যীশু তাঁর মনোনীত প্রেরিতদের, পবিত্র আত্মার
সাহায্যে তাদের কি করণীয়, তা জানিয়েছিলেন। 3মৃত্যুর
পর যীশু, তাঁর প্রেরিতদের কাছে দেখালেন যে তিনি
জীবিত এবং অনেক পরাক্রম কার্য সাধন করে তিনি
এর প্রমাণ দিলেন। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর
পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রেরিতরা যীশুকে
বহুবার দেখেছিলেন। এই সময়ে যীশু তাঁদের ঈশ্বরের
রাজ্যের বিষয়ে নানা কথা বলেছিলেন। 4আর এক সময়
যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে আহার করছিলেন, তখন আদেশ
দিয়েছিলেন, যেন তারা জেরুশালেম ছেড়ে না যান।
যীশু বলেছিলেন, "পিতা তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন, যে বিষয়ে এর আগেও আমি তোমাদের
জানিয়েছিলাম, তোমরা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় পাবার
অপেক্ষায় জেরুশালেমে থেকো। 5কারণ যোহন জলে
বাপ্তাইজ করতেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা
পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।"

যীশুকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল

6এরপর প্রেরিতেরা একত্র হয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস
করলেন, "প্রভু, এই সময় আপনি কি ইস্রায়েলকে তাঁদের
রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?"

7তিনি তাঁদের বললেন, "পিতা নিজেই কেবল সময়
ও তারিখগুলি নির্ধারণ করেন, এসব বিষয় তোমরা
জানতে পারবে না; 8কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের
কাছে আসবেন, তখন তোমরা শক্তি পাবে আর তোমরা
আমার সাক্ষী হবে। লোকদের কাছে তোমরা আমার
কথা বলবে। প্রথমে তোমরা জেরুশালেমের লোকদের
কাছে সাক্ষ্য দেবে তারপর সমগ্র যিহূদিয়া ও শমরিয়ায়
এমনকি জগতের শেষ সীমানা পর্যন্ত সর্বত্র তোমরা
আমার কথা বলবে।"

9এই কথা বলার পর প্রেরিতদের চোখের সামনে
তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হোল। আর এক খানা
মেঘ তাঁকে তাদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল। 10যীশু
যখন যাচ্ছেন, আর প্রেরিতেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে
আছেন, ঠিক সেই সময় সাদা ধবধবে পোশাক পরা দুই
ব্যক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

11সেই দুই ব্যক্তি প্রেরিতদের বললেন, "হে গালীলের
লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন?
এই যে যীশু, যাঁকে তোমাদের সামনে থেকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হোল, তাঁকে যে ভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে
দেখলে, ঠিক সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

এক নতুন প্রেরিতের মনোনয়ন

12এরপর তাঁরা জৈতুন পর্বতমালা থেকে নেমে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। জেরুশালেম থেকে
পাহাড়টির দূরত্ব ছিল এক বিশ্রামবারের পথ অর্থাৎ
প্রায় আধ মাইল। 13এরপর প্রেরিতেরা শহরে প্রবেশ
করে তাঁরা যে বাড়িতে থাকতেন, তার উপরের তলার
কামরায় গেলেন। এই প্রেরিতদের নাম ছিল: পিতর,
যোহন, যাকোব, আন্দ্রিয়, ফিলিপ, থোমা, বর্থলময়,
মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, শিমোন যাকে দেশ-
ভক্ত বলা হোত, এবং যাকোবের ছেলে যিহূদা।

14প্রেরিতেরা সকলেই একসঙ্গে সেখানে একই
উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রার্থনা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে
ছিলেন কয়েকজন স্ত্রীলোক, যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর
ভাইয়েরা।

15ঐ দিনগুলিতে যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একত্রিত হয়ে
প্রার্থনা করছিলেন, সেখানে প্রায় এক'শ কুড়ি জন
উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
16-17"ভাইয়েরা যিহূদা সম্পর্কে পবিত্র আত্মা দায়ূদের
মুখ দিয়ে যে কথা বহুপূর্বেই বলেছিলেন, শাস্ত্রের সেই
কথা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যিহূদাই সেই ব্যক্তি
যে যীশুর গ্রেপ্তারকারীদের পরিচালনা দিয়েছিল। যিহূদা
ছিল আমাদেরই একজন, সে আমাদের পরিচর্যা কাজের
সহভাগীও ছিল।"

18এই লোক তার এই অন্যায় কাজের দ্বারা অর্থ
রোজগার করে তাই দিয়ে এক টুকরো জমি কিনেছিল;
কিন্তু সে মাথাটা নিচু করে মাটিতে পড়ল, আর তার
পেট ফেটে ভেতরের নাড়ী-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়ল।

19যারা জেরুশালেমে বাস করে, তারা সকলেই
একথা জানে। তাই সেই জমিটিকে তাদের ভাষায়
বলে হকলদামা যার অর্থ, "রক্তের ভূমি।"

20বাস্তবিক, "গীতসংহিতায় লেখা আছে:

'তার গৃহ যেন পরিত্যক্ত হয়; কেউ যেন তার মধ্যে
বাস না করে!' *গীতসংহিতা 69:25*

আরও লেখা আছে:

'আর অন্য কেউ তার স্থান দখল করুক।'
গীতসংহিতা 109:8

21-22তাই যোহন যখন বাপ্তাইজ করতে শুরু করেন,
সেই সময় থেকে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের সময় পর্যন্ত
যতদিন প্রভু যীশু আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেই
দিনগুলিতে যারা সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন,
তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদের মনোনীত করা
প্রয়োজন। যে আমাদের দলে যোগদান করবে, তাঁকে
অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে
হবে।”

23তখন প্রেরিতেরা দুজন লোককে উপস্থিত করলেন,
যোষেফ যাকে বার্শব্বা বলে ডাকে যার অপর নাম যুষ্ট
আর মত্তথিয়কে। 24-25এরপর তারা প্রার্থনা সহকারে
বললেন, “প্রভু, তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান। এই
দুজনের মধ্যে কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের
দেখিয়ে দাও। যিহূদা তার নিজের জায়গায় যাবার
জন্য প্রেরিতরূপে এই সেবার কাজ ত্যাগ করে গেছে,
তার জায়গায় কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের
দেখাও!” 26এরপর তাঁরা ঐ দুজনের জন্য ঘুঁটি চাললেন
আর মত্তথিয়ের নাম উঠল। এইভাবে তিনি এগারো
জন প্রেরিতের সঙ্গে প্রেরিত বলে গণ্য হলেন।

পবিত্র আত্মার আগমন

2 এরপর পঞ্চাশত্তমীর দিনটি এল, সেই দিনটিতে
প্রেরিতেরা সকলে একই জায়গায় সমবেত ছিলেন।
2সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের
মত প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল; আর যে ঘরে
তাঁরা বসেছিলেন, সেই ঘরের সর্বত্র তা ছড়িয়ে গেল।
3তাঁরা তাঁদের সামনে আগুনের শিখার মতো কিছু দেখতে
পেলেন, সেই শিখাগুলি তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল ও
পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের প্রত্যেকের উপর বসল। 4তাঁরা
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে
লাগলেন। পবিত্র আত্মাই তাদের এইভাবে কথা বলার
শক্তি দিলেন।

5সেই সময় প্রত্যেক জাতির থেকে ধার্মিক ইহুদীরা
এসে জেরুশালেমে বাস করছিল। 6সেই শব্দ শুনে
বহুলোক সেখানে এসে জড়ো হোল। তারা সকলে
হতবাক হয়ে গেল, কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের
নিজের ভাষায় প্রেরিতদের কথা বলতে শুনছিল। 7এতে
তারা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, “দেখ! এই
যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সকলে গালীলের লোক
নয় কি! 8তবে আমরা কেমন করে ওদের প্রত্যেককে
আমাদের নিজের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে
শুনছি? 9এখানে আমরা যারা আছি, আমরা ভিন্ন ভিন্ন
দেশের লোক: পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয়, মিসপতামিয়া,
যিহূদিয়া, কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, আশিয়া, ফরুগিয়া,
পাম্ফুলিয়া ও মিশর, 10কুরীনীর লুবিয়ার কাছে কিছু
অঞ্চলের লোক, রোম থেকে এসেছে এমন অনেক লোক
এবং ইহুদী বা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত অনেকে। 11ক্রীতীয়
ও আরবীয় আমরা সকলেই আমাদের মাতৃভাষায়
ঈশ্বরের মহাপরাক্রান্ত কাজের বর্ণনা এদের মুখে শুনছি।”
12তারা হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে পরস্পর বলাবলি
করতে লাগল, “এর অর্থ কি?” 13কিন্তু অন্য লোকেরা
বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতে লাগল, “ওরা দ্রাক্ষারস পান
করে মাতাল হয়েছে।”

পিতরের বক্তব্য

14তখন পিতর ঐ এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে
উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন,
“হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আজ জেরুশালেমে যত
লোক বাস করেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি,
আপনাদের এর অর্থ জানা দরকার। 15আপনারা যা
মনে করছেন তা নয়, এই লোকেরা কেউ মাতাল নয়,
কারণ এখন মাত্র সকাল ন'টা! 16কিন্তু ভাববাদী যোয়েল
এবিষয়েই বলেছেন,

17‘ঈশ্বর বলছেন:

শেষের দিনগুলিতে এরকমই হবে; শেষকালে আমি
সকল লোকের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, তাতে
তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাণী বলবে, তোমাদের
যুবকেরা দর্শন পাবে, আর তোমাদের বৃদ্ধ লোকেরা
স্বপ্ন দেখবে।

18হ্যাঁ, আমি আমার সেবকদের, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের
উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা ভাববাণী
বলবে।

19আমি উর্দ্ধে আকাশে বিস্ময়কর সব লক্ষণ দেখাবো
ও নীচে পৃথিবীতে নানা অদ্ভুত চিহ্ন, রক্ত, আগুন ও
ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখাবো।

20প্রভুর সেই মহান ও মহিমাময় দিন আসার আগে,
সূর্য কালো ও চাঁদ রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে।

21আর যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সে উদ্ধার
পাবে।’ *যোয়েল 2:28–32*

22“হে ইহুদী ভাইয়েরা, একথা শুনুন: নাসরতীয় যীশুর
দ্বারা ঈশ্বর বহু অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ করে
আপনাদের কাছে প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি সেই ব্যক্তি
যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন; আর আপনারা এই ঘটনাগুলি
জানেন। 23যীশুকে আপনাদের হাতে সঁপে দেওয়া হোল,
আর আপনারা তাঁকে হত্যা করলেন। মন্দ লোকদের
দিয়ে আপনারা তাঁকে ক্রুশের উপর পেরেক বিদ্ধ
করলেন। ঈশ্বর জানতেন যে এসব ঘটবে; আর তাই
ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যা তিনি বহুপূর্বেই নিরূপণ
করেছিলেন।

24যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন; কিন্তু ঈশ্বর সেই
বিভীষিকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর যীশুকে
মৃতদের মধ্য থেকে তুলে আনলেন। মৃত্যু যীশুকে তার
কবলে রাখতে সক্ষম হোল না। 25কারণ দায়ূদ যীশুর
বিষয়ে বলেছিলেন:

‘আমি প্রভুকে সব সময়ই আমার সামনে দেখেছি;
আমাকে স্থির রাখতে তিনি আমার ডানদিকে অবস্থান
করছেন।

26এইজন্য আমার অন্তর আনন্দিত, আর আমার
জিভ উল্লাস করে। আমার এই দেহও প্রত্যাশায় জীবিত
থাকবে।
27কারণ তুমি আমার প্রাণ মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ
করবে না। তুমি তোমার পবিত্র ব্যক্তিকে ক্ষয় পেতে
দেবে না।
28তোমার সান্নিধ্যে আমার জীবন তুমি আনন্দে
ভরিয়ে দেবে।’ *গীতসংহিতা 16:8-11*

29“আমার ভাইয়েরা, আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ
দায়ূদের বিষয়ে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে,
তিনি মারা গেছেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর
আজও তাঁর কবর আমাদের মাঝে আছে। 30কিন্তু তিনি
একজন ভাববাদী ছিলেন এবং জানতেন ঈশ্বর শপথ
করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশের
একজনকে তাঁরই মতো রাজা করে সিংহাসনে বসাবেন।
31পরে কি হবে তা আগেই জানতে পেরে দায়ূদ যীশুর
পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন:
‘তাঁকে মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করা হয় নি বা তাঁর
দেহ কবরের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নি।’
32কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর পর যীশুকেই পুনরুত্থিত
করেছেন; আর আমরা সকলে এই ঘটনার সাক্ষী আছি।
আমরা সকলে তাঁকে দেখেছি। 33যীশুকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হল; এখন যীশু ঈশ্বরের কাছে তাঁর ডানদিকে
অবস্থান করছেন। পিতা যীশুকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন,
পিতা তাঁকে সেই পবিত্র আত্মা দেবার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন। এখন যীশু সেই পবিত্র আত্মাকে ঢেলে
দিলেন, তোমরা এখন তাই দেখছ ও শুনছ। 34কারণ
দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নি, আর তিনি নিজে একথা
বলছেন,
‘প্রভু (ঈশ্বর) আমার প্রভুকে বলছেন:
35যে পর্যন্ত না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পা
রাখার জায়গায় পরিণত করি, তুমি আমার ডানদিকে
বস।’ *গীতসংহিতা 110:1*

36“তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার নিশ্চিতভাবে
জানুক যে যাঁকে আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন, সেই
যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন!”
37লোকেরা এই কথা শুনে খুবই দুঃখিত হল। তারা
পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদের বলল, “ভাইয়েরা, আমরা
কি করব?”
38পিতর তাঁদের বললেন, “আপনারা মন-ফিরান,
আর প্রত্যেকে পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে
বাপ্তাইজ হোন, তাহলে আপনারা দানরূপে এই পবিত্র
আত্মা পাবেন। 39কারণ এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের জন্য,
আপনাদের সন্তানদের জন্য আর যারা দূরে আছে
তাদেরও জন্য। আমাদের ঈশ্বর প্রভু তাঁর নিজের কাছে
যাদের ডেকেছেন, এই দান তাদের সকলের জন্য।”
40পিতর তাঁদের আরো অনেক কথা বলে সাবধান
করে দিলেন; তিনি তাঁদের অনুনয়ের সুরে বললেন,
“বর্তমান কালের মন্দ লোকদের কাছ থেকে নিজেদের
বাঁচান!” 41যাঁরা পিতরের কথা গ্রহণ করলেন, তাঁরা
বাপ্তিস্ম নিলেন। এর ফলে সেদিন কম বেশী তিন
হাজার লোক খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হলেন।
42বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে
প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। বিশ্বাসীবর্গ নিজেদের
মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন এবং একই সঙ্গে
আহার ও প্রার্থনা করতেন।

বিশ্বাসীবর্গের সহভাগিতা

43প্রেরিতরা অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ
করতে লাগলেন; প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
গভীর ভক্তি ছিল। 44বিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে থাকতেন
এবং সবকিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। 45তাঁরা
তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন
প্রয়োজন সেই অনুসারে ভাগ করে নিতেন। 46তারা
প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে একত্রিত হতেন, একই
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা সেখানে যেতেন। তাঁরা
তাঁদের বাড়িতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন আর
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ
করতেন। 47বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন, আর
সকলেই তাঁদের ভালোবাসতেন। প্রতিদিন অনেকে
উদ্ধার লাভ করছিলেন, আর যাঁরা উদ্ধার লাভ করছিলেন
তাদেরকে প্রভু বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকলেন।

খোঁড়া লোককে পিতর আরোগ্য করলেন

3একদিন পিতর ও যোহন মন্দিরে গেলেন, তখন
বেলা প্রায় তিনটে। এই সময়েই মন্দিরে প্রতিদিন
প্রার্থনা হোত। 2যখন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গণে যাচ্ছিলেন,
সেখানে একটা লোককে দেখা গেল। সে জন্ম থেকেই
খোঁড়া, চলতে পারত না। তার বন্ধুরা প্রতিদিন তাকে
মন্দির চত্বরে বয়ে নিয়ে আসত আর, মন্দিরের ‘সুন্দর’
নামে যে ফটক আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে
রাখত। যারা মন্দিরে ঢুকত, সে তাদের কাছে কিছু
অর্থ ভিক্ষা চাইত। 3সেদিন এই লোকটা পিতর ও
যোহনকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা
চাইতে লাগল। 4পিতর ও যোহন সেই খোঁড়া লোকটির
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, “আমাদের দিকে তাকাও!”
5সেই লোকটা তখন কিছু অর্থ পাবার আশায় তাঁদের
দিকে তাকালো। 6কিন্তু পিতর তাকে বললেন, “আমার
কাছে সোনা বা রূপো নেই, আমার কাছে যা আছে
আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি। নাসরতীয় যীশুর নামে
তুমি উঠে দাঁড়াও ও হেঁটে বেড়াও।” 7এই বলে পিতর
তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে সে
তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল পেল, 8আর লাফিয়ে
উঠে দাঁড়াল ও চলতে লাগল। তারপর সে তাদের
সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেখানে হেঁটে লাফিয়ে ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগল। 9-10লোকেরা দেখল সেই লোকটি
হাঁটছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তারা চিনতে পারল
মন্দিরের ‘সুন্দর’ নামে ফটকের সামনে বসে ভিক্ষা

করত যে লোক, সেই লোকই হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের
প্রশংসা করছে। ঐ লোকটির জীবনে যা ঘটেছে তা
দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, তারা বুঝে উঠতে পারল
না এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কি করে ঘটল।

পিতরের সাক্ষ্য

11লোকটা পিতর ও যোহনকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল;
তাই সকলেই এই লোকটির সুস্থতা দেখে আশ্চর্য হয়ে
শলোমনের বারান্দায় পিতর ও যোহনের কাছে দৌড়ে
এল। 12এই দেখে পিতর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন,
“হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আপনারা এতে আশ্চর্য
হচ্ছেন কেন? আপনারা আমাদের দিকে এমনভাবে
দেখছেন, যেন আমরা নিজেদের ক্ষমতার গুণে একে
চলবার শক্তি দিয়েছি। আপনারা কি মনে করেন যে
আমরা খুব ধার্মিক, তাই এই কাজ করতে পেরেছি?
13না! ঈশ্বরই একাজ করেছেন। তিনি অব্রাহামের,
ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর, তিনিই তাঁর দাস যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন।
এই যীশুকেই আপনারা মৃত্যুদণ্ডের জন্য শত্রুর হাতে
তুলে দিয়েছিলেন। সেদিন পীলাত যখন তাঁকে ছেড়ে
দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন আপনারা তাঁকে
অগ্রাহ্য করেছিলেন। আপনারা বলেছিলেন, যীশুকে
আপনারা চান না। 14আপনারা সেই পবিত্র ও নির্দোষ
ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর বদলে একজন খুনীকে
আপনাদের জন্য ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। 15যিনি
জীবনদাতা, আপনারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু
ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।
আমরা এসবের সাক্ষী। 16এই যীশুর পরাক্রমেই এই
খোঁড়াটি সুস্থতা লাভ করেছে। এসব ঘটেছে কারণ
আমরা যীশুর ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছি। আপনারা এই
লোকটিকে দেখেছেন ও তাকে চেনেন। যীশুর উপর
নির্ভর করায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে; নিজ চক্ষে
আপনারা তা দেখেছেন।”
17“এখন আমার ভাইয়েরা, আমি জানি যে অজ্ঞতা
বশতঃই আপনারা এমন কাজ করেছিলেন; আর
আপনাদের নেতারাও তাই করেছিলেন। 18কিন্তু
ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের
কথা যা জানিয়েছেন, সে সবই তিনি এইভাবে পূর্ণ
করেছেন। 19তাই আপনারা মন-ফিরিয়ে নিন এবং
ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন, যেন আপনাদের পাপ মুছে
দেওয়া হয়। 20এইভাবে যেন প্রভুর কাছ থেকে আত্মিক
বিশ্রামের সময় আসে; আর তিনি যেন আপনাদের
জন্য আগেই যে খ্রীষ্টকে মনোনীত করেছেন সেই যীশুকে
পাঠান। 21যতক্ষণ পর্যন্ত না সব কিছু পুনঃস্থাপন হয়–যা
বহুপূর্বে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে
বলেছেন, ততক্ষণ খ্রীষ্টকে অবশ্যই স্বর্গে থাকতে হবে।
22কারণ মোশি বলেছেন, ‘প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর
তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার
মত এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করবেন। তিনি তোমাদের
যা যা বলবেন, তোমরা তাঁর সকল কথা শুনবে। 23যে
কেউ তাঁর কথা না শুনবে, সে লোকদের মধ্য থেকে
সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবে।’* 24হ্যাঁ, সমস্ত ভাববাদী
এমনকি শমূয়েল ও তার পরে যে সকল ভাববাদী
এসেছেন তাঁরা সকলে এই দিনের কথা বলে গেছেন।
25আপনারা তো ভাববাদীদের বংশধর, আপনারা ঈশ্বরের
সেই চুক্তির উত্তরাধিকারী, যে চুক্তি ঈশ্বর আপনাদের
পিতৃপুরুষের সাথে করেছিলেন। তিনি তো অব্রাহামকে
বলেছিলেন, ‘তোমার বংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতিই
আশীর্বাদ লাভ করবে।’* 26ঈশ্বর তাঁর দাসকে পুনরুত্থিত
করে প্রথমে তাঁকে আপনাদের কাছেই পাঠালেন, যেন
আপনাদের প্রত্যেককে মন্দ থেকে ফিরিয়ে এনে
আশীর্বাদ করতে পারেন।

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

4 পিতর ও যোহন যখন লোকদের সাথে কথা
বলছিলেন, তখন মন্দির থেকে ইহুদী যাজকরা,
মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ও সদ্দূকীরা তাঁদের
কাছে এসে হাজির হোল। 2পিতর ও যোহন লোকদের
শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর
পুনরুত্থানের বিষয়ে লোকদের কাছে বলছিলেন বলে
ঐ লোকেরা বিরক্ত হয়েছিল। 3তারা পিতর ও যোহনকে
গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ও পরের দিন পর্যন্ত তাদের
কারাগারে রাখল; কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।
4কিন্তু অনেকে যারা পিতর ও যোহনের মুখ থেকে সেই
শিক্ষার পাঠ শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুর
উপর বিশ্বাস করল। যারা বিশ্বাস করল, সেই বিশ্বাসীদের
মধ্যে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।
5পরের দিন তাদের ইহুদী নেতারা, সমাজপতি ও
ব্যবস্থার শিক্ষকরা সকলে জেরুশালেমে জড়ো হলেন।
6সেখানে হানন মহাযাজক, কায়াফা, যোহন,
আলেকসান্দর ও মহাযাজকের পরিবারের সব লোক
ছিলেন। 7পিতর ও যোহনকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে
ইহুদী নেতারা প্রশ্ন করলেন, “তোমরা কোন শক্তিতে
বা অধিকারে এসব কাজ করছ?”
8তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের
বললেন, “মাননীয় জন-নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিরা:
9একজন খোঁড়া লোকের উপকার করার জন্য যদি আজ
আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে সে কিভাবে সুস্থ হল,
10তাহলে আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল লোক
একথা জানুক, যে এটা সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের
শক্তিতে হল ! যাঁকে আপনারা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা
করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
করেছেন। হ্যাঁ, তাঁরই মাধ্যমে এই লোক আজ সম্পূর্ণ
সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 11যীশু
হলেন

‘সেই পাথর যাঁকে রাজমিস্ত্রিরা অর্থাৎ আপনারা
অগ্রাহ্য করে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই এখন কোণের
প্রধান পাথর হয়ে উঠেছেন।’ *গীতসংহিতা 118:22*

‘প্রভু ... হবে’ দ্বি বি 18:15,19

‘তোমার ... করবে’ আদি 22:18; 26:24

12যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। জগতে তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে উদ্ধার করতে পারে।”

13পিতর ও যোহনের নির্ভীকতা দেখে ও তাঁরা যে লেখাপড়া না জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পেরে পর্ষদ আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারল যে পিতর ও যোহন, যীশুর সঙ্গে ছিলেন। 14যে লোকটি সুস্থ হয়েছিল, সে পিতর ও যোহনের সঙ্গে আছে দেখে পর্ষদ কিছুই বলতে পারল না। 15তারা পিতর ও যোহনকে সভাকক্ষ থেকে বাইরে যেতে বলল। তাঁরা বাইরে গেলে নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, 16“এই লোকদের নিয়ে কি করা যায়? কারণ এটা ঠিক যে ওরা যে উল্লেখযোগ্য অলৌকিক কাজ করেছে তা জেরুশালেমের সকল লোক জেনে গেছে; আর আমরাও একথা অস্বীকার করতে পারি না। 17কিন্তু একথা যেন লোকদের মধ্যে আর না ছড়ায়, তাই এস আমরা এদের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিই, যেন এই লোকের নামের বিষয় উল্লেখ করে তারা কোন কথা না বলে।” 18তাই তারা পিতর ও যোহনকে আবার ভেতরে ডাকল; আর যীশুর নামে কোন কিছু বলতে বা শিক্ষা দিতে নিষেধ করল। 19কিন্তু পিতর ও যোহন এর উত্তরে তাদের বললেন, “আপনারাই বিচার করুন, ঈশ্বরের বাক্যকে অমান্য করা বা আপনাদের বাধ্য থাকা কোন্‌টি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক হবে? 20কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারব না।”

21-22এরপর তারা পিতর ও যোহনকে আরো কিছুক্ষণ শাসিয়ে ছেড়ে দিল। তারা ওদের শাস্তি দেবার মতো কোন কিছুই পেল না, কারণ যা ঘটেছিল তা দেখে সব লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। আর যে লোকটির ওপর আরোগ্যদানের এই অলৌকিক কাজ হয়েছিল, তার বয়স চল্লিশের ওপর ছিল।

বিশ্বাসীদের কাছে পিতর ও যোহনের প্রত্যাবর্তন

23পিতর ও যোহন ছাড়া পেয়ে নিজের লোকদের কাছে ফিরে গেলেন; আর প্রধান যাজকগণ ও ইহুদী নেতারা তাদের যা যা বলেছিলেন, সে সব কথা তাঁদের বললেন। 24একথা শুনে বিশ্বাসীরা সকলে সমবেত কণ্ঠে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা জানাল, “প্রভু, আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র আর এসবের মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তুমিই। 25তুমি তোমার দাস আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের মুখ দিয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা বলেছ :

‘জাতিবৃন্দ কেন ক্রুদ্ধ হল? কেনই বা লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসার পরিকল্পনা করল?

26জগতের রাজারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, আর শাসকেরা প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এক হল।’ *গীতসংহিতা 2:1-2*

27হ্যাঁ, এই শহরেই তোমার পবিত্র দাস যীশুর বিরুদ্ধে, যাঁকে তুমি অভিষিক্ত করেছ তাঁর বিরুদ্ধে হেরোদ, পন্তীয় পীলাত, ইহুদীরা ও অইহুদীরা এক হয়েছিল। 28তোমার শক্তিতে ও তোমার ইচ্ছায় পূর্বেই যা ঘটবে বলে তুমি ঠিক করেছিলে, সেই কাজ করতেই তারা একত্র হয়েছিল। 29আর এখন, হে প্রভু, তাদের এই শাসানি তুমি শোন। প্রভু আমরা তোমার দাস; তোমার এই দাসদের সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার ক্ষমতা দাও। 30লোককে সুস্থতা দেবার জন্য তোমার হাত তুমি বাড়িয়ে দাও; তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন অলৌকিক ও আশ্চর্য সব কাজ সম্পন্ন হয়।”

31সেই বিশ্বাসীরা প্রার্থনা শেষ করলে, তাঁরা যেখানে একত্রিত হয়েছিলেন সেই জায়গা কেঁপে উঠল। তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর অসীম সাহসে ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন।

বিশ্বাসীদের সহভাগিতা

32বিশ্বাসীদের সকলের হৃদয় ও মন এক ছিল। একজনও নিজের সম্পত্তির কোন কিছুই নিজের বলে মনে করতেন না, কিন্তু তাঁদের সকল জিনিস তাঁরা পরস্পর ভাগ করে নিতেন। 33প্রেরিতেরা মহাশক্তিতে মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন; আর তাঁদের সকলের ওপর মহাআশীর্বাদ ছিল। 34তাঁদের দলের মধ্যে কারোর কোন কিছুর অভাব ছিল না, কারণ যাদের জমি-জমা বা বাড়ি ছিল তাঁরা তা বিক্রি করে সেই সম্পত্তির মূল্য নিয়ে এসে প্রেরিতদের দিতেন। 35পরে যার যেমন প্রয়োজন, প্রেরিতেরা তাকে তেমনি দিতেন। 36বিশ্বাসীবর্গের একজনের নাম ছিল যোষেফ; প্রেরিতেরা তাঁকে বার্ণবা বলে ডাকতেন; এই নামের অর্থ ‘উৎসাহদাতা’। ইনি ছিলেন লেবীয়, কুপ্রীয়ে তাঁর জন্ম হয়। 37যোষেফের একটি জমি ছিল, তিনি তা বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে এসে প্রেরিতদের কাছে দিলেন।

অননিয় ও সাফীরা

5 অননিয় নামে একজন লোক ছিল, তার স্ত্রীর নাম সাফীরা। অননিয় তার একটি জমি বিক্রি করে 2সেই টাকার কিছু অংশ প্রেরিতদের কাছে জমা দিল; কিন্তু গোপনে টাকার কিছু অংশ নিজের কাছে রাখল। তার স্ত্রী এবিষয় জানত ও একমত ছিল। 3তখন পিতর বললেন, “অননিয়, তুমি কেন শয়তানকে তোমার অন্তরে কাজ করতে দিলে? তুমি পবিত্র আত্মার কাছে কেন মিথ্যা বললে ও জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছুটা নিজেদের জন্যে রেখে দিলে? 4সেই জমি বিক্রি করার আগে কি তা তোমারই ছিল না? আর তা বিক্রি করার পর সেই টাকা কি তোমার অধিকারেই ছিল না? তোমরা এই ধারণা কোথা থেকে পেলে? মানুষের কাছে নয় কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বললে।” 5-6এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল; আর যারা একথা শুনল, তারা সকলে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। পরে যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল।

7এই ঘটনার পর প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল, এমন
সময় অননিয়ের স্ত্রী সাফীরা সেখানে এল, তার স্বামীর
কি হয়েছে সে তার কিছুই জানত না। 8পিতর তাকে
বললেন, “আমায় বলতো তোমার সেই জমি কি এত
টাকায় বিক্রি করেছিলে?”
সে বলল, “হ্যাঁ, ঐ টাকায় বিক্রি করেছি।”
9তখন পিতর তাকে বললেন, “তোমরা দুজনে প্রভুর
আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কেন একচিত্ত হলে? শোন!
যারা তোমার স্বামীকে কবর দিতে গিয়েছিল, তারা
দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে; তারা তোমাকেও নিয়ে যাবে।”
10সঙ্গে সঙ্গে সেও তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। ঐ
যুবকেরা ভেতরে এসে তাকে মৃত দেখল এবং বাইরে
নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তাকে কবর দিল। 11তখন
সমস্ত মণ্ডলী ও যারা তা শুনল, তাদের সকলের মধ্যে
মহাভয়ের সঞ্চার হল।

ঈশ্বরের কাছ থেকেই প্রমাণ

12প্রেরিতদের মাধ্যমে লোকদের মধ্যে নানান
অলৌকিক কাজ হতে লাগল। প্রেরিতেরা শলোমনের
বারান্দায় একত্রিত হতেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য
একই ছিল। 13অন্যেরা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস
করত না; কিন্তু সকলে তাদের প্রশংসা করত। 14আর
দলে দলে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যীশুতে বিশ্বাসী
হয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল।
15লোকেরা এমন কি তাদের অসুস্থ রোগীদের নিয়ে
এসে রাস্তার মাঝে তাদের বিছানায় বা খাটিয়াতে শুইয়ে
রাখত, যেন পিতর যখন সেখান দিয়ে যাবেন তখন
অন্ততঃ তাঁর ছায়াও তাদের উপর পড়ে; আর তাতেই
তারা সুস্থ হয়ে যেত।
16জেরুশালেমের চারপাশের বিভিন্ন নগর থেকে
অনেক লোক অসুস্থ ও অশুচি আত্মায় ভর করা লোকদের
নিয়ে এসে ভিড় করত; আর তারা সকলেই সুস্থ হোত।

প্রেরিতদের কাজ বন্ধ করার জন্য ইহুদীদের চেষ্টা

17এরপর মহাযাজক এবং তার সঙ্গীরা অর্থাৎ সদ্দূকী
দলের লোকেরা ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। 18তারা প্রেরিতদের
গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে দিল; 19কিন্তু রাতের
বেলায় প্রভুর এক দূত সেই কারাগারের দরজা খুলে
দিলেন। তিনি তাদের পথ দেখিয়ে কারাগারের বাইরে
নিয়ে গিয়ে বললেন, 20“যাও মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তোমরা লোকদের এই নতুন জীবনের সকল বার্তা
শোনাও।” 21প্রেরিতেরা আজ্ঞা অনুসারে ভোর বেলায়
মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা প্রচার করতে লাগলেন।
এদিকে মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইহুদী সমাজের
গণ্যমান্য লোকদের এক মহাসভা ডাকল; আর
প্রেরিতদের সেখানে নিয়ে আসার জন্য কারাগারে লোক
পাঠালো। 22কিন্তু সেই লোকেরা কারাগারে এসে
কারাগারের মধ্যে প্রেরিতদের দেখতে পেল না। তাই
তারা ফিরে গিয়ে বলল:
23“আমরা দেখলাম কারাগারের তালা বেশ
ভালভাবেই বন্ধ আছে, দরজায় দরজায় পাহারাদারেরা
দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে আমরা
কাউকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম কারাগার খালি
পড়ে আছে!”
24মন্দির রক্ষীবাহিনীর প্রধান ও প্রধান যাজকেরা
এই কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগল, “এর
পরিণতি কি হবে?” 25সেই সময় একজন এসে তাদের
বলল, “শুনুন! যে লোকদের আপনারা কারাগারে
রেখেছিলেন, দেখলাম তাঁরা মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন।” 26তখন রক্ষীবাহিনীর প্রধান
তার লোকদের নিয়ে সেখানে গেল ও প্রেরিতদের নিয়ে
এল। তারা কোনরকম জোর করল না, কারণ তারা
লোকদের ভয় করতে লাগল, পাছে তারা পাথর ছুঁড়ে
তাদের মেরে ফেলে।
27তারা প্রেরিতদের নিয়ে এসে ইহুদী নেতাদের
সামনে দাঁড় করালে, মহাযাজক প্রেরিতদের জিজ্ঞাসাবাদ
করলেন। 28তিনি বললেন, “ঐ মানুষটির বিষয়ে কোন
শিক্ষা দিতে আমরা তোমাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করেছিলাম। ভেবে দেখ তোমরা কি করেছ ! তোমরা
তোমাদের শিক্ষায় জেরুশালেম মাতিয়ে তুলেছ; আর
সেই লোকের মৃত্যুর জন্য সব দোষ আমাদের ওপর
চাপাতে চাইছ।”
29তখন পিতর ও অন্য প্রেরিতরা এর উত্তরে বললেন,
“মানুষের হুকুম মানার চেয়ে বরং ঈশ্বরের আদেশ
আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে ! 30আপনারা
যীশুকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে বিদ্ধ করে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে
দিয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।
31সেই যীশুকে ঈশ্বর নেতা ও ত্রাণকর্তারূপে উন্নত করে
নিজের ডান দিকে স্থাপন করেছেন, যাতে ইহুদীরা তাদের
মন-ফিরায় ও তিনি তাদের পাপের ক্ষমা দিতে পারেন।
32আর আমরা এসব ঘটতে দেখেছি, বলতে পারি যে
এসব সত্য। পবিত্র আত্মাও দেখাচ্ছেন যে এসব সত্য।
যারা তাঁর বাধ্য তাদের তিনি পবিত্র আত্মা দান করেছেন।”
33মহাসভার সভ্যরা এসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে
উঠল; আর তারা প্রেরিতদের হত্যা করতে চাইল। 34কিন্তু
সেই মহাসভার একজন সভ্য, গমলীয়েল, ইনি ব্যবস্থার
শিক্ষক, যাকে সকলে মান্য করত, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে
ঐ প্রেরিতদের কিছু সময়ের জন্য সভা থেকে বাইরে
নিয়ে যেতে বললেন।
35পরে তিনি তাদের বললেন, “হে ইস্রায়েলীরা, এই
লোকদের নিয়ে তোমরা যা করতে যাচ্ছ সে বিষয়ে
সাবধান ! 36কারণ এর কিছু আগে থুদা নামে একজন
লোক নিজেকে মহান বলে দাবী করেছিল। প্রায় চারশো
লোক তার অনুসারী হয়েছিল; আর সে নিহত হলে
তার অনুগামীরা সব যে যার পালিয়ে গেল, তার কোন
চিহ্নই রইল না।
37থুদার পরে আদমসুমারীর সময় গালীলীয় যিহুদার
উদয় হয়, সেও বেশ কিছু লোককে তার দলে টানে;

পরে সেও নিহত হয়, আর তার অনুগামীরাও ছিন্নভিন্ন
হয়ে যায়।
38তাই বর্তমানে এই অবস্থা দেখে আমি তোমাদের
বলছি: এই লোকদের কাছ থেকে দূরে থাক, তাদের
ছেড়ে দাও, কারণ তাদের এই পরিকল্পনা অথবা এই
কাজ যদি মানুষের থেকে হয় তবে তা ব্যর্থ হবে।
39কিন্তু যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে
তোমরা তা বন্ধ করতে পারবে না। হয়তো দেখবে যে
তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ।” তখন তারা এই
পরামর্শ গ্রহণ করল।
40তারা প্রেরিতদের ভেতরে ডেকে এনে চাবুক মারল,
যীশুর নামে একটি কথাও বলতে নিষেধ করে তাদের
ছেড়ে দিল। 41প্রেরিতেরা মহাসভার সভাস্থল থেকে
বেরিয়ে চলে গেলেন, আর যীশুর নামের জন্য তাঁরা যে
নির্যাতন ও অপমান সহ্য করার যোগ্য বলে বিবেচিত
হয়েছেন, এই কথা ভেবে আনন্দ করতে লাগলেন,
42এবং দমে না গিয়ে প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে ও বিভিন্ন
বাড়িতে যীশুর বিষয়ে শিক্ষা ও সুসমাচারের প্রচার
করে দেখালেন যে যীশুই হলেন খ্রীষ্ট।

বিশেষ কাজের জন্য সাতজন মনোনীত

6 বহুলোক দলে দলে খ্রীষ্টের অনুগামী হতে লাগল।
সেই সময় গ্রীক ভাষাভাষী বিশ্বাসীরা অপর ইহুদী
বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, যে দৈনিক
প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের সময়ে তাদের বিধবাদের
প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। 2তখন সেই বারোজন
প্রেরিত সমস্ত অনুগামীদের ডেকে বললেন, “লোকদের
খাদ্য পরিবেশন করার জন্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের
কাজ বন্ধ করা ঠিক নয়। 3তাই আমার ভাইয়েরা, তোমরা
নিজেদের মধ্য থেকে সাতজন বিজ্ঞ, পবিত্র আত্মায়
পূর্ণ ও সুনাম সম্পন্ন লোককে বেছে নাও। আমরা
তাদের ওপর এই কাজের ভার দেব। 4এর ফলে আমরা
প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের কাজে আরো বেশী
সময় দিতে পারব।”
5তাদের এই প্রস্তাব সকল বিশ্বাসীকে খুশী করল,
তাই তারা এদের মনোনীত করলেন: স্তিফান ইনি ঈশ্বরে
বিশ্বাসী ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন। ফিলিপ, প্রখর,
নীকানর, তীমোন, পার্মিনা ও নিকলায় ইনি ছিলেন
আন্তিয়খিয়ার লোক, যিনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।
6তারা এদের সকলকে প্রেরিতদের সামনে হাজির করল;
আর প্রেরিতেরা প্রার্থনা করে তাঁদের ওপর হাত রাখলেন।
7ঈশ্বরের বাক্যের বহুল প্রচার হল, ফলে
জেরুশালেমে অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল,
এমনকি যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা বড় দল
খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে আনুগত্য স্বীকার করল।

স্তিফানের বিরুদ্ধে ইহুদীগণ

8স্তিফান ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন;
তিনি জনসাধারণের মধ্যে নানান অলৌকিক ও পরাক্রম
কাজ করতে লাগলেন। 9কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কিছু
লোক এসে স্তিফানের সঙ্গে তর্ক শুরু করল। তাদের
মধ্যে কেউ কেউ সমাজ-গৃহ থেকে এসেছিল যাদের
নাম ছিল লিবর্ত্তীনদের সমাজ-গৃহ, আলেকসান্দ্রীয় ও
কুরীনীয় কিছু ইহুদীরা এই সমাজ-গৃহে যেত। অন্য
ইহুদীরা কিলিকিয়া ও এশিয়া থেকে এসেছিল। 10তাদের
সঙ্গে বিজ্ঞতায় কথা বলতে পবিত্র আত্মা স্তিফানকে
সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কথা এতো শক্তিশালী ছিল
যে তারা কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারল না। 11তখন
তারা কয়েকজন লোককে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে বলাল;
যারা বলল, “আমরা শুনেছি যে স্তিফান মোশি ও ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে নিন্দা করছে।” 12এইভাবে তারা জনসাধারণ,
ইহুদী নেতাদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের উত্তেজিত করে
তুলল। তারা এসে স্তিফানকে ধরে নিয়ে মহাসভার
সামনে হাজির করল। 13এরপর তারা মিথ্যা সাক্ষী দাঁড়
করাল, যারা বলল, “এই লোক পবিত্র মন্দিরের বিরুদ্ধে
ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনও নিবৃত্ত হয়
না। 14আমরা একে বলতে শুনেছি যে এই নাসরতীয়
যীশু এই স্থান ধ্বংস করবে আর মোশির দেওয়া প্রথা
বদলে দেবে।” 15তখন মহাসভায় যারা বসেছিল তারা
সকলে স্তিফানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, স্তিফানের
মুখ স্বর্গদূতের মুখের মত উজ্জ্বল।

স্তিফানের বক্তব্য

7 এরপর যাজক স্তিফানকে বললেন, “এসব কথা কি
সত্যি?” 2এর উত্তরে স্তিফান বললেন, “ভাইয়েরা
ও এই জাতির পিতাগণ, আমার কথা শুনুন। আমাদের
পিতৃপুরুষ অব্রাহাম হারণে বসবাস করার আগে যে
সময় মিসপতামিয়াতে ছিলেন, সেই সময় মহিমার ঈশ্বর
তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 3আর তাঁকে
বলেছিলেন, ‘তুমি তোমার স্বদেশ ও স্বজনের মধ্য থেকে
চলে এস, আর আমি যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও।’*
4অব্রাহাম তখন কল্দীয়দের দেশ ছেড়ে হারণে এসে
বসবাস করেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁকে
সেখান থেকে এই দেশে আনলেন, যে দেশে এখন
আপনারা বাস করছেন। 5এখানে ঈশ্বর তাঁকে কোন
ভূসম্পত্তি দিলেন না, এমন কি এক ছটাক জমিও না;
কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই দেশটা
তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের দেবেন। যদিও অব্রাহামের
তখনও কোন সন্তান ছিল না। 6ঈশ্বর তাঁকে এই কথা
বললেন, ‘তোমার বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী জীবন
কাটাবে, তারা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হবে, আর সে দেশের
লোকেরা তাদের প্রতি চারশো বছর ধরে অত্যাচার করবে।
7তারা যে জাতির দাসত্ব করবে, আমি তাদের দণ্ড
দেব।’* ঈশ্বর আরো বললেন, ‘এরপর তারা সেই দেশ
থেকে বেরিয়ে এসে এখানে আমার উপাসনা করবে।’*
8এরপর অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর এক চুক্তি করলেন।

‘তুমি ... যাও’ আদি 12:1

‘তোমার ... দেব’ আদি 15:13-14

‘এরপর ... করবে’ আদি 15:14; যাত্রা 3:12

এই চুক্তির চিহ্ন হল সুন্নত সংস্কার। এরপর অব্রাহামের
একটি পুত্র সন্তান হল। আট দিনের দিন তিনি তার
সুন্নত করালেন; সেই পুত্রের নাম ইস্‌হাক। ইস্‌হাকের
পুত্র যাকোবকেও তারা সুন্নত করলেন। যাকোবের পুত্ররা
বারোজন গোষ্ঠীর পিতা হলেন।

9“তাদের সেই পিতাগণ যোষেফের প্রতি ঈর্ষান্বিত
হলেন। যোষেফকে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা
হলে তাঁকে মিশরে নিয়ে আসা হল; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর
সহবর্তী ছিলেন। **10**যোষেফ সেখানে অনেক কষ্ট
পেয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর সমস্ত কষ্টের হাত
থেকে উদ্ধার করলেন। ফরৌণ তখন মিশরের রাজা;
যোষেফের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত বিজ্ঞতা দেখতে পেয়ে ফরৌণ
তাঁকে পছন্দ করলেন। ফরৌণ যোষেফকে মিশরের
অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করলেন, এমনকি ফরৌণের গৃহের
সমস্ত পরিজনের উপরে তাকে কর্ত্তা করলেন। **11**এরপর
সারা মিশরে ও কনান দেশে প্রচণ্ড খরা হল। এমন খরা
যাতে কোন ফসল উৎপন্ন হল না, এতে লোকেরা
মহাকষ্টে পড়ল। আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যবস্তুর
অভাব হল। **12**কিন্তু যাকোব শুনতে পেলেন যে মিশরে
শস্য মজুত আছে, তখন তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের
মিশরে পাঠালেন। **13**তাঁদের সেই ছিল প্রথমবার মিশরে
যাওয়া। তাঁরা যখন দ্বিতীয়বার সেখানে গেলেন, তখন
যোষেফ নিজে থেকে তাঁর ভাইদের কাছে আত্মপরিচয়
দিলেন। যোষেফের পরে পরিজনদের সংবাদ ফরৌণ
শুনতে পেলেন। **14**পরে কিছু লোক পাঠিয়ে যোষেফ
তাঁর পিতা যাকোব ও তাঁর সব আত্মীয় পরিজনদেরও
ডেকে পাঠালেন, তাঁরা মোট পঁচাত্তর জন ছিলেন।
15এইভাবে যাকোব মিশরে গেলেন, পরে তাঁর ও
আমাদের পিতৃপুরুষদের সেখানে মৃত্যু হল। **16**তাঁদের
মৃতদেহ শিখিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর সেখানে
তাঁদের কবরে রাখা হয়। এই কবরস্থান অব্রাহাম শিখিম
শহরে হমোরের ছেলেদের কাছ থেকে কিছু টাকা দিয়ে
কিনেছিলেন।

17“মিশরে ইহুদীরা বৃদ্ধি পেয়ে বহুসংখ্যক হয়ে উঠল।
ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা
পূর্ণ হওয়ার সময় হল। **18**মিশরে তখন অন্য একজন
রাজা হয়েছেন। তিনি যোষেফের সম্পর্কে জানতেন
না। **19**এই রাজা আমাদের লোকদের সঙ্গে চাতুরী
করলেন। তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার
করতে লাগলেন। তাদের নবজাত শিশুদের জোর করে
বাইরে ফেলে দিতে হুকুম দিলেন, যেন তারা মারা
যায়। **20**সেই সময় মোশির জন্ম হয়, তিনি ঈশ্বরের
দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার
গৃহেই লালিত-পালিত হন। **21**পরে তাঁকে বাইরে রেখে
দেওয়া হলে ফরৌণের কন্যা তাঁকে কুড়িয়ে এনে তাঁর
নিজের ছেলের মত মানুষ করেন। **22**মোশি মিশরীয়দের
সমস্ত জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, আর কথায় ও
কাজে মহাক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন।

23“মোশির বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর ইস্রায়েলী
ভাইদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হল। **24**মোশি দেখলেন
যে একজন মিশরীয় একজন ইস্রায়েলীর প্রতি দুর্ব্যবহার
করছে, তিনি তখন ইস্রায়েলী লোকটির পক্ষ সমর্থন
করলেন। ইস্রায়েলী লোকটিকে আঘাত করার জন্য
মোশি সেই মিশরীয়কে শাস্তি দিলেন এবং তাকে এমন
মার দিলেন যে সে মরেই গেল। **25**তিনি মনে করলেন
যে তাঁর স্বজাতীয় ভাইরা হয়তো বুঝবে যে তাদের
উদ্ধার করতে ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তারা
তা বুঝল না। **26**পরদিন, দুজন ইস্রায়েলী যখন নিজেদের
মধ্যে মারামারি করছে, সেই সময় তিনি তাদের কাছে
এসে তাদের মধ্যে মিলন করে দেবার জন্য বললেন,
‘দেখ, তোমরা পরস্পর ভাই। তবে কেন একে অপরের
প্রতি দুর্ব্যবহার করছ?’ **27**কিন্তু অন্যায়কারী লোকটি
মোশিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, ‘আমাদের
বিচার করতে কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে? **28**গতকাল
তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে খুন করেছিলে, তেমনি কি
আমাকেও খুন করতে চাও?’* **29**একথা শুনে মোশি
মিশর থেকে পালিয়ে গেলেন; আর মিদিয়নে বিদেশীরূপে
বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি অপরিচিত
আগন্তুকের মতো ছিলেন। সেখানে থাকার সময় মোশির
দুই ছেলের জন্ম হয়।

30“এর চল্লিশ বছর পরে তিনি যখন সীনয় পর্বতের
কাছে মরুপ্রান্তরে ছিলেন, সেখানে এক জ্বলন্ত ঝোপের
আগুনের শিখার মধ্যে এক স্বর্গদূত তাঁকে দেখা দিলেন।
31এই দেখে মোশি আশ্চর্য হয়ে আরো ভাল করে দেখবার
জন্য যখন কাছে গেলেন, তখন প্রভুর এই রব শুনলেন,
32‘আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের,
ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।’* মোশি ভয়ে কাঁপতে
লাগলেন, ভালভাবে তাকাতেও সাহস করলেন না।
33এরপর প্রভু তাঁকে বললেন, ‘তোমার পা থেকে চটি
(জুতো) খুলে ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ,
সেই জায়গা পবিত্র। **34**মিশরে আমি আমার লোকদের
দুরবস্থা ভাল করেই দেখেছি, তাদের আর্তনাদ শুনেছি,
তাই আমি তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি।
মোশি, তুমি এস, এখন আমি তোমাকে মিশরে পাঠাব।’*

35“এই মোশিকেই ইস্রায়েলীয়রা চায় নি বলে
বলেছিল, ‘কে তোমাকে আমাদের শাসক ও বিচারক
বানিয়েছে?’ মোশিই সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর স্বর্গদূতের
মাধ্যমে শাসনকর্তা ও ত্রাণকর্তারূপে পাঠিয়েছিলেন।
সেই স্বর্গদূতকেই মোশি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে
দেখেছিলেন। **36**এরপর মোশি লোকদের মিশর থেকে
বের করে আনলেন। তিনি মিশরে, লোহিত সাগরে
আর প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে বহু অলৌকিক ও
পরাক্রমের কাজ করেন। **37**মোশিই তাঁর ইহুদী ভাইদের
বলেছিলেন: ‘ঈশ্বর তোমাদের মধ্য থেকে এক ভাববাদী
ঠিক করবেন, তিনি হবেন আমারই মতো।’* **38**এই

‘আমাদের ... চাও?’ যাত্রা 2:14

‘আমি ... ঈশ্বর’ যাত্রা 3:6

‘তোমাকে... পাঠাব’ যাত্রা 3:5-10

‘ঈশ্বর ... মতো’ দ্বি বি 18:15

মোশিই প্রান্তরে ইহুদীদের সমাবেশে ছিলেন। যে স্বর্গদূত
সীনয় পর্বতে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর
সঙ্গে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন। মোশি
ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনদায়ী আদেশ লাভ করে তাঁর
আজ্ঞা সকল আমাদের দিয়েছিলেন।
39“কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর কথা পালন
করতে চান নি, তার পরিবর্তে তাঁরা তাঁকে অগ্রাহ্য করে
মিশরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। 40আমাদের
পিতৃপুরুষেরা হারোণকে বললেন, ‘মোশি আমাদের
মিশর থেকে বের করে এনেছেন; কিন্তু তার কি হল
আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই কিছু দেবতাদের
গড়ে তোল, যারা আমাদের আগে আগে যাবে ও
পরিচালিত করবে।’* 41তাই লোকেরা বাছুরের এক
প্রতিমা গড়ল আর সেই প্রতিমার সামনে বলিদান উৎসর্গ
করল। তারা তাদের হাতে গড়া সেই দেবতাকে নিয়ে
আনন্দ করতে লাগল! 42কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি বিমুখ
হলেন, তিনি তাদের আকাশের সেনা অর্থাৎ অলীক
দেবতাদের পূজায় বাধা দিলেন না। ভাববাদীদের পুস্তকে
একথা লেখা আছে:

‘হে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা তো আমার উদ্দেশ্যে পশুবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ
করনি;
43তোমরা মোলক দেবতার পূজার তাঁবু, রিফান
দেবতার নক্ষত্রের প্রতিমূর্তি বহন করেছিলে। পূজা
করবার জন্যই তোমরা ঐসব দেবতার মূর্তি গড়েছিলে।
তাই আমি তোমাদের বাবিলের ওপারে নির্বাসনে পাঠাব।’

আমোষ 5:25–27

44“মরু এলাকায় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের
কাছেই সেই সাক্ষ্য তাঁবু ছিল। এই পবিত্র তাঁবু তৈরী
হয়েছিল সেই ধারায়, যেভাবে নমুনা দেখিয়ে ঈশ্বর
মোশিকে তা করতে বলেছিলেন।
45পরবর্তীকালে যিহোশূয় আমাদের পিতৃপুরুষদের
পরিচালিত করলে তাঁরা ভিন্ন জাতির দেশ দখল করলেন।
আমাদের লোকেরা সেই দেশে প্রবেশ করলে ঈশ্বর
সেখানকার লোকদের সেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য
করলেন। আমাদের লোকেরা এই নতুন দেশে গেলে ঐ
তাঁবুও সঙ্গে নিয়ে এলেন। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে
তাঁরা এই তাঁবু পেয়েছিলেন। সেই তাঁবু রাজা দায়ূদের
সময় পর্যন্ত তাঁদের কাছে ছিল। 46দায়ূদ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করলেন আর যাকোবের ঈশ্বরের
জন্য এক গৃহ নির্মাণ করার অনুমতি চাইলেন। 47কিন্তু
দায়ূদের ছেলে শলোমন তাঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করলেন।
48“কিন্তু যিনি পরমেশ্বর, তিনি কখনো মানুষের হাতে
তৈরী গৃহে বাস করেন না। এবিষয়ে ভাববাদী বলেছেন:

‘প্রভু বলেন,
49স্বর্গ আমার সিংহাসন। পৃথিবী আমার পা রাখার
জায়গা। তুমি আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে?
আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়!
50আমার হাতই কি এই বস্তুগুলি নির্মাণ করে নি?”’

যিশাইয় 66:1–2

51“আপনারা একগুঁয়ে লোক! ঈশ্বরকে আপনারা
নিজ নিজ হৃদয় সঁপে দেন নি! আপনারা তাঁর কথা
শুনতে চান নি! আপনারা সব সময় পবিত্র আত্মা যা
বলতে চাইছেন তা প্রতিরোধ করে আসছেন। আপনাদের
পিতৃপুরুষরা যেমন করেছিলেন, আপনারাও তাদের
মতোই করছেন। 52এমন কোন ভাববাদী ছিলেন কি
যাকে আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নির্যাতন করেন নি?
সেই ধার্মিক ব্যক্তির আগমনের কথা যাঁরা বহুপূর্বে
ঘোষণা করেছিলেন আপনাদের পিতৃপুরুষরা তাদেরকে
খুন করেছেন; আর এখন আপনারা সেই ধার্মিককে
শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে হত্যা করছেন। 53আপনারা
মোশির বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, ঈশ্বরই তাঁর
স্বর্গদূতদের মাধ্যমে তা দিয়েছিলেন; কিন্তু আপনারা
তা পালন করেন নি।”

স্তিফানকে হত্যা

54ইহুদী নেতারা স্তিফানের এইসব কথা শুনে প্রচণ্ড
রেগে গেল। স্তিফানের প্রতি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে
দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। 55স্তিফান পবিত্র আত্মায়
পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকালেন আর দেখলেন ঈশ্বরের
মহিমা, দেখলেন যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।
56তিনি বললেন, “দেখ! আমি দেখছি স্বর্গ খোলা রয়েছে;
আর মানবপুত্র ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন!”
57তখন ইহুদী নেতারা জোরে চিৎকার করে উঠল,
আর নিজেদের কানে হাত চাপা দিল। এরপর সবাই
মিলে এক সঙ্গে তাঁর দিকে ছুটে গেল। 58তারা স্তিফানকে
মেরে ফেলার জন্য তাঁকে টানতে টানতে শহর থেকে
বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর পাথর মারতে লাগল।
যারা স্তিফানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছিল,
তারা শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের
আলখাল্লা খুলে জমা রাখল। 59তারা যখন স্তিফানকে
পাথর মেরে চলেছে তখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন,
“প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর!” 60এরপর
তিনি হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললেন, “প্রভু,
এঁদের বিরুদ্ধে এই পাপ গণ্য কোর না!” এই বলে
তিনি মৃত্যুতে ঢলে পড়লেন।

8 আর শৌল স্তিফানের হত্যার অনুমোদন
করেছিলেন।

বিশ্বাসীদের কষ্ট

2-3কয়েকজন ধার্মিক লোক এসে স্তিফানকে কবর
দিলেন; আর স্তিফানের জন্য গভীর শোক প্রকাশ
করলেন। সেইদিন থেকে জেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর
ভীষণ নির্যাতন শুরু হোল। প্রেরিতগণ ছাড়া সবাই
যিহুদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে
পড়লেন। এদিকে শৌল বিশ্বাসী সমাবেশকে ধ্বংস করার
জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি ঢুকে তিনি স্ত্রী-পুরুষ

‘মোশি ... করবে’ যাত্রা 32:1

নির্বিশেষে সকলকে টানতে টানতে নিয়ে এসে কারাগারে
ভরলেন। 4বিশ্বাসীরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল;
আর তারা যেখানেই গেল সেখানেই সুসমাচার প্রচার
করতে লাগল।

শমরিয়ায় ফিলিপের প্রচার

5ফিলিপ শমরিয়া শহরে গিয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার
প্রচার করলেন। 6লোকেরা যখন ফিলিপের কথা শুনল
এবং তিনি যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা
দেখল, তখন তাঁর কথায় আরো মন দিল। 7অশুচি
আত্মায় পাওয়া লোকদের মধ্য থেকে চিৎকার করতে
করতে সেইসব অশুচি আত্মা বের হয়ে এল। অনেক
পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক ও খোঁড়া লোক সুস্থ হল। 8এর
ফলে সেই শহরে মহা আনন্দের সাড়া জাগল।

9সেই শহরে শিমোন নামে একজন লোক ছিল।
ফিলিপ সেই শহরে আসার আগে শিমোন বহুদিন ধরে
সেই শহরে যাদুখেলা করত। এইভাবে সে শমরিয়ার
লোকদের অবাক করে দিত। সে নিজেকে একজন
মহাপুরুষ বলে মনে করত। 10ছোট বড় সকলেই তার
কথা মন দিয়ে শুনত। তারা বলত, “এই লোকের মধ্যে
ঈশ্বরের সেই শক্তি আছে যাকে ‘মহাপরাক্রম’ও বলা
চলে!” 11লোকেরা তার কথা শুনত কারণ দীর্ঘ দিন
ধরে সে লোকদের যাদুমন্ত্রের চমকে মুগ্ধ করে
রেখেছিল। 12কিন্তু ফিলিপ যখন তাদেরকে ঈশ্বরের
সুসমাচার, তাঁর রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নামের বিষয়
জানালেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে ফিলিপকে বিশ্বাস
করে বাপ্তিস্ম নিল। 13আর শিমোন নিজেও বিশ্বাস
করল ও বাপ্তিস্ম নিল। বাপ্তাইজ হওয়ার পর সে
ফিলিপের কাছে কাছে থাকতে লাগল; আর ফিলিপের
দ্বারা অনেক অলৌকিক কাজ ও নানা পরাক্রম কাজ
হচ্ছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

14প্রেরিতেরা তখনও জেরুশালেমে ছিলেন, তাঁরা
শুনতে পেলেন যে শমরিয়ার লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য
গ্রহণ করেছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে সেখানে
পাঠালেন। 15পিতর ও যোহন এসে শমরিয়ার খ্রীষ্ট
বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র
আত্মা লাভ করে; 16কারণ এই লোকেরা প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হলেও তখনও পর্যন্ত তাদের
কারোর ওপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করেন নি।
17এইজন্য পিতর ও যোহন প্রার্থনা করলেন; আর সেই
দুই প্রেরিত, লোকদের মাথায় হাত রাখলে তারা পবিত্র
আত্মা লাভ করল।

18শিমোন যখন দেখল যে, প্রেরিতদের হাত রাখার
মাধ্যমে পবিত্র আত্মা লাভ হচ্ছে, তখন সে টাকা এনে
তাদের বলল, 19“আমাকেও এই ক্ষমতা দিন যেন আমি
যার ওপর আমার দুহাত রাখব, সে এই পবিত্র আত্মা
পায়।”

20পিতর শিমোনকে বললেন, “তুমি ও তোমার টাকা
চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাক্! কারণ ঈশ্বরের দান
তুমি টাকা দিয়ে কিনবে বলে ভেবেছ। 21এই বিষয়ে
আমাদের সঙ্গে তোমার কোন অধিকার বা অংশ নেই,
কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার অন্তর মোটেই সরল
নয়। 22তাই তুমি এই মন্দতা থেকে তোমার মন-ফিরাও!
আর প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, হয়তো তোমার মনের
এই মন্দ চিন্তার জন্য ক্ষমা পেলেও পেতে পার। 23কারণ
আমি দেখছি তোমার মধ্যে খুব ঈর্ষা আছে আর তুমি
পাপের কাছে বন্দী।”

24তখন শিমোন বলল, “আপনারাই আমার জন্য
প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আপনারা যা বললেন
তার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে!”

25প্রেরিতেরা যীশুর বিষয়ে যা জানতেন, সে সম্বন্ধে
সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বার্তা প্রচার করে জেরুশালেমে
ফিরে চললেন, যাবার পথে তাঁরা শমরিয়ার বিভিন্ন
গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন।

ফিলিপ ইথিওপিয়ার একজন লোককে শিক্ষা দিলেন

26প্রভুর এক দূত ফিলিপকে বললেন, “প্রস্তুত হও,
দক্ষিণে যে পথ জেরুশালেম থেকে ঘসার দিকে নেমে
গেছে, সেই পথ ধরে নেমে যাও।” 27তখন ফিলিপ
প্রস্তুত হয়ে সেই পথে রওনা দিলেন এবং সেই পথে
একজন ইথিওপিয়ানকে দেখতে পেলেন, তিনি নপুংসক।
তিনি ইথিওপিয়ার কান্দাকি রাণীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।
ইনি জেরুশালেমে উপাসনা করতে গিয়েছিলেন।
28ফেরার পথে তিনি তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয়র
পুস্তক থেকে পড়ছিলেন। 29তখন পবিত্র আত্মা
ফিলিপকে বললেন, “ঐ রথের কাছে যাও, তাঁর সঙ্গ
ধর।” 30ফিলিপ দৌড়ে রথের কাছে গিয়ে শুনলেন, সেই
কোষাধ্যক্ষ ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক থেকে পড়ছেন।
ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি যা পড়ছেন তা কি
বুঝতে পারছেন?”

31তিনি বললেন, “কি করে বুঝব যদি বুঝিয়ে দেওয়ার
কেউ না থাকে?” আর তিনি ফিলিপকে রথে উঠে
এসে তার কাছে বসতে বললেন। 32শাস্ত্রের যে অংশটি
তিনি পাঠ করছিলেন তা হল:

“হত হবার জন্য মেষের মতো তাঁকে নিয়ে যাওয়া
হল। লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে মেষশাবক যেমন
মুখ বুজে থাকে, তেমনি তিনি মুখ খোলেন নি।

33তাঁর হীন অবস্থায়, তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে
তাঁকে বঞ্চিত করা হল। কেউ আর কখনো তাঁর
বংশধরদের কথা বলবে না, কারণ পৃথিবীতে তাঁর জীবন
সমাপ্ত হল।” *যিশাইয় 53:7-8*

34সেই কোষাধ্যক্ষ ফিলিপকে বললেন, “অনুগ্রহ করে
বলুন, ভাববাদী কার বিষয়ে এই কথা বলছেন? তিনি
কি তাঁর নিজের বিষয়ে বলছেন, অথবা অন্য কারো
বিষয়ে?” 35তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে
শুরু করে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার তাঁকে জানালেন।

36তাঁরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জলাশয়ের কাছে
এসে হাজির হলে সেই নপুংসক বললেন, “দেখুন!

এখানে জল আছে! বাপ্তাইজ হতে আমার বাধা কোথায়?" 37* 38তিনি রথ থামাতে হুকুম করলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলে নামলেন। ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। 39তাঁরা যখন জলের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ তাকে আর দেখতে পেলেন না; কিন্তু আনন্দ করতে করতে তাঁর পথে এগিয়ে চললেন। 40ফিলিপ নিজেকে অস্‌দোদে দেখতে পেলেন; আর তিনি কৈসরিয়ার পথে রওনা হয়ে যাত্রা পথে সব নগরে সুসমাচার প্রচার করলেন।

শৌলের মন পরিবর্তন

9 এদিকে শৌল জেরুশালেমে যীশুর অনুগামীদের তখনও হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন। তিনি মহাযাজকের কাছে গেলেন। 2দম্মেশকস্থ সমাজ-গৃহে ইহুদীদের দেবার জন্য মহাযাজকের কাছে চিঠিগুলি চাইলেন, যেন স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, খ্রীষ্টের অনুগামী এমন কোন লোককে পেলেই গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন।

3তাই শৌল দম্মেশকে রওনা হয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি যখন দম্মেশকের কাছাকাছি এলেন, সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তাঁর চারিদিকে চমকে উঠল। 4তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একটি রব শুনতে পেলেন, সেই রব তাঁকে বলছে: "শৌল, শৌল! কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?"

5শৌল বললেন, "প্রভু আপনি কে?"

তিনি বললেন, "আমি যীশু, তুমি যার ক্ষতি করার চেষ্টা করছ। 6ওঠ, ঐ শহরে যাও আর তোমায় কি করতে হবে তা তোমায় বলা হবে।"

7যে সব পুরুষ তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা সেই রব শুনতে পেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। 8শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু তিনি যখন চোখ খুললেন তখন কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তারা তাকে হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল। 9তিন দিন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় রইলেন, সেই সময় তিনি অন্ন জল কিছুই মুখে তুললেন না। 10দম্মেশকে অননিয় নামে একজন খ্রীষ্টের অনুগামী ছিলেন। এক দর্শনের মাধ্যমে প্রভু তাঁকে বললেন, "অননিয়!"

তিনি বললেন, "প্রভু, এই তো আমি।"

11প্রভু তাকে বললেন, "ওঠ, আর 'সরল' নামে রাস্তায় যাও। সেখানে যিহূদার বাড়ীর খোঁজ কর। সেখানে তার্ষ থেকে এসেছে শৌল বলে একজন লোক, তার খোঁজ কর, কারণ সে প্রার্থনা করছে। 12তার এই দর্শনলাভ হয়েছে যে অননিয় নামে একজন লোক এসে তার ওপর হাত রাখাতে সে আবার তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।"

13অননিয় বললেন, "প্রভু, আমি অনেক লোকের কাছে এই লোকের বিষয়ে শুনেছি। জেরুশালেমে আপনার পবিত্র লোকদের প্রতি সে যে সব জঘন্য কাজ করেছে তাও আমি শুনেছি; 14আর এখানে যত লোক আপনাকে বিশ্বাস করে,* তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে বিশেষ পরোয়ানা নিয়ে এসেছে।"

15কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, "তুমি যাও, কারণ অইহুদীদের কাছে, রাজাদের ও ইস্রায়েলীদের কাছে আমার নাম নিয়ে যাবার জন্য আমি তাকে মনোনীত করেছি। 16আমার নামের জন্য তাকে কত দুঃখভোগ করতে হবে, আমি নিজে তাকে তা দেখিয়ে দেব।"

17তখন অননিয় যিহূদার বাড়িতে গেলেন। তিনি শৌলের ওপর দুহাত রেখে বললেন, "ভাই শৌল, প্রভু যীশু আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। এখানে আসার পথে তোমায় তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। যীশু তোমার কাছে আমাকে পাঠালেন, যেন তুমি আবার দেখতে পাও আর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পার।" 18সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ থেকে মাছের আঁশের মত একটা কিছু খসে পড়ল, আর শৌল আবার দেখতে পেলেন। পরে তিনি উঠে গিয়ে বাপ্তিস্ম নিলেন। 19এরপর কিছু খাওয়া-দাওয়া করে সবল হলেন।

দম্মেশকে শৌলের প্রচার কার্য

তিনি কিছুদিন দম্মেশকে অনুগামীদের সঙ্গে থাকলেন। 20এরপর তিনি সরাসরি সমাজ-গৃহে গিয়ে যীশুর কথা প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "এই যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র!"

21তার কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "একি, সেই লোক নয়, যে জেরুশালেমে যারা যীশুর নামে বিশ্বাস করত তাদের ধ্বংস করত? আর এখানে সে যীশুর অনুগামীদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কি আসে নি?"

22কিন্তু শৌল ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন; আর দম্মেশকে যে সব ইহুদী বাস করত, শৌল তর্কে তাদেরকে নীরব করে দিলেন, তিনি প্রমাণ দিতে থাকলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

শৌল ইহুদীদের থেকে মুক্ত

23বেশ কিছু দিন পর ইহুদীরা শৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে লাগল; 24কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্ত জানতে পারলেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা করার জন্য শহরের প্রধান ফটকগুলির ওপর দিন রাত নজর রাখতে লাগল; 25কিন্তু যারা শৌলের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল, তারা শৌলকে শহর ত্যাগে সাহায্য করল। তারা শৌলকে একটা ঝুড়িতে রেখে শহরের প্রাচীরের এক গর্ত দিয়ে ঝুড়িশুদ্ধ শৌলকে বাইরে নামিয়ে দিল।

পদ 37 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 37 যুক্ত করা হয়েছে: "ফিলিপ উত্তর দিলেন, 'যদি তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর তবে হতে পারে।' কোষাধ্যক্ষ বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।'"

আপনাকে বিশ্বাস করে আক্ষরিক অর্থে, 'আপনার নামে ডাকে।'

জেরুশালেমে শৌল

26এরপর শৌল জেরুশালেমে গেলেন। সেখানে তিনি
যীশুর অনুগামীদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন;
কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁকে ভয় করলেন। তাঁরা বিশ্বাস
করতে চাইলেন না যে তিনি সত্যিকার যীশুর অনুগামী
হয়েছেন। 27কিন্তু বার্ণবা শৌলকে গ্রহণ করে তাঁকে
নিয়ে প্রেরিতদের কাছে গেলেন। দম্মেশকের পথে শৌল
কিভাবে যীশুর দেখা পেয়েছেন ও প্রভু যীশু যে তাঁর
সঙ্গে কথা বলেছেন; আর কিভাবে তিনি দম্মেশকে
সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম প্রচার করেছেন, সেসব কথা
তাদের সবিস্তারে জানালেন।

28শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে জেরুশালেমে
থাকতেন, তিনি সেখানে সব জায়গায় গিয়ে সাহসের
সঙ্গে প্রভুর নাম প্রচার করতেন। 29তিনি গ্রীকভাষী
ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন বলে তারা তাঁকে হত্যা
করার চেষ্টা করতে লাগল। 30ভাইয়েরা সে কথা জানতে
পেরে তাঁকে কৈসরিয়াতে নিয়ে গেলেন ও সেখান থেকে
তার্ষে পাঠিয়ে দিলেন।

31সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ায় বিশ্বাসী
মণ্ডলীগুলিতে শান্তি বিরাজ করছিল। বিশ্বাসীরা প্রভুর
ভয়ে জীবনযাপন করত ও পবিত্র আত্মায় উৎসাহিত
হত; এর ফলে দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং ক্রমে
ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করতে থাকল।

32পিতর জেরুশালেমের আশে পাশে বিভিন্ন শহরে
ভ্রমণ করতে করতে লুদ্দা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কাছে এলেন।
33লুদ্দায় তিনি ঐনিয় নামে একজন পঙ্গু লোকের দেখা
পান; সে আট বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিল।
34পিতর তাকে বললেন, “ঐনিয় যীশু তোমায় সুস্থ
করেছেন, তুমি ওঠ, বিছানা গুটিয়ে নাও। তুমি নিজেই
তা পারবে।” সঙ্গে সঙ্গে ঐনিয় উঠে দাঁড়াল। 35তখন
লুদ্দা ও শারোণের সব লোক তাকে দেখে প্রভুর প্রতি
ফিরল ও বিশ্বাসী হোল।

যাফোতে পিতর

36যাফোতে টাবিথা বা দর্কা (যার অর্থ ‘হরিণী’)
নামে এক শিষ্যা ছিলেন। তিনি সব সময় লোকের
উপকার করতেন, বিশেষ করে গরীবদের সাহায্য
করতেন। 37পিতর যখন লুদ্দায় ছিলেন টাবিথা অসুস্থ
হয়ে মারা যান; তাই তারা তার দেহ স্নান করিয়ে
ওপরের ঘরে শুইয়ে রাখল। 38লুদ্দা যাফোর কাছাকাছি
ছিল। অনুগামীরা যখন শুনলেন যে পিতর লুদ্দায় আছেন,
তখন তারা দু’জন লোককে সেখানে পাঠিয়ে অনুরোধ
করল, “যেন পিতর তাড়াতাড়ি করে একবার তাদের
ওখানে আসেন!” 39তখন পিতর প্রস্তুত হয়ে তাদের
সঙ্গে চললেন। তিনি সেখানে হাজির হলে তারা তাঁকে
ওপরের সেই ঘরে নিয়ে গেল; আর বিধবারা সকলে
তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, দর্কা জীবিত
অবস্থায় তাদের সঙ্গে থাকবার সময়ে যেসব
পোশাকগুলি তৈরী করেছিলেন তা দেখাতে লাগল।
40পিতর সকলকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে হাঁটু
গেড়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর সেই দেহের দিকে ফিরে
তিনি বললেন, “টাবিথা, ওঠ!” তাতে তিনি চোখ খুললেন
ও পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। 41তখন পিতর হাত
বাড়িয়ে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। এরপর
তিনি বিশ্বাসীদের ও সেই বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত
দেখালেন। 42এই কথা যাফোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল
আর অনেক লোক প্রভুর ওপর বিশ্বাস করল।
43পিতর যাফোতে শিমোন নামে এক চামড়া ব্যবসায়ীর
ঘরে অনেক দিন রইলেন।

পিতর ও কর্ণীলিয়

10 কৈসরিয়ায় কর্ণীলিয় নামে একজন লোক ছিলেন;
ইনি ছিলেন ‘‘ইতালীয়” বাহিনীর একজন
সেনাপতি। 2তিনি ছিলেন ঈশ্বর ভক্ত, তাঁর গৃহস্থ সমস্ত
পরিজন সত্যময় ঈশ্বরের উপাসনা করত। তিনি
ইহুদীদের মধ্যে গরীব দুঃখীদের অর্থ দিতেন আর
সবসময়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। 3একদিন
প্রায় তিনটের সময় এক দর্শনের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট
দেখতে পেলেন যে ঈশ্বরের এক দূত তাঁর কাছে এসে
বলছেন, “কর্ণীলিয়!”

4কর্ণীলিয় স্বর্গদূতের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বললেন,
“মহাশয়, আপনি কি চান?”

সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “কর্ণীলিয় তোমার
প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন; গরীবদের তুমি যে সাহায্য কর,
তা তিনি দেখেছেন। ঈশ্বর তোমায় স্মরণ করেছেন।
5তুমি যাফো শহরে লোকদের পাঠাও, সেখানে শিমোন
নামে একজন লোক আছে, যার অপর নাম পিতর,
তোমার লোকেরা সেখানে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে
আসুক। 6সে চামড়ার ব্যবসায়ী শিমোনের বাড়িতে আছে,
সেই বাড়ি সমুদ্রের ধারে!”

7স্বর্গদূত কথা বলে চলে গেলে পরে কর্ণীলিয় দু’জন
কর্মচারীকে ও একজন সৈনিককে ডেকে পাঠালেন।
ঈশ্বরভক্ত এই সৈনিকটি কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে
সব সময়ই কর্ণীলিয়র কাছে কাছে থাকত। 8এই তিন
ব্যক্তির কাছে কর্ণীলিয় সব কিছু বুঝিয়ে তাদের যাফোতে
পাঠালেন।

9পরের দিন তারা যখন যাফোর কাছাকাছি পৌঁছালো।
সেই সময়ে পিতর প্রার্থনা করার জন্য ছাদের উপর
উঠে ছিলেন । বেলা তখন ভর দুপুর। 10পিতরের খিদে
পেল এবং তিনি খেতে চাইলেন। নীচে লোকেরা তখন
পিতরের জন্য খাবার প্রস্তুত করছে, এমন সময় তিনি
আবিষ্ট হলেন। 11তিনি দেখলেন আকাশ মুক্ত হয়েছে
আর একটা কিছু নেমে আসছে। সেটা দেখতে একটা
বড় চাদরের মত, তার চারটে খুঁট ধরে কেউ যেন তা
মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে। 12তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকমের
পশু ও সরীসৃপ এবং আকাশের নানা রকমের পক্ষী
রয়েছে। 13এরপর সেই রব পিতরকে বলল, “পিতর
ওঠ, মার ও খাও।”

14পিতর বললেন, “প্রভু কখনই না! কারণ আমি
কখনও কোন অশুদ্ধ বা অপবিত্র কিছু খাই নি।”

15তখন আবার এই রব শোনা গেল, “ঈশ্বর যা শুদ্ধ
করেছেন, তা তুমি ‘অশুদ্ধ’ বোলো না!” 16এইভাবে
তিন বার ঘটে যাবার পর সেই চাদরটি আকাশে তুলে
নেওয়া হল।

17পিতর যে দর্শন পেয়েছিলেন তার অর্থ কি হতে
পারে তা যখন তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, সেই
সময় কর্ণীলিয়াসের পাঠানো ঐ লোকেরা শিমোনের
বাড়ির খোঁজ করতে করতে বাড়ির ফটকে এসে হাজির
হল। 18তারা জিজ্ঞেস করল, “শিমোন যাকে পিতর
বলে তিনি কি এ বাড়িতে রয়েছেন?”

19পিতর তখনও সেই দর্শনের বিষয়ে চিন্তা করছেন,
তখন আত্মা তাঁকে বললেন, “দেখ! তিন জন লোক
তোমার খোঁজ করছে। 20তুমি উঠে নিচে যাও, বিনা
দ্বিধায় তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের
পাঠিয়েছি।” 21তখন পিতর নীচে গিয়ে সেই লোকদের
বললেন, “দেখুন, আপনারা যাকে খুঁজছেন, আমিই সেই
লোক। আপনারা এখানে কেন এসেছেন?”

22তারা বলল, “আমরা সেনাপতি কর্ণীলিয়াসের কাছ
থেকে এসেছি; তিনি একজন ধার্মিক লোক, তিনি ঈশ্বরের
উপাসনা করেন। ইহুদীদের কাছেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।
স্বর্গদূত কর্ণীলিয়াসকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনাকে
তাঁর বাড়ীতে আসতে আমন্ত্রণ দেওয়া হয়। আপনি কি
বলবেন তা যেন তিনি শুনতে পারেন।” 23তখন পিতর
তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাতটা তাঁর ওখানে থাকার
ব্যবস্থা করলেন।

পর দিন পিতর প্রস্তুত হয়ে সেই লোকদের সঙ্গে
রওনা হয়ে গেলেন। যাফো থেকে কয়েকজন বিশ্বাসী
ভাইও পিতরের সঙ্গে গেলেন। 24পরের দিন তাঁরা
কৈসরিয়া শহরে এলেন। কর্ণীলিয়া তাঁদের জন্য অপেক্ষা
করছিলেন, তিনি তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তাঁর
বাড়িতে ডেকেছিলেন। 25পিতর যখন ভেতরে গেলেন
তখন কর্ণীলিয় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; আর
উপুড় হয়ে পড়ে পিতরকে প্রণাম জানালেন। 26কিন্তু
পিতর তাঁকে বললেন, “আহা, কি করছেন, উঠুন! আমি
তো একজন সামান্য মানুষ মাত্র।” 27পিতর তাঁর সঙ্গে
কথা বলতে বলতে ভেতরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে
বহুলোক এসে জড় হয়েছে। 28পিতর তাঁদের বললেন,
“আপনারা জানেন, অন্য জাতের লোকের সঙ্গে
মেলামেশা করা বা তাদের বাড়ি যাওয়া ইহুদীদের জন্য
বিধি-সম্মত কাজ নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে
দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে ‘অশুচি’ বা ‘অপবিত্র’
বলা ঠিক নয়। 29তাই আমাকে ডেকে পাঠান হল, আর
আমি বিনা আপত্তিতে চলে এলাম। এখন আমি জানতে
চাই আপনারা কি কারণে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।”

30কর্ণীলিয় বললেন, “চারদিন আগে এই সময় আমি
আমার ঘরে বসে প্রার্থনা করছিলাম, বেলা তখন প্রায়
তিনটে, সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সামনে
এসে দাঁড়ালেন; তাঁর গায়ে ছিল উজ্জ্বল পোশাক। 31তিনি
বললেন, ‘কর্ণীলিয় তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে; আর
তুমি গরীব দুঃখীদের যে সাহায্য কর তা-ও ঈশ্বর
দেখেছেন। ঈশ্বর তোমাকে স্মরণ করেছেন; 32তাই তুমি
যাফোয় কিছু লোক পাঠাও, এবং শিমোন যাকে পিতর
বলে তাকে এখানে নিয়ে এস। সমুদ্রের ধারে শিমোন
নামে যে চামড়ার ব্যবসায়ী আছে, সে তার বাড়িতে
আছে।’ 33তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে লোক
পাঠালাম; আর আপনি বড় অনুগ্রহ করে এখানে
এসেছেন। এখন আমরা সকলে এখানে ঈশ্বরের সামনে
আছি; প্রভু আপনাকে যে সব কথা বলতে আদেশ
করেছেন আমরা সকলে তা শুনব।”

কর্ণীলিয়র বাড়িতে পিতরের কথা

34তখন পিতর বলতে শুরু করলেন, “এখন আমি
সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছি যে ঈশ্বর কারও প্রতি
পক্ষপাতিত্ব করেন না। 35প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে
কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করে ও ন্যায় কাজ করে, ঈশ্বর
এমন লোকদের গ্রহণ করেন। 36তিনি ইস্রায়েলের
লোকদের কাছে তাঁর সুসমাচার পাঠিয়েছিলেন। তিনি
সেই সুসমাচারে জানালেন যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই
শান্তি লাভ হয়। তিনি সকলেরই প্রভু! 37সমগ্র যিহুদাতে
কি ঘটেছিল সে সব কথা আপনারা শুনেছেন। যোহন
বাপ্তাইজক লোকেদের কাছে বাপ্তিস্মের কথা প্রচার
করার পর গালীলে এই ঘটনাগুলি শুরু হয়।

38আপনারা সেই নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে শুনেছেন,
শুনেছেন ঈশ্বর কিভাবে তাঁকে পবিত্র আত্মায় ও
পরাক্রমের সঙ্গে অভিষেক করেছিলেন। যীশু সর্বত্র
মানুষের মঙ্গল করে বেড়াতেন; আর যারা দিয়াবলের
কবলে পড়েছিল তাদের তিনি মুক্ত করতেন, কারণ
ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। 39যিহুদা ও জেরুশালেমে
যীশু যা কিছু করেছেন, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি,
আমরা তার সাক্ষী। তারা তাঁকে কাঠের তৈরী এক
ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে; 40কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর
তিন দিনের মাথায় জীবিত করেছেন। ঈশ্বর লোকদের
কাছে যীশুকে জীবিতরূপে দেখালেন। 41কিন্তু তিনি
সকলকে দেখা দেন নি। ঈশ্বর পূর্বেই সাক্ষীরূপে যাদের
মনোনীত করেছিলেন, কেবল তারাই তাঁকে দেখতে
পেয়েছিলেন; আমরাই সেইসব সাক্ষী! মৃতদের মধ্য
থেকে জীবিত হবার পর আমরা যীশুর সঙ্গে পান-আহার
করেছি;

42আর তিনি আমাদের আদেশ দিলেন, যেন আমরা
লোকদের মাঝে প্রচার করি আর সাক্ষ্য দিই যে তিনিই
সেই ব্যক্তি, যাঁকে ঈশ্বর সমস্ত জীবিত ও মৃত সকলের
বিচারকর্তা করে মনোনীত করেছেন। 43যে কেউ যীশুকে
বিশ্বাস করবে, সে পাপের ক্ষমা পাবে। যীশুর নামে
ঈশ্বর সেইসব লোকদের পাপ ক্ষমা করবেন। সমস্ত
ভাববাদী বলে গেছেন যে এ সত্য।”

অইহুদীদের কাছে পবিত্র আত্মা এলেন

44পিতর যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন যারা
সেখানে সেইসব কথা শুনছিল, তাদের সকলের ওপর
পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। 45ইহুদী সম্প্রদায় থেকে যে

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন তাঁরা
সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কারণ অইহুদীদের ওপরও
পবিত্র আত্মার দান নেমে এল। 46কারণ তাঁরা ওদেরকে
নানা ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে
শুনলেন। 47তখন পিতর বললেন, "কেউ কি এই
লোকদের জলে বাপ্তাইজ করতে অস্বীকার করতে পারে?
আমরা যেমন পবিত্র আত্মা পেয়েছি তারাও তো তেমনি
পেয়েছে!" 48তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে কর্ণীলিয়,
তার পরিবারের লোকদের ও তাদের বন্ধুদের জলে
বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। এরপর তাঁরা
পিতরকে তাঁদের সঙ্গে কিছু দিন থাকতে অনুরোধ
করলেন।

পিতর জেরুশালেমে ফিরলেন

11 যিহূদিয়ার প্রেরিতেরা এবং বিশ্বাসী ভাইয়েরা
শুনতে পেলেন যে অইহুদীরাও ঈশ্বরের শিক্ষা
গ্রহণ করেছে। 2পিতর যখন জেরুশালেমে এলেন, তখন
কিছু ইহুদী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তাঁর সমালোচনা
করতে লাগল। 3তারা বলল, "দেখ, তুমি যারা ইহুদী
নয় এবং যাদের সুন্নত হয় নি তাদের ঘরে গিয়েছিলে
এমনকি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেছিলে!"

4তখন পিতর তাদেরকে আগের সব ঘটনা
বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বললেন, 5"আমি যাফো শহরে
প্রার্থনা করছিলাম; সেই সময় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এক
দর্শন পেলাম। আমি দেখলাম, একটা বড় চাদরের মত
কিছু, তার চারটি খুঁট ধরে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া
হয়েছে। তা আমার কাছে এলে 6আমি ভালোভাবে
লক্ষ্য করে দেখলাম তার মধ্যে ভূচর গৃহপালিত পশু,
সকল হিংস্র বন্য জন্তু, সরীসৃপ ও আকাশের পাখিরা
আছে। 7তখন আমি এক রব শুনতে পেলাম যা আমায়
বলছে, 'পিতর ওঠ, এদের মেরে খাও!' 8কিন্তু আমি
বললাম, 'না, প্রভু, এ হতে পারে না! কারণ অপবিত্র
অশুদ্ধ কোন কিছু কখনও আমি খাই না!' 9আকাশ
থেকে সেই রব দ্বিতীয় বার ভেসে এল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ
করেছেন তুমি তা অপবিত্র বোল না।'

10এইভাবে তিনবার সেই রব শোনা গেল, পরে সে
সব আবার আকাশে টেনে তুলে নেওয়া হল, 11আর
আমি যেখানে ছিলাম সেই বাড়িতে তখনই তিন জন
লোক এল। তাদেরকে কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে
পাঠানো হয়েছিল; 12আর আত্মা আমায় বললেন,
"কোনরকম দ্বিধা না করে তুমি ওদের সঙ্গে যাও। এই
ছ'জন ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন; আর আমরা
কর্ণীলিয়র বাড়িতে গেলাম। 13তিনি কিভাবে একজন
স্বর্গদূতকে তাঁর বাড়িতে দাঁড়াতে দেখেছিলেন তা
আমাদের জানালেন। সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন,
'যাফোতে লোকদের পাঠাও; সেখান থেকে শিমোন
যাকে পিতর বলে তাকে আমন্ত্রণ দিয়ে আনাও; 14তিনি
এসে যে সব কথা বলবেন তারই দ্বারা তুমি ও তোমার
গৃহের সকলে উদ্ধার লাভ করবে।' 15আমি যখন কথা
বলতে শুরু করলাম, পবিত্র আত্মা তখন তাদের ওপর
নেমে এলেন, যেমন শুরুতে আমাদের ওপর
এসেছিলেন। 16এরপর প্রভু যা বলেছিলেন তা আমার
মনে পড়ল। প্রভু যীশু বলেছিলেন, 'যোহন জলে
বাপ্তাইজ করছেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায়
বাপ্তাইজিত হবে।' 17আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস
করলে ঈশ্বর আমাদের যে দান দিয়েছিলেন, তেমনি
তারা বিশ্বাসী হলে ঈশ্বর তাদের সমান বরদান করলেন,
সেক্ষেত্রে আমি কি ঈশ্বরের কাজে বাধাদান করতে
পারি? না!"

18ইহুদী বিশ্বাসীরা যখন এই সব কথা শুনল, তারা
তর্ক থামিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল,
"তাহলে আমাদেরই মত অইহুদীদেরও ঈশ্বর জীবন
লাভ করার জন্য মন-ফিরানোর সুযোগ দিলেন!"

আন্তিয়খিয়ায় সুসমাচার প্রচার

19স্তিফানের হত্যার পর নির্যাতন শুরু হয়েছিল,
ফলে বিশ্বাসীরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে
গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বহুদূর অর্থাৎ
ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়খিয়ায় পালিয়ে গিয়ে
কেবলমাত্র ইহুদীদের কাছেই সুসমাচার প্রচার
করেছিলেন। 20তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাসী কুপ্রীয়
ও কুরিণীয় দেশের লোক ছিলেন, যাঁরা আন্তিয়খিয়ায়
এসে গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীদের কাছে প্রভু যীশুর
সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। 21প্রভুর পরাক্রম তাঁদের
সাথে ছিল, ফলে বহুলোক প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস
করে তাঁর অনুসারী হল।

22জেরুশালেমের বিশ্বাসী মণ্ডলী যখন সেই
সংবাদ শুনলেন, তাঁরা বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়ায় পাঠালেন।
23-24বার্ণবা একজন ভালো লোক ছিলেন; তিনি পবিত্র
আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আন্তিয়খিয়ায় গিয়ে
বার্ণবা দেখলেন যে ঈশ্বর সেখানকার লোকদের আরো
কত আশীর্বাদ করেছেন। এতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়ে,
তাদের হৃদয় দিয়ে প্রভুর প্রতি সদাই বিশ্বস্ত থাকতে
উৎসাহ দিলেন; আর বহুসংখ্যক লোক প্রভুর সঙ্গে
যুক্ত হলেন।

25বার্ণবা শৌলের খোঁজে তার্ষে গেলেন। 26সেখানে
শৌলের দেখা পেয়ে তিনি তাঁকে আন্তিয়খিয়াতে
নিয়ে এলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর বিশ্বাসী সমাবেশে
থেকে বহু লোককে শিক্ষা দিলেন। আন্তিয়খিয়াতেই
অনুগামীরা প্রথম "খ্রীষ্টীয়ান" নামে অভিহিত হলেন।

27এই সময় কয়েকজন ভাববাদী জেরুশালেম থেকে
আন্তিয়খিয়াতে এলেন। 28তাঁদের মধ্যে আগাব নামে
এক ভাববাদী উঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র আত্মার প্রেরণায়
ভাববাণী করলেন যে, "সারা জগতে এক মহা দুর্ভিক্ষ
আসছে। লোকদের খাদ্যের অভাব হবে।" সম্রাট ক্লৌদিয়ের
সময় এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। 29প্রত্যেক শিষ্য তাঁদের
নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যিহূদার বিশ্বাসী ভাইয়েদের
সাহায্য পাঠাবার জন্য মনস্থির করলেন। 30তাই তাঁরা
বার্ণবা ও শৌলের মাধ্যমে তাঁদের সংগৃহীত অর্থ পাঠিয়ে
এই কাজ করলেন।

আগ্রিপ্পার মণ্ডলীর উপর হেরোদের অত্যাচার

12 সেই সময় রাজা হেরোদ বিশ্বাসী মণ্ডলীর কিছু
লোকের ওপর নির্যাতন শুরু করলেন। 2যোহনের
ভাই যাকোবকে হেরোদ তরবারির আঘাতে হত্যা করার
নির্দেশ দিলেন। 3তিনি যখন দেখলেন এতে ইহুদীরা
খুব খুশী হল, তখন তিনি পিতরকে গ্রেপ্তার করলেন।
তখন ছিল ইহুদীদের নিস্তারপর্বের* সময়। 4পিতরকে
গ্রেপ্তার করে হেরোদ তাঁকে কারাগারে রাখলেন। তাঁকে
পাহারা দেবার জন্য চারজন করে ষোল জন সৈনিককে
নিয়োগ করলেন। তিনি মনে করলেন নিস্তারপর্বের পরে
পিতরকে জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্য হাজির
করবেন। 5তাই পিতরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা
হল; কিন্তু বিশ্বাসী মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে
একাগ্রভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন।

পিতর কারাগার থেকে মুক্ত হলেন

6সেই রাতে পিতর দু'জন প্রহরারত সৈনিকের
মাঝখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, দুটি শেকল দিয়ে তাঁকে
বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং সৈনিকরা ফটকে পাহারা
দিচ্ছিল। হেরোদ ঠিক করেছিলেন যে পরদিন সকালে
বিচারের জন্য পিতরকে কারাগারের বাইরে আনবেন।
7হঠাৎ প্রভুর এক দূত সেখানে এসে দাঁড়ালেন; আর
কারাগারের মধ্যে একটা আলো ঝলসে উঠল। স্বর্গদূত
পিতরের গায়ে মৃদু আঘাত দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন,
"শিগ্‌গির ওঠ!" তখন তাঁর দু'হাতের শেকল খসে পড়ল।
8এরপর সেই স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "পোশাক পর,
আর পায়ে জুতো দাও।" পিতর সেই মত কাজ করলেন।
তখন স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "তোমার আলখাল্লাটি
গায়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।" 9স্বর্গদূত বের হলেন
আর পিতর তাঁর পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে গেলেন;
কিন্তু স্বর্গদূত যা করলেন তা যে বাস্তবে সত্য তা তিনি
বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি মনে করলেন হয়তো
কোন দর্শন দেখছেন। 10তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয়
পাহারাদারদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন, আর
যেখান দিয়ে শহরে যাওয়া যায়, লোহার সেই বিরাট
ফটকের কাছে এলেন। সেই ফটক তাঁদের জন্য নিজে
থেকে খুলে গেল; আর তাঁরা সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে
গেলেন। তাঁরা দুজনে একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেন,
অমনি সেই স্বর্গদূত পিতরের কাছ থেকে হঠাৎ কোথায়
মিলিয়ে গেলেন। 11তখন পিতর বুঝলেন কি ঘটেছে
এবং বলে উঠলেন, "আমি নিশ্চয় জানলাম যে এসবই
বাস্তব। প্রভু তাঁর দূতকে পাঠিয়েছিলেন; আর তিনিই
হেরোদের ও যে ইহুদীরা নির্যাতন দেখবে ভেবেছিল
তাদের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন।"
12এই কথা বুঝতে পেরে তিনি মরিয়মের বাড়ির
দিকে রওনা দিলেন। এই মরিয়ম হলেন যোহনের মা।
এই যোহনকে আবার মার্কও বলে। এদের বাড়িতে
অনেকে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। 13পিতর এসে
বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন চাকরানী
এসে দরজায় কে তা জিজ্ঞেস করল। 14পিতরের কণ্ঠস্বর
চিনতে পেরে তার এত আনন্দ হল যে সে দরজা
খুলতে ভুলে গেল, আর দৌড়ে ভেতরে গিয়ে এই খবর
জানাল। সে বলল, "পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে
আছেন!" 15তাঁরা তাকে বললেন, "তোমার মাথা খারাপ
হয়েছে!" কিন্তু সে যখন বারবার বলতে লাগল, তার
কথাই ঠিক, তখন তাঁরা বললেন, "তবে ও নিশ্চয়ই
তাঁর স্বর্গদূত।"
16কিন্তু পিতর দরজায় আঘাত করেই চললেন, আর
তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে
গেলেন। 17তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিতে তাদের চুপ করতে
বললেন এবং প্রভু কিভাবে সেই কারাগার থেকে তাঁকে
উদ্ধার করে এনেছেন, সে কথা জানালেন। তিনি বললেন,
"তোমরা যাকোবকে ও অন্যান্য ভাইয়েদের এই ঘটনার
কথা জানাও।" পরে তিনি সেখান ছেড়ে অন্য জায়গায়
চলে গেলেন। 18সকাল হলে প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যে
একটা হৈচৈ পড়ে গেল। পিতরের কি হল, এই ভেবে
তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। 19এরপর হেরোদ পিতরকে
অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন; কিন্তু তাঁকে না পেয়ে
প্রহরীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি সেই
প্রহরীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

হেরোদ আগ্রিপ্পার মৃত্যু

এরপর হেরোদ যিহূদা ছেড়ে কৈসরিয়া শহরে গিয়ে
কিছুকাল সেখানে থাকলেন। 20হেরোদ সোরীয় ও
সীদোনীয়ের লোকদের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন। তারা
দল বেঁধে হেরোদের সঙ্গে দেখা করতে এল। রাজার
একান্ত সচিব ব্লাস্তকে নিজেদের দলে টেনে তারা
হেরোদকে শান্তির জন্য অনুরোধ করল, কারণ তাদের
দেশ রাজার দেশের ওপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল ছিল।
21এক নিরূপিত দিনে, হেরোদ রাজকীয় পোশাক
পরে সিংহাসনে এসে বসলেন এবং লোকদের কাছে
ভাষণ দিতে লাগলেন। 22লোকেরা চিৎকার করতে
লাগল, "এতো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়, এ যে ঈশ্বরের
কণ্ঠস্বর!"
23হেরোদ এই প্রশংসা কুড়ালেন, ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য
গৌরব দিলেন না। হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে হেরোদকে
আঘাত করলে তিনি অসুস্থ হলেন। তাঁর শরীর কীটে
খেয়ে ফেলল, ফলে তিনি মারা গেলেন।
24এদিকে ঈশ্বরের বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর
বহু লোক তাতে বিশ্বাস করল।
25বার্ণবা ও শৌল জেরুশালেমে তাঁদের কাজ সেরে
আন্তিয়খিয়ায় ফিরে গেলেন। তাঁরা যোহন, যাকে মার্ক
বলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

বার্ণবা ও শৌল বিশেষ কাজে মনোনীত

13 সেই সময় আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে কয়েকজন
ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা হলেন: বার্ণবা,

নিস্তারপর্ব ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। প্রতি বছর এই দিন তারা বিশেষ খাবার খায় এবং মোশির সময়ে ঈশ্বর কিভাবে মিশরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন তা স্মরণ করে।

শিমোন যাকে নীগের বলা হত, কুরীণীয় শহরের লুকিয়,
মনহেম ইনি শাসনকর্তা হেরোদের সঙ্গে মানুষ
হয়েছিলেন ও শৌল। 2তাঁরা প্রভুর সেবায় রত ছিলেন
ও উপবাস করছিলেন। সেই সময় একদিন পবিত্র আত্মা
বললেন, “বার্ণবা ও শৌলকে আমার জন্য পৃথক করে
দাও; কারণ একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি তাদের
মনোনীত করেছি।”
3তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনার পর বার্ণবা ও
শৌলের ওপর হাত রেখে তাঁদের বিদায় দিলেন।

বার্ণবা ও শৌল কুপ্রীয়তে গেলেন

4এইভাবে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চালিত হয়ে তাঁরা
সিলূকিয়া শহরে গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে
করে কুপ্র দ্বীপে রওনা দিলেন। 5তাঁরা সালামী শহরে
পৌঁছে ইহুদীদের সমাজ-গৃহগুলিতে গিয়ে ঈশ্বরের বার্তা
প্রচার করলেন। যোহন মার্ক তাঁদের সহকারী রূপে কাজ
করছিলেন।
6তাঁরা সেই দ্বীপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পরে
পাফোসে এসে উঠলেন। সেখানে তাঁরা বর-যীশু নামে
এক ইহুদী যাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীর দেখা পেলেন।
7সে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল সের্গীয় পৌলের উপদেষ্টা
ছিল। সের্গীয় পৌল ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক।
তিনি বার্ণবা ও শৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের কাছ
থেকে ঈশ্বরের বার্তা শুনতে চাইলেন। 8কিন্তু সেই যাদুকর
ইলুমা এই ছিল বর যীশুর গ্রীক নাম বার্ণবা ও পৌলের
বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যপালকে খ্রীষ্টে বিশ্বাস থেকে সরিয়ে
নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। 9তখন শৌল যাকে
পৌলও বলে, তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ইলুমার
দিকে সোজাসুজি তাকালেন। 10বললেন, “তুই ছল-
চাতুরীতে ভরা লোক! তুই দিয়াবলের ছেলে! যা কিছু
ঠিক, তুই তার শত্রু! তুই কি প্রভুর সত্য পথকে বিকৃত
করতে ক্ষান্ত হবি না? 11দেখ, প্রভুর হাত এখন তোর
ওপর। তুই অন্ধ হয়ে যাবি, আর কিছু দিন সূর্যের আলো
আর দেখতে পাবি না।”
সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর অন্ধকার তার ওপর নেমে
এল, আর সে চারদিকে হাতড়াতে লাগল, তাকে হাত
ধরে সেখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য লোকদের অনুরোধ
করতে লাগল। 12তখন সেই ঘটনা দেখে রাজ্যপাল
বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি প্রভুর বিষয়ে শিক্ষার কথা
শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

পৌল এবং বার্ণবার কুপ্রীয় ত্যাগ

13পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফঃ থেকে জলপথে রওনা
দিয়ে পাম্ফুলিয়ার পর্গাতে এলেন; কিন্তু যোহন তাঁদের
ছেড়ে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 14তাঁরা পর্গা থেকে
আবার যাত্রা শুরু করে পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এসে
উপস্থিত হলেন। এক বিশ্রামবারে পৌল ও বার্ণবা
ইহুদীদের এক সমাজ-গৃহে গিয়ে বসলেন। 15মোশির
বিধি-ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা
হলে পরে, সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ তাদের বলে পাঠালেন,
“ভাইয়েরা, লোকদের কাছে শিক্ষা দেবার ও উৎসাহ
যোগাবার মত যদি আপনাদের কিছু থাকে তবে এগিয়ে
এসে তা বলুন।”
16তখন পৌল উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলতে
থাকলেন, “হে ইস্রায়েলী লোকেরা ও অইহুদীরা,
আপনারা যারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন তারা
আমার কথা শুনুন। 17এই ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর আমাদের
পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন, আর মিশর দেশে
প্রবাসীরূপে থাকার সময় তিনি আমাদের লোকদের
উন্নত করেছিলেন। সেই দেশ থেকে ঈশ্বর মহাপরাক্রমে
তাদের বের করে আনলেন। 18প্রায় চল্লিশ বছর ধরে
প্রান্তরের মধ্যে ঈশ্বর তাদের সব রকমের ব্যবহার সহ্য
করলেন। 19তিনি কণানের সাতটি জাতিকে উচ্ছেদ করে
সেইসব জাতির দেশ ইস্রায়েলীদের দিলেন। 20এইভাবে
প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছর কেটে গেল।
“এরপর ভাববাদী শমূয়েলের সময় পর্যন্ত ঈশ্বর
কয়েকজন বিচারক দিলেন; 21তারপর তারা একজন
রাজা চাইলে বিন্যামীন গোষ্ঠীর কীশের ছেলে শৌলকে
ঈশ্বর দিলেন, যে চল্লিশ বছর ধরে তাদের ওপর রাজত্ব
করল। 22পরে তিনি তাকে সরিয়ে, দায়ূদকে তাদের
রাজা করলেন। ঈশ্বর তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন,
‘আমি যিশয়ের ছেলে দায়ূদকে পেয়েছি, সে আমার
মনের মত লোক। আমি তাঁকে যা করতে বলব সে তা
করবে।’ 23দায়ূদের বংশে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে
ইস্রায়েলের জন্য এক ত্রাণকর্তা আনলেন, তিনি যীশু।
24তাঁর আসার আগে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল জাতির
কাছে মন-ফিরানোর এক বাপ্তিস্ম ঘোষণা করলেন।
25যোহন তাঁর কাজের শেষের দিকে বলতেন, ‘আমি
কে, তোমরা কি মনে কর? আমি সেই খ্রীষ্ট নই। আমার
পর যিনি আসছেন, তাঁর জুতোর ফিতে খোলার
যোগ্যতাও আমার নেই।’
26“ভাইয়েরা, অব্রাহামের বংশধরেরা, আর
অইহুদীদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করেন,
আপনারা সকলে জানুন যে আমাদেরই কাছে পরিত্রাণের
এই বার্তা পাঠানো হয়েছে। 27জেরুশালেমের অধিবাসীরা
ও তাদের নেতারা যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে চিনতে
পারেনি, যদিও ভাববাদীদের বাক্য যা প্রভু যীশুর সম্বন্ধে
বলে তা তাদের কাছেই প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা
হোত। যিহুদীরাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করল; আর
এইভাবে তারা ভাববাদীদের বাক্য সফল করেছে।
28মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো তাঁর কোন দোষ না পেলেও
তারা পীলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার জন্য দাবী
জানায়। 29যীশুর বিষয়ে যা কিছু শাস্ত্রে লেখা হয়েছে
তার সবকিছু সম্পন্ন করবার পর তারা তাঁর মৃতদেহ
সেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে এক কবরে রেখেছিল; 30কিন্তু
ঈশ্বর যীশুকে পুনর্জীবিত করলেন। 31যারা তাঁর সঙ্গে
গালীল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন, তাদের তিনি
অনেক দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন। তারাই এখন
লোকদের কাছে সর্বসমক্ষে তাঁর সাক্ষী। 32আমরা
আপনাদের কাছে এই সুসমাচার জানাচ্ছি, যা ঈশ্বর

আমাদের পিতৃপুরুষের কাছে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ
দিয়েছিলেন; 33যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করে ঈশ্বর
আমাদের জন্যে অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের জন্যে সেই
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় গীতে লেখা
আছে:

‘তুমি আমার পুত্র, আজই আমি তোমার পিতা
হয়েছি।’ *গীতসংহিতা 2:7*

34ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। যীশু
আর কখনও ক্ষয় পাবেন না। এই বিষয়ে ঈশ্বর বলেছেন:

‘আমি দায়ূদের কাছে যে পবিত্র ও সত্য প্রতিশ্রুতিগুলি
দিয়েছিলাম, তা তোমাকে দেব।’
যিশাইয় 55:3

35আবার আর এক জায়গায় ঈশ্বর বলেছেন:

‘তুমি তোমার পবিত্রতমকে ক্ষয় দেখতে দেবে না।’
গীতসংহিতা 16:10

36দায়ূদ তাঁর সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ
করার পর মারা গেলে পিতৃপুরুষের কবরের মধ্যে
তাকেও কবর দেওয়া হোল ও তার দেহও ক্ষয় পেল!
37কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে (যীশুকে) মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত
করেছেন, তিনি ক্ষয় দেখেন নি। 38-39তাই ভাইয়েরা,
আমি চাই আপনারা জানুন যে, এই যীশুর মাধ্যমেই
পাপের ক্ষমা লাভের কথা আপনাদের কাছে ঘোষণা
করা হচ্ছে। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আপনারা পাপ থেকে
মুক্ত হতে পারতেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যে যীশুর
ওপর বিশ্বাস করে, সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।
40তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা বলে গেছেন, তা যেন
আপনাদের জীবনে ফলে না যায়। ভাববাদীরা বললেন:

41‘শোন, তোমরা যারা উপহাস কর! তোমরা দেখ,
অবাক হও ও ধ্বংস হয়ে যাও, কারণ আমি তোমাদের
সময়ে এমন কাজ করেছি, যে কাজের কথা তোমাদের
বলা হলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না।” *হবক্কূক 1:5*

42পৌল ও বার্ণবা যখন সমাজ-গৃহ থেকে চলে
যাচ্ছেন, তখন লোকেরা অনুরোধ করল যেন পরের
বিশ্রামবারে তারা আরো বিস্তারিতভাবে ঐসব কথা
তাদের জানান। 43সমাজ-গৃহের সভা শেষ হলে, অনেক
ইহুদী ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী ভক্ত লোকেরা পৌল ও বার্ণবার
পিছনে পিছনে গেল। পৌল ও বার্ণবা ঐসব লোকদের
সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আস্থা রেখে
চলার পরামর্শ দিলেন।

44পরের বিশ্রামবারে সেই শহরের প্রায় সমস্ত লোক
প্রভুর কথা শোনার জন্য সমবেত হোল; 45কিন্তু ইহুদীরা
অতো লোকের সমাগম দেখে ঈর্ষাতে পূর্ণ হোল। তারা
পৌলের কথার প্রতিবাদ করে তাদের অপমানও করতে
লাগল। 46কিন্তু পৌল ও বার্ণবা নির্ভীকভাবে বলতে
থাকলেন, “প্রথমে তোমরা যারা ইহুদী তোমাদেরই কাছে
ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তোমরা
যখন তা অগ্রাহ্য করে নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য
মনে করছ, তখন আমরা অইহুদীদের কাছেই যাব।
47কারণ প্রভু আমাদের এমনই আদেশ করেছেন:

‘আমি তোমাদের অইহুদীদের কাছে দীপ্তিস্বরূপ
করেছি, যেন তোমরা জগতের সমস্ত লোকের কাছে
পরিত্রাণের পথ জ্ঞাত কর।” *যিশাইয় 49:6*

48অইহুদীরা পৌলের এই কথা শুনে আনন্দিত হল
ও প্রভুর বার্তার সম্মান করল। আর যারা অনন্ত জীবনের
জন্য মনোনীত হয়েছিল, তারা বিশ্বাস করল।
49প্রভুর এই বার্তা সেই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।
50এদিকে কিছু ইহুদীরা ভক্তিমতি ও সম্মানীয় মহিলাদের
ও শহরের নেতাদের উত্তেজিত করে পৌল ও বার্ণবার
প্রতি নির্যাতন শুরু করল, আর নিজেদের অঞ্চল থেকে
তাঁদের তাড়িয়ে দিল। 51তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে
পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়ে চলে গেলেন।
52এদিকে আন্তিয়কে অনুগামীরা আনন্দে ও পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকলেন।

ইকনিয়ে পৌল ও বার্ণবা

14 এরপর পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে গেলেন। সেখানে
তাঁরা তাঁদের কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী সেই
একইভাবে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন।
সেখানকার লোকদের কাছে পৌল ও বার্ণবা এতো
সুন্দরভাবে কথা বললেন, যে অনেক ইহুদী ও গ্রীক
তাঁদের কথায় বিশ্বাস করল। 2কিন্তু কিছু ইহুদীরা বিশ্বাস
করল না এবং তারা ভাইদের বিরুদ্ধে অইহুদীদের
ক্ষেপিয়ে তুলল। 3পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে অনেক দিন
থেকে গেলেন, আর তাঁরা নির্ভীকভাবে প্রভুর কথা
বলে যেতে লাগলেন। তাঁরা প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার
করতেন; আর প্রভুও তাঁদের মাধ্যমে নানা অলৌকিক
কাজ করে সেই প্রচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন। 4সেই
শহরের লোকেরা দু’দলে ভাগ হয়ে গেল, একদল
ইহুদীদের পক্ষে আর অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ নিল।
5তখন অইহুদীরা ও ইহুদীরা তাদের সমাজপতিদের
সঙ্গে এক হয়ে পৌল ও বার্ণবাকে অপমান করে পাথর
মেরে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। 6পৌল ও বার্ণবা
তা জানতে পেরে সেই শহর ছেড়ে গেলেন। তাঁরা
লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী শহরে ও তার চারপাশের
অঞ্চলে চলে গেলেন; 7আর সেখানেও তাঁরা সুসমাচার
প্রচারের কাজ চালিয়ে গেলেন।

লুস্ত্রা ও দর্বীতে পৌল

8লুস্ত্রায় একজন লোক বসে থাকত, সে তার পা
ব্যবহার করতে পারত না। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া
ছিল, কখনও হাঁটা চলা করে নি। 9সেই লোকটি বসে
বসে পৌলের কথা শুনছিল। পৌল তার দিকে চেয়ে
দেখলেন সুস্থ হবার জন্য লোকটির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস
আছে। 10পৌল তখন তাকে ডেকে বললেন, “তোমার দু
পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও!” আর সে লাফ
দিয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। 11পৌল যা করলেন

তা দেখে লোকেরা লুকায়নীয় ভাষায় বলে উঠল, "দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!"

12তারা বার্ণবাকে বলল, "দ্যুপিতর"* আর পৌলকে বলল, "মর্কুরিয়",* কারণ পৌল ছিলেন প্রধান বক্তা।
13শহরের ঠিক সামনেই দ্যুপিতের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কয়েকটা ষাঁড় ও মালা নিয়ে শহরের ফটকে এল ও লোকদের সঙ্গে সেখানে তা বলিদান করে পৌল ও বার্ণবার কাছে উৎসর্গ করতে চাইল।

14কিন্তু প্রেরিত বার্ণবা ও পৌল যখন একথা বুঝলেন, তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন,
15"আহা, তোমরা এ করছ কি? আমরাও তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ! আমরা তোমাদের সুসমাচার শোনাতে এসেছি। এইসব অসারতার মধ্য থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরতে হবে। ঈশ্বরই আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন। 16তিনিই অতীতে সমস্ত জাতিকে নিজেদের খুশী মতো পথে চলতে দিয়েছেন। 17তথাপি ঈশ্বর যে আছেন এর প্রমাণের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন । তিনি সকলের মঙ্গল করছেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি ও বিভিন্ন ঋতুতে শস্য দিচ্ছেন। তিনি তোমাদের খাদ্য যোগাচ্ছেন ও তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ করছেন।" 18এইসব কথা পৌল ও বার্ণবা অনেক করে বোঝালেও তাঁদের উদ্দেশ্যে বলিদান করা থেকে কোনভাবেই এই লোকদের রুখতে পারলেন না।

19এই ঘটনার পর ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে লোকদের পৌলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করল। তারা পৌলের ওপর পাথর ছুঁড়ল, তাঁকে টেনে এনে শহরের বাইরে নিয়ে গেল। তারা মনে করল পৌল বুঝি মারাই গেছেন। 20কিন্তু যীশুর অনুগামীরা এসে তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে তাদের সঙ্গে শহরে গেলেন। পরদিন তিনি বার্ণবার সঙ্গে দর্বীতে চলে গেলেন।

সুরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

21সেই শহরে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করলেন, আর বহুলোক যীশুর অনুগামী হোল। এরপর তাঁরা লুস্ত্রা হয়ে ইকনিয় ও পরে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন। 22তাঁরা ঐসব শহরে শিষ্যদের শক্তি জোগালেন। সমস্ত নির্যাতনের মধ্যেও বিশ্বাসে অটল থাকতে তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন, "অনেক দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।" 23তাঁরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসী মণ্ডলীর জন্য প্রাচীনদের নিয়োগ করলেন। এই প্রাচীনেরা, যারা প্রভুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে তাঁরা প্রভুর হাতে সঁপে দিলেন।

24এরপর তাঁরা পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে পাম্ফুলিয়ায় গেলেন। 25তারপর পর্গায় আবার সুসমাচার প্রচার করলেন ও সেখান থেকে অত্তালিয়ায় চলে গেলেন।
26সেখান থেকে তারা জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় গেলেন। যে কাজ তারা এখন শেষ করলেন, সেই কাজের জন্যই এই শহর থেকে বিশ্বাসীরা পৌল ও বার্ণবাকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

27পৌল ও বার্ণবা ফিরে এসে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের একত্র করলেন; আর ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে থেকে যে সব কাজ করেছিলেন ও অইহুদীদের জন্য বিশ্বাসের যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সে সব কথা তাঁদের জানালেন!
28পরে তাঁরা অনুগামীদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ সময় থাকলেন।

জেরুশালেমে সভা

15 যিহূদা থেকে কয়েকজন লোক এসে শিক্ষা দিতে লাগল। তারা অইহুদী ভাইদের শিক্ষা দিয়ে বলল, "মোশির বিধান অনুসারে সুন্নত সংস্কার না করলে তোমরা উদ্ধার পাবে না।" 2পৌল ও বার্ণবা এই শিক্ষার বিরোধিতা করলেন। সেই লোকদের সঙ্গে পৌল ও বার্ণবার তর্ক হল। ঠিক হল এই তর্কের মীমাংসার জন্য পৌল, বার্ণবা ও আরও কয়েকজনকে জেরুশালেমে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে পাঠানো হবে।

3তখন মণ্ডলী তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই বিশ্বাসীরা যাত্রা পথে ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া হয়ে গেলেন ও অইহুদীরা যে খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে তা জানালেন, এতে বিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই আনন্দ হল।
4পৌল, বার্ণবা ও অন্যান্যরা জেরুশালেমে পৌঁছালেন। বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা তাঁদের স্বাগত জানালেন। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে যা করেছেন, পৌল ও বার্ণবা সে সব কথা জানালেন। 5কিন্তু ফরীশীদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসী হয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "অইহুদীদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের সুন্নত করা ও মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা পালনে বাধ্য করা হবে।"

6এরপর প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা এই প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সমবেত হলেন। 7দীর্ঘক্ষণ ধরে নানা কথা কাটাকাটির পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, "ভাইয়েরা আপনারা জানেন, পূর্বের দিনগুলিতে ঈশ্বর আপনাদের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন অইহুদীদের কাছে আমি সুসমাচার প্রচার করি। তারা আমার মুখে সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিল। 8ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তর সকল জানেন তিনি অইহুদীদের তাঁর রাজ্যে গ্রহণ করলেন এবং এর সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের পবিত্র আত্মা দিলেন, যেমন আমাদের দিয়েছিলেন। 9তাদের ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বর কোন প্রভেদ রাখেন নি, বরং বিশ্বাস করলে পর ঈশ্বর তাদের অন্তরও শুদ্ধ করলেন।
10এখন এই অইহুদী ভাইদের কাঁধে কেন আপনারা ভারী যোয়াল চাপিয়ে দিতে চাইছেন? ঈশ্বরকে কি

দ্যুপিতর গ্রীকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা।

মর্কুরিয় অন্য গ্রীক দেবতা, গ্রীকদের বিশ্বাস মতে যে দেবতাদের বার্তাবাহক ছিল।

আপনারা ক্রুদ্ধ করতে চান? আমরা ও আমাদের
পিতৃপুরুষদের এমন শক্তি ছিল না যে সেই ভারী যোয়াল
বহন করি। 11কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এই অইহুদী
বিশ্বাসীরা আমাদের মত প্রভু যীশুর অনুগ্রহেই উদ্ধার
লাভ করবে!”

12তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে গেল; আর বার্ণবা
ও পৌলের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর কি কি
অলৌকিক কাজ করেছেন, তাদের কাছ থেকে সে সব
ঘটনার কথা শুনল। 13তাদের কথা বলা শেষ হলে
যাকোব বলতে শুরু করলেন, “ভায়েরা, আমার কথা
শুনুন।

14অইহুদীদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা
আপনারা ভাই শিমোনের মুখে শুনেছেন। এই প্রথম
যখন ঈশ্বর অইহুদীদের গ্রহণ করলেন ও তাদের তাঁর
প্রজা করে নিলেন। 15ভাববাদীদের কথাও এর সাথে
মেলে যেমন লেখা আছে:

16‘এরপর আমি ফিরে আসব, আর দায়ূদের যে ঘর
ভেঙ্গে গেছে, তা পুনরায় গাঁথব। আমি তার ধ্বংসস্থান
আবার গেঁথে তুলব, তা নতুন করে স্থাপন করব।
17যেন মানবজাতির বাকি অংশ প্রভুর অন্বেষণ করে,
আর সমস্ত অইহুদীদের যাদেরকে আমার নামে আহ্বান
করা হয়েছে, তারা ও সকলে প্রভুর অন্বেষণ করে।
ঈশ্বর একথা বলেন এবং তিনিই এসব করেছেন।
18ঈশ্বর বহুপূর্বেই এই বিষয়গুলি জানিয়েছেন।

আমোষ 9:11-12

19“তাই আমার বিচার এই যে অইহুদীদের মধ্য থেকে
যারা ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে আমরা তাদের কষ্ট দেব
না। 20এর পরিবর্তে আমরা তাদের পত্র লিখে এই কথা
জানাবো।

তারা যেন প্রতিমা সংক্রান্ত কোন অশুচি খাদ্য না
খায়, যৌন পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে, গলা টিপে
মারা কোন প্রাণীর মাংস না খায় বা রক্ত আস্বাদন না
করে।

21তাদের এবিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ
সেই আদিকাল থেকেই প্রতিটি শহরে ইহুদীদের সমাজ-
গৃহে এখনও মোশির এমন লোক আছে, যারা তাঁকে
অর্থাৎ তাঁর বিধি-ব্যবস্থার কথা প্রচার করে। তাছাড়া
প্রতি বিশ্রামবারে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে মোশির বিধি-
ব্যবস্থা পাঠ করা হয়।”

অইহুদী বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র

22তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা মণ্ডলীর
বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে একযোগে তাঁদের মধ্য থেকে
কয়েকজনকে মনোনীত করে পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে
আন্তিয়খিয়ায় পাঠাবার বিষয়ে ঠিক করলেন। তাঁরা
যিহূদা, বার্শব্বা ও সীলকে মনোনীত করলেন, এরা
ভাইদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

23তাদের সঙ্গে তারা এইরকম এক পত্র লিখে
পাঠালেন:

আন্তিয়খিয়ায়, সুরিয়া ও কিলিকিয়ার অইহুদী
সমবিশ্বাসী ভাইদের কাছে প্রেরিতদের ও মণ্ডলীর
প্রাচীনদের শুভেচ্ছা।

প্রিয় ভাইয়েরা,

24আমরা শুনতে পেয়েছি যে আমাদের নির্দেশ
ছাড়াই এমন কয়েকজন লোক এখান থেকে গিয়ে
নানা কথা বলে তোমাদের মন অস্থির করে তুলেছে
ও তোমাদের নানা সমস্যার মধ্যে ফেলেছে!
25আমরা সকলে একমত হয়েছি যে কয়েকজনকে
মনোনীত করে আমাদের প্রিয় ভাই বার্ণবা ও
পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাব। 26এই
লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে
নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। 27তাই এদের
সঙ্গে আমরা যিহূদা ও সীলকে পাঠাচ্ছি, এরা
তোমাদের একই কথা বলবেন। 28কারণ পবিত্র
আত্মার কাছে এবং আমাদের কাছেও এটাই
ভাল মনে হল যে এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি
ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুই তোমাদের ওপর
ভারস্বরূপ চাপিয়ে দেব না।

29তোমরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা কোন
খাদ্যবস্তু খাবে না, রক্ত এবং গলা টিপে মারা
কোন প্রাণীর মাংস খাবে না; আর যৌন পাপ কর্ম
থেকে দূরে থাকবে।

তোমরা যদি নিজেদের এর থেকে দূরে রাখ তাহলে
তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমাদের সকলের জন্য
আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

30তাই পৌল, বার্ণবা, যিহূদা ও সীল জেরুশালেম
থেকে রওনা হয়ে আন্তিয়খিয়ায় এলেন। তাঁরা লোকদের
সমবেত করে সেই চিঠিটি দিলেন। 31চিঠিটি পড়ার পর
তারা সবাই সেই উৎসাহোদ্দীপক চিঠির জন্য আনন্দ
করতে থাকলেন। 32যিহূদা ও সীল উভয়ে ভাববাদী
হওয়াতে ভাইদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে
তাদের উৎসাহ দিলেন ও শক্তি জোগালেন। 33যিহূদা
ও সীল কিছুদিন সেখানে থাকার পর যারা তাদের
পাঠিয়েছিলেন, তাদের কাছে অর্থাৎ জেরুশালেমে ফিরে
যাবার জন্য ভাইদের কাছ থেকে শান্তিতে বিদায় পেলেন।
34*

35কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে কিছু সময়
কাটালেন। তারা অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে প্রভুর
বার্তা শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার প্রচার করতেন।

পৌল ও বার্ণবা আলাদা হলেন

36কিছু সময় পর পৌল বার্ণবাকে বললেন, “চল
আমরা ফিরে যাই, প্রতিটি শহরে যেখানে আমরা প্রভুর
বার্তা প্রচার করেছিলাম, সেইসব জায়গায় গিয়ে দেখি
ভাইরা কেমন আছে।” 37বার্ণবা চাইলেন যেন যোহন

অর্থাৎ মার্কও তাঁদের সঙ্গে যান। **38**কিন্তু পৌল ভাবলেন,
একবার যে পাম্ফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল,
তাকে সঙ্গে না নেওয়াই ভাল। **39**এর ফলে তাঁদের
মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, শেষ পর্যন্ত তাঁরা পরস্পর
আলাদা হয়ে গেলেন। বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিয়ে
জাহাজে করে কুপ্রের দিকে রওনা দিলেন। **40**পৌল
সীলকে সঙ্গে নিলেন। ভাইরা আন্তিয়খিয়াতে প্রভুর
সেবার ভার পৌলকে দিলেন। **41**পৌল ও সীল সুরিয়া
ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন মণ্ডলীকে
আরও সুদৃঢ় করলেন।

পৌল ও সীলের সঙ্গে তীমথিয়র যাত্রা

16 পৌল, দর্বী ও লুস্ত্রার শহরে গেলেন; সেখানে
তীমথিয় নামে একজন খ্রীষ্টানুসারী ছিলেন।
তীমথিয়র মা ছিলেন ইহুদী খ্রীষ্টীয়ান, তাঁর বাবা ছিলেন
গ্রীক। **2**লুস্ত্রা ও ইকনীয়ের সকল ভাইয়েরা তীমথিয়কে
শ্রদ্ধা করত ও তাঁর বিষয়ে সুখ্যাতি করত। **3**পৌল
চাইলেন সুসমাচার প্রচারের জন্য যেন তীমথিয় তাঁর
সঙ্গে যান। তাই তিনি ঐসব জায়গার ইহুদীদের সন্তুষ্ট
করতে তীমথিয়কে সুন্নত করালেন, কারণ তাঁর বাবা
যে গ্রীক একথা সকলে জানত। **4**পরে পৌল ও তাঁর
সঙ্গীরা বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, সেখানকার
বিশ্বাসী ভাইদের কাছে জেরুশালেমের প্রেরিতদের ও
প্রাচীনদের নির্ধারিত নির্দেশ জানালেন। **5**এইভাবে
মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ় হতে থাকল ও প্রতিদিন সংখ্যায়
বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এশিয়ার বাইরে পৌলকে আহ্বান

6পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়ায়
গেলেন, কারণ এশিয়ায় সুসমাচার প্রচার করার বিষয়ে
পবিত্র আত্মা তাঁদের অনুমতি দিলেন না। **7**তাঁরা মুশিয়ার
সীমান্তে এলেন এবং বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা করলেন;
কিন্তু যীশুর আত্মা তাদের সেখানেও যেতে দিলেন না।
8তাই তাঁরা মুশিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়াতে গিয়ে পৌঁছালেন।
9সেই রাত্রে পৌল এক দর্শন পেলেন; তিনি দেখলেন
একজন মাকিদনিয়ান লোক দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বলছে,
“মাকিদনিয়ায় আসুন! আমাদের সাহায্য করুন।”
10পৌলের এই দর্শন পাওয়ার পর, আমরা সঙ্গে সঙ্গে
মাকিদনিয়ায় যাওয়ার স্থির করলাম। আমরা বুঝতে
পারলাম যে সেখানে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ঈশ্বর
আমাদের ডাকছেন।

লুদিয়ার মন পরিবর্তন

11আমরা ত্রোয়া ছেড়ে জলপথে সোজা সামথ্রাকীতের
দিকে রওনা দিলাম, আর পরদিন নিয়াপলিতে
পৌঁছালাম। **12**সেখান থেকে আমরা ফিলিপীতে গেলাম।
ফিলিপী হল মাকিদনিয়ার ঐ অংশের এক উল্লেখযোগ্য
শহর, এক রোমান উপনিবেশ, আমরা সেখানে কিছুদিন
থাকলাম।

13বিশ্রামবারে আমরা শহরের ফটকের বাইরে নদীর
ধারে গেলাম, মনে করলাম সেখানে নিশ্চয়ই কোন
প্রার্থনার জায়গা আছে। আর সেখানে যে সব স্ত্রীলোক
সমবেত হয়েছিলেন, আমরা তাদের কাছে কথা বলতে
শুরু করলাম। **14**সেখানে লুদিয়া নামে এক মহিলা ছিলেন;
তাঁর বেগুণে রঙের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। থুয়াতীরা
শহর থেকে আগত এই মহিলা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা
করতেন। তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর ঈশ্বর
তাঁর হৃদয় খুলে দিলে তিনি পৌলের কথা মন দিয়ে
শুনে বিশ্বাস করলেন। **15**তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে
বাপ্তাইজ হলে পর, তিনি অনুরোধের সুরে আমাদের
বললেন, “আপনারা যদি আমাকে প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী
মনে করে থাকেন, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।”
আর তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য আমাদের অনেক
পীড়াপীড়ি করলেন।

কারাগারে পৌল ও সীল

16একদিন আমরা যখন প্রার্থনা করার জন্য যাচ্ছিলাম,
তখন একজন ক্রীতদাসী আমাদের সামনে এল। তার
উপর এমন এক বিশেষ মন্দ আত্মা ভর করে ছিল যার
প্রভাবে সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত। এই
করে সে তার মনিবদের বেশ রোজগারের রাস্তা করে
দিয়েছিল। **17**সে আমাদের ও পৌলের পিছু ধরল আর
চিৎকার করে বলতে লাগল, “এই লোকেরা পরাৎপর
ঈশ্বরের দাস। তাঁরা বলছেন কিভাবে তোমরা উদ্ধার
পেতে পারো!”

18এভাবে সে অনেকদিন ধরে বলতে লাগল। শেষে
পৌল এতে বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আত্মাকে
বললেন, “যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোকে আদেশ করছি
যে তুই এর থেকে বেরিয়ে যা।” তাতে সেই মন্দ আত্মা
সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল।

19সেই ক্রীতদাসীর মনিবরা তা দেখল; আর সেই
ক্রীতদাসীকে কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থ উপার্জনের
পথ বন্ধ হল বুঝতে পেরে তারা পৌল ও সীলকে ধরে
টানতে টানতে বাজারে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেল।
20তারা নগরের কর্তৃপক্ষের সামনে পৌল ও সীলকে
নিয়ে এসে বলল, “এরা ইহুদী, আর এরা আমাদের
শহরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছে! **21**এরা এমন সব রীতি-
নীতি, পালনের কথা বলছে যা পালন করা আমাদের
পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কাজ, কারণ আমরা রোমান নাগরিক।
আমরা ঐসব পালন করতে পারি না।” **22**তখন সেই
জনতা তাঁদের ওপর মারমুখী হয়ে উঠল। নগররক্ষকগণ
পৌল ও সীলের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের বেত
মারার জন্য হুকুম দিল। **23**পৌল ও সীলকে জনতা খুব
মারধোর করার পর নেতারা তাঁদের কারাগারে পুরে
দিল এবং কারারক্ষককে কড়া পাহারা দিতে বলল।
24কারারক্ষক এই নির্দেশ পেয়ে পৌল ও সীলকে
কারাগারের ভেতরের কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে

পদ 34 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 34 যুক্ত করা হয়েছে: “কিন্তু সীল সেখানে থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন।”

বসানো কাঠের বেড়িগুলির মধ্যে তাঁদের পা আটকে
দিল।
25মাঝরাতে পৌল ও সীল ঈশ্বরের স্তবগান ও প্রার্থনা
করছিলেন, অন্য বন্দীরা তা শুনছিল। 26হঠাৎ প্রচণ্ড
ভূমিকম্পে কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল আর সঙ্গে
সঙ্গে কারাগারের সব দরজা খুলে গেল, বন্দীদের শেকল
খসে পড়ল। 27কারারক্ষক জেগে উঠে যখন দেখলেন
যে কারাগারের সব দরজা খোলা তখন তিনি তাঁর
তরবারি কোষ থেকে বের করে আত্মহত্যা করতে
চাইলেন, কারণ তিনি ভাবলেন বন্দীরা সব পালিয়েছে।
28কিন্তু পৌল চিৎকার করে বলে উঠলেন, "নিজের
ক্ষতি করবেন না! আমরা সকলেই এখানে আছি।"
29তখন কারারক্ষক কাউকে আলো আনতে বলে
ভেতরে দৌড়ে গেলেন, আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে
পৌল ও সীলের সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। 30পরে
তাঁদের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, "মহাশয়েরা, উদ্ধার
পেতে হলে আমায় কি করতে হবে?"
31তাঁরা বললেন, "প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস করুন,
তাহলে আপনি ও আপনার গৃহের সকলেই উদ্ধার লাভ
করবেন।" 32এরপর তাঁরা সেই কারারক্ষক ও তার বাড়ির
লোকের কাছে প্রভুর বার্তা প্রচার করলেন। 33বেশ রাত
হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কারারক্ষক সেই রাতেই পৌল ও
সীলের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিলেন এবং সপরিবারে বাপ্তিস্ম
গ্রহণ করলেন।
34এরপর কারারক্ষক পৌল ও সীলকে নিজের গৃহে
নিয়ে গিয়ে তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করলেন। ঈশ্বরে
বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে খুব
আনন্দিত হলেন ।
35পরদিন সকাল হলে শাসকগণ রক্ষীবাহিনীদের দিয়ে
কারারক্ষককে বলে পাঠালেন, "ঐ লোকদের ছেড়ে
দাও!"
36তখন কারারক্ষক সেকথা পৌলকে জানালেন,
"নগর অধ্যক্ষেরা আপনাদের ছেড়ে দেবার জন্য বলে
পাঠিয়েছেন; তাই এখন আপনারা শান্তিতে এখান থেকে
চলে যান।"
37কিন্তু পৌল তাদের বললেন, "আমরা রোমান
নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের বিচার না করেই
সকলের সামনে বেত মেরেছেন। শেষে আমাদের
কারাগারে বন্দী করেছিলেন। এখন তারা চুপি-চুপি
আমাদের ছেড়ে দিতে চাইছেন? এ হতে পারে না!
তাদের এখানে আসতে হবে আর এসে আমাদের
কারাগারের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।"
38সেই রক্ষীবাহিনীর লোকেরা বিচারকদের জানাল
যে পৌল ও সীল রোমান নাগরিক, তখন তারা ভয়
পেয়ে গেল। 39তাই তারা এসে ক্ষমা চাইল, আর
তাঁদের কারাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে সেই শহর ছেড়ে
চলে যাবার জন্য অনুরোধ করল। 40পৌল ও সীল কারাগার
থেকে বার হয়ে লুদিয়ার বাড়ি গেলেন। সেখানে
বিশ্বাসীদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সকলকে উৎসাহ
দিলেন। এরপর পৌল ও সীল শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

পৌল ও সীল থিষলনীকীতে

17 এরপর তারা আম্ফিপলি ও অপল্লোনিয়ার ভেতর
দিয়ে থিষলনীকীতে এলেন। এখানে ইহুদীদের
একটি সমাজ-গৃহ ছিল। 2পৌল তাঁর রীতি অনুযায়ী
ইহুদীদের দেখার জন্য একটি সমাজ-গৃহে গেলেন।
তিনটি বিশ্রামবারে তিনি তাদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে
আলোচনা করলেন। 3ইহুদীদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে
বুঝিয়ে দিলেন যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করা ও মৃত্যু থেকে
পুনরুত্থানের প্রয়োজন ছিল। পৌল বললেন, "এই যে
যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, ইনিই
খ্রীষ্ট।" 4তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে সম্মতি জানাল
এবং পৌল ও সীলের সঙ্গে যোগ দিল। এদের মধ্যে
অনেক ভক্ত গ্রীক ছিল যারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা
করত, ও কিছু গণ্য-মান্য মহিলাও ছিলেন। 5কিন্তু
ইহুদীদের মনে ঈর্ষা জাগল। তারা কিছু দুষ্ট প্রকৃতির
লোককে বাজার থেকে জোগাড় করল; আর এইভাবে
একটা দল তৈরী করে শহরে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল।
তারা লোকসমক্ষে পৌল ও সীলকে দাঁড় করানোর
জন্য যাসোনের বাড়িতে চড়াও হয়ে সেখানে তাঁদের
খুঁজতে লাগল।
6কিন্তু সেখানে তাঁদের না পেয়ে তারা যাসোন ও
অন্য কয়েকজন ভাইকে ধরে টানতে টানতে শহরের
শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে গেল। তারপর তারা চিৎকার
করে বলল, "এই যে লোকেরা সারা জগতে গোলমাল
পাকিয়ে বেড়াচ্ছে; এরা এখন এখানে এসেছে! 7আর
যাসোন কিনা তাদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে।
এরা সকলে কৈসরের আইনের বিরোধিতা করে, এরা
বলে বেড়াচ্ছে যে যীশু বলে আর একজন রাজা আছে।"
8এই কথা শুনে সমবেত জনতা ও কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন
হোল। 9তারা যাসোন ও বাকী আর সকলের জরিমানা
নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল।

বিরয়াতে পৌল এবং সীল

10সেই রাত্রেই ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে বিরয়াতে
পাঠিয়ে দিল। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদীদের সমাজ-গৃহে
গেলেন। 11থিসলনীকীর লোকদের থেকে এই লোকেরা
আরো উদার মনোভাবাপন্ন ছিল। এরা আগ্রহের সঙ্গে
ঈশ্বরের বাক্য শুনল। পৌল সীলের বক্তব্যের বিষয়
সত্য কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য তারা প্রতিদিন
শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল। 12এর ফলে
ইহুদীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল, এদের মধ্যে
কয়েকজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক মহিলা ও বহু পুরুষও ছিলেন।
13থিষলনীকীর ইহুদীরা যখন শুনতে পেল যে পৌল
বিরয়াতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছেন, তখন তারা
সেখানে এসে লোকদের খেপিয়ে তুলল। 14তখন
সেখানকার ভাইরা তাড়াতাড়ি করে পৌলকে সমুদ্রতীরে
পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু সীল ও তীমথিয় বিরয়াতে রয়ে
গেলেন। 15পৌলকে সঙ্গে নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা
আথীনী পর্যন্ত গেলেন। সীল ও তীমথিয়র উদ্দেশ্যে
এক বার্তা নিয়ে ভাইরা বিরয়াতে ফিরে এলেন। বার্তাতে

বলা ছিল, “যত শিগ্‌গির সম্ভব তোমরা আমার কাছে
চলে এস।”

আথীনীতে পৌল

16তীমথিয় ও সীলের জন্য পৌল যখন আথীনীতে
অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই শহরের সব জায়গায়
নানা দেব-দেবীর মূর্তি দেখে অন্তর-আত্মায় তিনি খুবই
ব্যথিত হয়ে উঠলেন। 17তাই তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে
ইহুদী ও ভক্ত গ্রীকদের সঙ্গে ও হাটে বাজারে লোকদের
কাছে প্রতিদিন ধর্মালোচনা করতেন। 18ইপিকুরেয় ও
স্তোয়িকীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁর
সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল।

কেউ কেউ বলল, “এই সবজান্তা কি বলতে চায়?”
আবার কেউ কেউ বলল, “এ দেখছি বিদেশী দেবতাদের
বিষয়ে প্রচার করছে।” কারণ পৌল সুসমাচার এবং যীশু
ও তাঁর পুনরুত্থানের বিষয় বলছিলেন। 19তারা পৌলকে
আরেয়পাগের সভায় নিয়ে গিয়ে বলল, “আপনি এই
যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা কি? আমরা কি তা
জানতে পারি? 20আপনি কিছু অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন,
তাই আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় এসবের অর্থ কি?”
21আথীনীয় লোকেরা ও সেখানে বসবাসকারী বিদেশীরা
সব সময় কেবল নিত্য-নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা
করে সময় কাটাত।

22তখন পৌল আরেয়পাগের সভার সামনে দাঁড়িয়ে
বলতে থাকলেন, “হে আথীনীয় লোকেরা, আপনারা
দেখছি সমস্ত ব্যাপারেই খুব ধর্মপ্রবণ। 23কারণ আমি
বেড়াতে বেড়াতে আপনারা যাদের আরাধনা করেন
সেগুলি লক্ষ্য করতে করতে একটা বেদী দেখলাম,
যার গায়ে লেখা আছে, ‘অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে।’
তাই যে অজানা দেবতার আপনারা আরাধনা করছেন
তাঁকেই আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। 24ঈশ্বর,
যিনি এই জগত ও তার মধ্যেকার সমস্ত কিছুর
নির্মাণকর্তা, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তিনি মানুষের
হাতে তৈরী মন্দিরে বাস করেন না! 25মানুষের হাতের
সেবা কার্য্যের প্রয়োজন তাঁর নেই। তাঁর তো কোন
কিছুরই অভাব নেই। তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও
যা কিছু প্রয়োজন তা দিচ্ছেন। 26শুরুতে ঈশ্বর একটি
মানুষকে সৃষ্টি করে সেই একজন মানুষ থেকেই
মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন; আর গোটা পৃথিবীটা তাদের
বসবাসের জন্য দিয়েছেন। তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন
কোথায় ও কখন তারা থাকবে। 27ঈশ্বর চেয়েছিলেন
যেন মানুষ তাঁর অন্বেষণ করে। তাঁর খোঁজ করতে
করতে তারা যেন শেষ পর্যন্ত তাঁর নাগাল পায়। অথচ
তিনি আমাদের কারো কাছ থেকে তো দূরে নন :

28‘কারণ তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্ত্বা।’

আবার তোমাদের কোন কোন কবিও একথা বলেছেন:

‘কারণ আমরা তাঁর সন্তান।’

29তাহলে আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন ঈশ্বরকে
মানুষের শিল্পকলা বা কল্পনা অনুসারে সোনা, রূপো
বা পাথরের তৈরী কোন মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা আমাদের
উচিত নয়। 30মানুষের এই অজ্ঞতার সময়কে ঈশ্বর ক্ষমার
চোখে দেখেছেন; কিন্তু এখন সব জায়গার সকল মানুষকে
তিনি এর জন্য মন-ফেরাতে বলছেন। 31কারণ তিনি
একটি দিন স্থির করেছেন, যে দিনে তিনি তাঁর নিরূপিত
একজনকে দিয়ে সারা জগত সংসারের বিচার করবেন।
এই বিষয়ে সকলে যেন বিশ্বাস করতে পারে এমন
প্রমাণও তিনি দিয়েছেন; এই প্রমাণস্বরূপ তিনি মৃতদের
মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন!”

32মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের কথা শুনে তাদের মধ্যে
কয়েকজন উপহাস করতে লাগল, কিন্তু অন্যেরা বলল,
“আমরা এ বিষয়ে আর একদিন আপনার কাছ থেকে
শুনব।” 33এরপর পৌল তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।
34তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করল ও পৌলের
সঙ্গ নিল। এদের মধ্যে আরেয়পাগীয়ের* সভ্য
দিয়নুষিয়, দামারী নামে এক মহিলা ও আরো কয়েকজন
ছিলেন।

করিন্থে পৌল

18 এরপর পৌল আথীনী ছেড়ে করিন্থে এলেন।
2সেখানে আক্কিলা নামে এক ইহুদীর সঙ্গে তাঁর
পরিচয় হয়, তিনি ছিলেন পন্ত দেশের লোক। সম্প্রতি
তিনি তাঁর স্ত্রী প্রিষ্কিল্লাকে নিয়ে ইতালী থেকে
এসেছিলেন, কারণ ক্লৌদিয় সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে
যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পৌল তাঁদের সঙ্গে দেখা
করতে গেলেন। 3তাঁরা তাঁবু নির্মাণ করতেন যেমন পৌলও
করতেন। এইজন্য তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকলেন এবং
তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। 4প্রতি বিশ্রামবারে
পৌল সমাজ-গৃহে ইহুদী ও গ্রীকদের সঙ্গে কথা বলতেন।
পৌল চেষ্টা করতেন যেন এইসব লোকেরা যীশুতে বিশ্বাসী
হয়।

5সীল ও তীমথিয় যখন মাকিদনিয়া থেকে করিন্থে
এলেন, তখন পৌল সুসমাচার প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত
সময় দিলেন। যীশুই যে ঈশ্বরের খ্রীষ্ট এই প্রমাণ তিনি
ইহুদীদের দিচ্ছিলেন; 6কিন্তু ইহুদীরা পৌলের শিক্ষার
বিরোধিতা করে তাঁকে গালাগাল দিতে লাগল। তখন
তিনি তাঁর পোশাকের ধূলো ঝেড়ে তাদের বললেন,
“তোমাদের যদি উদ্ধার না হয় তার জন্য তোমরা দায়ী।
আমি দায়মুক্ত! এরপর আমি অইহুদীদের কাছে যাব!”
7পৌল সেখান থেকে চলে গিয়ে সমাজ-গৃহের পাশে
তিতিয় যুষ্ট নামে এক ঈশ্বরভক্ত অইহুদীর বাড়িতে
উঠলেন; ইনি সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। 8সমাজ-
গৃহের পরিচালক ক্রীষ্প ও তাঁর পরিবারের সকলে
প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হল। করিন্থের আরো অনেকে
পৌলের কথা শুনল, বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল।

9এক রাত্রে এক দর্শনে প্রভু পৌলকে বললেন, “ভয়
কোর না! কিন্তু কথা বলে যাও, চুপ করে থেকো না!

আরেয়পাগীয় আথীনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তারা ঠিক
বিচারকের মতো ছিলেন।

10আমি তোমার সঙ্গে আছি; কেউ তোমার ক্ষতি করতে
পারবে না, কারণ এই শহরে আমার লোকেরা আছে।”
11তাই পৌল সেখানে থেকে দেড় বছর ধরে তাদের
ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দিলেন।

পৌলকে গাল্লিয়োর সামনে আনা হল

12গাল্লিয়ো যখন আখায়ার রাজ্যপাল ছিলেন, তখন
ইহুদীদের কিছু লোক জোট পাকিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে
দাঁড়াল। তারা পৌলকে বিচারালয়ে নিয়ে হাজির করল।
13এই ইহুদীরা গাল্লিয়োকে বলল, “এই লোকটি আমাদের
বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্য এক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের
উপাসনা করতে শিক্ষা দিচ্ছে!”

14পৌল সেই সময় যখন কিছু বলতে যাচ্ছেন, তখন
গাল্লিয়ো ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে ইহুদীরা শোন!
এ যদি কোন অপরাধ বা মারাত্মক রকম অন্যায় কোন
কাজ করত তবে তোমাদের কথা শোনা আমার পক্ষে
যুক্তিযুক্ত হত। 15কিন্তু তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নাম,
তার বাণী বা তোমাদের বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে বিচারের
প্রশ্ন তুলছ, তখন তোমরাই এর বিচার কর, আমি ওসব
বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না!” 16এই বলে তিনি
তাদের সকলকে বিচারালয় থেকে যেতে বললেন।

17তখন তারা সমাজ-গৃহের পরিচালক সোস্থিনীকে
ধরে বিচারালয়ের সামনে প্রচণ্ড মারল; কিন্তু গাল্লিয়ো
সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

পৌলের আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

18পৌল সেই শহরে আরো কিছুদিন থাকার পর
ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্র পথে সুরিয়ার
দিকে রওনা দিলেন। তাঁর সঙ্গে আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লাও
ছিল। এক মানত পূরণ করতে পৌল কিংক্রিয়াতে এসে
মাথা কামিয়ে ফেললেন। 19সেখান থেকে তাঁরা ইফিষে
পৌঁছালেন, প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলাকে সেখানে রেখে পৌল
সমাজ-গৃহে গেলেন; আর ইহুদীদের সঙ্গে শাস্ত্র
আলোচনা করতে লাগলেন। 20তারা সেখানে তাঁকে
আরো কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করল বটে কিন্তু
তিনি তাতে রাজী হলেন না। 21সেখান থেকে যাবার
সময় তিনি তাদের বললেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি
আবার তোমাদের কাছে আসব।” এরপর তিনি ইফিষ
থেকে সমুদ্র যাত্রা করলেন।

22তিনি কৈসরিয়া শহরে পৌঁছালেন। এরপর
জেরুশালেমে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা
জানাবার পর পৌল সেখান থেকে আন্তিয়খিয়া শহরে
গেলেন। 23আন্তিয়খিয়ায় পৌল কিছু সময় থাকলেন,
তারপর আন্তিয়খিয়া ছেড়ে গালাতিয়া ও ফরুগিয়া
অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করে সেইসব স্থানের
অনুগামীদের অন্তরে নতুন শক্তি জাগিয়ে তুললেন।

ইফিষে ও আখায়াতে আপল্লো

24আপল্লো নামে একজন ইহুদী ইফিষে এলেন, ইনি
আলেক্সান্দ্রীয় নগরে জন্মেছিলেন। তিনি শিক্ষিত মানুষ
ছিলেন এবং শাস্ত্র খুব ভাল করে জানতেন। 25আপল্লো
প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি আত্মার
আবেগে কথা বলতেন এবং যীশুর বিষয়ে নির্ভুলভাবে
শিক্ষা দিতেন; কিন্তু তিনি কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের
বিষয়েই জানতেন। 26আপল্লো যখন সমাজ-গৃহে
নির্ভীকভাবে প্রচার করছিলেন, সেই সময় প্রিষ্কিল্লা ও
আক্কিলা তাঁর কথা শুনে তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে
গিয়ে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে আরো নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে
দিলেন। 27আপল্লো আখায়াতে যেতে চাইলে খ্রীষ্ট-
বিশ্বাসী ভাইরা তাঁকে সে বিষয়ে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা
আখায়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের চিঠি লিখে দিলেন যেন
তাঁরা আপল্লোকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে
পৌঁছালে যারা অনুগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বাসী হয়েছিল,
আপল্লো তাদের অনেককে সাহায্য করলেন। 28তিনি
প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় দৃঢ়তার সঙ্গে ইহুদীদের হারিয়ে
দিলেন এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করলেন যে, যীশুই
হলেন সেই খ্রীষ্ট।

পৌল ইফিষে

19 আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন তখন পৌল সেই
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ইফিষে এসে
পৌঁছালেন। সেখানে তিনি যোহন বাপ্তাইজকের
কয়েকজন অনুগামীর দেখা পেলেন। 2তিনি তাদের
বললেন, “তোমরা যখন বিশ্বাসী হও, তখন কি পবিত্র
আত্মা পেয়েছিলে?”

তারা তাঁকে বলল, “কই? পবিত্র আত্মা বলে যে
কিছু আছে, এমন কথা তো আমরা কখনও শুনিনি!”

3তিনি তাদের বললেন, “তবে তোমাদের কি ধরণের
বাপ্তিস্ম হয়েছিল?”

তারা বলল, “যোহন যে ধরণের বাপ্তিস্ম দিতেন।”

4পৌল বললেন, “যোহন মন-ফিরানোর জন্য
লোকদের বাপ্তাইজ করতেন। তিনি তাদের বলতেন,
তাঁর পরে যিনি আসছেন, তাঁর ওপর অর্থাৎ যীশুর
ওপর বিশ্বাস কর।”

5তারা একথা শুনে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজ হল।
6এরপর পৌল তাদের ওপর হাত রাখলে, তাদের ওপর
পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। তারা নানা ভাষায় কথা
বলতে ও ভাববাণী বলতে শুরু করল। 7তারা মোট
বারো জন পুরুষ ছিল।

8এরপর পৌল সমাজ-গৃহে গেলেন, আর সেখানে
তিন মাস ধরে নির্ভীকভাবে কথা বললেন এবং যুক্তিসহ
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 9কিন্তু তাদের
মধ্যে কয়েকজন তাঁর কথা মানতে চাইল না; তারা
প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের পথের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে লাগল।
তখন পৌল তাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যীশুর
অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরে প্রতিদিন তূরাণ্ণের
ভাষণ কক্ষে পৌল তাদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করতে
লাগলেন। 10এইভাবে দু’বছর কেটে গেল, এর ফলে
এশিয়ায় যারা বাস করত, কি ইহুদী, কি গ্রীক, সকলেই
প্রভুর বাক্য শুনলেন।

শীভার সন্তানগণ

11ঈশ্বর পৌলের হাত দিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা
সম্পন্ন করলেন। 12এমন কি তাঁর স্পর্শ করা গামছা
অসুস্থ লোকদের গায়ে ছোঁয়ালে তাদের রোগ ভাল হয়ে
যেত, আর অশুচি আত্মারাও তাদের মধ্য থেকে বের
হয়ে যেত।

13-14সেই সময়ে কয়েকজন ইহুদী ওঝা ঘুরে বেড়াত,
যারা অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের ছাড়াতো। ইহুদী
মহাযাজক শীভার সাত ছেলেও এই কাজ করছিল।
এই ইহুদীরা লোকদের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা তাড়াতে
প্রভু যীশুর নাম ব্যবহার করত। তারা বলত, "যে যীশুর
কথা পৌল প্রচার করছেন, সেই যীশুর নামে আমি
আদেশ করছি এর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!"

15কিন্তু একবার অশুচি আত্মা সেই ইহুদীদের বলল,
"আমি যীশুকে জানি, পৌলকেও জানি, কিন্তু তোরা
আবার কে?"

16এরপর যার মধ্যে দিয়াবলের অশুচি আত্মা বাস
করছিল, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শীভার ছেলেদের সবাইকে
ধরাশায়ী করল। এর ফলে সেই ইহুদীরা আহত ও
উলঙ্গ অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। 17ইহুদী ও
গ্রীক যারা ইফিষে থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার
কথা জানতে পারল। এর ফলে তাদের সকলের মধ্যে
ত্রাসের সঞ্চার হল; আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল।
লোকেরা যীশুর নামকে আরও উচ্চ সম্মান দিতে লাগল।
18অনেকে যারা বিশ্বাসী হল তারা নিজের নিজের
অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করল। 19আবার অনেকে
যারা যাদুক্রিয়া করত, তারা তাদের বইপত্র ও
সাজসরঞ্জাম এনে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দিল, গণনা
করলে দেখা গেল তার দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য
মুদ্রা। 20এইভাবে প্রবলভাবে প্রভুর বাক্য প্রসার লাভ
করল এবং শক্তিশালী হতে লাগল; আর বহুলোক বিশ্বাস
করল।

পৌলের যাত্রা পরিকল্পনা

21এই ঘটনার পর পৌল ঠিক করলেন যে তিনি
মাকিদনিয়া ও আখায়া হয়ে জেরুশালেমে যাবেন। তিনি
বললেন, "সেখানে গিয়ে পরে আমি রোমেও যাব।"
22তিনি তাঁর দুজন সহকারীকে অর্থাৎ তীমথিয় ও
ইরাস্তকে মাকিদনিয়ায় পাঠালেন আর নিজে কিছু দিন
এশিয়ায় রয়ে গেলেন।

ইফিষে গোলমাল

23সেই সময় ইফিষে মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল।
ঈশ্বরের পথের বিষয়ই ছিল এই গণ্ডগোলের কারণ।
ঘটনাটা এইভাবে হল: 24দীমীত্রিয় নামে একজন স্বর্ণকার
দেবী দীয়ানার রূপোর মন্দির তৈরী করত আর
কারিগরদের অনেক কাজ জুগিয়ে দিত। 25সে তার
ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্য সব কারিগরদের একত্র করে
সভায় বলল, "ভাইসব তোমরা জান এই কাজের দ্বারা
আমরা সকলে ভালই রোজগার করি। 26এও তো দেখতে
ও শুনতে পাচ্ছ কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত
এশিয়ায় এই পৌল বহুলোককে প্রভাবিত করেছে ও
এই বলে বেড়িয়েছে যে, মানুষের হাতে গড়া-দেবতারা
নাকি দেবতাই নয়। 27এতে আমাদের এই বৃত্তির যে
কেবল দুর্নাম হবে তাই নয়; কিন্তু মহাদেবী দীয়ানার
মন্দিরও লোকসমক্ষে তুচ্ছ হবে। আবার যাকে সমস্ত
এশিয়া এমন কি সারা জগত সংসার উপাসনা করে,
তিনিও তার বিপুল গরিমা হারাবেন।"

28এই কথা শুনে লোকেরা প্রচণ্ড রেগে গেল। তারা
চিৎকার করে বলতে লাগল, "ইফিষের দীয়ানাই মহান!"
29এতে সমস্ত শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সকলে
একসঙ্গে রঙ্গভূমির দিকে ছুটল; তারা তাদের সঙ্গে
টানতে টানতে নিয়ে চলল গায় ও আরিষ্টার্খ নামে দুজন
মাকিদনিয়ান লোককে, যাঁরা পৌলের সঙ্গী ছিলেন।
30তখন পৌল লোকদের কাছে যেতে চাইলে অনুগামীরা
তাঁকে বাধা দিল, যেতে দিল না। 31সেই প্রদেশের
কয়েকজন নেতা যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁরা পৌলের
কাছে লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি
রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনেন।
32এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চিৎকার করছিল,
কারণ সভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গিয়েছিল,
অধিকাংশ লোক জানতই না কেন তারা সেখানে এসেছে।
33কয়েকজন ইহুদী আলেক্সান্দারকে সামনে ঠেলে দিল,
একেই জনতার কয়েকজন পরামর্শ দিচ্ছিল। তিনি
সকলকে ইশারায় চুপ করতে বললেন, ও তাদের কাছে
কিছু বলতে চাইলেন। 34কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল
যে তিনি একজন ইহুদী, তখন জোরে চিৎকার করতে
লাগল। দুঘণ্টা ধরে তারা শুধু এই বলে চেঁচিয়েই চলল,
"ইফিষের দীয়ানাই মহান!"

35শেষ পর্যন্ত শহরের করণিক জনতাকে শান্ত
করে বললেন, "হে ইফিষীয়রা বল দেখি, ইফিষীয়দের
শহর যে মহাদেবী দীয়ানার মন্দিরের তত্ত্বাবধান করে
এবং সেই মন্দিরের পবিত্র পাথর যে আকাশ থেকে
পড়েছিল তা কে না জানে? 36তাই এই কথা যখন
কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তখন তোমাদের
শান্ত হওয়া উচিত এবং অসংযত কোন কাজ করা
উচিত নয়। 37কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে
এনেছ, এরা তো মন্দির লুঠও করেনি বা আমাদের
দেবীর অপমানও করেনি। 38তাই যদি কারো বিরুদ্ধে
দীমীত্রিয় ও তার সম-ব্যবসায়ীদের কোন অভিযোগ
থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, বিচারকেরাও
আছেন, তারা সেখানে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা
করুক!

39আর যদি অন্য কোন বিষয় অনুসন্ধানের থাকে
তবে তার বিচার আইনানুগ বিচার সভায় করা যেতে
পারে। 40কারণ এই ভয় আছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে
অভিযোগ আসতে পারে যে এই গণ্ডগোলের কারণ
আমরাই; এই সভা ডাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ
আমরা দেখাতে পারব না।" 41এই বলে তিনি সভা
ভঙ্গ করলেন।

পৌলের মাকিদনিয়া ও গ্রীসে যাত্রা

20 সেই হাঙ্গামা থেমে যাবার পর পৌল যীশুর
অনুগামীদের ডেকে পাঠালেন, আর তাদের
সকলকে উৎসাহ দান করে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে
মাকিদনিয়ার অঞ্চলগুলিতে যাবার জন্য রওনা দিলেন।
2তিনি সেই অঞ্চল দিয়ে মাকিদনিয়ায় যেতে যেতে
বিভিন্ন জায়গায় খ্রীষ্টানুসারীদের অনেক কথা বলে
উৎসাহ দিলেন, শেষে গ্রীসে এসে পৌঁছালেন। 3সেখানে
তিনি তিন মাস থাকলেন। তিনি যখন সমুদ্রপথে সুরিয়া
যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে
এক চক্রান্ত করছে এই কথা জানতে পেরে তিনি
মাকিদনিয়া হয়ে সুরিয়া যাবেন বলে ঠিক করলেন। 4
কিছু কিছু লোক তার সঙ্গে যাচ্ছিল এরা হল বিরয়ার
পুর্হের ছেলে সোপাত্র, থিষলনীকিয় থেকে আগত
আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্বীর গায় ও তীমথিয় আর এশিয়ার
তুখিক ও ত্রফিম। 5এরা পৌলের আগেই রওনা দিয়ে
ত্রোয়াতে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।
6খামিরবিহীন রুটির পর্বের পর আমরা ফিলিপী থেকে
সমুদ্রপথে রওনা দিয়ে পাঁচ দিন পর ত্রোয়াতে তাদের
সঙ্গে যোগ দিলাম। সেখানে আমরা সাত দিন থাকলাম।

ত্রোয়াতে পৌলের শেষ যাত্রা

7রবিবার আমরা যখন আবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ
করতে একত্রিত হলাম তখন পৌল পরের দিন সেখান
থেকে চলে যাবেন বলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাদের সাথে
কথা বলতে থাকলেন। 8আমরা ওপরের যে ঘরে সমবেত
হয়েছিলাম সেখানে অনেক প্রদীপ ছিল। 9উতুখ নামে
এক যুবক সেই ঘরের জানালায় বসেছিল। পৌলের
দীর্ঘ বক্তৃতার সময় সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে গেল। তারপর
ঘুমের ঘোরে সে তিনতলা থেকে নীচে পড়ে গেল।
লোকেরা গিয়ে যখন তাকে তুলল, দেখা গেল সে মারা
গেছে। 10পৌল নিজেই নীচে নেমে গেলেন। তিনি তার
দেহের ওপরে নিজেকে রেখে, তাকে বুকে জড়িয়ে
ধরে বললেন, "তোমরা বিচলিত হয়ো না; কারণ দেখ
এর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।" 11এরপর পৌল ওপরের
ঘরে গিয়ে রুটি ভাঙ্গলেন ও কিছু খাওয়া-দাওয়া করে
ভোর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, তারপর
তিনি তাদের কাছে থেকে রওনা দিলেন। 12বিশ্বাসীরা
সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় তার বাড়ি নিয়ে যেতে
পেরে খুবই আশ্বস্ত হল।

ত্রোয়া থেকে মাইলেটাস যাত্রা

13আমরা সমুদ্রপথে আঃসে রওনা দিয়ে পৌলের
আগেই সেখানে পৌঁছালাম। ঠিক ছিল যে পৌল আঃসে
হাঁটা পথে যাবেন আর সেখানে আমরা তাকে জাহাজে
তুলে দেব। 14পরে আঃসে পৌলের সঙ্গে আমাদের
দেখা হল; আর তিনি জাহাজে আমাদের কাছে এলেন।
আমরা সকলে মিতুলীনী শহরে গেলাম। 15সেখান থেকে
পরের দিন জাহাজে করে খীয়ের দ্বীপের কাছে পৌঁছালাম।
দ্বিতীয় দিনে আমরা সামঃ দ্বীপ পার হয়ে তার পরদিন
মিলীতে গেলাম, 16কারণ পৌল আগেই ঠিক করেছিলেন
যে তিনি ইফিষে নামবেন না। তিনি এশিয়াতে বেশী
সময় থাকতে চাইলেন না, কারণ পঞ্চাশত্তমীর আগেই
জেরুশালেমে পৌঁছাবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

পৌল ইফিষে প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বললেন

17মিলীতে এসে তিনি ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের
তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠালেন। 18তাঁরা
এলে পর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা জান আমি
এশিয়াতে থাকাকালীন প্রথম দিন থেকেই তোমাদের
সঙ্গে কিভাবে সমস্ত সময় কাটিয়েছি। 19ইহুদীরা আমার
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, আমাকে বড় সঙ্কটের মধ্য
দিয়ে যেতে হয়েছিল; কিন্তু তোমরা জান যে এসত্ত্বেও
আমি নম্রভাবে চোখের জলে সর্বদাই প্রভুর সেবা করে
গেছি। 20তোমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, ইতস্তত না
করে তা সর্বদা তোমাদের কাছে বলেছি। এমন কি
বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি ও সুসমাচার প্রচার
করেছি। 21ইহুদী কি অইহুদী গ্রীক সকলের কাছেই বলেছি
যেন তারা মন-ফিরায়, ঈশ্বরের দিকে ফেরে ও প্রভু
যীশুকে বিশ্বাস করে। 22কিন্তু এখন আমাকে পবিত্র
আত্মার নির্দেশ মানতে হবে, তাই আমি জেরুশালেমে
যাচ্ছি। সেখানে আমার প্রতি কি কি ঘটবে তা আমি
জানি না। 23তবে পবিত্র আত্মার সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে
একথা জানি যে জেরুশালেমের প্রত্যেকটি শহরে আমার
জন্য দুঃখ-কষ্ট ও কারাবরণ অপেক্ষা করছে। 24আমি
মনে করি আমার কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য
নেই। আমি মনে করি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হল প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে কাজের ভার
পেয়েছি তাতে লক্ষ্য স্থির করে যেন শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে
পারি; সেই কাজ হল সকলের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের
বার্তা ও সুসমাচার নিয়ে যাওয়া।

25"এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন; তোমাদের
মধ্যে যাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার জানিয়েছি
তাদের কেউই আমার মুখ আর দেখতে পাবে না।
26তাই আজ আমি তোমাদের কাছে একথা জোর দিয়ে
বলছি যে এসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যারা উদ্ধার পাবে
না, ঈশ্বর তাদের বিষয়ে আমাকে দোষী করবেন না।
27আমি একথা বলতে পারি যে ঈশ্বর তোমাদের যা
কিছু জানাতে চেয়েছিলেন, সে সবই আমি তোমাদের
জানিয়েছি। 28নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, আর
পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে যে পালের দেখাশোনার
ভার দিয়েছেন, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কর,
কারণ এই মণ্ডলী তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে কিনেছেন।
29আমি জানি, আমি চলে গেলে ভয়ঙ্কর নেকড়েরা
তোমাদের মধ্যে আসবে, তারা ঈশ্বরের এই পালকে
ধ্বংস করতে চাইবে। 30এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে
এমন সব লোক উঠবে যারা খ্রীষ্টানুসারীদের নিজেদের
অনুসারী করার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলবে। কিছু
কিছু খ্রীষ্টানুসারীদের তারা সত্য থেকে সরিয়ে নেবে।
31সাবধান ও সতর্ক থেকো! মনে রেখো তোমাদের

সঙ্গে আমি যে তিন বছর ছিলাম, সেইসময় তোমাদের
জন্য চোখের জল ফেলে রাত-দিন সতর্ক করে অনেক
চেতনা দিয়েছি।
32“এখন আমি তোমাদের ঈশ্বরের হাতে ও তাঁর
অনুগ্রহের বার্তাতে সঁপে দিলাম, তা তোমাদের গড়ে
তুলতে সমর্থ। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পবিত্র লোকদের যে
আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন, এই বার্তা তোমাদের সেই
আশীর্বাদ দেবেন। 33আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম,
তখন আমি কারোর কাছে অর্থ বা জামা কাপড় চাই
নি। 34তোমরা ভালভাবেই জান যে আমার নিজের ও
সঙ্গীদের অভাব দূর করতে আমি এই দুহাতে কাজ
করেছি। 35আমি তোমাদের দেখিয়েছি কিভাবে কঠোর
পরিশ্রম করে অভাবীদের সাহায্য করতে হয়। প্রভু যীশুর
কথা স্মরণ করাও উচিত, কারণ তিনি বলেছেন, ‘গ্রহণ
করার থেকে দান করা বেশী পুণ্যের।’”
36এই কথা বলার পর তিনি তাদের সকলের সঙ্গে
হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন। 37-38এরপর সকলে খুব
কান্নাকাটি করলেন ও পৌলের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে
চুমু দিলেন। তাঁরা তাঁকে আর দেখতে পাবেন না, একথা
শুনে বিশেষ দুঃখ করলেন। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে
পৌঁছে দিতে গেলেন।

পৌলের জেরুশালেম যাত্রা

21 ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছ থেকে বিদায়
নিয়ে আমরা সমুদ্র পথে সোজা কো দ্বীপে
এলাম। পরদিন আমরা রোদঃ দ্বীপে গেলাম। রোদঃ
থেকে পাতারায় চলে গেলাম। 2পাতারায় এমন একটি
জাহাজ পেলাম যা পার হয়ে ফৈনীকিয়া অঞ্চলে যাবে।
আমরা সেই জাহাজে চড়ে যাত্রা করলাম। 3পরে আমরা
যাবার পথে কুপ্র দ্বীপের কাছে এলাম। আমাদের
উত্তরদিকে দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সেখানে
আমরা জাহাজ ভেড়ালাম না। 4আমরা সুরিয়ার দিকে
এগিয়ে গেলাম, সোর শহরে জাহাজ থামানো হল,
কারণ সেখানে জাহাজ থেকে কিছু মাল নামানোর ছিল।
আমরা সেখানে কিছু খ্রীষ্টানুসারীর দেখা পেয়ে তাঁদের
সঙ্গে সাতদিন কাটালাম। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁরা
পৌলকে জেরুশালেম যেতে নিষেধ করলেন। 5কিন্তু
সেখানে থাকার সময় শেষ হলে আমরা রওনা দিলাম
এবং যাত্রাপথে এগিয়ে চললাম। সেখানকার
খ্রীষ্টানুসারীরা সকলে নিজেদের পরিবার ও
ছেলে-মেয়েদের সাথে করে নিয়ে এসে আমাদের বিদায়
জানাতে শহরের বাইরে এলেন। সেখানে সমুদ্রতীরে
আমরা হাটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে পরস্পরের কাছ
থেকে বিদায় নিলাম। 6এরপর আমরা জাহাজে উঠলাম
আর তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন। 7সোর থেকে যাত্রা
করে আমরা তলিমায়িতে পৌঁছালাম। আর সেখানকার
খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে
একদিন থাকলাম । 8পরের দিন আমরা তলিমায়ি থেকে
রওনা দিয়ে কৈসরিয়ায় এলাম। সেখানে সুসমাচার
প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে উঠলাম। ইনি সেই সাতজন
মনোনীত লোকদের মধ্যে একজন। আমরা সেখানে
তাঁর সঙ্গে থাকলাম। 9এই ফিলিপের চারটি কুমারী
কন্যা ছিলেন, এরা ভাববাণী বলতে পারতেন। 10সেখানে
বেশ কিছুদিন থাকার পর যিহূদিয়া থেকে আগাব নামে
একজন ভাববাদী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন।
11তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমর বন্ধনীটি
নিয়ে নিজের হাত পা বেঁধে বললেন, “পবিত্র আত্মা
এই কথা বলছেন, ‘এই কোমর বন্ধনীটি যার তাকে
জেরুশালেমের ইহুদীরা এইভাবে বেঁধে অইহুদীদের হাতে
তুলে দেবে।’”
12সেই কথা শুনে আমরা ও যীশুর অন্য অনুগামীরা
পৌলকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি জেরুশালেমে না
যান। 13পৌল এর জবাবে বললেন, “তোমরা এ কি
করছ? তোমরা এভাবে কান্নাকাটি করে আমার হৃদয়
কি ভেঙে দিচ্ছ না? খ্রীষ্টের নামের জন্য আমি
জেরুশালেমে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার জন্য যাব তাই
নয়, আমি এমন কি মরতেও প্রস্তুত!”
14তাঁকে যখন আমরা জেরুশালেমে যাওয়া থেকে
বিরত করতে পারলাম না, তখন আর অনুরোধ না
করে চুপ করে গেলাম আর বললাম, “প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ
হোক।”
15এরপর আমরা প্রস্তুত হয়ে জেরুশালেমে রওনা
দিলাম। 16কৈসরিয়া থেকে কয়েকজন অনুগামী
(খ্রীষ্টানুসারী) আমাদের সঙ্গে চললেন। তারা ম্নাসোন
নামে একজন লোকের বাড়িতে আমাদের তুললেন।
ইনি ছিলেন কুপ্রের লোক, গোড়ায় যাঁরা খ্রীষ্টানুসারী
হয়েছিলেন, ইনি তাদের অন্যতম। তাঁর বাড়ীতে আমাদের
নিয়ে যাওয়া হল, যেন আমরা সেখানে থাকতে পারি।

যাকোবের সঙ্গে পৌলের সাক্ষাৎকার

17জেরুশালেমের বিশ্বাসীরা আমাদের দেখে বড়ই
খুশী হলেন। 18পরদিন পৌল আমাদের নিয়ে যাকোবের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মণ্ডলীর প্রাচীনেরা সেখানে
ছিলেন। 19সেখানে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর
পৌল তাঁর কাজের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর
যেসব কাজ করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে জানালেন।
20এই কথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন।
তাঁরা পৌলকে বললেন, “ভাই, আপনি তো জানেন,
হাজার হাজার ইহুদী আজ খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে; কিন্তু
তারা তাদের মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে বড়ই
উৎসাহী। 21তারা আপনার বিষয়ে এই কথা শুনেছে যে
অইহুদীদের মধ্যে বাসকারী প্রবাসী ইহুদীদের আপনি
নাকি মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে চলতে মানা করেন।
আপনি তাদের ছেলেদের সুন্নত করা বা ইহুদী রীতিনীতি
মেনে চলা নাকি নিষেধ করেন! 22আমরা কি করব?
তারা নিশ্চয় শুনবে যে আপনি এখানে আছেন। 23তাই
আমরা যা বলি আপনি তাই করুন। আমাদের মধ্যে
চারজন লোকের একটা মানত আছে। 24আপনি তাদের
সঙ্গে নিয়ে শুচিকরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিন, এজন্য
তাদের যা খরচ পড়ে আপনি তা দিয়ে দিন। আর তারা

যেন তাদের মাথা নেড়া করে; তাহলে সকলে জানবে
যে আপনার বিষয়ে যে সব কথা ওরা শুনেছে, সে সব
সত্য নয়, বরং আপনি নিজে মোশির বিধি-ব্যবস্থা
যথারীতি পালন করেন। **25**অইহুদীদের মধ্য থেকে যারা
খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা লিখেছি
যে:

‘তারা যেন প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত, গলাটিপে মারা
প্রাণীর মাংস না খায় ও যৌন পাপ থেকে দূরে থাকে।’”

26তখন পৌল সেই কয়েকজনকে নিয়ে তাদের সঙ্গে
নিজেকে শুচি করলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে
শুচিকরণ অনুষ্ঠান কত দিনে সম্পূর্ণ হবে ও তাদের
প্রত্যেকের জন্য কবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে
তাও জানালেন।

27সাতদিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এশিয়া
দেশের কয়েকজন ইহুদী মন্দিরের মধ্যে পৌলকে দেখতে
পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে লোকদের উত্তেজিত
করে তুলল; আর পৌলকে ধরে চিৎকার করে বলতে
লাগল, **28**“হে ইস্রায়েলীয়রা, এদিকে এগিয়ে এসে
সাহায্য কর! এ সেই লোক, এই লোকই আমাদের
জাতির বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের বিধি-ব্যবস্থার
বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে আর এই মন্দিরের বিরুদ্ধেও
কথা বলছে। এই হল সেই লোক যে সর্বত্র এই শিক্ষা
দিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ মন্দিরের চত্বরে সে গ্রীকদের ঢুকিয়ে
এ মন্দির অপবিত্র করেছে!” **29**কারণ তারা এর আগে
পৌলের সঙ্গে ইফিষের ত্রফিমকে শহরের মধ্যে
দেখেছিল, মনে করেছিল পৌল তাঁকে মন্দিরের মধ্যে
এনেছেন। ত্রফিম ছিলেন জাতিতে গ্রীক এবং ইফিষের
লোক।

30সমগ্র জেরুশালেমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল
আর লোকেরা একসঙ্গে ছুটল। তারা পৌলকে ধরে
টানতে টানতে মন্দির থেকে বের করে দিল। সঙ্গে
সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। **31**লোকেরা
পৌলকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। রোমান সেনাপতির
কাছে খবর পৌঁছালো যে সারা জেরুশালেম শহরে প্রচণ্ড
গোলমাল শুরু হয়েছে। **32**তিনি তখনই সৈন্যদের ও
তাদের কর্মকর্তাদের নিয়ে সেখানে ছুটে এলেন। ইহুদীরা
যখন সেনাপতিকে ও তার সঙ্গে সৈন্যদের দেখল, তখন
পৌলকে প্রহার করা বন্ধ করল। **33**তখন সেনাপতি
কাছে এসে পৌলকে গ্রেপ্তার করে ও তাঁকে দুটো শেকলে
বাঁধতে হুকুম করলেন। এরপর সেনাপতি জিজ্ঞেস
করলেন, “এ কে, এ কি দোষ করেছে?” **34**তখন সেই
ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ একরকম কথা বলল, আবার
কেউ কেউ অন্য রকম কথা বলল। এই চেঁচামেচিতে
তিনি কিছুই ঠিক করতে না পেরে পৌলকে দুর্গের মধ্যে
নিয়ে যাবার হুকুম করলেন। **35**সমস্ত লোকেরা তাদের
অনুসরণ করছিল। পৌল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন,
তখন জনতা এতই হিংস্র হয়ে উঠল যে সেনারা পৌলকে
কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। **36**কারণ জনতা
চিৎকার করে বলছিল, “ওকে খতম কর!”

37তারা পৌলকে দুর্গের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে
চাইলে পৌল সেনাপতিকে বললেন, “আমি আপনাকে
কি কিছু বলতে পারি?”

সেনাপতি বললেন, “তুমি দেখছি গ্রীক বলতে পার?
38তাহলে তুমি সেই মিশরীয় নও যে কিছু সময় পূর্বে
বিদ্রোহী হয়েছিল ও চার হাজার সন্ত্রাসবাদীকে নিয়ে
মরুপ্রান্তরে পালিয়েছিল?”

39তখন পৌল বললেন, “না, আমি একজন ইহুদী,
কিলিকিয়ার তার্ষ নামে এক প্রসিদ্ধ শহরের বাসিন্দা।
আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এই লোকদের কাছে
আমায় কিছু বলতে দিন।”

40সেনাপতি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির ওপর
দাঁড়িয়ে লোকদের শান্ত হবার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত
করলেন। সবাই যখন চুপ করল তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায়
বলতে শুরু করলেন।

পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

22 পৌল বললেন, “ভায়েরা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা,
এখন শুনুন আমি আপনাদের সামনে আত্মপক্ষ
সমর্থন করছি।” **2**ইহুদীরা যখন পৌলকে ইহুদীদের
প্রচলিত ইব্রীয় ভাষায় কথা বলতে শুনল, তারা শান্ত
হল। তখন তিনি বললেন, **3**“আমি একজন ইহুদী, আমি
কিলিকিয়ার তার্ষের শহরে জন্মেছি; কিন্তু এই শহরে
আমি বড় হয়ে উঠেছি। গমলীয়েলের* চরণে বসে আমি
আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষালাভ
করেছি। আজ আপনারা সকলে যেমন, তেমনি আমিও
ঈশ্বরের সেবার জন্য উদ্যোগী ছিলাম। **4**খ্রীষ্টের পথে
যারা চলত তাদের আমি নির্যাতন করতাম, এমনকি
কারো কারো মৃত্যু ঘটিয়েছিলাম। স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই
আমি গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখতাম। **5**মহাযাজক ও
ইহুদী সমাজপতিরা সকলে এই কথার সত্যতা প্রমাণ
দিতে পারেন। তাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ইহুদী
ভাইদের কাছে যাবার জন্য আমি দম্মেশকের পথে রওনা
দিয়েছিলাম। যীশুর অনুগামী যারা সেখানে ছিল তাদের
গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে আনবার জন্য গিয়েছিলাম,
যেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

পৌল তাঁর মন-পরিবর্তন সম্পর্কে বললেন

6“আর এইরকম ঘটল, আমি চলতে চলতে
দম্মেশকের কাছাকাছি এলে, দুপুর বেলা হঠাৎ আকাশ
থেকে তীব্র আলোর ছটা আমার চারদিকে ছেয়ে গেল।
7আমি মাটিতে পড়ে গেলাম আর এক রব শুনলাম,
‘শৌল, শৌল তুমি কেন আমায় নির্যাতন করছ?’ **8**আমি
বললাম, ‘প্রভু, আপনি কে?’ তিনি আমায় বললেন,
‘যাকে তুমি নির্যাতন করছ, আমি সেই নাসরতীয় যীশু।’
9যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সেই আলো দেখতে
পেয়েছিল, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন,
তাঁর রব তারা শুনতে পায় নি। **10**আমি বললাম, ‘প্রভু
আমায় কি করতে হবে?’ প্রভু আমায় বললেন, ‘ওঠ,

গমলীয়েল ইনি ইহুদী ধার্মিক দলের এবং ফরীশীদের একজন
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক ছিলেন।

দম্মেশকে যাও। যে কাজের জন্য তোমাকে মনোনীত
করা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে।’ 11সেই
তীব্র আলোর ঝলকে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। তাই
আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল।
12“সেখানে অননিয় নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি
ছিলেন। তিনি মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতেন।
সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল। 13তিনি
আমার কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ভাই
শৌল, তুমি দৃষ্টিশক্তি লাভ কর!’ আর সেই মুহূর্তে
আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। 14তিনি বললেন, ‘আমাদের
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমায় বহুপূর্বেই মনোনীত
করেছেন, যেন তুমি তাঁর পরিকল্পনা জানতে পার এবং
সেই ধার্মিকজনকে দেখতে পাও ও তাঁর রব শুনতে
পাও। 15তুমি যা দেখলে ও শুনলে সকল লোকের
কাছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। 16এখন আর দেরী না
কোরে ওঠ, বাপ্তিস্ম নাও আর তোমার পাপ ধুয়ে ফেল।
উদ্ধার লাভের জন্য যীশুতে বিশ্বাস কর।’
17“পরে আমি জেরুশালেমে ফিরে এসে যখন
মন্দিরের চত্বরে প্রার্থনা করছিলাম, সেই সময় এক
দর্শন পেলাম। 18দর্শনে দেখলাম যীশু আমায় বলছেন,
‘শিগ্‌গির ওঠ! এখুনি জেরুশালেম থেকে চলে যাও!
কারণ আমার বিষয়ে তুমি যে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তারা তা
গ্রহণ করবে না।’ 19আমি বললাম, ‘প্রভু, তারা তো
ভাল করেই জানে যে যারা তোমায় বিশ্বাস করে,
তাদের গ্রেপ্তার করে মারধর করার জন্য আমি সমাজ-
গৃহগুলিতে যেতাম। 20যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানের
রক্তপাত হচ্ছিল, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে
তার অনুমোদন করেছিলাম; আর যারা তাকে মারছিল
তাদের পোশাক আগলাচ্ছিলাম।’ 21তখন যীশু আমায়
বললেন, ‘এখন যাও; আমি তোমাকে বহুদূরে
অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি।’”
22পৌল অইহুদীদের কাছে যাওয়ার কথা বললে
লোকেরা তা আর শুনতে চাইল না। ইহুদীরা সকলে
জোরে চিৎকার করে উঠল, “মার বেটাকে! একে পৃথিবী
থেকে সরিয়ে দাও! এ বেঁচে থাকার অযোগ্য!” 23তারা
যখন এভাবে চিৎকার করছে ও তাদের পোশাক খুলে
ছুঁড়ে ফেলে বাতাসে ধূলো ওড়াচ্ছে, 24তখন সেই
সেনাপতি পৌলকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে
বললেন, “একে চাবুক মেরে দেখ এ কি বলে, লোকেরা
কেন এর বিরুদ্ধে এমনি করে চিৎকার করছে।”
25সৈনিকরা যখন পৌলকে চাবুক মারার জন্য বাঁধছে
তখন যে সেনাপতি সেখানে দাঁড়িয়েছিল পৌল তাকে
বললেন, “একজন রোমান নাগরিকের বিচার করে তার
কোন দোষ না পেলেও তাকে চাবুক মারা কি আইনসম্মত
কাজ হবে?”
26এই কথা শুনে সেই সেনাপতি তার ওপরওয়ালার
কাছে গিয়ে বলল, “আপনি জানেন আপনি কি করতে
যাচ্ছেন? এ লোকটা তো একজন রোমান।”
27তখন সেই সেনাপতি পৌলের কাছে এসে বলল,
“আমায় বল দেখি, তুমি কি রোমীয়?”
পৌল বললেন, “হ্যাঁ”।
28তখন সেই সেনাপতি বলল, “এই নাগরিকত্ব লাভ
করতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে।”
পৌল বললেন, “কিন্তু আমি জন্মসূত্রেই রোমীয়।”
29যারা তাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা
এই কথা শুনে পিছিয়ে গেল। সেনাপতিও ভয় পেয়ে
গেল যখন বুঝতে পারল যে পৌল একজন রোমান
নাগরিক, আর সে তাকে বেঁধেছে।

পৌল ইহুদী নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন

30পরদিন ইহুদীরা কেন পৌলের ওপর দোষ দিচ্ছে
তা জানবার জন্য রোমান সেনাপতি ইহুদীদের প্রধান
যাজকদের ও মহাসভার সকল সভ্যকে জড় হতে হুকুম
দিল; আর পৌলকে সেখানে তাদের মাঝে মুক্ত অবস্থায়
হাজির করল।
23 পৌল মহাসভার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে
বলতে শুরু করলেন, “ভাইয়েরা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
আমি আজ পর্যন্ত শুদ্ধ বিবেক অনুযায়ী জীবনযাপন
করছি।” 2তখন মহাযাজক অননিয়, পৌলের কাছাকাছি
যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের হুকুম দিলেন পৌলের মুখে
চড় মেরে তার মুখ বন্ধ করে দিতে। 3তখন পৌল
অননিয়কে বললেন, “হে চুনকাম করা প্রাচীর! স্বয়ং
ঈশ্বর তোমায় আঘাত করবেন। আইনসঙ্গত ভাবে আমার
বিচার করার জন্য তুমি এখানে বসেছ; আর আমাকে
আঘাত করার হুকুম দিয়ে তুমি মোশির বিধি-ব্যবস্থার
বিরুদ্ধে যাচ্ছ।”
4যারা পৌলের আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁকে
বলল, “ঈশ্বরের মহাযাজকের সঙ্গে তুমি এইভাবে কথা
বলতে পারো না। তুমি তাঁকে অপমান করছ!”
5পৌল বললেন, “ভাইরা, আমি বুঝতে পারি নি যে
উনি মহাযাজক; কারণ এরকম লেখা আছে, ‘তুমি
সমাজের কোন নেতার বিরুদ্ধে কটু কথা বোল না।’”*
6পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে তাদের মধ্যে কিছু
সভ্য সদ্দূকী ও কিছু সভ্য ফরীশী, তখন তিনি মহাসভার
উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, “ভাইরা আমি
একজন ফরীশী! আর ফরীশীদেরই সন্তান। মৃতদের
পুনরুত্থান হবে বলে আমার যে প্রত্যাশা আছে, তার
জন্যই আমার এই বিচার হচ্ছে!”
7পৌলের কথা শুনে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে
বিরোধ বেধে গেল। আর সভা দুটো দলে ভাগ হয়ে
গেল। 8কারণ সদ্দূকীরা বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই,
স্বর্গদূত বা আত্মা বলেও কিছু নেই; কিন্তু ফরীশীরা
উভয়ই বিশ্বাস করত। 9চারদিকে বিরাট কোলাহল শুরু
হয়ে গেল। ফরীশীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ব্যবস্থার
শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে খুব জোরালো তর্ক জুড়ে দিল,
তারা বলল, “আমরা এর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি
না! হয়তো কোন আত্মা বা স্বর্গদূত দম্মেশকের পথে
সত্যসত্যই তার সঙ্গে কথা বলেছেন!”

‘তুমি … না’ যাত্রা 22:28

10এইভাবে গণ্ডগোল বাড়তে বাড়তে লড়াইয়ে
পরিণত হল। সেনাপতি ভয় পেয়ে গেলেন, যে তারা
হয়তো পৌলকে টেনে-হিঁচড়ে টুকরো টুকরো করে
ফেলবে; তাই তিনি হুকুম দিলেন যেন সৈন্যরা নেমে
গিয়ে ইহুদীদের মধ্য থেকে পৌলকে দুর্গে নিয়ে যায়।
11পরদিন রাত্রে প্রভু যীশু পৌলের কাছে এসে
দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "সাহস কর! কারণ তুমি
আমার বিষয়ে যেমন জেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি
রোমেও আমার কথা তোমাকে বলতে হবে!"
12পরের দিন সকালে ইহুদীরা জোট বেঁধে দিব্যি
করে বলল, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা অন্ন
জল মুখে তুলবে না। 13যারা এই চক্রান্ত করেছিল
তারা সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ জনের কিছু বেশী ছিল। 14সেই
ইহুদীরা প্রধান যাজক ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে
বলল, "আমরা শপথ করেছি যে, পৌলকে হত্যা না
করা পর্যন্ত আমরা অন্ন জল মুখে তুলব না! 15এখন
আপনারা মহাসভার সভ্যদের সঙ্গে সেনাপতির কাছে
আবেদন করুন, যেন তিনি আপনাদের কাছে পৌলকে
নামিয়ে আনেন, বলুন যে আপনারা তার কাছে আরো
কিছু প্রশ্ন করতে চান। সে এখানে আসার আগেই আমরা
তাকে হত্যা করার জন্য তৈরী রইলাম।"
16কিন্তু পৌলের এক ভাগ্নে এই চক্রান্তের কথা
জানতে পেরে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পৌলকে সব কথা
জানিয়ে দিল। 17পৌল তখন শতপতিদের একজনকে
কাছে ডেকে বললেন, "আপনি এই যুবককে সেনাপতির
কাছে নিয়ে যান, কারণ তাকে এর কিছু বলার আছে।"
18তাতে তিনি সেই যুবককে সেনাপতির কাছে নিয়ে
গিয়ে বললেন, "বন্দী পৌল আমায় এই যুবককে আপনার
কাছে নিয়ে আসতে বললেন, কারণ এ আপনাকে কিছু
বলতে চায়।"
19তখন সেনাপতি যুবকটির হাত ধরে এক পাশে
নিয়ে গিয়ে একান্তে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি
আমায় কি বলতে চাও বল।"
20সেই যুবক বলল, "ইহুদীরা পরামর্শ করে ঠিক
করেছে যে তারা পৌলকে আরও বিশদভাবে প্রশ্ন করার
মিথ্যা অজুহাত নিয়ে আপনার কাছে এসে অনুরোধ
করবে যেন আপনি পৌলকে কাল মহাসভার সামনে
হাজির করেন। 21কিন্তু আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস
করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশী
লোক পৌলকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করে
আছে। তারা নিজেদের মধ্যে শপথ করেছে যে, পৌলকে
না মারা পর্যন্ত অন্ন জল মুখে তুলবে না। তারা কেবল
আপনার সম্মতির অপেক্ষায় আছে।"
22তখন সেনাপতি ঐ যুবককে এই বলে বিদায় দিলেন
যে, "সে যে তার সঙ্গে দেখা করেছে তা যেন কেউ না
জানতে পারে।"

পৌলকে কৈসরিয়ায় পাঠানো হল

23পরে তিনি দু'জন সেনাপতিকে কাছে ডেকে
বললেন, "দু'শো সৈনিককে রাত নটায় কৈসরিয়া যাবার
জন্য প্রস্তুত থাকতে বোল, এদের সঙ্গে দু'শো বর্শাধারী
ও সত্তর জন অশ্বারোহী সৈন্য নিও। 24পৌলের জন্যও
অশ্ব প্রস্তুত রেখো, তাতে করে তাকে রাজ্যপাল
ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দিও।" 25আর তিনি এরূপ
একটি পত্র লিখে সঙ্গে দিলেন:

26মহামহিম রাজ্যপাল ফীলিক্স সমীপেষু,
ক্লৌদিয় লুষিয়ের অভিবাদন গ্রহণ করুন।
27পৌল নামের লোকটিকে ইহুদীরা ধরে হত্যা
করতে উদ্যত হয়েছিল; কিন্তু আমি যখন জানতে
পারলাম যে সে রোমান নাগরিক তখন আমার
সৈন্যদের নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে আনলাম।
28এর বিরুদ্ধে যে কি অভিযোগ আছে তা জানার
জন্য আমি একে ইহুদীদের মহাসভার সামনে আনি।
29সেখানে আমি বুঝতে পারলাম যে ইহুদীদের বিধি-
ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওর উপর দোষারোপ
করা হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা কারাগারে
দেওয়ার মত এর কোন দোষ আমি পাই নি।
30এই লোকের বিরুদ্ধে হত্যার চক্রান্ত করা হচ্ছে,
একথা যখন আমাকে জানানো হল, তখন
তাড়াতাড়ি একে আমি আপনার কাছে পাঠালাম।
যারা এর উপর দোষারোপ করছে তাদেরও বলেছি,
তারা আপনার কাছে গিয়ে এর বিরুদ্ধে যা বলবার
বলবে।

31তখন সেনাপতির সেই আদেশ অনুসারে সেনারা
পৌলকে নিয়ে সেই রাতেই আন্তিপাত্রিতে গেল। 32পরদিন
তাঁর সঙ্গে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যদের যাবার ব্যবস্থা
করে বাকী সৈন্যরা দুর্গে ফিরে এল। 33তারা কৈসরিয়ায়
পৌঁছে সেই পত্রখানি রাজ্যপালের হাতে দিয়ে পৌলকে
তাঁর কাছে হাজির করল। 34রাজ্যপাল পত্রখানি পড়ে
জিজ্ঞেস করলেন, "তার নিজের প্রদেশ কোনটি।" তিনি
জানতে পারলেন যে পৌল কিলিকিয়ার লোক, 35তখন
বললেন, "তোমার অভিযোগকারীরা এসে পৌঁছালে আমি
তোমার কথা শুনব।" এই কথা বলে তিনি পৌলকে
হেরোদের প্রাসাদে পাহারা দিয়ে রাখতে বললেন।

পৌলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের অভিযোগ

24 পাঁচদিন পর মহাযাজক অননিয় ইহুদী সমাজের
কয়েকজন বৃদ্ধ নেতা ও উকিল তর্তুল্লকে সঙ্গে
নিয়ে সেখানে গেলেন; আর তারা পৌলের বিরুদ্ধে
রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। 2পৌলকে
ডেকে পাঠানো হল, তখন ফীলিক্সের সামনে তর্তুল্ল
সওয়াল শুরু করলেন, "মহামান্য ফীলিক্স! আপনার
জন্যই আমরা মহাশান্তিতে আছি; আপনার দূরদৃষ্টির
জন্য এই জাতির অনেক সংস্কার সাধন হয়েছে। 3একথা
আমরা সকলে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার
করছি। 4কিন্তু বেশী কথা বলে আমি আপনার মূল্যবান
সময় নষ্ট করতে চাই না। এইজন্য আপনাকে অনুরোধ
করছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই সামান্য
আবেদন শুনুন। দয়া করে ধৈর্য্য ধরুন। 5কারণ আমরা

দেখছি, এ লোকটাই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। জগতে
যেখানে যত ইহুদী আছে এ তাদের মধ্যে গণ্ডগোল
পাকাচ্ছে, এ নাসরতীয় দলের একজন নেতা। 6আর এ
আমাদের মন্দিরও অশুচি করতে চেয়েছিল, তাই আমরা
একে ধরে এনেছি। 8* আমরা কি বিষয়ে এর প্রতি
দোষারোপ করছি তা আপনি নিজে একে জিজ্ঞেস
করলেই সব জানতে পারবেন।" 9সমবেত ইহুদীরাও
এতে সায় দিয়ে বলল, "এ সবই সত্য।"

10রাজ্যপাল যখন পৌলকে বলার জন্য ইশারা
করলেন, তখন পৌল বলতে শুরু করলেন, "রাজ্যপাল
ফীলিক্স, আপনি অনেক বছর ধরে এই জাতির বিচার
করছেন জেনে আমি আনন্দের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন
করছি। 11আপনি অনুসন্ধান করলে দেখবেন, আজ বারো
দিনের বেশী হয়নি, আমি উপাসনা করার জন্য
জেরুশালেমে গিয়েছিলাম। 12আর এই ইহুদীরা মন্দিরের
মধ্যে আমাকে কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতে বা সমাজ-
গৃহে জনতাকে উত্তেজিত করতে দেখে নি। 13এরা
আমার বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করছে তার কোন প্রমাণ
আপনাকে দিতে পারবে না। 14কিন্তু আপনার কাছে
আমি একথা স্বীকার করছি; আমি যীশুর পথের অনুসারী
হয়ে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি।
আমার দোষারোপকারীরা বলছে যে সেই পথ ঠিক নয়।
মোশির বিধি-ব্যবস্থায় যা কিছু লেখা আছে এবং
ভাববাদীদের গ্রন্থে যা লেখা আছে আমি সে সবে বিশ্বাস
করি। 15এদের মতো আমারও ঈশ্বরের ওপর প্রত্যাশা
আছে যে ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়েরই পুনরুত্থান হবে।
16এইজন্য আমিও সর্বদা সেইভাবে চলি যাতে ঈশ্বর ও
মানুষের সামনে নিজের বিবেককে শুদ্ধ রাখতে পারি।

17"অনেক বছর পর আমি আমার জাতির লোকদের
জন্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছিলাম এবং মন্দিরে নৈবেদ্য
উৎসর্গ করতে গিয়েছিলাম। 18সেই সময় তারা আমাকে
মন্দিরের মধ্যে শুচিশুদ্ধ অবস্থাতেই দেখেছিল। সেখানে
তখন কোন ভিড় বা গণ্ডগোল হয় নি।

19এশিয়া থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এসেছিল। আমার
বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার থাকলে আপনার কাছে এসে
তারা আমার প্রতি দোষারোপ করতে পারত। 20অথবা
যারা এখানে উপস্থিত আছে তারাই বলুক আমি যখন
মহাসভার সামনে ছিলাম, তারা কি আমার কোন দোষ
দেখতে পেয়েছে? 21না কেবল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে
মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে আমার বিশ্বাস ঘোষণা
করেছি বলে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার
হচ্ছে!"

22ফীলিক্স সেই পথের বিষয় ভালভাবেই জানতেন;
তাই তিনি বিচার স্থগিত রাখলেন, আর বললেন, "প্রধান
সেনাপতি লুষিয় এলে আমি এর বিচার নিষ্পত্তি করব।"
23তিনি সেনাপতিকে হুকুম দিলেন, যেন পৌলকে
প্রহরারত অবস্থায় রাখা হয়; কিন্তু কিছু স্বাধীনতাও
তাকে দিলেন, বললেন, 'এর কোন বন্ধু যদি এর
দেখাশোনা করতে আসে তবে বারণ কোর না।'

ফীলিক্স ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পৌলের কথা

24এর কয়েকদিন পর ফীলিক্স তাঁর ইহুদী স্ত্রী
দ্রুষিল্লাকে নিয়ে সেখানে এলে পৌলকে ডেকে পাঠালেন।
ফীলিক্স পৌলের মুখে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের কথা
শুনলেন। 25কিন্তু পৌল যখন তাকে ন্যায়পরায়ণতা,
আত্ম-সংযম ও ভবিষ্যতের মহাবিচারের কথা
শোনাচ্ছিলেন, তখন ফীলিক্স বেশ ভয় পেয়ে গেলেন,
আর বললেন, "তুমি এখন যাও আমার আবার সুযোগ
হলে তোমায় ডেকে পাঠাবো।" 26এই সময় তিনি আশা
করছিলেন যে পৌল তাকে টাকা দেবেন, তাই তিনি বার
বার পৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

27দু'বছর কেটে যাবার পর পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের
পদে নিযুক্ত হলেন। আর ফীলিক্স ইহুদীদের সন্তুষ্ট রাখার
জন্য পৌলকে বন্দী রেখে গেলেন।

পৌল কৈসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন

25 ফীষ্ট সেই প্রদেশে এলেন, এর তিনদিন পর
তিনি কৈসরিয়া থেকে জেরুশালেমে গেলেন।
2সেখানে প্রধান যাজকরা ও ইহুদী সমাজপতিরা তাঁর
কাছে এসে পৌলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানাল।
3ফীষ্টের কাছে তারা এই আবেদন জানাল যেন তিনি
পৌলকে জেরুশালেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তারা
এই অনুগ্রহ দেখানোর অনুরোধ করেছিল কারণ তারা
পথেই পৌলকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। 4কিন্তু
ফীষ্ট বললেন, "না, পৌল কৈসরিয়ায় বন্দী হয়ে আছে
এবং আমি শিগ্গির কৈসরিয়ায় যাব। 5তাই তোমাদের
মধ্যে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা আমার সঙ্গে সেখানে
চলুক। এই লোকটি যদি কিছু ভুল করে থাকে তবে তা
সেখানেই পেশ করুক।"

6ফীষ্ট জেরুশালেমে প্রায় আট দশদিন থাকার পর
কৈসরিয়ায় চলে গেলেন। পরের দিন তিনি বিচারালয়ে
নিজের আসনে বসে পৌলকে সেখানে হাজির করতে
হুকুম করলেন। 7পৌল সেখানে এলে জেরুশালেম থেকে
যেসব ইহুদীরা এসেছিল তারা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে
তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব জঘন্য অপরাধের কথা বলতে
লাগল, যার কোন প্রমাণ তারা নিজেরাই দিতে পারল
না। 8পৌল আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, "আমি
ইহুদীদের বিধি-ব্যবস্থা বা মন্দির কিংবা কৈসরের বিরুদ্ধে
কোন অপরাধ করিনি।"

9কিন্তু ইহুদীদের কাছে সুনাম পাবার আশায় ফীষ্ট
পৌলকে বললেন, "তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে
আমার সামনে এসব বিষয়ে তোমার বিচার হয় তা
চাও?"

10পৌল বললেন, "আমি কৈসরের বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে
আছি, এখানেই আমার বিচার হওয়া উচিত। আমি

পদ 6-8 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 6-8 যুক্ত করা হয়েছে: "আমরা তাঁকে আমাদের বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে বিচার করতাম। 7 কিন্তু প্রধান সেনাপতি লূয়িস আমাদের কাছ থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে। 8 লূয়িস তার লোকদের আপনার কাছে এসে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে বলেছে।"

ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই করিনি, একথা আপনি ভালোভাবেই জানেন। 11আমি যদি কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হই ও মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য হই, তবে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য বলব না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করছে, এসব যদি সত্য না হয় তবে এদের হাতে কেউ আমাকে তুলে দিতে পারবে না, কারণ আমি কৈসরের কাছে আপীল করছি!"

12তখন ফীষ্ট তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে কথা বললেন, পরে ফীষ্ট পৌলকে বললেন, "তুমি কৈসরের কাছে আপীল করেছ, তোমাকে কৈসরের কাছে পাঠানো হবে!"

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

13এর কিছু দিন পর রাজা আগ্রীপ্প ও বর্ণীকী কৈসরিয়ায় এসে ফীষ্টের সঙ্গে দেখা করলেন। 14তাঁরা সেখানে বেশ কিছু দিন থাকলেন। রাজার কাছে ফীষ্ট পৌলের বিষয় এইভাবে বললেন, "ফীলিক্স কোন একজন লোককে এখানে বন্দী করে রেখেছেন। 15আমি যখন জেরুশালেমে ছিলাম, সেই সময় ইহুদীদের প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা তার বিরুদ্ধে আবেদন করে বিচার ও শাস্তি চেয়েছিল। 16আমি তাদের বলেছিলাম যে, 'যার নামে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযোগকারীদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পাচ্ছে, ততক্ষণ কোন লোককে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমানদের নিয়ম নয়।' 17আর তারা আমার সঙ্গে এখানে এলে, আমি আর দেরী না করে, পরদিনই সেই বন্দীকে বিচারের জন্য আমার বিচারালয়ে আনাই। 18যখন তারা দাঁড়িয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেল তখন তার বিরুদ্ধে যে রকম দোষের কথা আমি অনুমান করেছিলাম, তার অভিযোগকারীরা সেই রকম কোন দোষই দেখাতে পারল না। 19তার সাথে তাদের ধর্মসম্বন্ধে এবং যীশু নামে এক ব্যক্তি যিনি মরেছিলেন কিন্তু যাকে পৌল জীবিত বলে প্রচার করত, সে সম্বন্ধে কিছু মতপার্থক্য ছিল। 20আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর কিভাবে অনুসন্ধান করা হবে, তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে এই বিষয়ের বিচার হোক তাই চাও?' 21কিন্তু পৌল কৈসরের কাছে বিচার চেয়ে কারাগারে থাকার জন্য আপীল করায়, যতদিন না আমি তাকে কৈসরের কাছে পাঠাতে পারছি ততদিন কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছি।"

22আগ্রিপ্প বললেন, "হ্যাঁ, আমিও নিজে তার কথা শুনতে চেয়েছিলাম।"

ফীষ্ট বললেন, "বেশ, কালই শুনবেন।"

23পরদিন রাজা আগ্রিপ্প ও বর্নীকী খুব জাঁকজমকের সাথে এসে সভা ঘরে ঢুকলেন; তাঁদের সঙ্গে সেনাপতিরা ও শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও ছিলেন। ফীষ্টের হুকুমে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা হল। 24তখন ফীষ্ট বললেন, "হে রাজা আগ্রিপ্প ও আমাদের সঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন তারা এই লোককে দেখছেন, যার বিরুদ্ধে এখানকার ও জেরুশালেমের সমস্ত ইহুদী সমাজ আমার কাছে চিৎকার করছে যে এই লোকের আর বেঁচে থাকা উচিৎ নয়। 25কিন্তু এর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধই আমি পাই নি। এ যখন নিজে সম্রাটের কাছে আপীল করেছে, তখন আমি সেখানে একে পাঠাব বলে স্থির করেছি। 26কিন্তু সম্রাটের কাছে এর বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কি লিখব তা জানি না। সেইজন্য আমি আপনাদের সামনে, বিশেষ করে রাজা আগ্রিপ্পর সামনে একে হাজির করেছি, যেন একে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমি কিছু পাই যে সম্বন্ধে লিখতে পারি। 27কারণ বন্দীকে পাঠাবার সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ না দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না।"

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

26 আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তোমার যা বলার আছে তা তোমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া হল।"

তখন পৌল হাত প্রসারিত করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকলেন। 2তিনি বললেন, "হে রাজা আগ্রিপ্প, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছে, সে বিষয়ে আজ আপনার সামনে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। 3বিশেষ করে ইহুদীদের রীতি-নীতি ও নানা প্রশ্নের বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ, এইজন্য আপনার কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি বড়ই আনন্দিত। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ধৈর্য্য ধরে আমার কথা শুনুন।

4"তারা জানে যে শুরু থেকেই আমি এই জেরুশালেমে আমার স্বজাতির মধ্যেই জীবন কাটিয়েছি এবং আমি কিভাবে জীবন-যাপন করেছি। 5এই ইহুদীরা দীর্ঘদিন ধরে আমায় চেনে; আর তারা যদি ইচ্ছা করে তবে এ সাক্ষ্য দিতে পারে যে আমি একজন ফরীশীর মতোই জীবন-যাপন করেছি। ফরীশীরাই ইহুদী ধর্মের বিধি-ব্যবস্থা অন্যান্য দলের চেয়ে সুক্ষ্মভাবে পালন করে। 6আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সব পূর্ণ হবার প্রত্যাশায় আছি বলেই আজ আমার বিচার হচ্ছে। 7আমাদের বারো বংশ দিনরাত একাগ্রভাবে উপাসনা করতে করতে সেই প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশা করছে। আর হে রাজা আগ্রিপ্প, ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে প্রত্যাশা করার জন্যই ইহুদীরা আমার ওপর দোষারোপ করছে। 8ঈশ্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করেন একথা কেন আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? 9আমিও তো মনে করতাম যে নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা সম্ভব তা করাই আমার অবশ্য কর্তব্য; 10আর জেরুশালেমে আমি তাই করতাম। আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে বহু বিশ্বাসীকে কারাগারে বন্ধ করেছি আর তাদের মৃত্যুদণ্ডের সময় আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। 11সমস্ত সমাজ-গৃহে আমি প্রায়ই তাদের শাস্তি দিয়ে

জোর করে যীশুর নিন্দা করাবার চেষ্টা করতাম। তাদের
বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে
বিদেশের শহরগুলিতে গিয়েও আমি তাদের নির্যাতন
করতাম।

পৌল যীশুর দর্শন বিষয়ে বললেন

12“এই কারণেই একবার আমি প্রধান যাজকদের
কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুমনামা নিয়ে দম্মেশকে
যাচ্ছিলাম। 13পথে একদিন দুপুরবেলায়, হে মহারাজ,
আমি দেখলাম সূর্যের চেয়েও এক উজ্জ্বল আলো আকাশ
থেকে আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে ছড়িয়ে
পড়ল। 14আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম, আর এক রব
শুনতে পেলাম যা ইব্রীয় ভাষায় আমায় বলছে, ‘শৌল,
শৌল, আমায় নির্যাতন করছ কেন? আমার বিরুদ্ধে
উঠে তুমি নিজেরই ক্ষতি করছ।’ 15তখন আমি বললাম,
‘প্রভু, আপনি কে?’ প্রভু বললেন, ‘আমি যীশু, যাঁকে
তুমি নির্যাতন করছ। 16তুমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে
দাঁড়াও! আমার সেবক হবার জন্যই আমি তোমাকে
মনোনীত করেছি। তুমি অন্যের কাছে আমার সাক্ষী
হবে। তুমি যে যে বিষয় আজ দেখলে ও ভবিষ্যতে যা
যা আমি তোমায় দেখাব, সে সব সকল লোকের কাছে
সাক্ষী দাও। এইজন্যই তোমার কাছে আজ আমি নিজে
দেখা দিয়েছি। 17তোমার আপন লোক ইহুদীদের হাত
থেকে তোমায় আমি রক্ষা করব। আর আমি তোমাকে
অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি। 18তুমি তাদের চোখ খুলে
দেবে যেন তারা সত্য দেখে ও অন্ধকার থেকে আলোতে
ফিরে আসে; আর শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে
ঈশ্বরের প্রতি ফিরলে তাদের সব পাপ ক্ষমা হবে।
আমার উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র হয়েছে, তারা
তাদের সহভাগী হবে।’”

পৌল তাঁর কাজের সম্বন্ধে বললেন

19পৌল বলতে থাকলেন, “হে মহারাজ আগ্রিপ্প,
আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হই নি। 20আমি
লোকদের বলতে শুরু করলাম যেন তারা মন-ফিরায়
ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। আমি তাদের বললাম তারা
যেন ভাল কাজ করে প্রমাণ দেয় যে সত্যি করে মন-
ফিরিয়েছে। প্রথমে আমি এসব কথা দম্মেশকের
লোকদের কাছে প্রচার করলাম। পরে আমি এগুলি
জেরুশালেমে ও যিহূদিয়ার সর্বত্র এবং অইহুদীদের
কাছেও বললাম। 21এই জন্যই যখন আমি মন্দিরে
ছিলাম, ইহুদীরা সেখান থেকে আমাকে ধরে এনে হত্যা
করতে চেয়েছিল। 22কিন্তু আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সাহায্য
আমার আছে। তাই এখানে ছোট ও বড় সকলের সামনে
দাঁড়িয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। মোশি ও ভাববাদীরা যা
ঘটবে বলে গেছেন, সেটা ছাড়া আমি আর অন্য কোন
কথা বলছি না। 23তাঁরা বলে গেছেন, খ্রীষ্টকে মৃত্যুভোগ
করতে হবে ও মৃতদের মধ্য থেকে তিনিই হবেন প্রথম
পুনরুত্থিত, ইহুদী কি অইহুদী সবার কাছে তিনিই
জ্যোতির বার্তা নিয়ে আসবেন।”

পৌল আগ্রিপ্পকে বোঝালেন

24পৌল যখন এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন
তখন ফীষ্ট চিৎকার করে বলে উঠলেন, “পৌল তুমি
পাগল! অত্যাধিক অধ্যয়নের ফলে তোমার মাথা খারাপ
হয়ে গেছে!”

25পৌল বললেন, “হে মহামান্য ফীষ্ট আমি পাগল
নই, বরং, আমি যা বলছি তা সত্য ও বোধগম্য।
26রাজা আগ্রিপ্প এবিষয়ে সবই জানেন। তার
সামনে আমি সাহসের সঙ্গে একথা বলছি। আমি
সুনিশ্চিত যে, এসব বিষয় তিনি শুনেছেন, কারণ
এসব এমন প্রকাশ্য স্থানে ঘটেছে যেন তা সকলে
দেখতে পায়। 27আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীরা যা
লিখে গেছেন তা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি
তা করেন।”

28তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, “তুমি কি মনে
করছ, আমাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান করতে
পারবে?”

29পৌল বললেন, “ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি অল্প
সময়ের মধ্যে হোক কি অধিক সময়ের মধ্যে হোক,
সেটা বড় কথা নয় কেবল আপনি নন, আজ যত লোক
আমার কথা শুনছেন তারা সকলেই যেন আমারই মত
হন-কেবল বন্দীত্বের শেকল ছাড়া!”

30তখন রাজা, রাজ্যপাল ও বর্ণীকী আর তাঁদের
সঙ্গে যারা বসেছিলেন সকলে উঠে পড়লেন। 31আর
অন্য জায়গায় গিয়ে পরস্পর আলোচনা করে বললেন,
“প্রাণদণ্ড বা কারাগারে দেবার মতো কোন অপরাধই
এই লোকটা করেনি।” 32আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, “এ
যদি কৈসরের কাছে আপীল না করত, তবে একে আমরা
মুক্তি দিতে পারতাম।”

রোমের পথে পৌলের যাত্রা

27 যখন ঠিক হল যে আমরা জাহাজে করে
ইতালিতে যাব, তখন পৌল ও অন্য কিছু বন্দীকে
রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি যুলিয়র হাতে তুলে
দেওয়া হল। 2আমরা আদ্রামুত্তীয় থেকে আসা একটি
জাহাজে উঠলাম; এই জাহাজটির এশিয়ার উপকূলের
বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। থিষলনীকীয়
থেকে আরিষ্টার্খ নামে একজন মাকিদনিয়ান আমাদের
সঙ্গে ছিলেন। 3পরের দিন আমাদের জাহাজ সীদোনে
পৌঁছল। যুলিয় পৌলের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করলেন।
তিনি পৌলকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে
যাবার অনুমতি দিলেন। সেই বন্ধুরা পৌলের প্রয়োজনীয়
সামগ্রী যোগাতেন। 4সেখান থেকে আমরা জাহাজ খুলে
সীদোন শহর ছেড়ে চললাম। প্রতিকূল বাতাসের জন্য
কুপ্র দ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে চললাম; 5আর
কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার প্রদেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে
লুকিয়া প্রদেশের মুরা বন্দরে এলাম। 6সেখানে
সেনাপতি ইতালিতে যাবার জন্য আলেকসান্দ্রীয়ায় এক
জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে
দিলেন।

7বহুদিন ধরে আমরা খুব আস্তে আস্তে চললাম
এবং বহুকষ্টে ক্লীদে এসে পৌঁছালাম। বাতাসের কারণে
আমরা আর এগোতে পারলাম না, তাই সল্‌মোনী
বন্দরের উল্টোদিকে ক্রীতি দ্বীপের ধার ঘেঁসে চললাম।
8পরে বহুকষ্টে উপকূলের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে লাসেয়া
শহরের কাছে ‘সুন্দর’ পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছালাম।
9এইভাবে বহু সময় নষ্ট হল, আর জলযাত্রা তখন
খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, এদিকে উপবাস পর্বের
সময়ও চলে গেল। তাই পৌল তাদের সাবধান করে
দিয়ে বললেন, 10“মহাশয়েরা, আমি দেখছি, এই যাত্রায়
অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হবে, তা যে কেবল মালের বা
জাহাজের হবে তাই নয়, এমন কি আমাদের জীবনেরও
ক্ষতি হবে।” 11কিন্তু সেনাপতি পৌলের কথার চেয়ে
জাহাজের কাপ্তেন ও তার মালিকের কথার গুরুত্ব
দিলেন। 12সেই বন্দরটি শীতকাল কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত
না হওয়াতে জাহাজের অধিকাংশ লোক একমত হলেন
যেন জাহাজ খুলে যাত্রা শুরু করা হয় যাতে কোন
রকমে ফৈনীকায় পৌঁছে সেখানে তারা শীতকালটা
কাটাতে পারে। সেই স্থানটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ও
উত্তর-পশ্চিম অভিমুখী ক্রীত দ্বীপের একটি বন্দর।

ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে জাহাজ

13আর যখন অনুকূল দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু
করল তখন তাদের মনে হল তারা যা চাইছিল তা
পেয়েছে; তাই তারা নোঙ্গর তুলে ক্রীতের ধার ঘেঁষে
চলতে শুরু করল। 14কিন্তু এর কিছু পরেই দ্বীপের ভেতর
থেকে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড় উঠল, এই ঝড়কে “ঈশান-
বায়ু” বলে। 15আমাদের জাহাজ সেই ঝড়ের মধ্যে পড়ল,
ঝড় কাটিয়ে যেতে পারল না। তাই আমরা আমাদের
জাহাজকে ভেসে যেতে দিলাম। 16কৌদা নামে এক
ছোট দ্বীপের আড়ালে চলার সময় জাহাজের সঙ্গে যে
ছোট ডিঙ্গিটা ছিল তা আমরা বহু কষ্টে টেনে তুলে
ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালাম। 17এটা তোলার পর
লোকেরা জাহাজটাকে মোটা দড়ি দিয়ে ভাল করে
বাঁধল। তারা ভয় করছিল যে জাহাজটি হয়তো সুর্ত্তীর
চোরা বালিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই তারা পাল
নামিয়ে নিয়ে জাহাজটাকে বাতাসের টানে চলতে দিল।
18ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে থাকায়, পর দিন খালাসীরা
জাহাজের খোল থেকে ভারী ভারী মাল জলে ফেলে
দিতে লাগল। 19তৃতীয় দিনে তারা নিজেরাই হাতে
করে জাহাজের কিছু সাজ-সরঞ্জাম জলে ফেলে দিল।
20অনেক দিন যাবৎ যখন সূর্য কি নক্ষত্রগণের মুখ
দেখা গেল না, আর ঝড়ও প্রচণ্ড উত্তাল হতে থাকল,
শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁচার আশা রইল না।
21অনেক দিন ধরেই সকলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ
করেছিল। তখন পৌল তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,
“মহাশয়েরা, আমার কথা শুনে ক্রীতি থেকে জাহাজ
না ছাড়া আপনাদের উচিত ছিল, তাহলে আজকের
এই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারতেন। 22কিন্তু এখনও আমি
বলছি সাহস করুন, একথা জানবেন আপনাদের কারোর
প্রাণহানি হবে না শুধু জাহাজটি হারাতে হবে। 23কারণ
আমি যে ঈশ্বরের উপাসনা করি সেই ঈশ্বরের এক
স্বর্গদূত গত রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 24‘পৌল
ভয় পেও না! তোমাকে কৈসরের সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে
হবে। ঈশ্বর তোমার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,
তিনি তোমার সহযাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করবেন।’ 25তাই
মহাশয়েরা, আপনারা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বরের ওপর
আমার বিশ্বাস আছে যে আমাকে যা বলা হয়েছে ঠিক
সেরকমই ঘটবে। 26কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়ে আমাদের
আছড়ে পড়তে হবে।”
27এইভাবে ঝড়ের মধ্যে চৌদ্দ রাত আদ্রিয়া সমুদ্রে
ইতস্ততঃ ভাসমান অবস্থায় থাকার পর মাঝ রাতে
নাবিকদের মনে হল যে জাহাজটি কোন ডাঙ্গার দিকে
এগিয়ে চলছে। 28সেখানে তারা জলের গভীরতা মাপলে
দেখা গেল তা একশো কুড়ি ফুট। এর কিছু পরে ফের
জল মাপলে, জলের গভীরতা নব্বুই ফুটে দাঁড়াল।
29তারা ভয় করতে লাগল যে জাহাজটি হয়তো কিনারে
পাথরের গায়ে ধাক্কা খাবে। তাই নাবিকেরা জাহাজের
পেছন দিক থেকে চারটি নোঙ্গর নামিয়ে দিল, প্রার্থনা
করল যেন শীঘ্র ভোর হয়। 30নাবিকদের মধ্যে কেউ
কেউ জাহাজ ছেড়ে পালাবার মতলব করল, তাই নোঙ্গর
ফেলার আছিলায় জাহাজের মধ্য থেকে ডিঙ্গিখানি নিচে
নামিয়ে দিল। 31কিন্তু পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের
উদ্দেশ্যে বললেন, “এই লোকেরা যদি জাহাজে না
থাকে তবে আপনারা রক্ষা পাবেন না।” 32তখন সৈন্যরা
ডিঙ্গির দড়ি কেটে দিল, আর তা জলে গিয়ে পড়ল।
33এরপর ভোর হয়ে এলে পৌল সকলকে কিছু খেয়ে
নেবার জন্য অনুরোধ করে বললেন, “আজ চৌদ্দ দিন
হল আপনারা অপেক্ষা করে আছেন, কিছু না খেয়ে
উপোস করে আছেন। 34আমি আপনাদের অনুরোধ
করছি কিছু খেয়ে নিন, বেঁচে থাকার জন্য এর প্রয়োজন
আছে, কারণ আপনাদের কারোর একগাছি চুলেরও ক্ষতি
হবে না।” 35এই কথা বলে পৌল রুটি নিয়ে তাদের
সকলের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর তা ভেঙ্গে
খেতে শুরু করলেন। 36তখন সকলে উৎসাহ পেয়ে
খেতে শুরু করল। 37আমরা মোট দু’শ ছিয়াত্তর জন
লোক জাহাজে ছিলাম। 38সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলে
পর বাকী শস্য সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি হাল্কা
করা হল।

জাহাজ ধ্বংস হল

39দিন হলে পর তারা সেই জায়গাটা চিনতে পারল
না; কিন্তু এমন এক খাড়ি দেখতে পেল যার বড় বালুতট
ছিল। তারা ঠিক করল যদি সম্ভব হয় তবে ঐ বালুতটের
ওপরে জাহাজটা তুলে দেবে। 40এই আশায় তারা নোঙ্গর
কেটে দিল আর তা সমুদ্রেই পড়ে রইল। এরপর হালের
বাঁধন খুলে দিয়ে বাতাসের সামনে পাল তুলে সেই
বেলাভূমি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। 41কিন্তু একটু
এগোতেই তারা বালিয়াড়িতে এসে ধাক্কা খেল,
জাহাজের সামনের দিকটা বালিতে বসে গিয়ে অচল

হয়ে পড়ল, ফলে ঢেউয়ের আঘাতে পিছনের দিকটা
ভেঙ্গে যেতে লাগল। 42তখন সৈন্যরা বন্দীদের হত্যা
করার জন্য ঠিক করল, পাছে তাদের কেউ সাঁতার
কেটে পালায়। 43কিন্তু সেনাপতি পৌলকে বাঁচাবার আশায়
তাদের এই কাজ করতে নিষেধ করলেন, হুকুম দিলেন
যেন যারা সাঁতার জানে তারা ঝাঁপ দিয়ে আগে ডাঙ্গায়
ওঠে। 44বাকী সকলে যেন জাহাজের ভাঙ্গা তক্তা বা
কোন কিছু ধরে কিনারে যেতে চেষ্টা করে। এইভাবে
সকলেই নিরাপদে তীরে এসে পৌঁছাল।

পৌল মিলিতা দ্বীপে

28 এইভাবে সকলে নিরাপদে তীরে পৌঁছে জানতে
পারলাম যে আমরা মিলিতা দ্বীপে উঠেছি।
2সেখানকার লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার
করল। বৃষ্টি পড়ার দরুণ খুব ঠাণ্ডা হওয়ায় তারা আগুন
জ্বেলে আমাদের সকলকে স্বাগত জানাল। 3পৌল এক
বোঝা শুকনো কাঠ যোগাড় করে এনে আগুনের ওপর
ফেলে দিলে আগুনের ঝল্কায় একটা বিষধর সাপ বেরিয়ে
এসে পৌলের হাতে জড়িয়ে ধরল। 4তখন সেই দ্বীপের
লোকেরা তার হাতে সাপটাকে ঝুলতে দেখে বলাবলি
করতে লাগল, “এ লোকটা নিশ্চয় খুনী, সমুদ্রে ঝড়ের
হাত থেকে বাঁচলেও ন্যায় একে বাঁচতে দিল না।” 5কিন্তু
পৌল হাত ঝেড়ে সেই সাপটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে
দিলেন, তার কোন ক্ষতি হল না। 6এই ব্যাপার দেখে
তারা মনে করল হয় পৌলের শরীর ফুলে উঠবে, নয়তো
তিনি হঠাৎ মারা যাবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার
পরও তার কিছুই ক্ষতি হল না দেখে তারা পৌল
সম্বন্ধে তাদের মত বদল করে পরস্পর বলাবলি করতে
লাগল, “ইনি নিশ্চয় দেবতা।”

7সেই জায়গার কাছেই দ্বীপের প্রধান কর্মকর্তা
জমিদার পুব্লিয় থাকতেন। তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদের
সাদরে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের প্রতি খুব ভাল
ব্যবহার করলেন আর তিন দিন ধরে আমাদের আতিথ্য
করলেন। 8সেই সময় পুব্লিয়ের বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন।
তিনি জ্বর ও আমাশা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। পৌল
তাঁকে দেখার জন্য ভেতরে গেলেন। এরপর তিনি প্রার্থনা
করে তাঁর ওপর দুহাত রাখলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।
9এই ঘটনার পর ঐ দ্বীপে অন্য যত রোগী ছিল তারা
পৌলের কাছে এসে রোগ মুক্ত হল। 10-11ঐ দ্বীপের
লোকেরা আমাদের অনেক উপহার দিয়ে সম্মান দেখাল,
আমরা সেখানে তিন মাস থাকলাম আর আমাদের
যাত্রা পথের জন্য যা যা প্রয়োজন সে সব জিনিস এনে
তারা জাহাজে তুলে দিল।

পৌল রোমে গেলেন

তিন মাস পর আমরা আলেক্‌সান্দ্রীয় এক জাহাজে
উঠে যাত্রা করলাম, সেই দ্বীপে শীতকাল এসে পড়ায়
ঐ জাহাজটি নোঙ্গর করে রাখা ছিল। জাহাজটিতে
“যমজ-দেবের” মূর্তি খোদাই করা ছিল। 12আমরা প্রথমে
সুরাকূষে এলাম, সেখানে তিন দিন থাকলাম। 13সেখান
থেকে যাত্রা করে আমরা রীগিয়ে পৌঁছালাম। পরদিন
দক্ষিনা বাতাস বইতে শুরু করলে আমরা জাহাজ
ছাড়তে পারলাম, এবং দ্বিতীয় দিনে পূতিয়লীতে
পৌঁছালাম। 14সেখানে আমরা কয়েকজন ভাইয়ের দেখা
পেলাম। তাঁরা সেখানে সাতদিন থাকার জন্য আমাদের
অনুরোধ করলেন। এইভাবে আমরা রোমে এসে
পৌঁছলাম। 15রোমের ভাইয়েরা আমাদের কথা জানতে
পেরে আপ্পিয়ের বাজার ও তিন-সরাই পর্যন্ত এগিয়ে
এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের দেখে
পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও উৎসাহ বোধ করতে
লাগলেন।

রোমে পৌল

16রোমে পৌল একা থাকার অনুমতি পেলেন; কিন্তু
একজন সৈনিককে তাঁর প্রহরায় রাখা হল।

17তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের প্রধান প্রধান লোকদের
এক সভায় আহ্বান করলেন। তারা সমবেত হলে, তিনি
তাদের বললেন, “আমার ইহুদী ভাইয়েরা, যদিও আমি
আমার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে বা আমাদের
পিতৃপুরুষদের দেওয়া রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি
নি, তবু জেরুশালেমের এক বন্দী হিসাবে আমাকে
রোমানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। 18তারা আমার
বিচার করে, আর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ আমার
মধ্যে না পেয়ে আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। 19কিন্তু
স্থানীয় ইহুদীরা তার বিরোধিতা করায় আমি কৈসরের
কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম। আমি একথা বলছি
না যে আমার স্বজাতির লোকেরা কোন অন্যায় করেছে।
20এই শৃঙ্খলে বন্দী আছি বলে আমি আপনাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে
চেয়েছিলাম, কারণ আমি ইস্রায়েলের প্রত্যাশাতে
বিশ্বাসী।”

21ইহুদী নেতারা পৌলকে বললেন, “যিহূদিয়া থেকে
আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠি পাই নি।
ভাইয়েদের মধ্যে থেকেও কেউ এখানে এসে আপনার
বিষয়ে খারাপ কোন খবর দেয় নি বা কথাও
বলে নি। 22কিন্তু আপনার মত কি তা আপনার মুখ
থেকেই আমরা শুনতে চাই, কারণ এই দলের বিষয়ে
আমরা জানি যে লোকেরা সর্বত্র এর বিরুদ্ধে বলে
থাকে।”

23পরে তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে
তাঁর বাসায় এলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি
তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বললেন, বোঝালেন
ও সাক্ষ্য দিলেন। মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের
গ্রন্থগুলি থেকে তিনি যীশুর বিষয় তাঁদের বোঝাতে
চেষ্টা করলেন।

24তাঁর কথায় বেশ কিছু ইহুদী বিশ্বাস করল আবার
অনেকে তা বিশ্বাস করল না। 25এইভাবে তাদের মধ্যে
মতের মিল না হওয়ায় তারা যে যার চলে যেতে শুরু
করল। তাদের যাবার আগে পৌল তাদের এই কথাটি
বলেছিলেন : “পবিত্র আত্মা ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে

আপনাদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভালই বলেছিলেন। যেমন:

26‘এই লোকদের কাছে যাও, আর তাদের বল,
তোমরা শুনবে আর শুনবে, কিন্তু তোমরা বুঝবে না।
তোমরা কেবল তাকিয়ে থাকবে কিন্তু দেখতে পাবে
না।

27কারণ এই লোকেদের অন্তঃকরণ অসাড় হয়ে গেছে,
তাদের কান আছে বটে কিন্তু তারা শুনতে পায় না।
এই লোকেরা সত্যের প্রতি চোখ বুঁজে রয়েছে। এইসব
ঘটেছে যেন লোকেরা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে না
পায়, তাদের কান দিয়ে শুনতে না পায় ও হৃদয় দিয়ে
উপলব্ধি না করে। এইসব ঘটেছে যেন তারা আমার
কাছে ফিরে না আসে, পাছে আমি তাদের আরোগ্য
দান করি।’ *যিশাইয় 6:9-10*

28“তাই ইহুদী ভাইয়েরা আপনারা জেনে রাখুন,
ঈশ্বরের দেওয়া এই পরিত্রাণ অইহুদীদের কাছেও
পাঠানো হল, আর তারা তা শুনবে!” 29*

30পৌল তাঁর নিজের ভাড়া বাড়িতে পুরো দুই বৎসর
থাকলেন; যতলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত,
তিনি তাদের সকলকে সাদরে গ্রহণ করতেন। 31তিনি
সম্পূর্ণ সাহসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার
করতেন। তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন
এবং কেউ তাঁকে প্রচারে বাধা দিত না।

পদ 29 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 29 যুক্ত করা হয়েছে: “পৌল এই কথা বলার পর ইহুদীরা তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং নিজেদের মধ্যে তর্ক করল।”

রোমীয়দের প্রতি পত্র

1 যীশু খ্রীষ্টের দাস পৌলের কাছ থেকে-ঈশ্বর আমাকে
প্রেরিত হবার জন্য আহ্বান করেছেন। সমস্ত মানুষের
কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য আমাকে মনোনীত
করা হয়েছিল।

2ঈশ্বর বহুপূর্বেই মানুষের কাছে এই সুসমাচার পৌঁছে
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি দিতে
ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলেন। পবিত্র
শাস্ত্রে এই প্রতিশ্রুতির কথা লেখা ছিল। 3-4ঈশ্বরের পুত্র
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ই হল এই সুসমাচার।
মানবরূপে তিনি দায়ূদের বংশে জন্মেছিলেন; কিন্তু যীশু
খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে দেখানো
হল। মৃতদের মধ্য হতে মহাপরাক্রমে তাঁর পুনরুত্থানও
প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। 5খ্রীষ্টের মাধ্যমে
ঈশ্বর আমাকে প্রেরিতের এই বিশেষ কাজ দিয়েছেন,
যেন সর্বজাতির লোকদের আমি বিশ্বাস ও বাধ্যতার
পথে নিয়ে যাই। একাজ আমি খ্রীষ্টের জন্যই করছি।
6রোমনিবাসীরা, তোমরাও তাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের
আহুত লোক হিসাবে আছ।

7হে রোমনিবাসীগণ, তোমরা যারা ঈশ্বরের পবিত্র
লোক হবার জন্য আহুত তাদের সকলকে এই চিঠি
লিখছি। তোমরা তাঁর ভালবাসার পাত্র।

আমাদের ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হতে
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক।

ধন্যবাদের প্রার্থনা

8প্রথমেই আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশু খ্রীষ্টের
মধ্য দিয়ে আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁর প্রতি তোমাদের
এই মহাবিশ্বাসের কথা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।
9-10আমার প্রার্থনার সময় প্রতিবারই আমি তোমাদের
মনে করি। ঈশ্বর জানেন যে একথা সত্য। আমি তাঁর
পুত্রবিষয়ক সুসমাচার লোকদের কাছে প্রচার দ্বারা
আত্মাতে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করছি যেন তোমাদের সবার কাছে
যাবার অনুমতি পাই; আর ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন
তবেই তা সম্ভব হবে। 11আমি তোমাদের দেখার জন্য
বড়ই উৎসুক। তোমাদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য
আমি সকলকে কিছু আত্মিক বর দিতে চাই। 12আমি
বলতে চাই-আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে, তার দ্বারা যেন
পরস্পর উদ্বুদ্ধ হই। 13ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে
তোমরা জান আমি বহুবার তোমাদের কাছে যেতে
চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাধা পেয়েছি। আমি তোমাদের
কাছে যেতে চেয়েছি যাতে তোমাদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি
পেতে সাহায্য করতে পারি। অন্যান্য অইহুদী লোকদের
আমি যেমন সাহায্য করেছি, তেমনি আমি
তোমাদেরকেও সাহায্য করতে চাই।

14আমার উচিত সকলের সেবা করা, তা সে গ্রীক
হোক বা না হোক, বিজ্ঞ বা মূর্খ হোক। 15এই কারণেই
রোমে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য
আমি এত আগ্রহী।

16সুসমাচারের জন্য আমি গর্ববোধ করি। সুসমাচারই
হল সেই শক্তি, যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের
উদ্ধার করেন, প্রথমে ইহুদীদের পরে অইহুদীদের।
17ঈশ্বর কি করে মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন,
তা এই সুসমাচারের মধ্য দিয়েই দেখানো হয়েছে। শুরু
থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে
নির্দোষ বলে গণ্য হয়। শাস্ত্র যেমন বলে, "বিশ্বাসের
দ্বারা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে
সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।"*

সকলেই অন্যায় করেছে

18মানুষ নিজের অধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের সত্যকে চেপে
রাখে, তাই মানুষের কৃত সকল মন্দ এবং অন্যায় কাজের
জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ
পায়। ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানা যেতে পারে তা
পরিষ্কারভাবে তারা জেনেছে। 19তাছাড়া মানুষের পক্ষে
ঈশ্বরকে যতখানি জানা সম্ভব, তা তো তিনি
পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। 20ঈশ্বর সম্পর্কে এমন
এমন বিষয় আছে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না,
যেমন তাঁর অনন্ত পরাক্রম ও সেই সমস্ত বিষয়, যার
কারণে তিনি ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরের
নানা কাজে সে সব প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট
বস্তুর মধ্যে ঐসব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে। তাই
মানুষ যে মন্দ কাজ করছে তার জন্য উত্তর দেবার পথ
তার নেই। 21লোকেরা ঈশ্বরকে জানত, কিন্তু তারা
ঈশ্বরের গৌরব করে নি এবং তাঁকে ধন্যবাদও দেয় নি।
লোকদের চিন্তাধারা অসার হয়ে গেছে এবং তাদের
নির্বোধ মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। 22তারা
নিজেদের বিজ্ঞ বলে পরিচয় দিলেও তারা মূর্খ। 23তারা
চিরজীবি ঈশ্বরের গৌরব করার পরিবর্তে, নশ্বর মানুষ,
পাখি, চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিগুলির উপাসনা
করে সেই গৌরব তাদের দিয়েছে।

24তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করেছে বলে ঈশ্বর তাদের
খুশি মতো পাপের পথে চলতে দিলেন এবং তাদের
অন্তরের কামনা বাসনা অনুসারে মন্দ কাজ করতে

"বিশ্বাসের ... হবে" হবক্কূক 2:4

ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা তাদের দেহকে পরস্পরের
সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গে ব্যবহার করে যৌনপাপে পূর্ণ
হয়েছে। 25ঈশ্বরের সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যা গ্রহণ
করেছে; আর সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট
বস্তুকে উপাসনা করেছে। চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা করা
উচিত। আমেন।
26লোকেরা ঐসব মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল বলে ঈশ্বর
তাদের ছেড়ে দিলেন ও তাদের লজ্জাজনক অভিলাষের
পথে চলতে দিলেন। নারীরা পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক
সংসর্গ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে যৌন সংসর্গে লিপ্ত
হয়েছে। 27ঠিক একইভাবে পুরুষেরাও স্ত্রীদের সঙ্গে
স্বাভাবিক সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে অপর পুরুষের জন্য
লালায়িত হয়ে লজ্জাকর কাজ করেছে; আর এই পাপ
কাজের শাস্তি তারা তাদের শরীরেই পেয়েছে।
28তারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান থাকা নিতান্ত
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি। তাই ঈশ্বর তাদের ছেড়ে
দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অসার চিন্তায় ডুবে থাকে
এবং যেসব কাজ তাদের করা উচিত নয় তা করে।
29সেই লোকদের জীবন সব রকমের পাপ, মন্দ,
স্বার্থপরতা ও হিংসায় ভরা। তাদের জীবন দ্বেষ, হত্যা,
বিবাদ, মিথ্যা ছল ও দুর্বুদ্ধিতে পূর্ণ। 30তারা ঈশ্বর
ঘৃণাকারী, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের
উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ। 31তারা নির্বোধ,
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, স্নেহরহিত ও নির্দয়। 32তারা
ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা জানে। তারা জানে যে বিধি-ব্যবস্থা
বলে, যারা এমন আচরণ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য;
কিন্তু তা জেনেও তারা সেই সব মন্দ কাজ করে চলে।
তাদের ধারণা, যারা ঐসব মন্দ কাজ করে তারা সবাই
ঠিকই করছে।

তোমরা ইহুদীরাও পাপী

2 যদি মনে কর যে তুমি ঐ লোকদের বিচার করতে
পার, তাহলে ভুল করছ, কারণ তুমিও দোষী। তুমি
অপরের বিচার কর; কিন্তু তুমিও সেই একইরকম মন্দ
কাজ কর। কাজেই তুমি যখন অন্যের বিচার কর তখন
নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত কর। 2যারা মন্দ কাজ করে
ঈশ্বর তাদের বিচার করেন; আর তাঁর বিচার ন্যায়সম্মত।
3তুমি তাদের বিচার করে থাক; কিন্তু তুমি নিজেও
তাদের মত সেই সব মন্দ কাজ কর। তাই এ কথা তুমি
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন।
তুমি তার বিচার এড়াতে পারবে না। 4ঈশ্বর তোমার
প্রতি দয়া করেছেন ও সহিষ্ণু হয়েছেন। ঈশ্বর অপেক্ষা
করছেন যেন তোমার পরিবর্তন হয়; কিন্তু তুমি তাঁর
দয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করছ। তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না
যে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়ার উদ্দেশ্য হল
যাতে তোমরা পাপ থেকে মন-ফিরাও।
5কিন্তু তুমি কঠিনমনা লোক ও অবাধ্য। তুমি
পরিবর্তিত হতে চাও না, তাই তুমিই তোমার দণ্ডকে
ঘোরতর করে তুলছ। ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশের দিনে
তুমি সেই দণ্ড পাবে, যে দিন লোকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার
দেখতে পাবে। 6ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার কার্য্য
অনুসারে ফল দেবেন। 7যারা অবিরাম তাদের সৎক্রিয়া
দ্বারা মহিমা, সম্মান এবং অমরত্বের অন্বেষণ করে,
ঈশ্বর তাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করবেন। 8কিন্তু
যারা স্বার্থপর, সত্যের অবজ্ঞাকারী এবং মন্দ পথেই
চলে, ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি ঢেলে
দেবেন। 9যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে
ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্লেশ ও পীড়া আসবে। প্রথমে
ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের উপরে। 10কিন্তু যারা
সৎকাজ করে তাদের তিনি মহিমা, সম্মান ও শান্তি
দেবেন, প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের। 11ঈশ্বর
সকল মানুষকে একইভাবে বিচার করেন।
12যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে আর যারা তা কখনই
শোনে নি, পাপ করলে তারা সকলে একই পর্যায়ে
পড়ে। বিধি-ব্যবস্থা না জেনে যত লোক পাপ করছে,
তারা সকলেই বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বিনষ্ট হবে। একইভাবে
যাদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তবু পাপ করে, তারা
বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই বিচারিত হবে। 13বিধি-ব্যবস্থার কথা
শোনার দ্বারা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া
যায় না বরং বিধি-ব্যবস্থা যা বলে তা সর্বদা পালন
করলেই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হওয়া যায়। 14(অইহুদীরা
কোন বিধি-ব্যবস্থা পায়নি, অথচ তারা যখন স্বভাবতঃ
বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করে, তখন তারা নিজেরাই
নিজেদের বিধি-ব্যবস্থা। যদিও তাদের অধিকারে কোন
বিধি-ব্যবস্থা নেই তবুও এটাই সত্য। 15তারা দেখায় যে,
বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, তা
তারা তাদের হৃদয় দিয়েই জানে। তাদের বিবেকও এ
ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। অনেক সময় তাদের চিন্তাধারাই
ব্যক্ত করে যে তারা অন্যায় কাজ করছে আর তাতে
তারা দোষী হয়। কোন কোন সময় তাদের চিন্তাধারা
ব্যক্ত করে যে তারা ঠিকই করছে, আর তাই তারা
দোষী হয় না।) 16এসব তখনই ঘটবে যখন ঈশ্বর, যীশু
খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের সকল গুপ্ত বিষয়ের বিচার
করবেন। যে সুসমাচার আমি লোকদের কাছে প্রচার
করি তা এই কথাই বলছে।

ইহুদীরা এবং বিধি-ব্যবস্থা

17তোমার অবস্থা কেমন? তুমি নিজেকে ইহুদী বলে
পরিচয় দাও এবং বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর কর ও
গর্ব কর যে তুমি ঈশ্বরের কাছাকাছি রয়েছ। 18তুমি জান
যে ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে কোন কাজ আশা করেন;
আর কোনটা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুমি জান, কারণ তুমি
বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা করেছ। 19যারা ঠিক পথ চেনে না
তুমি মনে কর এমন লোকদের তুমি একজন পথ প্রদর্শক।
তুমি মনে কর যারা অন্ধকারে আছে তুমি তাদের কাছে
জ্যোতিঃস্বরূপ। 20তুমি মনে কর যে, যাদের মৌলিক
শিক্ষার প্রয়োজন তুমি তাদের শিক্ষক হতে পার। তোমার
কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাই তুমি মনে কর যে তুমি
সবই জান ও সব সত্য তোমার কাছেই রয়েছে। 21তুমি
অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাক; কিন্তু তুমি কি নিজেকেও

শিক্ষা দাও? চুরি কোর না বলে তুমি অপরকে শিক্ষা
দাও; কিন্তু তুমি নিজে চুরি কর। 22তুমি বল লোকে
যেন যৌন পাপে লিপ্ত না হয়; কিন্তু নিজে সেই পাপে
পাপী। তুমি প্রতিমা ঘৃণা কর; কিন্তু মন্দির থেকে চুরি
কর। 23তুমি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব কর আবার
সেই একই বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে ঈশ্বরেরই অবমাননা
কর। 24শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে: “ইহুদীরা, তোমাদের
জন্যই অইহুদীরা ঈশ্বরের নিন্দা করে।”*

25সুন্নতের মূল্য আছে যদি তুমি বিধি-ব্যবস্থা মান;
কিন্তু যদি বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর তাহলে তা সুন্নত না
হওয়ার সমান। 26অইহুদীরা সুন্নত করায় না; কিন্তু সুন্নত
ছাড়াই যদি তারা বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ মেনে চলে তাহলে
কি তারা সুন্নতের মতই হবে না? 27ইহুদীরা, তোমাদের
লিখিত বিধি-ব্যবস্থা ও সুন্নত প্রথা আছে; কিন্তু তোমরা
বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর। তাই যাদের দৈহিকভাবে সুন্নত
হয়নি অথচ বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলে, তারা দেখিয়ে দেবে
যে তোমরা ইহুদীরা দোষী। 28বাহ্যিকভাবে ইহুদী হলেই
প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পূর্ণ অর্থে বাহ্যিক
সুন্নত প্রকৃত সুন্নত নয়। 29যে অন্তরে ইহুদী সেই প্রকৃত
ইহুদী। প্রকৃত সুন্নত সম্পন্ন হয় অন্তরে; বিধি-ব্যবস্থায়
লিখিত অক্ষরের মাধ্যমে তা হয় না কিন্তু অন্তরে আত্মা
দ্বারা সাধিত হয়। আত্মার দ্বারা যে ব্যক্তির হৃদয়ের
সুন্নত হয় সে মানুষের প্রশংসা নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা
পায়।

3 তাহলে ইহুদীদের এমন কি সুবিধা আছে যা অন্য
লোকদের নেই? সুন্নতেরই বা মূল্য কি? 2হ্যাঁ, সব
দিক দিয়েই ইহুদীদের অনেক সুবিধা আছে। তাদের
মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই; ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা
প্রথমে ইহুদীদেরই দিয়েছিলেন। 3একথা ঠিক যে কিছু
কিছু ইহুদী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না; কিন্তু তাতে
কি? তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে বলে কি ঈশ্বরও অবিশ্বস্ত
হবেন?

4না, নিশ্চয়ই নয়! সব মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও,
ঈশ্বর সবসময়ই সত্য। শাস্ত্রে যেমন বলে:

“তুমি তোমার বাক্যেই ন্যায়পরায়ণ প্রতিপন্ন হবে
আর বিচারের সময় তোমার জয় হবেই।”

গীতসংহিতা 51:4

5আমরা যখন অন্যায় করি তখন আরো স্পষ্টভাবে
জানা যায় যে ঈশ্বর ন্যায়বান। তবে আমরা কি বলব যে
ঈশ্বর যখন আমাদের শাস্তি দেন তখন অন্যায় করেন?
কারো কারো মনে যেমন চিন্তা থাকে আমি সেই রকম
বলছি। 6ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ না হতেন, তবে জগতের
বিচার করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হোত না।

7কেউ আবার বলতে পারেন, “যদি আমার মিথ্যার
মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় তবে পাপী হিসেবে
আমার বিচার কেন হয়?” 8তাহলে একথা দাঁড়ায় যে,
“এস আমরা মন্দ কিছু করি যাতে তার থেকে ভাল
কিছু পাওয়া যায়।” অনেকে আমাদের সমালোচনা করে
বলে যে আমরা নাকি এমনি শিক্ষা দিই। যারা এমন
কথা বলে তারা ভুল করছে এবং তারা বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হবেই।

সমস্ত লোকই দোষী

9তাহলে কি আমরা ইহুদীরা অন্যদের থেকে ভাল?
না, কখনই না, কারণ আমরা এর আগেই বলেছি যে
ইহুদী বা অইহুদী সকলেই সমান। তারা সকলেই পাপের
শক্তির অধীন। 10শাস্ত্রে যেমন বলে :

“এমন কেউ নেই যে ধার্মিক; এমনকি একজনও
নেই।

11এমন কেউ নেই যে বোঝে। এমন কেউ নেই যে
ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করে।

12সকলেই ঈশ্বর হতে দূরে সরে গেছে, সকলেই
অপদার্থ, কেউই ভাল কাজ করে না, একজনও না!”

গীতসংহিতা 14:1-3

13“তাদের মুখ এক উন্মুক্ত কবর; জিভ দিয়ে তারা
ছলনার কথা বলে।” *গীতসংহিতা 5:9*

“তাদের বাক্যে সাপের বিষ ঢালা।”

গীতসংহিতা 140:3

14“সবসময়ই তাদের মুখে শুধু অভিশাপ ও কটু
কথা।” *গীতসংহিতা 10:7*

15“রক্ত ঝরানোর কাজে তারা ব্যগ্র;

16তাদের চরণ যে পথেই যায়, সে পথেই রেখে যায়
বিনাশ ও বিষাদ।

17শান্তির পথ তারা কখনও চেনেনি।”

যিশাইয় 59:7-8

18“ঈশ্বরের জন্যে তাদের শ্রদ্ধা নেই।”

গীতসংহিতা 36:1

19তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিধি-ব্যবস্থা যা
কিছু বলে তা বিধি-ব্যবস্থার অধীন লোকদেরই বলে;
তাই মানুষের আর অজুহাত দেখাবার কিছু নেই, তাদের
মুখ বন্ধ। সমস্ত জগত, ইহুদী কি অইহুদী, ঈশ্বরের
সামনে দোষী। 20কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালন করলেই যে
ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় তা নয়,
বিধি-ব্যবস্থা কেবল পাপকে চিহ্নিত করে।

ঈশ্বর কি করে মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন

21কিন্তু এখন বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বর লোকেদের
তাঁর সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার যে কাজ করেছেন
তা প্রকাশিত হয়েছে। বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা এই
নতুন পথের কথাই বলে গেছেন। 22যীশু খ্রীষ্টের ওপর
বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়। যারাই খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সবার
জন্যই এই কাজ ঈশ্বর করেন, কারণ তাদের মধ্যে

“ইহুদীরা ... করে” যিশ 52:5

কোন প্রভেদ নেই। 23সকলেই পাপ করেছে, এবং ঈশ্বরের
মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 24কিন্তু তারা ঈশ্বরের
অনুগ্রহে বিনামূল্যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে
মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে।
25ঈশ্বর যীশুকে উৎসর্গীকৃত বলিরূপে আমাদের কাছে
দিলেন যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাসের মাধ্যমেই
তাদের পাপ সকল ক্ষমা হয়। ঈশ্বর এই কাজের মাধ্যমে
দেখান যে তিনি সর্বদাই যা ন্যায্য তাই করেন। অতীতেও
তিনি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন এবং লোকদের পাপ
অনুযায়ী শাস্তি দেন নি; 26তাঁর পুত্র যীশুকে দান করে
আজও তিনি দেখান যে তিনি ন্যায়বান। ঈশ্বর এই
কাজ করেছেন যাতে তিনি বিচারে ন্যায়পরায়ণ থাকেন
ও যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস করে সেও ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়। 27সেজন্য গর্ব করার মত আমাদের কিছুই রইল
না, কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয়, বিশ্বাসের
ব্যবস্থা দ্বারা গর্ব করার পথ রুদ্ধ হল। 28সুতরাং আমরা
বিশ্বাস করি মানুষ বিধি-ব্যবস্থা পালনের জন্য যা করে
তার দ্বারা নয়; কিন্তু বিশ্বাসেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে
ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। 29ঈশ্বর কেবল ইহুদীদের ঈশ্বর
নন, তিনি অইহুদীদেরও ঈশ্বর। 30ঈশ্বর এক এবং একই
উপায়ে সকলকে উদ্ধার করেন। তিনি ইহুদীদের বিশ্বাসের
মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন। আবার তিনি
অইহুদীদেরকে তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করেন। 31তবে বিশ্বাসের পথে চলে কি আমরা বিধি-
ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিচ্ছি? কখনই না। বরং বিশ্বাসের
পথে চলে আমরা বিধি-ব্যবস্থার যথার্থ উদ্দেশ্য তুলে
ধরি।

অব্রাহামের দৃষ্টান্ত

4 তাহলে আমাদের পার্থিব পিতৃপুরুষ অব্রাহাম সম্বন্ধে
আমরা কি বলব? বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি কি
শিখেছিলেন? 2যদি নিজের কাজের জন্য তিনি ধার্মিক
প্রতিপন্ন হতেন, তবে গর্ব করার মতো তার কিছু থাকত;
কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি গর্ব করতে পারেন নি।
3শাস্ত্র এ ব্যাপারে বলে, “অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন;
আর সেই বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন
হলেন।”*
4যে লোক কাজ করে তার মজুরি তো নিছক দান
বলে নয় কিন্তু তার ন্যায্য পাওনা বলে গণ্য হয়। 5কিন্তু
যে মানুষ কাজ করার বদলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস
করে সেক্ষেত্রে তার বিশ্বাসই তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করে। 6দায়ূদও সেই একইভাবে বলেছেন—ধন্য সেই ব্যক্তি
যাকে ঈশ্বর তার কাজের দ্বারা নয় বরং তার বিশ্বাসের
দরুন ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।
7“ধন্য তারা, যাদের অন্যায় ক্ষমা করা হয়েছে, যাদের
পাপ ঢেকে রাখা হয়েছে।
8ধন্য সেই ব্যক্তি, প্রভু যার পাপ গণ্য করেন না।”
গীতসংহিতা 32:1-2

9এখন এই সৌভাগ্য কি শুধু যারা সুন্নত হয়েছে
তাদের জন্য? অসুন্নতদের জন্যে কি নয়? কারণ আমরা
বলি, “বিশ্বাস দ্বারাই অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়েছিলেন।” 10কিন্তু অব্রাহামের কোন অবস্থায়, তাঁর
সুন্নত হবার আগে, না পরে? আসলে অসুন্নত অবস্থায়ই
তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হন। 11অসুন্নত অবস্থায় তিনি
বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হন এবং তার চিহ্ন
হিসাবে তিনি সুন্নত হয়েছিলেন। তাই অসুন্নত হলেও
যারা বিশ্বাস করে, অব্রাহাম তাদেরও পিতা; তারাও
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। 12যারা সুন্নত
হয়েছে অব্রাহাম তাদেরও পিতা। তাদের সুন্নত হওয়ার
সুবাদে যে তারা অব্রাহামের সন্তান হয়েছে তা নয়;
কিন্তু সুন্নত হবার পূর্বে অব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, ঐ
লোকেরা যদি অব্রাহামের সেই বিশ্বাসের পথ অনুসরণ
করে থাকে তবেই তারা অব্রাহামের সন্তান।

বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

13জগতের উত্তরাধিকারী হবার যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর
অব্রাহাম ও তার বংশধরদের কাছে করেছিলেন, তা
বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আসে নি কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা যে
ধার্মিকতা লাভ হয় তার মধ্য দিয়েই সেই প্রতিজ্ঞা
দেওয়া হয়েছিল। 14কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থায় নির্ভর করে
কেউ জগতের উত্তরাধিকারী হয় তবে বিশ্বাসের কোন
অর্থ হয় না এবং সেক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও মূল্যহীন। 15কারণ
বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলা না হলে তা শুধুই ঈশ্বরের ক্রোধ
নিয়ে আসে। বিধি-ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে তার
লঙ্ঘনও নেই। 16তাই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা
বিশ্বাসের ফলেই লাভ হয়, যেন তা অনুগ্রহের দান
হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে অব্রাহামের সব
বংশধরদের জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ভাবে রয়েছে। যাদের
বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে কেবল তাদের জন্যেই সেই
প্রতিজ্ঞা রয়েছে, তা নয়, কিন্তু তাদের জন্যেও সেই
প্রতিজ্ঞা রয়েছে, যাদের অব্রাহামের মতো বিশ্বাস রয়েছে।
এই প্রতিশ্রুতি তাদেরই জন্য যারা অব্রাহামের মত
বিশ্বাসে চলে। অব্রাহাম আমাদের সকলেরই পিতা।
17শাস্ত্রে লেখা আছে, “আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা
করলাম।”* ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অব্রাহাম আমাদের পিতা।
তিনি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, যিনি মৃতকে জীবন
দেন ও যার অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্বে আনেন।
18অব্রাহামের সন্তান হবার কোন আশা ছিল না; কিন্তু
অব্রাহাম ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসে স্থির ছিলেন। আশা
না থাকলেও আশা করে যাচ্ছিলেন; আর এই জন্যই
তিনি বহুজাতির পিতা হতে পেরেছিলেন। ঠিক ঈশ্বর
যেমন বলেছিলেন, “তোমার বংশধরেরা আকাশের তারার
মত অসংখ্য হবে।”* 19অব্রাহামের বয়স তখন একশ
বছর, কাজেই সন্তান লাভের জন্য তাঁর দৈহিক ক্ষমতা
শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সারার সন্তান ধারণ করার

“অব্রাহাম ... হলেন” আদি 15:6

“আমি ... করলাম” আদি 17:5

“তোমার ... হবে” আদি 15:5

ক্ষমতা ছিল না। অব্রাহাম এসব কথা চিন্তা করেছিলেন;
কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন নি।
20ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার পূর্ণতার বিষয়ে
অব্রাহামের কোন সন্দেহ ছিল না। অব্রাহাম অবিশ্বাস
করলেন না বরং তিনি বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠলেন
এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। **21**ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন তা যে তিনি সফল করতে পারবেন, সেই
সম্বন্ধে অব্রাহাম সুনিশ্চিত ছিলেন। **22**আর তাই, “এই
বিশ্বাস তাকে ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করেছিল।”* **23**শাস্ত্রে এই কথা শুধু যে তাঁর জন্যই
লেখা হয়েছিল তা নয়, **24**ঐ কথাগুলি আমাদের জন্যও
লেখা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসকেও ঈশ্বর আমাদের
পক্ষে ধার্মিকতা হিসাবে প্রতিপন্ন করবেন। কারণ যিনি
প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন,
সেই ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি।

25আমাদের পাপের জন্য সেই যীশুকে মৃত্যুর হাতে
সমর্পণ করা হল এবং আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক
প্রতিপন্ন করার জন্য যীশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে উঠলেন।

ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকতা

5 বিশ্বাসের জন্য আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক
প্রতিপন্ন হয়েছি বলে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি হয়েছে। **2**খ্রীষ্টের জন্যই
আমরা আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রবেশ
করেছি এবং দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আনন্দ করি যে
এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা একদিন ঈশ্বরের মহিমার
অংশীদার হব। **3**এমন কি সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমরা
আনন্দ করি, কারণ আমরা জানি যে এইসব দুঃখ কষ্ট
আমাদের ধৈর্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। **4**ধৈর্য্য
আমাদের স্বভাবকে খাঁটি করে তোলে এবং এই খাঁটি
স্বভাবের ফলে জীবনে আশার উৎপত্তি হয়। **5**এই প্রত্যাশা
কখনোই আমাদের নিরাশ করে না, কারণ পবিত্র আত্মার
মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া
হয়েছে। সেই পবিত্র আত্মাকে আমরা ঈশ্বরের দানরূপে
পেয়েছি।

6আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের
জন্য প্রাণ দিলেন। উপযুক্ত সময়ে খ্রীষ্ট আমাদের মত
দুষ্ট লোকদের জন্য প্রাণ দিলেন। **7**কোন সৎ লোকের
জন্য কেউ নিজের প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি
অন্যের উপকার করেছেন এমন লোকের জন্য হয়তো
বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে; **8**কিন্তু
আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য
প্রাণ দিলেন; আর এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি
আমাদের ভালবাসেন। **9**ঈশ্বর খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে
আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন; তবে এই সত্যটি
আরও কত সুনিশ্চিত যে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের
ক্রোধ থেকে রক্ষা পাব। **10**আমরা যখন তাঁর শত্রু
ছিলাম তখন যদি ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর
সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে নিলেন, তাহলে মিলনের
পরে এটা আরও কত নিশ্চিত যে আমরা এখন তাঁর
পুত্রের জীবনের মাধ্যমে উদ্ধার পাব।

11শুধু যে উদ্ধার পাব তা নয়, এখন আমরা ঈশ্বরে
আনন্দ করি। আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
সেই আনন্দ পেয়েছি, যাঁর মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরের
মিত্রে পরিণত হয়েছি।

খ্রীষ্ট ও আদম

12একজনের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ
এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু। সকল
মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের
কাছে মৃত্যু এল। **13**মোশির বিধি-ব্যবস্থা আসার আগে
জগতে পাপ ছিল, অবশ্য তখন বিধি-ব্যবস্থা ছিল না
বলে ঈশ্বর লোকদের পাপ গণ্য করতেন না; **14**কিন্তু
আদমের সময় থেকে মোশির সময় পর্যন্ত মৃত্যু সমানে
রাজত্ব করছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার দরুন
আদম পাপ করেছিলেন; কিন্তু যারা আদমকে দেওয়া
ঐসব আদেশ লঙ্ঘন করে পাপ করেনি, মৃত্যু তাদের
উপরেও রাজত্ব করছিল।

আসলে যিনি আসছিলেন, আদম ছিলেন তাঁর
প্রতিরূপ। **15**কিন্তু আদমের অপরাধ যেরকম, ঈশ্বরের
অনুগ্রহ দান সেই রকমের নয়, কারণ ঐ একটি
লোকের পাপের দরুন অনেকের মৃত্যু হল,
সেইরকমভাবেই একজন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
বহুলোক ঈশ্বরের অনুগ্রহদানে জীবন লাভ করল।
16আর ঈশ্বরের অনুগ্রহদানের মধ্য দিয়ে যা এল তা
আদমের একটি পাপের ফল থেকে ভিন্ন, কারণ একটি
পাপের জন্য নেমে এসেছিল বিচার ও পরে দণ্ডাজ্ঞা;
কিন্তু বহুলোকের পাপের পর এল ঈশ্বরের বিনামূল্যের
দান। **17**একজন পাপ করল, আর সেই এক ব্যক্তির
অপরাধের জন্য সকলের ওপর মৃত্যু রাজত্ব করল;
কিন্তু এখন যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে
ও ধার্মিক গণ্য হবার অধিকার দান হিসেবে পায়,
তারা নিশ্চয়ই সেই এক ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে রাজত্ব করবে।

18তাই আদমের একটি পাপ যেমন সকলের উপরে
মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এল; সেই একইভাবে খ্রীষ্টের একটি
ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দ্বারা সকলেই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে আর তার ফলে তারা
প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়েছে। **19**সুতরাং যেমন
একজনের অবাধ্যতার ফলে সব লোক পাপী বলে গণ্য
হল, সেইরকমভাবে সেই একজনের বাধ্যতার ফলে
অনেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে। **20**বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া
হয়েছিল যাতে পাপ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু যেখানে পাপের
বাহুল্য হল সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরো উপচে পড়ল।
21এক সময় যেমন পাপ মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের
উপর রাজত্ব করেছিল, সেইরকম ঈশ্বর লোকদের ওপর
তাঁর মহা অনুগ্রহ দান করলেন যাতে সেই অনুগ্রহ
তাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে

“এই ... করেছিল” আদি 15:6

তোলে; আর এরই ফলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে।

পাপে মৃত কিন্তু খ্রীষ্টে জীবিত

6 তাই তোমরা কি মনে কর যে আমরা পাপ করতেই
থাকব যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়? 2মোটেই
না। আমাদের পুরানো পাপ জীবনের যখন মৃত্যু হয়েছে
তখন আমরা কিভাবে আবার পাপেই জীবনযাপন
করতে পারি? 3তোমরা কি ভুলে গেলে যে আমরা
বাপ্তাইজ হওয়ার সময় খ্রীষ্ট যীশুর দেহের অংশতে
পরিণত হয়েছিলাম? বাপ্তাইজ হওয়াতে আমরা তাঁর
মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। 4বাপ্তাইজ হওয়াতে
আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুতে সমাহিত হয়েছিলাম,
যাতে খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের মহাশক্তিতে মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরাও তাঁর
সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে এক নতুন জীবনের পথে চলতে
পারি।

5খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন আর আমরা তাঁর মৃত্যুর
মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে যখন যুক্ত হলাম, সুতরাং খ্রীষ্ট
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন বলে, আমরাও
তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হব। 6আমরা জানি যে
আমাদের পুরানো জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে
মারা গেছে, যাতে আমাদের পুরানো পাপের জীবন
ধ্বংস হয়। তাহলে আমরা আর পাপের দাস হয়ে
থাকব না, 7কারণ যার মৃত্যু হয়েছে সে পাপের শক্তি
থেকেও মুক্তি পেয়েছে। 8যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মরে
থাকি, আমরা জানি যে আমরা তাঁর সঙ্গেই জীবিত
হব।

9আমরা জানি যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে উঠেছেন, তিনি আর মরতে পারেন না। এখন
তাঁর উপর মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই। 10খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ
করেছিলেন পাপের শক্তিকে চিরতরে পরাভূত করার
জন্যে। এখন তাঁর যে জীবন, সেই জীবন তিনি ঈশ্বরের
জন্য যাপন করেন। 11ঠিক সেইভাবে তোমরাও নিজেদের
পাপ সম্বন্ধীয় বিষয়ে মৃত মনে কর এবং নিজেদের
দেখ যে, তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে সংযুক্ত থেকে ঈশ্বরের
উদ্দেশ্যে জীবিত আছ।

12তাই তোমাদের ইহজীবনে পাপকে কর্তৃত্ব করতে
দিও না। যদি দাও তবে তোমাদের দেহের মন্দ
অভিলাষের অধীনেই তোমরা চলতে থাকবে। 13তাই
তোমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধর্মের হাতিয়ার করে
পাপের কাছে তুলে দিও না। মন্দ কাজে তোমাদের
দেহকে ব্যবহার কোর না। নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে
তুলে দাও। সেই লোকদের মতো হও যারা পাপের
সম্বন্ধে মরেছিলেন এবং মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত
হয়ে এখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত আছেন। নিজেদের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার হাতিয়ার করে ঈশ্বরের সেবায়
নিবেদন কর। 14পাপ আর তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে
না, কারণ তোমাদের জীবন আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন
নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন।

ধার্মিকতার দাস

15তাহলে আমরা কি করব? আমরা বিধি-ব্যবস্থার
অধীন নই; ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, তাই আমরা কি
পাপ করতেই থাকব? না। 16তোমরা নিশ্চয় জান যে
তোমরা যখন কারো অনুগত হবে বলে তারই হাতে
নিজেদের দাসরূপে তুলে দাও, তখন যার অনুগত হলে,
তোমরা তারই দাস। তোমরা পাপের দাস হতে পার বা
ঈশ্বরের অনুগত হতে পার। পাপ আত্মিক মৃত্যু আনে;
কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত থাকলে তোমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন
হবে। 17অতীতে তোমরা পাপের দাস ছিলে, পাপ
তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করত; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাই, কারণ তোমাদের কাছে যে শিক্ষা সমর্পিত
হয়েছিল তা পূর্ণরূপে পালন করছ। 18তোমরা পাপের
দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে এখন ধার্মিকতারই দাস হয়েছ।
19তোমাদের বুঝতে কষ্ট হয় বলে এই বিষয়টি দৈনন্দিন
জীবনের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে চাইছি। তোমরা
তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপের দাসত্বে ও
মন্দের মধ্যে সঁপে দিয়েছিলে, ফলে তোমরা কেবল
মন্দ উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করতে। সেইভাবে এখন
তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার
দাসরূপে সঁপে দাও; তাহলে তোমরা ঈশ্বরে সমর্পিত
পবিত্র জীবন যাপন করবে।

20অতীতে তোমরা যখন পাপের দাস ছিলে, তখন
ধার্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন ছিলে। 21সেই মন্দ কাজ থেকে
কি ফসল তুলেছ? তার জন্য এখন তোমরা লজ্জা
বোধ করছ, কারণ এই সব কাজের ফল মৃত্যু। 22কিন্তু
এখন তোমরা সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দাস
হয়েছ; তাই এখন যে ফসল তোমরা পাচ্ছ তা পবিত্রতার
জন্য এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন। 23কারণ পাপ
যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি হল মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বর
অনুগ্রহ করে যা দান করেন সেই দান হল আমাদের
প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

বিবাহের দৃষ্টান্ত

7 ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন মোশির বিধি-ব্যবস্থা
জান, তখন তোমরা নিশ্চয়ই জান যে মানুষ যতদিন
বেঁচে থাকে ততদিনই সে বিধি-ব্যবস্থার অধীনে থাকে।
2তোমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত দিই : একজন স্ত্রীলোক
নিয়ম মত, যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন
তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। স্বামী মারা গেলে সে বিয়ের
বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পায়। 3কিন্তু সেই স্ত্রীলোক,
তার স্বামী বেঁচে থাকতে যদি অপর পুরুষকে বিবাহ
করে, সে ব্যভিচার করে। তার স্বামী যদি মারা যায়,
তাহলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়;
আর তখন সে যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তাহলে
সে ব্যভিচারের দোষে দোষী হয় না।

4অতএব আমার ভাই ও বোনেরা, খ্রীষ্টের দেহের
মাধ্যমে সেইভাবেই তোমাদের পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে
ও তোমরা বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ। মৃত্যু
থেকে যিনি বেঁচে উঠেছেন এখন তোমরা তাঁরই হয়েছ।

আমরা খ্রীষ্টের হয়েছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফল উৎপন্ন
করতে পারি। 5অতীতে আমরা মানবিক পাপ প্রকৃতি
অনুসারে জীবনযাপন করছিলাম। বিধি-ব্যবস্থা পাপের
যেসব প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে সেগুলি আমাদের দেহে
প্রবল ছিল; যার ফলে আমরা যা করতাম তা আমাদের
কাছে আত্মিক মৃত্যু নিয়ে আসত। 6অতীতে বিধি-ব্যবস্থা
আমাদের বন্দী করে রেখেছিল; কিন্তু এখন আমাদের
পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা বিধি-ব্যবস্থার
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আমরা নূতন ধারায়
ঈশ্বরের সেবা করি, পুরানো লিখিত বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ
অনুসারে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার নির্দেশে।

পাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম

7তোমরা হয়তো ভাবছ যে আমি বলছি যে বিধি-
ব্যবস্থা এবং পাপ একই বস্তু, না! নিশ্চয়ই নয়। একমাত্র
বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাই পাপ কি তা আমি বুঝতে পারলাম।
আমি কখনই বুঝতে পারতাম না যে লোভ করা অন্যায়;
যদি বিধি-ব্যবস্থায় লেখা না থাকত, “অপরের জিনিসে
লোভ করা পাপ।”* 8কারণ পাপ ওই নিষেধাজ্ঞার সুযোগ
নিয়ে আমার অন্তরে তখন লোভের আকর্ষণ জাগিয়ে
তুলতে শুরু করল। তাই ওই আদেশের সুযোগ নিয়ে
আমার জীবনে পাপ প্রবেশ করল। ব্যবস্থা না থাকলে
পাপের কোন শক্তি থাকে না। 9এক সময় আমি বিধি-
ব্যবস্থা ছাড়াই বেঁচে ছিলাম; যখন বিধি-ব্যবস্থা এল
তখন আমার মধ্যে পাপ বাস করতে শুরু করল। 10তখন
আমি আত্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করলাম। যে আদেশের
ফলে জীবন পাবার কথা সেই আদেশ আমাকে মৃত্যুর
মধ্যে ঠেলে দিল। 11ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা দিয়েই পাপ
আমাকে ঠকাবার সুযোগ পেল এবং তাই দিয়েই আমাকে
আত্মিকভাবে মেরে ফেলল।

12তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিধি-ব্যবস্থা পবিত্র আর
তাঁর আজ্ঞাও, পবিত্র ন্যায্য ও উত্তম। 13তাহলে যা
উত্তম, তাই কি আমার কাছে মৃত্যু নিয়ে এল? নিশ্চয়ই
নয়। উত্তম বিষয়ের মধ্য দিয়ে পাপ আমার কাছে মৃত্যু
নিয়ে এল। যাতে পাপকে পাপ বলে চেনা যায়। আজ্ঞাকে
ব্যবহার করে পাপকে অতীব পাপপূর্ণ বলে চেনা গেল।

মানুষের অন্তরের দ্বন্দ

14আমরা জানি যে বিধি-ব্যবস্থা আত্মিক; কিন্তু আমি
আত্মিক নই। ক্রীতদাসের মতো পাপ আমার উপর
কর্তৃত্ব করে। 15কি করছি তাই আমি জানি না কারণ
আমি যা করতে চাই তা করি না বরং যে মন্দ জিনিস
আমি ঘৃণা করি তাই করি। 16আর আমি যে সব মন্দ
কাজ করতে চাই না যদি তাই করি তাহলে বুঝতে হবে
বিধি-ব্যবস্থা যে উত্তম তা আমি মেনে নিয়েছি। 17আমি
যেসব মন্দ কাজ করছি তা আমি নিজে যে করছি তা
নয়, করছে সেই পাপ যা আমার মধ্যে বাসা বেঁধে
আছে। 18হ্যাঁ, আমি জানি যা ভাল তা আমার মধ্যে
বাস করে না, অর্থাৎ আমার অনাত্মিক মানবিক প্রকৃতির
মধ্যে তা নেই। কারণ যা ভাল তা করবার ইচ্ছা আমার
মধ্যে আছে কিন্তু তা আমি করতে পারি না। 19কারণ
যা ভাল আমি করতে চাই তা করি না; কিন্তু যে অন্যায়
আমি করতে চাই না কাজে তাই তো করি। 20যা আমি
করতে চাই না যদি আমি তাই করি তাহলে যে পাপ
আমার মধ্যে আছে তা এই মন্দ কাজ করায়। 21কাজেই
আমার মধ্যে এই নিয়মটি আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন
আমি সৎকার্য করতে ইচ্ছা করি তখনও মন্দ আমার
মধ্যে থাকে। 22আমার অন্তর ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা
ভালবাসে। 23কিন্তু আমি দেখছি যে আমার দেহের
মধ্যে আর একটা বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে, যা সেই
বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলে, যা আমার মন
গ্রহণ করেছে। আমার দেহে যে বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে
তা হল পাপের বিধি-ব্যবস্থা এবং এর হাতে আমি
বন্দী। 24কি হতভাগ্য মানুষ আমি! কে আমাকে এই
মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার করবে? 25ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার
করবেন! আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের
দ্বারা ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন।

এই জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে
দেখছি যে আমি মনে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার দাস; কিন্তু
আমার পাপ প্রকৃতির দিক থেকে আমি পাপ
ব্যবস্থারই দাস।

আত্মাতে জীবন

8 তাই যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তারা বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হবে না। 2কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আত্মার যে
বিধি-ব্যবস্থা জীবন আনে, তা আমাকে মুক্ত করেছে
সেই পাপের ব্যবস্থা থেকে যা মৃত্যু আনে। 3মোশির
বিধি-ব্যবস্থা যা পারেনি তা ঈশ্বর সাধন করলেন; কারণ
আমাদের স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্য মোশির বিধি-
ব্যবস্থা শক্তিহীন ছিল। তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে
আমাদের মত মনুষ্যদেহে পাঠালেন, যেন তিনি মানুষের
পাপের জন্য বলি হন। ঈশ্বর এইভাবে সেই মানবীয়
দেহে পাপকে দণ্ডিত করলেন। 4যেন দেহের বশে নয়
কিন্তু আত্মার বশে চলার দরুন আমাদের মধ্যে বিধি-
ব্যবস্থার দাবী দাওয়াগুলি পূর্ণ হয়।

5যারা পাপ প্রবৃত্তির বশে চলে তাদের মন পাপ
চিন্তাই করে; কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার বশে চলে,
তারা পবিত্র আত্মা যা চান সেই অনুসারে চিন্তা করে।
6আমাদের চিন্তা যদি দেহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তার
ফল হয় মৃত্যু; কিন্তু যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত
হয় তবে তার ফল হয় জীবন ও শান্তি। 7তাই যে মন
মানুষের পাপ স্বভাব দ্বারা পরিচালিত সে ঈশ্বর বিরোধী
কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে রাখে
না। বাস্তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা পালনে
অসমর্থ। 8যারা তাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত
হয় তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

9কিন্তু তোমরা তোমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত
নও বরং আত্মা দ্বারা চালিত; অবশ্য যদি ঈশ্বরের আত্মা
তোমাদের অন্তরে বিরাজ করেন তাহলে তুমি আত্মার

“অপরের ... পাপ” যাত্রা 20:17; দ্বি বি 5:21

দ্বারা চালিত হবে; কিন্তু যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই সে খ্রীষ্টের নয়। **10**পাপের ফলে তোমাদের দেহ মৃত্যুর অধীন; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের জীবন দান করেন, কারণ খ্রীষ্ট তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন। **11**ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন; আর ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন তবে তিনি তোমাদের মরণশীল দেহকে জীবনময় করবেন। ঈশ্বরই যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর যে আত্মা তোমাদের মধ্যে আছে, তিনি সেই আত্মার দ্বারা তোমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করবেন।

12তাই ভাই ও বোনেরা, আমরা ঋণী কিন্তু সেই ঋণ আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির কাছে নয়, আমরা অবশ্যই আর দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা জীবন পরিচালিত করব না। **13**কারণ যদি তোমরা দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চল তবে মরবে; কিন্তু পবিত্র আত্মার সাহায্যে যদি দেহের মন্দ কাজগুলি থেকে বিরত থাক তবে জীবন পাবে।

14ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানেরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। **15**তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তা তো দাসত্বের আত্মা নয় যে পুনরায় ভয়ে থাকবে, বরং তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তার দ্বারা পুত্রত্ব পেয়েছ; আর সেই আত্মাতে আমরা ডাকি, "আব্বা", "পিতা।" **16**পবিত্র আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান; **17**আর যদি সন্তান হই, তবে আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টের সাথে উত্তরাধিকারী। যদি অবশ্য খ্রীষ্ট যেমন দুঃখভোগ করেছিলেন, তেমনি আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, আর তা করলে আমরা খ্রীষ্টেরই সঙ্গে মহিমান্বিত হব।

ভবিষ্যতে আমরা মহিমান্বিত হব

18এখন আমরা দুঃখ ভোগ করছি; কিন্তু আমাদের জন্য যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার সঙ্গে বর্তমান কালের এই দুঃখভোগ তুলনার যোগ্যই নয়। **19**বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রয়েছে ঈশ্বর কবে তাঁর পুত্রদের প্রকাশ করবেন। সমগ্র বিশ্ব এর জন্য আকুল প্রতীক্ষায় রয়েছে। **20**বিশ্ব সৃষ্টিকে তো ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে যদিও তা তার নিজের ইচ্ছায় নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যিনি সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখেছেন। **21**তবুও বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে সেও একদিন এই অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে আর ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে।

22আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি ব্যথায় আর্তনাদ করছে যেমন করে নারী সন্তান প্রসবের ব্যথা ভোগ করে। **23**কেবল গোটা বিশ্ব নয়, আমরাও যারা পবিত্র আত্মাকে উদ্ধারের জন্য প্রথম ফলরূপে পেয়েছি, আমাদের দেহের মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। **24**আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাই আমাদের অন্তরে এই প্রত্যাশা রয়েছে। প্রত্যাশার বিষয় প্রত্যক্ষ হলে তা প্রত্যাশা নয়। যা পাওয়া হয়ে গেছে তার জন্য কে প্রত্যাশা করে? **25**আমরা যা এখনও পাইনি তারই জন্য প্রত্যাশা করছি, ধৈর্য্যের সঙ্গেই তার জন্য প্রতীক্ষা করছি।

26একইভাবে আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কারণ আমরা কিসের জন্য প্রার্থনা করব জানি না, তাই স্বয়ং পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে অব্যক্ত আর্তস্বরে আবেদন জানিয়ে থাকেন। **27**মানুষের অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা দেখতে পান; আর ঈশ্বর পবিত্র আত্মার বাসনা কি তা জানেন, কারণ পবিত্র আত্মা ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সেই আবেদন করেন।

28আমরা জানি যে সব কিছুতে তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর সংকল্প অনুসারে আহুত। **29**জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত করবেন বলে মনস্থ করলেন। এইভাবে যীশু হবেন অনেক ভাইদের মধ্যে প্রথমজাত। **30**আগে থেকে তিনি যাদের বেছে রেখেছিলেন তাদের আহ্বান করলেন; যাদের তিনি আহ্বান করলেন তাদের ধার্মিক গণ্য করলেন এবং যাদের তিনি ধার্মিক গণ্য করলেন তাদের মহিমান্বিত করলেন।

খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেই ঈশ্বরের ভালবাসা

31এই সব দেখে আমরা কি বলব? ঈশ্বর যখন আমাদেরই পক্ষে তখন আমাদের বিপক্ষে কে যাবে? **32**যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেই নিষ্কৃতি দেন নি, এমন কি আমাদের সকলের জন্যে তাঁকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদানের সঙ্গে সবকিছুই কি আমাদের দান করবেন না? **33**ঈশ্বর নিজের বলে যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কে আনবে? ঈশ্বরই তাদের ধার্মিক করেছেন। **34**খ্রীষ্ট যীশু যিনি মারা গেলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসে আছেন আর আমাদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছেন। **35**খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কোন কিছুই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে? দুঃখ, দুর্দশা, ক্লেশ, সঙ্কট, তাড়না, দুর্ভিক্ষ, নগ্নতা বা প্রাণসংশয়, কি তরবারির মৃত্যু? **36**যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে :

"তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুবরণ করছি।
লোকচক্ষে আমরা বলির মেষের মতো।"

গীতসংহিতা 44:22

37কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন তাঁর দ্বারা আমরা ওই সবকিছুতে পূর্ণ বিজয়লাভ করি। **38-39**কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে কোন কিছুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিহিত ঐশ্বরিক ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, মৃত্যু বা জীবন, কোন স্বর্গদূত বা প্রভুত্বকারী আত্মা, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উর্দ্ধের বা নিম্নের কোন প্রভাব কিংবা সৃষ্ট কোন কিছুই আমাদের সেই ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

ঈশ্বর ও ইহুদী সমাজ

9 আমি খ্রীষ্টেতে আছি এবং সত্যি বলছি। পবিত্র আত্মা
দ্বারা পরিচালিত আমার বিবেকও বলছে যে আমি
মিথ্যা বলছি না। 2আমি ইহুদী সমাজের জন্য অন্তরে
সবসময় গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করছি। 3তারা
আমার ভাই ও বোন, আমার স্বজাতি। তাদের যদি
সাহায্য করতে পারতাম! এমন কি আমার এমন ইচ্ছাও
জাগে যে তাদের বদলে আমি যেন অভিশপ্ত এবং খ্রীষ্ট
থেকে বিচ্ছিন্ন হই। 4তারা ইস্রায়েল বংশেরই মানুষ।
ঈশ্বর তাদের পুত্র হবার অধিকার দিয়েছেন, নিজের
মহিমা দেখিয়েছেন, ধর্ম নিয়ম দিয়েছেন। ঈশ্বর তাদেরই
মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধতি
এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 5ঐ লোকেরাই
আমাদের মহান পিতৃপুরুষদের বংশধর এবং খ্রীষ্ট এই
জাতির মধ্য দিয়েই পার্থিব জগতে এসেছিলেন। ঈশ্বর
যিনি সবার ওপর কর্তৃত্ব করেন যুগে যুগে তাঁর প্রশংসা
হোক! আমেন!

6আমি একথা বলছি না যে ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতি
তাদের জন্য ছিল তা তিনি পূর্ণ করেন নি; কিন্তু
ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষই সত্যিকার ইস্রায়েলের লোক
নয়। 7এমনও নয় যে অব্রাহামের বংশের বলেই তারা
সত্যিকারের সন্তান; কিন্তু ঈশ্বর বলেছিলেন, "কেবল
ইস্হাকই তোমার বৈধ পুত্র হবে।"* 8এর অর্থ হোল
এই যে দৈহিকভাবে জন্মপ্রাপ্ত অব্রাহামের সন্তানরা
সকলেই ঈশ্বরের সন্তান নয়। অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর
তারাই যারা অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি
অনুসারে জন্মলাভ করেছে। 9তিনি অব্রাহামকে এই
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "নিরুপিত সময়ে আমি পুনর্বার
আসব তখন সারার এক পুত্র হবে।"*

10শুধু তাই নয়, রিবিকাও একজন মানুষের কাছ
থেকেই সন্তান পেয়েছিলেন, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ
ইস্হাক। 11-12সেই সন্তান দুটির জন্ম হবার পূর্বে ঈশ্বর
রিবিকাকে বলেছিলেন: "তোমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
কনিষ্ঠের দাস হবে।"* তাদের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর এই
কথা জানিয়েছিলেন কারণ ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারে
সেই মনোনয়ন হয়েছিল। সেই সন্তান মনোনীত হোল
তার কৃত কোন কর্মের জন্য নয় বরং এই জন্যে যে
ঈশ্বর তাকেই আহ্বান করেছিলেন। 13আর শাস্ত্র যেমন
বলে : "আমি যাকোবকে ভালোবেসেছি, কিন্তু এষৌকে
ঘৃণা করেছি।"*

14তাহলে আমরা কি বলব? ঈশ্বরে কি অন্যায় আছে?
আমরা তা বলতে পারি না। 15ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন,
"আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকেই দয়া করব।
যাকে করুণা করতে চাই, তাকেই করুণা করব।"*

"কেবল ... হবে" আদি 21:12

"নিরুপিত ... হবে" আদি 18:10,14

"তোমার ... হবে" আদি 25:23

"আমি ... করেছি" মালাখি 1:2-3

"যাকে ... করব" যাত্রা 33:19

16তাই ঈশ্বর তাকেই মনোনীত করেন যাকে করুণা
করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই মানুষের চেষ্টা বা
তার ইচ্ছার ওপর তাঁর মনোনয়ন নির্ভর করে না।
17শাস্ত্রে আছে ঈশ্বর ফরৌণকে উদ্দেশ্য করে বললেন:
"তুমি আমার জন্য এই কাজ করবে, এই জন্যই আমি
তোমাকে রাজা করেছি, যেন তোমার মধ্য দিয়ে আমি
আমার ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারি ও সারা জগতে
আমার নাম ঘোষিত হয়।"*

18সেজন্য ঈশ্বর যাকে দয়া করতে চান, তাকেই দয়া
করেন আর যার অন্তর ঈশ্বর কঠিন করতে চান, তার
অন্তর কঠিন করে তোলেন।

19তাহলে তোমরা হয়তো আমাকে বলতে পার :
"তবে ঈশ্বর কেন মানুষদের পাপের জন্য দোষী করেন?
কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা কে প্রতিরোধ করতে পারে?" 20তা
সত্য, কিন্তু তুমি কে? ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার কোন অধিকার
তোমার নেই। মাটির পাত্র কি নির্মাণকর্তাকে প্রশ্ন করতে
পারে? মাটির পাত্র কখনও নির্মাতাকে বলে না, "তুমি
কেন আমাকে এমন করে গড়লে?" 21কাদামাটির উপরে
কুমোরের কি কোন অধিকার নেই, সে কি একই মাটির
তাল থেকে তার ইচ্ছামত দুরকম পাত্র তৈরী করতে
পারে না? একটি বিশেষ ব্যবহারের জন্য, অন্যটি সাধারণ
ব্যবহারের জন্য।

22ঈশ্বর যদিও চেয়েছিলেন, যে লোকেদের বিনাশের
জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের উপর তিনি তাঁর ক্রোধ
প্রকাশ করবেন ও তাঁর ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ দেবেন,
তবু ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের পাত্রদের প্রতি অসীম ধৈর্য্য
দেখিয়েছেন। 23যাতে সেই দয়ার পাত্রদের, যাদের তিনি
মহিমা প্রাপ্তির যোগ্য করে তৈরী করেছিলেন, তাদের
কাছে তাঁর মহিমার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে পরিচিত করাতে
পারেন। 24আমরাই সেই লোক, ঈশ্বর যাদের আহ্বান
করেছেন। ইহুদী ও অইহুদীর মধ্য থেকে ঈশ্বর আমাদের
আহ্বান করেছেন। 25এবিষয়ে হোশেয়ের পুস্তকে লেখা
আছে :

"যারা আমার লোক নয়, তাদের আমি নিজের
লোক বলব, যে প্রিয়তমা ছিল না তাকে আমার প্রিয়তমা
বলব।" *হোশেয় 2:23*

26"আর যেখানে ঈশ্বর বলেছিলেন তোমরা আমার
লোক নও, সেখানেই তাদের বলা যাবে জীবন্ত ঈশ্বরের
সন্তান।" *হোশেয় 1:10*

27যিশাইয় ইস্রায়েল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন:
"যদিও ইস্রায়েলীদের সংখ্যা সমুদ্র তীরের
বালুকণার মত অগণিত হয়, তবুও তাদের মধ্য
থেকে অবশিষ্ট কিছু মানুষ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাবে।
28বিচারের ব্যাপারে প্রভু এই পৃথিবীতে যা করবেন
বলেছেন, তিনি তা পূর্ণ করবেন, শিগ্গিরই তা
শেষ করবেন।"*

"তুমি ... হয়" যাত্রা 9:16

"যদিও ... করবেন" যিশ 10:22-23

29এই রকম কথা যিশাইয় আগেই বলেছিলেন:
“সর্বশক্তিমান প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছু
বংশধর রেখে না দিতেন তবে এতদিন আমরা
সদোমের তুল্য হতাম, আমরা এতদিনে ঘমোরার
তুল্য হতাম।”*
30তাহলে এসবের অর্থ কি? অর্থ এই যারা অইহুদী
তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার কোন
চেষ্টা করেনি; তাদেরকেই ঈশ্বর ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন।
তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। 31আর
ইস্রায়েলীরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে ধার্মিক
প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি।
32কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন
হবার চেষ্টা করেছে। ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার জন্য তারা
ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করেনি, তারা ব্যাঘাতজনক পাথরে
ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়েছে। 33শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:
“দেখ, আমি সিয়োনে একটি পাথর রাখছি যাতে
মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়; কিন্তু যারা তাঁর ওপর
বিশ্বাস করবে তারা কখনও লজ্জায় পড়বে না।”
যিশাইয় 8:14; 28:16

10 ভাই ও বোনেরা, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা
এই যেন সমস্ত ইহুদী উদ্ধার পায়। ঈশ্বরের
কাছে এই আমার কাতর মিনতি। 2আমি ইহুদীদের বিষয়ে
একথা বলতে পারি যে ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের উৎসাহ
আছে; কিন্তু এটা তাদের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে
নেই। 3যে পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন
তারা সেই পথ জানে না। তারা নিজেদের প্রচেষ্টায়
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চায়। তাই যে
পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন, তা তারা
গ্রহণ করে নি। 4খ্রীষ্টের আগমনে বিধি-ব্যবস্থার যুগ
শেষ হয়েছে। এখন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারাই
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।
5বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া
সম্পর্কে মোশি বলে গেলেন, “যে ব্যক্তি এইসব বিধি-
ব্যবস্থা পালন করবে সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।”*
6যে ধার্মিকতা ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে হয় সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে
বলেছে : “মনে মনে কখনও বোল না, ‘উপরে স্বর্গে কে
যাবে?’” এর অর্থ, “খ্রীষ্টকে কে পৃথিবীতে নামিয়ে
আনবে?” 7বা নীচে পাতালে কে যাবে?’” এর অর্থ,
মৃতদের মধ্য থেকে কে খ্রীষ্টকে উর্দ্ধে আনবে?” 8এ
ব্যাপারে শাস্ত্র বলছে : “সেই শিক্ষা তোমার কাছেই
তোমার মুখে ও হৃদয়েই আছে।”* সে শিক্ষা হল বিশ্বাসের
শিক্ষা যা আমরা লোকদের কাছে বলি। 9তুমি যদি
নিজ মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে
বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে। 10কারণ মানুষ অন্তরে
বিশ্বাস করে ধার্মিকতা লাভ করার জন্য আর মুখে সেই
বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে উদ্ধার পাবার জন্য।
11শাস্ত্র এই কথাই বলে যে: “যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে
সে কখনও লজ্জায় পড়বে না।”* 12এক্ষেত্রে ইহুদী ও
অইহুদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একই প্রভু সকলের
প্রভু। যত লোক তাঁকে ডাকে সেই সকলের ওপর তিনি
প্রচুর আশীর্বাদ ঢেলে দেন। 13হ্যাঁ, শাস্ত্র বলে, “যে কেউ
তাঁকে বিশ্বাস করে ডাকবে সে উদ্ধার পাবে।”*
14কিন্তু যাঁকে তারা বিশ্বাস করে না তাঁকে ডাকবে
কি করে? আর যারা তাঁর কথা শোনেনি তাঁকে বিশ্বাসই
বা কি করে করবে? কেউ প্রচার না করলে তারা শুনবেই
বা কি করে? 15যারা প্রচার করতে যাবে তারা প্রেরিত
না হলে কি করে প্রচার করবে? হ্যাঁ, শাস্ত্রে কিন্তু লেখা
আছে: “সুসমাচার নিয়ে যারা আসেন তাদের চরণযুগল
কি সুন্দর।”*
16কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সকলেই সেই সুসমাচার গ্রহণ
করেনি। যিশাইয় ঠিকই বলেছেন, “প্রভু আমরা যা
বলেছি তা ক’জনেই বিশ্বাস করেছে।”* 17সুতরাং
সুসমাচার শোনার ভেতর দিয়েই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়
আর কেউ খ্রীষ্টের সুসমাচার শোনালে তখনই লোকেরা
সুসমাচার শুনতে পায়।
18তাহলে আমিই জিজ্ঞাসা করি, “লোকেরা কি তার
সুসমাচার শুনতে পায়নি?” হ্যাঁ তারা নিশ্চয়ই শুনেছে
এবিষয়ে শাস্ত্র বলছে:

“তাদের রব পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছেছে, তাদের
বাক্য পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে।”
গীতসংহিতা 19:4

19আবার আমি বলি, ‘ইস্রায়েলীয়রা কি বুঝতে পারে
নি?’ হ্যাঁ, তারা বুঝতে পেরেছিল। ঈশ্বরের হয়ে প্রথমে
মোশি এই কথা বলেছেন:

“যারা জাতি বলেই গণ্য নয়, এমন লোকদের মাধ্যমে
আমি তোমাদের ঈর্ষান্বিত করব। অজ্ঞ জাতির দ্বারা
তোমাদের ক্রুদ্ধ করব।” *দ্বিতীয় বিবরণ 32:21*

20এরপর ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে যিশাইয় যথেষ্ট সাহসের
সঙ্গে বললেন:

“যারা আমায় খোঁজে নি তারাই কিন্তু আমাকে
পেয়েছে; আর যারা আমাকে চায় নি তাদের কাছেই
আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।” *যিশাইয় 65:1*

“সর্বশক্তিমান … হতাম” যিশ 1:9

“যে … পাবে” লেবীয় 18:5

পদ 6-8 দ্বি বি 30:12-14

“যে … না” যিশ 28:16

“যে … পাবে” যোয়েল 2:32

“সুসমাচার … সুন্দর” যিশ 52:7

“প্রভু … করেছে” যিশ 53:1

21কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেন, “সমস্ত দিন ধরে
দু’হাত বাড়িয়ে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছি;
কিন্তু তারা আমার অবাধ্য এবং আমার বিরোধিতা করেই
চলেছে।”

ঈশ্বর তাঁর লোকদের ভোলেন নি

11 তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, “ঈশ্বর কি তাঁর
লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন?” নিশ্চয়ই না
কারণ আমিও অব্রাহামের বংশধর, বিন্যামীন গোষ্ঠীর
একজন ইস্রায়েলী।

2পূর্বেই ঈশ্বর যাদের তাঁর নিজের লোক বলে
মনোনীত করেছিলেন তাদের তিনি দূরে সরিয়ে দেন
নি। শাস্ত্র এলিয় সম্বন্ধে কি বলে তোমরা কি জান না?
এলিয় যখন ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করেছিলেন; 3তখন তিনি বললেন, “প্রভু তারা তোমার
ভাববাদীদের হত্যা করেছে, তোমার যজ্ঞবেদী সকল
ধ্বংস করেছে। আমিই একমাত্র ভাববাদী এখনও জীবিত
আছি আর লোকেরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে।”*

4কিন্তু ঈশ্বর তখন এলিয়কে কি উত্তর দিয়েছিলেন?
ঈশ্বর বললেন, “এখনও আমার সাত হাজার লোককে
বাঁচিয়ে রেখেছি, যারা আমার উপাসনা করে। এই সাত
হাজার লোক বালের সামনে জানুপাত করেনি।”* 5ঠিক
সেই ভাবেই এখনও কিছু লোক আছে, ঈশ্বর যাদেরকে
নিজ অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন। 6ঈশ্বর যদি তাঁর
লোকদের অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন, তবে তাদের
কৃতকর্মের ফলে তারা ঈশ্বরের লোক বলে গণ্য হয়নি,
কারণ তাই যদি হোত তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ
হোত না।

7তবে ব্যাপারটি দাঁড়াল এই : ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চাইলেও সফলকাম হয়
নি। কিন্তু ঈশ্বর যাদের মনোনীত করলেন, তারাই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। বাকি ইস্রায়েলীয়রা
তাদের অন্তঃকরণ কঠিন করল ও ঈশ্বরের কথা অমান্য
করল।

8শাস্ত্রে তাই লেখা আছে :

“ঈশ্বর তাদের এক জড়তার আত্মা দিয়েছেন।”

যিশাইয় 29:10

“ঈশ্বর তাদের চক্ষু রুদ্ধ করেছেন, তাই তারা চোখে
সত্য দেখতে পায় না। ঈশ্বর তাদের কান বন্ধ করে
দিয়েছেন, তাই তারা কানে সত্য শুনতে পায় না, এ
কথা আজও সত্যি।” *দ্বিতীয় বিবরণ 29:4*

9দায়ূদ এসম্বন্ধে বলেছেন:

“তাদের ভোজ হোক ফাঁদের মতো, জালের মতো
যা তাদের ধরে। তাদের পতন হোক ও তারা দণ্ড
ভোগ করুক।

10তাদের চোখ রুদ্ধ হয়ে যাক যাতে দেখতে না
পায় আর কষ্টের ভারে সর্বদা নুয়ে থাকুক।”

গীতসংহিতা 69:22-23

11আমি বলি ইহুদীরা হোঁচট খেয়েছিল। সেই হোঁচট
খেয়ে তারা কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? না। বরং তাদের
ভুলের জন্যই অইহুদীদের কাছে পরিত্রাণ এসেছে। এটা
ইহুদীদের ঈর্ষাতুর করে তোলার জন্য ঘটেছিল।
12ইহুদীদের সেই ভুল, জগতের জন্য মহা আশীর্বাদ
এনেছে। ইহুদীরা যা হারাল তাদের সেই ক্ষতি অইহুদীদের
সমৃদ্ধ করল। তবে একথা নিশ্চিত যে পর্যাপ্ত সংখ্যক
ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের দিকে ফেরে তবে জগত কত না
আশীর্বাদে পূর্ণ হবে।

13এখন আমি অইহুদীদের বলছি, আমি অইহুদীদের
জন্য একজন প্রেরিত; আর আমি এই কাজ সাধ্যমত
করব। 14আমি আশা রাখি যে আমার স্বজাতীয় ইহুদীদের
এতে অন্তর্জ্বালা হবে আর হয়তো সেইভাবে কিছু
লোককে আমি সাহায্য করতে পারব, যেন তারা উদ্ধার
পায়। 15ঈশ্বর ইহুদীদের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে জগতের
অন্য লোকদের মিত্র করে নিলেন। তাই ঈশ্বর ইহুদীদের
আবার যখন গ্রহণ করবেন তার ফল কি হতে পারে?
সে কি মৃতের জীবন পাওয়ার মত অবস্থা হবে না?

16ময়দার তালের থেকে তৈরী প্রথম রুটি যদি ঈশ্বরকে
নিবেদিত করা হয় তাহলে পুরো তালটাই পবিত্র; আর
একটি গাছের শিকড় পবিত্র হলে তার সব শাখাই পবিত্র
হবে। 17সেই জলপাই গাছের কয়েকটি শাখা ভেঙ্গে
ফেলে সেই জায়গায় তোমার মত বুনো জলপাইয়ের
এক শাখা, ঐ গাছে কলম করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
এখন তুমি আসল জলপাই গাছের বাকী শাখা প্রশাখার
সঙ্গে শেকড়ের রস ও জীবনী শক্তি টেনে নিচ্ছ। 18সুতরাং,
তুমি সেই ভাঙ্গা শাখাগুলির চেয়ে নিজেকে উন্নত ভেবে
গর্ব কোর না; কিন্তু যদি কর তাহলে মনে রেখো যে
শেকড়কে তুমি ধারণ করছ না বরং শেকড়ই তোমাকে
ধারণ করে আছে। 19তাহলে তুমি বলতেই পার যে
তোমাকে কলম লাগাবার জন্যেই শাখাগুলো ভাঙ্গা
হয়েছিল। 20হ্যাঁ, ঠিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না বলেই
তাদের ভাঙ্গা হয়েছিল; আর তোমার বিশ্বাস ছিল বলেই
তুমি সেই গাছের অংশরূপে আছ, এর জন্য গর্ব না
করে বরং ভয় কর। 21ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলিই
কেটে ফেলেছিলেন তখন বিশ্বাস না থাকলে তিনি
তোমাকেও রেহাই দেবেন না। 22তাহলে ঈশ্বরের
দয়ারভাব ও কঠোরভাব দেখ। যারা আর ঈশ্বরের
অনুগামী হয় না তাদের তিনি দণ্ড দেন। কিন্তু ঈশ্বর
তোমার প্রতি দয়াবান হন যদি তুমি তাঁর দয়ায় অবস্থান
করতে থাক। যদি না থাক তাহলে তোমাকে সেই প্রকৃত
গাছ থেকে কেটে ফেলা হবে; 23আর ইহুদীরা যদি
ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তাঁকে বিশ্বাস করে তবে
ঈশ্বর ইহুদীদের আবার গ্রহণ করবেন। তারা যেখানে
ছিল ঈশ্বর তাদের সেখানে আবার জুড়ে দেবেন। 24বুনো
জলপাই গাছের শাখা স্বাভাবিকভাবে উত্তম জলপাই
গাছে লাগানো হয় না; কিন্তু তোমরা অইহুদীরা বুনো

“প্রভু … করছে” 1 রাজাবলি 19:10,14

“এখনও … করেনি” 1রাজাবলি 19:18

জলপাই গাছের শাখার মত হলেও তোমাদের সকলকে
উত্তম জলপাই গাছের সঙ্গে যুক্ত করা হল। সুতরাং
ইহুদীরা উত্তম জলপাই গাছের শাখাপ্রশাখা বলে তাদের
ভেঙ্গে ফেলা হলেও তাদের নিজস্ব উত্তম গাছের সঙ্গে
আবার কত সহজেই না যুক্ত করা যাবে।

25ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা নিগূঢ়
সত্য বোঝ যাতে নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী না মনে
কর। এই হল সত্য যে ইস্রায়েলীয়দের কিছু অংশ শক্তগ্রীব
হয়েছে। অইহুদীদের সংখ্যাপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীদের
সেই মনোভাব বদলাবে না। **26**এইভাবে সমগ্র ইস্রায়েলের
উদ্ধার হবে। শাস্ত্রে লেখা আছে:

"সিয়োন থেকে ত্রাণকর্তা আসবেন। তিনি যাকোবের
বংশ থেকে সব অধর্ম দূর করবেন।

27আর তখন এই লোকদের সব পাপ হরণ করে
আমি তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি স্থাপন করব।"

যিশাইয় 59:20-21; 27:9

28সুসমাচার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ইহুদীরা
ঈশ্বরের শত্রু হয়েছে । তোমরা যারা অইহুদী তোমাদের
সাহায্য করতেই এমন হয়েছে; কিন্তু বেছে নেবার দিক
থেকে ইহুদীরা এখনও ঈশ্বরের মনোনীত লোক। তাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
সেই সুবাদে তিনি তাদের ভালবাসেন। **29**ঈশ্বর কাউকে
আহ্বান জানিয়ে ও দান করে অনুশোচনা করেন না।
30একসময় তোমরা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন
ইহুদীদের অবাধ্যতার জন্য তোমরা তাঁর করুণা পেয়েছ।
31ঠিক তেমনই তোমরা করুণা পেয়েছ বলে ইহুদীরা
ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে যেন ইহুদীরা ঈশ্বরের করুণা
পেতে পারে। **32**ঈশ্বর তাদের সকলকেই অবাধ্যতায় বন্দী
করে রেখেছেন যাতে তিনি সকলের প্রতি দয়া করতে
পারেন।

ঈশ্বরের প্রশংসা

33হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর করুণায় কতো ধনবান, তাঁর জ্ঞান
ও প্রজ্ঞা কতো গভীর! তাঁর বিচারের ব্যাখ্যা কেউ
করতে পারে না। তাঁর পথ সকল কেউ বুঝতে পারে
না। **34**শাস্ত্রে যেমন বলে,

"প্রভুর মন কে জেনেছে? কে-ই বা তাঁর মন্ত্রণাদাতা
হয়েছে?" *যিশাইয় 40:13*

35"আর কে-ই বা প্রথমে ঈশ্বরকে কিছু দান করেছে?
এমন কে আছে যার কাছে ঈশ্বর ঋণী?"

ইয়োব 41:11

36কারণ ঈশ্বরই সবকিছু নির্মাণ করেছেন; সবকিছু
তাঁর মধ্য দিয়েই অস্তিত্বে আছে এবং তাঁর জন্যেই
রয়েছে। চিরকাল ঈশ্বরের মহিমা হোক্! আমেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ কর

12 ভাই ও বোনেরা আমার মিনতি এই, ঈশ্বর
আমাদের প্রতি দয়া করেছেন বলে তোমাদের
জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ কর,
তা তাঁর কাছে পবিত্র প্রীতিজনক হোক। ঈশ্বরের উপাসনা
করার জন্য তোমাদের কাছে এ এক আত্মিক উপায়।
2এই জগতের লোকদের মতো নিজেদের চলতে দিও
না, বরং নতুন চিন্তাধারায় নিজেদের পরিবর্তন কর;
যেন বুঝতে পার ঈশ্বর কি চান, কোনটা ভাল, কোনটা
তাকে খুশী করে ও কোনটা সিদ্ধ।

3ঈশ্বর আমাকে একটি বিশেষ বর দান করেছেন,
তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে আমার কিছু বলার
আছে। নিজের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত তার
থেকে উঁচু ধারণা পোষণ কোরো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে
যে পরিমাণ বিশ্বাস দিয়েছেন তোমরা সেইমতো
নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ কর। **4**আমাদের সকলের
দেহ আছে আর সেই দেহে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে,
এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একই কাজ করে না। **5**ঠিক তেমনই
আমরা অনেকে মিলে খ্রীষ্টেতে দেহ গঠন করি। আমরা
সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত;
6আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন
বরদান পেয়েছি। কেউ যদি ভাববাণী বলার বরদান পেয়ে
থাকে তবে সে তার বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী
বলুক। **7**যার সেবা করবার বরদান আছে সে তা সেবা
কর্মেই প্রয়োগ করুক। যে শিক্ষক, সে শিক্ষার দ্বারা
লোকদের উৎসাহ দিক। **8**যে উপদেষ্টা, সে উপদেশ
দানের কাজ করুক। যার অপরকে সাহায্যদানের ক্ষমতা
আছে, সে উদারভাবেই সাহায্য করুক। কর্তৃত্ব যার হাতে,
সে সযত্নেই কর্তৃত্ব করুক। যে দয়া করে, সে আনন্দের
সঙ্গেই তা করুক। **9**তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম হোক।
যা মন্দ তা ঘৃণা কর আর যা ভাল তাতে আসক্ত
থাক। **10**ভাই-বোনের মধ্যে যে পবিত্র ভালোবাসা থাকে
সেই ভালোবাসায় তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। অপর
ভাই বোনেদের নিজের থেকেও বেশী সম্মানের যোগ্য
বলে মনে কর। **11**প্রভুর কাজে শিথিল হয়ো না। আত্মায়
উদ্দীপ্ত হয়েই তোমরা প্রভুর সেবা কর। **12**আনন্দ কর,
কারণ তোমার প্রত্যাশা আছে। তোমরা দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু
হও; নিরন্তর প্রার্থনা কর। **13**তোমার যা আছে তা
অভাবী ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নাও। তোমার
গৃহে অতিথিদের স্বাগত জানাও।

14তোমাদের যারা নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা
করো, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন। তাদের
মঙ্গলবাদ কর, অভিশাপ দিও না। **15**তোমরা অপরের
সুখে সুখী হও, যারা দুঃখে কাঁদছে তাদের সঙ্গে কাঁদো।
16তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হয়ে শান্তিতে থাক,
অহঙ্কারী হয়ো না। যারা দীনহীন মানুষ তাদের সঙ্গে
সম্পর্ক রেখে চল। নিজেকে জ্ঞানী মনে করে গর্ব করো
না। **17**কেউ অপকার করলে অপকার করে প্রতিশোধ
নিও না। সকলের চোখে যা ভাল তোমরা তা করতেই
চেষ্টা কর। **18**যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার
চেষ্টা করে যাও। **19**আমার বন্ধুরা কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে
অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দিতে যেও না, বরং ঈশ্বরকেই
শাস্তি দিতে দাও। শাস্ত্রে প্রভু বলছেন, "প্রতিশোধ নেওয়া

আমার কাজ, প্রতিদান যা দেবার আমিই দেব।”* **20**কিন্তু
তোমরা এই কাজ কর, “তোমার শত্রুরা ক্ষুধার্ত হলে
তাকে খেতে দাও, তোমার শত্রুরা তৃষ্ণার্ত হলে তাকে
জল পান করাও। এই রকম করলে তুমি তাকে লজ্জায়
ফেলে দেবে;”* আর তা হবে তার মাথায় একরাশি
জ্বলন্ত কয়লা রাখার মতো। **21**মন্দের কাছে পরাস্ত
হয়ো না, বরং উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাস্ত করো।

13 প্রত্যেক মানুষের উচিত দেশের শাসকদের
অনুগত থাকা, কারণ দেশ শাসনের জন্য ঈশ্বরই
তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা এখন শাসন কার্য্যে
নিযুক্ত, ঈশ্বরই তাদের সেই কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন।
2তাই তো কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা যে করে, সে ঈশ্বর যা
স্থির করেছেন তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা
যারা করে তারা নিজেদের ওপরই শাস্তি ডেকে আনবে।
3তুমি ভাল কাজ করো, শাসকবৃন্দ তোমার প্রশংসা
করবে। ভয় পাবার কারণ থাকে তাদেরই যারা মন্দ
কাজ করে। যদি তুমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভয় পেতে
না চাও, তবে যা ভাল তাই কর।

4শাসনকর্তারা আসলে তোমার ভালোর জন্য ঈশ্বর
নিয়োজিত দাস; কিন্তু তুমি যদি অন্যায় কর তাহলে
ভীত হবার কারণ নিশ্চয় থাকে। শাস্তি দেবার মতো
ক্ষমতা শাসকের ওপর ন্যস্ত আছে, তিনি তো ঈশ্বরের
দাস; তাই যারা অন্যায় করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের
হয়ে শাস্তি দেন। **5**তাই তোমরা শাসনকর্তাদের অনুগত
থেকো। ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়েই যে কেবল তাদের
অধীনতা স্বীকার করবে তা নয়; কিন্তু তোমাদের বিবেক
পরিষ্কার রাখার জন্যও করবে।

6এই জন্য সরকারকে তোমরা প্রাপ্য কর দাও, কারণ
শাসনকার্য্য পরিচালনা করার জন্যই তারা ঈশ্বর দ্বারা
নিযুক্ত আছেন; আর সেই কার্য্যে তারা ব্যস্তভাবে সময়
ব্যয় করেন। **7**তোমার কাছে যার যা প্রাপ্য তাকে তা
দিয়ে দাও। যে কর আদায় করে তাকে কর দাও;
যাদের শ্রদ্ধা করা উচিত তাদের শ্রদ্ধা কর; যাদের
সম্মান পাওয়া উচিত তাদের সম্মান কর।

অপরকে ভালবাসাই একমাত্র বিধি-ব্যবস্থা

8শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া কারো
কাছে ঋণী থেকো না, কারণ যারা প্রতিবেশীকে
ভালবাসে, তারাই ঠিকভাবে বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলছে।
9আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি
অর্থাৎ “ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি
করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না।”*
আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি
সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে,
“নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।”*
10ভালবাসা কখনও কারোর ক্ষতি করে না, তাই দেখা
যাচ্ছে ভালবাসাতেই বিধি-ব্যবস্থা পালন করা হয়।

11এখন কোন সময় তা তো তোমাদের জানাই আছে।
হ্যাঁ, এখন তো ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়, কারণ
যখন আমরা খ্রীষ্টে প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম তখন
অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের আরো সন্নিকট।
12‘দিন’ শুরু হতে আর দেরী নেই। ‘রাত’ প্রায় শেষ হল
তাই জীবন থেকে অন্ধকারের ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ
করে এস এখন পরিধান করি আলোকের রণসজ্জা।
13লোকেরা দিনের আলোয় যেমন চলে আসে আমরাও
তাদের মত সৎ পথে চলি। আমরা যেন হৈ-হল্লা পূর্ণ
ভোজে যোগ না দিই, মাতলামি না করি, যৌন দুরাচার
উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে দূরে থাকি; বিবাদ, ঈর্ষা ও তর্কের
মধ্যে না যাই। **14**কিন্তু যেন নব বেশে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান করি ও দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার
চিন্তায় আর মন না দিই।

অপরের সমালোচনা কোর না

14 বিশ্বাসে যে দুর্বল, এমন কোন ভাইকে তোমাদের
মধ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার কোর না। তার
ভিন্ন ধারণা নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক কোর না। **2**এক এক
জন বিশ্বাস করে যে তার যা ইচ্ছা হয় এমন সব কিছুই
সে খেতে পারে; কিন্তু যে বিশ্বাসে দুর্বল সে মনে করে
যে সে কেবল শাকসব্জী খেতে পারে। **3**যে ব্যক্তি সব
খাবারই খায় সে যেন যে কেবল সব্জীই খায়, তাকে
হেয় জ্ঞান না করে। আর যে মানুষ কেবল সব্জী খায়,
তারও উচিত সব খাবার খায় এমন লোককে ঘৃণা না
করা, কারণ ঈশ্বর তাকেও গ্রহণ করেছেন। **4**তুমি অন্যের
ভৃত্যের দোষ ধোর না। সে ঠিক করছে না ভুল করছে
তা তার মনিবই সিদ্ধান্ত করবেন; বরং প্রভুর দাস
নির্দোষই হবে কারণ প্রভু তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে
পারেন।

5কেউ হয়তো মনে করে এই দিনটি ওই দিনটির
থেকে ভাল, আবার কেউ মনে করে সব দিনই সমান
ভাল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মনে তার বিশ্বাস সম্বন্ধে
স্থির নিশ্চয় হোক। **6**যে কোন দিনকে বিশেষ মর্যাদা
দিয়ে থাকে সে প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। তেমনি যে
মানুষ সবরকম খাবারই খায়, সেও প্রভুর উদ্দেশ্যেই
তা করে, কারণ সে ওই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানায়। এদিকে যে ব্যক্তি কিছু খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে
সেও তো প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। **7**হ্যাঁ, আমরা
সকলেই প্রভুর জন্য বেঁচে থাকি। আমরা কেউ নিজের
জন্য বেঁচে থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না।
8আমাদের বেঁচে থাকা তো প্রভুরই উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকা,
আমরা যদি মরি তবে তো প্রভুর জন্যই মরি। তাই
আমরা বাঁচি বা মরি, যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা
প্রভুরই।

9এইজন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনরায় বেঁচে
উঠলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু
হতে পারেন। **10**তাহলে তোমরা কেন খ্রীষ্টেতে তোমার

“প্রতিশোধ ... দেব” দ্বি বি 32:35

“তোমরা ... দেবে” হিত 25:21-22

“ব্যভিচার ... না” যাত্রা 20:13-15,17

“নিজের ... ভালবাসো” লেবীয় 19:18

এক ভাইয়ের দোষ ধর? তোমার ভাইয়ের থেকে তুমি
ভাল, এমন কথাই বা ভাব কি করে? আমাদের সকলকেই
ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আর ঈশ্বর
আমাদের বিচার করবেন। 11হ্যাঁ, শাস্ত্রে লেখা আছে:

“প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে নতজানু হবে।
প্রত্যেক ওষ্ঠাধর স্বীকার করবে যে আমি ঈশ্বর, প্রভু
বলেন আমার জীবনের দিব্য, এসব হবেই।”

যিশাইয় 45:23

12আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনের
হিসাব দিতে হবে।

অপরকে পাপে প্ররোচিত কোর না

13তাই এস আমরা অন্যের বিচার করা থেকে বিরত
হই, বরং আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা এমন কিছু
করব না যাতে আমাদের কোন ভাই বা বোন হোঁচট
খায় ও প্রলোভনে পড়ে পাপ করে। 14আমি প্রভু যীশুতে
নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে কোন খাবার আসলে অশুচি
নয়, তা খাওয়া অন্যায় নয়। তবে কেউ যদি সেই
খাবার অশুচি ভাবে, তাহলে তার কাছে তা অশুচি।
15তোমার খাদ্যে যদি তোমার ভাই আত্মিকভাবে আহত
হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি আর ভালোবাসার
পথে চলছ না। তুমি এমন কিছু খেয়ো না যা অন্যের
কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তার বিশ্বাস আঘাত পেতে
পারে, কারণ খ্রীষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।
16তাহলে তোমার কাছে যা ভাল, তা যেন অপরের
কাছে নিন্দিত না হয়।

17ঈশ্বরের রাজ্য খাদ্য পানীয় নয়, কিন্তু তা ধার্মিকতা,
শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। 18যে এ বিষয়ে খ্রীষ্টের
দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র, এবং মানুষের কাছেও
পরীক্ষা সিদ্ধ।

19তাই সেই সব কাজ যা শান্তির পথ প্রশস্ত করে
এবং পরস্পরকে শক্তিশালী করে এস আমরা তাই
করি। 20নিছক খাদ্যবস্তু নিয়ে ঈশ্বরের কাজ পণ্ড কোর
না, কারণ সব খাদ্যই শুচি ও খাওয়া যায়; কিন্তু কারো
কিছু খাওয়া নিয়ে যদি অন্যের পতন ঘটে তাহলে
তেমন কিছু খাওয়া অবশ্যই অন্যায়। 21তোমার ভাই
যদি হোঁচট খায় ও পাপে পতিত হয়, তাহলে মাংস
আহার বা দ্রাক্ষারস পান না করাই শ্রেয়। তেমন কোন
কাজও না করা ভাল যার ফলে তোমার কোন ভাই বা
বোনের পতন ঘটতে পারে ও সে পাপ করে।

22তোমরা যা ভাল বলে বিশ্বাস কর তা তুমি ও
তোমার ঈশ্বরের মধ্যেই রাখ; কারণ কেউ যখন ভাল
মনে করে কোন কাজ করে এবং সে যা করছে সেই
ব্যাপারে যদি তার বিবেক তাকে দোষী না করে, তবে
সেই ব্যক্তি ধন্য। 23কিন্তু কোন কিছু খাবার ব্যাপারে যার
অন্তরে দ্বিধা থাকে সে যদি তবুও তা খায় তাহলে সে
অবশ্যই দোষী, কারণ সে তো নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে
কাজ করল। কেউ যদি বিশ্বাস করতে না পারে যে এটা
ঠিক তবে সেই কাজ করা পাপ।

15 আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়েছি তাদের
কর্তব্য যেন থারা বিশ্বাসে সবল তাদের দুর্বলতায়
সাহায্য করি, যেন নিজেদের খুশী করার চেষ্টা না করি।
2আমরা প্রত্যেকে বরং অপরকে খুশী করার চেষ্টা করব,
তা করলে তাদের সাহায্য করা হবে। তারা যেন বিশ্বাসে
বলবান হয়ে উঠতে পারে, সে চেষ্টা আমাদের অবশ্যই
করা উচিত। 3খ্রীষ্টও নিজেকে সন্তুষ্ট করার কথা ভাবেননি,
বরং শাস্ত্র যেমন বলে: “যারা তোমাদের অপমান করেছে,
সেই সব অপমান আমার ওপরই এসেছে।”* 4শাস্ত্রে
বহু আগেই যে সব কথা লেখা হয়েছে তা আমাদের
শিক্ষা দেবার জন্যই লেখা হয়েছে। তা লেখা হয়েছে
যেন তার থেকে ধৈর্য্য ও শক্তি আসে এবং অন্তরে
প্রত্যাশা জন্মায়। 5আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যিনি সকল
ধৈর্য্য ও উৎসাহের উৎস, তিনি যেন তোমাদের খ্রীষ্টের
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একমনা হতে সাহায্য করেন।
6এইভাবে তোমরা যেন সকলে মিলিত কণ্ঠে যিনি
আমাদের প্রভু যীশুর পিতা, সেই ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন
করতে পার। 7খ্রীষ্ট তোমাদের গ্রহণ করেছেন, তাই
তোমরাও পরস্পরকে গ্রহণ করে কাছে টেনে নাও,
এতে ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন। 8মনে রেখো ঈশ্বর
ইহুদীদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করার জন্যই খ্রীষ্ট ইহুদীদের দাস
হয়েছিলেন, যেন ঈশ্বর যে বিশ্বস্ত তা প্রমাণ হয়। 9খ্রীষ্ট
এই কার্য্য সাধন করলেন যেন “অইহুদীরা তাঁর দয়া
পেয়েছে বলে তাঁর গৌরব করে। শাস্ত্রে যেমন লেখা
আছে:

“এই জন্যই অইহুদীদের মধ্যে আমি তোমার গৌরব
করব; তোমার নামের প্রশংসা গান করব।”

গীতসংহিতা 18:49

10আবার শাস্ত্র বলে,

“অইহুদীরা, তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের
সঙ্গে আনন্দ কর।” *দ্বিতীয় বিবরণ 32:43*

11শাস্ত্র আরো বলে,

“সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর প্রশংসা কর; সমস্ত লোক
তাঁর প্রশংসা করুক।” *গীতসংহিতা 117:1*

12আবার যিশাইয় বলছেন,

“যিশয়ের একজন বংশধর আসবেন যিনি সমস্ত
অইহুদীদের উপর কর্তৃত্ব করবেন; আর অইহুদী
জাতিবৃন্দ তাঁর উপরেই আশা রাখবে।”

যিশাইয় 11:10

13ঈশ্বর, যিনি তোমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেন,
তাঁর উপর প্রত্যাশা তোমাদের সকলকে আনন্দ ও
শান্তিতে ভরপুর করুক। তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তিতে
তোমাদের আশা আরো উপচে পড়বে।

“যারা ... এসেছে” গীত 69:9

পৌল তার কাজ সম্বন্ধে বললেন

14আমার ভাই ও বোনেরা, আমি সুনিশ্চিত যে তোমরা
সবাই উত্তমতায় পূর্ণ। আমি জানি যে তোমরা সব
রকম জ্ঞান সঞ্চয় করেছ, যাতে পরস্পরকে নির্দেশ
দিতে পার। 15কিন্তু আমি কতকগুলি ব্যাপার মনে করিয়ে
দেবার জন্য সাহসভরে তোমাদের সবাইকে লিখছি, কারণ
ঈশ্বর আমাকে এই বিশেষ বরদান করেছেন। 16আমি
অইহুদীদের মধ্যে কাজ করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুর সেবক
হয়েছি। আমি যাজকের মত তাদের মাঝে ঈশ্বরের
সুসমাচার প্রচার করি, যাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিকৃত
অইহুদীরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়।
17তাই যীশু খ্রীষ্টে আছে এমন একজন হিসাবে
ঈশ্বরের কাজ করতে আমি গর্ববোধ করি। 18আমি যে
নিজে কিছু করেছি, এমন কথা বলি না। আমার বাক্য
ও কার্য্য দ্বারা অইহুদীদের ঈশ্বরের বাধ্য করার জন্য
খ্রীষ্ট আমার মাধ্যমে যা করেছেন শুধু তা বলার সাহস
আমার আছে। 19তিনি নানা অলৌকিক চিহ্ন ও আশ্চর্য
কাজের দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার পরাক্রমে আমার
দ্বারা তা পূর্ণ করেছেন। তার ফলে আমি জেরুশালেম
থেকে শুরু করে ইল্লুরিকা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রীষ্ট
বিষয়ক সুসমাচার প্রচারের কাজ শেষ করেছি। 20যেখানে
খ্রীষ্টের নাম কখনো বলা হয় নি, সেখানে খ্রীষ্টের সুসমাচার
প্রচার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। অন্যের গাঁথা ভিতের
ওপর আমি গড়ে তুলতে চাই না। 21এ ব্যাপারে শাস্ত্র
বলে:

"যাদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি তারা দেখতে পাবে; আর যারা শোনেনি তারা বুঝতে পারবে।"
যিশাইয় 52:15

রোম পরিদর্শনে পৌলের পরিকল্পনা

22এই জন্যই বহুবার তোমাদের কাছে যেতে চেয়েও
বাধা পেয়েছি।
23কিন্তু এখন এসব এলাকায় আমার কাজ শেষ
হয়েছে। বহুবছর ধরে তোমাদের সকলের কাছে যাবার
ইচ্ছা আমার মনে ছিল। 24তাই স্পেন দেশে যাবার
পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব; ঐ পথ দিয়ে যাবার
সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কিছু সময় আনন্দে
কাটাতে পারব; আশা করি সেই সফরে তোমরা আমায়
সাহায্য করতে পারবে। 25এখন আমি জেরুশালেমে
যাচ্ছি যেন ঈশ্বরের লোকদের সাহায্য করতে পারি।
26জেরুশালেমে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যে গরীব
মানুষেরা আছেন তাদের হাতে দেবার জন্য মাকিদনিয়া
ও আখায়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কিছু চাঁদা তুলেছেন। 27ওদের
সাহায্য করা উচিত মনে করেই মাকিদনিয়া ও আখায়া
মণ্ডলীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সাহায্য করা
উচিত, কারণ তারা অইহুদী হলেও ইহুদীদের কাছ থেকে
আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগিতা পেয়েছে। এ বিষয়ে
তারা ইহুদীদের কাছে ঋণী। 28আমার এই কাজ শেষ
হলে আমি যখন জানব যে সেই চাঁদা ঠিকমতো পৌঁছেছে,
তখন তোমাদের কাছে কিছুক্ষণ থেকে আমি স্পেনে
যাব। 29আমি জানি যখন তোমাদের সবার কাছে যাব,
তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়েই যাব।
30ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমার একান্ত
মিনতি তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা
কর। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে বলছি
পবিত্র আত্মার ভালোবাসায় প্রণোদিত হয়ে তোমরা
আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি কর। 31প্রার্থনা কর,
যেন যিহূদিয়ায় অবিশ্বাসীদের হাত থেকে আমি রক্ষা
পাই। প্রার্থনা কর যেন জেরুশালেমের জন্য আমার
সেবা সেখানকার পবিত্র ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন। 32তখন
ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি খুশি মনেই তোমাদের কাছে
যাব এবং তোমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকে বিশ্রাম পাব।
33শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন।
আমেন।

পৌলের ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তা

16 এখন আমি খ্রীষ্টেতে আমাদের বোন ফৈবীর জন্য
বলছি। কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীতে তিনি একজন
বিশেষ সেবিকা। 2আমি অনুরোধ করি তোমরা প্রভুতে
তাঁকে গ্রহণ কোর। ঈশ্বরের লোকেরা যেভাবে অপরকে
গ্রহণ করে সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ কোর। কোন ব্যাপারে
যদি তিনি তোমাদের সাহায্য চান তবে তাঁকে সাহায্য
কোর। তিনি অনেক লোককে এমনকি আমাকেও খুব
সাহায্য করেছেন।
3যীশু খ্রীষ্টের সেবায় আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও
আক্কিলাকে শুভেচ্ছা জানিও। 4তারা তাদের জীবন
বিপন্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। কেবল আমিই
যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ তা নয়, সমগ্র অইহুদী মণ্ডলীও
তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।
5তাদের গৃহে যে মণ্ডলী সমবেত হন, তাদেরও
শুভেচ্ছা জানিও। আমার প্রিয় বন্ধু ইপেনিতকেও
শুভেচ্ছা জানাও, এশিয়ার মধ্যে সেই প্রথম ধর্মান্তরিত
হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। 6মরিয়মকেও শুভেচ্ছা জানিও
কারণ সে তোমাদের সকলের জন্য কঠোর পরিশ্রম
করেছে। 7আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে শুভেচ্ছা জানিও, তাঁরা
আমার স্বজাতি, আমার সঙ্গে তাঁরা কারাগারে বন্দী
ছিলেন। তাঁরা প্রেরিতদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার
আগেই তাঁরা খ্রীষ্টে ছিলেন। 8প্রভুতে আমার প্রিয় বন্ধু
আম্প্লিয়াতকে শুভেচ্ছা জানিও। 9উর্ব্বাণকে শুভেচ্ছা
জানিও, তিনি খ্রীষ্টতে আমাদের সহকর্মী। আমার প্রিয়
বন্ধু স্তাখুকে শুভেচ্ছা জানিও। 10আপিল্লিকে শুভেচ্ছা
জানিও, তিনি একজন পরীক্ষাসিদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান।
আরিষ্টবুলের পরিবারের সকলকে আমার শুভেচ্ছা
জানিও।
11হেরোদিয়ান যিনি আমার মতোই একজন ইহুদী,
তাকে শুভেচ্ছা জানিও; নার্কিসের পরিবারের মধ্যে
যারা প্রভুর, তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।
12ত্রুফেণা এবং ত্রুফোষাকে শুভেচ্ছা জানিও, এই
মহিলারা প্রভুর জন্য খুবই পরিশ্রম করেন। আমার সেই
প্রিয় বান্ধবী পর্ষীকে শুভেচ্ছা জানিও, যিনি প্রভুর জন্য

কঠোর পরিশ্রম করেছেন। **13**রূফকে শুভেচ্ছা জানিও
সে প্রভুতে এক বিশেষ ব্যক্তি; তার মাকে শুভেচ্ছা
জানিও তিনিও আমার মায়ের মতো; **14**আর অসুংক্রিত,
ফ্লিগোন, হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা ও তাদের সঙ্গে সমবিশ্বাসী
ভাইদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও। **15**ফিললগ, যুলিয়া,
নীরিয় ও তার বোন ওলুম্প ও তাঁদের সঙ্গে যে সব
ঈশ্বরের ভক্তেরা আছেন তাঁদেরও আমার শুভেচ্ছা
জানিও।

16পবিত্র চুম্বন দিয়ে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিও।
এখানকার সব খ্রীষ্টমণ্ডলী তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা
জানাচ্ছে।

17ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের বিশেষভাবে
অনুরোধ করছি, যারা দলাদলি সৃষ্টি করে ও পাপে
প্ররোচিত করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। তোমরা যে
সত্য শিক্ষা পেয়েছ তারা তার বিরোধী। এমন লোকদের
থেকে দূরে থেকো। **18**এমন লোকেরা আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে না। তারা নিজেদের খুশী করতেই
কাজ করে চলেছে। তারা মোলায়েম ও মিষ্টি-মিষ্টি কথা
বলে সেই লোকদের ভুলিয়ে থাকে, যারা মন্দ জানে
না।

19তোমাদের বাধ্যতার কথা সবাই শুনেছে আর
সেইজন্য আমি তোমাদের উপরে খুশী হয়েছি। আমি
চাই তোমরা সবাই যা ভাল তা চিনে গ্রহণ কর এবং
মন্দ থেকে দূরে থাক। **20**শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের
পায়ের নীচে শয়তানকে পিষে ফেলবেন। আমাদের প্রভু
যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক।

21আমার সহকর্মী তীমথি তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন; আর আমার মত জাতিতে ইহুদী লুকিয়,
যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

22আমি তর্ত্তিয়, পৌলের হয়ে এই চিঠিটি লিখছি,
আমিও প্রভুর নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

23আমি যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি, যাঁর বাড়িতে
গোটা মণ্ডলী সমবেত হয় সেই গাইয়াস ও তোমাদের
শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ইরাস্ত যিনি এই শহরের কোষাধ্যক্ষ
ও আমাদের ভাই ক্বার্ত্ত তারাও তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। **24***

25যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার আমি প্রচার
করি, সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের স্থির
রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। অনেক যুগ ধরে ঈশ্বর
তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের বিষয় কারোর কাছে জ্ঞাত করেন
নি; কিন্তু এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে;
আর আমি সেইমত তা প্রচার করেছি।

26অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মতো ভাববাদীদের বাণীর
মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো
হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের
বাধ্য হতে পারে।

27যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে চিরকাল একমাত্র প্রজ্ঞাবান
ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।

পদ 24 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 24 যুক্ত করা হয়েছে: “আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।”

করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্র

1 পৌল, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিতরূপে আহূত ও আমাদের ভাই সোস্থিনির
কাছ থেকে এই পত্র।
2করিন্থের ঈশ্বরের মণ্ডলী ও যারা খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্র
বলে গণ্য হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে এই পত্র। তোমরা
ঈশ্বরের পবিত্র লোক হবার জন্য আহূত হয়েছ। সব
জায়গায় যে সব লোকেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে
তাদের সঙ্গে তোমরাও আহূত। তিনি তাদেরও এবং
আমাদেরও প্রভু।
3আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ
থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক।

পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন

4খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর যে অনুগ্রহ তোমাদের
দিয়েছেন, তার জন্য আমি সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাচ্ছি। **5**খ্রীষ্ট যীশুর আশীর্বাদে তোমরা সবকিছুতে,
সমস্তরকম বলবার ক্ষমতায় ও জ্ঞানে উপচে পড়ছ।
6এইভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে সত্য তোমাদের মধ্যে প্রমাণিত
হয়েছে। **7**এর ফলে ঈশ্বরের কাছ থেকে দেওয়া বরদানের
কোন অভাব তোমাদের নেই। তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অপেক্ষায় আছ; **8**তিনি তোমাদের শেষ পর্যন্ত স্থির
রাখবেন, যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসার
দিন পর্যন্ত তোমরা নির্দোষ থাক। **9**ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তিনিই
সেইজন যাঁর দ্বারা তোমরা তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতা লাভের জন্য আহূত হয়েছ।

করিন্থে খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে সঙ্কট

10কিন্তু আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি,
তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যেন মতৈক্য থাকে, দলাদলি
না থাকে। তোমরা সকলে যেন এক মন-প্রাণ হও ও
সকলের উদ্দেশ্য একই হয়। **11**আমার ভাই ও বোনেরা,
আমি ক্লোয়ীর বাড়ির লোকদের কাছে শুনেছি যে
তোমাদের মধ্যে নানা বাক্-বিতণ্ডা লেগেই আছে।
12আমি যা বলতে চাই তা হল এই: তোমাদের মধ্যে
কেউ কেউ বলে থাকে, ''আমি পৌলের অনুগামী'',
আবার কেউ কেউ বলে, "আমি আপল্লোর", আর কেউ
কেউ বলে, "আমি কৈফার (পিতরের)", আবার কেউ
কেউ বলে, "আমি খ্রীষ্টের অনুগামী।" **13**খ্রীষ্টকে কি
ভাগ করা যায়? পৌল কি তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ
হয়েছিলেন? তোমরা কি পৌলের নামে বাপ্তিস্ম
নিয়েছিলে? **14**আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি
ক্রীষ্প ও গায়ঃ ছাড়া তোমাদের আর কাউকে বাপ্তিস্ম
দিইনি। **15**যাতে কেউ বলতে না পারে যে তোমরা আমার
নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছ। **16**তবে হ্যাঁ, আমি স্তিফানের
পরিবারকেও বাপ্তিস্ম দিয়েছি। এছাড়া আর কাউকে
বাপ্তিস্ম দিয়েছি বলে আমার জানা নেই। **17**কারণ খ্রীষ্ট
আমাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য নয় কিন্তু সুসমাচার প্রচারের
জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে সেই সুসমাচার
জাগতিক জ্ঞানের ভাষায় প্রচার করতে পাঠান নি, যাতে
খ্রীষ্টের ক্রুশের পরাক্রম বিফল না হয়।

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা

18যারা ধ্বংসের পথে চলেছে তাদের কাছে ক্রুশের
এই শিক্ষা মূর্খতা; কিন্তু আমরা যারা উদ্ধার লাভ
করছি আমাদের কাছে এ ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ।
19কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে:

"আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব আর বুদ্ধিমানদের
বুদ্ধি ব্যর্থ করব।" *যিশাইয় 29:14*

20জ্ঞানী লোক কোথায়? শিক্ষিত লোকই বা কোথায়?
এ যুগের দার্শনিকই বা কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের
এই সব জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নি? **21**তাই
ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় যখন বুঝলেন যে জগত তার নিজের
জ্ঞান অনুসারে ঈশ্বরকে পেল না, তখন ঈশ্বর স্থির
করলেন যে প্রচারিত বার্তার মূর্খতায় যারা বিশ্বাস করে
তাদের তিনি উদ্ধার করবেন। **22**কারণ ইহুদীরা অলৌকিক
চিহ্ন চায়, আর গ্রীকেরা প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে।
23কিন্তু আমরা সেই খ্রীষ্ট, যিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন
তাঁর সম্বন্ধে প্রচার করি। ইহুদীদের কাছে তা প্রবল
বাধাস্বরূপ আর অইহুদীদের কাছে তা মূর্খতাস্বরূপ।
24কিন্তু ইহুদী ও অইহুদী, ঈশ্বর যাদের আহ্বান করেছেন
তাদের সকলের কাছে খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পরাক্রম ও
প্রজ্ঞাস্বরূপ। **25**কারণ ঈশ্বরের যে মূর্খতা তা মানুষের
জ্ঞানের থেকে অনেক বেশী জ্ঞানসম্পন্ন; আর ঈশ্বরের
যে দুর্বলতা তা মানুষের শক্তি থেকে অনেক শক্তিশালী।
26আমার ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান
করেছেন। একটু ভেবে দেখো তো! জগতের বিচারে
তোমরা অনেকে যে জ্ঞানী ছিলে তা নয়, ক্ষমতাসম্পন্ন
ব্যক্তি ছিলে যে তাও নয় বা অনেকে যে অভিজাত
বংশে জন্মেছিলে তা নয়; **27**কিন্তু ঈশ্বর জগতের মূর্খ
বিষয় সকল মনোনীত করলেন যাতে সেগুলি জ্ঞানীদের
লজ্জা দেয়। ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকল মনোনীত
করলেন যাতে ঐগুলি বলবানদের লজ্জা দেয়।
28জগতের কাছে যা তুচ্ছ ও ঘৃণিত, যার কোন মূল্যই
নেই, সেই সব ঈশ্বর মনোনীত করলেন, যাতে যা কিছু

জগতের ধারণায় মূল্যবান সেই সমস্তকে তিনি ধ্বংস
করতে পারেন।
29ঈশ্বর এই কাজ করলেন যাতে কেউ তাঁর সামনে
গর্ব করতে না পারে। **30**ঈশ্বরই তোমাদেরকে খ্রীষ্ট যীশুর
সাথে যুক্ত করেছেন। খ্রীষ্টই আমাদের কাছে ঈশ্বরের
দেওয়া জ্ঞান, তিনিই আমাদের ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও
মুক্তি। **31**শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, "যে কেউ গর্ব করে
সে প্রভুতেই গর্ব করুক।"*

ক্রুশের ওপর খ্রীষ্ট বিষয়ে বার্তা

2 আমার ভাই ও বোনেরা, যখন আমি তোমাদের
কাছে গিয়ে ঈশ্বরের সত্য প্রচার করেছিলাম, তখন
আমি তা অলঙ্কারযুক্ত বা বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় প্রচার করিনি।
2কারণ আমি স্থির করেছিলাম যে কেবল যীশু খ্রীষ্ট
এবং ক্রুশের ওপর তাঁর মৃত্যুর কথাই তোমাদের
জানাবো। **3**আমি তোমাদের কাছে দুর্বলের মতো ভয়ে
কাঁপতে কাঁপতে গিয়েছিলাম। **4**তাই আমার শিক্ষা ও
আমার প্রচার প্ররোচনামূলক জ্ঞানের কথায় ভরা ছিল
না, বরং আমার শিক্ষাগুলিতে আত্মার শক্তির প্রমাণ
ছিল, **5**যাতে তোমাদের বিশ্বাস যেন মানুষের জ্ঞানের
উপর নির্ভর না করে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর
করে।

ঈশ্বরের জ্ঞান

6কিন্তু তবু আমরা পরিপক্কদের কাছে জ্ঞানের কথা
বলি, সেই জ্ঞান পার্থিব জ্ঞানের মতো নয়, তা এই
যুগের শাসকদের জ্ঞানের মতো নয়, সেই শাসকেরা
তো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। **7**কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বে
ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা বলি। সেই জ্ঞান গুপ্ত ছিল এবং
ঈশ্বর আমাদের মহিমান্বিত করবেন বলে এবিষয় সৃষ্টির
পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন। **8**এই যুগের শাসকদের
মধ্যে কেউ তা বোঝেনি, যদি বুঝত তবে তারা কখনও
মহিমাপূর্ণ প্রভুকে ক্রুশে বিদ্ধ করত না। **9**কিন্তু শাস্ত্রে
যেমন লেখা আছে:

"ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, তাদের জন্য তিনি যা
প্রস্তুত করেছেন, কোন মানুষ তা কখনও চোখে দেখেনি,
কানে শোনেনি, এমন কি কল্পনাও করেনি।"

যিশাইয় 64:4

10কিন্তু আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা তা
প্রকাশ করেছেন।

কারণ আত্মা সব কিছুর অনুসন্ধান করেন, এমন কি
ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বেরও অনুসন্ধান করেন। **11**বিষয়টি এই
রকম: কোন মানুষ অপরে কি চিন্তা করছে তা জানে
না। কেবল সেই ব্যক্তির আত্মা, যে তার অন্তরে থাকে
সেই জানে। তেমনি ঈশ্বর কি চিন্তা করেন তা কেউ
জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। **12**আমরা
জগতের আত্মাকে গ্রহণ করি নি কিন্তু ঈশ্বরের কাছ
থেকে যে আত্মা এসেছেন তাঁকেই আমরা পেয়েছি,
যেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন
তা জানতে পারি। **13**সেই সব বিষয় বলতে গিয়ে আমরা
মানবিক জ্ঞানের শিক্ষানুরূপ কথায় নয়, কিন্তু পবিত্র
আত্মার শিক্ষানুসারে বলেছি, আত্মিক বিষয় বোঝাতে
আত্মিক কথাই ব্যবহার করছি। **14**যার মধ্যে ঈশ্বরের
আত্মা নেই সে আত্মা থেকে যে বিষয়গুলি আসে তা
গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তার কাছে সে সব মূর্খতা।
যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র আত্মা নেই সে আত্মিক কথা
বুঝতে পারে না, কারণ সেই বিষয়গুলি কেবল,
আত্মিকভাবেই বিচার করা যায়। **15**কিন্তু আত্মিক ব্যক্তি
সকল বিষয়ে বিচার করতে পারে। অন্য কেউ তার
সম্বন্ধে বিচার করতে পারে না। কারণ শাস্ত্র বলছে:

16"কে প্রভুর মন জেনেছে যে, তাঁকে নির্দেশ দিতে
পারে?" *যিশাইয় 40:13*

কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

মানুষকে অনুসরণ করা ভুল

3 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের সঙ্গে
আত্মিক লোকদের মতো কথা বলতে পারি নি।
খ্রীষ্টীয় জীবনে তোমরা শিশু বলে তোমাদের কাছে
জাগতিক ভাবাপন্ন লোকদের মতো কথা বলছি। **2**আমি
তোমাদেরকে শক্ত কোন খাদ্য না দিয়ে তোমাদের দুধ
পান করিয়েছি, কারণ তখনও তোমরা শক্ত খাদ্য গ্রহণ
করতে প্রস্তুত ছিলে না; আর এমন কি তোমরা এখনও
প্রস্তুত হও নি। **3**তোমরা এখনও আত্মিক লোক হয়ে
ওঠো নি। তোমরা আজও জাগতিক ভাবাপন্ন, কারণ
তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রয়েছে, আর তাতেই
জানা যায় যে তোমরা আত্মিক লোক নও; তোমরা
জাগতিক লোকদের মতোই চলছ। **4**কারণ তোমাদের
মধ্যে যখন কেউ বলে, "আমি পৌলের লোক", আবার
কেউ বলে, "আমি আপল্লোর লোক" তখন কি তোমরা
জাগতিক লোকদের মতোই ব্যবহার করছ না?

5আপল্লো কে? আর পৌলই বা কে? আমরা ঈশ্বরের
দাস মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ। প্রভু
আমাদের এক এক জনকে যেমন কাজ দিয়েছেন আমরা
তেমন করেছি। **6**আমি বীজ বুনেছি, আপল্লো জল
দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি দান করেছেন। **7**তাই যে
বীজ বোনে বা যে জল দেয় সে কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বর,
যিনি বৃদ্ধি দান করেন তিনিই সব। **8**যে বীজ বোনে ও
যে জল দেয় তাদের উদ্দেশ্য এক; তারা প্রত্যেকে
নিজের নিজের কর্ম অনুসারে ফল পাবে। **9**কারণ আমরা
পরস্পর ঈশ্বরেরই সহকর্মী। তোমরা এক শস্যক্ষেত্রের
মতো, যার মালিক স্বয়ং ঈশ্বর।

তোমরা ঈশ্বরের গৃহ। **10**ঈশ্বর আমায় যে ক্ষমতা
দিয়েছেন সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মতো
ভিত গেঁথেছি; কিন্তু অন্যেরা তার ওপর গাঁথছে, তবে
প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য রাখে কিভাবে তারা তার ওপর
গাঁথে। **11**যে ভিত গাঁথা হয়েছে তা ছাড়া অন্য ভিত্তিমূল
কেউ স্থাপন করতে পারে না, সেই ভিত হচ্ছেন যীশু
খ্রীষ্ট। **12**এই ভিতের ওপরে কেউ যদি সোনা, রূপো,

"যে ... করুক" যির 9:24

মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড় বা বিছালি দিয়ে গাঁথে 13তবে
প্রত্যেক লোকের নিজস্ব কাজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবেই।
সেই বিচারের দিন* তা প্রকাশ করে দেবে, কারণ সেই
দিনটি আসবে আগুন নিয়ে আর সেই আগুনই প্রত্যেকের
কাজ কি রকম তা যাচাই করবে। 14যে যা গেঁথেছে তা
যদি টিকে থাকে তবে সে পুরস্কার পাবে, 15আর যদি
কারোর কাজ পুড়ে যায় তবে তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে
হবে। সে নিজে রক্ষা পাবে; কিন্তু তার অবস্থা আগুনের
মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসা লোকের মতো হবে।

16তোমরা কি জান না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির;
আর ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন? 17যদি
কেউ ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে তবে ঈশ্বর তাকে
ধ্বংস করবেন, কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র আর সেই
মন্দির তোমরাই।

18তোমরা নিজেদের ফাঁকি দিও না। তোমাদের
মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই জগতের দিক দিয়ে
জ্ঞানী মনে করে, তবে সে মূর্খ হলেও যেন প্রকৃত জ্ঞানী
হতে পারে। 19কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই জগতের
জ্ঞান মূর্খতাস্বরূপ। শাস্ত্রে লেখা আছে: “তিনি (ঈশ্বর)
জ্ঞানীদের তাদের ধূর্ততায় ধরে ফেলেন।”* 20আবার
লেখা আছে, “জ্ঞানীদের সমস্ত চিন্তাই যে অসার তা
প্রভু জানেন।”* 21তাই কেউ যেন মানুষকে নিয়ে গর্ব
না করে, কারণ সবই তো তোমাদের: 22তা সে পৌল,
আপল্লো, কৈফা (পিতর) হোক্ বা এই জগৎ জীবন
বা মৃত্যুই হোক্। বর্তমান বা ভবিষ্যত যা কিছু বল সব
কিছু তোমাদের, 23আর তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ

4 লোকদের কাছে আমাদের পরিচয় এই হোক যে,
আমরা খ্রীষ্টের সেবক এবং আমরা ঈশ্বরের
নিগূঢ়তত্ত্বরূপ সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মানুষ 2যারা এই
সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মানুষ তারা এই কাজে বিশ্বস্ত কিনা
তা দেখতে হবে। 3তোমরা বা কোন মানুষের বিচার
সভা আমার বিচার করুক তাতে আমার কিছু যায়
আসে না, এমন কি আমি আমার নিজেরও বিচার করি
না। 4আমার বিবেক পরিষ্কার, তবুও এতে আমি
নির্দোষ প্রতিপন্ন হই না। প্রভুই আমার বিচার করেন।
5তাই যথার্থ সময়ের আগে, অর্থাৎ প্রভু আসার আগে,
তোমরা কোন কিছুর বিচার করো না। আজ যা কিছু
অন্ধকারে লুকানো আছে তিনি তা আলোতে প্রকাশ
করবেন; আর তিনি মানুষের মনের গুপ্ত বিষয় জানিয়ে
দেবেন।

6ভাই ও বোনেরা, তোমরা যেন বুঝতে পার তাই
আপল্লো ও আমার উদাহরণ দিয়ে এইসব কথা বললাম,
“যেন তোমরা শেখ যে শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার
বাইরে যেতে নেই।” তাহলে তোমরা একজনের বিরুদ্ধে
অন্য জনকে নিয়ে গর্ব করবে না। 7তুমি যে অন্যদের
থেকে ভাল তা কে বলেছে? আর তুমি যা ঈশ্বরের কাছ
থেকে দান হিসাবে পাও নি, এমনই বা কি তোমার
আছে? আর যখন তুমি সব কিছু দান হিসাবে পেয়েছ,
তখন দান হিসেবে পাও নি, কেন এমন গর্ব করছ?

8তোমরা মনে করছ, তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন
তোমরা এখনই সে সব পেয়ে গিয়েছ। তোমরা মনে
কর তোমরা এখন ধনী হয়ে গিয়েছ; আর আমাদের
ছাড়াই তোমরা রাজা হয়ে গিয়েছ। অবশ্য সত্যি সত্যিই
তোমরা রাজা হয়ে গেলে ভালোই হত! তাহলে আমরাও
তোমাদের সঙ্গে রাজা হতে পারতাম। 9হত্যা করা হবে
বলে যাদের মিছিলের শেষে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়,
আমার মনে হয় ঈশ্বর আমাদের, অর্থাৎ প্রেরিতদের
ঠিক তেমনি সকলের শেষে রেখেছেন। আমরা সারা
জগতের কাছে অর্থাৎ স্বর্গদূতদের ও মানুষের কাছে
যেন দেখার সামগ্রী হয়েছি।

10আমরা খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ হয়েছি, আর তোমরা
খ্রীষ্টেতে বুদ্ধিমান হয়েছ। আমরা দুর্বল, কিন্তু তোমরা
বলবান। তোমরা সম্মান লাভ করেছ, কিন্তু আমরা
অসম্মানিত। 11এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়
কষ্ট পাচ্ছি। আমাদের পরণে জীর্ণ বস্ত্র, আমাদের
চপেটাঘাত করা হচ্ছে, আমাদের বাসস্থান বলতে কোন
কিছু নেই। 12জীবিকার জন্য আমরা নিজের হাতে কঠিন
পরিশ্রম করছি। লোকে আমাদের নিন্দা করলে আমরা
তাদের আশীর্বাদ করি, যখন নির্যাতন করে তখন আমরা
তা সহ্য করি। 13কেউ অপবাদ দিলে তার সঙ্গে ভাল
কথা বলি। আজ পর্যন্ত আমরা যেন জগতের আবর্জনা
ও দুনিয়ার জঞ্জাল হয়ে রয়েছি।

14তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য আমি এসব কথা
লিখছি না বরং আমার প্রিয় সন্তান হিসাবে সাবধান
করার জন্যই লিখছি। 15কারণ তোমাদের খ্রীষ্টে দশ হাজার
গুরু থাকতে পারে, কিন্তু তোমাদের পিতা অনেক নেই।
আমি খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে তোমাদের
আত্মিক পিতা হয়েছি। 16তাই আমি তোমাদের বিনতি
করছি, তোমরা আমার অনুকারী হও। 17এই জন্যই
আমি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান হিসাবে
তীমথিয়কে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। খ্রীষ্ট যীশুতে
আমি যে সব পথে চলি তা সে তোমাদের মনে করিয়ে
দেবে। প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক মণ্ডলীতে আমি সেই
পথের বিষয় শিক্ষা দিয়েছি।

18তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই মনে করে খুব
গর্ব করে বেড়াচ্ছে যে আমি তোমাদের কাছে আসছি
না। 19যাই হোক্ যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে খুব শিগ্‌গিরই
আমি তোমাদের কাছে আসব এবং এই দাম্ভিক লোকদের
কথা শুনতে নয়, তাদের ক্ষমতা কি তা জানব। 20কারণ
ঈশ্বরের রাজ্য কেবল কথার ব্যাপার নয় তা পরাক্রমেরও।
21তোমরা কি চাও?

তোমরা কি চাও? শাস্তি দিতে আমি তোমাদের
কাছে বেত নিয়ে আসি, অথবা ভালবাসা ও শান্ত
মনোভাবে আসি?

বিচারের দিন ঐ দিন খ্রীষ্ট সমস্ত লোকের বিচারের জন্য আসছেন।

“তিনি ... ফেলেন” ইয়োব 5:13

“জ্ঞানীদের ... জানেন” গীত 94:11

মণ্ডলীতে নৈতিক সমস্যা

5 একথা সত্যি শোনা যাচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে যৌন পাপ রয়েছে। এমন যৌন পাপ যা বিধর্মীদের মধ্যেও দেখা যায় না; একজন নাকি তার সৎমার সঙ্গে অবৈধ জীবনযাপন করছে। 2তোমরা তবুও নিজেদের বিষয়ে গর্ব করছ। এর পরিবর্তে তোমাদের কি মর্মাহত হওয়া উচিত ছিল না? এমন পাপ কাজ যে করেছে তাকে তোমাদের সহভাগিতা থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। 3দৈহিকভাবে আমি উপস্থিত না থাকলেও আত্মাতে আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। যে এই রকম অন্যায় কাজ করেছে, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকেই আমি তার বিচার করেছি। 4প্রভু যীশুর নামে তোমরা একত্রিত হও। সে সভায় আমি আত্মাতে উপস্থিত থাকব, আর প্রভু যীশুর পরাক্রম তোমাদের মধ্যে বিরাজ করবে। 5তখন সেই লোককে শাস্তির জন্য শয়তানের হাতে সঁপে দিও যেন তার পাপময় দেহ ধ্বংস হয়; কিন্তু যেন প্রভু যীশুর দিনে তার আত্মা উদ্ধার লাভ করে।

6তোমাদের গর্ব করা শোভা পায় না, তোমরা তো এ কথা জান যে, "একটুখানি খামির ময়দার সমস্ত তালটাকে ফাঁপিয়ে তোলে।" 7তোমাদের মধ্য থেকে পুরানো খামির বের করে ফেল, যেন তোমরা এক নতুন তাল হতে পার। খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে তোমরা তো খামির-বিহীন রুটির মতোই, কারণ খ্রীষ্ট যিনি আমাদের নিস্তারপর্বীয় মেষশাবক, তিনি আমাদের জন্য বলি হয়েছেন। 8তাই এস আমরা নিস্তারপর্বের ভোজ সেই রুটি দিয়ে পালন করি যার মধ্যে সেই পুরানো খামির নেই। সেই পুরানো খামির হোল পাপ ও দুষ্টতা; কিন্তু এস আমরা সেই রুটি গ্রহণ করি যার মধ্যে খামির নেই, এ হোল আন্তরিকতা ও সত্যের রুটি।

9আমার আগের চিঠিতে আমি তোমাদের লিখেছিলাম, যেন তোমরা যৌন পাপে লিপ্ত লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা না কর। 10তবে হ্যাঁ, এই জগতের যারা নষ্ট চরিত্রের লোক, লোভী, ঠগবাজ বা প্রতিমাপূজক তাদের কথা অবশ্য বলিনি, কারণ তাহলে তো তোমাদের জগতের বাইরে চলে যেতে হবে। 11তবে আমি এখন লিখছি যে, যে কেউ নিজেকে বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেয়, অথচ নষ্ট-চরিত্রের লোক, লোভী, প্রতিমাপূজক, নিন্দুক, মাতাল বা ঠগবাজ, এরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা কোর না। এমন কি তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কোর না।

12-13বাইরের লোকদের বিচার করার আমার কি দরকার? কিন্তু মণ্ডলীর ভেতরের লোকদের বিচার করা কি তোমাদের উচিত নয়? যারা মণ্ডলীর বাইরের লোক তাদের বিচার ঈশ্বর করবেন। শাস্ত্র বলছে, "তোমাদের মধ্য থেকে দুষ্ট লোককে বের করে দাও।"*

খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে বিচারের সমস্যা

6 তোমাদের মধ্যে কারো যদি অপরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তবে সে কোন সাহসে ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের কাছে না গিয়ে আদালতে বিচারকদের অর্থাৎ অধার্মিকদের কাছে যায়? 2তোমরা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বরের লোকেরা জগতের বিচার করবে। তোমাদের দ্বারাই যখন জগতের বিচার হবে, তখন তোমরা কি এই সামান্য বিষয়ের বিচার করার অযোগ্য? 3তোমরা কি জান না যে আমরা স্বর্গদূতদেরও বিচার করব? তাই যদি হয় তবে তো এই জীবনের বিষয়গুলি সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিতভাবে বিচার করতে পারি। 4তাই তোমাদের নিজেদের মধ্যে যদি কোন নালিশ থাকে, তবে যারা মণ্ডলীর লোক নয় তাদেরই কি তোমরা বিচার করার জন্য ঠিক করবে? 5তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য আমি এই কথা বলছি। এটা খুব খারাপ, তোমাদের মধ্যে সত্যিই কি এমন কোন জ্ঞানী লোক নেই যে ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদ বাধলে তার মীমাংসা করে দিতে পারে? 6কিন্তু এক ভাই অন্য ভাইয়ের বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছে, তাও আবার অবিশ্বাসীদের সামনে!

7তোমরা যে একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করছ এতে প্রমাণ হচ্ছে যে তোমরা পরাস্ত হয়েছ। তার চেয়ে ভাল হয় যদি তুমি কাউকে তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করতে দাও। ভাল হয় কাউকে যদি তোমায় প্রতারণা করতে দাও। 8কিন্তু তোমরা নিজেরাই অন্যায় করছ, তোমরাই বঞ্চনা করছ! আর তা তোমাদের বিশ্বাসী খ্রীষ্টীয়ান ভাইদের প্রতিই করছ!

9-10তোমরা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বরের রাজ্যে অধার্মিক লোকদের কোন স্থান নেই? নিজেদের ঠকিও না! যারা ব্যভিচারী, অনৈতিক যৌনাচারী, যারা প্রতিমার পূজা করে, যারা পুংশ্চলী ও পুংসমকামী, ঈশ্বরের রাজ্যে এদের কোন অধিকার নেই। সেই রকম যারা চোর, লোভী, মাতাল, যারা পরনিন্দা করে ও যারা প্রতারক তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না।

11তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরণের লোক ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও ঈশ্বরের আত্মায় নিজেদের ধৌত করেছ, পবিত্র হয়েছ, তোমরা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছ।

নিজের দেহ ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার কর

12"সব কিছু করার অধিকার আমার আছে", কিন্তু সব কিছু করা যে হিতকর তা নয়। হ্যাঁ, "সব কিছু করার অধিকার আমার আছে", কিন্তু আমি কোন কিছুর দাস হব না। 13"খাবার তো পেটের জন্য, আর পেট তো খাবারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর এদের উভয়েরই লোপ করবেন।" আমাদের দেহ যৌন পাপ কার্য্যের জন্য নয়, প্রভুরই জন্য আর প্রভুও এই দেহের জন্য। 14ঈশ্বর আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন, তিনি আমাদেরও ওঠাবেন। 15তোমরা কি জান না যে তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ? তাহলে কি তোমরা খ্রীষ্টের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বেশ্যার দেহের সঙ্গে যুক্ত করবে? 16না, কখনই না। তোমরা কি জান না, যে বেশ্যার

"তোমাদের ... দাও" দ্বি বি 22:21, 24

সঙ্গে যুক্ত হয় সে তার সঙ্গে এক দেহ হয়? কারণ শাস্ত্র বলছে, “তারা দুজন এক দেহ হবে।”* 17কিন্তু যে প্রভুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে আত্মায় এক হয়।

18যৌন পাপ থেকে দূরে থাক। যে ব্যক্তি পাপকার্য করে তা তার দেহের বাইরে করে, কিন্তু যে যৌন পাপ করে সে তার দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে।

19তোমরা কি জান না, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, যাঁকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ? তোমরা তো আর নিজেদের নও। 20কারণ তোমাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে; তাই তোমাদের দেহের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কর।

বিবাহ বিষয়ক কথা

7 তোমরা যে সব বিষয়ে লিখেছ সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব। একজন পুরুষের বিয়ে না করাই ভাল। 2কোন পুরুষের কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক না থাকাই ভাল। কিন্তু যৌন পাপের বিপদ আছে, তাই প্রত্যেক পুরুষের নিজ স্ত্রী থাকাই উচিত, আবার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী থাকা উচিত। 3স্ত্রী হিসাবে তার যা যা বাসনা স্বামী যেন অবশ্যই তাকে তা দেয়; ঠিক তেমনি স্বামীর সব বাসনাও যেন স্ত্রী পূর্ণ করে। 4স্ত্রী নিজ দেহের ওপর দাবী করতে পারে না, কিন্তু তার স্বামী পারে। ঠিক সেই রকম স্বামীরও নিজ দেহের ওপর দাবী নেই, কিন্তু তার স্ত্রীর আছে। 5স্বামী, স্ত্রী তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে আপত্তি কোর না; কেবল প্রার্থনা করার জন্য উভয়ে পরামর্শ করে অল্প সময়ের জন্য আলাদা থাকতে পার, পরে আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ো, যেন তোমাদের অসংযমতার জন্য শয়তান তোমাদের প্রলোভনে ফেলতে না পারে। 6আমি এসব কথা হুকুম করার ভাব নিয়ে বলছি না, কিন্তু অনুমতি দিচ্ছি । 7আমার ইচ্ছা সবাই যেন আমার মতো হয়; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বরদান পেয়েছে, একজন এক রকম, আবার অন্যজন অন্য রকম।

8অবিবাহিত আর বিধবাদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য, “তারা যদি আমার মতো অবিবাহিত থাকতে পারে তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গল। 9কিন্তু যদি তারা নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তবে বিয়ে করুক, কারণ কামের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিয়ে করা অনেক ভাল।”

10এখন যারা বিবাহিত তাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি। অবশ্য আমি দিচ্ছি না, এ আদেশ প্রভুরই, কোন স্ত্রী যেন তার স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। 11যদি সে স্বামীকে ছেড়ে যায় তবে তার একা থাকা উচিত অথবা সে যেন তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। স্বামীর উচিত নয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা।

12এখন আমি অন্য সমস্ত লোকদের বলি, আমি বলছি, প্রভু নয়। যদি কোন খ্রীষ্টানুসারী ভাইয়ের অবিশ্বাসী স্ত্রী থাকে আর সেই স্ত্রী তার সঙ্গে থাকতে রাজী থাকে, তবে সেই স্বামী যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। 13আবার যদি কোন খ্রীষ্টানুসারী স্ত্রীলোকের অবিশ্বাসী স্বামী থাকে আর সেই স্বামী তার সঙ্গে থাকতে রাজী থাকে তবে সেই স্ত্রী যেন তার স্বামীকে ত্যাগ না করে। 14কারণ বিশ্বাসী স্ত্রীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্বামী আর বিশ্বাসী স্বামীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করে। তা না হলে তোমাদের ছেলে মেয়েরা অশুচি হতো, কিন্তু এখন তারা পবিত্র।

15যাই হোক, যদি অবিশ্বাসী বিশ্বাসীকে ছেড়ে যেতে চায় তবে তাকে তা করতে দাও। তখন ভাই বা বোন বাধ্যবাধকতার জন্য আটকে থাকবে না। ঈশ্বর আমাদের শান্তিময় জীবনযাপনের জন্যই আহ্বান করেছেন। 16বিশ্বাসী স্ত্রী, তুমি হয়তো তোমার স্বামীকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসী স্বামী তুমি এইভাবে হয়তো তোমার স্ত্রীর উদ্ধারের কারণ হয়ে উঠবে।

ঈশ্বরের আহ্বান অনুসারে জীবনযাপন কর

17প্রভু যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আর ঈশ্বর যাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সে সেইভাবে জীবনযাপন করুক। সব মণ্ডলীতে আমি এই আদেশ দিচ্ছি।

18কাউকে কি সুন্নত হওয়া অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? সে যেন সুন্নতকে বাতিল না করে। কাউকে কি অসুন্নত অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? তার সুন্নত হওয়ার প্রয়োজন নেই। 19সুন্নত হোক বা না হোক, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ঈশ্বরের আদেশপালনই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 20ঈশ্বর যাকে যে অবস্থায় আহ্বান করেছেন, সে সেই অবস্থাতেই থাকুক। 21যখন তোমাকে আহ্বান করা হয়েছিল, তখন কি তুমি দাস ছিলে? এই অবস্থায় তোমার যেন দুঃখ না হয়; কিন্তু তুমি যদি স্বাধীন হতে পার, তবে তার সুযোগ গ্রহণ কর। 22দাস অবস্থায় প্রভু যাকে আহ্বান করেছেন, সে প্রভুর স্বাধীন লোক। যে স্বাধীন অবস্থায় খ্রীষ্টের ডাক শুনেছে, সে প্রভুর দাসে পরিণত হয়েছে। 23মূল্য দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। তোমরা সামান্য মানুষের দাসত্ব করো না। 24ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন জীবন পাবার সময় তোমরা যে যেমন অবস্থায় ছিলে এখন সেই অবস্থাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে থাক।

বিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন

25এখন কুমারী মেয়েদের প্রসঙ্গে আসি, তাদের সম্বন্ধে প্রভুর কাছ থেকে আমি কোন আদেশ পাই নি। তবে এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মত প্রকাশ করছি। ঈশ্বরের কাছে আমি দয়া পেয়েছি, এই জন্য তোমরা আমার ওপর নির্ভর করতে পার। 26আমি মনে করি, বর্তমানে এই সঙ্কটময় সময়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে সে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভাল। 27তুমি কি কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহিত? তবে তাকে ত্যাগ করার চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রীলোক থেকে মুক্ত আছ? তাহলে স্ত্রী পেতে চেও না।

“তারা ... হবে” আদি 2:24

28কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর তাতে তোমার কোন পাপ হয় না; আর কোন কুমারী যদি বিয়ে করে তাহলে সে পাপ করে না। কিন্তু এমন লোকদের জীবনে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। এই কষ্ট এড়াতে আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।

29ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের যে কথা বলতে চাইছি; সময় খুব বেশী নেই। তাই যাদের স্ত্রী আছে প্রভুর সেবার জন্য এখন থেকে তারা এমনভাবে চলুক যেন তাদের স্ত্রী নেই; 30আর যারা দুঃখ পাচ্ছে, তারা এমনভাবে চলুক যেন দুঃখ পাচ্ছে না, যারা আনন্দিত তারা এমনভাবে চলুক যেন আনন্দ করছে না। যারা কেনাকাটা করছে, তারা এমনভাবে করুক যেন যা কিনেছে তা তাদের নিজেদের নয়। 31যারা সংসারে বিষয় বস্তু ব্যবহার করে, তারা যেন পূর্ণমাত্রায় তাতে আসক্ত না হয়, কারণ এই সংসারের বর্তমান কাঠামো লুপ্ত হচ্ছে।

32আমি চাই যেন তোমরা দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হও। একজন অবিবাহিত লোক প্রভুর কাজের বিষয়ে বেশী করে চিন্তা করতে পারে, কিভাবে সে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে সেটাই তার চিন্তা হয়।

33কিন্তু যে বিবাহিত, সে এই সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিভাবে সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে, সেই হয় তার চিন্তা। 34সে প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে চায় আবার সেই সঙ্গে তার স্ত্রীকে ও খুশী রাখতে চায়, এইভাবে দুই দিকেই তার চিন্তা হয়। একজন অবিবাহিতা বা কুমারী মেয়ে প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন সে দেহে ও আত্মায় পবিত্র হয়। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীলোক তার সংসারের প্রতি বেশী চিন্তা করে, আর তার চিন্তা থাকে কিভাবে সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে। 35আমি তোমাদের ভালোর জন্যই একথা বলছি, তোমাদের ওপর কোন বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেবার জন্য নয়, বরং তোমরা যাতে ঠিক পথে চল আর যাতে তোমরা নানা বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ো এবং সম্পূর্ণ সমর্পণ দ্বারা প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ কর সেইজন্যই বলছি।

36কেউ যদি মনে করে যে সে তার কুমারী বাগদত্তার প্রতি সঙ্গত আচরণ করছে না, তার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, সে যদি মনে করে যে বিষয়টা শীঘ্র হওয়াই ভাল তবে সে যা চায় তাই করুক। এতে সে পাপ করছে না, তার বিয়ে হোক। 37কিন্তু যে তার নিজের মনে দৃঢ়, যার কোন চাপ নেই, যে তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর তার মনে ঠিক করে যে সে তার বাগদত্তাকে বিয়ে না করেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম, তবে সে ভালই করবে। 38তাই যে তার বাগদত্তা বধূকে বিয়ে করে সে ঠিক কাজই করে; আর যে তাকে বিয়ে না করে সে আরো ভালো করে।

39স্বামী যতদিন বেঁচে থাকে, স্ত্রী ততদিনই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামী মারা গেলে সে মুক্ত, সে তখন যাকে ইচ্ছা আবার বিয়ে করতে পারে, অবশ্য সেই লোক যেন প্রভুর হয়। 40তবে আমার মতে সে যদি আর বিয়ে না করে তবে আরো সুখী হবে। এই আমার মত আর আমি মনে করি আমারও ঈশ্বরের আত্মা আছে।

প্রতিমার প্রসাদ সম্বন্ধে

8 এখন প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবারের বিষয়ে বলছি: আমরা জানি যে, "আমাদের সবার জ্ঞান আছে।" "জ্ঞান" মানুষকে আত্মগর্বে ফাঁপিয়ে তোলে; কিন্তু ভালোবাসা অপরকে গড়ে তোলে। 2যদি কেউ মনে করে সে কিছু জানে, তবে তার যা জানা উচিত ছিল এখনও সে তা জানে না। 3কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, তবে ঈশ্বর তাকে জানেন।

4প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্যবস্তুর বিষয়ে বলি, আমরা জানি এই জগতে প্রতিমা আসলে কিছুই নয়, এবং ঈশ্বর মাত্র একজনই। 5স্বর্গ হোক বা পৃথিবীতে হোক, লোকে যাদের দেবতা বলে সেইরকম বহু "দেবতারা" ও বহু "প্রভুরা" থাকলেও 6কিন্তু আমাদের জন্য একমাত্র ঈশ্বর আছেন; তিনি আমাদের পিতা, তাঁর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, আমরা তাঁর জন্যই বেঁচে আছি। একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই সব কিছু সৃষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই আমরা বেঁচে আছি।

7কিন্তু সকলের এ জ্ঞান নেই। কিছু লোক এখনও প্রতিমার সংশ্রবে থাকায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্যবস্তুকে প্রসাদ জ্ঞানে খায়; আর তাদের বিবেক দুর্বল হওয়াতে দোষী প্রতিপন্ন হয়। 8কিন্তু খাদ্যবস্তু আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে না। ঐ সব যদি আমরা না খাই তাহলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না; আর যদি খাই তাহলেও কোন লাভ হয় না।

9কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই স্বাধীনতা যেন দুর্বল এমন লোকদের পাপের কারণ না হয়। 10তুমি জান যে প্রতিমা কিছুই নয়, বেশ; কিন্তু দুর্বল চিত্তের কেউ যদি তোমাকে মন্দিরে বসে খেতে দেখে তবে সে দুর্বল চিত্তের বলে তার বিবেক কি তাকে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা বলির মাংস খেতে সাহস যোগাবে না? যদিও সে বিশ্বাস করে এটা ঠিক নয়। 11এইভাবে তোমার এই জ্ঞানের দ্বারা সেই দুর্বল চিত্তের ভাই, যার জন্য খ্রীষ্ট মরেছেন, সে ধ্বংস হয়। 12তাই এইভাবে বিশ্বাসী ভাইদের বিরুদ্ধে পাপ করলে ও তাদের দুর্বল বিবেকে আঘাত করলে, তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধেই পাপ কর। 13সেইজন্য কোন খাদ্য খাওয়াতে যদি আমার ভাই পাপে পড়ে, তবে আমি কখনও তা খাব না। আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দেব যাতে আমি যেন আমার ভাইয়ের পাপের কারণ না হই।

9 আমি কি স্বাধীন মানুষ নই? আমি কি একজন প্রেরিত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে কি আমি দেখিনি? তোমরাই কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? 2অন্যেরা আমাকে যদি প্রেরিত বলে গ্রহণ নাও করে, তবু তোমরা নিশ্চয় আমাকে প্রেরিত বলে মেনে নেবে। প্রভুতে আমি যে প্রেরিত তোমরাই তো তার প্রমাণ।

3কিছু লোক যারা আমার দোষগুণ বিচার করে, তাদের
কাছে আমার উত্তর এই: 4আমাদের কি ভোজন-পান
করার অধিকার নেই? 5অন্যান্য প্রেরিতেরা, প্রভুর আপন
ভাইয়েরা ও কৈফা যেমন করেন তেমনভাবে আমাদের
কি কোন বিশ্বাসীকে স্ত্রী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবার
অধিকার নেই? 6বার্ণবা ও আমাকেই কি কেবল জীবিকা
নির্বাহের জন্য কাজ করতে হবে? 7কোন সৈনিক কি
তার নিজের খরচে সৈন্যদলে থাকে? যে দ্রাক্ষা ক্ষেত
প্রস্তুত করে সে কি তার ফল খায় না? যে মেষপাল
চরায় সে কি মেষদের দুধ পান করে না?

8আমি এসব মানুষের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর
করে বলছি না। ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থাও কি একই কথা
বলে না? 9কারণ মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আছে, “যে
বলদ শস্য মাড়ে তার মুখে জালতি বেঁধো না।”* ঈশ্বর
কি কেবল বলদের কথা ভেবেই একথা বলেছেন? 10তা
নয়, কিন্তু আমাদের কথা চিন্তা করেই তিনি এসব কথা
বলেছেন, শাস্ত্রে আমাদের জন্যই এসব লেখা হয়েছে,
কারণ যে চাষ করে, সে ফসল পাবার প্রত্যাশাতেই তা
করে; আর যে শস্য মাড়াই করে, সে মাড়াই করা শস্য
থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশাতেই তা করে। 11আমরা
তোমাদের মাঝে আত্মিক বীজ বুনেছি; বেশ এখন ফসল
হিসাবে যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব কোন কিছু
পাই, তবে তা কি খুব বেশী কিছু পাওয়া হবে? 12এই
ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে অন্যেরা যখন দাবী করে,
তখন তা পাবার জন্য আমাদের নিশ্চয় আরও বেশী
অধিকার আছে। আমরা তোমাদের ওপর এই অধিকার
খাটাই না। আমরা বরং সকলই সহ্য করছি, পাছে খ্রীষ্টের
সুসমাচার গ্রহণের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয়।

13তোমরা তো জান, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা
মন্দির থেকেই তাদের খাবার পায়। যারা যজ্ঞবেদীর
ওপর নিয়মিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, তারা তারই অংশ
পায়। 14তেমনি প্রভুও সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই
বিধান দিয়েছেন, যেন সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমেই তাদের
জীবিকা নির্বাহ হয়।

15কিন্তু আমি এই অধিকার কখনও প্রয়োগ করিনি।
আমি তোমাদের কাছ থেকে ঐরকম সাহায্য নেবার
জন্যও লিখছি না। এ বিষয়ে আমার যে গর্ব আছে, তা
যদি কেউ কেড়ে নেয় তবে তার থেকে আমার মরণ
ভাল। 16তবে আমি সুসমাচার প্রচার করি বলে গর্ব
করছি না। সুসমাচার প্রচার করা আমার কর্তব্য, এটি
আমার অবশ্য করণীয়। আমি যদি সুসমাচার প্রচার না
করি তবে তা আমার পক্ষে কত দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে!
17যদি নিজের ইচ্ছায় সুসমাচার প্রচার করতাম তবে
আমি পুরস্কার পাবার যোগ্য হতাম। কিন্তু যেখানে আমি
নিজে থেকে এই কাজ করিনি কিন্তু দায়িত্ব হিসাবে
আমার ওপর এই কাজ ন্যস্ত হয়েছে,

18সেখানে আমি কি পুরস্কার পাব? এই আমার
পুরস্কার: যখন আমি সুসমাচার প্রচার করি, তা বিনামূল্যে
করি। এইভাবে সুসমাচার প্রচার করা কালীন আমার
বেতন পাবার যে অধিকার আছে, তা আমি ব্যবহার
করি না।

19আমি স্বাধীন! আমি কারোর অধীনে নেই, তবু
আমি সকলের দাস হলাম, যাতে অনেককে আমি খ্রীষ্টের
জন্য লাভ করতে পারি। 20ইহুদীদের জয় করার জন্য
আমি ইহুদীদের কাছে ইহুদীদের মতো হলাম। যারা
বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের লাভ করার
জন্য আমি নিজে বিধি-ব্যবস্থার অধীন না হলেও আমি
তাদের মত হলাম। 21আবার যারা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে
নেই তাদের জয় করার জন্য আমি তাদের মতো হলাম।
অবশ্য এর মানে এই নয় যে বিধি-ব্যবস্থা মানিনা, আমি
তো খ্রীষ্টের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করছি।
22যারা দুর্বল, তাদের কাছে আমি দুর্বল হলাম, যেন
তাদের জয় করতে পারি। আমি সকলের কাছে তাদের
মনের মত হলাম, যাতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের
বাঁচাতে পারি। 23আমি এসব সুসমাচারের জন্যই করি,
যেন এর আশীর্বাদের সহভাগী হই।

24তোমরা কি জান না, যখন দৌড় প্রতিযোগিতা
হয় তখন অনেকেই দৌড়ায়; কিন্তু কেবল একজনই
বিজয়ী হয়ে পুরস্কার পায়। তাই এমনভাবে দৌড়াও
যেন পুরস্কার পাও! 25আবার দেখ, যে সব প্রতিযোগী
খেলায় অংশগ্রহণ করে, তারা কঠিন নিয়ম পালন করে।
তারা অস্থায়ী বিজয় মুকুট পাবার জন্য তা করে; কিন্তু
আমরা অক্ষয় মুকুটে ভূষিত হবার জন্য করি। 26তাই
সেইভাবে একটা লক্ষ্য নিয়ে আমি দৌড়াচ্ছি। শূন্যে
মুষ্ট্যাঘাত করছে, এমন লোকের মত আমি লড়াই করি
না। 27বরং আমি আমার দেহকে কঠোরতা ও সংযমের
মধ্যে রেখেছি, যেন অন্য লোকদের কাছে সুসমাচার
প্রচার করার পর নিজে কোনভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
অযোগ্য বলে বিবেচিত না হই।

ইহুদীদের মতো হোয়ো না

10 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা
একথা জান যে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যখন
মোশিকে অনুসরণ করেছিলেন তখন তাঁদের কি হয়েছিল।
তাঁরা সকলে মেঘের নিচে ছিলেন, সকলেই সাগর পার
হয়েছিলেন। 2তাঁরা সকলে মোশির অনুগামী হয়ে মেঘে
ও সমুদ্রে বাপ্তাইজ হয়েছিলেন। 3তাঁরা সকলে একই
ধরণের আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন;

4আর একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন। তাঁরা
এক আত্মিক শৈল থেকে সেই পানীয় পান করতেন যা
তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, সেই শৈলই হচ্ছেন খ্রীষ্ট।
5কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতিই ঈশ্বর
সন্তুষ্ট ছিলেন না, আর তাঁরা পথে প্রান্তরের মধ্যে মারা
পড়লেন।

6এসব ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটল, যাতে
তারা যেমন মন্দ বিষয়ে অভিলাষ করেছিল আমরা তা
না করি। 7তাদের মধ্যে কিছু লোক যেমন প্রতিমা পূজা
শুরু করেছিল তেমন তোমরা প্রতিমা পূজা শুরু করো
না। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে: “লোকেরা ভোজন-পান

“যে বলদ ... না” দ্বি বি 25:4

করতে বসল আর উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল।”*
8তাদের মধ্যে যেমন কতক লোক যৌন পাপে পাপী
হয়েছিল আর একদিনে তেইশ হাজার লোক তাদের
পাপের জন্য মারা পড়েছিল, আমরা যেন তেমনি যৌন
পাপ না করি। 9তাদের মধ্যে যেমন কিছু লোক প্রভুর
পরীক্ষা করে সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল, আমরা
যেন তেমন পরীক্ষা না করি। 10আবার তাদের মধ্যে
কিছু লোক যেমন অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল আর
ধ্বংসকারী স্বর্গদূতের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়েছিল,
তোমরা তেমনি অসন্তোষ প্রকাশ করো না।

11তাদের প্রতি যা কিছু ঘটেছিল তা দৃষ্টান্তস্বরূপ
রয়ে গেছে। আমাদের সাবধান করে দেবার জন্য এসব
কথা লেখা হয়েছে, কারণ আমরা শেষ যুগে এসে
পৌঁছেছি। 12তাই যে মনে করে বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে
আছে, সে সাবধান হোক, পাছে পড়ে মারা যায়। 13যে
প্রলোভনগুলি স্বাভাবিকভাবে লোকদের কাছে আসে
তার থেকে বেশী কিছু তোমাদের কাছে আসেনি। তুমি
ঈশ্বরে বিশ্বস্ত থাক, যে সব প্রলোভন প্রতিরোধ করার
ক্ষমতা তোমাদের নেই, তিনি তা তোমাদের জীবনে
আসতে দেবেন না; কিন্তু প্রলোভনের সাথে সাথে তার
থেকে উদ্ধারের পথ তিনিই করে দেবেন, যেন তোমরা
সহ্য করতে পার।

14আমার প্রিয় বন্ধুরা, সব রকম প্রতিমা পূজা থেকে
দূরে থাক। 15তোমরা বুদ্ধিমান জেনে আমি তোমাদের
একথা বলছি। আমি যা বলি তা তোমরা নিজেরাই
বিচার করে দেখ। 16আশীর্বাদের পানপাত্র, যা নিয়ে
আমরা ধন্যবাদ দিই তা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা
নয়? যে রুটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে খাওয়া হয়,
তা কি খ্রীষ্টের দেহের সহভাগিতা নয়? 17রুটি একটাই
কিন্তু আমরা সকলেই সেই একটা রুটি থেকেই অংশ
গ্রহণ করি। তাই আমরা অনেক হলেও আসলে আমরা
এক দেহ।

18ইস্রায়েল জাতির কথা চিন্তা কর। যারা বলির
মাংস খায় তারা কি সেই যজ্ঞবেদীর নৈবেদ্যর সহভাগী
হয় না? 19তাহলে আমার কথার অর্থ কি হল? আমি
কি এই কথা বলছি, যে প্রতিমার কাছে যেসব ভোগ
উৎসর্গ করা হয় তার কোন তাৎপর্য আছে অথবা প্রতিমার
কোন বাস্তবতা আছে? 20কিন্তু আমার কথার অর্থ এই
লোকেরা যা কিছু প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলিদান করে,
তারা তা ভূতদের উদ্দেশ্যেই করে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
নয়; আর আমি চাই না যে তোমাদের কোনভাবে ভূতদের
সঙ্গে সংযোগ থাকে।

21তোমরা প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র,
উভয় থেকে পান করতে পার না। আবার তোমরা
প্রভুর টেবিল ও ভূতদের টেবিল উভয় টেবিলে অংশ
নিতে পার না। 22তোমরা কি প্রভুকে ঈর্ষান্বিত করতে
চাইছ? আমরা কি তাঁর থেকে শক্তিশালী? কখনই না।

তোমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য ব্যবহার কর

23“আমাদের সব কিছু করার স্বাধীনতা আছে।” তবে
সব কিছুই যে মঙ্গলজনক তা নয়। “হ্যাঁ, যে কোন কিছু
করার স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া আছে।” তবে সব
কিছুই যে গড়ে তোলে তা নয়। 24কেউ যেন স্বার্থ সিদ্ধির
চেষ্টা না করে; বরং প্রত্যেকে যেন অপরের মঙ্গল চায়।

25বিবেকের প্রশ্ন না তুলে যে কোন মাংস বাজারে
বিক্রি হয় তা খাও। 26কারণ শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:
“পৃথিবী ও তার মধ্যেকার সব কিছুই প্রভুর।”*

27যদি কোন অবিশ্বাসী ভাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করে;
আর যদি তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চাও, তবে নিজের
বিবেকের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে যে কোন
খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে সামনে রাখা হয়, তা খেও।
28কিন্তু কেউ যদি বলে যে, “এ হল প্রতিমার প্রসাদ”
তবে যে জানালো তার কথা চিন্তা করে ও বিবেকের
কথা মনে রেখে, তা খেও না। 29আমি কোন ব্যক্তির
নিজের বিবেকের নয়, কিন্তু অপর ব্যক্তির বিবেকের
বিষয় বলছি। আমার স্বাধীনতা কেন অপরের বিবেকের
দ্বারা বিচারিত হবে? 30যদি আমি ধন্যবাদ জানিয়ে খাই,
তাহলে যে বিষয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি সে
বিষয়ে আমার সমালোচনা হবে এ আমি চাই না।

31তাই তোমরা আহার কর, কি পান কর বা যা কিছু
কর, সব কিছুই ঈশ্বরের মহিমার জন্য কর। 32কি ইহুদী,
কি গ্রীক, কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কারো বিঘ্নের কারণ হয়ো
না। 33যেমন আমি নিজে সবরকমভাবে সকলকে সন্তুষ্ট
করছি, আমি নিজের ভাল চাই না কিন্তু অপরের ভাল
চাই, যেন তারা উদ্ধার লাভ করে।

11 আমি যেমন খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি,
তোমরাও তেমনি আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর।

কর্তৃত্বের অধীনে থাকা

2আমি তোমাদের প্রশংসা করছি, কারণ তোমরা
সব সময় আমার কথা স্মরণ করে থাক; আর তোমাদের
আমি যে শিক্ষা দিয়েছি তা তোমরা বেশ ভালভাবে
পালন করছ। 3কিন্তু আমি চাই একথা তোমরা বোঝ যে
প্রত্যেক পুরুষের মস্তক হচ্ছেন খ্রীষ্ট। স্ত্রীর মস্তক তার
স্বামী, আর খ্রীষ্টের মস্তক হলেন ঈশ্বর। 4যদি কোন
পুরুষ তার মাথা ঢেকে রেখে প্রার্থনা করে অথবা ভাববাণী
বলে তবে সে তার মাথার অসম্মান করে। 5কিন্তু যে
স্ত্রীলোক মাথা না ঢেকে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী বলে,
সে তার নিজের মাথার অপমান করে; সে মাথা-মোড়ানো
স্ত্রীলোকের মত হয়ে পড়ে। 6স্ত্রীলোক যদি তার মাথা
না ঢাকে তবে তার চুল কেটে ফেলাই উচিত; কিন্তু চুল
কেটে ফেলা বা মাথা নেড়া করা যদি স্ত্রীলোকের পক্ষে
লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক।
7আবার পুরুষ মানুষের মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়,
কারণ সে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রতিফলন করে।
কিন্তু স্ত্রীলোক হোল পুরুষের মহিমা। 8কারণ স্ত্রীলোক

“লোকেরা ... করল” যাত্রা 32:6

“পৃথিবী ... প্রভুর” গীত 24:1; 50:12; 89:11

থেকে পুরুষের সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু পুরুষ থেকেই স্ত্রীলোক
এসেছে। **9**স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু
পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছিল। **10**এই কারণে
এবং স্বর্গদূতগণের জন্য অধীনতার চিহ্ন হিসাবে একজন
স্ত্রীলোক তার মাথা ঢেকে রাখবে।

11যাই হোক প্রভুতে স্ত্রীলোক ছাড়া পুরুষ নয়, এবং
পুরুষ ছাড়া স্ত্রীলোক নয়। **12**যেমন পুরুষ থেকে
স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হোল, তেমন আবার পুরুষের জন্ম
স্ত্রীলোক থেকে হল, বাস্তবে এ সবকিছুই ঈশ্বর থেকে
হয়। **13**তোমরা নিজেরাই বিচার করে দেখ, মাথা না
ঢেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীলোকের শোভা
পায়? **14**স্বাভাবিক বিবেচনাও বলে যে পুরুষ মানুষ যদি
লম্বা চুল রাখে তবে তার সম্মান থাকে না। **15**কিন্তু
স্ত্রীলোকের লম্বা চুল তার গৌরবের বিষয় কারণ সেই
লম্বা চুল তার মাথা ঢেকে রাখার জন্য তাকে দেওয়া
হয়েছে। **16**কেউ কেউ হয়তো এ নিয়ে তর্ক করতে
চাইবে, কিন্তু আমরা ও ঈশ্বরের সকল মণ্ডলী, এই
প্রথা মেনে চলি না।

প্রভুর ভোজ

17কিন্তু এখন আমি যে বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ
দিচ্ছি সেই বিষয়ে আমি তোমাদের প্রশংসা করতে
পারি না, কারণ তোমরা যখন একত্রিত হও তাতে
ভাল না হয়ে শুনছি তোমাদের ক্ষতি হচ্ছে। **18**প্রথমতঃ
আমি শুনেছি যে তোমরা যখন মণ্ডলীতে সমবেত হও,
তখন তোমাদের মধ্যে অনেক দল থাকে, আর আমি
এই ব্যাপারে কিছুটা বিশ্বাস করি। **19**তোমাদের মধ্যে
ভিন্নতা অবশ্যই থাকবে, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা
যথার্থ খাঁটি তারা স্পষ্ট হয়।

20তাই যখন তোমরা সমবেত হও, তখন তোমরা
প্রকৃতপক্ষে প্রভুর ভোজ খাও না। **21**কারণ খাবার
সময় প্রত্যেকে নিজের নিজের খাবার আগে খেয়ে
নেয়, তাতে কেউ বা ক্ষুধার্ত থাকে; আর কেউ কেউ
অতিরিক্ত পানাহার করে বেহুঁস হয়ে যায়। **22**পানাহার
করার জন্য তোমাদের কি নিজেদের বাড়ীঘর নেই?
তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তুচ্ছ জ্ঞান কর; আর
যাদের কিছু নেই তাদের কি লজ্জায় ফেলতে চাও?
আমি তোমাদের কি বলব? এমন কাজ করার জন্য
আমি কি তোমাদের প্রশংসা করব? এবিষয়ে আমি
তোমাদের প্রশংসা করব না।

23আমি প্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তোমাদের
তা দিয়েছি। যে রাত্রে প্রভু যীশুকে হত্যার জন্য শত্রুর
হাতে সঁপে দেওয়া হয়, সেই রাত্রে তিনি একটি রুটি
নিয়ে, **24**ধন্যবাদ দিলেন ও তা ভেঙ্গে বললেন, “এ
আমার দেহ; এ তোমাদের জন্য, আমার স্মরণে এটি
করো।” **25**খাওয়া শেষ হলে, সেইভাবে তিনি পানপাত্র
তুলে নিয়ে বললেন, “এই পানপাত্র হল আমার রক্তে
স্থাপিত নতুন চুক্তি। তোমরা যতবার এই পানপাত্র থেকে
পান করবে আমার স্মরণে তা করো।” **26**কারণ তোমরা
যতবার এই রুটি খাবে ও এই পানপাত্রে পান করবে,
ততবার তোমরা প্রভুর মৃত্যুর কথাই প্রচার করতে থাকবে,
যতদিন পর্যন্ত না তিনি ফিরে আসেন।

27তাই যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর এই রুটি খায়
ও পানপাত্রে পান করে, সে প্রভুর দেহের ও রক্তের
জন্য দায়ী হবে। **28**এই রুটি খাওয়ার ও সেই পানপাত্রে
পান করার আগে প্রত্যেকের উচিত নিজের হৃদয় পরীক্ষা
করা। **29**কারণ যে অযোগ্যভাবে এই রুটি খায় ও পানপাত্রে
পান করে, সে যদি দেহের অর্থ কি তা না বোঝে তবে
সেই খাদ্য পানীয় ঈশ্বরের বিচারদণ্ডেই পরিণত হয়।
30সেই জন্য তোমাদের মধ্যে অনেকে আজ দুর্বল ও
অসুস্থ, অনেকে মারাও পড়েছে। **31**কিন্তু যদি নিজেদের
ঠিক মতো পরীক্ষা করতাম, তাহলে ঈশ্বরকে আমাদের
বিচার করতে হত না।

32কিন্তু যখন প্রভু আমাদের বিচার করেন, তিনি
আমাদের শাসনও করেন, যেন আমরা জগতের অন্য
লোকদের সঙ্গে বিচারিত না হই।

33তাই, আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন
খাওয়া-দাওয়া করার জন্য সমবেত হও, তখন একজন
অন্য জনের জন্য অপেক্ষা করো। **34**যদি কারোর খিদে
পায়, তবে সে তার বাড়িতে খেয়ে নিক। এমনভাবে
চল, যেন তোমরা একত্রিত হলে তোমাদের ওপর ঈশ্বরের
দণ্ডাজ্ঞা না আসে; আর আমি যখন যাব তখন অন্য
বিষয়গুলির সমাধান করব।

পবিত্র আত্মা হতে বরদান

12 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা
সঠিকভাবে এগুলি বুঝে নাও। **2**তোমরা জান,
যখন তোমরা অবিশ্বাসী ছিলে, তখন তোমরা বোবা
প্রতিমাগুলির দিকেই পরিচালিত হতে। **3**তাই আমি
তোমাদের বলছি যে, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কেউ
কথা বললে সে কখনও, “যীশু অভিশপ্ত” একথা বলতে
পারে না। আবার পবিত্র আত্মার প্রেরণা ছাড়া কেউ
বলতে পারে না যে, “যীশুই প্রভু।”

4আবার নানা প্রকার আত্মিক বরদান আছে, কিন্তু
সেই একমাত্র পবিত্র আত্মাই এইসব বরদান দিয়ে থাকেন।
5নানা প্রকার সেবার কাজও আছে, কিন্তু আমরা সকলে
একই প্রভুর সেবা করি। **6**কর্ম সাধনের বিভিন্ন পদ্ধতি
রয়েছে, কিন্তু সেই একই ঈশ্বর সব রকম কাজ সকল
মানুষের মধ্যে করান। **7**মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের কাছে
আত্মার দান প্রকাশ করা হয়েছে। **8**সেই আত্মার দ্বারা
একজনকে প্রজ্ঞার বাণী বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়,
অন্যজনকে জ্ঞানের বাণী বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
9আবার একজনকে সেই একই আত্মার দ্বারা বিশ্বাস
দেওয়া হয়, অন্যজনকে রোগীদের সুস্থ করার ক্ষমতা
দেওয়া হয়। **10**আবার কাউকে অলৌকিক কাজ করার
পরাক্রম, ভাববাণী বলার ক্ষমতা, বিভিন্ন আত্মাকে
চিনে নেবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা
বা সেই সব ভাষার তর্জমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
11কিন্তু এইসব কাজ সেই এক আত্মাই সম্পন্ন করেন
এবং কাকে কি ক্ষমতা দেবেন তা তিনিই স্থির করেন।

খ্রীষ্টের দেহ

12আমাদের প্রত্যেকের দেহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে
গঠিত। যদিও অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তবু তারা মিলে হয়
একটি দেহ; খ্রীষ্টও ঠিক সেই রকম।

13আমাদের মধ্যে কেউ ইহুদী, কেউ অইহুদী, কেউ
দাস, আবার কেউ স্বাধীন; কিন্তু আমরা সকলেই দেহেতে
এক হওয়ার জন্য এক আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজ হয়েছি;
আর আমাদের সকলকেই পান করার জন্য একই আত্মা
দেওয়া হয়েছে।

14একজনের দেহের মধ্যে একের অধিক অঙ্গ আছে।
15পা যদি বলে, “আমি তো হাত নই; তাই আমি
দেহের অঙ্গ নই”, তবে কি তা দেহের অঙ্গ হবে না?
16কান যদি বলে, “আমি তো চোখ নই, তাই আমি
দেহের অঙ্গ নই”, তবে কি তা দেহের অঙ্গ হবে না?
17সমস্ত দেহটাই যদি চোখ হত তবে কান কোথায় থাকত?
আর সমস্ত দেহটাই যদি কান হত তবে নাক কোথায়
থাকত? 18-19কিন্তু ঈশ্বর যেমনটি চেয়েছেন সেইভাবে
দেহের সমস্ত অংশগুলিকে সাজিয়েছেন। তা না হয়ে
সব অঙ্গগুলি যদি একরকম হত তবে দেহ বলে কি
কিছু থাকত? 20এখন অঙ্গ অনেক বটে, কিন্তু দেহ
এক।

21চোখ কখনও হাতকে বলতে পারে না যে, “তোমাকে
আমার কোন দরকার নেই!” আবার মাথাও পা দুটিকে
বলতে পারে না যে, “তোমাদের আমার কোন প্রয়োজন
নেই!” 22বরং দেহের সেই অংশগুলি, যাদের দুর্বল বলে
মনে হয় তাদের প্রয়োজন খুবই বেশী। 23যে অঙ্গগুলির
প্রতি আমরা যত্নবান নই, তাদের বেশী যত্ন নিতে হবে।
আমাদের যে সব অঙ্গ প্রদর্শনের অযোগ্য, সেগুলিকেই
বেশী করে শালীনতায় ভূষিত করা হয়। 24আমাদের
যে সব অঙ্গ সুশ্রী, সেগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার
প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর দেহকে এমনভাবে গঠন করেছেন
যেন যে অঙ্গের মর্যাদা নেই সে অধিক মর্যাদা পায়,
25যেন দেহের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়, কিন্তু
দেহের প্রতিটি অঙ্গই যেন পরস্পরের জন্য সমানভাবে
চিন্তা করে। 26দেহের কোন একটা অঙ্গ যদি কষ্ট পায়,
তবে তার সাথে সবাই কষ্ট করে আর একটি অঙ্গ যদি
মর্যাদা পায়, তাহলে তার সঙ্গে অপর সকল অঙ্গই
খুশী হয়।

27ঠিক সেই রকম, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহ, আর এক
এক জন এক একটি অঙ্গ। 28ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ
প্রেরিতদের, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদীদের, তৃতীয়তঃ
শিক্ষকদের রেখেছেন। এরপর নানা প্রকার অলৌকিক
কাজ করার ক্ষমতা, রোগীদের আরোগ্য দান করার
ক্ষমতা, উপকার করার ক্ষমতা, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা,
ও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন।
29সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই
কি শিক্ষক? সকলেই কি অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা
পেয়েছে? 30সকলেই কি রোগীকে আরোগ্য দান করার
ক্ষমতা পেয়েছে? না। সকলেই কি বিভিন্ন ভাষায় কথা
বলার ক্ষমতা পেয়েছে? বা সকলেই কি বিভিন্ন ভাষার
তর্জমা করার ক্ষমতা পেয়েছে? না। 31কিন্তু তোমরা
আত্মার শ্রেষ্ঠ বরদানগুলি পাবার জন্য বাসনা কর।

ভালবাসা শ্রেষ্ঠ বরদান

আর এখন আমি তোমাদের এসবের থেকে আরো
উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাব।

13 আমি যদি বিভিন্ন মানুষের ভাষা এমনকি
স্বর্গদূতদের ভাষাও বলি কিন্তু আমার মধ্যে যদি
ভালবাসা না থাকে, তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা
বা ঝনঝন করা করতালের আওয়াজের মতো। 2আমি
যদি ভাববাণী বলার ক্ষমতা পাই, ঈশ্বরের সব নিগূঢ়তত্ত্ব
ভালভাবে বুঝি এবং সব ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করি,
আমার যদি এমন বড় বিশ্বাস থাকে যার শক্তিতে আমি
পাহাড় পর্যন্ত টলাতে পারি, অথচ আমার মধ্যে যদি
ভালবাসা না থাকে তবে এসব থাকা সত্ত্বেও আমি
কিছুই না। 3আমি যদি আমার যথা সর্বস্ব দিয়ে দরিদ্রদের
মুখে অন্ন যোগাই, যদি আমার দেহকে আহুতি দেবার
জন্য আগুনে সঁপে দিই, 4কিন্তু যদি আমার মধ্যে ভালবাসা
না থাকে, তাহলে আমার কিছুই লাভ নেই। ভালবাসা
ধৈর্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে
না, অহঙ্কার বা গর্ব করে না। 5ভালবাসা কোন অভদ্র
আচরণ করে না। ভালবাসা স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না,
কখনও রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে
রাখে না। 6ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ
করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে। 7ভালবাসা সবকিছুই
সহ্য করে, সবকিছু বিশ্বাস করে, সবকিছুতেই প্রত্যাশা
রাখে, সবই ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করে।

8ভালবাসার কোন শেষ নেই। কিন্তু ভাববাণী বলার
ক্ষমতা যদি থাকে তা লোপ পাবে। যদি অপরের ভাষায়
কথা বলার ক্ষমতা থাকে, তবে তাও একদিন শেষ
হবে। যদি জ্ঞান থাকে, তবে তাও একদিন লোপ পাবে।
9এসব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে কারণ আমাদের যে
জ্ঞান ও ভাববাণী বলার ক্ষমতা তা অসম্পূর্ণ। 10কিন্তু
যখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ বিষয় আসবে, তখন যা অসম্পূর্ণ ও
সীমিত সে সব লোপ পেয়ে যাবে। 11আমি যখন শিশু
ছিলাম, তখন শিশুর মতো কথা বলতাম, শিশুর মতোই
চিন্তা করতাম, ও শিশুর মতোই বিচার করতাম। এখন
আমি পরিণত মানুষ হয়েছি, তাই শৈশবের বিষয়গুলি
ত্যাগ করেছি। 12এখন আমরা আয়নায় আবছা দেখছি;
কিন্তু সেই সময় সরাসরি পরিষ্কার দেখব। এখন আমার
জ্ঞান সীমিত; কিন্তু তখন আমি সম্পূর্ণভাবে জানতে
পারব, ঠিক যেমন ঈশ্বর এখন আমাকে সম্পূর্ণভাবে
জানেন। 13এখন এই তিনটি বিষয় আছে: বিশ্বাস, প্রত্যাশা
ও ভালবাসা; আর এদের মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

আত্মিক বরদান মণ্ডলীর সাহায্যার্থে ব্যবহার কর

14 তোমরা ভালবাসার জন্য চেষ্টা কর এবং অন্য
আত্মিক বরদানগুলি লাভ করার জন্য
একান্তভাবে চেষ্টা কর। বিশেষ করে যে বরদান পাবার
জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত, তা হলো ভাববাণী

বলতে পারো। 2যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলার
ক্ষমতা পেয়েছে, সে কোন মানুষের সঙ্গে নয় ঈশ্বরের
সঙ্গেই কথা বলে, কারণ সে কি বলে তা কেউ বুঝতে
পারে না, বরং সে আত্মার মাধ্যমে নিগূঢ়তত্ত্বের বিষয়
বলে। 3কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মানুষকে গড়ে তোলে,
উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেয়। 4যার বিশেষ ভাষায় কথা
বলার ক্ষমতা আছে সে নিজেকেই গড়ে তোলে; কিন্তু
যে ভাববাণী বলার ক্ষমতা পেয়েছে সে মণ্ডলীকে গড়ে
তোলে। 5আমার ইচ্ছা যে তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ
ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা পাও; কিন্তু আমার আরো
বেশী ইচ্ছা এই তোমরা যেন ভাববাণী বলতে পার। যে
ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে কিন্তু মণ্ডলীকে গড়ে
তোলার জন্য তার অর্থ বুঝিয়ে দেয় না, তার থেকে যে
ভাববাণী বলে সে-ই বরং বড়।

6আমার ভাই ও বোনেরা, আমি যদি তোমাদের
কাছে এসে কোন প্রকাশিত সত্য জ্ঞান, ভাববাণী বা
কোন শিক্ষার বিষয়ে না বলে নানা ভাষায় কথা বলি,
তাতে তোমাদের কোন লাভ হবে না। 7বাঁশী বা বীণার
মতো জড় বস্তু, যা সুন্দর সুর সৃষ্টি করে তা যদি স্পষ্ট
ধ্বনিতে না বাজে তবে বাঁশীতে বা বীণাতে কি সুর
বাজছে তা কিভাবে বোঝা যাবে? 8আর তূরীর আওয়াজ
যদি অস্পষ্ট হয়, তবে যুদ্ধে যাবার জন্য কে প্রস্তুত
হবে? 9ঠিক তেমনি, তোমাদের জিভ যদি বোধগম্য
কথা না বলে, তবে তোমরা কি বললে তা কে জানবে?
কারণ এ ধরণের কথা বলার অর্থ বাতাসের সঙ্গে কথা
বলা। 10নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জগতে অনেক রকম
ভাষা আছে, আর সেগুলির প্রত্যেকটারই অর্থ আছে।
11তাই, সেই সব ভাষার অর্থ যদি আমি না বুঝতে
পারি, তবে যে সেই ভাষায় কথা বলছে তার কাছে
আমি একজন বিদেশীর মতো হব; আর সেও আমার
কাছে বিদেশীর মতো হবে। 12তোমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক
সেরকমই; যখন তোমরা আত্মিক বরদান লাভ করার
জন্য উদগ্রীব, তখন যা মণ্ডলীকে গড়ে তোলে সে
বিষয়ে উৎকৃষ্ট হবার চেষ্টা কর।

13তাই, যে লোক বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে
প্রার্থনা করুক যেন তার অর্থ সে বুঝিয়ে দিতে পারে।
14কারণ আমি যদি কোন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি,
তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করছে, কিন্তু আমার বুদ্ধির
কোন উপকার হয় না। 15তাহলে আমার কি করা
উচিত? আমি আত্মায় প্রার্থনা করব, আবার আমার মন
দিয়েও প্রার্থনা করব। আমি আত্মাতে স্তব গীত করব
আবার মন দিয়েও স্তব গীত করব। 16কারণ তুমি
হয়তো তোমার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রশংসা করছ, কিন্তু
যে লোক কেবল শ্রোতা হিসাবে সেখানে আছে সে না
বুঝে কেমন করে তোমার ধন্যবাদে "আমেন" বলবে?
কারণ তুমি কি বলছ, তা তো সে বুঝতে পারছে না।
17তুমি হয়তো খুব সুন্দরভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছ,
কিন্তু এর দ্বারা অপরকে আত্মিকভাবে গড়ে তোলা
হচ্ছে না। 18আমি তোমাদের সকলের থেকে অনেক
বেশী বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পারি বলে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিই। 19কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ
হাজার শব্দ বলার থেকে, বরং আমি বুদ্ধিপূর্বক পাঁচটি
কথা বলতে চাই, যেন এর দ্বারা অপরে শিক্ষালাভ
করে।

20আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা বালকদের
মতো চিন্তা করো না, বরং মন্দ বিষয়ে শিশুদের মতো
হও, কিন্তু তোমাদের চিন্তায় পরিণত হও। 21বিধি-
ব্যবস্থায় (শাস্ত্রে) বলে:

"অন্য ভাষার লোকদের দ্বারা ও অন্য দেশীয়দের
মুখ দিয়ে আমি এই জাতির সঙ্গে কথা বলব; কিন্তু
সেই লোকেরা আমার কথা শুনবে না।"

যিশাইয় 28:11-12

প্রভু এই কথা বলেন।"

22তাই বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা,
এই চিহ্ন বিশ্বাসীদের জন্য নয় বরং তা অবিশ্বাসীদের
জন্যই। কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, তা
বিশ্বাসীদের জন্যই। 23সেই জন্য যখন সমগ্র মণ্ডলী
সমবেত হয়, তখন যদি প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ ভাষায়
কথা বলতে থাকে; আর সেখানে যদি কোন অবিশ্বাসী
বা অন্য কোন বাইরের লোক প্রবেশ করে, তবে তারা
কি বলবে না যে তোমরা পাগল?

24কিন্তু যদি সকলে ভাববাণী বলে, সেই সময় যদি
কোন অবিশ্বাসী লোক বা অন্য কোন সাধারণ লোক
সেখানে আসে, তবে সেই ভাববাণী শুনে সে তার পাপের
বিষয়ে সচেতন ও সেই ভাববাণী দ্বারাই বিচারিত হয়।
25এইভাবে তার অন্তরের গোপন চিন্তা সকল প্রকাশ
পায়। সে তখন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ঈশ্বরের উপাসনা
করবে আর বলবে, "বাস্তবিকই, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর
আছেন।"

তোমাদের সভাগুলি মণ্ডলীকে সাহায্য করুক

26আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তাহলে তোমরা কি
করবে? তোমরা যখন উপাসনার জন্য এক জায়গায়
সমবেত হও, তখন কেউ স্তব গীত করবে, কেউ শিক্ষা
দেবে, কেউ যদি কোন সত্য প্রকাশ করে, তবে সে তা
বলবে, কেউ বিশেষ ভাষায় কথা বলবে, আবার কেউ
বা তার ব্যাখ্যা করে দেবে; কিন্তু সব কিছুই যেন মণ্ডলী
গঠনের জন্য হয়। 27দু'জন কিংবা তিনজনের বেশী
যেন কেউ অজানা ভাষায় কথা না বলে। প্রত্যেকে
যেন পালা করে বলে; আর একজন যেন তার অর্থ
বুঝিয়ে দেয়। 28অর্থ বুঝিয়ে দেবার লোক যদি না থাকে,
তাহলে সেই ধরণের বক্তা যেন মণ্ডলীতে নীরব থাকে।
সে যেন কেবল নিজের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে কথা
বলে।

29কেবলমাত্র দুই বা তিনজন ভাববাদী কথা বলুক
এবং অন্যেরা তা বিচার করুক। 30সেখানে বসে আছে
এমন কারো কাছে যদি ঈশ্বরের কোন বার্তা আসে তবে
প্রথমে যে ভাববাণী বলছিল সে চুপ করুক। 31যাতে
একের পর এক সকলে ভাববাণী বলতে পারে ও
সকলে শিক্ষালাভ করে ও উৎসাহিত হয়। 32ভাববাদীদের

আত্মা ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 33কারণ ঈশ্বর
কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন না, তিনি শান্তির ঈশ্বর,
যা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মণ্ডলীগুলিতে সত্য।
34মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকেরা নীরব থাকুক। ঈশ্বরের
লোকদের সমস্ত মণ্ডলীতে এই রীতি প্রচলিত আছে।
স্ত্রীলোকদের কথা বলার অনুমোদন নেই। মোশির বিধি-
ব্যবস্থা যেমন বলে সেইমত তারা বাধ্য হয়ে থাকুক।
35স্ত্রীলোকেরা যদি কিছু শিখতে চায় তবে তারা
ঘরে নিজেদের স্বামীদের কাছে তা জিজ্ঞেস করুক,
কারণ সমাবেশে কথা বলা স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার
বিষয়। 36তোমাদের মধ্য থেকেই কি ঈশ্বরের শিক্ষা
প্রসারিত হয়েছিল? অথবা কেবল তোমাদের কাছেই কি
তা এসেছিল?
37যদি কেউ নিজেকে ভাববাদী বলে বা আত্মিক
বরদান লাভ করেছে বলে মনে করে, তবে সে স্বীকার
করুক যে আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি সে সব
প্রভুরই আদেশ; 38আর যদি কেউ তা অবজ্ঞা করে
তবে সে অবজ্ঞার শিকার হবে।
39অতএব, আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা ভাববাণী
বলার জন্য আগ্রহী হও এবং বিশেষ ভাষায় কথা বলতে
লোকদের নিষেধ করো না; 40কিন্তু সবকিছু যেন
যথাযথভাবে করা হয়।

খ্রীষ্টের সম্বন্ধে সুসমাচার

15 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমি
যে সুসমাচার প্রচার করেছি, এখন আমি সে
কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এই বার্তা
গ্রহণ করেছ ও সবল আছ। 2এই বার্তার মাধ্যমে তোমরা
উদ্ধার পেয়েছ, অবশ্য তোমরা যদি তা ধরে রাখ, এবং
তাতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখ। তা না করলে তোমাদের
বিশ্বাস বৃথা হয়ে যাবে।
3আমি যে বার্তা পেয়েছি তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে
তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। সেগুলি এইরকম:
শাস্ত্রের কথা মতো খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন,
4এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। আবার শাস্ত্রের
কথা মতো মৃত্যুর তিন দিন পর তাঁকে মৃতদের মধ্যে
থেকে জীবিত করা হল। 5আর তিনি পিতরকে দেখা
দিলেন এবং পরে সেই বারোজন প্রেরিতকে দেখা
দিলেন। 6এরপর তিনি একসঙ্গে সংখ্যায় পাঁচশোর বেশী
বিশ্বাসী ভাইয়েদের দেখা দিলেন। তাদের মধ্যে বেশীর
ভাগ লোক এখনও জীবিত আছেন, কিছু লোক হয়তো
এতদিনে মারা গেছেন। 7এরপর তিনি যাকোবকে দেখা
দিলেন এবং পরে প্রেরিতদের সকলকে দেখা দিলেন।
8সবশেষে আমাকেও, অসময়ে জন্মেছি যে আমি, সেই
আমাকেও দেখা দিলেন। 9প্রেরিতরা আমার থেকে মহান,
কারণ ঈশ্বরের মণ্ডলীকে আমি নির্যাতন করতাম, প্রেরিত
নামে পরিচিত হবার যোগ্যও আমি নই। 10কিন্তু এখন
আমি যা হয়েছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের গুণেই হয়েছে।
আমার প্রতি তাঁর যে অনুগ্রহ তা নিস্ফল হয় নি, বরং
আমি তাদের সকলের থেকে অধিক পরিশ্রম করেছি।
তবে আমি যে এই কাজ করেছিলাম তা নয়; কিন্তু
আমার মধ্যে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ছিল তাতেই তা সম্ভব
হয়েছে। 11সুতরাং আমি বা অন্যেরা যারাই তোমাদের
কাছে প্রচার করে থাকি না কেন, সকলে একই সুসমাচার
প্রচার করেছিলাম, যা তোমরা বিশ্বাস করেছ।

আমাদের মৃত্যু থেকে ওঠানো হবে

12কিন্তু আমরা যদি প্রচার করে থাকি যে খ্রীষ্ট মৃতদের
মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন তোমাদের মধ্যে
কেউ কেউ কি করে বলছে যে মৃতদের পুনরুত্থান নেই?
13মৃতদের যদি পুনরুত্থান না হয়, তাহলে খ্রীষ্টও তো
উত্থাপিত হন নি; 14আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে
থাকেন তাহলে তো আমাদের সেই সুসমাচার ভিত্তিহীন;
আর তোমাদের বিশ্বাসও ভিত্তিহীন। 15আবার আমরা
যে ঈশ্বরের বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছি, সেই দোষে
আমরা দোষী সাব্যস্ত হব, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে
প্রচার করতে গিয়ে একথা বলেছি যে তিনি খ্রীষ্টকে
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। 16মৃতদের
পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত
হন নি; 17আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন,
তাহলে তোমাদের বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, তোমরা
এখনও তোমাদের পাপের মধ্যেই আছ। 18হ্যাঁ, আর
খ্রীষ্টানুসারী যারা মারা গেছে তারা সকলেই বিনষ্ট হয়েছে।
19খ্রীষ্টের প্রতি প্রত্যাশা যদি শুধু এই জীবনের জন্যই
হয়, তবে অন্য লোকদের চেয়ে আমাদের দশা শোচনীয়
হবে।
20কিন্তু সত্যিই খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হয়েছেন, আর যেসব ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তিনি তাদের
মধ্যে প্রথম ফসল। 21কারণ একজন মানুষের মধ্য দিয়ে
যেমন মৃত্যু এসেছে। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানও
তেমনিভাবেই একজন মানুষের দ্বারা এসেছে। 22কারণ
আদমে যেমন সকলের মৃত্যু হয়, ঠিক সেভাবে খ্রীষ্টে
সকলেই জীবন লাভ করবে।
23কিন্তু প্রত্যেকে তার পালাক্রমে জীবিত হবে; খ্রীষ্ট,
যিনি অগ্রণী, তিনি প্রথমে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হলেন; আর এরপর যারা খ্রীষ্টের লোক তারা তাঁর
পুনরাগমনের সময়ে জীবিত হয়ে উঠবে।
24এরপর খ্রীষ্ট যখন প্রত্যেক শাসনকর্তার কর্তৃত্ব ও
পরাক্রমকে পরাস্ত করে পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য
সঁপে দেবেন তখন সমাপ্তি আসবে। 25কারণ যতদিন না
ঈশ্বর তাঁর সমস্ত শত্রুকে খ্রীষ্টের পদানত করছেন,
ততদিন খ্রীষ্টকে রাজত্ব করতে হবে। 26শেষ শত্রু হিসেবে
মৃত্যুও ধ্বংস হবে। 27কারণ, "ঈশ্বর সব কিছুই তাঁর
অধীনস্থ করে তাঁর পায়ের তলায় রাখবেন।" যখন বলা
হচ্ছে যে, "সব কিছু" তাঁর অধীনস্থ করা হয়েছে, তখন
এটি স্পষ্ট যে ঈশ্বর নিজেকে বাদ দিয়ে সব কিছু খ্রীষ্টের
অধীনস্থ করেছেন। 28সব কিছু খ্রীষ্টের অধীনস্থ হলে পুত্র
ঈশ্বরের অধীনস্থ হবেন। যেন ঈশ্বর, যিনি তাঁকে সব
কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করতে দিয়েছেন, তিনিই সর্বেসর্বা
হন।

29কিন্তু যারা মৃত লোকদের উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তাদের কি হবে? মৃতেরা যদি কখনও পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে তাদের জন্য এই লোকেরা কেন বাপ্তাইজ হয়? 30আমরাই বা কেন প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হই? 31আমি প্রতিদিন মরছি। খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের জন্য আমার যে গর্ব আছে তারই দোহাই দিয়ে আমি বলছি, একথা সত্য। 32যদি শুধু মানবিক স্তরে ইফিষের সেই হিংস্র পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকি তাহলে আমার কি লাভ হয়েছে? কিছুই না। মৃতদের যদি পুনরুত্থান নেই তবে, "এস ভোজন-পান করি কারণ কাল তো আমরা মরবই।"*

33ভ্রান্ত হয়ো না: "অসৎ সঙ্গ সচ্চরিত্র নষ্ট করে।" 34চেতনায় ফিরে এস, পাপ কাজ বন্ধ কর, কারণ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি একথা বলছি।

আমাদের কি রকম দেহ হবে

35কিন্তু কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে বলবে, "মৃতেরা কি করে পুনরুত্থিত হয়? তাদের কি রকম দেহই বা হবে?" 36কি নির্বোধের মত প্রশ্ন! তোমরা যে বীজ বোন, তা না মরা পর্যন্ত জীবন পায় না।

37তুমি যা বোনো, যে "দেহ" উৎপন্ন হবে তুমি তা বোনো না, তার বীজ মাত্র বোনো, সে গমের বা অন্য কিছুর হোক। 38তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি তার জন্য একটা দেহ দেন। প্রতিটি বীজের জন্য তাদের নিজের নিজের দেহ দেন।

39সকল প্রাণীর মাংস এক রকমের নয়; মানুষদের এক রকমের মাংস, পশুদের আর একধরনের মাংস, পক্ষীদের আবার অন্য রকমের মাংস। 40সেই রকম স্বর্গীয় দেহগুলি যেমন আছে, তেমনি পার্থিব দেহগুলিও আছে। স্বর্গীয় দেহগুলির এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য, আবার পার্থিব দেহগুলির অন্যরকম। 41সূর্যের এক প্রকারের ঔজ্জ্বল্য চাঁদের আর এক ধরণের, আবার নক্ষত্রদের অন্য ধরণের। একটা নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য ভিন্ন। 42মৃতদের পুনরুত্থানও সেই রকম। যে দেহ কবর দেওয়া হয় তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা অক্ষয়। 43যে দেহ মাটিতে কবর দেওয়া হয়, তার কোন কদর থাকে না, যে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা গৌরবজনক। যে দেহ মাটিতে কবরস্থ হয়, তা দুর্বল; যে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা শক্তিশালী। 44যে দেহ মাটিতে কবরস্থ হয় তা জৈবিক দেহ; আর যে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা আত্মিক দেহ।

যখন জৈবিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে। 45শাস্ত্রে এই কথাও বলছে: "প্রথম মানুষ (আদম) সজীব প্রাণী হল;"* আর শেষ আদম (খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক আত্মা হলেন। 46যা আত্মিক তা প্রথম নয়, বরং যা জৈবিক তাই প্রথম; যা আত্মিক তা এর পরে আসে। 47প্রথম মানুষ আদম এলেন পৃথিবীর ধূলো থেকে, দ্বিতীয় মানুষ (খ্রীষ্ট) এলেন স্বর্গ থেকে। 48মৃত্তিকার মানুষটি যেমন ছিল পৃথিবীর অন্যান্য মানুষও তেমন; আর স্বর্গীয় মানুষেরা সেই স্বর্গীয় মানুষ খ্রীষ্টের মত। 49আমরা যেমন মৃত্তিকার সেই মানুষের মতো গড়া, তেমন আবার আমরা সেই স্বর্গীয় মানুষ খ্রীষ্টের মত হব।

50আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের বলছি: আমাদের রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। যা কিছু ক্ষয়শীল তা অক্ষয়তার অধিকারী হতে পারে না।

51শোন, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি। আমরা সকলে মরব এমন নয়, কিন্তু আমাদের সকলেরই রূপান্তর ঘটবে। 52এক মুহূর্তের মধ্যে যখন শেষ তূরী বাজবে তখন চোখের পলকে তা ঘটবে। হ্যাঁ, তূরী বাজবে, তাতে মৃতেরা সকলে অক্ষয় হয়ে উঠবে, আর আমরা সকলে রূপান্তরিত হব। 53কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়তার পোশাক পরতে হবে; আর এই পার্থিব নশ্বর দেহ অবিনশ্বরতায় ভূষিত হবে। 54এই ক্ষয়শীল দেহ যখন অক্ষয়তার পোশাক পরবে আর এই পার্থিব দেহ যখন অবিনশ্বরতায় ভূষিত হবে তখন শাস্ত্রে যে কথা লেখা আছে তা সত্য হবে:

"মৃত্যু জয়ে কবলিত হল।" *যিশাইয় 25:8*

55"মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়?" *হোশেয় 13:14*

56মৃত্যুর হুল পাপ আর পাপের শক্তি আসে বিধি-ব্যবস্থা থেকে। 57কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই! তিনিই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের বিজয়ী করেন।

58তাই আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সুস্থির ও সুদৃঢ় হও। প্রভুর কাজে নিজেকে সব সময় সম্পূর্ণভাবে সঁপে দাও, কারণ তোমরা জান, প্রভুর জন্য তোমাদের পরিশ্রম নিস্ফল হবে না।

অন্য বিশ্বাসীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ

16 এখন ঈশ্বরের লোকদের দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয় বলছি। গালাতীয়ার মণ্ডলীকে আমি যেমন বলেছিলাম তোমরাও তেমন করবে: 2সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে সঙ্গতি অনুসারে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে সেই অর্থ গৃহে বিশেষ কোন স্থানে আলাদা করে জমাবে। তাহলে আমি যখন আসব তখন অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে না। 3আমি যখন পৌঁছাব, তখন তোমরা যাদের যোগ্য বলে মনে কর তাদের হাত দিয়ে সেই অর্থ জেরুশালেমে পাঠাবে। আমার লেখা চিঠি পরিচয়পত্র হিসাবে তারা নিয়ে যাবে; 4আর আমার যাওয়া যদি ঠিক বলে মনে হয় তবে তারা আমার সঙ্গেই যাবে।

পৌলের পরিকল্পনা

5আমি মাকিদনিয়া হয়ে যাবার পরিকল্পনা করছি। মাকিদনিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার পথে তোমাদের ওখানে

"এস ... মরবই" যিশ 22:13; 56:12

"প্রথম ... হোল" আদি 2:7

যাব। **6**সম্ভব হলে হয়তো কিছুদিন তোমাদের ওখানে
থেকে যাব। শীতকালটা হয়তো তোমাদের ওখানেই
কাটাব। এরপর তোমাদের কাছ থেকে আমি যেখানে
যাব, আমার সেখানে যাবার ব্যবস্থায় তোমরা সাহায্য
করতে পারবে। **7**এখন যাত্রাপথে তোমাদের সঙ্গে দেখা
করতে চাই না। প্রভুর ইচ্ছা হলে তোমাদের সঙ্গে
অনেকটা সময় কাটাবার ইচ্ছা আছে। **8**পঞ্চাশত্তমীর
দিন পর্যন্ত আমি ইফিষে থাকব। **9**কারণ এখানে যে
কাজে ফল পাওয়া যায় সেইরকম কাজের জন্য একটা
মস্ত বড় সুযোগ আমার সামনে এসেছে, যদিও এখানে
অনেকে বিরোধিতা করছে।

10তীমথিয় তোমাদের কাছে যেতে পারেন, তাকে
আদর যত্ন করো। দেখো তোমাদের সঙ্গে তিনি যেন
নির্ভয়ে থাকতে পারেন। তিনিও আমার মতো প্রভুর
কাজ করছেন, কেউ যেন তাঁকে তাচ্ছিল্য না করে।
11তাঁকে তোমরা তাঁর যাত্রা পথে শান্তিতে এগিয়ে দিও,
যেন তিনি আমার কাছে আসতে পারেন। ভাইদের সঙ্গে
নিয়ে তিনি আমার কাছে আসবেন এই প্রত্যাশায় আছি।

12এখন আমি আমাদের ভাই আপল্লোর বিষয়ে বলি:
আমি তাঁকে অনেক ভাবে উৎসাহিত করেছি যেন তিনি
অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান। কিন্তু
এটা পরিষ্কার যে তোমাদের কাছে যাবার ইচ্ছা তাঁর
এখন নেই। তিনি সুযোগ পেলেই তোমাদের কাছে যাবেন।

পৌলের চিঠির শেষ কথা

13তোমরা সতর্ক থেকো, বিশ্বাসে স্থির থেকো, সাহস
করো, বলবান হও। **14**তোমরা যা কিছু কর তা ভালবাসার
সঙ্গে কর।

15আমার ভাইয়েরা, আমি তোমাদের কাছে একটা
অনুরোধ করছি, তোমরা স্তিফান ও তাঁর পরিবারের
বিষয়ে জান। আখায়াতে (গ্রীসে) তারাই প্রথম
খ্রীষ্টানুসারী হন। এখন তাঁরা খ্রীষ্টানুসারীদের সেবায়
নিজেদের নিয়োগ করেছেন। ভাইয়েরা, তোমাদের কাছে
আমার অনুরোধ, **16**তোমরা এইরকম লোকদের, যাঁরা
প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নাও।
17আমি খুব খুশী কারণ স্তিফান, ফর্তুনাত আর আখায়া
এখানে এসে তোমাদের না থাকার অভাব পূর্ণ করে
দিয়েছেন। **18**তাঁরা তোমাদের মতো আমার আত্মাকে
তৃপ্ত করেছেন। তাই তোমরা এরূপ লোকদের চিনতে
ভুল কোর না।

19এশিয়ার সমস্ত মণ্ডলী তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছে। আক্কিলা ও প্রিস্কা আর তাঁদের বাড়িতে
যারা উপাসনার জন্য সমবেত হন তাঁরা সকলে তোমাদের
শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। **20**তোমরা পরস্পর একে অপরকে
পবিত্র চুম্বনে শুভেচ্ছা জানিও।

21আমি পৌল, আমি নিজে হাতে এই শুভেচ্ছা
বাণী লিখে পাঠালাম।

22প্রভুকে যে ভালবাসে না তার উপর অভিশাপ
আসুক। আমাদের প্রভু আসুন।

23প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

24খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের সকলের জন্য আমার
ভালবাসা রইল।

করিন্থীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র

1 আমি পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর একজন
প্রেরিত হয়েছি। আমি এবং আমাদের বিশ্বাসী ভাই
তীমথিয়, করিন্থ শহরের ঈশ্বরের খ্রীষ্ট মণ্ডলী ও সমগ্র
আখায়া প্রদেশে ঈশ্বরের সব লোকদের উদ্দেশ্যে এই
চিঠি লিখছি:
2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের
সকলকে অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন।

পৌলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদজ্ঞাপন

3ধন্য আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা।
তিনি করুণাময় পিতা ও সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর। 4তিনি
আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা দেন, যেন
অপরে যখন দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে তখন ঈশ্বরের কাছ
থেকে আমরা যে সান্ত্বনা লাভ করেছি তাদের সেই
সান্ত্বনা দিতে পারি। 5কারণ আমরা যতই খ্রীষ্টের দুঃখ
কষ্টের সহভাগী হব, ততই তাঁর মধ্য দিয়ে সান্ত্বনাও
পাব। 6আমরা যদি কষ্ট পাই তবে তা তোমাদের সান্ত্বনার
ও পরিত্রাণের জন্য; আর যদি সান্ত্বনা পাই তবে তা
তোমাদের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যেই পাই। এই সান্ত্বনা আমাদের
মত তোমাদেরও একই দুঃখ সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য্য
যোগায়। 7তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত, কারণ
আমরা জানি তোমরা যেমন আমাদের দুঃখ কষ্টের
সহভাগী, সেই রকম আমাদের সান্ত্বনারও সহভাগী।
8ভাই ও বোনেরা, এশিয়াতে থাকার সময় আমাদের
যে কষ্ট হয়েছিল তা তোমাদের জানাতে চাইছি। সেই
দুঃখ কষ্টের চাপ আমাদের সহ্যের অতিরিক্ত হয়ে
উঠেছিল। আমরা বাঁচার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।
9আমরা নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছিলাম যে
আমাদের মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু এটা এইজন্য ঘটেছিল
যাতে আমরা নিজেদের ওপর নির্ভর না করে, ঈশ্বর,
যিনি মৃতকে জীবিত করে তোলেন তাঁর ওপর
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। 10তিনিই আমাদের এত ভয়ঙ্কর
মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলেন। আমরা তাঁর ওপর প্রত্যাশা
রাখি যে তিনি ভবিষ্যতেও আমাদের উদ্ধার করবেন;
11আর তোমরা প্রার্থনা করে আমাদের সাহায্য করতে
পার। তাহলে অনেকের প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর আমাদের
যে আশীর্বাদ করবেন, তার দরুন আমাদের জন্য অনেকেই
ধন্যবাদ দেবে।

পৌলের মত বদল

12একটি বিষয়ে আমরা গর্বিত এবং আমাদের
বিবেকও এই সাক্ষী দিচ্ছে যে আমরা ঈশ্বরের দেওয়া
আন্তরিকতা ও সরলতায় জগতের মানুষের প্রতি, বিশেষ
করে তোমাদের প্রতি আচরণ করে এসেছি। সংসারের
জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার করে নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা
তা করেছি। 13হ্যাঁ, তোমরা যা পড়তে বা বুঝতে পারবে
না এমন কোন কিছু আমি তোমাদের লিখছি না।
আশাকরি তোমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে। 14যেমন
তোমরা আমাদের সম্বন্ধে কিছুটা বুঝেছ। আমাদের প্রভু
যীশুর পুনরাবির্ভাবের দিনে তোমরা যেমন আমাদের
গর্বের বিষয় হবে, তেমনি আমরাও তোমাদের গর্বের
বিষয় হব। 15আমার মনে এই বিষয়ে এতটা আত্মবিশ্বাস
ছিল যে আমি প্রথমেই তোমাদের কাছে যাব বলে ঠিক
করেছিলাম, যাতে তোমরা দ্বিতীয়বার উপকৃত হও।
16আমি ঠিক করেছিলাম মাকিদনিয়ায় যাওয়ার পথে
তোমাদের ওখানে যাব; আবার মাকিদনিয়া থেকে ফেরার
পথেও তোমাদের কাছেই যাব। তাহলে তোমরা সকলে
প্রয়োজনীয় সব জিনিস সমেত আমার যিহূদিয়ায়
যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেবে।
17এই পরিকল্পনা করার সময় কি আমি মনস্থির
করিনি? আমি কি জগতের সেই লোকদের মত যারা
একই সঙ্গে “হ্যাঁ-হ্যাঁ” আবার “না-না” বলে, তেমনি
করে কি আমি কিছু ঠিক করি?
18ঈশ্বর বিশ্বস্ত, একথা যেমন সত্যি তেমনি এটাও
সত্যি যে তোমাদের কাছে আমাদের কথা একই সঙ্গে
“হ্যাঁ” এবং “না” দুই হয় না। 19ঈশ্বরের পুত্র যে যীশু
খ্রীষ্টের কথা আমি, তীমথিয় এবং সীল তোমাদের কাছে
প্রচার করেছিলাম, সেই যীশু একই সময়ে “হ্যাঁ” এবং
“না” নন। তিনি সব সময়েই “হ্যাঁ”। 20ঈশ্বরের সমস্ত
প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্য দিয়ে “হ্যাঁ” হয়ে ওঠে। সেইজন্য
ঈশ্বরের গৌরব করতে আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে “আমেন”
বলি। 21ঈশ্বরই একজন, যিনি তোমাদের ও আমাদের
খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত করে সুদৃঢ় করে তোলেন। 22আমরা
যে তাঁর নিজস্ব এই কথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে তিনি
আমাদের উপর তাঁর ছাপ দিয়েছেন; এবং তাঁর সব
প্রতিশ্রুতির জামিন হিসাবে পবিত্র আত্মাকে আমাদের
অন্তরে দিয়েছেন।
23কিন্তু আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের
শাস্তি থেকে রেহাই দেবার জন্যই আমি এখন পর্যন্ত
করিন্থে ফিরে যাই নি। 24তোমাদের বিশ্বাসের বিষয়ে
আমরা যা বলে দেব তাই-ই তোমাদের মেনে চলতে
হবে, এমনটা আমরা চাই না, বরং তোমরা যেন আনন্দ
পাও তাই তোমাদের সহকর্মী হয়ে কাজ করতে চাই,
কারণ তোমরা বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছ।
2 তাই আমি স্থির করেছিলাম যে আবার তোমাদের
দুঃখ দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে যাব না। 2কারণ

তোমাদের যদি আমি দুঃখ দিই তবে আমাকে সুখী
করবে কে? একমাত্র তোমরাই যারা আমার কাছে দুঃখ
পেয়েছে। 3এইজন্য সেই সব কথা লিখেছিলাম, যাতে
যখন আমি আসব তখন যাদের কাছ থেকে আমার
আনন্দ পাওয়া উচিৎ, তাদের কাছ থেকে আমায় যেন
দুঃখ পেতে না হয়। কারণ তোমাদের সকলের বিষয়ে
আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমার আনন্দে তোমাদের
সকলেরই আনন্দ। 4অনেক কষ্ট, মনে বেদনা ও চোখের
জলের মধ্যে দিয়ে সেই চিঠি তোমাদের লিখেছিলাম।
আমি তোমাদের ব্যথা দিতে চাই নি; কিন্তু বোঝাতে
চেয়েছিলাম যে আমি তোমাদের কতো ভালবাসি।

যে অন্যায় করে তাকে ক্ষমা কর

5কিন্তু কেউ যদি ব্যথা দিয়ে থাকে তবে সে যে শুধু
আমাকে ব্যথা দিয়েছে তা নয়, বেশী বাড়িয়ে না বলে
এটুকু বলছি যে, তোমাদের সকলকেই সে কিছু পরিমাণ
ব্যথা দিয়েছে। 6তোমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক
মিলে এই ধরণের লোককে যে শাস্তি দিয়েছ সেটাই
তার পক্ষে যথেষ্ট। 7কিন্তু এখন তোমাদের বরং তাকে
ক্ষমা করা ও সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। তা না হলে সে
হয়তো অত্যধিক মনোবেদনায় হতাশ হয়ে পড়বে। 8আমি
তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে তাকে এখনও
ভালবাস এ তাকে বুঝতে দাও। 9তোমরা সমস্ত বিষয়ে
আমার বাধ্য হও কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে আমি
তোমাদের কাছে সেই চিঠিটা লিখেছিলাম। 10যদি তুমি
কাউকে ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি। যদি
ক্ষমা করার মত কিছু থেকেই থাকে তবে আমি যা
ক্ষমা করেছি তা খ্রীষ্টের সামনে তোমাদের ভালোর
জন্যেই করেছি। 11যেন আমরা শয়তানের চতুরতার দ্বারা
প্রতারিত না হই, কারণ আমরা তার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে
অজ্ঞ নই।

ত্রোয়াতে পৌলের উদ্বেগ

12আমি যখন ত্রোয়াতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সুসমাচার প্রচার
করতে এসেছিলাম, তখন দেখলাম প্রভু কাজের জন্য
নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। 13কিন্তু আমি খুব উদ্বেগে
ছিলাম, কারণ সেখানে আমি আমার ভাই তীতকে পাই
নি; তাই আমি তাদের বিদায় জানিয়েছিলাম এবং
মাকিদনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম।

খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে জয়লাভ

14কিন্তু ঈশ্বর ধন্য, কারণ তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
সর্বদাই আমাদের জয়লাভের পথ দেখান এবং
আমাদের মধ্য দিয়ে সর্বত্র তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান সৌরভের
মত ছড়িয়ে দেন। 15যারা উদ্ধার পাচ্ছে এবং যারা
বিনাশ হচ্ছে তাদের সামনে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
খ্রীষ্টের সুগন্ধযুক্ত ধূপ। 16যারা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের
কাছে আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ; কিন্তু যারা
পরিত্রাণ পাচ্ছে তাদের কাছে আমরা জীবনমূলক
জীবনদায়ক গন্ধ, সুতরাং কে এইরকম কাজ করার
উপযুক্ত? 17অনেকে যেমন করে সেরকম আমরা ঈশ্বরের
বাক্য নিয়ে লাভ করার জন্য ফেরিওয়ালার মত ফেরি
করে বেড়াই না বরং খ্রীষ্টেতে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে
ঈশ্বর হতে আগত লোক হিসাবে ঈশ্বরের সামনে কথা
বলি।

ঈশ্বরের সেবকদের নতুন চুক্তি

3 আমরা এসব বলে কি আবার নিজেদের বিষয়ে
প্রশংসা করতে শুরু করেছি? অথবা কোন কোন
লোক যেমন করে থাকে তেমনি তোমাদের কাছে
আমাদেরও কি কোন পরিচয় পত্র নিয়ে যেতে হবে, বা
তোমাদের সুপারিশের কি আমাদের কোন প্রয়োজন
আছে? 2তোমরাই আমাদের পরিচয় পত্র, যা আমাদের
হৃদয়ে লেখা আছে, যা সমস্ত মানুষ জানতে ও পড়তে
পারে। 3তোমরা যে খ্রীষ্টের লেখা পত্র এবং আমরাই
তা পৌঁছে দিয়েছি তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তা
কালি দিয়ে লেখা নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা
দিয়ে লেখা; পাথরের ফলকে লেখা নয়, মানুষের হৃদয়ের
ফলকের ওপরই লেখা। 4খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের ওপর
আমাদের এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। 5কিন্তু তার
অর্থ এই নয় যে আমরা নিজেরা নিজেদের যোগ্যতায়
একাজ করতে পারি, তা করার শক্তি ঈশ্বরই দিয়ে
থাকেন। 6তিনিই আমাদের নতুন চুক্তির সেবক করেছেন।
এই নতুন চুক্তি কোন লিখিত বিধি-ব্যবস্থা নয় কিন্তু
আত্মিক ব্যবস্থা, কারণ লিখিত যে বিধি-ব্যবস্থা তা
মৃত্যু নিয়ে আসে কিন্তু আত্মা জীবন দান করে।

নতুন চুক্তি মহামহিমা আনে

7যদি পাথরের ফলকের* ওপর লেখা ব্যবস্থা, যার
পরিণতি মৃত্যু, তা দেবার সময় এমন ঔজ্জ্বল্যের সাথে
এসেছিল যে ইস্রায়েলের লোকেরা ঔজ্জ্বল্যের জন্য
মোশির মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারছিল না, যদিও
সেই উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। 8তবে আত্মার কাজ
কি অনেক বেশী মহিমামণ্ডিত হবে না? 9যে বিধি-ব্যবস্থায়
মানুষ দোষী প্রতিপন্ন হচ্ছিল তা যদি মহিমামণ্ডিত
হয়ে থাকে, তবে যে বিধি-ব্যবস্থা মানুষকে ঈশ্বরের
কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে তার মহিমা আরও কত না
বেশী হবে! 10বাস্তবিক তুলনায় নতুন বিধি-ব্যবস্থার
মহিমার উজ্জ্বলতার কাছে পুরানো বিধি–ব্যবস্থার মহিমা
ম্লান হয়ে যায়। 11যে বিধি-ব্যবস্থা অল্পদিনের মধ্যে লোপ
পেয়ে গেল তার মহিমা যদি এত উজ্জ্বল হয়ে থাকে,
তবে যে বিধি-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী তার মহিমা আরও কত
না বেশী উজ্জ্বল হবে!

12অতএব আমাদের এই ধরণের প্রত্যাশা থাকাতে
আমরা খুব নির্ভীক হতে পারি। 13আমরা মোশির মত
নই। মোশি তো নিজের মুখ ঢেকে রাখতেন যাতে
ইস্রায়েলীয়রা সেই উজ্জ্বলতা দেখতে না পায়, কারণ
সেই মহিমা কমতে কমতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। 14তাদের

পাথরের ফলক ঈশ্বর মোশিকে যে বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তা পাথরের ফলকের উপর লেখা হয়েছিল। যাত্রা 24:12; 25:16

মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল, কারণ যখন শাস্ত্র পড়া হয়
তখন মনে হয় আজও তাদের সেই আবরণ রয়েই
গেছে। সেই আবরণ এখনও সরে নি, একমাত্র খ্রীষ্টের
মাধ্যমেই এই আবরণ সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। 15হ্যাঁ,
আজও মোশির বিধি-ব্যবস্থার পুস্তক পড়ার সময় তাদের
হৃদয়ের উপরে আবরণ থাকে। 16কিন্তু যখনই কেউ
প্রভুর দিকে ফেরে তখন সেই আবরণ সরে যায়। 17এই
প্রভু হলেন আত্মা, আর প্রভুর আত্মা যেখানে সেখানেই
স্বাধীনতা। 18তাই, যখন আমরা অনাবৃত মুখে আয়নায়
দেখা ছবির মত করে প্রভুর মহিমা দেখতে থাকি,
তখন তা দেখতে দেখতে আমরা সকলেই তাঁর সেই
(মহিমাময়) রূপে রূপান্তরিত হতে থাকি। সেই রূপান্তর
আমাদের মহিমা থেকে উজ্জ্বলতর মহিমার মধ্যে নিয়ে
যায়। এই মহিমা আমরা প্রভু, যিনি আজ্ঞা করেন তার
কাছ থেকে লাভ করি।

মাটির পাত্রে আত্মিক সম্পদ

4 ঈশ্বরের দয়ায় আমরা এই কাজের ভার পেয়েছি,
তাই আমরা কখনও নিরাশ হই না; 2বরং আমরা
লজ্জাজনক গোপন কাজ একেবারেই করি না। আমরা
কোন চাতুরী করি না, ঈশ্বরের শিক্ষাকে বিকৃত করি
না; বরং যা সত্য তা স্পষ্টভাবে বলে ঈশ্বরের সামনে
ও প্রতিটি মানুষের বিবেকের কাছে আমাদের সততা
প্রকাশ করি। 3কিন্তু আমরা যে সুসমাচার প্রচার করি
তা যদি ঢাকা থাকে, তবে যারা ধ্বংসের পথে চলেছে
তাদের কাছেই ঢাকা থেকে যায়। 4এই যুগের দেবতা
অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যাতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি
যে খ্রীষ্ট, তাঁর মহিমার সুসমাচারের আলো তারা দেখতে
না পায়।

5আমরা নিজেদের কথা প্রচার করি না, বরং যীশু
খ্রীষ্টকে প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমরা যীশুর
অনুসারী বলেই নিজেদের যীশুর সেবক বলে দেখিয়ে
থাকি। 6কারণ যে ঈশ্বর বলেছিলেন, “অন্ধকারের মধ্যে
থেকে আলোর উদয় হবে!” সেই তিনিই আমাদের
অন্তরে ঈশ্বরের জ্ঞানের আলোর মহিমা প্রজ্জ্বলিত
করেছিলেন, যে আলো খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলেই প্রকাশিত
রয়েছে।

7কিন্তু এই সম্পদ আমরা মাটির পাত্রে অর্থাৎ এই
মরণশীল দেহে ধারণ করছি, যাতে বুঝতে পারা যায়
যে এই মহাপরাক্রম ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে,
আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আসেনি। 8আমরা
সবদিক দিয়েই নানা কষ্টদায়ক চাপের মধ্যে রয়েছি,
কিন্তু ভেঙ্গে পড়িনি। আমরা জানি না কি করব, অথচ
হাল ছেড়ে দিই না। 9আমরা অত্যাচারিত হলেও ঈশ্বর
কখনও আমাদের ছেড়ে দেন না। আমাদের মেরে ধরাশায়ী
করে দিলেও আমরা ধ্বংস হচ্ছি না। 10আমরা সবসময়
যীশুর মতোই এই দেহে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি, যাতে
যীশুর জীবনও আমাদের মর্ত্য দেহে প্রকাশ পায়।
11আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের সবসময় যীশুর
জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যেন আমাদের
মর্ত্য দেহে যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়। 12এইভাবে
আমাদের মধ্যে মৃত্যু এবং তোমাদের মধ্যে জীবন কাজ
করে চলেছে।

13কিন্তু সেই বিশ্বাসের একই আত্মা আমাদের মধ্যে
আছে। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, “আমি বিশ্বাস করেছি
বলেই কথা বলেছি।”* তেমনি আমরা বিশ্বাস করেছি
বলেই কথা বলছি।

14কারণ আমরা জানি, ঈশ্বর প্রভু যিনি যীশুকে
পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও
জীবিত করে তুলবেন এবং তোমাদের সঙ্গে আমাদের
(খ্রীষ্টের কাছে) উপস্থিত করবেন। 15সব কিছুই তোমাদের
জন্য ঘটেছে, এর ফলে অনেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবে
যাতে অনেকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে যেন তিনি
গৌরবান্বিত হন।

বিশ্বাসে জীবন কাটানো

16এইজন্য আমরা হতাশ হই না, কারণ যদিও
আমাদের এই দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হতে থাকে তবু আমাদের
অন্তরাত্মা দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে। 17বস্তুত
আমাদের এই দুঃখ কষ্ট সাময়িক মাত্র। সাময়িক এই
কষ্টভোগ আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে শ্রেষ্ঠ শাশ্বত
মহিমা যা আমাদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তুলনার যোগ্য
নয়। 18তাই যা দেখা যায় তার দিকে লক্ষ্য না করে
বরং যা যা দৃশ্যের অতীত তার উপরই আমরা দৃষ্টি
নিবদ্ধ করি। যা যা দৃশ্যমান তা তো অল্পকালস্থায়ী;
কিন্তু যা যা দৃশ্যাতীত তা চিরস্থায়ী।

5 আমরা জানি পৃথিবীতে আমরা তাঁবুর মত যে
বাড়িতে বাস করি তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে
আমাদের একটি ঈশ্বরদত্ত বাড়ি আছে, সে বাড়ি মানুষের
তৈরী নয়, স্বর্গে সে বাড়ি চিরকাল ধরেই আছে। 2বাস্তবিক
আমরা এই তাঁবুতে থাকতে থাকতে কাতরভাবে আর্তনাদ
করছি। আমরা মনেপ্রাণে কামনা করছি যে আমাদের
স্বর্গীয় আবাস দিয়ে আমাদের ঢেকে দেওয়া হোক।
3কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে এই পোশাক পরবার
পর দেখা যাবে যে আমরা উলঙ্গ নই। 4বাস্তবে আমরা
এই দেহের মধ্যে থেকে ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্তনাদ
করছি। আমাদের বর্তমান (দেহরূপ) পোশাকটি ত্যাগ
করার ইচ্ছা আমাদের নেই; বরং আমরা চাই যে নতুন
(স্বর্গীয় দেহরূপ) পোশাকটি পুরাতনের উপর পরি যাতে
নশ্বর জীবন আবৃত হয়ে যায়।

5আর এর জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রস্তুত করেছেন
এইজন্য তিনি পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে
জামিনস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

6আমাদের মনে সর্বদা ভরসা আছে, আমরা জানি
যতদিন এই দেহের ঘরে বাস করব ততদিন আমরা
প্রভুর কাছ থেকে দূরে থাকব। 7আমরা বিশ্বাসের দ্বারা
চলি, বাইরের দৃশ্যের দ্বারা নয়। 8তাই আমি বলি যে
আমাদের নিশ্চিত ভরসা আছে এবং বাস্তবিক আমরা

“আমি ... বলেছি” গীত 116:10

এই দেহ ত্যাগ করে, আমাদের প্রকৃত আবাস প্রভুর
কাছে থাকাই ভাল মনে করি। 9আমাদের লক্ষ্য এই যে
আমরা এই দেহের ঘরে বাস করি বা না করি, আমরা
যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে চলি। 10কারণ আমাদের সকলকে
খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আর এই
নশ্বর দেহে বাস করার সময় আমরা ভাল বা মন্দ যা
কিছু করেছি তার উপযুক্ত প্রতিদান আমাদের প্রত্যেককে
দেওয়া হবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

11তাই ঈশ্বর ভয় কি, তা জানতে পেরে আমরা
প্রত্যেক মানুষকে বোঝাচ্ছি যেন তারা আমাদের কথায়
বিশ্বাস করে। ঈশ্বর আমাদের অন্তরের কথা সুস্পষ্টভাবে
জানেন; আর আমি আশাকরি তোমরাও আমাদের
অন্তরের কথা জান। 12আমরা আবার তোমাদের কাছে
নিজেদেরকে যোগ্য পাত্র বলে প্রমাণ দিতে চাইছি না,
কিন্তু আমাদের জন্য গর্ব করার সুযোগ তোমাদের দিচ্ছি;
উদ্দেশ্য এই যারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ের কথা বিবেচনা
না করে দৃশ্যমান বিষয়গুলি নিয়ে গর্ব করে, এইসব
লোকদের যেন তোমরা উচিত জবাব দিতে পার। 13যদি
আমরা হতবুদ্ধি হয়ে থাকি তবে তা ঈশ্বরের জন্য,
এবং যদি আমাদের বিচার বুদ্ধি ঠিক থাকে তবে তা
তোমাদের জন্য। 14খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের নিয়ন্ত্রিত
করে, কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝেছি তিনি (খ্রীষ্ট)
সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, তাতে সকলেরই মৃত্যু
হল। 15খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, তাই যারা
জীবন পেল, তারা আর নিজেদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং
যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও পুনরুত্থিত
হয়েছেন, তাঁরই উদ্দেশ্যে যেন জীবনযাপন করে।

16তাই এখন থেকে আমরা আর কাউকেই জাগতিক
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করি না। যদিও আগে খ্রীষ্টকে
আমরা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করেছি তবু
এখন আর তা করি না। 17সুতরাং কেউ যদি খ্রীষ্টের
সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে,
তার জীবনের পুরানো বিষয়গুলি অতীত হয়ে যায়;
দেখ, তার সবই এখন নতুন হয়ে উঠেছে। 18সমস্ত
কিছুই ঈশ্বর থেকে এসেছে, যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজের
সাথে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং অন্যদের
তাঁর সঙ্গে আবার মিলন করিয়ে দেওয়ার কাজ আমাদের
দিয়েছেন।

19যেমন বলা হয়ে থাকে: ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে
জগতকে পুনরায় তাঁর নিজের সঙ্গে মিলিত করার
কাজ করছিলেন। তিনি খ্রীষ্টে মানুষের সকল পাপকে
পাপ বলে গণ্য না করে মিলনের বার্তা জানাবার ভার
আমাদের দিয়েছেন। 20খ্রীষ্টের হয়েই আমরা কথা বলেছি।
খ্রীষ্টের হয়ে কথা বলতে আমাদের পাঠানো হয়েছে,
এইভাবে আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বর লোকদের ডাকছেন।
আমরা খ্রীষ্টের হয়ে তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা
ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও। 21খ্রীষ্ট কোন পাপ করেন
নি; কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের ওপর আমাদের পাপের সব
দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন, যেন খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে
আমাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

6 ঈশ্বরের সহকর্মী হিসাবে আমরা তোমাদের অনুরোধ
করছি, তোমরা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ লাভ করেছ
তা নিস্ফল হতে দিও না। 2কারণ ঈশ্বর বলেন,

“আমি উপযুক্ত সময়ে তোমাদের প্রার্থনা শুনলাম
এবং পরিত্রাণের দিনে আমি তোমাদের সাহায্য করলাম।”

যিশাইয় 49:8

আমি যা বলছি শোন, এখনই সেই “উপযুক্ত সময়।”
আজই “পরিত্রাণের দিন।”

3আমরা চেষ্টা করি যেন আমাদের কোন কাজের
দ্বারা কেউ বিঘ্নিত না হয়। যেন আমাদের কাজের
কোন রকম নিন্দা কেউ করতে না পারে। 4আমরা সব
বিষয়ে নিজেদের ঈশ্বরের সেবক বলে প্রমাণ করি।
আমরা ধৈর্য্যের সঙ্গে দুঃখভোগ করে সবরকম কষ্ট ও
নির্যাতন সহ্য করেছি। 5আমাদের মারধোর করা হয়েছে,
কারাগারে দেওয়া হয়েছে, মারমুখী জনতার সামনে
আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে। কাজ করতে করতে অবসন্ন
হয়েছি, কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, এমনকি
অনাহারেও কতদিন কেটেছে। 6-7এসব সত্ত্বেও আমরা
আমাদের জীবনের পবিত্রতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য, স্নেহমমতা,
পবিত্র আত্মা, প্রকৃত ভালবাসা ও সত্যের প্রচার দ্বারা
এবং ঈশ্বরের পরাক্রমের দ্বারা, কি আক্রমণে কি
আত্মরক্ষায় উভয় ক্ষেত্রেই সদাচারের অস্ত্র ব্যবহার করে
প্রমাণ দিয়েছি যে আমরা ঈশ্বরের সেবক। 8আমরা
সম্মানিত হয়েছি আবার অসম্মানিত হয়েছি। আমরা
অপমানিত হয়েছি আবার প্রশংসিত হয়েছি। আমাদের
মিথ্যাবাদী হিসেবে ধরা হয়েছে যদিও আমরা সত্য
বলি। 9কিছু লোক আমাদের প্রেরিত বলে স্বীকার করে
না; কিন্তু তবুও আমরা স্বীকৃত। মনে হচ্ছিল আমরা
মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু দেখ আমরা মরিনি।
আমাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মেরে ফেলা
হচ্ছে না। 10একদিকে মনে হয় আমরা দুঃখ পাচ্ছি
কিন্তু আমরা সদাই আনন্দ করছি। মনে হয় আমরা
নিঃস্ব, তবু সবকিছুই আমাদের আছে। ধরে নেওয়া
হয় আমরা দরিদ্র কিন্তু আমরা অপরকে ধনবান্
করি।

11হে করিন্থীয়গণ খোলাখুলিভাবেই আমরা
তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের হৃদয় তোমাদের
জন্য সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে। 12তোমাদের প্রতি আমাদের
ভালবাসা অটুট আছে; কিন্তু তোমরা তোমাদের
ভালবাসা থেকে আমাদের দূরে রেখেছ। 13আমি
তোমাদের সন্তান মনে করে বলছি, আমরা যেমন
তোমাদের ভালবেসেছি তোমরাও যেন তেমনি মনপ্রাণ
খুলে আমাদের ভালবাস।

অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সতর্কবাণী

14তোমরা অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা, তাই তাদের
সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করো না; কারণ ন্যায় ও অন্যায়ের

মধ্যে কোন যোগ থাকতে পারে না। অন্ধকারের সাথে আলোর কি কোন যোগাযোগ থাকতে পারে? 15খ্রীষ্ট এবং দিয়াবলের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? অবিশ্বাসীর সাথে বিশ্বাসীরই বা কি সম্পর্ক? 16ঈশ্বরের মন্দিরের সাথে প্রতিমারই বা কি সম্পর্ক? কারণ আমরাই তো জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির; যেমন ঈশ্বর বলেছেন:

"আমি তাদের মধ্যে বাস করব এবং তাদের মধ্যে যাতায়াত করব; আমি তাদের ঈশ্বর হবো ও তারা আমার লোক হবে।" *লেবীয় পুস্তক 26:11-12*

17প্রভু বলেন, "তোমরা তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এস, তাদের থেকে পৃথক হও এবং অশুচি জিনিস স্পর্শ করো না, তাহলে আমি তোমাদের গ্রহণ করব।" *যিশাইয় 52:11*

18"আমি তোমাদের পিতা হব ও তোমরা আমার পুত্র কন্যা হবে।" একথা সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন: *2 শমূয়েল 7:14; 7:8*

7 প্রিয় বন্ধুগণ, এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি যখন আমাদের রয়েছে তখন এস, যা কিছু আমাদের দেহ বা আত্মাকে অশুচি করে তার থেকে মুক্ত করে নিজেদের শুচি করি। ঈশ্বরকে সম্মান করে নিজেদের পূর্ণরূপে পবিত্র করি।

পৌলের আনন্দ

2তোমাদের হৃদয়ে আমাদের স্থান দিও। আমরা কারও ক্ষতি করি নি; কাউকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাই নি, কাউকে ঠকাই নি। 3আমি তোমাদের দোষী করতে একথা বলছি তা নয়; আমরা তোমাদের এত ভালবাসি যে আমরা মরি তো একসঙ্গে মরব, বাঁচি তো একসঙ্গেই বাঁচব। 4তোমাদের উপর আমার বড় আস্থা আছে আর তোমাদের নিয়ে আমার খুবই গর্ব। আমাদের সমস্ত কষ্টের মধ্যে তোমাদের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি, তাই আমার মনে বড় আনন্দ।

5যখন আমরা মাকিদনিয়াতে এসেছিলাম, তখনও আমাদের দৈহিকভাবে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম হয় নি। কারণ আমরা সব দিক থেকে কষ্ট পেয়েছিলাম, বাইরে ছিল ঝগড়াঝাটি ও মনে ছিল ভয়। 6তবুও ঈশ্বর যিনি নিরাশ প্রাণে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতকে নিয়ে এসে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। 7কেবল তীতের আসার জন্য নয়, তোমরা তাকে যে সান্ত্বনা দিয়েছ তার জন্যও। তিনি আমাদের জানিয়েছেন আমাদের দেখার জন্য তোমাদের কত গভীর আগ্রহ রয়েছে। তোমরা যা করেছ তার জন্য তোমরা কি পরিমাণ দুঃখিত এবং আমার জন্য তোমাদের আগ্রহের কথাও তীত আমাদের জানিয়েছেন। এর ফলে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

8যদিও আমার চিঠি তোমাদের কিছু সময়ের জন্য দুঃখ দিয়েছে তবু অনুশোচনা করি না, কারণ প্রথমে অনুশোচনা করলেও আমি দেখছি যে সেই চিঠি তোমাদের মনে মাত্র কিছুকালের জন্য ব্যথা দিয়েছে। 9এখন আমি আনন্দ করছি, তোমরা মনে ব্যথা পেয়েছিলে বলে নয়; কিন্তু তোমাদের সেই দুঃখ ও ব্যথা তোমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করেছে বলে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তোমরা দুঃখ পেয়েছিলে, তাই আমাদের দ্বারা তোমাদের কোনরকম ক্ষতি হয় নি; 10কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দুঃখ মানুষের হৃদয়ে ও জীবনে অনুতাপ আনে আর তা মুক্তির দিকে নিয়ে যায় এবং তাতে আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই। কিন্তু এই জগতের দেওয়া দুঃখ মানুষকে অনন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। 11দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যে দুঃখ তোমাদের হয়েছে, তা তোমাদের কত মঙ্গল করেছে, তোমাদের কত আন্তরিক করে তুলেছে। নিজেদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করার জন্য তোমাদের কত ইচ্ছা হয়েছিল, তোমাদের মনে কত ক্রোধ ও ভয় জেগেছিল, আমাদের দেখার জন্য তোমাদের কত আগ্রহ হয়েছিল, তোমাদের মনে কত দরদ এসেছিল, অন্যায়ের শাস্তি দেবার জন্য তোমাদের কত ইচ্ছা হয়েছিল। সবকিছুতেই তোমরা প্রমাণ করেছ যে সে বিষয়ে তোমরা নির্দোষ। 12আমি তোমাদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম বটে, কিন্তু যে অন্যায় করেছে বা যার ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের জন্য নয়, বরং তোমাদের লিখেছিলাম যাতে ঈশ্বরের সামনে আমাদের প্রতি তোমাদের যে এই আনুগত্য আছে তা উপলব্ধি করতে পার। 13এইসবের জন্য আমরা উৎসাহিত হয়েছি। আমাদের সেই উৎসাহের উপরে তীতের আনন্দ আমাদের আরও আনন্দিত করেছে। তোমাদের সকলের কাছ থেকে তিনি অন্তরে নতুন শক্তি লাভ করেছেন। 14তাঁর কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের জন্য গর্ব করে থাকি, তাতে লজ্জিত হই নি; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সবকিছুই সত্যভাবে ব্যক্ত করেছি, তেমনি তীতের কাছে আমাদের সেই গর্বও সত্য বলে প্রমাণ হল। 15তোমরা সকলে তাঁকে কেমন মান্য করেছিলে, কেমন ভয় ও সম্মানের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, সে সব স্মরণ করে তোমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা আরও বেড়ে গেছে। 16এই জন্য আমি খুশী কারণ আমি তোমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

দানের বিষয়

8 এখন ভাই ও বোনেরা, মাকিদনিয়ার খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুলির মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে কাজ করেছে তা আমরা তোমাদের জানাচ্ছি। 2যদিও দুঃখ কষ্ট ভোগ করার মধ্য দিয়ে তাদের পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং যদিও তারা অতি দরিদ্র, তবু তাদের মনে এতই আনন্দ যে তারা অন্যকে খোলা হাতে দান করেছে। 3আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে তারা নিজের ইচ্ছায় যতদূর সাধ্য এমনকি সাধ্যের অতিরিক্ত দান করেছিল। 4তারা আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ জানিয়ে বলেছিল, ঈশ্বরের লোকদের এই সেবার কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ

যেন তাদের দেওয়া হয়। 5তারা এমনভাবে দান করেছিল
যা আমরা আশাই করি নি। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো
প্রথমে নিজেদের প্রভুর কাছে এবং পরে আমাদের
দিয়ে দিল। 6সেইজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম
যাতে তিনি এর আগে যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন,
সেই অনুগ্রহের কাজ শেষ করেন। 7সবকিছু যেমন
তোমাদের প্রচুর পরিমাণে আছে: বিশ্বাস, বলার ক্ষমতা,
জ্ঞান, সববিষয়ের প্রতি তোমাদের আগ্রহ এবং আমাদের
প্রতি ভালবাসা, ঠিক এইভাবে দান করার গুণটিও যেন
তোমাদের প্রচুর পরিমাণে থাকে।

8আমি আদেশ করে বলছি না; কিন্তু অন্যের আগ্রহের
উদাহরণ দিয়ে তোমাদের ভালবাসা যথার্থ কিনা পরীক্ষা
করছি। 9কারণ তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহের কথা জান, তিনি ধনী হয়েও তোমাদের জন্য
দরিদ্র হলেন, যাতে তোমরা তাঁর দারিদ্র্যে ধনবান হয়ে
উঠতে পার।

10এবিষয়ে আমি আমার পরামর্শ তোমাদের দিচ্ছি
কারণ তোমাদের পক্ষে এটা মঙ্গলজনক। যেহেতু গত
বছর তোমরাই প্রথম কাজ করতে আরম্ভ করেছিলে,
শুধু তাই নয় সেই কাজ করার ইচ্ছাও তোমরাই প্রথমে
প্রকাশ করেছিলে। 11তোমরা আগ্রহের সাথে যে দেওয়ার
কাজ শুরু করেছিলে, এখন তা সেই একই আগ্রহের
সাথে তোমাদের সাধ্যমত শেষ কর। 12কারণ দেবার
মতো ইচ্ছা থাকলে তবেই তোমাদের দান গ্রাহ্য হবে।
তোমাদের যা আছে সেই ভিত্তিতে দিলেই তোমাদের
দান গ্রাহ্য হবে; তোমাদের যা নেই সেই অনুযায়ী নয়।
13কারণ আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্য সকলে
আরাম করবে আর তোমরা কষ্টে পড়বে, বরং সব
কিছুতে যেন সমতা থাকে। 14বর্তমানে তোমাদের যথেষ্ট
রয়েছে, তার থেকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাতে
পারবে, আবার প্রয়োজনে তাদের যা বেশী হবে তা
দিয়ে তোমাদের অভাব মিটবে। এইভাবে যেন সর্বত্র
সমতা বজায় থাকে। 15শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে,

“যে বেশী কুড়ালো, তার বাড়তি থাকল না; যে
অল্প কুড়ালো, তার অভাব হল না।”

যাত্রাপুস্তক 16:18

তীত ও তার সঙ্গীরা

16তোমাদের জন্য আমার যে আগ্রহ আছে, ঠিক
সেই রকম আগ্রহ ঈশ্বর তীতের অন্তরে দিয়েছেন বলে
আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। 17তীত যে আমাদের অনুরোধ
রেখেছেন তাই নয়, তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে
নিজের ইচ্ছায় তোমাদের কাছে যাচ্ছেন। 18আমরা
তীতের সঙ্গে সেই ভাইকে পাঠাচ্ছি, যিনি সুসমাচার
প্রচারের জন্য সমস্ত মণ্ডলীতে প্রশংসিত। 19কেবল তাই
নয়, আমাদের সহযাত্রী হিসাবে প্রভুর মহিমার জন্য
এই দান নিয়ে যাবার জন্য ও আমাদের সাহায্য করার
ইচ্ছাকে প্রমাণ করতে বাস্তবিক মণ্ডলীগুলি তাকে
মনোনীত করেছিল। 20আমরা এই দায়িত্ব সম্পর্কে
সতর্ক যাতে এই বিপুল অর্থ বিতরণ সম্পর্কে কেউ
যেন আমাদের সমালোচনা না করে। 21কারণ কেবল
প্রভুর সামনে নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে যা ভাল, তাও
আমরা লক্ষ্য রাখি। 22আর ওদের সাথে আমাদের ভাইকে
পাঠালাম, যাকে আমরা অনেকবার অনেক বিষয়ে
পরীক্ষা করে এইসব কাজে উদ্যোগী দেখেছি এবং
তোমাদের প্রতি তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য এবার
আরও বেশী আগ্রহী দেখছি।

23তীতের কথা যদি বলতে হয়, তবে তিনি আমার
সহকর্মী ও তোমাদের সাহায্যের কাজে আমার সহকারী।
আমাদের ভাইদের বিষয় যদি বলতে হয়, তবে বলি
তাঁরা মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং খ্রীষ্টের জন্য
গৌরব আনেন। 24অতএব তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ
এবং তোমাদের উপর আমাদের গর্বের কারণ, এই দুই
বিষয়ের প্রমাণ তাদের দেখাও, যাতে সমস্ত মণ্ডলী তা
দেখতে পায়।

সাথী খ্রীষ্টীয়ানদের সাহায্য

9 এখন বুঝতে পারছি যে ঈশ্বরের লোকদের সাহায্যের
ব্যাপারে তোমাদের কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।
2কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি, এবং তোমাদের
বিষয়ে মাকিদনিয়ানদের কাছে এই গর্ব করে থাকি যে
গত বছর থেকে আখায়ার লোকেরা অর্থাৎ তোমরা
তৈরী হয়ে রয়েছ; আর এই ঘটনা তাদের বেশীর ভাগ
লোককে দানের বিষয়ে উৎসাহিত করে তুলেছে, তারাও
দিতে চাইছে।

3কিন্তু আমি সেই ভাইদের পাঠাচ্ছি যাতে তোমাদের
সম্বন্ধে আমাদের যে গর্ব তা বিফল না হয়, যেন আমি
যেমন তাদের বলেছি, সেইমতো তোমরা প্রস্তুত হয়ে
থাকো। 4তা না হলে মাকিদনিয়ার কিছু লোক যদি
আমার সাথে আসে এবং তোমাদের প্রস্তুত না দেখে,
তাহলে এই নিশ্চয়তা বোধ আমাদের ও তোমাদের
উভয়ের পক্ষেই লজ্জার বিষয় হবে। 5সেইজন্য আমি
ভাইদের এই অনুরোধ করা প্রয়োজন মনে করলাম,
যাতে তারা আগে তোমাদের কাছে যান, এবং দান
হিসাবে যে অর্থ তোমরা দেবে বলেছিলে, সেই দান
সংগ্রহ করে প্রস্তুত থাকতে পারে। সেই দান যেন
স্বেচ্ছাদান হয়, জোর করে আদায় করা চাঁদার টাকা না
হয়।

6মনে রেখো, যে অল্প পরিমাণে বীজ বোনে, সে
অল্প পরিমাণ ফসল কাটবে এবং যে যথেষ্ট পরিমান
বীজ বোনে সে প্রচুর ফসল কাটবে। 7প্রত্যেকে নিজের
নিজের অন্তরে যেমন স্থির করেছে, সেই মতোই দান
করুক, মনে দুঃখ পেয়ে অথবা জোর করা হয়েছে বলে
নয়, কারণ খুশী মনে যারা দেয়, ঈশ্বর তাদের
ভালবাসেন। 8ঈশ্বর তোমাদের সর্বপ্রকার আশীর্বাদ প্রচুর
পরিমাণে দিয়ে থাকেন, যেন সব সময় তোমাদের সব
কিছুই বেশী পরিমাণে থাকে এবং যেন সব রকম ভাল
কাজ করার জন্য সর্ব সময়ে তোমাদের ইচ্ছা ও
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই থাকে। 9যেমন শাস্ত্রে লেখা
আছে:

“ধার্মিক দরিদ্রকে মুক্ত হস্তে দান করে, তার সেই
সৎকাজ চিরস্থায়ী।” *গীতসংহিতা 112:9*

10যিনি কৃষককে বোনার জন্য বীজ ও আহারের জন্য
খাদ্য জুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বোনার জন্য
আত্মিক বীজ জোগাবেন এবং তার বৃদ্ধিসাধন করবেন।
তোমাদের দানশীলতা প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে। 11ঈশ্বর
তোমাদের সব বিষয়ে সমৃদ্ধ করবেন যেন তোমরা সব
সময়ে মহৎ হও। আমাদের মাধ্যমে তোমাদের দান,
যখন অভাবীদের হাতে দেব, তখন তারা আনন্দে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ জানাবে। 12তোমাদের এই দানের ফলে ঈশ্বরের
লোকদের শুধু যে অভাব মিটবে তা না, বরং এই দান
ঈশ্বরের প্রতি অনেক ধন্যবাদের দ্বারা উপচে পড়বে।
13তোমাদের এই কাজ যে আনুগত্যের প্রমাণ দেয় তার
জন্যে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করবে, এই আনুগত্য
তোমাদের খ্রীষ্টের সুসমাচারের উপর বিশ্বাস থেকে আসে।
খোলা হাতে তোমরা যে দান তাদের ও অপরের সঙ্গে
ভাগ করে নিয়েছ তার জন্য তারা ঈশ্বরের প্রশংসা
করবে। 14তারা যখন তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে তখন
তোমাদের সাথী হবার ইচ্ছা করবে। তোমাদের উপরে
যে মহা-অনুগ্রহ ঈশ্বর দিয়েছেন, তার কথা মনে করেই
তারা এমন ইচ্ছা করবে। 15ঈশ্বরের অপূর্ব অবর্ণনীয়
দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

নিজের কাজের পক্ষে পৌল

10 আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের বিনয় ও সৌজন্যের
দোহাই দিয়ে তোমাদের অনুনয় করছি। আমি
নাকি তোমাদের সামনে বিনম্র কিন্তু পেছনে চিঠিতে
তোমাদের কড়া কড়া কথা বলি। 2কিছু কিছু লোক মনে
করে যে আমরা জাগতিকভাবে চলি। আমি মিনতি
করি যখন আমি আসব তখন যেন আমাকে সেই দৃঢ়
সাহস দেখাতে না হয়, যে সাহস আমি সেইসব লোকেদের
প্রতি দেখানো আবশ্যক মনে করি। 3আমরা জগতেই
বাস করি কিন্তু জগৎ যেভাবে যুদ্ধ করে আমরা সেইভাবে
করি না। 4জগৎ যে যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহার করে, আমরা
তার থেকে স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করি। আমাদের যুদ্ধের
অস্ত্র ঈশ্বরের পরাক্রম; এই যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি
ধ্বংস করতে পারে। লোকদের বাজে বিতর্ক আমরা
বিফল করতে পারি। 5যে সমস্ত গর্বজনক বিষয় ঈশ্বর
বিষয়ক জ্ঞানের বিরুদ্ধে ওঠে, আমরা তাদের প্রত্যেককে
ধ্বংস করি এবং সমস্ত চিন্তাকে বশীভূত করে খ্রীষ্টের
অনুগত করি। 6যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের
অনুগত হবে, তখনই আমরা অবাধ্যতার প্রতিটি কাজকে
শাস্তি দিতে প্রস্তুত হব।

7তোমাদের সামনের বিষয়গুলির দিকে দেখ, কেউ
যদি নিজেদের উপরে বিশ্বাস রেখে বলে, আমি খ্রীষ্টের
লোক, তবে তার আবার একথাও বোঝা উচিত যে তার
মত আমরাও খ্রীষ্টের লোক। 8একথা ঠিক যে প্রভু যে
কর্তৃত্ব আমাদের দিয়েছেন তাই নিয়ে আমরা বেশ গর্ব
করি। তোমাদের ব্যথা দিতে নয়, কিন্তু তোমাদের
শক্তিশালী করে তুলতেই তিনি আমাদের এই অধিকার
দিয়েছেন, আর তা নিয়ে আমরা লজ্জা পাচ্ছি না।
9আমি চিঠিগুলি দিয়ে যে তোমাদের ভয় দেখাচ্ছি এরকম
মনে করো না। 10কেউ কেউ বলে, “তার চিঠিগুলো
মনে রেখাপাত করে এবং শক্তিশালী, কিন্তু লোক হিসাবে
তিনি দুর্বল, এবং তার কথা বলার ধরণ একেবারেই
হৃদয়গ্রাহী নয়।” 11এই ধরণের লোক বুঝুক যে, অনুপস্থিত
থাকাকালীন আমাদের চিঠির মধ্যে যে শক্তি প্রকাশ
পেয়েছে, আমরা যখন তোমাদের সামনে উপস্থিত হব
তখন আমাদের কাজেও সেই একই শক্তি দেখতে পাবে।

12কারণ এমন কোন লোকের সাথে আমরা নিজেদের
গণনা বা তুলনা করতে সাহস করি না, যারা নিজেরাই
নিজেদের উচ্চ প্রশংসা করে থাকে। তারা পরস্পরের
মধ্যে নিজেদের পরিমাপ করে, এবং নিজেদের সাথে
নিজেদের তুলনা করে 13নিজেদের বিষয়ে যতটুকু গর্ব
করার অধিকার আমাদের আছে, আমরা তার বেশী
করব না, বরং ঈশ্বর আমাদের কর্মক্ষেত্রে যে সীমা
নিরূপণ করেছেন সেই সীমার মধ্যে থাকব। সেই সীমার
মধ্যে তোমরাও আছো। 14তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম
বলে তোমাদের নিয়ে আমরা যখন গর্ব করি, তখন
সীমার বাইরে কিছু বলি না, কারণ খ্রীষ্টের সুসমাচার
নিয়ে আমরাই তোমাদের কাছে প্রথম পৌঁছেছিলাম।
15আমাদের কাজ নিয়ে গর্ব করার যে সীমা তা আমরা
ছাড়িয়ে যাব না, অন্যেরা কি করছে তা আমাদের গর্বের
বিষয় নয়, পরিবর্তে আমরা আশা করি যে তোমাদের
বিশ্বাস বাড়বার সাথে সাথে আমরা তোমাদের মধ্যে
আরও কাজ করতে পারব। 16তখন আমরা তোমাদের
নগর ছাড়িয়েও জায়গায় জায়গায় সুসমাচার প্রচার
করতে পারব। অপরের এলাকায় করা কাজের জন্য
আমরা গর্ব করব না। 17তবে, “যে গর্ব করতে চায় সে
প্রভুকে নিয়েই গর্ব করুক।”* 18কারণ যে মানুষ নিজের
সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে সে নয়, কিন্তু প্রভু
যার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন সেই ভাল বলে
প্রমাণিত হয়।

পৌল এবং ভণ্ড প্রেরিতেরা

11 যখন তোমরা আমার নির্বুদ্ধিতা দেখতে পাও
তখন একটু ধৈর্য্য ধরে আমাকে সহ্য করবে এই
আমি চাই। দয়া করে আমার প্রতি সহিষ্ণু হও। 2আমি
অন্তরে তোমাদের জন্য জ্বালা অনুভব করছি। এই
অন্তর্জ্বালা স্বয়ং ঈশ্বরের অন্তর থেকে আসে। আমি
তোমাদেরকে এক বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা
করেছি, যেন সতী কন্যা রূপে তোমাদের খ্রীষ্টের কাছে
উপহার দিতে পারি। 3কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে দুষ্ট সাপ
যেমন নিজের চাতুরীতে হবাকে ভুলিয়েছিল, সেইরকম
তোমাদের মন যেন কলুষিত না করে এবং খ্রীষ্টের প্রতি
তোমাদের যে পূর্ণ ও বিশুদ্ধ অনুরাগ আছে তা থেকে
তোমাদের যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে না যায়। 4কোন আগন্তুক
যদি এমন আর এক যীশুকে প্রচার করে, যাকে আমরা

“যে … করুক” যির 9:24

প্রচার করি নি, অথবা আগেই গ্রহণ করেছ এমন আত্মা ছাড়া যদি তোমরা অন্য কোন আত্মা পাও, বা আগে গ্রহণ কর নি এমন কোন অন্য রকমের সুসমাচার পাও তবে তা ভালভাবে সহ্য করো।

5কারণ আমার মনে হয় না যে আমি তথাকথিত সেই "মহান প্রেরিতদের" থেকে কোন অংশে পিছিয়ে পড়ে আছি। 6কিন্তু যদিও আমি খুব ভাল বক্তা নই, তবুও আমার জ্ঞান সীমিত নয় এবং তা সবরকমেই পরিষ্কারভাবে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি।

7তোমরা যেন উন্নত হতে পার তাই নিজেকে নত করে আমি কি পাপ করেছি? তোমাদের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করে কি ভুল করেছি? 8তোমাদের মধ্যে সেবার জন্য অন্য মণ্ডলী থেকে টাকা নিয়ে আমি তাদের লুঠ করেছি; 9এবং যখন তোমাদের কাছে ছিলাম তখন আমার অভাব হলেও আমি কাউকে ভারগ্রস্ত করি নি, কারণ মাকিদনিয়া থেকে ভাইরা এসে আমার প্রয়োজন মেটালেন। হ্যাঁ, আমি যাতে কোন বিষয়ে তোমাদের কাছে হাত না পাতি, নিজেকে সেইভাবে রক্ষা করেছি এবং করব। 10সত্যই খ্রীষ্টের সততা যখন নিশ্চিতভাবে আমার মধ্যে আছে, তখন আখায়ার কোন অঞ্চলে কেউ এই গর্ব করা থেকে আমায় বিরত করবে না। আমি তোমাদের বোঝা হতে চাই না। 11তার মানে কি এই যে আমি তোমাদের ভালবাসিনা? ঈশ্বর জানেন আমি তোমাদের ভালবাসি।

12কিন্তু এখন আমি যা করছি, সেই কাজ আরও করব যাতে যারা গর্ব করার সুযোগ খোঁজে, তাদের বিরত করতে পারি। যারা গর্ব করে তাদেরকে যেন তোমরা আমাদের সমান ভাব; 13কারণ তারা ভণ্ড প্রেরিত, তারা মিথ্যা বলে। তারা প্রবঞ্চক কর্মী, আর প্রেরিতের ছদ্মবেশ ধরেছে। তারা এমনভাব দেখায় যাতে লোকে মনে করে যে তারা খ্রীষ্টের প্রেরিত। 14এটা আশ্চর্য নয়, কারণ শয়তান নিজেও নিজেকে দীপ্তিময় স্বর্গদূত হিসাবে দেখাবার জন্য বদলে ফেলে। 15অতএব তার স্যসেবকরাও যে ধার্মিকতার সেবকদের বেশ ধারণ করে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, পরিণামে তাদের কাজের জন্য তারা শাস্তিভোগ করবে।

পৌল নিজের দুঃখভোগের কথা বললেন

16আমি আবার বলছি, কেউ আমাকে মূর্খ মনে না করুক, কিন্তু যদি তোমরা মনে কর, তবে আমাকে মূর্খ বলেই গ্রহণ কর; তাতে আমিও একটু গর্ব করতে পারব। 17আমি নিজেকে জানি তাই আমি গর্ব করি। এখন আমি যা বলছি তা প্রভুর আদেশ মত বলছি না কিন্তু এক নির্বোধের মতোই এই গর্ব করছি। 18যেহেতু অনেকেই জাগতিক বিষয়ে গর্ব করে, তাই আমিও গর্ব করব। 19কারণ তোমরা যারা বুদ্ধিমান তারা নির্বোধ লোকদের প্রতি আনন্দের সাথে সহিষ্ণুতা দেখিয়ে থাক। 20আমি জানি তোমরা সহিষ্ণু, এমন কি তাদের প্রতিও যারা তোমাদের আদেশ করে, শোষণ করে, ফাঁদে ফেলে, নিজেদেরকে তোমাদের থেকে ভাল মনে করে অথবা তোমাদের গালে চড় মারে। 21একথা বলতে আমার লজ্জা বোধ হয় যে আমরা তোমাদের প্রতি নিতান্ত "দুর্বল" বলেই দুরকম ব্যবহার করি নি!

কিন্তু গর্ব করার মতো যথেষ্ট সাহস যদি কারো থাকে, তবে আমি সাহসী হব ও গর্ব করব। আমি মূর্খের মতো কথা বলছি। 22তারা কি ইব্রীয়? আমিও তাই। তারা কি ইস্রায়েলী? আমিও তাই। তারা কি অব্রাহামের বংশধর? আমিও তাই। 23তারা কি খ্রীষ্টের সেবক? এমন গর্ব করা পাগলের মত শোনালেও আমি তাদের থেকে অনেক বেশী খ্রীষ্টের সেবা করছি। আমি তাদের থেকে অনেক বেশী কঠোর পরিশ্রম করেছি, তাদের থেকে বহুবার বেশী কারাদণ্ড ভোগ করেছি, অনেকবার চাবুকের মার সহ্য করেছি, অনেকবার মৃত্যুমুখে পড়েছি। 24ইহুদীদের কাছ থেকে পাঁচবার উনচল্লিশটি করে চাবুকের মার খেতে হয়েছে। 25তিনবার আমাকে লাঠিপেটা করেছে, একবার আমার ওপর পাথর ছোঁড়া হয়েছে, তিনবার ঝড়ে জাহাজ ডুবিতে আমি কষ্ট পেয়েছি, এবং সারা দিনরাত অগাধ জলের মধ্যে কাটিয়েছি। 26স্থলপথে যাত্রাকালে বহুবার বিপদে পড়েছি, নদী থেকে বিপদ এসেছে, কতবার ডাকাতের হাতে, কতবার আমার আপনজন ইহুদী ও অইহুদীদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছি। শহরের মধ্যে মহা বিপদে পড়তে হয়েছে, কখনও গ্রামাঞ্চলে, কখনও বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে এবং ভণ্ড খ্রীষ্টীয়ানদের কাছ থেকে। 27অনেকবার অনাহারে দিন কাটিয়েছি, যথেষ্ট পোশাকের অভাবে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট পেয়েছি। 28আর সব সমস্যা যাক, একটি সমস্যা প্রতিদিন আমার উপরে চেপে রয়েছে, তা হল সমস্ত মণ্ডলীর চিন্তা। 29কেউ দুর্বল হলে আমি কি সেই দুর্বলতার সহভাগী হই না? কেউ বাধা পেয়ে পাপের পথে নেমে গেলে আমি কি রাগে জ্বলে উঠি না?

30যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার নানা দুর্বলতার বিষয়ে গর্ব করব। 31প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি যুগে যুগে প্রশংসিত, তিনি জানেন যে আমি মিথ্যা বলছি না। 32যখন আমি দম্মেশকে ছিলাম, তখন রাজা আরিতার অধীনস্থ রাজ্যপাল আমাকে বন্দী করার জন্য দম্মেশকীয়দের সেই শহরের চারপাশে পাহারা বসিয়েছিলেন। 33কিন্তু আমার বন্ধুরা শহরের পাঁচিলের একটা ফাঁক দিয়ে একটা ঝুড়িতে করে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, এইভাবে সেই রাজ্যপালের হাত থেকে পালিয়েছিলাম।

পৌলের জীবনে এক বিশেষ আশীর্বাদ

12 গর্ব করা আমার প্রয়োজন, যদিও এর দ্বারা কোন লাভই হয় না; কিন্তু প্রভুর দেওয়া নানা দর্শন ও প্রকাশের সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে। 2আমি খ্রীষ্টে আশ্রিত একটি লোককে জানি, চোদ্দ বছর আগে যাকে তৃতীয় স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সশরীরে না অশরীরে তা জানি না, ঈশ্বর জানেন।

3-4এই লোকটির ব্যাপার আমি জানি সশরীরে কি
অশরীরে, তা আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন, সে
স্বর্গোদ্যানে থাকায় এমন সব বিস্ময়কর কথা শুনেছিল,
যা নিয়ে মানুষের কথা বলা উচিত নয়। 5এমন লোকের
জন্য গর্ব করব; কিন্তু নিজের জন্য গর্ব করব না।
কেবল নানা দুর্বলতার জন্য গর্ব করব। 6যদি আমি
নিজের বিষয়ে গর্ব করি তাতেও মূর্খতার পরিচয় দেব
না, কারণ আমি সত্যি কথাই বলব। তবুও নিজের
বিষয়ে বড়াই করব না, কারণ আমাকে তারা যেমন
দেখছে এবং আমার কথা যেমন শুনছে, আমাকে যেন
তার থেকে মহান বলে মনে না করে।

7ঐসব অসাধারণ প্রকাশের অভিজ্ঞতার জন্য আমি
যেন গর্ব না করি, সেইজন্য আমার দেহে একটা কাঁটা
(কষ্টদায়ক সমস্যা) দেওয়া হল, যেন শয়তানের এক
দূত আমাকে আঘাত করে, যাতে আমি অতি মাত্রায়
গর্ব না করি। 8এই ব্যাপারে আমি প্রভুর কাছে তিনবার
প্রার্থনা করেছিলাম, যাতে ওর থেকে আমি মুক্তি পাই।
9কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, “আমার অনুগ্রহ তোমার
জন্য যথেষ্ট; কারণ দুর্বলতার মধ্যে আমার শক্তি সম্পূর্ণতা
লাভ করে।” এজন্য আমি বরং অত্যাধিক আনন্দের
সঙ্গে নানা দুর্বলতায় গর্ব করব, যাতে খ্রীষ্টের পরাক্রম
আমার উপরে অবস্থান করে। 10যখন কোন সঙ্কটের
মধ্য দিয়ে যাই তখনও আমি আনন্দ পাই। যখন অন্যেরা
আমায় নির্যাতন করে তাতে আমি আনন্দ পাই; যখন
আমার সমস্যা থাকে তখনও আমি আনন্দ পাই। এইসব
আমি খ্রীষ্টের জন্য সহ্য করি, কারণ যখন আমি দুর্বল,
তখনই আমি বলবান।

করিন্থীয় খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য পৌলের ভালবাসা

11আমি বোকার মতো কথা বলছি, তোমরাই আমাকে
জোর করে বোকা বানালে। কারণ আমার প্রশংসা করা
তোমাদের উচিত ছিল, যদিও আমি কিছু নই, তবু সেই
“মহান প্রেরিতদের” থেকে কোন অংশে ছোট নই। 12আমি
যে একজন প্রেরিত তার সমস্ত প্রমাণ আমি তোমাদের
দিয়েছি এবং প্রকৃত প্রেরিতদের মত ধৈর্যের সঙ্গে নানা
অলৌকিক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেছি। 13অন্য
সমস্ত মণ্ডলী যা পেয়েছে তোমরাও সেই একই জিনিস
পেয়েছ। তবে তোমরা কোন্ বিষয়ে অন্য মণ্ডলীর থেকে
ছোট হলে? কেবল একটি বিষয়ে তোমরা ভিন্ন। আমি
তোমাদের গলগ্রহ হইনি, এ যদি অন্যায় হয়ে থাকে
তবে আমাকে সেই ভুলের জন্য ক্ষমা করো।

14দেখ, এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যেতে
প্রস্তুত হয়েছি। আমি তোমাদের বোঝা হব না, কারণ
আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন কিছু চাই না, আমি
কেবল তোমাদেরই চাই। কারণ বাবা-মায়ের জন্য অর্থ
সঞ্চয় করা ছেলেমেয়েদের কর্তব্য নয়, বরং
ছেলেমেয়েদের জন্য বাবা-মায়েরই সঞ্চয় করা কর্তব্য।
15আমার যা কিছু আছে সে সবই তোমাদের অতি
আনন্দের সঙ্গে দেবো, এমন কি তোমাদের জন্য আমি
নিজেকেও ব্যয় করব। তোমাদের জন্য আমার ভালবাসা
যখন বেড়েই চলেছে, তখন আমার প্রতি তোমাদের
ভালবাসা কি কমে যাবে?

16যাই হোক্, একথা ঠিক যে আমি তোমাদের উপর
খরচের বোঝা হয়ে দাঁড়াই নি; কিন্তু তোমরা বলো
আমি চালাক বলে নাকি ছলেবলে তোমাদের ধরেছি।
17আমি যাদের তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তাদের
মধ্য দিয়ে আমি কি তোমাদের ঠকিয়েছি? তোমরা জান
যে আমি তা করি নি। 18আমি তীতকে অনুরোধ
করেছিলাম এবং তার সাথে অপর এক ভাইকে
পাঠিয়েছিলাম। তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন? তোমরা
জান যে তীত ও আমি, আমরা একই মনোভাব নিয়ে
কাজ করি, এবং একই রকম আচরণ করি।

19তোমরা কি মনে কর যে, আমরা নিজেদের রক্ষা
করতে তোমাদের কাছে এতদিন ধরে এইসব কথা
বলেছি? না, খ্রীষ্টের অনুগামী হিসাবে আমরা এইসব
কথা ঈশ্বরের সামনে থেকেই বলেছি। প্রিয় বন্ধুরা,
তোমাদের আত্মিকভাবে সবল করার জন্য আমরা এইসব
কাজ করেছি।

20কারণ আমার ভয় হয়, পাছে আমি তোমাদেরকে
যেরকম দেখতে চাই, গিয়ে সেরকম দেখতে না পাই,
এবং তোমরা আমাকে যেরকম দেখতে চাও না পাছে
সেরকম দেখ। আমার ভয় হয় যে আমি গিয়ে হয়তো
তোমাদের মধ্যে ঝগড়া, হিংসা, ক্রোধ, শত্রুতা,
গালাগালি, জল্পনা, অহঙ্কার ও বিশৃঙ্খলা দেখতে পাব।
21আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমি আবার তোমাদের ওখানে
গেলে আমার ঈশ্বর তোমাদের সামনে আমার মাথা
নিচু করে দেন। যারা আগে পাপ করেছিল, এবং নিজেদের
দুষ্টতা, অশুচিতা, যৌন পাপ ও অশোভন কাজের বিষয়ে
যাদের মনে কোন অনুতাপ নেই, এদের সকলের জন্য
আমাকে হয়তো অনেক দুঃখ ও ব্যথা বহন করতে
হবে।

শেষ সতর্ক বার্তা ও শুভেচ্ছা

13 এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি।
“দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রত্যেক
মামলার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।”* 2দ্বিতীয় বার আমি
যখন তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, তখন যারা পাপ
জীবনযাপন করছিল তাদের আমি তখনই সতর্ক করে
দিয়েছিলাম। এখন যখন আমি দূরে তখন আবার
তোমাদের সাবধান করছি। যখন আমি পুনরায় তোমাদের
দেখতে আসব, তখন সেইসব পাপীদের অথবা অন্য যে
কেউ পাপ করে তাকে রেহাই দেব না। 3কারণ খ্রীষ্ট
যিনি আমার মাধ্যমে কথা বলেন, তোমরা তো তাঁরই
প্রমাণ চাও। তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার
ব্যাপারে দুর্বল নন, বরং তিনি তোমাদের মধ্যে শক্তিমান।
4কারণ এ সত্য যে তিনি তাঁর দুর্বলতার জন্য ক্রুশের
উপর পেরেক বিদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে
তিনি এখন জীবিত। এও সত্য যে আমরাও তাতে
(খ্রীষ্টে) দুর্বল, কিন্তু তোমাদের জন্য আমরা ঈশ্বরের

“দুই ... উচিত” দ্বি বি 19:15

পরাক্রম দ্বারা তাঁর সাথে বাস করব। 5নিজেদের পরীক্ষা
করে দেখ, তোমাদের বিশ্বাস আছে কি না; প্রমাণের
জন্য নিজেদের যাচাই কর। তোমরা কি জান না যে
খ্রীষ্ট যীশু তোমাদের মধ্যে আছেন? কিন্তু এ বিষয়ে যদি
তোমাদের অন্তরে সেই প্রমাণ না পাও, তবে খ্রীষ্ট
তোমাদের মধ্যে নেই।

6আশাকরি তোমরা একথা স্বীকার করবে যে আমরা
সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। 7আমরা ঈশ্বরের কাছে
এই প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন অন্যায় না কর।
এর অর্থ এই নয়, আমরা যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হয়েছি সেটা স্পষ্ট হোক্, বরং আমরা ব্যর্থ হয়েছি মনে
হলেও যেন যা ন্যায্য তোমরা তাই কর। 8কারণ আমরা
সত্যের বিপক্ষে কিছুই করতে পারি না, কেবল সত্যের
সপক্ষে করতে পারি। 9তোমরা শক্তিশালী হলে আমরা
দুর্বল হলেও আনন্দ করি। আমরা প্রার্থনাও করি, যেন
তোমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
10এই কারণে যখন আমি তোমাদের থেকে দূরে তখন
আমি এই সমস্ত লিখছি; যাতে যখন আমি তোমাদের
সাথে থাকব, তখন আমাকে যেন তোমাদের শাস্তি দিতে
বা তিরস্কার করতে না হয়। সেই ক্ষমতা তোমাদের
ভেঙ্গে ফেলবার জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের আত্মিক
জীবন গড়ে তোলবার জন্যই প্রভু আমাকে দিয়েছেন।
11আমার ভাই ও বোনেরা, সব শেষে বলি, বিদায়।
সিদ্ধি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর, আমি যা বলেছি
সেই অনুসারে কাজ কর, একমনা হও, মিলে মিশে
শান্তিতে থাক, তাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের
সঙ্গে থাকবেন।

12পবিত্র চুম্বন দিয়ে পরস্পরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা
জানিও। 13ঈশ্বরের পবিত্র লোকরা তোমাদের প্রীতি ও
শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 14প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের
প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের
সহবর্তী হোক্।

গালাতীয়দের প্রতি পত্র

1 প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে শুভেচ্ছা; প্রেরিত হবার
জন্য কোন মানুষ বা মানুষের মাধ্যমে আমাকে
মনোনীত করা হয়নি, বরং যীশু খ্রীষ্ট ও পিতা ঈশ্বর
যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত করেছেন
তাঁর মাধ্যমেই আমি প্রেরিত পদে মনোনীত হয়েছি।
2আমি পৌল এবং অন্য ভাইরা যারা আমার সাথে
আছেন, তারা গালাতীয়ার* মণ্ডলীদের উদ্দেশ্যে এই
চিঠি লিখছে।
3আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ,
দয়া ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক। 4যীশু আমাদের
পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, যাতে যে মন্দ জগতে
আমরা বাস করি তার থেকে যেন তিনি আমাদের রক্ষা
করতে পারেন। আমাদের পিতা ঈশ্বর তাই চেয়েছিলেন।
5যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক্। আমেন।

কেবলমাত্র একটিই সত্য সুসমাচার

6আমি তোমাদের দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যে, যিনি খ্রীষ্টের
অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বান করেছিলেন
তোমরা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে কত শীঘ্র সরে গিয়ে
এক ভিন্ন সুসমাচারে বিশ্বাস করছ। 7এটা সুসমাচারের
কোন ভাষান্তর নয় কিন্তু কিছু লোক তোমাদের বিভ্রান্ত
করছে। তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করতে চাইছে।
8আমরা তোমাদের কাছে যে সত্য সুসমাচার প্রচার করেছি
তার থেকে ভিন্ন কোন সুসমাচার যদি আমাদের কেউ
বা কোন স্বর্গদূত এসেও প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত
হোক্! 9এর আগেও আমরা একথা বলেছি; সেই একই
কথা আবার বলছি; তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করেছিলে
তাছাড়া অন্য কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে
প্রচার করে তবে এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত হোক্।
10তোমাদের কি মনে হয় আমাকে গ্রহণ করার জন্য
আমি লোকদের কাছে চেষ্টা চালাচ্ছি? তা নয় বরং
একমাত্র ঈশ্বরকেই আমি সন্তুষ্ট করতে চাইছি। আমি
কি মানুষকে খুশী করতে চাইছি? আমি যদি মানুষকে
খুশী করতে চাইতাম তাহলে খ্রীষ্টের দাস হতাম না।

পৌলের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া

11ভাইয়েরা, আমি চাই তোমরা জান যে যে সুসমাচার
আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি তা কোন মানুষের
মতানুযায়ী নয়। 12কারণ সেই বার্তা আমি কোন মানুষের
কাছ থেকে পাইনি; কোন মানুষ আমাকে তা শেখায়
নি, বরং যীশু খ্রীষ্টই আমার কাছে তা প্রকাশ করেছেন।
13তোমরা তো শুনেছ আমি আগে কেমন জীবনযাপন
করতাম। আমি ইহুদী ধর্মমতাবলম্বী ছিলাম। আমি
নির্মমভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করে তা ধ্বংস
করতে চেষ্টা করেছিলাম। 14ইহুদী ধর্মচর্চায় সমসাময়িক
ও আমার সমবয়সী অন্যান্য ইহুদীদের থেকে আমি
অনেক এগিয়েছিলাম, কারণ পূর্বপুরুষদের পরম্পরাগত
রীতিনীতি পালনে আমার যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল।
15আমার জন্মাবার আগে থেকেই ঈশ্বর আমাকে
বেছে নেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাঁর সেবা করার জন্য
আমাকে ডাকেন। 16আমি যেন অইহুদীদের কাছে তাঁর
পুত্রের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, সেইজন্যে ঈশ্বর
তাঁর পুত্রের বিষয় আমার কাছে প্রকাশ করতে মনস্থ
করলেন। ঈশ্বর যখন আমাকে ডাকলেন তখন আমি
কোন মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করিনি, 17এমনকি আমার
আগে যারা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা
করতে আমি জেরুশালেমে যাই নি; কিন্তু কাল বিলম্ব
না করে আমি আরব দেশে চলে গেলাম পরে দম্মেশক
শহরে ফিরে গেলাম।
18তারপর তিন বছর বাদে পিতরের সঙ্গে পরিচিত
হতে জেরুশালেমে যাই ও পিতরের সঙ্গে আমি পনেরো
দিন থাকি। 19সেখানে আমি প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া
আর কোন প্রেরিতকে দেখিনি। 20ঈশ্বর জানেন যে যেসব
কথা আমি লিখছি সেগুলি মিথ্যা নয়। 21তারপর আমি
সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলগুলিতে চলে যাই।
22এর পূর্বে যিহূদার কোন খ্রীষ্ট মণ্ডলী আমায়
ব্যক্তিগতভাবে চিনত না। 23তারা শুধু আমার সম্বন্ধে
শুনেছিল: "যে লোকটি আগে আমাদের নির্যাতন করত,
সে এখন সেই বিশ্বাসের বাণী প্রচার করছে, যা সে পূর্বে
ধ্বংস করতে চেয়েছিল", 24আর তারা আমার কারণে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

অন্য প্রেরিতরা পৌলকে গ্রহণ করলেন

2 তারপর চোদ্দ বছর পর আমি আবার জেরুশালেমে
গেলাম। আমি বার্ণবার সঙ্গে গেলাম আর তীতকেও
সঙ্গে নিলাম। 2ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রকাশ অনুসারে
আমি সেখানে গেলাম। সেখানকার বিশ্বাসীদের নেতৃবর্গের
কাছে এক গোপন সভায় অইহুদীদের কাছে যে সুসমাচার
প্রচার করে থাকি তার ব্যাখ্যা করলাম। আমি চেয়েছিলাম
যে তারা যেন বুঝতে পারে আমি কি কাজ করছি, যেন
অতীতে যে কাজ করেছিলাম ও বর্তমানে আমি যা
করছি তা বৃথা না হয়ে থাকে। 3-4এর ফলস্বরূপ তীত
যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি একজন গ্রীক হওয়া
সত্ত্বেও এই নেতৃবর্গ তীতকে সুন্নত করার জন্য জোর

গালাতীয়া গালাতীয়া সেই জায়গা যেখান থেকে পৌল প্রথম ধর্মযাত্রার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ও মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। প্রেরিত 13 এবং 14 অধ্যায়।

করলেন না। এইসব সমস্যা নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল, কারণ কিছু ভণ্ড বিশ্বাসী গোপনে গুপ্তচরের মতো আমাদের দলে ঢুকে পড়েছিল এবং খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের কতটা স্বাধীনতা আছে তা জানবার চেষ্টা করছিল, যাতে আমাদের তাদের দাস করতে পারে। **5**সেই ভণ্ড বিশ্বাসী ভাইরা যা চেয়েছিল তার কোন কিছুতেই আমরা মত দিই নি, যেন সুসমাচার দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল তা তোমাদের সাথে থাকে।

6মণ্ডলীতে যাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল তাদের কাছ থেকেও আমি নতুন কোন কিছু জানতে পারিনি। তারা যেই হোন না কেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান আর তিনি কারও মুখাপেক্ষা করেন না। **7**অপরপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ নেতারা যখন দেখলেন যে ঈশ্বর আমাকে অইহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের বিশেষ ভার দিয়েছেন, যেমন পিতরকে ইহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ভার দিয়েছেন। **8**ইহুদীদের জন্য প্রেরিতের কাজ করতে যে ঈশ্বর পিতরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনিই আবার আমাকে অইহুদীদের জন্য প্রেরিত করেছেন। **9**তাই যাকোব, পিতর ও যোহন যাদের নেতা হিসাবে খ্যাতি ছিল, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বর আমাকে এই বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন, তাই চিহ্ন হিসাবে বার্ণবা এবং আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমাদের সহভাগী হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হলেন যে, “আমরা অর্থাৎ পৌল এবং বার্ণবা অইহুদীদের কাছে প্রচারে যাব; আর তাঁরা অর্থাৎ যাকোব, পিতর ও যোহন ইহুদীদের কাছে যাবেন।” **10**তাঁরা কেবলমাত্র একটি বিষয়ে আমাদের অনুরোধ করলেন, যেন যারা দরিদ্র তাদের মনে রাখি। এ কাজটি করতে আমিও খুব উদ্গ্রীব ছিলাম।

পৌল পিতরের ভুল দেখিয়ে দেন

11কিন্তু যখন পিতর আন্তিয়খিয়ায় এলেন, আমি সরাসরি তাঁর বিরোধিতা করলাম, কারণ তিনি স্পষ্টতই ভুল দিকে ছিলেন। **12**আন্তিয়খিয়ায় আসার পর প্রথমে তিনি অইহুদীদের সঙ্গে পানাহার ও মেলামেশা করতেন; কিন্তু যাকোবের কাছ থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এলে পিতর অইহুদীদের সঙ্গে পানাহার বন্ধ করে দিলেন। তিনি অইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে নিজেকে পৃথক রাখলেন। তিনি সেই সমস্ত ইহুদীদের কথা মনে করে ভয় পাচ্ছিলেন, যারা মনে করত যে সব অইহুদী লোকদের সুন্নত হওয়া দরকার। **13**এরপর অন্যান্য ইহুদীরাও পিতরের সঙ্গে এই ভণ্ডামিতে এমন মাত্রায় যোগ দিলেন যে এমনকি বার্ণবাও এদের ভণ্ডামির দ্বারা প্রভাবিত হলেন। **14**আমি যখন দেখলাম যে তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সোজা পথে চলছেন না, তখন আমি পিতরকে সম্বোধন করে সবার সামনে বললাম: “আপনি একজন ইহুদী হয়ে যদি ইহুদীদের রীতিনীতি পালন না করেন, তবে যারা অইহুদী তাদের ইহুদীদের মতো সব কিছু পালন করতে জোর করছেন কেন?”

15আমরা জন্মসূত্রে ইহুদী, অইহুদী পাপী নই।

16তবু আমরা জানি যে মানুষ ঈশ্বরের সামনে বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয়, বরং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত হয়; তাই আমরা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছি, যাতে আমরা ঈশ্বরের সামনে বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয় বরং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী বলেই নির্দোষ গণিত হই। কারণ কেউই বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ গণিত হয় না।

17কিন্তু আমরা ইহুদীরা খ্রীষ্টে নির্দোষ গণিত হতে গিয়ে যদি আমাদের অইহুদীদের মত পাপী দেখায়, তবে তার অর্থ কি এই, যে খ্রীষ্ট পাপকে উৎসাহিত করেন? কখনই না। **18**কারণ যা আমি ভেঙ্গে ফেলেছি তা যদি আবার গঠন করি, তাহলে আমি নিজেকে নিয়ম ভঙ্গকারী হিসাবে প্রমাণ করি।

19বিধি-ব্যবস্থার দিক থেকে আমি মৃত এবং বিধি-ব্যবস্থা হল আমার মৃত্যুর কারণ। এটা হয়েছে যাতে আমি ঈশ্বরের জন্য বাঁচি। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছি। **20**সুতরাং আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। আমার দেহের মধ্যে যে জীবন আমি এখন যাপন করি, এ কেবল ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাসের দ্বারাই করি; যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। **21**ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমি প্রত্যাখান করি না, কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ গণিত হওয়া যায়, তবে খ্রীষ্ট মিথ্যাই প্রাণ দিয়েছিলেন।

বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ

3 ওহে অবুঝ গালাতীয়ের লোকেরা! তোমাদের কে যাদু করেছে? ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা তোমাদের তো স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছিল। **2**কেবল আমার এই কথাটির জবাব দাও: পবিত্র আত্মা তোমরা কিভাবে পেয়েছিলে? বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা কি পেয়েছিলে? না সুসমাচার শুনে ও তাতে বিশ্বাস করাতেই পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে? **3**তোমরা কি এতই অবোধ যে, পবিত্র আত্মায় খ্রীষ্টীয় জীবন শুরু করে এখন তা স্থূল দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে শেষ করতে চাও? **4**তোমরা কি বৃথাই এত রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছ? আমি আশা করি তা বৃথা যাবে না। **5**তোমরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করেছিলে বলেই কি ঈশ্বর তোমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছিলেন এবং তোমাদের মধ্যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, না তোমরা সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিলে বলে?

6অব্রাহামের সম্পর্কে শাস্ত্র যেমন বলে: “অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন; তার ফলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।”*

7তোমাদের জানা ভাল যে যারা বিশ্বাসের পথে চলে তারাই অব্রাহামের প্রকৃত সন্তান। **8**পবিত্র শাস্ত্রে এবিষয়ে আগেই লেখা ছিল যে, অইহুদী লোকদের

“অব্রাহাম ... হয়েছিলেন” আদি 15:6

ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন করবেন।
আগে থেকেই এই সুসমাচার অব্রাহামকে জানিয়ে দেওয়া
হয়েছিল: “অব্রাহাম সমস্ত জাতি তোমার মাধ্যমে
আশীর্বাদ পাবে।”* 9অব্রাহাম বিশ্বাস করে যেমন
আশীর্বাদ পেয়েছেন, তেমনি যে সমস্ত লোক এখন বিশ্বাস
করছে তারাও সেই আশীর্বাদ লাভ করছে। 10যারা ঈশ্বরের
সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে বিধি-ব্যবস্থা পালনের উপর
নির্ভর করে, তাদের উপর অভিশাপ থাকে। কারণ শাস্ত্র
বলে: “বিধি-ব্যবস্থায় যে সকল লেখা আছে তার সব
কটি যে পালন না করে সে শাপগ্রস্ত!”* 11এখন এটা
পরিষ্কার যে বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক
প্রতিপন্ন হওয়া যায় না। কারণ শাস্ত্র বলে: “ধার্মিক
ব্যক্তি বিশ্বাসের জন্যই বাঁচবে।”* 12কিন্তু বিধি-ব্যবস্থার
সঙ্গে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই; বরং শাস্ত্র বলে,
“যে বিধি-ব্যবস্থা পালন করে, সে তার মধ্য দিয়েই
জীবন পাবে।”* 13বিধি-ব্যবস্থা আমাদের ওপর যে
অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে তার থেকে খ্রীষ্ট আমাদের
উদ্ধার করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের স্থানে দাঁড়িয়ে নিজের
ওপর সেই অভিশাপ গ্রহণ করলেন। কারণ শাস্ত্র বলছে:
“যার দেহ গাছে টাঙ্গানো হয় সে শাপগ্রস্ত।”*

14খ্রীষ্ট এই কাজ সম্পন্ন করলেন যাতে যে আশীর্বাদ
অব্রাহাম লাভ করেছিলেন তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে অইহুদীরাও
লাভ করে, এবং যেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সেই
প্রতিশ্রুত আত্মাকে পাই।

বিধি-ব্যবস্থা এবং প্রতিশ্রুতি

15আমার ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের কাছে
সাধারণ একটি উদাহরণ দিচ্ছি: দুজনের মধ্যে একটা
চুক্তির কথা চিন্তা কর। সেই চুক্তি একবার বৈধ হয়ে
গেলে কেউ তা বাতিল করতে পারে না বা তাতে কোন
কিছু যোগ করতে পারে না। 16ঈশ্বর, অব্রাহাম ও তাঁর
বংশধরকে আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লক্ষ্য
কর যে এখানে “বংশধর” বলা হয়েছে, “বংশধরদের”
নয়, যেন অনেককে নয় বরং একজনকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে
নির্দেশ করা হয়। 17আমি এটাই বলতে চাই যে: ঈশ্বর
অব্রাহামের সাথে চুক্তি করেছিলেন, আর তার চারশো
তিরিশ বছর পরে বিধি-ব্যবস্থা এসেছিল। তাই বিধি-
ব্যবস্থা এসে পূর্বেই যে চুক্তি ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের
হয়েছিল তা বাতিল করতে পারে না। 18যদি উত্তরাধিকার
বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করত তাহলে তা আর
প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভরশীল হত না; কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত
হস্তে এই উত্তরাধিকার অব্রাহামকে তাঁর প্রতিশ্রুতির
মধ্যে দিয়েছিলেন।

19তাহলে বিধি-ব্যবস্থা কিসের জন্য? অপরাধ কি
এটা বোঝাবার জন্য বিধি-ব্যবস্থা সেই বংশধর
(অব্রাহামের) আসা পর্যন্ত যোগ করা হল, যাকে সেই
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। মানুষের কাছে সেই বিধি-
ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে স্বর্গদূতেরা মোশিকে মধ্যস্থরূপে
ব্যবহার করেছিলেন। 20কিন্তু কেবলমাত্র একজন থাকলে
কোন মধ্যস্থের দরকার হয় না; আর ঈশ্বর এক।

মোশির বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

21তাহলে কি বিধি-ব্যবস্থা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির
বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই নয়! যদি এমন বিধি-ব্যবস্থা থাকত
যা মানুষকে জীবন দান করতে পারে, তবে বিধি-ব্যবস্থা
পালন করেই আমরা ধার্মিক হতে পারতাম। 22কিন্তু এ
সত্য নয়, কারণ শাস্ত্র দেখাচ্ছে যে সকলে পাপের কাছে
বন্দী; যেন লোকেরা বিশ্বাসের মাধ্যমেই সেই প্রতিশ্রুত
আশীর্বাদ পেতে পারে। যারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করবে,
তাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া রয়েছে।

23এই বিশ্বাস আসার আগে আমরা বিধি-ব্যবস্থার
অধীনে বন্দী ছিলাম; আমাদের কোন স্বাধীনতা ছিল
না, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর আমাদের কাছে বিশ্বাসের সেই
কথা জানালেন। 24খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য বিধি-
ব্যবস্থাই ছিল আমাদের কঠোর অভিভাবক, যেন
বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত
হই। 25এখন যখন বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এসেছে, তখন
আমরা আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই।

26-27কারণ তোমাদের মধ্যে যাদের খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম
হয়েছে, তাদের সবাই খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে। খ্রীষ্ট
যীশুর মাধ্যমে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সকলেই ঈশ্বরের
সন্তান। 28এখন খ্রীষ্ট যীশুতে যারা আছে তাদের মধ্যে
পুরুষ বা স্ত্রীতে কোন ভেদাভেদ নেই, ইহুদী কি গ্রীক,
স্বাধীন কি দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ খ্রীষ্ট
যীশুতে তোমরা এক। 29তোমরা খ্রীষ্টের তাই তোমরা
অব্রাহামের বংশধর; সুতরাং অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও তার উত্তরাধিকারী হবে।

4 আমি তোমাদের একথা বলতে চাইছি: উত্তরাধিকারী
যতদিন শিশু থাকে ততদিন তার সঙ্গে একজন
দাসের কোন তফাৎ থাকে না; যদিও সেই শিশু সব
কিছুর মালিক। 2কারণ সে যত দিন শিশু অবস্থায় থাকে
তাকে অভিভাবক এবং সংসার পরিচালকের কথা
অনুযায়ী চলতে হয়। সাবালক হবার জন্য যে বয়স তার
পিতা নির্ধারণ করে দেন, সেই বয়সে পৌঁছালে সে
স্বাধীন হয়। 3একথা আমাদের পক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য।
আমরা যখন শিশুদের পর্যায়ে ছিলাম, তখন আমরা
এই জগতের কতগুলি প্রাথমিক নিয়ম-কানুনের অধীনে
ছিলাম; 4কিন্তু নিরুপিত সময়ে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে
পাঠালেন। ঈশ্বরের পুত্র একজন স্ত্রীলোকের গর্ভজাত
হলেন এবং বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটালেন,
5যাতে তিনি বিধি-ব্যবস্থার অধীন সমস্ত লোকদের স্বাধীন
করতে পারেন এবং যেন আমরা সকলে তাঁর পুত্ররূপে
স্বীকৃতি পাই।

“অব্রাহাম ... পাবে” আদি 12:3

“বিধি-ব্যবস্থায় ... শাপগ্রস্ত” দ্বি বি 27:26

“ধার্মিক... বাঁচবে” হবক্কুক 2:4

“যে ... পাবে” লেবীয় 18:5

“যার ... শাপগ্রস্ত” দ্বি বি 21:23

6তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সেইজন্যই তাঁর
পুত্রের আত্মাকে তিনি তোমাদের অন্তরে পাঠিয়েছেন।
সেই আত্মা ডেকে ওঠে, “পিতা, পিতা” বলে। 7তাই
তোমরা আগের মতো আর দাস নও কিন্তু ঈশ্বরের
পুত্র; আর যেহেতু তোমরা পুত্র তাই ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুত
বিষয়গুলি তোমাদের দেবেন।

গালাতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য পৌলের ভালবাসা

8অতীতে যখন তোমরা ঈশ্বরকে জানতে না, তখন
তোমরা যে সমস্ত দেবতার সেবা করতে, তারা ঈশ্বর
নয়। 9কিন্তু তোমরা এখন সত্য ঈশ্বরকে জেনেছ অথবা
এটা বলা ভাল যে ঈশ্বরই তোমাদের জেনেছেন। তাই
পূর্বে যে সব নিরর্থক ও দুর্বল নিয়ম-কানুন ছিল সেদিকে
আবার কেন ফিরছ? তোমরা কি আবার ঐ সকলের
দাস হতে চাও? 10তোমরা কেবল বিশেষ বিশেষ দিন,
মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ। 11তোমাদের দেখে
আমার ভয় হয় যে, তোমাদের মধ্যে হয়তো আমি
বৃথাই পরিশ্রম করেছি।

12আমার ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের মতো
ছিলাম, তাই মিনতি করি তোমরা আমার মতো হও।
তোমরা আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার কর নি।
13তোমরা তো জান, আমি অসুস্থ ছিলাম বলে প্রথমেই
তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি। 14যদিও আমার
অসুস্থতা তোমাদের সবার কাছে এক পরীক্ষাস্বরূপ
হয়েছিল, তবু তোমরা এমনভাবে আমাকে গ্রহণ
করেছিলে যেন আমি ঈশ্বর হতে আগত স্বর্গদূত, যেন
স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট!

15এখন তোমাদের সেই আনন্দ কোথায়? আমি
তোমাদের সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে তখন
সম্ভব হলে তোমরা আমার জন্য নিজের নিজের চোখ
উপড়ে দিতে দ্বিধা করতে না। 16এখন তোমাদের কাছে
সত্য বলছি বলে কি আমি তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি?
17সেই লোকেরা তোমাদের প্রতি আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু
তা কোন ভাল উদ্দেশ্যে নয়। তারা তোমাদের আমাদের
কাছ থেকে আলাদা করতে চায়, যেন তোমরা তাদের
প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কর। 18অবশ্য আগ্রহ দেখানো ভাল
কেবল যদি সৎ উদ্দেশ্যে তা করা হয়। আমি যখন
তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি কেবল তখনই নয় বরং
সবসময়েই তা থাকা ভাল। 19হে আমার প্রিয় সন্তানেরা,
তোমাদের জন্য আমি আর একবার প্রসব যন্ত্রণা ভোগ
করছি। তোমাদের নিয়ে আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ
করতেই হবে যে পর্যন্ত না তোমরা খ্রীষ্টের মতো হয়ে
ওঠো। 20এখন তোমাদের কাছে যেতে আমার খুব
ইচ্ছে করছে, তাহলে ভিন্নভাবে এসব নিয়ে তোমাদের
সঙ্গে আলোচনা করতে পারতাম। আমি জানি না
তোমাদের নিয়ে আমি কি করব।

হাগার এবং সারার উদাহরণ

21আমাকে বলতো, তোমাদের মধ্যে কে মোশির
বিধি-ব্যবস্থার অধীন থাকতে চাও? তোমরা কি জান না
বিধি-ব্যবস্থা কি বলে? 22শাস্ত্র বলছে যে অব্রাহামের দুটি
পুত্র ছিল; একটি পুত্রের মা ছিল দাসী স্ত্রী, অপর পুত্রের
মা ছিল স্বাধীন স্ত্রী। 23দাসী স্ত্রীর গর্ভে অব্রাহামের যে
সন্তান জন্মেছিল তার জন্ম স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল;
কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর গর্ভে অব্রাহামের যে সন্তান জন্মেছিল,
সে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির ফলেই
জন্মেছিল।

24এই বিষয়গুলি রূপকের মতো ব্যাখ্যা করা যায়।
এই দুই মহিলা দুটি চুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, একটি
চুক্তি যেটা সীনয় পর্বত থেকে এসেছিল, সেটা একদল
লোকের জন্ম দিয়েছিল দাসত্বের জন্যে। যে মাতার
নাম হাগার, সে এই চুক্তির সঙ্গে তুলনীয়। 25হাগার
হলেন আরবের সীনয় পর্বতের মতো। তিনি বর্তমান
ইহুদীদের জেরুশালেমের প্রতিরূপ, কারণ সেই
জেরুশালেম তার লোকদের সাথে দাসত্বের বন্ধনে বন্দ্ধ।
26কিন্তু স্বর্গীয় জেরুশালেম স্বাধীন মহিলা স্বরূপ। সেই
জেরুশালেম আমাদের মাতৃসমান। 27কারণ শাস্ত্রে লেখা
আছে:

“হে বন্ধ্যা নারী, তোমরা যারা সন্তানের জন্ম দাও
নি, তোমরা আনন্দ কর, উল্লাসিত হও! তোমরা যারা
কখনই প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করনি, তোমরা উল্লাস কর,
কারণ স্বামীর সহিত বসবাসকারী স্ত্রীর চাইতে নিঃসঙ্গ
স্ত্রীর অনেক বেশী সন্তান হবে।” *যিশাইয় 54:1*

28-29আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরাও সেই ইস্হাকের
মতো প্রতিশ্রুতির সন্তান। কিন্তু ঠিক এখনকার মতোই
তখনও যে পুত্র স্বাভাবিকভাবে জন্মেছিল, সে অন্য
পুত্রকে অর্থাৎ পবিত্র আত্মার শক্তিতে যার জন্ম হয়েছিল
তাকে নির্যাতন করত। 30কিন্তু শাস্ত্র কি বলে? “দাসী স্ত্রী
ও তার পুত্রকে তাড়িয়ে দাও! কারণ দাসীর পুত্র স্বাধীন
স্ত্রীর পুত্রের সাথে কিছুরই উত্তরাধিকারী হবে না।”*
31তাই বলি আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা সেই দাসীর
সন্তান নই, আমরা স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান।

স্বাধীন হয়ে থেকো

5 খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন, যেন আমরা
স্বাধীনভাবে থাকতে পারি; তাই শক্ত হয়ে দাঁড়াও,
দাসত্বে ফিরে যেও না। 2শোন! আমি পৌল বলছি।
যদি তোমরা সুন্নতের মাধ্যমে আবার বিধি-ব্যবস্থায় ফিরে
যাও, তবে তোমরা খ্রীষ্টেতে লাভবান হবে না। 3আবার
আমি প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তোমরা
যদি সুন্নত করাতে চাও, তবে বিধি-ব্যবস্থার সবটাই
তোমাদের পালন করতে হবে। 4তোমরা যারা বিধি-
ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত হতে
চেষ্টা করছ, তারা খ্রীষ্ট হতে নিজেদের আলাদা করেছ
এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়েছ। 5কিন্তু
আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত
হবার জন্য অধীর আগ্রহে আত্মায় অপেক্ষা করছি।
6কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে যুক্ত থাকলে সুন্নত হওয়া বা না

“দাসী ... না” আদি 21:10

হওয়া এ প্রশ্ন মূল্যহীন; কিন্তু দরকারি বিষয় হল বিশ্বাস,
যে বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে।

7তোমরা বেশ ভালই দৌড়াচ্ছিলে, তাহলে সত্যের
বাধ্য হয়ে চলতে কে তোমাদের বাধা দিল? 8যিনি
তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে
এই ধরণের প্ররোচনা আসেনি। 9সাবধান হও! "সামান্য
একটু খামির গোটা ময়দার তালকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে
তোলে।" 10তোমাদের জন্য প্রভুতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস
আছে যে তোমরা আমার শিক্ষা ছাড়া ভিন্ন কোন শিক্ষার
দিকে ফিরবে না; কিন্তু যে লোক তোমাদের বিরক্ত
করছে, সে যেই হোক্ না কেন, শাস্তি সে পাবেই।

11আমার ভাই ও বোনেরা, যদি আমি এখনও সুন্নতের
প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষা দিই, তবে আমি এখনও এতো
নির্যাতন ভোগ করছি কেন? এবং আমি সুন্নতের প্রয়োজন
সম্বন্ধে যদি এখনও বলি তাহলে ক্রুশের কথা বলতে
কোন সমস্যাই হত না। 12যারা তোমাদের অস্থির করে
তুলছে, আমি চাই তারা যেন নিজেদের ছিন্নাঙ্গও করে।

13আমার ভাই ও বোনেরা, স্বাধীন মানুষ হবার জন্যই
ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন; কেবল দেখ
তোমাদের পাপ প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দিতে সেই স্বাধীনতার
সুযোগ নিও না, বরং প্রেমে একে অপরের দাস হও।
14যেহেতু সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাকে এক করলে এটাই দাঁড়ায়:
"তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস।"*
15কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি,
ছেঁড়াছেড়ি কর, তবে সাবধান! যেন তোমরা একে
অপরের দ্বারা ধ্বংস না হও।

মানব প্রকৃতি এবং আত্মা

16তাই আমি বলি যে, তোমরা সেই আত্মার
পরিচালনায় চল, তাহলে তোমরা আর তোমাদের পাপ
প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূর্ণ করবে না। 17কারণ আমাদের পাপ
প্রবৃত্তি যা চায়, তা আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা যা চায়
তা পাপ প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এরা পরস্পরের
বিরোধী ফলে তোমরা যা চাও তা করতে পার না।
18কিন্তু তোমরা যদি আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও তবে
তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে নও।

19পাপ প্রবৃত্তির কাজগুলি স্পষ্ট; সেগুলি হল
ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, 20প্রতিমা পূজা,
ডাইনি বিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের
মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা, 21মাতলামি,
লাম্পট্য এবং একই ধরণের অন্য অপরাধ। এর বিরুদ্ধে
তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি যেমন এর আগেও করেছি,
যারা এইসব কুকাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে
জায়গা হবে না। 22কিন্তু আত্মার ফল হল ভালবাসা,
আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, দয়া, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা,
মৃদুতা ও আত্মসংযম। 23এই সবের বিরুদ্ধে কোন
বিধি-ব্যবস্থা নেই। 24যারা যীশু খ্রীষ্টে রয়েছে, তারা
তাদের পাপ প্রকৃতিকে কামনা বাসনা সমেত ক্রুশে
বিদ্ধ করেছে, অর্থাৎ তাদের পুরানো জীবনের সব মন্দ
লালসা ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে। 25সুতরাং আত্মাই যখন
আমাদের নতুন জীবনের উৎস তখন এস আমরা আত্মার
অধীনে চলি। 26এস আমরা যেন অযথা অহঙ্কার না
করি, পরস্পরকে বিরক্ত ও হিংসা না করি।

একে অপরকে সাহায্য কোর

6 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ
যদি হঠাৎ পাপে পড়ে তবে তোমরা যারা আত্মিক
তারা অবশ্যই তাকে ঠিক পথে আনতে সাহায্য করবে।
একাজ অত্যন্ত নম্রভাবে করতে হবে; কিন্তু তোমরা
নিজেরাও সাবধানে থেকো, পাছে তুমিও পরীক্ষায় পড়।
2তোমরা একে অপরের ভার বহন কর; এই করলে
বাস্তবে খ্রীষ্টের বিধি-ব্যবস্থাই পালন করবে। 3কোন ব্যক্তি
যদি প্রকৃতপক্ষে ভাল না হয়েও নিজেকে অন্যদের
থেকে ভাল মনে করে তাহলে সে নিজেকে প্রতারণা
করছে। 4অপর লোকের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে
প্রত্যেকের উচিত নিজের কাজ যাচাই করে দেখা, তবে
সে যা করছে তাই নিয়ে গর্ব করতে পারবে। 5কারণ
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে হবে। 6যে
ব্যক্তি শিক্ষকের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তার বিষয়ে
শিক্ষা লাভ করে, তার উচিত সেই শিক্ষককে তার
সমস্ত উত্তম বিষয়ের সহভাগী করে প্রতিদান দেওয়া।

যেমন বুনবে তেমন কাটবে

7তোমরা নিজেদের বোকা বানিও না; ঈশ্বরকে
ঠকানো যায় না। যেমন বুনবে, তেমন কাটবে। 8যে
নিজ পাপ প্রকৃতির বীজ রোপণ করে সে তার থেকে
বিনাশ সংগ্রহ করবে। কিন্তু যে পবিত্র আত্মায় বীজ
বুনবে সে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে অনন্ত জীবন
পাবে। 9ভাল কাজ করতে করতে আমরা যেন ক্লান্ত না
হয়ে পড়ি, কারণ নিরুপিত সময়ে আমরা ফসল রূপে
অনন্ত জীবন পাব। হাল ছাড়লে চলবে না! 10সুযোগ
পেলে আমাদের সব লোকের প্রতি ভাল কাজ করা
উচিত, বিশেষ করে বিশ্বাসীর গৃহের পরিজনদের
প্রতি।

পৌলের চিঠির শেষ কথা

11দেখ কত বড় বড় অক্ষরে নিজের হাতে আমি
এই চূড়ান্ত কথাগুলি লিখছি। 12যারা তোমাদের সুন্নত
করার চেষ্টায় আছে, তাদের উদ্দেশ্য অন্যদের কাছে নাম
কেনার। তারা এটা করে যেন খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য
তাদের উপর অত্যাচার না আসে।

13যারা সুন্নত করেছে তারা নিজেরাও বিধি-ব্যবস্থা
ঠিক মতো পালন করে না অথচ তারাই তোমাদের
সুন্নত করাতে চাইছে; উদ্দেশ্য তোমাদের সুন্নত করানোর
মাধ্যমে বশ করতে পারলে এই কাজ নিয়ে তারা গর্ব
করার সুযোগ পাবে। 14শুধু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ক্রুশ ছাড়া আমার গর্ব করার মতো কিছুই নেই। যীশুর
ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা আমি জগতের কাছে ক্রুশ বিদ্ধ
আর জগত আমার কাছে ক্রুশ বিদ্ধ।

"তোমার ... ভালোবাস" লেবীয় 19:18

15কারো সুন্নত করা হল কি হল না সেটা বড় বিষয় নয় কিন্তু এটা জরুরী যে এক নতুন সৃষ্টি হোক্। 16ঈশ্বরের লোকেরা যারাই এই নিয়ম মানে তাদের ওপর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক্।

17চিঠি লেখা শেষ করার আগে আমার অনুরোধ, যেন কেউ আর আমাকে কষ্ট না দেয়, কারণ ইতিমধ্যেই আমি আমার দেহে খ্রীষ্টের ক্ষত চিহ্ন বহন করছি।

18আমার ভাই ও বোনেরা, আমি প্রার্থনা করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সাথে বিরাজ করুক। আমেন।

ইফিষীয়দের প্রতি পত্র

1 খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে এই চিঠি।
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আমি একজন প্রেরিত।
ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা যারা ইফিষে বাস করে
এবং খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী, তাদের কাছে এই চিঠি লিখছি।
2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী হোক।

খ্রীষ্টের মাধ্যমে আত্মিক আশীর্বাদ লাভ

3আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার প্রশংসা
হোক। তিনি খ্রীষ্টে আমাদের স্বর্গীয় স্থানে সমস্ত আত্মিক
আশীর্বাদে পূর্ণ করেছেন।
4জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র, নির্দোষ এবং
প্রেমময় লোক হবার জন্য আমাদের খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
বেছে নিলেন। **5**জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন
যে আমরা খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর সন্তান হব। এ কাজ
ঈশ্বর নিজেই সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, আর তাতেই
তিনি খুশী হলেন। **6**ঈশ্বরের এই মহান অনুগ্রহ তাঁর
প্রশংসার কারণ হয়ে উঠেছে; আর এই অনুগ্রহ ঈশ্বর
আমাদের মুক্তহস্তে দান করেছেন। তিনি যাকে
ভালবাসেন সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমেই এই অনুগ্রহ ঈশ্বর
আমাদের মুক্তহস্তে দান করেছেন। **7**খ্রীষ্টের রক্তের
দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি। ঈশ্বরের মহানুগ্রহের ফলে
আমরা পাপ সমুহের ক্ষমা পেয়েছি। **8**সেই অনুগ্রহ
ঈশ্বর আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন। সমস্ত জ্ঞান
ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে, **9**নিজেই তাঁর গোপন পরিকল্পনা
আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন; আর এই ছিল
ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তিনি তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে সম্পন্ন
করতে পরিকল্পনা করলেন। **10**তাঁর নিরূপিত সময়ে
ঈশ্বর এই পরিকল্পনা করেছিলেন যে স্বর্গ ও মর্ত্যের সব
কিছুই খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হবে; আর খ্রীষ্ট হবেন সবার
মস্তক।
11ঈশ্বরের লোক হবার জন্য আমরা খ্রীষ্টে মনোনীত
হয়েছিলাম। ঈশ্বর পূর্বেই স্থির করেছিলেন যে আমরা
তাঁর আপনজন হব, তাই ছিল ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ঈশ্বর
যা চান বা যা করার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে তা
সম্পন্ন করেন। **12**খ্রীষ্টের উপর যারা প্রত্যাশা করেছে
তাদের মধ্যে আমরা অগ্রণী। আমাদের মনোনীত করা
হয়েছে যেন আমরা ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসা করি।
13খ্রীষ্টেতে তোমরা তোমাদের পরিত্রাণের জন্য সেই
সুসমাচারের সত্য বার্তা শুনেছিলে এবং তোমরা খ্রীষ্টে
বিশ্বাস করেছিলে; আর তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা দান
করে ঈশ্বর তোমাদের উপর তাঁর নিজের মালিকানার
ছাপ দিয়েছেন। **14**ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব লোকদের যা কিছু
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মা হল
তার জামিনস্বরূপ, আর যারা ঈশ্বরের লোক তারা এর
মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এ সবকিছুর
একমাত্র লক্ষ্য হল তাঁর মহিমায় প্রশংসা যোগ করা।

পৌলের প্রার্থনা

15-16এইজন্য আমি আমার প্রার্থনায় তোমাদের সর্বদা
স্মরণ করি ও তোমাদের জন্য সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাই। আমি প্রভু যীশুর ওপর তোমাদের বিশ্বাসের
কথা ও সমস্ত ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তোমাদের
ভালবাসার কথা শুনেছি। **17**আমি ঈশ্বরের কাছে
তোমাদের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করছি যেন, আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমাময় পিতা তোমাদের সেই আত্মা
দেন, যা তোমাদের বিজ্ঞ করবে এবং ঈশ্বরকে তোমাদের
কাছে প্রকাশ করবে যাতে তোমরা তাঁকে ভালভাবে
জানতে পার।
18আমি প্রার্থনা করছি যেন তোমরা আপন আপন
হৃদয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করতে পার, তাহলে ভবিষ্যতে
কি প্রত্যাশার জন্য ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন
তা তোমরা জানতে পারবে। যে আশীর্বাদ ঈশ্বর তাঁর
পবিত্র লোকদের দেবার জন্য স্থির করেছেন তা কত
সম্পদশালী ও প্রতাপযুক্ত তা তোমরা বুঝতে পারবে।
19আমরা যারা বিশ্বাসী; আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে
মহাশক্তি কাজ করছে তাও তোমরা জানতে পারবে।
20সেই মহাশক্তি দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে
জীবিত করেছেন ও তাঁর ডানপাশে স্বর্গীয় স্থানে
বসিয়েছেন। **21**ঈশ্বর খ্রীষ্টকে সমস্ত রাজা, মহারাজা,
শাসনকর্তা ও মহান নেতাদের থেকে এবং প্রত্যেক
শীর্ষ স্থানীয় শক্তির ঊর্দ্ধে খ্রীষ্টকে স্থাপন করেছেন, কেবল
এই কালে নয় আগামীকালেও। **22**ঈশ্বর সবকিছুই খ্রীষ্টের
চরণের নিচে স্থাপন করেছেন। তাঁকেই সকলের উপরে
মস্তক স্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করেছেন। **23**মণ্ডলী
হল খ্রীষ্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত
দিক দিয়ে পূর্ণ করে।

মৃত্যু থেকে জীবন

2 অতীতে পাপের দরুন ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধের
দরুন তোমাদের আত্মিক জীবন মৃত ছিল। **2**হ্যাঁ,
অতীতে ঐসব পাপ নিয়ে তোমরা জীবনযাপন করতে।
জগত যেভাবে চলে তোমরা সেভাবেই চলতে। তোমরা
আকাশের মন্দ শক্তির অধিপতির অনুসরণকারী ছিলে।
সেই একই আত্মা এখনও যারা ঈশ্বরের অবাধ্য তাদের

মধ্যে ক্রিয়াশীল। 3অতীতে আমরা সকলে ঐ লোকদের
মত চলতাম। আমাদের কুপ্রকৃতির লালসাকে চরিতার্থ
করতে চেষ্টা করতাম। আমরা আমাদের দেহ ও মনের
অভিলাষ অনুযায়ী চলতাম। আমাদের যে অবস্থা ছিল
তার দরুন ঐশ্বরিক ক্রোধ আমাদের উপর নেমে আসতে
পারত, কারণ আমরা অন্য আর পাঁচজনের মতোই
ছিলাম।

4কিন্তু ঈশ্বরের করুণা অসীম। তিনি তাঁর মহান
ভালবাসায় আমাদের কতো ভালবাসেন। 5ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় কাজ করেছিলাম তার ফলেই
আমরা আত্মিকভাবে মৃত ছিলাম; কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্ট
যীশুর সাথে আমাদের নতুন জীবন দিলেন। তোমরা
ঈশ্বরের অনুগ্রহেই উদ্ধার পেয়েছ। 6ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের
সঙ্গে আমাদের জীবিত করে স্বর্গীয়স্থানে তাঁর পাশে
বসতে আসন দিয়েছেন। 7ঈশ্বর এই কাজ করলেন যেন
আগামী যুগপর্যায়ে তাঁর অতুলনীয় মহানুগ্রহ সকলের
প্রতি দেখাতে পারেন। খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি
দয়াপরবশ হয়ে এই অনুগ্রহ তিনি প্রকাশ করেছেন।
8কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
তোমরা উদ্ধার পেয়েছ। বিশ্বাস করাতেই তোমরা সেই
অনুগ্রহ পেয়েছ। তোমরা নিজেরা নিজেদের উদ্ধার
করনি; কিন্তু তা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছ। 9তোমাদের
নিজেদের কর্মের ফল হিসেবে তোমরা উদ্ধার পাও নি,
তাই কেউই গর্ব করে বলতে পারে না যে সে তার
নিজের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে। 10কারণ ঈশ্বরই আমাদের
নির্মাণ করেছেন। খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বর আমাদের নতুন
সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সর্বপ্রকার সৎকাজ করি।
এইসব সৎকর্ম ঈশ্বর পূর্বেই আমাদের জন্য তৈরী করে
রেখেছিলেন যাতে আমরা সেই সৎকাজ করে জীবন
কাটাতে পারি।

খ্রীষ্টেতে এক

11তোমরা অইহুদী পরজাতিরূপে জন্মেছিলে।
তোমরাই সেই লোক যাদের সুন্নত ইহুদীরা বলে
“অসুন্নত”। তাদের সুন্নত হওয়া কেবল এক প্রক্রিয়া,
যা দেহের উপর মানুষের হাত দ্বারা করা হয়। 12মনে
রেখো অতীতে সেই সময় তোমরা খ্রীষ্ট থেকে দূরে
ছিলে। তোমরা ইস্রায়েলের নাগরিক ছিলে না। ঈশ্বর
তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যে চুক্তিগুলি করেছিলেন, তোমরা
সেইসব প্রতিশ্রুতিযুক্ত চুক্তিগুলির বাইরে ছিলে।
তোমাদের আশা ছিল না আর তোমরা ঈশ্বরকে জানতে
না। 13এক সময় তোমরা ঈশ্বর থেকে বহুদূরে ছিলে;
কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা নিকটবর্তী হয়েছ।
14খ্রীষ্টই আমাদের শান্তির উৎস। ইহুদী ও অইহুদীদের
মধ্যে যে শত্রুভাব প্রাচীরের মত ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল,
খ্রীষ্ট নিজ দেহ উৎসর্গ করে ঘৃণা ও ব্যবধানের সেই
প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছেন।

15ইহুদীদের বিধি-ব্যবস্থায় অনেক আদেশ ও
নিয়মকানুন ছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট সেই বিধি-ব্যবস্থা লোপ
করেছেন। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুই দলের মধ্যে শান্তি
স্থাপন করা এবং নিজের মধ্যে দিয়ে ঐ দুই দল থেকে
এক নতুন মানুষ সৃষ্টি করা, 16এবং ক্রুশের উপর তাঁর
মৃত্যুর মাধ্যমে দুই জনগোষ্ঠীকে ঈশ্বরের সাথে একই
দেহে পুনর্মিলিত করা। এর ফলে দুই দলের মধ্যে যে
শত্রুভাব ছিল, তার অবসান ঘটল। 17তাই খ্রীষ্ট এসে
তোমরা যারা ঈশ্বর থেকে দূরে ছিলে, তাদের কাছে
শান্তির বাণী প্রচার করলেন; আর যারা ঈশ্বরের কাছের
লোক তাদের কাছে শান্তি নিয়ে এলেন। 18হ্যাঁ, খ্রীষ্টের
মাধ্যমে আমরা সকলে একই আত্মার দ্বারা পিতার
কাছে আসতে পারি। 19তাই হে অইহুদীরা এখন তোমরা
আর আগন্তক বা বিদেশী নও। এখন ঈশ্বরের পবিত্র
লোকদের সঙ্গে তোমরাও নাগরিক। তোমরা ঈশ্বরের
পরিবারের সদস্য।

20প্রেরিতরা ও ভাববাদীরা যে ভিত গেঁথেছিলেন
তার উপর তোমাদের গেঁথে তোলা হচ্ছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং
হচ্ছেন সেই দালানের গাঁথনীর প্রধান পাথর, 21যা গোটা
দালানটিকে ধরে রেখেছে। খ্রীষ্ট এই দালানটি গড়ে
তোলেন যেন তা প্রভুতে এক পবিত্র মন্দিরে পরিণত
হতে পারে।

22খ্রীষ্টে তোমাদের অন্য মানুষদের সঙ্গে একই সাথে
গেঁথে তোলা হচ্ছে। তোমাদের এমন এক স্থান হিসেবে
গঠন করা হয়েছে যেখানে ঈশ্বর আত্মার মাধ্যমে বাস
করেন।

অইহুদীদের জন্য পৌলের কাজ

3 এই জন্য আমি (পৌল) তোমাদের অর্থাৎ
অইহুদীদের জন্য খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী। 2তোমরা নিশ্চয়ই
জান যে, ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করার জন্য তাঁর
নিজ অনুগ্রহে এই কাজ আমায় দিয়েছেন। 3ঈশ্বর তাঁর
নিগূঢ়তত্ত্ব আমায় জানতে দিয়েছেন। তিনি নিজে যেসব
বিষয় আমায় দেখিয়েছেন, সে সকল বিষয়ের কিছু কিছু
আমি ইতিমধ্যেই লিখেছি।

4সেসব পাঠ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমি
ঠিক ভাবেই খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জেনেছি। 5এর আগে যারা
পৃথিবীতে ছিলেন, তাদের কাছে এই নিগূঢ়তত্ত্ব জানানো
হয় নি। কিন্তু এখন সেই নিগূঢ়তত্ত্ব তিনি তাঁর পবিত্র
প্রেরিত ও ভাববাদীদের কাছে আত্মার মাধ্যমে ব্যক্ত
করেছেন। 6এই হল নিগূঢ়তত্ত্ব যারা অইহুদী তারা
ইহুদীদের সঙ্গে সমানভাবে সব আশীর্বাদ পাবে। ইহুদী
ও অইহুদী উভয়েই এক সঙ্গে একই দেহের সদস্য।
খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তারা
একসঙ্গে ভোগ করবে। অইহুদীরা সুসমাচারের মধ্য
দিয়ে এই সব কিছু পাবে।

7ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ দানের ফলে সেই সুসমাচার
প্রচার করার জন্য আমি দাস হলাম। ঈশ্বর তাঁর নিজ
পরাক্রমে আমাকে সেই অনুগ্রহ দিয়েছেন। 8ঈশ্বরের
সমস্ত লোকের মধ্যে আমি নিতান্ত নগণ্য; কিন্তু ঈশ্বর
আমাকে এক বরদান করেছেন যেন আমি অইহুদীদের
কাছে খ্রীষ্টেতে যে ধারণাতীত সম্পদ আছে তা
সুসমাচারের মাধ্যমে তাদের জানাই। সেই সম্পদ এত

অগাধ যে সম্পূর্ণভাবে তা বুঝতে পারা যায় না। **9**ঈশ্বরের
নিগূঢ় পরিকল্পনার কথা সকলকে জানাবার ভার ঈশ্বর
আমায় দিয়েছেন। **10**সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরের এই নিগূঢ়
পরিকল্পনা তাঁর মধ্যেই গুপ্ত ছিল। ঈশ্বর, স্বয়ং সমস্ত
কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন স্বর্গীয়স্থানে
সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে নানাবিধ উপায়ে
তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিফলিত করেন এবং মণ্ডলীর মাধ্যমেই
তারা এসব জানতে পায়। **11**পূর্বকালে ঈশ্বর যে সব
পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন, এ সবই তার সঙ্গে
মিলে যায়। তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছেন। **12**এখন খ্রীষ্টে
বিশ্বাস নিয়ে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে সাহস ও
আত্মবিশ্বাসের সাথে আসতে পারি। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের
মাধ্যমেই আমরা এটা করতে পারি। **13**আমি তোমাদের
বলি, তোমাদের জন্য আমায় যে কষ্টভোগ করতে হয়েছিল
তার জন্যে তোমরা হতাশ ও নিরাশ হয়ো না। আমার
কষ্ট তোমাদের সম্মানিত করুক।

খ্রীষ্টের ভালবাসা

14এই কারণে আমি পিতার কাছে নতজানু হই।

15তাঁর কাছ থেকেই স্বর্গের বা মর্ত্যের প্রত্যেক পরিবার
প্রকৃত নাম পায়। **16**আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করি
যেন তাঁর মহান প্রতাপে তিনি তোমাদের সেই শক্তি
দেন যার ফলে তোমাদের অন্তর আত্মা বলিষ্ঠ হয়ে
ওঠে। তাঁর আত্মার দ্বারা তিনি তোমাদের সেই শক্তি
দেবেন। **17**আমি প্রার্থনা করি যেন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে বাস করেন। যেন তোমাদের
জীবন প্রেমে সুদৃঢ় হয় ও প্রেমরূপ ভিতের উপর গড়ে
উঠতে পারে। **18**আমি প্রার্থনা করি, যেন তোমরা ও
ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকেরা যেন খ্রীষ্টের প্রেমের
মহত্ব বুঝতে সক্ষম হও। তোমরা যেন সেই প্রেমের
গভীরতা, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানতে পার।
19খ্রীষ্টের প্রেম এতো মহান যে কোন মানুষের পক্ষে
সত্যি করে তা জানা সম্ভব নয়। আমি প্রার্থনা করছি
যেন তোমরা সেই প্রেম উপলব্ধি করতে পার; আর
তাতেই তোমরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রকৃতিতে পূর্ণ
হবে।

20ঈশ্বরের যে শক্তি আমাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে,
সেই শক্তির দ্বারা ঈশ্বর আমরা যা চাই বা চিন্তা করি
তার থেকেও অনেক বেশী কাজ করতে পারেন।
21মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্ট যীশুতে যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে তাঁরই
মহিমা হোক্। আমেন।

দেহের একতা

4 আমি প্রভুর বলে কারাগারে বন্দী। ঈশ্বর তোমাদের
মনোনীত করেছেন যেন তোমরা তাঁর লোক হতে
পার। আমি তোমাদের সেইরকম জীবনযাপন করতে
অনুরোধ করি, যেভাবে ঈশ্বরের লোকদের জীবনযাপন
করা উচিত। **2**তোমরা সর্বদাই নতনম্র থাক, সহিষ্ণু হও,
ভালবেসে একে অপরকে গ্রহণ কর। **3**পবিত্র আত্মা
তোমাদের যুক্ত করেছিলেন। সেই একতা রক্ষা করার
জন্য সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা কর। শান্তি তোমাদের একসঙ্গে
ধরে রাখুক। **4**দেহ এক ও আত্মা এক, ঠিক সেইরকমই
ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এক প্রত্যাশার জন্য আহ্বান
করেছেন। **5**কেবল একই প্রভু এক বিশ্বাস ও এক বাপ্তিস্ম
রয়েছে; **6**আর আছেন এক ঈশ্বর যিনি সকলের পিতা।
যিনি সকলের উপরে কর্তৃত্ব করেন। তিনি সর্বত্র আছেন
ও সবকিছুতে আছেন।

7খ্রীষ্ট আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ বরদান
দিয়েছেন। যাকে যা দিতে ইচ্ছা করেছেন তাকে তা
দিয়েছেন। **8**তাই শাস্ত্র বলছে:

“তিনি ঊর্দ্ধে আকাশে গেলেন, সঙ্গে বন্দীদের নিয়ে
গেলেন; আর মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন নানা
বরদান।” *গীতসংহিতা 68:18*

9যখন বলা হয়েছে, “তিনি ঊর্দ্ধে উঠে গেলেন,”
তার অর্থ কি? তার অর্থ এই যে প্রথমে তিনি নিম্নে
পৃথিবীতে নেমেছিলেন। **10**সেই জন যিনি নেমে
এসেছিলেন (খ্রীষ্ট) তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি আকাশের
থেকেও উচ্চে উঠেছিলেন, যাতে সব কিছুই তাঁর দ্বারা
পূর্ণ করতে পারেন। **11**সেই খ্রীষ্ট লোকদের বরদান
করলেন, তাদের কয়েকজনকে প্রেরিত করলেন, আবার
কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার
প্রচারক, কয়েকজনকে শিক্ষক ও পালক হবার ক্ষমতা
দিলেন। **12**ঈশ্বরের লোকদেরকে প্রস্তুত করার জন্য ও
সেবার কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট এইসব বরদান
করেছেন। খ্রীষ্টের দেহরূপে মণ্ডলীকে গঠন করার জন্য
তিনি সেইসব বর দিয়েছেন। **13**যে পর্যন্ত না আমরা
ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে একই বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে সুষ্ঠভাবে
যুক্ত হব, সেই পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকবে। আমাদের
পরিণত মানুষের মতো হতে হবে। আমরা ততদিন
বৃদ্ধি পেতে থাকব যে পর্যন্ত না খ্রীষ্টের মত হই ও তাঁর
মত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হই। **14**তখন আমরা আর শিশুর মত
থাকব না। জাহাজ যেমন তরঙ্গের দাপটে এদিক ওদিক
চালিত হয়, তেমনি আমরা কোন নতুন শিক্ষা দ্বারা
আর স্থানচ্যুত হব না। ঠক্‌বাজ লোকদের নতুন শিক্ষা
দ্বারা আমরা প্রভাবিত হব না; এরা তাদের পরিকল্পনা
ও চালবাজি দ্বারা মানুষকে ঠকিয়ে ভুল পথে নিয়ে
যায়। **15**আমরা বরং প্রেমের সঙ্গে সত্য কথাই বলব,
এইভাবে খ্রীষ্টের মতো সব বিষয়ে আমরা বৃদ্ধিলাভ
করব। খ্রীষ্ট হলেন মস্তক, আমরা তাঁর দেহ। **16**সমস্ত
দেহটা খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল। দেহের সমস্ত অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে একত্রে যুক্ত রয়েছে। দেহের
বিভিন্ন অঙ্গ যখন তাদের করণীয় কাজ করে, তখন
সমগ্র দেহ বৃদ্ধিলাভ করে প্রেমে শক্ত ও দৃঢ় হয়।

সঠিক জীবনযাপনের নির্দেশ

17প্রভুর হয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি:
যারা বিশ্বাস করে না এমন লোকদের মতো জীবনযাপন
কোর না। এমন লোকের চিন্তাধারা মূল্যহীন, **18**তাদের

জ্ঞান বুদ্ধি নেই। তারা কিছুই জানে না কারণ শুনতে
চায় না। তাই যে জীবন ঈশ্বর তাদের দিতে চান তা
থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। 19তাদের মনে লজ্জা বলে
কোন অনুভূতিই নেই, তারা মন্দ পথে নিজেদের গা
ভাসিয়ে দিয়েছে। বিনা দ্বিধায় তারা সব রকম খারাপ
কাজ করে চলে। 20কিন্তু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমরা
তো এমন মন্দ শিক্ষা পাও নি। 21আমি জানি তার
অনুগামী হিসাবে সেই সত্য অনুসারে তোমাদের শিক্ষা
দেওয়া হয়েছিল, যে সত্য খ্রীষ্ট যীশুতে রয়েছে।
22তোমাদের পুরানো প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করতে শিক্ষা
দেওয়া হয়েছে। আগে যেভাবে মন্দ জীবনযাপন করতে
তা ছাড়তে বলা হয়েছে। সেই পুরানো সত্ত্বা দিন দিন
মন্দ থেকে মন্দতর হয়, কারণ লোকেরা তাদের মন্দ
চিন্তা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। 23কিন্তু তোমাদের শেখানো
শিক্ষা অনুসারে তোমরা আপন হৃদয়ে পুনরায় নতুন
হয়ে ওঠ, 24এবং সেই নতুন সত্ত্বাকে অবশ্যই পরিধান
কর। সেই নতুন সত্ত্বা ঈশ্বরের মত হবার জন্য সৃষ্টি করা
হয়েছে, যা সত্যই ভাল এবং পবিত্র।

25তাই একে অপরের কাছে মিথ্যা বলা বন্ধ কর,
কারণ আমরা পরস্পর এক দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
26রেগে গেলে তার প্রভাবে যেন পাপ কোর না, এবং
সারাদিন রাগ করে থেকো না। 27তোমাকে পরাস্ত করতে
দিয়াবলকে কোন রকম সুযোগ নিতে দিও না। 28যে
এক সময় চুরি করত সে যেন আর কখনও চুরি না
করে, বরং ভাল কিছু কাজ করতে নিজ হাতে পরিশ্রম
করে। সে যেন সবরকম ভাল কাজ করে, তাহলে অভাবী
লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার জন্যেও তার কিছু
থাকবে।

29অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময়
কোন খারাপ কথা বোল না। লোকেদের প্রয়োজনীয়
আত্মিক শক্তি দেবার জন্য যা ভাল কেবল তাই-ই বল।
এমনভাবে কথা বল যেন তোমার কথায় অপরের উপকার
হয়। 30তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে বিষণ্ণ কোর
না। আত্মা ঈশ্বরের কাছে প্রমাণ করে যে তোমরা ঈশ্বরের
অধিকারভুক্ত। ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে ঈশ্বর যে
তোমাদের মুক্ত করবেন তার প্রমাণস্বরূপ ঈশ্বর সেই
আত্মাকে তোমাদের মধ্যে দিয়েছেন।

31সব রকমের তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, চেঁচামেচি,
নিন্দা ও সব রকমের বিদ্বেষভাব তোমাদের থেকে দূরে
রাখ। 32পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হও, পরস্পরকে
একইভাবে ক্ষমা কর, যেভাবে ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের
ক্ষমা করেছেন।

5 তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনি তোমাদের
ভালবাসেন; তাই ঈশ্বরের মতো হও। 2ভালবাসাপূর্ণ
জীবনযাপন কর। খ্রীষ্ট আমাদের যেমন ভালবেসেছেন
তেমনি করে অপরকে ভালবাস। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য
নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সৌরভযুক্ত বলিরূপে উৎসর্গ
করলেন।

3তোমাদের মধ্যে যেন ব্যভিচার না থাকে। তোমাদের
মধ্যে কোনরকম নৈতিক অশুদ্ধতা ও লোভ যেন না
থাকে। কারণ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মধ্যে এসব
থাকা ঠিক নয়। 4লজ্জাজনক কোন কথাবার্তা তোমাদের
মধ্যে যেন না হয়। বোকার মতো কথা বলো না, নোংরা
রসিকতা কোর না; এইসব তোমাদের উপযুক্ত নয়।
তোমাদের উচিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। 5একথা
তোমাদের নিশ্চিতরূপে জানা ভাল: যারা যৌন পাপে
লিপ্ত অথবা অপবিত্র জীবনযাপন করে অথবা যারা
লোভী, তারা খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে কোন স্থান
পাবে না, কারণ যে লোভী সে তো মূর্ত্তি পূজারী।

6দেখো, কেউ যেন অসার কথাবার্তা বলে তোমাদের
প্রতারিত না করে। যারা অবাধ্য তাদের উপর ঈশ্বরের
ক্রোধ নেমে আসবে। 7তাই এইসব লোকদের সঙ্গে
সম্পর্ক রেখো না। 8আমি তোমাদের এসব কথা
বলছি, কারণ এক সময় তোমরা অন্ধকারে জীবনযাপন
করতে; কিন্তু এখন প্রভুর অনুসারী হয়ে তোমরা
আলোয় এসেছ, তাই তোমরা এখন জ্যোতির
সন্তানদের মতো জীবনযাপন করো। 9সবরকমের
মঙ্গলভাব, নীতিপরায়ণতা ও সততা জ্যোতির দ্বারা
উৎপন্ন হয়। 10প্রভু কিসে সন্তুষ্ট হন তোমাদের তা
শেখা উচিত। 11যারা অন্ধকারে চলে তাদের মন্দ
কাজের অংশীদার হয়ো না। ঐসব কাজে কোন সুফল
পাওয়া যায় না। সৎকাজে লিপ্ত থাকো; অন্ধকারে যা
করা হয় তা যে মন্দ তা দেখিয়ে দাও। 12লোকেরা
অন্ধকারে গোপনে যেসব কাজ করে তা উচ্চারণ করাও
লজ্জার বিষয়। 13ঐসব বিষয় যে কত মন্দ যখন তা
আমরা দেখিয়ে দিই তখন সেই আলোই সব কিছু প্রকাশ
করে। 14যখন সব কিছু সহজেই দেখা যায় তখন সে
সব আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যই বলা
হয়েছে:

“হে নিদ্রিত লোক জাগো! আর মৃতদের মধ্যে
থেকে ওঠ, তাতে খ্রীষ্ট তোমার উপর আলো বর্ষণ
করবেন।”

15তাই তোমরা কিরকম জীবনযাপন করছ, সেদিকে
বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখো। নির্বোধ লোকদের মত চলো
না কিন্তু জ্ঞানবানের মতো চল। 16সময় বড় খারাপ,
এইজন্য ভাল কিছু করার সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার
কোর। 17তাই নিজেদের জীবন নিয়ে অবোধের মতো
চলো না। বুঝতে চেষ্টা কর যে প্রভু তোমাকে দিয়ে কি
কাজ করাতে চান। 18দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়ো
না, তাতে আত্মিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে; তার পরিবর্তে
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।

19গীতসংহিতার স্তোত্র ও আত্মিক সংকীর্তনে
তোমরা একে অপরের সাথে আলাপ কর। গাও আর
অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে সুরেলা সঙ্গীত রচনা কর।
20আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে সব সময় সব কিছুর
জন্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতাকে সর্বদা ধন্যবাদ দাও।

স্ত্রী এবং স্বামী

21স্বেচ্ছায় তোমরা একে অপরের কাছে নত থাক।
খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধার জন্যে তা কর।

22বিবাহিতা নারীরা, তোমরা যেমন প্রভুর অনুগত
তেমনি তোমাদের স্বামীদের অনুগত থাক। 23কারণ স্বামী
তার স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর মস্তক,
তিনি তো তাঁর দেহেরও ত্রাণকর্তা। 24তাই মণ্ডলী যেমন
খ্রীষ্টের অনুগত, তেমনি স্ত্রীরা তোমরা সব বিষয়ে স্বামীর
অনুগত থেকো।

25স্বামীরা, তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের অনুরূপ
ভালবাস, যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন ও
তার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। 26মণ্ডলীকে
পবিত্র করার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন। সুসমাচারের
বাক্যরূপ জলে ধুয়ে তাকে পরিষ্কার করলেন, যাতে
তিনি তা নিজেকে উপহার দিতে পারেন। 27খ্রীষ্ট তাকে
পরিষ্কার করলেন যাতে সে নিজেকে একজন
জ্যোতির্ময়ী বধূ হিসাবে পবিত্র ও অনিন্দনীয়ভাবে
উপহার দিতে পারে, যাতে তার কোন কলঙ্ক বা কুঞ্চন
বা কোন অসম্পূর্ণতা না থাকে। 28স্বামীরা যেমন
নিজেদের দেহকে ভালবাসে তেমনি তারা যেন তাদের
স্ত্রীকে ভালবাসে। যে কেউ তার স্ত্রীকে ভালবাসে, সে
নিজেকেই ভালবাসে। 29কারণ কেউ তার নিজের দেহকে
ঘৃণা করে না, বরং নিজের দেহকে খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে
পুষ্ট করে তোলে এবং ভাল করে তার যত্ন নেয়।
অনুরূপভাবে খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে আহার দেন ও তার যত্ন
করেন, 30কারণ আমরা তাঁর দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
31শাস্ত্রে যেমন বলছে: “এইজন্য মানুষ তার বাবা-মাকে
ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে ও তারা উভয়ে এক
দেহ হবে।”* 32এই নিগূঢ় সত্য মহান; আর আমি বলি
এটা খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য। 33যাইহোক,
তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের স্ত্রীকে ভালবাসবে যেমন
তোমরা নিজেদের ভালবাস; আর স্ত্রীরও উচিত তার
স্বামীকে শ্রদ্ধা করা।

ছেলেমেয়ে এবং বাবা মা

6 ছেলেমেয়েরা, প্রভু যেভাবে চান সেইভাবে তোমাদের
বাবা মাকে মেনে চলো; তোমাদের উচিত তাদের
বাধ্য হওয়া। 2আজ্ঞায় আছে, “তোমাদের মা-বাবাকে
সম্মান কোর।”* এটাই হল প্রতিশ্রুতিযুক্ত প্রথম আজ্ঞা।
3সেই প্রতিশ্রুতি হচ্ছে: “তাহলে সবদিক দিয়ে তোমার
মঙ্গল হবে ও তুমি মর্তে দীর্ঘায়ু হবে।”* 4তোমরা
যারা সন্তানের বাবা, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা
তোমাদের সন্তানদের ক্রুদ্ধ কোর না, বরং প্রভু যেমন
চান সেইরূপ শাসন করে ও শিক্ষা দিয়ে তাদের মানুষ
করে তোল।

ক্রীতদাস এবং মনিব

5ক্রীতদাসেরা, তোমরা তোমাদের এই জগতের
মনিবদের ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করো। তোমরা
যেমন খ্রীষ্টের বাধ্য তেমনি আন্তরিকভাবে ও সত্য হৃদয়ে
তাদেরও বাধ্য হও। 6মানুষের অনুমোদনের জন্য কেবল
তাদের চোখের সামনে যে তাদের সেবা করবে তা নয়,
বরং খ্রীষ্টের ক্রীতদাসের মতো কাজ করো–যে
ক্রীতদাসেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা আন্তরিকভাবে পালন করছে।
7ক্রীতদাস হিসাবে সমস্ত অন্তর দিয়ে এমনভাবে কাজ
কর যেন তুমি মানুষকে নয় ঈশ্বরকে সেবা করছ। 8মনে
রেখো, তুমি ক্রীতদাস বা স্বাধীন যাই হও না কেন,
তোমার সমস্ত ভাল কাজের জন্য প্রভু তোমায় পুরস্কার
দেবেন। 9ক্রীতদাসের মনিবরা, তোমাদের বলি,
তোমাদের দাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোর। তাদের
কড়া কথা বোল না। মনে রেখো, তাদের ও তোমাদের
প্রভু স্বর্গে আছেন; আর সেই প্রভু সকলকেই সমানভাবে
বিচার করেন।

ঈশ্বরের যুদ্ধসজ্জা পরিধান করো

10চিঠি শেষ করার আগে তোমাদের এই কথাই বলি,
তোমরা প্রভুতে বলবান হও, তাঁরই মহাশক্তিতে
শক্তিমান হও।

11তোমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমগ্র যুদ্ধসাজ
পরে নাও, যেন দিয়াবলের সমস্ত কৌশলের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াতে পার। 12রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের
সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়, শাসকগণ, কর্তৃত্বের
অধিকারীসকল, এই অন্ধকার যুগের মহাজাগতিক
ক্ষমতার সঙ্গে এবং স্বর্গরাজ্যের মন্দ শক্তি সমূহের
সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম।

13এইজন্যই ঈশ্বরের প্রতিটি যুদ্ধসাজ তোমাদের
পরে নেওয়া দরকার, তাহলে শয়তানের আক্রমণের
সামনে তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে, এবং যুদ্ধের
শেষেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে। 14সুতরাং শক্ত হয়ে
দাঁড়াও, কোমর বেঁধে নাও; আর ন্যায়পরায়ণতার
ঢালও নাও। 15দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সুসমাচারের শান্তির
পাদুকা তোমাদের পায়ে পরে নাও। 16এর দ্বারা
তোমরা সেই মন্দ শক্তির সমস্ত রকমের অগ্নিবাণ
নিভিয়ে দিতে পারবে; 17আর পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্রাণ ও
পবিত্র আত্মার তরবারি, অর্থাৎ ঈশ্বরের শিক্ষা সঙ্গে
নিও।

18সবসময় পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা কর। সব রকম
প্রার্থনায় প্রার্থনা করে তোমাদের যা প্রয়োজন সে সবই
জানাও। এর জন্য সব সময় সজাগ থেকো, কখনো
হাল ছেড়ে দিও না। ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য
প্রার্থনা কর।

19আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন সুসমাচার প্রচারের
সময় ঈশ্বর আমার মুখে উপযুক্ত কথা যোগান; আর
আমি সাহসের সঙ্গে সুসমাচারের গোপন সত্য বলতে
পারি।

20সেই সুসমাচারের পক্ষে আমি কথা বলে চলেছি।
এই কারাগারের মধ্যেও আমি সেই কাজ করে যাচ্ছি।
প্রার্থনা কর, যেমন উচিত আমি যেন তেমনি নির্ভীকভাবে
এই সুসমাচার প্রচার করে যাই।

“এই জন্য ... হবে” আদি 2:24

“তোমাদের ... কোর” যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

“তাহলে ... হবে” যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

শেষ শুভেচ্ছা

21আমাদের প্রিয় ভাই তুখিক, যিনি প্রভুর কাজে
একজন বিশ্বস্ত সেবক, তিনিই তোমাদের বলবেন, আমি
কেমন আছি এবং কি করছি। 22তাকে আমি তোমাদের
কাছে এই জন্য পাঠালাম যেন তোমরা আমাদের সব
খবর জানতে পার ও তা জেনে উৎসাহ পাও।

23ভাইরা, পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ
থেকে বিশ্বাস সহ ভালবাসা ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী
হোক।

24যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অশেষ ভালবাসায়
ভালবাসে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের সকলের সঙ্গে
থাকুক।

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্র

1 আমরা খ্রীষ্ট যীশুর দাস পৌল ও তীমথিয়, ফিলিপীতে
খ্রীষ্ট যীশুতে যত ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা আছেন
তাদের এবং পালকবৃন্দ ও পরিচারকদের কাছে আমরা
এই পত্র লিখছি।
2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঘতোমাদের
অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন।

পৌলের প্রার্থনা

3আমি যখনই তোমাদের কথা স্মরণ করি,
তখনই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। 4আমি তোমাদের
সকলের জন্য সব সময় আনন্দের সঙ্গে প্রার্থনা করে
থাকি। 5কারণ সুসমাচার প্রচারের কাজে তোমরা প্রথম
দিন থেকে এ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে আসছ।
6আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে
শুভকাজ শুরু করেছেন। সেই শুভকাজ ঈশ্বর এখনও
করে চলেছেন; এবং খ্রীষ্টের আগমণের দিনে তা সম্পন্ন
করবেন।
7তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এমন চিন্তা
করাই উপযুক্ত, কারণ তোমরা সর্বদা আমার অন্তরে
আছ। তোমাদের কাছে থাকার এই অনুভূতি আমার
জাগে কারণ আমি কারাগারে থাকি, বা সুসমাচারের
পক্ষে কথা বলে তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করি, তার
দ্বারা তোমরা সকলে আমার সেই অনুগ্রহের ভাগী হও।
8ঈশ্বর জানেন যে আমি তোমাদের দেখতে কত
আকাঙ্খা করি। খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসায় আমি তোমাদের
সকলকে ভালবাসি।
9তোমাদের জন্য আমার প্রার্থনা এই:
যেন তোমাদের ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; এবং
সেই ভালবাসার সঙ্গে জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি লাভ কর।
10তোমরা যেন ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে
পার আর যা ভাল তা বেছে নাও।
এইভাবে চল যেন যীশু খ্রীষ্টের আগমণের দিন পর্যন্ত
তোমরা শুদ্ধ ও নির্দোষ থাক।
11খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমরা বিবিধ সৎ গুণাবলীতে
পূর্ণ হও, যার দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও মহিমা হয়।

প্রভুর কাজের জন্য পৌলের দুঃখভোগ

12ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের একথা জানাতে
চাই যে, আমার প্রতি যা ঘটেছে, তা বরং সুসমাচার
প্রচারে সাহায্য করেছে। 13এর ফলে সকল রক্ষীবাহিনী
ও প্রত্যেকের কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমি
খ্রীষ্টে বিশ্বাসী বলে কারাগারে রয়েছি। 14এছাড়াও প্রভুতে
বিশ্বাসী আমার অনেক ভাই ভয় না পেয়ে অপরকে
আরো বেশী খ্রীষ্টের বার্তা বলতে সাহসী হয়েছে। 15তাদের
মধ্যে কেউ কেউ ঈর্ষা ও বিবাদের মনোভাব নিয়ে
সুসমাচার প্রচার করে, আবার অন্যেরা যথার্থ সৎ ইচ্ছায়
তা প্রচার করে। 16শেষের দলটি ভালবেসেই একাজ
করছে, কারণ এরা জানে যে সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন
করার জন্যই ঈশ্বর আমাকে এখানে নিযুক্ত করেছেন।
17কিন্তু অন্যেরা সৎ উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিজ নিজ স্বার্থ
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টকে প্রচার করছে। এখানে আমার
বন্দী অবস্থায় তারা তাদের প্রচার দেখিয়ে আমার মনে
দুঃখ দিতে চায়।
18কিন্তু তাতে আমার কি এসে যায়? আসল বিষয়টি
হল সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে ভাবেই হোক্ না
কেন তারা লোকদের কাছে খ্রীষ্টেরই কথা বলছে। আমি
চাই যে তারা লোকদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলে। ঠিক
উদ্দেশ্য সামনে রেখেই একাজ তাদের করা উচিত।
যদিও তারা একটা মিথ্যা ও ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে তা
করছে তবুও আমি খুশী কারণ তারা লোকদের কাছে
খ্রীষ্টের কথা বলছে, আর আমি খুশীই থাকব। 19তোমরা
আমার জন্য প্রার্থনা করছ আর যীশু খ্রীষ্টের আত্মা
আমায় সাহায্য করছেন, তাই আমি জানি যে এই সঙ্কট
আমায় পরিত্রাণ এনে দেবে। 20আমার আশা-আকাঙ্খা
এই যে আমি কোন বিষয়ে হতাশ হব না; কিন্তু সব
সময়ের মত এখনও সেই সাহস করি যে আমি বেঁচে
থাকি বা মরে যাই খ্রীষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত
হবেন।
21কারণ আমার কাছে আমার জীবন মানেই খ্রীষ্ট;
আর মরণ হল লাভ। 22এই দেহ নিয়ে যদি আমায়
বেঁচে থাকতে হয় তবে আমি প্রভুর জন্য একাজ করার
সুযোগ পাব। আমি কি বেছে নেব জীবন না মরণ?
আমি জানি না। 23আমি এই দোটানায় পড়েছি। আমি
তো এখনই এ দেহ ত্যাগ করে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে
চাই, কারণ এই তো শ্রেয়। 24কিন্তু এই মরদেহে বেঁচে
থাকা তোমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। 25আমি জানি
যে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন আছে; তাই আমি
জানি যে আমি বেঁচে থাকব, তোমাদের সকলের কাছেই
থাকব। আমি তোমাদের বৃদ্ধি পেতে ও তোমাদের বিশ্বাসে
আনন্দ করতে সাহায্য করব; 26এর ফলে যখন আমি
আবার তোমাদের কাছে যাব তখন খ্রীষ্ট যীশুতে আমার
সম্বন্ধে তোমাদের গর্ব করার আরো কারণ থাকবে।
27কিন্তু যাইহোক না কেন, তোমরা খ্রীষ্টের
সুসমাচারের যোগ্যরূপে আচরণ কর। আমি এসে
তোমাদের দেখি বা তোমাদের থেকে দূরে থাকি, আমি
যেন তোমাদের বিষয়ে শুনতে পাই যে, তোমরা এক

আত্মায় সুসমাচারের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে তার পক্ষে
কঠোর সংগ্রাম করছ; **28**আর যারা তোমাদের বিরোধিতা
করছে তাদের ভয় পাচ্ছ না। এর দ্বারাই প্রমাণ হবে যে
তাদের বিনাশ হচ্ছে; কিন্তু পরিত্রাণ দ্বারা তোমরা উদ্ধার
লাভ করছ, আর এই উদ্ধার ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে
। **29**তোমরা যে খ্রীষ্ট যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে
পেরেছ, এই সম্মান ও সুযোগ ঈশ্বর তোমাদের দিয়েছেন।
শুধু তাই নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করার সম্মানও
তোমাদের দিয়েছেন। **30**আমি যখন তোমাদের ওখানে
ছিলাম তখন সুসমাচার বিরোধী লোকদের সঙ্গে আমাকে
কি রকম সংগ্রাম করতে হয়েছিল তা তোমরা জান
এবং এখনও কঠোর সংগ্রাম চলছে আর তোমরাও সেই
একই রকম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ।

একসাথে থেকে একে অপরের প্রতি যত্নবান হও

2 তোমাদের মধ্যে কি খ্রীষ্টে উৎসাহ আছে? তোমাদের
মধ্যে কি ভালবাসা থেকে উদ্ভুত সান্ত্বনা পাওয়া
যায়? তোমাদের মধ্যে কি কোন করুণা ও দয়া আছে?
2যদি এগুলি তোমাদের মধ্যে সত্যিই থাকে তবে তা
আমায় অতিশয় আনন্দিত করবে, আমি চাই তোমরা
একই বিশ্বাসে একমনা হও, পরস্পরের প্রতি ভালবাসায়
সংযুক্ত থাকো, একই বিষয়ে বিশ্বাসী হয়ে সকলে একই
আত্মায় সংযুক্ত থাকো এবং একই লক্ষ্য রেখে
জীবনযাপন কর। **3**তোমাদের মধ্যে যেন স্বার্থপরতা না
থাকে বরং নম্রভাবে প্রত্যেকে নিজের থেকে অপরকে
শ্রেষ্ঠ ভাবো। **4**প্রত্যেকে কেবল নিজের বিষয়ে নয়, কিন্তু
অপরের মঙ্গল কিসে হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখুক।

খ্রীষ্টের মত নিঃস্বার্থ হও

5খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে ভাব ছিল, তোমাদের মধ্যেও
সেই মনোভাব থাকুক।

6যদিও সমস্ত দিক দিয়ে খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের মতো।
তিনি ঈশ্বরের সমান ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সমান
থাকাটা তিনি আঁকড়ে ধরে থাকার মত এমন কিছু বলে
মনে করেন নি। তিনি ঈশ্বরের স্তর থেকে নামলেন,
7নিজের উচ্চস্থান ছেড়ে দিলেন এবং একজন
ক্রীতদাসের মতো হলেন। তিনি মানুষের মত হয়ে
জন্ম নিলেন ও একজন দাসের মতো হলেন। **8**তিনি
যখন মানব জীবনযাপন করলেন, তখন তিনি
সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাধ্যতা স্বীকার করলেন। সেই
বাধ্যতার দরুণ তাঁর মৃত্যু হল, আর ক্রুশের উপর তাঁকে
প্রাণ দিতে হল। **9**খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাধ্য হলেন তাই ঈশ্বর
তাঁকে পুনরুত্থিত করে সব কিছুর উপরে উন্নত করলেন
এবং সে ঈশ্বর খ্রীষ্টের নামকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ করলেন।
10যেন যারা স্বর্গে আছে, যারা মর্ত্যের লোক আর যারা
পাতালের তারা সকলেই সেই যীশু নামের কাছে
নতজানু হয়, **11**আর প্রত্যেকে যেন মুখে স্বীকার করে,
“যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু।” এতেই পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত
হবেন।

ঈশ্বরের মনোমতো লোক হও

12হে আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবসময় বাধ্যতা
সহকারে চলে আসছ। আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম
তখন তোমরা ঈশ্বরের বাধ্য ছিলে, এখন আরো বেশী
প্রয়োজন যে তোমরা বাধ্য হও কারণ এখন আমি
তোমাদের সবার থেকে দূরে। তোমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণ
করার জন্য পরম শ্রদ্ধা ও ঈশ্বর ভয়ের সাথে কাজ
করে যাও। **13**হ্যাঁ, ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে কাজ করছেন।
ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে তোমরা সেইসব কাজ কর, যা
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে।

14তোমরা অভিযোগ ও তর্ক-বিতর্ক না করে সব
কাজ কর, **15**যেন নির্দোষ ও খাঁটি লোক হও, এ যুগের
কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মাঝে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক
সন্তানরূপে থাক। তাদের মাঝে এমনভাবে থাক যেন
অন্ধকার জগতে তোমরা উজ্জ্বল নক্ষত্র। **16**তোমরা
তাদের কাছে সেই শিক্ষা দাও যা জীবন আনে, তাহলে
খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন আমার আনন্দ করার
মত কিছু থাকবে। আমার পরিশ্রম যে বৃথা হয় নি এবং
আমি যে বৃথা দৌড়াই নি এই জন্য আমি আনন্দ করতে
পারব। **17**ঈশ্বরের সেবার জন্য তোমাদের জীবন বলিরূপে
উৎসর্গ করতে তোমাদের বিশ্বাস প্রেরণা যোগায়। হয়তো
তোমাদের উৎসর্গের সঙ্গে আমার নিজের রক্তও উৎসর্গ
করতে হবে; আর তাই যদি করতে হয় তবে আমি
পরম সুখী হব ও তোমাদের জন্য আমি আনন্দে ভরপুর
হব। **18**আমার সঙ্গে তোমাদেরও আনন্দ ও উল্লাস করা
উচিত।

তীমথিয় ও ইপাফ্রদীতের কথা

19আমি আশা করছি, প্রভু যীশুর সাহায্যে শিগ্গির
তোমাদের কাছে তীমথিয়কে পাঠাব, যেন তোমাদের
খবরাখবর জেনে আমি আশ্বস্ত হই। **20**আমার কাছে
তীমথিয় ছাড়া আর কেউ নেই যে আমার সঙ্গে একাত্ম
ও তোমাদের জন্যে সত্যি সত্যিই চিন্তা করে। **21**কারণ
অন্য সকলেই খ্রীষ্ট যীশুর বিষয় নয় কিন্তু কেবল নিজেদের
বিষয়েই চিন্তা করছে।

22আর তোমরা তীমথির চরিত্র জান। ছেলে যেমন
তার বাবার সঙ্গে কাজ করে, ইনিও তেমনি আমার
সঙ্গে সুসমাচার প্রচারের সেবা কাজ করে চলেছেন।
23খুব শিগ্গিরই আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠাতে
চাইছি। আমার কি হবে তা জানতে পারলেই আমি
তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব; **24**আর আমি বিশ্বাস
করি যে প্রভুর কৃপায় আমি নিজেও শিগ্গির তোমাদের
কাছে যাব।

25ইপাফ্রদীত খ্রীষ্টেতে আমার ভাই, খ্রীষ্টের সেনাদলে
তিনি আমার এক সহকর্মী ও সেবক। আমার প্রয়োজনের
সময় তোমরা তাঁকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলে।
আমি এখন ভাবছি যে তাঁকে তোমাদের কাছে ফেরৎ
পাঠানোর প্রয়োজন। **26**আমি তাঁকে পাঠাচ্ছি এই জন্য
যে তিনি তোমাদের সকলকে দেখতে চান, আর তোমরা
তাঁর অসুস্থতার কথা শুনেছ বলে তিনি খুবই চিন্তিত।

27সত্যিই তিনি খুবই অসুস্থ হয়েছিলেন। মরণাপন্ন অবস্থা
হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তার প্রতি করুণা করেছেন, কেবল
তাঁর প্রতি নয় কিন্তু আমার উপরও দয়া করেছেন যেন
দুঃখের উপর আরো দুঃখ আমার না হয়। 28তাই এত
আগ্রহের সঙ্গে আমি তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠাচ্ছি
যেন তোমরা তাঁকে দেখে আবার আনন্দ পাও; আর
তোমাদের বিষয়ে আমাকে আর চিন্তা করতে না হয়।
29তোমরা তাঁকে প্রভুতে সানন্দে গ্রহণ কোর। এই ধরণের
লোকদের সম্মান করো। 30তাঁকে সম্মান দেখানো উচিত
কারণ খ্রীষ্টের কাজের জন্য তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি
হয়েছিলেন। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজের
প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন; এ এমন সাহায্য ছিল যা
তোমরা করতে পারতে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেন খ্রীষ্ট

3আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা প্রভুতে আনন্দ
কর। এই একই কথা আবার লিখতে আমার কোন
কষ্ট হচ্ছে না; আর এটি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য।
2"কুকুরদের" থেকে সাবধান! যারা মন্দ কাজ করে ও
যারা দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে চায় তাদের থেকে সাবধান!
3কারণ আমরাই তো প্রকৃত সুন্নত হওয়া লোক; আমরা
ঈশ্বরের আত্মায় উপাসনা করি, আর খ্রীষ্ট যীশুতে গর্ব
বোধ করি। আমরা নিজেদের উপর বা বাহ্যিক কোন
কিছু করার উপর আস্থা রাখি না। 4যদিও আমি নিজের
উপর আস্থা রাখতে পারতাম, তবুও আমি তা করি
না। যদি কোন লোকের মনে হয় যে সে নিজের উপর
আস্থা রাখতে পারে তবে তার জানা ভাল যে নিজের
উপর আস্থা রাখার জন্য আরো বড় কারণ আমার
আছে। 5জন্মের পর আমার বয়স যখন আট দিন তখন
আমার সুন্নত হয়েছে; আমি ইস্রায়েলীয়, বিন্যামীন গোষ্ঠীর
লোক। আমি একজন ইব্রীয়, আমার বাবা-মা ইব্রীয়।
মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালনে গোঁড়া হওয়ায় আমি ফরীশী
হয়েছিলাম। 6আমার নিজের ইহুদী ধর্মের বিষয়ে আমি
এতই উৎসাহী ছিলাম যে আমি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রতি
নির্যাতন করতাম। আমি এমন নিখুঁতভাবে মোশির বিধি-
ব্যবস্থা পালন করতাম যে তার মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল
না। 7এক সময়ে ঐসব বিষয় আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ
ছিল; কিন্তু আমি খ্রীষ্টকে পেয়েছি, তাই ঐসব বিষয়ের
মূল্য আর আমার কাছে রইল না। 8কেবল ঐসব বিষয়
নয়, বরং সমস্ত কিছুই আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের
শ্রেষ্ঠতার কাছে নিতান্তই নগণ্য বলে মনে করলাম। তাঁর
জন্য আমি সবই বর্জন করেছি। এখন আমি ঐ সবকিছু
আবর্জনার মতোই মনে করি, আর খ্রীষ্টকে আরো বেশী
করে পেতে এ আমায় সাহায্য করে, 9এবং তার সঙ্গে
সংযুক্ত রাখে। খ্রীষ্টেতে আমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি।
এই ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া আমার বিধি-ব্যবস্থা পালনের
মধ্য দিয়ে আসে নি। ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে এ
আমি পেয়েছি। খ্রীষ্টে আমার যে বিশ্বাস আছে, সেই
বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।
10আমি চাই খ্রীষ্টকে ও মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর
পুনরুত্থানের শক্তিকে জানতে। আমি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের
সহভাগীতা লাভ করতে চাই। এইভাবে যেন তাঁর মৃত্যুতে
তাঁর সমরূপ হই। 11আমি যদি এসবের সহভাগী হই,
তবে আমি প্রত্যাশা করতে পারি যে আমিও মৃতদের
মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে পারব।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা

12একথা বলছি না যে আমি লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি
বা পূর্ণতা পেয়েছি। আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা
করছি; এবং যে উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট আমাকে ধরেছিলেন তাঁর
সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত আমি পৌঁছাতে চাই। 13ভাই ও
বোনেরা আমি জানি যে আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে
পারি নি। 14কিন্তু একটি বিষয়ে আমি চেষ্টা করে চলেছি:
অতীতের সবকিছু ভুলে সামনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রাণপণ
চেষ্টা করছি যাতে পুরস্কার লাভ করি। উর্ধ্বস্থ জীবনের
জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের আহ্বানস্বরূপ এই পুরস্কারের
প্রতিশ্রুতি আমাকে দেওয়া হয়েছে।

15আমরা যারা আত্মিকভাবে পরিপক্ক, আমাদের
উচিত এইভাবে চিন্তা করা; আর যদি কোন বিষয়ে
তোমাদের অন্যরকম মনোভাব থাকে তবে ঈশ্বর সে
বিষয়ে তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেবেন। 16এস
আমরা ইতিমধ্যে যে সত্যে পৌঁছেছি, সেই সত্য অনুসরণ
করি।

17ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমার মতো জীবনযাপন
করো। তোমাদের যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে যারা
চলে, তাদের অনুকরণ কর। 18অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টের
ক্রুশের শত্রুর মত আচরণ করে। আগে বহুবার আমি
তাদের কথা তোমাদের বলেছি, এখন চোখের জল
ফেলতে ফেলতে আমি তাদের কথা আবার তোমাদের
বলছি। 19যেভাবে তারা চলছে তার পরিণাম বিনাশ।
তারা ঈশ্বরের সেবা করে না, কেবল নিজেদের তুষ্টির
জন্যই বাঁচে। তারা লজ্জাকর কাজ করে আর তাই
নিয়ে তারা গর্ব বোধ করে। তারা কেবল পার্থিব বিষয়ই
ভাবে। 20আমাদের যথার্থ রাজ্য স্বর্গে। সেই স্বর্গ থেকে
আমাদের ত্রাণকর্তার আগমণের জন্য আমরা অপেক্ষা
করছি। আমাদের ত্রাণকর্তা হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। 21তিনি
এসে আমাদের এই দীনতার দেহকে বদলে তাঁর নিজের
মহিমান্বিত দেহের সমরূপ করবেন। খ্রীষ্ট তাঁর নিজ
পরাক্রমে এই কাজ করতে পারেন এবং তাঁর সেই
পরাক্রমে খ্রীষ্ট সমস্ত বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব করতে
সমর্থ।

ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের নির্দেশ

4আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের
ভালবাসি আর তোমাদের দেখতে চাই। তোমরা
আমার আনন্দ ও গর্বের বিষয়। আমি যেমন বলেছি,
তেমনভাবেই সর্বদা প্রভুর বাধ্য থেকো।

2এখন আমি ইবদিয়াকে আর সুন্তুখীকে অনুরোধ
করছি, তোমরা প্রভুতে বোন হিসাবে পরস্পর একমত
হও। 3তোমরা যারা আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী, তোমাদের

এই মহিলাদের সাহায্য করতে বলছি। এরা সুসমাচার
প্রচারের কাজে আমার সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। ক্লীমেন্ত
ও আমার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের সঙ্গে এরা কাজ
করেছেন, এদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে।
4সব সময় প্রভুতে আনন্দ কর, আমি আবার বলছি
আনন্দ কর।
5তোমাদের শান্ত সংযত আচরণ দ্বারা যেন তোমরা
সকলের প্রীতির পাত্র হও। প্রভু শিগ্‌গির আসছেন।
6কোন কিছুতে উদ্বিগ্ন হয়ো না; বরং সকল বিষয়েই
প্রার্থনার মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা একমাত্র
ঈশ্বরকে জানাও এবং তাঁকে ধন্যবাদ দাও। 7তাতে সমস্ত
চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তা তোমাদের হৃদয়
ও মনকে খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করবে।
8সব শেষে আমার ভাই ও বোনেরা, আমি একথাই
বলব, যা কিছু সত্য, যা কিছু সম্মানীয়, যা কিছু ন্যায্য,
যা কিছু পবিত্র, যা কিছু প্রীতিজনক, যা কিছু ভদ্র, যে
কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন সুখ্যাতিযুক্ত বিষয় দিয়ে
তোমাদের মন পূর্ণ রেখো। 9তোমরা আমার কাছ থেকে
যা শিখেছ, শুনেছ ও পেয়েছ আর তোমরা আমাকে যা
করতে দেখেছ, তাই কর। তাহলে যিনি শান্তির ঈশ্বর
তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

ফিলিপীয় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি পৌলের ধন্যবাদ

10আমি প্রভুতে খুব আনন্দ পেয়েছি, কারণ এতদিন
পর এখন তোমরা আবার আমার জন্য চিন্তা করতে
নতুন উদ্দীপনা পেয়েছ। তোমরা সব সময়ই আমার
বিষয়ে চিন্তা কর, কিন্তু তা দেখাবার সুযোগ পাওনি।
11আমার প্রয়োজনের জন্য যে আমি তোমাদের একথা
বলছি তা নয়, কারণ যে কোন অবস্থাতেই তৃপ্ত থাকতে
আমি শিখেছি। 12অভাবের সময় কিভাবে জীবনযাপন
করতে হয় তা আমি জানি। আবার প্রাচুর্যের সময়
কিভাবে চলতে হয় তাও আমি জানি। যে কোন অবস্থায়
পরিতৃপ্ত বা ক্ষুধিত থাকতে, উপচয় কি অভাব ভোগ
করতে যে কোন অবস্থায় জীবনযাপনের গূঢ়তত্ত্ব আমি
শিখেছি। 13যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের শক্তিতে
আমি সকল অবস্থাতেই বলবান।
14যাইহোক, আমার প্রয়োজনের সময় তোমরা আমায়
সাহায্য করতে এগিয়ে এসে ভালোই করেছ। 15তোমরা
ফিলিপীয়েরা ভাল করেই জান, সেই শুরুতে আমি
সেখানে যখন সুসমাচার প্রচার করেছিলাম, আমি যখন
মাকিদনিয়া ছেড়ে যাই সেই সময় একমাত্র তোমাদের
মণ্ডলীই আমাকে সাহায্য করেছিল। 16আমি যখন
থিসলনীকীতেও ছিলাম সেখানেও তোমরা বেশ
কয়েকবার আমায় সাহায্য পাঠিয়েছিলে। 17আসলে
তোমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাব এই আশায় যে
আমি একথা বলছি তা নয়, বরং আমি চাই যেন দানের
মাধ্যমে তোমাদের মঙ্গল হয়। 18আমার যা প্রয়োজন
সে সব কিছুই আমার আছে, বলতে কি প্রয়োজনের
অতিরিক্ত আছে। তোমরা ইপাফ্রদীতের মারফৎ যে
উপহার আমাকে পাঠিয়েছ, তাতে আমার সব অভাব
মিটেছে। তোমাদের সেই উপহার ঈশ্বরের কাছে
প্রীতিজনক ও গ্রহণযোগ্য সুরভিত অর্ঘ্যের মত।
19আমার ঈশ্বর তোমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেবেন,
খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে মহিমার ভাণ্ডার আছে তার
থেকে তিনি তোমাদের সব অভাব মোচন করবেন।
20আমাদের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা যুগে যুগে হোক্,
আমেন। 21যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত ঈশ্বরের লোকদের
প্রত্যেক জনকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। আমার সঙ্গে
যে সব ভাইরা আছেন তারা তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। 22ঈশ্বরের সকল লোকেরা যারা এখানে
আছেন, বিশেষতঃ কৈসরের রাজপ্রাসাদের লোকেরাও
তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
23আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সকলের সঙ্গে সর্বদা থাকুক।

কলসীয়দের প্রতি পত্র

1 আমি পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত ও আমাদের ভাই তীমথিয়, 2কলসীতে ঈশ্বরের যে সকল পবিত্র ও বিশ্বস্ত ভাই ও বোনেরা খ্রীষ্টেতে আছেন, তাদের আমরা এই চিঠি লিখছি। আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বর্তুক।

3আমরা প্রার্থনা করার সময় সব সময়ই তোমাদের হয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। 4আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ খ্রীষ্টের ওপর তোমাদের বিশ্বাস, আর ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য তোমাদের ভালবাসার কথা আমরা শুনেছি। 5এই বিশ্বাস ও ভালবাসার কারণ তোমাদের অন্তরের সেই প্রত্যাশা। তোমরা জান যে তোমরা যা কিছু প্রত্যাশা করছ, সে সব স্বর্গে তোমাদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। যখন সত্য শিক্ষা ও সুসমাচার তোমাদের কাছে বলা হয়েছিল, তখনই প্রথম সেই প্রত্যাশার বৃত্তান্ত তোমরা শুনেছিলে। 6সেই সুসমাচার সমস্ত জগতে প্রচারিত হচ্ছে আর তা ফলদায়ী হচ্ছে ও বৃদ্ধি লাভ করছে। তোমরা যখন সুসমাচার শুনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা জেনেছিলে তখন থেকে তোমাদের মধ্যেও তা সেই একইভাবে কাজ করছে। 7ইপাফ্রার কাছ থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা জেনেছ, ইপাফ্রা আমাদের সহদাস, আমরা তাকে ভালবাসি। আমাদের জন্য তিনি খ্রীষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবক। 8পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে যে গভীর ভালবাসা দিয়েছেন সে কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন।

9এই জন্য যে দিন থেকে আমরা তোমাদের বিষয়ে এই সব কথা জানতে পেরেছি, সেইদিন থেকেই আমরা তোমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে অবিরত প্রার্থনা করছি:

যাতে ঈশ্বর তোমাদের জীবনে কি করতে চান তা পূর্ণরূপে জানতে পার; এবং যাতে তোমরা সকল আত্মিক বিষয়ে প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি লাভ কর;

10তার ফলে তোমরা এমন জীবনযাপন কর যাতে তাঁর গৌরব হয় ও প্রভু সমস্ত দিক দিয়ে খুশী হন। আমি প্রার্থনা করি যেন তোমরা সব রকমের সৎকাজ করে ফলবান হও এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে বৃদ্ধিলাভ কর।

11যেন ঈশ্বর তাঁর মহাশক্তিতে তোমাদের শক্তিমান করেন ও তাঁর পরাক্রমে বলিষ্ঠ করেন; যেন দুঃখ-কষ্ট এলে তোমরা সহ্য করতে ও ধৈর্য ধরতে পার।

12তাহলে তোমরা আনন্দ সহকারে পিতাকে ধন্যবাদ দিতে পারবে, যিনি তাঁর আলোর সন্তানদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ ভোগ করার যোগ্যতা তোমাদের দিয়েছেন। 13তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজত্বে স্থান দিয়েছেন। 14তাঁর মাধ্যমেই আমরা মুক্ত হই ও সব পাপের ক্ষমা পাই।

খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শন

15কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পায় না; কিন্তু যীশুই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত। 16তাঁর পরাক্রমে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে। স্বর্গে ও মর্ত্যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য যা কিছু আছে, সমস্ত আত্মিক শক্তি, প্রভুবৃন্দ, শাসনকারী কর্তৃত্ব, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে। 17সবকিছুর পূর্বেই খ্রীষ্টের অস্তিত্ব ছিল; তাঁর শক্তিতেই সব কিছু স্থিতিশীল আছে। 18খ্রীষ্ট হলেন দেহের মস্তক সেই দেহ হচ্ছে মণ্ডলী। সব কিছুর আদি তিনি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে তিনি প্রথম, তাই সব কিছুতেই প্রথমে তাঁর স্থান। 19তাই ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পূর্ণতায় খ্রীষ্টে বাস করে খুশী হয়েছিলেন, 20আর খ্রীষ্টের ক্রুশের ওপর পতিত রক্তের দ্বারা শান্তি স্থাপন করে কি স্বর্গের, কি মর্ত্যের সব কিছু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর কাছে পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন।

21এক সময় তোমরা ঈশ্বর থেকে আলাদা ছিলে। তোমরা তোমাদের চিন্তায় ও তোমাদের কুকর্মের জন্য ঘোর ঈশ্বর বিরোধী ছিলে। 22এখন খ্রীষ্টের পার্থিব দেহের দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে পবিত্র নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্করূপে উপস্থিত করতে পারেন। 23তোমরা যে সুসমাচার শুনেছ যদি তা বিশ্বাস করে স্থির থাক এবং সুসমাচার থেকে যে প্রত্যাশা তোমরা পেয়েছ তা থেকে যদি সরে না যাও তবে খ্রীষ্ট এসব সম্পন্ন করবেন। জগতের সর্বত্র সমস্ত লোকের কাছে সেই একই সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে। আমি পৌল সেই সুসমাচারের দাস হয়েছি।

মণ্ডলীর জন্য পৌলের কাজ

24এখন তোমাদের জন্য আমার যে কষ্টভোগ করতে হয় তার জন্য আমি আনন্দিত। খ্রীষ্টের দুঃখভোগের যে অংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে তা আমি তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর হয়ে আমার দেহে দুঃখভোগ করে পূর্ণ করছি। 25আমি মণ্ডলীর সেবকরূপে কাজ করছি, কারণ ঈশ্বর আমাকে এই বিশেষ কাজের জন্য নিয়োগ করেছেন। এই প্রচারে তোমাদের উপকার হচ্ছে; আমার কাজ হল ঈশ্বরের সত্য বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রচার করা। 26এই সত্য বাক্যের নিগূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টির শুরু থেকে গুপ্ত ছিল এবং তা সমস্ত মানুষের কাছে গুপ্ত ছিল; কিন্তু এখন ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের কাছে তা প্রকাশিত হয়েছে। 27ঈশ্বর তাঁর

আপন লোকদের কাছে তাঁর মূল্যবান মহিমাময় গুপ্ত
সত্য প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন; সেই মহান সত্য
সব মানুষের জন্য। সেই গুপ্ত সত্য খ্রীষ্ট স্বয়ং, যিনি
তোমাদের মধ্যে আছেন, এবং ঈশ্বরের গৌরবের ভাগী
হবার জন্য তিনিই কেবল আমাদের ভরসা।

28তাই সমস্ত প্রজ্ঞায় প্রত্যেককে বিশদভাবে উপদেশ
দিয়ে এবং সতর্ক করে আমরা খ্রীষ্টকে প্রচার করি,
যাতে প্রত্যেককে ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টে পরিপক্ক মানুষ
হিসাবে উপস্থিত করতে পারি। **29**এই উদ্দেশ্যে আমার
মধ্যে মহাপরাক্রমে ক্রিয়াশীল খ্রীষ্টের শক্তি ব্যবহার
করে আমি পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি।

2 আমি চাই, তোমরা জান যে তোমাদের সাহায্য
করার জন্য আমি কতো কঠোর পরিশ্রম করছি।
লায়দিকেয়ার লোকদের ও আরো অনেকের জন্যও
পরিশ্রম করছি, যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বা পরিচয়
হয় নি। **2**আমি চাই তারা ও তোমরা যেন শক্তিশালী
হয়ে ওঠো এবং যেন পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা
থাকো; আর সুবিবেচনার মধ্য দিয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস
আসে তাতে সমৃদ্ধ হও। আমি চাই তোমরা ঈশ্বরের
নিগূঢ় সত্য পূর্ণরূপে জানো। ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন
সেই গুপ্ত সত্য খ্রীষ্ট নিজে। **3**খ্রীষ্টের মধ্যেই নিশ্চিতরূপে
সমস্ত বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য নিহিত আছে। **4**আমি
এসব কথা বলছি, যেন কেউ তোমাদের বড় বড়
মতবাদ দিয়ে বিপথগামী না করে; যা মনে হয় ভাল
কিন্তু আসলে নিছক মিথ্যা। **5**দৈহিকভাবে আমি
তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলেও আত্মায় আমি
তোমাদের সঙ্গেই আছি। তোমাদের সুশৃঙ্খল জীবন
দেখে ও খ্রীষ্টে তোমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি
আনন্দিত।

খ্রীষ্টেতে জীবনযাপন কর

6খ্রীষ্ট যীশুকে তোমরা যেমনভাবে প্রভু বলে গ্রহণ
করেছ তেমনভাবেই যীশুতে জীবনযাপন করতে থাক।
7খ্রীষ্টের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে গিয়ে তাঁরই ওপরে
তোমরা গড়ে ওঠো এবং যেমন তোমাদের শেখানো
হয়েছে সেইভাবেই বিশ্বাসে দৃঢ় হও; আর সর্বদা কৃতজ্ঞতা
সহকারে ধন্যবাদ দাও।

8সাবধান থেকো, কেউ যেন দর্শন বিদ্যা ও ফাঁকির
ছলনা দ্বারা তোমাদের বিশ্বাস থেকে সরিয়ে না নিয়ে
যায়। ঐসব মতবাদ খ্রীষ্ট হতে আসে নি, এসেছে মানুষের
পরস্পরাগত শিক্ষা ও জগতের লোকদের প্রাথমিক
ধারণার মধ্য দিয়ে। **9**কারণ ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা খ্রীষ্টের
দেহের মধ্যে বাস করেছে; **10**আর তোমরা খ্রীষ্টেতেই
পূর্ণতা লাভ করেছ, তোমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন
নেই। খ্রীষ্ট সমস্ত শাসক ও আধিপত্যের কর্তা।

11খ্রীষ্টে তোমাদের ভিন্ন রকমের সুন্নত হয়েছে। সেই
সুন্নত মানুষের হাত দিয়ে হয়নি, এই সুন্নত হচ্ছে
তোমাদের পাপময় প্রকৃতি থেকে মুক্তিলাভ; আর এই
রকমের সুন্নত খ্রীষ্টেই সম্পন্ন হয়েছে। **12**তোমাদের
বাপ্তিস্মের সময় তোমাদের পুরানো সত্ত্বা মরে গিয়েছিল;
তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছিলে, সেই বাপ্তিস্মে
তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছিলে কারণ ঈশ্বরের
পরাক্রমে তোমাদের বিশ্বাস ছিল। খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিত করাতে ঈশ্বরের সেই পরাক্রম প্রকাশিত
হয়েছিল। **13**তোমাদের পাপের কারণে এবং তোমাদের
পাপময় প্রকৃতির কবল থেকে উদ্ধার লাভ বা সুন্নত
হয়নি বলে তোমরা আত্মিকভাবে মৃত ছিলে। কিন্তু
খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বর তোমাদের জীবিত করলেন, আর
ঈশ্বর তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করলেন। **14**ঈশ্বরের
বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার ফলে আমরা দায়বদ্ধ ছিলাম,
সেই দায়ের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা
পালনের ব্যর্থতার কথা লিখিত ছিল; কিন্তু ঈশ্বর
আমাদের সেই দায় মুকুব করলেন। ঈশ্বর সেই দায়ের
তালিকা নিয়ে ক্রুশের উপর পেরেক দিয়ে লটকে দিলেন;
15আর এইভাবে সমস্ত (আত্মিক) শাসক ও আধিপত্যকে
পরাস্ত করলেন। ঈশ্বর জগতকে দেখালেন যে তারা
শক্তিহীন।

মানুষের তৈরী নিয়ম অনুসরণ করো না

16এই জন্য খাদ্য বা পানীয় নিয়ে বা কোন পর্বপালন
অমাবস্যা, কি বিশ্রামবারের বিশেষ দিনগুলি পালন নিয়ে
কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে।

17অতীতে ঐ সবকিছু ছিল ভবিষ্যতে যা হবে তার
ছায়ার মতো, কিন্তু নতুন যা কিছু আসছিল তা খ্রীষ্টের।
18যারা বিনম্রতার ভান করে এবং স্বর্গদূতদের উপাসনা
করে আমোদ পায় তাদের কেউ যেন তোমাদের পুরস্কার
প্রাপ্তির অযোগ্যতা প্রমাণ না করে। এইরূপ ব্যক্তি
সবসময়েই নিজের দেখা দর্শনের কথা বলে এবং
অনাত্মিক চিন্তার দ্বারা বিনা কারণে বিনাশরূপ অহঙ্কারে
ফুলে ওঠে। **19**এরূপ লোকেরা খ্রীষ্টকে ধরে থাকে না,
যিনি দেহের মস্তক স্বরূপ। সমস্ত দেহটাই খ্রীষ্টের উপর
নির্ভরশীল এবং খ্রীষ্টের জন্যই দেহের সমস্ত
অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরকে যত্ন করে ও পরস্পরের
জন্য চিন্তা করে। এতেই দেহ শক্তিশালী হয় এবং
দেহকে একসাথে ধরে রাখে; আর এইভাবে ঈশ্বরের
ইচ্ছানুসারে দেহ বৃদ্ধিলাভ করে।

20খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে বলে তোমরা
জগতের প্রাথমিক শিক্ষার অধীন নও। তবু এমনভাবে
চলছ যাতে মনে হচ্ছে তোমরা এখনও জগতের লোক।
তোমরা জগতের এইসব নিয়ম কানুন এখনও মেনে
চলছ যেমন: **21**“ওটা খাওয়া ঠিক নয়”, “ওটা চেখে
দেখো না”, “ওটা ছুঁয়ো না” ইত্যাদি। **22**এসব নিয়ম
কানুনের অন্তর্গত বস্তু (বিষয়) ব্যবহারে ক্ষয় পায় এবং
এগুলি গড়ে উঠেছে মানুষের আদেশ ও শিক্ষার উপর
ভিত্তি করে। **23**ঈশ্বরের নির্দেশ নয়, এসব নিয়ম কানুন
হল মানুষের গড়া ধর্মের অংশ যা পূর্ণজ্ঞান বলে
বিবেচিত হয় এবং যাতে বিনয়ের ভান ও কৃচ্ছসাধন
করার কথা থাকে। কিন্তু এইসব নিয়ম কানুন মানুষের
মধ্যে যে পাপ প্রবৃত্তিগুলি থাকে সেগুলিকে বশে আনতে
পারে না।

খ্রীষ্টে তোমার নতুন জীবন

3 খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমরা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হয়েছ; তাই স্বর্গীয় বিষয়গুলির জন্য চেষ্টা কর,
যেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে আছেন। 2সেই
স্বর্গীয় বিষয় সকলের কথা ভাব, যে সকল বিষয় বস্তু
জগতে আছে সেগুলির বিষয় নয়। 3কারণ তোমাদের
পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে; আর তোমাদের নতুন জীবন
খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত আছে। 4খ্রীষ্ট যখন
ফিরে আসবেন, তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে মহিমামণ্ডিত
হয়ে প্রকাশিত হবে।

5তাই তোমাদের জাগতিক স্বভাব থেকে সব মন্দ
বিষয় দূর করে দাও। যেমন: যৌনপাপ, অপবিত্রতা,
অশুচি চিন্তার বশবর্তী হওয়া, মন্দ বিষয়ের লালসা
করা এবং লোভ। লোভ এক প্রকার প্রতিমা পূজা।
6এইসবের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ আসছে। 7তোমাদের
অতীতের পাপময় জীবনে তোমরা সেইসব মন্দ কাজে
লিপ্ত ছিলে।

8কিন্তু এখন তোমাদের জীবন থেকে রাগ, ক্রোধ,
ঘৃণাপূর্ণ অনুভূতি, অপমানসূচক আচরণ এবং
লজ্জাজনক আলাপ সব দূর করে দাও। 9পরস্পরের
কাছে মিথ্যা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের
পুরানো পাপময় সত্ত্বাকে তার সমস্ত মন্দ কর্ম সমেত
ত্যাগ করেছ। 10তোমরা নতুন সত্ত্বাকে পরিধান করেছ;
এই নতুন জীবনে তোমাদের নতুন করে তৈরী করা
হচ্ছে। তোমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাঁর মতো
হয়ে উঠছ, এই নতুন জীবনের মাধ্যমে তোমরা ঈশ্বরের
সত্য পরিচয় পাচ্ছ।

11এই নতুন জীবনে ইহুদী কি গ্রীক এর মধ্যে কোন
পার্থক্য নেই। যাদের সুন্নত হয়েছে আর যাদের সুন্নত
হয় নি, অথবা কোন বিদেশী বা বর্বর এদের মধ্যে কোন
পার্থক্য নেই। ক্রীতদাস বা স্বাধীনের মধ্যে কোন পার্থক্য
নেই। খ্রীষ্ট ঐসব বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেন। একমাত্র
খ্রীষ্টই হলেন প্রয়োজনীয় বিষয়।

12ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছেন ও তোমাদের
তাঁর পবিত্র লোক বলে নিরূপণ করেছেন। তিনি তোমাদের
ভালবাসেন, তাই এইসব ভাল গুণগুলি পরিধান করে
সহানুভূতিপূর্ণ, দয়ালু, নম্র, ভদ্র এবং ধৈর্যবান হও।
13পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ভাব রেখো না কিন্তু একে
অপরকে ক্ষমা কর। কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন
অন্যায় করে, তবে একে অপরকে ক্ষমা করো। অপরকে
ক্ষমা কোর, কারণ প্রভু তোমাদের ক্ষমা করেছেন।
14এসব তো করবেই কিন্তু সবার উপরে পরস্পরের
প্রতি ভালবাসা রেখো, সেই ভালোবাসা তোমাদের
একসূত্রে গাঁথে আর পরিপূর্ণতা দেয়। 15প্রভু খ্রীষ্ট যে
শান্তি দেন তা তোমাদের অন্তরের সমস্ত চিন্তাকে সংযত
রাখুক। তোমরা তো সেই কারণেই শান্তি পেতে
একদেহে আহুত হয়েছ। তোমরা সব সময় কৃতজ্ঞ
থাক।

16খ্রীষ্টের শিক্ষা তোমাদের অন্তরে প্রচুর পরিমাণে
থাকুক। সকল বিজ্ঞতা ব্যবহার করে পরস্পরকে বলিষ্ঠ
কর এবং শিক্ষা দাও। কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
গীতসংহিতার গীত, প্রশংসার গীত এবং আত্মিক গীত
গাও। 17কথায় বা কাজে যা কিছু করো, সবই প্রভুর
নামে কর, এবং পিতা ঈশ্বরকে যীশুর মাধ্যমে ধন্যবাদ
দাও।

অন্যের সঙ্গে তোমার নতুন জীবন

18স্ত্রীরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগতা থাক,
এটাই হবে প্রভুর অনুসারীদের উপযুক্ত কাজ।

19স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাস,
তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করো।

20সন্তানরা, তোমরা সব বিষয়ে তোমাদের বাবা-মা'র
বাধ্য হয়ো; এতে প্রভু সন্তুষ্ট হন।

21পিতারা, তোমরা তোমাদের সন্তানদের বিরক্ত
কোর না, তাদের খুশী মতো চলতে না পারলে তাঁরা
উৎসাহ হারাবে। 22ক্রীতদাসেরা, তোমাদের মনিবদের
সব বিষয়ে মান্য কোর। তারা দেখুন বা না দেখুন তোমরা
সব সময় তাদের বাধ্য থেকো এতে তোমরা মানুষকে
খুশী করতে নয় কিন্তু প্রভুকেই খুশী করতে চেষ্টা করছ,
সুতরাং সততার সঙ্গে মনিবদের মান্য কোর, কারণ
তোমরা প্রভুকে সম্মান করো। 23তোমরা সমস্ত কাজ
আন্তরিকতার সঙ্গে কোর। মানুষের জন্য যে করছ তা
নয়, কিন্তু প্রভুর কাজ মনে করেই কাজ করে যাও।
24মনে রেখো প্রভুর কাছ থেকেই তোমরা তার পুরস্কার
পাবে। ঈশ্বর তাঁর আপনজনদের দেবেন বলে যে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা তার অংশীদার হবে।
তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরই সেবা করছ। 25মনে রেখো,
কেউ যদি অন্যায় কাজ করে, সেই ব্যক্তিকে তার অন্যায়
কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। প্রভু সকলকেই সমভাবে
বিচার করেন।

4 মনিবেরা, তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসদের প্রতি
ন্যায্য ও সৎ ব্যবহার কোর। মনে রেখো স্বর্গে
তোমাদেরও এক প্রভু আছেন।

খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য পৌলের উপদেশ

2তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক; সর্বদা সজাগ থেকো
এবং প্রার্থনার সময়ে প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিও।
3এই সঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কোর
যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য অপরের কাছে সুসমাচারের
প্রচারের সুযোগ করে দেন, প্রার্থনা কোর আমরা যেন
সেই নিগূঢ়তত্ত্ব যা ঈশ্বর খ্রীষ্টের সম্বন্ধে প্রকাশ করেছেন,
তাও লোকেদের জানাতে পারি। এই সত্য প্রচারের
জন্যই আমি আজ কারাগারে আছি। 4প্রার্থনা কোর
যেন পরিষ্কার করে সেই সত্য লোকদের কাছে আমি
তুলে ধরতে পারি, এটাই আমার কর্তব্য।

5যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নয় তাদের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক
ব্যবহার কোর; আর সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কোর।
6তোমাদের কথাবার্তা সব সময় যেন বিজ্ঞতা ও মাধুর্য্যপূর্ণ
হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষকে তোমরা যথাযথভাবে
উত্তর দিতে পারবে।

পৌলের সঙ্গী সাথীদের সমাচার

7তুখিক খ্রীষ্টেতে আমার স্নেহের ভাই, তিনি প্রভুতে
একজন বিশ্বস্ত সেবক ও আমার সহকর্মী। তিনি গিয়ে
আমার প্রতি কি ঘটছে তার সব তোমাদের জানাবেন।
8আমি তোমাদের কাছে তাকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠালাম।
আমি চাই যেন তোমরা জানতে পার আমরা সকলে
কেমন আছি। আমি তাকে পাঠালাম, যেন তিনি গিয়ে
তোমাদের মনে ভরসা দেন। **9**আমি ওনীষিমাসের সঙ্গে
তাকে পাঠালাম। ওনীষিমাস হলেন খ্রীষ্টেতে একজন
বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই। তিনি তো তোমাদের দলেরই
একজন। তুখিক ও ওনীষিমাস গিয়ে এখানকার সব
সমাচার তোমাদের দেবেন।

10আরিষ্টার্খ তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; তিনি
আমার এখানে কারাগারের মধ্যে আছেন আর বার্ণবার
খুড়তুতো ভাই মার্কও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
মার্কের ব্যাপারে এর আগেই তোমাদের জানিয়ে ছিলাম।
তিনি ওখানে গেলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ কোর। **11**যুষ্ট
(যাকে যীশু বলেও ডাকা হয়) তিনিও তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী
হয়েছেন, তাদের মধ্যে কেবল এরাই আমার সঙ্গে ঈশ্বরের
রাজ্য বিস্তারের জন্য কাজ করছেন। এরা আমার মনে
আনন্দ দিয়েছেন। **12**ইপাফ্রাও তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন; তিনি তো তোমাদেরই লোক, তিনি খ্রীষ্ট
যীশুর একজন সেবক। তিনি সব সময় তোমাদের জন্য
ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন যেন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায়
আত্মিকভাবে বৃদ্ধিলাভ কর, সিদ্ধ হও ও ঈশ্বরের
অভিপ্রেত সব কিছুতে তোমরা পূর্ণ হও। **13**আমি তার
বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি তোমাদের জন্য ও
লায়দিকেয়া এবং হিয়রাপলির খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য
কঠোর পরিশ্রম করেছেন। **14**আমাদের প্রিয় চিকিৎসক
লূক ও দীমা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। **15**তোমরা
লায়দিকেয়া সমবিশ্বাসী ভাই ও বোনেদের এবং নুম্ফাকে
ও তার গৃহে যে মণ্ডলী সমবেত হন তাদের সকলকে
আমার শুভেচ্ছা জানিও।

16এই চিঠি পড়ার পর তোমরা এই চিঠিটি
লায়দিকেয়ার মণ্ডলীতে পাঠিয়ে দিও এবং নিশ্চিতভাবে
দেখো যাতে ঐ মণ্ডলীকে তা পড়ে শোনানো হয়।
আমি লায়দিকেয়ার মণ্ডলীতে যে চিঠি লিখছি তা
তোমরাও পাঠ কোর। **17**আর্খিপ্পকে বোল, “প্রভু তোমাকে
যে কাজ দিয়েছেন তা নিশ্চয় করে শেষ কর।”

18আমি পৌল, নিজে হাতে লিখে তোমাদের আমার
শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাকে স্মরণে রেখো, আমি
কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্তী হোক্।

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রথম পত্র

1 পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে থিষলনীকীয়ার
যে মণ্ডলী যুক্ত, তাদের কাছে পৌল, সীল ও তীমথিয়
আমরা এই চিঠি লিখছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের ওপর বিরাজ করুক।

থিষলনীকীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

2আমরা সর্বদা প্রার্থনার সময় তোমাদের স্মরণ করে
থাকি এবং তোমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিই। 3বিশ্বাসের দরুন ও প্রেমের বশবর্তী হয়ে যে সব
কাজ তোমরা করেছ এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যে প্রত্যাশা
রয়েছে তাতে উৎসাহিত হয়ে তোমরা যে ধৈর্য ধরছ,
সে সব কথা স্মরণ করে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।
4ঈশ্বর প্রেমে আশ্রিত ভাই ও বোনেরা, আমরা জানি
তিনি তোমাদের আপন করে নেবার জন্য মনোনীত
করেছেন। 5আমাদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার কেবলমাত্র
কথার মাধ্যমে তোমাদের কাছে আসেনি, কিন্তু তা
পরাক্রম, পবিত্র আত্মা ও গভীর বিশ্বাসের মাধ্যমে
এসেছিল। তোমরা তা জান, যে আমরা তোমাদের মধ্যে
কি ধরণের জীবনযাপন করেছিলাম। তোমাদের মঙ্গলের
জন্যই আমরা ঐভাবে চলেছিলাম; 6আর তোমরা
আমাদের ও প্রভুর অনুকরণ করেছিলে। তোমরা অনেক
নির্যাতন ভোগের মধ্যেও সেই শিক্ষা আনন্দের সঙ্গে
গ্রহণ করেছিলে। পবিত্র আত্মাই সেই আনন্দ তোমাদের
দিয়েছিলেন; 7এর ফলস্বরূপ তোমরা মাকিদনিয়া ও
আখায়ার সমস্ত বিশ্বাসী লোকের আদর্শ হয়েছ।
8কেবলমাত্র মাকিদনিয়া ও আখায়াতে তোমাদের কাছ
থেকে প্রভুর বাক্য ছড়িয়ে পড়েছে তা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের
প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।
এই জন্য তোমাদের বিশ্বাসের সম্পর্কে আমাদের কিছু
বলার প্রয়োজন নেই; 9কারণ সব জায়গার মানুষ
আমাদের জানাচ্ছে কিভাবে তোমরা আমাদের অভ্যর্থনা
জানিয়েছিলে এবং কিভাবে তোমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে
জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের সেবার দিকে ফিরেছিলে, 10আর
ঈশ্বর তাঁর যে পুত্রকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত
করেছেন তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছ। যীশুই
আমাদের ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে রক্ষা করবেন।

থিষলনীকায় পৌলের কাজ

2 প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা নিজেরাই জান,
তোমাদের কাছে আমাদের যাওয়া ব্যর্থ হয়নি।
2তোমরা একথাও জান যে, তোমাদের ওখানে যাবার
পূর্বে ফিলীপিতে আমাদের দুঃখভোগ করতে হয়েছিল,
কারণ সেখানকার লোকেরা আমাদের চরম অপমান
করেছিল ; কিন্তু সেখানে চরম বিরোধিতার মধ্যেও
আমাদের ঈশ্বর সাহসে বুক বাঁধতে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার
তোমাদের কাছে ঘোষণা করতে সাহায্য করেছিলেন।
3আমরা আমাদের বার্তা গ্রহণ করতে লোকেদের কাছে
যে আবেদন রেখেছিলাম, তার মধ্যে কোন ফাঁক বা
ছলনা ছিল না। আমরা লোকেদের ঠকাতে চাই নি এবং
তার পেছনে কোন রকম অশুচিতামুলক উদ্দেশ্যও
আমাদের ছিল না। 4বরং আমরা সুসমাচার প্রচার করি
কারণ ঈশ্বর এই বার্তা প্রচার করার জন্য আমাদের
পরীক্ষা করে প্রমাণসিদ্ধ বলে মনে করেছেন। তাই আমরা
যখন প্রচার করি তখন মানুষকে সন্তুষ্ট করতে নয় কিন্তু
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতেই চেষ্টা করি; যিনি আমাদের
কাজের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করেন। 5তোমরা ভাল করে
জান যে আমরা তোমাদের কাছে তোষামোদজনক কোন
বাক্য বলি নি; আর লোভকে ঢেকে রাখবার ছলনা যে
আমরা করেছি তাও নয়; ঈশ্বরই এবিষয়ে সাক্ষী আছেন।
6আমরা লোকদের কাছ থেকে কোন প্রশংসা পেতে
চাইনি। তোমাদের বা অন্য কারোর কাছ থেকেও আমরা
প্রশংসা পেতে চাই নি।

7আমরা খ্রীষ্টের প্রেরিত, তাই আমরা যখন তোমাদের
ওখানে ছিলাম, তখন কর্তৃত্ব খাটিয়ে তোমাদের কাছে
অনেক বড় কিছু চাইতে পারতাম; কিন্তু আমরা তোমাদের
কাছে বিনয়ী ছিলাম। আমরা তোমাদের কাছে সেবিকার
মতো ছিলাম যে তার শিশুদের যত্ন নেয়। 8তোমাদের
উপর গভীর মায়া মমতা থাকাতে তোমাদের কেবল যে
ঈশ্বরের সুসমাচারের অংশীদার করতে চেয়েছিলাম তা
নয়, আমরা নিজেদের জীবনও তোমাদের জন্য উৎসর্গ
করতে চেয়েছিলাম, কারণ তোমরা আমার খুব প্রিয়
ছিলে। 9প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের নিশ্চয় মনে
আছে যে আমরা কতো কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা
দিনরাত কাজ করে চলেছিলাম যেন তোমাদের কাছে
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের সময় আমরা অর্থের ব্যাপারে
তোমাদের কাছে বোঝাস্বরূপ না হই।

10তোমাদের মত বিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের
জীবন কত পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও নির্দোষ ছিল তা
তোমরা জান; আর ঈশ্বরও জানেন তা সত্য।
11তোমরা জান, পিতা যেমন তার সন্তানদের সঙ্গে
ব্যবহার করেন, আমরাও তেমনি তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার
করেছি। 12আমরা তোমাদের উৎসাহ যুগিয়েছি,
তোমাদের আশ্বাস দিয়েছি এবং ঈশ্বরের জন্য যোগ্য
জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছি, যে ঈশ্বর
তোমাদেরকে তাঁর রাজ্যে ও মহিমায় প্রবেশ করতে
আহ্বান করেছেন।

13আমরা সব সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ
তোমরা ঈশ্বরের যে বার্তা আমাদের কাছ থেকে
পেয়েছিলে তা মানুষের বার্তা বলে নয় বরং ঈশ্বরের
বাক্য বলে গ্রহণ করেছিলে। সেই বাক্য সত্য-সত্যই
ঈশ্বরের বাক্য ছিল এবং ঐ বার্তায় যারা বিশ্বাসী তাদের
সবার মধ্যে তা কাজ করছে। 14প্রিয় ভাই ও বোনেরা,
যিহূদিয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী ঈশ্বরের যে সমস্ত মণ্ডলী
আছে, তোমাদের অবস্থা তাদেরই মতো। যিহূদিয়ার
সেই ঈশ্বরের লোকেরা অন্য ইহুদীদের কাছ থেকে যে
রকম নির্যাতন ভোগ করেছে, তোমরাও তোমাদের
নিজেদের দেশের লোকের কাছ থেকে সেই ধরনের
নির্যাতন ভোগ করেছ। 15ইহুদীরা প্রভু যীশুকে এবং
ভাববাদীদের হত্যা করেছিল। সেই ইহুদীরা আমাদেরও
নির্যাতন করেছে। ঈশ্বর তাদের প্রতি খুশী নন, তারা
সবারই বিপক্ষে। 16আমরা অইহুদীদের শিক্ষা দিই যেন
তারা উদ্ধার পেতে পারে; কিন্তু তারা আমাদের
অইহুদীদের সত্য শিক্ষা দিতে বারণ করেছে; সেই
ইহুদীরা পূর্বে যে পাপ করেছে, তার উপর আরও পাপ
যোগ করছে; আর তাই ঈশ্বরের ক্রোধ পরিপূর্ণরূপে
এবং চূড়ান্তভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে।

পৌল পুনরায় বিশ্বাসীদের দেখতে ইচ্ছা করলেন

17ভাই ও বোনেরা, যদিও অল্প কিছুদিন হল আমরা
তোমাদের থেকে আলাদা হয়েছি তবুও আমাদের মন
তোমাদের দিকে পড়েছিল। তোমাদের আর একবার
দেখার জন্য আমরা খুব উৎসুক ছিলাম। তাই তোমাদের
কাছে আসার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা করেছি। 18তোমাদের
কাছে যেতে আমরা সত্যিই অনেকবার চেষ্টা করেছি,
কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। 19তোমরাই আমাদের
প্রত্যাশা, আনন্দ ও গৌরবের মুকুট। আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের আগমণের দিনে এই হবে আমাদের গর্ব।
20সত্য সত্য তোমরাই আমাদের মহিমা ও আনন্দ।

3 যখন আমরা আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না তখন
আমরা আথীনীতে একাই থেকে যেতে মনস্থ
করলাম। 2তাই আমরা তীমথিয়কে তোমাদের কাছে
পাঠালাম। তীমথিয় আমাদের ভাই, খ্রীষ্ট সম্পর্কে
সুসমাচার প্রচারে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। আমরা
তাকে পাঠিয়েছিলাম যাতে সে তোমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়
করতে ও তোমাদের উৎসাহ দিতে পারে, 3যাতে
তোমাদের যে সব শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের মধ্য
দিয়ে যেতে হচ্ছে তাতে তোমরা হতাশ না হও। তোমরা
নিজেরাই জান যে এসব শারীরিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট
আমাদের জীবনে ভোগ করতেই হবে। 4আমরা যখন
তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন তোমাদের বলেছিলাম
যে আমাদের সকলকে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে
হবে। তোমরা জান যে আমরা যেমন বলেছিলাম তেমনিই
হয়েছে। 5আর এইজন্য আর ধৈর্য ধরতে না পারাতে
আমি তীমথিয়কে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে জানতে
চেয়েছিলাম যে তোমরা বিশ্বাসে স্থির আছ কি না।
আমার মনে ভয় ছিল যে শয়তান মানুষকে নানা
প্রলোভনে ফেলে, সে তোমাদের পরাজিত করেছে; তা
করলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যেত। 6তীমথিয়
তোমাদের কাছ থেকে ফিরে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও
ভালবাসার শুভ সংবাদ আমাদের দিয়েছে। তীমথিয়
জানিয়েছে যে তোমরা সব সময় আনন্দের সঙ্গে
আমাদের মনে রেখেছ এবং আমাদের দেখার জন্য
তোমরা বড়ই ব্যগ্র। ঐ একই কথা আমরাও বলতে চাই
তোমাদের দেখবার জন্য আমরাও উৎসুক। 7তাই ভাই
ও বোনেরা, তোমরা বিশ্বাসে প্রভুতে স্থির আছ জেনে
শত দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি।
8তোমরা প্রভুতে সুস্থির আছ জেনে আমরা হাঁপ ছেড়ে
বাঁচলাম।

9তোমাদের জন্য ঈশ্বরের সামনে আমাদের আনন্দের
শেষ নেই, তাই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; কিন্তু
আমরা যে পরিমাণে আনন্দ পাই তার জন্য ঈশ্বরকে
যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারি না। 10আমরা তোমাদের
জন্য দিনরাত খুব প্রার্থনা করে চলেছি। আমরা প্রার্থনা
করি যেন আমরা তোমাদের ওখানে যেতে পারি ও
তোমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্য তোমাদের সব
ত্রুটি দূর করতে পারি।

11আমরা প্রার্থনা করছি যেন আমাদের ঈশ্বর ও
পিতা স্বয়ং এবং আমাদের প্রভু যীশু তোমাদের কাছে
যাবার জন্য আমাদের পথ সুগম করেন।

12আমরা প্রার্থনা করছি যেন প্রভু তোমাদের প্রেম
বৃদ্ধি করেন। যেন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা
উপচে পড়ে এবং আমরা যেমন তোমাদের ভালবাসি
তোমরাও তেমনি সমস্ত লোকদের ভালবাস। 13আমরা
প্রার্থনা করছি যেন তোমাদের হৃদয় সবল হয়। তাহলে
আমাদের প্রভু যীশু যখন তাঁর পবিত্র দূতদের সঙ্গে
নিয়ে ফিরে আসবেন, তখন তোমরা তাঁর সামনে পবিত্র
ও নির্দোষ অবস্থায় দাঁড়াতে পারবে।

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখ

4 প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমার
আরও কিছু বলার আছে। কি করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট
করে জীবনযাপন করতে হয়, এ বিষয়ে তোমরা আমাদের
কাছে শিক্ষা পেয়েছ, আর সেইভাবেই তোমরা চলেছ।
বেশ, এখন চাইছি ও তোমাদের উৎসাহ দিয়ে বলছি যে
তোমরা আরো বেশী করে সেইভাবে চলো। 2তোমরা
শুনেছ এবং জান তোমাদের কি করণীয়; প্রভু যীশুর
কাছ থেকে অধিকার পেয়ে সেই শিক্ষা তোমাদের
দিয়েছিলাম।

3ঈশ্বর চান যে তোমরা পবিত্র হও ও সবরকম যৌন
পাপ থেকে দূরে থাক। 4ঈশ্বর চান তোমরা পুরুষেরা
প্রত্যেকে জানো কিভাবে পবিত্র ও সম্মানজনকভাবে
নিজের স্ত্রীর সাথে বাস করতে হয়। 5বিজাতীরা যারা
ঈশ্বরকে জানে না তারা যেভাবে কামনা বাসনা দ্বারা
চালিত হয়, সেইভাবে চলো না। 6এই ব্যাপারে কেউ
যেন তার বিশ্বাসী ভাইকে না ঠকায়, কারণ যারা ঐ
ভাবে চলে প্রভু তাদের দণ্ড দেবেন। এই বিষয়ে এর

আগেই তোমাদের জানিয়েছি ও তোমাদের সাবধান
করে দিয়েছি। 7কারণ ঈশ্বর আমাদের অশুচিভাবে চলার
জন্য নয় কিন্তু পবিত্র হবার উদ্দেশ্যেই আহ্বান
করেছেন।

8তাই যে এই শিক্ষা অনুসারে চলতে অস্বীকার করে
সে মানুষকে নয় কিন্তু ঈশ্বরকেই অমান্য করে, যে ঈশ্বর
আমাদের পবিত্র আত্মা দান করেন। 9খ্রীষ্টেতে তোমাদের
যে বিশ্বাসী ভাই ও বোনেরা আছে তাদের যে ভালবাসায়
ভালবাসতে হবে, সে বিষয়ে তোমাদের লেখার দরকার
নেই ; কারণ পরস্পরকে ভালবাসার শিক্ষা তো তোমরা
ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছ। 10বাস্তবিক তোমরা
মাকিদনিয়ার সমস্ত ভাই ও বোনেদের ভালবাস। প্রিয়
ভাই ও বোনেরা, এখন আমরা উৎসাহ দিয়ে বলছি যে
তোমরা আরো গভীরভাবে পরস্পরকে ভালবাসবে।
11শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর।
এবিষয়ে যেমন তোমাদের বলেছি তেমনিভাবে নিজের
নিজের কাজ যত্ন সহকারে কর, নিজের হাতে কাজ
করে যাও। 12এর ফলে মণ্ডলীর বাইরের মানুষ তোমাদের
জীবন ধারা দেখে তোমাদের সম্মান করবে এবং কারো
উপর তোমাদের নির্ভর করতে হবে না।

প্রভুর আগমন

13প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যারা মারা গিয়েছে তাদের
সম্পর্কে তোমাদের জানাতে চাই। যাদের কোন প্রত্যাশা
নেই, তাদের মতো তোমরা শোকার্ত হও এ আমরা
চাই না।

14আমরা বিশ্বাস করি যে যীশু মরেছিলেন এবং
যীশু বেঁচে উঠেছেন। যীশু যখন ফিরে আসবেন তখন
যে সব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে
তাদেরও উত্থাপিত করে খ্রীষ্টের সঙ্গে ফিরিয়ে আনবেন।

15আমরা যা বলছি তা আমরা প্রভুর কাছ থেকে
তাঁর বাণীরূপে জানতে পেরে বলছি। আমরা যারা এখন
জীবিত আছি তারা প্রভুর আগমনের সময়েও জীবিত
থাকব আর প্রভুর কাছে চলে যাব, কিন্তু কোনভাবেই
সেই মৃতদের আগে যাব না।

16কারণ যখন প্রধান স্বর্গদূতের গম্ভীর আদেশ ও
ঈশ্বরের তূরীধ্বনি হবে, প্রভু নিজে স্বর্গ থেকে নেমে
আসবেন। তখন যে সব খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মৃত্যু হয়েছে
তারা প্রথমে জেগে উঠবে। 17তারপর আমরা যারা
তখনও পৃথিবীতে জীবিত থাকব, প্রভুর সঙ্গে আকাশে
সাক্ষাৎ করতে তাদের সাথে আমাদেরও মেঘের মধ্যে
তুলে নেওয়া হবে; আর আমরা প্রভুর সঙ্গে চিরকাল
থাকব। 18সুতরাং এইসব কথার দ্বারা তোমরা পরস্পরকে
সান্ত্বনা দিও।

প্রভুর আগমনের জন্য তৈরী হও

5 আমার ভাই ও বোনেরা, বিশেষ কোন কাল ও
সময়ের বিষয়ে তোমাদের কিছু লেখার প্রয়োজন
নেই। 2তোমরা নিজেরাই ভালো করে জানো, রাতে
যেমন চোর চুপিচুপি আসে, তেমনি প্রভুর দিন হঠাৎ
আসবে। 3লোকে যখন বলে, “আমাদের শান্তি আছে,
এবং আমরা নিরাপদে আছি;” ঠিক এমন সময় তাদের
ওপর হঠাৎ চরম বিনাশ নেমে আসবে। সন্তান প্রসবের
আগে যেমন নারীর হঠাৎ প্রসব বেদনা শুরু হয়, তেমনি
হঠাৎ তাদের উপর বিনাশ এসে পড়বে; আর তারা
কোনভাবেই পালিয়ে যেতে পারবে না। 4কিন্তু ভাই ও
বোনেরা, তোমরা তো আর অন্ধকারে বাস করছ না যে,
সেই দিন চোরের মতো তোমাদের উপর এসে পড়বে।
5তোমরা তো সকলে মঙ্গল আলোকের ও দিনের সন্তান।
আমরা রাতেরও নই, অন্ধকারেরও নই। 6তাই অন্য
লোকদের মতো আমাদের হওয়া উচিত নয়। আমরা
জেগে থাকব ও আত্মসংযম রক্ষা করব। 7কারণ যারা
ঘুমায়, তারা রাতেই ঘুমায়; যারা মদ্যপায়ী, তারা রাতেই
মাতাল হয়।

8কিন্তু আমরা দিনের লোক তাই এস আমরা
নিজেদের দমনে রাখি, আমাদের বুকটা যেন বিশ্বাস ও
প্রেমের ঢালে ঢাকা থাকে; আর মাথায় যেন পরিত্রাণের
আশারূপী শিরস্ত্রাণ থাকে।

9কারণ ঈশ্বর আমাদের তাঁর ক্রোধের পাত্ররূপে
মনোনীত করেন নি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ
করার জন্যই আমাদের মনোনীত করেছেন। 10যীশু
আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন যেন আমরা বেঁচে
থাকি বা মৃত অবস্থায় থাকি, আমরা তাঁর সঙ্গেই জীবিত
থাকি।

11এইজন্য তোমরা এখন যেমন করে চলেছ তেমনই
পরস্পরকে সান্ত্বনা দাও ও পরস্পরকে নির্মাণ কর।

শেষ নির্দেশ ও শুভেচ্ছা

12আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা তোমাদের বলছি,
যারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, যারা তোমাদের
প্রভুতে পরিচালনা করেন, যারা তোমাদের শিক্ষা দেন,
তাদের তোমরা সম্মান কোর।

13তাদের কাজের জন্য তাদের সম্মান কোর সমস্ত
অন্তর দিয়ে তাদের ভালবাস এবং পরস্পরের মধ্যে
শান্তি বজায় রেখো। 14আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা
তোমাদের অনুরোধ করছি, যারা অলস তাদের সাবধান
করে দাও। যারা ভয়ে ভীত তাদের সাহস দাও, যারা
দুর্বল তাদের সাহায্য কর, আর সকলের প্রতি সহিষ্ণু
হও। 15দেখ, যেন অপকারের প্রতিশোধ নিতে কেউ
কারোর অপকার না করে। তোমরা পরস্পরের মঙ্গল
করতে চেষ্টা কর এবং বাকী সকলের ভাল করতে চেষ্টা
কর।

16সব সময় আনন্দ কর। 17অবিরত প্রার্থনা কর।
18সব বিষয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও; কারণ তোমরা
যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিষয়ে এটাই ঈশ্বরের
ইচ্ছা। 19পবিত্র আত্মাকে নির্বাণ কোর না। 20ভাববাণী
অবজ্ঞা কোর না। 21সব কিছু পরীক্ষা কর, যা ভাল তা
ধরে রাখ। 22সব রকম মন্দ থেকে দূরে থাক।

23শান্তির ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে তোমাদের শুদ্ধ আর
পবিত্র রাখুন এবং তোমাদের সম্পূর্ণ সত্ত্বা আত্মা, প্রাণ

ও দেহকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমণের দিন পর্যন্ত
তিনি নিষ্কলঙ্ক রাখুন। 24যিনি তোমাদের আহ্বান করেন,
তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের জন্য তা
করবেন, কারণ তিনি বিশ্বস্ত। 25আমার ভাই ও বোনেরা,
আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

26সব ভাইকে পবিত্র চুম্বনের মাধ্যমে আমার শুভেচ্ছা
জানিও। 27প্রভুর নামে এই শপথ কর যে, সমস্ত খ্রীষ্টান
ভাইয়ের কাছে এই চিঠি পড়ে শোনানো হবে। 28আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে
থাকুক।

থিষলনীকীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র

1 থিষলনীকীয় মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমি পৌল, সীল
ও তীমথিয় এই চিঠি লিখছি। তোমরা আমাদের
ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত।
2পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের সহবর্তী হোক।
3ভাই ও বোনেরা, তোমাদের জন্য আমরা সব সময়
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকি আর আমাদের তাই-ই
করা উচিত। কারণ তোমাদের বিশ্বাস আশ্চর্যজনকভাবে
বৃদ্ধিলাভ করেছে ও পরস্পরের প্রতি তোমাদের যে
ভালবাসা তা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করছে। 4বিভিন্ন ঈশ্বরের
মণ্ডলীতে তোমাদের বিষয়ে আমরা গর্ব প্রকাশ করি;
কিভাবে তোমরা বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছ ও বিশ্বাসে
স্থির আছ এসব কথা আমরা তাদের বলি। তোমরা
অনেক নির্যাতন ও কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, তবুও
তোমরা ধৈর্যে ও বিশ্বাসে স্থির আছ।

ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে পৌল বললেন

5এইসব বিষয় ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট প্রমাণ।
ঈশ্বর চান তোমরা তাঁর রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হবে;
আর সেই জন্যেই তোমরা এত কষ্টভোগ করছ। 6বাস্তবে
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটাই ন্যায্য। যারা তোমাদেরকে কষ্ট
দেয়, তিনি তাদেরকেও প্রতিফলস্বরূপ কষ্ট দেবেন।
7তোমরা যারা এখন কষ্ট পাচ্ছ, ঈশ্বর আমাদের সাথে
তোমাদেরও বিশ্রাম দেবেন। যখন যীশু প্রকাশিত হবেন
ও পরাক্রমশালী স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ থেকে
নেমে আসবেন, তখন এইসব ঘটবে। 8যারা ঈশ্বরকে
জানে না এমন লোকদের শাস্তি দিতে তিনি স্বর্গ থেকে
জ্বলন্ত অগ্নিসহ নেমে আসবেন। আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের সুসমাচারের নির্দেশ যারা পালন করে না, তিনি
তাদেরও শাস্তি দেবেন। 9তারা অনন্তকাল বিনাশরূপ
শাস্তি ভোগ করবে। তারা প্রভুর সঙ্গে থাকতে পারবে
না এবং তাঁর মহাপরাক্রমের মহিমা থেকে তাদের দূরে
রাখা হবে। 10সেইদিন যীশু তাঁর পবিত্র লোকদের দ্বারা
মহিমান্বিত হতে আসবেন, আর যারা যীশুতে বিশ্বাস
করেছে তারা সবাই যীশুতে চমৎকৃত হবে। বিশ্বাসী
ভাই ও বোনেরা, তোমরাও সেই বিশ্বাসীবর্গের মধ্যে
থাকবে, কারণ আমরা যে বাণী তোমাদের বলেছি তাতে
তোমরা বিশ্বাস করেছ।
11আর এই জন্যই আমরা তোমাদের জন্য সর্বদা
প্রার্থনা করে চলেছি, যেন ঈশ্বর যে পবিত্র জীবনযাপন
করার উদ্দেশ্যে তোমাদের আহ্বান করেছেন তার যোগ্য
বলে বিবেচিত হও। আরো প্রার্থনা করি যেন তাঁর শক্তি
দ্বারা তিনি তোমাদের সদিচ্ছায় পূর্ণ সমস্ত বাসনা পূর্ণ
করেন ও তোমাদের বিশ্বাস হতে উৎপন্ন প্রত্যেক কাজকে
আশীর্বাদ করেন; 12যেন আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
নাম তোমাদের মাধ্যমে মহিমান্বিত হয় আর তোমরাও
তাতে মহিমান্বিত হও। সেই মহিমা আমাদের ঈশ্বর
ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ থেকে লাভ হয়।

মন্দ ঘটনা ঘটবে

2 আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
আগমণ সম্পর্কে আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই।
আমরা যখন একসঙ্গে তাঁর সাক্ষাতে মিলিত হতে যাব
সেই সময়টা সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানাতে চাই।
2আমি অনুরোধ করি প্রভুর দিন এসে গেছে শুনে
তোমাদের বিবেচনা বোধ হারিও না, বা বিচলিত হয়ো
না। কেউ কেউ হয়তো ভাববাণী কোরে বা বিশেষ
বার্তার মাধ্যমে তা বলতে পারে। আমাদের কাছ থেকে
পাওয়া এ সম্পর্কে কোন চিঠি কেউ পড়তে পারে।
3দেখ কেউ যেন এ বিষয়ে তোমাদের কোনভাবে প্রতারিত
করতে না পারে। সেই দিন আসার আগে পৃথিবীতে
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যাবে। সেই পাপপুরুষ,
ধ্বংস হওয়ায় যার ভাগ্যে লেখা আছে, সে প্রকাশিত
না হওয়া পর্যন্ত সেই দিন আসবে না। 4যা কিছু ঈশ্বর
নামে আখ্যাত ও উপাসনার যোগ্য সে তার বিরোধিতা
করবে ও সবার উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই
পাপ পুরুষ এমনকি ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়ে সেখানে
আসন করে নেবে এবং ঘোষণা করবে যে সে ঈশ্বর।
5তোমাদের কি মনে পড়ে না, এমন যে ঘটবে তার
বিবরণ আমি তোমাদের কাছে থাকার সময়
জানিয়েছিলাম!
6তোমরা জান, কোন শক্তি ঐ পাপ পুরুষকে বাধা
দিয়ে রাখছে যাতে সে নিরুপিত সময়ে প্রকাশ পায়।
7আমি এসব বলছি কারণ মন্দতার সেই গোপন শক্তি
এখনই জগতে কাজ করে চলেছে; কিন্তু একজন
রয়েছেন যিনি এই শক্তিকে প্রতিরোধ করে আসছেন,
তিনি তা করতেই থাকবেন যতক্ষণ না তা দূর হয়।
8তারপর সেই পাপপুরুষ প্রকাশিত হবে; আর প্রভু
তাঁর মুখের তেজোময় নিঃশ্বাস এবং আবির্ভাবের মহিমা
দ্বারা সেই পাপপুরুষকে ধ্বংস করবেন। 9শয়তানের
শক্তিতে সেই পাপপুরুষ আসবে। সে মহাপরাক্রমের
সাহায্যে নানা ছলনাময়ী অলৌকিক কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ
ও চিহ্ন দেখাবে। 10যারা বিনাশপথের যাত্রী তাদের
ভ্রান্তিজনক বিষয়ে সে ভুলাবে। পরিত্রাণ পাবার জন্য
যে সত্য রয়েছে তা ভালবাসতে যারা অস্বীকার করছে,

তারাই সেই বিনাশপথের যাত্রী। 11তাই ঈশ্বর ওদের
মধ্যে এমন এক শক্তি পাঠিয়েছেন, যাতে ওরা ভুল
কাজ করে। 12তাই যারা সত্যে বিশ্বাস করল না, ও
মন্দ বিষয়ে আনন্দ করল তারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত
হবে।

তোমরা পরিত্রাণের জন্য মনোনীত

13প্রভুর প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের জন্য
আমাদের সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এইজন্য
ঈশ্বর প্রথম থেকেই তোমাদের মনোনীত করেছিলেন
যাতে আত্মায় পবিত্র করে এবং সত্যকে বিশ্বাস সহকারে
গ্রহণ করার মাধ্যমে তোমরা পরিত্রাণ পাও। 14যে
সুসমাচার আমরা প্রচার করেছিলাম তার মাধ্যমে ঈশ্বর
তোমাদের আহ্বান করেছিলেন, যাতে তোমরা আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার সহভাগী হতে পার। 15তাই
ভাই ও বোনেরা, শক্ত হয়ে দাঁড়াও; আর আমরা
তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি সে বিষয়েও বিশ্বাসে স্থির
থাক। মৌখিকভাবে ও পত্রের দ্বারা এইসব বিষয়ে আমরা
তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলাম।

16-17আমরা প্রার্থনা করি যে স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও
ঈশ্বর পিতা তোমাদের সান্ত্বনাদান করুন ও যা কিছু
সৎ কাজ তোমরা কর ও বল তার জন্য শক্তি দান
করুন। ঈশ্বর আমাদের ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর
অনুগ্রহে আমাদের এক আশা ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন,
যা চিরকাল বিরাজ করবে।

আমাদের জন্য প্রার্থনা করো

3 সবশেষে এই কথা বলছি, আমার ভাই ও বোনেরা
আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। প্রার্থনা করো যেন
প্রভুর শিক্ষা দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে, প্রার্থনা
করো যেন লোকে সেই শিক্ষার সম্মান করে, যেমন
সম্মান তোমরা করেছিলে। 2প্রার্থনা করো যেন আমরা
মন্দ ও খারাপ লোকদের হাত থেকে রক্ষা পাই। সবাই
তো আর প্রভুকে বিশ্বাস করে না।

3কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত, তিনিই তোমাদের শক্তি দেবেন
ও মন্দ শক্তির (শয়তানের) হাত থেকে রক্ষা করবেন।
4তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস
আছে যে, আমরা যা যা আদেশ করেছি সেই সমস্ত
তোমরা পালন করছ ও আমরা জানি এর পরেও তা
করবে। 5আমরা প্রার্থনা করছি যেন প্রভু তোমাদের
হৃদয়কে ঈশ্বরের ভালবাসার পথে ও খ্রীষ্টের ধৈর্যের
পথে চালনা করেন।

কার্য্যের বাধ্যবাধকতা

6আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে,
কোন ভাই যদি অলসভাবে দিন কাটায়, এবং তোমরা
আমাদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছ, সেই মত না
চলে তবে তার কাছ থেকে দূরে থাক। 7তোমরা নিজেরা
জান যে আমরা যেমন চলি, তোমাদের তেমনি চলা
উচিত। আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, আমরা
অলস ছিলাম না। 8কারো কাছ থেকে খাবার খেলে,
আমরা তা মূল্য দিয়েই খেয়েছি। আমরা কাজ করতাম
যেন কারো বোঝাস্বরূপ না হই। দিনে বা রাতে আমরা
পরিশ্রম করেছি। 9তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার
অধিকার আমাদের ছিল; কিন্তু আমরা নিজের হাতে
কাজ করেছি, যেন আমরা আমাদের সংস্থান নিজেরা
করে নিতে পারি; আর তোমাদের কাছে নিজেদেরকে
আদর্শরূপে দেখাতে চেয়েছিলাম যাতে তোমরা আমাদের
অনুসরণ করতে পার।

10কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম তখন
তোমাদের এই আদেশ দিতাম যে, যদি কেউ কাজ
করতে না চায়, তবে সে যেন না খায়। 11তবু আমরা
শুনতে পেয়েছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাজ করতে
অস্বীকার করছে। তারা কিছুই করে না, কিন্তু তারা
অন্যদের ব্যাপারে নাক গলায়। 12এইরকম লোকদের
আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ
দিচ্ছি যেন শান্তভাবে পরিশ্রম করে নিজেদেরই অন্ন
নিজেরা জোগাড় করে। প্রভু যীশুর নামে আমরা
বিশেষভাবে তাদের বলছি তারা যেন এইভাবে চলে।
13ভাই ও বোনেরা, সৎকাজ করতে কখনও ক্লান্ত হয়ো
না। 14যদি কেউ এই চিঠিতে আমরা যা লিখেছি, তা
না মানতে চায়, তবে তাকে চিনে রাখো, আর তার কাছ
থেকে দূরে থাক, যেন সে লজ্জা পায়।

15অথচ তার সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করো না,
বরং তাকে ভাই বলে চেতনা দাও।

শেষ বাক্য

16আমরা প্রার্থনা করি যে, শান্তির প্রভু নিজে সব
সময় সব অবস্থায় তোমাদের শান্তি দান করুন। প্রভু
তোমাদের সকলের সাথে থাকুন।

17এই শুভেচ্ছা আমি পৌল নিজে হাতে লিখলাম;
প্রত্যেক চিঠিতে এটাই চিহ্ন, আমি এইরকম লিখে থাকি।

18আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সকলের সঙ্গে থাকুক।

তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্র

1 আমি পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন প্রেরিত। আমাদের
ত্রাণকর্তা ঈশ্বর ও প্রত্যাশাস্থল খ্রীষ্ট যীশুর
অনুমতিক্রমে আমি এই পদে নিযুক্ত।
2আমি তীমথিয়ের কাছে এই চিঠি লিখছি: তুমি
আমার প্রকৃত পুত্রের মতো কারণ তুমি বিশ্বাসী।
পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুঘ খ্রীষ্ট যীশু তোমার
প্রতি অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি প্রদান করুক।

ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

3আমি চাই তুমি ইফিষে থাকো; মাকিদনিয়া যাবার
সময় আমি তোমাকে এই অনুরোধ করেছিলাম। ইফিষের
কিছু লোক ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছে। তুমি ইফিষে থেকে সেই
লোকদের সাবধান করে দাও, যেন তারা ভ্রান্ত শিক্ষা না
দেয়। 4তাদের বলো তারা যেন ধর্মীয় উপকথা নিয়ে,
বংশের অন্তহীন তালিকা নিয়ে সময় না কাটায়। ওসবে
অযথা তর্কের সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরের কাজে ওসব সাহায্য
করে না। ঈশ্বরের কাজ বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। 5এই
আদেশের আসল উদ্দেশ্য হল সেই ভালবাসা জাগিয়ে
তোলা। সেই ভালবাসার জন্য প্রয়োজন শুচি হৃদয়, সৎ
বিবেক ও অকপট বিশ্বাস। 6কিছু লোক আছে যারা
এসব থেকে দূরে সরে গেছে আর তারা এমন সব কথা
বলে যা মূল্যহীন। 7তারা বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষক হতে
চায়, অথচ তারা যে কি বলে তার অর্থ নিজেরাই জানে
না। এমন কি যে বিষয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর
দিয়ে বলে তারা নিজেরাই সেই বিষয় সম্বন্ধে বোঝে
না। 8কিন্তু আমরা জানি যে, বিধি-ব্যবস্থা উত্তম, যদি
কেউ তা ঠিক মতো ব্যবহার করে। 9আমরা আরো
জানি যে বিধি-ব্যবস্থা ধার্মিক লোকদের জন্য নয়; কিন্তু
যারা ঈশ্বরবিরোধী, বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী, পাপী,
অপবিত্র, অধার্মিক, যারা মা-বাবাকে হত্যা করে, যারা
খুন করে, তাদের জন্য। 10যারা যৌন পাপে পাপী,
সমকামী, যারা দাস-বিক্রির ব্যবসা করে, যারা মিথ্যা
বলে, যারা মিথ্যা শপথ করে, দোষারোপ করে ও যারা
কোন না কোনভাবে ঈশ্বরের সত্য শিক্ষার বিরোধিতা
করে, বিধি-ব্যবস্থা তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে।
11সেই শিক্ষা পরম ধন্য ঈশ্বরের মহিমাময়
সুসমাচারের অংশ, যা তিনি আমায় বলতে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের দয়ার জন্য ধন্যবাদ

12আমি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ জানাই,
কারণ তিনি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁর সেবা করার
কাজে নিযুক্ত করেছেন। 13অতীতে আমি খ্রীষ্টের নামে
নিন্দা করতাম, তাঁকে নির্যাতন করতাম ও তাঁর প্রতি
খারাপ ব্যবহার করতাম; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া
করলেন, কারণ অবিশ্বাসী অবস্থায় আমি ঐসব কাজ
করেছিলাম এবং কি করছিলাম তা জানতাম না। 14কিন্তু
আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ পরিপূর্ণরূপে আমাকে দেওয়া
হল। সেই অনুগ্রহের সঙ্গে এল খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও
ভালবাসা।
15এখন আমি যা বলছি তা সত্য, তা সম্পূর্ণভাবে
তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের উদ্ধার
করার জন্য জগতে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমিই
তো সবচেয়ে বড় পাপী; 16কিন্তু এই কারণেই আমার
প্রতি দয়া করা হয়েছে। পাপীদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য
হলেও খ্রীষ্ট যীশু আমার প্রতি তাঁর পূর্ণ ধৈর্য দেখালেন।
যারা পরে তাঁর উপর বিশ্বাস করবে ও অনন্ত জীবন
পাবে তাদের সামনে আমাকে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখলেন।
17যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, অক্ষয়, অদৃশ্য ও একমাত্র
ঈশ্বর; যুগপর্যায়ে যুগে যুগে তাঁরই সম্মান ও মহিমা
হোক্। আমেন।
18তীমথিয়, তুমি আমার পুত্রের মত। আমি তোমাকে
একটি আদেশ দিচ্ছি। অতীতে তোমার সম্পর্কে যে
ভাববাণী ছিল তার সঙ্গে মিল রেখে এই আদেশ। এসব
কথা আমি তোমাকে জানাচ্ছি যেন তুমি সেই ভাববাণী
অনুসারে চলতে পার ও বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ
করতে পার। 19তুমি বিশ্বাস ও সৎবিবেক রক্ষা করে
এই সংগ্রাম চালিয়ে যাও। কিছু কিছু লোক তাদের সৎ
বিবেক পরিত্যাগ করেছে; আর ফলস্বরূপ তারা তাদের
বিশ্বাস ধ্বংস করেছে। 20তাদের মধ্যে হুমিনায় ও
আলেকসান্দর রয়েছে, আমি তাদেরকে শয়তানের হাতে
তুলে দিয়েছি যাতে তারা উচিত শিক্ষা পায় এবং ঈশ্বর
নিন্দা আর কখনও না করে।

স্ত্রী ও পুরুষের জন্য কিছু নিয়ম

2 আমার প্রথম অনুরোধ এই যে তোমরা সকল মানুষের
জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। সকল মানুষের
জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বল। তাদের যা কিছু প্রয়োজন
তা ঈশ্বরের কাছে চাও ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হও।
2বিশেষ করে রাজাদের ও আধিকারিক সকলের জন্য
প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা নীরবে ও শান্তিতে
জীবনযাপন করতে পারি, যে জীবন হবে ঈশ্বরভক্তি ও
ঈশ্বরের উপাসনায় পূর্ণ। 3এরকম করা ভাল, এতে
আমাদের ত্রাণকর্তা সন্তুষ্ট হন। 4তাঁর ইচ্ছা এই যেন
সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায় ও সত্য জানতে পারে। 5কারণ
একমাত্র ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে
কেবল একমাত্র পথ আছে, যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের

কাছে পৌঁছাতে পারে। সেই পথ যীশু খ্রীষ্ট, যিনি নিজেও
একজন মানুষ ছিলেন। 6সমস্ত লোকদের পাপমুক্ত
করতে যীশু নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যীশুর এই
কাজ সঠিক সময়ে প্রমাণ করল যে ঈশ্বর চান যেন সব
লোক উদ্ধার পায়। 7এই জন্যই অইহুদীদের কাছে
আমাকে সুসমাচারের প্রচারক ও প্রেরিতরূপে এবং
বিশ্বাসের ও সত্যের শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করা
হল। আমি সত্যি বলছি, মিথ্যা বলছি না। 8আমার
ইচ্ছা এই যে, সমস্ত জায়গায় পুরুষেরা প্রার্থনা করুক।
যারা প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের দিকে হাত তুলবে তাদের
পবিত্র হওয়া চাই। তারা মনে ক্রোধ না রেখে ও তর্কাতর্কি
না করে প্রার্থনা করুক।

9অনুরূপভাবে আমি চাই নারীরা যেন ভদ্রভাবে ও
যুক্তিযুক্ত ভাবে উপযুক্ত পোশাক পরে তাদের সজ্জিত
করে। তারা নিজেদের যেন শৌখিন খোঁপা করা চুলে
বা সোনা মুক্তোর গহনায় বা দামী পোশাকে না সাজায়।
10কিন্তু সৎকাজের অলঙ্কারে তাদের সেজে থাকা উচিত।
যে নারী নিজেকে ঈশ্বরভক্ত বলে পরিচয় দেয়, তার
এইভাবেই সাজা উচিত।

11নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে
শিক্ষা গ্রহণ করুক। 12আমি কোন নারীকে শিক্ষা দিতে
অথবা কোন পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ব করতে দিই না;
বরং নারী নীরব থাকুক। 13কারণ প্রথমে আদমকে এবং
পরে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

14আদমকে দিয়াবল বোকা বানাতে পারে নি ; কিন্তু
নারীকেই দিয়াবল সম্পূর্ণভাবে বোকা বানিয়ে পাপে
ফেলেছিল। 15তবু যদি আত্মসংযমের সাথে বিশ্বাসে,
প্রেমে ও পবিত্রতায় তারা জীবনযাপন করতে থাকে,
তবে নারী মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে উদ্ধার পাবে।

মণ্ডলীর নেতারা

3 একথা সত্য; যদি কেউ মণ্ডলীর তত্ত্ববধায়কের
কাজে আগ্রহী হন, তবে তিনি এক উত্তম কাজ
আশা করেন। 2তত্ত্ববধায়ককে অতি অবশ্যই সমালোচনার
উর্দ্ধে থাকতে হবে। তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হবেন। তাঁকে
হতে হবে আত্মসংযমী, ভদ্র, সম্মানীয়, অতিথিসেবক
এবং শিক্ষাদানে পারদর্শী মানুষ। 3প্রচুর দ্রাক্ষারস পান
করা তাঁর উচিত হবে না। তিনি উগ্রপ্রকৃতির মানুষও
হবেন না। তিনি হবেন ভদ্র ও শান্তিপ্রিয়। অর্থের প্রতি
তাঁর লোভ থাকবে না। 4তাঁকে এমনই মানুষ হতে হবে
যিনি নিজের ঘর সংসার সুষ্ঠভাবে চালাতে পারেন,
নিজের ছেলেমেয়েদের সুশাসনে রাখতে পারেন যাতে
তিনি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা পান। 5কেউ যদি নিজের
সংসার চালনা করতে না জানে, তবে সে কেমন করে
ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্ববধান করবে? 6কোন নবদীক্ষিত
শিষ্য যেন মণ্ডলীর তত্ত্ববধায়ক না হয়। এতো শিগ্গির
তাকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে ভেবে সে হয়তো
অহঙ্কারী হয়ে উঠবে। তখন দিয়াবলের মতো তার
গর্বের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে; 7আর
বাইরের লোকদের কাছেও তার সুনাম থাকা দরকার,
যাতে সে কোনভাবে অপদস্থ না হয় এবং শয়তানের
ফাঁদে না পড়ে।

মণ্ডলীর পরিচারক

8সেইরকম পরিচারকদেরও সকলের শ্রদ্ধা পাবার
যোগ্য মানুষ হতে হবে। তারা যেন এক কথার মানুষ
হয়, মাত্রা ছাড়িয়ে দ্রাক্ষারস পান না করে, অপরকে
ঠকিয়ে ধনী হবার চেষ্টা না করে। 9তারা যেন নির্মল
বিবেক হয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রকাশিত গভীর
সত্যগুলি নিয়ে আঁকড়ে থাকে। 10প্রথমে তাদের যাচাই
করা হোক্। যদি তাদের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু না থাকে,
তাহলেই তারা পরিচারকরূপে সেবা করতে পারবে।
11সেইভাবে মণ্ডলীতে মহিলাদেরও সকলের শ্রদ্ধেয়া
হতে হবে। তাঁরা যেন অপরের নামে কুৎসা না রটান,
যেন মিতাচারী ও সব ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হন। 12মণ্ডলীর
পরিচারকদের যেন একটি মাত্র স্ত্রী থাকে, তারা যেন
ভালভাবে তাদের সন্তানদের পালন ও সংসার পরিচালনা
করতে পারে। 13কারণ যে পরিচারকেরা ভালভাবে কাজ
করে, তারা সুনাম অর্জন করে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে তাদের
বিশ্বাসে সাহসী হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের নিগূঢ়তত্ত্ব

14যদিও আমি আশা করছি শিগ্গির তোমার কাছে
যাব তবু তোমাকে এসব লিখলাম। 15কারণ যদি আমার
দেরী হয়, তাহলে যেন তুমি জানতে পার যে ঈশ্বরের
পরিবারের মধ্যে কেমন আচার আচরণ করতে হয়, যা
জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী–এই মণ্ডলী হল সত্যের স্তম্ভ ও
দৃঢ় ভিত। 16একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না
যে আমাদের ধর্মের নিগূঢ় সত্য অতি মহান:

খ্রীষ্ট মনুষ্য দেহে প্রকাশিত হলেন, পবিত্র আত্মার
শক্তিতে যথার্থ প্রতিপন্ন হলেন, স্বর্গদূতেরা তাঁর দর্শন
পেলেন। সর্বজাতির মধ্যে তাঁর সুসমাচার প্রচারিত হল,
জগতের মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, পরে
স্বমহিমায় তিনি স্বর্গে উন্নীত হলেন।

ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

4 পবিত্র আত্মা স্পষ্টই বলছেন, শেষের দিকে কিছু
লোক বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে। যে মন্দ আত্মা
মিথ্যা বলে, তারা সেই মন্দ আত্মাকে আনুগত্য দেখাবে
এবং ভূতদের শিক্ষায় মন দেবে। 2যারা মিথ্যা বলে ও
লোকদের প্রতারণা করে, এসব ভ্রান্ত শিক্ষা তাদের
কাছ থেকেই আসে। তারা ভাল ও মন্দের মধ্যে বিচার
করতে পারে না। 3এরাই মানুষকে বিবাহ করতে নিষেধ
করে ও কোন কোন খাদ্য খেতে নিষেধ করে । কিন্তু
সেই খাদ্য সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এবং যারা বিশ্বাসী
ও যারা সত্যকে জানে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে
এই খাবার খেতে পারে। 4বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত
বস্তুই ভাল, ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলে কিছুই অগ্রাহ্য
নয়। 5কারণ ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ও প্রার্থনা দ্বারা তা
শুচি হয়।

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম সেবক হও

6এইসব কথা ওখানকার ভাই ও বোনেদের মনে
করিয়ে দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম সেবকরূপে গণ্য
হবে। বিশ্বাসের বাক্য ও উত্তম শিক্ষা অনুসরণ করে
তুমি যে শক্তিশালী হয়েছ তার প্রমাণ দেখাতে পারবে।
7ঈশ্বরবিহীন অর্থহীন গল্পের সাথে তোমাদের কোন
সম্পর্ক রেখো না। ঈশ্বরের এক ভক্তিমান সেবক হতে
নিজেকে শিক্ষিত কর। 8শরীর চর্চায় কিছু উপকার হয়
বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সেবা সব দিক দিয়েই কল্যাণ করে,
কারণ তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে লাভের প্রতিশ্রুতি
প্রদান করে। 9যা আমি বলি তা সত্য ও সম্পূর্ণ
গ্রহণযোগ্য। 10এই জন্য আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম ও
সংগ্রাম করছি, কারণ আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপর
প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সমস্ত মানুষের ত্রাণকর্তা বিশেষ
করে তাদের-যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখে।

11তুমি এই সব বিষয় পালনের জন্য আদেশ কর ও
শিক্ষা দাও। 12তুমি যুবক বলে কেউ যেন তোমায় তুচ্ছ
না করে; কিন্তু তোমার কথা, স্বভাব, ভালোবাসা, বিশ্বাস
ও পবিত্রতার দ্বারা বিশ্বাসীদের সামনে দৃষ্টান্ত রাখ।
13লোকদের কাছে শাস্ত্র পাঠ করে যাও, তাদের শক্তিশালী
কর ও শিক্ষা দাও। আমি যতদিন না আসি তুমি এই
সব কাজ করবে। 14তোমার মধ্যে যে আত্মিক বরদান
রয়েছে তা ব্যবহার করতে ভুলো না। এক সময় মণ্ডলীর
প্রাচীনেরা তোমার উপর হস্তার্পণ করেছিলেন, সেই সময়
ভাববাণীর দ্বারা সেই দান তোমাতে অর্পিত হয়েছিল।
15ঐসব কাজ করে যাও। ঐ কাজের উদ্দেশ্যে তোমার
জীবন উৎসর্গ কর, তাতে সব লোক দেখতে পাবে
তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে।

16নিজের জীবন ও তুমি যা শিক্ষা দাও সে বিষয়ে
সাবধান থেকো। তোমার ওই সব দায়িত্ব তুমি পালন
করেই চল; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা
তোমার কথা শোনে, তাদেরকেও উদ্ধার করতে পারবে।

অন্যের সঙ্গে বাস করার কিছু নিয়ম

5 তোমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ কাউকে কখনও কঠোরভাবে
তিরস্কার করবে না; তাকে পিতার মত মনে করে
তার কাছে আবেদন কর। তোমার চেয়ে যারা কমবয়সী
তাদের সাথে তোমার ভাইয়ের মত ব্যবহার করো।
2বয়স্কা মহিলাদের মায়ের মতো দেখো। যুবতীদের সঙ্গে
পূর্ণ বিশুদ্ধতার সাথে বোনের মত ব্যবহার করো।

3প্রকৃত বিধবারা-যারা সত্যি একাকী ও বঞ্চিত
তাদের সম্মান কোর, 4কিন্তু কোন বিধবার যদি ছেলেমেয়ে
ও নাতি-নাতনী থাকে তাহলে তারা আগে ঘরের
মানুষেরই প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে শিখুক।
তা করলে তারা তাদের পিতামাতা ও পিতামহ,
মাতামহের স্নেহের ঋণ শোধ দিতে পারবে। এই কাজ
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। 5প্রকৃত বিধবা যে পৃথিবীতে
সহায় সম্বলহীনা সে তো ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে
চলে। সে তো দিনরাত ঈশ্বরের কাছে সাহায্য লাভের
জন্য প্রার্থনা জানায়। 6যে বিধবা বিলাস ব্যসনেই দিন
কাটায় তার কথা আলাদা, বলতে গেলে সে জীবিত
থেকেও মৃত। 7এইসব নির্দেশ তুমি বিশ্বাসীদের মনে
করিয়ে দাও, যাতে কারো কোন বদনাম না হয়। 8কোন
লোক যদি তার আত্মীয় স্বজন আর বিশেষ করে তার
পরিবারের লোকদের ভরণপোষণ না করে, তার মানে
সে বিশ্বাসীদের পথ থেকে সরে গেছে, সে তো অবিশ্বাসীর
চেয়েও অধম।

9বিধবাদের তালিকায় এমন বিধবাদের নাম লেখা
চলে যার বয়স কমপক্ষে ষাট বছর, এবং যার একটিমাত্র
স্বামী ছিল। 10যার নানা সৎকাজের জন্য সুনাম আছে
অর্থাৎ যদি সে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে থাকে, যদি
বিদেশীদের সেবা করে থাকে, যদি ঈশ্বরের লোকদের
পা ধুইয়ে থাকে, যদি কষ্টে লোকদের সাহায্য করে
থাকে, যদি সমস্ত সৎ কাজের অনুসরণ করে থাকে।

11কোন তরুণী বিধবার নাম তুমি কিন্তু সেই তালিকায়
তুলতে অস্বীকার কোর; কারণ তাদের দৈহিক বাসনা
খ্রীষ্ট ভক্তির চেয়ে প্রবল হয়ে উঠলে তারা আবার বিয়ে
করতে চাইবে। 12তা করলে তাদের প্রথম শপথ ভঙ্গের
দায়ে তারা নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে আনে। 13এ
ছাড়া তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে অলস হতে শেখে,
কেবল অলসই নয়, বরং বাচাল এবং অনধিকার চর্চা
করতে ও যে কথা বলা উচিত নয় সেই কথা বলতে
শেখে। 14অতএব আমার ইচ্ছা তারা আমাদের শত্রুদের
নিন্দা করবার কোন সুযোগ না দিয়ে বরং যুবতী বিধবা
আবার বিয়ে করুক, সন্তানের মা হোক, ঘর সংসার
করুক; 15কারণ কয়েকজন বিধবা তো ইতিমধ্যেই ধর্মের
পথ ছেড়ে শয়তানের পথে চলেছে।

16যদি কোন বিশ্বাসী মহিলার পরিবারে বিধবারা
থাকে, তবে মণ্ডলীকে বোঝাগ্রস্ত না করে তিনিই তাদের
উপকার করুন, তাদের সাহায্য করুন, তার ফলে মণ্ডলী
সেই সব বিধবাদের সাহায্য করতে পারবে যারা সত্যি
নিরুপায়।

17যে বয়স্ক প্রাচীনেরা মণ্ডলী পরিচালনা করেন তাঁরা
দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য, বিশেষ করে যারা বাক্য প্রচার
ও শিক্ষাদান করেন। 18কারণ শাস্ত্র বলছে, "যে বলদ
শস্য মাড়ে তার মুখ বন্ধ কোর না।"* আর "যে কাজ
করে সে তো তার পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য।"*

19কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য
কোর না, যদি না দুই বা তিনজন সাক্ষী সেই অভিযোগ
সমর্থন করে। 20যে প্রাচীনেরা পাপ করেই চলে তাদের
মণ্ডলীতে সকলের সামনে তিরস্কার কর, যাতে অন্যেরা
চেতনা পায়।

21আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর মনোনীত স্বর্গদূতদের
সামনে তোমাকে এই কাজ করতে দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি;
কিন্তু সত্য না জেনে তুমি কারো বিচার কোর না এবং
এটা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কর।

22মণ্ডলীর সেবার জন্য কাউকে নিযুক্ত করতে ও
তার ওপর হস্তার্পণ করতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিও না। অপরের

"যে ... না" দ্বি বি 25:4

"যে ... যোগ্য" লূক 10:7

পাপের ভাগী হয়ো না। নিজেকে শুদ্ধভাবে রক্ষা কর।
23তীমথিয় শুধু জল খেও না; তার বদলে তুমি একটু দ্রাক্ষারস পান কোর, কারণ তা তোমার পেটের জন্যে ভাল হবে ও তোমার বার বার অসুখ হবে না।

24কোন কোন লোকের পাপ সহজেই দেখা যায়, আর তাদের পাপ এই প্রমাণ করে যে তারা বিচারিত হবে, আবার কোন কোন লোকের পাপ পরে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
25অনুরূপভাবে মানুষের সৎকাজও সহজে প্রকাশ পায়। এমনকি তাদের স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও তাদের চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না।

6 যারা দাস, তারা নিজের নিজের মনিবদের যথাযোগ্য সম্মান করুক। তাই করলে ঈশ্বরের নাম এবং আমাদের শিক্ষার নিন্দা হবে না।
2যে সব দাসের মনিব বিশ্বাসী, তারা পরস্পর ভাই। তাই বলে দাসেরা সম্মানের দিক দিয়ে মনিব ভাইদের কোনভাবে তুচ্ছ না করুক, বরং সেইসব দাসেরা তাদের মনিবদের আরো ভাল করে সেবা করুক, কারণ যারা উপকার পাচ্ছে তারাও বিশ্বাসী।

ভ্রান্ত শিক্ষা ও সত্যিকারের ধন

তুমি লোকদের এই সব অবশ্য শেখাবে ও সেই অনুসারে কাজ করতে উৎসাহ দেবে।
3কিছু লোক আছে যারা অন্যরকম শিক্ষা দেয়; তারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সত্য শিক্ষার সঙ্গে একমত নয়, এবং যে শিক্ষা প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের সেবার জন্য পথ দেখায়, তা তারা গ্রহণ করে না।
4যে ব্যক্তির শিক্ষা ভ্রান্ত, সে গর্বে পরিপূর্ণ ও অজ্ঞ। সে নিছক কথা নিয়ে রাগ ও তর্কাতর্কি করতে ভালবাসে; এটাই তার অসুস্থতা, যার ফলশ্রুতি হল ঈর্ষা, ঝগড়া, পরনিন্দা ও কুসন্দেহ।
5এই সব লোকদের কাছ থেকে শুধু ঝগড়া শোনা যায়, এরা দুর্নীতিগ্রস্ত মনের মানুষ এবং সত্যকে হারিয়েছে। তারা মনে করে যে ঈশ্বরের সেবা করা ধনী হবার এক উপায়।
6একথা সত্যি যে ঈশ্বরের সেবার ফলে মানুষ মহাধনী হতে পারে, যদি তার কাছে যা আছে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে।
7কারণ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি; আর কোন কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না।
8তাই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান পেলে আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকব।
9কিন্তু যাদের ধনী হবার ইচ্ছা, তারা প্রলোভনে এবং ফাঁদে পড়ে ও নানারকম মূর্খামির কাজে ও ক্ষতিকর বাসনায় পড়ে যা যা করে তা তাদের ধ্বংস ও বিনাশের পথে ঠেলে ফেলে দেয়।
10কারণ সকল মন্দের মূলে আছে অর্থের প্রতি আসক্তি। সেই অর্থের লালসায় কত লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে; আর তার ফলে তারা নিজেদের জীবনে অনেক অনেক দুঃখ ব্যথা ডেকে এনেছে।

কিছু জিনিস মনে রাখা উচিত

11কিন্তু তুমি ঈশ্বরের লোক, তাই এই সব থেকে তুমি দূরে থেকো। সত্য পথে চলতে চেষ্টা কর, ঈশ্বরের সেবা কর, বিশ্বাস, ভালবাসা, ধৈর্য্যও নম্রতা, এইসবের জন্য চেষ্টা কর।
12বিশ্বাস রক্ষা করার দৌড়ে জয়লাভ করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। যে জীবন চিরায়ত তা পাবার বিষয়ে সুনিশ্চিত হও। তোমরা সেই জীবন গ্রহণ করার জন্য আহুত।
13অনেক সাক্ষীর সামনে এবং সেই যীশু খ্রীষ্টের সামনে আমি তোমাকে এই আদেশ করছি, পন্তীয় পীলাতের সামনে যীশুও সেই মহান সত্যের পক্ষে নির্ভীক স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।
14যা তোমাকে আদেশ করা হয়েছে, তা পালন কর, যেন এখন থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় না আসা পর্যন্ত অনিন্দনীয় আচরণে তোমার দায়িত্ব পালন করে চল।
15নিরূপিত সময়ে ঈশ্বর এসমস্ত সম্পন্ন করবেন; তিনি সেই পরমধন্য ঈশ্বর, বিশ্বের একমাত্র শাসনকর্তা যিনি রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু।
16যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, এবং অগম্য জ্যোতির মধ্যে বাস করেন, যাঁকে কেউ কোন দিন দেখতে পায় নি, পাবেও না। সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে তাঁরই হোক্। আমেন।
17যারা এই যুগে ধনী, তাদের এই আদেশ দাও, যেন তারা গর্ব না করে। সেই ধনীদের বল তারা যেন অনিশ্চিত সম্পদের উপর আস্থা না রাখে; কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করুক, যিনি আমাদের উদার হাতে সব কিছু ভোগ করতে দিয়েছেন। ধনীদের বল তারা যেন সৎ কর্ম করে।
18তারা যেন সৎকাজ রূপ ধনে ধনী হয়ে ওঠে, তাদের উদার হতে ও সম্পদ ভাগ করে নিতে প্রস্তুত হতে বল।
19এই কাজের দ্বারা তারা স্বর্গে সম্পদ গড়ে তুলবে; সম্পদের ভিতে গড়ে উঠবে তাদের ভবিষ্যত, তখন তারা প্রকৃত জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

20শোন তীমথিয়, তোমার ওপর ঈশ্বর যে ভার দিয়েছেন তা সযত্নে রক্ষা কর। যা তথাকথিত পাণ্ডিত্য নামে পরিচিত, সেই মূর্খ অসার কথাবার্তার ও তর্কের মধ্যে যেও না।
21কেউ কেউ জীবনে ঐ জ্ঞানের দাবি করে। ঐসব লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের ওপর থাকুক।

তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র

1 আমি পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন প্রেরিত। আমি
একজন প্রেরিত কারণ ঈশ্বর তাই চেয়েছিলেন।
লোকদের কাছে ঈশ্বর আমাকে পাঠালেন যেন খ্রীষ্ট
যীশুতে জীবন লাভের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেই কথা
আমি তাদের বলি।
2তীমথিয়ের কাছে লিখছি। তুমি আমার প্রিয় পুত্রের
মত। পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর কাছ
থেকে তোমাদের উপর অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্তুক।

ধন্যবাদ ও উৎসাহ দান

3দিনে বা রাতে প্রার্থনার সময় আমি তোমাকে স্মরণ
করে থাকি। প্রার্থনার সময় তোমার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাই। আমার পিতৃপুরুষেরা যাঁর সেবা করতেন তিনি
সেই ঈশ্বর। শুদ্ধ বিবেকে আমি সর্বদাই তাঁর সেবা করে
আসছি। 4তুমি যে আমার জন্য চোখের জল ফেলেছিলে
সে কথা আমার মনে আছে। আমি তোমাকে দেখতে
খুবই আকাঙ্খা করছি যাতে আমার অন্তরটা আনন্দে
ভরে ওঠে।
5তোমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথাও আমার মনে
আছে। ঐ ধর্ম বিশ্বাস প্রথমে ছিল তোমার দিদিমা
লোয়ীর ও তোমার মা উনীকীর। আমি জানি যে সেই
একই বিশ্বাস তোমার অন্তরে অটুট রয়েছে। 6সেই জন্য
আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, তোমার মধ্যে
ঈশ্বরের দেওয়া বিশেষ দান রয়েছে। আমি যখন তোমার
ওপর হস্তার্পণ করেছিলাম তখন সেই দান ঈশ্বর তোমাকে
দিয়েছিলেন। এখন আমি চাই যে সেই দান তুমি কাজে
লাগাও এবং তাকে দিন দিন আরো বাড়তে দাও;
যেমন করে সামান্য অগ্নি শিখা এক প্রলয় অগ্নি সৃষ্টি
করে। 7ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মা দেন নি। ঈশ্বর
আমাদের পরাক্রম, প্রেম ও আত্মসংযমের আত্মা
দিয়েছেন।
8তাই আমাদের প্রভু যীশুর কথা লোকদের কাছে
বলতে লজ্জা পেও না। আমার বিষয়েও লজ্জা বোধ
কোর না। আমি তো প্রভুর জন্য কারাগারে আছি।
কিন্তু সুসমাচারের জন্য তুমি আমার সঙ্গে দুঃখভোগ
কর। ঐ কাজ করার জন্য ঈশ্বরই আমাদের শক্তি দেন।
9ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং তাঁর পবিত্র
প্রজা করেছেন, আমাদের কাজের কারণে নয়, কিন্তু
তাঁর নিজ অনুগ্রহ এবং সঙ্কল্প অনুসারে করেছেন। সৃষ্টির
বহুপূর্বে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশুতে সেই অনুগ্রহ আমাদের দেন;
10কিন্তু সেই অনুগ্রহ আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশু না
আসা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। যীশু এসে সেই মৃত্যুকে
শক্তিহীন করলেন ও তাঁর সুসমাচারের মাধ্যমে জীবনের
ও অমরতার পথ দেখালেন। 11সেই সুসমাচার প্রচার
করার জন্য আমাকে মনোনীত করা হল; আমাকে
প্রেরিতরূপে ও সেই সুসমাচারের শিক্ষকরূপে মনোনীত
করা হল। 12সেই সুসমাচার প্রচার করি বলে আমি
কষ্টভোগ করছি; কিন্তু তাতে আমি লজ্জা বোধ করি
না। যাঁকে আমি বিশ্বাস করেছি তাঁকে আমি জানি।
তিনি যা কিছুর ভার আমার ওপর তুলে দিয়েছেন, তা
যে তিনি সেই মহাদিনটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন এই
বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।
13তুমি যে সত্য শিক্ষা আমার কাছে পেয়েছ সেই
অনুসারে চল। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভালবাসা ও বিশ্বাস
তুমি পেয়েছ তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। ঐসব শিক্ষা তোমার
সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে, যে অনুসারে তোমাকে
শিক্ষা দিতে হবে। 14যে মূল্যবান সত্য তোমার হাতে
তুলে দেওয়া হয়েছে তা তুমি আমাদের অন্তরে
বাসকারী পবিত্র আত্মার সাহায্যে রক্ষা কর। 15তুমি
তো জান, এশিয়াতে যারা আছে, তারা সকলে আমায়
ছেড়ে চলে গেছে, তাদের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনিও
আছে।
16প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে দয়া করুন, কারণ
অনীষিফর বহুবার আমায় সুস্থির হতে সাহায্য
করেছিলেন। আমি কারাগারে রয়েছি বলে তিনি
কোনদিনই লজ্জাবোধ করেন নি, 17বরং তিনি রোমে
এসে আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে আমার
সঙ্গে দেখা করেছিলেন। 18প্রভু তাঁকে এই বর দিন যেন
সেই দিন তিনি প্রভুর কাছে দয়া পান; আর ইফিষে
তিনি কিভাবে আমায় সাহায্য করেছিলেন, তা তুমি
ভাল করেই জান।

খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বস্ত সৈনিক

2 তীমথিয় তুমি আমার সন্তানের মতো, খ্রীষ্ট যীশুতে
আমাদের যে অনুগ্রহ আছে তার দ্বারা তুমি শক্তিমান
হয়ে ওঠ। 2তুমি ও অন্যান্য অনেকে আমি যে বিষয়
শিক্ষা দিয়েছি তা শুনেছ; সেইসব এমন বিশ্বস্ত লোকদের
শেখাও যারা অন্য লোকদের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে।
3খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বস্ত সৈনিকের মত আমাদের সাথে
কষ্টভোগ কর।
4সৈনিক, যুদ্ধ করার সময় তার সেনাপতিকে সন্তুষ্ট
করবার কথা মনে রাখে, জনসাধারণের কাজ নিয়ে
ব্যস্ত থাকে না। 5আবার কোন ব্যক্তি যদি ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, তবে তাকে
প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হয় যেন সে
বিজয়ী হতে পারে। 6যে কৃষক কঠোর পরিশ্রম করে,

সেই প্রথমে ফসলের ভাগ পায়। 7আমি যা বলি, তা
ভেবে দেখ, কারণ এসব বিষয় বুঝতে প্রভু তোমাকে
বুদ্ধি দেবেন।
8যীশু খ্রীষ্টের কথা মনে কর, তিনি দায়ূদের বংশে
জন্মেছিলেন, যীশু মৃত্যুর পর মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই তো সেই সুসমাচার যা
লোকদের কাছে আমি প্রচার করি।
9সুসমাচার প্রচার করেছি বলে আমি কষ্টভোগ করছি,
একজন অপরাধীর মত আমাকে শেকলে বেঁধে বন্দী
করে রাখা হয়েছে ; কিন্তু ঈশ্বরের বার্তাকে শেকল দিয়ে
বাঁধা যায় না।
10তাই ধৈর্যের সঙ্গে ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন
তাদের জন্য আমি সব কিছু সহ্য করি, যাতে তারাও
খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত মহিমার সাথে যে পরিত্রাণ ও অনন্ত
জীবন আছে তা লাভ করে।
11এই কথা বিশ্বাসযোগ্য:
কারণ আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে থাকি,
তবে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব।
12এখন যদি কষ্ট সহ্য করি তবে তাঁর সাথে রাজত্বও
করব। যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তিনিও আমাদেরকে
অস্বীকার করবেন।
13আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি কিন্তু বিশ্বস্ত
থাকেন; কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন
না।

অনুমোদিত কর্মী

14তুমি লোকদের এইসব কথা মনে করিয়ে দিও,
ঈশ্বরের সামনে তাদের সতর্ক করে দাও যেন লোকেরা
বাক্য নিয়ে তর্কবিতর্ক না করে, কারণ তাতে কোন
লাভ হয় না, বরং যারা শোনে তাদের সর্বনাশ হয়।
15যে কর্মী সঠিকভাবে সত্য শিক্ষাকে ব্যবহার করে এবং
নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে লজ্জিত নয় এমন একজন
কর্মী হিসেবে ঈশ্বরের অনুমোদন পাবার জন্য আপ্রাণ
চেষ্টা কর।
16কিন্তু বাজে জাগতিক আলোচনা, যার মধ্যে
ঈশ্বরের কোন প্রেরণা নেই তার থেকে দূরে থাকো। ঐ
ধরণের কথাবার্তা মানুষকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর থেকে
দূরে নিয়ে যায়। 17যারা এই ধরণের আলোচনা করে
তাদের শিক্ষা কর্কট রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে। হুমিনায়
ও ফিলীত হল এই ধরণের লোক। 18এরা সত্য শিক্ষা
থেকে সরে গেছে। তারা বলছে, মৃতদের পুনরুত্থান হয়ে
গেছে। এই দুজন লোক কিছু কিছু লোকের বিশ্বাস নষ্ট
করেছে।
19ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর জন্য যে শক্ত ভিত স্থাপন
করেছেন তা হেলানো যাবে না, সেই ভিতের ওপর
এও লেখা আছে, “ঈশ্বর সেই সব লোকেদের জানেন
যারা তাঁর” এবং “যে কেউ নিজেকে ঈশ্বরের লোক
বলে সে মন্দ কাজ হতে অবশ্যই দূরে থাকুক।”
20কিন্তু কোন বড় বাড়িতে কেবল সোনার ও রূপোর
বাসন নয়, কাঠের ও মাটির পাত্রও থাকে, তাদের মধ্যে
কিছু বাসন থাকে বিশেষ ব্যবহারের জন্য, আবার কিছু
বাসন থাকে সাধারণ ব্যবহারের জন্য। 21সুতরাং যদি
কেউ নিজেকে এইসব মন্দ বিষয় হতে পরিষ্কার করে
তবে সে বিশেষ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বাসনই হয়ে
উঠবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হয়ে উঠবে আর তার কর্তা
তাকে ব্যবহার করতে পারবে। সেই ব্যক্তি যে কোন
সৎকাজ করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।
22তুমি যৌবনের সমস্ত কামনা বাসনা থেকে পালাও
এবং যাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যারা তাদের প্রভুতে
ভরসা রাখে, সেই সমস্ত লোকের সাথে বিশ্বাস, ভালবাসা
ও শান্তির সাথে সঠিক জীবনযাপনের জন্য আগ্রহী
হও।
23কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ ও জ্ঞানহীন তর্কের মধ্যে জড়িয়ে
পড়োনা, তুমি জান যে ঐসব শূন্যগর্ভ তর্কবিতর্ক থেকে
লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। 24যে মানুষ প্রভুর সেবক তার
কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়, সে হবে সকলের
প্রতি দয়ালু। প্রভুর সেবককে একজন উত্তম শিক্ষক
হতে হবে, তাকে সহিষ্ণু হতে হবে। 25যারা তার
বিরুদ্ধে কথা বলে বিনীতভাবেই তাদের ভুল দেখিয়ে
দিতে হবে। হয়তো ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন
করবেন যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে পারে।
26দিয়াবল ঐ লোকদের ফাঁদে ফেলেছে ও তার ইচ্ছা
পালন করার জন্য দাসে পরিণত করেছে ; কিন্তু এমন
হতে পারে যে তারা চেতনা পেয়ে জেগে উঠবে ও
বুঝতে পারবে যে শয়তান তাদের নিয়ে খেলছে আর
দিয়াবলের ফাঁদ থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে
পারবে।

শেষের দিনগুলি

3একথা মনে রেখো যে শেষকালে ভয়ঙ্কর সময়
আসছে। 2কারণ লোকে তখন স্বার্থপর, ও অর্থপ্রেমী
হয়ে উঠবে। তারা গর্ব করবে, সবাইকে তুচ্ছ ও পরনিন্দা
করবে। লোকে তাদের মা-বাবার অবাধ্য হবে। তারা
অকৃতজ্ঞ, অধার্মিক হবে;
3অপর লোকদের জন্য তাদের স্নেহভালবাসা থাকবে
না। তারা অপরকে ক্ষমা করতে চাইবে না বরং তারা
অন্যের বিষয়ে নানা মন্দ কথা বলে বেড়াবে। লোকেরা
আত্মসংযমী হবে না, হবে হিংস্র। তারা ভাল কিছু
সইতে পারবে না। 4শেষের দিনগুলিতে লোকেরা
বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বিবেচনা না করেই তারা
হঠকারীর মতো কিছু করে বসবে। তারা আত্মগর্বে
স্ফীত হবে। ঈশ্বরের চেয়ে বরং তারা ভোগবিলাসকেই
ভালবাসবে।
5তারা ধর্মের ঠাট বজায় রাখবে, কিন্তু ঈশ্বরের
শক্তি প্রত্যাখ্যান করবে। তীমথিয়, এমন লোকদের
সংস্পর্শ এড়িয়ে চল।
6এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা চালাকি
করে লোকের বাড়ি বাড়ি যায় এবং সেখানে তারা
এমনসব নির্বোধ স্ত্রীলোকদের উপর প্রভুত্ব করে
যারা পাপের দোষে পূর্ণ এবং সব রকমের ইচ্ছা দ্বারা

চালিত। 7সেই স্ত্রীলোকেরা সতত নতুন শিক্ষা শিখতে
চেষ্টা করে; কিন্তু সেই সত্যকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম
করতে সক্ষম হয় না।
8আর যান্নি ও যাম্বির কথা মনে কর, তারা মোশির
বিরোধিতা করেছিল। সেইভাবে এই লোকেরাও সত্যের
বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এদের মন জঘন্য এবং এরা প্রকৃত
বিশ্বাসের অনুসারী হতে পারে নি; 9কিন্তু এরা তাদের
কাজে কৃতকার্য হতে পারবে না। সবাই দেখতে
পাবে যে তারা কতো নির্বোধ। যান্নি ও যাম্বির
বেলায়ও তাই হয়েছিল।

শেষ নির্দেশ

10কিন্তু তুমি আমার সব কথাই জান। যা আমি
শেখাই, যেভাবে আমি চলি সবই তুমি জান। আমার
জীবনের কি লক্ষ্য তাও তুমি জান। তুমি আমার বিশ্বাস,
ধৈর্য, ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতার কথা জান। 11আমার
জীবনে নির্যাতন ও কষ্টভোগের কথাও তুমি জান।
আন্তিয়খিয়া, ইকনিয় ও লুস্ত্রায় যখন আমি গিয়েছিলাম,
সে সব জায়গায় আমার কি অবস্থা হয়েছিল, কত
কষ্টের মধ্যে আমাকে পড়তে হয়েছিল তা তুমি জান;
কিন্তু সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার
করেছেন।
12খ্রীষ্ট যীশুতে যত লোক ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে
চলতে চাইবে তাদের সকলকে নির্যাতিত হতে হবেই;
13কিন্তু দুষ্ট লোকেদের এবং ঠগবাজদের ক্রমশঃই
অধঃপতন ঘটবে। তারা পরকে ঠকাবে নিজেরাও
ঠকবে।
14কিন্তু তুমি যা যা শিখেছ তাতেই স্থির থাক, এবং
দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস কর কারণ তুমি জান কাদের কাছ
থেকে তুমি সেই শিক্ষা পেয়েছ। 15বাল্যকাল থেকে
পবিত্র শাস্ত্রের সঙ্গে তোমার পরিচিতি হয়েছে;
শাস্ত্রগুলিই তোমাকে সেই প্রজ্ঞা দেবে যা খ্রীষ্ট যীশুতে
বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের পথে নিয়ে যায়।
16সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুযোগ, সংশোধন
ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই
সঠিক নির্দেশ দিতে পারে, 17যেন তার দ্বারা ঈশ্বরের
লোক পরিপক্ক ও সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত
হয়।

4 ঈশ্বরকে ও যীশু খ্রীষ্টকে সামনে রেখে আমি তোমাকে
এক আদেশ দিচ্ছি। খ্রীষ্ট যীশু, যিনি জীবিত ও
মৃতদের বিচার করবেন, তাঁর এক রাজ্য আছে আর
তিনি আবার ফিরে আসছেন, তাই আমি তোমাকে এই
আদেশ দিচ্ছি:
2লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। ভাল কি
মন্দ সব সময়ের জন্য তুমি সর্বদাই প্রস্তুত থেকো।
তাদের ভুল কাজ সম্বন্ধে বোধ জাগাও। তারা ভুল
পথে গেলে তাদের থামতে বলো, সৎকার্যে তাদের
উৎসাহিত করো। সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে ও উচিত শিক্ষার
মাধ্যমে এইসব কাজ কর। 3কারণ এমন সময় আসবে,
যে সময় লোকেরা সত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইবে না;
কিন্তু নিজেদের মনোমত কথা শোনার জন্য নিজের
নিজের পছন্দ মতো বহু গুরু ধরবে। 4লোকেরা সত্য
থেকে কান ফিরিয়ে নিয়ে মনগড়া কাহিনীর দিকে মন
দেবে। 5কিন্তু তুমি সব সময়ে সংযত থেকো, ধৈর্যের
সঙ্গে সব কষ্ট সহ্য কর এবং সুসমাচার প্রচার কর।
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারক হিসাবে তোমার কর্তব্য পালন
করে চল।
6ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমার জীবন এর মধ্যেই পেয়
অর্ঘ্যের মতো ঢালা হয়েছে। আমার যাবার সময় হয়ে
এসেছে।
7আমি ভাল ভাবেই লড়াই করেছি। নির্দিষ্ট দৌড়
শেষ করেছি। অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্ট বিশ্বাস। 8এখন
অবধি সঠিক জীবনযাপন করার জন্য আমার জন্য এক
বিজয় মুকুট তোলা আছে, সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারক
প্রভু সেই মহাদিনে আমাকে তা দেবেন। হ্যাঁ, সেই
মুকুট তিনি আমায় দেবেন। কেবল আমাকে নয়, বরং
যত লোক তাঁর পুনরাগমনের জন্য ভালোবাসার সাথে
অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছে, এ মুকুট তাদের সকলকে
দেবেন।

ব্যক্তিগত কিছু কথা

9তুমি যত শিগ্গির পার আমার কাছে চলে এস,
10কারণ দীমা এই জগতকে ভালবেসে আমাকে ছেড়ে
থিষলনীকীতে চলে গিয়েছে। ক্রীস্কেন্ত গালাতীয়ায় আর
তীত দাল্মাতিয়াতে গেছে। 11একা লূক কেবল আমার
সঙ্গে আছেন। তুমি যখন আসবে মার্ককে সঙ্গে করে
এস, এখানকার কাজে সে আমায় সাহায্য করতে পারবে।
12তুখিককে আমি ইফিষে পাঠিয়েছি।
13ত্রোয়াতে, কার্পের কাছে যে শালখানি রেখে এসেছি,
তুমি আসার সময় সেটি এবং পুস্তকগুলি, বিশেষ করে
চামড়ার ওপর লেখা পুস্তকগুলি সঙ্গে করে এনো;
ওগুলি আমার চাই।
14আলেক্সান্দর, যে পিতল ও তামার কাজ করে
সে আমার অনেক ক্ষতি করেছে। প্রভু তার কাজের
সমুচিত প্রতিফল তাকে দেবেন। 15তুমিও সেই লোক
থেকে সাবধান থেকো; কারণ আমরা যা কিছু প্রচার
করেছি, সে ভীষণভাবে তার বিরোধিতা করেছে।
16আমাকে যখন প্রথমবার বিচারকের সামনে দাঁড়
করানো হয়েছিল, তখন আমায় সাহায্য করতে কেউ
আমার পাশে ছিল না; সকলে পালিয়ে গেল। আমি
প্রার্থনা করি তাদের এই অপরাধ যেন গণ্য না হয়।
17কিন্তু প্রভু আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং আমাকে
শক্তিশালী করলেন, যাতে আমি সেই বার্তা সম্পূর্ণভাবে
প্রচার করতে পারি এবং যেন সমস্ত অইহুদী জনগণ
সেই সুসমাচার শুনতে পায়, আর আমি সিংহের মুখ
থেকে রক্ষা পেলাম।
18কেউ আমার ক্ষতি করতে চাইলে প্রভু আমাকে
রক্ষা করবেন। প্রভু তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে নিশ্চয়ই
নিরাপদে নিয়ে যাবেন। যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক্।
আমেন।

শেষ শুভেচ্ছা

[19]প্রিষ্কাকে ও আকিল্লাকে এবং অনীষিফরের
পরিবারকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। [20]ইরাস্ত করিন্থে
থেকে গেছেন, এবং এফিম অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি
তাকে মিলীতে রেখে এসেছি। [21]তুমি শীতকালের আগে
অবশ্যই আসার চেষ্টা কর। ঊবুল, পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া
ও এখানকার সমস্ত ভাই ও বোনেরা তোমায় শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন।

[22]প্রভু তোমার আত্মায় বিরাজ করুন। ঈশ্বরের
অনুগ্রহ তোমার সহবর্তী হোক্।

তীতের প্রতি পত্র

1 ঈশ্বরের দাস এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত দূত পৌলের
কাছ থেকে– ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন তাদের
খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পথে এগিয়ে আনতে ও ঐশ্বরিক সত্য
শিক্ষা দিতে আমাকে দূত হিসাবে পাঠানো হয়েছে;
আর সেই সত্যই আমাদের জ্ঞাত করে কিভাবে ঈশ্বরের
সেবা করতে হয়। 2অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা থেকেই
আমাদের সেই বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ হয়। সময় শুরুর
পূর্বেই ঈশ্বর সেই জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর
ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না। 3ঠিক সময়ে ঈশ্বর তাঁর বার্তা
জগতের কাছে প্রচারের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছেন।
ঈশ্বর সেই কাজের ভার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।
আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমি
সেই বার্তা প্রচার করেছি।
4এই চিঠি তীতের প্রতি লেখা হয়েছে। একই বিশ্বাসের
ভাগীদার হওয়ায় তুমি আমার প্রকৃত সন্তান।
পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট তোমায়
অনুগ্রহ ও শান্তি দিন।

ক্রীতী দ্বীপে তীতের প্রচার

5আমি তোমাকে ক্রীতী দ্বীপে রেখে এলাম, যাতে
বাকি কাজগুলি তুমি শেষ করতে পার এবং আমার
নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি শহরের মণ্ডলীতে প্রাচীনদের
নিয়োগ করতে পার। 6প্রাচীনরূপে গণ্য হবে সেই ব্যক্তি
যে কোন দোষে দোষী নয়, যে কেবল একজন স্ত্রীর
স্বামী, যার ছেলেমেয়েরা খ্রীষ্টবিশ্বাসী এবং বেয়াড়া বা
অবাধ্য বলে পরিচিত নয়। 7একজন প্রাচীনের কাজ হল
ঈশ্বরের কাজে তত্ত্বাবধান করা সুতরাং তাকে নির্দোষ,
নম্র, উদারচিত্ত এবং ক্রোধে ধীর হতে হবে, মাতাল
মারকুটে ও লোক ঠকিয়ে ধনী হবার চেষ্টা সে করবে
না। 8একজন প্রাচীন বরং লোকেদের সাহায্য করার
জন্য তার গৃহে তাদের আতিথ্য দিতে প্রস্তুত থাকবে,
যা ভাল তাই ভালবাসবে; সে বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ,
পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হবে। 9আমরা যে সত্য প্রচার
করি তা সে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করবে; লোকেদের
সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারবে এবং যারা সত্যের
বিরোধী তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে পারবে।
10কারণ অনেকে আছে যারা অবাধ্য স্বভাবের মানুষ।
যারা অসার কথাবার্তা বলে বেড়ায় ও অনেককে ভ্রান্তির
মধ্যে নিয়ে যায়। বিশেষ করে আমি সেই লোকদের
কথা বলছি, যারা বলছে যে সব অইহুদী খ্রীষ্টীয়ানদের
সুন্নত হওয়া চাই। 11একজন প্রাচীন নিশ্চয়ই দেখিয়ে
দিতে পারবেন যে এইসব লোকেদের চিন্তা ভুল ও
তাদের কথাবার্তা অসার, অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করে
দিতে পারবেন, কারণ তারা তাদের যে বিষয়ে শিক্ষা
দেওয়া উচিত নয় তা শিক্ষা দিয়ে তারা বহু পরিবারের
সবাইকে বিপর্যস্ত করেছে। তারা অসৎ উপায়ে অর্থ
লাভের জন্য এইরকম করে বেড়ায়। 12তাদেরই একজন
ক্রীতীয় ভাববাদী বলছেন, “ক্রীতীয়েরা সর্বদাই
মিথ্যাবাদী, বন্য জন্তু এবং অলস পেটুক”, 13আর একথা
সত্যি, এইজন্য তুমি ঐ লোকদের বল যে তারা ভুল
করছে, তুমি তাদের প্রতি কড়া হও যাতে তাদের বিশ্বাস
দৃঢ় হয়, 14তখন তারা ইহুদীদের মিথ্যা গল্প গ্রহণ করবে
না এবং যারা সত্য থেকে সরে গেছে এরকম লোকদের
আজ্ঞা মানবে না।
15অন্তরে যারা শুচি তাদের কাছে সব কিছুই শুচি;
কিন্তু যাদের অন্তর কলুষিত ও যারা অবিশ্বাসী তাদের
কাছে কিছুই শুচি নয়; বাস্তবে তাদের মন ও বিবেক
কলুষিত হয়ে পড়েছে।
16তারা স্বীকার করে যে ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু
কাজকর্মে তাঁকে অস্বীকার করে। তারা অতিশয় ঘৃণ্য,
তারা অবাধ্য এবং কোন ভাল কাজ করার ব্যাপারে
সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সত্য শিক্ষার অনুসরণ

2 সত্য শিক্ষা অনুসরণের জন্য তুমি অবশ্যই লোকেদের
এইসব কাজ করতে বলবে। 2বৃদ্ধদের বল, যেন
তারা আত্মসংযমী, গম্ভীর ও বিজ্ঞ হন। তারা যেন
বিশ্বাসে, ভালোবাসায় ও ধৈর্য্যে দৃঢ় হন।
3সেইভাবে বৃদ্ধাদের বল তারা যেন আচরণে পবিত্র
হন। তারা যেন অপরের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে
না বেড়ান ও দ্রাক্ষারস পানে আসক্ত না হন। কিন্তু
তারা যেন সৎ শিক্ষা দিয়ে বেড়ান, 4এবং যুবতীদের
শিক্ষা দেন তারা যেন তাদের স্বামীদের ও সন্তানদের
ভালবাসে। 5তারা যেন বিচক্ষণ, পরিশুদ্ধ, গৃহকর্মে
নিষ্ঠাবতী, দয়াময়ী ও স্বামীর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে
কেউ ঈশ্বরের বার্তা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে
না। 6সেইভাবে যুবকদের বল তারা যেন সব কিছুতেই
আত্মসংযম বজায় রাখে; 7আর তুমি নিজে সব বিষয়ে
তাদের সামনে সৎকাজের আদর্শ হও। তুমি যখন শিক্ষা
দেবে তখন সততা ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তা দিও। 8যখন
কথা বলবে তখন সত্য বলো যেন যা তুমি বলছ কেউ
তার সমালোচনা করতে না পারে। এর ফলে তোমার
বিপক্ষেরা লজ্জায় পড়বে, কারণ তোমার সম্পর্কে সে
খারাপ কিছুই বলতে পারবে না।
9দাসদের তুমি এই শিক্ষা দাও: তারা যেন সবসময়
নিজেদের মনিবদের আজ্ঞা পালন করে, তাদের সন্তুষ্ট

রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, এবং মনিবদের কথার প্রতিবাদ
না করে। 10তারা যেন মনিবদের কিছু চুরি না করে এবং
তাদের মনিবদের বিশ্বাসভাজন হয়। এইভাবে তাদের
সমস্ত আচরণে প্রকাশ পাবে যে আমাদের ত্রাণকর্তা
ঈশ্বরের শিক্ষা উত্তম।

11ঐভাবেই আমাদের চলা উচিত কারণ ঈশ্বরের
অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। যে অনুগ্রহ প্রত্যেক মানুষকে
রক্ষা করতে পারে, সেই অনুগ্রহ আমাদের দেওয়া
হয়েছে। 12সেই অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা
ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপন না করি ও জগতের কামনা
বাসনা অগ্রাহ্য করে এই বর্তমান জগতে আত্মনিয়ন্ত্রিত,
ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করি।

13আমাদের মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের
মহিমার আবির্ভাবের জন্য যখন অপেক্ষা করছি, তখন
যেন আমরা সবাই এইভাবেই চলি। তিনিই আমাদের
মহান প্রত্যাশা, যিনি মহিমা নিয়ে আসবেন। 14খ্রীষ্ট
আমাদের জন্যে নিজেকে দিলেন, যাতে সমস্ত মন্দ
থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, যাতে আমরা
সৎকর্মে আগ্রহী ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে কেবল তাঁর
হই। 15এসব কথা বল এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তাদের
উৎসাহিত কর ও তিরস্কার কর। কেউ যেন তোমাকে
তুচ্ছ করতে না পারে।

ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পরামর্শ

3তুমি লোকদের মনে করিয়ে দিও, যেন তারা দেশের
সরকার ও কর্তৃপক্ষের অনুগত হয়। তাদের
কথামতো চ’লে যে কোন সৎকাজ করতে যেন প্রস্তুত
থাকে। 2বিশ্বাসীদের বল তারা যেন কারও বিষয়ে মন্দ
না বলে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া না করে, সমস্ত মানুষের
সাথে যেন অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার করে।

3কারণ একসময়ে আমরাও নির্বোধ ও অবাধ্য ছিলাম।
অন্যের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে নানা রকমের মন্দ
ইচ্ছা ও কুৎসিত আনন্দের দাস ছিলাম। আমাদের
জীবন অশুভ কামনা ও ঈর্ষায় পূর্ণ ছিল। অন্যেরা
আমাদের ঘৃণা করত আর আমরাও পরস্পরকে ঘৃণা
করতাম। 4কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া
ও মনুষ্যপ্রীতি প্রকাশিত হল 5তখন তিনি তাঁর দয়ার
গুণে আমাদের রক্ষা করলেন। ঈশ্বরের কাছে যোগ্য
বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম
বলে নয়। তিনি আমাদের পরিষ্কার করে পরিত্রাণপ্রাপ্ত
নতুন মানুষ করলেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা
নতুন হলাম। 6সেই পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর আমাদের
ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের উপরে বিপুল
পরিমাণে বর্ষণ করলেন। 7তাঁর অনুগ্রহে আমরা ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি এবং ঈশ্বর তাঁর
আত্মাকে আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা অনন্ত জীবন
পেতে পারি। এটাই তো আমাদের প্রত্যাশা। 8আর এই
শিক্ষা সত্য।

আমি চাই যে তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে পার যে
লোকেরা এসব বুঝতে পারছে, তাহলে যারা ঈশ্বরে
বিশ্বাসী তারা নিজেদের জীবন মঙ্গলকর্মে উৎসর্গ করার
জন্য উৎসুক থাকবে। এসবই উত্তম বিষয়, এতে সবার
সাহায্য হবে।

9অর্থহীন বাক্‌বিতণ্ডা, বংশতালিকা নিয়ে আলোচনা,
মোশির বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষা নিয়ে কোন্দল এবং লড়াই
করে এমন লোকদের এড়িয়ে চলবে, কারণ এগুলো
অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। 10যে ব্যক্তি তর্কবিতর্ক করতে
চায় তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার সাবধান করার পরও
যদি সে না শোনে তখন তাকে এড়িয়ে চলবে; 11কারণ
তুমি জেনো, এধরণের লোকেরা মন্দ ও পাপে
জীবনযাপন করে। তার পাপই প্রমাণ করে যে সে ভুল
পথে যাচ্ছে।

শেষ কথা

12আমি তোমার কাছে আর্তিমাকে ও তুখিককে
পাঠাবো, আমার সঙ্গে নিকপলিতে দেখা করতে আপ্রাণ
চেষ্টা কোর, কারণ শীতকালটা আমি ওখানেই কাটাবো
ঠিক করেছি। 13আইনজীবি সীনা ও আপল্লো ওখান
থেকে রওনা হবেন।

তাঁদের যাত্রাপথে যতদূর পারো সাহায্য কোর। ভাল
করে দেখো তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন সবই যেন তাঁরা
পান। 14আমাদের লোকেরা যেন সৎকর্মে উদ্যোগী হয়,
এইভাবে যার যা প্রয়োজন তা মেটাতে তাদের সাহায্য
করুক। যদি তারা এটা করে তবে তাদের জীবন নিস্ফল
হবে না। 15আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। যারা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের ভালবাসেন
তাদের শুভেচ্ছা জানিও।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।

ফিলীমনের প্রতি পত্র

পৌল, যীশু খ্রীষ্টের বন্দী এবং আমাদের ভাই
তীমথিয়, **2**আমাদের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী ফিলীমন ও
বোন আপ্পিয়া এবং আমাদের সহসেনা আর্খিপ্প; এবং
যে মণ্ডলী ফিলীমনের ঘরে উপাসনার জন্য সমবেত
হন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি।
3আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী হোক্।

ফিলীমনের ভালবাসা এবং বিশ্বাস

4আমি যখন প্রার্থনার সময় তোমাকে মনে করি,
তখন তোমার জন্য সর্বদা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।
5প্রভু যীশুর প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সমস্ত
পবিত্র লোকের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা আমি
শুনতে পাই ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। **6**আমি
প্রার্থনা করি আমরা যে বিশ্বাসের অংশীদার তা যেন
তোমাকে খ্রীষ্টের মহৎ গুণগুলি বুঝতে সাহায্য করে।
7ভাই, ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তুমি যে ভালবাসা
দেখিয়েছ তা তাদের নতুন শক্তির যোগান দিয়েছে,
আর এতে আমি গভীর আনন্দ ও শান্তি পেয়েছি।

ওনীসিমাসকে ভাইয়ের মত গ্রহণ কর

8তাই আমি খ্রীষ্টের নামে সাহসী হয়ে যা সঠিক তা
করার জন্য তোমাকে আদেশ করতে পারি। **9**কিন্তু আমি
তোমাকে বরং তোমার ভালবাসার জন্য এটা করতে
অনুরোধ করবো। আমি পৌল, এখন বৃদ্ধ হয়েছি, খ্রীষ্ট
যীশুর জন্য আমি বন্দী। **10**কারাগারে থাকাকালীন যে
ওনীষিমাসকে পুত্ররূপে পেয়েছি তার হয়ে তোমাকে
আমার অনুরোধ জানাই। **11**সে আগে তোমার উপযোগী
ছিল না কিন্তু এখন তোমার ও আমার উভয়েরই
উপযোগী।**12**তাকেই আমি তোমার কাছে ফেরৎ পাঠাচ্ছি,
তার সঙ্গে যেন আমার নিজের প্রাণই পাঠাচ্ছি। **13**আমি
তাকে আমার কাছে রাখতে চেয়েছিলাম যাতে
সুসমাচারের জন্য আমি কারাগারে থাকাকালীন সে
তোমার হয়ে আমার সেবা করতে পারে। **14**তোমার
অনুমতি না নিয়ে আমি কিছু করতে চাইনি। আমি চাই
তুমি যেন বাধ্য হয়ে নয় বরং নিজের ইচ্ছানুসারেই
আমার এই উপকারটুকু করতে পার। **15**কারণ হয়তো
এই জন্যই ওনীষিমাস কিছু কালের জন্য আলাদা
হয়েছিল, যেন তুমি চিরকালের জন্য তাকে পেতে পার।
16এখন তাকে আর কেবলমাত্র তোমার দাসরূপে নয়,
দাসের থেকে শ্রেয় স্নেহের ভাইয়ের মতো ফিরে পেতে
পারো। সে আমার প্রিয়, কিন্তু তোমার কাছে প্রভুর
ভাই ও মানুষ হিসাবে সে আরো প্রিয় হবে।
17যদি আমাকে তোমার বন্ধু বলে মানো তবে
ওনীষিমাসকে আবার গ্রহণ করো। তোমরা আমাকে
যেভাবে অভ্যর্থনা জানাও ওনীষিমাসকেও সেইভাবে
অভ্যর্থনা জানিও। **18**ওনীষিমাস যদি তোমার কোন ক্ষতি
করে থাকে, বা তোমার কিছু ধারে তবে তা আমার
দেনা হিসাবে ধরো। **19**আমি পৌল, নিজের হাতে এটা
লিখলাম, আমিই শোধ করব। তুমি তোমার নিজের
জীবনের জন্য যে আমার কাছে ঋণী, সে বিষয়ে আমি
কিছুই বলব না। **20**হ্যাঁ, ভাই তোমার কাছ থেকে আমি
প্রভুর প্রতিনিধি হিসাবে কিছু পেতে চাই। আমার হৃদয়কে
খ্রীষ্টে উৎসাহিত কর। **21**তুমি আমার অনুরোধ মানবে
এই বিশ্বাসে আমি তোমাকে এই চিঠি লিখছি। তাছাড়া
আমি জানি যে আমি যা বলছি তুমি তার থেকেও বেশী
করবে।
22আবার বলি আমার থাকার জন্য ঘরও ঠিক করে
রেখো; কারণ আশা করছি ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনার
উত্তর দেবেন এবং শিগ্‌গির আমি তোমাদের কাছে যেতে
পারব।

শেষ শুভেচ্ছা

23খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দী ইপাফ্রা তোমাকে
শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। **24**মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা এবং লূক
আমার এই সহকর্মীরাও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।
25প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহায়
হোক্।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে কথা বলেছেন

1 অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে বহুবার নানাভাবে
আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
2এখন এই শেষের দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে
আবার কথা বললেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দ্বারাই সমগ্র
জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পুত্রকেই সবকিছুর
উত্তরাধিকারী করেছেন। 3একমাত্র ঈশ্বরের পুত্রই ঈশ্বরের
মহিমার ও তাঁর প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ। ঈশ্বরের পুত্র
তাঁর পরাক্রান্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছু ধরে রেখেছেন।
সেই পুত্র মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করেছেন।
তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমার ডানপাশের আসনে
বসেছেন। 4ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এমন এক নাম দিয়েছেন
যা স্বর্গদূতদের নাম থেকে শ্রেষ্ঠ; আর স্বর্গদূতদের তুলনায়
তিনি হয়ে উঠেছেন আরো মহান।

5কারণ ঈশ্বর ঐ স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখন
বলেছিলেন,

"তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার পিতা
হয়েছি।" *গীতসংহিতা 2:7*

আবার ঈশ্বর কখনই বা স্বর্গদূতদের বলেছেন,

"আমি তার পিতা হব আর সে আমার পুত্র হবে।"
2 শমূয়েল 7:14

6আবার তাঁর প্রথম পুত্রকে যখন তিনি জগতে নিয়ে
এলেন তখন ঈশ্বর বললেন,

"ঈশ্বরের সমস্ত স্বর্গদূতেরা তাঁর উপাসনা করুক।"
দ্বিতীয় বিবরণ 32:43

7স্বর্গদূতদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন:

"আমার স্বর্গদূতদের আমি বায়ুর মতো করে আর
আমার সেবকদের আগুনের শিখার মতো করে তৈরী
করি।" *গীতসংহিতা 104:4*

8কিন্তু তাঁর পুত্রের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন:

"হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী; আর
ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তুমি তোমার রাজ্য শাসন করবে।
9তুমি ন্যায়কে ভালবাস এবং অন্যায়কে ঘৃণা কর।
এই কারণে তোমার ঈশ্বর তোমাকে পরম আনন্দ
দিয়েছেন; তোমার সঙ্গীদের থেকে তোমায় অধিক
পরিমাণে দিয়েছেন।" *গীতসংহিতা 45:6-7*

10ঈশ্বর একথাও বলেছেন:

"হে প্রভু, আদিতে তুমিই পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন
করেছ; স্বর্গ তোমারই হাতের সৃষ্টি।
11সেসব একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে; কিন্তু তুমিই
নিত্যস্থায়ী। সেসব পোশাকের মতো পুরানো হয়ে যাবে।
12তুমি সেসব পোশাকের মতো গুটিয়ে রাখবে; আর
পোশাকের মতো সেগুলির পরিবর্তন হবে। কিন্তু তোমার
কোন পরিবর্তন হবে না, তোমায় আয়ুরও শেষ হবে
না।" *গীতসংহিতা 102:25-27*

13কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাউকে কখনও বলেন
নি:

"আমি তোমার শত্রুদের যতক্ষণ না তোমার পদানত
করি, তুমি আমার ডানপাশে বস।"
গীতসংহিতা 110:1

14ঐ স্বর্গদূতেরা কি পরিচর্যাকারী আত্মা নয়? আর যারা
পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদের পরিচর্যা করার জন্যই কি
এদের পাঠানো হয় নি?

আমাদের পরিত্রাণ বিধি-ব্যবস্থা থেকে মহান

2 এই জন্য যে বাণী আমরা শুনেছি, তাতে আরো
ভালভাবে মন দেওয়া আমাদের উচিত, যেন আমরা
তার প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত না হই। 2যে শিক্ষা
স্বর্গদূতদের মুখ দিয়ে ঈশ্বর জানিয়েছিলেন ও যা সত্য
বলে প্রমাণিত হয়েছিল, সেই শিক্ষা যখনই ইহুদীরা
অমান্য করে অবাধ্যতা দেখিয়েছে– তাদের শাস্তি হয়েছে।
3তখন এমন মহৎ এই পরিত্রাণ যা আমাদেরই জন্য
এসেছে তা অগ্রাহ্য করলে আমরা কিভাবে রক্ষা পাব?
এই পরিত্রাণের কথা প্রভু স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন;
আর যারা তাঁর কাছ থেকে এই বাণী শুনেছিল, তারাই
আমাদের কাছে এই পরিত্রাণের সত্যতা প্রমাণ করল।
4ঈশ্বরও নানা সঙ্কেত, আশ্চর্যজনক কাজ, অলৌকিক
ঘটনা ও মানুষকে দেওয়া পবিত্র আত্মার নানা বরদানের
মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবিষয়ে সাক্ষ্য রেখেছেন।

খ্রীষ্ট তাদের রক্ষার্থে মানুষের মতো হয়েছিলেন

5বাস্তবিক যে জগতের বিষয়ে আমরা বলছি, ঈশ্বর
সেই ভাবী জগতকে তাঁর স্বর্গদূতদের কর্তৃত্বাধীন রাখেন
নি। 6এটা শাস্ত্রের কোন এক জায়গায় লেখা আছে:

"হে ঈশ্বর, মানুষ এমন কি যে তার বিষয়ে তুমি
চিন্তা কর? অথবা মানবসন্তানই বা কে যে তুমি তার
কথা ভাব?
7তুমি তাকে অল্প সময়ের জন্যই স্বর্গদূতদের থেকে
নীচুতে রেখেছিলে; কিন্তু তুমি তাকেই পরালে সম্মান
ও মহিমার মুকুট।

8আর সবকিছুই তুমি রাখলে তার পদতলে।”
গীতসংহিতা 8:4-6

সবকিছু তার অধীনে করাতে কোন কিছুই তার কর্তৃত্বের
বাইরে রইল না, যদিও এখন আমরা অবশ্য সবকিছু
তার অধীনে দেখছি না ; **9**কিন্তু আমরা যীশুকে দেখেছি,
যাঁকে অল্পক্ষণের জন্য স্বর্গদূতদের থেকে নীচে স্থান
দেওয়া হয়েছিল। সেই যীশুকেই এখন সম্মান আর
মহিমার মুকুট পরানো হয়েছে, কারণ তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা
ভোগ করেছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকল মানুষের
জন্য মৃত্যুকে আস্বাদন করেছেন।

10কেবল ঈশ্বরই সেই জন যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি
হয়েছে এবং সবকিছুই তাঁর মহিমার জন্য, তাই অনেক
সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগীদার করতে ঈশ্বর
প্রয়োজনীয় কাজটিই করলেন। তিনি তাদের পরিত্রাণের
প্রবর্তক যীশুকে নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে সিদ্ধ ত্রাণকর্তা
করেছেন। **11**যিনি পবিত্র করেন আর যারা পবিত্র হয়,
তারা সকলে এক পরিবারভুক্ত। সেই কারণেই তিনি
তাদের ভাই বলে ডাকতে লজ্জিত নন। **12**যীশু বলেন,

“হে ঈশ্বর, আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার
নাম প্রচার করব, মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা গান
করব।” *গীতসংহিতা 22:22*

13তিনি আবার বলেছেন,

“আমি ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করব।”
যিশাইয় 8:17

তিনি আবার এও বলেছেন,

“দেখ, এই আমি ও আমার সঙ্গে সেই সন্তানদের,
ঈশ্বর আমাকে যাদের দিয়েছেন।” *যিশাইয় 8:18*

14ভাল, সেই সন্তানরা যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন
যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু
এইরকম করলেন যেন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি
দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন; **15**আর যারা মৃত্যুর
ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছে তাদের মুক্ত করেন।
16কারণ এটা পরিষ্কার যে তিনি স্বর্গদূতদের সাহায্য
করেন না, কেবল অব্রাহামের বংশধরদেরই সাহায্য
করেন। **17**সেইজন্য সবদিক থেকে যীশুকে নিজের
ভাইদের মতো হতে হয়েছে যাতে তিনি মানুষের পাপের
ক্ষমার জন্য একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজকরূপে
ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারেন। **18**যীশু নিজে পরীক্ষা
ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে গেছেন বলে যারা পরীক্ষার
মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের যীশু সাহায্য করতে পারেন।

যীশু মোশির থেকে মহান

3 তাই তোমরা সকলে যীশুর বিষয়ে চিন্তা কর। ঈশ্বর
যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের
ধর্ম-বিশ্বাসের মহাযাজক। আমার পবিত্র ভাই ও বোনেরা,
আমি তোমাদের বলছি তোমরা এক স্বর্গীয় আহ্বান
পেয়েছ। **2**ঈশ্বর যীশুকে আমাদের কাছে পাঠালেন আর
তাঁকে তিনি আমাদের মহাযাজক করলেন। মোশির
মতো যীশুও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। যীশুর কাছে
ঈশ্বর যা কিছু চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের সেই গৃহরূপ মণ্ডলীতে
তিনি সে সবই করলেন। **3**কেউ যখন কোন গৃহ নির্মাণ
করে তখন গৃহ থেকে গৃহনির্মাতার মর্যাদা অধিক হয়;
যীশুর বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে, সুতরাং মোশির থেকে
অধিক সম্মান যীশুরই প্রাপ্য। **4**প্রত্যেক গৃহ কেউ না
কেউ নির্মাণ করে, কিন্তু ঈশ্বর সবকিছু নির্মাণ করেছেন।
5মোশি ঈশ্বরের গৃহে সেবকরূপে বিশ্বস্তভাবে কাজ
করেছিলেন আর ঈশ্বর ভবিষ্যতে যা বলবেন তা
লোকদের কাছে মোশিই বললেন।

6কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র হিসাবে ঈশ্বরের গৃহের কর্তা। আমরা
বিশ্বাসীরাই তাঁর গৃহ, আর তাই থাকব যদি আমরা
আমাদের সেই মহান প্রত্যাশা সম্পর্কে সাহস ও গর্ব
নিয়ে চলি।

আমরা অবশ্যই নিয়ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করব

7তাই পবিত্র আত্মা যেমন বলছেন:

“আজ, তোমরা যদি ঈশ্বরের রব শোন,

8অতীত দিনের মতো হৃদয় কঠিন কোর না, যে
দিন তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে; সেদিন
তোমরা প্রান্তরে ঈশ্বরের পরীক্ষা করেছিলে।

9সেই প্রান্তরে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা চল্লিশ বছর
ধরে আমার সমস্ত কীর্তি দেখতে পেয়েছিল, তবু তারা
আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করল।

10তাই আমি এই জাতির ওপর ক্রুদ্ধ হলাম ও
বললাম, ‘এরা সব সময় ভুল চিন্তা করে। এই লোকেরা
কখনও আমার পথ বুঝল না।’

11তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই শপথ করলাম : ‘তারা
কখনই আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করতে পারবে না।’”
গীতসংহিতা 95:7-11

12আমার ভাই ও বোনেরা, দেখো, তোমরা সতর্ক
থেকো, তোমাদের মধ্যে কারো যেন দুষ্ট ও অবিশ্বাসী
হৃদয় না থাকে যা জীবন্ত ঈশ্বর থেকে তোমাদের দূরে
সরিয়ে নিয়ে যায়। **13**তোমরা দিনের পর দিন একে
অপরকে উৎসাহিত কর যতক্ষণ সময় “আজ” আছে।
পাপের ছলনা যেন তোমাদের হৃদয়কে কঠিন না করে।
14শুরুতে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল যদি শেষ পর্যন্ত
আমরা সেই বিশ্বাসে স্থির থাকি তাহলে আমরা সকলেই
খ্রীষ্টের সহভাগী। **15**শাস্ত্র তো এই কথা বলে:

“আজ যদি তোমরা ঈশ্বরের রব শোন, তাহলে
তোমাদের অন্তর কঠিন কোর না, যেমন সেই বিদ্রোহের
দিনে করেছিলে।” *গীতসংহিতা 95:7-8*

16যারা ঈশ্বরের রব শোনার পরও তাঁর বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করেছিল, প্রশ্ন হল তারা কারা? মোশি যাদের
মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন তারাই কি
নয়? **17**আর কাদের ওপরই বা ঈশ্বর চল্লিশ বছর ধরে
ক্রুদ্ধ ছিলেন? সেই লোকদের উপরে নয় কি যারা পাপ

করেছিল ও তার ফলে প্রান্তরে মারা পড়েছিল? 18তিনি
কাদের বিরুদ্ধেই বা শপথ করে বলেছিলেন, “এরা
আমার বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না?”
যারা অবাধ্য হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কি নয়? 19তাহলে
এখন আমরা দেখলাম যে, অবিশ্বাসের দরুণই তারা
ঈশ্বরের বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে পারল না।

4 ঈশ্বর সেই লোকদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা
এখনও আমাদের জন্য রয়েছে। এই সেই প্রতিশ্রুতি
যে, আমরা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারব।
তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার, যেন তোমাদের
মধ্যে কেউ ব্যর্থ না হও। 2পরিত্রাণ লাভের জন্য সুসমাচার
যেমন ওদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল তেমনি আমাদের
কাছেও করা হয়েছে, তবু সেই সুসমাচার শিক্ষা শুনেও
তাদের কোন শুভফল দেখা গেল না, কারণ তারা তা
শুনে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নি। 3আমরা যারা
বিশ্বাস করেছি, তারাই সেই বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে
সক্ষম। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন,

“আমি ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করেছি: ‘এরা কখনও আমার বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না।’”

গীতসংহিতা 95:11

একথা ঈশ্বর বলেছেন যদিও ঈশ্বরের সমস্ত কাজ জগৎ
সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয়েছিল। 4শাস্ত্রের কোন
কোন জায়গায় ঈশ্বর সপ্তাহের সপ্তম দিনের বিষয়ে
বলেছিলেন: “সৃষ্টির সমস্ত কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে
তিনি বিশ্রাম করলেন।”* 5আবার শাস্ত্রের অন্য একস্থানে
ঈশ্বর বলেছেন: “আমার বিশ্রামে ঐ মানুষদের কখনই
প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।”

6তবুও একথা এখনও সত্য যে কেউ সেই বিশ্রামে
প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই লোকেরা যারা প্রথমে
সুসমাচারের কথা শুনেছিল, অবাধ্য হওয়ার কারণে
সেখানে প্রবেশ করে নি। 7তখন ঈশ্বর আবার একটি
দিন স্থির করলেন, আর সেই দিনের বিষয়ে তিনি বললেন,
“আজ”। ঈশ্বর এর বহুদিন পর রাজা দায়ূদের মাধ্যমে
এই দিনটির বিষয়ে বলেছিলেন। যেমন এ বিষয়ে আগেই
শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

“আজ যদি তোমরা ঈশ্বরের রব শোন, তবে অতীত দিনের মতো তোমাদের হৃদয় কঠিন কোর না।”

গীতসংহিতা 95:7-8

8যিহোশূয় তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত বিশ্রামের মধ্যে
নিয়ে যেতে পারেন নি। এবিষয়ে আমরা জানি কারণ
ঈশ্বর এরপর আবার বিশ্রামের জন্য আর এক দিনের
“আজ” কথা উল্লেখ করেছেন। 9এতে বোঝা যায় যে
ঈশ্বরের লোকদের জন্য সেই সপ্তম দিনে যে বিশ্রাম তা
আসছে, 10কারণ ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করার পর বিশ্রাম
করেছিলেন। তেমনি যে কেউ ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ
করে সেও ঈশ্বরের মত তার কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন
করে। 11তাই এস, আমরাও ঈশ্বরের সেই বিশ্রামে প্রবেশ
করতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, যাতে কেউ অবাধ্যতার পুরানো
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পতিত না হই। 12ঈশ্বরের বাক্য
জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাক্য দুপাশে ধারযুক্ত তরবারির
ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর
সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে
মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে। 13ঈশ্বরের সামনে
কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না, তিনি
সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। তাঁর সাক্ষাতে
সমস্ত কিছুই খোলা ও প্রকাশিত রয়েছে, আর তাঁরই
কাছে একদিন সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে।

ঈশ্বরের সামনে আসতে যীশু আমাদের সাহায্য করেন

14আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে
ঈশ্বরের সাথে বাস করতে গেছেন। তিনি যীশু, ঈশ্বরের
পুত্র, তাই এসো আমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকি।
15আমাদের মহাযাজক যীশু আমাদের দুর্বলতার কথা
জানেন। যীশু এই পৃথিবীতে সবরকমভাবে প্রলোভিত
হয়েছিলেন। আমরা যেভাবে পরীক্ষিত হই যীশু
সেইভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও
পাপ করেন নি। 16সেইজন্যে বিশ্বাসে ভর করে করুণা
সিংহাসনের সামনে এসো, যাতে আমাদের প্রয়োজনে
আমরা দয়া ও অনুগ্রহ পেতে পারি।

5 প্রত্যেক ইহুদী মহাযাজককে মানুষের ভেতর থেকে
মনোনীত করা হয়। ঈশ্বর বিষয়ে লোকেদের যা
করণীয় সেই কাজে সাহায্য করার জন্য যাজককে নিয়োগ
করা হয়। সেই যাজক লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের
জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপহার ও বলি উৎসর্গ করেন।
2অন্যান্য লোকদের মতো মহাযাজকও দুর্বল। তিনি অপর
মানুষের অজ্ঞতা ও বিচ্যুতি থাকলেও তাদের সঙ্গে
নরম ব্যবহার করতে সমর্থ যেহেতু তিনিও অন্যান্য
লোকদের মতো নিজের দুর্বলতার দ্বারা বেষ্টিত।
3মহাযাজক মানুষের পাপের জন্য যে বলি উৎসর্গ করেন
তার সাথে নিজে দুর্বল বলে নিজের পাপের জন্যও
তাকে বলি উৎসর্গ করতে হয়।

4মহাযাজক হওয়া সম্মানের বিষয়, আর কেউই
নিজের ইচ্ছানুসারে এই মহাযাজকের সম্মানজনক পদ
নিতে পারে না। হারোণকে যেমন এই কাজের জন্য
ঈশ্বর ডেকেছিলেন, তেমনি প্রত্যেক মহাযাজককে ঈশ্বরই
ডাকেন। 5কথাটা খ্রীষ্টের বেলায়ও প্রযোজ্য। খ্রীষ্ট
মহাযাজক হয়ে গৌরব নেবার জন্য নিজেকে মনোনীত
করেন নি; কিন্তু ঈশ্বরই খ্রীষ্টকে মনোনীত করলেন।
ঈশ্বর খ্রীষ্টকে বললেন,

“তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার পিতা হলাম।”

গীতসংহিতা 2:7

6আর অন্য গীতে ঈশ্বর বললেন,

“তুমি মল্কীষেদকের* মতো চিরকালের জন্য মহাযাজক হলে।”

গীতসংহিতা 110:4

“সৃষ্টির … করলেন” আদি 2:2

মল্কীষেদক অব্রাহামের সময়ে এই নামে একজন যাজক এবং রাজা বাস করতেন। আদি 14:17-24

7খ্রীষ্ট যখন এ জগতে ছিলেন তখন সাহায্যের জন্য
তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরই তাঁকে
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ আর যীশু ঈশ্বরের
নিকট প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুজলের সঙ্গে প্রার্থনা
করেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তাঁর নম্রতা ও বাধ্যতার
জন্য ঈশ্বর যীশুর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। 8যীশু
ঈশ্বরের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দুঃখভোগ করেছিলেন ও
দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন। 9এইভাবে
যীশু মহাযাজকরূপে পূর্ণতা লাভ করলেন; আর তাই
তাঁর বাধ্য সকলের জন্য তিনি হলেন চিরকালের
পরিত্রাণের পথ। 10ঈশ্বর এইজন্যে তাঁকে মল্কীষেদকের
মত মহাযাজক বলে ঘোষণা করলেন।

যীশুতে স্থির থাকতে অনুরোধ

11এই বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে;
কিন্তু তোমাদের কাছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করা কঠিন,
কারণ তোমরা তা বুঝতে চেষ্টা করো না। 12এতদিনে
তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এটা বোধ
হয় প্রয়োজনীয় যে তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাণীর প্রাথমিক
বিষয়গুলি কেউ শেখায়। কোন শক্ত খাবার নয় তোমাদের
প্রয়োজন দুধের। 13যার দুধের প্রয়োজন সে তো শিশু।
সেই ব্যক্তির ধার্মিকতার বিষয়ে যে শিক্ষা আছে সে
সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। 14কিন্তু শক্ত খাবার
তাদেরই জন্য যারা শিশুর মতো আচরণ করে না এবং
আত্মায় পরিপক্ক। নিজেদের শিক্ষা দিয়ে ও তা অভ্যাস
করে তারা ভাল মন্দের বিচার করতে শিখেছে।

6 এই জন্য খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের
শেষ করে ফেলা উচিত। যা নিয়ে আমরা শুরু
করেছিলাম পুনরায় সেই পুরানো শিক্ষামালার দিকে
আর আমাদের ফিরে যাওয়া ঠিক নয়। মন্দ বিষয়
থেকে ফেরা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এইসব করে আমরা
খ্রীষ্টেতে জীবন শুরু করেছিলাম। 2সেই সময় বিভিন্ন
রকম বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের বিষয়ে আমাদের শিক্ষা
দেওয়া হয়েছিল। মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা
ও অনন্ত বিচার সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু
এখন সেই সব থেকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ও
উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। 3ঈশ্বর যদি চান তবে
আমরা এই কাজ করব।

4-6যারা একবার অন্তরে সত্যের আলো পেয়েছে,
স্বর্গীয় দানের আস্বাদ পেয়েছে ও পবিত্র আত্মার
অংশীদার হয়েছে আর ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যে মঙ্গল
নিহিত আছে তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও ঈশ্বরের
নতুন জগতের পরাক্রমের কথা জানতে পেরেছে অথচ
তারপর খ্রীষ্ট থেকে দূরে সরে গেছে, এমন লোকদের
মন পরিবর্তন করে খ্রীষ্টের পথে তাদের ফিরিয়ে আনা
আর সম্ভব নয়। কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্রকে অগ্রাহ্য
করে তাঁকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও সকলের সামনে
তাঁকে উপহাসের পাত্র করছে।

7যে জমি বারবার বৃষ্টি শুষে নেয় ও যারা তা চাষ
করে তাদের জন্য ভাল ফসল উৎপন্ন করে, সে জমি
যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য তা বোঝা যায়। 8কিন্তু যদি
সেই জমি শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাঝোপে ভরে যায় তবে
তা অকর্ম্মণ্য জমি, তার ঈশ্বরের অভিশাপে অভিশপ্ত
হবার ভয় আছে এবং তা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে
যাবে।

9আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদিও আমরা এরূপ বলছি,
তবু তোমাদের বিষয়ে আমাদের এমন দৃঢ় নিশ্চয়তা
আছে যে, তোমাদের অবস্থা এর থেকে ভালো আর
তোমরা যা কিছু করবে তা তোমাদের পরিত্রাণ লাভেরই
পদক্ষেপ বিশেষ। 10ঈশ্বর ন্যায় বিচারক, তোমাদের সব
সৎকর্মের কথা ঈশ্বর মনে রাখেন। তাঁর লোকদের
তোমরা যে সাহায্য করেছ ও এখনও করে থাক, এর
দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাই প্রকাশ
করেছ, এও কি তিনি ভুলতে পারেন? 11কিন্তু আমরা
চাই যেন তোমাদের প্রত্যেকে তাদের সমস্ত জীবনে
একই রকম তৎপরতা দেখায়, যাতে তোমরা সম্পূর্ণভাবে
নিশ্চিত হতে পার যে তোমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে।

12আমরা চাই না যে তোমরা অলস হও; কিন্তু
আমরা চাই যারা বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের
প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তোমরাও তাদের মতো হও।

13ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন আর ঈশ্বর থেকে মহান কেউ নেই। তাই
তাঁর থেকে মহান কোন ব্যক্তির নামে শপথ করতে না
পারাতে তিনি নিজের নামে শপথ করলেন। 14তিনি
বললেন, “আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করব ও
তোমার বংশ অগণিত করব।”* 15এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে
অব্রাহাম ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলেন, পরে ঈশ্বর যা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি লাভ করলেন।

16সাধারণ মানুষ যখন তার থেকে মহান কোন
ব্যক্তির নাম নিয়ে শপথ করে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন
করবে কিনা সে বিষয়ে এই শপথের দ্বারা সব সংশয়ের
অবসান হয়, সব তর্কের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। 17ঈশ্বর যে
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারীদের
তিনি শপথের মাধ্যমে আরও নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে
চাইলেন যে তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয়। 18ঈশ্বরের
প্রতিশ্রুতি ও শপথ কখনও বদলায় না। ঈশ্বর মিথ্যা
কথা বলেন না ও শপথ করার সময়ে ছল করেন না।
অতএব আমরা যারা নিরাপত্তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে
ছুটে যাই, তাদের পক্ষে এই বিষয়গুলি বড় সান্ত্বনার। ঐ
বিষয় দুটি ঈশ্বরের প্রদত্ত আশাতে জীবন অতিবাহিত
করার জন্য আমাদের সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাবে।

19আমাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যাশা
আছে তা নোঙরের মত দৃঢ় ও অটল। তা পর্দার
আড়ালে স্বর্গীয় মন্দিরের পবিত্র স্থানে আমাদের প্রবেশ
করায়। 20যীশু যিনি মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী
চিরকালের জন্য মহাযাজক হলেন; তিনি আমাদের
হয়ে সেখানে প্রবেশ করেছেন এবং আমাদের জন্য পথ
খুলে দিয়েছেন।

“আমি ... করব” আদি 22:17

যাজক মল্কীষেদক

7এই মল্কীষেদক শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের
যাজক ছিলেন। অব্রাহাম যখন রাজাদের পরাস্ত করে
ঘরে ফিরছিলেন তখন এই মল্কীষেদক অব্রাহামের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 2অব্রাহাম
যুদ্ধ জয় করে যা কিছু পেয়েছিলেন তার দশ ভাগের
একভাগ তাকে দিয়েছিলেন। মল্কীষেদকের নামের অর্থ
হল, “ন্যায়ের রাজা”, এরপর তিনি আবার “শালেমের
রাজা” অর্থাৎ “শান্তিরাজ”। 3মল্কীষেদকের মা, বাবা,
বা তার পূর্বপুরুষের কোন বংশতালিকা পাওয়া যায়
না, তার শুরু বা শেষের কোন নথি নেই। ঈশ্বরের
পুত্রের মতো তিনি হলেন অনন্তকালীন যাজক।

4তাহলে তোমরা দেখলে, মল্কীষেদক কতো মহান
ছিলেন। এমন কি আমাদের কুলপিতা অব্রাহাম যুদ্ধ
জয় করে লুঠ করা দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে
দিয়েছিলেন। 5লেবির সন্তানদের মধ্যে যারা যাজক হন
তাঁরা তাদের ভাই ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছ থেকে
বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এক দশমাংশ গ্রহণ করার অধিকার
লাভ করেন, যদিও তারা উভয়েই অব্রাহামের বংশধর।
6মল্কীষেদক লেবির বংশের ছিলেন না, কিন্তু তিনি
অব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ নিয়েছিলেন; আর ঈশ্বর
যাকে আশীর্বাদ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন সেই
অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 7এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নেই যে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিই সব সময় মহত্তর ব্যক্তির
কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে। 8ইহুদী যাজকরা
মরণশীল হয়েও এক দশমাংশ পান; কিন্তু মল্কীষেদক
যিনি অব্রাহামের কাছ থেকে এক দশমাংশ পেয়েছিলেন
তিনি জীবিত, শাস্ত্র এই কথা বলে। 9আবার এও বলা
যেতে পারে যে লেবি নিজেও অব্রাহামের মধ্য দিয়ে
মল্কীষেদককে দশমাংশ দিয়েছেন। 10মল্কীষেদক যখন
অব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন লেবি তাঁর
পিতৃকুলপতির (অব্রাহামের) দেহে অবস্থান করছিলেন।

11যারা যাজকের কাজ করতেন সেই লেবির
বংশধরদের কাজের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর
ইস্রায়েলীয়দের তাঁর বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সেই
যাজকের মাধ্যমে যখন লোকেরা আত্মিকভাবে সিদ্ধতা
লাভ করতে পারে নি তখন অন্য এক যাজকের আসার
প্রয়োজন হল। অন্য একজন যাজক যিনি হারোণের
মতো নন কিন্তু মল্কীষেদকের মতো। 12যখন যাজকত্ব
বদলানো হয় তখন বিধি-ব্যবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক
হয়ে পড়ে। 13আমরা এসব কথা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলছি।
তিনি তো অন্য বংশভুক্ত। সেই বংশের কেউ তো
যাজকরূপে যজ্ঞবেদীর পরিচর্যা কখনও করেন নি।
14কারণ এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের প্রভু যিহূদা বংশ
থেকেই এসেছেন; আর এই বংশের ব্যাপারে মোশি
যাজক হওয়ার বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

যীশু মল্কীষেদকের মতোই যাজক

15এই বিষয়গুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যখন
আমরা মল্কীষেদকের মতো আর একজন যাজককে
উৎপন্ন হতে দেখি। 16তিনি মানুষের রীতি-নীতি এবং
বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী যাজক হন নি, কিন্তু তিনি অবিনশ্বর
জীবনী শক্তির অধিকারী হয়েই তা হয়েছিলেন। 17কারণ
তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে : “মল্কীষেদকের
মতো তুমি অনন্তকালীন যাজক।”*

18পুরানো বিধান বাতিল করা হল, কারণ তা দুর্বল
ও অকেজো হয়ে পড়েছিল। 19কারণ মোশির বিধি-ব্যবস্থা
কিছুই সিদ্ধ করতে পারে নি। এখন আমাদের কাছে
এক মহত্তর আশা রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের
কাছে উপস্থিত হতে পারি।

20আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ঈশ্বর যখন
যীশুকে মহাযাজক করেন তখন ঈশ্বর শপথ করেছিলেন;
অন্যেরা যাজক হবার সময় ঈশ্বর কোন শপথ করেন
নি, 21কিন্তু তিনি যীশুকে যাজক করার সময় শপথ
করলেন। ঈশ্বর বললেন:

“প্রভু এক শপথ করলেন, আর তিনি এ বিষয়ে
তাঁর মন বদলাবেন না, ‘তুমি অনন্তকালীন যাজক।’”

গীতসংহিতা 110:4

22এই শপথের কারণে যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের
উৎকৃষ্টতর এক চুক্তির জামিনদার হয়েছেন।

23অনেকে যাজক হয়েছিলেন, কারণ মৃত্যু কোনও
একজন যাজককে অনন্তকালের জন্য থাকতে দেয়নি।
24কিন্তু ইনি (যীশু) চিরজীবি বলে তাঁর এই যাজকত্ব
চিরস্থায়ী। 25তাই যারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে
আসে তাদের তিনি চিরকাল উদ্ধার করতে পারেন,
কারণ তাদের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করতে তিনি
চিরকাল জীবিত আছেন।

26প্রকৃতপক্ষে আমাদের যীশুর মতো এইরকম পবিত্র,
নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মহাযাজক প্রয়োজন ছিল। তিনি
পাপীদের থেকে স্বতন্ত্র, আর আকাশ মণ্ডলের ঊর্দ্ধেও
তাঁকে উন্নীত করা হয়েছে। 27তিনি অন্যান্য যাজকদের
মতো নন। অন্যান্য যাজকদের মতো প্রতিদিন আগে
নিজের পাপের জন্য ও পরে লোকদের পাপের জন্য
বলি উৎসর্গ করার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ
তিনি যখন নিজেকে বলিরূপে একবার উৎসর্গ করেন
তখনই তিনি সেই কাজ চিরকালের জন্য সম্পন্ন করেছেন।
28বিধি-ব্যবস্থানুসারে যে সব মহাযাজক নিয়োগ করা
হয় তারা দুর্বল মানুষ; কিন্তু পরে ঈশ্বরের শপথ বাক্যের
দ্বারা, যাঁকে মহাযাজকরূপে নিয়োগ করা হয়, তিনি
ঈশ্বরের পুত্র, যিনি চির সিদ্ধ।

যীশুই আমাদের মহাযাজক

8এখন আমরা যে বিষয় বলছি তার প্রধান বক্তব্য
হচ্ছে: আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে
ঈশ্বরের মহিমাময় সিংহাসনের ডানপাশে বসে আছেন।
2তিনি সেই মহাপবিত্রস্থানে সেবা করছেন, যা প্রকৃত
উপাসনার স্থান এবং যে উপাসনাস্থল মানুষের হাতে
গড়া নয় বরং ঈশ্বর স্বয়ং তা নির্মাণ করেছেন।

“মল্কীষেদক ... যাজক” গীত 110:4

3প্রত্যেক মহাযাজককে বলি ও উপহার উৎসর্গ করার জন্যই নিয়োগ করা হয়। তাই আমাদের এই মহাযাজককেও ঈশ্বরকে কিছু উৎসর্গ করতে হয়। 4আমাদের মহাযাজক যদি পৃথিবীতে থাকতেন তবে তিনি কখনও যাজক হতেন না , কারণ পুরানো বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী এখানে যাজকরা ঈশ্বরকে উপহার নিবেদন করার জন্য রয়েছেন। 5যাজকরা যে কাজ করেন তা কেবল স্বর্গীয় জিনিসগুলির নকল ও ছায়ামাত্র। মোশি যখন পবিত্র তাঁবু স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বর তাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, “দেখো, পাহাড়ের উপরে তোমাকে যেমন শিবির দেখানো হয়েছিল তুমি ঠিক সেইরকমই করো।” 6কিন্তু এখন যীশুকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা ঐ যাজকদের থেকে অনেক গুণে মহৎ। সেই একইভাবে যীশু যে নতুন চুক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে এনেছেন তা পুরাতন চুক্তিটির থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। এই নতুন চুক্তি শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতিশ্রুতির উপর স্থাপিত হয়েছে। 7কারণ ঐ প্রথম চুক্তি যদি নিখুঁত হতো, তাহলে তার জায়গায় দ্বিতীয় চুক্তি স্থাপনের প্রয়োজন হতো না। 8কিন্তু ঈশ্বর লোকদের মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

“দেখো, এমন সময় আসছে, যখন আমি ইস্রায়েলের লোকেদের ও যিহূদার লোকেদের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি করব।

9সেই চুক্তি অনুসারে নয় যা আমি তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে এর আগে করেছিলাম, যেদিন আমি তাদের হাত ধরে মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল তাতে তাদের বিশ্বাস ছিল না; আর তাই আমি তাদের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, একথা প্রভু বলেন।

10আমি ইস্রায়েল বংশের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি স্থির করব; ভবিষ্যতে আমি এই চুক্তি স্থাপন করব, একথা প্রভু বলেন। আমি তাদের মনের মাঝে আমার বিধি-ব্যবস্থা দেবো আর তাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা লিখে দেবো। আমি তাদের ঈশ্বর হবো ও তারা আমার প্রজা হবে।

11কাউকে আর তাদের সহ নাগরিকদের ও ভাইদের এই বলে শিক্ষা দেবার দরকার হবে না, প্রভুকে জান, কারণ ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই আমাকে জানবে।

12কারণ আমার বিরুদ্ধে তারা যতো অপরাধ করেছে সে সব আমি ক্ষমা করব, তাদের সকল পাপ আর কখনো স্মরণ করব না।” *যিরমিয় 31:31-34*

13এই চুক্তিকে যখন ঈশ্বর নতুন বলছেন তখন প্রথমের চুক্তিটি পুরানো হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু পুরানো তা তো জীর্ণ আর তা শিগ্গিরই বিলীন হয়ে যাবে।

পুরানো চুক্তি অনুসারে উপাসনা

9 ঐ প্রথম চুক্তিতে উপাসনা করার নানা বিধি-নিয়ম ছিল; আর মানুষের তৈরী এক উপাসনার স্থান ছিল। 2উপাসনার স্থানটি ছিল এক তাঁবুর ভেতরে। যার প্রথম অংশকে বলা হতো পবিত্র স্থান যেখানে ছিল বাতিদান, টেবিল ও ঈশ্বরকে উৎসর্গীকৃত বিশেষ রুটি। 3দ্বিতীয় পর্দার পেছনে আর একটি অংশ ছিল যাকে মহাপবিত্রস্থান বলা হোত। 4এই অংশে ছিল ধূপ জ্বালাবার জন্য সোনার বেদী ও চুক্তির সেই সিন্দুক, যার চারপাশ ছিল সোনার পাতে মোড়া। এর মধ্যে ছিল সোনার এক ঘটিতে মান্না ও হারোণের ছড়ি, যে ছড়ি মুকুলিত হয়েছিল; আর পাথরের সেই দুই ফলক যার উপর নিয়ম চুক্তির শর্ত লেখা ছিল। 5সেই সিন্দুকের উপর ছিল সোনার দুই করূব স্বর্গদূত* যা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করত। তার দয়ার আসনটির উপর ছায়া ফেলে থাকত। বর্তমানে আমরা এর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে পারি না।

6যখন এইসব জিনিস পূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত হল, তখন যাজকরা প্রতিদিন উপাসনা করার জন্য প্রথম কক্ষে প্রবেশ করতেন। 7কিন্তু মহাযাজক দ্বিতীয় কক্ষে কেবল একা বছরে একবার প্রবেশ করতেন। তিনি আবার রক্ত না নিয়ে প্রবেশ করতেন না। সেই রক্ত তিনি নিজের জন্য ও লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত পাপের মার্জনার জন্য উৎসর্গ করতেন। 8পবিত্র আত্মা এর দ্বারা আমাদের জানাচ্ছেন যে, যতদিন পর্যন্ত প্রথম তাঁবু ছিল, ততদিন মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের পথ খুলে দেওয়া হয় নি। 9এটা আজকের জন্য একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেই দৃষ্টান্ত মতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ঐসব বলি ও উপহার উপাসনাকারীকে সম্পূর্ণভাবে শুচি করতে পারত না এবং উপাসনাকারীর হৃদয়কে সিদ্ধতায় নিয়ে যেতে পারত না। 10ঐ উপহারগুলি কেবল খাদ্য, পানীয় ও নানা প্রকার বাহ্যিক শুচি স্নানের গণ্ডীতে বাঁধা ছিল। সে সব বিধি-ব্যবস্থাগুলি ছিল কেবল মানুষের দেহ সম্বন্ধীয় সেগুলি ব্যক্তির হৃদয় সম্বন্ধীয় বিষয় ছিল না। নতুন আদেশ না আসা পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর লোকদের এইসব নিয়ম অনুসরণ করতে দিয়েছিলেন।

নতুন চুক্তি অনুসারে উপাসনা

11কিন্তু এখন মহাযাজকরূপে খ্রীষ্ট এসেছেন। আমরা এখন যে সব উত্তম বিষয় পেয়েছি, তিনি সেসবের মহাযাজক। পূর্বে যাজকরা তাঁবুর মতো কোন স্থানে সেবা করতেন কিন্তু খ্রীষ্ট তেমনি করেন না। সেই তাঁবু থেকেও এক উত্তমস্থানে খ্রীষ্ট মহাযাজকরূপে সেবা করছেন। সেই স্থান সিদ্ধ সেই স্থান মানুষের হাতে গড়া নয় , তা এই জগতের নয়। 12খ্রীষ্ট একবার চিরতরে সেই মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। তিনি মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য ছাগ বা বাছুরের রক্ত ব্যবহার করেন নি; কিন্তু তিনি একবার চিরতরে নিজের রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট সেখানে প্রবেশ করে আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি অর্জন করেছেন। 13ছাগ বা বৃষের রক্ত ও বাছুরের ভস্ম সেই সব অশুচি মানুষের উপর ছিটিয়ে তাদের দেহকে পবিত্র

করূব স্বর্গদূত ডানাওয়ালা স্বর্গীয় দূত।

করা হোত, যারা উপাসনাস্থলে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট
শুচি ছিল না। 14তবে এটা কি ঠিক নয় যে খ্রীষ্টের রক্ত
আরও কত অধিক কার্যকরী হতে পারে? অনন্তজীবি
আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ
উৎসর্গরূপে বলিদান করলেন। তাই খ্রীষ্টের রক্ত
আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পাপ থেকে শুদ্ধ ও পবিত্র
করবে, যাতে আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করতে
পারি।

15তাই খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে এক
নতুন চুক্তি উপস্থিত করেছেন। খ্রীষ্ট এই নতুন চুক্তি
এনেছেন যেন ঈশ্বরের আহুত লোকেরা তাঁর প্রতিশ্রুত
সব আশীর্বাদ পেতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা সেই
আশীর্বাদ অনন্তকাল ভোগ করবে। তারা সেসবের
অধিকারী হবে কারণ প্রথম চুক্তির সময়ে তারা যে
পাপ করেছে সেই পাপ থেকে তাদের উদ্ধার করতে
খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন।

16মানুষ মৃত্যুর পূর্বে একটা নিয়ম-পত্র* করে যায়;
কিন্তু নিয়মকারী যদি জীবিত থাকে তবে সেই নিয়ম-পত্র
বা চুক্তির কোন অর্থই হয় না। 17কারণ নিয়মকারীর
মৃত্যু হলে তবেই নিয়ম-পত্র বলবৎ হয়। 18এইজন্য ঐ
প্রথম চুক্তি যা ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মধ্যে সম্পন্ন
হয়েছিল সেখানেও ঐ কথা প্রযোজ্য। সেই চুক্তি বলবৎ
করতে রক্তের প্রয়োজন ছিল। 19কারণ লোকদের কাছে
মোশি বিধি-ব্যবস্থা থেকে সমস্ত আজ্ঞা পাঠ করে পরে
তিনি জল ও রক্তবর্ণ মেষলোম আর একগোছা এসোবের
ঘাস ব্যবহার করে গোবৎস ও ছাগদের রক্ত সেই
পুস্তকটিতে ও লোকদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

20মোশি বলেছিলেন, "এই সেই রক্ত যা কার্যকারী
করছে সেই চুক্তি যার আজ্ঞাবহ হতে ঈশ্বর তোমাদের
বলছেন।" 21আর সেইভাবে মোশি পবিত্র তাঁবু ও উপাসনা
সংক্রান্ত সব জিনিসের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।
22কারণ বিধি-ব্যবস্থা বলে যে প্রায় সব কিছুই রক্ত
ছিটিয়ে শুচি করা প্রয়োজন, আর রক্তপাত ব্যতিরেকে
পাপের মোচন হয় না।

খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ পাপ ধুয়ে দেয়

23এই বিষয়গুলি ছিল আসল স্বর্গীয় বিষয়গুলির
দৃষ্টান্ত, সেগুলির বলিদানের রক্তে শুচি করার প্রয়োজন
ছিল। কিন্তু যা প্রকৃত স্বর্গীয় বিষয় সেগুলি এর থেকে
আরো শ্রেষ্ঠতর বলিদানের দ্বারা শুচি হওয়া প্রয়োজন।
24খ্রীষ্ট স্বর্গে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। মানুষের
তৈরী কোন মহাপবিত্রস্থানে খ্রীষ্ট প্রবেশ করেন নি।
পৃথিবীর তাঁবুর মহাপবিত্রস্থান স্বর্গীয় স্থানের প্রতিচ্ছবি
মাত্র; কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে প্রবেশ করেছেন, আর এখন
আমাদের হয়ে তিনি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
25মহাযাজক বছরে একবার বলির যে রক্ত নিয়ে
মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেন তা তার নিজের নয়।
কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে প্রবেশ করেছেন মহাযাজকদের উৎসর্গের
মতো বারবার নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য নয়। 26খ্রীষ্ট
যদি তাই করতেন তবে জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে তাঁকে
বারবার প্রাণ দিতে হত। খ্রীষ্ট এসে একবার নিজেকে
উৎসর্গ করেছেন। সেই একবারেই চিরন্তন কাজের
সমাপ্তি হয়েছে। জগতের অন্তিম কালেই খ্রীষ্ট নিজেকে
বলিরূপে উৎসর্গ করে লোকদের পাপনাশ করতে এলেন।

27মানুষের জন্য একবার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর তার
বিচার হয়। 28বহুলোকের পাপের বোঝা তুলে নেবার
জন্য খ্রীষ্ট একবার নিজেকে উৎসর্গ করলেন; তিনি
দ্বিতীয়বার দর্শন দেবেন, তখন পাপের বোঝা তুলে নেবার
জন্য নয়, কিন্তু যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে তাদের
পরিত্রাণ দিতে তিনি আসবেন।

খ্রীষ্টের বলিদান আমাদের পূর্ণতা দিল

10 ভবিষ্যতে যে সকল উৎকৃষ্ট বিষয় আসবে, বিধি-
ব্যবস্থা হচ্ছে তারই অস্পষ্ট ছায়ামাত্র। বিধি-ব্যবস্থা
ঐসব বিষয়ের বাস্তবরূপ নয়। তাই যারা ঈশ্বরের
উপাসনা করতে আসে, বছর বছর তারা একই রকম
বলিদান বারবার করে; কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা সেই লোকদের
সিদ্ধতায় নিয়ে যেতে পারে না। 2বিধি-ব্যবস্থা যদি পারত,
তবে ঐ বলিদান কি শেষ হত না? কারণ যারা উপাসনা
করে তারা যদি একবার শুচি হয় তবে তাদের পাপের
জন্য নিজেকে আর দোষী ভাববার প্রয়োজন নেই;
কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা তা করতে সক্ষম নয়। 3ঐসব লোকের
বলিদান বছর বছর তাদের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে
দেয়, 4কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ দূর করতে
পারে না।

5সেইজন্যেই খ্রীষ্ট এ জগতে আসার সময়
বলেছিলেন:

"তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য চাও নি, কিন্তু আমার
জন্য এক দেহ প্রস্তুত করেছ।

6তুমি হোমে ও পাপার্থক বলিদান উৎসর্গে প্রীত
নও।

7এরপর তিনি বললেন, 'এই আমি! শাস্ত্রে আমার
বিষয়ে যেমন লেখা আছে, হে ঈশ্বর দেখ, আমি তোমার
ইচ্ছা পূর্ণ করতেই এসেছি।" *গীতসংহিতা 40:6-8*

8প্রথমে তিনি বললেন, "বলিদান, নৈবেদ্য, হোমবলি ও
পাপার্থক বলি তুমি চাও নি; আর তাতে তুমি প্রীত
হওনি।" যদিও সেইসব বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে উৎসর্গ
করা হয়। 9এরপর তিনি বললেন, "দেখো, আমি তোমার
ইচ্ছা পালন করবার জন্যই এসেছি।" তিনি দ্বিতীয়টি
প্রবর্তন করার জন্য প্রথমটিকে বাতিল করতে এসেছেন।
10ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেছেন।
এইজন্যই খ্রীষ্ট তার দেহ একবারেই চিরকালের জন্য
উৎসর্গ করেছেন যাতে আমরা চিরকালের জন্য পবিত্র
হই। 11প্রত্যেক যাজক প্রত্যেকদিন দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের সেবা
করেন তারা বারবার সেই একই বলি উৎসর্গ করেন;
কিন্তু তাদের বলিদান কখনও পাপ দূর করতে পারে
না। 12খ্রীষ্ট পাপের জন্য একটি বলিদান উৎসর্গ করলেন

নিয়ম-পত্র নিয়ম-পত্র এক প্রকার স্বাক্ষরিত চুক্তি, যা প্রমাণ করে
মৃত্যুর পর তার সমস্ত জিনিষপত্রের কে অংশীদার হবে।

যা সকল সময়ের জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ঈশ্বরের
দক্ষিণ পাশে বসলেন। 13তাঁর শত্রুদের মাথা তাঁর পায়ের
নীচে অবনত না হওয়া পর্যন্ত এখন তিনি সেখানে
অপেক্ষা করছেন। 14তিনি একটি বলিদান উৎসর্গ করে
চিরকালের জন্য তার লোকদের নিখুঁত করেছেন; তারাই
সেই লোক যাদের পবিত্র করা হয়েছে।
15পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে এ বিষয়ে সাক্ষ্য
দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি বলেন:

16"ঐ সময়ের পর প্রভু বলেছেন, আমি তাদের
সঙ্গে এই চুক্তি করব। আমি তাদের হৃদয়ে আমার
নিয়মগুলো গেঁথে দেব, আর তাদের মনে আমি তা
লিখে দেব।" *যিরমিয় 31:33*

17এরপর তিনি বলেন:
"আমি তাদের সব পাপ ও অধর্ম আর কখনো মনে
রাখবো না।" *যিরমিয় 31:34*

18তাই একবার যখন সেইসব পাপের ক্ষমা হল, তখন
পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ করার আর কোন প্রয়োজন
নেই।

ঈশ্বরের নিকটে এস

19তাই আমার ভাই ও বোনেরা, মহাপবিত্রস্থানে
প্রবেশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। যীশুর
রক্তের গুণে আমরা নির্ভীকতার সঙ্গে সেখানে প্রবেশ
করতে পারি। 20খ্রীষ্ট এই নতুন পথ একটি পর্দার মধ্য
দিয়ে অর্থাৎ তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য
খুলে দিয়েছেন; এ এক জীবন্ত পথ। এই নতুন পথে
আমরা পর্দার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহের মধ্য
দিয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে পারি। 21তাই
আমাদের এক মহান যাজক রয়েছেন যিনি ঈশ্বরের
গৃহের ওপর কর্তৃত্ব করেন। 22আমাদের শুচি করা হয়েছে
ও দোষী বিবেকের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে।
আমাদের দেহকে শুচি জলে ধৌত করা হয়েছে। তাই
এস, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে বিশ্বাসের কৃত নিশ্চয়তায়
ঈশ্বরের সামনে হাজির হই। 23তাই এস, আমরা আমাদের
প্রত্যাশাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকি এবং অপরের
কাছে তাকে জানাতে ব্যর্থ না হই। আমরা ঈশ্বরের
উপর নির্ভর করতে পারি যে, তিনি যা প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন তা তিনি পূরণ করবেন।

পরস্পরকে বলশালী হতে সাহায্য কর

24আমাদের উচিত একে অপরের বিষয়ে চিন্তা করা,
যেন ভালবাসতে ও সৎকাজ করতে পরস্পরকে উৎসাহ
দান করতে পারি। 25আমরা যেন একত্র সমবেত হওয়ার
অভ্যাস ত্যাগ না করি। যেমন কেউ কেউ সেইরকম
করছে। কিন্তু এস, আমরা পরস্পরকে উৎসাহ ও চেতনা
দিই। তোমরা যতই সেই দিন এগিয়ে আসতে দেখছ,
ততই এ বিষয়ে আরো বেশী করে উদ্যোগী হও।

খ্রীষ্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না

26সত্যের জ্ঞানলাভের পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে
পাপ করে চলি, তবে সেই পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ
করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। 27আমরা
যদি পাপ করেই চলি তবে বিচারের জন্য সেই ভয়ঙ্কর
প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি সমস্ত ঈশ্বর-বিরোধীকে
গ্রাস করবে। 28কেউ যদি মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা
লঙ্ঘন করতো তবে দুজন কিংবা তিনজন সাক্ষীর
সাক্ষ্য প্রমাণে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হত, তাকে
ক্ষমা করা হত না। 29ভেবে দেখো, যে লোক ঈশ্বরের
পুত্রকে ঘৃণা করেছে, চুক্তির যে রক্তের মাধ্যমে সে শুচি
হয়েছিল তা তুচ্ছ করেছে, আর যিনি অনুগ্রহ করেন
সেই অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করেছে— হ্যাঁ নতুন
চুক্তির রক্তকে যে অবমাননা করেছে সেই ব্যক্তির কতোই
না ঘোরতর শাস্তি হওয়া উচিত। 30আমরা জানি, ঈশ্বর
বলেন, "যারা মন্দ কাজ করে, তাদের আমি শাস্তি
দেব; তাদের প্রতিফল দেব।"* ঈশ্বর আবার বলেছেন,
"প্রভু তাঁর লোকেদের বিচার করবেন।"* 31জীবন্ত
ঈশ্বরের হাতে পড়া পাপী মানুষের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর
বিষয়।

আনন্দ ও সাহস বজায় রাখ

32সেই আগের দিনগুলির কথা মনে করে দেখ,
প্রথমে যখন তোমরা সত্য গ্রহণ করলে, তখন তোমাদের
অনেক কষ্ট ও দুঃখভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তা
সত্ত্বেও তোমরা বেশ অটল ছিলে।
33কখনো কখনো লোকেরা প্রকাশ্যে তোমাদের
বিদ্রূপ করেছে ও অনেক লোকের সামনে তোমাদের
নির্যাতিত হতে হয়েছে। কখনো অন্যের উপর তোমাদের
মতো নির্যাতন হচ্ছে দেখে তোমরা তাদের প্রতি
সহানুভূতি দেখিয়েছ। 34যারা কারাগারে বন্দী ছিল,
তোমরা তাদের সাহায্য করেছ ও তাদের দুঃখভোগের
অংশ নিয়েছ। তোমাদের সম্পত্তি লুঠ করে নিলেও
তোমরা আনন্দ করেছ, কারণ তোমরা জানতে যে এসব
থেকে উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী এক সম্পদ তোমাদের জন্য
আছে।
35তাই অতীতে তোমাদের যে সাহস ছিল তা হারিও
না, কারণ সেই সাহস তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার
নিয়ে আসবে। 36তোমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে, ঈশ্বরের
ইচ্ছা পালন করার পর তোমরা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে
ফল লাভ করবে। 37কারণ এখন থেকে অল্প সময়ের
মধ্যে,
"যাঁর আসবার কথা আছে তিনি আসবেন, তিনি
দেরী করবেন না।
38আমার দৃষ্টিতে যাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছি তারা
বিশ্বাসের ফলেই বেঁচে থাকবে; কিন্তু সে যদি ভয়ে
বিশ্বাস থেকে সরে যায় তবে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হব
না।" *হবক্কূক 2:3-4*

"যারা ... দেব" দ্বি বি 32:35

"প্রভু ... করবেন" গীত 135:14

39কিন্তু আমরা এমন লোক নই যারা বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, বরং আমরা সেই রকম লোক যারা বিশ্বাসে রক্ষা পায়।

বিশ্বাস

11 বিশ্বাসের অর্থ হল আমরা যা প্রত্যাশা করি তা যে আমরা পাবই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া; ও বাস্তবে যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া। 2অতীতে ঈশ্বরের লোকেরা তাদের বিশ্বাসের দরুণই সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

3বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে বিশ্ব-ভূমণ্ডল ঈশ্বরের মুখের কথাতেই সৃষ্ট হয়েছিল, তাই চোখে যা দেখা যায় সেই দৃশ্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে উৎপন্ন হয় নি।

4কয়িন ও হেবল উভয়েই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান উৎসর্গ করেছিলেন; কিন্তু হেবল উত্তম বলে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হয়েছিলেন কারণ হেবলের বলিদান বিশ্বাসযুক্ত ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন যে হেবল যা উপহার দিয়েছিল তাতে তিনি প্রীত হয়েছিলেন। ঈশ্বর হেবলকে একজন ধার্মিক লোক বললেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল। যদিও হেবল মৃত; কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি এখনও কথা বলছেন।

5হনোককে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি মরেননি। এই পৃথিবী থেকে হনোককে তুলে নেবার পূর্বে হনোক এই সাক্ষী রেখে যান যে তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। পরে লোকেরা হনোকের খোঁজ আর পেলেন না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে কাছে রাখার জন্য নিজেই হনোককে তুলে নিয়েছিলেন। হনোকের জীবনে বিশ্বাস ছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। 6বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায় না, যে কেউ ঈশ্বরের কাছে আসে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর আছেন; আর যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তাদের তিনি পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

7বিশ্বাসেই নোহ, যা যা তখনো দেখা যায়নি, এমন সব বিষয়ে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হলে তিনি তা গুরুত্ব সহকারে নিলেন এবং নোহ তাঁর পরিবারের রক্ষার জন্য এক জাহাজ নির্মাণ করলেন। এর দ্বারা তিনি (অবিশ্বাসী) জগতকে দোষী প্রতিপন্ন করলেন, আর বিশ্বাসের মাধ্যমে যে ধার্মিকতা লাভ হয় তার অধিকারী হলেন।

8ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল বলেই ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আহ্বান করলেন, তিনি তাঁর বাধ্য হলেন; আর তাঁকে যে দেশ দেবেন বলে ঈশ্বর বলেছিলেন তা অধিকার করতে চললেন। তিনি কোথায় চলেছেন তা না জানলেও তিনি রওনা দিলেন। 9তাঁর বিশ্বাসের বলেই তিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই দেশে আগন্তুকের মতো জীবনযাপন করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি তা করতে পেরেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুত দেশে ইস্‌হাক ও যাকোবের সাথে তিনি তাঁবুতে বাস করেছিলেন, যারা তাঁর মতোই (একই প্রতিশ্রুতির) উত্তরাধিকারী ছিলেন। 10কারণ অব্রাহাম সেই দৃঢ় ভিত্তিযুক্ত নগরের প্রতীক্ষায় ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর যার স্থপতি ও নির্মাতা।

11অব্রাহাম বয়োবৃদ্ধ হয়েছিলেন তাই তাঁর সন্তান হওয়া সম্ভব ছিল না। তার স্ত্রী সারা বন্ধ্যা ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের উপর অব্রাহামের বিশ্বাস ছিল, তাই ঈশ্বর শক্তি দিলেন যেন তাঁদের সন্তানলাভ হয়। ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে তিনি পূর্ণ করতে পারেন এ বিশ্বাস অব্রাহামের ছিল। তিনি প্রায় মৃতকল্প ছিলেন; কিন্তু এই একটি লোকের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল আকাশের তারার মতো অজস্র বংশধর। 12সেই এক ব্যক্তি থেকে সমুদ্র সৈকতে বালুকণার মতো অগণিত বংশধরেরা এলো।

13এইসব মহান ব্যক্তিরা বিশ্বাস নিয়েই মারা গেলেন। ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউই বাস্তবে তা পান নি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখেছিলেন ও তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁরা খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে এই পৃথিবীতে তাঁরা প্রবাসী ও বিদেশী। 14কারণ যে সব লোক এরকম কথা বলেন, তাঁরা যে নিজের দেশে ফেরার আশায় আছেন তা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেন। 15যে দেশ থেকে তাঁরা বের হয়ে এসেছিলেন, সেই দেশের কথা যদি মনে রাখতেন, তবে ইচ্ছা করলে সেখানে ফিরে যেতে পারতেন। 16কিন্তু এখন তাঁরা তার থেকে আরো ভাল দেশে, সেই স্বর্গীয় দেশে, যাবার আকাঙ্খা করছিলেন। এইজন্য ঈশ্বর নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান না, কারণ তিনি তাঁদের জন্য এক নগর প্রস্তুত করেছেন।

17-18ঈশ্বর যখন অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা করছিলেন, অব্রাহাম তার কিছু পূর্বেই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পান তবু তিনি তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করেছিলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বর অব্রাহামকে পূর্বেই বলে রেখেছিলেন, "ইস্‌হাকের মাধ্যমেই তোমার বংশধররা দেখা দেবে।"

19অব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে ঈশ্বর মৃত্যুর মধ্য হতেও মানুষকে উত্থাপন করতে সমর্থ। বাস্তবে তাই হল, ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর পুত্রকে বলি দেওয়া থেকে বিরত করলেন ফলে অব্রাহাম ইস্‌হাককে যেন মৃত্যুর মধ্য থেকেই ফিরে পেলেন।

20সেই বিশ্বাসের বলেই ইস্‌হাক ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করে এষৌ ও যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল। 21যাকোব বৃদ্ধ বয়সে মারা যাবার সময় বিশ্বাসের বলে যোষেফের ছেলেদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করলেন। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে উঠে ঈশ্বরের উপাসনা করেছিলেন। যাকোবের বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি এই সব করেছিলেন।

22বিশ্বাসের বলেই যোষেফ মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন যে, ইস্রায়েলীয়রা মিশর দেশ ছেড়ে একদিন বের হয়ে যাবে, তাই তিনি তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে কি করতে হবে তার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। যোষেফের বিশ্বাস ছিল

বলেই তিনি ঐ কথা বলে গিয়েছিলেন। 23মোশির জন্মের
পর তাঁর মা-বাবা তিনমাস পর্যন্ত তাকে লুকিয়ে
রেখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল বলেই তাঁরা তা
করেছিলেন। তাঁরা দেখলেন মোশি খুব সুন্দর এক শিশু,
আর তাঁরা রাজার আদেশ অমান্য করতে ভয় পেলেন
না।

24মোশি বড় হয়ে উঠলেন ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষে
পরিণত হলেন। মোশি ফরৌণের মেয়ের পুত্র বলে
পরিচিত হতে চাইলেন না। মোশি পাপের সুখভোগ
করতে চাইলেন না, কারণ সে সব সুখভোগ ছিল
ক্ষণিকের। 25কিন্তু মোশি ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে
দুঃখভোগ করাকেই বেছে নিলেন। মোশি তা করতে
পেরেছিলেন কারণ তার বিশ্বাস ছিল। 26মিশরের সমস্ত
ঐশ্বর্য অপেক্ষা খ্রীষ্টের জন্য বিদ্রূপ সহ্য করাকেই শ্রেয়ঃ
মনে করলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের
আশায় মোশি তা করতে পেরেছিলেন।

27মোশির বিশ্বাস ছিল তাই তিনি মিশর ত্যাগ
করলেন। তিনি রাজার ক্রোধকে ভয় করলেন না। মোশি
সুস্থির থাকলেন কারণ তিনি সেই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি
রাখলেন যাঁকে কেউ দেখতে না পায়। 28মোশি নিস্তারপর্ব
পালন করে গৃহের দরজায় রক্ত লেপে দিলেন। দরজায়
এইভাবে রক্ত লেপন করা হল যেন সংহারকর্তা
ইস্রায়েলীয়দের প্রথম পুত্র সন্তানদের স্পর্শ করতে না
পারে। মোশির বিশ্বাস ছিল তাই তিনি এসব করতে
পেরেছিলেন।

29যে লোকদের মোশি নিয়ে চলেছিলেন তারা শুকনো
জমির উপর দিয়ে যাওয়ার মতো লোহিত সাগর হেঁটে
পার হয়ে গেল। তাদের বিশ্বাস ছিল বলেই তারা তা
করতে পেরেছিল। মিশরীয়রাও লোহিত সাগরের মধ্যে
দিয়ে হেঁটে যেতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা সবাই মারা
পড়ল।

30ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাসের জন্যই যিরীহোর
প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল। লোকেরা প্রাচীরের চারপাশে
সাতদিন ধরে ঘুরলো আর তার পরেই সেই প্রাচীর
ভেঙ্গে পড়ল।

31বিশ্বাসে বেশ্যা রাহব, ইস্রায়েলীয় গুপ্তচরদের
সাদরে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুদের মতো ব্যবহার
করায় নগর ধ্বংস হবার সময় ঈশ্বরের অবাধ্য লোকদের
সঙ্গে সে বিনষ্ট হল না।

32তোমাদের কাছে কি আমি আরো দৃষ্টান্ত তুলে
ধরব? আমার যথেষ্ট সময় নেই যে আমি তোমাদের
কাছে গিদিয়োন, বারক, শিম্শোন, যিপ্তহ, দায়ূদ, শমূয়েল
ও ভাববাদীদের সব কথা বলি; ওদের প্রচণ্ড বিশ্বাস
ছিল। 33তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা রাজ্যসকল জয় করেছিলেন।
তাঁরা যা ন্যায্য তাই করলেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি
পেলেন। তাঁরা সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন।

34কেউ কেউ আগুনের তেজ নিস্প্রভ করলেন,
তরবারির আঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।
এদের বিশ্বাস ছিল তাই এরা এসব করতে পেরেছিল।
বিশ্বাসের বলেই দুর্বল লোকেরা বলশালী লোকে
রূপান্তরিত হয়েছিলেন; তাঁরা যুদ্ধের সময় মহাবিক্রমী
হয়ে শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন।

35কোন কোন লোক মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবিত
হলেন আর পরিবারের নারীরা তাঁদের স্বামীদের ফিরে
পেলেন। আবার অনেকে ভয়ঙ্কর পীড়ন সহ্য করলেন
তবু তার থেকে নিষ্কৃতি চাইলেন না। তাঁরা বিশ্বাসে
এসব সহ্য করলেন যেন মহত্তর পুনরুত্থানের ভাগী হন।
36কেউ কেউ বিদ্রূপ ও চাবুকের মার সহ্য করলেন,
আবার অনেকে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় কারাবাস করলেন।
37কেউ বা মরলেন পাথরের আঘাতে, কাউকে বা করাত
দিয়ে দুখণ্ড করা হল, কাউকে তরবারির আঘাতে মেরে
ফেলা হল। কেউ কেউ নিঃস্ব অবস্থায় মেষ ও ছাগের
চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন, নির্যাতিত হতেন এবং
খারাপ ব্যবহার পেতেন। 38জগতটা এই ধরণের লোকের
যোগ্য ছিল না। এরা গুহায় ও মাটির গর্তে আশ্রয় নিয়ে
মরুভূমি ও পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন।

39বিশ্বাসের জন্য এদের সুখ্যাতি করা হল; কিন্তু
তাঁরা কেউ ঈশ্বরের সেই মহান প্রতিশ্রুতি পান নি।
40ঈশ্বর আমাদের জন্য মহত্তর কিছু করতে চেয়েছিলেন,
যাতে তাঁরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে পরিপূর্ণ হতে
পারেন।

আমাদেরও যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত

12 আমাদের চারপাশে ঈশ্বর বিশ্বাসী ঐসব মানুষেরা
রয়েছেন। তাদের জীবন ব্যক্ত করছে বিশ্বাসের
প্রকৃতরূপ, তাই আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা।
আমাদেরও উচিত সেই দৌড়ে দৌড়ানো যা আমাদের
জন্য নির্দিষ্ট আছে, কখনই থেমে যাওয়া উচিত নয়।
জীবনে যা বাধার সৃষ্টি করতে পারে এমন সব কিছু
আমরা যেন দূরে ফেলে দিই। যে পাপ সহজে জড়িয়ে
ধরে তা যেন দূরে ঠেলে দিই। 2আমাদের সর্বদাই যীশুর
আদর্শ অনুযায়ী চলা উচিত। বিশ্বাসের পথে যীশুই
আমাদের নেতা; তিনি আমাদের বিশ্বাসকে পূর্ণতা দেন।
তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুভোগ করলেন; ক্রুশের মৃত্যুর
অপমান তুচ্ছ জ্ঞান করে তা সহ্য করলেন। তাঁর সম্মুখে
ঈশ্বর যে আনন্দ রেখেছিলেন সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই
যীশু তা করতে পেরেছিলেন। এখন তিনি ঈশ্বরের
সিংহাসনের ডানপাশে বসে আছেন। 3যীশুর কথা ভাব,
যখন পাপীরা তাঁর বিরোধিতা করে অনেক নিন্দা মন্দ
করেছিল, তখন তিনি এই সমস্ত বিরোধিতা সহ্য
করেছিলেন। যীশু তা করেছিলেন যাতে তোমরাও
তাঁর মতো সহিষ্ণু হও এবং চেষ্টা করা থেকে বিরত না
হও।

ঈশ্বর হলেন পিতার মতো

4পাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমরা এখনও মৃত্যুর
মুখোমুখি হওনি। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনি
তোমাদের সান্ত্বনার কথা বলেন। 5তোমরা সম্ভবতঃ
সেই উৎসাহব্যঞ্জক কথা ভুলে গেছ। তিনি বলেছেন:

“হে আমার পুত্র, প্রভু যখন তোমায় শাসন করেন,
মনে কোর না যে তার কোন মূল্য নেই। তিনি যখন
তোমায় সংশোধন করেন তখন নিরুৎসাহ হয়ো না।
6কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকেই শাসন করেন,
সমস্ত পুত্রই পিতা কর্তৃক শাসিত হয়।”

হিতোপদেশ 3:11-12

7এখন যা কিছু কষ্ট পাচ্ছ যা পিতার কাছ থেকে
শাসন বলে মেনে নাও। পিতা যেমন তাঁর সন্তানকে
শাসন করেন, তেমনি করেই ঈশ্বর তোমাদের জীবনে
এইসব আসতে দিয়েছেন। সব সন্তানই পিতার
অনুশাসনের অধীন। 8তোমরা যদি কখনই শাসিত না
হও (পুত্রমাত্রেই শাসিত হয়) তবে তোমরা তো তাঁর
প্রকৃত সন্তান নও, যথার্থ পুত্র নও। 9এই পৃথিবীতে
আমাদের সবার পিতাই আমাদের মার্জিত ও সংশোধিত
করেন এবং আমরা তাদের সম্মান করি। যিনি আমাদের
আত্মিক পিতা তাঁর অনুশাসনের কাছে আমাদের
সত্যিকারের জীবনের জন্য আমরা কি আরো বেশী
মাথা নোয়াবো না? 10পৃথিবীতে আমাদের পিতারা অল্প
সময়ের জন্য শাস্তি দেন। তাঁরা যা ভাল মনে করেন
সেইভাবে শাস্তি দেন; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সাহায্য
করার জন্য শাস্তি দেন যেন আমরা তাঁর মত পবিত্র
হই। 11কোনও ধরণের শাসনই শাসনের মুহূর্তে আমাদের
আনন্দ দেয় না বরং আমরা তাতে দুঃখ পাই; কিন্তু
এটা যাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে, পরে তাদের
জীবনে ধার্মিকতা ও শান্তি রাজত্ব করে।

জীবনযাপন সম্পর্কে সতর্ক হও

12তাই তোমাদের শিথিল হাত দুটোকে শক্ত করো,
অবশ হাঁটু দুটোকে সবল করে তোল। 13তোমাদের চলার
পথ সরল কর, খোঁড়া পা যেন গাঁট থেকে খুলে না যায়
বরং তা যেন সুস্থ হয়।

14সবার সঙ্গে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চেষ্টা
কর, কারণ এই ধরণের জীবন ছাড়া কেউ প্রভুর দর্শন
লাভ করে না। 15দেখো, কেউ যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ
থেকে বঞ্চিত না হও। দেখো তোমাদের মধ্যে যেন
তিক্ততার শেকড় না গজিয়ে ওঠে। তোমাদের মধ্যে
এমন লোক থাকলে গোটা দলকে কলুষিত করতে পারে।
16সাবধান, কেউ যেন যৌন পাপে না পড়ে অথবা এষৌর
মতো ঈশ্বর-ভক্তি জলা লি না দেয়। এষৌ ছিল জ্যেষ্ঠ
পুত্র, সে তার পিতার সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী ছিল;
কিন্তু এক বেলার খাবারের জন্য সে নিজের জন্মাধিকার
বিকিয়ে দিয়েছিল। 17তোমরা তো জানো, পরে সে
বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল। তাঁর
বাবা তাকে সেই আশীর্বাদ দিতে অস্বীকার করলেন,
কারণ এষৌ তার ভুল শোধরাবার কোন পথ খুঁজে
পেল না।

18তোমরা এক নতুন স্থানে এসেছ; ইস্রায়েলীয়রা
যেমন এক পাহাড়ের সামনে এসেছিল এ স্থান তেমন
নয়। তোমরা সেই পাহাড়ের কাছে আসোনি যা স্পর্শ
করা যেত না, যা আগুনে জ্বলছিলো, তোমরা এমন
স্থানে আসোনি যা কিনা অন্ধকারময়, বিষাদময়, ঝঞ্ঝা-
বিক্ষুব্ধ। 19তারা যেমন শুনেছিল তেমন তূরীধ্বনি অথবা
সেই কণ্ঠস্বর তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, যা শুনে তারা
মিনতি করেছিল যেন আর কোন বাক্য তাদের কখনো
শোনানো না হয়। 20কারণ যে আদেশ তাদের দেওয়া
হয়েছিল তা তারা সহ্য করতে পারল না। তাদের বলা
হল, “যদি কোন কিছু এমন কি কোন পশু পর্যন্ত পর্বত
স্পর্শ করে, তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে।”*
21সেই দৃশ্য এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে মোশি বললেন, “আমি
অত্যন্ত ভয় পেয়েছি আর কাঁপছি।”*

22কিন্তু তোমরা সেরকম কোন স্থানে আসোনি। যে
নতুন স্থানে তোমরা এসেছ তা হল সিয়োন পর্বত।
তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের নগরী স্বর্গীয় জেরুশালেমে
এসেছ। তোমরা সেই জায়গায় এসেছ যেখানে হাজার
হাজার স্বর্গদূতেরা পরমানন্দে একত্রিত হয়। 23তোমরা
এসেছ ঈশ্বরের প্রথমজাতদের সভাস্থলে, যাদের নাম
স্বর্গে লিখিত রয়েছে। যিনি সকলের বিচারকর্তা সেই
ঈশ্বরের কাছে এসেছ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত আত্মার সমাবেশে
এসেছ। 24তোমরা যীশুর কাছে এসেছ যিনি ঈশ্বরের
কাছ থেকে তাঁর লোকদের জন্য নতুন চুক্তি এনেছেন।
সেই ছেটানো রক্তের কাছে এসেছ যা হেবলের রক্ত
থেকে উত্তম কথা বলে। 25সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা
বলেন তা শুনতে অসম্মত হয়ো না। তিনি পৃথিবীতে
যখন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যারা তাঁর কথা শুনতে
অসম্মত হল তারা রক্ষা পেল না। এখন ঈশ্বর স্বর্গ
থেকে বলছেন, তাঁর কথা না শুনলে তোমাদের অবস্থা
ঐ লোকদের থেকেও ভয়াবহ হবে একথা সুনিশ্চিত
জেনো। 26সেই সময় তাঁর কথায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল;
কিন্তু এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, “আমি আর একবার
পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলব। এমনকি স্বর্গকেও কাঁপিয়ে
তুলব।”* 27“আর একবার” এর অর্থ হল সমস্ত সৃষ্ট
বস্তু যাদের নাড়ানো যায় তাদের তিনি দূর করে দেবেন,
সুতরাং যা কিছু অনড় তা হবে চিরস্থায়ী।

28আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কারণ আমরা একটা
জগতকে পেয়েছি যাকে নাড়ানো যায় না। আমরা কৃতজ্ঞ
চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করব যাতে তিনি প্রীত হন।
আমরা তাঁর উপাসনা করবো শ্রদ্ধা ও ভীতির সঙ্গে,
29কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্বগ্রাসী অগ্নিস্বরূপ।

13 তোমরা পরস্পরকে সাথী খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে
ভালবেসে যেও। 2অতিথি সেবা করতে ভুলো
না। অতিথি সেবা করতে গিয়ে কেউ কেউ না জেনে
স্বর্গদূতদের আতিথ্য করেছেন। 3যারা বন্দী অবস্থায়
কারাগারে আছেন তাদের সঙ্গে তোমরা নিজেরাও যেন
বন্দী এ কথা মনে করে তাদের কথা ভুলো না। যারা
যন্ত্রণা পাচ্ছে তাদের ভুলো না; মনে রেখো তোমরাও
তাদের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা পাচ্ছো।

“যদি ... হবে” যাত্রা 19:12-13

“আমি ... কাঁপছি ” দ্বি বি 9:19

“আমি ... তুলব” হগয় 2:6

4বিবাহ বন্ধনকে তোমরা সবাই অবশ্য মর্যাদা দেবে,
যাতে দুটি মানুষের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক রক্ষিত হয়,
কারণ যারা ব্যভিচারী ও লম্পট, ঈশ্বর তাদের বিচার
করবেন। 5তোমাদের আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন
হোক। তোমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক কারণ
তিনি বলেছেন,

"আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করবো না; আমি
কখনও তোমাকে ছাড়বো না।" *দ্বিতীয় বিবরণ 31:6*

6তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি,

"প্রভুই আমার সহায়; আমি ভয় করবো না; মানুষ
আমার কি করতে পারে।" *গীতসংহিতা 118:6*

7তোমাদের নেতাদের কথা স্মরণ কর, যারা
তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁদের
জীবনের আদর্শ ও উত্তম বিষয়গুলির চিন্তা কর, ও
তাঁদের যে বিশ্বাস ছিল তার অনুসারী হও। 8যীশু খ্রীষ্ট
কাল, আজ আর চিরকাল একই আছেন।

9নানাপ্রকার অদ্ভুত সব শিক্ষার দ্বারা বিপথে চলে
যেও না। হৃদয়কে ঈশ্বরের অনুগ্রহে শক্তিমান করো
তবে খাওয়ার নিয়মকানুন পালনের দ্বারা নয় কারণ
যারা খাদ্যাভ্যাসের খুঁটিনাটি মেনে চলেছে তার কোনও
সুফলই তারা পায় নি।

10আমাদের এক নৈবেদ্য আছে। যে যাজকেরা পবিত্র
তাঁবুতে উপাসনা করেন তাদের সেই নৈবেদ্য ভোজন
করার কোন অধিকার নেই। 11মহাযাজক পশুদের রক্ত
নিয়ে মন্দিরের মহাপবিত্রস্থানে যেতেন পাপের বলি
হিসেবে; কিন্তু পশুদের দেহগুলি শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে
ফেলা হত। 12ঠিক সেই মতোই যীশু নগরের বাইরে
দুঃখভোগ করলেন। যীশু বলি হলেন যেন তাঁর নিজের
রক্তে তাঁর লোকদের পবিত্র করতে পারেন। 13তাই
আমাদেরও ঐ শিবিরের বাইরে যীশুর কাছে যাওয়া
উচিত। যীশু যেমন লজ্জা, অপমান সহ্য করেছিলেন,
আমাদেরও উচিত সেই লজ্জা, অপমান বহন করা,
14কারণ এখানে আমাদের এমন কোন নগর নেই যা
চিরস্থায়ী; কিন্তু যে নগর ভবিষ্যতে আসছে আমরা
তারই প্রত্যাশায় রয়েছি। 15তাই যীশুর মাধ্যমে আমরা
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তব-বলি উৎসর্গ করতে যেন বিরত
না হই। সেই বলিদান হল স্তবস্তুতি, যা আমরা তাঁর
নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরে করে থাকি। 16অপরের উপকার
করতে ভুলো না। যা তোমার নিজের আছে তা অপরের
সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুলো না, কারণ এই ধরণের
বলিদান উৎসর্গে ঈশ্বর প্রীত হন।

17তোমাদের নেতাদের আদেশ মেনে চলো, তাদের
কর্তৃত্বের অধীন হও, কারণ তোমাদের আত্মাকে
নিরাপদে রাখার জন্য তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তাঁদের
কথা মেনে চলো কারণ তাঁদের এব্যাপারে হিসেব নিকেশ
করতে হবে, যাতে তারা আনন্দে এই কাজ করতে
পারেন, যন্ত্রণা ও দুঃখ নিয়ে নয়। তাদের কাজকে
কঠিন করে তুললে তোমাদের লাভ হবে না।

18আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। আমরা নিশ্চয় করে
বলতে পারি যে, আমাদের শুদ্ধ বিবেক আছে; আর
জীবনে যা কিছু করি তা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে করি।
19আমি তোমাদের বিশেষভাবে এই প্রার্থনা করতে বলছি
যে, আমি যেন শিগ্গির তোমাদের কাছে ফিরে যেতে
পারি। এটাই আমি অন্য সব কিছু থেকে বেশী করে
চাইছি।

20-21শান্তির ঈশ্বর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের
প্রভু যীশুকে ফিরিয়ে এনেছেন, রক্তের মাধ্যমে শাশ্বত
চুক্তি অনুযায়ী যিনি মহান মেষপালক, প্রার্থনা করি
সেই ঈশ্বর যেন তোমাদের প্রয়োজনীয় সব উত্তম
বিষয়গুলি দেন যাতে তোমরা তাঁর ইচ্ছা পালন করতে
পার। আমি নিবেদন করি যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই
তিনি তা সাধন করেন। যুগে যুগে যীশুর মহিমা অক্ষয়
হোক।

22প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই চিঠিতে আমি সংক্ষেপে
যে উৎসাহজনক কথা তুলে ধরলাম তা ধৈর্য্য ধরে
শুনবে। 23তোমাদের জানাচ্ছি আমাদের ভাই তীমথিয়
জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি যদি শিগ্গির আসেন
তবে আমি তাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে
যাব।

24তোমাদের নেতাদের ও ঈশ্বরের সকল লোককে
আমাদের শুভেচ্ছা জানিও। যারা ইতালী থেকে
এখানে এসেছেন তারা সকলে তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছে।

25ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।

যাকোবের পত্র

1 আমি যাকোব, ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস,
নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের বারো গোষ্ঠীর
লোকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা

2আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন নানারকম
প্রলোভনের মধ্যে পড়, তখন তা মহা আনন্দের বিষয়
বলে মনে কোর। 3একথা জেনো, এই সকল বিষয়
তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করে ও তোমাদের ধৈর্য্যগুণ
বাড়িয়ে দেয়। 4সেই ধৈর্য্যগুণকে তোমাদের জীবনে
পুরোপুরিভাবে কাজ করতে দাও। এর ফলে তোমরা
নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কোন বিষয়ে তোমাদের
কোন অভাব থাকবে না। 5তোমাদের কারোর যদি প্রজ্ঞার
অভাব হয়, তবে সে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করুক। ঈশ্বর দয়াবান; তিনি সকলকে উদারভাবে এবং
আনন্দের সঙ্গে দেন। অতএব ঈশ্বর তোমাদের প্রজ্ঞা
প্রদান করবেন।

6কিন্তু ঈশ্বরের কাছে চাইতে হলে কোনরকম সন্দেহ
না রেখে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই তা চাইতে হবে,
কারণ যে সন্দেহ করে, সে ঝোড়ো হাওয়ায় আলোড়িত
উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো। 7-8এই প্রকার লোক দুই
মনের মানুষ প্রত্যেকটি কাজেই চঞ্চল ও অস্থির। এমন
লোকের মনে করা উচিত নয় যে প্রভুর কাছে সে কিছু
পাবে।

প্রকৃত সম্পদ

9যে বিশ্বাসী ভাই গরীব, সে গর্ব বোধ করুক, কারণ
ঈশ্বর তাকে আত্মিকভাবে উন্নত করেছেন। 10যে বিশ্বাসী
ভাই ধনী, সে গর্ব বোধ করুক, কারণ ঈশ্বর তাকে
দেখিয়েছেন যে সে আত্মিকভাবে দরিদ্র। ধনী ব্যক্তি
একদিন বুনো ফুলের মতো ঝরে যাবে। 11সূর্য ওঠার
পর তার তাপ ক্রমশঃ বেড়েই যায়, তাপে তৃণ ঝলসে
যায় ও ফুল ঝরে যায়। ফুল সুন্দর হলেও তার রূপের
বাহার বিলীন হয়ে যায়, তেমনি ঘটে ধনী ব্যক্তির
জীবনে। তার কাজের পরিকল্পনাকালেই সে হঠাৎ
মৃত্যুমুখে পড়ে।

ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রলোভন আসে না

12পরীক্ষার সময়ে যে ধৈর্য্য ধরে ও স্থির থাকে সে
ধন্য, কারণ বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ঈশ্বর তাকে
পুরস্কারস্বরূপ অনন্ত জীবন দেবেন। ঈশ্বরকে যারা
ভালবাসে তাদের তিনি এই জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন। 13কেউ যখন প্রলুব্ধ হয় তখন যেন সে না
বলে, "ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।" মন্দ ঈশ্বরকে
প্রলোভিত করে না এবং ঈশ্বরও নিজে কাউকে
প্রলোভনে ফেলেন না। 14প্রত্যেক মানুষ তার নিজের
মন্দ অভিলাষের দ্বারা প্রলোভিত হয়। তার মন্দ ইচ্ছা
তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে।
15এই মন্দ ইচ্ছা গর্ভবতী হয়ে পাপের জন্ম দেয় এবং
পাপ পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যুর জন্ম দেয়।

16আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এ ব্যাপারে তোমরা
প্রতারিত হয়ো না। 17সমস্ত ভাল ও নিখুঁত দান স্বর্গ
থেকে আসে, কারণ পিতা ঈশ্বর যিনি স্বর্গীয় আলো
সৃষ্টি করেছিলেন তিনি সর্বদা একই আছেন; তাঁর কোনও
পরিবর্তন হয় না। 18ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছায় সত্যের
বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন দিয়েছেন। তিনি
চান যেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমরা অগ্রগণ্য হই।

শ্রবণ কর ও সেই মত কাজ কর

19আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা শ্রবণে
সত্বর কিন্তু কথনে ধীর হও। চট করে রেগে যেও না।
20ক্রোধ কখনই ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুযায়ী সৎ
জীবনযাপনের সহায়ক হতে পারে না। 21তাই তোমার
জীবন থেকে সব রকমের অপবিত্রতা ও মন্দতা যা
তোমাদের চারপাশে রয়েছে তাকে দূরে সরিয়ে দাও;
আর নম্রভাবে ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ কর যা তিনি তোমাদের
হৃদয়ে বপন করেছেন। 22ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ
কর, শুনে কিছু না করে বসে থাকলে চলবে না। শুধুমাত্র
ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতা হয়ে নিজেকে ঠকিও না। 23যদি
কেউ শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতাই হয় আর সেই
মতো কাজ না করে, তবে সে এমন একজন লোকের
মতো যে আয়নার দিকে তাকায়, 24নিজেকে দেখে
এবং চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে কেমন দেখতে
তা ভুলে যায়। 25কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃত সুখী যে
ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা, যা মানুষের কাছে মুক্তি নিয়ে
আসে তা ভালভাবে অধ্যয়ন করতে থাকে ও তা পালন
করে এবং যা শ্রবণ করে তা ভুলে যায় না, এই বাধ্যতা
তাকে সুখী করে তোলে।

উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ

26যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে, অথচ
নিজের মুখ না সামলায় তবে, সে নিজেকে ঠকায়,
তার "ধার্মিকতা" মূল্যহীন। 27যে ধার্মিকতা ঈশ্বর বিশুদ্ধ
ও খাঁটি হিসেবে অনুমোদন করেন তা হল অনাথ ও
বিধবাদের দুঃখ কষ্টে দেখাশোনা করা এবং নিজেকে
পৃথিবীর মন্দ প্রভাব থেকে দূরে রাখা।

সবাইকে ভালবাসো

2 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমাদের মহিমাময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী, সুতরাং তোমরা পক্ষপাতিত্ব কোর না। 2মনে কর কোন ব্যক্তি হাতে সোনার আংটি ও পরনে দামী পোশাক পরে তোমাদের সভায় এল। সেই সময় একজন গরীব লোকও ময়লা পোশাক পরে সেখানে এল, 3যদি তোমরা সেই দামী পোশাক পরা মানুষটির দিকে বিশেষ নজর দিয়ে বল, "এই ভাল চেয়ারে বসুন;" কিন্তু সেই গরীব লোকটিকে বল, "তুমি ওখানে দাঁড়াও!" কিংবা "তুমি আমার এই পায়ের কাছে মাটিতে বস!" 4তাহলে তোমরা কি করছ? এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনকে কি বেশী সম্মানের পাত্র বলে বিচার করছ না? তোমরা কি মন্দ মাপকাঠিতে লোকের বিচার করছ না?

5আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা শোন, সংসারে যারা গরীব, ঈশ্বর কি তাদেরকে বিশ্বাসে ধনী হবার জন্য মনোনীত করেন নি। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের যে রাজ্য দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই রাজ্যের অধিকারী হবার জন্য এই গরীব লোকদের কি তিনি বেছে নেন নি? 6কিন্তু তোমরা সেই গরীব লোকটিকে কোন সম্মান দিলে না। ধনীরাই কি তোমাদের দাবিয়ে রাখে না? তারাই কি তোমাদের আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? 7যে উত্তম নাম (যীশু) তোমাদের উপরে কীর্ত্তিত হয়েছে তোমরা যাঁর আপনজন, ধনীরাই কি সেই সম্মানিত নামের নিন্দা করে না?

8সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার উর্দ্ধে একটি বিধি আছে। এই রাজকীয় ব্যবস্থাটি শাস্ত্রে রয়েছে: "তোমরা প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।"* তোমরা যদি সেই বিধি-ব্যবস্থা পালন কর তবে ভালই করছ। 9কিন্তু তোমরা যদি কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর তবে তোমরা পাপ করছ; আর এই রাজকীয় ব্যবস্থা তোমাদের ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করবে। 10কেউ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে ও তার মধ্যে কেবল যদি একটি ব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে সমস্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়। 11ঈশ্বর বলেছেন, "ব্যভিচার কোর না।"* আবার তিনিই বলেছেন, "নরহত্যা কোর না।"* এবার তুমি যদি ব্যভিচার না করে নরহত্যা কর, তাহলেও তুমি একজন ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী। 12যে ব্যবস্থা তোমাদের স্বাধীন করেছে তারই দ্বারা তোমাদের বিচার হবে, সুতরাং তোমরা যে কোন কাজ করার ও কথা বলার পূর্বে এই সব স্মরণ কর। 13তোমাদের উচিত অপরের প্রতি দয়া করা, যে কারও প্রতি দয়া করে নি, ঈশ্বরের কাছ থেকে সে বিচারের সময় দয়া পাবে না। কিন্তু যে দয়া করেছে সে বিচারের সময় নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারবে।

বিশ্বাস ও সৎ কর্ম

14আমার ভাই ও বোনেরা, যদি কেউ বলে আমার বিশ্বাস আছে, অথচ সেই অনুসারে কোন কাজ না করে, তা হলে তার বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সেই বিশ্বাস কি তাকে রক্ষা করতে পারবে? কখনই না। 15ধর, কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাই বা বোনের অন্ন-বস্ত্রের অভাব আছে, 16এই অবস্থায় তাকে কোন সাহায্য না করে তোমরা যদি মুখে বল, "ঈশ্বর তোমার সহায় হোন খেয়ে পরে থাক।" কিন্তু তার উপকার করতে ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্য না দাও তবে ঐসব কথার কি মূল্য আছে? 17ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কোন কাজ না হয় তবে সে বিশ্বাস মৃত বলেই গণ্য হয়। সেই বিশ্বাস শুধু বিশ্বাসই, তার বেশী কিছু নয়।

18কিন্তু কেউ হয়তো বলবে, "তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কাজ আছে। কাজ বাদ দিয়ে তোমার বিশ্বাস আমাকে দেখাও আর আমি আমার কাজের মধ্যে আমার বিশ্বাস তোমাকে দেখাব।" 19তুমি কি বিশ্বাস কর যে এক ঈশ্বর রয়েছেন? এমনকি ভূতেরাও তা বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে।

20ওহে মূর্খ মানুষ! কর্মবিহীন বিশ্বাস যে কোন কাজের নয়, তুমি কি চাও আমি তা প্রমাণ করি? 21অব্রাহাম আমাদের পিতৃপুরুষ ছিলেন। যখন তিনি তাঁর পুত্র ইস্হাককে যজ্ঞ বেদীর উপর উৎসর্গ করেন, তখন তাঁর কাজের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে স্বীকৃতি পান। 22কাজেই লক্ষ্য কর অব্রাহামের বিশ্বাস ও কর্ম একসাথে কাজ করেছিল এবং তাঁর বিশ্বাস কর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল। 23এইভাবে শাস্ত্রের সেই বাক্য পূর্ণ হল : যেখানে বলা হয়েছে, "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন। ঈশ্বরের কাছে সেই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হল এবং সেই বিশ্বাসে অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ গণিত হলেন"; আর তাঁকে "ঈশ্বরের বন্ধু" বলা হল। 24তাহলে তোমরা দেখলে যে মানুষ তার কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ গণিত হয়, কেবলমাত্র তার বিশ্বাসের দ্বারা নয়। 25আর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রাহবের কথা বলা যেতে পারে। বেশ্যা রাহব কি তার কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের চোখে নির্দোষ গণিত হয় নি? সে গুপ্তচরদের (ঈশ্বরের লোক) লুকিয়ে রেখে পরে তাদের অন্য পথ দিয়ে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করেছিল।

26দেহের মধ্যে প্রাণ যখন না থাকে, তখন সেই দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

বাক্সংযমের প্রয়োজনীয়তা

3 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে বেশী লোকের শিক্ষক হওয়ার জন্য চেষ্টা করার দরকার নেই, কারণ তোমরা জান যে আমরা শিক্ষক বলে অন্যদের থেকে আমাদের বিচার কঠোর হবে। 2কারণ আমরা সকলেই নানাভাবে অন্যায় করে থাকি। যদি কেউ তার কথাবার্তায় অসংযত না হয়, তবে সে একজন খাঁটি লোক, সে সব বিষয়ে নিজের দেহকে সংযত রাখতে পারে। 3ঘোড়াদের বশে রাখার জন্য, আমরা

"তোমরা ... ভালবাসবে" লেবীয় 19:18

"ব্যভিচার ... না" যাত্রা 20:14; দ্বি বি 5:18

"নরহত্যা ... না" যাত্রা 20:13; দ্বি বি 5:17

তাদের মুখে বল্‌গা দিই এবং তার ফলে তাদের সমস্ত
দেহকে আমরা আমাদের পছন্দমত যে কোনও দিকে
পরিচালিত করতে পারি। 4আবার জাহাজের কথা ভাব,
তারা কত প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলে,
অথচ ছোট্ট একটা হালের সাহায্যে নাবিক সেটাকে
যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যায়। 5তেমনি জিভও
দেহের একটা ছোট অঙ্গ, তবু তা বড় বড় কথা বলে।

দেখ আগুনের এক ছোট ফুলকি কেমন এক বিরাট
বনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। 6জিভও
তেমনি। আমাদের দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে জিভ হল
অধর্মের এক জগত, কারণ জিভ থেকেই নানা মন্দ
আমাদের সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। নরকের আগুনে
জিভ জ্বলে উঠে গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে। 7মানুষ
সব রকমের পশু-পাখী, সরীসৃপ ও সমুদ্রের প্রাণীকে
দমন করে রাখতে পারে আর তাদেরকে বশে রাখতে
পারে; 8কিন্তু কোন মানুষ জিভকে বশে রাখতে পারে
না, এই জিভ সব সময়ই অস্থির, মন্দ ও মারাত্মক
বিষে ভরা। 9এই জিভ দিয়েই আমরা কখনও আমাদের
প্রভু ও পিতার প্রশংসা করি, আবার কখনো বা ঈশ্বরের
সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষকে অভিশাপ দিই। 10একই মুখ থেকে
প্রশংসা ও অভিশাপ বের হয়। ভাই ও বোনেরা, এমন
হওয়া উচিত নয়। 11একই উৎস থেকে কি কখনও
মিষ্টি ও তেতো দুরকম জল বের হয়? 12আমার ভাই ও
বোনেরা, দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুর ফল ধরে? তেমনি নোনা
জলের উৎস থেকে কি মিষ্টি জল পাওয়া যায়?

প্রকৃত প্রজ্ঞা

13তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান কে? সে সৎ
জীবনযাপন করে ও নম্রতার সাথে ভাল কাজ করে
গর্বহীনভাবে তার বিজ্ঞতা প্রকাশ করুক। 14তোমাদের
মনে যদি তিক্ততা, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা থাকে তাহলে
তোমাদের জ্ঞানের বড়াই কোর না; করলে তোমাদের
গর্ব হবে আর এক মিথ্যা, যা সত্যকে ঢেকে রাখে।
15এই ধরণের "জ্ঞান" যা ঈশ্বর থেকে লাভ হয় না তা
পার্থিব, আত্মিক নয়, তা দিয়াবলের কাছ থেকে আসে।
16যেখানে ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা রয়েছে সেখানেই বিশৃঙ্খলা
ও সব রকমের নোংরামি থাকে। 17কিন্তু যে জ্ঞান ঈশ্বর
থেকে আসে তা প্রথমতঃ শুচিশুদ্ধ পরে শান্তিপ্রিয়,
সুবিবেচক, বাধ্যতা, দয়া ও সৎকাজে পূর্ণ, পক্ষপাত
শূন্য ও আন্তরিক। 18যারা শান্তির জন্য শান্তির পথে
কাজ করে চলে, তারা উত্তম জিনিস লাভ করে যা
যথার্থ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আসে।

নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর

4 তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কোথা থেকে আসে
তা কি তোমরা জান? তোমাদের দেহের মধ্যে যে
সব স্বার্থপর লালসা যুদ্ধ করছে, সেই সবের মধ্য থেকেই
আসে। 2তোমরা কিছু চাও কিন্তু তা পাও না, তখন খুন
কর ও অপরকে হিংসা কর; কিন্তু তবুও তা পেতে
পারো না, তাই তোমরা ঝগড়া কর, মারামারি কর।
তোমরা যা চাও, তা পাও না কারণ তোমরা ঈশ্বরের
কাছে চাও না। 3অথবা চাইলেও পাও না কারণ তোমরা
অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চাও। তোমরা কেবল নিজেদের
ভোগ বিলাসে ব্যবহারের জন্য জিনিস চাও। 4সুতরাং
তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত নও। তোমাদের জানা
উচিত যে জাগতিক বস্তুগুলিকে ভালবাসার অর্থ হল
ঈশ্বরকে ঘৃণা করা। তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে
চায় সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে ওঠে। 5তোমরা কি মনে কর
যে শাস্ত্রের এইসব কথা অর্থহীন? শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর যে
আত্মাকে আমাদের অন্তরে বাস করতে দিয়েছেন, তা
চায় যেন আমরা শুধু তাঁরই হই।"* 6কিন্তু ঈশ্বরের
অনুগ্রহদান তার থেকেও বড় বিষয়। তাই শাস্ত্রে লেখা
আছে: "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু যারা
নম্র তিনি তাদের অনুগ্রহ প্রদান করেন।"* 7তাই
তোমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সঁপে দাও। দিয়াবলের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে
পালিয়ে যাবে। 8তোমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাতে
তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন। পাপীরা তোমাদের
জীবন থেকে পাপ দূর করো। তোমরা একই সাথে
ঈশ্বরের ও জগতের সেবা করতে চেষ্টা করছ। তোমাদের
অন্তঃকরণ পবিত্র কর। 9তোমরা শোক কর, দুঃখে
ভেঙ্গে পড় ও কাঁদ, তোমাদের হাসি কান্নায় পরিণত
হোক্, আর আনন্দ, বিষাদে পরিণত হোক্। 10তোমরা
প্রভুর সামনে নত হও, তাহলে তিনি তোমাদের উন্নত
করবেন।

বিচার কোরো না

11ভাই ও বোনেরা, তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে
নিন্দা বন্ধ কর। যদি কেউ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা
বলে অথবা তার ভাইয়ের বিচার করে, সে বিধি-ব্যবস্থার
বিরুদ্ধেই কথা বলে এবং ব্যবস্থার বিচার করে। যদি
তুমি বিধি-ব্যবস্থার বিচার কর, তাহলে তুমি আর তার
পালনকারী হলে না বরং বিধি-ব্যবস্থার বিচারক হলে।
12একমাত্র ঈশ্বরই বিধি-ব্যবস্থা দিতে পারেন ও বিচার
করতে পারেন। একমাত্র তিনিই বিচারকর্তা, কেবল
তিনিই আমাদের রক্ষা করতে বা বিনষ্ট করতে পারেন।
তাই অন্যের বিচার করা তোমার অধিকারে নেই।

তোমার জীবনের পরিকল্পনা ঈশ্বরের হাতে দাও

13তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "আজ বা কাল
আমরা এমন শহরে যাব, সেখানে গিয়ে এক বছর
থাকব আর ব্যবসা করে লাভ করব।" 14একটু ভেবে
দেখ, কাল কি হবে তা তুমি জান না। তোমাদের প্রাণ
তো কুয়াশার মতো, ক্ষণকালের জন্য তা দৃষ্টিগোচর
হয়, তারপর উবে যায়। 15তাই তোমাদের বলা উচিত,
"প্রভুর ইচ্ছা হলে, আমরা বেঁচে থাকব আর এটা ওটা
করব।"

"ঈশ্বর ... হই" যাত্রা 20:5

"ঈশ্বর ... করেন" হিতো 3:34

16কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের বিষয়ে নিজেরাই
অহঙ্কার ও দর্প করছ; আর এই প্রকারের সব অহঙ্কার
অন্যায়।
17মনে রেখো, যে সৎ কর্ম করতে জানে অথচ তা
না করে, সে পাপ করে।

স্বার্থপর ধনী লোকেরা দণ্ডিত হবে

5 ধনী ব্যক্তিরা শোন, তোমাদের ওপর যে ঘোর দুর্দশা
আসছে, তার জন্য তোমরা কাঁদ ও হাহাকার কর।
2তোমাদের ধন পচে যাবে, তার কোন মূল্যই থাকবে
না। তোমাদের পোশাক পোকায় কাটবে, তোমাদের সোনা
ও রূপোয় মরচে ধরবে। সেই মরচে প্রমাণ করবে যে
তোমরা অন্যায় করেছ। 3আর সেই মরচে আগুনের
মতো তোমাদের দেহের মাংস খেয়ে ফেলবে। তোমরা
শেষের দিনের জন্য সম্পদ জমা করেছ। 4দেখ! যে
মজুরেরা তোমাদের ক্ষেতে কাজ করেছিল তাদের
তোমরা মজুরি দাও নি। তার জন্য তারা তোমাদের
বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। তারা তোমাদের ক্ষেতের ফসল
কেটেছে, এখন তাদের সেই আর্তনাদ স্বর্গীয় বাহিনীর
প্রভু ঈশ্বরের কানে পৌঁছেছে। 5এই পৃথিবীতে তোমরা
ভোগ বিলাসে দিন কাটিয়ে প্রাণের লালসা মিটিয়েছ।
তোমরা নিজেদের বলি হবার দিনের জন্য, পশুর মতো
মোটা করছ। 6ভাল লোকদের প্রতি তোমরা কোন দয়া
দেখাও নি। তোমরা নির্দোষ লোকদের দোষী সাব্যস্ত
করেছ এবং বধ করেছ, যদিও তারা তোমাদের বিরোধিতা
করেনি।

ধৈর্য্য ধর

7ভাই ও বোনেরা ধৈর্য্য ধর। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ফিরে
আসবেন, তাঁর না আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর। মনে রেখো
একজন চাষী তার ক্ষেতের মূল্যবান ফসলের জন্য
অপেক্ষা করে; আর যতদিন তা প্রথম ও শেষ বর্ষণ না
পায়, ততদিন সে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে। 8তোমাদের
ধৈর্য্য ধরা দরকার, আশা ছেড়ে দিও না। প্রভু যীশু
শীঘ্রই আসছেন। 9ভাই ও বোনেরা, তোমরা একে
অপরের বিরুদ্ধে নালিশ কোর না। তোমরা যদি নালিশ
করা থেকে বিরত না হও, তাহলে তোমরা দোষী সাব্যস্ত
হবে। দেখ, বিচারক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।
10ভাই ও বোনেরা, দুঃখ ও কষ্টে কিভাবে ধৈর্য্য
ধরতে হয় তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ভাববাদীদের অনুসরণ
কর;যারা প্রভুর পক্ষে কথা বলেছিলেন। 11আমরা বলি
যারা জীবনে দুঃখ কষ্ট সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নেয়
তারা ধন্য। তোমরা ইয়োবের সহিষ্ণুতার কথা শুনেছ।
তোমরা জান যে ইয়োবের সমস্ত দুঃখ কষ্টের পর প্রভু
তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এতে জানা যায় যে প্রভু
করুণা ও দয়ায় পরিপূর্ণ।

কথাবার্তায় সতর্ক হও

12আমার ভাই ও বোনেরা, বিশেষ করে মনে রেখো,
কোন প্রতিশ্রুতি করার সময়ে স্বর্গ, পৃথিবী বা অন্য
কোন নাম ব্যবহার করে তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ
করতে দিব্যি কোর না। তোমাদের 'হ্যাঁ' যেন হ্যাঁ-ই হয়
আর 'না' যেন 'না' থাকে। এটা কর যাতে তোমাদের
বিচারের দায়ে পড়তে না হয়।

প্রার্থনার শক্তি

13তোমাদের মধ্যে কেউ কি কষ্ট পাচ্ছে? তবে সে
প্রার্থনা করুক। কেউ কি সুখী? তবে সে ঈশ্বরের
গুণকীর্তন করুক। 14তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ
হয়েছে? তবে সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডাকুক। তারা
প্রভুর নামে তার মাথায় একটু তেল দিয়ে তার জন্য
প্রার্থনা করুক।
15বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে,
প্রভুই তাকে সুস্থতা দেবেন; আর সে যদি পাপ করে
থাকে তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। 16তাই তোমরা
পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর, পরস্পরের জন্য
প্রার্থনা কর, যেন সুস্থতা লাভ কর , কারণ ন্যায়পরায়ণ
ব্যক্তির প্রার্থনা খুবই শক্তিশালী ও কার্য্যকরী। 17এলীয়
আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রার্থনা
করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর সাড়ে তিন বছর ধরে
দেশে বৃষ্টি হল না। 18পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন;
আর আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল, এবং ক্ষেতে ফসল
হল।

আত্মার মুক্তি

19আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ
যদি সত্য থেকে দূরে সরে যায় আর যদি কেউ তাকে
সত্যে ফিরে আসতে সাহায্য করে তবে। 20একথা মনে
রেখো, যে পাপীকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে আনে সে
সেই ব্যক্তিকে অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে
এবং এই কাজের দ্বারা সে তার অনেক পাপের ক্ষমা
আনবে।

পিতরের প্রথম পত্র

1 আমি পিতর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত-পন্ত,
গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়াতে
ঈশ্বরের যেসব মনোনীত লোকেরা নির্বাসনে ছড়িয়ে আছে
তাদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি। 2বহুপূর্বেই পিতা
ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তোমাদের মনোনীত
করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর পবিত্র লোকসমষ্টি হও।
পবিত্র আত্মা তোমাদের পবিত্র করেছেন, ঈশ্বর
চেয়েছিলেন যে তোমরা তাঁর বাধ্য হবে ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের রক্তে শুচি হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তুক।

জীবন্ত প্রত্যাশা

3প্রশংসিত হোন ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
পিতা। ঈশ্বরের মহাদয়ায় তিনি আমাদের নতুন জীবন
দিয়েছেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এই নতুন জীবন এনেছে
এক নতুন প্রত্যাশা।

4আমরা এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রত্যাশা করব যা
তিনি সন্তানদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত রেখেছেন, যা কখনো
ধ্বংস বা বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। 5বিশ্বাসের মাধ্যমে
ঈশ্বরের শক্তি তোমাদের রক্ষা করছে এবং যে পর্যন্ত
না তোমরা পরিত্রাণ পাও সেই পর্যন্ত নিরাপদে রাখছে।
সেই পরিত্রাণের আয়োজন করা আছে যাতে তা
শেষকালে তোমরা পাও। 6আপাততঃ বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট
তোমাদের ব্যথিত করলেও ঐ কথা ভেবে তোমরা আনন্দ
কর। 7এসব দুঃখ কষ্ট আসে কেন? এরা আসে যাতে
তোমাদের বিশ্বাস খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়। যে সোনা
ক্ষয় পায় তাকেও আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়; আর
তোমাদের খাঁটি বিশ্বাস তো সেই সোনার চাইতেও
মূল্যবান। বিশ্বাসের পরীক্ষায় যদি দেখা যায় যে তোমাদের
বিশ্বাস অটল আছে, তবে যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের
সময়ে তোমরা কত না প্রশংসা, গৌরব ও সম্মান পাবে।
8তাঁকে না দেখেও তোমরা তাঁকে ভালবাস। তোমরা
তাঁকে না দেখতে পেয়েও বিশ্বাস করছ ফলে তোমরা
এক অনির্বচনীয় গৌরবময় মহাআনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছ।
9তোমাদের বিশ্বাসের এক লক্ষ্য আছে, আর সেই লক্ষ্য
হল তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ যা তোমরা লাভ করছ।

10ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে তোমরা লাভ করবে সে বিষয়ে
ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁরা এই মুক্তির
বিষয়েও সযত্নে অনুসন্ধান করেছেন। 11খ্রীষ্টের আত্মা
ঐসব ভাববাদীদের মধ্যে ছিলেন এবং সেই আত্মা তাঁদের
জানিয়েছিলেন খ্রীষ্টের প্রতি কি কি দুঃখভোগ ঘটবে
এবং সেই দুঃখভোগের পর কত মহিমা আসবে। তাঁরা
এও জানতে চেষ্টা করেছিলেন যে সেই আত্মা তাঁদের
কি নির্দেশ করছেন, কখন সেই সব ঘটবে এবং তা
ঘটার সময় জগৎ কেমন থাকবে। 12ঐ ভাববাদীদের
জানানো হয়েছিল যে ঐ সব সেবা কাজ তাঁদের জন্য
নয়, বরং ভাববাদীরা তোমাদেরই সেবা করছিলেন। স্বর্গ
থেকে পাঠানো পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে যাঁরা
তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তাঁদের
কাছ থেকে তোমরা সেই সব কথা শুনেছ। তোমরা যে
সব বিষয় শুনেছ, সে সব বিষয় এমনকি স্বর্গদূতেরাও
শুনতে আগ্রহী।

পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে আহ্বান

13সেবার উপযোগী করে তোমাদের মনকে প্রস্তুত
রেখো আর আত্মসংযমী হও। যীশু খ্রীষ্টের আগমনের
সময় যে অনুগ্রহ তোমাদের দেওয়া হবে তার ওপর
সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। 14অতীতে তোমরা এটা বুঝতে
না তাই তোমাদের অভিলাষ অনুসারে মন্দ পথে চলতে;
এখন তোমরা ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান, তাই অতীতে
তোমরা যেভাবে চলতে সেভাবে চলো না। 15কিন্তু যে
ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন সেই ঈশ্বর যেমন
পবিত্র তেমনি তোমরাও তোমাদের সকল কাজে পবিত্র
থাক।

16শাস্ত্রে লেখা আছে, “আমি পবিত্র বলে তোমরা
পবিত্র হও।”*

17ঈশ্বর কারও মুখাপেক্ষা না করে প্রত্যেক লোকের
কাজ অনুসারে তার বিচার করেন; সেই ঈশ্বরকে যখন
তোমরা পিতা বলে সম্বোধন কর তখন তোমাদের উচিত
পৃথিবীতে প্রবাসীর মতো ঈশ্বর ভয়ে জীবনযাপন করা।
18তোমরা তো জান যে অতীতে তোমরা উচ্ছৃঙ্খল
জীবনযাপন করতে, যা তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছ থেকে পেয়েছিলে; কিন্তু এখন সেই রকম
জীবনযাপন করা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছ। ঈশ্বর
ক্ষয়ণীয় সোনা বা রূপোর বিনিময়ে তোমাদের মুক্তি
ক্রয় করেন নি; 19কিন্তু নির্দোষ ও নিখুঁত মেষশাবক,
খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দিয়ে তোমাদের ক্রয় করেছেন।
20জগত সৃষ্টির আগেই খ্রীষ্টকে মনোনীত করা হয়েছিল;
কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্য তিনি প্রকাশিত
হলেন।

21খ্রীষ্টের মাধ্যমেই তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছ।
ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করে তাঁকে
মহিমান্বিত করেছেন। সে জন্যই ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের
বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আছে। 22সত্যের অনুগামী হয়ে তোমরা
নিজেদের শুদ্ধ করেছ, তাই তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসী

“আমি ... হও” লেবীয় 11:44-45; 19:2; 20:7

ভাই ও বোনেদের জন্য প্রকৃত ভালবাসা রয়েছে; সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে একে অপরকে ভালবাসো।
23কোন নশ্বর বীজ থেকে তোমাদের এই নতুন জন্ম হয় নি। এই জীবন সম্ভব হয়েছে এক অবিনশ্বর বীজ থেকে। ঈশ্বরের সেই জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারাই তোমাদের নতুন জন্ম হয়েছে।
24তাই শাস্ত্র বলে:

"মানুষ মাত্রেই ঘাসের মতো আর ঘাসের ফুলের মতোই তাদের মহিমা। ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ঝরে পড়ে;

25কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকে।"

যিশাইয় 40:6-8

বাক্য হচ্ছে সেই সুসমাচার যা তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে।"

জীবন্ত প্রস্তর এবং পবিত্র জাতি

2 তাই তোমরা এমন কিছু কোর না যাতে অপরে ব্যথা পায়। মিথ্যা বোল না, ছলনা কোর না, হিংসা কোর না, কারো সম্পর্কে নিন্দাবাদ কোর না। এসব মন্দ বিষয়গুলি তোমাদের অন্তর থেকে দূর করে দাও।
2নবজাত শিশুর মতো হও, খাঁটি আধ্যাত্মিক দুধের জন্য আকাঙ্খা রাখ, যা পান করে তোমরা বৃদ্ধিলাভ করবে ও তোমাদের পরিত্রাণ হবে।
3তোমরা এর মধ্যেই প্রভুর সেই দয়ার আস্বাদ পেয়েছ।

4প্রভু যীশু হলেন জীবন্ত প্রস্তর। জগতের লোক সেই প্রস্তর অগ্রাহ্য করল; কিন্তু তিনিই সেই "প্রস্তর" যাঁকে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন। ঈশ্বরের চোখে তিনি মহামূল্য, তাই তোমরা তাঁর কাছে এস।
5তোমরাও এক একটি জীবন্ত প্রস্তর সুতরাং সেই আত্মিক ধর্মধাম গড়বার জন্য তোমাদের ব্যবহার করতে দাও, যাতে পবিত্র যাজক হিসাবে তোমরা আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার, যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবে।
6আর শাস্ত্রেও একথা আছে:

"দেখ, আমি সিয়োনে একটি প্রস্তর স্থাপন করছি, যা মনোনীত মহামূল্য কোণের প্রধান প্রস্তর। তার উপরে যে মানুষ বিশ্বাস রাখবে তাকে কখনই লজ্জায় পড়তে হবে না।" *যিশাইয় 28:16*

7যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে সেই প্রস্তর (যীশু) মহামূল্যবান; কিন্তু যারা তাঁকে অবজ্ঞা করে তাদের কাছে তিনি হলেন সেই প্রস্তর:

"রাজমিস্ত্রীরা যে প্রস্তর বাতিল করে দিয়েছিল, সেটাই হয়ে উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তর।"

গীতসংহিতা 118:22

8শাস্ত্র আবার এই কথাও বলে যারা বিশ্বাস করে না তাদের পক্ষে:

"এটা এমনই এক প্রস্তর যাতে মানুষ হোঁচট খায়; আর সেই প্রস্তরের দরুণ অনেক লোক হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।" *যিশাইয় 8:14*

তারা ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করে বলেই হোঁচট খায় আর এতো তাদের বিধি নির্দিষ্ট পরিণাম।

9কিন্তু তোমরা সেরকম নও, তোমরা মনোনীত মানবগোষ্ঠী, রাজকীয় যাজককূল, এক পবিত্র জাতি। তোমরা ঈশ্বরের আপন জনগোষ্ঠী, তাই তোমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের কথা বলতে পারো। যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর অপূর্ব আলোয় নিয়ে এসেছেন, তোমরা তাঁরই গুণগান কর।
10আগে তোমরা তাঁর প্রজা ছিলে না কিন্তু এখন তোমরা ঈশ্বরের আপন প্রজাবৃন্দ; একসময় তোমরা ঈশ্বরের দয়া পাও নি কিন্তু এখন তা পেয়েছ।

ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাক

11প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা এই পৃথিবীতে বিদেশী ও আগন্তুক। এই জন্য আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, দৈহিক কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের দূরে রাখ, কারণ এসব তোমাদের আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করে।
12তোমরা এমন লোকদের মধ্যে বসবাস করছ যারা সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। তারা বলতে পারে যে তোমরা ভুল কাজ করছ। তাই সৎ এবং ভাল জীবনযাপন কর, তাহলে তোমাদের সৎ কাজ স্বচক্ষে দেখে প্রভুর প্রত্যাগমনের দিন তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবে।

শাসনকর্তাদের মান্য কর

13জগতের শাসনকর্তাদের বাধ্য হও; প্রভুর জন্যই তা কর।
14রাজ্যের সর্বময় কর্তা হিসাবে রাজার বাধ্য হও। অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতে এবং যারা সৎ কাজ করে তাদের প্রশংসা করতে রাজা কর্তৃক যে নেতারা নিযুক্ত, তাদের বাধ্য হও।
15এইভাবে তোমরা ভালো ভালো কাজ করে, সেই সব মূর্খ লোকদের তোমাদের সম্পর্কে মূর্খের মত কথা বলা থেকে বিরত কর; ঈশ্বরও তাই চান।
16স্বাধীন লোক হিসাবে বাস কর; কিন্তু এই স্বাধীনতাকে অন্যায় কাজ করার ছুতো হিসেবে ব্যবহার কোর না, বরং ঈশ্বরের সেবক হিসাবে জীবনযাপন কর।
17সকল লোককে যথোচিত সম্মান দিও। সব জায়গায় সকল বিশ্বাসী ভাইদের ভালবাস। ঈশ্বরকে ভয় কর আর রাজাকে সম্মান দিও।

খ্রীষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ

18দাসেরা, তোমরা অবশ্যই তোমাদের মনিবদের সম্মান করবে এবং তাদের অনুগত থাকবে। কেবল দয়ালু ও ভাল মনিবদের নয়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনিবদেরও বাধ্য হও।
19কারণ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন এমন কেউ অন্যায়ভাবে পাওয়া কষ্টের ব্যথা সহ্য করে, তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।
20বাস্তবে যখন অন্যায় কাজ করার জন্য তোমরা মার খাও এবং তা সহ্য কর তাতে প্রশংসার কিছু আছে কি? কিন্তু ভাল কাজ করে যদি কষ্টভোগ সহ্য কর তবে ঈশ্বরের চোখে তা প্রশংসার যোগ্য।
21ঈশ্বর এই জন্যই তোমাদের আহ্বান করেছেন। খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, আর এইভাবে তিনি

তোমাদের কাছে এক আদর্শ রেখে গেছেন, যেন তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

22“তিনি কখনও কোন পাপ করেন নি, এবং তাঁর মুখে কখনও কোন ছলনার কথা শোনা যায় নি।”

যিশাইয় 53:9

23তাঁকে অপমান করলে, তিনি তার জবাবে কাউকে অপমান করেন নি। তাঁর কষ্টভোগের সময় তিনি প্রতিশোধ নেবার ভয় দেখান নি ; কিন্তু যিনি ন্যায় বিচার করেন, তাঁরই ওপর বিচারের ভার দিয়েছিলেন। **24**ক্রুশের উপরে তিনি নিজ দেহে আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা বইলেন, যেন আমরা আমাদের পাপের দিক থেকে মৃত হয়ে ধার্মিকতার জন্য জীবনযাপন করি। তাঁর দেহের ক্ষত দ্বারা তোমরা সুস্থতা লাভ করেছ। **25**তোমরা ভুল পথে যাওয়া মেষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলে; কিন্তু এখন তোমরা তোমাদের প্রাণের পালক ও রক্ষকের কাছে ফিরে এসেছ।

স্ত্রী এবং স্বামীদের জন্য উপদেশ

3 ঠিক সেইরকম স্ত্রীরা, তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করো যাতে যারা ঈশ্বরের শিক্ষাকে অনুসরণ করে না এমন স্বামীরা তোমাদের ব্যবহারের দ্বারা খ্রীষ্টের দিকে আকৃষ্ট হয়। **2**তাদের কিছু বলার প্রয়োজন নেই, তারা নিজেদের স্ত্রীদের শুদ্ধ ও সম্মানজনক আচার ব্যবহার দেখে আকৃষ্ট হবে। **3**চুলের খোঁপা, সোনার অলঙ্কার অথবা সুক্ষ্ম জামা-কাপড় এইসব নশ্বর ভূষণ দ্বারা নয়, **4**বরং তোমাদের ভূষণ হওয়া উচিত তোমাদের অন্তরের মধ্যে লুকানো সত্তা-নম্রতা ও শান্ত স্বভাব, যা ঈশ্বরের চোখে মহামূল্যবান। **5**এইভাবেই সেই পবিত্র মহিলারা যারা অতীতে ঈশ্বরে ভরসা রাখত তারা স্বামীদের প্রতি তাদের সমীহপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সুন্দরী করে তুলতো।

6যেমন সারা অব্রাহামের অনুরক্তা ছিলেন এবং তাকে ‘মহাশয়’ বলে ডাকতেন। মহিলারা, তোমরা যদি ভীত না হয়ে যা ঠিক তাই কর তবে তা প্রমাণ করবে যে তোমরা সারার যোগ্য সন্ততি।

7সেইভাবে তোমরা স্বামীরাও জ্ঞানপূর্বক তোমাদের স্ত্রীদের সাথে বাস কর। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কারণ তারা তোমাদের থেকে দুর্বল হলেও ঈশ্বর তাদেরও সমানভাবে আশীর্বাদ করেন, যে আশীর্বাদ অনুগ্রহের, যা সত্য জীবন দান করে। তাদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা তোমাদের উচিত তা যদি না কর তবে তোমাদের প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

সঠিক কর্মের জন্য কষ্ট

8তোমরা সকলে শান্তিতে বাস কর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, ভাই ও বোনের প্রতি প্রেমময়, সমব্যথী এবং নম্র হও। **9**মন্দের পরিবর্তে মন্দ কোর না, অথবা অপমান করলে অপমান ফিরিয়ে দিও না, বরং ঈশ্বরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা কর যেন তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন, কারণ এই করতেই তোমরা আহূত, যাতে তোমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারো। **10**শাস্ত্রে বলছে,

“যে জীবন উপভোগ করতে চায় ও শুভ দিন দেখতে চায়, সে মন্দ কথা থেকে তার জিভকে যেন সংযত রাখে; আর মিথ্যা কথা বলা থেকে ঠোঁটকে যেন সামলে রাখে।”

11পাপের পথে না গিয়ে সে সৎ কর্ম করুক; শান্তির চেষ্টা করে সেই মতো চলুক।

12কারণ যারা ধার্মিক তাদের প্রতি প্রভুর সজাগ দৃষ্টি আছে এবং তাদের প্রার্থনা শোনবার জন্য তাঁর কান খোলা আছে ; কিন্তু যারা মন্দ পথে চলে প্রভু তাদের দিক থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন।”

গীতসংহিতা 34:12-16

13তোমরা যদি সব সময় ভাল কাজই করতে চাও তবে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? **14**কিন্তু যদি ন্যায় পথে চলার জন্য নির্যাতিত হও, তাহলে তোমরা ধন্য আর, “তোমরা ঐ লোকদের ভয় কোর না বা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না।”* **15**বরং অন্তরে খ্রীষ্টকে পবিত্র প্রভু বলে মান। তোমাদের সবার যে প্রত্যাশা আছে সেই বিষয়ে তোমাদের যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন তার যথাযথ জবাব দিতে তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো। **16**কিন্তু এই জবাব বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে। তোমাদের বিবেক শুদ্ধ রেখো, যাতে তোমরা সমালোচিত না হও, তাহলে যারা তোমাদের খ্রীষ্টিয় সৎ জীবনযাপনের প্রতি অপমান প্রদর্শন করে তারা লজ্জিত হবে।

17কারণ অন্যায় করে দুঃখভোগ করার চেয়ে বরং ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হয়, ভাল কাজ করে দুঃখভোগ করা অনেক ভাল। **18**কারণ খ্রীষ্ট নিজে পাপের জন্য একবার চিরকালের জন্য সবার হয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন। সেই ন্যায়পরায়ণ মানুষ অন্যায়কারী মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য। দৈহিকভাবে তাঁকে মারা হয়েছিল, কিন্তু আত্মায় তিনি জীবিত হলেন। **19**সেই অবস্থায় তিনি কারারুদ্ধ আত্মাদের কাছে গিয়ে প্রচার করলেন। **20**সেই কারারুদ্ধ আত্মারা বহুকাল আগে নোহের সময়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। নোহের জাহাজ তৈরীর সময় ঈশ্বর তাদের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। সেই জাহাজে কেবল অল্প কিছু লোক (আট জন) জলের দ্বারা রক্ষা পেল। **21**সেই জল বাপ্তিস্মের মত যা এখন তোমাদের রক্ষা করে। শরীরের ময়লা সেই বাপ্তিস্মের দ্বারা ধুয়ে যায় না; কিন্তু তা ঈশ্বরের কাছে সৎ বিবেক বজায় রাখার জন্য এক আবেদন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কারণে এটা তোমাদের রক্ষা করে। **22**যীশু স্বর্গারোহন করে পিতা ঈশ্বরের ডানপাশে আছেন, আর স্বর্গদূতেরা,

“তোমরা ... না” যিশ 8:12

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতগণ এবং শক্তিধররা এখন তাঁর
অধীনে।

পরিবর্তিত জীবন

4 তাই বলছি, খ্রীষ্ট নিজেই যখন তাঁর মরদেহে
দুঃখভোগ করলেন, তখন তোমরাও সেই একই
মনোভাব নিয়ে নিজেদের মনটাকে দৃঢ় কর, কারণ দেহে
যার দুঃখভোগ হয়েছে, সে পাপ করা থেকে নিবৃত্ত
হয়েছে। 2নিজেদের শক্তিশালী করে তোল যাতে মানবিক
বাসনার অনুগামী না হয়ে তোমরা বাকি জীবন ঈশ্বর
তোমার কাছে যা চান তা করে কাটাতে পার। 3কারণ
অতীতে অবিশ্বাসীরা যেমন চলে তেমনি চলে তোমরা
অনেক সময় নষ্ট করেছ। তোমরা যৌন পাপে ও
কামোচ্ছাসে লিপ্ত ছিলে, এবং হুল্লোড়পূর্ণ মাতলামিতে
ভরা ভোজসভায় যোগ দিয়ে ও ঘৃণ্য মূর্ত্তি পূজা করেই
তো দিন কাটিয়েছ। 4কিন্তু এখন সেই অবিশ্বাসী লোকেরাই
দেখে আশ্চর্য হয় যে তোমরা আর সেই জঙ্গলী বেপরোয়া
জীবনযাপনে যোগ দাও না; আর সেই জন্য তারা
তোমাদের গালাগালি ও অপবাদ দেয়। 5কিন্তু তাদেরকে
তাদের আচরণের জন্য তাঁর (খ্রীষ্টের) কাছে কৈফিয়ৎ
দিতে হবে, যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন।
6এই কারণেই এই সুসমাচার সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের
কাছে প্রচার করা হয়েছিল যাঁরা আজকে মৃত; যেন
দৈহিকভাবে মানুষের মত তাঁদের মৃত্যুর বিধান দেওয়া
হলেও ঈশ্বরের মত তাঁরা আত্মার দ্বারা অনন্তকাল বাস
করেন।

উপযুক্ত অধ্যক্ষ হও

7সেই সময় ঘনিয়ে আসছে যখন সবকিছুই শেষ
হবে, সুতরাং মন স্থির রাখ ও আত্মসংযমী হও। এটা
তোমাদের প্রার্থনা করতে সাহায্য করবে। 8সব থেকে
বড় কথা এই যে তোমরা পরস্পরকে একাগ্রভাবে
ভালবাস, কারণ ভালবাসা অনেক অনেক পাপ ঢেকে
দেয়। 9কোনরকম অভিযোগ না করে পরস্পরের প্রতি
অতিথিপরায়ণ হও। 10তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে
যেমন আত্মিক উপহার পেয়েছ, সেই অনুসারে উপযুক্ত
অধ্যক্ষের মত একে অপরকে সাহায্য কর। 11যদি কেউ
প্রচার করে, তবে সে এমনভাবে তা করুক, যেন ঈশ্বরের
বাক্য বলছে। যদি কেউ সেবা করে, সে ঈশ্বরের দেওয়া
শক্তি অনুসারেই তা করুক, যাতে সব বিষয়ে যীশু
খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রশংসিত হন। গৌরব ও পরাক্রম
যুগে যুগে তাঁরই হোক্। আমেন।

খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে দুঃখভোগ

12প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে কষ্টের
আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলছে, তাতে তোমরা আশ্চর্য
হয়ো না। কোন অদ্ভুত কিছু তোমাদের প্রতি ঘটছে
বলে মনে কোর না। 13বরং তোমরা আনন্দ করো যে
খ্রীষ্টের দুঃখভোগের ভাগীদার হতে পেরেছ। এরপর
তাঁর মহিমা যখন প্রকাশ পাবে তখন তোমরা মহাআনন্দ
লাভ করবে। 14তোমরা খ্রীষ্টানুসারী হয়েছ বলে কেউ
যদি তোমাদের অপমান করে, তবে তোমরা ধন্য, কারণ
ঈশ্বরের মহিমার আত্মা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করছে।
15তোমাদের মধ্যে কেউ যেন খুনী, কি চোর, কি
দুষ্কর্মকারীরূপে বা অন্যায়ভাবে অন্যের ব্যাপারে হাত
দিয়ে দুঃখভোগ না করে। 16কিন্তু যদি কেউ খ্রীষ্টীয়ান
বলে দুঃখভোগ করে, তবে সে যেন লজ্জা না পায়,
কিন্তু তার সেই নাম (খ্রীষ্টীয়ান) আছে বলে সে ঈশ্বরের
প্রশংসা করুক। 17বিচার আরম্ভ হবার সময় হয়েছে
এবং তা ঈশ্বরের লোকদের থেকেই শুরু করা হবে।
সেই বিচার যদি আমাদের থেকেই শুরু করা হয় তবে
যারা ঈশ্বরের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণাম
কি হবে? 18শাস্ত্র যেমন বলে, “নীতিপরায়ণদের পরিত্রাণ
লাভ যদি এমন কঠিন হয় তবে যারা ঈশ্বরবিহীন ও
পাপী তাদের কি হবে?”* 19যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে
দুঃখভোগ করছে, তারা সেই বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে
নিজেদের (আত্মাকে) সঁপে দিক এবং ভাল কাজ করে
যাক।

ঈশ্বরের পাল

5 যারা মণ্ডলীর প্রাচীন তাদের কাছে এখন আমার
এই বক্তব্য, আমি নিজেও একজন প্রাচীন হিসেবে
খ্রীষ্টের দুঃখভোগের একজন সাক্ষী। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে
যে ঐশীমহিমা প্রকাশিত হবে আমি হব তার একজন
অংশীদার। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, 2তোমাদের
তত্ত্বাবধানে ঈশ্বরের যে পাল আছে তাদের দেখাশোনা
কর। স্বেচ্ছায় তাদের পরিচর্যা কর, বাধ্য হয়ে নয় বা
কিছু পাবার আশায়ও নয়, বরং স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের
সঙ্গে, ঈশ্বর যেমন চান। 3যাদের দায়িত্বভার তোমরা
পেয়েছ তাদের ওপর প্রভুত্ব চালিও না; কিন্তু পালের
আদর্শস্বরূপ হও। 4যেদিন প্রধান পালক (খ্রীষ্ট) দেখা
দেবেন সেদিন তোমরা নিশ্চয়ই সেই অম্লান মহিমাময়
মুকুট লাভ করবে।
5যুবকরা, তোমরা প্রাচীনদের অনুগত হও, আর
নতনম্র হয়ে একে অপরের সেবা কর, কারণ

“ঈশ্বর অহঙ্কারীদের বিরোধিতা করেন; কিন্তু
নতনম্রদের অনুগ্রহ করেন।” *হিতোপদেশ 3:34*

6তাই তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হাতের নিচে অবনত
থাক, যেন ঠিক সময়ে তিনি তোমাদের উন্নত করেন।
7তোমাদের সমস্ত ভাবনা চিন্তার ভার তাঁকে দাও, কারণ
তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।
8তোমরা সংযত ও সতর্ক থাক, তোমাদের মহাশত্রু
দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের মত কাকে গ্রাস করবে তা
খুঁজে বেড়াচ্ছে। 9তোমরা দিয়াবলের প্রতিরোধ কর,
বিশ্বাসে বলবান হও। তোমরা জান, সারা বিশ্বে তোমাদের
বিশ্বাসী ভাইরাও এই রকম দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই
যাচ্ছে। 10হ্যাঁ, তোমাদের দুঃখভোগ অল্পকালের জন্য;

“নীতিপরায়ণদের ... হবে” পুরাতন নিয়মের গ্রীক প্রতিলিপি। হিতোপদেশ 11:31

কিন্তু তারপর ঈশ্বর সব কিছু ঠিক করে দেবেন ও তোমাদের শক্তিশালী করে তুলবেন। তিনি পতন থেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের সাহায্য করবেন। তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি সকলকে অনুগ্রহ বিতরণ করেন। যীশু খ্রীষ্টে তাঁর অনন্ত মহিমার ভাগীদার হবার জন্য তিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন।
11যুগে যুগে তাঁরই পরাক্রম হোক্। আমেন।

শেষ শুভেচ্ছা

12সীল, যাকে আমি খ্রীষ্টে বিশ্বস্ত ভাই বলে জানি তার মাধ্যমে তোমাদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত চিঠি পাঠাচ্ছি যেন তোমরা আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হও। আমি একথা বলতে চাই, এই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহে দৃঢ়ভাবে স্থির থাক।

13বাবিলের মণ্ডলী, যাকে ঈশ্বর তোমাদের সাথে মনোনীত করেছেন, তারা তাদের শুভেচ্ছা তোমাদের পাঠাচ্ছে এবং আমার পুত্র মার্কও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।
14প্রেম চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলাবাদ কর। তোমরা যারা খ্রীষ্টে আছ তাদের সবার প্রতি শান্তি বর্তুক।

পিতরের দ্বিতীয় পত্র

1 আমি শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত।
যারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের
ধার্মিকতার মাধ্যমে আমাদের মতো এক মহামূল্য বিশ্বাস
লাভ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি। যা
ন্যায্য তিনি তাই করেন। 2অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর পরিমানে
তোমাদের প্রতি বর্তুক। তোমরা ঈশ্বর ও আমাদের
প্রভু যীশুকে গভীরভাবে জান বলে এই অনুগ্রহ ও
শান্তি ভোগ করবে।

প্রয়োজনীয় সবকিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন

3যীশুর কাছে ঈশ্বরের শক্তি আছে। তাঁর শক্তি
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার
সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় দান করেছে। আমরা এই
সমস্ত কিছু পেয়েছি কারণ আমরা তাঁকে জানি। যীশু
তাঁর মহিমা এবং সদ্‌গুণে আমাদের ডেকেছেন। 4তাঁর
মহিমা এবং সদ্‌গুণে যা তিনি দেবেন বলেছিলেন সেই
মূল্যবান এবং মহান প্রতিজ্ঞাগুলি তিনি আমাদের
দিয়েছেন, যাতে তোমরা ঐ সব প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্য
দিয়ে জগতের মন্দ অভিলাষজনিত যে সব দুর্নীতি
আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গীয় অংশীদার হতে পার।

5তোমরা এই সব আশীর্বাদ পেয়েছ বলে অতি যত্ন
করে তা তোমাদের জীবনে যোগ করে নিতে প্রাণপণ
চেষ্টা কর। তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সদ্‌গুণ, সদ্‌গুণের
সঙ্গে জ্ঞান, 6জ্ঞানের সঙ্গে সংযম, সংযমের সঙ্গে ধৈর্য্য,
ধৈর্য্যের সঙ্গে ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃস্নেহ,
ভ্রাতৃস্নেহের সঙ্গে ভালবাসা যোগ করে নাও।
7ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে আসে ভ্রাতৃস্নেহ, আর ভ্রাতৃস্নেহের
সঙ্গে তোমার ভালবাসা যোগ কর। 8তোমাদের মধ্যে
এই সব গুণ যদি থাকে আর তা বেড়ে ওঠে, তবে
তোমাদের জীবন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে
কখনও নিষ্কর্মা বা নিষ্ফল হবে না। 9কিন্তু এই সব
গুণগুলি যার নেই সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় না,
সে অন্ধ। সে ভুলে গেছে যে তার অতীতের সকল পাপ
ধুয়ে দেওয়া হয়েছিল।

10তাই আমার ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বর তোমাদের
ডেকেছেন ও মনোনীত করেছেন। সেই সত্যকে দৃঢ়
করার জন্য তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করো। যদি তোমরা
এগুলি কর তবে কখনও হোঁচট খেয়ে পড়বে না;
11আর আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত
রাজ্যে তোমাদের মহান ও উদার স্বাগত জানানো হবে।

12তোমরা তো এসব জানো আর যে সত্য তোমাদের
দেওয়া হয়েছে তার উপরে তোমরা দৃঢ়ভাবে যুক্ত রয়েছ;
কিন্তু এগুলি মনে রাখতে আমি সর্বদা তোমাদের সাহায্য
করব। 13যতদিন বেঁচে থাকি, আমি মনে করি এই
বিষয়গুলি তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।
14আমি জানি যে খুব শিগ্‌গিরই আমাকে এই দেহত্যাগ
করতে হবে। আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে তা
আমাকে জানিয়েছেন। 15আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, যাতে
আমার মৃত্যুর পরেও তোমরা এসব বিষয় মনে রাখতে
পার।

আমরা খ্রীষ্টের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি

16যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহাপরাক্রম ও
আগমন সম্বন্ধে বলেছিলাম, তখন আমরা কোন বানানো
গল্প বলিনি। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম স্বচক্ষে
দেখেছি। 17যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সম্মান ও
মহিমা লাভ করেছিলেন, তা এই বাণীর মধ্য দিয়েই
এসেছিল, “এই আমার প্রিয় পুত্র এর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।”
18যীশুর সঙ্গে আমরা যখন পবিত্র পর্বতে ছিলাম তখন
স্বর্গ থেকে বলা ঐ বাণী আমরা শুনেছিলাম।

19সেইজন্য ভাববাদীরা যা বলেছেন আমরা সে বিষয়ে
নিশ্চিত। ভাববাদীরা যা বলে গেছেন সে বিষয়ে মনোযোগ
দেওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। তাঁরা যা বলেছেন তা
যেন অন্ধকার জায়গায় উজ্জ্বল আলোর মতো। তা যে
পর্যন্ত না দিনের শুরু হয় ও তোমাদের হৃদয়ে প্রভাতী
তারার উদয় হয় সেই পর্যন্ত অন্ধকারের মাঝে আলো
দেয়। 20এটা তোমাদের বিশেষভাবে জানা দরকার যে
শাস্ত্রের কোন ভাববাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার ফল
নয়। 21ভাববাণী কখনই মানুষের ইচ্ছাক্রমে আসে নি;
কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ভাববাদীরা ঈশ্বরের
কথা বলেছেন।

ভণ্ড শিক্ষক

2 অতীতে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে ভণ্ড ভাববাদীরা
ছিল। একইভাবে তোমাদের দলের মধ্যে কিছু
কিছু ভণ্ড শিক্ষক প্রবেশ করবে। তারা ভুল শিক্ষা দেবে;
যে শিক্ষা গ্রহণ করলে লোকেদের সর্বনাশ হবে। সেই
ভণ্ড শিক্ষকরা এমন কৌশলে তোমাদের শিক্ষা দেবে
যাতে তারা যে ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছে এ তোমরা ধরতে
পারবে না। তারা এমন কি প্রভু যিনি মুক্তি এনে
দিয়েছেন তাঁকে পর্যন্ত অস্বীকার করবে। তাই তাদের
নিজেদের ধ্বংস তারা সত্বর ডেকে আনবে। 2তারা যে
সমস্ত মন্দ বিষয়ে লিপ্ত, বহুলোক সেই বিষয়গুলিতে
তাদের অনুসরণ করবে। ঐ লোকদের প্ররোচনায়
বহুলোকে সত্যের পথের বিষয়ে নিন্দা করবে। 3এই
ভণ্ড শিক্ষকেরা তোমাদের কাছ থেকে কেবল অর্থলাভ

করতে চাইবে। তাই তারা অসত্য কল্পিত কাহিনী বানিয়ে
বলবে। অনেকদিন ধরেই ঐ ভণ্ড শিক্ষকদের জন্য শাস্তি
অপেক্ষা করছে আর তারা ঈশ্বরের হাত এড়িয়ে যেতে
পারবে না; তিনি তাদের ধ্বংস করবেন।
4যারা পাপ করেছিল সেই স্বর্গদূতদেরও ঈশ্বর ছাড়েন
নি; তিনি তাদেরকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন। ঈশ্বর
বিচারদিন পর্যন্ত অন্ধকারময় গহ্বরে তাদের ফেলে
রাখলেন। 5ঈশ্বর প্রাচীন জগতকে ছেড়ে কথা বলেন
নি। ঈশ্বরবিরোধী লোকদের জন্য ঈশ্বর জগতে জলপ্লাবন
আনলেন। তিনি কেবলমাত্র নোহ এবং তার সঙ্গে অন্য
সাতজনকে রক্ষা করেছিলেন। এই নোহ ঠিক পথে
চলবার জন্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 6সদোম ও
ঘমোরা নগরেও ঈশ্বর দণ্ড পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর সেই
দুটি নগরকে ধ্বংস করে যারা তাঁর বিরোধিতা করে
তাদের জন্য শেষ ফলের এক উদাহরণ হিসেবে তা
স্থাপন করেছিলেন। 7ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী থেকে ঈশ্বর
লোটকে উদ্ধার করেছিলেন। লোট ভাল লোক ছিলেন
এবং ঐ নগরের দুষ্ট লোকদের অনৈতিক চালচলনে
তিনি পীড়িত হতেন। 8সেই নীতিপরায়ণ মানুষ ঐ দুষ্ট
লোকদের মধ্যে দিনের পর দিন বাস করতেন। তাঁর
ধার্মিক আত্মা এই সকল লোকদের বেআইনি কাজকর্ম
দেখে এবং এগুলির কথা শুনে যন্ত্রণা ভোগ করতেন।
9হ্যাঁ, ঈশ্বরই এই সকল কার্য সাধন করলেন। তাই প্রভু
ঈশ্বর জানেন যারা তাঁর সেবা করে, তাদের কিভাবে
উদ্ধার করতে হয়। তিনি তাদের সমস্ত কষ্টের সময়ে
তাদের উদ্ধার করেন। প্রভু এও জানেন কিভাবে দুষ্ট
লোকদের সেই বিচারের দিনে শাস্তি দিতে হবে। 10ঐ
দণ্ড বিশেষভাবে তাদের জন্য, যারা দুর্নীতিপূর্ণ ও
কামাতুর, অধার্মিক স্বভাবের অনুসারী, এবং যারা প্রভুর
কর্তৃত্বকে সম্মান করে না।

এই সকল ভণ্ড শিক্ষকরা দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে
এবং মহিমান্বিত স্বর্গদূতদের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে
ভয় পায় না। 11ঐ সব ভণ্ড শিক্ষকদের থেকে স্বর্গদূতেরা
বলে ও পরাক্রমে বড় হয়েও প্রভুর কাছে তাদের বিষয়ে
কুৎসাজনক অভিযোগ আনেন না। 12এই ভণ্ড শিক্ষকরা
বিচার বুদ্ধিহীন পশুর মতো, যারা তাদের সহজাত
প্রবৃত্তির বশে কাজ করে। এরা জন্মেছে ধরা পড়তে ও
হত হতে। বন্যপশুদের মতোই এই শিক্ষকেরা ধ্বংস
হয়ে যাবে। 13এই ভণ্ড শিক্ষকরা বহুলোকের ক্ষতি
করেছে, তাই তারাও কষ্টভোগ করবে, তাদের কুকাজের
জন্য প্রাপ্তিস্বরূপ সেই হবে তাদের বেতন। এই ভণ্ড
শিক্ষকরা প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করতে ভালবাসে যাতে
সমস্ত লোক তা দেখতে পায়। তারা তোমাদের মধ্যে
নোংরা দাগ ও কলঙ্কের মত। যেসব মন্দ কাজ তাদের
খুশী করে, সেগুলি করে তারা তা উপভোগ করে।
যখন তারা তোমাদের সঙ্গে পান ভোজন করে তখন
তোমাদের পক্ষে তা লজ্জাজনক হয়।

14কোন নারীকে দেখলে এই শিক্ষকরা তার প্রতি
কামাসক্ত হয়। এরা এইভাবে পাপ করেই চলেছে। যারা
বিশ্বাসে দুর্বল তাদের তারা পাপের ফাঁদে ফেলে ফুসলিয়ে
নিয়ে যায়। তাদের অন্তঃকরণ লোভ করায় অভ্যস্ত,
তারা অভিশপ্ত। 15এই ভণ্ড শিক্ষকরা সোজা পথ ছেড়ে
ভুল পথে ভ্রমণ করছে। তারা বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে
অনুসরণ করে, যিনি মন্দ কাজের পারিশ্রমিক পেলে
আনন্দ পেতেন। 16কিন্তু একটি গাধা বিলিয়মকে বলেছিল
যে সে ভুল কাজ করেছে। গাধা পশু বলে কথা বলতে
পারে না; কিন্তু এই গাধা মানুষের গলায় কথা বলে
ভাববাদীকে মূর্খের মত কাজ করতে দেয়নি।

17এই ভণ্ড শিক্ষকরা জলবিহীন ঝরণার মতো।
ঝোড়ো হাওয়ায় বয়ে যাওয়া মেঘের মতো। এক ঘোর
অন্ধকার কূপ এই ভণ্ড শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত আছে।
18এরা শূন্যগর্ভ বড় বড় কথা বলে নিজেদের নিয়ে গর্ব
করে। যারা সম্প্রতি ভুল পথে চলা লোকদের সংসর্গ
থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের দৈহিক আকর্ষণ ও বাসনায়
প্রলুব্ধ করে। এইসব লোকদের তারা পাপের ফাঁদে
ফেলে।

19এরা তাদের স্বাধীনতার প্রলোভন দেখায়; কিন্তু
নিজেরা সেইসব মন্দের দাস যেগুলি ধ্বংসের পথগামী,
কারণ মানুষ তারই দাস যা তাকে চালনা করে। 20যারা
আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান
লাভ করে সংসারের অশুচি বিষয়গুলি থেকে মুক্ত
হয়েছিল, তারা যদি তাদের পুরানো পাপের জীবনে
ফিরে যায় তবে তাদের পরের অবস্থা আগের অবস্থা
থেকে আরো খারাপ হবে।

21যে পবিত্র শিক্ষা তারা লাভ করেছিল, তারা যদি
সেই পবিত্র শিক্ষা থেকে সরে যায় তবে তাদের পক্ষে
সেই সত্য পথ না জানাই ভাল ছিল। 22একটি প্রবাদ
আছে যা তাদের ক্ষেত্রে খাটে, “কুকুর ফেরে নিজের
বমির দিকে”,* এবং “শুয়োরকে স্নান করালেও সে
আবার যায় কাদায় গড়াগড়ি দিতে।”

যীশু পুনরায় আসবেন

3 বন্ধুরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। এই
দুটি পত্র লিখে কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে
তোমাদের সৎ চিন্তাকে নাড়া দেবার চেষ্টা করছি। 2অতীতে
পবিত্র ভাববাদীদের সমস্ত কথা ও প্রভু আমাদের
ত্রাণকর্তার আদেশ যা প্রেরিতদের মাধ্যমে বলা হয়েছে
তা তোমাদের স্মরণে আনতে চাইছি। 3প্রথমতঃ
তোমাদের বুঝতে হবে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবার আগের
দিনগুলিতে কি ঘটবে। লোকেরা তোমাদের উপহাস
করবে। তারা নিজের নিজের খেয়াল খুশি মতো মন্দ
পথে চলবে। 4তারা বলবে, “তাঁর আগমণ সম্বন্ধে তাঁর
প্রতিজ্ঞার কি হল? কারণ আমরা জানি আমাদের
পিতৃপুরুষদের মারা যাওয়ার সময় থেকে, এমনকি
সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সব কিছুই তো
একইরকমভাবে ঘটে চলেছে।” 5কিন্তু বহুপূর্বে কি
ঘটেছিল তা ঐসব লোকেরা স্মরণ করতে চায় না।
প্রথমে আকাশমণ্ডল ছিল এবং ঈশ্বর জলের মধ্য থেকে
ও জলের দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন আর এসবই ঈশ্বরের

“কুকুর ... দিকে” হিতো 26:11

মুখের বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। 6সেই সময়কার
জগত জলপ্লাবনের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। 7ঈশ্বরের বাক্য
অনুসারে বর্তমান এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল আগুনের
দ্বারা ধ্বংস হবার জন্য বিরাজ করছে। এই আকাশমণ্ডল
ও পৃথিবী সেই বিচারের দিনের জন্য, অধার্মিক মানুষের
ধ্বংসের জন্য রক্ষিত আছে। 8কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা
এই একটা কথা ভুলে যেও না যে প্রভুর কাছে এক
দিন হাজার বছরের সমান ও হাজার বছর একদিনের
সমান। 9প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে সত্যি দেরী
করছেন না। যদিও কেউ কেউ সেরকমই মনে করছে;
কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য ধৈর্য্য ধরে আছেন। কেউ যে
ধ্বংস হয় তা ঈশ্বর চান না, ঈশ্বর চান যে প্রত্যেকে মন
পরিবর্তন করুক ও পাপের পথ ত্যাগ করুক।

10কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত এসে চমক দেবে।
তখন আকাশ বিরাট শব্দ করে অদৃশ্য হবে; আকাশের
সব কিছু আগুনে ধ্বংস করা হবে এবং পৃথিবী ও তার
মধ্যে যা কিছু আছে তা পুড়িয়ে ফেলা হবে। 11সব কিছু
যখন এইভাবে ধ্বংস হতে যাচ্ছে তখন চিন্তা কর কি
প্রকার মানুষ হওয়া তোমাদের দরকার। তোমাদের পবিত্র
জীবনযাপন করা উচিত এবং ঈশ্বরের সেবার্থে কাজ
করা উচিত। 12পরম আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই দিনের
অপেক্ষায় থাকা উচিত, যে দিন আকাশমণ্ডল আগুনে
পুড়ে ধ্বংস হবে এবং আকাশের সব কিছু উত্তাপে গলে
যাবে। 13কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এক নতুন আকাশমণ্ডল
ও এক নতুন পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই
প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, আর
সেখানে কেবল ধার্মিকতা থাকবে।

14তাই প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা যখন এইসব ঘটবে
বলে অপেক্ষা করছ, তখন পাপ ও দোষমুক্ত হয়ে
থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা কর, যেন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে
থাকতে পার। 15মনে রেখো, আমাদের প্রভুর ধৈর্য্য
তোমাদের মুক্তির সুযোগ দিয়েছে। আমাদের প্রিয় ভাই
পৌলও তোমাদের একই বিষয়ে লিখেছেন। তাঁকে প্রদত্ত
জ্ঞান অনুসারে পৌল এই কথা তাঁর সব চিঠিতে বলেছেন।
16কিছু বিষয় এই পত্রের মধ্যে আছে যা বোঝা শক্ত।
অজ্ঞ ও বিশ্বাসে দুর্বল লোকেরা শাস্ত্রের অন্যান্য কথার
যেমন বিকৃত অর্থ করে, তেমনি পৌলের কথারও বিকৃত
অর্থ করে নিজেদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

17তাই প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা এসব কথা আগে থেকেই
জেনেছ বলে এবিষয়ে সতর্ক থাক, যাতে তোমরা দুষ্ট
লোকদের ভুলের কবলে পড়ে নিজেদের দৃঢ় বিশ্বাস
থেকে সরে না যাও।

18আমাদের প্রভু ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও
জ্ঞানে তোমরা বৃদ্ধি লাভ কর।

এখন ও অনন্তকালের জন্য তাঁর মহিমা হোক্।
আমেন।

যোহনের প্রথম পত্র

1 পৃথিবীর শুরু থেকেই যা বর্তমান তেমন একটি
বিষয় এখন তোমাদের কাছে বলছি:

আমরা তা শুনেছি,
তা স্বচক্ষে দেখেছি,
তা মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি;
আর নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করেছি।

আমরা সেই বাক্যের বিষয় বলছি যা জীবনদায়ী।
2সেই জীবন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা
তা দেখেছি; আর তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। এখন
তোমাদের কাছে সেই জীবনের কথা বলছি; এ হল
অনন্ত জীবন যা পিতা ঈশ্বরের কাছে ছিল। ঈশ্বর
আমাদের কাছে সেই জীবন তুলে ধরলেন। 3আমরা যা
দেখেছি ও শুনেছি সে বিষয়েই এখন তোমাদের কাছে
বলছি; কারণ আমাদের ইচ্ছা তোমরাও আমাদের
সহভাগী হও। আমাদের এই সহভাগিতা ঈশ্বর পিতা
ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে। 4আমাদের আনন্দ যেন
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই জন্য আমরা তোমাদের এসব
লিখছি।

ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন

5এই সেই বার্তা যা আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনেছি
এবং তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি–ঈশ্বর জ্যোতি;
ঈশ্বরের মধ্যে কোন অন্ধকার নেই। 6তাই আমরা যদি
বলি যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
কিন্তু যদি অন্ধকারে জীবনযাপন করতে থাকি, তাহলে
মিথ্যা বলছি ও সত্যের অনুসারী হচ্ছি না। 7ঈশ্বর
জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি সেই রকম জ্যোতিতে
বাস করি, তবে বলা যায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে
সহভাগিতা আছে। ঈশ্বরের পুত্র যীশুর রক্ত আমাদেরকে
সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।

8আমরা যদি বলি যে আমাদের কোন পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরকেই ঠকাই এবং তাঁর সত্য
আমাদের মধ্যে নেই। 9আমরা যদি নিজেদের পাপ
স্বীকার করি, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ঈশ্বর আমাদের সমস্ত
পাপ ক্ষমা করবেন ও সকল অধার্মিকতা হতে আমাদের
শুচি করবেন। 10আর যদি বলি, আমরা পাপ করিনি,
তবে আমরা ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি, এবং
তাঁর বার্তা আমাদের অন্তরে নেই।

যীশু আমাদের সহায়

2 আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের একথা
লিখছি যেন তোমরা পাপ না কর। কিন্তু কেউ যদি
পাপ করে ফেলে, তবে পিতার কাছে আমাদের পক্ষে
কথা বলার একজন আছেন, তিনি সেই ধার্মিক ব্যক্তি,
যীশু খ্রীষ্ট। 2তিনিই সেই প্রায়শ্চিত্তবলি, যার ফলে
আমাদের সব পাপ দূর হয়। কেবল আমাদের সব পাপ
নয়, জগতের সমস্ত মানুষেরও পাপ দূর হয়।

3যদি আমরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করি, তবেই
বুঝতে পারব যে আমরা তাঁকে জানি। 4কেউ যদি বলে
যে, "আমি ঈশ্বরকে জানি", অথচ ঈশ্বরের আদেশ
পালন না করে তবে সে মিথ্যাবাদী, আর তাঁর সত্য
তার অন্তরে নেই। 5কিন্তু যে তাঁর শিক্ষা পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা সত্যি তার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।
এইভাবে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি যে আমরা তাঁর
মধ্যেই অবস্থান করছি। 6কেউ যদি বলে যে আমি ঈশ্বরে
আছি তাহলে তাকে অবশ্যই তাঁর মতো জীবনযাপন
করতে হবে।

প্রতিবেশীকে ভালবাসো

7প্রিয় বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন
আদেশ লিখছি না, এ এমন এক পুরানো আদেশ, যা
তোমরা আদি থেকেই পেয়েছ। তোমরা যে বার্তা শুনেছ
তা হল পুরানো আদেশ। 8কিন্তু আমি এই পুরানো
আদেশই তোমাদের কাছে এক নতুন আদেশরূপে লিখছি।
এই আদেশ সত্য এবং এর সত্যতা তোমরা যীশু খ্রীষ্টে
ও তোমাদের জীবনে দেখেছ, কারণ অন্ধকার কেটে
যাচ্ছে আর প্রকৃত জ্যোতি ইতিমধ্যেই উজ্জ্বল। 9যে
বলে আমি জ্যোতিতে আছি কিন্তু তার নিজের ভাইকে
ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারেই আছে। 10যে তার
ভাইকে ভালবাসে, সে জ্যোতিতে রয়েছে। তার জীবনে
এমন কিছুই নেই যা তাকে পাপী করে। 11কিন্তু যে তার
ভাইকে ঘৃণা করে সে এখনও অন্ধকারেই আছে। সে
অন্ধকারেই বাস করে আর জানে না সে কোথায় চলেছে,
কারণ অন্ধকার তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

12প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ
খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।

13পিতারা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ যিনি শুরু
থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকেরা, আমি
তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা সেই পাপাত্মার উপর
জয়লাভ করেছ।

14শিশুরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ যিনি শুরু
থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকরা, আমি
তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা শক্তিশালী, ঈশ্বরের
বার্তা তোমাদের অন্তরে আছে; আর তোমরা সেই
পাপাত্মার উপর জয়লাভ করেছ।

15তোমরা কেউ এই সংসার বা এই সংসারের কোন কিছু ভালবেসো না। কেউ যদি এই সংসারকে ভালবাসে তবে পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে নেই। 16কারণ এই সংসারে যা কিছু আছে,

যা আমাদের পাপপ্রকৃতি পেতে ইচ্ছা করে,
যা আমাদের চক্ষু পেতে ইচ্ছা করে,
আর পৃথিবীর যা কিছুতে লোকে গর্ব করে।

সে সবই পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, আসে জগত থেকে। 17এই সংসার ও তার অভিলাষ সব বিলীন হতে চলেছে, কিন্তু যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে চিরজীবি হবে।

খ্রীষ্টারির অনুসরণ কোর না

18প্রিয় সন্তানেরা, জগতের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে; আর তোমরা শুনেছ যে খ্রীষ্টারিরা আসছে। এখনই সেই খ্রীষ্টারিরা এসে গেছে, এর ফলেই আমরা বুঝতে পারছি যে এই শেষ সময়। 19সেই খ্রীষ্টারিরা আমাদের দলের মধ্যেই ছিল। তারা আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে গেছে। বাস্তবে তারা কোন দিনই আমাদের লোক ছিল না, কারণ তারা যদি আমাদের দলের লোক হত, তবে আমাদের সঙ্গেই থাকত। তারা আমাদের ছেড়ে চলে গেল; এর দ্বারাই প্রমাণ হল যে তারা কেউই আদৌ আমাদের নয়।

20তোমরা সেই পবিত্রতমের (খ্রীষ্টের) কাছ থেকে অভিষেক পেয়েছ, তাই তোমরা সকলে সত্য কি তা জান। তবে তোমাদের কাছে কেন আমি লিখি? 21এটা বলার জন্য আমি লিখছি না যে তোমরা সত্য জান না। আমি তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা সত্য জান; আর এও জান যে সত্য থেকে কখনও কোন মিথ্যার উৎপত্তি হতে পারে না।

22তবে সেই মিথ্যাবাদী কে? সে-ই, যে ব্যক্তি বলে যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট নন। সে-ই খ্রীষ্টের শত্রু যে বলে যীশু সেই খ্রীষ্ট নয় সেই ব্যক্তি পিতাকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না তাঁর পুত্র খ্রীষ্টকে। 23যে পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতা ঈশ্বরকেও পায় না। কিন্তু যে পুত্রকে গ্রহণ করে, সে পিতা ঈশ্বরকেও পেয়েছে।

24শুরু থেকে তোমরা যা শুনে আসছ, সেই সব বিষয় অবশ্যই তোমাদের অন্তরে রেখো। শুরু থেকে তোমরা যা শুনেছ তা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে তবে তোমরা পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্রের সাহচর্য্যে থাকবে। 25আর ঈশ্বর এটাই আমাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা হল অনন্ত জীবন।

26যারা তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চায় তাদের বিষয়ে তোমাদের এইসব কথা লিখলাম। 27খ্রীষ্ট তোমাদের এক বিশেষ বরদান দিয়েছেন এবং তা তোমাদের মধ্যে রয়েছে। তাই তোমাদের অন্য কারোর শিক্ষার দরকার নেই। যে বরদান তোমরা পেয়েছ তা তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এ বরদান সত্য, এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। তাই এই বরদান যেমন শিক্ষা দিয়েছে, সেইমত তোমরা খ্রীষ্টে থাক।

28এখন আমার স্নেহের সন্তানরা, খ্রীষ্টেতে থাক। তা করলে খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমাদের আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তিনি এলে তাঁর সামনে দাঁড়াতে ভয় বা লজ্জা পেতে হবে না। 29যদি তোমরা জান যে খ্রীষ্ট ধার্মিক তাহলে তোমরা এও জান যে যারা ধর্মাচরণ কাজ করে তারা ঈশ্বরের সন্তান।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান

3 ভেবে দেখ পিতা ঈশ্বর আমাদের কত ভালোই না বেসেছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হই; বাস্তবিক আমরা তাই। জগতের লোক আমাদের চেনে না যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তারা ঈশ্বরকে জানে না। 2প্রিয় বন্ধুরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আর ভবিষ্যতে আমরা আরো কি হব তা এখনও আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু আমরা জানি যে যখন খ্রীষ্ট পুনরায় আসবেন তখন আমরা তাঁর সমরূপ হব, কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁকে তেমনি দেখতে পাব। 3খ্রীষ্ট শুদ্ধ আর তাঁর ওপরে যে সমস্ত লোক এই আশা রাখে, তারা খ্রীষ্টের মত নিজেদের শুদ্ধ করে।

4যে কেউ পাপ করে, সে বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে, আর ব্যবস্থা লঙ্ঘন করাই পাপ। 5তোমরা জান, মানুষের পাপ তুলে নেবার জন্যই খ্রীষ্ট প্রকাশিত হলেন; আর খ্রীষ্টের নিজের কোন পাপ নেই। 6যে কেউ খ্রীষ্টে থাকে, সে পাপে জীবনযাপন করে না। কেউ যদি পাপে জীবনযাপন করে তবে সে খ্রীষ্টকে কখনও প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করে নি, এমন কি তাঁকে জানেও নি।

7প্রিয় সন্তানরা, সতর্ক থেকো; কেউ যেন তোমাদেরকে বিপথে না নিয়ে যায়। যে কেউ যথার্থ কাজ করে সে নীতিপরায়ণ, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট নীতিপরায়ণ। 8দিয়াবল সেই শুরু থেকেই পাপ করে চলেছে। যে ব্যক্তি পাপ করেই চলে সে দিয়াবলের। দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিলেন। 9যে কেউ ঈশ্বরের সন্তান হয়, সে ক্রমাগত পাপ করতে থাকে না, কারণ নবজীবনদায়ী ঈশ্বরের শক্তি সেই ব্যক্তির মধ্যে থাকে। সে ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয়েছে; তাই সে পাপে জীবন কাটাতে পারে না। 10এভাবেই আমরা দেখতে পারি কারা ঈশ্বরের সন্তান আর কারাই বা দিয়াবলের সন্তান। যারা সৎকর্ম করে না তারা ঈশ্বরের সন্তান নয়, আর যে তার ভাইকে ভালবাসেনা সে ঈশ্বরের সন্তান নয়।

পরস্পরকে ভালবাসতে হবে

11তোমরা শুরু থেকে এই বার্তা শুনে আসছ, যে আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। 12তোমরা কয়িনের* মতো হয়ো না। কয়িন দিয়াবলের ছিল এবং

কয়িন কয়িন আর হেবল আদম ও হবার পুত্র ছিল। কয়িন হেবলকে হিংসা করত এবং তাকে মেরে ফেলেছিল। আদি: 4:1-16

তার ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল। কিসের জন্য সে
তার ভাইকে হত্যা করেছিল? কারণ কয়িনের কাজগুলি
ছিল মন্দ; কিন্তু তার ভাইয়ের কাজ ছিল ভাল।

13ভাইয়েরা, এই জগত যদি তোমাদের ঘৃণা করে
তবে তাতে আশ্চর্য হয়ো না। **14**আমরা জানি যে আমরা
মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। আমরা এটা
জানি, কারণ আমরা আমাদের ভাইদের ও বোনদের
ভালবাসি। যে কেউ ভালবাসে না সে মৃত্যুর মধ্যেই
থাকে। **15**যে কেউ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে তো
একজন খুনী; আর তোমরা জান কোন খুনী অনন্ত
জীবনের অধিকারী হয় না। **16**তিনি আমাদের জন্য
নিজের প্রাণ দিলেন, এর থেকেই আমরা জানতে পারি
প্রকৃত ভালবাসা কি। সেইজন্য আমাদেরও আমাদের
ভাই বোনদের জন্য প্রাণ দেওয়া উচিত। **17**যার পার্থিব
সম্পদ রয়েছে, সে যদি তার কোন ভাইকে অভাবে
পড়তে দেখে তাকে সাহায্য না করে, তবে কি করে
বলা যেতে পারে যে তার মধ্যে ঐশ্বরিক ভালবাসা
আছে? **18**স্নেহের সন্তানরা, কেবল মুখে ভালবাসা না
দেখিয়ে, এসো, আমরা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের
সত্যিকারের ভালবাসি।

19-20এর দ্বারা আমরা জানব যে আমরা সত্যের।
আমাদের অন্তর যদি আমাদের দোষী করে, তবুও ঈশ্বরের
সামনে আমাদের বিবেক আশ্বস্ত থাকবে। কারণ আমাদের
বিবেকের থেকে ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর তো সবই জানেন।

21প্রিয় বন্ধুরা, যদি আমাদের বিবেকগুলি আমাদের
দোষের অনুভূতি না দেয় তবে ঈশ্বরের সামনে আমরা
নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারব। **22**আর ঈশ্বরের কাছ থেকে যা
কিছু চাই না কেন তা আমরা পাব, কারণ আমরা যা
তাঁর সন্তোষজনক তাই করছি। **23**তাঁর আদেশ হল আমরা
যেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি ও
পরস্পরকে ভালবাসি। **24**যে ঈশ্বরের আদেশগুলি মান্য
করে সে ঈশ্বরে থাকে; আর ঈশ্বর তার অন্তরে থাকেন।
ঈশ্বর যে আমাদের অন্তরে আছেন তা আমরা কি করে
জানব? যে আত্মাকে ঈশ্বর দিয়েছেন, সেই আত্মাই
আমাদের বলেছেন যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন।

ভণ্ড শিক্ষকদের বিষয়ে যোহনের সতর্কবাণী

4 প্রিয় বন্ধুরা, সংসারে অনেক ভণ্ড ভাববাদী দেখা
দিয়েছে, তাই তোমরা সব আত্মাকে বিশ্বাস কোর
না; কিন্তু সেই সব আত্মাদের যাচাই করে দেখ যে
তারা ঈশ্বর হতে এসেছে কিনা। **2**এইভাবে তোমরা
ঈশ্বরের আত্মাকে চিনতে পারবে। যে কোন আত্মা যীশু
খ্রীষ্ট যে রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করে এসেছেন বলে
স্বীকার করে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। **3**কিন্তু
যে আত্মা, যীশুকে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বরের কাছ
থেকে আসে নি। এ সেই খ্রীষ্টারির আত্মা, খ্রীষ্টের-শত্রু
যে আসছে তা তোমরা শুনেছ, আর এখন সে তো
সংসারে এসেই গেছে।

4আমার স্নেহের সন্তানরা, তোমরা ঈশ্বরের লোক,
তাই তোমরা ওদের ওপর জয়ী হয়েছ; কারণ তোমাদের
মধ্যে যিনি (ঈশ্বর) বাস করেন তিনি জগতের মধ্যে
বাসকারী দিয়াবলের থেকে অনেক মহান। **5**এই ভণ্ড
শিক্ষকরা হল জগতের, তাই তারা যা বলে তা সব
জাগতিক কথাবার্তা, আর জগত তাদের কথা শোনে।
6কিন্তু আমরা ঈশ্বরের লোক, ঈশ্বরকে যে জানে সে
আমাদের কথা শোনে, যে ঈশ্বরের লোক নয় সে আমাদের
কথা শোনে না। এইভাবেই আমরা সত্যের আত্মাকে
ও ছলনার আত্মাকে চিনতে পারি।

ঈশ্বরই প্রেমের উৎস

7প্রিয় বন্ধুরা, এস আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ঈশ্বরই ভালবাসার উৎস আর যে কেউ ভালবাসতে
জানে সে ঈশ্বরের সন্তান, সে ঈশ্বরকে জানে। **8**যে
ভালবাসতে জানে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ
ঈশ্বর স্বয়ং হলেন ভালবাসা। **9**ঈশ্বর আমাদের প্রতি
তাঁর ভালবাসা এইভাবেই দেখিয়েছেন, তিনি তাঁর
একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠালেন যেন তাঁর মাধ্যমে
আমরা জীবন লাভ করি। **10**ঈশ্বরের প্রতি আমাদের
ভালবাসা নয়, বরং আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসাই
হল প্রকৃত ভালবাসা। ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত
বলিরূপে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি তাঁর
ভালবাসা প্রকাশ করেছেন।

11প্রিয় বন্ধুরা এইভাবে ঈশ্বর আমাদের
ভালবেসেছেন, সুতরাং আমরাও অবশ্যই পরস্পরকে
ভালবাসব। **12**ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। যদি আমরা
পরস্পরকে ভালবাসি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে
অবস্থান করেন; আর তাঁর ভালবাসা আমাদের মধ্যে
পূর্ণতা লাভ করেছে।

13আমরা জানি যে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন;
আর আমরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করছি। এবিষয় আমরা
জানি, কারণ ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে আমাদের দান
করেছেন। **14**আমরা দেখেছি পিতা তাঁর পুত্রকে জগতের
ত্রাণকর্তারূপে পাঠিয়েছেন। সেই বার্তাই আমরা
লোকেদের কাছে বলছি। **15**কেউ যদি স্বীকার করে যে,
"যীশু ঈশ্বরের পুত্র", তবে ঈশ্বর তাঁর অন্তরে বাস করেন,
আর সে ঈশ্বরেতে থাকে। **16**আমাদের জন্য ঈশ্বরের
ভালবাসা আছে আমরা তা জানি ও বিশ্বাস করি।

ঈশ্বরই স্বয়ং ভালবাসা, আর যে কেউ ভালবাসায়
থাকে সে ঈশ্বরের মধ্যে থাকে ও ঈশ্বর তার মধ্যে
থাকেন। **17**যদি আমাদের ক্ষেত্রে ভালবাসা এইভাবেই
পূর্ণতা পায়, তবে বিচার দিনে আমরা নির্ভয়ে দাঁড়াতে
পারব, কারণ এজগতে আমরা খ্রীষ্টেরই মতো। **18**যেখানে
ঈশ্বরের ভালবাসা সেখানে ভয় থাকে না, পরিপূর্ণ
ভালবাসা ভয়কে দূর করে দেয়, কারণ ভয়ের সঙ্গে
শাস্তির চিন্তা জড়িত থাকে। যে ভয় পায় সে ভালবাসায়
পূর্ণতা লাভ করে নি।

19তিনিই (ঈশ্বর) আগে আমাদের ভালবেসেছেন,
আর তার ফলে আমরা ভালবাসতে পারি। **20**যদি কেউ
বলে, "সে ঈশ্বরকে ভালবাসে" অথচ সে তার খ্রীষ্টেতে
কোন ভাই বা বোনকে ঘৃণা করে তবে সে মিথ্যাবাদী।

যে ভাইকে দেখতে পাচ্ছে, সে যদি তাকে ঘৃণা করে
তবে যাঁকে সে কোনও দিন চোখে দেখেনি, সেই ঈশ্বরকে
সে ভালবাসতে পারে না। **21**কারণ ঈশ্বরের কাছ থেকে
আমরা এই আদেশ পেয়েছি: ঈশ্বরকে যে ভালবাসে সে
তার নিজের ভাইকেও ভালবাসুক।

ঈশ্বরের সন্তান জগতের উপর জয়ী হয়

5 যারা বিশ্বাস করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, তারা ঈশ্বরের
সন্তান। যে কেউ পিতাকে ভালবাসে, সে তাঁর
সন্তানদেরও ভালবাসে। **2**আমরা কি করে জানব যে
আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি? আমরা জানি
যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর সব আদেশ
পালন করি। **3**ঈশ্বরকে ভালবাসার অর্থই হচ্ছে তাঁর
আদেশ পালন করা; আর ঈশ্বরের আদেশ ভারী বোঝার
মতো নয়। **4**কারণ প্রত্যেক ঈশ্বরজাত সন্তান
জগতকে জয় করে। **5**আমাদের বিশ্বাসই আমাদেরকে
জগতের ওপর বিজয়ী করেছে। কে জগতের ওপরে
বিজয়ী হতে পারে? যে বিশ্বাস করে যে, যীশুই ঈশ্বরের
পুত্র।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের কথা বললেন

6ইনিই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জগতে জল ও রক্তের মধ্য
দিয়ে এসেছিলেন। আত্মাই বলছেন এই কথা সত্য,
আর সেই আত্মা স্বয়ং সত্য। **7**যীশুর বিষয়ে তিনজন
সাক্ষ্য দিচ্ছেন। **8**আত্মা, জল ও রক্ত, আর সেই তিনের
এক সাক্ষ্য। **9**লোকে যখন সত্য কিছু বলে আমরা তা
বিশ্বাস করি, তবে ঈশ্বরের দেওয়া সাক্ষ্য এর থেকে
কত না মূল্যবান। বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের কাছে
এই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি তাঁর নিজের পুত্রের বিষয়ে
সত্য জানিয়েছেন। **10**ঈশ্বরের পুত্রকে যে বিশ্বাস করে ঐ
সত্য তার অন্তরে থাকে। ঈশ্বরের কথায় যে বিশ্বাস
করে না, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী করেছে, কারণ ঈশ্বর
তাঁর পুত্রের বিষয়ে যে কথা বলেছেন সে তাতে
বিশ্বাস করেনি। **11**সেই সাক্ষ্য হচ্ছে, ঈশ্বর আমাদের
অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং এই জীবন তাঁর পুত্রে
আছে। **12**ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সেই সত্য জীবন
পেয়েছে। ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নি সে জীবন পায়
নি।

অনন্ত জীবন

13তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাস করেছ
আমি তোমাদের কাছে এই কথা লিখছি যেন তোমরা
জানতে পার যে তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ। **14**আমরা
এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে
তাঁর কাছে কিছু চাই তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন;
15আর আমরা যদি সত্যি জানি যে তিনি আমাদের
প্রার্থনা শুনেছেন তবে জানতে হবে যে আমরা তাঁর
কাছে যা চেয়েছি তা পেয়ে গিয়েছি। **16**যদি কেউ তার
খ্রীষ্টান ভাইকে এমন কোন পাপ করতে দেখে যার
পরিণতি অনন্ত মৃত্যু নয়, তবে সে তার ভাইয়ের জন্য
প্রার্থনা করবে, আর ঈশ্বর তাকে জীবন দান করবেন।
যারা অনন্ত মৃত্যুজনক পাপ করে না, তিনি কেবল
তাদেরকেই তা দেবেন। মৃত্যুজনক পাপ আছে, আর
আমি তোমাদের সেরকম পাপ যারা করে তাদের জন্য
প্রার্থনা করতে বলছি না। **17**সমস্ত রকম অধার্মিকতাই
পাপ; কিন্তু এমন পাপ আছে যার ফল অনন্ত মৃত্যু নয়।
18আমরা জানি, ঈশ্বরের সন্তানেরা পাপে
জীবনযাপন করে না। ঈশ্বরের পুত্র তাদের রক্ষা করেন*
এবং পাপাত্মা তাদের কোনভাবে ক্ষতি করতে পারে
না। **19**আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের লোক; কিন্তু
সমস্ত জগত রয়েছে পাপাত্মা শক্তির কবলে। **20**আমরা
জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, আর তিনি আমাদের
সেই বোধ-বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা সেই সত্যময়
ঈশ্বরকে জানতে পারি। এখন আমরা সত্য ঈশ্বরে আছি,
কারণ আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে আছি। তিনিই
সত্য ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন।
21তাই স্নেহের সন্তানরা, তোমরা মিথ্যা দেবদেবীর
থেকে দূরে থেকো।

ঈশ্বরের ... করেন আক্ষরিক অর্থে গ্রীক বলে, "যারা ঈশ্বর থেকে জন্ম, তাকে ঈশ্বর নিরাপদে রাখে।"

যোহনের দ্বিতীয় পত্র

সেই প্রাচীন এই চিঠি ঈশ্বরের মনোনীতা মহিলা ও
তার সন্তানদের কাছে লিখেছে। আমি তোমাদের সকলকে
সত্যে ভালবাসি। কেবল আমি নই, যারা সত্য কি তা
জানে তারাও তোমাদের ভালবাসে। **2**সেই সত্য আমাদের
অন্তরে আছে বলেই আমরা তোমাদের ভালবাসি।
সেই সত্য আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে।

3পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে
অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকবে। সত্য ও
ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমরা এই আশীর্বাদের অধিকারী
হয়েছি।

4তোমার সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য পথে
চলছে ও পিতা আমাদের যেমন আদেশ করেছেন সেই
অনুসারে জীবনযাপন করছে দেখে আমি অত্যন্ত
আনন্দিত হয়েছি। **5**প্রিয় ভদ্রমহিলা, তোমার কাছে
আমার অনুরোধ–আমরা যেন একে অপরকে ভালবাসি।
এটা কোন নতুন আদেশ নয়। এই আদেশ তো আমরা
শুরু থেকেই শুনে আসছি। **6**এবং এই ভালবাসার অর্থ
হল, ঈশ্বর যেমন আদেশ করেছেন সেইরকমভাবে
জীবনযাপন করা। ঈশ্বরের আদেশ হল—তোমরা
ভালবাসায় ভরা জীবনযাপন কর। **7**এই জগতে অনেক
ভণ্ড শিক্ষক বের হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট যে মানব দেহে
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একথা তারা স্বীকার করে না।
যে এইরকম করে, সে শিক্ষক হিসেবে ঠগ ও খ্রীষ্টারি।
8তোমরা নিজেদের সম্পর্কে সাবধান হও! যাতে যে
পুরস্কারের জন্য তোমরা কাজ করেছ তা থেকে তোমরা
বঞ্চিত না হও। সতর্ক থেকো যেন পুরো পুরস্কারটাই
পেতে পারো।

9কেবল খ্রীষ্টের শিক্ষারই অনুসরণ করা উচিত, যদি
কেউ খ্রীষ্টের শিক্ষাকে পরিবর্তিত করে তবে সে ঈশ্বরকে
পায় না; কিন্তু যে কেউ সেই শিক্ষানুসারে চলে সে
পিতা ও পুত্র উভয়কেই পায়।

10যদি কেউ যীশুর বিষয়ে এই সত্য শিক্ষা না নিয়ে
তোমাদের কাছে শিক্ষা দিতে আসে, তবে তাকে বাড়িতে
গ্রহণ কোর না, কোন রকম শুভেচ্ছাও তাকে জানিও
না, **11**কারণ যে তাকে শুভেচ্ছা জানায় সে তার দুষ্কর্মের
ভাগী হয়। **12**যদিও তোমাদের কাছে লেখার অনেক
বিষয়ই আমার ছিল, কিন্তু আমি কলম ও কালি ব্যবহার
করতে চাই না। আমি আশা করছি তোমাদের কাছে
যাব তাহলে আমরা একসাথে হয়ে অনেক কথা বলতে
পারব, যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। **13**ঈশ্বরের
মনোনীতা তোমার বোনের* সন্তানেরা তোমাকে
শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

বোনের এখানে বোন’ কথাটির অর্থ স্থানীয় মণ্ডলী, যেখান থেকে যোহন এই পত্র লিখছেন; আর সন্তান সন্ততি বলতে এখানে ঐ মণ্ডলীর সদস্যদের বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

যোহনের তৃতীয় পত্র

আমার প্রিয় বন্ধু গায়েরকে, যাকে আমি সত্যে
ভালবাসি, তার প্রতি এই প্রাচীনের পত্র।

2প্রিয় বন্ধু, আমি জানি তুমি আত্মিকভাবে ভাল
আছ; আর তাই আমি প্রার্থনা করি যেন তোমার সবকিছু
ভালভাবে চলে এবং তুমি সুস্থ থাক। 3আমি খুব খুশী
হলাম, কারণ আমাদের ভাইদের মধ্যে কয়েকজন এসে,
তুমি যে সত্য ধরে রয়েছ ও যে সত্য পথে চলেছ সে
বিষয়ে জানাল। 4আমার সন্তানেরা যে সত্যের পথে
চলছে, এই খবর শুনে আমার যে আনন্দ হয়, এর
থেকে বেশী আনন্দ আমার আর কিছুতে হয় না।

5প্রিয় বন্ধু, আমাদের ভাইদের এমন কি যারা
অপরিচিত, তাদের সকলকে তুমি যে সাহায্য করে থাক
এ অতি উত্তম। 6তাঁদের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা
তাঁরা এখানকার মণ্ডলীর সকলকে বলেছেন। তাঁদের
যাত্রা পথে সাহায্য করলে তুমি ভালোই করবে।
এমনভাবে সাহায্য কোর যেন ঈশ্বর খুশী হন, 7কারণ
তাঁরা খ্রীষ্টের পরিচর্যার উদ্দেশ্যেই যাত্রা শুরু করেছেন;
আর তাঁরা এর জন্য যারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী নয় তাদের কাছ
থেকে কিছুই গ্রহণ করেন না। 8তাই এই ধরণের লোকদের
সাহায্য করতে আমরা বাধ্য, যেন আমরা সত্যের পক্ষে
সহকর্মীরূপে কাজ করি।

9আমি মণ্ডলীকে চিঠি লিখলাম; কিন্তু সেই দিয়ত্রিফি
যে তাদের নেতা হতে চায়, সে আমাদের কথা গ্রাহ্য
করে না। 10এই কারণে আমি ওখানে গেলে সে কি
করছে তা প্রকাশ করব। সে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে
মন্দ কথা বলে, কিন্তু এতেও সে খুশী নয়। এছাড়া
ভাইদের সে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করে। এমনকি
যারা সেই ভাইদের সাহায্য করতে চায়, দিয়ত্রিফি তাদের
সাহায্য করতে দেয় না, বরং তাদের মণ্ডলী থেকে বের
করে দেয়। 11প্রিয় বন্ধু, যা কিছু মন্দ তার অনুকরণ
কোর না; কিন্তু যা কিছু ভাল তার অনুকরণ কোর। যে
ভাল কাজ করে সে ঈশ্বরের লোক, যে মন্দ কাজ করে
সে ঈশ্বরকে দেখেনি।

12সকলেই দীমীত্রিয়ের উচ্চ প্রশংসা করে, এমনকি
সত্যও তার সাক্ষী, আমরাও সেই একই কথা বলব।
তুমি জান যে আমরা যা বলি তা সত্য।

13তোমাকে লেখবার অনেক কথাই আমার ছিল;
কিন্তু কালি কলমে তা লিখতে ইচ্ছা করে না। 14আশা
করি শিগ্‌গিরই তোমাকে দেখব, তখন আমরা সামনা-
সামনি কথাবার্তা বলব। 15তোমার শান্তি হোক্। তোমার
সব বন্ধুরা তোমায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমাদের বন্ধুদের
প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিও।

যিহূদার পত্র

আমি যিহুদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস এবং যাকোবের
ভাই, এই চিঠি তাদের উদ্দেশ্যে লিখছি যাদের ঈশ্বর
আহ্বান করেছেন। পিতা ঈশ্বর তোমাদের ভালোবাসেন
এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাদের রক্ষা করেন।
2ঈশ্বর তাঁর দয়া, শান্তি এবং প্রেম আরো অধিক
পরিমাণে তোমাদের জীবনে দান করুন।

অধার্মিক লোকদের ঈশ্বর শাস্তি দেবেন

3প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের সকলের জন্য যে পরিত্রাণ
রয়েছে তারই বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু লিখতে
আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু তবু একবার যে বিশ্বাস তোমরা
লাভ করেছ, যা চিরদিনের জন্য উত্তম, যা ঈশ্বর তাঁর
পবিত্র লোকেদের দিয়েছেন, তার পক্ষে যেন তোমরা
প্রাণপণে যুদ্ধ কর সেই বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য
তোমাদের কাছে লেখা দরকার বলে আমি মনে করলাম।
4কারণ এমন কিছু লোক গোপনে তোমাদের দলে ঢুকে
পড়েছে যাদের সম্বন্ধে বহুপূর্বেই শাস্ত্রে দণ্ডাজ্ঞার কথা
লেখা হয়েছে। এই অধার্মিক লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে
তাদের অনৈতিক কাজকর্মের অজুহাতে পরিণত
করেছে; আর যীশু খ্রীষ্ট যে আমাদের একমাত্র কর্তা ও
প্রভু তা এরা অস্বীকার করে।
5আমি তোমাদের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে
চাই, যদিও তোমরা সকলেই এসব বিষয় জান, তবু
বলব প্রভু মিশর দেশ থেকে তাঁর প্রজাদের উদ্ধার
করে পরে যারা অবিশ্বাসী তাদের সকলকে ধ্বংস
করেছিলেন। 6আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,
যে সেই স্বর্গদূতেরা যারা নিজেদের আধিপত্য রক্ষা না
করে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি (ঈশ্বর)
ঘোর অন্ধকার কারাগারে অনন্তকালীন শেকলে বেঁধে
রেখেছেন আর মহাবিচারের দিনে তাদের বিচার করা
হবে। 7সদোম, ঘমোরা ও তাদের আশেপাশের
নগরগুলির কথা ভুলে যেও না। এই স্বর্গদূতদের মতো
তারাও নীতিহীন যৌনতায় প্রবৃত্ত হ'ত এবং অস্বাভাবিক
যৌনসংসর্গে লিপ্ত হত। অনন্ত আগুনে শাস্তি ভোগ
ক'রে তারা আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে।
8একইভাবে এই লোকেরা, যারা তোমাদের দলে
এসেছে তারা নিজেদের স্বপ্ন দ্বারা চালিত হয় এবং
নিজেদের দেহকে পাপে কলুষিত করে। তারা প্রভুর
কর্তৃত্ব (নিয়ম) অগ্রাহ্য করে আর যারা সম্মানীয় ব্যক্তি
তাদের নিন্দা করে। 9কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েলের
কথা আমরা জানি, যখন তিনি মোশির দেহ নিয়ে
দিয়াবলের সঙ্গে তর্ক করছিলেন তখন তিনি দিয়াবলকে
কোন কটু কথা বলতে সাহস করেননি, তার পরিবর্তে
শুধু বলেছিলেন, "প্রভু তোমাকে তিরস্কার করুন।" 10কিন্তু
এই লোকেরা যে সব বিষয় না বোঝে তারই নিন্দা
করে; আর চিন্তা দ্বারা নয় বরং তাদের স্বাভাবিক
অনুভূতির দ্বারা যা বোঝে যুক্তিবিহীন পশুদের মত
তাই ক'রে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। 11ধিক্
তাদেরকে, কারণ কয়িন যে পথে গিয়েছিল তারাও
সেই পথ ধরেছে। তারা বিলিয়মের মতো টাকার লোভে
ভ্রান্ত পথে চলেছে। আর কোরহের মতো বিদ্রোহী হয়ে
ধ্বংসের পথে চলেছে।
12এইসব লোকেরা তোমাদের প্রেমভোজে ময়লা
দাগের মতো। কোন ভয় না করে তারা তোমাদের
সঙ্গে ভোজ খায় এবং কেবল নিজেদের কথাই ভাবে।
তারা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া বৃষ্টিহীন মেঘের মতো,
ফলনের ঋতুতে ফলহীন বলে শেকড় সমেত উপড়ে
ফেলা গাছের মতো; সুতরাং তারা দুই বার মৃত। 13তাদের
লজ্জাজনক কাজ উত্তাল সমুদ্রে তৈরী ছড়িয়ে যাওয়া
ফেনার মতো। ঐ লোকেরা আকাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণরত
তারার মতো। ঘনতম অন্ধকারের মধ্যে তাদের জন্য
এক অনন্তকালীন স্থান রয়েছে।
14আদমের থেকে সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও
এই লোকদের সম্বন্ধে ভাববাণী করেছেন: "দেখ তাঁর
লক্ষ লক্ষ পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু আসছেন।
15তিনি সকলের বিচার করার জন্য এবং সকলকে
তাদের কৃত সকল অধার্মিক কাজকর্মের জন্য শাস্তি
দিতে আসছেন। এইসব অধার্মিক পাপী তাঁর বিরুদ্ধে
যত সব উদ্ধত কথাবার্তা বলেছে সেই কারণে তাদের
দোষী ঘোষণা করার জন্য আসছেন।" 16তারা সব
সময় অভিযোগ ও নিন্দা করে, তাদের নিজেদের
অভিলাষ অনুসারে চলে। নিজেদের বিষয়ে গর্ব
করে এবং লাভের আশায় তারা অন্যের তোষামোদ
করে।

এক সতর্কবাণী ও কিছু কাজের কথা

17প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা
যা বলে গেছেন তা মনে রেখো। 18তারা তো তোমাদের
বলতেন, "শেষের সময় এমন সব উপহাসকেরা উঠবে
যারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বর বিরুদ্ধ কাজ করবে।"
19এই লোকেরাই তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।
তারা তাদের পাপ প্রবৃত্তির দাস। তাদের সেই আত্মা
নেই।
20কিন্তু প্রিয়বন্ধু, তোমরা নিজেদের পরম পবিত্র
বিশ্বাসের ওপরে গেঁথে তোল। পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা
কর। 21নিজেদের ঈশ্বরে প্রেমে রাখ; আর অনন্ত জীবনের

জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া লাভের অপেক্ষায় থাক।

22যাদের মনে সন্দেহ আছে, এমন লোকদের সাহায্য কর।

23নরকের আগুন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পরিত্রাণ দ্বারা রক্ষা কর। অন্যদের প্রতি সতর্কভাবে করুণা প্রদর্শন কর; কিন্তু পাপের দ্বারা কলঙ্কিত তাদের বস্ত্রকে ঘৃণা কর।

ঈশ্বরের প্রশংসা কর

24ঈশ্বর শক্তিশালী, তিনি তোমাদের পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবেন; আর নিজের মহিমার সামনে নির্দোষ অবস্থায় আনন্দের সঙ্গে তোমাদের উপস্থিত করতে তিনি সক্ষম।
25তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, আমাদের উদ্ধারকর্তা। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তাঁরই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে হোক্। আমেন।

প্রকাশিত বাক্য

যোহন এই পুস্তকের সম্বন্ধে বললেন

1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য। যেসব ঘটনা
খুব শীঘ্রই ঘটবে তা তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য
ঈশ্বর যীশুকে তা দিয়েছিলেন; আর খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গদূতকে
পাঠিয়ে তাঁর দাস যোহনকে তা জানালেন। 2যোহন যা
যা দেখেছিলেন সে সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ হল
সেই সত্য যা যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাছে বলেছিলেন-যা
কেবলমাত্র ঈশ্বরের বার্তা। 3ধন্য সেইজন, যে এই বার্তার
বাক্যগুলি পাঠ করে এবং যারা তা শোনে ও তাতে
লিখিত নির্দেশগুলি পালন করে তারাও ধন্য, কারণ
সময় সন্নিকট।

যোহন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে যীশুর বার্তা লিখলেন

4এশিয়া প্রদেশের* সাতটি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে আমি
যোহন লিখছি:

ঈশ্বর যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন
এবং তাঁর সিংহাসনের সম্মুখবর্তী সপ্ত আত্মা 5ও যীশু
খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের মধ্যে
নেমে আসুক। বিশ্বস্ত সাক্ষী যীশু, যিনি মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে প্রথম এবং এই পৃথিবীর
রাজাদের শাসনকর্তা; তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং
নিজের রক্ত দিয়ে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছেন।
6যীশু আমাদের নিয়ে এক রাজ্য গড়েছেন এবং তাঁর
পিতা ঈশ্বরের সেবার জন্য আমাদের যাজক করেছেন।
যীশুর মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে হোক্! আমেন।

7দেখ, যীশু মেঘ সহকারে আসছেন! আর প্রত্যেকে
তাঁকে দেখতে পাবে, এমনকি যারা তাঁকে বর্শা* দিয়ে
বিদ্ধ করেছিল, তারাও দেখবে। তখন পৃথিবীর সকল
লোক তাঁর জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। হ্যাঁ, তাই ঘটবে!
আমেন। 8প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমিই আল্ফা ও
ওমিগা;* আমিই সেই সর্বশক্তিমান। আমিই সেই জন
যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন।"

9আমি যোহন, খ্রীষ্টেতে তোমাদের ভাই। আমরা
একসাথে যীশুতে রয়েছি এবং রাজ্য, ধৈর্য্য ও কষ্ট সহ্য
করায় আমরা সহভাগী। আমি পাটম্* দ্বীপে ছিলাম
কারণ আমি ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশুর প্রকাশিত সত্য
প্রচার করেছিলাম। 10আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হলাম;
আর পেছন থেকে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম। মনে
হোল তূরীধ্বনি হচ্ছে। 11ঘোষিত হোল, "তুমি যা দেখছ
তা একটি পুস্তকে লেখ, আর ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম,
থুয়াতীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিল্ফিয়া ও লায়দিকেয়া এই
সাতটি মণ্ডলীর কাছে তা পাঠিয়ে দাও।"

12আমার সঙ্গে কে কথা বলছেন তা দেখার জন্য
আমি পেছন ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম, সাতটি
সুবর্ণ দীপাধার। 13সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে,
"মানবপুত্রের মতো একজন।" পরণে তাঁর লম্বা পোশাক;
আর বুকে জড়ানো সোনালী কটিবন্ধ। 14তাঁর মাথা ও
চুল ছিল পশমের মত—যে পশম তুষারের মত শুভ্র;
তাঁর চোখ ছিল আগুনের শিখার মতো। 15তাঁর পা যেন
আগুনে পোড়ানো উজ্জ্বল পিতল, বন্যার জলকল্লোলের
মতো তাঁর কণ্ঠস্বর। 16তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা,
তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল এক তীক্ষ্ণ দ্বিধারযুক্ত
তরবারি। পূর্ণ তেজে জ্বলন্ত সূর্য্যের মত তাঁর রূপ।

17তাঁকে দেখে আমি মরার মতো তাঁর চরণে লুটিয়ে
পড়লাম। তখন তিনি আমার গায়ে তাঁর ডান হাত
রেখে বললেন, "ভয় কোর না! আমি প্রথম ও শেষ।
18আমিই সেই চিরজীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ:
আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি! মৃত্যু ও
পাতালের* চাবিগুলি আমি ধরে আছি। 19তাই তুমি যা
যা দেখলে, যা যা এখন ঘটছে আর এরপর যা ঘটবে
তা লিখে নাও। 20আমার ডানহাতে যে সাতটি তারা ও
সাতটি সুবর্ণ দীপাধার দেখলে তাদের গুপ্ত অর্থ হচ্ছে
এই— সাতটি তারা ঐ সাতটি মণ্ডলীর স্বর্গদূত আর
সেই সাতটি দীপাধারের অর্থ সেই সাতটি মণ্ডলী।

ইফিষের মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

2 "ইফিষে মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের উদ্দেশ্যে লেখ: "যিনি
তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা ধরে থাকেন আর
যিনি সাতটি সুবর্ণ দীপাধারের মাঝে যাতায়াত করেন
তিনি বলছেন: 2আমি জানি তুমি কি করেছ। তুমি কঠোর
পরিশ্রম করেছ, ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করেছ। তুমি যে দুষ্ট
লোকদের সহ্য করতে পার না তাও আমি জানি। যারা
প্রেরিত নয় অথচ নিজেদের প্রেরিত বলে দাবী করে
তুমি তাদের পরীক্ষা করেছ, আর তারা যে মিথ্যাবাদী
তা জেনেছ। 3আমি জানি তোমার ধৈর্য্য আছে; আর
আমার নামের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ, ক্লান্ত হয়ে
পড়ো নি।

এশিয়া প্রদেশ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম প্রান্ত (বর্তমান তুর্কী)।

বর্শা যখন যীশুকে মারা হয়েছিল তখন তাঁকে পাশ থেকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

আমিই ... ওমিগা গ্রীক বর্ণমালার প্রথম এবং শেষ বর্ণ দুটি। আল্ফা অর্থ 'আদি', ওমিগা অর্থ 'অন্ত'। দুই-ই ঈশ্বর।

পাটম এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুর্কী) উপকূলবর্তী এইজিয়ান সমুদ্রের একটি ছোট দ্বীপ।

পাতাল পাতাল অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায়।

4“তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ আছে:
তোমার যে ভালবাসা প্রথমে ছিল তা তুমি হারিয়ে
ফেলেছ।
5তাই তুমি চিন্তা করে দেখ কোথা থেকে তোমার
পতন হয়েছে। অনুতাপ কর, আর শুরুতে যেসব কাজ
করতে তাতে ফিরে যাও। তুমি যদি অনুতাপ না কর
তবে আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধারটি
তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। 6কিন্তু একটি গুণ তোমার
আছে, তুমি নীকলায়তীয়দের* কাজ ঘৃণা কর, তাদের
কাজ আমিও ঘৃণা করি।
7“যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন। যে বিজয়ী হয় আমি তাকে
জীবন বৃক্ষের ফল খাওয়ার অধিকার দেব। এই বৃক্ষ
রয়েছে ঈশ্বরের বাগানে।

স্মুর্ণার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

8“স্মুর্ণার মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের কাছে এই কথা লেখ:
“যিনি আদি ও অন্ত, যিনি মরেছিলেন এবং পুনরায়
জীবিত হলেন, তিনি এই কথা বলছেন : 9আমি তোমার
দুঃখভোগ ও দারিদ্র্যের কথা জানি; কিন্তু সত্যি তুমি
ধনবান! তোমাদের নামে লোকে যে সব মন্দ কথা বলে
তা আমি জানি। সেই সব লোক নিজেদের ইহুদী বলে
কিন্তু সত্যিকারের ইহুদী নয় বরং শয়তানের দলের
লোক। 10তোমাকে যে সমস্ত দুঃখভোগ করতে হবে
তাতে ভয় পেও না। আমি তোমাকে বলছি তোমাদের
পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের কাউকে কাউকে
কারাগারে পুরবে। দশ দিন পর্যন্ত তোমাদের কষ্ট হবে।
যদি মরতে হয় তবু আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকো। যদি
তুমি বিশ্বস্ত থাক তাহলে আমি তোমাকে জীবন-মুকুট
দেব। 11“আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার
মত কান আছে সে শুনুক। যে জয়ী হয়, সে দ্বিতীয়
মৃত্যুর দ্বারা আঘাত পাবে না।

পর্গাম মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

12“পর্গাম মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে লেখ:
“যাঁর হাতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার তরবারি তিনি বলেন:
13আমি জানি তুমি কোথায় বাস করছ। তুমি সেইখানে
বাস করছ, যেখানে শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; কিন্তু
আমার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত আছ। এমনকি আন্তিপাসের
সময়েও আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস তা অস্বীকার
করনি। আন্তিপাস আমার এক বিশ্বস্ত সাক্ষী, যে
তোমাদের নগরে নিহত হয়েছিল। তোমাদের নগর
সেইখানে যেখানে শয়তান বাস করে।
14“তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা
বলার আছে। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোককে তুমি
সহ্য করেছ যারা বিলিয়মের শিক্ষা অনুসারে চলে।
ইস্রায়েলকে কি করে পাপে ফেলা যায় তা বিলিয়ম
শিখিয়েছিল। সেই লোকেরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ
করা খাদ্য খেয়ে ও ব্যভিচার করে পাপ করেছিল। 15হ্যাঁ,
তোমাদের মধ্যেও বেশ কিছু লোক নীকলায়তীয়দের
শিক্ষা অনুসারে চলে। 16তাই বলি, তুমি মন ফিরাও না
হলে আমি শিগ্‌গির তোমার কাছে আসব; আর আমার
মুখের তরবারি দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।
17“আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার
মতো কান আছে সে শুনুক।
“যে জীবনে জয়ী হয়, তাকে আমি গুপ্ত মান্নার
অংশ খেতে দেব এবং আমি তাদের প্রত্যেককে একটি
করে সাদা পাথর দেব। সেই পাথরের ওপর এক নতুন
নাম লেখা আছে; যা অন্য কেউ জানতে পারবে না,
কেবল যে তা পাবে সেই জানতে পারবে।”

থুয়াতীরার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

18“থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা
লেখ:
“যিনি ঈশ্বরের পুত্র; যাঁর চোখ আগুনের শিখার
মতো ও যাঁর পা উজ্জ্বল পিতলের মতো, তিনি এই
কথা বলছেন: 19আমি তোমার বিশ্বাস, প্রেম, পরিচর্যা
ও ধৈর্য্যের বিষয় জানি। প্রথমে তুমি যা করেছিলে তার
থেকে এখন যে আরও বেশী কাজ করছ তাও আমি
জানি।
20তবু তোমার বিরুদ্ধে এই আমার অভিযোগ।
ঈষেবল নামে সেই স্ত্রীলোককে তুমি তার ইচ্ছামতো
চলতে দিচ্ছ। সে নিজেকে ভাববাদিনী বলে। সে আমার
লোকদের শিক্ষা দিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। ঈষেবল
আমার লোকদের ব্যভিচার করতে ও প্রতিমার কাছে
উৎসর্গ করা বলির মাংস খেতে প্রলোভিত করছে।
21আমি তাকে মন ফিরাবার জন্য সময় দিয়েছিলাম;
কিন্তু সে তার ব্যভিচারের জন্য অনুতাপ করতে চায়
না। 22তাই আমি তাকে রোগশয্যায় ফেলব; আর যারা
তার সঙ্গে ব্যভিচার করছে, তারা যদি তার সঙ্গে করা
পাপ কাজের জন্য অনুতাপ না করে তবে তাদেরকেও
মহাকষ্টের মধ্যে ফেলব।
23আমি তার সন্তানদের ওপর মহামারী এনে তাদের
মেরে ফেলব, তাতে সমস্ত মণ্ডলী জানতে পারবে,
আমিই একজন যে সমস্ত লোকের মন ও হৃদয় সকল
জানি। তোমরা প্রত্যেকে যা করেছ তার প্রতিফল আমি
তোমাদের প্রত্যেককে দেব।
24“থুয়াতীরাতে বাকী লোক, তোমরা যারা তার এই
ভুল শিক্ষার অনুসারী হও নি, লোকে যাকে শয়তানের
নিগূঢ়তত্ত্ব বলে, তা যারা শেখো নি, আমি তোমাদের
ওপর অন্য কোন ভার চাপিয়ে দিচ্ছি না। কেবল এইটুকু
বলি 25যা তোমাদের আছে, তা আমি ফিরে না আসা
পর্যন্ত শক্ত করে ধরে থাক।
26“আর যে জয় করে ও শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা
অনুসারে চলে তাকে আমি আমার সমস্ত জাতির ওপরে
কর্তৃত্ব করতে অধিকার দেব।

নীকলায়তীয় নীকলায়তীয় এশিয়া মাইনরের একটি ধর্ম সম্প্রদায়, যারা ভ্রান্ত বিশ্বাস আর ধারণার অনুসারী ছিল। সম্ভবতঃ নীকলায়তীয় নামক কোন ব্যক্তির নামে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছিল।

27‘তাতে সে লৌহদণ্ডের দ্বারা তাদের শাসন করবে। মাটির পাত্র ভাঙ্গার মতো সে তাদের ভেঙ্গে চুরমার করবে।’ *গীতসংহিতা 2:9*

28পিতার কাছ থেকে আমি তেমন ক্ষমতাই পেয়েছি, আমি তাকে ভোরের তারাও দেব। 29আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন, যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক।

সার্দ্দির মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

3 “সার্দ্দিস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা লেখ: “ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সপ্ত তারা যার আছে তিনি বলেন : আমি জানি তোমার সব কাজের কথা। লোকেরা বলে তুমি নাকি জীবন্ত, কিন্তু বাস্তবে তুমি মৃত! 2এখন জাগো। যেটুকু বাকি বিষয় মৃতকল্প হল তাকে শক্তিশালী কর ; কারণ তোমার কোন কাজ আমার ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলে দেখিনি। 3তাই যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ ও শুনেছ তা মনে রেখো এবং তার বাধ্য হও। তোমার মন-ফিরাও! তুমি যদি সচেতন না হও, তবে চোর যেমন আসে সেইরকম হঠাৎ আমি তোমার কাছে এসে হাজির হব; কোন সময় যে আমি আসব তা তুমি জানতেও পারবে না। 4যাইহোক, সার্দ্দিতে তবু এমন কিছু লোক তোমার দলে আছে যারা তাদের বস্ত্র কলুষিত করে নি, তারা শুভ্র বস্ত্র পরে আমার সঙ্গে চলাফেরা করবে, কারণ তারা তার যোগ্য। 5যে জয়ী হয়, সে ঐরকম শুভ্র পোশাক পরবে; আর আমি কোন মতেই তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে মুছে ফেলব না, আমি স্বীকার করব যে সে আমার। আমার পিতার সামনে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সামনে আমি একথা বলব। 6আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক।

ফিলাদিল্‌ফিয়ার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

7“ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের কাছে লেখ:

“যিনি পবিত্র ও যিনি সত্য তিনি তোমায় একথা বলছেন। তাঁর কাছে দায়ূদের চাবি আছে; তিনি খুললে কেউ তা বন্ধ করতে পারে না বা বন্ধ করলে কেউ তা খুলতে পারে না। তিনিই একথা বলছেন: 8আমি তোমার সব কাজের কথা জানি। শোন, আমি তোমার সামনে একটি খোলা দরজা রাখছি, এই দরজা কেউ বন্ধ করতে পারে না। আমি জানি যদিও তুমি দুর্বল, তবু তুমি আমার শিক্ষা অনুসারে চলেছ, আর তুমি আমার নাম অস্বীকার করনি। 9শোন! শয়তানের দলের যে লোকেরা ইহুদী না হয়েও মিথ্যাভাবে নিজেদের ইহুদী বলে তাদেরকে আমি তোমার পায়ের সামনে নিয়ে এসে প্রণাম করাব। আমি তাদের জানাবো যে আমি তোমাকে ভালবেসেছি। 10কারণ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করবার যে আদেশ আমি দিয়েছিলাম তা তুমি পালন করেছ। এই পৃথিবীবাসী লোকদের পরীক্ষার্থে সমস্ত জগতের ওপর যে মহাকষ্ট ঘনিয়ে আসছে, আমি তোমাকে সেই পরীক্ষার সময় নিরাপদেই রাখব। পৃথিবীর লোকদের পরীক্ষার জন্যই এই মহাকষ্ট আসবে।

11“আমি শিগ্‌গির আসছি। তোমার যা আছে তা ধরে রাখ, যেমন চলছ তেমনি চলতে থাক, যেন কেউ তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে নিতে না পারে। 12যে বিজয়ী হয় তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভ করব, আর তাকে কখনও সেই মন্দির থেকে বাইরে যেতে হবে না। তার ওপর আমি আমরা ঈশ্বরের নাম আর আমার ঈশ্বরের নগরের নাম লিখব। সেই নগর হল নতুন জেরুশালেম। সেই নগর ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ হতে নেমে আসছে। আমার নতুন নামও আমি তার ওপর লিখে দেব। 13আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক।

লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

14“লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা লেখ:

“যিনি আমেন,* যিনি বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির উৎস তিনি বলেন : 15আমি জানি তুমি কি করছ, তুমি না ঠাণ্ডা না গরম; তুমি হয় ঠাণ্ডা নয় গরম হলেই ভাল হত। 16তোমার অবস্থা ঈষদুষ্ণ, না ঠাণ্ডা না গরম, তাই আমার মুখ থেকে তোমাকে আমি থু থু করে ফেলে দেব। 17তুমি বল, “আমি ধনবান, আমি ধনসঞ্চয় করেছি, আমার কিছুরই অভাব নেই”, কিন্তু জান না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, করুণার পাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ। 18আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই, তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে নিখাদ করা খাঁটি সোনা কেনো, যেন প্রকৃত ধনবান হতে পার। আমি তোমাকে বলছি আমার কাছ থেকে সাদা পোশাক কেনো, যেন তোমার লজ্জাজনক উলঙ্গতা ঢাকা পড়ে। আমি তোমাকে চোখে দেখার জন্য মলম কিনতে বলি, তাহলে তুমি ঠিক দেখতে পাবে।

19“আমি যত লোককে ভালবাসি তাদের সংশোধন ও শাসন করি। তাই উদ্যোগী হও ও মন-ফিরাও। 20দেখ, দরজাতে দাঁড়িয়ে আমি ঘা দিই। কেউ যদি আমার গলা শুনে দরজা খুলে দেয়, তবে আমি তার ঘরের ভেতরে যাব ও তার সঙ্গে আহারে বসব, আর সেও আমার সঙ্গে আহার করবে। 21আমি জয়ী হয়ে যেমন আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি; সেইরূপ যে জয়ী হয়, তাকেও আমি আমার সাথে আমার সিংহাসনে বসতে দেব। 22আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন, যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক।”

যোহনের স্বর্গীয় দর্শন

4 এরপর আমি একটি দর্শন পেলাম; আর দেখতে পেলাম আমার সামনে স্বর্গে একটা দরজা খোলা রয়েছে। এর আগে যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলেছিল,

---

আমেন আমেন শব্দের অর্থ কোন পরম সত্যকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করা, কিন্তু এখানে শব্দটিকে যীশুর একটি নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই একই স্বর আর তূরীর আওয়াজ শুনতে পেলাম; তা আমাকে বলছে, “এখানে উঠে এস, এরপর যা কিছু অবশ্যই ঘটবে তা আমি তোমাকে দেখাব।” 2মুহূর্তের মধ্যে আমি আত্মাবিষ্ট হলাম, আমার সামনে স্বর্গে এক সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসনের ওপর একজন বসেছিলেন। 3যিনি সেখানে বসেছিলেন, তাঁর দেহ সূর্যকান্ত ও সার্দীয় মণির মত অত্যুজ্জ্বল। সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মতো ঝলমলে মেঘধনুক ছিল। 4সেই সিংহাসনের চারদিকে চব্বিশটি সিংহাসন ছিল। সেইসব সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন* বসেছিলেন, তারা সকলে শুভ্র পোশাক পরেছিলেন; আর তাদের মাথায় সোনার মুকুট ছিল। 5সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি, গুড় গুড় শব্দ ও বজ্রধ্বনি নির্গত হচ্ছিল; আর সেই সিংহাসনের সামনে সাতটি মশাল জ্বলছিল। সাতটি আগুনের মশাল ঈশ্বরের সেই সপ্ত আত্মার প্রতীক; 6আর সেই সিংহাসনের সামনে ছিল কাঁচের মতো সমুদ্র, যা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

সিংহাসনের সামনে এবং সিংহাসনের চারদিকে চারজন প্রাণী ছিল যাদের সামনে ও পেছনে সর্বাঙ্গ চোখে ভরা ছিল। 7প্রথম প্রাণীটি দেখতে সিংহের মতো, দ্বিতীয় প্রাণীটি ষাঁড়ের মতো, তৃতীয় প্রাণীটির মুখ মানুষের মুখের মতো। চতুর্থ প্রাণীটি উড়ন্ত ঈগলের মতো। 8এই চার প্রাণীর প্রত্যেকের ছটি করে পাখা ছিল, সেই প্রাণীগুলির সর্বাঙ্গে ভেতরে ও বাইরে ছিল চোখ, আর তাঁরা দিন-রাত সব সময় বিরত না হয়ে এই কথা বলছিলেন:

“পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন।”

9যিনি সিংহাসনে বসে আছেন সেই জীবন্ত প্রাণীরা তাঁর মহিমা, সম্মান ও ধন্যবাদ কীর্তন করেন। ইনি হলেন সেই চিরজীবি। আর এইরকম ঘটলে প্রত্যেকবার, 10যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর সামনে ঐ চব্বিশজন প্রাচীন ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করেন; আর যিনি চিরজীবি তাঁর উপাসনা করেন আর নিজের নিজের মাথার মুকুট সিংহাসনের সামনে রেখে বলেন:

11“আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর! তুমি মহিমা, সম্মান ও পরাক্রম পাবার যোগ্য, কারণ তুমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমার ইচ্ছাতেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে ও সব কিছুর অস্তিত্ব আছে।”

5 সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন তাঁর ডানহাতে আমি একটি পুস্তক* দেখলাম যার ভেতরে ও বাইরে উভয়দিকে লেখা ও তা সাতটি মোহর দিয়ে সীলমোহর করে বন্ধ করা ছিল। 2আর আমি এক শক্তিমান স্বর্গদূতকে দেখলাম, যিনি চিৎকার করে বলছেন, “এটি খুলতে পারে ও তার সীলমোহরগুলি ভাঙ্গতে পারে কার এমন যোগ্যতা আছে?” 3কিন্তু স্বর্গে, কি পৃথিবীতে, কি পৃথিবীর নীচে কেউ পুস্তকটি না পারল খুলতে, না পারল তার ভেতরে কি আছে তা দেখতে। 4সেই পুস্তকটি খোলবার ও তার ভেতরে দেখবার যোগ্য কাউকে পাওয়া গেল না দেখে আমি অঝোরে কাঁদতে থাকলাম। 5তখন সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, “তুমি কেঁদো না! দেখ, যিনি যিহূদা বংশের সিংহ, দায়ূদের বংশধর, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তিনি সাতটি সীলমোহর ভাঙ্গার ও পুস্তকটি খোলার যোগ্য হয়েছেন।”

6পরে আমি দেখলাম ঐ সিংহাসনের সামনে চার প্রাণীর সঙ্গে এবং প্রাচীনদের সঙ্গে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন; সেই মেষশাবককে এমন দেখাচ্ছিল যেন তাকে বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটি শৃঙ্গ ও সাতটি চক্ষু, সেই চক্ষুগুলি হল ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা যাদের পৃথিবীর সর্বত্র পাঠানো হয়েছে। 7এরপর সেই মেষশাবক এসে যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর হাত থেকে সেই পুস্তকটি নিলেন। 8তিনি যখন পুস্তকটি নিলেন, তখন ঐ চারজন প্রাণী ও চব্বিশজন প্রাচীন মেষশাবকের সামনে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল একটি করে বীণা ও সোনার বাটিতে সুগন্ধি ধূপ, সেই ধূপ হচ্ছে ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের প্রার্থনাস্বরূপ। 9তাঁরা মেষশাবকের জন্য এক নতুন গীত গাইছিলেন:

“তুমি ঐ পুস্তকটি নেবার ও তার সীলমোহর ভাঙ্গার যোগ্য, কারণ তুমি বলি হয়েছিলে; আর তোমার রক্ত দিয়ে সমস্ত উপজাতি, ভাষা, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্য থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লোকদের কিনেছ।

10তুমি তাদের নিয়ে এক রাজ্য গড়েছ ও আমাদের ঈশ্বরের যাজক করেছ আর তারা সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।”

11পরে আমি তাকালাম, আর সেই সিংহাসন, জীবন্ত প্রাণী ও প্রাচীনদের চারদিকে অনেক স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। 12তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

“সেই মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন, তিনিই পরাক্রম, সম্পদ, বিজ্ঞতা, ক্ষমতা, সম্মান, মহিমা ও প্রশংসা পাবার পরম যোগ্য!”

13পরে আমি স্বর্গে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্রের মধ্যে সমস্ত প্রাণী এবং আর যা কিছু সেইসব জায়গাতে ছিল তাদের এই বাণী শুনলাম:

“যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর ও মেষশাবকের প্রতি প্রশংসা, সম্মান, মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে বর্তুক!”

14সেই চারজন প্রাণী তখন বললেন, “আমেন!” এরপর সেই প্রাচীনেরা মাথা নিচু করে প্রণাম ও উপাসনা করলেন।

চব্বিশ জন প্রাচীন সম্ভবতঃ তারা ইহুদী বারোটি গোষ্ঠীর বারোজন নেতা এবং বারো জন যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত।

পুস্তক প্রাচীন যুগে লোকেরা লম্বা গুটানো কাগজের বা চামড়ার পুস্তক লেখার জন্য ব্যবহার করত।

6 মেষশাবক যখন সেই সাতটির মধ্যে প্রথম
সীলমোহরটি ভেঙ্গে খুললেন, তখন আমি সেই
চারজন প্রাণীর মধ্যে একজনকে দেখলাম ও তার
মেঘগর্জনের মতো কণ্ঠস্বর শুনলাম। সে বললো, "এস!"
2এরপর আমি দেখলাম, আমার সামনে একটি সাদা
রঙের ঘোড়া। তার ওপর যিনি বসে আছেন তার হাতে
একটি ধনুক ছিল। তাকে একটা মুকুট পরিয়ে দেওয়া
হলে সে যুদ্ধ জয় করতে বিজেতার মত বের হলো।
3মেষশাবক যখন দ্বিতীয় সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন
তখন আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকে বলতে
শুনলাম, "এস!" 4তখন আর একটি আগুনের মত
লাল রঙের ঘোড়া বের হয়ে এল। সেই ঘোড়াটির
ওপর যে বসে আছে তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে
নেবার ক্ষমতা দেওয়া হল; আর দেওয়া হল সেই
ক্ষমতা, যার বলে মানুষেরা পরস্পরকে বধ করবে।
তাকে একটা বড় তরবারি দেওয়া হল।
5মেষশাবক যখন তৃতীয় সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন,
আমি শুনলাম, সেই প্রাণীদের মধ্যে তৃতীয় জন বললেন,
"এস!" পরে আমি দেখলাম, একটা কালো ঘোড়া
আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার ওপর যে বসে আছে, তার
হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। 6এরপর আমি সেই চারজন
প্রাণীর মধ্য থেকে স্বরের মত কোন একটা কিছু শুনতে
পেলাম। সেই স্বর বলছে, "এক সের গম একজন মজুরের
দৈনিক মজুরীর সমান; আর তিন সের যব, একজন
মজুরের দৈনিক মজুরীর সমান। অলিভ তেল ও দ্রাক্ষারস
নষ্ট কোর না।"
7মেষশাবক যখন চতুর্থ সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, তখন
আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে চতুর্থ জনকে বলতে শুনলাম,
"এস!" 8পরে আমি দেখলাম, একটা পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়া
আমার সামনে, তার ওপর যে বসে আছে তার নাম
"মৃত্যু"; আর পাতাল তার ঠিক পেছনেই আছে। তাকে
পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোকের ওপরে কর্তৃত্ব করবার
ক্ষমতা দেওয়া হল, যেন সে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও
হিংস্র পশুদের দিয়ে সকলকে বধ করতে পারে।
9তিনি যখন পঞ্চম সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, তখন
আমি যজ্ঞবেদীর নীচে সেইসব আত্মাকে দেখলাম যাদের
হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বার্তা
বিশ্বস্তভাবে প্রচার করেছিলেন এবং তাঁদের সাক্ষ্য
দিয়েছিলেন। 10তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বললেন, "পবিত্র ও সত্য
প্রভু, যারা আমাদের হত্যা করেছে, পৃথিবীর সেই সমস্ত
লোকদের বিচার করতে ও শাস্তি দিতে তুমি আর কতো
দেরী করবে?" 11তাঁদের প্রত্যেককে শুভ্র রাজ পোশাক
দেওয়া হল এবং আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলা
হল, কারণ তাঁদের কিছু সহসেবক ভাই ও বোন তখনও
ছিলেন যারা তাঁদের মত নিহত হবেন। এই সমস্ত নিধন
শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে বলা
হল।
12পরে আমি যা দেখলাম, তিনি ষষ্ঠ সীলমোহরটি
ভাঙ্গলেন। তখন ভীষণ ভূমিকম্প হল। সূর্য কালো
শোকবস্ত্রের মত হয়ে গেল; চাঁদ রক্তের মতো লাল
হয়ে গেল। 13প্রবল বাতাসে নড়ে গাছ থেকে কাঁচা ডুমুর
পড়ে যায়, তেমনি আকাশ থেকে নক্ষত্ররা পৃথিবীতে
খসে পড়তে লাগল। 14গোটানো পুস্তকের মতো
আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হল। সমস্ত পাহাড় ও দ্বীপকে ঠেলে
নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।
15পৃথিবীর রাজাগণ, সমস্ত অধিপতি, সেনাবাহিনীর
অধিনায়করা, ধনবানেরা, শক্তিশালী লোকেরা ও পৃথিবীর
সব স্বাধীন লোক এবং সমস্ত দাস গুহার মধ্যে ও
পাহাড়গুলির পাথরের মধ্যে নিজেদের লুকালো। 16তারা
পর্বত এবং পাহাড়গুলোকে বলতে লাগল, "আমাদের
ওপরে চেপে পড় এবং যিনি সিংহাসনে বসে আছেন
তাঁর কাছ থেকে এবং মেষশাবকের ক্রোধের হাত থেকে
আমাদের লুকাও; 17কারণ তাদের ক্রোধের মহাদিন
এসে পড়ল। কার সাধ্য আছে তার সামনে দাঁড়াবার।"

ইস্রায়েলের ১৪৪,০০০ লোক

7 এরপর আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোণে চারজন
স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা পৃথিবীর চারটি
বায়ুপ্রবাহকে আটকে রেখেছেন, যেন পৃথিবীর বা সমুদ্রের
বা গাছের ওপর দিয়ে বাতাস না বয়। 2এরপর আমি
আর এক স্বর্গদূতকে পূর্বদিক থেকে উঠে আসতে
দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর।
ঈশ্বর যে চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রে আঘাত
করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি
চিৎকার করে বললেন। 3"দাঁড়াও, আমরা যতক্ষণ না
আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে মোহর দ্বারা চিহ্ন
না দিই, সে পর্যন্ত তোমরা পৃথিবী, সমুদ্র বা গাছের
কোন ক্ষতি কোর না।" 4এরপর আমি শুনলাম কত
লোকের কপালে চিহ্ন দেওয়া হল। মোট একলক্ষ
চুয়াল্লিশ হাজার লোক। তারা ছিল সমস্ত ইস্রায়েল গোষ্ঠীর
ও জাতির।

5	যিহূদা গোষ্ঠীর	12,000
	রূবেণ গোষ্ঠীর	12,000
	গাদ গোষ্ঠীর	12,000
6	আশের গোষ্ঠীর	12,000
	নপ্তালি গোষ্ঠীর	12,000
	মনঃশি গোষ্ঠীর	12,000
7	শিমিয়োন গোষ্ঠীর	12,000
	লেবি গোষ্ঠীর	12,000
	ইষাখর গোষ্ঠীর	12,000
8	সবূলূন গোষ্ঠীর	12,000
	যোষেফ গোষ্ঠীর	12,000
	বিন্যামীন গোষ্ঠীর	12,000

বিশাল জনতা

9এরপর আমি দেখলাম প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক
বংশের এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর ও ভাষার অগণিত লোক
সেই সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে এসে তারা
দাঁড়িয়েছে। তাদের পরণে শুভ্র পোশাক এবং হাতে
খেজুর পাতা। 10তারা সকলে চিৎকার করে বলছে,

“যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, এই জয় সেই ঈশ্বরের
ও মেষশাবকের দান।” **11**সমস্ত স্বর্গদূত সিংহাসনের
প্রাচীনদের ও চারজন প্রাণীর চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে
ছিলেন। তাঁরা সিংহাসনের সামনে মাথা নিচু করে প্রণাম
করলেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করতে থাকলেন। **12**তাঁরা
বললেন, “আমেন! প্রশংসা, মহিমা, প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ,
সম্মান, পরাক্রম ও ক্ষমতা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে
আমাদের ঈশ্বরেরই হোক্। আমেন!”

13এরপর সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমায়
জিজ্ঞেস করলেন, “শুভ্র পোশাক পরা এই লোকেরা
কে, আর এরা সব কোথা থেকে এসেছে?”

14আমি তাঁকে বললাম, “মহাশয়, আপনি জানেন।”

তিনি আমায় বললেন, “এরা সেই লোক যারা
মহানির্যাতনের ভেতর দিয়ে এসেছে; আর মেষশাবকের
রক্তে নিজেদের পোশাক ধুয়ে শুচীশুভ্র করেছে। **15**এই
কারণেই এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে;
আর দিন রাত তাঁর মন্দিরে তাঁর উপাসনা করে চলেছে।
যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি এদের রক্ষা করবেন।
16এরা আর কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হবে না, এদের
গায়ে রোদ বা তার প্রখর তাপও লাগবে না। **17**কারণ
সিংহাসনের ঠিক সামনে যে মেষশাবক আছেন তিনি
এদের মেষপালক হবেন, তাদের জীবন জলের
প্রস্রবণের কাছে নিয়ে যাবেন আর ঈশ্বর এদের সমস্ত
চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।”

সপ্তম সীলমোহর

8 তারপর মেষশাবক সপ্তম সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন।
তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো সব নিস্তব্ধ
হয়ে গেল। **2**তারপর আমি দেখলাম, ঈশ্বরের সামনে
যে সাতজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের হাতে সাতটি
তূরী দেওয়া হল। **3**পরে আর এক স্বর্গদূত এসে যজ্ঞবেদীর
কাছে দাঁড়ালেন; তার হাতে সোনার ধুনুচি। তাকে প্রচুর
ধূপ দেওয়া হল, যাতে তিনি তা স্বর্ণ সিংহাসনের সামনে
ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকের প্রার্থনার সঙ্গে নিবেদন
করতে পারেন। **4**ফলে ঈশ্বরের লোকদের প্রার্থনার
সঙ্গে স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই ধূপের ধোঁয়া ঈশ্বরের
সামনে উঠল। **5**পরে ঐ স্বর্গদূত ধুনুচি নিয়ে যজ্ঞবেদীর
আগুন তাতে ভরে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। এর
ফলে মেঘ গর্জন, উচ্চরব, বিদ্যুৎ চমক ও ভূমিকম্প
হল।

সাত স্বর্গদূতের তূরীধ্বনি

6তখন সেই সাতজন স্বর্গদূত তাদের সাতটি তূরী
বাজাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

7প্রথম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তাতে রক্ত মেশানো
শিলা ও আগুন পৃথিবীর ওপর বর্ষাল, তাতে পৃথিবীর
এক তৃতীয়াংশে আগুন ধরে গেল, ফলে এক-তৃতীয়াংশ
গাছপালা ও সমস্ত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।

8দ্বিতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন; আর দেখা গেল
যেন বিরাট এক জ্বলন্ত পাহাড় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল;
9তাতে সমুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ জল রক্তাক্ত হয়ে গেল
ও সামুদ্রিক জীবের এক-তৃতীয়াংশ মারা পড়ল; আর
সমুদ্রগামী সমস্ত জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে
গেল।

10পরে তৃতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তখন আকাশ
থেকে জ্বলন্ত মশালের মতো এক বিরাট নক্ষত্র পৃথিবীর
এক-তৃতীয়াংশ নদী ও জলের উৎসের ওপর খসে
পড়ল। **11**সেই নক্ষত্রের নাম নাগদানা।* কারণ তা পৃথিবীর
এক-তৃতীয়াংশ জল তিক্ত করে দিল। এভাবে জল
তেতো হওয়ার কারণে অনেক লোক মারা পড়ল।

12এরপর চতুর্থ স্বর্গদূত তূরী বাজালেন আর সূর্যের
এক-তৃতীয়াংশ, চন্দ্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং সমস্ত
নক্ষত্রের এক-তৃতীয়াংশ এমনভাবে ঘা খেল যে তাদের
এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকার হয়ে গেল। সেইভাবে দিনেরও
এক-তৃতীয়াংশ আলোবিহীন হল, আর রাত্রির অবস্থাও
একই রকম হল।

13এইসব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ আমি শুনতে
পেলাম আকাশের উঁচু দিয়ে একটা ঈগল পাখি উড়ে
যেতে যেতে চিৎকার করে এই কথা বলছে, “সন্তাপ!
সন্তাপ! পৃথিবীবাসীদের সন্তাপ! কারণ বাকী তিনজন
স্বর্গদূত যখন তূরী বাজাবে তখন সেই সন্তাপ শুরু
হবে।”

9 পরে পঞ্চম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, আর আমি
দেখলাম স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে একটা তারা খসে
পড়ল; আর তারাটাকে অতল কূপ খোলার চাবি দেওয়া
হল। **2**নক্ষত্রটি অগাধ লোকের কূপটি খুলল। তৎক্ষণাৎ
ঐ কূপ থেকে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে যেমন
ধোঁয়া বের হয় তেমনি ধোঁয়া বের হল। এই ধোঁয়ার
জন্য সূর্য ও বায়ুমণ্ডল অন্ধকার হয়ে গেল। **3**পরে সেই
ধোঁয়া থেকে পঙ্গপালের ঝাঁক বের হয়ে পৃথিবীতে এল;
আর পৃথিবীর কাঁকড়া বিছের মধ্যে যে ক্ষমতা থাকে
তাদের তা দেওয়া হল। **4**পঙ্গপালদের বলা হল যেন
তারা ঘাস, চারাগাছ বা পৃথিবীর গাছপালার কোন ক্ষতি
না করে, কেবল তাদেরই ক্ষতি করে যাদের কপালে
ঈশ্বরের চিহ্ন নেই।

5ঐ লোকেদের মেরে ফেলতে তাদের অনুমতি
দেওয়া হল না, কেবল পাঁচ মাস পর্যন্ত তাদের যন্ত্রণা
দেবার অনুমতি দেওয়া হল। তাদের যন্ত্রণা কাঁকড়াবিছে
কামড়ালে মানুষের যেমন যন্ত্রণা হয় তেমনি হবে। **6**তখন
মানুষ মরতে চাইলেও মরতে পারবে না। তারা মৃত্যুর
আকাঙ্খা করবে; কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে
যাবে।

7সেই পঙ্গপালদের দেখতে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
ঘোড়ার মতো। তাদের মাথায় সোনার মুকুটের মতো
মুকুট ছিল। তাদের মুখমণ্ডল যেন মানুষের মুখগুলির
মতো। **8**স্ত্রীলোকের চুলের মতো তাদের মাথার চুল,
আর তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মতো। **9**বুকে তাদের
বর্ম পরা, তা লোহার বর্মের মতো; আর বহু ঘোড়ায়

নাগদানা এক জাতীয় তিক্ত গাছ; এখানে দুঃখের তিক্ততা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

টানা যুদ্ধের রথ ছুটলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি তাদের ডানার শব্দ। 10তাদের হুলযুক্ত লেজ ছিল কাঁকড়া বিছের মতো। পাঁচ মাস পর্যন্ত তারা মানুষের যে ক্ষতি করবে তার ক্ষমতা ঐ লেজের মধ্যে আছে। 11ঐ পঙ্গপালের রাজা হচ্ছে অগাধ লোকের স্বর্গদূত। ইব্রীয় ভাষায় তার নাম 'আবদ্দোন',* গ্রীক ভাষায় 'আপল্লুয়োন', যার অর্থ বিনাশকারী।

12প্রথম সন্তাপ কাটল, দেখ, এরপর আরও দুটি সন্তাপ আসছে।

13পরে ষষ্ঠ স্বর্গদূত তূরী বাজালে আমি ঈশ্বরের সামনে সোনার যজ্ঞবেদীর যে চারটি শিং এর মধ্য থেকে এক বাণী শুনতে পেলাম, 14সেই কণ্ঠস্বর ষষ্ঠ তূরীধারী স্বর্গদূতকে বললেন, "ইউফ্রেটিস মহানদীর কাছে যে চারজন স্বর্গদূত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছেন তাদের মুক্ত কর।" 15তখন পৃথিবীর মানুষের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করার জন্য যে চারজন স্বর্গদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল তাদের মুক্ত করা হল। 16তাদের দলে ছিল বিশ কোটি অশ্বারোহী সৈন্য। আমি তাদের সেই সংখ্যা শুনলাম।

17আমি এক দর্শনের মাধ্যমে সেই ঘোড়াগুলিকে ও তাদের ওপর যারা বসেছিল তাদেরকে এইরকম দেখলাম। তাদের বর্ম ছিল আগুনের মতো লাল, ঘন নীল ও গন্ধকের মতো হলদে রঙের। ঘোড়াগুলির মাথা সিংহের মতো 18তাদের মুখ থেকে তিন আঘাত: আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হচ্ছিল, তার দ্বারা পৃথিবীর মানুষের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়ল। 19সেই ঘোড়াগুলির আঘাত করার শক্তি তাদের মুখে ও লেজে ছিল। তাদের লেজ সাপের মতো মাথাওয়ালা, তার দ্বারা তারা ক্ষতি করতে পারত। 20এই সব আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও যারা মরল না বাকি সেই লোকেরা নিজেরা নিজের হাতে গড়া বস্তুর থেকে মন-ফিরালো না। তারা ভূতপ্রেত ও সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠের তৈরী মূর্তি পূজা করা থেকে বিরত হ'ল না— সেইসব মূর্ত্তি, যারা না দেখতে পায়, না শুনতে বা কথা বলতে পারে। 21তারা নরহত্যা, মোহিনীবিদ্যা, ব্যভিচার এবং চুরির জন্য অনুতপ্ত হল না।

স্বর্গদূত এবং একটি ছোট গুটানো পুস্তক

10 পরে আমি একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি একখণ্ড মেঘকে পোশাকের মতো পরেছিলেন, আর তাঁর মাথার চারদিকে মেঘধনুক ছিল। তাঁর মুখ সূর্যের মতো, আর পা আগুনের থামের মতো। 2তাঁর হাতে ছিল একটি খোলা পুস্তক। তিনি তাঁর ডান পা'টি সমুদ্রের ওপরে আর বাঁ পা'টি স্থলে রাখলেন; 3আর সিংহ গর্জনের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন। স্বর্গদূতের গর্জনের পর সপ্ত বজ্রধ্বনি হুঙ্কার করে উঠল। 4যখন সপ্ত বজ্রধ্বনি কথা বলল তখন আমি তা লিখতে চাইলাম; কিন্তু স্বর্গ থেকে এক স্বর বলল, "তুমি লিখো না। বজ্র যা বলছে তা গোপন রাখ।"

5পরে সেই স্বর্গদূত যাকে আমি সমুদ্রের ওপরে এবং স্থলের ওপরে পা রেখে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, স্বর্গের দিকে তাঁর ডান হাতটি ওঠালেন; 6আর যিনি যুগে যুগে জীবন্ত, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র ও এই সবের মধ্যে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা, তাঁর নামে এই শপথ করে বললেন, "আর দেরী হবে না! 7যখন সপ্তম স্বর্গদূতের তূরী বাজানোর সময় আসবে তখন ঈশ্বরের সেই নিগূঢ় পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হবে। এ সেই সুসমাচারের পরিকল্পনা যা ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী ও দাসদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।"

8এরপর স্বর্গ থেকে সেই রব আমি আবার শুনতে পেলাম। সেই রব আমাকে বলল, "যাও, স্বর্গদূতের হাত থেকে খোলা পুস্তকটি নাও।" এই সেই স্বর্গদূত যিনি সমুদ্র ও স্থলের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন।"

9তখন আমি সেই স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, ঐ ছোট্ট পুস্তকখানি আমায় দিন। তিনি আমায় বললেন, "নাও, খেয়ে ফেল। এটা তোমার পেটে গিয়ে তিক্ত হবে; কিন্তু মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগবে।" 10তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে সেটি নিয়ে খেয়ে ফেললাম, তা মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগল; কিন্তু খাওয়ার পর আমার পাকস্থলী তিক্ততায় ভরে গেল। 11তিনি আমাকে বললেন, "অনেক লোক, জাতি, ভাষা এবং রাজাদের সম্বন্ধে তোমাকে আবার ভাববাণী করতে হবে।"

দুই সাক্ষী

11 এরপর আমাকে বেড়ানোর লাঠির মতো একটি মাপকাঠি দেওয়া হল। একজন বললেন, "ওঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞবেদীর পরিমাপ কর আর তার মধ্যে যারা উপাসনা করছে তাদের সংখ্যা গণনা কর। 2কিন্তু মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণের কোন মাপ নিও না, কারণ তা অইহুদীদের দেওয়া হয়েছে। বিয়াল্লিশ মাস ধরে তারা সেই পবিত্র নগরটি পায়ে দলবে। 3আমি আমার দু'জন সাক্ষীকে ক্ষমতা দেব, তাঁরা বারশো ষাট দিন পর্যন্ত ভাববাণী বলবেন।" 4সেই দু'জন সাক্ষী হলেন দু'টি জলপাই গাছ ও দুটি দীপাধার, যারা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 5যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে ঐ সাক্ষীদের মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে এসে তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে, যে কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে চাইবে তাদেরও এইভাবে মরতে হবে। 6আকাশ রুদ্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাঁদের আছে, যেন ভাববাণী বলার সময় বৃষ্টি না হয়; আর জল রক্তে পরিণত করবার ও পৃথিবীর বুকে সব রকমের মহামারী যতবার ইচ্ছা ততবার পাঠাবার ক্ষমতা তাঁদের আছে।

7তাঁদের সাক্ষ্যদান শেষ হলে, যে পশু পাতালের অতলস্পর্শী কূপ থেকে উঠে আসবে সে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আর যুদ্ধে তাদের হারিয়ে দিয়ে হত্যা করবে। 8তাদের মৃত দেহগুলি সেই মহানগরের রাস্তার

আবদ্দোন ইব্রীয় ভাষায় বিনাশের জায়গা।

ওপরে পড়ে থাকবে, এ সেই নগর যাকে আত্মিক অর্থে
সদোম ও মিশর বলে; আর এই নগরেই তাঁদের প্রভু
ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন। 9লোকেরা তাঁদের কবর দিতে
অনুমতি দেবে না। সমস্ত উপজাতি, সম্প্রদায়,
ভাষাভাষী ও জাতির লোকেরা জড়ো হয়ে সাড়ে তিন
দিন ধরে তাদের শব দেখতে থাকবে। 10পৃথিবীর লোকেরা
আনন্দিত হবে, কারণ ঐ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা
আমোদ-প্রমোদ করবে, পরস্পরকে উপহার পাঠাবে,
কারণ এই দুজন ভাববাদী পৃথিবীর লোকেদের অতিষ্ঠ
করে তুলেছিলেন।

11এরপর সেই সাড়ে তিন দিন শেষ হলে ঈশ্বরের
কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল,
আর তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। যারা তাদের দেখল তাদের
মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার হল। 12সেই দু'জন ভাববাদী
স্বর্গ থেকে এক রব শুনলেন, "এখানে উঠে এস!"
তখন তাঁরা মেঘের মধ্য দিয়ে স্বর্গে উঠে গেলেন; আর
তাঁদের শত্রুরা তাদেরকে যেতে দেখল।

13সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, তার ফলে
শহরের দশভাগের একভাগ ধ্বংস হয়ে গেল, এবং
সাত হাজার লোক মারা পড়ল। যারা বাকি রইল তারা
সকলে প্রচণ্ড ভয় পেল ও স্বর্গের ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন
করল। 14দ্বিতীয় সন্তাপ কাটল, দেখ, তৃতীয় সন্তাপ
শিগ্গির আসছে।

সপ্তম তূরী ধ্বনি

15এরপর সপ্তম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তখন স্বর্গে
কারা যেন উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠল:

"জগতের উপর শাসন করবার ভার এখন
আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের হল; আর তিনি
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন।"

16পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন, যারা ঈশ্বরের সামনে
নিজেদের সিংহাসনে বসে থাকেন, তাঁরা উপুড় হয়ে
ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। 17তাঁরা বললেন:

"প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান যিনি আছেন ও ছিলেন।
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ তুমি নিজ
পরাক্রম ব্যবহার করেছ এবং রাজত্ব করতে শুরু
করেছ।

18জগতের জাতিবৃন্দ তোমার ওপর ক্রুদ্ধ ছিল;
কিন্তু এখন তোমার ক্রোধ তাদের উপর উপস্থিত হল।
মৃত লোকদের বিচারের সময় হয়েছে; আর তোমার
ভাববাদী, যারা তোমার দাস, যারা তোমার লোক, ক্ষুদ্র
এবং গুরুত্বপূর্ণ সব লোক যারা তোমাকে শ্রদ্ধা করেন,
তাদেরকে পুরস্কার দেওয়ার সময় হয়েছে। যারা
পৃথিবীকে ধ্বংস করছে তাদের ধ্বংস করবার সময়
হয়েছে!"

19পরে স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হলে
মন্দিরের মধ্যে তাঁর চুক্তির সিন্দুকটি দেখা গেল, বিদ্যুত
চমকালো, গুড় গুড় শব্দ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড
শিলাবৃষ্টি হল।

একটি স্ত্রীলোক এবং বিশাল নাগ

12 তারপর স্বর্গে এক মহৎ ও বিস্ময়কর সঙ্কেত
দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোককে দেখা গেল, সূর্য
যার বসন, যার পায়ের নীচে ছিল চাঁদ, আর বারোটি
নক্ষত্রের এক মুকুট তার মাথায়। 2স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী,
প্রসব বেদনায় সে চিৎকার করছিল। 3এরপর স্বর্গে আর
এক নিদর্শন দেখা দিল, এক প্রকাণ্ড নাগ দেখা গেল,
যার রঙ ছিল লাল, তার সাতটি মাথা, দশটি শিং, আর
সাতটি মাথায় সাতটি মুকুট। 4সে তার লেজ দিয়ে
আকাশের এক-তৃতীয়াংশ নক্ষত্র টেনে নামিয়ে এনে
পৃথিবীর ওপর ফেলল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব
করার অপেক্ষায় ছিল, সেই নাগটি তার সামনে দাঁড়াল,
যেন স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার
সন্তানকে গ্রাস করতে পারে। 5স্ত্রীলোকটি এক পুত্র সন্তান
প্রসব করল, যিনি লৌহ দণ্ড দিয়ে সমস্ত জাতিকে
শাসন করবেন। তার সন্তানকে ঈশ্বরের সিংহাসনের
কাছে নিয়ে যাওয়া হল; 6আর সেই স্ত্রীলোকটি প্রান্তরে
পালিয়ে গেল, সেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটি স্থান
প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেখানে সে বারশো ষাট দিন
পর্যন্ত প্রতিপালিতা হবে।

7এরপর স্বর্গে এক যুদ্ধ বেধে গেল। মীখায়েল ও
তার অধীনে অন্যান্য স্বর্গদূতরা সেই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ
করল। সেই নাগও তার অপদূতদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ
করতে লাগল; 8কিন্তু সাপ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না,
তাই তারা স্বর্গের স্থান হারালো। 9সেই বিরাট নাগকে
স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। এই বিরাট নাগ
হল সেই পুরানো নাগ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা
হয়, সে সমগ্র জগতকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। সেই
নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা
হল। 10তখন আমি স্বর্গে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম,
"এখন আমাদের ঈশ্বরের জয়, পরাক্রম, রাজত্ব, ধ্বনি
ও তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এসে পড়েছে। এসবই সম্ভব
হয়েছে কারণ আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যে
দোষারোপকারী, তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
সে দিন রাত আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের নামে
দোষারোপ করত।

11তারা মেষশাবকের রক্তে ও নিজের নিজের সাক্ষ্য
দ্বারা সেই নাগকে পরাস্ত করেছে। তারা নিজের প্রাণ
তুচ্ছ করে খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল।
12তাই স্বর্গ এবং সেখানে বসবাসকারী তোমরা সকলে
আনন্দ কর! কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের কি দুর্দশাই না
হবে, কারণ দিয়াবল তোমাদের কাছে নেমে এসেছে।
সে রাগে ফুঁসছে, কারণ সে জানে যে তার আর বেশী
সময় বাকী নেই।"

13পরে ঐ নাগ যখন দেখল যে পৃথিবীতে তাকে
ছুঁড়ে ফেলা হল, তখন যে স্ত্রীলোকটি পুত্র প্রসব করেছিল,
সেই স্ত্রীলোকটির পেছনে সে তাড়া করতে ছুটল। 14কিন্তু
সেই স্ত্রীলোকটিকে খুব বড় ঈগলের দুটি ডানা দেওয়া
হল, যেন যে প্রান্তর তার জন্য নির্দিষ্ট সেই স্থানে সে
উড়ে যেতে পারে; যেখানে সে ঐ নাগের দৃষ্টি থেকে

দূরে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত নিরাপদে প্রতিপালিতা হবে।

15তখন সেই নাগ স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে তার মুখ থেকে নদীর জলের মতো জলপ্রবাহ বের করল। সেই জল বন্যার মতো ধেয়ে এল যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 16কিন্তু পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করল; পৃথিবী তার মুখ খুলে নাগের মুখ থেকে নির্গত জল টেনে নিল। 17তখন সেই নাগ স্ত্রীলোকের ওপর রেগে গিয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী ও যীশুর সত্য শিক্ষা সকল ধারণকারী তাঁর বাকি সব সন্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল;

18আর সেই নাগ সমুদ্রের তীরে বালুকার ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

দু’টি পশু

13 এরপর আমি দেখলাম সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠে আসছে, তার দশটা শিং ও সাতটা মাথা; আর তার সেই দশটা শিং-এর প্রত্যেকটাতে মুকুট পরানো আছে। তার প্রতিটি মাথার ওপর ঈশ্বরের নিন্দাসূচক বিভিন্ন নাম। 2যে পশুটিকে আমি দেখলাম, তাকে দেখতে একটা চিতা বাঘের মতো। তার পা ভাল্লুকের মতো, তার মুখটা সিংহের মুখের মতো। সমুদ্র তীরের সেই নাগ তার নিজের ক্ষমতা, তার নিজের সিংহাসন ও মহাকর্তৃত্ব এই পশুকে দিল। 3আমি লক্ষ্য করলাম যে তার একটি মাথায় যেন এক মৃত্যুজনক ক্ষত রয়েছে; কিন্তু সেই মৃত্যুজনক ক্ষতটিকে সারিয়ে তোলা হল। এই দেখে সমস্ত জগতের লোক আশ্চর্য হয়ে গেল; আর তারা সেই পশুর অনুসরণ করল। 4ঐ পশুকে এমন ক্ষমতা দেবার জন্য লোকেরা সেই নাগের আরাধনা করতে লাগল। তারা সেই পশুরও আরাধনা করে বলল, “এই পশুর মতো আর কে আছে, কেই বা এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম?”

5গর্ব করার ও ঈশ্বর নিন্দা করার জন্য সেই পশুটিকে অনুমতি দেওয়া হল। বিয়াল্লিশ মাস ধরে এই কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল। 6তাতে সে ঈশ্বরের অপমান করতে শুরু করল, ঈশ্বরের নামের, তাঁর বাসস্থানের আর স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করতে লাগল। 7ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ও তাদের পরাস্ত করবার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল; আর জগতের সমস্ত বংশ, লোকসমাজ, ভাষা ও জাতির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হল। 8পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, যাদের নাম জগত সৃষ্টির আগে থেকে সেই উৎসর্গীকৃত মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা হয়নি, তারা সকলে ঐ পশুর ভজনা করবে। এই সেই মেষশাবক যিনি হত হয়েছিলেন।

9যার কান আছে সে শুনুক :

10বন্দী হবার জন্য যে নিরুপিত তাকে বন্দী হতে হবে, যদি তরবারির আঘাতে হত হওয়া কারও জন্য নির্ধারিত থাকে তবে তাকে তরবারির আঘাতে হত হতে হবে।

এর অর্থ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস অবশ্যই থাকবে।

11এরপর আমি পৃথিবীর মধ্য থেকে আর একটি পশুকে উঠে আসতে দেখলাম, মেষশাবকের মতো তার দুটি শিং ছিল, কিন্তু সে নাগের মত কথা বলত। 12সে ঐ প্রথম পশুটির সমস্ত কর্তৃত্ব প্রথম পশুর উপস্থিতিতে প্রয়োগ করল এবং সেই শক্তি বলে বিশ্বের সকল লোককে প্রথম পশুটির আরাধনা করতে বাধ্য করল, যার মাথার ক্ষত সেরে গিয়েছিল। 13দ্বিতীয় পশুটি মহাঅলৌকিক সব কাজ করতে লাগল, এমন কি সকলের চোখের সামনে আকাশ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামাল। 14এইভাবে সে প্রথম পশুর সেবার্থে তাকে প্রদত্ত শক্তির বলে অলৌকিক কাজ করে পৃথিবীবাসীদের ঠকাল। সে পৃথিবীর লোকদের বলল, যে পশু তরবারির আঘাতে আহত হয়েও বেঁচে উঠেছে, তার সম্মানার্থে এক মূর্তি গড়।

15একে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল যাতে সে প্রথম পশুর প্রতিমার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারে, যেন সেই প্রতিমা কথা বলতে পারে ও যে সেই পশুর প্রতিমার আরাধনা না করে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়। 16এই পশু কি ক্ষুদ্র, কি মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, সকলকে তাদের ডানহাতে অথবা কপালে এক বিশেষ চিহ্নের ছাপ নিতে বাধ্য করাল। 17যাদের পশুর নামের ছাপ বা সংখ্যাসূচক ছাপ ছিল না তারা কেনা বেচার অধিকার হারাল। 18যে বুদ্ধিমান সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক। এর জন্য বিজ্ঞতার প্রয়োজন। ঐ সংখ্যাটি একটি মানুষের নামের সংখ্যা আর সেই সংখ্যা হচ্ছে 666।

মুক্তির গীত

14 এরপর আমি সিয়োন পর্বতের ওপর এক মেষশাবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 1,44,000 জন লোক। তাদের প্রত্যেকের কপালে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম লিখিত। 2পরে আমি স্বর্গ থেকে শুনতে পেলাম প্রবল জলকল্লোলের মতো, প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মতো এক কণ্ঠস্বর; যে স্বর আমি শুনলাম তাতে মনে হল যেন বীণাবাদকদল তাঁদের বীণা বাজাচ্ছেন। 3তাঁরা সকলে সিংহাসনের সামনে ও সেই চারজন প্রাণী ও প্রাচীনদের সামনে এক নতুন গীত গাইছিলেন। পৃথিবী থেকে যাদেরকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছিল সেই 1,44,000 জন লোক ছাড়া আর অন্য কেউই সেই গান শিখতে পারল না। 4এই 1,44,000 জন লোক হলেন তাঁরা যারা স্ত্রীলোকদের সংসর্গে নিজেদের কলুষিত করেন নি, কারণ তাঁরা খাঁটি। তাঁরা মেষশাবক যেখানে যান সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করেন। পৃথিবীর লোকদের মধ্য থেকে এই 1,44,000 জন লোককে মুক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশ্যে তাঁরা মনুষ্যদের মধ্য থেকে অগ্রিমাংশরূপে গৃহীত হয়েছেন। 5তাঁদের মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নি। তাঁরা নির্দোষ।

তিনজন স্বর্গদূত

6পরে আমি আর একজন স্বর্গদূতকে আকাশপথে
উড়ে যেতে দেখলাম। পৃথিবীবাসী লোকদের কাছে,
পৃথিবীর সকল জাতি, উপজাতি, ভাষাভাষী লোকের
কাছে ঘোষণা করার জন্য এই স্বর্গদূতের কাছে ছিল
অনন্তকালীন সুসমাচার। 7স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে এই কথা
বললেন, “ঈশ্বরকে ভয় করো ও তাঁর প্রশংসা করো,
কারণ সময় এসেছে যখন ঈশ্বর সমস্ত লোকদের বিচার
করবেন। যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সমস্ত জলের
উৎস সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করো।”

8এরপর প্রথম স্বর্গদূতদের পিছন পিছন দ্বিতীয়
স্বর্গদূত উড়ে এসে বললেন, “পতন হল! মহানগরী
বাবিলের পতন হল! সে সমস্ত জাতিকে ঈশ্বরের
ক্রোধের ও তার ব্যভিচারের মদিরা পান করিয়েছে।”

9এরপর ঐ দুজন স্বর্গদূতের পেছনে আর এক স্বর্গদূত
এসে চিৎকার করে বললেন, “যদি কেউ সেই পশু ও
তার প্রতিমার আরাধনা করে আর কপালে কি হাতে
তার ছাপধারণ করে 10তবে সেও ঈশ্বরের সেই রোষ
মদিরা পান করবে, যা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রে অমিশ্রিত
অবস্থায় ঢালা হচ্ছে। পবিত্র স্বর্গদূতদের ও মেষশাবকের
সামনে জ্বলন্ত গন্ধকে ও আগুনে পড়ে তাকে কি নিদারুণ
যন্ত্রণাই না পেতে হবে। 11তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে উপরে উঠতে থাকবে। যারা সেই
পশু ও তার মূর্ত্তির আরাধনা করে অথবা যে কেউ তার
নামের ছাপ ধারণ করে, তারা দিনে কি রাতে কখনও
বিশ্রাম পাবে না।” 12এখানেই ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
ধৈর্য্যের প্রয়োজন, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবে ও
যীশুর প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকবে। 13এরপর আমি স্বর্গ
থেকে রব শুনলাম। “তুমি এই কথা লেখ: এখন থেকে
মৃত লোকেরা ধন্য, যারা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ
করেছে।”

আত্মা একথা বলছেন, “হ্যাঁ এ সত্য। তারা তাদের
কঠোর পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম লাভ করবে, কারণ তাদের
সব সৎকর্ম তাদের অনুসরণ করে।”

পৃথিবীর শস্য কর্তন

14পরে আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার সামনে
একখণ্ড সাদা মেঘ। সেই মেঘের ওপর মানবপুত্রের*
মতো একজন বসে আছেন। তাঁর মাথায় সোনার মুকুট
ও তার হাতে একটা ধারালো কাস্তে। 15এরপর মন্দির
থেকে আর এক স্বর্গদূত বের হয়ে এলেন। যিনি মেঘের
ওপরে বসে আছেন তাঁকে তিনি বললেন, “আপনার
কাস্তে লাগান ও শস্য সংগ্রহ করুন, কারণ শস্য সংগ্রহের
সময় এসেছে। পৃথিবীর সব শস্য পেকেছে।” 16তাই
যিনি সেই মেঘের উপর বসেছিলেন তিনি পৃথিবীর
উপর কাস্তে চালালেন আর পৃথিবীর ফসল তোলা হল।

17এরপর স্বর্গের মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত
বেরিয়ে এলেন। এই স্বর্গদূতের হাতে এক ধারালো
কাস্তে ছিল, 18আর যজ্ঞবেদী থেকে অন্য এক স্বর্গদূত
বের হয়ে এলেন, যার আগুনের ওপরে কর্তৃত্ব করার
ক্ষমতা ছিল। তিনি ঐ ধারালো কাস্তে হাতে যে স্বর্গদূত
ছিলেন তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে এই কথা বললেন,
“তোমার ধারালো কাস্তে লাগাও, পৃথিবীর সমস্ত
দ্রাক্ষাক্ষেতের দ্রাক্ষার থোকাগুলি কাট, কারণ সমস্ত
দ্রাক্ষা পেকে গেছে।” 19তখন সেই স্বর্গদূত পৃথিবীর
ওপর কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে
ঈশ্বরের ক্রোধের মাড়াইকলে ঢেলে দিলেন। 20নগরের
বাইরে মাড়াইকলে দ্রাক্ষাগুলি মাড়াই করা হলে পরে
সেই মাড়াইকল থেকে রক্ত বের হল। সেই রক্ত উচ্চতায়
ঘোড়ার এক বলগা পর্যন্ত এবং দূরত্বে 200 মাইল
প্রবাহিত হল।

শেষ আঘাতের স্বর্গদূতগণ

15 পরে আমি স্বর্গে আর একটি মহৎ ও বিস্ময়কর
চিহ্ন দেখলাম। সপ্তম স্বর্গদূতকে সপ্ত আঘাত
নিয়ে আসতে দেখলাম। এগুলিই শেষতম আঘাত।
এই আঘাতগুলির দ্বারা ঈশ্বরের মহাক্রোধের অবসান
হবে।

2এরপর আমি অগ্নিমিশ্রিত কাঁচের সমুদ্রের মত কিছু
একটা দেখলাম। যারা সেই পশু, তার মূর্ত্তি ও তার
নামের সংখ্যাকে জয় করেছে তারা ঈশ্বরের দেওয়া
বীণা হাতে ধরে সেই কাঁচের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে
ছিল। 3তারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের
গীত গাইছিল:

“হে প্রভু ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান, মহৎ ও আশ্চর্য
তোমার ক্রিয়া সকল, হে জাতিবৃন্দের রাজন্! ন্যায্য ও
সত্য তোমার পথ সকল।

4হে প্রভু, কে না তোমার নামের প্রশংসা করবে?
কারণ তুমিই একমাত্র পবিত্র। সমস্ত জাতি তোমার
সামনে এসে তোমার উপাসনা করবে, কারণ তোমার
ন্যায়সঙ্গত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।”

5এরপর আমি স্বর্গের মন্দির দেখলাম ঈশ্বরের পবিত্র
উপস্থিতির তাঁবু, মন্দিরটি খোলা ছিল। 6সেই সপ্তম
স্বর্গদূতগণ যাদের ওপর শেষ সাতটি হানবার ক্ষমতা
দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সেই মন্দির থেকে বের হয়ে
এলেন। তাঁরা শুচি শুভ্র মসীনার পোশাক পরিহিত তাঁদের
বুকে সোনার ফিতে বাঁধা। 7পরে সেই চার প্রাণীর মধ্য
থেকে একজন ঐ সাতজন স্বর্গদূতদের হাতে একে
একে তুলে দিলেন সাতটি সোনার বাটি, সেগুলি
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের রোষে পরিপূর্ণ।
8তাতে ঈশ্বরের মহিমা ও পরাক্রম হতে উৎপন্ন ধোঁয়ায়
মন্দিরটি পরিপূর্ণ হল। আর সেই সপ্ত স্বর্গদূতদের সপ্ত
আঘাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মন্দিরের মধ্যে
প্রবেশ করতে পারল না।

ঈশ্বরের ক্রোধপূর্ণ পাত্রসকল

16 তখন আমি মন্দির থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর
শুনতে পেলাম, তা ঐ সাতজন স্বর্গদূতকে বলছে,

মানবপুত্র দানি 7:13-14; যীশু নিজের জন্য প্রায় এই নাম ব্যবহার করতেন।

“যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটি বাটি পৃথিবীতে
ঢেলে দাও।”
2তখন প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর ওপরে তাঁর
বাটিটি ঢেলে দিলেন, তাতে যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ
করেছিল, যারা তার মূর্ত্তির উপাসনা করেছিল তাদের
গায়ে এক কুৎসিত বেদনাদায়ক ঘা দেখা দিল।
3এরপর দ্বিতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি সমুদ্রের উপর
ঢেলে দিলেন। তাতে সমুদ্রের জল মৃত লোকের রক্তের
মতো হয়ে গেল, আর তাতে সমুদ্রের মধ্যে যত জীবন্ত
প্রাণী ছিল সবই মারা পড়ল।
4এরপর তৃতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি পৃথিবীর নদনদী
ও জলের উৎসে ঢেলে দিলেন, তাতে সব জল রক্ত
হয়ে গেল। 5তখন আমি জল সমূহের স্বর্গদূতকে বলতে
শুনলাম:
“তুমি আছ ও ছিলে, তুমিই পবিত্র, তুমি ন্যায়পরায়ণ
কারণ তুমি এইসব বিষয়ের বিচার করেছ।
6ওরা পবিত্র লোকদের ও ভাববাদীদের রক্তপাত
করেছে; আর তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তুমিও এই
সব লোককে রক্তপান করতে দিয়েছ, এটাই এদের
প্রাপ্য।”

7তখন আমি যজ্ঞবেদীকে বলতে শুনলাম,
“হ্যাঁ, প্রভু ঈশ্বর যিনি সর্বশক্তিমান, তোমার বিচার
সত্য ও ন্যায়সঙ্গত।”
8পরে চতুর্থ স্বর্গদূত সূর্যের ওপরে তাঁর বাটিটি ঢেলে
দিলেন। তাতে লোকদের আগুনে পোড়াবার ক্ষমতা
সূর্যকে দেওয়া হল। 9তখন সেই প্রচণ্ড তাপে লোকেদের
পোড়ানো হল। ঈশ্বরকে তারা অভিশাপ দিতে লাগল।
এই সমস্ত আঘাতের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ছিল; কিন্তু
তারা তাদের মন ফিরালো না আর ঈশ্বরের মহিমা
কীর্তন করল না।
10এরপর পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি সেই পশুর
সিংহাসনের ওপর ঢেলে দিলেন। ফলে তার রাজ্যের
সব জায়গায় ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল, আর লোকেরা
যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল। 11বেদনা ও
ক্ষতের জন্য তারা স্বর্গের ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে
লাগল, কিন্তু তারা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল
না।
12এরপর ষষ্ঠ দূত তার বাটিটি নিয়ে মহানদী
ইউফ্রেটিসের ওপর ঢেলে দিলেন। তাতে নদীর জল
শুকিয়ে গেল, ও প্রাচ্যের রাজাদের জন্য আসার পথ
প্রস্তুত হল। 13এরপর আমি দেখলাম সেই সাপের মুখ
থেকে, পশুর মুখ থেকে ও ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে
ব্যাঙের মতো দেখতে একটি একটি করে তিনটি অশুচি
আত্মা বেরিয়ে এল। 14সেই অশুচি আত্মারা ভূতের
আত্মা, যারা নানা অলৌকিক কাজ করে। তারা সমস্ত
জগতে ঘুরে রাজাদের একত্রিত করল সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মহাবিচারের দিনে যুদ্ধ করার জন্য।
15“শোন! চোর যেমন আসে আমি তেমনি আসব।
ধন্য সেই ব্যক্তি যে জেগে থাকে, আর নিজের পোশাক
নিজের কাছে রাখে। যাতে তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে
হয় এবং লজ্জায় না পড়তে হয়।”
16পরে ঐ অশুচি আত্মারা ইব্রীয় ভাষায় যাকে
হর্‌মাগিদোন বলে সেই স্থানে নিয়ে এসে রাজাদের
একত্রিত করল।
17এরপর সপ্তম স্বর্গদূত আকাশের ওপর তাঁর বাটিটি
ঢেলে দিলেন। তখন স্বর্গের মন্দিরের সেই সিংহাসন
থেকে শোনা গেল এক পরম উদাত্ত কণ্ঠস্বর, “সমাপ্ত
হল!”
18তাতে বিদ্যুৎ ঝলক, মেঘগর্জন, বজ্রপাত এবং
ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্প হল। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি
কাল থেকে এমন ভূমিকম্প আর কখনও হয় নি। 19সেই
মহানগরী তাতে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল; আর ধূলিসাৎ
হয়ে গেল বিধর্মীদের সব শহর। ঈশ্বর মহান বাবিলকে
শাস্তি দিতে ভুলে যান নি। তিনি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধে পূর্ণ
সেই পানপাত্র মহানগরীকে দিলেন।
20এর ফলে সমস্ত দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেল, আর
পর্বতমালা সমভূমি হয়ে গেল। 21আকাশ থেকে মানুষের
ওপরে বিরাট বিরাট শিলা পড়তে লাগল, এক একটি
শিলা ছিল এক এক মণ ভারী; আর এই শিলা বৃষ্টির
জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করতে লাগল, কারণ
সেই আঘাত ছিল নিদারুণ ভয়ঙ্কর এক আঘাত।

পশুর উপরে স্ত্রীলোক

17এরপর ঐ সাতটি বাটি যাদের হাতে ছিল, সেই
সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন এসে আমায়
বললেন, “এস, বহু নদীর উপরে যে মহাবেশ্যা বসে
আছে, আমি তোমাকে তার কি শাস্তি হবে তা দেখাবো।
2তার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা যৌন পাপ করেছে, আর
পৃথিবীর লোকেরা তার অসৎ যৌন ক্রিয়ার মদিরা পান
করে মত্ত হয়েছে।”
3তখন তিনি আত্মার পরিচালনায় আমাকে প্রান্তরের
মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি একটি নারীকে
দেখলাম, সে লাল রঙের এক পশুর ওপর বসে আছে।
সেই পশুটির সাতটা মাথা ও দশটা শিং, তার সারা
গায়ে ঈশ্বর নিন্দাসূচক নাম লেখা ছিল। 4সেই নারীর
পরনে ছিল বেগুনী ও লাল রঙের বসন, সোনা ও
বহুমূল্য মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার তার অঙ্গে, তার
হাতে সোনার একটি পান পাত্র ছিল, ঘৃণ্য দ্রব্যে ও তার
যৌন পাপ-মালিন্যে তা পূর্ণ। 5তার কপালে রহস্যপূর্ণ
এক নাম লেখা আছে:

মহতী বাবিল পৃথিবীর বেশ্যাদের
এবং পৃথিবীর যাবতীয় ঘৃণ্য জিনিসের জননী।

6আমি দেখলাম, সেই নারী ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
রক্তে মাতাল হয়ে আছে। এই পবিত্র লোকেরাই যীশুর
বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল।
সেই নারীকে দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে
গেলাম। 7সেই স্বর্গদূত আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি

অবাক হচ্ছ কেন? আমি ঐ নারী ও তার বাহন পশু
সম্পর্কে নিগূঢ়তত্ত্ব জানাচ্ছি। ঐ পশুটির সাতটি মাথা
এবং দশটি শিং আছে। 8তুমি যে পশুকে দেখলে, এক
সময় সে বেঁচে ছিল, কিন্তু এখন সে বেঁচে নেই। সে
পাতাল থেকে উঠে আসবে ও তার ধ্বংস স্থানে যাবে।
জগৎ পত্তনের সময় থেকে পৃথিবী নিবাসী যত লোকের
নাম জীবন-পুস্তকে লিখিত নেই, তারা ঐ পশুকে দেখে
বিস্মিত হবে, কারণ পশুটি একদিন ছিল, এখন আর
নেই, কিন্তু পরে আবার আসবে।
9“এটা বোঝার জন্য বিজ্ঞ মনের প্রয়োজন। ঐ সপ্ত
মস্তক হচ্ছে সপ্ত পর্বত, যার ওপর ঐ নারী বসে আছে।
তারা আবার সপ্ত রাজার প্রতীক। 10তাদের মধ্যে প্রথম
পাঁচ জনের পতন হয়েছে। একজন আছে আর অন্য
জন এখনও আসেনি। সে এলে কেবল অল্পকালই থাকবে।
11যে পশু একসময়ে জীবিত ছিল, আর এখন নেই,
সেই হচ্ছে অষ্টম রাজা। এই অষ্টম রাজা সেই সাত
রাজার একটি আর সে তার ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।
12“আর তুমি যে দশটি শিং দেখলে, তা হল দশটি
রাজা, তারা এখনও রাজ্য পায় নি, কিন্তু সেই পশুর
সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্য রাজাদের মতো কর্তৃত্ব করার
ক্ষমতা পাবে। 13এই দশ রাজার উদ্দেশ্য এক, তারা
নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সেই পশুকে দেবে। 14তারা
মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কিন্তু মেষশাবক তাদের
পরাজিত করবে কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের
রাজা। তিনি তাঁর মনোনীত এবং বিশ্বস্ত লোকদের
সাহায্যে তাদের পরাজিত করবেন। এই লোকদের তিনি
আহ্বান করেছিলেন।”
15আর স্বর্গদূত আমায় বললেন, “দেখ, ঐ গণিকা
যে জলের ওপর বসে আছে, সেই জল হচ্ছে জাতিগণ,
প্রজাগণ, জনগণ ও ভিন্ন ভাষাভাষীর লোকসমূহ।
16তুমি যে দশটা শিং ও পশুকে দেখলে, তারা ঐ
গণিকাকে ঘৃণা করবে। তারা তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে
তাকে উলঙ্গ করে তার দেহটাকে খাবে, তারপর তাকে
আগুনে পুড়িয়ে দেবে। 17এসব ঘটবে কারণ ঈশ্বর তাঁর
ইচ্ছা পূরণ করতে তাদের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি দেবেন।
সেজন্য তারা সকলে একচিত্ত হয়ে যে পর্যন্ত ঈশ্বরের
বাক্য সফল না হয় সেই পর্যন্ত নিজের নিজের ক্ষমতা
সেই পশুকে দেবে, যাতে সে রাজত্ব করতে পারে।
18তুমি যে নারীকে দেখলে সে ঐ মহানগরীর প্রতীক,
যে পৃথিবীর রাজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করে।”

বাবিল ধ্বংস হল

18 এইসব ঘটনার পর আমি আর একজন স্বর্গদূতকে
স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি
মহাপরাক্রান্ত স্বর্গদূত, তাঁর জ্যোতি সমস্ত পৃথিবীকে
আলোকিত করে তুলল। 2তিনি প্রবল শব্দে চেঁচিয়ে
উঠলেন:
“পতন হল! মহানগরী বাবিলের পতন হল! সে
ভূতদের আবাসে পরিণত হয়েছে। সেই নগরী হয়েছে
সব রকমের অশুচি আত্মার আবাস। সে যতো অশুচি
পাখীদের বাসা এবং যতো নোংরা ও ঘৃণ্য পশুদের
নগরীতে পরিণত হয়েছে।
3পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তার অসৎ যৌন পাপের
মদিরা ও ঈশ্বরের রোষ মদিরা পান করেছে। পৃথিবীর
রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে; আর পৃথিবীর
ব্যবসায়ীরা তার অসংযত বিলাসিতার সুবাদে ধনবান
হয়ে উঠেছে।”

4এরপর আমি স্বর্গ থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর শুনতে
পেলাম, সে বলছে:
“হে আমার প্রজারা, ওখান থেকে বেরিয়ে এস,
তোমরা যেন ওর পাপের ভাগী না হও; আর ওর
প্রাপ্য আঘাত যেন তোমাদের ওপর না আসে।
5কারণ ওর পাপ স্তূপীকৃত হয়ে গগণচুম্বী হয়েছে;
আর ঈশ্বর ওর সব অপরাধ স্মরণ করেছেন।
6সে অপরের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছে, তোমরাও
তার প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর। সে যেমন কাজ করেছে,
তোমরা তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও। অপরের
জন্য পানপাত্রে সে যে পরিমাণ মেশাতো তোমরা তার
জন্য সেই পাত্রে দ্বিগুণ মেশাও।
7সে (বাবিল) যত অহঙ্কার ও বিলাসিতায় জীবন
কাটাতো তোমরা তাকে তত যন্ত্রণা ও মনোদুঃখ দাও।
কারণ সে নিজের বিষয়ে বলত, ‘আমি রাণী, রাণীর
মতোই সিংহাসনে বসে আছি। আমি বিধবা নই, আর
আমি কখনই দুঃখ পাব না।’
8অতএব এক দিনের মধ্যেই তার ওপর এই আঘাত
আসবে; মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ আর আগুনে পুড়িয়ে
তাকে ধ্বংস করা হবে; কারণ প্রভু ঈশ্বর যিনি তার
বিচার করেছেন তিনি সর্বশক্তিমান।”

9“জগতের যে সব রাজারা তার সঙ্গে যৌন পাপে
লিপ্ত হয়েছে ও বিলাসে কাটিয়েছে, তারা তাকে জ্বলতে
দেখে ও তার থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে বিলাপ ও
হাহাকার করবে।” 10তার যন্ত্রণার ভয়াবহতা দেখে ভয়ে
দূরে দাঁড়িয়ে বলবে:
‘হায়! হায়! হে মহান নগরী! ও শক্তিশালী বাবিল
নগরী! এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার উপরে শাস্তি নেমে
এল!’
11আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার (বাবিলের) জন্য
কাঁদছে ও হাহাকার করছে, কারণ তাদের বাণিজ্য দ্রব্য
আর কেউ কেনে না। 12তাদের বাণিজ্যদ্রব্যগুলি ছিল :
সোনা, রূপো, মণি, মুক্তা, মসীনার কাপড়, বেগুনী
রঙের কাপড়, রেশমের কাপড়, লাল রঙের কাপড়,
সব রকমের চন্দন কাঠ, হাতির দাঁতের তৈরী বিভিন্ন
জিনিসপত্র, মূল্যবান কাঠ, কাঁসার, লোহার ও মার্বেল
পাথরের সব রকমের পাত্র, 13আর দারুচিনি, মশলা,
ধূপ, সুগন্ধি নির্যাস, মস্তকি, গুগগুল, মদ ও জলপাইয়ের
তেল, ময়দা, আটা, গরু, মেষ, ঘোড়া গাড়ী, আর
মানুষের দেহ এবং প্রাণও। সেই ব্যবসায়ীরা কেঁদে কেঁদে
বলবে:

14‘হে বাবিল, যে সব ভাল ভাল জিনিসের প্রতি
তোমার মন পড়ে ছিল তার সবই তোমার কাছ থেকে
চলে গেছে। তোমার সব রকমের বিলাসিতা ও শোভা
প্রাচুর্য্য সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি তা আর কখনই
দেখতে পাবে না।’

15“ঐ সব জিনিসের ব্যবসায়ীরা তার ধনে ধনী
হয়েছিল, তারা তার যন্ত্রণা দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে
কাঁদবে আর হাহাকার করে বলবে:
16‘হায়! হায়! হায় মহানগরী! সে মসীনার কাপড়,
বেগুনী রঙের কাপড় ও লাল রঙের কাপড় পরত। সে
সোনা, মণি, মুক্তা খচিত গয়না পরত।
17এক ঘণ্টার মধ্যে তার সেই মহাসম্পদ ধ্বংস
হল!’

“আর প্রত্যেক জাহাজের প্রধান কর্মচারীরা,
জলপথের যাত্রীরা, নাবিকেরা ও সমুদ্রেই জীবিকা
যাদের, তারা সকলে বাবিল থেকে সরে দাঁড়ালো।
18জ্বলন্ত বাবিলের ধোঁয়া দেখে তারা চিৎকার করে বলতে
লাগল, ‘আর কোন নগর এই মহানগরীর মত ছিল না!’
19তারা সকলে নিজেদের মাথায় ধূলো ছিটিয়ে
হাহাকার করে বলতে লাগল:
‘হায়! হায়! ঐ মহানগরীর কি দুর্দশাই না হল! যার
সম্পদে সমুদ্রগামী জাহাজের কর্তারা ধনবান হত, এক
ঘণ্টার মধ্যে সে ধ্বংস হয়ে গেল।
20এইজন্য হে স্বর্গ! উল্লসিত হও! হে ঈশ্বরের পবিত্র
লোকেরা! হে প্রেরিতেরা আর ভাববাদীরা, উল্লাসিত
হও! কারণ সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করেছে,
ঈশ্বর তার শাস্তি তাকে দিয়েছেন।’”

21পরে এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত খুব বড় যাঁতার মতো
পাথর তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে বললেন:
“এই পাথরটির মতো মহানগরী বাবিলকে ছুঁড়ে ফেলা
হবে; আর চিরকালের মতো সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
22তোমার মধ্যে বীণাবাদক, বাঁশীবাদক, তূরীবাদক
ও গায়কদের গান-বাজনা আর কখনও শোনা যাবে
না। তোমার মধ্যে আর কখনও কোন শিল্পকারকে পাওয়া
যাবে না, গম ভাঙ্গার যাঁতার শব্দ আর কখনও শোনা
যাবে না।
23তোমার মধ্যে আর কখনও প্রদীপ জ্বলবে না,
বর-কনের কথাবার্তা আর কখনও শোনা যাবে না।
তোমার ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল।
তোমার তন্ত্র-মন্ত্রের জাদুতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হয়েছিল।
24বাবিল সমস্ত ভাববাদী, ঈশ্বরের পবিত্র লোক,
আর পৃথিবীতে যত লোককে হত্যা করা হয়েছে, তার
রক্তপাতের দোষে দোষী।”

স্বর্গের লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করল

19 এরপর আমি স্বর্গে এক বিশাল জনতার কলরব
শুনলাম। সেই লোকেরা বলছে:

“হাল্লিলূইয়া! জয়, মহিমা ও পরাক্রম আমাদের
ঈশ্বরেরই, 2কারণ তাঁর বিচারসকল সত্য ও ন্যায্য।
তিনি সেই মহান গণিকার বিচার নিষ্পন্ন করেছেন, যে
তার যৌন পাপ দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করত। ঈশ্বরের
দাসদের রক্তপাতের প্রতিশোধ নিতে ঈশ্বর সেই বেশ্যাকে
শাস্তি দিয়েছেন।”

3তারপর স্বর্গের সেই লোকেরা বলে উঠল:
“হাল্লিলূইয়া! সেই বেশ্যা ভস্মীভূত হবে এবং যুগ
যুগ ধরে তার ধোঁয়া উঠবে।”

4এরপর সেই চব্বিশজন প্রাচীন ও চারজন প্রাণী
সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন, সেই ঈশ্বরের চরণে মাথা
নত করে তাঁর উপাসনা করে বললেন:
“আমেন, হাল্লিলূইয়া!”

5পরে সিংহাসন থেকে এক বাণী নির্গত হল, কে
যেন বলে উঠল:
“হে আমার দাসেরা, তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর,
তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান, তোমরা সকলে ঈশ্বরের প্রশংসা
কর!”

6পরে আমি বিরাট জনসমুদ্রের রব, প্রবল
জলকল্লোল ও প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মতো এই বাণী
শুনলাম:
“হাল্লিলূইয়া! আমাদের প্রভু যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তিনি রাজত্ব শুরু করেছেন।
7এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, আর তাঁর
মহিমা করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এল।
তাঁর বধূও বিবাহের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে।
8তাকে পরিধান করতে দেওয়া হল শুচি শুভ্র উজ্জ্বল
মসীনার বসন।”

সেই মসীনার বসন হল ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
সৎকর্মের প্রতীক।
9এরপর তিনি আমায় বললেন, “তুমি এই কথা
লেখ। ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহে নিমন্ত্রিত
হয়েছে।” তারপর দূত আমায় বললেন, “এগুলি ঈশ্বরের
সত্য বাক্য।”
10আমি তাঁকে উপাসনা করার জন্য তাঁর চরণে
মাথা নত করলাম; কিন্তু স্বর্গদূত আমায় বললেন,
“আমার উপাসনা কোর না! আমি তোমারই মত এবং
তোমার যে ভাইয়েরা যীশুর সাক্ষ্য ধরে রয়েছে তাদের
মতো এক দাস। ঈশ্বরেরই উপাসনা কর, কারণ
ভাববাণীর আত্মাই হল যীশুর সাক্ষ্য।”

শ্বেত অশ্বের চালক

11এরপর আমি দেখলাম, স্বর্গ উন্মুক্ত, আর সেখানে
সাদা একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর যিনি
বসে আছেন, তাঁর নাম “বিশ্বস্ত ও সত্যময়” আর তিনি

ন্যায়সিদ্ধ বিচার করেন ও যুদ্ধ করেন। 12আগুনের শিখার
মতো তাঁর চোখ, আর তাঁর মাথায় অনেকগুলি মুকুট
আছে; সেই মুকুটগুলির উপর এমন এক নাম লেখা
আছে, যার অর্থ তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ জানে না।
13রক্তে ডুবানো পোশাক তাঁর পরনে; তাঁর নাম ঈশ্বরের
বাক্য। 14স্বর্গের সেনাবাহিনী সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর
পিছনে পিছনে চলেছিল। তাদের পরনে ছিল শুচিশুভ্র
মসীনার পোশাক। 15একটি ধারালো তরবারি তাঁর মুখ
থেকে বেরিয়ে আসছিল, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত
জাতিকে আঘাত করবেন। লৌহ যষ্টি হাতে জাতিবৃন্দের
উপর তিনি শাসন পরিচালনা করবেন। সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের কুণ্ডে তিনি সব দ্রাক্ষা মাড়াই
করবেন। 16তাঁর পোশাকে ও ঊরুতে লেখা আছে এই
নাম:

“রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।”

17পরে আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদূত সূর্যের মধ্যে
দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি উঁচু আকাশ পথে যে সব পাখি
উড়ে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে খুব জোরে চিৎকার করে
বললেন: “এস, ঈশ্বর যে মহাভোজের আয়োজন
করেছেন, তার জন্য এক জায়গায় জড়ো হও। 18এস,
রাজাদের, প্রধান সেনাপতিদের ও বীরপুরুষদের মাংস,
ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ারদের মাংস, স্বাধীন কি ক্রীতদাস,
ক্ষুদ্র কি মহান সকল মানুষের মাংস খেয়ে যাও।”

19তখন আমি দেখলাম ঐ ঘোড়ার ওপর যিনি
বসেছিলেন, তিনি ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে সেই পশু ও
পৃথিবীর রাজারা তাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ
করার জন্য একত্র হল। 20কিন্তু সেই পশু ও ভণ্ড
ভাববাদীকে ধরা হল। এই সেই ভণ্ড ভাববাদী, যে
পশুর জন্য অলৌকিক কাজ করেছিল। এই অলৌকিক
কাজের দ্বারা ভণ্ড ভাববাদী তাদেরকে প্রতারণা করেছিল
যাদের সেই পশুর চিহ্ন ছিল এবং যারা তার উপাসনা
করেছিল। ভণ্ড ভাববাদী এবং পশুটিকে জ্বলন্ত গন্ধকের
হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হল। 21যারা বাকী থাকল তারা সকলে
সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ারীর মুখ থেকে বের হওয়া
ধারালো তরবারির আঘাতে মারা পড়ল; আর সমস্ত
পাখি তাদের মাংস খেয়ে তৃপ্ত হল।

এক হাজার বছর

20 এরপর আমি একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে
নেমে আসতে দেখলাম। সেই স্বর্গদূতের হাতে
ছিল অতল গহ্বরের চাবি আর একটা বড় শেকল।
2তিনি সেই নাগকে ধরলেন, এ সেই পুরানো সাপ,
দিয়াবল বা শয়তান, তিনি তাকে হাজার বছরের জন্য
বেঁধে রাখলেন। 3স্বর্গদূত তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে
ছুঁড়ে ফেলে গহ্বরের মুখ বন্ধ করলেন ও তা সীলমোহর
করে দিলেন, যেন হাজার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে
পৃথিবীর জাতিবৃন্দকে আর বিভ্রান্ত করতে না পারে। ঐ
হাজার বছর পূর্ণ হলে কিছুকালের জন্য তাকে ছাড়া
হবে।

4পরে আমি কয়েকটি সিংহাসন দেখলাম; আর তার
ওপর যারা বসে আছেন তাদের সকলকে বিচার করার
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার
জন্য ও ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য যাদের শিরশ্ছেদ
করা হয়েছিল, যারা সেই পশুকে ও তার মূর্ত্তিকে পূজা
করে নি, নিজেদের কপালে বা হাতে তার ছাপ নেয়
নি, তাদের প্রাণ দেখতে পেলাম। আর তারা সকলে
পুনর্জীবিত হয়ে সেই হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টের সঙ্গে
রাজত্ব করল। 5যে পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না
হল, সে পর্যন্ত বাকী মৃত লোকেরা পুনরুত্থিত হল না।
এই হল প্রথম পুনরুত্থান। 6যে কেউ এই প্রথম
পুনরুত্থানের ভাগী হয় সে ধন্য ও পবিত্র। এই সব
লোকদের ওপর দ্বিতীয় মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই।
তারা বরং খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের যাজকরূপে তাঁর সঙ্গে
হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবে।

শয়তানের পরাজয়

7সেই হাজার বছর শেষ হলে শয়তানকে অতলস্পর্শী
গহ্বরের কারাগার থেকে মুক্ত করা হবে। 8সে সারা
পৃথিবী জুড়ে সমস্ত জাতিকে বিভ্রান্ত করবে। সে গোগ
ও মাগোগকেও বিভ্রান্ত করবে; শয়তান যুদ্ধের উদ্দেশ্যে
তাদের একত্র করবে। তাদের সংখ্যা সমুদ্র সৈকতের
অগণিত বালুকণার মতো। 9তারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে
এগিয়ে চলবে, আর ঈশ্বরের লোকদের শিবির ও ঈশ্বরের
প্রিয় নগরটি অবরোধ করবে; কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন
নেমে শয়তানের সৈন্যদের ধ্বংস করবে। 10তখন সেই
শয়তান যে তাদের ভ্রান্ত করেছিল তাকে জ্বলন্ত গন্ধকের
হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হবে, যেখানে সেই পশু ও ভণ্ড
ভাববাদীদের আগেই ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে যুগ
যুগ ধরে দিনরাত তারা যন্ত্রণা ভোগ করবে।

জগতের মানুষের বিচার

11পরে আমি এক বিরাট শ্বেত সিংহাসন ও তাঁর
ওপর যিনি বসে আছেন তাঁকে দেখলাম। তাঁর সামনে
থেকে পৃথিবী ও আকাশ বিলুপ্ত হল এবং তাদের কোন
অস্তিত্ব রইল না। 12আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র কি মহান
সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
পরে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হল, এবং আরও একটি গ্রন্থ
খোলা হল। সেই গ্রন্থটির নাম জীবন-পুস্তক। সেই
গ্রন্থগুলিতে মৃতদের প্রত্যেকের কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ
ছিল এবং সেই অনুসারে তাদের বিচার হল। 13যে সব
লোক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সমুদ্র তাদের সঁপে
দিল, আর মৃত্যু ও পাতাল নিজেদের মধ্যে যে সব মৃত
ব্যক্তি ছিল তাদের সমর্পণ করল। তাদের কৃতকর্ম
অনুসারে তাদের বিচার হল।

14পরে মৃত্যু ও পাতাল আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা
হল। এই আগুনের হ্রদই হল আসলে দ্বিতীয় মৃত্যু।
15জীবন-পুস্তককে যাদের নাম লেখা দেখতে পাওয়া
গেল না, তাদের সকলকে আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা
হল।

নতুন জেরুশালেম

21 এরপর আমি এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী দেখলাম; কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র আর নেই। 2আমি আরো দেখলাম, সেই পবিত্র নগরী, নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ হতে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। কনে যেমন তার বরের জন্য সাজে, সেও সেইভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। 3পরে আমি সিংহাসন থেকে এক উদাত্ত রব শুনতে পেলাম, যা ঘোষণা করছে, “এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন ও তারা তাঁর প্রজা হবে। ঈশ্বর নিজে তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন। 4তিনি তাদের চোখের সব জল মুছিয়ে দেবেন। মৃত্যু, শোক, কান্না, জ্বালা যন্ত্রণা আর থাকবে না, কারণ পুরানো বিষয়গুলি বিলুপ্ত হল। 5আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি বললেন, “দেখ! আমি সব কিছু নতুন করছি!” পরে তিনি বললেন, “লেখ, কারণ এসব কথা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।”

6যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন পরে তিনি আমায় বললেন, “সম্পন্ন হল! আমি আলফা ও ওমেগা, আমিই আদি ও অন্ত। যে তৃষ্ণার্ত তাকে আমি জীবন জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দান করব। 7যে বিজয়ী হয় সেই এসবের অধিকারী হবে। আমি তার ঈশ্বর হব, আর সে হবে আমার পুত্র। 8কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃণ্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যারা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।”

9আর যে সপ্ত স্বর্গদূতদের কাছে সপ্ত সন্তাপপূর্ণ বাটি ছিল তাদের মধ্যে শেষ সন্তাপের বাটিটি যিনি ঢেলেছিলেন, তিনি এসে আমায় বললেন, “এস, আমি তোমাকে মেষশাবকের বধূকে দেখাব।” 10আমি আত্মার আবেশে ছিলাম, সেই অবস্থায় তিনি আমাকে এক খুব বড় ও উঁচু পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেলেন আর স্বর্গে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে পবিত্র নগরী, জেরুশালেম নেমে আসছিল তা দেখালেন। 11তা ছিল ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ বহুমূল্য মণির মতো, তার উজ্জ্বলতা সূর্যকান্ত মণির মতো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। 12নগরের প্রাচীরটি খুব উঁচু এবং বড় ছিল। প্রাচীরের বারোটি ফটক ছিল। নগরের বারোটি ফটকে বারোজন স্বর্গদূত ছিল। সেই দ্বারগুলির ওপর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর নাম লেখা ছিল। 13পূর্বদিকে তিনটি দরজা, উত্তরদিকে তিনটি দরজা, দক্ষিণ দিকে তিনটি দরজা ও পশ্চিম দিকে তিনটি দরজা। 14নগরের সেই প্রাচীরের বারোটি ভিত-পাথর ছিল, আর সেই সব ভিত পাথরের ওপর মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতের নাম লেখা আছে।

15স্বর্গদূত, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে ঐ নগরটি, তার সব দরজা ও তার প্রাচীর মাপবার জন্য সোনার মাপকাঠি ছিল। 16ঐ নগরটি ছিল চারকোণা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। তিনি নগরটি সেই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে দেখা গেল তা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় সমান এবং সেই মাপ হল 1,500 মাইল। 17পরে স্বর্গদূত নগরের প্রাচীর মাপলে দেখা গেল তা 144 হাত উঁচু। স্বর্গদূত মানুষের হাতের মাপ অনুযায়ী তা মাপলেন, এই মাপই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। 18প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্তমণির এবং নগরটি ছিল শুদ্ধ সোনায় তৈরী, যেটা ছিল কাঁচের মতো স্বচ্ছ। 19নগরের প্রাচীরের ভিত পাথরগুলিতে সব ধরণের মূল্যবান মণি-খচিত ছিল। প্রথমটি সূর্যকান্ত মণির, দ্বিতীয়টি নীলকান্ত মণির, তৃতীয়টি তাম্রমণির, চতুর্থটি পান্নামণির, পঞ্চমটি বৈদূর্য্যমণির; 20ষষ্ঠটি লালবর্ণ মণির, সপ্তমটি স্বর্ণমণির, অষ্টমটি ফিরোজা মণির, নবমটি পোখরাজ মণির, দশমটি হলুদ সবুজ বর্ণ মণির, একাদশটি রক্তাভ-ফলসাবর্ণ মণির, দ্বাদশটি জামীরা মণির। 21 দ্বাদশটি জামীরা মণির।

21বারোটি সিংহদ্বার হচ্ছে বারোটি মুক্তা, একটি দ্বার সড়কটি কাঁচের মতো স্বচ্ছ খাঁটি সোনার তৈরী।

22সেই নগরে আমি কোন মন্দির দেখলাম না, কারণ প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মেষশাবক হচ্ছেন সেই নগরের মন্দির। 23নগরটি আলোকিত করার জন্য সূর্য বা চাঁদের প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঈশ্বরের মহিমা তা আলোকময় করে, আর মেষশাবকই তার আলোস্বরূপ। 24এর আলোতে সমস্ত জাতি চলাফেরা করবে, আর জগতের রাজারা তাদের প্রতাপ সেখানে নিয়ে আসবে। 25ঐ নগরের সিংহদ্বারগুলি কোনদিন কখনও বন্ধ হবে না, কারণ সেখানে কখনও কোন রাত্রি হবে না, 26আর জাতিবৃন্দের সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বর্য সেই নগরের মধ্যে আনা হবে। 27অশুচি কোন কিছু শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। কোন মানুষ যে ঘৃণ্য কাজ করে অথবা যে অসৎ সে কখনও নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। কেবল যাদের নাম মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা আছে শুধু তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

22 পরে তিনি আমাকে জীবনদায়ী জলের এক নদী দেখালেন। এই নদী স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, তা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বয়ে চলেছে। 2নদীটি নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীর দু’পারেই জীবনবৃক্ষ আছে। বছরের বারো মাসেই তাতে বারো বার ফল ধরে, প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল হয়। সেই জীবনবৃক্ষের পাতা জাতিবৃন্দের আরোগ্যদায়ক।

3নগরীতে অভিশপ্ত কোন কিছুই থাকবে না, সেখানে অধিষ্ঠিত থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন। সেখানে ঈশ্বরের দাসেরা তাঁর উপাসনা করবে, 4তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে; আর ঈশ্বরের নাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। 5সেখানে রাত্রি আর হবে না, প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর কোন প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তখন সবার উপর তাঁর আলো ছড়িয়ে দেবেন; আর তারা যুগে যুগে চিরকাল রাজার মত রাজত্ব করবে।

6তখন স্বর্গদূত আমায় বললেন, “এই সমস্ত কথা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। প্রভু যিনি সেই ভাববাদীদের

আত্মার ঈশ্বর, তিনি তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছেন তাঁর
দাসদের সেই সবকিছু দেখাবার জন্য, যা শীঘ্রই ঘটবে।”
7“শোন, আমি শিগ্গির আসছি। ধন্য সে জন, যে
এই পুস্তকের লিখিত ভাববাণী পালন করে।”
8আমি যোহন এই সব দেখলাম ও শুনলাম। এইসব
দেখা ও শোনার পর, যে দূত আমাকে এই সব
দেখাচ্ছিলেন, তাঁর আরাধনার জন্য আমি তাঁর পায়ের
ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। 9তিনি তখন আমায় বললেন,
“আমার উপাসনা কোর না! আমি তোমার ও তোমার
ভাইদের অর্থাৎ ভাববাদীদের মত একজন দাস। আমি
সেই সমস্ত লোকের মত যারা এই পুস্তকের বাক্য মেনে
চলে। একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা কর।”
10সেই স্বর্গদূত আমাকে আরো বললেন, “তুমি এই
পুস্তকের ভাববাণীগুলি গোপন রেখো না, সে সব কথা
পূর্ণ হবার সময় হয়ে এসেছে। 11যে অন্যায় করছে, সে
আরো অন্যায় করুক; আর যে কলুষিত, সে কলুষিত
থাকুক। যে ধার্মিক সে এর পরে আরো ধর্মাচরণ করুক;
আর যে পবিত্র সে আরো পবিত্র হোক্।”
12“শোন! আমি শিগ্গির আসছি! আমি দেবার জন্য
পুরস্কার নিয়ে আসছি, যার যেমন কাজ সেই অনুসারে
সে পুরস্কার পাবে। 13আমি আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম
ও শেষ, আদি ও অন্ত।
14“যারা তাদের পোশাক ধোয় তারা ধন্য। তারা
জীবন বৃক্ষের ফল খাবার অধিকারী হবে ও দ্বার সকল
দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারবে। 15আর নগরের বাইরে
আছে সেই সব কুকুরেরা, যারা মায়াবী, লম্পট, খুনে,
প্রতিমাপূজক, আর যারা মিথ্যা বলতে ভালবাসে ও
মিথ্যা কথা বলে। 16আমি যীশু, আমি আমার স্বর্গদূতকে
পাঠালাম যেন সে মণ্ডলীদের জন্য তোমাকে এসব কথা
বলে। আমি দায়ূদের মূল ও বংশধর। আমি উজ্জ্বল
প্রভাতী তারা।”
17আত্মা ও বধূ বলছেন, “এস!” যে একথা শোনে
সেও বলুক, “এস!” আর যে পিপাসিত সেও আসুক।
যে চায় সে এসে বিনামূল্যে জীবন-জল পান করুক।
18এই পুস্তকের ভাববাণী সব যারা শুনবে, আমি
তাদের দৃঢ়ভাবে বলছি, এই পুস্তকে যা কিছু লেখা হল,
কেউ যদি তার সঙ্গে কিছু যোগ করে তবে ঈশ্বর এই
পুস্তকে যে সব সন্তাপের উল্লেখ আছে তা তার জীবনে
যোগ করবেন। 19কেউ যদি এই ভাববাণী পুস্তকের বাক্য
থেকে কিছু বাদ দেয়, তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে
জীবনবৃক্ষের কথা লেখা আছে তা থেকে ও পবিত্র
নগর থেকে তার অংশ বাদ দেবেন।
20যীশু যিনি বলছেন এই বিষয়গুলি সত্য, এখন
তিনিই বলছেন, “হ্যাঁ, আমি শিগ্গির আসছি।”
আমেন। এস, প্রভু যীশু! 21প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তাঁর
সকল লোকের সহবর্তী হোক্। আমেন।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html